বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী
আলিম ১ম ও ২য় বর্ষের জন্য পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে লিখিত

আন্‌ওয়ারুল মানার
শরহে
নূরুল আন্‌ওয়ার

আরবি-বাংলা

আলিম

রচনায়

মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
এম.এম; এম. ইউ; এম.এফ (প্রথম শ্রেণী)
প্রধান ফকীহ, আল জামেয়াতুল ফালাহিয়াহ কামিল মাদরাসা, ফেনী
পরীক্ষক, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
আলিম, ফাযিল স্কলার এম. এম ফার্স্ট ক্লাস
অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

আবূ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ খান
কামিল (ডবল) প্রথম শ্রেণী; বি. এ (অনার্স) প্রথম শ্রেণী
এম. এ প্রথম শ্রেণী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিপ্লোমা-ইন-অ্যারাবিক, দারুল ইহসান আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
উপাধ্যক্ষ, রাজারগাঁও ফাযিল মাদরাসা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর,
প্রধান পরীক্ষক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

মাওলানা মোঃ আবুল কালাম মাসূম
কামিল (হাদীস, বোর্ড স্ট্যান্ড)
মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা

মাওলানা মোঃ আনোয়ারুল হক
এম. এম

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা
এম.এম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম.এম
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা
ফোন : ৭১২৫৪৬২

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০২ইং

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য [MRP]
হাদিয়া : ২৪৫.০০ টাকা মাত্র
[বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত]

বর্ণ বিন্যাস
আল মাহমুদ কম্পিউটার হোম
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০

প্রচ্ছদ ও ইনার
দি ডিজাইনার
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১১৪৩৪৮, ৭১১৬৫৫২

মুদ্রণে
ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

পরিবেশনায়
আল-আরাফাহ্ পাবলিকেশন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রের সুবিখ্যাত মূল্যবান গ্রন্থ 'নূরুল আন্‌ওয়ার'-এর নির্ভরযোগ্য বাংলা সংস্করণ গ্রন্থ 'আন্‌ওয়ারুল মানার শরহে নূরুল আন্‌ওয়ার' মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর খেদমতে উপস্থাপন করতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে শোকর আদায় করছি। লেখকবৃন্দ এ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ইবারতের **শাব্দিক অনুবাদ, সরল অনুবাদ, সংশ্লিষ্ট আলোচনা ও ফিক্‌হী ইমামদের মতভেদ** সুচারুভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি দৃঢ়তার সাথে এ অভিমত প্রকাশ করছি যে, এ গ্রন্থটি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপকৃত বলে প্রমাণিত হবে।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। তবে মৌলিক কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশা পোষণ করছি।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে প্রার্থনা করছি যে, এ গ্রন্থটি তিনি লেখক, পাঠক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

আমিন!

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

সূচিপত্র

'আল-মানার' কিতাব ও লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

গ্রন্থ পরিচিতি : 'উসূলুল ফিক্‌হ' শাস্ত্রের উপর লিখিত নূরুল আন্‌ওয়ার কিতাবটি প্রসিদ্ধ মতন-গ্রন্থ 'আল-মানার'-এরই একটি অতুলনীয় ও বিস্তারিত শরাহ্ তথা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ। 'আল-মানার' মতন গ্রন্থের লেখকের নাম আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ। কিন্তু তিনি 'হাফেযুদ্দীন নাসাফী' নামেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রের এ সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য মতন-গ্রন্থ 'আল-মানার' প্রকৃতপক্ষে ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) রচিত উসূলে ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) ও শামসুল ইসলাম সারাখসী (র.) রচিত উসূলে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.)-এরই সার-সংক্ষেপ। তন্মধ্যে উসূলে বাযদুবী গ্রন্থের বিন্যাস ও বর্ণনা ভঙ্গিরই অধিকতর অনুসরণ করা হয়েছে। স্বয়ং 'আল-মানার' গ্রন্থকার তাঁর এ সংক্ষিপ্ত মতন-গ্রন্থের একটি বিস্তারিত শরাহ্ তথা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তার নামকরণ করেছিলেন 'কাশফুল আসরার ফী শারহিল মানার' যা বহু তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ বলে সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। কেননা, প্রবাদ রয়েছে– صَاحِبُ الْبَيْتِ اَدْرٰى بِمَا فِيْهِ অর্থাৎ "গৃহের মালিক গৃহে কি আছে সে সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা বেশি অবগত।"

এ 'আল-মানার' মতন-গ্রন্থটি সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা ও বাস্তব অনুধাবনের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; কিন্তু মাত্রাতিরিক্তি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তার মর্মার্থ উদঘাটন করা খুবই কঠিনসাধ্য ব্যাপার ছিল। এ জন্য অনেকেই এর শরাহ্ তথা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু তা মর্মার্থ উদঘাটনের ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল না। এ পরিস্থিতে শায়খ আহমদ ইবনে আবূ সাঈদ মোল্লা জীয়ন (র.) এর একটি শরাহ্ তথা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির কারণে তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ৫৮ বৎসর বয়সে হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনা শরীফে গমন করেন এবং এ মোবারক সফরেই মদীনা শরীফে অবস্থানকালে মাত্র দু'মাস সাতদিনে এর একটি শরাহ্ তথা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ 'নূরুল আন্‌ওয়ার' রচনা করেন, যা বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ্য-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ও পাঠকসমাজে সমাদৃত।

উল্লেখ্য, নূরুল আন্‌ওয়ার ছাড়াও আল-মানার গ্রন্থের বহু ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

ব্যাখ্যা-গ্রন্থসমূহ	লেখকের নাম
১. اِفَاضَةُ الْاَنْوَارِ فِىْ اِضَاءَةِ اُصُوْلِ الْمَنَارِ	– আবুল ফাযায়েল মায়াদুদ্দীন মাহমুদ।
২. شَرْحُ الْمَنَارِ	– আল্লামা নাসির উদ্দীন।
৩. تَبْصِرَةُ الْاَسْرَارِ فِىْ شَرْحِ الْمَنَارِ	– শায়খ শুজা উদ্দীন।
৪. زُبْدَةُ الْاَسْرَارِ فِىْ شَرْحِ الْمَنَارِ	– শায়খ আবুছ ছানা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ।
৫. جَامِعُ الْاَسْرَارِ فِىْ شَرْحِ الْمَنَارِ	– শায়খ কাওয়ামুদ্দীন মুহাম্মদ।
৬. اِقْتِبَاسُ الْاَنْوَارِ فِىْ شَرْحِ الْمَنَارِ	– শায়খ জামালুদ্দীন ইউসুফ।
৭. مِرَاةُ الْفُحُوْلِ فِىْ شَرْحِ الْاُصُوْلِ	– আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুবারক।
৮. اَنْوَارُ الْاَفْكَارِ	– শায়খ ঈসা ইবনে ইসমাঈল।
৯. اَلْبَيَانُ	– শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ।
১০. كَشْفُ الْاَسْرَارِ فِىْ شَرْحِ الْمَنَارِ	– স্বয়ং গ্রন্থকার আল্লামা নাসাফী (র.)।

লেখক পরিচিতি : 'আল-মানার' মতন-গ্রন্থের লেখকের নাম আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ। তবে তিনি 'হাফেযুদ্দীন নাসাফী' নামেই সার্বাধিক পরিচিত ছিলেন। 'নাসাফী' শব্দটি তুর্কিস্থান এলাকার 'নাসাফ' নামক স্থানের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তিনি এ এলাকার সম্মানিত বাসিন্দা ছিলেন বিধায় তাঁকে 'নাসাফী' বলা হয়।

তিনি তাঁর যুগের প্রখ্যাত ইমাম ও অদ্বিতীয় আলিম ছিলেন। তিনি ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের কারণে মুজতাহিদসম মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতেন এবং হাদীস ও হাদীস সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের সর্বজন স্বীকৃত ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য উস্তাদগণের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস্ সাত্তার কুরদী (র.), হামীদুদ্দীন আয্ যরীর (র.) এবং বদরুদ্দীন খাহারযাদাহ (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আল-মানার' মতন-গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্য হতে

১. 'মাদারিকুত্ তানযীল ওয়া হাক্বাইকুত তাবীল' সংক্ষেপে 'তাফসীরে নাসাফী'।

২. 'কানযুদ-দাক্বায়িক্ব',

৩. 'ওয়াফী' এবং তার ব্যাখ্যা-গ্রন্থ,

৪. 'কাফী' ফী শারহিল ওয়াফী,

৫. উমদাহ– আক্বীদাতু আহলিস্ সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ,

৬. ফাযায়েলুল আ'মাল,

৭. আল-মুস্তাসফা,

৮. কাশফুল আসরার ফী শরহিল মানার প্রভৃতি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর রচনাসমূহের সমাদর ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ এটা দ্বারা অনায়াসে করা যেতে পারে যে, সেগুলোর অধিকাংশই আজ শত শত বৎসর ধরে আরব-অনারব তথা সমগ্র বিশ্বের ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রাবীদের জীবনীকোষ তথা রিজালশাস্ত্র দ্বারা তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে অবগত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। তবে এটা প্রমাণিত সত্য যে, তিনি ১৭০ হিজরি সনে বাগদাদে ইন্তেকাল করেছেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন এবং আমাদেরকে তাঁর রচনাবলি দ্বারা সর্বাধিক উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

সংশয়ের অপনোদন : সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আক্বায়িদুন-নাসাফী'-এর লেখক তিনি অন্য এক 'নাসাফী' –এই 'নাসাফী' নন; যাঁর নাম 'আবূ হাফস ওমর ইবনে মুহাম্মদ নাসাফী' (জন্ম: ৪৬১ হিজরি; মৃত্যু: ৫৩৭ হিজরি)। তিনি 'আল-মানার' মতন-গ্রন্থের লেখক আবুল বারাকাত নাসাফী (র.)-এর প্রায় দু'শত বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু দু'জনের নামের শেষে 'নাসাফী' উপাধিযুক্ত থাকার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীগণ উভয়কে একই ব্যক্তি বলে ভুল করে থাকে।

'নূরুল আন্‌ওয়ার' গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রসিদ্ধ মতন-গ্রন্থ 'আল-মানার'-এর শরাহ তথা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ 'নূরুল আন্‌ওয়ার'-এর লেখকের নাম হচ্ছে– শায়খ আহমদ ইবনে আবূ সাঈদ (র.)। কিন্তু সর্বসাধারণের নিকট 'শায়খ' জীয়ন' বা 'মোল্লা জীয়ন' উপাধিতেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'জীয়ন' একটি হিন্দি শব্দ, যার বাংলা প্রতিশব্দ 'জীবন'। তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বংশের বুজুর্গগণের মধ্যে অন্যতম অধস্তন পুরুষ। তাঁর বংশ পরম্পরা প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। তাঁর পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি ছিল মক্কা মুয়ায্‌যামা। অতঃপর তাঁর পরিবার-পরিজন ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং লক্ষ্মৌ এলাকার আমেঠী নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই ১০৪৭ হিজরি সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি অতি অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফজ করে ফেলেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দূরবর্তী ও নিকটবর্তী শহর ও জনপদসমূহে গমন করেন। সবশেষে তিনি ফতেহপুর অঞ্চলের 'কোরা' নামক স্থানে মোল্লা লুতফুল্লাহ কুরবী (র.)-এর নিকট হতে শিক্ষাসমাপনী সনদ অর্জন করেন। এটা সেই মোবারক সময়ের কথা যখন সম্রাট আওরঙ্গযেব তথা আলমগীরের বিদ্যাপ্রিয়তা এবং বিদ্বানদের সম্মান-কদরের স্বর্ণযুগ চলছিল। জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি সম্রাটের পরম সম্মান ও আনুকূল্য প্রদর্শনের এ দুর্নিবার আকর্ষণ অবশেষে মোল্লা জীয়নকে সম্রাটের দরবারের দিকে টেনে আনে। সম্রাট তাঁর যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের গভীরতা অবলোকন করে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বরণ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হন। সম্রাট নিজে এবং তাঁর যুবরাজ শাহ আলমসহ অন্যান্য রাজপুরুষগণ সর্বদা তাঁর আদব ও সম্মানের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

মোল্লা জীয়ন (র.) বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং ক্ষুরধার। পাঠ্য কিতাবসমূহের ইবারত বা মূলপাঠ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, লাইনের পর লাইন তাঁর মুখস্থ ছিল। বড় বড় কাসীদা তথা দীর্ঘ কবিতা শুধুমাত্র একবার শুনেই মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনা শরীফে গমন করেন এবং এ মোবারক সফরেই মদীনা শরীফে অবস্থানকালে শুধুমাত্র দু'মাস সাত দিনে 'নূরুল আন্‌ওয়ার'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনার কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাধা করেন। 'নূরুল আন্‌ওয়ার' ছাড়াও তাঁর আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রয়েছে, তন্মধ্যে ১. 'আত্‌ তাফসীরাতুল আহমদিয়াহ্‌ ফী বায়ানিল আয়াতিশ শারইয়্যাহ' কিতাবটি সর্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ এবং পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। এছাড়াও রয়েছে ২. মানাকিবুল আউলিয়া, ৩. আদাবে আহমাদী, ৪. আস্‌ সাওয়ানেহু ইত্যাদি।

তিনি ১১৩০ হিজরি সনে রাজধানী দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন এবং স্বীয় জন্মভূমি আমেঠীতে সমাধিস্থ হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর পরকালীন মর্যাদা বুলন্দ করুন এবং তাঁর কবরকে জান্নাতের একটি অংশে রূপান্তরিত করুন এবং তাঁর জ্ঞান-সাধনা হতে মুসলিম জাতিকে চিরদিন উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন! আমীন!!

উসূলুল ফিক্হ সংশ্লিষ্ট কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ এ দু'টি শাস্ত্র পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফিক্হ হচ্ছে ইসলামি আইনশাস্ত্র। আর উসূলুল ফিক্হ হচ্ছে ফিক্হের মূলনীতি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইসলামি আইন যেসব মূলনীতির আলোকে প্রণীত তা-ই أُصُوْلُ الْفِقْهِ।

❑ عِلْمُ الْفِقْهِ -এর উৎপত্তি : নবী করীম ﷺ-এর যুগে ব্যবহারিক জীবনে সাহাবায়ে কেরাম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে রাসূল ﷺ-এর শরণাপন্ন হতেন। তিনি কুরআন ও নিজস্ব ইজতিহাদের আলোকে উক্ত সমস্যার সমাধান দিতেন। এ জন্যে তাঁর জীবদ্দশায় স্বতন্ত্রভাবে ফিক্হ চর্চার আবশ্যকতা দেখা দেয়নি।

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানগণ যুগ সমস্যার সমাধানের জন্যে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের কাছে যেতেন। তাঁরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর উপর গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত দিতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রেখেছেন।

তাবেয়ীদের যুগে সাতজন বিশিষ্ট ফিক্হশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হাদীস ও ইলমুল ফিক্হের কেন্দ্রবিন্দু। ইমাম ইবনে মুবারক (র.) বলেন যে, যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা দেখা দিত, তখন তাঁরা সকলে একত্রিত হয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন। সে সাতজন ফকীহ তাবেয়ী হলেন–

১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.),
২. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (র.),
৩. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র.),
৪. খারেজা ইবনে যায়েদ (র.),
৫. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র.),
৬. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র.) ও
৭. আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র.)।

উমাইয়া শাসনামলে যখন দৈনন্দিন সমস্যাগুলো প্রকট হতে লাগল এবং তৎকালীন বিচারকগণ নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বিচারকার্য পরিচালনা করতে শুরু করল, তখন সুবিন্যস্ত عِلْمُ الْفِقْهِ রচনা করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। যার কারণে ১৩০ হিজরি সনে বাগদাদের কূফা অধিবাসী ইমাম আবূ হানীফা (র.) فِقْه اِسْلَامِىْ সংকলনের কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর ৪০ জন মেধাবী ছাত্রের সমন্বয়ে مَجْلِس تَدْوِيْن عِلْم الْفِقْه তথা ফিক্হ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। আবার উল্লেখযোগ্য ১০ জন ছাত্রকে নিয়ে 'বিশেষ কমিটি' গঠন করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিক্হ সংকলনকে كُتُبْ حَنَفِيَّةْ বলা হয়। তাতে সর্বমোট ৮৩ হাজার মাসআলা স্থান পেয়েছে।

এরপর ইমাম আহমদ, মালিক, শাফেয়ী (র.) সহ অনেক আলিম কুরআন ও হাদীসে ইজতিহাদ চালিয়ে عِلْمُ الْفِقْهِ সংকলন করেন। অবশেষে সংকলনের ক্ষেত্রে যিনি প্রথম ও প্রধান ভূমিকা রাখেন, তিনি হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। এ কারণে তাঁকে ফিক্হশাস্ত্রের مُوْجِدْ তথা আবিষ্কারক বলা হয়।

❑ أُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর উৎপত্তি : مُجْتَهِدِيْن তথা গবেষক আলিমগণ নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী দীনি মাসায়েল নির্ণয় করেছেন। আর গবেষণামূলক মাসআলাসমূহের বর্ণনা মূলনীতি ছাড়া সম্ভব নয়। এ জন্যে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ফিক্হ সংকলনের সময় أُصُوْلُ الْفِقْهِ (ফিক্হের মূলনীতিসমূহ)-এর দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি ফিক্হ রচনার সাথে সাথে أُصُوْلُ الْفِقْهِ-ও প্রণয়ন করেছেন। আল্লামা খিজরী (র.) লিখেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)ও أُصُوْلُ الْفِقْهِ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) كِتَابُ الْأُمِّ ফিক্হ গ্রন্থের ভূমিকায় أُصُوْلُ الْفِقْهِ নামে যে ক্ষুদ্র অধ্যায় রচনা করেন, তাই পরবর্তী যুগে উসূলুল ফিক্হ-এর প্রামাণ্য মূলভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়। ইমাম শাফেয়ী উক্ত ভূমিকায়– كِتَابْ ، سُنَّتْ ، اَوَامِرْ ، نَوَاهِىْ ، نَسْخ ، دَرَجَةْ حَدِيْث ، عِلَلْ حَدِيْث ، اِجْمَاعْ ، قِيَاسْ ، اِجْتِهَادْ এবং اِخْتِلَافْ ইত্যাদির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পরবর্তী ফকীহগণ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পথ অবলম্বনে أُصُوْلُ الْفِقْه-এর উপর বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেন। এ জন্যে ইমাম শাফেয়ী (র.)-কে أُصُوْلُ الْفِقْه-এর مُوْجِدْ তথা আবিষ্কারক বলা হয়।

أُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর উপর লিখিত কতিপয় গ্রন্থ

এখানে উসূলুল ফিক্‌হের উপর লিখিত কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হলো।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ	লেখকের নাম
১. كِتَابُ الْبُرْهَانِ	– ইমামুল হারামাইন (র.)
২. كِتَابُ الْعَهْدِ	– আবদুল জব্বার মু'তাযেলী (র.)
৩. اَلْمُسْتَصْفٰى	– ইমাম গাযালী (র.)
৪. أُصُوْلُ الشَّاشِيْ	– নিজামুদ্দীন শাশী (র.)
৫. اَلْمَنَارُ	– আল্লামা নাসাফী (র.)
৬. نُوْرُ الْاَنْوَارِ	– মোল্লাজিয়ূন (র.)
৭. أُصُوْلُ الْبَزْدَوِيْ	– ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র.)
৮. أُصُوْلُ السَّرَخْسِيْ	– ইমাম সারাখসী (র.)
৯. مُسَلَّمُ الثُّبُوْتِ	– মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (র.)
১০. كِتَابُ الْاَحْكَامِ	– সাইফুদ্দীন আযাদী (র.)
১১. كِتَابُ الْاَسْرَارِ	– আবূ যায়েদ বূসী (র.)
১২. تَقْوِيْمُ الْاَدِلَّةِ	– আবূ যায়েদ বূসী (র.)

أُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য

□ أُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর সংজ্ঞা দু'ভাবে দেওয়া যায়–

১. تَعْرِيْف اِضَافِيْ – সম্বন্ধীয় পদীয় সংজ্ঞা; ২. تَعْرِيْف لَقَبِيْ – পদবী পদীয় সংজ্ঞা। تَعْرِيْف اِضَافِيْ হচ্ছে مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه -এর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করা। আর تَعْرِيْف لَقَبِيْ হচ্ছে مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলিত হয়ে যে শাস্ত্রকে বোঝায়, তার সংজ্ঞা নিরূপণ করা।

تَعْرِيْف اِضَافِيْ (সম্বন্ধীয় পদীয় সংজ্ঞা) : "أُصُوْلُ الْفِقْهِ" দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। একটি হচ্ছে أُصُوْلٌ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে اَلْفِقْهُ এখন আমরা এ শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ আলোচনা করব।

"أُصُوْلٌ" শব্দের আভিধানিক অর্থ : أُصُوْلٌ শব্দটি اَصْلٌ -এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– مَا يُبْتَنٰى عَلَيْهِ غَيْرُهُ তথা যার উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যেমন– দেয়াল হচ্ছে ছাদের জন্যে اَصْل কেননা ছাদের ভিত্তি দেয়ালের উপর রাখা হয়েছে। অনুরূপ সন্তানদের জন্যে পিতা হচ্ছেন اَصْل বা মূল।

أُصُوْلٌ শব্দের পারিভাষিক অর্থ : প্রচলিত ক্ষেত্র اَصْل শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা–

১. اَلرَّاجِحُ – অগ্রগণ্য। যেমন– كِتَابُ اللّٰهِ اَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى السُّنَّةِ অর্থাৎ সুন্নাহর তুলনায় কিতাবুল্লাহ অগ্রগণ্য।

২. اَلْقَاعِدَةُ – নিয়ম। যেমন– اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ اَصْلٌ مِنَ النَّحْوِ অর্থাৎ কর্তা رَفْع বিশিষ্ট হওয়া ইলমে নাহুর একটি নিয়ম।

৩. اَلْاِسْتِصْحَابُ – পূর্ব মৌল অবস্থা। যেমন– طَهَارَةُ الْمَاءِ اَصْلٌ অর্থাৎ পবিত্রতাই পানির মৌল অবস্থা।

৪. اَلدَّلِيْلُ – প্রমাণ। যেমন– "اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اَصْلٌ لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ" অর্থাৎ 'সালাত কায়েমকর' এ আয়াতটি সালাত ওয়াজিব হওয়ার দলিল।

উল্লেখ্য যে, اَصْل শব্দটি যদিও প্রচলন ক্ষেত্রে উপযুক্ত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু যখন তাকে কোনো ইলমের দিকে ইযাফত করা হয়, তখন চতুর্থ অর্থটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং أُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর অর্থ হবে 'ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রমাণাদি।'

"فِقْهٌ" শব্দের আভিধানিক অর্থ : "فِقْهٌ" শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বুঝা, অবগত হওয়া, বিদীর্ণ করা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও গভীর জ্ঞান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ"

اَلْفِقْهُ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ওলামায়ে কেরাম ইলমুল ফিক্‌হের সংজ্ঞা নির্ণয়ে বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেমন– ১. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন– "اَلْفِقْهُ مَعْقُوْلٌ مِنْ مَنْقُوْلٍ" অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের নকলী ভাষ্য হতে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলা হয়। এ সংজ্ঞার আলোকে সমস্ত শরয়ী مَعْلُوْمَاتٌ (জ্ঞান) فِقْه -এর অন্তর্ভুক্ত

হয়ে পড়ে। চাই উক্ত জ্ঞান اِعْتِقَادْ সম্পর্কীয় হোক বা মানসিক উপলব্ধিজনিত হোক বা আচরণ সম্পর্কীয় হোক। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) আকাইদ সম্পর্কে লিখিত তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ রাখেন। পরবর্তী আলেমগণ আকাইদ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানকে عِلْمُ الْكَلَامِ আর মানসিক উপলব্ধিজনিত জ্ঞানকে عِلْمُ التَّصَوُّفِ এবং আচরণ সম্পর্কীয় জ্ঞানকে عِلْمُ الْفِقْهِ নামে নামকরণ করেন।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, "اَلْفِقْهُ هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا" অর্থাৎ মঙ্গলময় ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্মানুভূতিকে ফিক্‌হ বলা হয়।

৩. আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (র.) বলেন, "اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ" অর্থাৎ বিস্তারিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে উদঘাটিত শরিয়তের আমল সংক্রান্ত বিধানসমূহ জানাকে ফিক্‌হ বলে।

৪. কেউ কেউ বলেন, "اَلْفِقْهُ هُوَ مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ فِى الْاِسْلَامِ" অর্থাৎ ইসলামের বিধিবদ্ধ আইনসমূহের সমষ্টিকে ফিক্‌হ বলা হয়।

تَعْرِيْف لَقَبِىْ (পদবী পদীয় সংজ্ঞা) : "اُصُوْلُ الْفِقْهِ" শব্দদ্বয়কে একত্রিত করে যে বিদ্যার নামকরণ করা হয়েছে তার সংজ্ঞা দেওয়াকে تَعْرِيْف لَقَبِىْ বলা হয়। মুসলিম মনীষীগণ উসূলুল ফিক্‌হের বিভিন্ন ভাষায় সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

১. مُسَلَّمُ الثُّبُوْتِ গ্রন্থকার বলেন, "هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى اِسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ دَلَائِلِهَا" অর্থাৎ উসূলুল ফিক্‌হ হলো এমন কতিপয় নীতিমালা জানার নাম, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদঘাটন করা যায়।

২. আল্লামা মোল্লাজিয়ূন (র.) বলেছেন– "هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اِثْبَاتِ الْاَدِلَّةِ لِلْاَحْكَامِ" অর্থাৎ যে শাস্ত্রে বিধানাবলির অনুকূলে দলিল স্থিরকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, ঐ শাস্ত্রকে اُصُوْلُ الْفِقْهِ বলে।

৩. কোনো কোনো ইসলামি চিন্তাবিদের ভাষায় "هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى الْفِقْهِ" অর্থাৎ এমন কতিপয় নিয়মাবলি জানার নাম উসূলুল ফিক্‌হ, যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।

মোদ্দাকথা হচ্ছে, فِقْه হলো শরিয়তের বিধান। আর اُصُوْلُ الْفِقْهِ বিধানের দলিলসমূহ তথা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল, ইজমায়ে উম্মত ও কিয়াস।

❑ **اُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর আলোচ্য বিষয় :** ইল্‌মু উসূলিল ফিকহের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে اَلْاَدِلَّةُ الْاَرْبَعَةُ তথা দলিল চতুষ্টয়, যথা– কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। তবে আল্লামা মোল্লাজিয়ূন (র.) বলেছেন– اَلْاَدِلَّةُ وَالْاَحْكَامُ বা দলিলসমূহ ও বিধানসমূহ উভয়ই এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। প্রথমটি مُثْبِتْ (সাব্যস্তকারী) হিসেবে আর দ্বিতীয়টি مُثْبَتْ (সাব্যস্তকৃত) হিসেবে।

❑ **اُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :** ইল্‌মু উসূলিল ফিকহের উদ্দেশ্য হলো বিস্তারিত দলিলসহ আহকামে শরয়ীর জ্ঞান লাভ করা। আর লক্ষ্য হলো নিজেদের জীবনে আহকামে শরয়ী বাস্তবায়ন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা।

❑ উল্লেখ্য, ইসলামি শরিয়তের اُصُوْل তথা মূলনীতিসমূহ যেগুলোর উপর শরিয়তের বিধিবিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেগুলো চারটি—

১. كِتَابُ اللّٰهِ (কুরআন মাজীদ), ২. سُنَّةُ الرَّسُوْلِ (হাদীস শরীফ),
৩. اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ (উম্মতের সমষ্টিগত মত) ও ৪. اَلْقِيَاسُ তথা পূর্বোক্ত তিনটি মূলনীতি হতে উদ্ভাবিত।

১. كِتَابُ اللّٰهِ -এর পরিচয় : ঐ কুরআন মাজীদকে বলা হয়, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলে কারীম (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, সহীফাসমূহে লিখিত হয়েছে এবং تَوَاتُرْ তথা ধারাবহিক বর্ণনা পদ্ধতিতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত হুযূর ﷺ হতে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর তা হলো কুরআন মাজীদের আয়াত তথা শব্দ ও তার অর্থ উভয়ের সমষ্টিরই নাম। তবে সম্পূর্ণ কুরআনের ৫০০ আয়াত হলো শরিয়তের মূলভিত্তি। আর বাকিগুলো ঘটনা, কাহিনী, উপমা ও অপরাপর বিষয়াবলি সংক্রান্ত।

২. سُنَّةُ الرَّسُوْلِ -এর পরিচয় : রাসূল ﷺ -এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস তথা সুন্নাহ বলা হয়। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির উপরও সুন্নাত শব্দটি প্রযোজ্য হয়। জমহুর আলেমের মতে, শরিয়তের আহকাম সাব্যস্ত হয় এমন হাদীসের সংখ্যা ৩০০০ (তিন হাজার।)

৩. اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ -এর পরিচয় : اِجْمَاعْ শব্দের অর্থ– একমত হওয়া ও সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর পরিভাষায়– একই যুগের উম্মতে মুহাম্মদীর সকল পুণ্যবান মুজতাহিদগণ কর্তৃক কোনো قَوْلِىْ অথবা فِعْلِىْ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করাকে اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ বলা হয়। তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত শরিয়তের অকাট্য বুনিয়াদ। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– "لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ"

৪. اَلْقِيَاسُ -এর পরিচয় : "اَلْقِيَاسُ" শব্দের অর্থ– অনুমান করা, নির্ধারণ করা ও তুলনা করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় কিয়াস হচ্ছে ইল্লাত ও হুকুমের সাথে কোনো শাখা মাসআলাকে মূল মাসআলার উপর অনুমান করা। অর্থাৎ, শাখা-এর মধ্যে মূল-এর عِلَّتْ বিদ্যমান থাকার কারণে শাখাকে মূলের হুকুমের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। যেমন– মদ হারাম হওয়ার উপর অনুমান করে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় যে, হিরোইন সেবন করা হারাম। কেননা, মদ হারাম হওয়ার عِلَّتْ হচ্ছে মাতাল হওয়া। যেহেতু হিরোইন সেবন করলেও ব্যক্তি মাতাল হয়ে যায় সেহেতু হিরোইন সেবন করা হারাম। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মদের হুরমাত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর হিরোইনের হুরমত কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

❒ **تَقْسِيْمَاتْ বা শ্রেণীবিভাগের পরিচিতি :** যেহেতু কুরআন মাজীদের আয়াত তথা শব্দ ও তার অর্থের শ্রেণীবিভাগের পরিচয় লাভ করা ব্যতীত হালাল ও হারাম এবং শরিয়তের অন্যান্য বিধিবিধান সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর নয়, সেহেতু সর্বপ্রথম এ সকল শ্রেণীবিভাগের পরিচয় লাভ করা অত্যাবশ্যক। আর সেগুলো সর্বমোট চারটি শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত। আর প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের অধীনে কতিপয় প্রকার বা শ্রেণী রয়েছে।

শ্রেণীবিভাগ চারের মধ্যে সীমিত হওয়ার কারণ হলো, কিতাবুল্লাহ সংক্রান্ত আলোচনা হয়তো শুধু অর্থ অনুপাতে হবে অথবা শুধু শব্দ অনুপাতে হবে। অতঃপর শব্দগত আলোচনা হয়তো শব্দের ব্যবহারের দিক বিবেচনায় হবে অথবা তার دَلَالَتْ তথা নির্দেশনার বিবেচনায় হবে। যদি আলোচনা শব্দের নির্দেশনার বিবেচনায় হয়, তাহলে তাতে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতাকে ধর্তব্য মনে করা হবে অথবা তাতে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতাকে ধর্তব্য মনে করা হবে না। এখন উল্লিখিত অবস্থাসমূহের মধ্য হতে প্রথম অবস্থা হলো চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ, দ্বিতীয় অবস্থা হলো তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ, তৃতীয় অবস্থা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ এবং চতুর্থ অবস্থা হলো প্রথম শ্রেণীবিভাগ।

১. প্রথম শ্রেণীবিভাগ : সীগাহ ও অভিধানের দিক বিবেচনায় শব্দের শ্রেণীবিভাগ সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে। আর তা হলো চার প্রকার— ১. خَاصْ ২. عَامْ ৩. مُشْتَرِكْ ৪. مُؤَوَّلْ

২. দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ : শব্দের অর্থ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হওয়ার প্রকারসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে। আর তাও হলো চার প্রকার— ১. ظَاهِرْ ২. نَصْ ৩. مُفَسَّرْ ৪. مُحْكَمْ (এ শ্রেণীবিভাগ অর্থের স্পষ্টতার বিবেচনায়)। এ চার প্রকারের মোকাবেলায় আরো চার প্রকার রয়েছে। আর তা হলো— ১. خَفِيْ ২. مُشْكِلْ ৩. مُجْمَلْ ৪. مُتَشَابِهْ (এ শ্রেণীবিভাগ অর্থের অস্পষ্টতার বিবেচনায়)।

৩. তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ : শব্দের ব্যবহার পদ্ধতিসমূহের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে। আর তাও চার প্রকার— ১. حَقِيْقَتْ ২. مَجَازْ ৩. صَرِيْحْ ৪. كِنَايَهْ

৪. চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ : শব্দের উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার পদ্ধতিসমূহের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে। আর তাও চার প্রকার –
১. اَلْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ ২. اَلْاِسْتِدْلَالُ بِاِشَارَةِ النَّصِّ ৩. اَلْاِسْتِدْلَالُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ৪. اَلْاِسْتِدْلَالُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ
(এ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে দলিল গ্রহণ)। উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, আহকাম নির্ণয়ের সুবিধার্থে কুরআনুল কারীমকে ৪টি تَقْسِيْم বা শ্রেণীবিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম তিনটি শব্দের আর চতুর্থটি হলো অর্থের। সর্বমোট বিশ প্রকার হলো।

❒ **خَاصْ -এর আলোচনা :** خَاصْ এমন শব্দকে বলে যা একাকীভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে। এটা তিন প্রকার – ১. خَاصُّ الْجِنْسِ (জাতিগত খাস) ; যথা– اِنْسَانْ (মানুষ)। ২. خَاصُّ النَّوْعِ (শ্রেণীগত খাস) ; যথা – رَجُلْ (পুরুষ)। ৩. خَاصُّ الْفرد (ব্যক্তিগত খাস) ; যথা – زَيْدْ (যায়েদ নামক এক ব্যক্তি) একে اَخَصُّ الْخَاصِ ও বলা হয়। আর خَاصْ -এর বিধান এই যে, এটা তার مَخْصُوْصْ তথা مَدْلُوْلْ (অর্থ)-কে সন্দেহাতীতভাবে শামিল করে। আর এটার অর্থ (مَدْلُوْلْ) স্বয়ং সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে না।

❒ **اَمْرْ -এর আলোচনা :** اَمْرْ (আদেশসূচক) خَاصْ -এর প্রকারভুক্ত। আর اَمْرْ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– নির্দেশ দেওয়া বা হুকুম করা। আর পরিভাষায় আমর বলা হয়– কেউ নিজেকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন মনে করে অন্যকে اِفْعَلْ অথবা এমন فِعْلْ দ্বারা সম্বোধন করা যা দ্বারা কোনো বস্তুর কামনা করা হয়। আর শরিয়তে اَمْرْ -এর উদ্দেশ্য وُجُوْبْ (অবশ্য পালনীয়তা) ; اِفْعَلْ -এর সীগার সাথে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ অন্যের উপর কাজকে অত্যাবশ্যক করে দেওয়াকে اَمْرْ বলে। সুতরাং শুধু মূল فِعْلْ (ক্রিয়া) وُجُوْبْ -কে সাব্যস্ত করে না। আর اَمْرْ -এর مُوْجَبْ অর্থাৎ যা اَمْرْ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা وُجُوْبْ বা অবশ্য পালনীয় ও ওয়াজিব হওয়া। نُدُبْ বা اِبَاحَتْ অথবা تَوَقُّفْ (নীরবতা) নয়। চাই اَمْرْ নিষেধের পরে হোক বা পূর্বে হোক।

আর اَمْرْ (আদেশসূচক) فِعْلْ বারংবার হওয়াকে কামনাও করে না এবং তার অবকাশ ও রাখে না। এ ব্যাপারে اَمْرْ শর্তের সাথে مُعَلَّقْ (শর্তযুক্ত) হওয়া বা না হওয়া, অথবা কোনো وَصْفْ (গুণ)-এর সাথে خَاصْ (শর্তযুক্ত) হওয়া বা না হওয়া সমান কথা। অর্থাৎ সর্ব অবস্থায়ই এই একই বক্তব্য প্রয়োগযোগ্য যে, اَمْرْ কাজটি বারংবার হওয়াকে কামনা করে না এবং তার

অবকাশও রাখে না। কাজেই صَلُّوْا অর্থ– তোমরা একবার সালাত আদায় কর। তবে যে সকল ইবাদত বারবার আদায় করা হয় তা اَسْبَابٌ -এর কারণে اَمْر -এর কারণে নয়। অবশ্য اَمْر তার اَقَلُّ جِنْس তথা জাতির সর্বনিম্ন পরিমাণের উপর প্রয়োগযোগ্য হয় এবং তার كُلُّ جِنْس তথা সম্পূর্ণ জাতির উপর প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যথা– طَلِّقِىْ نَفْسَكِ দ্বারা এক তালাক এবং স্বামীর নিয়ত সাপেক্ষে তিন তালাক কার্যকর হবে, তবে দু' তালাক কার্যকর হবে না।

অনুরূপ اِسْمُ فَاعِلٍ ও تَكْرَارْ বা বারংবার হওয়াকে চায় না এবং তার অবকাশও রাখে না। কেননা অভিধানের অনুপাতে এটা مَصْدَرْ -এর অর্থ প্রদান করে এবং عَدَدْ বা সংখ্যার অবকাশ রাখে না। কাজেই اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا আয়াত দ্বারা একবার চুরি করা উদ্দেশ্য হবে, সেহেতু দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার চুরি করলে হাত কাটা যাবে না; বরং অন্য শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

وُجُوْب -এর শ্রেণীবিভাগ : اَمْر -এর حُكْم তথা وُجُوْب বা অবশ্য পালনীয় দু' প্রকার— ১. وُجُوْبُ اَدَاءْ (সময় মতো পালনের অবশ্য পালনীয়) ও ২. وُجُوْبُ قَضَاءْ (সময়ান্তে পালনের অবশ্য পালনীয়)। اَمْر-এর দ্বারা ওয়াজিবকৃত হুবহু বস্তুটিকে তার প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করাকে اَدَاءْ বলা হয়। আর আমরের ওয়াজিবকৃত বস্তুটির সমতুল্য বস্তু তার প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করাকে قَضَاءْ বলা হয়। তবে اداء এবং قَضَاءْ শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটি রূপকার্থে অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। যথা– نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ ظُهْرَ الْاَمْسِ এবং نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ ظُهْرَ الْيَوْم বাক্যদ্বয় শুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত।

☐ হানাফী বিশেষজ্ঞগণের মতে যে سَبَبْ (কারণ) -এর দ্বারা اَدَاءْ ওয়াজিব হয়ে থাকে ঠিক সে سَبَبْ (কারণ)-এর দ্বারা قَضَاءْও ওয়াজিব হয়ে থাকে। তবে ইরাকী কতিপয় হানাফী মাশায়েখ এবং শাফেয়ী আলিমগণ এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁদের মতে اَدَاءْ -এর سَبَبْ (কারণ) ব্যতীত قَضَاءْ -এর জন্য নতুন سَبَبْ (কারণ) থাকা প্রয়োজন।

اَدَاءْ -এর প্রকারভেদ : اَدَاءْ তিন প্রকার— ১. اَدَاءٌ كَامِلٌ (পূর্ণাঙ্গ আদা), ২. اَدَاءٌ قَاصِرٌ (অপূর্ণাঙ্গ আদা) ও ৩. اَدَاءْ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ (এমন اَدَاءْ যা قَضَاءْ -এর সাদৃশ্য)। প্রথম প্রকারের উদাহরণ— নির্ধারিত সময়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ— নির্ধারিত সময়ে একাকী নামাজ আদায় করা। আর তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ— ইমাম সাহেব নামাজ শেষ করার পর لَاحِقْ (বিলম্বে জামাতে যোগদানকারী ব্যক্তি)-এর অবশিষ্ট নামাজ আদায় করা। এটা এদিকে লক্ষ্য করে اَدَاءْ যে, তা নির্দিষ্ট সময়ে পালিত হয়েছে ; কিন্তু قَضَاءْ সাদৃশ্য এদিকে লক্ষ্য করে যে, জামাত সমাপ্ত হওয়ার পর তা পালিত হয়েছে।

قَضَاءْ -এর প্রকারভেদ : قَضَاءْও তিন প্রকার— ১. قَضَاءٌ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ (যুক্তি সম্মত বস্তুর মাধ্যমে কাজা), ২. قَضَاءٌ بِمِثْلٍ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ (যুক্তি বহির্ভূত সদৃশ বস্তুর মাধ্যমে কাযা করা), ৩. قَضَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ (আদার সাদৃশ্য কাজা)। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো, রোজার কাজা রোজার মাধ্যমে করা। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো ফিদিয়ার মাধ্যমে রোজার কাজা করা। আর তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো, রুকুর অবস্থায় ঈদের নামাজের ওয়াজিব তাকবীরসমূহের কাজা করা।

حُسْن হওয়া হিসেবে مَامُوْرٌ بِهٖ -এর শ্রেণীবিভাগ : আদেশকৃত বস্তুটি আদেশের পূর্বে حُسْن (উত্তম) হওয়া অত্যাবশ্যক। কেননা প্রকৃত আদেশদাতা সর্বজন বিদিত আল্লাহ তা'আলা। আর এরূপ মহাবিজ্ঞানীর পক্ষে মন্দ ও অনুত্তম কাজের আদেশ করা বিবেক বহির্ভূত বিষয়। তাই আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করবেন তা নিঃসন্দেহে উত্তম ও কল্যাণকর হবেই।

আর مَامُوْرٌ بِهٖ (আদেশকৃত বস্তু)-এর মধ্যে حَسَنْ (উত্তমতা) হওয়া— ক. হয়তো مَامُوْرٌ بِهٖ (আদেশকৃত বস্তু)-এর জাত বা সত্তার কারণে হবে। এটার তিন অবস্থা— ১. উক্ত حُسْن বিচ্ছেদযোগ্য হবে না, ২. উক্ত حَسَنْ বিচ্ছেদযোগ্য হবে ও ৩. مَامُوْرٌ بِهٖ (আদেশকৃত বস্তু) টি حُسْن لِعَيْنِهٖ (সত্তাগত উত্তমতা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং حُسْن لِغَيْرِهٖ (সত্তাগতহীন উত্তমতা)-এর مُشَابَهْ বা সাদৃশ্য হবে। প্রথম অবস্থার উদাহরণ হলো— ঈমান তথা আকিদা-বিশ্বাস স্থাপন করা। দ্বিতীয় অবস্থার উদাহরণ হলো নামাজ, যার حُسْن (উত্তমতা) বিচ্ছেদযোগ্য (যেমন– ঋতুবতীর নামাজ আদায় করা)। আর তৃতীয় অবস্থার উদাহরণ হলো – যাকাত, যা حُسْن لِعَيْنِهٖ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আর حُسْن لِغَيْرِهٖ -এর সাদৃশ্য।

খ. অথবা, مَامُوْرٌ بِهٖ (আদেশকৃত বস্তু)-এর حَسَنْ (উত্তমতা) অন্য কোনো কারণে হবে। এটারও তিন অবস্থা—

১. এমন حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ তথা পরোক্ষ উত্তমতা, যার আদায়ের দ্বারা এ বস্তুটি আদায় হবে না, যার কারণে এ বস্তুটি حُسْن বা উত্তম হয়েছে। যেমন– অজু করা। এর মধ্যে নামাজের কারণে حُسْن বা উত্তমতা এসেছে; কিন্তু অজু সম্পন্ন করার তথা আদায় করার দ্বারাই নামাজ আদায় হয়ে যাবে না।

২. এমন حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ তথা পরোক্ষ উত্তমতা, যার আদায়ের দ্বারা এ বস্তুটি আদায় হয়ে যায়, যার কারণে এ বস্তুটি উত্তম হয়েছে। যেমন– জিহাদ করা। এর মধ্যে اِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللّٰهِ (আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা)-এর কারণে حُسْن বা উত্তমতা এসেছে। আর জিহাদের দ্বারা اِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللّٰهِ (আদায় বা অর্জিত) হয়ে যায়।

৩. এমন حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ তথা পরোক্ষ উত্তমতা, যা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ হওয়া সত্ত্বেও حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ হয়, তার শর্তের মধ্যে حَسَنٌ তথা উত্তমতা থাকার কারণে। যেমন– قُدْرَتٌ (সামর্থ্য) -এর শর্ত। এটা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা কাউকেই কোনো কাজের مُكَلَّفٌ (বিধান প্রয়োগযোগ্য) করেন না।

اَلْقُدْرَةُ -এর শ্রেণীবিভাগ : اَلْقُدْرَةُ যার মাধ্যমে শরিয়তের বিধান প্রয়োগযোগ্য (মুকাল্লাফ) এবং বান্দা সে বিধানাবলি কার্যকর করতে সক্ষম হয়, তা দু' প্রকার— ১. اَلْقُدْرَةُ الْمُمْكِنَةُ (ন্যূনতম ক্ষমতা), ২. اَلْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ (সহজসাধ্য ক্ষমতা)।

১. اَلْقُدْرَةُ الْمُمْكِنَةُ (ন্যূনতম ক্ষমতা) : এটা সর্বনিম্ন ক্ষমতা, যা আদেশকৃত কাজ সম্পাদনে বান্দার জন্য অত্যাবশ্যক। আর এ পরিমাণ قُدْرَتٌ বা ক্ষমতা প্রতিটি আদেশ পালনের জন্য শর্ত। তবে وُجُوْبِ اَدَاء -এর জন্য বাস্তবে شَرْط -এর উপস্থিতি জরুরি নয় ; বরং شَرْط -এর অস্তিত্বের ধারণাই যথেষ্ট। এ জন্য যদি নামাজের শেষ ওয়াক্তে নাবালেগ বালেগ হয়, কাফির মুসলমান হয় অথবা ঋতুবতী মহিলা (ঋতুস্রাব হতে) পবিত্র হয়, তাহলে তাদের সকলের উপর ঐ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা ফরজ হবে। কেননা সূর্য গতিরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা অসম্ভবের কিছু নয়।

২. اَلْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ (সহজসাধ্য ক্ষমতা) : এটার দ্বারা مُكَلَّفٌ -এর জন্য কাজটি শুরু হতেই সহজসাধ্য হয়ে থাকে। আর ওয়াজিব অবশিষ্ট ও স্থায়ী থাকার জন্য এটার অবশিষ্ট থাকা অত্যাবশ্যক এবং শর্ত। (অর্থাৎ এ قُدْرَتٌ বা ক্ষমতা বর্তমান থাকলে ওয়াজিব থাকবে আর তার অবর্তমানে ওয়াজিব বিলোপ পাবে।) এ জন্যই মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যাকাত, ওশর এবং খারাজ সবই প্রত্যাহৃত হয়। এটা اَلْقُدْرَةُ الْمُمْكِنَةُ -এর বিপরীত। কেননা ওয়াজিব অবশিষ্ট থাকার জন্য এটার অবশিষ্ট থাকা শর্ত নয়। কাজেই হজ এবং সদকায়ে ফিতির মাল বিনষ্ট হওয়ার কারণে প্রত্যাহৃত হয় না।

উল্লেখ্য যে, اَلْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ -কে اَلْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ ও বলা হয়।

مَامُوْر بِهٖ -এর جَوَازٌ -এর বর্ণনা : আমরের ক্ষেত্রে جَوَازٌ -এর অর্থ হলো مُكَلَّفٌ -এর দায়িত্ব থেকে কাজা রহিত হয়ে যাওয়া। যদি মুকাল্লাফ مَامُوْرٌ بِهٖ -কে তার শর্ত এবং রোকনসহ আদায় করে, তাহলে আমাদের জন্যে এ হুকুম দেওয়া বৈধ কি-না যে, সে উক্ত কাজ পালন করেছে, আর তাকে উক্ত কাজের কাজা দিতে হবে না।

❒ মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, যে পর্যন্ত স্বতন্ত্র দলিলের মাধ্যমে مَامُوْرٌ بِهٖ -এর মধ্যে যাবতীয় শর্ত ও রোকন বিদ্যমান আছে বলে জানতে না পারবে সে পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ جَوَازٌ -এর ফতোয়া না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন, কোনো মুহরিম আরাফাতে অবস্থানের আগে সহবাস করতঃ স্বীয় হজকে নষ্ট করে ফেললে সে হজ আদায়ের জন্যে আদিষ্ট। অথচ তার আদায়কৃত হজ জায়েজ হবে না; বরং তাকে আগামী বছর উক্ত হজের কাযা করতে হবে।

❒ ফিক্‌হবিদগণের মতে, নিছক কাজটি সম্পাদন করলেই সিফাতে জওয়ায সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ বান্দার দায়িত্ব থেকে কাযা রহিত হয়ে যাবে। কেননা, جَوَازٌ -এর হুকুম না দিলে تَكْلِيْفُ مَالَا يُطَاقُ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবে পরবর্তিতে কোনো স্বতন্ত্র দলিলের ভিত্তিতে আদায়কৃত কাজের فَسَادٌ প্রকাশ পেলে পুনরায় উক্ত কাজের কাযা দিতে হবে।

وُجُوْب রহিত হলে جَوَازٌ অবশিষ্ট থাকে কি না? : اَلْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ তথা আমরের বিধান হচ্ছে আবশ্যিকতা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে مَامُوْرٌ بِهٖ -এর وُجُوْب রহিত হয়ে গেলে جَوَازٌ অবশিষ্ট থাকে কি-না? এখানে جَوَازٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাজটি নিষিদ্ধ হওয়া। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, وُجُوْب রহিত হলে ও جَوَازٌ অবশিষ্ট থাকে। কেননা, صَوْم عَاشُوْرَاء প্রথমে ওয়াজিব ছিল। অতঃপর তার وُجُوْب রহিত হলেও অদ্যাবধি তা মোস্তাহাব হিসেবে বাকি আছে।

❒ পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, আমরের وُجُوْب রহিত হলে তার ভেতরগত صِفَةُ الْجَوَازِ বাকি থাকে না। কেননা বনী ইসরাঈলের উপর "اَعْضَاء خَاطِيَة" অপরাধীর অঙ্গসমূহ কেটে ফেলা ওয়াজিব ছিল। অথচ উম্মতে মুহাম্মদী থেকে এর وُجُوْب ও جَوَازٌ উভয়টি রহিত করা হয়েছে। আর صَوْم عَاشُوْرَاء -এর جَوَازٌ অন্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

وَقْت-এর হিসেবে مَامُوْرٌ بِهٖ-এর শ্রেণীবিভাগ : وَقْت-এর হিসেবে مَامُوْرٌ بِهٖ (আদেশকৃত বস্তু) দু' প্রকার —

১. اَلْمُطْلَقُ عَنِ الْوَقْتِ (সময়ের সীমাবদ্ধতা মুক্ত)। অর্থাৎ যাতে مَامُوْرٌ بِهٖ (আদেশকৃত বস্তু) আদায়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। যথা– যাকাত ও সদকায়ে ফিতর। এটার হুকুম হলো, আদেশকৃত বস্তু বিলম্বে আদায় করা জায়েজ হওয়া, যাতে তার উদ্দেশ্যের (সহজতার) বিপরীত না হয়। কিন্তু এর বিপরীত ইমাম কারখী (র.) মত প্রকাশ করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে জমহুরের মতে শীঘ্রই আদায় করা মোস্তাহাব।

২. اَلْمُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ (সময়ের সাথে শর্তযুক্ত ও সীমাবদ্ধ)। অর্থাৎ যাতে مَامُوْر بِهِ (আদেশকৃত বস্তু) আদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। উক্ত সময় অতিবাহিত হলে اَدَاء ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটা আবার চার প্রকার—

১. প্রথম প্রকার : اَلْمُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ -এর প্রথম প্রকার হলো, যার মধ্যে সময়টি আদেশকৃত কাজের জন্য ظَرْف এবং আদেশকৃত কাজ আদায়ের জন্য শর্ত এবং আদেশকৃত কাজটি ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ বা কারণ হবে। যথা– নামাজের ওয়াক্ত, এটা নামাজের জন্য ظَرْف বা সময়কাল এবং নামাজ আদায়ের জন্য শর্ত ও নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ বা কারণ। ظَرْف -এর অর্থ হলো, ওয়াক্তটা আদায়যোগ্য কাজ হতে অতিরিক্ত হওয়া (সুপরিসর হওয়া)। আর شَرْط -এর অর্থ হলো, আদেশকৃত কাজটি ওয়াক্তের পূর্বে শুদ্ধ না হওয়া এবং ওয়াক্ত চলে যাওয়ার দ্বারা আদেশকৃত কাজটি হাতছাড়া (قَضَاء) হয়ে যাওয়া। আর سَبَبْ -এর অর্থ হলো, ওয়াক্ত আদেশকৃত কাজটি ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে বাহ্যত প্রভাব ফেলা। অবশ্য مُؤَثِّر حَقِيْقِى তথা প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এই প্রথম প্রকারের আবার চার অবস্থা—

ক. ওয়াক্ত প্রথম অংশের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হবে।

খ. অথবা, প্রথম অংশের সংশ্লিষ্ট অংশের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে।

গ. অথবা, সময় সংকীর্ণ হওয়ার কারণে نَاقِصْ (অসম্পূর্ণ) অংশের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে।

ঘ. অথবা, সম্পূর্ণ অংশের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে।

এ জন্য গতকালের আসরের নামাজ نَاقِصْ (অসম্পূর্ণ) ওয়াক্তে আদায় হবে না, তবে অদ্যকার আসরের নামাজ نَاقِصْ (অসম্পূর্ণ) ওয়াক্তে আদায় হবে। (কেননা অদ্যকার আসরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ বা কারণ ওয়াক্তের বিশুদ্ধ অংশের মধ্যে আদায় না করার কারণে অপূর্ণাঙ্গ ওয়াক্ত। তাই যে নামাজ যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে তাকে সেভাবে আদায় করা জায়েজ। আর اَلْمُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ -এর যে প্রকারের মধ্যে ওয়াক্ত ظَرْف বা সময়কাল হয়ে থাকে, তার হুকুম হলো, তাতে تَعْيِيْن -এর নিয়ত করা শর্ত এবং ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে مُكَلَّفْ -এর জিম্মা হতে নিয়তের تَعْيِيْن অপসারিত হবে না। আর আদায় করা ব্যতীত কেবল মৌখিক নিয়ত ও ইচ্ছা প্রকাশের দ্বারা مَامُوْر بِهِ (আদেশকৃত বস্তু) -এর ওয়াক্ত নির্দিষ্ট হবে না। যথা কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে— ১. দশজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান। ২. অথবা, তাদেরকে কাপড় প্রদান। ৩. অথবা, গোলাম আজাদ করা। কোনো শপথ ভঙ্গকারী যদি মুখে বা অন্তরে এগুলোর মধ্য হতে একটিকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আদায় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা নির্দিষ্ট হবে না।

২. দ্বিতীয় প্রকার : اَلْمُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ -এর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যাতে ওয়াক্ত مَامُوْر بِهِ (আদেশকৃত বস্তু)-এর জন্য مِعْيَار (মানদণ্ড) হবে এবং কাজটি ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ বা কারণ হবে। যথা– রমজান মাস। এটা রোজার জন্য مِعْيَار (মানদণ্ড)। এতে অন্য কোনো مَامُوْر بِهِ আদায় করা যাবে না। এটাতে تَعْيِيْن -এর নিয়ত শর্ত নয়।

৩. তৃতীয় প্রকার : اَلْمُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ -এর তৃতীয় প্রকার হলো, যাতে مَامُوْر بِهِ (আদেশকৃত বস্তু)-এর জন্য ওয়াক্ত مِعْيَار (মানদণ্ড) হয়, سَبَبْ বা কারণ হয় না। যেমন– রমজানের রোজার কাজা এবং মুতলাক মানত। কেননা রমজানের রোজার قَضَاء করার সময়টি তজ্জন্য মানদণ্ড কিন্তু এই রোজা قَضَاء করার سَبَبْ বা কারণ সেই সময়টি নয়; বরং বিগত রমজানই তজ্জন্য سَبَبْ বা কারণ। অনুরূপ মানত করা সীমাবদ্ধতা মুক্ত, তার সময় তজ্জন্য মানদণ্ড কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ বা কারণ সময় নয়; বরং মানত করা তার জন্য سَبَبْ।

৪. চতুর্থ প্রকার : اَلْمُقَيَّدُ -এর চতুর্থ প্রকার হলো, ওয়াক্ত مُشْتَبَهُ الْحَالِ (সন্দেহজনক অবস্থা) হবে। একদিক দিয়ে مِعْيَار (মানদণ্ড) -এর সাদৃশ্য হবে, আরেক দিকের হিসেবে ظرف (সময়কাল)-এর সাদৃশ্য হবে। যথা– হজ। কেননা হজের সময় হজের কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পরও উদ্বৃত্ত থাকার কারণে তা ظرف বা সময়কালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বৎসরে একবারই হজ করা যায়, সে হিসেবে তা মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

كُفَّار (কাফিরগণ) اَمر দ্বারা আদিষ্ট কিনা? : সকল ইমামের সম্মতিতে কাফিররা اِيْمَان ، عُقُوْبَات ، مُعَامَلَات তথা ঈমান গ্রহণ, দণ্ডবিধান এবং লেন-দেন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি প্রতিপালনে আদিষ্ট। তবে মদ ও শূকর অত্র হুকুমের আওতামুক্ত। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেছেন– "اَلْخَمْرُ لَهُمْ كَالْخَلِّ لَنَا وَالْخِنْزِيْرُ لَهُمْ كَالشَّاةِ لَنَا" অনুরূপ সকল ইমাম এ কথার উপরেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, مُوَاخَذَه বা শাস্তিযোগ্য হওয়ার বিবেচনায় ইবাদত তথা ফারায়েয ও ওয়াজিবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও আদিষ্ট।

❑ অবশ্য কাফিররা দুনিয়াতে ইবাদত পালনে আদিষ্ট কি-না, এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন– ১. মাশায়েখ ইরাক ও অধিকাংশ শাফেয়ীদের মতে, কাফিররা দুনিয়াতে ইবাদত পালনে সম্বোধিত। পরকালে তারা যেভাবে নামাজ, রোজা যাকাত ইত্যাদির প্রতি ঈমান না আনার কারণে শাস্তিযোগ্য হবে, তেমনি এগুলো পালন না করার কারণেও শাস্তি পাবে। দলিল হলো– "مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرٍ؟ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ"

২. আহনাফের মতে, তারা ইবাদত পালনে مُكَلَّفٌ নয়; বরং ইবাদতের বিশ্বাসে আদিষ্ট। পরকালে ইবাদত না করার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে না; বরং ইবাদতে বিশ্বাস না থাকায় শাস্তি দেওয়া হবে। اَدَاءُ عِبَادَاتْ-এর مُكَلَّفٌ না হওয়ার কারণ হলো ঈমান না থাকা। "لِاَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تُقْبَلُ بِلَا اِيْمَانٍ"

❒ اَلنَّهْيُ -এর আলোচনা : اَمْرٌ-এর মতো نَهِيٌ ও خَاصٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– নিষেধ করা, বারণ করা, শরিয়তের পরিভাষায়– কেউ নিজকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন মনে করে অন্যকে لَاتَفْعَلْ (করো না) বলাকে نَهْيٌ বলে। (অর্থাৎ কোনো কাজ হতে বিরত থাকার হুকুম করাকে نَهْيٌ (নিষেধসূচক) বলে। আর যা হতে বিরত থাকার জন্য বলা হবে তা অবশ্যই মন্দ ও অনুত্তম হতে হবে। কেননা নিষেধকারী মহাজ্ঞানী, আর তাঁর অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই নিষিদ্ধ কাজটি মন্দ হওয়া কামনা করে। আর যে কাজ থেকে নিষেধ করা হয় তাকে مَنْهِيٌّ عَنْهُ বলে। যথা– لَا تَكْذِبْ (তুমি মিথ্যা বল না)।

مَنْهِيٌّ عَنْهُ-এর শ্রেণীবিভাগ : مَنْهِيٌّ عَنْهُ (নিষিদ্ধবস্তু) প্রথমত দু' প্রকার—

১. قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ (সৃষ্টিগত মন্দ), ২. قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ (আনুষঙ্গিক কারণে মন্দ)।

❒ আবার قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ দু' প্রকার—

১. اَلْقَبِيْحُ الْوَضْعِيُّ (স্বভাবজাত মন্দ) অর্থাৎ যার মন্দ ও অনুত্তম হওয়া শরিয়তের বিধিবিধান ব্যতীতই বিবেক উপলব্ধি করতে পারে। যেমন– কুফরি করা, যার মন্দ হওয়া শরিয়ত ব্যতীতই মানুষের বিবেক উপলব্ধি করতে পারে।

২. اَلْقَبِيْحُ الشَّرْعِيُّ (শরিয়তের দৃষ্টিতে মন্দ) অর্থাৎ যার মন্দ হওয়া শুধুমাত্র শরিয়তের মাধ্যমেই জানা যায়। কোনো আজাদ তথা স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করা, যার মন্দ হওয়া শরিয়তের মাধ্যমেই জানা যায়। কেননা শরিয়তে বিক্রয় বলা হয়, একটি মালের পরিবর্তে অন্য মাল গ্রহণ করাকে। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে স্বাধীন ব্যক্তি বিনিময়যোগ্য মাল না হওয়ায় তা মাল হিসাবে গণ্য হয় না।

❒ আবার قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ দু' প্রকার–

১. اَلْقَبِيْحُ الْوَصْفِيُّ (গুণগত মন্দ) অর্থাৎ যাতে কোনো বিশেষ গুণের কারণে তার মন্দ হওয়া প্রকাশ পায়। যেমন— কুরবানির দিনে রোজা রাখা, যার মন্দ হওয়া বিশেষ গুণের কারণে হয়েছে। কেননা রোজা রাখা যদিও একটি ইবাদত, কিন্তু কুরবানির দিনে রোজা রাখার মন্দ এ জন্য প্রকাশ পেয়েছে যে, কুরবানির দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মেহমানদারীর দিন। যদি সে দিন রোজা রাখা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার মেহমানদারী কবুল না করার শামিল হবে।

২. اَلْقَبِيْحُ الْجَوَارِيُّ (পরিবেশগত মন্দ) অর্থাৎ যাতে অন্যের সংস্পর্শের কারণে মন্দ প্রকাশ পায়। যেমন— জুমার আযানের সময় ক্রয় বিক্রয় করা, যার মন্দ হওয়া অন্যের সংস্পর্শের কারণে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা যদিও ক্রয়-বিক্রয় একটি বৈধ কাজ, কিন্তু জুমার আযানের সময় তা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, তাতে ব্যস্ত থাকার কারণে জুমার নামাজের প্রতি দৌড়ানো ওয়াজিব কাজটি লঙ্ঘিত হয়ে যায়। এগুলো সর্বমোট চার প্রকার হলো।

اَلْعَامُّ -এর আলোচনা : عَامٌّ এমন শব্দকে বলা হয়, যা একই প্রকার বহু এককক একই সময় শামিল করে। আর তার হুকুম হলো, এটা তার অধীনস্থ এককসমূহকে নিশ্চিতভাবে শামিল করে। এমনকি عَامٌّ-এর দ্বারা خَاصٌ-কে مَنْسُوْخٌ করাও জায়েজ। যেমন– উরাইনাদের সম্পর্কিত হাদীসটি خَاصٌ তা রাসূল ﷺ-এর عَامٌّ হাদীস اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ (তোমরা প্রস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জন করো) -এর মাধ্যমে مَنْسُوْخٌ হয়েছে।

❒ আর সীগাহ তথা শব্দ ও অর্থের বিচারে عَامٌّ দু' প্রকার—

১. عَامٌّ لَفْظِيٌّ : আর তা এমন عَامٌّ যার সীগাহ তথা শব্দ ও অর্থ উভয়ের দ্বারা عُمُوْمٌ (ব্যাপকতা) প্রকাশিত হয়।

২. এমন عَامٌّ যার অর্থের দ্বারা عُمُوْمٌ (ব্যাপকতা) বুঝা যায়, কিন্তু শব্দের দ্বারা عُمُوْمٌ (ব্যাপকতা) বুঝে আসে না। যথা– قَوْمٌ (সম্প্রদায়)। যথা– رِجَالٌ ، مُسْلِمُوْنَ ، غِلْمَانٌ

উল্লেখ্য যে, مَنْ ও مَا উভয়টি عُمُوْمٌ ও خُصُوْصٌ দু'টিরই অবকাশ রাখে, তবে এগুলো মূলত عُمُوْمٌ-এর জন্য প্রণীত। كُلٌّ শব্দটি এককভাবে সকলকে শামিল করে। جَمِيْعٌ শব্দটি সমষ্টিগতভাবে সকলকে শামিল করে এবং نَكِرَةٌ ও نَفِيٌّ-এর স্থলে عُمُوْمٌ (ব্যাপকতা) -কে বুঝায়।

❐ حُكْم -এর দৃষ্টিতে আম আবার দু' প্রকার। যেমন–

১. عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ : যে আমের কতিপয় فَرْد কে কোন্ অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে খাস করা হয়েছে, তাকে عَامٌ مَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض বলা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে اَلْاِنْسَانُ শব্দটি عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ কেননা তা থেকে মুমিনদেরকে খাস করা হয়েছে।

২. عَامٌ غَيْرُ مَخْصُوْصٍ مِنْهُ الْبَعْضُ : যে আম থেকে কোনো فَرْد কে দলিলের ভিত্তিতে খাস করা হয় নি; বরং তা নিজস্ব অবস্থায় বহাল রয়েছে, তাকে عَامٌ غَيْرُ مَخْصُوْصٍ مِنْهُ الْبَعْضُ বলা হয়। যেমন– রাসূল ﷺ-এর বাণী– اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ এখানে اَلْبَوْلُ শব্দটি হচ্ছে عَامٌ غَيْرُ مَخْصُوْصٍ مِنْهُ الْبَعْضُ -

❐ **اَلْمُشْتَرِكُ -এর আলোচনা :** مُشْتَرِكٌ এমন শব্দকে বলে যা বিভিন্ন প্রকারের একাধিক বস্তুকে বদলের ভিত্তিতে শামিল করে। যথা– قُرُوْءٌ শব্দটি حَيْض ও طُهْر -এর মধ্যে مُشْتَرِكٌ। مُشْتَرِكٌ-এর হুকুম হলো, গবেষণা সাপেক্ষে তার اَفْرَادْ -এর নির্দিষ্টকরণে (تَوَقُّفْ) নীরবতা পালন করা হবে, যাতে আমলের জন্য কোনো একটি একক অগ্রগণ্য হয়ে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর مُشْتَرِكٌ টি عَامٌ (ব্যাপক) হয় না। (কাজেই একই সাথে এটার একাধিক অর্থ উদ্দেশ্য করা সহীহ নয়।)

❐ **اَلْمُؤَوَّلُ -এর আলোচনা :** مُؤَوَّلْ এমন مُشْتَرِكٌ -কে বলে যার একটি অর্থ প্রবল ধারণার মাধ্যমে অগ্রাধিকার পেয়ে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এটার হুকুম হলো, যেই অর্থ নির্দিষ্ট হয়েছে (ভুলের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও) সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

❐ **اَلْمُتَقَابِلَاتُ الثَّمَانِيَةُ : বিপরীতমুখী আটটি বিষয়ের আলোচনা :**

১. اَلظَّاهِرُ (যাহির)-এর পরিচয় : ظَاهِرْ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা শোনা মাত্রই শ্রবণকারী তার অর্থ অনুধাবন করতে পারে। আর এটার হুকুম হলো, এটার দ্বারা যে অর্থ বোধগম্য হবে সন্দেহাতীতভাবে তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। যথা– اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو

২. اَلنَّصُّ (নস)-এর পরিচয় : نَصْ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা ظَاهِرْ হতে অধিকতর স্পষ্ট। তবে এ সুস্পষ্টতা সীগাহ তথা শব্দের কারণে নয়; বরং বক্তার বিশ্লেষণের কারণে হবে। আর এটার হুকুম হলো, এটার দ্বারা যে অর্থ বুঝা যাবে তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে। তবে مَجَازْ -এর অধীনে تَاوِيْل (ব্যাখ্যা)-এর সম্ভাবনা থাকবে। অর্থাৎ এতে تَاوِيْل এবং تَخْصِيْص -এর অবকাশ বিদ্যমান থাকবে।

৩. اَلْمُفَسَّرُ (মুফাস্‌সার)-এর পরিচয় : مُفَسَّرْ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা نَصْ ও ظَاهِرْ হতে এত অধিক পরিমাণে স্পষ্ট যে, تَاوِيْل (ব্যাখ্যা) এবং تَخْصِيْص (নির্দিষ্টকরণ)-এর সম্ভাবনা রাখে না। যথা– فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ এখানে كُلُّهُمْ এবং اَجْمَعُوْنَ শব্দদ্বয় দ্বারা سُجُوْد مَلَائِكَةْ -এর তাফসীর করা হয়েছে। এটার হুকুম হলো, এটা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, তবে مَنْسُوْخ হওয়ার অবকাশ রাখে। কিন্তু مَنْسُوْخ হওয়ার এই সম্ভাবনা নবী কারীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পর শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর সমগ্র কুরআন মাজীদ نَسْخ -এর আশঙ্কামুক্ত হয়ে গেছে।

৪. اَلْمُحْكَمُ (মুহকাম)-এর পরিচয় : مُحْكَمْ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার মর্মার্থ অতি মজবুত ও সুস্পষ্ট। এটাতে نَسْخ ও تَاوِيْل (রহিতকরণ ও পরিবর্তন)-এর একেবারেই অবকাশ নেই। এটার হুকুম হলো, দ্বিধাহীনভাবে এটা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। যথা– আল্লাহর বাণী– اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

উল্লেখ্য যে, উক্ত চার প্রকারের সব ক'টিই قَطْعِىْ বা অকাট্য, তবে মর্যাদার ব্যাপারে এগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৫. اَلْخَفِىُّ (খাফী)-এর পরিচয় : خَفِىْ -এর আভিধানিক অর্থ হলো, অস্পষ্ট, গোপনীয়। পরিভাষায়– خَفِىْ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দেশ্য কোনো عَارِضْ (আনুষঙ্গিক)-এর কারণে অস্পষ্ট থাকে। তবে এ অস্পষ্টতা সীগাহ তথা শব্দের কারণে হবে না। সুতরাং خَفِىْ -এর হুকুম হলো, চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে এটার অস্পষ্টতা দূর করা, যাতে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হয়ে আমলযোগ্য হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী– اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এ আয়াতের মধ্যে চোরের হুকুম তো যাহির বা স্পষ্ট, কিন্তু طَرَّارْ (পকেটমার) ও نَبَّاشْ (কাফনচোর)-এর হুকুম অস্পষ্ট। কেননা উভয়টির উপর سَارِقْ (চোর) শব্দ প্রয়োগ হয় না।

৬. اَلْمُشْكِلُ (মুসকিল)-এর পরিচয় : مُشْكِلْ -এর শাব্দিক অর্থ হলো– জটিল। পরিভাষায়– مُشْكِلْ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার সাদৃশ্য অনেকগুলো বাক্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। এটা خَفِىْ হতেও অধিক অস্পষ্ট, যার কারণে এটার অর্থ উদ্ধার করার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণা উভয়টির প্রয়োজন হয়। এটা نَصْ -এর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এটার হুকুম হলো, এটা শ্রবণ করা মাত্রই শ্রবণকারী এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যা উদ্দেশ্য করেছেন তা হক। অতঃপর অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে এটার অর্থ নির্দিষ্ট করবে, যাতে (ظَاهِرْ) স্পষ্ট হয়ে যায়। যথা– نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এ আয়াতে اَنّٰى শব্দটি مِنْ اَيْنَ (কোথা হতে) অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং كَيْفَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭. **اَلْمُجْمَلُ (মুজমাল)-এর পরিচয় :** مُجْمَلٌ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– সংক্ষিপ্ত। আর পরিভাষায়– مُجْمَلٌ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যাতে বহু অর্থের সংমিশ্রণের কারণে এত অধিক পরিমাণে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে যে, মূল ভাষার দ্বারা অর্থ বুঝা যায় না। সুতরাং বক্তাকে জিজ্ঞাসা করে এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে এটার অর্থ উদ্ধার করতে হয়। এটা مُفَسَّرٌ -এর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এটার হুকুম হলো, এটা হক হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করতে হবে এবং বক্তার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত নীরবতা পালন করতে হবে। অতঃপর বক্তার ব্যাখ্যা দানের পর এটা আমল উপযোগী হবে। যেমন, আল্লাহর বাণী اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ-এর মধ্যে صَلٰوة ও زَكٰوة -এর উল্লেখ। কিন্তু এগুলোর পদ্ধতি মানুষের বোধগম্য নয়। তাই মহানবী ﷺ স্বীয় আমল দ্বারা এগুলোর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

৮. **اَلْمُتَشَابِهُ (মুতাশাবিহ)-এর পরিচয় :** مُتَشَابِهٌ -এর শাব্দিক অর্থ– মিশ্রিত, জটিল। পরিভাষায়– مُتَشَابِهٌ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এটা مُحْكَمٌ -এর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এটার হুকুম হলো, এটার সঠিক অর্থ অবগত হওয়ার পূর্বেই এটা হক হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। যদিও কিয়ামত পর্যন্ত এটার সঠিক অর্থ জানা না যায়।

مُتَشَابِهٌ -এর প্রকারভেদ : মুতাশাবিহ দু' প্রকার। যথা– ১. اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ
২. اَلْاٰيَاتُ الْمُتَشَابِهَاتُ

নিম্নে এদের পৃথক পৃথক আলোচনা পেশ করা হলো–

১. **اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ -এর পরিচয় :** اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ অর্থ– বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। যার অর্থ কখনোই জানা যায় না। এ বর্ণমালাগুলো সাধারণত সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে ২৯টি সূরার প্রথমে এদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। যেমন– الٓمّٓ ، يٰسٓ ، طٰهٰ ، حٰمٓ প্রভৃতি।

২. **اَلْاٰيَاتُ الْمُتَشَابِهَاتُ -এর পরিচয় :** اٰيَات مُتَشَابِهَات হচ্ছে এমন আয়াত যার শাব্দিক অর্থ জানা যায়, কিন্তু এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা জানা যায় না। কেননা এটার বাহ্যিক অর্থ মুহকামের সাথে বিরোধপূর্ণ। যেমন আল্লাহর বাণী–

١. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ – ٢. اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى –

❒ **حَقِيْقَة، مَجَاز، صَرِيْح ও كِنَايَه -এর আলোচনা :**

❒ **حَقِيْقَة (হাকীকত)-এর পরিচয় :** حَقِيْقَتْ শব্দের অর্থ– প্রকৃত, মূল, বাস্তব, প্রতিষ্ঠিত। পরিভাষায়– শব্দ প্রণয়নকারী যে শব্দকে যে অর্থের জন্য প্রণয়ন করেছেন সে অর্থে ব্যবহার করাকে حَقِيْقَتْ বলা হয়। যেমন– اَسَدٌ (বাঘ) শব্দটিকে হিংস্র প্রাণীর অর্থে ব্যবহার করাকে حَقِيْقَتْ বলে। এটার হুকুম হলো, এটার গঠিত অর্থ (مَوْضُوْع لَهٗ) সাব্যস্ত হবে, চাই তা خَاصٌ হোক বা عَامٌ হোক।

حَقِيْقَة -এর প্রকারভেদ : প্রথমত হাকীকত তিন প্রকার। যেমন–

১. **حَقِيْقَة لُغَوِيَّة (আভিধানিক হাকীকত) :** শব্দ তার আভিধানিক অর্থে ব্যবাহৃত হলে তাকে حَقِيْقَة لُغَوِيَّة বলা হয়। যেমন– اِنْسَانٌ (মানুষ) শব্দটিকে বাক-শক্তিসম্পন্ন প্রাণী অর্থে ব্যবহার করা।

২. **حَقِيْقَة عُرْفِيَّة (ব্যবহারিক হাকীকত) :** শব্দ তার ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োগ হলে তাকে حَقِيْقَة عُرْفِيَّة বলে। যেমন– دَابَّةٌ শব্দটিকে চতুষ্পদ জন্তুর অর্থে প্রয়োগ করা।

৩. **حَقِيْقَة شَرْعِيَّة (শরয়ী হাকীকত) :** শব্দ যদি শরয়ী অর্থে প্রয়োগ হয় তাকে حَقِيْقَة شَرْعِيَّة বলে। যেমন– صَلٰوةٌ এ শব্দটিকে নির্দিষ্ট ইবাদত অর্থে প্রয়োগ করা।

❒ হাকীকত পুনরায় তিন প্রকার। যথা–

১. **حَقِيْقَة مُتَعَذِّرَة (জটিল হাকীকত) :** যে হাকীকতের প্রকৃত অর্থ উদঘাটন করা কষ্টকর। যেমন– وَاللّٰهِ لَا اٰكُلُ مِنْ هٰذِهِ الثَّمَرَةِ এখানে اَلثَّمَرَة দ্বারা ফল উদ্দেশ্য।

২. **حَقِيْقَة مَهْجُوْرَة (পরিত্যাজ্য হাকীকত) :** যে শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব; কিন্তু মানুষ সে অর্থটি বর্জনপূর্বক অন্য অর্থ গ্রহণ করে, তাকে حَقِيْقَة مَهْجُوْرَة বলে। যেমন– "وَاللّٰهِ لَا اَضَعُ قَدَمَىَّ فِىْ دَارِ فُلَانٍ" এখানে পা রাখা দ্বারা ঘরে প্রবেশ করা উদ্দেশ্য। সুতরাং বাহির থেকে ঘরে পা রাখলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

৩. **حَقِيْقَة مُسْتَعْمَلَة (প্রচলিত হাকীকত) :** যার প্রচলন বিদ্যমান এবং মানুষ তা ব্যবহার করছে, তাকে প্রচলিত হাকীকত বলে। যেমন– اَسَدٌ শব্দটি দ্বারা সিংহ অর্থ বোঝানো।

কখন হাকীকী অর্থ পরিত্যাজ্য হয়? : নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে হাকীকী অর্থ পরিত্যাগ করতঃ রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হয়। যথা–

১. যখন হাকীকতটি مُتَعَذِّرَة (জটিল) হয়। যেমন– কেউ বলল ঃ "وَاللّٰهِ لَا اٰكُلُ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ" আল্লাহর শপথ! আমি এ গাছ হতে খাব না। প্রকৃত অর্থে গাছ খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এর দ্বারা রূপকার্থে ফল খাওয়া উদ্দেশ্য হবে। তাই সে ফল খেলেই শপথ ভঙ্গকারী হবে।

২. যখন হাকীকতটি مَهْجُوْرَةٌ তখন مَجَازْ -এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হয়। যেমন– "وَاللّٰهِ لَا اَضَعُ قَدَمِيْ فِيْ دَارِ فُلَانٍ"

৩. হাকীকত যখন مُسْتَعْمَلَةٌ (প্রচলিত) হয় এবং মাজায مُتَعَارَفْ (প্রসিদ্ধ) হয়, তখন সাহেবাইনের মতে হাকীকত অপেক্ষা মাজায উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মাজায অপেক্ষা হাকীকত উত্তম। যেমন– কেউ বললঃ "وَاللّٰهِ لَا اٰكُلُ مِنْ هٰذِهِ الْحِنْطَةِ حِنْطَةً" -এর হাকীকী অর্থ– হুবহু গম এবং মাজাযী অর্থ রুটি।

৪. دَلَالَةُ الْعَادَةِ প্রচলিত প্রথার নির্দেশনার কারণে। যেমন– কেউ বলল, "بِاللّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ" সালাতের প্রকৃত অর্থ দোয়া হলেও অভ্যাসগত কারণে নামাজ অর্থ উদ্দেশ্য হবে।

৫. دَلَالَةُ اللَّفْظِ فِيْ نَفْسِهٖ – শব্দের নিজস্ব নির্দেশনার কারণে। যেমন– কেউ বলল ঃ لَا اٰكُلُ الثَّمَرَ – আমি ফল খাব না। এ বাক্য আঙ্গুরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। কেননা আঙ্গুরের মধ্যে ফলের অতিরিক্ত খাদ্য উপাদান রয়েছে।

৬. سِيَاقُ بِالْكَلَامِ – বাক্যের গতিধারার কারণে। যেমন– কেউ অপরকে বলল ঃ طَلِّقْ اِمْرَأَتِيْ اِنْ كُنْتَ رَجُلًا – এ বাক্যে তালাক শব্দ দ্বারা তালাক অর্থ উদ্দেশ্য হবে না; বরং ধমক অর্থ উদ্দেশ্য হবে।

৭. এমন অর্থের নির্দেশনার কারণে, যা বক্তার দিকে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। যেমন– স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সাথে ঝগড়া করতে বের হচ্ছিল, তখন স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ অতঃপর স্বামীর ক্রোধ শেষ হওয়ার পর বের হলে তালাক হবে না।

৮. مَحَلُّ الْكَلَامِ – বাক্যের স্থানের নির্দেশনার কারণে। যেমন– "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" -এর হাকীকী অর্থ হলো– নিয়ত ছাড়া কোনো আমলের অস্তিত্ব হয় না। অথচ আমরা দেখছি যে, অনেক আমল নিয়ত ছাড়া অস্তিত্বে আসে। অতএব, এর মাজাযী অর্থ হবে, আমলের প্রতিদান নিয়ত ছাড়া হয় না।

❑ **مَجَازْ (মাজায)-এর পরিচয় :** শব্দ প্রণয়নকারী যে শব্দকে যে অর্থের জন্য প্রণয়ন করেছেন সে অর্থের বিপরীত অন্য অর্থের প্রয়োগ করা হলে তাকে مَجَازْ বলা হয়। অথবা, যে শব্দের দ্বারা غَيْرِ مَوْضُوْعٍ لَهٗ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, مَوْضُوْعٍ لَهٗ ও غَيْرِ مَوْضُوْعٍ لَهٗ -এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার কারণে। যেমন– اَسَدٌ (বাঘ) শব্দটিকে বাহাদুর পুরুষের ব্যাপারে প্রয়োগ করা مَجَازْ। আর এটার হুকুম হলো, যে অর্থে তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে তা সাব্যস্ত হবে, চাই তা خَاصْ হোক বা عَامْ হোক। আর যখন حَقِيْقَتْ -এর উপর আমল করা সম্ভব হবে তখন مَجَازْ পরিত্যাজ্য হবে।

❑ **عُمُوْمُ الْمَجَازِ -এর আলোচনা :** عُمُوْمُ الْمَجَازِ তথা মাজাযের ব্যাপকতার অর্থ হচ্ছে, এমন প্রকারের সমস্ত এককককে অন্তর্ভুক্ত করা। আহনাফের মতে, মাজাযের মধ্যে عُمُوْم -এর সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, রাসূল ﷺ -এর বাণী– لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ এ হাদীসে صَاعْ দ্বারা جَمِيْعُ مَا يَحِلُّ فِي الصَّاعِ উদ্দেশ্য। চাই তা খাদ্য হোক বা অন্যকিছু হোক।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, عُمُوْمُ الْمَجَازِ -এর কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা মাজায হাকীকত অসম্ভব হলে প্রয়োজনভিত্তিক হয়। আর কায়েদা হচ্ছে– اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا তথা প্রয়োজন পরিমাণ মতোই নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর خَاصْ দ্বারা উক্ত প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। অতএব عُمُوْم -এর প্রয়োজন নেই। সুতরাং হাদীসটিতে اَلصَّاعُ দ্বারা কেবলমাত্র খাদ্য উদ্দেশ্য হবে।

উল্লেখ্য, যখন হাকীকতের উপর আমল সম্ভব হবে, সে ক্ষেত্রে মাজায বর্জিত হবে। আর একই শব্দে হাকীকী ও মাজাযী উভয় অর্থ একত্রিত হওয়া অসম্ভব। হাকীকী অর্থ ও মাজাযী অর্থের মাঝে শব্দগত অথবা অর্থগত সাদৃশ্য থাকা শর্ত। এই সাদৃশ্যকে আরবিতে عَلَاقَةٌ বলা হয়। এরূপ عَلَاقَةٌ মোট ২৫টি। কিতাবে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

❑ **صَرِيْحٌ (সরীহ)-এর পরিচয় :** صَرِيْحٌ-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। পরিভাষায় صَرِيْحٌ এমন শব্দকে বলা হয়, যার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট। শব্দ বলার সাথে সাথেই তার অর্থ বোধগম্য হয়ে যায়, চাই صَرِيْحٌ حَقِيْقِيْ হোক বা صَرِيْحٌ مَجَازْ হোক। এটার হুকুম হলো, এটার স্বীয় অর্থ সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হওয়া। চাই বাক্যটি خَبَرِيَّةٌ হোক বা نَعْتٌ হোক বা نِدَاءٌ হোক। এটাতে নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন— কেউ স্বীয় গোলামকে اَنْتَ حُرٌّ বললে গোলাম তৎক্ষণাৎ আজাদ হয়ে যাবে এবং নিয়তের প্রয়োজন হবে না।

❑ **كِنَايَهْ (কিনায়া)-এর পরিচয় :** كِنَايَهْ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– ইঙ্গিত করা। كِنَايَةٌ এমন শব্দকে বলা হয়, যার অর্থ অস্পষ্ট, কোনো قَرِيْنَهْ বা চিহ্ন ব্যতীত তার অর্থ বোধগম্য হয় না। চাই كِنَايَهْ حَقِيْقِيْ হোক বা كِنَايَهْ مَجَازِيْ হোক। যেমন— ضَمِيْر -এর শব্দসমূহ। كِنَايَهْ -এর হুকুম এই যে, নিয়ত ব্যতীত এটা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হয় না। যথা, কেউ তার স্ত্রীকে اَنْتِ بَائِنٌ বললে নিয়ত অথবা قَرِيْنَهْ ব্যতীত তালাক পতিত হবে না।

❑ **اَلْاِسْتِدْلَالَاتُ الْاَرْبَعَةُ বা نَصْ চতুষ্টয়ের আলোচনা :**

১. اَلْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ : অর্থাৎ কুরআন মাজীদের ইবারত তথা শব্দসমূহকে দলিল হিসেবে পেশ করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যে উদ্দেশ্যে বাক্যটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে তার প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী আমল করা।

২. اَلْاِسْتِدْلَالُ بِاِشَارَةِ النَّصِّ : অর্থাৎ نَصّ তথা কুরআন মাজীদের ইশারাকে দলিল হিসেবে পেশ করা। আর তা হলো نَصّ -এর শব্দ দ্বারা যা আভিধানিকভাবে সাব্যস্ত ও বোধগম্য হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করা ; কিন্তু نَصّ -এর শব্দের দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয়, আর না এটাকে বুঝানোর জন্য نَصّ -কে আনয়ন করা হয়েছে। আর এটা সব দিক দিয়ে ظَاهِر ও নয়।

عِبَارَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ উভয়টির উদাহরণ হলো, আল্লাহর বাণী– وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ (আর সন্তানের জনকের উপর তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব) যেহেতু আয়াতটি মূলত দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের نَفَقَه তথা ভরণ-পোষণ ওয়াজিব করার জন্য নেওয়া হয়েছে, সেহেতু نَفَقَه তথা ভরণ-পোষণ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এটা عِبَارَةُ النَّصِّ ; আর এ আয়াতের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, সন্তানের নিসবত তথা বংশের সম্পর্ক পিতার দিকে হবে, কাজেই এ ব্যাপারে এটা اِشَارَةُ النَّصِّ হয়েছে। عِبَارَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ উভয়টি অকাট্য, তবে تَعَارُضْ -এর সময় عِبَارَةُ النَّصِّ -কে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৩. اَلْاِسْتِدْلَالُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ : অর্থাৎ نَصّ -এর دَلَالَتْ (নির্দেশনা)-কে দলিল হিসেবে পেশ করা। আর এটা হলো যা শব্দের আভিধানিক অর্থ হিসেবে সাব্যস্ত হয়, اِجْتِهَادْ -এর প্রয়োজন হয় না। যেমন– (মাতাপিতাকে) প্রহার করা হারাম হওয়া تَافِيْف ('উহ' বলা) হতে নিষেধ করা দ্বারা বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী– فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ -এর مَوْضُوْع তথা প্রণীত অর্থ হলো, মুখে 'উহ' বলা হতে বারণ করা। আর এটা عِبَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর এটার লাযেমী তথা আবশ্যিক অর্থ যন্ত্রণা ও তাকলীফ দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া دَلَالَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এটাও قَطْعِىْ তথা অকাট্য।

৪. اَلْاِسْتِدْلَالُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ : অর্থাৎ نَصّ -এর اِقْتِضَاء তথা চাহিদাকে দলিল হিসেবে পেশ করা। আর نَصّ -এর اِقْتِضَاء তথা চাহিদার মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় তথা مُقْتَضٰى বস্তু তাকে বলা হয় যার উপর نَصّ আমল করে না, তবে এ শর্ত সাপেক্ষে যে, তা نَصّ -এর উপর অগ্রবর্তী। আর এটার দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তা دَلَالَتُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্তের অনুরূপ তথা অকাট্য হওয়ার প্রশ্নে এটাও دَلَالَتُ النَّصِّ -এর অনুরূপ।

❑ **اَلْوُجُوْهُ الْفَاسِدَةُ বা অশুদ্ধ পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা :** যে সব দলিল দ্বারা অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ দলিল পেশ করেন, কিন্তু হানাফীগণ এগুলোকে ফাসেদ দলিল হিসেবে গণ্য করেন, সেগুলোকে دَلَائِلِ فَاسِدَه বা وُجُوْهِ فَاسِدَه বলা হয়। নিম্নে কতিপয় ফাসিদ দলিলের উদাহরণ দেওয়া হলো—

১. কোনো জাত বা সত্তার প্রতি নির্দেশকারী اِسْمِ عَلَمْ -এর হুকুম প্রয়োগ করা তার خُصُوْصِيَّتْ (বিশেষত্ব)-কে নির্দেশ করে। অর্থাৎ উক্ত হুকুম অন্যের মধ্যে না হওয়াকে নির্দেশ করে। এটা কতিপয় আশআরী ইমাম ও হাম্বলীগণের দলিল। যেমন, মহানবীর বাণী– اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে। সুতরাং বিনা বীর্যপাতে সঙ্গম করলে গোসল ওয়াজিব হবে না। আমরা বলি যে, এরকম দলিল خُصُوْصِيَّتْ -এর উপর দালালত করে না। যেমন– "مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ" এখন আমরা যদি বলি যে, রিসালত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে খাস, তাহলে كِذْب ও كُفْر আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ তিনি ছাড়াও অনেক রাসূল রয়েছেন।

২. কোনো শর্তযুক্ত বা وَصْف তথা সিফাতযুক্ত বস্তুর প্রতি যদি হুকুমকে সম্বন্ধ করা হয়, তাহলে شَرْط ও وَصْف -এর অবসানের ক্ষেত্রে হুকুমেরও অবসান হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল। যেমন আল্লাহর বাণী– "وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" এ আয়াতে দাসীকে বিবাহ করার জন্যে শর্ত করা হয়েছে আজাদ মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকা এবং وصف হচ্ছে দাসী ঈমানদার হওয়া। সুতরাং স্বাধীনা ঈমানদার রমণীকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকলে দাসী বিবাহ করা হারাম। আর দাসী ঈমানদার না হলেও তাকে বিয়ে করা হারাম। আমাদের মতে 'স্বাধীনা মহিলাকে বিবাহের সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক' উভয় অবস্থায় কিতাবিয়া ও মু'মিনা দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ। কেননা, কুরআনের আয়াতে উত্তমতার কথা বলা হয়েছে।

৩. مُطْلَقْ (সাধারণ)-কে مُقَيَّدْ (কায়েদযুক্ত)-এর অর্থে ব্যবহার করা হবে। এটাও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল। যেমন– كَفَّارَةُ الظِّهَارِ হিসেবে কুরআনে তিনটি হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে। (ক) গোলাম আজাদ করা। (খ) রোজা রাখা। (গ) মিসকীনকে খাদ্য দান করা। আয়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় হুকুমকে مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا দ্বারা مُقَيَّدْ করা হয়েছে; কিন্তু তৃতীয় হুকুম তথা اِطْعَامْ কে مُقَيَّدْ করা হয় নি। ইমাম শাফেয়ী (র.) তৃতীয় হুকুমকেও مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا দ্বারা مُقَيَّدْ করেছেন। আমাদের মতে, مُطْلَقْ কে مُقَيَّدْ -এর উপর আরোপ করা শুদ্ধ নয়।

৪. দু'টি বাক্যকে وَاوْ বর্ণ দ্বারা একত্রিত করা হুকুমের মধ্যে শরিক হওয়াকে ওয়াজিব করে। এটা ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট দলিল হিসেবে গণ্য। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন, কুরআনের বাণী– "اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ" যেহেতু অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের উপর সালাত ফরজ নয়, সেহেতু তার উপর যাকাতও ফরজ নয়। আমাদের মতে, صَبِىْ -এর উপর জাকাত ফরজ না হওয়া عَطْف -এর কারণে হয় নি; বরং রাসূল ﷺ -এর বাণীর কারণে হয়েছে– "لَا زَكٰوةَ فِىْ مَالِ الصَّبِىِّ"

৫. ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং ইমাম যুফার (র.) বলেন যে, صِيْغَه عَامْ জওয়াবের স্থলে হয়ে যদি জওয়াব থেকে অতিরিক্ত হয়, তাহলে আম শব্দটি سَبَب وُرُوْد -এর সাথে নির্দিষ্ট হবে। যেমন– প্রাতঃরাশের প্রতি আমন্ত্রিত মেহমানের উক্তি– اِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ (আমি যদি আজ প্রাতঃরাশ ভক্ষণ করি, তবে আমার ক্রীতদাস মুক্ত) সুতরাং আমন্ত্রিত লোকটি যদি ঐদিনই মেযবান ব্যতীত অন্যকারো সাথে প্রাতঃরাশ ভক্ষণ করে, অথবা একাকী খায়, তাহলে ক্রীতদাস আজাদ হবে না।

* হানাফীদের মতে, আম শব্দটি سَبَب وُرُوْد -এর সাথে নির্দিষ্ট হবে না; বরং একটি স্বতন্ত্র বাক্য হবে। সুতরাং ঐ দিনের মধ্যে যেখানেই সে প্রাতঃরাশ ভক্ষণ করে, তাৎক্ষণিক তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

৬. যে বাক্য مَدْح (প্রশাংসা) বা مَذَمَّتْ (নিন্দাবাদ)-এর জন্য প্রয়োগ করা হয় তাতে عُمُوْم (ব্যাপকতা) হয় না, যদিও শব্দটি عَامْ হোক না কেন। এটা কতিপয় শাফেয়ীদের মাযহাব। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী– "اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ" কেবলমাত্র যাদের প্রসেঙ্গ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য পূণ্যবান ও পাপাচারীর অবস্থা অন্যকোনো نَصْ দ্বারা সাব্যস্ত করতে হবে।

* হানাফীদের মতে, এটা বাতিল দলিল। কেননা, শব্দটি عُمُوْم -এর উপর দালালত করে। সুতরাং আয়াতের মধ্যে সকল নেককার ও বদকার অন্তর্ভুক্ত।

৭. جَمْع (বহুবচন)-এর صِيْغَه বা শব্দকে জামাতের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, তার হুকুম তাই হবে যা জামাতের প্রত্যেকের বেলায় হয়ে থাকে। এটা শাফেয়ীদের অভিমত। যেমন, আল্লাহর বাণী– "خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" সুতরাং اَمْوَالْ -এর সমস্ত প্রকারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে। চাই সম্পদ বিচরণশীল প্রাণী হোক বা মুদ্রা হোক বা অন্যকোনো সামগ্রী হোক।

৮. কোনো বস্তুর আদেশ তার বিপরীত বস্তু নিষিদ্ধ হওয়াকে কামনা করে এবং কোনো বস্তুর নিষেধ তার বিপরীত বস্তুর আদেশকে কামনা করে। আর হানাফীদের মতে কোনো বস্তুর আদেশ তার বিপরীত বস্তু মকরূহ হওয়াকে এবং কোনো বস্তুর নিষেধ তার বিপরীত বস্তু সুন্নতে মুয়াক্কাদা হওয়াকে কামনা করে।

❑ **اَلْاَحْكَامُ الْمَشْرُوْعِيَّةُ বা শরিয়তের বিধানসমূহের আলোচনা :** আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের জন্য যে সব আইন-কানুন নির্ধারণ করেছেন, তা দু'প্রকার— (১) اَلْعَزِيْمَةُ (দৃঢ়-চিত্ততা), (২) اَلرُّخْصَةُ (ঐচ্ছিকতা)।

১. **اَلْعَزِيْمَةُ (দৃঢ়-চিত্ততা) :** عَزِيْمَتْ শারয়ী আইনসমূহের মধ্যে اَصْل বা মূল। উল্লেখ্য, কোনো হুকুমকে যখন কোনো ওজরের কারণে পরিবর্তন করা হয়, তখন مُتَغَيَّرْ عَنْهُ (যা হতে পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী হুকুম)-কে عَزِيْمَتْ এবং مُتَغَيَّرْ اِلَيْهِ (পরিবর্তিত দ্বিতীয় হুকুম)-কে رُخْصَتْ বলা হয়। আর عَزِيْمَتْ কে عَزِيْمَتْ বলার কারণ হলো, যেহেতু এটাতে অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

❑ **عَزِيْمَةْ -এর প্রকারভেদ :** عَزِيْمَتْ চার প্রকার— ১. فَرْض ২. وَاجِبْ ৩. سُنَّتْ ও ৪. نَفْل

১. فَرْض : এমন শরয়ী বিধানকে বলা হয়, যা হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রাখে না এবং যা সন্দেহাতীত ও অকাট্য দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যথা– ঈমান, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ ইত্যাদি। এটার হুকুম এই যে, এটাকে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করা এবং তদনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যক। এমনকি এটার অস্বীকারকারীকে কুফরির প্রতি সম্বন্ধ করা হবে এবং বিনা ওজরে পরিত্যাগকারীকে ফাসিক বলা হবে।

২. وَاجِبْ : এমন শরয়ী বিধানকে বলা হয়, যা এমন দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যাতে কিছুটা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। যেমন– সদকায়ে ফিতির, কুরবানি। কেননা এ দু'টি خَبَر وَاحِدْ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এটার হুকুম হলো, তদানুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যক; কিন্তু এটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি নয়। এজন্যই এটার অস্বীকারকরীকে কাফির বলা যাবে না।

৩. سُنَّتْ : এমন উত্তম পন্থাকে বলা হয়, যার প্রচলন দীনের মধ্যে রয়েছে। এটার হুকুম হলো, মানুষকে এটা পালনের প্রতি আহবান করা হবে, তবে বাধ্য করা যাবে না।

৪. نَفْل : এমন শরিয়ত সম্মত বিধান, যা পালন করার দ্বারা ছওয়াব বা পুণ্য অর্জিত হয় এবং না করার দ্বারা কোনো শাস্তি আরোপিত হয় না। এর হুকুম হলো– এটা বাস্তবায়ন করা ব্যক্তির এখতিয়ারাধীন, তবে শুরু করলে তা শেষ করা আবশ্যক এমনকি শুরু করার পর ভঙ্গ করলে তার কাযাও করতে হবে।

২. اَلرُّخْصَةُ (ঐচ্ছিকতা) : এমন শরয়ী বিধানকে বলা হয়, যাতে ওজরের কারণে مُشْكِلْ তথা কষ্টসাধ্য বিষয়কে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এটা চার প্রকার — দু'টি حَقِيْقَتْ-এর অন্তর্ভুক্ত ও দু'টি مَجَازْ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর حَقِيْقَتْ-এর প্রকারদ্বয় একটি অপরটি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আর مَجَازْ-এর প্রকারদ্বয় একটি অপরটি অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ।

১. হাকীকতের প্রথম প্রকার হচ্ছে– حُرْمَتْ-এর বিধান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাকে مُبَاحْ তথা জায়েজরূপে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, حُرْمَتْ-এর বিধান হচ্ছে– عَزِيْمَتْ এবং مُبَاحْ-এর বিধান হচ্ছে– رُخْصَتْ যেমন– كَلِمَةُ الْكُفْرِ উচ্চারণে বাধ্যকৃত ব্যক্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ" এটা হাকীকতের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রকার। এ ক্ষেত্রে আযীমতের উপর আমল করা উত্তম।

২. رُخْصَة حَقِيْقِيَّة-এর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে– সবব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাকে مُبَاحْ সাব্যস্ত করা যাবে, অবশ্য হুকুম তা হতে বিলম্বিত হবে। যেমন– মুসাফিরকে রমজানের দিনের বেলায় রোজা না রাখার رُخْصَتْ দেয়া হয়েছে। কেননা, এক্ষেত্রে سَبَبْ হচ্ছে, রমজানের মাস প্রত্যক্ষ করা, যা মুসাফিরের বেলায় বিদ্যমান আছে; কিন্তু وُجُوْبِ اَدَاء তার বেলায় اَيَّامِ اُخَرْ তথা পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ" এক্ষেত্রেও আযীমতের উপর আমল করা উত্তম। এটা رُخْصَت حَقِيْقِيَّة-এর অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকার।

৩. رُخْصَت مَجَازِيَّة-এর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে শরিয়তের সে সমস্ত বিধানাবলি যা কষ্টকর হওয়ার কারণে আমাদের হতে রহিত করা হয়েছে। যেমন– পূর্ববর্তী নবীগণের আনীত শরিয়তের কষ্টসাধ্য বিধানসমূহ। যথা– অপরাধীর অঙ্গকে কর্তন করা, নাপাকীর স্থানকে কেটে ফেলা, তওবার উদ্দেশ্যে নিজেকে হত্যা করা, মসজিদ ছাড়া অন্যত্র নামাজ জায়েজ না হওয়া ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে رُخْصَتْ-এর উপর আমল করা হলে গুনাহ হবে। এটা رُخْصَت مَجَازِيَّة-এর পূর্ণাঙ্গ প্রকার।

৪. رُخْصَت مَجَازِيَّة-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো যা সামগ্রিকভাবে مَشْرُوْعْ হওয়া সত্ত্বেও বান্দা হতে অপসারণ করা হয়েছে। যেমন– সফর অবস্থায় নামাজকে قَصْر করা। এটা আমাদের মতে رُخْصَة إِسْقَاط-এর অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে عَزِيْمَتْ-এর উপর আমল জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীর মতে এটা رُخْصَت تَرْفِيَة, তাই পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করা উত্তম।

'নূরুল আন্ওয়ার' গ্রন্থে বর্ণিত উসূলুল ফিকহের কতিপয় পরিভাষা পরিচিতি

اَلْحَمْدُ : এটার অর্থ– এমন প্রশংসা, যা কেবল মুখের (ভাষার) দ্বারা হয়ে থাকে, চাই তার মোকাবেলায় নিয়ামত হোক বা না হোক। জমহুর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে এটার মধ্যস্থিত "ال" টি اِسْتِغْرَاقْ (সমুদয়)-এর অর্থে হয়েছে, আর মু'তাযেলা ও কতিপয় আলিমের মতে উক্ত "ال" টি جِنْس (জাতীয়তা)-এর অর্থে হয়েছে।

اٰلْ : এটার অর্থ– পরিবার-পরিজন, বংশধর ও অনুসারী। এখানে তৃতীয় অর্থটি অধিক প্রযোজ্য। এটা সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর জন্য ব্যবহার করা হয়, চাই আখেরাতের হিসেবে হোক, যথা– اٰلُ مُحَمَّدٍ অথবা দুনিয়ার হিসেবে হোক, যথা– اٰلُ فِرْعَوْنَ আর নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে اَهْلٌ শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

اَلدِّيْنُ : এটা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এমন জীবন বিধান, যা বিবেকের অধিকারীগণকে তাদের প্রশংসিত এখতিয়ার দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ একমাত্র ইসলাম ধর্মই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত জীবন বিধান।

اُصُوْلُ الْفِقْهِ : এটার আভিধানিক অর্থ– اَدِلَّةُ الْفِقْهِ বা ফিকহশাস্ত্রের প্রমাণাদি। আর শরিয়তের পরিভাষায় اُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর অর্থ হলো– اُصُوْلُ الْفِقْهِ هُوَ الْقَوَاعِدُ الَّتِيْ يُتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى اِسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ অর্থাৎ উসূলে ফিক্‌হ হচ্ছে এমন কতিপয় নিয়ম-নীতি, যার মাধ্যমে শরিয়তের শাখা-বিধানসমূহ উদ্ভাবন করা যায়।

اَلْكِتَابُ : তা সেই কুরআনে কারীম, যা নবী কারীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং নবী করীম ﷺ হতে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, نَظْم (শব্দ) ও مَعْنٰى (অর্থ)-এর সমষ্টিকেই আল-কিতাব (কুরআন) বলা হয়।

اَلسُّنَّةُ وَالْحَدِيْثُ : সাধারণভাবে নবী কারীম ﷺ -এর কথা, কাজ ও নীরব সম্মতিকে سُنَّتْ ও حَدِيْث উভয় নামেই আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য এ দু'টির মধ্যে পরিভাষাগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ : উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মুজতাহিদ আলিমগণ কোনো শরয়ী মাসআলায় ঐকমত্য পোষণ করাকে اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ বলা হয়। এটা শরিয়তের অকাট্য দলিলসমূহের একটি। নবী কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন– لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِيْ عَلَى الضَّلَالَةِ অর্থাৎ আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একমত হবে না।

اَلْقِيَاسُ : কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সাহায্যে اِجْتِهَادْ (গবেষণা) -এর মাধ্যমে (এগুলোর অনুকরণে) শরয়িতের কোনো বিধান নির্ণয়কে قِيَاسْ বলা হয়। অথবা حُكْم ও عِلَّتْ -এর মধ্যে فَرْع -কে اَصْل -এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করাকে قِيَاسْ বলা হয়।

اَلْخَاصُّ : এমন শব্দকে বলা হয়, যা কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থকে বুঝানোর জন্য গঠিত হয়েছে। যথা– رَجُلٌ ، اِنْسَانٌ ইত্যাদি।

اَلْفَرْدُ : কোনো একক ব্যক্তি বা বস্তুকে বলা হয়। যথা– খালেদ।

اَلنَّوْعُ : এটা এমন একটি كُلِّيْ বা সমষ্টিবাচক শব্দ, যার অধীনে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বহু একক রয়েছে। যেমন– رَجُلٌ ও اِمْرَأَةٌ

اَلْجِنْسُ : এটা এমন একটি كُلِّيْ বা সমষ্টিবাচক শব্দ, যার অধীনে বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বহু একক রয়েছে। যেমন– اِنْسَانٌ (মানব) এটার অধীনে নারী ও পুরুষ উভয়ই রয়েছে। আর নারী ও পুরুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। এটাই উসূলে ফিক্‌হ বিশারদগণের অভিমত।

اَلْاَمْرُ : অন্যের দায়িত্বে কোনো কাজকে অত্যাবশ্যক করে দেওয়াকে اَمْر বলা হয়।

اَلْوُجُوْبُ : অর্থাৎ অত্যাবশ্যক কর্তব্য, যা পালন না করলে অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবে।

وُجُوْبُ الْاَدَاءِ : আমরের সীগাহ দ্বারা সাব্যস্ত কর্মকে সময়মতো সম্পাদন করাকে وُجُوْبُ الْاَدَاءِ বলে।

وُجُوْبُ الْقَضَاءِ : সময়ান্তে وُجُوْب বস্তুর সমতুল্য বস্তু তার প্রাপকের কাছে সমর্পণ করাকে وُجُوْبُ الْقَضَاءِ বলে।

أَدَاء كَامِل : যে পদ্ধতিতে বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, হুবহু সে পদ্ধতিতে সম্পাদন করাকে أَدَاء كَامِل (পূর্ণাঙ্গ সম্পাদন) বলা হয়। যেমন– জামাতসহ নামাজ পড়া।

أَدَاء قَاصِر : যে কাজ বিধিসম্মত পন্থায় সম্পাদন না করে কোনোরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে সম্পাদন করা হয়। যেমন– একাকী নামাজ পড়া।

أَدَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ : যে কাজ বাস্তবে আদা; কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে قَضَاء -এর মতো মনে হয়।

قَضَاء مِثْل مَعْقُوْل : যুক্তিসঙ্গত জিনিস দ্বারা কাযা করা। যেমন– রোজার পরিবর্তে রোজা রাখা।

قَضَاء مِثْل غَيْر مَعْقُوْل : যুক্তি বহির্ভূত সদৃশ বস্তুর মাধ্যমে কাযা করা। যেমন– রোজার বিনিময়ে فِدْيَة দেওয়া।

قَضَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ : আদা সদৃশ কাযা করা। যেমন– মুক্তাদী কর্তৃক تَكْبِيْرَاتُ الْعِيْدَيْنِ রুকুর মধ্যে কাযা করা।

اَلْاَدَاءُ : أَمْر-এর দ্বারা ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) হিসাবে যা সাব্যস্ত হয়েছে হুবহু তা তার প্রাপকের নিকট অর্পণ করাকে أَدَاء বলা হয়।

اَلْقَضَاءُ : أَمْر-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তার مِثْل (অনুরূপ বস্তু)-কে তার প্রাপকের নিকট অর্পণ করাকে قَضَاء বলা হয়।

مَامُوْر بِهٖ : যা করার জন্য আদেশ করা হয় (আদেশকৃত বস্তু) তাকে مَامُوْر بِهٖ বলা হয়।

حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ : যা স্বয়ং حَسَنْ তথা প্রকৃতগতভাবে উত্তম (সুন্দর), তাকে حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ বলা হয়।

حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ : যা অন্যের কারণে حَسَنْ বা উত্তম সাব্যস্ত হয়েছে তাকে حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ বলা হয়।

اَلْقُدْرَةُ الْمُمَكِّنَةُ : এমন قُدْرَت বা শক্তি-সামর্থ্য যার দ্বারা বান্দা তার উপর আবশ্যককৃত কার্য সমাধা করতে সক্ষম হয়।

اَلْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ : এমন قُدْرَت বা শক্তি-সামর্থ্য যার দ্বারা বান্দা তার কর্তব্য কাজ সহজভাবে তথা অনায়াসে পালন করতে পারে।

اَلنَّهْيُ ঃ কোনো কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দানকে نَهْي বলা হয়। যথা– لَا تَقُمْ

قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ ঃ যা মূলতই (প্রকৃতিগতভাবে) মন্দ, তাকে قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ বলা হয়।

قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ ঃ যা অন্যের কারণে মন্দ সাব্যস্ত হয়েছে, তাকে قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ বলা হয়।

ضَمَانْ : কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দরুন যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাকে ضَمَانْ বলা হয়।

غَصَبْ : কারো কোনো কিছু জোরপূর্বক অপহরণ করাকে غَصَبْ বা ছিনতাই বলা হয়।

اَلْمُطْلَقُ : এমন শব্দকে বলা হয়, যা শুধু ذَاتْ বা সত্তাকে বুঝায় তার সাথে কোনো وَصْف বা شَرْط -কে বুঝায় না অর্থাৎ সাধারণ অর্থ।

اَلْمُقَيَّدُ : এমন শব্দকে বলা হয়, যা কোনো وَصْف বা شَرْط সাহকারে ذَاتْ -কে বুঝায়।

اَلْقَبِيْحُ الْوَضْعِيْ : যেটা সত্তাগতভাবে মন্দ ও বিবেক তার মন্দত্ব অনুধাবন করতে পারে। যেমন– اَلْكُفْرُ বা আল্লাহকে অস্বীকার করা।

اَلْقَبِيْحُ الشَّرْعِيْ : যেটা সত্তাগতভাবে এবং শরিয়ত উভয় দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন– بَيْعُ الْحُرِّ (স্বাধীন লোককে বিক্রি করা)।

اَلْقَبِيْحُ الْوَصْفِيْ : যেটা আনুষাঙ্গিক ও গুণগত কারণে মন্দ, তাকে قَبِيْح وَصْفِيْ বলে। যেমন– কুরবানির দিন রোজা রাখা।

اَلْقَبِيْحُ الْجَوَارِيْ : যেটা পার্শ্ববর্তী আনুষাঙ্গিক কারণে মন্দ, তাকে قَبِيْح جَوَارِيْ বলে। যেমন– আজানের সময়ে বেচা-কেনা করা।

عَامٌّ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ : যে আম-এর কতিপয় একককে কোনো অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে খাস করা হয়েছে। যেমন– "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا"

عَامٌّ غَيْرُ مَخْصُوْصٍ عَنْهُ الْبَعْضُ : যে আম নিজস্ব অবস্থায় বহাল থাকে এবং কোনো দলিলের ভিত্তিতে তার কোনো একককে خَاص করা হয় নি। যেমন– اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ

اَلْعَامُّ : যে শব্দ একই সময় এক জাতীয় বহু একককে অন্তর্ভুক্ত করে, তাকে عَامْ বলা হয়।

اَلْمُشْتَرَكُ : যে শব্দ ভিন্ন জাতীয় একাধিক একককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শামিল করে, তাকে مُشْتَرَكْ বলা হয়।

اَلْمُؤَوَّلُ : এমন مُشْتَرَكْ শব্দ, যার কোনো একটি অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাকে مُؤَوَّلْ বলা হয়।

اَلظَّاهِرُ : এমন শব্দ যা শ্রবণ মাত্রই শ্রবণকারী তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে। যথা– أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو

اَلنَّصُّ : এমন শব্দকে বলা হয় যা ظَاهِرْ হতেও স্পষ্ট, তবে উক্ত স্পষ্টতা صِيْغَه (শব্দ)-এর কারণে নয়; বরং বক্তার পক্ষ হতে ব্যাখ্যা প্রদানের কারণে হবে।

اَلْمُفَسَّرُ : এমন শব্দকে বলা হয়, যা نَصْ হতেও এত অধিক স্পষ্ট যে, এটাতে تَاوِيْل (ব্যাখ্যা) ও تَخْصِيْص (নির্দিষ্ট করণ)-এর কোনো অবকাশ নেই। যথা, আল্লাহর বাণী– فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ

اَلْمُحْكَمُ : এমন শব্দকে বলা হয়, যার অর্থ ও ভাব অতি মজবুত ও সুদৃঢ়। এটাতে نَسْخ (রহিতকরণ) ও تَبْدِيْل (পরিবর্তন)-এর কোনো অবকাশ থাকে না। যথা, আল্লাহর বাণী– اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

اَلْخَفِيْ : এমন বক্তব্যকে বলা হয় যার উদ্দেশ্য কোনো عَارِضْ (আনুষঙ্গিক)-এর কারণে অস্পষ্ট থাকে তবে এ অস্পষ্টতা صِيْغَه (শব্দ)-এর কারণে হবে না। যথা, আল্লাহর বাণী– اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا

اَلْمُشْكِلُ : এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা অন্যান্য বক্তব্যের সাথে বিমিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।

اَلْمُجْمَلُ : এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা অনেক অর্থ প্রবিষ্ট হয়ে তার অর্থ এত অধিক হয়ে যায় যে, মূল ইবারতের দ্বারা ভাবার্থ উদ্ধার করা কঠিনসাধ্য। যথা, আল্লাহর বাণী– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

اَلْمُتَشَابِهُ : এটা এমন বক্তব্য যার ভাবার্থ উদ্ধারের সম্ভাবনা মোটেই নেই। যথা– الٓمّٓ - يٰسٓ

اَلْحَقِيْقَةُ : শব্দ তার مَوْضُوْع لَهُ -তে ব্যবহৃত হওয়াকে حَقِيْقَتْ বলে।

اَلْمَجَازُ : বিশেষ সাদৃশ্যতার কারণে শব্দ তার مَوْضُوْع لَهُ -এর জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে مَجَازْ বলা হয়।

اَلْاِسْتِعَارَةُ : উসূলবিদগণের মতে আকারগত বা অর্থগত সাদৃশ্যতা থাকার কারণে একটি শব্দকে তার মূল অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো অর্থে প্রয়োগ করাকে اِسْتِعَارَه বলা হয়। উল্লেখ্য যে, উসূলবিদগণের মতে اِسْتِعَارَه ও مَجَازْ সমার্থক শব্দ।

اَلصَّرِيْحُ : এমন স্পষ্ট শব্দ যা বলা মাত্রই অর্থ বোধগম্য হয়ে যায়।

اَلْكِنَايَةُ : এমন শব্দ যার অর্থ অস্পষ্ট এবং قَرِيْنَه ব্যতীত তার ভাবার্থ উদ্ধার করা যায় না।

عِبَارَةُ النَّصِّ : বাক্যের প্রকাশ্য মর্মার্থ দিয়ে দলিল গ্রহণকে عِبَارَةُ النَّصِّ বলে।

اِشَارَةُ النَّصِّ : বাক্যের ইঙ্গিত দ্বারা দলিল গ্রহণকে اِشَارَةُ النَّصِّ বলে।

دَلَالَةُ النَّصِّ : বাক্যের নির্দেশনা দ্বারা দলিল গ্রহণকে دَلَالَةُ النَّصِّ বলে।

اِقْتِضَاءُ النَّصِّ : বাক্যের চাহিদা ও مَعْنٰى اِلْتِزَامِىْ দ্বারা দলিল গ্রহণকে اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বলে।

اَلْوُجُوْهُ الْفَاسِدَةُ : এমন দলিল সমূহকে বলা হয় যেগুলোকে হানাফীগণ ফাসিদ মনে করেন। তবে অন্যান্য ইমামগণ সেগুলোকে দলিল হিসেবে গণ্য করেন।

اَلرُّخْصَةُ ও اَلْعَزِيْمَةُ : উল্লেখ্য যে, যখন শরিয়তের হুকুম কোনো ওজর (অপারগতা)-এর কারণে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন مُتَغَيَّرْ عَنْه (যা হতে পরিবর্তন হয়েছে তা)-কে عَزِيْمَةْ এবং مُتَغَيَّرْ اِلَيْه (যার দিকে পরিবর্তন হয়েছে তা)-কে رُخْصَتْ বলা হয়।

فَرْض : এমন শরয়ী বিধান, যা অকাট্যভাবে (সন্দেহাতীতভাবে) সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন– ঈমান ও ইসলামের অপর স্তম্ভ চতুষ্টয়।

وَاجِبْ : এমন শরয়ী বিধান, যা এমন দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যাতে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। যেমন– সদকায়ে ফিতির।

سُنَّتْ : এমন উত্তম পদ্ধতিকে বলা হয়, যা দীনের মধ্যে প্রচলিত।

نَفْل : এমন বিধান, যা আমল করলে ছওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু বর্জন করলে কোনো গুনাহ হয় না।

এক নজরে উসূলুল ফিক্‌হের মূলনীতি বা দলিলসমূহ

২. اَمر (দু'প্রকার)
مَامُوْر بِه
আদিষ্ট বস্তু
حُكْمُ الْاَمْرِ اَيِ الْوُجُوْبُ
আদেশাকার হুকুম
قَضَاء
সাদৃশ্য বস্তু সোপর্দকরণ
اَدَاء
মূল বস্তু সোপর্দকরণ
شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ
কাজার সাদৃশ
قَاصِر
অপূর্ণাঙ্গ
كَامِل
পূর্ণাঙ্গ।
اَقْسَامُ مَامُوْرِ بِه مِنْ حَيْثُ الْحُسْنِ
উত্তমতার হিসেবে আদিষ্ট বস্তুর প্রকারভেদ
اَقْسَامُ مَامُوْرِ بِه مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ
ওয়াক্তের হিসেবে আদিষ্ট বস্তুর প্রকারভেদ
قَضَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ
আদার সাদৃশ কাজা
بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ
অযৌক্তিক সাদৃশ দ্বারা কাজা
بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ
যুক্তিযুক্ত সাদৃশ কাজা
حَسَنٌ لِغَيْرِه
অন্যের বিচারে উত্তম
حَسَنٌ لِعَيْنِه
মূল বস্তুর বিচারে উত্তম
مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ
সময় সীমাবদ্ধ
مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ
সময় সীমাহীন
حَسَنٌ لِحَسَنِ شَرْطِه
শর্তের উত্তমতার কারণে উত্তম হয়
يُؤَدَّى بِه
এটার পালনে অন্যটি পালিত হয়
لَايُؤَدَّى الْغَيْرُ بِه
এটার পালনে অন্যটি পালিত হয় না
مُلْحَقٌ لِعَيْنِه وَشَبِيْهٌ لِغَيْرِه
হাসান লে-আইনিহীর সংশ্লিষ্ট ও লেগাইরিহী সদৃশ
قَابِلُ السُّقُوْطِ
পরিত্যাগযোগ্য
غَيْرُ قَابِلٍ لِلسُّقُوْطِ
পরিত্যাগ অযোগ্য
৩. مَنْهِىْ عَنْهُ ـ نَهِىْ । নিষিদ্ধ বস্তু । (দু' প্রকার)
قَبِيْحٌ لِغَيْرِه
অন্যের কারণে অনুত্তম
قَبِيْحٌ لِعَيْنِه
মূলতঃই অনুত্তম
قَبِيْحٌ جِوَارِى
অন্যের সংস্পর্শের মন্দ
قَبِيْحٌ وَصْفِى
ওয়াছফের কারণে মন্দ
قَبِيْحٌ شَرْعِى
শরিয়তের বিচারে মন্দ
قَبِيْحٌ وَضْعِى
গঠনের হিসেবে মন্দ
৪. اَلْاَحْكَامُ الْمَشْرُوْعَةُ (দু' প্রকার)
اَلْعَزِيْمَةُ
দৃঢ়-চিত্ততা
اَلرُّخْصَةُ
ঐচ্ছিকতা
نَفَل
سُنَّت
وَاجِب
فَرْض
مَجَازِيَّة
حَقِيْقِيَّة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُقَدَّمَةٌ : ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ اُصُوْلَ الْفِقْهِ مَبْنًى لِلشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ وَاَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِيْنِ وَالدَّلَائِلِ وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَجْرٰى هٰذِهِ الرُّسُوْمَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَاَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْاَيْدِ الْمَتِيْنِ وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِىْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْهَادِيْنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ وَتَبْعِهِمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার জন্য اَلَّذِىْ যিনি جَعَلَ সাব্যস্ত করেছেন اُصُوْلَ الْفِقْهِ উসূলে ফিক্হ শাস্ত্রকে مَبْنًى মূলভিত্তি لِلشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ শরিয়ত ও আহকামের وَاَسَاسًا মাপকাঠি বা মূল لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবগতি লাভের وَصَيَّرَهَا শরিয়ত ও আহকামকে করেছেন مُوَثَّقَةً মজবুত بِالْبَرَاهِيْنِ وَالدَّلَائِلِ প্রমাণ ও দালায়েল দ্বারা وَمُوَشَّحَةً এবং সুসজ্জিত (করেছেন) بِالْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ যুক্তিগত ও বর্ণনাগত দলিলের অলঙ্কার ও সৌন্দর্য দ্বারা وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি اَلَّذِىْ যিনি اَجْرٰى চালু করেছেন هٰذِهِ الرُّسُوْمَ শরিয়তের বিধানসমূহকে اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ শেষ বিচারেরর দিন পর্যন্ত সময় কালের জন্য وَاَيَّدَ الْعُلَمَاءَ এবং শরিয়তের আলিমগণকে শক্তিশালী করেছেন بِالْاَيْدِ الْمَتِيْنِ বলিষ্ঠ সাহায্য দ্বারা وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ আর তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন فِىْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ বেহেশতের উচ্চতর শিখরে وَشَهِدَ لَهُمْ এবং তাঁদের সাক্ষ্য দান করেছেন بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِيْنِ নাজাত ও ঈমানের وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ আর তাঁর আহলে বাইত ও সাহাবীগণের উপরও (দরূদ ও সালাম) বর্ষিত হোক اَلْهَادِيْنَ যারা অপরকে সুপথ প্রদর্শন করতেন اَلْمُهْتَدِيْنَ এবং নিজেরাও সুপথপ্রাপ্ত ছিলেন وَتَابِعِيْهِمْ আর তাবেয়ীগণের উপর وَتَبْعِهِمْ এবং তাবে-তাবেয়ীগণের মধ্যে তাঁদের উপর বর্ষিত হোক مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ যারা মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন।

সরল অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য; যিনি উসূলে ফিক্হ শাস্ত্রকে শরিয়ত ও আহকামের মূলভিত্তি এবং হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবগতি লাভের মাপকাঠি বা মূল সাব্যস্ত করেছেন। আর শরিয়ত ও আহকামকে প্রমাণ ও দালায়েল দ্বারা মজবুত এবং যুক্তিগত ও বর্ণনাগত দলিলের অলঙ্কার ও সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি শরিয়তের এ বিধানসমূহকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সময়কালের জন্য চালু করেছেন এবং শরিয়তের আলিমগণকে বলিষ্ঠ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। আর বেহেশতের উচ্চতম শিখরে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং তাঁদের নাজাত ও ঈমানের সাক্ষ্য দান করেছেন। আর তাঁর আহলে বাইত ও সাহাবীগণের উপরও (দরূদ ও সালাম) বর্ষিত হোক, যারা অপরকে সুপথ প্রদর্শন করতেন এবং নিজেরাও সুপথ প্রাপ্ত ছিলেন। আর তাবেয়ীগণের উপর এবং তাবে-তাবেয়ীগণের মধ্যে যারা মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন তাঁদের উপরও বর্ষিত হোক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الخ -এর আলোচনা : এখানে তাসমিয়া ও তাহমীদের সাথে কিতাবের সূচনা করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। 'আল-মানার' গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ নাসাফী (র.) ইরশাদ করেছেন– كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِالْحَمْدَلَةِ فَهُوَ اَقْطَعُ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা ব্যতীত কোনো সৎকর্ম আরম্ভ করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীগণ যখন কোনো গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করতেন তখন তাসমিয়া ও তাহমীদ-এর সাথে তার সূচনা করতেন। 'আল-মানার' গ্রন্থ প্রণেতাও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এখানে তাসমিয়ার সাথে যে ভূমিকাটি রয়েছে তা আল-মানার গ্রন্থকারের নয়; বরং তা শরহে আল-মানার তথা নূরুল আন্ওয়ার প্রণেতা মোল্লা জীয়ন (র.) কর্তৃক লেখিত। শারেহ (ব্যাখ্যাকার) (র.)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আল-মানারের ভূমিকা সামান্য পরেই আসছে। আর মোল্লা জীয়ন (র.)-এর ভূমিকায় হামদের উল্লেখ থাকলেও তাসমিয়ার উল্লেখ নেই। সম্ভবত তিনি মূল গ্রন্থের তাসমিয়াকে যথেষ্ট মনে করে এটার পুনরুল্লেখ করেননি। নতুবা এটার কেবল মৌখিক উচ্চারণকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। কেননা কেবল মৌখিক উচ্চারণের দ্বারাই হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়, লেখা জরুরি নয়। উপরোক্ত তাসমিয়া যদিও মূল-গ্রন্থের ভূমিকা হতে বিচ্ছিন্ন তথাপি আমরা তাকে মূল কিতাবেরই তাসমিয়া হিসেবে গণ্য করলাম। এ জন্য যে, মোল্লা জীয়ন (র.) বলেছেন, আল-মানার প্রণেতা তাসমিয়ার দ্বারা বরকত হাসিলের পর ভূমিকা আরম্ভ করেছেন, অথচ কিতাবের শুরুতে এটা ব্যতীত অন্য কোনো তাসমিয়া দেখা যায় না। তাই এটা নিশ্চিত যে, তা মূল কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর মোল্লা জীয়ন (র.) উপরোক্ত বিকল্প পথই গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ أُصُوْلُ الْفِقْهِ الخ -এর আলোচনা : এখানে উসূলে ফিক্‌হের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, "أُصُوْلُ الْفِقْهِ" এটা দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এটা একটি সম্বন্ধ পদ। আরবি ভাষায় এটার প্রথম অংশকে مُضَافْ (যাকে সম্বন্ধ করা হয়েছে) আর দ্বিতীয় অংশকে مُضَافْ اِلَيْهِ (যার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে) বলে। এই مُضَافْ এবং مُضَافْ اِلَيْهِ-এর দিকে লক্ষ্য করে "أُصُوْلُ الْفِقْهِ" -এর সংজ্ঞা দু'ভাবে করা যায়। যথা– ১. تَعْرِيْف اِضَافِىْ (সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা), ২. تَعْرِيْف لَقَبِىْ (পদবী বাচক সংজ্ঞা)।

১. **تَعْرِيْف اِضَافِىْ (সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা) :** مُضَافْ ও مُضَافْ اِلَيْهِ প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথকভাবে সংজ্ঞা নির্ধারণ করাকে تَعْرِيْف اِضَافِىْ বলা হয়। যথা— أُصُوْل فِقْه -এর মধ্যে أُصُوْل শব্দটি مُضَافْ এবং اَلْفِقْهُ শব্দটি مُضَافْ اِلَيْه। সুতরাং أُصُوْل এবং اَلْفِقْهُ এ শব্দ দু'টির আলাদা আলাদা সংজ্ঞা বর্ণনা করলেই تَعْرِيْف اِضَافِىْ হয়ে যাবে।

أُصُوْلٌ-এর সংজ্ঞা : أُصُوْلٌ শব্দটি أَصْلٌ -এর বহুবচন। এটার আভিধানিক অর্থ– مَا يُبْتَنٰى عَلَيْهِ غَيْرُهٗ অর্থাৎ যার উপর অন্যের ভিত্তি স্থাপন করা হয়ে থাকে, তাকে أُصُوْل বলা হয়। যেমন— দেয়ালের উপর ছাদের ভিত্তি হয়ে থাকে। পরিভাষিক অর্থে أَصْلٌ শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা–

১. رَاجِحٌ (অগ্রগণ্য বা প্রবল)। অর্থাৎ একটি বস্তু অন্যটির তুলনায় অগ্রগণ্য বা প্রবল হওয়া। যেমন– كِتَابُ اللّٰهِ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى السُّنَّةِ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য বা প্রবল এবং اِنَّ الْاَصْلَ فِى الْاِسْتِعْمَالِ الْحَقِيْقَةُ অর্থাৎ শব্দ ব্যবহারে (مَجَازٌ -এর তুলনায়) حَقِيْقَتْ অগ্রগণ্য বা প্রবল।

২. قَاعِدَةٌ (নিয়ম)। অর্থাৎ এমন একটি সার্বজনীন নীতি যা তার উদ্দেশিত অর্থের সমস্ত এককের জন্য প্রযোজ্য হবে, যেন তা দ্বারা উক্ত নীতির অধীনের সমস্ত শব্দের বিধিবিধান জানা যায়। যেমন– اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ أَصْلٌ مِنْ أُصُوْلِ النَّحْوِ অর্থাৎ فَاعِلْ (কর্তা) পেশ বিশিষ্ট হওয়া এটা আরবি ব্যাকরণের একটি নিয়ম।

৩. اِسْتِصْحَابٌ (স্বভাব)। অর্থাৎ বস্তুর বিকৃত অবস্থার পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থা। যেমন– طَهَارَةُ الْمَاءِ أَصْلٌ অর্থাৎ পবিত্রতাই পানির অবিকৃত (স্থায়ী) স্বাভাবিক অবস্থা।

৪. دَلِيْلٌ (প্রমাণ)। যেমন– "اٰتُوا الزَّكٰوةَ" أَصْلٌ لِوُجُوْبِ الزَّكٰوةِ অর্থাৎ 'যাকাত আদায় করো' এ আয়াতটি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

উল্লেখ্য, أَصْلٌ শব্দটি যদিও সাধারণত উপরোক্ত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবুও যখন তাকে কোনো শাস্ত্রের (عِلْم -এর) দিকে اِضَافَتْ (সম্বন্ধ) করা হয়ে থাকে, তখন তার দ্বারা চতুর্থ অর্থটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এ স্থলে أُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর অর্থ হবে, ফিকহশাস্ত্রের প্রমাণাদি।

اَلْفِقْهُ-এর সংজ্ঞা : اَلْفِقْهُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও গভীর জ্ঞান। পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষীগণ বিভিন্ন উক্তি পেশ করেছেন—

* আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন– اَلْفِقْهُ مَعْقُوْلٌ مِنْ مَنْقُوْلٍ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস হতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দ্বারা উদ্ভাবিত বিধিবিধানকে শরিয়তের পরিভাষায় ফিক্‌হ (শাস্ত্র) বলা হয়।

* মিফতাহুস সা'আদাত গ্রন্থকারের ভাষায়–

هُوَ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِنْبَاطِهَا عَنِ الْاَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ -

অর্থাৎ ফিক্‌হ এমন একটি শাস্ত্র, যাতে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণাদির সাহায্যে উদঘাটিত শরিয়তের কার্যাদি বিষয়ক বিধানাবলি পর্যালোচনা করা হয়।

* মুসাল্লামুস সুবূত গ্রন্থকারের ভাষায়– اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থাৎ বিস্তারিত দলিল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে উদঘাটিত শরিয়তের কর্ম বিষয়ক বিধানাবলি জানার নামই ফিক্‌হ।

* আবার কোনো কোনো মনীষীর মতে– اَلْفِقْهُ مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِى الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ ইসলামের বিধানাবলির সমষ্টিকে ফিক্‌হ বলে।

২. **تَعْرِيْف لَقَبِىْ (পদবীবাচক সংজ্ঞা) :** مضاف ও مُضَافْ اِلَيْهِ মিলিত হয়ে যদি কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে, তার সংজ্ঞা নিরূপণ করাকে تَعْرِيْف لَقَبِىْ বলা হয়। সুতরাং মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন ভাষায় أُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন—

* মুসাল্লামুস সুবূত গ্রন্থকার আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (র.) বলেছেন–

هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى اِسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ دَلَائِلِهَا

অর্থাৎ এমন কতিপয় নিয়মাবলি জানার নাম 'উসূলে ফিক্হ', যা দলিল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানাবলি উদঘাটন করতে সাহায্য করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (সালাত প্রতিষ্ঠা করো)। এখানে اَقِيْمُوْا টি صِيْغَةُ اَمْرٍ (আদেশসূচক শব্দ)। আর اَمْرٌ আবশ্যক ও বাধ্য করার জন্য আসে। অতএব সালাত আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক হবে। সুতরাং সালাত ফরজ (বাধ্যতামূলক) হওয়া 'উসূলে ফিক্হ' -এর স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম (দলিল) দ্বারা প্রমাণিত হলো।

* আল্লামা নিযামুদ্দীন (র.) -এর মতে– هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى اِسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ عَنْ دَلَائِلِهَا

অর্থাৎ এমন কতিপয় নিয়মাবলি জানার নাম 'উসূলে ফিক্হ', যার সাহায্যে দলিল প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানাবলি উদঘাটন করা যায়।

* কোনো কোনো মনীষীর মতে– هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى الْفِقْهِ অর্থাৎ এমন কতিপয় নিয়মাবলি জানার নাম 'উসূলুল ফিক্হ', যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও মূলত সেগুলোর ভাব এক ও অভিন্ন। মোট কথা, ফিক্হ হলো শরিয়তের বিধান, আর اُصُوْلُ الْفِقْهِ হলো اَدِلَّةُ الْفِقْهِ তথা শরয়ী বিধানের দলিলসমূহ অতএব, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল, ইজমায়ে উম্মত ও কিয়াস এই দলিল চতুষ্টয় দ্বারা যে সব সার্বজনীন ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম ও পন্থার মাধ্যমে আমরা শরয়ী বিধান বের করে থাকি, সেগুলোকেই ইলমে উসূলে ফিক্হ বলা হয়।

উসূলুল ফিক্হ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : উসূলুল ফিক্হ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, বিস্তারিত দলিলসহ শরয়ী আহকামের জ্ঞান লাভ করা। আর লক্ষ্য হলো উক্ত হুকুমগুলো নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য হাসিল করা।

উসূলুল ফিক্হ -এর আলোচ্য বিষয় : উসূলুল ফিক্হের আলোচ্য বিষয় হলো, দলিল চতুষ্টয় তথা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল, ইজমায়ে উম্মত ও কিয়াস এবং তা দ্বারা স্থিরিকৃত বিধানাবলি। কোনো কোনো মনীষীর মতে শুধু উপরোক্ত দলিল চতুষ্টয় আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

لَفْظ قَوْلُهُ صَيَّرَهَا الخ -এর আলোচনা : এখানে صَيَّرَ শব্দটি فِعْل مَاضِىْ -এর সীগাহ। এর অন্তর্গত (هُوَ) সর্বনামটি اَللّٰهُ -এর দিকে ধাবিত হয়েছে। صَيَّرَ ক্রিয়াটি جَعَلَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি দু'টি مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয়। প্রথম مَفْعُوْل হচ্ছে (هَا) সর্বনামটি এবং দ্বিতীয় مَفْعُوْل হচ্ছে مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِيْنِ শব্দটি।

مُوَثَّقَةً শব্দটি تَوْثِيْق মাসদার হতে مَفْعُوْل -এর اِسْم مَفْعُوْل- وَاحِد مُؤَنَّث -এর সীগাহ। অর্থ– সুদৃঢ়। شَرَائِعُ শব্দটি شَرِيْعَةٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ طَرِيْقَةٌ مَسْنُوْنَةٌ مُرَوَّجَةٌ অর্থ দীনের প্রচলিত পন্থা। তবে এখানে شَرَائِعُ শব্দ দ্বারা عَقَائِدُ مَشْرُوْعَةٌ উদ্দেশ্য। اَحْكَامٌ শব্দটি حُكْمٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ নির্দেশনা ও বিধানাবলি। اَحْكَامٌ যদিও شَرَائِعُ -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তবুও বিশেষ গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্যে شَرَائِعُ শব্দের পরে اَحْكَامٌ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْبَرَاهِيْنِ وَالدَّلَائِلِ -এর আলোচনা : "اَلْبَرَاهِيْنُ" শব্দটি بُرْهَانٌ শব্দের এবং دَلَائِلُ শব্দটি دَلِيْلٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ– প্রমাণসমূহ।

পরিভাষায় দলিল হলো– هُوَ الْمَعْلُوْمُ التَّصْدِيْقِى الَّذِىْ يُوْصِلُ اِلَى الْمَجْهُوْلِ التَّصْدِيْقِىْ অর্থাৎ এমন জ্ঞাত বস্তু যা অজ্ঞাত বস্তুর ধারণা অর্জনের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। আর بُرْهَانٌ হলো– هُوَ الدَّلِيْلُ الَّذِىْ يُوْصِلُ اِلَى الْيَقِيْنِ অর্থাৎ যে দলিল বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং بُرْهَانٌ হচ্ছে খাস এবং دَلِيْلٌ হচ্ছে আম। এখানে بَرَاهِيْن -এরপর دَلَائِلُ -এর উল্লেখ تَعْمِيْمٌ بَعْدَ التَّخْصِيْصِ হয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, بَرَاهِيْن দ্বারা আকলী দলিল এবং دَلَائِلُ দ্বারা নকলী দলিল উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَلْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে حُلِيٌّ (হুলিয়্যুন) এটা حُلْيَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার। আর شَمَائِلُ এটি شَمْلَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– অভ্যাস, স্বভাব, সুন্দর অবয়ব। হতে পারে এখানে حُلِيٌّ ও شَمَائِلُ -এর দ্বারা যথাক্রমে নকলী ও আকলী দলিলকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, দলিল হলো বিধানের অলংকার তুল্য।

اَلصَّلٰوةُ শব্দের আলোচনা : صَلٰوةٌ শব্দটি মূলে صَلَوَةٌ ছিল। وَاوْ -এর হরকতকে পূর্বে স্থানান্তর করতঃ وَاوْ কে اَلِـــفْ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– اَلدُّعَاءُ তথা প্রার্থনা করা। যেমন– وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (الاية)

اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ (الحديث)

صَلٰوةٌ শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার দিকে হলে অর্থ হবে رَحْمَتٌ كَامِلَةٌ তথা পরিপূর্ণ দয়া করা। ফেরেশতার দিকে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে ক্ষমা প্রার্থনা করা। বান্দার দিকে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে দোয়া করা ও রহমত কামনা করা। আর পশু-পাখির দিকে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে– পবিত্রতা বর্ণনা করা।

উল্লেখ্য, مَجَازُ مُرْسَلْ -এর ভিত্তিতে صَلٰوةٌ শব্দটিকে عِبَادَةٌ مَعْهُوْدَةٌ তথা নির্দিষ্ট ইবাদতের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা, دُعَاءٌ হচ্ছে ঐ নির্দিষ্ট ইবাদতের অংশ বিশেষ। সুতরাং এখানে ذِكْرُ الْجُزْءِ وَاِرَادَةُ الْكُلِّ তথা অংশের উল্লেখ দ্বারা পূর্ণ বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

هٰذِهِ الرُّسُوْمُ দ্বারা رُسُوْمُ الشَّرْعِ তথা শরিয়তে প্রচলিত রীতি-নীতিসমূহ উদ্দেশ্য। يَوْمُ الدِّيْنِ দ্বারা يَوْمُ الْجَزَاءِ তথা প্রতিদান দিবস ও কিয়ামত দিবস উদ্দেশ্য। ايد ক্রিয়াটি تايـيد মাসদার হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে– সাহায্য করা, শক্তিশালী করা ও সুদৃঢ় করা। اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ -এর মর্মার্থ হচ্ছে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান, সিদরাতুল মুনতাহা এবং আরশের ডান দিক। دَرَجَاتِهِمْ দ্বারা আলেমদের মর্যাদা বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ رَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে رَفَعَ অর্থ– সুউচ্চ করল। আর دَرَجَاتٌ এটা دَرَجَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ - মর্যাদা, মর্তবা। هُمْ -এর مَرْجِعْ আলিমগণ অর্থাৎ তিনি আলিমগণের মর্যাদা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে মু'মিন ও ওলামায়ে কেরাম উভয়ের মর্যাদা সমান করার কথা বলেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– (الاية) وَيَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ অথচ মোল্লা জীয়ন (র.) বলেছেন, আলিমগণকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কুরআন মাজীদে ঈমানদারদের সাথে আলিমগণ অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মর্যাদা পুনঃ উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় তাঁদের মর্যাদা সাধারণ ঈমানদাদের হতে অনেক বেশি। সুতরাং আল্লামা জীয়ন (রা.)-এর উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ অংশে সত্য।

وَعَلٰى اٰلِهٖ -এর আলোচনা : اٰلْ শব্দটির অর্থ হলো পরিবার-পরিজন। এ শব্দটি মূলে اَهْل ছিল। কেননা, اٰلْ শব্দের تَصْغِيْر হচ্ছে اُهَيْلٌ আর কায়েদা হলো تَصْغِيْر দ্বারা শব্দের মূল বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। اَهْل শব্দের (هَاءْ) বর্ণটিকে হামযাহ দ্বারা خِلَافْ قِيَاسْ বদল করতঃ اٰمَنَ শব্দের কায়েদাহ অনুযায়ী هَمْزَةْ কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে اٰلْ রূপ ধারণ করেছে। কারো কারো মতে اٰلْ শব্দটি মূলে اَوَلْ ছিল। وَاوْ কে اَلِفْ দ্বারা বদল করে اٰلْ করা হয়েছে।

اٰلْ এবং اَهْلْ শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য :

১. اٰلْ শব্দটি ভদ্র শ্রেণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চাই দুনিয়ার দৃষ্টিতে হোক অথবা পরকালীন দৃষ্টিতে হোক। যেমন– اٰلْ فِرْعَوْنَ ، اٰلْ مُحَمَّدٌ কিন্তু اَهْلٌ শব্দটি ব্যাপক, সেটা ভদ্র ও ইতর সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

২. اٰلْ শব্দটি কেবল ذَوِى الْعُقُوْلِ তথা জ্ঞানীদের জন্যে খাস। পক্ষান্তরে اَهْلٌ শব্দটি জ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানহীন সকলের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

৩. اٰلْ শব্দটি مُذَكَّرْ -এর জন্যে খাস। অপরদিকে اَهْلٌ শব্দটি مُذَكَّرْ ও مُؤَنَّثْ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

اٰلُ النَّبِيِّ তথা নবীর পরিবার পরিজন কারা? তা নিরূপণে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন–

ক. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, اٰلُ النَّبِيِّ দ্বারা তাঁরাই উদ্দেশ্য, যাদের জন্যে সদকার সম্পদ খাওয়া হারাম এবং গনিমতের মাল হতে যাদের জন্যে এক পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট।

খ. রাফেযীদের মতে, হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইন (রা.) এ চার জনই হচ্ছেন নবীর পরিবার-পরিজন।

গ. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, রাসূল ﷺ -এর স্ত্রীগণ ও সন্তানগণই হচ্ছেন তাঁর পরিবার-পরিজন।

ঘ. কেউ কেউ বলেন, كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ তথা প্রত্যেক মুত্তাকী মু'মিন হচ্ছেন নবীর পরিবারের সদস্য। কবি কতোই না সুন্দর বলেছেন– "اٰلُ النَّبِيِّ هُمْ اِتْبَاعُ مِلَّتِهٖ * مِنَ الْاَعَاجِمِ وَالسُّوْدَانِ وَالْعَرَبِ"

وَاَصْحَابِهٖ -এর তাৎপর্য : اَصْحَابٌ শব্দটি বহুবচন। এর একবচনের শব্দটি নিরূপণে একাধিক মন্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

১. صَاحِبٌ -এর বহুবচন হচ্ছে اَصْحَابٌ যেমন– طَاهِرٌ -এর বহুবচন হচ্ছে اَطْهَارٌ।

২. صَحِيْبٌ -এর বহুবচন হচ্ছে اَصْحَابٌ যেমন– شَرِيْفٌ -এর বহুবচন হচ্ছে اَشْرَافٌ।

৩. صَحِبٌ (بِكَسْرِ الْحَاءِ) -এর বহুবচন হলো اَصْحَابٌ যেমন– نَمِرٌ -এর বহুবচন হলে– اَنْمَارٌ

صَاحِبٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু। পরিভাষায় সাহাবী হচ্ছেন– مَنْ لَقِىَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْاِيْمَانِ وَمَاتَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে জীবনে কমপক্ষে একবার হুযূর ﷺ -কে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَتَابِعِيْهِمْ وَتَبْعِهِمْ : আর তাবেয়ী বলে, যাঁরা ঈমানের সাথে সাহাবীগণকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাবে-তাবেয়ী বলে, যাঁরা ঈমানের সাথে তাবেয়ীগণকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন।

قَوْلُهٗ الْاَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اَلْمُجْتَهِدِيْنَ অর্থ– গবেষক ইমামগণ, অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ হতে শরয়ী বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ তাবেয়ী ছিলেন। যেমন – ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে তাবেয়ীগণের অন্তর্ভুক্ত। শরহে মুয়াত্তা গ্রন্থে মোল্লা আলী কারী (র.) এ রূপই বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ তাবে-তাবেয়ী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। যেমন– ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)।

وَبَعْدُ فَلَمَّا كَانَ كِتَابُ الْمَنَارِ اَوْجَزَ كُتُبِ الْاُصُوْلِ مَتَنًا وَعِبَارَةً وَاَشْمَلَهَا نِكَتًا وَ دِرَايَةً لَمْ يَشْتَغِلْ بِحِلِّهِ اَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالزَّمَانِ وَلَمْ يَعْصِمُوْا عَنِ النِّسْيَانِ فَاِنَّ بَعْضَ الشُّرُوْحِ مُخْتَصَرَةٌ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ وَبَعْضَهَا مُطَوَّلَةٌ مُمِلَّةٌ فِىْ دِرْكِ الْمَارِبِ وَقَدِيْمًا كَانَ يَخْتَلِجُ فِىْ قَلْبِىْ اَنْ اَشْرَحَهُ شَرْحًا يَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُهُ وَيُوْضِحُ مُشْكِلَاتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْاِعْتِرَاضِ وَالْجَوَابِ وَلَاذِكْرٍ لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنَ الْخَلَلِ وَ الْاِضْطِرَابِ وَلَمْ يَتَّفِقْ لِىْ ذٰلِكَ اِلٰى مُدَّةٍ لِكَثْرَةِ الْمَشَاغِلِ وَضَيْقِ الْمَحَامِلِ فَاِذَا اَنَا وَصَلْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلْدَةِ الْمُكَرَّمَةِ فَقَرَاَ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُوْرَ بَعْضُ خُلَّانِىْ وَخُلَّصُ اِخْوَانِىْ مِنَ الْخُطَبَاءِ الْمُعَظَّمَةِ لِلْحَرَمِ الشَّرِيْفِ وَالْمَسْجِدِ الْمُنِيْفِ فَاقْتَرَحُوْا بِهٰذَا الْاَمْرِ الْعَظِيْمِ وَالْخَطْبِ الْجَسِيْمِ وَحَكَمُوْا عَلَيَّ جَبْرًا وَلَمْ يَتْرُكُوْا لِىْ عُذْرًا فَشَرَعْتُ فِىْ اِسْعَافِ مَامُوْلِهِمْ وَاِنْجَاحِ مَسْئُوْلِهِمْ عَلٰى حَسْبِ مَا كَانَ مُسْتَحْضَرًا لِىْ فِى الْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَجُّهٍ اِلٰى مَا قِيْلَ اَوْ يُقَالُ وَسَمَّيْتُهُ بِكِتَابِ نُوْرِ الْاَنْوَارِ فِىْ شَرْحِ الْمَنَارِ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ فِى الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ حَسْبِىْ لِلسَّعَادَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمَسْئُوْلُ عَنْهُ اَنْ يَّجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَبَعْدُ হামদ ও সালাতের পর فَلَمَّا كَانَ كِتَابُ الْمَنَارِ যেহেতু আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ নাসাফী (র.) (মৃত ৭১০ হিজরি)-এর কিতাব 'আল-মানার' اَوْجَزَ كُتُبِ الْاُصُوْلِ উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের মধ্যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও সংক্ষিপ্ত مَتَنًا وَعِبَارَةً মতন ও ইবারত (ভাষা ও বক্তব্য)-এর বিবেচনায় وَاَشْمَلَهَا আর একখানা পূর্ণাঙ্গ কিতাব نِكَتًا وَدِرَايَةً সূক্ষ্মতত্ত্ব ও মর্মার্থ অনুধাবনের মানদণ্ডে لَمْ يَشْتَغِلْ কিন্তু মনোনিবেশন করেননি بِحِلِّهِ (সঠিকভাবে) তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে اَحَدٌ مِنَ الشُّرَّاحِ কোনো ব্যাখ্যারই الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالزَّمَانِ আমাদের পূর্ববর্তী وَلَمْ يَعْصِمُوْا عَنِ النِّسْيَانِ আর (যাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন) তাঁরাও ভুলভ্রান্তি হতে মুক্ত থাকতে সক্ষম হননি فَاِنَّ بَعْضَ الشُّرُوْحِ কেননা, কোনো কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ مُخْتَصَرَةٌ অতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ার দরুন مُخِلَّةٌ সহায়ক হয়নি لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ মর্মার্থ অনুধাবনে وَبَعْضَهَا مُطَوَّلَةٌ আর কোনো কোনোটি মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ার কারণে مُمِلَّةٌ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে فِىْ دِرْكِ الْمَطَالِبِ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গমে وَقَدِيْمًا সুতরাং দীর্ঘদিন পূর্ব হতেই كَانَ يَخْتَلِجُ ইচ্ছা (জল্পনা-কল্পনা) হচ্ছিল فِىْ قَلْبِىْ আমার অন্তরে اَنْ اَشْرَحَهُ شَرْحًا আমি অত্র কিতাবের এমন একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করব يَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُهُ যা তার সকল জটিল মাসয়ালার জট খুলে দেবে وَيُوْضِحُ مُشْكِلَاتِهِ এবং কঠিন হতে কঠিনতর বিষয়সমূহও সুস্পষ্ট করে দেবে مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْاِعْتِرَاضِ وَالْجَوَابِ তার মধ্যে জিজ্ঞাসা ও জবাবের কোনো ছড়াছড়ি থাকবে না وَلَا ذِكْرٍ কিংবা উল্লেখ থাকবে না لِمَا صَدَرَ যা প্রকাশ পেয়েছে مِنْهُمْ পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারগণ থেকে مِنَ الْخَلَلِ وَالْاِضْطِرَابِ ত্রুটি-বিচ্যুতি (যার দরুন কিতাবের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতা খর্ব হয়েছিল وَلَمْ يَتَّفِقْ لِىْ ذَالِكَ কিন্তু আমি এ কাজে হাত দেওয়ার অবকাশ পাই নি اِلٰى مُدَّةٍ দীর্ঘদিন পর্যন্ত لِكَثْرَةِ الْمَشَاغِلِ وَضَيْقِ الْمَحَامِلِ অজস্র কর্ম ব্যস্ততা ও সুযোগের স্বল্পতাবশত فَاِذَا اَنَا وَصَلْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلْدَةِ الْمُكَرَّمَةِ অতঃপর যখন আমি সৌভাগ্যক্রমে মদীনা মুনাওয়ারা ও মক্কা মুকাররমায় পৌঁছলাম فَقَرَأَ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُوْرَةَ তখন উক্ত কিতাবখানা আমার নিকট অধ্যয়ন করলেন بَعْضُ خُلَّانِىْ وَخُلَّصُ اِخْوَانِىْ مِنَ الْخُطَبَاءِ الْمُعَظَّمَةِ لِلْحَرَمِ الشَّرِيْفِ وَالْمَسْجِدِ الْمُنِيْفِ হেরেম শরীফ ও মসজিদে নববীর কতিপয় খতীব ও ওয়ায়েজ বন্ধু فَاقْتَرَحُوْا بِهٰذَا الْاَمْرِ الْعَظِيْمِ وَالْخَطْبِ الْجَسِيْمِ এবং আমাকে এ

ধরনের একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানালেন وَحَكَمُوْا عَلَيَّ جَبْرًا তাঁরা আমার উপর এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে وَلَمْ يَتْرُكُوْا لِيْ عُذْرًا আমার কোনো আপত্তিই তাঁদের নিকট গৃহীত হলো না فَشَرَعْتُ সুতরাং আমি (ব্যাখ্যার) কাজ আরম্ভ করে দেই فِيْ إِسْعَافِ مَامُوْلِهِمْ তাঁদের চাহিদা পূরণে وَاِنْجَاحِ مَسْئُوْلِهِمْ এবং তাদের অনুরোধ রক্ষায় عَلٰى حَسْبِ مَاكَانَ مُسْتَحْضَرًا لِيْ فِي الْحَالِ উপস্থিত সময়ে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে مِنْ غَيْرِ تَوَجُّهٍ اِلٰى مَا قِيْلَ اَوْ يُقَالُ কোনো প্রশ্ন উভয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে وَسَمَّيْتُهُ بِكِتَابِ আর এই ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের নামকরণ করি نُوْرِ الْاَنْوَارِ فِيْ شَرْحِ الْمَنَارِ নূরুল আনওয়ার ফী শারহিল মানার وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ আল্লাহ তা'আলাই সূচনা করার ও সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছবার তৌফিক প্রদানকারী وَهُوَ حَسْبِيْ لِلسَّعَادَةِ وَالْهِدَايَةِ তিনিই আমার সৌভাগ্য ও পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট وَالْمَسْئُوْلُ عَنْهُ এবং তারই দরবারে আমার প্রার্থনা اَنْ يَّجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ তিনি যেন এ কিতাবখানাকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্য নিবেদিত রূপে কবুল করেন وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ এটা সত্য যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সহায়তা ব্যতীত নড়াচড়া করার কোনো উপায় নেই এবং জোর খাটানোরও কোনো শক্তি নেই, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল।

সরল অনুবাদ : হামদ ও সালাতের পর যেহেতু আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ নাসাফী (র.) (মৃত ৭১০ হিজরি)-এর কিতাব 'আল-মানার' উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের মধ্যে মতন ও ইবারত (ভাষাও বক্তব্য)-এর বিবেচনায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও সংক্ষিপ্ত, আর সূক্ষ্মতত্ত্ব ও মর্মার্থ অনুধাবনের মানদণ্ডে একখানা পূর্ণাঙ্গ কিতাব, কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী কোনো ব্যাখ্যাকারই সঠিকভাবে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে মনোনিবেশন করেননি। আর যাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও ভুল-ভ্রান্তি হতে মুক্ত থাকতে সক্ষম হননি। কেননা কোনো কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ অতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ার দরুন মর্মার্থ অনুধাবনে সহায়ক হয়নি। আর কোনো কোনোটি মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গমে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। সুতরাং দীর্ঘদিন পূর্ব হতেই আমি অত্র কিতাবের এমন একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করে আসছিলাম, যা তার সকল জটিল মাসআলার জট খুলে দেবে এবং কঠিন হতে কঠিনতর বিষয়সমূহও সুস্পষ্ট করে দেবে। তার মধ্যে জিজ্ঞাসা ও জবাবের কোনো ছড়াছড়ি থাকবে না, কিংবা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারগণের ঐসব ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ থাকবে না, যার দরুন কিতাবের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতা খর্ব হয়েছিল। কিন্তু অজস্র কর্মব্যস্ততা ও সুযোগের স্বল্পতাবশত আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ কাজে হাত দেওয়ার অবকাশ পাইনি। অতঃপর যখন আমি সৌভাগ্যক্রমে মদীনা মুনাওয়ারা ও মক্কা মুকাররমায় পৌঁছলাম, তখন হেরেম শরীফ ও মসজিদে নববীর কতিপয় খতীব ও ওয়ায়েজ বন্ধু আমার নিকট উক্ত কিতাবখানা অধ্যয়ন করলেন এবং আমাকে এ ধরনের একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানালেন। তাঁরা আমার উপর এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে, আমার কোনো আপত্তিই তাঁদের নিকট গৃহীত হলো না। সুতরাং কোনো প্রশ্ন উত্তরের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উপস্থিত সময়ে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তঁদের চাহিদা পূরণ এবং অনুরোধ রক্ষার কাজ আরম্ভ করে দেই। আর এই ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের নামকরণ করি 'নূরুল আন্ওয়ার ফী শারহিল মানার'। আল্লাহ তা'আলাই সূচনা করার ও সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছবার তৌফিক প্রদানকারী। তিনিই আমার সৌভাগ্য ও পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট এবং তাঁরই দরবারে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন এই কিতাব খানাকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্য নিবেদিত রূপে কবুল করেন। এটা সত্য যে, "মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সহায়তা ব্যতীত নড়াচড়া করার কোনো উপায় নেই এবং জোর খাটানোরও কোনো শক্তি নেই, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَبَعْدُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে بَعْدُ পদটি ظَرْف زَمَانْ -এর অন্তর্ভুক্ত। حَالَتْ رَفْعِيْ অবস্থায় হয়ে ضَمَّةْ -এর উপর মাবনী হয়েছে। এটা ও এটার সমপর্যায়ের শব্দ কয়টির জন্য اِضَافَتْ অত্যাবশ্যকীয়। এগুলোর তিন অবস্থা রয়েছে—

(১) এগুলোর مُضَافْ اِلَيْه উল্লেখ থাকবে।

(২) এগুলোর مُضَافْ اِلَيْه উল্লেখও থাকবে না, নিয়তের মাধ্যেও থাকবে না।

(৩) এগুলোর مُضَافْ اِلَيْه উল্লেখ থাকবে না, তবে নিয়তের মধ্যে থাকবে। উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় এগুলো مُعْرَبْ হবে এবং তৃতীয় অবস্থায় পেশের উপর মাবনী হবে। এখানে بَعْدُ পদটি مَبْنِيْ عَلَى الضَّمِّ (স্থায়ী পেশ বিশিষ্ট) হয়েছে। কেননা এখানে بَعْدُ-এর مُضَافْ اِلَيْه নিয়তের মধ্যে আছে। মূল ইবারত হবে بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ

শব্দ বিশ্লেষণ :

১. اَوْجَزُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمُ تَفْضِيْل বাবে كَرُمَ মাসদার وَجَازَةٌ অর্থ হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত।

২. مَتَنٌ : এটি একবচনের পদ, বহুবচনে مُتُوْنٌ -এর অর্থ হচ্ছে পিঠ, উঁচু জায়গা, ভাষ্য ও মূল বক্তব্য। উল্লেখ্য যে, আল মানার গ্রন্থের রচয়িতাকে مَاتِنٌ বলা হয়।

৩. نُكَتٌ : (بضم النون) এ শব্দটি نُكْتَةٌ শব্দের বহুবচন, نُكْتَةٌ -এর আরেকটি বহুবচন হচ্ছে- نِكَاتٌ। এর অর্থ হচ্ছে- নিগূঢ় রহস্য, গুঢ়তত্ত্ব, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু, সূক্ষ্ম বিষয়।

৪. دِرَايَةٌ : এটি একবচনের পদ। বহুবচনে دِرَايَاتٌ অর্থ- বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিবেকের উপলব্ধি, জ্ঞানের গভীরতা ইত্যাদি। এটা رِوَايَةٌ -এর বিপরীত।

৫. اَلشُّرَّاحُ : এটি شَارِحٌ -এর বহুবচন। অর্থ- ব্যাখ্যাকারগণ।

৬. مُخِلَّةٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْمُ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِخْلَالٌ অর্থ- বিঘ্ন সৃষ্টিকারী।

৭. مُمِلَّةٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْمُ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالْ মাসদার اِمْلَالٌ অর্থ- বিরক্তিকর, অতিষ্টকারী।

৮. مَآرِبُ : এটি مَأْرَبٌ -এর বহুবচন। اِرْبٌ শব্দ হতে গঠিত। অর্থ- প্রয়োজন, কামনা-বাসনা। এখানে مَآرِبُ শব্দটি উদ্দেশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯. قَدِيْمًا : এটি ظَرْف زَمَانْ -এর শব্দ। অর্থাৎ قَدِيْمٌ مِنَ الزَّمَانِ

১০. كَانَ يَخْتَلِجُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ اِسْتِمْرَارِىْ মাসদার اِخْتِلَاجٌ অর্থ হলো ঘুরপাক খাওয়া, তালগোল পাকানো, খেয়াল সৃষ্টি হওয়া, অন্তরে কোনো কিছু পোষণ করা।

১১. تَعَرُّضُ : এটি বাবে تَفَعُّلْ -এর মাসদার। অর্থ- পিছু নেওয়া, লেগে পড়া ইত্যাদি।

১২. لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ : "مَا" শব্দটি اِسْم مَوْصُوْل আর مِنْهُمْ -এর মধ্যস্থিত "هُمْ" সর্বনামটি পূর্বে উল্লিখিত اَلشُّرَّاحُ শব্দের দিকে ধাবিত হয়েছে।

১৩. لَمْ يَتَّفِقْ لِىْ ذٰلِكَ : لَمْ يَتَّفِقْ ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে ذٰلِكَ এটার مُشَارٌ اِلَيْهِ হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত اَنْ اَشْرَحَ উক্তির ভাবার্থ تَحْرِيْر اَلشَّرْحُ তথা ব্যাখ্যা লিখন।

قَوْلُهُ فَاِذَا اَنَا وَصَلْتُ : এ বাক্যে اِذَا শব্দটি مُفَاجَاةٌ তথা অপ্রত্যাশিত সংঘটন অর্থে ব্যাবাহৃত হয়েছে। সেজন্যে একে اِذَا مُفَاجَاتِيَةٌ বলা হয়। এর অর্থ হঠাৎ।

১৪. خُلَّانٌ ঃ এ শব্দটি خَلِيْلٌ (বন্ধু) শব্দের বহুবচন। এর আরেকটি বহুবচনের শব্দ হচ্ছে اَخِلَّاءُ অর্থ- ঘনিষ্ঠ ও পরিক্ষিত বন্ধুগণ।

১৫. خُلَّصٌ ঃ এটি خَالِصٌ শব্দের جَمْعُ مُكَسَّرْ এবং خُلُوْصٌ মাসদার থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থ- নির্ভেজাল, খাঁটি, একনিষ্ঠ।

১৬. اَلْخُطَبَاءُ ঃ এ শব্দটি خَطِيْبٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ- বক্তাগণ, বাগ্মী ব্যক্তিবর্গ ও ওয়ায়েজ।

১৭. اَلْمُنِيْفُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمُ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالْ অর্থ- উচ্চ, সম্মানিত।

১৮. اِقْتَرَحُوْا ঃ সীগাহ جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اِقْتِرَاحٌ অর্থ- তারা প্রস্তাব দিল, উপস্থাপন করল, প্রত্যাশা করল।

১৯. اِسْعَافٌ : ইহা বাবে اِفْعَالْ -এর মাসদার অর্থ প্রয়োজন পূরণ করা, স্বাগত সেবা প্রদান করা। আধুনিক আরবিতে এ্যাম্বুলেসকে اِسْعَافْ বলা হয়।

قَالَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) بَعْدَ مَا تَيَمَّنَ بِالتَّسْمِيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ فَتَفْسِيْرُ قَوْلِهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاضِحٌ وَاَمَّا الْهِدَايَةُ فَكَمَا قِيْلَ الدَّلَالَةُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ اَوِ الدَّلَالَةُ عَلٰى مَا يُوْصِلُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ وَاَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّهٗ اِذَا نُسِبَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى يُرَادُ بِهِ الْاَوَّلُ وَاِذَا نُسِبَ اِلَى الرَّسُوْلِ اَوِ الْقُرْاٰنِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِىْ وَقَالُوْا اَيْضًا اِنَّهٗ اِذَا عُدِّىَ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ بِلَا وَاسِطَةٍ يُرَادُ بِهِ الْاَوَّلُ وَاِذَا عُدِّىَ اِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ اِلٰى اَوِ اللَّامِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِىْ وَهٰهُنَا اِنْ نُظِرَ اِلٰى اَنَّهٗ مَنْسُوْبٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى يَنْبَغِىْ اَنْ يُّرَادَ بِهِ الْاَوَّلُ وَاِنْ نُظِرَ اِلٰى اَنَّهٗ عُدِّىَ بِوَاسِطَةِ اِلٰى يَنْبَغِىْ اَنْ يُّرَادَ بِهِ الثَّانِىْ فَاِمَّا اَنْ يُّقَدَّرَ هَدَانَا رُسُلُهٗ اَوْ يُقَالُ كَلِمَةُ اِلٰى مَزِيْدَةٌ لِلتَّاكِيْدِ وَالتَّقْوِيَةِ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْلُوْ هٰذَا عَنْ تَمَحُّلٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) গ্রন্থকার বলেন بَعْدَ مَا تَيَمَّنَ بِالتَّسْمِيَةِ 'বিসমিল্লাহ'-এর উল্লেখ দ্বারা বরকত অর্জন করার পর اَلْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা لِلّٰهِ সেই মা'বুদে হাকীকীর الَّذِىْ যিনি هَدَانَا আমাদেরকে প্রদর্শন করেছেন اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ সরল সঠিকপথ فَتَفْسِيْرُ قَوْلِهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاضِحٌ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট وَاَمَّا الْهِدَايَةُ অবশ্য هِدَايَةٌ শব্দটির ব্যাখ্যা অনুধাবনযোগ্য। فَكَمَا قِيْلَ যেমন- (এটার দু'টি অর্থ) বর্ণনা করা হয়েছে اَلدَّلَالَةُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানো اَوِ الدَّلَالَةُ عَلٰى مَا يُوْصِلُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ ঐ বস্তুর দিকে পথ নির্দেশ করা, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, অর্থাৎ اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ বা শুধু রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া। اَجْمَعُوْا উসূল বিশারদগণের সর্বসম্মত মত হলো عَلٰى اَنَّهٗ اِذَا نُسِبَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى هِدَايَةٌ: শব্দটির সম্বন্ধ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হবে يُرَادُ بِهِ الْاَوَّلُ তখন তার প্রথম অর্থ (অর্থাৎ اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ) উদ্দেশ্য হবে وَاِذَا نُسِبَ اِلَى الرَّسُوْلِ اَوِ الْقُرْاٰنِ আর যখন তার সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা পবিত্র কুরআনের দিকে হবে يُرَادُ بِهِ الثَّانِىْ এখন তার দ্বিতীয় অর্থ (অর্থাৎ اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ) উদ্দেশ্য হবে وَقَالُوْا اَيْضًا এবং তাঁরা এটাও বলেছেন যে, اِنَّهٗ اِذَا عُدِّىَ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ যখন هِدَايَةٌ শব্দটি দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّىْ হবে بِلَا وَاسِطَةٍ কোনো মধ্যম ব্যতীত يُرَادُ بِهِ الْاَوَّلُ তখন তার প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হবে وَاِذَا عُدِّىَ اِلَيْهِ এবং যখন بِوَاسِطَةِ اِلٰى اَوِ اللَّامِ অথবা اِلٰى অথবা لَامْ -এর মাধ্যমে দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّىْ হবে يُرَادُ بِهِ الثَّانِىْ তখন তার দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হবে هٰهُنَا সুতরাং এখানে اِنْ نُظِرَ اِلٰى اَنَّهٗ مَنْسُوْبٌ اِلَى اللّٰهِ যদি এ কথার বিবেচনা করা হয় যে, -এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা হয়েছে يَنْبَغِىْ اَنْ يُّرَادَ بِهِ الْاَوَّلُ তাহলে প্রথম অর্থই গ্রহণ করতে হবে- هِدَايَةٌ وَاِنْ نُظِرَ اِلٰى আর যদি এ বিবেচনা করা হয় যে, তা اِلٰى -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয়েছে اَنَّهٗ عُدِّىَ بِوَاسِطَةِ اِلٰى يَنْبَغِىْ اَنْ يُّرَادَ بِهِ الثَّانِىْ তাহলে তার দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করতে হবে- فَاِمَّا اَنْ يُّقَدَّرَ هَدَانَا رُسُلُهٗ এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করার বেলায় বলতে হবে যে, এখানে هَدَانَا رُسُلُهٗ এ কথাটি উহ্য রয়েছে اَوْ يُقَالُ كَلِمَةُ اِلٰى مَزِيْدَةٌ لِلتَّاكِيْدِ وَالتَّقْوِيَةِ এ ক্ষেত্রে প্রথম অর্থ গ্রহণ করার বেলায় এটা বলা হবে যে, এখানে اِلٰى হরফটি تَاكِيْد বা গুরুত্ব বুঝাবার জন্য অতিরিক্ত হিসেবে আনয়ন করা হয়েছে وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْلُوْ هٰذَا عَنْ تَمَحُّلٍ মোটকথা, এ ব্যাখ্যা কুটিলতামুক্ত নয়।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) 'বিসমিল্লাহ'-এর উল্লেখ দ্বারা বরকত অর্জন করার পর বলেন, **সমস্ত প্রসংসা সেই মা'বুদে হাকীকীর, যিনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।** গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অবশ্য هِدَايَةٌ শব্দটির ব্যাখ্যা অনুধাবনযোগ্য। এটার দু'টি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে- ১. اَلدَّلَالَةُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ অর্থাৎ "এভাবে পথ নির্দেশ করা যে, কোনো মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়।" (অর্থাৎ اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ বা লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানো।) ২. اَلدَّلَالَةُ عَلٰى مَا يُوْصِلُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ অর্থাৎ " ঐ বস্তুর দিকে পথনির্দেশ করা, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।" (অর্থাৎ اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ বা শুধু রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া।) উসূল বিশারদগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো, هِدَايَةٌ শব্দটির সম্বন্ধ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হবে, তখন তার প্রথম অর্থ (অর্থাৎ اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ) উদ্দেশ্য হবে। আর যখন তার সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা পবিত্র কুরআনের দিকে হবে, তখন তাঁর দ্বিতীয় অর্থ (অর্থাৎ اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ) উদ্দেশ্য হবে। এবং তাঁরা এটাও বলেছেন যে, যখন هِدَايَةٌ শব্দটি কোনো মাধ্যম ব্যতীতই দ্বিতীয়

مَفْعُولْ-এর দিকে مُتَعَدِّىْ হবে, তখন তার প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হবে এবং যখন اِلَى অথবা لَامْ -এর মাধ্যমে দ্বিতীয় مَفْعُولْ-এর দিকে مُتَعَدِّىْ হবে, তখন তার দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং এখানে যদি এ কথার বিবেচনা করা হয় যে, هِدَايَةٌ -এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, তাহলে প্রথম অর্থই গ্রহণ করতে হবে। আর যদি এ বিবেচনা করা হয় যে, তা اِلَى -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয়েছে, তাহলে তার দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করার বেলায় বলতে হবে যে এখানে هَدَانَا رُسُلَهُ এ কথাটি উহ্য রয়েছে। আর প্রথম অর্থ গ্রহণ করার বেলায় এটা বলা হবে যে, এখানে اِلَى হরফটি تَاكِيْد বা গুরুত্ব বুঝাবার জন্য অতিরিক্ত হিসেবে আনয়ন করা হয়েছে। মোট কথা, এ ব্যাখ্যা কৃত্রিমতা মুক্ত নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَعْدَ مَا تَيَمَّنَ بِالتَّسْمِيَةِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ -এর উল্লেখ দ্বারা বরকত অর্জন করার পর এ উক্তি দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'বিসমিল্লাহ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। যে কাজই 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া শুরু করা হয়, তা বরকতশূন্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الخ -এর আলোচনা : এখানে এ বাক্যের সাথে চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হবে।

১. حَمْد : শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ। ২. حَمْد ، مَدْح এবং شُكْر এ তিনটি শব্দের মধ্যকার পার্থক্য।
৩. اَلْحَمْدُ -এর প্রথমে অবস্থিত "اَلِفْ لَامْ" -এর পরিচয়। ৪. اَللّٰهُ শব্দের বিশ্লেষণ।

এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. حَمْدُ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : حَمْد শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো– প্রশংসা করা, ভাল গুণাবলি উল্লেখ করা। পরিভাষায় হামদ হচ্ছে– هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ غَيْرِهَا অর্থাৎ মৌখিকভাবে কারো কেবলমাত্র অর্জিত ভাল কাজের উপর প্রশংসা করা, চাই সেটা প্রশংসাকারীর জন্যে নিয়ামতের বিনিময়ে হোক বা না হোক।

مَدْح শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : "مَدْح" শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। এর অর্থ– প্রশংসা করা। পরিভাষায় মাদাহ্ বলা হয়– هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىْ

অর্থাৎ কারো গুণাবলির উপর মৌখিকভাবে প্রশংসা করা, চাই সে গুণটি অর্জিত হোক বা প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত হোক। যেমন– مَدَحَ فُلَانٌ عَلٰى حُسْنِ خَالِدٍ তথা অমুক খালেদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করল। এ ক্ষেত্রে حَمِدَ فُلَانٌ عَلٰى حُسْنِ خَالِدٍ বললে শুদ্ধ হবেনা। কেননা, দৈহিক সৌন্দর্য খালেদের অর্জিত গুণ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত।

شُكْر শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : شُكْر শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কৃতজ্ঞতা আদায় করা, নিয়ামতের স্বীকৃতি দেওয়া। পরিভাষায় شُكْر হচ্ছে– هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى النِّعْمَةِ بِاللِّسَانِ وَبِغَيْرِهِ

অর্থাৎ কারো অনুগ্রহ ও নিয়ামতের বিনিময়ে মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ দিয়ে প্রশংসা করা।

২. حَمْد ও مَدْح -এর মধ্যকার পার্থক্য : حَمْد ও مَدْح শব্দ দু'টি প্রায় কাছাকাছি। কেননা, উভয়টি মুখ দ্বারা হয়ে থাকে এবং نِعْمَتْ ও غَيْر نِعْمَتْ উভয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। সুতরাং مَوْرِدْ এবং بِاِعْتِبَارِ مُتَعَلِّقْ -এর বিবেচনায় শব্দ দু'টি সমার্থক। তবে পার্থক্য হচ্ছে এতটুকই– حَمْد কেবলমাত্র অর্জিত গুণের উপর হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে مَدْح অর্জিত গুণ ও প্রাপ্ত গুণ উভয়ের উপর হয়ে থাকে। এ হিসেবে مَدْح হচ্ছে عَامْ এবং حَمْد হচ্ছে خَاصْ ।

حَمْد ও شُكْر -এর মধ্যে পার্থক্য : حمد ও شكر শব্দ দু'টির মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

ক. حَمْد কেবল মুখ দ্বারা হয়ে থাকে। আর شُكْر মুখ, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবকিছু দ্বারা হয়ে থাকে। তাই حَمْد হচ্ছে খাস, আর شُكْر হচ্ছে আম। কবি কতোই না সুন্দর বলেছেন– اَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّىْ ثَلَاثَةً * يَدِىْ وَلِسَانِىْ وَالضَّمِيْرُ الْمُحَجَّبَا

খ. مُتَعَلَّقْ হিসেবে حَمْد হলো আম, আর شُكْر হলো খাস। কেননা, حَمْد নিয়ামতও নিয়ামত নয়, উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য হয়। পক্ষান্তরে شُكْر একমাত্র নিয়ামতের বিনিময়ে হয়ে থাকে।

গ. حَمْد -এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে ذَمْ (দুর্নাম করা) আর شُكْر -এর বিপরীত শব্দ হলো كُفْر (অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা)। যেমন– لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ (الاية)

৩. اَلْحَمْدُ -এর প্রথমে অবস্থিত اَلِفْ لَامْ -এর পরিচয় : "اَلْحَمْدُ" শব্দে অবস্থিত "الف لام" টি কোন প্রকারের, তা বর্ণনার আগে আমাদের اَلِفْ لَامْ -এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা দরকার। যেমন– اَلِفْ لَامْ প্রথম দু'প্রকার। যথা– ১. اِسْمِىْ ২. حَرْفِىْ

১. اَلِفْ لَامْ اِسْمِىْ : যে اَلِفْ لَامْ ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউলের প্রথমে আসে এবং اَلَّذِىْ -এর অর্থ দেয়। যেমন– اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ অর্থাৎ اَلَّذِىْ قَتَلَ এবং وَالَّذِىْ قُتِلَ

২. اَلِفْ لَامْ حَرْفِىْ : যে اَلِفْ لَامْ ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল ছাড়া অন্য শব্দের প্রথমে আসে, তাকে اَلِفْ لَامْ حَرْفِىْ বলে। যেমন– اَلرَّجُلُ

اَلِفْ لَامْ حَرْفِىْ পুনরায় দু'প্রকার। যথা– ১. زَائِدَةٌ ২. غَيْرُ زَائِدَةٍ

১. زَائِدَةٌ তথা অতিরিক্ত, যা اَعْلَامْ (নামসমূহ)-এর প্রথমে আসে। যেমন– اَلْحَسَنُ ، اَلْحُسَيْنُ

২. غَيْر زَائِدَة তথা অতিরিক্ত নয়, যার কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। যেমন- اَلْإِنْسَانُ . اَلشَّجَرُ
اَلِف لَام غَيْر زَائِدَة পুনরায় চার প্রকার। যথা- ১. جِنْسِيْ ২. اِسْتِغْرَاقِيْ ৩. عَهْد خَارِجِيْ ৪. عَهْد ذِهْنِيْ
১. جِنْسِيْ : যে اَلِف لَام দ্বারা কোনো জাতি ও তার হাকীকত উদ্দেশ্য হয় এবং ভিন্নভাবে اَفْرَاد উদ্দেশ্য হয় না। যেমন- اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ
২. اِسْتِغْرَاقِيْ : যে اَلِف لَام দ্বারা কোনো জাতির সকল اَفْرَاد উদ্দেশ্য হয়। যেমন- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ
৩. عَهْد خَارِجِيْ : যে اَلِف لَام দ্বারা এমন কোনো فَرْد উদ্দেশ্য হয়, যা বক্তা ও শ্রোতার কাছে পরিচিত। যেমন- فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ الخ
৪. عَهْد ذِهْنِيْ : যে اَلِف لَام দ্বারা এমন فَرْد উদ্দেশ্য, যা কেবল বক্তার ذِهْن -এর মধ্যে নির্দিষ্ট। যেমন- اَخَافُ اَنْ يَّاكُلَهُ الذِّئْبُ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর প্রথমে অবস্থিত اَلِف لَام টি اِسْتِغْرَاقِيْ ও جِنْسِيْ উভয়টি হতে পারে। অর্থাৎ প্রশংসার সকল দিক ও বিভাগের অথবা প্রশংসার মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা।

৪. "اَللّٰهُ" শব্দের বিশ্লেষণ : "اَللّٰهُ" শব্দটি মূলে اِلٰهٌ ছিল। হামযাকে উহ্য করে তার পরিবর্তে لَام تَعْرِيْف নেওয়া হয়েছে।

২. প্রখ্যাত নাহুবিদ سِيْبَوَيْه বলেন, "الله" শব্দটি মূলে لَاهٌ ছিল। সম্মানার্থে তার আগে اَلِف لَام প্রবিষ্ট করা হয়েছে।
অতঃপর "اَللّٰهُ" শব্দের اِشْتِقَاق সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন-
ক. اَلُوْهَةٌ ، يَالَهُ ، اَلَهَ বাবে فَتَحَ -এর মাসদার থেকে মুশতাক হয়েছে, যার অর্থ ইবাদত করা। কেননা, তিনিই প্রত্যেক মাখলুকের ইবাদতের যোগ্য।
খ. اَلِهَ يَالَهُ বাবে سَمِعَ থেকে নির্গত, যার অর্থ ব্যাকুল হওয়া- اِذِ الْعُقُوْلُ تَتَحَيَّرُ فِيْ مَعْرِفَةِ الْمَعْبُوْدِ
অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে গেলে মানুষের জ্ঞান অস্থির হয়ে যায়।
গ. অথবা اَلِهْتُ اِلٰى فُلَانٍ اَىْ سَكَنْتُ থেকে উদ্ভূত। কেননা- اَلْعُقُوْلُ لَاتَسْكُنُ اِلَّا اِلٰى ذِكْرِهٖ وَالْاَرْوَاحُ لَاتَفْرَحُ اِلَّا بِمَعْرِفَتِهٖ
যেমন কুরআনের ভাষায়- اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ
ঘ. অথবা, اِلٰهُ الْفَصِيْلِ থেকে নির্গত হয়েছে। বাচ্চা যেভাবে মায়ের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, অনুরূপ বান্দাও আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে।
ঙ. অথবা اِلٰهٌ থেকে উদ্ভূত যা ভীত ব্যক্তির ভয় দূরীভূত করা এবং অপরাধীকে ক্ষমা করার অর্থে প্রয়োগ হয়। যেহেতু আল্লাহ অপরাধিকে ক্ষমা করেন, সেহেতু তাকে اَللّٰهُ বা اِلٰهٌ বলা হয়।
মুসলিম মনীষীগণ اَللّٰهُ -এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন- هُوَ عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِيَّةِ এটা এমন এক সত্তার নামবাচক বিশেষ্য যার অস্তিত্ব নেই; বরং অপর সমস্ত সত্তাই নশ্বর।

قَوْلُهٗ هَدَانَا الخ -এর আলোচনা : এখানে هِدَايَةٌ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং তার প্রয়োগবিধি বর্ণনা করা হয়েছে। هِدَايَةٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ- পথ প্রদর্শন করা। পরিভাষায় এটার দু'টি অর্থ রয়েছে। যথা- (১) اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ (অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেওয়া), (২) اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ (পথ দেখিয়ে দেওয়া, যার দ্বারা গন্তব্য পৌছে যেতে পারে)। কোনো কোনো মনীষীর মতে প্রথমোক্ত অর্থটি আশআরীগণ গ্রহণ করেছেন, আর দ্বিতীয় অর্থটি মু'তাযেলাগণ গ্রহণ করেছেন। আবার অন্যরা এটার বিপরীত মতও পোষণ করেছেন।

هِدَايَةٌ -এর প্রয়োগবিধি : কোনো কোনো মনীষীর মতে এ শব্দটি যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত হয় তখন প্রথমোক্ত অর্থ বুঝাবে, আর গায়রুল্লাহ -এর সাথে সম্পর্কিত হলে দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু এ কথাটি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى (আমি ছামূদ জাতিকে হিদায়েত করলাম, কিন্তু তারা হিদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করল)। উক্ত আয়াতে هداية আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথমোক্ত অর্থ (اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ) গ্রহণ করা মোটেও সম্ভবপর নয়। কেননা আল্লাহ যদি তাদেরকে গন্তব্য স্থলেই পৌছে দিলেন তবে তারা পথভ্রষ্ট হলো কিভাবে? অতএব এখানে দ্বিতীয় অর্থই (اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ) নেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। কেননা রাসূল ﷺ যদি পথ প্রদর্শন করতে না পারেন, তাহলে তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য কি? অতএব এখানে প্রথমোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য হবে। তখন অর্থ হবে, হে রাসূল ﷺ! আপনি ইচ্ছা করলেই আপনার প্রিয়জনকে গন্তব্য স্থলে পৌছে দিতে পারেন না। মোটকথা, প্রমাণিত হলো যে, উল্লিখিত নিয়মটি সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আবার কোনো কোনো মনীষী এরূপ মতও পোষণ করেছেন যে, هِدَايَةٌ শব্দটি اِلٰى অথবা لَام -এর মাধ্যমে দ্বিতীয় মাফউলের দিকে ধাবিত হলে তার দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ (اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ) উদ্দেশ্য হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (হে রাসূল ﷺ! নিশ্চয়ই আপনি সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন), اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ (এ কুরআন মাজীদ মজবুত (ও সঠিক) পথের সন্ধান দেয়)। আর هِدَايَةٌ শব্দটি যদি কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি দ্বিতীয় মাফউলের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তার প্রথমোক্ত অর্থ (اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ) উদ্দেশ্য হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (আমাদেরকে সঠিক সরল পথে (মনযিলে মকসূদে) পৌছে দিন)। অবশ্য এ নিয়মটিও সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ জন্যই মোল্লা জীয়ন (র.) বলেছেন- "وَبِالْجُمْلَةِ لَايَخْلُوْ هٰذَا عَنْ تَمَحُّلٍ মোটকথা, উল্লিখিত নিয়মদ্বয় (কোনো ক্ষেত্রেই) ত্রুটিমুক্ত নয়।

উল্লিখিত বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে প্রাজ্ঞ আলিমগণ মত ব্যক্ত করেছেন যে, هِدَايَةٌ শব্দটি মূলত উপরোক্ত দু'টি অর্থের মধ্যে مُشْتَرَكٌ তথা দ্বৈত অর্থবোধক। যেখানে যে অর্থ প্রযোজ্য হবে সেখানে তাই গ্রহণ করা হবে।

وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الصِّرَاطُ الَّذِىْ يَكُوْنُ عَلَى الشَّارِعِ الْعَامِّ وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ اِلَى شِعْبِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ وَهُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْاِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ وَهٰذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِاَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْاِفْرَاطِ الَّذِىْ فِىْ دِيْنِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالتَّفْرِيْطِ الَّذِىْ فِىْ دِيْنِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى عَقَائِدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرَّفْضِ وَالْخُرُوْجِ وَبَيْنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ الَّذِىْ فِىْ غَيْرِهَا وَعَلَى طَرِيْقِ سُلُوْكٍ جَامِعٍ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالْعَقْلِ فَلَايَكُوْنُ عِشْقًا مَحْضًا مُفْضِيًا اِلَى الْجَذْبِ وَلَا عَقْلًا صِرْفًا مُوْصِلًا اِلَى الْاِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَفِيْهِ تَلْمِيْحٌ اِلَى قَوْلِهِ تَعَالٰى اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ আর সঠিকপথ هُوَ الصِّرَاطُ الَّذِىْ يَكُوْنُ عَلَى الشَّارِعِ الْعَامِّ তা দ্বারা ঐ রাজপথকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ যার উপর দিয়ে ছোট-বড়, উত্তম অধম সব ধরনের লোক অবাধে চলাচল করতে পারে مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ اِلَى شِعْبِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ ডানে-বামে তাকানো ছাড়াই وَهُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ مُعْتَدِلًا এ ধরনের পথই মধ্যবর্তী পথ بَيْنَ الْاِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার وَهٰذَا صَادِقٌ এ সিরাতে মুস্তাকীম কথাটি সার্থকভাবে প্রযোজ্য عَلَى شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পবিত্র শরিয়তের উপর لِاَنَّهَا مُتَوَسِّطٌ কেননা, তাঁর শরিয়ত ঠিক মাঝামাঝি অবস্থিত بَيْنَ الْاِفْرَاطِ الَّذِىْ فِىْ دِيْنِ مُوْسٰى (ع) ঐ বাড়াবাড়ি যা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের মধ্যে বিদ্যমান ছিল وَالتَّفْرِيْطِ الَّذِىْ فِىْ دِيْنِ عِيْسٰى (ع) এবং সংকীর্ণতা যা হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তে বিদ্যমান ছিল وَعَلَى عَقَائِدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ অনুরূপভাবে এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাসের উপরও সমানভাবে প্রযোজ্য فَاِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ কারণ, তা মাঝামাঝি রয়েছে بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ জবরিয়া ও কাদরিয়া সম্প্রদায়ের وَبَيْنَ الرَّفْضِ وَالْخُرُوْجِ রাফেযী ও খারেজির وَبَيْنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ এবং উপমাবাদী ও নিষ্ক্রিয়তাবাদী সম্প্রদায় সমূহের বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের الَّذِىْ فِىْ غَيْرِهَا যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিপরীত وَعَلَى طَرِيْقِ سُلُوْكٍ অধিকন্তু এ সিরাতে মুস্তাকীম সলূকের ঐ পন্থার উপরও প্রযোজ্য যা جَامِعٍ শামিল রাখে بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالْعَقْلِ মহব্বত ও আকল উভয়কেই فَلَا يَكُوْنُ عِشْقًا مَحْضًا এ কারণেই তা শুধু অন্ধ প্রেম নয় مُفْضِيًا اِلَى الْجَذْبِ যা উম্মত্ততা ও আত্ম-বিস্মৃতির সীমায় পৌঁছে দেয় وَلَا عَقْلًا صِرْفًا مُوْصِلًا اِلَى الْاِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ আর শুধু বুদ্ধি নির্ভরও নয়, যা নাস্তিকতা ও জরবাদী দর্শনের দিকে নিয়ে যায় نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি وَفِيْهِ تَلْمِيْحٌ اِلَى قَوْلِهِ تَعَالٰى اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সর্বোপরি গ্রন্থকার (র.)-এর আলোচ্য উক্তির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর দিকেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্তমান রয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ অর্থাৎ 'সঠিকপথ' দ্বারা ঐ রাজপথকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার উপর দিয়ে ডানে বামে তাকানো ছাড়াই ছোট বড়, উত্তম অধম সব ধরনের লোক আবাধে চলাচল করতে পারে। এ ধরনের পথই বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতা -এর মধ্যবর্তী পথ। এই সিরাতে মুস্তাকীম কথাটি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পবিত্র শরিয়তের উপরই সার্থকভাবে প্রযোজ্য। কেননা তাঁর শরিয়ত ঐ اِفْرَاطٌ বা বাড়াবাড়ি যা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং ঐ تَفْرِيْطٌ বা সংকীর্ণতা যা হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তে বিদ্যমান ছিল -এর ঠিক মাঝামাঝি অবস্থিত। অনুরূপভাবে এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাসের উপরও সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ তা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিপরীত 'কদরিয়া' ও 'জবরিয়া' 'রাফেযী', ও 'খারেজী' এবং 'উপমাবাদী' ও 'নিষ্ক্রিয়তাবাদী' সম্প্রদায়সমূহের বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের মাঝামাঝি রয়েছে। অধিকন্তু এ সিরাতে মুস্তাকীম সলূকের ঐ পন্থার উপরও প্রযোজ্য, যা মহব্বত ও আকল উভয়কেই শামিল রাখে। এ কারণেই তা শুধু অন্ধ প্রেম নয়, যা উন্মত্ততা ও আত্ম-বিস্মৃতির সীমায় পৌঁছে দেয়। আর শুধু বুদ্ধিনির্ভর ও নয়, যা নাস্তিকতা ও জরবাদী দর্শনের দিকে নিয়ে যায়। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সর্বোপরি গ্রন্থকার (র.)-এর আলোচ্য উক্তির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর দিকেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্তমান রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে "اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ" -এর সংজ্ঞা ও প্রয়োগ ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। اَلصِّرَاطُ শব্দটি একবচন; বহুবচনে صُرُطٌ অর্থ হলো– পথ। আর اَلْمُسْتَقِيْمُ শব্দটি اِسْتِقَامَةٌ মাসদার হতে اِسْمِ فَاعِلْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। এর অর্থ হলো– সহজ-সরল, সঠিক। অতএব, এদের সমষ্টিগত অর্থ হলো– সহজ সরল পথ, সঠিক পথ। اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ এমন রাজপথকে বলা হয়, যার উপর দিয়ে যে কোনো পথিক ডানে-বামে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্দ্বিধায় চলতে পারে। আর পরিভাষায় বলা হয়, অতিরঞ্জন ও অতি সংকোচনের মাঝামাঝি পন্থাকে।

* আল্লামা মোল্লা জীয়ন (র.) বলেন, 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বলতে ঐ পথকে বুঝায় যে পথে সর্ব সাধারণ অবাধে চলাফেরা করতে পারে এবং চলতে ডানে-বামে দেখতে হয় না।

* আর আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেছেন যে, এটা দ্বারা "طَرِيْقُ الْحَقِّ" অর্থাৎ সত্য পথকে বুঝানো হয়।

اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ -এর প্রয়োগ ক্ষেত্র : এটা নিম্নোক্ত কতিপয় ব্যাপারে প্রয়োগ হতে পারে—

১. শরিয়তে মুহাম্মাদীয়া ﷺ। কেননা এটা ইহুদি ধর্মের চরম বাড়াবাড়ি ও খ্রিস্ট ধর্মের অতি সংকোচন নীতির মধ্যবর্তী মাতাদর্শ।

২. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস। কেননা এটা কদরিয়া ও জবরিয়া, রাফেযী ও খারেজী এবং উপমাবাদী ও নিষ্ক্রিয়তাবাদী সম্প্রদায়সমূহের বাতিল মতবাদগুলোর মধ্যবর্তী পন্থা।

৩. আল্লাহর প্রেম ও বুদ্ধির সমন্বয়ে গর্বিত ভারসাম্য পূর্ণ মধ্যম পন্থা। কেননা এটা কেবল অন্ধ প্রেম যা পাগলামীর নামান্তর এবং নিছক اِفْرَاطْ যাতে অধিক বাড়াবাড়ি, تَفْرِيْطْ যাতে অধিক শিথিলতা এ দুই মতবাদের মাঝামাঝি স্তরে অবস্থিত।

قَوْلُهُ الْاِفْرَاطِ الَّذِىْ فِىْ دِيْنِ مُوْسٰى :

اَلْاِفْرَاطُ শব্দের অর্থ হলো تَجَاوُزُ الْحَدِّ তথা সীমালঙ্ঘন করা, বাড়াবাড়ি করা, অতিরঞ্জন করা ও কঠোরতা। মূসা (আ.)-এর আনীত শরিয়তের বিধান ছিল অত্যন্ত কঠোর। যেমন–

১. অপরাধী অঙ্গকে কর্তন করা।
২. নাপাকীর স্থানকে কেটে ফেলা।
৩. তওবার উদ্দেশ্যে স্বীয় আত্মাকে হত্যা করা।
৪. মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র নামাজ বৈধ না হওয়া।
৫. তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন না হওয়া।
৬. মালের এক চতুর্থাংশ যাকাত দেওয়া।
৭. রমজানের রাতে ও স্ত্রী সম্ভোগ অবৈধ হওয়া।
৮. শনিবারে মৎস শিকার হারাম হওয়া।
৯. তাহাজ্জুদ-এর নামাজ ফরজ হওয়া।
১০. কিসাস ক্ষমা করার অবৈধতা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَالتَّفْرِيْطِ الَّذِىْ فِىْ دِيْنِ عِيْسٰى -এর ব্যাখ্যা : اَلتَّفْرِيْطُ শব্দের অর্থ হচ্ছে অতি উদারতা, অতি সংকোচন ও সহজিকরণ। হযরত ঈসা (আ.)-এর আনীত শরিয়ত ছিল অত্যন্ত উদার ও ঢিলেঢালা সংকীর্ণতাপূর্ণ। যেমন–

১. মদ্যপান হালাল হওয়া।
২. শূকরের গোশত হালাল হওয়া।
৩. মৃত প্রাণীর গোশত হালাল হওয়া।
৪. মুশরিকা নারীকে বিয়ে করার বৈধতা।
৫. হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস বৈধ হওয়া।
৬. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দেওয়া ওয়াজিব ছিল।
৭. নাজাসাত লাগলে ও কাপড় নাপাক না হওয়া ইত্যাদি।

شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مُتَوَسِّطَةٌ الخ -এর বিশ্লেষণ : হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আনীত শরিয়তে ইহুদি ধর্মের চরম বাড়াবাড়ি এবং খ্রিস্টধর্মের অতি উদারতা বর্জন করতঃ ভারসাম্যপূর্ণ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। যেমন কুরআনের বাণী–

١- لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ .
٢- وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ .

নিম্নে দীনে মুহাম্মদীর কয়েকটি বিধানের বর্ণনা দেওয়া হলো। যেমন–

১. নাপাকীর স্থানকে পানি দ্বারা ধৌত করার বিধান।
২. অপরাধী অঙ্গকে কর্তন না করে তওবা ও লঘুশাস্তির বিধান।
৩. আত্মহত্যা করা হারাম হওয়া।
৪. মসজিদ ছাড়া অন্যত্র নামাজ সহীহ হওয়া।
৫. তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।
৬. মালের ৪০ ভাগের ১ ভাগ জাকাত দেওয়া।
৭. রমজানের রাতে স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ হওয়া– (الاية) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ
৮. শনিবারসহ প্রত্যহ মৎস শিকার বৈধ হওয়া।
৯. صَلٰوةُ التَّهَجُّدِ কে ফরযিয়াত থেকে রহিত করা।
১০. মদ, শূকর ও মৃত প্রাণী হারাম হওয়া। যেমন–

١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الاية)
٢- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ -

১২. মুশরিকা নারীকে বিয়ে করা হারাম হওয়া। যেমন– (الاية) وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

قَوْلُهُ اَلْجَبْرِ وَ الْقَدْرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে জবরিয়া ও কদরিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে।

* জবরিয়া সম্প্রদায়ের মতে মানুষ জমাট পাথরের ন্যায়। মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই। না সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, না অর্জনের ক্ষমতা আছে।

* আর কদরিয়া সম্প্রদায়ের মতে বান্দার সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। মানুষ তার কার্যাদির স্রষ্টা। কদরিয়াদের যুক্তি হলো, আমরা চলাফেরাকারী সক্ষম ব্যক্তির নড়াচড়া ও কম্পন এবং রুগ্ন ব্যক্তির নড়াচড়া ও কম্পনের মধ্যে পার্থক্য করে থাকি। প্রথমজনের কাজটি ইচ্ছায় ও ক্ষমতা হয়ে তাকে, আর দ্বিতীয়জনের কাজটি অনিচ্ছায় ও অক্ষমতায় হয়ে থাকে। তা ছাড়া বান্দার যদি ক্ষমতাই না থাকবে তবে তাকে শাস্তি বা পুরস্কারই বা কেন দেওয়া হবে?

* আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে বান্দার সৃষ্টির কোনো ক্ষমতা নেই, তবে সে তার কাজকর্মের অর্জনকারী, অর্থাৎ ইচ্ছার স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে। আর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহই। তাঁদের দলিল, আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এবং তোমাদের কার্যাদিকে সৃষ্টি করেছেন।

* জবরিয়াদের মোকাবেলায় আমাদের (আহলুস সুন্নত ওয়াল জমাতের) পক্ষ হতে বক্তব্য হলো, যদি বান্দার কোনো ক্ষমতা-ই না থাকে। তবে তাকে শাস্তি বা পুরস্কার দেওয়া হবে কিসের ভিত্তিতে? আর কদরিয়াদের দলিলের উত্তরে আমাদের বক্তব্য হলো, সক্ষম ব্যক্তি ও রুগ্ন ব্যক্তির নড়াচড়ার পার্থক্য এবং শাস্তি ও পুরস্কার বান্দার অর্জন শক্তি তথা ইচ্ছার স্বাধীনতার কারণে হয়। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার কালামের মোকাবেলায় যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন - اَلْقَدْرِيَّةُ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ অর্থাৎ কদরিয়া সম্প্রদায় এ উম্মতের অগ্নিপূজক।

قَوْلُهُ بَيْنَ الرَّفْضِ وَالْخُرُوْجِ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

রাফেযী সম্প্রদায় : রাফেযী সম্প্রদায় হলো, যারা জমহুরে সাহাবায়ে কেরামের অবলম্বনকৃত মতাদর্শকে ত্যাগ করেছে। হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর খেলাফতকে অস্বীকার করে। মোজার উপর মাসাহ করার বিরোধিতা করে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর সাথীগণকে মন্দ বলে। তারা হযরত আলী (রা.)-এর মহব্বতের মধ্যে অতিরিক্ততা করে।

খারেজী সম্প্রদায় : পক্ষান্তরে খারেজী সম্প্রদায় হলো, যারা হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তারা তাঁর দলই শুধু ত্যাগ করেনি; বরং তাঁকে গালা-গালিও করেছে। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তাদের ষড়যন্ত্রের ফলেই হযরত আলী (রা.) আততায়ীর (গুপ্তঘাতকের) হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন।

আহলুল হক : আহলুস্ সুন্নত ওয়াল জামাত জমহুর সাহাবীগণের পথ অবলম্বন করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকদের মধ্যে মহব্বতের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তাঁদের মতে اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ তথা সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ। তাঁরা উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম দল। এটাই যথার্থ মধ্যম পন্থা, ভারসাম্য পূর্ণ আকিদা-বিশ্বাস।

قَوْلُهُ بَيْنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে تَشْبِيْه বা উপমাবাদী ও تَعْطِيْل নিষ্ক্রিয়তাবাদীগণের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

تَشْبِيْه বা উপমাবাদী সম্প্রদায় : تَشْبِيْه তথা উপমাবাদী সম্প্রদায় হলো, যারা সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা'আলার উপমা পেশ করে। আল্লাহ তা'আলার জন্য দেহ (শরীর) সাব্যস্ত করে। তাদের চরম পন্থিরা আল্লাহ তা'আলার জন্য নিছক দেহ তথা শরীর সাব্যস্ত করে থাকে। তাদের অন্য দলের মতে তাঁর দেহ আছে তবে সৃষ্টির দেহের মতো নয়। তাঁর রক্ত মাংসও রয়েছে, তবে তা সৃষ্টির রক্ত-মাংসের মতো নয়।

تَعْطِيْل বা নিষ্ক্রিয়তাদী সম্প্রদায় : আর تَعْطِيْل তথা নিষ্ক্রিয়তাবাদীরা বলে, আল্লাহ তা'আলা নিষ্ক্রিয়। যেমনিভাবে তথাকথিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী (حُكَمَاء) গণের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলা হতে একে একে ক্রমান্বয়ে মোট দশটি عَقْل প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র দশম عَقْل ই বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে। সমগ্র বিশ্বজাহানের নিয়ম-শৃঙ্খলা দশম عَقْل- ই নিয়ন্ত্রণ করে চলছে। অন্যান্য নয়টি عَقْل এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বর্তমানে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন।

আহলুল হক : আহলুস্ সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা দিক ও দেহ হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি সম্পূর্ণভাবে সর্বত্রই সক্রিয়। সমগ্র সৃষ্টি জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁরই হাতে ন্যাস্ত আছে। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছুই করার ক্ষমতা বা বিন্দুমাত্রও শক্তি নেই।

وَعَلٰى طَرِيْقِ سُلُوْكٍ جَامِعٍ -এর ব্যাখ্যা : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেছেন যে, اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ দ্বারা মারেফাতের এমন পন্থা ও উদ্দেশ্য হতে পারে, যা মহব্বত ও বুদ্ধির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে। سُلُوْك -এর অর্থ হচ্ছে স্বভাব চরিত্র ও আচরণকে সুসভ্য করা এবং আল্লাহর মারেফাতসহ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা। এ পথে যিনি চলেন, তাঁকে سَالِكٌ বলা হয়। عِشْق وَعَقْل তথা আল্লাহর ভালবাসা ও জ্ঞান বুদ্ধির সমন্বয়ে মারেফাতের পথে সালেককে পা রাখতে হয়, নিছক মহব্বত নিয়ে চললে অল্প দিনের মধ্যেই সে مَجْذُوْب (আত্মভোলা) এবং নিছক বুদ্ধি নির্ভর হয়ে চললে সে مُلْحِد (নাস্তিক) হয়ে যাবে। অতএব, مَعْرِفَت ও تَصَوُّف -এর ভারসাম্যপূর্ণ পথ হচ্ছে ভালবাসা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে গঠিত পথ। আর এটিই اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ।

وَفِيْهِ تَلْمِيْحٌ -এর বিশ্লেষণ : تَلْمِيْح শব্দের অর্থ ইশারা করা, ইঙ্গিত করা। ইলমুল বালাগাতের পরিভাষায় تَلْمِيْح হচ্ছে বাক্যের মধ্যে এমন শব্দ উল্লেখ করা, যার দ্বারা কোনো ঘটনা অথবা প্রবাদ অথবা কবিতা অথবা কুরআনের কোনো আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। গ্রন্থকার وَفِيْهِ تَلْمِيْحٌ এ বাক্য দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানার প্রণেতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ এ বক্তব্য দ্বারা আল্লাহর বাণী- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর প্রতি ইশারা করেছেন।

وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ فَتَفْسِيْرُ الصَّلٰوةِ وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ كِنَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ كَوْنَهُ مُخْتَصًّا بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ مِمَّا تَقَرَّرَ فِى الْاَذْهَانِ حَتّٰى لَا يَنْتَقِلَ الذِّهْنُ مِنْ هٰذَا الْوَصْفِ اِلٰى غَيْرِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْخُلُقُ هُوَ مَلَكَةٌ يَصْدُرُ عَنْهَا الْاَفْعَالُ بِسُهُوْلَةٍ وَالْخُلُقُ الْعَظِيْمُ لَهٗ عَلٰى مَاقَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) هُوَ الْقُرْاٰنُ يَعْنِىْ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْقُرْاٰنِ كَانَ جِبِلَّةً لَهٗ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ وَقِيْلَ هُوَ الْجُوْدُ بِالْكَوْنَيْنِ وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى خَالِقِهِمَا وَقِيْلَ هُوَ مَا اَشَارَ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهٖ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ وَالْاَصَحُّ اَنَّ الْخُلُقَ الْعَظِيْمَ هُوَ السُّلُوْكُ اِلٰى مَا يَرْضٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْخَلْقُ جَمِيْعًا وَهٰذَا غَرِيْبٌ جِدًّا وَهُوَ تَلْمِيْحٌ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ وَهُوَ اِنْ لَّمْ يَدُلَّ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ فِىْ مَحَلِّ الْمَدْحِ اِخْتَصَّ بِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالصَّلٰوةُ আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক عَلٰى مَنِ সেই মহামানবের প্রতি যিনি اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ সর্বপ্রকার প্রশংসিত ও মহৎ গুণাবলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছেন فَتَفْسِيْرُ الصَّلٰوةِ সালাম শব্দের ব্যাখ্যা وَاضِحٌ সুস্পষ্ট وَقَوْلُهُ عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ দ্বারা كِنَايَةٌ ইঙ্গিত করা হয়েছে عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ রাসূলে কারীম ﷺ-এর দিকে تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ كَوْنَهُ مُخْتَصًّا যেন এ ব্যাপারে সতর্কীকরণ হয়ে যায় যে, নবী করীম ﷺ-এর বিভূষিত হওয়া بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ উত্তম চরিত্রের গুণে مِمَّا تَقَرَّرَ فِى الْاَذْهَانِ এটা এমন ধরনের একটি ব্যাপার যে, তা সাধারণ মানুষের মর্মসমূহে স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে حَتّٰى لَا يَنْتَقِلَ الذِّهْنُ এ গুণ বর্ণনা করার পর যেন কারো মনোযোগ ধাবিত হতে না পারে مِنْ هٰذَا الْوَصْفِ اِلٰى غَيْرِهٖ (عـ) রাসূলে কারীম ﷺ ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তির দিকে وَالْخُلُقُ هُوَ مَلَكَةٌ আর خُلُقٌ বলতে এমন নৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতাকে বুঝায় يَصْدُرُ عَنْهَا الْاَفْعَالُ بِسُهُوْلَةٍ যা দ্বারা কর্ম অতি সহজে সম্পাদিত হয় وَالْخُلُقُ الْعَظِيْمُ لَهٗ عَلٰى مَا قَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) আর মহান চরিত্র হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী هُوَ الْقُرْاٰنُ আল-কুরআনই ছিল يَعْنِىْ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْقُرْاٰنِ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের উপর আমল করা كَانَ جِبِلَّةً لَهٗ তাঁর মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ কোনো প্রকার কষ্টবোধ ছাড়াই وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেন هُوَ الْجُوْدُ بِالْكَوْنَيْنِ নবী করীম ﷺ-এর ইহ ও পরকালীন বদান্যতা وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى خَالِقِهِمَا ও উভয় জগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগিতাকে وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেন هُوَ مَا اَشَارَ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ যার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন بِقَوْلِهٖ তাঁর এ উক্তি দ্বারা صِلْ مَنْ قَطَعَكَ যারা তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ এবং যারা তোমার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তুমি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করো وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ এবং যারা তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তুমি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করো وَالْاَصَحُّ সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হলো– اَنَّ الْخُلُقَ الْعَظِيْمَ هُوَ السُّلُوْكُ মহান চরিত্র দ্বারা ঐ পন্থা অনুসরণ করাকে বুঝায় اِلٰى مَا يَرْضٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْخَلْقُ جَمِيْعًا যার কল্যাণে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং গোটা সৃষ্টিজগতই সন্তুষ্ট হয়ে যান وَهٰذَا غَرِيْبٌ جِدًّا কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্লভ গুণ وَهُوَ تَلْمِيْحٌ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি– عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী "নিশ্চয়ই আপনি মহা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" এর দিকে وَهُوَ اِنْ لَّمْ يَدُلَّ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ এ আয়াতটি যদিও বাহ্যিকভাবে এটা প্রমাণ করে না যে, এ মহা উত্তম গুণটি শুধু নবী করীম ﷺ-এর জন্যই নির্ধারিত لٰكِنْ لَمَّا كَانَ فِىْ مَحَلِّ الْمَدْحِ কিন্তু প্রশংসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ায় اِخْتَصَّ بِهٖ এ গুণটি নবী করীম ﷺ-এর জন্যই সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

সরল অনুবাদ : **আর দরূদ ও সালাম সেই মহামানবের প্রতি বর্ষিত হোক, যিনি সর্বপ্রকার প্রশংসিত ও মহৎ গুণাবলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছেন।** 'সালাত' শব্দের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি "عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ بِهٖ" দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেন এ ব্যাপারে সতর্কীকরণ হয়ে যায় যে, নবী কারীম ﷺ-এর خُلُقٌ عَظِيْمٌ বা উত্তম চরিত্র গুণে বিভূষিত হওয়া, এটা এমন ধরনের একটি ব্যাপার যে, তা সাধারণ মানুষের মর্মসমূহে স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে এবং এ গুণ বর্ণনা করার পর যেন কারো মনোযোগ রাসূলে কারীম ﷺ ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তির দিকে ধাবিত হতে না পারে। আর خُلُقٌ বলতে এমন নৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতাকে বুঝায়, যা দ্বারা কর্ম অতি সহজে সম্পাদিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আল-কুরআনই ছিল নবী কারীম ﷺ-এর خُلُقٌ عَظِيْمٌ বা মহান চরিত্র। অর্থাৎ কোনো প্রকার কষ্টবোধ ছাড়াই পবিত্র কুরআনের উপর আমল করা তাঁর মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ خُلُقٌ عَظِيْمٌ দ্বারা নবী কারীম ﷺ -এর ইহ ও পরকালীন বদান্যতা ও উভয় জগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগিতাকে বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ خُلُقٌ عَظِيْمٌ দ্বারা নবী কারীম ﷺ -এর ঐ সব প্রশংসিত গুণাবলিকে বুঝাতে চেয়েছেন, যার প্রতি তিনি এ বাক্যসমূহ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন– صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ অর্থাৎ, "যারা তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এবং যারা তোমার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তুমি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রাদর্শন করো এবং যারা তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তুমি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করো।" সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হলো, خُلُقٌ عَظِيْمٌ বা মহান চরিত্র দ্বারা ঐ পন্থা অনুসরণ করাকে বুঝায়, যার কল্যাণে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং গোটা সৃষ্টিজগতই সন্তুষ্ট হয়ে যান; কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্লভ গুণ। গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী– اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আপনি মহা উত্তম চরিত্রের অধিকারী"-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ আয়াতটি যদিও বাহ্যিকভাবে এটা প্রমাণ করে না যে, এ মহা উত্তম গুণটি শুধু নবী কারীম ﷺ -এর জন্যই নির্ধারিত; কিন্তু প্রশংসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ায় এ গুণটি নবী কারীম ﷺ-এর জন্যই সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَتَفْسِيْرُ الصَّلٰوةِ وَاضِحٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে صَلٰوةٌ -এর বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, صَلٰوةٌ শব্দটির বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক পৃথক অর্থ হয়ে থাকে। সুতরাং তার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে হলে অর্থ হবে 'রহমত'।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : রহমতের শাব্দিক অর্থ– رِقَّةُ الْقَلْبِ (অন্তরের কোমলতা) আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তা হতে পূত-পবিত্র। এর উত্তরে আমরা বলব– এটা দ্বারা অন্তরের কোমলতার প্রতিক্রিয়া তথা দয়া ও অনুগ্রহ উদ্দেশ্য হবে।

* আর صَلٰوةٌ -এর সম্পর্ক ফেরেশতাগণের সাথে হলে অর্থ হবে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

* আর যদি صَلٰوةٌ -এর সম্পর্ক মানুষের সাথে হয় তখন অর্থ হবে দয়া প্রার্থনা।

* আর যদি صَلٰوةٌ -এর সম্পর্ক বিবেকশূণ্য প্রাণী বা বস্তু নিচয়ের সাথে হয় তখন অর্থ হবে 'তাসবীহ' অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করা।

এখানে صَلٰوةٌ টি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত হয়েছে, তাই এটার অর্থ হবে رَحْمَتْ كَامِلَه (পরিপূর্ণ রহমত) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত রহমত ও অনুগ্রহ রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর সাথীবর্গের প্রতি বর্ষিত হোক।

قَوْلُهٗ عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ -এর আলোচনা : এখানে নবী কারীম ﷺ-এর নাম উল্লেখ না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (আল-মানার প্রণেতা) নবী কারীম ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি; বরং مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ (যিনি সুমহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য মনোনীত হয়েছেন।) এর দ্বারা হুযূর ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর কারণ হলো, হুযূর ﷺ "خُلُقٌ عَظِيْمٌ"-এর গুণে গুণান্বিত হওয়া এমন একটি ব্যাপার, যা সর্বজনের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাই সর্বসাধারণ خُلُقٌ عَظِيْمٌ-এর উল্লেখ দ্বারা একমাত্র হুযূর ﷺ-কেই বুঝিয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالْخُلُقُ هُوَ مَلَكَةٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে خُلُقٌ عَظِيْمٌ-এর পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। আভিধানিক অর্থে خُلُقٌ হলো– স্বভাব, চরিত্র ও আচার-আচরণ। আর পরিভাষায় خُلُقٌ বলা হয়– এমন এক শক্তি ও যোগ্যতাকে বলে, যার সাহায্যে কার্যাদি অতি সহজে ও অনায়াসে সমাধা করা যায়।

اَلْخُلُقُ الْعَظِيْمُ -এর ব্যাখ্যা : মোল্লা জীয়ন (র.) হুযূর ﷺ-এর জন্য মনোনীত خُلُقٌ عَظِيْمٌ-এর চারটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

১. ইমাম মুসলিম (র.) হযরত সা'আদ ইবনে হিশাম (রা.)-এর মাধ্যমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর ﷺ-এর সেই সুমহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি ছিল স্বয়ং 'কুরআন মাজীদ'। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে ও অনায়াশে কুরআন মাজীদের উপর আমল করা তাঁর মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

২. রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইহকালীন ও পরকালীন দানশীলতা এবং উভয় জগতের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর সার্বক্ষণিক একাগ্রচিত্ততা।

৩. রাসূলে কারীম ﷺ -এর এ বাণীর দ্বারা যে চরিত্রের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে صِلْ مَنْ قَطَعَكَ الخ (সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, অত্যাচারীকে ক্ষমা করা, অসদাচরণ কারীর সাথে সদাচরণ করা)।

৪. এমন পন্থা অবলম্বন করা যা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সকলেরই মনঃপূত। এটাই خُلُقٌ عَظِيْمٌ-এর বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা।

اَقْسَامُ الْخُلُقِ (চরিত্রের প্রকারসমূহ) : خُطْبَاتُ حَكِيْمِ الْاِسْلَامِ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চরিত্র তিন প্রকার। যথা–

১. **خُلُقٌ حَسَنٌ (সচ্চরিত্র) :** মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা প্রদান করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا

২. **خُلُقٌ كَرِيْمٌ (উত্তম চরিত্র) :** মন্দ কাজের প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী–

١. فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ـ
٢. وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

৩. **خُلُقٌ عَظِيْمٌ (মহান চরিত্র) :** মন্দ কাজের জন্যে তাকে ক্ষমা করতঃ পুরস্কার প্রদান করা। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

قَوْلُهُ هُوَ الْجُوْدُ بِالْكَوْنَيْنِ الخ -এর আলোচনা : এখানে রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইহ ও পরকালীন দানশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার রাসূলে কারীম ﷺ -এর خُلُقٌ عَظِيْمٌ (মহান চরিত্র)-এর ব্যাপারে কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হল, 'ইহ ও পরকালীন দানশীলতা।' এখন প্রশ্ন থেকে যায় ইহ-পরকালীন সে দানশীলতা কি? তার উত্তরে বলা হয় যে, ইহকালীন দানশীলতা হলো দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার কালাম বা হিদায়েত, আর পরকালীন দানশীলতা হলো আখিরাতে কঠিন বিপদের সময় 'শাফায়াতে কোবরা' তথা মহা সুপারিশ এবং হাউজে কাউছার হতে পানি পান করানো। এটাই মহা দান যার অধিকারী হবেন একমাত্র রাসূলে কারীম ﷺ।

وَهُوَ وَاِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ -এর বিশ্লেষণ : সম্মানিত ব্যাখ্যাকার এ উক্তি দ্বারা سُوَال مُقَدَّرٌ তথা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে– "وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ" আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি রাসূল ﷺ -এর خُلُقٌ عَظِيْمٌ -এর সাথে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে; কিন্তু خُلُقٌ عَظِيْمٌ একমাত্র তাঁরই জন্যে খাস, এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ এ আয়াতটি مَقَامُ الْمَدْحِ তথা প্রশংসার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। সাধারণতঃ কারো প্রশংসা এমন গুণের উপর করা হয়, যা একমাত্র তার মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং مَقَامُ الْمَدْحِ এবং قَرِيْنَه দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ذَاتُ الرِّسَالَةِ مُخْتَصٌّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ তথা রিসালাতের সত্তা মহান চরিত্রের সাথে নির্দিষ্ট।

وَعَلٰى اٰلِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِنُصْرَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ وَالْاٰلُ اَهْلُ بَيْتِهٖ اَوْ عِتْرَتُهٗ اَوْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ وَهُوَ الْاَنْسَبُ هٰهُنَا لِاَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الْاَصْحَابِ فِى الصَّلٰوةِ فَكَانَ الْاَوْلٰى هُوَ التَّعْمِيْمُ وَالدِّيْنُ هُوَ وَضْعٌ اِلٰهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِى الْعُقُوْلِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُوْدِ اِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ وَهُوَ يَشْمُلُ الْعَقَائِدَ وَالْاَعْمَالَ وَيُطْلَقُ عَلٰى كُلِّ دِيْنٍ وَالْاِسْلَامُ هُوَ الدِّيْنُ الْمَخْصُوْصُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَلَعَلَّ فِىْ وَصْفِهٖ بِالْقَوِيْمِ اِشَارَةً اِلَيْهِ لِاَنَّ دِيْنَ الْاِسْلَامِ هُوَ الْمَوْصُوْفُ بِالْاِسْتِقَامَةِ ـ

<u>**শাব্দিক অনুবাদ :**</u> وَعَلٰى اٰلِهٖ আর তাঁর অনুসারীগণের উপরও বর্ষিত হোক الَّذِيْنَ যাঁরা قَامُوْا অগ্রসর হয়েছিলেন بِنُصْرَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ সরল সত্য দীনের সাহায্যে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ এ বাক্যটি মুসান্নেফ (র.)-এর পূর্ববর্তী বাক্য عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ এর উপর 'আতফ' হয়েছে وَالْاٰلُ আর اٰلٌ শব্দটি اَهْلُ بَيْتِهٖ রাসূল ﷺ-এর আহলে বাইত اَوْ عِتْرَتُهٗ বা তার তাঁর পরিবার-পরিজন اَوْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ অথবা আল্লাহভীরু প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হতে পারে وَهُوَ الْاَنْسَبُ هٰهُنَا এ শেষোক্ত অর্থটিই এখানে অধিক উপযোগী لِاَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) কেননা, গ্রন্থকার (র.) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الْاَصْحَابِ فِى الصَّلٰوةِ দরূদ ও সালাম নিবেদনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের উল্লেখ করেন নি فَكَانَ الْاَوْلٰى সুতরাং উচিত (উত্তম) هُوَ التَّعْمِيْمُ ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করা وَالدِّيْنُ هُوَ وَضْعٌ اِلٰهِيٌّ আর দীন হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটি জীবন বিধান سَائِقٌ যা পরিচালিত করে لِذَوِى الْعُقُوْلِ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টিকে بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُوْدِ তাদের প্রশংসনীয় পছন্দ ও শুধু বিবেচনার মাধ্যমে اِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ চির কল্যাণ (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর দীদার) এর দিকে وَهُوَ يَشْمُلُ الْعَقَائِدَ وَالْاَعْمَالَ এটা বিশ্বাস ও কর্ম উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে وَيُطْلَقُ عَلٰى كُلِّ دِيْنٍ এবং প্রত্যেক দীনের উপরই প্রযোজ্য হয় وَالْاِسْلَامُ هُوَ الدِّيْنُ আর ইসলাম হচ্ছে সেই বিশেষ দীন الْمَخْصُوْصُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্যই নির্ধারিত وَلَعَلَّ فِىْ وَصْفِهٖ بِالْقَوِيْمِ اِشَارَةً اِلَيْهِ সম্ভবত দীনের বিশেষণ হিসেবে قَوِيْمٌ শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা এটার প্রতি ইঙ্গিতই উদ্দেশ্য ছিল لِاَنَّ دِيْنَ الْاِسْلَامِ কেননা, একমাত্র দীনে ইসলামই هُوَ الْمَوْصُوْفُ بِالْاِسْتِقَامَةِ সরল-সত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ এ অনুপম গুণে বিভূষিত।

<u>**সরল অনুবাদ :**</u> **আর তাঁর অনুসারীগণের উপরও বর্ষিত হোক, যাঁরা সরল-সত্য দীনের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছিলেন।** এ বাক্যটি মুসান্নেফ (র.)-এর পূর্ববর্তী বাক্য عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ-এর উপর "আতফ" হয়েছে। اٰلٌ শব্দটি নবী কারীম ﷺ -এর আহলে বাইত, পরিবার-পরিজন অথবা আল্লাহ ভীরু প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হতে পারে। তবে এ শেষোক্ত অর্থটিই এখানে অধিকতর উপযোগী। কেননা গ্রন্থকার (র.) দরূদ ও সালাম নিবেদনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের উল্লেখ করেননি। সুতরাং এখানে عُمُوْم বা ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করা উচিত। আর دِيْنٌ হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটি জীবন বিধান, যা ذَوِى الْعُقُوْلِ বা বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টিকে তাদের প্রশংসনীয় পছন্দ ও শুভ বিবেচনার মাধ্যমে চিরকল্যাণ (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর দীদার)-এর দিকে পরিচালিত করে। এটা বিশ্বাস ও কর্ম উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রত্যেক দীনের উপরই তা প্রযোজ্য হয়। আর 'ইসলাম' হচ্ছে সেই বিশেষ দীন, যা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্যই নির্ধারিত। সম্ভবত দীনের বিশেষণ হিসেবে قَوِيْمٌ শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা এটার প্রতি ইঙ্গিতই উদ্দেশ্য ছিল। কেননা একমাত্র দীনে ইসলামই اِسْتِقَامَةٌ বা 'সরল-সত্য ও ভারসাম্য পূর্ণ' এ অনুপমগুণে বিভূষিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلٰى اٰلِهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে آل -এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা মোল্লা জীয়ন (র.) آلٌ -এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন—

১. اَهْلُ الْبَيْتِ তথা হুযূর ﷺ -এর পরিবার-পরিজন।

২. اَوْلَادُ النَّبِيِّ ﷺ তথা হুযূর ﷺ -এর সন্তান-সন্ততি।

৩. كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ তথা প্রত্যেক আল্লাহভীরু মু'মিন।

তিনি আরো বলেছেন যে, তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করাই এখানে সর্বাধিক সমীচীন হবে। কেননা গ্রন্থকার এখানে পরিষ্কারভাবে সাহাবীগণের উল্লেখ করেননি। সুতরাং তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে عِتْرَةُ الرَّسُوْلِ ও اَوْلَادُ الرَّسُوْلِ তথা আওলাদে রাসূল ও সাহাবীগণ সহ সকল ঈমানদারগণ এটার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর দোয়াকে ব্যাপক করাই উত্তম। তবে শুধু আহলে বাইত বা আওলাদে রাসূলকে উদ্দেশ্য করলেও নাজায়েজ হবে না।

اٰلٌ ও اَهْلٌ-এর মধ্যকার পার্থক্য : اٰلٌ ও اَهْلٌ-এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য নেই। তবে প্রয়োগগত পার্থক্য রয়েছে।

* اٰلٌ টি সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত শ্রেণীর সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চাই পরকালের দিকে লক্ষ্য করে অভিজাত হোক। যেমন- اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ অথবা ইহকাল তথা পার্থিব জীবনের দিকে লক্ষ্য করে অভিজাত হোক। যেমন- اٰلُ فِرْعَوْنَ

* পক্ষান্তরে اَهْلٌ শব্দটি সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

* কারো কারো মতে اَهْلٌ শুধুমাত্র পরিবার পরিজনকে বুঝায়, আর اٰلٌ পরিবার পরিজন ও অনুসারীদেরকেও বুঝায়।

قَوْلُهُ وَالدِّيْنُ هُوَ وَضْعٌ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে اَلدِّيْنُ-এর অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اَلدِّيْنُ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

১. اَلْجَزَاءُ অর্থাৎ প্রতিদান, কর্মফল। যেমন- كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ (যেমন করবে তেমন প্রতিদান পাবে)।

২. اَلْحِسَابُ অর্থাৎ হিসাব। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ (আমাদের কি হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে?)।

৩. اَلطَّاعَةُ অর্থাৎ আনুগত্য। যথা- اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ

৪. اَلْمِلَّةُ وَالْعَادَةُ অর্থাৎ মিল্লাত বা ধর্ম ও অভ্যাস।

৫. اَلْقَهْرُ অর্থাৎ জবরদস্তি বা বাধ্য করা জীবন বিধান। যথা- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ এখানে জীবন বিধানের অর্থে হয়েছে।

৬. আইন কানুন। যথা- مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ

৭. প্রচলিত প্রথা। যথা- وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ

اَلدِّيْنُ -এর পারিভাষিক অর্থ : মোল্লা জীয়ন (র.) বলেছেন যে, هُوَ وَضْعٌ اِلٰهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِي الْعُقُوْلِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُوْدِ اِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ অর্থাৎ দীন হলো খোদা প্রদত্ত জীবন বিধান, যা বিবেকবানদেরকে তাদের প্রশংসিত স্বাধীনতা ক্ষমতা বান আল্লাহর সন্তোষ ও আল্লাহর দর্শনের দিকে নিয়ে যায়।

قَوْلُهُ اَلْخَيْرِ بِالذَّاتِ -এর আলোচনা : এখানে اَلْخَيْرِ بِالذَّاتِ -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে اَلْخَيْرِ بِالذَّاتِ-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর দর্শনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটাই প্রকৃত কল্যাণ। অর্থাৎ কোনো মাধ্যম ছাড়াই এটা কল্যাণ। ইবনে মালিক (র.) বলেছেন যে, এখানে بِالذَّاتِ শব্দটি سَائِقٌ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত এমন বিধান, যা স্বয়ং কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়।

وَلَعَلَّ فِيْ وَصْفِهِ بِالْقَوِيْمِ الخ -এর আলোচনা : এ বক্তব্য দ্বারা আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, যখন دين শব্দটি প্রত্যেক নবীর আনীত দীনের উপর প্রযোজ্য হয়, তখন اَلَّذِيْنَ قَامُوْا بِنُصْرَةِ الدِّيْنِ এ বাক্যের অর্থ হবে, নবীর পরিবার-পরিজন সব দীনের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছেন। অথচ ব্যাপার তো এ রকম নয়; বরং নবীর পরিবার-পরিজন কেবলমাত্র دِيْنِ مُحَمَّدِيْ -এর সহযোগিতা করেছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে, তখন মানার প্রণেতা শুধুমাত্র اَلدِّيْنُ বলেননি; বরং اَلدِّيْنُ الْقَوِيْمُ (সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ দীন) বলেছেন। সুতরাং اَلْقَوِيْمِ শব্দ দ্বারা صِفَتْ গ্রহণে প্রতীয়মান হয় যে, اَلَّذِيْنَ قَامُوْا بِنُصْرَةِ الدِّيْنِ এ উক্তিতে দীন দ্বারা দীন ইসলামই উদ্দেশ্য। অতএব, আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

تَقْسِيمُ اُصُوْلُ الشَّرْعِ

اُصُوْلُ الشَّرْعِ -এর প্রকারভেদ

ثُمَّ اِعْلَمْ اَنَّ اُصُوْلَ الْفِقْهِ لَهُ حَدٌّ اِضَافِىٌّ وَحَدٌّ لَقَبِىٌّ وَغَايَةٌ وَمَوْضُوْعٌ وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) طَوَيْنَاهُ عَلٰى غَرِّهٖ وَلٰكِنْ لَابُدَّ هٰهُنَا مِنْ اَنْ يُّعْلَمَ اَنَّ عِلْمَ اُصُوْلِ الْفِقْهِ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اِثْبَاتِ الْاَدِلَّةِ لِلْاَحْكَامِ فَمَوْضُوْعُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ هُوَ الْاَدِلَّةُ وَالْاَحْكَامُ جَمِيْعًا اَلْاَوَّلُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثْبِتٌ وَالثَّانِىْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثْبَتٌ وَالْمُصَنِّفُ (رحـ) ذَكَرَ اَحْوَالَ الْاَدِلَّةِ فِىْ صَدْرِ الْكِتَابِ وَاَحْوَالَ الْاَحْكَامِ فِىْ اٰخِرِهٖ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْهَا فَقَالَ اِعْلَمْ اَنَّ اُصُوْلَ الشَّرْعِ ثَلٰثَةٌ وَالْاُصُوْلُ جَمْعُ اَصْلٍ وَهُوَ مَا يُبْتَنٰى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِهَا هٰهُنَا الْاَدِلَّةُ وَالشَّرْعُ اِنْ كَانَ بِمَعْنَى الشَّارِعِ فَاللَّامُ فِيْهِ لِلْعَهْدِ اَىْ اَلْاَدِلَّةُ الَّتِىْ نَصَبَهَا الشَّارِعُ دَلِيْلًا وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوْعِ فَاللَّامُ فِيْهِ لِلْجِنْسِ اَىْ اَدِلَّةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَّكُوْنَ الشَّرْعُ اِسْمًا لِلدِّيْنِ فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى التَّاوِيْلِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اِعْلَمْ অতঃপর ভালোভাবে জেনে রাখো যে اِنَّ اُصُوْلَ الْفِقْهِ উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্র لَهُ তার (দু'টি) সংজ্ঞা রয়েছে حَدٌّ اِضَافِىٌّ একটি সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা وَحَدٌّ لَقَبِىٌّ আর অন্যটি পদবীবাচক সংজ্ঞা وَغَايَةٌ وَمَوْضُوْعٌ এবং এটার একটি উদ্দেশ্য ও একটি আলোচ্য বিষয় আছে وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) যেহেতু গ্রন্থকার (র.) ঐ সব বিষয়ের কোনো আলোচনাই করেননি طَوَيْنَاهُ عَلٰى غَيْرِهٖ (এজন্য) আমিও সেগুলোকে তার আপন অবস্থায়-ই ছেড়ে দিয়েছি وَلٰكِنْ لَابُدَّ هٰهُنَا মِنْ اَنْ يُّعْلَمَ অবশ্য এতটুকু জেনে রাখা জরুরি যে اَنَّ عِلْمَ اُصُوْلِ الْفِقْهِ عِلْمٌ উসূলুল ফিক্‌হ হচ্ছে এমন একটি শাস্ত্র يُبْحَثُ فِيْهِ যাতে আলোচনা করা হয়ে থাকে عَنْ اِثْبَاتِ الْاَدِلَّةِ لِلْاَحْكَامِ শরিয়তের আহকামকে দলিল প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে فَمَوْضُوْعُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ সুতরাং সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় هُوَ الْاَدِلَّةُ وَالْاَحْكَامُ جَمِيْعًا দালায়েল ও আহকাম উভয়ই একত্রে اَلْاَوَّلُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثْبِتٌ প্রথমটি অর্থাৎ اَدِلَّةٌ এ হিসেবে আলোচ্য বিষয় যে, তা 'দালায়েল' দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে وَالثَّانِىْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثْبَتٌ আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ اَحْكَامٌ এ হিসেবে আলোচ্য বিষয় যে, তা আহকাম দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে وَالْمُصَنِّفُ (رحـ) ذَكَرَ اَحْوَالَ الْاَدِلَّةِ গ্রন্থকার (র.) দলিলসমূহের অবস্থা বর্ণনা করেছেন فِىْ صَدْرِ الْكِتَابِ কিতাবের প্রথম অংশে وَاَحْوَالَ الْاَحْكَامِ আহকামের অবস্থা বর্ণনা করেছেন فِىْ اٰخِرِهٖ কিতাবের শেষাংশে بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْهَا সেগুলোর আলোচনা সমাপ্ত করে فَقَالَ অতঃপর তিনি বলেন اِعْلَمْ ভালভাবে জেনে রাখো যে اَنَّ اُصُوْلَ الشَّرْعِ ثَلٰثَةٌ ইসলামি শরিয়তের দলিল বা মূলনীতি প্রকৃতপক্ষে তিনটি وَالْاُصُوْلُ جَمْعُ اَصْلٍ আর اُصُوْلٌ শব্দটি اَصْلٌ শব্দের বহুবচন وَهُوَ مَا يُبْتَنٰى عَلَيْهِ غَيْرُهُ যার উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তাকে اَصْلٌ বলা হয় وَالْمُرَادُ بِهَا هٰهُنَا এখানে اُصُوْلٌ দ্বারা اَدِلَّةٌ বা শরিয়তের দলিল প্রমাণসমূহই উদ্দেশ্য اَلْاَدِلَّةُ وَالشَّرْعُ اِنْ كَانَ بِمَعْنَى الشَّارِعِ আর شَرْعٌ শব্দটি যদি شَارِعٌ বা শরিয়ত প্রবর্তনকারী অর্থে হয় فَاللَّامُ فِيْهِ لِلْعَهْدِ তাহলে তার মধ্যে যে اَلِفْ ও لَامْ রয়েছে, তাকে اَلِفْ لَامْ عَهْدِىْ বলে মনে করতে হবে اَىْ اَلْاَدِلَّةُ الَّتِىْ نَصَبَهَا الشَّارِعُ دَلِيْلًا অর্থাৎ ঐ সব দালায়েল, শরিয়ত প্রবর্তনকারী যেগুলোকে দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوْعِ আর যদি তা مَشْرُوْعٌ বা বিধানকৃত অর্থে হয় فَاللَّامُ فِيْهِ لِلْجِنْسِ তাহলে তার মধ্য যে, لَامْ ও اَلِفْ রয়েছে তা اَلِفْ لَامْ جِنْسٍ বা জাতি জ্ঞাপক বলে মনে করতে হবে اَىْ اَدِلَّةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ। অর্থাৎ বিধানকৃত আহকামের দলিলসমূহ وَالْاَوْلٰى এ ক্ষেত্রে উত্তম اَنْ يَّكُوْنَ الشَّرْعُ اِسْمًا لِلدِّيْنِ যে شَرْعٌ কে দীনের অর্থে গ্রহণ করা فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى التَّاوِيْلِ তাহলে কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হবে না।

সরল অনুবাদ : অতঃপর ভালোভাবে জেনে রাখো যে, উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রের দু'টি সংজ্ঞা রয়েছে, একটি সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা আর অন্যটি পদবীবাচক সংজ্ঞা এবং এটার একটি উদ্দেশ্যও একটি আলোচ্য বিষয় আছে। যেহেতু গ্রন্থকার (র.) ঐ সব বিষয়ের কোনো আলোচনাই করেননি; এ জন্য আমিও সেগুলোকে তার আপন অবস্থায়-ই ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্য এতটুকু জেনে রাখা জরুরি যে, উসূলুল ফিক্‌হ হচ্ছে এমন একটি শাস্ত্র, যাতে শরিয়তের আহকামকে দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মতানুসারে 'দালায়েল' ও 'আহকাম' উভয়ই একত্রে এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। প্রথমটি অর্থাৎ أَدِلَّةٌ এ হিসেবে আলোচ্য বিষয় যে, তা 'দালায়েল' দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) কিতাবের প্রথম অংশে দলিলসমূহের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোর আলোচনা সমাপ্ত করে কিতাবের শেষাংশে আহকামের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, **ভালভাবে জেনে রাখো যে, ইসলামি শরিয়তের দলিল বা মূলনীতি প্রকৃতপক্ষে তিনটি।** أُصُوْل শব্দটি أَصْل শব্দের বহুবচন। যার উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তাকে أَصْل বলা হয়। এখানে أُصُوْل দ্বারা أَدِلَّةٌ বা শরিয়তের দলিল-প্রমাণসমূহ-ই উদ্দেশ্য। আর شَرْع শব্দটি যদি شَارِعْ বা 'শরিয়ত প্রবর্তনকারী' অর্থে হয়, তাহলে তার মধ্যে যে اَلِف ও لَامْ রয়েছে , তাকে اَلِفْ لَامْ عَهْدِيْ বা পরিচয়জ্ঞাপক বলে মনে করতে হবে। অর্থাৎ ঐ সব দালায়েল, শরিয়ত প্রবর্তনকারী যেগুলোকে দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর যদি তা مَشْرُوْعٌ বা 'বিধানকৃত' অর্থে হয়, তাহলে তার মধ্যে যে اَلِفْ ও لَامْ রয়েছে, তা اَلِفْ لَامْ جِنْسِيْ বা জাতিজ্ঞাপক বলে মনে করতে হবে। অর্থাৎ বিধানকৃত আহকামের দলিলসমূহ। এ ক্ষেত্রে شَرْع-কে দীনের অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম, তাহলে কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَغَايَةُ الخ **-এর আলোচনা :** এখানে غَايَةٌ-এর পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। উসূলুল ফিক্‌হের غَايَةٌ বা উদ্দেশ্য হলো- هُوَ مَعْرِفَةُ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থাৎ বিস্তারিত প্রমাণাদি দ্বারা শরিয়তের আহকামের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাই উসূলুল ফিক্‌হের উদ্দেশ্য।

طَوَيْنَاهُ عَلٰى غَرِّهِ **-এর ব্যাখ্যা :** طَوَيْنَا ক্রিয়াটি اَلطَّيُّ মাসদার থেকে গঠিত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ- মুড়িয়ে রাখা, ভাঁজে ভাঁজে রাখা। আর غَرٌّ শব্দের অর্থ- কাপড়ের ভাঁজ। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে- আমরা বিষয়টিকে তার ভাঁজে রেখে দিলাম। অথবা যেমন আছে তেমন রেখে দিলাম। মূলত আরবি ভাষায় এ বাক্যটি কারো পদাঙ্ক ও নিয়ম-নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ الْاَوَّلُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) স্বীয় উক্তি "اَلْاَوَّلُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثْبِتٌ" দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, উসূলুল ফিক্‌হের আলোচ্য বিষয় হিসেবে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ১. دَلَائِلْ ২. اَحْكَامْ আর বিধান হচ্ছে- تَعَدُّدُ الْمَوْضُوْعِ يَدُلُّ عَلٰى تَعَدُّدِ الْعِلْمِ অর্থাৎ একাধিক আলোচ্য বিষয় একাধিক ইলমের প্রতি দালালত করে। তালে اُصُوْلُ فِقْه কি দু'টি ইলমের নাম?

তিনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এখানে আলোচ্য বিষয় একাধিক হলেও উভয়ের মাঝে اِتِّحَادْ ذَاتِيْ (মৌলিক ঐক্য) রয়েছে। যদিও উভয়ের মাঝে فَرْق اِعْتِبَارِيْ (বিবেচনাগত পার্থক্য) বিদ্যমান। উভয়ের মাঝে মৌলিক ঐক্য এভাবে যে, এখানে اِثْبَاتْ (সাব্যস্তকরণ)-এর বিদ্যমান। দলিলসমূহ সাব্যস্তকারী হিসেবে আর আহকাম সাব্যস্তকৃত হিসেবে اُصُوْل فِقْه -এর আলোচ্য বিষয়। সুতরাং اِتِّحَادْ ذَاتِيْ -এর ক্ষেত্রে تَعَدُّدُ الْمَوْضُوْعِ দ্বারা تَعَدُّدُ الْعِلْمِ আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ اُصُوْلُ الشَّرْعِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে اَلشَّرْعُ -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো এই যে, اَلشَّرْعُ-এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রকাশ করা। সুতরাং اُصُوْلُ الشَّرْعِ তথা اَدِلَّةُ الْاِظْهَارِ (প্রকাশ করার প্রমাণাদি)-এর কি অর্থ হবে?

এর উত্তরে বলা হবে যে, এখানে اَلشَّرْعُ মাসদারটি ইসমে ফায়েল বা ইসমে মাফউলের অর্থে হবে। সুতরাং যদি এটা اَلشَّارِعُ-এর অর্থে হয়, যেমনটি اَلْعَدْلُ শব্দটি اَلْعَادِلُ-এর অর্থে হয়ে থাকে। তাহলে এটার ال নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য হবে। আর সে নির্দিষ্ট ব্যক্তির হবেন রাসূলে কারীম ﷺ। আর এ অবস্থায় شَرْع-এর প্রতি اُصُوْل-এর اِضَافَتْ টা مُضَافْ-এর সম্মানার্থে হবে। যেমন- بَيْتُ اللّٰهِ -এর মধ্যে হয়েছে। মোল্লা জীয়ন (র.) اَلْاَدِلَّةُ الَّتِيْ نَصَبَهَا الشَّارِعُ دَلِيْلًا-এর দ্বারা উক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আর যদি তা مَشْرُوْعٌ-এর অর্থে হয়, যেমনটি خَلْق শব্দটি مَخْلُوْق-এর অর্থে হয়ে থাকে, তাহলে এটাতে "ال" اَلِفْ لَامْ جِنْس জাতীয়তার অর্থে হবে। আর তখন অর্থ হবে- اَدِلَّةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ অর্থাৎ প্রচলিত আহকামের দলিলসমূহ। তবে এ স্থলে "ال" টি اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থে হতে পারবে না। কেননা প্রচলিত বিধানাবলির মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর গুণাবলির মাসআলাও রয়েছে। যা দলিলকে সাব্যস্তকারী, দলিলের দ্বারা সাব্যস্তকৃত নয়। অবশ্য এ স্থলে اَلشَّرْعُ-এর দ্বারা দীন এর অর্থ নেওয়াই শ্রেয়, তাহলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশই থাকে না।

قَوْلُهُ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَكُوْنَ الشَّرْعُ الخ **:** ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, اُصُوْلُ الشَّرْعِ -এর মধ্যে اَلشَّرْعُ শব্দটিকে شَارِعْ অথবা مَشْرُوْعْ অর্থে প্রয়োগ না করে اَلدِّيْن অর্থে প্রয়োগ করা সর্বোত্তম। এমতাবস্থায় "ال" টি عَهْدِيْ হবে। আর তার مَعْهُوْد হবে দীন ইসলাম। সুতরাং اُصُوْلُ الشَّرْعِ মানে اُصُوْلُ الدِّيْنِ لِلْاِسْلَامِ তথা দীন ইসলামের মূলনীতিসমূহ। এটি উত্তম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, اَلشَّرْعُ শব্দটিকে شَارِع বা مَشْرُوْع অর্থে ব্যবহার করলে مَجَازْ বা রূপকার্থের আশ্রয় নিতে হয়। আর বিধান হচ্ছে- اَلْحَقِيْقَةُ اَوْلٰى مِنَ الْمَجَازِ তথা মাজাযের চেয়ে হাকীকত উত্তম।

وَاِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اُصُوْلَ الْفِقْهِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاُصُوْلَ كَمَا اَنَّهَا اُصُوْلُ الْفِقْهِ فَكَذٰلِكَ هِىَ اُصُوْلُ الْكَلَامِ اَيْضًا اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاِجْمَاعُ الْاُمَّةِ بَدْلٌ مِنْ ثَلٰثَةٍ اَوْ بَيَانٌ لَهٗ وَالْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَهُوَ مِقْدَارُ خَمْسِ مِائَةِ اٰيَةٍ لِاَنَّهٗ اَصْلُ الشَّرْعِ وَالْبَاقِىْ قِصَصٌ وَنَحْوُهَا وَهٰكَذَا الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا وَهُوَ مِقْدَارُ ثَلٰثَةِ الْاٰفٍ عَلٰى مَاقَالُوْا وَالْمُرَادُ بِاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ اِجْمَاعُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِشَرَافَتِهَا وَكَرَامَتِهَا سَوَاءٌ كَانَ اِجْمَاعُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ اِجْمَاعُ عِتْرَةِ الرَّسُوْلِ اَوْ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ اَوْ نَحْوِهِمْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اُصُوْلَ الْفِقْهِ এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, গ্রন্থকার (র.), উসূলুল ফিক্‌হ বলেননি لِاَنَّ هٰذِهِ الْاُصُوْلَ এটার কারণ এ মূলনীতিসমূহ كَمَا اَنَّهَا اُصُوْلُ الْفِقْهِ একদিকে যেমন ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি فَكَذٰلِكَ فِىْ اُصُوْلِ الْكَلَامِ اَيْضًا তেমনি তা কালামশাস্ত্রের মূলনীতিও اَلْكِتَابُ প্রথম মূলনীতি কিতাবুল্লাহ وَالسُّنَّةُ দ্বিতীয় মূলনীতি সুন্নাতে রাসূল ﷺ وَاِجْمَاعُ الْاُمَّةِ এবং তৃতীয় মূলনীতি ইজমায়ে উম্মত بَدْلٌ مِنْ ثَلٰثَةٍ এ বাক্যটি পূর্ববর্তী ثَلٰثَةٌ শব্দ হতে بَدْلٌ হয়েছে اَوْ بَيَانٌ لَهٗ অথবা بَيَانٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে اَلْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ بَعْضُ الْكِتَابِ কিতাব দ্বারা কিতাবুল্লাহ-এর অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য وَهُوَ مِقْدَارُ خَمْسِ مِائَةِ اٰيَةٍ আর তার পরিমাণ পাঁচশত আয়াত لِاَنَّهٗ اَصْلُ الشَّرْعِ কেননা, এ পরিমাণ আয়াতই শরিয়তের বিধিবিধানের আসল ও বুনিয়াদ وَالْبَاقِىْ قِصَصٌ وَنَحْوُهَا অবশিষ্টাংশ ঘটনা, কাহিনীসমূহ, উপমা, উদাহরণ এবং অপরাপর বিষয়াবলি সম্পর্কিত وَهٰكَذَا এমনিভাবে اَلْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا সুন্নত দ্বারাও সুন্নতের অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য وَهُوَ مِقْدَارُ ثَلٰثَةِ الْاٰفٍ আর তার পরিমাণ মাত্র তিন সহস্র হাদীস عَلٰى مَا قَالُوْا ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী وَالْمُرَادُ بِاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ ইজমায়ে উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য اِجْمَاعُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের ইজমা لِشَرَافَتِهَا وَكَرَامَتِهَا এটা এ উম্মতের সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কারণে سَوَاءٌ كَانَ اِجْمَاعُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ তা পবিত্র মদীনাবাসীদের ইজমা-ই হোক اَوْ اِجْمَاعُ عِتْرَةِ الرَّسُوْلِ অথবা নবী করীম ﷺ-এর বংশধরের ইজমা اَوْ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ কিংবা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা اَوْ نَحْوِهِمْ অথবা তাঁদেরই মতো নবী করীম ﷺ-এর অন্যান্য অনুসারীগণের ইজমা-ই হোক।

সরল অনুবাদ : এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, গ্রন্থকার (র.) اُصُوْلُ الْفِقْهِ না বলে اُصُوْلُ الشَّرْعِ বলেছেন। এটার কারণ এ মূলনীতিসমূহ এক দিকে যেমন ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি, তেমনি তা কালামশাস্ত্রের মূলনীতিও বটে। **প্রথম মূলনীতি কিতাবুল্লাহ , দ্বিতীয় মূলনীতি সুন্নতে রাসূল ﷺ এবং তৃতীয় মূলনীতি ইজমায়ে উম্মত**। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী ثَلٰثَةٌ শব্দ হতে بَدْلٌ অথবা بَيَانٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিতাব দ্বারা কিতাবুল্লাহ-এর অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য। আর তার পরিমাণ পাঁচশত আয়াত। কেননা এ পরিমাণ আয়াতই শরিয়তের বিধিবিধানের আসল ও বুনিয়াদ। অবশিষ্টাংশ ঘটনা, কাহিনীসমূহ, উপমা-উদাহরণ এবং অপরাপর বিষয়াবলি সম্পর্কিত। এমনিভাবে সুন্নত দ্বারাও সুন্নতের অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য। আর ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী তার পরিমাণ মাত্র তিন সহস্র হাদীস। ইজমায়ে উম্মত দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের ইজমা-ই উদ্দেশ্য। এটা এ উম্মতের সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কারণে। তা পবিত্র মদীনাবাসীদের ইজমা-ই হোক অথবা নবী কারীম ﷺ-এর বংশধর কিংবা সাহাবায়ে কেরাম অথবা তাঁদেরই মতো নবী কারীম ﷺ-এর অন্যান্য অনুসারীগণের ইজমাই হোক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَمْ يَقُلْ اُصُوْلَ الْفِقْهِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে اُصُوْلُ الْفِقْهِ না বলে اُصُوْلُ الشَّرْعِ বলার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে : গ্রন্থকার (আল-মানার প্রণেতা) اُصُوْلُ الْفِقْهِ না বলে اُصُوْلُ الشَّرْعِ বলেছেন। কেননা এ দলিলগুলো ফিকহের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং এ গুলো আকায়েদ ও ইলমে কালামেরও দলিল। অথচ اُصُوْل কে فِقْه-এর প্রতি ইযাফত করলে ফিক্‌হের জন্য

এগুলোর নির্দিষ্ট হওয়া প্রতীয়মান হয়। আর اَلشَّرْعُ শব্দটি ফিক্হ, আকায়েদ এবং ইলমে কালাম সবগুলোকেই শামিল করে। এটা ওলামায়ে মুতাআখ্খিরীনের অভিমত। পক্ষান্তরে ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের মতে فِقْه শব্দটিও ইলমে কালামকে শামিল করে। এ জন্যই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ইলমে কালাম সম্পর্কিত তাঁর এক গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'আল-ফিক্হুল আকবার'।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الخ -এর আলোচনা : এখানে কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শারেহ (র.)-এর মতে এখানে كِتَابٌ ও سُنَّتٌ -এর দ্বারা আল-মানার প্রণেতা এতদুভয়ের অংশ বিশেষকে বুঝিয়েছেন। যথাক্রমে এগুলোর পরিমাণ হলো ৫০০ (পাঁচশত) আয়াত এবং ৩০০০ (তিন হাজার) হাদীস। কেননা এগুলোর উপরই শরিয়তের ভিত্তি। অবশিষ্ট গুলো কিসসা-কাহিনী ' উপদেশাবলি ইত্যাদি।

তবে কোনো কোনো মনীষীর মতে এগুলোর দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীস উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা শরিয়তের দলিল দু'প্রকার-(১) প্রকাশ্য ও (২) অপ্রকাশ্য। قِصَصْ ও اَمْثَالْ ইত্যাদির মধ্যে অপ্রকাশ্য দলিল রয়েছে।

উল্লেখ্য, বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সমগ্র কুরআনের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ-

১. وَعْدَهْ (প্রতিশ্রুতি)-এর আয়াত-	১০০০
২. ভীতি প্রদর্শনের আয়াত-	১০০০
৩. আদেশসূচক আয়াত-	১০০০
৪. নিষেধাজ্ঞাসূচক আয়াত-	১০০০
৫. উদাহরণ সম্বলিত আয়াত-	১০০০
৬. ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্বলিত আয়াত-	১০০০
৭. আহকাম (হালাল-হারাম) সম্বলিত আয়াত-	৫০০
৮. তাসবীহ সম্বলিত আয়াত-	১০০
৯. বিবিধ আয়াত-	৬৬
সর্বমোট আয়াত-	৬,৬৬৬

قَوْلُهُ اِجْمَاعُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইজমায়ে উম্মতের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اِجْمَاعٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে- ঐকমত্যে পৌছা। এখানে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইজমার দ্বারা তাদের মুজতাহিদগণের ইজমাকে বুঝানো হয়েছে। পরিভাষায় ইজমা বলা হয়, দীনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তের উপর সমযুগের মুজতাহিদগণের একমত হওয়া। তাঁরা যে কোনো যুগের বা দেশের হোকনা কেন। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন- لَايَجْتَمِعُ اُمَّتِى عَلَى الضَّلَالَةِ (আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একমত হবে না)। ইমাম মালিক (র.) ইজমার জন্য মদীনাবাসীগণের অন্তর্ভুক্তির শর্তারোপ করেছেন।

কারো কারো মতে, কেবল সাহাবায়ে কেরামের ইজমা গ্রহণযোগ্য। কেননা, রাসূল ﷺ তাঁদের শানে বলেছেন-

"اَصْحَابِى كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ"

আবার অন্যদের মতে, আহলে ইজমার জন্যে আওলাদে রাসূল হওয়া শর্ত। কেননা, রাসূল ﷺ এদের ব্যাপারে বলেছেন-

"اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعِتْرَتِىْ"

তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে, নেককার মুজতাহিদগণের ইজমাই বিবেচ্য। সাহাবী হওয়া, মদীনাবাসী হওয়া বা আওলাদে রাসূল হওয়া এর কোনোটাই শর্ত নয়। কেননা, হাদীসে আছে- "مَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ"

وَالْاَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ اَىِ الْاَصْلُ الرَّابِعُ بَعْدَ الثَّلٰثَةِ لِلْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُقَيِّدَهٗ بِهٰذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهٗ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَغَيْرُهٗ لِيُخْرِجَ الْقِيَاسَ الشَّبْهِىَّ وَالْعَقْلِىَّ وَلٰكِنَّهٗ اِكْتَفٰى بِالشُّهْرَةِ فَنَظِيْرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْكِتَابِ قِيَاسُ حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ عَلٰى حُرْمَةِ الْوَطْىِ فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ بِعِلَّةِ الْاَذٰى الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ আর চতুর্থ মূলনীতি হলো কিয়াস اَىِ الْاَصْلُ الرَّابِعُ অর্থাৎ চতুর্থ মূলনীতি بَعْدَ الثَّلٰثَةِ উক্ত মূলনীতিত্রয়ের পরে لِلْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ শরিয়তের হুকুমসমূহের জন্য هُوَ الْقِيَاسُ ঐ কিয়াস الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ যা উক্ত মূলনীতিত্রয়ের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত হয়েছে وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُقَيِّدَهٗ بِهٰذَا الْقَيْدِ আল-মানার ঐ গ্রন্থকারে পক্ষে কিয়াসকে اَلْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ -এর শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত করাই সমীচীন ছিল كَمَا قَيَّدَهٗ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَغَيْرُهٗ যেমনিভাবে আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র.) ও অন্যান্য উসূলবিদগণ করেছেন لِيُخْرِجَ الْقِيَاسَ الشَّبْهِىَّ وَالْعَقْلِىَّ যেন قِيَاسْ شِبْهِىْ ও قِيَاسْ عَقْلِىْ বের হয়ে যায় وَلٰكِنَّهٗ اِكْتَفٰى بِالشُّهْرَةِ কিন্তু বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ হওয়ায় তিনি এ ধরনের শর্তারোপ করেননি فَنَظِيْرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ হতে উদ্ভাবিত কিয়াসের উদাহরণ قِيَاسُ حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ যেমন– لَوَاطَتْ বা গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা হারাম হওয়ার কিয়াস করা عَلٰى حُرْمَةِ الْوَطْىِ স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়ার উপর فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ ঋতুকালীন সময়ে بِعِلَّةِ الْاَذٰى অপবিত্র হওয়ার কারণে الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ যা আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (অর্থাৎ তারা তথা স্ত্রীগণ হায়েয-নেফাস হতে পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না) দ্বারা প্রমাণিত হয়।

সরল অনুবাদ : আর চতুর্থ মূলনীতি হলো কিয়াস। অর্থাৎ উক্ত মূলনীতিত্রয়ের পরে শরিয়তের হুকুমসমূহের জন্য চতুর্থ দলিল হচ্ছে ঐ কিয়াস যা উক্ত মূলনীতিত্রয়ের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত হয়েছে। 'আল-মানার'-এর গ্রন্থকারের পক্ষে কিয়াসকে "اَلْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ" এ শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত করাই সমীচীন ছিল, যেমনিভাবে আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদবী (র.) ও অন্যান্য উসূলবিদগণ করেছেন। যেন قِيَاسْ عَقْلِىْ ও قِيَاسْ شِبْهِىْ বের হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ হওয়ায় তিনি এ ধরনের শর্তারোপ করেননি। কিতাবুল্লাহ হতে উদ্ভাবিত কিয়াসের উদাহরণ, যেমন ঋতুকালীন সময়ে অপবিত্র অবস্থার কারণে স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করে لَوَاطَتْ বা গুহ্যদ্বারে সঙ্গম হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করা, যা আল্লাহ তা'আলার বাণী– "وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ" (অর্থাৎ তারা তথা স্ত্রীগণ হায়েয-নেফাস হতে পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।) দ্বারা প্রমাণিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْقِيَاسُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিয়াস-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। 'আল-মানার' গ্রন্থকার قِيَاسْ -এর পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন– اَلْقِيَاسُ فِى اللُّغَةِ التَّقْدِيْرُ وَفِى الشَّرْعِ تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْاَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ অর্থাৎ قِيَاسْ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– অনুমান করা আন্দাজ করা, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করা। আর পারিভাষিক অর্থ হলো, ইল্লত ও হুকুমের ব্যাপারে فَرْعٌ কে اَصْلٌ– এর উপর অনুমান করা। অর্থাৎ فَرْعٌ-এর মধ্যে اَصْلٌ-এর ইল্লত তথা কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে فَرْعٌ -কে اَصْلٌ-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া।

কিয়াসের পারিভাষিক অর্থ কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন–تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْاَصْلِ اِلَى الْفَرْعِ অর্থাৎ হুকুমকে اَصْلٌ হতে فَرْعٌ-এর দিকে স্থানান্তরিত করা।

কিয়াস শরয়ী বিধানের দলিল হওয়াটা নকলী ও আকলী উভয় প্রকার দলিলের দ্বারা প্রমাণিত।

নকলী দলিল : ১. কুরআনের আয়াত : আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاعْتَبِرُوْا يَآ اُولِى الْاَبْصَارِ উক্ত আয়াতে اِعْتِبَارْ অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে তার সাদৃশ্য বস্তুর উপর কিয়াস করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ হবে– "হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা কোনো বস্তুকে তার সাদৃশ্য বস্তুর উপর কিয়াস করো।" অতএব উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কিয়াস শরিয়তের দলিলসমূহের মধ্য হতে একটি দলিল।

২. হাদীসে রাসূল : হযরত মুআয (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস। তিনি কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মাজীদে ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ তথা হাদীসে কোনো ফয়সালা খুঁজে না পেলে ইজতিহাদ করবেন বলে হুযূর ﷺ -কে জানালেন। এতে হুযূর ﷺ সন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতএব উক্ত হাদীস দ্বারাও কিয়াস শরিয়তের দলিল হওয়া প্রমাণিত হলো।

আকলী দলিল : উল্লিখিত আয়াতে إِعْتِبَارْ-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, إِعْتِبَارْ-এর জন্য চিন্তা-গবেষণা অপরিহার্য। অতএব চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তা দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

কিয়াসের প্রকারভেদ : কিয়াস মোট চার প্রকার। যথা–

১. اَلْقِيَاسُ الشَّرْعِيْ **(শরয়ী কিয়াস) :** যে কিয়াস কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে উদ্ভাবিত হয়, তাকে قِيَاسْ شَرْعِيْ বলে।

২. اَلْقِيَاسُ اللُّغْوِيْ **(আভিধানিক কিয়াস) :** যদি কোনো إِسْمٌ-কে عِلَّتْ مُشْتَرِكَةْ-এর কারণে অন্যত্র সংক্রমিত করা হয়, তাকে قِيَاسْ لُغْوِيْ বলে। যেমন– যাবতীয় হারাম পানীয়কে خَمْرٌ নামে অভিহিত করা। এখানে عِلَّتْ مُشْتَرِكَةٌ হচ্ছে– مُخَامَرَةٌ اَلْعَقْلِ বা জ্ঞানের বিলুপ্তি।

৩. اَلْقِيَاسُ الشِّبْهِيْ **(সদৃশ কিয়াস) :** বাহ্যিক ও আকৃতিগত মিল থাকায় একটি বিষয়ের হুকুম অন্যত্র স্থানান্তর করাকে قِيَاسْ شِبْهِيْ বলে। যেমন– নামাজের প্রথম বৈঠককে শেষ বৈঠকের উপর কিয়াস করে ফরজ বলা। কেননা, প্রথম বৈঠক শেষ বৈঠকের অনুরূপ।

৪. اَلْقِيَاسُ الْعَقْلِيْ **(বুদ্ধিভিত্তিক কিয়াস) :** কিয়াসে আকলী ঐ বক্তব্যকে বলা হয়, যা একাধিক مُقَدَّمَةْ-এর সংমিশ্রণে ফলাফল স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন– اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ অর্থাৎ বিশ্ব পরিবর্তনশীল, আর প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই নশ্বর।' এ দু'টি বাক্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, اَلْعَالَمُ حَادِثٌ সুতরাং বিশ্বও নশ্বর।

وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُقَيِّدَهُ بِهٰذَا الْقَيْدِ-এর বিশ্লেষণ : নূরুল আনওয়ার রচয়িতা স্বীয় উক্তি "وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُقَيِّدَهُ بِهٰذَا اَلْقَيْدِ" দ্বারা আল-মানার গ্রন্থকারের একটি শৈথিল্যতার বর্ণনা দিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে ওজর পেশ করেছেন বিষয়টির বিবরণ হচ্ছে– এখানে কিয়াসের চার প্রকারের মধ্যে শুধুমাত্র قِيَاسْ شَرْعِيْ উদ্দেশ্য। সুতরাং কিয়াসের অন্য তিন প্রকারকে বের করার উদ্দেশ্যে মূল ভাষ্যে এ রকম বলা উচিত ছিল– "اَلْاَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلَاثَةِ" কিন্তু তিনি এ রকম শর্তযুক্ত না করে সাধারণভাবে বলেছেন– "اَلْاَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ"

সম্মানিত ব্যাখ্যাকার এর উত্তরে বলেছেন যে, আল-মানার প্রণেতা কর্তৃক– "اَلْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلَاثَةِ" (দলিলত্রয় থেকে উদ্ভাবিত) এ বন্ধনী দ্বারা শর্তযুক্ত করা উচিত ছিল। যেমনিভাবে আল্লামা ফখরুল ইসলাম ও অন্যান্য উসূল শাস্ত্রবিশারদগণ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ হওয়ায় তিনি এ ধরনের শর্তারোপ করেননি। কেননা, সকলেই এ কথা জানে যে, উসূলে ফিকহের মধ্যে কেবল قِيَاسْ شَرْعِيْ নিয়েই আলোচনা করা হয় এবং قِيَاسْ عَقْلِيْ ، قِيَاسْ شِبْهِيْ ও قِيَاسْ لُغْوِيْ-এর আলোচনা বহির্ভূত। অপরদিকে اَلْقِيَاسُ শব্দ বলা হলে মানুষের মনোযোগ قِيَاسْ شَرْعِيْ-এর দিকেই ধাবিত হয়।

قَوْلُهُ اَلْقِيَاسُ الشِّبْهِيْ وَالْعَقْلِيْ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে قِيَاسْ عَقْلِيْ ও قِيَاسْ شِبْهِيْ-এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। قِيَاسْ شِبْهِيْ-এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন– নামাজের প্রথম বৈঠক (اَلْقَعْدَةُ الْاُوْلٰى)-কে শেষ বৈঠক (اَلْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ)-এর উপর কিয়াস করে ফরজ বলা। কেননা প্রথম বৈঠকটি শেষ বৈঠকেরই ন্যায়। কিয়াসে আকলীর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন– اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ অর্থাৎ বিশ্ব পরিবর্তনশীল, আর প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই নশ্বর, তাই বিশ্বও নশ্বর।

قَوْلُهُ قِيَاسُ حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ الخ-এর আলোচনা : কিতাবুল্লাহর আলোকে উদ্ভাবিত কিয়াসের উদাহরণ হচ্ছে– হায়েয অবস্থায় عِلَّتْ اَلْاَذٰى তথা নাপাকীর কারণে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হারাম। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ .

এ মাসআলার উপর কিয়াস করে মুজতাহিদগণ বলেছেন, যেহেতু لِوَاطَتْ-এর মধ্যেও عِلَّتْ اَلْاَذٰى তথা নাপাকীর কারণ বিদ্যমান, সেহেতু لِوَاطَتْ বা পশ্চাৎপথ দিয়ে সঙ্গম করাও হারাম।

একটি প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, 'লেওয়াতাত' (গুহ্যদ্বারে সহবাস করা)-এর অবৈধতা তো نَصْ-এর দ্বারা তথা কুরআন মাজীদের দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, লূত জাতির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ অর্থাৎ "তোমরা কি মহিলাদের পরিত্যাগ করে পুরুষদের সাথে কামনা চরিতার্থ করতে (সমকামিতায় লিপ্ত হতে) চাচ্ছ?" আর কিয়াসের জন্য শর্ত হলো, فَرَعْ টি مَنْصُوْص عَلَيْهِ হবে না। কাজেই ব্যাখ্যাকার কিভাবে حُرْمَةُ اللِّوَاطَةِ কে حُرْمَةُ الْحَيْضِ فِى اَلْوَطْيِ-এর উপর কিয়াস করলেন?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, نَصّ টি পুরুষের সাথে 'লোওয়াতাত' হারাম হওয়াকে সাব্যস্ত করেছে। আর মহিলাদের সাথে 'লোওয়াতাত' হারাম হওয়া কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের সাথেও 'লোওয়াতাত' হারাম বা অবৈধ।

অবশ্য এ অবস্থাতেও এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, নারীদের সাথে "লাওয়াতাত" হারাম হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে হুযূর (সা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন– لَايَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلًا اَوْ اِمْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, যে কোনো পুরুষ বা নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে।"

আর কেউ কেউ বলেছেন, নারীদের সাথে 'লোওয়াতাত' হারাম হওয়া إِشَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা প্রমাণিত। কেননা গুহ্যদ্বার সহবাসের জায়গা নয়; বরং এটা পায়খানা বের হওয়ার স্থান।

وَنَظِيْرُالْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ السُّنَّةِ قِيَاسُ حُرْمَةِ تَفَاضُلِ الْجَصِّ وَالنُّوْرَةِ بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ عَلٰى حُرْمَةِ الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرَ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا وَنَظِيْرُالْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْاِجْمَاعِ قِيَاسُ حُرْمَةِ اُمِّ الْمُزْنِيَّةِ عَلٰى حُرْمَةِ اُمِّ اَمَتِهِ الَّتِىْ وَطِيَهَا الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الْاِجْمَاعِ بِعِلَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ وَاِنَّمَا اَوْرَدَ بِهٰذَا النَّمَطِ وَلَمْ يَقُلْ اَنَّ اُصُوْلَ الشَّرْعِ اَرْبَعَةٌ اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْاِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ لِيَكُوْنَ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْاُصُوْلَ الْاَوَّلَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّىٌّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَظِيْرُ الْقِيَاسِ আর কিয়াসের উদাহরণ اَلْمُسْتَنْبَطِ مِنَ السُّنَّةِ যা সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উদ্ভাবিত قِيَاسُ حُرْمَةِ تَفَاضُلِ الْجَصِّ وَالنُّوْرَةِ যেমন লোমনাশক চুনা এবং সাধারণ চুনার মধ্যেও অতিরিক্ত হারাম হওয়ার কিয়াস করা بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ পরিমাণ এবং جِنْس বা এক জাতীয় হওয়ার ইল্লতের ভিত্তিতে عَلٰى حُرْمَةِ الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ ছয়টি বস্তু হারাম হওয়ার উপর اَلْمُسْتَفَادِ যা উপলব্ধি হয় مِنْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর হাদীস থেকে اَلْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ গম গমের বিনিময়ে وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ যব যবের বিনিময়ে وَالتَّمَرَ بِالتَّمَرِ খোরমা, খোরমার বিনিময়ে وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ লবণ, লবণের বিনিময়ে مِثْلًا بِمِثْلٍ সমান সমান يَدًا بِيَدٍ হাতে হাতে নগদ বিক্রি করবে وَالْفَضْلُ رِبٰوا আর অতিরিক্ত সুদ বলে গণ্য হবে وَنَظِيْرُ الْقِيَاسِ আর কিয়াসের উদাহরণ اَلْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْاِجْمَاعِ যা ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত قِيَاسُ حُرْمَةِ اُمِّ الْمُزْنِيَّةِ যেমন– ব্যভিচারকৃতা মহিলার মাতার সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার কিয়াস করা عَلٰى حُرْمَةِ اُمِّ اَمَتِهِ ক্রীতদাসীর মা হারাম হওয়ার উপর الَّتِىْ وَطِيَهَا যার সাথে সে সহবাস করেছে اَلْمُسْتَفَادِ مِنَ الْاِجْمَاعِ যা ইজমা হতে উপলব্ধি হয় بِعِلَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ আংশিকতা এবং অংশ বিশেষের ইল্লতের ভিত্তিতে وَاِنَّمَا اَوْرَدَ بِهٰذَا النَّمَطِ গ্রন্থকার (র.) উসূলের বর্ণনা উপরোক্ত ভঙ্গিতে প্রদান করেছেন وَلَمْ يَقُلْ اَنَّ اُصُوْلَ الشَّرْعِ اَرْبَعَةٌ এবং এরূপ বলেননি যে, শরিয়তের উসূল চারটি اَلْكِتَابُ কিতাবুল্লাহ وَالسُّنَّةُ সুন্নাতে রাসূল ﷺ وَالْاِجْمَاعُ ইজমায়ে উম্মত وَالْقِيَاسُ ও কিয়াস لِيَكُوْنَ تَنْبِيْهًا عَلٰى এটার বিশেষ কারণ এই যে, গ্রন্থকার (র.) এটা দ্বারা পাঠককে এ মর্মে সতর্ক করতে চেয়েছেন যে اَنَّ الْاُصُوْلَ الْاَوَّلَ প্রথমোক্ত উসূলত্রয় قَطْعِيَّةٌ অকাট্য وَالْقِيَاسُ ظَنِّىٌّ এবং শেষটি তথা কিয়াস ধারণা প্রসূত।

সরল অনুবাদ : আর সুন্নতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উদ্ভাবিত কিয়াসের উদাহরণ যেমন– قَدْر বা পরিমাণ এবং جِنْس বা এক জাতীয় হওয়া। এ ইল্লতের ভিত্তিতে ছয়টি বস্তু হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করে লোমনাসক চুনা এবং সাধারণ চুনার মধ্যেও অতিরিক্ত হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করা, যা নবী কারীম ﷺ -এর হাদীস–

اَلْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرَ بِالتَّمَرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا

অর্থাৎ "গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খোরমা খোরমার বিনিময়ে, লবণ লবণের বিনিময়ে, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে– সমান সমান, হাতে হাতে নগদ বিক্রি করবে আর অতিরিক্ত সুদ বলে গণ্য হবে" তার দ্বারা উপলব্ধি হয়। আর ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত কিয়াসের উদাহরণ, যেমন- جُزْئِيَّتْ বা আংশিকতা এবং بَعْضِيَتْ বা অংশ বিশেষ– এ ইল্লতের ভিত্তিতে সহবাসকৃতা ক্রীতদাসীর মা হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করে ব্যভিচারকৃতা মহিলার মাতার সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করা। গ্রন্থকার (র.) উসূলের বর্ণনা উপরোক্ত ভঙ্গিতে প্রদান করেছেন এবং এরূপ বলেননি যে, শরিয়তের উসূল চারটি। যথা– ১. কিতাবুল্লাহ, ২. সুন্নাতে রাসূল ﷺ, ৩. ইজমায়ে উম্মত ও ৪. কিয়াস। এটার বিশেষ কারণ এই যে, ১. গ্রন্থকার (র.) এটা দ্বারা পাঠককে এ মর্মে সতর্ক করতে চেয়েছেন যে, প্রথমোক্ত উসূলত্রয় অকাট্য এবং শেষটি তথা কিয়াস ظَنِّىْ বা ধারণা প্রসূত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى حُرْمَةِ الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর উপর কিয়াস করে অন্যান্য বস্তুতেও অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। ছয়টি বস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদসীটি মশহুর। সুতরাং ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর মাধ্যমে যে বর্ণনা করেছেন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الخ। অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খোরমা, লবণ এ ছয়টি বস্তুকে তাদের সমজাতীয়ের বিনিময়ে সমপরিমাণে এবং নগদে আদান-প্রদান করা। কেউ অতিরিক্ত দিলে বা নিলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে । দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই অপরাধী হবে।

উল্লিখিত হাদীসটির হুকুম مَعْلُوْلٌ হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুজতাহিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। সকলেরই নিকট সম ইল্লত পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে তার হুকুম অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যাবে। তবে এটার ইল্লত নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে ইল্লত হলো ثَمَنِيَّتْ (মূল্যযোগ্য হওয়া), আর বাকি গুলোর মধ্যে ইল্লত হলো طَعَامٌ (খাদ্যদ্রব্য হওয়া)।

* ইমাম মালেক (র.)-এর মতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে ইল্লত হলো ثَمَنِيَّتْ (মূল্য যোগ্য হওয়া), আর বাকিগুলোর মধ্যে ইল্লত হলো, খাদ্য ও গুদামজাত যোগ্য হওয়া।

* ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যে ইল্লত হলো جِنْس (সমজাতীয় হওয়া) ও قَدْر (পরিমাণযোগ্য হওয়া)।

সুতরাং جَصْ (চুনা) ও نُوْرَةٌ (সুরকি) তে পরিমাণযোগ্য হওয়ার কারণে সেগুলোর মধ্যে সমজাতীয়ের বিনিময়ে আদান প্রদানে হ্রাসবৃদ্ধি সুদ ও হারাম হবে। হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বস্তুর উপর কিয়াস করে আমরা হানাফীরা উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

قَوْلُهُ بِعِلَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে جُزْئِيَّتْ ও بَعْضِيَّتْ -এর প্রভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে মূল উৎস হলো সন্তান। অর্থাৎ প্রথম পর্যায় সন্তান মেয়ে হলে সে সহবাসকারীর পিতা ও ছেলের জন্য হারাম হবে, আর ছেলে হলে সহবাসকৃতার মা ও মেয়ের জন্য হারাম হবে। পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত নিষিদ্ধতা সন্তান হতে উভয়ের দিকে বিস্তার লাভ করবে। অর্থাৎ সহবাসকারী ও সহবাসকারিণীর দিকে বিস্তার লাভ করবে। অতএব উক্ত মহিলার ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন মহিলা সহবাসকারীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর সহবাসকারীর ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন পুরুষগণ সহবাসকৃতার জন্য হারাম হয়ে যাবে। কেননা সন্তান সহবাসকারী ও সহবাসকারিণী উভয়ের অংশ বিশেষের দ্বারা সৃষ্ট। তাই (একই) সন্তানকে উভয়ের দিকে সম্পর্কিত করা হয়। আর এটার দ্বারা সহবাসকারী ও সহবাসকারিণীর মধ্যে একাত্মতার সৃষ্টি হয়। যেন উভয়ে পরস্পরের অংশ বিশেষ হয়ে যায়। তাই উভয়ের বংশ একীভূত হয়ে যায়। আর বৈধ সঙ্গমের দ্বারা যেমনিভাবে جُزْئِيَّتْ সাব্যস্ত হয়, তেমনি অবৈধ সঙ্গমের দ্বারাও جُزْئِيَّتْ সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا اَوْرَدَ بِهٰذَا النَّمْطِ -এর ব্যাখ্যা : وَاِنَّمَا اَوْرَدَ بِهٰذَا النَّمْطِ এ উক্তি দ্বারা সম্মানিত ব্যাখ্যাকার একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– যেহেতু قِيَاسْ শরিয়তের দলিল, সেহেতু আল-মানার প্রণেতা এভাবে বললেই হতো– اُصُوْلُ الشَّرْعِ اَرْبَعَةٌ অর্থাৎ শরিয়তের মূলনীতিসমূহ চারটি। কিন্তু তিনি এরূপ না বলে قِيَاسْ -কে পৃথকভাবে উল্লেখ করলেন কেন?

প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে– প্রথমোক্ত তিনটি মূলনীতি অকাট্য, আর কিয়াস হচ্ছে ধারণামূলক। একসাথে বলা হলে সন্দেহের উদ্রেক হতো। অন্যদিকে তিনি اَلْاَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ -কে পৃথকভাবে বর্ণনা করত কিয়াস অস্বীকারকারীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

وَهٰذَا بِاعْتِبَارِ الْاَغْلَبِ وَالْاَكْثَرِ وَاِلَّا فَالْعَامُّ الْمَخْصُوْصُ مِنْهُ الْبَعْضُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنِّيٌّ وَالْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مَنْصُوْصَةٍ قَطْعِيٌّ وَلِاَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْاَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلٰى مُنْكِرِى الْقِيَاسِ قَصْدًا اَوْ صَرِيْحًا وَلَمَّا قَالَ الرَّابِعُ كَانَ دَالًّا عَلٰى اَنَّ مَرْتَبَتَهُ بَعْدَ الْاُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ فَمَادَامَ كَانَ الْحُكْمُ مَوْجُوْدًا فِىْ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلٰثَةِ لَمْ يُحْتَجْ اِلَى الْقِيَاسِ ثُمَّ لَابَأْسَ اَنْ تَكُوْنَ هٰذِهِ الْاُصُوْلُ فُرُوْعًا لِشَيْءٍ اٰخَرَ لِاَنَّهَا كُلَّهَا اُصُوْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْحُكْمِ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَرْعٌ لِلتَّصْدِيْقِ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَالْاِجْمَاعُ فَرْعٌ لِلدَّاعِىْ وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ لِلثَّلٰثَةِ وَ وَجْهُ الْحَصْرِ فِىْ هٰذِهِ الْاَرْبَعِ اَنَّ الْمُسْتَدِلَّ لَايَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَّتَمَسَّكَ بِالْوَحْىِ اَوْ غَيْرِهِ وَالْوَحْىُ اِمَّا مَتْلُوٌّ وَهُوَ الْكِتَابُ اَوْ غَيْرُهُ وَهُوَ السُّنَّةُ وَغَيْرُ الْوَحْىِ اِنْ كَانَ قَوْلُ الْكُلِّ فَالْاِجْمَاعُ وَاِلَّا فَالْقِيَاسُ وَاَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا فَمُلْحَقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحَقٌ بِالْاِجْمَاعِ وَقَوْلُ الصَّحَابِىْ فِيْمَا يُعْقَلُ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ وَفِيْمَا لَايُعْقَلُ مُلْحَقٌ بِالسُّنَّةِ وَالْاِسْتِحْسَانُ وَنَحْوُهُ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا بِاعْتِبَارِ الْاَغْلَبِ وَالْاَكْثَرِ এটা অধিকাংশ ক্ষেত্র হিসেবে বলা হয়েছে وَاِلَّا فَالْعَامُّ الْمَخْصُوْصُ مِنْهُ الْبَعْضُ নতুবা ঐ عَامْ যা হতে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে وَخَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنِّيٌّ এবং খবরে ওয়াহেদ এর সন্দেহজনক হওয়া وَالْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مَنْصُوْصَةٍ قَطْعِيٌّ আর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কারণ দ্বারা উদ্ভাসিত কিয়াসের অকাট্য হওয়া (এটা একটি স্বীকৃত বাস্তব সত্য কথা) وَلِاَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْاَصْلُ আর এ জন্য যে, গ্রন্থকার (র.) যখন কিয়াস প্রসঙ্গে وَالْاَصْلُ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন كَانَ رَدًّا عَلٰى مُنْكِرِى الْقِيَاسِ قَصْدًا اَوْ صَرِيْحًا তখন এটা কিয়াস অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ও সুস্পষ্ট প্রতিবাদের রূপ নিয়েছে وَلَمَّا قَالَ الرَّابِعُ আর যখন গ্রন্থকার (র.) اَلرَّابِعُ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন كَانَ دَالًّا عَلٰى اَنَّ مَرْتَبَتَهُ بَعْدَ الْاُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ তখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কিয়াসের স্থান পূর্বোক্ত দলিলত্রয়ের পরে নির্ধারিত فَمَا دَامَ كَانَ الْحُكْمُ مَوْجُوْدًا সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত হুকুম বিদ্যমান থাকবে فِىْ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلٰثَةِ এ দলিলত্রয়ের যে কোনো একটির মধ্যে لَمْ يُحْتَجْ اِلَى الْقِيَاسِ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়াসের কোনো প্রয়োজন হবে না ثُمَّ لَا بَأْسَ তারপর দোষের কিছু নেই اَنْ تَكُوْنَ هٰذِهِ الْاُصُوْلُ এ উসূলসমূহ হওয়াতে فُرُوْعًا প্রশাখা لِشَيْءٍ اٰخَرَ অন্য বস্তুর لِاَنَّهَا كُلَّهَا اُصُوْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْحُكْمِ কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটিই হুকুমের দিক বিবেচনায় উসূল হিসেবে গণ্য فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ সুতরাং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ فَرْعٌ لِلتَّصْدِيْقِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শাখা وَالْاِجْمَاعُ فَرْعٌ لِلدَّاعِىْ ইজমা দাবি উত্থাপনকারীর শাখা وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ لِلثَّلٰثَةِ এবং قِيَاسْ দলিলত্রয়ের শাখা وَوَجْهُ الْحَصْرِ فِىْ هٰذِهِ الْاَرْبَعِ আর শরিয়তের দলিলসমূহ এ দলিল চতুষ্টয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ (এই যে,) اَنَّ الْمُسْتَدِلَّ দলিল পেশকারী لَايَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَّتَمَسَّكَ بِالْوَحْىِ اَوْ غَيْرِهِ হয়তো ওহী দ্বারা দলিল পেশ করতে অথবা গায়রে ওহী দ্বারা দলিল পেশ করবে وَالْوَحْىُ اِمَّا আর ওহী হয়তো مَتْلُوٌّ যা তেলাওয়াকৃত হবে وَهُوَ الْكِتَابُ আর তা হচ্ছে– কিতাবুল্লাহ বা কুরআন মাজীদ اَوْ غَيْرُهُ অথবা তা তেলাওয়াতকৃত হবে না وَهُوَ السُّنَّةُ আর তা হচ্ছে– সুন্নতে রাসূল ﷺ وَغَيْرُ الْوَحْىِ اِنْ كَانَ قَوْلُ الْكُلِّ আর গায়রে ওহী যদি সকল মুজতাহিদেরই বক্তব্য হয় فَالْاِجْمَاعُ তাহলে তার নাম ইজমা وَاِلَّا فَالْقِيَاسُ নতুবা তার নাম কিয়াস وَاَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا আর আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ (প্রয়োজন ও সতর্কতার ভিত্তিতে) فَمُلْحَقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত وَتَعَامُلُ النَّاسِ এমনিভাবে অধিক প্রচলন বা লোক প্রথা مُلْحَقٌ بِالْاِجْمَاعِ ইজমার অন্তর্গত وَقَوْلُ الصَّحَابِىْ فِيْمَا يُعْقَلُ আর সাহাবীর যে বক্তব্য বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ তা কিয়াসের অন্তর্গত وَفِيْمَا لَايُعْقَلُ এবং যা বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না مُلْحَقٌ بِالسُّنَّةِ তা সুন্নতের রাসূলের অন্তর্গত وَالْاِسْتِحْسَانُ আর ইস্তিহসান বা অপ্রকাশ্য কিয়াস وَنَحْوُهُ এবং এটার অনুরূপ দলিলসমূহ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত।

সরল অনুবাদ : কিন্তু এ উসূলত্রয়ের অকাট্য হওয়া এবং কিয়াসের ধারণা প্রসূত হওয়া, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্র হিসেবে বলা হয়েছে। নতুবা ঐ عَامٌ যা হতে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে ও خَبَرُ وَاحِدٌ-এর সন্দেহজনক হওয়া, আর সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কারণ দ্বারা উদ্ভাবিত কিয়াসের অকাট্য হওয়া, এটা একটি স্বীকৃত বাস্তব সত্য কথা। আর এ জন্য যে, (২) গ্রন্থকার (র.) যখন কিয়াস প্রসঙ্গে وَالْاَصْلُ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, তখন এটা কিয়াস অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ও সুস্পষ্ট প্রতিবাদের রূপ নিয়েছে। আর যখন গ্রন্থকার (র.) اَلرَّابِعُ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কিয়াসের স্থান পূর্বোক্ত দলিলত্রয়ের পরে নির্ধারিত। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ দলিলত্রয়ের যে কোনো একটির মধ্যে হুকুম বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়াসের কোনো প্রয়োজন হবে না। তারপর এ উসূলসমূহ অন্য বস্তুর শাখা প্রশাখা হওয়াতে দোষের কিছু নেই। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিই হুকুমের দিক বিবেচনায় উসূল হিসেবে গণ্য। সুতরাং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল ﷺ تَصْدِيْقٌ بِاللّٰهِ-এর শাখা, اِجْمَاعٌ দাবি উথাপনকারীর শাখা এবং কিয়াস দলিলত্রয়ের শাখা। আর শরিয়তের দলিলসমূহ এ দলিল চতুষ্টয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে– দলিল পেশকারী হয়তো ওহীর দ্বারা দলিল পেশ করবে অথবা গায়রে ওহী দ্বারা দলিল পেশ করবে; আর ওহী হয়তো مَتْلُوْ বা তেলাওয়াতকৃত হবে আর তা হচ্ছে– ১. কিতাবুল্লাহ বা কুরআন মাজীদ। অথবা গায়রে ওহী দ্বারা দলিল পেশ করবে; আর ওহী হয়তো مَتْلُوْ বা তেলাওয়াতকৃত হবে, আর তা হচ্ছে– কিতাবুল্লাহ বা কুরআন মাজীদ। অথবা তা غَيْرُ مَتْلُوْ বা তেলাওয়াতকৃত হবে না, আর তা হচ্ছে– ২. সুন্নতে রাসূল ﷺ। আর গায়রে ওহী যদি সকল মুজতাহিদেরই বক্তব্য হয়, তাহলে তার নাম ৩. ইজমা নতুবা তার নাম ৪. কিয়াস। আর আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ প্রয়োজন ও সতর্কতার ভিত্তিতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে অধিক প্রচলন বা লোকপ্রথা ইজমার অন্তর্গত। আর সাহাবীর যে বক্তব্য বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, তা কিয়াসের অন্তর্গত এবং যা বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তা সুন্নতে রাসূলের অন্তর্গত। আর ইস্তিহসান বা অপ্রকাশ্য কিয়াস এবং এটার অনুরূপ দলিলসমূহ কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هٰذَا بِاعْتِبَارِ الْاَغْلَبِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল ﷺ ও ইজমা অকাট্য এবং কিয়াস ধারণামূলক হওয়া কোনো সামাগ্রিক নিয়ম নয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা قَطْعِىٌّ তথা অকাট্য হয়ে থাকে, আর কিয়াস ظَنِّىٌّ তথা ধারণামূলক হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো এটার ব্যতিক্রমও হতে পারে। অর্থাৎ কোনো বিশেষ উপলক্ষের কারণে প্রথমোক্ত দলিলত্রয় ظَنِّىٌّ এবং কিয়াস قَطْعِىٌّ হতে পারে। যেমন– خَبَرْ وَاحِدْ এবং عَامْ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ। উভয়টি ظَنِّىٌّ ; অথচ এমন কিয়াস যা عِلَّتْ مَنْصُوْصَةٌ-এর উপর ভিত্তি করে থাকে তা قَطْعِىٌّ ; নিম্নে তিনটি উদাহরণ পেশ করা হলো–

১. এই নিয়ম অনুসারে خَبَرُ وَاحِدْ-এর উদাহরণ হলো, রাসূল ﷺ-এর বাণী– قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ এটা خَبَرْ وَاحِدْ এবং ধারণামূলক দলিল। তাই আমরা বলি যে, নামাজে تَعْدِيْلِ اَرْكَانْ ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব।

২. আর عَامْ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ-এর উদাহরণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (আল্লাহ তা'আলা বেচাকেনাকে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন)। এখানে اَلْبَيْعُ শব্দটির মধ্যকার اَلْ টি جِنْسِىْ (জাতিবাচক) হওয়ার কারণে ব্যাপক অর্থবোধক হয়েছে। (যা رِبٰوا-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।) অথচ حَرَّمَ الرِّبٰوا-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা رِبٰوا-কে এটা হতে খাস করে ফেলেছেন, অর্থাৎ উক্ত হুকুমের বহির্ভূত করেছেন।

৩. حَالَةُ الْحَيْضِ বা রক্তস্রাবকালীন স্ত্রী সহবাস عِلَّةُ الْاَذٰى বা নাপাকীর কারণে হারাম হয়েছে, এটা عِلَّةٌ مَنْصُوْصَةٌ তথা কুরআনে বর্ণিত ইল্লত। এই ইল্লতের উপর কিয়াস করে কোনো বিধান প্রণয়ন করলে সেটা অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা দেবে।

قَوْلُهُ قَصْدًا الخ-এর আলোচনা : এখানে কিয়াস অস্বীকারকারীদের মতকে প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যদি গ্রন্থকার উল্লিখিত রূপে না বলে এরূপ বলতেন– اُصُوْلُ الشَّرْعِ اَرْبَعَةُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْاِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ অর্থাৎ اُصُوْلْ شَرْعٌ চারটি আল-কিতাব, আস্‌সুন্নাহ, আল-ইজমা ও আল কিয়াস।" তাহলে কিয়াস অস্বীকারকারীদেরকে প্রকাশ্যভাবে তথা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যান করা হতো না; বরং আনুষঙ্গিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হতো।

قِيَاسْ এবং اُصُوْلْ ثَلٰثَةٌ-এর মধ্যে পার্থক্য :

১. قِيَاسْ-এর অবস্থান اُصُوْلْ ثَلٰثَةٌ-এর পরে। সুতরাং ত্রিবিধ মূলনীতির কোনো একটিতে হুকুম পাওয়া না গেলে কিয়াসের দিকে আসতে হবে।

২. ত্রিবিধ মূলনীতি হচ্ছে অকাট্য, পক্ষান্তরে কিয়াস হচ্ছে ধারণামূলক।

৩. أُصُوْلُ ثَلٰثَةٌ হচ্ছে হুকুম সাব্যস্তকারী, আর قِيَاسٌ হচ্ছে হুকুম প্রকাশকারী।

৪. أُصُوْلُ ثَلٰثَةٌ বিধান সাব্যস্তকরণে কারো মুখাপেক্ষী হয় না, পক্ষান্তরে কিয়াস মূলনীতিত্রয়ের মুখাপেক্ষী।

"ثُمَّ لَا بَأْسَ" -এর বিশ্লেষণ : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) "ثُمَّ لَا بَأْسَ" এ উক্তি দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে– কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস, এ চারটির উপর اَلْأُصُوْلُ শব্দের ব্যবহার সহীহ নয়। কেননা, এ চারটির প্রতিটি অন্য বস্তুর فَرْعٌ তথা শাখা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়। যদি এগুলো অন্য বস্তুর শাখা-ই হয়, তাহলে কিভাবে أُصُوْلُ শব্দ বলা হলো?

এর উত্তরে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, أُصُوْلُ أَرْبَعَةٌ যদি অন্য বস্তুর فَرْعٌ বা প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, একই জিনিস এক বিবেচনায় أَصْلٌ এবং অন্য বিবেচনায় فَرْعٌ হতে পারে। যেমন– একজন লোক নিজ সন্তানের বিবেচনায় মূল এবং নিজ পিতার বিবেচনায় শাখা। সুতরাং أُصُوْلُ أَرْبَعَةٌ বা দলিল চতুষ্টয় আহকামের বিবেচনায় মূল। যদিও অন্য কারণে এগুলো فَرْعٌ বা প্রাসঙ্গিক বিষয়ও হয়ে থাকে। অতএব, اَلْأُصُوْلُ শব্দের প্রয়োগ সহীহ ও যথার্থ হয়েছে।

وَجْهُ الْحَصْرِ فِيْ هٰذِهِ الْأَرْبَعِ -এর বিশ্লেষণ : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) এ ইবারতের মধ্যে দলিল চতুষ্টয়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই– শরয়ী বিধান হয়তো وَحْيٌ দ্বারা সাব্যস্ত হবে, অথবা غَيْرُ وَحْيٍ দ্বারা সাব্যস্ত হবে। যদি ওহী দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার দু' অবস্থা। ওহীটি مَتْلُوْ হবে অথবা غَيْرُ مَتْلُوْ হবে। যদি وَحْيٌ مَتْلُوْ হয়, তবে তা হলো কুরআন মাজীদ, আর যদি وَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوْ হয়, তবে তা হলো সুন্নাহ।

আর যদি غَيْرُ وَحْيٍ দ্বারা বিধান সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার দু' অবস্থা। হয়তো জমহুর মুজতাহিদের ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত হবে, অথবা কতেকের ইজতিহাদ দ্বারা সাব্যস্ত হবে। প্রথমটি হচ্ছে ইজমা আর শেষটি হচ্ছে কিয়াস। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, أُصُوْلُ الشَّرْعِ মোট চারটিতেই সীমিত।
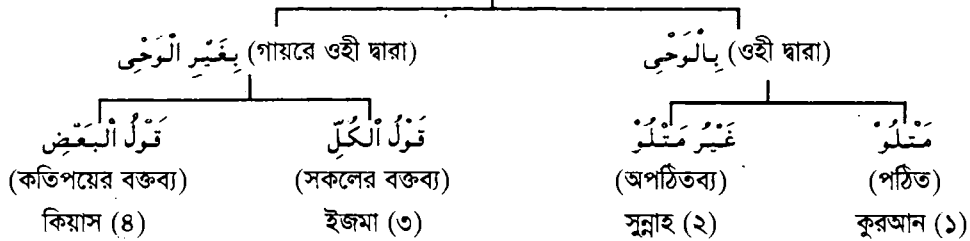
قَوْلُهُ وَأَمَّا الشَّرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا الخ -এর আলোচনা : "وَأَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا الخ" এ বাক্য দ্বারা সম্মানিত ব্যাখ্যাকার একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে– শরিয়তের দলিলসমূহকে চারটির মধ্যে সীমিত করা ঠিক হয়নি। কেননা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ চারটি ছাড়াও অন্যান্য দলিল দ্বারা শরিয়তের আহকাম সাব্যস্ত হয়। যেমন– ১. شَرَائِعُ سَابِقَةٌ (পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহ) ২. تَعَامُلُ النَّاسِ (জন প্রথা) ৩. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ (সাহাবীর বক্তব্য) ৪. اَلْاِسْتِحْسَانُ (জনহিতকর সিদ্ধান্ত) সুতরাং শরয়ী দলিলসমূহ চারটি না হয়ে আটটি হবে।

এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন–

১. شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا আমাদের জন্যে দলিল নয়। তবে তাদের শরিয়তসমূহের যে বিধান আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ আমাদেরকে করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটি আমাদের জন্যে দলিল। আমরা উক্ত বিধান পূর্বেকার শরিয়তসমূহে আছে বলে পালন করি না; বরং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশই পালন করি। সুতরাং شَرَائِعُ سَابِقَةٌ কুরআন ও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন– وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الخ এসব বিধান আমাদের শরিয়তেও প্রযোজ্য।

২. تَعَامُلُ النَّاسِ তথা লেনদেন সম্পর্কিত মানুষের অভ্যাস ও প্রথা শরিয়তের কোনো স্বতন্ত্র মূলনীতি নয়; বরং সেটা ইজমায়ে উম্মতের মধ্যে গণ্য। কেননা, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বৈধ রীতি-নীতির উপর মুজতাহিদগণের অস্বীকৃতি না থাকাটাই মাকবুলিয়াতের দলিল।

৩. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যও শরিয়তের পৃথক কোনো দলিল নয়। কেননা, তাঁদের বিবেকসম্মত উক্তি قِيَاسٌ -এর মধ্যে গণ্য। আর যদি তাঁদের বক্তব্য বিবেকসম্মত না হয়, তাহলে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, তখন তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার কারণে আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করব যে, সম্ভবত তিনি রাসূল ﷺ থেকে শুনেই এ কথাটি বলেছেন।

৪. اِسْتِحْسَانٌ সূক্ষ্ম কিয়াস (قِيَاسٌ خَفِيٌّ) ও জনহিতকর সিদ্ধান্তকে ইসতেহসান বলা হয়। এটা শরিয়তের স্বতন্ত্র কোনো দলিল নয়; বরং এটা কিয়াসের মধ্যে শামিল। কেননা, কিয়াস দু'প্রকার– ক. قِيَاسٌ جَلِيٌّ (প্রকাশ্য কিয়াস) খ. قِيَاسٌ خَفِيٌّ (সূক্ষ্ম কিয়াস) আবার একে اِسْتِحْسَانٌ নামেও অভিহিত করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, أُصُولُ الشَّرْعِ مُنْحَصِرَةٌ فِى الْأَرْبَعِ বা শরিয়তের মূলনীতিসমূহ চারটিতে সীমাবদ্ধ এবং এটা বাস্তব সম্মত। সুতরাং শরিয়তের মূলনীতি ৮টি বলার কোনো অবকাশ নেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে, শরিয়তের মূলনীতি এ চারটি ছাড়াও আরো অতিরিক্ত চারটি পাওয়া যায়। যথা–

১. ظَنٌّ غَالِبٌ (প্রবল ধারণা),

২. اَلتَّحَرِّىْ (চিন্তা-ভাবনা করা),

৩. اَلْاِحْتِيَاطُ (সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক) ও

৪. اَلضَّرُوْرَةُ (প্রয়োজনীয়তা)।

ফিক্হশাস্ত্রের উপর লিখিত কিতাবগুলো অধ্যয়নান্তে আমরা দেখি যে, কখনো কখনো মুজতাহিদগণ উপরোক্ত চারটির কোনো একটি দ্বারা দলিল গ্রহণ করে থাকেন।

এর উত্তর এই যে, ظَنٌّ غَالِبٌ ও تَحَرِّىْ উভয়টি কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত। اِحْتِيَاطٌ তথা সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক কোনো মাসআলা দেওয়া হলে তা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, হাদীসে এসেছে دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ আর ضَرُوْرَتْ (প্রয়োজনীয়তা)-এর প্রেক্ষিতে কোনো বিধান সাব্যস্ত হলে তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ"

قَوْلُهُ وَالْاِسْتِحْسَانُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ইস্তিহসান ও তার উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। ইস্তিহসান এমন দলিল যা প্রকাশ্য কিয়াসের বিরোধী। উসূলবিদগণ তার দ্বারা কিয়াস পরিহার করাকে ভালো মনে করেছেন, তাই এটাকে اِسْتِحْسَانٌ বলা হয়। যেমন– আমরা বলি, হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট পবিত্র। প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি হলো তা অপবিত্র হওয়া। কেননা, এটার গোশ্ত হারাম। আর উচ্ছিষ্ট গোশত হতে উৎপন্ন হয়। যেভাবে উপরোক্ত কারণে চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্টকে (সর্বসম্মতিক্রমে) পবিত্র হওয়ার হুকুম দিয়ে থাকি। কেননা, তারা ঠোঁট দ্বারা পানাহার করে, আর ঠোঁট এমন হাড় যা পবিত্র চাই তা জীবন্ত প্রাণীর হোক বা মৃত প্রাণীর হোক। কিন্তু চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণী এর বিপরীত। কেননা, তারা জিহ্বা দ্বারা পানাহার করে। তাই তাদের অপবিত্র লালা পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। যার কারণে পানি ও খাদ্য নাপাক হয়ে যায়।

অনুশীলনী — اَلْمُنَاقَشَةُ

١. أُصُوْلُ الشَّرْعِ كَمْ هِىَ وَمَا هِىَ؟ لِمَ قَالَ أُصُوْلَ الشَّرْعِ وَلَمْ يَقُلْ أُصُوْلَ الْفِقْهِ؟ بَيِّنُوْا بِالتَّفْصِيْلِ ـ

٢. بَيِّنْ اَقْسَامَ أُصُوْلِ الشَّرْعِ مَعَ دَلِيْلِ الْحَصْرِ ـ هَلْ تِلْكَ الْاُصُوْلُ قَطْعِيَّةٌ؟ هَلِ الْاِسْتِحْسَانُ وَتَعَامُلُ النَّاسِ وَقَوْلُ الصَّحَابِىْ مِنْ أُصُوْلِ الشَّرْعِ؟ فَصِّلْ ـ

٣. هَلِ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كُلُّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اَمْ بَعْضُهَا؟ وَمَا الْمُرَادُ بِاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ

٤. لِمَ قَالَ "الْاَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ" مُنْقَطِعًا عَنِ الثَّلَاثَةِ الْاَوَّلِ؟ وَمَا هُوَ نَظِيْرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ؟ بَيِّنْ بِالْبَسْطِ ـ

مَبْحَثُ الْكِتَابِ

কিতাবুল্লাহ-এর আলোচনা

ثُمَّ فَصَّلَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) اَلْاُصُوْلَ الْاَرْبَعَةَ فَقَدَّمَ الْكِتَابَ وَقَالَ اَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهٰذَا تَعْرِيْفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ وَاللَّامُ فِيْهِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُوْدُ هُوَ الْكِتَابُ السَّابِقُ ذِكْرُهُ الَّذِىْ كَانَ مُضَافًا اِلَيْهِ لِلْبَعْضِ وَالْقُرْاٰنُ اِنْ كَانَ عَلَمًا كَمَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ فَهُوَ تَعْرِيْفٌ لَفْظِىٌّ وَابْتِدَاءُ التَّعْرِيْفِ الْحَقِيْقِىِّ مِنْ قَوْلِهِ الْمُنَزَّلُ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوِّ اَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُوْنِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ بِلَاتَكَلُّفٍ فَالْمُنَزَّلُ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْكُتُبِ الْغَيْرِ السَّمَاوِيَّةِ وَقَوْلُهُ عَلَى الرَّسُوْلِ اِحْتِرَازٌ عَنْ بَاقِى الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْمُنَزَّلُ يَجُوْزُ اَنْ يَقْرَأَ بِالتَّخْفِيْفِ اَىْ اَلْمُنْزَلُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِاَنَّ الْقُرْاٰنَ نَزَلَ دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اَوَّلًا ثُمَّ نَزَلَ نَجْمًا نَجْمًا وَاٰيَةً اٰيَةً بِحَسْبِ الْمَصَالِحِ وَالْحَوَائِجِ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ لِاَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِىْ كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ جُمْلَةً وَيَجُوْزُ اَنْ يَقْرَأَ بِالتَّشْدِيْدِ لِاَنَّ نُزُوْلَهُ فِى الْوَاقِعِ كَانَ بِدَفْعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِىْ مُدَّةِ النُّبُوَّةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ فَصَّلَ الْمُصَنِّفُ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন اَلْاُصُوْلَ الْاَرْبَعَةَ এ দলিল চতুষ্টয়কে فَقَدَّمَ الْكِتَابَ এবং কিতাবের আলোচনাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন وَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন اَمَّا الْكِتَابُ কিতাবুল্লাহ দ্বারা সেই কুরআন মাজীদই উদ্দেশ্য فَالْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ ﷺ যা নবী করীম ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে وَهٰذَا تَعْرِيْفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ এটা সম্পূর্ণ কিতাবের সংজ্ঞা وَاللَّامُ فِيْهِ لِلْعَهْدِ এটার মধ্যে যে, لَامْ টি রয়েছে তা عَهْد-এর জন্য وَالْمَعْهُوْدُ هُوَ الْكِتَابُ السَّابِقُ ذِكْرُهُ এবং مَعْهُوْد হচ্ছে সেই পূর্বোক্ত কিতাব الَّذِىْ كَانَ مُضَافًا اِلَيْهِ لِلْبَعْضِ যা بَعْض শব্দটির مُضَافٌ اِلَيْهِ ছিল وَالْقُرْاٰنُ اِنْ كَانَ عَلَمًا আর اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি যদি عَلَمْ বা নির্দিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য হয় كَمَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ যেভাবে তা প্রসিদ্ধ فَهُوَ تَعْرِيْفٌ لَفْظِىٌّ তাহলে তা হবে শাব্দিক সংজ্ঞা وَابْتِدَاءُ التَّعْرِيْفِ الْحَقِيْقِىِّ مِنْ قَوْلِهِ الْمُنَزَّلُ اِلٰى اٰخِرِهٖ এবং প্রকৃত সংজ্ঞা اَلْمُنَزَّلُ হতে শুরু হয়ে তার শেষ পর্যন্ত وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوِّ আর اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি যদি قَرَأَ হতে مَقْرُوٌّ বা পঠিত এর অর্থে হয় اَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُوْنِ অথবা قَرْنٌ হতে مَقْرُوْنٌ বা সংযুক্ত-এর অর্থে হয় فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ তাহলে এটা কিতাবের জন্য جِنْس বা জাতিবাচক শব্দ وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ এবং তার পরবর্তী অংশ فَصْل বা পার্থক্য নির্দেশক بِلَا تَكَلُّفٍ নিঃসন্দেহে فَالْمُنَزَّلُ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْكُتُبِ الْغَيْرِ السَّمَاوِيَّةِ সুতরাং اَلْمُنَزَّلُ দ্বারা গায়রে আসমানী কিতাবসমূহ হতে পার্থক্য করা হয়েছে وَقَوْلُهُ عَلَى الرَّسُوْلِ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি عَلَى الرَّسُوْلِ দ্বারা اِحْتِرَازٌ পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে عَنْ بَاقِى الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ অবশিষ্ট সকল আসমানী কিতাব হতে وَالْمُنَزَّلُ يَجُوْزُ اَنْ يَقْرَأَ জায়েজ আছে مُنَزَّلٌ শব্দটিকে পড়া بِالتَّخْفِيْفِ اَلْمُنْزَلُ زَاءْ অক্ষর বিনা তাশদীদযুক্ত اِنْزَالٌ হতে নির্গত হিসেবে دَفْعَةً وَاحِدَةً তখন এটার অর্থ হবে যা একবারে অবতীর্ণ হয়েছে لِاَنَّ الْقُرْاٰنَ نَزَلَ কারণ সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা হয়েছে دَفْعَةً وَاحِدَةً একবারেই مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ লাওহে মাহফুয হতে اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا দুনিয়ার আসমানে اَوَّلًا প্রথমে ثُمَّ نَزَلَ তারপর অবতীর্ণ করা হয়েছে نَجْمًا نَجْمًا অল্প অল্প করে وَاٰيَةً اٰيَةً এক এক আয়াত করে بِحَسْبِ الْمَصَالِحِ وَالْحَوَائِجِ চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর উপর اَوْ لِاَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ অথবা

এজন্য যে, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হতো নবী করীম ﷺ উপর دَفْعَةً وَاحِدَةً একবারেই فِىْ كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ প্রত্যেক রমজান মাসে جُمْلَةً সম্পূর্ণটুকু وَيَجُوْزُ আর জায়েজ اَنْ يَقْرَأَ শব্দটি পড়া بِالتَّشْدِيْدِ তাশদীদযুক্ত করে لِاَنَّ نُزُوْلَهُ কারণ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে فِى الْوَاقِعِ প্রকৃতপক্ষে كَانَ بِدَفْعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ বহু দফায় فِىْ مُدَّةِ النُّبُوَّةِ নবুয়তের সমগ্র জামানা ব্যাপিয়া।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এ দলিল চতুষ্টয়কে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কিতাবের আলোচনাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **কিতাবুল্লাহ দ্বারা সেই কুরআন মাজীদই উদ্দেশ্য, যা নবী করীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।** এটা সম্পূর্ণ কিতাবের সংজ্ঞা। এটার মধ্যে যে لَامْ টি রয়েছে, তা عَهْد -এর জন্য এবং مَعْهُوْد হচ্ছে সেই পূর্বোক্ত কিতাব, যা بَعْض শব্দটির مُضَافْ اِلَيْه ছিল। আর اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি যদি عَلَمْ বা নির্দিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য হয়, যেভাবে তা প্রসিদ্ধ, তাহলে তা হবে শাব্দিক সংজ্ঞা এবং প্রকৃত সংজ্ঞা اَلْمُنْزَلُ হতে শুরু হয়ে তার শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ مُتَوَاتِرًا بِلَاشُبْهَةٍ পর্যন্ত পৌছে সমাপ্ত হবে। আর اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি যদি قَرَأَ হতে مَقْرُوْءٌ বা 'পঠিত' -এর অর্থে হয়, অথবা قَرَنَ হতে مَقْرُوْنٌ বা 'সংযুক্ত' -এর অর্থে হয়, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে কিতাবের জন্য جِنْس বা জাতিবাচক শব্দ এবং তার পরবর্তী অংশ فَصْل বা পার্থক্য নির্দেশক। সুতরাং اَلْمُنَزَّلُ দ্বারা গায়রে আসমানী কিতাবসমূহ হতে পার্থক্য করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) -এর উক্তি عَلَى الرَّسُوْلِ দ্বারা অবশিষ্ট সকল আসমানী কিতাব হতে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। مُنَزَّلٌ শব্দটিকে زَاءْ অক্ষরের تَخْفِيْف অর্থাৎ বিনা তাশদীদযুক্ত اِنْزَالٌ হতে নির্গত হিসেবে مُنْزَلٌ পড়া জায়েজ আছে। তখন এটার অর্থ হবে 'যা একবারে অবতীর্ণ হয়েছে।' কারণ (১) সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ প্রথমে লাওহে মাহফূয হতে দুনিয়ার আসমানে একবারেই অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারপর অল্প অল্প এক এক আয়াত করে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে নবী করীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। অথবা (২) এ জন্য যে, পবিত্র কুরআন প্রত্যেক রমজান মাসে নবী করীম ﷺ -এর উপর সম্পূর্ণটুকু একবারেই অবতীর্ণ করা হতো। আর مُنْزَلٌ -কে তাশদীদযুক্ত করে অর্থাৎ مُنَزَّلٌ পড়াও জায়েজ আছে। কারণ পবিত্র কুরআন প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের সমগ্র জমানা ব্যাপিয়া বহু দফায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ "فَقَدَّمَ الْكِتَابَ : নূরুল আনওয়ার রচয়িতা বলেন যে, আল-মানার প্রণেতা দলিল চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর পৃথক পৃথকভাবে সবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আর যেহেতু كِتَابُ اللّٰهِ সকল মূলনীতির উৎস সেহেতু তার আলোচনাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।

اَلْكِتَابُ **-এর সংজ্ঞা :** আল্লামা নাসাফীর ভাষ্যমতে আল-কিতাবের সংজ্ঞা হচ্ছে–

اَلْكِتَابُ هُوَ الْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ.

অর্থাৎ কিতাব হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অবতারিত কুরআন, যাকে মাস্‌হাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا تَعْرِيْفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ الخ **-এর আলোচনা :** মুসান্নেফ (র.) বলেন যে, اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি যদি কিতাবের নাম হয়, তাহলে এটা আভিধানিক সংজ্ঞা হবে। তখন اَلْمُنْزَلُ শব্দ হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত تَعْرِيْفٌ حَقِيْقِىٌّ বা প্রকৃত সংজ্ঞা হবে।

আর যদি قُرْاٰنٌ শব্দটিকে মাসদার হিসেবে مَقْرُوٌّ (পঠিত) ও مَقْرُوْنٌ (সংযুক্ত) অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে পুরো সংজ্ঞাটি تَعْرِيْفٌ حَقِيْقِىٌّ হবে এবং اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি جِنْس ও পরবর্তী সকল শব্দ فَصْل হবে। এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। নিম্নে প্রশ্ন ও তার উত্তর উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : এখানে আংশিক কিতাবের সংজ্ঞা প্রদানই উদ্দেশ হওয়া উচিত। কেননা শরিয়তের বিধান সম্বলিত আয়াত সংখ্যা পাঁচশত, আর তা-ই উসূলে ফিক্‌হের চার মূলনীতি হতে অন্যতম একটি মূলনীতি এবং দলিল। কিন্তু গ্রন্থকার যে সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন, তা সম্পূর্ণ কিতাবের জন্য প্রযোজ্য হয়।

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, মূলত এখানে সম্পূর্ণ কিতাবেরই সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক অংশের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রদান না করে সামগ্রিকভাবে পূর্ণ কিতাবের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে আনুষঙ্গিকভাবে উক্ত অংশেরও সংজ্ঞা বর্ণিত হয়ে গিয়েছে। অথবা, اَلْكِتَابُ -এর মধ্যকার "ال" টি عَهْد (উদ্দেশ্য জ্ঞাপক) -এর জন্য হয়েছে, যার দ্বারা কেবল উক্ত পাঁচশত আয়াতকে বুঝানো হয়েছে। আর যেহেতু গ্রন্থকার اُصُوْلُ الشَّرْعِ -এর আলোচনা করেছেন, তাই উক্ত পাঁচশত আয়াতকে উদ্দেশ্য করাই উত্তম হবে, যা শরিয়তের অন্যতম দলিল।

قَوْلُهُ اِنْ كَانَ عَلَمًا الخ**-এর আলোচনা :**

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, قُرْاٰنٌ শব্দটি যদি عَلَمْ হয়, তবে غَيْرُمُنْصَرِفٌ হবে। কেননা তাতে عَلَمْ ও اَلِفْ وَنُوْنْ زَائِدَتَانِ (اَلِفْ ও نُوْنْ অতিরিক্ত) এ দু'টি سَبَبْ বিদ্যমান রয়েছে। অথচ স্বয়ং কুরআন মাজীদে শব্দটি مُنْصَرِفْ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا;

উত্তর ॥ তবে এ প্রশ্নের উত্তর 'আল-ওমদা' গ্রন্থে এরূপ দেওয়া হয়েছে যে, قُرْآنٌ টি إِسْمِ جِنْس ; অতঃপর أَلِف ও لَام -এর দ্বারা اَلنَّجْم -এর মতো عَلَم-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেহেতু এটি মূলতগত عَلَم নয়, সেহেতু একে مَنْصُوْب পড়া হয়েছে।

تَعْرِيْف لَفْظِي ও تَعْرِيْف حَقِيْقِي -এর সংজ্ঞা : تَعْرِيْف لَفْظِي (শাব্দিক ও আভিধানিক সংজ্ঞা) হচ্ছে কোনো অপরিচিত দুর্লভ শব্দকে পরিচিত শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা দেওয়া। যেমন– غَضَنْفَرٌ শব্দটির পরিচয় أَسَدٌ (সিংহ) শব্দ দ্বারা প্রদান করা।

تَعْرِيْف حَقِيْقِي (প্রকৃত সংজ্ঞা) : কোনো বিষয়ের বাস্তব অবস্থা শ্রোতার সামনে তুলে ধরার জন্যে جِنْس ও فَصْل তথা জাতিবাচক শব্দ ও পার্থক্য নির্দেশক শব্দের সমন্বয়ে যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়, তাকে تَعْرِيْف حَقِيْقِي বলে। উল্লেখ্য যে, جِنْس -এর মধ্যে সংজ্ঞায়িত বস্তু ছাড়াও অন্যান্য বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর فَصْل কেবল সংজ্ঞায়িত বস্তুটিকে রেখে অন্যগুলোকে বের করে দেয়। এ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রদত্ত সংজ্ঞাকে جَامِعٌ مَانِعٌ (অন্তর্ভুক্তকারী ও বাধাদানকারী) বলা হয়। যেমন– اَلْإِنْسَانُ (মানুষ)-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে– حَيْوَانٌ نَاطِقٌ অর্থাৎ বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী। এখানে حَيْوَانٌ শব্দটি جِنْس -এর কাজ এবং نَاطِقٌ শব্দটি فَصْل -এর কাজ করেছে।

قَوْلُهُ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ -এ বাক্য দ্বারা কিতাবুল্লাহর প্রদত্ত সংজ্ঞার فَوَائِدُ الْقُيُوْدِ বর্ণনা করেছেন। আর فَوَائِدُ الْقُيُوْدِ হলো– সংজ্ঞার মধ্যে অবস্থিত শব্দাবলির উপকারিতা নিরূপণ করা এবং কোন শব্দটি جِنْس ও কোন শব্দটি فَصْل তা বর্ণনা করা।

সুতরাং اَلْقُرْآنُ শব্দটিকে যদি إِسْمِ مَفْعُوْل -এর অর্থে গ্রহণ করতঃ مَقْرُوٌّ (পঠিত) অথবা مَقْرُوْنٌ (মিলিত) অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে এ শব্দটি اَلْكِتَابُ শব্দের جِنْس (জাতিবাচক শব্দ) হবে। কেননা, তখন এর মধ্যে যাবতীয় পঠিত ও সংযুক্ত সকল কিতাব অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। চাই কুরআন হোক বা অন্যকোনো গ্রন্থ হোক, আসমানী হোক বা গায়রে আসমানী হোক।

وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ بِلَا تَكَلُّفٍ -এর বিশ্লেষণ : ব্যাখ্যার (র.) বলেন যে, اَلْقُرْآنُ শব্দটির পরবর্তী সকল শব্দ নিশ্চিতভাবে فَصْل (পার্থক্য নিরূপণকারী)-এর কাজ করেছে। এ ধরনের শব্দ মোট ৫টি। যেমন–

১. اَلْمُنَزَّلُ (অবতারিত) : এ শব্দ দ্বারা আসমানী নয় এরূপ সকল কিতাব সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে পড়েছে। যেমন– গীতা, মহাভারত, মানব রচিত সব বই।

২. عَلَى الرَّسُوْلِ এ উক্তিটি দ্বারা আল-কুরআন ব্যতীত অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের উপর নাজিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহ বাদ পড়ে যাবে।

৩. اَلْمَكْتُوْبُ فِي الْمَصَاحِفِ এ শর্ত দ্বারা কুরআনের সংজ্ঞা থেকে ঐ সব আয়াত বাদ পড়ে যাবে, যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু বিধান রহিত হয় নি। অনুরূপভাবে এ শর্ত দ্বারা সপ্তকারী-এর সহিফাসমূহে লিখিত হয় নি, এমন আয়াতগুলোও বাদ যাবে।

৪. اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا এই বন্ধনী দ্বারা خَبَرْ وَاحِدْ ও خَبَرْ مَشْهُوْر -এর পন্থায় বর্ণিত আয়াতগুলো কিতাবুল্লাহর সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে।

৫. بِلَا شُبْهَةٍ ইমাম খাস্সাফের মতে, بِلَا شُبْهَةٍ দ্বারা خَبَرْ مَشْهُوْر পন্থায় বর্ণিত আয়াতগুলো বের হয়ে গেছে। আবার কারো কারো মতে, بِلَا شُبْهَةٍ উক্তি দ্বারা تَسْمِيَةٌ কে কুরআন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ কথা বিশুদ্ধ নয়। কেননা, تَسْمِيَةٌ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, بِلَا شُبْهَةٍ শব্দটি فَصْل হিসেবে নেওয়া হয় নি; বরং তাকীদ হিসেবে নেয়া হয়েছে। কেননা, যা-ই مُتَوَاتِرٌ হবে, তা-ই সন্দেহাতীত হবে।

قَوْلُهُ وَالْمُنَزَّلُ يَجُوْزُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) إِنْزَالٌ ও تَنْزِيْل -এর প্রভেদ এবং কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَلْمُنَزَّلُ শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ ও تَفْعِيْل উভয় হতে ব্যবহৃত হতে পারে।

إِنْزَالٌ শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ -এর মাসদার এর অর্থ হলো একবার অবতীর্ণ করা। আর সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ একবারে লাওহে মাহফূয হতে প্রথমত পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতঃপর অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খণ্ড খণ্ডভাবে হুযূর ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। তা ছাড়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, প্রতি রমজানে জিব্রাঈল (আ.) হুযূর ﷺ -এর নিকট আসতেন এবং তাঁকে কুরআন পড়িয়ে শুনাতেন। হুযূর ﷺ -এর ইন্তেকালের পূর্ববর্তী রমজানে হুযূর ﷺ -কে জিব্রাঈল (আ.) দু'বার কুরআন পড়িয়ে শুনিয়েছেন। তাই কুরআনের ব্যাপারে إِنْزَالٌ শব্দের প্রয়োগ সহীহ হবে।

আর تَنْزِيْل শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। এবাবের বৈশিষ্ট্য হলো تَدْرِيْج তথা ধীরে ধীরে কোনো কিছু হওয়া। কাজেই تَنْزِيْل অর্থ হলো– ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা। যেহেতু কুরআন মাজীদ দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া রাসূল ﷺ -এর তেইশ বৎসরকালীন নবুয়তের যুগে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহুবারে অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাই এটার জন্য تَنْزِيْل -এর প্রয়োগ যথার্থ হবে।

قَوْلُهُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لَوْحِ مَحْفُوْظ -এর পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, لَوْحِ مَحْفُوْظ অর্থ হলো– সংরক্ষিত তখতী। যেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। 'লাওহে মাহফূয' সপ্ত আকাশের উর্ধ্বে অবস্থিত একটি স্থানকে বলা হয়। এটার দৈর্ঘ্য আসমান ও জামিনের মধ্যবর্তী স্থানের সমান, আর প্রস্থ পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধানের সমতুল্য। এটা ধবধবে মুক্তার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে– লওহে মাহফূজে নিম্নোক্ত বাক্যটি লিখা রয়েছে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ دِيْنُهُ الْإِسْلَامُ وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ –

اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِلْقُرْاٰنِ وَمَعْنَى الْمَكْتُوْبِ الْمُثْبَتُ لِاَنَّ الْمَكْتُوْبَ فِى الْحَقِيْقَةِ هُوَ النُّقُوْشُ دُوْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى وَاِنَّمَا هُمَا مُثْبَتَانِ فِى الْمَصَاحِفِ فَاللَّفْظُ مُثْبَتٌ حَقِيْقَةً وَالْمَعْنٰى مُثْبَتٌ تَقْدِيْرًا وَاللَّامُ فِى الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ وَلَايَضُرُّ تَعْمِيْمُهٗ لِغَيْرِ الْقُرْاٰنِ لِاَنَّ الْقَيْدَ الْاَخِيْرَ يُخْرِجُهٗ اَوْ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُوْدُ هُوَ مَصَاحِفُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ وَهُوَ مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ لَايَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُعْرَفَ فَيُقَالُ هُوَ مَاكُتِبَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ حَتّٰى يَلْزَمَ الدَّوْرُ وَيُحْتَرَزُ بِهٰذَا الْقَيْدِ عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهٗ دُوْنَ حُكْمِهٖ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى " اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ " وَعَنْ قِرَاءَةِ اُبَيٍّ وَنَحْوِهٖ مِمَّا لَمْ يُكْتَبْ فِى الْمَصَاحِفِ السَّبْعَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ যা গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِلْقُرْاٰنِ এটা اَلْقُرْاٰنُ-এর জন্য দ্বিতীয় বিশ্লেষণ وَمَعْنَى الْمَكْتُوْبِ আর مَكْتُوْبٌ শব্দের অর্থ اَلْمُثْبَتُ অঙ্কিত لِاَنَّ الْمَكْتُوْبَ فِى الْحَقِيْقَةِ কেননা প্রকৃত অর্থে مَكْتُوْبٌ বলতে বুঝায় هُوَ النُّقُوْشُ নকশা বা লিপিকেই دُوْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى শব্দ ও অর্থ ব্যতীত وَاِنَّمَا هُمَا مُثْبَتَانِ فِى الْمَصَاحِفِ অবশ্য শব্দ ও অর্থ এগুলোও গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ আছে فَاللَّفْظُ مُثْبَتٌ حَقِيْقَةً সুতরাং শব্দ প্রকৃতই লিপিবদ্ধ وَالْمَعْنٰى مُثْبَتٌ تَقْدِيْرًا আর অর্থ উহ্যভাবে লিপিবদ্ধ وَاللَّامُ فِى الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ আর اَلْمَصَاحِفُ-এর মধ্যস্থিত اَلِفْ لَامْ-টি جِنْس বা জাতিবাচকের জন্য وَلَايَضُرُّ দোষ হবে না تَعْمِيْمُهٗ তার অর্থের ব্যাপকতা لِغَيْرِ الْقُرْاٰنِ-কেও শামিল করলে لِاَنَّ الْقَيْدَ الْاَخِيْرَ কেননা, শেষোক্ত শর্ত يُخْرِجُهٗ গায়রে কুরআনকে বের করে দেয় غَيْر قُرْاٰن اَوْ لِلْعَهْدِ অথবা اَلْمَصَاحِفُ-এর মধ্যস্থিত আলিম লাম عَهْد-এর জন্য وَالْمَعْهُوْدُ هُوَ مَصَاحِفُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ আর مَعْهُوْد হচ্ছে স্বীকৃত সাতক্বারীর সহীফাসমূহ وَهُوَ مُتَعَارَفٌ তা প্রসিদ্ধ بَيْنَ النَّاسِ সকলের মাঝে لَايَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُعْرَفَ বিধায় পরিচিতি প্রদানের অপেক্ষা রাখে না فَيُقَالُ সুতরাং বলা হয় যে هُوَ مَا كُتِبَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ আর তা হচ্ছে এমন বস্তুর নাম যার মধ্যে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয় حَتّٰى يَلْزَمَ الدَّوْرُ তাতে পুনরাবত্তি ছাড়া আর কিছু হয় না وَيُحْتَرَزُ بِهٰذَا الْقَيْدِ عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهٗ دُوْنَ حُكْمِهٖ আর اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ দ্বারা সে সকল আয়াত হতে পার্থক্য করা হয়েছে যে সবের তেলাওয়াত রহিত কিন্তু হুকুম বলবত রয়েছে كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা اِذَا زَنَيَا যখন তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় فَارْجُمُوْهُمَا তাদেরকে পাথরাঘাতে হত্যা কর نَكَالًا শাস্তি স্বরূপ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় وَعَنْ قِرَاءَةِ اُبَيٍّ এবং উবাই-এর কেরাত وَنَحْوِهٖ ও তার অনুরূপ অন্যান্য কেরাত হতেও পার্থক্য করা হয়েছে مِمَّا لَمْ يُكْتَبْ যা লিপিবদ্ধ করা হয়নি فِى الْمَصَاحِفِ السَّبْعَةِ সপ্তকারীর সহীফাসমূহে।

সরল অনুবাদ : যা গ্রন্থ আকারের লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটা اَلْقُرْاٰنُ-এর জন্য দ্বিতীয় বিশ্লেষণ। مَكْتُوْبٌ শব্দের অর্থ مُثْبَتٌ বা প্রতিষ্ঠিত বস্তু। কেননা প্রকৃত অর্থে مَكْتُوْبٌ বলতে শব্দ ও অর্থ ব্যতীত শুধু নক্শা বা লিপিকেই বুঝায়। অবশ্য শব্দ ও অর্থ এগুলোও গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং শব্দ প্রকৃতই প্রতিষ্ঠিত আর অর্থ উহ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। اَلْمَصَاحِفُ-এর মধ্যস্থিত اَلِفْ لَامْ টি جِنْس বা জাতিবাচকের জন্য। তার تَعْمِيْم বা অর্থের ব্যাপকতা غَيْر قُرْاٰن-কে ও শামিল করলে তাতে দোষ হবে না। কেননা শেষোক্ত শর্ত অর্থাৎ اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ الخ 'গায়রে কুরআন' .কে বের করে দেয়। অথবা اَلْمَصَاحِفُ-এর মধ্যস্থিত 'আলিফ লাম' عَهْد-এর জন্য। আর مَعْهُوْد হচ্ছে স্বীকৃত সাতজন ক্বারীর সহীফাসমূহ। তা সকলের মাঝে প্রসিদ্ধ বিধায় পরিচিতি প্রদানের অপেক্ষা রাখে না। এরূপ বলার প্রয়োজন করে না যে, "مَصْحَفٌ হচ্ছে এমন বস্তুর নাম যার মধ্যে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়।" তাতে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু হয় না। আর اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ দ্বারা সে সকল আয়াত হতে পার্থক্য করা হয়েছে যে সবের তেলাওয়াত রহিত কিন্তু হুকুম বলবৎ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ এবং উবাই-এর কেরাত ও তার অনুরূপ অন্যান্য কেরাত যা সপ্তকারীর সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, তা হতেও পার্থক্য করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَمَعْنَى الْمَكْتُوْبِ الْمُثْبَتُ-এর বিশ্লেষণ : "وَمَعْنَى الْمَكْتُوْبِ الْمُثْبَتُ" এ বাক্যটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে, শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, শব্দ ও অর্থ কোনোটিকেই লেখা যায় না; বরং نُقُوْش বা বর্ণ প্রতীক অঙ্কনকে লেখা যায়। কেননা, শব্দের সম্পর্ক মুখের সাথে আর অর্থের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। সুতরাং গ্রন্থকার কিভাবে কুরআনের সিফাত হিসেবে বললেন, اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ যা পাণ্ডুলিপিসমূহে লিপিবদ্ধ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সম্মানিত ব্যাখ্যাকার বললেন, وَمَعْنَى الْمَكْتُوْبِ الْمُثْبَتُ এখানে مَكْتُوْب শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠিত; লিপিবদ্ধ নয়। সুতরাং শব্দ অর্থকে লেখা না গেলেও نُقُوْش-এর অধীন শব্দ ও অর্থ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। শব্দ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থ পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, اَلْمَكْتُوْبُ শব্দটি কুরআনের সিফাত হতে কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। নিম্নে প্রশ্ন ও তার উত্তর দেওয়া হলো।

প্রশ্ন : اَلْمَصَاحِفُ-এর মধ্যকার لَامْ টি جِنْسِى হলে কুরআনের সংজ্ঞার মধ্যে অন্যান্য কিতাবও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এ সংজ্ঞাটি কুরআন ব্যতীত অন্যান্য কিতাবকেও অন্তর্ভুক্ত করে না এমন বলা কি ঠিক হবে?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের সংজ্ঞার শেষের দিকের اَلْمَنْقُوْلُ الخ-এর শর্তারোপের দ্বারা কুরআন ব্যতীত অন্যান্য কিতাব বের হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ اَلْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ الخ-এর আলোচনা : এখানে সাত ক্বারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাজবীদ শাস্ত্রে যে সাতজন ক্বারী অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাদেরকে اَلْقُرَّاءُ السَّبْعَةُ (সাত ক্বারী) বলা হয়। তাঁদের প্রত্যেকের দু'জন করে মোট চৌদ্দজন রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এঁদের সকলের قِرَاءَة অল্প-বিস্তর প্রচলিত আছে এবং তাঁদের সকলের قِرَاءَة-ই শরিয়তে অনুমোদিত। তাঁরা হলেন-(১) নাফে ইবনে আব্দুর রহমান আল-মাদানী, (২) আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর আল-মাক্কী, (৩) আবূ আমর ইবনে আলা আল-বাসরী, (৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আমের আশ-শামী, (৫) আসিম ইবনে আবিন-নাজদ আল-কূফী, (৬) হামযা ইবনে হাবীব আল-কূফী, (৭) আবুল হাসান আলী ইবনে হামযা আল-কেসায়ী।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত সাত ক্বারী তাঁরা সকলেই ইলমে তাজবীদের ইমাম ছিলেন।

حَتَّى يَلْزَمَ الدَّوْرُ-এর ব্যাখ্যা : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন, اَلْمُصْحَفُ-এর পরিচিতি সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ বিধায় তার সংজ্ঞা দান অনাবশ্যক। আর সংজ্ঞা দিতে গেলে دَوْر (পুনরাবৃত্তি) লাযেম হয়ে পড়ে, যা বাতিল। دَوْر হচ্ছে تَوَقُّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَايَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ অর্থাৎ কোনো বস্তু নির্ভুল হওয়া এমন বস্তুর উপর, যারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। যেমন- مُصْحَف-এর সংজ্ঞা হচ্ছে- هُوَ مَاكُتِبَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ যাতে কুরআন লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর قُرْاٰن-এর সংজ্ঞা হচ্ছে- مَاكُتِبَ فِى الْمُصْحَفِ অর্থাৎ যা পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং দেখা গেল যে, কুরআনের পরিচিতি مُصْحَف-এর উপর এবং মাসহাফের পরিচিতি কুরআনের উপর নির্ভরশীল। আর এটিই হচ্ছে دَوْر বা পুনরাবৃত্তি।

وَيَحْتَرِزُ بِهٰذَا الْقَيْدِ-এর আলোচনা : "اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ" এ বন্ধনী দ্বারা কুরআনের সংজ্ঞা থেকে দুই ধরনের আয়াত বাদ পড়েছে। যথা-

১. ঐ সব আয়াত, যেগুলোর হুকুম বহাল থাকলেও তিলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। যেমন- اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا

২. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ঐ সব আয়াত, যেগুলো পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ হয় নি। যেমন-

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ، (قراءة ابى (رضـ)

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ، (قراءة ابن مسعود (رضـ)

قَوْلُهُ اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) রজমের সংজ্ঞা ও শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বিবাহিত ও বিবাহিতা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ইসলামি শরিয়তের বিধানে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তবে দুররুল মুখতার নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, বিবাহিত ও বিবাহিতা হওয়ার সাথে সাথে নিম্নোক্ত শর্তাবলিও বিদ্যমান থাকা জরুরি-(১) স্বাধীন হতে হবে। (২) বিবেকবান হতে হবে। (৩) প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। (৪) মুসলমান হতে হবে। (৫) সহীহ বিবাহের দ্বারা সহবাসকারী বা সহবাসকৃতা হতে হবে। (৬) সঙ্গমকালীন সময় উভয়ের মধ্যে উপরোক্ত শর্তাবলি পাওয়া যেতে হবে। অতএব যদি কোনো স্বাধীন পুরুষ দাসীর সাথে ব্যভিচার করে অথবা কোনো দাস যদি কোনো স্বাধীন মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে 'রজম' করা যাবে না। আর 'রজম' বলা হয় পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করাকে।

قَوْلُهُ وَعَنْ قِرَاءَةِ اُبَىِّ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে হযরত উবাই (রা.) এবং তার সাথীদের কেরাতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। قَوْلُهُ وَعَنْ قِرَاءَةِ الخ এটি عَمَّا نُسِخَتْ-এর উপর আতফ করা হয়েছে। হযরত উবাই (রা.)-এর কেরাত হলো فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ (অন্য সময় রমজানের বাইরে লাগাতার এটার কাজা করবে)। এটা রমজানের রোজার কাজা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তদ্রূপ কেরাতের নমুনা, যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কেরাত- فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ এটা কসমের কাফ্ফারার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে তাঁরা উভয়ই "قِرَاءَةٌ مُتَوَاتِرَة"-এর সাথে مُتَتَابِعَات শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করেছেন, যা مُتَوَاتِر কেরাতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়নি।

اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ صِفَةٌ ثَالِثَةٌ لِلْقُرْاٰنِ اَيِ الْمَنْقُوْلُ عَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ فِيْ نَقْلِهٖ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهٖ مُتَوَاتِرًا عَمَّا نُقِلَ بِطَرِيْقِ الْاٰحَادِ كَقِرَاءَةِ اُبَيٍّ فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ وَعَمَّا نُقِلَ بِطَرِيْقِ الشُّهْرَةِ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ حَدِّ السَّرِقَةِ فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا وَفِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَوْلُهٗ بِلَا شُبْهَةٍ تَاكِيْدٌ عَلٰى مَذْهَبِ الْجُمْهُوْرِ لِاَنَّ كُلَّ مَايَكُوْنُ مُتَوَاتِرًا يَكُوْنُ بِلَاشُبْهَةٍ وَعِنْدَ الْخَصَّافِ هُوَ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْمَشْهُوْرِ لِاَنَّ الْمَشْهُوْرَ عِنْدَهٗ قِسْمٌ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ لٰكِنَّ مَعَ شُبْهَةٍ وَهٰذَا كُلُّهٗ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنْ يَكُوْنَ اللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ فَتَخْرُجُ الْقِرَاءَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَاتِرَةُ كُلُّهَا بِقَوْلِهٖ فِي الْمَصَاحِفِ وَيَكُوْنُ قَوْلُهٗ اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ اِلٰى اٰخِرِهٖ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ وَقِيْلَ قَوْلُهٗ بِلَا شُبْهَةٍ اِحْتِرَازٌ عَنِ التَّسْمِيَةِ لِاَنَّ فِيْهَا شُبْهَةً وَلِذَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا وَلَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلٰوةِ وَلَمْ تَحْرُمْ تِلَاوَتُهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنَّمَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا لِوُجُوْدِ الشُّبْهَةِ وَاِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلٰوةِ لِعَدَمِ كَوْنِهَا اٰيَةً تَامَّةً عِنْدَ الْبَعْضِ وَاِنَّمَا يَجُوْزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُبِ وَاُخْتَيْهِ بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ لَابِقَصْدِ التِّلَاوَةِ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ</u> : اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ নবী করীম ﷺ-এর নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে نَقْلًا مُتَوَاتِرًا মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে بِلَاشُبْهَةٍ সন্দেহ মুক্ত প্রক্রিয়ায় صِفَةٌ ثَالِثَةٌ এটা তৃতীয় বিশ্লেষণ لِلْقُرْاٰنِ আল-কুরআনের জন্য اَيِ الْمَنْقُوْلُ অর্থাৎ যা বর্ণিত عَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর নিকট হতে نَقْلًا مُتَوَاتِرًا এমন অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় (অর্থাৎ প্রত্যেক ধাপে বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক) যে, بِلَاشُبْهَةٍ فِيْ نَقْلِهٖ তার বর্ণনার মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই وَاحْتَرَزَ গ্রন্থকার (র.) পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন بِقَوْلِهٖ مُتَوَاتِرًا তাঁর উক্তি مُتَوَاتِرًا শব্দটি দ্বারা عَمَّا نُقِلَ بِطَرِيْقِ الْاٰحَادِ ঐ সকল তেলাওয়াত হতে যা خَبَرَ وَاحِدْ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে كَقِرَاءَةِ اُبَيٍّ (যেমন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাত فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانَ রমজানের قَضَاء- এর ব্যাপারে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ পরবর্তী দিনে ধারাবাহিকভাবে ইদ্দত পালন করবে وَعَمَّا نُقِلَ بِطَرِيْقِ الشُّهْرَةِ অদ্রূপ সে মসস্ত বর্ণনা হতেও পার্থক্য করা হয়েছে যা خَبَرِ مَشْهُوْر- এর ভিত্তিতে বর্ণিত كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) যেমন- ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত فِيْ حَدِّ السَّرِقَةِ চুরির শাস্তির ব্যাপারে فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا তাদের ডান হাত কেটে দাও وَفِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ এবং কসমের কাফফারার ব্যাপারে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ধারাবাহিকভাবে তিন দিন রোজা রাখবে وَقَوْلُهٗ بِلَاشُبْهَةٍ আর গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি بِلَاشُبْهَةٍ বাক্যটি تَاكِيْدٌ তাকীদ عَلٰى مَذْهَبِ الْجُمْهُوْرِ জমহুরের মাযহাবের ভিত্তিতে لِاَنَّ كُلَّ مَا يَكُوْنُ مُتَوَاتِرًا কেননা, যে সব কিছু مُتَوَاتِرْ হয় يَكُوْنُ بِلَاشُبْهَةٍ তা সন্দেহ মুক্তই وَعِنْدَ الْخَصَّافِ هُوَ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْمَشْهُوْرِ ইমাম খাসসাফের মতে بِلَاشُبْهَةٍ দ্বারা خَبَرِ مَشْهُوْر টি خَبَرِ مَشْهُوْر হতে পার্থক্য করা হয়েছে لِاَنَّ الْمَشْهُوْرَ عِنْدَهٗ قِسْمٌ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ কেননা, তাঁর মতে مَشْهُوْر এরই এক প্রকার مُتَوَاتِرْ লكِنَّ مَعَ شُبْهَةٍ তবে এতটুকু পার্থক্য যে, তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে وَهٰذَا كُلُّهٗ عَلٰى تَقْدِيْرِ উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ অর্থাৎ خَبَرِ مُتَوَاتِرْ কেরাতসমূহের বহিষ্কার এ পরিপ্রেক্ষিতে اَنْ يَكُوْنَ اللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ হবে যখন اَلْمَصَاحِفُ- এর মধ্যে لَامْ অব্যয়টি جِنْس বা জাতি বাচকের জন্য হবে اَمَّا اِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ অবশ্য যখন لَامْ টি

بِقَوْلِهِ عَهْد -এর জন্য হবে فَتَخْرُجُ الْقِرَاءَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَاتِرَةُ كُلُّهَا তখন সকল غَيْر مُتَوَاتِرَة কেরাতই বের হয়ে যাবে فِي الْمَصَاحِفِ তার উক্তি وَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ اِلٰى اٰخِرِهِ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ দ্বারা فِي الْمَصَاحِفِ এবং গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ بِلَا شُبْهَةٍ পর্যন্ত) বাস্তবের বর্ণনা হিসেবে গণ্য হবে وَقِيْلَ قَوْلُهُ بِلَاشُبْهَةٍ اِحْتِرَازٌ عَنِ التَّسْمِيَةِ কারো কারো মতে بِلَا شُبْهَةٍ দ্বারা 'বিসমিল্লাহ' হতে পার্থক্য করা হয়েছে, لِاَنَّ فِيْهَا شُبْهَةً কেননা, তা কুরআনের অংশ কি-না? সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে وَلِذَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا এ জন্যই তা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয় না وَلَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا এটার উপর নির্ভর করা فِي الصَّلٰوةِ নামাজে وَلَمْ تَحْرُمْ এবং হারাম নয় تِلَاوَتُهَا এটার তেলাওয়াত لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ অপবিত্র ব্যক্তি ও হায়েয-নেফাসওয়ালী মহিলাদের জন্য اَلْاَصَحُّ তবে বিশুদ্ধ মত হলো اَنَّهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ 'বিসমিল্লাহ' কুরআনেরই অংশ وَاِنَّمَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا কিন্তু এটার অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয় না لِوُجُوْدِ الشُّبْهَةِ এটাতে সংশয় থাকার কারণে وَاِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلٰوةِ আর নামাজে এ জন্য 'বিসমিল্লাহ'-এর উপর যথেষ্ট মনে করা জায়েজ নয় لِعَدَمِ كَوْنِهَا اٰيَةً تَامَّةً কারণ তা পূর্ণ আয়াত নয় عِنْدَ الْبَعْضِ কারো কারো মতে وَاِنَّمَا يَجُوْزُ التِّلَاوَةُ এটার তেলাওয়াত জায়েজ আছে لِلْجُنُبِ وَاُخْتَيْهِ অপবিত্রতা ও হায়েয-নেফাসের অবস্থায় بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ বরকতের উদ্দেশ্যে لَا بِقَصْدِ التِّلَاوَةِ কিন্তু তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে জায়েজ নেই।

সরল অনুবাদ : নবী করীম ﷺ-এর নিকট হতে মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এটা اَلْقُرْاٰنُ-এর জন্য তৃতীয় বিশ্লেষণ। অর্থাৎ যা নবী করীম ﷺ-এর নিকট হতে এমন مُتَوَاتِرْ বা অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বর্ণিত (অর্থাৎ প্রত্যেক ধাপে বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক) যে, তাঁর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। গ্রন্থকার (র.) তাঁর উক্তি مُتَوَاتِرًا শব্দটি দ্বারা ঐ সকল তেলাওয়াত হতে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, যা خَبَر وَاحِدْ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- রমজানের قَضَاء-এর ব্যাপারে হযরত উবাই ইবনে কা'ব -এর কেরাত- فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ; তদ্রূপ সে সমস্ত বর্ণনা হতেও পার্থক্য করা হয়েছে, যা خَبَر مَشْهُوْر-এর ভিত্তিতে বর্ণিত। যেমন-চুরির শাস্তির ব্যাপারে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত- فَاقْطَعُوْٓا اَيْمَانَهُمَا এবং কসমের কাফফারার ব্যাপারে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ইত্যাদি। আর গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি بِلَاشُبْهَةٍ দ্বারা خَبَر مَشْهُوْر হতে পার্থক্য করা হয়েছে। কেননা তাঁর মতে خَبَر مَشْهُوْر টি غَيْر مُتَوَاتِر -ই এক প্রকার। তবে এতটুকু পার্থক্য যে, তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ অর্থাৎ غَيْر مُتَوَاتِر কেরাতসমূহের বহিষ্কার এই পরিপ্রেক্ষিতে হবে, যখন اَلْمَصَاحِفُ -এর মধ্যে لَامْ অব্যয়টি جِنْس বা জাতি বাচকের জন্য হবে। অবশ্য যখন لَامْ টি عَهْد -এর জন্য হবে, তখন فِي الْمَصَاحِفِ দ্বারা সকল غَيْر مُتَوَاتِرْ কেরাতই বের হয়ে যাবে। এবং গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ بِلَا شُبْهَةٍ পর্যন্ত বাস্তবের বর্ণনা হিসেবে গণ্য হবে। কারো কারো মতে بِلَا شُبْهَةٍ দ্বারা 'বিসমিল্লাহ' হতে পার্থক্য করা হয়েছে। কেননা তা কুরআনের অংশ কিনা ? সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। এ জন্যই তা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয় না, নামাজে শুধু এটার উপর নির্ভর করা জায়েজ নয় এবং অপবিত্র ব্যক্তি ও হায়েয-নেফাসওয়ালী মহিলাদের জন্য এটার তেলাওয়াত হারাম নয়। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, 'বিসমিল্লাহ' কুরআনেরই অংশ কিন্তু এটাতে সংশয় থাকার কারণে এটার অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয় না। আর নামাজে এ জন্য 'বিসমিল্লাহ'-এর উপর যথেষ্ট মনে করা জায়েজ নয় যে, কারো কারো মতে এটা পূর্ণ আয়াত নয়। আর অপবিত্রতা ও হায়েয-নেফাসের অবস্থায় এটার তেলাওয়াত বরকতের উদ্দেশ্য জায়েজ আছে, কিন্তু তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে জায়েজ নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَمَّا نُقِلَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে خَبَر مُتَوَاتِر ও خَبَر وَاحِدْ এবং خَبَر مَشْهُوْر -এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো।

خَبَر مُتَوَاتِر বলা হয় এমন বর্ণনাকে, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা সর্ব যুগেই এত অধিক থাকে যে, তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া (স্বভাবত) অসম্ভব। এর ৪টি শর্ত রয়েছে-

ক. সনদের সংখ্যাধিক্য হওয়া।

খ. বর্ণনাকারীদের মিথ্যাচারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হওয়া।

গ. সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এই আধিক্য বিদ্যমান থাকা।

ঘ. বর্ণনার বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া।

خَبَر وَاحِدْ বলা হয় এমন বর্ণনাকে, যা خَبَر مُتَوَاتِرْ -এর পর্যায় পৌছেনি এবং যার মধ্যে خَبَر مُتَوَاتِرْ-এর শর্তাবলি পাওয়া যায় নি।

خَبَر مَشْهُوْر বলা হয় এমন বর্ণনাকে, যা প্রথম যুগের তথা সাহাবীগণের যুগে خَبَر وَاحِدْ ছিল পরবর্তী সময়ে تَوَاتُرْ -এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র.)ও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর خَبَر مَشْهُوْر -এর দ্বারা কিতাবুল্লাহ -এর হুকুমের সাথে কোনো বক্তব্য সংযোজন করা জায়েজ ; কিন্তু خَبَر وَاحِدْ -এর দ্বারা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَالْاَصَحُّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যখ্যাকার (র.) তাসমিয়া তথা 'বিসমিল্লাহ' কুরআনের অংশ কি না ? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, 'বিসমিল্লাহ' কুরআনে কারীমের একটি আয়াত। এক সূরা হতে অন্য সূরার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য 'বিসমিল্লাহ' নামক আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং এটা সূরা ফাতিহার অংশও নয়, আর অন্য কোনো সূরারও অংশ নয়। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, "রাসূল ﷺ বুঝতে পারতেন না যে, সূরার আরম্ভ ও শেষ কোনটি ? এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যেক সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' অবতীর্ণ করলেন।" তদ্রূপ মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেছেন, একশত চৌদ্দ সূরা এবং এক আয়াতের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। আর এই আয়াত হলো 'বিসমিল্লাহ'। অতএব কুরআন মাজীদ খতম করার জন্য যে কোনো এক সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়া আবশ্যক। এটাই ওলামায়ে আহনাফের সর্বসম্মত অভিমত।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সূরা বারাআত ছাড়া 'বিসমিল্লাহ' অন্যান্য সূরার অংশ বিশেষ। সুতরাং তাঁর মতে 'বিসমিল্লাহ' একশত তেরো আয়াত। অতএব সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলে কুরআনে কারীম খতম পূর্ণাঙ্গ রূপে হবে না। আর এ মতবিরোধ সূরা নমলে অবস্থিত বিসমিল্লাহ ব্যতীত, কারণ সূরা নমলের বিসমিল্লাহ সর্বসম্মতিক্রমে আয়াতের বিশেষ অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

* তবে ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, بِسْمِ اللّٰهِ পবিত্র কুরআনের অংশ নয়।

قَوْلُهُ عِنْدَ الْبَعْضِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) 'তাসমিয়া' তথা 'বিসমিল্লাহ' কুরআনে কারীমের পূর্ণাঙ্গ আয়াত কিনা? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কারো কারো মতে তাসমিয়া কুরআনে কারীমের পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়। তাঁদের দলিল হযরত উম্মে সালমা (রা.) -এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং বললেন- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পূর্ণ একটি আয়াত।

আর কারো কারো মতে বিসমিল্লাহ কুরআনে কারীমের একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাঁদের দলিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস। তিনি হুযুর ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন- فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ اٰيَاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ সূরা ফাতিহা সাত আয়াত বিশিষ্ট। তার প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহ। আর গ্রন্থকার (র.) তার ব্যাখ্যায় বলেন যে, মতানৈক্যর কারণে শুধুমাত্র 'বিসমিল্লাহ' পাঠ দ্বারা ফরজ নামাজ আদায় হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) উল্লিখিত মতই পোষণ করেন।

وَهُوَ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا تَمْهِيْدٌ لِتَقْسِيْمِهٖ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيْفِهٖ يَعْنِىْ اَنَّ الْقُرْاٰنَ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا لَا اَنَّهٗ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ فَقَطْ كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ تَعْرِيْفُهٗ بِالْاِنْزَالِ وَالْكِتَابَةِ وَالنَّقْلِ وَلَا اَنَّهٗ اِسْمٌ لِلْمَعْنٰى فَقَطْ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ تَجْوِيْزِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْقِرَاءَةِ الْفَارِسِيَّةِ فِى الصَّلٰوةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّظْمِ الْعَرَبِىِّ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْاَوْصَافَ الْمَذْكُوْرَةَ جَارِيَةٌ فِى الْمَعْنٰى تَقْدِيْرًا وَجَوَازُ الصَّلٰوةِ بِالْفَارِسِيَّةِ اِنَّمَا هُوَ لِعُذْرٍ حُكْمِىٍّ وَهُوَ اَنَّ حَالَةَ الصَّلٰوةِ حَالَةُ الْمُنَاجَاةِ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالنَّظْمُ الْعَرَبِىُّ مُعْجِزٌ بَلِيْغٌ فَلَعَلَّهٗ لَايَقْدِرُ عَلَيْهِ اَوْ لِاَنَّهٗ اِنِ اشْتَغَلَ بِالْعَرَبِىِّ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْهُ اِلٰى حُسْنِ الْبَلَاغَةِ وَالْبَرَاعَةِ وَيَلْتَذُّ بِالْاَسْجَاعِ وَالْفَوَاصِلِ وَلَمْ يَخْلُصِ الْحُضُوْرُ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى بَلْ يَكُوْنُ هٰذَا النَّظْمُ حِجَابًا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مُسْتَغْرِقًا فِىْ بَحْرِ التَّوْحِيْدِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَلَا يَلْتَفِتُ اِلَّا اِلَى الذَّاتِ فَلَا طَعْنَ عَلَيْهِ فِىْ اَنَّهٗ كَيْفَ يَجُوْزُ الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِىِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِىِّ الْمُنَزَّلِ وَاَمَّا فِىْ مَاسِوَى الصَّلٰوةِ فَهُوَ يُرَاعِىْ جَانِبَهُمَا جَمِيْعًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُوَ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا আর কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিগত নাম تَمْهِيْدٌ এখান থেকে ভূমিকা আরম্ভ হচ্ছে لِتَقْسِيْمِهٖ তার শ্রেণী বিভাগের بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيْفِهٖ কুরআনের সংজ্ঞা বর্ণণার পর يَعْنِىْ اَنَّ الْقُرْاٰنَ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম لَا اَنَّهٗ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ فَقَطْ এটা শুধুমাত্র শব্দের নাম নয় كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ تَعْرِيْفُهٗ যেমনটি তার সংজ্ঞা নির্ণয় হয় بِالْاِنْزَالِ وَالْكِتَابَةِ وَالنَّقْلِ অবতীর্ণ, লিপিবদ্ধ ও বর্ণিত ইত্যাদি শব্দ দ্বারা وَلَا اَنَّهٗ اِسْمٌ لِلْمَعْنٰى فَقَطْ আর তা শুধুমাত্র অর্থেরও নাম নয় كَمَا يُتَوَهَّمُ যদ্রূপ ধারণা জন্মে থাকে مِنْ تَجْوِيْزِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর জায়েজ রাখার অভিমত দ্বারা, لِلْقِرَاءَةِ الْفَارِسِيَّةِ ফারসি ভাষায় কেরাত فِى الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّظْمِ الْعَرَبِىِّ আরবি শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও وَذٰلِكَ বরং পবিত্র কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম لِاَنَّ الْاَوْصَافَ الْمَذْكُوْرَةَ এ জন্যই যে, উল্লিখিত বিশেষণসমূহ (অর্থাৎ অবতীর্ণ, লিপিবদ্ধ ও বর্ণিত) جَارِيَةٌ فِى الْمَعْنٰى অর্থের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে تَقْدِيْرًا উহ্য ভাবে (শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, শব্দের মধ্যে এই বিশেষণগুলো প্রকৃত ও সরাসরি বিদ্যমান আর অর্থের মধ্যে উহ্যভাবে বিদ্যমান وَجَوَازُ الصَّلٰوةِ بِالْفَارِسِيَّةِ ইমাম আবু হানীফা (র.) কর্তৃক নামাজের মধ্যে ফারসিতে কেরাত জায়েজ রাখা اِنَّمَا هُوَ لِعُذْرٍ حُكْمِىٍّ তা একটি হুকুমী ওজরের কারণেই জায়েজ রাখা হয়েছে وَهُوَ اَنَّ حَالَةَ الصَّلٰوةِ তবে তার হেকমত হলো– নামাজের অবস্থা حَالَةُ الْمُنَاجَاةِ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার সাথে গোপনীয় কথাবার্তা বলার অবস্থা وَالنَّظْمُ الْعَرَبِىُّ কিন্তু আরবি শব্দমালা مُعْجِزٌ অত্যন্ত বিস্ময়কর بَلِيْغٌ ও গভীর অর্থপূর্ণ فَلَعَلَّهٗ لَايَقْدِرُ عَلَيْهِ তাই সম্ভবত একজন নামাজি এমতাবস্থায় এরূপ অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হবে না اَوْ لِاَنَّهٗ اِنِ اشْتَغَلَ بِالْعَرَبِىِّ অথবা এ জন্য ফারসি কেরাতকে জায়েজ বলা হয়েছে যে, একজন নামাজি যদি নামাজের মধ্যে আরবি কেরাতে লিপ্ত হয়, يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ তাহলে তার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে, مِنْهُ নামাজ হতে সরে গিয়ে اِلٰى حُسْنِ الْبَلَاغَةِ وَالْبَرَاعَةِ আরবি শব্দসমূহের فَصَاحَتْ ও بَلَاغَتْ-এর অনুপম সৌন্দর্যের দিকে وَيَلْتَذُّ এবং সে উপভোগে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে بِالْاَسْجَاعِ وَالْفَوَاصِلِ ছন্দময় ও শ্রুতিমধুর শব্দসমূহের সৌন্দর্য وَلَمْ يَخْلُصِ الْحُضُوْرُ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى আর আল্লাহর সম্মুখে তার হুযূরে কলব বা আন্তরিকতাপূর্ণ উপস্থিতি খালেস ও নির্ভেজাল রাখতে সক্ষম হবে না بَلْ يَكُوْنُ هٰذَا النَّظْمُ حِجَابًا বরং এ আরবি শব্দমালা একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে بَيْنَهٗ

وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবু হানীফা (র.) مُسْتَغْرِقًا ঐ নামাজি ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝখানে وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى যেহেতু নিমজ্জিত ছিলেন فِىْ بَحْرِ التَّوْحِيْدِ وَالْمُشَاهَدَةِ আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও মুশাহাদার সমুদ্রে وَلَا يَلْتَفِتُ اِلَّا اِلَى الذَّاتِ। এজন্য তিনি আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না فَلَا طَعْنَ عَلَيْهِ সুতরাং তাঁকে এ কারণে দোষারোপ করা ঠিক হবে না (যে,) فِىْ اَنَّهٗ كَيْفَ يَجُوْزُ الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِيِّ কিরূপে ফারসি কেরাত জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে মত প্রদান করলেন? مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيِّ الْمُنَزَّلِ নামাজির জন্য অবতীর্ণ কুরআনের আরবি শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও وَاَمَّا فِىْ مَاسِوَى الصَّلٰوةِ অবশ্য নামাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যাপারে فَهُوَ يُرَاعِىْ جَانِبَهُمَا جَمِيْعًا ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) শব্দ ও অর্থ উভয়েই সমান বিবেচনা করতেন।

সরল অনুবাদ : সংজ্ঞা বর্ণনার পর এখান থেকে তার শ্রেণীবিভাগের ভূমিকা আরম্ভ হচ্ছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। এটা শুধুমাত্র শব্দের নাম নয়, যেমনটি 'অবতীর্ণ', 'লিপিবদ্ধ' ও 'বর্ণিত' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তার সংজ্ঞা নির্ণয় হয়। আর তা শুধুমাত্র অর্থেরও নাম নয়। যদ্রূপ ধারণা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আরবি শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নামাজের মধ্যে ফারসি ভাষায় কেরাত জায়েজ রাখার অভিমত দ্বারা জন্মে থাকে। বরং পবিত্র কুরআন এ জন্যই শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম যে, উল্লিখিত বিশেষণসমূহ (অর্থাৎ 'অবতীর্ণ', 'লিপিবদ্ধ' ও 'বর্ণিত') উহ্যভাবে অর্থের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। (শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, শব্দের মধ্যে এই বিশেষণগুলো প্রকৃত ও সরাসরি বিদ্যমান আর অর্থের মধ্যে উহ্যভাবে বিদ্যমান।) ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক নামাজের মধ্যে ফারসিতে কেরাত জায়েজ রাখা তা একটি হুকমী ওজরের কারণেই জায়েজ রাখা হয়েছে। তবে তার হেকমত হলো, নামাজের অবস্থা আল্লাহ তা'আলার সাথে গোপনীয় কথাবার্তা বলার অবস্থা। কিন্তু আরবি শব্দমালা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও গভীর অর্থপূর্ণ। তাই সম্ভবত একজন নামাজি এমতাবস্থায় এরূপ অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হবে না। অথবা এ জন্য ফারসি কেরাতকে জায়েজ বলা হয়েছে যে, একজন নামাজি যদি নামাজের মধ্যে আরবি কেরাতে লিপ্ত হয়, তাহলে তার মনোযোগ নামাজ হতে সরে গিয়ে আরবি শব্দসমূহের فَصَاحَتْ ও بَلَاغَتْ-এর অনুপম সৌন্দর্যের দিকে নিবিষ্ট হবে এবং সে ছন্দময় ও শ্রুতিমধুর শব্দসমূহের সৌন্দর্য উপভোগে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে, আর আল্লাহর সম্মুখে তার হুযূরে কলব বা আন্তরিকতাপূর্ণ উপস্থিতি খালেস ও নির্ভেজাল রাখতে সক্ষম হবে না; বরং এই আরবি শব্দমালা ঐ নামাজি ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝখানে একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেহেতু আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও মুশাহাদার সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন, এ জন্য তিনি আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করতেন না। সুতরাং তাঁকে এ কারণে দোষারোপ করা ঠিক হবে না যে, তিনি নামাজির জন্য অবতীর্ণ কুরআনের আরবি শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিরূপে ফারসি কেরাত জায়েজ হওয়ার সপক্ষে মত প্রদান করলেন? অবশ্য নামাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যাপারে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) শব্দ ও অর্থ উভয়কেই সমান বিবেচনা করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ جَمِيْعًا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের নাম কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, গ্রন্থকার (র.) لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى -এর পর جَمِيْعًا শব্দকে এ ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য উল্লেখ করেছেন যে, এখানে وَاوْ টি اَوْ অর্থে হয়েছে। কেননা কিতাবের সংজ্ঞায় اَلْمُنَزَّلُ، اَلْمَكْتُوْبُ، اَلْمَنْقُوْلُ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন কেবল শব্দকে বলে। আবার নামাজে ফারসি ভাষার পঠন দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন শুধু অর্থের নাম। তাই جَمِيْعًا -এর উল্লেখ করে উপরোক্ত সম্ভাব্য ভ্রান্ত ধারণাটি দূরীভূত করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অক্ষমকারী (مُعْجِزْ) বিষয়কে কুরআন বলা হয়। আর اِعْجَازْ (অক্ষম করা) শব্দ ও অর্থ উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে—

১. এক দলের মতে কুরআনে কারীম কেবলমাত্র শব্দকে বলা হয়। তাঁদের মতের পক্ষে দলিল হচ্ছে—

ক. কুরআনে কারীমকে 'অবতরণ', 'স্থানান্তরকরণ' ও 'লিখন' -এর দ্বারা বিশেষিত করা হয়। আর এটা শব্দের বেলাই কেবল প্রযোজ্য।

খ. তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার বাণী— "اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا" (আমি আরবি ভাষায় কুরআনে কারীম নাজিল করেছি।) এটাও তাঁদের মতের পক্ষে দলিল।

২. কারো কারো মতে কুরআনে কারীম কেবলমাত্র অর্থের নাম। আর ধারণা করা হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) উক্ত মত পোষণ করেন।

দলিল : ক. ইমাম আযম (র.) আরবি ভাষায় নামাজ পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফারসি ভাষায় নামাজ পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, অথচ কেরাত ফরজ।

খ. তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার বাণী— إِنَّهُ لَفِيْ زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ (নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তীদের ধর্মগ্রন্থসমূহে রয়েছে।) এটা তাঁদের মতের পক্ষে দলিল।

৩. আরেক দলের মতে কুরআনে কারীম শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। তবে গ্রন্থকার (আল-মানার প্রণেতা) ও ব্যাখ্যাকার মোল্লা জীয়ন (র.) এ মতই পোষণ করেন। ব্যাখ্যাকার প্রথম মতের দলিল খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, উক্ত বিশেষণগুলো যেমন, শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করে তদ্রূপ পরোক্ষভাবে অর্থের প্রতিও ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয় মতের দলিল খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) একটি হুকমী ওজরের কারণে উক্ত অনুমতি দিয়েছেন। আর আয়াতদ্বয়ের জবাবে বলা যায় যে,এগুলোর প্রথমটিতে কেবল শব্দের ও দ্বিতীয়টিতে কেবল অর্থের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটিতে একাংশের উল্লেখ করা হয়েছে অপর অংশকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি।

قَوْلُهُ كَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ تَجْوِيْزِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ফারসি ভাষায় নামাজের মধ্যে কেরাত জায়েজ হবে কিনা ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কেউ কেউ মনে করে কুরআনে কারীম শুধুমাত্র অর্থকে বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আরবি ভাষায় উচ্চারণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাষায় নামাজে কেরাত পড়া জায়েজ। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে নাজায়েজ। বর্ণিত আছে যে, উক্ত মতানৈক্য সে ব্যক্তির ব্যাপারে যে অনিচ্ছাকৃত পড়বে। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত পড়ে, তাহলে সে যিনদীক বা নাস্তিক হয়ে যাবে, তাকে হত্যা করার হুকুম দেওয়া হবে। তবে পাগল হলে তার চিকিৎসা করা হবে। কারো কারো মতে কেবল ফারসি ভাষার ব্যাপারে মতানৈক্য। (অন্যথা আরবি ব্যতীত অন্য ভাষায় কারো মতেই জায়েজ হবে না।) কেননা فَصَاحَتْ ও بَلَاغَتْ-এর দিক দিয়ে ফারসি ভাষা আরবি ভাষায় কাছাকাছি।

কারো কারো মতে উক্ত মতানৈক্য এমন ব্যক্তির ব্যাপারে যার উপর কোনোরূপ বিদ'আতের অপবাদ দেওয়া হয়নি। কিন্তু যদি বিদ'আতের অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ হবে না। তবে আরবি ভাষা উচ্চারণে অপরাগ হলে সর্বসম্মাতিক্রমে অন্য ভাষায় কেরাত পড়লে নামাজ জায়েজ হবে। দুররুল মুখতার গ্রন্থে রয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাহেবাইন (র.)-এর মতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন এবং নিজের মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর এর উপরই ফতোয়া।

ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ إِلَيْهِ : "وَذَالِكَ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ الْمَذْكُوْرَةَ" এ বাক্যে ذٰلِكَ ইসমে ইশারার مُشَارٌ إِلَيْهِ হচ্ছে- كَوْنُ الْقُرْاٰنِ اِسْمًا لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا অর্থাৎ কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিগত নাম হওয়া। আর اَلْأَوْصَافُ الْمَذْكُوْرَةُ তথা উল্লিখিত গুণাবলি দ্বারা কুরআনের সংজ্ঞায় বর্ণিত اِنْزَالْ ، كِتَابَتْ ও نَقْل কে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ لِأَنَّهُ اِنِ اشْتَغَلَ : এ বাক্যে اَوْ অব্যয়টি قَوْلُهُ لِعُذْرٍ حُكْمِيٍّ -এর উপর আত্ফ হয়েছে। এখানে ফার্সি ভাষায় কেরাত বৈধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ "فَلَعَلَّهُ لَايَقْدِرُعَلَيْهِ" : এ বাক্যে "لَعَلَّهُ" -এর মধ্যকার সর্বনামটি দ্বারা اَلْمُصَلِّيْ বা নামাজি উদ্দেশ্য। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে কুরআনের রচনাশৈলী مُعْجِز ও بَلِيْغ হওয়ার কারণে তৎপ্রতি মগ্ন হওয়ার দরুন সম্ভবত নামাজি আরবি কেরাত পড়তে সক্ষম হবে না। সেজন্যে ফার্সি কেরাত তার জন্যে জায়েজ।

بَلَاغَتْ ، بَرَاعَتْ ، اَسْجَاع ، فَوَاصِل -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় : بَلَاغَةٌ হচ্ছে مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ الصَّحِيْحِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাক্য অবস্থার চাহিদার অনুকূলে হওয়াকে বালাগাত বলা হয়। আর বাক্যের সাবলীলতা ও চমৎকারিত্বকে بَرَاعَةٌ বলা হয়। اَسْجَاعٌ শব্দটি سَجْعٌ -এর বহুবচন। পরিভাষায় গদ্যের বাক্যগুলোর শেষ শব্দের সাদৃশ্যকে فَوَاصِلْ বলা হয়। যেমন–

اَلرَّحْمٰنُ ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

اِلَّا اِلَى الذَّاتِ : اَلذَّاتُ (সত্তা) দ্বারা এখানে ذَات بَارِيْ تَعَالٰى তথা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নূরানী সত্তা উদ্দেশ্য।

وَاِنَّمَا اَطْلَقَ النَّظْمَ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَايَةً لِلْاَدَبِ لِاَنَّ النَّظْمَ فِى اللُّغَةِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِى السِّلْكِ وَاللَّفْظُ هُوَ الرَّمْىُ وَاِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِى الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ اَيْضًا وَيَنْبَغِى اَنْ يُّعْلَمَ اَنَّ النَّظْمَ اِشَارَةٌ اِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِىِّ وَالْمَعْنٰى اِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِىِّ وَلٰكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِىْ هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ كَالنَّظْمِ لِاَنَّهٗ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَغَرْقِهٖ مَثَلًا وَكُلُّ ذٰلِكَ حَادِثٌ ثُمَّ هُوَ دَالٌّ عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَهْيِهٖ وَحُكْمِهٖ وَخَبَرِهٖ وَهُوَ قَدِيْمٌ بِلَا رَيْبٍ عِنْدَنَا فَتَنَبَّهْ لَهٗ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ</u> : وَاِنَّمَا اَطْلَقَ النَّظْمَ مَكَانَ اللَّفْظِ আর গ্রন্থকার (র.) نَظْم শব্দ ব্যবহার করেছেন, لَفْظ -এর জায়গায় رِعَايَةً لِلْاَدَبِ সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে لِاَنَّ النَّظْمَ فِى اللُّغَةِ কারণ, আভিধানিক অর্থে نَظْم বলা হয় جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِى السِّلْكِ সুতার মধ্যে মুক্তা গাঁথাকে وَاللَّفْظُ هُوَ الرَّمْىُ আর لَفْظ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা وَاِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِى الْعُرْفِ যদিও পরিভাষায় نَظْم -এর ব্যবহার হয়ে থাকে عَلَى الشِّعْرِ اَيْضًا কবিতা-এর অর্থেও وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّعْلَمَ এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা উচিত যে اَنَّ النَّظْمَ এখানে نَظْم দ্বারা اِشَارَةٌ ইঙ্গিত করা হয়েছে اِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِىِّ শাব্দিক বক্তব্যের প্রতি وَالْمَعْنٰى এবং مَعْنٰى দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে اِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِىِّ মৌলিক বক্তব্যের প্রতি وَلٰكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِىْ هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ কিন্তু ঐ অর্থ যা কুরআনের نَظْم -এর অনুবাদ حَادِثٌ كَالنَّظْمِ তা نَظْم -এর মতোই নশ্বর لِاَنَّهٗ عِبَارَةٌ কারণ তা বর্ণনা عَنْ قِصَّةِ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভাইগণের ঘটনা وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَغَرْقِهٖ এবং ফেরাউন ও তাঁর নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা مَثَلًا উদাহরণস্বরূপ وَكُلُّ ذٰلِكَ حَادِثٌ আর এ ধরনের আরো বহুবিধ ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু এবং এগুলো সবই নশ্বর ثُمَّ هُوَ دَالٌّ عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَهْيِهٖ আবার এ نَظْم বা কুরআনের শব্দসমূহ নির্দেশকারী আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধের উপর وَحُكْمِهٖ وَخَبَرِهٖ এবং তাঁর বিধান ও খবরের প্রতিও وَهُوَ قَدِيْمٌ আর এ সব বস্তু চিরন্তন বা অবিনশ্বর। بِلَا رَيْبٍ নিঃসন্দেহে عِنْدَنَا আমাদের মতে فَتَنَبَّهْ لَهٗ বিষয়টি খুবই ভাল করে অনুধাবন করবে।

<u>সরল অনুবাদ</u> : আর গ্রন্থকার (র.) কুরআনের সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে তার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে لَفْظ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ আভিধানিক অর্থে সুতার মধ্যে মুক্তা গাঁথাকে نَظْم বলা হয় (যা একটি ভালো অর্থ) আর لَفْظ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা (যা একটি সাধারণ অর্থকে বুঝায়)। যদিও পরিভাষায় نَظْم -এর ব্যবহার 'কবিতা'-এর অর্থেও হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা উচিত যে, এখানে نَظْم দ্বারা শাব্দিক বক্তব্য এবং مَعْنٰى দ্বারা মৌলিক বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু ঐ অর্থ যা কুরআনের نَظْم-এর অনুবাদ, তা نَظْم-এর মতোই حَادِثٌ বা নশ্বর। কারণ তা হযরত ইউসূফ (আ.) ও তাঁর ভাইগণ এবং ফেরাউন ও তার নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা। আর এ ধরনেরই আরো বহুবিধ ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু এবং এগুলো সবই নশ্বর। আবার এ نَظْم বা কুরআনের শব্দসমূহ আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ এবং তাঁর বিধান ও খবরের প্রতিও নির্দেশকারী। আর এসব বস্তু আমাদের মতে নিঃন্দেহে قَدِيْم তথা চিরন্তন বা অবিনশ্বর। বিষয়টি খুবই ভালো করে অনুধাবন করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاِنَّمَا اَطْلَقَ النَّظْمَ -এর আলোচনা : এ উক্তিটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি এই যে, لَفْظ শব্দটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থকার نَظْم শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন?

এর উত্তরে ব্যাখ্যাকার বলেন যে, অর্থগত দিক দিয়ে نَظْم -এর অর্থটি উত্তমতা ও চমৎকারিত্বের দাবি রাখে। কেননা এর অর্থ হলো– جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ مِنَ السِّلْكِ তথায় সূতায় মুক্তা গাঁথা। আর لَفْظ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা, যা শ্রুতিকটু। তাই কুরআনের শব্দের ক্ষেত্রে আদব রক্ষার্থে نَظْم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَاِنَّ النَّظْمَ يُطْلَقُ **-এর ব্যাখ্যা :** এ উক্তিটিও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি এই যে, لَفْظ যেমন শ্রুতিকটু অর্থবোধক, অনুরূপ نَظْم শব্দটিও আরবদের ব্যবহারে কাব্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘৃণ্য অর্থের পরিচায়ক। যেমন আল্লাহর বাণী– وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, نَظْم শব্দটি কাব্যের অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অর্থ অর্থ 'সূতায় মণি-মুক্তা গাঁথা' এর প্রতি খেয়াল করে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْمَعْنٰى اِشَارَةٌ اِلَى الْكَلَامِ الخ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে كَلَام لَفْظِىْ ও كَلَام نَفْسِىْ এবং -এর প্রভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে দু'ধরনের দুর্বলতা রয়েছে—

(১) উক্ত বক্তব্য উসূলবিদদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত। কেননা তাঁদের উদ্দেশ্য শাব্দিক অনুবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তাঁরা বিশেষ অর্থের জন্য গঠন, বিশেষ অর্থে প্রয়োগ, অর্থের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য হওয়া, অর্থকে বুঝানোর অবস্থা ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ হতে শব্দের যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন তা তো অনুবাদের জন্যই প্রযোজ্য।

(২) এটা ব্যাখ্যাকারের পূর্ববর্তী বক্তব্য وَلَا اَنَّهُ اِسْمٌ لِلْمَعْنٰى فَقَطْ -এর সাথে অসঙ্গতিশীল। কেননা তিনি তথায় اَلْمَعْنٰى -এর দ্বারা শব্দের অনুবাদের কথাই বুঝিয়েছেন كَلَام نَفْسِىْ বুঝাননি। আর كَلَام نَفْسِىْ তো বলে এমন বক্তব্য যা قَدِيْم হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর সত্তার সাথেও সম্পৃক্ত। যাকে নীরবতা বা সুর লহরীর বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। আকলের দৃষ্টিতে كَلَام لَفْظِىْ কে বুঝিয়ে থাকে। যা হোক এখানে তিনটি বস্তু রয়েছে–

(১) كَلَام لَفْظِىْ অর্থাৎ কুরআনের ভাষা, যা আমরা পাঠ করে থাকি।

(২) تَرْجَمَةُ اللَّفْظ অর্থাৎ শব্দের যে অনুবাদ তথা শব্দের উচ্চারণের দ্বারা যা আমরা বুঝে থাকি।

(৩) كَلَام نَفْسِىْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার মূল বাণী, যা তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, যা قَدِيْم (চিরন্তন বা অবিনশ্বর)। শেষোক্ত দু'টির ক্ষেত্রে مَعْنٰى শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِىْ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে حَادِثْ এটা যে قَدِيْم -কে বুঝাতে পারে সে প্রসঙ্গে আ-লোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন উথাপিত হতে পারে যে, শব্দ এবং তার অনুবাদ حَادِثْ অথচ اَمْر، نَهِىْ، قَدِيْم ইত্যাদি এগুলো ; অথচ حادث এটা قديم -কে বুঝাতে অক্ষম। সুতরাং এগুলো কিভাবে اَمْر، نَهِىْ ইত্যাদিকে বুঝাবে? তবে তার উত্তরে বলা হবে যে, دلالت (বুঝানোর পদ্ধতি) দু'ধরনের হয়ে থাকে—

১. কোনো বস্তু জানার দ্বারা অন্য বস্তুকে জানা অনিবার্য হয়ে পড়ে না। যদিও নাকি তা উক্ত (অপর) বস্তুর উপর প্রভাব ফেলে থাকে। যেমন– সূর্য তাঁর বিশেষ কিরণের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে।

২. কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই এটা জানার দ্বারা অন্য একটি বস্তুকে জানা অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন– ধোঁয়া আগুনকে বুঝিয়ে থাকে, অর্থাৎ ধোঁয়া দ্বারা আগুনের অস্তিত্ব বুঝা যায়। অথচ এটা আগুনের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া করে না। অতএব প্রথম অর্থে حَادِثْ এটা قَدِيْم -কে বুঝাতে অপারগ; কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে অপারগ নয়। আর শব্দ ও অনুবাদ এই দ্বিতীয় অর্থেই اَمْر، نَهِىْ، قَدِيْم ইত্যাদি -কে বুঝিয়ে থাকে। যেরূপভাবে আগুনের অস্তিত্ব ধোঁয়ার পূর্বে হওয়া সত্ত্বেও ধোঁয়া আগুনকে বুঝাতে সক্ষম। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার মূলবাণীর অস্তিত্ব তার শব্দের ও অনুবাদের পূর্বে হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদ তাকে বুঝাতে সক্ষম।

تَقْسِيْمُ وُجُوْهِ النَّظْمِ

নযমের শ্রেণীবিভাগের প্রকারভেদ

وَإِنَّمَا تُعْرَفُ اَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ اَقْسَامِهِمَا شُرُوْعٌ فِيْ تَقْسِيْمَاتِهِ اَيْ إِنَّمَا تُعْرَفُ اَحْكَامُ الشَّرْعِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِمَعْرِفَةِ تَقْسِيْمَاتِ النَّظْمِ وَالْمَعْنٰى فَالْاَقْسَامُ بِمَعْنَى التَّقْسِيْمَاتِ لِاَنَّ هٰهُنَا تَقْسِيْمَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ اَقْسَامٌ لَا اَنَّ الْكُلَّ اَقْسَامٌ مُتَبَايِنَةٌ بِنَفْسِهَا بَلْ تَجْتَمِعُ اَقْسَامُ تَقْسِيْمٍ مَعَ اَقْسَامِ تَقْسِيْمٍ اٰخَرَ وَإِنَّمَا قَالَ اَقْسَامُهُمَا وَلَمْ يَقُلْ اَقْسَامَهُ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ مَنْشَاَ التَّقْسِيْمِ هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا فَبَعْضُهُمْ عَلٰى اَنَّ التَّقْسِيْمَاتِ الثَّلٰثَةَ الْاُوَلَ لِلنَّظْمِ وَالرَّابِعَ لِلْمَعْنٰى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنَّمَا تُعْرَفُ اَحْكَامُ الشَّرْعِ আর শরিয়তের হুকুমসমূহের পরিচয় লাভ করা যায় بِمَعْرِفَةِ اَقْسَامِهِمَا কুরআনের نَظْم ও مَعْنٰى-এর শ্রেণীবিভাগের পরিচিতি দ্বারা شُرُوْعٌ فِيْ تَقْسِيْمَاتِهِ এখান থেকে نَظْم ও مَعْنٰى-এর শ্রেণীবিভাগ শুরু হচ্ছে اَيْ إِنَّمَا تُعْرَفُ অর্থাৎ অবগত হওয়া যায় اَحْكَامُ الشَّرْعِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ শরিয়তের হালাল-হারাম ইত্যাদি জাতীয় আহকাম সম্পর্কে بِمَعْرِفَةِ تَقْسِيْمَاتِ النَّظْمِ وَالْمَعْنٰى অর্থাৎ نَظْم ও مَعْنٰى-এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে فَالْاَقْسَامُ بِمَعْنَى التَّقْسِيْمَاتِ সুতরাং اَقْسَامٌ (প্রকারভেদ সমূহ) শব্দটি تَقْسِيْمَاتٌ (শ্রেণীবিভাগ সমূহ)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে لِاَنَّ هٰهُنَا تَقْسِيْمَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ কেননা, তাতে একাধিক শ্রেণীবিভাগ রয়েছে وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ اَقْسَامٌ আর প্রত্যেক শ্রেণী বিভাগের অধীনে একাধিক প্রকারভেদ রয়েছে لَا اَنَّ الْكُلَّ اَقْسَامٌ مُتَبَايِنَةٌ بِنَفْسِهَا এ প্রকারভেদসমূহ পরস্পর বিপরীত নয় بَلْ تَجْتَمِعُ اَقْسَامُ تَقْسِيْمٍ مَعَ اَقْسَامِ تَقْسِيْمٍ اٰخَرَ বরং প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের প্রকারভেদ অপর শ্রেণীবিভাগের প্রকারভেদ-এর সাথে একত্রিত হতে পারে وَإِنَّمَا قَالَ اَقْسَامُهُمَا গ্রন্থকার اَقْسَامُهُمَا বলেছেন وَلَمْ يَقُلْ اَقْسَامَهُ এবং اَقْسَامَهُ বলেন নি تَنْبِيْهًا উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া যে عَلٰى اَنَّ مَنْشَاَ التَّقْسِيْمِ এখানে এবং শ্রেণীবিভাগ বলতে উদ্দেশ্য هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিগত শ্রেণীবিভাগ فَبَعْضُهُمْ কোনো কোনো উসূলবিদ মনে করেন যে عَلٰى اَنَّ التَّقْسِيْمَاتِ الثَّلٰثَةَ الْاُوَلَ প্রথম তিনটি শ্রেণীবিভাগ لِلنَّظْمِ শব্দকেন্দ্রিক وَالرَّابِعَ لِلْمَعْنٰى এবং চতুর্থ শ্রেণী বিভাগটি অর্থ-কেন্দ্রিক।

সরল অনুবাদ : আর কুরআনের نَظْم ও مَعْنٰى-এর শ্রেণীবিভাগের পরিচিতি দ্বারা শরিয়তের হুকুমসমূহের পরিচয় লাভ করা যায়। এখান থেকে نَظْم ও مَعْنٰى-এর শ্রেণীবিভাগ শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ نَظْم ও مَعْنٰى-এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানার দ্বারাই শরিয়তের হালাল হারাম ইত্যাদি জাতীয় আহকাম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং اَقْسَام (প্রকারভেদসমূহ) শব্দটি تَقْسِيْمَاتٌ (শ্রেণীবিভাগসমূহ) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা তাতে একাধিক শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, আর প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের অধীনে একাধিক প্রকারভেদ রয়েছে। এ প্রকারভেদসমূহ পরস্পর বিপরীত নয়; বরং প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের প্রকারভেদ অপর শ্রেণীবিভাগের প্রকারভেদ -এর সাথে একত্রিত হতে পারে। গ্রন্থকার (র.) اَقْسَامَهُ না বলে اَقْسَامُهُمَا বলেছেন; উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া যে, এখানে تَقْسِيْم বা শ্রেণীবিভাগ বলতে শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিগত শ্রেণীবিভাগই উদ্দেশ্য। কোনো কোনো উসূলবিদ মনে করেন যে, প্রথম তিনটি শ্রেণীবিভাগ শব্দ-কেন্দ্রিক এবং চতুর্থ শ্রেণীবিভাগটি অর্থ-কেন্দ্রিক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) শরয়ী আহকামের পরিচয় লাভ نَظْم ও مَعْنٰى -এর শ্রেণীবিভাগের পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত প্রকরণগুলোর পরিচয়ের দ্বারা মূলত শরিয়তের আহকামের পরিচয় লাভই উদ্দেশ্য। অন্যথা نَظْم ও مَعْنٰى -এর অন্য ধরনের প্রকরণও রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি; বরং আরবি ব্যাকরণে সেগুলোর আলোচনা করা হবে। যেমন- مُشْتَقّ ও جَامِدْ، جُزْئِيْ، كُلِّيْ، مُؤَنَّثْ، مُذَكَّرْ، نَكِرَهْ، مَعْرِفَه ইত্যাদি। তা ছাড়া এখানে শরিয়তের বিধানাবলি দ্বারা সে সব বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন- হালাল-হারাম ইত্যাদি। আর ব্যাখ্যাকার তাঁর পরবর্তী বক্তব্য مِنَ الْحَلَالِ الخ দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর আহকাম দ্বারা সাধারণ আহকামকে বুঝানো হয়নি। কেননা আকিদা সংক্রান্ত বিধানাবলি যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব ইত্যাদি এগুলোর পরিচিতি কুরআনের نَظْم ও مَعْنٰى -এর শ্রেণীবিভাগের পরিচয় লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। আর نَظْم ও مَعْنٰى -এর পরিচয় লাভের দ্বারা আহকামে শরিয়তের পরিচয় লাভ আমাদের বেলায় প্রযোজ্য। তবে সাহাবায়ে কেরাম শুধু কুরআনে কারীম হতে শুনেই আহকামে শরিয়ত সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন। উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগের সাহায্য-সহায়তা ব্যতিরেকেই তাঁরা শরিয়তের বিধিবিধান অবগত হতেন।

قَوْلُهُ بِمَعْرِفَةِ اَقْسَامِهَا : শব্দ ও অর্থের শ্রেণী বিভাগের পরিচয় লাভের উপর أَحْكَامُ الشَّرْعِ নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টি কেবল আমাদের সাধারণ উম্মতের উপর প্রযোজ্য। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মাজীদ শোনামাত্রই শরিয়তের যথার্থ বিধান সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন। বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস ও তাদের প্রকারভেদের সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়া তাঁদের প্রয়োজন হতো না।

فَالْاَقْسَامُ بِمَعْنَى التَّقْسِيْمَاتِ-এর ব্যাখ্যা : সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, গ্রন্থকারের ব্যবহৃত اَقْسَامٌ (প্রকারসমূহ) শব্দটি تَقْسِيْمَاتٌ (শ্রেণী বিন্যাসসমূহ)-এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। একে ইলমুল বালাগাতের পরিভাষায়- ذِكْرُ الْمُسَبَّبِ وَاِرَادَةُ السَّبَبِ বলা হয়। কেননা, تَقْسِيْم দ্বারাই قِسْم পাওয়া যায়। সুতরাং تَقْسِيْم হচ্ছে سَبَبْ আর قِسْم হচ্ছে তার مُسَبَّبْ।

উল্লেখ্য যে, কুরআনের শব্দাবলিকে চারটি শ্রেণীবিন্যাসে বিভক্ত করা হয়েছে। আর ঐ চারটি শ্রেণীবিন্যাসের অধীনে ২০টি اَقْسَامٌ তথা প্রকারভেদ রয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْكُلَّ اَقْسَامٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) এক শ্রেণীবিভাগের প্রকারসমূহ অন্য শ্রেণীভিবাগের প্রকারসমূহের সাথে যে, মিশ্রিত হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন ও তার উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : اَقْسَامٌ তথা প্রকারসমূহ পরস্পর বিরোধী হওয়া জরুরি, অথচ خَاصْ হাকীকতের সাথে একত্রিত হয়। সুতরাং বিরোধ অনুপস্থিত। আর তা কিরূপে সম্ভব হবে?

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, একই শ্রেণীবিভাগের প্রকারসমূহ পরস্পর বিরোধী হওয়া জরুরি, একাধিক শ্রেণীবিভাগের প্রকারসমূহ পরস্পর বিরোধী হওয়া জরুরি নয়। আর উক্ত প্রকারসমূহ একাধিক শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অতএব উক্ত প্রকারগুলো পরস্পর বিরোধী হবে না, বরং এক শ্রেণীবিভাগের প্রকারসমূহ অন্য শ্রেণীবিভাগের প্রকারসমূহের সাথে একত্রিত হওয়া অসম্ভবের কিছু নয়। যেমন- اِسْم এক দিকের বিবেচনায় مُعْرَبْ ও مَبْنِيْ দুই ভাগে বিভক্ত, আবার অপর দিকে مَعْرِفَه ও نَكِرَه দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অথচ مَعْرِفَه ও نَكِرَه -এর সাথে مُعْرَبْ মিশ্রিত হয়ে থাকে।

اَقْسَامُهُ না বলে اَقْسَامُهُمَا বলার রহস্য : গ্রন্থকার اَقْسَامُهُ না বলে اَقْسَامُهُمَا বলেছেন। অর্থাৎ একবচনের সর্বনাম না নিয়ে দ্বিবচনের সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। এর হিকমত ও রহস্য হচ্ছে- هُمَا সর্বনামটির প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে- اَلنَّظْمُ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا শব্দ ও অর্থ উভয়টি। তিনি দ্বিবচনের সর্বনাম নিয়ে এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কুরআনের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয়টির বিবেচনা করা হবে।

وَبَعْضُهُمْ عَلٰى اَنَّ الدَّلَالَةَ وَالْاِقْتِضَاءَ لِلْمَعْنٰى وَالْبَوَاقِىْ لِلنَّظْمِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهٗ فِىْ كُلِّ قِسْمٍ يُرَاعَى النَّظْمُ مَعَ دَلَالَتِهٖ عَلَى الْمَعْنٰى وَ ذٰلِكَ اَرْبَعَةٌ اَىْ الْمَذْكُوْرُ فِيْمَا قَبْلُ وَهُوَ التَّقْسِيْمَاتُ اَرْبَعَةُ تَقْسِيْمَاتٍ وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ مِّنْهَا اَقْسَامٌ عَدِيْدَةٌ كَمَا سَيَاْتِىْ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْبَحْثَ فِيْهِ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ عَنِ الْمَعْنٰى وَهُوَ التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ اَوْ عَنِ اللَّفْظِ فَاِمَّا بِحَسْبِ اِسْتِعْمَالِهٖ وَهُوَ التَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ اَوْ بِحَسْبِ دَلَالَتِهٖ فَاِنْ اُعْتُبِرَ فِيْهَا الظُّهُوْرُ وَالْخَفَاءُ فَهُوَ الثَّانِىْ وَاِلَّا فَهُوَ الْاَوَّلُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَعْضُهُمْ আর কারো কারো মতে عَلٰى اَنَّ الدَّلَالَةَ وَالْاِقْتِضَاءَ : دَلَالَةُ النَّصِّ (শাব্দিক নির্দেশনা) ও اِقْتِضَاءُ النَّصِّ (শাব্দিক চাহিদা) হচ্ছে لِلْمَعْنٰى অর্থের শ্রেণীবিভাগ وَالْبَوَاقِىْ لِلنَّظْمِ এবং অবশিষ্টগুলো হচ্ছে শব্দের শ্রেণীবিভাগ وَالْاَصَحُّ সর্বাধিক নির্ভুল অভিমত হলো اَنَّهٗ فِىْ كُلِّ قِسْمٍ يُرَاعَى النَّظْمُ প্রত্যেক প্রকারের মধ্যেই এমনভাবে نَظْم এর বিবেচনা করা উচিত যে, مَعَ دَلَالَتِهٖ عَلَى الْمَعْنٰى তা যেন সাথে সাথে مَعْنٰى -এর প্রতিও নির্দেশ করে وَذَالِكَ اَرْبَعَةٌ আর তা চার প্রকারে বিভক্ত اَىْ الْمَذْكُوْرُ فِيْمَا قَبْلُ وَهُوَ التَّقْسِيْمَاتُ اَرْبَعَةُ تَقْسِيْمَاتٍ অর্থাৎ, পূর্ব বর্ণিত শ্রেণীবিভাগসমূহ চার প্রকার– وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ مِّنْهَا اَقْسَامٌ عَدِيْدَةٌ আর প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের অধীনে একাধিক প্রকারসমূহ রয়েছে كَمَا سَيَاْتِىْ যার আলোচনা শীঘ্রই আসছে وَذَالِكَ আর এ চার প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে لِاَنَّ الْبَحْثَ فِيْهِ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ عَنِ الْمَعْنٰى কিতাবুল্লাহর মধ্যে আলোচনা হয়তো শুধু অর্থ সম্পর্ক হবে وَهُوَ التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ তাহলে তা হবে চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ اَوْ عَنِ اللَّفْظِ অথবা শুধু শব্দ সম্পর্কে আলোচনা হবে فَاِمَّا بِحَسْبِ اِسْتِعْمَالِهٖ আবার এটা যদি শব্দের ব্যবহারের আলোকে হয় وَهُوَ التَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ তাহলে তা হবে তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ اَوْ بِحَسْبِ دَلَالَتِهٖ অথবা তার অর্থের প্রতি নির্দেশক হিসেবে হবে فَاِنْ اُعْتُبِرَ فِيْهَا الظُّهُوْرُ وَالْخَفَاءُ এমতাবস্থায় যদি তাতে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার বিবেচনা করা হয় তাহলে فَهُوَ الثَّانِىْ তা দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগ وَاِلَّا فَهُوَ الْاَوَّلُ অন্যথায় তা প্রথম শ্রেণীবিভাগ।

সরল অনুবাদ : আর কারো কারো মতে دَلَالَةُ النَّصِّ (শাব্দিক নির্দেশনা) ও اِقْتِضَاءُ النَّصِّ (শাব্দিক চাহিদা) হচ্ছে অর্থের শ্রেণীবিভাগ এবং অবশিষ্টগুলো হচ্ছে শব্দের শ্রেণীবিভাগ। সর্বাধিক নির্ভুল অভিমত হলো, প্রত্যেক প্রকারের মধ্যেই এমনভাবে نَظْم -এর বিবেচনা করা উচিত যে, তা যেন সাথে সাথে مَعْنٰى -এর প্রতিও নির্দেশ করে। **আর তা চার প্রকারে বিভক্ত।** অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত শ্রেণীবিভাগ সমূহ চার প্রকার। আর প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের অধীনে একাধিক প্রকারসমূহ রয়েছে, যার আলোচনা শীঘ্রই আসছে। আর এ চার প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, কিতাবুল্লাহর মধ্যে আলোচনা হয়তো শুধু অর্থ সম্পর্কে হবে, তাহলে তা হবে চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ। অথবা শুধু শব্দ সম্পর্কে আলোচনা হবে। আবার এটা যদি শব্দের ব্যবহারের আলোকে হয়, তাহলে তা হবে তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ। অথবা তার অর্থের প্রতি নির্দেশক হিসেবে হবে। এমতাবস্থায় যদি তাতে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার বিবেচনা করা তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ আর যদি করা না হয়, তাহলে তা হবে প্রথম শ্রেণীবিভাগ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَلٰى اَنَّ الدَّلَالَةَ الـخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) دَلَالَةُ النَّصِّ ও اِقْتِضَاءُ النَّصِّ -এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, দলিল গ্রহণকারী যদি শব্দের পরিবর্তে অর্থ দিয়ে দলিল গ্রহণ করে, তাহলে তার দু' অবস্থা হবে। হয়তো শব্দ আভিধানিকভাবে উক্ত অর্থটি প্রকাশ করবে, অথবা উক্ত অর্থের উপর উক্ত শব্দের প্রয়োগ সহীহ হওয়া বিবেক বা শরিয়তের উপর নির্ভর করবে। আর প্রথমটাকে دَلَالَةُ النَّصِّ করে নামকরণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টাকে اِقْتِضَاءُ النَّصِّ করে নাম-করণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلثَّلٰثَةُ الْاُوَلُ لِلنَّظْمِ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) উক্ত শ্রেণীবিভাগগুলো نَظْم ও مَعْنٰى উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কারো কারো মতে প্রথম তিনটি শ্রেণীবিভাগ نَظْم -এর সাথে সংশ্লিষ্ট, আর চতুর্থ শ্রেণীবিভাগটি مَعْنٰى -এর সাথে সম্পর্কিত। কেননা গ্রন্থকার تَقْسِيْمَاتْ (শ্রেণীবিভাগ) -এর বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম তিনটির ব্যাপারে বলেছেন– وُجُوْهُ النَّظْمِ، وُجُوْهُ الْبَيَانِ، بِذٰلِكَ النَّظْمِ، وُجُوْهُ الْاِسْتِعْمَالِ بِذَالِكَ النَّظْمِ আর চতুর্থ শেণীবিভাগের অধীনে دَلَالَتْ ও اِقْتِضَاء অর্থকেন্দ্রিক হওয়া তো স্পষ্ট। তেমনি عِبَارَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ ও অর্থের সাথে সংযুক্ত। কেননা আপাত দৃষ্টিতে যদিও এগুলো نَظْم বলে প্রমাণিত হয়, তবুও দলিল গ্রহণকারী এগুলোর অর্থকেই বিবেচনা করে। কেননা حُكْم তো মূলত অর্থের দ্বারা সাব্যস্ত হয়, শব্দের দ্বারা হয় না। তবে সর্বাধিক সঠিক মত হলো, প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই শব্দকে এ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যে, এটা বিশেষ অর্থ নির্দেশক।

قَوْلُهُ اَرْبَعَةٌ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) উক্ত শ্রেণীবিভাগগুলো চার প্রকারে সীমিত হওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর ব্যাখ্যাকার তার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, গ্রন্থকার (র.) -এর বক্তব্য اَرْبَعَةٌ -এর মধ্যকার تَنْوِيْن টা مُضَافْ اِلَيْه-এর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ মূলত ইবারত اَرْبَعَةُ تَقْسِيْمَاتٍ ছিল। অতএব বুঝাগেল যে, مُضَافْ اِلَيْه -কে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে مُضَافْ-এর মধ্যে تَنْوِيْن দেওয়া হয়েছে।

وَجْهُ الْحَصْرِ فِىْ اَرْبَعَةِ تَقْسِيْمَاتٍ **(চারটি শ্রেণী বিন্যাসে সীমিত হওয়ার কারণ) :** كِتَابُ اللّٰهِ কে চারটি শ্রেণী বিন্যাস সীমাবদ্ধ করার কারণ এই যে, তাতে আলোচনা হয়তো অর্থ সম্পর্কে হবে, কিংবা শব্দ সম্পর্কে হবে। যদি আলোচনা শুধু অর্থ সম্পর্কে হয়, তাহলে তা হবে تَقْسِيْم رَابِعْ তথা চতুর্থ শ্রেণীবিন্যাস।

আর যদি আলোচনা শব্দ সম্পর্কে হয়, তাহলে তার দু'টি দিক হতে পারে।

ক. যদি اِسْتِعْمَالْ তথা ব্যবহারের বিবেচনায় হয়, তাহলে তা হবে تَقْسِيْم ثَالِثْ তথা তৃতীয় শ্রেণীবিন্যাস।

খ. আর যদি دَلَالَت عَلَى الْمَعْنٰى -এর বিবেচনায় হয়, তাহলে ظُهُوْر وَخَفَاء তথা স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা ধর্তব্য হলে تَقْسِيْم ثَانِىْ তথা দ্বিতীয় শ্রেণীবিন্যাস, আর ظُهُوْر وَخَفَاء তথা স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা বিবেচ্য না হলে تَقْسِيْم اَوَّلْ তথা প্রথম শ্রেণীবিন্যাস। উল্লেখ্য যে, এরূপ সীমাবদ্ধের কারণকে حَصْر اِسْتِقْرَائِىْ তথা অনুসন্ধানের ফল বলা হয়।

اَلْاَوَّلُ فِىْ وُجُوْهِ النَّظْمِ صِيْغَةً وَلُغَةً يَعْنِىْ اَنَّ التَّقْسِيْمَ الْاَوَّلَ فِىْ طُرُقِ النَّظْمِ مِنْ حَيْثُ الصِّيْغَةِ وَاللُّغَةِ وَالطُّرُقُ هِىَ الْاَنْوَاعُ وَالْاَصْنَافُ وَالصِّيْغَةُ هِىَ الْهَيْأَةُ وَاللُّغَةُ وَاِنْ كَانَ يَشْمَلُ الْمَادَّةَ وَالْهَيْأَةَ كِلَيْهِمَا لٰكِنَّ اُرِيْدَ بِهَا هٰهُنَا الْمَادَّةُ لِلْمُقَابَلَةِ فَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوْعِ كِنَايَةً عَنِ الْوَضْعِ فَكَاَنَّهٗ قَالَ الْاَوَّلُ فِىْ اَنْوَاعِ النَّظْمِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعِ اَىْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ اَوْ اَكْثَر مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ اِسْتِعْمَالِهٖ وَظُهُوْرِهٖ وَاِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيْغَةَ عَلَى اللُّغَةِ لِاَنَّ لِلْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ زِيَادَةَ تَعَلُّقٍ بِالصِّيْغَةِ فِى الْاَغْلَبِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : صِيْغَةً وَلُغَةً সীগাহ ও লোগাতের বিবেচনায় اَلْاَوَّلُ فِىْ وُجُوْهِ النَّظْمِ প্রথম শ্রেণী বিভাগ نَظْم -এর প্রকারসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে يَعْنِىْ اَنَّ التَّقْسِيْمَ الْاَوَّلَ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী বিভাগ فِىْ طُرُقِ النَّظْمِ কিতাবুল্লাহর শব্দাবলির প্রকারসমূহের বর্ণনায় مِنْ حَيْثُ الصِّيْغَةِ وَاللُّغَةِ সীগাহ ও লোগাত বা মাদ্দার দিক দিয়ে وَالطُّرُقُ هِىَ الْاَنْوَاعُ وَالْاَصْنَافُ এখানে طُرُقْ -এর অর্থ রকম ও প্রকারভেদসমূহ وَالصِّيْغَةُ هِىَ الْهَيْأَةُ আর সীগাহ বলতে শব্দের গঠন-আকৃতিকে বুঝায় وَاللُّغَةُ وَاِنْ كَانَ يَشْمَلُ الْمَادَّةَ وَالْهَيْأَةَ كِلَيْهِمَا আর لُغَة বা শব্দটি যদিও মূলধাতু ও গঠন আকৃতি উভয়কেই শামিল করে لٰكِنَّ اُرِيْدَ بِهَا هٰهُنَا الْمَادَّةُ কিন্তু এখানে এর দ্বারা শুধু মাদ্দাহ (মূলধাতু) কেই বুঝানো হয়েছে لِلْمُقَابَلَةِ সীগার বিপরীতে فَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوْعِ كِنَايَةً عَنِ الْوَضْعِ সুতরাং এখানে সীগহ ও লোগাত উভয়টি পরোক্ষ অর্থে প্রণয়ন-এর অর্থ নির্দেশ করেছে فَكَاَنَّهٗ قَالَ যেন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন– اَلْاَوَّلُ প্রথম শ্রেণীবিভাগ فِىْ اَنْوَاعِ النَّظْمِ শব্দের প্রকারভেদসমূহের প্রসঙ্গে مِنْ حَيْثُ الْوَضْعِ প্রণয়ন-এর বিবেচনায় اَىْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ اَوْ اَكْثَرَ অর্থাৎ এ বিবেচনায় যে, শব্দকে এক অথবা একাধিক অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ اِسْتِعْمَالِهٖ وَظُهُوْرِهٖ শব্দকে তার ব্যবহারিক রীতি-নীতি ও অর্থ প্রকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে وَاِنَّمَا قَدَّمَ الصِّيْغَةَ عَلَى اللُّغَةِ আর গ্রন্থকার (র.) সীগাহকে লোগাতের পূর্বে আনয়ন করেছেন لِاَنَّ لِلْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ زِيَادَةَ تَعَلُّقٍ এ জন্য যে, অর্থের ব্যাপক বা নির্দিষ্ট হওয়ার সম্পর্ক بِالصِّيْغَةِ فِى الْاَغْلَبِ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীগার সাথেই হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : **প্রথম শ্রেণীবিভাগ সীগাহ ও লোগাতের বিবেচনায় نَظْم -এর প্রকারসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে।** অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীবিভাগে সীগাহ ও লোগাত বা মাদ্দার দিক দিয়ে কিতাবুল্লাহর শব্দাবলির প্রকারসমূহের বর্ণনা করা হবে। এখানে طُرُقْ -এর অর্থ– রকম ও প্রকারভেদসমূহ। আর সীগাহ বলতে শব্দের গঠন-আকৃতিকে বুঝায়। আর لُغَةٌ শব্দটি যদিও মূলধাতু ও গঠন আকৃতি উভয়কেই শামিল করে, কিন্তু এখানে সীগার বিপরীতে শুধু মাদ্দাহ (মূলধাতু)-কেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এখানে সীগাহ ও লোগাত উভয়টি পরোক্ষ অর্থে 'প্রণয়ন'-এর অর্থ নির্দেশ করছে। যেমন- গ্রন্থকার (র.) বলেছেন– 'প্রথম শ্রেণীবিভাগ وَضْع বা প্রণয়ন-এর বিবেচনায় শব্দের প্রকারভেদসমূহের প্রসঙ্গে' অর্থাৎ এ বিবেচনায় যে, শব্দকে তার ব্যবহারিক রীতি-নীতি ও অর্থ প্রকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে এক অথবা একাধিক অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। আর গ্রন্থকার (র.) সীগাহকে এ জন্য লোগাতের পূর্বে আনয়ন করেছেন যে, অর্থের ব্যাপক বা নির্দিষ্ট হওয়ার সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীগার সাথেই হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْاَوَّلُ فِىْ طُرُقِ النَّظْمِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার দু'টি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

(১) প্রথম প্রশ্ন হলো, اَلْاَوَّلُ শব্দটি صِفَتْ আর সিফাতের জন্য مَوْصُوْف-এর প্রয়োজন। অথচ গ্রন্থকারের বক্তব্যে কোনো مَوْصُوْف -এর উল্লেখ নেই।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, وُجُوْه শব্দটি نَظْم-এর প্রতি ইযাফত করা ঠিক হয়নি। কেননা وُجُوْه শব্দটি وَجْهَ-এর বহুবচন। وَجْهَ শব্দটি مُوَاجَهَة হতে নির্গত। আর مُوَاجَهَة বলে প্রথম সাক্ষাতে যে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, অথবা যার দিকে মানুষ মুখ করে। উল্লিখিত দ্বিবিধ অর্থ তো বিবেকবান প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য, نَظْم তো তেমনটি নয়।

সুতরাং ব্যাখ্যাকার স্বীয় বক্তব্য اَلتَّقْسِيْمُ الْاَوَّلُ-এর দ্বারা প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং " فِىْ طُرُقِ النَّظْمِ " -এর দ্বারা দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। গ্রন্থকার এ শ্রেণীবিভাগ গুলোর ব্যাপারে "وُجُوْه" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ জন্য যে, যেমন চেহারার দ্বারা ব্যক্তিকে চেনা যায়, তদ্রূপ এ শ্রেণী বিভাগগুলো দ্বারা আহকামের পরিচিতি লাভ করা যায়।

قَوْلُهُ اَلْهَيْأَةُ الخ –এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে শব্দের مَادَّة (ধাতু) ও هَيْأَة বা কাঠামো প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। هَيْأَة বা রূপ দ্বারা শব্দের কাঠামো ও রূপকে বুঝায়, যা تَصَرُّف বা রূপান্তরের মাধ্যমে ধারণ করে থাকে। আর কেউ কেউ বলেছেন শব্দের যে রূপ হুরূফ, হারাকাত ও সুকূনাতের বিন্যাসের মাধ্যমে সংঘটিত হয়, তাকে هَيْأَة বলে।

قَوْلُهُ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَضْعِ الخ -এর আলোচনা : مَادَّة অর্থাৎ বর্ণমূল তার সত্তার বিবেচনায় কোনো বিশেষ অর্থের জন্য গঠিত নয়। তবে এ শর্তে (বিশেষ অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে) যে, এটা বিশেষ একটি কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। চাই উক্ত কাঠামো বা রূপ جُزْئِىْ (অংশিক) হোক। যেমন– رَجُلٌ অথবা كُلِّىْ (পূর্ণাঙ্গ) হোক। যেমন–ضَرَبَ যা-ই হোক وَضْع-এর মধ্যে উভয়ই শামিল হবে।

قَوْلُهُ زِيَادَةُ تَعَلُّقٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার গ্রন্থকার কর্তৃক সীগাহকে লোগাত-এর পূর্বে উল্লেখ করার তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ خَاصّ ও عَامّ-এর সাথে লোগাত-এর তুলনায় সীগাহ-এর সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ট। কেননা اَلرَّجُلُ ও اَلرِّجَالُ-এর মধ্যকার পার্থক্য হলো প্রথমটি خَاصّ আর দ্বিতীয়টি عَامّ যা সীগাহ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে, مَادَّة বা মূলবর্ণের দ্বারা হয় না। কেননা এগুলোর مَادَّة (মূলবর্ণ) তো এক ও অভিন্ন। আর যা বলা হয় যে, বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাকে বোধগম্য করানো, আর সীগাহ ব্যতিরেকে শ্রোতা বক্তব্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। এটা এ স্থলে প্রযোজ্য নয়। কেননা এটার দ্বারা তো সাব্যস্ত হয় যে, বক্তব্য বোধগম্য করানোর ব্যাপারে সীগাহ-এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। عَامّ ও خَاصّ -এর সাথে সীগাহ-এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে বলে তো এটাতে প্রমাণিত হয় না। যাই হোক خَاصّ ও عَامّ হওয়ার বিবেচনায় رَجُلٌ ও رِجَالٌ-এর মধ্যকার পার্থক্য সীগাহ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় مَادَّة-এর দ্বারা নয়। তাই গ্রন্থকার (র.) مَادَّة-এর পূর্বে সীগাহকে উল্লেখ করেছেন। আর উল্লিখিত নিয়মটি সামগ্রিক নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রের বিবেচনায়। কেননা কদাচিৎ خُصُوْص ও عُمُوْم -এর সম্পর্ক সীগাহ-এর সাথে নাও হতে পারে। যেমন- مَا ও مَنْ

وَهِيَ اَرْبَعَةٌ اَلْخَاصُّ وَالْعَامُّ وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُؤَوَّلُ لِاَنَّ اللَّفْظَ اِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى وَاحِدٍ اَوْ اَكْثَرَ فَاِنْ كَانَ الْاَوَّلُ فَاِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَى الْاِنْفِرَادِ عَنِ الْاَفْرَادِ فَهُوَ الْخَاصُّ اَوْ اَنْ يَدُلَّ مَعَ الْاِشْتِرَاكِ بَيْنَ الْاَفْرَادِ فَهُوَ الْعَامُّ وَاِنْ كَانَ الثَّانِيْ فَاِمَّا اَنْ يَتَرَجَّحَ اَحَدُ مَعَانِيْهِ بِالتَّاوِيْلِ فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ وَاِلَّا فَهُوَ الْمُشْتَرِكُ فَالْمُؤَوَّلُ فِى الْحَقِيْقَةِ اِنَّمَا هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِىْ دَلَّ صِيْغَةً وَلُغَةً وَاِنْ كَانَ مَفْعُوْلَ فِعْلِ التَّاوِيْلِ اَلَّذِىْ مِنْ شَاْنِ الْمُجْتَهِدِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهِيَ اَرْبَعَةٌ আর তা অর্থাৎ نَظْم বা শব্দ চার প্রকার اَلْخَاصُّ নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক وَالْعَامُّ ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক وَالْمُشْتَرَكُ দ্বৈত অর্থ জ্ঞাপক وَالْمُؤَوَّلُ প্রয়োগার্থক لِاَنَّ اللَّفْظَ কেননা শব্দ اِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى وَاحِدٍ اَوْ اَكْثَرَ হয়তো একটি অর্থ প্রকাশ করবে অথবা একাধিক অর্থ প্রকাশ করবে فَاِنْ كَانَ الْاَوَّلُ যদি প্রথমটি হয় فَاِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَى الْاِنْفِرَادِ عَنِ الْاَفْرَادِ তবে তা হয়তো একটি একক বস্তুর প্রতি অন্যের অংশ গ্রহণ ছাড়াই প্রকাশ করবে فَهُوَ الْخَاصُّ তবে তার নাম خَاص বা নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক اَوْ اَنْ يَدُلَّ مَعَ الْاِشْتِرَاكِ بَيْنَ الْاَفْرَادِ অথবা অন্যের অংশ গ্রহণের অবকাশের সাথে প্রকাশ করবে فَهُوَ الْعَامُّ তবে তার নাম হবে عَام বা ব্যাপক ও সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক وَاِنْ كَانَ الثَّانِيْ আর যদি দ্বিতীয়টি হয় فَاِمَّا اَنْ يَتَرَجَّحَ اَحَدُ مَعَانِيْهِ তবে হয়তো ঐ একাধিক অর্থসমূহ হতে যে কোনো একটি অর্থ প্রাধান্য লাভ করবে بِالتَّاوِيْلِ ব্যাখ্যার দ্বারা فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ তাহলে তার নাম মুআউওয়াল وَاِلَّا فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ অন্যথা তার নাম مُشْتَرَك বা দ্বৈত অর্থ জ্ঞাপক فَالْمُؤَوَّلُ فِى الْحَقِيْقَةِ সুতরাং مُؤَوَّل প্রকৃতপক্ষে اِنَّمَا هُوَ عَنْ اَقْسَامِ الْمُشْتَرَكِ মুশতারিক-এরই এক প্রকার اَلَّذِىْ دَلَّ যা صيغة ولغة সীগাহ ও লোগাত উভয়ের দিক হতে একাধিক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে وَاِنْ كَانَ مَفْعُوْلَ فِعْلِ التَّاوِيْلِ যদিও مُؤَوَّل শব্দটি ঐ تَاوِيْل ক্রিয়ারই মাফউল اَلَّذِىْ مِنْ شَاْنِ الْمُجْتَهِدِ যা মুজতাহিদ-এর কর্ম-পরিধির অন্তর্গত।

সরল অনুবাদ : আর তা অর্থাৎ نَظْم বা শব্দ চার প্রকার। যথা– ১. خَاص বা নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক, ২. عَام বা ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক, ৩. مُشْتَرَك বা দ্বৈত অর্থ জ্ঞাপক ও ৪. مُؤَوَّل বা প্রয়োগার্থক। কেননা, শব্দ হয়তো একটি অর্থ প্রকাশ করবে অথবা একাধিক অর্থ প্রকাশ করবে। যদি প্রথমটি হয়, তবে তা হয়তো একটি একক বস্তুর প্রতি অন্যের অংশগ্রহণ ছাড়াই প্রকাশ করবে, তবে তার নাম خَاص বা নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক। অথবা অন্যের অংশ গ্রহণের অবককাশের সাথে প্রকাশ করবে, তবে তার নাম হবে عَام বা ব্যাপক ও সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক। আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে হয়তো ঐ একাধিক অর্থসমূহ হতে যে কোনো একটি অর্থ تَاوِيْل বা ব্যাখ্যা দ্বারা প্রাধান্য লাভ করবে, তাহলে তার নাম مُؤَوَّل বা প্রয়োগার্থক। অন্যথা তার নাম مُشْتَرَك বা দ্বৈত অর্থ জ্ঞাপক। সুতরাং مُؤَوَّل প্রকৃতপক্ষে مُشْتَرَك-এরই এক প্রকার, যা 'সীগাহ' ও 'লোগাত' উভয়ের দিক হতে একাধিক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে। যদিও مُؤَوَّل শব্দটি ঐ تَاوِيْل ক্রিয়ারই مَفْعُوْل যা 'মুজতাহিদ' এর কর্মপরিধির অন্তর্গত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ الْحَصْرِ فِى الْاَرْبَعَةِ **(চার প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ)** : গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, শব্দের আকৃতি ও মূল বর্ণের তথা وَضْع -এর বিবেচনায় কুরআনের শব্দাবলি চার প্রকার। যথা–

১. اَلْخَاصُّ (নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক), যেমন– رَجُلٌ (পুরুষ)

২. اَلْعَامُّ (ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক), যেমন– رِجَالٌ (পুরুষগণ)

৩. اَلْمُشْتَرَكُ (দ্বৈত অর্থ জ্ঞাপক), যেমন– جَارِيَةٌ (দাসী, নৌকা)

৪. اَلْمُؤَوَّلُ (ব্যাখ্যাপূর্ণ অর্থবোধক), যেমন– حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ এ আয়াতাংশে نِكَاحٌ শব্দটিকে সহবাস অর্থে প্রয়োগ করা।

এ চার প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো– অর্থের জন্যে প্রণয়নের বিবেচনায় শব্দ হয়তো একটি অর্থ অথবা একাধিক অর্থের প্রতি নির্দেশ করবে। যদি কেবল একটি অর্থের প্রতি নির্দেশ করে, তাহলে অন্যের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে একটি অর্থ বুঝাবে, কিংবা অন্যের অংশগ্রহণের অবকাশসহ একটি অর্থ বুঝাবে। তাহলে প্রথমটিকে خَاص বলা হবে, আর দ্বিতীয়টিকে عَام বলা হবে।

আর শব্দ যদি একাধিক অর্থের প্রতি নির্দেশ করে, তাহলে এর দু' অবস্থা হতে পারে। যদি একটি অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া যায়, তাহলে তাকে مُؤَوَّلْ আর কোনো অর্থকেই প্রাধান্য দেওয়া না গেলে, তাকে مُشْتَرَكْ বলা হবে।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে وَجْهُ الْحَصْرِ বর্ণনা করা হলো–
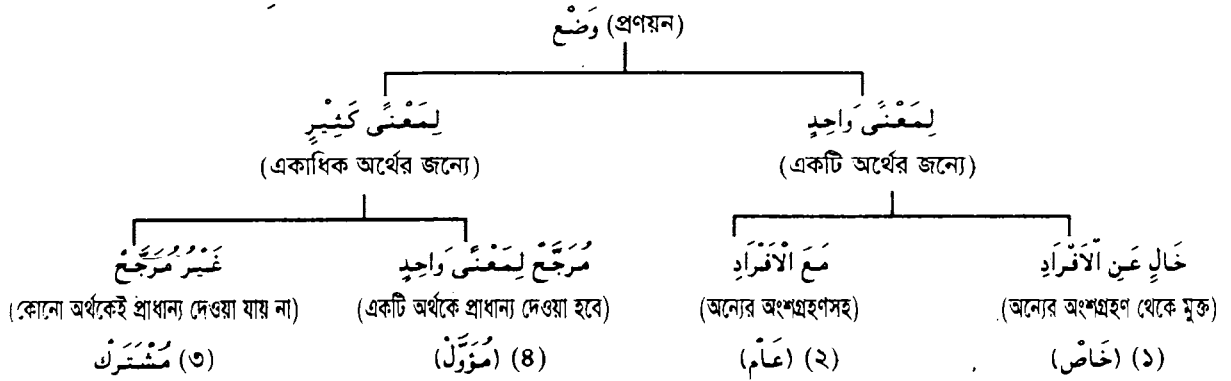
قَوْلُهُ فَالْمُؤَوَّلُ فِي الْحَقِيقَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُؤَوَّلْ টা مُشْتَرَكْ-এর শ্রেণীভুক্ত হওয়ার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এখানে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, নিম্নে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : مُؤَوَّلْ এটা تَاوِيلْ ক্রিয়ার مَفْعُولْ (কর্ম)। আর تَاوِيلْ করা হলো মুজতাহিদের কাজ, উৎপত্তির দিক থেকে তাকে صِيغَةٌ ও لُغَةٌ-এর শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কিরূপে গণ্য করা হবে ? সুতরাং مُؤَوَّلْ-কে প্রথম تَقْسِيمْ তথা শ্রেণীবিভাগের শ্রেণীভুক্ত করা ঠিক হবে না। কেননা প্রথম تَقْسِيمْ তথা শ্রেণীবিভাগের প্রকারগুলো অন্য কিছুকে বিবেচনায় না এনে কেবল হুকুম সাব্যস্ত করে থাকে, অথচ مُؤَوَّلْ তো تَاوِيلْ-এর বিবেচনায় হুকুমকে সাব্যস্ত করে?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, فَالْمُؤَوَّلُ فِي الْحَقِيقَةِ অর্থাৎ مُؤَوَّلْ এটা مُشْتَرَكْ-এর একটি স্বতন্ত্র প্রকার। কেননা مُشْتَرَكْ টা উৎপত্তি হিসেবেই একাধিক অর্থের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে আর কোনো একটি অর্থ কে অপর অর্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হলে তাকেই مُؤَوَّلْ বলা হয়। সুতরাং উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, مُؤَوَّلْ টা مُشْتَرَكْ-এরই একটি প্রকার। আর এ কথা সর্বজন বিদিত যে, مُشْتَرَكْ টি উৎপত্তির দিক থেকে صِيغَةٌ ও لُغَةٌ-এর শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আর قَاعِدَةٌ আছে কোনো বস্তুর শ্রেণীবিভাগের শ্রেণীবিভাগ সেই বস্তুরই শ্রেণীবিভাগের নামান্তর তাই مُؤَوَّلْ টাও مُشْتَرَكْ-এর মাধ্যম হয়ে উৎপত্তির দিক থেকে صِيغَةٌ ও لُغَةٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ অভিযোগ করা ঠিক হবে না যে, একই تَقْسِيمْ-এর اَقْسَامْ-এর মধ্যে বিরোধিতা জরুরি। কেননা এগুলোর মধ্যে বিরোধ থাকা জরুরি নয় (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। অতএব এটা প্রথম تَقْسِيمْ-এরই একটি প্রকার হিসেবে সাব্যস্ত হলো।

প্রশ্ন : উক্ত উত্তরের উপর ভিত্তি করে কেউ যদি প্রশ্ন করে যখন مُؤَوَّلْ টা صِيغَةٌ ও لُغَةٌ-এর শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হলো আর مُشْتَرَكْ টাও صِيغَةٌ ও لُغَةٌ-এর শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত তবে তো مُؤَوَّلْ ও مُشْتَرَكْ-এর একটি অপরটির বিপরীত হওয়া উচিত। কেননা, এক শ্রেণীবিভাগের প্রকারাদি পরস্পর বিরোধী হওয়া জরুরি অথচ উক্তস্থানে তো কোনো ধরনের বিরোধ দেখা যায় না ?

১. **উত্তর :** উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, যখন مُؤَوَّلْ টা প্রকৃতপক্ষে مُشْتَرَكْ-এরই একটি প্রকার, তাই مُشْتَرَكْ ও مُؤَوَّلْ -এর মধ্যে পরস্পর বিরোধী হওয়া আবশ্যক নয়, কেননা قِسْمٌ (প্রকার) ও تَقْسِيمْ (যার থেকে বিভক্ত)-এর মধ্যে কোনো ধরনের বিরোধ থাকা জরুরি নয়।

২. **উত্তর :** আর যদি مُؤَوَّلْ-কে مُشْتَرَكْ-এর قَسِيمْ (এক শ্রেণীবিভাগের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার) ধরা হয়, তাহলে তখন উত্তরে বলা হবে যে, مُؤَوَّلْ ও مُشْتَرَكْ-এর মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান রয়েছে এভাবে যে, مُؤَوَّلْ টা প্রাধান্যতার শর্তের সাথে শর্তযুক্ত। আর مُشْتَرَكْ টা অপ্রাধান্যতার শর্তের সাথে শর্তযুক্ত। সুতরাং যখন مُؤَوَّلْ-এর মধ্যে প্রাধান্যতার শর্ত রয়েছে আর مُشْتَرَكْ -এর মধ্যে অপ্রাধান্যতার শর্ত রয়েছে বিধায় مُؤَوَّلْ ও مُشْتَرَكْ-এর পরস্পর বিরোধটা একেবারেই স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে।

وَالثَّانِىْ فِىْ وُجُوْهِ الْبَيَانِ بِذٰلِكَ النَّظْمِ اَىِ التَّقْسِيْمُ الثَّانِىْ فِىْ طُرُقِ ظُهُوْرِ الْمَعْنٰى وَخَفَائِهٖ بِذٰلِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ فِى التَّقْسِيْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ اَىْ كَيْفَ يَظْهَرُ الْمَعْنٰى مِنَ النَّظْمِ مَسُوْقًا اَوْ غَيْرَ مَسُوْقٍ مُحْتَمِلًا لِلتَّاوِيْلِ اَوْ لَا وَكَيْفَ يَخْفَى الْمَعْنٰى مِنَ اللَّفْظِ خَفَاءً سَهْلًا اَوْ كَامِلًا وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا اَلظَّاهِرُ وَالنَّصُّ وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُحْكَمُ لِاَنَّهٗ اِنْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ فَاِمَّا اَنْ يَّحْتَمِلَ التَّاوِيْلَ اَوْ لَا فَاِنِ احْتَمَلَهٗ فَاِنْ كَانَ ظُهُوْرُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ الصِّيْغَةِ فَهُوَ الظَّاهِرُ وَاِلَّا فَهُوَ النَّصُّ وَاِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ فَاِنْ قَبِلَ النَّسْخَ فَهُوَ الْمُفَسَّرُ وَاِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ فَهٰذِهِ الْاَقْسَامُ كُلُّهَا بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ فَيُوْجَدُ الْاَدْنٰى فِى الْاَعْلٰى وَلَاتَبَايُنَ بَيْنَهَا -

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে فِىْ وُجُوْهِ الْبَيَانِ بِذٰلِكَ النَّظْمِ উল্লিখিত نَظْم-এর সাহায্যে بَيَان-এর প্রকারসমূহ প্রসঙ্গে اَىِ التَّقْسِيْمُ الثَّانِىْ অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগ হলো فِىْ طُرُقِ ظُهُوْرِ الْمَعْنٰى وَخَفَائِهٖ অর্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার প্রকারসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে بِذٰلِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ فِى التَّقْسِيْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ প্রথম শ্রেণী বিভাগের উল্লিখিত প্রকারসমূহ যথা– خَاص ও عَام ইত্যাদির সাহায্যে اَىْ كَيْفَ يَظْهَرُ الْمَعْنٰى مِنَ النَّظْمِ তার মানে শব্দ হতে অর্থ কিরূপে প্রকাশিত হয় مَسُوْقًا اَوْ غَيْرَ مَسُوْقٍ ঐ শব্দটি ঐ অর্থের জন্য প্রযোজ্য না প্রযোজ্য নয় مُحْتَمِلًا لِلتَّاوِيْلِ اَوْ لَا তাতে تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা রয়েছে কি-না? وَكَيْفَ يَخْفَى الْمَعْنٰى مِنَ اللَّفْظِ এবং কিভাবে অর্থ শব্দের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে থাকে خَفَاءً سَهْلًا اَوْ كَامِلًا সাধারণ অস্পষ্ট না পূর্ণ অস্পষ্ট وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا আর এটা অর্থাৎ بَيَان-এর প্রকারও চারটি– اَلظَّاهِرُ যথা– প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট, وَالنَّصُّ শব্দযোগে উপলব্ধ وَالْمُفَسَّرُ ব্যাখ্যামূলক وَمُحْكَمٌ সুদৃঢ় لِاَنَّهٗ এ শ্রেণীবিভাগ উক্ত চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, اِنْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ যদি শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয় فَاِمَّا اَنْ يَّحْتَمِلَ التَّاوِيْلَ اَوْ لَا তবে হয়তো তা কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখবে অথবা রাখবে না فَاِنِ احْتَمَلَهٗ যদি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে كَانَ ظُهُوْرُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ الصِّيْغَةِ আর তার অর্থের স্পষ্টতা নিছক সীগাহ দ্বারাই অর্জিত হয় فَهُوَ الظَّاهِرُ তাহলে তার নাম ظَاهِرْ বা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অর্থ জ্ঞাপক وَاِلَّا فَهُوَ النَّصُّ অন্যথা তার নাম نَص বা শব্দযোগে উপলব্ধ وَاِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ আর যদি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা না রাখে (তাহলে দেখতে হবে যে, তা রহিতকরণকে কবুল করে কিনা?) فَاِنْ قَبِلَ النَّسْخَ যদি রহিতকরণকে কবুল করে فَهُوَ الْمُفَسَّرُ তাহলে তার নাম مُفَسَّرْ বা ব্যাখ্যামূলক وَاِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ অন্যথা তার নাম, مُحْكَمٌ বা সুদৃঢ়, فَهٰذِهِ الْاَقْسَامُ كُلُّهَا এবং উক্ত প্রকারসমূহের প্রত্যেকটি بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ একটি অপরটি হতে শক্তিশালী فَيُوْجَدُ الْاَدْنٰى فِى الْاَعْلٰى সুতরাং দুর্বল প্রকারটি উচ্চতর প্রকারের মধ্যে পাওয়া যাবে وَلَاتَبَايُنَ بَيْنَهَا এ প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই।

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে উল্লিখিত نَظْم-এর সাহায্যে بَيَانْ-এর প্রকারসমূহ প্রসঙ্গে, অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ হলো প্রথম শ্রেণী বিভাগের উল্লিখিত প্রকারসমূহ যথা–خَاص ও عَام ইত্যাদির সাহায্যে অর্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার প্রকার সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে। তার মানে শব্দ হতে অর্থ কিরূপে প্রকাশিত হয়? ঐ শব্দটি ঐ অর্থের জন্য প্রযোজ্য না প্রযোজ্য নয়? তাতে تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা রয়েছে কি না? এবং কিভাবে অর্থ শব্দের মধ্যে অস্পষ্ট থাকে– সাধারণ অস্পষ্ট না পূর্ণ অস্পষ্ট? **আর এটা অর্থাৎ بَيَانْ-এর প্রকারও চারটি। যথা– ১. ظَاهِرْ বা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট, ২. نَص বা শব্দ যোগে উপলব্ধ, ৩. مُفَسَّرْ বা ব্যাখ্যামূলক ও ৪. مُحْكَمْ বা সুদৃঢ়।** এ শ্রেণী বিভাগ উক্ত চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, যদি শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয়, তবে হয়তো তা কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখবে অথবা রাখবে না। যদি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে আর তার অর্থের স্পষ্টতা নিছক সীগাহ দ্বারাই অর্জিত হয়, তাহলে তার নাম ظَاهِرْ বা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অর্থ জ্ঞাপক। অন্যথা তার নাম نَص বা শব্দ যোগে উপলব্ধ। আর যদি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা না রাখে, তাহলে দেখতে হবে যে, তা রহিতকরণকে কবুল করে কিনা ? যদি রহিতকরণকে কবুল করে, তাহলে তার নাম مُفَسَّرْ বা ব্যাখ্যামূলক অন্যথা তার নাম مُحْكَمْ বা সুদৃঢ়। এবং উক্ত প্রকার সমূহের প্রত্যেকটি একটি অপরটি হতে শক্তিশালী। সুতরাং দুর্বল প্রকারটি উচ্চতর প্রকারের মধ্যে পাওয়া যাবে। এ প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَخَفَائُهٗ الخ –এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগের মধ্যে শব্দের অস্পষ্টতার বিবেচনা করা হয়েছে কি না? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। خَفَائُهٗ কথাটি এখানে যথার্থ হয়নি। কেননা গ্রন্থকার (র.)-এর বর্ণানুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগের প্রকারসমূহ চারটি। আর এগুলো তো অর্থের স্পষ্টতার সাথে সংশ্লিষ্ট— অর্থের অস্পষ্টতার সাথে সম্পর্কিত নয়। শব্দের অস্পষ্ট হওয়ার শ্রেণীসমূহকে সুস্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য গ্রন্থকার اَقْسَامُ الظُّهُوْرِ-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগের প্রকার সমূহ হিসেবে বর্ণনা করেন নি, যা গ্রন্থকারের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাই "فِىْ طُرُقِ ظُهُوْرِ الْمَعْنٰى" বললেই ব্যাখ্যাকার ভালো করতেন। তবে বলা যেতে পারে যে, ব্যাখ্যাকার اِسْتِطْرَادًا (অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে) এটার উল্লেখ করেছেন।

'মুনহিয়া' গ্রন্থে ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এ স্থলে اَلْبَيَانُ-এর দ্বারা শুধু অর্থের স্পষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর خَفَاءٌ-এর উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে। কেননা এটা তো গ্রন্থকারের বক্তব্য وَلِهٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ الخ-এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'তাওজীহ' গ্রন্থ প্রণেতা এ দু'টোকে একই সাথে উল্লেখ করেছেন। কেননা তিনি بَيَانٌ শব্দটির উদ্ধৃতি দেননি।

قَوْلُهٗ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে خَاصٌ ও عَامٌ -এর সাথে مُشْتَرَكٌ-এর বর্ণনাও শামিল কি না? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব বলা হয়েছে যে, مُشْتَرَكٌ টা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা مُشْتَرَكٌ-এর দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা দেওয়া হয় না এবং তার দ্বারা শ্রোতার সামনে বক্তব্য স্পষ্টভাবে বোধগম্যও হয় না। তবে বলা যেতে পারে যে, পরিভাষার দৃষ্টিকোণ হতে مُشْتَرَكٌ-এর অর্থও স্পষ্ট।

قَوْلُهٗ فَاِنْ كَانَ ظُهُوْرُ مَعْنَاهُ الخ- এর আলোচনা : এখানে স্পষ্ট অর্থবোধক হওয়া হিসেবে শব্দের শ্রেণীবিভাগের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি তার অর্থ স্পষ্ট হয় অর্থাৎ আরবি ভাষা-ভাষীগণ শ্রবণ মাত্রই কেবল সীগাহ-এর দ্বারাই শব্দের অর্থ উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে এটা ظَاهِرٌ চাই উক্ত অর্থ বুঝানোর জন্য শব্দটিকে ব্যবহার করা হোক বা না হোক। সুতরাং ظَاهِرٌ-এর মধ্যে বক্তার উদ্দেশ্য ধর্তব্য নয়। আর শব্দের অর্থ প্রকাশ্য হওয়ার সাথে সাথে যদি উক্ত অর্থের জন্য শব্দকে প্রয়োগও করা হয়, তাহলে তা نَصٌّ হবে। আর উপরোক্ত سِيَاقٌ-এর সাথে শব্দ যদি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ও তাখসীসযোগ্য না হয়ে রাসূল ﷺ -এর যুগে نَسْخٌ (রহিতকরণ)-কে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তা مُفَسَّرٌ হবে আর যদি نَسْخٌ -এর রহিতকরণকে গ্রহণ না করে থাকলে তা مُحْكَمٌ; তারপর যদি রহিতকরণকে গ্রহণ এ জন্য না করে যে, আকলের দৃষ্টিতে এটা পরিবর্তনের অবকাশ রাখে না। যেমন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাওহীদের অর্থবোধক আয়াতগুলো, তাহলে তাকে مُحْكَمٌ لِعَيْنِهٖ বলবে।

আর এমনও হতে পারে যে, রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের মাধ্যমে ওহীর ক্রমধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে পরিবর্তন হওয়া তিরোহিত হয়ে গেছে। তাহলে উক্ত প্রকারগুলোর চতুর্থটি তৃতীয়টি হতে শক্তিশালী ও উত্তম হবে। এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়টি হতে আর দ্বিতীয়টি প্রথমটি হতে স্পষ্টতর ও উত্তম হবে। আর অপেক্ষাকৃত নিম্নমানেরটি (অপেক্ষাকৃত) উচ্চমানের মধ্যে পাওয়া যাবে। যেমন– ظَاهِرٌ টি نَصٌّ-এর মধ্যে, আর نَصٌّ টি مُفَسَّرٌ-এর মধ্যে এবং مُفَسَّرٌ টি مُحْكَمٌ-এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ فِىْ وُجُوْهِ الخ- এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন ও তার উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : بَيَانٌ দু'অবস্থা হতে খালি নয়। হয়তো তার দ্বারা শুধুমাত্র ظُهُوْرٌ উদ্দেশ্য হবে, অথবা ظُهُوْرٌ ও خَفَاءٌ উভয়টি উদ্দেশ্য হবে। প্রথম অবস্থায় اَقْسَامُ الْبَيَانِ-কে চারের মধ্যে সীমিতকরণ সঠিক বলে বিবেচিত হবে। তবে কিন্তু نَظْم ও مَعْنٰى-এর শ্রেণীবিভাগকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সহীহ হবে না; বরং উক্ত দৃষ্টিকোণ হতে শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা হবে পাঁচ। আর এটা মেনে নিলে ব্যাখ্যাকারের বক্তব্য "ظُهُوْرُ الْمَعْنٰى وَخَفَائِهٖ" টাও অনর্থক হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় (তথা بَيَانٌ -এর মধ্যে ظُهُوْرٌ ও خَفَاءٌ উভয়কে বিবেচনা করলে) بَيَانٌ -এর দিক দিয়ে نَظْم -এর تَقْسِيْم -কে চারের মধ্যে সীমিতকরণ সহীহ হবে না; বরং তার সংখ্যা আট পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং গ্রন্থকারের বক্তব্য- "وَهِىَ اَرْبَعَةٌ" বলা তো সহীহ হবে না?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, প্রতিপক্ষ বর্ণিত চার প্রকার, যা অস্পষ্ট বর্ণনা হিসেবে বিবেচ্য এগুলোকে আনুষঙ্গিক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর মূলত প্রথমোক্ত চারটিই (ظَاهِرٌ، نَصٌّ ইত্যাদি) আলোচনা করা উদ্দেশ্য। সুতরাং কোনো ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে না।

وَاِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاِعْتِبَارِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ مَعَ الْعَامِّ وَالْمُشْتَرِكِ فَاِنَّهَا مُقَابِلَةٌ بِنَفْسِهَا فَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُقَابِلَ فِى التَّقْسِيْمِ الْاَوَّلِ وَذَكَرَ فِى الثَّانِىْ فَقَطْ فَقَالَ وَلِهٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ اَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا اَىْ لِهٰذِهِ الْاَقْسَامِ الْاَرْبَعَةِ لِلظُّهُوْرِ اَقْسَامٌ اَرْبَعَةٌ اُخَرُ تُقَابِلُهَا فِى الْخَفَاءِ فَكَمَا اَنَّ فِى الْاَوَّلِ بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ فِى الظُّهُوْرِ كَذٰلِكَ فِى الْمُقَابِلِ بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ فِى الْخَفَاءِ فَيُوْجَدُ الْاَدْنٰى فِى الْاَعْلٰى وَهِىَ الْخَفِىُّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلُ وَالْمُتَشَابِهُ لِاَنَّهُ اِنْ خَفِىَ مَعْنَاهُ فَاِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خَفَاؤُهُ لِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيْغَةِ فَهُوَ الْخَفِىُّ اَوْ لِنَفْسِ الصِّيْغَةِ فَاِنْ اَمْكَنَ اِدْرَاكُهُ بِالتَّاَمُّلِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ وَاِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَاِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ وَاِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ وَكَذَا التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ كَمَا اَنَّ التَّقْسِيْمَ الْاَوَّلَ وَالثَّالِثَ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاِعْتِبَارِ যদি কোনো বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবে তা শুধু মর্মার্থের বিবেচনায় দেখা দিবে بِخِلَافِ الْخَاصِّ مَعَ الْعَامِّ وَالْمُشْتَرِكِ কিন্তু خَاصٌ ، عَامٌ ، مُشْتَرَكٌ ইত্যাদির কথা ভিন্ন فَاِنَّهَا مُقَابِلَةٌ بِنَفْسِهَا কারণ এগুলো মূলতই একটি অপরটির বিপরীত فَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُقَابِلَ فِى التَّقْسِيْمِ الْاَوَّلِ এজন্য গ্রন্থকার প্রথম শ্রেণী বিভাগে সেগুলোর বিপরীতটির উল্লেখ করেননি وَذَكَرَ فِى الثَّانِىْ فَقَطْ শুধু দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগেই তা উল্লেখ করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَلِهٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ اَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا আর এ চার প্রকারের জন্য তার বিপরীত আরো চার প্রকার রয়েছে اَىْ لِهٰذِهِ الْاَقْسَامِ الْاَرْبَعَةِ لِلظُّهُوْرِ اَقْسَامٌ اَرْبَعَةٌ اُخَرُ অর্থাৎ স্পষ্টতার বিচারে বিভক্ত চারটি প্রকারের জন্য আরো চারটি প্রকার রয়েছে- تُقَابِلُهَا فِى الْخَفَاءِ যেগুলো অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে এ চারটির বিপরীত فَكَمَا সুতরাং যেভাবে اَنَّ فِى الْاَوَّلِ প্রথম চার প্রকারে بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ একটি অপরটির হতে উত্তম فِى الظُّهُوْرِ স্পষ্টতার দিক বিবেচনায় كَذٰلِكَ অনুরূপ فِىْ الْمُقَابِلِ এ বিপরীত প্রকারসমূহের মধ্যেও بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ একটি অপরটি হতে উত্তম فِى الْخَفَاءِ অস্পষ্টতার দিক বিবেচনায় فَيُوْجَدُ الْاَدْنٰى فِى الْاَعْلٰى তাই নগণ্য প্রকারটি উচ্চতর চতুষ্টয় হচ্ছে- وَهِىَ الْخَفِىُّ অস্পষ্ট اَلْمُشْكِلُ দুর্বোধ্য اَلْمُجْمَلُ সংক্ষিপ্ত ও اَلْمُتَشَابِهُ সংশয়পূর্ণ لِاَنَّهُ এ চারটি প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো اِنْ خَفِىَ مَعْنَاهُ যদি শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হয় فَاِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خَفَاؤُهُ لِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيْغَةِ এবং এ অস্পষ্টতা সীগাহ ব্যতীত অন্যকোনো কারণে হয় فَهُوَ الْخَفِىُّ তাহলে তার নাম خَفِىْ বা অস্পষ্ট اَوْ لِنَفْسِ الصيغة আর অস্পষ্টতা সীগার কারণে হয় فَاِنْ اَمْكَنَ اِدْرَاكُهُ এবং তা চিন্তা-গবেষণা দ্বারা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয় فَهُوَ الْمُشْكِلُ তাহলে তার নাম مُشْكِلْ বা দুর্বোধ্য بِالتَّاَمُّلِ وَاِنْ لَمْ يُمْكِنْ আর যদি চিন্তা-গবেষণা দ্বারা তার অর্থ উদঘাটন করা সম্ভব না হয় فَاِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا এবং তার ব্যাখ্যার আশা থাকে مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ বক্তার পক্ষ হতে فَهُوَ الْمُجْمَلُ তাহলে তার নাম مُجْمَلْ বা সংক্ষিপ্ত وَاِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ আর যদি বক্তার পক্ষ হতে ব্যাখ্যার আশা না থাকে, তাহলে তার নাম مُتَشَابِهٌ বা সংশয়পূর্ণ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ প্রকাশ থাকে যে, এ (দ্বিতীয়) শ্রেণী বিভাগ وَكَذَا التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ এবং চতুর্থ শ্রেণীবিন্যাস উভয়ই يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত كَمَا اَنَّ التَّقْسِيْمَ الْاَوَّلَ যেমনিভাবে প্রথম শ্রেণীবিন্যাস وَالثَّالِثُ এবং তৃতীয় শ্রেণীবিন্যাস يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ যেটা সকলের নিকট সুস্পষ্ট।

সরল অনুবাদ : যদি কোনো বৈপরীত্য দেখাও দেয়, তবে তা শুধু মর্মার্থের বিবেচনায় দেখা দেবে। কিন্তু عَامٌ ও خَاصٌ ইত্যাদির কথা ভিন্ন। কারণ এগুলো মূলতই একটি অপরটির বিপরীত। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) প্রথম শ্রেণীবিভাগে সে গুলোর বিপরীতটির উল্লেখ করেননি, শুধু দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগেই তা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, আর এ চার প্রকারের জন্য তার বিপরীত আরো চার প্রকার রয়েছে। অর্থাৎ স্পষ্টতার বিচারে বিভক্ত চারটি প্রকারের জন্য আরো চারটি প্রকার রয়েছে যে গুলো অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে এ চারটির বিপরীত। সুতরাং প্রথম চার প্রকারে যেভাবে স্পষ্টতার দিক বিবেচনায় একটি অপরটি

হতে উত্তম, অনুরূপ এ বিপরীত প্রকারসমূহের মধ্যেও অস্পষ্টতার দিক বিবেচনায় একটি অপরটি হতে উত্তম। তাই নগণ্য প্রকারটি উচ্চতর প্রকারের মধ্যে পাওয়া যাবে। **আর এ প্রকার চতুষ্টয় হচ্ছে– ১. خَفِيٌّ বা অস্পষ্ট, ২. مُشْكِلٌ বা দুর্বোধ্য, ৩. مُجْمَلٌ বা সংক্ষিপ্ত ও ৪. مُتَشَابِهٌ বা সংশয়পূর্ণ**। এ চার প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো যদি শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হয় এবং এ অস্পষ্টতা সীগাহ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে হয়, তাহলে তার নাম خَفِيٌّ বা অস্পষ্ট। আর অস্পষ্টতা সীগার কারণে হয় এবং তা চিন্তা-গবেষণা দ্বারা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়, তাহলে তার নাম مُشْكِلٌ বা দুর্বোধ্য। আর যদি চিন্তা-গবেষণা দ্বারা তার অর্থ উদঘাটন করা সম্ভব না হয় এবং বক্তার পক্ষ হতে তার ব্যাখ্যার আশা থাকে, তাহলে তার নাম مُجْمَلٌ বা সংক্ষিপ্ত। আর যদি বক্তার পক্ষ হতে ব্যাখ্যার আশা না থাকে, তাহলে তার নাম مُتَشَابِهٌ বা সংশয়িত। প্রকাশ থাকে যে, এ (দ্বিতীয়) শ্রেণীবিভাগ এবং চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ উভয়ই বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেটা সকলের নিকট সুস্পষ্ট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا التَّبَايُنُ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতটি বিরোধী পক্ষের উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব প্রশ্ন ও তার উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : একই শ্রেণী বিভাগের অন্তর্গত প্রকারসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য থাকতে হয়। কিন্তু উল্লিখিত প্রকারসমূহের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখা যায় না; বরং পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং তাকে একাধিক প্রকারে বিভক্ত করে লাভ কি?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, "وَإِنَّمَا التَّبَايُنُ هُهُنَا بِالْاِعْتِبَارِ" তথা এ গুলোর মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিশেষ দিকের বিবেচনায় বৈপরীত্য রয়েছে। অর্থাৎ এগুলোর পরস্পরের মধ্যে অর্থের হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত পার্থক্য বিদ্যমান। তা ছাড়া এগুলোর প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ قَيْد তথা নিদর্শন দ্বারা বিশেষিত। অতএব বলতে হবে পার্থক্য অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

بِخِلَافِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْمُشْتَرَكِ **-এর ব্যাখ্যা :** সম্মানিত ব্যাখ্যাকার বলেন যে, প্রথম শ্রেণী বিন্যাসের প্রকারগুলো তথা খাস, আম ও মুশতারাক-এর মধ্যে تَبَايُنْ حَقِيْقِيْ তথা মৌলিক বিরোধ বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যে একটির সাথে অন্যটি একত্রিত হয় না। পক্ষান্তরে ظَاهِرْ ، نَصْ ، مُفَسَّرْ ও مُحْكَمْ এ চারটি প্রকারের মধ্যে تَبَايُنْ حَقِيْقِيْ বা মৌলিক বিরোধ নেই বিধায় একটির সাথে অন্যটি একত্রিত হতে পারে না।

قَوْلُهُ تَقَابُلُهَا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে مُقَابِلْ-এর সংজ্ঞা এবং উল্লিখিত চার প্রকার আনুষঙ্গিক হিসেবে আলোচিত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, مُقَابِلْ বলে اَلَّذِيْ لَايَجْتَمِعُ مَعَ مَا يُقَابِلُ لَهُ فِيْ مَحَلٍّ وَاحِدٍ فِيْ زَمَانٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ যা একই দিকের বিবেচনায়, একই সময় একই স্থানে তার প্রতিপক্ষের সাথে একত্রিত হয় না। বস্তুত خفاء-এর এ চার প্রকার نَظْم ও بَيَانْ-এর اَقْسَامْ তথা প্রকারভেদ নয়, যা বাহ্যত বুঝা যায়। আর এ কারণেই بَيَانْ-এর প্রকারভেদ আটটি বলা হয়নি। আর مَعْنٰى-এর প্রকারসমূহও পাঁচটি হয়নি। কেননা এ গুলোকে আনুষঙ্গিক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নয়।

قَوْلُهُ فَكَمَا أَنَّ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগের মধ্যে আলোচিত প্রকারগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ خَفِيٌّ-এর মধ্যে অতি স্বাভাবিক অস্পষ্টতা রয়েছে। আর مُشْكِلْ-এর মধ্যে خَفِيٌّ-এর তুলনায় অধিক মাত্রায় অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমনি ভাবে نَصْ-এর মধ্যে ظَاهِرْ-এর তুলনায় অধিকতর স্পষ্টতা রয়েছে। আবার مُجْمَلْ-এর অস্পষ্টতা مُشْكِلْ-এর অপেক্ষা অধিকতর প্রবল, যেমন مُفَسَّرْ -এর স্পষ্টতা نَصْ-এর তুলনায় অধিকতর প্রবল। অন্যদিকে مُتَشَابِهْ-এর অস্পষ্টতা مُجْمَلْ-এর তুলনায় অধিকতর প্রবল, যেমনিভাবে مُحْكَمْ-এর স্পষ্টতা مُفَسَّرْ-এর তুলনায় অধিকতর প্রবল।

قَوْلُهُ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ الخ **-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ শব্দের সাথে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ ও চতুর্থ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যথাক্রমে ভাষা প্রকাশ ও ভাব নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। আর مُرَادْ তথা ভাব বা অর্থ বলে দু'টি শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ককে ইসনাদের সাথে দুই বা ততোধিক শব্দের মিলনকে বাক্য বলে। আর একটি শব্দকে অন্যটির দিকে نِسْبَتْ করাকে اِسْنَادْ বলে। যা দ্বারা শ্রোতা একটি পূর্ণাঙ্গ ভাব অনুধাবন করতে পারে। তাই এ গুলো বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে وَضْع হলো অর্থের জন্য শব্দকে নির্ধারণ করা, আর নির্ধারণ তো একটি অর্থেই হয়ে থাকে। তা ছাড়া اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ (শব্দের প্রয়োগ বিধি) ও একক অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যেহেতু প্রথম শ্রেণীবিভাগের মধ্যে وَضْع এবং তৃতীয় শ্রেণীবিভাগের মধ্যে اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ -এর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে, তাই এ গুলো শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট।

وَالثَّالِثُ فِىْ وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذَالِكَ النَّظْمِ اَىْ اَلتَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ فِىْ طُرُقِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ سَابِقًا مِنْ اَنَّهٗ اُسْتُعْمِلَ فِىْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ اَوْ غَيْرِهٖ اَوْ اُسْتُعْمِلَ مَعَ اِنْكِشَافِ مَعْنَاهُ اَوْ اِسْتِتَارِهٖ وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا اَلْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ وَالصَّرِيْحُ وَالْكِنَايَةُ لِاَنَّهٗ اِنِ اسْتُعْمِلَ فِىْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ فَهُوَ حَقِيْقَةٌ اَوْ فِىْ غَيْرِ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ فَمَجَازٌ ثُمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا اِنِ اسْتُعْمِلَ بِانْكِشَافِ مَعْنَاهُ فَهُوَ الصَّرِيْحُ وَاِلَّا فَهُوَ الْكِنَايَةُ فَالصَّرِيْحُ وَالْكِنَايَةُ يَجْتَمِعَانِ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَلِذَا قَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ فِىْ وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ وَجِرْيَانِهٖ فِىْ بَابِ الْبَيَانِ فَجَعَلَ الْحَقِيْقَةَ وَالْمَجَازَ رَاجِعًا اِلَى الْاِسْتِعْمَالِ وَالصَّرِيْحَ وَالْكِنَايَةَ رَاجِعًا اِلَى الْجِرْيَانِ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَالثَّالِثُ আর তৃতীয় শ্রেণী বিভাগ فِىْ وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذَالِكَ النَّظْمِ উক্ত শব্দের ব্যবহারিক প্রকারসমূহ প্রসঙ্গে اَىْ اَلتَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ فِىْ طُرُقِ اِسْتِعْمَالِ ذَالِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ سَابِقًا উপরোল্লিখিত শব্দের ব্যবহারিক প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে যে, مِنْ اَنَّهٗ اُسْتُعْمِلَ فِىْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ اَوْ غَيْرِهٖ শব্দটি কি সেই অর্থে ব্যবহৃত যে অর্থের জন্য তাকে গঠন করা হয়েছে, না অন্য অর্থে ব্যবহৃত اَوْ اُسْتُعْمِلَ مَعَ اِنْكِشَافِ مَعْنَاهُ اَوْ اِسْتِتَارِهٖ অথবা শব্দটি কি স্বীয় অর্থের সুস্পষ্টসহ ব্যবহৃত না অস্পষ্টভাবে ব্যবহৃত? وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا আর এটাও চার প্রকার- اَلْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ وَالصَّرِيْحُ وَالْكِنَايَةُ (যথা) حَقِيْقَتْ বা প্রকৃত অর্থবোধক, مَجَازٌ বা রূপক অর্থবোধক, صَرِيْحٌ বা প্রকাশ্য অর্থবোধক ও كِنَايَةٌ বা ইঙ্গিতমূলক অর্থবোধক। لِاَنَّهٗ এ চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো- اِنْ اُسْتُعْمِلَ فِىْ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهٗ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে যদি তা সে অর্থে ব্যবহৃত হয় فَهُوَ حَقِيْقَةٌ তাহলে তার নাম حَقِيْقَتْ বা প্রকৃত অর্থবোধক اَوْ فِىْ غَيْرِ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ আর যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে যদি সে অর্থে ব্যবহৃত না হয় فَمَجَازٌ তাহলে তার নাম مَجَازٌ বা রূপক অর্থবোধক ثُمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا اِنْ اُسْتُعْمِلَ بِانْكِشَافِ مَعْنَاهُ অতঃপর حَقِيْقَتْ ও مَجَازٌ-এর প্রত্যেকটিই যদি এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে, তার অর্থ সুস্পষ্ট فَهُوَ الصَّرِيْحُ তাহলে তার নাম صَرِيْح বা প্রকাশ্য অর্থবোধক وَاِلَّا فَهُوَ الْكِنَايَةُ অন্যথা তার নাম كِنَايَةٌ বা ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থবোধক فَالصَّرِيْحُ وَالْكِنَايَةُ يَجْتَمِعَانِ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ অতএব, صَرِيْح ও كِنَايَةٌ উভয়টি حَقِيْقَتْ ও مَجَازٌ-এর সাথে একত্রিত হয়ে থাকে وَلِذَا قَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ এজন্যই ফখরুল ইসলাম (র.) বলেছেন- وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ হলো فِىْ وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذَالِكَ النَّظْمِ উক্ত শব্দের ব্যবহার প্রক্রিয়াসমূহ وَجِرْيَانِهٖ এবং তার প্রচলন প্রসঙ্গে فِىْ بَابِ الْبَيَانِ বর্ণনা ক্ষেত্রে فَجَعَلَ الْحَقِيْقَةَ وَالْمَجَازَ সুতরাং তিনি حَقِيْقَتْ ও مَجَازٌ কে করেছেন رَاجِعًا সম্পৃক্ত اِلَى الْاِسْتِعْمَالِ ব্যবহারের সাথে وَالصَّرِيْحَ وَالْكِنَايَةَ এবং صَرِيْح ও كِنَايَةٌ-কে করেছেন رَاجِعًا সম্পৃক্ত اِلَى الْجِرْيَانِ প্রচলনের দিকে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> **আর তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ উক্ত শব্দের ব্যবহারিক প্রকারসমূহ প্রসঙ্গে।** অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ উপরোল্লিখিত শব্দের ব্যবহারিক প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে যে, শব্দটি কি সেই অর্থে ব্যবহৃত যে অর্থের জন্য তাকে গঠন করা হয়েছে, না অন্য অর্থে ব্যবহৃত? অথবা শব্দটি কি স্বীয় অর্থের সুস্পষ্টতাসহ ব্যবহৃত না অস্পষ্টভাবে ব্যবহৃত? আর এটাও চার প্রকার। **যথা-(১) حَقِيْقَتْ বা প্রকৃত অর্থবোধক,(২) مَجَازٌ বা রূপক অর্থবোধক, (৩) صَرِيْح বা প্রকাশ্য অর্থবোধক ও (৪) كِنَايَةٌ বা ইঙ্গিতমূলক অর্থবোধক।** এ চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে যদি তা সে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তার নাম حَقِيْقَتْ বা প্রকৃত অর্থবোধক। আর যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে যদি সে অর্থে ব্যবহৃত না হয়, তাহলে তার নাম مَجَازٌ বা রূপক অর্থবোধক। অতঃপর حَقِيْقَتْ ও مَجَازٌ-এর প্রত্যেকটিই যদি এমন ভাবে ব্যবহৃত হয় যে, তার অর্থ সুস্পষ্ট, তাহলে তার নাম صَرِيْح বা প্রকাশ্য অর্থবোধক। অন্যথা তার নাম كِنَايَةٌ বা ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থবোধক। অতএব صَرِيْح ও كِنَايَةٌ উভয়টি حَقِيْقَتْ ও مَجَازٌ-এর সাথে একত্রিত হয়ে থাকে। এ জন্যই ফখরুল

ইসলাম (র.) বলেছেন– وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ فِيْ وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ وَجِرْيَانِهٖ فِيْ بَابِ الْبَيَانِ সুতরাং তিনি তাঁর এ বর্ণনায় حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ -কে ব্যবহারের সাথে এবং صَرِيْح ও كِنَايَةْ -কে প্রচলনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "اَلنَّظْمُ الْمَذْكُوْرُ" -এর মর্মার্থ : اَلنَّظْمُ الْمَذْكُوْرُ তথা পূর্বোল্লিখিত নযম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اَلنَّظْمُ الْمَذْكُوْرُ فِي التَّقْسِيْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ অর্থাৎ ঐ সব শব্দ যেগুলোকে প্রথম শ্রেণী বিন্যাসে خَاصْ ও عَامْ ইত্যাদি প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। সুতরাং اَلنَّظْمُ -এর মধ্যস্থিত "ال" টি اَلِفْ لَامْ عَهْدِيْ -

قَوْلُهٗ "اِنْ اُسْتُعْمِلَ" -এর ব্যাখ্যা : সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি "اِنْ اُسْتُعْمِلَ" (যদি শব্দটি ব্যবহৃত হয়) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো শব্দকে قَبْلَ الْاِسْتِعْمَالِ তথা প্রয়োগের পূর্বে হাকীকত, মাজায, সরীহ ও কিনায়াহ করে নামকরণ করা যায় না।

قَوْلُهٗ ثُمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে صَرِيْح ও كِنَايَةْ যে মূলত حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ-এর অন্তর্ভুক্ত সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, صَرِيْح ও كِنَايَةْ উভয়ই حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ-এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এ ব্যাপারে ভাষাবিদগণের বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা তাঁরা বলেন, كِنَايَةٌ (প্রকারটি) مَجَازْ -এর প্রতিপক্ষ। তবে ব্যাখ্যাকার এটার দ্বারা গ্রন্থকারের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে ইচ্ছুক নন। অর্থাৎ তিনি গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে এ বলে অভিযোগ করতে ইচ্ছুক নন যে, صَرِيْح ও كِنَايَةْ (প্রকারদ্বয়) حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ -এর শ্রেণী বিশেষ, এগুলো نَظْم ও مَعْنٰى-এর শ্রেণী নয়, ফলে তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ দু'প্রকার বিশিষ্ট হবে, চার প্রকার বিশিষ্ট হবে না। কেননা গ্রন্থকার هِيَ اَرْبَعَةٌ অন্যদিকের বিবেচনায় বলেছেন অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বিশেষ দিকের বিবেচনায় যে পার্থক্য রয়েছে, তিনি তা বিচার করে বলেছেন।

قَوْلُهٗ فَهُوَ الْكِنَايَةُ الخ -এর আলোচনা : এখানে كِنَايَةْ-এর সংজ্ঞার ব্যাপারে উসূলবিদ ও ভাষাবিদগণের মতপার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। উসূল শাস্ত্রের পরিভাষায় كِنَايَةٌ বলে– اَلتَّعْبِيْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظٍ لَا يَكُوْنُ صَرِيْحًا অর্থাৎ কোনো বস্তুকে এমন শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা, যা সুস্পষ্ট (অর্থবোধক) নয়। আর ইলমুল বায়ান (অলঙ্কারশাস্ত্র)-এর পরিভাষায় كِنَايَةٌ বলা হয়– اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيْ لَازِمِ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ وَالْاِنْتِقَالُ اِلٰى لَازِمِهٖ وَمَلْزُوْمِهٖ অর্থাৎ কোনো শব্দকে তার مَوْضُوْعٌ لَهٗ-এর মধ্যে প্রয়োগ করে مَوْضُوْعٌ لَهٗ-এর لَازِمْ (যার সাথে তার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে) অথবা مَلْزُوْمْ (যা দ্বারা সাব্যস্ত হয়) -কে বুঝানো।

قَوْلُهٗ يَجْتَمِعَانِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ এবং صَرِيْح ও كِنَايَةْ -এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, একই শ্রেণীবিভাগের প্রকারসমূহের মধ্যে তো বৈপরীত্য থাকতে হয়, কিন্তু এখানে তো কোনো ধরনের বৈপরীত্য বিদ্যমান নেই। অতএব উক্ত প্রকারে বিভক্ত করা কি অনর্থক নয়?

তার উত্তরে বলা হবে যে, বৈপরীত্যের জন্য বিশেষ দিকের বিবেচনায় বিরোধ থাকলেই যথেষ্ট। আর এখানে তো তা রয়েছে। কেননা প্রথম দু'টি (حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ)-এর মধ্যে এ দিক বিবেচনা করা হয়ে থাকে যে, তা مَوْضُوْعٌ لَهٗ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে– না অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? এতে সুস্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার দিক বিবেচনা করা হয় না, তবে صَرِيْح ও كِنَايَةْ-এর মধ্যে সুস্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার দিক বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ اِسْتِعْمَالُ ذٰلِكَ الخ -এর আলোচনা : এখানে اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ ও جِرْيَانُ اللَّفْظِ -এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার কোনোরূপ বিচার না করে সাধারণভাবে শব্দ প্রয়োগ করাকে اِسْتِعْمَالْ বলে। আর স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার দিক বিবেচনা করে শব্দ প্রয়োগ করাকে جِرْيَانْ বলে।

قَوْلُهٗ وَلِذَا قَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে صَرِيْح ও كِنَايَةْ-এর ব্যাপারে গ্রন্থকার ও ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.)-এর অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, صَرِيْح ও كِنَايَةْ- এর ব্যাপারে দু'ধরনের অভিমত রয়েছে—

১. ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতে صَرِيْح ও كِنَايَةْ এ দু'টি حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ -এর সাথে একত্রিত হতে পারে। কেননা حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ এ গুলো اِسْتِعْمَالْ-এর দু'টি শ্রেণীবিভাগের অধীনে, আর দু'টি تَقْسِيْم (প্রকারসমূহ)-এর মধ্যে বৈপরীত্য জরুরি নয়।

২. তাওজীহ গ্রন্থ প্রণেতার মতে صَرِيْح ও كِنَايَةْ-এর প্রত্যেকটি حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ -এর এক একটি প্রকার। অতএব حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ এ গুলো صَرِيْح ও كِنَايَةْ-এর مَقْسَمْ (যার থেকে প্রকার বের হয়েছে) সাব্যস্ত হলো। আর مَقْسَمْ ও اَقْسَامْ-এর মধ্যে বৈপরীত্য শর্ত নয়; বরং একই تَقْسِيْم-এর অধীনস্থ اَقْسَامْ-এর পরস্পরের মধ্যে বৈপরীত্য শর্ত।

وَجَعَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ كُلًّا مِّنَ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ قِسْمًا مِّنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَالرَّابِعُ فِيْ مَعْرِفَةِ وُجُوْهِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْمُرَادِ اَىِ التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ فِيْ مَعْرِفَةِ طُرُقِ وُقُوْفِ الْمُجْتَهِدِ عَلٰى مُرَادِ النَّظْمِ وَهُوَ وَاِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ لٰكِنَّهٗ يَؤُوْلُ اِلٰى حَالِ الْمَعْنٰى وَبِوَاسِطَتِهٖ اِلَى اللَّفْظِ وَلِذَا قِيْلَ اِنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمَ لِلْمَعْنٰى دُوْنَ اللَّفْظِ وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا اَلْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَبِاِشَارَتِهٖ وَبِدَلَالَتِهٖ وَبِاقْتِضَائِهٖ لِاَنَّ الْمُسْتَدِلَّ اِنِ اسْتَدَلَّ بِالنَّظْمِ فَاِنْ كَانَ مَسُوْقًا فَهُوَ عِبَارَةُ النَّصِّ وَاِلَّا فَاِشَارَةُ النَّصِّ وَاِنْ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ بَلْ بِالْمَعْنٰى فَاِنْ كَانَ مَفْهُوْمًا مِنْهُ بِحَسْبِ اللُّغَةِ فَهُوَ دَلَالَةُ النَّصِّ وَاِلَّا فَاِنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا اَوْ عَقْلًا فَهُوَ اقْتِضَاءُ النَّصِّ وَاِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنَ الْاِسْتِدْلَالَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلٰى مَا سَيَجِيْءُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَجَعَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ আর 'তাওযীহ' প্রণেতা সাদরুশ শরীয়াহ (মৃত্যুর ৭৪৭ হি:) সাব্যস্ত করেছেন– كُلًّا مِّنَ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ সরীহ ও كِنَايَةٌ-এর প্রত্যেকটিকে قِسْمًا مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত ও مَجَازْ-এর প্রকার وَالرَّابِعُ আর চতুর্থ শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে– فِيْ مَعْرِفَةِ وُجُوْهِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْمُرَادِ উদ্দিষ্ট অর্থ জানার পদ্ধতিসমূহ অবগত হওয়া প্রসঙ্গে اَىِ التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে– فِيْ مَعْرِفَةِ طُرُقِ وُقُوْفِ الْمُجْتَهِدِ মুজতাহিদ কর্তৃক শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ উপলব্ধি করার উপায়সমূহ জানা সম্পর্কে عَلٰى مُرَادِ النَّظْمِ وَهُوَ وَاِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ এ অবগতি অর্জন যদিও বাহ্যত মুজতাহিদ'দেরই বিশেষণ বলে মনে হচ্ছে, صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ لٰكِنَّهٗ يَؤُوْلُ কিন্তু তা (আসলে) প্রত্যাবর্তন করছে اِلٰى حَالِ الْمَعْنٰى অর্থের অবস্থার দিকে وَبِوَاسِطَتِهٖ اِلَى اللَّفْظِ এবং অর্থের মাধ্যমে শব্দের দিকে وَلِذَا قِيْلَ এ জন্যই বলা হয় যে, اِنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمَ لِلْمَعْنٰى دُوْنَ اللَّفْظِ এ শ্রেণী বিভাগটি অর্থের শব্দের নয় وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا আর এটাও চার প্রকারে বিভক্ত (যথা–) اَلْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَبِاِشَارَتِهٖ وَبِدَلَالَتِهٖ وَبِاقْتِضَائِهٖ عِبَارَةُ النَّصِّ বা প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা দলিল গ্রহণ করা اِشَارَةُ النَّصِّ বা শাব্দিক ইঙ্গিত দ্বারা দলিল গ্রহণ করা دَلَالَةُ النَّصِّ বা শাব্দিক নির্দেশনা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা ও اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বা শাব্দিক চাহিদা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা لِاَنَّ الْمُسْتَدِلَّ কেননা, দলিল পেশকারী اِنِ اسْتَدَلَّ بِالنَّظْمِ যদি শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করে وَاِنْ كَانَ مَسُوْقًا এবং শব্দকে অর্থের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে আনয়ন করা হয় فَهُوَ عِبَارَةُ النَّصِّ তাহলে তার নাম عِبَارَةُ النَّصِّ বা শব্দের প্রকাশ্য অর্থ– وَاِلَّا فَاِشَارَةُ النَّصِّ অন্যথায় তার নাম اِشَارَةُ النَّصِّ হবে وَاِنْ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ আর দলিল পেশকারী যদি শব্দ দ্বারা দলিল পেশ না করে بَلْ بِالْمَعْنٰى বরং শব্দের অর্থ দ্বারা দলিল পেশ করে فَاِنْ كَانَ فَهُوَ مَا مِنْهُ بِحَسْبِ اللُّغَةِ এবং ঐ অর্থ যদি আভিধানিকভাবে উক্ত শব্দ হতে উপলব্ধ হয় فَهُوَ دَلَالَةُ النَّصِّ তাহলে তা دَلَالَةُ النَّصِّ বা শাব্দিক নির্দেশনা وَاِلَّا আর যদি আভিধানিকভাবে উপলব্ধ না হয় فَاِنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ এবং ঐ অর্থের নির্ভর করে صِحَّةُ النَّظْمِ শব্দের শুদ্ধতা شَرْعًا اَوْ عَقْلًا শরিয়তের দৃষ্টিতে অথবা যৌক্তিকতার আলোকে فَهُوَ اقْتِضَاءُ النَّصِّ তাহলে তার নাম اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বা শাব্দিক চাহিদা اِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ আর যদি নির্ভর না করে فَهُوَ مِنَ الْاِسْتِدْلَالَاتِ الْفَاسِدَةِ তাহলে তা অশুদ্ধ দলিল গ্রহণ বলে গণ্য হবে عَلٰى مَا سَيَجِيْءُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى যার বর্ণনা ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আসছে।

সরল অনুবাদ : আর 'তাওযীহ' গ্রন্থের প্রণেতা সদরুশ শরীআহ (মৃত্যুঃ ৭৪৭ হিঃ) صَرِيْحٌ ও كِنَايَةٌ-এর প্রত্যেকটিকে حَقِيْقَتٌ ও مَجَازٌ-এর প্রকার সাব্যস্ত করেছেন। **আর চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে উদ্দিষ্ট অর্থ জানার পদ্ধতিসমূহর অবগত** হওয়া প্রসঙ্গে। অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে মুজতাহিদ কর্তৃক শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ উপলব্ধি করার উপায়সমূহ জানা সম্পর্কে। এ অবগতি অর্জন যদিও বাহ্যত মুজতাহিদেরই বিশেষণ বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু তা (আসলে) অর্থের অবস্থার দিকে এবং অর্থের মাধ্যমে শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। এ জন্যই বলা হয় যে, এ শ্রেণীবিভাগটি অর্থের শব্দের নয়। **আর এটাও চার**

প্রকারে বিভক্ত। যথা– ১. عِبَارَةُ النَّصِّ বা প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা দলিল গ্রহণ করা, ২. اِشَارَةُ النَّصِّ বা শাব্দিক ইঙ্গিত দ্বারা দলিল গ্রহণ করা, ৩. دَلَالَةُ النَّصِّ বা শাব্দিক নির্দেশনা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা ও ৪. اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বা শাব্দিক চাহিদা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা। কেননা দলিল পেশকারী যদি শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করে এবং শব্দকে অর্থের জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে আনয়ন করা হয়, তাহলে তার নাম عِبَارَةُ النَّصِّ বা শব্দের প্রকাশ্য অর্থ। অন্যথায় তার নাম اِشَارَةُ النَّصِّ বা শাব্দিক ইঙ্গিত। আর দলিল পেশকারী যদি শব্দ দ্বারা দলিল পেশ না করে; বরং শব্দের অর্থ দ্বারা দলিল পেশ করে এবং ঐ অর্থ যদি আভিধানিকভাবে উক্ত শব্দ হতে উপলব্ধ হয়, তাহলে তার নাম دَلَالَةُ النَّصِّ বা শাব্দিক নির্দেশনা। আর যদি আভিধানিকভাবে উপলব্ধ না হয় এবং ঐ অর্থের উপর শরিয়তের দৃষ্টিতে অথবা যৌক্তিকতার আলোকে শব্দের শুদ্ধতা নির্ভর করে, তাহলে তার নাম اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বা শাব্দিক চাহিদা। আর যদি নির্ভর না করে, তাহলে তা 'অশুদ্ধ দলিল গ্রহণ, বলে গণ্য হবে। যার বর্ণনা ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আসছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وُقُوْفُ الْمُجْتَهِدِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে اَلْوُقُوْفُ ও اَلْمُرَادُ-এর "ال" কে مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে নেওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার وُقُوْفُ الْمُجْتَهِدِ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, গ্রন্থকারের বক্তব্য "اَلْوُقُوْفُ"-এর মধ্যস্থিত "ال" মুযাফ ইলাইহ-এর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ মূলত ছিল وُقُوْفُ الْمُجْتَهِدِ এখানে اَلْمُجْتَهِدْ শব্দটি বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে وُقُوْفٌ-এর মধ্যে "ال" যোগ করা হয়েছে। অনুরূপ গ্রন্থকারের বক্তব্য اَلْمُرَادُ-এর মধ্যস্থিত "ال" টিও مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত مُرَادُ النَّظْمِ ছিল। اَلنَّظْم শব্দটি বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে مُرَادٌ-এর মধ্যে "ال" যোগ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ الخ -এর আলোচনা : এখানে نَصٌّ ও وُقُوْفٌ-এর বিশেষ অর্থ গ্রহণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ وُقُوْفٌ শব্দটি বাহ্যত মুজতাহিদের সিফাত। তবে এটা অর্থের অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর অর্থের অবস্থা হলো যা دَلَالَةُ النَّصِّ, اِقْتِضَاءُ النَّصِّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর অর্থের মাধ্যমে এটা শব্দের অবস্থার সাথেও জড়িয়ে পড়ে। عِبَارَةُ النَّصِّ، اِشَارَةُ النَّصِّ ও এখানে শব্দের অবস্থা বলতে عِبَارَةُ النَّصِّ؛ اِشَارَةُ النَّصِّ، دَلَالَةُ النَّصِّ ও اِقْتِضَاءُ النَّصِّ -এর দ্বারা ভাব প্রকাশকারীকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে نَصٌّ-এর দ্বারা অর্থবোধক শব্দকে বুঝানো হয়েছে। ঐ نَصٌّ -কে বুঝানো হয়নি যা ظَاهِرٌ-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত।

وَلِذَا قِيْلَ اِنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمَ لِلْمَعْنٰى -এর ব্যাখ্যা : এখানে "اذا" ইসমে ইশারাহ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হচ্ছে– اَلْاَوَّلُ اِلَى اللَّفْظِ بِوَاسِطَةِ الْمَعْنٰى (অর্থের মাধ্যমে শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন) অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে যেহেতু চতুর্থ শ্রেণীবিন্যাসে অর্থের মাধ্যমে শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, সেহেতু এটা অর্থের শ্রেণী বিন্যাস হিসেবে গণ্য হয়, শব্দের تَقْسِيْم নয়।

অপরদিকে এ تَقْسِيْم -এর মধ্যে مَعْنٰى হচ্ছে اَصِيْلٌ বা মূল আর لَفْظ হচ্ছে তার تَابِعٌ (অনুগামী) এ জন্যে একে বলা হয়– اَنْوَاعُ الْمَعْنٰى مِنْ حَيْثُ الْوُقُوْفِ عَلَى الْمُرَادِ তথা উদ্দিষ্ট অর্থ অবহিত হওয়ার বিবেচনায় কুরআনের অর্থের শ্রেণী বিন্যাস।

وَاِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ الخ : এ উক্তির لَمْ يَتَوَقَّفْ ক্রিয়ার মধ্যস্থিত উহ্য "هُوَ" যমীরটি مَرْجِعٌ হচ্ছে صِحَّةُ النَّظْمِ আর عَلَيْهِ-এর যমীরের مَرْجِعٌ হচ্ছে اَلْمَعْنٰى সুতরাং মূল বাক্যটি এরূপ হবে– وَاِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ صِحَّةُ النَّظْمِ عَلَى الْمَعْنٰى شَرْعًا اَوْ عَقْلًا- অর্থাৎ যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে কিংবা যৌক্তিকতার আলোকে অর্থের উপর শব্দের শুদ্ধতা নির্ভর না করে, তাহলে তা دَلِيْلٌ فَاسِدٌ -এর মধ্যে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, دَلِيْلٌ فَاسِدٌ অশুদ্ধ দলিল মোট ৮টি, যা كِتَابُ اللّٰهِ -এর আলোচনার শেষাংশে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

اَلْمُرَادُ بِالنَّصِّ هٰهُنَا : এখানে "نَصٌّ" দ্বারা অর্থবোধক শব্দ ও বাক্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ২য় শ্রেণী বিন্যাসে ظَاهِرٌ -এর প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত نَصٌّ -কে বুঝানো হয়নি।

وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ قِسْمٌ خَامِسٌ يَشْمَلُ الْكُلَّ اَىْ بَعْدَ مَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ الْعِشْرِيْنَ الْحَاصِلَةِ مِنَ التَّقْسِيْمَاتِ الْاَرْبَعَةِ تَقْسِيْمٌ خَامِسٌ يَشْمَلُ كُلًّا مِّنَ الْعِشْرِيْنَ وَهُوَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا وَمَعَانِيْهَا وَتَرْتِيْبِهَا وَاَحْكَامِهَا اَىْ هٰذَا التَّقْسِيْمُ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ اَيْضًا مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا اَىْ مَاْخَذُ اِشْتِقَاقِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ وَهُوَ اَنَّ لَفْظَ الْخَاصِّ مُشْتَقٌّ مِّنَ الْخُصُوْصِ وَهُوَ الْاِنْفِرَادُ وَاِنَّ الْعَامَّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُمُوْمِ وَهُوَ الشُّمُوْلُ وَقِسْ عَلَيْهِ وَمَعَانِيْهَا الْمَفْهُوْمَاتُ الْاِصْطِلَاحِيَّةُ وَهِىَ اَنَّ الْخَاصَّ فِى الْاِصْطِلَاحِ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ وَالْعَامُّ وَهُوَ مَا انْتَظَمَ جَمْعًا مِّنَ الْمُسَمَّيَاتِ وَتَرْتِيْبَهَا اَىْ مَعْرِفَةَ اَنَّ اَيَّهَا يُقَدَّمُ عِنْدَ التَّعَارُضِ مَثَلًا اِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالظَّاهِرُ يُقَدَّمُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ وَاَحْكَامُهَا اَىْ اَنَّ اَيَّهَا قَطْعِىٌّ وَاَيُّهَا ظَنِّىٌّ وَاَيُّهَا وَاجِبُ التَّوَقُّفِ فَالْخَاصُّ قَطْعِىٌّ وَ الْعَامُّ الْمَخْصُوْصُ ظَنِّىٌّ وَالْمُتَشَابِهُ وَاجِبُ التَّوَقُّفِ

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ আর এ সমস্ত প্রকারভেদের পরিচিতির পর قِسْمٌ خَامِسٌ পঞ্চম নম্বরের আরেকটি প্রকার রয়েছে يَشْمَلُ الْكُلَّ যা সকল শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারভেদকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে اَىْ بَعْدَ مَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ الْعِشْرِيْنَ অর্থাৎ ঐ বিশ প্রকারের পরিচিতির পর الْحَاصِلَةِ مِنَ التَّقْسِيْمَاتِ الْاَرْبَعَةِ যা উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ চতুষ্টয় দ্বারা অর্জিত হয়েছে تَقْسِيْمٌ خَامِسٌ পঞ্চম আরেকটি প্রকারও রয়েছে يَشْمَلُ كُلًّا مِّنَ الْعِشْرِيْنَ যা উক্ত বিশ প্রকারের প্রত্যেকটিকে অন্তর্ভুক্ত করে وَهُوَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا এবং এ পঞ্চম প্রকারটিও চার প্রকারে বিভক্ত مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا যথা– উক্ত প্রকারসমূহের উৎপত্তিস্থলের পরিচিতি লাভ করা وَمَعَانِيْهَا সেগুলোর অর্থের পরিচিতি লাভ করা وَتَرْتِيْبِهَا সে গুলোর ক্রমবিন্যাসের পরিচিতি অর্জন করা وَاَحْكَامِهَا ও সেগুলোর আহকাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া اَىْ هٰذَا التَّقْسِيْمُ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ اَيْضًا অর্থাৎ এ শ্রেণীবিভাগও চার প্রকার مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِهَا যথা– সে গুলোর উৎসসমূহের পরিচিতি অর্জন করা اَىْ مَاْخَذُ اِشْتِقَاقِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ তথা ঐ প্রকারসমূহের উৎপত্তিস্থলের পরিচিতি লাভ করা وَهُوَ اَنَّ لَفْظَ الْخَاصِّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْخُصُوْصِ যেমন– خَاصْ শব্দটি خُصُوْصٌ হতে উৎপত্তি وَهُوَ الْاِنْفِرَادُ যার অর্থ একক وَاَنَّ الْعَامَّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُمُوْمِ আর عَامْ শব্দটি عُمُوْمٌ হতে উৎপত্তি وَهُوَ الشُّمُوْلُ যার অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা, শামিল রাখা وَقِسْ عَلَيْهِ এভাবে অন্য গুলোকেও অনুমান করে নেবে وَمَعَانِيْهَا الْمَفْهُوْمَاتُ الْاِصْطِلَاحِيَّةُ আর অর্থ বলতে পারিভাষিক অর্থকেই বুঝায় وَهِىَ اَنَّ الْخَاصَّ فِى الْاِصْطِلَاحِ যেমন– পরিভাষায় খাস لَفْظٌ এমন শব্দকে বুঝায়, وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ যা এককভাবে নির্দিষ্ট একটি অর্থের জন্য গঠিত وَالْعَامُّ وَهُوَ مَا انْتَظَمَ جَمْعًا مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ আর عَامْ বলতে পরিভাষায়, ঐ শব্দকে বুঝায় যা একই শ্রেণীভুক্ত একাধিক একককে একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে وَتَرْتِيْبَهَا আর ক্রমবিন্যাসের অর্থ এই যে, اَىْ مَعْرِفَةَ اَنَّ اَيَّهَا يُقَدَّمُ عِنْدَ التَّعَارُضِ উক্ত প্রকারসমূহের মধ্যে تَعَارُضْ বা পরস্পর বিরোধের সময় সেগুলোর কোনটি অগ্রাধিকার লাভ করবে, সে ব্যাপারে অবগত হওয়া مَثَلًا اِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ وَالظَّاهِرُ উদাহরণস্বরূপ যদি نَصْ ও ظَاهِرْ -এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় يُقَدَّمُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ তাহলে نَصْ কে ظَاهِرْ -এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে وَاَحْكَامُهَا আর আহকাম اَىْ اَنَّ اَيَّهَا قَطْعِىٌّ وَاَيُّهَا ظَنِّىٌّ -এর অর্থ হলো, এ গুলোর কোনটি অকাট্য, কোনটি অকাট্য নয় وَاَيُّهَا وَاجِبُ التَّوَقُّفِ ও কোনটির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা আবশ্যক (সে স্পর্কে অবগত হওয়া, فَالْخَاصُّ قَطْعِىٌّ সুতরাং خَاصْ হলো অকাট্য وَالْعَامُّ الْمَخْصُوْصُ ظَنِّىٌّ আর عَامْ مَخْصُوْصْ ধারণা প্রসূত وَالْمُتَشَابِهُ وَاجِبُ التَّوَقُّفِ আর مُتَشَابِهْ -এর ব্যাপারে নীরব থাকা আবশ্যক হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

সরল অনুবাদ : **আর এ সমস্ত প্রকারভেদের পরিচিতির পর পঞ্চম নাম্বারের আরেকটি প্রকার রয়েছে, যা সকল শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারভেদকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।** অর্থাৎ ঐ বিশ প্রকারের পরিচিতির পর, যা উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ চতুষ্টয় দ্বারা অর্জিত হয়েছে, পঞ্চম আরেকটি প্রকারও রয়েছে, যা উক্ত বিশ প্রকারের প্রত্যেকটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। **এবং এ পঞ্চম প্রকারটিও চার প্রকারে বিভক্ত। যথা-(১) উক্ত প্রকারসমূহের উৎপত্তিস্থলের পরিচিতি লাভ করা, (২) সেগুলোর অর্থের পরিচিতি লাভ করা, (৩) সেগুলোর ক্রমবিন্যাসের পরিচিতি অর্জন করা ও (৪) সেগুলোর আহকাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া।** অর্থাৎ এ শ্রেণী বিভাগও চার প্রকার। যথা- সেগুলোর উৎসসমূহের পরিচিতি অর্জন করা। তথা ঐ প্রকারসমূহের উৎপত্তিস্থলের পরিচিতি লাভ করা। যেমন- خَاصْ শব্দটি خُصُوْص হতে উৎপত্তি, যার অর্থ একক। আর عَامْ শব্দটি عُمُوْم হতে উৎপত্তি, যার অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা, শামিল রাখা। এভাবে অন্য গুলোকেও অনুমান করে নেবে। আর অর্থ বলতে পারিভাষিক অর্থকেই বুঝায়। যেমন- পরিভাষায় خَاصْ এমন শব্দকে বুঝায়, যা এককভাবে নির্দিষ্ট একটি অর্থের জন্য গঠিত। আর عَامْ বলতে পরিভাষায় ঐ শব্দকে বুঝায় যা একই শ্রেণীভুক্ত একাধিক একককে একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে। আর تَرْتِيْب বা ক্রমবিন্যাসের অর্থ এই যে, উক্ত প্রকারসমূহের মধ্যে تَعَارُضْ বা পরস্পর বিরোধের সময় সেগুলোর কোনটি অগ্রাধিকার লাভ করবে, সে ব্যাপারে অবগত হওয়া। উদাহরণ স্বরূপ যদি نَصْ ও ظَاهِرْ-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে نَصْ কে ظَاهِرْ-এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর 'আহকাম'-এর অর্থ হলো, এগুলোর কোনটি অকাট্য, কোনটি অকাট্য নয় ও কোনটির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা আবশ্যক সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। সুতরাং خَاصْ হলো অকাট্য,আর اَلْعَامُ الْمَخْصُوْص ধারণা প্রসূত, আর مُتَشَابِهْ-এর ব্যাপারে নীরব থাকা আবশ্যক হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَقْسِيْمٌ خَامِسٌ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে قِسْمٌ خَامِسٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি ? সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার تَقْسِيْمٌ خَامِسٌ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, গ্রন্থকার (র.) قِسْم-এর দ্বারা تَقْسِيْم-কে নির্দেশ করেছেন। কেননা এটাতো একমাত্র قِسْم নয়, যা উপরোক্ত প্রকার গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে; বরং এখানে পঞ্চম تَقْسِيْم যার অন্তর্ভুক্ত قِسْم গুলো উপরোক্ত প্রকারগুলোকে শামিল করে। আর এটার চারটি قِسْم রয়েছে। গ্রন্থকারের উল্লিখিত اَرْبَعَةً শব্দের تَنْوِيْن টি مُضَافُ اِلَيْه-এর পরিবর্তে হয়েছে। মূলত اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ ছিল। অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী বিন্যাসের অধীনে চারটি প্রকার রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

১. مَعْرِفَةُ مَوَاضِعِ الْاَقْسَامِ الْعِشْرِيْنَ তথা বিশ প্রকারের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২. مَعْرِفَةُ مَعَانِى الْاَقْسَامِ الْعِشْرِيْنَ তথা বিশ প্রকারের পারিভাষিক সংজ্ঞা জানা।

৩. مَعْرِفَةُ تَرْتِيْبِ الْاَقْسَامِ الْعِشْرِيْنَ তথা বিশ প্রকারের ক্রম-মান অবহিত হওয়া।

৪. مَعْرِفَةُ اَحْكَامِ الْاَقْسَامِ الْعِشْرِيْنَ তথা বিশ প্রকারের বিধনাবলির পরিচিতি লাভ করা।

فَإِذَا ضُرِبَتْ هٰذِهِ الْأَقْسَامُ فِى الْعِشْرِيْنَ تَصِيْرُ الْأَقْسَامُ ثَمَانِيْنَ وَالتَّقْسِيْمَاتُ خَمْسَةٌ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِى الْوَاقِعِ تَقْسِيْمًا لِلْقُرْاٰنِ بَلْ تَقْسِيْمٌ لِأَسَامِىْ أَقْسَامِ الْقُرْاٰنِ وَمَوْقُوْفٌ عَلَيْهِ لِتَحْقِيْقِهَا وَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُوْرُ وَإِنَّمَا هُوَ اِخْتِرَاعُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَلٰكِنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ لَمَّا ذَكَرَ هٰذَا التَّقْسِيْمَ فِىْ أَوَّلِ الْكِتَابِ سَلَكَ فِىْ اٰخِرِهِ عَلٰى سُنَّتِهِ فَذَكَرَ كُلًّا مِّنَ الْمَوَاضِعِ وَالْمَعَانِىْ وَالتَّرْتِيْبِ وَالْأَحْكَامِ فِىْ كُلٍّ مِنَ الْأَقْسَامِ وَالْمُصَنِّفُ (رح) إِنَّمَا ذَكَرَ الْمَعَانِىَ وَالْأَحْكَامَ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَوَاضِعَ أَصْلًا وَذَكَرَ التَّرْتِيْبَ فِىْ بَعْضِ الْأَقْسَامِ فَقَطْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِذَا ضُرِبَتْ فِى الْعِشْرِيْنَ উপরোক্ত চার প্রকারকে বিশ দ্বারা গুণ করলে تَصِيْرُ الْأَقْسَامُ ثَمَانِيْنَ সর্বমোট আশি প্রকার হয় وَالتَّقْسِيْمَاتُ خَمْسَةٌ এবং শ্রেণী বিভাগসমূহের সংখ্যা পাঁচ-এ দাঁড়ায় وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ الْخَامِسُ প্রকাশ থাকে যে, এ পঞ্চম শ্রেণী বিভাগটি لَيْسَ فِى الْوَاقِعِ تَقْسِيْمًا لِلْقُرْاٰنِ প্রকৃত পক্ষে কুরআনের শ্রেণীবিভাগ নয় بَلْ تَقْسِيْمٌ لِأَسَامِىْ أَقْسَامِ الْقُرْاٰنِ বরং এটা কুরআনের প্রকারসমূহের নামের শ্রেণীবিভাগ وَمَوْقُوْفٌ عَلَيْهِ لِتَحْقِيْقِهَا এবং কুরআনের প্রকারভেদসমূহকে প্রমাণিত ও কার্যকর করা এটার উপর নির্ভরশীল وَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُوْرُ এ কারণেই জমহুর ওলামাগণ এটার উল্লেখ করেননি وَإِنَّمَا هُوَ اِخْتِرَاعُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ এটা শুধুমাত্র ফখরুল ইসলামের উদ্ভাবন وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ গ্রন্থকার (র.) তাঁরই অনুসরণ করেছেন وَلٰكِنَّ فَخْرَ الْإِسْلَامِ কিন্তু ফখরুল ইসলাম لَمَّا ذَكَرَ هٰذَا التَّقْسِيْمَ যেভাবে এ শ্রেণীবিভাগকে উল্লেখ করেছেন فِىْ أَوَّلِ الْكِتَابِ কিতাবের শুরুতে سَلَكَ فِىْ اٰخِرِهِ عَلٰى سُنَّتِهِ তেমনি কিতাবের শেষাংশেও উল্লেখ করেছেন فَذَكَرَ এবং তিনি উল্লেখ করেছেন كُلًّا مِّنَ الْمَوَاضِعِ وَالْمَعَانِىْ وَالتَّرْتِيْبِ وَالْأَحْكَامِ উৎস, অর্থ, ক্রমবিন্যাস ও আহকাম প্রভৃতির প্রত্যেক প্রকারকে فِىْ كُلٍّ مِّنَ الْأَقْسَامِ সকল প্রকারভেদের প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে وَالْمُصَنِّفُ إِنَّمَا ذَكَرَ الْمَعَانِىَ وَالْأَحْكَامَ فَقَطْ কিন্তু গ্রন্থকার (র.) শুধু অর্থসমূহও বিধানসমূহের উল্লেখ করেছেন মাত্র وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَوَاضِعَ أَصْلًا উৎপত্তিস্থলের আদৌ কোনো উল্লেখ করেননি وَذَكَرَ التَّرْتِيْبَ কোনো স্থলে ক্রমবিন্যাসের উল্লেখ করেছেন বটে فِىْ بَعْضِ الْأَقْسَامِ فَقَطْ তবে তা শুধুমাত্র কোনো কোনো প্রকারভেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সরল অনুবাদ : উপরোক্ত চার প্রকারকে বিশ দ্বারা গুণ করলে সর্বমোট আশি প্রকার হয় এবং শ্রেণীবিভাগ সমূহের সংখ্যা পাঁচ-এ দাঁড়ায়। প্রকাশ থাকে যে, এ পঞ্চম শ্রেণী বিভাগটি প্রকৃতপক্ষে কুরআনের শ্রেণী বিভাগ নয়; বরং এটা কুরআনের প্রকারভেদ সমূহের নামের শ্রেণীবিভাগ এবং কুরআনের প্রকারভেদ সমূহকে প্রমাণিত ও কার্যকর করা এটার উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই জমহুর ওলামাগণ এটার উল্লেখ করেননি। এটা শুধুমাত্র ফখরুল ইসলামের উদ্ভাবন। গ্রন্থকার (র.) তাঁরই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ফখরুল ইসলাম যেভাবে এ শ্রেণীবিভাগকে কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছেন তেমনি কিতাবের শেষাংশেও উল্লেখ করেছেন এবং উৎস, অর্থ, ক্রমবিন্যাস ও আহকাম প্রভৃতির প্রত্যেক প্রকারকে সকল প্রকারভেদের প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) শুধু অর্থসমূহ ও বিধানসমূহের উল্লেখ করেছেন মাত্র مَوَاضِعْ বা উৎপত্তিস্থলের আদৌ কোনো উল্লেখ করেননি। কোনো স্থলে تَرْتِيْبْ বা ক্রমবিন্যাসের উল্লেখ করেছেন বটে, তবে তা শুধুমাত্র কোনো কোনো প্রকারভেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَصِيْرُ الْأَقْسَامُ ثَمَانِيْنَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে কুরআনের শ্রেণীবিভাগ আশি নয়; বরং তার পরিচিতির শ্রেণীবিভাগ আশি হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। تَصِيْرُ الْأَقْسَامُ ثَمَانِيْنَ এটা অসাবধানতা বশত বলা হয়েছে। মূলত এগুলো বিশ প্রকার। পুনরায় প্রত্যেকটির পরিচিতি পাঁচ প্রকার। সুতরাং পরিচিতির প্রকারের সংখ্যা হবে আশি, মূল প্রকারের সংখ্যা আশি হবে না।

قَوْلُهُ "بَلْ تَقْسِيْمٌ لِأَسَامِىْ أَقْسَامِ الْقُرْاٰنِ" -এর মর্মার্থ : এ উক্তিটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, সম্মানিত গ্রন্থকার পূর্বে দাবি করেছেন যে, কুরআনের শ্রেণী বিন্যাস চারটি এবং সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.)-এর চারের উপর وَجْهُ الْحَصْرِ তথা সীমাবদ্ধতার কারণও বর্ণনা করেছেন। এখন যেহেতু تَقْسِيْم ৫টি হয়ে গিয়েছে, সেহেতু চারের দাবি ও সীমাবদ্ধতার দলিল বাতিল হয়ে গিয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন- بَلْ تَقْسِيْمٌ لِأَسَامِىْ أَقْسَامِ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে تَقْسِيْمٌ خَامِسٌ কুরআনের শ্রেণী বিন্যাস নয়; বরং এটা أَقْسَامُ الْقُرْاٰنِ -এর পরিচিতি এবং সেগুলোর مَوْقُوْف عَلَيْهِ এ জন্যে জমহুর ওলামা তাঁদের রচিত উসূলুল ফিকহ গ্রন্থে এ পঞ্চম শ্রেণী বিন্যাসকে উল্লেখ করেননি। কেবল আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র.) স্বীয় গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। আর আমাদের আল-মানার গ্রন্থকার তারই অনুসরণ করেছেন।

قَوْلُهُ لٰكِنَّ فَخْرَ الْاِسْلَامِ لَمَّا ذَكَرَ الخ-এর আলোচনা : এখানে مَوَاضِعُ ও تَرْتِيْبُ-এর উল্লেখ না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তার দ্বারা একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর উক্ত প্রশ্নটি ও তার উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : আল-মানার গ্রন্থকার যখন ফখরুল ইসলাম বাযদুবীর অনুসরণ করেছেন, তখন তাঁর ন্যায় সবগুলোর উল্লেখ করলেন না কেন?

উত্তর : গ্রন্থকার اَلْمَوَاضِعُ-এর উল্লেখ করেননি, কারণ اَقْسَامٌ-এর বর্ণনার দ্বারাই এটা বোধগম্য হয়ে যায়। সুতরাং এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। আর تَرْتِيْبُ-কে কোথাও কোথাও উল্লেখ করে তার পদ্ধতির বর্ণনা করে দিয়েছেন, যদ্বারা বাকি গুলোর হুকুম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাই অন্যত্র উল্লেখ করেননি।

এক নজরে 'আল-কিতাব'-এর প্রকারসমূহ
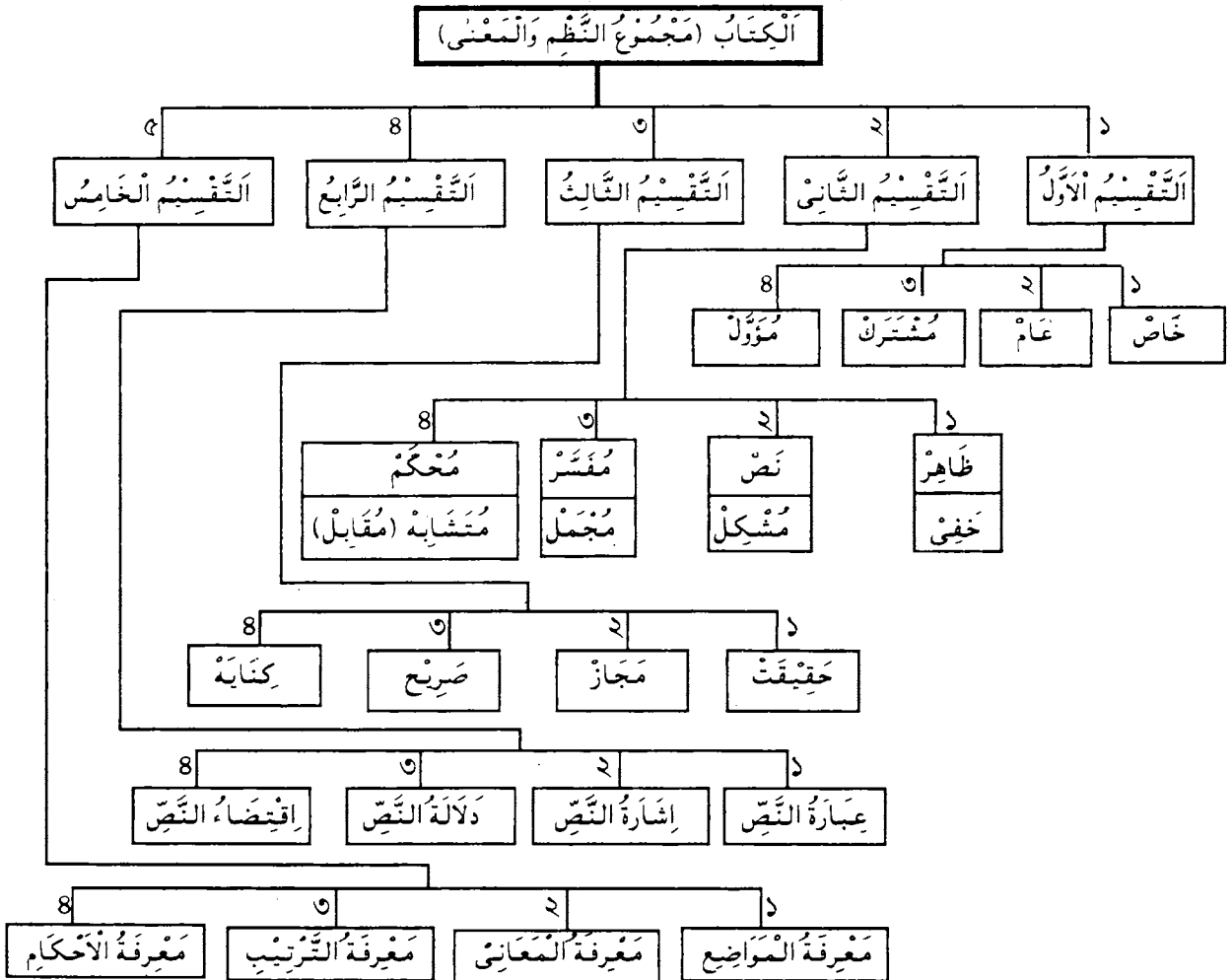
উল্লেখ্য যে, পঞ্চম শ্রেণীবিভাগে উল্লিখিত চারটি প্রকার মূলত পূর্বোক্ত চারটির অন্তর্গত বিশ প্রকারের প্রত্যেকটির প্রকার। যেমন- خَاصٌ (-এর পরিচিতি) চার প্রকার -(১) مَعْرِفَةُ الْمَوَاضِعِ (২) مَعْرِفَةُ الْمَعَانِىْ (৩) مَعْرِفَةُ التَّرْتِيْبِ (৪) مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি অনুমান করে নিতে হবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ - অনুশীলনী

١. عَرِّفُوا الْكِتَابَ مَعَ بَيَانِ فَوَائِدِ قُيُوْدِهٖ مُفَصَّلًا -ثُمَّ بَيِّنْ مَا الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ؟

٢. عَرِّفُوا الْكِتَابَ مُوْضِحًا-ثُمَّ بَيِّنْ هَلِ الْقُرْاٰنُ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا اَمْ لَا؟ وَلِمَ اَطْلَقَ النَّظْمَ بَدْلَ اللَّفْظِ؟ وَاِلَامَ اَشَارَ بِهٖ؟

٣. كَيْفَ تَعْرِفُ اَحْكَامَ الشَّرْعِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ؟ وَلِمَ قَالَ الْمُصَنِّفُ (رح) اَقْسَامُهُمَا وَلَمْ يَقُلْ اَقْسَامَهُ؟

٤. كَمْ تَقْسِيْمَاتٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى؟ بَيِّنُوْا مَعَ ذِكْرِ دَلِيْلِ الْحَصْرِ. ثُمَّ اذْكُرُوْا التَّقْسِيْمَ الْاَوَّلَ مَعَ اَقْسَامِهٖ وَ وَجْهِ حَصْرِهٖ.

مَبْحَثُ الْخَاصِ

خَاصْ -এর আলোচনা

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ بَيَانِ اِجْمَالِ التَّقْسِيْمِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ تَفَاصِيْلِ الْاَقْسَامِ فَقَالَ اَمَّا الْخَاصُّ فَكُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ فَقَوْلُهٗ كُلُّ لَفْظٍ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ لِكُلِّ اَلْفَاظِ وَالْبَاقِيْ كَالْفَصْلِ فَقَوْلُهٗ وُضِعَ لِمَعْنًى يُخْرِجُ الْمُهْمَلَ وَقَوْلُهٗ مَعْلُوْمٌ اِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمَ الْمُرَادِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُشْتَرَكُ لِاَنَّهٗ غَيْرُ مَعْلُوْمِ الْمُرَادِ وَاِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمَ الْبَيَانِ لَمْ يَخْرُجِ الْمُشْتَرَكُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهٖ عَلَى الْاِنْفِرَادِ لِاَنَّ مَعْنَاهُ ج اَنْ يَّكُوْنَ الْمَعْنٰى مُنْفَرِدًا عَنِ الْاَفْرَادِ وَعَنْ مَعْنًى اٰخَرَ فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُّ جَمِيْعًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : "ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح)" গ্রন্থকার (র.) শেষ করে عَنْ بَيَانِ اِجْمَالِ التَّقْسِيْمِ সংক্ষিপ্ত শ্রেণীবিভাগ সমূহের বর্ণনা شَرَعَ فِيْ بَيَانِ تَفَاصِيْلِ الْاَقْسَامِ (এখান থেকে) প্রকারভেদসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ করেছেন– فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন اَمَّا الْخَاصُّ فَكُلُّ لَفْظٍ সুতরাং خَاصْ এমন শব্দকে বলা হয় যাকে গঠন করা হয়েছে لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ এককভাবে একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থের জন্য فَقَوْلُهٗ كُلُّ لَفْظٍ (خَاصْ -এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে) গ্রন্থকারের উক্তি– كُلُّ لَفْظٍ এটা بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ তা جِنْس -এর স্থলাভিষিক্ত لِكُلِّ اَلْفَاظِ যা সাধারণভাবে সকল শব্দকেই অন্তর্ভুক্ত করে থাকে وَالْبَاقِيْ كَالْفَصْلِ আর অবশিষ্ট শর্তসমূহ পার্থক্য নির্দেশক হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে فَقَوْلُهٗ وُضِعَ لِمَعْنًى সুতরাং তার উক্তি وُضِعَ لِمَعْنًى এ শর্তটি يُخْرِجُ الْمُهْمَلَ অর্থহীন শব্দকে বের করে দিয়েছে وَقَوْلُهٗ مَعْلُوْمٌ اِنْ كَانَ আর مَعْلُوْمٌ -এর অর্থ যদি مَعْنَاهُ مَعْلُوْمُ الْمُرَادِ বা উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হয় مَعْلُوْمُ الْمُرَادِ তাহলে এ শর্ত দ্বারা يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُشْتَرَكُ বা দ্বৈত অর্থজ্ঞাপক শব্দসমূহ বের হয়ে যাবে لِاَنَّهٗ غَيْرُ مَعْلُوْمِ الْمُرَادِ করণ এগুলো উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাতমূলক শব্দ নয় وَاِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمُ الْبَيَانِ আর مَعْلُوْمٌ -এর অর্থ যদি مَعْلُوْمُ الْبَيَانِ বা বর্ণনা পরিজ্ঞাত হয় لَمْ يَخْرُجْ তাহলে এ শর্ত দ্বারা مُشْتَرَكْ বের হবে না وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهٖ عَلَى الْاِنْفِرَادِ – অবশ্য عَلَى الْاِنْفِرَادِ -এর শর্ত الْمُشْتَرَكُ مِنْهُ দ্বারা বের হয়ে যাবে لِاَنَّ مَعْنَاهُ ج কারণ তখন এটার অর্থ এ দাঁড়াবে যে, اَنْ يَّكُوْنَ الْمَعْنٰى مُنْفَرِدًا عَنِ الْاَفْرَادِ খাস-এর অর্থ একাধিক একক হতে مُنْفَرِدْ বা পৃথক হওয়া وَعَنْ مَعْنًى اٰخَرَ এবং অপর অর্থ হতে (مُنْفَرِدْ বা পৃথক হওয়া) فَيَخْرُجُ সুতরাং বের হয়ে যাবে عَنْهُ খাস হতে الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُّ جَمِيْعًا মুশতারিক ও عَامْ সবই।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) সংক্ষিপ্ত শ্রেণী বিভাগসমূহের বর্ণনা শেষ করে এখান থেকে প্রকারভেদসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ করছেন। **সুতরাং তিনি বলেন خَاصْ এমন শব্দকে বলা হয়, যাকে এককভাবে একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে।** خَاصْ-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের উক্তি كُلُّ لَفْظٍ তা جِنْس-এর স্থলাভিষিক্ত, যা সাধারণভাবে সকল শব্দকেই অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আর অবশিষ্ট শর্তসমূহ فَصْل বা পার্থক্য নির্দেশক হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং وُضِعَ لِمَعْنًى এ শর্তটি مُهْمَلْ বা অর্থহীন শব্দকে বের করে দিয়েছে। আর مَعْلُوْم-এর অর্থ যদি مَعْلُوْمُ الْمُرَادِ বা উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হয়, তাহলে এ শর্ত দ্বারা مُشْتَرَكْ বা দ্বৈত অর্থজ্ঞাপক শব্দসমূহ বের হয়ে যাবে। কারণ এগুলো 'উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাতমূলক' শব্দ নয়। আর مَعْلُوْم-এর অর্থ যদি مَعْلُوْمُ الْبَيَانِ বা বর্ণনা পরিজ্ঞাত হয়, তাহলে এ শর্ত দ্বারা مُشْتَرَكْ বের হবে না। অবশ্য عَلَى الْاِنْفِرَادِ-এর শর্ত দ্বারা বের হয়ে যাবে। কারণ তখন এটার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, خَاصْ-এর অর্থ একাধিক একক এবং অপর অর্থ হতে مُنْفَرِدْ বা পৃথক হওয়া। সুতরাং مُشْتَرَكْ ও عَامْ সবই خَاصْ হতে বের হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْخَاصِّ لُغَةً : خَاصّ শব্দটি বাবে نَصَرَ থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। এটা خُصُوْصٌ মাসদার থেকে নির্গত। এ শব্দটি عَامٌ -এর বিপরীত। আভিধানিক অর্থ হলো– নির্দিষ্ট, সুনির্ধারিত, স্থিরকৃত ইত্যাদি।

مَعْنَى الْخَاصِّ اِصْطِلَاحًا : 'আল-মানার' গ্রন্থ প্রণেতা خَاصّ -এর সংজ্ঞায় বলেছেন– هُوَ كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ অর্থাৎ খাস এমন শব্দকে বলে, যা এককভাবে মাত্র একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠিত হয়েছে। যেমন– زَيْدٌ (একজন পুরুষের নাম) এ সংজ্ঞার মধ্যে মোট চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এ চারটি শর্ত পাওয়া গেলেই শব্দটিকে خَاصّ নামে অভিহিত করা হবে। শার্তগুলো হচ্ছে এই–

১. لَفْظ তথা শব্দ হওয়া,

২. অর্থের জন্যে গঠিত হওয়া,

৩. অর্থটি নির্দিষ্ট হওয়া, ৪. মাত্র একটি অর্থ হওয়া এবং একাধিক অর্থ থেকে মুক্ত হওয়া।

فَوَائِدُ قُيُوْدِ التَّعْرِيْف **(সংজ্ঞার মধ্যস্থিত বন্ধনীসমূহের উপকারিতা)** : যে কোনো সংজ্ঞার মধ্যে جِنْس ও فَصْل থাকা অপরিহার্য, তাহলে সংজ্ঞাটি جَامِعْ وَمَانِعْ হয়ে থাকে। নিম্নে خَاصّ -এর সংজ্ঞায় বর্ণিত কয়েদসমূহের উপকারিতা তথা جِنْس ও فَصْل নির্ণয় করা হলো–

১. "كُلُّ لَفْظٍ" এ অংশটি جِنْس তথা জাতিবাচক-এর ফায়েদা দেয়। কেননা, তা অর্থবোধক ও অর্থহীন সব ধরনের শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

২. وُضِعَ لِمَعْنًى এটা প্রথম فَصْل তথা পার্থক্যসূচক শব্দ। কেননা, এটা দ্বারা খাসের সংজ্ঞা থেকে অর্থহীন শব্দসমূহ বের হয়ে গেছে। কেবল لَفْظ مَوْضُوْع অবশিষ্ট রয়েছে।

৩. مَعْلُوْمٌ এটা দ্বিতীয় فَصْل -এর দ্বারা যদি مَعْلُوْمُ الْمُرَادْ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে مُشْتَرَكْ তথা দ্বৈত অর্থ জ্ঞাপক শব্দসমূহ সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা, মুশতারাক শব্দের মর্মার্থ জ্ঞাত নয়। তবে مَعْلُوْم শব্দটি দ্বারা যদি مَعْلُوْمُ الْبَيَانْ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে مُشْتَرَكْ শব্দ বের হবে না। কেননা, তার অর্থগুলো সুস্পষ্ট।

৪. عَلَى الْاِنْفِرَادْ এটা তৃতীয় فَصْل, এ শর্ত দ্বারা খাসের সংজ্ঞা থেকে عَامٌ ও مُشْتَرَكْ উভয় ধরনের শব্দ বের হয়ে যায়। কেননা, اِنْفِرَادْ -এর অর্থ হচ্ছে– একাধিক অর্থ ও একাধিক সংখ্যা উভয়টি থেকে খালি হওয়া। আর مُشْتَرَكْ হচ্ছে– একাধিক অর্থ বিশিষ্ট শব্দ এবং عَامْ হচ্ছে– একাধিক সংখ্যা বিশিষ্ট শব্দ।

قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ الخ **-এর আলোচনা** : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার اَلْجِنْسُ وَالْفَصْلُ না বলে بِمَنْزِلَةِ الْجِنْس ও كَالْفَصْلِ বলার কারণ আলোচনা করা হয়েছে। যে কোনো সংজ্ঞার মধ্যে (সাধারণত) جِنْس ও فَصْل-এর উল্লেখ থাকা জরুরি। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য " كُلُّ لَفْظٍ " এটা جِنْس -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর এটার جِنْس হওয়া অকাট্য না হওয়ার কারণে সরাসরি جِنْس বলেননি; বরং جِنْس-এর মর্যাদা সম্পন্ন বলেছেন। কেননা এটা عَرْض عَامْ ও হতে পারে। তা ছাড়া কোনো বস্তুর جِنْس হলো তার সত্তাভুক্ত। আর خَاصّ-এর সত্তা (حَقِيْقَتْ) আমাদের জানা নেই। তাই كُلُّ لَفْظٍ শব্দটি خَاصّ-এর جِنْس হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ বিদ্যমান। সুতরাং তিনি এটাকে সরাসরি جِنْس না বলে তার স্থলাভিষিক্ত বলেছেন। এটার দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حَقِيْقَتْ (মূল সত্তা) দু'প্রকার–

১. حَقِيْقَةُ النَّفْسِ الْاَمْرِىْ (বস্তুর মূল সত্তা)। যেমন– اَلْاِنْسَانُ (মানুষ)।

২. حَقِيْقَةُ الْاِعْتِبَارِىْ (বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে যাকে সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে)। যেমন– اَلْخَاصُّ (নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ), اَلْعَامُّ (ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ) ও اَلْمُشْتَرَكُ (একাধিক অর্থবোধক শব্দ) ইত্যাদি। অতএব حَقِيْقَةُ النَّفْسِ الْاَمْرِىْ -এর মধ্যে جِنْس ও فَصْل প্রকৃত অর্থে প্রযোজ্য হবে। আর حَقِيْقَةُ الْاِعْتِبَارِىْ -এর মধ্যে সেগুলো বিশেষ দিকের বিবেচনায় প্রযোজ্য হবে। তাই ব্যাখ্যাকার (র.) بِمَنْزِلَةِ الْجِنْس ও كَالْفَصْلِ বলেছেন।

وَاِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ هٰهُنَا دُوْنَ النَّظْمِ جَرْيًا عَلَى الْاَصْلِ وَلِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ هٰذِهِ الْاَقْسَامَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْكِتَابِ بَلْ يَجْرِىْ فِىْ جَمِيْعِ كَلِمَاتِ الْعَرَبِ وَاِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِى التَّقْسِيْمَاتِ رِعَايَةً لِلْاَدَبِ لِاَنَّ النَّظْمَ فِى الْاَصْلِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِى السِّلْكِ بِخِلَافِ اللَّفْظِ فَاِنَّهٗ فِى اللُّغَةِ الرَّمْىُ وَاَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ كُلٍّ فَاِنَّهٗ وَاِنْ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فِى التَّعْرِيْفَاتِ فِىْ اِصْطِلَاحِ الْمَنْطِقِ وَلٰكِنَّ الْقَصْدَ هٰهُنَا لِبَيَانِ الْاِطْرَادِ وَالضَّبْطِ وَهُوَ اِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ هٰهُنَا গ্রন্থকার (র.) এখানে لَفْظ -এর উল্লেখ করেছেন دُوْنَ النَّظْمِ - نَظْم শব্দের উল্লেখ না করে جَرْيًا عَلَى الْاَصْلِ তিনি মূল প্রচলনকেই বহাল রেখেছেন وَلِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ هٰذِهِ الْاَقْسَامَ এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ প্রকারভেদসমূহ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْكِتَابِ শুধু কিতাবুল্লাহর সাথেই সুনির্দিষ্ট নয় بَلْ يَجْرِىْ فِىْ جَمِيْعِ كَلِمَاتِ الْعَرَبِ বরং তা আরবদের ব্যবাহৃত সকল শব্দের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে وَاِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ অবশ্যই তিনি نَظْم -এর উল্লেখ করেছেন فِى التَّقْسِيْمَاتِ শ্রেণী বিভাগসমূহে رِعَايَةً لِلْاَدَبِ কুরআনের সম্মানার্থে لِاَنَّ النَّظْمَ فِى الْاَصْلِ কারণ نَظْم -এর আভিধানিক অর্থ– جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِى السِّلْكِ সূতার মধ্যে মুক্তা গ্রথিত করা بِخِلَافِ اللَّفْظِ فَاِنَّهٗ فِى اللُّغَةِ الرَّمْىُ পক্ষান্তরে لَفْظ -এর আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা وَاَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ كُلٍّ সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে كُلٌّ শব্দের ব্যবহার فَاِنَّهٗ وَاِنْ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فِى التَّعْرِيْفَاتِ فِىْ اِصْطِلَاحِ الْمَنْطِقِ যদিও মানতিক শাস্ত্রের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে পরিভাষায় দূষণীয় وَلٰكِنَّ الْقَصْدَ هٰهُنَا لِبَيَانِ الْاِطْرَادِ وَالضَّبْطِ কিন্তু এখানে সংজ্ঞা পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত করে উপস্থাপিত করা-ই উদ্দেশ্য وَهُوَ اِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ আর সে উদ্দেশ্য একমাত্র كُلٍّ শব্দের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) এখানে نَظْم শব্দের উল্লেখ না করে لَفْظ-এর উল্লেখ করেছেন। তার দু'টি কারণ হতে পারে, প্রথমত তিনি মূল প্রচলনকেই বহাল রেখেছেন (অর্থাৎ لَفْظ-এর ব্যবহার আসল, نَظْم-এর ব্যবহার আসল নয়)। দ্বিতীয়ত এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ প্রকারভেদসমূহ শুধু কিতাবুল্লাহর সাথেই সুনির্দিষ্ট নয়; বরং তা আরবদের ব্যবহৃত সকল শব্দের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য তিনি تَقْسِيْمَاتٌ বা শ্রেণীবিভাগসমূহে কুরআনের সম্মানার্থেই نَظْم-এর উল্লেখ করেছেন। কারণ نَظْم -এর আভিধানিক অর্থ সুতার মধ্যে মুক্তা গ্রথিত করা। পক্ষান্তরে لَفْظ-এর আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা। সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে كُلٌّ শব্দের ব্যবহার যদিও মানতিক শাস্ত্রের পরিভাষায় দূষণীয় কিন্তু এখানে সংজ্ঞাকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত করে উপস্থাপিত করা-ই উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্য একমাত্র كُلٍّ শব্দের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظَ هٰهُنَا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতটি বিরোধী পক্ষের উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : গ্রন্থকার (র.) تَقْسِيْمَاتٌ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে نَظْم শব্দের উল্লেখ করেছেন, অথচ এখানে نَظْم-এর পরিবর্তে لَفْظ শব্দের উল্লেখ করলেন কেন?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, ব্যাখ্যাকার (র.) "اِنَّمَا ذَكَرَ الخ" এ বাক্য দ্বারা উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ لَفْظ উল্লেখের দু'টি কারণ–

১. এখানে কেবল কিতাবুল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত خَاصٌ-এর সংজ্ঞা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং مُطْلَقْ خَاصٌ (সাধারণ 'খাস')-এর সংজ্ঞা প্রদান উদ্দেশ্য। তবে تَقْسِيْمَاتٌ -এর শ্রেণীভিবাগের মধ্যে শুধুমাত্র কিতাবুল্লাহর অন্তর্গত خَاصٌ -এর সংজ্ঞা দেওয়া উদ্দেশ্য তাই গ্রন্থকার تَقْسِيْمَاتٌ-এর বর্ণনায় শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে نَظْم-এর উল্লেখ করেছেন। কেননা نَظْم-এর অর্থ তাগার মধ্যে মুক্তা গাঁথা, যা কুরআনের শব্দাবলির জন্য শোভনীয়। কিন্তু لَفْظ-এর অর্থ নিক্ষেপ করা, যা কুরআনের শব্দাবলির জন্য অশোভনীয়।

২. গ্রন্থকার (র.) এখানে মূলনীতির অনুসরণ করেছেন। কেননা মূলত خُصُوص বা নির্দিষ্টকরণ এটা لَفْظ-এর সিফাত نَظْم-এর সিফাত নয়।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِي التَّقْسِيْمَاتِ -এর মর্মার্থ : কুরআনের শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে لَفْظ শব্দ না বলে গ্রন্থকার نَظْم শব্দটি বলেছেন। এর হিকমত হচ্ছে– لَفْظ শব্দের তুলনায় نَظْم শব্দের মধ্যে সম্মান ও শিষ্টাচার রয়েছে। কেননা, نَظْم শব্দের অর্থ হলো– جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ তথা সুতার মধ্যে মুক্তা গাঁথা। আর لَفْظ -এর অর্থ হলো– নিক্ষেপ করা। গ্রন্থকার কুরআনের শব্দাবলিকে মুক্তার সাথে তুলনা করে এর শব্দ গ্রন্থনাকে মুক্তার মালারূপে কল্পনা করে তজ্জন্য نَظْم শব্দ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ وَاَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ " كُلِّ " الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতটি বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব প্রশ্ন ও তার উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : যে কোনো সংজ্ঞার ক্ষেত্রে كُلٌّ শব্দের উল্লেখ দূষণীয়। কেননা كُلٌّ শব্দটি একাধিক এককের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে অসঙ্গত। আর সংজ্ঞা তো مَاهِيَتْ (মূল সত্তা)-এর দ্বারা مَاهِيَتْ (মূল সত্তা)-এর জন্য হয়ে থাকে, اَفْرَادْ (এককসমূহ)-এর দ্বারা সংজ্ঞা হয় না। অতএব কোন্ যুক্তিতে উক্ত স্থানে كُلٌّ শব্দ দ্বারা সংজ্ঞা দেওয়া হলো ?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে كُلٌّ শব্দের উল্লেখ তর্কশাস্ত্র বিশারদগণের মতে দূষণীয়, তবে উসূলশাস্ত্র বিশারদগণের মতে দূষণীয় নয়; বরং উসূলশাস্ত্র বিশারাদগণ সংজ্ঞাকে جَامِعْ (সুসংহত) ও مَانِعْ (ত্রুটি মুক্ত) করার জন্য كُلٌّ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন।

প্রশ্ন : উক্ত উত্তরের উপর ভিত্তি করে পুনরায় যদি প্রশ্ন করা হয় যে, প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য তো হলো كُلٌّ শব্দটি সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা দূষণীয়, চাই তা কোনো প্রয়োজনের তাগিদেই হোক না কেন ?

উত্তর : ১. প্রকাশ থাকে যে, উক্ত প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, كُلٌّ শব্দটি মানতিকশাস্ত্র বিশারদগণের পরিভাষায় দূষণীয়; কিন্তু উসূলশাস্ত্র বিশারদগণের পরিভাষায় দূষণীয় নয়; বরং তাঁদের পরিভাষায় তা প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয়। আর পরিভাষা তো প্রশ্ন বহির্ভূত, তথা পরিভাষার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা যায় না।

২. অথবা তার উত্তর এভাবে দেওয়া হবে যে, كُلٌّ শব্দটি كُبْرٰى-এর মধ্যে হয়েছে, আর সংজ্ঞা صُغْرٰى দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে গেছে। মূল ইবারত হলো এরূপ— " اَمَّا الْخَاصُّ فَهُوَ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ وَكُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ فَهُوَ خَاصٌّ" অর্থাৎ خَاصْ এমন শব্দ যাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য এককভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। (এটা صغرى) আর যে সব শব্দ এককভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে خَاصْ বলে (এটা كُبْرٰى)। অতএব আর কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না। কেননা তিনি সংজ্ঞার মধ্যে كُلٌّ-এর উল্লেখই করেননি।

৩. অথবা এটাও উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.) এখানে "كُلْ اِجْتِمَاعِى" (সমষ্টি অর্থবোধক كُلْ)-এর উল্লেখ করেছেন, যা حَقِيْقَتْ (সত্তা)-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করে থাকে। كُلْ اَلْاِنْفِرَادِىْ (একক অর্থবোধক كُلْ)-এর উল্লেখ করেননি, যা দূষণীয়। সুতরাং আর কোনো ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না।

وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خُصُوْصَ الْجِنْسِ اَوْ خُصُوْصَ النَّوْعِ اَوْ خُصُوْصَ الْعَيْنِ تَقْسِيْمٌ لِلْخَاصِّ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيْفِهٖ اَىْ اَلْخُصُوْصُ الَّذِىْ يُفْهَمُ فِىْ ضِمْنِ الْخَاصِّ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خُصُوْصَ الْجِنْسِ بِاَنْ يَّكُوْنَ جِنْسُهٗ خَاصًّا بِحَسْبِ الْمَعْنٰى وَاِنْ يَّكُنْ مَاصَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدًا اَوْ خُصُوْصُ النَّوْعِ عَلٰى هٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ اَوْ خُصُوْصُ الْعَيْنِ اَىْ اَلشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ وَهٰذَا اَخَصُّ الْخَاصِّ وَالْجِنْسُ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّىٍّ مَقُوْلٍ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِقِ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الْمَنْطِقِيُّوْنَ وَالنَّوْعُ عِنْدَهُمْ كُلِّىٌّ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِقِ كَمَا هُوَ رَأْىُ الْمَنْطِقِيِّيْنَ فَهُمْ اِنَّمَا يَبْحَثُوْنَ عَنِ الْاَغْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِقِ فَرُبَّ نَوْعٍ عِنْدَ الْمَنْطِقِيِّيْنَ جِنْسٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا يَظْهَرُ عَنِ الْاَمْثِلَةِ الَّتِىْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خُصُوْصَ الْجِنْسِ আর خاص হয়তো জাতিগত নির্দিষ্ট হবে اَوْ خُصُوْصَ النَّوْعِ অথবা, প্রকারগত নির্দিষ্ট হবে اَوْ خُصُوْصَ الْعَيْنِ অথবা একক ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট হবে تَقْسِيْمٌ لِلْخَاصِّ بَعْدَ بَيَانِ تَعْرِيْفِهٖ খাস-এর সংজ্ঞা বর্ণনার পর তার শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন– اَىْ اَلْخُصُوْصُ الَّذِىْ يُفْهَمُ فِىْ ضِمْنِ الْخَاصِّ অর্থাৎ خَاصٌ -এর আলোচনায় যে, خُصُوْص বা নির্দিষ্টতা উপলব্ধ হয় اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خُصُوْصُ الْجِنْسِ হয়তো জাতিগতভাবে নির্দিষ্ট হবে بِاَنْ يَّكُوْنَ جِنْسُهٗ خَاصًّا এভাবে যে, তার جِنْس নির্দিষ্ট হবে بِحَسْبِ الْمَعْنٰى অর্থের দিক দিয়ে وَاِنْ يَّكُنْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدًا যদিও তার مِصْدَاقْ বা ব্যবহার ক্ষেত্র একাধিক হয়, اَوْ خُصُوْصُ النَّوْعِ অথবা প্রকারগতভাবে নির্দিষ্ট হবে عَلٰى هٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ উক্ত পদ্ধতিতেই اَوْ خُصُوْصُ الْعَيْنِ اَىْ اَلشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝাবে وَهٰذَا اَخَصُّ الْخَاصِّ এবং এ শেষোক্ত প্রকারকে اَخَصُّ الْخَاصِ বা সর্বাধিক নির্দিষ্ট বলা হয় وَالْجِنْسُ عِنْدَهُمْ উসূলবিদদের পরিভাষায় جِنْس হচ্ছে عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّىٍّ এমন একটি كُلِّىْ বা সমষ্টিবাচক শব্দ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ যা এত অধিক সংখ্যক এককসমূহের জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে যে, مُخْتَلِفِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ সেগুলো উদ্দেশ্যের দিক হতে বিভিন্ন دُوْنَ الْحَقَائِقِ কিন্তু হাকীকত-এর দিক হতে বিভিন্ন নয় كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الْمَنْطِقِيُّوْنَ যেরূপ মানতিকীদের মাযহাব وَالنَّوْعُ عِنْدَهُمْ كُلِّىٌّ আর نَوْع হচ্ছে এমন এক كُلِّىٌّ বা সমষ্টিবাচক শব্দ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ যা এত অধিক সংখ্যক এককসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে যে مُتَّفِقِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ যেগুলো উদ্দেশ্যের দিক হতে অভিন্ন دُوْنَ الْحَقَائِقِ কিন্তু হাকীকত এর দিক হতে অভিন্ন নয় كَمَا هُوَ رَأْىُ الْمَنْطِقِيِّيْنَ যেরূপ মানতিকীরা মনে করে থাকেন– فَهُمْ اِنَّمَا يَبْحَثُوْنَ عَنِ الْاَغْرَاضِ সুতরাং বুঝা গেল যে, উসূলবিদরা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন دُوْنَ الْحَقَائِقِ হাকীকত সম্পর্কে নয় فَرُبَّ نَوْعٍ عِنْدَ الْمَنْطِقِيِّيْنَ এজন্য মানতিকীদের অনেক نَوْعٌ জিনস جِنْسٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ফকীহগণের নিকট جِنْس হিসেবে গণ্য, كَمَا يَظْهَرُ عَنِ الْاَمْثِلَةِ الَّتِىْ ذكرها بقوله যেরূপ গ্রন্থকার (র.) প্রদত্ত নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহ হতে প্রতিভাত হবে।

সরল অনুবাদ : আর خَاصْ হয়তো ১. خُصُوْصُ الْجِنْسِ বা জাতিগত নির্দিষ্ট অথবা ২. خُصُوْصُ النَّوْعِ বা প্রকারগত নির্দিষ্ট অথবা ৩. خُصُوْصُ الْعَيْنِ বা একক ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট হবে। خَاصْ-এর সংজ্ঞা বর্ণনার পর তার শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ خَاصْ-এর আলোচনায় যে خُصُوْص বা নির্দিষ্টতা উপলব্ধ হয়, হয়তো ১. خُصُوْصْ الْجِنْس বা জাতিগতভাবে নির্দিষ্ট হবে। এভাবে যে, অর্থের দিক দিয়ে তার جِنْس নির্দিষ্ট হবে, যদিও তার مِصْدَاقْ বা ব্যবহার ক্ষেত্র একাধিক হয়, অথবা ২. خُصُوْصُ النَّوْعِ বা প্রকারগতভাবে নির্দিষ্ট হবে উক্ত পদ্ধতিতেই, তথা অর্থের দিক দিয়ে তার نَوْعْ নির্দিষ্ট হবে, যদিও তার ব্যবহার ক্ষেত্র একাধিক হয়ে থাকে। অথবা ৩. خُصُوْصُ الْعَيْنِ অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝাবে এবং এ শেষোক্ত প্রকারকে اَخَصُّ الْخَاصِ বা 'সর্বাধিক নির্দিষ্ট' বলা হয়। উসূলবিদদের পরিভাষায় جِنْس হচ্ছে এমন একটি كُلِّىْ বা সমষ্টিবাচক শব্দ, যা এত অধিক সংখ্যক এককসমূহের জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে যে, সেগুলো উদ্দেশ্যের দিক হতে বিভিন্ন, কিন্তু হাকীকত-এর দিক হতে বিভিন্ন নয়। যেরূপ মানতিকীদের মাযহাব। আর نَوْعْ হচ্ছে এমন এক كُلِّىْ বা সমষ্টিবাচক শব্দ, যা এত অধিক সংখ্যক এককসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে যে, সেগুলো উদ্দেশ্যের দিক হতে অভিন্ন কিন্তু হাকীকত-এর

দিক হতে অভিন্ন নয়। যেরূপ মানতিকীরা মনে করে থাকেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, উসূলবিদরা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন, হাকীকত সম্পর্কে নয়। এ জন্যই মানতিকীদের অনেক نَوْع ফকীহগণের নিকট جِنْس হিসেবে গণ্য। যেরূপ গ্রন্থকার (র.) প্রদত্ত নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহ হতে প্রতিভাত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) গ্রন্থকারের বক্তব্য " وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ " -এর মধ্যস্থ هُوَ যমীরের مَرْجِعْ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত ইবারতে বিরোধীদের পক্ষ হতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। নিম্নে উহ্য প্রশ্ন ও তার উত্তর উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য " وَهُوَ لَايَخْلُوْ "-এর মধ্যস্থ هُوَ যমীর দু'অবস্থার যে কোনো একটি হতে মুক্ত নয়। হয়তো তার مَرْجِعْ (প্রত্যাবর্তন স্থল) خَاصّ হবে অথবা خُصُوْص হবে; প্রথম অবস্থায় وَصْف -কে ذَاتْ-এর উপর প্রয়োগ করা (অর্থাৎ বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যকে বুঝানো) অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর এরূপ করা দূষণীয়। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার পূর্বে خُصُوْص-এর উল্লেখ থাকা আবশ্যক, কিন্তু তার পূর্বে خُصُوْص-এর উল্লেখ নেই। অতএব উক্ত বক্তব্যেকে সঠিক বলে ধরে নেওয়া কি সম্ভব?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত প্রশ্নের জবাবে ব্যাখ্যাকার স্বীয় বক্তব্য " اَىْ اَلْخُصُوْصُ الخ " দ্বারা তার উত্তর দিয়েছেন অর্থাৎ هُوَ যমীরের مَرْجِعْ (প্রত্যাবর্তন স্থল) হলো সেই خُصُوْصٌ যা اَلْخَاصُّ-এর দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে বুঝা যায়। অর্থাৎ এটা সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে আনুষঙ্গিক ভাবে উল্লেখ থাকাই مَرْجِعْ-এর জন্য যথেষ্ট। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى এ আয়াতে هُوَ যমীরের مَرْجِعْ হলো সেই عَدْل যা اِعْدِلُوْا-এর মধ্যে ضِمْنًا (আনুষঙ্গিকভাবে) উল্লেখ আছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَكُنْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدًا দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اِنْ অব্যয়টি شَرْطِيَّةْ ; এর অর্থ– যদিও। এ উক্তিটি দ্বারা ব্যাখ্যাকার বুঝাতে চেয়েছেন যে, خَاصّ যেহেতু জ্ঞাত অর্থের জন্যে বিশিষ্ট, তাই কোনো শব্দের মধ্যে اَفْرَادْ তথা বহু একক থাকলেও উদ্দিষ্ট অর্থটি বিশেষিত হলেই তা خَاصّ রূপে পরিগণিত হবে। যেমন– خُصُوْصُ الْجِنْس ও خُصُوْصُ النَّوْع -এর যথাক্রমে جِنْس ও نَوْعْ টি বিশেষিত অর্থ, যদিও তাদের اَفْرَادْ অনেক থাকুক।

قَوْلُهُ عَلٰى هٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ - এর ব্যাখ্যা : অভিধানে وَتِيْرَةْ শব্দটির অর্থ হচ্ছে اَلطَّرِيْقَةُ তথা পদ্ধতি। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে خُصُوْصُ الْجِنْس -এর জ্ঞাত جِنْس বিশেষিত হয়ে থাকে, তেমনি পদ্ধতিতে خُصُوْصُ اَلنَّوعِ -এর জ্ঞাত نَوْعْও বিশেষিত হয়ে থাকে। মোদ্দাকথা, অর্থের দিক বিবেচনায় যে শব্দটি নির্দিষ্ট এক শ্রেণীকে বুঝায়, যদিও তার মধ্যে একাধিক একক বিদ্যমান থাকে, তাকে خُصُوْصُ النَّوْعِ বলা হয়।

"قَوْلُهُ "وَهٰذَا اَخَصُّ الْخَاصِّ -এর আলোচনা : এ বাক্যে هٰذَا ইসমে ইশারাহ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হচ্ছে– তৎপূর্বাংশে উল্লিখিত خُصُوْصُ الْعَيْنِ শব্দটি। যার অর্থ اَلشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ দ্বারা করা হয়েছে। অর্থাৎ خُصُوْصُ الْعَيْنِ তথা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুবাচক খাসটি চরম পর্যায়ের خَاصّ হিসেবে গৃহীত।

جِنْس এবং نَوْع -এর সংজ্ঞা নিরূপণে উসূল : اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ تَعْرِيْفِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ بَيْنَ الْاُصُوْلِيِّيْنَ وَالْمَنْطِقِيِّيْنَ শাস্ত্রবিদগণ ও মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। এই মতদ্বৈততার কারণ হচ্ছে– উসূল শাস্ত্রবিদগণ বস্তুর اَلْاَغْرَاضُ وَالْمَقَاصِدْ তথা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আর মানতিক শাস্ত্রবিদগণ حَقَائِقْ তথা প্রকৃতি ও মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে থাকেন।

উসূল শাস্ত্রবিদগণ বলেন, جِنْس এমন সমষ্টিবাচক শব্দকে বলা হয়, যা এমন অধিক সংখ্যক এককের উপর প্রযোজ্য হয়, যাদের থেকে শরিয়তের উদ্দেশ্য বিভিন্ন; কিন্তু حَقِيْقَتْ এক ও অভিন্ন। যেমন– اِنْسَانْ (মানুষ) আর نَوْع এমন সমষ্টিবাচক শব্দকে বলা হয়, যা এমন অধিক সংখ্যক একককে অন্তর্ভুক্ত করে, যাদের থেকে শরিয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। যেমন– رَجُلْ (পুরুষ), اِمْرَأَةْ (নারী) ইত্যাদি।

মানতিক শাস্ত্রবিদগণ বলেন যে, جِنْس এমন كُلِّىْ -কে বলা হয়, যা এমন অধিক সংখ্যক একককে অন্তর্ভুক্ত করে, যাদের হাকীকত ও প্রকৃতি বিভিন্ন। যেমন– حَيَوَانْ (প্রাণী)-এর মধ্যে মানুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি রয়েছে। আর نَوْع এমন كُلِّىْ কে বলা হয়, যা এমন অধিক সংখ্যক একককে অন্তর্ভুক্ত করে, যাদের হাকীকত এক ও অভিন্ন। যেমন– اِنْسَانْ (মানুষ)।

"قَوْلُهُ "فَرُبَّ نَوْعٍ الخ উক্তিটির বিশ্লেষণ : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন যে, جِنْس ও نَوْع -এর সংজ্ঞা নিরূপণে মতানৈক্য থাকায় মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মতনুযায়ী অনেক نَوْع উসূল শাস্ত্রবিদগণের নিকট جِنْس হিসেবে গণ্য। যেমন– اِنْسَانْ (মানুষ) এ শব্দটির অধীনে নারী ও পুরুষ রয়েছে। যেহেতু নারী ও পুরুষের হাকীকত এক, সেহেতু এ শব্দটি মানতিকীদের নিকট نَوْع আবার যেহেতু নারী ও পুরুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভিন্ন সেহেতু উসূল শাস্ত্রবিদগণের নিকট এ শব্দটি جِنْس হিসেবে পরিগণিত।

كَانْسَانٍ وَ رَجُلٍ وَ زَيْدٍ فَالْاِنْسَانُ نَظِيْرُ خَاصِّ الْجِنْسِ فَاِنَّهُ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ فَاِنَّهُ تَحْتَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَالْغَرَضُ مِنْ خِلْقَةِ الرَّجُلِ هُوَ كَوْنُهُ نَبِيًّا وَاِمَامًا وَشَاهِدًا فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَمُقِيْمًا لِلْجُمُعَةِ وَالْاَعْيَادِ وَنَحْوِهِ وَالْغَرَضُ مِنَ الْمَرْأَةِ كَوْنُهَا مُسْتَفْرِشَةً اٰتِيَةً بِالْوَلَدِ مُدَبِّرَةً لِحَوَائِجِ الْبَيْتِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَالرَّجُلُ نَظِيْرُ خَاصِّ النَّوْعِ فَاِنَّهُ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ فَاِنَّ اَفْرَادَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ سَوَاءٌ فِى الْغَرَضِ وَ زَيْدٌ نَظِيْرُ خَاصِّ الْعَيْنِ فَاِنَّهُ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ لَايَحْتَمِلُ الشِّرْكَةَ اِلَّا بِتَعَدُّدِ الْاَوْضَاعِ وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ تَعْرِيْفِ الْخَاصِّ وَتَقْسِيْمِهِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ حُكْمِهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَانْسَانٍ وَرَجُلٍ وَزَيْدٍ যথা– মানুষ, পুরুষ ও যায়েদ নামক ব্যক্তি فَالْاِنْسَانُ نَظِيْرُ خَاصِّ الْجِنْسِ অতএব মানুষ হচ্ছে خَاصُّ الْجِنْسِ-এর দৃষ্টান্ত فَاِنَّهُ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ কারণ তা এমন একটি সংখ্যক এককের ব্যাপারে প্রযোজ্য যে مُخْتَلِفِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ সেগুলো উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিভিন্ন فَاِنَّهُ تَحْتَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ কেননা, তার অধীনে رَجُلٌ (পুরুষ) ও اِمْرَأَةٌ (নারী) রয়েছে وَالْغَرَضُ مِنْ خِلْقَةِ الرَّجُلِ আর পুরুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে هُوَ كَوْنُهُ نَبِيًّا সে নবী হবে وَاِمَامًا ইমাম হবে وَشَاهِدًا فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ নির্ধারিত দণ্ড ও কিসাসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে وَمُقِيْمًا لِلْجُمُعَةِ وَالْاَعْيَادِ وَنَحْوِهِ এবং জুমা, উভয় ঈদ ও এ ধরনের অন্যান্য বিধানাবলি প্রতিষ্ঠা করবে وَالْغَرَضُ مِنَ الْمَرْأَةِ আর নারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে كَوْنُهَا مُسْتَفْرِشَةً সে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হবে اٰتِيَةً بِالْوَلَدِ সন্তান প্রজননকারিণী হবে مُدَبِّرَةً لِحَوَائِجِ الْبَيْتِ وَغَيْرِ ذَالِكَ এবং গৃহস্থ কর্মের পরিচালিকা হবে ইত্যাদি وَالرَّجُلُ نَظِيْرُ خَاصِّ النَّوْعِ আর رَجُلٌ বা পুরুষ হচ্ছে خَاصُّ النَّوْعِ-এর দৃষ্টান্ত فَاِنَّهُ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ কেননা, তা এমন অধিক সংখ্যক এককের ব্যাপারে প্রযোজ্য مُتَّفِقِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ যেগুলো উদ্দেশ্যের দিক হতে এক বা অভিন্ন فَاِنَّ اَفْرَادَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ কেননা, رِجَالٌ-এর সকল এককই سَوَاءٌ فِى الْغَرَضِ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সমান وَزَيْدٌ نَظِيْرُ خَاصِّ الْعَيْنِ আর زيد হচ্ছে خَاصُّ الْعَيْنِ-এর দৃষ্টান্ত فَاِنَّهُ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ কেননা, এটা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই বুঝায় لَايَحْتَمِلُ الشِّرْكَةَ যা অংশীদারিত্বের কোনো সম্ভাবনাই রাখে না اِلَّا بِتَعَدُّدِ الْاَوْضَاعِ অবশ্য যখন তার গঠন কয়েকটি হবে, তখন উক্ত সম্ভাবনা রাখতে পারে وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ গ্রন্থকার (র.) সমাপ্ত করে عَنْ تَعْرِيْفِ الْخَاصِّ وَتَقْسِيْمِهِ খাস-এর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা شَرَعَ فِىْ بَيَانِ حُكْمِهِ এখান থেকে তার হুকুম বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।

সরল অনুবাদ : **যথা– اِنْسَانٌ বা মানুষ , رَجُلٌ বা পুরুষ ও زَيْدٌ বা যায়েদ নামক ব্যক্তি।** অতএব اِنْسَانٌ বা মানুষ হচ্ছে خَاصُّ الْجِنْسِ-এর দৃষ্টান্ত। কারণ তা এমন অধিক সংখ্যক এককের ব্যাপারে প্রযোজ্য যে, সেগুলো উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিভিন্ন। কেননা তার অধীনে رَجُلٌ (পুরুষ) ও اِمْرَأَةٌ (নারী) রয়েছে। আর পুরুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে নবী হবে, ইমাম হবে, নির্ধারিত দণ্ড ও কিসাসের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে এবং জুমা, উভয় ঈদ ও এ ধরনের অন্যান্য বিধানাবলি প্রতিষ্ঠা করবে। আর নারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হবে, সন্তান প্রজনন কারিণী হবে এবং গৃহস্থ কর্মের পরিচালিকা হবে ইত্যাদি। আর رَجُلٌ বা পুরুষ হচ্ছে خَاصُّ النَّوْعِ-এর দৃষ্টান্ত। কেননা তা এমন অধিক সংখ্যক এককের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যেগুলো উদ্দেশ্যের দিক হতে এক বা অভিন্ন। কেননা رِجَالٌ-এর সকল এককই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সমান। আর زَيْدٌ (যায়েদ) হচ্ছে خَاصُّ الْعَيْنِ-এর দৃষ্টান্ত। কেননা এটা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই বুঝায়, অংশীদারিত্বের কোনো সম্ভাবনাই রাখে না। অবশ্য যখন তার وَضْع বা গঠন কয়েকটি হবে তখন উক্ত সম্ভাবনা রাখতে পারে। উদাহারণ স্বরূপ যদি 'যায়েদ' কয়েকজন লোকের নাম রেখে দেওয়া হয়। গ্রন্থকার (র.) خَاصٌ-এর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা সমাপ্ত করে এখান থেকে তার হুকুম বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَاِنْسَانٍ وَ رَجُلٍ وَ زَيْدٍ -এর আলোচনা : আল-মানার প্রণেতা তিনটি শব্দ দ্বারা খাসের প্রকারত্রয়ের উদাহরণ পেশ করেছেন। ১. اَلْاِنْسَانُ (মানুষ) এ শব্দটি خَاصُّ الْجِنْسِ -এর দৃষ্টান্ত। কেননা, اِنْسَانٌ দ্বারা একটি বিশেষ জাতিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এর অধীনে নারী ও পুরুষ রয়েছে। উভয়ের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। ২. رَجُلٌ (পুরুষ) এ শব্দটি خَاصُّ النَّوْعِ -এর উদাহরণ। কেননা, رَجُلٌ বলতে মানুষের মধ্যে নির্দিষ্ট এক শ্রেণীকে বুঝায়, যাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। ৩. زَيْدٌ এক ব্যক্তির নাম। এটি خَاصُّ الْعَيْنِ -এর দৃষ্টান্ত। এ শব্দটি একজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে বুঝায় না।

اَلْاِشْكَالُ وَجَوَابُهُ একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে خَاصُّ النَّوْعِ -এর উদাহরণের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন– যে সকল পুরুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। যেমন তাঁর ভাষায়– فَاِنَّ اَفْرَادَ الرِّجَالِ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ فِى الْغَرَضِ অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্বাধীন পুরুষ ও গোলামের মাঝে এবং পাগল ও সুস্থ পুরুষের মাঝে বিধানগত ব্যবধান রয়েছে।

তাহলে সকল পুরুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, এ কথা বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হয়েছে?

এর উত্তর এই যে, এখানে আমাদের আলোচনা একমাত্র সে সব পুরুষ সম্পর্কিত, যাদের মধ্যে اَهْلِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ বা বিবেচ্য যোগ্যতা বিদ্যমান আছে। আর এই যোগ্যতা কেবলমাত্র সুস্থ, জ্ঞানী ও স্বাধীন মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য যে, এ ধরনের পুরুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর গোলাম ও পাগলের মধ্যে اَهْلِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ অনুপস্থিত। সুতরাং এদেরকে নিয়ে প্রশ্ন করা অনর্থক।

قَوْلُهُ هُوَ كَوْنُهُ نَبِيًّا الخ -এর আলোচনা : هُوَ كَوْنُهُ نَبِيًّا দ্বারা ব্যাখ্যাকার এই দিকে-ই ইঙ্গিত করেছেন যে, নবুয়ত পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। আর কোনো মহিলা (এ যাবৎ) নবী হয়েছিলেন বলে প্রমাণ নেই। তা ছাড়া নবী কারীম ﷺ সেই জাতির উপর অভিশাপ দিয়েছেন যারা নারীকে ইমাম (নেতা) হিসেবে গ্রহণ করে। অতএব যখন তারা ইমামতের যোগ্য নয়, তখন কিছুতেই নবুয়তের যোগ্য হতে পারে না। কেননা নবুয়ত ইমামতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ।

قَوْلُهُ سَوَاءٌ فِى الْغَرَضِ الخ -এর আলোচনা : এখানে বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকল পুরুষ সমান কিনা? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্যের বিচারে (তথা বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে) সকল পুরুষ সমান। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উল্লিখিত বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি মুক্ত নয়। কেননা স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস (উভয়ে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও) তাদের ব্যাপারে শরিয়তের বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অনুরূপভাবে পাগল ও সুস্থের ব্যাপারেও বিধানাবলির ব্যবধান রয়েছে। তবে আমরা এটার উত্তর দিতে পারি যে, আমাদের বক্তব্য তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে যাদেরকে যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এটা সাধারণভাবে বলা হয়নি।

قَوْلُهُ وَالْجِنْسُ عِنْدَهُمْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে جِنْس ও نَوْع-এর ব্যাপারে মানতিকী ও উসূলবিদগণের অভিমত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। جِنْس ও نَوْع-এর সংজ্ঞার ব্যাপারে মানতিকী ও উসূলবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মানতিকীগণের মতে جِنْس ও نَوْع-এর সংজ্ঞা হলো, جِنْس এমন كُلِّى (সমষ্টিবাচক শব্দ) যা বিভিন্ন হাকীকত বা প্রকৃতি সম্পন্ন অধিক সংখ্যক একককে বুঝায়। যেমন–حَيَوَانٌ (প্রাণী) এটার অধীনে اِنْسَانٌ ও بَقَرٌ ইত্যাদি যেগুলোর প্রকৃতি বিভিন্ন সেগুলো বিদ্যমান রয়েছে। আর نَوْع এমন كُلِّى (সমষ্টিবাচক শব্দ) যা এক حَقِيْقَتْ (প্রকৃতি) সম্পন্ন অধিক সংখ্যক একককে বুঝায়। যেমন– اِنْسَانٌ (মানুষ) এটার অধীনে رَجُلٌ ও اِمْرَأَةٌ ইত্যাদি যেগুলোর প্রকৃতি অভিন্ন তথা এক হওয়া তাতে বিদ্যমান রয়েছে।

আর উসূলবিদগণের মতে جِنْس ও نَوْع-এর সংজ্ঞা হলো, جِنْس এমন كُلِّى (সমষ্টিবাচক শব্দ) যা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পন্ন অধিক সংখ্যক একককে বুঝায়; কিন্তু প্রকৃতি অভিন্ন বা এক। যেমন – اِنْسَانٌ (মানুষ) এটার অধীনে رَجُلٌ ও اِمْرَأَةٌ যেগুলোর উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু প্রকৃতি এক সেগুলো বিদ্যমান রয়েছে। আর نَوْع এমন كُلِّى (সমষ্টিবাচক শব্দ) যা অভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পন্ন অধিক সংখ্যক একককে বুঝায়। যেমন رَجُلٌ (পুরুষ) ও اِمْرَأَةٌ (মহিলা) ইত্যাদি।

মোটকথা হলো, جِنْس ও نَوْع-এর সংজ্ঞা নির্ধারণে মানতিকীগণ حَقِيْقَتْ বা প্রকৃতিকে বিবেচনা করেন আর উসূলবিদগণ উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করেন। তাই উসূলবিদদের অনেক جِنْس মানতিকীদের নিকট نَوْع হিসেবে পরিগণিত হয়।

فَقَالَ وَحُكْمُهُ اَنْ يَّتَنَاوَلَ الْمَخْصُوْصَ قَطْعًا اَىْ اَثَرُهُ الْمُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَنْ يَّتَنَاوَلَ الْمَخْصُوْصَ الَّذِىْ هُوَ مَدْلُوْلُهُ قَطْعًا بِحَيْثُ يَقْطَعُ اِحْتِمَالَ الْغَيْرِ فَاِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاصٌّ لَايَحْتَمِلُ غَيْرَهُ اِحْتِمَالاً نَاشِيًا عَنْ دَلِيْلٍ وَعَالِمٌ اَيْضًا خَاصٌّ لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ كَذٰلِكَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَاوَلُ مَدْلُوْلَهُ قَطْعًا فَثَبَتَ مِنْ مَجْمُوْعِ الْكَلَامِ قَطْعِيَّةُ الْحُكْمِ بِعَالِمٍ عَلٰى زَيْدٍ بِهٰذِهِ الْوَاسِطَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَحُكْمُهُ খাস-এর একটি হুকুম হলো- اَنْ يَّتَنَاوَلَ الْمَخْصُوْصَ قَطْعًا তা নির্দিষ্ট বস্তুকে অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে اَىْ اَثَرُهُ الْمُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ অর্থাৎ خَاصٌ-এর সেই প্রভাব যা তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তা হলো- خَاصٌ - اَنْ يَّتَنَاوَلَ الْمَخْصُوْصَ الَّذِىْ هُوَ مَدْلُوْلُهُ قَطْعًا আপন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন বস্তুটিকে এমন অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে যে, بِحَيْثُ يَقْطَعُ اِحْتِمَالَ الْغَيْرِ তাতে উদ্দিষ্ট বস্তুটি ছাড়া অন্যকোনো কিছুর সম্ভাবনা থাকে না فَاِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ সুতরাং আমরা যখন زَيْدٌ عَالِمٌ এ বাক্যাবলি فَزَيْدٌ خَاصٌّ তখন তার মধ্যস্থিত زَيْدٌ শব্দটি خَاصٌ বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দেশক لَايَحْتَمِلُ غَيْرَهُ اِحْتِمَالاً نَاشِيًا عَنْ دَلِيْلٍ অন্য এমন কিছুর সম্ভাবনা রাখে না যা কোনো দলিল দ্বারা সৃষ্ট وَعَالِمٌ اَيْضًا خَاصٌّ এমনিভাবে عَالِمٌ শব্দটিও খাস لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ كَذٰلِكَ যা অনুরূপভাবে অন্যকোনো কিছুরই সম্ভাবনা রাখে না فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَاوَلُ مَدْلُوْلَهُ قَطْعًا মোটকথা, এ শব্দ দু'টির প্রতিটিই নিজ নিজ উদ্দিষ্ট বস্তুকে অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে فَثَبَتَ مِنْ مَجْمُوْعِ الْكَلَامِ তাই সমষ্টিগত বাক্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে قَطْعِيَّةُ الْحُكْمِ بِعَالِمٍ عَلٰى زَيْدٍ যায়েদ-এর عَالِمٌ হুকুমটির অকাট্যতা بِهٰذِهِ الْوَاسِطَةِ-এর মাধ্যমে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং তিনি বলেন, **خَاصٌ-এর একটি হুকুম হলো, তা নির্দিষ্ট বস্তুকে অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে।** অর্থাৎ خَاصٌ-এর সেই প্রভাব যা তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তা হলো, خَاصٌ আপন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন বস্তুটিকে এমন অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে যে, তাতে উদ্দিষ্ট বস্তুটি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং আমরা যখন زَيْدٌ عَالِمٌএ বাক্যটি বলি, তখন তার মধ্যস্থিত زَيْدٌ শব্দটি خَاصٌ বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দেশক, অন্য এমন কিছুর সম্ভাবনা রাখে না যা কোনো দলিল দ্বারা সৃষ্ট। এমনিভাবে عَالِمٌ শব্দটিও خَاصٌ যা অনুরূপভাবে অন্য কোনো কিছুরই সম্ভাবনা রাখে না। মোটকথা, এ শব্দ দু'টির প্রতিটিই নিজ নিজ উদ্দিষ্ট বস্তুকে অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই সমষ্টিগত বাক্য দ্বারা زَيْدٌ-এর উপর عَالِمٌ হুকুমটির অকাট্যতা সাব্যস্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَىْ اَثَرُهُ الْمُتَرَتَّبُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে حُكْم-এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। حُكْم শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- গভীর জ্ঞান লাভ করা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা। পরিভাষায় حُكْم বলা হয়- اَلْاَثَرُ الْمُتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْئِ অর্থাৎ حُكْم বস্তুর সেই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে বলে যা তার মধ্যে প্রকাশিত ও তার উপর আরোপিত হয়ে থাকে। ফিকহশাস্ত্র বিশারাদগণের নিকট উল্লিখিত সংজ্ঞাটি সুপরিচিত।

قَوْلُهُ الَّذِىْ هُوَ مَدْلُوْلُهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَخْصُوْص-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যখ্যাকার (র.) বলেন যে, مَخْصُوْص-এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তা একক হতে হবে এবং এটা অনেকগুলো একককে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না; বরং مَخْصُوْص-এর দ্বারা خَاصٌ-এর مَدْلُوْل (উদ্দিষ্ট অর্থ) -কে বুঝানো হয়েছে, চাই তা ব্যক্তি বাচক হোক বা সমষ্টি বাচক হোক। ফলে خَاصٌ-এর সমস্ত শ্রেণীবিভাগ এটার আওতাধীন হবে।

قَوْلُهُ قَطْعًا الخ -এর আলোচনা : এখানে خَاصٌ-এর হুকুমের ব্যাপারে উসূলবিদদের মতানৈক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইরাকী উসূলবিদ কাজি ইমাম আবূ যায়েদ, ফখরুল ইসলাম বাযদূবী, শামসুল আইম্মা সারখসী ও তাঁদের অনুসারীগণ অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন যে, خَاصٌ তার مَخْصُوْص -কে অকাট্য ভাবে অন্তর্ভুক্ত করে"। তাঁদের যুক্তি হলো যে, শব্দ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো বিশেষ কোনো অর্থ জ্ঞাপন করা। যদি তা না হয়, তাহলে তার প্রণয়ন অনর্থক হবে, যা অসম্ভব।

আর অপর পক্ষে সমরকান্দী উসূলবিদগণ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারীগণের মতে خَاصٌ তার مَخْصُوْص -কে অকাট্য ভাবে অন্তর্ভুক্ত করে না। কেননা তার মধ্যে مَجَازٌ (রূপক অর্থ)-এর সম্ভাবনা রয়েছে, যা অকাট্যতার পরিপন্থি বিষয়। তবে ইরাকী উসূলবিদদের যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে, اَلْقَطْعُ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

১. অন্যের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দেওয়া।
২. অন্যের এমন সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দেওয়া, যা দলিল দ্বারা প্রমাণিত বা সাব্যস্ত। আর এটা প্রথমটি অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক।

এখানে এ ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে তথা উদ্দেশ্য। আর উপলক্ষ ছাড়া রূপকের সম্ভাবনা হলে তাতে দলিল গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। ফলে এটা অকাট্যতার পরিপন্থিও নয়।

وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا هٰذَا حُكْمٌ اٰخَرُ مُقَوٍّ لِلْحُكْمِ الْاَوَّلِ وَكَاَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِىْ لِنَفْيِ قَوْلِ الْخَصْمِ وَلِتَمْهِيْدِ التَّفْرِيْعَاتِ الْاٰتِيَةِ اَىْ لَا يَحْتَمِلُ الْخَاصُّ بَيَانَ التَّفْسِيْرِ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ حَيْثُ يَحْتَاجُ اِلٰى بَيَانِ الْمُجْمَلِ وَتَفْسِيْرِهٖ وَاَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيْرِ وَالتَّغْيِيْرِ فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاصُّ لِاَنَّهٗ لَا يُنَافِى الْقَطْعِيَّةَ فَاِنَّ بَيَانَ التَّقْرِيْرِ يُزِيْلُ الْاِحْتِمَالَ النَّاشِىْ بِلَا دَلِيْلٍ فَيَكُوْنُ مُحْكَمًا يُقَالُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ وَبَيَانُ التَّغْيِيْرِ يَحْتَمِلُهٗ كُلُّ كَلَامٍ قَطْعِيًّا كَانَ اَوْ ظَنِّيًّا كَمَا يُقَالُ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَهٰكَذَا بَيَانُ التَّبْدِيْلِ يَحْتَمِلُهُ الْخَاصُّ اَيْضًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ খাস-এর (দ্বিতীয় হুকুম হলো) তা কোনো প্রকার ব্যাখ্যারই অবকাশ রাখে না لِكَوْنِهِ بَيِّنًا কারণ তা নিজেই সুস্পষ্ট هٰذَا حُكْمٌ اٰخَرُ এটা خَاصْ -এর জন্য অন্য আরেকটি হুকুম مُقَوٍّ لِلْحُكْمِ الْاَوَّلِ যা প্রথম হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্যই উত্থাপিত হয়েছে كَاَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ মনে হয় যেন উভয়ই হুকুমই এক ও অভিন্ন। وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথমটি মাযহাব বর্ণনার উদ্দেশ্যে وَالثَّانِىْ لِنَفْيِ قَوْلِ الْخَصْمِ এবং দ্বিতীয়টি প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে وَلِتَمْهِيْدِ التَّفْرِيْعَاتِ الْاٰتِيَةِ ও পরবর্তী প্রশাখামূলক মাসআলাসমূহের ভূমিকা বর্ণনার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে اَىْ لَا يَحْتَمِلُ الْخَاصُّ অর্থাৎ خَاصْ সম্ভাবনা রাখে না بَيَانَ التَّفْسِيْرِ ব্যাখ্যামূলক বর্ণনার لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ কারণ তা নিজেই সুস্পষ্ট فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ অতএব, তা مُجْمَلْ -এর বিপরীত حَيْثُ يَحْتَاجُ اِلٰى بَيَانِ الْمُجْمَلِ وَتَفْسِيْرِهٖ কারণ مُجْمَلْ (অস্পষ্ট হওয়ার দরুন) مُجْمَلْ বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী وَاَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيْرِ وَالتَّغْيِيْرِ فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاصُّ অবশ্য খাস بَيَانْ تَقْرِيْرْ ও بَيَانْ تَفْسِيْرْ -এর সম্ভাবনা রাখে لِاَنَّهٗ لَا يُنَافِى الْقَطْعِيَّةَ কেননা, এ بَيَانْ দু'টি অকাট্যতার পরিপন্থি নয় فَاِنَّ بَيَانَ التَّقْرِيْرِ يُزِيْلُ الْاِحْتِمَالَ কেননা بَيَانْ تَقْرِيْرْ ঐ সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে দেয় النَّاشِىْ بِلَا دَلِيْلٍ যা কোনো দলিল প্রমাণ ছাড়াই সৃষ্টিই হয়ে থাকে فَيَكُوْنُ مُحْكَمًا সুতরাং তা দ্বারা خَاصْ আরো মজবুত এবং দৃঢ় হয়ে যায় كَمَا يُقَالُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ যেমন বলা হয়ে থাকে وَبَيَانُ - جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ التَّغْيِيْرِ يَحْتَمِلُهٗ كُلُّ كَلَامٍ আর بَيَانُ تَغْيِيْرِ -এর সম্ভাবনা তো প্রত্যেক কালামেই রয়েছে قَطْعِيًّا كَانَ اَوْ ظَنِّيًّا চাই তা অকাট্য হোক বা সন্দেহজনক كَمَا يُقَالُ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ যেমন বলা হয়- اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ هٰكَذَا এমনিভাবে بَيَانُ التَّبْدِيْلِ يَحْتَمِلُهُ الْخَاصُّ اَيْضًا খাস টা بَيَانْ تَبْدِيْلْ -এরও সম্ভাবনা রাখে।

সরল অনুবাদ : خَاصْ-এর **দ্বিতীয় হুকুম হলো তা কোনো প্রকার ব্যাখ্যারই অবকাশ রাখে না।** কারণ তা নিজেই সুস্পষ্ট। এটা خَاصْ-এর জন্য অন্য আরেকটি হুকুম, যা প্রথম হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্যই উত্থাপিত হয়েছে। মনে হয় যেন উভয় হুকুমই এক ও অভিন্ন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথমটি মাযহাব বর্ণনার উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয়টি প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ও পরবর্তী প্রশাখামূলক মাসআলা সমূহের ভূমিকা বর্ণনার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ خَاصْ ব্যাখ্যামূলক বর্ণনার সম্ভাবনা রাখে না। কারণ তা নিজেই সুস্পষ্ট। অতএব তা مُجْمَلْ-এর বিপরীত। কারণ مُجْمَلْ অস্পষ্ট হওয়ার দরুন مُجْمَلْ বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী। অবশ্য 'খাস' بَيَانْ تَقْرِيْرْ এবং بَيَانْ تَغْيِيْرْ-এর সম্ভাবনা রাখে। কেননা এ بَيَانْ দু'টি অকাট্যতার পরিপন্থি নয়। কারণ بَيَانْ تَقْرِيْرْ ঐ সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে দেয়, যা কোনো দলিল প্রমাণ ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং তা দ্বারা خَاصْ আরো মজবুত এবং দৃঢ় হয়ে যায়। যেমন, বলা হয়ে থাকে- جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ আর بَيَانْ تَغْيِيْرْ-এর সম্ভাবনা তো প্রত্যেক কালামেই রয়েছে, চাই তা অকাট্য হোক বা সন্দেহ জনক। যেমন, বলা হয়- اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এমনিভাবে خَاصْ টা بَيَانْ تَبْدِيْلْ -এরও সম্ভাবনা রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلَهُ "وَكَانَّهُمَا مُتَّحِدَانِ-এর ব্যাখ্যা : আল-মানার প্রণেতা খাস-শব্দের দু'টি হুকুম বর্ণনা করেছেন। ১. তার مَخْصُوص তথা উদ্দিষ্ট অর্থটি অকাট্যভাবে আমলযোগ্য। ২. خَاص শব্দ স্বয়ং স্পষ্ট হওয়ার কারণে بَيَانُ تَفْسِيْر -এর সম্ভাবনা রাখে না। সম্মানিত ব্যাখ্যাকার كَانَّهُمَا مُتَّحِدَانِ উক্তি দ্বারা একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, خَاص -এর হুকুমদ্বয় মূলত এক ও অভিন্ন। কেননা, খাস শব্দ স্বীয় مَدْلُوْل -এর উপর অকাট্যভাবে দালালত করার কারণে بَيَانْ تَفْسِيْر -এর সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। সুতরাং দ্বিতীয় হুকুমটি ভিন্ন কোনো হুকুম নয়; বরং প্রথম হুকুমকে শক্তিশালীকারী।

قَوْلَهُ وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ الخ : নূরুল আনওয়ার রচয়িতা "وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ" এ উক্তি দ্বারা خَاص শব্দের হুকুমদ্বয়ের মাঝে فَرْق اِعْتِبَارِيْ তথা বিবেচনাগত পার্থক্য বর্ণনা করেছেন; যদিও উভয়টির মাঝে اِتِّحَادْ ذَاتِيْ বা সত্তাগত ঐক্য বিদ্যমান। সে পার্থক্য হলো–

১. প্রথম হুকুম দ্বারা হানাফী মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, হানাফী আলিমগণের নিকট خَاص শব্দ অকাট্য। আর দ্বিতীয় হুকুম দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতকে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, তাঁর অভিমত হচ্ছে خَاص শব্দ ظَنِّيْ বা ধারণামূলক এবং অন্য দলিল দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করত হুকুম বৃদ্ধি করা সহীহ। এক কথায় তার মতে خَاص শব্দ بَيَانْ تَفْسِيْر -এর সম্ভাবনা রাখে।

২. অন্যদিকে দ্বিতীয় হুকুমটি আগত প্রশাখামূলক সাতটি মাসআলার প্রথম তিনটি মাসআলার ভূমিকা স্বরূপ। আর প্রথম হুকুমটি পরবর্তী চারটি মাসআলার ভূমিকা স্বরূপ।

"قَوْلَهُ "فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ-এর বিশ্লেষণ : "فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلْمُجْمَلِ" উক্তিটির অর্থ হচ্ছে– خَاص শব্দ مُجْمَلْ শব্দের বিপরীত ও প্রতিপক্ষ। কেননা, খাস শব্দ بَيَانُ تَفْسِيْر তথা ব্যাখ্যামূলক বর্ণনার আদৌ সম্ভাবনা রাখে না। অথচ مُجْمَلْ শব্দ بَيَانْ تَفْسِيْر -এর মুখাপেক্ষী অর্থাৎ مُجْمَلْ শব্দ অস্পষ্ট হওয়ার দরুন বক্তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝা যায় না, আর خَاص শব্দ স্বয়ং স্পষ্ট হওয়ার দরুন বক্তার পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

উল্লেখ্য যে, بَيَانْ تَفْسِيْر ব্যতীত আরো তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। خَاص শব্দ সর্বসম্মতিতে সেগুলোর সম্ভাবনা রাখে। নিম্নে بَيَانْ -এর প্রকার চতুষ্টয়ের বিবরণ দেওয়া হলো।

اَقْسَامُ الْبَيَانِ বয়ানের প্রকারভেদ : কুরআনের আয়াত ও হাদীসের যে সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে পাওয়া গেছে, উসূলুল ফিক্‌হের পরিভাষায় তাকে بَيَانْ বলা হয়। بَيَانْ -এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এখানে মাত্র চারটি প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো–

قَوْلَهُ بَيَانُ التَّفْسِيْر -এর আলোচনা : এখানে بَيَانُ التَّفْسِيْر -এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অস্পষ্ট বক্তব্যের বিশদ বিবরণকে بَيَانُ تَفْسِيْر বলে। যেমন– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এ আয়াতটি সালাত ও যাকাতের পদ্ধতি প্রসঙ্গে مُجْمَلْ বা সংক্ষিপ্ত। রাসূল ﷺ তাঁর বাণী ও কার্যাবলির মাধমে এগুলোর তাফসীর উপস্থাপন করেছেন।

আমাদের মতে, خَاص শব্দ এ ধরনের তাফসীরের সম্ভাবনা রাখে না। গ্রন্থকার স্বীয় উক্তি "وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ" দ্বারা এদিকে ইশারা করেছেন।

قَوْلَهُ وَاَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيْرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে بَيَانْ-এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো বাক্যের সাথে এমন বক্তব্য সংযোজন করা যার দ্বারা مَجَازْ (রূপক অর্থ) ও خُصُوْص (নির্দিষ্টকরণ)-এর সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়, তাকে بَيَانْ تَقْرِيْر বলা হয়। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ نَفْسُهٗ (স্বয়ং যায়েদই আসল)। আর যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা বাণী— فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (সমস্ত ফেরেশতাগণই সিজদা করল)।

□ আর بَيَانْ تَغْيِيْر বলা হয় এমন বক্তব্যকে যা পূর্ববর্তী হুকুমকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন– কোনো বক্তব্যে شَرْط, اِسْتِثْنَاءْ ইত্যাদি যোগ করা। যেমন বলা যায়– কেউ তার স্ত্রীকে বলল, اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এখানে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ অংশটি পরিবর্তনমূলক বর্ণনা। কেননা স্ত্রী ঘরে প্রবেশ না করলে তালাক পতিত হবে না।

قَوْلَهُ بَيَانُ التَّبْدِيْلِ الخ -এর আলোচনা : بَيَانْ تَبْدِيْل হলো نَسْخ তথা রহিতকরণ। কেননা এটা আমাদের ক্ষেত্রে تَبْدِيْل তথা পরিবর্তন আর صَاحِبُ الشَّرْعِ (শরিয়ত প্রণেতা)-এর ক্ষেত্রে بَيَانْ তথা বর্ণনা। কেননা এটা সাধারণ হুকুমের সময়সীমার বর্ণনা বিশেষ, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত, তবে তিনি এটাকে সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন। যার কারণে মানুষ এটাকে স্থায়ী হুকুম হিসেবে ধরে নিয়েছে। بَيَانُ التَّفْسِيْر হলো যা পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিশদ বিবরণ পেশ করে, যেমন– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ। উক্ত আয়াতটি সালাত ও যাকাতের ব্যাপারে مُجْمَلْ তথা সংক্ষিপ্ত; রাসূল ﷺ তাঁর বাণী ও কার্যাবলির দ্বারা এগুলোর تَفْسِيْر (বিশদ বিবরণ) পেশ করেছেন এবং مَقَادِيْرُ الزَّكٰوةِ ও اَرْكَانُ الزَّكٰوةِ সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন।

فَلَايَجُوْزُ اِلْحَاقُ التَّعْدِيْلِ بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ شُرُوْعٌ فِىْ تَفْرِيْعَاتٍ مُخْتَلِفٍ فِيْهَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الشَّافِعِىْ (رح) عَلٰى مَا ذُكِرَ مِنْ حُكْمِ الْخَاصِّ يَعْنِىْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهٖ بَيِّنًا بِنَفْسِهٖ لَايَجُوْزُ اِلْحَاقُ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ وَهُوَ الطَّمَانِيْنَةُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْقَوْمَةِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَالْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ كَمَا اَلْحَقَهٗ بِهٖ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) وَالشَّافِعِىْ (رح) وَبَيَانُهٗ اَنَّ الشَّافِعِىَّ (رح) يَقُوْلُ تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَرْضٌ لِحَدِيْثِ اَعْرَابِىٍّ خَفَّفَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهٗ قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ هٰكَذَا قَالَهٗ ثَالِثًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَا يَجُوْزُ সুতরাং জায়েজ হবে না اِلْحَاقُ التَّعْدِيْلِ তাদীলে আরকানকে সংযুক্ত করা بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ রুকূ ও সিজদার আদেশের সাথে عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ ফরজ হিসেবে شُرُوْعٌ فِىْ تَفْرِيْعَاتٍ ঐ সমস্ত শাখা মাস'আলাসমূহের বর্ণনা আরম্ভ হচ্ছে مُخْتَلِفٍ فِيْهَا যা মতানৈক্যপূর্ণ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِىْ আমাদের (হানাফীগণ) ও শাফেয়ীগণের মধ্যে عَلٰى مَا ذُكِرَ مِنْ حُكْمِ الْخَاصِّ খাস-এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে يَعْنِىْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ অর্থাৎ হানাফীদের মতে خَاصّ যখন কোনোরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না لِكَوْنِهٖ بَيِّنًا بِنَفْسِهٖ স্বয়ং সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে لَايَجُوْزُ জায়েজ হবে না اِلْحَاقُ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ তা'দীলে আরকানকে সংযুক্ত করে ফরজ সাব্যস্ত করা وَهُوَ الطَّمَانِيْنَةُ তা'দীলে আরকান হচ্ছে– স্থিরতা বজায় রাখা فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ রুকূ ও সিজদার অবস্থায় وَالْقَوْمَةِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ রুকুর পর দাড়ানো অবস্থায় وَالْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার অবস্থায় بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ والسجود রুকূ ও সিজদার আদেশের সাথে وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا আর রুকূ ও সিজদার আদেশ সম্বলিত আয়াত হচ্ছে– وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا الخ তোমরা রুকূ কর ও সিজদা কর– عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ যা ফরজ হিসেবে বিবৃত হয়েছে كَمَا اَلْحَقَهٗ بِهٖ اَبُوْ يُوْسُفَ وَالشَّافِعِىْ যেমনিভাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) তাকে রুকূ ও সিজদার আদেশের সাথে সংযুক্ত করেছেন– وَبَيَانُهٗ অর্থাৎ তার বিবরণ হলো– اَنَّ الشَّافِعِىْ (رح) يَقُوْلُ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ রুকূ ও সিজদার মধ্যে তা'দীলে আরকান ফরজ لِحَدِيْثِ اَعْرَابِىٍّ বেদুঈন সম্পর্কিত হাদীসের ভিত্তিতে خَفَّفَ فِى الصَّلٰوةِ কেননা ঐ বেদুঈন ব্যক্তিটি নামাজের মধ্যে تَخْفِيْف করেছেন, অর্থাৎ রোকনসমূহ দ্রুত আদায় করেছেন فَقَالَ لَهٗ তখন নবী করীম ﷺ তাকে বলেছেন– قُمْ দাঁড়াও فَصَلِّ এবং নামাজ পড়ো فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ কেননা, তুমি নামাজ পড়োনি هٰكَذَا قَالَهٗ ثَلٰثًا এভাবে নবী করীম ﷺ তাকে তিন তিন বার আদেশ করেছিলেন।

সরল অনুবাদ : সুতরাং রুকূ ও সিজদার আদেশের সাথে তা'দীলে আরকানকে ফরজ হিসেবে সংযুক্ত করা জায়েজ হবে না। এখান থেকে خَاصّ-এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে ঐ সমস্ত শাখা মাসআলা সমূহের বর্ণনা আরম্ভ হচ্ছে, যা আমাদের (হানাফীগণ) ও শাফেয়ীগণের মধ্যে মতানৈক্য পূর্ণ। অর্থাৎ হানাফীদের মতে خَاصّ যখন স্বয়ং সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে কোনোরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না, তখন তা'দীলে আরকানকে রুকূ ও সিজদার আদেশের সাথে সংযুক্ত করে ফরজ সাব্যস্ত করা জায়েজ হবে না। তা'দীলে আরকান হচ্ছে রুকূ ও সিজদার অবস্থায়, রুকুর পর দাঁড়ানো অবস্থায় এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার অবস্থায় স্থিরতা বজায় রাখা। আর রুকূ ও সিজদার আদেশ সম্বলিত আয়াত হচ্ছে وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا الخ যা ফরজ হিসেবে বিবৃত হয়েছে। যেমনিভাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) তাকে রুকূ ও সিজদার আদেশের সাথে সংযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তার বিবরণ হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.) তাকে রুকূ ও সিজদার আদেশের সাথে সংযুক্ত করে বলেন, বেদুঈন সম্পর্কিত হাদীসের ভিত্তিতে রুকূ ও সিজদার মধ্যে তা'দীলে আরকান ফরজ। কেননা ঐ বেদুঈন ব্যক্তিটি

নামাজের মধ্যে تَخْفِيْف করেছেন। অর্থাৎ রোকনসমূহ দ্রুত আদায় করেছেন। তখন নবী কারীম ﷺ তাকে বললেন, "দাঁড়াও এবং নামাজ পড়ো। কেননা তুমি নামাজ পড়োনি।" এভাবে নবী কারীম ﷺ তাকে তিন তিনবার আদেশ করে ছিলেন। (এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, তা'দীলে আরকান ফরজ। অন্যথা নবী কারীম ﷺ ঐ বেদুঈন ব্যক্তিটিকে পর পর তিনবার পুনঃ পুনঃ নামাজ পড়ার নির্দেশ দিতেন না।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ اِلْحَاقُ التَّعْدِيْلِ -এর আলোচনা : গ্রন্থকারের উক্তি فَلَا يَجُوْزُ اِلْحَاقُ التَّعْدِيْلِ -এর মধ্যে "فَاءْ" বর্ণটি تَفْصِيْل বা বিবরণের জন্যে নেওয়া হয়েছে। একে فَاءْ تَفْصِيْلِيَّةْ বলা হয়। এখান থেকে গ্রন্থকার خَاصّ শব্দের হুকুমদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে মতানৈক্যপূর্ণ সাতটি মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ শুরু করেছেন। তন্মধ্যে تَفْرِيْعُ اَوَّلْ তথা প্রথম শাখামূলক মাসআলা হচ্ছে- تَعْدِيْل اَرْكَانْ সংক্রান্ত। আহনাফের মতে, রুকু এবং সিজদার ন্যায় تَعْدِيْل اَرْكَانْ -কে ফরজ হিসেবে গণ্য করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে بِاَمْرِ ও عَلٰى سَبِيْل -এর مُتَعَلِّقْ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, بِاَمْرْ টা جَارْ ও مَجْرُوْر মিলে اِلْحَاقْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ তথা সম্পর্কিত হয়েছে। অনুরূপভাবে عَلٰى تَعْدِيْل اَرْكَانْ سَبِيْلِ الْفَرْضِ এটাও اِلْحَاقْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ তথা সম্পর্কিত হয়েছে। অর্থাৎ ফরজ হিসেবে রুকু ও সিজদার সাথে تَعْدِيْل اَرْكَانْ সংযুক্ত করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ "تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ" -এর আলোচনা : সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.) تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانْ এ উক্তিটি দ্বারা এদিকে ইশারা করেছেন যে, মাননীয় গ্রন্থকারের উক্তি- فَلَا يَجُوْزُ اِلْحَاقُ التَّعْدِيْلِ -এর মধ্যস্থিত اَلتَّعْدِيْل -এর মধ্যকার "ال" টি مُضَافْ اِلَيْه -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থকার اَلْاَرْكَانْ শব্দটিকে উহ্য করে تَعْدِيْل শব্দের প্রথমে ال ব্যবহার করেছেন।

تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ -এর পরিচয় : تَعْدِيْل শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার, যা (ع - د - ل) মূলবর্ণ থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিশ্রাম করা, সোজা করা, অবকাশ গ্রহণ করা এবং ধীরস্থিরভাবে কার্য সম্পাদন করা। আর اَرْكَانْ শব্দটি رُكْنٌ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ- মূলভিত্তি ও খুঁটি। তবে এখানে اَرْكَانْ দ্বারা নামাজের বিভিন্ন কার্যাবলিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانْ -এর সমষ্টিগত অর্থ হচ্ছে- নামাজের রুকনসমূহ ধীরস্থিরতার সাথে সম্পাদন করা।

পরিভাষায় تَعْدِيْلُ اَرْكَانْ -এর পরিচয় হচ্ছে- هُوَ الطُّمَانِيْنَةُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ অর্থাৎ রুকু ও সিজদার মধ্যে তাড়াহুড়া পরিহারপূর্বক স্থিরতা ও প্রশান্তি অবলম্বন করা। এর পরিমাণ হচ্ছে- কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির থাকা।

قَوْلُهُ وَالْقَوْمَةُ الخ -এর আলোচনা : এখানে اَلْقَوْمَةْ ও اَلْجَلْسَةْ শব্দদ্বয়ের مَعْطُوْف عَلَيْه প্রসঙ্গে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত اَلْقَوْمَةَ শব্দটি حَالَتْ جَرِّىْ তথা জারের অবস্থায় হবে। কেননা এটা اَلتَّعْدِيْل -এর উপর عَطْف হয়েছে। অনুরূপ ভাবে اَلْجَلْسَةَ শব্দটিও اَلتَّعْدِيْل -এর উপর عَطْف হয়ে حَالَتْ جَرِّىْ হয়েছে। সুতরাং মূল ইবারত এরূপ হবে- فَلَا يَجُوْزُ اِلْحَاقُ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ وَاِلْحَاقُ الْقَوْمَةِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَالْحَاقُ الْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ অর্থাৎ "রুকু ও সিজদার হুকুমের সাথে তাদীলে আরকান এবং রুকুর পরে দাঁড়ানো ও দুই সিজদার মাঝখানে বসাকে ফরজ হিসেবে গণ্য করা জায়েজ হবে না।"

পরিতাপের বিষয় যে, অধিকাংশ অনুবাদক অসাবধানতা বশত اَلْقَوْمَةَ ও اَلْجَلْسَةَ শব্দদ্বয়কে اَلسُّجُوْد -এর উপর আতফ ধরে গোটা বাক্যকে تَعْدِيْل اَرْكَانْ -এর সংজ্ঞা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। অথচ تَعْدِيْل اَرْكَانْ -এর সংজ্ঞা হচ্ছে- وَهُوَ الطُّمَانِيْنَةُ فِىْ "اَلرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ" এ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বাক্যটির মধ্যে দু'টি جُمْلَةْ مُعْتَرِضَةْ (অসংলগ্ন বাক্য) রয়েছে।

১. وَهُوَ الطُّمَانِيْنَةُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ অর্থাৎ তা'দীলে আরকান হলো রুকু ও সিজাদার মধ্যে স্থিরতা ও প্রশান্তি অবলম্বন করা।

২. وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا অর্থাৎ রুকু ও সিজদার আদেশ আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে রয়েছে- "তোমরা রুকু ও সিজদা করো।"

قَوْلُهُ كَمَا اَلْحَقَهُ بِهِ اَبُوْ يُوْسُفَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে تَعْدِيْل اَرْكَانْ এবং قَوْمَهْ ও جَلْسَهْ-এর হুকুমের ব্যাপারে ফকীহগণের অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহম্মাদ (র.)-এর মতে রুকু ও সিজদার মধ্যে স্থিরতা অবলম্বন ও অস্থিরতা ও প্রশান্তি অবলম্বন করা ওয়াজিব, ফরজ নয়। تَعْدِيْل বলা হয়, শান্তিপূর্ণ স্থিরতা অবলম্বন ও অস্থিরতা (দ্রুততা) পরিহার করা, কমপক্ষে এক তসবীহ পরিমাণ স্থির থাকা। আর রুকুর পরে দাঁড়ানো তথা قَوْمَهْ এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসা তথা جَلْسَهْ নামাজের রোকন নয়, তথা যার অনুপস্থিতে নামাজই হয় না; বরং উভয়ই সুন্নত বা মতান্তরে ওয়াজিব। শায়খ ইবনুল হুমাম দ্বিতীয় মতই গ্রহণ করেছেন। আর রুকুর মধ্যে ফরজ হলো, সাধারণভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে দেওয়া। আর সিজদার মধ্যে ফরজ হলো, পা-সহ ভূমির উপর কপাল রাখা। দুই সিজদার মাঝখানে এ পরিমাণ বিরতি ফরজ, যা দ্বারা প্রথমটি হতে দ্বিতীয়টিকে পার্থক্য করা যায়। সিজদার পূর্বে ভূমি হতে কি পরিমাণ চেহারাকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে রাখলে দ্বিতীয় সিজদা হবে সে ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থে রয়েছে, সঠিক মত হলো, যদি সিজদার অধিক নিকটবর্তী থাকে, তাহলে দ্বিতীয় সিজদা হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা এমতাবস্থায় সিজদাকারী হিসেবেই গণ্য হবে। তবে যদি বসার অধিক নিকটবর্তী হয়, তাহলে উপবিষ্ট হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এমতাবস্থায় উপবিষ্ট হিসাবেই গণ্য হবে। ফলে দ্বিতীয় সিজদাটি সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

অন্য দিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে রুকু ও সিজদার মধ্যে تَعْدِيْل ফরজ এবং قَوْمَهْ ও جَلْسَهْ উভয়টি রোকন। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণের মাযহাব।

দলিল : তাঁরা নিজেদের মতের স্বপক্ষে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, বুখারী ও মুসলিম শরীফের উদ্ধৃত একটি হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। উক্ত হাদীসটি হলো এই যে, হুযূর ﷺ মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় উপবিষ্ট। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামাজ পড়ল। অতঃপর হুযূর ﷺ -এর নিকট এসে সালাম করল। হুযূর ﷺ সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, যাও পুনরায় নামাজ পড়ো। কেননা তুমি যেন নামাজ পড়নি। তৃতীয় চতুর্থবার অনুরূপ বলার পর সে হুযূর ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে নামাজ সঠিকভাবে পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিন। হুযূর ﷺ বললেন, তুমি নামাজ পড়তে ইচ্ছা করলে সর্বপ্রথম অজু উত্তমরূপে করবে। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। অতঃপর যতটুকু সম্ভব কেরাত পড়বে। অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর স্থির হয়ে বসবে। আবার স্থিরতার সাথে সিজদা করবে। পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তুমি তোমার পূর্ণ নামাজ এভাবেই আদায় করবে। উল্লিখিত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, রুকু এবং সিজদার মধ্যে تَعْدِيْل ফরজ, আর قَوْمَهْ এবং جَلْسَهْ উভয়টিই রোকন। কেননা এগুলোর অনুপস্থিতিতে নামাজ হবে না বলে হুযূর ﷺ মন্তব্য করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমের উপরোক্ত হাদীসের সাথে ইমাম আবূ দাউদ (র.) ও তিরমিযী (র.) নিম্নোক্ত বক্তব্যটি সংযোজন করেছেন। অতঃপর হুযূর ﷺ বললেন, তুমি তা করলে তোমার নামাজ পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে, আর এটা হতে কম করলে তোমার নামাজ অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। সুতরাং এটাকে হুযূর ﷺ 'অপূর্ণাঙ্গ নামাজ' বলেছেন। এতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এমনতো বলেননি। অতএব সে ব্যক্তির নামাজ অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে তাকে পুনরায় নামাজ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তার নামাজ বাতিল হওয়ার কারণে তাকে পুনরায় নামাজ পড়তে নির্দেশ দেননি।

তবে তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, হুযূর ﷺ -এর উক্ত বক্তব্যের মর্মার্থ হলো, তুমি যদি تَعْدِيْل পরিপূর্ণভাবে আদায় করো, তাহলে তোমার নামাজ পূর্ণাঙ্গ হবে। আর تَعْدِيْل اَرْكَانْ-এর মধ্যে যে পরিমাণ কম করবে তোমার নামাজও সে পরিমাণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর تَعْدِيْل اَرْكَانْ যদি একেবারেই ছেড়ে দেয়, তাহলে নামাজই হবে না।

তবে উক্ত স্থানে প্রশ্ন হতে পারে যে, قَوْمَهْ ও جَلْسَهْ ইত্যাদি রোকনগুলো লক্ষ্যবস্তু নয়; বরং রুকু ও সিজদা এবং দু'সিজদার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এগুলোকে রাখা হয়েছে। সুতরাং এগুলো নামাজের স্বতন্ত্র কোনো আমল নয়। তার উত্তরে বলা হবে যে, এগুলোর স্বতন্ত্র তথা পৃথক আমল হওয়া হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হওয়া বিদ্যমান রয়েছে। আর হাদীসের মোকাবেলায় এটা শুধুমাত্র একটি অনুমান, যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ هُوَ الْاِنْحِنَاءُ عَنِ الْقِيَامِ وَالسُّجُوْدَ هُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ وَالْخَاصُّ لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ الْحَدِيْثَ لَحِقَ بَيَانًا لِلنَّصِّ الْمُطْلَقِ فَلَايَكُوْنُ اِلَّا نَسْخًا وَهُوَ لَايَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَيَنْبَغِيْ اَنْ تُرَاعِيَ مَنْزِلَةَ كُلٍّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُوْنُ فَرْضًا لِاَنَّهُ قَطْعِيٌّ وَمَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُوْنُ وَاجِبًا لِاَنَّهُ ظَنِّيٌّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا خَاصٌّ আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا -এর মধ্যস্থিত رُكُوْعٌ ও سِجْدَةٌ এ শব্দ দু'টি خَاصٌّ জাতীয় শব্দ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ যাকে কোনো নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে لِاَنَّ الرُّكُوْعَ هُوَ الْاِنْحِنَاءُ কেননা رُكُوْعٌ -এর অর্থ মস্তক অবনমিত করা عَنِ الْقِيَامِ দাঁড়ানো অবস্থা হতে وَالسُّجُوْدُ هُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ এবং سِجْدَةٌ -এর অর্থ– মাটির উপর কপাল স্থাপন করা وَالْخَاصُّ لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ যেহেতু خَاصٌّ কোনো প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না حَتّٰى يُقَالَ সেহেতু এরূপ বলার অবকাশ নেই যে, اِنَّ الْحَدِيْثَ لَحِقَ بَيَانًا হাদীসটি ব্যাখ্যা হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে لِلنَّصِّ الْمُطْلَقِ কুরআনের সাধারণ শব্দের জন্য فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا نَسْخًا অপর দিকে হাদীসটিকে نَاسِخٌ বা রহিতকারীও বলা যাবে না وَهُوَ لَايَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ কেননা خَبَرُ وَاحِدٌ দ্বারা نَسْخٌ বা রহিতকরণ জায়েজ নেই فَيَنْبَغِيْ অতএব, বাঞ্ছনীয় হবে اَنْ تُرَاعِيَ বিবেচনা করা مَنْزِلَةَ كُلٍّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যেকটির স্ব-স্ব মর্যাদা فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ সুতরাং কিতাবুল্লাহ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে يَكُوْنُ فَرْضًا তা ফরজ বলে গণ্য হবে لِاَنَّهُ قَطْعِيٌّ কারণ তা অকাট্য وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ আর সুন্নতের দ্বারা যা সাব্যস্ত রয়েছে يَكُوْنُ وَاجِبًا তা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে لِاَنَّهُ ظَنِّيٌّ কারণ তা সন্দেহজনক।

সরল অনুবাদ : আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا-এর মধ্যস্থিত رُكُوْعٌ ও سِجْدَةٌ এ শব্দ দু'টি خَاصٌّ জাতীয় শব্দ, যাকে কোনো নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। কেননা رُكُوْعٌ-এর অর্থ–দাঁড়ানো অবস্থা হতে মস্তক অবনমিত করা এবং سِجْدَةٌ-এর অর্থ–মাটির উপর কপাল স্থাপন করা। যেহেতু خَاصٌّ কোনো প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না, সেহেতু এরূপ বলার অবকাশ নেই যে, হাদীসটি কুরআনের نَصٌّ مُطْلَقٌ বা সাধারণ শব্দের জন্য ব্যাখ্যা হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। অপর দিকে হাদীসটিকে نَاسِخٌ বা রহিতকারীও বলা যাবে না। কেননা خَبَرُ وَاحِدٌ দ্বারা نَسْخٌ বা রহিতকরণ জায়েজ নেই। অতএব কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যেকটির স্ব-স্ব মর্যাদা বিবেচনা করাই হবে বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কিতাবুল্লাহ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তা ফরজ বলে গণ্য হবে, কারণ তা অকাট্য। আর সুন্নতের দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে তা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। কারণ তা ظَنِّيٌّ বা সন্দেহ জনক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَايَكُوْنُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে تَعْدِيْلٌ এবং جَلْسَةٌ ও قَوْمَةٌ-এর ব্যাপারকে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ হাদীসটি যেহেতু مُطْلَقٌ نَصٌّ-এর জন্য بَيَانٌ (ব্যাখ্যা) হতে পারে না। সেহেতু এটা مُطْلَقٌ نَصٌّ-এর জন্য نَاسِخٌ (রহিতকারী)ই হবে। অথচ হাদীসটি خَبَرُ وَاحِدٌ আর خَبَرُ وَاحِدٌ-কে خَبَرُ وَاحِدٌ দ্বারা نَسْخٌ (রহিতকরণ) জায়েজ নেই। কেননা خَبَرُ وَاحِدٌ হলো ظَنِّيٌّ অপর দিকে نَصٌّ হলো قَطْعِي বা অকাট্য, সুতরাং কুরআন হাদীস উভয়ের উপর আমল করাই আমাদের কর্তব্য। অতএব কিতাবুল্লাহ দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, রুকু ও সিজদা ফরজ। আর সুন্নতে রাসূল দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, রুকু ও সিজদার মধ্যে তা'দীল এবং قَوْمَةٌ ও جَلْسَةٌ সব ওয়াজিব। 'শরহে মুনিয়া' গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা হালবী (র.) এ রূপই বর্ণনা করেছেন।

তবে এই বলে উপরোক্ত অভিমত কে খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, نَصٌّ টি مُطْلَقٌ নয়; বরং তা مُجْمَلٌ কেননা কেবলা ব্যতিরেকে অপর দিকে মুখ করে অথবা অজুবিহীন অবস্থায় জমির উপর সিজদাকারীকে শরিয়ত সিজদা হিসেবে গণ্য করে না। অতএব হাদীসটি مُجْمَلٌ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর خَبَرُ وَاحِدٌ মুজমাল نَصٌّ-এর بَيَانٌ হতে পারে। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, نَصٌّ টি مُطْلَقٌ তাহলেও হাদীসটিকে خَبَرُ وَاحِدٌ হিসেবে গণ্য করা হবে না; বরং তা হলো خَبَرُ مَشْهُوْرٌ কেননা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার নিকট তা مَشْهُوْرٌ বা ব্যাপকভাবে গ্রহণ যোগ্য হয়েছে। যেহেতু হাদীস বিশারদগণ তাকে অধিক সনদে বর্ণনা করেছেন। আর সুতরাং خَبَرُ مَشْهُوْرٌ দ্বারা কিতাবুল্লাহকে রহিতকরণ বা তার সাথে সংযোজন করা জায়েজ।

وَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالتَّرْتِيْبِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالنِّيَّةِ فِيْ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ هٰذَا تَفْرِيْعٌ ثَانٍ عَلَيْهِ وَ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ فَلَا يَجُوْزُ يَعْنِيْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ كَمَا شَرَطَهٗ مَالِكٌ (رحـ) وَشَرْطُ التَّرْتِيْبِ وَالنِّيَّةِ كَمَا شَرَطَهُمَا الشَّافِعِيُّ (رحـ) وَشَرْطُ التَّسْمِيَةِ كَمَا شَرَطَهٗ اَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ فِيْ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ (الاية) وَبَيَانُ ذٰلِكَ اَنَّ مَالِكًا (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّ الْوَلَاءَ فَرْضٌ فِى الْوُضُوْءِ وَهُوَ اَنْ يَغْسِلَ اَعْضَاءَهٗ فِى الْوُضُوْءِ مُتَتَابِعًا مُتَوَالِيًا بِحَيْثُ لَمْ يَجِفَّ الْعُضْوُ الْاَوَّلُ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ التَّسْمِيَةَ فَرْضٌ فِى الْوُضُوْءِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّ التَّرْتِيْبَ وَالنِّيَّةَ فِى الْوُضُوْءِ فَرْضٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ امْرِءٍ حَتّٰى يَضَعَ الطَّهُوْرَ فِيْ مَوَاضِعِهٖ فَيَغْسِلُ وَجْهَهٗ ثُمَّ يَدَيْهِ الْحَدِيْث وَلِقَوْلِهٖ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا عَمَلٌ فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِ النِّيَّةِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَطَلَ আর বাতিল বলে গণ্য হবে شَرْطُ الْوَلَاءِ পর পর ধৌত করার শর্ত وَالتَّرْتِيْبِ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা وَالتَّسْمِيَةِ বিসমিল্লাহ পড়া وَالنِّيَّةِ এবং নিয়ত করার শর্ত আরোপ করা فِيْ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ অজু সংক্রান্ত আয়াতে هٰذَا এটা خَاصّ -এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে দ্বিতীয় শাখা মাসআলা تَفْرِيْعٌ ثَانٍ عَلَيْهِ এবং وَعَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ فَلَا يَجُوْزُ পূর্বোক্ত فَلَا يَجُوْزُ -এর উপর عَطْفٌ হয়েছে يَعْنِيْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ অর্থাৎ خَاصّ যখন কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না فَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ তখন অজুর মধ্যে পর পর ধৌত করার শর্তারোপ করা বাতিল বলে গণ্য হবে كَمَا شَرَطَهٗ مَالِكٌ যেমনটি ইমাম মালিক (র.) শর্ত করেছেন وَشَرْطُ التَّرْتِيْبِ وَالنِّيَّةِ এমনিভাবে অজুর মধ্যে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা ও নিয়ত-এর শর্তারোপ করা (বাতিল বলে গণ্য হবে) كَمَا شَرَطَهُمَا الشَّافِعِيُّ যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) করেছেন وَشَرْطُ التَّسْمِيَةِ আবার অজুর মধ্যে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার শর্তারোপ করা (বাতিল বলে গণ্য হবে) كَمَا شَرَطَهٗ اَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ যেমনটি যাহের পন্থী আলিমগণ করেছেন- فِيْ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ অজুর আয়াতে وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ আর অজুর আয়াত এই فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ - وَبَيَانُ ذٰلِكَ উক্ত মত পার্থক্যের বিবরণ হলো- اَنَّ مَالِكًا يَقُوْلُ الخ ইমাম মালেক (র.) বলেন اِنَّ الْوَلَاءَ فَرْضٌ পরপর ধৌত করা ফরজ فِى الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে وَهُوَ اَنْ يَغْسِلَ اَعْضَاءَهٗ আর وَلَاءٌ হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে ধৌত করবে فِى الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে مُتَتَابِعًا পরপর مُتَوَالِيًا ও সঙ্গে সঙ্গে একটির পর আরেকটি بِحَيْثُ لَمْ يَجِفَّ الْعُضْوُ الْاَوَّلُ এমনভাবে যেন প্রথম অঙ্গটি শুকিয়ে না যায় لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিয়মিত এটার উপর আমল করাকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন وَاَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ يَقُوْلُوْنَ আর যাহের পন্থী আ-লিমগণ বলেন যে, اَنَّ التَّسْمِيَةَ فَرْضٌ فِى الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরজ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ তাঁরা দলিল হিসেবে لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ এ হাদীসটি পেশ করেন وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يَقُوْلُ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন اِنَّ التَّرْتِيْبَ وَالنِّيَّةَ فِى الْوُضُوْءِ فَرْضٌ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও নিয়ত করা অজুর মধ্যে ফরজ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ امْرِءٍ حَتّٰى يَضَعَ الطَّهُوْرَ فِيْ مَوَاضِعِهٖ কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তি নামাজ কবুল করবেন না যতক্ষণ, পবিত্রতা তার যথা স্থানে না রাখে, فَيَغْسِلُ وَجْهَهٗ ثُمَّ يَدَيْهِ الْحَدِيْث তথা প্রথমে চেহারা তারপর হস্তদ্বয় ধৌত করে, অতঃপর মাথা মাসেহ করে এবং সর্বশেষে পদযুগল ধৌত করে, وَلِقَوْلِهٖ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অনুরূপ রাসূল ﷺ-এর বাণী- "সকল কাজ শুদ্ধ হওয়া না হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا عَمَلٌ আর অজুও যেহেতু একটি আমল فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِ النِّيَّةِ সুতরাং নিয়ত ব্যতীত অজু শুদ্ধ হবে না।

সরল অনুবাদ : আর অজু সংক্রান্ত আয়াতে পরপর ধৌত করা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, বিসমিল্লাহ পড়া এবং নিয়ত করার শর্ত আরোপ করা বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা خَاصّ-এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে দ্বিতীয় শাখা মাসআলা এবং পূর্বোক্ত فَلَايَجُوْزُ-এর উপর عَطْف হয়েছে। অর্থাৎ خَاصّ যখন কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না তখন অজুর মধ্যে পর পর ধৌত করার শর্তারোপ করা, যেমনটি ইমাম মালিক (র.) করেছেন। এমনিভাবে অজুর মধ্যে ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা ও নিয়ত-এর শর্তারোপ করা, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) করেছেন। আবার অজুর মধ্যে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার শর্তারোপ করা,

যেমনটি যাহের পন্থী আলিমগণ করেছেন। অজুর আয়াতে এ সব শর্তারোপ বাতিল বলে গণ্য হবে। আর অজুর আয়াত এই– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

উক্ত মতপার্থক্যের বিবরণ হলো, ইমাম মালেক (র.) বলেন, অজুর মধ্যে পরপর ধৌত করা ফরজ। আর وَلَاءُ হলো, অজু সম্পন্নকারী অজু করার সময় আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে পরপর ও সঙ্গে সঙ্গে একটির পর আরেকটি এমনভাবে ধৌত করবে যে, প্রথম অঙ্গটি যেন শুকিয়ে না যায়। তিনি নবী কারীম ﷺ-এর নিয়মিত এটার উপর আমল করাকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। আর যাহের পন্থী আলিমগণ বলেন যে, অজুর মধ্যে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা ফরজ। তাঁরা দলিল হিসেবে لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ এ হাদীসটি পেশ করেন। প্রথম হাদীস لَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ امْرِءٍ حَتّٰى يَضَعَ الطَّهُوْرَ فِيْ مَوَاضِعِهٖ فَيَغْسِلُ وَجْهَهٗ ثُمَّ يَدَيْهِ (الحديث) দ্বিতীয় হাদীস– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ প্রথম হাদীসে ثُمَّ শব্দটি রয়েছে, যা দ্বারা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরজ বলে অনুমিত হয়। আর দ্বিতীয় হাদীসে عَمَلٌ-এর উল্লেখ রয়েছে। আর অজুও যেহেতু একটি আমল। সুতরাং আমলের শুদ্ধতা যেমন নিয়তের উপর নির্ভরশীল, তেমনি অজুর শুদ্ধতাও নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে। সুতরাং অজুর মধ্যে নিয়ত করা ফরজ, কাজেই নিয়ত ব্যতীত অজু শুদ্ধ হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَفْرِيْعٌ ثَانٍ عَلَيْهِ-এর আলোচনা : এ উক্তিটির মধ্যে عَلَيْهِ-এর "ه" যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো পূর্বোক্ত حُكْمُ الْخَاصِّ শব্দটি। অর্থাৎ খাসের ২য় হুকুমের উপর ভিত্তি করে بَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ الخ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাসঙ্গিক মাসআলার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

□ **بَيَانُ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ অজুর আয়াতের বর্ণনা :** আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মায়িদার ৬নং আয়াতে অজুর পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজ পড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ কর, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তযুগল কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। আর তোমাদের পা মাসাহ কর এবং তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।

এ আয়াতে অজুর ফরজ হিসেবে ৪টি কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো– ১. মুখমণ্ডল, ২. হস্তযুগল, ৩. পদদ্বয় ধৌত করা এবং ৪. মাথা মাসাহ করা। এছাড়া অজুতে অন্যকোনো ফরজ ও ওয়াজিব কাজ নেই। এটাই হানাফী আলিমগণের সিদ্ধান্ত।

□ **بَيَانُ الْمَسْئَلَةِ মাসআলার বিবরণ :** খাসের হুকুমের উপর ভিত্তি করে মতানৈক্যপূর্ণ সাতটি শাখা মাসআলার দ্বিতীয়টি এই যে, যেহেতু অজুর মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র চারটি ফরজের কথা বলা হয়েছে, সেহেতু اَلتَّرْتِيْبُ ، اَلتَّسْمِيَةُ ، اَلْوَلَاءُ ، اَلنِّيَّةُ পরপর ধৌত করা, বিসমিল্লাহ পড়া, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও নিয়ত করা ফরজ নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ এগুলোকেও ফরজ বলে থাকেন। নিম্নে দলিলসহ তাঁদের মতামত আলোচনা করা হলো–

১. ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত : ইমাম মালিক (র.) বলেন যে, অজুর মধ্যে বর্ণিত ফরজ চতুষ্টয়ের সাথে সাথে وَلَاءُ (পরপর ধৌত করা)ও ফরজ। وَلَاءُ হচ্ছে বিরতিহীনভাবে উপর্যুপরি অঙ্গগুলো ধৌত করা, যাতে একটি অঙ্গ ধৌত করার আগে আরেকটি বিধৌত অঙ্গ শুকিয়ে না যায়। তিনি দলিল হিসেবে বলেন যে, রাসূল ﷺ সর্বদা এর কাজ করেছেন। আর مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ উম্মতের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে।

২. اَصْحَابُ ظَوَاهِرَ-এর অভিমত : ভাষ্যসমূহের বাহ্যিক গ্রহণকারীগণ বলেন যে, অজুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়া ফরজ। কেননা, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, অজুতে تَرْتِيْبُ وَنِيَّةُ তথা ধারাবাহিকভাবে অজুর কার্যাবলি সম্পাদন করা ও নিয়্যত করা উভয়টি ফরজ। সুতরাং মুখমণ্ডল ধৌত করার আগে হস্তযুগল ধৌত করলে এবং নিয়ত না করলে অজু শুদ্ধ হবে না। তিনি দলিল হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীস দু'টি পেশ করেন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ امْرِءٍ حَتّٰى يَضَعَ الطَّهُوْرَ فِيْ مَوَاضِعِهٖ فَيَغْسِلُ وَجْهَهٗ ثُمَّ يَدَيْهِ –
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

উপরিউক্ত হাদীস দু'টোর প্রথমটিতে ثُمَّ (অতঃপর) অব্যয়টি ধারাবাহিকতার প্রতি নির্দেশ করে থাকে। আর দ্বিতীয় হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে– اِنَّمَا صِحَّةُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ আমলের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর অজুও এক প্রকার আমল, তাই তা সহীহ হওয়াও নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

৪. আহনাফের অভিমত : আহনাফের মতে, অজুতে এর কোনো একটি ফরজ নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অজুর ব্যাপারে فَاغْسِلُوْا ও وَامْسَحُوْا এ দু'টি নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তিনটি অঙ্গ-ধৌত করার ও মাথা মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। আর غُسْلٌ ও مَسْحٌ শব্দদ্বয় خَاصٌ শব্দ। কেননা, غُسْلٌ শব্দের অর্থ– পানি প্রবাহিত করা, আর مَسْحٌ শব্দের অর্থ– ভিজা হাত পৌঁছানো।

যেহেতু খাস সুস্পষ্ট হবার কারণে অন্য কোনো ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না, সেহেতু خَبَرُ وَاحِدٍ দ্বারা تَسْمِيَةٌ ، تَرْتِيْبٌ ، وَلَاءٌ ও نِيَّةٌ-কে অজুর মধ্যে ফরজ হিসেবে শর্তারোপ করা যাবে না। তদুপরি قَطْعِيٌّ-কে ظَنِّيٌّ দ্বারা ব্যাখ্যা দেওয়া জায়েজ নেই। যদি তা করা হয়, তাহলে خَبَرُ وَاحِدٍ দ্বারা كِتَابُ اللّٰهِ-কে রহিতকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তবে কুরআন ও خَبَرْ وَاحِدْ -এর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনে বলা যায় যে, কুরআন দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তা ফরজ, আর خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তা وَاجِبْ। তবে অজু যেহেতু عِبَادَتْ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٌ সেহেতু ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাতে কোনো وَاجِبْ নেই। তাই আমরা نِيَّةٌ ও تَسْمِيَةٌ ، تَرْتِيْبُ ، وِلَاءٌ কে অজুর মধ্যে সুন্নত বলে থাকি।

❒ আহনাফের পক্ষ থেকে বিরোধীগণের দলিলের প্রত্যুত্তর :

১. ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ ﷺ দ্বারা وُجُوْبُ বুঝা যায়, এ কথাটি সত্য নয়। কেননা, রাসূল ﷺ তো সর্বদা اِعْتِكَافْ করেছেন, অথচ তা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। তবে রাসূল ﷺ -এর مُوَاظَبَةٌ-এর সাথে যদি উক্ত কর্মকে রাসূল ﷺ কখনো ছেড়ে দেওয়াকে অনুমোদন না করেন, তাহলে উক্ত مُوَاظَبَةٌ (সর্বদা পালন) দ্বারা وُجُوْبُ সাব্যস্ত হবে।

২. আসহাবে যাওয়াহেরের পেশকৃত হাদীসের জওয়াবে বলা যায় যে, (ক) لَا وَضُوْءَ দ্বারা মূল অজুর নফী করা হয়নি; বরং পূর্ণতার নফী ও ছাওয়াব কম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (খ) এ হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে, (গ) অন্যদিকে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَمْ يَطْهُرْ اِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ -

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, বিসমিল্লাহ না পড়লেও অজু সহীহ হবে।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক প্রদত্ত প্রথম হাদীস (لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ امْرِءٍ) -এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের নিকট মতানৈক্য রয়েছে। অপরদিকে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ فَلَمَّا ذَكَرَ مَسَحَ وَقَالَ يَكْفِيْ هٰذَا অর্থাৎ একবার অজু করার সময় রাসূল ﷺ মাথা মাসাহ করতে ভুলে গেলেন। অজু শেষে স্মরণ হলে হাতের তালুর ভিজা অংশ দিয়ে মাথা মাসেহ করে নিলেন এবং বললেন, এটা যথেষ্ট। সুতরাং বুঝা গেল যে, তারতীব ফরজ নয়।

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -এ হাদীসটির মর্মার্থ হলো- اِنَّمَا ثَوَابُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ যাবতীয় কর্মের বিনিময় নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নিয়ত ব্যতীত অজু করলে ছাওয়াব পাওয়া না গেলেও অজু সহীহ হবে। তা ছাড়া হাদীসটি عِبَادَةٌ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা বহু مباح (বৈধ) কর্ম নিয়ত ব্যতীতও শরিয়তের সমর্থিত। যেমন- তালাক, বিয়ে ইত্যাদি।

সারকথা হলো, আহনাফের মতে, عِبَادَةٌ مَقْصُوْدَةٌ তথা উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত, যেমন- নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। আর عِبَادَةٌ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ তথা উদ্দেশ্যহীন ইবাদত, যেমন অজু, গোসল ইত্যাদি নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হবে।

❒ حُكْمُ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوْءِ বা অজুর মধ্যে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান : অজুর মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ পড়ার বিধান নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম আহমদ (র.)-এর বিশুদ্ধ মতে, অজুতে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা ফরজ।

২. ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, ইচ্ছাকৃত কেউ بِسْمِ اللّٰهِ না পড়লে তার অজু হবে না; পুনরায় অজু করা লাগবে। তবে কেউ ভুলবশত না পড়লে অথবা এ সংক্রান্ত হাদীসটির মধ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে بِسْمِ اللّٰهِ ছেড়ে দিলে অজু শুদ্ধ হবে না।

৩. দাউদ যাহেরীর মতে, অজুতে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ অত্যাবশ্যকীয়। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত بِسْمِ اللّٰهِ পড়া বর্জন করলে তার অজু শুদ্ধ হবে না। لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

৪. ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, অজুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়া সুন্নত। কেননা, এ সংক্রান্ত হাদীসটি خَبَرْ وَاحِدْ আর তা দ্বারা বেশির চেয়ে বেশি সুন্নত সাব্যস্ত হতে পারে। অপরদিকে হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

❒ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এ হাদীসটির প্রেক্ষাপট : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এ হাদীসটি খবরে মাশহুর বা মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ হাদীসটির অর্থ হলো اِنَّمَا صِحَّةُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ নিশ্চয়ই যাবতীয় কর্মের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু অজুও এক প্রকারের আমল, সেহেতু তাও নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ হবে না।

হানাফীগণ বলেন যে, অজুর বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়। কেননা, আমাদেরকে আগে এ হাদীসটির شَانِ وُرُوْدْ বা প্রেক্ষাপট জানতে হবে। আর তা হলো- মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হলে কোনো কোনো সাহাবী বৈষয়িক উদ্দেশ্যে তথা বিবাহ ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। তখন মহানবী ﷺ অত্র হাদীস বলে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু তখন হিজরত করা فَرْضِ عَيْنِ হওয়া সত্ত্বেও নিয়্যতের হের-ফের যেহেতু তাদেরকে পুনঃ হিজরত করার নির্দেশ দেননি। অতএব, বুঝা গেল যে, তাদের হিজরত হয়েছে; কিন্তু তার ছওয়াব অর্জিত হয়নি। সুতরাং হাদীসটির অর্থ হলো اِنَّمَا ثَوَابُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ আমলের ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নিয়্যত ছাড়া অজু শুদ্ধ হবে, তবে ছওয়াব পাওয়া যাবে না।

অপরদিকে এ হাদীসে اَلْاَعْمَالُ শব্দ দ্বারা اَلْعِبَادَاتُ উদ্দেশ্য। কেননা, অনেক مُبَاحْ কাজ নিয়ত ছাড়াও শুদ্ধ হয়। যেমন- বিয়ে, তালাক ইত্যাদি।

قَوْلُهُ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ (ﷺ) -এর আলোচনা : এখানে (ﷺ) مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ সর্বাবস্থায় وُجُوْبُ সাব্যস্ত করে না; সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে (সর্বাবস্থায়) مُوَاظَبَتْ (সর্বদা পালন) দ্বারা وُجُوْبُ সাব্যস্ত হয় না। কেননা ই'তিকাফ হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ তথা নবী কারীম ﷺ যা সর্বদা পালন করেছেন তা দ্বারা ই'তিকাফ وُجُوْبُ হওয়া সাব্যস্ত হয় না; বরং مُوَاظَبَتْ (সর্বদা পালনীয়) হওয়া কে সাব্যস্ত করে, তবে مُوَاظَبَتْ-এর সাথে সাথে যদি উক্ত কর্মকে নবী কারীম ﷺ কখনও ছেড়ে দেওয়াকে অনুমোদন না করেন, তাহলে مُوَاظَبَتْ শব্দ দ্বারা وُجُوْبُ সাব্যস্ত হবে।

وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَنَا فِى الْوَضُوْءِ بِالْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَهُمَا خَاصَّانِ وُضِعَا لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الْاِسَالَةُ وَالْاِصَابَةُ فَاِشْتِرَاطُ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ كَمَا شَرَطَهَا الْمُخَالِفُوْنَ لَايَكُوْنُ بَيَانًا لِلْخَاصِّ لِكَوْنِهٖ بَيِّنًا بِنَفْسِهٖ فَلَايَكُوْنُ اِلَّا نَسْخًا وَهُوَ لَايَصِحُّ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ غَايَتَهٗ اَنْ تُرَاعِىَ مَنْزِلَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُوْنُ فَرْضًا وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ وَاجِبًا كَمَا فِى الصَّلٰوةِ لٰكِنْ لَاوَاجِبَ فِى الْوَضُوْءِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ كَالْفَرْضِ فِىْ حَقِّ الْعَمَلِ وَهُوَ لَايَلِيْقُ اِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الْمَقْصُوْدَةِ فَنَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوْبِ اِلَى السُّنِّيَّةِ وَقُلْنَا بِسُنِّيَّةِ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ فِى الْوَضُوْءِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ আমরা (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো- اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَنَا আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ প্রদান করেছেন فِى الْوَضُوْءِ অজুর মধ্যে بِالْغَسْلِ وَالْمَسْحِ অঙ্গসমূহ ধৌতকরণ ও মাসাহকরণ-এর وَهُمَا خَاصَّانِ সেগুলো দু'ভাগে বিভক্ত নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক শব্দ وُضِعَا لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ যেগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে وَالْاِسَالَةُ وَالْاِصَابَةُ আর তা হচ্ছে পানি প্রবাহিত করা এবং ভিজা হাত পৌঁছানো فَاِشْتِرَاطُ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ সুতরাং ঐ সমস্ত কাজকে শর্ত হিসেবে আরোপ করা كَمَا شَرَطَهَا الْمُخَالِفُوْنَ যেমনটি প্রতিপক্ষগণ করেছেন فَلَا يَكُوْنُ بَيَانًا لِلْخَاصِّ খাস-এর জন্য ব্যাখ্যা হতে পারে না لِكَوْنِهٖ بَيِّنًا بِنَفْسِهٖ কেননা, خَاصٌ নিজেই সুস্পষ্ট اِلَّا نَسْخًا অবশ্য نَسْخ হতে পারে وَهُوَ لَايَصِحُّ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ কিন্তু خَبْرِ وَاحِدْ দ্বারা نَسْخ শুদ্ধ হয় না غَايَتَهٗ মোটকথা হলো- اَنْ تُرَاعِىَ مَنْزِلَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর মধ্যে প্রত্যেকটিরই মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে- فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ সুতরাং যা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত হবে يَكُوْنُ فَرْضًا তা ফরজ وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ এবং যা সুন্নতে রাসূলুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত হবে يَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ وَاجِبًا তা ওয়াজিব হওয়া উচিত كَمَا فِى الصَّلٰوةِ যেমন- নামাজের মধ্যে তার নজির রয়েছে لٰكِنْ لَا وَاجِبَ فِى الْوَضُوْءِ بِالْاِجْمَاعِ কিন্তু অজুর মধ্যে সর্বসম্মতভাবেই কোনো ওয়াজিব নেই لِاَنَّ الْوَاجِبَ كَالْفَرْضِ কারণ ওয়াজিব ফরজের সমতুল্য فِىْ حَقِّ الْعَمَلِ আমলের ব্যাপারে وَهُوَ لَايَلِيْقُ اِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الْمَقْصُوْدَةِ আর তা ইবাদতে মাকসুদা ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে শোভা পায় না فَنَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوْبِ اِلَى السُّنِّيَّةِ সুতরাং আমরা وُجُوْب হতে سُنَّةْ-এর স্তরে নেমে আসলাম وَقُلْنَا এবং সাব্যস্ত করলাম بِسُنِّيَّةِ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ ঐ সব কাজকে সুন্নত বলে فِى الْوَضُوْءِ অজুর মধ্যে।

সরল অনুবাদ : আমরা (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অজুর মধ্যে অঙ্গসমূহ غُسْل বা ধৌতকরণ ও মাসাহকরণ-এর আদেশ প্রদান করেছেন। সেগুলো দু'ভাগে বিভক্ত خَاصٌ বা নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক শব্দ, যেগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে । আর তা হচ্ছে পানি প্রবাহিত করা এবং ভিজা হাত পৌঁছানো। সুতরাং ঐ সমস্ত কাজকে শর্ত হিসেবে আরোপ করা যেমনটি প্রতিপক্ষগণ করেছেন, আর خَاصٌ-এর জন্য ব্যাখ্যা হতে পারে না। কেননা خَاصٌ নিজেই সুস্পষ্ট। অবশ্য نَسْخ হতে পারে। কিন্তু خَبْرِ وَاحِدْ দ্বারা نَسْخ শুদ্ধ হয় না। মোট কথা হলো, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর মধ্যে হতে প্রত্যেটিরই মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং যা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত হবে, তা ফরজ এবং যা সুন্নতে রাসূলুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত হবে, তা ওয়াজিব হওয়া উচিত, যেমন নামাজের মধ্যে তার নজির রয়েছে। কিন্তু অজুর মধ্যে সর্বসম্মত ভাবেই কোনো ওয়াজিব নেই। কারণ আমলের ব্যাপারে ওয়াজিব ফরজের সমতুল্য। আর তা ইবাদতে মাকসূদা ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে শোভা পায় না। সুতরাং আমরা وُجُوْب হতে سُنَّةْ-এর স্তরে নেমে আসলাম এবং অজুর মধ্যে ঐ সব কাজকে সুন্নত বলে সাব্যস্ত করলাম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُمَا خَاصَّانِ -এর মর্মার্থ : অজুর আয়াতে বর্ণিত اَلْغَسْلُ ও اَلْمَسْحُ শব্দ দু'টি খাস শব্দ। কেনন, এগুলো একক নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে। যেমন غَسْلٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে إِسَالَةُ الْمَاءِ তথা পানি প্রবাহিত করা, আর مَسْحٌ -এর অর্থ হচ্ছে إِصَابَةُ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ তথা ভিজা হাত পৌঁছে দেওয়া। যেহেতু শব্দ দু'টি خَاصٌّ সেহেতু হাদীস দ্বারা এগুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে একই মানের হুকুম বৃদ্ধি করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ لَا يَكُوْنُ بَيَانًا لِلْخَاصِّ -এর ব্যাখ্যা : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন যে, প্রতিপক্ষ ওলামায়ে কেরামের পেশকৃত হাদীসগুলোকে পবিত্র কুরআনের خَاصٌّ শব্দের بَيَانْ تَفْسِيْر বা ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা خَاصٌّ শব্দ স্বয়ং সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে তা بَيَانْ تَفْسِيْر -এর সম্ভাবনা রাখে না।

فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا نَسْخًا -এর বিশ্লেষণ : সম্মানিত ব্যাখ্যাকার অত্র বাক্যের মাধ্যমে বলেন যে, প্রতিপক্ষ আলিমগণের উত্থাপিত হাদীসগুলোকে بَيَانْ تَفْسِيْر না ধরে نَاسِخٌ (রহিতকারী) মানতে হয়। কিন্তু خَبَرْ اٰحَادْ দ্বারা কুরআনকে রহিতকরণ শুদ্ধ হয় না। এ জন্যে এগুলোকে نَاسِخٌও মানা যায় না। যার কারণে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল উভয়ের মর্যাদা বিবেচনাপূর্বক আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অজুর মধ্যে কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কাজগুলো ফরজ এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কাজগুলো ওয়াজিব। তবে, যেহেতু অজুতে সর্বসম্মতিক্রমে কোনো وَاجِبْ নেই, সেহেতু এগুলো সুন্নতের মর্যাদা পাবে।

قَوْلُهُ لٰكِنْ لَا وَاجِبَ فِي الْوُضُوْءِ بِالْاِجْمَاعِ -এর ব্যাখ্যা : এ উক্তিটির মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, প্রথম শাখা মাসআলায় হাদীসের মাধ্যমে সাব্যস্ত تَعْدِيْل اَرْكَانْ -কে ওয়াজিব বলা হয়েছে, তাহলে এখানে وِلَاءْ، نِيَّةْ، تَرْتِيْبْ، تَسْمِيَةْ কে অজুর ওয়াজিব বলা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তা না বলে সুন্নত বলা হলো কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ইজমা করেছেন যে, অজুতে কোনো ওয়াজিব কাজ নেই। কেননা, عِبَادَةْ مَقْصُوْدَةْ -এর মধ্যেই ওয়াজিব কাজ থাকে। এ জন্যে আহনাফ نِيَّةْ، تَرْتِيْبْ، تَسْمِيَةْ، وِلَاءْ এ কাজগুলোকে অজুর ওয়াজিব না বলে সুন্নত বলে থাকেন।

قَوْلُهُ كَالْفَرْضِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে ফরজ ও ওয়াজিব সম্পর্কীয় আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলতে চেয়েছেন যে, ফরজ সম্পাদনকারী যেমনিভাবে পুণ্যের অধিকারী হবে তেমনিভাবে ওয়াজিব সম্পাদনকরীও পুণ্যর অধিকারী হবে। এবং ফরজ পরিত্যাগকারী যেমনিভাবে শাস্তির যোগ্য হয়ে থাকে, তেমনিভাবে ওয়াজিব পরিত্যগকারীও শাস্তির যোগ্য হয়ে থাকে। তবে اِعْتِقَادْ-এর ক্ষেত্রে ফরজ ও ওয়াজিব সমতুল্য নয়। কেননা ফরজকে অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যায়, কিন্তু ওয়াজিবকে অস্বীকারকারী কাফির হয় না। কেননা ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে قَطْعِيُّ الدَّلَالَتْ বা অকাট্য দলিলের দ্বারা, পক্ষান্তরে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে ظَنِّيُّ الدَّلَالَتْ বা অকাট্য নয় এমন দলিলের দ্বারা।

قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَلِيْقُ بِالْعِبَادَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার বুঝাতে চেয়েছেন যে, ওয়াজিব কেবল عِبَادَةْ مَقْصُوْدَةْ-এর জন্য প্রযোজ্য عِبَادَةْ غَيْرِ مَقْصُوْدَةْ-এর জন্য নয়। এবং ব্যাখ্যাকারের এই দাবিটি প্রশ্নাতীত নয়; বরং দলিলবিহীন একটি দাবি। কেননা এটাই যদি বাস্তব হতো তাহলে ইবনুল হুমাম (র.) অজুর মধ্যে বিসমিল্লাহ পড়াকে ওয়াজিব বলতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি হলো, বিসমিল্লাহ সম্পর্কিত হাদীসটির ضَعِيْفْ বা দুর্বলতাটা রাবী পাপাচারী হওয়ার কারণে নয়; বরং অধিক সংখ্যক সনদ-এর দ্বারা حَسَنْ-এর স্তরে নেমে আসার দরুন وُجُوْبْ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া বলা যায়,ব্যাখ্যাকার বলেছেন – "اِنَّ الْوَاجِبَ كَالْفَرْضِ فِيْ حَقِّ الْعَمَلِ" তথা আমলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব ফরজের সমতুল্য। সুতরাং অজু করা যখন ফরজ হিসেবে সাব্যস্ত হলো তখন ওয়াজিবের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়াতে বাধা কোথায়?

আর ব্যাখ্যাকরের উক্তি لَاوَاجِبَ فِي الْوُضُوْءِ بِالْاِجْمَاعِ অর্থাৎ ফকীহগণ সর্বসম্মতিক্রমে বলেছেন অজুর মধ্যে কোনো وَاجِبْ-এর অস্তিত্ব নেই। এ কথাটি ঠিক নয়। কেননা ইমাম আহমদ (র.) অজুর মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াকে ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেছেন। আবার কতেক ফকীহ বলে থাকেন উক্ত خَبَرْ وَاحِدْ-এর দ্বারা অজুর মধ্যে ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না; বরং সুন্নত সাব্যস্ত হবে এবং তারা তাদের মতের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করেন যে, اَصْلْ যেন تَابِعْ-এর সমকক্ষ হয়ে না পড়ে। কেননা এর দ্বারা যদি ওয়াজিবও সাব্যস্ত হয় তাহলেও নামাজ ও অজু সমকক্ষ হয়ে যাবে। যেহেতু এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, যেমন– অজুর মানত ও সূচনার দ্বারা অজু ওয়াজিব হয় না, পক্ষান্তরে এই উভয়ের দ্বারাই নামাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। আর اَصْلْ ও تَابِعْ-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হ্যাঁ, প্রতিপক্ষের উত্তরে আমরা (হানাফীগণ) বলব যে, প্রতিপক্ষের পেশকৃত সবগুলো দলিলই দুর্বল ও ক্রটিযুক্ত। তার কারণেই আমরা(হানাফীগণ) অজুর মধ্যে বিসমিল্লাহ পাঠকে ওয়াজিব বা ফরজ হিসেবে গণ্য করি না; বরং সুন্নত হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করে থাকি। কেননা ফরজ সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজন دَلِيْل قَطْعِيْ আর وَاجِبْ সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজন ক্রটিবিহীন دَلِيْل ظَنِّيْ আর তা এখানে বিদ্যমান নেই।

وَالطَّهَارَةُ فِىْ اٰيَةِ الطَّوَافِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ الْوَلَاءُ وَتَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ عَلَيْهِ اَىْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَبَطَلَ شَرْطُ الطَّهَارَةِ فِىْ اٰيَةِ الطَّوَافِ وَهِىَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَاِنَّ الشَّافِعِىَّ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّ طَوَافَ الْبَيْتِ لَايَجُوْزُ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ وَقَوْلُهُ (عـ) اَلَا لَايَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ مُحْدِثٌ وَلَا عُرْيَانٌ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ الطَّوَافَ لَفْظٌ خَاصٌّ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمٌ وَهُوَ الدَّوْرَانُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِيْهِ لَايَكُوْنُ بَيَانًا لَهُ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ بَلْ يَكُوْنُ نَسْخًا وَهُوَ لَايَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ غَايَتُهَا اَنْ تَكُوْنَ وَاجِبَةً يَنْقُصُ بِتَرْكِهَا الطَّوَافُ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ فِىْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَبِالصَّدَقَةِ فِىْ غَيْرِهِ وَاَمَّا زِيَادَةُ كَوْنِهِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ وَهِىَ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ –

শাব্দিক অনুবাদ : وَالطَّهَارَةُ আর পবিত্রতার শর্তও বাতিল হয়ে যাবে فِىْ اٰيَةِ الطَّوَافِ তওয়াফের আয়াতে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ الْوَلَاءُ এটা اَلْوَلَاءُ -এর উপর عَطْفٌ হয়েছে وَتَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ عَلَيْهِ এবং خَاصٌ -এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে তৃতীয় প্রশাখা জাতীয় মাসআলা اَىْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ অর্থাৎ خَاصٌ যখন নিজেই সুস্পষ্ট অর্থবোধক لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ এবং ব্যাখ্যার কোনো সম্ভাবনা রাখে না فَبَطَلَ شَرْطُ الطَّهَارَةِ তখন পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা বাতিল বলে গণ্য হবে فِىْ اٰيَةِ الطَّوَافِ তাওয়াফের আয়াতে وَهِىَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ তওয়াফের আয়াতটি হলো– وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (তারা যেন পবিত্র ও প্রাচীনতম ঘর কা'বা শরীফের তওয়াফ করে) فَاِنَّ الشَّافِعِىَّ يَقُوْلُ এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য হলো– اِنَّ طَوَافَ الْبَيْتِ لَايَجُوْزُ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ অপবিত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ জায়েজ নয় لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ নামাজ সাদৃশ্য وَقَوْلُهُ عـ اَلَا لَايَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ مُحْدِثٌ وَلَاعُرْيَانٌ নবী করীম ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন, "খবরদার! কেউ যেন উলঙ্গ ও বেঅজু অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ না করে وَنَحْنُ نَقُوْلُ আমাদের (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো– اِنَّ الطَّوَافَ لَفْظٌ خَاصٌّ তওয়াফ একটি خَاصٌ জাতীয় শব্দ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمٌ যার অর্থ সুনির্দিষ্ট وَهُوَ الدَّوْرَانُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ আর তা হলো বায়তুল্লাহ শরীফের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করা فَاشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِيْهِ সুতরাং তাতে পবিত্রতার শর্তারোপ করা لَايَكُوْنُ بَيَانًا لَهُ তার জন্য ব্যাখ্যা হতে পারে না لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ কারণ তা নিজেই সুস্পষ্ট بَلْ يَكُوْنُ نَسْخًا বরং এটা نَسْخٌ বৈ আর কিছুই নয় وَهُوَ لَايَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ কিন্তু خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা نَسْخٌ জায়েজ হয় না غَايَتُهَا মোটকথা হলো اَنْ تَكُوْنَ وَاجِبَةً পবিত্রতা বড়জোর ওয়াজিব হবে يَنْقُصُ بِتَرْكِهَا الطَّوَافُ তা পরিত্যাগ করলে তওয়াফ সম্পূর্ণ হবে না فَيُجْبَرُ সুতরাং ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে بِالدَّمِ দম দ্বারা فِىْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ তওয়াফে যিয়ারত-এ وَبِالصَّدَقَةِ এবং 'সদকা' দ্বারা فِىْ غَيْرِهِ অন্যান্য তওয়াফে وَاَمَّا زِيَادَةُ كَوْنِهِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ আর তওয়াফের ক্ষেত্রে সাত চক্করের যে শর্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে وَابْتِدَاؤُهُ এবং তওয়াফ শুরু করার যে শর্তারোপ করা হয়েছে مِنَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ হাজরে আসওয়াদ হতে فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ তা خَبَرْ مَشْهُوْر দ্বারা প্রমাণিত وَهِىَ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ আর خَبَرْ مَشْهُوْر দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধিকরণ সর্বসম্মতভাবেই জায়েজ আছে।

সরল অনুবাদ : আর তওয়াফের আয়াতে পবিত্রতার শর্তও বাতিল হয়ে যাবে। এটা اَلْوَلَاءُ -এর উপর عَطْفٌ হয়েছে। এবং خَاصٌّ-এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে তৃতীয় প্রশাখা জাতীয় মাসআলা। অর্থাৎ خَاصٌّ যখন নিজেই সুস্পষ্ট অর্থবোধক এবং ব্যাখ্যার কোনো সম্ভাবনা রাখে না, তখন তওয়াফের আয়াতে পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা বাতিল বলে গণ্য হবে। তওয়াফের আয়াতটি হলো— وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ "তারা যেন পবিত্র ও প্রাচীনতম ঘর কা'বা শরীফের তওয়াফ করে।" এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য হলো, অপবিত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ জায়েজ নয়। কারণ নবী কারীম ﷺ বলেছেন– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ 'বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ নামাজ সাদৃশ্য।' আর নামাজে

পবিত্রতা পূর্বশর্ত। সুতরাং বিনা পবিত্রতায় তওয়াফ জায়েজ হবে না। নবী কারীম ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন— أَلَا لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ مُحْدِثٌ وَلَا عُرْيَانٌ "খবরদার! কেউ যেন উলঙ্গ ও বেঅজু অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ না করে।" এ হাদীসেও অত্যন্ত তাকিদ সহকারে বলা হয়েছে যে, তওয়াফের জন্য পবিত্রতা জরুরি । আমাদের (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো, طَوَاف একটি خَاص জাতীয় শব্দ যার অর্থ সুনির্দিষ্ট, আর তা হলো বায়তুল্লাহ শরীফের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করা। সুতরাং তাতে পবিত্রতার শর্তারোপ করা তার জন্য ব্যাখ্যা হতে পারে না। কারণ তা নিজেই সুস্পষ্ট। বরং এটা نَسْخ বৈ আর কিছুই নয়। কিন্তু خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা نَسْخ জায়েজ হয় না। মোট কথা হলো, পবিত্রতা বড়জোর ওয়াজিব হবে, তা পরিত্যাগ করলে তওয়াফ সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং তওয়াফে যিয়ারত-এ 'দম' দ্বারা এবং অন্যান্য তওয়াফে 'সদকা' দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। আর তওয়াফের ক্ষেত্রে সাত চক্করের যে শর্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং হাজরে আসওয়াদ হতে তওয়াফ শুরু করার যে শর্তারোপ করা হয়েছে, তা خَبَرْ مَشْهُوْر দ্বারা প্রমাণিত আর خَبَرْ مَشْهُوْر দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধিকরণ সর্বসম্মতভাবেই জায়েজ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَفْرِيعٌ ثَالِثٌ عَلَيْهِ **-এর আলোচনা :** এ উক্তিতে عَلَيْهِ শব্দের মধ্যস্থিত "ه" যমীরের مَرْجِعْ হলো حُكْمُ الْخَاصِّ অর্থাৎ তওয়াফের মধ্যে অজুর শর্তারোপ বিতর্কিত মাসআলাটি খাসের তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে প্রাসঙ্গিক তৃতীয় মাসআলা।

قَوْلُهُ الْعَتِيْقُ **-এর আলোচনা :** عَتِيْقٌ শব্দটি عِتَاقَةٌ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর সীগাহ। বাবে كَرُمَ-এর অর্থ– প্রাচীন বস্তু, সম্মানিত বস্তু। সুতরাং اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ-এর অর্থ হবে– প্রাচীনতম সম্মানার্হ্য গৃহ। কা'বা ঘরটি যেহেতু পৃথিবীর সর্বপ্রথম তৈরি ঘর এবং সর্বজন সম্মানিত গৃহ, সেহেতু একে اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ বলা হয়।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلطَّوَافُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের দ্বারা গ্রন্থকার (র.) তওয়াফ-এর জন্য طَهَارَةٌ বা পবিত্রতা শর্ত কি না? সে ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আর এ মাসআলার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মতভেদ রয়েছে , এবং তাতে প্রশিদ্ধ দু'টি অভিমত পাওয়া যায়—

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) অভিমত ব্যাক্ত করেন যে, طَوَافٌ-এর জন্য طَهَارَةٌ বা পবিত্রতা শর্ত ফরজ।

২. ওলামায়ে আহনাফের মতে طَوَافٌ-এর জন্য طَهَارَةٌ বা পবিত্রতার শর্ত ফরজ নয়।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর অভিমতের পক্ষে দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেন—

১. "أَلَا لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ مُحْدِثٌ وَلَا عُرْيَانٌ" অর্থাৎ খবরদার! কেউ যেন طَهَارَةٌ বা পবিত্রতা ব্যতিরেকে طَوَاف না করে।

২. তা ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম ﷺ বলেছেন— "اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ" অর্থাৎ বায়তুল্লাহর তওয়াফ নামাজের সমতুল্য। তবে তোমরা তওয়াফের সময় কথাবার্তা বলতে পারবে। কিন্তু অশ্লীল কথাবার্তা বলতে পারবে না।–তিরমিযী। সুতরাং তওয়াফ যেহেতু নামাজের সমতুল্য, সেহেতু নামাজের ন্যায় তওয়াফের মধ্যেও طَهَارَتْ বা পবিত্রতা শর্ত হবে।

ওলামায়ে আহনাফ বলেন, طَوَافٌ-এর মধ্যে طَهَارَةٌ বা পবিত্রতার শর্ত ফরজ নয় বরং ওয়াজিব। কেননা পবিত্রতার শর্তটা خَبَرْ وَاحِدْ অর্থাৎ دَلِيْلٌ ظَنِّيٌّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তরে ওলামায়ে আহনাফগণ বলেন, ১. কুরআনের আয়াতে শুধু طَوَافٌ-এর কথা বলা হয়েছে طَهَارَةٌ-এর কথা বলা হয়নি। সুতরাং خَبَرْ وَاحِدْ-এর দ্বারা কুরআনের উপর বৃদ্ধি করা তথা طَهَارَتٌ-এর শর্তারোপ করা জায়েজ হবে না।

২. তা ছাড়া শেষের হাদীসটি হুবহু تَشْبِيْه বা সামঞ্জস্যতা পূর্ণ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে طَوَافٌ-এর মধ্যে রুকু-সিজদা নেই। সুতরাং مُشَبَّهٌ بِهٖ-এর সবকিছু مُشَبَّهٌ-এর মধ্যে পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়। অতএব হাদীসদ্বয়ের উহ্য ইবারত এরূপ হবে— "اَلطَّوَافُ مِثْلُ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوَابِ" অর্থাৎ পুণ্য লাভের ক্ষেত্রে طَوَاف নামাজের ন্যায়। তথা নামাজে যেমনটি ছওয়াব হয় তেমনি طَوَافٌ -এও ছওয়াব হবে।

৩. প্রথমোক্ত হাদীসের উত্তরে এটাও বলা যায় যে, উক্ত হাদীসে মাকরূহে তাহরীমী হওয়াকে বুঝানো হয়েছে সুতরাং কারাহাতের সাথে তওয়াফ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।– (শরহে মুখতাসারুল মানার)

قَوْلُهُ فَيُجْبَرُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) حَدَثْ বা جَنَابَتْ অবস্থায় طَوَافْ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না? সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

* প্রকাশ থাকে যে, মক্কায় সর্বপ্রথম প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করাকে طَوَافُ الْقُدُوْمِ বলে। আর তা সুন্নত। সুতরাং অজু ব্যতীত طَوَافُ الْقُدُوْمِ করলে সদকা করতে হবে।

* আর جَنَابَتْ অবস্থায় করলে 'দম' (বকরি জবাই) দিতে হবে। এবং প্রত্যেক মোস্তাহাব ও সুন্নত তওয়াফের এই হুকুম।

[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ১১৩ নং পৃষ্ঠায়]

وَالتَّاوِيلُ بِالْاَطْهَارِ فِى اٰيَةِ التَّرَبُّصِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَتَفْرِيعٌ رَابِعٌ عَلَيْهِ اَىْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيِّنًا بِنَفْسِهٖ لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَبَطَلَ تَاوِيلُ الْقُرُوْءِ بِالْاَطْهَارِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ وَبَيَانُهٗ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى قُرُوْءٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَعْنَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ فَاَوَّلَهُ الشَّافِعِىُّ (رح) بِالْاَطْهَارِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ عَلٰى اَنَّ اللَّامَ لِلْوَقْتِ اَىْ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ وَهُوَ الطُّهْرُ لِاَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يُشْرَعْ اِلَّافِى الطُّهْرِ بِالْاِجْمَاعِ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَالتَّاوِيلُ بِالْاَطْهَارِ আর قُرُوْءٌ শব্দটিকে طُهْر দ্বারা تَاوِيل করাও বাতিল বলে গণ্য হবে فِىْ اٰيَةِ التَّرَبُّصِ ইদ্দত পালন সংক্রান্ত আয়াতে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ شَرْطُ الْوَلَاءِ এটাও পূর্বোক্ত اَلْوَلَاءُ শব্দের উপর عَطْف হয়েছে وَتَفْرِيعٌ رَابِعٌ عَلَيْهِ এবং خَاص -এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে চতুর্থ প্রশাখা জাতীয় মাসআলা اَىْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيِّنًا بِنَفْسِهٖ অর্থাৎ خَاص যখন স্বয়ং সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে لَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ এবং কোনো প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না فَبَطَلَ তখন (ইদ্দত সংক্রান্ত আয়াতে) বাতিল বলে পরিগণিত হবে تَاوِيلُ الْقُرُوْءِ আর قُرُوْءٌ শব্দটিকে تَاوِيل করা بِالْاَطْهَارِ তুহর দ্বারা فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ আল্লাহ তা'আলার বাণীতে يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন রুকু পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে) وَبَيَانُهٗ এটার বিস্তারিত বিরণ এই যে, اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى قُرُوْءٌ مُشْتَرَكٌ পবিত্র কুরআনে বিবৃত قُرُوْءٌ শব্দটি (আভিধানিকভাবে) মুশতারাক بَيْنَ مَعْنَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ তুহর ও হায়েজ-এর অর্থের মধ্যে فَاَوَّلَهُ الشَّافِعِىُّ بِالْاَطْهَارِ ইমাম শাফেয়ী (র.) طُهْر অর্থ গ্রহণ করেছেন بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -এর ভিত্তিতে عَلٰى اَنَّ اللَّامَ কারণ তাঁর মতে لِعِدَّتِهِنَّ -এর মধ্যস্থিত لَام বর্ণটি সময় এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে لِلْوَقْتِ اَىْ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হবে তাকে সে সময় তালাক দাও যে সময়টি হচ্ছে طُهْر -এর সময় لِاَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يُشْرَعْ اِلَّا فِى الطُّهْرِ بِالْاِجْمَاعِ কেননা, ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, তালাক طُهْر -এর অবস্থায় প্রদান করাই শরিয়তের বিধান।

<u>সরল অনুবাদ :</u> **আর ইদ্দত পালন সংক্রান্ত আয়াতে قُرُوْءٌ শব্দটিকে طُهْر দ্বারা تَاوِيل করাও বাতিল বলে গণ্য হবে।** এটাও পূর্বোক্ত اَلْوَلَاءُ শব্দের উপর عَطْف হয়েছে। এবং خَاص-এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে চতুর্থ প্রশাখা জাতীয় মাসআলা। অর্থাৎ خَاص যখন স্বয়ং সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে এবং কোনো প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না, তখন ইদ্দত সংক্রান্ত আয়াতে قُرُوْءٌ শব্দটিকে طُهْر দ্বারা تَاوِيل করা বাতিল বলে পরিগণিত হবে। ইদ্দতের আয়াতটি এই- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এটার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, পবিত্র কুরআনে বিবৃত قُرُوْءٌ শব্দটি আভিধানিক ভাবে طُهْر ও حَيْض-এর অর্থের মধ্যে مُشْتَرَكٌ। ইমাম শাফেয়ী (র.) আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ-এর ভিত্তিতে قُرُوْءٌ শব্দটিকে طُهْر অর্থে গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁর মতে لِعِدَّتِهِنَّ-এর মধ্যস্থিত لَام বর্ণটি 'সময়' -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হবে- فَطَلِّقُوْهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ আর সে সময়টি হচ্ছে طُهْر-এর সময়। কেননা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, তালাক- طُهْر-এর অবস্থায় প্রদান করাই শরিয়তের বিধান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

<u>قَوْلُهٗ تَفْرِيعٌ رَابِعٌ عَلَيْهِ</u> **-এর আলোচনা :** এখানে عَلَيْهِ -এর মধ্যকার "ه" যমীরের مَرْجِعْ হচ্ছে- حُكْمُ الْخَاصِّ অতএব এ উক্তিটির অর্থ হবে وَالتَّاوِيلُ بِالْاَطْهَارِ উক্তিটি خَاص -এর তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে চতুর্থ প্রাসঙ্গিক মাসআলা।

<u>قَوْلُهٗ اَىْ اِذَا كَانَ الْخَاصُّ الخ</u> **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের দ্বারা গ্রন্থকার (র.) خَاص শব্দের দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা বুঝাতে চেয়েছেন। আর তা হলো خَاص শব্দটি যেহেতু স্বয়ং স্পষ্ট তথা কোনোরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। তাই قُرُوْءٌ-এর দ্বারা اَطْهَارٌ-এর تَاوِيل করা বাতিলরূপে গণ্য হবে। এবং قَمَرُ الْاَقْمَارِ প্রণেতা বলেছেন, এখানে এরূপ বলা অধিক যুক্তি যুক্ত ছিল যে, اِذَاكَانَ الْخَاصُّ يَتَنَاوَلُ الْمَخْصُوْصَ قَطْعًا بَطَلَ الخ অর্থাৎ خَاص যেহেতু مَخْصُوْص-কে অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে সেহেতু উক্ত আয়াতে قُرُوْءٌ-এর দ্বারা اَطْهَارٌ -এর অর্থ গ্রহণ করার যুক্তি সঠিক হবে না। আর যদি তা না হয় তাহলে এই বক্তব্য মানহিয়্যাহ গ্রন্থ

প্রণেতার বক্তব্যের সমতুল্য হয়ে যাবে। কেননা আল-মানহিয়্যাহ প্রণেতা এই মাসআলাটিকে خَاصّ-এর হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। তা ছাড়া ব্যাখ্যাকারের পরবর্তী বক্তব্যে উল্লিখিত হুকুমের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ اَلْمُطَلَّقَاتُ الخ **-এর আলোচনা :** اَلْمُطَلَّقَاتُ শব্দের অর্থ– তালাকপ্রাপ্তা রমণীগণ। ইসলামি শরিয়তের অন্যতম বিধান হচ্ছে– তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। একে ফিক্‌হের পরিভাষায় عِدَّتْ বলা হয়। এ ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। ইদ্দত শেষে সে দ্বিতীয় স্বামীকে ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পারবে। যেহেতু তালাকপ্রাপ্তা নারীগণের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে, সেহেতু তাদের ইদ্দতও বিভিন্ন রকম নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন–

১. সহবাসকৃতা তালাকপ্রাপ্তা হায়েযা নারী গর্ভবতী না হলে তিন قُرُوْءْ পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

২. সহবাসকৃতা বা নির্জন সাক্ষাৎকৃতা না হলে কোনো عِدَّتْ পালন করতে হবে না।

৩. অপ্রাপ্তা বয়স্কা এবং ঋতু বিলুপ্তা (اٰيِسَةْ) মহিলার ইদ্দত তিন মাস।

৪. গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা নারীর গর্ভ প্রসব না করা পর্যন্ত।

৫. স্বামী মৃত্যুবরণ করলে উক্ত নারীর ইদ্দত চার মাস দশ দিন।

উল্লেখ্য যে, এখানে وَالْمُطَلَّقَاتُ দ্বারা ১ম শ্রেণীর নারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ (مُطَلَّقَةٌ مَدْخُوْلٌ بِهَا حَائِضَةٌ غَيْرُ حَامِلَةْ) তালাকপ্রাপ্তা সহবাসকৃতা হায়েযা নারী যে গর্ভবতী নয়।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ الخ **-এর আলোচনা :** উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করার দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) প্রসিদ্ধ এক মতপার্থক্যর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর তা হলো ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায় যে, আয়াতে قُرُوْءْ শব্দটি দ্বারা কি طُهْر উদ্দেশ্য নাকি حَيْض উদ্দেশ্য? প্রকাশ থাকে যে, এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ দু'টি অভিমত পাওয়া যায়—

১. হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, উল্লিখিত আয়াতে قُرُوْءْ শব্দ দ্বারা حَيْض উদ্দেশ্য।

২. ওলামায়ে আহনাফগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আয়াতে قُرُوْءْ শব্দ দ্বারা حَيْض উদ্দেশ্য নয়; বরং طُهْر উদ্দেশ্য।

দলিল : ১. ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর অভিমতের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার বাণী–اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করলে তাদেরকে সে সময় তালাক দাও যে সময়কে সে ইদ্দত হিসেবে গণ্য করতে পারবে।) দ্বারা এভাবে দলিল পেশ করেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতে لِعِدَّتِهِنَّ শব্দের لَامْ টি وَقْت বা সময়ের অর্থে হবে। এবং উপরোক্ত আয়াতের উহ্য ইবারত এভাবে হবে– "فَطَلِّقُوْهُنَّ فِىْ وَقْتِ عِدَّتِهِنَّ" এবং ফকিহগণের এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, তালাক প্রদানের সময় হলো طُهْر কেননা حَيْض অবস্থায় তালাক দেওয়া বিদ'আত তথা সুন্নতের পরিপন্থি ও অপছন্দনীয়।

২. قُرُوْءْ শব্দটিকে طُهْر অর্থে ধরা হলে তা مُذَكَّرْ হবে, আর حَيْض অর্থে ধরা হলে তা مُؤَنَّثْ سَمَاعِىْ হবে। ইলমে নাহুর প্রসিদ্ধ কায়দা এই যে, তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার تَمْيِيْز টি مُذَكَّرْ হলে عَدَدْ-কে مُؤَنَّثْ ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য আয়াতে যেহেতু ثَلٰثَةْ শব্দটি مُؤَنَّثْ সেহেতু قُرُوْءْ শব্দটিকে طُهْر অর্থে প্রয়োগ করলে مُذَكَّرْ হবে। অতএব, ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ -এর অর্থ হবে– ثَلٰثَةْ اَطْهَارْ (তিন তুহর)।

[১১১ নং পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

আর তওয়াফে যিয়ারাত কুরবানির দিনে করা হয় এবং তা ফজরের পর থেকে আদায় করা যায়। এবং এটি হলো হজের একটি রোকন। সুতরাং অজু ব্যতীত কোনো ব্যক্তি তওয়াফে যিয়ারাত করলে বকরি জবাই দিতে হবে। আর জানাবত অবস্থায় طواف করলে উট জবাই দিতে হবে। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো প্রথম অবস্থায় পুনরায় طَوَافْ করা মোস্তাহাব। আর দ্বিতীয় অবস্থায় পুনারায় طواف করা ওয়াজিব। নাজাসাত হতে পবিত্রতা হাসেল করা সুন্নত ওয়াজিব নয়। নাজাসাত সহকারে তওয়াফ করা মাকরূহ। কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা এটা حَدَثْ হতে লঘু কারণ যেহেতু অতি সামান্য নাজাসাত দ্বারা নামাজ বাতিল হয় না। অথচ কখনো কখনো অতি সামান্য حَدَثْ দ্বারাও নামাজ বাতিল হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اَمَّا زِيَادَةُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থপ্রণেতা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্ন হলো হানাফী ফকীহগণ যে বলে থাকেন طَوَافْ হজরে আসওয়াদ হতে আরম্ভ করতে হবে এবং সাত চক্কর দিতে হবে এটি কি কিতাবুল্লাহর উপর অতিরিক্ত সংযোজন নয়?

প্রশ্নকারীর উত্তরে ফিকহে হানাফীগণ বলেন, সাত চক্কর ও হাজরে আসওয়াদ হতে আরম্ভ করা خَبَرِ مَشْهُوْر-এর দ্বারা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত যে, خَبَرِ مَشْهُوْر-এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরিক্ত করা বা সংযোজন করা জায়েজ।

قَوْلُهُ فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ **-এর বিশ্লেষণ :** এখানে لَعَلَّ শব্দযোগে ব্যাখ্যার প্রয়াস সম্ভবত এ কথাটির দিকে ইঙ্গিত করছে যে, حَجَرْ اَسْوَدْ থেকে তওয়াফ শুরু করার বর্ণনাটি خَبَرِ وَاحِدْ। যেমনটি কারো কারো অভিমত। সুতরাং এরূপ বলাই উত্তম যে, حَجَرْ اَسْوَدْ থেকে طَوَافْ শুরু করা এটা কোনো শর্ত নয়। এমনকি আমাদের কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, যদি কেউ حَجَرْ اَسْوَدْ ব্যতীত অন্য স্থান থেকে طَوَافْ শুরু করে, তাহলেও শুদ্ধ হবে; কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ।

وَاَوَّلَهُ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ) بِالْحَيْضِ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى ثَلٰثَةَ لِاَنَّهُ خَاصٌّ لَايَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَالطَّلَاقُ لَمْ يَشْرَعْ اِلَّا فِى الطُّهْرِ فَاِذَا طَلَّقَهَا فِى الطُّهْرِ وَكَانَتِ الْعِدَّةُ اَيْضًا هِىَ الطُّهْرُ فَلَايَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَحْتَسِبَ ذٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْعِدَّةِ اَوْ لَا فَاِنْ اِحْتَسَبَ مِنْهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِىْ (رحـ) يَكُوْنُ قَرْئَيْنِ وَبَعْضًا مِّنَ الثَّالِثِ لِاَنَّ بَعْضًا مِنْهُ قَدْمَضٰى وَاِنْ لَمْ يَحْتَسِبْ مِنْهَا وَيُوْخَذُ ثَلٰثَ اُخَرَ مَاسِوٰى هٰذَا الْقَرْءِ يَكُوْنُ ثَلٰثًا وَبَعْضًا عَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ يَبْطُلُ مُوْجِبَ الْخَاصِّ الَّذِىْ هُوَ ثَلٰثَةٌ وَاَمَّا اِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِىَ الْحَيْضَ وَالطَّلَاقُ فِى الطُّهْرِ لَمْ يَلْزَمْ شَىْءٌ مِنَ الْمَحْذُوْرَيْنَ بَلْ تُعَدُّ ثَلٰثَ حِيَضٍ بَعْدَ مَضٰى الطُّهْرِ الَّذِىْ وَقَعَ فِيْهِ الطَّلَاقُ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَوَّلَهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ بِالْحَيْضِ আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) আল্লাহ তা'আলার বাণীতে উত্থাপিত قُرُوْءٌ -কে حَيْض- এর অর্থে গ্রহণ করেছেন بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى ثَلَاثَةً আল্লাহ তা'আলার বাণী ثَلٰثَةً শব্দের ভিত্তিতে لِاَنَّهُ خَاصٌّ কেননা ثَلٰثَةً বা 'তিন' এ সংখ্যাটি নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক لَايَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ হ্রাস-বৃদ্ধির আদৌ সম্ভাবনা রাখে না وَالطَّلَاقُ لَمْ يَشْرَعْ اِلَّا فِى الطُّهْرِ আর তালাক طُهْر- এর মধ্যেই প্রদান করা শরিয়তের বিধান فَاِذَا طَلَّقَهَا فِى الطُّهْرِ অতএব, তালাকদাতা যখন তার স্ত্রীকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেবে وَكَانَتِ الْعِدَّةُ اَيْضًا فِى الطُّهْرِ আর ইদ্দতও তদ্রূপ طُهْر -ই হবে فَلَا يَخْلُوْ তখন এ মাসআলাটি (দু' অবস্থা হতে) খালি হবে না اِمَّا اَنْ يَحْتَسِبَ ذَالِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْعِدَّةِ হয়তো বা ঐ طُهْر কে ইদ্দতের মদ্যে গণনা করা হবে اَوْلَا অথবা ঐ طُهْر -কে ইদ্দতের মধ্যে গণণা করা হবে না فَاِنِ احْتَسِبَ مِنْهَا যদি ঐ طُهْر -কে ইদ্দতের মধ্যে গণনা করা হয় كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِىْ যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব يَكُوْنُ قَرْئَيْنِ وَبَعْضًا مِنَ الثَّالِثِ তাহলে ইদ্দত পূর্ণ দুই طُهْر এবং তৃতীয় طُهْر- এর কিয়দাংশ হবে لِاَنَّ بَعْضًا مِنْهُ قَدْمَضٰى কেননা তৃতীয় طُهْر -এর কিছু অংশ আগেই অতিবাহিত হয়ে গেছে وَاِنْ لَمْ يَحْتَسِبْ مِنْهَا আর যদি ঐ طُهْر- কে ইদ্দতের মধ্যে গণনা না করে مَا سِوٰى هٰذَا الْقَرْءِ ঐ طُهْر ছাড়াই وَيُوْخَذُ ثَلٰثَ اُخَرَ অন্য আরো তিন طُهْر - গণনা করা হয় يَكُوْنُ ثَلٰثًا وَبَعْضًا তাহলে পূর্ণ তিন طُهْر এবং চতুর্থ طُهْر- এর কিয়দাংশ হবে وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ يَبْطُلُ مُوْجِبَ الْخَاصِّ الَّذِىْ هُوَ ثَلٰثَةٌ উপরোক্ত উভয় অবস্থায়ই ثَلٰثَةٌ বা 'তিন' মাস হওয়ার উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যাবে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট তিন সংখ্যার উপর আমল হবে না وَاَمَّا اِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِىَ الْحَيْضَ কিন্তু ইদ্দত যদি حَيْض- এর মধ্যে হয় وَالطَّلَاقُ فِى الطُّهْرِ এবং তালাক طُهْر -এর মধ্যে প্রদান কর হয় (যেমনটি ইমাম আযম (র.)-এর মাযহাব) لَمْ يَلْزَمْ شَىْءٌ مِنَ الْمَحْذُوْرَيْنَ তাহলে উপরোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থা দু'টির কোনোটিই দেখা দেবে না بَلْ تُعَدُّ বরং ইদ্দত হিসেবে গণনা করা হবে ثَلٰثُ حَيْض পূর্ণ তিন হায়েজ بَعْدَ مَضٰى الطُّهْرِ ঐ طُهْر অতিবাহিত হওয়ার পর الَّذِىْ وَقَعَ فِيْهِ الطَّلَاقُ যে طُهْر -এর মধ্যে তালাক প্রদান করবে।

সরল অনুবাদ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) আল্লাহ তা'আলার বাণীতে উত্থাপিত ثَلٰثَةً শব্দের ভিত্তিতে قُرُوْءٌ-কে حَيْض-এর অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেননা ثَلٰثَةً বা 'তিন' এ সংখ্যাটি নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক, হ্রাস-বৃদ্ধির আদৌ সম্ভাবনা রাখে না। আর তালাক طُهْر (পাক অবস্থা)-এর মধ্যেই প্রদান করা শরিয়তের বিধান। অতএব তালাকদাতা যখন তার স্ত্রীকে طُهْر বা পবিত্র অবস্থায় তালাক দেবে আর ইদ্দতও তদ্রূপ طُهْر-ই হবে, তখন এ মাসআলাটি দু'অবস্থা হতে খালি হবে না–(১) হয়তো বা ঐ طُهْر-কে ইদ্দতের মধ্যে গণনা করা হবে। (২) অথবা ঐ طُهْر-কে ইদ্দতের মধ্যে গণনা করা হবে না। যদি ঐ طُهْر-কে ইদ্দতের মধ্যে গণনা করা হয়, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব, তাহলে ইদ্দত পূর্ণ দুই طُهْر এবং তৃতীয় طُهْر-এর কিয়দংশ হবে। কেননা তৃতীয় طُهْر-এর কিছু অংশ আগেই অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর যদি ঐ طُهْر কে ইদ্দতের মধ্যে গণনা না করে ঐ طُهْر ছাড়াই অন্য আরো তিন طُهْر গণনা করা হয়, তাহলে পূর্ণ তিন طُهْر এবং চতুর্থ طُهْر-এর কিয়দংশ হবে। উপরোক্ত উভয় অবস্থায়ই ثَلٰثَةٌ বা 'তিন' খাস হওয়ার উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট তিন সংখ্যার উপর

আমল হবে না। কিন্তু ইদ্দত যদি حَيْض-এর মধ্যে হয় এবং তালাক طُهْر-এর মধ্যে প্রদান করা হয়, যেমনটি ইমাম আযম (র.)-এর মাযহাব, তাহলে উপরোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থা দু'টির কোনোটিই দেখা দেবে না; বরং যে طُهْر-এর মধ্যে তালাক প্রদান করবে, তা অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ণ তিন حَيْض ইদ্দত হিসেবে গণনা করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَوَّلَهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) -এর আলোচনা : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, قُرُوْء শব্দের অর্থ– হায়েয। সুতরাং উক্ত নারীর ইদ্দত হবে তিন হায়েযকাল পর্যন্ত। তিনি স্বীয় মতের সমর্থনে দলিল স্বরূপ ثَلَاثَةٌ (তিন) খাস শব্দটি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, خَاصْ শব্দের বিশিষ্ট অর্থের উপর আমল করা ওয়াজিব। قُرُوْء শব্দের অর্থ طُهْر নেওয়া হলে خَاصْ -এর উপর আমল হয় না। কেননা, যে طُهْر -এর মধ্যে তালাক দেওয়া হয়, সেটি ইদ্দতের মধ্যে গণনা করলে তিন طُهْر পূর্ণ হয় না। আর ঐ طُهْر -কে বাদ দিয়ে পরবর্তী তিন طُهْر গণনা করা হলে ইদ্দত তিন তুহরের বেশি হয়ে যায়।

এমতাবস্থায় ثَلٰثَةٌ শব্দের মধ্যে দাবি ঠিক রাখতে হলে حَيْض অর্থ গ্রহণ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং যেই طُهْر -এর মধ্যে তালাক সংঘটিত হবে, তার পরবর্তী তিন হায়েযের সময়কালকে عِدَّتْ হিসেবে গণনা করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের প্রত্যুত্তর : ১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপস্থাপিত ১ম দলিলের উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, لِعِدَّتِهِنَّ -এর মধ্যস্থিত لَامْ অব্যয়টি সময় অর্থ জ্ঞাপনের জন্যে নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে– لِاَجَلِ عِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীদেরকে এমনভাবে তালাক দাও, যাতে তারা সঠিকভাবে عِدَّتْ গণনা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তারা কোনো জটিলতায় পড়ে না।

২. قُرُوْء শব্দটি مُذَكَّر হওয়ার কারণে عِدَّتْ কে مُؤَنَّثْ নেওয়া হয়েছে। যদিও তার দ্বারা حَيْض কেই বুঝানো হয়েছে। تَذْكِيْر ও تَانِيْث -এর প্রয়োগ ক্ষেত্রে শব্দের বিবেচনা হয়, অর্থের বিবেচনা হয় না। অতএব, قُرُوْء শব্দকে حَيْض অর্থে ধরা হলে ইলমে নাহুর বিধানের বিপরীত হয় না।

قَوْلُهُ يَكُوْنُ قَرْئَيْنِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার (র.) শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতকে সঠিক বলে ধরে নিলে কি কি ভুল মাসআলাকে নির্ভুল হিসেবে মেনে নিতে হয় তা বর্ণনা করেছেন। আর তা নিম্নে বর্ণিত হলো—

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতকে সঠিক ধরে নিলে মহিলার ইদ্দত হবে দুই طُهْر ও তৃতীয় طُهْر-এর আংশিক তথা পূর্ণ তিন قُرُوْء হবে না এবং এরূপ মেনে নেওয়াকে সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ বলা হয়েছে। কেননা আয়াতের আলোকে পূর্ণ তিন قُرُوْء হওয়া জরুরি।

তার উত্তরে যদি বলা হয় যে, উপরোক্ত অবস্থায়ও পূর্ণ তিন قُرُوْء হবে যেহেতু এক طُهْر-এর কিছু অংশকেও এক طُهْر-ই ধরা হয়।

প্রতি উত্তরে বলা হবে طُهْر-এর অংশ বিশেষকে طُهْر বলে না; যদি তাই হতো তবে তৃতীয় طُهْر-এর আংশিক অতিবাহিত হওয়ার পর অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েজ হবে। কেননা طُهْر হওয়ার বিবেচনায় প্রথম ও তৃতীয় طُهْر-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই তৃতীয় طُهْر-এর আংশিকই যথেষ্ট হয়ে যাবে। অথচ তা اِجْمَاعْ-এর পরিপন্থি।

অপর দিকে যে طُهْر-এর মধ্যে তালাক সংঘটিত হয়েছে তা ব্যতীত আরেকটি طُهْر-কে যদি ইদ্দত এর মধ্যে গণনা করা হয় তাহলে তিনের অধিক হয়ে যাবে। যা আয়াতে বর্ণিত ثَلٰثَةٌ-এর বিপরীত এবং সে ক্ষেত্রে কারো কোনো মাযহাবও পাওয়া যায় না। তাই হানাফীগণ قُرُوْء-এর অর্থ حَيْض দ্বারা করেছেন। অর্থাৎ যে طُهْر-এর মধ্যে তালাক দেওয়া হয়েছে তার পরবর্তী তিন حَيْض ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে। তাতে কুরআনের অর্থ বিকৃত হবে না।

তবে হানাফীদের উপর প্রশ্ন করা হয় এ বলে যে, ওলামায়ে আহনাফগণ বলেন, যে হায়েযে তালাক দেয় সে হায়েয ব্যতীত অপর তিন হায়েযকে ইদ্দত হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তাহলে তাদের বক্তব্য হিসেবেও তিন قُرُوْء -এর উপর অতিরিক্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে যায়। যদ্বারা ثَلٰثَةٌ-এর নির্দিষ্ট অর্থ ঠিক থাকে না।

প্রতি উত্তরে আমরা (হানাফীগণ) বলব, কুরআনিক ভাষ্যটি সাধারণত শরিয়ত সম্মত তালাকের জন্যই প্রযোজ্য হবে। আর শরিয়ত সম্মত তালাক তো طُهْر-এর অবস্থায়ই সংঘটিত হয়ে থাকে। কেননা শরয়ী বিধান প্রয়োগকারী এ দিকেই লক্ষ্য করে থাকেন। আর যে সব ক্ষেত্রে শরিয়ত কোনো বিধান প্রণয়ন করেনি সে সব ব্যাপারে دَلَالَةُ النَّصِّ অথবা اِجْمَاعْ দ্বারা বিধান সাব্যস্ত করা হয়। আর ব্যাখ্যাকারের উক্তি "وَالطَّلَاقُ لَمْ يُشْرَعْ اِلَّا فِى الطُّهْرِ"-এর দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ "لَمْ يَلْزَمْ شَيْئٌ مِنَ الْمَحْذُوْرَيْنِ" - এর আলোচনা : قُرُوْء শব্দটিকে اَطْهَارْ অর্থে প্রয়োগ করা হলে দু'টি বিপত্তির যে কোনো একটি আবশ্যিক হয়ে পড়ে। হয়তো عِدَّتْ তিন তুহরের কম হবে, অথবা বেশি হবে। পক্ষান্তরে قُرُوْء -কে حَيْض অর্থে প্রয়োগ করা হলে এ দু'টি বিপত্তির কোনোটিই দেখা দেয় না; বরং عِدَّتْ পূর্ণ তিন হায়েয ঠিক থাকে। এদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে ব্যাখ্যাকার বলেছেন– لَمْ يَلْزَمْ شَيْئٌ مِنَ الْمَحْذُوْرَيْنِ

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ هٰذَا الْإِلْزَامَ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ لَفْظِ قُرُوْءٍ بِدُوْنِ مُلَاحَظَةِ قَوْلِهِ ثَلٰثٍ لِأَنَّهُ جَمْعٌ وَأَقَلُّهُ ثَلٰثٌ وَهٰذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ الْجَمْعَ يَجُوْزُ أَنْ يُذْكَرَ وَيُرَادَ بِهِ مَا دُوْنَ الثَّلٰثِ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ بِخِلَافِ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ فَإِنَّهَا نَصٌّ فِيْ مَدْلُوْلَاتِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فَمَعْنَاهُ لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ أَيْ طَلِّقُوْهُنَّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ إِحْصَاءُ عِدَّتِهِنَّ وَ ذٰلِكَ بِأَنْ يَكُوْنَ فِيْ طُهْرٍ وَلَا وَطِئَ فِيْهِ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ح أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ فَتَعْتَدُّ بِثَلٰثِ حِيَضٍ بِلَاشُبْهَةٍ وَلَاتُطَلِّقُوْا فِيْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ حِيْنَئِذٍ أَنَّهَا حَامِلٌ تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ غَيْرُحَامِلٍ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَكَذَا لَاتُطَلِّقُوْا فِي الْحَيْضِ لِأَنَّ هٰذَا الْحَيْضَ لَمْ يُعْتَبَرْ عِنْدَنَا وَلَا الطُّهْرَ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُحْتَسَبَ فِيْهِ ثَلٰثُ حِيَضٍ أُخَرَ فَتَطُوْلَ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا بِلَاتَقْرِيْبٍ ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا وَمِنَ الشَّافِعِيِّ (رح) فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ قَرَائِنُ تُسْتَنْبَطُ مِنْ نَفْسِ الْاٰيَةِ بِوُجُوْهٍ مُتَعَدِّدَةٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّفْسِيْرَاتِ الْأَحْمَدِيَّةِ بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيْلِ فَطَالِعْهَا إِنْ شِئْتَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ قِيلَ কারো কারো মতে إِنَّ هٰذَا الْإِلْزَامَ عَلَى الشَّافِعِيِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপর এ আপত্তি يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ لَفْظِ قُرُوْءٍ শুধু قُرُوْءٌ শব্দ দ্বারাও উত্থাপন করা যায় بِدُوْنِ مُلَاحَظَةِ قَوْلِهِ ثَلٰثٍ - ثَلٰثَةٌ শব্দটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে لِأَنَّهُ جَمْعٌ কেননা قُرُوْءٌ শব্দটি বহুবচন وَأَقَلُّهُ ثَلٰثٌ আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা তিন وَهٰذَا فَاسِدٌ কিন্তু এ কথাটি শুদ্ধ নয় لِأَنَّ الْجَمْعَ يَجُوْزُ أَنْ يُذْكَرَ কেননা বহুবচন উল্লেখ করে জায়েজ وَيُرَادَ بِهِ مَادُوْنَ الثَّلٰثِ তিন অপেক্ষা কম সংখ্যা উদ্দেশ্য করা كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ -এর মধ্যে ঘটেছে (এখানে شَهْرٌ শব্দটিকে বহুবচন হিসেবে আনয়ন করা হয়েছে অথচ তা দ্বারা শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ-এর দশদিন উদ্দেশ্য করা হয়েছে) بِخِلَافِ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ কিন্তু সংখ্যাবাচক বিশেষ্যসমূহ তার বিপরীত فَإِنَّهَا نَصٌّ فِيْ مَدْلُوْلَاتِهَا এগুলো নিজ নিজ নির্দেশনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন (হ্রাস-বৃদ্ধির আদৌ কোনো সম্ভাবনা-ই রাখে না) أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - فَمَعْنَاهُ لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ অর্থ أَيْ طَلِّقُوْهُنَّ - لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ তোমরা স্বীয় স্ত্রীগণকে এমনভাবে তালাক প্রদান করবে بِحَيْثُ يُمْكِنُ إِحْصَاءُ عِدَّتِهِنَّ যাতে তাদের ইদ্দত গণনা করা সম্ভব হয় وَذٰلِكَ بِأَنْ يَكُوْنَ فِيْ طُهْرٍ وَلَا وَطِئَ فِيْهِ আর তা হলো– তালাক এমন طُهْرٌ -এর মধ্যে প্রদত্ত হওয়া, যার মধ্যে সহবাস সংঘটিত হয়নি لِأَنَّهُ يُعْلَمُ ح أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ কারণ তখন এ ব্যাপারে অবগত হওয়া সম্ভব হবে যে, স্ত্রী গর্ভবর্তী নয় فَتَعْتَدُّ بِثَلٰثِ حِيَضٍ بِلَا شُبْهَةٍ সুতরাং সে নিঃসন্দেহে তিন حَيْضٌ ইদ্দত পালন করবে وَلَا تُطَلِّقُوْا আর তালাক প্রদান করবে না فِيْ طُهْرٍ ঐরূপ طُهْرٌ -এর মধ্যে وَطِئَ فِيْهِ যার মধ্যে সহবাস সংঘটিত হয়েছে لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ حِيْنَئِذٍ أَنَّهَا حَامِلٌ কারণ তখন স্ত্রী গর্ভবতী কি-না? তা জানা সম্ভব হবে না تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ ফলে সে গর্ভ খালাসের ইদ্দত পালন করবে না حَيْضٌ -এর ইদ্দত পালন করবে? (তা ফয়সালা করতে সক্ষম হবে না) تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَكَذَا لَاتُطَلِّقُوْا فِي الْحَيْضِ এমনিভাবে حَيْضٌ -এর অবস্থায়ও তালাক প্রদান করবে না لِأَنَّ هٰذَا الْحَيْضَ لَمْ يُعْتَبَرْ عِنْدَنَا কেননা ঐ حَيْضٌ টি আমাদের নিকট ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে না, وَلَا الطُّهْرَ الَّذِيْ يَلِيْهِ এবং তৎসংলগ্ন طُهْرٌ টিকেও গণ্য করা হবে না, فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُحْتَسَبَ فِيْهِ ثَلٰثُ حِيَضٍ أُخَرَ যদি এমনটি করা হয় তাহলে ঐ حَيْضٌ ছাড়াও আরো তিন حَيْضٌ গণনা করতে হবে فَتَطُوْلَ الْعِدَّةُ যার কারণে ইদ্দতকাল দীর্ঘায়িত হয়ে পড়বে عَلَيْهَا বেচারী স্ত্রী লোকটির উপর بِلَا تَقْرِيْبٍ অহেতুক ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا وَمِنَ الشَّافِعِيِّ (رح) অধিকন্তু আমরা হানাফী ও শাফেয়ী প্রত্যেকেরই فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ এ ব্যাপারে قَرَائِنُ স্বপক্ষে পৃথক পৃথক অনেক দলিল প্রমাণ ও ইঙ্গিত রয়েছে تُسْتَنْبَطُ যা উদ্ভাবিত হয়েছে مِنْ نَفْسِ الْاٰيَةِ স্বয়ং কুরআনের পবিত্র আয়াত হতেই بِوُجُوْهٍ مُتَعَدِّدَةٍ বিভিন্ন পন্থায় قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّفْسِيْرَاتِ الْأَحْمَدِيَّةِ আমি এ সমস্ত বিষয় আমার কিতাব তাফসীরাতে আহমাদিয়াতে বর্ণনা করেছি بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيْلِ বিস্তারিতভাবে فَطَالِعْهَا إِنْ شِئْتَ ইচ্ছা হলে তা পরে দেখতে পারো।

সরল অনুবাদ : কারো কারো মতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপর এ আপত্তি ثَلٰثَةٌ শব্দটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু قُرُوْءٌ শব্দ দ্বারাও উত্থাপন করা যায়। কেননা قُرُوْءٌ শব্দটি বহুবচন আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা তিন। কিন্তু এ কথাটি শুদ্ধ নয়। কারণ, বহুবচন উল্লেখ করে তিন অপেক্ষা কম সংখ্যা উদ্দেশ্য করাও জায়েজ আছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ-এর মধ্যে ঘটেছে। এখানে شَهْرٌ শব্দটিকে বহুবচন হিসেবে আনয়ন করা হয়েছে অথচ তা দ্বারা শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ-এর দশদিন উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাবাচক বিশেষ্যসমূহ তার বিপরীত। এগুলো নিজ নিজ নির্দেশনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। হ্রাস-বৃদ্ধির আদৌ কোনো সম্ভাবনা-ই রাখে না। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ-এর অর্থ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِاَجَلِ عِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ তোমরা স্বীয় স্ত্রীগণকে এমনভাবে তালাক প্রদান করবে, যাতে তাদের ইদ্দত গণনা করা সম্ভব হয়। আর তাহলো, তালাক এমন طُهْر-এর মধ্যে প্রদত্ত হওয়া, যার মধ্যে সহবাস সংঘটিত হয়নি। কারণ তখন এ ব্যাপারে অবগত হওয়া সম্ভব হবে যে, স্ত্রী গর্ভবতী নয়। সুতরাং সে নিঃসন্দেহে তিন حَيْض ইদ্দত পালন করবে। আর ঐ রূপ طُهْر-এর মধ্যে তালাক প্রদান করবে না, যার মধ্যে সহবাস সংঘটিত হয়েছে। কারণ তখন স্ত্রী গর্ভবতী কি না? তা জানা সম্ভব হবে না। ফলে সে গর্ভ খালাসের ইদ্দত পালন করবে না حَيْض-এর ইদ্দত পালন করবে? তা ফয়সালা করতে সক্ষম হবে না। এমনিভাবে حَيْض-এর অবস্থায়ও তালাক প্রদান করবে না। কেননা ঐ حَيْض টি আমাদের নিকট ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে না এবং তৎসংলগ্ন طُهْر টিকেও গণ্য করা হবে না। যদি এমনটি করা হয় তাহলে ঐ حَيْض ছাড়াও আরো তিন حَيْض গণনা করতে হবে। যার কারণে বেচারী স্ত্রী লোকটির উপর ইদ্দতকাল অহেতুক দীর্ঘায়িত হয়ে পড়বে। অধিকন্তু এ ব্যাপারে আমরা হানাফী ও শাফেয়ী প্রত্যেকেরই স্বপক্ষে পৃথক পৃথক অনেক দলিল প্রমাণ ও ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে, যা বিভিন্ন পন্থায় স্বয়ং কুরআনের পবিত্র আয়াত হতেই উদ্ভাবিত হয়েছে। আমি এ সমস্ত বিষয় আমার কিতাব তাফসীরাতে আহমাদিয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। ইচ্ছা হলে তা পরে দেখতে পারো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ قِيْلَ الخ-এর আলোচনা : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন, কোনো কোনো হানাফী আলিমের মতে, قُرُوْءٌ শব্দ দ্বারা যে হায়েজ উদ্দেশ্য طُهْر উদ্দেশ্য নয়; এর প্রমাণের জন্যে ثَلٰثَةٌ শব্দের প্রয়োজন নেই; বরং স্বয়ং قُرُوْءٌ শব্দটিই যথেষ্ট। কেননা, قُرُوْءٌ শব্দটি বহুবচন। আর বহুবচনের নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে তিন। আর قُرُوْءٌ দ্বারা حَيْض অর্থ গ্রহণ করলেই তিন সংখ্যার উপর আমল ঠিক থাকে। পক্ষান্তরে طُهْر অর্থ গ্রহণ করলে হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। এতে তিন সংখ্যাটির উপর আমল ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ "وَهٰذَا فَاسِدٌ"-এর বিশ্লেষণ : সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন- "اَلْاِسْتِدْلَالُ بِالْجَمْعِ فَاسِدٌ" বহুবচনের শব্দ দ্বারা স্বীয় মাযহাবের স্বপক্ষে দলিল গ্রহণ সঙ্গত হয়নি। কেননা, বহুবচনের শব্দ দ্বারা তিন সংখ্যার কমও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন কুরআনের বাণী- "اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ" এখানে اَشْهُرٌ শব্দটি বহুবচনের হলেও তা দ্বারা شَوَّالُ - ذُوالْقَعْدَةِ ও ذُوالْحِجَّةِ মাসের ১০ দিনকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং عِدَّتْ তিন হায়েয প্রমাণ করতে গিয়ে এহেন দলিল উপস্থাপন সঠিক নয়; বরং "اَلْاِسْتِدْلَالُ بِكَلِمَةِ ثَلٰثَةٍ صَحِيْحٌ" এ ثَلٰثَةٌ শব্দ দ্বারাই দলিল গ্রহণ সঠিক। কেননা, اَسْمَاءُ الْعَدَدِ-এর মধ্যে বাড়তি ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব, তিন সংখ্যাটির উপর আমল রাখতে হলে حَيْض অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

وَاَمَّا قَوْلُهُ فَطَلِّقُوْهُنَّ الخ-এর আলোচনা : এখান থেকে ব্যাখ্যাকার ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এ আয়াতে لَامْ অব্যয়টি وَقْت (সময় অর্থ জ্ঞাপনের) জন্যে নয়; বরং لَامْ অব্যয়টি عِلَّتْ তথা কারণ অর্থ জ্ঞাপনের জন্যে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ হবে- তোমরা স্ত্রীদেরকে এমনভাবে তালাক দাও, যাতে তাদের عِدَّتْ গণনা করতে সহজ হয়। আর এর প্রক্রিয়া তিনটি। যথা-

১. যে তুহরে সঙ্গম হয়নি, এমন তুহরে তালাক দেওয়া।
২. যে তুহরে সঙ্গম হয়েছে, তাতে তালাক না দেওয়া।
৩. حَيْض অবস্থায় তালাক না দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, حَيْض অবস্থায় তালাক দেওয়া শরিয়ত প্রচলিত বিধান না হলেও তা কার্যকর হবে। অবশ্য তালাকদাতা গুনাহগার হবে।

قَوْلُهُ هٰذَا الْمَقَامُ قَرَائِنُ الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, এ ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) طُهْر ও حَيْض শব্দটি ওলামায়ে কেরাম قُرُوْءٌ শব্দ থেকে কিভাবে উদ্ভাবন করেছেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, শাফেয়ী ওলামাগণ এভাবে উল্লেখ করেন যে, কুরআনের আয়াতের মধ্যে ثَلٰثَةُ قُرُوْءٍ শব্দটি এসেছে। সুতরাং ثَلٰثَةٌ শব্দটি যেহেতু ة (তা) যুক্ত এসেছে তাইএর দ্বারা বুঝা যায় যে, قُرُوْءٌ শব্দটা طُهْر-এর অর্থে হবে। কেননা طُهْر শব্দটি পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর حَيْض শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব বুঝা যায় যে, এখানে قُرُوْءٌ শব্দ দ্বারা طُهْر উদ্দেশ্য হবে। কারণ, লিঙ্গের ক্ষেত্রে عَدَدْ ও مَعْدُوْد পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে।

হানাফীগণ তার প্রতি উত্তরে বলেন, قُرُوْءٌ মূল শব্দটি مُذَكَّرٌ হওয়ার কারণে ثَلٰثَةٌ শব্দটি ة (তা) যুক্ত হয়েছে। যদিও তার দ্বারা حَيْض -কেই বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের (হানাফী ফকিহগণের) দলিল হলো তালাক সম্পর্কীয় সূরার আয়াত "وَاللّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَاللّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ" অর্থাৎ তোমাদের যে সব স্ত্রীগণ হায়েয হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে তোমরা যদি সংশয় পোষণ করো, তাহলে জেনে রাখো তাদের ইদ্দত তিন মাস। এবং যাদের এখনও হায়েয আসেনি তাদের ইদ্দতও তিন মাস। উল্লিখিত আয়াতে ঋতুহীনাগণের ইদ্দত (ঋতুর অবর্তমানে) তিন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং ঋতুবতীর ইদ্দত তিন হায়েয হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক হায়েযকে একেকটি মাসের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব قُرُوْءٌ দ্বারা حَيْض উদ্দেশ্য হবে طُهْر নয়।

[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ১১৯ পৃষ্ঠায়]

ثُمَّ اَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) ذَكَرَهٰهُنَا مِنْ تَفْرِيْعَاتِ الْخَاصِّ عَلٰى مَذْهَبِهٖ سَبْعَ تَفْرِيْعَاتٍ اَرْبَعٌ مِنْهَا مَا تَمَّ الْاٰنَ وَثَلٰثٌ مِنْهَا مَاسَيَجِيْئُ وَاَوْرَدَ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ وَالثَّلٰثَةِ بِاِعْتِرَاضَيْنِ لِلشَّافِعِيْ (رحـ) عَلَيْنَا مَعَ جَوَابِهِمَا عَلٰى سَبِيْلِ الْجُمَلِ الْمُعْتَرِضَةِ فَقَالَ وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِىْ بِحَدِيْثِ الْعُسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهٖ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيْ (رحـ) وَتَقْرِيْرُ السُّؤَالِ لَابُدَّ فِيْهِ مِنْ تَمْهِيْدِ مُقَدَّمَةٍ وَهِىَ اَنَّ الزَّوْجَ اِنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهٗ ثَلٰثًا وَنَكَحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِىْ وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْاَوَّلُ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ مَرَّةً اُخْرٰى ثَلٰثَ تَطْلِيْقَاتٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهٗ مَا دُوْنَ الثَّلٰثِ مِنْ وَاحِدَةٍ اَوْ اِثْنَيْنِ وَنَكَحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِىْ وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْاَوَّلُ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَالشَّافِعِىْ (رحـ) يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ حِيْنَئِذٍ مَابَقِىَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَوْ وَاحِدٍ يَعْنِىْ اِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَاحِدًا فَيَمْلِكُ الْاٰنَ اَنْ يُطَلِّقَهَا اِثْنَيْنِ وَتَصِيْرُ مُغَلَّظَةً وَاِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا اِثْنَيْنِ يَمْلِكُ الْاٰنَ اَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدًا لَاغَيْرَ .

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) ذَكَرَهٰهُنَا অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এখানে বর্ণনা করেছেন مِنْ تَفْرِيْعَاتِ الْخَاصِّ খাস-এর শাখা মাসআলাসমূহ হতে عَلٰى مَذْهَبِهٖ তাঁর মাযহাব অনুযায়ী سَبْعَ تَفْرِيْعَاتٍ সাতটি শাখা মাসআলা اَرْبَعٌ مِنْهَا مَاتَمَّ الْاٰنَ যার মধ্যে চারটির বিবরণ এ মাত্র শেষ হয়েছে وَثَلٰثٌ مِنْهَا مَا سَيَجِيْئُ এবং তিনটির বিবরণ শীঘ্রই আসছে وَاَوْرَدَ এবং উল্লেখ করেছেন بَيْنَ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ وَالثَّلٰثَةِ এ চার ও তিন এর মাঝখানে بِاِعْتِرَاضَيْنِ দু'টি আপত্তি لِلشَّافِعِىْ عَلَيْنَا ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক আমাদের উপর উত্থাপিত مَعَ جَوَابِهِمَا সেগুলোর উত্তর عَلٰى سَبِيْلِ الْجُمَلِ الْمُعْتَرِضَةِ . جُمْلَه مُعْتَرِضَة (স্বতন্ত্র বাক্য) হিসেবে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য হালালকারী হওয়াটা بِحَدِيْثِ الْعُسَيْلَةِ হাদীসে উসায়লা দ্বারা প্রমাণিত لَا بِقَوْلِهٖ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ আল্লাহ তা'আলার বাণী– حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ দ্বারা নয় وَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর يَرِدُ عَلَيْنَا আমাদের উপর আরোপিত হয় مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِىْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে وَتَقْرِيْرُ السُّؤَالِ প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করার জন্য لَابُدَّ فِيْهِ مِنْ تَمْهِيْدِ مُقَدَّمَةٍ একটি প্রাথমিক ভূমিকার প্রয়োজন وَهِىَ আর তা হলো اَنَّ الزَّوْجَ اِنْ طَلَّقَ اِمْرَأَةً ثَلٰثًا যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে وَنَكَحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ এবং উক্ত মহিলা ইদ্দত সমাপনান্তে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِىْ আর ঐ দ্বিতীয় স্বামীও তাকে সহবাসের পর তালাক দিয়ে দেয় وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْاَوَّلُ এবং ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে ফেলে يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ مَرَّةً اُخْرٰى এমতাবস্থায় প্রথম স্বামী পুনরায় অধিকারী হবে ثَلٰثَ تَطْلِيْقَاتٍ مُسْتَقِلَّةٍ পূর্ণ তিন তালাকের بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতভাবেই وَاِنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهٗ আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদান করে থাকে مَادُوْنَ الثَّلٰثِ তিন অপেক্ষা কম مِنْ وَاحِدَةٍ اَوْ اِثْنَيْنِ অর্থাৎ এক বা দুই তালাক وَنَكَحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ আর সে ইদ্দত সমাপনান্তে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় স্বামী ও সহবাসের পর তাকে তালাক দিয়ে দেয় وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْاَوَّلُ এবং ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে নেয় فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَالشَّافِعِىْ (رحـ) তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ প্রথম স্বামী অধিকারী হবে حِيْنَئِذٍ এ দ্বিতীয় অবস্থায় مَا بَقِىَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَوْ وَاحِدٍ অবশিষ্ট দুই বা এক তালাক প্রদানের يَعْنِىْ اِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَاحِدًا অর্থাৎ যদি সে প্রথমবার তাকে এক তালাক প্রদান করে থাকে فَيَمْلِكُ الْاٰنَ اَنْ يُطَلِّقَهَا اِثْنَيْنِ তাহলে এখন অবশিষ্ট দুই তালাক প্রদানের অধিকারী হবে, وَتَصِيْرُ مُغَلَّظَةً এবং এ দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী مغلظة হয়ে যাবে وَاِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا اِثْنَيْنِ আর যদি প্রথমবার দুই তালাক প্রদান করে থাকে يَمْلِكُ الْاٰنَ اَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدًا তাহলে তখন শুধুমাত্র এক তালাক প্রদানেরই অধিকারী হবে لَاغَيْرَ তার চেয়ে বেশির নয়।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এখানে তাঁর মাযহাব অনুযায়ী خَاصّ-এর শাখা মাসআলাসমূহ হতে সাতটি শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে হতে চারটির বিবরণ এ মাত্র শেষ হয়েছে এবং তিনটির বিবরণ শীঘ্রই আসছে। এ চারও তিন-এর মাঝখানে ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক আমাদের ওপর উত্থাপিত দু'টি আপত্তি ও সেগুলোর উত্তর "جُمْلَه مُعْتَرِضَه"

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য হালালকারী হওয়াটা হাদীসে উসায়লা দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী– حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ দ্বারা নয়**। এটা আমাদের আরোপিত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি প্রাথমিক ভূমিকার প্রয়োজন। আর তা হলো, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে এবং উক্ত মহিলা ইদ্দত সমাপনান্তে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে আর ঐ দ্বিতীয় স্বামীও তাকে সহবাসের পর তালাক দিয়ে দেয় এবং ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে ফেলে, এমতাবস্থায় প্রথম স্বামী সর্বসম্মতভাবেই তাকে পুনরায় পূর্ণ তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তিন অপেক্ষা কম অর্থাৎ এক বা দুই তালাক প্রদান করে থাকে, আর সে ইদ্দত সমাপনান্তে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে আর দ্বিতীয় স্বামীও সহবাসের পর তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে নেয়, তাহলে এ দ্বিতীয় অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রথম স্বামী অবশিষ্ট দুই বা এক তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। অর্থাৎ যদি সে প্রথমবার তাকে এক তালাক প্রদান করে থাকে, তাহলে এখন অবশিষ্ট দুই তালাক প্রদানের অধিকারী হবে এবং এই দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী مُغَلَّظَه হয়ে যাবে। আর যদি প্রথমবার দুই তালাক প্রদান করে থাকে। তাহলে তখন শুধুমাত্র এক তালাক প্রদানেরই অধিকারী হবে, তার চেয়ে বেশির নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِيْ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের দ্বারা গ্রন্থপ্রণেতা সেই মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এরূপ, কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী তার ইদ্দত পূর্ণ করলে তাদের উভয়ের মাঝে সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাবে। অতঃপর সম্পর্কচ্ছেদনকারী স্বামী দ্বিতীয়বার সেই মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করলে স্ত্রীলোকটির জন্য জরুরি হয়ে পড়বে অন্য কোনো পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করে তালাক দেয়, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য আবার তাকে বিবাহ করা জায়েজ হবে, অন্যথা নয়। কেননা দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস করার পরই প্রথম স্বামীর জন্য বিবাহ হালাল হয়ে থাকে। আর এ হুকুমটি সাব্যস্ত হয়েছে حَدِيْث مَشْهُوْر দ্বারা। তাই উল্লিখিত হুকুমকে অকাট্যভাবে মেনে নিতে হবে।

قَوْلُهُ بِالْاِتِّفَاقِ **-এর উদ্দেশ্য :** অর্থাৎ হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ঐকমত্যে প্রথম স্বামী তিন তালাক প্রদান করলে পুনরায় বিয়ে করার পর নতুনভাবে তিন তালাকের মালিক হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই।

قَوْلُهُ هَدَرًا **-এর অর্থ :** هَدَرً শব্দের هَاء এবং دَال উভয় বর্ণের যবর হবে। এর অর্থ– বাতিল, নিঃশেষ, অকার্যকর ও নিষ্ফল।

تَمْهِيْد **-এর বিশদ বিবরণ :** স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানের পর عِدَّتْ সমাপনান্তে স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীও সহবাস শেষে তালাক দেয়। অতঃপর عِدَّتْ শেষে উক্ত স্ত্রী যদি প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে সকল ইমামের ঐকমত্যে প্রথম স্বামী দ্বিতীয়বার স্বতন্ত্রভাবে তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। কিন্তু প্রথম স্বামী পূর্বে যদি দু' অথবা এক তালাক প্রদান করে থাকে, তবে এমতাবস্থায় শায়খাইনের মতে, পুনরায় তিন তালাকের মালিক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, অবশিষ্ট তালাকের মালিক হবে। নিম্নে উভয় পক্ষের দলিলসহ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, প্রথম স্বামী পূর্বে এক অথবা দু' তালাক দিয়ে থাকলে পুনরায় অবশিষ্ট দু' অথবা এক তালাকের অধিকারী হবে। আর এই দু' অথবা এক তালাকের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্যে পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেন–

"فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"

এ আয়াতে তৃতীয় তালাকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে– স্বামী নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলে حُرْمَت غَلِيْظَة সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তবে অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে حُرْمَت غَلِيْظَة প্রত্যাহারিত হবে।

অন্যদিকে এখানে حَتّٰى অব্যয়টি খাস, যা غَايَتْ অথবা 'শেষ সীমা' অর্থ প্রদানের জন্যে গঠন করা হয়েছে। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, "لَا تَاثِيْرَ لِلْغَايَةِ فِيْمَا بَعْدَهَا" শেষ সীমার পরবর্তীর উপর তার কোনো প্রভাব থাকে না। যেমন– "اَضْرِبُكَ حَتّٰى جَاءَ خَالِدٌ" এ বাক্যের মর্ম হচ্ছে, খালেদ এলেই মারা বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই বুঝা গেল যে, তিন তালাকের কারণে সাব্যস্ত حُرْمَت غَلِيْظَة দ্বিতীয় স্বামীর বিয়ের সাথে সাথেই খতম হয়ে যাবে। অতএব, আগে এক তালাক দিলে এখন দু তালাক, আর দু' তালাক দিলে এখন এক তালাকের মালিক হবে। আর এ আয়াত দ্বারা حِلّ جَدِيْد ও দ্বিতীয় স্বামীর مُحَلِّل হওয়া কোনোটিই বুঝা যায় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, প্রথম স্বামী পুনরায় আগের স্ত্রীকে বিয়ে করলে নতুনভাবে তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। চাই আগে এক অথবা দু' অথবা তিন তালাক যেটিই প্রদান করুক। কেননা, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্যে مُحَلِّل (হালালকারী) হয়েছে এবং পুনরায় তাকে বিয়ে করায় حِلّ جَدِيْد (নতুনভাবে বৈধতা) সৃষ্টি হয়েছে। যদ্দরুন অতীতের সমস্ত তালাক নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

[১১৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

শুধু এখানেই শেষ নয় বরং হযরত আয়েশা (রা.) হতে এমন একটি হাদীস বর্ণিত আছে যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীন স্ত্রীর ইদ্দত তিন হায়েজ। আর তা হলো طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهُنَّ حَيْضَتَانِ অর্থাৎ দাসী দুই তালাকের অধিকারী হয়ে থাকে এবং তার ইদ্দত হলো দুই হায়েয। এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, দাসী সব ক্ষেত্রে স্বাধীনের অর্ধেকের প্রাপ্য হয়ে থাকে, তবে তালাক ও ইদ্দতের ভগ্নাংশ না হওয়ার কারণে তারে দুই তালাক ও দুই ইদ্দত পালন করতে হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীন স্ত্রীর ইদ্দত তিন হায়েয।– (তাফসীরে আহমদী)

বি: দ্র: আয়াতের মধ্যে "اِرْتَبْتُمْ" শব্দ বলার কারণ হলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঋতুহীনদের ইদ্দত পালনের ব্যাপারে সন্দীহান ছিলেন তাই।

وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ اَنْ يُّطَلِّقَهَا ثَلْثًا وَيَكُوْنُ مَامَضٰى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ هَدَرًا لِاَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِىْ يَكُوْنُ مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ بِحِلٍّ جَدِيْدٍ وَيَنْهَدِمُ مَامَضٰى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ وَالطَّلْقَاتِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رحـ) بِاَنَّ الْمُتَمَسِّكَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ وَكَلِمَةُ حَتّٰى لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنَى الْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ فَيُفْهَمُ اَنَّ نِكَاحَ الزَّوْجِ الثَّانِىْ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ الْغَلِيْظَةِ الثَّابِتَةِ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلْثِ وَلَا تَاْثِيْرَ لِلْغَايَةِ فِيْمَا بَعْدَهَا فَلَمْ يُفْهَمْ اَنَّ بَعْدَ النِّكَاحِ يَحْدُثُ حِلٌّ جَدِيْدٌ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ فَفِىْ هٰذَا اِبْطَالُ مُوْجَبِ الْخَاصِّ الَّذِىْ هُوَ حَتّٰى فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ الثَّانِىْ مُحَلِّلًا فِيْمَا وُجِدَ فِيْهِ الْمُغَيَّا وَهُوَ الطَّلْقَاتُ الثَّلْثُ فَفِيْمَا لَمْ يُوْجَدِ الْمُغَيَّا وَهُوَ مَا دُوْنَ الثَّلْثِ اَوْلٰى اَنْ لَّا يَكُوْنَ مُحَلِّلًا فَلَا يَكُوْنُ الزَّوْجُ الثَّانِىْ مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ بِحِلٍّ جَدِيْدٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ প্রথম স্বামী অধিকারী হবে اَنْ يُّطَلِّقَهَا ثَلْثًا তাকে পূর্ণ তিন তালাক প্রদানের وَيَكُوْنُ مَا مَضٰى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ هَدَرًا এবং পূর্বের অবশিষ্ট এক বা দু'তালাক বেকার হয়ে যাবে لِاَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِىْ يَكُوْنُ কারণ, দ্বিতীয় স্বামী সাব্যস্ত হবে مُحَلِّلًا اِيَّاهَا উক্ত স্ত্রীলোকটিকে হালালকারী لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ প্রথম স্বামীর জন্য بِحِلٍّ جَدِيْدٍ নতুন করে وَيَنْهَدِمُ مَا مَضٰى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ وَالطَّلْقَاتِ যার ফলে অতীতের এক, দুই, তিন সকল তালাকই নিঃশেষ হয়ে যাবে, فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ ইমাম শাফেয়ী (র.) এ বক্তব্যের উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, بِاَنَّ التَّمَسُّكَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ আলোচ্য তাহলীলের ব্যাপারে দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاِنْ طَلَّقَهَا. فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ (যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তাহলে দ্বিতীয় আরেকজনকে নিকাহ করা ব্যতীত সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবেনা) وَكَلِمَةُ حَتّٰى لَفْظٌ خَاصٌّ অত্র আয়াতে حَتّٰى টি একটি خَاصْ জাতীয় শব্দ وُضِعَ لِمَعْنَى الْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ যা غَايَتْ বা 'শেষ সীমা'এর অর্থ প্রদানের জন্য গঠিত, فَيُفْهَمُ তা দ্বারা বুঝা যায় যে, اَنَّ نِكَاحَ الزَّوْجِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ الْغَلِيْظَةِ ঐ حُرْمَت -এর জন্য শেষসীমা الثَّابِتَةِ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلْثِ যা তিন তালাক দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে وَلَاتَاْثِيْرَ لِلْغَايَةِ فِيْمَا -غَلِيْظَة بَعْدَهَا আর স্বীকৃত সত্য যে শেষসীমার পরবর্তী স্থানে শেষসীমার কোনো প্রতিক্রিয়া থাকে না فَلَمْ يُفْهَمْ সুতরাং বুঝা যায় না اَنَّ بَعْدَ النِّكَاحِ বিবাহের পর يَحْدُثُ সৃষ্টি হবে حِلٌّ جَدِيْدٌ নতুন বৈধতা لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ প্রথম স্বামীর জন্য فَفِىْ هٰذَا اِبْطَالُ مُوْجَبِ الْخَاصِّ الَّذِىْ هُوَ حَتّٰى কাজেই প্রথম স্বামীর জন্য নতুন حِلَّتْ সাব্যস্ত করা حَتّٰى -এর নির্দিষ্ট অর্থকে বাতিল করারই নামান্তর فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ الثَّانِىْ সুতরাং দ্বিতীয় স্বামী যখন সাব্যস্ত হতে পারেনি مُحَلًّا হালালকারী فِيْمَا ঐ ক্ষেত্রে وُجِدَ فِيْهِ الْمُغَيَّا যার মধ্যে مُغَيَّا অর্থাৎ তিন তালাক পাওয়া গেছে وَهِىَ الطَّلْقَاتُ الثَّلْثُ আর তা হলো তিন তালাক فَفِيْمَا لَمْ يُوْجَدِ الْمُغَيَّا তেমন যার মধ্যে مُغَيَّا পাওয়া যায়নি وَهُوَ مَادُوْنَ الثَّلْثِ অর্থাৎ তিন অপেক্ষা কম পাওয়া গেছে اَلْاَوْلٰى اَنْ لَايَكُوْنَ مُحَلِّلًا সেখানে তো আরো অধিক যুক্তিসঙ্গত কারণে হালালকারী সাব্যস্ত হবে না فَلَا يَكُوْنُ الزَّوْجُ الثَّانِىْ মোটকথা দ্বিতীয় স্বামী প্রমাণিত হয়নি مُحَلِّلًا اِيَّاهَا উক্ত মহিলাকে হালালকারী বলে لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ প্রথম স্বামীর জন্য بِحِلٍّ جَدِيْدٍ নতুন حلت -এর সাথে।

সরল অনুবাদ : কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথম স্বামী তাকে পূর্ণ তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে এবং পূর্বের অবশিষ্ট এক বা দু'তালাক বেকার হয়ে যাবে। কারণ দ্বিতীয় স্বামী উক্ত স্ত্রীলোকটিকে প্রথম স্বামীর জন্য নতুন করে হালালকারী সাব্যস্ত হবে। যার ফলে অতীতের এক, দুই, তিন সকল তালাকই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ বক্তব্যের উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, আলোচ্য তাহলীলের ব্যাপারে দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অত্র আয়াতে حَتّٰى টি একটি خَاصٌ জাতীয় শব্দ। যা غَايَتْ বা 'শেষ সীমা' এর অর্থ প্রদানের জন্য গঠিত। তা দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ ঐ حُرْمَتْ غَلِيْظَه-এর জন্য শেষ সীমা যা তিন তালাক দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর স্বীকৃত সত্য যে, শেষ সীমার পরবর্তী স্থানে শেষ সীমার কোনো প্রতিক্রিয়া থাকে না। সুতরাং এখান থেকে এরূপ কোনো কথা আদৌ বুঝা যায় না যে, বিবাহের পর প্রথম স্বামীর জন্য কোনো নতুন حِلَّتْ সৃষ্টি হবে। কাজেই প্রথম স্বামীর জন্য নতুন حِلَّتْ সাব্যস্ত করা حَتّٰى-এর নির্দিষ্ট অর্থকে বাতিল করারই নামান্তর। সুতরাং দ্বিতীয় স্বামী যখন ঐ ক্ষেত্রে হালালকারী সাব্যস্ত হতে পারেনি, যার মধ্যে مُغَيًّا অর্থাৎ তিন তালাক পাওয়া গেছে, তখন যার মধ্যে مُغَيًّا পাওয়া যায়নি অর্থাৎ তিন অপেক্ষা কম পাওয়া গেছে, সেখানে তো আরো অধিক যুক্তিসঙ্গত কারণে হালালকারী সাব্যস্ত হবে না। [مُغَيًّا বলা হয়,যার প্রান্ত সীমা বা শেষ সীমা নির্ধারিত আছে।] মোট কথা, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত মহিলাকে নতুন حِلَّتْ-এর সাথে হালালকারী বলে প্রমাণিত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ -এর আলোচনা : ইমাম আবূ হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.) বলেন যে, প্রথম স্বামী পুনরায় আগের স্ত্রীকে বিয়ে করলে নতুনভাবে তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। চাই আগে এক অথবা দু' অথবা তিন তালাক যেটিই প্রদান করুক। কেননা, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্যে مُحَلِّلْ (হালালকারী) হয়েছে এবং পুনরায় তাকে বিয়ে করায় حِلِّ جَدِيْد (নতুনভাবে বৈধতা) সৃষ্টি হয়েছে। যদ্দরুন অতীতের সমস্ত তালাক নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

قَوْلُهُ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সর্বমোট স্বামী কত তালাক এর অধিকারী হতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, স্বামী সর্ব মোট তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হতে পারে। আর এ মতই عَبَادِلَهْ ثَلٰثَه তথা ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে।

اِعْتِرَاضُ الْاِمَامِ الشَّافِعِىْ (رحـ) বা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আপত্তি : ইমাম শাফেয়ী (র.) শায়খাইনের অভিমতের উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ الخ" এখানে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ দ্বারা حُرْمَتْ غَلِيْظَةْ প্রত্যাহার হয়ে যাবে। এটাই حَتّٰى খাস শব্দের দাবি। আপনাদের মতে যেহেতু خَاصٌ শব্দ স্বয়ং সুস্পষ্ট এবং ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না সেহেতু এ ধরনের কথা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে যে, দ্বিতীয় স্বামী مُحَلِّلْ (হালালকারী) হয়েছে এবং তার বিয়ে দ্বারা حِلِّ جَدِيْد সৃষ্টি হয়েছে? এটা কি খাস শব্দের উপর বাড়াবাড়ি নয়? এতে خَاصٌ (حَتّٰى অব্যয়টি) শব্দের আমল বাতিল করার নামান্তর নয় কি?

এ আপত্তির উত্তর সম্মানিত ব্যাখ্যাকার সুন্দরভাবে দিয়েছেন। সামনে এর বিবরণ আসছে। যার কারণে এখানে তা উল্লেখ করা হলো না।

قَوْلُهُ اَنَّ نِكَاحَ الزَّوْجِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মধ্যেমে গ্রন্থপ্রণেতা একটি মতপার্থক্য পূর্ণ মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর তা হলো– ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত স্বামী তার তিন তালাকপ্রাপ্ত ও ইদ্দত পূর্ণকারিণী স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার জন্য শুধুমাত্র অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই চলবে, সহবাস করা জরুরি নয়। আর হানফীগণের মতে দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করলে প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হালাল হবে, অন্যথা নয়। এ মতপার্থক্য হওয়ার কারণ হলো কুরআনের আয়াত "حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"-এর মধ্যে تَنْكِحَ শব্দটির অর্থ শাফেয়ীওলামাগণ عَقْد অর্থে নেন, তথা শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই চলবে সহবাস করার প্রয়োজন নেই। কেননা আয়াতে نِكَاحْ শব্দকে স্ত্রীর দিকে نِسْبَتْ বা সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ সঙ্গমের نِسْبَتْ তো পুরুষের দিকে হয়ে থাকে। আর ওলামায়ে আহনাফগণ وَطِئْ অর্থে নেন তথা শুধু বিববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই চলবে না বরং সঙ্গমও করতে হবে।

فَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ (رح) فِي جَوَابِهِ مِنْ جَانِبِ اَبِي حَنِيفَةَ (رح) اَنَّ كَوْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ اِنَّمَا نُثْبِتُهُ بِحَدِيثِ الْعُسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ كَمَا زَعَمْتُمْ وَبَيَانُهُ اَنَّ اِمْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ اِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ اِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي ثَلٰثًا فَنَكَحْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رضـ) فَمَا وَجَدْتُهُ اِلَّا كَهُدْبَةِ ثَوْبِي هٰذَا تَعْنِي وَجَدْتُهُ عِنِّيْنًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتُرِيدِينَ اَنْ تَعُودِي اِلَى رِفَاعَةَ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَا حَتَّى تَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ هُوَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ (رح) গ্রন্থকার বলেন فِي جَوَابِهِ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আপত্তির উত্তরে বলেছেন مِنْ جَانِبِ اَبِي حَنِيفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে اَنَّ كَوْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي مُحَلِّلًا اِيَّاهَا দ্বিতীয় স্বামীর উক্ত মহিলাকে হালালকারী হওয়া لِلزَّوْجِ প্রথম স্বামীর জন্য اِنَّمَا نُثْبِتُهُ بِحَدِيثِ الْعُسَيْلَةِ তা আমরা হাদীসে উসায়লা দ্বারা প্রমাণ করি لَا بِقَوْلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ আল্লাহ তা'আলার বাণী– حَتَّى تَنْكِحَ দ্বারা নয় كَمَا زَعَمْتُمْ যেমনটি আপনাদের ধারণা وَبَيَانُهُ তার বিস্তারিত বিবরণ হলো– اَنَّ اِمْرَأَةَ رِفَاعَةَ একদা রিফাআ নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী جَاءَتْ اِلَى الرَّسُولِ ﷺ فَقَالَتْ নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল اِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي ثَلٰثًا আমার স্বামী রিফাআ আমাকে তিন তালাক প্রদান করেছেন فَنَكَحْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رضـ) এবং আমি ইদ্দত সমাপনান্তে আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি فَمَا وَجَدْتُهُ اِلَّا كَهُدْبَةِ ثَوْبِي هٰذَا কিন্তু আমি তাকে আমার এ কাপড়ের আঁচলের ন্যায় (তথা পুরুষহীন) পেয়েছি تَعْنِي وَجَدْتُهُ عِنِّيْنًا অর্থাৎ তাকে নপুংশক পেয়েছি فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন اَتُرِيدِينَ اَنْ تَعُودِي اِلَى رِفَاعَةَ তুমি কি পুনরায় রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? قَالَتْ نَعَمْ সে বলল, হ্যাঁ فَقَالَ لَا তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন না, তা হয় না حَتَّى تَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ هُوَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একে অপরের মধু উপভোগ না করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে পারবে না।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আপত্তির উত্তরে বলছেন যে, দ্বিতীয় স্বামীর উক্ত মহিলাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালালকারী হওয়া, তা আমরা হাদীসে উসায়লা দ্বারা প্রমাণ করি, আল্লাহ তা'আলার বাণী– حَتَّى تَنْكِحَ দ্বারা নয়, যেমনটি আপনাদের ধারণা। তার বিস্তারিত বিবরণ হলো, একদা রিফাআ নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী নবী কারীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমার স্বামী রিফাআ আমাকে তিন তালাক প্রদান করেছেন এবং আমি ইদ্দত সমাপনান্তে আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়ের-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমি তাকে আমার এ কাপড়ের আঁচলের ন্যায় (তথা পুরুষত্বহীন) পেয়েছি। তখন নবী কারীম ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি পুনরায় রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? সে বলল, হাঁ। তখন নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন– না, তা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একে অপরের মধু উপভোগ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে পারবে না। অর্থাৎ তালাকের পূর্বে তোমাকে অবশ্যই তার সাথে যৌন সঙ্গমে মিলিত হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِحَدِيثِ الْعُسَيْلَةِ الخ **-এর আলোচনা :** প্রকাশ থাকে যে, নবী কারীম ﷺ مُحَلِّلْ ও مُحَلَّلْ لَهُ উভয়ের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। কারণ مُحَلِّلْ বিচ্ছেদের নিয়তেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে স্থায়ীত্বের নিয়তে বিবাহ জায়েজ, বিচ্ছেদের নিয়তে নয়। আর مُحَلَّلْ لَهُ-এর উপর অভিশাপ দেওয়ার কারণ হলো বিচ্ছেদের নিয়তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধতার কারণেই হয়ে থাকে। তবে এখানে অভিশাপ দ্বারা হীনমন্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, প্রকৃত অভিশাপ উদ্দেশ্য নয়।

বিঃ দ্রঃ مُحَلِّلْ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কারো তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহের বৈধতা সাব্যস্ত করার জন্য বিয়ে করে থাকে। আর مُحَلَّلْ لَهُ বলা হয় যার জন্য تَحْلِيلْ বা বৈধতা সাব্যস্ত করেছে তাকে।

قَوْلُهُ اِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الخ **-এর আলোচনা :** এই ইবারত দ্বারা গ্রন্থপ্রণেতা হযরত রিফাআর স্ত্রীর ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, রিফাআর স্ত্রী হুযূর ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক সময় রিফাআর সহধর্মিণী ছিলাম এবং তার সঙ্গে কিছু কাল যাবৎ জীবন যাপন করতে থাকি; কিন্তু হঠাৎ সে আমাকে তিন তালাক দেয়। অতঃপর আমি ইদ্দত পূর্ণ করে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়েরের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্তু তাকে আমি কাপড়ের আঁচলের ন্যায় তথা পুরুষত্বহীন পাই। তৎক্ষণাত হুযূর ﷺ বললেন, তুমি কি আবার রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? সে বলল, হাঁ। অবশেষে হুযূর ﷺ বললেন, তুমি তার নিকট ফিরে যেতে পারবে, তবে শর্ত হলো তোমাদের উভয়ে একে অপরের মধু আস্বাদন করতে হবে। অর্থাৎ আব্দুর রহমানের সঙ্গে সহবাস করার পর সে তোমাকে তালাক দিলেই তুমি দ্বিতীয়বার রিফাআর বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে, অন্যথা নয়। [অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ১২৫ পৃষ্ঠায়]

فَهٰذَا الْحَدِيْثُ مَسُوْقٌ لِبَيَانِ اَنَّهٗ يُشْتَرَطُ وَطْئُ الزَّوْجِ الثَّانِيْ اَيْضًا وَلَا يَكْفِيْ مُجَرَّدُ النِّكَاحِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْاٰيَةِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ قَبِلَهُ الشَّافِعِيُّ (رح) اَيْضًا لِاَجْلِ اِشْتِرَاطِ الْوَطْئِ وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهٖ عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ كَمَا اَنَّهٗ يَدُلُّ عَلٰى اِشْتِرَاطِ الْوَطْئِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ فَكَذَا يَدُلُّ عَلٰى مُحَلِّلِيَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِيْ بِاِشَارَةِ النَّصِّ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهَا اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَعُوْدِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ وَلَمْ يَقُلْ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَنْتَهِيْ حُرْمَتُكِ وَالْعَوْدُ هُوَ الرُّجُوْعُ اِلَى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى وَفِي الْحَالَةِ الْاُوْلٰى كَانَ الْحِلُّ ثَابِتًا لَهَا فَاِذَا عَادَتِ الْحَالَةُ الْاُوْلٰى عَادَ الْحِلُّ وَتَجَدَّدَ بِاسْتِقْلَالِهٖ وَاِذَا ثَبَتَ بِهٰذَا النَّصِّ الْحِلُّ فِيْمَا عُدِمَ فِيْهِ الْحِلُّ وَهُوَ الطَّلَقَاتُ الثَّلٰثُ مُطْلَقًا فَفِيْمَا كَانَ الْحِلُّ نَاقِصًا وَهُوَ مَا دُوْنَ الثَّلٰثِ اَوْلٰى اَنْ يَكُوْنَ الزَّوْجُ الثَّانِيْ مُتَمِّمًا لِلْحِلِّ النَّاقِصِ بِالطَّرِيْقِ الْاَكْمَلِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَهٰذَا الْحَدِيْثُ مَسُوْقٌ لِبَيَانِ অতএব, উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, اَنَّهٗ يُشْتَرَطُ وَطْئُ الزَّوْجِ الثَّانِيْ اَيْضًا আর تَحْلِيْل বা বৈধকরণের জন্য দ্বিতীয় স্বামীর যৌন সঙ্গম ও শর্ত لَايَكْفِيْ যথেষ্ট নয়, مُجَرَّدُ النِّكَاحِ শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْاٰيَةِ যেমনটি বাহ্যত আয়াত দ্বারা মনে হয়ে থাকে وَهٰذَا حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ তাছাড়া এটা একটি মশহুর হাদীস قَبِلَهُ الشَّافِعِيُّ (رح) اَيْضًا ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তা গ্রহণ করেছেন لِاَجْلِ اِشْتِرَاطِ الْوَطْئِ যৌন সঙ্গমকে শর্ত হিসেবে প্রমাণের জন্য وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهٖ عَلَى الْكِتَابِ আর এ ধরনের মশহুর হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর বৃদ্ধিকরণ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতভাবেই জায়েজ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ এ হাদীসটি كَمَا اَنَّهٗ يَدُلُّ عَلٰى اِشْتِرَاطِ الْوَطْئِ যেভাবে তাহলীলের জন্য যৌন সঙ্গমকে শর্ত সাব্যস্ত করে بِعِبَارَةِ النَّصِّ শাব্দিক বাচনভঙ্গি দ্বারা فَكَذَا يَدُلُّ عَلٰى مُحَلِّلِيَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِيْ তদ্রূপ দ্বিতীয় স্বামীর হালালকারী হওয়ার কথাও প্রমাণ করে بِاِشَارَةِ النَّصِّ শাব্দিক ইঙ্গিত দ্বারা وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهَا কেননা, নবী করীম ﷺ উক্ত মহিলাটিকে বলেছিলেন اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَعُوْدِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? وَلَمْ يَقُلْ এবং এরূপ বলেননি যে اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَنْتَهِيْ حُرْمَتُكِ তুমি কি তোমার হুরমত-এর অবসান কামনা করো? وَالْعَوْدُ هُوَ الرُّجُوْعُ اِلَى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى আর عَوْد শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা وَفِي الْحَالَةِ الْاُوْلٰى আর প্রথম অবস্থায় كَانَ الْحِلُّ ثَابِتًا لَهَا উক্ত মহিলাটির জন্য حِلَّتْ সাব্যস্ত ছিল فَاِذَا عَادَتِ الْحَالَةُ الْاُوْلٰى সুতরাং যখন প্রথম অবস্থায় ফিরে আসবে عَادَ الْحِلُّ তখন حِلَّتْ ও সাথে সাথে প্রত্যাবর্তন করবে وَتَجَدَّدَ بِاسْتِقْلَالِهٖ এবং তা স্বতন্ত্র একটি নতুন حِلَّتْ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে وَاِذَا ثَبَتَ بِهٰذَا النَّصِّ الْحِلُّ فِيْمَا এ نَصّ দ্বারা যখন ঐ বস্তুর মধ্যে অর্থাৎ তিন তালাকের অবস্থায় সাধারণভাবে حِلَّتْ প্রমাণিত হলো عُدِمَ فِيْهِ الْحِلُّ অথচ তার মধ্যে حِلَّتْ অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে وَهُوَ الطَّلَقَاتُ الثَّلٰثُ مُطْلَقًا অর্থাৎ তিন তালাকের অবস্থায় সাধারণভাবে حِلَّتْ প্রমাণিত হয় فَفِيْمَا كَانَ الْحِلُّ نَاقِصًا অথচ তার মধ্যে حِلَّتْ অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে وَهُوَ مَادُوْنَ الثَّلٰثِ অর্থাৎ তিন অপেক্ষা কম তালাক অবস্থায় اَوْلٰى অধিকতর যুক্তিযুক্ত اَنْ يَكُوْنَ الزَّوْجُ الثَّانِيْ দ্বিতীয় স্বামী সাব্যস্ত হওয়া مُتَمِّمًا সম্পূর্ণরূপে হালালকারী لِلْحِلِّ النَّاقِصِ অসম্পূর্ণ حِلَّتْ -এর জন্য بِالطَّرِيْقِ الْاَكْمَلِ উত্তম পন্থায়।

সরল অনুবাদ : অতএব উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, تَحْلِيْل বা বৈধকরণের জন্য দ্বিতীয় স্বামীর যৌন সঙ্গম শর্ত, শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। যেমনটি বাহ্যত আয়াত দ্বারা মনে হয়ে থাকে। তা ছাড়া এটা একটি মশহুর হাদীস। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও যৌন সঙ্গমকে শর্ত হিসেবে প্রমাণের জন্য তা গ্রহণ করেছেন। আর এ ধরনের মশহুর হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধিকরণ সর্বসম্মতভাবেই জায়েজ। এ হাদীসটি যেভাবে শাব্দিক বাচন ভঙ্গি দ্বারা তাহলীলের জন্য যৌন সঙ্গমকে শর্ত সাব্যস্ত করে, তদ্রূপ শাব্দিক ইঙ্গিত দ্বারা দ্বিতীয় স্বামীর হালালকারী হওয়ার কথাও প্রমাণ

করে। কেননা নবী কারীম ﷺ উক্ত মহিলাটিকে বলেছিলেন "তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও?" এবং এরূপ বলেননি যে, "তুমি কি তোমার হুরমত-এর অবসান কামনা করো ?" "عَوْد" শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর প্রথম অবস্থায় উক্ত মহিলাটির জন্য حِلَّتْ সাব্যস্ত ছিল। সুতরাং যখন প্রথম অবস্থায় ফিরে আসবে, তখন حِلَّتْও সাথে সাথে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তা স্বতন্ত্র একটি নতুন حِلَّتْ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। এই نَصّ দ্বারা যখন ঐ বস্তুর মধ্যে অর্থাৎ তিন তালাকের অবস্থায় সাধারণভাবে حِلَّتْ প্রমাণিত হলো অথচ তার মধ্যে حِلَّتْ অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ তিন অপেক্ষা কম তালাক অবস্থায়, সেখানে দ্বিতীয় স্বামী অসম্পূর্ণ حِلَّتْ-এর জন্য সম্পূর্ণ রূপে হালালকারী সাব্যস্ত হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা গ্রন্থপ্রণেতা এ দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি "حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর লক্ষ্য করে বলেন যে,কেবল বিবাহই تَحْلِيل তথা বৈধকরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে তার অভিমতটি حَدِيْث مَشْهُوْر -এর বিপরীতে ধর্তব্য হবে না। এমনকি কোনো বিচারকও তার উপর নির্ভর করে ফয়সালা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَالزِّيَادَةُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতকে ব্যাখ্যাকার (র.) উহ্য একটি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : হানাফীগণ তিন তালাকপ্রাপ্ত ইদ্দত পূর্ণকারিণী মহিলাকে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস করার যে শর্তারোপ করেছেন তাতে কিতাবুল্লাহ-এর উপর অতিরিক্ত করা নয়কি ? আর তাতো জায়েজ নেই।

উত্তর : ওলামায়ে আহনাফ প্রতিপক্ষের উত্তরে বলেন, خَبَر وَاحِد-এর দ্বারা زِيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ তথা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরিক্ত করা জায়েজ নেই; তবে خَبَرِ مَشْهُوْر-এর দ্বারা অতিরিক্ত করাটা জায়েজ আছে। অতএব উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্ন খণ্ডন হয়ে গেছে। তবে كَشْفُ الدَّائِر প্রণেতার ন্যায় কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে যে, خَبَر وَاحِد বলেছেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন।

قَوْلُهُ فَكَذَا يَدُلُّ عَلَى مُحَلِّلِيَّةِ الزَّوْجِ -এর বিশ্লেষণ : ব্যাখ্যাকার (র.) উক্ত ইবারত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপর তাঁর অভিযোগ হলো– দ্বিতীয় স্বামী مُحَلِّل (হালালকারী), এ ধরনের কথা বলা خَاص শব্দের অর্থকে বাতিল করার নামান্তর।

এর জবাব হচ্ছে– ১. দ্বিতীয় স্বামীর مُحَلِّل হওয়া এবং তার বিয়ের কারণে حِلّ جَدِيْد সৃষ্টি হওয়া কুরআনের "حَتّٰى" খাস শব্দ দ্বারা আমরা সাব্যস্ত করিনি; বরং حَدِيْثُ الْعُسَيْلَةِ দ্বারা সাব্যস্ত করেছি। কেননা, এ হাদীসের عِبَارَةُ النَّصِّ দ্বারা খাস তাহলীলের জন্যে সহবাস যে পূর্বশর্ত, তা বুঝা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ বক্তব্যের সাথে একমত। আর এ হাদীসের إِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা দ্বিতীয় স্বামীর مُحَلِّل হওয়া বুঝা যায়। কেননা, রাসূল ﷺ ঐ মহিলাটির বক্তব্য শুনে জিজ্ঞেস করেছেন– أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَعُوْدِيْ إِلٰى رِفَاعَةَ তুমি কি প্রথম স্বামী রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? কেননা, عَوْد শব্দের অর্থ হলো– اَلرُّجُوْعُ إِلَى الْحَالَةِ الْأُوْلٰى বা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া। সুতরাং প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে গেলে حِلّ جَدِيْد ফিরে আসবে। ফলে দ্বিতীয় স্বামী مُحَلِّل (হালালকারী) হয়ে গেল।

২. একটি হাদীসের عِبَارَةُ النَّصِّ -এর মর্ম গ্রহণ করে إِشَارَةُ النَّصِّ -এর মর্মের বিরোধিতা করা কোনোক্রমেই বিবেক সমর্থন করে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা সেটিই বুঝা যায়। সতরাং আমরা বলতে চাই যে, এ হাদীসের عِبَارَةُ النَّصِّ দ্বারা দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গম করা এবং إِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা দ্বিতীয় স্বামীর مُحَلِّل হওয়া উভয়টি প্রমাণিত।

৩. উসাইলা সম্পর্কিত হাদীসটি حَدِيْث مَشْهُوْر আর মাশহুর হাদীস দ্বারা কুরআনের উপর কোনো বিধান বৃদ্ধি করা হলে إِبْطَال عَمَل বা আমল বাতিল করা হয় না। কেননা, বৃদ্ধি এক জিনিস, আর বাতিল করা অন্য জিনিস।

৪. দ্বিতীয় স্বামী যে প্রথম স্বামীর জন্যে مُحَلِّل (হালালকারী) তা অন্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন–

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" –

অর্থাৎ রাসূল ﷺ হালালকারী এবং যার জন্যে হালাল করা হয়েছে, উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। (যদি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিয়ে করা হয়) এ হাদীসে দ্বিতীয় স্বামীকে مُحَلِّل لَهُ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ "وَاِذَا ثَبَتَ بِهٰذَا النَّصِّ الخ" -এর আলোচনা : প্রথম স্বামী কর্তৃক তিন তালাক হলে حُرْمَت غَلِيْظَة (প্রগাঢ় নিষিদ্ধতা) এসে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয় স্বামী مُحَلِّل হতে পারে এবং حِلّ جَدِيْد আত্মপ্রকাশ করতে পারে, তাহলে তিন অপেক্ষা কম সংখ্যক তালাকের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বাম কেন مُحَلِّل হবে না? এবং কেন حِلّ جَدِيْد (নতুন বৈধতা) আসবে না? বরং এ ক্ষেত্রেও উত্তমভাবে দ্বিতীয় স্বামী হালালকারী হবে।

মোদ্দাকথা, প্রথম স্বামী আগে তিন তালাক প্রদান করলে পুনরায় তিন তালাকের মালিক হবে, আর আগে এক বা দু'তালাক প্রদান করলেও পুনরায় তিন তালাকের অধিকারী হবে। এটাই عَوْد শব্দের অন্যতম দাবি।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ اَتُرِيْدِيْنَ الخ - এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, গ্রন্থপ্রণেতা উক্ত ইবারত দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, যদি মহানবী ﷺ রিফাআর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, তুমি কি চাও যে, তোমার অবৈধতা নিঃশেষ হয়ে যাক ? আর তার প্রতি উত্তরে সে যদি হ্যাঁ বলত, অতঃপর নবী কারীম ﷺ বলতেন (الحديث) لَا حَتّٰى تَذُوْقِىْ তাহলে এর দ্বারা দ্বিতীয় স্বামী হালালকারী হওয়া সাব্যস্ত হত না; বরং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাসের দ্বারা তার অবৈধতা শেষ হওয়াটাই বুঝা যেত। সুতরাং উল্লিখিত বক্তব্যের পরিবর্তে যখন পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসকে শর্তারোপ করলেন, তাতে اِشَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা বুঝা যায় দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত মহিলাকে হালালকারী হবে।

ثَمَرَةُ الْاِخْتِلَافِ বা মতানৈক্যের ফলাফল : এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে নিম্নোক্ত কথাগুলো বুঝা যায়–

১. প্রথম স্বামী তিন তালাক দিয়ে তাহলীলের পর উক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করলে উভয় ইমামের মতে প্রথম স্বামী স্বতন্ত্র তিন তালাকের অধিকারী হবে।

২. আগে এক বা দু'তালাক দিলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, দ্বিতীয়বার অবশিষ্ট তালাকের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এ ক্ষেত্রেও প্রথম স্বামী তিন তালাকের মালিক হবে।

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আগের এক বা দু' তালাক নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সেগুলো বলবৎ থাকবে।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, পূর্বে এক তালাক বা দু'তালাক দেওয়া হলে পুনরায় বিয়ে করার পর যথাক্রমে দু'বা এক তালাক দিলে স্ত্রী مُغَلَّظَةٌ (চিরতরে হারাম) হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এ ক্ষেত্রে তিন তালাক দেওয়া ছাড়া স্ত্রী مُغَلَّظَةٌ হবে না।

৫. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, তাহলীলের পর حِلِّ جَدِيْد (নতুন বৈধতা) এবং দ্বিতীয় স্বামী مُحَلِّلْ (হালালকারী) কোনোটিই হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তাহলীলের পর حِلِّ جَدِيْد সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী مُحَلِّلْ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬. উভয় ইমামের ঐকমত্যে– তাহলীলের জন্যে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস করা পূর্বশর্ত। নিছক বিবাহ বন্ধন যথেষ্ট নয়।

[১২২ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ حَتّٰى تَذُوْقِىْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ الخ - এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, اَلْعُسَيْلَةُ শব্দটি عَسَلٌ-এর تَصْغِيْر এখানে স্ত্রী সঙ্গম ও সহবাস কে বুঝানো হয়েছে। আর تَصْغِيْر করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামান্য পরিমাণ সম্ভোগ করাই বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং মনি বের হওয়া কোনো জরুরি নয়। বরং পুরুষাঙ্গকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানোই যথেষ্ট। তা ছাড়া ذَوْق শব্দটিও এ দিকেই ইঙ্গিত করছে যে, পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করা জরুরি নয়। তবে ইমাম হাসান বসরী তার বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। তিনি বলেন, تَحْلِيْل তথা বৈধকরণের মধ্যে اِنْزَالٌ (মনি নির্গত) হওয়া শর্ত। যদি মনি নির্গত না হয় তাহলে বৈধকরণ হবে না। এবং তাঁর মতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে তিনি বলেন যে, হাদীসে বর্ণিত عُسَيْلَةٌ শব্দটি বীর্য নির্গতকরণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর জমহুর ফকীহগণের মতের স্বপক্ষে দলিল হল হুযূর ﷺ বলেছেন–" اَلْعُسَيْلَةُ هِىَ الْجِمَاعُ " অর্থাৎ عُسَيْلَةٌ হলো সহবাস বা সঙ্গম করা।

ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوْقِ بِقَوْلِهٖ جَزَآءً لَا بِقَوْلِهٖ فَاقْطَعُوْا وَهٰذَا اَيْضًا جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِىْ وَتَقْرِيْرُ السُّوَالِ هٰهُنَا اَيْضًا لَابُدَّ فِيْهِ مِنْ تَمْهِيْدِ مُقَدَّمَةٍ وَهِىَ اَنَّ السَّارِقَ اِذَا سَرَقَ شَيْئًا مِنْ اَحَدٍ وَقُطِعَ يَدُهٗ فِيْهَا فَاِنْ كَانَ الْمَسْرُوْقُ مَوْجُوْدًا فِىْ يَدِ السَّارِقِ يُرَدُّ اِلَى الْمَالِكِ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنْ كَانَ هَالِكًا فَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رحـ) يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ هَلَكَ بِنَفْسِهٖ اَوْ اِسْتَهْلَكَهٗ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لَايَجِبُ الضَّمَانُ قَطُّ اِلَّا عِنْدَ الْاِسْتِهْلَاكِ فِىْ رِوَايَةٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বলেন وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ আর হেফাজতের দায়িত্ব বাতিল হওয়া عَنِ الْمَسْرُوْقِ চুড়িকৃত মাল হতে بِقَوْلِهٖ جَزَآءً এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী جَزَاءً দ্বারা প্রমাণিত لَابِقَوْلِهٖ তাঁর বাণী فَاقْطَعُوْا দ্বারা নয় وَهٰذَا اَيْضًا جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ এটাও অনুরূপ আরেকটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর يَرِدُ عَلَيْنَا যা আমাদের (হানাফীগণের) উপর উত্থাপিত হয়ে থাকে مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِىْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে وَتَقْرِيْرُ السُّوَالِ প্রশ্ন ব্যাখ্যা করার জন্য هٰهُنَا اَيْضًا এখানেও لَابُدَّ প্রয়োজন فِيْهِ এখানে مِنْ تَمْهِيْدِ مُقَدَّمَةٍ একটি প্রাথমিক ভূমিকার وَهِىَ আর তা হলো اَنَّ السَّارِقَ اِذَا سَرَقَ شَيْئًا مِنْ اَحَدٍ চোর যখন কারো কোনো বস্তু চুরি করে وَقُطِعَ يَدُهٗ فِيْهَا এবং সে চুরির বদলে তার হাত কাটা যায় فَاِنْ كَانَ الْمَسْرُوْقُ مَوْجُوْدًا তখন যদি চুরিকৃত মাল অবশিষ্ট থাকে فِىْ يَدِ السَّارِقِ চোরের হাতে يُرَدُّ اِلَى الْمَالِكِ بِالْاِتِّفَاقِ তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে وَاِنْ كَانَ هَالِكًا আর যদি চুরিকৃত মাল নষ্ট হয়ে যায় فَعِنْدَ الشَّافِعِىْ তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ চোরের উপর সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে سَوَاءٌ هَلَكَ بِنَفْسِهٖ চাই সে মাল নিজে নিজেই নষ্ট হোক اَوْ اِسْتَهْلَكَهٗ অথবা চোর স্বয়ং তা নষ্ট করে ফেলুক وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে لَايَجِبُ الضَّمَانُ قَطُّ কোনো অবস্থাতেই চোরের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না اِلَّا عِنْدَ الْاِسْتِهْلَاكِ অবশ্য শুধু ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করার অবস্থায়ই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে فِىْ رِوَايَةٍ এক রেওয়ায়েত মোতাবেক।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বলেন, **আর চুরিকৃত মাল হতে হেফাজতের দায়িত্ব বাতিল হওয়া, এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী– جَزَآءً দ্বারা প্রমাণিত, فَاقْطَعُوْا দ্বারা নয়।** এটাও অনুরূপ আরেকটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, যা আমাদের (হানাফীগণের) উপর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে উত্থাপিত হয়ে থাকে। প্রশ্ন ব্যাখ্যা করার জন্য এখানেও একটি প্রাথমিক ভূমিকার প্রয়োজন। আর তা হলো, চোর যখন কারো কোনো বস্তু চুরি করে এবং সে চুরির বদলে তার হাত কাটা যায়, তখন যদি চুরিকৃত মাল চোরের হাতে অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর যদি চুরিকৃত মাল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে চোরের উপর সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। চাই সে মাল নিজে নিজেই নষ্ট হোক অথবা চোর স্বয়ং তা নষ্ট করে ফেলুক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো অবস্থাতেই চোরের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এক রেওয়ায়েত মোতাবেক শুধু ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করার অবস্থায়ই ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عِصْمَتْ শব্দের মর্মার্থ : عِصْمَةٌ শব্দের অর্থ হলো– রক্ষা করা, হেফাজত করা, সংরক্ষণ করা ও নিরাপত্তা। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" এটি চুরিকৃত মালের সিফাত, যেমন– মালিকানাধীন হওয়া তার সিফাত। শরিয়তের পরিভাষায় عِصْمَتْ হচ্ছে– "كَوْنُ الْمَالِ مُحْتَرَمًا بِحَيْثُ يَحْرُمُ لِلْغَيْرِ التَّصَرُّفُ فِيْهِ"

অর্থাৎ মাল এমন সম্মানিত হওয়া যে, মালিক ব্যতীত তাতে অন্যের হস্তক্ষেপ হারাম হবে। মোদ্দাকথা, সম্পদের মধ্যে মালিকের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকে عِصْمَتْ বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, চোর ও ডাকাত যখন মালে হাত রাখে, তখন মালিকের عِصْمَتْ দূরীভূত হয়ে আল্লাহর عِصْمَتْ -এর মধ্যে তা প্রত্যাবর্তিত হয়।

قَوْلُهُ وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ الخ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** মানার প্রণেতা স্বীয় উক্তি- وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ الخ এ বাক্য দ্বারা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ একটু পরেই আসবে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

قَوْلُهُ "يُرَدُّ إِلَى الْمَالِكِ بِالْاِتِّفَاقِ" :

চুরিকৃত মাল ফেরত দেওয়ার বিধান : চুরির অপরাধী ইসলামি আদালতের রায় অনুযায়ী চোরের হাত কাটার পর উক্ত মাল চোরের হাতে বিদ্যমান থাকলে সর্বসম্মতিক্রমে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। কেননা, মালিকের عِصْمَتْ চলে গেলেও তার মালিকানা বহাল থাকে। এভাবে চোর যদি উক্ত মাল বিক্রি করে দেয়, অথবা কাউকে হেবা করে দেয়, তাহলে ক্রেতাও যাকে হেবা করা হয়েছে তার থেকে তা গ্রহণপূর্বক মালিককে ফেরত দিতে হবে।

قَوْلُهُ "فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ الضَّمَانُ" : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, চুরিকৃত মাল যদি চোর নষ্ট করে ফেলে অথবা মাল আপনা-আপনি নষ্ট হয়ে যায়, উভয় অবস্থাতেই চোরের উপর মালিককে জরিমানা প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা, অপরাধের কারণে চোরের হাতকাটা হয়েছে; কিন্তু মালিক তো কিছুই পায়নি। তার সম্পদ বৃথা যেতে পারে না। সুতরাং তাকে ক্ষতিপূরণ পেতেই হবে। আর এটাই ইনসাফের কথা।

قَوْلُهُ "وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ" : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, চুরিকৃত মাল স্বয়ং বিনষ্ট হোক বা চোর তা নষ্ট করুক, কোনো অবস্থায়ই চোরের উপর ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না।

১. নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে যে, "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ"

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, চোরকে শাস্তি দেওয়ার পর তার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না।

২. তিনি স্বীয় মতের উপর আক্‌লী দলিল পেশ করে বলেন যে, চুরির কিছুক্ষণ আগে মালিকের عِصْمَتْ তথা সংরক্ষণ ক্ষমতা উঠে আল্লাহ তা'আলার عِصْمَتْ -এর অধীনে চলে যায়। ফলে এ মালটি মালিকের নিকট মূল্যহীন হয়ে গেল। সুতরাং চোর বান্দার নিকট অপরাধ করেনি; বরং সে আল্লাহর নিকট অপরাধী। আর আল্লাহ ক্ষতিপূরণ গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। কাজেই হাতকাটা হয়ে গেলে জরিমানা দিতে হবে না। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে কেবলমাত্র হাত কাটার কথাই বলা হয়েছে। যেমন- فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় একটি অভিমত তুলে ধরেছেন। আর তা হলো এই- ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান বসরীর সূত্রে একটি অভিমত রয়েছে যে, চুরিকৃত মাল যদি চোর ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করে ফেলে তাহলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব। এর কারণ বাহরুল উলূম প্রণেতা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, চুরির অপরাধে চোরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর চুরিকৃত মাল তার গচ্ছিত থাকলে তা আমানতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। আর আমানতের বিধান হলো যদি আমানতকৃত মাল নিজে নিজে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। তবে যদি আমানতদার ইচ্ছাকৃতভাবে আমানতকে বিনষ্ট করে দেয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় বিধায় উপরোক্ত সূরতেও চোরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

وَ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ حِيْنَ اَرَادَ السَّارِقُ السَّرِقَةَ يَبْطُلُ قُبَيْلَ السَّرِقَةِ عِصْمَةُ الْمَالِ الْمَسْرُوْقِ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ حَتّٰى يَصِيْرَ فِىْ حَقِّهٖ مِنْ جُمْلَةِ مَالَا يُتَقَوَّمُ وَتَتَحَوَّلُ عِصْمَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ ضِمَانِ الْمَالِ وَاِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ اِذَا كَانَ مَوْجُوْدًا لِاَنَّهٗ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهٗ وَاِنْ زَالَتْ عِصْمَتُهٗ فَلِرِعَايَةِ الصُّوْرَةِ قُلْنَا بِوُجُوْبِ رَدِّ الْمَالِ وَلِرِعَايَةِ الْمَعْنٰى قُلْنَا بِعَدَمِ ضِمَانِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো حِيْنَ اَرَادَ السَّارِقُ السَّرِقَةَ চোর যখন চুরি করার কল্পনা করে يَبْطُلُ তখন বাতিল হয়ে যায় قُبَيْلَ السَّرِقَةِ চুরি সংঘটিত হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্ব হতে عِصْمَةُ الْمَالِ الْمَسْرُوْقِ চুরিকৃত মালের হেফাজতের দায়িত্ব مِنْ يَدِ الْمَالِكِ মালিকের উপর হতে حَتّٰى يَصِيْرَ فِىْ حَقِّهٖ مِنْ جُمْلَةِ এমনকি এ মাল তার ব্যাপারে ঐ সব মালের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায় مَالَا يُتَقَوَّمُ যার কোনো মূল্য হয় না وَتَتَحَوَّلُ এবং প্রত্যাবর্তিত হয়ে যায় عِصْمَتُهٗ উক্ত মালের হেফাজতের দায়িত্ব اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার দিকে وَهُوَ مُسْتَغْنٍ আর আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষী নন عَنْ ضِمَانِ الْمَالِ উক্ত মালের ক্ষতিপূরণ গ্রহণের وَاِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ অবশ্য ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে اِذَا كَانَ مَوْجُوْدًا যদি চুরিকৃত মাল চোরের হাতে থাকে لِاَنَّهٗ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهٗ কারণ চুরি হয়ে গেছে বলে উক্ত মালের উপর হতে মালিকের মালিকানা বাতিল হয়ে যায়নি وَاِنْ زَالَتْ عِصْمَتُهٗ যদিও হেফাজতের দায়িত্ব তার উপর হতে সরে গেছে فَلِرِعَايَةِ الصُّوْرَةِ সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে قُلْنَا আমরা হানাফীগণ হুকুম করি যে بِوُجُوْبِ رَدِّ الْمَالِ চুরিকৃত মাল ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক وَلِرِعَايَةِ الْمَعْنٰى আর প্রকৃত মালিকানার প্রতি বিবেচনা করে قُلْنَا এ হুকুম প্রদান করি যে, بِعَدَمِ ضِمَانِهٖ চুরিকৃত মালের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।

সরল অনুবাদ : ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো, চোর যখন চুরি করার সংকল্প করে, তখন চুরি সংঘটিত হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্ব হতে চুরিকৃত মালের হেফাজাতের দায়িত্ব মালিকের উপর হতে বাতিল হয়ে যায়। এমনকি এ মাল তার ব্যাপারে ঐ সব মালের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, যার কোনো মূল্য হয় না এবং উক্ত মালের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা উক্ত মালের ক্ষতিপূরণ গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। অবশ্য যদি চুরিকৃত মাল চোরের হাতে থাকে, তাহলে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। কারণ চুরি হয়ে গেছে বলে উক্ত মালের উপর হতে মালিকের মালিকানা বাতিল হয়ে যায়নি, যদিও হেফাজতের দায়িত্ব তার উপর হতে সরে গেছে। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা হানাফীগণ এ হুকুম প্রদান করি যে, চুরিকৃত মালের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يَبْطُلُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার কারণ এভাবে বর্ণনা করেন যে, চুরিকৃত মাল চোর চুরি করার পূর্বমুহূর্তে মালিকের মালিকানাধীন থেকে বের হয়ে আল্লাহর মালিকানায় চলে যায়। সুতরাং এতে বুঝে আসে যে, চুরিকৃত মালের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া চোরের উপর ওয়াজিব হবে না। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার মুখাপেক্ষী নন। আর সে মাল আল্লাহর অধীনে চলে যাওয়ার অর্থ হলো মূল্যহীন হয়ে যাওয়া। সুতরাং তার ক্ষতিপূরণ নেওয়ার অর্থই হলো একটি মূল্যহীন বস্তুর ক্ষতিপূরণ নেওয়া, আর শরিয়ত তাকে জায়েজ মনে করে না। এবং তার দৃষ্টান্ত হলো মালিকানাধীন আংগুরের রসের ন্যায় যা পরে মদে পরিণত হয়ে যায়। কেননা আংগুরের রস মদ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে মালিকের অধীনে তা মূল্যবান একটি বস্তু ছিল কিন্তু মদ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর অধীনে চলে গেছে।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা গ্রন্থকার (র.) ওলামায়ে আহনাফদের উপর উত্থাপিত উহ্য একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। যা নিম্নরূপ—

প্রশ্ন : যেহেতু আপনাদের (ফিক্বহে হানাফীর অনুসারীগণের) নিকট চুরিকৃত মালের মালিকানা প্রত্যাবর্তিত হয়ে আল্লাহর দিকে চলে যায় ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে, তারপরও আপনারা (ফিক্বহে হানাফীর অনুসারীগণ) কেন চুরিকৃত মাল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন ?

উত্তর : হানাফীগণ তার উত্তরে বলেন যে. যদিও চুরিকৃত মাল হতে মালিকের অধিকার দূরীভূত হয়ে যায় তারপরও মালিকানা চলে যায় না। তাই বিদ্যমান থাকা কালে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। যেমন– মুসলমান থেকে ছিনতাইকৃত মদ মুসলমানকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে তা কোনো অমুসলিমের নিকট বিক্রি করে দিলে তার মূল্য মুসলমানকেই দিতে হবে। কারণ বাহ্যিকভাবে যদিও মুসলমান তার মালিক নয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারই মালিকাধীন রয়েছে। মোটকথা, বাহ্যিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি করে আমাদের মতে বিদ্যমান মাল ফেরত দিতে হবে। আর প্রকৃত মালিকানার দিকে লক্ষ্য করে বিনষ্ট মালের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رح) بِاَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ فِىْ هٰذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءً بِمَا كَسَبَا وَالْقَطْعُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الْاِبَانَةُ عَنِ الرُّسْغِ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلٰى تَحَوُّلِ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِكِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْعِصْمَةِ زِيَادَةٌ عَلٰى خَاصِّ الْكِتَابِ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ جَانِبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاَنَّ بُطْلَانَ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِ الْمَسْرُوْقِ وَ اِزَالَتَهَا مِنَ الْمَالِكِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّمَا نُثْبِتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى جَزَاۤءً بِمَا كَسَبَا لَا بِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوْا وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْجَزَاۤءَ اِذَا وَقَعَ مُطْلَقًا فِىْ مَعْرِضِ الْعُقُوْبَاتِ يُرَادُ بِهِ مَايَجِبُ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا يَكُوْنُ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى اِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِىْ عِصْمَتِهِ وَحِفْظِهِ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ شُرِعَ جَزَاۤؤُهٗ جَزَاۤءً كَامِلًا وَهُوَ الْقَطْعُ وَلَايَحْتَاجُ اِلٰى ضِمَانِ الْمَالِ غَايَتُهٗ اَنَّهٗ اِذَا كَانَ الْمَالُ مَوْجُوْدًا فِىْ يَدِهٖ يَرُدُّ اِلَيْهِ لِاَجْلِ الصُّوْرَةِ وَلِاَنَّ جَزٰى يَجِيْءُ بِمَعْنٰى كَفٰى فَيَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْقَطْعَ هُوَ كَافٍ لِهٰذِهِ الْجِنَايَةِ وَلَايَحْتَاجُ اِلٰى جَزَاءٍ اٰخَرَ حَتّٰى يَجِبَ الضِّمَانُ هٰذَا نُبْذٌ مِمَّا ذَكَرْتُهٗ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ وَكَفَاكَ هٰذَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رح) এখন হানাফীদের উক্ত মতের উপর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ আপত্তি উত্থাপন করেছেন بِاَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ যে বস্তুটি مَنْصُوْص عَلَيْه - فِىْ هٰذَا الْبَابِ এ পর্যায়ে هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ পুরুষ চোর ও মহিলা চোর فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এদের হাত কেটে দাও جَزَاۤءً بِمَا كَسَبَا তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ وَالْقَطْعُ لَفْظٌ خَاصٌّ এখানে قَطْع শব্দটি خَاص জাতীয় শব্দ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ যা একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠিত وَهُوَ الْاِبَانَةُ عَنِ الرُّسْغِ আর তা হচ্ছে কব্জি হতে হাতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা وَلَا دَلَالَةَ لَهُ এটার মধ্যে হেফাজতের কোনো নির্দেশনা নেই عَلٰى تَحَوُّلِ الْعِصْمَةِ হেফাজতের দায়িত্ব স্থানান্তরিত হওয়ার عَنِ الْمَالِكِ মালিক হতে اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহতা'আলার দিকে فَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْعِصْمَةِ এমতাবস্থায় মালিকের হেফাজতের দায়িত্ব বাতিল হওয়ার দাবি زِيَادَةٌ عَلٰى خَاصِّ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর خَاص শব্দের উপর অতিরিক্ত বৈ কিছু নয় فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رح) তখন গ্রন্থকার (র.) এ উত্তর প্রদান করেছেন عَنْ جَانِبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে بِاَنَّ بُطْلَانَ الْعِصْمَةِ মালিকের হেফাজতের দায়িত্ব বাতিল হওয়া عَنِ الْمَالِ الْمَسْرُوْقِ চুরিকৃত মালের উপর হতে وَاِزَالَتَهَا مِنَ الْمَالِكِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى এবং দায়িত্ব মালিকের উপর হতে সরে আল্লাহ তা'আলার দিকে স্থানান্তরিত হওয়া اِنَّمَا نُثْبِتُهُ এটাকে প্রমাণ করি بِقَوْلِهِ جَزَاۤءً بِمَا كَسَبَا তাঁর বাণী جَزَاۤءً بِمَا كَسَبَا আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَابِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوْا দ্বারা فَاقْطَعُوْا দ্বারা নয় وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْجَزَاۤءَ اِذَا وَقَعَ مُطْلَقًا তার প্রথম কারণ হলো, যখন جَزَاء বা প্রতিদান শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় فِىْ مَعْرِضِ الْعُقُوْبَاتِ শাস্তির ক্ষেত্রে يُرَادُ بِهٖ তখন তা দ্বারা এমন বস্তু উদ্দেশ্য হয় مَايَجِبُ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى যা আল্লাহ তা'আলার হক হিসেবে ওয়াজিব হয়ে থাকে وَاِنَّمَا يَكُوْنُ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى আর جَزَاء শুধু তখনই আল্লাহ তা'আলা হক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে اِذَا وَقَعَ الْجِنَايَةُ فِىْ عِصْمَتِهٖ وَحِفْظِهٖ যখন অপরাধ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ عِصْمَت ও হেফাজতের অধীনে সংঘটিত হয় وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ আর ব্যাপারটা যখন এরূপই সাব্যস্ত হয় فَقَدْ شُرِعَ তখন শরিয়ত সম্মত করা হয়েছে جَزَاۤؤُهٗ চোরের চুরির প্রতিদান جَزَاۤءً كَامِلًا পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে وَهُوَ الْقَطْعُ আর তা হচ্ছে– 'হস্ত' কর্তন করা وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى ضِمَانِ الْمَالِ তার উপর আর মালের ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না غَايَتُهٗ মোটকথা اِنَّهٗ اِذَا كَانَ الْمَالُ مَوْجُوْدًا যদি চুরিকৃত মাল অবশিষ্ট থাকে فِىْ يَدِهٖ চোরের হাতে يَرُدُّ اِلَيْهِ তাহলে সে মালিককে তার মাল ফেরত দিয়ে দেবে لِاَجْلِ الصُّوْرَةِ বাহ্যিক অবস্থায় ভিত্তিতে وَلِاَنَّ جَزٰى يَجِيْءُ بِمَعْنٰى كَفٰى আর দ্বিতীয় কারণ হলো جَزٰى শব্দটি كَفٰى অর্থে ব্যবহৃত হয় فَيَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْقَطْعَ هُوَ كَافٍ لِهٰذِهِ الْجِنَايَةِ অতএব তা ইঙ্গিত করে যে, قَطْع বা হস্তকর্তন এটাই চুরি নামক অপরাধের জন্য যথেষ্ট وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى جَزَاءٍ اٰخَرَ অন্যকোনো প্রতিদান এর আবশ্যকতা রাখে না যে, حَتّٰى يَجِبَ الضِّمَانُ যার দরুন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে هٰذَا نُبْذٌ এটি সামান্য অংশ مِمَّا ذَكَرْتُهٗ আমি যা উল্লেখ করেছি فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ তাফসীরে আহমদী-এর মধ্যে وَكَفَاكَ هٰذَا তোমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

সরল অনুবাদ : এখন হানাফীদের উক্ত মতের উপর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, এ পর্যায়ে যে বস্তুটি مَنْصُوص عَلَيْه তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا এখানে قَطْع শব্দটি একটি خَاصٌ জাতীয় শব্দ, যা একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠিত। আর তা হচ্ছে কব্জি হতে হাতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এটার মধ্যে হেফাজতের দায়িত্ব মালিক হতে আল্লাহ তা'আলার দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার কোনো নির্দেশনা নেই। এমতাবস্থায় মালিকের হেফাজতের দায়িত্ব বাতিল হওয়ার দাবি কিতাবুল্লাহর خَاصٌ শব্দের উপর অতিরিক্ত বৈ কিছু নয়। তখন গ্রন্থকার (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এ উত্তর প্রদান করেছেন যে, চুরিকৃত মালের উপর হতে মালিকের হেফাজতের দায়িত্ব বাতিল হওয়া এবং দায়িত্ব মালিকের উপর হতে সরে আল্লাহ তা'আলার দিকে স্থানান্তরিত হওয়া, এটাকে আল্লাহ তা'আলার বাণী– جَزَاءً بِمَا كَسَبَا দ্বারা প্রমাণ করি, فَاقْطَعُوْا দ্বারা নয়। তার প্রথম কারণ হলো, যখন جَزَاء বা প্রতিদান শব্দটি শাস্তির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা দ্বারা এমন বস্তু উদ্দেশ্য হয়, যা আল্লাহ তা'আলার হক হিসেবে ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর جَزَاء শুধু তখনই আল্লাহ তা'আলার হক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যখন অপরাধ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ عِصْمَتْ ও হেফাজতের অধীনে সংঘটিত হয়। আর ব্যাপারটা যখন এরূপই সাব্যস্ত হলো, তখন চোরের চুরির প্রতিদান 'পূর্ণ প্রতিদান' হিসেবে শরিয়ত সম্মত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে 'হস্ত' কর্তন করা। তার উপর আর মালের ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। মোট কথা যদি চুরিকৃত মাল চোরের হাতে অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে মালিককে তার মাল ফেরত দিয়ে দেবে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, قَطْع বা হস্তকর্তন এটাই চুরি নামক অপরাধের জন্য যথেষ্ট। অন্য কোনো প্রতিদান এর আবশ্যকতা রাখে না যে, তার দরুন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আমি 'তাফসীরে আহমদী'-এর মধ্যে যা উল্লেখ করেছি, এটি তার সামান্য অংশ মাত্র। তোমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِعْتِرَاضُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيّ (رح) বা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিযোগ : ইমাম শাফেয়ী (র.) আহনাফের উপর অভিযোগ করে বলেন যে, আপনাদের মতে خَاصٌ স্বীয় অর্থের উপর সুস্পষ্ট এবং ব্যাখ্যা ও বৃদ্ধি-ঘাটতির সম্ভাবনা রাখে না। তাহলে পবিত্র কুরআনে فَاقْطَعُوْا শব্দ দ্বারা চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর قَطْع শব্দটি খাস। এখানে তো চুরিকৃত মাল হতে মালিকের عِصْمَة উঠে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে স্থানান্তরিত হয়, এমন কথা নেই। এটা কি কিতাবুল্লাহর خَاصٌ শব্দের উপর বাড়াবাড়ি নয়?

اَلْجَوَابُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) বা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে উত্তর : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে উপরিউক্ত আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে– مَالِ مَسْرُوْق হতে মালিকের عِصْمَتْ দূরীভূত হয়ে আল্লাহর প্রতি স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়টি فَاقْطَعُوْا শব্দের আলোকে হয়নি; বরং "جَزَاءً بِمَا كَسَبَا" দ্বারা হয়েছে। কেননা, দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে جَزَاء শব্দটি যদি কোনো قيد ব্যতীত সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এটা দ্বারা এমন অপরাধ উদ্দেশ্য হয়, যা আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, অপরাধটি আল্লাহর عِصْمَتْ-এর অধীনে হয়েছে। এ কারণেই আমরা বলি যে–

"تَبْطُلُ عِصْمَةُ الْمَالِكِ قُبَيْلَ السَّرِقَةِ وَتَتَحَوَّلُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى".

সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিযোগ যথার্থ নয় এবং আমরা কিতাবুল্লাহর خاص শব্দের উপর কোনো হুকুম বৃদ্ধি করিনি।

قَوْلُهُ اِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ الخ -এর আলোচনা : এই ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) হাত কর্তনের পর ক্ষতিপূরণ না নেওয়ার রহস্য বর্ণনা করেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, চুরি নামক অপরাধটা সংঘটিত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে চুরিকৃত মাল আল্লাহর হেফাজতে চলে গেছে। অতএব চুরি নামক অপরাধটা আল্লাহর মালিকানাধীনে সংঘটিত হওয়ার কারণে এটি আল্লাহ ও বান্দা সর্বদিকের বিবেচনায় অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর বান্দার অধিকারের দিকে লক্ষ্য করে একদিক তথা শুধু বান্দার বিবেচনায় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, কেননা চুরিকৃত মাল মূলত সকলের জন্য مُبَاحٌ বা জায়েজ। সুতরাং এখানের অপরাধ যেহেতু পূর্ণাঙ্গ সেহেতু তার প্রতিফলও পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। তাই قَطْع তথা হাত কর্তনই তার জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রতিফল। মালের ক্ষতিপূরণের কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু আল্লাহ তার মুখাপেক্ষী নন।

قَوْلُهُ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ شُرِعَ দ্বারা উদ্দেশ্য : সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.) এ ইবারত দ্বারা চোরের উপর জরিমানা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. যেহেতু চুরি আল্লাহ তা'আলার عِصْمَتْ-এর অধীনে হয়ে থাকে, সেহেতু এটি একটি جُرْم كَامِلٌ বা পূর্ণাঙ্গ অপরাধ। আর পূর্ণাঙ্গ অপরাধীর শাস্তিও পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে। অতএব, চুরির পূর্ণাঙ্গ শাস্তি হচ্ছে হাত কর্তন করা। কাজেই মালিককে জরিমানা প্রদানের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

২. جَزَاءً শব্দের অর্থ– كِفَايَةٌ বা যথেষ্ট হওয়া। এতে বুঝা যায় যে, قَطْعُ الْيَدِ তথা হাত কর্তন করাই শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট, অন্যকোনো শাস্তির প্রয়োজন নেই। মালিককে জরিমানা প্রদানও এক ধরনের শাস্তি। সুতরাং জরিমানার বিধান আরোপ করা جزاء শব্দের পরিপন্থি।

[অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ১৩২ পৃষ্ঠায়]

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) بَعْدَ هٰذَا الْبَيَانِ التَّفْرِيْعَاتِ الثَّلٰثَةَ الْبَاقِيَةَ عَلَى الْحُكْمِ فَقَالَ وَلِذٰلِكَ صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلْعِ اَىْ وَلِاَجْلِ اَنَّ مَدْلُوْلَ الْخَاصِّ قَطْعِيٌّ وَاجِبُ الْاِتِّبَاعِ صَحَّ عِنْدَنَا اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَرْاَةِ بَعْدَمَا خَالَعَهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَيَانُهُ اَنَّ الشَّافِعِىَّ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ فَلَايَبْقَى النِّكَاحُ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ فَلَايَصِحُّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ وَعِنْدَنَا هُوَ طَلَاقٌ يَصِحُّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ الْاٰخَرِ بَعْدَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اَوَّلًا اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ اَىْ اَلطَّلَاقُ الرَّجْعِىُّ اِثْنَانِ اَوِ الطَّلَاقُ الشَّرْعِىُّ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ بِالتَّفْرِيْقِ دُوْنَ الْجَمْعِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা করেছেন بَعْدَ ذِكْرِ الْبَيَانِ এ আলোচনা সমাপ্ত করে التَّفْرِيْعَاتِ الثَّلٰثَةَ الْبَاقِيَةَ عَلَى الْحُكْمِ খাস-এর হুকুমের ভিত্তিতে নির্গত অবশিষ্ট শাখা মাসআলা তিনটি فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَلِذٰلِكَ صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ এ জন্যই তালাক পতিত হওয়া সঠিক হবে اَىْ بَعْدَ الْخُلْعِ -এর পরে لِاَجْلِ اَنَّ مَدْلُوْلَ الْخَاصِّ قَطْعِيٌّ অর্থাৎ যেহেতু خَاصّ -এর مَدْلُوْل অকাট্য ও وَاجِبُ الْاِتِّبَاعِ ও অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয় صَحَّ عِنْدَنَا সেহেতু আমাদের (হানাফীগণের) মতে সঠিক বলে গণ্য হবে اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ তালাক পতিত হওয়া عَلَى الْمَرْاَةِ স্ত্রীর উপর بَعْدَمَا خَالَعَهَا তার সাথে خُلْع করার পর خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ (رحـ) কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করেন وَبَيَانُهُ আর তার ব্যাখ্যা হলো اَنَّ الشَّافِعِىَّ يَقُوْلُ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন اِنَّ الْخُلْعَ নিশ্চয় মালের বিনিময়ে তালাক প্রদান করা خُلْع فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ এটা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করারই নামান্তর فَلَا يَبْقَى النِّكَاحُ بَعْدَهُ সুতরাং خُلْع -এর পর আর বিবাহ বাকি থাকে না وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ আর এটা তালাক জাতীয় কোনো বস্তু নয় فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ তাই তারপর আর কোনো তালাক প্রদান করাও শুদ্ধ হবে না وَعِنْدَنَا هُوَ طَلَاقٌ আমাদের (হানাফীদের) মতে خُلْع হচ্ছে তালাকের একটি অবস্থা يَصِحُّ সঠিক হবে اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ الْاٰخَرِ দ্বিতীয় তালাক প্রদান করা بَعْدَهُ তারপর عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ -এর উপর আমল করার উদ্দেশ্য وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اَوَّلًا তার কারণ হলো– আল্লাহ তা'আলা প্রথম ইরশাদ করেছেন– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ তালাক দু'বার, সুতরাং সদাচরণের সাথে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে অথবা উত্তম পন্থায় বিদায় দেবে। اَىْ اَلطَّلَاقُ الرَّجْعِىُّ اِثْنَانِ অর্থাৎ রেজয়ী তালাক দু'টি اَوِ الطَّلَاقُ الشَّرْعِىُّ অথবা শরিয়ত সম্মত তালাক مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ একবারের পর দ্বিতীয়বার بِالتَّفْرِيْقِ পৃথক পৃথকভাবে প্রদান করতে হয় دُوْنَ الْجَمْعِ একসঙ্গে নয়।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এ আলোচনা সমাপ্ত করে خَاصّ-এর হুকুমের ভিত্তিতে নির্গত অবশিষ্ট শাখা মাসআলা তিনটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **এ জন্যই خُلْع-এর পরে তালাক পতিত হওয়া সঠিক হবে।** অর্থাৎ যেহেতু خَاصّ-এর مَدْلُوْل অকাট্য ও অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয়, সেহেতু আমাদের (হানাফীগণের) মতে স্ত্রীর সাথে خُلْع করার পর তার উপর তালাক পতিত হওয়া সঠিক বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে বিপরীত মত পোষণ করেন। আর তার ব্যাখ্যা হলো ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, خُلْع অর্থাৎ মালের বিনিময়ে তালাক প্রদান করা, এটা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করারই নামান্তর। সুতরাং خُلْع-এর পর আর বিবাহ বাকি থাকে না। আর এটা তালাক জাতীয় কোনো বস্তু নয়। তাই তারপর আর কোনো তালাক প্রদান করাও শুদ্ধ হবে না। আমাদের (হানাফীদের) মতে خُلْع হচ্ছে তালাকেরই একটি অবস্থা। সুতরাং তারপর দ্বিতীয় তালাক প্রদান করা আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ-এর উপর আমল করার উদ্দেশ্য সঠিক হবে। তার কারণ হলো আল্লাহ তা'আলা প্রথম ইরশাদ করেছেন– اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ রেজয়ী তালাক দু'টি অথবা শরিয়ত সম্মত তালাক একবারের পর দ্বিতীয়বার পৃথক পৃথকভাবে প্রদান করতে হয়, এক সঙ্গে নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "وَلِذٰلِكَ صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ" **-এর বিশ্লেষণ :** এ বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার (র.) خَاصّ -এর হুকুমের আলোকে ৫ম শাখামূলক মাসআলার বর্ণনা দিয়েছেন। খাসের অন্যতম হুকুম হচ্ছে– তার মর্মার্থ অকাট্য এবং অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয়। এ বিধানের আলোকেই আহনাফের মতে স্ত্রী কর্তৃক خُلْع করার পর স্বামী কর্তৃক তালাক দিতে হবে।

قَوْلُهُ اَلْخَلْعُ الخ - এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, اَلْخَلْعُ শব্দের خَاء পেশ যুক্ত হবে। আভিধানিক অর্থ- বিচ্ছিন্ন করা, দূরীভূত করা, খুলে ফেলা। যথা, আল্লাহর বাণী- فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

শরিয়তের পরিভাষায় خُلْع বলা হয় "اِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ" অর্থাৎ خُلْع বা এ জাতীয় শব্দের দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। খোলার মধ্যে স্ত্রীর কাজ হলো স্বামীকে বিনিময় প্রদান করে নিজকে মুক্ত করানোর পদক্ষেপ নেওয়া। আর স্বামীর কাজ হলো উক্ত বিনিময় নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেওয়া। এবং خُلْع বা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করাটা কি তালাক হবে না فَسْخ (বিচ্ছিন্নকরণ) হবে ? সে ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়। এতে প্রসিদ্ধ দু'টি অভিমত পাওয়া যায় –(১) হানাফীগণ خُلْع -কে বায়েন তালাক হিসেবে গণ্য করেন। (২) শাফেয়ীগণ তাকে فَسْخ তথা বিচ্ছিন্নকারী রূপে গ্রহণ করেন।

قَوْلُهُ فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) ওলামায়ে আহনাফ ও ওলামায়ে শাফেয়ীদের মধ্যে خُلْع -এর ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে কি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো–

প্রকাশ থাকে যে, হানাফীগণ خُلْع -কে তালাকে বায়েন হিসেবে গণ্য করা এবং শাফেয়ীগণ তাকে فَسْخ বা বৈবাহিক বন্ধন ছিন্নকারী গণ্য করাতে এই মাসআলাটির ব্যাপারেও মতনৈক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, যদি স্বামী দু'তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর সাথে خُلْع করে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী(র.)-এর মতে تَحْلِيل (বৈধকরণ) ব্যতিরেকেই উক্ত মহিলাকে পুনরায় বিবাহ করা জায়েজ হবে। কারণ خُلْع টা فَسْخ তালাক নয়।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। কারণ তার মতে خُلْع টা فَسْخ নয় বরং তালাক। ইমাম বুরজুনদী (র.)ও অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর 'তালবীহ' গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম মত হলো خُلْع টা তালাক, فَسْخ নয়।

قَوْلُهُ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ -এর ব্যাখ্যা : "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" এ আয়াতাংশের দু'টি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথা–

১. اَلطَّلَاقُ দ্বারা اَلطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ তথা এমন তালাক উদ্দেশ্য, যার পরে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তাহলীল বা তাজদীদে নিকাহ ছাড়া ফিরিয়ে আনতে পারে। আর এরূপ তালাক দু'টি।

২. اَلطَّلَاقُ দ্বারা اَلطَّلَاقُ الشَّرْعِيُّ তথা শরিয়ত সম্মত তালাক উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় مَرَّتَانِ মানে দুবার নয়; বরং তার মানে হচ্ছে مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ بِالتَّفْرِيْقِ পৃথকভাবে একের পর এক তালাক দেওয়া। অর্থাৎ শরয়ী তালাকের পদ্ধতি হচ্ছে তিন তুহরের মধ্যে তিন তালাক দেওয়া।

قَوْلُهُ وَعِنْدَنَا هُوَ طَلَاقٌ -এর বিশ্লেষণ : আমাদের তথা হানাফীগণের মতে, خُلْع এক প্রকার তালাক। এর দ্বারা طَلَاقٌ بَائِنٌ পতিত হয়। সুতরাং স্ত্রী কর্তৃক খোলা করার পর স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদান বৈধ। আমাদের দলিল হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এ আয়াতে فَاء অব্যয়টি খাস শব্দ, যা تَعْقِيْب বা পরে আনয়ন করা, এ অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে। যেহেতু পবিত্র কুরআনে তৃতীয় তালাককে خُلْع -এর আলোচনার পর আনয়ন করা হয়েছে, সেহেতু পবিত্র কুরআনে তৃতীয় তালাককে خُلْع -এর পর যা সংঘটিত হবে, তাও অনুরূপভাবে তালাক বলেই গণ্য হবে। এতেই فَاء تَعْقِيْب -এর উপর যথার্থ আমল হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ الشَّرْعِيُّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা গ্রন্থ প্রণেতা اَلطَّلَاقُ السُّنِّيُّ الشَّرْعِيُّ তথা সুন্নত তালাক ও اَلطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ তথা বেদয়ী তালাক-এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। আর তা নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, اَلطَّلَاقُ السُّنِّيُّ الشَّرْعِيُّ বা সুন্নত তালাক বলা হয় ঋতুবতী মহিলাদেরকে সঙ্গমবিহীন তিন طُهْر-এ পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া। আর ঋতুহীনা মাহিলাদেরকে তিন মাসে তিন তালাক দেওয়াকে। আর তালাকে বেদয়ী বলা হয় একই طُهْر-এর মধ্যে একই বাক্যে তিন তালাক প্রদান করা ও ঋতুহীনা মহিলার ক্ষেত্রে একই মাসে তিন তালাক দেওয়া।

বি: দ্র: একই طُهْر-এর মধ্যে যদি তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেই স্ত্রীকে আবার رَجْعَتْ বা ফিরিয়ে আনতে পারবে না, সে সম্পূর্ণভাবে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।

[১৩০ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ جَزٰى الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত বাক্যটি ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি "لِاَنَّ الْجَزَاءَ الخ"-এর উপর عَطْف হয়েছে। এবং ব্যাখ্যাকার (র.) স্বীয় গ্রন্থ তাফসীরে আহমদীতে বলেছেন যে, جَزٰى শব্দটি قَضٰى ও كَفٰى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ বাক্যটি صراح নামক অভিধান গ্রন্থে উল্লিখিত "جَزٰى عَنِّىْ هٰذَا الْاَمْرُ" এ বাক্যটির ন্যায়, অর্থাৎ "قَضٰى عَنِّىْ هٰذَا الْاَمْرُ" (অর্থঃ আমার পক্ষ হতে এ ব্যাপারটি সমর্পণ করলাম)। এবং আল্লাহ বাণী– لَاتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا (একে অপরের জন্য যথেষ্ট হবে না)ও একই অর্থে হয়েছে।

আর এ ধরনের বাক্য আরবি ভাষাভাষীগণকেও বলতে দেখা যায়। যেমন তারা বলে–"هٰذَارَجُلٌ جَازِيْكَ مِنْ رَجُلٍ" অর্থাৎ এ ব্যক্তি তোমাকে অন্য ব্যক্তি হতে অমুখাপেক্ষী করবে।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) বলেছেন যে, جَزٰى শব্দটি قَضٰى (আদায়) অর্থে এবং جَزَاء (হামযাহ সহকারে হলে) كَفٰى (যথেষ্ট, অমুখাপেক্ষী হওয়া)-এর অর্থে হয়ে থাকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এ ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করেছেন। তবে কাশশাফ গ্রন্থকার এ ব্যাপারে ফখরুল ইসলামের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন جَزَاء (হামযা বিশিষ্ট) শব্দ আমি আমার নিকটস্থ কোনো অভিধানে তালাশ করে পাইনি। তবে হতে পারে শায়খ সাহেব কোথাও পেয়েছেন।

فَبَعْدَ ذٰلِكَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إِمَّا إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَىْ مُرَاجَعَةٌ بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ اَىْ تَخْلِيْصٌ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَسْأَلَةَ الْخُلْعِ فَقَالَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ اَىْ فَإِنْ ظَنَنْتُمْ يَا اَيُّهَا الْحُكَّامُ اَنْ لَّا يُقِيْمَا اَيِ الزَّوْجَانِ حُدُوْدَ اللّٰهِ بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَالْمُرُوَّةِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ بِهٖ وَخَلَّصَتْهَا مِنَ الزَّوْجِ فَعُلِمَ اَنَّ فِعْلَ الْمَرْأَةِ فِى الْخُلْعِ هُوَ الْاِفْتِدَاءُ وَفِعْلَ الزَّوْجِ هُوَ مَا كَانَ مَذْكُوْرًا سَابِقًا اَعْنِى الطَّلَاقَ لَا الْفَسْخَ لِاَنَّ الْفَسْخَ يَقُوْمُ بِالطَّرَفَيْنِ لَا بِالزَّوْجِ وَحْدَهٗ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ اَىْ فَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ ثَالِثًا فَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ مِنْ بَعْدِ الثَّالِثِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ وَ وَطِيَهَا وَطَلَّقَهَا فَالشَّافِعِىُّ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّهٗ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهٖ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ حَتّٰى تَكُوْنَ هٰذِهِ الطَّلْقَةُ ثَالِثَةً وَ ذِكْرُ الْخُلْعِ فِيْمَا بَيْنَهُمَا جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ لِاَنَّهٗ فَسْخٌ لَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ بَعْدَهٗ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ الْفَاءَ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَخْصُوْصٍ وَهُوَ التَّعْقِيْبُ وَقَدْ عُقِبَ الطَّلَاقُ بِالْاِفْتِدَاءِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَقَعَ بَعْدَ الْخُلْعِ وَهُوَ اَيْضًا طَلَاقٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَبَعْدَ ذَالِكَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ اِمَّا اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ অতঃপর স্বামীর উপর হয়তো ওয়াজিব হবে اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَىْ مُرَاجَعَةٌ بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ অর্থাৎ সদাচরণের সাথে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অথবা تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ اَىْ تَخْلِيْصٌ عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ অর্থাৎ উত্তম পন্থায় বিদায় করে দেওয়া ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مَسْأَلَةَ الْخُلْعِ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা خُلْع-এর বিষয়টি বর্ণনা করেন فَقَالَ তারপর ইরশাদ করেন فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ بِهٖ (অর্থাৎ হে মুসলমান বিচারক মণ্ডলী! যদি তোমাদের এরূপ আশঙ্কা হয় যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই (সদাচরণ ও উত্তম সহযোগিতার সাথে) আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত আহকামের উপর ঠিকভাবে চলতে পারবে না, তাহলে এরূপ অবস্থায় তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না যে, স্ত্রী স্বামীকে মাল বা টাকা পয়সা প্রদান করে স্বামীর বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে নেবে এবং স্বামী স্ত্রীর নিকট হতে মাল গ্রহণ করে তাকে তালাক প্রদান করবে) اَىْ فَاِنْ ظَنَنْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা আশঙ্কা কর يَا اَيُّهَا الْحُكَّامُ হে বিচারকমণ্ডলী اَنْ لَّا يُقِيْمَا তোমরা উভয় রক্ষা করতে পারবে না اَيِ الزَّوْجَانِ অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী حُدُوْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত আহকাম بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَالْمُرُوَّةِ সদাচরণ ও উত্তম সহযোগিতার সাথে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না فِيْمَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ স্ত্রী স্বামীকে মাল বা টাকা পয়সা প্রদান করাতে وَخَلَّصَتْهَا مِنَ الزَّوْجِ এবং স্ত্রী-স্বামীর বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া فَعُلِمَ সুতরাং (আল্লাহ তা'আলার এ আদেশ দ্বারা স্পষ্ট) জানা গেল যে, اَنَّ فِعْلَ الْمَرْأَةِ فِى الْخُلْعِ - خُلْع-এর মধ্যে স্ত্রীর কাজ হলো هُوَ الْاِفْتِدَاءُ ফিদিয়া বা টাকা প্রদান করা وَفِعْلَ الزَّوْجِ আর স্বামীর কাজ হচ্ছে- هُوَ مَا كَانَ مَذْكُوْرًا سَابِقًا তা-ই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে اَعْنِى الطَّلَاقَ অর্থাৎ মালের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা لَا الْفَسْخَ বিবাহ ভঙ্গ করা নয় لِاَنَّ الْفَسْخَ يَقُوْمُ بِالطَّرَفَيْنِ কারণ فَسْخ বা বিবাহ ভঙ্গ করা এটা উভয় পক্ষ দ্বারা সাব্যস্ত হয় لَا بِالزَّوْجِ وَحْدَهٗ একা স্বামীর দ্বারা নয়, ثُمَّ قَالَ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তার জন্য বৈধ হবে না এরপর যতক্ষণ না অন্য স্বামী গ্রহণ না করে اَىْ فَاِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ অর্থাৎ যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে ثَالِثًا তৃতীয়বার فَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ তাহলে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না مِنْ بَعْدِ الثَّالِثِ তৃতীয়বার তালাক প্রদান করে حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হবে وَوَطِيَهَا وَطَلَّقَهَا এবং দ্বিতীয় স্বামীর তার সাথে যৌন সঙ্গমের পর তাকে তালাক প্রদান না করবে (এবং তার ইদ্দত সমাপ্ত না হবে) وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) يَقُوْلُ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন اِنَّهٗ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهٖ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ আর فَاِنْ طَلَّقَهَا কথাটি الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ-এর

সাথে যুক্ত حَتّٰى تَكُوْنَ هٰذِهِ الطَّلْقَةُ ثَالِثَةً যাতে এ তালাক তৃতীয়বার সংঘটিত হতে পারে وَذِكْرُ الْخُلْعِ আর خُلْع বর্ণনা لِاَنَّهٗ فَسْخٌ فِيْمَا بَيْنَهُمَا এ দু'টি কথার মাঝখানে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ "জুমলায়ে মু'তারিযা" হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে কেননা خُلْع হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে দেওয়া لَايَصِحُّ الطَّلَاقُ بَعْدَهٗ এজন্য خُلْع -এর পর আর তালাক প্রদান করা শুদ্ধ নয় وَنَحْنُ نَقُوْلُ আমরা হানাফীগণের বক্তব্য হলো اِنَّ الْفَاءَ خَاصٌّ নিশ্চয় فَاِنْ طَلَّقَهَا -এর فَاء হরফটি خَاصّ জাতীয় শব্দ وُضِعَ وَقَدْ عُقِبَ لِمَعْنًى مَخْصُوْصٍ যাকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে وَهُوَ التَّعْقِيْبُ তা হলো পরে আনয়ন করা, فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّقَعَ بَعْدَ الطَّلَاقُ بِالْاِفْتِدَاءِ আর যেহেতু এ তালাককে ফিদিয়া প্রদান বা خُلْع -এর পরে আনয়ন করা হয়েছে الْخُلْعِ সুতরাং এটাই উচিত যে, خُلْع-এর পরে যা সংঘটিত হবে وَهُوَ اَيْضًا طَلَاقٌ তাও অনুরূপভাবে তালাক বলে গণ্য হবে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর স্বামীর উপর হয়তো اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ বা 'সদাচরণের সাথে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া অথবা تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ বা 'উত্তম পন্থায় বিদায় করে দেওয়া' ওয়াজিব হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা خُلْع-এর বিষয়টি বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন– فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّايُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ অর্থাৎ "হে মুসলমান বিচারকমণ্ডলী! যদি তোমাদের এরূপ আশঙ্কা হয় যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সদাচরণ ও উত্তম সহযোগিতার সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত আহকামের উপর ঠিকভাবে চলতে পারবে না, তাহলে এরূপ অবস্থায় তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না যে, স্ত্রী স্বামীকে মাল বা টাকা পয়সা প্রদান করে স্বামীর বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে নেবে এবং স্বামী স্ত্রীর নিকট হতে মাল গ্রহণ করে তাকে তালাক প্রদান করবে।" সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ আদেশ দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, خُلْع-এর মধ্যে স্ত্রীর কাজ হলো ফিদিয়া বা টাকা পয়সা প্রদান করা, আর স্বামীর কাজ হচ্ছে তাই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ মালের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা, বিবাহ ভঙ্গ করা নয়। কারণ فَسْخ বা বিবাহ ভঙ্গ করা এটা উভয় পক্ষ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, একা স্বামীর দ্বারা নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ অর্থাৎ "যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক প্রদান করে, তাহলে সে স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হবে এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে যৌন সঙ্গমের পর তাকে তালাক প্রদান না করবে (এবং তার ইদ্দত সমাপ্ত না হবে)।" ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, فَاِنْ طَلَّقَهَا কথাটি اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ-এর সাথে যুক্ত। যাতে এ তালাক তৃতীয়বার সংঘটিত হতে পারে। আর এ দু'টি কথার মাঝখানে خُلْع-এর বর্ণনা "জুমলায়ে মু'তারিযা" হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা خُلْع হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ককে ভেঙ্গে দেওয়া। এ জন্য خُلْع-এর পর আর তালাক প্রদান করা শুদ্ধ নয়। আমরা হানাফীগণের বক্তব্য হলো, فَاِنْ طَلَّقَهَا-এর فَاء হরফটি خَاصّ জাতীয় অব্যয়, যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপক অর্থাৎ تَعْقِيْب বা 'পরে আনয়ন করা'-এর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর যেহেতু এ তালাককে ফিদিয়া প্রদান বা خُلْع-এর পরে আনয়ন করা হয়েছে। সুতরাং এটাই উচিত যে, خُلْع-এর পরে যা সংঘটিত হবে, তাও অনুরূপ ভাবে তালাক বলে গণ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থপ্রণেতা স্ত্রীর সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করা উচিৎত সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন, জাহিলি যুগের প্রথা ছিল যে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে ছেড়ে দিত আবার যখন স্ত্রী তার ইদ্দত শেষ করার নিকটবর্তী হতো তখন তাকে رَجْعَتْ করে নিত, এভাবে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে কষ্টে নিপতিত করে রাখত অবশেষে মহানবী ﷺ এসে এই অপছন্দনীয় প্রথাকে দূরীভূত করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দিয়ে আবার رَجْعَتْ করবে না। এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদের সাথে এধরনের দুর্ব্যবহার করা থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। বরং তাদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেন।

قَوْلُهٗ فَعُلِمَ اَنَّ فِعْلَ الْمَرْأَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মধ্যমে গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, স্ত্রী خُلْع হিসেবে ফিদিয়া আদায় করলে স্বামীর কর্তব্য হবে তাকে তালাক দিয়ে দেওয়া । কারণ আল্লাহ তা'আলা "اَنْ لَّايُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ (الاية)" -এর মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। অতঃপর আবার স্ত্রীর ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। অথচ স্বামীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেবল ফিদিয়া দ্বারা স্ত্রী বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। অতএব আবশ্যকীয়ভাবে এটা বলতে হবে যে, পূর্বে যা উল্লেখ হয়েছে তা স্বামীর কর্ম তথা তালাক প্রদান করা। তবে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, স্বামীর কাজ হলো ফিদিয়া গ্রহণ করা অন্য কিছু নয়। তার উত্তরে বলা হবে স্বামীর কাজকে সাব্যস্ত করার জন্য তার পূর্বোক্ত কাজ তালাককেও সাব্যস্ত করতে হবে।

غَايَتُهُ اَنَّهُ يَلْزَمُ اَنْ تَكُوْنَ الطَّلْقَاتُ اَرْبَعَةً اِثْنَتَانِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وَالثَّالِثَةُ الْخُلْعُ وَالرَّابِعَةُ هِىَ هٰذِهٖ وَلٰكِنَّهُ لَابَاْسَ بِهٖ فَاِنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ طَلَاقًا مُسْتَقِلًّا عَلٰيحِدَةً بَلْ مُنْدَرِجٌ فِى الطَّلْقَتَيْنِ فَكَاَنَّهُ قِيْلَ اِنَّ الطَّلَاقَ مَرَّتَانِ سَوَاءٌ كَانَتَا رَجْعِيَّتَيْنِ فَحِ يَجِبُ اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ اَوْ كَانَتَا فِىْ ضِمْنِ الْخُلْعِ فَحِ تَكُوْنُ بَائِنَةً فَاِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ فِيْمَا قَبْلُ فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ (الاية) ـ

শাব্দিক অনুবাদ : غَايَتُهُ সারকথা হলো– اَنَّهُ يَلْزَمُ اَنْ تَكُوْنَ الطَّلْقَاتُ اَرْبَعَةً আমাদের এ বক্তব্য অনুসারে বড়জোর এতটুকু অনিবার্য হবে যে, তালাকের সংখ্যা চার হয়ে যাবে اِثْنَانِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ দু'টি اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ -এর মধ্যে وَالثَّالِثَةُ الْخُلْعُ তৃতীয়টি خُلْع -এর মধ্যে وَالرَّابِعَةُ هِىَ هٰذِهٖ এবং চতুর্থটি এটাই অর্থাৎ যা فَاِنْ طَلَّقَهَا -এর মধ্যে রয়েছে وَلٰكِنَّهُ لَا بَاْسَ بِهٖ আর এটাতে অর্থাৎ তালাক চারটি হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই فَاِنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ طَلَاقًا مُسْتَقِلًّا عَلٰيحِدَةً কেননা خُلْع আসলে স্বতন্ত্র কোনো তালাক নয় بَلْ مُنْدَرِجٌ فِى الطَّلْقَتَيْنِ বরং তা দু'তালাকেরই অন্তর্ভুক্ত فَكَاَنَّهُ قِيْلَ اِنَّ الطَّلَاقَ مَرَّتَانِ যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, তালাক দু'বার হয়ে থাকে سَوَاءٌ كَانَتَا رَجْعِيَّتَيْنِ চাই সে দু'বার রিজয়ী তালাকই হোক না কেন فَحِ يَجِبُ তখন স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ সদাচরণের সাথে ফিরিয়ে নেওয়া اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অথবা উত্তম পন্থায় বিদায় করে দেওয়া اَوْ كَانَتَا فِىْ ضِمْنِ الْخُلْعِ অথবা উক্ত দু'বার তালাক خُلْع -এর অধীনে হবে فَحِ تَكُوْنُ بَائِنَةً তখন এমতাবস্থায় তা বায়েন তালাক হিসেবে পতিত হবে فَاِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ এমন যদি প্রথমোক্ত দু'বারের পর স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে فِيْمَا قَبْلُ পূর্বে فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ তবে এরপর উক্ত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ الاية যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে।

সরল অনুবাদ : সারকথা হলো আমাদের এ বক্তব্য অনুসারে বড়জোর এতটুকু অনিবার্য হবে যে, তালাকের সংখ্যা চার হয়ে যাবে। দু'টি اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ-এর মধ্যে, তৃতীয়টি خُلْع-এর মধ্যে এবং চতুর্থটি এটাই অর্থাৎ যা فَاِنْ طَلَّقَهَا-এর মধ্যে রয়েছে। আর এটাতে অর্থাৎ তালাক চারটি হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা خُلْع আসলে স্বতন্ত্র কোনো তালাক নয়; বরং তা দু'তালাকেরই অন্তর্ভুক্ত। যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, তালাক দু'বার হয়ে থাকে। চাই সে দু'বার রিজয়ী তালাকই হোকনা কেন। তখন এমতাবস্থায় সদাচরণের সাথে ফিরিয়ে নেওয়া অথবা উত্তম পন্থায় বিদায় করে দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। অথবা উক্ত দু'বার তালাক خُلْع-এর অধীনে হবে। তখন এমতাবস্থায় তা বায়েন তালাক হিসেবে পতিত হবে। এখন যদি প্রথমোক্ত দু'বারের পর স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তাহলে তার জন্য فَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ এ আয়াতটি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হবে এবং দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক যৌন সম্ভোগের পর তালাকপ্রাপ্ত হয়ে ইদ্দত সমাপ্ত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَكَاَنَّهُ قِيْلَ اِنَّ الطَّلَاقَ الخ - এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) উক্ত ইবারতের দ্বারা আল্লাহর বাণী— اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ الاية-এর মাধ্যমে কি পদ্ধতিতে خُلْع সাব্যস্ত হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণানা করেন। তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

প্রকাশ থাকে যে, আয়াতে উল্লিখিত তালাকের মোকাবেলায় যদি বিনিময় গ্রহণ করা না হয় তাহলে তা তালাকে رَجْعِىْ হবে। আর যদি বিনিময় গ্রহণ করা হয়, তাহলে خُلْع হিসেবে তালাকে বায়েন হয়ে যাবে।

তবে তার উপর প্রশ্ন হতে পারে এই বলে যে, একই শব্দ দুই হুকুমের ব্যাপারে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। তাতে উভয় অর্থকে حَقِيْقِىْ বা উভয়টাকে مَجَازِىْ বলতে হয় আর তা অসম্ভব ?

এর উত্তরে আমরা বলব যে, উপরোক্ত স্থলে তালাকের দ্বারা তালাকে رَجْعِىْ বুঝানো হয়েছে। আর আমরা رَجْعِىْ-এর দ্বারা এমন তালাককে বুঝাতে চেয়েছি যার পর تَحْلِيْل বা বৈধকরণ ব্যতিরেকেই رُجُوْع বা ফিরিয়ে নিতে পারবে। সুতরাং خُلْع যদিও তালাকে বায়েন তথাপিও উপরোক্ত অর্থে তা তালাকে رَجْعِىْ হিসেবে গণ্য হবে। এবং তালাকে رَجْعِىْ-এর এই সংজ্ঞাটি সাধারণত পরিচিত নয়। তবে ব্যাপারটি একেবারেই সহজসাধ্য।

[অবশিষ্ট অংশ ১৩৭ পৃষ্ঠায়]

وَعَلٰى هٰذَا التَّقْرِيْرِ اِنْدَفَعَ مَاقِيْلَ اِنَّهٗ يَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ الطَّلَاقُ الَّذِىْ بَعْدَ الْخُلْعِ فَقَطْ حُكْمُهٗ عَدَمُ الْحِلِّ لَا الَّذِىْ لَيْسَ كَذٰلِكَ وَاَنَّهٗ يَلْزَمُ اَنْ لَّا يَكُوْنَ الْخُلْعُ اِلَّا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِنْ خِفْتُمْ وَلٰكِنْ يَرِدُ اَنَّ هٰذَا كُلَّهٗ اِنَّمَا يَصِحُّ اِذَا كَانَ التَّسْرِيْحُ بِالْاِحْسَانِ اِشَارَةً اِلٰى تَرْكِ الْمُرَاجَعَةِ كَمَا حَرَّرْتُ وَاَمَّا اِذَا كَانَ اِشَارَةً اِلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ عَلٰى مَارُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ قَالَ هُوَ الطَّلَاقُ الثَّالِثُ فَحِ يَكُوْنُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا بَيَانًا لِذٰلِكَ وَلَاتَعَلُّقَ لَهٗ بِمَسْاَلَةِ الْخُلْعِ اَصْلًا فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اَنَّ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ اِمَّا اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ بِالْمُرَاجَعَةِ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ فَاِنْ اٰثَرَ التَّسْرِيْحَ بِالْاِحْسَانِ فَطَلَّقَهَا ثَالِثًا فَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ الاية هٰذَا خُلَاصَةُ مَاقَالُوْا وَالْبَسْطُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا التَّقْرِيْرِ আমাদের উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা اِنْدَفَعَ مَا قِيْلَ এ আপত্তি খণ্ডিত হয়ে যায় اِنَّهٗ يَلْزَمُ যে আবশ্যিক হয়ে পড়ে اَنْ يَّكُوْنَ الطَّلَاقُ الَّذِىْ بَعْدَ الْخُلْعِ খোলা-এর পর যে তালাক সংঘটিত হবে فَقَطْ শুধুমাত্র حُكْمُهٗ তার হুকুম হলো عَدَمُ الْحِلِّ বা হালাল না হওয়া لَا الَّذِىْ لَيْسَ كَذٰلِكَ আর যে তালাক এরূপ হবে না, তার হুকুম এটা নয় وَاَنَّهٗ يَلْزَمُ আর এটাও আবশ্যক হয়ে পড়ে اَنْ لَّا يَكُوْنَ الْخُلْعُ اِلَّا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ যে خُلْع দ্বিতীয়বার তালাক প্রদান করার পরই হতে পারে عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِنْ خِفْتُمْ الخ যেন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ خِفْتُمْ الخ -এর উপর আমল কার্যকর হয় وَلٰكِنْ يَرِدُ اَنَّ هٰذَا كُلَّهٗ কিন্তু এ আপত্তি অবশিষ্ট থেকে যায় যে, خُلْع এক প্রকার তালাক হওয়া এবং خُلْع এরপর তালাক প্রদান শুদ্ধ হওয়া এ সমস্ত কথা اِنَّمَا يَصِحُّ শুধু তখনই শুদ্ধ হবে اِذَا كَانَ التَّسْرِيْحُ بِالْاِحْسَانِ যখন تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ দ্বারা اِشَارَةً اِلٰى تَرْكِ الْمُرَاجَعَةِ تَرْكُ الْمُرَاجَعَةِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হবে كَمَا حَرَّرْتُ যেমনটি আমি লিখেছি وَاَمَّا اِذَا كَانَ اِشَارَةً আর যখন ইঙ্গিত হবে اِلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ তৃতীয় তালাকের দিকে عَلٰى مَارُوِىَ যা বর্ণিত আছে عَنِ النَّبِيِّ নবী করীম ﷺ থেকে اَنَّهٗ قَالَ তিনি বলেছেন هُوَ الطَّلَاقُ الثَّالِثُ তা তৃতীয় তালাক فَحِ يَكُوْنُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا بَيَانًا لِذٰلِكَ তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ طَلَّقَهَا হয় تَسْرِيْح -এর بَيَانْ হিসেবে সংঘটিত হবে وَلَا تَعَلُّقَ لَهٗ তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না بِمَسْاَلَةِ الْخُلْعِ খোলা'-এর মাসআলার সাথে اَصْلًا আদৌ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى সুতরাং অর্থ এ দাঁড়াবে اَنَّ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ দু'বার তালাক প্রদান করার اِمَّا اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ بِالْمُرَاجَعَةِ হয়তো সদাচরণের সাথে ফিরিয়ে নেবে اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অথবা উত্তম পন্থায় বিদায় করে দেবে بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ তৃতীয় তালাকের মাধ্যমে فَاِنْ اٰثَرَ التَّسْرِيْحَ بِالْاِحْسَانِ এখন স্বামী যদি تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -কে অগ্রাধিকার দেয় فَطَلَّقَهَا ثَالِثًا অতঃপর মহিলাকে তিন তালাক প্রদান করে ফেলে فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ الاية তাহলে তখন তার জন্য আল্লাহ বাণী– لَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ الخ প্রযোজ্য হবে هٰذَا خُلَاصَةُ مَاقَالُوْا এটাই ওলামায়ে কেরামের মতামতসমূহের সারসংক্ষেপ وَالْبَسْطُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাফসীরে আহমদী দেখে নিতে পার।

সরল অনুবাদ : আমাদের উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ আপত্তি খণ্ডিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاِنْ طَلَّقَهَاالخ-এর সম্পর্ক اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ-এর সাথে না হওয়ার কারণে এটা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, শুধু خُلْع-এর পরে যে তালাক হয়, তার হুকুম عَدَمِ حِلّ বা 'হালাল না হওয়া' হবে। আর যে তালাক এরূপ হবে না, তার হুকুম এটা নয়। আর এটাও আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, خلع দ্বিতীয়বার তালাক প্রদান করার পরই হতে পারে, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ خِفْتُمْ الخ -এর উপর আমল কার্যকর হয়। কিন্তু এ আপত্তি অবশিষ্ট থেকে যায় যে, خُلْع এক প্রকার তালাক হওয়া এবং خُلْع-এর পর তালাক প্রদান শুদ্ধ হওয়া, এ সমস্ত কথা শুধু তখনই শুদ্ধ হবে যখন تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ দ্বারা تَرْكُ الْمُرَاجَعَةِ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হবে। যেমনটি আমি লেখেছি। আর যখন تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -এর ব্যাপারে নবী কারীম ﷺ-এর বাণী– هُوَالطَّلَاقُ الثَّالِثُ-এর উপর ভিত্তি করে তৃতীয় তালাকের দিকে ইঙ্গিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِنْ طَلَّقَهَا টা تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ-এর بَيَانْ-এর

হিসেবে সংঘটিত হবে এবং خُلْع-এর মাসআলার সাথে তখন তার আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সুতরাং অর্থ এ দাঁড়াবে যে, দু'বার তালাক প্রদান করার পর সদাচরণের সাথে ফিরিয়ে নেবে অথবা তৃতীয় তালাকের মাধ্যমে উত্তম পন্থায় বিদায় করে দেবে। এখন স্বামী যদি تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -কে অগ্রাধিকার দিয়ে উক্ত মহিলাকে তিন তালাক প্রদান করে ফেলে, তাহলে তখন তার জন্য আল্লাহর বাণী- لَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الخ প্রযোজ্য হবে। এটাই ওলামায়ে কেরামের মতামত সমূহের সারসংক্ষেপ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'তাফসীরে আহমদী' দেখে নিতে পার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْدَفَعَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার (র.) خُلْع-এর উপর উত্থাপিত দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেন।

১. প্রশ্ন : فَاِنْ طَلَّقَهَا মধ্যস্থিত فَاء অব্যয়টি যদি تَعْقِيْب -এর অর্থ দিয়ে থাকে তবে فَاء -এর পরবর্তী বিষয়টি তার পূর্ববর্তী বিষয়ের উপর আরোপিত হবে। আমাদের বলতে হয় যে, একমাত্র خُلْع -এর পরে তৃতীয় তালাক দেওয়া হলে عَدَم حِلّ حُرْمَت غَلِيْظَة তথা অবৈধতা সাব্যস্ত হবে। অথচ ব্যাপারটা এমন নয়। কারণ যে কোনো ভাবেই তিন তালাক দিলে حُرْمَت غَلِيْظَة সাব্যস্ত হয়।

উত্তর : আপনাদের প্রশ্ন উত্থাপনটা ঠিক নয় যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য তা নয় বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, দুই তালাকের পর যে তালাক সংঘটিত হবে তার দ্বারাই عَدَم حِلّ তথা অবৈধতা সাব্যস্ত হবে। চাই সে তালাকদ্বয় رَجْعِيْ হোক অথবা خُلْع-এর অন্তর্ভুক্ত হোক।

২. প্রশ্ন : আপনাদের আলোচনা দ্বারা خُلْع শুধু দুই তালাকের পর হতে পারে বুঝে আসে অথচ শরয়ী মাসআলা তো এমন নয়?

উত্তর : আপনাদের উল্লিখিত প্রশ্ন একেবারেই অহেতুক, কারণ মূলত خُلْع কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ তালাক নয় বরং তা উল্লিখিত তালাকদ্বয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ عَلٰى مَارُوِىَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নেফ (র.) আল্লাহর বাণী- تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর তার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

১. ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আল্লাহকে তালাক দু'টি বলতে শুনেছি। অতএব তৃতীয় তালাক কোত্থেকে আসল? মহানবী ﷺ উত্তরে বললেন "تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ"-ই হলো তৃতীয় তালাক। এ থেকে বুঝে আসে যে, تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ হলো তৃতীয় তালাক।— দুররে মানছুর।

২. অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ হলো عَدَم مُرَاجَعَتْ বা ফিরিয়ে না আনা। কেননা এটি اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ-এর বিপরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। যার অর্থ مُرَاجَعَتْ বা رُجُوْع করা।

قَوْلُهُ "وَلٰكِنْ يَرِدُ اَنَّ هٰذَا كُلَّهُ الخ" : এ বাক্য দ্বারা সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.) আহনাফের একটি দুর্বলতার কথা তুলে ধরেছেন। সেটি হচ্ছে- خُلْع তালাক হওয়া এবং خُلْع -এর পর তালাক দেওয়ার বিশুদ্ধতা এ সমস্ত কিছু তখনই সহীহ হবে, যখন تَسْرِيْح بِاِحْسَانٍ দ্বারা عَدَم مُرَاجَعَة তথা প্রত্যাবর্তন না করার মর্ম গ্রহণ করা হয়। পক্ষান্তরে হাদীসের আলোকে যদি تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ দ্বারা তৃতীয় তালাক উদ্দেশ্য করা হয়, তখন তালাকের সাথে خُلْع -এর কোনো সম্পর্ক থাকে না। এ মর্মের ভিত্তিতে خُلْع কে তালাক প্রমাণ করা যায় না এবং خُلْع -এর পর তালাক দেওয়াকে সহীহও বলা যায় না।

[১৩৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

উল্লিখিত আলোচনার উপর আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, আয়াতের মধ্যে এমন তালাকের কথা বলা হয়েছে যা মালের বিনিময়ে হয়ে থাকে। কিন্তু خُلْع-এর কথা কোথাও বলা হয়নি। সুতরাং উক্ত আয়াতের দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না যে, خُلْع ও এক ধরনের তালাক ।

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দু'ভাবে দেওয়া যেতে পারে— ১. সম্পদের বিনিময়ে যে তালাক হয়ে থাকে তা خُلْع থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা তা কখনও خُلْع শব্দের দ্বারা হয়ে থাকে আবার কখনও তালাক শব্দের দ্বারা হয়ে থাকে। এখানে সম্পদের বিনিময়ে خُلْع শব্দের দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে তাকে বিরোধীগণ তালাক হিসেবে মানতে চায় না। মানবেও বা কিভাবে যেহেতু মানলেইতো তাদের আর আমাদের মাঝে কোনো মতপার্থক্য থাকে না।

২. উক্ত আয়াতটি خُلْع-এর জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। সম্পদের বিনিময়ে যে তালাক দেওয়া হয় তার ব্যাপারে নাজিল হয়নি। অতএব এ দিকে লক্ষ্য করে তার দ্বারা দলিল পেশ করাটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কেননা মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতটি ছাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ছাবেত ইবনে কায়েস (রা.)-এর স্ত্রী এমন এক বাগানের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেছেন যা পূর্বে ছাবেত ইবনে কায়েস (রা.) তাকে মোহরানা হিসেবে প্রদান করেছিলেন। অতঃপর হযরত ছাবেত (রা.) স্ত্রী হতে তা গ্রহণ করে তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। এবং ইসলামে এটিই প্রথম خُلْع হয়েছিল।

وَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي الْمُفَوَّضَةِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ وَتَفْرِيْعٌ عَلٰى حُكْمِ الْخَاصِّ اَيْ لِاَجْلِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِّ وَاجِبٌ وَلَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَاخِيْرٍ اِلَى الْوَطْئِ فِي الْمُفَوَّضَةِ وَهُوَ اِنْ كَانَ بِكَسْرِ الْوَاوِ فَالْمَعْنَى الَّتِيْ فَوَّضَتْ نَفْسَهَا بِلَامَهْرٍ وَاِنْ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ فَالْمَعْنَى الَّتِيْ فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلَا مَهْرٍ وَهُوَ الْاَصَحُّ لِاَنَّ الْاُوْلٰى لَاتَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ اِذْ لَايَصِحُّ نِكَاحُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح).

শাব্দিক অনুবাদ : وَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ আর মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে بِنَفْسِ الْعَقْدِ-এর দ্বারা فِي الْمُفَوَّضَةِ বিনা মোহরে সমর্পিতা নারীর ক্ষেত্রে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ এটা صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ-এর উপর عطف হয়েছে وَتَفْرِيْعٌ عَلٰى حُكْمِ الْخَاصِّ এবং خَاصّ-এর হুকুমের ভিত্তিতে নির্গত দ্বিতীয় শাখা মাসআলা اَيْ لِاَجْلِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِّ وَاجِبٌ অর্থাৎ যেহেতু خَاصّ এর উপর আমল করা ওয়াজিব وَلَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ এবং তা কোনো প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ তাই মোহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে যাবে بِنَفْسِ الْعَقْدِ শুধু عَقْد দ্বারা مِنْ غَيْرِ تَاخِيْرٍ اِلَى الْوَطْئِ فِي الْمُفَوَّضَةِ মুফাউওয়াযাহ এর ক্ষেত্রে সহবাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়াই وَهُوَ اِنْ كَانَ بِكَسْرِ الْوَاوِ আর مُفَوَّضَةٌ শব্দটির وَاوْ যদি যের বিশিষ্ট হয় فَالْمَعْنَى الَّتِيْ فَوَّضَتْ نَفْسَهَا بِلَامَهْرٍ তাহলে তার অর্থ হবে ঐ মহিলা যে নিজেকে মোহর ছাড়াই সমর্পণ করে দিয়েছে وَاِنْ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ আর যদি وَاوْ যবর বিশিষ্ট فَالْمَعْنَى الَّتِيْ فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلَا مَهْرٍ তাহলে তার অর্থ হবে ঐ মহিলা যাকে তার অভিভাবক মোহর ছাড়াই সমর্পণ করেছে وَهُوَ الْاَصَحُّ আর এ শেষোক্ত অর্থই অধিকতর বিশুদ্ধ لِاَنَّ الْاُوْلٰى لَاتَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ কারণ প্রথম অর্থে অর্থাৎ مُفَوِّضَة হওয়ার অবস্থায় শব্দটি বিরোধের ক্ষেত্রে হওয়ারই যোগ্যতা রাখে না, اِذْ لَايَصِحُّ نِكَاحُهَا কেননা, তার সাথে বিবাহই শুদ্ধ নয় عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে।

সরল অনুবাদ : আর مُفَوَّضَة বা বিনা মোহরে সমর্পিতা নারীর ক্ষেত্রে শুধু عَقْد-এর দ্বারাই মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। এটা صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ-এর উপর عَطْف হয়েছে এবং خَاصّ-এর হুকুমের ভিত্তিতে নির্গত দ্বিতীয় শাখা মাসআলা। অর্থাৎ যেহেতু خَاصّ-এর উপর আমল করা ওয়াজিব এবং তা কোনো প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না, তাই مُفَوَّضَة-এর ক্ষেত্রে সহবাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়াই শুধু عَقْد দ্বারা মোহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর مُفَوَّضَة শব্দটির وَاوْ যদি যের বিশিষ্ট হয়, তাহলে তার অর্থ হবে ঐ মহিলা যে নিজেকে মোহর ছাড়াই সমর্পণ করে দিয়েছে। আর যদি وَاوْ যবর বিশিষ্ট হয়, তাহলে তার অর্থ হবে ঐ মহিলা যাকে তার অভিভাবক মোহর ছাড়াই সমর্পণ করেছে। আর এ শেষোক্ত অর্থই অধিকতর বিশুদ্ধ। কারণ প্রথম অর্থে অর্থাৎ مُفَوِّضَة হওয়ার অবস্থায় শব্দটি বিরোধের ক্ষেত্র হওয়ারই যোগ্যতা রাখে না। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তার সাথে বিবাহই শুদ্ধ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَالْمَعْنَى الَّتِيْ فَوَّضَتْ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُفَوَّضَةٌ শব্দের تَحْقِيْق বা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, مُفَوَّضَه শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে।

مُفَوَّضَةٌ-এর অর্থ : مُفَوَّضَةٌ শব্দটি تَفْوِيْضٌ মাসদার থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ সমর্পণ করা। যেমন– পবিত্র কুরআনের ভাষ্য– اُفَوِّضُ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ এ শব্দটি وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ। এতে দু'টি কিরাআত পাওয়া যায়। যেমন–

১. مُفَوِّضَه শব্দের وَاوْ যদি 'যের' বিশিষ্ট হয় তখন এটা اِسْم فَاعِلْ-এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ হবে এবং এর দ্বারা ঐ মহিলাকে বুঝানো উদ্দেশ্য হবে যে মোহর ব্যতীত নিজেকে অপরের কাছে সমর্পণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে থাকে। এক কথায় সমর্পণকারিণী।

২. مُفَوَّضَه শব্দের وَاوْ যদি 'যবর' বিশিষ্ট হয় তখন এটা اِسْم مَفْعُوْل-এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ হবে এবং তার দ্বারা এমন মহিলা উদ্দেশ্য হবে যাকে তার অভিভাবক এই শর্তে অপরের কাছে সমর্পণ করে যে তাকে কোনো মোহর দিতে হবে না। এক কথায় সমর্পিতা নারী।

বি: দ্র: তবে অধিকাংশ উসূলবিদগণের মতে مُفَوِّضَه শব্দের وَاوْ অক্ষরটি যের বিশিষ্ট হলে তার অর্থ হবে প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা যে তার অলিকে অনুরোধ করে যেন তাকে মোহর নির্ধারণ ব্যতিরেকেই বিবাহ দেয়। অর্থাৎ তাকে যেন এই শর্তে বিবাহ দেওয়া হয় যে, তাকে কোনো মোহর দিতে হবে না এবং উক্ত শর্তে অলি তাকে বিবাহও দিয়ে দেয়।

قَوْلُهُ "وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْأُوْلٰى لَاتَصْلُحُ" : আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন, এখানে مُفَوَّضَة শব্দটির وَاوْ বর্ণে যবর দিয়ে পড়া উত্তম। কেননা, যে নারী নিজেকে বিনা মোহরে সমর্পণ করেছে, তার বিয়ে ইমাম শাফেয়ীর মতে শুদ্ধ নয়। কেননা, হাদীসে আছে لَانِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ যেহেতু তাঁর মতে এ নারীর বিয়ে শুদ্ধ নয়, সেহেতু তার মোহরের কোনো প্রশ্নই আসে না।

পক্ষান্তরে যে নারীকে তার অভিভাবক বিনা মোহরে সমর্পণ করেছে, তার বিয়ে আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী উভয়ের মতে শুদ্ধ। তবে মতানৈক্য হচ্ছে– তার মোহর কখন ওয়াজিব হবে, সে বিষয়ে। সুতরাং বুঝা গেল যে, مُفَوَّضَة (যবর যোগে) নারীই হচ্ছে مَحَلُّ الْخِلَافِ তথা মতবিরোধের ক্ষেত্র। তাই যবরযোগে পড়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

অলির অনুমতি ব্যতীত নারীর বিয়ের হুকুম : সকল ইমাম এ মাসআলায় মতৈক্য প্রকাশ করেছেন যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কা, বিবেকহীনা ও দাসীর বিয়ে অলির অনুমতি ছাড়া শুদ্ধ হয় না। তবে প্রাপ্ত বয়স্কা স্বাধীনা নারীর বিয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া শুদ্ধ হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.)-এর মতে, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীনা নারীর বিয়ে শুদ্ধ হবে না। চাই তাতে كُفُوْء তথা সমতা রক্ষা হোক বা না হোক। কেননা, তাঁদের মতে, নারীর কথায় বিয়ে কার্যকর হবে না; বরং অভিভাবকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

তাঁদের দলিল : ১. আল্লাহর বাণী– وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ

২. হাদীসের ভাষ্য, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত– قَالَتْ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (র.) ও আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, لَانِكَاحَ اِلَّا بِاِذْنِ وَلِيٍّ অর্থাৎ অলির অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীনা নারীর বিয়ে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীতও শুদ্ধ হবে। তা كُفُوْء তথা সমতা রক্ষা করে হোক বা না হোক। তবে অলি বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার আবেদন করলে কাযী ফয়সালা দেবেন।

তাঁর দলিল : ১. আল্লাহ তা'আলার বাণী–

১. فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ –

২. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ ـ

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত–

اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا – وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا – (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : প্রাপ্ত বয়স্কা স্বাধীনা নারীর বিয়ে তার অলির অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে। তবে অলির অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তা মুলতবি থাকবে, অনুমতি পাওয়ার পর বিয়ে কার্যকর হবে। তবে তিনি পরবর্তীতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতকে সমর্থন করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে বিরোধীদের দলিলের জবাব :

১. আয়াতের মর্মার্থ হলো মহিলাদের নিজেদের এগিয়ে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া লজ্জাকর। এ জন্যে পুরুষরা মহিলাদের বিয়ের কাজ সম্পাদন করবেন।

২. তাদের পেশকৃত হাদীসগুলো অপ্রাপ্তবয়স্কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকেই তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল পাওয়া যায় তাই এ ক্ষেত্রে তাঁর হাদীসটি নিষ্ক্রিয়।

مَهْرُ الْمِثْلِ-এর পরিচয় : مَهْرٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– اَلْاِعْطَاءُ তথা দান করা, উপহার দেওয়া, প্রতিদান ইত্যাদি। আর مِثْلٌ শব্দের অর্থ হলো সাদৃশ, অনুরূপ। অতএব مَهْر مِثْل-এর অর্থ হলো সাদৃশ্যপূর্ণ মাহর অথবা অনুরূপ প্রতিদান।

পরিভাষায় বলা হয়, هُوَ مَهْرُ اِمْرَاَةٍ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا بِدُوْنِ وَكْسٍ وَلَاشَطَطٍ অর্থাৎ স্ত্রীকে পরিমাণ ক্ষতি-বৃদ্ধি ছাড়া তার গোত্রের অন্যান্য নারীর সমান মাহর দেওয়াকে মহরে মিছাল বলে।

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, هُوَ مَهْرُ اِمْرَاَةٍ مُمَاثِلَةٍ مِنْ قَوْمِ اَبِيْهَا

মূলকথা স্ত্রীকে তার বোন বা ফুফু, কিংবা অনুরূপ নিকটাত্মীয়ার মাহর অনুসারে মাহর দেওয়াকে مَهْر مِثْل বলা হয়।

কাদের সামঞ্জস্যে মাহরে মিছিল সাব্যস্ত হয় : যে সকল নারীর সামঞ্জস্যের মহরে মিছিল সাব্যস্ত হয়, তাদের বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. স্ত্রীর পিতৃকুলের দিক বিচারেই মাহরে মিছাল সাব্যস্ত হবে।

২. পিতৃকুলের নারীদের মধ্যে اَقْرَبُ الْاَبِ তথা পিতার নিকটবর্তী নারীগণের মাহরের অনুরূপ সাব্যস্ত হবে।

৩. পিতৃকুলের মধ্যে স্ত্রীর সমকক্ষ কোনো নারী না পাওয়া গেলে প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো নারীর সাথে তুলনা করে মাহরে মিছিল সাব্যস্ত হবে।

৪. মাতৃকুলের কোনো নারীর সাথে তুলনা করে মহরে মিছাল দেওয়া যাবে না।

তবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে উক্ত নারীদের গুণাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন– অনুরূপ একজন নারীর মোহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ

وَتَحْقِيقُهُ اَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِىْ فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلَا مَهْرٍ اَوْ عَلٰى اَنْ لَا مَهْرَ لَهَا لَايَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِىْ (رح) اِلَّا بِالْوَطْئِ فَلَوْ مَاتَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوَطْئِ لَايَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِىْ (رح) وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِى الذِّمَّةِ وَيَجِبُ اَدَاؤُهُ عِنْدَ الْوَطْئِ وَالْمَوْتِ عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ" فَقَوْلُهٗ اَنْ تَبْتَغُوْا بَدَلٌ مِنْ وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَوْ مَفْعُوْلٌ لَهٗ بِتَقْدِيْرِ اللَّامِ اَىْ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ الْمُحَرَّمَاتِ لِاَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ فَالْبَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الْاِلْصَاقُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَحْقِيقُهُ উক্ত মাসআলাটির বিশ্লেষণ এই اَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِىْ فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا যে মহিলাকে তার অভিভাবক সোপর্দ করে দেয় بِلَا مَهْرٍ মোহর ছাড়াই اَوْ عَلٰى اَنْ لَا مَهْرَ لَهَا অথবা এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, তাকে কোনো মোহরই দিতে হবে না لَايَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا তবে এরূপ মহিলার মোহর ওয়াজিব হবে না عِنْدَ الشَّافِعِىْ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِلَّا بِالْوَطْئِ সহবাস ব্যতীত فَلَوْ مَاتَ اَحَدُهُمَا সুতরাং যদি উভয়ের মধ্য হতে কোনো একজন মারা যায় قَبْلَ الْوَطْئِ সহবাসের পূর্বে لَايَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِىْ (رح) তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মোহর ওয়াজিব হবে না وَعِنْدَنَا কিন্তু আমাদের (হানাফীদের) মতে يَجِبُ ওয়াজিব হয়ে যায় كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ পূর্ণ মোহরে মিছিল عِنْدَ الْعَقْدِ আকদের সময় فِى الذِّمَّةِ স্বামীর জিম্মায় وَيَجِبُ এবং ওয়াজিব হয় اَدَاؤُهُ তা আদায় করা عِنْدَ الْوَطْئِ وَالْمَوْتِ সঙ্গম ও মৃত্যুর সময় عَمَلًا যেন আমল কার্যকর হয় بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ -এর উপর فَقَوْلُهٗ اَنْ تَبْتَغُوْا بَدَلٌ مِنْ وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَنْ تَبْتَغُوْا এটা وَرَاءَ ذَالِكُمْ -এর بَدَلٌ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে اَوْ مَفْعُوْلٌ لَهٗ بِتَقْدِيْرِ اللَّامِ অথবা لَامْ উহ্য ধরে নিয়ে বলতে হবে مَفْعُوْلٌ لَهٗ হয়েছে اَىْ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ الْمُحَرَّمَاتِ لِاَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের জন্য এ সকল মুহাররামাত ব্যতীত সমস্ত স্ত্রী লোকই হালাল করা হয়েছে, যেন তোমরা মালের বিনিময়ে তাদেরকে পাওয়ার কামনা করতে পারো فَالْبَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ উল্লিখিত আয়াতে بَاءٌ একটি خَاصٌ জাতীয় শব্দ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ যাকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে وَهُوَ الْاِلْصَاقُ আর তাহলো اِلْصَاقٌ তথা কোনো জিনিসের সাথে অন্য জিনিসের মিলিত হওয়া।

সরল অনুবাদ : উক্ত মাসআলাটির বিশ্লেষণ এই— যে মহিলাকে তার অভিভাবক মোহর ছাড়াই সোপর্দ করে দেয় অথবা এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, তাকে কোনো মোহরই দিতে হবে না; তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এরূপ মহিলার মোহর সহবাস ব্যতীত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং যদি সহবাসের পূর্বেই উভয়ের মধ্য হতে কোনো একজন মারা যায়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মোহর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু আমাদের (হানাফীদের) মতে عَقْد-এর সময়ই পূর্ণ মোহরে মিছিল স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সঙ্গম ও মৃত্যুর সময় তা আদায় করা ওয়াজিব হয়। যেন আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ -এর উপর আমল কার্যকর হয়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার উক্তি اَنْ تَبْتَغُوْا এটা وَرَاءَ ذَالِكُمْ-এর بَدَل স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা لَامْ উহ্য ধরে নিয়ে বলতে হবে مَفْعُوْلٌ لَهٗ হয়েছে। অর্থাৎ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ الْمُحَرَّمَاتِ لِاَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ "তোমাদের জন্য এ সকল মুহাররামাত ব্যতীত সমস্ত স্ত্রী লোকই হালাল করা হয়েছে যেন তোমরা মালের বিনিময়ে তাদেরকে পাওয়ার কামনা করতে পারো।" উল্লিখিত আয়াতে بَاءٌ একটি خَاص জাতীয় حَرْف যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ অর্থাৎ اِلْصَاقٌ (অর্থাৎ কোনো জিনিসের সাথে অন্য জিনিস মিলিত হওয়া)-এর জন্য গঠন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِلَّا بِالْوَطْئِ **:** ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, কোনো নারীকে বিনা মোহরে অথবা মোহর দিতে হবে না, এ শর্তে বিবাহ দেওয়া হলে, সে মাহরে মিছিল পাবে। সুতরাং সহবাস হওয়ার পূর্বে যেকোনো একজন মৃত্যুবরণ করলে উক্ত নারীকে কোনো মোহর দিতে হবে না।

قَوْلُهُ وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ -এর আলোচনা : হানাফীদের মতে, مُفَوَّضَة তথা সমর্পিতা নারী পূর্ণ মোহরে মিছাল পাবে। আকদের সময়ে স্বামীর দায়িত্বে তা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর সহবাস ও মৃত্যুর সময় তা আদায় করা ওয়াজিব। কাজেই সহবাসের পূর্বে যেকোনো একজন মারা গেলে স্ত্রী পূর্ণ মোহরে মিছাল পাবে। আহনাফের দলিল নিম্নরূপ–

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ এ আয়াতে بَاء হরফে জারটি সংযুক্ত। মাল তথা মোহর ছাড়া বিবাহ হতেই পারে না। যদি عَقْد نِكَاحْ -এর সময় মোহর নির্ধারিত হয়, তাহলে ভাল কথা। আর যদি মোহরের উল্লেখ না হয়, তাহলে মোহরে মিছাল ওয়াজিব হবে।

২. اِبْتِغَاءُ (কামনা করা) এটিও খাস শব্দ। এতে বুঝা যায় যে, নারীর যৌনাঙ্গ কামনা মালের সাথে মিলিত। যেহেতু خَاصْ শব্দ অকাট্য এবং তার মর্মানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। সেহেতু আমরা বলি যে, সমর্পিতা নারী পূর্ণ মহরে মিছাল পাবে এবং عَقْد نِكَاحْ -এর সময় স্বামীর জিম্মায় তা ওয়াজিব হয়ে যায়।

❐ **اَلْاِشْكَالُ وَجَوَابُهُ বা একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :** এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আহনাফের মতে বিবাহ বন্ধন مُلْصَقٌ بِالْمَالِ তথা মালের সাথে সংযুক্ত। অথচ সহীহ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা মহিলা রাসূল ﷺ কে উকিল নিযুক্ত করেন। তখন এক সাহাবী বললেন, زَوِّجْنِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ হে আল্লাহ রাসূল! এ মহিলাকে আমার কাছে বিবাহ দিন। তৎপর রাসূল ﷺ বললেন– زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ তোমার কাছে কুরআনের যে জ্ঞান আছে তার বিনিময়ে উক্ত মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম। এতে বুঝা যায় যে, বিবাহ বন্ধন مُلْصَقٌ بِالْمَالِ তথা মালের সাথে সংযুক্ত নয়।

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে নিম্নরূপ–

১. আলোচ্য হাদীসটি خَبَر وَاحِدْ যা কিতাবুল্লাহর نَصْ -এর মোকাবিলায় ধর্তব্য নয়। কেননা, পবিত্র কুরআনের মোহরের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে– وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ

২. বর্ণিত হাদীসের بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -এর মধ্যস্থিত بَاء অব্যয়টি বিনিময়ের জন্যে নয়; বরং سَبَبْ তথা কারণ দর্শানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তোমার নিকট কুরআনের জ্ঞান থাকার কারণে উক্ত মহিলাকে তোমার বিবাহ বন্ধনে দিলাম।

৩. অথবা, এটা প্রাথমিক যুগে ঘটনা। পরবর্তীতে কুরআনের نَصْ দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

وَقِيلَ الْاِبْتِغَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ وَهُوَ الطَّلَبُ وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيرٍ يُوجِبُ اَنْ يَكُوْنَ اِبْتِغَاءُ الْبِضْعِ مُلْصَقًا بِالْمَهْرِ ذِكْرًا فَاِنْ لَّمْ يُذْكَرْ فِى اللَّفْظِ فَلَا اَقَلَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ مُلْصَقًا فِى الْوُجُوْبِ عَلَى الذِّمَّةِ وَلٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ الْاِبْتِغَاءُ صَحِيْحًا حَتّٰى لَوْكَانَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ يَجِبُ التَّرَاخِى اِلَى الْوَطْىِ بِالْاِجْمَاعِ وَكَذَا لَوْكَانَ هٰذَا الْاِبْتِغَاءُ لَابِطَرِيْقِ النِّكَاحِ بَلْ بِطَرِيْقِ الْاِجَارَةِ اَوِ الْمُتْعَةِ اَوْ بِطَرِيْقِ الزِّنَا لَايَحِلُّ ذٰلِكَ الْفِعْلُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ اَصْلًا وَاِلَيْهِ يُشِيْرُ قَوْلُهُ تَعَالٰى "مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ" وَفِىْ هٰذَا الْمَقَامِ اِعْتِرَاضَاتٌ دَقِيْقَةٌ بَيَّنْتُهَا فِى حَاشِيَةِ التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ الْاِبْتِغَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ কারো কারো মতে اِبْتِغَاءٌ একটি خَاصْ শব্দ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ যাকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে وَهُوَ الطَّلَبُ আর তা হচ্ছে طَلَبٌ বা কামনা করা وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ يُوْجِبُ সর্ব অবস্থায়ই এটাই ও ওয়াজিব যে اَنْ يَكُوْنَ اِبْتِغَاءُ الْبِضْعِ স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান কামনা করা (عَقْد - এর সময়) হতে হবে مُلْصَقًا بِالْمَهْرِ মোহরের সাথে মিলিত ذِكْرًا মৌখিক আলোচনায় فَاِنْ لَّمْ يُذْكَرْ فِى اللَّفْظِ যদি (عَقْد -এর সময়) মৌখিক আলোচনায় মোহরের উল্লেখ না থাকে فَلَا اَقَلَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ مُلْصَقًا فِى الْوُجُوْبِ عَلَى الذِّمَّةِ তাহলে কমপক্ষে জিম্মায় ওয়াজিব হওয়ার সাথে মিলিত হবে وَلٰكِنْ بِشَرْطِ কিন্তু এটা শর্ত যে, اَنْ يَكُوْنَ الْاِبْتِغَاءُ صَحِيْحًا কামনা যথাযথ স্থানে বিশুদ্ধভাবে হতে হবে حَتّٰى لَوْ كَانَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ অতএব, যদি ফাসিদ বিবাহের মাধ্যমে কামনা করা হয় يَجِبُ التَّرَاخِى اِلَى الْوَطْىِ তাহলে সহবাস পর্যন্ত মোহর বিলম্বিত করা ওয়াজিব بِالْاِجْمَاعِ সর্বসম্মতিক্রমে وَكَذَا لَوْكَانَ هٰذَا الْاِبْتِغَاءُ এমনিভাবে যদি এ طَلَبْ বা কামনা বিবাহের মাধ্যমে না হয়ে لَابِطَرِيْقِ النِّكَاحِ بَلْ بِطَرِيْقِ الْاِجَارَةِ اَوِ الْمُتْعَةِ اَوْ بِطَرِيْقِ الزِّنَا বরং ভাড়া অথবা মুতআ বা জেনার মাধ্যমে হয় لَايَحِلُّ ذَالِكَ الْفِعْلُ তাহলে এ কাজ হালালও হবে না وَلَايَجِبُ الْمَالُ اَصْلًا এবং সামান্য পরিমাণও মাল ওয়াজিব হবে না وَاِلَيْهِ يُشِيْرُ قَوْلُهُ تَعَالٰى مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ এ বিশুদ্ধ তলবের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী- مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ইঙ্গিত প্রদান করছে وَفِىْ هٰذَا الْمَقَامِ اِعْتِرَاضَاتٌ دَقِيْقَةٌ এ প্রসঙ্গে আরো অনেক কঠিন আপত্তির অবকাশ রয়েছে بَيَّنْتُهَا فِىْ حَاشِيَةِ التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ যা আমি তাফসীরে আহমদী-এর হাশিয়ায় বর্ণনা করেছি।

সরল অনুবাদ : কারো কারো মতে اِبْتِغَاءٌ একটি خَاصْ শব্দ যাকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে طَلَبٌ বা কামনা করা। সর্ব অবস্থায়-ই এটাও ওয়াজিব যে, স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান কামনা করা (عَقْد-এর সময়) মৌখিক আলোচনায় মোহরের সাথে মিলিত হতে হবে। যদি (عَقْد-এর সময়) মৌখিক আলোচনায় মোহরের উল্লেখ না থাকে তাহলে কমপক্ষে জিম্মায় ওয়াজিব হওয়ার সাথে মিলিত হতে হবে। কিন্তু এটা শর্ত যে, اِبْتِغَاءٌ বা কামনা যথাযথ স্থানে বিশুদ্ধভাবে হতে হবে। অতএব যদি ফাসিদ বিবাহের মাধ্যমে কামনা করা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সহবাস পর্যন্ত মোহর বিলম্বিত করা ওয়াজিব। এমনিভাবে যদি এ طَلَبْ বা কামনা বিবাহের মাধ্যমে না হয়ে; বরং ভাড়া অথবা 'মুতআ' বা জেনার মাধ্যমে হয়, তাহলে এ কাজ হালালও হবে না এবং সামান্য পরিমাণও মাল ওয়াজিব হবে না। এ বিশুদ্ধ তলবের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী–مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ইঙ্গিত প্রদান করছে। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক কঠিন আপত্তির অবকাশ রয়েছে, যা আমি তাফসীরে আহমদী-এর হাশিয়ায় বর্ণনা করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا اَقَلَّ الخ -এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) উক্ত ইবারতের মধ্যে اِبْتِغَاءُ الْبِضْعَةِ বা যৌনাঙ্গ কামনা, মোহরের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, عَقْد-এর সময় আলোচনার মাধ্যমে যৌনাঙ্গ কামনাকে মোহরের সাথে সংশ্লিষ্ট করা জরুরি, তা না করলে অন্তত পক্ষে জিম্মায় ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে যৌনাঙ্গ কামনা মোহরের জন্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হবে। তবে আপাত দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (র.) হতে বর্ণিত একটি হাদীস উপরোক্ত আলোচনার বিরোধী বলে মনে হয়। আর হাদীসটি হলো এই— হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, একবার এক মহিলা তাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য নবী কারীম ﷺ -কে উকিল হিসেবে নির্ধারণ করে। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মহিলাকে আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দিন। তৎপর নবী কারীম ﷺ বললেন, তোমার নিকট মহা গ্রন্থ আল-কুরআনের যে বিদ্যা আছে তার বিনিময়ে উক্ত মহিলাকে তোমার সাথে বিবাহে আবদ্ধ করে দিলাম। অতএব উক্ত হাদীসের আলোকে বুঝে আসে যে, اِلْصَاقٌ بِالْمَالِ (মালের শর্ত করা) অবশ্যক নয়।

ওলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীসের দু'ভাবে উত্তর দেন।

(১) উল্লিখিত হাদীস خَبَر وَاحِد যা কিতাবুল্লাহের نَصّ-এর মোকাবিলায় ধর্তব্য নয়। (২) বর্ণিত হাদীসের অর্থ হলো "زَوَّجْنَاكَهَا بِسَبَبِ مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ" অর্থাৎ তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম তোমার নিকট কুরআনের যে বিদ্যা আছে তার বিনিময়ে। সুতরাং এখানে بَا ، শব্দটি কারণ দর্শানোর অর্থে হয়েছে। مُقَابَلَه বা বিনিময় বুঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِبْتِغَاءُ: সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, نَفْس عَقْد তথা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই মাল ওয়াজিব হওয়ার জন্যে পূর্ব শর্ত হলো– নারী কামনা বিশুদ্ধভাবে হতে হবে। যদিও وَابْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ -এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, নারী কামনা যেভাবেই হোক না কেন, তা মালের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। কিন্তু এ কথাটি সঠিক নয়। কেননা–

১. نِكَاح فَاسِدْ -এর মাধ্যমে اِبْتِغَاءُ الْبُضْعِ তথা যৌনাঙ্গ কামনা হয়ে থাকলে নিছক আকদের দ্বারা মোহর ওয়াজিব হবে না। বরং সর্ব সম্মতিক্রমে সঙ্গম করা পর্যন্ত وُجُوْبُ الْمَهْرِ বিলম্বিত হবে।

২. اِجَارَه ، زِنَا ، مُتْعَة তথা ভাড়াকরণ, ব্যভিচার ও সাময়িক উপভোগের পন্থায় যৌনাঙ্গ কামনা করলে তা মাল সংশ্লিষ্ট হয় না। কেননা এগুলো শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম।

نِكَاح فَاسِدْ তথা অশুদ্ধ বিবাহের বর্ণনা : نِكَاح فَاسِدْ তথা অশুদ্ধ বিবাহ হচ্ছে ঐ বিবাহ, যাতে বিবাহের শরয়ী নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। অবশ্য شَرْط فَاسِدْ টি দূর করা হলে তা نِكَاح صَحِيْح তে পরিণত হয়। যেমন–

১. সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। ২. مُعْتَدَّة তথা ইদ্দত পালনকারিণীকে বিয়ে করা।

৩. তালাকে বায়েনের অবস্থায় এক বোনের ইদ্দতের মধ্যে অন্য বোনকে বিয়ে করা।

৪. স্বাধীনা নারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় দাসী বিয়ে করা।

উল্লেখ্য যে, আমাদের মতে, নিকাহে ফাসেদের মধ্যে নিছক আকদের দ্বারা মোহর ওয়াজিব হয় না। এমনকি خَلْوَتْ (নির্জনবাস) হলেও মোহর সাব্যস্ত হবে না। কেননা, আক্দটি অশুদ্ধ হওয়ার কারণে خَلْوَتْ দ্বারা অধিকার সাব্যস্ত হয় না।

নিকাহে ফাসেদের মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং মোহর যদি ধার্য না হয়ে থাকে, তাহলে মহিলা পূর্ণ মাহরে মিছাল পাবে। আর যদি মোহর ধার্য হয়ে থাকে এবং তা যদি মাহরে মিছালের সমপরিমাণ অথবা কম হয়, তাহলে সে তা-ই পাবে। আর মোহরে মিছাল থেকে বেশি ধার্য হলে সে কেবল মোহরে মিছাল পাবে; অবশিষ্টাংশ বাতিল হয়ে যাবে। (مَجْمَعُ الْبَرَكَاتِ)

نِكَاحُ الْمُتْعَةِ -এর পরিচয় ও হুকুম : مُتْعَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– مَا يُتَمَتَّعُ بِهٖ অর্থাৎ যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। পরিভাষায় نِكَاحُ الْمُتْعَةِ বলা হয় نِكَاحُ الْمَرْأَةِ اِلٰى اَجَلٍ بِعِوَضٍ مَخْصُوْصٍ অর্থাৎ কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে যৌন ক্ষুধা মিটানোর উদ্দেশ্য বিবাহ করাকে।

হুকুম: এ ধরনের বিবাহকে ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বলেছেন । এবং এই ধরনের বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তবে আহলে বাতেল বলে থাকে যে, ইবনে আব্বাস (রা.) উক্ত বিবাহ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে অভিমত বর্ণিত আছে । তার উত্তর হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পরবর্তীতে উক্ত অভিমত থেকে ফিরে আসেন।

قَوْلُهُ مُحْصِنِيْنَ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, 'মাদারেক' গ্রন্থকার বলেন, اِحْصَانٌ শব্দের অর্থ হলো, পবিত্রতা এবং নিজেকে অবৈধ কর্ম হতে হেফাজত করা। আর مُسَافِحٌ বলে ব্যভিচারকারীকে। এ শব্দটি مَسْفَحٌ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো, মনি বা বীর্য প্রবাহিত হওয়া। সুতরাং اِحْصَانٌ-এর উল্লেখ করে নেকাহে ফাসেদকে বিবাহ হতে বের করে দিয়েছেন। কেননা নিকাহে ফাসেদ শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এ কারণেই ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ করা হয়েছে বিবাহ ফাসেদ হলে কাজি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেবে। আর عَدَمُ الْمُسَافَحَةِ-এর উল্লেখ দ্বারা ভাড়াটে ধরনের বিবাহকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِعْتِرَاضَاتٌ دَقِيْقَةٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) আল্লাহর বাণী— وَاُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَالِكُمْ (الاية) এই আয়াতে কি কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্ন হয় তার বর্ণনা করেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো—

যেমন– (১) مفوضه-এর ব্যাপারে উক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক হবে না। কারণ এর দ্বারা اِبْتِغَاءُ الْبُضْعَةِ টা মালের বিনিময়ে সহীহ্ হওয়া বুঝে আসে। কিন্তু মাল ব্যতীত সহীহ্ হবে কি না ? এ ব্যাপারে আয়াতে কারীমায় কিছুই বলা হয়নি; বরং তার হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য অন্য কোনো দলিল পেশ করা আবশ্যক। আর মাল ব্যতীত সংঘটিত হওয়া যে শরিয়ত সম্মত তার জন্য فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ অর্থাৎ যে সব মহিলা তোমাদের পছন্দ হবে তাদেরকে বিবাহ করো। আয়াতটি দলিল হিসেবে পেশ করা যায়।

তবে তার উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতটি মালের বিনিময়ে হোক বা না হোক সর্বাস্থায় জায়েজ হওয়াটা বুঝায়। অথচ এটাতো জায়েজ নেই? তার উত্তরে বলা হবে,একই হুকুমের ব্যাপারে যদি এমন একাধিক نَصّ পাওয়া যায় যে, তার কিছু مُطْلَقْ তথা ব্যাপকতাকে বুঝায় আর কিছুসংখ্যক مُقَيَّدْ তথা নির্দিষ্টকে বুঝায় তাহলে مُطْلَقْ গুলোকে مُقَيَّدْ-এর অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই উল্লিখিত ক্ষেত্রেও مُطْلَقْ সব نَصّ -কে مُقَيَّدْ-এর অর্থে ব্যবহার করে اِبْتِغَاءُ الْبُضْعِ-কে মাল প্রদানের সাথে খাস করে দেওয়া হয়েছে।

وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ عَطْفٌ عَلَى مَاسَبَقَ وَتَفْرِيْعٌ عَلَى حُكْمِ الْخَاصِّ اَىْ وَلِأَجْلِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِّ وَاجِبٌ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ كَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ غَيْرُ مُضَافٍ تَقْدِيْرُهُ إِلَى الْعِبَادِ وَبَيَانُهُ اَنَّ تَقْدِيْرَ الْمَهْرِ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ الْعِبَادِ وَاخْتِيَارِهِمْ فَكُلُّ مَايَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا وَاِنْ كَانَ لَايُقَدَّرُ فِىْ جَانِبِ الْاَكْثَرِ لٰكِنْ يُقَدَّرُ فِىْ جَانِبِ الْاَقَلِّ وَهُوَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اَىْ قَدْعَلِمْنَا مَاقَدَّرْنَا عَلَيْهِمْ فِىْ حَقِّ اَزْوَاجِهِمْ وَهُوَ الْمَهْرُ فَالْفَرْضُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنَى التَّقْدِيْرِ وَكَذٰلِكَ ضَمِيْرُ الْمُتَكَلِّمِ خَاصٌّ عَلَى مَاقَالُوْا وَكَذَا الْاِسْنَادُ خَاصٌّ عِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيْحِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا আর মোহর শরয়ী ভাবেই সাব্যস্ত হয়ে যাবে غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ মোহর সাব্যস্ত করা বান্দার সাথে সম্পর্কিত হবে না عَطْفٌ عَلَى مَاسَبَقَ এ বাক্যটিও পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف হয়েছে وَتَفْرِيْعٌ عَلَى حُكْمِ الْخَاصِّ এবং এটা خَاصّ -এর হুকুমের ভিত্তিতে নির্গত তৃতীয় মাসআলা اَىْ وَلِأَجْلِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِّ وَاجِبٌ অর্থাৎ যেহেতু خَاصّ -এর উপর আমল করা ওয়াজিব وَلَايَحْتَمِلُ الْبَيَانَ এবং خَاصّ কোনো প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না كَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا তাই মোহর নির্ধারিত হবে مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতেই غَيْرُ مُضَافٍ تَقْدِيْرُهُ إِلَى الْعِبَادِ তা নির্ধারণ করা বান্দার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না وَبَيَانُهُ এ মাসআলার বিবরণ হলো اَنَّ تَقْدِيْرَ الْمَهْرِ মোহর নির্ধারণ করা عِنْدَ الشَّافِعِىِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে مُفَوَّضٌ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে إِلَى رَأْيِ الْعِبَادِ وَاخْتِيَارِهِمْ বান্দার মতামত ও এখতিয়ারের উপর فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا সুতরাং যা-ই মূল্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে يَصْلُحُ مَهْرًا তা মোহর হওয়ারও যোগ্যতা রাখে عِنْدَهُ তাঁর মতে وَعِنْدَنَا আর আমাদের মতে وَاِنْ كَانَ لَا يُقَدَّرُ فِىْ جَانِبِ الْاَكْثَرِ যদিও মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত হয় না لٰكِنْ يُقَدَّرُ فِىْ جَانِبِ الْاَقَلِّ কিন্তু ন্যূনতম পরিমাপের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় وَهُوَ আর তা এই যে, اَنْ لَّا يَكُوْنَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ মোহর কমপক্ষে দশ দিরহাম হবে عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ যেন আল্লাহ তা'আলার বাণী– قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ -এর উপর আমল সংঘটিত হয় اَىْ قَدْ عَلِمْنَا আল্লাহ আমি সম্যক অবগত مَا قَدَّرْنَا যা নির্ধারিত করে দিয়েছি তা সম্পর্কে عَلَيْهِمْ পুরুষদের উপর فِىْ حَقِّ اَزْوَاجِهِمْ তাদের স্ত্রীগণের ব্যাপারে وَهُوَ الْمَهْرُ আর তা হচ্ছে মোহর فَالْفَرْضُ لَفْظٌ خَاصٌّ সুতরাং এখানে فَرَضْنَا একটি خَاصّ জাতীয় শব্দ وُضِعَ لِمَعْنَى التَّقْدِيْرِ যা تَقْدِيْر বা 'নির্ধারণ করা' এ অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে كَذٰلِكَ ضَمِيْرُ الْمُتَكَلِّمِ خَاصٌّ এমনিভাবে উত্তম পুরুষের সর্বনাম অর্থাৎ نَا অব্যয়টিও একটি خَاصّ শব্দ عَلَى مَا قَالُوْا আলিমদের বক্তব্য অনুযায়ী وَكَذَا الْاِسْنَادُ خَاصٌّ তদ্রূপ اِسْنَادْ টিও خَاصّ বা নির্দিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য করা হয়েছে عِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيْحِ তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতার মতে।

সরল অনুবাদ : আর মোহর শরয়ী ভাবেই সাব্যস্ত হয়ে যাবে। মোহর সাব্যস্ত করা বান্দার সাথে সম্পর্কিত হবে না। এ বাক্যটিও পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف হয়েছে এবং এটা خَاصّ-এর হুকুমের ভিত্তিতে নির্গত তৃতীয় মাসআলা। অর্থাৎ যেহেতু خَاصّ-এর উপর আমল করা ওয়াজিব এবং خَاصّ কোনো প্রকার ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না, তাই মোহর শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতেই নির্ধারিত হবে, তা নির্ধারণ করা বান্দার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না। এ মাসআলার বিবরণ হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মোহর নির্ধারণ করা বান্দার মতামত ও এখতিয়ারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর মতে যাই মূল্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তা মোহর হওয়ারও যোগ্যতা রাখে। আর আমাদের মতে যদিও মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত হয় না, কিন্তু ন্যূনতম পরিমাণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়। আর তা এই যে, মোহর কমপক্ষে দশ দিরহাম হতে হবে। যেন আল্লাহ তা'আলার বাণী–قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ-এর উপর আমল সংঘটিত হয়। অর্থাৎ "আমি পুরুষদের উপর তাদের স্ত্রীগণের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করে দিয়েছি, তা সম্পর্কে সম্যক অবগত।" আর তা হচ্ছে মোহর।

সুতরাং এখানে فَرَضْنَا একটি خَاصْ জাতীয় শব্দ, যা تَقْدِيْر বা 'নির্ধারণ করা' এ অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। এমনিভাবে আলিমদের বক্তব্য অনুযায়ী উত্তম পুরুষের সর্বনাম অর্থাৎ نَا অব্যয়টিও একটি خَاصْ শব্দ। তদ্রূপ 'তাওযীহ' গ্রন্থ প্রণেতার মতে اِسْنَادْ টিও خَاصْ বা নির্দিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَالْفَرْضُ لَفْظٌ خَاصٌّ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) فَرْض শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, শরিয়তের পরিভাষায় فَرْض শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে تَقْدِيْر বা নির্ধারণের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এ অর্থটি مَعْنٰى حَقِيْقِىْ তথা মূল অর্থে পরিণত হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়- فَرَضَ الْقَاضِى النَّفَقَةَ অর্থাৎ কাজি ভরণ-পোষণ নির্ধারণ করল। ঠিক তেমনিভাবে উত্তরাধিকারী সম্পদের জন্যও اَلْفَرَائِضُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে تَقْدِيْر ছাড়া অন্যান্য অর্থে فَرْض শব্দটি রূপক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَالْمُتَكَلِّمُ خَاصٌّ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) আল্লাহর বাণী-قَدْعَلِمْنَاالخ-এর ضَمِيْر নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, قَدْعَلِمْنَا শব্দের ضَمِيْر مُتَّصِلْ - نَا শব্দটি خَاصْ এবং ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.)ও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ضَمِيْر مُتَكَلِّمْ তো দ্বিবচন, বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ সবগুলোর জন্য সমভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তথাপি خَاصْ কিভাবে হয়? তার উত্তর এভাবে দেওয়া হয় যে, এ অক্ষরটি غَيْرِالْمُتَكَلِّمِ অর্থাৎ মুতাকাল্লিম ব্যতীত অন্যান্যদের তুলনায় خَاصْ তথা এটি مُتَكَلِّمْ-এর সত্তার জন্য خَاصْ অন্য কারো জন্য নয়।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ الْاِسْنَادُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) মোহরের পরিমাণ কি হিসেবে নির্ধারিত হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন যে, তাওজীহ গ্রন্থকার 'তানকীহ' নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা শরিয়ত প্রণেতার সাথে 'খাস'। সুতরাং তার সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করাটাই আবশ্যক। তবে তার বিস্তারিত বিবরণ 'তালবীহ' নামক গ্রন্থে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, কার্য সম্পাদনকারীর প্রতি কার্যের সম্বন্ধ করার উদ্দেশ্য হলো কাজটি যে, উক্ত কার্যসম্পাদনকারী থেকে প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝানো। আর فَرَضْنَا শব্দটি اِسْنَادْ হওয়ার কারণে এই অর্থে خَاصْ হবে যে, একমাত্র শরিয়ত প্রবর্তকই মোহর নির্ধারণ করতে পারে, এবং এই অর্থ দেওয়ার জন্যই اِسْنَادْ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত আলোচনায় প্রশ্ন হতে পারে যে, فَرَضْنَا শব্দটি اِسْنَادْ হওয়ার কারণে مُرَكَّبْ ধরে নিতে হবে خَاصْ নয়, কেননা خَاصْ টা مُفْرَدْ-এর অন্তর্ভুক্ত। তার উত্তরে বলা হবে যে, فَرْض শব্দটি اِسْنَادْ-এর দিকে লক্ষ্য করে خَاصْ তবে মূলত اِسْنَادْ করাটা خَاصْ নয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্যাখ্যাকার তাফসীরে আহমাদীতে এ ব্যাপারে 'তালবীহ' প্রণেতার অনুসরণ করেছেন। অথচ এখানে বলেন 'তাওযীহ' গ্রন্থ প্রণেতার মতে اِسْنَادْ 'খাস' মূলত 'তাওযীহ' প্রণেতার প্রতি তাকে সম্পর্কিত করা ঠিক নয়। তা ছাড়া اِسْنَادْ টি কোনো শব্দ নয় তবে خَاصْ টি শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ مِقْدَارِ الْمَهْرِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, মোহরের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমাণ উভয় বান্দার ইখতিয়ারাধীন। তাঁর মতে, যে বস্তু মূল্যযোগ্য তা মোহর হতে পারে। কেননা, বিবাহ হচ্ছে একটি عَقْد مُعَاوَضَة তথা বিনিময়ের ভিত্তিতে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে, মোহরের নিম্নতম পরিমাণ শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। তা হচ্ছে ১০ দিরহাম-এর কম মোহর ধার্য হলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা, হাদীসে আছে- لَامَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ আর মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ বান্দাহর ইচ্ছাধীন।

فَعُلِمَ اَنَّ الْمَهْرَ مُقَدَّرٌ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَقَدْ بَيَّنَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِقَوْلِهٖ لَامَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَكَذَا نُقَيِّسُهُ عَلٰى قَطْعِ الْيَدِ لِاَنَّهُ اَيْضًا عِوَضُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَالتَّقْدِيْرُ خَاصٌّ وَاِنْ كَانَ الْمُقَدَّرُ مُجْمَلًا مُحْتَاجًا اِلَى الْبَيَانِ وَهٰذَا فِىْ اِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَاَمَّا فِى اللُّغَةِ فَهُوَ حَقِيْقَةٌ فِى الْاِيْجَابِ وَالْقَطْعِ وَلِهٰذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ اِنَّ الْفَرْضَ هٰهُنَا بِمَعْنَى الْاِيْجَابِ بِقَرِيْنَةِ تَعْدِيَتِهٖ بِعَلٰى وَعُطِفَ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ لِاَنَّ الْمَهْرَ لَايُقَدَّرُ فِىْ حَقِّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ بِهِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَهُوَ وَاجِبٌ فِىْ حَقِّ الْاَزْوَاجِ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ جَمِيْعًا قُلْنَا تَعْدِيَتُهُ بِعَلٰى اِنَّمَا هُوَ لِتَضْمِيْنِ مَعْنَى الْاِيْجَابِ وَعُطِفَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ بِتَقْدِيْرِ فَرَضْنَا ثَانٍ اَىْ وَمَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا بِمَعْنٰى اَوْجَبْنَا وَالْاَوَّلُ بِمَعْنٰى قَدَّرْنَا هٰكَذَا قَالُوْا ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> فَعُلِمَ اَنَّ الْمَهْرَ مُقَدَّرٌ অতএব, বুঝা যায় যে, মোহর নির্ধারিত রয়েছে فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মধ্যে وَقَدْ بَيَّنَهُ النَّبِىُّ ﷺ এবং এ কথাটিই নবী করীম ﷺ ব্যাখ্যা করেছেন بِقَوْلِهٖ لَا مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ তাঁর বাণী- لَا مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ দ্বারা وَكَذَا نُقَيِّسُهُ عَلٰى قَطْعِ الْيَدِ এমনিভাবে আমরা এ নির্ধারিত পরিমাণকে (চুরির ব্যাপারে) হস্ত কর্তন-এর উপর কিয়াস করি لِاَنَّهُ اَيْضًا عِوَضُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ কেননা, হস্তকর্তন ও ন্যূনপক্ষে দশ দিরহামের বদলে সংঘটিত হয় فَالتَّقْدِيْرُ خَاصٌّ সুতরাং فَرْضٌ বা تَقْدِيْرٌ শব্দটিও খাস وَاِنْ كَانَ الْمُقَدَّرُ مُجْمَلًا যদিও নির্ধারিত পরিমাণের ব্যাপারে اِجْمَالٌ রয়েছে مُحْتَاجًا اِلَى الْبَيَانِ যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে وَهٰذَا فِىْ اِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ তবে এটা ফকীহগণের পরিভাষা অনুযায়ী-ই করা হয়েছে وَاَمَّا فِى اللُّغَةِ অবশ্য আভিধানিকভাবে فَهُوَ حَقِيْقَةٌ فِى الْاِيْجَابِ وَالْقَطْعِ - শব্দের হাকীকী অর্থ ওয়াজিব করা ও قَطْعٌ বা টুকরা টুকরা করা وَلِهٰذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) এজন্য ইমাম শাফেয়ী (র.) فَرْضٌ বলেছেন যে, اِنَّ الْفَرْضَ هٰهُنَا بِمَعْنَى الْاِيْجَابِ এখানে فَرَضْنَا শব্দটি اَوْجَبْنَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে بِقَرِيْنَةِ تَعْدِيَتِهٖ بِعَلٰى এ আলামতের ভিত্তিতে যে, فَرَضْنَا শব্দটি عَلٰى-এর সাহায্যে مُتَعَدِّىْ হয়েছে وَعُطِفَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ আর مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বাক্যটি اَزْوَاجِهِمْ-এর উপর عَطْف হয়েছে لِاَنَّ الْمَهْرَ لَايُقَدَّرُ فِىْ حَقِّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ কারণ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ-এর ব্যাপারে মোহর নির্ধারণ করা হয় না فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ بِهِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ এজন্য তা দ্বারা শুধু ভরণপোষণই উদ্দেশ্য হবে وَهُوَ وَاجِبٌ আর এটা ওয়াজিব, فِىْ حَقِّ الْاَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ جَمِيْعًا স্ত্রীগণ ও ক্রীতদাসীগণ সকলের ব্যাপারেই قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি যে تَعْدِيَتُهُ بِعَلٰى اِنَّمَا هُوَ لِتَضْمِيْنِ مَعْنَى الْاِيْجَابِ - فَرْضٌ শব্দটিকে عَلٰى অব্যয় দ্বারা সকর্মক করা فَرْضٌ শব্দটি اِيْجَابٌ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণেই وَعُطِفَ مَا مَلَكَتْ আর مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বাক্যটির আতফ দ্বিতীয় আরেকটি উহ্য فَرَضْنَا ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত اَيْمَانُهُمْ بِتَقْدِيْرِ فَرَضْنَا ثَانٍ اَىْ وَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে যা আবশ্যক করেছি (তা জানি) عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا بِمَعْنٰى اَوْجَبْنَا এ ভিত্তিতে যে, উহ্য فَرَضْنَا ক্রিয়াটি قَدَّرْنَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে هٰكَذَا قَالُوْا আমাদের হানাফী আলিমগণ এরূপই বলেছেন।

<u>সরল অনুবাদ :</u> অতএব বুঝা যায় যে, মোহর আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মধ্যে নির্ধারিত রয়েছে এবং এ কথাটিই নবী কারীম ﷺ তার বাণী- لَامَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিভাবে আমরা এ নির্ধারিত পরিমাণকে চুরির ব্যাপারে 'হস্তকর্তন'-এর উপর কিয়াস করি। কেননা হস্ত কর্তনও ন্যূনপক্ষে দশ দিরহামের বদলে সংঘটিত হয়। সুতরাং فَرْض

বা تَقْدِيْر শব্দটিও خَاصّ। যদিও مُقَدَّرْ বা নির্ধারিত পরিমাণের ব্যাপারে اِجْمَالْ রয়েছে যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। তবে এটা (অর্থাৎ فَرْض -কে تَقْدِيْر-এর অর্থে গ্রহণ করা) ফকীহগণের পরিভাষা অনুযায়ী-ই করা হয়েছে। অবশ্য আভিধানিকভাবে فَرْض শব্দের হাকীকী অর্থ اِيْجَابْ বা ওয়াজিব করা ও قَطْع বা টুকরা টুকরা করা। এ জন্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, এখানে فَرَضْنَا শব্দটি اَوْجَبْنَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আলামতের ভিত্তিতে যে, فَرَضْنَا শব্দটি عَلٰى-এর সাহায্যে مُتَعَدِّيْ হয়েছে। আর مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বাক্যটি اَزْوَاجِهِمْ-এর উপর عَطْف হয়েছে। কারণ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ-এর ব্যাপারে মোহর নির্ধারণ করা হয় না। এ জন্য তা দ্বারা শুধু ভরণ-পোষণই উদ্দেশ্য হবে আর এটা স্ত্রীগণ ও ক্রীতদাসীগণ সকলের ব্যাপারেই ওয়াজিব। তবে কিন্তু مَامَلَكَتْ الخ বাক্যটি اَزْوَاجِهِمْ-এর উপর عَطْف হয়নি, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন; বরং তা দ্বিতীয় আরেকটি (উহ্য) فَرَضْنَا-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ পূর্ণ ইবারত এভাবে হবে- قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ এবং এটা এ ভিত্তিতে যে, এ দ্বিতীয় (উহ্য) فَرَضْنَا শব্দটি اَوْجَبْنَا-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর প্রথম فَرَضْنَا শব্দটি قَدَّرْنَا-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর تَقْدِيْر শব্দটি خَاصّ কোনো প্রকার ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়। আমাদের হানাফী আলিমগণ এরূপই বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَامَهْرَ الخ - এর আলোচনা : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন— لَامَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ দশ দিরহামের কম মোহর হতে পারে না। ইমাম দারেকুতনী (র.) উক্ত হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতে উল্লিখিত হাদীসের সনদে দু'জন রাবী ضَعِيْف বা দুর্বল রয়েছে।

তবে তার উত্তরে মোল্লা আলী কারী (র.) ও ইমাম নববী (র.) বলেন, ضَعِيْف হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হলে হাদীসটি حَسَنْ لِغَيْرِهٖ হয়ে যায়, এবং তার দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ। অতএব বলতে হবে উক্ত হাদীস দ্বারাও দলিল পেশ করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَكَذَا نُقَيِّسُهٗ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণকে যুক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন, ওলামায়ে আহনাফ মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম বলেন চুরির কারণে হস্ত কর্তনের উপর কিয়াস করে। কেননা কমপক্ষে দশ দিরহাম চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়ে থাকে সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দশ দিরহামকে একটি অঙ্গের বিনিময় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর তা হলো হস্ত। ঠিক তেমনিভাবে মোহরও একটি অঙ্গ তথা যৌনাঙ্গের বিনিময়ে হয়ে থাকে। অতএব সেটাও দশ দিরহামের কম হতে পারে না।

قَوْلُهٗ وَلِهٰذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ الخ এ আয়াতে মহর সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করা হয় নি; বরং এখানে وُجُوْبُ النَّفْقَةِ وَالْكِسْوَةِ তথা ভরণ-পোষণের আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে। তিনি স্বীয় মতের সমর্থনে দু'টি দলিল পেশ করেন-

১. অভিধানে فَرْض শব্দের অর্থ اِيْجَابْ তথা অপরিহার্য করা। অন্যদিকে একে عَلٰى শব্দ দ্বারা مُتَعَدِّيْ করা হয়েছে। সুতরাং, আয়াতের অর্থ হবে আমি স্ত্রীগণ ও দাস দাসীগণের ব্যাপারে তাদের উপর যা অপরিহার্য করেছি, তা ভালভাবেই জানি। আর অপরিহার্য বস্তু হচ্ছে ভরণ-পোষণ।

২. مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ এ অংশকে اَزْوَاجِهِمْ-এর উপর আতফ করা হয়েছে। যেহেতু দাসীকে মোহর দিতে হয় না সেহেতু ভরণ-পোষণ অর্থই গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف-এর হুকুম এক হবে। কাজেই আয়াতে মোহর সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করা হয় নি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলদ্বয়ের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলদ্বয়ের জবাবে বলা যায় যে,

১. فَرَضْنَا শব্দটির অধীনে اِيْجَابْ-এর অর্থ থাকার দরুন عَلٰى দ্বারা مُتَعَدِّيْ করা হয়েছে। মূল ইবারত হবে এরূপ-

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا اَىْ قَدَّرْنَا مُوْجِبًا عَلَيْهِمْ -

অর্থাৎ আমি ভালভাবেই জানি, যা আমি তাদের উপর নির্ধারণ করেছি। এমতাবস্থায় যে, আমি সেটা তাদের উপর ওয়াজিবকারী।

২. مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ এ অংশটিকে اَزْوَاجِهِمْ-এর উপর عَطْف করা হলেও এখানে আরেকটি فَرَضْنَا উহ্য রয়েছে। সুতরাং স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে মোহর এবং দাসীগণের ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণ উদ্দেশ্য হবে। কেননা প্রথম فَرَضْنَا টি قَدَّرْنَا অর্থে এবং ২য় উহ্য فَرَضْنَا টি اَوْجَبْنَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) دَلَائِلَ كُلٍّ مِنَ الْمَسَائِلِ الثَّلٰثِ فَقَالَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهٗ وَاَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَقَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فَقَوْلُهٗ عَمَلًا تَعْلِيْلٌ لِقَوْلِهٖ صَحَّ اه عَلٰى طَرِيْقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ فَقَوْلُهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ نَاظِرٌ اِلَى الْمَسْأَلَةِ الْاُوْلٰى وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ نَاظِرٌ اِلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهٗ قَدْ عَلِمْنَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ نَاظِرٌ اِلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ بَيَّنْتُ كُلَّ ذٰلِكَ بِالتَّفْصِيْلِ تَحْتَ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فَتَامَّلْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অতঃপর গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন دَلَائِلَ كُلٍّ مِنَ الْمَسَائِلِ الثَّلٰثِ শাখা মাসআলা তিনটির প্রত্যেকটিরই দলিল فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন– عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ وَاَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ যেন আল্লাহ তা'আলার আদেশসূচক বাণী– ১. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ ২. اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ এবং ৩. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ -এর উপর আমল হতে পারে فَقَوْلُهٗ عَمَلًا تَعْلِيْلٌ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি– عَمَلًا শব্দটি কারণ বিশেষ لِقَوْلِهٖ صَحَّ اه তদীয় পূর্ববর্তী উক্তি صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ -এর জন্য عَلٰى طَرِيْقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ যথাক্রমিক প্রক্রিয়ায় فَقَوْلُهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ সুতরাং তাঁর উক্তি فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ হচ্ছে نَاظِرٌ اِلَى الْمَسْأَلَةِ الْاُوْلٰى প্রথম মাসআলার দলিল وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ হচ্ছে– نَاظِرٌ اِلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ দ্বিতীয় মাসআলার দলিল وَقَوْلُهٗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ এবং তাঁর উক্তি قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ হচ্ছে نَاظِرٌ اِلَى الْمَسْئَلَةِ الثَّالِثَةِ তৃতীয় মাসআলার দলিল وَبَيَّنْتُ كُلَّ ذَالِكَ بِالتَّفْصِيْلِ আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি এসব কথা تَحْتَ كُلِّ مَسْئَلَةٍ প্রত্যেক মাসআলার অধীনেই। فَتَاَمَّلْ সুতরাং তা খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নেবে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) শাখা মাসআলা তিনটির প্রত্যেকটিরই দলিল উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, **যেন আল্লাহ তা'আলার আদেশসূচক বাণী— ১. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ ২. اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ এবং ৩. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ-এর উপর আমল হতে পারে।** গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি عَمَلًا শব্দটি তদীয় পূর্ববর্তী উক্তি صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ-এর জন্য যথানুক্রমিক প্রক্রিয়ায় تَعْلِيْل বা কারণ বিশেষ। সুতরাং فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهٗ-এর দৃষ্টিতে প্রথম মাসআলা অর্থাৎ "خُلْع-এর পর তালাক প্রদান করা শুদ্ধ হওয়া"-এর উপর এবং اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ-এর দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মাসআলা অর্থাৎ "مُفَوَّضَة-এর বেলায় শুধুমাত্র عَقْد দ্বারাই মোহরে মিছিল ওয়াজিব হওয়া"-এর উপর আর قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ-এর দৃষ্টিতে তৃতীয় মাসআলা অর্থাৎ " শরিয়ত প্রবর্তনকারী কর্তৃকই মোহর নির্ধারিত হওয়া এবং মোহর নির্ধারণ করা বান্দার সাথে সম্পর্কিত না হওয়া"-এর উপর নিবদ্ধ। আমি এ সব কথা প্রত্যেক মাসআলার অধীনেই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। সুতরাং তা খুব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) خَاص-এর শেষের তিনটি মাসআলার দলিল সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ স্থানে عَمَلًا শব্দটি পূর্বোক্ত صَحَّ 'ফেয়েলের' مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত আল্লাহর বাণীগুলোর উপর আমল করা হিসেবে তালাক সহীহ্ হবে।

১. خَاص-এর শেষোক্ত তিনটি শাখা মাসআলার প্রথমটির মধ্যে যে, উল্লেখ করা হয়েছে " صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ " তার দলিল হিসেবে فَاِنْ طَلَّقَهَا (الاية) -কে উপস্থাপন করা হয়েছে,

২. তার উপর আতফকৃত দ্বিতীয় মাসআলা وَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ الخ-এর দলিল হিসেবে اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ আয়াতটিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আর প্রথমোক্ত মাসআলার উপর عَطْف কৃত তৃতীয় মাসআলা وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا الخ-এর দলিল হিসেবে قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا (الاية) আয়াতকে পেশ করা হয়েছে। এবং উল্লিখিত মাসআলাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রত্যেক মাসআলার অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَللَّفَ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ الخ - এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, মুসান্নেফ (র.) "اَللَّفُّ وَالنَّشْرُ" বলে বিস্তারিতভাবে অথবা সংক্ষিপ্তাকারে কতিপয় মাসআলাকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সেগুলোর প্রত্যেকটির সাথে পৃথক পৃথকভাবে আরো কতগুলো মাসআলাকে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণে যে, পাঠকগণ যাতে আলামতের দ্বারা শেষোক্ত মাসআলাগুলো প্রথমোক্ত গুলোর মধ্য হতে নিজ নিজ শ্রেণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে পারে। এবং তা দু'প্রকার—

(১) اَللَّفُّ وَالنَّشْرُ الْمُرَتَّبُ অর্থাৎ প্রথমোক্ত গুলোর জন্য প্রথমোক্ত গুলো আর দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টির জন্য এবং শেষোক্তটি শেষটির জন্য এভাবে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) اَللَّفُّ وَالنَّشْرُ غَيْرُ الْمُرَتَّبِ অর্থাৎ প্রথমোক্তগুলোকে শেষোক্ত গুলোর উপর ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ না করা হলে তাকে اَللَّفُّ وَالنَّشْرُ غَيْرُ الْمُرَتَّبِ বলা হয়। উল্লিখিত ব্যাখ্যার পর জানা উচিত যে, এখানে প্রথমোক্ত মাসআলাগুলোর সাথে শেষোক্ত দলিলগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। তাই اَللَّفُّ وَالنَّشْرُ الْمُرَتَّبُ হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কোনো অভিধানে اَللَّفُّ শব্দের অর্থ-পেঁচ দেওয়া আর اَلنَّشْرُ শব্দের অর্থ-খুলে দেওয়া। অর্থাৎ যে ক্রমধারায় পেঁচানো হয়েছে সেই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বা তার ব্যতিক্রমে খুলে দেওয়া। ইলমে বালাগাত তথা অলঙ্কারশাস্ত্রে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

অনুশীলনী - اَلْمُنَاقَشَةُ

(١) عَرِّفِ الْخَاصَّ مَعَ بَيَانِ فَوَائِدِ الْقُيُوْدِ وَحُكْمِهِ وَاَقْسَامِهِ ـ

(٢) مَاذَا اَرَادَ الْمُصَنِّفُ (رح) بِهٰذِهِ الْعِبَارَةِ وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوْقِ بِقَوْلِهِ "جَزَاءً" لَا بِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوْا؟ شَرِّحُوا الْمَقَامَ مَعَ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ ـ

(٣) تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ مَاهُوَ؟ عَلَامَ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ فَلَا يَجُوْزُ اِلْحَاقُ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ ؟ فَصِّلُوْا حَقَّ التَّفْصِيْلِ -

(٤) عَلَامَ اِسْتَشْهَدَ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ" وَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالتَّرْتِيْبِ وَالنِّيَّةِ فِىْ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ " ؟ فَصِّلْ ـ

(٥) هَلِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِى الطَّوَافِ ؟ وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ ؟ اَوْضِحُوْا ـ

(٦) كَيْفَ يَبْطُلُ تَاوِيْلُ الْقُرُوْءِ بِالْاَطْهَارِ فِىْ اٰيَةِ التَّرَبُّصِ (يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ) ؟ هَاتُوْا بِالدَّلِيْلِ ـ

(٧) هَلْ يَصِحُّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلْعِ ؟ بَيِّنْ مَعَ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ ـ

(٨) شَرِّحُوْا قَوْلَ الْمُصَنِّفِ (رح) وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِىْ بِحَدِيْثِ الْعُسَيْلَةِ لَابِقَوْلِهِ تَعَالٰى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ كَمَا شَرَّحَهُ الشَّارِحُ الْعَلَّامُ (رح) -

(٩) هَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ لِلْمُفَوَّضَةِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ؟ مَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ ـ

(١٠) عَلَامَ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرُ مُضَافٍ اِلَى الْعَبْدِ ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ ؟

مَبْحَثُ الْاَمْرِ

اَمْر -এর আলোচনা

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ تَعْرِيْفِ الْخَاصِّ وَحُكْمِهٖ وَتَفْرِيْعَاتِهٖ اَرَادَ اَنْ يُّبَيِّنَ بَعْضَ اَنْوَاعِهِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِى الشَّرِيْعَةِ كَثِيْرًا وَهُوَ الْاَمْرُ وَالنَّهْىُ فَقَالَ وَمِنْهُ الْاَمْرُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهٖ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ اِفْعَلْ اَىْ مِنَ الْخَاصِّ الْاَمْرُ يَعْنِىْ مُسَمَّى الْاَمْرِ لَالَفْظُهٗ لِاَنَّهٗ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الطَّلَبُ عَلَى الْوُجُوْبِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অতঃপর গ্রন্থকার সমাপ্ত করে عَنْ تَعْرِيْفِ الْخَاصِّ খাস-এর সংজ্ঞা وَحُكْمِهٖ তার হুকুম وَتَفْرِيْعَاتِهٖ ও তার শাখা মাসআলাসমূহের বর্ণনা اَرَادَ اَنْ يُّبَيِّنَ بَعْضَ اَنْوَاعِهٖ তার এমন কতিপয় প্রকার বর্ণনার ইচ্ছা করেছেন الْمُسْتَعْمَلَةِ فِى الشَّرِيْعَةِ كَثِيْرًا যা শরিয়তে বহুল প্রচলিত وَهُوَ الْاَمْرُ وَالنَّهْىُ আর তা হলো– আদেশাজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞা فَقَالَ وَمِنْهُ الْاَمْرُ সুতরাং তিনি বলেন خَاصّ -এর প্রকারসমূহের মধ্য হতে একটি হচ্ছে আমর وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ আর তা হলো কোনো ব্যক্তির বলা لِغَيْرِهٖ অন্যকে عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ নিজেকে বড় মনে করে اِفْعَلْ এ কাজটি করো اَىْ مِنَ الْخَاصِّ الْاَمْرُ অর্থাৎ اَمْر টা خَاصّ -এর অন্তর্ভুক্ত يَعْنِىْ مُسَمَّى الْاَمْرِ আর اَمْر দ্বারা اَمْر -এর مُسَمّٰى -ই উদ্দেশ্য অর্থাৎ এরূপ একটি فِعْل বলা যদ্দারা কোনো কিছু চাওয়া বুঝা যায় لَالَفْظُهٗ শব্দ অর্থাৎ اَلِف ও مِيْم এবং رَاء অক্ষমত্রয়ের মিলিতরূপ উদ্দেশ্য নয় لِاَنَّهٗ يَصْدُقُ عَلَيْهِ কেননা, উক্ত অর্থের উপরই এ সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য হয় যে, اَنَّهٗ لَفْظٌ আমর এরূপ একটি শব্দ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ যাকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে وَهُوَ الطَّلَبُ আর তা হচ্ছে কোনো কিছু তলব করা অথবা কোনো কাজের আদেশ প্রদান করা عَلَى الْوُجُوْبِ ওয়াজিব হিসেবে।

সরল অনবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) خَاصّ-এর সংজ্ঞা, তার হুকুম ও তার শাখা মাসআলাসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে তার এমন কতিপয় প্রকার বর্ণনার ইচ্ছা করেছেন যা শরিয়তে বহুল প্রচলিত। আর তা হলো اَمْر বা আদেশাজ্ঞা ও نَهْى বা নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং তিনি বলেন, **خَاصّ-এর প্রকারসমূহের মধ্য হতে একটি হচ্ছে اَمْر। আর তা হলো কোনো ব্যক্তির নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে বলা 'এ কাজটি করো'।** অর্থাৎ اَمْر টা خَاصّ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর اَمْر দ্বারা اَمْر-এর مُسَمّٰى-ই উদ্দেশ্য অর্থাৎ এ রূপ একটি فِعْل বলা যদ্দারা 'কোনো কিছু চাওয়া ' বুঝা যায়। শব্দ অর্থাৎ اَلِف ও مِيْم এবং رَاء অক্ষরত্রয়ের মিলিত রূপ উদ্দেশ্য নয়। কেননা উক্ত অর্থের উপরই এ সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য হয় যে, اَمْر এরূপ একটি শব্দ, যা একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ওয়াজিব হিসেবে কোনো কিছু তলব করা অথবা কোনো কাজের আদেশ প্রদান করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَقَالَ وَمِنْهُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) اَمْر -কে نَهْى -এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَمْر সম্পর্কীয় আলোচনা نَهْى-এর পূর্বে করার কারণ, মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমান আনার আদেশ করেছেন, তথা ঈমান আনয়নের পরই একজন মানুষের জন্য শরিয়তের অন্যান্য বিধানাবলির উপর আমল করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। সুতরাং সর্বপ্রথম কাজ হলো ঈমান আনা। আর ঈমান আনাটা اَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত তাই اَمْر -কে نَهْى-এর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مُسَمَّى الْاَمْرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) اَمْر দ্বারা কি উদ্দেশ্য তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন اَمْر টা خَاصّ-এর প্রকারসমূহের একটি প্রকার। আর এখানে اَمْر দ্বারা اَمْر-এর مُسَمّٰى উদ্দেশ্য فِعْل اَمْر উদ্দেশ্য নয়। যেমন– اِضْرِبْ ও اُنْصُرْ ইত্যাদি শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে তাকে مُسَمَّى الْاَمْرِ বলে। এবং গ্রন্থকারের পরবর্তী ব্যাখ্যা (وَيَخْتَصُّ مُرَادُهٗ بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ তথা اَمْر-এর অর্থ একটি নির্দিষ্ট صِيْغَه-এর সাথে সংশ্লিষ্ট)-এর মাধ্যমে اَمْر-এর দ্বারা مُسَمَّى الْاَمْرِ উদ্দেশ্য হওয়া স্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। কেননা তার অর্থ হলো وُجُوْب। আর وُجُوْب তো একটি নির্দিষ্ট صِيْغَه -এর সাথে জড়িত। اَمْر-এর مُسَمّٰى-এর উদ্দেশ্য اَمْر শব্দের উদ্দেশ্য নয়। কেননা اَمْر শব্দটি 'আলিফ', 'মীম' ও 'রা'-এর দ্বারা গঠিত। প্রকৃত অর্থের দিকে তাকালে বুঝা যায়, এমন একটি শব্দ যাকে কোনো কাজ সম্পাদন করার জন্য গঠন করা হয়েছে। তথা فِعْلُ الْاَمْرِ-এর উপর তার প্রয়োগ حَقِيْقَتْ হিসেবে হবে না; বরং مجاز হবে। এবং এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। জমহুরের মতে مَجَازْ হবে আর কারো কারো মতে فِعْلُ الْاَمْرِ-এর উপরও প্রয়োগ حقيقت-ই হবে। আর এ অবস্থায় قَوْل ও فِعْل-এর মধ্যে তা مُشْتَرَكْ لَفْظِىْ (বা শাব্দিকভাবে একাধিক অর্থজ্ঞাপক) ধরতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তার আংশিক قَوْل আর আংশিক فِعْل-এর জন্য প্রযোজ্য হবে।

[অবশিষ্ট অংশ ১৫২ পৃষ্ঠায়]

وَالْقَوْلُ مَصْدَرٌ يُرَادُ بِهِ الْمَقُوْلُ لِاَنَّ الْاَمْرَ مِنْ اَقْسَامِ الْاَلْفَاظِ وَهُوَ جِنْسٌ يَشْمُلُ كُلَّ لَفْظٍ وَقَوْلُهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ يَخْرُجُ بِهِ الْاِلْتِمَاسُ وَالدُّعَاءُ وَبَقِىَ فِيْهِ النَّهْىُ دَاخِلًا فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ اِفْعَلْ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اِفْعَلْ كُلَّ مَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْمُضَارِعِ عَلٰى هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا اَوْ غَائِبًا اَوْ مُتَكَلِّمًا مَعْرُوْفًا اَوْ مَجْهُوْلًا وَلٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ اِيْجَابُ الْفِعْلِ وَيَعُدُّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا سَوَاءٌ كَانَ عَالِيًا فِى الْوَاقِعِ اَوْ لَا لِهٰذَا نُسِبَ اِلٰى سُوْءِ الْاَدَبِ اِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِيًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْقَوْلُ مَصْدَرٌ আর গ্রন্থকারের ইবারতে قَوْل শব্দটি মাসদার বিশেষ يُرَادُ بِهِ الْمَقُوْلُ তা দ্বারা مَقُوْل উদ্দেশ্য করা হয়েছে لِاَنَّ الْاَمْرَ مِنْ اَقْسَامِ الْاَلْفَاظِ কেননা, اَمْر শব্দের শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত وَهُوَ جِنْسٌ আর তা জিনস يَشْمُلُ كُلَّ لَفْظٍ তা সমস্ত শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করে وَقَوْلُهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ তার উক্তি عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ - يَخْرُجُ بِهِ -এর দ্বারা اَلْاِلْتِمَاسُ وَالدُّعَاءُ বা অনুরোধ ও دُعَاء বা প্রার্থনা এগুলো اَمْر -এর সংজ্ঞা হতে বের হয়ে যায় وَبَقِىَ فِيْهِ النَّهْىُ دَاخِلًا অবশ্য نَهْى বাকি থেকে যায় فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ اِفْعَلْ কিন্তু তাও গ্রন্থকারের উক্তি اِفْعَلْ দ্বারা বের হয়ে যায় وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اِفْعَلْ আর গ্রন্থকারের উক্তি اِفْعَلْ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে كُلَّ مَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْمُضَارِعِ عَلٰى هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ এ প্রক্রিয়ায় مُضَارِعْ হতে উৎপন্ন সকল শব্দকেই سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا اَوْ غَائِبًا اَوْ مُتَكَلِّمًا তা اَمْر حَاضِر অথবা اَمْر غَائِبْ অথবা اَمْر مُتَكَلِّمْ হোক না কেন مَعْرُوْفًا اَوْ مَجْهُوْلًا এবং اَمْر مَعْرُوْف কর্তৃবাচ্য অথবা اَمْر مَجْهُوْل কর্মবাচ্য যাই হোক না কেন وَلٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ কিন্তু শর্ত হলো সেগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে اِيْجَابُ الْفِعْلِ কাজটি ওয়াজিব করা وَيَعُدُّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا এবং বক্তা নিজেকে বড় মনে করতে হবে سَوَاءٌ كَانَ عَالِيًا فِى الْوَاقِعِ اَوْ لَا মূলতঃ বক্তা বড় হোক বা না হোক وَلِهٰذَا نُسِبَ اِلٰى سُوْءِ الْاَدَبِ এ জন্যই তাকে অভদ্রতা বলে আখ্যায়িত করা হবে অর্থাৎ তাকে বেআদব মনে করা হবে اِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِيًا যদি বক্তা প্রকৃতপক্ষে বড় না হয়ে اِفْعَلْ বলে।

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকারের ইবারতে قَوْل শব্দটি মাসদার বিশেষ। তা দ্বারা مَقُوْل উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা اَمْر শব্দের শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত। এ উক্তি عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ দ্বারা اِلْتِمَاس বা অনুরোধ ও دُعَاء বা প্রার্থনা এগুলো اَمْر-এর সংজ্ঞা হতে বের হয়ে যায়। অবশ্য نَهْى বাকি থেকে যায়। কিন্তু তাও গ্রন্থকারের উক্তি اِفْعَلْ দ্বারা বের হয়ে যায়। আর গ্রন্থকারের উক্তি اِفْعَلْ দ্বারা এ প্রক্রিয়ার مُضَارِعْ হতে উৎপন্ন সকল শব্দকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তা اَمْر حَاضِر অথবা اَمْر غَائِبْ অথবা اَمْر مُتَكَلِّمْ এবং اَمْر مَعْرُوْف 'কর্তৃবাচ্য' অথবা اَمْر مَجْهُوْل 'কর্মবাচ্য' যাই হোকনা কেন। কিন্তু শর্ত হলো, সেগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা কাজটি ওয়াজিব করাই উদ্দেশ্য হতে হবে এবং বক্তা নিজেকে বড় মনে করতে হবে। মূলত বক্তা বড় হোক বা না হোক। এ জন্যই বক্তা যদি প্রকৃতপক্ষে বড় না হয়ে اِفْعَلْ বলে, তাহলে তাকে অভদ্র বলে আখ্যায়িত করা হবে অর্থাৎ তাকে বেআদব মনে করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَخْرُجُ بِهِ الْاِلْتِمَاسُ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে সমকক্ষের নিকট কিছু طَلَبْ করাকে اِلْتِمَاسْ বা অনুরোধ বলে। আর কাকুতি-মিনতি করে কিছু طَلَبْ করাকে دعاء বা প্রার্থনা বলে। অপর দিকে বক্তা নিজেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভেবে কারো কাছে কোনো জিনিস طَلَبْ করাকে اَمْر বলে। সুতরাং عَلٰى الْاِسْتِعْلَاءِ-এর উল্লেখ দ্বারা اَمْر-এর সংজ্ঞা হতে اِلْتِمَاسْ ও دُعَاء বের হয়ে যাবে। কেননা এতদুভয়ের মাঝে যদিও طَلَبْ-এর অর্থ রয়েছে তথাপি এগুলোর মধ্যে عَلٰى الْاِسْتِعْلَاءِ বিদ্যমান নেই।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اِفْعَلْ الخ **-এর আলোচনা** : উক্ত ইবারতে اِفْعَلْ সীগাহ দ্বারা কি উদ্দেশ্য তার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, اِفْعَلْ সীগাহ দ্বারা সে সব শব্দকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো قَاعِدَه-এর ভিত্তিতে مُضَارِعْ থেকে مُشْتَقْ বা নির্গত হয়েছে। সুতরাং এটি اَمْرِغَائِبْ ও اَمر مُتَكَلِّم এবং اَمْرِمَعْرُوْف ও اَمْرِمَجْهُوْل সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করবে। অতএব এর দ্বারা শুধু اَمْرِحَاضِرِمَعْرُوْف -কে বুঝানো ঠিক হবে না। এবং যে সব সীগাহ مُضَارِعْ হতে قَاعِدَه-এর ভিত্তিতে গঠিত হয়নি অথচ طَلَبْ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো اَمر-এর সংজ্ঞা হতে বের হয়ে যাবে। যেমন- وَجَبْتُ عَلَيْكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا (অর্থাৎ অমুক কাজ করা তোমার উপর ওয়াজিব করে দিলাম।) অথবা اَنْ تَفْعَلَ كَذَا يَجِبُ عَلَيْكَ (অমুক কাজটি করা তোমার উপর ওয়াজিব।) ইত্যাদি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো কোনো কোনো মনীষী কদাচিৎ বলেছেন উপরোক্ত দু'টি বক্তব্যের মাঝেই طَلَبْ রয়েছে। আবার কখনও বলেছেন প্রথম বক্তব্যটিতে اِيْجَابْ (অপরিহার্যকরণ) সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে وُجُوْب (অপরিহার্য হওয়া) সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَعُدُّ الخ **-এর আলোচনা** : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন, اَمْر-এর মধ্যে বক্তাকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন গণ্য করতে হবে। এবং এটিই হলো ওলামায়ে জমহুরের মাযহাব। সুতরাং নিম্নমর্যাদা সম্পন্ন কেউ যদি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কাউকে اِفْعَلْ-এর দ্বারা সম্বোধন করে, তবে এটি অভদ্রজনোচিত হিসেবে নিন্দনীয় হবে। সুতরাং উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া যদি اَمْر-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে তা اَمْر-ই হবে না, তবে তা ঠিক হবে না। অপর দিকে যদি اِسْتِعْلَاء (উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া) যদি ধর্তব্য না হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া শর্ত হবে।

মোটকথা, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের কারো কারো মতে اَمْر-এর মধ্যে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া ধর্তব্য হবে। অন্যান্যদের মতে اَمر-এর সংজ্ঞায় উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার শর্তারোপ করা হবে না। (বড় বড় উসূলের গ্রন্থাদিতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যদি মন চায় তাহলে তা মুতাআলা করে দেখতে পারো।)

[১৫০ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ وَهُوَ الطَّلَبُ عَلَى الخ **- এর আলোচনা** : উল্লিখিত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اَمْر-এর طَلَبْ কৃত কর্ম কখন বাস্তবে সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। এবং তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, اَمر -কে নির্দিষ্ট একটি অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। আর তা হলো اَلطَّلَبُ عَلَى الْوُجُوْبِ তথা বাধ্যতামূলক ভাবে কিছু طَلَبْ করা। অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে কোনো কিছু বাস্তব রূপে আসাকে طَلَبْ করা। চাই তা বক্তার বক্তব্যের সাথে অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট হোক বা বক্তব্যের বহু পরে হোক। কারণ কাউকে ঐ বস্তু করার হুকুম দেওয়া হয় যা তাকে ইতঃপূর্বে আদেশ করা হয়নি। যাতে সে উক্ত নির্দেশ কার্যে পরিণত করে।

وَبِمَا ذَكَرْنَا انْدَفَعَ مَا قِيلَ اِنْ أُرِيْدَ بِهِ اِصْطِلَاحُ الْعَرَبِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى قَوْلِهِ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ لِاَنَّ الْاِلْتِمَاسَ وَالدُّعَاءَ اَيْضًا اَمْرٌ عِنْدَهُمْ وَاِنْ أُرِيْدَ بِهِ اِصْطِلَاحُ الْاُصُوْلِ فَيَصْدُقُ عَلَى مَا أُرِيْدَ بِهِ التَّهْدِيْدُ وَالتَّعْجِيْزُ لِاَنَّهُ اَيْضًا عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ وَذٰلِكَ لِاَنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى اِصْطِلَاحِ الْاُصُوْلِ وَلَيْسَ الْمَقْصُوْدُ مُجَرَّدُ الْاِسْتِعْلَاءِ بَلْ اِلْزَامُ الْفِعْلِ وَدَالًّا يَصْدُقُ اِلَّا عَلَى الْوُجُوْبِ بِخِلَافِ التَّهْدِيْدِ وَالتَّعْجِيْزِ وَنَحْوِهِمَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِمَا ذَكَرْنَا আর আমাদের এ শর্তের বর্ণনা দ্বারা اِنْدَفَعَ مَا قِيلَ ঐ আপত্তি দূরীভূত হয়ে গেছে যা 'তালবীহ'-এর গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে উথাপিত হয়েছিল যে, اِنْ أُرِيْدَ بِهِ اِصْطِلَاحُ الْعَرَبِيَّةِ যদি اَمْر দ্বারা আরবি পরিভাষা উদ্দেশ্য হয় فَلَا حَاجَةَ اِلَى قَوْلِهِ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ তাহলে عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ এ শর্তটির কোনো প্রয়োজন لِاَنَّ الْاِلْتِمَاسَ وَالدُّعَاءَ اَيْضًا اَمْرٌ কেননা, অনুরোধ এবং প্রার্থনাও اَمْر -এর অন্তর্ভুক্ত عِنْدَهُمْ আরবদের নিকট وَاِنْ أُرِيْدَ بِهِ اِصْطِلَاحُ الْاُصُوْلِ আর যদি اَمْر দ্বারা উসূলবিদদের পরিভাষা উদ্দেশ্যে হয় فَيَصْدُقُ عَلَى مَا أُرِيْدَ بِهِ التَّهْدِيْدُ وَالتَّعْجِيْزُ তাহলে اَمْر সে সকল শব্দ সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে যা দ্বারা ধমক প্রদান ও অক্ষম প্রতিপন্নকরণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে لِاَنَّهُ اَيْضًا عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ কারণ এ শব্দগুলোও বক্তা নিজেকে বড় মনে করে প্রয়োগ করে থাকে وَذٰلِكَ لِاَنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى اِصْطِلَاحِ الْاُصُوْلِ ঐ আপত্তিটি এজন্য দূরীভূত হয়ে গেছে যে, আমরা উসূলবিদদের পরিভাষা অনুযায়ী আলোচনা করে থাকি وَلَيْسَ الْمَقْصُوْدُ مُجَرَّدُ الْاِسْتِعْلَاءِ কিন্তু এখানে শুধু اِسْتِعْلَاء বা নিজেকে বড় মনে করাই আসল উদ্দেশ্য নয় بَلْ اِلْزَامُ الْفِعْلِ বরং কাজটিকে আবশ্যকীয় করাই উদ্দেশ্য وَدَالًّا يَصْدُقُ اِلَّا عَلَى الْوُجُوْبِ আর এটা শুধু ওয়াজিব এর উপরই প্রযোজ্য হয় بِخِلَافِ التَّهْدِيْدِ وَالتَّعْجِيْزِ وَنَحْوِهِمَا যা ধমক প্রদান, অক্ষম প্রতিপন্নকরণ ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যায় না।

সরল অনুবাদ : আর আমাদের এ শর্তের বর্ণনা দ্বারা ঐ আপত্তি দূরীভূত হয়ে গেছে, যা 'তালবীহ'-এর গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে উথাপিত হয়েছিল যে, যদি اَمْر দ্বারা আরবি পরিভাষা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ এ শর্তটির কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা اِلْتِمَاسْ বা অনুরোধ এবং دُعَاء বা প্রার্থনাও আরবদের নিকট اَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যদি اَمْر দ্বারা উসূলবিদদের পরিভাষা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে اَمْر সে সকল শব্দ সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে, যা দ্বারা تَهْدِيْد বা ধমক প্রদান ও تَعْجِيْز বা অক্ষম প্রতিপন্নকরণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কারণ এ শব্দগুলোও বক্তা নিজেকে বড় মনে করে প্রয়োগ করে থাকে। ঐ আপত্তিটি এ জন্য দূরীভূত হয়ে গেছে যে, আমরা উসূলবিদদের পরিভাষা অনুযায়ী আলোচনা করে থাকি বটে; কিন্তু এখানে শুধু اِسْتِعْلَاء বা নিজেকে বড় মনে করাই আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং কাজটিকে আবশ্যকীয় করাই উদ্দেশ্য। আর এটা শুধু ওয়াজিব-এর উপরই প্রযোজ্য হয়। যা ধমক প্রদান, অক্ষম প্রতিপন্নকরণ ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যায় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْاِلْتِمَاسَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) اَمْر-এর সংজ্ঞাটি উসূলবিদদের সংজ্ঞার মতো তা বুঝাতে গিয়ে বলেন। আরবি ভাষাভাষীগণের মতে اِلْتِمَاسْ এবং دُعَاء ও اَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত। اِلْتِمَاسْ বলা হয় সমকক্ষ কোনো ব্যক্তিকে اَمْر-এর صِيْغَه দ্বারা সম্বোধন করাকে। আর دُعَاء বলা হয় কাকুতি-মিনতির সাথে কারো কাছে কিছু طَلَبْ করাকে। গ্রন্থকার عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلَاءِ-এর উল্লেখ দ্বারা اَمْر -এর সংজ্ঞা হতে اِلْتِمَاسْ ও دُعَاء উভয়টাকে বের করে দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার এখানে আরবিদের পরিভাষা গ্রহণ করেননি। কেননা এগুলোতে বক্তাকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন গণ্য করে না। বরং এখানে মুসান্নেফ (র.) উসূলবিদদের পরিভাষা গ্রহণ করেছেন। তবে تَهْدِيْد ও تَعْجِيْز-এর মধ্যে اِسْتِعْلَاء-এর অর্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা اَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ اَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য اِسْتِعْلَاء-এর সাথে وُجُوْب ও ধর্তব্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যে وُجُوْب-এর অর্থ নেই। আর ঠিক اِبَاحَتْ -এর মধ্যেও وُجُوْب-এর অর্থ না থাকার কারণে তা اَمْر-এর উপরোক্ত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

تَهْدِيْد-এর দৃষ্টান্ত যেমন- اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ (তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই করো) মূলত এখানে যা খুশি তা করার অনুমতি দেওয়া ও স্বেচ্ছাচারিতাকে ওয়াজিব করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হয় না; বরং হুমকী প্রদান উদ্দেশ্য।

* تَعْجِيْز-এর দৃষ্টান্ত যেমন আল্লাহর বাণী— فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ (অর্থাৎ তোমরা কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে পেশ করো দেখি)। এখানে কাফিরদেরকে অপারগ সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য اَمْر ব্যবহার করা হয়েছে।

* اِبَاحَتْ তথা জায়েজের উদাহরণ, যেমন আল্লাহর বাণী— "اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا" (অর্থাৎ ইহ্‌রাম হতে হালাল হয়ে গেলে শিকার করতে পারবে)। এখানে ইহ্‌রাম হতে হালাল হওয়ার পর শিকার করা বৈধ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে, শিকার অপরিহার্য করা হয়নি।

وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ بَيَانٌ لِكَوْنِ الْأَمْرِ خَاصًّا يَعْنِي يَخْتَصُّ مُرَادُ الْأَمْرِ وَهُوَ الْوُجُوْبُ بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ لِلْمُرَادِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ بَيَانُ الْإِخْتِصَاصِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَيْ لَا يَكُوْنُ الْأَمْرُ إِلَّا لِلْوُجُوْبِ وَلَا يَثْبُتُ الْوُجُوْبُ إِلَّا مِنَ الْأَمْرِ دُوْنَ الْفِعْلِ فَيَكُوْنُ نَفْيًا لِلْإِشْتِرَاكِ وَالتَّرَادُفِ جَمِيْعًا وَ ذٰلِكَ بِأَنْ يُقَالَ إِنَّ دُخُوْلَ الْبَاءِ هٰهُنَا عَلَى الْمُخْتَصِّ عَلٰى طَرِيْقَةِ قَوْلِهِمْ خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ فَتَكُوْنُ الصِّيْغَةُ مُخْتَصَّةً بِالْوُجُوْبِ دُوْنَ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَهٰذَا نَفْيُ الْإِشْتِرَاكِ وَيَكُوْنُ مَعْنٰى قَوْلِهِ لَازِمَةً أَنَّ الصِّيْغَةَ لَازِمَةٌ لِلْمُرَادِ وَلَا تَنْفَكُّ عَنْهُ وَلَا يَكُوْنُ الْمُرَادُ مَفْهُوْمًا مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ وَهٰذَا نَفْيُ التَّرَادُفِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ আর নির্দিষ্ট أَمْر -এর উদ্দেশ্য بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ আবশ্যিক ধরনের সীগাহ অর্থাৎ اِفْعَلْ -এর সাথে بَيَانٌ لِكَوْنِ الْأَمْرِ خَاصًّا এ কথা দ্বারা এটাই প্রকাশ পেল যে, أَمْر খাস-এর অন্তর্ভুক্ত يَعْنِي يَخْتَصُّ مُرَادُ الْأَمْرِ অর্থাৎ أَمْر -এর উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট وَهُوَ الْوُجُوْبُ আর তা হচ্ছে উজূব بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ لِلْمُرَادِ যা উদ্দেশ্যকে আবশ্যকরণীয় সাব্যস্তকারী সীগাহ দ্বারা সংঘটিত হয় وَالْغَرَضُ مِنْهُ এ কথা দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য بَيَانُ الْإِخْتِصَاصِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ উভয় দিকের নির্দিষ্টকরণ বর্ণনা করা أَيْ لَا يَكُوْنُ الْأَمْرُ إِلَّا لِلْوُجُوْبِ অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, أَمْر শুধু ওয়াজিবের জন্যই হয়ে থাকে وَلَا يَثْبُتُ الْوُجُوْبُ إِلَّا مِنَ الْأَمْرِ এবং ওয়াজিব শুধু أَمْر দ্বারা সাব্যস্ত হয় دُوْنَ الْفِعْلِ ফে'ল দ্বারা নয় فَيَكُوْنُ نَفْيًا সুতরাং গ্রন্থকারের قَوْل দ্বারা نَفِيْ করা হয়েছে لِلْإِشْتِرَاكِ وَالتَّرَادُفِ جَمِيْعًا - إِشْتِرَاكٌ (এক শব্দের একাধিক অর্থ) ও تَرَادُفٌ (একাধিক শব্দের এক অর্থ) উভয়কেই وَذٰلِكَ আর এটা এজন্য যে بِأَنْ يُقَالَ যেন এটার কারণ স্বরূপ এ কথাটি বলা হয় إِنَّ دُخُوْلَ الْبَاءِ هٰهُنَا এখানে بَاء অব্যয়টি প্রবিষ্ট হয়ে আছে عَلَى الْمُخْتَصِّ নির্দিষ্টকৃতের উপর عَلٰى طَرِيْقَةِ قَوْلِهِمْ خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ যেমনিভাবে আরবদের পরিভাষায় خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ -এর মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছে فَتَكُوْنُ الصِّيْغَةُ مُخْتَصَّةً সুতরাং أَمْر -এর সীগাহ নির্দিষ্ট হবে بِالْوُجُوْبِ উজূবের সাথে دُوْنَ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ - إِبَاحَتْ ও نَدْبٌ -এর সাথে নয় وَهٰذَا نَفْيُ الْإِشْتِرَاكِ আর এটাই হলো إِشْتِرَاكٌ কে نَفِيْ করা وَيَكُوْنُ مَعْنٰى قَوْلِهِ لَازِمَةً আর গ্রন্থকারের উক্তি لَازِمَة -এর অর্থ হবে أَنَّ الصِّيْغَةَ لَازِمَةٌ لِلْمُرَادِ আমরের صِيْغَة উদ্দেশ্যের জন্য আবশ্যকীয় وَلَا تَنْفَكُّ عَنْهُ এবং তা কখনো উদ্দেশ্য হতে বিচ্ছিন্ন হবে না وَلَا يَكُوْنُ الْمُرَادُ مَفْهُوْمًا مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ আর এ উদ্দেশ্য সীগাহ ছাড়া অন্যকিছু অর্থাৎ فِعْل দ্বারা উপলব্ধ হবে না وَهٰذَا نَفْيُ التَّرَادُفِ এটাই হলো تَرَادُفٌ কে نَفِيْ করা।

সরল অনুবাদ : আর أَمْر-এর উদ্দেশ্য আবশ্যিককরণের সীগাহ অর্থাৎ اِفْعَلْ-এর সাথে নির্দিষ্ট। এ কথা দ্বারা এটাই প্রকাশ পেল যে, أَمْر 'খাস'-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ أَمْر-এর উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট আর তা হচ্ছে وُجُوْب যা উদ্দেশ্যকে অবশ্যকরণীয় সাব্যস্তকারী সীগাহ দ্বারা সংঘটিত হয়। এ কথা দ্বারা উভয় দিকের নির্দিষ্টকরণ বর্ণনা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, أَمْر শুধু ওয়াজিবের জন্যই হয়ে থাকে, এবং ওয়াজিবও শুধু أَمْر দ্বারা সাব্যস্ত হয়, فِعْل দ্বারা নয়। সুতরাং গ্রন্থকারের قَوْل দ্বারা إِشْتِرَاكٌ (এক শব্দের একাধিক অর্থ) ও تَرَادُفٌ (একাধিক শব্দের এক অর্থ) উভয়কেই نَفِيْ করা হয়েছে। আর এটা এ জন্য যে, যেন এটার কারণ স্বরূপ এ কথাটি বলা হয়, এখানে بَاء অব্যয়টি নির্দিষ্টকৃতের উপর ঠিক তেমনিভাবে প্রবিষ্ট হয়ে আছে যেমনিভাবে আরবদের পরিভাষায় خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ-এর মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছে। সুতরাং أَمْر-এর সীগাহ وُجُوْب-এর সাথে নির্দিষ্ট হবে إِبَاحَتْ ও نَدْبٌ-এর সাথে নয়। আর এটাই হলো إِشْتِرَاكٌ-কে نَفِيْ করা। আর গ্রন্থকারের উক্তি- لَازِمَة-এর অর্থ হবে أَمْر-এর صِيْغَه উদ্দেশ্যের জন্য আবশ্যকীয় এবং তা কখনো উদ্দেশ্য হতে বিচ্ছিন্ন হবে না। আর এ উদ্দেশ্য সীগাহ ছাড়া অন্য কিছু অর্থাৎ فِعْل দ্বারা উপলব্ধ হবে না। এটাই হলো تَرَادُفٌ কে نَفِيْ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) শব্দ ও অর্থের মাঝে সম্পর্ক থাকা আবশ্যকীয় কি না? তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। প্রকাশ থাকে যে, مُخْتَصَرُ الْحُسَامِيْ-এর ব্যাখ্যাকার বলেছেন, কোনো কোনো সময় শব্দ অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে অর্থ শব্দের জন্য হয় না। যেমন–مُتَرَادِفٌ তথা সামর্থক শব্দ لَيْثٌ ও أَسَدٌ তবে কখনো তার বিপরীতও হয়ে থাকে তথা অর্থ শব্দের জন্য খাস হয় কিন্তু শব্দ অর্থের জন্য হয় না। যেমন- مُشْتَرَكٌ (একাধিক অর্থবোধক) শব্দ। আবার কখনো কখনো উভয়ে উভয়ের জন্য 'খাস' হয়ে থাকে। অর্থাৎ শব্দটাও অর্থের জন্য খাস হয়ে থাকে এবং অর্থও শব্দের জন্য খাস হয়ে থাকে। যেমন –এক অর্থবোধক শব্দাবলি।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ نَفْيًا لِلْإِشْتِرَاكِ **-এর আলোচনা :** مُشْتَرَكٌ হচ্ছে, একাধিক অর্থবোধক শব্দ। যদি أَمْر -এর অর্থ وُجُوْب -এর জন্যে খাস হয়ে যায় এবং وُجُوْب ব্যতীত إِبَاحَة তথা نَدْبٌ তার মধ্যে পাওয়া না যায়, তাহলেই أَمْر টি مُشْتَرَكٌ হওয়া থেকে نَفِيْ হলো।

আর مُرَادِفٌ হচ্ছে এমন শব্দ যার সমার্থবোধক আরও শব্দ রয়েছে। যেমন– أَمَة দাসী, আবার جَارِيَة দাসী। এখানে أَمَةٌ এবং جَارِيَة পরপর مُرَادِفٌ। হানাফী মাযহাব মতে, أَمْر টি مُرَادِفٌ নয়। অর্থাৎ صِيْغَةٌ لَازِمَةٌ তথা قَوْل أَمْر -এর মধ্যে وُجُوْب অর্থ পাওয়া যাবে, فِعْل -এর মধ্যে وُجُوْب পাওয়া যাবে না।

[অবশিষ্ট অংশ ১৫৫ নং পৃষ্ঠায়]

اَوْ يُقَالُ اِنَّ الْبَاءَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُخْتَصِّ بِهِ كَمَا هُوَ اَصْلُهَا اَىْ لَايُفْهَمُ هٰذَا الْمُرَادُ بِغَيْرِ الصِّيْغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ فَيَكُوْنُ هُوَ نَفْيًا لِلتَّرَادُفِ ثُمَّ قَوْلُهُ لَازِمَةٌ اِنْ حُمِلَ عَلَى اللَّازِمِ الْاَعَمِّ فَيَكُوْنُ هُوَ اَيْضًا نَفْيًا لِلتَّرَادُفِ لِاَنَّ الْمَلْزُوْمَ لَايُوْجَدُ بِدُوْنِ اللَّازِمِ فَلَا يُفْهَمُ نَفْيُ الْاِشْتِرَاكِ قَطُّ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُحْمَلَ اللَّازِمَ الْمُسَاوِىْ اَىْ لَايُوْجَدُ الْمُرَادُ بِدُوْنِ الصِّيْغَةِ وَلَا الصِّيْغَةُ بِدُوْنِ الْمُرَادِ فَقَدْ فُهِمَ حِيْنَئِذٍ نَفْيُ التَّرَادُفِ وَالْاِشْتِرَاكِ جَمِيْعًا كِنَايَةً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ يُقَالُ اِنَّ الْبَاءَ অথবা বলা হবে যে, بَاءٌ অব্যয়টি دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُخْتَصِّ بِهِ - مُخْتَصٌّ بِهِ-এর উপর প্রবিষ্ট كَمَا هُوَ اَصْلُهَا যেমনটি এটার আসল প্রয়োগ পদ্ধতি اَىْ لَايُفْهَمُ هٰذَا الْمُرَادُ অর্থাৎ এ উদ্দেশ্য উপলব্ধি হবে না بِغَيْرِ الصِّيْغَةِ আমরের সীগাহ ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা وَهُوَ الْفِعْلُ অর্থাৎ فِعْل দ্বারা فَيَكُوْنُ هُوَ نَفْيًا لِلتَّرَادُفِ এটাই হবে تَرَادُفٌ -কে نَفْيٌ করা ثُمَّ قَوْلُهُ لَازِمَةٌ তারপর গ্রন্থকারের উক্তি لَازِمَةٌ শব্দটি اِنْ حُمِلَ عَلَى اللَّازِمِ الْاَعَمِّ যদি لَازِمْ اَعَمّ -এর উপর প্রযোজ্য হয় فَيَكُوْنُ هُوَ اَيْضًا نَفْيًا لِلتَّرَادُفِ তাহলে এটাও تَرَادُفْ -এর نَفْيٌ হবে لِاَنَّ الْمَلْزُوْمَ কেননা, (এটাই স্বীকৃত নিয়ম যে,) مَلْزُوْمٌ পাওয়া যায় না بِدُوْنِ اللَّازِمِ লাযেম ব্যতীত فَلَا يُفْهَمُ نَفْيُ الْاِشْتِرَاكِ قَطُّ অবশ্য اِشْتِرَاك -এর نَفْيٌ কখনো উপলব্ধি হবে না فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُحْمَلَ اللَّازِمَ الْمُسَاوِىْ এটাই উচিত যে, لَازِمْ -কে لَازِمْ مُسَاوِىْ -এর উপর প্রযোজ্য ধরা হবে اَىْ لَايُوْجَدُ الْمُرَادُ بِدُوْنِ الصِّيْغَةِ অর্থাৎ اَمْرٌ -এর সীগাহ ছাড়া উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে না وَلَا الصِّيْغَةُ بِدُوْنِ الْمُرَادِ এবং উদ্দেশ্য ছাড়া اَمْرٌ -এর صِيْغَةٌ পাওয়া যাবে না فَقَدْ فُهِمَ حِيْنَئِذٍ نَفْيُ التَّرَادُفِ وَالْاِشْتِرَاكِ جَمِيْعًا كِنَايَةً সুতরাং তখন ইঙ্গিত দ্বারা تَرَادُفٌ ও اِشْتِرَاكٌ উভয়েরই نَفْيٌ হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : অথবা বলা হবে যে, بَاءٌ অব্যয়টি مُخْتَصٌّ بِهِ-এর উপর প্রবিষ্ট, যেমনটি এটার আসল প্রয়োগ পদ্ধতি। অর্থাৎ এ উদ্দেশ্য اَمْرٌ-এর সীগাহ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা অর্থাৎ فِعْل দ্বারা উপলব্ধি হবে না। এটাই হবে تَرَادُفٌ -কে نَفْيٌ করা। তারপর গ্রন্থকারের উক্তি لَازِمَةٌ শব্দটি যদি اَللَّازِمُ الْاَعَمُّ-এর উপর প্রযোজ্য হয়, তাহলে এটাও تَرَادُفٌ-এর نَفْيٌ হবে। কেননা এটাই স্বীকৃত নিয়ম যে, لَازِمْ ব্যতীত مَلْزُوْمٌ পাওয়া যায় না। অবশ্য اِشْتِرَاكٌ-এর نَفْيٌ কখনো উপলব্ধি হবে না। সুতরাং এটাই উচিত যে, لَازِمْ -কে لَازِمْ مُسَاوِىْ-এর উপর প্রযোজ্য ধরা হবে। অর্থাৎ اَمْرٌ-এর সীগাহ্ ছাড়া উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে না এবং উদ্দেশ্য ছাড়া اَمْرٌ-এর صِيْغَةٌ পাওয়া যাবে না। সুতরাং তখন ইঙ্গিত দ্বারা تَرَادُفٌ ও اِشْتِرَاكٌ উভয়েরই نَفْيٌ হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[১৫৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

- قَوْلُهُ عَلٰى طَرِيْقَةِ قَوْلِهِمْ خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ -এর আলোচনা : আরবরা "ب" হরফটি تَخْصِيْص -এর জন্যে ব্যবহার করে। যেমন– কোনো আরব যখন বলে خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ তখন বুঝানো হয় যে, আলোচনার মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কেউ নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি ও আলোচনা পরস্পর খাস। একইভাবে مَنَارٌ প্রণেতা يَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ বলার দ্বারাও বুঝিয়েছেন যে, صِيْغَةٌ ও مُرَادٌ পরস্পর খাস।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

- قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمَلْزُوْمَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) اَمْرٌ-এর صِيْغَةٌ ও وُجُوْب-এর মধ্যে কেমন সম্পর্ক তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, مَلْزُوْمٌ টা لَازِمْ ব্যতীত পাওয়া যায় না। তবে لَازِمْ টা عَامٌّ হওয়ার কারণে مَلْزُوْمٌ ব্যতীতও পাওয়া যায়। সুতরাং صِيْغَةٌ ব্যতিরেকে وُجُوْب বুঝে আসবে না। অর্থাৎ فِعْل দ্বারা وُجُوْب সাব্যস্ত হবে না। অতএব صِيْغَةٌ ও فِعْل সমর্থক হওয়া বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এর দ্বারা কোনো মতেই اِشْتِرَاكٌ-এর সম্ভাবনা বাতিল হবে না। তাই মুসান্নেফের উক্তি لَازِمَةٌ দ্বারা অতিরিক্ত কোনো فَائِدَةٌ অর্জিত হবে না। কেননা تَرَادُفٌ-এর সম্ভাবনা তো بَاءٌ দ্বারাই বাতিল হয়ে গেছে অথচ অধিক শব্দের দ্বারা অধিক অর্থ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে لَازِمْ দ্বারা لَازِمْ مُسَاوِىْ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উভয় পরস্পরের জন্য সমভাবে لَازِمْ একটি অপরটি হতে অধিকতর ব্যাপক বা সংক্ষিপ্ত নয়।

তবে لَازِمْ عَامٌّ-এর ক্ষেত্রে مَلْزُوْمٌ হতে لَازِمْ অধিকতর ব্যাপক এবং مَلْزُوْمٌ টা لَازِمْ-এর তুলনায় সংকুচিত। لَازِمْ عَامٌّ-এর উদাহরণ যেমন– اِنْسَانٌ টা حَيْوَانٌ-এর জন্য لَازِمْ এবং حَيْوَانِيَّتٌ টা اِنْسَانٌ-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আবার اِنْسَانٌ ব্যতীত অন্যত্রও পাওয়া যায়। আর اِنْسَانٌ যা مَلْزُوْمٌ তা حَيْوَانٌ ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না। তবে لَازِمْ مُسَاوِىْ হলে তাতে না لَازِمْ ব্যতীত مَلْزُوْمٌ পাওয়া যায়, না مَلْزُوْمٌ ব্যতীত لَازِمْ পাওয়া যায়। যেমন– اِنْسَانٌ ও نَاطِقٌ অর্থাৎ نَاطِقِيَّتٌ টা اِنْسَانٌ ব্যতীত পাওয়া যায় না আর اِنْسَانِيَّتٌ টাও نَاطِقِيَّتٌ ব্যতীত পাওয়া যায় না। সুতরাং ঠিক তেমনিভাবে اَمْرٌ صِيْغَةٌ ও وُجُوْب-এর মধ্যেও لَازِمْ مُسَاوِىْ-এর সম্পর্ক, তথা صِيْغَةٌ ব্যতীত وُجُوْب পাওয়া যাবে না আবার وُجُوْب ব্যতীতও صِيْغَةٌ পাওয়া যাবে না।

ثُمَّ صَرَّحَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِنَفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا فَقَالَ حَتّٰى لَايَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا اَىْ اِذَا كَانَ الْمُرَادُ مَخْصُوْصًا بِالصِّيْغَةِ لَايَكُوْنُ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوْجِبًا عَلَى الْاُمَّةِ مِنْ غَيْرِ مُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِلَافًا لِبَعْضِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيْضًا مُوْجِبٌ اَمَّا لِاَنَّهُ اَمْرٌ وَكُلُّ اَمْرٍ لِلْوُجُوْبِ وَاَمَّا لِاَنَّهُ مُشَارِكٌ لِلْاَمْرِ الْقَوْلِيِّ فِيْ حُكْمِ الْوُجُوْبِ وَهٰذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ سَهْوًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَاطَبْعًا لَهُ وَلَامَخْصُوْصًا بِهٖ وَاِلَّا فَعَدَمُ كَوْنِهٖ مُوْجِبًا بِالْاِتِّفَاقِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ صَرَّحَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِنَفْيِ التَّرَادُفِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) সুস্পষ্ট ভাষায় تَرَادُفْ-এর نَفْيٌ বর্ণনা করেন قَصْدًا ইচ্ছাকৃতভাবে فَقَالَ অতঃপর বলেন حَتّٰى لَايَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا এমনকি নবী করীম ﷺ-এর فِعْلٌ বা কর্ম (উম্মতের জন্য) ওয়াজিবকারী হবে না اَىْ اِذَا كَانَ الْمُرَادُ مَخْصُوْصًا بِالصِّيْغَةِ অর্থাৎ যখন এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, وُجُوْبٌ আমর-এর সীগার সাথেই নির্দিষ্ট لَايَكُوْنُ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوْجِبًا তখন শুধুমাত্র নবী করীম ﷺ-এর فِعْلٌ ওয়াজিবকারীরূপে গণ্য হবে না عَلَى الْاُمَّةِ উম্মতের জন্য مِنْ غَيْرِ مُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর সব সময়কৃত فِعْلٌ ব্যতীত خِلَافًا لِبَعْضِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কোনো কোনো অনুসারী তার বিপরীত মত পোষণ করেন فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ কেননা, তারা বলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর فِعْلٌ ওয়াজিবকারী عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيْضًا مُوْجِبٌ اَمَّا لِاَنَّهُ اَمْرٌ কারণ তা আমরের অন্তর্ভুক্ত وَكُلُّ اَمْرٍ لِلْوُجُوْبِ আর প্রত্যেক اَمْرٌ-ই ওয়াজিবের জন্য হয়ে থাকে وَاَمَّا لِاَنَّهُ مُشَارِكٌ لِلْاَمْرِ الْقَوْلِيِّ অথবা এ জন্য যে, নবী করীম ﷺ-এর فِعْلٌ মৌলিক আদেশের সমতুল্য فِيْ حُكْمِ الْوُجُوْبِ ওয়াজিব সাব্যস্ত করার দিক দিয়ে وَهٰذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ আর এ মতবিরোধ তাঁদের ও আমাদের মাঝে فِيْ كُلِّ এমন সব فِعْلٌ ক্ষেত্রেই বিদ্যমান مَا لَمْ يَكُنْ سَهْوًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ যা নবী করীম ﷺ হতে ভুলবশত সংঘটিত হয়নি وَلَا طَبْعًا لَهُ এবং তা তাঁর স্বভাবগত কোনো কাজ নয় وَلَا مَخْصُوْصًا بِهٖ আর তা কেবল তাঁর সাথে নির্দিষ্টও وَاِلَّا فَعَدَمُ كَوْنِهٖ مُوْجِبًا بِالْاِتِّفَاقِ অন্যথা তাঁর فِعْلٌ সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিবকারী নয়।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ইচ্ছাকৃতভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় تَرَادُفْ-এর نَفْيٌ বর্ণনা করে বলেন, **এমনকি নবী কারীম ﷺ-এর فِعْلٌ বা কর্ম (উম্মতের জন্য) ওয়াজিবকারী হবে না।** অর্থাৎ যখন এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, وُجُوْبٌ 'আমর'-এর সীগার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন শুধুমাত্র নবী করীম ﷺ-এর সবসময় কৃত فِعْلٌ ব্যতীত অন্য কোনো فِعْلٌ উম্মতের জন্য ওয়াজিবকারী রূপে গণ্য হবে না। **ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কোনো কোনো অনুসারী তার বিপরীত মত পোষণ করেন।** কেননা তারা বলেন যে, নবী কারীম ﷺ-এর فِعْلٌ 'আমর'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক اَمْرٌ-ই ওয়াজিবের জন্য হয়ে থাকে। অথবা এ জন্য যে, নবী কারীম ﷺ-এর فِعْلٌ ওয়াজিব সাব্যস্ত করার দিক দিয়ে মৌখিক আদেশের সমতুল্য। আর এ মতবিরোধ তাঁদের ও আমাদের মাঝে এমন সব فِعْلٌ-এর ক্ষেত্রেই বিদ্যমান, যা নবী কারীম ﷺ হতে ভুলবশত সংঘটিত হয়নি এবং তা তাঁর স্বভাবগত কোনো কাজ নয়, আর তা কেবল তাঁর সাথে নির্দিষ্টও নয়। অন্যথা তার فِعْلٌ সর্বসম্মতিক্রমেই ওয়াজিবকারী নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লিখিত ইবারতের দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন حَتّٰى لَايَكُوْنَ الْفِعْلُ الخ বাক্যটি اَلْفِعْلُ-এর মধ্যস্থিত "ال" টি اَلِفْ لَامْ عَهْدِىْ-এর জন্য ধরা হবে। অথবা তা مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে হয়েছে বলতে হবে।

قَوْلُهٗ مِنْ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ উম্মতের উপর কখন ওয়াজিব হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, নবী কারীম ﷺ যদি কোনো فِعْلٌ-কে مُوَاظَبَتْ তথা সদাসর্বদা পালন করে থাকেন তাহলে তা উম্মতের জন্যও আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে এ বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা কোনো কোনো কাজ নবী কারীম ﷺ মুওয়াযাবাত-এর সাথে করা সত্ত্বেও তা উম্মতের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়নি; বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। —হেদায়া। তবে নবী কারীম ﷺ সদাসর্বদা যা করেছেন এবং তাকে পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন তা আদায় করা উম্মতের উপর ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا فَعَدَمُ كَوْنِهٖ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) নবী করীম ﷺ-এর কার্যাবলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হওয়া সম্পর্কীয় আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, নবী কারীম ﷺ-এর কার্যাদি মোট চার ধরনের হতে পারে—১. নবী কারীম ﷺ কোনো কাজ ভুলবশত করে ফেলেছেন। ২. তাঁর অভ্যাসগত হয় যেমন—খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস। ৩. এমন সব কাজ যা নবী কারীম ﷺ-এর সাথে 'খাস' এবং খাস হওয়াটা দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যেমন— তাহাজ্জুদের নামাজ ওয়াজিব হওয়া এবং চারের অতিরিক্ত বিয়ে জায়েজ হওয়া। ৪. নবী কারীম ﷺ-এর কার্যাবলি কিতাবুল্লাহর مُجْمَلٌ-এর بَيَانٌ হবে। যেমন- নবী কারীম ﷺ চোরের হাতের কব্জি হতে কর্তন করেছেন। এটি আল্লাহর বাণী— اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ الخ-এর জন্য بَيَانٌ হয়েছে।

উল্লিখিত চার প্রকারের প্রথম তিন প্রকারে ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে নবী কারীম ﷺ-এর فِعْلٌ ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হবে না। তবে যেহেতু সেগুলো নিষ্পাপ সত্তা হতে বের হয়েছে তাই সেগুলো জায়েজ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা وُجُوْبٌ টা হলো অতিরিক্ত গুণ। সুতরাং তা দলিল ব্যতীত সাব্যস্ত হবে না এবং যেটি وُجُوْبٌ হতো তাকে হুযূর ﷺ بَيَانٌ করে দিতেন, শুধু فِعْلٌ-এর উপর নির্ভর করতেন না। সুতরাং কেবল فِعْلٌ-এর দ্বারা وُجُوْبٌ সাব্যস্ত করা যাবে না।

আর চতুর্থ প্রকারে নবী কারীম ﷺ-এর فِعْلٌ-এর হুকুম مُجْمَلٌ-এর হুকুম হবে। অর্থাৎ, مُجْمَلٌ যদি ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হয় তাহলে হুযূরের فِعْلٌও ওয়াজিব হবে। আর مُجْمَلٌ মোস্তাহাব হলে হুযূরের فِعْلٌও মোস্তাহাবই হবে, مُجْمَلٌ বৈধতাকারী হলে হুযূরের فِعْلٌও বৈধতাকারী হবে।

قَوْلُهٗ حُجَّةً لَنَا الخ - এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার خَلْعُ النِّعَالِ ও صَوْمُ الْوِصَالِ বিতর্কের স্থান কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, অনেক ওলামাদের মতে صَوْمُ الْوِصَالِ ও خَلْعُ النِّعَالِ সম্পর্কিত হাদীস মতানৈক্যে করার মধ্যে পড়ে না। কেননা صَوْمُ وِصَالٌ হুযূর ﷺ-এর জন্য 'খাস' তেমনিভাবে خَلْعُ النِّعَالِ তথা জিবরাঈল (আ.)-এর সংবাদের কারণে নবী কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জুতা খুলতে নিষেধ করেছেন সেই হুকুমও হুযূর ﷺ-এর সাথে 'খাস'। —ইবনুল মালিক

لِلْمَنْعِ عَنِ الْوِصَالِ وَخَلْعِ النِّعَالِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَتّٰى لَايَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا وَحُجَّةً لَنَا اَىْ لِمَنْعِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَصْحَابَهٗ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ وَخَلْعِ النِّعَالِ رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاصَلَ فَوَاصَلَ اَصْحَابُهٗ فَاَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةَ فِىْ وِصَالِ الصَّوْمِ فَقَالَ اَيُّكُمْ مِثْلِىْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيُسْقِيْنِىْ يَعْنِىْ اَنْتُمْ لَاتَسْتَطِيْعُوْنَ الصِّيَامَ مُتَوَالِيَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلِىَ قُوَّةٌ رُوْحَانِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى اُطْعَمُ عِنْدَهٗ وَاُسْقٰى مِنْ شَرَابِ الْمَحَبَّةِ كَمَا قَالَ قَائِلٌ شِعْرٌ

وَ ذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ ٭ وَكُلُّ شَرَابٍ دُوْنَهٗ كَسَرَابٍ

শাব্দিক অনুবাদ : لِلْمَنْعِ عَنِ الْوِصَالِ وَخَلْعِ النِّعَالِ একাধারে (ইফতার না করে) রোজা রাখা ও জুতা খুলে ফেলা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ থেকে নিষেধ বাণী উচ্চারিত হওয়ার কারণে مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ حَتّٰى لَايَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا এ বাক্যাংশটি গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি حَتّٰى لَايَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا -এর সাথে সম্পর্কিত وَحُجَّةً لَنَا এবং আমাদের পক্ষে দলিল বিশেষ اَىْ لِمَنْعِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَصْحَابَهٗ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ কেননা নবী করীম ﷺ তার সাহাবীগণকে ইফতার না করে একটানা জীবনভর রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন وَخَلْعِ النِّعَالِ এবং নামাজের মধ্যে নাপাকী প্রত্যক্ষভাবে না দেখে জুতা খুলে ফেলতে নিষেধ করেছেন رُوِىَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاصَلَ কথিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইফতার না করে একটানা রোজা রেখেছিলেন فَوَاصَلَ اَصْحَابُهٗ তখন তাঁর সাহাবীগণ ও একটানা রোজা রাখতে আরম্ভ করলেন فَاَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةَ فِىْ وِصَالِ الصَّوْمِ নবী করীম ﷺ এটা জানতে পেরে বিনা ইফতারে একটানা রোজা রাখার ব্যাপারে তাঁর অনুসণ করা হতে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন فَقَالَ এবং বললেন اَيُّكُمْ مِثْلِىْ তোমাদের কে আমার মতো يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ আমার প্রভু আমাকে (গোপনে) আহার করান وَيُسْقِيْنِىْ ও পান করান يَعْنِىْ اَنْتُمْ لَاتَسْتَطِيْعُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ক্ষমতা নেই الصِّيَامَ مُتَوَالِيَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ একটানা রোজা রাখার وَلِىَ قُوَّةٌ رُوْحَانِيَّةٌ অবশ্য আমার কথা আলাদা, আমি এক রুহানী ক্ষমতা ধারণ করে থাকি مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে اُطْعَمُ عِنْدَهٗ আমাকে তাঁর পক্ষ হতে পানাহার করানো হয় এবং وَاُسْقٰى مِنْ شَرَابِ الْمَحَبَّةِ আমি তাঁর মহব্বতের পানীয় দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে থাকি كَمَا قَالَ قَائِلٌ شِعْرٌ যেমন কোনো কবি বলেছেন- وَ ذِكْرُكَ তোমার যিকর হচ্ছে لِلْمُشْتَاقِ একজন ভক্ত প্রেমিকের জন্য خَيْرُ شَرَابٍ সর্বোত্তম শরাব وَكُلُّ شَرَابٍ আর অন্য সব শরাবই دُوْنَهٗ তোমার যিকর ব্যতীত كَسَرَابٍ মরীচিকার ন্যায়।

সরল অনুবাদ : একাধারে ইফতার না করে রোজা রাখা ও জুতা খুলে ফেলা সম্পর্কে নবী কারীম ﷺ -এর পক্ষ থেকে নিষেধ বাণী উচ্চারিত হওয়ার কারণে। এ বাক্যাংশটি গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি حَتّٰى لَايَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا-এর সাথে সম্পর্কিত এবং আমাদের পক্ষে দলিল বিশেষ। কেননা নবী কারীম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে ইফতার না করে একটানা জীবনভর রোজা রাখতে এবং নামাজের মধ্যে নাপাকী প্রত্যক্ষভাবে না দেখে জুতা খুলে ফেলতে নিষেধ করেছেন। কথিত আছে যে, নবী কারীম ﷺ ইফতার না করে একটানা রোজা রেখেছিলেন। তখন তাঁর সাহাবীগণও একটানা রোজা রাখতে আরম্ভ করলেন। নবী কারীম ﷺ এটা জানতে পেরে বিনা ইফতারে একটানা রোজা রাখার ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করা হতে তাদেরকে কঠোর ভাবে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন, اَيُّكُمْ مِثْلِىْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيُسْقِيْنِىْ অর্থাৎ ইফতার না করে একটানা রোজা রাখার ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে নেই। অবশ্য আমার কথা আলাদা। আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এক রুহানী ক্ষমতা ধারণ করে থাকি। আমাকে তাঁর পক্ষ হতে পানাহার করানো হয় এবং আমি তাঁর মহব্বতের পানীয় দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে থাকি। যেমন, কোনো কবি বলেছেন- وَ ذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ ٭ وَكُلُّ شَرَابٍ دُوْنَهٗ كَسَرَابٍ "একজন ভক্ত প্রেমিকের জন্য তোমার যিকরই হচ্ছে সর্বোত্তম শরাব। আর তোমার যিকর ব্যতীত অন্য সকল শরাবই মরীচিকার ন্যায়।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) صَوْمِ وِصَالْ-এর সংজ্ঞা সম্পর্কীয় আলোচনা করেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

صَوْمُ الْوِصَال **-এর সংজ্ঞা :** কারো কারো মতে صَوْمُ الْوِصَال বলা হয়- هُوَالصَّوْمُ عَلَى الصَّوْمِ بِدُوْنِ الْاِفْطَارِ لَيْلًا তথা রাত্রি বেলায় ইফতার না করে অনবরত রোজা রাখাকে।-মেরকাত।

আর ফতওয়ায়ে আলমগীরীর মধ্যে صَوْمُ الْوِصَالْ-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাবে যে, নিষিদ্ধ দিনগুলোতেও ইফতার না করে পূর্ণ বৎসর রোজা রাখে। তবে ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি صَوْمُ الدَّهْر-এর জন্য প্রযোজ্য, তা صَوْمُ الْوِصَالْ-এর সংজ্ঞা নয়।

আর কারো কারো মতে শুধু রাত্রি বেলায় ইফতার করে একাধারে কয়েক দিন রোজা রাখাকেই صَوْمُ الْوِصَالْ বলে।

صَوْم وِصَالْ **-এর হুকুম :** আর তার حُكْم হলো জমহুর ওলামাদের মতে মাকরূহ।

قَوْلُهٗ رُوِىَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) صَوْم وِصَالْ সম্পর্কিত হাদীস তুলে ধরেছেন। এভাবে যে, মেশকাত শরীফে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হুযূর ﷺ صَوْم وِصَالْ হতে নিষেধ করেছেন। এতদশ্রবণে এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো নিজে صَوْم وِصَالْ রাখেন ? উত্তরে নবী কারীম ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আমার সমকক্ষ আছে ? আমিতো এমনভাবে রাত্রি যাপন করে থাকি যে, আমার আল্লাহ আমাকে পানাহার করান।—(বুখারী ও মুসলিম)

قَوْلُهٗ مِنْ شَرَابِ الْمَحَبَّةِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে গ্রন্থপ্রণেতা يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَ يُسْقِيْنِىْ الخ-এর মর্মার্থ এভাবে তুলে ধরেছেন যে, হাদীসের মধ্যে পানাহার বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তদীয় রাসূল ﷺ কে এমন ফয়েজ দান করেন যা তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতিকে শেষ করে দেয় এবং তার মধ্যে আনুগত্যের শক্তি সঞ্চার করে।-মেরকাত।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন— উল্লিখিত স্থানে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা জান্নাতের খাদ্য ও পানীয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে পানাহার দ্বারা যদি প্রকৃত পানাহার উদ্দেশ্য হয়, চাই তা জান্নাতেরই হোকনা কেন তাহলে সেটা صَوْم وِصَالْ হবে কিভাবে ? তা বুঝে আসে না।

وَلِهٰذَا تَرَى الْأُمَّةَ الْمُجَاهِدِيْنَ يُفْطِرُوْنَ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ فِيْ أَرْبَعِيْنَاتٍ لِيُخْرِجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ وَهٰذَا فِيْ صَوْمِ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ سَوَاءٌ وَ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعُوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا هٰذِهِ تَمَسُّكَاتُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ (رحـ) فَقَالَ تَارَةً عَلٰى سَبِيْلِ التَّنَزُّلِ أَنَّ الْفِعْلَ لِلْوُجُوْبِ كَالْأَمْرِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا এ নিষেধাজ্ঞার কারণেই تَرَى الْأُمَّةَ الْمُجَاهِدِيْنَ আপনারা আধ্যাত্মিক সাধনা মগ্ন পুণ্যাত্মাগণকে দেখতে পান যে, يُفْطِرُوْنَ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ তাঁরা এক এক ফোঁটা পানি পান করে ইফতার করে নিত فِيْ أَرْبَعِيْنَاتٍ তাদের চল্লিশ দিনের চিল্লা পালনকালে لِيُخْرِجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ যেন তাঁদের রোজা মাকরূহের সীমা হতে বের হয়ে আসে وَهٰذَا فِيْ صَوْمِ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ سَوَاءٌ আর এ নিষেধাজ্ঞা ফরজ ও নফল উভয় প্রকার রোজার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য وَ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ এবং বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে নামাজ পড়তে ছিলেন إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ এমন সময় তিনি হঠাৎ তাঁর জুতাদ্বয় খুলে ফেললেন فَخَلَعُوْا نِعَالَهُمْ অতঃপর তাঁরা তাঁদের জুতা খুলে ফেলেন فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ তারপর নবী করীম ﷺ যখন তাঁর নামাজ সমাপ্ত করলেন قَالَ তখন সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ কোন জিনিস তোমাদেরকে নিজ নিজ জুতা খুলে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেছে قَالُوْا সাহাবীগণ বললেন رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ আমরা আপনাকে জুতা খুলে ফেলতে দেখেছি এবং এ জন্য আমরাও জুতা খুলে ফেলেছি قَالَ তখন নবী করীম ﷺ বললেন إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا আমাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) অবহিত করেছিলেন যে, আমার জুতাদ্বয়ের মধ্যে নাপাকী রয়েছে إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদে আগমন করবে, তখন সে যেন অবশ্যই দেখে নেয়, তার জুতায় নাপাকী আছে কিনা? فَإِنْ رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا যদি সে তার জুতার মধ্যে কোনো নাপাকী দেখতে পায় فَلْيَمْسَحْهُ তাহলে যেন তা অবশ্যই মুছে ফেলে وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا এবং ঐ জুতা পরিধান করেই নামাজ আদায় করে هٰذِهِ تَمَسُّكَاتُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) এগুলো হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের স্বপক্ষে দলিল وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ (رحـ) فَقَالَ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন تَارَةً عَلٰى سَبِيْلِ التَّنَزُّلِ কখনো تَنَزُّلْ-এর পন্থায় أَنَّ الْفِعْلَ لِلْوُجُوْبِ كَالْأَمْرِ নবী করীম ﷺ-এর فِعْل ও তাঁর أَمْر-এরই ন্যায় ওয়াজিব।

সরল অনুবাদ : এ নিষেধাজ্ঞার কারণেই আপনারা আধ্যাত্মিত সাধনামগ্ন পুণ্যাত্মাগণকে দেখতে পান যে, তাঁরা তাঁদের চল্লিশ দিনের চিল্লা পালনকালে এক এক ফোটা পানি পান করে ইফতার করে নিত, যেন তাঁদের রোজা মাকরুহের সীমা হতে বের হয়ে আসে। আর এ নিষেধাজ্ঞা ফরজ ও নফল উভয় প্রকার রোজার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এবং বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে নামাজ পড়তে ছিলেন, এমন সময় তিনি হঠাৎ তাঁর জুতাদ্বয় খুলে ফেললেন। ফলে সাহাবাগণ ও তাদের জুতা খুলে ফেলেন। তারপর নবী কারীম ﷺ যখন তাঁর নামাজ সমাপ্ত করলেন, তখন সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জিনিস তোমাদেরকে নিজ নিজ জুতা খুলে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেছে ? সাহাবীগণ বললেন, আমরা আপনাকে জুতা খুলে ফেলতে দেখেছি এবং এ জন্য আমরাও জুতা খুলে ফেলেছি। তখন নবী কারীম ﷺ বললেন, আমাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) অবহিত করেছিলেন যে, আমার জুতাদ্বয়ের মধ্যে নাপাকী রয়েছে। (এজন্য আমি আমার জুতাদ্বয় খুলে ফেলে ছিলাম।) তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদে আগমন করবে, তখন সে যেন অবশ্যই দেখে নেয় তার জুতায় নাপাকী আছে কি না ? যদি সে তার জুতার মধ্যে কোনো নাপাকী দেখতে পায়, তাহলে যেন তা অবশ্যই মুছে ফেলে এবং ঐ জুতা পরিধান করেই নামাজ আদায় করে। এগুলো হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের স্বপক্ষে দলিল। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) কখনো عَلٰى سَبِيْلِ التَّنْزِيْلِ বলেন, নবী কারীম ﷺ-এর فِعْل ও তাঁর أَمْر-এর-ই ন্যায় ওয়াজিব।

لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شُغِلَ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبَةً وَقَالَ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ فَجَعَلَ مُتَابَعَةَ اَفْعَالِهِ لَازِمَةً لِاُمَّتِهِ فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) بِقَوْلِهِ وَالْوُجُوْبُ اُسْتُفِيْدَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ لَا بِالْفِعْلِ اِذْ لَوْكَانَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا لَاتَّبَعُوْهُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ وَلَمْ يَحْتَاجُوْا اِلٰى هٰذَا الْقَوْلِ اَصْلًا وَقَالَ تَارَةً عَلٰى سَبِيْلِ التَّرَقِّىْ اَنَّ الْفِعْلَ قِسْمٌ مِنَ الْاَمْرِ لِاَنَّ الْاَمْرَ نَوْعَانِ قَوْلٌ وَفِعْلٌ لِاَنَّهُ اَطْلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَفْظَ الْاَمْرِ عَلَى الْفِعْلِ فِىْ قَوْلِهِ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ اَىْ فِعْلُهُ لِاَنَّ الْقَوْلَ لَايُوْصَفُ بِالرَّشِيْدِ وَاِنَّمَا يُوْصَفُ بِالسَّدِيْدِ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَسُمِّىَ الْفِعْلُ بِهِ لِاَنَّهُ سَبَبُهُ اَىْ سُمِّىَ الْفِعْلُ بِلَفْظِ الْاَمْرِ لِاَنَّ الْاَمْرَ سَبَبٌ لِلْفِعْلِ فَيَكُوْنُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ وَاِنَّمَا الْكَلَامُ فِى الْحَقِيْقَةِ -

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شُغِلَ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ কেননা, নবী করীম ﷺ খন্দকের যুদ্ধে চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে সক্ষম হন নি فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبَةً তখন তিনি সে নামাজকে ধারাবাহিকভাবে কাযা করেছিলেন وَقَالَ এবং বলেছিলেন صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ তোমরা ঠিক তদ্রূপ নামাজ আদায় করে নাও, যেভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখছ فَجَعَلَ مُتَابَعَةَ اَفْعَالِهِ لَازِمَةً সুতরাং নবী করীম ﷺ এ আদেশ দ্বারা তাঁর কাজের অনুসরণ করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে সাব্যস্ত করেছেন لِاُمَّتِهِ উম্মতের জন্য فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) بِقَوْلِهِ তখন গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত قَوْل দ্বারা উত্তর প্রদান করেছেন وَالْوُجُوْبُ اُسْتُفِيْدَ আর وُجُوْب বা অপরিহার্যতা সাব্যস্ত হয়েছে بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوْا নবী করীম ﷺ-এর বাণী- صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ দ্বারা لَا بِالْفِعْلِ তাঁর فِعْل দ্বারা নয় اِذْ لَوْ كَانَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا কারণ যদি নবী করীম ﷺ-এর فِعْل দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হতো لَاتَّبَعُوْهُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ তাহলে সাহাবীগণ শুধুমাত্র তাঁর কাজ দেখে তাঁকে অনুসরণ করতেন وَلَمْ يَحْتَاجُوْا اِلٰى هٰذَا الْقَوْلِ اَصْلًا এবং এ আদেশের আদৌ মুখাপেক্ষী হতেন না وَقَالَ تَارَةً عَلٰى سَبِيْلِ التَّرَقِّىْ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) কখনো عَلٰى سَبِيْلِ التَّرَقِّىْ বলেন যে, اَنَّ الْفِعْلَ قِسْمٌ مِنَ الْاَمْرِ নবী করীম ﷺ-এর فِعْل তাঁর اَمْر -এরই আর এক প্রকার لِاَنَّ الْاَمْرَ نَوْعَانِ কেননা اَمْر দু'প্রকার قَوْلٌ وَفِعْلٌ কথা ও কাজ لِاَنَّهُ اَطْلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَفْظَ الْاَمْرِ কেননা, আল্লাহ তা'আলা اَمْر শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন, عَلَى الْفِعْلِ ফে'লের উপর فِىْ قَوْلِهِ তাঁর বাণী- وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ -এর মধ্যে وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ اَىْ فِعْلُهُ অর্থাৎ তাঁর কাজ لِاَنَّ الْقَوْلَ لَايُوْصَفُ بِالرَّشِيْدِ কারণ قَوْل -এর বিশ্লেষণ হিসেবে رَشِيْد -এর ব্যবহার যথার্থ নয় وَاِنَّمَا يُوْصَفُ بِالسَّدِيْدِ বরং قَوْل -কে سَدِيْد শব্দ দ্বারাই বিশেষিত করা হয় فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْهُ بِقَوْلِهِ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত قَوْل দ্বারা উত্থাপিত যুক্তির উত্তর প্রদান করেছেন وَسُمِّىَ الْفِعْلُ بِهِ لِاَنَّهُ سَبَبُهُ এবং فِعْل বা কর্মকে اَمْر দ্বারা এ জন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, اَمْر-ই হচ্ছে فِعْل -এর কারণ اَىْ سُمِّىَ الْفِعْلُ بِلَفْظِ الْاَمْرِ অর্থাৎ فِعْل বা কর্মকে اَمْر নামে অভিহিত করা হয়েছে لِاَنَّ الْاَمْرَ سَبَبٌ لِلْفِعْلِ কারণ اَمْر-ই হচ্ছে فِعْل -এর আসল سَبَبْ বা কারণ (আর مُسَبَّبْ -এর উপর سَبَبْ -এর প্রয়োগ জায়েজ আছে) فَيَكُوْنُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ সুতরাং এটা مَجَازْ -এর প্রকারভুক্ত হবে وَاِنَّمَا الْكَلَامُ فِى الْحَقِيْقَةِ কিন্তু এখানে আলোচনা হচ্ছে হাকীকত প্রসঙ্গে।

সরল অনুবাদ : কেননা নবী কারীম ﷺ খন্দকের যুদ্ধে চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে সক্ষম হননি। তখন তিনি সে সব নামাজকে ধারাবাহিকভাবে 'কাযা' করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা ঠিক তদ্রূপ নামাজ আদায় করে নাও, যেভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখছ। সুতরাং নবী কারীম ﷺ এ আদেশ দ্বারা তাঁর কাজের অনুসরণ করাকে উম্মতের জন্য অবশ্যকর্তব্য বলে সাব্যস্ত করেছেন, তখন গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত قَوْل দ্বারা উত্তর প্রদান করেছেন, **আর وُجُوْب বা অপরিহার্যতা নবী করীম ﷺ এর বাণী- صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, তাঁর فِعْل দ্বারা নয়।** কারণ যদি নবী কারীম ﷺ-এর فِعْل দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হতো, তাহলে সাহাবীগণ শুধুমাত্র তাঁর কাজ দেখে তাঁকে অনুসরণ করতেন

এবং এ আদেশের আদৌ মুখাপেক্ষী হতেন না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) কখনো عَلٰى سَبِيْلِ التَّرَقِّىْ বলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর فِعْل তাঁর أَمْر-এরই আর এক প্রকার। কেননা أَمْر দু'প্রকারঃ (১) أَمْر فِعْلِىْ ও (২) أَمْر قَوْلِىْ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী- وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ-এর মধ্যে أَمْر শব্দটিকে فِعْل-এর উপর প্রয়োগ করেছেন। তার কারণ قَوْل-এর বিশ্লেষণ হিসেবে رَشِيْد-এর ব্যবহার যথার্থ নয়, বরং قَوْل-কে سَدِيْد শব্দ দ্বারাই বিশেষিত করা হয়। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত قَوْل দ্বারা উত্থাপিত যুক্তির উত্তর প্রদান করেছেন **এবং فِعْل বা কর্মকে أَمْر দ্বারা এ জন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, أَمْر-ই হচ্ছে فِعْل-এর কারণ**। অর্থাৎ فِعْل বা কর্মকে أَمْر নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ أَمْر-ই হচ্ছে فِعْل-এর আসল سَبَبْ বা কারণ। (আর مُسَبَّبْ-এর উপর سَبَبْ-এর প্রয়োগ জায়েজ রয়েছে।) সুতরাং এটা مَجَازْ-এর প্রকারভুক্ত হবে। কিন্তু এখানে আলোচনা হচ্ছে হাকীকত প্রসঙ্গে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يَوْمَ الْخَنْدَقِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) ঐতিহাসিক খন্দক যুদ্ধেরে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, খন্দক বলা হয় আহযাবের যুদ্ধকে। যে যুদ্ধে আনসার ও মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে মদীনার আশে-পাশে তথা সীমান্তে খন্দক (পরিখা) খনন করেছিলেন। কারণ আবরবের সমস্ত মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলো সম্মিলিতভাবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। তাই একে আহযাবের যুদ্ধও বলে। উল্লেখ্য যে, اَحْزَابٌ হলো حِزْبٌ-এর বহুবচন। আর حِزْبٌ অর্থ দল, গোত্র।
— (শরহে বুখারী)।

তবে জালালাইন শরীফে যে, غَزْوَةُ الْاَحْزَابِ ও يَوْمُ الْخَنْدَقْ এক নয় বলা হয়েছে তা تَسَامُعْ বা কলমস্খলন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, খন্দকের দিবসে মুশরিকরা রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে দেয়নি। এমনকি রাতের কিছু অংশ চলে যাওয়ার পর হুযূর ﷺ বেলাল (রা.) কে আজান দিতে বললেন। অতঃপর বেলাল (রা.) আজান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। তৎপর হুযূর ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সহ একের পর এক জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ পড়লেন।

قَوْلُهٗ فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ (اَلْحَدِيْث) সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল হুমামের মন্তব্যকে এভাবে তুলে ধরেছেন যে, ইমাম ইবনুল হুমাম (র.) তার উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ খন্দকের যুদ্ধের পর কাজা নামাজ আদায় করত উপরোক্ত হাদীস– صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ الخ বলেননি। বরং এটি অন্য এক ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর উক্ত হাদীসের মধ্যস্থিত أَمْر টা وُجُوْبْ-এর জন্য নয়। কেননা হুযূর ﷺ-এর নামাজের মধ্যে যে সুন্নত ও মোস্তাহাব রয়েছে তাতো ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهٗ وَالْوُجُوْبُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ (اَلْحَدِيْث) হাদীস সম্পর্কে 'তানকীহ' গ্রন্থপ্রণেতার ভুল মন্তব্যকে এভাবে তুলে ধরেছেন যে, মোল্লা জীয়ন (র.) صَلُّوْا كَمَارَاَيْتُمُوْنِىْ الخ-এর উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, এখানে وُجُوْبْ নবী করীম ﷺ-এর فِعْل দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি; বরং হুযূর ﷺ-এর বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। 'তানকীহ' গ্রন্থকার এখানে কিছুটা বিভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, হুযূর ﷺ-এর বাণী– صَلُّوْا الخ-এর দ্বারা হুযূর ﷺ-এর فِعْل ওয়জিব সাব্যস্ত হওয়া বুঝা যায়। অতএব 'তানকীহ' প্রণেতা তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে বিরোধীদের দাবিকেই মেনে নিলেন। তাই আমাদের (মানার) গ্রন্থকারের বক্তব্যই এ ক্ষেত্রে যথার্থ বলে মেনে নিতে হবে।

قَوْلُهٗ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (الاية) সম্পর্কে ওলামায়ে আহনাফের মন্তব্য কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উল্লিখিত আয়াতে أَمْر-এর দ্বারা فِعْل-কে বুঝানো হয়েছে এই বক্তব্য গ্রন্থকার মেনে নিয়ে নিম্নোক্ত উত্তরটি দিয়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত আয়াতে فِعْل-এর অর্থে أَمْر-কে مَجَازْ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আমাদের আলোচনা حَقِيْقِىْ অর্থ সম্পর্কে। অতএব তাদের দলিল গ্রহণযোগ্য হবে না। আসলে আমাদের উক্ত আয়াতে أَمْر-কে فِعْل-এর অর্থে না নিলেও কোনো ক্ষতি নেই, কারণ উক্ত আয়াতে أَمْر-এর দ্বারা আমাদের اَلشَّاْن বা اَلطَّرِيْقُ-এর অর্থ গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ ফেরাউনের অবস্থা বা তার অবলম্বনকৃত পথ সঠিক ছিল না। অথবা أَمْر-কে قَوْل-এর অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা তার পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা এটাই বুঝে আসে। আর আয়াতটি হলো এই– فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ লোকেরা ফেরাউনের আদেশ মেনে নিল। (অথচ তার আদেশ সঠিক ছিল না।) এমতাবস্থায় أَمْر শব্দের সাথে رَشِيْد গুণটিকে যুক্ত করা وَصْفُ الشَّيْئِ بِوَصْفِ صَاحِبِهٖ তথা কোনো বস্তুর সাথে তার পার্শ্বস্থ বস্তুর গুণকে যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন– اَلْعَذَابُ الْاَلِيْمُ এখানে اَلِيْم তো عَذَابٌ বা শাস্তি দানকারীর শাস্তি নয়।

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ نَفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا شَرَعَ فِيْ نَفْيِ الْاِشْتِرَاكِ قَصْدًا فَقَالَ وَمُوْجِبُهُ الْوُجُوْبُ لَا النَّدْبُ وَالْاِبَاحَةُ وَالتَّوَقُّفُ يَعْنِىْ اَنَّ مُوْجِبَ الْاَمْرِ الْوُجُوْبُ فَقَطْ عِنْدَ الْعَامَّةِ لَاالنَّدْبُ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ وَلَا الْاِبَاحَةُ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ وَلَا التَّوَقُّفُ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ وَلَا الْاِشْتِرَاكُ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى بَيْنَ الثَّلٰثَةِ اَوِ الْاِثْنَيْنِ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اٰخَرُوْنَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (رح) لِاَنَّهُ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ اِلْتِزَامًا فَاَهْلُ النَّدْبِ يَقُوْلُوْنَ الْاَمْرُ لِلطَّلَبِ فَلَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ جَانِبُ الْفِعْلِ فِيْهِ رَاجِحًا حَتّٰى يَطْلُبَ وَاَدْنَاهُ النَّدْبُ وَهٰذَا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ نَفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا আর গ্রন্থকার (র.) ইচ্ছাকৃতভাবে فِعْل ও اَمْر -এর মধ্যে نَفْيُ تَرَادُفْ সম্পর্কিত আলোচনা সমাপ্ত করে شَرَعَ فِيْ نَفْيِ الْاِشْتِرَاكِ قَصْدًا ইচ্ছাকৃতভাবে نَفْيِ اِشْتِرَاكْ -এর বর্ণনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَمُوْجِبُهُ الْوُجُوْبُ আর اَمْر -এর হুকুম হচ্ছে উজুব لَا النَّدْبُ وَالْاِبَاحَةُ وَالتَّوَقُّفُ মোস্তাহাব হওয়া অথবা মুবাহ হওয়া অথবা অপেক্ষা করা নয় يَعْنِىْ اَنَّ مُوْجِبَ الْاَمْرِ الْوُجُوْبُ فَقَطْ অর্থাৎ اَمْر -এর হুকুম হওয়া عِنْدَ الْعَامَّةِ সাধারণ ফকীহগণের মতে لَا النَّدْبُ মোস্তাহাব হওয়া নয় كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ যেমন– কেউ কেউ অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন وَلَا الْاِبَاحَةُ আর মুবাহ বা জায়েজ হওয়াও নয় كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ যেমন কতিপয় ফকীহ অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন وَلَا التَّوَقُّفُ তদ্রূপ অপেক্ষা করাও নয় كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ যেমন কোনো কোনো ফকীহ-এর মাযহাব রয়েছে وَلَا الْاِشْتِرَاكُ কিংবা মুশতারাক নয় لَفْظًا اَوْ مَعْنًى শব্দগত অথবা অর্থগতভাবে بَيْنَ الثَّلٰثَةِ اَوِ الْاِثْنَيْنِ দু'টি অথবা তিনটি অর্থের মধ্যে كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اٰخَرُوْنَ যেমন– অন্যান্য আলিমগণ অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (رح) গ্রন্থকার اِشْتِرَاكْ -এর বর্ণনা পরিহার করেছেন لِاَنَّهُ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ اِلْتِزَامًا এ জন্য যে, এটা তাঁর পূর্ববর্তী বর্ণনা দ্বারা পরোক্ষভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে فَاَهْلُ النَّدْبِ يَقُوْلُوْنَ মোস্তাহাব-এর সমর্থকগণ বলেন যে, اَلْاَمْرُ لِلطَّلَبِ আমর যেহেতু طَلَبْ -এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় فَلَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ جَانِبُ الْفِعْلِ فِيْهِ رَاجِحًا তাই এটার মধ্যে فِعْل -এর দিকটি প্রবল থাকা জরুরি حَتّٰى يَطْلُبَ যাতে فِعْل -এর طَلَبْ সংঘটিত হতে পারে وَاَدْنَاهُ النَّدْبُ আর এটার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মোস্তাহাব হওয়া وَهٰذَا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى এটার উদাহরণ, যেমন আল্লাহর বাণী– فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا আর তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করো, তাহলে তাদের সাথে كِتَابَتْ করে নাও।

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) ইচ্ছাকৃতভাবে اَمْر ও فِعْل-এর মধ্যে نَفْيِ تَرَادُفْ সম্পর্কিত আলোচনা সমাপ্ত করে ইচ্ছাকৃতভাবে نَفْيِ اِشْتِرَاكْ-এর বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর اَمْر-এর হুকুম হচ্ছে** وُجُوْبْ। **মোস্তাহাব হওয়া অথবা মুবাহ হওয়া অথবা অপেক্ষা করা নয়।** অর্থাৎ সাধারণ ফকীহগণের মতে اَمْر-এর হুকুম হচ্ছে ওয়াজিব হওয়া, মোস্তাহাব হওয়া নয়। যেমন কেউ কেউ অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। আর মুবাহ বা জায়েজ হওয়াও নয়, যেমন কতিপয় ফকীহ অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তদ্রূপ অপেক্ষা করাও নয়, যেমন কোনো কোনো ফকীহ-এর মাযহাব রয়েছে। কিংবা শব্দগত অথবা অর্থগতভাবে দু'টি অথবা তিনটি অর্থের মধ্যে মুশতারাক হওয়া নয়, যেমন অন্যান্য আলিমগণ অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থকার (র.) اِشْتِرَاكْ-এর বর্ণনা এ জন্য পরিহার করেছেন যে, এটা তাঁর পূর্ববর্তী বর্ণনা দ্বারা পরোক্ষভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে। মোস্তাহাব-এর সমর্থকগণ বলেন যে, اَمْر যেহেতু طَلَبْ (কোনো কাজ করার আদেশ)-এর উদ্দেশ্যই ব্যবহৃত হয়, তাই এটার মধ্যে فِعْل-এর দিকটি প্রবল থাকা জরুরি, যাতে فِعْل-এর طَلَبْ সংঘটিত হতে পারে। আর এটার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মোস্তাহাব হওয়া। এটার উদাহরণ, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُوْجَبُ الْاَمْرِ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَدْبٌ ও وُجُوْبٌ এবং اِبَاحَتْ-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, اَمْرٌ-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তাকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম وُجُوْبٌ-এর জন্য বলে থাকেন। আর وُجُوْبٌ বলে কোনো কাজ এমন অনুমোদিত হয় যে, তাকে পরিত্যাগ করা হারাম। نَدْبٌ বলা হয় কোনো কাজ করার ব্যাপারে এমনভাবে আদিষ্ট হওয়া যে, عَدَمُ فِعْلٍ তথা না করার উপর فِعْلٌ (করা) টা প্রধান্য পাওয়াকে। আর اِبَاحَتْ বলা হয় কোনো কাজ করা ও না করা উভয়টি বরাবর হওয়াকে। তবে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো ওলামায়ে ফকীহদের মতে مُوْجَبٌ (ج অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট) حُكْمٌ ও مُقْتَضٰى এই তিনটি শব্দ সমার্থক হবে।— (মেশকাতুল আনওয়ার)। উল্লেখ্য যে, আবূ হাশিম ও অধিকাংশ মু'তাযিলা এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক قَوْلٌ অনুযায়ী اَمْرٌ টা نَدْبٌ-এর জন্য হবে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এবং ইমাম মালিক (র.)-এর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ اِبَاحَتْ-এর জন্য বলেছেন।

قَوْلُهُ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضٌ الخ **- এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) اَمْرٌ-কে تَوَقُّفْ-এর জন্য বলার মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শিষ্য আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে সুরাইহ্-এর মতে اَمْرٌ-এর مُوْجَبٌ হলো تَوَقُّفٌ বা নীরব থাকা। উল্লেখ্য যে, ইবনে সুরাইহ এখানে اَمْرٌ করার সময় সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাকে تَوَقُّفْ বলেছেন, যা ব্যাখ্যাকারের পরবর্তী উক্তি فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ দ্বারা বুঝে আসে। তার مَوْضُوْعٌ لَهٗ নির্দিষ্ট করার জন্য যে تَوَقُّفْ করা হয় তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তার মতে اَمْرٌ টা وُجُوْبٌ ও نَدْبٌ এবং اِبَاحَتْ ও تَهْدِيْدٌ এ চার অর্থ প্রকাশের জন্য اِشْتِرَاكٌ لَفْظِيٌّ হিসেবে পতিত হয়েছে। সুতরাং বিশেষ عَلَامَتْ ও দলিলের মাধ্যমে যে স্থলে যে অর্থ হওয়া যথোপযুক্ত মনে করা হবে সে অর্থ সেখানে ব্যবহার করা হবে।

قَوْلُهُ وَلَا الْاِشْتِرَاكُ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اِشْتِرَاكٌ-কে বিভক্তকরণ ও اَمْرٌ টি مُشْتَرَكٌ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত তুলে ধরেছেন। তার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রকাশ থাকে যে, اِشْتِرَاكٌ لَفْظِيٌّ বলা হয় কোনো لَفْظ প্রথম হতেই কয়েকটি অর্থের জন্য গঠিত হওয়াকে। আর اِشْتِرَاكٌ مَعْنَوِيٌّ বলা হয় কোনো لَفْظ এমন একটি সমষ্টিগত অর্থের জন্য গঠিত হওয়া যার অধীনে অনেকগুলো একক থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, اَمْرٌ টা وُجُوْبٌ ও نَدْبٌ-এর মধ্যে اِشْتِرَاكٌ لَفْظِيٌّ হিসেবে مُشْتَرَكٌ।

আর আবূ মানসূর মাতুরিদী (র.) হতে বর্ণিত যে, اَمْرٌ টা اِقْتِضَاءٌ-এর জন্য গঠিত। চাই اِقْتِضَاءٌ অর্থাৎ চাওয়াটা وُجُوْبٌ হিসেবে হোক অথবা نَدْبٌ হিসেবে হোক। সুতরাং اَمْرٌ টা وُجُوْبٌ ও نَدْبٌ এর মধ্যে اِشْتِرَاكٌ مَعْنَوِيٌّ হিসেবে مُشْتَرَكٌ এবং কারো কারো মতে اَمْرٌ টা وُجُوْبٌ ও نَدْبٌ এবং اِبَاحَتْ -এর মধ্যে اِشْتِرَاكٌ لَفْظِيٌّ হিসেবে।

আর শিয়া পন্থী মুর্তাজা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উল্লিখিত তিনটি অর্থে اَمْرٌ টা اِشْتِرَاكٌ مَعْنَوِيٌّ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। مُشْتَرَكٌ

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ يُفْهَمُ الخ **- এর আলোচনা :** গ্রন্থকার (র.) উক্ত ইবারতের দ্বারা اِشْتِرَاكٌ-এর অস্বীকৃতি পরোক্ষভাবে বুঝা যায় বিধায় তিনি অন্যভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। কেননা তিনি যখন اَمْرٌ-এর مُوْجَبٌ হিসেবে نَدْبٌ ও اِبَاحَتْ -কে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন তখন বুঝা যায় যে, এটা দুই বা তিন অর্থের মধ্যে مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ নয়। কারণ তিনি যেহেতু বলেছেন اَمْرٌ-এর مُوْجَبٌ হলো وُجُوْبٌ বা অপরিহার্য হওয়া। অতএব বুঝে আসে এটা দুই বা তিনের মধ্যে مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِيٌّও নয়। কেননা مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ হওয়ার জন্য اِذْنٌ কে তার مُوْجَبٌ সাব্যস্ত করতে হয়। আর مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِيٌّ হওয়ার জন্য اِقْتِضَاءٌ -কে তার مُوْجَبٌ হিসেবে গণ্য করতে হয়।

قَوْلُهُ فَكَاتِبُوْهُمْ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اَمْرٌ টা نَدْبٌ-এর জন্য হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ তোমাদের দাস-দাসীরা যদি তোমাদের সাথে কিতাবাত করতে চায় আর তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে করো তাহলে তাদের সাথে كِتَابَتْ করে নাও। উল্লিখিত আয়াতে خَيْر-এর দ্বারা مُكَاتَبَتْ-এর মাল আদায়ের উপযুক্ততাকে বুঝানো হয়েছে। আর مُكَاتَبَتْ বলে মালিক স্বীয় দাস বা দাসীর সাথে এই মর্মে চুক্তি করা যে, তুমি আমাকে এই সময়ের মধ্যে এ পরিমাণ মাল দিতে পারলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে। সুতরাং যথাসময়ে উক্ত মাল আদায় করতে পারলে সে মুক্ত হয়ে যাবে, অন্যথা গোলাম থেকে যাবে। অতএব এ স্থানে مُكَاتَبَتْ সম্পর্কিত اَمْرٌ (আদেশটি) نَدْبٌ-এর জন্য হয়েছে।

وَاَهْلُ الْاِبَاحَةِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعْنَى الطَّلَبِ اَنْ يَكُوْنَ مَاذُوْنًا فِيْهِ وَلَا يَكُوْنَ حَرَامًا وَاَدْنَاهُ هُوَ الْاِبَاحَةُ وَهٰذَا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاصْطَادُوْا وَالْمُتَوَقِّفُوْنَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الْاَمْرَ يَسْتَعْمَلُ لِسِتَّةَ عَشَرَ مَعْنًى كَالْوُجُوْبِ وَالْاِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَالتَّهْدِيْدِ وَالتَّعْجِيْزِ وَالْاِرْشَادِ وَالتَّسْخِيْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ فَمَا لَمْ تَقُمْ قَرِيْنَةٌ عَلٰى اَحَدِهَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ حَتّٰى يَتَعَيَّنَ الْمُرَادُ وَعِنْدَنَا الْوُجُوْبُ حَقِيْقَةُ الْاَمْرِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مُطْلَقُهُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِيْنَةُ خِلَافِهِ وَاِذَا قَامَتْ قَرِيْنَتُهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ عَلٰى حَسْبِ الْمَقَامِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْحَظْرِ اَوْ قَبْلَهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَمُوْجَبُهُ الْوُجُوْبُ وَرَدٌ عَلٰى مَنْ قَالَ اِنَّ الْاَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْاِبَاحَةِ وَقَبْلَهُ لِلْوُجُوْبِ عَلٰى حَسْبِ مَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْلُ وَالْعَادَةُ ●

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَهْلُ الْاِبَاحَةِ يَقُوْلُوْنَ আর মোস্তাহাবের সমর্থকগণ বলেন যে, اِنَّ مَعْنَى الطَّلَبِ তলব-এর অর্থ-ই হচ্ছে اَنْ يَكُوْنَ مَاذُوْنًا فِيْهِ কাজটি অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া وَلَا يَكُوْنَ حَرَامًا হারাম বা নিষিদ্ধ না হওয়া وادناه هو الاباحة এবং এটার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুবাহ বা জায়েজ হওয়া وَهٰذَا كَقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاصْطَادُوْا এটার উদাহরণ, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَالْمُتَوَقِّفُوْنَ আর تَوَقُّف বা অপেক্ষা করা -এর প্রবক্তাগণ বলেন يَقُوْلُوْنَ : فَاصْطَادُوْا اِنَّ الْاَمْرَ يَسْتَعْمَلُ لِسِتَّةَ عَشَرَ مَعْنًى আমর ১৬টি অর্থে ব্যবহৃত হয় كَالْوُجُوْبِ যেমন- وُجُوْب বা ওয়াজিব হওয়া وَالْاِبَاحَةِ বৈধতা দান وَالنَّدْبِ মোস্তাহাব হওয়া وَالتَّهْدِيْدِ ধমক প্রদান করা وَالتَّعْجِيْزِ অক্ষম প্রতিপন্ন করা وَالْاِرْشَادِ পথ প্রদর্শন করা وَالتَّسْخِيْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ পরাভূত করা ইত্যাদি فَمَا لَمْ تَقُمْ قَرِيْنَةٌ সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত দলিল কায়েম না হবে عَلٰى اَحَدِهَا এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি অর্থের উপর لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ততক্ষণ পর্যন্ত اَمْر -এর উপর আমল করা যাবে না فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ তাই অপেক্ষা ওয়াজিব হবে حَتّٰى يَتَعَيَّنَ الْمُرَادُ উদ্দেশ্য জানা বা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত وَعِنْدَنَا الْوُجُوْبُ حَقِيْقَةُ الْاَمْرِ আর আমাদের (হানাফীদের) মতে اَمْر -এর حَقِيْقَت হলো ওয়াজিব হওয়া فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مُطْلَقُهُ অতএব, اَمْر مُطْلَق টি وُجُوْب -এর উপরই প্রযোজ্য হবে مَا لَمْ تَقُمْ قَرِيْنَةُ خِلَافِهِ যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীত কোনো দলিল কায়েম না হবে وَاِذَا قَامَتْ قَرِيْنَتُهُ আর যখন তার বিপরীত কোনো দলিল কায়েম হয়ে যাবে يُحْمَلُ عَلَيْهِ তখন অর্থের উপরই اَمْر -এর প্রয়োগ হবে عَلٰى حَسْبِ الْمَقَامِ স্থানভেদে سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْحَظْرِ اَوْ قَبْلَهُ চাই এ হুকুম নিষেধাজ্ঞার পরে হোক অথবা তার পূর্বে مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَمُوْجَبُهُ الْوُجُوْبُ এটা গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি مُوْجَبُهُ الْوُجُوْبُ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট وَرَدٌ عَلٰى مَنْ قَالَ এটা দ্বারা সে সব লোকদের যুক্তি খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য, যারা বলে থাকেন যে, اِنَّ الْاَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْاِبَاحَةِ আমর নিষেধাজ্ঞার পরে اِبَاحَت -এর জন্য وَقَبْلَهُ لِلْوُجُوْبِ আর নিষেধাজ্ঞার পূর্বে وُجُوْب -এর জন্য হয়ে থাকে عَلٰى حَسْبِ مَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْلُ وَالْعَادَةُ যেমনটি যুক্তি ও অভ্যাস এটাকে সমর্থন করে।

সরল অনুবাদ : আর মুবাহ-এর সমর্থকগণ বলেন যে, তলব-এর অর্থই হচ্ছে, কাজটি অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া, হারাম বা নিষিদ্ধ না হওয়া। এবং এটার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুবাহ বা জায়েজ হওয়া। এটার উদাহরণ, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاصْطَادُوْا। আর تَوَقُّف বা 'অপেক্ষা করা'-এর প্রবক্তাগণ বলেন যে, اَمْر ১৬টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন— ১. وُجُوْب বা ওয়াজিব হওয়া, ২. اِبَاحَت বা জায়েজ হওয়া, ৩. نُدُب বা মোস্তাহাব হওয়া। ৪. تَهْدِيْد বা ধমক প্রদান করা। ৫. تَعْجِيْز বা অক্ষম প্রতিপন্ন করা। ৬. اِرْشَاد বা পথ প্রদর্শন করা ও ৭. تَسْخِيْر বা পরাভূত করা ইত্যাদি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ গুলোর মধ্যে হতে কোনো একটি অর্থের উপর দলিল কায়েম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত اَمْر-এর উপর আমল করা যাবে না। তাই উদ্দেশ্য জানা বা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত 'অপেক্ষা করা' ওয়াজিব হবে। আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে اَمْر-এর حَقِيْقَت হলো وُجُوْب। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীত কোনো দলিল কায়েম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত اَمْر مُطْلَق বা সাধারণ ও শর্তহীন اَمْر টি وُجُوْب-এর উপরই প্রযোজ্য হবে। আর যখন তার বিপরীত কোনো দলিল কায়েম হয়ে যাবে, তখন স্থান ভেদে সে অর্থের উপরই اَمْر-এর প্রয়োগ হবে, চাই এ হুকুম নিষেধাজ্ঞার পরে হোক অথবা তার পূর্বে। এটা গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি مُوْجَبُهُ الْوُجُوْبُ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা দ্বারা সে সব লোকদের যুক্তি খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য, যারা বলে থাকেন যে, اَمْر নিষেধাজ্ঞার পরে اِبَاحَت-এর জন্য, আর নিষেধাজ্ঞার পূর্বে وُجُوْب-এর জন্য হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِسِتَّةَ عَشَرَ مَعْنًى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা اَمْر-এর ষোল প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিম্নে উদাহরণসহ اَمْر -এর ১৬ প্রকার তুলে ধরা হলো।

প্রকাশ থাকে যে, اَمْر টি ১৬ ধরনের অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে— ১. اَلْوُجُوْبُ (অপরিহার্য হওয়া) যেমন - اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ। ২. اِبَاحَت (বৈধ হওয়া) যেমন - فَاصْطَادُوْا। ৩. اَلنَّدْبُ (উত্তম হওয়া) যেমন- فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ الخ। ৪. اَلتَّهْدِيْدُ (হুমকি দেওয়া) যেমন- اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ আর اِنْذَار ও এই অর্থেরই সমর্থক, যেহেতু اِنْذَار বলা হয় ভীতি প্রদর্শনের সাথে কোনো বাণী পৌঁছানোকে, যেমন - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا। ৫. اَلتَّعْجِيْزُ (অপারগতা বুঝানো) যেমন - فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ। ৬. اَلْاِرْشَادُ (পথ প্রদর্শন করা) যেমন - وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ এটি نَدُب-এর নিকটবর্তী। ৭. اَلتَّسْخِيْرُ (বাধ্যগত করা) যেমন- كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ। ৮. اَلْاِمْتِنَانُ (অনুগ্রহ প্রদর্শন করা) যেমন- كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ। ৯. اَلْاِكْرَامُ (সম্মান প্রদর্শন করা) যেমন- اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ। ১০. اَلْاِهَانَةُ (লাঞ্ছিত করা, উপহাস করা) যেমন- ذُقْ (মজা চাখো) তাকে লক্ষ্য করে বলা যাকে বক্তা উপহাস করতে চায়। ১১. اَلتَّسْوِيَةُ (সমতা জ্ঞাপনার্থে) যেমন- اِصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا। ১২. اَلدُّعَاءُ (প্রার্থনা) যেমন- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ। ১৩. اَلتَّمَنِّىْ (আকাঙ্ক্ষা) যেমন- يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ। ১৪. اَلْاِحْتِقَارُ (হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য) যেমন- মূসা (আ.)-এর বক্তব্য اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ। ১৫. اَلتَّكْوِيْنُ (সৃষ্টি করা) যেমন- كُنْ। ১৬. اَلتَّاْدِيْبُ (শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য) যেমন- নবী করীম ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ অর্থাৎ তোমার দিকে যা রয়েছে তা থেকে খাও। এ প্রকারটিও نَدُب-এর নিকটবর্তী।

[অবশিষ্টাংশ ১৬৪ নং পৃষ্ঠায়]

كَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَ نَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ الْوُجُوْبَ بَعْدَ الْحَظَرِ اَيْضًا مُسْتَعْمَلٌ فِى الْقُرْاٰنِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَالْاِبَاحَةُ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا لَمْ يُفْهَمْ مِنَ الْاَمْرِ بَلْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمِنْ اَنَّ الْاَمْرَ بِالْاِصْطِيَادِ اِنَّمَا وَقَعَ مِنَّةً وَنَفْعًا لِلْعِبَادِ وَاِذَا كَانَ فَرْضًا فَيَكُوْنُ حَرَجًا عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْاَمْرُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ لِلْوُجُوْبِ وَاِنَّمَا يُحْمَلُ عَلٰى غَيْرِهِ بِالْقَرَائِنِ وَالْمَجَازِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا যথা, আল্লাহ তা'আলার বাণী– "যখন তোমরা হালাল হও তখন শিকার কর" وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর ওলামায়ে আহনাফগণ বলেন اِنَّ الْوُجُوْبَ بَعْدَ الْحَظَرِ اَيْضًا مُسْتَعْمَلٌ فِى الْقُرْاٰنِ পবিত্র কুরআনে اَمْر নিষেধাজ্ঞার পরেও وُجُوْب -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, كَقَوْلِهِ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ যখন হারাম মাসসমূহ চলে যাবে فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ তখন মুশরিকদেরকে হত্যা কর حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ যেখানে তাদেরকে পাও وَالْاِبَاحَةُ আর اِبَاحَتْ টা فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا -এর মধ্যে لَمْ يُفْهَمْ مِنَ الْاَمْرِ আমর দ্বারা উপলব্ধ হয়নি بَلْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ বরং (প্রথমত) আল্লাহ তা'আলার বাণী– اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে وَمِنْ اَنَّ الْاَمْرَ بِالْاِصْطِيَادِ এবং দ্বিতীয়ত এ যুক্তিগত দলিল দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে যে, শিকার করার হুকুম اِنَّمَا وَقَعَ مِنَّةً وَنَفْعًا لِلْعِبَادِ উপরোক্ত আয়াতে শুধু বান্দার মঙ্গল ও উপকারার্থে সংঘটিত হয়েছে وَاِذَا كَانَ فَرْضًا এখন যদি তা ফরজ হয়ে যায় فَيَكُوْنُ حَرَجًا عَلَيْهِمْ তাহলে বান্দার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে দাঁড়াবে فَيَنْبَغِىْ সুতরাং এটাই উচিত যে, اَنْ يَكُوْنَ الْاَمْرُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ - امر مطلق হওয়ার অবস্থায় ব্যবহৃত হবে لِلْوُجُوْبِ ওয়াজিব হওয়া অর্থে وَاِنَّمَا يُحْمَلُ عَلٰى غَيْرِهِ এবং غَيْر وُجُوْب -এর উপর প্রযোজ্য হবে بِالْقَرَائِنِ وَالْمَجَازِ - قَرِيْنَة ও مَجَاز -এর ভিত্তিতে।

সরল অনুবাদ : যেমনটি যুক্তি ও অভ্যাস এটাকে সমর্থন করে। যথা আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِذَاحَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আর ওলামায়ে আহনাফগণ বলেন যে, পবিত্র কুরআনে اَمر নিষেধাজ্ঞার পরেও وُجُوْب-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ আর এখানে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا-এর মধ্যে اِبَاحَتْ টা اَمر দ্বারা উপলব্ধ হয়নি; বরং প্রথমত আল্লাহ তা'আলার বাণী– اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত এ যুক্তিগত দলিল দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে যে, শিকার করার হুকুম উপরোক্ত আয়াতে শুধু বান্দার মঙ্গল ও উপকারার্থে সংঘটিত হয়েছে। এখন যদি তা ফরজ হয়ে যায়, তাহলে বান্দার জন্য তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এটাই উচিত যে, اَمر مُطْلَق হওয়ার অবস্থায় وُجُوْب অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং قَرِيْنَه ও مَجَازْ-এর ভিত্তিতে غَيْر وُجُوْب -এর উপর প্রযোজ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[১৬৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ اَلْوُجُوْبُ حَقِيْقَةٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থপ্রণেতা حَقِيْقَةُ الْاَمْرِ তথা প্রকৃত অর্থে اَمر টা وُجُوْب এরই নামান্তর যে তা বুঝাতে গিয়ে বলেন اَمر-এর প্রকৃত অর্থ হলো وُجُوْب বা অবশ্যকরণীয় হওয়া। এখানে وُجُوْب দ্বারা لُزُوْم কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ وُجُوْب-এর আভিধানিক অর্থকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফিকহ শাস্ত্রে وُجُوْب-এর যে, আভিধানিক অর্থ রয়েছে তাকে বুঝানো হয়নি। সুতরাং এটা قَطْعِىْ ও ظَنِّىْ উভয় প্রকার وُجُوْب কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেননা خَبَرِوَاحِدْ-এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত হুকুমও اَمر-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এটাতো قَطْعِىْ তথা ওয়াজিবের অর্থে হয়ে থাকে। কেননা, কুরআন হলো قَطْعِىْ বা অকাট্য।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ وَاِذَا حَلَلْتُمْ الخ - এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) فَاصْطَادُوْا 'আমর'টি اِبَاحَتْ-এর জন্য হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আয়াতের অর্থ হলো তোমরা যখন ইহরাম হতে বের হবে তখন শিকার করো। মূলত এখানে শিকার করা হালাল ও মুবাহ ছিল। অতঃপর اِحْرَامْ-এর দরুন তাকে হারাম করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী– فَاصْطَادُوْا-এর দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হারাম করার কারণ শেষ হয়ে ব্যাপারটি পূর্বাবস্থার দিকে তথা হালাল হওয়ার দিকে ফিরে গেছে।

قَوْلُهُ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা মুসান্নেফ (র.) সম্মানিত মাস কতগুলো ও কি কি তার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَشْهُرِحُرُمْ তথা সম্মানিত মাস মোট চারটি। ১. রজব, ২. জিলকাদ, ৩. জিলহজ ও ৪. মহররম। এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম এবং তার পরবর্তী মাসগুলোতে ওয়াজিব করা হয়েছে।

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ دَلَائِلِ الْوُجُوْبِ فَقَالَ لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ عَنِ الْمَامُوْرِ بِالْاَمْرِ بِالنَّصِّ اَىْ اِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبُ لِانْتِفَاءِ الْاِخْتِيَارِ عَنِ الْمَامُوْرِيْنَ الْمُكَلَّفِيْنَ بِالْاَمْرِ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ لِاَنَّ مَعْنَاهُ اِذَا حَكَمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ بِاَمْرٍ فَلَا يَكُوْنُ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْاِخْتِيَارُ مِنْ اَمْرِهِمَا اَىْ اِنْ شَاءُوْا قَبِلُوا الْاَمْرَ وَاِنْ شَاءُوْا لَمْ يَقْبَلُوْا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْاِئْتِمَارُ بِاَمْرِهِمَا وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ اِلَّا فِى الْوَاجِبِ وَقِيْلَ النَّصُّ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى مَا مَنَعَكَ اَنْ لَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ خِطَابًا لِاِبْلِيْسَ اللَّعِيْنِ اَىْ مَا بَقِىَ لَكَ الْاِخْتِيَارُ بَعْدَ اَنْ اَمَرْتُكَ فَلِمَ تَرَكْتَ السُّجُوْدَ -

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ অতঃপর গ্রন্থকার শুরু করেন فِيْ بَيَانِ دَلَائِلِ الْوُجُوْبِ (اَمْر দ্বারা নির্দেশিত কার্য) ওয়াজিব হওয়া দলিলাদি সম্পর্কিত আলোচনা فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ عَنِ الْمَامُوْرِ বা আদিষ্ট ব্যক্তির এখতিয়ার রহিত হওয়ার কারণে بِالْاَمْرِ بِالنَّصِّ কুরআনের نَصّ দ্বারা اَىْ اِنَّمَا قُلْنَا অর্থাৎ আমরা বলে থাকি اِنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبُ আমরের হুকুম ওয়াজিব হওয়া بِالْاَمْرِ بِالنَّصِّ এ জন্যে যে, এখতিয়ার হরণ করা হয়েছে عَنِ الْمَامُوْرِيْنَ الْمُكَلَّفِيْنَ আদিষ্ট ব্যক্তিদে থেকে لِانْتِفَاءِ الْاِخْتِيَارِ কুরআনের নস দ্বারা وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ মু'মিন মু'মিনাদের জন্য নেই اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْرًا যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কোনো اَمْر চূড়ান্ত করে দেন اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ যে তাদের জন্যে এখতিয়ার থাকবে مِنْ اَمْرِهِمْ তাদের اَمْر -এর বিষয়ে لِاَنَّ مَعْنَاهُ কেননা, এ نَصّ -এর উদ্দেশ্য হবে اِذَا حَكَمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ بِالْاَمْرِ যখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কোনো কাজের আদেশ করবেন فَلَا يَكُوْنُ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ তখন কোনো মু'মিন পুরুষ অথবা কোনো মু'মিনা নারীর থাকবে না اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْاِخْتِيَارُ তাদের এ এখতিয়ার যে, مِنْ اَمْرِهِمَا তাদের আদেশের اَىْ اِنْ شَاءُوْا অর্থাৎ যদি তারা ইচ্ছা করে قَبِلُوا الْاَمْرَ তাহলে এ আদেশ কবুল করতে পারে وَاِنْ شَاءُوْا لَمْ يَقْبَلُوْا আর ইচ্ছা না করলে তা কবুল নাও করতে পারে بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ বরং তাদের উপর ফরজ الْاِئْتِمَارُ بِاَمْرِهِمَا আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান্য করা وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ اِلَّا فِى الْوَاجِبِ আর এ অপরিহার্যতা শুধু ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই হতে পারে وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন যে النَّصُّ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى নস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীই উদ্দেশ্য مَا مَنَعَكَ اَنْ لَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ "আমার আদেশের পর সিজদা করতে কিসে তোমায় বিরত রাখল" خِطَابًا لِاِبْلِيْسَ اللَّعِيْنِ এটা দ্বারা অভিশপ্ত ইবলীসকে সম্বোধন করা হয়েছে اَىْ مَا بَقِىَ لَكَ الْاِخْتِيَارُ অর্থাৎ তোমার কোনো এখতিয়ার ছিল না بَعْدَ اَنْ اَمَرْتُكَ আমি যেখানে তোমাকে সিজদার আদেশ প্রদান করেছি فَلِمَ تَرَكْتَ السُّجُوْدَ সুতরাং তুমি কেন সিজদা কর নি?

সরল অনুবাদ : অতঃপর মুসান্নেফ (র.) (اَمْر দ্বারা নির্দেশিত কার্য) ওয়াজিব হওয়ার দলিলাদি সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **কুরআনের نَصّ দ্বারা مَامُوْر বা আদিষ্ট ব্যক্তির এখতিয়ার রহিত হওয়ার কারণে।** অর্থাৎ আমরা اَمْر-এর হুকুম وُجُوْب এ কথাটি এ কারণেই বলে থাকি যে, আদিষ্ট ব্যক্তির এখতিয়ার কুরআনের نَصّ দ্বারা হরণ করে ফেলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী–وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ কেননা এ نَصّ-এর উদ্দেশ্য হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কোনো কাজের আদেশ করবেন, তখন কোনো মু'মিন পুরুষ অথবা কোনো মু'মিনা নারীর এ এখতিয়ার থাকবে না যে, যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে এ আদেশ কবুল করতে পারেন আর ইচ্ছা না করলে তা কবুল নাও করতে পারেন; বরং তার উপর আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান্য করা ফরজ। আর এ অপরিহার্যতা শুধু ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই হতে পারে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, نَصّ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীই উদ্দেশ্য مَا مَنَعَكَ اَنْ لَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ অর্থাৎ আমার আদেশের পর সিজদা করতে কিসে তোমায় বিরত রাখল? এটা দ্বারা অভিশপ্ত ইবলীসকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি যেখানে তোমাকে সিজদার আদেশ প্রদান করেছি, সেখানে তো তোমার কোনো এখতিয়ার ছিল না। সুতরাং তুমি কেন সিজদা করনি?

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِنْتِفَاءُ الْخِيَرَةِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? তা বলতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন, خِيَرَةٌ শব্দের خ অক্ষরটি যের বিশিষ্ট এবং ى অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট। আর অর্থ হলো اِخْتِيَار তথা স্বাধীনতা। نُدُبْ এবং اِبَاحَتْ -এর জন্য اِخْتِيَار অবশ্যই জরুরি। কারণ اِخْتِيَارْ-কে হরণ করা হলে اِبَاحَتْ ও نُدُبْ-এর অর্থ দেওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَهُمُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থপ্রণেতা لَهُمْ ও اَمْرِهِمْ-এর যমীরের مَرْجِعْ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, هُمْ যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْمُؤْمِنُ ও اَلْمُؤْمِنَةُ এগুলো ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে ضَمِيْر -কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে। কেননা এদেরকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ভঙ্গিতে ব্যবহার করা হয়েছে। আর مِنْ اَمْرِهِمْ-এর هُمْ যমীর اَللّٰهُ ও رَسُوْلُهٗ-এর দিকে ফিরেছে। এর مَرْجِعْ দ্বিবচন হওয়া সত্ত্বেও ضَمِيْر -কে সম্মানার্থে বহুবচন নেওয়া হয়েছে। সম্মানার্থে একবচন ও দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের ব্যবহার আরবি ভাষায় বহু দেখা যায়।

[অবশিষ্টাংশ ১৬৭ পৃষ্ঠায়]

وَاسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِهٖ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اِنْتِفَاءُ الْخِيَرَةِ اه اَىْ اِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبَ لِاِسْتِحْقَاقِ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِ الْاَمْرِ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اَىْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَتْرُكُوْنَهٗ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ فِى الدُّنْيَا اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَهٰذَا الْوَعِيْدُ لَايَكُوْنُ اِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْاَمْرُ اَيْضًا لِلْوُجُوْبِ وَهُوَ مَمْنُوْعٌ وَاِنَّهٗ لَمَّا لَايَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ الْمُخَالَفَةُ عَلٰى وَجْهِ الْاِنْكَارِ دُوْنَ التَّرْكِ وَالْجَوَابُ اَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ دَالٌّ عَلٰى اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ بِدُوْنِ اِحْتِيَاجٍ اِلٰى بُرْهَانٍ وَمُصَادَرَةٍ عَلَى الْمَطْلُوْبِ وَاَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِىْ اِسْتِعْمَالِهِمْ اِنَّمَا تُطْلَقُ عَلٰى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهٖ فَتَاَمَّلْ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَاسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِهٖ আর এ জন্য যে, اَمْر অমান্যকারীকে হুঁশিয়ারী ও শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اِنْتِفَاءُ الْخِيَرَةِ এটা اِنْتِفَاءُ الْخِيَرَةِ উপর عَطْف হয়েছে اَىْ اِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبَ অর্থাৎ আমরা (হানাফীগণের) দাবি অনুযায়ী اَمْر-এর হুকুম (যে,) ওয়াজিব হওয়া لِاِسْتِحْقَاقِ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِ الْاَمْرِ এটার দ্বিতীয় কারণ হলো, اَمْر অমান্যকারী হুঁশিয়ারি ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে থাকে بِالنَّصِّ আর এটা نَصّ দ্বারাই প্রমাণিত وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى আর نَصّ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَلْيَحْذَرِ তারা যেন এ ব্যাপারে ভীত থাকে الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ এ বিরোধিতার কারণে তাদের উপর পার্থিব জীবনে কোনো মহা বিপদ আপতিত হতে পারে اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অথবা পরকালে কোনো কঠিন শাস্তি আপতিত হতে পারে। اَىْ فَلْيَحْذَرِ অর্থাৎ যেন ভীত থাকে الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ যারা বিরোধিতা করে عَنْ اَمْرِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর নির্দেশের وَيَتْرُكُوْنَهٗ এবং তাঁর আদেশ অমান্য করে اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ فِى الدُّنْيَا এ বিরোধিতার কারণে তাদের উপর পার্থিব জীবনে কোনো মহাবিপদ আপতিত হতে পারে اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الْاٰخِرَةِ অথবা পরকালে কোনো কঠিন শাস্তি আপতিত হতে পারে وَهٰذَا الْوَعِيْدُ لَايَكُوْنُ اِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ আর এটা স্পষ্ট কথা যে, এ ধরনের শাস্তির হুঁশিয়ারি প্রদান ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত হতে পারে না وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ অবশ্য অত্র দলিলের উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, اَنَّهٗ مَوْقُوْفٌ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْاَمْرُ اَيْضًا উক্ত দলিলের উপস্থাপন এ কথার উপর নির্ভরশীল যে, فَلْيَحْذَرْ-এর মধ্যে যে اَمْر রয়েছে তাও وُجُوْب-এর জন্য لِلْوُجُوْبِ হতে হবে وَهُوَ مَمْنُوْعٌ অথচ তা وُجُوْب-এর জন্য হয়নি وَاِنَّهٗ لَمَّا لَايَجُوْزُ আর দ্বিতীয় আপত্তি হলো, এটা কেন জায়েজ হবে না (তথা এমন কি হতে পারে না?) যে, اَنْ تَكُوْنَ الْمُخَالَفَةُ عَلٰى وَجْهِ الْاِنْكَارِ এখানে বিরুদ্ধাচরণ অস্বীকৃতির ভিত্তিতে হবে دُوْنَ التَّرْكِ অমান্য বা আমল পরিত্যাগ করার ভিত্তিতে নয় وَالْجَوَابُ اَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ প্রথম আপত্তির উত্তর হলো- কালামের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গি دَالٌّ এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে عَلٰى اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ এ اَمْر ও وُجُوْب-এর জন্যই উপস্থাপিত হয়েছে بِدُوْنِ اِحْتِيَاجٍ اِلٰى بُرْهَانٍ وَمُصَادَرَةٍ عَلَى الْمَطْلُوْبِ কোনো দলিল প্রমাণের অপেক্ষা না করে وَالْمُخَالَفَةَ فِىْ اِسْتِعْمَالِهِمْ আর দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর হলো, আরবদের পরিভাষায় বিরুদ্ধাচরণ اِنَّمَا تُطْلَقُ عَلٰى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهٖ এ কথাটি আমল পরিত্যাগ করা এর উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে فَتَاَمَّلْ সুতরাং বিষয়টি খুব ভালো করে অনুধাবন করে নাও।

সরল অনুবাদ : আর এ জন্য যে, اَمْر **অমান্যকারীকে হুঁশিয়ারি ও শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে।** এটা اِنْتِفَاءُ الْخِيَرَةِ-এর উপর عَطْف হয়েছে। অর্থাৎ আমরা (হানাফীগণের) দাবি অনুযায়ী اَمْر-এর হুকুম যে وُجُوْب এটার দ্বিতীয় কারণ হলো, اَمْر অমান্যকারী হুঁশিয়ারি ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে থাকে আর এটা نَصّ দ্বারাই প্রমাণিত। আর نَصّ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী - فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যে সব লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং তাঁর আদেশ অমান্য করে, তারা যেন এ ব্যাপারে ভীত থাকে যে, এ বিরোধিতার কারণে তাদের উপর পার্থিব জীবনে কোনো মহাবিপদ অথবা পরকালে কোনো কঠিন শাস্তি আপতিত হতে পারে।

আর এটা স্পষ্ট কথা যে, এ ধরনের শাস্তির হুঁশিয়ারী প্রদান ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত হতে পারে না। অবশ্য অত্র দলিলের উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, উক্ত দলিলের উপস্থাপন এ কথার উপর নির্ভরশীল যে, فَلْيَحْذَرْ-এর মধ্যে যে اَمْر রয়েছে তাও وُجُوْب-এর জন্য হতে হবে, অথচ তা وُجُوْب-এর জন্য হয়নি। আর দ্বিতীয় আপত্তি হলো, এটা কেন জায়েজ হবে না (তথা এমন কি হতে পারে না?) যে, এখানে বিরুদ্ধাচরণ অস্বীকৃতির ভিত্তিতে হবে, অমান্য বা আমল পরিত্যাগ করার ভিত্তিতে নয়। প্রথম আপত্তির উত্তর হলো, কালামের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গি কোনো দলিল প্রমাণের অপেক্ষা না করে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, এ اَمْر ও وُجُوْب-এর জন্যই উপস্থাপিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর হলো, আরবদের পরিভাষায় বিরুদ্ধাচারণ কথাটি 'আমল পরিত্যাগ করা'-এর উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। সুতরাং বিষয়টি খুব ভালো করে অনুধাবন করে নাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[১৬৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ اِذَا حَكَمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) আল্লাহর বাণী— وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّاتَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ (অর্থাৎ তোমার প্রভু হুকুম দিয়েছে যে তোমরা তার ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না।) এর মধ্যে قَضٰى শব্দটিকে حَكَمَ অর্থে ব্যবহার করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, নবী কারীম ﷺ-এর দিকে قَضٰى-এর نِسْبَتْ হয়েছে বিধায় সেই শব্দ حَكَمَ-এরই অর্থে হবে; خَلَقَ-এর অর্থে হবে না। কেননা আল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত করা হলে خَلَقَ-এর অর্থ হয়ে থাকে। তবে قَضٰى শব্দটি আল্লাহর বাণী– فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ-এর মধ্যে خَلَقَ-এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ قِيْلَ النَّصُّ الخ - এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকারের উক্ত ইবারতের দ্বারা اِنْتِفَاء خِيَرَة-এর ব্যাপারে প্রথম আয়াতটি হতে দ্বিতীয় আয়াতটি দুর্বল এভাবে বুঝা গেছে যে, ব্যাখ্যাকার (র.) দ্বিতীয় نَصّ টি উল্লেখ করার সময় قِيْلَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে اِخْتِيَارْ কে نَفْى করেছেন। অতএব এই পার্থক্যের কারণেই বুঝা যায় যে, প্রথম আয়াতের তুলনায় দ্বিতীয় আয়াতটি উল্লেখ করা দুর্বল।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ الْوَعِيْدُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) وَعْد ও وَعِيْد-এর মাঝে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে বলেন যে, আরবি ভাষাবিদগণ বলেছেন–কোনো ধরনের শুভ সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে وَعْد আর অশুভ সংবাদ বা ধমকি দেওয়ার ক্ষেত্রে وَعِيْد শব্দ ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ عَنْ اَمْرِ الرَّسُوْلِ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, ব্যাখ্যাকার (র.) উক্ত ইবারতের দ্বারা আল্লাহর বাণী– عَنْ اَمْرِهٖ-এর মধ্যস্থ (ه) ضَمِيْر-এর مَرْجِع যে রাসূলে কারীম ﷺ তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর اَمْر শব্দটি مَصْدَرْ ও مُضَاف হওয়াতে এটা ব্যাপকাতা বুঝাবে, কারণ এখানে নির্দিষ্ট কোনো اَمْر-এর উল্লেখ নেই। আর রাসূলের اَمْر যেহেতু ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে সেহেতু আল্লাহ যা নির্দেশ করেছেন তাতো অবশ্যই ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ اِنَّهُ مَوْقُوْفٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ (الاية) দ্বারা দলিল পেশ করার উপর উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা তখনই সহীহ্ হবে যখন সাব্যস্ত হবে যে, আল্লাহর বাণী– فَلْيَحْذَرْ-এর اَمْر টি وُجُوْب-এর জন্য হয়েছে। অথচ এ اَمْر টি তো وُجُوْب-এর জন্য হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই?

উত্তর : প্রশ্নতো ঐ ব্যাপারে যে, اَمْر-এর مُوْجَبْ তথা যা امر-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা وُجُوْب কি না? তবে কখনো কখনো যে, اَمْر টা وُجُوْب-এর জন্য হয়ে থাকে তার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। অতএব এখানে বাক্যের প্রয়োগভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, فَلْيَحْذَرْ-এর اَمْر টা وُجُوْب-এরই জন্য হয়েছে। কেননা অপেক্ষাকৃত ভালো কাজ বা জায়েজ কাজ ছেড়ে দেওয়ার দরুন ভীতিযোগ্য ও হুমকীর পাত্র হতে পারে না; বরং শুধু ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণেই ধমকীর যোগ্য হতে পারে। অতএব এখানে اَمْر টি وُجُوْب-এর জন্য হওয়া কোনো দলিল-প্রমাণ পেশের বা দাবির অপেক্ষা রাখে না।

وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهُ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ فَحِ هُوَ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلٰى مَضْمُوْنِ سَابِقِهَا وَحَاصِلُهُ اَنَّ دَلَالَةَ الْإِجْمَاعِ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ لِلْوُجُوبِ لِاَنَّهُمْ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ كُلَّ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّطْلُبَ فِعْلًا مِنْ اَحَدٍ لَا يَطْلُبُ اِلَّا بِلَفْظِ الْاَمْرِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ আর এ জন্য যে, ইজমা ও যুক্তিগত দলিল উভয়ই তা প্রমাণ করে عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهُ এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য অর্থাৎ اِنْتِفَاءُ الْخِيَرَةِ -এর উপর عَطْف হয়েছে وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ কোনো কোনো সংস্করণে কথাটি এরূপ রয়েছে وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ - فَحِ সুতরাং এ হিসেবে তা একটি স্বতন্ত্র বাক্য هُوَ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ এবং পূর্ববর্তী বাক্যের مَعْطُوفَةٌ عَلٰى مَضْمُوْنِ سَابِقِهَا অর্থের সাথে সম্পর্কিত وَحَاصِلُهُ তার সার-সংক্ষেপ হলো اَنَّ دَلَالَةَ الْإِجْمَاعِ ইজমার দলিল تَدُلُّ এ কথা প্রমাণ করছে যে عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ - اَمْر ও উজুবের জন্য গঠিত لِاَنَّهُمْ اَجْمَعُوْا عَلٰى কেননা, ভাষাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, اَنَّ كُلَّ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّطْلُبَ فِعْلًا مِنْ اَحَدٍ যে কেউ অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হতে কোনো কাজ طَلَبْ করবে لَا يَطْلُبُ اِلَّا بِلَفْظِ الْاَمْرِ তাকে অবশ্যই তা اَمْر-এর صِيْغَة দ্বারা তলব করতে হবে।

সরল অনুবাদ : আর এ জন্য যে, ইজমা ও যুক্তিগত দলিল উভয়ই তা প্রমাণ করে। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য অর্থাৎ اِنْتِفَاءُ الْخِيَرَةِ-এর উপর عَطْف হয়েছে। কোনো কোনো সংস্করণে কথাটি এরূপ রয়েছে— وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ সুতরাং এ হিসেবে তা একটি স্বতন্ত্র বাক্য এবং পূর্ববর্তী বাক্যের অর্থের সাথে সম্পর্কিত। তার সার-সংক্ষেপ হলো, ইজমার দলিল এ কথা প্রমাণ করছে যে, اَمْر ও وُجُوْب-এর জন্য গঠিত। কেননা ভাষাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, যে কেউ অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হতে কোনো কাজ طَلَبْ করবে, তাকে অবশ্যই তা اَمْر-এর صِيْغَه দ্বারা তলব করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّهُمْ اَجْمَعُوْا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারত দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, গ্রন্থকার (র.) اِجْمَاعْ দ্বারা اَهْل لُغَتْ তথা আরবি ভাষাভাষীগণ ও عُرْف তথা প্রচলিত বাকরীতির اِجْمَاعْ-কে বুঝাতে চেয়েছেন। তবে গ্রন্থকারের বক্তব্য দ্বারা উম্মতের اِجْمَاعْ ও উদ্দেশ্য হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কেননা প্রত্যেক উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, কোনো কাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য اَمْر অবশ্যই জরুরি। আর বিশেষ কোনো ইঙ্গিত বা قَرِيْنَه পাওয়া না গেলে اَمْر দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার দলিল পেশ করা হবে। সুতরাং اَمْر ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে اِجْمَاعْ গঠিত হলো।

قَوْلُهُ لَا يَطْلُبُ اِلَّا بِلَفْظِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) طَلَبْ-এর দ্বারা কোন ধরনের طَلَبْ উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর উল্লিখিত বক্তব্যের উপর এভাবে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.) বলেছেন اَمْر-এর শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ দ্বারা কেউ কিছু طَلَبْ করে না বলে اَمْر-এর শব্দের সাথে طَلَبْ-কে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া ঠিক হয়নি। কেননা اَمْر-এর শব্দ ব্যতিরেকেও طَلَبْ করতে পারে। যেমন, কেউ বলল– حَتَمْتُ وَاَلْزَمْتُ عَلَيْكَ (অর্থাৎ আমি তোমার উপর এটা অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করে দিলাম) ইত্যাদি।

তবে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হলো, এখানে وُجُوْب ও طَلَبْ-এর সংবাদ দেওয়া হয়েছে যা جُمْلَة خَبَرِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত। আর আমাদের আলোচনা হলো طَلَب خَبَرِىْ নিয়ে নয়; বরং طَلَب اِنْشَائِى নিয়ে, যা جُمْلَة اِنْشَائِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব طَلَبْ اِنْشَائِىْ-এর ব্যাপারে উপরোক্ত প্রশ্নের ন্যায় প্রশ্ন উত্থাপন করা ঠিক নয়।

وَالْكَمَالُ فِي الطَّلَبِ هُوَ الْوُجُوبُ وَالْاَصْلُ نَفْيُ الْاِشْتِرَاكِ فَتَعَيَّنَ اَنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبُ وَاِنَّمَا قَالَ دَلَالَةُ الْاِجْمَاعِ لِاَنَّ نَفْسَ الْاِجْمَاعِ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلٰى اَنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبُ لِاَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ بَلْ اِنَّمَا الْاِجْمَاعُ عَلٰى شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا الدَّلِيْلُ الْمَعْقُوْلُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ وَهُوَ اَنَّ تَصَارِيْفَ الْاَفْعَالِ كُلِّهَا كَالْمَاضِيْ وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْحَالِ دَالٌّ عَلٰى مَعْنًى مَخْصُوْصٍ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ دَالًّا عَلٰى مَعْنَى الْوُجُوْبِ وَلَيْسَ هٰذَا لِاِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ بَلْ لِاِثْبَاتِ كَوْنِ الْاَصْلِ عَدَمَ الْاِشْتِرَاكِ وَقِيْلَ اَلْمَعْقُوْلُ هُوَ اَنَّ السَّيِّدَ اِذَا اَمَرَ غُلَامَهُ بِفِعْلٍ وَلَمْ يَفْعَلْ اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ فَلَوْلَمْ يَكُنِ الْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ لَمَا اِسْتَحَقَّ ذٰلِكَ وَقَدْ نُقِلَ فِيْ بَيَانِ النُّصُوْصِ وَالْمَعْقُوْلِ وُجُوْهٌ اُخَرُ تَرَكْتُهَا لِلْاِطْنَابِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْكَمَالُ فِي الطَّلَبِ وَهُوَ الْوُجُوْبُ আর طَلَبٌ-এর পরিপূর্ণতা وُجُوْب-এর মধ্যেই নিহিত وَالْاَصْلُ نَفْيُ الْاِشْتِرَاكِ আর যেহেতু এটার আসল হলো اِشْتِرَاك-কে نَفْيٌ করা فَتَعَيَّنَ তাই এটা স্থিরীকৃত হয়ে গেল যে, اَنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبُ উজূবই হচ্ছে اَمْر-এর হুকুম وَاِنَّمَا قَالَ دَلَالَةُ الْاِجْمَاعِ আর গ্রন্থকার (র.) সরাসরি اِجْمَاعٌ না বলে دَلَالَةُ الْاِجْمَاعِ বলেছেন لِاَنَّ نَفْسَ الْاِجْمَاعِ এ জন্য যে, প্রকৃত ইজমা لَمْ يَنْعَقِدْ সংঘটিত হয়নি عَلٰى اَنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبُ আমরের হুকুম হলো وُجُوْب এ কথার উপর لِاَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ কেননা, তা এমন একটি বিষয় যে, সে সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে بَلْ اِنَّمَا الْاِجْمَاعُ عَلٰى شَيْءٍ বরং ইজমা এমন বিষয়ে সংঘটিত হয়েছে يَدُلُّ عَلَيْهِ যা তার প্রতি নির্দেশ করছে وَكَذَا الدَّلِيْلُ الْمَعْقُوْلُ এমনিভাবে যুক্তিযুক্ত দলিল يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, اَمْر টা وُجُوْب-এর জন্যই ব্যবহৃত হয় وَهُوَ اَنَّ تَصَارِيْفَ الْاَفْعَالِ كُلِّهَا আর তা হলো প্রত্যেকটি ক্রিয়ার রূপান্তর كَالْمَاضِيْ وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْحَالِ যেমন– অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ دَالٌّ عَلٰى مَعْنًى مَخْصُوْصٍ প্রত্যেকটি ক্রিয়ার রূপান্তরই এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশ করে فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ সুতরাং এটাই উচিত যে, اَمْر ও এমনিভাবে নির্দিষ্ট অর্থ دَالًّا عَلٰى مَعْنَى الْوُجُوْبِ তথা وُجُوْب-এর প্রতি নির্দেশ করবে وَلَيْسَ هٰذَا لِاِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ তার অর্থ এই নয় যে, কিয়াস দ্বারা ভাষা প্রমাণ করা হচ্ছে بَلْ لِاِثْبَاتِ كَوْنِ الْاَصْلِ বরং এটা দ্বারা এ কথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, এখানে আসল বিষয় হলো عَدَمَ الْاِشْتِرَاكِ - اشتراك-কে نَفْيٌ করা وَقِيْلَ اَلْمَعْقُوْلُ هُوَ কারো কারো মতে যুক্তিযুক্ত দলিল হলো اَنَّ السَّيِّدَ اِذَا اَمَرَ غُلَامَهُ بِفِعْلٍ যখন মালিক তার গোলামকে কোনো কাজের আদেশ প্রদান করেন وَلَمْ يَفْعَلْ এবং গোলাম তা পালন না করে اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ তখন সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায় فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ কাজেই اَمْر টা যদি وُجُوْب-এর জন্য না হতো لَمَا اسْتَحَقَّ ذٰلِكَ তাহলে সে শাস্তির উপযুক্ত হয় না وَقَدْ نُقِلَ فِيْ بَيَانِ النُّصُوْصِ وَالْمَعْقُوْلِ وُجُوْهٌ اُخَرُ বর্ণনাগত ও যুক্তিগত দলিল সম্পর্কে আরো অনেক ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে تَرَكْتُهَا لِلْاِطْنَابِ যা আমি দীর্ঘ সূত্রিতার ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

সরল অনুবাদ : আর طَلَبٌ-এর পরিপূর্ণতা وُجُوْب-এর মধ্যেই নিহিত। আর যেহেতু এটার আসল হলো اِشْتِرَاك-কে نَفْيٌ করা, তাই এটা স্থিরীকৃত হয়ে গেল যে, وُجُوْب-ই হচ্ছে اَمْر-এর হুকুম। আর গ্রন্থকার (র.) সরাসরি اِجْمَاعٌ না বলে دَلَالَةُ الْاِجْمَاعِ এ জন্য বলেছেন যে, اَمْر-এর হুকুম হলো وُجُوْب এ কথার উপর কিন্তু প্রকৃত অর্থে মূল اِجْمَاعٌ সংঘটিত হয়নি। কেননা তা এমন একটি বিষয় যে, সে সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। বরং اِجْمَاعٌ এমন বিষয়ে সংঘটিত হয়েছে , যা তার প্রতি নির্দেশ করছে। এমনিভাবে যুক্তিযুক্ত দলিলও এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, اَمْر টা وُجُوْب-এর জন্যই ব্যবহৃত হয়। আর তা হলো, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের প্রত্যেকটি ক্রিয়ার রূপান্তরই এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশ করে। সুতরাং এটাই উচিত যে, اَمْر ও এমনিভাবে নির্দিষ্ট অর্থ তথা وُجُوْب-এর প্রতি নির্দেশ করবে। তার অর্থ এই নয় যে, কিয়াস দ্বারা ভাষা প্রমাণ করা হচ্ছে; বরং এটা দ্বারা এ কথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, এখানে আসল বিষয় হলো اِشْتِرَاك-কে نَفْيٌ করা। কারো কারো মতে যুক্তিযুক্ত দলিল হলো, যখন মালিক তার গোলামকে কোনো কাজের আদেশ প্রদান করেন এবং গোলাম তা পালন না করে, তখন সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। কাজেই اَمْر টা যদি وُجُوْب-এর জন্য না হতো, তাহলে সে শাস্তির উপযুক্ত হতো না। বর্ণনাগত ও যুক্তিগত দলিল সম্পর্কে আরো অনেক ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, যা আমি দীর্ঘ সূত্রিতার ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْكَمَالُ فِي الطَّلَبِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, وُجُوْب সাব্যস্ত করাটাই হলো طَلَبْ-এর পূর্ণ রূপ। কেননা, طَلَبْ-এর পূর্ণ রূপ তখনই সাব্যস্ত হবে যখন طَلَبْ কারী طَلَبْ কৃত বস্তুকে পরিত্যাগ করার অনুমতি না দেয়। কারণ পরিত্যাগ করার অনুমতি দিলে আর পূর্ণ তলবকারী সাব্যস্ত হবে না। অথচ صِيْغَه-এর মধ্যে না কোনো রূপ ত্রুটি আছে: না বক্তার কর্তৃত্বের মধ্যে কোনোরূপ দুর্বলতা আছে? কেননা বক্তার আনুগত্য অপরিহার্য। সুতরাং পরিপূর্ণভাবে অপরিহার্যকারী হবে।

قَوْلُهُ وَالْاَصْلُ نَفْيُ الْاِشْتِرَاكِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, শব্দের মূলনীতি হলো مُشْتَرَكْ না হওয়া। কেননা, কোনো শব্দ যদি مُشْتَرَكْ বা حَقِيْقَتْ অথবা مَجَازْ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তাহলে তাকে حَقِيْقَتْ বা مَجَازْ-এর অর্থেই প্রয়োগ করা হবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ هٰذَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারত দ্বারা মুসান্নেফ (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : اَمْر-এর مُوْجَبْ টা وُجُوْب হওয়া একটি আভিধানিক ব্যাপার, অথচ এটাকে তোমরা যুক্তি তথা আকলী দলিল দ্বারা সাব্যস্ত করেছ? সুতরাং এটা কেয়াস দ্বারা অভিধান তৈরি করার নামান্তর হবে, অথচ তা জায়েজ নেই?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, এখানে কিয়াস দ্বারা অভিধান সাব্যস্ত করা হয়নি; বরং এখানে এটা সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, اِشْتِرَاكْ তথা একাধিক অর্থবোধক না হওয়াই মূলনীতি। কেননা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রত্যেকটি فِعْل একেকটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, যা অন্যের মধ্যে নেই তদ্রূপ ভাবে اَمْر-এরও একটি খাস অর্থ আছে যা অন্যের মধ্যে অনুপস্থিত আর তা হলো وُجُوْب "।

قَوْلُهُ وُجُوْهٌ اُخَرُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اَمْر-এর مُوْجَبْ টা وُجُوْب হওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো আকলী ও নকলী দলিল তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. আল্লাহর বাণী– وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ অর্থাৎ যখন তাদেরকে (কাফিরদেরকে) রুকু করার আদেশ করা হয় তখন তারা রুকু করে না। এখানে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করার কারণে কাফিরদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। اَمْر টা وُجُوْب-এর জন্য না হলে কাফিরদেরকে নিন্দা করা হতো না।

২. اَمْر শব্দটি مُتَعَدِّىْ তার لَازِمْ হলো اِئْتِمَارْ (পালন করা)। বলা হয়ে থাকে اَمَرْتُهُ فَائْتَمَرَ (আমি তাকে আদেশ করলাম সে আদেশ পালন করল)। যেমন বলা হয়ে থাকে كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ (আমি একে ভেঙ্গে ফেললাম, অতঃপর তা ভেঙ্গে গেল)। সুতরাং اِنْكِسَارْ ব্যতীত যেমন كَسْرْ পাওয়া যায় না, তদ্রূপ اِئْتِمَارْ (পালন করা) ছাড়া اَمْر (আদেশ)ও হতে পারে না।

৩. অনুসন্ধিৎসা বা পর্যালোচনা-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, صِيْغَه اَمْر দ্বারা فِعْل-এর দিককে প্রাধান্য দেওয়া অত্যাবশ্যক। তাই اِبَاحَتْ ও نُدُبْ হতে পারে না। তদুপরি কোনো বক্তার বক্তব্য اِسْقِنِىْ (আমাকে পানি পান করাও) আর نَدَبْتُكَ اَنْ تَسْقِيَنِىْ অর্থাৎ আমাকে পানি পান করানো তোমার উপর মোস্তাহাব করলাম। এ উক্তিদ্বয়ের প্রথমটিতে সম্বোধনকৃত ব্যক্তি কার্য পরিত্যাগ করলে নিন্দনীয় হয়। আর দ্বিতীয় অবস্থায় কার্য পরিহার করলে নিন্দনীয় হয় না। সুতরাং اِبَاحَتْ ও نُدُبْ পরিত্যাগ হয়ে যাওয়ার পর কেবল وُجُوْب ই অবশিষ্ট থেকে যাবে, আর এটাই হলো اَمْر-এর مُوْجَبْ।

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رح) فِيْ بَيَانِ اَنَّهُ اِذَا لَمْ يُرَدْ بِالْاَمْرِ الْوُجُوْبُ فَمَا ذَا حُكْمُهُ فَقَالَ وَاِذَا اُرِيْدَتْ بِهِ الْاِبَاحَةُ اَوِ النَّدْبُ اَىْ اِذَا اُرِيْدَتْ بِالْاَمْرِ الْاِبَاحَةُ اَوِ النَّدْبُ وَعُدِلَ عَنِ الْوُجُوْبِ فَجِ اِخْتَلَفَ فِيْهِ فَقِيْلَ اِنَّهُ حَقِيْقَةٌ لِاَنَّهُ بَعْضُهُ اَىْ اِنَّ الْاَمْرَ حَقِيْقَةٌ فِى الْاِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ اَيْضًا لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضُ الْوُجُوْبِ وَبَعْضُ الشَّئْ يَكُوْنُ حَقِيْقَةً قَاصِرَةً لِاَنَّ الْوُجُوْبَ عِبَارَةٌ عَنْ جَوَازِ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ وَالْاِبَاحَةُ هِىَ جَوَازُ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ عَلَى السَّوَاءِ وَالنَّدْبُ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ رُجْحَانِهِ فَيَكُوْنُ كُلٌّ مِنْهَا مُسْتَعْمَلًا فِىْ بَعْضِ مَعْنَى الْوُجُوْبِ وَهُوَ مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ الْقَاصِرَةِ الَّتِىْ اُرِيْدَتْ بِلَفْظِ الْحَقِيْقَةِ وَهُوَ مُخْتَارُ فَخْرِ الْاِسْلَامِ .

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رح) فِيْ بَيَانِ اَنَّهُ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এ কথার বর্ণনা শুরু করেছেন যে, اِذَا لَمْ يُرَدْ بِالْاَمْرِ الْوُجُوْبُ যখন اَمْر দ্বারা وُجُوْب উদ্দেশ্য না হবে, فَمَاذَا حُكْمُهُ তখন اَمْر-এর হুকুম কি হবে? فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَاِذَا اُرِيْدَتْ بِهِ আর যখন তা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় الْاِبَاحَةُ اَوِ النَّدْبُ মুবাহ অথবা মোস্তাহাব اَىْ اِذَا اُرِيْدَتْ অর্থাৎ যখন উদ্দেশ্য করা হয় بِالْاَمْرِ আমর দ্বারা الْاِبَاحَةُ اَوِ النَّدْبُ মুবাহ অথবা মোস্তাহাব وَعُدِلَ عَنِ الْوُجُوْبِ এবং তা وُجُوْب হতে অন্য অর্থের দিকে রূপান্তর হয় فَجِ اِخْتَلَفَ فِيْهِ তখন اَمْر-এর অর্থের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় فَقِيْلَ اِنَّهُ حَقِيْقَةٌ সুতরাং কারো কারো মতে اَمْر তখনও হাকীকী অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে لِاَنَّهُ بَعْضُهُ কেননা, মুবাহ ও মোস্তাহাবের মধ্য হতে প্রত্যেকটিই وُجُوْب-এর অংশ বিশেষ اَىْ اِنَّ الْاَمْرَ حَقِيْقَةٌ অর্থাৎ اَمْر হাকীকতই বটে فِى الْاِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ اَيْضًا মুবাহ ও মোস্তাহাব অর্থেও لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضُ الْوُجُوْبِ কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটিই وُجُوْب-এর অংশ বিশেষ وَبَعْضُ الشَّئْ يَكُوْنُ حَقِيْقَةً قَاصِرَةً আর কোনো বস্তুর অংশ তার জন্য হাকীকত বিশেষ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ عِبَارَةٌ عَنْ جَوَازِ الْفِعْلِ কেননা, وُجُوْب অর্থ কাজটি জায়েজ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হারাম وَالْاِبَاحَةُ هِىَ جَوَازُ الْفِعْلِ আর মুবাহ অর্থ কাজটি জায়েজ وَالتَّرْكِ عَلَى السَّوَاءِ কিন্তু ছেড়ে দেওয়াও সমানভাবে জায়েজ। وَالنَّدْبُ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ আর মোস্তাহাবের অর্থ কাজটি জায়েজ مَعَ رُجْحَانِهِ বরং করাই উত্তম فَيَكُوْنُ كُلٌّ مِنْهَا সুতরাং এগুলোর প্রত্যেকটি مُسْتَعْمَلًا ব্যবহৃত فِىْ بَعْضِ مَعْنَى الْوُجُوْبِ উজুব-এর আংশিক অর্থে وَهُوَ مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ الْقَاصِرَةِ এটাই সে অসম্পূর্ণ হাকীকতের অর্থ الَّتِىْ اُرِيْدَتْ بِلَفْظِ الْحَقِيْقَةِ যা حَقِيْقَتْ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে وَهُوَ مُخْتَارُ فَخْرِ الْاِسْلَامِ আর এটাই ফখরুল ইসলাম বাযদাবী (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এ কথার বর্ণনা শুরু করেছেন যে, যখন اَمْر দ্বারা وُجُوْب উদ্দেশ্য না হবে, তখন اَمْر-এর হুকুম কি হবে ? সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর যখন তা দ্বারা মুবাহ অথবা মোস্তাহাব উদ্দেশ্য হয়** অর্থাৎ যখন اَمْر দ্বারা মুবাহ অথবা মোস্তাহাব উদ্দেশ্য হয় এবং তা وُجُوْب হতে অন্য অর্থের দিকে রূপান্তরিত হয়, তখন اَمْر-এর অর্থের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। সুতরাং কারো কারো মতে اَمْر তখনও হাকীকী অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেননা মুবাহ ও মোস্তাহাবের মধ্যে হতে প্রত্যেকটিই وُجُوْب-এর অংশ বিশেষ। অর্থাৎ اَمْر ও مُبَاحْ এবং مُسْتَحَبْ অর্থেও হাকীকতই বটে। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিই وُجُوْب-এর অংশ বিশেষ। আর কোনো বস্তুর অংশ তার জন্য অসম্পূর্ণ হাকীকত বিশেষ। কেননা وُجُوْب অর্থ কাজটি জায়েজ কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হারাম। আর মুবাহ অর্থ কাজটি জায়েজ কিন্তু ছেড়ে দেওয়াও সমানভাবে জায়েজ। আর মোস্তাহাবের অর্থ কাজটি জায়েজ, বরং করাই উত্তম। সুতরাং এগুলোর প্রত্যেটিই وُجُوْب-এর আংশিক অর্থে ব্যবহৃত। এটাই সে অসম্পূর্ণ হাকীকতের অর্থ, যা حَقِيْقَتْ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এটাই ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) نُدُبْ ও اِبَاحَتْ টা حَقِيْقَتْ قَاصِرَه হিসেবে وُجُوْب-এর অর্থে কিভাবে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ نُدُبْ ও اِبَاحَتْ-এর প্রত্যেকটিই وُجُوْب-এর কিছু অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কেনন وُجُوْب অর্থ কোনো কার্য এভাবে জায়েজ হওয়া যে, সেটা পরিত্যাগ করা হলো হারাম। তাই نُدُبْ ও اِبَاحَتْ-এর অর্থে প্রথমাংশ পাওয়া যায়। আর শব্দ আংশিক অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে حَقِيْقَتْ قَاصِرَه দ্বারা এটাকেই বুঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং نُدُبْ ও اِبَاحَتْ টা حَقِيْقَتْ قَاصِرَه হিসেবেই وُجُوْب-এর অর্থে হয়ে থাকে। আর এটা অপূর্ণাঙ্গ হলেও حَقِيْقَتْ-এর অর্থেই হবে। এবং গ্রন্থকার (র.) حَقِيْقَتْ দ্বারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। যেমন– কর্তনকৃত হাত বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি اِنْسَانْ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা حَقِيْقَتْ قَاصِرَه হবে। এদিকে লক্ষ্য করে শব্দকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। (১) حَقِيْقَتْ كَامِلَه (পূর্ণ হাকীকত) অর্থাৎ শব্দ তার مَوْضُوْع لَهُ (যে অর্থের জন্য গঠিত)-এর সম্পূর্ণটাকেই বুঝাবে। (২) حَقِيْقَتْ قَاصِرَه (অপূর্ণ হাকীকত) অর্থাৎ শব্দ তার مَوْضُوْع لَهُ-এর আংশিককে বুঝাবে। (৩) مَجَازْ (রূপক অর্থ) অর্থাৎ শব্দ তার مَوْضُوْع لَهُ-এর বহির্ভূত কোনো বস্তুকে বুঝাবে। তবে শায়খ আবুল হাসান কারখী (র.) ও শায়খ আবূ বকর জাসসাস (র.) এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মতে اَمْر টা نُدُبْ ও اِبَاحَتْ-এর অর্থে حَقِيْقَتْ হবে না; বরং مَجَازْ হবে। কেননা তখন صِيْغَه টি তার নির্ধারিত অর্থ وُجُوْب হতে বহির্ভূত হবে।

وَقِيْلَ لَا لِاَنَّهُ جَاوَزَ اَصْلَهُ اَىْ قِيْلَ اِنَّهُ لَيْسَ بِحَقِيْقَةٍ ج بَلْ مَجَازٌ لِاَنَّهُ قَدْ جَاوَزَ اَصْلَهُ وَهُوَ الْوُجُوْبُ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ وَالْاِبَاحَةَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ وَالنَّدْبَ هُوَ رُجْحَانُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَنْ نَظَرَ اِلَى الْجِنْسِ الَّذِىْ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ فَقَطْ ظَنَّ اَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِىْ بَعْضِ مَعْنَاهُ فَيَكُوْنُ حَقِيْقَةً قَاصِرَةً وَمَنْ نَظَرَ اِلَى الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ جَمِيْعًا ظَنَّ اَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعَانٍ مُتَبَايِنَةٌ وَاَنْوَاعٌ عَلٰى حِدَةٍ فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَجَازٌ وَاَمَّا تَحْقِيْقُ اَنَّ هٰذَا الْاِخْتِلَافَ فِىْ لَفْظِ الْاَمْرِ اَوْ فِىْ صِيَغِ الْاَمْرِ فَمَذْكُوْرٌ فِى التَّلْوِيْحِ بِمَا لَامَزِيْدَ عَلَيْهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ لَا আর কেউ কেউ বলেছেন, না لِاَنَّهُ جَاوَزَ اَصْلَهُ কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটিই নিজ মূল অবস্থাকে অতিক্রম করেছে اَىْ قِيْلَ اِنَّهُ لَيْسَ بِحَقِيْقَةٍ ج অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন, اَمر যখন মুবাহ অথবা মোস্তাহাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন কোনোটিই আর হাকীকত থাকে না بَلْ مَجَازٌ বরং প্রত্যেকটি مَجَاز হয়ে যায় لِاَنَّهُ قَدْ جَاوَزَ اَصْلَهُ وَهُوَ الْوُجُوْبُ কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটিই আসল অবস্থা অর্থাৎ وُجُوْب -কে অতিক্রম করেছে لِاَنَّ الْوُجُوْبَ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ কারণ وُجُوْب অর্থ কাজটি জায়েজ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ কিন্তু বর্জন করা হারাম وَالْاِبَاحَةَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ আর মুবাহ অর্থ কাজটি যেভাবে করা জায়েজ, অনুরূপ তরক করাও জায়েজ وَالنَّدْبُ هُوَ رُجْحَانُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ আর মোস্তাহাব অর্থ কাজটি করাই উত্তম এবং ছেড়ে দেওয়াও জায়েজ فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَنْ نَظَرَ اِلَى الْجِنْسِ মোটকথা হলো, যারা جِنْس -এর প্রতি লক্ষ্য করেছেন الَّذِىْ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ অর্থাৎ কাজটি জায়েজ এ কথার প্রতি فَقَطْ শুধু ظَنَّ তারা ধারণা করেছেন যে اَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِىْ بَعْضِ مَعْنَاهُ যেহেতু মুবাহ ও মোস্তাহাবের মধ্যে হতে প্রত্যেকটিই وُجُوْب -এর আংশিক অর্থে ব্যবহৃত فَيَكُوْنُ حَقِيْقَةً قَاصِرَةً সুতরাং এটা অসম্পূর্ণ হাকীকত হবে وَمَنْ نَظَرَ اِلَى الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ جَمِيْعًا যারা এই সময়ে جِنْس ও فَصْل উভয়ের সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করেছেন ظَنَّ তারা ধারণা করেছেন اَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعَانٍ مُتَبَايِنَةٌ وَاَنْوَاعٌ عَلٰى حِدَةٍ মুবাহ ও মোস্তাহাবের মধ্য হতে প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও পৃথক পৃথক প্রকার ছাড়া আর কিছু নয় فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَجَازٌ সুতরাং এমতাবস্থায় এগুলো মাজায مَجَاز ছাড়া আর কিছু হতে পারে وَاَمَّا تَحْقِيْقُ আর এ কথার বিশদ আলোচনা হলো اَنَّ هٰذَا الْاِخْتِلَافَ এ মতপার্থক্য فِىْ لَفْظِ الْاَمْرِ আমর শব্দের মধ্যে اَوْ فِىْ صِيَغِ الْاَمْرِ না-কি اَمر -এর সীগার মধ্যে فَمَذْكُوْرٌ فِى التَّلْوِيْحِ তার বিস্তারিত বিবরণ তালবীহ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে بِمَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ যার অতিরিক্ত আর হতে পারে না।

সরল অনুবাদ : **আর কেউ কেউ বলেছেন, না। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিই নিজ মূল অবস্থাকে অতিক্রম করেছে।** অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন, اَمر যখন মুবাহ অথবা মোস্তাহাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন কোনোটিই আর হাকীকত থাকে না; বরং প্রত্যেকটিই مَجَاز হয়ে যায়। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটি-ই আসল অবস্থা অর্থাৎ وُجُوْب-কে অতিক্রম করেছে। কারণ وُجُوْب অর্থ কাজটি জায়েজ কিন্তু বর্জন করা হারাম। আর মুবাহ অর্থ কাজটি যেভাবে করা জায়েজ, অনুরূপ তরক করাও জায়েজ। আর মোস্তাহাব অর্থ কাজটি করাই উত্তম এবং ছেড়ে দেওয়াও জায়েজ। মোটকথা হলো, যারা শুধু جِنْس অর্থাৎ কাজটি জায়েজ এ কথার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, তারা ধারণা করেছেন যে, যেহেতু মুবাহ ও মোস্তাহাবের মধ্যে হতে প্রত্যেকটিই وُجُوْب-এর আংশিক অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং এটা অসম্পূর্ণ হাকীকত হবে। যারা একই সময়ে جِنْس ও فَصْل উভয়ের সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করেছেন, তারা ধারণা করেছেন যে, মুবাহ ও মোস্তাহাবের মধ্য হতে প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও পৃথক পৃথক প্রকার ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় এগুলো مَجَاز ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর এ কথার বিশদ আলোচনা হলো, অত্র মতবিরোধ শুধু اَمر-এর শব্দের মধ্যে নয়; বরং اَمر-এর صِيْغَه-এর মধ্যে নিহিত। তার বিস্তারিত বিবরণ 'তালবীহ' গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَيُذْكَرُ وَفِى التَّلْوِيْحِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اِبَاحَتْ ও نُدُبْ-এর মধ্যে اَمر টি حَقِيْقَتْ ও مَجَاز হওয়া সম্পর্কিত মতানৈক্য কি اَمر শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে না তার অর্থের বিবেচনায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, 'তালবীহ' গ্রন্থে যা উল্লেখ রয়েছে তা এখানে তুলে ধরলাম।

কারো কারো মতে نُدُبْ-এর অর্থে ব্যবহৃত صِيْغَه যেমন, আল্লাহর বাণী– فَكَاتِبُوْهُمْ (الاية) এবং اِبَاحَتْ-এর অর্থে ব্যবহৃত صِيْغَه যেমন, আল্লাহর বাণী– كُلُوْا وَاشْرَبُوْا -এর উপর اَمر শব্দটির প্রয়োগ حَقِيْقَتْ না مَجَاز এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

[অবশিষ্ট অংশ ১৭৪ নং পৃষ্ঠায়]

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ الْمُوْجَبِ وَحُكْمِهِ اَرَادَ اَنْ يُّبَيِّنَ اَنَّهُ هَلْ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ اَوْ لَا فَقَالَ وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَلَا يَحْتَمِلُهُ اَيْ لَا يَقْتَضِي الْاَمْرُ بِاعْتِبَارِ الْوُجُوْبِ التَّكْرَارَ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ قَوْمٌ وَلَا يَحْتَمِلُهُ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَعْنِيْ اِذَا قِيْلَ مَثَلًا صَلُّوْا كَانَ مَعْنَاهُ اِفْعَلُوا الصَّلٰوةَ مَرَّةً وَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ عِنْدَنَا اَصْلًا وَ ذَهَبَ قَوْمٌ اِلٰى اَنَّ مُوْجَبَهُ التَّكْرَارُ لِاَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْاَمْرُ بِالْحَجِّ قَالَ اَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ اَلِعَامِنَا هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ لِلْاَبَدِ فَفَهِمَ التَّكْرَارَ مَعَ اَنَّهُ كَانَ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ ثُمَّ لَمَّا عَلِمَ اَنَّ فِيْهِ حَرَجًا عَظِيْمًا اُشْكِلَ عَلَيْهِ فَسَاَلَ وَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى اَنَّ مُحْتَمَلَهُ التَّكْرَارُ لِاَنَّ اِضْرِبْ مُخْتَصَرٌ مِنْ اَطْلُبُ مِنْكَ ضَرْبًا وَهُوَ نَكِرَةٌ وَالنَّكِرَةُ فِي الْاِثْبَاتِ تَخُصُّ لٰكِنَّهَا تَحْتَمِلُ الْعُمُوْمَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ بِقَرِيْنَةٍ تَقْتَرِنُ بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُوْجَبِ وَالْمُحْتَمَلِ اَنَّ الْمُوْجَبَ يَثْبُتُ بِلَا نِيَّةٍ وَالْمُحْتَمَلُ يَثْبُتُ بِالنِّيَّةِ دَلِيْلُنَا سَيَاْتِيْ –

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অতঃপর গ্রন্থকার (র.) সমাপ্ত করে عَنْ بَيَانِ الْمُوْجَبِ وَحُكْمِهِ আমরের উদ্দেশ্য ও হুকুম সম্পর্কিত আলোচনা اَرَادَ اَنْ يُّبَيِّنَ اَنَّهُ هَلْ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ اَوْ لَا তা تَكْرَارٌ বা বারবার সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে মনস্থ করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَلَا يَحْتَمِلُهُ আমরের বারবার কর্ম সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা করে না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না اَيْ لَا يَقْتَضِي الْاَمْرُ অর্থাৎ اَمْر কামনা করে না بِاعْتِبَارِ الْوُجُوْبِ ওয়াজিব হওয়ার বিবেচনায় التَّكْرَارَ বারবার কর্ম সম্পাদনের كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ قَوْمٌ যেমনটি একদল ফকীহ-এর মাযহাব وَلَا يَحْتَمِلُهُ এবং বারবার সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে না كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رحـ) যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব يَعْنِيْ اِذَا قِيْلَ مَثَلًا অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যখন বলা হয়, صَلُّوْا নামাজ পড়ো كَانَ مَعْنَاهُ তখন এটার অর্থ اِفْعَلُوا الصَّلٰوةَ مَرَّةً একবার নামাজ পড়ো وَلَا يَدُلُّ কাজেই সম্ভাবনা রাখে না عَلَى التَّكْرَارِ এ اَمْر টা فِعْل তথা কাজকে বারবার সম্পাদন করার عِنْدَنَا আমাদের নিকট اَصْلًا আদৌ وَ ذَهَبَ قَوْمٌ اِلٰى اَنَّ مُوْجَبَهُ التَّكْرَارُ কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ এ অভিমত পোষণ করেন যে, اَمْر-এর مُوْجَبْ-ই হলো فِعْل-কে বারবার সম্পাদন করা لِاَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْاَمْرُ بِالْحَجِّ এটার দলিল হলো, যখন হজের আদেশ অবতীর্ণ হয় قَالَ اَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ তখন হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা.) প্রশ্ন করেছিলেন اَلِعَامِنَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ لِلْاَبَدِ ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজের এ আদেশটি কি শুধু এই এক বৎসরের জন্যই, না সব সময়ের জন্য? فَفَهِمَ التَّكْرَارَ مَعَ اَنَّهُ كَانَ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ এ ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা.) আরবি ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও হজের আদেশের মধ্যে এটাই উপলব্ধি করে ছিলেন যে, اَمْر বারবার فِعْل সংঘটিত হওয়া কামনা করে ثُمَّ لَمَّا عَلِمَ اَنَّ فِيْهِ حَرَجًا عَظِيْمًا اُشْكِلَ عَلَيْهِ তারপর যখন তিনি এটার মধ্যে উম্মতের জন্য বিরাট অসুবিধা প্রত্যক্ষ করলেন فَسَاَلَ তখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট এটার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলেন وَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হলো اِلٰى اَنَّ مُحْتَمَلَهُ التَّكْرَارُ আমর বারবার فِعْل সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে لِاَنَّ اِضْرِبْ مُخْتَصَرٌ এটার স্বপক্ষে তিনি দলিল পেশ করেন এভাবে যে اِضْرِبْ শব্দটি সংক্ষেপ مِنْ اَطْلُبُ مِنْكَ ضَرْبًا – اَطْلُبُ مِنْكَ ضَرْبًا হতে وَهُوَ نَكِرَةٌ এখানে ضَرْبًا শব্দটি نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্টবাচক পদ وَالنَّكِرَةُ فِي الْاِثْبَاتِ تَخُصُّ আর কায়দা আছে যে, نَكِرَةٌ যখন اِثْبَاتْ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তা خَاصّ-এর মর্যাদা লাভ করে لٰكِنَّهَا تَحْتَمِلُ الْعُمُوْمَ কিন্তু তা عُمُوْمْ ও تَكْرَارْ-এর সম্ভাবনা রাখে فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ بِقَرِيْنَةٍ تَقْتَرِنُ بِهَا সুতরাং কোনো قَرِيْنَةٌ বা আলামত পাওয়া যাওয়ার সময় এই اَمْر-এর তাকরার ও عُمُوْمْ-এর উপর প্রযোজ্য হবে وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُوْجَبِ وَالْمُحْتَمَلِ আর مُوْجَبْ ও مُحْتَمَلْ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো اَنَّ الْمُوْجَبَ يَثْبُتُ بِلَا نِيَّةٍ - مُوْجَبْ নিয়ত ছাড়াই সাব্যস্ত হয়ে যায় وَالْمُحْتَمَلُ يَثْبُتُ আর مُحْتَمَلْ সাব্যস্ত হয় بِالنِّيَّةِ নিয়ত দ্বারা دَلِيْلُنَا سَيَاْتِيْ আমাদের দলিল শীঘ্রই আসছে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) اَمْر-এর উদ্দেশ্য ও হুকুম সম্পর্কিত আলোচনা সমাপ্ত করে উহা تَكْرَارٌ বা বারবার সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে মনস্থ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, **اَمْر বারবার কর্ম সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা করেও না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না।** অর্থাৎ اَمْر ওয়াজিব হওয়ার বিবেচনায় বারবার কর্ম সম্পাদনের কামনা করে না, যেমনটি একদল ফকীহ-এর মাযহাব এবং বারবার সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে না, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর

মাযহাব। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ যখন বলা হয় صَلُّوا বা 'নামাজ পড়ো' তখন এটার অর্থ 'একবার নামাজ পড়ো'। কাজেই আমাদের নিকট এই أَمْرٌ টা فِعْل তথা কাজকে বারবার সম্পাদন করার আদৌ কোনো সম্ভাবনা রাখে না। কিন্তু কোনো কোনো ফকীহ এ অভিমত পোষণ করেন যে, أَمْرٌ-এর مُوْجَبْ-ই হলো فِعْل -কে বারবার সম্পাদন করা। এটার দলিল হলো, যখন হজের আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা.) প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজের এই আদেশটি কি শুধু এই এক বৎসরের জন্যই, না সব সময়ের জন্য? এ ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা.) আরবি ভাষাভাষি হওয়া সত্ত্বেও হজের আদেশের মধ্যে এটাই উপলব্ধি করেছিলেন যে, أَمْرٌ বারবার فِعْل সংঘটিত হওয়া কামনা করে। তারপর যখন তিনি এটার মধ্যে উম্মতের জন্য বিরাট অসুবিধা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এটার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হলো أَمْرٌ বারবার فِعْل সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এটার স্বপক্ষে তিনি দলিল পেশ করেন এভাবে যে, اِضْرِبْ শব্দটি اِثْبَاتٌ-এর أَطْلُبُ مِنْكَ ضَرْبًا হতে সংক্ষেপ। এখানে ضَرْبًا শব্দটি نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্টবাচক পদ। আর কায়দা আছে যে, نَكِرَةٌ যখন اِثْبَاتٌ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তা خَاصٌ-এর মর্যাদা লাভ করে; কিন্তু عُمُوْم ও تَكْرَارٌ-এর সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং কোনো قَرِيْنَةٌ বা আলামত পাওয়া যাওয়ার সময় أَمْرٌ এই عُمُوْم ও تَكْرَارٌ-এর উপর প্রযোজ্য হবে। আর مُوْجَبْ ও مُحْتَمَلْ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো مُوْجَبْ নিয়ত ছাড়াই সাব্যস্ত হয়ে যায় তবে مُحْتَمَلْ নিয়ত দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আমাদের দলিল শীঘ্রই আসছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ أَوْ لَا الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, أَمْرٌ-এর হুকুমের মধ্যে تَكْرَارٌ অর্থ থাকবে। তবে যে أَمْرٌ-এর সাথে مَرَّةً শব্দের উল্লেখ থাকবে তা নিঃসন্দেহে একবার সম্পাদন করার অর্থে হবে। আর أَمْرٌ مُطْلَقٌ তথা যে أَمْرٌ-এর সঙ্গে تَكْرَارٌ অথবা مَرَّةً-এর উল্লেখ থাকবে না সেটা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

قَوْلُهُ ذَهَبَ قَوْمٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) أَمْرٌ-এর مُوْجَبْ তাকরার হওয়ার দলিল তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, কিছুসংখ্যক ফকীহের মতে أَمْرٌ-এর مُوْجَبْ হলো تَكْرَارٌ হওয়া। তাদের মধ্যে দেখা যায় আবূ ইসহাক ইসপাহানী (র.) অন্যতম।

তারা তাদের অভিমতের পক্ষে দলিল পেশ করেন, ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত হযরত আকরা ইবনে হাবেস (রা.) সম্পর্কিত হাদীস–রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরজ করেছেন। ঠিক এমন সময় আকরা ইবনে হাবেস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উপর প্রতি বৎসরই কি হজ পালন করা ফরজ? হুজুর ﷺ প্রতিউত্তরে বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে প্রতি বৎসরই ওয়াজিব হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতে না। সুতরাং হজ জীবনে একবার করাই ফরজ, বারবার নয়। তবে করলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ فَسَأَلَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) জমহুর ওলামাদের পক্ষে বিরোধীদের পেশকৃত দলিলের উত্তর দিচ্ছেন এভাবে যে, আকরা ইবনে হাবেস (রা.) মনে করেছেন সকল ইবাদতই أَسْبَابٌ مُتَكَرِّرَةٌ তথা বারবার সংঘটিত হওয়ার কারণের সাথে সম্পর্কশীল। আর سَبَبٌ বা কারণ বারবার আসার কারণে ইবাদতও বারবার ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– নামাজ ওয়াক্তের সাথে এবং রোজা মাসের সাথে সম্পর্কিত, আর হজও এক হিসেবে সময়ের সাথে সম্পর্কিত। কেননা নির্দিষ্ট সময়ের পরে হজ সহীহ্ হয় না, আর সময়টা বারবার আসে। অতএব নামাজ ও রোজার ন্যায় হজও বারবার ওয়াজিব হবে। কিন্তু আরেক হিসেবে বায়তুল্লাহর সাথেও সম্পর্কশীল। কেননা যিলহজ মাসে বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্যত্র হজ করলে হজ হবে না। আর বায়তুল্লাহর মধ্যেও تَكْرَارٌ তথা বারংবার নেই। তাই উক্ত সাহাবীর মনে সন্দেহ হলো যে, হজ বারবার ওয়াজিব হবে। এ সন্দেহ দূরীভূত করার জন্যই তিনি হুযূর ﷺ কে প্রশ্ন করে বসলেন; أَمْرٌ টা تَكْرَارٌ-এর সম্ভাবনা রাখে এ কারণে সাহাবী অনুরূপ প্রশ্ন করেননি। যেমনটি বিরোধীগণ দাবি করেছেন।

[১৭২ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

* আমাদের মতে মতপার্থক্যের স্থান হলো أَمْرٌ-এর صِيْغَةٌ অর্থাৎ أَمْرٌ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাই হলো মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দু।

* প্রথমোক্ত মতের সমর্থনে দলিল এই ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) প্রথমত أَمْرٌ-এর صِيْغَةٌ 'খাস' করে وُجُوْبٌ-এর জন্য حَقِيْقَتْ হওয়াকে সাব্যস্ত করেছেন। আর أَمْرٌ-এর صِيْغَةٌ টি وُجُوْبٌ ও অন্য অর্থের মধ্যে مُشْتَرَكٌ হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতঃপর উপরোক্ত মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং اِبَاحَتْ ও نُدُبٌ -এর ক্ষেত্রে أَمْرٌ -এর حَقِيْقِيْ অর্থ হওয়াকে ভালো মনে করেছেন, আর তাকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। বুঝা গেল أَمْرٌ শব্দটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে أَمْرٌ এর صِيْغَةٌ-এর ব্যাপারে মতানৈক্য নয়।

* দ্বিতীয় মতের অনুকূলে যুক্তি এই যে, শুধুমাত্র কারী মু'তাযেলী ব্যতীত আর কেউই মুবাহকে مَامُوْرٌبِهٖ হিসেবে গণ্য করেননি। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, اِبَاحَتْ-এর صِيْغَةٌ-এর উপর أَمْرٌ-এর প্রয়োগ সর্বসম্মত ভাবেই مَجَازِيْ অর্থে হবে।

* আর ইমাম হাসান কারখী (র.) ও আবূ বকর জাসসাস (র.) نُدُبٌ-এর صِيْغَةٌ-এর উপর أَمْرٌ-এর প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং اِبَاحَتْ ও نُدُبٌ -কে একই সূত্রে মেনে নেওয়া এবং কারখী ও জাসসাস (র.) -কে বিরোধী পার্টি সাব্যস্ত করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, أَمْرٌ শব্দের প্রয়োগের দিকটা মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দু নয়।

سَوَاءٌ كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مَخْصُوْصًا بِوَصْفٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ رَدٌّ عَلٰى بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوْا إِلٰى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا أَوْ مَخْصُوْصًا بِوَصْفٍ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ وَالْوَصْفِ فَإِنَّ الْغُسْلَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْجَنَابَةِ وَالْقَطْعَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَةِ وَعِنْدَنَا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا الْمَخْصُوْصُ بِالْوَصْفِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِيْ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ لٰكِنَّهُ يَقَعُ عَلٰى أَقَلِّ جِنْسِهِ وَيَحْتَمِلُ كُلَّهُ اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُوْلُ لَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ الْأَمْرُ التَّكْرَارَ عِنْدَكُمْ فَكَيْفَ يَصِحُّ عِنْدَكُمْ نِيَّةُ الثَّلٰثِ فِيْ قَوْلِهِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَيَقُوْلُ إِنَّ الْأَمْرَ يَقَعُ عَلٰى أَقَلِّ جِنْسِهِ وَهُوَ الْفَرْدُ الْحَقِيْقِيُّ وَيَحْتَمِلُ كُلَّهُ الْجِنْسَ وَهُوَ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ أَيِ الطَّلَقَاتُ الثَّلٰثُ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَدَدٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ فَرْدٌ وَلَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَدْلُوْلٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَنْوِيٌّ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ حَتّٰى إِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الثَّلٰثَ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ فَرْدٌ حَقِيْقِيٌّ مُتَيَقَّنٌ وَالثَّلٰثُ فَرْدٌ حُكْمِيٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَا تَعْمَلُ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ أَمَةً أَيْ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ فِيْ قَوْلِهِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ -

শাব্দিক অনুবাদ : سَوَاءٌ সমান كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَمْر চাই কোনো শর্তের সাথে যুক্ত হোক أَوْ مَخْصُوْصًا بِوَصْفٍ অথবা কোনো বিশেষণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হোক أَوْ لَمْ يَكُنْ অথবা এগুলোর কোনোটিই না হোক رَدٌّ عَلٰى بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) এ কথার দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিছু সংখ্যক অনুসারীর অভিমত খণ্ডন করা হয়েছে فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوْا إِلٰى أَنَّهُ কেননা, তাদের মাযহাব হলো إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ আমর যখন কোনো শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত হয় كَقَوْلِهِ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا যখন তোমরা অপবিত্র হও, তখন পবিত্রতা অর্জন কর أَوْ مَخْصُوْصًا بِوَصْفٍ অথবা কোনো বিশেষণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় كَقَوْلِهِ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا পুরুষ চোর ও মহিলা চোরনী উভয়ের হাত কেটে দাও يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ وَالْوَصْفِ তখন ঐ শর্ত ও বিশেষণ যতবার مُكَرَّرْ হওয়ার কারণে أَمْر ও ততবার تَكْرَارْ হবে فَإِنَّ الْغُسْلَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْجَنَابَةِ নিশ্চয় গোসল تَكْرَارْ হতে অপবিত্রতার تَكْرَارْ-এর সাথে সাথে وَالْقَطْعَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَةِ আর কর্তন করা تَكْرَارْ হবে চুরি تَكْرَارْ হওয়ার কারণে وَعِنْدَنَا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ وَغَيْرِهِ আমরা তথা হানাফীগণের মতে শর্তযুক্ত হওয়া বা না হওয়া وَكَذَا الْمَخْصُوْصُ بِالْوَصْفِ وَغَيْرِهِ এবং অনুরূপ কোনো বিশেষণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া বা না হওয়া سَوَاءٌ সবই এ ব্যাপারে সমান فِيْ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ আমরটা فِعْل বারবার সংঘটিত হওয়া কামনা করে না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না لٰكِنَّهُ يَقَعُ عَلٰى أَقَلِّ جِنْسِهِ অবশ্য أَمْر তার جِنْس-এর নিম্নতম পরিমাণের উপর পতিত হয় وَيَحْتَمِلُ كُلَّهُ এবং সম্পূর্ণ جِنْس-এর সম্ভাবনাও রাখে اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ এটা গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি وَلَا يَحْتَمِلُهُ-এর اِسْتِدْرَاكٌ বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে كَأَنَّ قَائِلًا يقول যেন কোনো বক্তা বলছে لَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ الْأَمْرُ التَّكْرَارَ যেহেতু أَمْر টি تَكْرَار-এর সম্ভাবনা রাখে না عِنْدَكُمْ আপনাদের (হানাফীদের) মতে فَكَيْفَ يَصِحُّ عِنْدَكُمْ তাহলে আপনাদের নিকট কিরূপে শুদ্ধ হয় نِيَّةُ الثَّلٰثِ তিন তালাকের নিয়ত فِيْ قَوْلِهِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ তখন স্বামী তার স্ত্রীকে طَلِّقِيْ نَفْسَكِ বললে فَيَقُوْلُ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) উত্তরে বলেছেন যে, إِنَّ الْأَمْرَ يَقَعُ عَلٰى أَقَلِّ جِنْسِهِ নিশ্চয় আমর তার جِنْس-এর নিম্নতম পরিমাণের উপর পতিত হয় وَهُوَ الْفَرْدُ الْحَقِيْقِيُّ এবং এটাই হচ্ছে প্রকৃত একক وَيَحْتَمِلُ كُلَّهُ الْجِنْسَ আর সম্পূর্ণ جِنْس-এর সম্ভাবনা রাখে وَهُوَ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ কিন্তু তা হচ্ছে فَرْدٌ حُكْمِيٌّ - أَيِ الطَّلَقَاتُ الثَّلٰثُ অর্থাৎ তিন তালাক لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَدَدٌ এ হিসেবে নয় যে, এটা একটি সংখ্যা بَلْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ فَرْدٌ বরং এ হিসেবে যে, এটা একটি একক وَلَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَدْلُوْلٌ আর এ হিসেবেও নয় যে, এটা ঐ শব্দের مَدْلُوْلٌ - بَلْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَنْوِيٌّ বরং এ হিসেবে যে, তা নিয়তকৃত وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ আর গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত قَوْل দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, حَتّٰى إِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ এমনকি যখন স্বামী তার স্ত্রীকে طَلِّقِيْ نَفْسَكِ বলে أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ তখন তা দ্বারা শুধু এক তালাকই পতিত হবে إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الثَّلٰثَ অবশ্য যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ فَرْدٌ حَقِيْقِيٌّ مُتَيَقَّنٌ কেননা, এক তালাক হচ্ছে প্রকৃত একক এবং সুনিশ্চিত وَالثَّلٰثُ فَرْدٌ حُكْمِيٌّ আর তিন তালাক হচ্ছে রূপকার্থে একক مُحْتَمَلٌ এবং সম্ভাব্য وَلَا تَعْمَلُ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ আর দু'তালাকের নিয়ত কার্যকরী হবে না إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ أَمَةً তবে যদি স্ত্রী ক্রীতদাসী হয় أَيْ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ অর্থাৎ দুই তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না فِيْ قَوْلِهِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ তার উক্তি طَلِّقِيْ نَفْسَكِ-এর মধ্যে لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ কেননা, দুই একটি সংখ্যামাত্র।

সরল অনুবাদ : চাই أَمْرٌ কোনো শর্তের সাথে যুক্ত হোক অথবা কোনো বিশেষণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হোক অথবা এগুলোর কোনোটিই না হোক, সবই সমান। এ কথার দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিছুসংখ্যক অনুসারীর অভিমত খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা তাঁদের মাযহাব হলো أَمْر যখন কোনো শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا অথবা কোনো বিশেষণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا তখন ঐ শর্ত ও বিশেষণ যতবার مُكَرَّرْ হওয়ার কারণে أَمْر ও ততবারই تَكْرَارْ হবে। আমরা তথা হানাফীগণের মতে শর্তযুক্ত হওয়া বা না হওয়া এবং অনুরূপ কোনো বিশেষণ দ্বারা বৈশিষ্টমণ্ডিত হওয়া বা না হওয়া সবই এ ব্যাপারে সমান যে, أَمْر টা فِعْل বারবার সংঘটিত হওয়া কামনা করে না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না। **অবশ্য أَمْر তার جِنْس-এর নিম্নতম পরিমাণের উপর পতিত হয় এবং সম্পূর্ণ جِنْس-এর সম্ভাবনাও রাখে।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি وَلَا يَحْتَمِلُهُ-এর اِسْتِدْرَاكْ বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় যেন এ উক্তির ভিত্তিতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনকারী এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, যখন আপনাদের মতে أَمْر টা تَكْرَارْ-এর সম্ভাবনা রাখে না, তখন স্বামী তার স্ত্রীকে طَلِّقِيْ نَفْسَكِ বললে তোমাদের নিকট তিন তালাকের নিয়ত কিরূপে শুদ্ধ হয়? সুতরাং গ্রন্থকার (র.) উত্তরে বলেছেন যে, امر তার جِنْس-এর নিম্নতম পরিমাণের উপর পতিত হয় এবং এটাই হচ্ছে প্রকৃত একক আর সম্পূর্ণ جِنْس-এর সম্ভাবনাও রাখে; কিন্তু তা হচ্ছে فرد حكمى অর্থাৎ তিন তালাক। এ হিসেবে নয় যে, এটা একটি সংখ্যা; বরং এ হিসেবে যে, এটা একটি একক। আর এ হিসেবেও নয় যে, এটা ঐ শব্দের مَدْلُوْل বরং এ হিসেবে যে, তা নিয়তকৃত। আর গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত قَوْل দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন , **এমনকি যখন স্বামী তার স্ত্রীকে طَلِّقِيْ نَفْسَكِ বলে, তখন তা দ্বারা শুধু এক তালাকই পতিত হবে। অবশ্য যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে।** কেননা এক তালাক হচ্ছে فَرْدْ حَقِيْقِيْ বা প্রকৃত একক এবং সুনিশ্চিত। আর তিন তালাক হচ্ছে فَرْدْ حُكْمِيْ বা রূপকার্থে একক এবং সম্ভাব্য। **আর দুই তালাকের নিয়ত কার্যকর হবে না, তবে যদি স্ত্রী ক্রীতদাসী হয়।** অর্থাৎ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ-এর মধ্যে দুই তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না। কেননা দুই একটি সংখ্যা মাত্র।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْقَطْعُ يَتَكَرَّرُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) وَصْف-এর تَكْرَارْ-এর কারণে أَمْر-এর مُوْجَبْ বা হুকুম تَكْرَارْ হয় কি না ? সে ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিছুসংখ্যক শিষ্যের মতে أَمْر যদি কোনো শর্তের সাথে যুক্ত হয় অথবা কোনো وَصْف-এর সাথে مَخْصُوْص বা নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে উক্ত শর্ত বা وَصْف-এর পুনরাবৃত্তির কারণে أَمْر-এর مُوْجَبْ বা হুকুমেরও পুনরাবৃত্তি হবে। সুতরাং আল্লাহর বাণী- اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (الاية)-এর মধ্যে হাত কর্তন করার হুকুমকে চুরি وَصْف-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং যতবার চুরির وَصْف টা পাওয়া যাবে ততবার হাত কর্তনের হুকুম দেওয়া হবে। কেননা وَصْف টা শর্তের ন্যায়। আর কায়দা আছে শর্তের পুনরাবৃত্তিতে حُكْم-এরও পুনরাবৃত্তি ঘটে। আর হানাফীগণের পক্ষ হতে তার উত্তর এভাবে দেওয়া হয় যে, প্রথমত শর্তকে عِلَّتْ-এর সমতুল্য গণ্য করা সহীহ হয়নি। কেননা عِلَّتْ থাকার সময় مَعْلُوْلْ বা হুকুমের উপস্থিতিটা অপরিহার্য। অথচ শর্ত পাওয়া গেলেও مَشْرُوْطْ পাওয়া জরুরি নয়। দ্বিতীয়ত কোনো أَمْر-কে عِلَّتْ-এর সাথে যুক্ত করলে কেবল عِلَّتْ-এর تَكْرَارْ-এর কারণেই فِعْل-এর মধ্যে تَكْرَارْ বা পুনরাবৃত্তি আসে না; বরং অন্য কোনো দলিলের দ্বারা তাকে সাব্যস্ত করতে হয়।

قَوْلُهُ لَا مِنْ حَيْثُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারত দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) كُلْ جِنْس-এর উপর أَمْر-এর প্রয়োগটা حَقِيْقِيْ না حُكْمِيْ সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, كُلْ جِنْس (পূর্ণাঙ্গ জাতি) -কে أَمْر এ হিসেবে বুঝায় না যে, সেটি একটি عَدَدْ (একাধিক অর্থ বোধক সংখ্যা) যার দ্বারা تَكْرَارْ প্রযোজ্য হবে; বরং كُلْ جِنْس -কে أَمْر এ হিসেবে ধরা হয়েছে যে, সেটা حُكْمِيْ ভাবে একক। সুতরাং فَرْدْ টা হলো মৌলিকভাবে এককের জন্য গঠিত, আর عَدَدْ টা হলো সমষ্টিগতভাবে এককের জন্য গঠিত। অতএব উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা فَرْدْ ও عَدَدْ -এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া كُلْ جِنْس -এর উপর أَمْر-এর প্রয়োগটা তার مَدْلُوْلْ হিসেবেও নয়; বরং বক্তা নিয়ত করার কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা مَجَازْ বা রূপক অর্থ হিসেবেই গণ্য হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ : طَلِّقِيْ শব্দটি أَمْر ইহা اِفْعَلِيْ فِعْلَ الطَّلَاقِ -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। اَلطَّلَاقْ শব্দটি মাসদার, মাসদার সর্বদা একবচনের অর্থ প্রদান করে। তবে তার নিয়ত অনুসারে বহুবচনের অর্থ প্রদান করতে পারে। কিন্তু কোনো সংখ্যা কখনোই বুঝায় না। তাই طَلِّقِيْ نَفْسَكِ দ্বারা সাধারণভাবে এক তালাক পতিত হবে। আর নিয়ত পাওয়া গেলে সবকটি তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ الخ - এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারত দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আর তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

প্রশ্ন : উল্লেখ্য যে, তিনের সমষ্টিকে একক হিসেবে গণ্য করে فَرْدْ حُكْمِيْ বলা হলো কিন্তু দুই এর সমষ্টিকে একক হিসেবে ধরে فَرْدْ حُكْمِيْ বলা হলো না কেন ?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনের সমষ্টি تَعَدُّدْ বা বিভিন্নতার সম্ভাবনা রাখে না, যেমনিভাবে فَرْدْ حُكْمِيْ ও تَعَدُّدْ বা একাধিক হওয়ার অবকাশ রাখে না। তাই এটি فَرْدْ حُكْمِيْ হিসেবে গণ্য হয়েছে। তবে দুয়ের সমষ্টি তিনের সমষ্টির বিপরীত বিধায় তাকে فَرْدْ حُكْمِيْ হিসেবে গণ্য করা হয় না। যেহেতু দুইয়ের সমষ্টি تَعَدُّدْ বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, مَجْمُوْعُ الثَّلٰثِ (তিনের সমষ্টি) যেমনিভাবে এ তিনটি তালাককে বুঝায় তেমনিভাবে অপরাপর মহিলাদের উপর পতিত তালাকগুলোকেও বুঝায় এবং এই মহিলা অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্ত হলে সেই তালাকগুলোকেও বুঝাবে।

এর জবাবে বলা যায় যে, এর দ্বারা সেই তালাকের جِنْس এককগুলো উদ্দেশ্য যা একই বিয়ের মাধ্যমে একই মহিলার ব্যাপারে যেগুলোর মালিকানা অর্জিত হয়েছে। আর এটা স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে তিন তালাক ও দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক। অপরদিকে طَلِّقِيْ শব্দটি طَلَاقْ শব্দ হতে বের হয়েছে এবং أَمْر-এর صِيْغَهْ অর্থাৎ طَلِّقِيْ মাসদারের অর্থ প্রকাশ করে থাকে। আর مَصْدَرْ একক অর্থ প্রকাশ করে। এবং এ স্থানে এক হলো فَرْدْ حَقِيْقِيْ আর সমষ্টিগতভাবে তিন হলো فَرْدْ حُكْمِى তবে দুই فَرْدْ حَقِيْقِيْও নয় এবং فَرْدْ حُكْمِيْও নয়। তাই طَلِّقِيْ-এর দ্বারা একককে বুঝানো হবে এবং তিনকে বুঝানোর সম্ভাবনাও থাকবে। তবে দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক فَرْدْ حُكْمِيْ হওয়ার কারণে সেটাও উদ্দেশ্য হতে পারবে।

لَيْسَ بِفَرْدٍ حَقِيقِيٍّ وَلَاحُكْمِيٍّ وَلَيْسَ مَدْلُوْلًا لِلَّفْظِ وَلَا مُحْتَمِلًا لَهُ اِلَّا اِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ اَمَةً لِاَنَّ الثِّنْتَيْنِ فِىْ حَقِّهَا كَالثَّلٰثَةِ فِىْ حَقِّ الْحُرَّةِ فَهُوَ وَاحِدٌ حُكْمِيٌّ كَالثَّلٰثِ فِىْ حَقِّهَا وَاَمَّا اِذَا قَالَ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ فَحِيْنَئِذٍ اِنَّمَا يَقَعُ ثِنْتَانِ لِاَجْلِ اَنَّهُ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ لِمَا قَبْلَهُ لَابَيَانُ تَفْسِيْرٍ لَهُ لِاَنَّ طَلِّقِىْ لَايَحْتَمِلُ ثِنْتَيْنِ حَتّٰى يَكُوْنَ بَيَانًا لَهُ ثُمَّ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ (رح) دَلِيْلًا عَلٰى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ فَقَالَ لِاَنَّ صِيْغَةَ الْاَمْرِ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ بِالْمَصْدَرِ الَّذِىْ هُوَ فَرْدٌ اَىْ اِنَّمَا لَايَقْتَضِى الْاَمْرُ التَّكْرَارَ لِاَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ بِالْمَصْدَرِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَيْسَ بِفَرْدٍ حَقِيْقِيٍّ এটা যেমন প্রকৃত একক নয় وَلَا حُكْمِيٍّ তেমনি রূপকার্থেও একক নয় وَلَيْسَ مَدْلُوْلًا لِلَّفْظِ আর সেটা কোনো শব্দের مَدْلُوْل ও নয় وَلَا مُحْتَمِلًا لَهُ এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না اِلَّا اِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ اَمَةً অবশ্য যদি স্ত্রী ক্রীতদাসী হয় (তাহলে তার ক্ষেত্রে ঐ তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে) لِاَنَّ الثِّنْتَيْنِ فِىْ حَقِّهَا কেননা, তার ক্ষেত্রে দুই তালাক كَالثَّلٰثَةِ فِىْ حَقِّ الْحُرَّةِ যেমন স্বাধীনার ক্ষেত্রে তিন তালাক فَهُوَ وَاحِدٌ حُكْمِيٌّ তা রূপকার্থে একক كَالثَّلٰثِ فِىْ حَقِّهَا যদ্রূপ তিন তালাক আযাদ মহিলার ক্ষেত্রে রূপকার্থে একক وَاَمَّا اِذَا قَالَ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ আর স্বামী যখন তার স্ত্রীকে طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ বলবে فَحِيْنَئِذٍ اِنَّمَا يَقَعُ ثِنْتَانِ তখন (স্ত্রী নিজের উপর দুই তালাক পতিত করার ক্ষমতা লাভ করবে) এবং দুই তালাকই পতিত হবে لِاَجْلِ اَنَّهُ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ لِمَا قَبْلَهُ এ জন্য যে, ثِنْتَيْنِ শব্দটি তার পূর্ববর্তী শব্দের জন্য بَيَانُ تَغْيِيْرٍ হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে لَا بَيَانُ تَفْسِيْرٍ لَهُ বয়ানে তাফসীর হিসেবে নয় لِاَنَّ طَلِّقِىْ لَايَحْتَمِلُ ثِنْتَيْنِ কেননা طَلِّقِىْ শব্দটি ثِنْتَيْنِ -এর কোনো সম্ভাবনা রাখে না حَتّٰى يَكُوْنَ بَيَانًا لَهُ (যদি তদ্রূপ হতো) তাহলে বলা যেত ثِنْتَيْنِ শব্দটি طَلِّقِىْ -এর بَيَانٌ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে ثُمَّ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ (رح) دَلِيْلًا عَلٰى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ فَقَالَ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) তাঁর পছন্দনীয় অভিমতের পক্ষে একটি দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেছেন لِاَنَّ صِيْغَةَ الْاَمْرِ কেননা, اَمْر -এর সীগাহ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ بِالْمَصْدَرِ ফে'লকে এমন মাসদারের সাহায্যে طَلَبٌ করার সংক্ষিপ্তরূপ الَّذِىْ هُوَ فَرْدٌ যা একক اَىْ اِنَّمَا لَايَقْتَضِى الْاَمْرُ অর্থাৎ اَمْر চায় না, التَّكْرَارَ। ফে'ল বারবার সংঘটিত হওয়াকে لِاَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ কারণ, اَمْر হচ্ছে فِعْل -কে طَلَبٌ করারই সংক্ষিপ্তরূপ بِالْمَصْدَرِ মাসদারের সাহায্যে।

সরল অনুবাদ : এটা যেমন প্রকৃত একক নয়, তেমনি রূপকার্থেও একক নয়। আর সেটা কোনো শব্দের مَدْلُوْل ও নয় এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না। অবশ্য যদি স্ত্রী ক্রীতদাসী হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে দুই তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে দুই তালাক ঠিক তদ্রূপ فَرْدٌ حُكْمِىٌّ যদ্রূপ তিন তালাক আযাদ মহিলার ক্ষেত্রে فَرْدٌ حُكْمِىٌّ; আর স্বামী যখন তার স্ত্রীকে طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ বলবে, তখন স্ত্রী নিজের উপর দুই তালাক পতিত করার ক্ষমতা লাভ করবে এবং দুই তালাকই পতিত হবে। এ জন্য যে, ثِنْتَيْنِ শব্দটি তার পূর্ববর্তী শব্দের জন্য بَيَانُ تَغْيِيْرٍ হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে, بَيَانُ تَفْسِيْرٍ হিসেবে নয়। কেননা طَلِّقِىْ শব্দটি ثِنْتَيْنِ-এর কোনো সম্ভাবনা রাখে না। যদি তদ্রূপ হতো, তাহলে বলা যেত যে, ثِنْتَيْنِ শব্দটি طَلِّقِىْ-এর بَيَانٌ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) তাঁর পছন্দনীয় অভিমতের পক্ষে একটি দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেছেন, **কেননা اَمْر-এর সীগাহ فِعْل -কে এমন মাসদারের সাহায্যে طَلَبٌ করার সংক্ষিপ্তরূপ, যা একক।** অর্থাৎ اَمْر বারবার فِعْل সংঘটিত হওয়াকে চায় না। কারণ اَمْر হচ্ছে فِعْل -কে مَصْدَرْ-এর সাহায্যে طَلَبٌ করারই সংক্ষিপ্তরূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا اِذَا قَالَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, দুই সংখ্যা যখন فَرْدٌ حَقِيْقِىٌّ বা فَرْدٌ حُكْمِىٌّ-এর কোনোটাই নয় এবং এটি طَلِّقِىْ শব্দের مَدْلُوْل বা مُحْتَمَلْ এরও কোনোটা নয়, তবে এটা কিভাবে তালাকের তাফসীর হতে পারে?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) বলেন, এখানে ثِنْتَيْنِ শব্দটি طَلِّقِىْ نَفْسَكِ -এর তাফসীর বা ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা হয়নি; বরং এটা طَلِّقِىْ-এর অর্থের পরিবর্তন সাধনকারী বর্ণনা তথা بَيَانُ تَغْيِيْرٍ হয়েছে। আর بَيَانُ تَغْيِيْرٍ বলে যা পূর্ববর্তী حُكْم -কে পরিবর্তন সাধন করে। আর بَيَانُ تَفْسِيْرٍ হলো مُجْمَلْ বা مُشْتَرَكْ-এর ব্যাখ্যা প্রদান। সুতরাং বুঝা গেল যে, طَلِّقِىْ শব্দটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ثِنْتَيْنِ-এর অর্থবোধক নয় এবং ثِنْتَيْنِ -এর তাফসীরও নয়।

قَوْلُهُ اَىْ اِنَّمَا لَايَقْتَضِى الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি لِاَنَّ صِيْغَةَ الْاَمْرِ-এর মূল দাবি হলো اَمْر টা تَكْرَارْ -কে চায় না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না। আর اَطْلُبُ مِنْكَ اِضْرِبْ শব্দটি اَلضَّرْبَ-এর সংক্ষিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো উক্ত বাক্য দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ হয়, তা اِضْرِبْ সীগাহ দ্বারাও হয়ে থাকে। তবে এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো اَطْلُبُ مِنْكَ الضَّرْبَ বাক্যের দ্বারা اِنْشَاءْ উদ্দেশ্য হতে হবে। কারণ বাক্যটি মূলত جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ কিন্তু উল্লিখিত اَمْر টা হলো اِنْشَاءْ-এর অন্তর্ভুক্ত।

فَقَوْلُكَ اِضْرِبْ مُخْتَصَرٌ مِنْ اَطْلُبُ مِنْكَ الضَّرْبَ وَقَوْلُهُ صَلُّوْا مُخْتَصَرٌ مِنْ اَطْلُبُ مِنْكُمُ الصَّلٰوةَ وَقَوْلُهُ طَلِّقِيْ مُخْتَصَرٌ مِنْ اِفْعَلِيْ فِعْلَ الطَّلَاقِ وَالْمَصْدَرُ الْمُخْتَصَرُ مِنْهُ فَرْدٌ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَكَيْفَ يَحْتَمِلُهُ وَمَعْنَى التَّوَحُّدِ مُرَاعِيْ فِيْ اَلْفَاظِ الْوُحْدَانِ فَالْفِعْلُ الْمُخْتَصَرُ مِنْهُ اَوْلٰى اَنْ لَّا يَحْتَمِلَ الْعَدَدَ وَبِهٰذَا الْقَدْرِ تَمَّ الدَّلِيْلُ عَلَى الْاَصْلِ الْكُلِّيِّ ثُمَّ قَوْلُهُ وَ ذٰلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ وَالْمُثَنّٰى بِمَعْزِلٍ عَنْهُمَا بَيَانٌ لِلْمِثَالِ الْمُخْتَصِّ اَعْنِيْ قَوْلُهُ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ لِاَنَّ الطَّلَاقَ هُوَ الَّذِيْ يَتَّصِفُ بِالْجِنْسِيَّةِ وَالْفَرْدِ الْحُكْمِيِّ وَمَعْزِلِيَّةِ الْمُثَنّٰى وَاَمَّا مَا سِوَاهُ فَلَا يُعْلَمُ فِيْهِ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ اِلَّا فِيْ اٰخِرِ الْعُمُرِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَوْلُكَ যেমন তোমার উক্তি اِضْرِبْ তুমি প্রহার কর مُخْتَصَرٌ مِنْ اَطْلُبُ مِنْكَ الضَّرْبَ সংক্ষিপ্ত اَطْلُبُ مِنْ হতে وَقَوْلُهُ صَلُّوْا এবং صَلُّوْا এ সীগাহটি مُخْتَصَرٌ مِنْهُ اَطْلُبُ مِنْكُمُ الصَّلٰوةَ সংক্ষিপ্ত اَطْلُبُ مِنْكُمُ الصَّلٰوةَ হতে وَقَوْلُهُ طَلِّقِيْ আর طَلِّقِيْ এ সীগাহটি مُخْتَصَرٌ مِنْ اِفْعَلِيْ فِعْلَ الطَّلَاقِ সংক্ষিপ্ত اِفْعَلِيْ فِعْلَ الطَّلَاقِ হতে وَالْمَصْدَرُ الْمُخْتَصَرُ مِنْهُ আর ঐ মাসদার যার থেকে সংক্ষেপ করা হয়েছে فَرْدٌ তা একটি একক শব্দ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ যা সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না وَكَيْفَ يَحْتَمِلُهُ সুতরাং اَمْر কিরূপে এটার সম্ভাবনা রাখতে পারে? وَمَعْنَى التَّوَحُّدِ مُرَاعِيْ فِيْ اَلْفَاظِ الْوُحْدَانِ অথচ এককত্বের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক শব্দসমূহের মধ্যে একক অর্থেরই বিবেচনা করা হয়ে থাকে فَالْفِعْلُ الْمُخْتَصَرُ مِنْهُ সুতরাং اَمْر-এর সেই ক্রিয়াটি যা মাসদার হতে সংক্ষিপ্ত হয়েছে اَوْلٰى اَنْ لَّا يَحْتَمِلَ الْعَدَدَ তা তো আরো উত্তম কারণে একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না وَبِهٰذَا الْقَدْرِ تَمَّ الدَّلِيْلُ এ পর্যন্ত দলিলসমূহ সমাপ্ত হয়ে গেছে عَلَى الْاَصْلِ الْكُلِّيِّ মূল বিধান (তথা হানাফীদের দাবির) উপর ثُمَّ قَوْلُهُ وَذٰلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি "আর এককত্ব فَرْدِيَّتْ ও جِنْسِيَّتْ-এর আকারে প্রকাশ হয়ে থাকে وَالْمُثَنّٰى بِمَعْزِلٍ عَنْهُمَا আর দ্বিবচন এতদুভয় হতে সম্পূর্ণ পৃথক بَيَانٌ لِلْمِثَالِ الْمُخْتَصِّ-এর দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করাই উদ্দেশ্য اَعْنِيْ قَوْلُهُ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ অর্থাৎ তার উক্তি طَلِّقِيْ نَفْسَكِ-এর ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য لِاَنَّ الطَّلَاقَ هُوَ الَّذِيْ কারণ এখানে 'তালাক' শব্দটি উহা يَتَّصِفُ যা গুণান্বিত بِالْجِنْسِيَّةِ জাতীয়তার সাথে وَالْفَرْدِ الْحُكْمِيِّ বা فَرْد حُكْمِيّ বা হুকমীভাবে وَمَعْزِلِيَّةِ الْمُثَنّٰى একক ও দ্বিবচন হতে বিচ্ছিন্নতার সাথে وَاَمَّا مَا سِوَاهُ فَلَا يُعْلَمُ فِيْهِ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ অবশ্য তালাক ব্যতীত অন্যান্য সীগাহসমূহে হুকুমী একক-এর জ্ঞান অর্জিত হয় না اِلَّا فِيْ اٰخِرِ الْعُمُرِ বরং জীবনের শেষাংশেই অর্জিত হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : যেমন –তোমার উক্তি اِضْرِبْ এ সীগাহটি اَطْلُبُ مِنْكَ الضَّرْبَ হতে এবং صَلُّوْا এ সীগাহটি اَطْلُبُ مِنْكُمُ الصَّلٰوةَ হতে, আর طَلِّقِيْ এ সীগাহটি اِفْعَلْ فِعْلَ الطَّلَاقِ হতে সংক্ষিপ্ত। আর ঐ মাসদার যার থেকে সংক্ষেপ করা হয়েছে, তা একটি একক শব্দ যা একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং اَمْر কিরূপে এটার সম্ভাবনা রাখতে পারে? **অথচ এককত্বের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একক শব্দসমূহের মধ্যে একক অর্থেরই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।** সুতরাং اَمْر-এর সেই ক্রিয়াটি যা মাসদার হতে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। তা তো আরো উত্তম কারণে একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। এ পর্যন্ত মূল বিধান (তথা হানাফীদের দাবির) উপর দলিলসমূহ সমাপ্ত হয়ে গেছে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি **"আর এ এককত্ব فَرْدِيَّتْ ও جِنْسِيَّتْ-এর আকারে প্রকাশ হয়ে থাকে, দ্বিবচন এতদুভয় হতে সম্পূর্ণ পৃথক।"** এর দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তার উক্তি طَلِّقِيْ نَفْسَكِ-এর ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য। কারণ এখানে 'তালাক' শব্দটি جِنْسِيَّتْ বা জাতীয়তা, فَرْد حُكْمِيّ বা হুকমীভাবে একক ও দ্বিবচন হতে বিচ্ছিন্নতার সাথে গুণান্বিত। অবশ্য তালাক ব্যতীত অন্যান্য সীগাহসমূহে হুকমী একক-এর জ্ঞান শুধু জীবনের শেষাংশেই অর্জিত হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ذٰلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ : একক শব্দগুলোর মধ্যে একক অর্থ পাওয়া যাবে দু'ভাবে। ১. بِالْفَرْدِيَّةِ একক হিসেবে। যেমন– طَلِّقِيْ অর্থ– اِفْعَلِيْ فِعْلَ الطَّلَاقِ এখানে একক হিসেবে একবার তালাক উদ্দেশ্য হবে। ২. بِالْجِنْسِيَّةِ জাতীয়ভাবে। যেমন– طَلِّقِيْ অর্থ اِفْعَلِيْ فِعْلَ الطَّلَاقِ এখানে الطلاق বলতে সমস্ত তালাক নিয়ত করা যাবে। কারণ جِنْس طَلَاقْ সবকটি তালাককে শামিল করতে পারে। যেমন– اَلْاِنْسَانُ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ-এর অর্থ যদি বলা হয়– সব মানুষ কুরআন পড়ে, তাহলে جِنْسِيَّةْ-এর ভিত্তিতে সঠিক। আবার যদি বলা হয়– মানুষটি কুরআন পড়ে, তাহলে فَرْدِيَّةْ-এর ভিত্তিতে সঠিক। তবে مُثَنّٰى বা দ্বিবচন হচ্ছে নিছক সংখ্যা। যা فَرْدِيَّةْ বা جِنْسِيَّةْ-এর মধ্যে পড়ে না। তাই طَلَاقْ বলে দু'তালাক নিয়ত করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَالْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারত দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, গ্রন্থকার (র.) جِنْسِيَّتْ দ্বারা فَرْد حُكْمِيّ-কে এবং فَرْدِيَّتْ দ্বারা فَرْد حَقِيْقِيّ-কে বুঝাতে চেয়েছেন। আর تَوَحُّدْ বা একক অর্থবোধক হওয়াটা فَرْد حَقِيْقِيّ ও فَرْد حُكْمِيّ উভয়টার জন্যই প্রয়োগ হয়ে থাকে। এবং তালাকের মধ্যে একটি فَرْد حَقِيْقِيّ ও একটি فَرْد حُكْمِيّ রয়েছে। আর فَرْد حُكْمِيّ আযাদ মহিলার ক্ষেত্রে তিন তালাকের সমষ্টি এবং ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাকের সমষ্টি। তবে তালাক ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যেমন– চুরি, নামাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে فَرْد حُكْمِيّ তথা সমষ্টিগত বস্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত ছাড়া জানা অসম্ভব। কারণ এগুলোর কোনো নির্ধারিত সময়সীমা জানা নেই। যদ্দরুন মোট সংখ্যা সমষ্টিগতভাবে فَرْد حُكْمِيّ হিসেবে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং জীবনের সমাপ্তি লগ্নেই فَرْد حُكْمِيّ অর্থাৎ সমষ্টির ব্যাপারে অবগত হওয়া যাবে, অন্যথা নয়।

وَمَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَبِاَسْبَابِهَا لَا بِالْاَوَامِرِ جَوَابُ سُوَالٍ يَرِدُ عَلَيْنَا وَهُوَ اَنَّ الْاَمْرَ اِذَا لَمْ يَقْتَضِ التَّكْرَارَ وَلَمْ يَحْتَمِلْهُ فَبِاَيِّ وَجْهٍ تَتَكَرَّرُ الْعِبَادَاتُ مِثْلَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اِنَّ مَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ بِالْاَوَامِرِ بَلْ بِالْاَسْبَابِ لِاَنَّ تَكْرَارَ السَّبَبِ يَدُلُّ عَلٰى تَكْرَارِ الْمُسَبَّبِ فَاَيَّانَ وُجِدَ الْوَقْتُ وَجَبَ الصَّلٰوةُ وَمَتٰى يَاْتِىْ رَمَضَانُ يَجِبُ الصِّيَامُ وَمَهْمَا قَدَرَ عَلٰى مِلْكِ الْمَالِ وَجَبَتِ الزَّكٰوةُ وَلِهٰذَا لَمْ يَجِبِ الْحَجُّ فِى الْعُمُرِ اِلَّا مَرَّةً لِاَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ لَاتَكْرَارَ فِيْهِ لَايُقَالُ اِنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِنَفْسِ الْوُجُوْبِ وَالْاَمْرُ اِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ الْاَدَاءِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ السَّبَبُ مُغْنِيًا عَنِ الْاَمْرِ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّ عِنْدَ وُجُوْدِ كُلِّ سَبَبٍ يَتَكَرَّرُ الْاَمْرُ تَقْدِيْرًا مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَكَانَ تَكَرُّرُ الْعِبَادَاتِ بِتَكَرُّرِ الْاَوَامِرِ الْمُتَجَدِّدَةِ حُكْمًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لَمَّا اِحْتَمَلَ التَّكْرَارَ تَمْلِكُ اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثِنْتَيْنِ اِذَا نَوَى الزَّوْجُ بَيَانٌ لِخِلَافِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فِىْ اَصْلٍ كُلِّيٍّ عَلٰى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ الْخِلَافُ فِى الْمَسْاَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ আর যে সকল ইবাদত বারবার সংঘটিত হয় فَبِاَسْبَابِهَا সেগুলো নিজ নিজ سَبَبْ সমূহের বারবার আসার কারণেই مُكَرَّرْ হয়ে থাকে لَا بِالْاَوَامِرِ আমরসমূহের কারণে নয় جَوَابُ سُوَالٍ يَرِدُ عَلَيْنَا এটা আমাদের (হানাফীদের) উপর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে وَهُوَ اَنَّ الْاَمْرَ اِذَا لَمْ يَقْتَضِ التَّكْرَارَ প্রশ্ন হলো اَمْرْ যখন বারবার فِعْلْ সংঘটিত হওয়াকে কামনা করে না وَلَمْ يَحْتَمِلْهُ এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না فَبِاَيِّ وَجْهٍ تَتَكَرَّرُ الْعِبَادَاتُ তখন ইবাদত কেন বারবার সংঘটিত হয়ে থাকে? مِثْلَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ যেমন– নামাজ, রোজা ইত্যাদি فَيَقُوْلُ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, اِنَّ مَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ যে সকল ইবাদত বার বার সংঘটিত হয়ে থাকে لَيْسَ بِالْاَوَامِرِ সেগুলো اَمْرْ সমূহের تَكْرَارْ-এর কারণে বারংবার হয় না بَلْ بِالْاَسْبَابِ বরং সেগুলোর سَبَبْ সমূহ বারবার ঘুরে ফিরে আসে বলে সেগুলো مُكَرَّرْ হয়ে থাকে لِاَنَّ تَكْرَارَ السَّبَبِ يَدُلُّ عَلٰى تَكْرَارِ الْمُسَبَّبِ কেননা, سَبَبْ-এর تَكْرَارْ এটা নির্দেশ করে مُسَبَّبْ-এর تَكْرَارْ-এর প্রতি فَاَيَّانَ وُجِدَ الْوَقْتُ সুতরাং যখনই ওয়াক্ত পাওয়া যাবে وَجَبَ الصَّلٰوةُ তখনই নামাজ ওয়াজিব হবে وَمَتٰى يَاْتِىْ رَمَضَانُ এবং যখনই রমজান আগমন করবে يَجِبُ الصِّيَامُ তখনই রোজা ওয়াজিব হবে وَمَهْمَا قَدَرَ عَلٰى مِلْكِ الْمَالِ আর যখনই নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে وَجَبَتِ الزَّكٰوةُ তখনই যাকাত ওয়াজিব হবে وَلِهٰذَا আর এ কারণেই لَمْ يَجِبِ الْحَجُّ فِى الْعُمُرِ اِلَّا مَرَّةً হজ সারা জীবনে মাত্র একবারই ফরজ لِاَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ কেননা, বায়তুল্লাহ শরীফ, যা হজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ তা একটিই মাত্র لَاتَكْرَارَ فِيْهِ তাতে কোনো تَكْرَارْ নেই لَايُقَالُ এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা ঠিক হবে না اِنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ ওয়াক্ত হলো কারণ لِنَفْسِ الْوُجُوْبِ মূল ওয়াজিবের وَالْاَمْرُ اِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ আর اَمْرْ কারণ لِوُجُوْبِ الْاَدَاءِ শুধু আদায় ওয়াজিব হওয়ার فَكَيْفَ يَكُوْنُ তাই سَبَبْ কিরূপে হতে مُغْنِيًا অমুখাপেক্ষী عَنِ الْاَمْرِ আমর হতে لِاَنَّا نَقُوْلُ আমরা এটার উত্তরে বলব اِنَّ عِنْدَ السَّبَبِ وُجُوْدِ كُلِّ سَبَبٍ প্রতিটি سَبَبْ পাওয়া যাওয়ার সময়ই يَتَكَرَّرُ الْاَمْرُ - اَمْرْ مُكَرَّرْ হয়ে থাকে تَقْدِيْرًا উহ্যভাবে مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে فَكَانَ تَكَرُّرُ الْعِبَادَاتِ بِتَكَرُّرِ الْاَوَامِرِ الْمُتَجَدِّدَةِ ঐ সকল নতুন নতুন اَمْرْ বা নির্দেশ সমূহের কারণেই مُكَرَّرْ হয়ে থাকে حُكْمًا হুকুমগত ভাবে وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَمَّا اِحْتَمَلَ التَّكْرَارَ যেহেতু اَمْرْ টা تَكْرَارْ-এর সম্ভাবনা রাখে تَمْلِكُ সেহেতু স্ত্রী অধিকার লাভ করবে اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثِنْتَيْنِ নিজেকে দুই তালাক প্রদানের اِذَا نَوَى الزَّوْجُ যদি স্বামী দুই তালাকের নিয়ত করে بَيَانٌ لِخِلَافِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সে মতবিরোধকে সুস্পষ্ট করাই উদ্দেশ্য فِىْ اَصْلٍ كُلِّيٍّ যা قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে عَلٰى وَجْهٍ এ প্রক্রিয়ায় যে, يَتَضَمَّنُ الْخِلَافُ মতবিরোধটি অন্তর্ভুক্ত হবে فِى الْمَسْاَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত শাখা মাসআলার মধ্যেও।

সরল অনুবাদ : আর যে সকল ইবাদত বারবার সংঘটিত হয়, সেগুলো নিজ নিজ سَبَبْ সমূহের বারবার আসার কারণেই مُكَرَّرْ হয়ে থাকে, اَمْرْ সমূহের কারণে নয়। এটা আমাদের (হানাফীদের) উপর উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, اَمْرْ যখন বারবার فِعْلْ সংঘটিত হওয়াকে কামনা করে না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না, তখন

নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইবাদত কেন বারবার সংঘটিত হয়ে থাকে ? সুতরাং গ্রন্থকার (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, যে সকল ইবাদত বারবার সংঘটিত হয়ে থাকে, সেগুলো أَمْر সমূহের تَكْرَار-এর কারণে বারংবার হয় না; বরং সেগুলোর سَبَبْ সমূহ বারবার ঘুরে ফিরে আসে বলে সেগুলো مُكَرَّرْ হয়ে থাকে। কেননা سَبَبْ-এর تَكْرَار এটা مُسَبَّبْ-এর تَكْرَار-এর প্রতিই নির্দেশ করে। সুতরাং যখনই ওয়াক্ত পাওয়া যাবে, তখনই নামাজ ওয়াজিব হবে এবং যখনই রমজান আগমন করবে, তখনই রোজা ওয়াজিব হবে। আর যখনই নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে, তখনই যাকাত ওয়াজিব হবে। আর এ কারণেই হজ সারা জীবনে মাত্র একবারই ফরজ। কেননা বায়তুল্লাহ শরীফ, যা হজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ তা মাত্র একটি, তাতে কোনো تَكْرَار নেই। এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা ঠিক হবে না যে, ওয়াক্ত হলো মূল ওয়াজিবের কারণ, আর أَمْر শুধু আদায় ওয়াজিব হওয়ার কারণ। তাই سَبَبْ কে أَمْر হতে কিরূপে অমুখাপেক্ষী করতে পারে? আমরা এটার উত্তরে বলব যে, প্রতিটি سَبَبْ পাওয়া যাওয়ার সময়ই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে أَمْر উহ্য ভাবে مُكَرَّرْ হয়ে থাকে। সুতরাং ইবাদতসমূহ ঐ সকল নতুন নতুন أَمْر বা নির্দেশসমূহের কারণেই مُكَرَّرْ হয় যা হুকুমগতভাবে مُكَرَّرْ হয়ে থাকে **আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যেহেতু أَمْر টা تَكْرَار-এর সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু যদি স্বামী দুই তালাকের নিয়ত করে তাহলে স্ত্রী নিজেকে দুই তালাক প্রদানের অধিকার লাভ করবে।** এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সে মতবিরোধকে সুস্পষ্ট করাই উদ্দেশ্য, যা قَاعِدَةْ كُلِّيَةْ-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যে, সেই মতবিরোধটি উল্লিখিত শাখা মাসআলার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ بِالْاَوَامِرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। উহ্য প্রশ্নটি হলো এই– আপনারা বলেছেন যে, أَمْر টা হলো سَبَبْ আর কায়দা আছে যে, سَبَبْ-এর تَكْرَار-এর কারণেই مُسَبَّبْ ও مُكَرَّرْ বা বারংবার হয়ে থাকে। তাহলে হজ করার ব্যাপারে যে, أَمْر করা হয়েছে সেটাও تَكْرَار হওয়ার কারণে مُسَبَّبْ তথা হজ করাটা مُكَرَّرْ বা বারংবার হওয়া জরুরি। কিন্তু আপনারা কেন তাকে বারংবারের হুকুম দেন না।

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, মূলত ওয়াক্তের পুনরাবৃত্তির কারণেই ইবাদতের মধ্যে পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে أَمْر-এর পুনরাবৃত্তির কারণে নয়। কেননা أَمْر-এর পুনরাবৃত্তির কারণে হলে পূর্ণ জীবনই ইবাদত করতে হতো। যেহেতু أَمْر বা নির্দেশ তো স্থায়ীভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু لَازِمْ তথা পূর্ণ জীবনটা ইবাদতে বিস্তীর্ণ থাকা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল হিসেবে গণ্য। অতএব مَلْزُوْمْ তথা أَمْر-এর কারণে পূর্ণ জীবনব্যাপী ইবাদত করা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর مُلَازَمَتْ এ জন্য বাতিল হবে যেহেতু শব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে অবহিত করানো হয়নি এবং নির্দিষ্টকরণের জন্য এক অংশ অপর অংশ হতে শ্রেয়ও নয়।

قَوْلُهُ عَلَى مِلْكِ الْمَالِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) যাকাত ও হজ ফরজ হওয়ার سَبَبْ কি ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য سَبَبْ হলো শরিয়ত নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। আর হজের জন্য سَبَبْ হলো বায়তুল্লাহ। কেননা বায়তুল্লাহর দিকে হজকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে তাই। যেমন বলা হয় حَجُّ الْبَيْتِ। এবং কুরআনের আয়াতেও পাওয়া যায়, যেমন–(الاية) وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

قَوْلُهُ لِنَفْسِ الْوُجُوْبِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো–

প্রশ্ন : প্রকাশ থাকে যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে দু'টি خِطَابْ হয়ে থাকে– (১) خِطَابْ وَضْعِيْ বা সম্পূর্ণরূপে সম্বোধন করা। আর এ সম্বোধন দ্বারা অপরিহার্যভাবে কাজটি করা আমাদের দায়িত্বে সাব্যস্ত করা হয়। আর তাকেই বলা হয় وُجُوْبْ (২) خِطَابْ تَكْلِيْفِيْ বা কর্ম সম্পাদনের সম্বোধন করা এ সম্বোধনের মাধ্যমে কাজটি বাস্তবায়নে আনাকে طَلَبْ করা হয়েছে। আর তাকে وُجُوْبْ الْاَدَاءِ বলা হয়। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, মূল وُجُوْبْ-এর মধ্যে طَلَبْ করা হয়নি; বরং وُجُوْبُ الْاَدَاءِ-এর মধ্যে طَلَبْ করা হয়েছে। অতএব وَقْتْ যা মূল وُجُوْبْ-এর سَبَبْ তা ঐ أَمْرْ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না, যা وُجُوْبُ اَدَاءْ-এর سَبَبْ বরং এর মধ্যে তথা وَقْتْ-এর জন্য أَمْر টি অপরিহার্য।

উত্তর : ওলামায়ে আহনাফদের স্বপক্ষে মোল্লাজীয়ন (র.) এভাবে উত্তর তুলে ধরেছেন যে, প্রত্যেকটি وَقْتْ এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন تَقْدِيْرًا ভাবে أَمْر-এর পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। সুতরাং ইবাদতসমূহের পুনরাবৃত্তি নিত্যনতুন أَمْر-এর কারণেই হয়ে থাকে, যা حُكْمًا বা উহ্যভাবে সব ওয়াক্তে হয়ে থাকে। অতএব একই أَمْر-এর কারণে فِعْلْ -এর পুনরাবৃত্তি সাব্যস্ত হয়নি; বরং প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ভিন্ন ভিন্ন أَمْر সাব্যস্ত হওয়ার কারণে فِعْلْ-এর পুনরাবৃত্তি সাব্যস্ত হয়।

يَعْنِيْ اَنَّ عِنْدَهٗ لَمَّا احْتَمَلَ كُلُّ اَمْرِ اَلتَّكْرَارَ سَوَاءٌ كَانَ اَمْرُ الشَّارِعِ اَوْ غَيْرِهٖ تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ فِيْ قَوْلِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثِنْتَيْنِ اِذَا نَوَى الزَّوْجُ ذٰلِكَ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ اَوْ نَوٰى وَاحِدَةً فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ (رح) بِتَقْرِيْبِ بَيَانِ الْاَمْرِ بَيَانُ اِسْمِ الْفَاعِلِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيْ عَدَمِ اِحْتِمَالِ التَّكْرَارِ فَقَالَ وَكَذَا اِسْمُ الْفَاعِلِ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ فَقَوْلُهٗ يَدُلُّ بَيَانٌ لِوَجْهِ التَّشْبِيْهِ وَلَا يَحْتَمِلُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ لَايَحْتَمِلُ بِدُوْنِ الْوَاوِ فَيَكُوْنُ هُوَ بَيَانُ وَجْهِ التَّشْبِيْهِ وَقَوْلُهٗ يَدُلُّ وَقَعَ حَالًا اَيْ كَذَا اِسْمُ الْفَاعِلِ لَايَحْتَمِلُ الْعَدَدَ حَالَ كَوْنِهٖ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً فَهُوَ اِحْتِرَازٌ عَنْ اِسْمِ الْفَاعِلِ الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَيْهِ اِقْتِضَاءً مِثْلُ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ فَاِنَّهٗ خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ فِيْهِ وَسَيَأْتِيْ بَيَانُهٗ حَتّٰى لَايُرَادُ بِاٰيَةِ السَّرِقَةِ اِلَّا سَرِقَةً وَاحِدَةً وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَاتُقْطَعُ اِلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ تَفْرِيْعٌ عَلٰى عَدَمِ اِحْتِمَالِ اِسْمِ الْفَاعِلِ التَّكْرَارَ وَالْزَامٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِيْمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَيَانُهٗ اَنَّ الشَّافِعِيَّ (رح) يَقُوْلُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِيْ اَنَّ عِنْدَهٗ অর্থাৎ যেহেতু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَمَّا احْتَمَلَ كُلُّ اَمْرِ اَلتَّكْرَارَ প্রত্যেক اَمْر ই- تَكْرَار -এর সম্ভাবনা রাখে سَوَاءٌ كَانَ اَمْرُ الشَّارِعِ اَوْ غَيْرِهٖ চাই তা শরিয়ত প্রবর্তনকারীর اَمْر হোক অথবা অন্য কারো اَمْر হোক تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ সেহেতু স্ত্রী অধিকার পাবে فِيْ قَوْلِ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ স্বামীর উক্তি طَلِّقِيْ نَفْسَكِ -এর মধ্যে اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثِنْتَيْنِ নিজেকে দু'তালাক প্রদানের اِذَا نَوَى الزَّوْجُ ذٰلِكَ যদি স্বামী তা অর্থাৎ দু'তালাকের নিয়ত করে থাকে وَاِنْ لَمْ يَنْوِ আর যদি কোনো নিয়ত না করে اَوْ نَوٰى وَاحِدَةً অথবা মাত্র এক তালাকের নিয়ত করে فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً তাহলে স্ত্রী নিজেকে শুধু এক তালাক প্রদানেরই অধিকার পাবে ثُمَّ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ (رح) অতঃপর গ্রন্থকার (র.) পেশ করেছেন بِتَقْرِيْبِ بَيَانِ الْاَمْرِ - اَمْر -এর বর্ণনাকে আরো বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে بَيَانُ اِسْمِ الْفَاعِلِ ইসমে ফায়েলের বর্ণনা لِاشْتِرَاكِهِمَا কারণ اَمْر ও اِسْمُ فَاعِلٍ উভয়ই মুশতারিক فِيْ عَدَمِ اِحْتِمَالِ التَّكْرَارِ বারংবার এর সম্ভাবনা না রাখার ব্যাপারে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَكَذَا اِسْمُ الْفَاعِلِ আর তদ্রূপ ইসমে ফায়েলের يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ মাসদারের অর্থ প্রদান করে لُغَةً আভিধানিকভাবে وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ এবং একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না فَقَوْلُهٗ يَدُلُّ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি يَدُلُّ الخ শব্দটি بَيَانٌ لِوَجْهِ التَّشْبِيْهِ সাদৃশ্যের কারণ সুস্পষ্ট করার জন্য আনয়ন করা হয়েছে وَلَا يَحْتَمِلُ عَطْفٌ عَلَيْهِ আর وَلَا يَحْتَمِلُ শব্দটি এটার-ই উপর عَطْف হয়েছে وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ কোনো কোনো সংস্করণে لَايَحْتَمِلُ কথা উল্লেখ হয়েছে - بِدُوْنِ الْوَاوِ وَاو ছাড়াই فَيَكُوْنُ هُوَ بَيَانُ وَجْهِ التَّشْبِيْهِ এ অবস্থায় এটা সাদৃশ্যের কারণ-এর بَيَانٌ হিসেবে বিবেচিত হবে وَقَوْلُهٗ يَدُلُّ وَقَعَ حَالًا এবং يَدُلُّ শব্দটি তারকীবে حَالٌ হয়েছে اَيْ كَذَا اِسْمُ الْفَاعِلِ অর্থাৎ এরূপভাবে اِسْمُ فَاعِلٍ ও لَايَحْتَمِلُ الْعَدَدَ একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না حَالَ كَوْنِهٖ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ এ অবস্থায় যে, তা মাসদার-এর অর্থ প্রদান করে لُغَةً আভিধানিকভাবে فَهُوَ اِحْتِرَازٌ عَنْ اِسْمِ الْفَاعِلِ সুতরাং لُغَةً -এর শর্ত দ্বারা সেই اِسْمُ فَاعِلٍ হতে পার্থক্য করা হয়েছে الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَيْهِ اِقْتِضَاءً যা আনুষঙ্গিকভাবে মাসদার-এর অর্থ প্রদান করে مِثْلُ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ যেমন– স্বামীর উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ فَاِنَّهٗ خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ فِيْهِ কারণ এটা আমাদের আলোচনার আওতা বহির্ভূত বিষয় وَسَيَأْتِيْ بَيَانُهٗ এটার বর্ণনা শীঘ্রই আসছে حَتّٰى لَايُرَادُ بِاٰيَةِ السَّرِقَةِ اِلَّا سَرِقَةً وَاحِدَةً এমনকি চুরি সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা একবার চুরিই উদ্দেশ্য হবে وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ এবং একবার চুরি দ্বারা لَاتُقْطَعُ اِلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ একটি হাতই কর্তিত হবে تَفْرِيْعٌ عَلٰى عَدَمِ اِحْتِمَالِ اِسْمِ الْفَاعِلِ التَّكْرَارَ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি সে মাসআলাটিরই প্রশাখা যে, اِسْمُ فَاعِلٍ টি تَكْرَارٌ -এর সম্ভাবনা রাখে না وَالْزَامٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) অধিকন্তু এটা দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের উপর আপত্তি উত্থাপন করাও উদ্দেশ্য فِيْمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَيَانُهٗ তার বিবরণ হলো اَنَّ الشَّافِعِيَّ (رح) يَقُوْلُ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ যেহেতু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রত্যেক اَمْر ই تَكْرَار-এর সম্ভাবনা রাখে, চাই তা শরিয়ত প্রবর্তনকারীর اَمْر হোক অথবা অন্য কারো اَمْر হোক, সেহেতু স্বামীর উক্তি طَلِّقِيْ نَفْسَكِ-এর মধ্যে স্ত্রী নিজেকে দু'তালাক প্রদানের অধিকার পাবে, যদি স্বামী তা অর্থাৎ দু'তালাকের নিয়ত করে থাকে। আর যদি কোনো নিয়ত না করে অথবা মাত্র এক তালাকের নিয়ত করে, তাহলে স্ত্রী নিজেকে শুধু এক তালাক প্রদানেরই অধিকার পাবে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) اَمْر-এর বর্ণনাকে আরো বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর বর্ণনা পেশ করেছেন। কারণ اِسْمُ فَاعِلٍ ও اَمْر উভয়ই تَكْرَار-এর সম্ভাবনা না রাখার ব্যাপারে মুশতারিক। সুতরাং তিনি বলেন, **আর তদ্রূপ** اِسْمُ فَاعِلٍ **ও আভিধানিকভাবে মাসদার-এর অর্থ প্রদান করে এবং একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না।** গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি يَدُلُّ الخ শব্দটি সাদৃশ্যের কারণ সুস্পষ্ট করার জন্য আনয়ন করা হয়েছে। আর وَلَايَحْتَمِلُ শব্দটি এটার-ই উপর عَطْف হয়েছে। কোনো কোনো সংস্করণে وَاوْ ছাড়াই لَايَحْتَمِلُ কথাটি উল্লেখ হয়েছে। এ অবস্থায় এটা সাদৃশ্যের কারণ-এর بَيَانٌ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং يَدُلُّ শব্দটি তারকীবে حَالٌ হবে। তখন পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হবে অর্থাৎ এরূপভাবে اِسْمُ فَاعِلٍ ও একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না, এ অবস্থায় যে, তা আভিধানিকভাবে মাসদার-এর অর্থ প্রদান করে। সুতরাং لُغَةً-এর শর্ত দ্বারা সেই اِسْمُ فَاعِلٍ হতে পার্থক্য করা হয়েছে, যা আনুষঙ্গিকভাবে মাসদার-এর অর্থ প্রদান করে। যেমন- স্বামীর উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ কারণ এটা আমাদের আলোচনার আওতা বহির্ভূত বিষয়। এটার বর্ণনা শীঘ্রই আসছে **এমনকি চুরি সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা একবার চুরিই উদ্দেশ্য হবে এবং একবার চুরি দ্বারা একটি হাতই কর্তিত হবে।** গ্রন্থকার (র.)-এর এ উক্তি সে মাসআলাটিরই প্রশাখা যে, اِسْمُ فَاعِلٍ টি تَكْرَار-এর সম্ভাবনা রাখে না; অধিকন্তু এটা দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের উপর আপত্তি উত্থাপন করাও উদ্দেশ্য। তার বিবরণ হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ سَوَاءٌ كَانَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.)-اَمْر-এর تَكْرَار শরয়ী ও গায়রে শরয়ী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, اَمْر চাই শরয়ী হোক কিংবা অন্য কারো পক্ষ হতে হোক تَكْرَار-এর সম্ভাবনা রাখে। অতএব এ ব্যখ্যার মাধ্যমে গ্রন্থকার (র.) ঐ সকল লোকদের উত্তর দিয়েছেন যারা মনে করে যে, ওলামায়ে আহনাফ ও ওলামায়ে শাফেয়ীদের মাঝে মতানৈক্য কেবল শরয়ী اَمْر-এর ব্যাপারে সীমাবদ্ধ, অন্যত্র নয়। সুতরাং গ্রন্থকার বলে দিলেন যে, উক্ত মতানৈক্য شَرْعِيْ ও غَيْرُ شَرْعِيْ উভয় প্রকার اَمْر-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। [অবশিষ্ট অংশ ১৮২ পৃষ্ঠায়]

إِنَّ السَّارِقَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنٰى أَوَّلًا ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرٰى ثَانِيًا ثُمَّ يَدُهُ الْيُسْرٰى ثَالِثًا ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُمْنٰى رَابِعًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ وَعِنْدَنَا لَاتُقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرٰى فِى الثَّالِثَةِ بَلْ يُخَلَّدُ فِى السِّجْنِ حَتّٰى يَتُوْبَ لِأَنَّ السَّارِقَ اِسْمُ فَاعِلٍ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً وَالْمَصْدَرُ لَايُرَادُ بِهِ إِلَّا الْوَاحِدَ أَوِ الْكُلَّ وَكُلُّ السَّرِقَاتِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا فِىْ اٰخِرِ الْعُمُرِ فَصَارَ الْوَاحِدُ مُرَادًا بِيَقِيْنٍ وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَاتُقْطَعُ إِلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ وَأَيْضًا فَاقْطَعُوْا دَالٌّ عَلَى الْقَطْعِ وَهُوَ أَيْضًا لَايَحْتَمِلُ الْعَدَدَ فَلَاتَثْبُتُ الْيَدُ الْيُسْرٰى مِنَ الْاٰيَةِ لَايُقَالُ فَيَنْبَغِىْ أَنْ لَّاتُقْطَعَ الرِّجْلُ الْيُسْرٰى فِى الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا لِأَنَّا نَقُوْلُ إِنَّ الرِّجْلَ غَيْرُ مُتَعَرَّضَةٍ بِهَا فِى الْاٰيَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَّثْبُتَ بِنَصٍّ اٰخَرَ وَالْيَدُ لَمَّا كَانَتْ مُتَعَرَّضَةً بِهَا فِى الْاٰيَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : إِنَّ السَّارِقَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنٰى চোরের ডান হাত কর্তন করা হবে أَوَّلًا প্রথমবার ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرٰى ثَانِيًا অতঃপর দ্বিতীয়বার (চুরি করলে) তার বাম পা কাটা হবে ثُمَّ يَدُهُ الْيُسْرٰى ثَالِثًا তারপর তৃতীয়বার (চুরি করলে) তার বাম হাত কর্তন করা হবে ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُمْنٰى رَابِعًا তারপর চতুর্থবার তার ডান পা কাটা হবে لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ তার দলিল নবী করীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত উক্তি- مَنْ سَرَقَ যে চুরি করে فَاقْطَعُوْهُ তাকে কাট فَإِنْ عَادَ যদি পুনরাবৃত্তি করে فَاقْطَعُوْهُ তাহলে আবার কাট فَإِنْ عَادَ যদি আবারো করে فَاقْطَعُوْهُ তাহলে তাকে কাট فَإِنْ عَادَ যদি আবারও করে فَاقْطَعُوْهُ তাহলে আবার কাট وَعِنْدَنَا পক্ষান্তরে আমাদের মতে لَاتُقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرٰى তার বাম হাত কাটা যাবে না فِى الثَّالِثَةِ তৃতীয়বার بَلْ يُخَلَّدُ فِى السِّجْنِ বরং তাকে যাবজ্জীবন কারাবন্দী করে রাখা হবে حَتّٰى يَتُوْبَ তওবা না করা পর্যন্ত لِأَنَّ السَّارِقَ اِسْمُ فَاعِلٍ কারণ, سَارِقٌ শব্দটি ইসমে ফায়েল يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً যা আভিধানিকভাবে মাসদারের অর্থ প্রদান করে وَالْمَصْدَرُ لَايُرَادُ بِهِ إِلَّا الْوَاحِدَ أَوِ الْكُلَّ আর মাসদার দ্বারা শুধুমাত্র একটি অথবা সমষ্টিই উদ্দেশ্য وَكُلُّ السَّرِقَاتِ لَايُعْلَمُ إِلَّا فِىْ اٰخِرِ الْعُمُرِ সমস্ত চুরি তো জীবনের শেষলগ্ন ব্যতীত জানার উপায় নেই فَصَارَ الْوَاحِدُ مُرَادًا بِيَقِيْنٍ সুতরাং প্রকৃতপক্ষে একই নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পাবে وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَاتُقْطَعُ إِلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ এবং একটি কাজের দ্বারা শুধু একটি হাতই কাটা হবে وَأَيْضًا فَاقْطَعُوْا এরূপভাবে فَاقْطَعُوْا শব্দটিও নির্দেশ করে دَالٌّ عَلَى الْقَطْعِ কর্তনের وَهُوَ أَيْضًا لَايَحْتَمِلُ الْعَدَدَ তাও একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না فَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ الْيُسْرٰى مِنَ الْاٰيَةِ তাই বাম হাত কর্তন করা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হবে না لَايُقَالُ এটার উপর এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, فَيَنْبَغِىْ أَنْ لَّا تُقْطَعَ الرِّجْلُ যদি কর্তন ও একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা না রাখে, তাহলে তো বাম পা কর্তন করা যাবে না الْيُسْرٰى فِى الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا দ্বিতীয়বারও لِأَنَّا نَقُوْلُ উত্তরে আমরা বলব যে, إِنَّ الرِّجْلَ غَيْرُ مُتَعَرَّضَةٍ بِهَا فِى الْاٰيَةِ আয়াতের মধ্যে পায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি فَلَا بَأْسَ أَنْ يَّثْبُتَ بِنَصٍّ اٰخَرَ তাই এটা দ্বিতীয় আরেকটি نَصٌّ দ্বারা সাব্যস্ত করা যেতে পারে وَالْيَدُ لَمَّا كَانَتْ مُتَعَرَّضَةً بِهَا فِى الْاٰيَةِ আর হাতের ব্যাপার যেহেতু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ : চোরের প্রথমে ডান হাত কর্তন করা হবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার (চুরি করলে) তার বা পা কাটা হবে, তারপর তৃতীয়বার (চুরি করলে) তার বাম হাত কর্তন করা হবে। তারপর চতুর্থবার তার ডান পা কাটা হবে। তার দলিল নবী কারীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত উক্তি- مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ পক্ষান্তরে আমাদের (হানাফীদের) মতে তৃতীয়বার তার বাম হাত কাটা যাবে না; বরং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে যাবজ্জীবন কারাবন্দী করে রাখা হবে। কারণ سَارِقٌ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ যা আভিধানিকভাবে مَصْدَرٌ-এর অর্থ প্রদান করে। আর মাসদার দ্বারা শুধুমাত্র একটি অথবা সমষ্টিই উদ্দেশ্য। সমস্ত চুরি তো জীবনের শেষলগ্ন ব্যতীত জানার উপায় নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে একই নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পাবে। এবং একটি কাজের দ্বারা শুধু একটি হাতই কাটা হবে। এরূপভাবে فَاقْطَعُوْا শব্দটিও قَطْعٌ বা কর্তন-এর প্রতি নির্দেশ করে। তাও একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। তাই বাম হাত কর্তন করা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হবে না, এটার উপর এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, যদি কর্তনও একাধিক সংখ্যার সম্ভাবনা না রাখে, তাহলে তো দ্বিতীয়বারও বাম পা কর্তন করা যাবে না। উত্তরে আমরা বলব যে, আয়াতের মধ্যে পায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি। তাই এটা দ্বিতীয় আরেকটি نَصٌّ দ্বারা সাব্যস্ত করা যেতে পারে। আর হাতের ব্যাপার যেহেতু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[১৮১ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) স্বামী স্ত্রীকে কোনো ধরনের নিয়ত ব্যতীত طَلِّقِىْ نَفْسَكِ বললে কি ধরনের তালাক পতিত হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যদি কেউ তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে طَلِّقِىْ نَفْسَكِ তথা তুমি তোমার নিজেকে তালাক দিতে পারো, তবে এর মধ্যে স্বামী কোনো ধরনের নিয়ত না করে অথবা এক তালাকের নিয়ত করে এবং স্ত্রী বলে طَلَّقْتُ نَفْسِىْ তথা আমি আমাকে তালাক দিলাম; তাহলে এক তালাকে রেজয়ী পতিত হবে। কেননা

তাকে صَرِيْح তালাকের অধিকারিণী বানানো হয়েছে। আর কায়দা আছে যদি কাউকে صَرِيْح তালাকের অধিকার দেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা এক তালাকে রেজয়ী পতিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اِسْمُ فَاعِل কোন কোন পদ্ধতিতে অর্থ প্রকাশ করে থাকে তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, طَالِقٌ শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিতে এমন তালাককে বুঝায় যা اِمْرَأَةٌ বা মহিলার সিফাত হয়ে থাকে। যে তালাকটি تَطْلِيْقٌ-এর অর্থে হয়ে থাকে তাকে বুঝানো হয় না। যেমন– سَلَامٌ শব্দটি تَسْلِيْمٌ-এর অর্থে হয়ে থাকে। কারণ পুরুষের প্রথম فِعْل টি তো تَطْلِيْقٌ নয়। যেহেতু প্রথমটি অবিচ্ছিন্ন একটি وَصْف বা বিশেষণ, যার দ্বারা কেবল মহিলাই গুণান্বিত হয়ে থাকে। কিন্তু طَالِقٌ শব্দটি اِقْتِضَاءٌ হিসেবে تَطْلِيْقٌ-এর অর্থ দিয়ে থাকে বিধায় তা শরয়ীভাবে সাব্যস্ত হয়েছে।— বেনায়াহ

উল্লেখ্য যে, ব্যাখ্যাকার (র.) 'মানহিয়্যাহ' গ্রন্থে উল্লিখিত আলোচনার সাথে মিল রেখে বলেছেন, আভিধানিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে আনুষঙ্গিকভাবে যে তালাক বুঝা যায় তার উদাহরণ হলো. "اَنْتِ طَالِقٌ" এটি এমন এক তালাক যা اِمْرَأَةٌ-এর وَصْف হয়ে থাকে। তবে স্বামীর কার্যটা تَطْلِيْقٌ নয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ رِجْلَيْهِ الْيُسْرٰى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) চোরের বাম পায়ের অংশ কতটুকু পরিমাণ কাটা হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, চোর যখন দ্বিতীয়বার চুরি করবে তখন বাম পা কেটে ফেলা اِجْمَاعْ দ্বারা সাব্যস্ত। তবে পায়ের কতটুকু পরিমাণ কাটা হবে ? তার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। সে ব্যাপারে প্রসিদ্ধ দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। (১) হযরত ওমর (রা.) পায়ের ছোট গিট পর্যন্ত কেটে ছিলেন। আর(২) হযরত আলী (রা.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পায়ের পাতার অর্ধাংশ কাটবে বলে, যাতে সে পায়ের গোড়ালির অবশিষ্টাংশের উপর ভর করে চলতে পারে।— ফাতহুল কাদীর

বি: দ্র: অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম হযরত ওমর (রা.) অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

[১৮২ পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ مَنْ سَرَقَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারত দ্বারা মুসান্নেফ (র.) চোরের হাত পা কতবার কাটা হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। আর সে ব্যাপারে প্রসিদ্ধ দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. ফিকহে শাফেয়ীর অনুসারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, চোর যত বার চুরি করবে ততবার তাকে শাস্তি দেওয়া হবে তথা যদি প্রথমবার চুরি করে তাহলে ডান হাত কেটে দেওয়া হবে। আবার দ্বিতীয়বার চুরি করলে তার বাম পা কেটে দেওয়া হবে। আবার তৃতীয়বার চুরি করলে তার বাম হাত কেটে দেওয়া হবে। আবার চতুর্থবার চুরি করলে তার ডান পা কেটে দেওয়া হবে।

২. ফিকহে হানাফীর অনুসারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, চোর প্রথমবার চুরি করলে তার ডান হাত কাটা হবে এবং দ্বিতীয়বার চুরি করলে তার বাম পা কাটা হবে। তৃতীয়বার চুরি করলে তাকে কারাবন্দী করে রাখা হবে কোনো হাত বা পা কাটা হবে না।

<u>দলিল :</u> ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর অভিমতের পক্ষে দলিল হিসেবে ইমাম দারে কুতনী বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ فَاِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ فَاِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ فَاِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ অর্থাৎ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যখন কেউ চুরি করে তখন তার হাত কেটে দাও; অতঃপর আবার চুরি করে তাহলে পা কেটে দাও; আবার চুরি করলে হাত কেটে দাও; আবার চতুর্থবার চুরি করলে পা কেটে দাও। সুতরাং উক্ত হাদীসে হাত ও পা চারবারই কাটার হুকুম দেওয়াতে বুঝা যায় যে, আমাদের দাবিই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর অভিমতের পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন হযরত আলী (রা.)-এর এক ঘটনাকে যে, হযরত আলী (রা.) যখন পরামর্শের সময় বলেন–আল্লাহর নিকট আমি লজ্জা অনুভব করি যে, আমি তার জন্য একটি হাত অবশিষ্ট রাখব না যা দ্বারা সে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। আর তার জন্য একটি পা অবশিষ্ট রাখব না যা দ্বারা সে চলা ফেরা করবে। তৎশ্রবণে কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা.) তাঁর বক্তব্যের বিপক্ষে উল্লিখিত হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু দলিল ও যুক্তির উপস্থাপনায় আলী (রা.) তাদেরকে পরাজিত করলেন। যদ্দরুন হযরত আলী (রা.)-এর মতের উপরই اِجْمَاعُ صَحَابِىْ সংঘটিত হয়ে গেছে । অতএব ওলামায়ে আহনাফদের অভিমত সঠিক হিসেবে সাব্যস্ত হলো। তথা তৃতীয়বার চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

<u>ইমাম শাফেয়ীর দলিলকে খণ্ডন :</u> প্রকাশ থাকে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) পেশকৃত হাদীসকে চারভাবে খণ্ডন করা যেতে পারে।

১. উল্লিখিত হাদীস যে সব সনদে বর্ণিত হয়েছে তার একটিও সমালোচনা মুক্ত নয়।

২. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেছেন, বর্ণিত হাদীসকে আমি যাচাই-বাছাই করে দেখেছি, তবে তাদের একটিও নির্ভুল রূপে আমার চোখে পড়েনি।

৩. মাবসূত গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পেশকৃত হাদীস সহীহ্ নয় এবং এটি দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

৪. যদি আমরা উল্লিখিত হাদীসকে সহীহ্ রূপে মেনেও নেই, তবুও আমরা বলব اِجْمَاعُ صَحَابِىْ দ্বারা উল্লিখিত হাদীস مَنْسُوْخٌ তথা রহিত হয়ে গেছে। কেননা ইসলামের প্রথম যুগে দণ্ডবিধান বহু কঠিন ছিল। যেমন–ইসলামের প্রথম দিকে হুযূর ﷺ ওরায়নীয়াদের হাত পা কেটে দিয়েছিলেন এবং তাদের চোখে সিসা গলিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর তা পরবর্তীতে مَنْسُوْخٌ বা রহিত হয়ে গেছে। আর اِجْمَاعْ-এর ব্যাপারটা আমরা একটু পূর্বেই হযরত আলী (রা.)-এর ঘটনা থেকে জানতে পেরেছি যে, اِجْمَاعُ صَحَابِىْ সংঘটিত হয়ে গেছে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসের আলোকে তৃতীয় ও চতুর্থবার চোরের যথাক্রমে হাত পা কাটার হুকুম দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ فَلَابَأْسَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) দ্বিতীয়বার চুরি করার কারণে পা কর্তন করা কি দ্বারা সাব্যস্ত হলো সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, বাম পা কর্তনের ব্যাপারে কিতাবে কিছু উল্লেখ নেই। সুতরাং বহু গ্রন্থকারগণ বলেছেন যে, অন্য نَصّ-এর দ্বারা বাম পায়ের কর্তনকে সাব্যস্ত করতে হবে। তবে এভাবে বলাটা দুর্বলতা মুক্ত নয়। কেননা আয়াতে হাত কাটার কথা বলা হয়েছে, আর হাতের দ্বারা যে ডান হাতকে বুঝানো হয়েছে তাও সাব্যস্ত হয়েছে। তবে আয়াতের মধ্যে যেমনিভাবে বাম পায়ের উল্লেখ নেই, ঠিক তদ্রূপ বাম হাতের কথাও উল্লেখ নেই। অপরদিকে বাম পা কর্তনের ব্যাপার যেমনিভাবে অন্য نَصّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত আছে তেমনিভাবে বাম হাতের কর্তনের কথাও অন্য نَصّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত আছে। সুতরাং বাম পা কাটার হুকুম দিলে একই কারণে বাম হাত কর্তনেরও হুকুম দিতে হবে। এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করার কোনো অবকাশ থাকে না। অতএব এরূপ বলা উচিত হবে যে, দ্বিতীয়বার চুরি করলে তার কারণে বাম পা কর্তন করা اِجْمَاعْ-এর দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে। এবং ইবনে হুমাম (র.)ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

وَتَعَيَّنَ الْيُمْنٰى مُرَادًا مِنْهَا لَايَجُوْزُ اَنْ تَثْبُتَ الْيُسْرٰى بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِىْ لَاتَجُوْزُ الزِّيَادَةُ بِهٖ عَلَى الْكِتَابِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ الْمُعَيَّنُ الَّذِىْ تَعَيَّنَ بِالْاِجْمَاعِ بِخِلَافِ الْجَلْدِ فَاِنَّهٗ كُلَّمَا يَزْنِىْ غَيْرُ الْمُحْصِنِ يُجْلَدُ لِاَنَّ الْبَدَنَ صَالِحٌ لِلْجَلْدِ دَائِمًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَعَيَّنَ الْيُمْنٰى مُرَادًا مِنْهَا এবং তা দ্বারা ডান হাত উদ্দেশ্য নেওয়াও স্থির হয়েছে لَا يَجُوْزُ اَنْ تَثْبُتَ الْيُسْرٰى এমতাবস্থায় বাম হাত কর্তন করা জায়েজ হবে না بِخَبَرِ الْوَاحِدِ এমন خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা الَّذِىْ لَاتَجُوْزُ الزِّيَادَةُ بِهٖ عَلَى الْكِتَابِ যা দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধিকরণ জায়েজ নেই لِاَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ الْمُعَيَّنُ কেননা, এখন আর সে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি অবশিষ্ট নেই الَّذِىْ تَعَيَّنَ بِالْاِجْمَاعِ যা ইজমা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল بِخِلَافِ الْجَلْدِ কিন্তু বেত্রাঘাতের কথা এটার বিপরীত فَاِنَّهٗ كُلَّمَا يَزْنِىْ غَيْرُ الْمُحْصِنِ কেননা, যখনই কোনো অবিবাহিত পুরুষ বা অবিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় يُجْلَدُ তখনই তাকে বেত্রাঘাত করা হবে لِاَنَّ الْبَدَنَ কারণ দেহ صَالِحٌ যোগ্যতা রাখে لِلْجَلْدِ বেত্রাঘাত গ্রহণ করার دَائِمًا সব সময়ই।

সরল অনুবাদ : এবং তা দ্বারা ডান হাত উদ্দেশ্য নেওয়াও স্থির হয়েছে. এমতাবস্থায় জায়েজ হবে না বাম হাত কর্তন করা এমন خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা যদ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বৃদ্ধিকরণ জায়েজ নয়। কেননা এখন আর সে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি অবশিষ্ট নেই, যা ইজমা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু বেত্রাঘাতের কথা এটার বিপরীত। কেননা যখনই কোনো অবিবাহিত পুরুষ বা অবিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তখনই তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। কারণ দেহ সব সময়ই বেত্রাঘাত গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مُرَادًا مِنْهَا الخ **- এর আলোচনা :** উল্লেখিত ইবারতের দ্বারা চুরি সংক্রান্ত শাস্তির আয়াতে হাত দ্বারা কোনো হাতকে বুঝানো হয়েছে ? তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে–

১. এ ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতের মধ্যে হাত দ্বারা ডান হাতকে বুঝানোর কারণ হুযূর ﷺ -এর বাণী ও কাজে পরিণত করে দেখিয়ে গেছেন যে, তার দ্বারা ডান হাতই উদ্দেশ্য।

২. এবং পাঁচটি সহীহ্ হাদীসের কিতাবে হযরত আয়েশা (রা.) হতে এক মাখযূমী মহিলা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে যে, চুরি করার কারণে নবী কারীম ﷺ উক্ত মহিলার ডান হাত কর্তনের নির্দেশ দেন।

৩. ইমাম দারে কুতনী (র.) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ্ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে রয়েছে, যে, হুযূর ﷺ এক চোরের ডান হাত কর্তন করার নির্দেশ দিলেন।

৪. এতদসত্ত্বেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে اَيْدِيَهُمَا-এর পরিবর্তে اَيْمَانَهُمَا-এর উল্লেখ রয়েছে।

৫. এবং এর উপর উম্মতে মোহাম্মদীর اِجْمَاعْ ও সংঘটিত হয়েছে। অতএব উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, আয়াতে হাত দ্বারা ডান হাতই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ الْجَلْدِ الخ**-এর আলোচনা :** উল্লিখিত ইবারতের দ্বারা মুসান্নেফ (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের দিকে ইঙ্গিত করে তার উত্তর দিচ্ছেন। নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : আপনারা (ওলামায়ে আহনাফগণ) চুরি সংক্রান্ত আয়াতে শুধুমাত্র একবার হাত কর্তনের হুকুম দিয়েছেন। সে হিসেবে তো আপনাদেরকে অবিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি বিধান সংক্রান্ত আয়াত— اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ এও শুধুমাত্র একবার ব্যভিচার করার কারণে শাস্তি প্রয়োগের বিধান কায়েম করা উচিত, অথচ তা না করে যতবার ব্যভিচার করে ততবার কেন শাস্তির বিধানের হুকুম দেন ?

উত্তর : প্রাকাশ থাকে যে, অবিবাহিত নর-নারীর শাস্তি বিধানের স্থান হলো দেহ। আর দেহটা শাস্তি বিধান তথা বেত্রাঘাতের পরও বাকি থাকে এবং জীবনের সব সময়ই বেত্রাঘাতের উপযোগী থাকে। এবং এর মধ্যে স্থানটি تَكْرَارْ-এর উপযোগী হওয়ার কারণে سَبَبْ এর تَكْرَارْ হওয়ার শ্রেণীভুক্ত হয়ে গেছে, আর এটা চুরির বিপরীত। কিন্তু অপর দিকে اِجْمَاعْ দ্বারা কর্তনের নির্ধারিত স্থান হলো ডান হাত। অতএব প্রথমবার চুরি করার কারণে চোরের ডান হাত কর্তনের পর আর সেই হাত দ্বিতীয়বার কর্তন করার জন্য অবশিষ্ট থাকে না। এতে বুঝা যায় যে, চুরির ব্যাপারে تَكْرَارْ -এর কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, অবিবাহিত নর-নারী যতবার ব্যভিচার করবে ততবারই তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে।

উল্লেখ্য যে, উপরে غَيْرُ مُحْصِنٍ বা অবিবাহিত বলার কারণ হলো مُحْصِنْ বা বিবাহিতকে রজম করা হয় আর রজম প্রয়োগ করার জন্য مُحْصِنْ বা বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যকীয়—

১. আযাদ হওয়া, ২. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, ৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ৪. মুসলমান হওয়া, ৫. সহীহ্ বিবাহের দ্বারা সহবাস করা, ৬. সহবাসের সময় উভয়ের মধ্যে অনুরূপ اِحْصَانْ পাওয়া যাওয়া।— দুররুল মুখতার

بَيَانُ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ

আদা ও কাযা সংক্রান্ত আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ شَرَعَ فِىْ تَقْسِيْمِ الْوُجُوْبِ فَقَالَ وَحُكْمُ الْاَمْرِ نَوْعَانِ اَدَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ يَعْنِىْ مَا ثَبَتَ بِالْاَمْرِ وَهُوَ الْوُجُوْبُ نَوْعَانِ وُجُوْبُ اَدَاءٍ وَ وُجُوْبُ قَضَاءٍ فَالْاَدَاءُ هُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ مَا وَجَبَ بِالْاَمْرِ يَعْنِىْ اِخْرَاجَهُ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ فِى الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَهُ وَهٰذَا هُوَ مَعْنَى التَّسْلِيْمِ وَاِلَّا فَالْاَفْعَالُ اَعْرَاضٌ لَايَتَصَوَّرُ تَسْلِيْمُهَا وَقَدْ ذُكِرَ فِىْ اُصُوْلِ فَخْرِ الْاِسْلَامِ وَغَيْرِهِ تَسْلِيْمُ نَفْسِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِاَنَّ نَفْسَ الْوُجُوْبِ لَايَكُوْنُ بِالْاَمْرِ بَلْ بِالْوَقْتِ اُجِيْبَ بِاَنَّ قَوْلَهُ بِالْاَمْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّسْلِيْمِ لَا بِالْوَاجِبِ وَلِهٰذَا بَدَّلَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) قَوْلَهُ نَفْسُ الْوَاجِبِ بِقَوْلِهِ عَيْنُ الْوَاجِبِ لِيُعْلَمَ اَنَّ نَفْسَ الْوَاجِبِ اَوْ عَيْنَهُ كِنَايَةٌ عَنْ اِتْيَانِهِ فِى الْوَقْتِ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى زِيَادَةِ قَوْلِهِ فِىْ وَقْتِهِ كَمَا زَادَ الْبَعْضُ وَكَذَا اِلٰى قَوْلِهِ اِلٰى مُسْتَحِقِّهِ لِاَنَّ قَوْلَهُ بِالْاَمْرِ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ আর গ্রন্থকার (র.) تَكْرَارْ ও عَدَمُ تَكْرَارْ -এর প্রসঙ্গে বর্ণনা সমাপ্ত করে شَرَعَ فِىْ تَقْسِيْمِ الْوُجُوْبِ উজূব-এর শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَحُكْمُ الْاَمْرِ نَوْعَانِ আমরের হুকুম দুই প্রকার। যথা- اَدَاءٌ হুবহু সম্পাদনকৃত বস্তু وَهُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ অর্থ اَمْر দ্বারা যা ওয়াজিব হয়ে থাকে তা হুবহু সম্পাদন করা يَعْنِىْ مَا ثَبَتَ بِالْاَمْرِ অর্থাৎ اَمْر দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে وَهُوَ الْوُجُوْبُ তাকে ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা হয় نَوْعَانِ এবং এই ওয়াজিবটা আবার দু'প্রকার- وُجُوْبُ اَدَاءٍ وَوُجُوْبُ قَضَاءٍ যথা- উজূবে আদা ও উজূবে কাযা فَالْاَدَاءُ هُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ مَا وَجَبَ بِالْاَمْرِ আর وُجُوْبُ اَدَاءٍ অর্থ اَمْر দ্বারা যা ওয়াজিব হয়, তা হুবহু তার প্রাপকের প্রতি সমর্পণ করা يَعْنِىْ اِخْرَاجَهُ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ অর্থাৎ বস্তুকে অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে আনা فِى الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَهُ নির্ধারিত সময়ে وَهٰذَا هُوَ مَعْنَى التَّسْلِيْمِ আর এটাই হলো تَسْلِيْم -এর অর্থ- وَاِلَّا فَالْاَفْعَالُ اَعْرَاضٌ অন্যথা সমস্ত কাজই স্বয়ং সত্তাবিহীন অস্থায়ী বস্তু বিশেষ لَايَتَصَوَّرُ تَسْلِيْمُهَا যা সম্পূর্ণ করার কথা কল্পনা করা যায় না وَقَدْ ذُكِرَ فِىْ اُصُوْلِ فَخْرِ الْاِسْلَامِ وَغَيْرِهِ আর উসূলে ফখরুল ইসলাম ও অন্যান্য গ্রন্থে اَدَاءٌ -এর সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করা হয়েছে تَسْلِيْمُ نَفْسِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ আমর দ্বারা সাব্যস্ত হুবহু ওয়াজিবকে সমর্পণ করা فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ এটার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে بِاَنَّ نَفْسَ الْوُجُوْبِ لَايَكُوْنُ بِالْاَمْرِ মূল ওয়াজিব اَمْر দ্বারা অর্জিত হয় না بَلْ بِالْوَقْتِ বরং ওয়াক্ত দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে اُجِيْبَ بِاَنَّ قَوْلَهُ بِالْاَمْرِ এ আপত্তির উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি بِالْاَمْرِ শব্দটি مُتَعَلِّقٌ بِالتَّسْلِيْمِ এটা تَسْلِيْمٌ -এর সাথে সম্পর্কিত لَا بِالْوَاجِبِ ওয়াজিবের সাথে নয় وَلِهٰذَا بَدَّلَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) قَوْلَهُ نَفْسُ الْوَاجِبِ بِقَوْلِهِ عَيْنُ الْوَاجِبِ এ জন্যই গ্রন্থকার (র.) نَفْسُ الْوَاجِبِ -কে عَيْنُ الْوَاجِبِ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছেন لِيُعْلَمَ اَنَّ نَفْسَ الْوَاجِبِ اَوْ عَيْنَهُ كِنَايَةٌ যেন এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, نَفْسُ الْوَاجِبِ অথবা عَيْنُ الْوَاجِبِ দ্বারা ইঙ্গিত হলো عَنْ اِتْيَانِهِ فِى الْوَقْتِ এখানে ওয়াজিবটা তার সময় মতো আগমনই উদ্দেশ্য فَلَا حَاجَةَ اِلٰى زِيَادَةِ قَوْلِهِ فِىْ وَقْتِهِ সুতরাং সংজ্ঞার মধ্যে فِىْ وَقْتِهِ এ শর্তটি বৃদ্ধি করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই كَمَا زَادَ الْبَعْضُ যেমনটি কেউ কেউ বৃদ্ধি করেছেন وَكَذَا اِلٰى قَوْلِهِ اِلٰى مُسْتَحِقِّهِ এরূপভাবে اِلٰى مُسْتَحِقِّهِ এ শর্তটিও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই لِاَنَّ قَوْلَهُ بِالْاَمْرِ কেননা, গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি بِالْاَمْرِ শব্দটি يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ স্বয়ং এ কথাই নির্দেশ করছে যে, যিনি আদেশদাতা هُوَ الْمُسْتَحِقُّ তিনিই এটার উপযুক্ত পাত্র।

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) تَكْرَارْ ও عَدَمُ تَكْرَارْ -এর প্রসঙ্গে বর্ণনা সমাপ্ত করে وُجُوْب-এর শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা শুরু করছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন **اَمْر-এর হুকুম দুই প্রকার**। যথা- ১. اَدَاءٌ বা **হুবহু সম্পাদনকৃত বস্তু**। ২. قَضَاءٌ **বা হুবহু অসম্পাদনকৃত বস্তু**। اَدَاءٌ অর্থ- **اَمْر দ্বারা যা ওয়াজিব হয়ে থাকে তা হুবহু সম্পাদন করা**। অর্থাৎ اَمْر দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাকে ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এই ওয়াজিবটা আবার দু'প্রকার। যথা- ১. وُجُوْبُ اَدَاءٍ ২. وُجُوْبُ قَضَاءٍ আর وُجُوْبُ اَدَاءٍ অর্থ اَمْر দ্বারা যা ওয়াজিব হয়, তা হুবহু তার প্রাপকের প্রতি সমর্পণ করা। অর্থাৎ বস্তুকে নির্ধারিত সময়ে অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে আনা।

আর এটাই হলো تَسْلِيْم-এর অর্থ। অন্যথা সমস্ত কাজই اَعْرَاض বা স্বয়ং সত্তাবিহীন অস্থায়ী বস্তু বিশেষ, যা সম্পূর্ণ করার কথা কল্পনা করা যায় না। আর উসূলে ফখরুল ইসলাম ও অন্যান্য গ্রন্থে اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞা এ ভাবে প্রদান করা হয়েছে- تَسْلِيْمُ نَفْسِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ (اَمْر দ্বারা সাব্যস্ত হুবহু ওয়াজিবকে সমর্পণ করা)। কিন্তু এটার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, মূল ওয়াজিব اَمْر দ্বারা অর্জিত হয় না; বরং ওয়াক্ত দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে। এ আপত্তিটির উত্তর এ ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি بِالْاَمْرِ শব্দটি تَسْلِيْم-এর সাথে সম্পর্কিত, وَاجِبْ-এর সাথে নয়। এ জন্যই গ্রন্থকার (র.) نَفْسُ الْوَاجِبْ-কে عَيْنُ الْوَاجِبْ দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছেন, যেন এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, نَفْسُ الْوَاجِبْ অথবা عَيْنُ الْوَاجِبْ দ্বারা ইঙ্গিত হলো, এখানে ওয়াজিবটা তার সময় মতো আগমন-ই উদ্দেশ্য। সুতরাং সংজ্ঞার মধ্যে فِيْ وَقْتِه এ শর্তটি বৃদ্ধি করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। যেমনটি কেউ কেউ বৃদ্ধি করেছেন। এরূপভাবে اِلٰى مُسْتَحِقِّه এ শর্তটিও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। কেননা গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি بِالْاَمْرِ শব্দটি স্বয়ং এ কথাই নির্দেশ করছে যে, যিনি আদেশদাতা তিনিই এটার উপযুক্ত পাত্র।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ نَوْعَانِ اَدَاءٌ اِلَخ : আমরের হুকুমকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ক. اَلْاَدَاءُ খ. اَلْقَضَاءُ নিম্নে বিস্তারিত আলোচিত হলো-

اداء -এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে اَدَاءٌ শব্দটি فَعَالٌ -এর ওযনে বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. সম্পাদন করা। যেমন- اَدَّيْتُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

২. পরিশোধ করা। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ

৩. নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا

৪. পালন করা। ৫. বাস্তবায়ন করা প্রভৃতি।

اَدَاءٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় اَدَاءٌ হচ্ছে- ১. আল-মানার প্রণেতার ভাষ্য মতে- اَلْاَدَاءُ هُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ অর্থাৎ আমর দ্বারা যা ওয়াজিব হয় হুবহু তা-ই সম্পাদন করাকে اَدَاءٌ বলে।

২. উসূলুশ শাশী প্রণেতার ভাষ্য মতে, اَلْاَدَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيْمِ عَيْنِ الْوَاجِبِ اِلٰى مُسْتَحِقِّه অর্থাৎ আমর দ্বারা যা ওয়াজিব হয় কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু তার প্রাপককে যথাযথভাবে প্রদান করাকে اداء বলে।

৩. হুসামী গ্রন্থ প্রণেতার ভাষ্য মতে, اَلْاَدَاءُ هُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الثَّابِتِ بِالْاَمْرِ অর্থাৎ আমর দ্বারা সাব্যস্তকৃত বিষয়টিকে তার প্রাপকের নিকট সমর্পণ করাকে اداء বলে।

৫. ফখরুল ইসলাম বাযদাভীর মতে, اَلْاَدَاءُ هُوَ تَسْلِيْمُ نَفْسِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ অর্থাৎ আমর দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়টিকে সময়মতো সম্পাদন করাকে اَدَاءٌ বলে।

قَضَاءٌ -এর আভিধানিক অর্থ : قَضَاءٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. শেষ করা। যেমন আল্লাহর বাণী- فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ

২. রায় দেওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী- هُوَ يَقْضِىْ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَقْضُوْنَ عَلَيْهِ

৩. নির্দেশ দেওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ

৪. সৃষ্টি করা। যেমন আল্লাহর বাণী- فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

৫. কোনো কাজ বিলম্বে সম্পাদন করা। যেমন- قَضَيْتُ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ

قَضَاءٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় قَضَاءٌ হচ্ছে-

১. আল-মানার প্রণেতার ভাষ্য মতে, اَلْقَضَاءُ هُوَ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِه অর্থাৎ আমর দ্বারা ওয়াজিবকৃত বস্তুর সদৃশ বস্তু সমর্পণ করাকে قَضَاءٌ বলে।

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশীর ভাষ্য মতে, اَلْقَضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيْمِ مِثْلِ الْوَاجِبِ اِلٰى مُسْتَحِقِّه অর্থাৎ আমর দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়টির অনুরূপ তার প্রকৃত প্রাপকের নিকট সমর্পণ করাকে قَضَاءٌ বলে।

৩. আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন- اَلْقَضَاءُ هُوَ تَسْلِيْمُ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ الَّذِىْ وَجَبَ فِىْ غَيْرِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ مِنْ عِنْدِه অর্থাৎ যে জিনিস ওয়াজিব হয়েছে তাকে সময়মত আদায় না করে অন্য সময় আদায় করাকে قَضَاءٌ বলে।

৪. اَلتَّلْوِيْحِ প্রণেতার ভাষ্য মতে, اَلْقَضَاءُ هُوَ مَا فُعِلَ وَقْتَ الْاَدَاءِ اِسْتِدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لَهُ وُجُوْبُ مُطْلَقٍ

৫. حُسَامِىْ প্রণেতার মতে, اَلْقَضَاءُ هُوَ اِسْقَاطُ الْوَاجِبِ بِمِثْلٍ مِنْ عِنْدِه

মোটকথা কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করাকে اداء পক্ষান্তরে অনির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করাকে قَضَاءٌ বলে।

اَلْقَضَاءُ ও اَلْاَدَاءُ -এর উদাহরণ : সুবহে সাদিকের পরে সূর্যাস্তের পূর্বে ফজরের নামাজ পড়া ফরজ। এ সময়ে নামাজ পড়া হলে তা اَدَاءٌ হবে, আর সূর্যাস্তের পরে নামাজ পড়া হলে قَضَاءٌ হবে।

قَضَاءٌ -এর নিয়তে اَدَاءٌ এবং اَدَاءٌ-এর নিয়তে قَضَاءٌ বৈধ কিনা? قَضَاءٌ -এর নিয়তে اَدَاءٌ এবং اَدَاءٌ -এর নিয়তে قَضَاءٌ বৈধ কিনা? এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন-

১. আল্লামা নাসাফী (র.)-এর অভিমত : আল্লামা নাসাফী বলেন, রূপকভাবে اَدَاءٌ-এর স্থলে قَضَاءٌ এবং قَضَاءٌ-এর স্থলে اَدَاءٌ শব্দ প্রয়োগ করা জায়েজ। যেমন- ক. نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِيَ ظُهْرَ الْيَوْمِ (আমি অদ্যকার যোহরের নামাজ পড়ার নিয়ত করলাম)।

খ. نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّيَ ظُهْرَ الْاَمْسِ (আমি গতকালের যোহরের নামাজ আদায় করার নিয়ত করলাম।) আর পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ

২. আল্লামা বাযদাভীর অভিমত : আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী বলেন, قَضَاءٌ শব্দ দ্বারা اَدَاءٌ-এর নিয়্যত করা হয়। কিন্তু اَدَاءٌ দ্বারা قَضَاءٌ নিয়ত করা হয় না। অতএব قَضَاءٌ হচ্ছে আম, আর اداء হচ্ছে খাস।

قَوْلُهُ بِالْاَمْرِ الخ - এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اَمْرِ صَرِيْح ও اَمْرِ مَعْنَوِىْ-এর হুকুম এক কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَمْر টা দু'ভাগে প্রয়োগ হতে পারে- ১. صَرِيْح (স্পষ্ট) তথা اَمْر-এর জন্য নির্দিষ্ট صِيْغَةْ দ্বারা কোনো আদেশ প্রয়োগ করা। যেমন- اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (নামাজ কায়েম করো),

২. مَعْنَوِىْ (অস্পষ্ট) তথা অনির্দিষ্ট صِيْغَةْ দ্বারা কোনো আদেশ প্রয়োগ করা। যেমন- وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ করা মানুষের উপর অপরিহার্য)। তবে উভয় প্রকার اَمْر দ্বারাই وُجُوْب সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা মুসান্নেফ (র.) اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞার উপর কিভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং তার কি উত্তর হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রশ্ন : প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) তাঁর উসূল গ্রন্থে এবং অন্যান্য বহু উসূলের কিতাবে وُجُوْب اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- تَسْلِيْم نَفْسِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ তথা اَمْر-এর দ্বারা হুবহু ওয়াজিবকৃত বস্তুকে সমর্পণ করা। এই সংজ্ঞার উপর এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, اَمْر-এর দ্বারা তো نَفْس وَاجِبْ সাব্যস্ত হয় না; বরং وَقْت-এর দ্বারা نَفْس وَاجِبْ সাব্যস্ত হয় এবং اَمْر-এর দ্বারা وُجُوْب اَدَاءٌ সাব্যস্ত হয়। অতএব উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে কিভাবে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেওয়া যায় ?

উত্তর : উল্লিখিত প্রশ্নের তিনভাবে উত্তর দেওয়া যেতে পারে-

১. بِالْاَمْر শব্দটি وَاجِبْ-এর সঙ্গে مُتَعَلِّقْ বা সম্পর্ক যুক্ত নয়; বরং تَسْلِيْم-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ وَقْت-এর মাধ্যমে যে نَفْس وُجُوْب-এর আদেশ করা হয়েছে , তাকে আদেশকারীর নিকট সমর্পণ করাই তার ব্যাপারেই আদেশ হওয়ার নামান্তর।

২. نَفْس وَاجِبْ যদিও سَبَبْ বা وَقْت-এর কারণে হয়েছে, তথাপিও তাকে اَمْر-এর দিকে এ কারণে সম্বন্ধ করা হয়েছে যাতে سَبَبْ টা اَمْر দ্বারাই বুঝে আসে।

৩. نَفْسُ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ তার অর্থ হলো- نَفْسُ الثَّابِتِ بِالْاَمْرِ তথা যা সাব্যস্ত হওয়া اَمْر-এর দ্বারা বুঝে আসে তার অর্থ এই নয় যে, اَمْر দ্বারাই তা কার্যে পরিণত হয়েছে ; বরং তার অর্থ হলো শুধু সাব্যস্ত হয়েছে আর وَقْت দ্বারা তা কার্যকর হয়েছে।

قَوْلُهُ يَعْنِىْ اِخْرَاجَهُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) تَسْلِيْم দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ? তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَمْر সমূহ যেমন -নামাজ, রোজা ইত্যাদি এগুলো হলো اِعْرَاضْ স্বয়ং অস্তিত্বশীল, আর عَرَض বলে ঐ বস্তুকে যা স্বয়ং অস্তিত্বশীল নয় তাকে, তথা যা স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করতে পারে না; বরং অন্যের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে হয়, তা সাধারণত ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে হয়ে থাকে। তাই তাকে বাহ্যিক রূপে কারো নিকট সমর্পণ করা কল্পনাতীত। অতএব তা সমর্পণ করার অর্থই হলো অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে আনয়ন করা। আর উল্লেখিত ইবারতে تَسْلِيْم শব্দটিকে اِخْرَاجُهُ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا بَدَّلَ الخ - এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) نَفْسُ الْوَاجِبِ না বলে عَيْنُ الْوَاجِبِ বলার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, ইমাম ফখরুল ইসালাম বাযদুবী (র.) اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞায় نَفْسُ الْوَاجِبِ ব্যবহার করেছেন; তবে এটি সম্পূর্ণরূপে প্রশ্নাতীত নয় বিধায় গ্রন্থকার (র.) نَفْسُ الْوَاجِبِ-এর পরিবর্তে عَيْنُ الْوَاجِبِ ব্যবহার করেছেন। যেহেতু উক্ত সংজ্ঞায় প্রশ্ন কারার সুযোগই পেয়েছিল শুধু نَفْس শব্দটি থাকার কারণে। এবং عَيْنُ الْوَاجِبِ বলে এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, نَفْس-وُجُوْبُ الْاَدَاءِ-এর বিপরীত কোনো কিছু বুঝানো হয়নি। আর نَفْسُ الْوَاجِبِ বলেও اَلْوَاجِبْ ও عَيْنُ الْوَاجِبِ-এর অর্থ একই তা হলো কাজটি সময় মতো পালন করা। তবে এখানে একটি বিষয় জানা উচিত যে, উল্লেখিত সংজ্ঞায় نَفْس ও عَيْن উভয় শব্দটি تَاكِيْد-এর অর্থ প্রকাশকারী শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং مَجَازْ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং এখানে এ বিষয়েও জেনে রাখা উচিত যে, উল্লেখিত সংজ্ঞায় نَفْسُ الْوَاجِبِ-এর উল্লেখ দ্বারা مِثْلُ الْوَاجِبِ কে বের করে দেওয়া হয়েছে। আর مِثْلُ الْوَاجِبِ বলে সময়মতো সমর্পণ না হয়ে পরবর্তীতে সমর্পিত হওয়াকে। সুতরাং যা সময়মতো সমর্পিত হয় তা عَيْنُ الْوَاجِبِ হবে।

قَوْلُهُ فَلَاحَاجَةَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞার মধ্যে فِىْ وَقْتِهِ ও اِلٰى مُسْتَحِقِّهِ যুক্ত না করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞায় فِىْ وَقْتِهِ যুক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ نَفْسُ الْوَاجِبِ ও عَيْنُ الْوَاجِبِ অর্থই হলো তাকে তার জন্য নির্ধারিত সময়ে পালন করা। ঠিক তদ্রূপ اِلٰى مُسْتَحِقِّهِ শব্দটিকেও বৃদ্ধি করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ بِالْاَمْرِ শব্দ দ্বারাই বুঝে আসে আদেশদাতা আদেশকৃত বস্তু পাওয়ার যোগ্য। তবে হুসামী নামক গ্রন্থে اداء-এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে- وَهُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِسَبَبِهِ اِلٰى مُسْتَحِقِّهِ (অর্থাৎ سَبَبْ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে হুবহু তাকে ওয়াজিবের প্রাপক বা تَسْلِيْم-এর প্রাপকের নিকট সমর্পণ করে দেওয়া।) তার কারণ হলো আল্লামা হুসামী (র.) بِالْاَمْرِ শব্দটি উল্লেখ করেননি, তাই اِلٰى مُسْتَحِقِّهِ শব্দটি উল্লেখ করতে হয়েছে। আর নূরুল আন্ওয়ারের গ্রন্থকার بِالْاَمْرِ শব্দ উল্লেখ করার কারণে اِلٰى مُسْتَحِقِّهِ বাক্যটি উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন হয়নি।

وَقَضَاءٌ وَ هُوَ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِهِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اَدَاءٌ بِمَعْنَى وُجُوْبِ قَضَاءٍ وَهُوَ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ لَاعَيْنِهِ اَيْ تَسْلِيْمُ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ الَّذِيْ وَجَبَ اَوَّلًا فِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُّقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ لِيُخْرِجَ اَدَاءَ ظُهْرِ الْيَوْمِ قَضَاءً عَنْ ظُهْرِ اَمْسِهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ بَلْ كِلَاهُمَا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالْقَضَاءُ اِنَّمَا هُوَ صَرْفُ النَّفْلِ الَّذِيْ كَانَ حَقَّهُ اِلَى الْقَضَاءِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ وَاِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ لِشُهْرَةِ اَمْرِهِ وَكَوْنِهِ مَدْلُوْلًا عَلَيْهِ بِالْاِلْتِزَامِ وَاَمَّا النَّفْلُ فَاِنَّمَا يَقْضِيْ اِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوْعِ وَحِ لَمْ يَبْقَ نَفْلًا بَلْ صَارَ وَاجِبًا وَلٰكِنَّهُ يُؤَدِّيْ مَعَ اَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يُّرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنُ الْوَاجِبِ الثَّابِتُ لِيَعُمَّ النَّفْلَ هٰكَذَا قِيْلَ وَفِيْهِ وُجُوْهٌ اُخَرُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَضَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِهِ আর قَضَاءٌ অর্থ اَمْر দ্বারা যা ওয়াজিব হয়েছে, তার অনুরূপ বস্তু সমর্পণ করা عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اَدَاءٌ এটা পূর্বোক্ত اَدَاءٌ-এর উপর عَطْف হয়েছে بِمَعْنَى অর্থাৎ وُجُوْبُ قَضَاءٍ وَهُوَ تَسْلِيْمُ মِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ উজূবে কাযা হলো আমর দ্বারা ওয়াজিবের অনুরূপ বস্তু সমর্পণ করা لَاعَيْنُهُ হুবহু ওয়াজিব বস্তুটি নয় اَيْ تَسْلِيْمُ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ الَّذِيْ وَجَبَ اَوَّلًا অর্থাৎ اَمْر দ্বারা যে বস্তুটি প্রসঙ্গে ওয়াজিব হয়েছিল তাকে তার উপযুক্ত পাত্রের নিকট সমর্পণ করাকে قَضَاءٌ বলে فِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ সে নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়ে وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُّقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ এটাই উচিত ছিল যে, গ্রন্থকার (র.) সংজ্ঞার মধ্যে مِنْ عِنْدِهِ শর্তটি যোগ করতেন لِيُخْرِجَ اَدَاءَ ظُهْرِ الْيَوْمِ قَضَاءً তাহলে অদ্য জোহরের اَدَاءٌ টা গতকালের জোহরের قَضَاءٌ-কে সংজ্ঞা হতে বের করে দিত عَنْ ظُهْرِ اَمْسِهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ কেননা, অদ্য জোহরের اَدَاءٌ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হতে নয় بَلْ كِلَاهُمَا لِلّٰهِ تَعَالٰى বরং উভয়টিই আল্লাহ তা'আলার জন্য وَالْقَضَاءُ اِنَّمَا هُوَ صَرْفُ النَّفْلِ আর قَضَاءٌ হলো নফলটি ফিরিয়ে দেওয়া الَّذِيْ كَانَ حَقَّهُ যা আদিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্বে ছিল اِلَى الْقَضَاءِ কাযার দিকে الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ যা তার উপর ওয়াজিব وَاِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ কিন্তু গ্রন্থকার (র.) সংজ্ঞাকে مِنْ عِنْدِهِ এ শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করেন নি لِشُهْرَةِ اَمْرِهِ وَكَوْنِهِ مَدْلُوْلًا عَلَيْهِ بِالْاِلْتِزَامِ এজন্য যে, প্রথমত এটা নিজেই প্রসিদ্ধ, দ্বিতীয়ত কাজা আবশ্যিক হিসেবে নির্দেশক হচ্ছে وَاَمَّا النَّفْلُ فَاِنَّمَا يَقْضِيْ আর নফলের কাজাতো তখনই করা হয় اِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوْعِ যখন তা শুরু করার মাধ্যমে ওয়াজিব হয়ে যায় وَحِ لَمْ يَبْقَ نَفْلًا তখন আর তা নফল থাকে না بَلْ صَارَ وَاجِبًا বরং ওয়াজিব হয়ে যায় وَلٰكِنَّهُ يُؤَدِّيْ مَعَ اَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ অবশ্য এতটুক যে, ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও নফলকে আদা হিসেবেই সম্পাদন করা হয়ে থাকে فَيَنْبَغِيْ اَنْ يُّرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنُ الْوَاجِبِ সুতরাং সমীচীন হবে, গ্রন্থকারের উক্তি عَيْنُ الْوَاجِبِ দ্বারা উদ্দেশ্য করা اَلثَّابِتُ - عَيْنُ الثَّابِتِ-কে لِيَعُمَّ النَّفْلَ যাতে করে নফলও এর অন্তর্ভুক্ত হয় هٰكَذَا قِيْلَ কেউ কেউ এরূপই বলেছেন وَفِيْهِ وُجُوْهٌ اُخَرُ এ ব্যাপারে আরো অনেক মতামত রয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর قَضَاءٌ অর্থ اَمْر দ্বারা যা ওয়াজিব হয়েছে, তার অনুরূপ বস্তু সমর্পণ করা। এটা পূর্বোক্ত اَدَاءٌ-এর উপর عَطْف হয়েছে। অর্থাৎ وُجُوْبُ قَضَاءٍ হচ্ছে اَمْرٌ দ্বারা যা ওয়াজিব হয়েছে, তার অনুরূপ বস্তু সমর্পণ করা, عَيْنُ اَلْوَاجِبُ-কে সমর্পণ করা নয়। অর্থাৎ اَمْر দ্বারা যে বস্তুটি প্রথমে ওয়াজিব হয়েছিল, তাকে সে নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়ে তার উপযুক্ত পাত্রের নিকট সমর্পণ করাকে قَضَاءٌ বলে। এটাই উচিত ছিল যে, গ্রন্থকার (র.) সংজ্ঞার মধ্যে مِنْ عِنْدِهِ শর্তটি যোগ করতেন, তাহলে অদ্য যোহরের اَدَاءٌ টা গতকালের যোহরের قَضَاءٌ কে সংজ্ঞা হতে বের করে দিত। কেননা অদ্য যোহরের اَدَاءٌ আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হতে নয়; বরং উভয়টিই আল্লাহ তা'আলার জন্য। আর قَضَاءٌ হলো আদিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্বে যে নফলটি ছিল, তাকে قَضَاءٌ-এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, যা তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) সংজ্ঞাকে مِنْ عِنْدِهِ এ শর্ত দ্বারা এজন্য সীমাবদ্ধ করেননি যে, প্রথমত এটা নিজেই প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়ত কাজা আবশ্যিক হিসেবে নির্দেশিত হচ্ছে। আর নফলের কাজাতো তখনই করা হয়, যখন তা শুরু করার মাধ্যমে ওয়াজিব হয়ে যায়। তখন আর তা নফল থাকে না; বরং ওয়াজিব হয়ে যায়। অবশ্য এতটুকু যে, ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও নফলকে আদা হিসেবেই সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটাই সমীচীন যে, সংজ্ঞায় ব্যবহৃত কেউ কেউ এরূপই বলেছেন। এ ব্যাপারে আরো অনেক মতামত রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِيُخْرِجَ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) قَضَاءٌ-এর সংজ্ঞায় مِنْ عِنْدِهٖ বাক্যটি যুক্ত না করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উদাহরণত যদি কোনো ব্যক্তি অদ্য যোহর اَدَاءٌ হিসেবে পড়ে কিন্তু তার উপর গতকালের যোহরের قَضَاءٌ রয়ে গেছে । এমতাবস্থায় অদ্য যোহরের اداء টা গতকালের قَضَاءٌ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত কেননা قَضَاءٌ-এর সংজ্ঞা- تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ এটার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অথচ এরূপ বলা হয় না। সুতরাং قَضَاءٌ-এর সংজ্ঞায় গ্রন্থকার اَلْمِثْلُ শব্দের সাথে مِنْ عِنْدِهٖ বাক্যটিকে যুক্ত করা যথোপযুক্ত ছিল। যেমনটি আল্লামা হুসামী (র.) করেছেন। তাতে অদ্য যোহরের اَدَاءٌ টা গতকালের যোহরের قَضَاءٌ হিসেবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। যেহেতু অদ্য যোহর বান্দার পক্ষ হতে হয় না; বরং অদ্য ও গতকালের যোহর আল্লাহর জন্য বান্দার উপর ফরজ হিসেবে আরোপিত হয়ে থাকে।

আর قَضَاءٌ বলা হয় বান্দার উপর যা ওয়াজিব ছিল তার قَضَاءٌ-এর দিকে ঐ নফলকে ফিরিয়ে দেওয়া যা তার হক ছিল। আর তা তো এখানে নেই। এবং মুসান্নেফ (র.) اَلْمِثْلُ-এর সাথে مِنْ عِنْدِهٖ বাক্যটি যুক্ত করেননি এ কারণে যে, তা সুস্পষ্ট। তা ছাড়াও اَلْمِثْلُ শব্দটি আনুষঙ্গিকভাবে তার অর্থ দিয়ে থাকে। কেননা مِثْلُ বলে যাকে এমন বস্তুর বিনিময়ে দিয়ে থাকে যা পূর্বেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর তা তো দাতা নিজের পক্ষ হতেই দিয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا النَّفْلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) নফলের কাজার ক্ষেত্রে উল্লিখিত قَضَاءٌ-এর সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য হবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, তা হচ্ছে—

প্রশ্ন : নফল নামাজ আরম্ভ করার পর ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় আদায় করলে তাকে قَضَاءٌ বলে। আর উল্লিখিত قَضَاءٌ -এর সংজ্ঞা "تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ" তো এতে প্রযোজ্য হয় না। কেননা নফল তো বান্দার দায়িত্বে ওয়াজিব হয় না, যদ্দরুন তার قَضَاءٌ -কে تَسْلِيْمُ مِثْلَ الْوَاجِبِ বলা যেতে পারে ?

উত্তর : উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, নফল নামাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই যদি কোনো ব্যক্তি আরম্ভ করার পর ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে قَضَاءٌ পড়তে হবে। কারণ ফরজ ও ওয়াজিবেরই قَضَاءٌ হয়ে থাকে, সুন্নত ও নফলের নয়।

বি: দ্র: উক্ত আলোচনায় নফল দ্বারা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ , গায়রে মুয়াক্কাদাহ ও নফলের সবই বুঝানো হয়েছে, তবে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে বলা হয়- سُنَّةُ الْفَجْرِ اِذَا فَاتَتْ تَقْضِيْ (ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে তার قَضَاءٌ করতে হয়)। এখানে قَضَاءٌ শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে قَضَاءٌ শব্দটি ওয়াজিব ব্যতীত অন্যস্থানে যেমন مَنْدُوْبٌ ও مُبَاحٌ -এর ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّهُ يُؤَدِّيْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) নফলের ক্ষেত্রে اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত ইবারতের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে—

প্রশ্ন: নফল নামাজ ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষেত্রে اَدَاءٌ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অথচ اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-تَسْلِيْمُ عَيْنَ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ (অর্থাৎ اَمْر-এর দ্বারা হুবহু ওয়াজিবকে সমর্পণ করা) তাতে কি প্রমাণিত হয় না যে, اَدَاءٌ-এর জন্যও ওয়াজিব হওয়াটা আবশ্যক? অথচ দেখা যায় যে, নফল ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও এর ক্ষেত্রে اَدَاءٌ শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

উত্তর : এর তিনভাবে জবাব দেওয়া যেতে পারে। ১. উপরোক্ত اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত اَلْوَاجِبُ শব্দটিকে اَلثَّابِتُ -এর অর্থে গ্রহণ করা হলে নফল নামাজও اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাতে কোনো ধরনের আপত্তি করার কারো কোনো অধিকার থাকবে না। তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা এরূপই বলেছেন।

২. এভাবেও উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, নফলের ব্যাপারে اَدَاءٌ -এর সংজ্ঞাটি مَجَازٌ হিসেবে প্রযোজ্য। আর এটিই হলো অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত। এবং উপরে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি اَدَاءٌ حَقِيْقِيٌّ-এর জন্য প্রযোজ্য।

৩. এখানে اَدَاءٌ-এর সংজ্ঞা দ্বারা সাধারণত اَدَاءٌ-এর যে সংজ্ঞা করা হয় তা উদ্দেশ্য নয়; বরং হানাফী মাযহাব অনুযায়ী مُوْجَبُ الْاَمْرِ তথা وُجُوْبٌ-এর সংজ্ঞা দেওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং নফলের اَدَاءٌ এটার অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَيَسْتَعْمِلُ اَحَدُهُمَا مَكَانَ الْاٰخَرِ مَجَازًا حَتّٰى يَجُوْزَ الْاَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ اَىْ يَسْتَعْمِلُ كُلٌّ مِنَ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ مَكَانَ الْاٰخَرِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ حَتّٰى يَجُوْزَ الْاَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ وَيَجُوْزُ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ ظُهْرَ الْاَمْسِ وَاسْتِعْمَالُ الْقَضَاءِ فِى الْاَدَاءِ كَثِيْرٌ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ اَىْ اِذَا اُدِّيَتْ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ لِاَنَّ الْجُمُعَةَ لَايُقْضٰى وَلِهٰذَا ذَهَبَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ اِلٰى اَنَّ الْقَضَاءَ عَامٌّ يَسْتَعْمِلُ فِى الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ جَمِيْعًا لِاَنَّهٗ عِبَارَةٌ عَنْ فَرَاغِ الذِّمَّةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِهَا فَكَانَ فِىْ مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَسْتَعْمِلُ اَحَدُهُمَا مَكَانَ الْاٰخَرِ আর اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ-এর মধ্য হতে প্রত্যেকটিই একটি অপরটির জায়গায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে مَجَازًا রূপকার্থে حَتّٰى يَجُوْزَ الْاَدَاءُ এমনকি اَدَاءٌ টা জায়েজ হয়ে থাকে بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ কাযা-এর নিয়তে وَبِالْعَكْسِ এবং قَضَاءٌ টা اَدَاءٌ-এর নিয়তে اَىْ يَسْتَعْمِلُ كُلٌّ مِنَ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ مَكَانَ الْاٰخَرِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ অর্থাৎ اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ-এর মধ্য হতে প্রত্যেকটিই একটি অপরটির জায়গায় রূপকার্থে ব্যবাহৃত হয় حَتّٰى يَجُوْزَ الْاَدَاءُ এমনকি اَدَاءٌ সহীহ হয়ে যায় بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ কাযা-এর নিয়তে بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ব্যক্তি যোহরের সময় বলে যে, نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ তাহলে তার অর্থ হবে نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ - وَيَجُوْزُ الْقَضَاءُ অনুরূপ قَضَاءٌ ও সহীহ হয়ে থাকে بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ আদা-এর নিয়তে بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ ظُهْرَ الْاَمْسِ দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি কেউ অনির্ধারিত সময়ে বলে যে, نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ ظُهْرَ الْاَمْسِ তাহলে তার অর্থ হবে نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ ظُهْرَ الْاَمْسِ - وَاسْتِعْمَالُ الْقَضَاءِ আর قَضَاءٌ-এর ব্যবহার فِى الْاَدَاءِ - اَدَاءٌ-এর অর্থে كَثِيْرٌ বহুল প্রচলিত كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ - اَىْ اِذَا اُدِّيَتْ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ অর্থাৎ اِذَا اُدِّيَتِ الْجُمُعَةُ (যখন জুমা আদায় কর) لِاَنَّ الْجُمُعَةَ لَايُقْضٰى কেননা,জুময়ার নামাজ قَضَاءٌ পড়া হয় না (কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বেলায় قَضَاءٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) وَلِهٰذَا ذَهَبَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ اِلٰى اَنَّ الْقَضَاءَ عَامٌّ এ জন্যই প্রখ্যাত উসূলবিদ ফখরুল ইসলাম (র.) এ অভিমত পেশ করেন যে, قَضَاءٌ শব্দটি عَامٌّ-এর শ্রেণীভুক্ত يَسْتَعْمِلُ فِى الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ جَمِيْعًا এটা اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ উভয় অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে, لِاَنَّهٗ عِبَارَةٌ عَنْ فَرَاغِ الذِّمَّةِ কেননা, قَضَاءٌ-এর অর্থ হলো দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভ করা وَهُوَ يَحْصُلُ بِهَا আর তা এটার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে فَكَانَ فِىْ مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ সুতরাং এটা قَضَاءٌ-এর অর্থে হাকীকত।

সরল অনুবাদ : আর اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ-এর মধ্য হতে প্রত্যেকটিই একটি অপরটির জায়গায় রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমনকি اَدَاءٌ টা قَضَاءٌ-এর নিয়তে এবং قَضَاءٌ টা اَدَاءٌ-এর নিয়তে জায়েজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ-এর মধ্য হতে প্রত্যেকটি-ই একটি অপরটির জায়গায় রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়। এমনকি قَضَاءٌ-এর নিয়তে اَدَاءٌ সহীহ্ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি যোহরের সময় বলে যে, نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ তাহলে তার অর্থ হবে نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ অনুরূপভাবে اَدَاءٌ-এর নিয়তে قَضَاءٌ ও সহীহ্ হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কেউ অনির্ধারিত সময়ে বলে যে, نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ ظُهْرَ الْاَمْسِ তাহলে তার অর্থ হবে نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ ظُهْرَ الْاَمْسِ আর اَدَاءٌ-এর অর্থে قَضَاءٌ-এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ اِذَا اُدِّيَتْ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ কেননা জুমার নামাজ قَضَاءٌ পড়া হয় না (কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বেলায় قضاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে)। এ জন্যই প্রখ্যাত উসূলবিদ ফখরুল ইসলাম (র.) এ অভিমত পেশ করেন যে, قَضَاءٌ শব্দটি عَامٌّ-এর শ্রেণীভুক্ত। এটা قَضَاءٌ ও اَدَاءٌ উভয় অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা قَضَاءٌ-এর অর্থ হলো দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভ করা আর তা এটার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং এটা قَضَاءٌ-এর অর্থে হাকীকত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَتّٰى يَجُوْزَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ-এর মধ্যে একটি দ্বারা আরেকটির নিয়ত সহীহ হওয়ার অর্থ কি সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উসূলবিদগণের অনেকে বলেছেন উল্লিখিত শাখা মাসআলাটি সহীহ্ নয়। কেননা নিয়ত হলো অন্তরের কাজ, এর মধ্যে শব্দ প্রয়োগের কোনো স্থান নেই। আর قَضَاءٌ ও اَدَاءٌ উভয় শব্দের একটি অপরের স্থলে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে একটির স্থানে অপরটি নিয়ত করা সহীহ হওয়া বুঝা যায় না। উসূলবিদগণ বলেন, একটিকে অপরটির স্থানে ব্যবহৃত করাটা قَضَاءٌ ও اَدَاءٌ-এর ব্যবহারটা সহীহ্ হওয়ার জন্য দলিল হতে পারে, পৃথক কোনো মাসআলা হতে পারে না। আর قَضَاءٌ-এর নিয়তে اَدَاءٌ জায়েজ হওয়ার উদাহরণ, যেমন– কোনো ব্যক্তি وَقْتٌ শেষ হয়ে গেছে মনে করে قَضَاءٌ-এর নিয়তে নামাজ পড়ল। পক্ষান্তরে তখনও وَقْتٌ অবশিষ্ট আছে। সুতরাং এ স্থানে قَضَاءٌ-এর নিয়ত করা সত্ত্বেও اَدَاءٌ গণ্য হবে قَضَاءٌ নয়। এবং اَدَاءٌ-এর নিয়তে قَضَاءٌ জায়েজ হওয়ার উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি وَقْتٌ বাকি আছে মনে করে আদায়ের নিয়তে নামাজ পড়ল; কিন্তু পরক্ষণে জানা গেল যে, তখন وَقْتٌ অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং এখানে اَدَاءٌ-এর নিয়ত করা সত্ত্বেও قَضَاءٌ গণ্য হবে اَدَاءٌ নয়। তবে কাশফুল বাযদুবী প্রণেতা বলেন, উল্লিখিত মাসআলাটি প্রশাখা মাসআলা রূপেই গণ্য হবে। এবং قَضَاءٌ-এর নিয়তে اَدَاءٌ জায়েজ হওয়ার অর্থ হলো নিয়তের সময় قَضَاءٌ শব্দটিকে উল্লেখ করে তার দ্বারা اداء-কে উদ্দেশ্য নেওয়া। আর اَدَاءٌ-এর নিয়তে قَضَاءٌ জায়েজ হওয়ার অর্থ নিয়তের সময় اَدَاءٌ শব্দটিকে উল্লেখ করে তার দ্বারা قَضَاءٌ উদ্দেশ্য নেওয়া। এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, নূরুল আনওয়ারের ব্যাখ্যাকার (র.)-এরই অনুসরণ করেছেন, যা তার উদাহরণ দ্বারা বুঝা যায়।

بِخِلَافِ الْاَدَاءِ فَاِنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ شِدَّةِ الرِّعَايَةِ وَهُوَ لَيْسَ اِلَّا فِى الْاَدَاءِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ ـ اَلذِّئْبُ يَادُوْ لِلْغَزَالِ يَاْكُلُهُ * اَىْ يَخْتِلُهُ وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ وَاَمَّا اِذَا صَامَ شَعْبَانَ بِظَنِّ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَايَجُوْزُ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ وَاِنْ صَامَ شَوَّالَ بِظَنِّ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجُوْزُ لَا لِاَنَّهُ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ بَلْ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَاِنَّمَا الْخَطَأُ فِىْ ظَنِّهِ وَهُوَ مَعْفُوٌّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ الْاَدَاءِ পক্ষান্তরে اَدَاءٌ শব্দটি এটার বিপরীত فَاِنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ شِدَّةِ الرِّعَايَةِ কেননা, এটা কঠোরভাবে সকল দিক বিবেচনা করার অর্থে প্রকাশ করে وَهُوَ لَيْسَ اِلَّا فِى الْاَدَاءِ আর এ অর্থ শুধু اَدَاءٌ-এর মধ্যেই পাওয়া যায় كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ যেমন কবি বলেছেন– اَلذِّئْبُ يَادُوْ لِلْغَزَالِ নেকড়ে হরিণকে প্রতারিত করে يَاْكُلُهُ যেন সে তাকে ভক্ষণ করতে পারে اَىْ يَخْتِلُهُ অর্থাৎ তার সাথে প্রতারণা করে وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ এবং তার উপর জয়ী হয় (يَادُوْ শব্দের অর্থ প্রতারণা করা ও জয়ী হওয়া) وَاَمَّا اِذَا صَامَ شَعْبَانَ অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি শাবান মাসে রোজা পালন করে بِظَنِّ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ রমজান মনে করে فَلَا يَجُوْزُ তাহলে এটা জায়েজ হবে না لِاَنَّهُ اَدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ কেননা এটা سَبَبٌ-এর পূর্বে অর্থাৎ রমজান আসার পূর্বে اَدَاءٌ হিসেবে পালন করা হয়েছে وَاِنْ صَامَ شَوَّالَ আর যদি কেউ শাওয়াল মাসে রোজা রাখে بِظَنِّ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ রমজান মাস মনে করে يَجُوْزُ তাহলে তা জায়েজ হবে لَا لِاَنَّهُ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ কিন্তু এ জায়েজ হওয়াটা এজন্য নয় যে তা اَدَاءٌ-এর নিয়তে قَضَاءٌ হয়েছে بَلْ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ বরং এ জন্য যে, তা قَضَاءٌ-এর নিয়তে اَدَاءٌ সম্পাদিত হয়েছে وَاِنَّمَا الْخَطَأُ فِىْ ظَنِّهِ وَهُوَ مَعْفُوٌّ অবশ্য যে, ভুল সংঘটিত হয়েছে তা তার ভুল ধারণার কারণে ঘটেছে, যা ক্ষমাযোগ্য।

সরল অনুবাদ : পক্ষান্তরে اَدَاءٌ শব্দটি এটার বিপরীত। কেননা এটা কঠোরভাবে সকল দিক বিবেচনা করার অর্থ প্রকাশ করে। আর এ অর্থ শুধু اَدَاءٌ-এর মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন, কবি বলেছেন– اَلذِّئْبُ يَادُوْ لِلْغَزَالِ يَاْكُلُهُ অর্থাৎ "নেকড়ে হরিণকে প্রতারিত করে, যেন সে তাকে ভক্ষণ করতে পারে।" يَادُوْ শব্দের অর্থ প্রতারণা করা ও জয়ী হওয়া। অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি শাবান মাসে রমজান মনে করে রোজা পালন করে, তাহলে এটা জায়েজ হবে না। কেননা এটা سَبَبٌ-এর পূর্বে অর্থাৎ রমজান আসার পূর্বেই اَدَاءٌ হিসেবে পালন করা হয়েছে। আর যদি কেউ শাওয়াল মাসকে রমজানের মাস মনে করে রোজা রাখে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কিন্তু এ জায়েজ হওয়াটা এ জন্য নয় যে, তা اَدَاءٌ-এর নিয়তে قَضَاءٌ হয়েছে ; বরং এ জন্য যে, তা قَضَاءٌ-এর নিয়তে اَدَاءٌ সম্পাদিত হয়েছে। অবশ্য যে ভুল সংঘটিত হয়েছে, তা তার ভুল ধারণার কারণে ঘটেছে, যা ক্ষমাযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلذِّئْبُ الخ-এর আলোচনা : মুসান্নেফ (র.) উক্ত ইবারতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, এটি আরবি ভাষাভাষীদের একটি প্রবাদ বাক্য। মানুষকে এমন কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করে যার মাঝে ত্যাগ-তিতিক্ষা থাকলেও পরিণামে মহাসফলতা রয়েছে। আর صِرَاحٌ নামক অভিধানে রয়েছে–اَدَيْتُ لَهُ ও اَدَوْتُ لَهُ-এর অর্থ হলো, আমি তাকে প্রতারিত করেছি। اَلْغَزَالُ শব্দটির غ অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট, যা দ্বারা মরুভূমিতে চরে বেড়ানো হরিণকে বুঝানো হয়। আর يَاْكُلُهُ শব্দটি تَرْكِيْبٌ হিসেবে مَفْعُوْلٌ لَهُ হয়েছে। এখানে لَامٌ হরফটি উহ্য রয়েছে, তথা পূর্ণ ইবারত এভাবে হবে–لِيَاْكُلَهُ অর্থ-তাকে ভক্ষণ করার জন্য। মোট কথা, হরিণকে খাওয়ার জন্যই চিতাবাঘ বহু কৌশল অবলম্বন করে থাকে। সুতরাং কিছু পেতে হলে নিয়ম হলো কিছু তোমাকে দিতে হবে। প্রবাদ আছে কষ্ট করলে মিষ্টি খাওয়া যায়।

قَوْلُهُ لَا لِاَنَّهُ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) শাওয়াল মাসকে রমজান মনে করে রোজা রাখলে তার কি হুকুম হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এমন নয় যে কোনো ব্যাক্তি اَدَاءٌ শব্দ ব্যবহার করে قَضَاءٌ-কে উদ্দেশ্য নেবে। কেননা যে শাওয়াল মাসকে রমজান মনে করে রোজা রাখে এবং সে قَضَاءٌ-এর নিয়তও করেনি। তাহলে এটি اَدَاءٌ-এর নিয়তে اَدَاءٌ-ই ধর্তব্য হবে। অথবা কোনো ব্যক্তি اَدَاءٌ শব্দ ব্যবহার করে اَدَاءٌ কেই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। কেননা ভুল তো হয়েছে তার ধারণার মধ্যে যে সে শওয়ালকে রমজান মনে করেছে। আর এমন অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হয়ে থাকে। এবং اَدَاءٌ-এর অর্থে قَضَاءٌ-এর প্রয়োগটা সর্বজন বিদিত প্রসিদ্ধ। তাই ব্যাখ্যাকার বলেছেন– بَلْ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ বরং قَضَاءٌ-এর নিয়তে اَدَاءٌ হয়ে গেছে। অর্থাৎ উল্লিখিত اَدَاءٌ টা এমন اَدَاءٌ-এর নিয়তে হয়েছে যার উপর قَضَاءٌ-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। গ্রন্থকার (র.) আলোচনার মূল ব্যাখ্যা এটিই। তবে যে সব সংস্করণে بَلْ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ (বরং اداء-এর নিয়তে اَدَاءٌ-ই হয়েছে) এমন বাক্যের উল্লেখ রয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন । যাক শাওয়াল মাসকে রমজান মনে করে রোজা রাখলে রোজা জায়েজ হয়ে যাবে।

ثُمَّ اَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ اَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ الَّذِىْ كَانَ سَبَبًا لِلْاَدَاءِ اَمْ لَابُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَلٰى حِدَةٍ فَبَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَالْقَضَاءُ يَجِبُ بِمَا يَجِبُ بِهِ الْاَدَاءُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ خِلَافًا لِلْبَعْضِ اَىْ اَلْقَضَاءُ يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِىْ يَجِبُ بِهِ الْاَدَاءُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلْعِرَاقِيِّيْنَ مِنْ مَشَائِخِنَا وَعَامَّةِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لَابُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيْدٍ سِوَى سَبَبِ الْاَدَاءِ وَالْمُرَادُ بِهٰذَا السَّبَبِ النَّصُّ الْمُوْجِبُ لِلْاَدَاءِ لَاالسَّبَبُ الْمَعْرُوْفُ اَعْنِى الْوَقْتَ وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ اِلٰى اَنَّ عِنْدَنَا النَّصَّ الْمُوْجِبَ لِلْاَدَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَقَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ دَالٌّ بِعَيْنِهِ عَلٰى وُجُوْبِ الْقَضَاءِ -

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ অতঃপর উসূলবিদগণ এ মর্মে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন যে, اَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ কাযা-এর سَبَبْ বা কারণ কি তা-ই الَّذِىْ كَانَ سَبَبًا لِلْاَدَاءِ যা اَدَاءْ-এর জন্য سَبَبْ বা কারণ ছিল اَمْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَلٰى حِدَةٍ না তার জন্য পৃথক কোনো কারণ থাকা আবশ্যক? فَبَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এ কথাটি তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন وَالْقَضَاءُ يَجِبُ بِمَا يَجِبُ بِهِ الْاَدَاءُ কাযা সে سَبَبْ-এর কারণেই ওয়াজিব হয় যে, سَبَبْ-এর কারণে اَدَاءْ ওয়াজিব হয় عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ মুহাক্কেক আলিমগণের মতে خِلَافًا لِلْبَعْضِ তবে কিছু সংখ্যক আলিম এটার বিপরীত মত পোষণ করেন اَىْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ اَلْقَضَاءُ يَجِبُ অর্থাৎ কাযা ওয়াজিব হয় بِالسَّبَبِ ঐ سَبَبْ-এর দ্বারা الَّذِىْ يَجِبُ بِهِ الْاَدَاءُ যার দ্বারা اَدَاءْ ওয়াজিব হয় مِنْ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ মুহাক্কেক হানাফী আলিমগণের মতে خِلَافًا لِلْعِرَاقِيِّيْنَ مِنْ مَشَائِخِنَا وَعَامَّةِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ তবে আমাদের ইরাকী মাশায়েখগণ ও অধিকাংশ শাফেয়ী আলিমগণ এটার বিপরীত মত পোষণ করেন فانهم يقولون কেননা, তারা বলেন لَابُدَّ لِلْقَضَاءِ কাযার জন্য জরুরি مِنْ سَبَبٍ جَدِيْدٍ একটি নূতন سَبَبْ - سِوَى سَبَبِ الْاَدَاءِ আদা-এর سَبَبْ ছাড়াও وَالْمُرَادُ بِهٰذَا السَّبَبِ আর সে لَا السَّبَبُ الْمَعْرُوْفُ اَعْنِى الْوَقْتَ বলতে উদ্দেশ্য النَّصُّ الْمُوْجِبُ لِلْاَدَاءِ সেই نَصْ যা اَدَاءْ-এর জন্য ওয়াজিবকারী হয়েছিল سَبَبْ পরিচিত سَبَبْ অর্থাৎ وَقْت উদ্দেশ্য নয় وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ اِلٰى اَنَّ عِنْدَنَا এ মত পার্থক্যের সার সংক্ষেপ হলো আমাদের (হানাফীদের) মতে النَّصَّ الْمُوْجِبَ لِلْاَدَاءِ যে نَصْ টা اَدَاءْ-এর জন্য ওয়াজিবকারী হয়েছিল وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (নামাজ কায়েম কর) وَقَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ এবং তাঁর বাণী– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে) دَالٌّ بِعَيْنِهِ عَلٰى وُجُوْبِ الْقَضَاءِ হুবহু এ نَصْ টিই قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর উসূলবিদগণ এ মর্মে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন যে, قَضَاءْ-এর سَبَبْ বা কারণ কি তাই, যা اَدَاءْ-এর জন্য سَبَبْ বা কারণ ছিল, না তার জন্য পৃথক কোনো سَبَبْ বা কারণ থাকা আবশ্যক ? সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এ কথাটি তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, **মুহাক্কেক আলিমগণের মতে قَضَاءْ সে سَبَبْ-এর কারণেই ওয়াজিব হয় যে سَبَبْ-এর কারণে اَدَاءْ ওয়াজিব হয়ে থাকে। তবে কিছুসংখ্যক আলিম এটার বিপরীত মত পোষণ করেন।** অর্থাৎ মুহাক্কেক হানাফী আলিমগণের মতে قضاء ওয়াজিব হওয়ার কারণও ঠিক তাই, যা اَدَاءْ ওয়াজিব হওয়ার কারণ। তবে আমাদের ইরাকী মাশায়েখগণ ও অধিকাংশ শাফেয়ী আলিমগণ এটার বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা তারা বলেন যে, قَضَاءْ-এর জন্য اَدَاءْ-এর سَبَبْ ছাড়াও একটি নতুন سَبَبْ থাকা জরুরি। আর এ سَبَبْ বলতে সেই نَصْ-ই উদ্দেশ্য, যা اَدَاءْ-এর জন্য ওয়াজিবকারী হয়েছিল, সে পরিচিত سَبَبْ অর্থাৎ وَقْت উদ্দেশ্য নয়। এ মতপার্থক্যের সার সংক্ষেপ হলো, আমাদের (হানাফীদের) মতে যে نَصْ টা اَدَاءْ-এর জন্য ওয়াজিবকারী হয়েছিল, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– (১) اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (২) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ হুবহু এ نَصْ টিই قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) قَضَاءْ দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে اَلْقَضَاءُ শব্দটির "ال" টি اَلِفْ لَامْ عَهْدِىْ ধরতে হবে। এবং এর দ্বারা قَضَاءْ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ (যুক্তি সম্পন্ন সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা قَضَاءْ হিসেবে আদায় করাকে) বুঝানো হয়েছে। আর এর দ্বারা قَضَاءْ مَعْقُوْلْ উদ্দেশ্য হওয়ার কারণেই "ال" টা لَامْ عَهْدِىْ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো قَضَاءْ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ (অযুক্তিগত সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা قَضَاءْ হিসেবে আদায় করার) জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নতুন نَصْ-এর প্রয়োজন।— মেশকাতুল আনওয়ার

[অবশিষ্ট অংশ ১৯৩ পৃষ্ঠায়]

لَاحَاجَةَ اِلٰى نَصٍّ جَدِيْدٍ يُوْجِبُ الْقَضَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ بَلْ اِنَّمَا وَرَدَا لِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى اَنَّ الْاَدَاءَ بَاقٍ فِىْ ذِمَّتِكُمْ بِالنَّصَّيْنِ السَّابِقَيْنِ لَمْ يَسْقُطْ بِالْفَوَاتِ لِاَنَّ بَقَاءَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ فِىْ نَفْسِهِ لِلْقُدْرَةِ عَلٰى مِثْلٍ مِنْ عِنْدِهٖ وَسُقُوْطَ فَضْلِ الْوَقْتِ لَا اِلٰى مِثْلٍ وَضِمَانٍ لِلْعِجْزِ عَنْهُ اَمْرٌ مَعْقُوْلٌ فِىْ نَفْسِهٖ فَعَدَيْنَا حُكْمَ الْقَضَاءِ اِلٰى مَالَمْ يَرِدْ فِيْهِ نَصٌّ وَهُوَ الْمَنْذُوْرُ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالْاِعْتِكَافِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لَاحَاجَةَ اِلٰى نَصٍّ جَدِيْدٍ এরূপ কোনো নতুন نَصّ-এর প্রয়োজন নেই يُوْجِبُ الْقَضَاءَ যা قَضَاءٌ কে ওয়াজিব করবে وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ যেমন নবী করীম ﷺ-এর বাণী- مَنْ نَامَ যে ব্যক্তি নিদ্রায় থাকবে عَنْ صَلٰوةٍ নামাজের সময়ে اَوْ نَسِيَهَا অথবা নামাজের কথা ভুলে যাবে فَلْيُصَلِّهَا সে যেন ইহা আদায় করে নেয় اِذَا ذَكَرَهَا যখনই তার স্মরণে আসে فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا কেননা, ইহাই তার নামাজের সময় وَقَوْلُهُ تَعَالٰى এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا অনন্তর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ রোগাক্রান্ত হয় اَوْ عَلٰى سَفَرٍ অথবা ভ্রমণে থাকে فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তবে তার জন্য ইহা অন্য সময়ে পালনীয় بَلْ اِنَّمَا وَرَدَا لِلتَّنْبِيْهِ বরং এ نَصّ দু'টি এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্যই প্রয়োগ হয়েছে যে, عَلٰى اَنَّ الْاَدَاءَ بَاقٍ আদা এখনো বহাল রয়েছে فِىْ ذِمَّتِكُمْ তোমাদের জিম্মায় بِالنَّصَّيْنِ السَّابِقَيْنِ পূর্ববর্তী نَصّ দু'টির মাধ্যমে তোমাদের উপর যা ওয়াজিব হয়েছিল لَمْ يَسْقُطْ بِالْفَوَاتِ ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তোমাদের দায়িত্ব হতে রহিত হয়ে যায় নি لِاَنَّ بَقَاءَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ فِىْ نَفْسِهٖ তার কারণ হলো, মূলত নামাজ ও রোজার হুকুম বান্দার উপর বহাল থাকার কারণ হচ্ছে لِلْقُدْرَةِ عَلٰى مِثْلٍ مِنْ عِنْدِهٖ তার পক্ষ হতে সেগুলোর সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা وَسُقُوْطَ فَضْلِ الْوَقْتِ এবং ওয়াক্তের ফজিলত বাতিল হয়ে যাওয়া لَا اِلٰى مِثْلٍ وَضِمَانٍ لِلْعِجْزِ عَنْهُ বান্দার অক্ষমতা জনিত কারণে সাদৃশ্য বস্তু ও ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই اَمْرٌ مَعْقُوْلٌ فِىْ نَفْسِهٖ এটা মূলত একটি যুক্তি বহির্ভূত ব্যাপার فَعَدَيْنَا সুতরাং আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি حُكْمَ الْقَضَاءِ কাযার হুকুমকে اِلٰى مَالَمْ يَرِدْ فِيْهِ نَصٌّ সে সব বিষয়ের দিকে যে ব্যাপারে কোনো نَصّ আসেনি وَهُوَ الْمَنْذُوْرُ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالْاِعْتِكَافِ যেমন- মানতের নামাজ, মানতের রোজা ও মানতের ই'তিকাফ।

সরল অনুবাদ : এরূপ কোনো নতুন نَصّ-এর প্রয়োজন নেই, যা قَضَاءٌ-কে ওয়াজিব করবে। যেমন, নবী কারীম ﷺ-এর বাণী- مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ বরং এ نَصّ দু'টি এ কথার প্রতি সতর্ক করার জন্যই প্রয়োগ হয়েছে যে, পূর্ববর্তী نَصّ দু'টির মাধ্যমে তোমাদের উপর যা ওয়াজিব করা হয়েছিল, তা এখনো তোমাদের জিম্মায় তদ্রূপই বহাল রয়েছে, ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তোমাদের দায়িত্ব হতে রহিত হয়ে যায়নি। তার কারণ হলো, মূলত নামাজ ও রোজার হুকুম বান্দার উপর বহাল থাকার কারণ হচ্ছে তাঁর পক্ষ হতে সেগুলোর مِثْل বা সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা আর বান্দার অক্ষমতা জনিত কারণে সাদৃশ্য বস্তু ও ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই ওয়াক্তের ফজিলত ছুটে যাওয়া এটা মূলত একটি যুক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। সুতরাং আমরা قَضَاءٌ-এর হুকুমকে সে সব বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি, যে ব্যাপারে কোনো نَصّ আসেনি যেমন-মানতের নামাজ, মানতের রোজা ও মানতের ই'তিকাফ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[১৯২ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

قَوْلُهُ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) قَضَاءٌ-এর জন্য নতুন কোনো نَصّ জরুরি কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইরাকী ওলামায়ে আহনাফগণ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অধিকাংশ শিষ্যগণের মতে قَضَاءٌ-এর জন্য اَدَاءٌ-এর سَبَبْ বা نَصّ ব্যতীত নতুন কোনো سَبَبْ বা نَصّ জরুরি। তাদের যুক্তি হলো, ادا যে نَصّ দ্বারা ওয়াজিব হয়েছে তার মাঝে قَضَاءٌ-এর কোনো দখল না থাকাটা সুস্পষ্ট। যেমন- বৃহস্পতিবারের রোজা শুক্রবারের রোজাকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অন্যথা তো বৃহস্পতিবারের রোজা শুক্রবার রাখলে قَضَاءٌ হতো না; বরং ادا হিসেবেই গণ্য হতো। তবে জমহুর ওলামাগণ তাদের প্রতি উত্তরে বলেন যে, এর দ্বারা কেবল শাব্দিকভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ বুঝানো হয়েছে যা আমাদের দাবি নয়; বরং আমাদের (জমহুর ওলামাগণের) দাবি হলো اَدَاءٌ সম্পর্কিত نَصّ টি দ্বারা এটিই বুঝা যায় যে, مُكَلَّفْ-এর দায়িত্বটা لُزُوْمُ اَدَاءٌ (তথা আদায় করা অত্যাবশ্যক হওয়া)-এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর قَضَاءٌ-এর সম্পাদনটা হলো لُزُوْمُ اَدَاءٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর দ্বারাই দায়িত্ব হতে

অব্যাহতি লাভ হয়। সুতরাং জমহুর ওলামাদের মতে اَدَاءٌ সম্পর্কিত نَصّ টিই اِلْتِزَامًا (আনুষঙ্গিকভাবে) قَضَاءٌ ওয়াজিব হওয়ার অর্থ প্রকাশ করে থাকে। অতএব জমহুর ওলামাদের মতে قَضَاءٌ-এর জন্য নতুন কোনো نَصّ জরুরি নয়।

[১৯৩পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ (ع) مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নেফ (র.) উক্ত হাদীসের মাধ্যমে قَضَاءٌ নামাজ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

মুসলিম শরীফে হযরত কাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি (জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে সব ধরনের কলাকৌশল অবলম্বন করার পরও) ঘুমন্ত অবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তা ধর্তব্য নয়। কেবল জাগ্রত অবস্থায় ছুটে গেলে তাই ধর্তব্য হবে। সুতরাং যদি তোমাদের কেউ নামাজ পড়তে ভুলে যায়, অথবা নামাজের সময় ঘুমন্ত থাকে, তাহলে যখন স্মরণ হবে তখন যেন পড়ে নেয়।—মুসলিম শরীফ

আর মুহাদ্দিসে কাবীর মোল্লা আলী কারী (র.) বলেছেন যে, বর্ণনাকারী হাদীসটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ বাক্যটি যুক্ত করেছেন فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا তথা এটাই হলো তার জন্য নামাজ আদায়ের সময়।

قَوْلُهُ فَعِدَّةٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে রোজার قَضَاءٌ সম্পর্কীয় আয়াতকে মুসান্নেফ (র.) তুলে ধরেছেন যে, রোজার قضاء সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ (الاية) অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা সফর অবস্থায় থাকে তাহলে তার জন্য রোজা অন্য সময় পালন করতে হবে। অর্থাৎ সে রুগ্ন অবস্থায় ও সফরকালে রোজা রাখবে না; বরং তখন ইফতার করবে। আর অন্য সময় রোজার قَضَاءٌ করে নেবে।

قَوْلُهُ بَلْ اِنَّمَا وَرَدَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) নামাজ ও রোজার ব্যাপারে নতুন نَصّ আরোপিত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَنْ نَامَ صَلٰوةٍ الخ হাদীসটি ও مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا (الاية) এ দু'টি نَصّ নামাজ ও রোজার قَضَاءٌ ওয়াজিব সাব্যস্ত করার জন্য আরোপিত হয়নি; বরং এ কথা বুঝানোর জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের উপর হতে ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়নি, যা পূর্বের نَصّ দ্বারা তাদের দায়িত্বে আরোপিত হয়েছে। তা ছাড়া اَدَاءٌ এবং مِثْل-এর পূর্ণ আলোচনার ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের পর সে উক্ত দায়িত্ব হতে মুক্তি পেতে পারে না। আর এ জন্যই যে, اَدَاءٌ-এর مِثْل বা সাদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে তার قَضَاءٌ ওয়াজিব নয়। যেমন –জুমা ও দুই ঈদের নামাজ।

قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ بِالْفَوَاتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) সময় চলে যাওয়ার পরও ওয়াজিব হতে দায়িত্ব মুক্ত না হওয়ার কারণে ওয়াজিব দায়িত্বে থেকে যায় কিনা ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তার উপর যে اداء ওয়াজিব হয়েছিল তা রহিত হয়ে যায়নি। কেননা দায়িত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য হয় তা আদায় করতে হবে, না হয় দায়িত্ব পালনে অক্ষম হতে হবে। অথচ উভয়ের কোনোটাই এখানে নেই। কেননা, যদিও সময় মতো নামাজ পড়তে সে অক্ষম হয়ে পড়ে কিন্তু মূল ইবাদত পালনে অক্ষম নয়, অথবা হকদার বাতিল করে দেওয়াতেও দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায় কিন্তু তাও স্পষ্ট বা পরোক্ষভাবে এখানে বিদ্যমান নেই। কারণ ওয়াক্তই শুধু নিঃশেষ হয়েছে মাত্র। আর এই وَقْتٌ-এর পক্ষে তো দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব নয়; বরং তা হকদারের সাথে চুক্তিকে আরো শক্তিশালী করে তুলে।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, সময় চলে যাওয়ার দরুন مُكَلَّفْ মূল ইবাদত পালনে অক্ষম। কেননা اَمْر ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ। তার কারণেই তো দেখা যায় اَمْر ওয়াক্তের পূর্বে সহীহ্ হয় না। অতএব اَمْر ওয়াক্তের পরে কিভাবে সহীহ্ হবে?

তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, (১) এখানে সময় মূল উদ্দেশ্য নয়। কারণ নফসের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ করাকেই ইবাদত বলে। (২) অথবা কাজের মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ত্ব ও গুণ-কীর্তন বর্ণনাই হলো ইবাদত। আর সময়ের পার্থক্যের কারণে এতে কোনোরূপ পার্থক্য হয় না। তবে ওয়াক্তের পূর্বে আদায় সহীহ্ না হওয়া وَقْتٌ মূল উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে নয়; বরং তা অপারগতার কারণে سَبَبْ হওয়ার দরুন এরূপ হুকুম হয়েছে। আর সকলেই এ কথার উপর একমত যে, اَدَاءٌ টা سَبَبْ -এর পূর্বে জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ فَعِنْدَنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) ঐ সব ইবাদতের ব্যাপারে আলোচনা করছেন, যে সব ইবাদতের قَضَاءٌ আদায়ের জন্য নতুন কোনো نَصّ আরোপিত হয়নি সেগুলোর কি হুকুম হবে ? তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, যখন এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, যে সব ইবাদতের জন্য নতুনভাবে কোনো نَصّ আরোপিত হয়েছে সেগুলোর اَدَاءٌ-এর نَصّ-ই قَضَاءٌ-এর ওয়াজিবকারী হবে। যেমন– নামাজ ও রোজা। সুতরাং যে সব قَضَاءٌ-এর ব্যাপারে নতুন কোনো نَصّ আরোপিত হয়নি সে সবের قَضَاءٌ-এর হুকুমকে ঐ سَبَبْ-এর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে سَبَبْ-এর কারণে اَدَاءٌ ওয়াজিব হয়ে থাকে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যে সব ইবাদতের قَضَاءٌ-এর ব্যাপারে নতুন কোনো نَصّ আরোপিত হয়নি, সেগুলোর قَضَاءٌ ওয়াজিব হবে قِيَاسْ দ্বারা। অতএব قِيَاسْ কেই সেগুলোর জন্য নতুন سَبَبْ ধরে নিলেই তো চলে যা اَدَاءٌ-এর জন্য سَبَبْ নয় ? তার উত্তরে বলা হবে যে, قِيَاسْ ইবাদতের হুকুমকে প্রকাশকারী হতে পারে না। আর সবগুলোর মধ্যেই পূর্ববর্তী سَبَبْ-এর কারণে وُجُوْبْ সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং قَضَاءٌ ও পূর্ববর্তী سَبَبْ-এর কারণেই ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَنْظُوْرُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) মানত দ্বারা কি ধরনের মানত উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে , যে সব ইবাদতের قَضَاءٌ-এর জন্য নতুন কোনো نَصّ আরোপিত হয়নি সেগুলোর দৃষ্টান্ত হলো, মানতের নামাজ, মানতের রোজা ও মানতের ই'তিকাফ। তবে মানতের اَدَاءٌ ওয়াজিব হওয়ার জন্য نَصّ হলো আল্লাহর বাণী–وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ (তাদেরকে তাদের মানত পূর্ণ করা উচিত)। উক্ত আয়াতে اِيْفَاءٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর اِيْفَاءٌ বলা হয় যে কোনো ওয়াদা ও চুক্তি পূর্ণ করাকে। তবে এখানে মানত দ্বারা مَنْذُوْرٌ مُوَقَّتٌ তথা নির্ধারিত সময়ের জন্য কৃত মানতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ غَيْرُ الْمُوَقَّتْ-এর মধ্যে সময় অতিবাহিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, কারণ তার জন্য তো কোনো নির্ধারিত সময়সীমা-ই নেই

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لَابُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ نَصٍّ جَدِيْدٍ مُوْجِبٍ لَهُ سِوٰى نَصِّ الْاَدَاءِ فَقَضَاءُ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ عِنْدَهُ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَمَالَمْ يَرِدِ النَّصُّ فِيْهِ اِنَّمَا يَثْبُتُ الْقَضَاءُ بِسَبَبِ التَّفْوِيْتِ الَّذِىْ يَقُوْمُ مَقَامَ نَصِّ الْقَضَاءِ فَلَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ اِلَّا فِى الْفَوَاتِ فَعِنْدَنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فِى الْفَوَاتِ وَعِنْدَهُ لَا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَابُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ نَصٍّ جَدِيْدٍ কাযা-এর জন্য একটি নতুন نَصّ থাকা জরুরি مُوْجِبٍ لَهُ তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سِوٰى نَصِّ الْاَدَاءِ আদা-এর نَصّ ছাড়াও فَقَضَاءُ সুতরাং তাঁর মতে নামাজ ও রোজার الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ عِنْدَهُ লাবুদ্দা لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া আবশ্যক - قَضَاءُ -এর - نَصّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর হাদীস- مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا যে ব্যক্তি নমাজের সময় ঘুমিয়ে থাকে কিংবা নামাজের কথা ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণে আসার পর পড়ে নেয়, কেননা তার জন্য এটাই নামাজের সময় وَقَوْلُهُ تَعَالٰى এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অথবা মুসাফির থাকে, তার জন্যে এটা অন্য সময় পালনীয় وَمَا لَمْ يَرِدِ النَّصُّ فِيْهِ আর যে সব ক্ষেত্রে কোনো نَصّ আরোপিত হয়নি اِنَّمَا يَثْبُتُ الْقَضَاءُ بِسَبَبِ التَّفْوِيْتِ সে সব ক্ষেত্রে قَضَاءُ ঐ تَفْوِيْت বা ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করার কারণে সাব্যস্ত হবে الَّذِىْ يَقُوْمُ مَقَامَ نَصِّ الْقَضَاءِ যা قَضَاءُ -এর- نَصّ -এর স্থলাভিষিক্ত فَلَا تَظْهَرُ সুতরাং প্রকাশ পাবে না ثَمَرَةُ الْخِلَافِ মতানৈক্যের ফলাফল بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.) মধ্যকার اِلَّا فِى الْفَوَاتِ বরং فَوَات বা পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে فَعِنْدَنَا تَجِبُ الْقَضَاءُ فِى الْفَوَاتِ যেমন আমাদের মতে فَوَات -এর অবস্থায় قَضَاءُ ওয়াজিব হবে وَعِنْدَهُ لَا আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে قَضَاءُ ওয়াজিব নয়।

সরল অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে قَضَاءُ ওয়াজিব হওয়ার জন্য اَدَاءُ-এর نَصّ ছাড়াও একটি নতুন نَصّ থাকা জরুরি। সুতরাং তাঁর মতে অবশ্যই নামাজ ও রোজার قَضَاءُ-এর نَصّ হচ্ছে যথাক্রমে- (১) নবী কারীম ﷺ-এর হাদীস- مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا এবং (২) আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ আর যে সব ক্ষেত্রে কোনো نَصّ আরোপিত হয়নি, সে সব ক্ষেত্রে ঐ قَضَاءُ تَفْوِيْت বা ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করার কারণে সাব্যস্ত হবে, যা قَضَاءُ-এর نَصّ-এর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার এ মতানৈক্যের ফলাফল শুধু فَوَاتٌ বা পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। যেমন-আমাদের মতে فَوَاتٌ-এর অবস্থায় قَضَاءُ ওয়াজিব হবে,আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে قَضَاءُ ওয়াজিব নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَقُوْمُ مَقَامَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) যে সব ইবাদতের قَضَاءُ-এর ব্যাপারে নতুন نَصّ আরোপিত হয়নি সে সব ইবাদতের হুকুম কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যে সব ইবাদতের قَضَاءُ-এর ব্যাপারে নতুন نَصّ আরোপিত হয়নি, সেগুলোর মধ্যে تَفْوِيْت তথা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া নতুন نَصّ-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। কেননা تَفْوِيْت সীমালঙ্ঘনের শামিল। আর সীমালঙ্ঘনের দরুন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং এ মত অনুসারে তাঁর মতে فَوَاتٌ-এর অবস্থায় قَضَاءُ ওয়াজিব হবে না।

তবে আমাদের মতে فَوَاتٌ -এর অবস্থায়ও قَضَاءُ ওয়াজিব হবে। আর فَوَاتٌ বলে অনিচ্ছাকৃত কোনো ইবাদতকে সময় মতো পালন না করাকে। যেমন- কেউ নির্দিষ্ট একদিন রোজা রাখার মানত করল, অথচ সে দিন সে রোগগ্রস্ত বা পাগল হয়ে গেল, তাতে সে দিন তার রোজা রাখা হলো না। তবে এমন নয় যে, সে স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য শাফেয়ীদের পক্ষ হতে আরেকটি মত পাওয়া যায় যে, تَفْوِيْت-এর ন্যায় فَوَاتٌ ও নতুন نَصّ-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের আর শাফেয়ীদের মধ্যকার উক্ত মতানৈক্য কেবল মাসআলা উদ্ভাবনের পদ্ধতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব প্রতিক্রিয়া পড়বে না। কেননা নতুন نَصّ থাকুক আর না থাকুক, বা নতুন نَصّ না থাকা অবস্থায় تَفْوِيْت হোক বা فَوَاتٌ হোক সর্বাবস্থায় যেমন আমাদের মতে তেমনিভাবে তাঁদের মতে قَضَاءُ ওয়াজিব হবে। তবে আমাদের মতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী نَصّ-এর দ্বারা قَضَاءُ ওয়াজিব হবে। আর তাঁদের মতে কোথাও নতুন نَصّ আবার কখনো تَفْوِيْت এবং কখনো فَوَاتٌ-এর দ্বারা قَضَاءُ ওয়াজিব হবে।

وَقِيْلَ الْفَوَاتُ اَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ النَّصِّ كَالتَّفْوِيْتِ وَلَاتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ اِلَّا فِى التَّخْرِيْجِ فَعِنْدَنَا يَجِبُ فِى الْكُلِّ بِالنَّصِّ السَّابِقِ وَعِنْدَهُ يَجِبُ بِالنَّصِّ الْجَدِيْدِ اَوْ بِالْفَوَاتِ وَالتَّفْوِيْتِ وَقَضَاءُ الْحَضَرِ فِى السَّفَرِ اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَقَضَاءُ السَّفَرِ فِى الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَضَاءُ الْجَهْرِ فِى النَّهَارِ جَهْرًا وَقَضَاءُ السِّرِّ فِى اللَّيْلِ سِرًّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا وَقَضَاءُ الصَّحِيْحِ صَلٰوةَ الْمَرَضِ بِعُنْوَانِ الصِّحَّةِ وَقَضَاءُ الْمَرِيْضِ صَلٰوةَ الصِّحَّةِ بِعُنْوَانِ الْمَرَضِ يُؤَيِّدُ مَاذَكَرَهُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ الْفَوَاتُ اَيْضًا আর কোনো কোনো ইমামের মতে فوات ও قَائِمٌ مَقَامَ النَّصِّ كَالتَّفْوِيْتِ নস-এরই স্থলাভিষিক্ত تَفْوِيْت -এর ন্যায় وَلَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ اِلَّا فِى التَّخْرِيْجِ এরূপ অবস্থায় পারস্পরিক মতপার্থক্যের ফলাফল শুধু মাসদার উদ্ভাবনের মধ্যেই প্রকাশ পাবে فَعِنْدَنَا তাই আমাদের মতে يَجِبُ فِى الْكُلِّ সর্বক্ষেত্রে قَضَاءٌ ওয়াজিব হবে بِالنَّصِّ السَّابِقِ পূর্বের نَصْ দ্বারাই وَعِنْدَهُ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَجِبُ কাযা ওয়াজিব হবে بِالنَّصِّ الْجَدِيْدِ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন نَصْ দ্বারা اَوْ بِالْفَوَاتِ আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হওয়া দ্বারা وَالتَّفْوِيْتِ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করা দ্বারা وَقَضَاءُ الْحَضَرِ فِى السَّفَرِ সুতরাং সফরের অবস্থায় মুকিম অবস্থার কাযা اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ চার রাকাত আদায় করা وَقَضَاءُ السَّفَرِ فِى الْحَضَرِ আর মুকীম অবস্থায় সফরের অবস্থার قَضَاءٌ দু'রাকাত আদায় করা। وَقَضَاءُ الْجَهْرِ فِى النَّهَارِ جَهْرًا এবং এমনিভাবে দিনের বেলায় সশব্দ কেরাত সহকারে আদায়যোগ্য নামাজ সশব্দ কেরাতে আদায় করা। وَقَضَاءُ السِّرِّ فِى اللَّيْلِ سِرًّا আর রাতের বেলায় নিঃশব্দ কেরাত সহকারে আদায়যোগ্য নামাজ নিঃশব্দ কেরাতে আদায় করা يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا এ সব মাসআলা আমাদের (হানাফীদের) উল্লেখিত আলোচনাকে সমর্থন করছে وَقَضَاءُ الصَّحِيْحِ আর নামাজ সুস্থ অবস্থায় قَضَاءٌ করা صَلٰوةَ الْمَرَضِ অসুস্থ অবস্থার নামাজ بِعُنْوَانِ الصِّحَّةِ সুস্থ অবস্থার পদ্ধতিতে وَقَضَاءُ الْمَرِيْضِ এবং নামাজ অসুস্থ অবস্থায় قَضَاءٌ করা صَلٰوةَ الصِّحَّةِ সুস্থ অবস্থার নামাজ بِعُنْوَانِ الْمَرَضِ অসুস্থ অবস্থার পদ্ধতিতে يُؤَيِّدُ مَاذَكَرَهُ এ মাসআলা দু'টি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য সমর্থন করেছে।

সরল অনুবাদ : আর কোনো কোনো ইমামের মতে تَفْوِيْت-এর ন্যায় فَوَاتْ ও نَصْ-এরই স্থলাভিষিক্ত। এরূপ অবস্থায় পারস্পরিক মতপার্থক্যের ফলাফল শুধু মাসআলা উদ্ভাবনের মধ্যেই প্রকাশ পাবে। তাই আমাদের মতে সর্ব ক্ষেত্রে পূর্বের نَصْ দ্বারাই قَضَاءٌ ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন نَصْ দ্বারা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে فَوَاتْ বা পরিত্যক্ত হওয়া দ্বারা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে تَفْوِيْت বা ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করা দ্বারা قَضَاءٌ ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং সফরের অবস্থায় মুকীম অবস্থার قَضَاءٌ চার রাকাত আদায় করা আর মুকীম অবস্থায় সফরের অবস্থার قَضَاءٌ দু'রাকাত আদায় করা এবং এমনিভাবে দিনের বেলা সশব্দ কেরাত সহকারে আদায়যোগ্য নামাজ সশব্দ কেরাতে আদায় করা আর রাতের বেলা নিঃশব্দ কেরাত সহকারে আদায়যোগ্য নামাজ নিঃশব্দ কেরাতে আদায় করা; এ সব মাসআলা আমাদের (হানাফীদের) উল্লিখিত আলোচনাকে সমর্থন করছে। অর্থাৎ قَضَاءٌ টা পূর্বের কারণেই ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর অসুস্থ অবস্থার নামাজ সুস্থ অবস্থায় সুস্থ অবস্থার পদ্ধতিতে قَضَاءٌ করা। এবং সুস্থ অবস্থার নামাজ অসুস্থ অবস্থায় অসুস্থ অবস্থার পদ্ধতিতে قَضَاءٌ করা এ মাসআলা দু'টি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যকে সমর্থন করছে। অর্থাৎ اَدَاءٌ-এর سَبَبْ ছাড়াও অন্য কোনো নতুন سَبَبْ দ্বারা قَضَاءٌ ওয়াজিব হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُؤَيِّدُمَا ذَكَرْنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বিরোধীদের পক্ষ হতে হানাফীদের মতের সহায়ক মাসআলাগুলোর বিরুদ্ধে কি কি আপত্তি করা হয় তা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, উল্লিখিত মাসআলাগুলো দ্বারা বুঝা যায় قَضَاءٌ পূর্বের سَبَبْ দ্বারা ওয়াজিব হয়ে থাকে। ইবনুল মালিক বলেন, কেউ কেউ বলতে পারে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়াটা না পড়ার অনুকরণ করা, তেমনিভাবে কসর করা বা পূর্ণ করা এ জন্য مِثْل বা সাদৃশ্য অনুযায়ী قَضَاءٌ ওয়াজিব হয়ে থাকে, এজন্য নয় যে, প্রথম سَبَبْ-এর দ্বারা قَضَاءٌ ওয়াজিব হয়েছে।

قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ مَاذَكَرَهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) শাফেয়ীদের মতের সহায়ক মাসআলাদ্বয়ের উপর যে আপত্তি আরোপিত হয়েছে তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উল্লিখিত দু'টি মাসআলার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, اَدَاءٌ-এর سَبَبْ টা قَضَاءٌ ওয়াজিবকারী নয়। তা না হয় اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ-এর মধ্যে পার্থক্য হতে পারে না।

উসূলে বাযদুবীর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এভাবে যে, এটার দু'অবস্থা। اداء-এর বেলায় سَبَبْ টা قِيَامْ ও رُكُوْع এবং سَجْدَةْ -কে ওয়াজিবকারী হিসেবে মেনে নিতে হবে যদি তার ক্ষমতা রাখে, অন্যথা বসা ও ইশারার দ্বারা رُكُوْع ও سَجْدَةْ -কে পালন করাকে অনুমোদন করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে উক্ত পদ্ধতি قَضَاءٌ-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং রুগ্ণ ও সুস্থ উভয় অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ قَضَاءٌ ওয়াজিব হবে, তথা قِيَامْ ও رُكُوْع এবং سَجْدَةْ সহকারে। তবে অপারগতার সময় বিকল্পেরও সুযোগ রয়েছে। সুতরাং দায়িত্ব পালনের সময় যদি বিকল্পের শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে তো বিকল্প পন্থা গ্রহণ করতে হবে, অন্যথা বিকল্প পন্থা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। যেমনিভাবে اداء -এর ক্ষেত্রে হয়েছিল। তবে তা সফর ও মুকীম অবস্থার মাসআলার বিপরীত। কেননা এখানে سَبَبْ শুধু দু' রাকাত অথবা শুধু চার রাকাত ওয়াজিব করেছে। সুতরাং قَضَاءٌ এ সময় তা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

ثُمَّ هٰهُنَا سُوَالٌ مَشْهُوْرٌ لَهُمْ عَلَيْنَا وَهُوَ اَنَّهُ اِنْ نَذَرَ اَحَدٌ اَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَرَضٍ مَنْعٍ مِنَ الْاِعْتِكَافِ لَايَقْتَضِىْ اِعْتِكَافَهُ فِىْ رَمَضَانَ اٰخَرَ بَلْ يَقْضِيْهِ فِىْ ضِمَنِ صَوْمٍ مَقْصُوْدٍ وَهُوَ صَوْمُ النَّفْلِ وَلَوْكَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِىْ اَوْجَبَ الْاَدَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ لَوَجَبَ اَنْ يَّصِحَّ الْقَضَاءُ فِى الرَّمَضَانِ الثَّانِىْ كَمَا صَحَّ الْاَدَاءُ فِى الرَّمَضَانِ الْاَوَّلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ زُفَرَ (رحـ) اَوْ يَسْقُطَ الْقَضَاءُ اَصْلًا لِعَدَمِ اِمْكَانِ الصَّوْمِ الَّذِىْ هُوَ شَرْطُهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) فَعُلِمَ اَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ التَّفْوِيْتُ وَالتَّفْوِيْتُ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ فَيَنْصَرِفُ اِلَى الْكَامِلِ وَهُوَالصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَفِيْمَا اِذَا نَذَرَ اَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ اِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُوْدٍ لِعَوْدِ شَرْطِهِ اِلَى الْكَمَالِ لَا لِاَنَّ الْقَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ اٰخَرَ يَعْنِىْ فِىْ صُوْرَةِ نَذْرٍ اَنْ يَعْتَكِفَ هٰذَا الرَّمَضَانَ الْمَعْهُوْدَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَانِعٍ مَرْضٍ -

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ هٰهُنَا سُوَالٌ مَشْهُوْرٌ অতঃপর এখানে একটি প্রসিদ্ধ আপত্তি রয়েছে لَهُمْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারীগণের عَلَيْنَا আমাদের বিরুদ্ধে وَهُوَ اَنَّهُ اِنْ نَذَرَ اَحَدٌ আর তা হলো, যদি কেউ মানত করে اَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ রমজান মাসে ই'তিকাফ পালনের فَصَامَ এবং তারপর রোজা পালন করে وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَرَضٍ مَنْعٍ مِنَ الْاِعْتِكَافِ তবে পরবর্তীতে যদি রোগজনিত প্রতিবন্ধকতার কারণে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয় لَايَقْتَضِىْ اِعْتِكَافَهُ فِىْ رَمَضَانَ اٰخَرَ তাহলে উক্ত মাসআলার হুকুম হলো ঐ ব্যক্তি তার ই'তিকাফের قَضَاءٌ দ্বিতীয় রমজানে পালন করবে না بَلْ يَقْضِيْهِ বরং তার قَضَاءٌ আদায় করবে فِىْ ضِمَنِ صَوْمٍ مَقْصُوْدٍ وَهُوَ صَوْمُ النَّفْلِ বরং কোনো সওমে মকসুদ অর্থাৎ নফল রোজার মাধ্যমে وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا যদি قَضَاءٌ ওয়াজিব হয় بِالسَّبَبِ ঐ سَبَبٌ দ্বারা الَّذِىْ اَوْجَبَ الْاَدَاءَ যা اَدَاءٌ কে ওয়াজিব করেছিল وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে নেয় لَوَجَبَ অবশ্যই ওয়াজিব হবে اَنْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ কাযা সঠিক হওয়া فِى الرَّمَضَانِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় রমজানে كَمَا صَحَّ الْاَدَاءُ যেরূপ اداء সঠিক ছিল فِى الرَّمَضَانِ الْاَوَّلِ প্রথম রমজানে كَمَا هُوَ مَذْهَبُ زفر (رحـ) যেমনিভাবে ইমাম যুফার (র.) ও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন اَوْ يَسْقُطَ الْقَضَاءُ অথবা قَضَاءٌ সম্পূর্ণ اَصْلًا রহিত হয়ে যেত لِعَدَمِ اِمْكَانِ الصَّوْمِ الَّذِىْ هُوَ شَرْطُهُ কারণ উক্ত ই'তিকাফের জন্য যে রমজানের রোজা শর্ত ছিল তা পুনরায় ফিরে পাওয়া অসম্ভব كَمَا هُوَ مَذْهَبُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) যেমনটি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব فَعُلِمَ اَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ التَّفْوِيْتُ সুতরাং এটাই বুঝা গেল যে, قَضَاءٌ-এর سَبَبٌ হচ্ছে تَفْوِيْت - تَفْوِيْت আর وَالتَّفْوِيْتُ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ যেহেতু ওয়াক্ত হতে মুতলাক فَيَنْصَرِفُ اِلَى الْكَامِلِ সুতরাং এটা পরিপূর্ণ এককের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ অর্থাৎ সওমে মাকসুদ বা নফল রোজার দিকে فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদান করেছেন وَفِيْمَا اِذَا نَذَرَ اَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ আর এ পর্যায়ে যখন কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে ই'তিকাফ পালনের মানত করে فَصَامَ এবং রোজা রাখে وَلَمْ يَعْتَكِفْ কিন্তু পরবর্তীতে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয় اِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ তখন এরূপ অবস্থায় ই'তিকাফ قَضَاءٌ ওয়াজিব হবে بِصَوْمٍ مَقْصُوْدٍ নফল রোজার সাথে لِعَوْدِ شَرْطِهِ اِلَى الْكَمَالِ কারণ, ই'তিকাফের শর্ত পরিপূর্ণতার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে لَا لِاَنَّ الْقَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ اٰخَرَ এজন্য নয় যে, قَضَاءٌ অন্য কোনো سَبَبٌ-এর মাধ্যমে ওয়াজিব হয়েছে يَعْنِىْ فِىْ صُوْرَةِ نَذْرٍ অর্থাৎ যদি কেউ এরূপ মানত করে যে اَنْ يَعْتَكِفَ هٰذَا الرَّمَضَانَ الْمَعْهُوْدَ সে এ নির্দিষ্ট রমজান মাসে ই'তিকাফ পালন করবে فَصَامَ এবং পরে এ লক্ষ্যে রোজা পালন করে বটে وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَانِعٍ مَرْضٍ কিন্তু যদি কোনো অসুখ জনিত অন্তরায়ের কারণে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয় فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদান করেছেন وَفِيْمَا اِذَا نَذَرَ اَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ আর এ পর্যায়ে যখন কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে ই'তিকাফ পালনের মানত করে فَصَامَ এবং রোজা রাখে وَلَمْ يَعْتَكِفْ কিন্তু পরবর্তীতে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয় اِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ তখন এরূপ অবস্থায় ই'তিকাফ قَضَاءٌ ওয়াজিব হবে بِصَوْمٍ مَقْصُوْدٍ নফল রোজার সাথে لِعَوْدِ شَرْطِهِ اِلَى الْكَمَالِ কারণ, ই'তিকাফের শর্ত পরিপূর্ণতার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে لَا لِاَنَّ الْقَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ اٰخَرَ এজন্য নয় যে, قَضَاءٌ অন্য কোনো سَبَبٌ-এর মাধ্যমে ওয়াজিব হয়েছে يَعْنِىْ فِىْ صُوْرَةِ نَذْرٍ অর্থাৎ যদি কেউ এরূপ মানত করে যে, اَنْ يَعْتَكِفَ هٰذَا الرَّمَضَانَ الْمَعْهُوْدَ সে এ নির্দিষ্ট রমজান মাসে ই'তিকাফ পালন করবে فَصَامَ এবং পরে এ লক্ষ্যে রোজা পালন করে বটে وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَانِعٍ مَرْضٍ কিন্তু যদি কোনো অসুখ জনিত অন্তরায়ের কারণে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয়।

সরল অনুবাদ : সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদান করেছেন, **আর এ পর্যায়ে যখন কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে ই'তিকাফ পালনের মানত করে রোজা রাখে, কিন্তু পরবর্তীতে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয়, তখন এরূপ অবস্থায় এ ই'তিকাফ صَوْم مَقْصُوْد বা নফল রোজার সাথে قَضَاءْ করা ওয়াজিব হবে। কারণ ই'তিকাফের শর্ত পরিপূর্ণতার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে। এ জন্য নয় যে, قَضَاءْ অন্য কোনো سَبَبْ-এর মাধ্যমে ওয়াজিব হয়েছে।** অর্থাৎ যদি কেউ এরূপ মানত করে যে, সে এ নির্দিষ্ট রমজান মাসে ই'তিকাফ পালন করবে এবং পরে এ লক্ষ্যে রোজা পালন করে বটে কিন্তু যদি কোনো অসুখ জনিত অন্তরায়ের কারণে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয়, অতঃপর এখানে আমাদের বিরুদ্ধে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারীগণের একটি প্রসিদ্ধ আপত্তি রয়েছে। আর তা হলো, যদি কেউ রমজান মাসে ই'তিকাফ পালনের মানত করে এবং তারপর রোজা পালন করে, তবে পরবর্তীতে যদি রোগজনিত প্রতিবন্ধকতার কারণে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয়, তাহলে উক্ত মাসআলার হুকুম হলো, ঐ ব্যক্তি তার ই'তিকাফের قَضَاءْ দ্বিতীয় রমজানে পালন করবে না; বরং কোনো সওমে মকসূদ অর্থাৎ নফল রোজার মাধ্যমে তার قَضَاءْ আদায় করবে। যদি এটা সঠিক হয় যে, قَضَاءْ সেই سَبَبْ দ্বারাই ওয়াজিব হয়, যা اَدَاءْ -কে ওয়াজিব করেছিল, আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী–"وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ" তাহলে যদ্রূপ প্রথম রমজানে তার اَدَاءْ সঠিক ছিল, তদ্রূপ দ্বিতীয় রমজানেও তার قَضَاءْ সঠিক হওয়া ওয়াজিব হবে। যেমনিভাবে ইমাম যুফার (র.)ও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অথবা قَضَاءْ সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যেত। কারণ উক্ত ই'তিকাফের জন্য যে রমজানের রোজা শর্ত ছিল, তা পুনরায় ফিরে পাওয়া অসম্ভব, যেমনটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব। সুতরাং এটাই বুঝা গেল যে, تَفْوِيْتْ-ই হচ্ছে قَضَاءْ-এর سَبَبْ আর تَفْوِيْتْ যেহেতু ওয়াক্ত হতে مُطْلَقْ সুতরাং এটা পরিপূর্ণ একক অর্থাৎ সওমে মকসূদ বা নফল রোজার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদান করেছেন আর এ পর্যায়ে যখন কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে ই'তিকাফ পালনের মানত করে এবং রোজা রাখে কিন্তু পরবর্তীতে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয় তখন এরূপ অবস্থায় ই'তিকাফ قَضَاءْ ওয়াজিব হবে নফল রোজার সাথে কারণ, ই'তিকাফের শর্ত পরিপূর্ণতার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে এজন্য নয় যে, قَضَاءْ অন্য কোনো سَبَبْ -এর মাধ্যমে ওয়াজিব হয়েছে অর্থাৎ যদি কেউ এরূপ মানত করে যে সে এ নির্দিষ্ট রমজান মাসে ই'তিকাফ পালন করবে এবং পরে এ লক্ষ্যে রোজা পালন করে বটে কিন্তু যদি কোনো অসুখ জনিত অন্তরায়ের কারণে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম না হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَوَجَبَ اَنْ يَّصِحَّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اَدَاءْ-এর سَبَبْ দ্বারা قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়ার উপর বিরোধীদের পক্ষ হতে যে আপত্তি করা হয় তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, রমজান মাসে اِعْتِكَافْ করার কারণে প্রথম রমজানে তা পালন করতে অপারগ হওয়াতে দ্বিতীয় রমজানে قَضَاءْ করা ওয়াজিব হতো। قَضَاءْ আদায় যদি نَصْ-এর দ্বারাই ওয়াজিব হতো। কেননা দ্বিতীয় রমজানই কেবল প্রথম রমজানের উদাহরণ হতে পারে।

قَوْلُهُ لِعَدَمِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) অপারগতার কারণে اِعْتِكَافْ-এর হুকুম কি হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ওলামায়ে শাফেয়ীগণের পক্ষ হতে হানাফীগণের উপর প্রশ্নাকারে বলা হয়েছে, আপনারা বিকল্প হিসেবে বলতে বাধ্য হবেন যে, قَضَاءْ পুরোপুরি বাদ পড়ে যাবে। কেননা মানতকৃত اِعْتِكَافْ-এর জন্য উপস্থিত রমজান শর্ত অথচ তা তো অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর রোজা ব্যতীত اِعْتِكَافْ হতে পারে না। আবার অন্য مُوْجِبْ ব্যতীত সাব্যস্ত করা যায় না। অতএব অপারগতা জনিত কারণে قَضَاءْ বাদ পড়ে যাবে, আর এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত।

قَوْلُهُ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মানত قَضَاءْ হওয়ার কারণে مُطْلَقْ মানত হিসেবে গণ্য হবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, تَفْوِيْتْ টা قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হওয়া কোনো নির্ধারিত সময়ের সাথে خَاصْ নয়; বরং তা অনির্দিষ্টভাবে قَضَاءْ -কে ওয়াজিব করে। সুতরাং قَضَاءْ-এর জন্য কোনো ওয়াক্তকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। অতএব তা اِعْتِكَافْ -এর জন্য مُطْلَقْ মানতের ন্যায় হবে। مُطْلَقْ মানতের মধ্যে যেমন– صَوْم مَقْصُوْد অর্থাৎ নফল রোজা অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে। তেমনিভাবে এটিতেও রোজা অত্যাবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে شَهْرُ رَمَضَانَ 'ইযাফত' ছাড়া বলা যাবে কিনা? সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আরবি ভাষাবিদগণ شَهْرُ رَمَضَانَ -কে اِضَافَتْ-এর সাথে বলেছেন। কেননা মাসটির নাম 'রমজান মাস'। সুতরাং اِضَافَتْ ব্যতীত কেবল 'রমজান' বললে জায়েজ হবে না। তবে প্রথম অংশে উহ্য ধরে বললে জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ هٰذَا الرَّمَضَانُ الخ -এর আলোচন : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) নির্দিষ্ট রমজানে اِعْتِكَافْ-এর মানত করা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে اِعْتِكَافْ -এর মানত সম্পর্কীয় মাসআলাকে নির্দিষ্ট রমজান মাসের সাথে এ জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন فَوَاتْ সাব্যস্ত হয় । সুতরাং যদি কেউ অনির্দিষ্টভাবে রমজান মাসে اِعْتِكَافْ-এর মানত করে এবং কোনো রমজানকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে, তাহলে যে কোনো রমজানে اِعْتِكَافْ করতে পারবে, তাতে فَوَاتْ বা قَضَاءْ সাব্যস্ত হবে না।

إِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُوْدٍ وَهُوَ النَّفْلُ لِعَوْدِ شَرْطِ الْإِعْتِكَافِ إِلَى الْكَمَالِ وَهُوَ صَوْمُ النَّفْلِ لَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ آخَرَ كَمَا زَعَمْتُمْ وَتَقْرِيْرُهُ أَنَّ الْإِعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالصَّوْمِ فَإِذَا نَذَرَ بِالْإِعْتِكَافِ فَقَدْ نَذَرَ بِالصَّوْمِ فَكَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَجِبَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ إِبْتِدَاءً بِمُجَرَّدِ نَذْرِ الْإِعْتِكَافِ وَلٰكِنْ شَرْفُ الرَّمَضَانِ الْحَاضِرِ عَارِضُهُ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ فِيْ غَيْرِهِ فَانْتَقَلْنَا مِنَ الصَّوْمِ الْأَصْلِيِّ الْمَقْصُوْدِ إِلَى صَوْمِ رَمَضَانَ لِهٰذَا الشَّرْفِ الْعَارِضِ وَلَمَّا فَاتَ شَرْفُ رَمَضَانَ عَادَ الصَّوْمُ إِلَى كَمَالِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ الْأَصْلِيُّ أَعْنِيْ صَوْمَ النَّفْلِ فَكَأَنَّهُ صَدَرَ حُكْمٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى أَنْ صُوْمُوا النَّفْلَ وَاعْتَكِفُوْا فِيْهِ وَالْحَيٰوةُ إِلَى الرَّمَضَانِ الثَّانِيْ مَوْهُوْمٌ لِأَنَّهُ وَقْتٌ مَدِيْدٌ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْحَيٰوةُ وَالْمَمَاتُ ثُمَّ إِذَا لَمْ يَصُمْ صَوْمًا مَقْصُوْدًا وَجَاءَ الرَّمَضَانُ الثَّانِيْ لَمْ يَنْتَقِلْ حُكْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلَى هٰذَا الرَّمَضَانِ الثَّانِيْ –

শাব্দিক অনুবাদ : إِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مَقْصُوْدٍ তাহলে এমতাবস্থায় এ ই'তিকাফ صَوْمٍ مَقْصُوْدٍ-এর সাথে قَضَاءُ করা ওয়াজিব হবে وَهُوَ النَّفْلُ অর্থাৎ নফল রোজার সাথে لِعَوْدِ شَرْطِ الْاعْتِكَافِ এজন্য যে, ই'তিকাফের শর্ত প্রত্যাবর্তন করে إِلَى الْكَمَالِ পরিপূর্ণতার দিকে وَهُوَ صَوْمُ النَّفْلِ আর তা হচ্ছে নফল রোজা لَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ এজন্য নয় যে, وَجَبَ ওয়াজিব হয়েছে بِسَبَبٍ آخَرَ অন্য আরো আরো سَبَبٌ দ্বারা كَمَا زَعَمْتُمْ যেমনটি আপনারা ধারণা করেছেন وَتَقْرِيْرُهُ এটার বিশদ বিবরণ এই যে, أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ ই'তিকাফ শুদ্ধ হয় না إِلَّا بِالصَّوْمِ রোজা ব্যতীত فَإِذَا نَذَرَ بِالْاعْتِكَافِ সুতরাং যখন কেউ ই'তিকাফের মানত করবে فَقَدْ نَذَرَ بِالصَّوْمِ তখন অনিবার্যভাবে ধরে নেওয়া হবে যে, সে রোজারও মানত করেছে فَكَانَ يَنْبَغِيْ সুতরাং এটাই উচিত যে, أَنْ يَجِبَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ إِبْتِدَاءً শুরুতেই صَوْمٍ مَقْصُوْدٍ ওয়াজিব হবে بِمُجَرَّدِ نَذْرِ الْاعْتِكَافِ শুধু ই'তিকাফের মানত দ্বারা وَلٰكِنْ شَرْفُ الرَّمَضَانِ الْحَاضِرِ কিন্তু বর্তমান রমজান মাসের মর্যাদা عَارِضُهُ তার সাথে যুক্ত হয়ে গেছে لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيْ رَمَضَانَ কারণ রমজানের ইবাদত أَفْضَلُ উত্তম مِنَ الْعِبَادَةِ فِيْ غَيْرِهِ গায়রে রমজানের ইবাদত হতে فَانْتَقَلْنَا مِنَ الصَّوْمِ الْأَصْلِيِّ الْمَقْصُوْدِ সুতরাং আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি মৌলিক উদ্দেশ্যমূলক রোজা হতে إِلَى صَوْمِ رَمَضَانَ রমজানের রোজার দিকে لِهٰذَا الشَّرْفِ الْعَارِضِ এ সাময়িক মর্যাদার কারণে وَلَمَّا فَاتَ شَرْفُ رَمَضَانَ অতঃপর যখন রমজান মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে عَادَ الصَّوْمُ إِلَى كَمَالِهِ তখন রোজা তার পরিপূর্ণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ الْأَصْلِيُّ আর তা হচ্ছে মৌলিক উদ্দেশ্যমূলক রোজা أَعْنِيْ صَوْمَ النَّفْلِ অর্থাৎ নফল রোজা فَكَأَنَّهُ صَدَرَ حُكْمٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ আদেশ জারি হয়েছে যে, أَنْ صُوْمُوا النَّفْلَ তোমরা নফল রোজা রাখ وَاعْتَكِفُوْا فِيْهِ এবং এর মধ্যে এ'তেকাফ কর وَالْحَيَاةُ إِلَى الرَّمَضَانِ الثَّانِيْ আর দ্বিতীয় রমজান পর্যন্ত বেঁচে থাকা مَوْهُوْمٌ সন্দেহজনক ব্যাপার لِأَنَّهُ وَقْتٌ مَدِيْدٌ কারণ এটা একটি সুদীর্ঘ সময় يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْحَيَاةُ وَالْمَمَاتُ যার মধ্যে বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়া উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ثُمَّ إِذَا لَمْ يَصُمْ صَوْمًا مَقْصُوْدًا তারপর যদি মানতকারী নফল রোজা পালন না করে وَجَاءَ الرَّمَضَانُ الثَّانِيْ এবং দ্বিতীয় রমজান এসে যায় لَمْ يَنْتَقِلْ حُكْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى তাহলে আল্লাহ তা'আলার হুকুম প্রত্যাবর্তন করবে إِلَى هٰذَا الرَّمَضَانِ الثَّانِيْ এ দ্বিতীয় রমজানের দিকে।

সরল অনুবাদ : তাহলে এমতাবস্থায় এ ই'তিকাফ নফল রোজার সাথে قَضَاءُ করা ওয়াজিব হবে। এ জন্য যে, ই'তিকাফের শর্ত পরিপূর্ণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করে আর তা হচ্ছে নফল রোজা। এ জন্য নয় যে, قَضَاءُ অন্য আরো কোনো سَبَبٌ দ্বারা ওয়াজিব হয়েছে। যেমনটি আপনারা ধারণা করেছেন। এটার বিশদ বিবরণ এই যে, ই'তিকাফ রোজা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। সুতরাং যখন কেউ ই'তিকাফের মানত করবে, তখন অনিবার্যভাবে ধরে নেওয়া হবে যে, সে রোজারও মানত করেছে। সুতরাং এটাই উচিত যে, শুরুতেই শুধু ই'তিকাফের মানত দ্বারা মাসের মর্যাদা তার সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। আর রমজানের ইবাদত গায়রে রমজানের ইবাদত হতে উত্তম। সুতরাং আমরা এ সাময়িক মর্যাদার কারণে মৌলিক উদ্দেশ্যমূলক রোজা হতে রমজানের রোজার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। অতঃপর যখন রমজান মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে, তখন রোজা তার পরিপূর্ণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর তা হচ্ছে মৌলিক উদ্দেশ্যমূলক রোজা অর্থাৎ নফল রোজা যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ আদেশ জারি হয়েছে যে, তোমরা নফল রোজা রাখো এবং তাতে ই'তিকাফ পালন করো। আর দ্বিতীয় রমজান পর্যন্ত বেঁচে থাকা সন্দেহ জনক ব্যাপার। কারণ এটা একটি সুদীর্ঘ সময়। যার মধ্যে বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়া উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। (এ জন্য দ্বিতীয় রমজানের অপেক্ষা করা যায় না।) তারপর যদি মানতকারী নফল রোজা পালন না করে এবং দ্বিতীয় রমজান এসে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার হুকুম এ দ্বিতীয় রমজানের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) إِعْتِكَافٌ-এর মধ্যে রোজা শর্ত হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে আহনাফদের অভিমতকে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন যে, রোজা ব্যতিরেকে إِعْتِكَافٌ সহীহ্ হতে পারে না। কেননা হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ তথা রোজা ব্যতিরেকে কোনো ই'তিকাফ সহীহ্ হবে না।—দারে কুতনী

এখানে ব্যাখ্যাকার (র.) ই'তিকাফের দ্বারা ওয়াজিব ই'তিকাফকে বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো মানতের ই'তিকাফ। আর সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব ই'তিকাফের মধ্যে রোজা শর্ত। তবে নফল ই'তিকাফে জাহেরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী রোজা শর্ত নয়। কেননা সহজসাধ্য হওয়াই নফলের নিয়ম। সুতরাং রাত্রি বা দিনের কিছু অংশেই নফল ই'তিকাফ সহীহ্ হবে।

* ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসানের বর্ণনা মতে নফল ই'তিকাফের মধ্যেও রোজা শর্ত। কেননা উল্লিখিত হাদীসটি ব্যাপকার্থ বোধক।
* বাহরুল উলূম প্রণেতা বলেছেন যে, ই'তিকাফ চাই নফল হোক বা ওয়াজিব সর্বাবস্থায়ই রোজা শর্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। [অবশিষ্ট অংশ ২০০ পৃষ্ঠায়]

وَاِنَّمَا قَالَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِاَنَّهُ اِذَا لَمْ يَصُمْ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الصَّوْمِ فَحِ يَجُوْزُ الْاِعْتِكَافُ فِىْ قَضَاءِ رَمَضَانَ الْبَتَّةَ ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) فِىْ بَيَانِ تَقْسِيْمِ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ اِلَى اَنْوَاعِهِمَا فَقَالَ وَالْاَدَاءُ اَنْوَاعٌ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ وَمَا هُوَ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ وَفِىْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ مُسَامَحَةٌ لِاَنَّ الْاَقْسَامَ لَاتُقَابِلُ فِيْمَا بَيْنَهَا وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّقُوْلَ وَالْاَدَاءُ اَنْوَاعٌ اَدَاءٌ مَحْضٌ وَهُوَ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ وَاَدَاءٌ هُوَ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ وَيَعْنِىْ بِالْاَدَاءِ الْمَحْضِ مَالَا يَكُوْنُ فِيْهِ شِبْهٌ بِالْقَضَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا قَالَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ আর গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ (সে রোজা রাখল; কিন্তু ই'তিকাফ করল না) لِاَنَّهُ اِذَا لَمْ يَصُمْ এটা বলার কারণ হলো মানতকারী ব্যক্তি যদি রোজা না রাখে لِمَرَضٍ এমন কোনো অসুখের কারণে مَنَعَ مِنَ الصَّوْمِ যা রোজার জন্য অন্তরায় ছিল فَحِ يَجُوْزُ الْاِعْتِكَافُ এমতাবস্থায় মানতের ই'তিকাফ সহীহ হয়ে যাবে فِىْ قَضَاءِ رَمَضَانَ রমজানের রোজার قَضَاءٌ পালন করার সময় اَلْبَتَّةَ নিঃসন্দেহে ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) فِىْ تَقْسِيْمِ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ اِلَى اَنْوَاعِهِمَا অতঃপর গ্রন্থকার (র.) قَضَاءٌ ও اَدَاءٌ -এর শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন, فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالْاَدَاءُ اَنْوَاعٌ আর اَدَاءٌ কয়েক প্রকার كَامِلٌ وَقَاصِرٌ وَمَا هُوَ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ যেমন كَامِلٌ বা পূর্ণাঙ্গ قَاصِرٌ বা অপূর্ণাঙ্গ ও এমন اَدَاءٌ যা قَضَاءٌ -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে وَفِىْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ مُسَامَحَةٌ এ শ্রেণী বিভাগের কিছুটা আপত্তির অবকাশ রয়েছে لِاَنَّ الْاَقْسَامَ لَاتُقَابِلُ فِيْمَا بَيْنَهَا কারণ উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে পারস্পরিক বৈপরীত্য পাওয়া যায় না وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّقُوْلَ বরং গ্রন্থকার (র.)-এর জন্য এরূপ বলাই সমীচীন ছিল যে, وَالْاَدَاءُ اَنْوَاعٌ আদা কয়েকভাগে বিভক্ত اَدَاءٌ مَحْضٌ যেমন– اَدَاءٌ مَحْضٌ (নিছক আদা) وَهُوَ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ আর দু'প্রকার كَامِلٌ ও قَاصِرٌ - وَاَدَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ ঐ اَدَاءٌ যা قَضَاءٌ -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে وَيَعْنِىْ بِالْاَدَاءِ الْمَحْضِ مَا لَايَكُوْنُ فِيْهِ شِبْهٌ بِالْقَضَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ আর اَدَاءٌ مَحْضٌ বলতে ঐ اداء কে বুঝানো হয়, যার মধ্যে কোনোভাবেই قَضَاءٌ -এর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না।

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ (সে রোজা রাখল; কিন্তু ই'তিকাফ করল না) এটা বলার কারণ হলো, মানতকারী ব্যক্তি যদি এমন কোনো অসুখের কারণে রোজা না রাখে যা রোজার জন্য অন্তরায় ছিল, তাহলে এমতাবস্থায় রমজানের রোজার قَضَاءٌ পালন করার সময় নিঃসন্দেহে উক্ত মানতের ই'তিকাফ সহীহ হয়ে যাবে।(নফল রোজা রাখার প্রয়োজন হবে না।) অতঃপর গ্রন্থকার (র.) اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ -এর শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর اَدَاءٌ কয়েক প্রকার। যেমন– (১) كَامِلٌ বা পূর্ণাঙ্গ (২) قَاصِرٌ বা অপূর্ণাঙ্গ ও (৩) شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ অর্থাৎ এমন اداء যা قَضَاءٌ-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে।** এ শ্রেণীবিভাগে কিছুটা আপত্তির অবকাশ রয়েছে। কারণ উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে পারস্পরিক বৈপরীত্য পাওয়া যায় না; বরং গ্রন্থকার (র.)-এর জন্য এরূপ বলাই সমীচীন ছিল যে, اَدَاءٌ কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন–(১) اَدَاءٌ مَحْضٌ (নিছক আদা) আর এটা দু'প্রকার– (ক) كَامِلٌ ও (খ) قَاصِرٌ এবং (২) ঐ اَدَاءٌ যা قَضَاءٌ -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর اَدَاءٌ مَحْضٌ বলতে ঐ اَدَاءٌ -কে বুঝানো হয়, যার মধ্যে কোনো ভাবেই قَضَاءٌ-এর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[১৯৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ فَقَدْ نَذَرَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اِعْتِكَافٌ-এর জন্য রোজা শর্ত হওয়ার মর্মার্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, রোজা ই'তিকাফের জন্য শর্ত এবং তার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। অতএব রোজা ই'তিকাফের অধীনে হবে। আর مَشْرُوْطٌ -কে ওয়াজিব করলে শর্তও ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং مَشْرُوْطٌ তথা ই'তিকাফ-এর মানতের দ্বারা شَرْطٌ তথা রোজাও আবশ্যক হয়ে যাবে। কেননা তা তো স্বয়ং নিজেই ইবাদতে মাকসূদাহ, আর এটি অজুর বিপরীত। কেননা অজু عِبَادَاتٌ مَقْصُوْدَةٌ নয়। সুতরাং কেউ যদি অজু অবস্থায় দু'রাকাত নামাজ পড়ার মানত করে। তাহলে উক্ত অজু দ্বারাই উক্ত দু'রাকাত নামাজ পড়া জায়েজ হবে; নতুনভাবে স্বতন্ত্র অজু করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ اَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) অন্যান্য মাসের অপেক্ষায় রমজানের ইবাদত উত্তম হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, অন্যান্য মাসের ইবাদত অপেক্ষা রমজানের ইবাদত উত্তম। কেননা হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ .

অর্থাৎ রমজান মাসে কেউ যদি একটি নফল কাজ করে, সে অন্য মাসে একটি ফরজ পালনের ছওয়াব পাবে। আর কেউ যদি রমজানে একটি ফরজ আদায় করে, সে অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায়ের ছওয়াব পাবে।—মেশকাত

قَوْلُهُ عَادَ الصَّوْمُ اِلٰى كَمَالِهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) মানতকারীর ই'তিকাফের মধ্যে মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ই'তিকাফে মূল উদ্দেশ্য হলো নফল রোজা। সুতরাং ই'তিকাফের নিয়তের কারণে সে পরিমাণ নফল রোজাও মানতকারীর উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্যই হলো সেই নফল রোজাগুলো। তবে রমজান মাসের ফজিলত হাসিলের জন্য সেই নফল রোজা থেকে বিরত থেকে রামজানের রোজার মধ্যে উক্ত ই'তিকাফ আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন এই

ফজিলত হাত ছাড়া হয়ে যাবে অর্থাৎ রমজান মাসে ই'তিকাফ পালনে সক্ষম হবে না, তখন ই'তিকাফের আসল রোজা অর্থাৎ নফল রোজার দিকে এটা প্রত্যাবর্তিত হবে। কেননা এখন আর নফল রোজা রাখতে কোনো বাধা নেই। এখন ধরে নিতে হবে যে, রমজান চলে যাওয়ার পর যেন আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ হয়েছে যে, নফল রোজা রেখে ই'তিকাফ করো। সুতরাং আর পরবর্তী রমজানের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। কারণ দ্বিতীয় রমজান পর্যন্ত বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর দ্বিতীয় রমজান যেমন মানতের খলিফা নয় ঠিক তদ্রূপ সেই মানতের মহলও নয়।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ يَجُوْزُ الْاِعْتِكَافُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) মানতের ই'তিকাফ ও রমজানের রোজা উভয় قَضَاءٌ হয়ে গেলে উক্ত ই'তিকাফ কোন রোজার সঙ্গে আদায় করবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কেউ যদি রমজান মাসে ই'তিকাফের মানত করে; কিন্তু উক্ত রমজান মাসে রোগ-ব্যাধির কারণে রোজা ও ই'তিকাফ কিছুই পালন করতে না পারে, তাহলে রমজানের রোজার قَضَاءٌ-এর সাথে সাথে ই'তিকাফও করে নেবে। কেননা রমজানের রোজার সাথে ই'তিকাফ সংযুক্ত হওয়া হুকুমের দিক দিয়ে অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং ই'তিকাফের শর্ত পূর্ণ করার দিকে যাবে না। যেহেতু আরজী প্রতিবন্ধক পরোক্ষভাবে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কেননা قَضَاءٌ-এর হুকুম اَدَاءٌ-এর হুকুমের অনুরূপ।—শরহে ইবনে মালিক

قَوْلُهُ فِيْ بَيَانِ تَقْسِيْمِ الْاَدَاءِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) আদা ও কাযার পরিচয়ের আলোচনা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আদা ও কাযার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। নিম্নে আদার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচিত হলো।

اَلْاَدَاءُ-এর প্রকারভেদ : اداء প্রথমতঃ দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْاَدَاءُ الْمَحْضُ – তথা নিছক আদা। ২. اَلْاَدَاءُ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ – তথা কাযা সদৃশ আদা।

اَلْاَدَاءُ الْمَحْضُ আবার দু'প্রকার। যথা–

১. اَدَاءٌ كَامِلٌ তথা পূর্ণাঙ্গ আদা। ২. اَدَاءٌ قَاصِرٌ তথা অপূর্ণাঙ্গ আদা।

সুতরাং বুঝা গেল আদা মোট তিন প্রকার। যথা–

১. اَدَاءٌ كَامِلٌ তথা পূর্ণাঙ্গ আদা। ২. اَدَاءٌ قَاصِرٌ তথা অপূর্ণাঙ্গ আদা। ৩. اَدَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ তথা কাযা সদৃশ আদা।

বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ–

اَدَاءٌ كَامِلٌ-এর পরিচিতি : এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লাজিউন বলেন, مَا يُوَدّٰى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ شَرَعَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে হুবহু সে পদ্ধতিতে সম্পাদন করাকে اَدَاءٌ كَامِلٌ বলে।

কারো কারো মতে, اَنْ يُوَدّٰى صَحِيْحًا كَمَا اَمَرَ اَدَاءٌ كَامِلٌ مِنَ الشَّارِعِ অর্থাৎ শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে বিষয়টি যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেরূপ যথাযথভাবে আদায়কেই اداء كامل বলে।

اَدَاءٌ كَامِلٌ-এর উদাহরণ : ফরজ নামাজসমূহ জামাতের সাথে পড়া। কারণ ফরজ নামাজসমূহ জামাতের সাথে ফরজ করা হয়েছে। কেননা মহানবী ﷺ কে হযরত জিব্রাঈল (আ.) স্বীয় ইমামতির মাধ্যমে জামাতে নামাজ পড়িয়ে দু'দিন নামাজের ওয়াক্তসমূহ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নবর্ণিত হাদীসটি যার প্রমাণ–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِيْ جِبْرَئِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ الخ.

২. اَدَاءٌ قَاصِرٌ-এর পরিচিতি : এ প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী বলেন, مَالَمْ يُوَدّٰى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ شُرِعَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে কাজ শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় সম্পাদন না করে কোনোরূপ ত্রু-টি-বিচ্যুতির সাথে সম্পাদন করা হয় তাকে اَدَاءٌ قَاصِرٌ বলে।

আবার কারো মতে, مَا يُوَدّٰى عَلٰى خِلَافِ مَا شُرِعَ عَلَيْهِ অর্থাৎ শরিয়ত পরিপন্থি পন্থায় কোনো কাজ সম্পাদন করাকে اَدَاءٌ قَاصِرٌ বলে অভিহিত করা হয়।

اَدَاءٌ قَاصِرٌ-এর উদাহরণ : صَلٰوةُ الْمُنْفَرِدِ তথা একাকী নামাজ আদায় করার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা নামাজে কেরাত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে হয়; আর مُنْفَرِدٌ তথা একাকী নামাজ আদায়কারী দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কিরায়াত পাঠ সম্ভব নয়। কারণ قِرَاءَةٌ بِالْجَهْرِ তথা উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করা জামাতের জন্য খাস। যেহেতু একাকী নামাজে একটি ওয়াজিব রহিত হয়ে যায় সেহেতু উহা قَاصِرٌ হওয়ার প্রমাণ।

৩. اَدَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ-এর পরিচিতি : এ প্রসঙ্গে উসূল বিশেষজ্ঞগণ বলেন– هُوَ اَدَاءٌ فِى الْحَقِيْقَةِ وَقَضَاءٌ فِى الصُّوْرَةِ অর্থাৎ যে কাজ বাস্তবে আদা, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাযার ন্যায় মনে হয় তাকে اَدَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

اَدَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ-এর উদাহরণ : এর উদাহরণে আল-মানার প্রণেতা বলেন– فِعْلُ اللَّاحِقِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ حَتّٰى لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ অর্থাৎ ইমাম নামাজ সমাপ্ত করার পর لَاحِقٌ ব্যক্তি اِقَامَةٌ-এর ইচ্ছা করে থাকলেও তার ফরজ পরিবর্তিত হবে না।

উল্লেখ্য যে, لَاحِقٌ ঐ মুক্তাদিকে বলা হয়, যিনি তাকবীরে তাহরীমা হতে ইমামের সাথে নামাজ আদায় করাকে অত্যাবশ্যক করে নিয়েছেন। কিন্তু নামাজের মধ্যে তার অজু ভঙ্গ হওয়ার কারণে নামাজ ছেড়ে দেয় এবং অজু করতে চলে যায়। এসে যদি দেখতে পায় ইমাম নামাজের কিছু অংশ অথবা নামাজ শেষ করে ফেলেছেন, এমতাবস্থায় সে একাকী অবশিষ্ট নামাজ আদায় করবে। আর এ অবশিষ্ট নামাজকে اَدَاءٌ হিসেবে ধরে নিতে হবে।

অপর পক্ষে যদি এভাবে বিবেচনা করা হয় যে, উক্ত নামাজ যেভাবে পড়া নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নিয়েছিল ঠিক সেভাবে আদায় করতে পারেনি। তবে এটা اَدَاءٌ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ তথা কাযা সদৃশ আদা হিসেবে গণ্য করা হবে।

لَامِنْ حَيْثُ تَغَيُّرِ الْوَقْتِ وَلَا مِنْ حَيْثُ اِلْتِزَامِهِ وَيَعْنِيْ بِالشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ مَافِيْهِ شِبْهٌ بِهِ مِنْ حَيْثُ اِلْتِزَامِهِ وَيَعْنِيْ بِالْكَامِلِ مَايُؤَدّٰى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ شُرِعَ عَلَيْهِ وَبِالْقَاصِرِ مَا هُوَ خِلَافُهُ كَالصَّلٰوةِ بِجَمَاعَةٍ مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الْكَامِلِ فَاِنَّهُ اَدَاءٌ عَلٰى حَسْبِ مَا شُرِعَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَا شُرِعَتْ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ لِاَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَمَاعَةِ فِىْ يَوْمَيْنِ –

শাব্দিক অনুবাদ : لَامِنْ حَيْثُ تَغَيُّرِ الْوَقْتِ না সময়ের পরিবর্তনের বিবেচনায় وَلَامِنْ حَيْثُ اِلْتِزَامِهِ আর না তার اِلْتِزَامْ-এর বিবেচনায় وَيَعْنِىْ بِالشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ আর قَضَاءْ-এর সাদৃশ্য বলতে ঐ اَدَاءْ-কে বুঝানো হয় مَافِيْهِ شِبْهٌ بِهِ যার মধ্যে اِلْتِزَامْ-এর বিবেচনায় قَضَاءْ-এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে مِنْ حَيْثُ اِلْتِزَامِهِ وَيَعْنِىْ بِالْكَامِلِ আর كَامِلْ বা পূর্ণাঙ্গ বলতে ঐ বস্তুকে বুঝানো হয়েছে مَا يُؤَدّٰى عَلَى الْوَجْهِ যা হুবহু সে ভাবেই আদায় করা اَلَّذِىْ شُرِعَ عَلَيْهِ যেভাবে শরিয়তে উত্থাপিত হয়েছে وَبِالْقَاصِرِ مَاهُوَ خِلَافُهُ আর قَاصِرٌ বা অসম্পূর্ণ বলতে ঐ বস্তুকে বুঝায় যা كَامِلْ-এর বিপরীত হয়ে থাকে كَالصَّلٰوةِ بِجَمَاعَةٍ যেমন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الْكَامِلِ এটা اَدَاءْ كَامِلْ বা পূর্ণাঙ্গ اَدَاءْ-এর দৃষ্টান্ত فَاِنَّهُ اَدَاءٌ عَلٰى حَسْبِ مَا شُرِعَ কেননা, এটা শরিয়ত সিদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় হয়েছে فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَا شُرِعَتْ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ আর জামাতের সাথে আদায় করাই হলো নামাজের শরিয়ত সিদ্ধ পদ্ধতি لِاَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَمَاعَةِ فِىْ يَوْمَيْنِ কারণ হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ কে নামাজের পদ্ধতি জামাতের সাথে দু'দিনে শিক্ষা দান করে ছিলেন।

সরল অনুবাদ : না সময়ের পরিবর্তনের বিবেচনায়, আর না তার اِلْتِزَامْ-এর বিবেচনায়। আর قَضَاءْ-এর সাদৃশ্য বলতে ঐ اَدَاءْ-কে বুঝানো হয়, যার মধ্যে اِلْتِزَامْ-এর বিবেচনায় قَضَاءْ-এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। আর كَامِلْ বা পূর্ণাঙ্গ বলতে ঐ বস্তুকে বুঝানো হয়েছে, যা হুবহু সে ভাবেই আদায় করা, যেভাবে শরিয়তে উত্থাপিত হয়েছে। আর قَاصِرٌ বা অসম্পূর্ণ বলতে ঐ বস্তুকে বুঝায়, যা كَامِلْ -এর বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন– জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা। এটা اَدَاءْ كَامِلْ বা পূর্ণাঙ্গ اَدَاءْ-এর দৃষ্টান্ত। কেননা এটা শরিয়তসিদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় হয়েছে। আর জামাতের সাথে আদায় করাই হলো নামাজের শরিয়তসিদ্ধ পদ্ধতি। কারণ হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী কারীম ﷺ-কে নামাজের পদ্ধতি জামাতের সাথে দু'দিনে শিক্ষা দান করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اَدَاءْ كَامِلْ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন– যে পদ্ধতিতে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে সেই পদ্ধতিতে পালন করাকে اَدَاءْ كَامِلْ বলে। অর্থাৎ ওয়াজিব ও ওয়াজিবের সমপর্যায় তথা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ সহ যেভাবে নামাজ ওয়াজিব হয়েছে সেভাবে পালন করাকে اَدَاءْ كَامِلْ বলে। যেমন– জামাতের সাথে নামাজ পড়া। কেননা জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। আর জামাত ছাড়া নামাজকে অপূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার নামান্তর। যেমন–সূরায়ে ফাতেহা পরিহার করে নামাজ পড়লে নামাজ অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এই সংশয় দূরীভূত হয়ে যায় যে, জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্, তাকে পরিত্যাগ করার দরুন নামাজ অপূর্ণাঙ্গ হবে না। কেননা জামাতের সাথে নামাজ সর্বাধিক পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর একাকী পড়লে নামাজ পূর্ণাঙ্গ হবে অপূর্ণাঙ্গ হবে না।—তাহকীক

قَوْلُهُ كَالصَّلٰوةِ بِجَمَاعَةٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কোন নামাজ কিভাবে জামাতের সাথে পড়লে اَدَاءْ كَامِلْ হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা তার ন্যায় আরো যে সব নামাজের মধ্যে জামাত সুন্নত করা হয়েছে। যেমন– দুই ঈদের নামাজ, রমজানের মধ্যকার বিতির নামাজ ও তারাবীহের নামাজ। তবে যে সব নামাজে জামাত সুন্নত করা হয়নি, যেমন– রমজান মাসের পরবর্তী বিতিরের নামাজ জামাতের সাথে পড়া দূষণীয়। আর তাহাজ্জুদের নামাজেও জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ নয়। তবে নবী কারীম ﷺ মাঝে মধ্যে তাহাজ্জুদ জামাতের সাথে পড়েছেন বলে যা বর্ণিত আছে, তা শুধুমাত্র বৈধতা বর্ণনা করার জন্য ছিল। সুন্নত হিসেবে নয়। অথবা উম্মতকে শিক্ষা দানের জন্য ছিল। কেননা মুক্তাদী ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং তিনি সে সময় কম বয়সী ছিলেন। হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জনকারী মোল্লা আলী কারী (র.) অনুরূপ বলেছেন। আর এখানে সালাতের দ্বারা এমন সালাতকে বুঝানো হয়েছে যা সম্পূর্ণই জামাতের সাথে পড়া হয়েছে। তবে যে পূর্ণ নামাজ একাকী আদায় করেছে বা যে নামাজের প্রথমাংশ জামাতের সাথে পড়েছে, যেমন– মাসবূকের নামাজ। এগুলো সব اَدَاءْ قَاصِرْ বা অসম্পূর্ণভাবে আদায় করার নামান্তর হবে। আর যে নামাজের শেষাংশ একাকী পড়েছে, যেমন–لَاحِقْ-এর নামাজ। এগুলো اَدَاءْ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَالصَّلٰوةُ مُنْفَرِدًا مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الْقَاصِرِ فَاِنَّهٗ اَدَاءٌ عَلٰى خِلَافِ مَاشُرِعَ عَلَيْهِ وَلِهٰذَا يَسْقُطُ وُجُوْبُ الْجَهْرِ فِى الْجَهْرِيَّةِ عَنِ الْمُنْفَرِدِ وَفِعْلُ اللَّاحِقِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ حَتّٰى لَايَتَغَيَّرُ فَرْضُهٗ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ فَاِنَّ اللَّاحِقَ هُوَ الَّذِىْ اِلْتَزَمَ الْاَدَاءَ مَعَ الْاِمَامِ مِنْ اَوَّلِ التَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَتَوَضَّأَ وَاَتَمَّ بَقِيَّةَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ فَاِنَّ هٰذَا الْاِتْمَامَ اَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ بَقَاءِ الْوَقْتِ وَشَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ لَمْ يُؤَدِّ كَمَا الْتَزَمَ وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى الْاَدَاءِ مِنْ حَيْثُ الْاَصْلِ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِ جَعَلَ اَدَاءً شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يَجْعَلْ قَضَاءً شَبِيْهًا بِالْاَدَاءِ وَثَمَرَةُ كَوْنِهٖ اَدَاءً ظَاهِرَةٌ وَلِهٰذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالصَّلٰوةُ مُنْفَرِدًا আর একাকী নামাজ আদায় করা مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الْقَاصِرِ এটা অপূর্ণাঙ্গ اَدَاءٌ-এর উদাহরণ فَاِنَّهٗ اَدَاءٌ عَلٰى خِلَافِ مَاشُرِعَ عَلَيْهِ কেননা, এটা শরিয়তসিদ্ধ পদ্ধতির বিপরীত পন্থায় আদায় হয়েছে وَلِهٰذَا يَسْقُطُ এজন্যই সশব্দ কেরাতের وُجُوْبُ রহিত হয়ে যায় فِى الْجَهْرِيَّةِ সশব্দ কেরাতের আদায় যোগ্য নামাজে عَنْ وُجُوْبُ الْجَهْرِ الْمُنْفَرِدِ একাকী নামাজ আদায়কারীর উপর হতে وَفِعْلُ اللَّاحِقِ আর লাহেক মুক্তাদির কাজ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ ইমাম নামাজ শেষ করার পর حَتّٰى لَايَتَغَيَّرُ فَرْضُهٗ এমন কি (সে যদি মুসাফিরও হয়ে থাকে) তবুও তার ফরজ পরিবর্তিত হয় না بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ একামতের নিয়ত দ্বারা مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ এটা সেই اَدَاءٌ-এর উদাহরণ যা قَضَاءٌ-এর সাদৃশ্য فَاِنَّ কারণ لَاحِقٌ ঐ মুক্তাদীকে বলা হয়, যে ইমামের সাথে নামাজ আদায়ের اِلْتِزَامٌ করে اللَّاحِقَ هُوَ الَّذِىْ اِلْتَزَمَ الْاَدَاءَ مَعَ الْاِمَامِ مِنْ اَوَّلِ التَّحْرِيْمَةِ প্রথম তাকবীরে তাহরীমা হতে ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَتَوَضَّأَ কিন্তু নামাজের মাঝখানে তার অজু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে অজু নবায়ন করেছে وَاَتَمَّ بَقِيَّةَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ এবং ইমামের নামাজ শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামাজ সম্পূর্ণ করে فَاِنَّ هٰذَا الْاِتْمَامَ اَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ بَقَاءِ الْوَقْتِ এটার কারণ এই যে, এটা সম্পূর্ণ ওয়াক্ত বাকি থাকার বিবেচনায় اَدَاءٌ وَشَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ আর এ বিবেচনায় قَضَاءٌ-এর সাদৃশ্য যে, مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ لَمْ يُؤَدِّ كَمَا الْتَزَمَ সে যেরূপ اِلْتِزَامٌ করেছিল, সেরূপ আদায় করতে সক্ষম হয়নি وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى الْاَدَاءِ আর যেহেতু তার মধ্যে اداء অর্থ বিদ্যমান ছিল مِنْ حَيْثُ الْاَصْلِ মূল অর্থ ও আসলের বিবেচনায় وَمَعْنَى الْقَضَاءِ এবং قَضَاءٌ-এর অর্থ বিদ্যমান ছিল مِنْ حَيْثُ التَّبْعِ অনুগমনের বিবেচনায় جَعَلَ اَدَاءً شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ সুতরাং لَاحِقٌ ব্যক্তির নামাজকে قَضَاءٌ-এর সাদৃশ্য اَدَاءٌ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে وَلَمْ يَجْعَلْ قَضَاءً شَبِيْهًا بِالْاَدَاءِ আদা-এর সাদৃশ্য قَضَاءٌ নামে আখ্যায়িত করা হয়নি وَثَمَرَةُ كَوْنِهٖ اَدَاءً ظَاهِرَةٌ এটার اَدَاءٌ হওয়ার ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্ট وَلِهٰذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا এজন্য গ্রন্থকার (র.) তাঁর বর্ণনা বর্জন করেছেন।

সরল অনুবাদ : আর একাকী নামাজ আদায় করা এটা اَدَاءٌ قَاصِرٌ বা অপূর্ণাঙ্গ اَدَاءٌ-এর উদাহরণ। কেননা এটা শরিয়তসিদ্ধ পদ্ধতির বিপরীত পন্থায় আদায় হয়েছে। এ জন্যই একাকী নামাজ আদায়কারীর উপর হতে সশব্দ কেরাতে আদায়যোগ্য নামাজে সশব্দ কেরাতের وُجُوْبُ রহিত হয়ে যায়। **আর ইমাম নামাজ শেষ করার পর লাহেক মুক্তাদীর কাজ, এমনকি সে যদি মুসাফিরও হয়ে থাকে, তবুও একামতের নিয়ত দ্বারা তার ফরজ পরিবর্তিত হয় না।** এটা সেই اَدَاءٌ-এর উদাহরণ যা قَضَاءٌ-এর সাদৃশ্য। কারণ لَاحِقٌ ঐ মুক্তাদীকে বলা হয়, যে প্রথম তাকবীরে তাহরীমা হতে ইমামের সাথে নামাজ আদায়ের اِلْتِزَامٌ করে; কিন্তু নামাজের মাঝখানে তার অজু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে অজু নবায়ন করে ইমামের নামাজ শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামাজ সম্পূর্ণ করে। এটার কারণ এই যে, এটা সম্পূর্ণ ওয়াক্ত বাকি থাকার বিবেচনায় اَدَاءٌ আর এ বিবেচনায় قَضَاءٌ-এর সাদৃশ্য যে, সে যেরূপ اِلْتِزَامٌ করেছিল, সেরূপ আদায় করতে সক্ষম হয়নি। আর যেহেতু তার মধ্যে মূল অর্থ ও আসলের বিবেচনায় اَدَاءٌ-এর অর্থ এবং অনুগমনের বিবেচনায় قَضَاءٌ-এর অর্থ বিদ্যমান ছিল, সুতরাং لَاحِقٌ ব্যক্তির নামাজকে قَضَاءٌ-এর সাদৃশ্য اَدَاءٌ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, 'اَدَاءٌ-এর সাদৃশ্য قَضَاءٌ' নামে আখ্যায়িত করা হয়নি। এটার اَدَاءٌ হওয়ার ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) তার বর্ণনা বর্জন করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَسْقُطُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) مُنْفَرِدْ-এর উপর উচ্চৈঃস্বরে কেরাত নিষিদ্ধযুক্ত নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়া ওয়াজিব না হওয়াটা তার নামাজ اَدَاءْ قَاصِرْ হওয়ারই নামান্তর কিভাবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উসূলবিদগণ যে সব নামাজে কেরাত সশব্দে পড়া ওয়াজিব সে সব নামাজে مُنْفَرِدْ হতে উক্ত وُجُوْب বাতিল হয়ে যাওয়াকে مُنْفَرِدْ-এর নামাজ اَدَاءْ قَاصِرْ হওয়ার উপর দলিল পেশ করেছেন। কেননা উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ্য নামাজগুলোতে উচ্চৈঃস্বরে পড়াই হলো পূর্ণতার কারণ। উহা ত্যাগ করার কারণে سَجْدَةْ سَهْو ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং তার وُجُوْب বাতিল হয়ে যাওয়া অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার দলিল।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) এ স্থলে বলেছেন, فَاَمَّا فِعْلُ الْمُنْفَرِدِ الخ অর্থাৎ একাকী নামাজ আদায়কারীর কার্য اَدَاءْ كَامِلْ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা একাকী নামাজ আদায়কারী হতে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়া পাওয়া যায়নি। তাতে এ স্থলে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়ার وُجُوْب বাতিল হয়ে গেছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কেরাত প্রকাশ্য পাঠ্য নামাজ গুলোতে مُنْفَرِدْ উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়া জায়েজ হবে। ইচ্ছা করলে সে উচ্চৈঃস্বরেও পড়তে পারে আবার ইচ্ছা করলে অনুচ্চস্বরেও পড়তে পারে।

قَوْلُهُ حَتّٰى لَايَتَغَيَّرُالخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) সফর হতে আপন শহরে প্রবেশ করার পর মুকীম হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরি কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, নিজ শহরে অজু করার জন্য যাওয়ার পর একামতের নিয়ত করলেও তার ফরজ পবিবর্তিত হবে না। অর্থাৎ তাকে চার রাক'আত পড়তে হবে না, বরং দুই রাকআত পড়তে হবে। যেমন– সফরের قَضَاءْ মুকীম হলেও দু'রাক'আতই পড়তে হয়। অনেকে প্রশ্নাকারে বলেন যে, গ্রন্থকার (র.) এখানে نِيَّتْ শব্দকে উহ্য রেখে " حَتّٰى لَايَتَغَيَّرَ فَرْضُهُ بِالْاِقَامَةِ " (এমনকি ইকামতের কারণে তার ফরজ পরিবর্তিত হবে না।) বলাই যুক্তিযুক্ত ছিল। তাহলে মুসাফির আপন শহরে একামতের নিয়ত ব্যতীত প্রবেশ করুক অথবা একামতযুক্ত স্থানে একামতের নিয়ত করুক উভয় অবস্থাকে শামিল করত এবং অধিকতর ব্যাপকার্থবোধক হতো। কেননা নিজ শহরে প্রবেশের পর নিয়ত ব্যতিরেকেই মুসাফির মুকীম হয়ে যায়। সুতরাং এখানে নিয়তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اَدَاءْ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ-এর দ্বারা নামকরণ করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে আহনাফের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে—

প্রশ্ন : لَاحِقْ-এর নামাজকে اَدَاءْ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ করে নামকরণ করা হলো قَضَاءْ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ করে নামকরণ করা হলো না কেন?

উত্তর : এখানে اَدَاءْ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ দ্বারা বুঝানো হয়েছে তার মধ্যে اَدَاءْ-এর অর্থ প্রকাশ্যভাবে আমল হিসেবে বিদ্যমান। আর قَضَاءْ-এর অর্থ পরোক্ষভাবে আনুষঙ্গিকভাবে বিদ্যমান। আর বাস্তবিক পক্ষে অবস্থাও তাই। এর বিপরীত তথা قَضَاءْ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ নামকরণের দ্বারা উক্ত অর্থ বুঝে আসবে না। আর এখানে اَدَاءْ-এর অর্থ প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান থাকার কারণ হলো নামাজের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকা। আর قَضَاءْ -এর অর্থ পরোক্ষভাবে বিদ্যমানের কারণ وَصْف হিসেবে বিবেচ্য অর্থাৎ যে وَصْف-এর সাথে পড়তে চেয়েছিল সেই وَصْف-এর সাথে তথা ইমামের সাথে পূর্ণাঙ্গ নামাজ পড়তে পারেনি। সুতরাং এ وَصْف-এর দিকে লক্ষ্য করে قَضَاءْ হয়েছে। অন্যথা ওয়াক্ত বাকি থাকার দরুন মূলত তা اَدَاءْ হিসেবেই গণ্য। এবং اَدَاءْ হওয়ার দিকটা একেবারেই স্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। কেননা اَدَاءْ বলা হয় যা ওয়াজিব হয়েছে তা সময় মতো পূর্ণ করে দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ করা। আর এখানে তো তা পাওয়া গেছে। কারণ এ اَدَاءْ-এর দ্বারা যদি তার দায়িত্ব পালন না হতো তাহলে وَقْتْ বাকি থাকার কারণে পুনরায় শুরু হতে নামাজ পড়ার হুকুম দেওয়া হতো।

وَثَمَرَةُ كَوْنِهٖ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ هِىَ اَنَّهُ لَايَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ ج بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ بِاَنْ كَانَ هٰذَا اللَّاحِقُ مُسَافِرًا اِقْتَدٰى بِمُسَافِرٍ ثُمَّ اَحْدَثَ فَذَهَبَ اِلٰى مِصْرِهٖ لِلتَّوَضِّىْ اَوْ نَوَى الْاِقَامَةَ فِىْ مَوْضِعِهَا ثُمَّ جَاءَ حَتّٰى فَرَغَ الْاِمَامُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَشَرَعَ فِىْ اِتْمَامِ الصَّلٰوةِ فَلَايُتِمُّ اَرْبَعًا بَلْ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ كَمَا اِذَا كَانَ قَضَاءً مَحْضًا لَايَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ فَكَذَا هٰذَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَثَمَرَةُ كَوْنِهٖ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ আর এটা قَضَاء -এর সাদৃশ্য হওয়ার ফলাফল হলো هِىَ اَنَّهُ لَايَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ ج লাহেক ব্যক্তির ফরজ এরূপ সময় পরিবর্তিত হয় না بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ একামতের নিয়ত দ্বারা بِاَنْ كَانَ هٰذَا اللَّاحِقُ مُسَافِرًا যেমন মনে করুন, এ লাহেক ব্যক্তিটি মুসাফির ছিল اِقْتَدٰى بِمُسَافِرٍ এবং অন্যকোনো মুসাফির ইমামের ইকতেদা করল ثُمَّ اَحْدَثَ فَذَهَبَ اِلٰى مِصْرِهٖ لِلتَّوَضِّىْ অতঃপর নামাজের মাঝখানে তার অজু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে অজু করার জন্য নিজ শহরে চলে যায় اَوْ نَوَى الْاِقَامَةَ فِىْ مَوْضِعِهَا অথবা ঐ ইকামতের স্থানে একমাতের নিয়ত করে ফেলে ثُمَّ جَاءَ حَتّٰى فَرَغَ الْاِمَامُ এবং পরক্ষণে দেখতে পায় যে, ইমাম নামাজ সমাপ্ত করে ফেলেছেন وَلَمْ يَتَكَلَّمْ আর এ মধ্যবর্তী সময়ে সে কোনোরূপ কথা উচ্চারণ করেনি وَشَرَعَ فِىْ اِتْمَامِ الصَّلٰوةِ এবং নামাজ সম্পূর্ণ করতে মনস্থিত করে فَلَا يُتِمُّ اَرْبَعًا بَلْ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ তাহলে এমতাবস্থায় এ মুসাফির (لَاحِقْ) ব্যক্তিটি চার রাকাত পূর্ণ করবে না; বরং মাত্র দু'রাকাতই আদায় করবে كَمَا اِذَا كَانَ قَضَاءً مَحْضًا যেরূপ নিছক قَضَاء -এর অবস্থায় لَايَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ মুসাফিরের ফরজ নামাজ একামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না فَكَذَا هٰذَا অনুরূপ এ অবস্থায়ও।

সরল অনুবাদ : আর এটা قَضَاء-এর সাদৃশ্য হওয়ার ফলাফল হলো لَاحِقْ ব্যক্তির ফরজ এরূপ সময় একামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। যেমন– মনে করুন, এ لَاحِقْ ব্যক্তিটি মুসাফির ছিল এবং অন্য কোনো মুসাফির ইমামের ইকতেদা করেছিল। অতঃপর নামাজের মাঝখানে তার অজু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে অজু করার জন্য নিজ শহরে চলে যায় অথবা ঐ একামতের স্থানে একামতের নিয়ত করে ফেলে এবং পরক্ষণে দেখতে পায় যে, ইমাম নামাজ সমাপ্ত করে ফেলেছেন, আর এ মধ্যবর্তী সময়ে সে কোনোরূপ কথা উচ্চারণ করেনি এবং নামাজ সম্পূর্ণ করতে মনস্থির করে, তাহলে এমতাবস্থায় এ মুসাফির (لَاحِقْ) ব্যক্তিটি চার রাকাত পূর্ণ করবে না; বরং মাত্র দু'রাকাতই আদায় করবে। যে রূপ قَضَاء مَحْض (বা নিছক قَضَاء)-এর অবস্থায় মুসাফিরের ফরজ নামাজ একামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না, অনুরূপ এ অবস্থায়ও তার ফরজ নামাজ একামতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তিত হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِىْ مَوْضِعِهَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কোনো ব্যক্তি যদি আপন শহরে গমন করে কিংবা একামতযোগ্য স্থানে একামতের নিয়তের দ্বারা মুসাফির মুকীম হয়ে যাবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উল্লিখিত বাক্যের هَا ، যমীরটি اِقَامَة শব্দের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ একামত করা যায় এমন স্থানে একামতের নিয়ত করলে তা সহীহ্ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর এর দ্বারা বুঝা যায় যে, একামতের অযোগ্য স্থানে একামতের নিয়ত করলে তা সহীহ্ হবে না। আর 'সিয়ারুদ দায়ের' নামক গ্রন্থে রয়েছে– وَنَوَى الْاِقَامَةَ وَهُوَ فِىْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْاِقَامَةِ كَالْمَفَازَةِ الخ (একামতের অযোগ্য স্থানে একামতের নিয়ত করলে) এটা গ্রন্থকার (র.) পদস্খলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। উল্লেখ্য যে, একামতের স্থান হলো শহর, গ্রাম এবং দারুল ইসলামের ময়দান।

قَوْلُهُ كَمَا اِذَا كَانَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) لَاحِقْ-এর ফরজ একামতের নিয়ত পরিবর্তিত হয় কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, لَاحِقْ একামতের নিয়ত করলে ইমামের নামাজ শেষ করার পর তার অবশিষ্ট নামাজ মুসাফিরের ন্যায় পড়ে নেবে। যেমন– মুসাফির একামতের নিয়তের পর সফরের সময়কার নামাজের قَضَاء সফরের ন্যায় দু'রাকাত পড়বে। একামতের নিয়তের কারণে সফরের সময়কার ফরজের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না; বরং সফরের অবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ قَضَاء হয়ে থাকলে একামতের পরও তার قَضَاء দু'রাকাতই পড়তে হবে। আর لَاحِقْ-এর অবস্থায়ও তদ্রূপ হুকুম হবে তথা একামতের নিয়তের কারণে তার ফরজ পরিবর্তিত হবে না।

فَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِمُسَافِرٍ بَلْ بِمُقِيمٍ أَوْ لَمْ يَفْرُغِ الْإِمَامُ بَعْدُ أَوْ تَكَلَّمَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ أَوْ كَانَ مِثْلَ هٰذَا فِي الْمَسْبُوْقِ دُوْنَ اللَّاحِقِ يَصِيْرُ فَرْضُهُمْ أَرْبَعًا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِمُسَافِرٍ بَلْ بِمُقِيمٍ আর لَاحِقٌ মুসাফির ব্যক্তি যদি কোনো মুসাফির ইমামের ইকতেদা না করে কোনো মুকীম ইমামের ইকতেদা করে أَوْ لَمْ يَفْرُغِ الْإِمَامُ بَعْدُ অথবা সে অজু করে এসে দেখে যে, ইমাম তখনও নামাজ শেষ করেননি أَوْ تَكَلَّمَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ অথবা এ মধ্যবর্তী সময়ে সে কোনোরূপ কথাবার্তা বলে ফেলে ও পুনরায় নতুন করে নামাজ আরম্ভ করে দেয় أَوْ كَانَ مِثْلَ هٰذَا فِي الْمَسْبُوْقِ دُوْنَ اللَّاحِقِ অথবা এ অবস্থা لَاحِقٌ ব্যতীত মাসবুক-এর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় يَصِيْرُ فَرْضُهُمْ أَرْبَعًا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ তাহলে এ সব লোকের ফরজ নামাজ একামতের নিয়ত দ্বারা চার রাকাত হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : আর لَاحِقٌ মুসাফির ব্যক্তি যদি কোনো মুসাফির ইমামের ইকতেদা না করে কোনো মুকীম ইমামের ইকতেদা করে, অথবা সে অজু করে এসে দেখে যে, ইমাম তখনও নামাজ শেষ করেননি, অথবা এ মধ্যবর্তী সময়ে সে কোনোরূপ কথাবার্তা বলে ফেলে ও পুনরায় নতুন করে নামাজ আরম্ভ করে দেয় অথবা এ অবস্থা لَاحِقٌ ব্যতীত মাসবূক-এর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, তাহলে এ সব লোকের ফরজ নামাজ একামতের নিয়ত দ্বারা চার রাকাত হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) মুসাফির لَاحِقٌ-এর ইমাম মুকীম হলে তাকে চার রাকাত পড়তে হবে না দু'রাকাত পড়তে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, لَاحِقٌ যদি মুসাফির হয়ে মুসাফির ইমামের পিছনে ইকতেদা না করে মুকীম ইমামের পিছনে ইকতেদা করে, তাহলে শুধু ইমাম নামাজ শেষ করলেই নয়; বরং ইমাম নামাজে থাকা অবস্থায়ও তাকবীরে তাহরীমা হতে চার রাকাত পড়তে হবে। কেননা তার উপর ইমামের অনুসরণ ওয়াজিব। অতঃপর যখন পরিবর্তনকারী পাওয়া গেল অর্থাৎ আপন শহরে প্রবেশ করে কিংবা একামতের নিয়ত করে তখন তার ফরজের শেষাংশে প্রভাব ফেলবে যার কারণে তাকে চার রাকাত পড়তে হবে।

قَوْلُهُ لَوْلَمْ يَفْرُغِ الْإِمَامُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) ইমাম নামাজ হতে অব্যাহতি নেওয়ার শর্তারোপ করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, لَاحِقٌ অজু করে এসে দেখতে পেল ইমাম নামাজে রত। আর এমতাবস্থায় مُغَيِّرٌ তথা ফরজকে পরিবর্তনকারী অর্থাৎ নিজ শহরে গমন অথবা একামতের নিয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু ইমাম নামাজ হতে অব্যাহতি না নেয়, এমতবস্থায় لَاحِقٌ-এর ফরজ চার রাকাতে পরিণত হয়ে যাবে। কেননা ইমাম নামাজ শেষ করলে لَاحِقٌ-এর নামাজ قَضَاء-এর সাদৃশ্য বিবেচিত হবে। আর তা তো পাওয়া যায়নি। সুতরাং একামত أَدَاء -এর উপর আরোপিত হয়ে তাতে প্রভাব ফেলবে।

قَوْلُهُ أَوْتَكَلَّمَ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কথাবার্তা না বলার শর্তারোপ করার উদ্দেশ্য কি ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি অজু করার জন্য যাওয়ার পর মুসাফির لَاحِقٌ কথাবার্তা বলে এবং ইতোমধ্যে ইমাম নামাজ হতে অবসর হয়ে যায়, তাহলে সে চার রাকাত পূর্ণ করবে। কেননা কথা বলার পর শুরু হতে পুনরায় নামাজ পড়া তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। সুতরাং সে আদায়কারী হবে এবং নিজ শহরে গমন করার কারণে অথবা একামতের নিয়তের কারণে তার ফরজ পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যার কারণে তাকে চার রাকাত পড়তে হবে।

قَوْلُهُ أَوْكَانَ مِثْلَ هٰذَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) বিশেষভাবে لَاحِقٌ -এর فِعْل -কে উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মুসাফির ইমাম এক রাকাত পড়ার পর আরেক মুসাফির তার পিছনে ইকতেদা করে। অতঃপর ইমামের নামাজ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর উক্ত মুক্তাদি একামতের নিয়ত করে, তাহলে সে চার রাকাত পূর্ণ করবে। কেননা অবশিষ্ট নামাজের উপর একামতের নিয়ত আরোপিত হয়েছে। উক্ত পরিমাণ নামাজকে সর্বদিকের বিবেচনায় আদায়কারী রূপে গণ্য হবে। কেননা ওয়াক্ত তো বাকি আছে। তা ছাড়া উল্লিখিত নামাজ পরিমাণ সে ইমামের সাথে পড়াকে অপরিহার্য করে নেয়নি। সুতরাং তা قَضَاء হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে لَاحِقٌ-এর কথা আলাদা। কেননা সে পুরো নামাজই ইমামের সাথে পড়াকে জরুরি করে নিয়েছে। অতএব যে পরিমাণ নামাজে তার অজু বিনষ্ট হয়েছে এবং তা ইমামের সাথেও পড়তে পারেনি তাহলে সে পরিমাণ নামাজে সে قَضَاء কারী হিসেবে গণ্য হবে। তবে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে- وَمَافَاتَكُمْ فَاقْضُوْا (নামাজের যে অংশ হাতছাড়া হয়ে গেছে তা قَضَاء করে নাও) এখানে قَضَاء দ্বারা أَدَاء -কে বুঝানো হয়েছে। কেননা সহীহ্ বুখারীতে فاقضوا-এর স্থানে فَاَتِمُّوْا (পূর্ণ করো) শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

ثُمَّ اَنَّ هٰذِهِ الْاَقْسَامَ الثَّلٰثَ كَمَا تَجْرِىْ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى تَجْرِىْ فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ اَيْضًا فَقَالَ وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوْبِ اَىْ وَمِنْ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ رَدُّ عَيْنِ الشَّىْءِ الَّذِىْ غُصِبَهٗ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِىْ غُصِبَهٗ اِلَى الْمَالِكِ بِدُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَغْصُوْبُ مُشْتَغِلًا بِالْجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ وَبِدُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ نَاقِصًا بِنُقْصَانٍ حِسِّىٍّ فَهٰذَا نَظِيْرُ الْاَدَاءِ الْكَامِلِ لِاَنَّهٗ اَدَاءٌ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِىْ غُصِبَهٗ مِنْ غَيْرِ فُتُوْرٍ وَمِثْلُهٗ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْمَبِيْعِ اِلَى الْمُشْتَرِىْ وَتَسْلِيْمُ بَدَلِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيْهِ اِلَيْهِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِىْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَرَدُّهٗ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ نَظِيْرٌ لِلْاَدَاءِ الْقَاصِرِ اَىْ رَدُّ الشَّىْءِ الْمَغْصُوْبِ حَالَ كَوْنِهٖ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ بِاَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَارِغًا ثُمَّ لَحِقَهُ الدَّيْنُ اَوِ الْجِنَايَةُ فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ -

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اَنَّ هٰذِهِ الْاَقْسَامَ الثَّلٰثَ তারপর اَدَاء -এর এ প্রকারত্রয় كَمَا تَجْرِىْ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى যেভাবে হুকুকুল্লাহ এর ক্ষেত্রে প্রচলিত تَجْرِىْ فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ اَيْضًا অনুরূপভাবে বান্দার অধিকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য فَقَالَ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوْبِ আর আত্মসাৎকৃত বস্তু হুবহু মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়াও اَدَاء -এরই শ্রেণীভুক্ত اَىْ وَمِنْ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ رَدُّ عَيْنِ الشَّىْءِ অর্থাৎ হুকুকুল ইবাদ-এর মধ্যে اَدَاء -এর প্রকারসমূহের মধ্য হতে এক প্রকার হলো হুবহু আত্মসাৎকৃত বস্তুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া الَّذِىْ غُصِبَهٗ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِىْ غُصِبَهٗ তদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় যদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় তাকে আত্মসাৎ করা হয়েছিল اِلَى الْمَالِكِ তার মালিকের নিকট بِدُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَغْصُوْبُ مُشْتَغِلًا بِالْجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ এরূপ অবস্থায় যে, আত্মসাৎকৃত বস্তু কোনো অপরাধ অথবা ঋণে জড়িত হয়নি وَبِدُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ نَاقِصًا بِنُقْصَانٍ حِسِّىٍّ এবং কোনো একটি দ্বারা ত্রুটিযুক্তও হয়নি فَهٰذَا نَظِيْرُ الْاَدَاءِ الْكَامِلِ এটা اَدَاء كَامِلْ -এর উদাহরণ لِاَنَّهٗ اَدَاءٌ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِىْ غُصِبَهٗ مِنْ غَيْرِ فُتُوْرٍ কেননা, তা কোনোরূপ ত্রুটি ও ক্ষতি ছাড়াই ঠিক তদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় আদায় হয়েছে, যদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় আত্মসাৎ করা হয়েছিল وَمِثْلُهٗ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْمَبِيْعِ اِلَى الْمُشْتَرِىْ অনুরূপ বিক্রয়কৃত মাল হুবহু ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা وَتَسْلِيْمُ بَدَلِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيْهِ اِلَيْهِ عَلَى بَيْعِ صَرْف -এর বদলা এবং যে বস্তুর মধ্যে سَلَمْ জাতীয় বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে, তা যে الْوَصْفِ الَّذِىْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ - রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, ঠিক তদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় হস্তান্তর করা وَرَدُّهٗ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ আর আত্মসাৎকৃত বস্তুকে অপরাধগ্রস্ত অবস্থায় হস্তান্তর করা نَظِيْرٌ لِلْاَدَاءِ الْقَاصِرِ এটা اَدَاء قَاصِرْ বা অপূর্ণাঙ্গ আদা-এর দৃষ্টান্ত اَىْ رَدُّ الشَّىْءِ الْمَغْصُوْبِ حَالَ كَوْنِهٖ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ অর্থাৎ আত্মসাৎকৃত বস্তুকে এমন অবস্থায় অর্পণ করা যে, তা অপরাধ অথবা ঋণে বিজড়িত بِاَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَارِغًا যেমন– কেউ একজন নিরপরাধ ও ঋণমুক্ত গোলামকে আত্মসাৎ করল ثُمَّ لَحِقَهُ الدَّيْنُ اَوِ الْجِنَايَةُ فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ এবং গোলামটি পরে আত্মসাৎকারীর হাতে অপরাধ অথবা ঋণে জড়িত হয়ে গেল।

সরল অনুবাদ : তারপর اَدَاء-এর এ প্রকারত্রয় যেভাবে হুকূকুল্লাহ-এর ক্ষেত্রে প্রচলিত তদ্রূপ হুকূকুল ইবাদ-এর ক্ষেত্রেও প্রচলিত। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, **আর আত্মসাৎকৃত বস্তু হুবহু মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়াও اَدَاء -এরই শ্রেণীভুক্ত।** অর্থাৎ হুকূলুল ইবাদ-এর মধ্যে اَدَاء-এর প্রকারসমূহের মধ্য হতে এক প্রকার হলো হুবহু আত্মসাৎকৃত বস্তুটিকে তার মালিকের নিকট তদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া, যদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় তাকে আত্মসাৎ করা হয়েছিল। এরূপ অবস্থায় যে, আত্মসাৎকৃত বস্তু কোনো অপরাধ অথবা ঋণে জড়িত হয়নি এবং কোনো ত্রুটি দ্বারা ত্রুটিযুক্তও হয়নি। এটা اَدَاء كَامِلْ-এর উদাহরণ। কেননা তা কোনোরূপ ত্রুটি ও ক্ষতি ছাড়াই ঠিক তদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় আদায় হয়েছে, যদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় আত্মসাৎ করা হয়েছিল। অনুরূপ বিক্রয়কৃত মাল হুবহু ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা بَيْعِ صَرْف-এর বদলা এবং যে বস্তুর মধ্যে سَلَمْ জাতীয় বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে, তা যে রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, ঠিক তদ্রূপ গুণ সম্পন্ন অবস্থায় হস্তান্তর করা, এ সব হচ্ছে হুকূকুল ইবাদ-এর ক্ষেত্রে اَدَاء كَامِلْ-এর উদাহরণ **আর আত্মসাৎকৃত বস্তুকে অপরাধগ্রস্ত**

অবস্থায় হস্তান্তর করা। এটা أَدَاء قَاصِر বা অপূর্ণাঙ্গ আদা-এর দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ আত্মসাৎকৃত বস্তুকে এমন অবস্থায় অর্পণ করা যে, তা অপরাধ অথবা ঋণে বিজড়িত। যেমন–কেউ একজন নিরপরাধ ও ঋণমুক্ত গোলামকে আত্মসাৎ করল এবং গোলামটি পরে আত্মসাৎকারীর হাতে অপরাধ অথবা ঋণে জড়িত হয়ে গেল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْاَقْسَامُ الثَّلٰثُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اَلْاَقْسَامُ الثَّلٰثُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে اَقْسَام ثَلٰثَه দ্বারা أَدَاء-এর তিন প্রকারকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ

১. أَدَاء مَحْض كَامِل তথা নিছক পূর্ণাঙ্গ আদা। ২. أَدَاء مَحْض قَاصِر তথা নিছক অপূর্ণাঙ্গ আদা।

৩. أَدَاء شَبِيْه بِالْقَضَاء তথা কাযা সদৃশ আদা।

قَوْلُهُ تَجْرِىْ فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) أَدَاء ও حُقُوْقُ اللّٰهِ -কে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম ইবনুল মালিক বলেছেন, এখানে গ্রন্থকার আল্লাহর হককে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করার কারণ হলো, আল্লাহর অধিকার সবচেয়ে অগ্রগণ্য তাই। আর বান্দাদের অধিকার আল্লাহর অধিকারের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে তাকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে أَدَاء -কে قَضَاء-এর পূর্বে উল্লেখের কারণ হলো, أَدَاء টা اَصْل বা মূল। আর قَضَاء টা তার প্রতিনিধি বিশেষ তাই।

قَوْلُهُ اَلَّذِىْ غَصَبَهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) اَلْمَغْصُوْبُ-এর মধ্যে اَلِف لَامْ টা اَلَّذِىْ-এর অর্থে কিভাবে হয়েছে ? তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حُقُوْقُ الْعِبَادِ-এর মধ্যে أَدَاء كَامِل-এর উদাহরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে– رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوْب ছিনতাইকৃত বস্তু হুবহু ফেরত দেওয়া। ব্যাখ্যাকার اَلْمَغْصُوْبُ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- اَلَّذِىْ غَصَبَهُ এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চান যে, গ্রন্থকার (র.) এ উল্লিখিত اَلْمَغْصُوْبُ-এর মধ্যে اَلِف لَامْ টা اَلَّذِىْ-এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَى الْوَصْفِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে عَلَى الْوَصْفِ-এর قَيْد লাগানোর ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, أَدَاء كَامِل-এর জন্য শর্ত হলো অপরের প্রাপ্য বস্তুকে যে وَصْف -এর সাথে সে তা পাবে হুবহু সেই وَصْف -এর সাথেই ফেরত দেওয়া। সুতরাং ছিনতাইকৃত বস্তু যে وَصْف-এর সাথে ছিনতাই করেছে হুবহু সেই وَصْف -এর সাথে ফেরত দিলে أَدَاء كَامِل হবে, অন্যথা أَدَاء كَامِل হবে না। এ জন্যই وَصْف-এর قَيْد লাগানো হয়েছে। সুতরাং ছিনতাইকৃত বস্তুকে ঋণগ্রস্ত কিংবা অপরাধী অবস্থায় ফেরত দিলে তাও সাধারণত أَدَاء হিসেবেই গণ্য হবে, কিন্তু أَدَاء كَامِل হিসেবে গণ্য হবে না। অপরাধী অবস্থায় ফেরত দানের নমুনা হলো, ছিনতাইকারীর মালিকানায় থাকা অবস্থায় এমন অপরাধ করেছে যার কারণে সে হত্যার যোগ্য বা তার দেহের অংশ বিশেষ কর্তন যোগ্য হয়ে গেছে। যেমন– সে কোনো ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে অথবা চুরি করেছে। আর ঋণের নমুনা হলো, যেমন– সে ছিনতাইকারীর হাতে থাকা অবস্থায় অন্য কারো সম্পদ আত্মসাৎ বা বিনষ্ট করেছে, যার কারণে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়েছে।

قَوْلُهُ بَدْلُ الصَّرْفِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) بَيْع سَلَمْ ও بَيْع صَرْف সম্পর্কীয় আলোচনা করেছেন বিধায় নিম্নে উভয় প্রকার بَيْع-এর পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো।

بَيْع صَرْف **বলে** "بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ" অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে অর্থকে বিক্রি করা। চাই সমজাতীয়ের মোকাবেলায় হোক। যেমন– স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রুপার বিনিময়ে রুপা। অথবা সমজাতীয়ের মোকাবেলায় না হোক, যেমন–রুপার বিনিময়ে স্বর্ণ বা স্বর্ণের বিনিময়ে রুপা। তবে দ্বিতীয় প্রকারে বিক্রেতা ও ক্রেতার স্থান ত্যাগের পূর্বেই বিক্রিত মাল আদান-প্রদান করা শর্ত।

بَيْع سَلَمْ **বলে** "بَيْعُ اٰجِلٍ بِعَاجِلٍ" বিক্রিত বস্তু পরে হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতিতে নগদ অর্থ গ্রহণ করা। اٰجِل বলতে এখানে বিক্রিত দ্রব্যকে বুঝানো হয়েছে। যেমন– গম, খেজুর ইত্যাদি। আর عَاجِل বলতে মূলধন তথা অর্থকে বুঝানো হয়েছে। আর পুঁজিপতিকে "رَبُّ السَّلَمِ" এবং অপরজনকে "اَلْمُسْلَمُ اِلَيْهِ" বলে।—দুররুল মুখতার।

وَمِثْلُهُ تَسْلِيْمُ الْمَبِيْعِ حَالَ كَوْنِهِ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ أَوْ بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْمَرَضِ فَفِيْ هٰذَا كُلِّهِ إِنْ هَلَكَ الْمَغْصُوْبُ وَالْمَبِيْعُ فِيْ يَدِ الْمَالِكِ وَالْمُشْتَرِيْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْغَصَبِ وَالْبَائِعِ لِكَوْنِهِ أَدَاءً وَلَوْ دَفَعَهُ الْمَالِكُ إِلٰى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوْ بِيْعَ فِي الدَّيْنِ رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْغَصَبِ بِالْقِيْمَةِ وَالْمُشْتَرِيْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَأَمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيْمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ نَظِيْرٌ لِلْأَدَاءِ الشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ أَيْ أَمْهَرَ رَجُلٌ عَبْدَ الْغَيْرِ فِيْ نِكَاحِ إِمْرَأَتِهِ ثُمَّ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثْلُهُ تَسْلِيْمُ حَالَ كَوْنِهِ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ أَوْ بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْمَرَضِ তদ্রূপ বিক্রয়কৃত বস্তুকে অপরাধগ্রস্ত অথবা ঋণগ্রস্ত অথবা রোগগ্রস্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করাও অসম্পূর্ণ أداء -এর দৃষ্টান্ত فَفِيْ هٰذَا كُلِّهِ উপরোক্ত সকল অবস্থায় إِنْ هَلَكَ الْمَغْصُوْبُ وَالْمَبِيْعُ فِيْ يَدِ الْمَالِكِ أَوِ الْمُشْتَرِيْ যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু ও বিক্রয়কৃত বস্তু যথাক্রমে মালিক ও ক্রেতার হাতে ধ্বংস হয়ে যায় بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ কোনো আসমানী আপদ বিপদবশত بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْغَصَبِ وَالْبَائِعِ তাহলে আত্মসাৎকারী ও বিক্রেতার উপর কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না لِكَوْنِهِ أَدَاءً কেননা, এটা দ্বারা أداء সংঘটিত হয়ে গেছে وَلَوْ دَفَعَهُ الْمَالِكُ إِلٰى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ আর যদি মালিক উক্ত বিক্রয়কৃত বস্তু অথবা আত্মসাৎকৃত বস্তুকে وَلِيُّ الْجِنَايَةِ বা অপরাধে জড়িত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে দেয় أَوْ بِيْعَ فِي الدَّيْنِ অথবা উক্ত বিক্রয়কৃত বস্তু অথবা আত্মসাৎকৃত বস্তুকে ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেওয়া হয় رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْغَصَبِ بِالْقِيْمَةِ তাহলে এরূপ অবস্থায় মালিক আত্মসাৎকারীর নিকট হতে মূল্য আদায় করবে, وَالْمُشْتَرِيْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে পূর্ণ মূল্য উসূল করে নেবে وَأَمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ আর অন্যের ক্রীতদাসকে মোহর সাব্যস্ত করে وَتَسْلِيْمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ তাকে ক্রয় করার পর হস্তান্তর করে দেওয়া نَظِيْرٌ لِلْأَدَاءِ الشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ এটা قضاء সাদৃশ্য أداء -এর দৃষ্টান্ত أَيْ أَمْهَرَ رَجُلٌ عَبْدَ الْغَيْرِ فِيْ نِكَاحِ إِمْرَأَتِهِ অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজের বিবাহে অপর লোকের গোলামকে মোহর সাব্যস্ত করে ثُمَّ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ অতঃপর উক্ত গোলামকে ক্রয় করতঃ স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করে।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ বিক্রয়কৃত বস্তুকে অপরাধগ্রস্ত অথবা ঋণগ্রস্ত অথবা রোগগ্রস্ত অবস্থায় প্রত্যার্পণ করাও অসম্পূর্ণ أداء-এর দৃষ্টান্ত। উপরোক্ত সকল অবস্থায় যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু ও বিক্রয়কৃত বস্তু যথাক্রমে মালিক ও ক্রেতার হাতে কোনো আসমানী আপদ বিপদ বশত ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আত্মসাৎকারী ও বিক্রেতার উপর কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না। কেননা এটা দ্বারা أداء সংঘটিত হয়ে গেছে। আর যদি মালিক উক্ত বিক্রয়কৃত বস্তু অথবা আত্মসাৎকৃত বস্তুকে وَلِيُّ الْجِنَايَةِ বা অপরাধে জড়িত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে দেয় অথবা উক্ত বিক্রয়কৃত বস্তু অথবা আত্মসাৎকৃত বস্তুকে ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেওয়া হয়, তাহলে এরূপ অবস্থায় মালিক আত্মসাৎকারীর নিকট হতে মূল্য আদায় করবে এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে পূর্ণ মূল্য উসুল করে নেবে। **আর অন্যের ক্রীত দাসকে মোহর সাব্যস্ত করে, তাকে ক্রয় করার পর হস্তান্তর করে দেওয়া।** এটা قضاء সাদৃশ্য أداء-এর দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজের বিবাহে অপর লোকের গোলামকে মোহর সাব্যস্ত করে পরে উক্ত গোলামকে ক্রয় করতঃ স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ تَسْلِيْمُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) চুরিকৃত বা বিক্রিত মাল অপরাধে অভিযুক্ত বা ঋণগ্রস্ত অথবা রুগ্ণ অবস্থায় أداء করলে কোন ধরনের أداء হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, চুরিকৃত মাল অথবা বিক্রিত মাল যদি অপরাধে অভিযুক্ত অবস্থায় অথবা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় অথবা রুগ্ণ অবস্থায় আদায় করা হলে তাকে أداء قاصر হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ চুরিকৃত ব্যক্তি চুরি করার সময় এবং বিক্রেতা বিক্রি করার সময় যথাক্রমে চুরিকৃত বস্তু বিক্রিত বস্তু উল্লিখিত দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত ছিল, কিন্তু আদায়ের সময় উক্ত দোষ-ত্রুটিযুক্ত হলে তাকে أداء قاصر হিসেবেই গণ্য করা হবে أداء كامل হিসেবে নয়। সুতরাং যদি এমন হয় যে, উক্ত দোষ-ত্রুটি যুক্ত অবস্থায় চোর চুরিকৃত বস্তু মালিককে ফেরত দেয়, অথবা বিক্রেতা ক্রেতার নিকট বিক্রিত বস্তু অর্পণ করে। তারপর কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কারণে মালিক ও ক্রেতার নিকট উক্ত বস্তু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে চোর ও বিক্রেতা দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবে। অপরদিকে মালিক অথবা ক্রেতা যদি উক্ত বস্তু অপরাধ জনিত কারণে বাদীর অভিভাবকের নিকট দিয়ে দেয় অথবা ঋণ পরিশোধ করার জন্য যদি তাকে বিক্রি করা হয়, তাহলে মালিক চোর হতে উক্ত বস্তুর বাজার দাম উসুল করবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা হতে উক্ত বস্তুর নির্ধারিত মূল্য আদায় করবে। কেননা যে কারণে উক্ত বস্তু তাদের হাত ছাড়া হয়েছে উক্ত কারণ ক্রেতা ও চোর হতেই হয়েছে। ক্রেতার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, সম্পূর্ণ ثَمَنْ উসুল করবে। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে অপরাধে অভিযুক্ত হওয়া দোষ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং ক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য উসুল করবে না; বরং দোষ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ উসুল করবে। তবে সাহেবাঈন (র.)-এর এ মতানৈক্য শুধু বিক্রিত বস্তুর অপরাধ জনিত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ।

قَوْلُهُ أَيْ أَمْهَرَ رَجُلٌ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) أداء شَبِيْه بِالْقَضَاءِ-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। أداء شَبِيْه بِالْقَضَاءِ-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি অপরের গোলামকে বিবাহের সময় স্বীয় مَهْر ধার্য করেছেন। অতঃপর উক্ত গোলামকে তার মালিক হতে ক্রয় করে স্ত্রীকে দিয়েছে। যে বস্তুকে সে مَهْر ধার্য করেছে হুবহু সেই বস্তুই সমর্থন করেছে এ দিকের বিবেচনায় তা أداء হয়েছে। কিন্তু মালিকানার পরিবর্তনের কারণে যেহেতু মূল বস্তুর মধ্যে হুকুমের দিক দিয়ে পরিবর্তন হয়, সে হিসেবে তা قضاء-এর সাদৃশ্য হয়েছে। এখানে ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত ব্যাখ্যাদানে এ জন্য বাধ্য হয়েছেন যে, শুধু مَهْر ধার্য করাই شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ হতে পারে না। যেমনটি গ্রন্থকারের ভাষ্য দ্বারা দৃশ্যত বুঝা যায়। বরং مَهْر ধার্য করে উক্ত গোলামকে হস্তান্তর করার পরই তা أداء شَبِيْه بِالْقَضَاءِ হিসেবে গণ্য হবে।

فَهُوَ اَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ سَلَّمَ عَيْنَ الْعَبْدِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَشَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوْجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ حُكْمًا فَاِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوْكًا لِلْمَالِكِ كَانَ شَخْصًا اٰخَرَ ثُمَّ اِذَا اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ كَانَ شَخْصًا اٰخَرَ وَاِذَا سَلَّمَهُ اِلَيْهَا كَانَ شَخْصًا اٰخَرَ وَالْحُجَّةُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى بَرِيْرَةَ يَوْمًا فَقَدَّمَتْ اِلَيْهِ تَمْرًا وَ كَانَ الْقِدْرُ يُغْلِىْ مِنَ اللَّحْمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا تَجْعَلِيْنَ لَنَا نَصِيْبًا مِنَ اللَّحْمِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَحْمٌ تَصَدُّقٍ عَلَىَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَهُوَ اَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ سَلَّمَ عَيْنَ الْعَبْدِ তাহলে ঐ ব্যক্তির উক্ত কাজটি এ হিসেবে اَدَاء যে, সে হুবহু সেই গোলামটিকে হস্তান্তর করেছে الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ যার উপর عَقْد বা বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল وَشَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ اَنَّ আর এ বিবেচনায় قَضَاء -এর সাদৃশ্য যে, تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوْجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ حُكْمًا মালিকানার পরিবর্তন হুকমীভাবে আসল বস্তুর পরিবর্তনকে ওয়াজিব করে দেয় فَاِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوْكًا لِلْمَالِكِ সুতরাং উক্ত গোলাম যখন মালিকের অধিকৃত ছিল كَانَ شَخْصًا اٰخَرَ তখন সে অন্য এক ব্যক্তি ছিল ثُمَّ اِذَا اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ তারপর যখন স্বামী তাকে ক্রয় করে নিল كَانَ شَخْصًا اٰخَرَ তখন সে অন্য ব্যক্তি হয়ে গেল وَاِذَا سَلَّمَهُ اِلَيْهَا আর যখন তার প্রতি সোপর্দ করে كَانَ شَخْصًا اٰخَرَ তখন সে অন্য ব্যক্তি হয়ে গেল وَالْحُجَّةُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ এ ব্যাপারে দলিল হলো اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى بَرِيْرَةَ يَوْمًا একদা নবী করীম ﷺ হযরত বারীরা (রা.)-এর নিকট তশরিফ নিয়ে গেলে فَقَدَّمَتْ اِلَيْهِ تَمْرًا وَكَانَ الْقِدْرُ يُغْلِىْ مِنَ اللَّحْمِ তিনি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে কিছু শুকনা খেজুর পেশ করলেন, অথচ তখন হাঁড়িতে গোশত রান্না হচ্ছিল فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا تَجْعَلِيْنَ لَنَا نَصِيْبًا مِنَ اللَّحْمِ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, 'তুমি কি আমাকে গোশতের কোনো ভাগ দেবে না? فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اِنَّهُ لَحْمٌ تَصَدُّقٍ عَلَىَّ হযরত বারীরা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ গোশত তো আমার নিকট সদকা হিসেবে فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এটা তোমার জন্য সদকা এবং আমার জন্য হাদিয়া।

সরল অনুবাদ : তাহলে ঐ ব্যক্তির উক্ত কাজটি এ হিসেবে اَدَاء যে, সে হুবহু সেই গোলামটিকেই হস্তান্তর করেছে, যার উপর عَقْد বা বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। আর এ বিবেচনায় قَضَاء-এর সাদৃশ্য যে, মালিকানার পরিবর্তন হুকমীভাবে আসল বস্তুর পরিবর্তনকে ওয়াজিব করে দেয়। সুতরাং উক্ত গোলাম যখন মালিকের অধিকৃত ছিল, তখন সে এক ব্যক্তি ছিল। তারপর যখন স্বামী তাকে ক্রয় করে নিল, তখন সে অন্য ব্যক্তি হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে দলিল হলো, একদা নবী কারীম ﷺ হযরত বারীরা (রা.)-এর নিকট তশরিফ নিয়ে গেলে তিনি নবী কারীম ﷺ -এর খেদমতে কিছু শুকনা খেজুর পেশ করলেন, অথচ তখন হাঁড়িতে গোশত রান্না হচ্ছিল। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন, 'তুমি কি আমাকে গোশতের কোনো ভাগ দেবে না ?' হযরত বারীরা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ গোশত তো আমার নিকট সদকা হিসেবে এসেছে। তখন নবী কারীম ﷺ বললেন, 'এটা তোমার জন্য সদকা এবং আমার জন্য হাদিয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ دَخَلَ عَلٰى بَرِيْرَةَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতের সাথে সম্পর্কীয় হযরত বারীরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস এবং তা থেকে যে মাসআলাগুলো বের হয় সেগুলোকেও নিম্নে তুলে ধরা হলো—

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর ﷺ বারীরার নিকট গমন করে দেখতে পান পাতিলে গোশত টগবগ করছে। সে সময় ঘরে বিদ্যমান তরকারি ও রুটি নবী কারীম ﷺ -এর সামনে পেশ করা হলো। তারপর হুযূর ﷺ বললেন, আমি কি পাতিলের মধ্যে গোশত দেখছি না ? তার উত্তরে হযরত বারীরা (রা.) বললেন অবশ্যই দেখছেন। তবে এ গোশত বারীরাকে সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আর আপনি তো সাদকার গোশত ভক্ষণ করেন না। হুযূর ﷺ বললেন, এটাতো তোমার জন্য সাদকা কিন্তু আমার জন্য তো হাদিয়া।— বুখারী, মুসলিম

সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, মালিকানা পরিবর্তন দ্বারা মূল বস্তুরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। উল্লিখিত মূলনীতি হতে বহু মাসআলা বের হয়। তন্মধ্যে একটি হলো, কোনো দরিদ্র যাকাত গ্রহণ করলে তারপর সে উক্ত যাকাতের মাল কোনো ধনী বা হাশেমী গোত্রীয় লোককে দান করলে অথবা উক্ত মাল তাদের নিকট বিক্রি করলে তাহলে উক্ত মাল তাদের জন্য গ্রহণ করা বা তার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ হবে। কেননা মালিকানার পরিবর্তনের কারণে মূল বস্তু পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

উক্ত মূলনীতির আলোকে আরো একটি মাসআলা বের হয়, তা হলো কোনো ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়কে সদকা হিসেবে কিছু মাল দিলে পরে যদি যাকে দেওয়া হয়েছে সে মৃত্যুবরণ করে আর উত্তরাধিকারী হিসেবে উক্ত মাল তার হাতে পুনরায় ফিরে আসে তাহলে সে তার মালিক হয়ে যাবে। এবং তার সদকার ছওয়াবেও কোনো ধরনের কমতি আসবে না; বরং পূর্ণ ছওয়াবেরই সে অধিকারী হবে।

يَعْنِى إِذَا اَخَذْتَهُ مِنَ الْمَالِكِ كَانَ صَدَقَةً عَلَيْكَ وَإِذَا اَعْطَيْتَهُ إِيَّانَا تَصِيْرُ هَدِيَّةً لَنَا فَعُلِمَ اَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوْجِبُ تَبَدُّلاً فِى الْعَيْنِ وَعَلَى هٰذَا يَخْرُجُ كَثِيْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُوْلِ تَفْرِيْعٌ عَلَى كَوْنِهِ اَدَاءً اَىْ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى قَبُوْلِ ذٰلِكَ الْعَبْدِ الْمَمْهُوْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِهِ اَدَاءً وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ حَيْثُ لَايُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِىْ لِاَنَّهُ بِالْاِسْتِحْقَاقِ ظَهَرَ اَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوْفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ فَإِذَا لَمْ يَجُزْهُ بَطَلَ وَانْفَسَخَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ -

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِى إِذَا اَخَذْتَهُ مِنَ الْمَالِكِ كَانَ صَدَقَةً عَلَيْكَ অর্থাৎ তুমি যখন তা মালিকের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলে, তখন তা তোমার জন্য সদকা ছিল وَإِذَا اَعْطَيْتَهُ إِيَّانَا تَصِيْرُ هَدِيَّةً لَنَا আর যখন তুমি তা আমাকে প্রদান করবে, তখন তা আমার জন্য হাদিয়া হয়ে যাবে فَعُلِمَ اَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوْجِبُ تَبَدُّلاً فِى الْعَيْنِ সুতরাং জানা গেল যে, মালিকানার পরিবর্তন মূল বস্তুর পরিবর্তনকে ওয়াজিব করে থাকে وَعَلَى هٰذَا يَخْرُجُ كَثِيْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ এ মূলনীতির ভিত্তিতে বহু সংখ্যক মাসআলা উদ্ভাবন করা হয়েছে حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُوْلِ এমনকি স্ত্রীকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে تَفْرِيْعٌ عَلَى كَوْنِهِ اَدَاءً উক্ত হুকুমটি এ কথারই শাখা মাসআলা যে, উপরোল্লিখিত হস্তান্তরকরণ আদা হিসেবেই সম্পাদিত হয়েছে اَىْ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى قَبُوْلِ ذٰلِكَ الْعَبْدِ الْمَمْهُوْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ অর্থাৎ হস্তান্তর করার পর مَهْر হিসেবে সাব্যস্ত উক্ত ক্রীতদাসটিকে গ্রহণ করার জন্য স্ত্রীকে বাধ্য করা হবে وَهُوَ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِهِ اَدَاءً আর এটা হচ্ছে সোপর্দ করণের আদা হওয়ারই আলামত وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا এ বাধ্যকরণের ব্যাপারটি সেই মাসআলার বিপরীত যেমন কোনো ব্যক্তি গোলাম বিক্রয় করল وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدُ আর ঐ গোলামটি অন্য আরেক ব্যক্তির হক বলে প্রমাণিত হলো ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ তারপর বিক্রেতা তাকে ক্রয় করে নিল مِنَ الْمُسْتَحِقِّ উক্ত হকদার ব্যক্তির নিকট হতে حَيْثُ لَايُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِىْ এমনভাবে যে, তাকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করণে বাধ্য করা যায় না لِاَنَّهُ بِالْاِسْتِحْقَاقِ ظَهَرَ কেননা, হক প্রমাণিত হওয়ার কারণে এটা প্রকাশ পেয়ে গেল যে, اَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوْفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ বিক্রয় মালিকের অনুমতির উপর নির্ভরশীল ছিল فَإِذَا لَمْ يَجُزْهُ بَطَلَ وَانْفَسَخَ সুতরাং সে যখন অনুমতি প্রদান করল না তখন বিক্রয় বাতিল ও ভঙ্গ হয়ে যাবে بِخِلَافِ النِّكَاحِ কিন্তু বিবাহের ব্যাপারটি এটার বিপরীত।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ তুমি যখন তা মালিকের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলে, তখন তা তোমার জন্য সদকা ছিল। আর যখন তুমি তা আমাকে প্রদান করবে, তখন তা আমার জন্য হাদিয়া হয়ে যাবে। সুতরাং জানা গেল যে, 'মালিকানার পরিবর্তন মূল বস্তুর পরিবর্তনকে ওয়াজিব করে থাকে।' এ মূলনীতির ভিত্তিতে বহু সংখ্যক মাসআলা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এমনকি স্ত্রীকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে। উক্ত হুকুমটি এ কথারই শাখা মাসআলা যে, উপরোল্লিখিত হস্তান্তরকরণ আদা হিসেবেই সম্পাদিত হয়েছে। অর্থাৎ হস্তান্তর করার পর مَهْر হিসেবে সাব্যস্ত উক্ত ক্রীতদাসটিকে গ্রহণ করার জন্য স্ত্রীকে বাধ্য করা হবে। আর এটা হচ্ছে সোপর্দকরণের আদা হওয়ারই আলামত। এ বাধ্যকরণের ব্যাপারটি সেই মাসআলার বিপরীত যেমন কোনো ব্যক্তি একটি গোলাম বিক্রয় করল, আর ঐ গোলামটি অন্য আরেক ব্যক্তির হক বলে প্রমাণিত হলো, তারপর বিক্রেতা তাকে উক্ত হকদার ব্যক্তির নিকট হতে এমনভাবে ক্রয় করে নিল যে, তাকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরকরণে বাধ্য করা যায় না। কেননা হক প্রমাণিত হওয়ার কারণে এটা প্রকাশ পেয়ে গেল যে, বিক্রয় মালিকের অনুমতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং সে যখন অনুমতি প্রদান করল না, তখন বিক্রয় বাতিল ও ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারটি এটার বিপরীত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কোনো বস্তুকে ক্রয়-বিক্রয় করার পর মূল মালিককে পাওয়া গেলে বা বিক্রেতা পুনঃ মালিক হতে ক্রয় করলে তা ক্রেতাকে হস্তান্তর করার জন্য বাধ্য করতে পারবে কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, অপরের গোলামকে মোহর নির্ধারণ করে পরবর্তীতে উক্ত গোলাম ক্রয় করে স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করলে স্ত্রীকে তা গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। উক্ত মাসআলাটি এ মাসআলার বিপরীত যে, কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তির গোলাম বিক্রি করে তারপর প্রকাশ পায় যে তা বিক্রেতার গোলাম নয়; বরং অপর এক ব্যক্তির গোলাম, অতঃপর বিক্রেতা তা মূল মালিক হতে ক্রয় করে নেবে, তবে ক্রেতার নিকট তা হস্তান্তর করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা প্রথম ক্রয়-বিক্রয় মালিকের অনুমতির উপর নির্ভর ছিল। মালিকের অনুমতি পাওয়া না যাওয়ার কারণে বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে। অতএব بَيْع বাতিল হওয়ার পর ক্রেতার নিকট তা সোপর্দ করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

فَإِنَّهُ لَايَنْفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ وَلَا بِانْعِدَامِهِ وَيَنْفُذُ إِعْتَاقُهُ فِيهِ دُوْنَ إِعْتَاقِهَا تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهِ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ يَعْنِي يَنْفُذُ إِعْتَاقُ الزَّوْجِ إِيَّاهُ قَبْلَ تَسْلِيْمِهِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَمْلِكُهُ إِلَّا إِذَا سُلِّمَ إِلَيْهَا فَقَبْلَ التَّسْلِيْمِ هُوَ مِلْكُ الزَّوْجِ كَمَا أَنَّ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَانَ مِلْكًا لِلْغَيْرِ وَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ الْعَبْدِ مَوْجُوْدَةً فِي كِلَا الْحَالَيْنِ وَوَصْفُ الْمَمْلُوْكِيَّةِ مُتَغَيِّرٌ فِيْهِمَا جُعِلَ اَدَاءً شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يُجْعَلْ قَضَاءً شَبِيْهًا بِالْأَدَاءِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الذَّاتِ وَالْأَصْلِ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْأَدَاءِ شَرَعَ فِي تَقْسِيْمِ الْقَضَاءِ فَقَالَ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّهُ لَايَنْفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ وَلَا بِانْعِدَامِهِ কেননা, তা মোহর হিসেবে প্রদানকৃত বস্তুর মালিক অন্যলোক সাব্যস্ত হওয়ার অথবা মোহরের উল্লেখ না থাকায় বাতিল ও ভঙ্গ হয় না وَيَنْفُذُ إِعْتَاقُهُ فِيهِ دُوْنَ إِعْتَاقِهَا আর এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত গোলামকে স্বামী কর্তৃক আজাদকরণ কার্যকর হবে; কিন্তু স্ত্রীর আজাদকরণ কার্যকর হবে না تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهِ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ গ্রন্থকার (র.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য এ বিষয়ের একটি শাখা মাসআলা যে, স্বামী কর্তৃক গোলাম আজাদকরণ এটা قَضَاء -এর সাদৃশ্য اَدَاء বটে يَعْنِي يَنْفُذُ إِعْتَاقُ الزَّوْجِ إِيَّاهُ অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক উক্ত ক্রীতদাসকে বিশেষভাবে আজাদ করে দেওয়া কার্যকর হবে قَبْلَ تَسْلِيْمِهِ إِلَى الْمَرْأَةِ স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করার পূর্বে لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَمْلِكُهُ إِلَّا إِذَا سُلِّمَ إِلَيْهَا কারণ স্ত্রী উক্ত গোলামের শুধু তখনই মালিক হবে যখন ঐ গোলামকে তার নিকট হস্তান্তর করা হবে فَقَبْلَ التَّسْلِيْمِ هُوَ مِلْكُ الزَّوْجِ সুতরাং গোলামটি স্ত্রীর নিকট সোপর্দ করার পূর্বে স্বামী মালিকানাধীন সম্পত্তি كَمَا أَنَّ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَانَ مِلْكًا لِلْغَيْرِ যেভাবে ক্রয় করার পূর্বে তা অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তি ছিল وَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ الْعَبْدِ مَوْجُوْدَةً فِي كِلَا الْحَالَيْنِ আর যেহেতু উভয় অবস্থায় (আকদের অবস্থায় ও সোপর্দ করণের অবস্থায়) ক্রীতদাসের সত্তা বিদ্যমান ছিল وَوَصْفُ الْمَمْلُوْكِيَّةِ مُتَغَيِّرٌ فِيْهِمَا তবে উভয় অবস্থায় দাসত্বের বিশেষণ পরিবর্তিত ছিল جُعِلَ اَدَاءً شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ তাই তাকে قَضَاء -এর সাদৃশ্য اَدَاء সাব্যস্ত করা হয়েছে وَلَمْ يُجْعَلْ قَضَاءً شَبِيْهًا بِالْأَدَاءِ - اَدَاء -এর সাদৃশ্য قَضَاء সাব্যস্ত করা হয়নি رِعَايَةً لِجَانِبِ الذَّاتِ وَالْأَصْلِ সত্তাও আমলের দিক বিবেচনা করে وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْأَدَاءِ গ্রন্থকার (র.) اَدَاء -এর প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে شَرَعَ فِي تَقْسِيْمِ الْقَضَاءِ - قَضَاء -এর প্রকারভেদের বর্ণনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন।

সরল অনুবাদ : কেননা তা মোহর হিসেবে প্রদানকৃত বস্তুর মালিক অন্য লোক সাব্যস্ত হওয়ায় অথবা মোহরের উল্লেখ না থাকায় বাতিল ও ভঙ্গ হয় না। **আর এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত গোলামকে স্বামী কর্তৃক আজাদকরণ কার্যকর হবে; কিন্তু স্ত্রীর আজাদকরণ কার্যকর হবে না।** গ্রন্থকার (র.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য এ বিষয়ের একটি শাখা মাসআলা যে, স্বামী কর্তৃক গোলাম আজাদকরণ এটা قَضَاء -এর সাদৃশ্য اَدَاء বটে। অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করার পূর্বে স্বামী কর্তৃক উক্ত ক্রীতদাসকে বিশেষভাবে আজাদ করে দেওয়া কার্যকর হবে। কারণ স্ত্রী উক্ত গোলামের শুধু তখনই মালিক হবে যখন ঐ গোলামকে তার নিকট হস্তান্তর করা হবে। সুতরাং গোলামটি স্ত্রীর নিকট সোপর্দ করার পূর্বে স্বামীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, যেভাবে ক্রয় করার পূর্বে তা অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তি ছিল। আর যেহেতু উভয় অবস্থায় (আকদের অবস্থায় ও সোপর্দকরণের অবস্থায়) ক্রীতদাসের সত্তা বিদ্যমান ছিল। তবে দাসত্বের বিশেষণ পরিবর্তিত ছিল, তাই সত্তা ও আসলের দিক বিবেচনা করে তাকে 'قَضَاء-এর সাদৃশ্য اَدَاء' সাব্যস্ত করা হয়েছে, 'اَدَاء-এর সাদৃশ্য قَضَاء' সাব্যস্ত করা হয়নি। গ্রন্থকার (র.) اَدَاء-এর প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে قضاء-এর প্রকারভেদের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَتْ ذَاتُ الْعَبْدِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) বিরুদ্ধপার্টির পক্ষ হতে উথাপিত প্রশ্ন ও তার উত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : গোলাম সম্পর্কীয় উল্লিখিত মাসআলাকে قَضَاء شَبِيه بِالْأَدَاء না বলে اَدَاء شَبِيه بِالْقَضَاء কেন বলা হলো?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, عَقْد ও تَسْلِيْم-এর উভয় অবস্থায়ই গোলামের সত্তা এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ বিবাহের সময় যে গোলামের উপর عَقْد হয়েছে, হুবহু সেই গোলামটিই হস্তান্তর করা হয়েছে। সেহেতু সত্তার প্রতি লক্ষ্য করে اَدَاء বলা হয়েছে। কিন্তু মালিকানা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার কারণে قَضَاء-এর সাদৃশ্য বলা হয়েছে। সুতরাং তার নামকরণ اَدَاء شَبِيه بِالْقَضَاء করাটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বামীর আজাদ করা কার্যকর হওয়া এবং স্ত্রীর আজাদ করা কার্যকর না হওয়া সত্তাগত বা জাতিগতভাবে, قَضَاء হওয়ার কারণে নয়। যা গ্রন্থকারের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীর মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে এরূপ হয়েছে।

وَالْقَضَاءُ اَنْوَاعٌ اَيْضًا بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ وَبِمِثْلٍ غَيْرِمَعْقُوْلٍ وَمَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ وَفِيْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ اَيْضًا مُسَامَحَةٌ فَكَاَنَّهُ قِيْلَ وَالْقَضَاءُ اَنْوَاعٌ قَضَاءٌ مَحْضٌ وَهُوَ اِمَّا بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ اَوْ بِمِثْلٍ غَيْرِمَعْقُوْلٍ وَقَضَاءٌ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ وَيَعْنِيْ بِالْقَضَاءِ الْمَحْضِ مَالَايَكُوْنُ فِيْهِ مَعْنَى الْاَدَاءِ اَصْلًا لَاحَقِيْقَةً وَلَا حُكْمًا وَبِمَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ اَنْ يَكُوْنَ بِخِلَافِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الْمَعْقُوْلِ اَنْ تُدْرَكَ مُمَاثَلَتُهُ بِالْعَقْلِ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الشَّرْعِ وَبِغَيْرِ الْمَعْقُوْلِ اَنْ لَّا تُدْرَكَ الْمُمَاثَلَةُ اِلَّا شَرْعًا وَيَكُوْنُ الْعَقْلُ قَاصِرًا عَنْ دَرْكِ كَيْفِيَّتِهِ لَا اَنَّ الْعَقْلَ يُنَاقِضُهُ وَهٰذَا الْقَضَاءُ لَابُدَّ فِيْهِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيْدٍ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِى الْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْقَضَاءُ اَنْوَاعٌ اَيْضًا আর قَضَاء ও কয়েক প্রকার بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ যথা- সঙ্গত সাদৃশ্যতার মাধ্যমে قَضَاء - وَبِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ অসঙ্গত সাদৃশ্যতার মাধ্যমে কাযা وَمَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ এবং এমন বস্তুর মাধ্যমে قَضَاء হওয়া যা اَدَاء এরই অর্থে ব্যবহৃত হয় وَفِيْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ اَيْضًا مُسَامَحَةٌ এ প্রকারাদির মাঝেও কিছুটা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে فَكَاَنَّهُ قِيْلَ ঠিক তদ্রূপ বলা হয়েছে وَالْقَضَاءُ اَنْوَاعٌ কাযা ও কয়েক প্রকার قَضَاءٌ مَحْضٌ যথা- নিছক কাযা وَهُوَ اِمَّا بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ اَوْ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ তা হয়তো مِثْل مَعْقُوْل বা সঙ্গত সাদৃশ্য এর মাধ্যমে হবে অথবা (খ) مِثْل غَيْر مَعْقُوْل বা অসঙ্গত সাদৃশ্য-এর মাধ্যমে হবে وَقَضَاءٌ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ এবং ঐ قَضَاء যা اَدَاء -এর অর্থযুক্ত وَيَعْنِيْ بِالْقَضَاءِ الْمَحْضِ مَالَايَكُوْنُ فِيْهِ مَعْنَى الْاَدَاءِ اَصْلًا - قَضَاء مَحْض দ্বারা সেই قَضَاء কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার মধ্যে اَدَاء -এর অর্থ পাওয়া যায় না لَا حَقِيْقَةً وَلَا حُكْمًا হাকীকত অথবা مَجَاز কোনো হিসেবেই وَبِمَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ اَنْ يَكُوْنَ بِخِلَافِهِ আর যে قَضَاء টা اَدَاء -এর অর্থযুক্ত তা দ্বারা সেই قَضَاء কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা قَضَاء مَحْض -এর বিপরীত وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الْمَعْقُوْلِ اَنْ تُدْرَكَ مُمَاثَلَتُهُ بِالْعَقْلِ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الشَّرْعِ আর مِثْل مَعْقُوْل দ্বারা এমন সাদৃশ্য বস্তুই উদ্দেশ্য যার সাদৃশ্য শরিয়ত ছাড়াও বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় بِغَيْرِ الْمَعْقُوْلِ اَنْ لَاتُدْرَكَ الْمُمَاثَلَةُ اِلَّا شَرْعًا আর مِثْل غَيْر مَعْقُوْل দ্বারা এমন সাদৃশ্য বস্তুই উদ্দেশ্য যার সাদৃশ্য শরিয়ত ছাড়া উপলব্ধি করা যায় না وَيَكُوْنُ الْعَقْلُ قَاصِرًا عَنْ دَرْكِ كَيْفِيَّتِهِ এবং বুদ্ধি তার অবস্থা উপলব্ধি করতে অক্ষম لَا اَنَّ الْعَقْلَ يُنَاقِضُهُ এটার অর্থ এই নয় যে, বুদ্ধি এটার বিরোধিতা করে وَهٰذَا الْقَضَاءُ لَابُدَّ فِيْهِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيْدٍ بِالْاِتِّفَاقِ আর এ জাতীয় قَضَاء -এর ক্ষেত্রে (অর্থাৎ قَضَاء غَيْر مَعْقُوْل -এর ক্ষেত্রে) সর্ব সম্মতিক্রমেই নতুন سَبَب পাওয়া যাওয়া জরুরি وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِى الْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ মতপার্থক্য শুধু مِثْل مَعْقُوْل -এর মাধ্যমে قَضَاء -এর মধ্যেই রয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর قَضَاء ও কয়েক প্রকার। যথা- ১. مِثْل مَعْقُوْل বা সঙ্গত সাদৃশ্যতার মাধ্যমে قَضَاء ২. مِثْل غَيْرِمَعْقُوْل বা অসঙ্গত সাদৃশ্যতার মাধ্যমে قَضَاء এবং ৩. এমন বস্তুর মাধ্যমে قَضَاء হওয়া যা اَدَاء-এরই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ প্রকারাদির মাঝেও কিছুটা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ বলা হয়েছে قضاء ও কয়েক প্রকার। যথা- ১. قَضَاء مَحْض বা নিছক কাযা, তা হয়তো (ক) مِثْل مَعْقُوْل বা সঙ্গত সাদৃশ্য-এর মাধ্যমে হবে। অথবা (খ) مِثْل غَيْر مَعْقُوْل বা অসঙ্গত সাদৃশ্য-এর মাধ্যমে হবে এবং ২. ঐ قَضَاء যা اَدَاء-এর অর্থযুক্ত। قَضَاء مَحْض দ্বারা সেই قَضَاء কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার মধ্যে হাকীকত অথবা مَجَاز কোনো হিসেবেই اداء-এর অর্থ পাওয়া যায় না। আর যে قَضَاء টা اَدَاء-এর অর্থযুক্ত, তা দ্বারা সেই قَضَاء কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা قَضَاء مَحْض-এর বিপরীত। (অর্থাৎ যার মধ্যে হাকীকত অথবা মাজায হিসেবে اَدَاء এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।) আর مِثْل مَعْقُوْل দ্বারা এমন সাদৃশ্য বস্তুই উদ্দেশ্য যার সাদৃশ্য শরিয়ত ছাড়াও বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। আর مِثْل غَيْر مَعْقُوْل দ্বারা এমন সাদৃশ্য বস্তুই উদ্দেশ্য যার সাদৃশ্য শরিয়ত ছাড়া উপলব্ধি করা যায় না এবং বুদ্ধি তার অবস্থা উপলব্ধি করতে অক্ষম। এটার অর্থ এই নয় যে, বুদ্ধি এটার বিরোধিতা করে। আর এ জাতীয় قَضَاء-এর ক্ষেত্রে (অর্থাৎ قَضَاء غَيْر مَعْقُوْل-এর ক্ষেত্রে) সর্ব সম্মতিক্রমেই নতুন سَبَب পাওয়া যওয়া জরুরি। মতপার্থক্য শুধু 'مِثْل مَعْقُوْل-এর মাধ্যমে قَضَاء'-এর মধ্যেই রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ اَنْوَاعٌ اَيْضًا الخ : اَلْاَدَاءُ-এর ন্যায় اَلْقَضَاءُ-এরও অনেক প্রকার রয়েছে।

قَضَاء -এর প্রকারভেদ : قَضَاء প্রথমতঃ দু'প্রকার। যথা-

১. قَضَاء مَحْض তথা নিছক কাযা। ২. قَضَاء شَبِيْه بِالْاَدَاء তথা আদা সদৃশ কাযা।

قَضَاء مَحْض আবার দু'প্রকার। যথা–

১. قَضَاء مِثْل مَعْقُوْل তথা যুক্তিসঙ্গত জিনিস দ্বারা কাযা। ২. قَضَاء مِثْل غَيْر مَعْقُوْل যুক্তিহীন জিনিস দ্বারা কাযা।

অতএব বুঝা গেলো, قَضَاء মোট তিন প্রকার। যথা–

১. قَضَاء مِثْل مَعْقُوْل – যুক্তিসঙ্গত জিনিস দ্বারা কাযা। ২. قَضَاء مِثْل غَيْر مَعْقُوْل – যুক্তিহীন জিনিস দ্বারা কাযা।

৩. قَضَاء شَبِيْه بِالْاَدَاءِ – আদা সদৃশ কাযা।

قَضَاء مِثْل مَعْقُوْل -এর পরিচয় : এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন– هُوَ اَنْ تُدْرَكَ مُمَاثَلَتُهٗ بِالْعَقْلِ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الشَّرْعِ অর্থাৎ যে কাযা শরিয়তের দিক বিবেচনা ছাড়াও বুদ্ধি বিবেক দ্বারাই সাদৃশ্য অনুমিত হয় তাকে قَضَاء مِثْل مَعْقُوْل তথা যুক্তিসঙ্গত জিনিস দ্বারা কাযা বলে। যথা– قَضَاءُ الصَّوْمِ بِالصَّوْمِ তথা রোজার জন্যে রোজা কাযা করা।

এ মর্মে আল্লাহর বাণী– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

উল্লেখ্য, রোজার পরিবর্তে রোজা রাখা একটি عَقْلِيْ তথা যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার।

قَضَاء مِثْل غَيْر مَعْقُوْل -এর পরিচয় : এ প্রসঙ্গে নূরুল আনওয়ার প্রণেতার ভাষ্য হচ্ছে– اَنْ لَا تُدْرَكَ الْمُمَاثَلَةُ اِلَّا شَرْعًا وَيَكُوْنُ الْعَقْلُ قَاصِرًا عَنْ دَرْكِ كَيْفِيَّتِهٖ অর্থাৎ যে কথা যুক্তিসঙ্গত, শরিয়তের দিক ছাড়া যার সাদৃশ্য বুঝা যায় না এবং জ্ঞান তার অবস্থা বুঝতে অক্ষম।

قَضَاء مِثْل غَيْر مَعْقُوْل -এর উদাহরণ : اَلْفِدْيَةُ لِلصَّوْمِ তথা রোজার কাযা ফিদিয়া দ্বারা দেওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

বলা বাহুল্য, فِدْيَة ও রোজা-এর মধ্যে কোনো রকম সম্পর্ক নেই। কেননা, রোজা হলো اِمْسَاكٌ عَنِ الطَّعَامِ তথা খাদ্য থেকে বিরত থাকা, আর فِدْيَة অর্থ হলো– اَلْاِشْبَاعُ তথা পরিতৃপ্ত করা। তাই রোজার পরিবর্তে فِدْيَة দান যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু শরিয়তের নির্দেশ এসেছে বিধায় আমরা ভয় করতে বাধ্য।

قَضَاء شَبِيْه بِالْاَدَاءِ -এর পরিচয় : এ প্রসেঙ্গ আল্লামা মোল্লাজিউন (র.) বলেন– هُوَ مَا يَكُوْنُ فِى الْحَقِيْقَةِ قَضَاءً وَفِى الصُّوْرَةِ اَدَاءً অর্থাৎ যে কাজ বাস্তবে قَضَاء এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে اَدَاء তাকে قَضَاء شَبِيْه بِالْاَدَاءِ তথা সাদা সদৃশ কাযা বলে অভিহিত করা হয়। যথা– قَضَاءُ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدِ فِى الرُّكُوْعِ অর্থাৎ ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীরসমূহের কাযা رُكُوْع-এর মধ্যে করা।

উল্লেখ্য, হানাফীদের মতে, যদি কেউ ঈদের নামাজে ইমামকে রুকূতে পায় তবে সে ওয়াজিব তাকবীরসমূহ হাত না উঠিয়ে রুকূতে কাযা করে নেবে। এটা বাস্তব কথা। কেননা قِيَام -এর মধ্যে তাকবীর বলতে হয়। যা ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু রুকূতে তা বললে আদা সদৃশ কাযা হবে। যেহেতু রুকূর সাথে কিয়াম-এর সাদৃশ রয়েছে। কারণ, তাতে নিম্নাঙ্গ স্বীয় অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকে। আর যে রুকূ পায় সে পুরো নামাজই পায়। আর এজন্যেই বলা হয়েছে–

مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِى الرُّكُوْعِ فَقَدْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مِنْ جَمِيْعِ اَجْزَائِهَا –

قَالَ الْمَعْقُوْلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) مِثْل غَيْرِمَعْقُوْل ও مِثْل مَعْقُوْل সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে قَضَاءٌ بِمِثْلٍ غَيْرِمَعْقُوْلٍ ও قَضَاء بِمِثْل مَعْقُوْل সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। مِثْل বলে যা শরিয়ত প্রণেতার দৃষ্টিতে ওয়াজিবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে যদি ওয়াজিবকৃত বস্তু আর তার সাদৃশ্য বস্তু উভয় একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে শরিয়তের হুকুম আরোপিত হওয়ার পূর্বেই عَقْل তার সাদৃশ্য হওয়াকে উপলব্ধি করতে পারবে। কেননা মূলত একই শ্রেণীভুক্ত দু'টি বস্তুর হুকুম শরিয়তের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন হয় না। তবে একই শ্রেণীভুক্ত দু'টি বস্তুর হুকুম কোনো প্রাসঙ্গিক কারণে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আর ওয়াজিবকৃত বস্তু ও তার সাদৃশ্য বস্তু যদি একই শ্রেণীভুক্ত না হয়, তাহলে দু'টি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বস্তুর পারস্পরিক সাদৃশ্য হওয়া বিবেক সম্মত নয়। অর্থাৎ এগুলোর সাদৃশ্য হওয়া বিবেক অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এগুলোর পারস্পরিক সাদৃশ্য একমাত্র শরিয়তের দ্বারাই সাব্যস্ত হবে। আর এগুলোর প্রথমটিকে مِثْل مَعْقُوْل এবং দ্বিতীয়টিকে مِثْل غَيْر مَعْقُوْل বলে। আর এখানে مِثْل غَيْر مَعْقُوْل-এর অর্থ এই নয় যে, عَقْل তার সাদৃশ্য হওয়াকে স্বীকার করে না এবং হুকুম-এর ব্যাপারে তার مِثْل না হওয়াকে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করে ও শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতেও স্বীকার করে না। কেননা عَقْل তো শরিয়তের দলিলসমূহ হতে একটি। আর শরিয়তের দলিলগুলোর একটি অপরটিকে প্রত্যাখ্যান করে না। সুতরাং শরিয়ত দু'টি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বস্তুকে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্তকরণকে সমর্থন করে। তবে তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম নয়।

উল্লেখ্য যে, قَضَاء بِمِثْل غَيْر مَعْقُوْل-এর জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে নতুন نَصّ বা নতুন দলিলের প্রয়োজন। আর قَضَاء بِمِثْلِ مَعْقُوْل-এর ব্যাপারে আমাদের ও শাফেয়ীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে তার জন্য নতুন نَصّ-এর কোনো প্রয়োজন নেই। শাফেয়ীদের মতে তার জন্যও নতুন نَصّ-এর প্রয়োজন রয়েছে।

كَالصَّوْمِ لِلصَّوْمِ وَهٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ اَىْ كَقَضَاءِ الصَّوْمِ لِلصَّوْمِ فَاِنَّهُ اَمْرٌ مَعْقُوْلٌ لِاَنَّ الْوَاجِبَ لَايَسْقُطُ عَنِ الذِّمَّةِ اِلَّا بِالْاَدَاءِ اَوْ بِاِسْقَاطِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَمَالَمْ يُوْجَدْ اَحَدُهُمَا يَبْقٰى فِىْ ذِمَّتِهٖ وَالْفِدْيَةُ لَهٗ هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ فَاِنَّ الْفِدْيَةَ بِمُقَابَلَةِ الصَّوْمِ لَايُدْرِكُهٗ عَقْلٌ اِذْ لَامُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا صُوْرَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَامَعْنًى لِاَنَّ الصَّوْمَ تَجْوِيْعُ النَّفْسِ وَالْفِدْيَةَ اِشْبَاعٌ وَهٰذِهِ الْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ دَقِيْقَةٍ اَوْ سَوِيْقَةٍ اَوْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ لِلشَّيْخِ الْفَانِىْ الَّذِىْ يَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِاَجْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ عَلٰى اَنْ تَكُوْنَ كَلِمَةُ لَامُقَدَّرَةً اَىْ لَايُطِيْقُوْنَهٗ اَوْ تَكُوْنَ الْهَمْزَةُ فِيْهِ لِلسَّلْبِ الَّتِىْ يَسْلِبُوْنَ الطَّاقَةَ لِيَدُلَّ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِىْ وَاَمَّا اِذَا حُمِلَتْ عَلٰى ظَاهِرِهَا فَهِىَ مَنْسُوْخَةٌ عَلٰى مَاقِيْلَ اِنَّ فِىْ بَدْءِ الْاِسْلَامِ كَانَ الْمُطِيْقُ مُخَيَّرًا بَيْنَ اَنْ يَّصُوْمَ وَ بَيْنَ اَنْ يُّفْدِىَ -

শাব্দিক অনুবাদ : كَالصَّوْمِ لِلصَّوْمِ যেমন রোজার قَضَاء স্বরূপ রোজা পালন করা وَهٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ এটা مِثْل مَعْقُوْل-এর মাধ্যমে قَضَاء-এর উদাহরণ اَىْ كَقَضَاءِ الصَّوْمِ لِلصَّوْمِ অর্থাৎ রোজার মাধ্যমে রোজার কাযা সম্পাদন করা فَاِنَّهُ اَمْرٌ بِمَعْقُوْلٍ কেননা, তা একটি যুক্তি সঙ্গত বিষয় لِاَنَّ الْوَاجِبَ لَايَسْقُطُ عَنِ الذِّمَّةِ اِلَّا بِالْاَدَاءِ কেননা যে কাজ জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে থাকে, তা জিম্মা হতে হয়তো اَدَاء-এর মাধ্যমেই রহিত হবে اَوْ بِاِسْقَاطِ صَاحِبِ الْحَقِّ অথবা হকদার তা রহিত করে দিলে তবেই রহিত হবে وَمَالَمْ يُوْجَدْ اَحَدُهُمَا এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'পদ্ধতির মধ্য হতে কোনো একটিও পাওয়া না যাবে يَبْقٰى فِىْ ذِمَّتِهٖ ততক্ষণ পর্যন্ত তা বান্দার জিম্মায় ওয়াজিব হিসেবেই বহাল থাকবে وَالْفِدْيَةُ لَهٗ আর রোজার قَضَاء হিসেবে ফিদিয়া প্রদান করা هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ এটা مِثْل غَيْر مَعْقُوْل-এর মাধ্যমে قَضَاء-এর উদাহরণ فَاِنَّ الْفِدْيَةَ بِمُقَابَلَةِ الصَّوْمِ কেননা, রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করা এটা এমন একটি ব্যাপার لَايُدْرِكُهٗ عَقْلٌ যা মানব জ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় اِذْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا কেননা, এতদুভয়ের মধ্যে কোনো ধরনের সাদৃশ্য বিদ্যমান নেই صُوْرَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ বাহ্যিকভাবে যে নেই তা তো একেবারেই স্পষ্টরূপে বুঝা যাচ্ছে وَلَا مَعْنًى অর্থগত দিক হতেও কোনো ধরনের সাদৃশ্য তা নেই لِاَنَّ الصَّوْمَ تَجْوِيْعُ النَّفْسِ কারণ, রোজার অর্থ নফসকে অভুক্ত রাখা وَالْفِدْيَةَ اِشْبَاعٌ আর ফিদিয়া-এর অর্থ উদরপূর্ণ করা وَهٰذِهِ الْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ আর এ ফিদিয়া প্রত্যেক দিনের রোজার পরিবর্তে অর্ধ সা বা পৌনে দু'সের গম اَوْ دَقِيْقَةٍ অথবা তার আটা اَوْ سَوِيْقَةٍ কিংবা ছাতু اَوْ زَبِيْبٍ অথবা (এক সা') কিশমিশ اَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ অথবা এক সা' বা সাড়ে তিন সের খোরমা অথবা যব لِلشَّيْخِ الْفَانِىْ সেই অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য প্রদান করা যে ব্যক্তি রোজা পালনে সক্ষম নয় الَّذِىْ يَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ কেননা, আল্লাহ لِاَجْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ (যারা রোজা রাখতে সক্ষম তাদের উপর কর্তব্য, মিসকিনদেরকে খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে ফিদইয়া দেওয়া) عَلٰى اَنْ تَكُوْنَ كَلِمَةُ لَا مُقَدَّرَةً এ ভিত্তিতে যে, এখানে একটি لَا উহ্য মেনে নিতে হবে اَىْ لَا يُطِيْقُوْنَهٗ অর্থাৎ يُطِيْقُوْنَهٗ কে لَايُطِيْقُوْنَهٗ পড়তে হবে (তথা তার অর্থ করতে হবে, যে ক্ষমতা রাখে না।) اَوْ تَكُوْنُ الْهَمْزَةُ فِيْهِ لِلسَّلْبِ الَّتِىْ يَسْلِبُوْنَ الطَّاقَةَ অথবা اِطَاقَة-এর মধ্যে هَمْزَة টি রয়েছে তা سَلْب مَاخَذ-এর জন্য ধরে নিতে হবে অর্থাৎ يَسْلِبُوْنَ الطَّاقَةَ যাদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে لِيَدُلَّ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِىْ যাতে এ আয়াতটি অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় وَاَمَّا اِذَا حُمِلَتْ عَلٰى ظَاهِرِهَا আর যদি এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা হয় فَهِىَ مَنْسُوْخَةٌ তাহলে তা مَنْسُوْخ ধরে নিতে হবে عَلٰى مَا قِيْلَ اِنَّ فِىْ بَدْءِ الْاِسْلَامِ كَانَ الْمُطِيْقُ مُخَيَّرًا بَيْنَ اَنْ يَّصُوْمَ وَبَيْنَ اَنْ يُّفْدِىَ যেমন কথিত আছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সক্ষম ব্যক্তিরাও রোজা রাখা অথবা ফিদিয়া প্রদান করা এতদুভয়ের ব্যাপারে এখতিয়ার প্রাপ্ত ছিল।

সরল অনুবাদ : যেমন-রোজার قَضَاء স্বরূপ রোজা পালন করা। এটা مِثْل مَعْقُوْل-এর মধ্যমে قَضَاء-এর উদাহরণ। অর্থাৎ যেমন-রোজার মাধ্যমে রোজার قَضَاء সম্পাদন করা। কেননা তা একটি যুক্তি সঙ্গত বিষয়। কেননা যে কাজ জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে থাকে, তা জিম্মা হতে হয়তো اَدَاء-এর মাধ্যমেই سَاقِط হবে অথবা হকদার তা سَاقِط করে দিলে তবেই سَاقِط হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'পদ্ধতির মধ্য হতে কোনো একটিও পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বান্দার জিম্মায় ওয়াজিব হিসেবেই বহাল থাকবে। **আর রোজার قَضَاء হিসেবে ফিদিয়া প্রদান করা।** এটা مِثْل غَيْرمَعْقُوْل-এর মাধ্যমে قَضَاء এর উদাহরণ। কেননা রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করা এটা এমন একটি ব্যাপার, যা মানব জ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। কেননা এতদুভয়ের মধ্যে কোনো ধরনেরই সাদৃশ্য বিদ্যমান নেই। বাহ্যিকভাবে যে নেই তা তো একেবারেই স্পষ্ট রূপে বুঝা যাচ্ছে। আর অর্থগত দিক হতেও কোনো ধরনের

সাদৃশ্যতা নেই। কারণ রোজার অর্থ নফসকে অভুক্ত রাখা। আর ফিদিয়া-এর অর্থ উদর পূর্ণ করা। আর এ ফিদিয়া প্রত্যেক দিনের রোজার পরিবর্তে অর্ধ 'সা' বা পৌনে দু'সের গম অথবা তার আটা কিংবা ছাতু অথবা (এক 'সা') কিশমিশ অথবা এক 'সা' বা সাড়ে তিন সের খোরমা অথবা যব সেই অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য প্রদান করা যে ব্যক্তি রোজা পালনে সক্ষম নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এ ভিত্তিতে যে, এখানে একটি لَا উহ্য মেনে নিতে হবে অর্থাৎ يُطِيْقُوْنَهُ -কে لَايُطِيْقُوْنَهُ পড়তে হবে (তথা তার অর্থ করতে হবে, যে ক্ষমতা রাখে না।) অথবা اِطَاقَة-এর মধ্যে যে هَمْزَه টি রয়েছে, তা سَلْب مَاخَذْ-এর জন্য ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ يَسْلِبُوْنَ الطَّاقَةَ 'যাদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে।' যাতে এ আয়াতটি অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আর যদি এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা مَنْسُوْخ ধরে নিতে হবে। যেমন কথিত আছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সক্ষম ব্যক্তিরাও রোজা রাখা অথবা ফিদিয়া প্রদান করা এতদুভয়ের ব্যাপারে এখতিয়ার প্রাপ্ত ছিল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ الصَّوْمَ تَجْوِيْعٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) تَجْوِيْعٌ ও اِشْبَاعٌ দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, تَجْوِيْعٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো ক্ষুধার্ত করা, তবে এখানে ক্ষুধা বলতে পেটের ক্ষুধা ও লজ্জাস্থানের ক্ষুধা উভয়কে বুঝানো হয়েছে। আবার পেটের ক্ষুধার মধ্যে খাদ্য ও পানীয় উভয় প্রকার ক্ষুধা অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রোজার হাকীকত হলো পেট ও যৌনাঙ্গ উভয়কে উপবাস রাখা। আর اِشْبَاعٌ হলো, কোনো ব্যক্তিকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানো। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অনুধাবনে عَقْل অক্ষম।

قَوْلُهُ تَعَالٰى نِصْفُ صَاعٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) صَاعٌ-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এক صَاعٌ বলা হয় পাঁচ রিত্‌ল ও এক রিত্‌ল-এর তিন ভাগের এক ভাগের পরিমাণকে। তবে এটা মাদানী রিত্‌ল হিসেবে গণ্য। আর এক রিত্‌ল বলা হয় তিরিশ সতর। আবার এক সতর হয় ছয় দিরহাম ও অর্ধ দিরহামে। এবার আমরা যখন সাড়ে ছয়কে একশত ষাট দ্বারা পূরণ করব, তখন এক হাজার চল্লিশ দিরহাম হবে।–ত্বাহাবী।

আমাদের এ দেশের হিসেবে এক صَاعٌ বলতে ২৭০ (দু'শত সত্তর) তোলাকে বুঝানো হয়। আর অর্ধ صَاعٌ বলতে ১৩৫ (একশত পঁয়ত্রিশ) তোলাকে বুঝানো হয়। এখানে بُرٌّ (গম) دَقِيْق (আটা) سَوِيْق (ছাতু) زَبِيْب (কিসমিস) تَمْر (খুরমা) এবং شَعِيْر (যব)-কে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلشَّيْخُ الْفَانِىْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) شَيْخ فَانِىْ বলতে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, شَيْخ فَانِىْ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার শারীরিক শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে । এমনকি তার কারণে রোজা রাখতেও সে অক্ষম। আল্লামা কাহাসতানী (র.) شَيْخ فَانِىْ-এর বয়স সীমা ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোক شَيْخ فَانِىْ হিসেবে গণ্য। তবে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী شَيْخ فَانِىْ হওয়া নির্দিষ্ট কোনো বয়সের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং শক্তি-সামর্থহীন হয়ে পড়লেই شَيْخ فَانِىْ হিসেবে ধর্তব্য হবে।

ব্যাখ্যাকার তার বক্তব্য "اَلَّذِىْ يَعْجِزُ الخ"-এর দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং তার জন্য فِدْيَه রোজার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং এর দ্বারা সে রোজার ন্যায়ই ছওয়াব পাবে। যেমন– অজু ও গোসলের ব্যাপারে মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে এবং মাটির দ্বারা পানির মতোই পবিত্রতা অর্জিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَوْ تَكُوْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে شَيْخ فَانِىْ-এর উপর فِدْيَه ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহর বাণী– وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতে شَيْخ فَانِىْ-এর প্রয়োগ করতে হলে تَاوِيْل করতে হবে এভাবে যে হয়তো يُطِيْقُوْنَ-এর পূর্বে لَا শব্দটি উহ্য মানতে হবে। যেমন-আল্লাহর বাণী– "يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا" এখানে تَضِلُّوْا-এর পূর্বে সর্বসম্মতিক্রমে لَا শব্দটি উহ্য রয়েছে। তেমনটি আয়াত وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ এখানে تَمِيْدَ-এর পূর্বে সর্বসম্মতিক্রমে لَا শব্দটি উহ্য রয়েছে। এবং এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অন্যথা يُطِيْقُوْنَ যে اِطَاقَة-এর মাসদার হতে নির্গত উক্ত মাসদারের هَمْزَه টিকে سَلْب مَاخَذْ-এর অর্থে ব্যবহার করা হবে। তাহলে অর্থ হবে– اَلَّذِيْنَ يَسْلِبُوْنَ الطَّاقَةَ যার শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলবে। আল্লামা তোফায়েল আহমদ বালগারামী (র.) বলেছেন بَاب اِفْعَالْ-এর هَمْزَه টা سَلْب مَاخَذْ-এর জন্য হয় বলে অভিধানে উল্লেখ নেই, তবে শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

উক্ত تَاوِيْل না করলে আয়াতটিকে مَنْسُوْخ হিসেবে গণ্য করতে হবে, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রবর্তিত ছিল। আর তখন شَيْخ فَانِىْ-এর ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়া ইজমায়ে সাহাবার দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

ثُمَّ نُسِخَ بِدَرَجَاتٍ عَلٰى مَا حَرَّرْتُهُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ وَقَضَاءُ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدِ فِى الرُّكُوْعِ هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ الَّذِىْ هُوَ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ يَعْنِىْ اَنَّ مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِى الرُّكُوْعِ وَفَاتَتْ عَنْهُ التَّكْبِيْرَاتُ الْوَاجِبَةُ فَاِنَّهُ يُكَبِّرُ فِى الرُّكُوْعِ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ يَدٍ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ فَرْضٌ وَالتَّكْبِيْرَاتُ وَاجِبَةٌ فَيُرَاعِىْ حَالَهُمَا حَسْبَ مَايُمْكِنُ وَاَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ وَ وَضْعُهَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ فَكِلَاهُمَا سُنَّةٌ فَلَا يُتْرَكُ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ وَهٰذَا قَضَاءٌ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ لِاَنَّ مَحَلَّهَا الْقِيَامُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَقَدْ فَاتَ لٰكِنَّهُ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ يَشْبَهُ الْقِيَامَ لِقِيَامِ النِّصْفِ الْاَسْفَلِ عَلٰى حَالِهٖ وَلِاَنَّ مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِى الرُّكُوْعِ فَقَدْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مَعَ جَمِيْعِ اَجْزَائِهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ تَقْدِيْرًا فَالْاِحْتِيَاطُ اَنْ يُّؤْتٰى بِهَا فِيْهِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لَاتُقْضٰى هٰذِهِ التَّكْبِيْرَاتُ فِى الرُّكُوْعِ لِاَنَّهُ قَدْ فَاتَ مَحَلُّهَا كَمَا لَاتُقْضَى الْقِرَاءَةُ وَالْقُنُوْتُ فِيْهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ نُسِخَ بِدَرَجَاتٍ عَلٰى مَا حَرَّرْتُهُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ অতঃপর এ হুকুমটি ধীরে ধীরে مَنْسُوْخ (রহিত) হয়ে যায় যেমনটি আমি তাফসীরে আহমদীতে লিপিবদ্ধ করেছি وَقَضَاءُ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدِ فِى الرُّكُوْعِ আর ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীর সমূহের قَضَاء রুকুর মধ্যে সম্পন্ন করা هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ الَّذِىْ هُوَ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ এটা اَدَاء -এর সাদৃশ্য قَضَاء -এর উদাহরণ يَعْنِىْ اَنَّ مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِى الرُّكُوْعِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈদের নামাজে ইমামকে রুকুর অবস্থায় পায় وَفَاتَتْ عَنْهُ التَّكْبِيْرَاتُ الْوَاجِبَةُ এবং তার ওয়াজিব তাকবীরসমূহ ছুটে যায় فَاِنَّهُ يُكَبِّرُ فِى الرُّكُوْعِ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ يَدٍ (তাহলে এমন ব্যক্তি) আমাদের হানাফীগণের মতে রুকুর অবস্থায় হাত না উঠিয়ে তাকবীরগুলো বলে ফেলবে لِاَنَّ الرُّكُوْعَ فَرْضٌ কারণ রুকু ফরজ এবং وَالتَّكْبِيْرَاتُ وَاجِبَةٌ তাকবীরসমূহ ওয়াজিব فَيُرَاعِىْ حَالَهُمَا حَسْبَ مَا يُمْكِنُ তাই যথাসম্ভব উভয়েরই বিবেচনা করা হবে وَاَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ আর তাকবীরের সময় হাত উঠানো وَوَضْعُهَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ এবং রুকুতে হাত হাঁটুর উপর রাখা فَكِلَاهُمَا سُنَّةٌ উভয়টিই সুন্নত فَلَا يُتْرَكُ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ সুতরাং এগুলোর কোনো একটির কারণে অপরটিকে বর্জন করা যাবে না وَهٰذَا قَضَاءٌ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ এটা সত্তার বিবেচনায় لِاَنَّ مَحَلَّهَا الْقِيَامُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ কারণ তাকবীরের জায়গা হলো রুকুর পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় وَقَدْ فَاتَ আর তা ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে لٰكِنَّهُ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ কিন্তু এ قَضَاء টি اَدَاء -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ يَشْبَهُ الْقِيَامَ لِقِيَامِ النِّصْفِ الْاَسْفَلِ عَلٰى حَالِهٖ কারণ রুকুর মধ্যে দেহের নিম্ন অর্ধাংশ স্বীয় অবস্থায় খাড়া থাকে বলে এটা দাঁড়ানোর সাথে সাদৃশ্য রাখে وَلِاَنَّ مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِى الرُّكُوْعِ এবং এজন্যও যে, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুর মধ্যে পেয়েছে فَقَدْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مَعَ جَمِيْعِ اَجْزَائِهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ تَقْدِيْرًا সে হুকুমগতভাবে সম্পূর্ণ রাকআতটিই তার যাবতীয় অংশ যেমন– কেয়াম, কেরাত ইত্যাদিসহ পেয়েছে فَالْاِحْتِيَاطُ اَنْ يُّؤْتٰى بِهَا فِيْهِ সুতরাং এটাই সতর্কতামূলক কাজ হবে যে, ছুটে যাওয়া তাকবীলগুলোর قَضَاء রুকুর মধ্যে সমাধা করে নেওয়া হবে وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لَاتُقْضٰى هٰذِهِ التَّكْبِيْرَاتُ فِى الرُّكُوْعِ ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে এ তাকবীরগুলোর قَضَاء রুকুর মধ্যে সমাধা করা যাবে না لِاَنَّهُ قَدْ فَاتَ مَحَلُّهَا কেননা, সে গুলোর ক্ষেত্র চলে গেছে كَمَا لَاتُقْضَى الْقِرَاءَةُ وَالْقُنُوْتُ فِيْهِ যেভাবে কেরাত, দোয়ায়ে কুনূত ইত্যাদি ছুটে যাওয়ার পর রুকুর মধ্যে সেগুলোর قَضَاء সমাধা করা হয় না।

সরল অনুবাদ : অতঃপর এ হুকুমটি ধীরে ধীরে مَنْسُوْخ (রহিত) হয়ে যায়। যেমনটি আমি তাফসীরে আহমদীতে লিপিবদ্ধ করেছি। **আর ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীরসমূহের قَضَاء রুকুর মধ্যে সম্পন্ন করা।** এটা اَدَاء-এর সাদৃশ্য قَضَاء-এর উদাহরণ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈদের নামাজে ইমামকে রুকুর অবস্থায় পায় এবং তার ওয়াজিব তাকবীরসমূহ ছুটে যায়, (তাহলে এমন ব্যক্তি) আমাদের হানাফীগণের মতে রুকুর অবস্থাই হাত না উঠিয়ে তাকবীরগুলো বলে ফেলবে। কারণ রুকু ফরজ এবং তাকবীরসমূহ ওয়াজিব। তাই যথাসম্ভব উভয়েরই বিবেচনা করা হবে। আর তাকবীরের সময় হাত উঠানো এবং রুকুতে হাত হাঁটুর উপর রাখা উভয়টিই সুন্নত। সুতরাং এগুলোর কোনো একটির কারণে অপরটিকে বর্জন করা যাবে না। এটা সত্তার বিবেচনায় قَضَاء। তাকবীরের জায়গা হলো রুকুর-পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায়, আর তা ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এ قَضَاء টি اَدَاء-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ রুকুর মধ্যে দেহের নিম্ন অর্ধাংশ স্বীয় অবস্থায় খাড়া থাকে বলে এটা দাঁড়ানোর সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং এ জন্যও যে, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুর মধ্যে পেয়েছে সে হুকুমগতভাবে সম্পূর্ণ রাকআতটিই তার যাবতীয় অংশ যেমন কেয়াম, কেরাত ইত্যাদি সহ পেয়েছে। সুতরাং এটাই

সতর্কতামূলক কাজ হবে যে, ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলোর قَضَاء রুকুর মধ্যেই সমাধা করে নেওয়া হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এ তাকবীর গুলোর قَضَاء রুকুর মধ্যে সমাধা করা যাবে না। কেননা সেগুলোর ক্ষেত্র চলে গেছে। যেভাবে কেরাত, দোয়ায়ে কুনূত ইত্যাদি ছুটে যাওয়ার পর রুকুর মধ্যে সেগুলোর قَضَاء সমাধা করা হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى مَاحَرَّرْتُهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) রোজা ফরজ হওয়ার বিভিন্ন স্তরকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, তাফসীরে আহমদীতে রয়েছে যে, ইমাম যাহেদ (র.) বলেছেন, ইসলামের প্রথম দিকে বৎসরে মাত্র একদিন রোজা রাখা ফরজ ছিল। এটা ছিল আশুরার দিন। অতঃপর তা مَنْسُوْخ হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে প্রতি চান্দ্রমাসে ১৩,১৪,১৫ তারিখের রোজা রাখা ফরজ করা হয়। পুনরায় তাও مَنْسُوْخ হয়ে যায়। আর তার পরিবর্তে রমজানের রোজা রাখা ফরজ করা হয়। তবে তাতে এখতিয়ার দেওয়া হয় যে, যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে রোজা রাখতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে রোজার পরিবর্তে فِدْيَه ও দিতে পারবে। অর্থাৎ রোজা না রাখলে প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে মিসকিনকে অর্ধ صَاع গম দিলেও রোজার দায়িত্ব হতে মুক্তি পাওয়া যাবে। যেমন, আল্লাহর বাণী– وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ الخ অর্থাৎ যারা রোজা রাখার ক্ষমতা রাখে অথচ রোজা রাখে না তাদেরকে فِدْيَه আদায় করতে হবে। এককে রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে। অতঃপর ঘোষণা দেওয়া হলো যে, فِدْيَه দেওয়ার চেয়ে রোজা রাখা উত্তম। যেমন আল্লাহর বাণী– وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অতঃপর উপরোক্ত এখতিয়ার مَنْسُوْخ হয়ে গেল। আর দিনের সাথে রাত্রিকালীন রোজারও আদেশ হলো। অর্থাৎ ইফতারের পর ইশার নামাজ পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি থাকবে। ইশার নামাজ হতে পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর রাত্রিকালীন রোজা مَنْسُوْخ হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী– عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে তোমাদের খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং তোমাদের তওবা কবুল করেছেন, তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। অতঃপর পরবর্তী দিনের সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার সময়কাল নির্ধারিত হয়। আর শেষ পর্যন্ত তাই স্থির থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমজানের রোজা একবারে ফরজ হয়নি; বরং ক্রমান্বয়ে ফরজ হয়েছে। সহজ পদ্ধতি হতে ধীরে ধীরে কঠোরতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। আর মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য এটিই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ يُكَبِّرُ فِى الرُّكُوْعِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) ঈদের ওয়াজিব তাকবীর রুকুতে قَضَاء করার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি ঈদের নামাজে এসে দেখে ইমাম রুকুতে চলে গেছে, তখন সে নিয়ত করে ইমামের সাথে রুকুতে যোগ দেবে এবং তাকবীরে তাহরীমার পর যে তিনটি অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবীর ছুটে গেছে রুকুতে হাত না উঠিয়ে তার قَضَاء করে নেবে। কারণ রুকুও প্রায় কেয়ামের ন্যায়। তা তখন করবে যদি ধারণা হয় দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলতে গেলে ইমাম রুকু হতে উঠে যাবে। অপর দিকে কেয়ামের অবস্থায় তাকবীর বলতে গেলে রুকু পরিত্যক্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা না থাকে, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাকবীর পাঠ করে নেবে। উল্লেখ্য যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকুতে যোগ দেয় সে উক্ত সম্পূর্ণ রাকআত অর্থাৎ কেয়াম, কেরাতসহ পেয়েছে বলে ধরা হবে।

قَوْلُهُ كَمَا لَاتُقْضَى الْقِرَاءَةُ الخ -এর আলোচনা : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ঈদের ওয়াজিব তাকবীর কেয়াম অবস্থায় পড়তে না পারলে মুক্তাদী তার রুকুর মধ্যে قَضَاء করতে পারবে না। যেমন– কেউ যদি কেয়াম অবস্থায় সূরায়ে ফাতেহা বা অন্য কোনো সূরা পাঠ করতে ভুলে গেলে রুকুর মধ্যে তার قَضَاء করতে হয় না। তদ্রূপ কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে ইমামকে বিতিরের শেষ রুকুতে পেলে তাকে তাতে কুনূতের قَضَاء করতে হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রুকুর মধ্যেও তাকবীর সমূহের قَضَاء করতে হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উক্ত যুক্তির জবাবে বলেন যে, উক্ত قِيَاسْ সহীহ্ নয়। কেননা قِيَاسْ-এর সাথে যার পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য নেই তার মধ্যেও কেরাত ও কুনূত পড়া শরিয়তে প্রচলিত নেই। অপর দিকে قِيَاسْ-এর সাথে আংশিক সাদৃশ্য রাখে এমন বস্তুতে তাকবীরের সমজাতীয়ের প্রচলন রয়েছে। যেমন-রুকুর তাকবীর। যখন তাকবীরের সমজাতীয় প্রচলন شُبْهَةٌ بِالْقِيَامِ-এর মধ্যে রয়েছে, তখন সর্বপ্রকার তাকবীর তার সাথে সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, সমজাতীয় হওয়ার কারণে। আবার অন্যান্য তাকবীর তা হতে বিচ্ছিন্ন থাকারও সুযোগ থাকবে। আর উক্ত তাকবীরগুলো ইবাদত। সুতরাং তার করণীয় দিককে প্রাধান্য দেওয়াই সমীচীন হবে। কেননা এক দিকের বিবেচনায় স্থান বাকি থাকার কারণে اَدَاء-এর সুযোগ অবশিষ্ট রয়েছে।

وَ وُجُوْبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلٰوةِ لِلْاِحْتِيَاطِ جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْرِيْرُهٗ اَنَّ الْفِدْيَةَ فِي الصَّوْمِ لِلشَّيْخِ الْفَانِيْ لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً بِنَصٍّ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ يَنْبَغِيْ اَنْ تُقْصِرُوْا عَلَيْهِ وَلَمْ تَقِيْسُوْا عَلَيْهِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلٰوةٌ مَعَ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ اِنَّهٗ اِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلٰوةٌ وَ اَوْصٰى بِالْفِدْيَةِ يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ اَنْ يُّفْدِيَ بِعَوَضِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَا يُفْدِيْ لِكُلِّ صَوْمٍ عَلَى الْاَصَحِّ فَاَجَابَ بِاَنَّ وُجُوْبَ الْفِدْيَةِ فِيْ قَضَاءِ الصَّلٰوةِ لِلْاِحْتِيَاطِ لَا لِلْقِيَاسِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ نَصَّ الصَّوْمِ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مَخْصُوْصًا بِالصَّوْمِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مَعْلُوْلًا لِعِلَّةٍ عَامَّةٍ تُوْجَدُ فِي الصَّلٰوةِ اَعْنِي الْعِجْزَ وَالصَّلٰوةُ نَظِيْرُ الصَّوْمِ بَلْ اَهَمُّ مِنْهُ فِي الشَّانِ وَالرِّفْعَةِ فَاَمَرْنَا بِالْفِدْيَةِ عَنْ جَانِبِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَبِهَا وَاِلَّا فَلَهٗ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ وَلِهٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) فِي الزِّيَادَاتِ تَجْزِئُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْمَسَائِلُ الْقِيَاسِيَّةُ لَاتُعَلَّقُ بِالْمَشِيْئَةِ قَطُّ كَمَا اِذَا تَطَوَّعَ بِهٖ الْوَارِثُ فِيْ قَضَاءِ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ اِيْصَاءٍ نَرْجُو الْقُبُوْلَ مِنْهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَكَذَا هٰذَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَ وُجُوْبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلٰوةِ لِلْاِحْتِيَاطِ আর নামাজের ব্যাপারে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়া তা সাবধানতার কারণে হয়েছে جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর تَقْرِيْرُهٗ اَنَّ الْفِدْيَةَ فِي الصَّوْمِ لِلشَّيْخِ الْفَانِيْ তার বিবরণ হলো এ রোজার ব্যাপারে ফিদিয়া প্রদানটা অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً بِنَصٍّ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ যেহেতু غَيْرِ مَعْقُوْلٍ 'নস' দ্বারা প্রমাণিত يَنْبَغِيْ اَنْ تُقْصِرُوْا عَلَيْهِ তাই এটাই সমীচীন যে, আপনারা উক্ত ফিদিয়াকে এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবেন وَلَمْ تَقِيْسُوْا عَلَيْهِ এবং এটার উপর সে ব্যক্তিকে قِيَاسْ করবেন না مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلٰوةٌ যিনি এরূপ অবস্থায় মারা গেছেন যে, তার দায়িত্বে ফরজ নামাজের قَضَاء অবশিষ্ট রয়ে গেছে مَعَ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ اِنَّهٗ اِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلٰوةٌ অথচ আপনারা হানাফীগণ বলেন যে, যখন কোনো ব্যক্তি তার দায়িত্বে ফরজ নামাজের قَضَاء বাকি থাকা অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয় وَاَوْصٰى بِالْفِدْيَةِ এবং সে ফিদিয়া প্রদানের অসিয়ত করে যায় يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ তখন ওয়ারিশের উপর ওয়াজিব যে اَنْ يُّفْدِيَ بِعَوَضِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَا يُفْدِيْ لِكُلِّ صَوْمٍ সে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে প্রত্যেক নামাজের পরিবর্তে সেই পরিমাণ ফিদিয়া আদায় করে দেবে, যা রোজার পরিবর্তে আদায় করা হয়ে থাকে عَلَى الْاَصَحِّ বিশুদ্ধতম মতানুসারে فَاَجَابَ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এটার উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেন بِاَنَّ وُجُوْبَ الْفِدْيَةِ فِيْ قَضَاءِ الصَّلٰوةِ لِلْاِحْتِيَاطِ لَا لِلْقِيَاسِ যে, قَضَاء নামাজের ব্যাপারে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার হুকুম সাবধানতার কারণে প্রদান করা হয়েছে قِيَاسْ-এর কারণে নয় وَذٰلِكَ لِاَنَّ نَصَّ الصَّوْمِ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مَخْصُوْصًا بِالصَّوْمِ আর এ সাবধানতা এজন্য যে, রোজার نَصّ এ কথার সম্ভাবনা রাখে যে, তা রোজার সাথে খাস وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ مَعْلُوْلًا لِعِلَّةٍ عَامَّةٍ تُوْجَدُ فِي الصَّلٰوةِ এবং তা এমন একটি সাধারণ عِلَّتْ-এর مَعْلُوْل হবে, যা নামাজের মধ্যেও পাওয়া যায় اَعْنِي الْعِجْزَ এ عِلَّتْ টি হচ্ছে অক্ষমতা وَالصَّلٰوةُ نَظِيْرُ الصَّوْمِ আর নামাজ রোজার সমকক্ষ بَلْ اَهَمُّ مِنْهُ فِي الشَّانِ وَالرِّفْعَةِ বরং উচ্চ মর্যাদার বিবেচনায় তদপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ فَاَمَرْنَا بِالْفِدْيَةِ عَنْ جَانِبِ الصَّلٰوةِ সুতরাং আমরা নামাজের পরিবর্তেও ফিদিয়া দানের হুকুম প্রদান করেছি فَاِنْ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَبِهَا যদি ফিদিয়া আল্লাহ তা'আলার দরবারে নামাজের পরিবর্তে যথেষ্ট বলে মঞ্জুর হয়, তাহলে তো ভালো কথা وَاِلَّا فَلَهٗ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ অন্যথা সে সদকার ছাওয়াব তো পাবেই وَلِهٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) فِي الزِّيَادَاتِ এজন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, تَجْزِئُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ইনশাআল্লাহ ফিদিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিটির জন্য নামাজের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে وَالْمَسَائِلُ الْقِيَاسِيَّةُ অথচ এ কথা সর্বজন বিদিত যে, কিয়াস প্রসূত মাসআলাসমূহ لَاتُعَلَّقُ بِالْمَشِيْئَةِ قَطُّ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে কদাচ সম্পর্কযুক্ত করা হয় না كَمَا اِذَا تَطَوَّعَ بِهٖ الْوَارِثُ فِيْ قَضَاءِ الصَّوْمِ যেমন ওয়ারিশগণ যদি রোজার قَضَاء-এর مُوْرِثْ-এর (মৃত ব্যক্তির) অসিয়ত ছাড়াই নফল হিসেবে ফিদিয়া مِنْ غَيْرِ اِيْصَاءٍ প্রদান করে نَرْجُو الْقُبُوْلَ مِنْهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ তাহলে আমরা আশা করি যে, ইনশাআল্লাহ তার ফিদিয়া মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে মকবুল হবে فَكَذَا هٰذَا অনুরূপ এ মাসআলাও আমরা ফিদিয়া কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা পোষণ করি।

সরল অনুবাদ : আর নামাজের ব্যাপারে فِدْيَة ওয়াজিব হওয়া তা সাবধানতার কারণে হয়েছে। এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। তার বিবরণ হলো এই– যেহেতু রোজার ব্যাপারে ফিদিয়া প্রদানটা অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য غَيْرِ مَعْقُوْل 'নস' দ্বারা প্রমাণিত, তাই এটাই সমীচীন যে, আপনারা উক্ত ফিদিয়াকে এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবেন এবং এটার উপর সে ব্যক্তিকে قِيَاس করবেন না, যিনি এরূপ অবস্থায় মারা গেছেন যে, তার দায়িত্বে ফরজ নামাজের قَضَاء অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অথচ আপনারা হানাফীগণ বলেন যে, যখন কোনো ব্যক্তি তার দায়িত্বে ফরজ নামাজের قَضَاء বাকি থাকা অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং সে ফিদিয়া প্রদানের অসিয়ত করে যায়, তখন বিশুদ্ধতম মতানুসারে ওয়ারিশের উপর ওয়াজিব যে, সে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে প্রত্যেক নামাজের পরিবর্তে সেই পরিমাণ ফিদিয়া আদায় করে দেবে, যা রোজার পরিবর্তে আদায় করা হয়ে থাকে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এটার উত্তর প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, قَضَاء নামাজের ব্যাপারে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার হুকুম সাবধানতার কারণে প্রদান করা হয়েছে, قِيَاس-এর কারণে নয়। আর এ সাবধানতা এ জন্য যে, রোজার نَصّ এ কথার সম্ভাবনা রাখে যে, তা এমন একটি সাধারণ عِلَّتْ-এর مَعْلُوْل হবে, যা নামাজের মধ্যেও পাওয়া যায়। এ عِلَّتْ টি হচ্ছে 'অক্ষমতা'। আর নামাজ রোজার সমকক্ষ; বরং উচ্চ মর্যাদার বিবেচনায় তদপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা নামাজের পরিবর্তেও ফিদিয়া দানের হুকুম প্রদান করেছি। যদি ফিদিয়া আল্লাহ তা'আলার দরবারে নামাজের পরিবর্তে যথেষ্ট বলে মঞ্জুর হয়, তাহলে তো ভালো কথা। অন্যথা সে সদকার ছওয়াব তো পাবেই। এ জন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইনশাআল্লাহ ফিদিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিটির জন্য নামাজের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। অথচ এ কথা সর্বজন বিদিত যে, কিয়াস প্রসূত মাসআলাসমূহ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে কদাচ সম্পর্কযুক্ত করা হয় না। যেমন-ওয়ারিশগণ যদি রোজার قَضَاء-এর مُوَرِّث-এর (মৃত ব্যক্তির) অসিয়ত ছাড়াই নফল হিসেবে ফিদিয়া প্রদান করে, তাহলে আমরা আশা করি যে, ইনশাআল্লাহ তার ফিদিয়া মৃত ব্যক্তিটির পক্ষ হতে মকবুল হবে। অনুরূপ এ মাসআলাও আমরা ফিদিয়া কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা পোষণ করি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ نَصُّ الصَّوْمِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) মৃত ব্যক্তির ছুটে যাওয়া নামাজের فِدْيَة নির্ধারণ কি হিসেবে করা হয়েছে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করা قَضَاء مِثْل غَيْرِ مَعْقُوْل-এর অন্তর্ভুক্ত, যা نَصّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, কিয়াসের দ্বারা নয়। সুতরাং তার উপর قِيَاس করে অন্যত্র হুকুমকে স্থানান্তর করা জায়েজ হতে পারে না। তথাপি তোমরা একে নামাজের প্রতি স্থানান্তর করো কেন?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, রোজার ফিদিয়ার ব্যাপারে আরোপিত আয়াত "وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ الخ" রোজার জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ এমন অপারগতার কারণে উক্ত حُكْم দেওয়া হয়েছে যা কেবল রোজার জন্যই নির্দিষ্ট। অথবা এমন عِلَّتْ-এর কারণে উক্ত হুকুম দেওয়া হয়েছে যা রোজার ন্যায় নামাজের মধ্যেও বিদ্যমান। আর আমরা উক্ত عِلَّتْ দ্বারা অপরাগতাকেই বুঝাতে চেয়েছি। কারণ রোজা উদ্দেশ্যমূলক শারীরিক ইবাদত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে এটাও একটি। আর এটা আদায় করতে অক্ষম হলে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ফিদিয়াকে মনোনীত করেছে। আর তা তো নামাজের মধ্যেও বিদ্যমান। নামাজও উদ্দেশ্যমূলক শারীরিক ইবাদত; বরং নামাজ রোজা হতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নামাজ সত্তাগতভাবে উত্তম, কারণ এতে এমন সব কার্যকলাপ ও কথাবার্তা রয়েছে যা সম্মানার্থে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রোজা সত্তাগতভাবে উত্তম নয়। কারণ এর দ্বারা নফসকে ক্ষুধার্ত রাখা হয় ও আল্লাহর নিয়ামত হতে বিরত রাখা হয়। তবে এটাও এ দৃষ্টিকোণ হতে উত্তম যে, এর দ্বারা نَفْس اَمَّارَه -কে দমন করা হয়। যা মানুষের শত্রু। সুতরাং আমরা আশাবাদী যে, মৃতব্যক্তি যে সব নামাজ قَضَاء করেছে এর ফিদিয়া তার পরিবর্তে আল্লাহর দরবারে যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। তা না হয় অন্তত পক্ষে সদকার ছওয়াব তো সে পাবে।

মোটকথা হলো সতর্কতার দিক বিবেচনায় আমরা নামাজের জন্য ফিদিয়া ওয়াজিব করেছি। আর এটা আমরা قِيَاس দ্বারা সাব্যস্ত করিনি। সুতরাং ওলামায়ে আহনাফদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ একেবারেই অযৌক্তিক।

كَالتَّصَدُّقِ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ فَوَاتِ أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ أَيْ كَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِقِيمَةِ الشَّاةِ إِنْ نَذَرَهَا الْفَقِيرُ أَوْ إِشْتَرَاهَا وَاسْتَهْلَكَهَا أَوْ بِعَيْنِ الشَّاةِ إِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً عِنْدَ فَوَاتِ أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ أَيْضًا لِلْاِحْتِيَاطِ كَالْفِدْيَةِ لِلصَّلٰوةِ فَهُوَ تَشْبِيهٌ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَجَوَابٌ عَنْ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْرِيرُهُ إِنَّ مَا لَايُعْقَلُ شَرْعًا لَايَكُوْنُ لَهُ قَضَاءٌ وَخَلَفٌ عِنْدَ الْفَوَاتِ وَالتَّضْحِيَةِ أَيْ إِرَاقَةُ الدَّمِ فِيْ أَيَّامِ النَّحْرِ غَيْرُ مَعْقُوْلَةٍ لِأَنَّهُ إِتْلَافُ الْحَيَوَانِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ لَايَجُوْزَ قَضَاءُهَا بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ فَوَاتِ أَيَّامِهَا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : كَالتَّصَدُّقِ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ فَوَاتِ أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ যেমন কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর কুরবানির পশুর মূল্য সদকা করা أَيْ كَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ অর্থাৎ এমনিভাবে সদকা করা ওয়াজিব হওয়া بِقِيمَةِ الشَّاةِ বকরির মূল্য إِنْ نَذَرَهَا الْفَقِيرُ যদি দরিদ্র ব্যক্তি কুরবানির উদ্দেশ্যে মানত স্বরূপ রেখে থাকে (যার উপর কুরবানি ওয়াজিব ছিল না) أَوْ إِشْتَرَاهَا وَاسْتَهْلَكَهَا অথবা সে তাকে কুরবানির জন্য ক্রয় করেছিল এবং নিজেই তাকে ধ্বংস করে ফেলে أَوْ بِعَيْنِ الشَّاةِ কিংবা হুবহু বকরিটি সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব হওয়া إِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً عِنْدَ فَوَاتِ أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ أَيْضًا لِلْاِحْتِيَاطِ كَالْفِدْيَةِ لِلصَّلٰوةِ এ শর্তে যে, যদি বকরিটি কুরবানির দিন জীবিত থাকে, তবে নামাজের জন্য ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার ন্যায় সাবধানতার কারণে ওয়াজিব হয়েছে فَهُوَ تَشْبِيهٌ بِالْمَسْأَلَةِ সুতরাং (মূল্য অথবা হুবহু বকরি সদকা করা ওয়াজিব হওয়া) এটা পূর্ববর্তী মাসআলার অনুরূপ একটি মাসআলা الْمُتَقَدِّمَةِ وَجَوَابٌ عَنْ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ এবং একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর বিশেষ تَقْرِيرُهُ إِنَّ مَا لَا يُعْقَلُ شَرْعًا এটার বিশদ বিবরণ হলো যে, বস্তুটি শরিয়তের দৃষ্টিতে যুক্তিভিত্তিক নয় لَايَكُوْنُ لَهُ قَضَاءٌ তা ছুটে যাওয়ার কারণে তজ্জন্য কোনো قَضَاء ও তার স্থলাভিষিক্ত নয় وَخَلَفٌ عِنْدَ الْفَوَاتِ তা ছুটে যাওয়ার কারণে তজ্জন্য কোনো قَضَاء ও তার স্থলাভিষিক্ত হয় না وَالتَّضْحِيَةِ আর কুরবানি أَيْ إِرَاقَةُ الدَّمِ فِيْ أَيَّامِ النَّحْرِ غَيْرُ مَعْقُوْلَةٍ অর্থাৎ কুরবানির দিনসমূহের রক্ত প্রবাহিত করা একটি অযৌক্তিক কাজ لِأَنَّهُ إِتْلَافُ الْحَيَوَانِ কারণ বাহ্যত এটা জীবের জীবন নাশ ছাড়া আর কিছু নয় فَيَنْبَغِيْ أَنْ لَا يَجُوْزَ قَضَاءُهَا بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ فَوَاتِ أَيَّامِهَا সুতরাং কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর হুবহু বকরি অথবা তার মূল্য সদকা করার মাধ্যমে এটার قَضَاء সম্পাদন জায়েজ না হওয়াই উচিত।

সরল অনুবাদ : যেমন কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর কুরবানির পশুর মূল্য সদকা করা। অর্থাৎ এমনিভাবে কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর বকরির মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হওয়া, যদি তাকে এমন কোনো দরিদ্র ব্যক্তি কুরবানির উদ্দেশ্যে মানত স্বরূপ রেখে থাকে, যার উপর কুরবানি ওয়াজিব ছিল না অথবা সে তাকে কুরবানির জন্য ক্রয় করেছিল এবং নিজেই তাকে হালাল করে ফেলে কিংবা হুবহু বকরিটি সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব হওয়া, এ শর্তে যে, যদি বকরিটি কুরবানির দিন জীবিত থাকে তবে নামাজের জন্য ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার ন্যায় সাবধানতার কারণে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং মূল্য অথবা হুবহু বকরি সকদা করা ওয়াজিব হওয়া এটা পূর্ববর্তী মাসআলার অনুরূপ একটি মাসআলা এবং একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর বিশেষ। এটার বিশদ বিবরণ হলো, যে বস্তুটি শরিয়তের দৃষ্টিতে যুক্তিভিত্তিক নয়, তা ছুটে যাওয়ার কারণে তজ্জন্য কোনো قَضَاءও তার স্থলাভিষিক্ত হয় না। আর কুরবানি অর্থাৎ কুরবানির দিনসমূহে রক্ত প্রবাহিত করা একটি অযৌক্তিক কাজ। কারণ বাহ্যত এটা জীবের জীবন নাশ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর হুবহু বকরি অথবা তার মূল্য সদকা করার মাধ্যমে এটার قَضَاء সম্পাদন জায়েজ না হওয়াই উচিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنْ نَذَرَهَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কোনো দরিদ্র ব্যক্তি কুরবানির নিয়ত করে যদি কোনো পশু ক্রয় করে কিংবা মানত করে; কিন্তু কুরবানিতে তা জবাই করতে পারল না, তাহলে তার হুকুম কি হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে মানতের قَيْد লাগানো হয়েছে। কারণ দরিদ্র ব্যক্তির কুরবানির নিয়তে পশু ক্রয় করা অথবা মানত করা ব্যতীত তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয় না। ধনী ব্যক্তির জন্য মাসআলা হলো তার বিপরীত। কারণ তার উপর ক্রয়ের নিয়ত বা মানতের নিয়ত ব্যতীতই কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে। যাই হোক ক্রয় বা মানতের মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট বকরি কুরবানি দেওয়া দরিদ্র লোকের উপর ওয়াজিব হয়েছিল; যদি সে নির্দিষ্ট বকরিটি জীবিত থাকে আর কুরবানির দিনগুলোতে কোনো কারণবশত কুরবানি করা না হয়, তাহলে হুবহু সেই নির্দিষ্ট পশুটি সদকা করে দিতে হবে। অপর দিকে যদি তাকে বিনষ্ট করে থাকে, তাহলে তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে।

قَوْلُهُ فَهُوَ تَشْبِيهٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) নামাজের ফিদিয়া ও কুরবানির সদকার মাঝে পারস্পারিক কেমন সাদৃশ্য তাকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, মূল বকরি অথবা তার মূল্যের সদকা করা ওয়াজিব করা ও ওয়াজিব হওয়ার উভয়টিই পূর্ববর্তী মাসআলার মতোই। তবে নামাজের মধ্যে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে গ্রন্থকার (র.) كَالتَّصْدِيْقِ-এর মধ্যস্থিত ك অক্ষরটি مُشَبَّه-এর মধ্যে প্রয়োগ হবে। উক্ত ك -কে تَشْبِيه-এর জন্য না বলে নিছক নিকট অর্থ বুঝানোর জন্য নেওয়াটাই অধিক যুক্তি যুক্ত হবে। মোটকথা হলো, নামাজের জন্য ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়া এবং কুরবানির জন্য সদকা ওয়াজিব হওয়া উভয়টিই إِحْتِيَاط (সতর্কতা)-এর অন্তর্ভুক্ত, قِيَاس-এর শ্রেণীভুক্ত নয়। এবং এটা قَضَاء-এরও শ্রেণীভুক্ত নয়।

فَاَجَابَ بِاَنَّ وُجُوْبَ التَّصَدُّقِ بِالْقِيْمَةِ اَوْ بِالشَّاةِ بَعْدَ فَوَاتِ الْاَيَّامِ لِلْاِحْتِيَاطِ لَا لِلْقَضَاءِ ذٰلِكَ لِاَنَّ التَّضْحِيَةَ فِيْ اَيَّامِهَا تَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ اَصْلًا بِنَفْسِهَا وَتَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ خَلْفًا بِاَنْ يَكُوْنَ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ بِقِيْمَتِهَا اَصْلًا وَاِنَّمَا انْتُقِلَ اِلَى التَّضْحِيَةِ بِعَارِضِ الضِّيَافَةِ لِاَنَّ النَّاسَ اَضْيَافُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ وَالضِّيَافَةُ اِنَّمَا تَكُوْنُ بِاَطْيَبِ الطَّعَامِ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ اللَّحْمُ الْمُذَكّٰى الْمُرَاقُ مِنْهُ الدَّمُ لِيَكُوْنَ اَوَّلُ تَنَاوُلِ النَّاسِ مِنْ طَعَامِ الضِّيَافَةِ الْمُكَرَّمَةِ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَاَجَابَ بِاَنَّ وُجُوْبَ التَّصَدُّقِ গ্রন্থকার (র.) এটার উত্তরে বলেন, সদকা করা ওয়াজিব হওয়া بِالْقِيْمَةِ اَوْ بِالشَّاةِ তার মূল্য অথবা হুবহু বকরিটি بَعْدَ فَوَاتِ الْاَيَّامِ কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর لِلْاِحْتِيَاطِ এটা সাবধানতার ভিত্তিতে হয়েছে لَا لِلْقَضَاءِ শরয়ী ফয়সালার ভিত্তিতে নয় ذٰلِكَ لِاَنَّ التَّضْحِيَةَ আর সাবধানতার কারণ এই যে, فِيْ اَيَّامِهَا تَحْتَمِلُ وَتَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ اَصْلًا بِنَفْسِهَا কুরবানির দিবসসমূহে জবাই করা যেভাবে সত্তাগত হিসেবে আসল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে اَنْ تَكُوْنَ خَلْفًا অনুরূপ স্থলাভিষিক্ত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে بِاَنْ يَكُوْنَ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ بِقِيْمَتِهَا اَصْلًا এভাবে যে, হুবহু বকরিটি অথবা তার মূল্য সদকা করাই আসল হবে وَاِنَّمَا انْتُقِلَ اِلَى التَّضْحِيَةِ بِعَارِضِ الضِّيَافَةِ আর জবাইয়ের দিকে শুধু নিমন্ত্রণের কারণে স্থানান্তরিত হয়েছে لِاَنَّ النَّاسَ اَضْيَافُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ কেননা, লোকজন এ দিবসমূহে আল্লাহ তা'আলার মেহমান اِنَّمَا تَكُوْنُ بِاَطْيَبِ الطَّعَامِ আর এটা জানা কথা যে, মেহমানদারী উত্তম বস্তু দ্বারাই করা হয়ে থাকে وَعِنْدَ اللّٰهِ اللَّحْمُ الْمُذَكّٰى الْمُرَاقُ مِنْهُ الدَّمُ আর আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম খাদ্য হলো কুরবানির পশুর পবিত্র গোশত لِيَكُوْنَ اَوَّلُ تَنَاوُلِ النَّاسِ مِنْ طَعَامِ الضِّيَافَةِ الْمُكَرَّمَةِ যেন মেহমানদের প্রথম খাদ্য গ্রহণ সম্মানিত নিমন্ত্রণের খাদ্য দ্বারাই সংঘটিত হয়।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) এটার উত্তরে বলেন যে, কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তার মূল্য অথবা হুবহু বকরিটি সদকা করা ওয়াজিব হওয়া, এটা সাবধানতার ভিত্তিতে হয়েছে, শরয়ী ফয়সালার ভিত্তিতে নয়। আর সাবধানতার কারণ এই যে, কুরবানির দিবসসমূহে জবাই করা যেভাবে সত্তাগত হিসেবে আসল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, অনুরূপ স্থলাভিষিক্ত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। এভাবে যে, হুবহু বকরিটি অথবা তার মূল্য সদকা করাই আসল হবে। আর জবাইয়ের দিকে শুধু নিমন্ত্রণের কারণে স্থানান্তরিত হয়েছে। কেননা লোকজন এ দিবসসমূহে আল্লাহ তা'আলার মেহমান। আর এটা জানা কথা যে, মেহমানদারী উত্তম বস্তু দ্বারাই করা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম খাদ্য হলো কুরবানির পশুর পবিত্র গোশ্ত। যেন মেহমানদের প্রথম খাদ্য গ্রহণ সম্মানিত নিমন্ত্রণের খাদ্য দ্বারাই সংঘটিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কুরবানির পশু বা তার মূল্য সদকা করা জবাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হয় কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কুরবানির দিবসগুলোতে পশু কুরবানি করা যেমন মূল লক্ষ্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তেমনি উক্ত পশু বা তার মূল্য সদকা করা জবাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত উসূলবিদগণের সমজাতীয়ের দ্বারা তা অবশিষ্ট থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন– ভাষার শুকরিয়া ভাষার মাধ্যমে এবং মালের শুকরিয়া মালের মাধ্যমে মূলবস্তু অবশিষ্ট থাকার সাথেই হয়ে থাকে। অপরদিকে কোনো বস্তুকে যদি নিঃশেষ করার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়, তাহলে মূল বস্তু অবশিষ্ট রেখে তার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় হয় না; বরং একে নিঃশেষ করে শুকরিয়া আদায় করতে হয়।

এখানে এভাবে প্রশ্ন করার কোনো যুক্তি নেই যে, মূল বস্তু (পশু) বা তার মূল্য সদকা করাই যদি আসল হয়, তাহলে কুরবানির দিবসগুলোতেও তা জায়েজ হওয়া দরকার ছিল?

তার উত্তরে বলা হবে, তা আসল হওয়া সম্ভাব্য ও সন্দেহযুক্ত বিধায় نَصّ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে অর্থাৎ পশু জবাই করা তার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় সন্দেহযুক্ত ও সম্ভাব্য দিকের উপর আমল করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ اللَّحْمُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কুরবানির গোশ্ত আল্লাহর পক্ষ হতে কিভাবে মেহমানদারী হয়েছে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, সদকার মাল আবর্জনা বিশেষ। কেননা তা দ্বারা গুনাহ মুছে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–(الاية) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ (তাদের মাল হতে সদকা গ্রহণ করুন, ত। তাদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করবে)। এ জন্য নবী কারীম ﷺ ও তার বংশধরদের জন্য সদকা-এর মাল গ্রহণ জায়েজ নেই, এ হুকুম দেওয়া হয়েছে নবীবংশের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে। আর অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে ধনীদের জন্য তাকে হারাম করা হয়েছে। অমুখাপেক্ষী ব্যক্তি তথা আল্লাহর জন্য তার বান্দাদেরকে অপবিত্র মাল দ্বারা আপ্যায়ন করা শোভনীয় নয়। তাই আমরা সদকা হতে পশু জবাইয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, যাতে অপবিত্র বস্তু রক্তের সাথে বের হয়ে যায় এবং গোশ্ত পূত-পবিত্র থেকে যায়। আর তা আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন হওয়ারও যোগ্যতা অর্জন করে। আর কুরবানির গোশ্ত আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য আপ্যায়ন হওয়ার কারণে তা সেই দিনকার প্রথম খাদ্য হওয়া উত্তম। তাই নামাজ পর্যন্ত খাওয়া বিলম্ব করা তথা কুরবানির গোশ্ত সর্বপ্রথম ভক্ষণ করা মোস্তাহাব। 'হুসামী' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন যে, ঈদুল আযহার নামাজের পূর্বে কিছু খাওয়া মাকরূহ। তবে ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, তা মাকরূহ হবে না। 'মুনইয়াহ' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারও বলেছেন যে, তা মাকরূহ হবে না।

فَمَادَامَ كَانَتِ الْاَيَّامُ مَوْجُوْدَةً قُلْنَا اِنَّ التَّضْحِيَةَ اَصْلٌ بِرَأْسِهَا وَعَمِلْنَا بِالْمَنْصُوْصِ وَاِذَا فَاتَتِ الْاَيَّامُ صِرْنَا اِلَى الْاَصْلِ وَقُلْنَا اِنَّ التَّصَدُّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ بِالْقِيْمَةِ وَهُوَ الْاَصْلُ فَحَكَمْنَا بِهٖ ثُمَّ اِذَا جَاءَ الْعَامُ الثَّانِىْ لَمْ نَنْتَقِلْ مِنْ هٰذَا الْحُكْمِ وَلَمْ نَقُلْ بِقَضَائِهَا عَلٰى مَاكَانَ فِى الْعَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْقَضَاءِ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَنْوَاعِهٖ فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ فَقَالَ وَمِنْهَا ضِمَانُ الْمَغْصُوْبِ بِالْمِثْلِ وَهُوَالسَّابِقُ اَوْ بِالْقِيْمَةِ اَىْ مِنْ اَنْوَاعِ الْقَضَاءِ ضِمَانُ الشَّئِ الْمَغْصُوْبِ بِالْمِثْلِ فِيْمَا اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَمَا دَامَ كَانَتِ الْاَيَّامُ مَوْجُوْدَةً সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানির দিনসমূহ বিদ্যমান থাকবে قُلْنَا ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বলব যে, اِنَّ التَّضْحِيَةَ اَصْلٌ بِرَأْسِهَا জবাই করাই আসল وَعَمِلْنَا بِالْمَنْصُوْصِ এবং আমাদের আমল مَنْصُوْص -এর উপরই হবে وَاِذَا فَاتَتِ الْاَيَّامُ আর যখন কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে صِرْنَا اِلَى الْاَصْلِ তখন আমরা আসলের দিকে ফিরে যাব وَقُلْنَا এবং বলব যে, اِنَّ التَّصَدُّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ بِالْقِيْمَةِ وَهُوَ الْاَصْلُ হুবহু বকরিটি অথবা তার মূল্য সদকা করাই আসল فَحَكَمْنَا بِهٖ সুরতাং আমরা এ আসলেরই হুকুম প্রদান করব ثُمَّ اِذَا جَاءَ الْعَامُ الثَّانِىْ অতঃপর যখন দ্বিতীয় বৎসর আগমন করবে لَمْ نَنْتَقِلْ مِنْ هٰذَا الْحُكْمِ তখন আমরা এ হুকুম হতে প্রত্যাবর্তন করব وَلَمْ نَقُلْ بِقَضَائِهَا عَلٰى مَاكَانَ فِى الْعَامِ الْاَوَّلِ এবং এরূপ বলব না যে, প্রথম বৎসর যে হুকুমটি ছিল, তা অনুযায়ী কুরবানির قَضَاء করা হবে ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْقَضَاءِ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى গ্রন্থকার (র.) আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কিত قَضَاء -এর প্রকারভেদসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَنْوَاعِهٖ فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ বান্দার হক সম্পর্কিত قَضَاء -এর প্রকারভেদ সমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَمِنْهَا ضِمَانُ الْمَغْصُوْبِ بِالْمِثْلِ আর قَضَاء -এর প্রকারসমূহের মধ্য হতে এটাও একটি প্রকার যে, আত্মসাৎকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা প্রদান করা وَهُوَ السَّابِقُ اَوْ بِالْقِيْمَةِ এবং এটাই অগ্রগণ্য অথবা তার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা اَىْ مِنْ اَنْوَاعِ الْقَضَاءِ ضِمَانُ الشَّئِ الْمَغْصُوْبِ بِالْمِثْلِ অর্থাৎ قَضَاء -এর প্রকারসমূহের মধ্য হতে এটাও একটি প্রকার যে, আত্মসাৎকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ সাদৃশ্য বস্তুর দ্বারা প্রদান করতে হবে فِيْمَا اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا এ অবস্থায় যে, যদি আত্মসাৎকারী ব্যক্তি কোনো মিছলি বস্তু আত্মসাৎ করে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানির দিনসমূহ বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বলব যে, জবাই করাই আসল এবং আমদের আমল مَنْصُوْص-এর উপরই হবে। (অর্থাৎ নবী কারীম ﷺ-এর হাদীস ضَحُّوْا فَاِنَّهَا سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ-এর উপর আমাদের আমল হবে।) আর যখন কুরবানির দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন আমরা আসলের দিকে ফিরে যাব এবং বলব যে, হুবহু বকরিটি অথবা তার মূল্য সদকা করাই আসল। সুতরাং আমরা এ আসলেরই হুকুম প্রদান করব। অতঃপর যখন দ্বিতীয় বৎসর আগমন করবে, তখন আমরা এ হুকুম হতে প্রত্যাবর্তন করব না এবং এরূপ বলব না যে, প্রথম বৎসর যে হুকুমটি ছিল, তা অনুযায়ী কুরবানির قَضَاء করা হবে। গ্রন্থকার (র.) আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কিত قَضَاء-এর প্রকারভেদসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে বান্দার হক সম্পর্কিত قَضَاء-এর প্রকারভেদসমূহের বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর قَضَاء-এর প্রকারসমূহের মধ্য হতে এটাও একটি প্রকার যে, আত্মসাৎকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা প্রদান করা এবং এটাই অগ্রগণ্য। অথবা তার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।** অর্থাৎ قَضَاء-এর প্রকারসমূহের মধ্য হতে এটাও একটি প্রকার যে, আত্মসাৎকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা প্রদান করতে হবে। এ অবস্থায় যে, যদি আত্মসাৎকারী ব্যক্তি কোনো মিছলি বস্তু আত্মসাৎ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ اِذَا جَاءَ الْعَامُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতকে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তরের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো—

প্রশ্ন : বকরি অথবা তার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হওয়া যদি সাবধানতার হিসেবেই হয়ে থাকে যেটা মূল কিতাবের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তাহলে সদকা প্রদানের পূর্বেই যদি পরবর্তী বৎসরের কুরবানির দিবসগুলো উপস্থিত হয় তবে পশু জবাই করাই সাবধানতার খাতিরে বাঞ্ছনীয় হবে?

উত্তর : দ্বিতীয় বৎসর আসার কারণে আমরা এ হুকুম তথা বকরি বা তার মূল্য সদকা প্রদান হতে পশু কুরবানির দিকে প্রত্যাবর্তন করব না। আর প্রথম বৎসরের কুরবানির দিনগুলোতে যেভাবে ওয়াজিব ছিল অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বৎসরের সেই দিনগুলোতে পশু জবাইয়ের قَضَاء করার হুকুমও আমরা দেব না। কেননা কোনো ইজতেহাদ অনুযায়ী যদি একটি সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে যায় তাহলে তার পরবর্তী ইজতেহাদ দ্বারা তা পরিবর্তিত হয় না।

قَوْلُهٗ مِثْلِيًّا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) مِثْلِىْ ও قِيْمَتِىْ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, مِثْلِىْ বলা হয় ঐ বস্তুকে যে, কোনো রূপ পার্থক্য ব্যতিরেকেই যার সাদৃশ্য বস্তু বাজারে পাওয়া যায়। আর যা مِثْلِىْ-এর অনুরূপ হবে না তাকেই قِيْمَتِىْ বলা হয়। مِثْلِىْ যেমন– গম, যব, ইত্যাদি। আর قِيْمَتِىْ যেমন– প্রাণী, কাপড়, লাকড়ী ইত্যাদি। —দুররুল মুখতার।

তবে বহু উসূলবিদগণ বলেছেন যে, مِثْلِىْ মাল দ্বারা এমন মালকে বুঝানো হয় যা পরিমাপ বা ওজন করা যায়। অথবা যেটা গণনাযোগ্য। যেমন–ডিম, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি।

وَاسْتَهْلَكَهُ وَ وُجِدَ الْمِثْلُ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ اَوْ بِالْقِيْمَةِ فِيْمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ اَوْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَلٰكِنْ اِنْصَرَمَ عَنْ اَيْدِى النَّاسِ فَهٰذَا نَظِيْرُ الْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ لِاَنَّ الْمِثْلَ وَالْقِيْمَةَ كِلَاهُمَا مِثْلٌ مَعْقُوْلٌ اَمَّا الْاَوَّلُ فَظَاهِرٌ اِذْ هُوَ مِثْلٌ صُوْرَةً وَمَعْنًى وَاَمَّا الثَّانِى فَهُوَ اَيْضًا مِثْلٌ مَعْنًى وَاِنْ لَمْ يَكُنْ صُوْرَةً وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ كَامِلٌ وَالثَّانِىْ قَاصِرٌ وَلِهٰذَا قَالَ وَهُوَ السَّابِقُ اَىْ اَلْمِثْلُ الصُّوْرِىُّ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِى فَمَادَامَ وُجِدَ الْمِثْلُ الصُّوْرِىُّ لَمْ يَنْتَقِلْ اِلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِىْ فَفِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى اَنَّ الْقَضَاءَ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَ قَاصِرٌ لَايُقَالُ مِثْلُ هٰذَا مُتَحَقِّقٌ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

শাব্দিক অনুবাদ : وَاسْتَهْلَكَهُ ও তা ধ্বংস করে ফেলে وَوُجِدَ الْمِثْلُ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ এবং মানুষের কাছে উক্ত সাদৃশ্য বস্তুটি পাওয়া যায় اَوْ بِالْقِيْمَةِ অথবা আত্ম সাৎকৃত বস্তুর মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ করতে হবে فِيْمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ এ অবস্থায় যে, যদি আত্মসাৎকৃত বস্তুর সাদৃশ্য না থাকে اَوْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَلٰكِنْ اِنْصَرَمَ عَنْ اَيْدِى النَّاسِ অথবা সাদৃশ্য আছে বটে) কিন্তু তা মানুষের হাতে বিদ্যমান নেই فَهٰذَا نَظِيْرُ الْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ এটা مَعْقُوْل দ্বারা قَضَاء -এর উদাহরণ لِاَنَّ الْمِثْلَ وَالْقِيْمَةَ كِلَاهُمَا مِثْلٌ مَعْقُوْلٌ কেননা, সাদৃশ্য বস্তু ও মূল্য উভয়টিই مِثْل مَعْقُوْل - اَمَّا الْاَوَّلُ فَظَاهِرٌ اِذْ هُوَ مِثْلٌ প্রথমটি مِثْل مَعْقُوْل হওয়া তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কেননা, বাহ্যিক আকার ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা উভয় দিকের صُوْرَةً وَمَعْنًى বিচারেই তা সাদৃশ্য وَاَمَّا الثَّانِى فَهُوَ اَيْضًا مِثْلٌ مَعْنًى আর দ্বিতীয় যদিও অভ্যন্তরীণ বিচারে এটা সাদৃশ্য বটে وَاِنْ لَمْ يَكُنْ صُوْرَةً যদিও বাহ্যিক আকারের দিক দিয়ে সাদৃশ্য নয় وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ كَامِلٌ وَالثَّانِىْ قَاصِرٌ অবশ্য প্রথমটি সম্পূর্ণ আর দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ وَلِهٰذَا قَالَ وَهُوَ السَّابِقُ এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) وَهُوَ السَّابِقُ কথাটি উল্লেখ করেছেন اَىْ اَلْمِثْلُ الصُّوْرِىُّ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِىْ অর্থাৎ বাহ্যিক সাদৃশ্য আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য হতে অগ্রগামী فَمَا دَامَ وُجِدَ الْمِثْلُ الصُّوْرِىُّ সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক সাদৃশ্য পাওয়া যাবে لَمْ يَنْتَقِلْ اِلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِىْ ততক্ষণ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যের দিকে ফিরানো যাবে না فَفِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى اَنَّ الْقَضَاءَ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ মোটকথা, এ বর্ণনা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مِثْل مَعْقُوْل দ্বারা قَضَاء -এর প্রকার দু'টি যথা- كَامِلٌ বা সম্পূর্ণ এবং قَاصِرٌ বা অসম্পূর্ণ لَايُقَالُ مِثْلُ هٰذَا مُتَحَقِّقٌ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা ঠিক হবে না যে, এটার উদাহরণতো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মধ্যেও প্রমাণিত হয়েছে।

সরল অনুবাদ : ও তা ধ্বংস করে ফেলে এবং মানুষের কাছে উক্ত সাদৃশ্য বস্তুটি পাওয়া যায়, অথবা আত্মসাৎকৃত বস্তুর মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ করতে হবে, এ অবস্থায় যে, যদি আত্মসাৎকৃত বস্তুর সাদৃশ্য না থাকে অথবা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তা মানুষের হাতে বিদ্যমান নেই। এটা مَعْقُوْل দ্বারা قَضَاء-এর উদাহরণ। কেননা সাদৃশ্য বস্তু ও মূল্য উভয়টিই مِثْل مَعْقُوْل।। প্রথমটি مِثْل مَعْقُوْل হওয়া তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা বাহ্যিক আকার ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা উভয় দিকের বিচারেই তা সাদৃশ্য। আর দ্বিতীয় যদিও বাহ্যিক আকারের দিক দিয়ে সাদৃশ্য নয়; কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিচারে এটাও সাদৃশ্য বটে। অবশ্য প্রথমটি كَامِلٌ বা সম্পূর্ণ আর দ্বিতীয়টি قَاصِرٌ বা অসম্পূর্ণ। এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) وَهُوَالسَّابِقُ কথাটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বাহ্যিক সাদৃশ্য আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য হতে অগ্রগামী। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক সাদৃশ্য পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যের দিকে ফিরানো যাবে না। মোটকথা, এ বর্ণনা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مِثْل مَعْقُوْل দ্বারা قَضَاء-এর প্রকার দু'টি। যথা-(১) كَامِلٌ বা সম্পূর্ণ এবং (২) قَاصِرٌ বা অসম্পূর্ণ। এখানে এ আপত্তি উত্থাপন করা ঠিক হবে না যে, এটার উদাহরণ তো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মধ্যেও প্রমাণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَنْتَقِلْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) مِثْل صُوْرِىْ থাকা অবস্থায় مِثْل مَعْنَوِىْ দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مِثْل صُوْرِىْ পাওয়া গেলে مِثْل مَعْنَوِىْ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। কেননা صُوْرَتْ বা আকার مَعْنٰى বা অর্থ উভয়ের মধ্যেই মালিকের হক বিদ্যমান। আর এখানে তো তার হকের ক্ষতিপূরণ দেওয়াই উদ্দেশ্য সুতরাং যথাসম্ভব উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি মূল্য আদায় করে যে, কোনো ব্যক্তি مِثْلِىْ বস্তু অপহরণ করেছে, আর مِثْل صُوْرِىْ দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ দানেও সে সক্ষম। কেননা বাজারে তা পাওয়া যায়, তাহলে তার মূল্য গ্রহণে মালিককে বাধ্য করতে পারবে না।

فَاِنَّ قَضَاءَ الصَّلٰوةِ بِالْجَمَاعَةِ كَامِلٌ وَقَضَاؤُهَا مُنْفَرِدًا قَاصِرٌ فَلِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لِاَنَّا نَقُوْلُ عِنْدَهُمْ قَضَاءُ الصَّلٰوةِ مُنْفَرِدًا كَامِلٌ وَبِالْجَمَاعَةِ اَكْمَلُ وَلَايَقِيْسُوْنَ حَالَ الْقَضَاءِ عَلٰى حَالِ الْاَدَاءِ وَضَمَانُ النَّفْسِ وَالْاَطْرَافِ بِالْمَالِ هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ فَاِنَّ ضَمَانَ النَّفْسِ الْمَقْتُوْلَةِ خَطَأً بِكُلِّ الدِّيَةِ وَالْاَطْرَافِ الْمَقْطُوْعَةِ خَطَأً بِكُلِّ الدِّيَةِ اَوْ بَعْضِهَا غَيْرُ مُدْرِكٍ بِالْعَقْلِ اِذْ لَامُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْاٰدَمِى الْمَالِكِ الْمُتَبَذِّلِ وَبَيْنَ الْمَالِ الْمَمْلُوْكِ الْمُتَبَذَّلِ وَاِنَّمَا شَرَعَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِئَلَّا تَهْدِرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةُ مَجَّانًا اِذِ الْقِصَاصُ اِنَّمَا شُرِعَ اِذَا كَانَ عَمَدًا لِتَحَصُّلِ الْمُسَاوَاةِ وَاَدَاءُ الْقِيْمَةِ فِيْمَا اِذَا تَزَوَّجَ عَلٰى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ الَّذِىْ فِىْ مَعْنَى الْاَدَاءِ وَلِهٰذَا عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْاَدَاءِ اَىْ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً عَلٰى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَحِ اِنِ اشْتَرٰى عَبْدًا وَسَطًا وَسَلَّمَهُ اِلَيْهَا فَلَا خَفَاءَ اَنَّهُ اَدَاءٌ وَاِنْ اَدّٰى اِلَيْهَا قِيْمَةَ عَبْدٍ وَسَطٍ فَهٰذَا قَضَاءٌ لٰكِنَّهُ فِىْ مَعْنَى الْاَدَاءِ لِاَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُوْمُ الذَّاتِ مَجْهُوْلُ الصِّفَةِ فَلَابُدَّ فِىْ قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ اَنْ يُسَلِّمَهَا عَبْدًا وَسَطًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِنَّ قَضَاءَ الصَّلٰوةِ بِالْجَمَاعَةِ كَامِلٌ যেমন জামাতের সাথে নামাজের قَضَاء সম্পন্ন করা كَامِل - وَقَضَاؤُهَا مُنْفَرِدًا قَاصِرٌ এবং একাকী সম্পন্ন করা قَاصِر - فَلِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ কাজেই গ্রন্থকার (র.) কেন তা সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি لِاَنَّا نَقُوْلُ عِنْدَهُمْ قَضَاءُ الصَّلٰوةِ مُنْفَرِدًا كَامِلٌ আমরা তার উত্তরে বলব, উসূলবিদগণের নিকট একাকী নামাজের قَضَاء সম্পন্ন করা كَامِل - وَبِالْجَمَاعَةِ اَكْمَلُ এবং জামাতের সাথে সম্পন্ন করা হলো اَكْمَل - وَلَا يَقِيْسُوْنَ حَالَ الْقَضَاءِ عَلٰى حَالِ الْاَدَاءِ তাঁরা قَضَاء -এর অবস্থাকে اَدَاء -এর অবস্থার উপর কিয়াস করেননি وَضَمَانُ النَّفْسِ وَالْاَطْرَافِ بِالْمَالِ আর নফস তথা প্রাণ এবং অঙ্গের ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা আদায় করা هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ এটা مِثْل غَيْر مَعْقُوْل দ্বারা قَضَاء সম্পন্ন করার উদাহরণ فَاِنَّ ضَمَانَ النَّفْسِ الْمَقْتُوْلَةِ خَطَأً কেননা, যে ব্যক্তিকে ভুলক্রমে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ بِكُلِّ الدِّيَةِ সম্পূর্ণ রক্তপণ দ্বারা وَالْاَطْرَافِ الْمَقْطُوْعَةِ خَطَأً এবং যে অঙ্গ ভুলে কর্তন করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ بِكُلِّ الدِّيَةِ اَوْ بَعْضِهَا সম্পূর্ণ রক্তপণ অথবা আংশিক রক্তপণ দ্বারা আদায় করাটা غَيْرُ مُدْرِكٍ بِالْعَقْلِ বিবেক বহির্ভূত নয় اِذْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْاٰدَمِى الْمَالِكِ الْمُتَبَذِّلِ وَبَيْنَ الْمَالِ الْمَمْلُوْكِ الْمُتَبَذَّلِ কেননা, এরূপ ব্যক্তি যিনি মালিক ও টাকা খরচকারী আর এরূপ মাল যা অধিকৃত ও ব্যয়িত, এ দু'য়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যতা নেই وَاِنَّمَا شَرَعَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى অবশ্য আল্লাহ ত'আলার রক্তপণকে শুধু এজন্য শরিয়ত সম্মত করেছেন لِئَلَّا تَهْدِرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةُ مَجَّانًا যেন মর্যাদা সম্পন্ন একটি জীবন অনর্থক বিনষ্ট না হয় اِذِ الْقِصَاصُ اِنَّمَا شُرِعَ কেননা, কিসাস শুধু সে ক্ষেত্রেই শরিয়ত সম্মত হয়েছে اِذَا كَانَ عَمَدًا لِتَحَصُّلِ الْمُسَاوَاةِ যেখানে হত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হবে, যেন সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় وَاَدَاءُ الْقِيْمَةِ فِيْمَا اِذَا تَزَوَّجَ عَلٰى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ আর মূল্য আদায় করা সেই ক্ষেত্রে, যখন কোনো ব্যক্তি অনির্দিষ্ট গোলাম প্রদানের শর্তে কোনো মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ الَّذِىْ فِىْ مَعْنَى الْاَدَاءِ এটা সেই قَضَاء -এর উদাহরণ, যা اَدَاء -এর অন্তর্ভুক্ত وَلِهٰذَا عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْاَدَاءِ আর এ জন্যই এটাকে اَدَاء শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে اَىْ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةً عَلٰى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে অনির্দিষ্ট গোলাম প্রদানের শর্তে বিবাহ করবে فَحِ اِنِ اشْتَرٰى عَبْدًا وَسَطًا وَسَلَّمَهُ اِلَيْهَا তখন যদি সে মধ্যম ধরনের গোলাম ক্রয় করে তাকে ঐ মহিলার নিকট হস্তান্তর করে فَلَا خَفَاءَ اَنَّهُ اَدَاءٌ তাহলে তা اَدَاء হওয়ার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই وَاِنْ اَدّٰى اِلَيْهَا قِيْمَةَ عَبْدٍ وَسَطٍ আর যদি সে মধ্যম ধরনের গোলামের মূল্য উক্ত মহিলাকে প্রদান করে فَهٰذَا قَضَاءٌ তাহলে তা قَضَاء বলে আখ্যায়িত হবে لٰكِنَّهُ فِىْ مَعْنَى الْاَدَاءِ কিন্তু এ قَضَاء টা اَدَاء -এর অন্তর্ভুক্ত لِاَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُوْمُ الذَّاتِ مَجْهُوْلُ الصِّفَةِ কেননা, গোলাম সত্তার বিবেচনায় পরিজ্ঞাত এবং সিফাতের বিবেচনায় অজ্ঞাত فَلَابُدَّ مِنْ قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ بَيْنَهُمَا সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া নিরসনের জন্য খুবই জরুরি যে, مِنْ اَنْ يُسَلِّمَهَا عَبْدًا وَسَطًا স্বামী একটি মধ্যম ধরনের গোলাম ক্রয় করে স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করবে।

সরল অনুবাদ : যেমন জামাতের সাথে নামাজের قَضَاء সম্পন্ন করা كَامِل এবং একাকী সম্পন্ন করা قَاصِر কাজেই গ্রন্থকার (র.) কেন তা সম্পর্কে কোনো আলোচনাই করেননি? আমরা তার উত্তরে বলব, উসূলবিদগণের নিকট একাকী নামাজের قَضَاء সম্পন্ন করা كَامِل এবং জামাতের সাথে সম্পন্ন করা হলো اَكْمَل তাঁরা قَضَاء-এর অবস্থাকে اَدَاء-এর অবস্থার উপর কিয়াস করেননি। **আর নফস তথা প্রাণ এবং অঙ্গের ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা আদায় করা।** এটা مِثْل غَيْر مَعْقُوْل দ্বারা قَضَاء সম্পন্ন করার উদাহরণ। কেননা যে ব্যক্তিকে ভুলক্রমে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ রক্তপণ দ্বারা এবং যে অঙ্গ ভুলে কর্তন করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ রক্তপণ অথবা আংশিক রক্তপণ দ্বারা আদায় করাটা বিবেক বহির্ভূত নয়। কেননা এরূপ ব্যক্তি যিনি মালিক

ও টাকা খরচকারী আর এরূপ মাল যা অধিকৃত ও ব্যয়িত, এ দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যতা নেই। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা রক্তপণকে শুধু এ জন্য শরিয়ত সম্মত করেছেন, যেন মর্যাদা সম্পন্ন একটি জীবন অনর্থক বিনষ্ট না হয়। কেননা কিসাস শুধু সে ক্ষেত্রেই শরিয়ত সম্মত হয়েছে, যেখানে হত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হবে, যেন সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। **আর মূল্য আদায় করা সেই ক্ষেত্রে, যখন কোনো ব্যক্তি অনির্দিষ্ট গোলাম প্রদানের শর্তে কোনো মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে।** এটা সেই قَضَاء-এর উদাহরণ, যা أَدَاء-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ জন্যই এটাকে أَدَاء শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে অনির্দিষ্ট গোলাম প্রদানের শর্তে বিবাহ করবে, তখন যদি সে মধ্যম ধরনের গোলাম ক্রয় করে তাকে ঐ মহিলার নিকট হস্তান্তর করে, তাহলে তা أَدَاء হওয়ার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই। আর যদি সে মধ্যম ধরনের গোলামের মূল্য উক্ত মহিলাকে প্রদান করে, তাহলে তা قَضَاء বলে আখ্যায়িত হবে। কিন্তু এ قَضَاء টা أَدَاء-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা গোলাম সত্তার বিবেচনায় পরিজ্ঞাত এবং সিফাত-এর বিবেচনায় অজ্ঞাত। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া নিরসনের জন্য খুবই জরুরি যে, স্বামী একটি মধ্যম ধরনের গোলাম ক্রয় করে স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُنْفَرِدًا كَامِلٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কোনো ব্যক্তি একাকী قَضَاء নামাজ পড়লে তা كَامِلٌ হিসেবে গণ্য করা হবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উসূলবিদগণের মতে একাকী قَضَاء নামাজ পড়লেও তা قَضَاء كَامِلٌ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা যেমনিভাবে প্রবর্তিত হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে আদায় করাকে كَامِلٌ বলে। আর হযরত জিব্রাঈল (আ.) তো জামাতের সাথে قَضَاء নামাজের তালীম দেননি। যার কারণে একাকী قَضَاء পড়া قَاصِرٌ বা অপূর্ণাঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ শুধুমাত্র أَدَاء নামাজকেই জামাতের সাথে পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। তাই জামাতের সাথে আদায় করা كَامِلٌ আর একাকী আদায় করা قَاصِرٌ বা অপূর্ণাঙ্গ। তবে قَضَاء-এর অবস্থা সেরূপ নয়। ইবনুল মালিক (র.) বলেছেন, মূল নামাজই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। জামাতের বিশেষণমুক্ত নামাজ দায়িত্বে থাকে না। সুতরাং নামাজের قَضَاء চাই জামাতের সাথে হোক কিংবা একাকী হোক তা مِثْلٌ كَامِلٌ হিসেবে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ اَلْمَقْتُولَةُ خَطأً الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) হত্যা ও তার দিয়াত সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত প্রাণ হত্যার কারণে পূর্ণ দিয়াত দিতে হয়। এখানে অনিচ্ছাকৃত হত্যা কথাটি উল্লেখ দ্বারা উদ্দেশ্য নয় যে, দিয়াত কেবল তার জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যেও কোনো সময় দিয়াত ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন যদি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের মধ্যে দিয়াতের ব্যাপারে সন্ধি হয় তখন ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যেও দিয়াত ওয়াজিব হয়ে থাকে।

اَلْقَتْلُ الْعَمْدُ বা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় এমন কোনো ভারী জিনিস দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত হানা যা দ্বারা সাধারণত নিহত হয়ে থাকে। যেমন– ধারালো অস্ত্র, পাথর ও কাঠ ইত্যাদি।

اَلْقَتْلُ الْخَطأُ বা অনিচ্ছাকৃত হত্যা করা। এটা আবার দুই প্রকার–(১) কর্তার ধারণায় ভ্রান্তি হওয়া। যেমন-কোনো ব্যক্তিকে শিকার মনে করে তীর নিক্ষেপ করা। (২) মূল ক্রিয়ার মধ্যে ভুল হওয়া। যেমন কোনো শিকারকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে কিন্তু ভুলবশত তা কোনো ব্যক্তির উপর যেয়ে পড়ে এবং সে নিহত হয়।

আর দিয়াত ঐ মালকে বলে যা প্রাণের বিনিময়ে দেওয়া হয়। আর প্রাণ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর বিনিময়ে (ক্ষতিপূরণ হিসেবে) প্রদত্ত অর্থকে إِرْشٌ বলে। قَتْلٌ خَطأً অনিচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে দিয়াতের পরিমাণের ব্যাপারে ইমাম আজম (র.) বলেছেন, একশত উট, অথবা এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কিংবা দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, প্রাণ , লিঙ্গ, দুই চোখ ও দুই পা-এর জন্য পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। এক চোখের জন্য দিয়াতের চার ভাগের একাংশ দিতে হবে। আর হাতের প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দিয়াতের দশ ভাগের একাংশ দিতে হবে।—দুররুল মুখতার

قَوْلُهُ غَيْرَمُدْرِكٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) অনিচ্ছাকৃত হত্যা বা অঙ্গ কর্তনের কারণে দিয়াতকে قَضَاء بِمِثْلٍ غَيْرِمَعْقُوْلٍ হিসেবে গণ্য করা হবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি অন্যকে হত্যা করে অথবা কোনো অঙ্গ কর্তন করে তাহলে হত্যাকারী বা কর্তনকারী নিজেকে قِصَاصٌ -এর নিমিত্তে হস্তান্তর করে দিতে হবে। কেননা এতদুভয়ের উপর মূলতঃ قِصَاصٌ ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর এটাই হলো أَدَاء হত্যাকারীর বা কর্তনকারী উক্ত কার্য অনিচ্ছাকৃত করার কারণে যখন উক্ত أَدَاء অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন অর্থ সমর্পণ করাকে উক্ত أَدَاء-এর স্থলাভিষিক্ত করা হবে। অথচ শুধু মালের বিনিময়ে সাদৃশ্য মালকে সমর্পণ করাকে আকল উপলব্ধি করতে সক্ষম। মাল, প্রাণ বা কোনো অঙ্গের সাদৃশ্য হতে পারে, তা জ্ঞানে ধরে না। অতএব এটাকে قَضَاء بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُوْلٍ বলে। আর দিয়াত জ্ঞানে না ধরলেও তাকে ধার্য করার কারণ হলো, قِصَاصٌ শুধু ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যেই হয়ে থাকে, যাতে উভয় দিক হতে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কার্য যেন সমতা লাভ করে। হত্যাকারীর পক্ষ হতে যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি হয়েছে তেমনি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের পক্ষ হতেও উক্ত কাজটি ইচ্ছাকৃত হয়। এখন অনিচ্ছাকৃত হত্যায় যদি দিয়াত বা قِصَاصٌ কিছুই ওয়াজিব না হয়, তাহলে বিনা মূল্যে একটি প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর শরিয়ত তা সমর্থন করে না। তাই এ ক্ষেত্রে দিয়াতের বিধান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَدَاءُ الْقِيْمَةِ فِيْمَا إِذَا تَزَوَّجَ الخ : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অনির্দিষ্ট গোলামকে মোহর ধার্য করে বিবাহ করে, তবে সে ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ, এটা ঐ কাযার উদাহরণ, যা আদার অর্থে ব্যবহৃত।

আর গ্রন্থকার (র.) এ কারণেই তাকে أَدَاء শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। মোটকথা, যদি কোনো এক ব্যক্তি কোনো মহিলাকে অনির্দিষ্ট গোলামের শর্তে বিয়ে করে; তবে সে ক্ষেত্রে লোকটি যদি একটি মধ্যম শ্রেণীর ক্রীতদাস ক্রয় করে তৎপ্রতি তাকে সোপর্দ করে, তবে তা আদা হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু উক্ত মহিলার প্রতি যদি একটি মধ্যম শ্রেণীর ক্রীতদাসের মূল্য সোপর্দ করা হয়, তবে এটা কাযা হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু আদার অর্থে হবে।

وَالْوَسطُ لَايَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالتَّقْوِيْمِ لِيَكُوْنَ قَلِيْلُ الْقِيْمَةِ اَدْنٰى وَكَثِيْرُ الْقِيْمَةِ اَعْلٰى وَ اَوْسَطُهَا بَيْنَ وَبَيْنَ فَكَانَ الْمَرْجِعُ اِلَى التَّقْوِيْمِ فَلِهٰذَا كَانَتِ الْقِيْمَةُ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ حَتّٰى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُوْلِ كَمَا لَوْ اَتَاهَا بِالْمُسَمّٰى تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهَا فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ اَيْ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلٰى قَبُوْلِ الْقِيْمَةِ كَمَا لَوْ اَتَاهَا بِالْعَبْدِ الْمُسَمّٰى تُجْبَرُ عَلٰى قَبُوْلِ الْعَبْدِ فَكَذَا تُجْبَرُ عَلٰى قَبُوْلِ الْقِيْمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) تَفْرِيْعَيْنِ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) عَلٰى قَوْلِهٖ وَهُوَ السَّابِقُ فَقَالَ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقَطْعِ ثُمَّ الْقَتْلُ عَمَدًا قَبْلَ الْبَرْءِ لِلْوَلِيِّ فِعْلُهُمَا -

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْوَسطُ لَايَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالتَّقْوِيْمِ আর মধ্যম ধরনের হওয়ার প্রমাণ একমাত্র মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হতে পারে لِيَكُوْنَ قَلِيْلُ الْقِيْمَةِ اَدْنٰى وَكَثِيْرُ الْقِيْمَةِ اَعْلٰى وَاَوْسَطُهَا بَيْنَ بَيْنَ এতে কম মূল্যমানের গোলাম নিম্নশ্রেণীর এবং বেশি মূল্যমানের গোলাম উত্তম শ্রেণীর ও মধ্যম মূল্য মানের গোলাম মধ্য শ্রেণীর বলে প্রমাণিত হবে فَكَانَ الْمَرْجِعُ اِلَى التَّقْوِيْمِ এক কথায় সকলেরই লক্ষ্যস্থল হচ্ছে 'মূল্য নির্ধারণ করা' فَلِهٰذَا كَانَتِ الْقِيْمَةُ فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ সুতরাং মূল্য اَدَاء-এরই অন্তর্ভুক্ত হলো حَتّٰى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُوْلِ كَمَا لَوْ اَتَاهَا بِالْمُسَمّٰى এমনকি স্ত্রীকে মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে ঠিক সে ভাবেই বাধ্য করা হবে, সেভাবে তাকে হুবহু গোলাম গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা হয়ে থাকে تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهَا فِيْ مَعْنَى الْاَدَاءِ এটা মূল্য اَدَاء-এরই অন্তর্ভুক্ত এ কথায় একটি শাখা মাসআলা বিশেষ اَيْ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلٰى قَبُوْلِ الْقِيْمَةِ كَمَا لَوْ اَتَاهَا بِالْعَبْدِ الْمُسَمّٰى تُجْبَرُ عَلٰى قَبُوْلِ الْعَبْدِ অর্থাৎ স্ত্রীকে মূল্য গ্রহণে ঠিক তদ্রূপই বাধ্য করা হবে, যদ্রূপ হুবহু নির্দিষ্ট গোলাম প্রদানের ক্ষেত্রে তাকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হয়ে থাকে فَكَذَا تُجْبَرُ عَلٰى قَبُوْلِ الْقِيْمَةِ অনুরূপ তাকে মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা হয় ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) تَفْرِيْعَيْنِ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) عَلٰى قَوْلِهٖ وَهُوَ السَّابِقُ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) তাঁর উক্তি وَهُوَ السَّابِقُ-এর উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দু'টি শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ) فِى الْقَطْعِ ثُمَّ الْقَتْلُ عَمَدًا قَبْلَ الْبَرْءِ لِلْوَلِيِّ فِعْلُهُمَا আর এটার ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইচ্ছাকৃতভাবে অঙ্গ কর্তনের পর সুস্থ হয়ে উঠার পূর্বেই হত্যা করার ক্ষেত্রে বলেন যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য অঙ্গ কর্তন ও হত্যা উভয় কাজই করা জায়েজ আছে।

সরল অনুবাদ : আর মধ্যম ধরনের হওয়ার প্রমাণ একমাত্র মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হতে পারে। এতে কম মূল্য মানের গোলাম নিম্ন শ্রেণীর এবং বেশি মূল্য মানের গোলাম উত্তম শ্রেণীর ও মধ্যম মূল্য মানের গোলাম মধ্যম শ্রেণীর বলে প্রমাণিত হবে। এক কথায় সকলেরই লক্ষ্য স্থল হচ্ছে 'মূল্য নির্ধারণ করা'। (তা দ্বারাই 'মধ্যম ধরন'-এর ধারণা অর্জিত হতে পারে।) সুতরাং মূল্য اَدَاء-এরই অন্তর্ভুক্ত হলো। **এমনকি স্ত্রীকে মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে ঠিক সে ভাবেই বাধ্য করা হবে যেভাবে তাকে হুবহু গোলাম গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা হয়ে থাকে।** এটা 'মূল্য اَدَاء-এরই অন্তর্ভুক্ত' এ কথা একটি শাখা মাসআলা বিশেষ। অর্থাৎ স্ত্রীকে মূল্য গ্রহণে ঠিক তদ্রূপই বাধ্য করা হবে, যদ্রূপ হুবহু নির্দিষ্ট গোলাম প্রদানের ক্ষেত্রে তাকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হয়ে থাকে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) তাঁর উক্তি وَهُوَ السَّابِقُ-এর উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দু'টি শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর এটার ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইচ্ছাকৃতভাবে অঙ্গ কর্তনের পর সুস্থ হয়ে উঠার পূর্বেই হত্যা করার ক্ষেত্রে বলেন যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য অঙ্গ কর্তন ও হত্যা উভয় কাজই করা জায়েজ আছে।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ قَبْلَ اَنْ يَّبْرَأَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মূলগ্রন্থাকারের বক্তব্যের সাথে قَبْلَ اَنْ يَّبْرَأَ বাক্যটি সংযুক্ত করলে আলোচনার সারমর্ম ভালোভাবে বুঝে আসত কিভাবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো অঙ্গ কর্তনের মাধ্যমে যে আঘাত পেয়েছে তা হতে আরোগ্য লাভ করার পূর্বেই যদি তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে হত্যাকারীর অঙ্গ কর্তন ও তারপর হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। গ্রন্থকারের (র.) قَبْلَ اَنْ يَّبْرَأَ বাক্যটি যুক্ত করা সমীচীন ছিল। কিন্তু অসাবধানতার কারণে তিনি করেননি। কারণ কর্তনের পর আরোগ্য লাভের পূর্বে যদি হত্যা সংঘটিত হয় এবং কর্তন ও হত্যা উভয় কাজটিই স্বেচ্ছায় হয় তাহলে কেবল ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে উক্ত মতানৈক্য দেখা যাবে, অন্যথা নয়। কেননা সাহেবাইন (র.)-এর মতে অঙ্গ কর্তন করার পর তা হতে আরোগ্য লাভের পর যদি হত্যা সংঘটিত হয়, তাহলে কর্তনের قِصَاص ওয়াজিব হবে। আর কর্তনের আঘাত হতে আরোগ্য লাভের পূর্বেই হত্যা সংঘটিত হলে তা হত্যার সাথে সংযুক্ত হবে। কেননা হত্যার মধ্যে তারও প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং তার হত্যার অংশ বিশেষ গণ্য হবে, আর মূল কর্তনের হুকুম রহিত হয়ে যাবে। হত্যা ও অঙ্গ কর্তন একই অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন-কেউ যদি একাধিক আঘাতের মাধ্যমে কাউকে হত্যা করে, তাহলে নিহতের অভিভাবক কেবল হত্যাকারীকে হত্যা করার অধিকারই লাভ করে। আর ইমাম আজম (র.)-এর পক্ষ হতে সাহেবাইন (র.)-এর উক্ত যুক্তির উত্তরে বলা যাবে যে, আপনারা যা বলেছেন তা অর্থের দিকের বিবেচনায় প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু আকার-আকৃতিতে এখানে হত্যাকারীর কার্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। আর তা হলো হত্যা এবং অঙ্গ কর্তন। সুতরাং অঙ্গ কর্তন ও হত্যার মাধ্যমেই এখানে পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

اَىْ لِاَجْلِ اَنَّ الْمِثْلَ الْكَامِلَ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْقَاصِرِ قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ) فِىْ صُوْرَةِ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ اَنْ يَّبْرَأَ يَنْبَغِىْ لِلْوَلِيِّ اَنْ يَّفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْقَاتِلُ فَيَقْطَعُهُ اَوَّلًا ثُمَّ يَقْتُلُهُ لِيَكُوْنَ جَزَاءُ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ اِذِ الْفِعْلُ مُتَعَدِّدٌ مِنَ الْقَاتِلِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ كَذٰلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ رِعَايَةً لِلْمِثْلِ الْكَامِلِ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَازَ لَهُ اَيْضًا لِاَنَّهُ عَفَا عَنْ بَعْضِ مُوْجَبِهِ فَصَارَ كَمَا اِذَا عَفَا عَنْ كُلِّهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْتَصُّ الْوَلِيُّ اِلَّا بِالْقَتْلِ لِاَنَّ مُوْجَبَ الْقَطْعِ دَخَلَ فِىْ مُوْجَبِ الْقَتْلِ اِذَا قَضٰى اِلَيْهِ وَلَمْ يَبْرَأْ بَيْنَهُمَا وَهٰذِهِ الْمَسْاَلَةُ عَلٰى ثَمَانِيَةِ اَوْجُهٍ وَالْمَذْكُوْرُ فِى الْمَتْنِ وَاحِدٌ مِنْهَا -

শাব্দিক অনুবাদ : اَىْ لِاَجْلِ اَنَّ الْمِثْلَ الْكَامِلَ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْقَاصِرِ অর্থাৎ যেহেতু مِثْل كَامِل টা مِثْل قَاصِر-এর উপর অগ্রগণ্য قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِىْ صُوْرَةِ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো ব্যক্তির হাত কর্তন করে ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ اَنْ يَّبْرَأَ অতঃপর সুস্থ হয়ে উঠার পূর্বেই তাকে হত্যা করে ফেলে يَنْبَغِىْ لِلْوَلِيِّ اَنْ يَّفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْقَاتِلُ তাহলে এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য উচিত যে, তারা যেন তদ্রূপই করে, যদ্রূপ হত্যাকারী করেছিল فَيَقْطَعُهُ اَوَّلًا ثُمَّ يَقْتُلُهُ অর্থাৎ প্রথমে তার হাত কাটবে এবং পরে হত্যা করবে لِيَكُوْنَ جَزَاءُ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ তাহলে কর্মের প্রতিদান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হবে اِذِ الْفِعْلُ مُتَعَدِّدٌ مِنَ الْقَاتِلِ যেহেতু হত্যাকারীর পক্ষ হতে একাধিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ كَذٰلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ رِعَايَةً لِلْمِثْلِ الْكَامِلِ সুতরাং مِثْل كَامِل-এর বিবেচনা করে এ কথাটি সমীচীন যে, উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতেও যেন অনুরূপ ক্রিয়া সংঘটিত হয় وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَازَ لَهُ اَيْضًا অবশ্য উত্তরাধিকারীরা যদি শুধু হত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাহলে তাদের জন্য এটাও জায়েজ আছে لِاَنَّهُ عَفَا عَنْ بَعْضِ مُوْجَبِهِ কেননা এমতাবস্থায় তারা হত্যাকারীর শাস্তির অংশ বিশেষকে ক্ষমা করে দিয়েছে বলে মনে করতে হবে فَصَارَ كَمَا اِذَا عَفَا عَنْ كُلِّهِ সুতরাং এটা সে রকমই হলো যেমন তারা হত্যাকারীর সকল শাস্তিকেই ক্ষমা করে দিল وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْتَصُّ الْوَلِيُّ اِلَّا بِالْقَتْلِ আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে উত্তরাধিকারীরা শুধু হত্যার মাধ্যমেই কিসাস গ্রহণ করবে لِاَنَّ مُوْجَبَ الْقَطْعِ دَخَلَ فِىْ مُوْجَبِ الْقَتْلِ اِذَا قَضٰى اِلَيْهِ কেননা, যখন কর্তন হত্যা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এতদুভয়ের মধ্যে সুস্থতা অর্জিত না হয়, তখন কর্তনের পরিণতি হত্যার পরিণতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায় وَلَمْ يَبْرَأْ بَيْنَهُمَا এবং উভয়ের মধ্যখানে সুস্থতা লাভ করে নি وَهٰذِهِ الْمَسْاَلَةُ عَلٰى ثَمَانِيَةِ اَوْجُهٍ এ মাসআলাটি আট প্রকারে বিভক্ত وَالْمَذْكُوْرُ فِى الْمَتْنِ وَاحِدٌ مِنْهَا এবং গ্রন্থের মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে, তা এ আট প্রকারের মধ্য হতে একটি মাত্র।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ যেহেতু مِثْل كَامِل টা مِثْل قَاصِر-এর উপর অগ্রগণ্য, তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো ব্যক্তির হাত কর্তন করে এবং অতঃপর সুস্থ হয়ে উঠার পূর্বেই তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য উচিত যে, তারা যেন তদ্রূপই করে, যদ্রূপ হত্যাকারী করেছিল। অর্থাৎ প্রথমে তার হাত কাটবে এবং পরে হত্যা করবে। তাহলে কর্মের প্রতিদান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হবে। যেহেতু হত্যাকারীর পক্ষ হতে একাধিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে, সুতরাং مِثْل كَامِل-এর বিবেচনা করে এ কথাটি সমীচীন যে, উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতেও যেন অনুরূপ ক্রিয়া সংঘটিত হয়। অবশ্য উত্তরাধিকারীরা যদি শুধু হত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে তাদের জন্য এটাও জায়েজ আছে। কেননা এমতাবস্থায় তারা হত্যাকারীর শাস্তির অংশ বিশেষকে ক্ষমা করে দিয়েছে বলে মনে করতে হবে। সুতরাং এটা সে রকমই হলো যেমন তারা হত্যাকারীর সকল শাস্তিকেই ক্ষমা করে দিল। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে উত্তরাধিকারীরা শুধু হত্যার মাধ্যমেই কিসাস গ্রহণ করবে। কেননা যখন কর্তন হত্যা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এতদুভয়ের মধ্যে সুস্থতা অর্জিত না হয়, তখন কর্তনের পরিণতি হত্যার পরিণতির মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এ মাসআলাটি আট প্রকারে বিভক্ত এবং গ্রন্থের মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে, তা এ আট প্রকারের মধ্য হতে একটি মাত্র।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذِهِ الْمَسْاَلَةُ عَلٰى ثَمَانِيَةِ : সম্মানিত ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন– বর্ণিত মাসআলাটির সর্বমোট ৮ (আট) প্রকার হতে পারে। কিন্তু এখানে তন্মধ্যে মাত্র একটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আট প্রকার হওয়ার কারণ এই যে, কর্তন ও হত্যা নিম্নবর্ণিত অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। যেমন–

ক. উভয়টি ইচ্ছামূলক হবে,
খ. উভয়টি অনিচ্ছামূলক হবে,
গ. কর্তন হবে ইচ্ছামূলক কিন্তু হত্যা হবে অনিচ্ছামূলক,
ঘ. কর্তন হবে অনিচ্ছামূলক কিন্তু হত্যা হবে ইচ্ছামূলক।

এ চার প্রকারের প্রত্যেকটি আবার দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। যেমন–
১. উভয়ের মধ্যখানে সুস্থতা প্রাপ্ত হয়েছে। ২. উভয়ের মধ্যখানে সুস্থতা প্রাপ্ত হয় নি।
সুতরাং সর্বমোট আট অবস্থা তথা আট প্রকার হলো।

وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ لَايَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ عَمَدَيْنِ اَوْخَطَأَيْنِ اَوِ الْاَوَّلُ عَمْدًا وَالثَّانِىْ خَطَأً اَوْ بِالْعَكْسِ فَهِىَ اَرْبَعَةٌ وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍمِنْهَا اِمَّا اَنْ يَّتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ اَوْ لَا فَاِنْ كَانَ الثَّانِىْ بَعْدَ الْبُرْءِ فَهُمَا جِنَايَتَانِ اِتِّفَاقًا لَايَتَدَاخَلَانِ سَوَاءٌ كَانَا عَمَدَيْنِ اَوْخَطَأَيْنِ اَوْ كَانَ اَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْاٰخَرُ خَطَأً وَاِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ فَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْاٰخَرُ خَطَأً لَايَتَدَاخَلَانِ اِتِّفَاقًا وَاِنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يَتَدَاخَلَانِ اِتِّفَاقًا وَاِنْ كَانَا عَمَدَيْنِ فَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الْمَتْنِ يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَهُمَا لَاعِنْدَهٗ وَهٰذَا كُلُّهٗ اِذَا صَدَرَعَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَاِنْ صَدَرَ عَنْ شَخْصَيْنِ فَالْكَلَامُ فِيْهِ طَوِيْلٌ يُعْرَفُ فِىْ مَوْضِعِهٖ وَلَايُضْمَنُ الْمِثْلِىُّ بِالْقِيْمَةِ اِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ اِلَّا يَوْمَ الْخُصُوْمَةِ تَفْرِيْعٌ ثَانٍ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) عَلٰى قَوْلِهٖ وَهُوَ السَّابِقُ يَعْنِىْ اِذَا غَصَبَ شَخْصٌ مِنْ اٰخَرَ مِثْلِيًّا ثُمَّ انْقَطَعَ الْمِثْلُ وَانْصَرَمَ عَنْ اَيْدِى النَّاسِ فَلَاجَرَمَ تَجِبُ قِيْمَتُهٗ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ لَايَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْقَطْعُ عَمَدَيْنِ اَوْ خَطَأَيْنِ আট প্রকারে বিভক্ত হওয়ার কারণ এই যে, কর্তন ও হত্যা উভয়ই নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহ হতে খালি নয় উভয়ই হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হবে অথবা উভয়ই ভুলবশত হবে اَوِ الْاَوَّلُ عَمْدًا وَالثَّانِىْ خَطَأً অথবা (৩) কর্তন ইচ্ছাকৃতভাবে হবে এবং হত্যা ভুলবশত হবে اَوْ بِالْعَكْسِ অথবা এটার বিপরীত অথবা কর্তন ভুলক্রমে এবং হত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে হবে فَهِىَ اَرْبَعَةٌ সুতরাং এ চার অবস্থা হলো وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ مِنْهَا আবার এগুলোর প্রত্যেকটির দু' দু'টি করে অবস্থা রয়েছে اِمَّا اَنْ يَّتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ اَوْ لَا হয়তো কর্তন ও হত্যার মাঝখানে সুস্থতা অর্জিত হবে অথবা উভয়ের মাঝে সুস্থতা অর্জিত হবে না (সুতরাং মোট আট অবস্থা হলো) فَاِنْ كَانَ الثَّانِىْ بَعْدَ الْبُرْءِ অতএব, যদি সুস্থতা অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় অপরাধ সংঘটিত হয় فَهُمَا جِنَايَتَانِ اِتِّفَاقًا তাহলে তখন সর্বসম্মতভাবে দু'টি অপরাধ (কর্তন ও হত্যা) সাব্যস্ত হবে لَايَتَدَاخَلَانِ سَوَاءٌ كَانَا عَمَدَيْنِ اَوْ خَطَأَيْنِ এবং এক অপরাধ অন্য অপরাধের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে না, চাই উভয় অপরাধই ইচ্ছকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে اَوْ كَانَ اَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْاٰخَرُ خَطَأً অথবা দু'টির একটি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অন্যটি অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হোক না কেন وَاِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ আর যদি সুস্থতা অর্জিত হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় অপরাধ সংঘটিত হয় فَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا عَمْدًا وَالْاٰخَرُ خَطَأً এবং উভয়ের মধ্যে একটি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অন্যটি ভুলক্রমে সংঘটিত হয় لَايَتَدَاخَلَانِ اِتِّفَاقًا তাহলে এমতাবস্থায় সর্বসম্মতভাবে একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হবে না وَاِنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يَتَدَاخَلَانِ اِتِّفَاقًا আর যদি উভয়ই ভুলক্রমে সংঘটিত হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হবে وَاِنْ كَانَا عَمَدَيْنِ আর যদি উভয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে হয় فَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الْمَتْنِ তাহলে তা মতনে উল্লেখিত বিরোধপূর্ণ মাসআলা يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَهُمَا لَاعِنْدَهٗ সাহেবাইনের মতে প্রবিষ্ট হবে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রবিষ্ট হবে না وَهٰذَا كُلُّهٗ اِذَا صَدَرَ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ উপরোক্ত সকল কথা শুধু তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন কর্তন ও হত্যা একই ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয় فَاِنْ صَدَرَ عَنْ شَخْصَيْنِ আর যদি এ ক্রিয়া দু'টি দু'জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত فَالْكَلَامُ فِيْهِ طَوِيْلٌ فِىْ مَوْضِعِهٖ তাহলে তা অতি দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রাখে يُعْرَفُ فِىْ مَوْضِعِهٖ যার পরিচয় যথাস্থানে জানা যাবে وَلَا يُضْمَنُ الْمِثْلِىُّ بِالْقِيْمَةِ اِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ اِلَّا يَوْمَ الْخُصُوْمَةِ আর যখন সাদৃশ্য বস্তু লুপ্ত হয়ে যাবে, তখন সাদৃশ্য বস্তুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিচারের দিনের মূল্য ব্যতীত অন্যকোনো দিনের মূল্য প্রদান করা যাবে না تَفْرِيْعٌ ثَانٍ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) عَلٰى قَوْلِهٖ وَهُوَ السَّابِقُ এটা وَهُوَ السَّابِقُ-এর ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় প্রশাখামূলক মাসআলা يَعْنِىْ اِذَا غَصَبَ شَخْصٌ مِنْ اٰخَرَ مِثْلِيًّا অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হতে কোনো مِثْلِىْ বস্তু চুরি (আত্মসাৎ) করে ثُمَّ انْقَطَعَ الْمِثْلُ وَانْصَرَمَ عَنْ اَيْدِى النَّاسِ আর তারপর উক্ত সাদৃশ্য বস্তুটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা আর মানুষের হাতে দেখতে পাওয়া যায় না فَلَا جَرَمَ تَجِبُ قِيْمَتُهٗ তখন তার মূল্য পরিশোধ করাই ওয়াজিব হবে।

সরল অনুবাদ : আট প্রকারে বিভক্ত হওয়ার কারণ এই যে, কর্তন ও হত্যা উভয়ই নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহ হতে খালি নয়-(১) উভয়ই হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হবে অথবা (২) উভয়ই ভুলবশত হবে অথবা (৩) কর্তন ইচ্ছাকৃতভাবে হবে এবং হত্যা ভুলবশত হবে অথবা (৪) এটার বিপরীত অর্থাৎ কর্তন ভুলক্রমে এবং হত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে হবে। সুতরাং এই চার অবস্থা হলো। আবার এগুলোর প্রত্যেকটির দু' দু'টি করে অবস্থা রয়েছে। যথা-(১) কর্তন ও হত্যার মাঝখানে সুস্থতা অর্জিত হবে অথবা (২) উভয়ের মাঝে সুস্থতা অর্জিত হবে না। (সুতরাং মোট আট অবস্থা হলো।) অতএব যদি সুস্থতা অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে তখন সর্ব সম্মতভাবে দু'টি অপরাধ (কর্তন ও হত্যা) সাব্যস্ত হবে এবং এক অপরাধ অন্য অপরাধের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে না। চাই উভয় অপরাধই ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অথবা দু'টির একটি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অন্যটি অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হোকনা কেন। আর যদি

সুস্থতা অর্জিত হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় অপরাধ সংঘটিত হয় এবং উভয়ের মধ্যে একটি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অন্যটি ভুলক্রমে সংঘটিত হয়, তাহলে এমতাবস্থায় সর্ব সম্মতভাবে একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হবে না। আর যদি উভয়ই ভুলক্রমে সংঘটিত হয়, তাহলে সর্ব সম্মতভাবে একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। আর যদি উভয়টি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা মতনে উল্লিখিত বিরোধপূর্ণ মাসআলা সাহেবাইনের মতে প্রবিষ্ট হবে; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রবিষ্ট হবে না। উপরোক্ত সকল কথা শুধু তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন কর্তন ও হত্যা একই ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হবে। আর যদি এ ক্রিয়া দু'টি দু'জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয়, তাহলে তা অতি দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রাখে, যার পরিচয় যথাস্থানে জানা যাবে। **আর যখন সাদৃশ্য বস্তু লুপ্ত হয়ে যাবে, তখন সাদৃশ্য বস্তুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিচারের দিনের মূল্য ব্যতীত অন্য কোনো দিনের মূল্য প্রদান করা যাবে না।** এটা وهو السابق-এর ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় প্রশাখা মূলক মাসআলা। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হতে কোনো مثلى বস্তু চুরি করে আর তারপর উক্ত সাদৃশ্য বস্তুটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা আর মানুষের হাতে দেখতে পাওয়া যায় না, তখন তার মূল্য পরিশোধ করাই ওয়াজিব হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَايَتَدَاخَلَانِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কর্তনের আঘাত হতে সুস্থ হওয়ার পর হত্যা সংঘটিত হলে তার কি হুকুম হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কর্তনের আঘাত হতে মুক্তি লাভের পর যদি হত্যা সংঘটিত হয়, তাহলে দু'টি কার্যই স্বতন্ত্র দু'টি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোনো অবস্থায়ই একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হবে না। এতে কারো মতানৈক্য নেই। কারণ সুস্থতা লাভের দ্বারা প্রথমটির শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং দু'টিকেই পূর্ণাঙ্গ কার্য হিসেবে গণ্য করা হবে এবং দু'টির জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি ধার্য হবে। অতএব দু'টি কার্যই ইচ্ছাকৃত হলে নিহতের অভিভাবক কর্তন ও হত্যা উভয়টিই গ্রহণ করতে পারবে। আর কর্তন ইচ্ছায় এবং হত্যা অনিচ্ছায় হলে কর্তনের ব্যাপারে قِصَاصْ এবং প্রাণের ব্যাপারে দিয়াত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কর্তন অনিচ্ছায় ও হত্যা ইচ্ছাকৃত হলে কর্তনের জন্য অর্ধ দিয়াত এবং প্রাণের জন্য قِصَاصْ ওয়াজিব হবে।—কেফায়া

قَوْلُهُ لَايَتَدَاخَلَانِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কর্তনের আঘাত হতে সুস্থতা লাভ করার পূর্বেই যদি হত্যা সংঘটিত হয়, তাহলে তার হুকুম কি হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কর্তনের আঘাত হতে সুস্থতা লাভের পূর্বেই যদি হত্যা সংঘটিত হয় এবং এতদুভয়ের একটি ইচ্ছাকৃত ও অপরটি অনিচ্ছাকৃত হয়, তাহলে সর্ব সম্মতভাবে একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর উভয়টি যদি অনিচ্ছাকৃত হয়, তাহলে সর্ব সম্মতভাবে একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা উভয়টিই সমজাতীয় অপরাধ নয়; বরং একটি ইচ্ছাকৃত অপরাধ। আর অপরটি অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। সুতরাং এমতাবস্থায় দু'টি পৃথক পৃথক কার্য হিসেবে ধর্তব্য হবে। ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য قِصَاصْ ওয়াজিব হবে। এ মাসআলার সাথে উভয় কার্য স্বেচ্ছায় হওয়া এবং উভয় কার্যের মাধ্যবর্তী সময় আরোগ্য লাভ না করার মাসআলার পার্থক্য হলো দিয়াত مِثْل مَعْقُوْل আর قِصَاصْ-এর বিপরীত। কারণ قِصَاصْ টা مِثْل مَعْقُوْل। সুতরাং উক্ত অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কর্তন ও হত্যা উভয়েরই قِصَاصْ ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে কেবল হত্যার قِصَاصْ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ يَتَدَاخَلَانِ اِتِّفَاقًا : যদি উভয় ভুলক্রমে হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সর্বসম্মত মতানুসারে সমগ্র অপরাধকে একটি অপরাধ হিসেবে ধরে নিতে হবে। সুতরাং একটি দিয়ত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ صَدَرَا عَنْ شَخْصَيْنِ : অর্থাৎ যদি কর্তনকারী এক ব্যক্তি এবং হত্যাকারী অপর ব্যক্তি হয় তখন উভয়ের উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হওয়াই সমীচীন ছিল। কেননা হত্যার পরিণতি হলো কিসাস অথবা দিয়ত। অর ঘটনাটি সম্প্রসারণের সম্ভাবনায় কিসাস সাব্যস্ত হয় না। এজন্যে বিষয়টি সহজ করার জন্যে মাল ওয়াজিব হবে। অথচ ফিকহবিদগণ কিসাসের হুকুম দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَاِنْ صَدَرَعَنْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কর্তনকারী একজন আর হত্যাকারী অপরজন হলে তার কি হুকুম হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কর্তনকারী যদি একজন হয় আর হত্যাকারী আরেকজন হয়, তাহলে উভয়ের উপর قِصَاصْ ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে মূলত দিয়াত ওয়াজিব হওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। কেননা কর্তনের প্রতিক্রিয়া হত্যা পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর সম্ভাবনার কারণে قِصَاصْ বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং ব্যাপারটার গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার দরুন দিয়াত ওয়াজিব হবে। তবে ফকীহগণ قِصَاصْ-এর হুকুম দিয়েছেন। মেশকাতুল আন্ওয়ার নামক কিতাবে উক্ত মাসআলাটির ষোলোটি অবস্থা উল্লেখ আছে। কেননা কার্যদ্বয় এক ব্যক্তি অথবা দুই ব্যক্তি হতে সংঘটিত হয়েছে। উক্ত দু'অবস্থায় কার্যদ্বয় হয়তো ইচ্ছাকৃত হবে নতুবা অনিচ্ছাকৃত হবে। অথবা একটি ইচ্ছাকৃত ও অপরটি অনিচ্ছাকৃত হবে। উক্ত সব কয়টি অবস্থায় আরোগ্য লাভের পূর্বেই হত্যা সংঘটিত হবে অথবা আরোগ্য লাভের পর হত্যা সংঘটিত হবে। এই মোট ষোলোটি সুরত হলো।

فَقَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ) لَايُضْمَنُ هٰذَا الْمِثْلِيُّ بِالْقِيْمَةِ اِلَّا بِقِيْمَةِ يَوْمِ الْخُصُوْمَةِ لِاَنَّهُ مَا لَمْ تَقَعِ الْخُصُوْمَةُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّقْدِرَ عَلَى الْمِثْلِ الصُّوْرِيْ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِيْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْخُصُوْمَةُ فَبِحِ لَا بُدَّ اَنْ يَّاْخُذَ الْمَالِكُ الضِّمَانَ فَيَتَقَدَّرُ الضِّمَانُ بِقِيْمَةِ يَوْمِ الْخُصُوْمَةِ وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ تُعْتَبَرُ قِيْمَةُ يَوْمِ الْغَصَبِ لِاَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ الْمِثْلُ اِلْتَحَقَ بِمَالَا مِثْلَ لَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَفِيْهَا تَجِبُ قِيْمَةُ يَوْمِ الْغَصَبِ بِالْاِتِّفَاقِ قُلْنَا اَلْاَصْلُ ثَمَّهُ كَانَ رَدُّ الْاَصْلِ وَاِذَا عَجَزَ عَنْهُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ تَجِبُ قِيْمَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَهٰهُنَا اَلْاَصْلُ اَيْضًا رَدُّ الْعَيْنِ وَاِذَا عَجَزَ عَنْهَا يَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لَايُضْمَنُ هٰذَا الْمِثْلِيُّ بِالْقِيْمَةِ اِلَّا بِقِيْمَةِ يَوْمِ الْخُصُوْمَةِ তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত مِثْلِيْ বস্তুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিচারের দিনের মূল্য ব্যতীত অন্যকোনো দিনের মূল্য প্রদান করা যাবে না لِاَنَّهُ مَالَمْ تَقَعِ الْخُصُوْمَةُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّقْدِرَ عَلَى الْمِثْلِ الصُّوْرِيْ কারণ, যতদিন বিচার অনুষ্ঠিত না হবে, ততদিন এ কথার সম্ভাবনা বিরাজ করবে যে, সে আকৃতিগত সাদৃশ্যে বস্তু আদায়ে সক্ষম রয়েছে وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِيْ আর আকৃতিগত সাদৃশ্য অর্থগত সাদৃশ্যের উপর অগ্রগণ্য فَاِذَا وَقَعَتِ الْخُصُوْمَةُ فَبِحِ لَابُدَّ اَنْ يَّاْخُذَ الْمَالِكُ الضِّمَانَ সুতরাং যখন বিচার অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন এটা জরুরি যে, মালিক ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে فَيَتَقَدَّرُ الضِّمَانُ بِقِيْمَةِ يَوْمِ الْخُصُوْمَةِ কাজেই বিচারের দিনের মূল্য দ্বারাই ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে وَعِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) تُعْتَبَرُ قِيْمَةُ يَوْمِ الْغَصَبِ আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে চুরির দিনকার মূল্যই বিবেচিত হবে لِاَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ الْمِثْلُ اِلْتَحَقَ بِمَا لَامِثْلَ لَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ কেননা, যখন সাদৃশ্য বস্তু বিলুপ্ত হয়ে গেছে তখন তা সেই মূল্য বিশিষ্ট বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে, যার কোনো সাদৃশ্যই নেই وَفِيْهَا تَجِبُ قِيْمَةُ يَوْمِ الْغَصَبِ بِالْاِتِّفَاقِ আর মূল্য বিশিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে সর্ব সম্মতিক্রমে চুরির দিনের মূল্যই ওয়াজিব হয়ে থাকে قُلْنَا اَلْاَصْلُ ثَمَّهُ كَانَ رَدُّ الْاَصْلِ আমরা বলি যে, এখানে অর্থাৎ মূল্য বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে হুবহু বস্তুটি হস্তান্তর করাই আসল وَاِذَا عَجَزَ عَنْهُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ تَجِبُ قِيْمَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ তবে নিবষ্ট করে ফেলার দরুন যখন তা পেশ করতে সক্ষম হবে না; তখন ঐ দিনের অর্থাৎ চুরি করার দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে وَهٰهُنَا اَلْاَصْلُ اَيْضًا رَدُّ الْعَيْنِ আর এখানে অর্থাৎ مِثْلِيْ বস্তুর সমূহের মধ্যেও হুবহু বস্তুটি হস্তান্তর করাই আসল وَاِذَا عَجَزَ عَنْهَا কিন্তু যখন হুবহু বস্তু হস্তান্তরে সক্ষম হবে না يَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ তখন তার সাদৃশ্য বস্তু হস্তান্তর করা ওয়াজিব হবে।

সরল অনুবাদ : তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত مِثْلِيْ বস্তুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিচারের দিনের মূল্য ব্যতীত অন্য কোনো দিনের মূল্য প্রদান করা যাবে না। কারণ যতদিন বিচার অনুষ্ঠিত না হবে, ততদিন এ কথার সম্ভাবনা বিরাজ করবে যে, সে আকৃতিগত সাদৃশ্যে বস্তু আদায়ে সক্ষম রয়েছে। আর আকৃতিগত সাদৃশ্য অর্থগত সাদৃশ্যের উপর অগ্রগণ্য। সুতরাং যখন বিচার অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন এটা জরুরি যে, মালিক ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। কাজেই বিচারের দিনের মূল্য দ্বারাই ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে চুরির দিনকার মূল্যই বিবেচিত হবে। কেননা যখন সাদৃশ্য বস্তু বিলুপ্ত হয়ে গেছে তখন তা সেই মূল্য বিশিষ্ট বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে, যার কোনো সাদৃশ্যই নেই। আর মূল্য বিশিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে সর্ব সম্মতিক্রমে চুরির দিনের মূল্যই ওয়াজিব হয়ে থাকে আমরা বলি যে, এখানে অর্থাৎ মূল্য বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে হুবহু বস্তুটি হস্তান্তর করাই আসল; তবে বিনষ্ট করে ফেলার দরুন যখন তা পেশ করতে সক্ষম হবে না, তখন ঐ দিনের অর্থাৎ চুরি করার দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে। আর এখানে অর্থাৎ مِثْلِيْ বস্তুসমূহের মধ্যেও হুবহু বস্তুটি হস্তান্তর করাই আসল। কিন্তু যখন হুবহু বস্তু হস্তান্তরে সক্ষম হবে না, তখন তার সাদৃশ্য বস্তু হস্তান্তর করা ওয়াজিব হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمِ الْخُصُوْمَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) مِثْلِيْ কোনো বস্তু চুরির পর তার مِثْل যদি পাওয়া না যায়, তাহলে তার হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যে দিন বিচারক রায় দেবে প্রকৃতপক্ষে উক্ত দিনই চোরের অপারগতা সাব্যস্ত হবে। তাই সে দিনকার বাজারের মূল্যই ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে مِثْل না পাওয়া গেলে তা ঐ সকল বস্তুর ন্যায় হয়ে যাবে যার مِثْل নেই কিন্তু মূল্য নিরূপণ করা যায়। সুতরাং غَيْرِمِثْل -এর ক্ষেত্রে যেমন চুরির দিনের মূল্য ধার্য হয় তেমনি এটার মূল্যও চুরির দিনের মূল্যই ধার্য হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিলের উত্তরে আমরা বলব, مِثْل বিহীন বস্তুর ব্যাপারে মূল বস্তু ফেরত দিতে অক্ষম হলে চুরির দিনের মূল্য পরিশোধ করতে হয়। مِثْل পরিশোধ করতে অপারগ হওয়ার কারণে মূল্য আদায় করতে হয়। তবে উক্ত مِثْل আদায়ের অপরাগতা যেহেতু বিচারের দিন প্রকাশিত হয়, তাই সে দিনের মূল্যই আদায় করতে হবে।

فَاِذَا عَجَزَ عَنِ الْمِثْلِ وَظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِىْ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ(رحـ) تَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةُ يَوْمِ الْاِنْقِطَاعِ لِاَنَّ الْعِجْزَ عَنِ الْاَصْلِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ قُلْنَا نَعَمْ وَلٰكِنَّ يَظْهَرُ ذٰلِكَ الْعِجْزُ وَقْتَ الْخُصُوْمَةِ ثُمَّ اَنَّهُ لَمَّا نَشَأَتْ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ مُقَدَّمَةٌ وَهِىَ اَنَّ الضَّمَانَ لَايَجِبُ اِلَّا عِنْدَ وُجُوْدِ الْمُمَاثَلَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَامِلَةً اَوْ قَاصِرَةً صُوْرَةً اَوْ مَعْنًى فَرَّعَ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ (رحـ) ثَلٰثَ مَسَائِلَ عَلٰى طَبَقِ مَذْهَبِهٖ مُخَالِفًا لِلشَّافِعِىْ(رحـ) وَاِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمُقَدَّمَةُ مَذْكُوْرَةً فِى الْمَتْنِ فَقَالَ وَقُلْنَا جَمِيْعًا اَلْمَنَافِعُ لَاتُضْمَنُ بِالْاِتْلَافِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ) -

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِذَا عَجَزَ عَنِ الْمِثْلِ কিন্তু যখন তার হুবহু সাদৃশ্য বস্তু হস্তান্তরেও অক্ষম হবে وَظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِىْ এবং বিচারকের চোখে এ অক্ষমতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে تَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ তখন তার উপর ঐ দিনের অর্থাৎ বিচার দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) تَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةُ يَوْمِ الْاِنْقِطَاعِ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিলুপ্ত হওয়ার দিনের মূল্যই ওয়াজিব হবে لِاَنَّ الْعِجْزَ عَنِ الْاَصْلِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ কারণ, আসল বস্তুটি প্রত্যার্পণের অক্ষমতা ঐ দিনই প্রমাণিত হয় قُلْنَا نَعَمْ আমরা বলি যে, হ্যাঁ আপনার কথাই ঠিক وَلٰكِنَّ يَظْهَرُ ذٰلِكَ الْعِجْزُ وَقْتَ الْخُصُوْمَةِ কিন্তু এ অক্ষমতা বিচারের সময়ই প্রকাশ পেয়েছে ثُمَّ اَنَّهُ لَمَّا نَشَأَتْ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ مُقَدَّمَةٌ অতঃপর যখন উপরোক্ত সকল ভূমিকা হতে একটি সাধারণ নীতির উৎপত্তি হয়েছে যে, وَهِىَ اَنَّ الضَّمَانَ لَايَجِبُ اِلَّا عِنْدَ وُجُوْدِ الْمُمَاثَلَةِ, ক্ষতিপূরণ সাদৃশ্য পাওয়া ছাড়া ওয়াজিব হবে না سَوَاءٌ كَانَتْ كَامِلَةً اَوْ قَاصِرَةً চাই তা كَامِلْ হোক অথবা قَاصِر হোক صُوْرَةً اَوْ مَعْنًى আকৃতিগত হোক অথবা আকৃতিগত না হোক فَرَّعَ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ (رحـ) ثَلٰثَ مَسَائِلَ عَلٰى طَبَقِ مَذْهَبِهٖ مُخَالِفًا لِلشَّافِعِىْ এখন গ্রন্থকার (র.) এ ভূমিকার উপর স্বীয় মাযহাবের পক্ষে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপরীতে তিনটি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন وَاِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمُقَدَّمَةُ مَذْكُوْرَةً فِى الْمَتْنِ যদিও ঐ ভূমিকাটি কিতাবের মতনে উল্লেখ করা হয়নি فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَقُلْنَا جَمِيْعًا اَلْمَنَافِعُ لَاتُضْمَنُ بِالْاِتْلَافِ এবং আমরা সবাই বলে এসেছি যে, ধ্বংস করার কারণে মুনাফার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় না وَهُوَ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) এটা قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) -এর উপর আত্ফ হয়েছে।

সরল অনুবাদ : কিন্তু যখন তার হুবহু সাদৃশ্য বস্তু হস্তান্তরেও অক্ষম হবে এবং বিচারকের চোখে এ অক্ষমতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে, তখন তার উপর ঐ দিনের অর্থাৎ বিচার দিনের মূল্যই ওয়াজিব হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে বিলুপ্ত হওয়ার দিনের মূল্যই ওয়াজিব হবে। কারণ আসল বস্তুটি প্রত্যার্পণের অক্ষমতা ঐ দিনই প্রমাণিত হয়। আমরা বলি যে, হাঁ আপনার কথাই ঠিক; কিন্তু এ অক্ষমতা বিচারের সময়ই প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর যখন উপরোক্ত সকল ভূমিকা হতে একটি সাধারণ নীতির উৎপত্তি হয়েছে যে, ক্ষতিপূরণ সাদৃশ্য পাওয়া ছাড়া ওয়াজিব হবে না, চাই তা كَامِلْ হোক অথবা قَاصِرْ হোক, আকৃতিগত হোক অথবা আকৃতিগত না হোক, তখন গ্রন্থকার (র.) এ ভূমিকার উপর স্বীয় মাযহাবের পক্ষে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপরীতে তিনটি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। যদিও ঐ ভূমিকাটি কিতাবের মতনে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং তিনি বলেছেন, **এবং আমরা সবাই বলে এসেছি যে, ধ্বংস করার কারণে মুনাফার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় না।** এটা قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ)-এর উপর আত্ফ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْعِجْزَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যে দিন হতে مِثْل বাজারে পাওয়া যায় না সে দিনের মূল্য পরিশোধ করবে। তার উত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন যে, مِثْل না পাওয়ার দিনই অপারগতা সাব্যস্ত হলেও যেহেতু তা প্রকাশ পেয়েছে বিচারের দিন, সেহেতু বিচারের দিনের মূল্যই পরিশোধ করতে হবে।

قَوْلُهُ بِالْاِتْلَافِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) মুনাফা নষ্ট করা বা নষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মুনাফা বিনষ্ট করার কারণে এটার (অর্থাৎ মুনাফার) ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। যেমন—লুটকৃত বস্তুর উপর আরোহণ করার মুনাফা দিতে হয় না। তেমনি মুনাফা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেও তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ব্যাখ্যাকার (র.) আটক রাখা ও অবরুদ্ধ রাখার দ্বারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। আটক রাখা ও অবরুদ্ধ রাখার কারণে মুনাফা বিনষ্ট হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَهُوَ عَطْفٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারত দ্বারা মুসান্নেফ (র.) وَقُلْنَ الخ বাক্যটি কোন বাক্যের উপর عَطْف হয়েছে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে বাক্যের عَطْف বাক্যের উপরই হয়েছে। ইবনুল মালিক বলেছেন, আমাদের মতে এ বাক্যটি মুসান্নেফ (র.)-এর বক্তব্য قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ-এর উপর عَطْف হয়নি। কেননা قَاصِرْ টা كَامِلْ অপেক্ষা অগ্রগামী হওয়ার উপর তা প্রশাখা মাসআলা বিশেষ। ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ইবনুল মালিকের উক্ত মত আমরা সমর্থন করতে পারি না। কেননা তা এ বক্তব্যের উপর প্রশাখা মাসআলা যে, সীমালঙ্ঘনের ক্ষতিপূরণ مِثْل كَامِلْ হিসেবে গণ্য হবে না; বরং مِثْل قَاصِرْ হিসেবে গণ্য হবে। গ্রন্থকারের বক্তব্যে শিথিলতা রয়েছে। কেননা কিসের উপর তিনি এই فَرْعِىْ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন তা বর্ণনা করেননি।

اَىْ وَمِنْ اَجْلِ اَنَّ مَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ لَا يُضْمَنُ شَرْعًا قُلْنَا جَمِيْعًا يَعْنِىْ اَبَا حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبَا يُوْسُفَ وَمُحَمَّدًا (رحـ) بِخِلَافِ الشَّافِعِىْ (رحـ) لَا يُضْمَنُ مَنَافِعُ مَا غَصَبَهُ رَجُلٌ بِالْاِتْلَافِ وَكَذَا بِالْاِمْسَاكِ وَصُوْرَتُهَا رَجُلٌ غَصَبَ فَرَسًا لِاَحَدٍ وَ رَكِبَهُ عِدَّةَ مَرَاحِلَ اَوْ حَبَسَهُ فِىْ بَيْتِهٖ وَلَمْ يَرْكَبْ وَلَمْ يُرْسِلْ فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا جَمِيْعًا اَنَّهُ لَا تُضْمَنُ هٰذِهِ الْمَنَافِعُ بِشَىْءٍ اَمَّا بِالْمَنَافِعِ فَظَاهِرٌ لِاَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ بِالْمَنَافِعِ لَكَانَ بِاَنْ يَرْكَبَ الْمَالِكُ دَابَّةَ الْغَاصِبِ قَدْرَ مَا رَكِبَ الْغَاصِبُ اَوْ يَحْبَسُهُ قَدْرَ مَا حَبَسَهُ الْغَاصِبُ وَ ذٰلِكَ بَاطِلٌ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَ رَاكِبٍ وَبَيْنَ سَيْرٍ وَسَيْرٍ وَحَبْسٍ وَحَبْسٍ وَاَمَّا بِالْاَعْيَانِ وَالْمَالِ فَلِاَنَّ الْمَنَافِعَ عَرَضٌ لَا يَبْقٰى زَمَانَيْنِ وَغَيْرُ مُتَقَوَّمٍ بِخِلَافِ الْمَالِ فَلَا تَمَاثُلَ بَيْنَهُمَا وَاِنَّمَا ضَمِنَّاهَا بِالْمَالِ فِى الْاِجَارَةِ لِاَنَّ لِلرِّضَا تَاْثِيْرًا فِىْ اِيْجَابِ الْاُصُوْلِ وَالْفُضُوْلِ جَمِيْعًا وَلَا تَاْثِيْرَ لِلْعُدْوَانِ فِيْهِ وَالشَّافِعِىْ (رحـ) يَقُوْلُ بِضِمَانِهَا بِالْمَالِ بِقَدْرِ الْعُرْفِ فِىْ كِرَائِهَا اِلٰى ذٰلِكَ الْمَنْزِلِ قِيَاسًا عَلَى الْاِجَارَةِ وَالْوَجْهُ مَا قُلْنَا وَلَابُدَّ لَكَ ج مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَنَافِعِ وَالزَّوَائِدِ فَالْمَنَافِعُ كَرُكُوْبِ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا وَالزَّوَائِدُ كَالنَّسْلِ لِلدَّابَّةِ وَاللَّبَنِ لَهَا وَالثَّمَرَةِ لِلشَّجَرَةِ وَنَحْوِهَا -

শাব্দিক অনুবাদ : اَىْ وَمِنْ اَجْلِ اَنَّ مَالَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ অর্থাৎ যে সকল বস্তুর সাদৃশ্য বিবেক বহির্ভূত নয় لَا يُضْمَنُ شَرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে সেগুলোর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই قُلْنَا جَمِيْعًا يَعْنِىْ اَبَا حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبَا يُوْسُفَ وَمُحَمَّدًا بِخِلَافِ الشَّافِعِىْ (رحـ) এ মূলনীতির কারণে আমরা অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) সকলেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের বিপরীতে অভিমত ব্যক্ত করেছি যে, لَا يُضْمَنُ مَنَافِعُ مَا غَصَبَهُ رَجُلٌ بِالْاِتْلَافِ وَكَذَا بِالْاِمْسَاكِ বিনষ্ট করার কারণে এবং এমনিভাবে আটকে রাখার কারণে ঐ বস্তুর মুনাফার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে না, যা কোনো ব্যক্তি ছিনতাই করেছিল তার وَصُوْرَتُهَا رَجُلٌ غَصَبَ فَرَسًا لِاَحَدٍ وَرَكِبَهُ عِدَّةَ مَرَاحِلَ মাসআলাটির বর্ণনা এই যে, যদি কোনো অন্যকোনো ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছিনতাই করে এবং কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত তার উপর আরোহণ করে اَوْ حَبَسَهُ فِىْ بَيْتِهٖ অথবা সে ঐ ঘোড়াটিক নিজ গৃহে আটকে রাখে وَلَمْ يَرْكَبْ وَلَمْ يُرْسِلْ এবং তার উপর আরোহণও করেনি আর তাকে ছেড়েও দেয়নি فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا جَمِيْعًا اَنَّهُ لَا تُضْمَنُ هٰذِهِ الْمَنَافِعُ بِشَىْءٍ তাহলে এ মাসআলায় আমাদের সকল হানাফী ইমামগণের অভিমত এই যে, এ মুনাফা সমূহের ক্ষতিপূরণ কোনো বস্তু দ্বারাই প্রদান করতে হবে না اَمَّا بِالْمَنَافِعِ فَظَاهِرٌ মুনাফা দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করার কারণ তো একেবারেই সুস্পষ্ট لِاَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ بِالْمَنَافِعِ কেননা, যদি মুনাফা দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় لَكَانَ بِاَنْ يَرْكَبَ الْمَالِكُ دَابَّةَ الْغَاصِبِ قَدْرَ مَا رَكِبَ الْغَاصِبُ তাহলে এটাই করতে হবে যে, মালিক চোরের পশুর উপরও তত মঞ্জিল পরিমাণ আরোহণ করে নেবে, যত মঞ্জিল পরিমাণ চোর এটার উপর আরোহণ করেছিল اَوْ يَحْبَسُهُ قَدْرَ مَا حَبَسَهُ الْغَاصِبُ অথবা সেই পরিমাণ সময় ছিনতাইকারীর পশুকে আটকে রাখবে, যে পরিমাণ সময় ছিনতাইকারী তাকে আটকে রেখেছিল وَذٰلِكَ بَاطِلٌ আর এ কথাটি বাতিল لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَرَاكِبٍ وَبَيْنَ سَيْرٍ وَسَيْرٍ وَحَبْسٍ وَحَبْسٍ কেননা, দুই আরোহণকারী, দুই ভ্রমণ ও দুই আবদ্ধকরণ-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে وَاَمَّا بِالْاَعْيَانِ وَالْمَالِ فَلِاَنَّ الْمَنَافِعَ عَرَضٌ আর হুবহু বস্তু ও মাল দ্বারা এজন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না যে, মুনাফা জামানায় অবশিষ্ট থাকে না وَغَيْرُ مُتَقَوَّمٍ এবং তা মূল্যযোগ্যও নয় بِخِلَافِ الْمَالِ কিন্তু মাল এটার বিপরীত فَلَا تَمَاثُلَ بَيْنَهُمَا সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য হতে পারে না وَاِنَّمَا ضَمِنَّاهَا بِالْمَالِ فِى الْاِجَارَةِ অবশ্য আমরা ইজারার ক্ষেত্রে মুনাফার ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা প্রদান করার কথা বলেছি لِاَنَّ لِلرِّضَاءِ تَاْثِيْرًا فِىْ اِيْجَابِ الْاُصُوْلِ وَالْفُضُوْلِ جَمِيْعًا কেননা, আসল ও অতিরিক্ত উভয়কেই ওয়াজিব করার ব্যাপারে সম্মতির বিরাট প্রভাব রয়েছে وَلَا تَاْثِيْرَ لِلْعُدْوَانِ কিন্তু এ ব্যাপারে অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের মোটেই কোনো প্রভাব নেই وَالشَّافِعِىْ (رحـ) يَقُوْلُ بِضِمَانِهَا بِالْمَالِ بِقَدْرِ الْعُرْفِ فِىْ كِرَائِهَا اِلٰى ذٰلِكَ الْمَنْزِلِ قِيَاسًا عَلَى الْاِجَارَةِ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মাসআলাটিকে ইজারার উপর قياس করে বলেন যে, মাল দ্বারা মুনাফার ক্ষতিপূরণ ততটুকু পদান করা হবে যতটুকু প্রচলন অনুযায়ী এ মঞ্জিল পর্যন্ত সওয়ারির ভাড়া হয়ে থাকে وَالْوَجْهُ مَا قُلْنَا এটার আসল কারণ তা-ই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি وَلَابُدَّ لَكَ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَنَافِعِ وَالزَّوَائِدِ অবশ্য তোমার জন্য জরুরি যে, এরূপ ক্ষেত্রে মুনাফা ও অতিরিক্ত এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা فَالْمَنَافِعُ كَرُكُوْبِ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا মুনাফা-এর দৃষ্টান্ত যেমন পশুর উপর আরোহণ করা এবং এটার দ্বারা বোঝা বহন করানো وَالزَّوَائِدُ كَالنَّسْلِ لِلدَّابَّةِ وَاللَّبَنِ لَهَا وَالثَّمَرَةِ لِلشَّجَرَةِ وَنَحْوِهَا আর অতিরিক্ত এর দৃষ্টান্ত যেমন– পশুর বাচ্চা, পশুর দুগ্ধ ও গাছের ফল ইত্যাদি।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ 'যে সকল বস্তুর সাদৃশ্য বিবেক বহির্ভূত নয়, শরিয়তের দৃষ্টিতে সে গুলোর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই' এ মূলনীতির কারণে আমরা অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) সকলেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের বিপরীতে অভিমত ব্যক্ত করেছি যে, বিনষ্ট করার কারণে এবং এমনিভাবে আটকে রাখার কারণে ঐ বস্তুর মুনাফার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে না, যা কোনো ব্যক্তি ছিনতাই করেছিল তার মাসআলাটির বর্ণনা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছিনতাই করে এবং কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত তার উপর আরোহণ করে অথবা সে ঐ ঘোড়াটিকে নিজ গৃহে আটকে রাখে এবং তার উপর আরোহণও করেনি আর তাকে ছেড়েও দেয়নি, তাহলে এ মাসআলায় আমাদের সকল হানাফী ইমামগণের অভিমত এই যে, এ মুনাফা সমূহের ক্ষতিপূরণ কোনো বস্তু দ্বারাই প্রদান করতে হবে না। মুনাফা দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার কারণ তো একেবারেই সুস্পষ্ট। কেননা যদি মুনাফা দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, তাহলে এটাই করতে হবে যে, মালিক চোরের পশুর উপরও তত মঞ্জিল পরিমাণ আরোহণ করে নেবে, যত মঞ্জিল পরিমাণ চোর এটার উপর আরোহণ করেছিল। অথবা সেই পরিমাণ সময় ছিনতাইকারীর পশুকে আটকে রাখবে, যে পরিমাণ সময় ছিনতাইকারী তাকে আটকে রেখেছিল। আর এ কথাটি বাতিল। কেননা দুই আরোহণকারী, দুই ভ্রমণ ও দুই আবদ্ধকরণ-এর সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আর হুবহু বস্তু ও মাল দ্বারা এ জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না যে, মুনাফা হচ্ছে অন্যের সাহায্যে টিকে থাকা বস্তু, যা দু' জমানায় অবশিষ্ট থাকে না এবং তা মূল্যযোগ্যও নয়। কিন্তু মাল এটার বিপরীত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য হতে পারে না। অবশ্য আমরা ইজারার ক্ষেত্রে মুনাফার ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা প্রদান করার কথা বলেছি। কেননা আসল ও অতিরিক্ত উভয়কেই ওয়াজিব করার ব্যাপারে সম্মতির বিরাট প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের মোটেই কোনো প্রভাব নেই। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মাসআলাটিকে ইজারার উপর قِيَاسْ করে বলেন যে, মাল দ্বারা মুনাফার ক্ষতিপূরণ ততটুকু প্রদান করা হবে যতটুকু প্রচলন অনুযায়ী এ মঞ্জিল পর্যন্ত সওয়ারির ভাড়া হয়ে থাকে। এটার আসল কারণ তাই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অবশ্য তোমার জন্য জরুরি যে, এরূপ ক্ষেত্রে 'মুনাফা' ও অতিরিক্ত-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা ভালো ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। 'মুনাফা'-এর দৃষ্টান্ত যেমন-পশুর উপর আরোহণ করা এবং এটার দ্বারা বোঝা বহন করানো। আর 'অতিরিক্ত'-এর দৃষ্টান্ত যেমন–পশুর বাচ্চা, পশুর দুগ্ধ ও গাছের ফল ইত্যাদি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِلتَّفَاوُتِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) দুই মুনাফার মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এক মুনাফা ও অপর মুনাফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তফাৎ থাকার কারণে আমাদের মতে উভয়ে পরস্পরের সাদৃশ্য হতে পারে না। যেমন-এক আরোহী পরিচালনার যে সব কায়দা-কানুন জানে অপর আরোহী তা জনে না। অপরদিকে রাস্তার পার্থক্যের কারণে দু'টি ভ্রমণের মধ্যে বহু দূরত্ব পরিলক্ষিত হয়। আটককৃত বস্তু ও স্থানের হিসেবে দু'টি আটকের মধ্যেও যথেষ্ট ব্যবধান দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং অপহরণকারীর মুনাফা ও মালিকের মুনাফার মধ্যে সাদৃশ্য নেই। কারো কারো মতে সাদৃশ্য না হওয়ার কারণ হলো আরজ এমন বস্তু যা অস্তিত্ব লাভের ক্ষণিক পরেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং সাদৃশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمَنَافِعَ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) মুনাফার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, মুনাফাটা হলো عَرْض আর কোনো عَرْض দুই মুহূর্তে অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং মুনাফাও একাধিক সময় বাকি থাকে না। আর যা অবশিষ্ট থাকে না তা কায়া বিশিষ্ট নয়। সুতরাং মুনাফা কায়াহীন। আর যা কায়াহীন তা মূল্যহীন হয়ে থাকে। তাতে বুঝা গেল যে, মুনাফাও মূল্যহীন। অতএব বুঝা গেল যে, এটা কোনো বস্তুর বিপরীত। কেননা তা হলো جَوْهَر তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ (স্থিতিশীল) ও কায়া বিশিষ্ট ও মূল্যবান। সুতরাং বস্তু ও মুনাফার মধ্যে কোনো সাদৃশ্যতা নেই। এখানে প্রথম صُغْرٰى অর্থাৎ মুনাফা টা عَرْض হওয়া স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে। এবং প্রথম كُبْرٰى অর্থাৎ عَرْض স্থিতিশীল না হওয়া। এ জন্য যে, একটি عَرْض-এর সাথে আরেকটি عَرْض স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারে না। কেননা স্থিতিশীলতা আকার সম্পন্ন বস্তুর অধীনে হয়ে থাকে। অথচ عَرْض তো আকারহীন বস্তু। আর দ্বিতীয় كُبْرٰى অর্থাৎ কায়াহীন বস্তু মাত্রই মূল্যহীন। কেননা اِحْرَازْ বলে যা সংরক্ষণ রাখা যায় যেন প্রয়োজনে কাজে আসে। আর এটা তো অবশিষ্ট থাকার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যা স্থিতিশীল নয় তা মূল্যযোগ্যও নয়, তাই এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا ضَمِنَّاهَا الخ-এর আলোচনা : মুসান্নেফ (র.) এ ইবারতের দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, মুনাফা যদিও عَرْض ও অস্থিতিশীল তথাপি শরিয়তের দৃষ্টিতে তা মূলবস্তু ও স্থিতিশীল হিসেবে গণ্য। যেমন-কোনো কিছুর ভাড়া দ্বারা মুনাফার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ কোনো ব্যক্তি এ জন্য জন্তু ভাড়া নেয় যে, দুই মঞ্জিল পর্যন্ত সে তাতে আরোহণ করবে এবং তার বিনিময়ে মালিককে দু'দিরহাম দেবে। অতঃপর সে দু'মঞ্জিল পর্যন্ত তাতে আরোহণ করল এবং বিনিময়ে দু'দিরহাম দিয়ে দিল। সুতরাং তদ্রূপ লুটকৃত বস্তুর মুনাফারও ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে?

উত্তর : ইজারার ব্যাপারে আমরা মুনাফার ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা আদায় করতে এ জন্য বলেছি যে, মূল বস্তু ও অতিরিক্ত বস্তুর ওয়াজিব করার ব্যাপারে সম্মতির বিরাট প্রভাব রয়েছে। কেননা সম্মতির কারণে এমন স্থানেও মাল ওয়াজিব হয়ে থাকে যার মোকাবেলায় মাল নেই। যেমন-ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে মালের উপর সন্ধি হলে মাল ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর সম্মতির দ্বারা অতিরিক্ত বস্তু ও মুনাফা ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– কোনো ব্যক্তি একহাজার টাকা মূল্যের একটি গোলাম কয়েক হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে। সুতরাং সম্মতির দ্বারা মূল সম্পদ ও অতিরিক্ত সম্পদ উভয়ই ওয়াজিব হয়ে থাকে, অসম্মতির দ্বারা উভয়ের কোনোটিই ওয়াজিব হয় না। অতএব ইজারার মধ্যে সম্মতি পাওয়া যাওয়ার কারণে মুনাফার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর অপহরণের মধ্যে মুনাফার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। কেননা এতে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম হওয়াটাই বুঝে আসে। তাই এতে পারস্পরিক সম্মতির প্রশ্নই উঠেনা।

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, অনিচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও যা মাল নয় তার মোকাবেলায় মাল ওয়াজিব হয় কেন ? তার উত্তরে বলা হবে যে, এখানে বিশেষ প্রয়োজনে অসম্মতি সত্ত্বেও মাল ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর তা হলো একটি সম্মানিত জীবনকে বিনা মূল্যে বিনষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

فَالْمَغْصُوْبُ بِنَفْسِهٖ يُضْمَنُ بِالْهَلَاكِ وَالْاِسْتِهْلَاكِ جَمِيْعًا وَالزَّوَائِدُ تُضْمَنُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ دُوْنَ الْهَلَاكِ وَالْمَنَافِعُ لَا تُضْمَنُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ وَالْهَلَاكِ فَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْاِسْتِهْلَاكِ بِالْاِتْلَافِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَلَاكَ وَهُوَ الْحَبْسُ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ قِيَاسًا عَلَى الزَّوَائِدِ فَاِنَّ الزَّوَائِدَ لَمَّا لَمْ تُضْمَنْ بِالْهَلَاكِ فَالْمَنَافِعُ اَوْلٰى اَنْ لَاتُضْمَنَ بِهٖ وَهٰذَا الْفَرْقُ مِمَّا يَتَخَبَّطُ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَالْقِصَاصُ لَايُضْمَنُ بِقَتْلِ الْقَاتِلِ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْمَغْصُوْبُ بِنَفْسِهٖ يُضْمَنُ بِالْهَلَاكِ وَالْاِسْتِهْلَاكِ جَمِيْعًا সুতরাং আত্মসাৎকৃত বস্তুর হুবহু ক্ষতিপূরণ নিজ থেকে ধ্বংস হওয়ার দরুন অথবা ধ্বংস করে ফেলার দরুন উভয় কারণেই প্রদান করতে হবে وَالزَّوَائِدُ تُضْمَنُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ دُوْنَ الْهَلَاكِ 'অতিরিক্ত' এর ক্ষতিপূরণ শুধু ধ্বংস করে ফেলার ক্ষেত্রেই প্রদান করতে হবে, ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নয় وَالْمَنَافِعُ لَاتُضْمَنُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ وَالْهَلَاكِ মুনাফা-এর ক্ষতিপূরণ ধ্বংস করে ফেলা অথবা নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রকৃতি কোনো অবস্থাতেই প্রদান করা হবেনা فَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ (রহ.) عَنِ الْاِسْتِهْلَاكِ بِالْاِتْلَافِ এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) اِسْتِهْلَاكْ কে اِتْلَافْ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَلَاكَ وَهُوَ الْحَبْسُ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ قِيَاسًا عَلَى الزَّوَائِدِ কিন্তু هَلَاكْ শব্দটি যার অর্থ حَبْس বা আটকে রাখা এবং যার কোনো কোনো ক্ষতি পূরণ নেই, তার কথা অতিরিক্ত এর উপর কিয়াস করে উল্লেখ করেননি فَاِنَّ الزَّوَائِدَ لَمَّا لَمْ تُضْمَنْ بِالْهَلَاكِ কারণ হালাক হয়ে যাওয়ার জন্য যখন 'অতিরিক্ত'-এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না فَالْمَنَافِعُ اَوْلٰى اَنْ لَا تُضْمَنَ بِهٖ তখন আরো সঙ্গত কারণে 'মুনাফা' এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবেনা وَهٰذَا الْفَرْقُ مِمَّا يَتَخَبَّطُ فِيْهِ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ এটা এমন (সূক্ষ্ম) ধরনের পার্থক্য যে, তা অনুধাবনে অনেকেই ভুল করে থাকেন وَالْقِصَاصُ لَايُضْمَنُ بِقَتْلِ الْقَاتِلِ আর হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলার কারণে قِصَاصْ -এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না।

সরল অনুবাদ : সুতরাং আত্মসাৎকৃত বস্তুর হুবহু ক্ষতিপূরণ নিজ থেকে ধ্বংস হওয়ার দরুন অথবা ধ্বংস করে ফেলার দরুন, উভয় কারণেই প্রদান করতে হবে। 'অতিরিক্ত' এর ক্ষতিপূরণ শুধু ধ্বংস করে ফেলার ক্ষেত্রেই প্রদান করতে হবে, ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নয়। 'মুনাফা' এর ক্ষতিপূরণ 'ধ্বংস করে ফেলা' অথবা নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়া' প্রভৃতি কোনো অবস্থাতেই প্রদান করা হবে না। এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) اِسْتِهْلَاكْ-কে اِتْلَافْ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু هَلَاكْ শব্দটি যার অর্থ حَبْس বা আটকে রাখা এবং যার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, তার কথা 'অতিরিক্ত'-এর উপর কিয়াস করে উল্লেখ করেননি। কারণ হালাক হয়ে যাওয়ার জন্য যখন 'অতিরিক্ত'-এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না, তখন আরো সঙ্গত কারণে 'মুনাফা' এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না। এটা এমন (সূক্ষ্ম) ধরনের পার্থক্য যে, তা অনুধাবনে অনেকেই ভুল করে থাকেন। **আর হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলার কারণে قِصَاصْ-এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَوْلٰى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) যে সব জিনিসকে ছিনতাই করলে মুনাফা দিতে হয় সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো বস্তুর অতিরিক্ত জিনিস মজবুত ও মৌলিক হওয়া সত্ত্বেও বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না; বিধায় মুনাফা যা তার থেকে দুর্বল তাতে তো বিনষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। উল্লেখ্য যে, ফকীহগণ বলেছেন, ফাতোয়া হলো, ওয়াক্ফ বা এতিমের সম্পদ কিংবা এমন সম্পদ যা হেফাজতের জন্য আমানত রাখা হয়েছে। যেমন– ঘর, জমিন ইত্যাদি। এগুলোর মুনাফা ছিনতাই করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। সম্ভবত এ তিনটির ব্যাপারে তারা এমন কোনো বর্ণনা পেয়েছেন যে, এ গুলোর মুনাফার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। তাই তারা অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। অন্যথা সমস্ত রিওয়াইয়াতের বিপরীত তারা এ ফতোয়া কিভাবে দেবেন? —মেশকাতুল আনওয়ার

قَوْلُهٗ وَالْقِصَاصُ لَا يُضْمَنُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কোনো ব্যক্তির হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ ছাড়া তৃতীয় অন্য কোনো ব্যক্তি যদি তাকে হত্যা করে তাহলে তার কি হুকুম হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ মাসআলার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মাঝে মতনৈক্য দেখা যায়, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

১. ওলামায়ে আহনাফ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা সে তাদের কোনো ক্ষতি করেনি; বরং তাদের একজন শত্রুকে হত্যা করে তাদের উপকারই করেছে। তবে যে ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তার ওয়ারিশদেরকে শরিয়ত সম্মতভাবে قِصَاصْ অথবা دِيَتْ দিতে হবে। তথা এ তৃতীয় ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে হত্যা করে থাকে, তাহলে তার উপর قِصَاصْ আসবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে থাকে, তাহলে তার উপর دِيَتْ আসবে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রথম যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে তার ওয়ারিশদেরকে তৃতীয় ব্যক্তি دِيَتْ দিতে হবে। কেননা সেই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের জন্য قِصَاصْ টা এক ধরনের মূল্যযোগ্য মালিকানা। যেমনিভাবে অনিচ্ছাকৃত হত্যা করলে মাল দ্বারা প্রাণের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। সুতরাং মূল্যবান হওয়াটা যেহেতু সাব্যস্ত হলো; অতএব তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মালিকানা বিনষ্ট করার কারণে তার উপর دِيَتْ ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের খণ্ডন : প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত যুক্তি এভাবে খণ্ডন করা হবে যে, যে সব ক্ষেত্রে مُمَاثَلَتْ (সাদৃশ্যতা) অসম্ভব সে সব ক্ষেত্রে دِيَتْ-এর হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো অনিচ্ছাকৃত হত্যা করা। যেন একটি সম্মানিত প্রাণ সম্পূর্ণ ভাবে বৃথা না যায়। আর এটা কেয়াস দ্বারা সাব্যস্ত হয় নি; বরং نَصْ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটা বিশেষ প্রয়োজনের কারণে জায়েজ করা হয়েছে। এর উপর অন্য কোনো জিনিসকে قِيَاسْ করা যাবে না। সুতরাং قِصَاصْ মূলত মূল্যযোগ্য নয়। যদ্দরুন এটা বিনষ্ট করার কারণে তৃতীয় ব্যক্তির উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে?

ওলামায়ে আহনাফদের ও ওলামায়ে শাফেয়ীদের ঐকমত্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপর কোনো قِصَاصْ ওয়াজিব হবে না বিধায় ব্যাখ্যাকার এর কোনো আলোচনা উল্লেখ করেন নি।

تَفْرِيْعٌ ثَانٍ لَنَا عَلَى اَنَّ مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَايُضْمَنُ اَصْلًا يَعْنِيْ اَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ لِغَيْرِهِ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ اَجْنَبِيٌّ غَيْرُ وَرَثَةِ الْمَقْتُوْلِ فَلَا يَضْمَنُ هٰذَا الْاَجْنَبِيُّ لِاَجْلِ وَرَثَةِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَنَا وَاِنْ كَانَ يَضْمَنُ لِاَجْلِ وَرَثَةِ هٰذَا الْقَاتِلِ اَلْبَتَّةَ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْقِصَاصَ مَعْنًى غَيْرَ مُتَقَوَّمٍ فِيْ نَفْسِهِ لَايُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ حَتّٰى تَقُوْلَ اِنَّ الْاَجْنَبِيَّ ضَيَّعَ قِصَاصَهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) وَاِنَّمَا يُتَقَوَّمُ فِيْ حَقِّ الدِّيَةِ فِيْمَا لَايُمْكِنُ الْمُمَاثَلَةُ فِيْهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ اِهْدَارُ الدَّمِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرُوْرَةً وَهٰهُنَا الْاَجْنَبِيُّ مَا ضَيَّعَ لِاَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا بَلْ قَتَلَ عَدُوَّهُمْ فَكَاَنَّهُ اَعَانَهُمْ نَعَمْ يُضْمَنُ ذٰلِكَ لِاَجْلِ اَوْلِيَاءِ هٰذَا الْقَاتِلِ اِمَّا قِصَاصًا وَاِمَّا دِيَةً عَلٰى حَسْبِ مَا تَحَقَّقَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : تَفْرِيْعٌ ثَانٍ لَنَا عَلَى اَنَّ مَالَا مِثْلَ لَهُ لَايُضْمَنُ اَصْلًا এটা আমাদের দ্বিতীয় শাখা মাসআলা, যা এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হয়েছে যে, যে বস্তুর কোনো সাদৃশ্য নেই, তার কদাচ কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় না يَعْنِيْ اَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ لِغَيْرِهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তির উপর অন্যের কিসাস ওয়াজিব রয়েছে فَقَتَلَ الْقَاتِلَ اَجْنَبِيٌّ غَيْرُ وَرَثَةِ الْمَقْتُوْلِ সে হত্যাকারী ব্যক্তিকে যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ব্যতীত অপর কোনো লোক হত্যা করে ফেলে فَلَا يَضْمَنُ هٰذَا الْاَجْنَبِيُّ لِاَجْلِ وَرَثَةِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَنَا তাহলে এ অবস্থায় আমাদের মতে উক্ত নতুন ব্যক্তিটি প্রথম নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে রক্তপণ ও কিসাস-এর মধ্য হতে কোনো ক্ষতিপূরণই প্রদান করবে না وَاِنْ كَانَ يَضْمَنُ لِاَجْلِ وَرَثَةِ هٰذَا الْقَاتِلِ اَلْبَتَّةَ যদিও এ নতুন ব্যক্তিটি অবশ্যই দ্বিতীয় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জিম্মাদার হবে وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْقِصَاصَ مَعْنًى غَيْرَ مُتَقَوَّمٍ فِيْ نَفْسِهِ এটা এজন্য যে, কিসাস নিজেই এমন একটি বস্তু, যা মূল্য যোগ্য নয় لَايُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ এবং তার জন্য এরূপ কোনো যুক্তিসম্মত সাদৃশ্য নেই حَتّٰى تَقُوْلَ اِنَّ الْاَجْنَبِيَّ যার ভিত্তিতে আপনি বলতে পারেন যে, এ নতুন ব্যক্তিটি ضَيَّعَ قِصَاصَهُ প্রথম নিহত ব্যক্তির কিসাসকে নষ্ট করে দিয়েছে فَتَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ এজন্য তার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত وَاِنَّمَا يُتَقَوَّمُ فِيْ حَقِّ الدِّيَةِ فِيْمَا لَايُمْكِنُ الْمُمَاثَلَةُ فِيْهِ অবশ্য কিসাস রক্তপণের ক্ষেত্রে এ অবস্থায় মূল্যযোগ্য হবে যেখানে সাদৃশ্য সম্ভব নয় لِئَلَّا يَلْزَمَ اِهْدَارُ الدَّمِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرُوْرَةً যেন হত্যাকাণ্ডটি বাহ্যত সম্পূর্ণরূপে বৃথা ও বাতিল হয়ে না যায় وَهٰهُنَا الْاَجْنَبِيُّ مَا ضَيَّعَ لِاَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا আর উল্লিখিত অবস্থায় নতুন লোকটি প্রথম নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের কোনো কিছুই নষ্ট করে নি بَلْ قَتَلَ عَدُوَّهُمْ বরং সে তাদের শত্রুকে হত্যা করেছে فَكَاَنَّهُ اَعَانَهُمْ এবং এ অর্থে সে তাদের সাহায্যই করেছে نَعَمْ يُضْمَنُ ذٰلِكَ لِاَجْلِ اَوْلِيَاءِ هٰذَا الْقَاتِلِ অবশ্য এ নতুন লোকটি উক্ত দ্বিতীয় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণকে ক্ষতিপূরণ দানের জিম্মাদার হবে اِمَّا قِصَاصًا وَاِمَّا دِيَةً عَلٰى حَسْبِ مَا تَحَقَّقَ চাই তা কিসাসরূপে হোক অথবা রক্তপণ হিসেবে, যে ভাবে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে, তার উপর বিবেচনা করে قصاص অথবা রক্তপণ নির্ধারিত হবে।

সরল অনুবাদ : এটা আমাদের দ্বিতীয় শাখা মাসআলা, যা এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হয়েছে যে, 'যে বস্তুর কোনো সাদৃশ্য নেই, তার কদাচ কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় না।' অর্থাৎ যে ব্যক্তির উপব অন্যের কিসাস ওয়াজিব রয়েছে, সে হত্যাকারী ব্যক্তিকে যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ব্যতীত অপর কোনো লোক হত্যা করে ফেলে, তাহলে এ অবস্থায় আমাদের মতে উক্ত নতুন ব্যক্তিটি প্রথম নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে রক্তপণ ও কিসাস-এর মধ্য হতে কোনো ক্ষতিপূরণই প্রদান করবে না। যদিও এ নতুন ব্যক্তিটি অবশ্যই দ্বিতীয় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জিম্মাদার হবে। এটা এ জন্য যে, কিসাস নিজেই এমন একটি বস্তু, যা মূলযোগ্য নয় এবং তার জন্য এরূপ কোনো যুক্তি সম্মত সাদৃশ্য নেই; যার ভিত্তিতে আপনি বলতে পারেন যে, এ নতুন ব্যক্তিটি প্রথম নিহত ব্যক্তির কিসাসকে নষ্ট করে দিয়েছে, এ জন্য তার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। অবশ্য কিসাস রক্তপণের ক্ষেত্রে এ অবস্থায় মূল্যযোগ্য হবে যেখানে সাদৃশ্য সম্ভব নয়। যেন হত্যাকাণ্ডটি বাহ্যত সম্পূর্ণরূপে বৃথা ও বাতিল হয়ে না যায়। আর উল্লিখিত অবস্থায় নতুন লোকটি প্রথম নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের কোনো কিছুই নষ্ট করেনি; বরং সে তাদের শত্রুকে হত্যা করেছে এবং এ অর্থে সে তাদের সাহায্যই করেছে। অবশ্য এ নতুন লোকটি উক্ত দ্বিতীয় নিহত ব্যক্তিব ওয়ারিশগণকে ক্ষতিপূরণ দানের জিম্মাদার হবে, চাই তা কিসাসরূপে হোক অথবা রক্তপণ হিসেবে, যেভাবে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে, তার উপর বিবেচনা করে قِصَاصٌ অথবা রক্তপণ নির্ধারিত হবে।

وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَايُضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ تَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ لَنَا عَلٰى اَنَّ مَا لَامِثْلَ لَهٗ لَايُضْمَنُ يَعْنِىْ اِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ بِاَنَّهٗ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهٗ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَحَكَمَ الْقَاضِىْ عَلَيْهِ بِاَدَاءِ الْمَهْرِ وَالتَّفْرِيْقِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ فَعِنْدَنَا لَايَضْمَنَانِ لِلزَّوْجِ شَيْئًا لِاَنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِسَبَبِ الدُّخُوْلِ سَوَاءٌ كَانَ طَلَّقَهَا اَوْ لَا فَمَا اَتْلَفَا عَلَيْهِ شَيْئًا لِاَنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِسَبَبِ الدُّخُوْلِ سَوَاءٌ كَانَ طَلَّقَهَا اَوْ لَا فَمَا اَتْلَفَا عَلَيْهِ شَيْئًا اِلَّا حَلَّ اِسْتِمْتَاعَهٗ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ الَّذِىْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ لَهٗ مِثْلٌ لَامُمَاثَلَةَ الْبُضْعِ بِبُضْعٍ اٰخَرَ فَاِنَّ ذٰلِكَ فِى الشَّرِيْعَةِ حَرَامٌ وَلَامُمَاثَلَةَ بِالْمَالِ لِاَنَّ تَقَوُّمَهٗ بِالْمَالِ لَايَظْهَرُ اِلَّا عِنْدَ النِّكَاحِ ضَرُوْرَةً لِشَرَفِهٖ وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّفْرِيْقِ اَصْلًا وَلِهٰذَا صَحَّتْ اِزَالَتُهٗ بِالطَّلَاقِ بِلَا بَدْلٍ وَلَاشُهُوْدٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا اِذْنٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَايُضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ আর সহবাসের পর তালাকের সাক্ষ্য দ্বারা বৈবাহিক মালিকানার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না تَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ لَنَا এটা আমাদের তৃতীয় প্রশাখা মূলক মাসআলা عَلٰى اَنَّ مَا لَامِثْلَ لَهٗ لَايُضْمَنُ যা এ কথার উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হয়েছে যে, যে বস্তুর সাদৃশ্য নেই তার কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হয় না يَعْنِىْ اِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ অর্থাৎ যখন দু'জন লোক এ মর্মে সাক্ষ্য দান করবে যে, بِاَنَّهٗ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهٗ بَعْدَ الدُّخُوْلِ স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের পর তালাক প্রদান করেছে فَحَكَمَ الْقَاضِىْ عَلَيْهِ بِاَدَاءِ الْمَهْرِ وَالتَّفْرِيْقِ এবং এটার উপর ভিত্তি করে বিচারক স্বামীকে মোহর আদায় করার ও বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম প্রদান করবে ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ আর তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেবে فَعِنْدَنَا لَايَضْمَنَانِ لِلزَّوْجِ شَيْئًا তখন আমাদের মতে সাক্ষীদ্বয় স্বামীকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণই প্রদান করবে না لِاَنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِسَبَبِ الدُّخُوْلِ কেননা, مَهْر তো স্বামীর উপর সহবাসের কারণে ওয়াজিবই ছিলই سَوَاءٌ كَانَ طَلَّقَهَا اَوْلَا চাই সে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করুক বা না করুক فَمَا اَتْلَفَا عَلَيْهِ شَيْئًا اِلَّا حَلَّ اِسْتِمْتَاعَهٗ بِالْمَرْأَةِ সুতরাং সাক্ষীদ্বয় তার কোনো ক্ষতিই সাধন করেনি, অবশ্য এতটুকু করেছে যে, তার স্বামীর জন্য স্ত্রীর সেই যৌনাঙ্গ উপভোগ হালাল হওয়াকে নষ্ট করে দিয়েছে وَهُوَ الَّذِىْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ যা বৈবাহিক মালিকানা নামে অভিহিত وَلَيْسَ لَهٗ مِثْلٌ لَا مُمَاثَلَةَ الْبُضْعِ بِبُضْعٍ اٰخَرَ আর এটার কোনো সাদৃশ্য নেই, কেননা, এক যৌনাঙ্গের সাথে অপর যৌনাঙ্গের কোনো সাদৃশ্যই হয় না فَاِنَّ ذٰلِكَ فِى الشَّرِيْعَةِ حَرَامٌ কেননা, এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম وَلَا مُمَاثَلَةَ بِالْمَالِ আর মালের মাধ্যমেও সাদৃশ্য হতে পারে لِاَنَّ تَقَوُّمَهٗ بِالْمَالِ لَايَظْهَرُ اِلَّا عِنْدَ النِّكَاحِ ضَرُوْرَةً لِشَرَفِهٖ কেননা, মাল দ্বারা তার মূল্য নিরূপণ শুধু বিবাহের সময় বিশেষ ও প্রয়োজন তার সম্মানের জন্যই হয়ে থাকে وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّفْرِيْقِ اَصْلًا আর বিচ্ছেদের সময় তো তা মোটেই হয় না وَلِهٰذَا صَحَّتْ اِزَالَتُهٗ بِالطَّلَاقِ بِلَا بَدْلٍ وَلَا شُهُوْدٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا اِذْنٍ এ জন্যই কোনোরূপ বিনিময়, সাক্ষী, অভিভাবক ও সম্মতি ছাড়াই তালাকের মাধ্যমে এ মালিকানার অপনোদন শুদ্ধ রয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর সহবাসের পর তালাকের সাক্ষ্য দ্বারা বৈবাহিক মালিকনার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। এটা আমাদের তৃতীয় প্রশাখা মূলক মাসআলা, যা এ কথার উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত হয়েছে যে, 'যে বস্তুর সাদৃশ্য নেই তার কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হয় না।' অর্থাৎ যখন দু'জন লোক এ মর্মে সাক্ষ্য দান করবে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের পর তালাক প্রদান করেছে এবং এটার উপর ভিত্তি করে বিচারক স্বামীকে মোহর আদায় করার ও বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম প্রদান করবে। আর তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেবে, তখন আমাদের মতে সাক্ষীদ্বয় স্বামীকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণই প্রদান করবে না। কেননা مَهْر তো স্বামীর উপর সহবাসের কারণে ওয়াজিব ছিলই, চাই সে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করুক বা না করুক। সুতরাং সাক্ষীদ্বয় তার কোনো ক্ষতিই সাধন করেনি। অবশ্য এতটুকু করেছে যে, তার স্বামীর জন্য স্ত্রীর সেই যৌনাঙ্গ উপভোগ হালাল হওয়াকে নষ্ট করে দিয়েছে, যা বৈবাহিক মালিকানা নামে অভিহিত। আর এটার কোনো সাদৃশ্য নেই। কেননা এক যৌনাঙ্গের সাথে অপর যৌনাঙ্গের কোনো সাদৃশ্যই হয় না। কেননা এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আর মালের মাধ্যমেও সাদৃশ্য হতে পারে না। কেননা মাল দ্বারা তার মূল্য নিরূপণ শুধু বিবাহের সময় বিশেষ প্রয়োজনে তার সম্মানের জন্যই হয়ে থাকে। আর বিচ্ছেদের সময় তো তা মোটেই হয় না। এ জন্যই কোনোরূপ বিনিময়, সাক্ষী, অভিভাক ও সম্মতি ছাড়াই তালাকের মাধ্যমে এ মালিকানার অপনোদন শুদ্ধ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمِلْكُ النِّكَاحِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مِلْكُ النِّكَاحِ-এর মুনাফা নষ্ট করার কারণে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مِلْكُ النِّكَاحِ বা বৈবাহিক অধিকার বলতে স্ত্রীর সাথে সহবাসের স্বাদ গ্রহণের অধিকারকে বুঝানো হয়েছে। যদি কোনো দু'ব্যক্তি কারো স্ত্রীর উপর মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে কাজির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিয়ে পরে আবার ঘোষণা করে আমরা মিথ্যা বলেছিলাম, তাহলে সাক্ষীদ্বয়ের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা তারা মুনাফা বিনষ্ট করেছে। আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মুনাফার কোনো مِثْل নেই। অতএব উল্লিখিত মুনাফারও কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

قَوْلُهٗ وَلَايَظْهَرُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) বিবাহের ক্ষেত্রে مِلْكُ النِّكَاحِ কি কারণে মূল্যযোগ্য হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে বিশেষ বিবেচনায় مِلْكُ النِّكَاحِ -কে মূল্যযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে বিচ্ছেদের সময় এ مِلْكُ النِّكَاحِ তথা স্ত্রী সম্ভোগের অধিকারকে মূল্যযোগ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হবে না। কারণ مِلْكُ النِّكَاحِ পরিত্যাগ করা কোনোরূপ বিনিময়, সাক্ষী, অনুমতি ও ওলী ব্যতিরেকেই কার্যকর হয়ে থাকে। কিন্তু উপরোক্ত বিষয়গুলো ব্যতীত তা সংঘটিত হয় না। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল খণ্ডিত হয়ে যায়। কেননা তিনি বলেছেন যে, مِلْكُ النِّكَاحِ স্বামীর উপর মালের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং সংঘটিত হওয়া হিসেবে স্বামীর জন্য مِلْكُ النِّكَاحِ মূল্যযোগ্য হবে। আর হুবহু সংঘটিত বস্তুই তো পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং পরিত্যক্ত হওয়া হিসেবেও তা মূল্যযোগ্য হবে এবং উল্লিখিত কারণে সাক্ষীদ্বয় স্বামীকে مَهْرِ مِثْل পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

وَاِنَّمَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمَةً فِى الْخُلْعِ بِالنَّصِّ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَاِنَّمَا قُيِّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ لِاَنَّهٗ اِذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ ثُمَّ رَجَعَ يَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ لِاَنَّ قَبْلَ الدُّخُوْلِ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ اِلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ لِاَنَّهَا تَحْتَمِلُ اَنْ تَرْتَدَّ اَوْ طَاوَعَتْ اِبْنَ الزَّوْجِ فَحِيْنَئِذٍ يَبْطُلُ الْمَهْرُ اَصْلًا وَاِنَّمَا اَكَّدَ نِصْفَ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ الشَّاهِدَيْنِ اَخَذَا نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ وَاَعْطَاهَا فَيَضْمَنَانِ مَا اَعْطَاهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمَةً فِى الْخُلْعِ بِالنَّصِّ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ আর خُلْع-এর অবস্থায় যৌনাঙ্গের মুনাফার মূল্য নিরূপণ قِيَاسْ-এর পরিপন্থি শুধু نَصّ দ্বারাই এটা সাব্যস্ত হয়েছে وَاِنَّمَا قُيِّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ আর সহবাসের পর তালাক প্রদানের শর্ত আরোপ করা হয়েছে لِاَنَّهٗ اِذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ এজন্য যে, যখন উভয় সাক্ষীই সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদানের সাক্ষ্য দান করবে ثُمَّ رَجَعَ يَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ এবং তারপর তা প্রত্যাহার করে নেবে, তখন তার স্বামীকে অর্ধেক مَهْر প্রদানের জিম্মাদার বানানো হবে لِاَنَّ قَبْلَ الدُّخُوْلِ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ اِلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ কেননা, সহবাসের পূর্বে স্বামীর উপর শুধু তালাক প্রদানের সময়ই مَهْر ওয়াজিব হয়ে থাকে لِاَنَّهَا تَحْتَمِلُ اَنْ تَرْتَدَّ اَوْطَاوَعَتْ اِبْنَ الزَّوْجِ কেননা তখন এ সম্ভাবনার অবকাশ থাকে যে, হয়তো স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হয়ে যেতে পারে অথবা স্বামীর পুত্রের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে فَحِيْنَئِذٍ এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ مَهْر-ই বাতিল হয়ে যাবে يَبْطُلُ الْمَهْرُ اَصْلًا وَاِنَّمَا اَكَّدَ نِصْفَ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ এখানে অর্ধেক مَهْر প্রদান করার তাকিদ শুধু তালাকের জন্যই করা হয়েছে فَكَانَ الشَّاهِدَيْنِ اَخَذَا نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ وَاَعْطَاهَا যেন বিষয়টি এরূপ হয়ে গেল যে, সাক্ষীদ্বয় স্বামীর নিকট হতে অর্ধেক مَهْر গ্রহণ করে স্ত্রীকে অর্পণ করেছে فَيَضْمَنَانِ مَا اَعْطَاهَا সুতরাং তারা ঐ বস্তুরই জিম্মাদার হবে যা তারা স্ত্রীকে প্রদান করেছে।

সরল অনুবাদ : আর خُلْع-এর অবস্থায় যৌনাঙ্গের মুনাফার মূল্য নিরূপণ قِيَاسْ-এর পরিপন্থি। শুধু نَصّ দ্বারাই এটা সাব্যস্ত হয়েছে। আর সহবাসের পর তালাক প্রদানের শর্ত এ জন্য আরোপ করা হয়েছে যে, যখন উভয় সাক্ষীই সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদানের সাক্ষ্য দান করবে এবং তারপর তা প্রত্যাহার করে নেবে, তখন তার স্বামীকে অর্ধেক مَهْر প্রদানের জিম্মাদার বানানো হবে। কেননা সহবাসের পূর্বে স্বামীর উপর শুধু তালাক প্রদানের সময়ই مَهْر ওয়াজিব হয়ে থাকে। কেননা তখন এ সম্ভাবনার অবকাশ থাকে যে, হয়তো স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হয়ে যেতে পারে অথবা স্বামীর পুত্রের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ مَهْر ই বাতিল হয়ে যাবে। এখানে অর্ধেক مَهْر প্রদান করার তাকিদ শুধু তালাকের জন্যই করা হয়েছে। যেন বিষয়টি এরূপ হয়ে গেল যে, সাক্ষীদ্বয় স্বামীর নিকট হতে অর্ধেক مَهْر গ্রহণ করে স্ত্রীকে অর্পণ করেছে। সুতরাং তারা ঐ বস্তুরই জিম্মাদার হবে যা তারা স্ত্রীকে প্রদান করেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا تَصِيْرُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নেফ (র.) শাফেয়ীদের পক্ষ হতে হানাফীদের উপর উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : আপনারা (ফিকহে হানাফীর অনুসারীগণ) বলেছেন যৌনাঙ্গের কোনো মূল্য হয় না, একমাত্র বিবাহের সময় বিবাহের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে মূল্যযোগ্য হিসেবে মানা হয়েছে। কিন্তু বিচ্ছেদের সময় কোনো মূল্যই থাকে না। যদি তাই হয়ে থাকে তবে خُلْع-এর সময় তা মূল্য বিশিষ্ট হয় কি করে? তথা স্ত্রী خُلْع-এর ক্ষেত্রে টাকা দিয়ে স্বামীকে বাধ্য করে নিজকে মুক্ত করতে হয় কেন? এটাতে مِلْكُ النِّكَاحِ তথা যৌনাঙ্গের মুনাফা পরিত্যাগ বা বিচ্ছেদ স্বরূপ?

উত্তর : উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে خُلْع পৃথকভাবে نَصّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, তাতে কোনো قِيَاسْ-এর দখল নেই; বরং তা قِيَاسْ-এর বিপরীত। অতএব خُلْع-এর মাসআলাকে দলিল বানিয়ে ফিক্‌হে হানাফীর উপর প্রশ্ন করা অযৌক্তিক।

قَوْلُهٗ اَوْطَاوَعَتْ الخ -এর আলোচনা : স্ত্রী যদি সঙ্গমের পূর্বে স্বামীর পুত্রসন্তানের সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে স্ত্রী স্বামী হতে مَهْر পাবে কি না? উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, স্ত্রী যদি স্বামীর পুত্রসন্তানকে তার সাথে অবৈধ কর্মের প্রশ্রয় দেয় এবং অবৈধ কর্মে লিপ্তও হয়, তবে ঐ স্বামীর জন্য সে চিরজীবন হারাম হয়ে যাবে এবং উক্ত অবৈধ সম্পর্কের কারণে তার مَهْر বাতিল রূপে গণ্য হবে।

قَوْلُهٗ اَخَذَا الخ -এর আলোচনা : সহবাসের পূর্বে তালাকের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাকে মুনাফা নষ্টের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না? মুসান্নেফ (র.) সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, সহবাসের পূর্বে স্বামীর উপর তালাক ব্যতীত مَهْر ওয়াজিব হয় না। উক্ত স্থানে তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য দানের কারণে স্বামীকে مَهْر-এর অর্ধেক দিতে হয়েছে, বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী উভয় ব্যক্তিকে উক্ত অর্ধেক مَهْر-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা সেই হিসেবে সাক্ষীদ্বয় যেন স্বামী হতে অর্ধেক مَهْر গ্রহণ করে স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছে। মোট কথা, সাক্ষীদ্বয় যেন পরোক্ষভাবে অর্ধেক مَهْر অপহরণকারী সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং উক্ত মাসআলা দ্বারা مِلْكُ النِّكَاحِ মূল্যযোগ্য হওয়া প্রমাণ করা অসম্ভব।

এক নজরে اَمْر -এর প্রকারসমূহ

অনুশীলনী ـ اَلْمُنَاقَشَةُ

١. مَا مَعْنَى الْاَمْرِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟ بَيِّنُوْا مَعَ فَوَائِدِ قُيُوْدِهٖ. ثُمَّ فَصِّلُوْا مَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْاَمْرِ؟ حَقَّ التَّفْصِيْلِ.

٢. شَرِّحُوْا قَوْلَ الْمُصَنِّفِ (رح) "وَيَخْتَصُّ مُرَادُهٗ بِصِيْغَةٍ لَازِمَةٍ" وَهَلْ يَخْتَصُّ مُرَادُ الْاَمْرِ بِصِيْغَةٍ ؟ فَصِّلُوْا.

٣. مَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ كَوْنِ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ مُوْجِبًا ؟ بَيِّنُوْا اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ بِالْاَدِلَّةِ.

٤. اِذَا اُرِيْدَتْ بِالْاَمْرِ الْاِبَاحَةُ فَهِىَ حَقِيْقَةٌ اَمْ مَجَازٌ ؟ اَوْضِحُوْا.

٥. هَلِ الْاَمْرُ يَقْتَضِى التَّكْرَارَ اَمْ لَا ؟ بَيِّنُوْا مَعَ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ بِالتَّفْصِيْلِ.

٦. هَلْ يَجُوْزُ الْاَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ ؟ فَصِّلُوْا حَقَّ التَّفْصِيْلِ.

٧. مَا الدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ لَايَقْتَضِى التَّكْرَارَ وَلَا يَحْتَمِلُهٗ ؟ وَلِمَ تَتَكَرَّرُ الْعِبَادَاتُ مِثْلُ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ اَوْضِحُوْا.

٨. مَا مَعْنَى الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَبِاَيِّ شَيْءٍ يَجِبُ الْقَضَاءُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ ؟ بَيِّنْ مَعَ اَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ بِالتَّفْصِيْلِ.

٩. كَمْ نَوْعًا لِلْاَدَاءِ ؟ ثُمَّ بَيِّنُوْا اَقْسَامَهٗ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ وَبَيِّنُوْا لِكُلِّ وَاحِدٍ مُمَثَّلًا.

١٠. كَمْ نَوْعًا لِلْقَضَاءِ ؟ بَيِّنُوْا اَقْسَامَهٗ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

بَيَانُ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ وَلِغَيْرِهٖ
হাসান লিআইনিহী ও হাসান লিগাইরিহী-এর বর্ণনা

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَامُوْرِ بِهٖ فَقَالَ وَلَابُدَّ لِلْمَامُوْرِ بِهٖ مِنْ صِفَةِ الْحَسَنِ ضَرُوْرَةً اَنَّ الْاٰمِرَ حَكِيْمٌ يَعْنِىْ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ حَسَنًا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَمْرِ وَلٰكِنْ يُعْرَفُ ذٰلِكَ بِالْاَمْرِ ضَرُوْرَةً اَنَّ الْاٰمِرَ حَكِيْمٌ وَالْحَكِيْمُ لَايَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَهٰذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ الْحَاكِمُ بِالْحَسَنِ وَالْقُبْحِ وَهُوَ الْعَقْلُ لَا دَخْلَ فِيْهِ لِلشَّرْعِ وَعِنْدَ الْاَشْعَرِيِّ الْحَاكِمُ بِهِمَا هُوَ الشَّرْعُ لَا دَخْلَ فِيْهِ لِلْعَقْلِ ثُمَّ شَرَعَ فِىْ تَقْسِيْمِ الْحَسَنِ اِلٰى عَيْنِهٖ وَاِلٰى غَيْرِهٖ وَتَقْسِيْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا اِلٰى اَقْسَامِهِمَا فَقَالَ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِعَيْنِهٖ اَىْ اَلْحُسْنُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِذَاتِ الْمَامُوْرِ بِهٖ بِاَنْ يَّكُوْنَ حُسْنُهٗ فِىْ ذَاتِ مَا وُضِعَ لَهٗ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَهٰذَا ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ عَلٰى مَاقَالَ وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَّايَقْبَلَ السُّقُوْطَ اَوْيَقْبَلَهٗ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ-এর প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে شَرَعَ فِىْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَامُوْرِ بِهٖ - مَامُوْر بِهٖ তথা আহকামের حُسْن (সৌন্দর্য) সম্পর্কীয় আলোচনা শুরু করেছেন فَقَالَ তিনি বলেছেন وَلَابُدَّ لِلْمَامُوْرِ بِهٖ مِنْ صِفَةِ الْحَسَنِ ضَرُوْرَةً اَنَّ الْاٰمِرَ حَكِيْمٌ আদেশদাতা যেহেতু পরম প্রজ্ঞাময় তাই مَامُوْر بِهٖ বা আদেশকৃত আহকামের মধ্যে সৌন্দর্যের গুণ বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক يَعْنِىْ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ حَسَنًا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَمْرِ অর্থাৎ এটা খুবই জরুরি যে, مَامُوْر بِهٖ বা হুকুমসমূহ নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার নিকট সৌন্দর্যের গুণাবলিতে সমৃদ্ধ থাকবে وَلٰكِنْ يُعْرَفُ ذٰلِكَ بِالْاَمْرِ কিন্তু তার অবগতি اَمْرٌ-এর মাধ্যমেই অর্জিত হবে ضَرُوْرَةً اَنَّ الْاٰمِرَ حَكِيْمٌ কেননা, এটা বাস্তব যে, নির্দেশদাতা পরম প্রজ্ঞাময় وَالْحَكِيْمُ لَايَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ আর জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান কখনোই মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন না وَهٰذَا عِنْدَنَا এটা হানাফীগণের মাযহাব وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ আর মুতাযেলীদের মতে الْحَاكِمُ بِالْحَسَنِ وَالْقُبْحِ وَهُوَ الْعَقْلُ আকল বা বিবেকবুদ্ধিই হচ্ছে সকল সুন্দর ও অসুন্দরের নির্দেশদাতা لَادَخْلَ فِيْهِ لِلشَّرْعِ তাতে শরিয়তের কোনো হাত নেই وَعِنْدَ الْاَشْعَرِيِّ الْحَاكِمُ بِهِمَا هُوَ الشَّرْعُ আর আশ'আরীগণের মতে শরিয়ত হচ্ছে সকল সুন্দর ও অসুন্দরের আদেশদাতা لَادَخْلَ فِيْهِ لِلْعَقْلِ তাতে আকল বা বিবেক বুদ্ধির কোনো হস্তক্ষেপ নেই ثُمَّ شَرَعَ فِىْ تَقْسِيْمِ الْحَسَنِ اِلٰى عَيْنِهٖ وَاِلٰى غَيْرِهٖ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) حُسْنٌ বা সৌন্দর্যকে ১. حُسْنٌ لِعَيْنِهٖ বা স্বয়ং সৌন্দর্য ও ২. حُسْنٌ لِغَيْرِهٖ বা প্রাসঙ্গিক সৌন্দর্য এ দু'প্রকারে বিভক্ত করেছেন– وَتَقْسِيْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا اِلٰى اَقْسَامِهِمَا এবং তারপর সেগুলোর প্রত্যেকটিরই প্রাকারাদি বর্ণনা করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِعَيْنِهٖ এ حَسَنٌ (সৌন্দর্য) টা হয়তো حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ বা স্বয়ং সৌন্দর্য হবে اَىْ اَلْحُسْنُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِذَاتِ الْمَامُوْرِ بِهٖ অর্থাৎ حَسَنٌ (সৌন্দর্য) টা مَامُوْر بِهٖ বা আদেশকৃত বিষয়ের সত্তার কারণে হবে بِاَنْ يَّكُوْنَ حُسْنُهٗ فِىْ ذَاتِ مَا وُضِعَ لَهٗ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ এভাবে যে, مَامُوْر بِهٖ কে যার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তার حُسْنٌ বা সৌন্দর্যটা সেই বস্তুর সত্তার মধ্যে কোনো মাধ্যম ছাড়াই বিদ্যমান থাকবে وَهٰذَا ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ عَلٰى مَا قَالَ আর এটা গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা অনুযায়ী তিন প্রকার اِمَّا اَنْ لَا يَقْبَلَ السُّقُوْطَ اَوْ يَقْبَلَهٗ এই حُسْنٌ (সৌন্দর্য) টা হয়তো ১. অবিচ্ছেদযোগ্য হবে অথবা ২. বিচ্ছেদযোগ্য হবে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) اَدَاءٌ ও قَضَاءٌ-এর প্রকার সমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে مَامُوْر بِهٖ তথা আহকামের حُسْن (সৌন্দর্য) সম্পর্কীয় আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, **আদেশদাতা যেহেতু পরম প্রজ্ঞাময়, তাই مَامُوْر بِهٖ বা আদেশকৃত আহকামের মধ্যে সৌন্দর্যের গুণ বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক।** অর্থাৎ এটা খুবই জরুরি যে, مَامُوْر بِهٖ বা হুকুমসমূহ নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার নিকট সৌন্দর্যের গুণাবলিতে সমৃদ্ধ থাকবে। কিন্তু তার অবগতি اَمْرٌ-এর মাধ্যমেই অর্জিত হবে। কেননা এটা বাস্তব যে, নির্দেশদাতা পরম প্রজ্ঞাময়। আর জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান কখনোই মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন না। এটা হানাফীগণের মাযহাব। আর মু'তাযেলীদের মতে আকল বা বিবেক-বুদ্ধিই হচ্ছে সকল সুন্দর ও অসুন্দরের নির্দেশদাতা

তাতে শরিয়তের কোনো হাত নেই। আর আশ'আরীগণের মতে শরিয়ত হচ্ছে সকল সুন্দর ও অসুন্দরের আদেশদাতা, তাতে আকল বা বিবেক বুদ্ধির কোনো হস্তক্ষেপ নেই অতঃপর গ্রন্থকার (র.) حَسَنٌ বা সৌন্দর্যকে (১) حَسَنٌ لِعَيْنِهِ বা স্বয়ং সৌন্দর্য ও (২) حَسَنٌ لِغَيْرِهِ বা প্রাসঙ্গিক সৌন্দর্য, এ দু' প্রকারে বিভক্ত করেছেন এবং তারপর সেগুলোর প্রত্যেকটিরই প্রকারাদি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, এ حَسَنٌ (সৌন্দর্য) **টা হয়তো حَسَنٌ لِعَيْنِهِ বা স্বয়ং সৌন্দর্য হবে।** অর্থাৎ حَسَنٌ (সৌন্দর্য) টা مَامُوْرٌبِهِ বা আদেশকৃত বিষয়ের সত্তার কারণে হবে এভাবে যে, مَامُوْرٌبِهِ -কে যার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, তার حَسَنٌ বা সৌন্দর্যটা সেই বস্তুর সত্তার মধ্যে কোনো মাধ্যম ছাড়াই বিদ্যমান থাকবে। আর এটা গ্রন্থকার (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিন প্রকার। **এই حَسَنٌ (সৌন্দর্য) টা হয়তো (১) অবিচ্ছেদযোগ্য হবে অথবা (২) বিচ্ছেদযোগ্য হবে।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا عِنْدَنَا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) কোনো এক বস্তুর ব্যাপারে حَسَنٌ বা قَبِيْحٌ কি হিসেবে নির্ধারণ হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো একটি বস্তুর ভালো মন্দ নির্ণয় করার জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত حُسْنُ الْفِعْلِ কার্যটি সুন্দর বা ভালো হওয়ার অর্থ হলো, কার্যটি পূর্ণত্বের গুণ বিশিষ্ট হওয়া। যেমন- عِلْم বা বিদ্যা। আর قَبِيْحُ الْفِعْلِ তথা কার্যটি অসুন্দর বা মন্দ হওয়ার অর্থ হলো, তা ত্রুটি সম্পন্ন হওয়া, যেমন- মূর্খতা, এটা সর্ব সম্মতভাবে عَقْلِيٌّ অর্থাৎ বিবেক দ্বারা নির্ণয় করা হয়, এমনকি শরিয়তের অনুপস্থিতিতেও ত্রুটি ও পূর্ণতার দিক বিবেচনায় কতিপয় বস্তু حَسَنٌ এবং কিছু বস্তু قَبِيْحٌ হিসেবে ধর্তব্য। তদ্রূপ حُسْنُ الْفِعْلِ-এর অর্থ দুনিয়াবী স্বার্থানুকূল্যে হওয়া এবং قَبِيْحُ الْفِعْلِ-এর অর্থ দুনিয়াবী স্বার্থের পরিপন্থি হওয়াও সর্ব সম্মতভাবে عَقْلٌ দ্বারা স্বীকৃত। তবে حُسْنُ الْفِعْلِ অর্থাৎ 'কার্যটির কর্তা প্রশংসিত ও ছওয়াবের যোগ্য হওয়া এবং قَبِيْحُ الْفِعْلِ কার্যটির কর্তা নিন্দা ও শাস্তিযোগ্য হওয়া'-এর নির্ণয় করবে কে , عَقْلٌ না শরিয়ত ? এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ও তার অনুসারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তা নির্ধারণ করবে শরিয়ত। কেননা তাদের মতে সর্বপ্রকার কার্য যেমন-ঈমান, কুফর, নামাজ, ব্যভিচার ইত্যাদি শরিয়তের আদেশ বা নিষেধ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এক সমান ছিল। এগুলো নিস্পন্ন করার ছওয়াব বা শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না। আর শরিয়ত প্রণেতা এগুলোর কিছুকে পুণ্যযোগ্য এবং কিছুকে শাস্তিযোগ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত গুলো করার আদেশ দেয় এবং শেষোক্ত গুলোকে না করার হুকুম দেয়। অতএব শরিয়ত প্রণেতা যা করতে আদেশ করেছে সেগুলো حُسْنٌ বা ভালো হিসেবে গণ্য। আর যেগুলো হতে বিরত থাকতে বলেছেন, সেগুলো قَبِيْحٌ বা মন্দ। আর শরিয়ত প্রণেতা যদি এর বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন তবে حُسْنٌ ও قَبِيْحٌ টাও সে ভাবেই নির্ধারিত হতো। পক্ষান্তরে আমাদের (মাতুরিদীদের) ও মু'তাযেলীদের মাযহাব হলো, এগুলো সব عَقْلٌ দ্বারা নির্ধারিত হবে, সর্বসম্মতির উপর নির্ভর করে শরিয়তের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং শরিয়তের সিদ্ধান্ত আরোপিত হওয়ার পূর্বেই কতিপয় বস্তু মূলগত ভাবেই ভালো বা উত্তম ছিল আর কতিপয় মন্দ বা খারাপ ছিল। তাই প্রথমোক্ত বস্তু গুলোতে লিপ্ত ব্যক্তিরা ছিল পুণ্যের হকদার আর শেষোক্ত কার্যাবলিতে যারা লিপ্ত ছিল তারা শাস্তিযোগ্য ও নিন্দনীয় ছিল। সুতরাং উত্তমগুলো করা ও অনুত্তমগুলো পরিহার করার জন্য শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে। কেননা আদেশদাতা সুবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তাই শরিয়ত প্রণেতা কার্যাবলির মূলে নিহিত উত্তমতা ও অধমতাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। যেমন- ডাক্তার ঔষধের মূলে নিহিত কল্যাণ অকল্যাণকে প্রকাশ করে দেন। আর বিবেক কখনো কখনো বস্তুর মূলে নিহিত ভালো-মন্দকে উপলব্ধি করতে পারে। যেমন- সত্য কথা حُسْنٌ এবং তা কল্যাণকর হওয়া ও মিথ্যা قَبِيْحٌ এবং তা অকল্যাণকর হওয়া। আবার কখনো কখনো তা অনুধাবন করতে অক্ষম হয়। যেমন- রমজানের শেষদিন রোজা রাখা حُسْنٌ হওয়া এবং শাওয়ালের প্রথম দিবস রোজা রাখা قَبِيْحٌ হওয়া তার গুরুত্ব অনুধাবনে عَقْلٌ অপারগ। তবে শরিয়ত প্রণেতা যথাক্রমে তাদের حُسْنٌ ও قَبِيْحٌ -কে উপলব্ধি করে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

আমাদের তথা মাতুরিদীদের ও মু'তাযেলীদের মধ্যকার পার্থক্য হলো, আমাদের মতে কার্য সুন্দর ও অসুন্দর হওয়া আল্লাহর পক্ষ হতে حُكْم আরোপিত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করে না; বরং তা সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ হতে حُكْم আরোপিত হওয়ার যোগ্যতাকে সাব্যস্ত করে। সেই পবিত্র মহান সত্তা অগ্রাধিকার পেতে পারে না এমন বস্তুকে অগ্রাধিকার দেন না। অপরদিকে মু'তাযেলীদের অভিমত হলো, حُسْنٌ ও قُبْحٌ টাই حُكْم -কে আবশ্যককারী। যদি শরিয়ত প্রণেতা না থাকত আর এ সব কার্য ও তার পালনকারী থাকত, তবে অবশ্যই আহকাম সাব্যস্ত হতো। অতএব মুবাহ হওয়ার যোগ্য কার্য মুবাহ হতো, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় হলো, شَارِحٌ (رحـ) এখানে عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى না বলে فِيْ نَفْسِ الْاَمْرِ বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। কারণ তাই আমাদের মাযহাব যা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

اَىْ لَايَقْبَلُ ذٰلِكَ الْحَسَنُ السُّقُوْطَ مِنَ الْمَامُوْرِ بِهٖ بَلْ يَكُوْنُ دَائِمًا حُسْنًا مَامُوْرًا بِهٖ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَ وَاجِبًا عَلَيْهِ اَوْ يَقْبَلُ السُّقُوْطَ فِىْ حِيْنٍ مِنَ الْاَحْيَانِ لِعُذْرٍ مِنَ الْاَعْذَارِ اَوْ يَكُوْنُ مُلْحَقًا بِهٰذَا الْقِسْمِ لٰكِنَّهٗ مُشَابَهٌ لِمَا حَسُنَ لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ اَىْ يَكُوْنُ الْمَامُوْرُ بِهٖ مُلْحَقًا بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ لٰكِنَّهٗ مُشَابَهٌ لِلْحَسَنِ لِغَيْرِهٖ فَهُوَ ذُوْ جِهَتَيْنِ وَاِنَّمَا جَعَلَهٗ مِنْ اَقْسَامِ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ اِعْتِبَارًا لِلْاَصْلِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِيْمَا بَعْدُ وَلٰكِنْ فِى التَّقْسِيْمِ مُسَامَحَةٌ وَالْوَاجِبُ اَنْ يَقُوْلَ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ لِعَيْنِهٖ بِالذَّاتِ اَوْ بِالْوَاسِطَةِ وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ لَّا يَقْبَلَ السُّقُوْطَ اَوْ يَقْبَلُهٗ وَقَدْ وَقَعَ التَّسَامُحُ مِنْهُ فِىْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ كَثِيْرًا كَالتَّصْدِيْقِ وَالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ نَشْرٌ عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ فَالْاَوَّلُ مِثَالٌ لِمَا لَايَقْبَلُ السُّقُوْطَ فَاِنَّ التَّصْدِيْقَ لَازِمٌ عَلَى الْمَرْءِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَادَامَ عَاقِلًا بَالِغًا وَلِهٰذَا لَايَزُوْلُ حَالَ الْاِكْرَاهِ فَاِنْ اُكْرِهَ عَلٰى اِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ يَجُوْزُ لَهُ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ بِشَرْطِ اَنْ يَبْقَى التَّصْدِيْقُ عَلٰى حَالِهٖ فَالْاِقْرَارُ يَقْبَلُ السُّقُوْطَ وَالتَّصْدِيْقُ لَايَقْبَلُهٗ قَطُّ وَحُسْنُ التَّصْدِيْقِ ثَابِتٌ لِعَيْنِهٖ لِاَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِاَنْ شُكْرَ الْمُنْعِمِ الْخَالِقِ وَاجِبٌ وَالثَّانِىْ مِثَالٌ لِمَا يَقْبَلُ السُّقُوْطَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ تَسْقُطُ فِىْ حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ كَالْاِقْرَارِ بِالْاِكْرَاهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَىْ لَايَقْبَلُ ذٰلِكَ الْحُسْنُ السُّقُوْطَ مِنَ الْمَامُوْرِ بِهٖ অর্থাৎ এ حُسْن (সৌন্দর্য) مَامُوْر بِهٖ হতে কখনো পৃথক হবে না بَلْ يَكُوْنُ دَائِمًا حُسْنًا مَامُوْرًا بِهٖ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَ وَاجِبًا عَلَيْهِ বরং مَامُوْر بِهٖ সর্বদা حُسْن বা সুন্দর এবং আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব থাকবে اَوْ يَقْبَلُ السُّقُوْطَ فِىْ حِيْنٍ مِنَ الْاَحْيَانِ لِعُذْرٍ مِنَ الْاَعْذَارِ অথবা কোনো সময় ওজরের কারণে مَامُوْر بِهٖ হতে পৃথক হয়ে যাবে اَوْ يَكُوْنُ مُلْحَقًا بِهٰذَا الْقِسْمِ অথবা ৩. مَامُوْر بِهٖ উল্লিখিত প্রকারের সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে لٰكِنَّهٗ مُشَابَهٌ لِمَا حَسُنَ لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ কিন্তু সেই مَامُوْر بِهٖ-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে حَسَنٌ لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ যা আনুষঙ্গিক কারণে সুন্দর اَىْ يَكُوْنُ الْمَامُوْرُ بِهٖ مُلْحَقًا بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ অর্থাৎ مَامُوْر بِهٖ টা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে لٰكِنَّهٗ مُشَابَهٌ لِلْحَسَنِ لِغَيْرِهٖ কিন্তু সেই مَامُوْر بِهٖ-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, যার মধ্যে অন্যের কারণে সৌন্দর্য আগমন করেছে فَهُوَ ذُوْ جِهَتَيْنِ মোটকথা, এ জাতীয় প্রকারটি দু'দিক বিশিষ্ট হবে وَاِنَّمَا جَعَلَهٗ مِنْ اَقْسَامِ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ اِعْتِبَارًا لِلْاَصْلِ গ্রন্থকার (র.) এ প্রকারকে আমলের বিবেচনায় حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর প্রকারভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِيْمَا بَعْدُ যেমনটি তুমি পরে জানতে পারবে وَلٰكِنَّ فِى التَّقْسِيْمِ مُسَامَحَةً কিন্তু শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে وَالْجَوَابُ اَنْ يَقُوْلَ وَهُوَ اِمَّا اَنْ গ্রন্থকার (র.)-এর জন্য এরূপ বলাই উচিত ছিল যে, حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ হয়তো بِالذَّاتِ (সত্তাগত) ভাবে يَكُوْنُ لِعَيْنِهٖ بِالذَّاتِ হবে اَوْ بِالْوَاسِطَةِ অথবা মধ্যমগতভাবে হবে حُسْن وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ لَايَقْبَلَ السُّقُوْطَ اَوْ يَقْبَلَهٗ প্রথমটি হয়তো বিচ্ছেদ কবুল করবে না অথবা কবুল করবে وَقَدْ وَقَعَ التَّسَامُحُ مِنْهُ فِىْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ كَثِيْرًا মোটকথা, এ শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে গ্রন্থকার (র.)-এর যথেষ্ট বিচ্যুতি হয়েছে كالتصديق والصلوة والزكوة যেমন– আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা, নামাজ পড়া, ও যাকাত প্রদান করা نَشْرٌ عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ যথাক্রমিক পদ্ধতিতে এ দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে فَالْاَوَّلُ مِثَالٌ لِمَا لَايَقْبَلُ السُّقُوْطَ প্রথমটি হচ্ছে সেই مَامُوْر بِهٖ-এর উদাহরণ যার حَسَنٌ বা সৌন্দর্যটা কোনো সময়ই বিচ্ছেদ কবুল করে না فَاِنَّ التَّصْدِيْقَ لَازِمٌ عَلَى الْمَرْءِ কেননা, تَصْدِيْق বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَادَامَ عَاقِلًا بَالِغًا এবং সে যখন আকেল বালেগ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর হতে তা বিচ্ছিন্ন হবে না وَلِهٰذَا لَايَزُوْلُ حَالَ الْاِكْرَاهِ এ কারণেই ঈমান জোর জবরদস্তির অবস্থায়ও আদিষ্ট ব্যক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয় না فَاِنْ اُكْرِهَ عَلٰى اِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ এমনকি যদি কোনো লোককে কুফরি বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয় يَجُوْزُ لَهُ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ بِشَرْطِ তাহলে তার জন্য এ শর্তে মৌখিক উচ্চারণ জায়েজ আছে যে, اَنْ يَبْقَى التَّصْدِيْقُ عَلٰى حَالِهٖ আন্তরিক বিশ্বাস আপন জায়গায় অবশিষ্ট থাকবে فَالْاِقْرَارُ يَقْبَلُ السُّقُوْطَ সুতরাং মৌখিক স্বীকারোক্তি বিচ্ছেদ কবুল করে التصديق لايقبل قط কিন্তু আন্তরিক বা অকাট্য বিশ্বাস বিচ্ছেদ কবুল করে না وَحُسْنُ التَّصْدِيْقِ ثَابِتٌ لِعَيْنِهٖ আর تَصْدِيْق-এর حُسْن (সৌন্দর্য) সত্তাগতভাবে প্রমাণিত لِاَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِاَنْ شُكْرَ الْمُنْعِمِ الْخَالِقِ وَاجِبٌ কেননা, عَقْل বা জ্ঞানই নির্দেশ করে যে, পরম নিয়ামতদাতা ও মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজিব وَالثَّانِىْ مِثَالٌ لِمَا يَقْبَلُ السُّقُوْطَ দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেই مَامُوْر بِهٖ-এর উদাহরণ, যার حُسْن বা সৌন্দর্য বিচ্ছেদ কবুল করে থাকে فَاِنَّ الصَّلٰوةَ تَسْقُطُ কেননা, নামাজ বিচ্ছিন্ন থাকে فِىْ حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ হায়েয ও নেফাস-এর অবস্থায় كَالْاِقْرَارِ وَبِالْاِكْرَاهِ যদ্রূপ মৌখিক স্বীকারোক্তি জোর জবরদস্তির সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) এ প্রকারকে আসলের বিবেচনায় حَسَنْ لِعَيْنِهِ-এর প্রকারভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। যেমনটি তুমি পরে জানতে পারবে। কিন্তু শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থকার (র.)-এর জন্য এরূপ বলাই উচিত ছিল যে, حَسَنْ لِعَيْنِهِ হয়তো بِالذَّاتِ (সত্তাগত)ভাবে حَسَنْ হবে অথবা بِالْوَاسِطَةِ (মাধ্যমগতভাবে) حَسَنْ হবে। প্রথমটি হয়তো বিচ্ছেদ কবুল করবে না অথবা কবুল করবে। মোট কথা, এ শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে গ্রন্থকার (র.)-এর যথেষ্ট বিচ্যুতি হয়েছে। **যেমন– আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা, নামাজ পড়া ও যাকাত প্রদান করা।** যথাক্রমিক পদ্ধতিতে এ দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে সেই مَامُوْر بِهٖ-এর উদাহরণ, যার حَسَنْ বা সৌন্দর্যটা কোনো সময়ই বিচ্ছেদ কবুল করে না। কেননা تَصْدِيْق বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল ﷺ-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য এবং সে যখন আকেল বালেগ থাকবে, ততক্ষণ তার উপর হতে তা বিচ্ছিন্ন হবে না। এ কারণেই ঈমান জোর-জবরদস্তির অবস্থায়ও আদিষ্ট ব্যক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। এমনকি যদি কোনো লোককে কুফরি বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার জন্য এ শর্তে মৌখিক উচ্চারণ জায়েজ আছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস আপন জায়গায় অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং মৌখিক স্বীকারোক্তি বিচ্ছেদ কবুল করে, কিন্তু আন্তরিক বা অকাট্য বিশ্বাস বিচ্ছেদ কবুল করে না। আর تَصْدِيْق-এর حَسَنْ (সৌন্দর্য) সত্তাগতভাবে প্রমাণিত। কেননা عَقْل বা জ্ঞানই নির্দেশ করে যে, পরম নিয়ামতদাতা ও মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজিবদ্বিতীয়টি হচ্ছে সেই مَامُوْر بِهٖ-এর উদাহরণ, যার حَسَنْ বা সৌন্দর্য বিচ্ছেদ কবুল করে থাকে। কেননা নামাজ, হায়েয ও নেফাস-এর অবস্থায় ঠিক তদ্রূপ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, যদ্রূপ মৌখিক স্বীকারোক্তি জোর জবরদস্তির সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَايَقْبَلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) জবরদস্তি অবস্থায় কুফরি বাক্য উচ্চারণের দরুন إِقْرَار اللِّسَان-এর حَسَنْ বিলোপ পায় কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ বক্তব্যের দ্বারা ব্যাখ্যাকার বুঝাতে চেয়েছেন যে, هُوَ যমীরটি حَسَنْ-এর প্রতি ধাবিত হয়েছে। অথচ তা حَسَنْ لِعَيْنِهِ-এর مَامُوْر بِهٖ-এর দিকে ধাবিত হওয়া উত্তম ছিল। তাহলে তা গ্রন্থকারের প্রদত্ত উদাহরণগুলো كَالتَّصْدِيْق-এর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্য পূর্ণ হতো। কেননা এগুলো مَامُوْر بِهٖ হলো حَسَنْ لِعَيْنِهِ তথা যার সৌন্দর্য অবিচ্ছেদ্যতার উদাহরণ। কারণ জবরদস্তির অবস্থায় তো إِقْرَار-এর حَسَنْ লোপ পায় না; বরং إِقْرَار-এর وُجُوْب লোপ পায়। এমনকি এমন অবস্থায়ও কেউ যদি ধৈর্যধারণ করে إِقْرَار প্রত্যাহার না করে তবে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। তবে ব্যাখ্যাকার (র.)-এর পক্ষ হতে বলা যেতে পারে যে, এর حَسَنْও বিলোপ পেয়ে থাকে। কিন্তু শরিয়তের অনুমতি প্রদানের বিবেচনায় তা বিলুপ্ত বলে ধর্তব্য হবে। এটা মুসাফিরের রোজা বিলোপ পাওয়ার ন্যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি জবরদস্তি অবস্থায়ও কুফরি বাক্য উচ্চারণ করবে না এবং শরিয়তের রুখসত গ্রহণ করবে না সে ফরজ আদায় করবে এবং প্রতিদানের যোগ্য হবে। ফখরুল ইসলাম বাযদুবীর কোনো কোনো উসূল গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন : যা সত্তাগতভাবে حَسَنْ তার উত্তমতা কিরূপে বিলুপ্ত হতে পারে ?

উত্তর : তার حَسَنْ বিলোপ পাওয়ার অর্থ হলো শরিয়ত কর্তৃক উক্ত حَسَنْ -কে ধর্তব্য মনে না করা, তার সমকক্ষ বা ততোধিক শক্তিশালী কোনো প্রতিদ্বন্দ্বির উপস্থিতির কারণে। যেমন জবরদস্তির অবস্থায় কুফরি বাক্য মুখে উচ্চারণ করা। কেননা এমতবস্থায় বান্দার অধিকার প্রকাশ্য ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই বিঘ্নিত হয় অথচ আল্লাহর অধিকার শুধু প্রকাশ্যভাবে বিঘ্নিত হয়। কারণ تَصْدِيْق অবশিষ্ট থাকায় আল্লাহর অধিকার মূলত সংরক্ষিতই থাকে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا جَعَلَهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : প্রকাশ থাকে যে, مَامُوْر بِهٖ-এর মধ্যে لِعَيْنِهِ ও لِغَيْرِهٖ উভয় দিকই আছে। এখানে তাকে لِغَيْرِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত না করে لِعَيْنِهِ-এর অন্তর্ভুক্ত কেন করা হলো ?

উত্তর : উল্লেখ্য যে, أَصْل তথা مَعْنٰى (অর্থ)-এর দিকে লক্ষ্য করে এটাকে حَسَنْ لِعَيْنِهِ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা مَعْنٰى -কে صُوْرَتْ বা আকৃতির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ مَعْنٰى বা অর্থই মূল উদ্দেশ্য, صُوْرَتْ বা আকৃতি নয়। সুতরাং উক্ত প্রকারে যদিও صُوْرَتْ-এর হিসেবে وَاسِطَةْ (মাধ্যম) বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু مَعْنٰى-এর বিচারে وَاسِطَةْ (মাধ্যম) না হওয়ারই সমতুল্য। মোটকথা مَعْنٰى-এর হিসেবে একে حَسَنْ لِعَيْنِهِ-এর শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالذَّاتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حَسَنْ টা بِالذَّاتِ ও بِالْوَاسِطَةِ হওয়ার কি অর্থ ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حَسَنْ لِعَيْنِهِ بِالذَّاتِ-এর অর্থ হলো সত্তাগত ও প্রকৃতিগত ভাবে মূল বস্তুটি حَسَنْ বা সৌন্দর্য হওয়া; বহিরাগত কোনো কিছুর কারণে নয়। আর এটা حَسَنْ لِغَيْرِهٖ-এর সমতুল্য হয় না। আর حَسَنْ لِعَيْنِهِ بِالْوَاسِطَةِ-এর অর্থ হলো, যা সত্তাগত বা প্রকৃতিগত ভাবে حَسَنْ নয়; বরং তার মধ্যে অন্যের প্রভাব বা অন্যের সামঞ্জস্যের কারণে حَسَنْ বা সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এ প্রকারটা حَسَنْ لِغَيْرِهٖ-এর সাদৃশ্যপূর্ণ।

وَحُسْنُ الصَّلٰوةِ فِى نَفْسِهَا لِاَنَّهَا مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا تَعْظِيْمٌ لِلرَّبِّ بِالْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ وَخُشُوْعٌ لَهٗ وَقِيَامٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجِلْسَةٌ بِحُضُوْرِهٖ وَاِنْ كَانَتِ الْكَمِّيَّاتُ وَتِعْدَادُ الرَّكْعَاتِ وَالْاَوْقَاتِ وَالشَّرَائِطِ لَايَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْعَقْلُ وَمُحْتَاجًا اِلَى الشَّرِيْعَةِ وَقَدْ نَبَّهْتُ اَنَا لِاَسْرَارِهَا فِى الْمَثْنَوِيِّ الْمَعْنَوِيِّ وَالثَّالِثُ مِثَالُ يَكُوْنُ مُلْحَقًا لِعَيْنِهٖ وَمُشَابِهًا لِغَيْرِهٖ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ فِى الظَّاهِرِ اِضَاعَةُ الْمَالِ وَاِنَّمَا حَسُنَتْ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيْرِ الَّذِىْ هُوَ مَحْبُوْبُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَاجَتُهٗ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِهٖ بَلْ بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَذٰلِكَ وَكَذَا الصَّوْمُ فِى نَفْسِهٖ تَجْوِيْعٌ وَاِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ الَّتِىْ هِىَ عَدُوُّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذِهِ الْعَدَاوَةُ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَااِخْتِيَارَ لِلنَّفْسِ فِيْهَا وَكَذَا الْحَجُّ فِى نَفْسِهٖ سَعْىٌ وَقَطْعُ مُسَافَةٍ وَ رُؤْيَةُ اَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِشَرْفِ فِى الْمَكَانِ الَّذِىْ شَرَّفَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَائِرِ الْاَمْكِنَةِ وَتِلْكَ الشَّرَافَةُ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِ الْاَمْكِنَةِ بَلْ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَذٰلِكَ فَصَارَ كَاَنَّ هٰذِهِ الْوَسَائِطَ لَمْ تَكُنْ حَائِلَةً فِيْمَا بَيْنَ فَكَانَتْ حَسَنَةً لِعَيْنِهَا اَوْ لِغَيْرِهٖ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِعَيْنِهٖ اَىِ الْحَسَنُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ لِغَيْرِ الْمَامُوْرِ بِهٖ اَنْ يَكُوْنَ مَنْشَأُ حُسْنِهٖ هُوَ ذٰلِكَ الْغَيْرِ وَالْمَامُوْرُ بِهٖ لَادَخْلَ لَهٗ فِيْهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَحُسْنُ الصَّلٰوةِ فِىْ نَفْسِهَا আর নামাজের حُسْن বা সৌন্দর্য তার স্বকীয় মহিমার মধ্যে নিহিত لِاَنَّهَا مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا تَعْظِيْمٌ لِلرَّبِّ بِالْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ কারণ এটা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ তাঁর গুণকীর্তন وَخُشُوْعٌ لَهٗ তাঁর বিনয় প্রকাশ وَقِيَامٌ بَيْنَ يَدَيْهِ তাঁর সকাশে দণ্ডায়মান হওয়া وَجِلْسَةٌ بِحُضُوْرِهٖ তাঁর সম্মুখে বিনীতভাবে বসা (ছাড়া আর কিছু নয়) وَاِنْ كَانَتِ الْكَمِّيَّاتُ وَتِعْدَادُ الرَّكْعَاتِ وَالْاَوْقَاتُ وَالشَّرَائِطُ যদিও এটার পরিমাণ, রাকাত সংখ্যা, সময় ও শর্তাবলি لَايَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْعَقْلُ এগুলো অবগত হওয়া যুক্তি নির্ভর নয় وَمُحْتَاجًا اِلَى الشَّرِيْعَةِ বরং এ সব বিষয় শরিয়তের মুখাপেক্ষী وَقَدْ نَبَّهْتُ اَنَا لِاَسْرَارِهَا فِى الْمَثْنَوِيِّ الْمَعْنَوِيِّ আমি সেগুলোর রহস্যসমূহ মসনবীয়ে মা'নবী গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করছি وَالثَّالِثُ مِثَالُ يَكُوْنُ مُلْحَقًا لِعَيْنِهٖ وَمُشَابِهًا لِغَيْرِهٖ আর তৃতীয়টি হচ্ছে সেই مَامُوْر بِهٖ -এর উদাহরণ যা حُسْن لِعَيْنِهٖ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং حُسْن لِغَيْرِهٖ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ فِى الظَّاهِرِ اِضَاعَةُ الْمَالِ কেননা, যাকাত হচ্ছে বাহ্যত সম্পদ অপচয় করা وَاِنَّمَا حَسُنَتْ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيْرِ الَّذِىْ هُوَ مَحْبُوْبُ اللّٰهِ تَعَالٰى তার মধ্যে حُسْن বা সৌন্দর্য শুধু দরিদ্র ব্যক্তির অভাব দূরীকরণের জন্য এসেছে, যা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় وَحَاجَتُهٗ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِهٖ কিন্তু তার এ অভাব ও মুখাপেক্ষিতা তার এখতিয়ারভুক্ত নয় بَلْ بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى বরং শুধু এ কারণে যে আল্লাহ তা'আলা তাকে এরূপ সৃষ্টি করেছেন كَذٰلِكَ অনুরূপভাবে وَكَذَا الصَّوْمُ অনুরূপভাবে রোজা পালন করা فِىْ نَفْسِهٖ تَجْوِيْعٌ وَاِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ এটা মুলত নিজেকে অভুক্ত রাখা ও নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আর কিছু নয় وَاِنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ তাতে حُسْن বা সৌন্দর্য শুধু এটাই যে, রোজা নফসে আম্মারাকে অবদমিত করার জন্য আগমন করেছে। الَّتِىْ هِىَ عَدُوُّ اللّٰهِ تَعَالٰى যা আল্লাহ তা'আলার শত্রু وَهٰذِهِ الْعَدَاوَةُ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى কিন্তু এ শত্রুতা শুধু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কারণে لَا اِخْتِيَارَ لِلنَّفْسِ তাতে নফস-এর কোনোই এখতিয়ার নেই وَكَذَا الْحَجُّ فِىْ نَفْسِهٖ سَعْىٌ তদ্রূপ হজ এটাও মূলত দৌড়ানো وَقَطْعُ مُسَافَةٍ দূরত্ব অতিক্রম করা وَرُؤْيَةُ اَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ও কতিপয় স্থান পরিদর্শন করা (ছাড়া আর কিছু নয়) وَاِنَّمَا حَسُنَ لِشَرْفِ فِى الْمَكَانِ সুতরাং হজের মধ্যে যে حُسْن বা সৌন্দর্য রয়েছে তা শুধু সেই স্থানসমূহের মর্যাদার কারণে الَّذِىْ شَرَّفَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَائِرِ الْاَمْكِنَةِ যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা সকল স্থানের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন وَتِلْكَ الشَّرَافَةُ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِ الْاَمْكِنَةِ কিন্তু এ মর্যাদা এ স্থানসমূহের এখতিয়ারভুক্ত নয়; بَلْ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَذٰلِكَ বরং এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে এরূপ মর্যাদা সম্পন্ন করেই সৃষ্টি করেছেন فَصَارَ كَاَنَّ هٰذِهِ الْوَسَائِطَ لَمْ تَكُنْ (যেহেতু এ মধ্যমসমূহ এখতিয়ারভুক্ত নয় এবং সেগুলোর মাধ্যমে সৌন্দর্যের গুণ প্রমাণিত হয়) তাই এরূপ মনে হয় যে এ মধ্যমসমূহ যেন মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করছে না سَائِلَةً فِيْمَا بَيْنَ فَكَانَتْ حَسَنَةً لِعَيْنِهَا এ জন্য তা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ হয়েছে اَوْ لِغَيْرِهٖ অথবা উক্ত حَسَن বা সৌন্দর্যটা অন্যের কারণে হবে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِعَيْنِهٖ এটা পূর্ববর্তী لِعَيْنِهٖ শব্দের উপর عَطْف হয়েছে اَىِ الْحَسَنُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ لِغَيْرِ الْمَامُوْرِ بِهٖ অর্থাৎ তাতে حُسْن (সৌন্দর্য) مَامُوْر بِهٖ -এর غَيْر -এর কারণে হবে اَنْ يَكُوْنَ مَنْشَأُ حُسْنِهٖ هُوَ ذٰلِكَ الْغَيْرِ এভাবে যে, সেই غير (গায়ের) বা অপর বিষয়টি হবে مَامُوْر بِهٖ -এর حَسَن বা সৌন্দর্য হওয়ার মূল কারণ وَالْمَامُوْرُ بِهٖ لَادَخْلَ لَهٗ فِيْهِ এবং حَسَن বা সৌন্দর্যের ব্যাপারে স্বয়ং مَامُوْر بِهٖ -এর কোনো হাত থাকবে না।

সরল অনুবাদ : আর নামাজের حُسْن বা সৌন্দর্য তাঁর স্বকীয় মহিমার মধ্যেই নিহিত। কারণ এটা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর গুণকীর্তন, তাঁর বিনয় প্রকাশ, তাঁর সকাশে দণ্ডায়মান হওয়া ও তাঁর সম্মুখে

বিনীতভাবে বসা ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও এটার পরিমাণ, রাকাত সংখ্যা, সময় ও শর্তাবলি অবগত হওয়া যুক্তি নির্ভর নয়; বরং এসব বিষয় শরিয়তের মুখাপেক্ষী। আমি সেগুলোর রহস্যসমূহ মসনবীয়ে মা'নবী গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আর তৃতীয়টি হচ্ছে সেই مَامُوْرٌ بِهٖ-এর উদাহরণ যা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা যাকাত হচ্ছে বাহ্যত সম্পদ অপচয় করা। তার মধ্যে حَسَنٌ বা সৌন্দর্য শুধু ঐ দরিদ্র ব্যক্তির অভাব দূরীকরণের জন্য এসেছে, যা আল্লাহ তা'আলার প্রিয়। কিন্তু তার এ অভাব ও মুখাপেক্ষীতা তার এখতিয়ারভুক্ত নয়; বরং শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এরূপ সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে রোজা পালন করা এটা মূলত নিজেকে অভুক্ত রাখা ও নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে حَسَنٌ বা সৌন্দর্য শুধু এটাই যে, রোজা নফসে আম্মারাকে অবদমিত করার জন্য আগমন করেছে, যা আল্লাহ তা'আলার শত্রু। কিন্তু এ শত্রুতা শুধু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কারণে, তাতে নফস -এর কোনোই এখতিয়ার নেই। তদ্রূপ হজ। এটাও মূলত দৌড়ানো, দূরত্ব অতিক্রম করা ও কতিপয় স্থান পরিদর্শন করা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং হজের মধ্যে যে حَسَنٌ বা সৌন্দর্য রয়েছে তা শুধু সেই স্থানসমূহের মর্যাদার কারণে যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা সকল স্থানের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। কিন্তু এ মর্যাদা ঐ স্থান সমূহের এখতিয়ারভুক্ত নয়; বরং এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা সে গুলোকে এরূপ মর্যাদা সম্পন্ন করেই সৃষ্টি করেছেন। (যেহেতু এ মাধ্যমসমূহ এখতিয়ারভুক্ত নয় এবং সেগুলোর মাধ্যমে সৌন্দর্যের গুণ প্রমাণিত হয়,) তাই এরূপ মনে হয় যে, এ মাধ্যমসমূহ যেন মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করছে না। এ জন্য তা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ হয়েছে অথবা উক্ত حَسَنٌ বা সৌন্দর্যটা অন্যের কারণে হবে। এটা পূর্ববর্তী لِعَيْنِهٖ শব্দের উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ তাতে حَسَنٌ (সৌন্দর্য) مَامُوْرٌ بِهٖ-এর غَيْر-এর কারণে হবে এভাবে যে, সেই غَيْر (গায়ের) বা অপর বিষয়টি হবে مَامُوْرٌ بِهٖ-এর حَسَنٌ বা সৌন্দর্য হওয়ার মূল কারণ এবং حَسَنٌ বা সৌন্দর্যের ব্যাপারে স্বয়ং مَامُوْرٌ بِهٖ-এর কোনো হাত থাকবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَمَّا يَقْبَلُ السُّقُوْطَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) سُقُوْط যোগ্য সালাত حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ হয়ে থাকে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয় উদাহরণ তথা সালাত ঐ مَامُوْرٌ بِهٖ-এর জন্য প্রদত্ত, যা কোনো কোনো সময় سُقُوْط বা বাদ পড়ে যায়। উদাহরণত হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় সালাত বাদ পড়ে যায়, তবে সালাতের মধ্যস্থিত حَسَنٌ মূল বা প্রকৃতিগত ভাবেই বিদ্যমান। অন্য কোনো বস্তুর মাধ্যমে حَسَنٌ টা সৃষ্টি হয়নি। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সালাত তো কা'বা শরীফের মধ্যস্থতায় حَسَنٌ সাব্যস্ত হয়েছে, অতএব এটা তৃতীয় প্রকার مَامُوْرٌ بِهٖ-এর শ্রেণীভুক্ত হওয়া জরুরি ছিল?

তার উত্তরে বলা হবে, সালাতের حَسَنٌ হওয়ার ব্যাপারে কা'বা শরীফের কোনো দখল নেই। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে যখন সালাত আদায় করা হতো তখনও তার حَسَنٌ বিদ্যমান ছিল। এমনকি কেবলার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার অবস্থায় কা'বার দিক না হলেও সালাতের حَسَنٌ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হবে না।

قَوْلُهٗ الثَّالِثُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) مَامُوْرٌ بِهٖ مُشَابِهٌ لِغَيْرِهٖ ও مَامُوْرٌ بِهٖ حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তৃতীয়টি তথা যাকাত ঐ مَامُوْرٌ بِهٖ-এর দৃষ্টান্ত যা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর শ্রেণীভুক্ত, তবে حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সাদৃশ্য। রোজা ও হজও উক্ত প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যাকাত যদিও বাহ্যিকভাবে মালের অপচয় মনে হয়, রোজা অনাহারে কষ্ট পাওয়া ও নফসকে দমিয়ে রাখা হয়, হজে আর্থিক শারীরিক শক্তি বিনষ্ট হয়; তথাপিও যেহেতু যথাক্রমে এগুলোর দ্বারা দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন হয়, আল্লাহর চিরশত্রু মানসিক কু-প্রবৃত্তিকে দমন করা হয় এবং আল্লাহ কর্তৃক মর্যাদা সম্পন্ন স্থানগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়; তাই এগুলো حَسَنٌ হিসেবে গণ্য হয়েছে। তবে যেহেতু দরিদ্ররা দরিদ্র হওয়া, নফস কু-প্রবৃত্তি সম্পন্ন হওয়া, হজের স্থানগুলো মর্যাদাবান হওয়া এখতিয়ার বা ইচ্ছাধীন কোনো ব্যাপার নয়। সে কারণে এগুলোর حَسَنٌ সাব্যস্ত হবে না। কারণ যেন এগুলোর অস্তিত্বই ছিল না। তবে যাকাত, রোজা ও হজের জন্য حَسَنٌ -কে সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এগুলোর ভূমিকা রয়েছে, তাই এগুলো حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সাদৃশ্য হয়েছে এবং لِعَيْنِهٖ-এর শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে এভাবে যে, ব্যাখ্যাকারের বর্ণনা মতে যাকাতের মধ্যে وَاسِطَةٌ হলো, দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন। আর صَوْم -এর মধ্যে وَاسِطَةٌ হলো মানসিক কু-প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা। অথচ উক্ত দু'টি وَاسِطَةٌ কেবল আল্লাহর সৃষ্ট নয়; বরং এগুলো বান্দার ইচ্ছাধীন। সুতরাং কিভাবে বলা যেতে পারে যে, যেন এগুলোর অস্তিত্বই ছিল না? হাঁ, যদি সাব্যস্ত হতো যে, এগুলো শুধু আল্লাহর সৃষ্টির কারণে হয়ে থাকে তাহলে বুঝা যেত যে, এগুলোর মধ্যে বান্দার কোনো দখল নেই এবং এগুলোকে অস্তিত্বহীন হিসেবে মানাটা সম্ভব হতো। তার উত্তরে বলা হবে যে, دَفْع ও قَهْر শব্দদ্বয় مَصْدَرٌ مَجْهُوْلٌ হিসেবে গণ্য হবে। যা হোক উক্ত মাধ্যমগুলো আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট হওয়ায় এবং এতে বান্দার হাত না থাকার কারণে এগুলো যেন সরাসরি حَسَنٌ হয়ে গেছে, এগুলোর সত্তাবহির্ভূত কোনো মাধ্যমের দ্বারা حَسَنٌ হয়নি। এ জন্যই এগুলোকে حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, صَوْم -এর মাধ্যমে নিজেকে কষ্টে নিপতিত করা হয়। বাহ্যিকভাবে তাতে কোনো حَسَنٌ আছে বলে মনে হয়না তবে মৌলিকভাবে চিন্তা ভাবনা করলে দেখা যায়– صَوْم -এর মাধ্যমে نَفْس اَمَّارَة কে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যার মধ্য দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সহজতর হয়ে যায়। অতএব বলা যায় صَوْم হচ্ছে حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ।

قَوْلُهٗ وَقَطْعُ مَسَافَةٍ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, زَكٰوة ও صَوْم -এর মতই حَجّ ও বাহ্যিকভাবে حَسَنٌ বলে মনে হয়না; কিন্তু মৌলিকভাবে তার উদ্দেশ্য ও গুরুত্বের দিকে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, তার মধ্যেও حَسَنٌ রয়েছে।

قَوْلُهٗ فَصَارَ كَاَنَّ هٰذِهِ الْوَسَائِطَ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, زَكٰوة ও صَوْم এবং حَجّ -এর ন্যায় যে সকল مَامُوْر بِهٖ কে حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ مُشَابِهٌ لِغَيْرِهٖ -এর মধ্যে গণ্য করা হয় সেগুলোর বাহ্যিক কারণসমূহ সেগুলোর حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ হতে কোনো বাঁধা সৃষ্টি করে না। অতএব زَكٰوة ও صَوْم এবং حَجّ সবগুলো حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ হিসেবে গণ্য হবে, যেমনিভাবে صَلٰوة টি حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ হয়ে থাকে।

وَهُوَ ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ اَيْضًا عَلٰى مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَّا يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ الْمَامُوْرِ بِهٖ اَوْ يَتَاَدّٰى اَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِىْ شَرْطِهٖ بَعْدَ مَاكَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ اَوْ مُلْحَقًا بِهٖ فِىْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ وَاَمْثِلَتُهُ مُسَامَحَاتٌ لِاَنَّ ضَمِيْرَ هُوَ رَاجِعٌ اِلَى الْغَيْرِ وَضَمِيْرُ يَكُوْنُ رَاجِعٌ اِلَى الْمَامُوْرِ بِهٖ وَفِيْهِ اِنْتِشَارٌ وَالْمَعْنٰى اِنَّ ذٰلِكَ الْغَيْرَ الَّذِىْ حَسُنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ لِاَجْلِهٖ اِمَّا اَنْ لَّا يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَامُوْرِ بِهٖ بَلْ لَابُدَّ اَنْ يُوْجَدَ الْمَامُوْرُ بِهٖ بِفِعْلٍ اٰخَرَ فَهُوَ كَامِلٌ فِىْ كَوْنِهٖ حَسَنًا لِلْغَيْرِ اَوْ يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَامُوْرِ بِهٖ لَايَحْتَاجُ اِلٰى فِعْلٍ اٰخَرَ فَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ اَوْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْمَامُوْرُ بِهٖ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِىْ شَرْطِهٖ وَهُوَ الْقُدْرَةُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُوَ ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ اَيْضًا এটাও আবার তিন প্রকার عَلٰى مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهٖ যেমনটি গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَّا يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ الْمَامُوْرِ بِهٖ اَوْ يَتَاَدّٰى اَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِىْ شَرْطِهٖ আর তা হয়তো ১. স্বয়ং مَامُوْر بِهٖ দ্বারা আদায় হবে না অথবা ২. আদায় হবে অথবা ৩. এটা এরূপ حَسَنٌ বা সৌন্দর্য হবে যা তার শর্ত بَعْدَمَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ তার সত্তাগত অর্থের মধ্যে حَسَنٌ বা সৌন্দর্য হওয়ার পর সৃষ্টি হয় اَوْ مُلْحَقًا بِهٖ অথবা শর্ত সংশ্লিষ্ট বস্তুর حَسَنٌ বা সৌন্দর্যের কারণে فِىْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ وَاَمْثِلَتُهُ مُسَامَحَاتٌ এ শ্রেণীবিভাগ ও এটার দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে لِاَنَّ ضَمِيْرَ هُوَ رَاجِعٌ اِلَى الْغَيْرِ কেননা هُوَ সর্বনামটি غَيْر-এর দিকে ফিরেছে وَضَمِيْرُ يَكُوْنُ رَاجِعٌ اِلَى الْمَامُوْرِ بِهٖ এবং يَكُوْنُ-এর সর্বনাম مَامُوْر بِهٖ-এর দিকে ফিরেছে وَفِيْهِ اِنْتِشَارٌ বিধায় তাতে বিভ্রান্ত দেখা দিয়েছে وَالْمَعْنٰى اَنَّ ذٰلِكَ الْغَيْرَ الَّذِىْ حَسُنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ لِاَجْلِهٖ গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তির সুস্পষ্ট অর্থ এই হয় যে, ঐ غَيْر যার কারণে مَامُوْر بِهٖ হয় حَسَن ঐ غَيْر اِمَّا اَنْ لَّا يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَامُوْرِ بِهٖ যার কারণে مَامُوْر بِهٖ-এর সম্পাদন দ্বারা আদায় হবে না بَلْ لَابُدَّ اَنْ يُوْجَدَ الْمَامُوْرُ بِهٖ بِفِعْلٍ اٰخَرَ বরং مامور به-এর অস্তিত্বের জন্য অন্যকর্ম সম্পাদনের প্রয়োজন হবে فَهُوَ كَامِلٌ فِىْ كَوْنِهٖ حَسَنًا لِلْغَيْرِ সুতরাং এমতাবস্থায় তা حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ হওয়ার ব্যাপারে كَامِلٌ বা পরিপূর্ণ اَوْ يَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَامُوْرِ بِهٖ অথবা ২. তা স্বয়ং مَامُوْر بِهٖ-এর সম্পাদন দ্বারাই আদায় হয়ে যাবে لَايَحْتَاجُ اِلٰى فِعْلٍ اٰخَرَ এবং অন্যকোনো কর্মের মুখাপেক্ষী থাকবে না فَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ সুতরাং এমতাবস্থায় তা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর নিকটবর্তী اَوْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْمَامُوْرُ بِهٖ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِىْ شَرْطِهٖ অথবা ৩. উক্ত مَامُوْر بِهٖ তার শর্তের মধ্যে حَسَنٌ বা সৌন্দর্য থাকার কারণে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে وَهُوَ الْقُدْرَةُ আর এ শর্তই হচ্ছে 'কুদরত' বা সামর্থ্য।

সরল অনুবাদ : এটাও আবার তিন প্রকার। যেমনটি গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। **আর তা হয়তো ১. স্বয়ং مَامُوْر بِهٖ দ্বারা আদায় হবে না অথবা ২. আদায় হবে অথবা ৩. এটা এরূপ حَسَنٌ বা সৌন্দর্য হবে যা তার শর্ত অথবা শর্ত সংশ্লিষ্ট বস্তুর حَسَنٌ বা সৌন্দর্যের কারণে তার সত্তাগত অর্থের মধ্যে حَسَنٌ বা সৌন্দর্য হওয়ার পর সৃষ্টি হয়।** এ শ্রেণীবিভাগ ও এটার দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। কেননা هُوَ সর্বনামটি غَيْر-এর দিকে এবং يَكُوْنُ-এর সর্বনাম مَامُوْر بِهٖ-এর দিকে ফিরেছে বিধায় তাতে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তির সুস্পষ্ট অর্থ এই হয় যে, ঐ غَيْر যার কারণে مَامُوْر بِهٖ-এর সম্পাদন দ্বারা আদায় হবে না; বরং مَامُوْر بِهٖ-এর অস্তিত্বের জন্য অন্য কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজন হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তা حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ হওয়ার ব্যাপারে كَامِلٌ বা পরিপূর্ণ। অথবা, তা স্বয়ং مَامُوْر بِهٖ-এর সম্পাদন দ্বারাই আদায় হয়ে যাবে এবং অন্য কোনো কর্মের মুখাপেক্ষী থাকবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় তা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর নিকটবর্তী অথবা (৩) উক্ত مَامُوْر بِهٖ তার শর্তের মধ্যে حَسَنٌ বা সৌন্দর্য থাকার কারণে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। আর এ শর্তই হচ্ছে 'কুদরত' বা সামর্থ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمَامُوْرُ بِهٖ لَا دَخْلَ لَهُ فِيْهِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, مَامُوْر بِهٖ-এর দ্বিতীয় প্রকার حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ তথা مَامُوْر بِهٖ-এর মাঝে কোনো حَسَنٌ খুজে না পাওয়া. বরং এমন জিনিসের মধ্যে حَسَنٌ খুঁজে পাওয়া যায় যা مَامُوْر بِهٖ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। مَامُوْر بِهٖ আদায় করতে গেলে তা আসে না বা ঐ غَيْر টি আদায় করার সময় مَامُوْر بِهٖ পাওয়া যায় না। যেমন صَلٰوة-এর জন্য وُضُوْء।

قَوْلُهُ وَفِيْهِ اِنْتِشَارٌ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার (র.) حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন প্রথম প্রকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَا يَتَاَدّٰى উক্তস্থানে هُوَ শব্দটি حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর দিকে ইঙ্গিত করেছে। আর তৃতীয় প্রকার বর্ণনা করার ক্ষেত্রে اَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا বলেছেন, আর এখানে يَكُوْنُ-এর ضَمِيْر ফিরেছে مَامُوْر بِهٖ-এর দিকে। অথচ নিয়ম হচ্ছে কোনো تَقْسِيْم-এর আওতাভুক্ত প্রত্যেকটি প্রকারের যোগসূত্র একই ধারায় হতে হবে। বিক্ষিপ্তাকারে হওয়া উচিৎ নয়। তবে আলোচ্য প্রকারগুলোতে তা বিদ্যমান।

قَوْلُهُ فَهُوَ قَرِيْبٌ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর প্রকারাদি حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর প্রকারদির নিকটবর্তী হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ যদি এরূপ হয় যে, مَامُوْر بِهٖ-এর আদায়ের দ্বারা উক্ত غَيْر ও আদায় হয়ে যায় যার কারণে مَامُوْر بِهٖ-এর মধ্যে حَسَنٌ হয়েছে। তবে তা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর খুবই নিকটবর্তী হবে। কেননা সে غَيْر টা مَامُوْر بِهٖ থেকে অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং তা যেন مَامُوْر بِهٖ-এরই একাংশ। তাই যেন মূল বস্তুতেই حَسَنٌ নিহিত রয়েছে। আর এটাই তো হলো حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ।

يَعْنِي لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَحَدٍ بِاَمْرٍ مِنَ الْمَامُوْرِ بِهٖ اِلَّا بِحَسْبِ طَاقَتِهٖ وَقُدْرَتِهٖ فَهٰذَا اَيْضًا حُسْنٌ وَهٰذَا الْقِسْمُ لَيْسَ بِقِسْمٍ فِى الْوَاقِعِ وَلٰكِنَّهٗ شَرْطٌ لِلْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمُقَدَّمَةِ لِعَيْنِهٖ وَلِغَيْرِهٖ وَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجَمْهُوْرُ بِعُنْوَانِ التَّقْسِيْمِ وَاِنَّمَا ذَكَرَهٗ فَخْرُ الْاِسْلَامِ مُسَامَحَةً وَسَمَّاهُ ضَرْبًا سَادِسًا جَامِعًا لِكُلٍّ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِي لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَحَدٍ بِاَمْرٍ مِنَ الْمَامُوْرِ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোনো হুকুমের পাবন্দি করেন না اِلَّا بِحَسْبِ طَاقَتِهٖ وَقُدْرَتِهٖ কিন্তু শুধু ততটুকু পরিমাণ, যতটুকু পরিমাণ সে শক্তি ও সামর্থ্য রাখে فَهٰذَا اَيْضًا حُسْنٌ এটাও এক প্রকার حُسْن বা সৌন্দর্য وَهٰذَا الْقِسْمُ لَيْسَ قِسْمٌ فِى الْوَاقِعِ আর এ প্রকারটি প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকারই নয় وَلٰكِنَّهٗ شَرْطٌ لِلْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمُقَدَّمَةِ لِعَيْنِهٖ وَلِغَيْرِهٖ অবশ্য তা পূর্ববর্তী حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ ও حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ -এর পঞ্চম প্রকারের শর্ত বটে وَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجَمْهُوْرُ بِعُنْوَانِ التَّقْسِيْمِ যেহেতু এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকারই নয়, তাই জমহুর উসূলবিদগণ তাকে শ্রেণীবিভাগ এর শিরোনাম দ্বারা উল্লেখ করেন নি وَاِنَّمَا ذَكَرَهٗ فَخْرُ الْاِسْلَامِ مُسَامَحَةً অবশ্যই ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.) এটাকে অসাবধানতা বশত উল্লেখ করেছেন وَسَمَّاهُ ضَرْبًا سَادِسًا جَامِعًا لِكُلٍّ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمُقَدَّمَةِ এবং এটাকে ষষ্ঠ প্রকার বলে অভিহিত করেছেন, যা পূর্ববর্তী পঞ্চ প্রকারের প্রত্যেকটিকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকেও কোনো হুকুমের পাবন্দি করেন না, কিন্তু শুধু ততটুকু পরিমাণ, যতটুকু পরিমাণ সে শক্তি ও সামর্থ্য রাখে। এটাও এক প্রকার حُسْن বা সৌন্দর্য। আর এ প্রকারটি প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকারই নয়। অবশ্য তা পূর্ববর্তী حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ ও حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর পঞ্চ প্রকারের শর্ত বটে। যেহেতু এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকারই নয়, তাই জমহুর উসূলবিদগণ তাকে 'শ্রেণীবিভাগ' এর শিরোনাম দ্বারা উল্লেখই করেননি। অবশ্য ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.) এটাকে অসাবধানতা বশত উল্লেখ করেছেন এবং এটাকে ষষ্ঠ প্রকার বলে অভিহিত করেছেন, যা পূর্ববর্তী পঞ্চ প্রকারের প্রত্যেকটিকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَهٰذَا اَيْضًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) قُدْرَتْ টা حَسَنٌ হওয়ার কি অর্থ ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদেশ বাণীর দ্বারা কারো উপর তার قُدْرَتْ (শক্তি)-এর অধিক কোনো কার্য চাপিয়ে দেন না। আর এটাও হলো حَسَنٌ তবে قُدْرَتْ যা ইবাদতের তথা مَامُوْر بِهٖ পালনের জন্য শর্ত তাকে যে حَسَنٌ বলা হয়েছে তা পারিভাষিক অর্থে নয়; বরং এ ক্ষেত্রে حَسَنٌ-এর অর্থ পূর্ণতার গুণ বিশিষ্ট হওয়া। আর বাস্তবিকই قُدْرَتْ পূর্ণতার গুণ বিশিষ্ট।

قَوْلُهٗ الْخَمْسَةُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা মুসান্নেফ (র.) সেই পাঁচ প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছে যে পাঁচ প্রকারকে উসূলবিদগণ উল্লেখ করেননি, সে পাঁচ প্রকার হলো—

১. এমন حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ যা حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সাদৃশ্যতাও রাখে না এবং سُقُوْط -কেও কবুল করে না। অর্থাৎ কখনো مُكَلَّفٌ হতে রহিত হয়ে যায় না। যেমন اَلتَّصْدِيْقُ (অন্তরের অন্তস্থলের বিশ্বাস)।

২. এমন حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ যা حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না; তবে سُقُوْط -কে কবুল করে। যেমন– সালাত বা নামাজ

৩. এমন حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ যা حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। তবে حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর শ্রেণীভুক্ত। যেমন–যাকাত, সাওম ও হজ ইত্যাদি।

৪. এমন حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ যার আদায়ের দ্বারা ঐ فِعْل টি আদায় হয় না যার কারণে حَسَنٌ হয়েছে। যেমন– অজু।

৫. এমন حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ যার আদায়ের দ্বারা ঐ فِعْل টিও সম্পাদন হয়ে যায় যার কারণে حَسَنٌ এসেছে। যেমন– اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বা আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

قَوْلُهٗ سَمَّاهُ ضَرْبًا سَادِسًا الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, ফখরুল ইসলাম বাযদবীর দৃষ্টিতে حَسَنٌ মোট ছয়প্রকারে বিভক্ত–(১) حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ لَا يَقْبَلُ السُّقُوْطَ তথা سُقُوْط কে কবুল না করে সরাসরি مَامُوْر بِهٖ-এর মধ্যে حَسَنٌ থাকা। যেমন– تَصْدِيْق। তবে حَسَنٌ -এর এ প্রকার কখনো سُقُوْط কে কবুল করে না এবং حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। (২) حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ يَقْبَلُ السُّقُوْطَ তথা سُقُوْط কে কবুল করা সত্ত্বেও مَامُوْر بِهٖ-এর حَسَنٌ থাকা। যেমন– اَلصَّلٰوةُ। এপ্রকারটিও حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। (৩) حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ مُشَابِهًا لِغَيْرِهٖ তথা حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সাথে সাদৃশ্য রাখা সত্ত্বেও مَامُوْرِبِهٖ-এর মধ্যে حَسَنٌ থাকা। যেমন– زَكٰوةٌ ও صَوْمٌ এবং حَجٌّ। (৪) حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ তথা مَامُوْرِبِهٖ-এর মধ্যে حَسَنٌ টা আসে غَيْر-এর কারণে, যেমন– وَضُوْء এর মধ্যে حَسَنٌ টা এসেছে صَلٰوة -এর কারণে। অতএব وَضُوْء হচ্ছে حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ। (৫) حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ তথা مَامُوْرِبِهٖ-এর حَسَنٌ টা غَيْر -এর কারণে নয়; বরং সত্ত্বাগতভাবেই مَامُوْرِبِهٖ টি حَسَنٌ বা সৌন্দর্য। যেমন–جِهَادٌ। (৬) اَلْحَسَنُ فِى الشَّرْطِ উক্ত পাঁচপ্রকারের شَرْط-এর মধ্যে তথা قُدْرَةٌ-এর মধ্যে حَسَنٌ থাকা।

فَإِذَا كَانَ جَامِعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَّقُوْلَ بَعْدَمَا كَانَ حُسْنًا لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ أَوْ مُلْحَقًا بِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ الْمَعْنٰى أَنَّ الْمَامُوْرَ بِهِ بَعْدَمَا كَانَ حُسْنًا لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ كَالتَّصْدِيْقِ وَالصَّلٰوةِ أَوْ مُلْحَقًا بِهِ كَالزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ أَوْ لِغَيْرِهِ كَالْوَضُوْءِ وَالْجِهَادِ صَارَ حَسَنًا لِمَعْنًى اٰخَرَ وَهُوَ كَوْنُهُ مَشْرُوْطًا بِالْقُدْرَةِ فَلِهٰذِهِ الْقُدْرَةِ صَارَتْ أَوَامِرُ الشَّرْعِ كُلُّهَا حَسَنَةً لِلْغَيْرِ وَلٰكِنَّ الْحَسَنَ لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ وَالْمُلْحَقُ بِهِ صَارَ جَامِعًا لِكَوْنِهِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ وَلِهٰذَا قَيَّدَهُ بِهِمَا بِخِلَافِ مَا كَانَ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ فِيْهِ الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ مِنْ جِهَتَيْنِ لِأَجْلِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَلِأَجْلِ الْقُدْرَةِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ لِغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ لِهٰذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ ثُمَّ بَعْدَ هٰذِهِ الْمُسَامَحَاتِ الثَّلٰثَةِ قَدْ تَسَامَحَ فِي أَمْثِلَتِهِ حَيْثُ قَالَ كَالْوَضُوْءِ وَالْجِهَادِ وَالْقُدْرَةِ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ فَالْوَضُوْءُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِ بِهِ الَّذِي لَا يَتَأَدَّى الْغَيْرُ بِأَدَائِهِ فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ تَبْرِيْدٌ وَتَنْظِيْفٌ لِلْأَعْضَاءِ وَإِضَاعَةٌ لِلْمَاءِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِذَا كَانَ جَامِعًا সুতরাং যখন এটা প্রত্যেক প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে فَيَنْبَغِي أَنْ يَّقُوْلَ তখন বলাই সমীচীন ছিল যে بَعْدَمَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ أَوْ مُلْحَقًا بِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ উক্ত مَامُوْر بِهِ টি حَسَنٌ لِعَيْنِهِ অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর, যেমন– যাকাত, রোজা ও হজ أَوْ لِغَيْرِهِ অথবা حَسَنٌ لِغَيْرِهِ হওয়ার পর كَالْوَضُوْءِ وَالْجِهَادِ যেমন– অজু ও জিহাদ صَارَ حَسَنًا لِمَعْنًى اٰخَرَ তা অন্যের কারণে حَسَن বা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে وَهُوَ كَوْنُهُ مَشْرُوْطًا بِالْقُدْرَةِ আর সে অর্থটি হলো مَامُوْر بِهِ টি قُدْرَتْ বা শক্তি দ্বারা শর্তযুক্ত হওয়া فَلِهٰذِهِ الْقُدْرَةِ صَارَتْ أَوَامِرُ الشَّرْعِ كُلُّهَا এ 'কুদরত' এর কারণে শরিয়তের সকল হুকুম حَسَنٌ لِغَيْرِهِ সাব্যস্ত হবে وَلٰكِنَّ الْحَسَنَ لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ وَالْمُلْحَقُ بِهِ صَارَ جَامِعًا কিন্তু যেহেতু ঐ مَامُوْر بِهِ যা حَسَنٌ لِعَيْنِهِ হয়েছে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে তা مَامُوْر بِهِ লِغَيْرِهِ ও لِعَيْنِهِ উভয় কেই অন্তর্ভুক্ত করে وَلِهٰذَا قَيَّدَهُ بِهِمَا তাই তাকে এ শর্ত দু'টি দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয়েছে بِخِلَافِ مَاكَانَ لِغَيْرِهِ কিন্তু যে مَامُوْر بِهِ - حَسَنٌ لِغَيْرِهِ সেটা এটার বিপরীত فَإِنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ مِنْ جِهَتَيْنِ কেননা, তাতে দু'দিক বিচারে حَسَنٌ لِغَيْرِهِ একত্রিত হয়েছে لِأَجْلِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ সে غَيْر -এর কারণে যা مَامُوْر بِهِ -এর সাথে নির্দিষ্ট وَلِأَجْلِ الْقُدْرَةِ এবং قُدْرَتْ বা সামর্থ্যের কারণে فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ لِغَيْرِهِ সুতরাং مَامُوْر بِهِ টা حَسَنٌ لِغَيْرِهِ -এর শর্ত হতে বহির্ভূত নয় وَلَعَلَّهُ لِهٰذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ সম্ভবত এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) ষষ্ঠ প্রকারকে حَسَنٌ لِغَيْرِهِ -এর শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত করে নি ثُمَّ بَعْدَ هٰذِهِ الْمُسَامَحَاتِ الثَّلٰثَةِ অতঃপর এ তিনটি অদূরদর্শিতা সংঘটিত হওয়ার পর قَدْ تَسَامَحَ فِي أَمْثِلَتِهِ গ্রন্থকার (র.) مَامُوْر بِهِ -এর উদাহরণ বর্ণনায়ও অদূরদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন حَيْثُ قَالَ যেমন তিনি বলেন– كَالْوَضُوْءِ وَالْجِهَادِ وَالْقُدْرَةِ যথা অজু, জিহাদ এবং ঐ সামর্থ্য الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ যার সাহায্যে বান্দা তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় فَالْوَضُوْءُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِ بِهِ الَّذِي لَا يَتَأَدَّى الْغَيْرُ بِأَدَائِهِ যথা অজু সেই مَامُوْر بِهِ -এর উদাহরণ, যার আদায় দ্বারা غَيْر -এর আদায় হয় না فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ تَبْرِيْدٌ وَتَنْظِيْفٌ لِلْأَعْضَاءِ কেননা, এটা মূলত শরীরের অঙ্গসমূহকে শীতল করা, পরিষ্কার করা وَإِضَاعَةٌ لِلْمَاءِ ও পানি অপচয় করা (ব্যতীত আর কিছুই নয়)।

সরল অনুবাদ : সুতরাং যখন এটা প্রত্যেক প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে, তখন এরূপ বলাই সমীচীন ছিল যে, 'উক্ত مَامُوْرٌ بِهِ টি حَسَنٌ لِعَيْنِهِ অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা حَسَنٌ لِغَيْرِهِ হওয়ার পর; তাহলে অর্থ এই হবে যে, مَامُوْر بِهِ টি حَسَنٌ لِعَيْنِهِ হওয়ার পর, যেমন– আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ও নামাজ অথবা حَسَنٌ لِعَيْنِهِ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর, যেমন– যাকাত, রোজা ও হজ অথবা حَسَنٌ لِغَيْرِهِ হওয়ার পর, যেমন– অজু ও জিহাদ, তা অন্যের কারণে حَسَن বা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। আর সে অর্থটি হলো, مَامُوْر بِهِ টি قُدْرَتْ বা শক্তি দ্বারা শর্তযুক্ত হওয়া। এ 'কুদরত' এর কারণে শরিয়তের সকল হুকুম حَسَنٌ لِغَيْرِهِ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যেহেতু ঐ مَامُوْر بِهِ যা حَسَنٌ لِعَيْنِهِ হয়েছে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তা لِغَيْرِهِ ও لِعَيْنِهِ উভয় -কেই অন্তর্ভুক্ত করে, তাই তাকে এ শর্ত দু'টি দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যে مَامُوْر بِهِ - حَسَنٌ لِغَيْرِهِ সেটা এটার বিপরীত। কেননা তাতে দু'দিক বিচারে حَسَنٌ لِغَيْرِهِ একত্রিত হয়েছে। (১) সে غَيْر-এর কারণে যা مَامُوْر بِهِ-এর সাথে নির্দিষ্ট এবং(২) قُدْرَتْ বা সামর্থ্যের কারণে। সুতরাং مَامُوْر بِهِ টা حَسَنٌ لِغَيْرِهِ-এর শর্ত হতে বহির্ভূত নয়। সম্ভবত এ কারণেই গ্রন্থকার (র.) ষষ্ঠ প্রকারকে حَسَنٌ لِغَيْرِهِ-এর শর্ত দ্বারা শর্ত যুক্ত করেননি। অতঃপর এ তিনটি অদূরদর্শিতা সংঘটিত হওয়ার পর গ্রন্থকার (র.) مَامُوْر بِهِ-এর উদাহরণ বর্ণনায়ও অদূরদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। যেমন-তিনি বলেন, যথা– অজু, জিহাদ এবং ঐ সামর্থ্য যার সাহায্যে বান্দা তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। অজু সেই مَامُوْر بِهِ-এর উদাহরণ, যার আদায় দ্বারা غَيْر-এর আদায় হয় না। কেননা এটা মূলত শরীরের অঙ্গসমূহকে শীতল করা, পরিষ্কার করা ও পানি অপচয় করা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِذَا كَانَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নেফ (র.) قُدْرَتْ-এর শর্তারোপের কারণে বিরোধী পক্ষ থেকে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তার উত্তরসহ বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, এখানে ব্যাখ্যাকার (র.) গ্রন্থকার (র.)-এর একটি ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এভাবে যে, مَامُوْرٌ بِهٖ-এর শর্ত তথা قُدْرَتْ টা حَسَنْ হওয়ার কারণে مَامُوْرٌ بِهٖ-এর পাঁচ প্রকারকে তা অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তখন গ্রন্থকারের এরূপ বলা উচিত ছিল যে, مَامُوْرٌ بِهٖ টা حَسَنْ لِعَيْنِهٖ বা তার সাথে مُلْحَقْ (যুক্ত) কিংবা حَسَنْ لِغَيْرِهٖ হওয়ার পর শর্তের মধ্যে حَسَنْ হওয়ার কারণে এর মধ্যেও حَسَنْ হয়েছে।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকারের (র.) পক্ষ হয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, গ্রন্থকার (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ে আলোকপাত করা যে, শর্তের حَسَنْ-এর কারণেই مَامُوْرٌ بِهٖ-এর মধ্যে حَسَنْ হয়েছে। এরপর তাতে এ সন্দেহ হলো যে, এটা তো حَسَنْ لِعَيْنِهٖ-এর বিপরীত প্রকার। সুতরাং এ সন্দেহের নিরসনের জন্যই তিনি বলেছেন حَسَنْ لِعَيْنِهٖ অথবা তার সাথে مُلْحَقْ বা যুক্ত হওয়ার পর এটার শর্তের মধ্যে حَسَنْ হওয়ার কারণে এটাও حَسَنْ হয়ে গেছে। এ উদ্দেশ্য নয় যে, উক্ত হুকুম শুধু এ দু'শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং قَيْد اِتِّفَاقِىْ তথা সবগুলোকেই বুঝানোর জন্য قَيْد লাগানো হয়েছে اِحْتِرَازِىْ তথা কোনো একটি বের করে দেওয়ার জন্য قَيْدْ লাগানো হয়নি।

অথবা এ উত্তরও দেওয়া যেতে পারে যে, حَسَنْ لِعَيْنِهٖ-এর উল্লেখ দ্বারা যেহেতু পরোক্ষভাবে حَسَنْ لِغَيْرِهٖ-এর জন্যও قُدْرَتْ শর্ত হওয়া প্রতীয়মান হয় সে কারণে তার উল্লেখ করেননি। কেননা حَسَنْ لِغَيْرِهٖ-এর حَسَنْ ঐ فِعْل-এর حَسَنْ-এর تَابِعْ যা حَسَنْ لِعَيْنِهٖ-এর জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং حَسَنْ لِعَيْنِهٖ-এর জন্য যখন قُدْرَتْ শর্ত হওয়া সাব্যস্ত হলো, তখন এর উপর قِيَاسْ করে حَسَنْ لِغَيْرِهٖ-এর حَسَنْ-এর জন্যও قُدْرَتْ বা সামর্থ্য শর্ত হবে। কেননা এটাতো জানা কথা যে حَسَنْ لِعَيْنِهٖ হোক অথবা لِغَيْرِهٖ হোক উভয় অবস্থায়ই অক্ষম ও সামর্থ্যহীনকে تَكْلِيْفْ বা কষ্ট দেওয়া নিন্দনীয় হিসেবে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا قَيَّدَهُ بِهِمَا الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার (র.) اَلْحَسَنُ فِى الشَّرْطِ কে দু'ধরনের مَامُوْرٌبِهٖ-এর সাথে শর্ত হিসেবে যুক্ত করেছেন। তা হলো-(১) اَلْحَسَنُ لِمَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ (২) اَلْمُلْحَقُ بِهٖ। আর উক্ত অবস্থার কারণ হলো এ শর্তটি حَسَنْ لِعَيْنِهٖ ও حَسَنْ لِغَيْرِهٖ হওয়ার জন্য যোগ সূত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَجْلِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) حَسَنْ لِغَيْرِهٖ-এর দু'কারণে حَسَنْ থাকতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, (১) غَيْر টি مَامُوْرٌبِهٖ-এর জন্য خَاصْ হওয়ার কারণে। যেমন– وَضُوْء টি صَلٰوة-এর সাথে خَاصْ। (২) غَيْر টি مَامُوْرٌبِهٖ কে অস্তিত্বে আনতে قُدْرَةْ বা শক্তি হবে। যেমন–صَلٰوةْ -এর জন্য وَضُوْء তখনি حَسَنْ হবে যখন وَضُوْء করার ব্যাপারে قُدْرَةْ বা শক্তি থাকে।

قَوْلُهُ اَوَامِرُ الشَّرْعِ كُلُّهَا حَسَنَةٌ لِغَيْرِهٖ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) বলতে চান যে, সাধারণত صَلٰوةْ কে حَسَنْ لِعَيْنِهٖ বলা হলেও قُدْرَةْ-এর কারণে صَلٰوةْ হচ্ছে حَسَنْ لِغَيْرِهٖ তথা যদি قُدْرَةْ থাকে তাহলে صَلٰوةْ আদায় হবে, অন্যথায় নয়। এভাবেই সমস্ত مَامُوْرٌبِهٖ কেই قُدْرَةْ-এর কারণে حَسَنْ لِغَيْرِهٖ বলা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهٖ الخ-এর আলোচনা : গ্রন্থকার (র.) উক্ত ইবারতে বলতে চান যে, حَسَنْ لِغَيْرِهٖ-এর জন্য اَلْحَسَنُ فِى الشَّرْطِ-এর শর্তারোপ করা হয়নি, কারণ এটি নিজেই حَسَنْ لِغَيْرِهٖ। সুতরাং তার জন্য اَلْحَسَنُ فِى الشَّرْطِ টি যুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

قَوْلُهُ قَدْ تَسَامَحَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَامُوْرٌ بِهٖ-এর উদাহরণ পেশ করতে যে অসতর্কতা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, গ্রন্থকার (র.) যেমন مَامُوْرٌبِهٖ-এর প্রকারভেদ বর্ণনায় অসতর্কতা বশত কিছু ত্রুটি করেছেন, ঠিক তদ্রূপ তার উদাহরণ পেশ করতে গিয়েও অসতর্কতার দরুন সামান্য ত্রুটি হয়ে গেছে। কেননা অজু ও জিহাদ হলো ঐ مَامُوْرٌ بِهٖ -এর উদাহরণ, যা অপরের حَسَنْ-এর কারণে তার মধ্যে حَسَنْ হয়ে থাকে। অপর দিকে قُدْرَتْ হলো ঐ غَيْر (গায়ের)-এর উদাহরণ, যার حَسَنْ-এর কারণে তার مَامُوْرٌ بِهٖ টা حَسَنْ হয়েছে। আর قُدْرَتْ তো مَامُوْرٌ بِهٖ-এর উদাহরণই নয়।

গ্রন্থকারের পক্ষ হয়ে কোনো কোনো ব্যক্তি উক্ত ত্রুটির উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, তার উত্তরে এটা বলা যেতে পারে, এখানে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ ইবারত এরূপ হবে- "وَمَشْرُوْطُ الْقُدْرَةِ الَّتِىْ يَتَمَكَّنُ الخ" তবে কিন্তু এ উত্তরটি সন্তোষজনক নয়।

وَاِنَّمَا حَسُنَ لِاَجْلِ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةُ مِمَّا لَايَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْوَضُوْءِ بَلْ لَابُدَّ لَهَا مِنْ فِعْلٍ اُخَرَ قَصْدًا تُوْجَدُ بِهِ الصَّلٰوةُ وَاِذَا نَوٰى فِىْ هٰذَا الْوَضُوْءِ كَانَ مَنْوِيًّا وَقُرْبَةً مَقْصُوْدَةً يُثَابُ عَلَيْهَا وَالْجِهَادُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِ بِهِ الَّذِىْ يَتَاَدّٰى الْغَيْرُ بِاَدَائِهِ فَاِنَّهُ فِىْ نَفْسِهِ تَعْذِيْبٌ عِبَادِ اللّٰهِ وَتَخْرِيْبُ بِلَادِ اللّٰهِ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِاَجْلِ اِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَالْاِعْلَاءُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ الْجِهَادِ لَابِفِعْلٍ اُخَرَ بَعْدَهُ وَكَذٰلِكَ اِقَامَةُ الْحُدُوْدِ فِىْ نَفْسِهَا تَعْذِيْبٌ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِزَجْرِ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِىْ وَالزَّجْرُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ لَابِفِعْلٍ اُخَرَ بَعْدَهُ وَكَذٰلِكَ صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ فِىْ نَفْسِهَا بِدْعَةٌ مُشَابِهَةٌ لِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا حَسُنَ لِاَجْلِ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ এটা শুধু নামাজ আদায়ের কারণেই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে وَالصَّلٰوةُ مِمَّا لَايَتَاَدّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْوَضُوْءِ এবং নামাজ সেই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত যা শুধু অজু ক্রিয়া দ্বারা আদায় হয় না بَلْ لَابُدَّ لَهَا مِنْ فِعْلٍ اُخَرَ قَصْدًا বরং তজ্জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কতিপয় কার্য সম্পাদন করা জরুরি تُوْجَدُ بِهِ الصَّلٰوةُ যার সাহায্যে নামাজ অস্তিত্ব লাভ করে وَاِذَا نَوٰى فِىْ هٰذَا الْوَضُوْءِ আর যখন কেউ এ অজুর মধ্যে নিয়ত করে নেবে كَانَ مَنْوِيًّا وَقُرْبَةً مَقْصُوْدَةً يُثَابُ عَلَيْهَا তখন তা مَنْوِىٌّ বা নিয়তকৃত ও قُرْبَةٌ مَقْصُوْدَةٌ বা উদ্দিষ্ট নৈকট্য হয়ে যাবে এবং যার কারণে ছওয়াবও প্রদান করা হবে وَالْجِهَادُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِ بِهِ আর জিহাদ সেই مَامُوْرٌ بِهِ -এর উদাহরণ الَّذِىْ يَتَاَدّٰى الْغَيْرُ بِاَدَائِهِ যার আদায় দ্বারা غَيْر ও আদায় হয়ে যাবে فَاِنَّهُ فِىْ نَفْسِهِ কেননা, এটা মূলত আল্লাহ বান্দাগণ শাস্তি প্রদান تَعْذِيْبٌ عِبَادِ اللّٰهِ ও وَتَخْرِيْبُ بِلَادِ اللّٰهِ তাঁর দেশ সমূহকে ধ্বংস করা ছাড়া (আর কিছু নয়) وَاِنَّمَا حَسُنَ لِاَجْلِ اِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ এটার মধ্যে সৌন্দর্য শুধু এ কারণে আগমন করেছে যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বাণী সমুন্নত করা হয় وَالْاِعْلَاءُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ الْجِهَادِ এবং এ সমুন্নতকরণ শুধু জিহাদ কর্ম দ্বারাই অর্জিত হয়ে যায় لَابِفِعْلٍ اُخَرَ بَعْدَهُ তারপর অন্যকোনো কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজন পড়ে না وَكَذٰلِكَ اِقَامَةُ الْحُدُوْدِ فِىْ نَفْسِهَا আর অনুরূপভাবে নির্ধারিত দণ্ড কায়েম করা تَعْذِيْبٌ এটাও মূলত শাস্তি প্রদান ছাড়া আর কিছু নয় وَاِنَّمَا حَسُنَ لِزَجْرِ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِىْ কিন্তু এটা এ কারণে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে যে, এটার মাধ্যমে মানুষকে পাপ হতে নিবৃত্ত করা হয় وَالزَّجْرُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ لَابِفِعْلٍ اُخَرَ بَعْدَهُ আর এ নিবৃত্তকরণ শুধুমাত্র নির্ধারিত দণ্ড কায়েম করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়, এটার পর অন্য আর কোনো কার্য সম্পাদনের মাধ্যম নয় وَكَذٰلِكَ صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ আর অনুরূপভাবে জানাযার নামাজ فِىْ نَفْسِهَا بِدْعَةٌ مُشَابِهَةٌ لِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ এটা মূলত এমন একটি কাজ, যা মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

সরল অনুবাদ : এটা শুধু নামাজ আদায়ের কারণেই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে এবং নামাজ সেই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত যা শুধু অজু ক্রিয়া দ্বারা আদায় হয় না; বরং তজ্জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কতিপয় কার্য সম্পাদন করা জরুরি, যার সাহায্যে নামাজ অস্তিত্ব লাভ করে। আর যখন কেউ এ অজুর মধ্যে নিয়ত করে নেবে, তখন তা مَنْوِىٌّ বা নিয়তকৃত ও قُرْبَةٌ مَقْصُوْدَةٌ বা 'উদ্দিষ্ট নৈকট্য' হয়ে যাবে এবং যার কারণে ছওয়াবও প্রদান করা হবে। আর জিহাদ সেই مَامُوْرٌ بِهِ -এর উদাহরণ, যার আদায় দ্বারা غَيْر ও আদায় হয়ে যাবে। কেননা এটা মূলত আল্লাহর বান্দাগণকে শাস্তি প্রদান ও তাঁর দেশসমূহকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছু নয়। এটার মধ্যে সৌন্দর্য শুধু এ কারণে আগমন করেছে যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বাণী সমুন্নত করা হয় এবং এ সমুন্নতকরণ শুধু জিহাদ কর্ম দ্বারাই অর্জিত হয়ে যায়, তার পর অন্য কোনো কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজন পড়ে না। আর অনুরূপভাবে নির্ধারিত দণ্ড কায়েম করা। এটাও মূলত শাস্তি প্রদান ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এটা এ কারণে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে যে, এটার মাধ্যমে মানুষকে পাপ হতে নিবৃত্ত করা হয়। আর এ নিবৃত্তকরণ শুধুমাত্র নির্ধারিত দণ্ড কায়েম করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়, এটার পর অন্য কোনো কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে নয়। আর অনুরূপভাবে জানাযার নামাজ। এটা মূলত এমন একটি কাজ, যা মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ مَنْوِيًّا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের দ্বারা মুসান্নেফ (র.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, অজুর মধ্যে নিয়ত করলে অজু عبادت مقصوده হিসেবে গণ্য হবে এবং এতে ছওয়াবও লাভ হবে। তবে সালাত অজুর মধ্যে নিয়ত হওয়ার মুখাপেক্ষী নয়। এমনকি নিয়তবিহীন অজুর দ্বারাই সালাত সহীহ্ হয়ে যাবে। সুতরাং উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে অজু عِبَادَتْ مَقْصُوْدَهْ তথা অপর বস্তু অর্থাৎ সালাত-এর কারণে حَسَنْ হয়েছে।

'বাহরুল উলূম' প্রণেতা বলেছেন যে, এখানে অজুর দ্বারা উদাহরণ পেশ করা ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা অজু তথা পবিত্রতা নিজে নিজেই حَسَنْ যদিও তার مَشْرُوْطْ তথা সালাতের বিবেচনায় অপর এক حَسَنْ ও রয়েছে। এবং অজু কেবল নামাজের জন্যই হয় না; বরং সদাসর্বদা অজু অবস্থায় থাকা শরিয়তের দৃষ্টিতে মোস্তাহাব বা উত্তম। নামাজ আদায়ের জন্য সদাসর্বদা অজু অবস্থায় থাকা আবশ্যক নয়। কেননা খুতবা ও মাকরূহ সময় গুলোতেও অজু অবস্থায় থাকা মোস্তাহাব। এ ক্ষেত্রে سَعْىٌ اِلَى الْجُمُعَةِ -কে উদাহরণ পেশ করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা এখানে سَعْى তথা দৌড়ানোটা শুধুমাত্র জুমার নামাজের কারণেই حَسَنْ হয়েছে, অন্য কোনো কারণে নয়।

وَاِنَّمَا حَسُنَتْ لِاَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لَا بِفِعْلٍ بَعْدَهَا فَهٰذِهِ الْوَسَائِطُ وَهِيَ كُفْرُ الْكَافِرِ وَاِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَهَتْكُ حُرْمَةِ الْمَنَاهِيْ كُلُّهَا بِفِعْلِ الْعِبَادِ وَاخْتِيَارِهِمْ فَلِهٰذَا اُعْتُبِرَتِ الْوَسَائِطُ هٰهُنَا وَجُعِلَتْ دَاخِلَةً فِي الْحَسَنِ لِغَيْرِهٖ بِخِلَافِ وَسَائِطِ الزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ اَعْنِيْ فَقْرَ الْفَقِيْرِ وَعَدَاوَةَ النَّفْسِ وَشَرَفَ الْمَكَانِ فَاِنَّهَا بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا اِخْتِيَارَ فِيْهَا لِلْعَبْدِ اَصْلًا وَلِهٰذَا جُعِلَتْ مِنَ الْمُلْحَقِ بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ فَتَاَمَّلْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا حَسُنَتْ لِاَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ এটার মধ্যে সৌন্দর্য কেবল এটাই যে, এটা দ্বারা মুসলমানের হক আদায় করা وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ আর মুসলমানের হক আদায় করা শুধুমাত্র জানাযার নামাজ পড়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে যায় لَا بِفِعْلٍ بَعْدَهَا এটার পর অন্য আর কোনো কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে নয় فَهٰذِهِ الْوَسَائِطُ আর এ সমস্ত মাধ্যম وَهِيَ كُفْرُ الْكَافِرِ وَاِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَهَتْكُ حُرْمَةِ الْمَنَاهِيْ অর্থাৎ কাফির ব্যক্তির কুফর, মৃত ব্যক্তির মুসলমান হওয়া ও শরিয়ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এর হুরমতকে লঙ্ঘন করা كُلُّهَا بِفِعْلِ الْعِبَادِ وَاخْتِيَارِهِمْ এসব কিছু বান্দার ক্রিয়া ও এখতিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয় فَلِهٰذَا اُعْتُبِرَتِ الْوَسَائِطُ هٰهُنَا এজন্যই এখানে এ মাধ্যমসমূহের বিবেচনা করা হয়েছে وَجُعِلَتْ دَاخِلَةً فِي الْحَسَنِ لِغَيْرِهٖ এবং এগুলোর সবক'টিকে حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে بِخِلَافِ وَسَائِطِ الزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ যাকাত, রোজা ও হজের মাধ্যমসমূহের বিপরীত اَعْنِيْ فَقْرَ الْفَقِيْرِ وَعَدَاوَةَ النَّفْسِ وَشَرَفَ الْمَكَانِ অর্থাৎ দরিদ্রের দারিদ্র, নফসের শত্রুতা ও পবিত্র স্থানসমূহের মর্যাদা এটার বিপরীত فَاِنَّهَا بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى কেননা, এ সমস্ত মাধ্যম শুধু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি করার কারণেই হয়েছে وَلَا اِخْتِيَارَ فِيْهَا لِلْعَبْدِ اَصْلًا এটাতে বান্দার আদৌ কোনো এখতিয়ার নেই وَلِهٰذَا جُعِلَتْ مِنَ الْمُلْحَقِ بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ فَتَاَمَّلْ এজন্যই উক্ত মাধ্যমসমূহকে সেই مَامُوْرٌ بِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং এ ব্যাপারে খুব চিন্তা ভাবনা করো।

সরল অনুবাদ : এটার মধ্যে সৌন্দর্য কেবল এটাই যে, এটা দ্বারা মুসলমানের হক আদায় করা হয়। আর মুসলমানের হক আদায় করা শুধুমাত্র জানাযার নামাজ পড়ার মধ্যেমেই অর্জিত হয়ে যায়, এটার পর অন্য আর কোনো কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে নয়। আর এ সমস্ত মাধ্যম অর্থাৎ কাফির ব্যক্তির কুফর, মৃতব্যক্তির মুসলমান হওয়া ও শরিয়ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ -এর হুরমতকে লঙ্ঘন করা এসব কিছু বান্দার ক্রিয়া ও এখতিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়। এ জন্যই এখানে এ মাধ্যমসমূহের বিবেচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর সব ক'টিকে حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাকাত, রোজা ও হজের মাধ্যমসমূহ অর্থাৎ দরিদ্রের দারিদ্র্য, নফসের শত্রুতা ও পবিত্র স্থানসমূহের মর্যাদা এটার বিপরীত। কেননা এ সমস্ত মাধ্যম শুধু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি করার কারণেই হয়েছে। এটাতে বান্দার আদৌ কোনো এখতিয়ার নেই। এ জন্যই উক্ত মাধ্যমসমূহকে সেই مَامُوْرٌ بِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এ ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা করো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِاَجْلِ قَضَاءِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) জানাযার নামাজ حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, জানাযার নামাজ মূলত এমন বিদআত যা মূর্তিপূজার তুল্য। তবে মুসলমানের হক আদায় হয় বিধায় তা حَسَنٌ হয়েছে। এ স্থলে প্রথমত এ ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করা দরকার যে, জানাযার নামাজে দু'টি বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– (১) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান, আর এটা হলো حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ (বা সত্তাগতভাবে যেটা সৌন্দর্য)। (২) মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা। আর এটা মুসলমানের হক আদায় হওয়ার কারণে حَسَنٌ হয়েছে। এ দ্বিতীয় অর্থের বিবেচনায় জানাযার নামাজকে حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত জ্ঞাতব্য বিষয় হলো এখানে জানাযার নামাজের ব্যাপারে ইসলামের শর্তারোপ করা হয়েছে। কেননা মৃতব্যক্তি অমুসলিম হলেও তার জানাযার নামাজ পড়া নিন্দনীয় তথা অবৈধ হবে। কেননা আল্লাহর বাণী– وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا অর্থাৎ হে নবী! কোনো কাফির-মুশরিক মৃত্যুমুখে পড়লে আপনি কখনো তাদের জানাযার নামাজ পড়বেন না বা তাদের জন্য দোয়া করবেন না।

قَوْلُهٗ وَهِيَ كُفْرُ الْكَافِرِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নেফ (র.) حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, কাফিরের কুফর, মৃতব্যক্তির মুসলমান হওয়া এবং শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে না মানা সবই বান্দার এখতিয়ারাধীন রয়েছে, তাই জিহাদ, হদ কায়েম করা ও জানাযার নামাজকে حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কাফিরের কুফর, মৃতব্যক্তির ইসলাম এবং নিষিদ্ধ বস্তুকে না মানা এমন নয় যা মূল مَامُوْرٌ بِهٖ (তথা জিহাদ, জানাযার নামাজ ও দণ্ডবিধি প্রয়োগ)-এর আদায়ের দ্বারা আদায় হয়ে যায়? তার উত্তরে বলা হবে যে, এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত এভাবে হবে– اِعْدَامُ كُفْرِ الْكَافِرِ وَقَضَاءِ حَقِّ اِسْلَامِ الْمَيِّتِ وَالزَّجْرِ عَنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَنَاهِيْ অর্থাৎ কাফিরের কুফরের মূলোৎপাটন, মৃত মুসলিম ব্যক্তির হক আদায় এবং নিষিদ্ধ বস্তু না মানা সবই উক্ত তিনটি কার্যাবলির দ্বারা আদায় হয়ে যায়।

وَالْقُدْرَةُ مِثَالٌ لِلشَّرْطِ الَّذِىْ حَسُنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ لِاَجْلِهٖ لَا لِلْمَامُوْرِ بِهٖ وَاِنْ قَدَّرْتَ الْمُضَافَ وَقُلْتَ مَشْرُوْطُ الْقُدْرَةِ كَانَ مِثَالًا لِلْمَامُوْرِ بِهِ الْمَشْرُوْطِ بِهَا وَاِنْ جَعَلْتَ ضَمِيْرًا اَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا رَاجِعًا اِلَى الْغَيْرِ كَمَا كَانَ ضَمِيْرُ لَايَتَاَدّٰى اَوْ يَتَاَدّٰى رَاجِعًا اِلَيْهِ كَمَا قِيْلَ لَمْ يَنْتَشِرِ الْكَلَامُ وَتَكُوْنُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِلْغَيْرِ بِلَاتَكَلُّفٍ لٰكِنْ يَكُوْنُ الشَّرْطُ ج بِمَعْنَى الْمَشْرُوْطِ وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اَوْ يَكُوْنُ الْغَيْرُ كَالْقُدْرَةِ حَسَنَةً لِحُسْنٍ فِىْ مَشْرُوْطِهَا فَانْقَلَبَ الْمَقْصُوْدُ وَانْعَكَسَ الْمُدَّعٰى وَبِالْجُمْلَةِ لَايَخْلُوْ هٰذَا الْمَقَامُ عَنْ تَمَحُّلٍ ثُمَّ وَصَفَ الْقُدْرَةَ بِقَوْلِهٖ يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ اَدَاءِ مَا لَزِمَهٗ لِلْاِيْمَاءِ اِلٰى اَنَّ هٰذِهِ الْقُدْرَةَ لَيْسَتْ قُدْرَةً حَقِيْقَةً يَكُوْنُ مَعَهَا الْفِعْلُ وَتَكُوْنُ عِلَّةً لَهٗ بِلَاتَخَلُّفٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْقُدْرَةُ مِثَالٌ لِلشَّرْطِ الَّذِىْ حَسُنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ لِاَجْلِهٖ لَا لِلْمَامُوْرِ بِهٖ আর قُدْرَةٌ বা সামর্থ্য হচ্ছে সেই শর্তের উদাহরণ যার কারণে مَامُوْر بِه সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে مَامُوْر بِه -এর উদাহরণ নয় وَاِنْ قَدَّرْتَ الْمُضَافَ আর যদি তুমি একটি مُضَاف উহ্য স্বীকার করে নাও وَقُلْتَ مَشْرُوْطُ الْقُدْرَةِ এবং (قُدْرَة -এর স্থলে) وَمَشْرُوْطُ الْقُدْرَةِ পাঠ করা হয় كَانَ مِثَالًا لِلْمَامُوْرِ بِهِ الْمَشْرُوْطِ بِهَا তাহলে এমতাবস্থায় সেই قُدْرَةٌ مَامُوْر بِه -এর উদাহরণ হবে, যা قُدْرَةٌ -এর শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত وَاِنْ جَعَلْتَ ضَمِيْرًا আর যদি اَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا رَاجِعًا اِلَى الْغَيْرِ يَكُوْنُ حَسَنًا -এর সর্বনামকে غَيْر -এর দিকে ফিরিয়ে দাও كَمَا كَانَ ضَمِيْرُ لَايَتَاَدّٰى اَوْ يَتَاَدّٰى رَاجِعًا اِلَيْهِ যেমন বলা হয় يَتَاَدّٰى ও لَايَتَاَدّٰى -এর সর্বনাম غَيْر -এর দিকে ফিরেছে كَمَا قِيْلَ لَمْ يَنْتَشِرِ الْكَلَامُ তাহলে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য অসংলগ্ন হবে না وَتَكُوْنُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِلْغَيْرِ بِلَا تَكَلُّفٍ এবং এ অবস্থায় কোনো অসুবিধা ছাড়াই قُدْرَة টা غَيْر -এর উদাহরণ হবে لٰكِنْ يَكُوْنُ الشَّرْطُ بِمَعْنَى الْمَشْرُوْطِ অবশ্য তখন শর্ত শব্দটি مَشْرُوْط -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اَوْ يَكُوْنُ الْغَيْرُ كَالْقُدْرَةِ حَسَنَةً لِحُسْنٍ فِىْ مَشْرُوْطِهَا এবং এটার অর্থ দাঁড়াবে اَوْ يَكُوْنُ الْغَيْرُ كَالْقُدْرَةِ حَسَنَةً لِحُسْنٍ فِىْ مَشْرُوْطِهَا অর্থাৎ আমরা غَيْر টা قُدْرَة -এর ন্যায় حَسَنٌ হবে, এ জন্য যে, قُدْرَة -এর مَشْرُوْط -এর মধ্যে حَسَنٌ রয়েছে فَانْقَلَبَ الْمَقْصُوْدُ وَانْعَكَسَ الْمُدَّعٰى তবে তাতে আসল উদ্দেশ্যই পরিবর্তন হয়ে মূল দাবি পাল্টে যাবে وَبِالْجُمْلَةِ لَايَخْلُوْ هٰذَا الْمَقَامُ عَنْ تَمَحُّلٍ মোটকথা এ হুবহু কষ্টসাধ্য থেকে খালি নয় ثُمَّ وَصَفَ الْقُدْرَةَ بِقَوْلِهٖ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) তাঁর এ উক্তি দ্বারা قُدْرَة -এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ اَدَاءِ مَا لَزِمَهٗ অর্থাৎ 'বান্দা' তার সাহায্যে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় لِلْاِيْمَاءِ اِلٰى اَنَّ هٰذِهِ الْقُدْرَةَ যা দ্বারা তাঁর قَضَاء -এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদানই উদ্দেশ্য যে, قُدْرَةٌ টি সেই لَيْسَتْ قُدْرَةً حَقِيْقَةً يَكُوْنُ مَعَهَا الْفِعْلُ মূল قُدْرَةٌ নয়, যার সাথে কর্ম বর্তমান থাকে وَتَكُوْنُ عِلَّةً لَهٗ بِلَا تَخَلُّفٍ এবং তা কোনো স্থলাভিষিক্ত ছাড়াই ঐ কর্মের কারণ হয়।

সরল অনুবাদ : আর قُدْرَةٌ বা 'সামর্থ্য' হচ্ছে সেই শর্তের উদাহরণ যার কারণে مَامُوْر بِه সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে, مَامُوْر بِه-এর উদাহরণ নয়। আর যদি তুমি একটি مُضَاف উহ্য স্বীকার করে নাও এবং قُدْرَة-এর স্থলে وَمَشْرُوْطُ الْقُدْرَةِ পাঠ করা হয়, তাহলে এমতাবস্থায় قُدْرَةٌ সেই مَامُوْر بِه-এর উদাহরণ হবে, যা قُدْرَةٌ-এর শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত। আর যদি اَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا-এর সর্বনামকে غَيْر-এর দিকে ফিরিয়ে দাও, যেমন বলা হয়, يَتَاَدّٰى ও لَايَتَاَدّٰى-এর সর্বনাম غَيْر -এর দিকে ফিরছে, তাহলে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য অসংলগ্ন হবে না এবং এ অবস্থায় কোনো অসুবিধা ছাড়াই قُدْرَةٌ টা غَيْر-এর উদাহরণ হবে। অবশ্য তখন শর্ত শব্দটি مَشْرُوْط-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং এটার অর্থ দাঁড়াবে اَوْ يَكُوْنُ الْغَيْرُ كَالْقُدْرَةِ حَسَنَةً لِحُسْنٍ فِىْ مَشْرُوْطِهَا অর্থাৎ 'অথবা غَيْر টা قُدْرَةٌ-এর ন্যায় حَسَنٌ হবে। এ জন্য যে, قُدْرَةٌ-এর مَشْرُوْط-এর মধ্যে حَسَنٌ রয়েছে।' তবে তাতে আসল উদ্দেশ্যই পরিবর্তন হয়ে মূল দাবি পাল্টে যাবে। মোটকথা, এ স্থানটি বহু কষ্টসাধ্য থেকে খালি নয়। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) তাঁর এ উক্তি দ্বারা قُدْرَةٌ-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন– يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ اَدَاءِ مَا لَزِمَهٗ অর্থাৎ 'বান্দা তার সাহায্যে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।' যা দ্বারা তাঁর قَضَاء-এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদানই উদ্দেশ্য যে, قدرة টি সেই মূল قُدْرَةٌ নয়, যার সাথে সাথে কর্ম বর্তমান থাকে এবং তা কোনো স্থলাভিষিক্ত ছাড়াই ঐ কর্মের عِلَّتٌ বা কারণ হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مِثَالًا لِلْغَيْرِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) غَيْر قُدْرَتٌ-এর উদাহরণ হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَوْ يَكُوْنُ حَسَنًا-এর ضَمِيْر -কে غَيْر-এর দিকে ফিরাতে হলে গ্রন্থকারের বক্তব্যও বিক্ষিপ্ত হবে না এবং নির্দ্বিধায় قُدْرَتٌ غَيْر-এর উদাহরণ হতে পারবে। তবে তখন شَرْط টা مَشْرُوْط-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এতে مِثَالٌ টি مُمَثَّلٌ لَهٗ (যার জন্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে)-এর মোতাবেক হলেও মূল উদ্দেশ্য তো হলো مَامُوْر بِه حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর উদাহরণ পেশ করা। যেমন– অজু ও জিহাদ। তবে কিন্তু قُدْرَةٌ টা مَامُوْر بِهَا (আদিষ্ট বস্তু) নয়। তবে যার দাবি করে যে, اَوْ يَكُوْنُ-এর ضَمِيْر -কে غَيْر -এর দিকে রুজু করলেও مِثَالٌ (উদাহরণ) مُمَثَّلٌ لَهٗ (যার জন্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে)-এর মোতাবেক হবে না, তবে তাদের এ বক্তব্য সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।

قَوْلُهٗ يَكُوْنُ مَعَهَا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে قُدْرَةٌ দ্বারা কোন قُدْرَةٌ উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে قُدْرَةٌ দ্বারা ঐ মূল قُدْرَةٌ -কে বুঝানো হয়নি যার সাথে فِعْل সম্পাদিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ উক্ত قُدْرَةٌ এবং কার্য একই সময় সংঘটিত হয়ে থাকে, অন্যথা مَعْلُوْل পূর্ণাঙ্গ عِلَّتٌ-এর পরে সংঘটিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে, যা জায়েজ নেই। তবে সত্তার দিক বিবেচনায় তা فِعْل-এর পূর্বে হয়ে থাকে। কেননা فِعْل তার মুখাপেক্ষী। আর قُدْرَةٌ বলে এমন শক্তিকে যা কোনো বস্তুর সমুদয় শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর মূল قُدْرَةٌ-এর উপর تَكْلِيْف নির্ভরশীল নয়। অন্যথা যে কাফির কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে সে ঈমানের مُكَلَّف সাব্যস্ত হবে না। কেননা তার মধ্যে মূল قُدْرَةٌ পাওয়া যায়নি। কারণ প্রকৃত قُدْرَةٌ পাওয়া যায়নি বলেই ধর্তব্য হবে। সুতরাং এ স্থলে قُدْرَةٌ-এর অর্থ হবে উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সুস্থ সবল থাকা।

فَإِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مَدَارُ التَّكْلِيْفِ لِأَنَّهُ لَايَكُوْنُ سَابِقًا عَلَى الْفِعْلِ حَتّٰى يُكَلَّفَ بِسَبَبِهِ الْفَاعِلُ بَلِ الْمُرَادُ بِهَا هٰهُنَا هِيَ الْقُدْرَةُ الَّتِي بِمَعْنٰى سَلَامَةِ الْاَسْبَابِ وَالْاٰلَاتِ وَصِحَّةِ الْجَوَارِحِ فَإِنَّهَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ وَصِحَّةُ التَّكْلِيْفِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْاِسْتِطَاعَةِ فَقُدْرَةُ التَّوَضِّيْ حِيْنَ وِجْدَانِ الْمَاءِ وَإِلَّا فَالتَّيَمُّمُ وَقُدْرَةُ تَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ حِيْنَ عَدَمِ الْخَوْفِ وَ وُجُوْدِ الْعِلْمِ وَإِلَّا فَجِهَةُ الْقُدْرَةِ اَوِ التَّحَرِّيْ وَقُدْرَةُ الْقِيَامِ حِيْنَ الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَالْقُعُوْدُ اَوِ الْاِيْمَاءُ وَقُدْرَةُ الزَّكٰوةِ حِيْنَ مِلْكِ النِّصَابِ وَإِلَّا فَهُوَ مَعْفُوٌّ وَقُدْرَةُ الصَّوْمِ حِيْنَ الصِّحَّةِ وَالْاِقَامَةِ وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ خَلْفَهُ وَقُدْرَةُ الْحَجِّ حِيْنَ وِجْدَانِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَصِحَّةِ الْاَعْضَاءِ وَاَمْنِ الطَّرِيْقِ وَإِلَّا فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مَدَارُ التَّكْلِيْفِ কেননা মূল قُدْرَةٌ-এর উপর আহকামে এলাহীর পাবন্দী নির্ভরশীল নয় لِأَنَّهُ لَايَكُوْنُ سَابِقًا عَلَى الْفِعْلِ এটার কারণ এই যে, মূল قُدْرَةٌ টা কর্ম হতে এ পরিমাণ পূর্বে হয় না যে, حَتّٰى يُكَلَّفَ بِسَبَبِهِ الْفَاعِلُ তার কারণে কর্তাকে পাবন্দ করা হবে بَلِ الْمُرَادُ بِهَا هٰهُنَا هِيَ الْقُدْرَةُ বরং এখানে قدرة বা সামর্থ্য দ্বারা ঐ قُدْرَةٌ-ই উদ্দেশ্য الَّتِي بِمَعْنٰى سَلَامَةِ الْاَسْبَابِ وَالْاٰلَاتِ وَصِحَّةِ الْجَوَارِحِ যার অর্থ কারণ ও উপকরণসমূহ সঠিক থাকা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুস্থ থাকা فَإِنَّهَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ কেননা, এ قُدْرَةٌ কর্মের পূর্বেই অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে وَصِحَّةُ التَّكْلِيْفِ إِنَّمَا يَعْتَمِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْاِسْتِطَاعَةِ আর আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহের পাবন্দ বানানোর শুদ্ধতা এই সামর্থ্যের উপরই নির্ভরশীল فَقُدْرَةُ التَّوَضِّيْ حِيْنَ وِجْدَانِ الْمَاءِ সুতরাং অজু করার সামর্থ্য তখনই ধর্তব্য হবে, যখন পানি পাওয়া যাবে وَإِلَّا فَالتَّيَمُّمُ অন্যথা তায়াম্মুম করতে হবে وَقُدْرَةُ تَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ আর কেবলামুখী হওয়ার সামর্থ্য তখন হবে, حِيْنَ عَدَمِ الْخَوْفِ وَوُجُوْدِ الْعِلْمِ যখন কোনো ভীতি বর্তমান থাকবে না এবং কেবলা জানা থাকবে وَإِلَّا فَجِهَةُ الْقُدْرَةِ اَوِ التَّحَرِّيْ অন্যথা যে দিকে মুখ করে নামাজ পড়া সম্ভব, সেদিকে অথবা চিন্তা-ভাবনা দ্বারা স্থিরীকৃত দিকের প্রতি মুখ করতে হবে وَقُدْرَةُ الْقِيَامِ حِيْنَ الصِّحَّةِ আর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সামর্থ্য তখন হবে, যখন (পাবন্দ ব্যক্তিটি) সুস্থ থাকবে; وَإِلَّا فَالْقُعُوْدُ اَوِ الْاِيْمَاءُ অন্যথা বসে অথবা ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করবে وَقُدْرَةُ الزَّكٰوةِ حِيْنَ مِلْكِ النِّصَابِ আর যাকাতের সামর্থ্য তখন হবে, যখন নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে وَإِلَّا فَهُوَ مَعْفُوٌّ অন্যথা সে ক্ষমার্হ وَقُدْرَةُ الصَّوْمِ حِيْنَ الصِّحَّةِ وَالْاِقَامَةِ আর রোজার সামর্থ্য তখন হবে, যখন সুস্থ ও মুকিম হয় وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ خَلْفَهُ অন্যথায় কাযা পরবর্তী সময়ে وَقُدْرَةُ الْحَجِّ আর হজের সামর্থ্য حِيْنَ وِجْدَانِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَصِحَّةِ الْاَعْضَاءِ وَاَمْنِ الطَّرِيْقِ যখন যাতায়াত খরচ, যানবাহন, দৈহিক সুস্থতা ও পথ ঘাটের নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকবে وَإِلَّا فَهُوَ تَطَوُّعٌ অন্যথা তা নফল হবে وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ এভাবে অন্যান্য বিষয়সমূহকে কিয়াস করে নেবে।

সরল অনুবাদ : কেননা মূল 'قُدْرَةٌ'-এর উপর আহকামে এলাহীর পাবন্দী নির্ভরশীল নয়। এটার কারণ এই যে, মূল قُدْرَةٌ টা কর্ম হতে এ পরিমাণ পূর্বে হয় না যে, তার কারণে কর্তাকে পাবন্দ করা হবে। বরং এখানে قُدْرَةٌ বা সামর্থ্য দ্বারা ঐ قُدْرَةٌ ই উদ্দেশ্য, যার অর্থ কারণ ও উপকরণসমূহ সঠিক থাকা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুস্থ থাকা। কেননা এ قُدْرَةٌ কর্মের পূর্বেই অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহের পাবন্দ বানানোর শুদ্ধতা এই সামর্থ্যের উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং অজু করার সামর্থ্য তখনই ধর্তব্য হবে, যখন পানি পাওয়া যাবে। অন্যথা তায়াম্মুম করতে হবে। আর কেবলামুখী হওয়ার সামর্থ্য তখন হবে, যখন কোনো ভীতি বর্তমান থাকবে না এবং কেবলা জানা থাকবে। অন্যথা যে দিকে মুখ করে নামাজ পড়া সম্ভব, সে দিকে অথবা চিন্তা-ভাবনা দ্বারা স্থিরীকৃত দিকের প্রতি মুখ করতে হবে। আর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সামর্থ্য তখন হবে, যখন (পাবন্দ ব্যক্তিটি) সুস্থ থাকবে, অন্যথায় বসে অথবা ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করবে। আর যাকাতের সামর্থ্য তখন হবে, যখন নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে, অন্যথা সে ক্ষমার্হ। আর রোজার সামর্থ্য তখন হবে, যখন যাতায়াত খরচ, যানবাহন, দৈহিক সুস্থতা ও পথ-ঘাটের নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকবে। অন্যথা তা নফল হবে। এভাবে অন্যান্য বিষয়সমূহকে কিয়াস করে নেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حِيْنَ وِجْدَانِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) অজু ও কেবলার قُدْرَةٌ সম্পর্কীয় আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি পানি পাওয়া যায় এবং রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোনো বাধা-বিপত্তি না থাকে, তাহলে অজুর قُدْرَةٌ সাব্যস্ত হবে এবং অজু করে নামাজ আদায় করবে। অন্যথা তায়াম্মুম করবে। তদ্রূপ কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে যদি কোনো ভয় না থাকে এবং কেবলার দিক জানা থাকে, তবে কেবলামুখী হওয়ার قُدْرَةٌ সাব্যস্ত হবে। অপর দিকে কেবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে যদি কোনো ভীতি থাকে তাহলে যেদিকে ফিরে নামাজ পড়লে বিপদের আশংকা থাকবে না সে দিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। আর যদি কেবলার দিক জানা না থাকে, তাহলে চিন্তা-গবেষণা করার পর মন যে দিকে বলবে সেটাই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। উক্ত চিন্তা-গবেষণাকে تَحَرِّيْ এবং এর দ্বারা যেদিক স্থির হয় তাকে جِهَتْ تَحَرِّيْ বলে।

بَيَانُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

মুতলাক ও মুকাইয়্যাদের আলোচনা

ثُمَّ قَسَّمَ هٰذِهِ الْقُدْرَةَ اِلَى الْمُطْلَقِ وَالْكَامِلِ فَقَالَ وَهِىَ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ اَىِ الْقُدْرَةُ الَّتِىْ يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ وَهِىَ بِمَعْنٰى سَلَامَةِ الْاٰلَاتِ وَالْاَسْبَابِ نَوْعَانِ اَحَدُهُمَا مُطْلَقٌ اَىْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِصِفَةِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ كَمَا فِى الْقِسْمِ الْاٰتِىْ وَهُوَ اَدْنٰى مَايَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَامُوْرُ مِنْ اَدَاءِ مَا لَزِمَهُ وَهُوَ شَرْطٌ فِىْ اَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ اَىْ اَلْمُطْلَقُ اَدْنٰى مَايَتَمَكَّنُ بِهِ الْعَبْدُ وَهٰذَا الْقَدْرُ مِنَ التَّمَكُّنِ شَرْطٌ فِىْ اَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ وَالْبَاقِىْ زَائِدٌ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَسَعُ فِيْهِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مِنَ الظُّهْرِ فَاِنِ اكْتَفٰى بِهٰذَا الْقَدْرِ سُمِّىَ مُمْكِنَةً وَهُوَ الَّذِىْ سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ مُطْلَقًا وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّقُوْلَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ اَوْكَامِلٌ وَقَاصِرٌ وَ بِازْدِيَادِ لَفْظِ اَدْنٰى اِفْتَرَقَ بَيْنَ الْمَقْسَمِ وَالْقِسْمِ لِاَنَّ الْمَقْسَمَ هُوَ مَايَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ وَالْقِسْمُ هُوَ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ فَلَايَرِدُ مَا يَتَوَهَّمُ اَنَّهُ يَلْزَمُ اِنْقِسَامُ الشَّئِ اِلٰى نَفْسِهِ وَاِلٰى غَيْرِهِ وَاِنَّمَا قَيَّدَ بِاَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ لِاَنَّ الْقَضَاءَ لَايُشْتَرَطُ فِيْهِ هٰذِهِ الْقُدْرَةُ مُطْلَقًا بَلْ اِذَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ الْفِعْلُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ قَسَّمَ هٰذِهِ الْقُدْرَةَ اِلَى الْمُطْلَقِ وَالْكَامِلِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এবং قُدْرَةٌ কে مُطْلَقٌ ব্যাপক ও كَامِلٌ বা পূর্ণাঙ্গ এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন– فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন যে, وَهِىَ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ আর তা দু'ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে একটি مُطْلَقٌ বা ব্যাপক اَىِ الْقُدْرَةُ الَّتِىْ يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ অর্থাৎ ঐ সামর্থ্য যার সাহায্যে বান্দা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় وَهِىَ بِمَعْنٰى سَلَامَةِ الْاٰلَاتِ وَالْاَسْبَابِ যার অর্থ কারণ ও উপকরণসমূহ সঠিক থাকা। نَوْعَانِ اَحَدُهُمَا مُطْلَقٌ তা দু'প্রকার, সেগুলোর একটি مُطْلَقٌ বা সাধারণ اَىْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِصِفَةِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ অর্থাৎ যা সহজ সাধ্য হওয়ার শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত নয় كَمَا فِى الْقِسْمِ الْاٰتِىْ যেমনটি পরবর্তী প্রকারে রয়েছে وَهُوَ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَامُوْرُ مِنْ اَدَاءِ مَالَزِمَهُ আর مُطْلَقٌ বা ব্যাপকতা বলতে সেই ন্যূনতম সামর্থ্যকে বুঝায়, যার সাহায্যে আদিষ্ট ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় وَهُوَ شَرْطٌ فِىْ اَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ আর এ প্রকার সামর্থ্য প্রত্যেকটি আদেশ পালনের ক্ষেত্রেই একটি শর্ত বটে اَىِ الْمُطْلَقُ অর্থাৎ সাধারণ সামর্থ হলো اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْعَبْدُ সে ন্যূনতম সামর্থ যার সাহায্যে বান্দা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম وَهٰذَا الْقَدْرُ مِنَ التَّمَكُّنِ شَرْطٌ আর এ পরিমাণ সামর্থ বজায় থাকা শর্ত فِىْ اَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ প্রত্যেক আদেশ পালনের ক্ষেত্রে وَالْبَاقِىْ زَائِدٌ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَسَعُ فِيْهِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مِنَ الظُّهْرِ এবং সামর্থ্যের অবশিষ্ট অংশটুকু 'অতিরিক্ত' বলে বিবেচিত হবে, আর ন্যূনতম সামর্থ্য এ পরিমাণ যে, যার মধ্যে যোহরের চার রাকাত আদায়ের সুযোগ রয়েছে فَاِنِ اكْتَفٰى بِهٰذَا الْقَدْرِ سُمِّىَ مُمْكِنَةً যদি এ পরিমাণের উপরই যথেষ্ট করা হয়, তাহলে এ সামর্থ্যকে قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ নামে আখ্যায়িত করা হবে وَهُوَ الَّذِىْ سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ مُطْلَقًا যাকে গ্রন্থকার (র.) مُطْلَقٌ নামে অভিহিত করেছেন وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّقُوْلَ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا وَكَامِلٌ وَقَاصِرٌ আর এটাই সমীচীন ছিল যে, গ্রন্থকার (র.) ব্যাপক ও শর্তযুক্ত অথবা পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ বলতেন (তাহলে তুলনামূলক উত্তম হতো) وَبِازْدِيَادِ لَفْظِ اَدْنٰى اِفْتَرَقَ بَيْنَ الْمَقْسَمِ وَالْقِسْمِ আর اَدْنٰى শব্দের বৃদ্ধিকরণ দ্বারা مَقْسَمٌ ও قِسْمٌ -এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে لِاَنَّ الْمَقْسَمَ هُوَ مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ কেননা, مَقْسَمٌ দ্বারা এখানে সে সামর্থ্যকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে বান্দা সক্ষমতা লাভ করে وَالْقِسْمُ هُوَ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ আর قِسْمٌ হচ্ছে সেই সামর্থ্য এর ন্যূনতম অংশের নাম, যার সাহায্যে বান্দা ক্ষমতা লাভ করে থাকে فَلَا يَرِدُ مَا يَتَوَهَّمُ اَنَّهُ يَلْزَمُ اِنْقِسَامُ الشَّئِ اِلٰى نَفْسِهِ وَاِلٰى غَيْرِهِ সুতরাং কারো কারো ধারণা অনুযায়ী এটাতে বস্তুকে স্বয়ং বস্তুর প্রতিও অন্য বস্তুর মধ্যে বিভক্তকরণ অনিবার্য হয়ে পড়ার মতো সংকট এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হবে না وَاِنَّمَا قَيَّدَ بِاَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ আর গ্রন্থকার (র.) اَدَاءِ كُلِّ اَمْرٍ -এর শর্তটি আরোপ করেছেন لِاَنَّ الْقَضَاءَ لَايُشْتَرَطُ فِيْهِ هٰذِهِ الْقُدْرَةُ مُطْلَقًا بَلْ اِذَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ الْفِعْلُ এজন্য যে, قَضَاءٌ -এর ক্ষেত্রে এ সামর্থ্য মোটেও শর্ত নয়; বরং তা শুধু তখনই শর্ত হয়, যখন কর্মই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এ قُدْرَةٌ -কে مُطْلَقٌ বা ব্যাপক ও كَامِلٌ বা পূর্ণাঙ্গ এ দু' ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, আর তা দু' ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি مُطْلَقٌ বা ব্যাপক। অর্থাৎ ঐ সামর্থ্য যার সাহয্যে বান্দা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় ও যার অর্থ, কারণ ও উপকরণসমূহ সঠিক থাকা, তা দু'প্রকার। সেগুলোর একটি مُطْلَقٌ বা সাধারণ। অর্থাৎ যা

সহজসাধ্য হওয়ার শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত নয়। যেমনটি পরবর্তী প্রকারে রয়েছে। আর مُطْلَقْ বা ব্যাপকতা বলতে সেই ন্যূনতম সামর্থ্যকে বুঝায়, যার সাহায্যে আদিষ্ট ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। আর এ প্রকার সামর্থ্য প্রত্যেকটি আদেশ পালনের ক্ষেত্রেই একটি শর্ত বটে।। অর্থাৎ مُطْلَقْ বা ব্যাপক সামর্থ্য ঐ ন্যূনতম সামর্থ্যকে বলা হয়, যার সাহায্যে বান্দা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। আর এ পরিমাণ সামর্থ্য বজায় থাকা প্রত্যেক আদেশ পালনের ক্ষেত্রেই শর্ত এবং সামর্থ্যের অবশিষ্ট অংশটুকু 'অতিরিক্ত' বলে বিবেচিত হবে। আর ন্যূনতম সামর্থ্য এ পরিমাণ যে, যার মধ্যে যোহরের চার রাকাত আদায়ের সুযোগ রয়েছে। যদি এ পরিমাণের উপরই যথেষ্ট করা হয়, তাহলে এ সামর্থ্যকে قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ নামে আখ্যায়িত করা হবে। যাকে গ্রন্থকার (র.) مُطْلَقْ নামে অভিহিত করেছেন। আর এটাই সমীচীন ছিল যে, গ্রন্থকার (র.) مُطْلَقْ বা ব্যাপক ও مُقَيَّدْ বা শর্তযুক্ত অথবা كَامِلْ বা পূর্ণাঙ্গ ও قَاصِرْ বা অপূর্ণাঙ্গ বলতেন। (তাহলে তুলনা মূলক উত্তম হতো।) আর أَدْنٰى শব্দের বৃদ্ধিকরণ দ্বারা مُقَسَّمْ ও قِسْمْ-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কেননা مُقَسَّمْ দ্বারা এখানে সে সামর্থ্যকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে বান্দা সক্ষমতা লাভ করে। আর قِسْمْ হচ্ছে সেই সামর্থ্য এর ন্যূনতম অংশের নাম, যার সাহায্যে বান্দা ক্ষমতা লাভ করে থাকে। সুতরাং কারো কারো ধারণা অনুযায়ী এটাতে বস্তুকে স্বয়ং বস্তুর প্রতি ও অন্য বস্তুর মধ্যে বিভক্তকরণ অনিবার্য হয়ে পড়ার মতো সংকট এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হবে না। আর গ্রন্থকার (র.) أَدَاءْ كُلِّ أَمْرٍ-এর শর্তটি এ জন্য আরোপ করেছেন যে, قَضَاءْ -এর ক্ষেত্রে এ সামর্থ্য মোটেই শর্ত নয়; বরং তা শুধু তখনই শর্ত হয়, যখন কর্মই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِي أَدَاءِ كُلِّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের ব্যাপারে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, এখানে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। তথা পূর্ণ ইবারত এভাবে হবে– "فِيْ وُجُوْبِ أَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ" অর্থাৎ প্রত্যেক আদেশ পালন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম قُدْرَةْ শর্ত। চাই আদিষ্ট বস্তু শারীরিক হোক বা আর্থিক দিক দিয়ে হোক। যথা–নামাজ, যাকাত। গ্রন্থকারের (র.) প্রকাশ্য বক্তব্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে আমরা مُضَافْ উহ্য মানতে বাধ্য হয়েছি। কেননা এ قُدْرَةْ তো আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, আদায়ের জন্য নয়। কারণ أَدَاءْ-এর জন্য মূল قُدْرَةْ শর্ত এ قُدْرَةْ নয়।

قَوْلُهُ أَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) হজের মধ্যে কোন قُدْرَةْ দরকার? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُطْلَقْ বা ব্যাপক قُدْرَةْ হলো قُدْرَةْ-এর সেই ন্যূনতম অংশ যার দ্বারা বান্দা দায়িত্ব আঞ্জামে সক্ষম। এখানে এভাবে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ফকীহগণ বলেছেন, পাথেয় ও আরোহী হজের জন্য قُدْرَةْ مُمْكِنَةْ (সম্ভাব্য কুদরত), তবে পাথেয় ও আরোহী ব্যতিরেকেও হজ পালন করতে দেখা যায়। অতএব পাথেয় ও আরোহী ন্যূনতম কুদরত সাব্যস্ত তো হয় না? তার উত্তরে আনেক উসূলবিদগণ পাথেয় ও আরোহীর সাথে এ কথাটিও যুক্ত করেছেন, بِوَجْهٍ يَخْلُوْ عَنِ الْمَشَقَّةِ অর্থাৎ পাথেয় ও আরোহী থাকলে অতি সহজেই হজব্রত পালন সম্ভব হবে। কেননা আরোহী ব্যতীত যদিও হজ পালন সম্ভব; কিন্তু তা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ شَرْطٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) যে কোনো কার্য ওয়াজিব হওয়ার জন্য ন্যূনতম قُدْرَةْ হলেও থাকতে হবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, قُدْرَةْ -এর ন্যূনতম অংশ যার দ্বারা বান্দা কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম। তা প্রত্যেকটি আদেশের জন্যই শর্ত হবে। অন্যথা বান্দার পক্ষে অসম্ভব এমন কোনো বস্তুকে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। কিন্তু শরিয়তে এমন করা জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا তথা আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার শক্তির অতিরিক্ত কষ্ট দেন না।

قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়ার জন্য قُدْرَةْ শর্ত কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, قَضَاءْ-এর জন্য قُدْرَةْ থাকা একেবারেই শর্ত নয়। তবে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়ার জন্যও قُدْرَةْ مُمْكِنَةْ (ন্যূনতম কুদরত) শর্ত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা শক্তির বেশি কষ্ট দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। কিন্তু আল্লাহর বাণী– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا-এর আলোকে কাউকেও শক্তির অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া জায়েজ নেই, কিন্তু এখানে তার বিপরীত করা লাযেম হয়ে পড়ছে?

তার উত্তরে বলা হবে যে, উপরোক্ত نَصّ প্রাথমিক দায়িত্বারোপের বিরোধী। কেননা প্রাথমিক تَكْلِيْفْ ক্ষমতার বাইরে হয় না, তবে قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়া তো প্রাথমিক تَكْلِيْفْ নয়; বরং পূর্ববর্তী تَكْلِيْفْ অবশিষ্ট থাকা। কারণ قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ এবং أَدَاءْ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ একই। আর প্রাথমিক অবস্থা ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকা জায়েজ। যেমন প্রাথমিকভাবে বিবাহবন্ধন সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী বানানো শর্ত। কিন্তু বিবাহবন্ধন অবশিষ্ট থাকার জন্য সাক্ষী বানানো শর্ত নয়। তবে قَضَاءْ ওয়াজিব হওয়ার জন্য তখন ন্যূনতম قُدْرَةْ শর্ত হবে যখন তার দ্বারা فِعْلْ তথা ছুটে যাওয়া কার্যটি সম্পাদন উদ্দেশ্য হবে। কেননা قُدْرَةْ ব্যতিরেকে فِعْلْ -কে طَلَبْ করা জায়েজ নেই, যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। তবে তা হতে যদি এটা طَلَبْ করা হয় যে, সে ওয়ারিশদেরকে ফিদিয়া প্রদানের জন্য অসিয়ত করবে অর্থাৎ ওয়ারিশদেরকে এ অসিয়ত করবে যে, তারা যেন তার মৃত্যুর পর তার পক্ষ হতে ফিদিয়া আদায় করে দেয়। আর অসিয়ত না করলে তার গুনাহ হবে। সুতরাং এর মধ্যে قُدْرَةْ مُمْكِنَةْ (ন্যূনতম কুদরত) শর্ত নয়। অতএব যার উপর এক হাজার নামাজ ওয়াজিব রয়েছে তাকে শেষ নিঃশ্বাসের সময় বলা হবে তোমার উপর এ নামাজগুলো ওয়াজিব রয়েছে যদিও নাকি এ সময় সে আদায় করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এ وُجُوْبْ -এর ফলাফল أَدَاءْ নয়; বরং ফিদিয়ার অসিয়ত করা। আর তার অবর্তমানে গুনাহগার হওয়া সাব্যস্ত হবে।—বাহরুল উলূম

وَاَمَّا اِذَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ السُّؤَالَ وَالْاِثْمَ فَلَايُشْتَرَطُ فِيْهِ ذٰلِكَ فَاِنَّ مَنْ عَلَيْهِ اَلْفُ صَلٰوةٍ يُقَالُ لَهٗ فِى النَّفْسِ الْاَخِيْرَةِ اَنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ وَثَمَرَتُهٗ تَظْهَرُ فِىْ حَقِّ وُجُوْبِ الْاِيْصَاءِ بِالْفِدْيَةِ وَالْاِثْمِ وَالشَّرْطُ تَوَهُّمُهٗ لَاحَقِيْقَتُهٗ اَىْ اَلشَّرْطُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ الْاَدْنٰى كَوْنُهٗ مُتَوَهَّمَ الْوُجُوْدِ لَامُتَحَقِّقَ الْوُجُوْدِ اَىْ لَايَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ الْوَقْتُ الَّذِىْ يَسَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَوْجُوْدًا مُتَحَقِّقًا فِى الْحَالِ بَلْ يَكْفِىْ وَهْمُهٗ فَاِنْ تَحَقَّقَ هٰذَا الْمَوْهُوْمُ فِى الْخَارِجِ بِاَنْ يَمْتَدَّ الْوَقْتُ مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ يُؤَدِّيْهِ فِيْهِ وَاِلَّا تَظْهَرُ ثَمَرَتُهٗ فِى الْقَضَاءِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ الصَّبِىُّ اَوْ اَسْلَمَ الْكَافِرُ اَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ الصَّلٰوةُ لِتَوَهُّمِ الْاِمْتِدَادِ فِىْ اٰخِرِالْوَقْتِ بِوَقْفِ الشَّمْسِ وَالْمُرَادُ بِاٰخِرِ الْوَقْتِ الَّذِىْ لَايَسَعُ فِيْهِ اِلَّا مِقْدَارَ التَّحْرِيْمَةِ فَاِذَا اَحْدَثَتْ هٰذِهِ الْمُوْجِبَاتُ فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ الصَّلٰوةُ لِاِحْتِمَالِ اِمْتِدَادِهٖ بِوَقْفِ الشَّمْسِ فَاِنِ امْتَدَّ فِى الْوَاقِعِ يُؤَدِّيْهِ فِيْهِ وَاِلَّا يَقْضِيْهَا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا اِذَا كَانَ الْمَطْلُوْبُ السُّؤَالَ وَالْاِثْمَ আর যখন জবাবদিহি ও গুনাহ উদ্দেশ্য হয় فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ ذَالِكَ তখন সে ক্ষেত্রে এ قُدْرَةٌ শর্ত নয় فَاِنَّ مَنْ عَلَيْهِ اَلْفُ صَلٰوةٍ কেননা, যে ব্যক্তির উপর এক হাজার ওয়াক্ত নামাজ ওয়াজিব রয়েছে يُقَالُ لَهٗ فِى النَّفْسِ الْاَخِيْرَةِ তাকে জীবনের শেষ মুহূর্তে এটাই বলা হবে যে, اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ এ নামাজগুলো আদায় করা তোমার উপর ওয়াজিব وَثَمَرَتُهٗ تَظْهَرُ فِىْ حَقِّ وُجُوْبِ الْاِيْصَاءِ بِالْفِدْيَةِ وَالْاِثْمِ আর এটার ফলাফল ফিদিয়া প্রদানের অসিয়ত ওয়জিব হওয়া ও গুনাহ অনিবার্য হওয়ার আকারে প্রকাশিত হবে وَالشَّرْطُ تَوَهُّمُهٗ لَا حَقِيْقَتُهٗ আর তার শুধু কাল্পনিক সামর্থ্যই শর্ত, তার হাকীকত শর্ত নয় اَىْ اَلشَّرْطُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ الْاَدْنٰى অর্থাৎ এ ন্যূনতম قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ -এর মধ্যে শর্ত হলো كَوْنُهٗ مُتَوَهَّمَ الْوُجُوْدِ لَامُتَحَقِّقَ الْوُجُوْدِ তার অস্তিত্ব কাল্পনিক হবে, বাস্তবে অস্তিত্বশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই اَىْ لَايَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ তার মানে এটা আবশ্যক নয় যে, الْوَقْتُ الَّذِىْ يَسَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَوْجُوْدًا مُتَحَقِّقًا فِى الْحَالِ সে ওয়াক্তটি যার মধ্যে চার রাকাত নামাজ আদায় করার সুযোগ রয়েছে مَوْجُوْدًا مُتَحَقِّقًا فِى الْحَالِ তা বর্তমানেই বাস্তব ও সত্য হতে হবে بَلْ يَكْفِىْ وَهْمُهٗ বরং শুধু তার অস্তিত্বের কল্পনাই যথেষ্ট فَاِنْ تَحَقَّقَ هٰذَا الْمَوْهُوْمُ فِى الْخَارِجِ بِاَنْ يَمْتَدَّ الْوَقْتُ مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ يُؤَدِّيْهِ فِيْهِ সুতরাং সে কল্পনাটি যদি বাইরে এভাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে যে, ওয়াক্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রলম্বিত হয়ে যায়, তাহলে সে তাকে সে সময়ের মধ্যেই আদায় করবে وَاِلَّا تَظْهَرُ ثَمَرَتُهٗ فِى الْقَضَاءِ অন্যথা এটার ফলাফল قَضَاءٌ -এর মধ্যে প্রকাশিত হবে حَتّٰى اِذَا بَلَغَ الصَّبِىُّ اَوْ اَسْلَمَ الْكَافِرُ اَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ এমনকি শেষ ওয়াক্তে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় অথবা কোনো কাফির ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ঋতুবতী মহিলা ঋতুস্রাব হতে পবিত্র হয় لَزِمَتْهُ الصَّلٰوةُ তাহলে এ সমস্ত অবস্থায় (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে) নামাজ আবশ্যিক হবে لِتَوَهُّمِ الْاِمْتِدَادِ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ بِوَقْتِ الشَّمْسِ কেননা, শেষ ওয়াক্তে সূর্য স্থির হয়ে যাওয়ার কারণে সময় প্রলম্বিত হওয়ার ধারণা পোষণ করার সুযোগ রয়েছে وَالْمُرَادُ بِاٰخِرِ الْوَقْتِ الَّذِىْ لَايَسَعُ فِيْهِ اِلَّا مِقْدَارَ আর শেষ ওয়াক্তের অর্থ হলো যার মধ্যে শুধু তাকবীরে তাহরীমা পরিমাপের সুযোগ রয়েছে التَّحْرِيْمَةِ فَاِذَا اَحْدَثَتْ هٰذِهِ الْمُوْجِبَاتُ فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ সুতরাং এ কারণসমূহ যদি এ পরিমাণ সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়, لَزِمَتْهُ الصَّلٰوةُ তাহলে নামাজ ওয়াজিব হবে لِاِحْتِمَالِ اِمْتِدَادِهٖ بِوَقْفِ الشَّمْسِ কেননা, সূর্য স্থির হয়ে যাওয়ার কারণে ওয়াক্ত প্রলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে فَاِنِ امْتَدَّ فِى الْوَاقِعِ সুতরাং যদি ওয়াক্ত বাস্তবে প্রলম্বিত হয়ে যায় يُؤَدِّيْهِ فِيْهِ وَاِلَّا يَقْضِيْهَا তাহলে সে তাতে স্বীয় নামাজ আদায় করবে, অন্যথা এটার قَضَاءٌ সমাপন করবে।

সরল অনুবাদ : আর যখন জবাবদিহি ও গুনাহ উদ্দেশ্য হয়, তখন সে ক্ষেত্রে এ قُدْرَةٌ শর্ত নয়। কেননা যে ব্যক্তির উপর এক হাজার ওয়াক্ত নামাজ ওয়াজিব রয়েছে, তাকে জীবনের শেষ মুহূর্তে এটাই বলা হবে যে, এ নামাজগুলো আদায় করা তোমার ওয়াজিব। আর এটার ফলাফল ফিদিয়া প্রদানের অসিয়ত ওয়াজিব হওয়া ও গুনাহ অনিবার্য হওয়ার আকারে প্রকাশিত হবে। **আর তার শুধু কাল্পনিক সামর্থ্যই শর্ত, তার হাকীকত শর্ত নয়।** অর্থাৎ এ ন্যূনতম قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ-এর মধ্যে শর্ত হলো, তার অস্তিত্ব কাল্পনিক হবে, বাস্তবে অস্তিত্বশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই। তার মানে এটা আবশ্যক নয় যে, সে ওয়াক্তটি যার মধ্যে চার রাকাত নামাজ আদায় করার সুযোগ রয়েছে, তা বর্তমানেই বাস্তব ও সত্য হতে হবে; বরং শুধু তার অস্তিত্বের কল্পনাই যথেষ্ট। সুতরাং সে কল্পনাটি যদি বাইরে এভাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে যে, ওয়াক্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রলম্বিত হয়ে যায়, তাহলে সে তাকে সে সময়ের মধ্যেই আদায় করবে, অন্যথা এটার ফলাফল قَضَاءٌ-এর মধ্যে প্রকাশিত হবে। **এমনকি শেষ ওয়াক্তে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় অথবা কোনো কাফির ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ঋতুবতী মহিলা ঋতুস্রাব হতে পবিত্র হয়, তাহলে এ সমস্ত অবস্থায় (ইমাম**

আবূ হানীফা (র.)-এর মতে) নামাজ আবশ্যিক হবে। কেননা শেষ ওয়াক্তে সূর্য স্থির হয়ে যাওয়ার কারণে সময় প্রলম্বিত হওয়ার ধারণা পোষণ করার সুযোগ রয়েছে। আর শেষ ওয়াক্তের অর্থ হলো, যার মধ্যে শুধু তাকবীরে তাহরীমা পরিমাণেরই সুযোগ রয়েছে। সুতরাং এ কারণসমূহ যদি এ পরিমাণ সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে নামাজ ওয়াজিব হবে। কেননা সূর্য স্থির হয়ে যাওয়ার কারণে ওয়াক্ত প্রলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং যদি ওয়াক্ত বাস্তবে প্রলম্বিত হয়ে যায়, তাহলে সে তাতে স্বীয় নামাজ আদায় করবে, অন্যথা এটার قَضَاءْ সমাপন করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) নামাজের শেষ ওয়াক্তে কোনো কাফির বা নাবালেগ কিংবা ঋতুবতী যথাক্রমে মুসলমান, বালেগ ও মাসিক ঋতু হতে পাক হলে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত মাসআলাগুলোতে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতনৈক্য দেখা যায়, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নাবালেগ যদি নামাজের শেষ ওয়াক্তে বালেগ হয় বা কাফির মুসলমান হয় অথবা ঋতুবতী মহিলা মাসিক ঋতু হতে পবিত্র হয় আর এতটুকু সময় বাকি থাকে যে, তাকবীরে তাহরীমা আদায় করতে পারে, তবে তার উপর উক্ত নামাজ ওয়াজিব হবে। ইমাম সাহেব اِسْتِحْسَانْ -এর বিবেচনায় উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২. ইমাম যুফার (র.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নাবালেগ যদি নামাজের পূর্ণ ওয়াক্ত থাকতে বালেগ হয় বা কাফির মুসলমান হয় অথবা ঋতুবতী মহিলা মাসিক ঋতু হতে পবিত্র হয় তবেই তাদের উপর নামাজ ওয়াজিব হবে, অন্যথা হবে না।

দলিল: ইমাম যুফার (র.) কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে এভাবে দলিল পেশ করেন যে, মূলত قُدْرَةْ এখানে নেই। আর ওয়াক্ত দীর্ঘায়িত হয়ে قُدْرَةْ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাকে ধর্তব্য মনে করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা উক্ত সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। এর উপর ভিত্তি করে مُكَلَّفْ সাব্যস্ত হতে পারে না। আর কেবল এমন ওয়াক্তই নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ হয়ে থাকে যাতে নামাজের সংকুলান হয়। যে কোনো ওয়াক্ত নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ নয়। সুতরাং ওয়াক্ত তার চেয়ে কম হলে اَدَاءْ ওয়াজিব হবে না। আর اَدَاءْ ওয়াজিব না হলে قَضَاءْও ওয়াজিব হবে না। কেননা قَضَاءْ টা اَدَاءْ -এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ لِتَوَهُّمِ الْاِمْتِدَادِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) বিরোধীদের উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : আমরা জানি যে, কারামাত হিসেবে ওয়াক্তের শেষ সময় দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং মানবগোষ্ঠির জন্য অকাট্যভাবে কারামাত প্রমাণিতও আছে। তাহলে এবার এখানে প্রশ্ন হলো এ স্থলে দাবি তো عَامْ বা ব্যাপক, অথচ দলিল অর্থাৎ গ্রন্থকারের বক্তব্য لِتَوَهُّمِ الْاِمْتِدَادِ الخ এ বাক্য আসরের নামাজের জন্য নির্দিষ্ট বা খাস সুতরাং দলিল দাবির মোতাবেক তো হয়নি?

উত্তর : উক্ত পশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, তার দ্বারা পরোক্ষভাবে সমস্ত ওয়াক্তের শেষ ভাগের (অবস্থার) অনুরূপ حُكْمْ সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, ব্যখ্যাকারের বক্তব্য فِيْ اٰخِرِالْوَقْتِ এবং তার অপর বক্তব্য بِوَقْفِ الشَّمْسِ-এর দ্বারা اِمْتِدَادْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِاٰخِرِ الْوَقْتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اٰخِرُ الْوَقْتِ তথা শেষ ওয়াক্তের পরিমাণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اٰخِرُالْوَقْتِ তথা শেষ ওয়াক্ত দ্বারা এতটুকু সময়কে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে তাকবীরে তাহরীমাহ্ আদায় করা সম্ভব। কামরুল আকমারের হাশিয়া লিপিদ্ধকারীর মতে ব্যাখ্যাকারের উক্ত মত সঠিক নয়। কেননা সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা তাহরীমাহ্ পরিমাণ সময় বাকি থাকার মুখাপেক্ষী নয়; বরং শেষ ওয়াক্ত দ্বারা এমন একটি অবিভাজ্য সময়কে বুঝানো হয়েছে, যাতে একটি হরফ উচ্চারণেরও অবকাশ নেই। তবে তার উত্তরে বলা হবে এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার বুঝাতে চেয়েছেন সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও কেবল তাহরীমাহ পরিমাণ সময় অবিশষ্ট থাকবে।

উল্লেখ্য যে, 'কাশফ' গ্রন্থকার (র.) বলেছেন ঋতুবতী মহিলা মাসিক ঋতু হতে যদি এমন সময় পাক হয় যে, নামাজের তাকবীরে তাহরীমাহ আদায় করা পরিমাণ সময়ও বাকি নেই। তাহলেও তার উপর নামাজ ওয়াজিব হবে। মেশকাতুল আন্ওয়ার গ্রন্থ প্রণেতা উপরোক্ত বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

তবে জমহুর ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, যদি ঋতুবতী মহিলা মাসিক ঋতু হতে এমন সময় পবিত্র হয় যে, নামাজের তাকবীরে তাহরীমা আদায়ও সম্ভব হবে না, তাহলে তার উপর উক্ত নামাজের قَضَاءْ ওয়াজিব হবে না। আর 'সিরাজুল ওয়াহ্হাজ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, جَنَابَتْ-এর অবস্থায় কোনো কাফির নামাজের শেষ ওয়াক্তে মুসলমান হলে তার হুকুমও ঋতুবতী মহিলার হুকুমের ন্যায় হবে, অর্থাৎ উভয়ের জন্যই তাহরীমাহ্ পরিমাণ সময় পাওয়া আবশ্যক।

وَهٰذَا الْوَقْفُ اَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ كَمَا كَانَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَكَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَضَرَبَ سُوْقَهَا وَاَعْنَاقَهَا فَرَدَّ اللّٰهُ الشَّمْسَ حَتّٰى صَلَّى الْعَصْرَ وَسَخَّرَ لَهُ الرِّيْحَ مَكَانَ الْخَيْلِ وَهٰذَا بِنَصِّ الْقُرْاٰنِ وَقَدْ كَانَ لِيُوْشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى فَتَحَ الْقُدُسَ قَبْلَ دُخُوْلِ لَيْلَةِ السَّبْتِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا الْوَقْفُ اَمْرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ আর সূর্যের এরূপ স্থির হয়ে যাওয়া একটি সম্ভবপর ব্যাপার এবং অলৌকিক ঘটনা বিশেষ كَمَا كَانَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ যেমনিভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল যে, যখন তাঁর সম্মুখে সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াসমূহকে উপস্থিত করা হয়েছিল فَكَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَضَرَبَ سُوْقَهَا وَاَعْنَاقَهَا এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার প্রায় নিকটবর্তী হয়ে গেছে, তখন ঘোড়াগুলোর পা ও ঘাড় কাটতে শুরু করে দিয়েছেন فَرَدَّ اللّٰهُ الشَّمْسَ حَتّٰى صَلَّى الْعَصْرَ এমনকি তিনি আসরের নামাজ (যা কাজা হয়ে যাচ্ছিল) ঠিক সময় আদায় করে নেন وَسَخَّرَ لَهُ الرِّيْحَ مَكَانَ الْخَيْلِ আর আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াসমূহের স্থলে বাতাসকে তাঁর বশীভূত করে দেন وَهٰذَا بِنَصِّ الْقُرْاٰنِ আর এ ঘটনাটি কুরআনের نَصّ দ্বারা প্রমাণিত وَقَدْ كَانَ لِيُوْشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى فَتَحَ الْقُدُسَ قَبْلَ دُخُوْلِ لَيْلَةِ السَّبْتِ আর অনুরূপ ঘটনা হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল, এমনকি তিনি শনিবার রাত্রি আগমন করার পূর্বেই কুদ্স জয় করেছিলেন।

সরল অনুবাদ : আর সূর্যের এরূপ স্থির হয়ে যাওয়া একটি সম্ভবপর ব্যাপার এবং অলৌকিক ঘটনা বিশেষ। যেমনিভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল যে, যখন তাঁর সম্মুখে সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াসমূহকে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার প্রায় নিকটবর্তী হয়ে গেছে, তখন ঘোড়াগুলোর পা ও ঘাড় কাটতে শুরু করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়ায় সূর্যকে ফিরিয়ে দেন। এমনকি তিনি আসরের নামাজ (যা কাজা হয়ে যাচ্ছিল) ঠিক সময় আদায় করে নেন। আর আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াসমূহের স্থলে বাতাসকে তাঁর বশীভূত করে দেন। আর এ ঘটনাটি কুরআনের نَصّ দ্বারা প্রমাণিত। আর অনুরূপ ঘটনা হযরত ইউশা' ইবনে নূন (আ.)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। এমনকি তিনি শনিবারের রাত্রি আগমন করার পূর্বেই কুদ্স জয় করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَيْثُ عُرِضَتْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সুলাইমান (আ.)-এর জন্য আসরের নামাজের সময় দীর্ঘায়িত করে দেওয়ার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। নিম্নে তার বিবরণ উপস্থপন করা হলো—

প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ ইমাম মুকাতেলের বর্ণনা মতে হযরত সুলাইমান (আ.) তদীয় পিতা হযরত দাউদ (আ.) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে এক সহস্র ঘোড়ার মালিক হয়েছিলেন। একদা সুলায়মান (আ.) যোহরের নামাজ আদায় করত গদীতে উপবেশন করলেন, আর ঘোড়াগুলো তার নিকট পেশ করা হলো। নয়শত ঘোড়া পর্যবেক্ষণ করার পর তাঁর আসরের নামাজের কথা স্মরণ হলো, তবে তখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে এবং তার অধিকাংশই লুকিয়ে গেছে। ফলে হযরতের নামাজ ছুটে যায়। এতে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং অনুচরদেরকে ঘোড়াগুলো পুনরায় তার সামনে হাজির করার জন্য নির্দেশ দেন। স্বীয় نفس -কে শাস্তি দেওয়া এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের নিমিত্তে তিনি তরবারি নিয়ে ঘোড়াগুলোর পা, ঘাড়, কর্তন করতে শুরু করলেন। আর আল্লাহ তাঁর এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তিনি নামাজ যথাসময় আদায় করে নিলেন। আর তার ঘোড়াগুলো যেহেতু সব বিধ্বংস হয়ে গেছে তাই ঘোড়ার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা বায়ুকে তার অনুগত করে দিলেন। তার নির্দেশে বায়ু তাকে যেখানে সেখানে নিয়ে যেত।

নিম্নে কতিপয় শব্দার্থ দেওয়া হলো :

عُرِضَ : (ع অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট) অর্থ– কারো নিকট কোনো বস্তুকে প্রকাশ করা।

اَلْعَشِيُّ : অর্থ– দিবসের শেষ ভাগকে বলা হয়।

اَلصَّافِنَاتُ : অর্থ– ঐসব ঘোড়াকে বলে, যেগুলো তিন পায়ের উপর ভর করে এবং সামনের বা পিছনের একটি পায়ের ক্ষুরকে মাটির হালকা ভাবে রেখে দাঁড়ায়।

اَلْجِيَادُ : অর্থ– উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াকে বলে এবং ইমাম বাগাবীও 'মাসআলা' নামক গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

اَلسُّوْقُ : শব্দটি اَلسَّاقُ -এর বহুবচন। অর্থ– পায়ের হাঁটুর নিম্নাংশ। অর্থাৎ হাঁটু ও ছোট গিরার মধ্যবর্তী অংশ।

اَلْاَعْنَاقُ : শব্দটি عُنُقٌ-এর বহুবচন। অর্থ–ঘাড়, গর্দান।

اَلتَّسْخِيْرُ : শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর مَصْدَرٌ অর্থ– অনুগত ও বাধ্যগত বানিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ لِيُوْشَعَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হযরত ইউশা' ইবনে নূন (আ.)-এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউশা' ইবনে নূন (আ.) জুমার দিনে খোদাদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আর সূর্য প্রায় অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। তখন হযরত ইউশা' (আ.) সূর্যকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি তো অস্তমিত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছ, অথচ আমি তোমার অস্ত যাওয়ার পূর্বেই জিহাদের ও বিজয় লাভের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। কেননা শনিবার দিন ও উক্ত রাত্রি যুদ্ধ করা হারাম ছিল। তখন তিনি দোয়া করলেন, হে খোদা! আমাদের উপর সূর্যের গতিরোধ করে রাখুন। সুতরাং বিজয় লাভ করা পর্যন্ত আল্লাহর আদেশে সূর্যের গতি রুদ্ধ ছিল।—বুখারী শরীফ

وَقَدْ كَانَ لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ فَاتَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ مِنْ عَلِيٍّ كَمَا ذُكِرَ فِيْ كِتَابِ السِّيَرِ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيْهِ تَوَهُّمُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مَعَ اَنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ يَحُجُّوْنَ بِلَا زَادٍ وَ رَاحِلَةٍ لِاَنَّ فِيْ اِعْتِبَارِ ذٰلِكَ حَرَجًا عَظِيْمًا وَلَوْ اُعْتُبِرَ ذٰلِكَ لَاتَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِيْ وُجُوْبِ الْقَضَاءِ لِاَنَّ الْحَجَّ لَايُقْضٰى وَاِنَّمَا تَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْاِثْمِ وَالْاِيْصَاءِ وَ ذٰلِكَ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ وَكَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْاَدَاءِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ مُطْلَقٌ وَهٰذَا هُوَالْقِسْمُ الثَّانِىْ وَيُسَمّٰى هٰذَا مُيَسِّرَةً لِاَنَّهُ جَعَلَ الْاَدَاءَ يَسِيْرًا سَهْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا بِمَعْنٰى اَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ عَسِيْرًا ثُمَّ يَسَّرَهُ اللّٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ كَانَ لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ এভাবে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ -এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল حِيْنَ فَاتَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ مِنْ عَلِيٍّ যখন হযরত আলী (রা.)-এর আসরের নামাজ ছুটে যায় كَمَا ذُكِرَ فِيْ كِتَابِ السِّيَرِ যেরূপ সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে وَهٰذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ আর এ ধরনের বিবেচনা হজের বিপরীত فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيْهِ تَوَهُّمُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ কেননা, হজের মধ্যে পাথেয় ও যানবাহনের ধারণার বিবেচনা করা হয়নি مَعَ اَنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ يَحُجُّوْنَ بِلَازَادٍ وَ رَاحِلَةٍ যদিও বহু লোকেই পাথেয় ও যানবাহন ছাড়াই হজ সম্পাদন করে থাকে لِاَنَّ فِيْ اِعْتِبَارِ ذٰلِكَ حَرَجًا عَظِيْمًا কারণ, এটার বিবেচনা করার মধ্যে বিরাট অসুবিধা রয়েছে وَلَوْ اُعْتُبِرَ ذٰلِكَ আর যদি এটার বিবেচনা করে নেওয়া হয় لَاتَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِيْ وُجُوْبِ الْقَضَاءِ তাহলে এটার ফলাফল কাজা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে না لِاَنَّ الْحَجَّ لَايُقْضٰى কেননা, হজের কাজা সমর্পণ করা হয় না وَاِنَّمَا تَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الْاِثْمِ وَالْاِيْصَاءِ অবশ্য এটার ফলাফল গুনাহগার হওয়া ও অসিয়ত করার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে وَذٰلِكَ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ আর এটা যুক্তিসঙ্গতও নয় وَكَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْاَدَاءِ আর كَامِلٌ এটা আদা-এর জন্য সহজ সাধ্যকারী সামর্থ্য-এর নাম عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ مُطْلَقٌ এটা পূর্ববর্তী শব্দ مُطْلَقٌ- এর উপর عَطْفٌ হয়েছে وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِىْ আর এটাই قُدْرَةٌ -এর দ্বিতীয় প্রকার يُسَمّٰى هٰذَا مُيَسِّرَةً لِاَنَّهُ جَعَلَ الْاَدَاءَ يَسِيْرًا سَهْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِ এটার নাম এ জন্যই قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ রাখা হয়েছে যে, এ সামর্থ্য আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদাকে সহজ ও অনায়াস সাধ্য করে দিয়েছে। لَا بِمَعْنٰى اَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ عَسِيْرًا এ অর্থে নয় যে, مَامُوْرٌ بِهٖ এটার পূর্বে খুব কঠিন ছিল ثُمَّ يَسَّرَهُ اللّٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ তারপর আল্লাহ তা'আলা এটাকে সহজ করে দিয়েছেন।

সরল অনুবাদ : এভাবে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ -এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যখন হযরত আলী (রা.)-এর আসরের নামাজ ছুটে যায়। যেরূপ সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর এ ধরনের বিবেচনা হজ-এর বিপরীত। কেননা হজের মধ্যে পাথেয় ও যানবাহনের ধারণার বিবেচনা করা হয়নি, যদিও বহু লোকেই পাথেয় ও যানবাহন ছাড়াই হজ সম্পাদন করে থাকে না। কারণ এটার বিবেচনা করার মধ্যে বিরাট অসুবিধা রয়েছে। আর যদি এটার বিবেচনা করে নেওয়া হয়, তাহলে এটার ফলাফল কাজা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে না। কেননা হজের কাজা সমাপন করা হয় না। অবশ্য এটার ফলাফল গুনাহগার হওয়া ও অসিয়ত করার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে। আর এটা যুক্তিসঙ্গতও নয় **আর** كَامِلٌ এটা قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ لِلْاَدَاءِ **বা 'আদা-এর জন্য সহজ সাধ্যকারী সামর্থ্য'-এর নাম।** এটা পূর্ববর্তী শব্দ مُطْلَقٌ-এর উপর عَطْفٌ হয়েছে। আর এটাই قُدْرَةٌ-এর দ্বিতীয় প্রকার। এটার নাম এ জন্যই قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ রাখা হয়েছে যে, এ সামর্থ্য আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য আদাকে সহজ ও অনায়াস সাধ্য করে দিয়েছে। এ অর্থে নয় যে, مَامُوْرٌ بِهٖ এটার পূর্বে খুব কঠিন ছিল, তারপর আল্লাহ তা'আলা এটাকে সহজ করে দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ لِنَبِيِّنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) নবী করীম ﷺ-এর দোয়ায় হযরত আলী (রা.) এর জন্য আসরের নামাজের সময় দীর্ঘায়িত করে দেওয়ার ঘটনার প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন। কাজি আয়ায (র.) শেফা নামক গ্রন্থে লেখেছেন যে, একবার নবী করীম ﷺ -এর উপর ওহি অবতীর্ণ হতে থাকে আর হুযূর ﷺ -এর পবিত্র মস্তক হযরত আলী (রা.)-এর কোলে ছিল। এর কারণে হযরত আলী (রা.)-এর আসরের নামাজ পড়তে বিলম্ব হয়ে যায়। এমনকি সূর্যও ডুবে যায়, তখন হুযূর ﷺ দোয়া করলেন যে, হে খোদা! এটাতো তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্যের কারণে হয়েছে। অতএব সূর্যকে আবার ফিরিয়ে দাও। অতঃপর সূর্য দ্বিতীয়বার উদয় হয়।

হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) বলেন যে, আমি সূর্যকে অস্ত যাওয়ার পর পুনরায় উদয় হতে দেখেছি। এমনকি পুনরায় তা পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। এ ঘটনা খায়বারের 'সাহবা' নামক স্থানে ঘটেছিল।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) হজ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ (ন্যূনতম কুদরত) থাকার ধারণা গ্রহণযোগ্য কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : পাথেয় এবং বাহন হজের জন্য قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ (ন্যূনতম কুদরত)। আর قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ -এর মধ্যে 'কুদরতের' ধারণা নেওয়া শর্ত। সুতরাং হজ ওয়াজিব হওয়ার নিমিত্তে পাথেয় ও বাহন লাভের ধারণা গ্রহণযোগ্য হবে। যেরূপ শেষ ওয়াক্তের যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার উপযোগী হয়েছে তার উপর নামাজ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে قُدْرَةٌ -এর ধারণা রাখা গ্রহণযোগ্য হয়। তদুপরি পাথেয় ও বাহন ব্যতীত হজব্রত পালনের দৃষ্টান্ত অনেক। পক্ষান্তরে সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার দ্বারা নামাজের ওয়াক্তের শেষ ভাগে নামাজ আদায় করার উদাহরণ খুবই বিরল।

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, قُدْرَةٌ -এর ধারণা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে হজ ব্যতিক্রম। কেননা হজ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে পাথেয় ও বাহনের শুধু ধারণা গ্রহণযোগ্য হলে বিরাট ক্ষতি অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর প্রতিনিধি অর্থাৎ قَضَاءٌ -এর প্রচলন থাকার কারণে শুধু মাত্র ধারণা ধর্তব্য ও তার ফলাফল শূন্য হবে। কেননা হজের قَضَاءٌ হয় না। তবে কেবল মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে গেলে তাতে ওয়াজিব হয়। আর এর অনুপস্থিতিতে গুনাহগার হওয়ার মধ্যে তার ফল প্রকাশিত হবে। আর এটা সকলের নিকট একটি স্পষ্ট বিষয়।

بَلْ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ اَوْجَبَ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ بِطَرِيْقِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ كَمَا يُقَالُ ضَيِّقْ فَمَ الرَّكِيَّةِ اَىْ اِجْعَلْهُ ضَيِّقًا مِنَ الْاِبْتِدَاءِ لَا اَنَّهٗ كَانَ وَاسِعًا ثُمَّ يُضَيِّقُهٗ وَهٰذِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ فِىْ اَكْثَرِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَةِ دُوْنَ الْبَدَنِيَّةِ وَ دَوَامُ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ اَىْ مَادَامَتْ هٰذِهِ الْقُدْرَةُ بَاقِيَةً يَبْقَى الْوَاجِبُ وَاِذَا انْتَفَى الْقُدْرَةُ اِنْتَفَى الْوَاجِبُ لِاَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ فَاِنْ بَقِىَ بِدُوْنِ الْقُدْرَةِ يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ اِلَى الْعُسْرِ الصَّرْفِ حَتّٰى تَبْطُلَ الزَّكٰوةُ وَالْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ بِهَلَاكِ الْمَالِ تَفْرِيْعٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَ دَوَامُ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ -

শাব্দিক অনুবাদ : بَلْ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ اَوْجَبَ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ بِطَرِيْقِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ বরং এ অর্থে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথম হতেই সহজভাবে ওয়াজিব করেছেন كَمَا يُقَالُ ضَيِّقْ فَمَ الرَّكِيَّةِ اَىْ اِجْعَلْهُ ضَيِّقًا مِنَ الْاِبْتِدَاءِ যেমন বলা হয়ে থাকে ضَيِّقْ فَمَ الرَّكِيَّةِ কূপের মুখ সংকীর্ণ রাখো অর্থাৎ প্রথম হতেই এটাকে সংকীর্ণ করে রাখো لَا اَنَّهٗ كَانَ وَاسِعًا এ অর্থ নয় যে, কূপের মুখ প্রথমে প্রশস্ত ও বড় ছিল ثُمَّ يُضَيِّقُهٗ এবং এখন তা সংকীর্ণ ও ছোট করবে وَهٰذِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ فِىْ اَكْثَرِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَةِ دُوْنَ الْبَدَنِيَّةِ আর এ সহজ সাধ্যকারী সামর্থ্য অধিকাংশ আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত, দৈহিক ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত নয় وَدَوَامُ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ আর এ কুদরত-এর দায়িত্ব ওয়াজিবের স্থায়িত্বের জন্য শর্ত اَىْ مَا دَامَتْ هٰذِهِ الْقُدْرَةُ بَاقِيَةً يَبْقَى الْوَاجِبُ অর্থাৎ যতক্ষণ এই قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ ওয়াজিবও অবশিষ্ট থাকবে وَاِذَا انْتَفَى الْقُدْرَةُ اِنْتَفَى الْوَاجِبُ আর যখন এ কুদরত নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন ওয়াজিবও শেষ হয়ে যাবে لِاَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ কেননা, ওয়াজিব يُسْر বা সহজসাধ্যতা-এর সাথে সাব্যস্ত فَاِنْ بَقِىَ بِدُوْنِ الْقُدْرَةِ এখন যদি ওয়াজিব এই সহজসাধ্য 'কুদরত' ছাড়াই ওয়াজিব থাকে يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ اِلَى الْعُسْرِ الصَّرْفِ তাহলে সহজসাধ্যতা শুধুমাত্র কষ্ট সাধ্যতা দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে حَتّٰى تَبْطُلَ الزَّكٰوةُ وَالْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ بِهَلَاكِ الْمَالِ অতঃপর মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যাকাত, উশর ও খেরাজ (ভূমিকর) সবই বাতিল হয়ে যাবে تَفْرِيْعٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَدَوَامُ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি وَدَوَامُ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ- এর উপর ভিত্তি করে প্রশাখামূলক মাসআলা আরম্ভ হচ্ছে।

সরল অনুবাদ : বরং এ অর্থে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথম হতেই সহজভাবে ওয়াজিব করেছেন। যেমন, বলা হয়ে থাকে ضَيِّقْ فَمَ الرَّكِيَّةِ 'কূপের মুখ সংকীর্ণ রাখো'। অর্থাৎ প্রথম হতেই এটাকে সংকীর্ণ করে রাখো। এ অর্থ নয় যে, কূপের মুখ প্রথমে প্রশস্ত ও বড় ছিল এবং এখন তা সংকীর্ণ ও ছোট করবে। আর এ قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ বা 'সহজ সাধ্যকারী সামর্থ্য' অধিকাংশ আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত, দৈহিক ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত নয়। **আর এ 'কুদরত'-এর স্থায়িত্ব ওয়াজিবের স্থায়িত্বের জন্য শর্ত।** অর্থাৎ যতক্ষণ এই قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ ওয়াজিবও অবশিষ্ট থাকবে। আর যখন এ'কুদরত' নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন ওয়াজিবও শেষ হয়ে যাবে। কেননা ওয়াজিব يَسِيْر বা সহজসাধ্যতা-এর সাথে সাব্যস্ত। এখন যদি ওয়াজিব এই 'সহজসাধ্য কুদরত' ছাড়াই ওয়াজিব থাকে, তাহলে সহজসাধ্যতা শুধু মাত্র কষ্টসাধ্যতা দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে অতএব মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যাকাত, উশর ও খেরাজ (ভূমিকর) সবই বাতিল হয়ে যাবে। এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) -এর উক্তি- وَ دَوَامُ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ -এর উপর ভিত্তি করে প্রশাখা মূলক মাসআলা আরম্ভ হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَكْثَرُ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَةِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র) অধিকাংশ অর্থের মাধ্যমে যে ইবাদত রয়েছে তার জন্য قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ শর্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উসূলবিদগণ অধিকাংশ আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ -কে শর্ত করেছেন। যেমন- যাকাত, ওশর ইত্যাদি। কেননা সর্বসাধারণের নিকট শারীরিক ইবাদত হতে অর্থিক ইবাদত বহু কষ্টকর। তার কারণ হলো সম্পদ মানুষের নিকট অত্যধিক প্রিয়। ব্যাখ্যাকার সব ইবাদত না বলে অধিকাংশ আর্থিক ইবাদত বলার কারণ, কোনো কোনো আর্থিক ইবাদত যথা- সদকাতুল ফিতর قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে যায়। যার বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে।

قَوْلُهٗ وَاِذَا انْتَفَى الْقُدْرَةُ الخ **—এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—

প্রশ্নটি হচ্ছে উক্ত ইবারতে বলা হয়েছে যে, قُدْرَةٌ নিঃশেষ হয়ে গেলে ওয়াজিবও রহিত হয়ে যাবে। এখানে এভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এটা তো ঐ প্রসিদ্ধ বক্তব্যের বিরোধী যা পূর্বে বলা হয়েছে যে, ওয়াজিব যখন ওয়াজিব হয় তখন مُكَلَّفْ-এর উপর হতে তা রহিত হয় না যে পর্যন্ত না তা আদায় না করে, অথবা ওয়াজিবকারী নিজেই মাফ করে দেবে। অথচ এখানে উভয়ের একটিও পাওয়া যায় না ?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, ওয়াজিব কদাচিৎ অপারগতার কারণে রহিত হয়ে যায়। আর এ স্থলে يُسْر -এর সাথে আদায় করতে অক্ষম হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটাই এখানে উদ্দেশ্য।

يَعْنِىْ اَنَّ الزَّكٰوةَ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ لِاَنَّ التَّمَكُّنَ فِيْهِ يَثْبُتُ بِمِلْكِ اَصْلِ الْمَالِ فَاِذَا اشْتُرِطَ النِّصَابُ الْحَوْلِىْ عُلِمَ اَنَّ فِيْهِ قُدْرَةً مُيَسِّرَةً فَاِذَا هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَتِ الزَّكٰوةُ اِذْ لَوْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اِلَّا غُرْمًا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) لَاتَسْقُطُ لِتَقَرُّرِ الْوُجُوْبِ عَلَيْهِ بِالتَّمَكُّنِ بِخِلَافِ مَااِذَا اسْتَهْلَكَهُ اِذْ تَبْقٰى عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ عَلَى التَّعَدِّىْ وَهٰذَا اِذَا هَلَكَ كُلُّ النِّصَابِ اِذْ لَوْهَلَكَ بَعْضُ النِّصَابِ تَبْقٰى بِقِسْطِهِ لِاَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ فِى الْاِبْتِدَاءِ لَمْ يَكُنْ اِلَّا لِلْغِنَاءِ لَا لِلْيُسْرِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِىْ اَنَّ الزَّكٰوةَ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ অর্থাৎ যাকাত قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ বা সহজ সাধ্যকারী সামর্থ্যের কারণে ওয়াজিব হয়েছিল لِاَنَّ التَّمَكُّنَ فِيْهِ يَثْبُتُ بِمِلْكِ اَصْلِ الْمَالِ কেননা নিসাব পরিমাণ মালের মালিকানা দ্বারা যাকাতের সামর্থ্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে فَاِذَا اشْتُرِطَ النِّصَابُ الْحَوْلِىْ অতঃপর যখন এক বৎসর অতিক্রান্ত নিসাবের শর্তারোপ করা হলো عُلِمَ اَنَّ فِيْهِ قُدْرَةً مُيَسِّرَةً তখন জানা গেল যে, তাতে قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ শর্ত فَاِذَا هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَتِ الزَّكٰوةُ সুতরাং যদি বর্ষপূর্তির পর নিসাব ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে যাকাত মাফ হয়ে যাবে اِذْ لَوْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اِلَّا غُرْمًا কেননা, এমতাবস্থায়ও যদি আদিষ্ট ব্যক্তির উপর যাকাত অবশিষ্ট থাকে, তাহলে এটা জরিমানা ছাড়া আর কিছু হবে না وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) لَاتَسْقُطُ لِتَقَرُّرِ الْوُجُوْبِ عَلَيْهِ بِالتَّمَكُّنِ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যাকাত মাফ হবে না, কারণ (তাঁর মতে) আদিষ্ট ব্যক্তির উপর قُدْرَةٌ مُمَكِّنَةٌ -এর দরুন ওয়াজিব বহাল রয়েছে بِخِلَافِ مَا اِذَا اسْتَهْلَكَهُ তবে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি স্বয়ং নিসাবকে ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে এটার কথা আলাদা اِذْ تَبْقٰى عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ عَلَى التَّعَدِّىْ কেননা, এমতাবস্থায় এই সীমালঙ্ঘনের দরুন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যাকাত তার উপর অবশিষ্ট থেকে যাবে وَهٰذَا اِذَا هَلَكَ كُلُّ النِّصَابِ আর আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার এ মতপার্থক্য শুধু তখনই কার্যকর হবে, যখন সম্পূর্ণ নিসাব ধ্বংস হয়ে যাবে اِذْ لَوْ هَلَكَ بَعْضُ النِّصَابِ تَبْقٰى কেননা, যদি নিসাবের কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এটার বাকি অংশের উপর যাকাত অবশিষ্ট থাকবে لِاَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ فِى الْاِبْتِدَاءِ لَمْ يَكُنْ اِلَّا لِلْغِنَاءِ لَا لِلْيُسْرِ প্রথম দিকে নিসাবের শর্ত শুধু ধনাঢ্যতার কারণেই ছিল يُسْر বা সহজ সাধ্যতার কারণে নয়।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ যাকাত قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ বা সহজ সাধ্যকারী সামর্থ্যের কারণে ওয়াজিব হয়েছিল। কেননা নিসাব পরিমাণ মালের মালিকানা দ্বারা যাকাতের সামর্থ্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অতঃপর যখন نِصَابٌ حَوْلِىْ বা একবৎসর অতিক্রান্ত নিসাবের শর্তারোপ করা হলো, তখন জানা গেল যে, তাতে قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ শর্ত। সুতরাং যদি বর্ষ পূর্তির পর নিসাব ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে যাকাত মাফ হয়ে যাবে। কেননা এমতাবস্থায়ও যদি আদিষ্ট ব্যক্তির উপর যাকাত অবশিষ্ট থাকে, তাহলে এটা জরিমানা ছাড়া আর কিছু হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে যাকাত মাফ হবে না। কারণ (তাঁর মতে) আদিষ্ট ব্যক্তির উপর قُدْرَةٌ مُمَكِّنَةٌ -এর দরুন ওয়াজিব বহাল রয়েছে। তবে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি স্বয়ং নিসাবকে ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে এটার কথা আলাদা। কেননা এমতাবস্থায় এই সীমালঙ্ঘনের দরুন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যাকাত তার উপর অবশিষ্ট থেকে যাবে। আর আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার এ মতপার্থক্য শুধু তখনই কার্যকর হবে, যখন সম্পূর্ণ নিসাব ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা যদি নিসাবের কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এটার বাকি অংশের উপর যাকাত অবশিষ্ট থাকবে। প্রথম দিকে নিসাবের শর্ত শুধু ধনাঢ্যতার কারণেই ছিল, يُسْر বা সহজসাধ্যতার কারণে নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَصْلُ الْمَالِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র) যাকাতের জন্য قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ শর্ত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, নিসাব পরিমাণ মালের কারণে যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। এখানে নিসাব দ্বারা এমন মালকে বুঝানো হয়েছে, যা মৌলিকভাবে প্রয়োজন, তবে ঋণের অতিরিক্ত। কেননা এরূপ নিসাব যে পরিমাণই হোকনা কেন তা মূলত মালিকানা নয়; বরং শুধুমাত্র নিজ ক্ষমতাধীনে রয়েছে। কারণ শরিয়ত ও ব্যাবহারিক উভয় দৃষ্টিকোণ হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী অস্তিত্বহীন তুল্য। যাকাতের মালের মধ্যে বর্ধনশীলতার শর্তারোপ করার কারণে তা সহজসাধ্য সাব্যস্ত হয়েছে। নিসাবের বর্ষপূর্তিকে প্রকৃত বর্ধনশীলতার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কেননা এক বৎসরের মধ্যে প্রবৃদ্ধিসমূহ বিদ্যমান। কারণ এর মধ্যে বিভিন্ন মৌসুম রয়েছে। যাতে স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে। আর মূল বর্ধনশীলতাকে গ্রহণ করলে এক ধরনের সংকীর্ণতা ও অসুবিধা রয়েছে। আর বৎসর পূর্তির পর একবার যাকাত ওয়াজিব হওয়া অন্য একটি সহজতা। তদুপরি অধিক পরিমাণ হতে স্বল্প পরিমাণ ধার্য করা আরেকটি সুবিধা। সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ- ই ধর্তব্য।

قَوْلُهُ لِلْغِنَاءِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) যাকাতের মধ্যে নিসাব قُدْرَةٌ مُمَكِّنَةٌ-এর স্থলাভিষিক্ত কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, غَنِىٌّ বা ধনাঢ্য-এর কারণে مُكَلَّفٌ ব্যক্তি وُجُوْبٌ -এর যোগ্য হয়ে থাকে। কেননা যাকাতের দ্বারা তো দরিদ্রদেরকে সম্পদশালী করা উদ্দেশ্য থাকে। আর নিজে সম্পদশালী না হয়ে অন্যকে সম্পদশালী বানানো সম্ভব নয়। যেমন– নিজে কোনো বস্তুর মালিক না হয়ে অন্যকে মালিক বানানো যায় না। আর সম্পদের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। শরিয়ত প্রণেতা নিসাবের মালিকানাকে غَنِىٌّ বা ধনী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যাকাতের নিসাব আর্থিক ইবাদতে قُدْرَةٌ مُمَكِّنَةٌ-এর মতোই।

اِذْ اَدَاءُ دِرْهَمٍ مِنْ اَرْبَعِيْنَ كَادَاءِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مِائَتَيْنِ فَاِذَا وَجَدَ الْغِنَاءَ ثُمَّ هَلَكَ الْبَعْضُ فَالْيُسْرُ فِىْ الْبَاقِىْ بَاقٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهٖ وَكَذَا الْعُشْرُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ لِاَنَّ الْمُمْكِنَةَ فِيْهِ كَانَ بِنَفْسِ الزِّرَاعَةِ فَاِذَا شُرِطَ قِيَامُ تِسْعَةِ الْاَعْشَارِ عِنْدَهٗ كَانَ دَلِيْلًا عَلٰى اَنَّهٗ يَجِبُ بِطَرِيْقِ الْيُسْرِ فَاِذَا هَلَكَ الْخَارِجُ كُلُّهٗ اَوْ بَعْضُهٗ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَدُّقِ يَبْطُلُ الْعُشْرُ بِحِصَّتِهٖ لِاَنَّهٗ اِسْمٌ اِضَافِىٌّ يَقْتَضِىْ وُجُوْدَ الْحِصَصِ الْبَاقِيَةِ وَكَذَا الْخَرَاجُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ لِاَنَّهٗ يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّمَكُّنُ مِنَ الزِّرَاعَةِ بِنُزُوْلِ الْمَطَرِ وَ وُجُوْدِ اٰلَاتِ الْحَرْثِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ فَاِذَا عَطَّلَ الْاَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اِذْ اَدَاءُ دِرْهَمٍ مِنْ اَرْبَعِيْنَ কেননা, চল্লিশ দিরহাম হতে এক দিরহাম আদায় করা كَادَاءِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مِائَتَيْنِ দু'শত দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম আদায় করার ন্যায় فَاِذَا وَجَدَ الْغِنَاءَ অতএব যখন غَنِىٌّ বা ধনাঢ্যতা পাওয়া যায় ثُمَّ هَلَكَ الْبَعْضُ এবং তারপর নেসাবের অংশ বিশেষ বিনষ্ট হয়ে যায় فَالْيُسْرُ فِى الْبَاقِىْ بَاقٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهٖ তখন অবশিষ্টাংশের মধ্যে তার অংশ অনুপাতে অবশিষ্টাংশ রয়ে যাবে وَكَذَا الْعُشْرُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ তদ্রূপ ওশরও قُدْرَةٌ مُيَسَّرَةٌ -এর কারণে ওয়াজিব হয়েছে لِاَنَّ الْمُمْكِنَةَ فِيْهِ كَانَ بِنَفْسِ الزِّرَاعَةِ কেননা, মূল চাষাবাদের দ্বারাই এতে قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ পাওয়া গেছে فَاِذَا شُرِطَ قِيَامُ تِسْعَةِ الْاَعْشَارِ عِنْدَهٗ كَانَ دَلِيْلًا এখানে দশ ভাগের নয় ভাগই যখন ভূমি মালিকের মালিকানায় থাকার শর্তারোপ করায় প্রমাণিত হলো যে, عَلٰى اَنَّهٗ يَجِبُ بِطَرِيْقِ الْيُسْرِ ওশর সহজ সাধ্যতার দৃষ্টিকোণ হতে ওয়াজিব হয়েছে فَاِذَا هَلَكَ الْخَارِجُ كُلُّهٗ اَوْ بَعْضُهٗ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَدُّقِ অতএব, উৎপন্ন ফসলের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সদকা করার ক্ষমতা লাভের পর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় يَبْطُلُ الْعُشْرُ بِحِصَّتِهٖ তাহলে যে পরিমাণ শস্য বিনষ্ট হয়েছে তার ওশর বাতিল হয়ে যাবে لِاَنَّهٗ اِسْمٌ اِضَافِىٌّ يَقْتَضِىْ وُجُوْدَ الْحِصَصِ الْبَاقِيَةِ কেননা, উশর একটি اِضَافِىٌّ বা আপেক্ষিক নাম, যার মধ্যে مُسَمّٰى (নামকরণ) এর হিসেবে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে, যা অবশিষ্ট অংশগুলোর অস্তিত্বের কামনা করে وَكَذَا الْخَرَاجُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ তদ্রূপ خَرَاجٌ (কর)ও قُدْرَةٌ مُيَسَّرَةٌ -এর কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে لِاَنَّهٗ يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّمَكُّنُ مِنَ الزِّرَاعَةِ بِنُزُوْلِ الْمَطَرِ وَ وُجُوْدِ اٰلَاتِ الْحَرْثِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ কেননা, এর মধ্যে শর্ত হলো, বৃষ্টি বর্ষণ এবং কৃষি উপকরণ ইত্যাদির সাথে সাথে ফসল উৎপাদন করার ক্ষমতা থাকতে হবে فَاِذَا عَطَّلَ الْاَرْضَ সুতরাং জমির মালি যদি জমিকে অনাবাদ রাখে وَلَمْ يَزْرَعْ এবং চাষাবাদ না করে।

সরল অনুবাদ : কেননা চল্লিশ দিরহাম হতে এক দিরহাম আদায় করা দু'শত দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম আদায় করার ন্যায়। অতএব যখন غَنِىٌّ বা ধনাঢ্যতা পাওয়া যায় এবং তারপর নেসাবের অংশ বিশেষ বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন অবশিষ্টাংশের মধ্যে তার অংশ অনুপাতে অবশিষ্টাংশ রয়ে যাবে। তদ্রূপ ওশরও قُدْرَةٌ مُيَسَّرَةٌ -এর কারণে ওয়াজিব হয়েছে। কেননা মূল চাষাবাদের দ্বারাই এতে قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ পাওয়া গেছে। এখানে দশ ভাগের নয় ভাগই যখন ভূমির মালিকের মালিকানায় থাকার শর্তারোপ করায় প্রমাণিত হলো যে, ওশর সহজসাধ্যতার দৃষ্টিকোণ হতে ওয়াজিব হয়েছে। অতএব উৎপন্ন ফসলের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সদকা করার ক্ষমতা লাভের পর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যে পরিমাণ শস্য বিনষ্ট হয়েছে তার ওশর বাতিল হয়ে যাবে। কেননা উশর একটি اِضَافِىٌّ বা আপেক্ষিক নাম, যার মধ্যে مُسَمّٰى (নামকরণ) -এর হিসেবে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে, যা অবশিষ্ট অংশগুলোর অস্তিত্বের কামনা করে। তদ্রূপ خَرَاجٌ (কর)ও قُدْرَةٌ مُيَسَّرَةٌ -এর কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে। কেননা এর মধ্যে শর্ত হলো, বৃষ্টি বর্ষণ এবং কৃষি উপকরণ ইত্যাদির সাথে সাথে ফসল উৎপাদন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। সুতরাং জমির মালিক যদি জমিকে অনাবাদ রাখে এবং চাষাবাদ না করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِاَنَّهٗ يُشْتَرَطُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) خَرَاجٌ (কর) টা قُدْرَةٌ مُيَسَّرَةٌ-এর দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যাকাত ও ওশরের ন্যায় خَرَاجٌ (কর)ও قُدْرَةٌ مُيَسَّرَةٌ বা সহজ সাধ্যকারী ক্ষমতা দ্বারা ওয়াজিব হয়ে থাকে। কেননা বৃষ্টিপাত ও কৃষি উপকরণ ইত্যাদির সাথে চাষাবাদ করার ক্ষমতা থাকাও এটার জন্য শর্ত। কারণ خَرَاجٌ টা হলো জমির উৎপাদন কর। আর خَرَاجٌ ওয়াজিব হওয়া জমির বর্ধনশীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট, জমির মূল মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এমনকি জমির উৎপাদন অনুপোযাগী হলে خَرَاجٌ মোটেই ওয়াজিব হবে না। আর উপরোক্ত কারণেই خَرَاجٌ বা কর সহজসাধ্যের শর্তে ওয়াজিব হিসাবে গণ্য।

قَوْلُهٗ فَاِذَا عَطَّلَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র) বিরোধীদের উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর ও خَرَاجٌ (কর) ও ওশর-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : خَرَاجٌ বা কর যদি يُسْر -এর صِفَتْ-এর সাথে ওয়াজিব হয়, তাহলে যে ব্যক্তি জমিকে অনাবাদ রাখে এবং চাষাবাদ করে না। তার উপর خَرَاجٌ (কর) ওয়াজিব হবে কেন? কেননা যদি তার উপর خَرَاجٌ (কর) ওয়াজিব হয়, তাহলে তো يُسْر বা সহজসাধ্যতা সাব্যস্ত হয় না?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, تَمَكُّنْ تَقْدِيْرِىْ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতা থাকার কারণে তার উপর خَرَاجٌ বা করকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা অনাবাদ থাকা তো তার ত্রুটির দরুন হয়েছে। যেন সে জমির ফসল নিজেই বিনষ্ট করে ফেলেছে।

خَرَاجٌ (কর) ও ওশর -এর মাঝে পার্থক্য : প্রকাশ থাকে যে, خَرَاجٌ টা তো কোনো উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বিশেষ নয়। সুতরাং এতে خَارِجٌ تقديرى-কে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। কেননা তার তো মূলত ক্ষমতা আছেই। আর এটা ওশর-এর বিপরীত। কারণ ওশর হলো اِضَافِىٌّ বা আপেক্ষিক নাম। তাই এতে خَارِجْ تَحْقِيْقِىٌّ (বাস্তবে বিদ্যমান থাকা)-এর শর্তারোপ করা হবে, যাতে মালিকের নিকট দশ ভাগের নয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে।

يَجِبُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيْرِىْ وَهٰذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَايُفْتٰى بِهٖ لِتَجَاسُرِ الظَّلْمَةِ بِخِلَافِ الْعُشْرِ فَاِنَّهٗ يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْخَارِجُ التَّحْقِيْقِىْ دُوْنَ التَّقْدِيْرِىْ وَلٰكِنْ اِذَا لَمْ يُعَطِّلْ وَ زَرَعَ الْاَرْضَ وَاصْطَلَمَتِ الزَّرْعَ اٰفَةٌ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ لِاَنَّهٗ وَاجِبٌ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ بِخِلَافِ الْاُوْلٰى حَتّٰى لَايَسْقُطُ الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَيَانٌ لِلْمُمْكِنَةِ بِطَرِيْقِ الْمُقَابَلَةِ يَعْنِىْ اَنَّ بَقَاءَ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ لِاَنَّهٗ شَرْطٌ مَحْضٌ وَلَايُشْتَرَطُ بَقَاؤُهٗ كَالشُّهُوْدِ فِىْ بَابِ النِّكَاحِ فَاِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُمْكِنَةُ يَبْقَى الْوَاجِبُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ তবুও তার উপর কর ওয়াজিব হবে لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيْرِىْ কারণ তার পরোক্ষভাবে ক্ষমতা আছে وَهٰذَا مِمَّا يُعْرَفُ আর এটা প্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার وَلَا يُفْتٰى بِهٖ তবে এর ফতোয়া দেওয়া হবে না لِتَجَاسُرِ الظَّلْمَةِ কেননা, তাতে জালিমদের দুঃসাহস বেড়ে যাবে بِخِلَافِ الْعُشْرِ আর এটা ওশরের বিপরীত فَاِنَّهٗ يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْخَارِجُ التَّحْقِيْقِىْ কেননা, এর মধ্যে বাস্তবে বিদ্যমান থাকা শর্ত, শুধু বাস্তবে কল্পনা বা ধারণা থাকা যথেষ্ট নয় دُوْنَ التَّقْدِيْرِىْ وَلٰكِنْ اِذَا لَمْ يُعَطِّلْ وَزَرَعَ الْاَرْضَ তবে ভূমির মালিক যদি ভূমিকে অনাবাদ না রাখে বরং চাষাবাদ করে وَاصْطَلَمَتِ الزَّرْعَ اٰفَةٌ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার দরুন ফসল সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা হতে কর মওকুফ হয়ে যাবে لِاَنَّهٗ وَاجِبٌ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ কারণ তা قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ-এর কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে بِخِلَافِ الْاُوْلٰى আর এ কুদরত قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ-এর বিপরীত حَتّٰى لَايَسْقُطُ الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ এমনকি হজ ও সদকায়ে ফিতির মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বাতিল হবে না بَيَانٌ لِلْمُمْكِنَةِ بِطَرِيْقِ الْمُقَابَلَةِ এটা مُمْكِنَةٌ-এর তুলনামূলক বর্ণনা يَعْنِىْ اَنَّ بَقَاءَ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ অর্থাৎ ওয়াজিব অবশিষ্ট থাকার জন্য قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ অবশিষ্ট থাকা শর্ত ব্যতীত আর কিছুই নয় لِاَنَّهٗ شَرْطٌ مَحْضٌ কেননা এটা নিছক শর্ত মাত্র لَايُشْتَرَطُ بَقَاؤُهٗ আর এটা অবশিষ্ট থাকা শর্ত নয় كَالشُّهُوْدِ فِىْ بَابِ النِّكَاحِ যেমন– বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী বানানো শর্ত فَاِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُمْكِنَةُ সুতরাং قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ (সম্ভাব্য পরিমাণ সামর্থ্য) বিলোপ পাওয়ার পরও يَبْقَى الْوَاجِبُ ওয়াজিব অবশিষ্ট থেকে যাবে।

সরল অনুবাদ : তবুও তার উপর خَرَاجٌ বা কর ওয়াজিব হবে। কারণ তার تَمَكُّنٌ تَقْدِيْرِىْ (পরোক্ষভাবে ক্ষমতা) আছে। আর এটা প্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার। তবে এর ফতোয়া দেওয়া হবে না। কেননা তাতে জালিমদের দুঃসাহস বেড়ে যাবে। আর এটা ওশরের বিপরীত। কেননা এর মধ্যে خَارِجٌ تَحْقِيْقِىْ (বাস্তবে বিদ্যমান থাকা) শর্ত। শুধুমাত্র خَارِجٌ تَقْدِيْرِىْ (বাস্তবে কল্পনা বা ধারণা থাকা) যথেষ্ট নয়। তবে ভূমির মালিক যদি ভূমিকে অনাবাদ না রাখে বরং চাষাবাদ করে; কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার দরুন ফসল সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা হতে خَرَاجٌ বা কর মওকুফ হয়ে যাবে। কারণ তা قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ-এর কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে। **আর এ 'কুদরত' قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ-এর বিপরীত। এমনকি হজ ও সদকায়ে ফিতির মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বাতিল হবে না** এবং এটা مُمْكِنَةٌ-এর তুলনামূলক বর্ণনা অর্থাৎ ওয়াজিব অবশিষ্ট থাকার জন্য قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ অবশিষ্ট থাকা শর্ত নয়। কারণ قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ শুধুমাত্র একটি শর্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এটা অবশিষ্ট থাকা শর্ত নয়। যেমন-বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী বানানো শর্ত। কিন্তু বিবাহ স্থায়ী বা অবশিষ্ট থাকার জন্য সাক্ষীর অবশিষ্ট থাকা শর্ত নয়। সুতরাং قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ (সম্ভাব্য পরিমাণ সামর্থ্য) বিলোপ পাওয়ার পরও ওয়াজিব অবশিষ্ট থেকে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِاَنَّهٗ شَرْطٌ مَحْضٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ব্যাখ্যাকার (র) قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ ও قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ-এর মাঝে পার্থক্য কি ? সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো—

প্রকাশ থাকে যে, قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ (সম্ভাব্য সামর্থ্য) কার্য সম্পাদনে সক্ষম হওয়ার জন্য নিছক শর্ত মাত্র, এর মধ্যে عِلَّتٌ-এর কোনো অর্থ নেই। সুতরাং ওয়াজিবের স্থায়ীত্বের জন্য এর স্থায়ী হওয়া শর্ত নয়। কেননা وُجُوْدٌ ও بَقَاءٌ (অর্থাৎ অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব) পৃথক দু'টি বস্তু। সুতরাং যা وُجُوْدٌ-এর জন্য শর্ত তা بَقَاءٌ-এর জন্যও শর্ত হওয়া জরুরি নয়। যেমন– বিবাহ সংঘটনের জন্য সাক্ষী শর্ত। অর্থাৎ বিবাহ বন্ধন সংঘটন হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত তবে স্থায়ী থাকার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। এটা قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ-এর বিপরীত। কেননা এটা শুধুমাত্র শর্ত নয়; বরং এর মধ্যে عِلَّتٌ-এর অর্থ হওয়া জরুরি, যা ওয়াজিবের মধ্যে একটি বিশেষ সিফাতকে সংযুক্ত করে। আর তা হলো يُسْر (বা সহজের) সিফাত। সুতরাং قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ টা يُسْر-এর সিফাত সহকারে ওয়াজিবকে অপরিহার্য করে। অতএব ওয়াজিবটা يُسْر-এর সিফাত ব্যতীত مَشْرُوْطٌ প্রবর্তিত ও বাস্তবায়িত হবে না। আর قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ ব্যতিরেকে يُسْر-এর কল্পনা করা যায় না। সুতরাং وَاجِبٌ স্থায়ী হওয়ার জন্য قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌও স্থায়ী হওয়া শর্ত।

وَلِهٰذَا يَبْقَى الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ وَبِهَلَاكِ الْمَالِ لِاَنَّ الْحَجَّ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ لِاَنَّ الزَّادَ الْقَلِيْلَ وَالرَّاحِلَةَ الْوَاحِدَةَ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْمَرْءُ مِنْ اَدَاءِ الْحَجِّ وَاَمَّا الْيُسْرُ فَاِنَّمَا يَقَعُ بِخَدَمٍ وَمَرَاكِبَ كَثِيْرَةٍ وَاَعْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَمَالٍ كَثِيْرٍ فَاِذَا فَاتَتِ الْقُدْرَةُ يَبْقَى الْحَجُّ عَلٰى حَالِهٖ وَيَظْهَرُ ذٰلِكَ فِيْ حَقِّ الْاِثْمِ وَالْاِيْصَاءِ وَكَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ تَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهَا حَوْلَانُ الْحَوْلِ وَالنَّمَاءِ بَلْ لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَاِذَا فَاتَ هٰذَا النِّصَابُ يَبْقٰى عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِحَالِهٖ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قُوْتًا فَاضِلًا عَنْ يَوْمِهٖ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَلَايُشْتَرَطُ مِلْكُ النِّصَابِ قُلْنَا يَلْزَمُ فِيْ هٰذَا قَلْبُ الْمَوْضُوْعِ بِاَنْ تُعْطَى الْيَوْمَ الصَّدَقَةَ ثُمَّ يَسْأَلُ مِنْهُ غَدًا عَيْنَ تِلْكَ الصَّدَقَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا يَبْقَى الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ অতঃপর সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও হজ ও সদকায়ে ফিতির অবশিষ্ট থেকে যাবে لِاَنَّ الْحَجَّ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ কারণ হজ قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় لِاَنَّ الزَّادَ الْقَلِيْلَ وَالرَّاحِلَةَ الْوَاحِدَةَ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْمَرْءُ مِنْ اَدَاءِ الْحَجِّ কেননা, সামান্য পাথেয় ও দু'টি বাহন ন্যূনতম 'কুদরত' যা দ্বারা মানুষ হজ পালনে সক্ষম وَاَمَّا الْيُسْرُ فَاِنَّمَا يَقَعُ بِخَدَمٍ وَمَرَاكِبَ كَثِيْرَةٍ وَاَعْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَمَالٍ كَثِيْرٍ এবং يُسْر (সহজসাধ্যকারী قُدْرَةٌ) তো তখন সাব্যস্ত হবে যখন মানুষের সাথে বহু খাদেম, প্রচুর বাহন, অনেক সাহায্য সহযোগিতাকারী ও অঢেল সম্পদ থাকবে فَاِذَا فَاتَتِ الْقُدْرَةُ يَبْقَى الْحَجُّ عَلٰى حَالِهٖ সুতরাং قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও হজ স্থায়ীভাবে বহাল থাকবে وَيَظْهَرُ ذٰلِكَ فِيْ حَقِّ الْاِثْمِ وَالْاِيْصَاءِ আর হজের এ অবশিষ্ট থাকা গুনাহগার হওয়া এবং অসিয়তের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ লাভ করবে وَكَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ تَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ তদ্রূপ সাদকায়ে ফিতির ও قدرة مُمْكِنَةٌ এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهَا حَوْلَانُ الْحَوْلِ وَالنَّمَاءُ তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এতে বর্ষপূর্তি এবং বর্ধনশীলতার শর্তারোপ করা হয়নি بَلْ لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ বরং ঈদের দিনে নেসাব বিনষ্ট হয়ে গেলেও مُكَلَّفٌ-এর উপর সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হবে فَاِذَا فَاتَ هٰذَا النِّصَابُ يَبْقٰى عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِحَالِهٖ সুতরাং এ নিসাব হাতছাড়া হয়ে গেলেও তার উপর ওয়াজিব বহাল থাকবে وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قُوْتًا فَاضِلًا عَنْ يَوْمِهٖ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যে কোনো ব্যক্তি এক দিনের অধিক খাবারের মালিক হবে, তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে وَلَايُشْتَرَطُ مِلْكُ النِّصَابِ তাঁর মতে নিসাবের মালিক হওয়া শর্ত নয় قُلْنَا তার উত্তরে আমরা বলব يَلْزَمُ فِيْ هٰذَا قَلْبُ الْمَوْضُوْعِ بِاَنْ تُعْطَى الْيَوْمَ الصَّدَقَةَ এর দ্বারা قَلْبُ مَوْضُوْعٍ (অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় উলট-পালট হওয়া তথা সদকা মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হওয়া) অনিবার্য হয়ে পড়বে, এজন্য যে, যে ব্যক্তি আজ কোনো ফকিরকে সদকা দেবে ثُمَّ يَسْأَلُ مِنْهُ غَدًا عَيْنَ تِلْكَ الصَّدَقَةِ সে ব্যক্তিই আগামীকাল দরিদ্র হয়ে ঐ ফকির হতে সেই সদকা প্রার্থনা করবে।

সরল অনুবাদ : অতএব সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও হজ ও সদকায়ে ফিতির অবশিষ্ট থেকে যাবে। কারণ হজ قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়। কেননা সামান্য পাথেয় ও দু'টি বাহন ন্যূনতম 'কুদরত' যা দ্বারা মানুষ হজ পালনে সক্ষম। এবং يُسْر (সহজ সাধ্যকারী قُدْرَةٌ) তো তখন সাব্যস্ত হবে যখন মানুষের সাথে বহু খাদেম, প্রচুর বাহন, অনেক সাহায্য- সহযোগিতাকারী ও অঢেল সম্পদ থাকবে। সুতরাং قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও হজ স্থায়ীভাবে বহাল থাকবে। আর হজের এ অবশিষ্ট থাকা গুনাহগার হওয়া এবং অসিয়তের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ লাভ করবে। তদ্রূপ সাদকায়ে ফিতিরও قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এতে বর্ষপূর্তি এবং বর্ধনশীলতার শর্তারোপ করা হয়নি; বরং ঈদের দিনে নেসাব বিনষ্ট হয়ে গেলেও مُكَلَّفٌ-এর উপর সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হবে। সুতরাং এ নিসাব হাতছাড়া হয়ে গেলেও তার উপর ওয়াজিব বহাল থাকবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যে কোনো ব্যক্তি এক দিনের অধিক খাবারের মালিক হবে, তার উপর সদকা ওয়াজিব হবে। তাঁর মতে নিসাবের মালিক হওয়া শর্ত নয়। তার উত্তরে আমরা বলব -এর দ্বারা قَلْبُ مَوْضُوْعٍ (অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় উলট-পালট হওয়া তথা সদকার মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হওয়া) অনিবার্য হয়ে পড়বে। এ জন্য যে, যে ব্যক্তি আজ কোনো ফকিরকে সদকা দেবে সে ব্যক্তিই আগামীকাল দরিদ্র হয়ে ঐ ফকির হতে সেই সদকা প্রার্থনা করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হজের জন্য قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ শর্ত কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হজটা قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ দ্বারা ওয়াজিব হয়ে থাকে। কেননা হজের মধ্যে মূল اِسْتِطَاعَتْ বা সামর্থ্য শর্ত। যেমন আল্লাহর বাণী- مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি পথ খরচ বহনে সক্ষম। আর বায়তুল্লাহ হতে যারা দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত তারা পাথেয় ও বাহন ব্যতীত কিছুতেই বায়তুল্লাহে আগমনে সক্ষম নয়। সুতরাং স্বভাবতই এরূপ সফরের জন্য উক্ত দু'টি বস্তু অতীব জরুরি। সুতরাং সাধারণত নির্বিঘ্নে হজ আদায়ের জন্য উপরোক্ত শর্তদ্বয় আরোপ করা হয়েছে, সহজসাধ্য হওয়ার জন্য উক্ত শর্তদ্বয় আরোপিত হয়নি। —শরহে হুসামী

قَوْلُهٗ يَلْزَمُ فِيْ هٰذَا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) যে ব্যক্তির নিকট এক দিনের অধিক খাবারের অর্থ থাকবে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিসাবের মালিক না হয় বরং উদাহরণত অর্ধ صَاعٌ ('সা') গমের মালিক হয়, যা তার সেই দিনকার খাদ্যের অতিরিক্ত, তবে সে ঐ দিন ভিক্ষা করার মুখাপেক্ষী নয়; বরং অন্য দরিদ্র ভিক্ষুককে সে আহার দানে সক্ষম। সুতরাং এখানে তাকে যদি ধনী সাব্যস্ত করত সদকায়ে ফিতির প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয় যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) মত প্রকাশ করেছেন, তাহলে এতে قَلْبُ مَوْضُوْعٍ অর্থাৎ মূল ব্যাপারটিই উলট-পালট হয়ে যাওয়া অনিবার্য হবে এবং সদকার মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে। এভাবে যে, সে উক্ত খাদ্য ফকিরকে দান করে ভিক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। আর আগামী দিন ঐ ফকির হতে হুবহু সেই সদকার গম প্রার্থনা করতে বাধ্য হবে। আর এটা জায়েজ নেই। কেননা ভিক্ষা হতে আত্মরক্ষার জন্য নিজের প্রয়োজন মিটানো দরিদ্রের প্রয়োজন মিটানো হতে অধিকতর শ্রেয়। —শরহে হুসামী

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَامُوْرِ بِهٖ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ جَوَازِهٖ مُنَاسَبَةً وَاطِّرَادًا فَقَالَ وَهَلْ تَثْبُتُ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهٖ إِذَا اَتٰى بِهٖ قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لَا يَعْنِيْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ اَنَّهٗ اِذَا اَدّٰى الْمَامُوْرَ بِهٖ مَعَ رِعَايَةِ الشَّرَائِطِ وَالْاَرْكَانِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَنَا اَنْ نَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ اِتْيَانِهٖ بِالْجَوَازِ اَوْ نَتَوَقَّفُ فِيْهِ حَتّٰى يَظْهَرَ دَلِيْلٌ خَارِجِيٌّ يَدُلُّ عَلٰى طَهَارَةِ الْمَاءِ وَسَائِرِ الشَّرَائِطِ فَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لَانَحْكُمُ بِهٖ حَتّٰى نَعْلَمَ مِنْ خَارِجٍ اَنَّهٗ مُسْتَجْمِعٌ لِلشَّرَائِطِ وَالْاَرْكَانِ اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ مَنْ اَفْسَدَ حَجَّهٗ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ فَهُوَ مَامُوْرٌ بِالْاَدَاءِ شَرْعًا بِالْمَضِيِّ عَلٰى اَفْعَالِهٖ مَعَ اَنَّهٗ لَايَجُوْزُ الْمُؤَدّٰى إِذَا اَدَّاهُ فَيَقْضِيْ مِنْ قَابِلٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَامُوْرِ بِهٖ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مَامُوْرٌ بِهٖ -এর حُسْنٌ বা সৌন্দর্য সম্পর্কীয় আলোচনা বর্ণনা সমাপ্ত করে شَرَعَ فِيْ بَيَانِ جَوَازِهٖ مُنَاسَبَةً وَاطِّرَادًا প্রসঙ্গ ও সামগ্রিকতার বিবেচনায় مَامُوْرٌ بِهٖ (মামূরবিহী) -এর জায়েজ হওয়ার বর্ণনা আরম্ভ করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَهَلْ تَثْبُتُ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهٖ إِذَا اَتٰى بِهٖ আর আদিষ্ট ব্যক্তি যখন مَامُوْرٌ بِهٖ সম্পাদন করে, তখন কি সেই مَامُوْرٌ بِهٖ -এর জন্য বৈধতার সিফাত সাব্যস্ত হবে? قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لَا আর কোনো কোনো কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন– না يَعْنِيْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ اَنَّهٗ اِذَا اَدّٰى الْمَامُوْرَ بِهٖ مَعَ رِعَايَةِ الشَّرَائِطِ وَالْاَرْكَانِ অর্থাৎ এ মাসআলা সম্পর্কে ওলামাদের মতভেদ রয়েছে যে, যখন কোনো আদিষ্ট ব্যক্তি مَامُوْرٌ بِهٖ (মা'মূর বিহী) কে তার শর্ত ও রোকন-এর বিবেচনা সহকারে আদায় করে فَهَلْ يَجُوْزُ لَنَا اَنْ نَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ اِتْيَانِهٖ بِالْجَوَازِ তখন কি আমাদের জন্য এটা বৈধ হবে যে, আদিষ্ট ব্যক্তি এ مَامُوْرٌ بِهٖ কে নিছক আদায় করেছে বলে তার জায়েজ হওয়ার হুকুম প্রদান করব اَوْ نَتَوَقَّفُ فِيْهِ حَتّٰى يَظْهَرَ دَلِيْلٌ خَارِجِيٌّ يَدُلُّ عَلٰى طَهَارَةِ الْمَاءِ وَسَائِرِ الشَّرَائِطِ নাকি এ ব্যাপারে অপেক্ষা করব? যতক্ষণ না বাহির হতে এমন কোনো প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়, যা পানির পবিত্রতা ও যাবতীয় শর্তের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে فَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لَانَحْكُمُ بِهٖ এটার উত্তরে কোনো কোনো কালাম শাস্ত্রবিদ বলেছেন যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো হুকুম প্রদান করব না حَتّٰى نَعْلَمَ مِنْ خَارِجٍ اَنَّهٗ مُسْتَجْمِعٌ لِلشَّرَائِطِ وَالْاَرْكَانِ যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের কোনো কারণ দ্বারা এটা জানতে না পরব যে, مَامُوْرٌ بِهٖ -এর মধ্যে সকল শর্ত ও রোকন বিদ্যমান রয়েছে اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ مَنْ اَفْسَدَ حَجَّهٗ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, যে ব্যক্তি উকূফে আরাফার পূর্বে যৌন সঙ্গম দ্বারা তার হজ্জকে ফাসিদ করে দেয় فَهُوَ مَامُوْرٌ بِالْاَدَاءِ شَرْعًا بِالْمَضِيِّ عَلٰى اَفْعَالِهٖ শরিয়তের দৃষ্টিতে অবশিষ্ট কার্যাদি সুসম্পন্ন করার মাধ্যমে হজের اَدَاءٌ করার জন্য আদিষ্ট مَعَ اَنَّهٗ لَايَجُوْزُ الْمُؤَدّٰى إِذَا اَدَّاهُ فَيَقْضِيْ مِنْ قَابِلٍ অথচ مُؤَدّٰى তার আদায় করা সত্ত্বেও জায়েজ হবে না; বরং তাকে আগামী বৎসর তার قَضَاءٌ করতে হবে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مَامُوْرٌ بِهٖ-এর حُسْنٌ বা সৌন্দর্য সম্পর্কীয় আলোচনা বর্ণনা সমাপ্ত করে প্রসঙ্গ ও সামগ্রিকতার বিবেচনায় مَامُوْرٌ بِهٖ (মামূরবিহী)-এর জায়েজ হওয়ার বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর আদিষ্ট ব্যক্তি যখন** مَامُوْرٌ بِهٖ **সম্পাদন করে, তখন কি সেই** مَامُوْرٌ بِهٖ **-এর জন্য বৈধতার সিফাত সাব্যস্ত হবে? কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদ বলেছেন যে, বৈধতার সিফাত সাব্যস্ত হবে না।** অর্থাৎ এ মাসআলা সম্পর্কে ওলামাদের মতভেদ রয়েছে যে, যখন কোনো আদিষ্ট ব্যক্তি مَامُوْرٌ بِهٖ (মামূরবিহী)-কে তার শর্ত ও রোকন-এর বিবেচনা সহকারে আদায় করে, তখন কি আমাদের জন্য এটা বৈধ হবে যে, আদিষ্ট ব্যক্তি এ مَامُوْرٌ بِهٖ কে নিছক আদায় করেছে বলে তার জায়েজ হওয়ার হুকুম প্রদান করব? নাকি এ ব্যাপারে অপেক্ষা করব? যতক্ষণ না বাহির হতে এমন কোনো প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়, যা পানির পবিত্রতা ও যাবতীয় শর্তের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। এটার উত্তরে কোনো কোনো কালামশাস্ত্রবিদ বলেছেন যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো হুকুম প্রদান করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের কোনো কারণ দ্বারা এটা জানতে না পারব যে, مَامُوْرٌ بِهٖ -এর মধ্যে সকল শর্ত ও রোকন বিদ্যমান রয়েছে। তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, যে ব্যক্তি উকূফে আরাফার পূর্বে যৌন সঙ্গম দ্বারা তার হজকে ফাসিদ করে দেয়, সে শরিয়তের দৃষ্টিতে অবশিষ্ট কার্যাদি সুসম্পন্ন করার মাধ্যমে হজের اداء করার জন্যই আদিষ্ট। অথচ مُؤَدّٰى তার আদায় করা সত্ত্বেও জায়েজ হবে না; বরং তাকে আগামী বৎসর তার قَضَاءٌ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ صِفَةُ الْجَوَازِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَامُوْرٌ بِهٖ -এর মধ্যে جَوَازٌ-এর সিফাত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে যে মতানৈক্য দেখা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত বাক্যের অর্থ হলো ঐ সিফাত যা جَوَازٌ এবং উক্ত বাক্য اِضَافَتْ হিসেবে বর্ণনা করার কারণে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةْ হয়েছে। আর جَوَازٌ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, قَضَاءٌ রহিত হয়ে যাওয়া। চাই প্রত্যক্ষভাবে হোক, যেমন– পাঞ্জেগানা নামাজের قَضَاءٌ অথবা পরোক্ষভাবে হোক, যেমন– জুমার নামাজের قَضَاءٌ তবে جَوَازٌ যদি مُوَافَقَةُ الْاَمْرِ বা اَمْرٌ -এর মোতাবেক হওয়ার অর্থে হয়, তাহলে এটা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ নেই।

-- ইবনুল মালিক বলেছেন, মূলত এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। কেননা কালামশাস্ত্রবিদ গণের মতে جَوَازٌ বলে, যে ব্যক্তি مَامُوْرٌ بِهٖ আদায় করেছে, যাতে قَضَاءٌ রহিত হয়ে যায়। আর এটা অতিরিক্ত দলিল ব্যতীত জানা যাবে না। অপরদিকে ফকীহগণের মতে جَوَازٌ বলে مَامُوْرٌ بِهٖ যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে ঠিক সেভাবেই আদায় করার দ্বারা তা পালিত হওয়া। সুতরাং তা আদায়ের সময় যদি جَوَازٌ পাওয়া না যায়, তাহলে تَكْلِيْفُ مَالَايُطَاقُ বা সামর্থ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, আর তা তো জায়েজই নেই।

قَوْلُهٗ لَانَحْكُمُ بِهٖ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَامُوْرٌ بِهٖ-এর মধ্যে جَوَازٌ-এর সিফাত না হওয়ার ব্যাপারে কালামশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের একটি যুক্তিকে তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, نَهْيٌ টা اَمْرٌ বা আদেশসূচক ক্রিয়ার বিপরীত। তবে এটা ফাসাদের নির্দেশ করে না। কারণ জবরদখলকৃত জমির মধ্যে নামাজ পড়লে নামাজ ফাসিদ হয় না, অথচ তার ব্যাপারেও نَهْيٌ আরোপিত হয়েছে। সুতরাং যেরূপভাবে সর্বাবস্থায় نَهْيٌ-এর দ্বারা কার্যের ফাসিদ হওয়া বুঝা যায় না; তদ্রূপ اَمْرٌ-এর দ্বারাও কোনো কার্যের জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

উল্লেখ্য যে, نَهْيٌ-এর মধ্যে দুই পদ্ধতিতে ফাসাদ নির্দেশ করার সম্ভাবনা আছে–১. যে কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যেও নির্দেশ করতে পারে। অথবা ২. তার কোনো সংশ্লিষ্ট বস্তুর মধ্যেও ফাসাদ হওয়ার নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু জবরদখলকৃত স্থানে নামাজ পড়া উভয় প্রকার ফাসাদ হতে মুক্ত।

وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اَنْ تَثْبُتَ بِهِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِبِهِ وَانْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ اَىِ الْمَذْهَبُ الصَّحِيْحُ عِنْدَنَا اَنَّهُ تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ اِيْجَادِ الْفِعْلِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ وَهُوَحُصُوْلُ الْاِمْتِثَالِ عَلٰى مَاكُلِّفَ بِهِ وَاِلَّا يَلْزَمُ تَكْلِيْفُ مَالَايُطَاقُ ثُمَّ اِذَا ظَهَرَالْفَسَادُ بِدَلِيْلٍ مُسْتَقِلٍّ بَعْدَهُ يُعِيْدُهُ وَاَمَّا الْحَجُّ فَقَدْ اَدَّاهُ بِهٰذَا الْاِحْرَامِ فَرَغَ عَنْهُ وَالْاَمْرُ بِحَجٍّ صَحِيْحٍ فِى الْعَامِّ الْقَابِلِ بِاَمْرٍ مُبْتَدَاٍ وَعِنْدَ اَبِىْ بَكْرِ الرَّازِىْ لَا يَثْبُتُ بِمُطْلَقِ الْاَمْرِ اِنْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ لِاَنَّ عَصْرَ يَوْمِهِ مَامُوْرٌ بِالْاَدَاءِ مَعَ اَنَّهُ مَكْرُوْهٌ شَرْعًا وَالطَّوَافُ مُحْدِثًا مَامُوْرٌ بِهِ مَعَ اَنَّهُ مَكْرُوْهٌ شَرْعًا قُلْنَا ذٰلِكَ الْكَرَاهَةُ لَيْسَ فِىْ نَفْسِ الْمَامُوْرِ بِهِ بَلْ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَهُوَ التَّشْبِيْهُ بِعَبَدَةِ الشَّمْسِ وَكَوْنُ الطَّائِفِ مُحْدِثًا وَمِثْلُ هٰذَا غَيْرُ مُضِرٍّ وَاِذَا عَدِمَتْ صِفَةُ الْوُجُوْبِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ لَاتَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) هٰذَا بَحْثٌ اٰخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا مَرَّ مِنْ مُوْجِبِ الْاَمْرِ هُوَ الْوُجُوْبُ يَعْنِىْ اَنَّهُ اِذَا نُسِخَ الْوُجُوْبُ الثَّابِتُ بِالْاَمْرِ فَهَلْ تَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ الَّذِىْ فِىْ ضِمْنِهِ اَمْ لَا فَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) تَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ اِسْتِدْلَالًا بِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَاِنَّهُ قَدْ كَانَ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَتْ فَرْضِيَّتُهُ وَبَقِىَ اِسْتِحْبَابُهُ الْاٰنَ وَعِنْدَنَا لَاتَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ الثَّابِتِ فِىْ ضِمْنِ الْوُجُوْبِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اَنْ تَثْبُتَ بِهِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ ফকীহগণের বিশুদ্ধ অভিমত হলো مَامُوْرٌ بِهِ আদায় করার দ্বারা مَامُوْرٌ بِهِ -এর জন্য جَوَازٌ -এর সিফাত সাব্যস্ত হবে وَانْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ আর অপছন্দনীয় হওয়াও দূর হয়ে যায় اَىِ الْمَذْهَبُ الصَّحِيْحُ عِنْدَنَا اَنَّهُ تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ اِيْجَادِ الْفِعْلِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ অর্থাৎ আমাদের মতে সহীহ মাযহাব হলো তথা শুধুমাত্র কার্যের অস্তিত্ব ও সমাধানের মাধ্যমেই مَامُوْرٌ بِهِ -এর جَوَازٌ বা বৈধতা-এর সিফাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে وَهُوَ حُصُوْلُ الْاِمْتِثَالِ عَلٰى مَا كُلِّفَ بِهِ আর তা হলো বান্দার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে তাকে যথাযথভাবে পালন করা وَاِلَّا يَلْزَمُ تَكْلِيْفُ مَالَايُطَاقُ অন্যথা বান্দার সাধ্যাতিরিক্ত বস্তু দ্বারা বান্দাকে কষ্ট দেওয়া ওয়াজিব হবে ثُمَّ اِذَا ظَهَرَ الْفَسَادُ بِدَلِيْلٍ مُسْتَقِلٍّ بَعْدَهُ يُعِيْدُهُ অতঃপর কার্য সম্পাদনের পর যদি তা ফাসিদ হওয়া পৃথক কোনো দলিল দ্বারা প্রকাশ পায়, তবে তা পুনরায় আদায় করবে وَاَمَّا الْحَجُّ فَقَدْ اَدَّاهُ بِهٰذَا الْاِحْرَامِ কিন্তু হজটা এই ইহরাম দ্বারাই আদায় করেছে فَرَغَ عَنْهُ এবং তা সম্পন্ন হয়ে গেছে وَالْاَمْرُ بِحَجٍّ صَحِيْحٍ فِى الْعَامِّ الْقَابِلِ بِاَمْرٍ مُبْتَدَاٍ তবে পরবর্তী বৎসর একটি সহীহ হজ পালন করার নির্দেশ একটি নতুন নির্দেশের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে (যেন তা পূর্ববর্তী হজ কাজা নয়) وَعِنْدَ اَبِىْ بَكْرٍ الرَّازِىْ لَايَثْبُتُ بِمُطْلَقِ الْاَمْرِ اِنْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ পক্ষান্তরে, ইমাম আবু বকর রাজীর মতে, مُطْلَقٌ (সাধারণ) اَمْرٌ -এর দ্বারা অপছন্দনীয় হওয়াটা দূরীভূত হয়ে যাবে لِاَنَّ عَصْرَ يَوْمِهِ مَامُوْرٌ بِالْاَدَاءِ مَعَ اَنَّهُ مَكْرُوْهٌ شَرْعًا কেননা, অদ্যকার আসরের নামাজ আদায়ের مَامُوْرٌ بِهِ (আদিষ্ট) যদিও সূর্যের কিরণ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পর নামায পড়া মাকরূহ وَالطَّوَافُ مُحْدِثًا مَامُوْرٌ بِهِ তদ্রূপ অজুবিহীন অবস্থায় তওয়াফ আদিষ্ট, কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে তা মাকরূহ مَعَ اَنَّهُ مَكْرُوْهٌ شَرْعًا قُلْنَا ذٰلِكَ الْكَرَاهَةُ আমরা তার উত্তরে বলব, উক্ত كَرَاهَتْ বা অপছন্দনীয়তা স্বয়ং لَيْسَ فِىْ نَفْسِ الْمَامُوْرِ بِهِ مَامُوْرٌ بِهِ -এর মধ্যে নয় بَلْ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَهُوَ التَّشْبِيْهُ بِعَبَدَةِ الشَّمْسِ বরং তা مَامُوْرٌ بِهِ -এর বহির্ভূত কারণে হয়েছে, আর তা হলো সূর্য পূজকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া وَكَوْنُ الطَّائِفِ مُحْدِثًا আর তাওয়াফকারী অজুবিহীন অবস্থায় হওয়া وَمِثْلُ هٰذَا غَيْرُ مُضِرٍّ বা এরূপ অন্যান্য কার্যে ক্ষতিকর নয় وَاِذَا عَدِمَتْ صِفَةُ الْوُجُوْبِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ لَاتَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ عِنْدَنَا এবং مَامُوْرٌ بِهِ -এর জন্য وُجُوْبٌ -এর সিফাত অনুপস্থিত হলে আমাদের মতে জায়েজ হওয়ার সিফাত অবশিষ্ট থাকবে না خِلَافًا لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) তাতে বিপরীত অভিমত পেশ করেন هٰذَا بَحْثٌ اٰخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِمَامَرَّ এখান থেকে অন্য একটি আলোচনা শুরু হয়েছে مُتَعَلِّقٌ بِمَا مَرَّ مِنْ مُوْجِبِ الْاَمْرِ هُوَ الْوُجُوْبُ যার পূর্ববর্তী مُوْجَبُ الْاَمْرِ هُوَ الْوُجُوْبُ (তথা اَمْرٌ -এর হুকুম হলো وُجُوْبٌ) তার সাথে সংশ্লিষ্ট يَعْنِىْ اَنَّهُ اِذَا نُسِخَ الْوُجُوْبُ الثَّابِتُ بِالْاَمْرِ অর্থাৎ যখন اَمْرٌ -এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত وُجُوْبٌ টা مَنْسُوْخٌ বা রহিত হয়ে যাবে فَهَلْ تَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ الَّذِىْ فِىْ ضِمْنِهِ اَمْ لَا তখন اَمْرٌ -এর মধ্যে নিহিত جَوَازٌ -এর সিফাত অবশিষ্ট থাকবে না কি থাকবে না فَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) تَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ اِسْتِدْلَالًا بِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ অতঃপর এ প্রশ্নের

উত্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, جَوَازْ -এর সিফাত অবশিষ্ট থাকবে, এর দলিল হিসেবে আশুরার রোজাকে পেশ করেছেন فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فَرْضًا কেননা, প্রথমত তা ফরজ ছিল ثُمَّ نُسِخَتْ فَرْضِيَّتُهُ অতঃপর রমজানের রোজা ফরজ হওয়ায় তা مَنْسُوخْ হয়ে যায় وَبَقِيَ اِسْتِحْبَابُهُ الْاٰنَ এবং তার মোস্তাহাব হওয়া এখনো অবশিষ্ট রয়েছে وَعِنْدَنَا لَاتَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ الثَّابِتِ فِيْ ضِمْنِ الْوُجُوْبِ পক্ষান্তরে আমাদের (হানাফীগণের) মতে উক্ত جَوَازْ -এর সিফাত অবশিষ্ট থাকে না, যা وُجُوْبْ -এর মধ্যে নিহিত থাকে।

সরল অনুবাদ : ফকীহগণের বিশুদ্ধ অভিমত হলো مَامُوْرٌ بِهٖ আদায় করার দ্বারা مَامُوْرٌ بِهٖ-এর জন্য جَوَازْ-এর সিফাত সাব্যস্ত হবে। আর অপছন্দনীয় হওয়াও দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের মতে সহীহ্ মাযহাব হলো مَامُوْرٌ بِهٖ তথা শুধুমাত্র কার্যের অস্তিত্ব ও সমাধানের মধ্যেমেই مَامُوْرٌ بِهٖ-এর জন্য جَوَازْ বা বৈধতা-এর সিফাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর তা হলো বান্দার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে তাকে যথাযথভাবে পালন করা। অন্যথা বান্দার সাধ্যাতিরিক্ত বস্তু দ্বারা বান্দাকে কষ্ট দেওয়া ওয়াজিব হবে। অতঃপর কার্য সম্পাদনের পর যদি তা ফাসিদ হওয়া পৃথক কোনো দলিল দ্বারা প্রকাশ পায়, তবে তা পুনরায় আদায় করবে। কিন্তু হজটা এই ইহরাম দ্বারাই আদায় করেছে এবং তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে পরবর্তী বৎসর একটি সহীহ হজ পালন করার নির্দেশ একটি নতুন নির্দেশের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। (যেন তা পূর্ববর্তী হজের কাজা নয়) পক্ষান্তরে ইমাম আবূ বকর রাজীর মতে مُطْلَقْ (সাধারণ) اَمْرْ-এর দ্বারা অপছন্দনীয় হওয়াটা দূরীভূত হবে না। কেননা অদ্যকার আসরের নামাজ আদায়ের مَامُوْرٌ بِهٖ (আদিষ্ট) যদিও সূর্য কিরণ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পর নামাজ পড়া মাকরুহ। তদ্রূপ অজুবিহীন অবস্থায় তওয়াফ مَامُوْرٌ بِهٖ বা আদিষ্ট। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে তা মাকরূহ। আমরা তার উত্তরে বলব, উক্ত كَرَاهَتْ বা অপছন্দনীয়তা স্বয়ং مَامُوْرٌ بِهٖ -এর মধ্যে নয়; বরং তা مَامُوْرٌ بِهٖ-এর বহির্ভূত কারণে হয়েছে। আর তা হলো সূর্য পূজকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। আর তওয়াফকারী অজুবিহীন অবস্থায় হওয়া বা এরূপ অন্যান্য কার্যে ক্ষতিকর নয়। **এবং مَامُوْرٌ بِهٖ-এর জন্য وجوب-এর সিফাত অনুপস্থিত হলে আমাদের মতে জায়েজ হওয়ার সিফাত অবশিষ্ট থাকবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) তার বিপরীত অভিমত পেশ করেন।** এখান থেকে অন্য একটি আলোচনা শুরু হয়েছে। যার পূর্ববর্তী বক্তব্য مُوْجِبُ الْاَمْرِ هُوَ الْوُجُوْبُ (তথা اَمْرْ-এর হুকুম হলো وُجُوْبْ) তার সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যখন اَمْرْ-এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত وُجُوْبْ টা مَنْسُوْخْ বা রহিত হয়ে যাবে, তখন اَمْرْ-এর মধ্যে নিহিত جَوَازْ-এর সিফাত অবশিষ্ট থাকবে না কি থাকবে না? অতঃপর এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, جَوَازْ-এর সিফাত অবশিষ্ট থাকবে। এর দলিল হিসেবে আশূরার রোজাকে পেশ করেছেন। কেননা প্রথমত তা ফরজ ছিল, অতঃপর রমজানের রোজা ফরজ হওয়ায় তা مَنْسُوْخْ হয়ে যায়। এবং তার মোস্তাহাব হওয়া এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের (হানাফীগণ) মতে উক্ত جَوَازْ-এর সিফাত অবশিষ্ট থাকে না, যা وُجُوْبْ -এর মধ্যে নিহিত থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ حُصُوْلُ الْاِمْتِثَالُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اِمْتِثَالْ-এর কি কি অর্থ হতে পারে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اِمْتِثَالْ তথা কার্য পালনের দু'প্রকার অর্থ হতে পারে-(১) আদেশের মোতাবেক আদায় হওয়া। এ অর্থে مَامُوْرٌ بِهٖ-এর মধ্যে جَوَازْ-এর সিফাত হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই; বরং তা সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত। (২) اِمْتِثَالْ-এর অর্থ قَضَاءْ টা দূরীভূত হয়ে যাওয়া। আর এ অর্থে مَامُوْرٌ بِهٖ-এর জন্য جَوَازْ -এর সিফাত সাব্যস্ত হবে কি না ? সে ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে।

قَوْلُهُ الْجَوَازُ الَّذِىْ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) وُجُوْبْ টা مَنْسُوْخْ হয়ে যাওয়ার পর جَوَازْ অবশিষ্ট থাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, جَائِزْ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

১. যা যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য।

২. যা করা ও না করা শরিয়তের দৃষ্টিতে সমান। আর এটাকে মুবাহ বলে।

৩. যার ব্যাপারে শরিয়তের প্রমাণাদির মধ্যে বৈপরীত্ব বিদ্যমান। যথা-গাধার উচ্ছিষ্ট। কেননা কোনো কোনো দলিল দ্বারা বুঝা যায় এটা পবিত্র, আবার কিছু দলিল দ্বারা বুঝে আসে অপবিত্র।

৪. যা শরিয়ত সম্মত। অর্থাৎ যা দূষণীয় না হওয়া শরিয়ত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এটা এমন جَوَازْ-এর অন্তর্ভুক্ত যা ওয়াজিব, মোস্তাহাব ও মুবাহ সবগুলোকে শামিল করে। এ প্রকারটা ওয়াজিবের সমজাতীয় ও ওয়াজিবের মধ্যে নিহিত। কারণ ওয়াজিব বলে যা পালন করা দূষণীয় নয়; বরং বর্জন করা দূষণীয়। তবে শাফেয়ীগণ وُجُوْبْ টা مَنْسُوْخْ হয়ে যাওয়ার পর এ جَوَازْও অবশিষ্ট থাকার দাবি করে থাকেন। পক্ষান্তরে হানাফীগণ وُجُوْبْ টা مَنْسُوْخْ হয়ে যাওয়ার পর আর সেই جَوَازْ অবশিষ্ট থাকাকে স্বীকার করেন না।

উল্লেখ্য যে, হানাফীদের ও শাফেয়ীদের উক্ত মতবিরোধ তখনই সাব্যস্ত হবে যখন কেবল وُجُوْبْ -কে مَنْسُوْخْ হিসেবে গণ্য করা হবে কিন্তু যদি ওয়াজিবকৃত কার্যটিও مَنْسُوْخْ হয়ে যায় এবং مَنْسُوْخْ কারীর حُكْمْ নিষিদ্ধকরণ হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে جَوَازْ অবশিষ্ট থাকবে না।

كَمَا اَنَّ قَطْعَ الْاَعْضَاءِ الْخَاطِيَةِ كَانَ وَاجِبًا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَقَدْ نُسِخَ مِنَّا فَرْضِيَّتُهُ وَجَوَازُهُ وَهٰكَذَا الْقِيَاسُ وَاَمَّا صَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَاِنَّمَا يَثْبُتُ جَوَازُهُ الْاٰنَ بِنَصٍّ اٰخَرَ لَا بِذٰلِكَ النَّصِّ الْمُوْجِبِ لِلْاَدَاءِ وَقِيْلَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ تَظْهَرُ فِىْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ لِيَأْتِ بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ فَاِنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى وُجُوْبِ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَقَدْ نُسِخَ وُجُوْبُ تَقْدِيْمِهَا بِالْاِجْمَاعِ وَلٰكِنْ بَقِىَ جَوَازُهُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا اَصْلًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا اَنَّ قَطْعَ الْاَعْضَاءِ الْخَاطِيَةِ كَانَ وَاجِبًا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ যেমন যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা কর্তন করা বনী ইসরাঈলদের জন্য ওয়াজিব ছিল وَقَدْ نُسِخَ مِنَّا فَرْضِيَّتُهُ وَجَوَازُهُ কিন্তু তার ফরজ হওয়া ও জায়েজ হওয়া উভয়টাই আমাদের ক্ষেত্রে مَنْسُوْخ হয়ে গেছে وَهٰكَذَا الْقِيَاسُ অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য وَاَمَّا صَوْمُ عَاشُوْرَاءَ তবে আশুরার রোজা মোস্তাহাব হওয়া বা জায়েজ হওয়ার হুকুম এখানে বাকি থাকা পৃথক فَاِنَّمَا يَثْبُتُ جَوَازُهُ الْاٰنَ بِنَصٍّ اٰخَرَ نَصّ ও দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে لَا بِذٰلِكَ النَّصِّ الْمُوْجِبِ لِلْاَدَاءِ এবং ঐ نَصّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি যার দ্বারা اَدَاءٌ ওয়াজিব হয়েছে وَقِيْلَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ تَظْهَرُ তবে কথিত আছে যে, আমাদের এ মতানৈক্যের ফলাফল প্রকাশ পাবে فِىْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ -এর বাণী- مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ يَمِيْنَهُ যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর শপথ করল, কিন্তু পরে দেখতে পেল যে, অপরটি তা থেকে উত্তম, তবে ঐ ব্যক্তির উচিত সে যেন শপথের কাফফারা আদায় করে দেয় ثُمَّ لِيَأْتِ بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ এবং ঐ কাজটিই করে যা তার জন্য উত্তম فَاِنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى وُجُوْبِ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ কেননা, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফফারাকে শপথ ভঙ্গের পূর্বে আদায় করা ওয়াজিব وَقَدْ نُسِخَ وُجُوْبُ تَقْدِيْمِهَا بِالْاِجْمَاعِ তবে শপথ ভাঙ্গার পূর্বেই কাফফারা আদায় ওয়াজিব হওয়াটা ইজমা দ্বারা مَنْسُوْخ হয়ে গেছে وَلٰكِنْ بَقِىَ جَوَازُهُ عِنْدَهُ তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা জায়েজ হওয়া অবশিষ্ট আছে وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا اَصْلًا আর আমাদের মতে তা জায়েজ হওয়াটা অবশিষ্ট নেই।

সরল অনুবাদ : যেমন−যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা কর্তন করা বনী ইসরাঈলদের জন্য ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তার ফরজ হওয়া ও জায়েজ হওয়া উভয়টাই আমাদের ক্ষেত্রে مَنْسُوْخ হয়ে গেছে। অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে আশুরার রোজা মোস্তাহাব হওয়া বা জায়েজ হওয়ার হুকুম এখানে বাকি থাকা পৃথক نَصّ ও দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং ঐ نَصّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি যার দ্বারা اَدَاءٌ ওয়াজিব হয়েছে। তবে কথিত আছে যে, আমাদের এ মতানৈক্যের ফলাফল নবী করীম ﷺ -এর বাণী−"যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর শপথ করল, কিন্তু পরে দেখতে পেল যে, অপরটি তা থেকে উত্তম, তবে ঐ ব্যক্তির উচিত সে যেন শপথের কাফ্ফারা আদায় করে দেয় এবং ঐ কাজটিই করে যা তার জন্য উত্তম।" এর মধ্যে প্রকাশ পাবে। কেননা এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফ্ফারাকে শপথ ভঙ্গের পূর্বে আদায় করা ওয়াজিব। তবে শপথ ভাঙ্গার পূর্বেই কাফ্ফারা আদায় ওয়াজিব হওয়াটা ইজমা দ্বারা مَنْسُوْخ হয়ে গেছে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা জায়েজ হওয়া অবশিষ্ট আছে আর আমাদের মতে তা জায়েজ হওয়াটা অবশিষ্ট নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ يَدُلُّ الخ -এর আলোচনা : কোনো বস্তুর উপর শপথ করে তার বিপরীতটা তার চেয়ে উত্তম দেখলে তখন কি করণীয়? উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত অর্থ তখনই কেবল গ্রহণযোগ্য হবে, যখন হাদীসের বর্ণনার মধ্যে ثُمَّ শব্দের উল্লেখ থাকবে। যেমন−ইমাম আবূ দাউদ (র.) সুনানে আবূ দাউদের মধ্যে বর্ণিত একটি হাদীসে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। মেশকাত শরীফে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তুমি যদি কোনো শপথ করো অতঃপর তার বিপরীতকে তার অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর দেখো, তাহলে তোমার শপথের কাফ্ফারা আদায় করে দাও এবং সে উত্তম কার্যটি করো।—বুখারী, মুসলিম

অপরদিকে ইমাম তিরমিযী (র.) ও মুসলিম (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে। অতঃপর তার বিপরীত বস্তুতে তদপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর দেখতে পায়, তাহলে শপথের কাফ্ফারা আদায় করে দেবে এবং উক্ত উত্তম কার্যটি সম্পাদন করবে।" সুতরাং এ বর্ণনাগুলো শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব হওয়া নির্দেশ করে না; বরং পূর্বের ও পরের শর্তারোপ ব্যতীত কাফ্ফারা এবং শপথ ভঙ্গকে একত্রিকরণ বুঝায়।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْقَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, কোনো ব্যক্তির জন্য শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা জরুরি নয়। তবে আদায় করলে হবে কি না? সে ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামদের মাঝে প্রসিদ্ধ দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েজ তথা আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে।

২. ওলামায়ে আহনাফ বলেন যে, শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েজ নেই। তথা আদায় করলে আদায় হবে না। তবে কোনো ব্যক্তি যদি শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা স্বরূপ দরিদ্রকে সদকা করে থাকে তাহলে তা ঐ দরিদ্র ব্যক্তি হতে ফেরত নিতে পারবে না। কেননা তা নফল সাদকা হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের এবং শাফেয়ীদের মধ্যকার উপরোক্ত মতবিরোধ আর্থিক কাফ্ফারার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কারণ রোজা দ্বারা শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই।—মেশকাতুল আন্ওয়ার

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ مَبَاحِثِ حُسْنِ الْمَأْمُوْرِ بِهٖ وَمُلْحَقَاتِهٖ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ تَقْسِيْمِهٖ اِلَى الْمُطْلَقِ وَالْمُؤَقَّتِ فَقَالَ وَالْاَمْرُ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ اَيْ اَحَدُهُمَا اَمْرٌ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ يَفُوْتُ بِفَوْتِهٖ كَالزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ فَاِنَّهُمَا بَعْدَ وُجُوْدِ السَّبَبِ اَيْ مِلْكِ الْمَالِ وَالرَّأْسِ وَالشَّرْطِ اَيْ حَوْلَانُ الْحَوْلِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ لَايَتَقَيَّدَانِ بِوَقْتٍ يَفُوْتَانِ بِفَوْتِهٖ بَلْ كُلَّمَا اَدّٰى يَكُوْنُ اَدَاءً لَاقَضَاءً وَاِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ التَّعْجِيْلُ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِيْ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ (رحـ) اَيْ هٰذَا الْاَمْرُ الْمُطْلَقُ مَحْمُوْلٌ عِنْدَنَا عَلَى التَّرَاخِيْ يَعْنِيْ لَايَجِبُ الْفَوْرُ فِيْ اَدَائِهٖ بَلْ يَسَعُ تَاْخِيْرُهٗ وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ لَابُدَّ فِيْهِ مِنَ الْفَوْرِ اِحْتِيَاطًا لِاَمْرِ الْعِبَادَةِ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ يَأْثَمُ بِالتَّاْخِيْرِ لَابِمَعْنٰى اَنَّهٗ يَصِيْرُ قَاضِيًا وَعِنْدَنَا لَايَأْثَمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِ الْعُمُرِ اَوْ حِيْنَ اِدْرَاكِ عَلَامَاتِ الْمَوْتِ وَلَمْ يُؤَدِّ فِيْهِ وَدَلِيْلُنَا هُوَ مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ لِئَلَّا يَعُوْدَ عَلٰى مَوْضُوْعِهٖ بِالنَّقْضِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ مَبَاحِثِ حُسْنِ الْمَأْمُوْرِ بِهٖ وَمُلْحَقَاتِهٖ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مَأْمُوْر بِهٖ টা مَأْمُوْر بِهٖ-এর حُسْن ও তার সংশ্লিষ্ট আলোচনা শেষ করে شَرَعَ فِيْ بَيَانِ تَقْسِيْمِهٖ اِلَى الْمُطْلَقِ وَالْمُؤَقَّتِ আরম্ভ করেছেন مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ ও مُؤَقَّتٌ এ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার বর্ণনা– فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَالْاَمْرُ نَوْعَانِ - اَمْر দু'প্রকার مُطْلَقٌ মুতলাক আনিল ওয়াকৃত اَيْ اَحَدُهُمَا اَمْرٌ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ يَفُوْتُ بِفَوْتِهٖ অর্থাৎ ঐ দু'প্রকার হতে একটি হলো এমন اَمْر مُطْلَقٌ যা কোনো সময়ের সাথে সংযুক্ত নয়, যা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তা হাতছাড়া হয়ে যাবে كَالزَّكٰوةِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ যথা যাকাত এবং সদকায়ে ফিতির উভয়টি فَاِنَّهُمَا بَعْدَ وُجُوْدِ السَّبَبِ اَيْ مِلْكِ الْمَالِ وَالرَّأْسِ وَالشَّرْطِ উভয়টি সবব অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ মাল ও পুঁজি পাওয়া যাওয়ার পর এবং শর্ত اَيْ حَوْلَانُ الْحَوْلِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ অর্থাৎ বর্ষপূর্তি ও ফিতিরের দিন পাওয়া যাওয়ার পর لَايَتَقَيَّدَانِ بِوَقْتٍ يَفُوْتَانِ بِفَوْتِهٖ এমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তার হাতছাড়া হয়ে যাবে بَلْ كُلَّمَا اَدّٰى يَكُوْنُ اَدَاءً لَا قَضَاءً বরং مُكَلَّفْ যখনই এটা পালন করবে তার উক্ত পালন করাকে اَدَاء নামেই আখ্যায়িত করা হবে এবং একে قَضَاء হিসেবে গণ্য করবে না وَاِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ التَّعْجِيْلُ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِيْ অবশ্যই এটা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা উত্তম। আর উক্ত اَمْر مُطْلَقٌ-এর মধ্যে বিলম্বের অবকাশ আছে خِلَافًا لِلْكَرْخِيْ (رحـ) اَيْ هٰذَا الْاَمْرُ الْمُطْلَقُ مَحْمُوْلٌ তবে ইমাম কারখী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন– অর্থাৎ আমাদের মতে عِنْدَنَا عَلَى التَّرَاخِيْ اَمْر مُطْلَقٌ-এর মধ্যে বিলম্বের অবকাশ আছে يَعْنِيْ لَايَجِبُ الْفَوْرُ فِيْ اَدَائِهٖ بَلْ يَسَعُ تَاْخِيْرُهٗ অর্থাৎ একে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়; বরং এতে বিলম্ব করার সুযোগ আছে وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ لَابُدَّ فِيْهِ مِنَ الْفَوْرِ এবং ইমাম কারখী (র.)-এর মতে এটা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব اِحْتِيَاطًا لِاَمْرِ الْعِبَادَةِ আদিষ্ট ইবাদতের মধ্যে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে بِمَعْنٰى اَنَّهٗ يَأْثَمُ بِالتَّاْخِيْرِ এ অর্থে যে, বিলম্ব করার কারণে গুনাহ হবে لَابِمَعْنٰى اَنَّهٗ يَصِيْرُ قَاضِيًا তবে এ অর্থে নয় যে, (বিলম্বে পালনকারী) قَضَاء কারী হয়ে যাবে وَعِنْدَنَا لَايَأْثَمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِ الْعُمُرِ اَوْ حِيْنَ اِدْرَاكِ عَلَامَاتِ الْمَوْتِ وَلَمْ يُؤَدِّ فِيْهِ আর আমাদের মতে শেষ জীবনে অথবা মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরও যদি পালন না করে তবে গুনাহগার হবে وَدَلِيْلُنَا هُوَ مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ لِئَلَّا يَعُوْدَ عَلٰى مَوْضُوْعِهٖ بِالنَّقْضِ আমাদের দলিল হলো, যার প্রতি গ্রন্থকার (র.) তার এ উক্তির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন– যার مُطْلَقٌ اَمْر-এর مَوْضُوْع (যার জন্য প্রণীত) সে অর্থ যেন বিপরীমুখী না হয়।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مَأْمُوْر بِهٖ-এর حُسْن ও তার সংশ্লিষ্ট আলোচনা শেষ করে مُطْلَقٌ টা مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ ও مُؤَقَّتٌ এ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, اَمْر দু'প্রকার–(১) مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ অর্থাৎ ঐ দু'প্রকার হতে একটি হলো এমন اَمْر مُطْلَقٌ যা কোনো সময়ের সাথে সংযুক্ত নয়; যা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। যথা– যাকাত এবং সদকায়ে ফিতির। উভয়টি سَبَبْ অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ মাল ও পুঁজি পাওয়া যাওয়ার পর এবং শর্ত অর্থাৎ বর্ষপূর্তি ও ফিতিরের দিন পাওয়া যাওয়ার পর এমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তার হাতছাড়া হয়ে যাবে; বরং مُكَلَّفْ যখনই এটা পালন করবে তার উক্ত পালন করাকে اَدَاء নামেই আখ্যায়িত করা হবে এবং একে قَضَاء হিসেবে গণ্য করবে না। অবশ্য এটা তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা উত্তম। **আর উক্ত اَمْرٌ مُطْلَقٌ-এর মধ্যে বিলম্বের অবকাশ আছে। তবে ইমাম কারখী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন।** আমাদের মতে مُطْلَقٌ اَمْر-এর মধ্যে বিলম্বের অবকাশ আছে, অর্থাৎ একে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়; বরং এতে বিলম্ব করার সুযোগ আছে। এবং ইমাম কারখী (র.)-এর মতে এটা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব। আদিষ্ট ইবাদতের মধ্যে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্য। এ অর্থে যে, বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। তবে এ অর্থে নয়

যে, (বিলম্বে পালনকারী) قَضَاء কারী হয়ে যাবে। আর আমাদের মতে শেষ জীবনে, অথবা মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরও যদি পালন না করে তবে গুনাহগার হবে। আমাদের দলিল হলো, যার প্রতি গ্রন্থকার (র.) তার এ উক্তির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন- **যার أَمْر مُطْلَق-এর مَوْضُوْع (যার জন্য প্রণীত) সে অর্থ যেন বিপরীত মুখী না হয়।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَقْسِيْمُهُ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যকার (র.) تَقْسِيْمُهُ-এর هَاء যমীরের مَرْجِع কি ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, هَاء যমীরের مَرْجِع হলো مَامُوْر بِه অর্থাৎ مَامُوْر بِه-এর শ্রেণীবিভাগ। আর সে কারণেই গ্রন্থকারের উক্তি اَلْاَمْرُ نَوْعَانِ-এর মধ্যে أَمْر শব্দটি مَامُوْر بِه-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ مَامُوْر بِه দু'প্রকার। আর একে مَجَاز لُغْوِىْ বা আভিধানিক রূপক অর্থ বলে। গ্রন্থকার (র.)-এর অপর বক্তব্য كَالزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ও উপরোক্ত মতকে প্রমাণিত করছে। কেননা যাকাত ও সদকায়ে ফিতির উভয়টাই مَامُوْر بِه

قَوْلُهُ يَفُوْتُ بِفَوْتِهِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُطْلَق ও مُوَقَّتْ-এর মাঝে পার্থক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, أَمْر مُطْلَق এমন কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার সাথে সংযুক্ত নয় যা ছুটে যাওয়ার কারণে مَامُوْر بِه-কে ادا، হিসেবে পালন করতে পারবে না। উপরোক্ত قَيْد-এর দ্বারা مُطْلَق ও مُقَيَّد-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ উদ্দেশ্য। নতুবা সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়ার দিক বিবেচনায় مُطْلَق ও مُقَيَّد নয়; বরং مُطْلَق ও مُوَقَّتْ

قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ (رح) الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) أَمْر مُطْلَق-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতনৈক্য দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১.ওলামায়ে জমহুর হানাফীদের অভিমতে أَمْر مُطْلَق বিলম্বের অবকাশ থাকার সাথে ওয়াজিব হয়ে থাকে।

২. হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আবুল হাসান কারখীর মতে أَمْر مُطْلَق-এর হুকুম তৎক্ষণাৎ আদায়ের জন্য ওয়াজিব হয়ে থাকে।

বিঃ দ্রঃ তবে উক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বিভিন্ন অভিমত বর্ণিত আছে। কাশফ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে ইমাম কারখী (র.) সাহেবাঈন (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, أَمْر مُطْلَق তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হয়ে থাকে। এবং এটাই অধিকাংশ আহলে হাদীস ও কিছু সংখ্যক মু'তাযিলার মাযহাব। আর আবূ সাহল যুজাজী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এটা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হয়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও শাফেয়ী (র)-এর মতে এটার মধ্যে বিলম্বের অবকাশসহ ওয়াজিব হয়ে থাকে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অনুরূপও অভিমত পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ لَايَجِبُ الْفَوْرُ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) فَوْر ও تَرَاخِىْ-এর অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, فَوْر বলা হয়, কার্য সম্পাদনের সম্ভাব্য প্রথম ওয়াক্তেই তা আদেশকৃত বস্তু আদায় করা ওয়াজিব হওয়াকে। অতএব গ্রন্থকারের ইবারত لَايَجِبُ الْفَوْرُ-এর অর্থ হবে কার্য সম্পাদনের সম্ভাব্য প্রথম ওয়াক্তেই তা আদায় করা ওয়াজিব নয়। আর تَرَاخِىْ (বিলম্বকরণ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حَالْ-এর সাথে قَيْد বা যুক্ত না হয়ে مُسْتَقْبِلْ-এর সাথে যুক্ত হওয়া। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। আর فَوْر শব্দটি মূলত مَصْدَرْ অর্থাৎ পাতিলের মধ্যস্থিত বস্তু টগবগ বরলে আরবি ভাষা-ভাষীরা বলে থাকে- فَارَتِ الْقِدْرُ অতঃপর দ্রুততা ও তাৎক্ষণিকতার অর্থে তাকে রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَأْثَمُ بِالتَّاخِيْرِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) مَامُوْر بِه مُطْلَق-কে বিলম্বকরণের কারণে গুনাহগার হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম কারখী (র.)-এর মতে مَامُوْر بِه কে বিলম্ব করার কারণে مُكَلَّفْ গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। কেননা বিলম্ব করার অর্থই হলো ইচ্ছাকৃত مَامُوْر بِه-কে ছেড়ে দেওয়া। কেননা পরবর্তী সময়ে আদায় করতে পারবে বলে কি তার ভরসা আছে ? আদায় করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

আর ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো مَامُوْر بِه-কে বর্জন করা হারাম। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে জমহুর ফকীহগণ বলেন যে, বিলম্বকরণকে আমারা تَفْوِيْت (ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া) হিসেবে গণ্য করি না। কেননা مُكَلَّفْ যে কোনো এক সময় তা আদায় করার ক্ষমতা রাখে। আর আকস্মিক মৃত্যু অতি দুর্লভ। সুতরাং এর উপর শরিয়তের আহকামের ভিত্তি হতে পারে না।

يَعْنِي مَوْضُوعَ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ كَانَ هُوَ التَّيْسِيْرُ وَالتَّسْهِيلُ فَلَوْ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْفَوْرِ لَعَادَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ وَيَكُونُ مُنَاقِضًا لِلْمَوْضُوعِ وَمُقَيَّدًا بِهِ اَىِ الثَّانِي أَمْرٌ مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى وَشَرْطًا لِلْأَدَاءِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ فَهُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ وَالْمُرَادُ بِالظَّرْفِ أَنْ لَا يَكُونَ مِعْيَارًا لَهُ بَلْ يَفْضُلُ عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ أَنْ لَا يَصِحَّ الْمَامُورُ بِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ وَيَفُوتَ بِفَوْتِهِ وَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ إِنَّ لِهٰذَا الْوَقْتِ تَأْثِيرًا فِي وُجُوبِ الْمَامُورِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِيُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُضَافُ الْوُجُوبُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى الْوَقْتِ لِأَنَّ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وُصُولَ نِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلٰى جَانِبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يَقْتَضِي الشُّكْرَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِي مَوْضُوعَ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ كَانَ هُوَ التَّيْسِيْرُ وَالتَّسْهِيلُ অর্থাৎ مُطْلَق أَمْر এর- مَوْضُوع হলো সুলভ সহজসাধ্য করে দেওয়া فَلَوْ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْفَوْرِ لَعَادَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ এখানে যদি এটাকে তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব করে দেওয়া হয়, তাহলে এটা مَوْضُوع -এর বিপরীতটাই সাব্যস্ত হবে وَيَكُونُ مُنَاقِضًا لِلْمَوْضُوعِ এবং مَوْضُوع তথা মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে وَمُقَيَّدًا بِهِ اَىِ الثَّانِي أَمْرٌ مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ এবং (২) مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ (নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ) অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন أَمْر যা ওয়াক্তের সাথে قَيْد যুক্ত وَهُوَ أَرْبَعُ أَنْوَاعٍ এবং এটা চার প্রকারে বিভক্ত لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى وَشَرْطًا لِلْأَدَاءِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ কেননা, ওয়াক্ত হয়তো مُؤَدّٰى (আদায়কৃত বিষয়)-এর জন্য ظَرْف হবে এবং অদায়ের নিমিত্তে শর্তও ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হবে فَهُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ আর এটা হলো প্রথম প্রকার وَالْمُرَادُ بِالظَّرْفِ أَنْ لَا يَكُونَ مِعْيَارًا لَهُ এখানে ظَرْف -এর অর্থ হলো এটা مُؤَدّٰى -এর জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড) হবে না بَلْ يَفْضُلُ عَنْهُ বরং مُؤَدّٰى টা مَامُور بِهِ হতে কিছু ওয়াক্ত অতিরিক্ত থেকে যায় (অর্থাৎ مَامُور بِهِ পূর্ণ ওয়াক্তকে সংকুলন করে নেয় না) وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ أَنْ لَا يَصِحَّ الْمَامُورُ بِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ এবং শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَامُور بِهِ -এর ওয়াক্ত আসার পূর্বে সহীহ না হওয়া وَيَفُوتَ بِفَوْتِهِ আর ওয়াক্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে مَامُور بِهِ ও চলে যাওয়া وَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ আর سَبَبْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো إِنَّ لِهٰذَا الْوَقْتِ تَأْثِيرًا فِي وُجُوبِ الْمَامُورِ بِهِ - مَامُور بِهِ -এর ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে ঐ ওয়াক্তের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া পড়ে থাকে وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِيُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى যদিও নাকি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহই প্রকৃত প্রতিক্রিয়াকারী وَلٰكِنْ يُضَافُ الْوُجُوبُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى الْوَقْتِ তবে বাহ্যিকভাবে وُجُوب টা ওয়াক্তের সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে لِأَنَّ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وُصُولَ نِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلٰى جَانِبِ الْعَبْدِ কারণ প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বান্দার প্রতি নিয়ামত পৌঁছতে থাকে وَهِيَ يَقْتَضِي الشُّكْرَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ আর এটা প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর শুকরিয়াকে কামনা করে থাকে।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ مُطْلَق أَمْر-এর مَوْضُوع হলো সুলভ সহজসাধ্য করে দেওয়া। এখানে যদি এটাকে তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব করে দেওয়া হয়, তাহলে এটা مَوْضُوع-এর বিপরীতটাই সাব্যস্ত হবে এবং مَوْضُوع তথা মূল উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে। এবং (২) مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ **(নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ)** অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন أَمْر যা ওয়াক্তের সাথে قَيْد যুক্ত। এবং এটা চার প্রকারে বিভক্ত। কেননা **ওয়াক্ত হয়তো** مُؤَدّٰى **(আদায়কৃত বিষয়)-এর জন্য** ظَرْف **হবে এবং আদায়ের নিমিত্তে শর্ত ও ওয়াজিব হওয়ার জন্য** سَبَبْ **হবে**। আর এটা হলো প্রথম প্রকার। এখানে ظَرْف-এর অর্থ হলো এটা مُؤَدّٰى-এর জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড) হবে না; বরং مُؤَدّٰى টা مَامُور بِهِ হতে কিছু ওয়াক্ত অতিরিক্ত থেকে যায় (অর্থাৎ مَامُور بِهِ পূর্ণ ওয়াক্তকে সংকুলন করে নেয় না) এবং শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَامُور بِهِ-এর ওয়াক্ত আসার পূর্বে সহীহ না হওয়া। আর ওয়াক্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে مَامُور بِهِ ও চলে যাওয়া। আর سَبَبْ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَامُور بِهِ-এর ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে ঐ ওয়াক্তের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া পড়ে থাকে। যদিও নাকি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহই প্রকৃত প্রতিক্রিয়াকারী। তবে বাহ্যিকভাবে وُجُوب টা ওয়াক্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। কারণ প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বান্দার প্রতি নিয়ামত পৌঁছতে থাকে। আর এটা প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর শুকরিয়াকে কামনা করে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ওয়াক্ত مَامُور بِهِ-এর জন্য ظَرْف হবে বলতে মুসান্নেফ (র.) কি বুঝাতে চেয়েছেন ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَامُور بِهِ-এর জন্য ওয়াক্ত ظَرْف হওয়ার অর্থ হলো مَامُور بِهِ টা ওয়াক্তের পূর্ণ সময়কে আয়ত্ত করে নেবে না; বরং অতিরিক্ত কিছু সময় থেকে যাবে। কেননা ظَرْف (পাত্র) টা مِعْيَارْ-এর বিপরীত। আর مِعْيَارْ (মানদণ্ড) হলো যা مَامُور بِهِ -কে আয়ত্ত করে থাকে। সুতরাং ওয়াক্ত দীর্ঘায়িত হলে مَامُور بِهِও দীর্ঘায়িত হবে। পক্ষান্তরে ওয়াক্ত সংকীর্ণ হলে مَامُور بِهِও সংকীর্ণ হবে।

وَاِنَّمَا خُصَّ هٰذِهِ الْاَوْقَاتُ الْمُعَيَّنَةُ بِالْعِبَادَاتِ لِعَظْمَتِهَا وَتَجَدُّدِ النِّعَمِ فِيهَا وَلِئَلَّا يُفْضِىَ اِلَى الْحَرَجِ فِىْ تَحْصِيْلِ الْمَعَاشِ اِنِ اسْتَغْرَقَ الْوَقْتُ الْعِبَادَةَ كَوَقْتِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الْوَقْتَ فِيْهَا يَفْضُلُ عَنِ الْاَدَاءِ اِذَا اَدّٰى عَلٰى حَسْبِ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ اِفْرَاطٍ فَيَكُوْنُ ظَرْفًا وَلَا يَصِحُّ الْاَدَاءُ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ وَيَفُوْتُ بِفَوْتِهٖ فَيَكُوْنُ شَرْطًا وَيَخْتَلِفُ الْاَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَ كَرَاهَةً فَيَكُوْنُ سَبَبًا لِلْوُجُوْبِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا خُصَّ هٰذِهِ الْاَوْقَاتُ الْمُعَيَّنَةُ এবং নির্দিষ্ট কতিপয় সময়কে নির্ধারিত করা হয়েছে بِالْعِبَادَاتِ ইবাদতের জন্য لِعَظْمَتِهَا কেবল এগুলোর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে وَتَجَدُّدِ النِّعَمِ فِيْهَا আর এ সময়গুলোকে আল্লাহর নতুন নতুন নিয়ামতসমূহ বারবার আগমন করে لِئَلَّا يُفْضِىَ اِلَى الْحَرَجِ فِىْ تَحْصِيْلِ الْمَعَاشِ اِنِ اسْتَغْرَقَ الْوَقْتُ الْعِبَادَةَ এবং উপরন্তু এটাও ঐ বৈশিষ্ট্যের আরেকটি কারণ যে, সমস্ত ওয়াক্ত যদি ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়াতে জীবিকা নির্বাহে বান্দা যেন অসুবিধার সম্মুখীন না হয় كَوَقْتِ الصَّلٰوةِ যথা নামাজের ওয়াক্ত فَاِنَّ الْوَقْتَ فِيْهَا يَفْضُلُ عَنِ الْاَدَاءِ اِذَا اَدّٰى عَلٰى حَسْبِ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ اِفْرَاطٍ কেননা, কোনোরূপ অতিরঞ্জন ব্যতীতই যদি সুন্নত মোতাবেক নামাজ আদায় করা হয়, তাহলে নামাজের (জন্য নির্ধারিত) সময় তা আদায় করার পরও অতিরিক্ত থেকে যাবে فَيَكُوْنُ ظَرْفًا সুতরাং ওয়াক্ত নামাজের জন্য ظَرْف হবে وَلَايَصِحُّ الْاَدَاءُ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ আর সময় হওয়ার পূর্বে আদায় করা সহীহ হবে না وَيَفُوْتُ بِفَوْتِهٖ ওয়াক্ত চলে গেলে আদায় (করার সুযোগ) ও চলে যাবে فَيَكُوْنُ شَرْطًا অতএব ওয়াক্ত আদায়ের জন্য শর্ত হবে وَيَخْتَلِفُ الْاَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً আর ওয়াক্তের সিফাতের (অবস্থার) বিভিন্নতার কারণে আদায় ও সহীহ, মাকরূহ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন ধরনের হবে فَيَكُوْنُ سَبَبًا لِلْوُجُوْبِ সুতরাং ওয়াক্তটা আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হবে।

সরল অনুবাদ : এবং নির্দিষ্ট কতিপয় সময়কে কেবল এগুলোর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এ সময়গুলোতে আল্লাহর নতুন নতুন নিয়ামতসমূহ বারবার আগমন করে। এবং উপরন্তু এটাও ঐ বৈশিষ্ট্যের আরেকটি কারণ যে, সমস্ত ওয়াক্ত যদি ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়াতে জীবিকা নির্বাহে বান্দা যেন অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। **যথা– নামাজের ওয়াক্ত,** কেননা কোনো রূপ অতিরঞ্জন ব্যতীতই যদি সুন্নত মোতাবেক নামাজ আদায় করা হয়, তাহলে নামাজের (জন্য নির্ধারিত) সময় তা আদায় করার পরও অতিরিক্ত থেকে যাবে। সুতরাং ওয়াক্ত নামাজের জন্য ظَرْف হবে। আর সময় হওয়ার পূর্বে আদায় করা সহীহ হবে না। ওয়াক্ত চলে গেলে আদায় (করার সুযোগ)ও চলে যাবে। অতএব ওয়াক্ত আদায়ের জন্য শর্ত হবে। আর ওয়াক্তের সিফাতের (অবস্থার) বিভিন্নতার কারণে আদায়ও সহীহ, মাকরূহ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন ধরনের হবে। সুতরাং ওয়াক্তটা আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَتَجَدُّدِ النِّعَمِ فِيْهَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) নামাজকে কতিপয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَامُوْر بِهٖ (যেমন–নামাজ)-এর ওয়াক্ত সমূহে আল্লাহর পক্ষ হতে নতুন নতুন নিয়ামত অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন– ফজরের সময় জাগ্রত হওয়াটা মৃত্যু তুল্য নিদ্রা হতে নতুন জীবন লাভ করার ন্যায়। সুতরাং তার শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে ফজরের নামাজ ফরজ করা হয়েছে। অতঃপর দিনের বেলায় যখন পানাহার ইত্যাদি জীবিকার উপায়-উপকরণ লাভ হলো তখন তার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ যোহরের নামাজ ফরজ হয়েছে। আর যেহেতু যোহরের পর অধিকাংশ লোক পানাহারের পর ঘুমিয়ে পড়ে বিধায় তাতে আল্লাহর স্মরণে আলস্যতা দেখা দেয়, তাই তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আসরের নামাজ ফরজ করা হয়েছে। অতঃপর যখন দিনের নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে তখন তার শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে মাগরিবের নামাজ ফরজ করা হয়েছে। আর শুকরিয়ার পূর্ণতার জন্য এ'শার নামাজকে ফরজ করা হয়েছে। এবং এটা দ্বারা সমাপ্তি হওয়াকে সৌন্দর্য করা উদ্দেশ্য। যাতে তার পরে যে মৃত্যু তুল্য নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়বে তা যেন ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের উপর হয়।

قَوْلُهٗ يَخْتَلِفُ الْاَدَاءُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র) وَقْت ও اَدَاء-এর মধ্যে পারস্পরিক কেমন সম্পর্ক? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, وَقْت-এর صِفَةْ-এর বিভিন্নতার কারণে নামাজের اَدَاءও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সুতরাং وَقْت كَامِلْ-এর মধ্যে اَدَاء كَامِلْ হবে, আর মাকরূহ ওয়াক্তের মধ্যে আদায়টাও মাকরূহ হবে। তা ছাড়া যদি ওয়াক্ত ব্যতিরেকে অন্য কোনো সময় পড়ে, তাহলে اَدَاء فَاسِدْ হবে। মোটকথা হলো, سَبَبْ-এর বিভিন্নতার কারণে হুকুম বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং ওয়াক্ত নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য এবং এটার দায়িত্ব অত্যাবশ্যক হওয়ার জন্য سَبَبْ বা কারণ হবে। তবে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দলিল দ্বারা তো সাব্যস্ত হয়েছে যে, ওয়াক্তের صِفَةْ-এর বিভিন্নতার কারণে আদায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এতে তো ওয়াক্ত وُجُوْب-এর জন্য سَبَبْ হওয়া সাব্যস্ত হয় না? কেননা ওয়াজিবের وُجُوْب এক পদ্ধতিতে হয় আর তার আদায় ভিন্ন পদ্ধতিতে হয়? তার উত্তরে বলা হবে যে, وَاجِبْ টা দায়িত্বে বিভিন্নভাবে সাব্যস্ত হয়েছে বিধায় আদায়ও বিভিন্ন ধরনের হয়েছে। সুতরাং ওয়াক্ত পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার দ্বারা যথাক্রমে আদায়টাও দায়িত্বে পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গভাবে ওয়াজিব হয়ে থাকে। অতএব উপরোক্ত দলিলের উপর প্রশ্ন উত্থাপন অযৌক্তিক প্রমাণিত হলো।

وَتَقْدِيْمُ الْمَشْرُوْطِ عَلَى الشَّرْطِ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْوُجُوْبِ كَمَا فِيْ حَوْلَانِ الْحَوْلِ لِلزَّكٰوةِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْجَوَازِ لَايَصِحُّ التَّقْدِيْمُ كَسَائِرِ شَرَائِطِ الصَّلٰوةِ وَتَقْدِيْمُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ لَايَجُوْزُ أَصْلًا وَهٰهُنَا لَمَّا اجْتَمَعَتِ الشَّرْطِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ فَلَا جَرَمَ أَنْ لَّايَجُوْزَ التَّقْدِيْمُ عَلَى الْوَقْتِ ثُمَّ هٰهُنَا شَيْئَانِ نَفْسُ الْوُجُوْبِ وَ وُجُوْبُ الْأَدَاءِ فَنَفْسُ الْوُجُوْبِ سَبَبُهُ الْحَقِيْقِيُّ هُوَ الْإِيْجَابُ الْقَدِيْمُ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ وَهُوَ الْوَقْتُ أُقِيْمَ مَقَامَهُ وُجُوْبُ الْأَدَاءِ سَبَبُهُ الْحَقِيْقِيُّ تَعَلُّقُ الطَّلَبِ بِالْفِعْلِ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ وَهُوَ الْأَمْرُ أُقِيْمَ مَقَامَهُ ثُمَّ الظَّرْفِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ لَاتَجْتَمِعَانِ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَقْدِيْمُ الْمَشْرُوْطِ عَلَى الشَّرْطِ جَائِزٌ এবং شَرْط -এর উপর مَشْرُوْط -কে مُقَدَّمْ করাকে জায়েজ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْوُجُوْبِ যদি وُجُوْب -এর জন্য শর্ত হয় كَمَا فِيْ حَوْلَانِ الْحَوْلِ لِلزَّكٰوةِ যেমন– যাকাতের জন্য বর্ষপূর্তি শর্ত (তাই তার মধ্যে تَقْدِيْم জায়েজ) وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْجَوَازِ পক্ষান্তরে, শর্ত যদি জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হয় لَايَصِحُّ التَّقْدِيْمُ তাহলে شَرْط -কে مَشْرُوْط -এর পূর্বে উল্লেখ করা জায়েজ নেই كَسَائِرِ شَرَائِطِ الصَّلٰوةِ যেমন নামাজের শর্তাবলি وَتَقْدِيْمُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ لَايَجُوْزُ أَصْلًا আর مُسَبَّبْ -কে তো কোনো ক্রমেই سَبَبْ -এর পূর্বে উল্লেখ জায়েজ নেই وَهٰهُنَا لَمَّا اجْتَمَعَتِ الشَّرْطِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ তবে এখানে যেহেতু شَرْطِيَّتْ (শর্ত হওয়া) এবং سَبَبِيَّتْ (সবব হওয়া) উভয় একত্রিত হয়ে গেছে فَلَا جَرَمَ أَنْ لَا يَجُوْزَ التَّقْدِيْمُ عَلَى الْوَقْتِ তাই مُسَبَّبْ -কে سَبَبْ -এর পূর্বে উল্লেখ করা জায়েজ হবে না ثُمَّ هٰهُنَا شَيْئَانِ نَفْسُ الْوُجُوْبِ وَوُجُوْبُ الْأَدَاءِ অতএব, এ স্থলে দু'টি বস্তু রয়েছে– (১) মূল وُجُوْب ও (২) وُجُوْب أَدَاء - فَنَفْسُ الْوُجُوْبِ سَبَبُهُ الْحَقِيْقِيُّ هُوَ الْإِيْجَابُ الْقَدِيْمُ এবং মূল وُجُوْب -এর দু'টি سَبَبْ ১. وُجُوْب حَقِيْقِيْ (প্রকৃত ওজু) তবে এটা হলো وُجُوْب قَدِيْم (তথা পুরাতন وُجُوْب) وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ وَهُوَ الْوَقْتُ أُقِيْمَ مَقَامَهُ আর (২) وُجُوْب مَجَازِيْ (বাহ্যিক سَبَبْ) এবং তা হলো ওয়াক্ত যা প্রকৃত سَبَبْ -এর স্থলাভিষিক্ত وُجُوْبُ الْأَدَاءِ سَبَبُهُ الْحَقِيْقِيُّ تَعَلُّقُ الطَّلَبِ بِالْفِعْلِ এবং وجوب اداء -এর দু'টি سَبَبْ রয়েছে– (১) سَبَب حَقِيْقِي (প্রকৃত সবব) আর তা হলো কার্যের সাথে طَلَبْ -এর সম্বন্ধ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيْ وَهُوَ الْأَمْرُ أُقِيْمَ مَقَامَهُ (২) سَبَب مَجَازِيْ (বাহ্যিক سَبَبْ) আর তা হলো এমন أَمْر যা প্রকৃত سَبَبْ -এ স্থলাভিষিক্ত ثُمَّ الظَّرْفِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ لَاتَجْتَمِعَانِ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ উল্লেখ্য যে, ظَرْفِيَّتْ (পাত্র) ও سَبَبِيَّتْ (কারণ) বাহ্যিকভাবে কখনো একত্রিত হয় না।

সরল অনুবাদ : এবং যদি وُجُوْب-এর জন্য শর্ত হয়, তাহলে তাকে مَشْرُوْط-এর উপর مُقَدَّمْ করা জায়েজ। যেমন–যাকাতের জন্য বর্ষপূর্তি শর্ত। তাই তার মধ্যে تَقْدِيْم জায়েজ। পক্ষান্তরে শর্ত যদি জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হয়, তাহলে شَرْط -কে مَشْرُوْط-এর পূর্বে উল্লেখ করা জায়েজ নেই। যেমন– নামাজের শর্তাবলি। আর مُسَبَّبْ -কে তো কোনোক্রমেই سَبَبْ-এর পূর্বে উল্লেখ জায়েজ নেই। তবে এখানে যেহেতু شَرْطِيَّتْ (শর্ত হওয়া) এবং سَبَبِيَّتْ (সবব হওয়া) উভয় একত্রিত হয়ে গেছে, তাই مُسَبَّبْ -কে سَبَبْ -এর পূর্বে উল্লেখ করা জায়েজ হবে না। অতঃপর এ স্থলে দু'টি বস্তু রয়েছে। (১) মূল وُجُوْب ও(২) وُجُوْب أَدَاء এবং মূল وُجُوْب-এর দু'টি سَبَبْ (১) وُجُوْب حَقِيْقِيْ (প্রকৃত উজুব) তবে এটা হলো وُجُوْب قَدِيْم (তথা পুরাতন وُجُوْب) আর (২) وُجُوْب مَجَازِيْ (বাহ্যিক سَبَبْ). এবং তা হলো ওয়াক্ত যা প্রকৃত سَبَبْ -এর স্থলাভিষিক্ত এবং وُجُوْب أَدَاء-এর দু'টি سَبَبْ রয়েছে–(১) سَبَب حَقِيْقِيْ (প্রকৃত সবব) আর তা হলো কার্যের সাথে طَلَبْ-এর সম্বন্ধ। (২) سَبَب مَجَازِيْ (বাহ্যিক سَبَبْ) আর তা হলো এমন أَمْر যা প্রকৃত سَبَبْ-এর স্থলাভিষিক্ত। উল্লেখ্য যে, ظَرْفِيَّتْ (পাত্র) ও سَبَبِيَّتْ (কারণ) বাহ্যিকভাবে কখনো একত্রিত হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَقْدِيْمُ الْمَشْرُوْطِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) شَرْط -কে مَشْرُوْط-এর পূর্বে উল্লেখের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ স্থলে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। নিম্ন প্রশ্ন ও উত্তরকে তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : আপনারা বলেছেন যে, ওয়াক্ত আদায়ের জন্য শর্ত। সুতরাং ওয়াক্ত যেহেতু আদায়ের জন্য শর্ত সেহেতু ওয়াক্তের পূর্বে আদায় সহীহ হওয়া উচিত? কেননা شَرْط -এর পূর্বে مَشْرُوْط অস্তিত্বে আসা জায়েজ আছে। যেমন–যাকাত আদায়ের জন্য বর্ষপূর্তি শর্ত। কিন্তু তার (বর্ষপূর্তির) পূর্বেই যাকাত আদায় করা জায়েজ আছে।

উত্তর : তার উত্তরে আমরা বলব যে, আপনারা যে কথাটি বলেছেন এটা সঠিক নয়; বরং সঠিক কথা হচ্ছে تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ بَاطِلٌ অর্থাৎ কোনো বস্তুর জন্য স্বীয় বস্তুর উপর অগ্রগামী হওয়া কথাটি বাতিল, যেমন– পুত্র পিতার চেয়ে বয়সে অগ্রগামী কথাটি বাতিল। আর যাকাতের ক্ষেত্রে এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া ওয়াজিব হওয়া কিংবা আদায় হওয়া কোনোটির জন্যই শর্ত নয়। কাজেই আপনারা যাকাতের উপর কেয়াস করে বলেছেন যে, ওয়াক্তের পূর্বে আদায় সহীহ হওয়া উচিত এ কথাটিই বাতিল। কাজেই আর কোনো সমস্যা থাকে না।

قَوْلُهُ وَهُوَالْإِيْجَابُ الْقَدِيْمُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) إِيْجَاب قَدِيْم প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মূল وُجُوْب-এর سَبَب حَقِيْقِي (প্রকৃত সবব) হলো إِيْجَاب قَدِيْم (পূর্বে ওয়াজিবকরণ) তথা أَمْر-এর দ্বারা যে وُجُوْب সাব্যস্ত হয়েছে। 'কামরুল আকমার' প্রণেতা বলেন, تلويح নামাক গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা-এর বিপরীত। কেননা إِيْجَاب قَدِيْم হলো বান্দার কার্যাবলির সাথে সম্পর্কশীল আল্লাহর সম্বোধন উক্তি। অর্থাৎ فِعْل-এর সাথে طَلَبْ সম্পর্কিত হওয়া। আর এটাতো আদায় হওয়ার জন্য سَبَبْ হিসেবে গণ্য মূল ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নয়। সুতরাং মূল وُجُوْب-এর প্রকৃত سَبَبْ হয়তো আল্লাহর সে সব নিয়ামত যা তিনি তার বান্দাদেরকে দান করেছেন। অথবা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তবে ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যকে ঠিক রেখে এ উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, إِيْجَاب قَدِيْم -এর দ্বারা তিনি مُوْجِب قَدِيْم অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে বুঝাতে চেয়েছেন।

لِاَنَّهُ اِنْ اُدِّيَ فِي الْوَقْتِ لَايَكُوْنُ سَبَبًا لِاَنَّ السَّبَبَ يَجِبُ اَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْمُسَبَّبِ وَاِنْ لَمْ يُؤَدَّ فِي الْوَقْتِ لَايَكُوْنُ ظَرْفًا اِذِ الظَّرْفُ مَايُؤَدّٰى فِيْهِ لَابَعْدَهُ فَلِهٰذَا قَالُوْا اِنَّ الظَّرْفَ هُوَ جَمِيْعُ الْوَقْتِ وَالشَّرْطَ هُوَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ وَ السَّبَبَ هُوَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ الْمُتَّصِلُ بِالْاَدَاءِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِي الْاَدَاءِ وَالْكُلُّ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَنْوَاعٍ وَقَدْ فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يُضَافَ اِلَى الْجُزْءِ الْاَوَّلِ اَوْ اِلٰى مَايَلِيْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ اَوْ اِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ اَوْ اِلٰى جُمْلَةِ الْوَقْتِ يَعْنِيْ اَنَّ الْاَصْلَ كُلُّ مُسَبَّبٍ مُتَّصِلٍ بِسَبَبِهِ فَاِنْ اُدِّيَتِ الصَّلٰوةُ فِيْ اَوَّلِ الْوَقْتِ يَكُوْنُ الْجُزْءُ السَّابِقُ عَلَى التَّحْرِيْمَةِ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِيْ لَايَتَجَزَّأُ سَبَبًا لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ لَمْ يُؤَدَّ فِيْ اَوَّلِ الْوَقْتِ تَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ اِلَى الْاَجْزَاءِ الَّتِيْ بَعْدَهُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّهُ اِنْ اُدِّيَ فِي الْوَقْتِ لَايَكُوْنُ سَبَبًا কেননা قضاء যদি ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করে ফেলে তবে ওয়াক্ত সবব হবে না لِاَنَّ السَّبَبَ يَجِبُ اَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْمُسَبَّبِ কেননা سَبَبْ টি مُسَبَّبْ -এর পূর্বে হওয়া আবশ্যক وَاِنْ لَمْ يُؤَدَّ فِي الْوَقْتِ لَايَكُوْنُ ظَرْفًا আর সময়ের মধ্যে কার্য সম্পন্ন না করা হলে ওয়াক্ত ظَرْف হবে না اِذِ الظَّرْفُ مَا يُؤَدّٰى فِيْهِ لَابَعْدَهُ কেননা ظرف বলে যার মধ্যে কোনো কার্য আদায় করা হয় তাকে, ওয়াক্তের পরে যদি কার্য সম্পন্ন করা হয়, তাকে ظَرْف বলে না فَلِهٰذَا قَالُوْا اِنَّ الظَّرْفَ هُوَ جَمِيْعُ الْوَقْتِ এ কারণেই উসূলবিদগণ বলেছেন যে, ظَرْف হলো ওয়াক্তের পূর্ণ সময়কে আয়ত্ত করে নেওয়া وَالشَّرْطُ هُوَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ আর শর্ত হলো مُطْلَقْ وَقْت (ব্যাপক সময়) وَالسَّبَبُ هُوَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ الْمُتَّصِلُ بِالْاَدَاءِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِي الْاَدَاءِ আর আদায়ের মধ্যে سَبَبْ হলো সে প্রথম অংশ যা শুরু করার পূর্বে আদায়ের সাথে যুক্ত থাকে وَالْكُلُّ فِي الْقَضَاءِ পক্ষান্তরে قضاء -এর মধ্যে পূর্ণ সময়টাই سَبَبْ হয়ে থাকে وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَنْوَاعٍ এবং সেটা (অর্থাৎ اَمْر مُوَقَّتْ নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত اَمْر -এর প্রথম প্রকার) চারভাগে বিভক্ত وَقَدْ فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ গ্রন্থকার (র.) তার এ উক্তি দ্বারা তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন– وَهُوَ اِمَّا اَنْ يُضَافَ اِلَى الْجُزْءِ الْاَوَّلِ আর وُجُوْب হয়তো– ১. প্রথম অংশের দিকে مضاف হবে اَوْ اِلٰى مَا يَلِيْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ অথবা ২. ঐ বস্তুর দিকে مُضَافْ হবে যা শুরু করার প্রথম অংশের সাথে যুক্ত রয়েছে اَوْ اِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ কিংবা ৩. ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়া অবস্থায় অপূর্ণ অংশের প্রতি مُضَافٌ হবে اَوْ اِلٰى جُمْلَةِ الْوَقْتِ অথবা ৪. সম্পূর্ণ ওয়াক্তের দিকে مضاف হবে يَعْنِيْ اَنَّ الْاَصْلَ ان كُلُّ مُسَبَّبٍ مُتَّصِلٌ بِسَبَبِهِ কেননা, নিয়ম হলো প্রতিটি سَبَبْ তার مُسَبَّبْ -এর সাথে সংযুক্ত হবে فَاِنْ اُدِّيَتِ الصَّلٰوةُ فِيْ اَوَّلِ الْوَقْتِ সুতরাং যদি নামাজ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে يَكُوْنُ الْجُزْءُ السَّابِقُ عَلَى التَّحْرِيْمَةِ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِيْ لَايَتَجَزَّأُ سَبَبًا لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ তবে তাকবীরে তাহরীমার পূর্ববর্তী অংশের সাথে (যা অবিভাজ্য অংশ) নামাজের وُجُوْب -এর জন্য سَبَبْ হবে فَاِنْ لَمْ يُؤَدَّ فِيْ اَوَّلِ الْوَقْتِ تَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ اِلَى الْاَجْزَاءِ الَّتِيْ بَعْدَهُ কেননা, প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় না করলে سَبَبِيَّتْ তার পরবর্তী অংশগুলোর দিকে ধাবিত হবে।

সরল অনুবাদ : কেননা قضاء যদি ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করে ফেলে, তবে ওয়াক্ত سَبَبْ হবে না। কেননা سَبَبْ টি مُسَبَّبْ -এর পূর্বে হওয়া আবশ্যক। আর সময়ের মধ্যে কার্য সম্পন্ন না করা হলে ওয়াক্ত ظَرْف হবে না। কেননা ظَرْف তো বলে যার মধ্যে কোনো কার্য আদায় করা হয় তাকে। ওয়াক্তের পরে যদি কার্য সম্পন্ন করা হয়, তাহলে তাকে ظَرْف বলে না। এ কারণেই উসূলবিদগণ বলেছেন যে, ظَرْف হলো ওয়াক্তের পূর্ণ সময়কে আয়ত্ত করে নেওয়া। আর শর্ত হলো مُطْلَقْ وَقْت (ব্যাপক সময়)। আর আদায়ের মধ্যে سَبَبْ হলো সে প্রথম অংশ যা শুরু করার পূর্বে আদায়ের সাথে যুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে قضاء-এর মধ্যে পূর্ণ সময়টাই سَبَبْ হয়ে থাকে এবং সেটা (অর্থাৎ اَمْر مُوَقَّتْ নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত اَمْر-এর প্রথম প্রকার) চার ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থকার (র.) তার এ উক্তি দ্বারা তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। আর وُجُوْب হয়তো ১. প্রথম অংশের দিকে مُضَافْ হবে। অথবা ২. ঐ বস্তুর দিকে مُضَافْ হবে যা শুরু করার প্রথম অংশের সাথে যুক্ত রয়েছে। কিংবা ৩. ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়া অবস্থায় অপূর্ণ অংশের প্রতি مُضَافْ হবে। অন্যথা ৪. সম্পূর্ণ ওয়াক্তের দিকে مضاف হবে। কেননা নিয়ম হলো প্রতিটি سَبَبْ তার مُسَبَّبْ-এর সাথে সংযুক্ত হবে। সুতরাং নামাজ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করলে তাকবীরে তাহরীমার পূর্ববর্তী অংশের সাথে (যা অবিভাজ্য অংশ) নামাজের وُجُوْب-এর জন্য سَبَبْ হবে। কেননা প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় না করলে سَبَبِيَّتْ তার পরবর্তী অংশগুলোর দিকে ধাবিত হবে।

فَيُضَافُ الْوُجُوْبُ إِلَى كُلِّ مَا يَلِيْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ مِنَ الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ فَاِنْ لَّمْ يُؤَدِّ فِي الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ حَتّٰى ضَاقَ الْوَقْتُ فَحِ يُضَافُ الْوُجُوْبُ اِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ وَهٰذَا لَايَتَصَوَّرُ اِلَّا فِي الْعَصْرِ فَاِنَّ فِيْ غَيْرِهٖ مِنَ الصَّلٰوةِ كُلُّ الْاَجْزَاءِ صَحِيْحَةٌ وَهٰذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ مِقْدَارُ مَايَسَعُ التَّحْرِيْمَةَ عِنْدَنَا وَمِقْدَارُ مَا يُؤَدِّيْ فِيْهِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ عِنْدَ زُفَرَ (رح) فَلَاتَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ عِنْدَهٗ اِلٰى مَابَعْدَهٗ لِاَنَّهٗ خِلَافُ الْاَمْرِ وَالشَّرْعِ فَاِنْ كَانَ هٰذَا الْجُزْءُ الْاَخِيْرُ كَامِلًا كَمَا فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَجَبَتْ كَامِلَةً فَاِنْ اِعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوْعِ بَطَلَتِ الصَّلٰوةُ وَيُحْكَمُ بِالْاِسْتِيْنَافِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَيُضَافُ الْوُجُوْبُ اِلَى كُلِّ مَا يَلِيْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ مِنَ الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ অতএব, وُجُوْب ওয়াক্তের বিশুদ্ধ অংশগুলোর এমন প্রত্যেক অংশের দিকে مُضَاف হবে যা একেবারে শুরু করার প্রথম অংশের সাথে সংযুক্ত فَاِنْ لَّمْ يُؤَدِّ فِي الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ অতঃপর বিশুদ্ধ অংশগুলোতে যদি আদায় করা না যায় حَتّٰى ضَاقَ الْوَقْتُ فَحِ يُضَافُ الْوُجُوْبُ اِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ এমনকি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে অবস্থায় وُجُوْب অসম্পূর্ণ অংশের দিকে مضاف হবে وَهٰذَا لَايَتَصَوَّرُ اِلَّا فِي الْعَصْرِ আর সম্পূর্ণ অংশের দিকে مُضَاف হওয়া কেবল আসরের নামাজের মধ্যেই সম্ভব فَاِنَّ فِيْ غَيْرِهٖ مِنَ الصَّلٰوةِ كُلُّ الْاَجْزَاءِ صَحِيْحَةٌ কেননা, এটা ব্যতীত অন্যান্য নামাজে সম্পূর্ণ অংশই সহীহ হয়ে থাকে وَهٰذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ مِقْدَارُ مَايَسَعُ التَّحْرِيْمَةَ عِنْدَنَا আর আমাদের (হানাফীদের) মতে এ অসম্পূর্ণ অংশের পরিমাণ হলো যাতে তাকবীরে তাহরীমাহ আদায় করা وَمِقْدَارُ مَايُؤَدِّيْ فِيْهِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ عِنْدَ زُفَرَ (رح) ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তার পরিমাণ হলো চার রাকাত আদায় করার সময় فَلَا تَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ عِنْدَهٗ اِلٰى مَا بَعْدَهٗ সুতরাং তার মতে এ পরিমাণের পরবর্তী সময়ের দিকে سَبَبِيَّتْ স্থানান্তরিত হয় না لِاَنَّهٗ خِلَافُ الْاَمْرِ وَالشَّرْعِ কেননা, এটা শরিয়ত ও اَمْر-এর বিপরীত فَاِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْاَخِيْرُ كَامِلًا كَمَا فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ অতএব, এ শেষ অংশ যদি পূর্ণাঙ্গ হয় যেমন ফজরের নামাজের মধ্যে হয়ে থাকে وَجَبَتْ كَامِلَةً তাহলে নামাজও পূর্ণাঙ্গরূপে ওয়াজিব হবে فَاِنْ اِعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوْعِ অতএব, সূর্যোদয়ের দ্বারা যদি ফাসাদ হওয়া প্রকাশ পায় بَطَلَتِ الصَّلٰوةُ তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে وَيُحْكَمُ بِالْاِسْتِيْنَافِ আর اِسْتِيْنَاف অর্থাৎ পুনরায় শুরু হতে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হবে।

সরল অনুবাদ : অতএব وُجُوْب ওয়াক্তের বিশুদ্ধ অংশগুলোর এমন প্রত্যেক অংশের দিকে مُضَاف হবে যা একেবারে শুরু করার প্রথম অংশের সাথে সংযুক্ত। অতঃপর বিশুদ্ধ অংশগুলোতে যদি আদায় করা না যায় এমনকি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে অবস্থায় وُجُوْب সম্পূর্ণ অংশের দিকে مُضَاف হবে। আর অসম্পূর্ণ অংশের দিকে مُضَاف হওয়া কেবল আসরের নামাজের মধ্যেই সম্ভব। কেননা এটা ব্যতীত অন্যান্য নামাজে সম্পূর্ণ অংশই সহীহ হয়ে থাকে। আর আমাদের (হানাফীদের) মতে এ অসম্পূর্ণ অংশের পরিমাণ হলো যাতে তাকবীরে তাহরীমাহ আদায় করা সম্ভব। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তার পরিমাণ হলো, চার রাকাত আদায় করার সময়। সুতরাং তার মতে এ পরিমাণের পরবর্তী সময়ের দিকে سَبَبِيَّتْ স্থানান্তরিত হয় না। কেননা এটা শরিয়ত ও اَمْر-এর বিপরীত। অতএব এ শেষ অংশ যদি পূর্ণাঙ্গ হয় যেমন-ফজরের নামাজের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে নামাজও পূর্ণাঙ্গরূপে ওয়াজিব হবে। অতঃপর সূর্যোদয়ের দ্বারা যদি ফাসাদ হওয়া প্রকাশ পায়, তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর اِسْتِيْنَاف অর্থাৎ পুনরায় শুরু হতে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِلٰى مَا يَلِيْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : প্রকাশ থাকে যে, গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, নামাজের সহীহ ওয়াক্তের অংশসমূহের মধ্যে সূচনার সংলগ্ন অংশের সম্পূর্ণ অংশের দিকে وُجُوْب টি مُضَاف হবে। তাতে এভাবে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এটাতে তো বান্দাদের সংখ্যাধিক্য হেতু একই ওয়াজিবের মধ্যে একাধিক سَبَبْ হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। কেননা তারা (বান্দারা) তো ভিন্ন ভিন্নভাবে ইবাদতের সূচনা করে থাকে?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, তার মধ্যে سَبَبِ حَقِيْقِيْ (প্রকৃত সবব) মূলত একটাই, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা। আর وَقْت তো مُعَرِّفْ মাত্র। সুতরাং বেশির থেকে বেশি এতটুকু সাব্যস্ত হবে যে, একই বস্তুর জন্য একাধিক مُعَرِّفَاتْ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আর তা তো কোনো দূষণীয় নয়।

قَوْلُهٗ بَطَلَتِ الصَّلٰوةُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ফজরের নামাজ ও আসরের নামাজের যথাক্রমে সূর্য উঠলে ও ডুবলে তার হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, জমহুর ওলামাদের নিকট যেহেতু ফজরের শেষ ওয়াক্ত পূর্ণাঙ্গ ওয়াক্ত হিসেবে গণ্য, সেহেতু উক্ত সময়ে নামাজ আরম্ভ করার পর নামাজের মধ্যেই সূর্যোদয় হয়ে পড়লে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যদ্রূপ ওয়াজিব হয়েছে ঠিক তদ্রূপ আদায় করা হয়নি। কারণ ওয়াজিব হয়েছে كَامِلْ (পূর্ণাঙ্গরূপে) কিন্তু আদায় হয়েছে قَاصِرْ (অপূর্ণাঙ্গভাবে)।

উল্লেখ্য যে, এখানে নামাজ বাতিল হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো তার فَرْضِيَّتْ (ফরজ হিসেবে আদায় হওয়া) বাতিল হয়ে যাওয়া; মূল নামাজ বাতিল হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কারণ উক্ত নামাজ নফল হিসেবে গণ্য হবে। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, মূল নামাজই বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সূর্যোদয়ের কারণে ফজরের নামাজ বাতিল হবে না। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের নামাজের এক রাকাত পায়, তাহলে সে ফজরের নামাজ পেয়েছে বলে গণ্য হবে। আর সূর্যাস্তের পূর্বে যদি কেউ আসরের এক রাকাত নামাজ পায়, তবে সে আসর পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে আহনাফদের বক্তব্য হলো, যেহেতু উপরোক্ত হাদীস এবং সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ সম্বলিত হাদীসের মধ্যে تَعَارُضْ বা বিরোধ হয়েছে, সেহেতু কিয়াসের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আর এটাই হলো تَعَارُضْ বা পরস্পর বিরোধী দু'টি نَصْ-এর বিধান। সুতরাং قِيَاسْ উপরোক্ত হাদীসকে আসরের নামাজের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে আর নিষিদ্ধ সম্বলিত হাদীসকে ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে। তবে নিষিদ্ধ সম্বলিত হাদীসের কারণে অপরাপর কোনো নামাজ উক্ত তিন ওয়াক্তে জায়েজ হবে না। কেননা অন্য সব নামাজের ব্যাপারে নিষিদ্ধ সম্বলিত হাদীসের কোনো مُعَارِضْ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। —মেরকাত

وَإِنْ كَانَ هٰذَا الْجُزْءُ نَاقِصًا كَمَا فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَجَبَتْ نَاقِصَةً فَإِنْ اِعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوْبِ لَمْ تَفْسُدِ الصَّلٰوةُ لِاَنَّهُ اَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ وَكَانَ قَوْلُهُ اِلٰى مَايَلِىْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ شَامِلًا لِلْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَلِلْجُزْءِ النَّاقِصِ لِاَنَّ الْجُزْءَ الْاَوَّلَ وَالْجُزْءَ النَّاقِصَ اِنَّمَا يَصِيْرُ سَبَبًا لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ اِذَا شَرَعَ فِيْهِ وَاَمَّا اِذَا لَمْ يُشْرَعْ فِيْهِ لَمْ يَصِرْ سَبَبًا فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ اِلَّا اَنَّ الْجُزْءَ الْاَوَّلَ لِاِهْتِمَامِ شَانِهٖ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَصَرَّحَ بِهٖ حَتّٰى ذَهَبَ كُلُّ الْاَئِمَّةِ سِوٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِلٰى اِسْتِحْبَابِ الْاَدَاءِ فِيْهِ وَكَذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ لِاَجْلِ خِلَافِيَّةِ زُفَرَ (رحـ) فِيْهِ صَرَّحَ بِذِكْرِهٖ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا اُدِّىَ الصَّلٰوةُ فِى الْوَقْتِ وَاَمَّا اِذَا فَاتَتِ الصَّلٰوةُ عَنِ الْوَقْتِ فَحِ يُضَافُ الْوُجُوْبُ اِلٰى جُمْلَةِ الْوَقْتِ لِاَنَّهُ قَدْ زَالَ الْمَانِعُ عَنْ جَعْلِ كُلِّ الْوَقْتِ سَبَبًا وَهُوَ كَوْنُهُ ظَرْفًا لِلصَّلٰوةِ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْوَقْتُ فَلَمَّا كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا لِلْقَضَاءِ وَهُوَ كَامِلٌ فَحِ تَجِبُ الصَّلٰوةُ كَامِلَةً فَلَا يُتَأَدّٰى اِلَّا فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهٖ فَلِهٰذَا لَايُتَأَدّٰى عَصْرُ اَمْسِهٖ فِى الْوَقْتِ النَّاقِصِ بِخِلَافِ عَصْرِ يَوْمِهٖ يَعْنِىْ فَلِاَجْلِ اَنَّ سَبَبَ وُجُوْبِ عَصْرِ الْيَوْمِ هُوَ الْوَقْتُ النَّاقِصُ اِذَا لَمْ يُؤَدَّهُ فِى الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ وَسَبَبُ وُجُوْبِ عَصْرِ الْاَمْسِ هُوَ كُلُّ الْوَقْتِ الْفَائِتِ الْكَامِلِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ كَانَ هٰذَا الْجُزْءُ نَاقِصًا এবং যদি উক্ত অংশ نَاقِصْ (অসম্পূর্ণ) হয় كَمَا فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ যেমন আসরের নামাজের ক্ষেত্রে وَجَبَتْ نَاقِصَةً নামাজটা ناقص হিসেবে ওয়াজিব হবে فَإِنْ اِعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوْبِ لَمْ تَفْسُدِ الصَّلٰوةُ অতএব, সূর্যাস্তের দ্বারা فَسَادْ প্রকাশিত হলে নামাজ فَاسِدْ হবে না لِاَنَّهُ اَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ কেননা, উক্ত নামাজটা যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে ঠিক সেভাবেই مُكَلَّفْ তাকে আদায় করেছে وَكَانَ قَوْلُهُ اِلٰى مَا يَلِىْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ شَامِلًا لِلْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَلِلْجُزْءِ النَّاقِصِ আর গ্রন্থকারের বক্তব্য مَا يَلِىْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ-এর মধ্যে প্রথম অংশ এবং نَاقِصْ অংশ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে لِاَنَّ الْجُزْءَ الْاَوَّلَ وَالْجُزْءَ النَّاقِصَ اِنَّمَا يَصِيْرُ سَبَبًا لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ কেননা, প্রথম অংশ কিংবা نَاقِصْ অংশ তখনই শুধু নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ হবে اِذَا شَرَعَ فِيْهِ যখন এ সময়ের মধ্যে নামাজ শুরু করা হবে اَمَّا اِذَا لَمْ يُشْرَعْ فِيْهِ আর এ সময়ের মধ্যে শুরু না করলে لَمْ يَصِرْ سَبَبًا এগুলো سَبَبْ হবে না فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ অতএব, এর উপর শেষ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত اِلَّا اَنَّ الْجُزْءَ الْاَوَّلَ لِاِهْتِمَامِ شَانِهٖ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ তবে জমহুর ওলামাদের নিকট প্রথম অংশের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সমধিক হওয়ার কারণে وَصَرَّحَ بِهٖ একে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন حَتّٰى ذَهَبَ كُلُّ الْاَئِمَّةِ سِوٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ اِلٰى اِسْتِحْبَابِ الْاَدَاءِ فِيْهِ এমনকি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ব্যতীত সকল ইমামগণের মতে প্রথম ওয়াক্তে مَامُوْر بِهٖ আদায় করা মোস্তাহাব وَكَذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ ঠিক তেমনিভাবে نَاقِصْ অংশকেও لِاَجْلِ خِلَافِيَّةِ زُفَرَ (رحـ) فِيْهِ-এর মধ্যে ইমাম যুফারের মতানৈক্য থাকার কারণে صَرَّحَ بِذِكْرِهٖ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا اُدِّىَ الصَّلٰوةُ فِى الْوَقْتِ এ সব কথা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন নামাজ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হয় وَاَمَّا اِذَا فَاتَتِ الصَّلٰوةُ عَنِ الْوَقْتِ আর যদি নামাজের ওয়াক্ত চলে যায় فَحِ يُضَافُ الْوُجُوْبُ اِلٰى جُمْلَةِ الْوَقْتِ তাহলে সম্পূর্ণ সময়ের প্রতি وُجُوْبِ টি مُضَافْ হবে لِاَنَّهُ قَدْ زَالَ الْمَانِعُ عَنْ جَعْلِ كُلِّ الْوَقْتِ سَبَبًا কেননা, যে কারণে সম্পূর্ণ ওয়াক্তকে سَبَبْ নির্ধারণে বাধা ছিল, তা দূরীভূত হয়ে গেছে وَهُوَ كَوْنُهُ ظَرْفًا لِلصَّلٰوةِ আর সে বাধাটি ছিল ওয়াক্ত নামাজের জন্য ظَرْف হওয়া لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْوَقْتُ আর ওয়াক্ত বাকি না থাকা হলো বাধা অপসারিত হওয়ার কারণ فَلَمَّا كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا لِلْقَضَاءِ সুতরাং সম্পূর্ণ ওয়াক্ত যেহেতু قَضَاء وَهُوَ كَامِلٌ فَحِ تَجِبُ الصَّلٰوةُ كَامِلَةً আর এটা كَامِلْ সেহেতু এ অবস্থায় নামাজ كامل হিসেবে ওয়াজিব হবে فَلَا يُتَأَدّٰى اِلَّا فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ আর উপরোক্ত কারণে كامل ওয়াক্তের মধ্যেই নামাজ আদায় করতে হবে وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهٖ গ্রন্থকার (র.) তার নিম্নোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন– فَلِهٰذَا لَايُتَأَدّٰى عَصْرُ اَمْسِهٖ فِى الْوَقْتِ النَّاقِصِ এ কারণেই গতকল্যের আসরের নামাজ ناقص ওয়াক্ত-এর মধ্যে আদায় হবে না بِخِلَافِ عَصْرِ يَوْمِهٖ তবে এটা আজকের নামাজের বিপরীত يَعْنِىْ فَلِاَجْلِ اَنَّ سَبَبَ وُجُوْبِ عَصْرِ الْيَوْمِ অর্থাৎ এ কারণে যে আজকের আসরের নামাজের سَبَبْ হলো هُوَ الْوَقْتُ النَّاقِصُ নাকেস ওয়াক্ত اِذَا لَمْ يُؤَدَّهُ فِى الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ কেননা, مُكَلَّفْ তাকে সহীহ অংশসমূহের মধ্যে আদায় করেনি وَسَبَبُ وُجُوْبِ عَصْرِ الْاَمْسِ هُوَ كُلُّ الْوَقْتِ الْفَائِتِ الْكَامِلِ পক্ষান্তরে, গতকালের আসরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ অতিক্রান্ত সময় যা কামেল قُلْنَا আমরা বলে থাকি যে।

সরল অনুবাদ : এবং যদি উক্ত অংশ نَاقِصْ (অসম্পূর্ণ) হয়, যেমন আসরের নামাজের ক্ষেত্রে নামাজটা نَاقِصْ হিসেবে ওয়াজিব হবে। অতঃপর সূর্যাস্তের দ্বারা فَسَادْ প্রকাশিত হলে নামাজ فَاسِدْ হবে না। কেননা উক্ত নামাজটা যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে ঠিক

সেভাবেই مُكَلَّفْ তাকে আদায় করেছে। আর গ্রন্থকারের বক্তব্য– مَايَلِيْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ-এর মধ্যে প্রথম অংশ এবং نَاقِصْ অংশ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা প্রথম অংশ কিংবা نَاقِصْ অংশ তখনই শুধু নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ হবে যখন এ সময়ের মধ্যে নামাজ শুরু করা হবে। আর এ সময়ের মধ্যে নামাজ শুরু না করলে এ গুলো سَبَبْ হবে না। অতএব এর উপর শেষ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। (অর্থাৎ اِلٰى مَايَلِيْ الخ বলাই উত্তম ছিল) তবে জমহুর ওলামাদের নিকট প্রথম অংশের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সমধিক হওয়ার কারণে একে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ব্যতীত সকল ইমামগণের মতে প্রথম ওয়াক্তে مَامُوْر بِهٖ আদায় করা মোস্তাহাব। ঠিক তেমনিভাবে نَاقِصْ অংশকেও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ইমাম যুফারের মতানৈক্য থাকার কারণে। এ সব কথা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন নামাজ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হয়। আর যদি নামাজের ওয়াক্ত চলে যায় তাহলে সম্পূর্ণ সময়ের প্রতি وُجُوْب টি مُضَافْ হবে। কেননা যে কারণে সম্পূর্ণ ওয়াক্তকে سَبَبْ নির্ধারণে বাধা ছিল তা দূরীভূত হয়ে গেছে, আর সে বাধাটি ছিল ওয়াক্ত নামাজের জন্য ظَرْفْ হওয়া। আর ওয়াক্ত বাকি না থাকা হলো বাধা অপসারিত হওয়ার কারণ। সুতরাং সম্পূর্ণ ওয়াক্ত যেহেতু قَضَاء -এর জন্য سَبَبْ হয়েছে। আর এটা كَامِلْ যেহেতু এ অবস্থায় নামাজ كَامِلْ হিসেবে ওয়াজিব হবে। আর উপরোক্ত কারণে كَامِلْ ওয়াক্তের মধ্যেই নামাজ আদায় করতে হবে। গ্রন্থকার (র.) তার নিম্নোক্ত বক্তব্যের দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। **এ কারণেই গতকল্যের আসরের নামাজ نَاقِصْ ওয়াক্ত-এর মধ্যে আদায় হবে না। তবে এটা আজকের নামাজের বিপরীত** অর্থাৎ এ কারণে যে, আজকের আসরের নামাজের سَبَبْ হলো نَاقِصْ ওয়াক্ত। কেননা مُكَلَّفْ তাকে সহীহ অংশসমূহের মধ্যে আদায় করেনি, পক্ষান্তরে গতকালের আসরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ অতিক্রান্ত সময় যা كَامِلْ ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ سِوٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) প্রত্যেকটি নামাজের প্রথম ওয়াক্ত মোস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, জমহুর ইমামগণের মতে প্রত্যেক নামাজ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মোস্তাহাব। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সমস্ত নামাজের মধ্যে প্রথম ওয়াক্ত মোস্তাহাব নয়; বরং কোনো কোনো নামাজ কিছু বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। যেমন– ফজরের নামাজ اِسْفَارْ (আলো মিশ্রিত রজনীতে) করে পড়া এবং যোহরের নামাজ সূর্যের কিরণ কিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর আদায় করা মোস্তাহব।

قَوْلُهٗ هٰذَا كُلُّهٗ اِذَا اَدّٰى الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিতর্কিত অভিমত তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) মতে নামাজের প্রথম ওয়াক্ত وُجُوْب-এর سَبَبْ হিসেবে নির্ধারিত। তাই তিনি প্রথম ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করার প্রতি জোর দিয়ে থাকেন। তবে এ স্থলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতের বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, যদি কোনো মহিলা নামাজের মধ্য ওয়াক্তে মাসিক ঋতু হতে পবিত্র হয়, তাহলে তার উপর নামাজ ফরজ না হওয়া উচিত। কেননা ফরজ হওয়ার سَبَبْ তো ছিল প্রথম ওয়াক্ত, আর সেটা তো অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাহলে আপনি আবার কিভাবে তার উপর নামাজ ফরজ হওয়ার দাবি করেন?

قَوْلُهٗ لَايَتَأَدّٰى الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) একেবারে শেষ ওয়াক্তে আসরের قَضَاء করা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, গতকালের আসরের নামাজের قَضَاء অদ্য আসরের نَاقِصْ ওয়াক্তে আদায় করলে জায়েজ হবে না। আর এটা সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যার গতকালের আসরের সম্পূর্ণ ওয়াক্তে নামাজ পড়ার ক্ষমতা ছিল। তবে যে ব্যক্তি গতকালের আসরের ওয়াক্তের শেষ ভাগে নামাজ আদায়ের যোগ্য হয়েছে, যেমন– কোনো কাফির এমন সময় মুসলমান হয়েছে যাতে নামাজ আদায় করতে পারে। তার ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতনৈক্য দেখা যায়। কোনো কোনো ফিকহশাস্ত্রবিশারদের মতে উক্ত ব্যক্তির জন্য নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ যেহেতু শেষ ওয়াক্ত, সেহেতু অদ্য আসরের শেষ ওয়াক্তে তার জন্য গতকালের আসরের قَضَاء আদায় করা জায়েজ হবে। কেননা তাতে যেরূপ ওয়াজিব হয়েছিল তদ্রূপ আদায় করা হবে। ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.)ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

অপর দিকে ইমাম শামসুল ইসলাম সারাখসী (র.) ও তার সমর্থকগণের মতে উক্ত ব্যক্তির জন্যও অদ্যকার আসরের শেষ ওয়াক্তে গতকালের আসরের قَضَاء আদায় করা সহীহ হবে না। তাদের যুক্তি হলো, মূলত ওয়াক্তের মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই; বরং সেই ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং আদায়ের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে এর মধ্যে উক্ত ত্রুটিকে বরদাশ্‌ত করা হবে। পক্ষান্তরে قَضَاء -এর মধ্যে এটা বরদাশত করা যাবে না। সুতরাং قَضَاء কেবল كَامِلْ ওয়াক্তের মধ্যেই ওয়াজিব হবে।

قُلْنَا لَايُتَأَدَّى عَصْرُ الْاَمْسِ فِى الْوَقْتِ النَّاقِصِ لِاَنَّهُ لَمَّا فَاتَتِ الصَّلٰوةُ عَنِ الْوَقْتِ كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا وَهُوَ كَامِلٌ بِاعْتِبَارِ اَكْثَرِ اَجْزَائِهِ وَاِنْ كَانَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْوَقْتِ النَّاقِصِ فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ اِلَّا فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ وَيَتَأَدَّى عَصْرُ يَوْمِهِ فِى الْوَقْتِ النَّاقِصِ لِاَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ فِى الْوَقْتِ الْاَوَّلِ وَاتَّصَلَ شُرُوْعُهُ فِى الْجُزْءِ النَّاقِصِ كَانَ هُوَ سَبَبًا لِوُجُوْبِهِ فَيُؤَدَّى نَاقِصًا كَمَا وَجَبَ وَلَايُقَالُ اِنَّ مَنْ شَرَعَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ مَدَّهَا بِالتَّعْدِيْلِ وَالتَّطْوِيْلِ اِلَى اَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ قَدْ تَمَّتْ نَاقِصَةً وَكَانَ شُرُوْعُهَا فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّمَا يَلْزَمُ هٰذَا ضَرُوْرَةَ اِبْتِنَائِهِ عَلَى الْعَزِيْمَةِ فَاِنَّ الْعَزِيْمَةَ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ اَنْ تُؤَدّٰى فِىْ تَمَامِ الْوَقْتِ فَالْاِحْتِرَازُ عَنِ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْاِقْبَالِ عَلَى الْعَزِيْمَةِ مِمَّا لَايَجْتَمِعُ قَطُّ فَجُعِلَ هٰذَا الْقَدْرُ مِنَ الْكَرَاهَةِ عَفْوًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لَايُتَأَدَّى عَصْرُ الْاَمْسِ فِى الْوَقْتِ النَّاقِصِ গতকালের আসরের নামাজ نَاقِصْ ওয়াক্তে আদায় হবে না لِاَنَّهُ لَمَّا فَاتَتِ الصَّلٰوةُ عَنِ الْوَقْتِ كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا কেননা, নামাজ قَضَاء হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ ওয়াক্ত سَبَبْ হয়ে গেছে وَهُوَ كَامِلٌ بِاعْتِبَارِ اَكْثَرِ اَجْزَائِهِ আর এটা তার অধিকাংশের বিবেচনায় কামেল وَاِنْ كَانَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْوَقْتِ النَّاقِصِ যদিও نَاقِصْ ওয়াক্তকে এর মধ্যে শামিল করে فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ اِلَّا فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ অতএব, কামেল ওয়াক্তের মধ্যেই তার قَضَاء সহীহ হয়ে যাবে وَيَتَأَدَّى عَصْرُ يَوْمِهِ فِى الْوَقْتِ النَّاقِصِ আজকের আসরের নামাজ نَاقِصْ ওয়াক্তে আদায় হবে لِاَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ فِى الْوَقْتِ الْاَوَّلِ কেননা, যখন সে প্রথম সময়ে আদায় করেনি وَاتَّصَلَ شُرُوْعُهُ فِى الْجُزْءِ النَّاقِصِ আর এটার প্রারম্ভ نَاقِصْ অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে كَانَ هُوَ سَبَبًا لِوُجُوْبِهِ তখন نَاقِصْ অবশ্যই এটার وُجُوْب-এর জন্য سَبَبْ হবে فَيُؤَدَّى نَاقِصًا كَمَا وَجَبَ অতএব, আজকের আসরের নামাজ نَاقِصْ হিসেবে আদায় করা যাবে যেরূপ তা ওয়াজিব হয়েছে وَلَايُقَالُ اِنَّ مَنْ شَرَعَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ مَدَّهَا بِالتَّعْدِيْلِ وَالتَّطْوِيْلِ اِلَى اَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ তবে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন ঠিক হবে না যে ব্যক্তি প্রথমে আসরের নামাজ আরম্ভ করে تَعْدِيْل ও দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে এত বিলম্ব করে ফেলেছে যে, সূর্য ডুবে গেছে فَاِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ قَدْ تَمَّتْ نَاقِصَةً সুতরাং উক্ত নামাজ نَاقِصْ হিসেবে আদায় হবে وَكَانَ شُرُوْعُهَا فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ অথচ এটা তো كَامِلْ ওয়াক্তে শুরু করা হয়েছিল لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّمَا يَلْزَمُ هٰذَا ضَرُوْرَةَ اِبْتِنَائِهِ عَلَى الْعَزِيْمَةِ কারণ এর উত্তরে আমরা বলব যে, এ স্থলে عَزِيْمَتْ-এর উপর আমল করার দরুন উক্ত অবস্থা অনিবার্য হয়েছে فَاِنَّ الْعَزِيْمَةَ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ اَنْ تُؤَدّٰى فِىْ تَمَامِ الْوَقْتِ কেননা, প্রত্যেক নামাজের পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হলো আযীমত فَالْاِحْتِرَازُ عَنِ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْاِقْبَالِ عَلَى الْعَزِيْمَةِ مِمَّا لَايَجْتَمِعُ قَطُّ এ স্থলে عَزِيْمَتْ-এর উপর আমল করা ও كَرَاهَتْ হতে আত্মরক্ষা করা কোনোক্রমেই এক সাথে হতে পারে না فَجُعِلَ هٰذَا الْقَدْرُ مِنَ الْكَرَاهَةِ عَفْوًا তাই উক্ত كَرَاهَتْ পরিমাণ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য।

সরল অনুবাদ : আমরা বলে থাকি যে, গতকালের আসরের নামাজ نَاقِصْ ওয়াক্তে আদায় হবে না। কেননা নামাজ قَضَاء হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ ওয়াক্ত سَبَبْ হয়ে গেছে আর এটা তার অধিকাংশের বিবেচনায় كَامِلْ যদিও নাকি نَاقِصْ ওয়াক্তও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। অতএব কামেল ওয়াক্তের মধ্যেই তার قَضَاء সহীহ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আজকের আসরের নামাজ نَاقِصْ ওয়াক্তে আদায় করল না। আর এটার প্রারম্ভ نَاقِصْ অংশের সাথে যুক্ত তখন نَاقِصْ অংশই এটার وُجُوْب-এর জন্য سَبَبْ হবে। অতএব আজকের আসরের নামাজ نَاقِصْ হিসেবে আদায় করা যাবে যেরূপ তা ওয়াজিব হয়েছে। তবে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন ঠিক হবে না যে ব্যক্তি প্রথমে আসরের নামাজ আরম্ভ করে تَعْدِيْل ও দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে এত বিলম্বিত করে ফেলেছে যে, সূর্য ডুবে গেছে। সুতরাং উক্ত নামাজ نَاقِصْ হিসেবে আদায় হবে। অথচ এটা তো كَامِلْ ওয়াক্তে শুরু করা হয়েছিল। কারণ এর উত্তরে আমরা বলব যে, عَزِيْمَتْ-এর উপর আমল করার দরুন উক্ত অবস্থা অনিবার্য হয়েছে। কেননা প্রত্যেক নামাজকে পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হলো عَزِيْمَتْ এ স্থলে عَزِيْمَتْ-এর উপর আমল করাও كَرَاهَتْ হতে আত্মরক্ষা করা কোনোক্রমেই এক সাথে হতে পারে না। তাই উক্ত كَرَاهَتْ পরিমাণ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى الْعَزِيْمَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) শরয়ী বিধানাবলির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শরিয়তের বিধানাবলি দু'ভাগে বিভক্ত :

১. عَزِيْمَتْ অর্থাৎ যা اَصْل বা মূল বিধান। কোনো ধরনের عَوَارِضْ (নমনীয়তা)-এর সাথে তা সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি।

২. رُخْصَتْ অর্থাৎ যাকে عَوَارِضْ-এর কারণে সহজ সাধ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে শরিয়তের বিধান রূপে গণ্য করা হয়েছে। যেমন– অসুস্থ অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা। সফরে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ দু'রাকাত আদায় করা ইত্যাদি।

وَمِنْ حُكْمِهِ اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِيْنِ اَىْ مِنْ حُكْمِ هٰذَا الْقِسْمِ الَّذِىْ هُوَ ظَرْفٌ اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِيْنِ بِاَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ وَلَايَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ لِاَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ ظَرْفًا صَالِحًا لِلْوَقْتِىْ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّوَافِلِ وَالْقَضَاءِ يَجِبُ اَنْ يُّعَيَّنَ النِّيَّةُ وَلَايَسْقُطُ لِضَيْقِ الْوَقْتِ اَىْ اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ التَّوْسِعَةِ بِسَبَبِ تَقْصِيْرِهِ اِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ اَوْ بِسَبَبِ نَوْمِهِ اَوْ نِسْيَانِهِ لَايَسْقُطُ التَّعْيِيْنُ عَنْ ذِمَّتِهِ لِاَنَّهُ اِنَّمَا جَاءَ الضَّيْقُ بِسَبَبِ الْعَارِضِ وَفِى الْاَصْلِ كَانَ سَعَةً وَلَايَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ اِلَّا بِالْاَدَاءِ اَىْ اِنْ عَيَّنَ اَحَدٌ اَوَّلَ الْوَقْتِ اَوْ اَوْسَطَهُ اَوْ اٰخِرَهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِيْنِهِ اللِّسَانِىْ اَوِ الْقَصْدِىْ اِلَّا اِذَا اَدّٰى فَفِىْ اَىِّ وَقْتٍ اَدّٰى يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْوَقْتُ مُتَعَيَّنًا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْ حُكْمِهِ এবং مُوَقَّتْ-এর এ প্রকারের হুকুম হলো اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِيْنِ নিয়ত নির্দিষ্টকরণের শর্তারোপ করা اَىْ مِنْ حُكْمِ هٰذَا الْقِسْمِ الَّذِىْ هُوَ ظَرْفٌ اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِيْنِ অর্থাৎ ঐ প্রকার যার মধ্যে ওয়াক্ত ظَرْف হয়ে থাকে, এর হুকুম হলো নিয়ত নির্দিষ্টকরণ শর্ত بِاَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ এভাবে যে মুসল্লি বলবে, অদ্য যোহরের নামাজ পড়ার নিয়ত করলাম وَلَايَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ আর সাধারণ নিয়ত দ্বারা যোহরের নামাজ সহীহ হবে না لِاَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ ظَرْفًا صَالِحًا কেননা, ওয়াক্ত যেহেতু উপযুক্ত পাত্র لِلْوَقْتِىْ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّوَافِلِ وَالْقَضَاءِ ওয়াক্তিয়া নামাজ ও অন্যান্য কাযা এবং নফল নামাজসমূহের জন্য يَجِبُ اَنْ يُّعَيَّنَ النِّيَّةُ যেহেতু নিয়তকে নির্দিষ্টকরণ ওয়াজিব وَلَا يَسْقُطُ لِضَيْقِ الْوَقْتِ আর ওয়াক্তের সংকীর্ণতার কারণে নিয়ত নির্দিষ্টকরণ, রহিত হবে না اَىْ اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ التَّوْسِعَةِ بِسَبَبِ تَقْصِيْرِهِ اِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ اَوْ بِسَبَبِ نَوْمِهِ اَوْ نِسْيَانِهِ অর্থাৎ মুসল্লির অলসতা কিংবা নিদ্রা অথবা বিস্মৃতির কারণে যদি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তাহলে তার জিম্মা হতে নির্দিষ্টকরণ রহিত হবেনা لِاَنَّهُ اِنَّمَا جَاءَ الضَّيْقُ بِسَبَبِ الْعَارِضِ কেননা, عَارِضِىْ (অস্থায়ী) سَبَبْ-এর দ্বারা ওয়াক্তের মধ্যে সংকীর্ণতা এসেছে وَفِى الْاَصْلِ كَانَ سَعَةً নতুবা মূল নামাজের মধ্যে ঠিকই وُسْعَتْ বা প্রশস্ততা রয়েছে وَلَايَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ اِلَّا بِالْاَدَاءِ আর আদায় ব্যতীত যদি ওয়াক্তকে নির্দিষ্ট করে, তাহলে তা দ্বারা নির্দিষ্ট হবে না اَىْ اِنْ عَيَّنَ اَحَدٌ اَوَّلَ الْوَقْتِ اَوْ اَوْسَطَهُ اَوْ اٰخِرَهُ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি ওয়াক্তের প্রথমাংশ বা মধ্যমাংশ কিংবা শেষাংশকে নির্দিষ্ট করে নেয় لَايَتَعَيَّنُ بِتَعْيِيْنِهِ اللِّسَانِىْ اَوِ الْقَصْدِىْ তবে এ মৌখিক বা ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না اِلَّا اِذَا اَدّٰى فَفِىْ اَىِّ وَقْتٍ اَدّٰى يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْوَقْتُ مُتَعَيَّنًا বরং যখন আদায় করবে তখন তা নির্দিষ্ট হবে।

সরল অনুবাদ : এবং مُوَقَّتْ-এর এ প্রকারের হুকুম হলো, নিয়ত নির্দিষ্ট করণের শর্তারোপ করা। অর্থাৎ ঐ প্রকার যার মধ্যে ওয়াক্ত ظَرْف হয়ে থাকে, এর হুকুম হলো নিয়ত নির্দিষ্টকরণ শর্ত। এভাবে যে মুসল্লি বলবে- نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ অর্থাৎ অদ্য যোহরের নামাজ পড়ার নিয়ত করলাম। আর সাধারণ নিয়তের দ্বারা যোহরের নামাজ সহীহ হবে না। কেননা ওয়াক্ত যেহেতু ওয়াক্তিয়া নামাজ ও অন্যান্য قَضَاء এবং নফল নামাজসমূহের জন্য উপযুক্ত পাত্র, সেহেতু নিয়তকে নির্দিষ্টকরণ ওয়াজিব। **আর ওয়াক্তের সংকীর্ণতার কারণে নিয়ত নির্দিষ্টকরণ রহিত হবে না।** অর্থাৎ মুসল্লির অলসতা কিংবা নিদ্রা অথবা বিস্মৃতির কারণে যদি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তাহলে তার জিম্মা হতে নির্দিষ্টকরণ রহিত হবে না। কেননা عَارِضِىْ (অস্থায়ী) سَبَبْ-এর দ্বারা ওয়াক্তের মধ্যে সংকীর্ণতা এসেছে, নতুবা মূল নামাজের মধ্যে ঠিকই وُسْعَتْ বা প্রশস্ততা রয়েছে। **আর আদায় ব্যতীত যদি ওয়াক্তকে নির্দিষ্ট করে, তাহলে তা দ্বারা নির্দিষ্ট হবে না।** অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি ওয়াক্তের প্রথমাংশ বা মধ্যমাংশ কিংবা শেষাংশকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে এ মৌখিক বা ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণের দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না; বরং যখন আদায় করবে তখন তা নির্দিষ্ট হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ظُهْرَ الْيَوْمِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কোনো ব্যক্তি যদি ওয়াক্তের কোনো সময়কে নিয়তে নির্দিষ্ট করে রাখে তার কি হুকুম হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَامُوْر بِهٖ-এর জন্য ওয়াক্ত ظَرْف তার একটি হুকুম হলো এটার মধ্যে নির্দিষ্টকরণের নিয়ত শর্ত। অর্থাৎ এভাবে নিয়ত করবে যে, 'আমি অদ্য যোহরের নামাজ আদায়ের নিয়ত করলাম'। এতে পরোক্ষভাবে বুঝা যায় যে, এ স্থলে নির্দিষ্টকরণ দ্বারা ওয়াক্তের ফরজকে নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য। সুতরাং যোহরের ফরজের নিয়ত করলে যথেষ্ট হবে না। কেননা যোহরের ফরজ আদায়ও হতে পারে আবার قَضَاء ও হতে পারে। অতএব ওয়াক্তের ফরজের উল্লেখ ব্যতীত আদায় নির্দিষ্ট হবে না।

তবে মেশকাতুল আনওয়ার নামক গ্রন্থে রয়েছে- ظُهْرَ الْيَوْمِ-এর নিয়ত করলেই تَعْيِيْنْ বা নির্দিষ্টকরণ হয়ে যাবে। যদিও ওয়াক্ত চলে যায়। তদ্রূপ ظُهْرَ الْيَوْمِ-এর নিয়ত দ্বারাও নির্দিষ্টকরণ হয়ে যাবে, যদি ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

ফাওয়াউল ইত্বাবী নামক গ্রন্থে আছে যে, فَرْضَ الظُّهْرِ-এর নিয়ত করলেও বিশুদ্ধ মতে জায়েজ হবে। কেননা তার দায়িত্বে قَضَاء নামাজ থাকা সন্দেহযুক্ত এবং এটা ধর্তব্যও নয়।

وَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِيْمَا عَيَّنَهُ بَلْ فِىْ جُزْءٍ اٰخَرَ لَايُسَمّٰى قَضَاءً كَالْحَانِثِ فِى الْيَمِيْنِ فَاِنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِىْ كَفَّارَتِهَا بَيْنَ ثَلٰثَةِ اَشْيَاءَ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَاِنْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِنْهَا بِاللِّسَانِ اَوْ بِالْقَلْبِ لَايَتَعَيَّنُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مَالَمْ يُؤَدِّهِ فَاِذَا اَدّٰى صَارَ مُتَعَيِّنًا وَاِنْ اَدّٰى غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ اَوْ لَا يَكُوْنُ مُؤَدِّيًا اَوْ يَكُوْنُ مِعْيَارًا لَهُ وَسَبَبًا لِوُجُوْبِهِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ ظَرْفًا وَهُوَ النَّوْعُ الثَّانِىْ مِنَ الْاَنْوَاعِ الْاَرْبَعَةِ لِلْمُوَقَّتِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ اِلَّا بِكَوْنِ الْاَوَّلِ ظَرْفًا وَهٰذَا مِعْيَارًا وَالْمِعْيَارُ هُوَ الَّذِىْ اِسْتَوْعَبَ الْمُؤَقَّتَ وَلَايَفْضُلُ عَنْهُ فَيَطُوْلُ بِطُوْلِهِ وَيَقْصُرُ بِقَصْرِهِ فَاِنَّ الصَّوْمَ يَطُوْلُ بِطُوْلِ النَّهَارِ وَيَقْصُرُ بِقَصْرِهِ فَيَكُوْنُ مِعْيَارًا وَهُوَ سَبَبٌ لِوُجُوْبِهِ اَيْضًا وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيْهِ فَقِيْلَ اَلشَّهْرُ كُلُّهُ سَبَبٌ لِلصَّوْمِ وَقِيْلَ الْاَيَّامُ فَقَطْ دُوْنَ اللَّيَالِىْ ثُمَّ قِيْلَ اَلْجُزْءُ الْاَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ صَوْمِ تَمَامِ الشَّهْرِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِيْمَا عَيَّنَهُ بَلْ فِىْ جُزْءٍ اٰخَرَ আর যদি স্বীয় নির্ধারিত ওয়াক্তের আদায় না করে; বরং অন্য অংশের আদায় করে لَايُسَمّٰى قَضَاءً তাহলে তাকে قَضَاء বলা হবে না كَالْحَانِثِ فِى الْيَمِيْنِ যেমন– শপথ ভঙ্গকারী فَاِنَّهُ يَتَخَيَّرُ কেননা, সে শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রদানের তিনটি ব্যাপারে ইচ্ছাধীন فِىْ كَفَّارَتِهَا بَيْنَ ثَلٰثَةِ اَشْيَاءَ اِطْعَامُ عَشَرَةِ طعام مَسَاكِيْنَ দশ মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো اَوْ كِسْوَتُهُمْ অথবা তাদেরকে পোশাক প্রদান اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ অথবা একটি গোলাম মুক্ত করা فَاِنْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِنْهَا অতএব, যদি সে এ তিনটি হতে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করে নেয় بِاللِّسَانِ اَوْ بِالْقَلْبِ মৌখিকভাবে অথবা মনে মনে لَايَتَعَيَّنُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দিষ্টকরণটা আল্লাহ তা'আলার দরবারে ধর্তব্য হবে না مَالَمْ يُؤَدِّهِ যতক্ষণ সে তা আদায় না করবে فَاِذَا اَدّٰى صَارَ مُتَعَيِّنًا অতঃপর যখন আদায় করবে, তখন তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে وَاِنْ اَدّٰى غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ আর যদি সে পূর্বে যা নির্দিষ্ট (করার নিয়ত) করেছিল তা ছাড়া যদি অন্যটি আদায় করে তাহলেও সে اَوْ لَا يَكُوْنُ مُؤَدِّيًا আদায়কারী হবে (قَضَاء কারী হবে না) اَوْ يَكُوْنُ مِعْيَارًا لَهُ وَسَبَبًا لِوُجُوْبِهِ অথবা ওয়াক্ত اَمْر مُوَقَّتْ-এর জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড) হবে এবং এটা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হবে كَشَهْرِ رَمَضَانَ যথা রমজান মাস عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ ظَرْفًا وَهُوَ النَّوْعُ এটা পূর্ববর্তী বক্তব্য اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ ظَرْفًا-এর সাথে সম্পর্কশীল এবং এটা اَمْر مُوَقَّتْ-এর الثَّانِىْ مِنَ الْاَنْوَاعِ الْاَرْبَعَةِ لِلْمُوَقَّتِ চতুষ্টয় প্রকারের মধ্য হতে দ্বিতীয় প্রকার وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ اِلَّا بِكَوْنِ الْاَوَّلِ ظَرْفًا وَهٰذَا مِعْيَارًا আর এ প্রকার ও প্রথম প্রকারের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, প্রথম প্রকারের মধ্যে ওয়াক্ত ظَرْف, আর এ প্রকারের মধ্যে ওয়াক্ত مِعْيَارْ (মানদণ্ড) وَالْمِعْيَارُ আর مِعْيَارْ هُوَ الَّذِىْ اِسْتَوْعَبَ الْمُوَقَّتَ এমন ওয়াক্ত যা مَامُوْر بِه مُوَقَّتْ কে পরিবেষ্টন করে থাকে (অর্থাৎ مَامُوْر بِه পূর্ণ ওয়াক্তকে আয়ত্ত করে নেয়) وَلَايَفْضُلُ عَنْهُ এবং ওয়াক্ত مُوَقَّتْ হতে অতিরিক্ত হয় না فَيَطُوْلُ بِطُوْلِهِ وَيَقْصُرُ بِقَصْرِهِ সুতরাং مِعْيَارْ-এর বৃদ্ধির কারণে مُوَقَّتْ ও বৃদ্ধি পাবে আর مِعْيَارْ-এর হ্রাস পাওয়ার কারণে مُوَقَّتْ ও হ্রাস পাবে فَاِنَّ الصَّوْمَ يَطُوْلُ بِطُوْلِ النَّهَارِ এ কারণেই দিন বড় হলে রোজাও বড় হয় وَيَقْصُرُ بِقَصْرِهِ এবং ছোট হলে রোজাও ছোট হয় فَيَكُوْنُ مِعْيَارًا وَهُوَ سَبَبٌ لِوُجُوْبِهِ ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হয়ে থাকে مَامُوْر بِه مُوَقَّتْ আর এ ওয়াক্তই اَيْضًا وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيْهِ তবে (ওলামায়ে কেরামের মাঝে) রোজা وَاجِبْ হওয়ার سَبَبْ-এর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে فَقِيْلَ اَلشَّهْرُ كُلُّهُ سَبَبٌ لِلصَّوْمِ কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, পূর্ণ রমজান মাসই রোজা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবব قِيْلَ الْاَيَّامُ فَقَطْ دُوْنَ اللَّيَالِىْ আবার কারো কারো মতে কেবল দিনগুলো سَبَبْ তবে রাত্রগুলো سَبَبْ নয় ثُمَّ قِيْلَ اَلْجُزْءُ الْاَوَّلُ مِنَ الشَّهْرِ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ صَوْمِ تَمَامِ الشَّهْرِ এবং অন্যরা বলেছেন, মাসের প্রথমাংশ সম্পূর্ণ মাসের রোজা ওয়াজিব হওয়ার সবব।

সরল অনুবাদ : আর যদি স্বীয় নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় না করে, বরং অন্য অংশে আদায় করে; তাহলে তাকে قَضَاء বলা হবে না। **যেমন–শপথ ভঙ্গকারী**। কেননা সে শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রদানের তিনটি বস্তু (১) দশ মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো অথবা (২) তাদেরকে পোশাক প্রদান কিংবা (৩) একটি গোলাম মুক্ত করার ব্যাপারটা তার ইচ্ছাধীন। (অর্থাৎ উক্ত তিনটির মধ্য হতে কোনো একটির দ্বারা কাফফারা আদায় করলেই চলবে।) অতএব যদি সে এ তিনটি হতে কোনো একটিকে মৌখিকভাবে অথবা মনে মনে নির্দিষ্ট করে নেয়, তাহলে যতক্ষণ সে তা আদায় করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দিষ্টকরণটা আল্লাহর দরবারে ধর্তব্য হবে না। অতঃপর যখন আদায় করবে না তখন তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সে পূর্বে যা নির্দিষ্ট (করার নিয়ত) করেছিল তা ছাড়া যদি অন্যটি আদায় করে, তাহলেও সে আদায়কারী হবে (قَضَاء কারী হবে না)। **অথবা ওয়াক্ত اَمْر مُوَقَّتْ-এর জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড) হবে এবং এটা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হবে। যথা–রমজান মাস**। এটা পূর্ববর্তী বক্তব্য "اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ ظَرْفًا"-এর সাথে সম্পর্কশীল এবং এটা اَمْر مُوَقَّتْ-এর চতুষ্টয় প্রকারের মধ্য হতে দ্বিতীয় প্রকার। আর এ প্রকার ও প্রথম প্রকারের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে,

প্রথম প্রকারের মধ্যে ওয়াক্ত ظَرْف আর এ প্রকারের মধ্যে ওয়াক্ত مِعْيَارْ (মানদণ্ড)। مِعْيَارْ এমন ওয়াক্ত যা مَامُوْر بِهٖ مُوَقَّتْ-কে পরিবেষ্টন করে থাকে। (অর্থাৎ مَامُوْر بِهٖ পূর্ণ ওয়াক্তকে আয়ত্ত করে নেয়।) এবং ওয়াক্ত مُوَقَّتْ হতে অতিরিক্ত হয় না। সুতরাং مِعْيَارْ-এর বৃদ্ধির কারণে مُوَقَّتْও বৃদ্ধি পাবে, আর مِعْيَارْ-এর হ্রাস পওয়ার কারণে مُوَقَّتْও হ্রাস পাবে। এ কারণেই দিন বড় হলে রোজাও বড় হয় এবং ছোট হলে রোজাও ছোট হয়। আর এ ওয়াক্তই مَامُوْر بِهٖ مُوَقَّتْ ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হয়ে থাকে। তবে (ওলামায়ে কেরামদের মাঝে) রোজা وَاجِبْ হওয়ার سَبَبْ-এর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, পূর্ণ রমজান মাসই রোজা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ আবার কারো কারো মতে কেবল দিনগুলো سَبَبْ তবে রাত্রগুলো سَبَبْ নয়। এবং অন্যরা বলেছেন, মাসের প্রথমাংশ সম্পূর্ণ মাসের রোজা ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَايُسَمّٰى قَضَاءً الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কোনো ব্যক্তি মৌখিকভাবে বা মনে মনে ওয়াক্তের কোনো অংশকে مَامُوْر بِهٖ-এর জন্য নির্দিষ্ট করলে তার হুকুম কি হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি নামাজের ওয়াক্তের কোনো একাংশকে নামাজ আদায়ের জন্য মৌখিকভাবে বা মনে মনে নির্দিষ্ট করে নেয় এবং পরে অন্য অংশে নামাজ আদায় করে, তাহলে তা কাযা হিসেবে গণ্য না হয়ে বরং আদা হিসেবেই গণ্য হবে। কেননা যে সব مَامُوْر بِهٖ-এর জন্য সময়টা তা আদায়ের অপেক্ষা অতিরিক্ত সে সব مَامُوْر بِهٖ কে ওয়াক্তের যে কোনো অংশে আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুসংখ্যক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ যে বলেছেন, প্রথমাংশ আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট এবং প্রথমাংশ ব্যতীত অন্য সময় আদায় করলে قَضَاء হয়ে যাবে। এবং কিছুসংখ্যক হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলেছেন শেষাংশ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট। প্রথম ওয়াক্তে আদায় করলে নফল হবে এবং এর দ্বারা ফরজ রহিত হয়ে যাবে। এসব অভিমত একেবারেই আস্তাকুড়ে নিক্ষেপের ন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা আদেশদাতা তো পূর্ণ সময়ের যে কোনো সময় নির্দেশ পালনের অনুমতি দান করেছেন। সুতরাং ওয়াক্তের কোনো এক সময়ের মধ্যেই আদেশ পালন করা র্ধতব্য হবে। এবং প্রথম বা শেষাংশের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করা সংকীর্ণতা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قَوْلُهٗ فَاِنَّهٗ يَتَخَيَّرُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শপথ ভঙ্গকারীর জন্য কাফ্‌ফারা হিসেবে তিন বস্তুর যে কোনো একটি আদায় করা তার জন্য এখতিয়ারাধীন রয়েছে। অর্থাৎ সে হয়তো দশজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে অথবা তাদেরকে কাপড় দান করবে কিংবা একটি গোলাম মুক্ত করবে। যদি উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো হতে কোনো একটিও আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে তিন দিন রোজা পালন করতে হবে। আল্লাহর মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে অনুরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রথমোক্ত তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি আদায় করতে হবে। আর এগুলোর কোনো একটি আদায়ে অক্ষম হলে রোজা রাখতে হবে। রোজাসহ চারটির যে কোনো একটি দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করার এখতিয়ার নেই। কেননা অক্ষমতার সময় রোজা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

অতএব "مَسِيْرُ الدَّائِرِ" নামক গ্রন্থে যে উল্লেখ আছে- "اِنَّ الْحَانِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْاِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالتَّحْرِيْرِ وَالصَّوْمِ" তথা শপথ ভঙ্গকারীর জন্য মিসকিনকে খাওয়ানো ও কাপড় পরিধান করানো অথবা গোলাম আযাদ করে দেওয়া এবং রোজার যে কোনো একটি দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। এ কথা সঠিক নয়।

قَوْلُهٗ وَهُوَ سَبَبٌ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) যে ওয়াক্তে مَامُوْر بِهٖ-এর জন্য مِعْيَارْ হবে সেটা আবার তার জন্য سَبَبْ ও হবে কিভাবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ওয়াক্ত যে, مَامُوْر بِهٖ-এর জন্য مِعْيَارْ হয় সেটা আবার সেই مَامُوْر بِهٖ-এর জন্য سَبَبْও হবে। কেননা صَوْم-কে شَهْر-এর দিকে نِسْبَتْ করা হয়েছে। যেমন আমরা বলে থাকি, "صَوْمِ رَمَضَانْ" আর পরিপূর্ণভাবে خَاصْ হওয়ার জন্য নিয়ম হলো مُضَافْ ও مُضَافْ اِلَيْهِ-এর সাথে সাব্যস্ত হবে। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (তথা তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ উক্ত মাসে উপস্থিত থাকবে তার জন্য তাতে রোজা রাখা জরুরি।) সুতরাং রোজা ওয়াজিব হওয়ার জন্য উক্ত মাস উপস্থিত হওয়া سَبَبْ বা عِلَّتْ।

قَوْلُهٗ دُوْنَ اللَّيَالِىْ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) রোজার سَبَبْ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কিছুসংখ্যক ফকীহ্‌ বলেছেন, পূর্ণ রমজান মাসটাই রোজার জন্য سَبَبْ আবার কারো কারো মতে রমাজান মাসের কেবল দিনগুলোই রোজার জন্য سَبَبْ রাত্রগুলো নয়। কেননা রত্রি তো রোজার বিরোধী। সুতরাং রাত্রি কিভাবে রোজা ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ হতে পারে ? তবে তার উত্তরে বলা হবে যে, রাত্রি রোজার জন্য سَبَبْ হওয়ায় রাত্রিতে রোজা পালনকে জায়েজ হওয়াকে কামনা করে না। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি নামাজের শেষ ওয়াক্তে মুসলমান হয় তাহলে উক্ত শেষ ওয়াক্তে তার উপর নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ হয়ে থাকে। অথচ এতে তথা শেষ ওয়াক্তে আদায় সংঘটিত হয় না। আবার কতেক ওলামাদের মতে রমজানের প্রত্যেক দিনের রাত্রির শেষাংশ উক্ত দিনের রোজার জন্য سَبَبْ কেননা سَبَبْ তার مُسَبَّبْ-এর পূর্বে হওয়া ওয়াজিব। আবার অপরাপর কিছু ফকীহ্‌দের মতে প্রতিদিনের প্রথমাংশ উক্ত দিনের রোজা ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র سَبَبْ আর জমহুর ফকীহগণ এ অভিমতকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা প্রত্যেক দিনের রোজা পৃথক ইবাদত হিসেবে গণ্য। সুতরাং প্রত্যেকটি রোজা পৃথক سَبَبْ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে।

وَقِيْلَ اَوَّلُ كُلِّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِصَوْمِهٖ عَلٰى حِدَةٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّهٗ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ وَلَمْ يَذْكُرْ هٰهُنَا كَوْنَهٗ شَرْطًا لِلْاَدَاءِ مَعَ اَنَّهٗ شَرْطٌ لِلْاَدَاءِ اَيْضًا اِكْتِفَاءً بِالْقَرَائِنِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلٰى كَوْنِهٖ مِعْيَارًا فَقَالَ فَيَصِيْرُ غَيْرُهٗ مَنْفِيًّا اَىْ لَمَّا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِعْيَارًا لِلصَّوْمِ يَصِيْرُ غَيْرُ الْفَرْضِ مَنْفِيًّا فِىْ رَمَضَانَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَاصَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ وَلَاتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ بِاَنْ يَّقُوْلَ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ بِفَرْضِ رَمَضَانَ لِاَنَّ هٰذَا التَّعْيِيْنَ اِنَّمَا شُرِعَ فِى الصَّلٰوةِ لِكَوْنِ وَقْتِهَا ظَرْفًا صَالِحًا لِغَيْرِهَا اَيْضًا وَهُوَ مُنْتَفٍ هٰهُنَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ اَوَّلُ كُلِّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِصَوْمِهٖ عَلٰى حِدَةٍ এবং আর কিছু সংখ্যক ওলামাদের মতে প্রত্যেক দিনের প্রথমাংশ উক্ত দিনের জন্য শুধু سَبَبٌ হিসেবে গণ্য হবে وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّهٗ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ এ সব বিষয় আমি তাফসীরে আহমদীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি وَلَمْ يَذْكُرْ هٰهُنَا كَوْنَهٗ شَرْطًا لِلْاَدَاءِ مَعَ اَنَّهٗ شَرْطٌ لِلْاَدَاءِ اَيْضًا اِكْتِفَاءً بِالْقَرَائِنِ আর এ স্থলে قَرَائِنْ বা আনুষঙ্গিক দলিল এর উপর নির্ভর করে ওয়াক্ত আদায়ের জন্য শর্ত হওয়া সত্ত্বেও ওয়াক্ত আদায়ের জন্য শর্ত হওয়া কে উল্লেখ করা হয়নি ثُمَّ فَرَّعَ عَلٰى كَوْنِهٖ مِعْيَارًا فَقَالَ ওয়াক্ত مِعْيَارْ হওয়ার উপর প্রশাখামূলক মাসআলা বর্ণনা বরতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) বলেন– فَيَصِيْرُ غَيْرُهٗ مَنْفِيًّا সুতরাং مُوَقَّتْ ব্যতীত অন্যসব পরিত্যক্ত হয়ে যাবে اَىْ لَمَّا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِعْيَارًا لِلصَّوْمِ অর্থাৎ যেহেতু রোজার জন্য রমজান মাস مِعْيَارْ হলো يَصِيْرُ غَيْرُ الْفَرْضِ مَنْفِيًّا فِىْ رَمَضَانَ সেহেতু ফরজ রোজা ব্যতীত অন্যান্য রোজা রমজান মাসে নিষিদ্ধ (পরিত্যক্ত) হয়ে যাবে كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ যেমন– নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– শাবান মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর রমজানের রোজা ব্যতীত অন্যকোনো রোজা নেই وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ এ স্থলে নির্দিষ্টকরণের নিয়ত শর্ত নয় بِاَنْ يَّقُوْلَ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ بِفَرْضِ رَمَضَانَ অর্থাৎ এরূপ বলা শর্ত নয় যে, রমজানের ফরজ হতে আগামীকালের রোজা রাখার নিয়ত করলাম لِاَنَّ هٰذَا التَّعْيِيْنَ اِنَّمَا شُرِعَ فِى الصَّلٰوةِ কেননা, শুধু নামাজের মধ্যে নিয়তের নির্দিষ্টকরণ শর্ত হয়েছে لِكَوْنِ وَقْتِهَا ظَرْفًا صَالِحًا لِغَيْرِهٖ اَيْضًا এজন্য যে, তার ওয়াক্ত অন্যান্য নামাজের জন্যও উপযুক্ত পাত্র وَهُوَ مُنْتَفٍ هٰهُنَا অথচ সেটা এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

সরল অনুবাদ : আর কিছুসংখ্যক ওলামাদের মতে প্রত্যেক দিনের প্রথমাংশ উক্ত দিনের জন্য শুধু سَبَبْ হিসেবে গণ্য হবে। এ সব বিষয় আমি 'তাফসীরে আহমাদীতে' বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর এ স্থলে قَرَائِنْ বা আনুষঙ্গিক দলিল-এর উপর নির্ভর করে ওয়াক্ত আদায়ের জন্য শর্ত হওয়া সত্ত্বেও ওয়াক্ত আদায়ের জন্য শর্ত হওয়াকে উল্লেখ করা হয়নি। ওয়াক্ত مِعْيَارْ হওয়ার উপর প্রশাখামূলক মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) বলেন, **সুতরাং مُوَقَّتْ ব্যতীত অন্য সব পরিত্যক্ত হয়ে যাবে।** অর্থাৎ যেহেতু রোজার জন্য রমজান মাস مِعْيَارْ সেহেতু ফরজ রোজা ব্যতীত অন্যান্য রোজা রমজান মাসে নিষিদ্ধ (পরিত্যক্ত) হয়ে যাবে। যেমন– নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "শা'বান মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর রমজানের রোজা ব্যতীত অন্য কোনো রোজা নেই।" **এ স্থলে নির্দিষ্টকরণের নিয়ত শর্ত নয়** (অর্থাৎ এরূপ বলা শর্ত নয় যে, بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ بِفَرْضِ رَمَضَانَ (রমজানের ফরজ হতে আগামীকালের রোজা রাখার নিয়ত করলাম।) কেননা শুধু নামাজের মধ্যে নিয়তের নির্দিষ্টকরণ এ জন্য শর্ত হয়েছে যে, তার ওয়াক্ত অন্যান্য নামাজের জন্যও উপযুক্ত পাত্র, অথচ সেটা এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِكْتِفَاءً الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُوَقَّتْ -কে আদায় করার জন্য وَقْت শর্ত কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যে ওয়াক্ত مَامُوْر بِهٖ -এর জন্য مِعْيَارْ তা مَامُوْر بِهٖ-এর জন্য শর্ত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থকার (র.) কথাটিকে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করেননি। কেননা প্রাষঙ্গিকভাবে এটাই বুঝে আসে। কারণ مُوَقَّتْ মাত্রই আদায়ের ব্যাপারে ওয়াক্তের সাথে শর্তযুক্ত, যা নিজে নিজেই বুঝে আসে। তবে سَبَبْ ও مِعْيَارْ-এর কথা আলাদা। কেননা ওয়াক্ত কখনো কখনো سَبَبْ হয় না। যেমন–নির্দিষ্ট সময়ে পালনের উদ্দেশ্যে মানতকৃত রোজা। আবার ওয়াক্ত কোনো কোনো সময় مِعْيَارْ ও হয় না। যেমন– নামাজের ওয়াক্ত। আর এ জন্য বিশেষ করে مِعْيَارْ ও سَبَبْ হওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا انْسَلَخَ الخ -এর আলোচনা : হাদীস শরীফে আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যখন শাবান মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন রমজানের রোজা ব্যতীত অন্যকোনো রোজা নেই। অর্থাৎ রমজান মাস আগমনের মধ্য দিয়ে অন্য সকল রোজা যেমন– মানত অথবা অন্যকোনো প্রকার রোজা ইত্যাদি বাতিল হয়ে যায়।

মোটকথা, রমজান মাসে রমজানের রোজা ব্যতীত অন্যকোনো প্রকার রোজা অবশ্যই পালন করা যাবে না।

وَقَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَابُدَّ مِنْ تَعْيِيْنِ النِّيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلٰوةِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَاحَاجَةَ اِلَى اَصْلِ النِّيَّةِ اَيْضًا لِاَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ بِتَعْيِيْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَخَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا وَهُوَ فِيْمَا قُلْنَا فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ الْاِسْمِ وَمَعَ الْخَطَأِ فِى الْوَصْفِ تَفْرِيْعٌ عَلٰى مَاسَبَقَ اَىْ فَيُصَابُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِمُطْلَقِ اِسْمِ الصَّوْمِ بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ الصَّوْمَ وَمَعَ الْخَطَأِ فِى الْوَصْفِ اَيْضًا بِاَنْ يَنْوِىَ النَّفْلَ اَوْ وَاجِبًا اٰخَرَ فَلَايَكُوْنُ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ وَالْمُرَادُ بِهٰذَا الْخَطَأِ ضِدُّ الصَّوَابِ لَاضِدُّ الْعَمَدِ فَاِنَّ الْعَامِدَ وَالْمُخْطِئَ سَوَاءٌ فِىْ هٰذَا الْحُكْمِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) لَابُدَّ مِنْ تَعْيِيْنِ النِّيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلٰوةِ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, নামাজের উপর কিয়াস করে রোজার মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্ট করা জরুরি وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَاحَاجَةَ اِلَى اَصْلِ النِّيَّةِ اَيْضًا আর ইমাম যুফার (র.) বলেছেন– মূল নিয়তেরই প্রয়োজন নেই لِاَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ بِتَعْيِيْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى কেননা, রমজানের রোজা আল্লাহর নির্দিষ্টকরণের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে আছে وَخَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا وَهُوَ فِيْمَا قُلْنَا যা হোক মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম এর প্রতি লক্ষ্য করে আমরা বলব, মধ্যম ও উত্তম পন্থা হলো তা-ই যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ নিয়ত করতে হবে, তবে নিয়ত নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই) فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ الْاِسْمِ وَمَعَ الْخَطَأِ فِى الْوَصْفِ সুতরাং রমজানের রোজা কেবল রোজার নাম উল্লেখের দ্বারাই সহীহ হয়ে যাবে, আর রোজার وَصْف (অবস্থা বর্ণনা)-এর মধ্যে ভুল হয়ে গেলেও রোজা সহীহ হয়ে যাবে تَفْرِيْعٌ عَلٰى مَاسَبَقَ এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্বের উক্তি فَيُصَابُ -এর উপর প্রশাখা মাসআলা اَىْ فَيُصَابُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِمُطْلَقِ اِسْمِ الصَّوْمِ অর্থাৎ রমজানের রোজা শুধু রোজার নাম দ্বারা সহীহ হয়ে যাবে بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ الصَّوْمَ তথা আমি রোজার নিয়ত করলাম বললেই وَمَعَ الْخَطَأِ فِى الْوَصْفِ اَيْضًا তদ্রূপ রোজার وَصْف -এর বর্ণনায় ভুল হয়ে গেলেও রোজা সহীহ হবে بِاَنْ يَنْوِىَ النَّفْلَ اَوْ وَاجِبًا اٰخَرَ অর্থাৎ যদি সে নফল বা অন্য কোনো ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ তাহলে সে রোজাদারের পক্ষ হতে রমজানের রোজাই আদায় হবে وَالْمُرَادُ بِهٰذَا الْخَطَأِ আর এ خَطَأ (ভুল)-এর দ্বারা ضِدُّ الصَّوَابِ لَاضِدُّ الْعَمَدِ صَوَابٌ (সঠিক)-এর বিপরীত অর্থকে বুঝানো হয়েছে عَمْد -এর বিপরীত অর্থকে বুঝানো হয় নি فَاِنَّ الْعَامِدَ الْمُخْطِئَ سَوَاءٌ فِىْ هٰذَا الْحُكْمِ কেননা, এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয়েরই হুকুম সমান।

সরল অনুবাদ : এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, নামাজের উপর কিয়াস করে রোজার মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্টকরণ জরুরি। আর ইমাম যুফার (র.) বলেছেন, মূল নিয়তেরই প্রয়োজন নেই। কেননা রমজানের রোজা আল্লাহর নির্দিষ্টকরণের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যাই হোক خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا (মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম)-এর প্রতি লক্ষ্য করে আমরা বলব, মধ্যম ও উত্তম পন্থা হলো তা-ই যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। (অর্থাৎ নিয়ত করতে হবে, তবে নিয়ত নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই।) **সুতরাং রমজানের রোজা কেবল রোজার নাম উল্লেখের দ্বারাই সহীহ্ হয়ে যাবে। আর রোজার وَصْف (অবস্থা বর্ণনা)-এর মধ্যে ভুল হয়ে গেলেও রোজা সহীহ্ হয়ে যাবে।** এটা গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্ব উক্তি فَيُصِيْرُ -এর উপর প্রশাখা মাসআলা। অর্থাৎ রমজানের রোজা শুধু রোজার নাম তথা "نَوَيْتُ الصَّوْمَ" বললেই সহীহ হয়ে যাবে। তদ্রূপ রোজার وَصْف-এর বর্ণনায় ভুল হয়ে গেলেও রোজা সহীহ হবে। অর্থাৎ যদি সে নফল বা অন্য কোনো ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে। তাহলে সে রোজাদারের পক্ষ হতে রমজানের রোজাই আদায় হবে। আর এ خَطَأ (ভুল)-এর দ্বারা صَوَابٌ (সঠিক)-এর বিপরীত অর্থকে বুঝানো হয়েছে। عَمْد (ইচ্ছাকৃত)-এর বিপরীত অর্থকে বুঝানো হয়নি। কেননা এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয়ের হুকুম সমান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) রোজার নিয়ত সম্পর্কে ইমাম যুফার (র.) -এর অভিমত ও তার খণ্ডন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম যুফার (র.)-এর মতে মূলত রোজার মধ্যে কোনো নিয়তেরই প্রয়োজন নেই। কেননা রোজার পূর্ণ মাসই আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সুতরাং কোনো মুকীম ও সুস্থ ব্যক্তি রমজানের দিনে পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকলেই তা ফরজ রোজা হিসেবে গণ্য হবে। যদিও নিয়ত না করুক না কেন?

উক্ত অভিমত খণ্ডন : প্রকাশ থাকে যে, ওলামায়ে আহনাফ এ ব্যাপারে বলেন, যদি ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমতকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তা জবরদস্তিমূলক হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। কেননা শরিয়ত তো ঐ اِمْسَاكٌ (পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকা) -কে নির্ধারণ করেছে যা قُرْبَتٌ (নৈকট্য) হিসেবে গণ্য। অথচ নিয়ত ব্যতীত قُرْبَتٌ বা নৈকট্য অর্জন হতে পারে না এবং ইমাম কারখী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমাম যুফার (র.) হতে উপরোক্ত মাযহাব বর্ণনা করেছে সে মূলত ভুল করেছে। কারণ আসলে ইমাম যুফার (র.) বলেছেন, পূর্ণ রমজান মাসের জন্য এক নিয়ত করাই যথেষ্ট।

আর ইমাম যুফার (র.)-এর উক্ত মাযহাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম আবুল ইয়াসার (র.) বলেছেন যে, ইমাম যুফার (র.)-এর প্রাথমিক জীবনের অভিমত। পরবর্তীতে তিনি তা হতে ফিরে এসেছেন তথা ওলামায়ে জমহুরদের অভিমতকেই সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন।

قَوْلُهُ ضِدُّ الصَّوَابِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) রমজানে অন্য কোনো নফল বা ওয়াজিব রোজার নিয়ত করলে তার কি হুকুম হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ স্থলে রোজার নিয়তের ব্যাপারে যে خَطَأ -এর কথা বলা হয়েছে তা صَوَابٌ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত, عَمْد-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত নয়। সুতরাং রমজানের মধ্যে সঠিক নীতি হলো রমজানের নিয়ত করা এবং অন্য কোনো রোজার নিয়ত না করা। সুতরাং যদি রমজান ব্যতীত অন্য কোনো নফল বা ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে, তাহলে সে ভুল করবে। চাই উক্ত নিয়ত স্বেচ্ছায় করুক বা অনিচ্ছায় করুক।

إِلَّا فِي الْمُسَافِرِ يَنْوِيْ وَاجِبًا آخَرَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ مُقَدَّرٍ أَيْ يُصَابُ رَمَضَانُ مَعَ الْخَطَأِ فِي الْوَصْفِ فِيْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا فِي الْمُسَافِرِ حَالَ كَوْنِهِ يَنْوِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَاجِبًا آخَرَ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَى لَا عَنْ رَمَضَانَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِأَنَّ وُجُوْبَ الْأَدَاءِ لَمَّا سَقَطَ فِيْ حَقِّهِ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَبَيْنَ وَاجِبٍ آخَرَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ شُهُوْدَ الشَّهْرِ مَوْجُوْدٌ فِيْ حَقِّهِ كَالْمُقِيْمِ وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُ بِالْإِفْطَارِ لِلْيُسْرِ فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصْ عَادَ حُكْمُهُ إِلَى الْأَصْلِ فَلَا يَقَعُ عَمَّا نَوَى بَلْ عَنْ رَمَضَانَ وَهٰذَا الْمُسَافِرُ مُلْتَبِسٌ بِخِلَافِ الْمَرِيْضِ فَإِنَّهُ إِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ لَمْ يَقَعْ عَمَّا نَوَى لِأَنَّ رُخْصَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيْقَةِ الْعَجْزِ لَا الْعَجْزِ التَّقْدِيْرِيِّ فَإِذَا صَامَ وَتَحَمَّلَ الْمِحْنَةَ عَلَى نَفْسِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ وَهٰذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيْلَ رُخْصَتُهُ أَيْضًا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَجْزِ التَّقْدِيْرِيِّ وَهُوَ خَوْفُ زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَهُوَ كَالْمُسَافِرِ .

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَّا فِي الْمُسَافِرِ يَنْوِيْ وَاجِبًا آخَرَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুসাফিরের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়, সে অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করতে পারবে اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ مُقَدَّرٍ এটাকে একটি উহ্য বাক্য হতে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে أَيْ يُصَابُ رَمَضَانُ مَعَ الْخَطَأِ فِي الْوَصْفِ فِيْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ অর্থাৎ রমজানের রোজা, রোজার সিফাতের মধ্যে ত্রুটি সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই শুদ্ধ হবে; إِلَّا فِي الْمُسَافِرِ حَالَ كَوْنِهِ يَنْوِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَاجِبًا آخَرَ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ কিন্তু মুসাফিরের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে না, যখন সে রমজানের মধ্যে অন্য ওয়াজিব যথা- قَضَاء ও কাফফারা ইত্যাদির নিয়ত করবে فَإِنَّهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَى لَا عَنْ رَمَضَانَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) কেননা, এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সে যে রোজারই নিয়ত করবে, তাই তার পক্ষ হতে আদায় হবে, বর্তমান রমজানের রোজা আদায় হবে না لِأَنَّ وُجُوْبَ الْأَدَاءِ لَمَّا سَقَطَ فِيْ حَقِّهِ কারণ যখন তার উপর হতে وُجُوْب أَدَاء রহিত হয়ে গেছে يَتَخَيَّرُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَبَيْنَ وَاجِبٍ آخَرَ তখন তার এ এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে অথবা অন্য কোনো ওয়াজিব আদায় করতে পারবে وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ شُهُوْدَ الشَّهْرِ مَوْجُوْدٌ فِيْ حَقِّهِ كَالْمُقِيْمِ আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে এমতাবস্থায় রমজানের রোজা ছাড়া অন্যকোনো রোজা শুদ্ধ হবে না। কেননা, রমজানের উপস্থিতি মুকীম ব্যক্তির ন্যায় মুসাফিরের ক্ষেত্রেও বর্তমান হয়েছে وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُ بِالْإِفْطَارِ لِلْيُسْرِ এবং তাকে শুধু সহজীকরণের জন্যই রোজা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصْ عَادَ حُكْمُهُ إِلَى الْأَصْلِ অতএব, সে যখন এ অনুমতি কবুল করে নি, তখন তার হুকুম আসলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে فَلَا يَقَعُ عَمَّا نَوَى بَلْ عَنْ رَمَضَانَ সুতরাং তার পক্ষ হতে তার নিয়ত অনুযায়ী রোজা আদায় হবে না; বরং বর্তমান রমজানের রোজাই আদায় হবে وَهٰذَا الْمُسَافِرُ مُلْتَبِسٌ আর এ মুসাফিরের অবস্থা সন্দেহযুক্ত بِخِلَافِ الْمَرِيْضِ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির বিপরীত فَإِنَّهُ إِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ কেননা, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নফল অথবা অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করে لَمْ يَقَعْ عَمَّا نَوَى তাহলে সে যা নিয়ত করেছে তা তার পক্ষ হতে আদায় হবে না لِأَنَّ رُخْصَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيْقَةِ الْعَجْزِ কেননা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির রুখসত প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, لَا الْعَجْزِ التَّقْدِيْرِيِّ সম্ভাব্য অক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত নয় فَإِذَا صَامَ অতএব, যখন সে রোজা রেখে ফেলবে وَتَحَمَّلَ الْمِحْنَةَ عَلَى نَفْسِهِ এবং নিজের উপর কষ্টের বোঝা উঠিয়ে নেবে عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا তখন বুঝা যাবে যে, সে অক্ষম ছিল না فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ সুতরাং তার পক্ষ হতে রমজানের রোজাই আদায় হবে وَهٰذَا هُوَ الْمُخْتَارُ আর এটাই পছন্দনীয় মাযহাব وَقِيْلَ رُخْصَتُهُ أَيْضًا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَجْزِ التَّقْدِيْرِيِّ আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির রুখসত ও সম্ভাব্য অক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত وَهُوَ خَوْفُ زِيَادَةِ الْمَرَضِ আর তা হলো অসুখ-ব্যাধি বেড়ে যাওয়ার ভয় فَهُوَ كَالْمُسَافِرِ সুতরাং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি মুসাফিরের মতোই।

সরল অনুবাদ : কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুসাফিরের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। সে অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করতে পারবে। এটাকে একটি উহ্য বাক্য হতে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে। অর্থাৎ রমজানের রোজা, রোজার সিফাতের মধ্যে ত্রুটি সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই শুদ্ধ হবে; কিন্তু মুসাফিরের ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে না, যখন সে রমজানের মধ্যে অন্য ওয়াজিব যথা- قَضَاء ও কাফফারা ইত্যাদির নিয়ত করবে। কেননা এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে যে রোজারই নিয়ত করবে, তা-ই তার পক্ষ হতে আদায় হবে, বর্তমান রমজানের রোজা আদায় হবে না। কারণ যখন তার উপর হতে وُجُوْب أَدَاء রহিত হয়ে গেছে, তখন তার এ এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে খাওয়া- দাওয়া করতে পারবে অথবা অন্য যে কোনো ওয়াজিব আদায় করতে পারবে। আর সাহেবাইন (র.) -এর মতে এমতাবস্থায় রমজানের রোজা ছাড়া অন্য কোনো রোজা শুদ্ধ হবে না। কেননা 'রমজানের উপস্থিতি' মুকীম ব্যক্তির ন্যায় মুসাফিরের ক্ষেত্রেও বর্তমান রয়েছে এবং তাকে শুধু সহজীকরণের জন্যই রোজা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অতএব সে যখন এ অনুমতি কবুল করেনি, তখন তার হুকুম আসলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং তার পক্ষ হতে তার নিয়ত অনুযায়ী রোজা আদায় হবে না; বরং বর্তমান রমজানের রোজাই আদায় হবে। **আর এ মুসাফিরের অবস্থা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির বিপরীত।** কেননা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নফল অথবা অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করে, তাহলে সে যা নিয়ত করেছে তা তার পক্ষ হতে আদায় হবে না। কেননা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির রুখসত প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, সম্ভাব্য অক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত নয়। অতএব যখন সে রোজা রেখে ফেলবে এবং নিজের উপর কষ্টের বোঝা উঠিয়ে নেবে, তখন বুঝা যাবে যে, সে অক্ষম ছিল না। সুতরাং তার পক্ষ হতে রমজানের রোজাই আদায় হবে। আর এটাই পছন্দনীয় মাযহাব। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির রুখসত ও সম্ভাব্য অক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। আর তা হলো অসুখ-ব্যাধি বেড়ে যাওয়ার ভয়। সুতরাং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি মুসাফিরের মতোই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَالَ كَوْنِهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মুসাফিরের জন্য রমজানে অন্য কোনো রোজা রাখা জায়েজ হবে কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুসাফির যদি রমজান মাসে কোনো নফল বা ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে, তাহলে তার পক্ষ হতে উক্ত নফল বা ওয়াজিব রোজাই আদায় হবে। ব্যাখ্যাকার (র.) এ স্থলে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَنْوِيْ الخ বাক্যটি مُسَافِرٌ শব্দ হতে حَال হয়েছে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, مَفْعُوْل فِيْهِ হতে حَال সংঘটিত হওয়াটা একেবারেই দুর্লভ; তবে কি করে উক্ত স্থানে مَفْعُوْل فِيْهِ হতে حَال সংঘটিত হলো?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তা مُسَافِرٌ-এর মধ্যস্থ ضَمِيْر হতে حَال হয়েছে। তখন অর্থ হবে إِلَّا فِي الَّذِيْ سَافَرَ (তবে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে সফর করেছে)। আর এমতাবস্থায় اَلِفْ لَامْ টি اِسْم مَوْصُوْل -এর অর্থে হবে।

তবে তার উত্তর এভাবেও দেওয়া যেতে পারে যে, مُسَافِرٌ-এর মধ্যস্থ اَلِفْ لَامْ টি عَهْد ذِهْنِيْ-এর জন্য হয়েছে। সুতরাং বাক্যের দ্বারা তার وَصْف নেওয়া জায়েজ হবে। অতএব গ্রন্থকার (র.) এর উক্তি يَنْوِيْ الخ বাক্যটি مُسَافِرٌ-এর সিফাত হয়েছে।

وَقِيْلَ فِى التَّطْبِيْقِ بَيْنَهُمَا اَنَّ الْمَرِيْضَ الَّذِىْ يَضُرُّ بِهِ الصَّوْمُ كَمَرَضِ حُمَّى الْبَرْدِ وَ وَجَعِ الْعَيْنِ فَرُخْصَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِخَوْفِ اِزْدِيَادِ الْمَرَضِ وَالْعِجْزِ التَّقْدِيْرِىِّ وَالْمَرِيْضُ الَّذِىْ لَايَضُرُّ بِهِ الصَّوْمُ كَمَرَضِ اِمْتِلَاءِ الْبَطْنِ فَرُخْصَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيْقَةِ الْعِجْزِ فَاِذَا صَامَ هٰذَا الْمَرِيْضُ ظَهَرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِجْزٌ حَقِيْقِىٌّ فَلَايَقَعُ عَمَّا نَوٰى بَلْ عَنْ رَمَضَانَ وَفِى النَّفْلِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ يَنْوِىْ وَاجِبًا اٰخَرَ اَىْ فِىْ صَوْمِ النَّفْلِ لِلْمُسَافِرِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) رِوَايَتَانِ فِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ يَقَعُ عَمَّا نَوٰى وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَمَضَانَ وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ مَبْنِىٌّ عَلٰى دَلِيْلَيْنِ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) نَقْلًا عَنْهُ فَالدَّلِيْلُ الْاَوَّلُ اَنَّهُ لَمَّا رَخَّصَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْفِطْرِ كَانَ رَمَضَانُ فِىْ حَقِّهٖ كَشَعْبَانَ وَفِىْ شَعْبَانَ يَصِحُّ النَّفْلُ فَكَذَا هٰهُنَا وَالدَّلِيْلُ الثَّانِىْ اَنَّهُ لَمَّا رَخَّصَ لَهُ بِالْفِطْرِ لِيَصْرِفَهُ اِلٰى مَنَافِعِ بَدَنِهٖ بِالْاِسْتِرَاحَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ فِى التَّطْبِيْقِ بَيْنَهُمَا এবং কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম উপরোক্ত দু'টি মতের মধ্যে সমঝোতা করতে গিয়ে বলেছেন اَنَّ الْمَرِيْضَ الَّذِىْ يَضُرُّ بِهِ الصَّوْمُ সে রুগ্ন ব্যক্তিকে রোজা এমন কষ্ট দেয় كَمَرَضِ حُمَّى الْبَرْدِ وَوَجَعِ الْعَيْنِ যেমন– ঠাণ্ডাজনিত জ্বর এবং চোখের ব্যথা فَرُخْصَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ তাহলে তাকে এখতিয়ার দেওয়াটা সংশ্লিষ্ট হবে بِخَوْفِ اِزْدِيَادِ الْمَرَضِ وَالْعِجْزِ التَّقْدِيْرِ অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ও কল্পিত অপারগতার সাথে وَالْمَرِيْضُ الَّذِىْ لَايَضُرُّ بِهِ الصَّوْمُ আর যাকে রোজায় এ ধরনের কোনো কষ্টে নিপতিত করে না كَمَرَضِ اِمْتِلَاءِ الْبَطْنِ যেমন– পেটের অসুস্থতা فَرُخْصَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيْقَةِ الْعِجْزِ তাহলে ঐ রুগ্ন ব্যক্তির এখতিয়ারটা প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে فَاِذَا صَامَ هٰذَا الْمَرِيْضُ সুতরাং এ (শেষোক্ত) রুগ্ন ব্যক্তি যখন রোজা রাখবে ظَهَرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِجْزٌ حَقِيْقِىٌّ তখন বুঝা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে অক্ষম ছিল না فَلَايَقَعُ عَمَّا نَوٰى بَلْ عَنْ رَمَضَانَ অতএব, তার নিয়ত মোতাবেক রোজা আদায় হবে না; বরং চলতি রমজানের রোজা আদায় হবে وَفِى النَّفْلِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ আর নফল রোজার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ يَنْوِىْ وَاجِبًا اٰخَرَ এটি গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি يَنْوِىْ وَاجِبًا اٰخَرَ বাক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট اَىْ فِىْ صَوْمِ النَّفْلِ لِلْمُسَافِرِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) অর্থাৎ মুসাফিরের নফল রোজা রাখার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে দু'টি অভিমত পাওয়া যায় فِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ يَقَعُ عَمَّا نَوٰى তথা হযরত হাসান (র.)-এর বর্ণনা মতে, তার নিয়ত হিসেবে রোজা আদায় হবে وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَمَضَانَ এবং ইবনে সামা'আ (র.)-এর বর্ণনা মতে রমজান মাসের রোজাই আদায় হবে وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ مَبْنِىٌّ عَلٰى دَلِيْلَيْنِ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) نَقْلًا عَنْهُ আর এ মতানৈক্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ঐ দু'টি দলিলের উপর ভিত্তি করে হয়েছে, যে দু'টি দলিল তার থেকে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে فَالدَّلِيْلُ الْاَوَّلُ اَنَّهُ لَمَّا رَخَّصَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْفِطْرِ সুতরাং প্রথম দলিল হলো– আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন মুসাফিরকে রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন كَانَ رَمَضَانُ فِىْ حَقِّهٖ كَشَعْبَانَ তখন তার ক্ষেত্রে রমজান মাস শাবানের ন্যায় হয়ে গেছে وَفِىْ شَعْبَانَ يَصِحُّ النَّفْلُ আর এটাতো বাস্তব কথা যে, শাবানে নফল রোজা রাখলে সহীহ হবে فَكَذَا هٰهُنَا সুতরাং রমজানেও সহীহ হয়ে যাবে وَالدَّلِيْلُ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় দলিল হলো اَنَّهُ لَمَّا رَخَّصَ لَهُ بِالْفِطْرِ لِيَصْرِفَهُ اِلٰى مَنَافِعِ بَدَنِهٖ بِالْاِسْتِرَاحَةِ যেহেতু মুসাফিরকে আল্লাহ রোজা না রাখার অনুমতি এ জন্য দিয়েছেন যে, তাতে সে শারীরিক দিক দিয়ে লাভবান হবে।

সরল অনুবাদ : এবং কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কেরাম উপরোক্ত দু'টি মতের মধ্যে সমজতা করতে গিয়ে বলেছেন, সে রুগ্ণ ব্যক্তিকে রোজা এমন কষ্ট দেয়। যেমন- ঠাণ্ডাজনিত জ্বর এবং চোখের ব্যথা, তাহলে তাকে এখতিয়ার দেওয়াটা সংশ্লিষ্ট হবে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ও কল্পিত অপারগতার সাথে। আর যাকে রোজায় এ ধরনের কোনো কষ্টে নিপতিত করে না। যেমন–পেটের অসুস্থতা, তাহলে ঐ রুগ্ণ ব্যক্তির এখতিয়ারটা প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং এ (শেষোক্ত) রুগ্ণ ব্যক্তি যখন রোজা রাখবে তখন বুঝা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে সে অক্ষম ছিল না। অতএব তার নিয়ত মোতাবেক রোজা আদায় হবে না; বরং চলতি রমজানের রোজা আদায় হবে। **আর নফল রোজার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।** একটি গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি يَنْوِىْ وَاجِبًا اٰخَرَ বাক্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ মুসাফিরের নফল রোজা রাখার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। তথা হযরত হাসান (র.)-এর বর্ণনা মতে তার নিয়ত হিসেবে রোজা আদায় হবে, এবং ইবনে সাম'আ (র.)-এর বর্ণনা মতে রমজান মাসের রোজাই আদায় হবে। আর এ মতানৈক্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ঐ দু'টি দলিলের উপর ভিত্তি করে হয়েছে, যে দু'টি দলিল তার থেকে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রথম দলিল হলো,আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন মুসাফিরকে রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন তখন তার ক্ষেত্রে রমজান মাস শাবানের ন্যায় হয়ে গেছে। আর এটাতো বাস্তব কথা যে, শাবানে নফল রোজা রাখলে সহীহ হবে। সুতরাং রমজানেও সহীহ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় দলিল হলো, যেহেতু মুসাফিরকে আল্লাহ রোজা না রাখার অনুমতি এ জন্য দিয়েছেন যে, তাতে সে শারীরিক দিক দিয়ে লাভবান হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ فِى التَّطْبِيْقِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) অসুস্থ ব্যক্তির রোজার ব্যাপারে মতানৈক্যের নিরসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কিছু সংখ্যক উসূলবিদগণের মতে অসুস্থ ব্যক্তি রমজান মাসে রমজান ব্যতীত অন্য কোনো রোজার নিয়তে রোজা রখলে তা রমজানের রোজা হিসেবেই গণ্য হবে। আবার অন্য কিছু সংখ্যক ওলামার মতে যে রোজার সে নিয়ত করবে সেটাই আদায় হবে। উপরোক্ত মাযহাবদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য তৃতীয় একদল ফকীহ বলেছেন যে, রোগ যদি এমন হয় যে, তার জন্য রোজা ক্ষতিকর, তাহলে সে অবস্থায় রমজানের রোজা হিসেবে গণ্য হবে না। অপরদিকে যদি এমন অসুস্থ হয় যার জন্য রোজা ক্ষতিকর নয়, তাহলে রমজানের রোজা হিসেবে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, মোল্লা আলী কারী (র.) বলেছেন, প্রথমোক্ত দু'টি বর্ণনার মধ্যে শাইখ আব্দুল আজিজ (র.) উপরোক্ত পদ্ধতিতে মতানৈক্য নিরসন করেছেন।

তবে 'বাহরুল উলূম' প্রণেতা বলেছেন উপরোক্ত تَطْبِيْق বা সমন্বয় সাধন আমার মতে প্রশ্নাতীত নয়। কারণ যে রোগ রোজার জন্য ক্ষতিকর নয় সে রোগের কারণে রোগীকে মূলত রোজা পরিত্যাগের কোনো অবকাশই দেওয়া হয়নি। সুতরাং এটা আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত। তবে হ্যাঁ! উক্ত রোগের কারণে রোগী যদি এত অধিক দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ঐ অবস্থায় রোজা তার জন্য ক্ষতিকর হবে, তাহলে দুর্বলতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রোজা পরিত্যাগ করতে পারবে। আর তখন এ ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তবে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত সমন্বয় সাধনের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এটা তো কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকেরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহর আনুগত্যে আত্মনিয়োগকারীর তার সাথে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তবে কিন্তু উক্ত সমালোচনা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা রোগবৃদ্ধির আশঙ্কায় তো তায়াম্মুমেরও বিধান রয়েছে, এবং এটাতো নির্ভরশীলতা ও আনুগত্যের পরিপন্থি হওয়ার দোষে দোষযুক্ত হয়নি।

فَلِأَنْ يَصْرِفَهُ إِلٰى مَنَافِعِ دِيْنِهٖ وَهِيَ قَضَاءُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ أَوْلٰى لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ فِيْ هٰذَا الرَّمَضَانِ لَمْ يُعَاقَبْ لِأَجْلِ رَمَضَانَ وَيُعَاقَبُ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلُ لَيْسَ أَهَمَّ لَهُ لَا فِيْ مَصَالِحِ دِيْنِهٖ وَلَا فِيْ مَصَالِحِ دُنْيَاهُ أَوْ يَكُوْنُ مِعْيَارًا لَهُ لَا سَبَبًا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ عَطْفٌ عَلَى السَّابِقِ وَهُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ لِلْمُؤَقَّتِ فَإِنَّ وَقْتَ الْقَضَاءِ مِعْيَارٌ بِلَا شُبْهَةٍ وَسَبَبُ وُجُوْبِهٖ هُوَ شُهُوْدُ الشَّهْرِ السَّابِقِ لَا هٰذِهِ الْأَيَّامُ فَإِنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ سَبَبُ الْأَدَاءِ وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ شَرْطِيَّتِهٖ وَالظَّاهِرُ الْعَدَمُ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَعْيِيْنُ الْوَقْتِ فَأَيُّ وَقْتٍ يَكُوْنُ شَرْطَهُ وَ وَقَعَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ "وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ" فَإِنَّ وَقْتَهُ مِعْيَارٌ لَهُ وَلَيْسَ سَبَبًا لِوُجُوْبِهٖ وَإِنَّمَا السَّبَبُ هُوَ النَّذْرُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَلِأَنْ يَصْرِفَهُ إِلٰى مَنَافِعِ دِيْنِهٖ وَهِيَ قَضَاءُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ أَوْلٰى যেহেতু এর দ্বারা সে তার দীনি কল্যাণ লাভে নিয়োজিত হওয়া তথা ওয়াজিব قضاء ও কাফফারা আদায়ে উক্ত সময়কে ব্যয় করা অধিকতর কল্যাণের হবে لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ فِيْ هٰذَا الرَّمَضَانِ لَمْ يُعَاقَبْ لِأَجْلِ رَمَضَانَ কারণ উক্ত রমজানে সে মৃত্যুবরণ করলে সে রমজানের রোজা না রাখার দরুন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না وَيُعَاقَبُ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ কিন্তু قضاء ও কাফফারার রোজা না রাখার দরুন তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে وَالنَّفْلُ لَيْسَ أَهَمَّ لَهُ لَا فِيْ مَصَالِحِ دِيْنِهٖ وَلَا فِيْ مَصَالِحِ دُنْيَاهُ পক্ষান্তরে, নফল তার জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, না দীনি ব্যাপারে আর না পার্থিব ব্যাপারে أَوْ يَكُوْنُ مِعْيَارًا لَهُ لَا سَبَبًا অথবা ওয়াক্ত مَأْمُوْر بِهٖ مُوَقَّتْ -এর জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড) হবে, তবে سَبَبْ হবে না كَقَضَاءِ رَمَضَانَ যথা— রমজানের قضاء রোজা عَطْفٌ عَلَى السَّابِقِ আর এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যে إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ ظَرْفًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট وَهُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ لِلْمُؤَقَّتِ এবং এটা أَمْر مُوَقَّتْ -এর চতুষ্টয় প্রকারের তৃতীয় প্রকার فَإِنَّ وَقْتَ الْقَضَاءِ مِعْيَارٌ بِلَا شُبْهَةٍ কেননা, قضاء -এর ওয়াক্ত নিঃসন্দেহে مِعْيَارْ (মানদণ্ড) وَسَبَبُ وُجُوْبِهٖ هُوَ شُهُوْدُ الشَّهْرِ السَّابِقِ আর পূর্ববর্তী মাসের অস্তিত্ব লাভ হলো তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ - لَا هٰذِهِ الْأَيَّامُ তবে এগুলো মূলত قضاء ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ নয় فَإِنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ سَبَبُ الْأَدَاءِ কারণ قضاء -এর سَبَبْ ই أداء -এর সবব وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ شَرْطِيَّتِهٖ আর ওয়াক্ত শর্ত হওয়ার ব্যাপারটা জ্ঞাত নয় وَالظَّاهِرُ الْعَدَمُ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَعْيِيْنُ الْوَقْتِ প্রকাশ্য হলো না, কারণ তখন ওয়াক্ত নির্দিষ্ট হওয়া জ্ঞাত নয় فَأَيُّ وَقْتٍ يَكُوْنُ شَرْطَهُ তবে কোন ওয়াক্ত তার শর্ত হবে وَ وَقَعَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ কোনো কোনো কিতাবে তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হিসেবে مُطْلَقْ মানতকে উল্লেখ করা হয়েছে فَإِنَّ وَقْتَهُ مِعْيَارٌ لَهُ কেননা, مُطْلَقْ মানতের ওয়াক্ত এটার জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড) وَلَيْسَ سَبَبًا لِوُجُوْبِهٖ - وَقْت টা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ নয় وَإِنَّمَا السَّبَبُ هُوَ النَّذْرُ বরং মানতই তার سَبَبْ হবে।

সরল অনুবাদ : যেহেতু এর দ্বারা সে তার দীনি কল্যাণ লাভে নিয়োজিত হওয়া তথা ওয়াজিব قضاء ও কাফফারা আদায়ে উক্ত সময়কে ব্যয় করা অধিকতর কল্যাণকর হবে। কারণ উক্ত রমজানে সে মৃত্যুবরণ করলে সে রমজানের রোজা না রাখার দরুন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু قضاء ও কাফফারার রোজা না রাখার দরুন তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে নফল তার জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, না দীনি ব্যাপারে আর না পার্থিব ব্যাপারে। অথবা ওয়াক্ত مَأْمُوْر بِهٖ مُوَقَّتْ-এর জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড) হবে। তবে سَبَبْ হবে না। যথা— রমজানের قضاء রোজা। আর এটাও পূর্ববর্তী বক্তব্যে إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ ظَرْفًا-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এবং এটা أَمْر مُوَقَّتْ-এর চতুষ্টয় প্রকারের তৃতীয় প্রকার কেননা قضاء-এর ওয়াক্ত নিঃসন্দেহে مِعْيَارْ (মানদণ্ড)। আর পূর্ববর্তী মাসের অস্তিত্ব লাভ হলো তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ তবে এগুলো মূলত قضاء ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ নয়। কারণ قضاء ই سَبَبْ أداء-এর سَبَبْ আর ওয়াক্ত শর্ত হওয়ার ব্যাপারটা জ্ঞাত নয়। তবে ওয়াক্ত হিসেবে ধার্য করা হবে। কোনো কোনো কিতাবে তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হিসেবে مُطْلَقْ মানতকে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা مُطْلَقْ মানতের ওয়াক্ত এটার জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড)। وَقْت এটা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ নয়; বরং মানতই তার سَبَبْ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ أَهَمَّ لَهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মুসান্নেফ (র.) রমজান মাসে মুসাফিরের নফল রোজা রাখা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, নফল রোজা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, তাই এটা আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়নি। প্রশ্ন হতে পারে নফল যদিও (মুসাফিরের জন্য) সেই সময়কার ফরজ হতে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথাপি এটা রোজা না রাখা হতে উত্তম। আর যখন রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হলো তখন নফল রোজা রাখার অনুমতি তো অবশ্যই সাব্যস্ত হবে ? তার উত্তরে বলা হবে, এমন এক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যা রোজা রাখার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না। অন্যথা রোজা না রাখার কোনো হেতু থাকতে পারে না। সুতরাং মুসাফির যদি রোজা না রাখে তাহলে তার শারীরিক কল্যাণ লাভ হবে। এটা এমন উপকার যা সেই সময়কার রোজা রাখার মাধ্যমে অর্জিত হবে না অপরদিকে অপর অন্য কোনো ওয়াজিব রোজা রাখলে একটি وَاجِبْ-এর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এটাও এমন উপকার যা সে সময়ের ফরজ আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না, পক্ষান্তরে নফল রোজা রাখলে শুধু আখেরাতে ছওয়াবের অধিকারী হবে। অথচ ওয়াক্তিয়া ফরজ আদায়ের দ্বারা তা হতেও অধিক ছওয়াব লাভ করতে পারবে। অতএব তাকে ওয়াক্তিয়া ফরজ রোজার পরিবর্তে নফল রোজা রাখার অনুমতি দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى السَّابِقِ الخ -এর আলোচনা : أَوْ يَكُوْنُ مِعْيَارًا لَهُ বাক্যটি পূর্বোক্ত إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ ظَرْفًا-এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ مامور به -এর জন্যে সময় যরফ হবে, অথবা মানদণ্ড হবে।

قَوْلُهُ لَا هٰذِهِ الْأَيَّامُ الخ -এর আলোচনা : এ দিনগুলো নয়। অর্থাৎ যে দিনগুলোতে কাযা সম্পন্ন করা হয়েছে। এ দিনগুলো কাযা ওয়াজিব হবার সবব তথা কারণ নয়; বরং কাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কারণ হলো পূর্ববর্তী মাস প্রত্যক্ষকরণ। কেননা, আদার জন্যে যা সবব তা কাযার জন্যও সবব।

قَوْلُهُ اَلنَّذْرُ الْمُطْلَقُ الخ -এর আলোচনা : نَذْر مُطْلَقْ বলা হয় ঐ মানতকে যার জন্যে কোনো সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। যেমন কেউ বলল نَذَرْتُ أَنْ أَصُوْمَ يَوْمًا (আমি মানত করলাম যে, একদিন রোজা রাখব) এরূপ মানতের জন্যে সময় মানদণ্ড সবব নয়; বরং মানত করাই এর সবব

وَاَمَّا النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ فَقِيْلَ اِنَّهُ شَرِيْكٌ لِلنَّذْرِ الْمُطْلَقِ فِيْ هٰذَا الْمَعْنٰى وَاِنَّمَا يُخَالِفُهُ فِيْ بَعْضِ اَحْكَامِهٖ وَهُوَ اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِيْنِ وَعَدَمُ اِحْتِمَالِ الْفَوَاتِ وَلِذَا قَيَّدَهُ بِهٖ وَالظَّاهِرُ اَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ شَرِيْكٌ لِرَمَضَانَ فِيْ كَوْنِ الْاَيَّامِ مِعْيَارًا لَهٗ وَسَبَبًا لِلْوُجُوْبِ بَعْدَمَا اَوْجَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ فِيْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ وَاِنْ قَالُوْا بِاَنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ لِلْوُجُوْبِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ شَرِيْكٌ لِرَمَضَانَ فِيْ بَعْضِ الْاَحْكَامِ وَلِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِيْ بَعْضٍ اٰخَرَ فَالْحَقُّ بِاَيِّهِمَا شِئْتَ وَصَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِيْ جَعَلَ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ مِنْ جِنْسِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَالنَّذْرَ الْمُطْلَقَ مِنْ اَقْسَامِ الْاَمْرِ الْمُقَيَّدِ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ مِنْ قُبَيْلِ الزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَمَنْ اَدْخَلَهُمَا فِي الْمُقَيَّدِ نَظَرَ اِلٰى اَنَّهُمَا مُقَيَّدَانِ بِالْاَيَّامِ دُوْنَ اللَّيَالِيْ وَهٰذَا تَمَحُّلٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ অতঃপর নির্দিষ্ট মানতের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে فَقِيْلَ اِنَّهُ شَرِيْكٌ لِلنَّذْرِ الْمُطْلَقِ فِيْ هٰذَا الْمَعْنٰى কারো কারো মতে এ অর্থে তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃত মানতের সদৃশ وَاِنَّمَا يُخَالِفُهُ فِيْ بَعْضِ اَحْكَامِهٖ তবে কিছু আহকামের نَذْر مُطْلَق বা সাধারণ মানত ও نَذْر مُعَيَّنْ বা নির্দিষ্ট মানতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে وَهُوَ اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِيْنِ অর্থাৎ نَذْر مُطْلَق বা সাধারণ মানতের মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্টকরণ শর্ত وَعَدَمُ اِحْتِمَالِ الْفَوَاتِ এবং এটা فَوْت বা ছুটে যাওয়ার কোনো অবকাশ রাখে না وَلِذَا قَيَّدَهُ بِهٖ আর এ কারণে এর শর্ত করেছেন وَالظَّاهِرُ اَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ شَرِيْكٌ لِرَمَضَانَ আর স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, نَذْر مُعَيَّنْ এটা রমজানের সাদৃশ্য فِيْ كَوْنِ الْاَيَّامِ مِعْيَارًا لَهٗ وَسَبَبًا لِلْوُجُوْبِ কেননা, দিনগুলো তার জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড) এবং وُجُوْب -এর জন্য সবব بَعْدَ مَا اَوْجَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ فِيْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ অতঃপর যখন এ দিনগুলোতে এটা আদায় করা مُكَلَّفْ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছে, তখন দিনগুলো তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ সাব্যস্ত হয়ে যাবে وَاِنْ قَالُوْا بِاَنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ لِلْوُجُوْبِ যদিও উসূলবিদগণ বলে থাকেন যে, نَذْر (মানত) ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবব وَالْحَاصِلُ اَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ شَرِيْكٌ لِرَمَضَانَ মোটকথা হলো– نَذْر مُعَيَّنْ রমজানের সদৃশ فِيْ بَعْضِ الْاَحْكَامِ কোনো কোনো আহকামে وَلِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِيْ بَعْضٍ اٰخَرَ আবার কিছু আহকামে রমজানের قَضَاء -এর সদৃশ فَالْحَقُّ بِاَيِّهِمَا شِئْتَ সুতরাং সেগুলোর মধ্যে হতে যে কোনো একটির সাথে যুক্ত করতে পারবে وَصَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِيْ جَعَلَ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ مِنْ جِنْسِ صَوْمِ رَمَضَانَ তবে মুনতাখাবে হুসামী প্রণেতা نَذْر مُعَيَّنْ কে রমজানের রোজার শ্রেণীভুক্ত করেছেন وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَالنَّذْرَ الْمُطْلَقَ مِنْ اَقْسَامِ الْاَمْرِ الْمُقَيَّدِ আর রমজানের قَضَاء ও نَذْر مُطْلَق কে اَمْر مُقَيَّدْ -এর শ্রেণীভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ مِنْ قُبَيْلِ الزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ বরং এগুলো যাকাত ও সদকায়ে ফিতরের শ্রেণীভুক্ত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমিত নয় وَمَنْ اَدْخَلَهُمَا فِي الْمُقَيَّدِ আর যারা একে اَمْر مُقَيَّدْ -এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন نَظَرَ اِلٰى اَنَّهُمَا مُقَيَّدَانِ بِالْاَيَّامِ তারা এ দৃষ্টিকোণ হতে তা করেছেন যে, এটা দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ دُوْنَ اللَّيَالِيْ রাত্রির قَيْد মুক্ত নয় وَهٰذَا تَمَحُّلٌ তবে এটা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

সরল অনুবাদ : অতঃপর নির্দিষ্ট মানতের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মতে এ অর্থে তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃত মানতের সদৃশ। তবে কিছু আহকামে نَذْر مُطْلَق বা সাধারণ মানত ও نَذْر مُعَيَّنْ বা নির্দিষ্ট মানতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ نَذْر مُطْلَق বা সাধারণ মানতের মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্টকরণ শর্ত এবং এটা فَوْت বা ছুটে যাওয়ার কোনো অবকাশ রাখে না। (পক্ষান্তরে نَذْر مُعَيَّنْ-এর মধ্যে ওয়াক্ত নির্দিষ্টকরণের নিয়ত শর্ত নয়। আর এটা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।) আর স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, نَظَر مُعَيَّنْ টা রমজানের সদৃশ। কেননা দিনগুলো তার জন্য مِعْيَارْ (মানদণ্ড)। অতঃপর যখন এ দিনগুলোতে এটা আদায় করা مُكَلَّفْ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছে, তখন দিনগুলো তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যদিও উসূলবিদগণ বলে থাকেন যে, نَذْر (মানত) ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبْ। মোটকথা হলো نَذْر مُعَيَّنْ কোনো কোনো আহকামে রমজানের সাদৃশ্য, আবার কিছু আহকামে রমজানের قَضَاء -এর সাদৃশ্য। সুতরাং সেগুলোর মধ্যে হতে যে কোনো একটির সাথে যুক্ত করতে পারবে। তবে মুনতাখাবে হুসামী প্রণেতা نَذْر مُعَيَّنْ -কে রমজানের রোজার শ্রেণীভুক্ত করেছেন। আর রমজানের قَضَاء ও نَذْر مُطْلَق -কে اَمْر مُقَيَّدْ-এর শ্রেণীভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এগুলো যাকাত ও সাদকায়ে ফিতিরের শ্রেণীভুক্ত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে সীমিত নয়। আর যে সব উসূলবিদগণ এতদুভয়কে اَمْر مُقَيَّدْ-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তারা এ দৃষ্টিকোণ হতে তা করেছেন যে, এটা দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ; রাত্রির قَيْد মুক্ত নয়, তবে এটা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا يُخَالِفُهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَذْر مُطْلَق টা কিছুসংখ্যক বিধানাবলিতে রমজানের قَضَاء-এর সদৃশ কিভাবে হয়? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কিছু কিছু হুকুমের মধ্যে نَذْر مُعَيَّنْ (নির্দিষ্ট মানত) টা نَذْر مُطْلَق বা সাধারণ মানতের বিপরীত দেখা যায়। যেমন– نَذْر مُطْلَق (সাধারণ মানত)-এর মধ্যে নিয়ত নির্দিষ্টকরণ শর্ত। কিন্তু نَذْر مُعَيَّنْ (নির্দিষ্ট মানত)-এর মধ্যে তা শর্ত নয়। কেননা তা مُطْلَق নিয়ত বা নফল রোজার নিয়তের দ্বারা আদায় হয়ে যায়। কারণ نَذْر مُعَيَّنْ -এর মধ্যে ওয়াক্ত নির্দিষ্ট, আর نَذْر مُطْلَق-এর মধ্যে নিয়ত অনির্দিষ্ট। তা ছাড়াও نَذْر مُطْلَق বা সাধারণ মানত ছুটে যাওয়ার কোনো অবকাশ রাখে না। অর্থাৎ যখনই তা পালন করা হবে তখনই তাকে اَدَاء হিসেবে গণ্য করা হবে قَضَاء হিসেবে নয়। তবে نَذْر مُعَيَّنْ তার বিপরীত। কেননা তাকে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় না করলে اَدَاء হিসেবে গণ্য হবে না; বরং قَضَاء হিসেবে গণ্য হবে। তবে রমজানের قَضَاء রোজার মধ্যেও নিয়ত নির্দিষ্টকরণ শর্ত এবং এটাও ছুটে যাওয়ার অবকাশ রাখে না। সুতরাং উপরোক্ত বিধানগুলোতে نَذْر مُطْلَق -এর রমজানের قَضَاء-এর সাদৃশ্য। এ জন্যই গ্রন্থকার (র.) نَذْر -কে مُطْلَق-এর সাথে قَيْد যুক্ত করেছেন, আর মানতকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

وَتُشْتَرَطُ فِيْهِ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ وَلَايَحْتَمِلُ الْفَوَاتَ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ اَىْ يُشْتَرَطُ فِىْ هٰذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْمُؤَقَّتِ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ لِلْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَلَايَتَاَدّٰى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَلَابِنِيَّةِ النَّفْلِ اَوْ وَاجِبٍ اٰخَرَ كَذَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّبْيِيْتُ اَىِ النِّيَّةُ مِنَ اللَّيْلِ لِاَنَّ مَاسِوٰى رَمَضَانَ كُلَّهٗ مَحَلٌّ لِلنَّفْلِ فَيَقَعُ جَمِيْعُ الْاِمْسَاكَاتِ عَلَى النَّفْلِ مَالَمْ يُعَيَّنْ مِنَ اللَّيْلِ الصَّوْمُ الْعَارِضِىْ وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ بِخِلَافِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَاِنَّهٗ يَتَاَدّٰى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَنِيَّةِ النَّفْلِ وَلٰكِنْ لَايَتَاَدّٰى بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَلَايُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّبْيِيْتُ لِاَنَّهٗ مُعَيَّنٌ فِىْ نَفْسِهٖ كَرَمَضَانَ لَايَقَعُ الْاِمْسَاكُ الْمُطْلَقُ اِلَّا عَلَيْهِ مَالَمْ يَصْرِفْهُ اِلٰى وَاجِبٍ اٰخَرَ وَاَيْضًا لَايَحْتَمِلُ هٰذَا الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْفَوَاتَ بَلْ كُلَّمَا صَامَ لَهٗ يَكُوْنُ مُؤَدِّيًا لِاَنَّ كُلَّ الْعُمْرِ مَحَلٌّ لَهٗ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رح) اِنْ لَمْ يَقْضِ رَمَضَانَ حَتّٰى جَاءَ رَمَضَانُ اٰخَرُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ مَعَ الْقَضَاءِ جَبْرًا لَهٗ عَلَى التَّكَاسُلِ وَالتَّهَاوُنِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَتُشْتَرَطُ فِيْهِ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ এবং এ তৃতীয় প্রকারে নির্দিষ্টকরণের নিয়ত শর্ত وَلَايَحْتَمِلُ الْفَوَاتَ আর এটা ছুটে যাওয়ারও অবকাশ রাখে না بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ এটা প্রথমোক্ত দু'প্রকারের বিপরীত اَىْ يُشْتَرَطُ فِىْ هٰذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْمُؤَقَّتِ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ অর্থাৎ مُؤَقَّتْ -এর এ তৃতীয় প্রকারে تَعْيِيْن বা নির্দিষ্টকরণের নিয়ত শর্ত بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ لِلْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ সুতরাং مُكَلَّفْ এ ভাবে বলবে আমি قَضَاء ও মানতের নিয়ত করলাম وَلَا يَتَاَدّٰى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ আর مُطْلَقْ (সাধারণ) নিয়তের দ্বারা কার্য আদায় হবে না وَلَابِنِيَّةِ النَّفْلِ اَوْ وَاجِبٍ اٰخَرَ তদ্রূপ নফল বা অন্যকোনো ওয়াজিবের নিয়তের দ্বারাও কার্য আদায় হবে না كَذَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّبْيِيْتُ তেমনিভাবে এ প্রকারের রাত্রি হতে নিয়ত করাও শর্ত اَىِ النِّيَّةُ مِنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ রাত্র হতে নিয়ত করা শর্ত لِاَنَّ مَاسِوٰى رَمَضَانَ كُلَّهٗ مَحَلٌّ لِلنَّفْلِ কেননা, রমজান ব্যতীত সমস্ত দিনগুলোই নফলের জন্য সময় فَيَقَعُ جَمِيْعُ الْاِمْسَاكِ عَلَى النَّفْلِ সুতরাং যাবতীয় রোজাই নফল হিসেবে গণ্য হবে مَالَمْ يُعَيَّنْ مِنَ اللَّيْلِ যতক্ষণ পর্যন্ত না রাত্র হতে অন্য কোনো রোজাকে নির্দিষ্ট করা হবে الصَّوْمُ الْعَارِضِىْ আর নফল ব্যতীত অন্য রোজা হলো وَهُوَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ قَضَاء ও কাফফারা এবং সাধারণ মানতের রোজা بِخِلَافِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ তবে نَذْر مُعَيَّن বা নির্দিষ্ট মানতের রোজার কথা তার থেকে ভিন্ন فَاِنَّهٗ يَتَاَدّٰى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَنِيَّةِ النَّفْلِ কেননা, তা مُطْلَقْ নিয়ত বা নফলের নিয়তের দ্বারা আদায় হয়ে যাবে وَلٰكِنْ لَايَتَاَدّٰى بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اٰخَرَ তবে অন্যকোনো ওয়াজিবের নিয়তের দ্বারা আদায় হবে না وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّبْيِيْتُ তার نَذْر مُعَيَّن -এর মধ্যে রাত্র হতে নিয়ত করাও শর্ত নয় لِاَنَّهٗ مُعَيَّنٌ فِىْ نَفْسِهٖ كَرَمَضَانَ কেননা, রমজানের ন্যায় এটাও নির্দিষ্ট لَايَقَعُ الْاِمْسَاكُ الْمُطْلَقُ اِلَّا عَلَيْهِ مَالَمْ يَصْرِفْهُ اِلٰى وَاجِبٍ اٰخَرَ সুতরাং সাধারণ রোজা এর জন্যই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটাকে অন্যকোনো রোজার প্রতি ফিরানো হবে وَاَيْضًا لَايَحْتَمِلُ هٰذَا الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْفَوَاتَ আর এ তৃতীয় প্রকার فَوْت -এর অবকাশ রাখে না; بَلْ كُلَّمَا صَامَ لَهٗ يَكُوْنُ مُؤَدِّيًا বরং যখনই রমজানের قَضَاء -এর রোজা রাখবে, আদায়কারী হয়ে যাবে لِاَنَّ كُلَّ الْعُمْرِ مَحَلٌّ لَهٗ عِنْدَنَا কেননা, আমাদের মতে পূর্ণ জীবনই তার সময় বা স্থান وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِنْ لَمْ يَقْضِ رَمَضَانَ حَتّٰى جَاءَ رَمَضَانُ اٰخَرُ এক রমজানের قَضَاء আদায়ের পূর্বেই যদি আরেক রমজান এসে পড়ে تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ مَعَ الْقَضَاءِ তাহলে তার উপর قَضَاء -এর সাথে সাথে ফিদিয়াও ওয়াজিব হবে جَبْرًا لَهٗ عَلَى التَّكَاسُلِ وَالتَّهَاوُنِ যেন তার আলস্য ও অবহেলার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

সরল অনুবাদ : এবং এ তৃতীয় প্রকারে নির্দিষ্টকরণের নিয়ত শর্ত। আর এটা বা ছুটে যাওয়ারও অবকাশ রাখে না। এটা প্রথমোক্ত দু'প্রকারের বিপরীত। অর্থাৎ مُؤَقَّتْ-এর এ তৃতীয় প্রকারে تَعْيِيْن বা নির্দিষ্টকরণের নিয়ত শর্ত। সুতরাং (مُكَلَّفْ) এভাবে বলবে نَوَيْتُ لِلْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ (আমি قَضَاء ও মানতের নিয়ত করলাম।) مُطْلَقْ (সাধারণ) নিয়তের দ্বারা কার্য আদায় হবে না। তদ্রূপ নফল বা অন্য কোনো ওয়াজিবের নিয়তের দ্বারাও কার্য আদায় হবে না। তেমনিভাবে এ প্রকারের রাত্রি হতে নিয়ত করাও শর্ত। অর্থাৎ রাত্র হতে নিয়ত করা শর্ত। কেননা রমজান ব্যতীত সমস্ত দিনগুলোই নফলের জন্য مَحَلْ বা সময় সুতরাং যাবতীয় রোজাই নফল হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না রাত্র হতে অন্য কোনো রোজাকে নির্দিষ্ট করা হবে। আর নফল ব্যতীত অন্য রোজা হলো قَضَاء ও কাফফারা এবং نَذْر مُطْلَقْ বা সাধারণ মানতের রোজা। তবে نَذْر مُعَيَّنْ বা নির্দিষ্ট মানতের রোজার কথা তার থেকে ভিন্ন। কেননা তা مُطْلَقْ নিয়ত বা নফলের নিয়তের দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। তবে অন্য কোনো ওয়াজিবের নিয়তের দ্বারা আদায় হবে না। আর نَذْر مُعَيَّنْ-এর মধ্যে রাত্র হতে নিয়ত করাও শর্ত নয়। কেননা রমজানের ন্যায় এটাও নির্দিষ্ট। সুতরাং সাধারাণ রোজা এর জন্যই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটাকে অন্য কোনো রোজার প্রতি ফিরানো হবে। আর এ তৃতীয় প্রকার فَوْت-এর অবকাশ রাখে না; বরং যখনই রমজানের قَضَاء-এর রোজা রাখবে, আদায়কারী হয়ে যাবে। কেননা আমাদের মতে পূর্ণ জীবনই তার স্থান বা সময়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক রমজানের قَضَاء আদায়ের পূর্বেই যদি আরেক রমজান এসে পড়ে, তাহলে তার উপর قَضَاء-এর সাথে সাথে ফিদিয়াও ওয়াজিব হবে। যেন তার আলস্য ও অবহেলার ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بَلْ كُلَّمَا صَامَ لَهُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) রমজানের قَضَاء ছুটে না যাওয়ার কি অর্থ ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَمْر مُؤَقَّتْ-এর আলোচ্য তৃতীয় প্রকার ছুটে যাওয়ার কোনো অবকাশ রাখে না; বরং (রমজানের কাজার) রোজা যখনই রাখবে তখনই তা আদায় হিসেবে গণ্য হবে। এখানে فَوْت বা ছুটে না যাওয়ার অর্থ হলো قَضَاء করার কোনো অবকাশ না রাখা। কেননা যখনই রোজা রাখুক না কেন তা اَدَاء হিসেবেই গণ্য হবে, قَضَاء হিসেবে নয়। আর এটার অর্থ এ নয় যে, তা কোনো অবস্থায়ই فَوْت বা ছুটে যাবে না। কারণ মৃত্যুবরণ করলে তা তো فَوْت হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়।

بِخِلَافِ الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ وَهُمَا الصَّلٰوةُ وَالصَّوْمُ فَاِنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِ الْفَوَاتَ اِذَا لَمْ يُؤَدِّهِمَا فِى الْوَقْتِ الْمَعْهُوْدِ فَيَكُوْنُ قَضَاءً اَوْ يَكُوْنُ مُشْكِلًا يَشْبَهُ الْمِعْيَارَ وَالظَّرْفَ كَالْحَجِّ عَطْفٌ عَلٰى مَاسَبَقَ وَهُوَ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ اَنْوَاعِ الْمُؤَقَّتِ يَعْنِىْ اَوْ يَكُوْنَ وَقْتُ الْمُؤَقَّتِ مُشْكِلًا اَىْ مُشْتَبَهُ الْحَالِ يَشْبَهُ الْمِعْيَارَ مِنْ وَجْهٍ وَالظَّرْفَ مِنْ وَجْهٍ وَنَظِيْرُهُ وَقْتُ الْحَجِّ فَاِنَّهُ مُشْكِلٌ بِهٰذَا الْمَعْنٰى وَذٰلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ اَلْاَوَّلُ اَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُوالْقَعْدَةِ وَعَشَرَةُ ذِى الْحِجَّةِ وَالْحَجُّ لَايُؤَدّٰى اِلَّا فِىْ بَعْضِ عَشَرَةِ ذِى الْحِجَّةِ فَيَكُوْنُ الْوَقْتُ فَاضِلًا فَمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ يَكُوْنُ ظَرْفًا وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهُ لَايُؤَدّٰى فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ اِلَّا حَجٌّ وَاحِدٌ يَكُوْنُ مِعْيَارًا بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّهُ فِىْ وَقْتٍ وَاحِدٍ يُؤَدّٰى صَلٰوةٌ مُخْتَلِفَةٌ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ এটা প্রথমোক্ত দু' প্রকারের বিপরীত وَهُمَا الصَّلٰوةُ وَالصَّوْمُ অর্থাৎ নামাজ ও রোজার বিপরীত فَاِنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِ الْفَوَاتَ কেননা, সালাত ও সাওম فَوْت -এর সম্ভাবনা রাখে اِذَا لَمْ يُؤَدِّهِمَا فِى الْوَقْتِ الْمَعْهُوْدِ সুতরাং তাদেরকে নির্ধারিত সময় আদায় না করলে فَيَكُوْنُ قَضَاءً قَضَاء হয়ে যাবে اَوْ يَكُوْنُ مُشْكِلًا অথবা ওয়াক্ত مُشْكِلٌ হবে يَشْبَهُ الْمِعْيَارَ وَالظَّرْفَ অর্থাৎ তা مِعْيَار ও ظَرْف উভয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে كَالْحَجِّ যেমন হজ عَطْفٌ عَلٰى مَا سَبَقَ এটাও গ্রন্থকারের পূর্ববর্তী বক্তব্য اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ ظَرْفًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট وَهُوَ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ اَنْوَاعِ الْمُؤَقَّتِ এবং এটা اَمْر مُؤَقَّت -এর চার প্রকারের চতুর্থ প্রকার اَوْ يَكُوْنَ وَقْتُ الْمُؤَقَّتِ مُشْكِلًا অর্থাৎ مُؤَقَّت -এর এক প্রকার এমন যা مُشْكِلٌ - اَىْ مُشْتَبِهُ الْحَالِ অর্থাৎ مُشْتَبِهُ الْحَالِ (সন্দেহযুক্ত) তা এক দিকের বিবেচনায় مِعْيَار -এর সদৃশ يَشْبَهُ الْمِعْيَارَ مِنْ وَجْهٍ وَالظَّرْفَ مِنْ وَجْهٍ আবার অপর দিকের বিবেচনায় ظَرْف -এর সদৃশ وَنَظِيْرُهُ وَقْتُ الْحَجِّ فَاِنَّهُ مُشْكِلٌ بِهٰذَا الْمَعْنٰى তার দৃষ্টান্ত হলো হজের ওয়াক্ত, কেননা, অর্থে তা مُشْكِلٌ বা জটিল وَذٰلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ এবং তা দু' কারণে হয়ে থাকে اَلْاَوَّلُ اَنَّ وَقْتَ الْحَجِّ شَوَّالٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَعَشَرَةُ ذِى الْحِجَّةِ প্রথমতঃ হজের ওয়াক্ত হলো শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহজ্জের দশদিন وَالْحَجُّ لَايُؤَدّٰى اِلَّا فِىْ بَعْضِ عَشَرَةِ ذِى الْحِجَّةِ কিন্তু বাস্তবে কেবল যিলহজ্জের দশ দিনের অংশ বিশেষের মধ্যে হজ সংঘটিত হয়ে থাকে فَيَكُوْنُ الْوَقْتُ فَاضِلًا সুতরাং ওয়াক্ত অতিরিক্ত হবে فَمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ يَكُوْنُ ظَرْفًا আর সে দিকের বিবেচনায় ওয়াক্ত ظَرْف হবে وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهُ لَايُؤَدّٰى فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ اِلَّا حَجٌّ وَاحِدٌ আর এ হিসেবে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র এক হজই আদায় করা হয় يَكُوْنُ مِعْيَارًا بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ এবং সেই ওয়াক্তটা مِعْيَار হবে, এটা নামাজের বিপরীত فَاِنَّهُ فِىْ وَقْتٍ وَاحِدٍ يُؤَدّٰى صَلٰوةٌ مُخْتَلِفَةٌ কেননা, এক ওয়াক্তের মধ্যে বিভিন্ন নামাজ আদায় করা যেতে পারে।

সরল অনুবাদ : এটা প্রথমোক্ত দু'প্রকারের বিপরীত। অর্থাৎ নামাজ ও রোজার বিপরীত। কেননা সালাত ও সাওম فَوْت-এর সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং তাদেরকে নির্ধারিত সময় আদায় না করলে قَضَاء হয়ে যাবে। **অথবা ওয়াক্ত مُشْكِلٌ হবে। অর্থাৎ তা ظَرْف ও مِعْيَار উভয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন– হজ।** এটাও গ্রন্থকারের পূর্ববর্তী বক্তব্য " اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ ظَرْفًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এবং এটা اَمْر مُؤَقَّت-এর চার প্রকারের চতুর্থ প্রকার। অর্থাৎ مُؤَقَّت-এর এক প্রকার এমন যা مُشْكِلٌ অর্থাৎ مُشْتَبِهُ الْحَالِ (সন্দেহযুক্ত) তা এক দিকের বিবেচনায় مِعْيَار-এর সদৃশ। আবার অপরদিকের বিবেচনায় ظَرْف এর সদৃশ। তার দৃষ্টান্ত হলো–হজের ওয়াক্ত। কেননা উক্ত অর্থে তা مُشْكِلٌ বা জটিল। এবং উক্ত প্রশ্ন দু' কারণে হয়ে থাকে। (১) হজের ওয়াক্ত হলো– শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহজ্জের দশ দিন। কিন্তু বাস্তবে কেবল যিলহজ্জের দশ দিনের অংশ বিশেষের মধ্যে হজ সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং ওয়াক্ত অতিরিক্ত হবে। আর সে দিকের বিবেচনায় ওয়াক্ত ظَرْف হবে। আর এ হিসেবে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে শুধু মাত্র এক হজই আদায় করা হয়। এবং সেই ওয়াক্তটা مِعْيَار হবে। এটা নামাজের বিপরীত। কেননা এক ওয়াক্তের মধ্যে বিভিন্ন নামাজ আদায় করা যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ الخ : প্রকাশ থাকে যে, حَجّ -এর মাস তিনটি; যেমন– (ক) শাওয়াল (খ) যিলকদ (গ) যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। এ মাসসমূহের পূর্বে حَجّ -এর اِحْرَام বাঁধা যায় না। এর পূর্বে ইহরাম বাঁধলে মাকরূহে তাহরীমী হবে। হজ-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন– اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ (الاية)

قَوْلُهُ يَكُوْنُ مِعْيَارًا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হজের وَقْت হজের জন্য مِعْيَار হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যেহেতু হজের মওসুমে শুধুমাত্র একবারই হজ পালিত হয়ে থাকে। আর হজ পালনের পরও অনেক সময় অতিরিক্ত থেকে যায়। তাই প্রথমোক্ত বৎসরের বিবেচনায় وَقْت হজের জন্য مِعْيَار এবং উক্ত বৎসরের পরের বিবেচনায় وَقْت হজের জন্য ظَرْف হবে। উল্লেখ্য যে, এক বৎসর হলো হজের জন্য অংশ বিশেষ। কেননা হজ জীবনে একবার ফরজ হয়ে থাকে। সুতরাং সারা জীবনই এর জন্য সময়। আর এটা তো অবশ্যই অতিরিক্ত। যা অংশ বিশেষ তথা এক বৎসর مِعْيَار হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। আর অংশ বিশেষ مِعْيَار হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ অংশ مِعْيَار হওয়া জরুরি নয়।

وَالثَّانِي اَنَّ الْحَجَّ لَايُفْرَضُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَاِنْ اَدْرَكَ الْعَامَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ يَكُوْنُ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا يُؤَدِّيْهِ فِيْ اَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَاِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْعَامَ الثَّانِيَ يَكُوْنُ الْوَقْتُ مُضَيَّقًا لَابُدَّ لَهُ اَنْ يُؤَدِّيَ فِي الْعَامِ الْاَوَّلِ لٰكِنَّ اَبَا يُوْسُفَ (رح) اِعْتَبَرَ جَانِبَ التَّضْيِيْقِ وَمُحَمَّدًا اِعْتَبَرَ جَانِبَ التَّوَسُّعِ عَلٰى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (رح) وَيَتَعَيَّنُ اَشْهُرُ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْاَوَّلِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رح) اَيْ لَابُدَّ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اَنْ يُؤَدِّيَ الْحَجَّ فِي الْعَامِ الْاَوَّلِ اِحْتِيَاطًا اِحْتِرَازٌ عَنِ الْفَوَاتِ فَاِنَّ الْحَيٰوةَ اِلَى الْعَامِ الثَّانِيْ مَوْهُوْمٌ وَالْوَقْتُ مَدِيْدٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِيْ اَنَّ الْحَجَّ لَايُفْرَضُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً দ্বিতীয় কারণ হলো জীবনে কেবল একবারই হজ ফরজ হয়ে থাকে فَاِنْ اَدْرَكَ الْعَامَ الثَّانِيْ وَالثَّالِثَ يَكُوْنُ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا সুতরাং مُكَلَّفْ যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সালকেও পায়, তাহলে ওয়াক্ত প্রসারিত হয়ে যাবে يُؤَدِّيْهِ فِيْ اَيِّ وَقْتٍ شَاءَ যখন ইচ্ছা সে হজ আদায় করতে পারবে وَاِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْعَامَ الثَّانِيْ আর দ্বিতীয় বৎসর না পেলে يَكُوْنُ الْوَقْتُ مُضَيَّقًا সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে لَابُدَّ لَهُ اَنْ يُؤَدِّيَ فِي الْعَامِ الْاَوَّلِ তার জন্য প্রথম বৎসরই আদায় করা ওয়াজিব হবে لٰكِنَّ اَبَا يُوْسُفَ (رح) اِعْتَبَرَ جَانِبَ التَّضْيِيْقِ তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) সংকীর্ণতার দিক বিবেচনা করেছেন وَمُحَمَّدًا اِعْتَبَرَ جَانِبَ التَّوَسُّعِ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) সম্প্রসারিত হওয়ার দিক বিবেচনা করেছেন عَلٰى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (رح) যেমন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন- وَيَتَعَيَّنُ اَشْهُرُ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْاَوَّلِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, হজের মাসগুলো প্রথম মাস হতে নির্দিষ্ট হবে خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رح) ইমাম মুহাম্মদ (র.) অবশ্য তার বিপরীত অভিমত পেশ করে থাকেন اَيْ لَابُدَّ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اَنْ يُؤَدِّيَ الْحَجَّ فِي الْعَامِ الْاَوَّلِ اِحْتِيَاطًا অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে مُكَلَّفْ সাবধানতা অবলম্বনে প্রথম বৎসরই হজ পালন করা অত্যাবশ্যক اِحْتِرَازٌ عَنِ الْفَوَاتِ যেন হজ ছুটে যাওয়া হতে মুক্তি পেতে পারে فَاِنَّ الْحَيٰوةَ اِلَى الْعَامِ الثَّانِيْ مَوْهُوْمٌ কারণ পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকা অনিশ্চিত وَالْوَقْتُ مَدِيْدٌ আর এটা এক দীর্ঘ সময়।

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয় কারণ হলো জীবনে কেবল একবারই হজ ফরজ হয়ে থাকে। সুতরাং مُكَلَّفْ যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সালকেও পায় তাহলে ওয়াক্ত প্রসারিত হয়ে যাবে, যখন ইচ্ছা সে হজ আদায় করতে পারবে। আর দ্বিতীয় বৎসর না পেলে সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে। তার জন্য প্রথম বৎসরই আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সংকীর্ণতার দিকে এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) সম্প্রসারিত হওয়ার দিক বিবেচনা করেছেন। যেমন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন **এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হজের মাসগুলো প্রথম মাস হতে নির্দিষ্ট হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) অবশ্য তার বিপরীত অভিমত পেশ করে থাকেন।** অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে مُكَلَّفْ সাবধানতা অবলম্বনে প্রথম বৎসরই হজ পালন করা অত্যাবশ্যক, যেন হজ ছুটে যাওয়া হতে মুক্তি পেতে পারে। কারণ পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকা অনিশ্চিত। আর এটা এক দীর্ঘ সময়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِحْتِيَاطًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হজের জন্য প্রথম বৎসরকে নির্দিষ্ট করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে فَوْت হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাবধানতা অবলম্বনে প্রথম বৎসরেই হজ আদায় করা অত্যাশ্যক বলে মনে করেন। অর্থাৎ اِحْتِيَاطْ তথা সতর্কতার খাতিরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হজ ফরজ হওয়ার প্রথম বৎসরকেই হজ পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইমাম কারখী (র.)-এর ন্যায় তাৎক্ষণিক ভাবে হজ ফরজ হওয়ার অভিমত পোষণকারী হওয়ার কারণে তিনি প্রথম বৎসরকে হজ পালনের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। কেননা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কেউ যদি প্রথম বৎসর হজ পালনে সক্ষম না হয় তাহলে দ্বিতীয় বৎসর পালন করলে সে قَضَاءْ কারী হবে না; বরং اَدَاءْ কারীই হবে। এবং সে গুনাহগারও হবে না। কিন্তু ইমাম কারখী (র.) সম্পূর্ণ তার বিপরীত অভিমত পেশ করেন যে, তাকে قَضَاءْ কারী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সে গুনাহগারও হবে।

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَتَرَخَّصُ لَهُ اَنْ يُؤَخِّرَ اِلَى الْعَامِ الْاٰخِرِ بِشَرْطِ اَنْ لَّا يَفُوْتَ مِنْهُ وَثَمَرَةُ الْاِخْتِلَافِ لَا تَظْهَرُ اِلَّا فِى الْاِثْمِ فَاِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِى الْعَامِ الْاَوَّلِ يَصِيْرُ فَاسِقًا مَرْدُوْدَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) ثُمَّ اِذَا اَدَّاهُ فِى الْعَامِ الثَّانِىْ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْاِثْمُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَهٰكَذَا فِىْ كُلِّ عَامٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَا يَأْثَمُ اِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ اَوْ اِدْرَاكِ عَلَامَاتِهِ وَلَا يَكُوْنُ مَرْدُوْدَ الشَّهَادَةِ وَلٰكِنْ كُلَّمَا اَدّٰى يَكُوْنُ اَدَاءً عِنْدَ الْفَرِيْقَيْنِ لَا قَضَاءً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَتَرَخَّصُ لَهُ اَنْ يُؤَخِّرَ اِلَى الْعَامِ الْاٰخِرِ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় বৎসর পর্যন্ত বিলম্ব করার জন্য مُكَلَّفْ-কে অনুমতি দেওয়া হবে بِشَرْطِ اَنْ لَّا يَفُوْتَ مِنْهُ এ শর্তে যে, তা ছুটে যেতে পারবে না وَثَمَرَةُ الْاِخْتِلَافِ لَا يَظْهَرُ اِلَّا فِى الْاِثْمِ আর এ মতবিরোধের ফলাফল শুধুমাত্র অপরাধ ও পাপের মধ্যেই প্রতিফলিত হবে فَاِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِى الْعَامِ الْاَوَّلِ সুতরাং مُكَلَّفْ প্রথম বৎসর হজ পালন না করে يَصِيْرُ فَاسِقًا مَرْدُوْدَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে সে ফাসিক হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না ثُمَّ اِذَا اَدَّاهُ فِى الْعَامِ الثَّانِىْ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْاِثْمُ অতঃপর দ্বিতীয় বৎসর আদায় করলে তার পাপ মুছে যাবে وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ এবং তার সাক্ষ্য দেওয়াও গ্রহণযোগ্য হবে وَهٰكَذَا فِىْ كُلِّ عَامٍ ঠিক তদ্রূপ এভাবে প্রতি বৎসর বলতে থাকবে وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَا يَأْثَمُ اِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ اَوْ اِدْرَاكِ عَلَامَاتِهِ পক্ষান্তরে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে কেবল মৃত্যুর সময় অথবা মৃত্যুর আলামত পাওয়া যাওয়ার সময় গুনাহগার সাব্যস্ত হবে وَلَا يَكُوْنُ مَرْدُوْدَ الشَّهَادَةِ এবং তার সাক্ষ্য পরিত্যক্ত হবে না وَلٰكِنْ كُلَّمَا اَدّٰى يَكُوْنُ اَدَاءً عِنْدَ الْفَرِيْقَيْنِ তবে যখনই হজ পালন করুক তা উভয়জনের মতেই আদা হিসেবে গণ্য হবে لَا قَضَاءً কাযা হিসেবে হবে না।

সরল অনুবাদ : এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় বৎসর পর্যন্ত বিলম্ব করার জন্য مُكَلَّفْ-কে অনুমতি দেওয়া হবে। এ শর্তে যে, তা ছুটে যেতে পারবে না। আর এ মতবিরোধের ফলাফল শুধুমাত্র অপরাধ ও পাপের মধ্যেই প্রতিফলিত হবে। সুতরাং مُكَلَّفْ যদি প্রথম বৎসর হজ পালন না করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে ফাসিক হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর দ্বিতীয় বৎসর আদায় করলে তার পাপ মুছে যাবে এবং তার সাক্ষ্য দেওয়াও গ্রহণযোগ্য হবে। ঠিক তদ্রূপ এভাবে প্রতি বৎসর চলতে থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে কেবল মৃত্যুর সময় অথবা মৃত্যুর আলামত পাওয়া যাওয়ার সময় গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। আর তার সাক্ষ্য পরিত্যক্ত হবে না। তবে যখনই হজ পালন করুক তা উভয়জনের মতেই আদা হিসেবে গণ্য হবে। قَضَاء হিসেবে হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَتَرَخَّصُ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হজের বিলম্বকরণের বৈধতা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যে বৎসর হজ ওয়াজিব হয়েছে সে বৎসর আদায় করা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় বৎসর পর্যন্ত বিলম্ব করার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে এ শর্তে যে, তা যেন ছুটে না যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের স্বপক্ষে দলিল হলো, নবী কারীম ﷺ দশম হিজরিতে হজ আদায় করেন। অথচ তার পূর্বেই হজ ফরজ হয়েছিল। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিলম্বকরণ জায়েজ আছে।

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ হতে উক্ত দলিলের উত্তর এভাবে দেওয়া হয় যে, ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণেই বিলম্বকরণ জায়েজ নেই এবং জীবনের নিশ্চয়তা না থাকার দরুনই فَوْت হওয়ার আশঙ্কা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু নবী করীম ﷺ-এর ব্যাপারে উপরোক্ত আশঙ্কা ছিলনা। কেননা লোকদেরকে হজের কার্যাবলি বর্ণনা করে দেওয়া হুযূর ﷺ-এর জন্য ওয়াজিব ছিল। তাই সে পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর জীবনেরও নিশ্চয়তা ছিল। আর হুযূর ﷺ ব্যতীত অন্যান্যদের ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না।

قَوْلُهُ يَصِيْرُ فَاسِقًا الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হজকে এক বৎসর বিলম্ব করলে সে ফাসিক হবে কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতবিরোধের ফলাফল শুধুমাত্র গুনাহগার হওয়ার ক্ষেত্রেই দেখা যাবে। অতএব যে প্রথম বৎসর হতে বিলম্ব করবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ব্যাখ্যাকার (র.) নূরুল আনওয়ার প্রণেতার উক্ত বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন যে, উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা তো তিনি ظَنِّىْ (সন্দেহযুক্ত) দলিলের উপর ভিত্তি করে বলেছেন। সুতরাং প্রথম বৎসর হতে বিলম্ব করলে সাগীরা গুনাহ হবে, কবীরা গুনাহ হবে না। কেননা কবীরা গুনাহ قَطْعِىْ বা অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এবং মাত্র একবার সগীরা গুনাহ করলে ফাসিক হয় না। তবে যদি বারবার করে তাহলে ফাসিক হয়ে যায়। সুতরাং কয়েক বৎসর বিলম্ব করলে ফাসিক হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।—দুররে মুখতার

قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কি ধরনের বিলম্বের দ্বারা গুনাহগার হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে হজ পালনে বিলম্ব করতে করতে যদি এক পর্যায়ে মৃত্যু এসে যায় বা মৃত্যুর লক্ষণাদি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে গুনাগার হবে। তবে 'তাহকীক' নামক গ্রন্থে আবুল ফজল কিরমানী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সঠিক অভিমত হলো, হজ করার পূর্বে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে দেখতে হবে মৃত্যু কিভাবে হয়েছে? যদি আকস্মিকভাবে হয়, তাহলে সে গুনাগার হবে না। আর যদি স্বাভাবিকভাবে হয়, তাহলে সে গুনাগার হবে। কিন্তু যদি এমন আলামত দেখা যায় যার দরুন তার মন বলে যে, বিলম্ব করতে তার মৃত্যু হয়ে যাবে, তাহলে সে বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে।

وَيَتَأَدَّى بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ لَابِنِيَّةِ النَّفْلِ هٰذَا مِنْ حُكْمِ كَوْنِهِ مُشْكِلًا اَىْ اِنْ اَدَّى الْحَجَّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ بِاَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ الْحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ نَوَيْتُ حَجَّ النَّفْلِ فَاِنَّهُ يَقَعُ عَنِ النَّفْلِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) يَقَعُ هٰهُنَا عَنِ الْفَرْضِ اَيْضًا لِاَنَّهُ سَفِيْهٌ يَجِبُ اَنْ يَّحْجُرَ عَلَيْهِ وَلَايُقْبَلُ تَصَرُّفُهُ قُلْنَا هٰذَا يُبْطِلُ الْاِخْتِيَارَ الَّذِىْ شَرْطٌ فِى الْعِبَادَاتِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْحَجَّ لَمَّا كَانَ يَشْبَهُ الْمِعْيَارَ وَالظَّرْفَ اَخَذَ شِبْهًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَمِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ مِعْيَارًا اَخَذَ شِبْهًا مِنَ الصَّوْمِ فَيَتَأَدّٰى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ كَالصَّوْمِ وَمِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ ظَرْفًا اَخَذَ شِبْهًا مِنَ الصَّلٰوةِ فَلَايَتَأَدّٰى بِنِيَّةِ النَّفْلِ كَالصَّلٰوةِ هٰكَذَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُّفْهَمَ ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ مَبَاحِثِ الْمُطْلَقِ وَالْمُوَقَّتِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ كَوْنِ الْكُفَّارِ مَأْمُوْرِيْنَ بِالْاَمْرِ اَوْ لَا فَقَالَ وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُوْنَ بِالْاَمْرِ بِالْاِيْمَانِ وَبِالْمَشْرُوْعِ مِنَ الْعُقُوْبَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْاِيْمَانِ فِى الْوَاقِعِ لَايَكُوْنُ اِلَّا لِلْكُفَّارِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَتَأَدّٰى بِاِطْلَاقِ النِّيَّةِ এবং ফরজ হজ مُطْلَقْ বা সাধারণ নিয়তের দ্বারা আদায় হয়ে যাবে لَابِنِيَّةِ النَّفْلِ নফলের নিয়তে আদায় হবে না هٰذَا مِنْ حُكْمِ كَوْنِهِ مُشْكِلًا এটা বহু কঠিন ওয়াক্তের একটি হুকুম اَىْ اِنْ اَدَّى الْحَجَّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ অর্থাৎ مُكَلَّفْ যদি مُطْلَقْ বা সাধারণ নিয়তে হজ আদায় করে بِاَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ الْحَجَّ উদাহরণ স্বরূপ এভাবে বলবে যে, আমি হজের নিয়ত করলাম يَقَعُ عَنِ الْفَرْضِ তাহলে এতে ফরজ হজ আদায় হয়ে যাবে بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ نَوَيْتُ حَجَّ النَّفْلِ তবে আমি নফল হজের নিয়ত করলাম বললে তার বিপরীত হুকুম হবে فَاِنَّهُ يَقَعُ عَنِ النَّفْلِ কারণ এর দ্বারা নফল হজ আদায় হবে (ফরজ হজ আদায় হবে না) وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) يَقَعُ هٰهُنَا عَنِ الْفَرْضِ اَيْضًا তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ স্থলেও (অর্থাৎ নফলের নিয়ত করলে) ফরজ হজই আদায় হবে لِاَنَّهُ سَفِيْهٌ يَجِبُ اَنْ يَّحْجُرَ عَلَيْهِ -এর কারণ হলো مُكَلَّفْ নির্বোধ এবং অবুঝ, তাই তাকে অপারগ ও অক্ষম ধরে তার ক্ষমতা প্রয়োগকে কার্যকর না করা وَلَا يُقْبَلُ تَصَرُّفُهُ অত্যাবশ্যক قُلْنَا هٰذَا يُبْطِلُ الْاِخْتِيَارَ الَّذِىْ شَرْطٌ فِى الْعِبَادَاتِ -এর উত্তরে আমরা (হানাফীগণ) বলব যে, এটা (অপারগতা ও অক্ষমতা) ঐ এখতিয়ারকে বাতিল করে দেয় যা ইবাদতের মধ্যে শর্ত وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْحَجَّ لَمَّا كَانَ يَشْبَهُ الْمِعْيَارَ وَالظَّرْفَ মোটকথা হলো যেহেতু হজ مِعْيَارْ এবং ظَرْف উভয়ের সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন اَخَذَ شِبْهًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا সেহেতু তা এতদুভয়ের প্রত্যেকটির সাথেই কিছু না কিছু সাদৃশ্য বজায় রেখেছে فَمِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ مِعْيَارًا اَخَذَ شِبْهًا مِنَ الصَّوْمِ সুতরাং দিকের বিবেচনায় যে, হজ (অর্থাৎ হজের সময়) মানদণ্ড তার সাথে রোজার সামান্য সাদৃশ্যতা রয়েছে فَيَتَأَدّٰى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ كَالصَّوْمِ অতএব, রোজার ন্যায় ফরজ হজও مُطْلَقْ নিয়তের দ্বারা আদায় হয়ে যাবে وَمِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ ظَرْفًا اَخَذَ شِبْهًا مِنَ الصَّلٰوةِ অপরদিকে এ বিবেচনায় যে হজটা ظَرْف সে হিসেবে নামাজের সাথে সামান্য সামঞ্জস্যতা রেখেছে فَلَا يَتَأَدّٰى بِنِيَّةِ النَّفْلِ كَالصَّلٰوةِ সুতরাং নামাজের ন্যায় তাও নফলের নিয়তে অদায় হবে না هٰكَذَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُّفْهَمَ তাকে এ ভাবেই বুঝে নেওয়া উচিত ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ مَبَاحِثِ الْمُطْلَقِ الْمُوَقَّتِ অতএব, গ্রন্থকার (র.) مُطْلَقْ ও مُوَقَّتْ -এর আলোচনা হতে অবসর হয়ে شَرَعَ فِىْ بَيَانِ كَوْنِ الْكُفَّارِ مَأْمُوْرِيْنَ بِالْاَمْرِ اَوْلَا এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন যে, কাফিররা اَمْر -এর দ্বারা আদিষ্ট হবে কি না? فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُوْنَ আর কাফিররা مُخَاطَبْ বা সম্বোধিত হবে بِالْاَمْرِ بِالْاِيْمَانِ ঈমান গ্রহণ وَبِالْمَشْرُوْعِ مِنَ الْعُقُوْبَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ দণ্ডবিধান ও লেনদেন সম্পর্কীয় বিধানাবলি পালনের জন্য لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْاِيْمَانِ فِى الْوَاقِعِ لَايَكُوْنُ اِلَّا لِلْكُفَّارِ কেননা, মূলত কেবল কাফিরদেরকেই ঈমান গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : এবং ফরজ হজ مُطْلَقْ বা সাধারণ নিয়তের দ্বারা আদায় হয়ে যাবে, নফলের নিয়তে আদায় হবে না। এটা বহু কঠিন ওয়াক্তের একটি হুকুম। অর্থাৎ مُكَلَّفْ যদি مُطْلَقْ বা সাধারণ নিয়তে হজ আদায় করে, উদাহরণ স্বরূপ এভাবে বলবে যে, نَوَيْتُ الْحَجَّ (আমি হজের নিয়ত করলাম) তাহলে এতে ফরজ হজ আদায় হয়ে যাবে। তবে نَوَيْتُ حَجَّ النَّفْلِ (আমি নফল হজের নিয়ত করলাম) বললে তার বিপরীত হুকুম হবে। কারণ এর দ্বারা নফল হজ আদায় হবে। (ফরজ হজ আদায় হবে না)। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে এ স্থলেও (অর্থাৎ নফলের নিয়ত করলে) ফরজ হজই আদায় হবে। এর কারণ হলো مُكَلَّفْ নির্বোধ এবং অবুঝ, তাই তাকে অপারগ ও অক্ষম ধরে তার ক্ষমতা প্রয়োগকে কার্যকর না করা অত্যাবশ্যক। এর উত্তরে আমরা (হানাফীগণ) বলব যে এটা (অপরাগতা ও অক্ষমতা) ঐ এখতিয়ারকে বাতিল করে দেয় যা ইবাদতের মধ্যে শর্ত। মোটকথা হলো যেহেতু হজ مِعْيَارْ এবং ظَرْف উভয়ের সাথেই সাদৃশ্য সম্পন্ন, সেহেতু তা এতদুভয়ের প্রত্যেকটির সাথেই কিছু না কিছু সাদৃশ্য বজায় রেখেছে। সুতরাং এ দিকের বিবেচনায় যে, হজ (অর্থাৎ হজের সময়) مِعْيَارْ তার রোজার সাথে সামান্য সাদৃশ্যতা রেখেছে। অতএব রোজার ন্যায় ফরজ হজও مُطْلَقْ নিয়তের দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। অপরদিকে এ বিবেচনায় যে হজটা ظَرْف সে হিসেবে নামাজের সাথে সামান্য সামঞ্জস্যতা রেখেছে। সুতরাং নামাজের ন্যায় তাও ফরজের নিয়তে আদায় হবে না। তাকে এভাবেই বুঝে নেওয়া উচিত। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مُطْلَقْ ও مُوَقَّتْ-এর আলোচনা হতে অবসর হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন যে, কাফিররা اَمْر-এর দ্বারা আদিষ্ট হবে কি না? সুতরাং তিনি বলেন, **আর কাফিররা ঈমান গ্রহণ, দণ্ডবিধান এবং** قِيَاسْ **ও লেনদেন সম্পর্কীয় বিধানাবলি পালনের জন্য** مُخَاطَبْ **বা সম্বোধিত হবে।** কেননা মূলত কেবল কাফিরদেরকেই ঈমান গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُعَامَلَاتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُعَامَلَاتْ বা লেনদেনের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, সামাজিক ও পারস্পারিক লেনদেনের ব্যাপারে মুসলমানদের ন্যায় কাফিররাও اَمْر-এর مُخَاطَبْ হবে। কারণ পারস্পরিক লেনদেন মুসলিম-অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে বিদ্যমান। ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা (ভাড়া) বিয়ে-শাদী ইত্যাদি পার্থিব জীবনের উপকারী ও মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি মুয়ামালাতের অন্তর্ভুক্ত।

وَاَمَّا لِلْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا فَاِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الثَّبَاتُ عَلَى الْاِيْمَانِ وَالْاِسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ اَوْ مُوَاطَاةِ الْقَلْبِ بِاللِّسَانِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ وَكَذَا هُمْ اَلْيَقُ بِالْعُقُوْبَاتِ لِاَنَّ الْعُقُوْبَاتِ وَهِىَ الْحُدُوْدُ وَالْقِصَاصُ اِذَا كَانَتْ تَجْرِىْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لِاَجْلِ اِنْتِظَامِ الْعَالَمِ وَمَصْلَحَةِ الْبَقَاءِ وَالزَّجْرِ عَنِ الْمَعَاصِىْ فَالْكُفَّارُ اَوْلٰى بِهَا سِيَّمَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ الْحُدُوْدَ وَالْكَفَّارَاتِ عِنْدَهٗ زَاجِرَةٌ لِلنَّاسِ عَنِ الْاِرْتِكَابِ لَاسَاتِرَةٌ وَمُزِيْلَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ وَاَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَهِىَ دَائِرَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَيَنْبَغِىْ اَنْ نَتَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسْبَ مَا تَعَامَلْنَا بَيْنَنَا فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْاِجَارَةِ وَغَيْرِهَا سِوَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ فَاِنَّهُمَا مُبَاحَانِ لَهُمْ لَا لَنَا وَاِلَيْهِ اَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهٖ اَلْخَمْرُ لَهُمْ كَالْخَلِّ لَنَا وَالْخِنْزِيْرُ لَهُمْ كَالشَّاةِ لَنَا وَاِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِيَكُوْنَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا وَاَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِنَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا لِلْمُؤْمِنِيْنَ তবে ঈমানদারদের (ঈমান গ্রহণের) যে হুকুম দেওয়া হয় كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর বাণী– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا যে ঈমানদারগণ! اٰمِنُوْا তোমরা ঈমান আনয়ন করো فَاِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الثَّبَاتُ عَلَى الْاِيْمَانِ وَالْاِسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ -এর দ্বারা মজবুতির সাথে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আহ্বান জানানো উদ্দেশ্য اَوْ مُوَاطَاةِ الْقَلْبِ بِاللِّسَانِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ অথবা এর দ্বারা অন্তরকে মুখে বলার সাথে সামঞ্জস্যশীল করার হুকুম করা হয়েছে– অথবা তদ্রূপ অন্য কোনো অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে وَكَذَا هُمْ اَلْيَقُ بِالْعُقُوْبَاتِ তেমনিভাবে কাফিররা দণ্ডবিধি ও قِصَاص -এর অধিকতর উপযুক্ত পাত্র হবে لِاَنَّ الْعُقُوْبَاتِ وَهِىَ الْحُدُوْدُ وَالْقِصَاصُ اِذَا كَانَتْ تَجْرِىْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لِاَجْلِ اِنْتِظَامِ الْعَالَمِ وَمَصْلَحَةِ الْبَقَاءِ وَالزَّجْرِ عَنِ الْمَعَاصِىْ কেননা, যখন সামাজিক শৃঙ্খলা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি রক্ষা এবং পাপ হতে মানুষকে বিরত রাখার জন্য মুসলমানদের উপর শাস্তি তথা দণ্ডবিধি ও কিসাসের হুকুম আরোপিত হয়েছে فَالْكُفَّارُ اَوْلٰى بِهَا অতএব, কাফিরদের উপর তো তা অবশ্যই আরোপিত হবে, سِيَّمَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে لِاَنَّ الْحُدُوْدَ وَالْكَفَّارَاتِ عِنْدَهٗ زَاجِرَةٌ لِلنَّاسِ عَنِ الْاِرْتِكَابِ কেননা, তাঁর মতে দণ্ডবিধি ও কাফফারাসমূহ অপরাধ প্রবণতা হতে মানুষকে বিরত রাখার জন্য আরোপ করা হয়েছে لَاسَاتِرَةٌ وَمُزِيْلَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ এটা পাপকে আবৃত ও দূরীভূত করে না اَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَهِىَ دَائِرَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ আর লেনদেন মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। فَيَنْبَغِىْ اَنْ نَتَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسْبَ مَا تَعَامَلْنَا بَيْنَنَا فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْاِجَارَةِ وَغَيْرِهَا সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা বা ভাড়া ইত্যাদির ব্যাপারে কাফিরদের সাথে ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করতে হবে যদ্রূপ আমরা পরস্পরের সাথে করে থাকি سِوَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ فَاِنَّهُمَا مُبَاحَانِ لَهُمْ لَا لَنَا তবে শরাব এবং শূকরের হুকুম আলাদাকরণ কাফিরদরে মতে এতদুভয় জায়েজ, আর আমাদের মতে হারাম وَاِلَيْهِ اَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهٖ নবী করীম ﷺ তাঁর এ বাণীর দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন اَلْخَمْرُ لَهُمْ কাফিরদের মদ كَالْخَلِّ لَنَا আমাদের সিরকার ন্যায় وَالْخِنْزِيْرُ لَهُمْ আর তাদের ক্ষেত্রে শূকর كَالشَّاةِ لَنَا আমাদের বকরির ন্যায় وَاِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِيَكُوْنَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا وَاَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِنَا আর তারা এজন্য জিযিয়া দেয় যেন তাদের রক্ত তাদের রক্তের ন্যায় নিরাপত্তা লাভ করে।

সরল অনুবাদ : তবে ঈমানদারদেরকে (ঈমান গ্রহণের) যে হুকুম দেওয়া হয়, যেমন, আল্লাহর বাণী– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا (হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনয়ন করো) -এর দ্বারা মজবুতির সাথে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আহবান জানানো উদ্দেশ্য। অথবা এর দ্বারা অন্তরকে মুখে বলার সাথে সামঞ্জস্যশীল করার হুকুম করা হয়েছে। অথবা তদ্রূপ অন্য কোনো অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তেমনিভাবে কাফিররা দণ্ডবিধি ও قِصَاص-এর অধিকতর উপযুক্ত পাত্র হবে। কেননা যখন সামাজিক শৃঙ্খলা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি রক্ষা এবং পাপ হতে মানুষকে বিরত রাখার জন্য মুসলমানদের উপর শাস্তি তথা দণ্ডবিধি ও কিসাসের হুকুম আরোপিত হয়েছে । অতএব কাফিরদের উপর তো তা অবশ্যই আরোপিত হবে। বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। কেননা তাঁর মতে দণ্ডবিধি ও কাফফারাসমূহ অপরাধ প্রবণতা হতে মানুষকে বিরত রাখার জন্য আরোপ করা হয়েছে। এটা পাপকে আবৃত ও দূরীভূত করে না। আর مُعَامَلَاتْ তথা লেনদেন মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা বা ভাড়া ইত্যাদির ব্যাপারে কাফিরদের সাথে ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করতে হবে যদ্রূপ আমরা পরস্পরের সাথে করে থাকি। তবে শরাব এবং শূকরের হুকুম আলাদা কারণ কাফিরদের মতে এতদুভয় জায়েজ, আর আমাদের মতে হারাম। নবী কারীম ﷺ তাঁর এ বাণীর দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন– কাফিরদের মদ আমাদের শরবতের ন্যায়, আর তাদের ক্ষেত্রে শূকর আমাদের বকরির ন্যায়। আর তারা এ জন্য জিযিয়া দেয় যেন তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ন্যায় নিরাপত্তা লাভ করে, তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের ন্যায় নিরাপত্তা লাভ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ঈমানদারদেরকে ঈমানের প্রতি আহবানের কি উদ্দেশ্য ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কুরআনে কারীমের যে সকল আয়াতে ঈমানদারদেরকে ঈমান গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে, সে সব আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর কারকগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এবং মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, এ আয়াতগুলো দ্বারা হয়তো ঈমানদারদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর তখন ঈমান গ্রহণের অর্থ হবে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। অথবা এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে সম্বোধন উদ্দেশ্য হবে. তখন অর্থ হবে তোমরা মুখের উচ্চারণের সাথে সাথে অন্তরকে সেরূপই করে নাও। অর্থাৎ মুখে যেভাবে ঈমানের দাবি করছ ঠিক তদ্রূপ অন্তরেও বিশ্বাস স্থাপন করো। অথবা উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করা উদ্দেশ্য হবে। তখন অর্থ হবে যেন তারা কুরআন ও নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন করার মাধ্যমে তাদের ঈমানকে নবায়ন করে নেয়।

وَبِالشَّرَائِعِ فِىْ حُكْمِ الْمُؤَاخَذَةِ فِى الْاٰخِرَةِ بِلَاخِلَافٍ يَعْنِىْ اَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ بِالشَّرَائِعِ وَهِىَ الصِّيَامُ وَالصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَالْحَجُّ فِىْ حَقِّ الْمُؤَاخَذَةِ فِى الْاٰخِرَةِ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِىْ (رح) فَهُمْ يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ كَمَا يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِ اَصْلِ الْاِيْمَانِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ " اَىْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُعْتَقِدِيْنَ لِلصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ وَالزَّكٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ هٰكَذَا قَالُوْا وَقَدْ فَسَّرْتُهٗ فِى التَّفْسِيْرِالْاَحْمَدِىْ بِاَطْنَبِ وَجْهٍ وَاَشْمَلِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِالشَّرَائِعِ فِىْ حُكْمِ الْمُؤَاخَذَةِ فِى الْاٰخِرَةِ এবং শরয়ী বিধানাবলির ক্ষেত্রেও তাদেরকে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে بِلَا خِلَافٍ এতে কারো মতানৈক্য নেই يَعْنِىْ اَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ بِالشَّرَائِعِ অর্থাৎ কাফিররা শরয়ী বিধানাবলি দ্বারা সম্বোধিত وَهِىَ الصِّيَامُ وَالصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَالْحَجُّ আর শরয়ী বিধানাবলি যেমন– সাওম, সালাত, যাকাত ও হজ فِىْ حَقِّ الْمُؤَاخَذَةِ فِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ আখিরাতে এগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে জবাবদিহিতা করতে হবে بِاتِّفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِىْ (رح) এটা আমাদের হানাফী ও শাফেয়ীদের সর্বসম্মত অভিমত فَهُمْ يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ সুতরাং ফরজ ও ওয়াজিবসমূহের اِعْتِقَادْ বর্জন করার কারণে (পরকালে) তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে كَمَا يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِ اَصْلِ الْاِيْمَانِ যদ্রূপ মূল ঈমান বর্জন করার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ তার দলিল হলো– আল্লাহর বাণী– "ফেরেশতারা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমাদেরকে কোন বস্তু দোযখে নিয়ে আসল? قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ প্রত্যুত্তরে কাফিররা বলবে, আমরা নামাজি ছিলাম না وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ এবং দরিদ্রদেরকে খাবার দান করতাম না اَىْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُعْتَقِدِيْنَ لِلصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ وَالزَّكٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ অর্থাৎ ফরজ নামাজ ও ফরজ যাকাতের প্রতি আমাদের স্বীকৃতি ছিল না (তাকে ফরজ হওয়া আমরা স্বীকার করতাম না) هٰكَذَا قَالُوْا আর উসূলবিদগণ এরূপই অভিমত ব্যক্ত করেছেন وَقَدْ فَسَّرْتُهٗ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ بِاَطْنَبِ وَجْهٍ وَاَشْمَلِهٖ আমি (গ্রন্থকার) তাফসীরে আহমদীতে তার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সরল অনুবাদ : এবং শরয়ী বিধানাবলির ক্ষেত্রেও তাদেরকে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। এতে কারো মতানৈক্য নেই। অর্থাৎ কাফিররা শরয়ী বিধানাবলি দ্বারা সম্বোধিত। আর শরয়ী বিধানাবলি যেমন– সাওম, সালাত, যাকাত ও হজ। অর্থাৎ আখিরাতে এগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এটা আমাদের হানাফী ও শাফেয়ীদের সর্বসম্মত অভিমত। সুতরাং ফরজ ও ওয়াজিবসমূহের اِعْتِقَادْ বর্জন করার কারণে (পরকালে) তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। যদ্রূপ মূল ঈমান বর্জন করার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাঁর দলিল হলো, আল্লাহর বাণী– مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ (الاية) (ফেরেশতারা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমাদেরকে কোন বস্তু দোযখে নিয়ে আসল? প্রত্যুত্তরে কাফিররা বলবে, আমরা নামাজি ছিলাম না এবং দরিদ্রদেরকে খাবার দান করতাম না)। অর্থাৎ ফরজ নামাজ ও ফরজ যাকাতের প্রতি আমাদের স্বীকৃতি ছিল না। (তাকে ফরজ হওয়া আমরা স্বীকার করতাম না) আর উসূলবিদগণ এরূপই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমি (গ্রন্থকার) তাফসীরে আহমাদীতে তার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِلَاخِلَافٍ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিধানাবলিকে বর্জনের কারণে কাফিরদেরও পরকালে জবাবদিহিতা করতে হবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হানাফী ও শাফেয়ীর ওলামাগণ সর্বসম্মতিক্রমে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আহকাম পালন না করার কারণে কাফিররাও পরকালে পাকড়াও হবে এবং بِلَا خِلَافٍ বাক্যটি পূর্ববর্তী বক্তব্য مُخَاطَبُوْنَ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে بِلَا خِلَافٍ বাক্যটি সহীহ নয় বলে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। কেননা সমরকন্দের মনীষীগণ এটার বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন যে, যে সব ব্যাপারে ঈমান শর্ত সে সব ব্যাপারে ঈমানের বিনা উপস্থিতিতে تَكْلِيْف সহীহ নয়। সুতরাং তাদের মতে আহকামের اِعْتِقَادْ বর্জনের কারণে কাফিরদেরকে পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে না। তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, মতানৈক্যের দ্বারা ইরাকী ও বুখারার ওলামাদের মতানৈক্যকে বুঝানো হয়েছে।

اَىْ لَمْ نَكُنْ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) আল্লাহর বাণী–مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ (الاية)-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত আয়াত রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর রূপক অর্থ তো কোনোরূপ প্রমাণ ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না প্রকাশ্য আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাফিররা সালাত ও যাকাতের কার্য পরিত্যাগ করার কারণে শাস্তিযোগ্য হবে। আর এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইরাকী ওলামাদের দলিল। তবে বাহরুল উলূম গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, আয়াতে নামাজ ও যাকাতকে ফরজ হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয় কেননা যাকাত তো মদীনাতে ফরজ হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতটি তো মক্কী। আর যাকাত ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য প্রদান মোস্তাহাব। সুতরাং তা তাদেরকে জাহান্নামের যাত্রী হওয়ার কারণ হতে পারে না; বরং কাফির হওয়াই তাদের জাহান্নামের যাত্রী হওয়ার কারণ। আর তারা তাদের কুফরিকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ কুফরির নিদর্শনাবলি ও তার অবিচ্ছেদ্য বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছে। আর আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের পথে ধাবিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করছ কেন ? অথচ আমাদের মধ্যে নামাজ, যাকাত ইত্যাদি ঈমানের কোনো নিদর্শনাবলি তো বিদ্যমান ছিল না; বরং কাফিরদের নিদর্শনাবলি ও বিচারদিবসের প্রতি অস্বীকৃতিই তো আমাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। তবে যাকাত ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার সদকা যদি হিজরতের পূর্বে ফরজ হওয়া সাব্যস্ত হয়, তাহলে প্রথমোক্ত দলিলকে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

وَاَمَّا فِيْ وُجُوْبِ الْاَدَاءِ فِيْ اَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذٰلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ يَعْنِيْ اَنَّهُمْ مُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ الْعِبَادَاتِ فِي الدُّنْيَا اَيْضًا عِنْدَ الْبَعْضِ مِنْ مَشَائِخِ الْعِرَاقِ وَاَكْثَرِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) وَهٰذِهِ مُغْلَطَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلْقَوْمِ لِاَنَّ الشَّافِعِيَّ (رح) لَمَّا لَمْ يَقُلْ بِصِحَّةِ اَدَائِهَا مِنْهُمْ حَالَةَ الْكُفْرِ وَلَا بِوُجُوْبِ قَضَائِهَا بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَمَا مَعْنٰى وُجُوْبِ الْاَدَاءِ فِي الدُّنْيَا فَلِذَا اَوَّلُوْا كَلَامَهُ بِاَنَّ مَعْنَى الْخِطَابِ فِيْ حَقِّهِمْ اٰمِنُوْا ثُمَّ صَلُّوْا فَيُقَدَّرُ الْاِيْمَانُ مُقْتَضًى تَبْعًا لِلْعِبَادَاتِ وَثَمَرَتُهُ اَنَّهُمْ يُؤَاخَذُوْنَ عِنْدَهُ فِي الْاٰخِرَةِ بِتَرْكِ فِعْلِ الصَّلٰوةِ كَمَا يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِهَا اِتِّفَاقًا فَلَوْ لَمْ يَكُوْنُوْا مُخَاطَبِيْنَ بِاَدَاءِ الْعِبَادَاتِ فِي الدُّنْيَا لَمَا عُذِّبُوْا فِي الْاٰخِرَةِ بِتَرْكِهَا هٰذَا غَايَةُ مَا قِيْلَ فِي التَّلْوِيْحِ فِيْ تَحْقِيْقِ هٰذَا الْمَقَامِ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ مِنَ الْعِبَادَاتِ اَيْ اَلْمَذْهَبُ الصَّحِيْحُ لَنَا اَنَّ الْكُفَّارَ لَا يُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الَّتِيْ تَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ مِثْلَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ فَاِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ عَنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَنَحْوِهِمَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا فِيْ وُجُوْبِ الْاَدَاءِ فِيْ اَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذٰلِكَ অতএব, পার্থিব বিধানাবলিতে ইবাদত পালন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সম্বোধিত কিনা? সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে− فَكَذٰلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ সুতরাং কিছুসংখ্যক ওলামাদের মতে এ ব্যাপারেও তারা সম্বোধিত يَعْنِيْ اَنَّهُمْ مُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ الْعِبَادَاتِ অর্থাৎ কাফিররা ইবাদত পালনের জন্য সম্বোধিত فِي الدُّنْيَا اَيْضًا পার্থিব জীবনেও عِنْدَ الْبَعْضِ مِنْ مَشَائِخِ الْعِرَاقِ وَاَكْثَرِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رح) কোনো কোনো ইরাকী ওলামা ও অধিকাংশ শাফেয়ীদের মতে وَهٰذِهِ مُغْلَطَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلْقَوْمِ তবে এটা জাতির (উসূলবিদগণের) জন্য বড় ধরনের এক বিভ্রান্তি لِاَنَّ الشَّافِعِيَّ (رح) لَمَّا لَمْ يَقُلْ بِصِحَّةِ اَدَائِهَا مِنْهُمْ حَالَةَ الْكُفْرِ কেননা, যখন শাফেয়ীগণের মতে কাফির থাকা অবস্থায় কোনো কাফিরের জন্য ইবাদত পালন জায়েজ নেই وَلَا بِوُجُوْبِ قَضَائِهَا بَعْدَ الْاِسْلَامِ এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাদের উপর পূর্ববর্তী ইবাদতসমূহের قضاء ও (শাফেয়ীগণের) মতে ওয়াজিব নয় فَمَا مَعْنٰى وُجُوْبِ الْاَدَاءِ فِي الدُّنْيَا তখন পার্থিব জীবনে কাফিরদের উপর সেগুলো পালন ওয়াজিব হওয়ার অর্থ কি? فَلِذَا اَوَّلُوْا كَلَامَهُ আর এ কারণে ওলামাগণ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন− بِاَنَّ مَعْنَى الْخِطَابِ فِيْ حَقِّهِمْ اٰمِنُوْا এভাবে যে, কাফিরদের ক্ষেত্রে সম্বোধনের অর্থ হলো− তোমরা প্রথমে ঈমান আনয়ন করো ثُمَّ صَلُّوْا অতঃপর নামাজ পড়ো فَيُقَدَّرُ الْاِيْمَانُ مُقْتَضًى تَبْعًا لِلْعِبَادَاتِ সুতরাং এটা ধরে নিতে হবে যে, ইবাদতের সাথে তারা ঈমান গ্রহণের জন্য সম্বোধিত وَثَمَرَتُهُ اَنَّهُمْ يُؤَاخَذُوْنَ عِنْدَهُ فِي الْاٰخِرَةِ উক্ত وُجُوْب -এর সারকথা হলো− কাফিররা পরকালে ইমাম শাফেয়ীর মতে, শাস্তিযোগ্য হবে بِتَرْكِ فِعْلِ الصَّلٰوةِ নামাজের কার্যটি বর্জনের কারণে كَمَا يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِهَا اِتِّفَاقًا তদ্রূপ সর্বসম্মতভাবে (আখিরাতে) শাস্তিপ্রাপ্ত হবে নামাজের اِعْتِقَاد পরিত্যাগ করার কারণে فَلَوْ لَمْ يَكُوْنُوْا مُخَاطَبِيْنَ بِاَدَاءِ الْعِبَادَاتِ فِي الدُّنْيَا সুতরাং যদি কাফিররা পার্থিব জীবনে ইবাদত পালনের জন্য সম্বোধিত না হতো لَمَا عُذِّبُوْا فِي الْاٰخِرَةِ بِتَرْكِهَا তাহলে পরকালে তাদেরকে ইবাদত পরিত্যাগের কারণে শাস্তি দেওয়া হতো না هٰذَا غَايَةُ مَا قِيْلَ فِي التَّلْوِيْحِ فِيْ تَحْقِيْقِ هٰذَا الْمَقَامِ 'তালবীহ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে যা আলোচনা করা হয়েছে, তার সার সংক্ষেপ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ مِنَ الْعِبَادَاتِ আর সঠিক মত হলো, যে সব ইবাদত স্থগিত হয়ে যাওয়ার অবকাশ রাখে সেগুলো আদায়ের ব্যাপারে কাফিররা সম্বোধিত নয় اَيْ اَلْمَذْهَبُ الصَّحِيْحُ لَنَا اَنَّ الْكُفَّارَ لَا يُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الَّتِيْ অর্থাৎ আমাদের (হানাফীদের) সঠিক মত হলো সেই সব ইবাদত পালনের জন্য কাফিররা সম্বোধিত নয় تَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ যে সব ইবাদত স্থগিত হয়ে যাওয়ার অবকাশ রাখে مِثْلَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ যেমন নামাজ ও রোজা فَاِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ عَنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَنَحْوِهِمَا কারণ, এতদুভয় ইবাদত হায়েয-নেফাস ইত্যাদির কারণে মুসলমানদের থেকে রহিত হয়ে যায়।

সরল অনুবাদ : **অতএব পার্থিব বিধানাবলিতে ইবাদত পালন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সম্বোধিত কি না? সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং কিছুসংখ্যক ওলামাদের মতে এ ব্যাপারেও তারা সম্বোধিত।** অর্থাৎ কোনো কোনো ইরাকী ওলামা ও অধিকাংশ শাফেয়ীদের মতে পার্থিব জীবনেও কাফিররা ইবাদত পালনের জন্য সম্বোধিত। তবে এটা জাতির (উসূলবিদগণ) জন্য বড় ধরনের এক বিভ্রান্তি। কেননা যখন শাফেয়ীগণের মতে কাফির থাকা অবস্থায় কোনো কাফিরের জন্য ইবাদত পালন জায়েজ নেই এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাদের উপর পূর্ববর্তী ইবাদত সমূহের قضاء ও (শাফেয়ীগণের) মতে ওয়াজিব নয়, তখন পার্থিব জীবনে কাফিরদের উপর সেগুলো পালন ওয়াজিব হওয়ার অর্থ কি? আর এ কারণে ওলামাগণ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, কাফিরদের ক্ষেত্রে সম্বোধনের অর্থ হলো তোমরা প্রথমে ঈমান আনয়ন করো অতঃপর নামাজ পড়ো। সুতরাং এটা ধরে নিতে হবে যে, ইবাদতের সাথে তারা ঈমান গ্রহণের জন্য সম্বোধিত। উক্ত وجوب -এর সার কথা হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নামাজের اعتقاد পরিত্যাগ করার কারণে কাফিররা যদ্রূপ সর্বসম্মতভাবে আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্ত হবে তদ্রূপ নামাজের কার্যটি বর্জনের কারণেও আখিরাতে তারা শাস্তিযোগ্য হবে। সুতরাং যদি কাফিররা পার্থিব জীবনে ইবাদত পালনের জন্য সম্বোধিত না হতো তাহলে পরকালে তাদেরকে ইবাদত পরিত্যাগের কারণে শাস্তি দেওয়া হতো না। 'তালবীহ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে যা আলোচনা করা হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ। **আর সঠিক মত হলো, যে সব ইবাদত স্থগিত হয়ে যাওয়ার অবকাশ রাখে সেগুলো আদায়ের ব্যাপারে কাফিররা সম্বোধিত নয়।** অর্থাৎ আমাদের (হানাফীদের) সঠিক মত হলো যে সব ইবাদত স্থগিত হয়ে যাওয়ার অবকাশ রাখে সেগুলো পালনের জন্য কাফিররা সম্বোধিত নয়। যেমন−নামাজ, রোজা, কারণ এতদুভয় ইবাদত হায়েয-নেফাস ইত্যাদির কারণে মুসলমানদের থেকে রহিত হয়ে যায়।

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ (رضـ) حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ لَتَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوٰاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (اَلْحَدِيْثُ) فَاِنَّهُ تَصْرِيْحٌ فَاِنَّهُمْ لَايُكَلَّفُوْنَ بِالْعِبَادَاتِ اِلَّا بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَاَمَّا الْاِيْمَانُ فَلَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ السُّقُوْطَ مِنْ اَحَدٍ لَاجَرَمَ كَانُوْا مُخَاطَبِيْنَ بِهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ (رضـ) حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ এ কারণে যে, নবী করীম ﷺ তদীয় সাহাবী হযরত মুআয (রা.)-কে দীন প্রচারের জন্য ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেছেন- لَتَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ (হে মুআয) তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তুমি (সর্বপ্রথম) তাদেরকে এ কথার সাক্ষ্য দানের দিকে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয় وَاِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ আর আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসূল فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوٰاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (اَلْحَدِيْثُ) তারা যদি তোমার এ কথা সাদরে বরণ করে, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের সকলের উপর প্রত্যহ দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ করে দিয়েছেন- فَاِنَّهُ تَصْرِيْحٌ فَاِنَّهُمْ لَايُكَلَّفُوْنَ بِالْعِبَادَاتِ اِلَّا بَعْدَ الْاِيْمَانِ সুতরাং রাসূল ﷺ-এর বাণী দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান গ্রহণের পরই কাফিররা ইবাদতের مُكَلَّفْ হয়ে থাকে وَاَمَّا الْاِيْمَانُ فَلَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ السُّقُوْطَ مِنْ اَحَدٍ আর যেহেতু কারো উপর হতে ঈমান রহিত হয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই لَاجَرَمَ كَانُوْا مُخَاطَبِيْنَ بِهِ সেহেতু কাফিররা এর দ্বারা সম্বোধিত হবে।

সরল অনুবাদ : এ কারণে যে নবী করীম ﷺ তদীয় সাহাবী হযরত মুআয (রা.)-কে দীন প্রচারের জন্য ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেছেন- لَتَأْتِيْ قَوْمًا الخ অর্থাৎ "(হে মুআয) তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। তুমি (সর্বপ্রথম) তাদেরকে এ কথার সাক্ষ্য দানের দিকে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। আর আমি (মুহাম্মদ ﷺ) আল্লাহর রাসূল। তারা যদি তোমার এ কথা সাদরে বরণ করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের সকলের উপর প্রত্যহ দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ করে দিয়েছেন।" সুতরাং রাসূল ﷺ-এর বাণী দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান গ্রহণের পরই কাফিররা ইবাদতের مُكَلَّفْ হয়ে থাকে। আর যেহেতু কারো উপর হতে ঈমান রহিত হয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই, সেহেতু কাফিররা এর দ্বারা সম্বোধিত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَتَأْتِيْ قَوْمًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়েমেন পাঠানো সম্পর্কীয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং নবী কারীম ﷺ-এর বাণীকেও তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

ইমাম তিরমিযী (র.) ও অন্যান্য সহীহ হাদীস বিশারদগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠান এবং পাঠানোর সময় নবী করীম ﷺ হযরত মুআয (রা.)-কে হিদায়েত দিতে গিয়ে বলেন যে, তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে এ বাণীর দাওয়াত দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি (মুহাম্মদ ﷺ) আল্লাহর রাসূল। তারা যদি প্রত্যুত্তরে হাঁ বলে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। এটা যদি মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলবে- আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের থেকে উসুল করে দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। এ হুকুমও যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে তুমি তাদের থেকে ভালো ভালো সম্পদ নেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং মজলুমের অভিশাপকে ভয় করবে। কেননা তার অভিশাপ ও আল্লাহর মধ্যে কোনোরূপ পর্দা নেই।

বি: দ্র: তাদের থেকে ভালো ভালো সম্পদ নেওয়ার অর্থ হলো, তাদের এমন সম্পদগুলো যাকাত বাবত গ্রহণ না করা যা মালিকের অতীব প্রিয় অর্থাৎ যা তার সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বরং যাকাত বাবত মধ্যম শ্রেণীর মাল গ্রহণ করা নিয়ম। আর মজলুমের অভিশাপ ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা না থাকার অর্থ হলো তার অভিশাপ নিঃসন্দেহে কবুল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَايُكَلَّفُوْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কাফিররা শরয়ী বিধানাবলির مُكَلَّفْ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কেবল ঈমান গ্রহণের পরই কাফিরদেরকে ইবাদতের দ্বারা تَكْلِيْف বা কষ্ট দেওয়া হবে। তার অর্থ হলো- ছওয়াব অর্জনের জন্যই ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে; কিন্তু কাফিররা তো ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা এটা অনুগ্রহ ও করুণা, যা কাফির পেতে পারে না। তবে তার উত্তরে বলা হবে যে, ছওয়াব পাওয়ার জন্য ইবাদতের নির্দেশ শর্তসাপেক্ষ। আর শর্তসহ ইবাদত পরিহার করার কারণে শাস্তিযোগ্য হবে। সুতরাং কাফিররা যদি مَامُوْرٌ بِهٖ-কে তার শর্তাবলিসহ আদায় করে তাহলে ছওয়াব পাবে। অন্যথা তারা শাস্তিযোগ্য হবে। আর শর্ত তথা ঈমান অর্জন না করার কারণে তারা ছওয়াবের যোগ্য হবে না। আর এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই।

অনুশীলনী ـ اَلْمُنَاقَشَةُ

١. اُذْكُرُوا الْحَسَنَ لِذَاتِهٖ ثُمَّ بَيِّنُوْا اَقْسَامَهٗ بِالْاَمْثِلَةِ ـ
٢. اِذَا عَلِمْتَ صِفَةَ الْوُجُوْبِ لِلْمَامُوْرِ بِهٖ هَلْ تَبْقٰى صِفَةُ الْجَوَازِ فِيْهِ ؟
٣. اِذَا صَامَ الْمُسَافِرُ اَوِ الْمَرِيْضُ فِيْ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ النَّفْلِ اَوْ وَاجِبٍ اٰخَرَ فَمَا الْحُكْمُ فِيْهِ ؟
٤. هَلِ الْكُفَّارُ مُخَاطَبُوْنَ بِالْاَمْرِ بِالْاِيْمَانِ وَبِالْمَشْرُوْعِ مِنَ الْعُقُوْبَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ ؟ بَيِّنُوْا بِالْاَدِلَّةِ ـ
٥. هَلِ الْكُفَّارُ مُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ الْعِبَادَاتِ فِي الدُّنْيَا ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ وَمَاهُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدَكُمْ ؟
٦. اِشْرَحْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْعَلَّامِ (رحـ) "اِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ اَوْ اَسْلَمَ الْكَافِرُ اَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِيْ اٰخِرِ الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ الصَّلٰوةُ" ـ
٧. مَاذَا اَرَادَ الْمُصَنِّفُ الْعَلَّامُ بِقَوْلِهٖ "حَتّٰى تَبْطُلَ الزَّكٰوةُ وَالْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ بِهَلَاكِ الْمَالِ" فَصِّلْ كُلَّ التَّفْصِيْلِ ـ
٨. قَالَ الْمُصَنِّفُ الْعَلَّامُ (رحـ) "فَلِهٰذَا لَايَتَأَدّٰى عَصْرُ اَمْسِهٖ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِ بِخِلَافِ عَصْرِ يَوْمِهٖ" حَقِّقْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ كُلَّ التَّحْقِيْقِ

مَبْحَثُ النَّهْيِ

নাহী সংক্রান্ত আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ مَبَاحِثِ الْاَمْرِ شَرَعَ فِيْ مَبَاحِثِ النَّهْيِ فَقَالَ وَمِنْهُ النَّهْيُ وَهُوَ قَوْلُهُ اَيْ اَلْقَائِلُ لِغَيْرِهِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ لَاتَفْعَلْ يَعْنِيْ اَنَّ النَّهْيَ كَالْاَمْرِ فِيْ كَوْنِهِ مِنَ الْخَاصِّ لِاَنَّهُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ التَّحْرِيْمُ وَبَاقِي الْقُيُوْدَاتِ كَمَا مَضٰى فِي الْاَمْرِ غَيْرَ اَنَّهُ وُضِعَ قَوْلُهُ لَاتَفْعَلْ مَكَانَ قَوْلِهِ اِفْعَلْ وَهُوَ يَشْمَلُ الْمُخَاطَبَ وَالْغَائِبَ وَالْمُتَكَلِّمَ وَالْمَعْرُوْفَ وَالْمَجْهُوْلَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (برحـ) عَنْ مَبَاحِثِ الْاَمْرِ আর মুসান্নেফ (র.) اَمْر সম্পর্কীয় আলোচনা শেষ করে شَرَعَ فِيْ مَبَاحِثِ النَّهْيِ নাহী সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করেছেন– فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَمِنْهُ النَّهْيُ আর نَهْي ও خَاص-এর অন্তর্ভুক্ত وَهُوَ قَوْلُهُ اَيْ اَلْقَائِلُ لِغَيْرِهِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ لَاتَفْعَلْ এবং বক্তা নিজেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভেবে অন্যকে لَاتَفْعَلْ (কারো না) বলে সম্বোধন করাকে نَهْي (নিষেধাজ্ঞা) বলে يَعْنِيْ اَنَّ النَّهْيَ كَالْاَمْرِ فِيْ كَوْنِهِ مِنَ الْخَاصِّ অর্থাৎ خَاص হওয়ার ব্যাপারে نَهْي ও اَمْر-এর ন্যায় لِاَنَّهُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ কেননা, এটাও এমন একটি শব্দ যাকে নির্দিষ্ট একটি জানা অর্থের অর্থাৎ وَهُوَ التَّحْرِيْمُ تَحْرِيْم বা কোনো বস্তুকে হারামকরণের জন্য গঠন করা হয়েছে وَبَاقِي الْقُيُوْدَاتِ كَمَا مَضٰى فِي الْاَمْرِ এবং এটার অন্যান্য قَيْد-এর শব্দাবলি ইতঃপূর্বে উল্লিখিত اَمْر-এর অনুরূপই غَيْرَ اَنَّهُ وُضِعَ قَوْلُهُ لَاتَفْعَلْ مَكَانَ قَوْلِهِ اِفْعَلْ তবে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, اِفْعَلْ-এর স্থলে نَهْي-এর মধ্যে لَاتَفْعَلْ বলতে হবে وَهُوَ يَشْمَلُ الْمُخَاطَبَ وَالْغَائِبَ وَالْمُتَكَلِّمَ وَالْمَعْرُوْفَ وَالْمَجْهُوْلَ আর এ لَاتَفْعَلْ শব্দটি مُخَاطَبْ বা মাধ্যম পুরুষ, غَائِبْ বা নাম পুরুষ ও مُتَكَلِّمْ বা উত্তম পুরুষ এবং مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্য مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্য সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করবে।

সরল অনুবাদ : আর মুসান্নেফ (র.) اَمْر সম্পর্কীয় আলোচনা শেষ করে نَهْي সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, **আর نَهْي ও خَاص-এর অন্তর্ভুক্ত। এবং বক্তা নিজেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভেবে অন্যকে لَاتَفْعَلْ (করো না) বলে সম্বোধন করাকে نَهْي (নিষেধাজ্ঞা) বলে**। অর্থাৎ خَاص হওয়ার ব্যাপারে نَهْي ও اَمْر-এর ন্যায়। কেননা এটাও এমন একটি শব্দ যাকে নির্দিষ্ট একটি জানা অর্থের অর্থাৎ تَحْرِيْم বা কোনো বস্তুকে হারামকরণের জন্য গঠন করা হয়েছে। এবং এটার অন্যান্য قَيْد-এর শব্দাবলি ইতঃপূর্বে উল্লিখিত اَمْر-এর অনুরূপই। তবে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, اِفْعَلْ-এর স্থানে نَهْي-এর মধ্যে لَاتَفْعَلْ বলতে হবে। আর এ لَاتَفْعَلْ শব্দটি مُخَاطَبْ বা মাধ্যম পুরুষ غَائِبْ বা নাম পুরুষ ও مُتَكَلِّمْ বা উত্তম পুরুষ এবং مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্য ও مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্য সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ شَرَعَ فِيْ مَبَاحِثِ النَّهْيِ-এর আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) اَلْاَمْرُ-এর আলোচনা শেষ করে এখানে نَهْي-এর আলোচনা শুরু করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হলো–

نَهْي-এর আভিধানিক অর্থ : نَهْي শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْاِجْتِنَابُ তথা বিরত থাকা। যেমন কুরআনের বাণী– وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى

২. اَلْمَنْعُ তথা নিষেধ করা। কুরআনের ভাষায়–
١. اَرَأَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى
٢. يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

৩. اَلْبُلُوْغُ তথা পৌঁছা। যেমন বলা হয়– نَهٰى اِلَيْهِ الْمَثَلُ

৪. اَلْاِبْعَادُ তথা দূরে রাখা। যেমন আল্লাহর বাণী– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

৫. اَلتَّحْرِيْمُ তথা অবৈধ করা। যেমন বলা হয়– نَهَى اللّٰهُ هٰذَا اَيْ حَرَّمَ اللّٰهُ هٰذَا

نَهْي-এর পারিভাষিক অর্থ :

১. আল-মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফীর মতে– "هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ لَاتَفْعَلْ" অর্থাৎ বক্তা নিজেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে অন্যকে "لَاتَفْعَلْ" তুমি কাজটি করো না, একথা বলাকে নাহী বলা হয়। যেমন– لَاتَضْرِبْ তুমি মেরো না।

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশীর মতে, هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ لَاتَفْعَلْ অর্থাৎ বক্তা অন্যকে "لَاتَفْعَلْ" তথা 'তুমি কাজটি করো না' বলে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখাকে نَهْي বলে।

৩. আল্লামা হাফনী নাসিফ বেক-এর মতে, اَلنَّهْيُ هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلٰى وَجْهِ الْاِسْتِعْلَاءِ

৪. মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষ্য মতে, اَلنَّهْيُ هُوَ طَلَبُ اِمْتِنَاعِ الشَّيْءِ

৫. কতিপয় উসূল বিশেষজ্ঞের মতে, اَلنَّهْيُ هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلٰى وَجْهِ الْاِسْتِعْلَاءِ اِمَّا حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا لَاتَفْعَلْ

৬. কেউ কেউ বলেন, هُوَ اِسْتِدْعَاءُ تَرْكِ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ مِمَّنْ اَدْنَاهُ অর্থাৎ অধীনস্থ থেকে কোনো কাজ বর্জন করার দাবি করাকে নাহী বলা হয়।

فَوَائِدُ قُيُوْد (সংজ্ঞায় ব্যবহৃত শব্দাবলির উপকারিতা) : মানার প্রণেতা নাহীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে ব্যবহৃত কয়েদগুলোর উপকারিতা নিম্নরূপ– قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ হচ্ছে جِنْس যা আমর ও নাহী উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ হচ্ছে فَصْل-এর দ্বারা اِلْتِمَاسْ ও دُعَاء সম্পন্ন নাহী বাদ পড়েছে। আর لَاتَفْعَلْ শব্দ দ্বারা اَمْر বের হয়ে গেছে। অতএব এ শব্দটি হচ্ছে فَصْل ثَانِيْ।

نَهْى -এর প্রকারভেদ : قَبَاحَتْ -এর দৃষ্টিতে নাহী দু'প্রকার। যেমন- ১. قَبِيْح لِعَيْنِه তথা সত্তাগতভাবে মন্দ। এটার আবার দু'প্রকার। যেমন- وَضْعًا তথা সৃষ্টিগতভাবে হবে ও شَرْعًا তথা শরিয়তের দৃষ্টিতে হবে। قَبِيْح لِغَيْرِه তথা আনুষঙ্গিক কারণে নাহী আবার দু'প্রকার। যেমন- وَصْفًا তথা গুণগত কারণে হবে ও مُجَاوِرًا তথা পার্শ্ববর্তী বস্তুর কারণে হবে। অতএব নাহী মোট চার প্রকার। যথা-

১. قَبِيْح لِعَيْنِه وَضْعًا ২. قَبِيْح لِعَيْنِه شَرْعًا
৩. قَبِيْح لِغَيْرِه وَصْفًا ৪. قَبِيْح لِغَيْرِه مُجَاوِرًا

নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

১. قَبِيْح لِعَيْنِه وَضْعًا : যেটা আনুষঙ্গিক অবস্থা বিবেচনা ছাড়াই সত্তাগতভাবে মন্দ এবং মানুষের বিবেক তাকে মন্দরূপে সাব্যস্ত করে এবং শরিয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ্য করতে হয়, এ ধরনের নাহীকে قَبِيْح لِعَيْنِه وَضْعًا বলা হয়। যেমন- كُفْر তথা আল্লাহকে অস্বীকার করা। শরিয়তের বিবেচনা ছাড়া গঠনগতভাবে মন্দ। আবার মানবীয় জ্ঞানও একে সমর্থন করে না।

২. قَبِيْح لِعَيْنِه شَرْعًا : যে নাহী সত্তাগতভাবে মন্দ এবং শরিয়তের দৃষ্টিতেও মন্দ। যদিও মনুষ্য বিবেক তাকে জায়েজ রাখে। যেমন- بَيْع الحر তথা স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করা। কেননা স্বাধীন লোক শরিয়তের দৃষ্টিতে মাল নয়। অথচ بَيْع হচ্ছে বস্তুর বিনিময়ে বস্তু গ্রহণ করা।

৩. قَبِيْح لِغَيْرِه وَصْفًا : যে নাহী আনুষঙ্গিক ও গুণগত কারণে মন্দ তাকে قَبِيْح لِغَيْرِه وَصْفًا বলা হয়। যেমন- صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ তথা কুরবানির দিন রোজা রাখা। কেননা, রোজা যদিও ইবাদত হোক না কেন, কিন্তু কুরবানির দিন হচ্ছে ضِيَافَةُ اللّٰهِ। রোজা রাখার ফলে তাতে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৪. قَبِيْح لِغَيْرِه مُجَاوِرًا : যে নাহী পার্শ্ববর্তী আনুষঙ্গিক কারণে মন্দ তাকে قَبِيْح لِغَيْرِه مُجَاوِرًا বলা হয়। যেমন- بَيْعُ وَقْتِ الْأَذَانِ তথা আজানের সময়ে বিক্রয় করা। কেননা, بَيْع হচ্ছে বিধিসম্মত কাজ। কিন্তু আজানের সময় আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন। যেমন- "إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"

নাহী আবার দু'প্রকার। যেমন-

১. نَهْىٌ عَنِ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ তথা অনুভূতিসূচক কাজসমূহ থেকে নিষেধাজ্ঞা। এটা উপরোক্ত চার প্রকারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

২. نَهْىٌ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ তথা শরয়ী কাজসমূহ থেকে নিষেধাজ্ঞা। এটা উপরোক্ত চার প্রকারের শেষ তিন প্রকারের মধ্যে গণ্য।

قَوْلُهُ وَمِنْهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে نَهْى দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যাকার সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, نَهْى টা خَاصّ -এরই একটি প্রকার বিশেষ। এ স্থলে نَهْى দ্বারা যে সব صِيْغَه -এর উপর نَهْى-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে-যেমন لَاتَضْرِبْ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা نَهْى-এর مُسَمّٰى -ই হলো খাস, نَهْى শব্দটি খাস নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ التَّحْرِيْمُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَهْى -কে কোন অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, أَمْر-এর ন্যায় نَهْى টাও خَاصّ কেননা نَهْى -কে একটি জ্ঞাত বা নির্দিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর সে জ্ঞাত বা নির্দিষ্ট অর্থটি হলো تَحْرِيْم (নিষিদ্ধকরণ)। তবে نَهْى রূপক অর্থে تَحْرِيْم ব্যতীত অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা-

১. إِرْشَادْ (বাণী)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَاتَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (অর্থাৎ কিছু কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশ করলে তোমরা দুঃখিত ও ব্যথিত হবে)।

২. دُعَاء (প্রার্থনা) যথা- لَاتَكِلْنِىْ إِلٰى نَفْسِىْ (আমার উপর কোনো দুঃখ চাপিয়ে দিও না)।

৩. اَلْاِلْتِمَاسْ অর্থাৎ অনুরোধ করা, যেমন- কারো উক্তি তার সমকক্ষ কাউকে লক্ষ্য করে- لَاتَبْرَحْ عَنِ الْمَكَانِ অর্থাৎ অনুগ্রহ করে তুমি এ স্থান ত্যাগ করবে না।

৪. اَلتَّمَنِّىْ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা করা, যেমন কোনো কবির কথা- يَا لَيْلُ طُلْ يَا نَوْمُ زُلْ * يَا صُبْحُ قِفْ لَاتَطْلُعْ
অর্থাৎ হে রাত! তুমি লম্বা ও, হে ঘুম! তুমি দূর হও, হে ভোর! তুমি অপেক্ষা কর, (হে সূর্য!) তুমি উদিত হয়ো না।

৫. اَلتَّهْدِيْدُ অর্থাৎ ধমক প্রদান করা, যেমন কোনো মনিব রাগের সাথে তার চাকরকে বলল- لَاتُطِعْ أَمْرِىْ অর্থাৎ যা তুই আমার নির্দেশ মান্য করিস না।

৬. اَلتَّسْلِيَةُ অর্থাৎ সান্ত্বনা প্রদান করা, যেমন কুরআনে আছে- لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ চিন্তা কর না, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন।

৭. اَلتَّوْبِيْخُ অর্থাৎ তিরস্কার করা, যেমন কুরআনে আছে- لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ كَمَا مَضٰى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَهْى-এর قُيُوْدَاتْ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, أَمْر-এর মধ্যে যেরূপ قَيْد রয়েছে نَهْى-এর মধ্যেও অনুরূপ قَيْد রয়েছে। কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, إِفْعَلْ -এর স্থলে لَاتَفْعَلْ শব্দটিকে প্রয়োগ করা হবে। قَوْل - مَصْدَرْ-এর দ্বারা مَقُوْل বুঝানো হয়েছে। কেননা نَهْى-এর مُسَمّٰى শব্দ। مَصْدَرْ-এর অর্থবোধক قول দ্বারা এটাকে বুঝানো যায় না। আর غَيْر-এর দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য, চাই প্রকৃত পক্ষেই غَيْر (অন্য) হোক বা বিশেষ কোনো দিকের বিবেচনায় غَيْر হোক। যেমন- বক্তা যদি নিজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আর এটা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচ্য। তবে উসূলবিদগণের মতে তাকে نَهْى বলে না। সুতরাং তাদের মতে غَيْر-এর দ্বারা হাকীকী غَيْر উদ্দেশ্য। আর إِسْتِعْلَاء-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বক্তা নিজেকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন মনে করা, চাই বাস্তবিক পক্ষে মর্যাদা সম্পন্ন হোক বা না হোক।

قَوْلُهُ وَهُوَ يَشْمُلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لَاتَفْعَلْ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, لَاتَفْعَلْ শব্দটি مُخَاطَبْ বা মাধ্যম পুরুষ غَائِبْ বা নাম পুরুষ مُتَكَلِّمْ বা উত্তম পুরুষ مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্য এবং مَجْهُوْل ব কর্মবাচ্য সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। উক্ত আলোচনা দ্বারা বিরোধীদের উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। নিম্নে উত্তরসহ প্রশ্নটি উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : نَهْى -এর উপরোক্ত সংজ্ঞা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কেননা তাতে তো مُخَاطَبْ বা মধ্যম পুরুষ مُتَكَلِّمْ বা উত্তম পুরুষ غَائِبْ নাম পুরুষ এবং مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্য مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্য সবগুলোকে শামিল করে না। কারণ এগুলোতে তো لَاتَفْعَلْ নেই ?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, لَاتَفْعَلْ শব্দটি দ্বারা ঐ সব صِيْغَه -কে বুঝানো হয়েছে যে সব صِيْغَه অপরিহার্যভাবে কোনো কর্ম হতে বিরত থাকার কামনা নির্দেশ করে। সুতরাং لَاتَفْعَلْ সীগাহটি نَهْى-এর সর্বপ্রকার صِيْغَه কেই শামিল করে থাকে।

بَيَانُ الْقَبِيْحِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ

কবীহ্ লিআইনিহী ও লিগাইরিহী-এর বর্ণনা

وَإِنَّهُ يَقْتَضِيْ صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرُوْرَةَ حِكْمَةِ النَّاهِيْ وَالْحَكِيْمُ إِنَّمَا يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ كَمَا أَنَّ الْحَسَنَ فِيْ جَانِبِ الْأَمْرِ كَذٰلِكَ ثُمَّ أَنَّ فِي النَّهْيِ تَقْسِيْمًا بِحَسْبِ أَقْسَامِ الْقُبْحِ وَهُوَ أَنَّهُ إِمَّا قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا نَوْعَانِ فَصَارَ الْمَجْمُوْعُ أَرْبَعَةً عَلٰى مَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَيِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمَفْهُوْمُ مِنَ النَّهْيِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ قَبِيْحًا لِعَيْنِهِ أَيْ تَكُوْنُ ذَاتُهُ قَبِيْحَةً بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْأَوْصَافِ اللَّازِمَةِ وَالْعَوَارِضِ الْمُجَاوِرَةِ وَذٰلِكَ نَوْعَانِ وَضْعًا وَشَرْعًا أَيْ الْأَوَّلُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ وُضِعَ لِلْقَبِيْحِ الْعَقْلِيِّ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وُرُوْدِ الشَّرْعِ وَالثَّانِيْ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهٰذَا وَإِلَّا فَالْعَقْلُ يُجَوِّزُهُ.

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنَّهُ يَقْتَضِيْ صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرُوْرَةَ حِكْمَةِ النَّاهِيْ আর نَهْيٌ নিষিদ্ধ বস্তুটির মধ্যে قُبْحٌ বা মন্দ হওয়ার বিশেষণকে কামনা করে, কেননা, নিষেধকারী সুবিজ্ঞ হওয়া স্বতসিদ্ধ ও প্রশ্নাতীত وَالْحَكِيْمُ إِنَّمَا يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ আর বিজ্ঞজন বিশেষ করে বিরত থাকেন অশ্লীল ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে كَمَا أَنَّ الْحَسَنَ যেমন সৌন্দর্যের দিকটি فِيْ جَانِبِ الْأَمْرِ আমরের ক্ষেত্রে كَذٰلِكَ অনুরূপভাবে একই ثُمَّ أَنَّ فِي النَّهْيِ تَقْسِيْمًا بِحَسْبِ أَقْسَامِ الْقُبْحِ অতঃপর প্রকাশ থাকে যে, نَهْيٌ-এর মধ্যে قُبْحٌ বা মন্দ এর শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী একটি تَقْسِيْمٌ বা বণ্টন হয় وَهُوَ أَنَّهُ إِمَّا قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ তা হলো ; قَبِيْحٌ আবার قَبِيْحٌ টা দু' প্রকারে বিভক্ত– (১) قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ (সত্তাগতভাবে মন্দ) (২) قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ (অন্যের কারণে মন্দ হয়) وَكُلٌّ مِنْهُمَا نَوْعَانِ আর এগুলোর প্রত্যেকটি দু' দু'প্রকার فَصَارَ الْمَجْمُوْعُ أَرْبَعَةً সুতরাং মোট চার প্রকার হলো– عَلٰى مَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ গ্রন্থকারের এ বর্ণনা মতে وَهُوَ أَيِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ আর এটা অর্থাৎ مَنْهِيٌّ عَنْهُ বা الْمَفْهُوْمُ مِنَ النَّهْيِ نَهْيٌ দ্বারা বুঝে আসে إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ قَبِيْحًا لِعَيْنِهِ তা হয়তো قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ (সত্তাগতভাবে মন্দ) হবে أَيْ تَكُوْنُ ذَاتُهُ قَبِيْحَةً অর্থাৎ ঐ قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ ঐ قَبِيْحٌ কে বলা হয় যার ذَاتٌ বা সত্তার মধ্যে قَبِيْحٌ বা মন্দ হওয়াটা বিদ্যমান থাকে بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْأَوْصَافِ اللَّازِمَةِ وَالْعَوَارِضِ الْمُجَاوِرَةِ এটার জন্য অত্যাবশ্যক বিশেষণাবলির অথবা তার (আনুষাঙ্গিক) অবস্থার বিচার করা হবে না وَذٰلِكَ نَوْعَانِ وَضْعًا وَشَرْعًا আর قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ টা দু'প্রকার– (১) قَبِيْحٌ وَضْعِيٌّ (অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবেই খারাপ) (২) قَبِيْحٌ شَرْعِيٌّ (শরিয়তের বিবেচনায় খারাপ) أَيِ الْأَوَّلُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ وُضِعَ لِلْقَبِيْحِ الْعَقْلِيِّ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وُرُوْدِ الشَّرْعِ আর قَبِيْحٌ وَضْعِيٌّ বলা হয় শরিয়ত ব্যতীত শুধু জ্ঞানই অনুধাবন করতে পারে যে, এটা قَبِيْحٌ বা খারাপ وَالثَّانِيْ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهٰذَا وَإِلَّا فَالْعَقْلُ يُجَوِّزُهُ আর قَبِيْحٌ شَرْعِيٌّ বলা হয় ঐ قَبِيْحٌ কে যার মন্দ হওয়া কেবল শরিয়ত দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে (যার মধ্যে জ্ঞানের কোনো দখল নেই) এবং তার বৈধতাকে জ্ঞানও সমর্থন করে।

সরল অনুবাদ : আর نَهْيٌ নিষিদ্ধ বস্তুটির মধ্যে قُبْحٌ বা মন্দ হওয়ার বিশেষণকে কামনা করে। কেননা নিষেধকারী সুবিজ্ঞ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ ও প্রশ্নাতীত। আর এটাতো স্পষ্ট যে, সুবিজ্ঞ নিষেধকারী অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতেই বিরত রাখে। যেমন– أَمْرٌ-এর ক্ষেত্রে আদেশকারী সুবিজ্ঞ হওয়ার কারণে مَأْمُوْرٌ بِهٖ টা حُسْنٌ বা সৌন্দর্যের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। অতঃপর প্রকাশ থাকে যে, نَهْيٌ-এর মধ্যে قُبْحٌ বা মন্দ-এর শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী একটি تَقْسِيْمٌ বা বণ্টন হয়। তা হলো قَبِيْحٌ আবার قَبِيْحٌ টা দু'প্রকারে বিভক্ত–(১) قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ (সত্তাগতভাবে মন্দ), (২) قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ (অন্যের কারণে মন্দ হয়) । আর এগুলোর প্রত্যেকটি দু' দু' প্রকার করে। সুতরাং গ্রন্থকারের এ বর্ণনা মতে মোট চার প্রকার হলো। আর এটা অর্থাৎ مَنْهِيٌّ عَنْهُ যা نَهْيٌ দ্বারা বুঝে আসে, **তা হয়তো قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ (সত্তাগতভাবে মন্দ) হবে।** অর্থাৎ ঐ قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ ঐ قَبِيْحٌ-কে বলা হয় যার ذَاتٌ বা সত্তার মধ্যেই قَبِيْحٌ বা মন্দ হওয়টা বিদ্যমান থাকে। এটার জন্য অত্যাবশ্যক বিশেষণাবলির অথবা তার (আনুষঙ্গিক) অবস্থার বিচার করা হবে না। **আর قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ টা দু' প্রকার– (১) قَبِيْحٌ وَضْعِيٌّ (অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবেই খারাপ) (২) قَبِيْحٌ شَرْعِيٌّ (শরিয়তের বিবেচনায় খারাপ)।** আর قَبِيْحٌ وَضْعِيٌّ বলা হয় শরিয়ত ব্যতীত শুধু জ্ঞানই অনুধাবন করতে পারে যে, এটা قَبِيْحٌ বা খারাপ। আর قَبِيْحٌ شَرْعِيٌّ বলা হয়, ঐ قَبِيْحٌ-কে যার মন্দ হওয়া কেবল শরিয়ত দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে । (যার মধ্যে عَقْلٌ বা জ্ঞানের কোনো দখল নেই) এবং তার বৈধতাকে عَقْلٌ বা জ্ঞানও সমর্থন করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنَّهُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র) مَنْهِيٌّ عَنْهُ খারাপ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, نَهْيٌ টা مَنْهِيٌّ عَنْهُ বা নিষিদ্ধ বস্তু খারাপ হওয়ার পরিচায়ক। তথা উক্ত নিষিদ্ধ কার্যটি মূলভাবেই قَبِيْحٌ বা খারাপ। সুতরাং বস্তুটি قَبِيْحٌ হওয়ার কারণেই আল্লাহ তা থেকে মানব সমাজকে বারণ করেছেন। যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেন যে, ঐটা মন্দ বা খারাপ সুতরাং তা থেকে বিরত থাকো। অতএব نَهْيٌ মন্দ হওয়া বা খারাপ হওয়াকে সাব্যস্ত করে না এবং তাকে অনিবার্যরূপে মেনে নিতে বলে না। তাই গ্রন্থকার (র.) এরূপ বলেননি যে, نَهْيٌ টা قُبْحٌ বা কদর্যতার বিশেষণকে সাব্যস্ত করে। [অবশিষ্ট অংশ ৩০১ পৃষ্ঠায়]

اَوْ لِغَيْرِهٖ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِعَيْنِهٖ وَ ذٰلِكَ نَوْعَانِ وَصْفًا وَمُجَاوِرًا يَعْنِىْ اَنَّ النَّوْعَ الْاَوَّلَ مَا يَكُوْنُ الْقَبِيْحُ وَصْفًا لِلْمَنْهِىِّ عَنْهُ اَىْ لَازِمًا غَيْرَ مُنْفَكٍّ عَنْهُ كَالْوَصْفِ وَالنَّوْعُ الثَّانِىْ مَايَكُوْنُ الْقَبِيْحُ فِيْهِ مُجَاوِرًا لِلْمَنْهِىِّ عَنْهُ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ وَمُنْفَكًّا عَنْهُ فِىْ بَعْضٍ اٰخَرَ كَالْكُفْرِ وَبَيْعِ الْحُرِّ وَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ اَمْثِلَةٌ لِلْاَنْوَاعِ الْاَرْبَعَةِ عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ فَالْكُفْرُ مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِعَيْنِهٖ وَضْعًا لِاَنَّهٗ وُضِعَ لِمَعْنًى هُوَ قَبِيْحٌ فِىْ اَصْلِ وَضْعِهٖ وَالْعَقْلُ مِمَّا يُحَرِّمُهٗ لَوْ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الشَّرْعُ لِاَنَّ قُبْحَ كُفْرَانِ الْمُنْعِمِ مَرْكُوْزٌ فِى الْعُقُوْلِ السَّلِيْمَةِ وَبَيْعُ الْحُرِّ مِثَالٌ لِلْقُبْحِ لِعَيْنِهٖ شَرْعًا لِاَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يُوْضَعْ فِى اللُّغَةِ لِمَعْنًى هُوَ قَبِيْحٌ عَقْلًا وَاِنَّمَا الْقُبْحُ فِيْهِ لِاَجْلِ اَنَّ الشَّرْعَ فَسَّرَ الْبَيْعَ بِمُبَادَلَةِ مَالٍ وَالْحُرُّ لَيْسَ بِمَالٍ عِنْدَهٗ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ لِغَيْرِهٖ অথবা তা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ (অন্যের কারণে খারাপ) হবে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِعَيْنِهٖ এটা لِعَيْنِهٖ-এর উপর عَطْف হয়েছে আর وَذٰلِكَ نَوْعَانِ وَصْفًا وَمُجَاوِرًا قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ ও দু'প্রকার- (১) قَبِيْحٌ وَصْفِىْ (গুণবাচক মন্দ) (২) قَبِيْحٌ جَوَارِىْ (আনুষঙ্গিকভাবে খারাপ) يَعْنِىْ اَنَّ النَّوْعَ الْاَوَّلَ مَايَكُوْنُ الْقَبِيْحُ وَصْفًا لِلْمَنْهِىِّ عَنْهُ অর্থাৎ প্রথম প্রকার হলো- যাতে قَبِيْح টা مَنْهِىْ عَنْهُ-এর وَصْف বা বিশেষণ হিসেবে গণ্য হয়েছে اَىْ لَازِمًا غَيْرَ مُنْفَكٍّ عَنْهُ كَالْوَصْفِ অর্থাৎ তা কোনো কিছুর গুণের ন্যায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকবে وَالنَّوْعُ الثَّانِىْ مَا يَكُوْنُ الْقَبِيْحُ فِيْهِ مُجَاوِرًا لِلْمَنْهِىِّ عَنْهُ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ আর দ্বিতীয় প্রকার হলো যাতে قَبِيْح টা مَنْهِىْ عَنْهُ-এর সাথে কখনো সংশ্লিষ্ট হবে وَمُنْفَكًّا عَنْهُ فِىْ بَعْضٍ اٰخَرَ আবার কখনো مَنْهِىْ عَنْهُ হতে বিচ্ছিন্নও হয়ে যাবে كَالْكُفْرِ وَبَيْعِ الْحُرِّ وَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ যথা- কুফর, স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রয়, কুরবানির দিনে রোজা ও আযানের সময় বেচাকেনা করা اَمْثِلَةٌ لِلْاَنْوَاعِ الْاَرْبَعَةِ عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ এ স্থলে ধারাবাহিকভাবে চতুষ্টয় প্রকারের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে فَالْكُفْرُ مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِعَيْنِهٖ وَضْعًا সুতরাং কুফর প্রথম প্রকারের তথা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ وَضْعِىْ-এর উদাহরণ لِاَنَّهٗ وُضِعَ لِمَعْنًى هُوَ قَبِيْحٌ فِىْ اَصْلِ وَضْعِهٖ কেননা, কুফর এমন অর্থের জন্য প্রণীত, যা গঠন প্রকৃতির দিক হতেই মন্দ وَالْعَقْلُ مِمَّا يُحَرِّمُهٗ لَوْ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الشَّرْعُ যদি তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম আরোপিত নাও হতো তাহলেও স্বয়ং বিবেকই তা হারাম ও মন্দ হওয়ার হুকুম প্রদান করত لِاَنَّ قُبْحَ كُفْرَانِ الْمُنْعِمِ مَرْكُوْزٌ فِى الْعُقُوْلِ السَّلِيْمَةِ কেননা, নিয়ামত দানকারীর অকৃতজ্ঞতা ও না শুকরিয়ার কদর্যতা নিখুঁত ও সুস্থ বিবেকের নিকট (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) স্বীকৃত وَبَيْعُ الْحُرِّ مِثَالٌ لِلْقُبْحِ لِعَيْنِهٖ شَرْعًا আর আযাদ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ شَرْعِىْ-এর উদাহরণ لِاَنَّ الْبَيْعَ কেননা, ক্রয়-বিক্রয় لَمْ يُوْضَعْ فِى اللُّغَةِ আভিধানিক দৃষ্টিতে প্রণীত নয় لِمَعْنًى هُوَ قَبِيْحٌ عَقْلًا এমন কোনো অর্থের জন্য যা বিবেকের নিকটও মন্দ বলে ধর্তব্য হয় وَاِنَّمَا الْقُبْحُ فِيْهِ لِاَجْلِ اَنَّ الشَّرْعَ فَسَّرَ الْبَيْعَ بِمُبَادَلَةِ مَالٍ আর অসুন্দরতা শুধু এজন্যই সাব্যস্ত হয়েছে যে, শরিযতের بَيْع-এর সংজ্ঞা এ ভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, 'মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদানকে بَيْع বলে وَالْحُرُّ لَيْسَ بِمَالٍ عِنْدَهٗ অথচ স্বাধীন ব্যক্তি শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে মাল নয়।

সরল অনুবাদ : **অথবা তা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ (অন্যের কারণে খারাপ) হবে। এটা لِعَيْنِهٖ-এর উপর عَطْف হয়েছে। আর قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ ও দু' প্রকার- (১) قَبِيْحٌ وَصْفِىْ (গুণবাচক মন্দ), (২) قَبِيْحٌ جَوَارِىْ (আনুষঙ্গিকভাবে খারাপ)।** অর্থাৎ প্রথম প্রকার হলো যাতে قَبِيْح টা مَنْهِىْ عَنْهُ-এর وَصْف বা বিশেষণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। অর্থাৎ তা কোনো কিছুর وَصْف বা গুণের ন্যায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকবে। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো যাতে قَبِيْح টা مَنْهِىْ عَنْهُ-এর সাথে কখনো সংশ্লিষ্ট হবে আবার কখনো مَنْهِىْ عَنْهُ হতে বিচ্ছিন্নও হয়ে যাবে। **যথা-কুফর, স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রয়, কুরবানির দিনে রোজা ও আযানের সময় বেচাকেনা করা।** এ স্থলে ধারাবাহিকভাবে চতুষ্টয় প্রকারের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং কুফর প্রথম প্রকারের তথা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ وَضْعِىْ-এর উদাহরণ। কেননা কুফর এমন অর্থের জন্য প্রণীত, যা গঠন প্রকৃতির দিক হতেই মন্দ। যদি তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম আরোপিত নাও হতো তাহলেও স্বয়ং বিবেকই তা হারাম ও মন্দ হওয়ার হুকুম প্রদান করত। কেননা নিয়ামত দানকারীর অকৃতজ্ঞতা ও না শুকরিয়ার কদর্যতা নিখুঁত ও সুস্থ বিবেকের নিকট (স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে) স্বীকৃত। আর আযাদ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ شَرْعِىْ-এর উদাহরণ। কেননা ক্রয়-বিক্রয় আভিধানিক দৃষ্টিতে এমন কোনো অর্থের জন্য প্রণীত নয়, যা বিবেকের নিকটও মন্দ বলে ধর্তব্য হয়। তার অসুন্দরতা শুধু এ জন্যই সাব্যস্ত হয়েছে যে, শরিয়তে بَيْع-এর সংজ্ঞা এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ অর্থাৎ মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদানকে بَيْع বলে, অথচ স্বাধীন ব্যক্তি শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে মাল নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[২৯৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

قَوْلُهُ اَلْمَفْهُوْمُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ضَمِيْر-এর مَرْجِع প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আর এটা অর্থাৎ مَنْهِىْ عَنْهُ যা نَهِىْ দ্বারা বুঝা গেছে। হয়তো قَبِيْح لِعَيْنِه হবে। মূলত এ স্থলে ব্যাখ্যাকার সামান্য অমনোযোগী হয়ে গেছেন। আর مَسِيْرُ الدَّائِر প্রণেতা এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করেছেন। কেননা مَنْهِىْ عَنْهُ সন্নিকটেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। সুতরাং مَرْجِع -কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, ব্যাখ্যাকার (র.) ضَمِيْر -কে قَبِيْح-এর দিকে نِسْبَتْ না করে مَنْهِىْ عَنْهُ-এর দিকে করেছেন। এর দ্বারা পরবর্তী উদাহরণগুলোর সাথে তিনি সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা অবলম্বন করেছেন। কারণ পরবর্তী উদাহরণগুলো যেমন– কুফর ইত্যাদি হলো مَنْهِىْ عَنْهُ।

قَوْلُهُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ قَبِيْحًا لِعَيْنِه الخ : قَبَاحَتْ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে نَهِىْ কে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হলো قَبِيْح لِعَيْنِه তথা সত্তাগতভাবে মন্দ। অন্য প্রকারটি হলো قَبِيْح لِغَيْرِه তথা আনুষঙ্গিক কারণে মন্দ। আর قَبِيْح لِعَيْنِه বলে ঐ قَبِيْح কে, যার ذَاتْ মনে হয়। এর জন্যে অত্যাবশ্যক গুণাবলি ও আনুষঙ্গিক অবস্থার কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা করা হয় না।

অন্যদিকে قَبِيْح لِغَيْرِه বলে ঐ قَبِيْح কে যা আনুষঙ্গিক কারণে মন্দ হয়।

قَوْلُهُ وَذَالِكَ نَوْعَانِ : قَبِيْح لِعَيْنِه কে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–

১. قَبِيْح لِعَيْنِه وَضْعًا ২. قَبِيْح لِعَيْنِه شَرْعًا

১. قَبِيْح لِعَيْنِه وَضْعًا : যে নাহী আনুষঙ্গিক অবস্থা বিবেচনা ব্যতীতই সত্তাগতভাবে মন্দ এবং মানুষের বিবেক তাকে মন্দরূপে সাব্যস্ত করে এবং শরিয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়, এ ধরনের নাহীকে قَبِيْح لِعَيْنِه وَضْعًا বলে।

২. قَبِيْح لِعَيْنِه شَرْعًا : যে নাহী সত্তাগতভাবে মন্দ এবং শরিয়তের দৃষ্টিতেও মন্দ। যদিও মনুষ্য বিবেক তাকে জায়েজ রাখে তাকে قَبِيْح لِعَيْنِه شَرْعًا বলে।

[৩০০ পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ اَوْ لِغَيْرِه عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِه الخ -এর আলোচনা : এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) قَبَاحَتْ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে نَهِىْ -এর দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারটি হলো قَبِيْح لِغَيْرِه অর্থাৎ যা আনুষঙ্গিক বা অন্য কারণে মন্দ। গ্রন্থকারের উক্তি اَوْ لِغَيْرِه এ অংশটুকু তার অন্য উক্তি لِعَيْنِه -এর উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَذَالِكَ نَوْعَانِ : قَبِيْح لِغَيْرِه কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– (ক) قَبِيْح لِغَيْرِه وَصْفًا

(খ) قَبِيْح لِغَيْرِه مُجَاوِرًا

(ক) قَبِيْح لِغَيْرِه وَصْفًا যে نَهِىْ আনুষঙ্গিক ও গুণগত কারণে মন্দ তাকে قَبِيْح لِغَيْرِه وَصْفًا বলা হয়।

(খ) قَبِيْح لِغَيْرِه مُجَاوِرًا যে نَهِىْ পার্শ্ববর্তী আনুষঙ্গিক কারণে মন্দ তাকে قَبِيْح لِغَيْرِه مُجَاوِرًا বলে।

قَوْلُهُ كَالْكُفْرِ وَبَيْعِ الْحُرِّ الخ : গ্রন্থকার (র.) এখানে نَهِىْ -এর বর্ণিত চারটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন– মহান আল্লাহকে অস্বীকার করা, স্বাধীন বা আযাদ ব্যক্তিকে বিক্রি করা, কুরবানির দিন রোজা রাখা এবং আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা। বর্ণিত চারটি কথা ধারাবাহিকভাবে نَهِىْ -এর প্রকারের উদাহরণ।

لِلْاَنْوَاعِ الْاَرْبَعَةِ الخ : এখানে প্রকার চতুষ্টয় বলতে নিম্নোক্ত চার প্রকারকে বুঝানো হয়েছে। যেমন–

১. قَبِيْح لِعَيْنِه وَضْعًا ২. قَبِيْح لِعَيْنِه شَرْعًا
৩. قَبِيْح لِغَيْرِه وَصْفًا ৪. قَبِيْح لِغَيْرِه مُجَاوِرًا

قَوْلُهُ لَيْسَ بِمَالٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) স্বাধীন ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে স্বাধীন ব্যক্তি কোনো মাল নয়। উল্লেখ্য যে, স্বাধীন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে প্রয়োজনে নিজে নিজেকে বিক্রি করতে পারে। যেমন –তার দায়িত্বে এমন মাল ওয়াজিব হয়েছে যা সে আদায় করতে অক্ষম। অথচ যদি স্বাধীন ব্যক্তি এমন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে পতিত হয় যে, তার জন্য মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ জায়েজ হয়ে পড়ে তাহলে মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা থেকে নিজেকে বিক্রি করে আহারের ব্যবস্থা করা উত্তম। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তি যদি মাল না হয়, তাহলে প্রয়োজনের অবস্থায়ও বেচাকেনা সংঘটিত হতো না। কেননা যা মূলত মাল নয় তা প্রয়োজনের সময়ও মাল হয় না। যেমন– মৃত প্রাণী। অতএব সঠিক মত হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের স্থল হলো ব্যয়যোগ্য মাল। আর আযাদ ব্যক্তি মাল হলে ব্যয়যোগ্য মাল নয়। তবে জরুরতের সময় তা ব্যয়যোগ্য মালেও পরিণত হয়। আর তখনই তার ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে।

وَكَذَا صَلٰوةُ الْمُحْدِثِ قَبِيْحَةٌ شَرْعًا لِاَنَّ الشَّارِعَ اَخْرَجَ الْمُحْدِثَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ اَهْلًا لِاَدَائِهَا وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِغَيْرِهٖ وَصْفًا فَاِنَّ الصَّوْمَ فِىْ نَفْسِهٖ عِبَادَةٌ وَاِمْسَاكٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا يَحْرُمُ لِاَجْلِ اَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ ضِيَافَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفِى الصَّوْمِ اِعْرَاضٌ عَنْهَا وَهٰذَا الْمَعْنٰى لَازِمٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ لِهٰذَا الصَّوْمِ لِاَنَّ الْوَقْتَ دَاخِلٌ فِىْ تَعْرِيْفِ الصَّوْمِ وَ وَصْفُ الْجُزْءِ وَصْفُ الْكُلِّ فَصَارَ فَاسِدًا وَلَمْ يَلْزَمْ بِالشُّرُوْعِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا صَلٰوةُ الْمُحْدِثِ قَبِيْحَةٌ شَرْعًا ঠিক তদ্রূপ অজুবিহীন ব্যক্তির নামাজও কবীহে শরয়ী لِاَنَّ الشَّارِعَ اَخْرَجَ الْمُحْدِثَ اَنْ يَكُوْنَ اَهْلًا لِاَدَائِهَا কেননা, শরিয়ত অজুবিহীন ব্যক্তিকে নামাজ আদায়ের অযোগ্য ঘোষণা করেছে وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ আর কুরবানির দিনের রোজা مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِغَيْرِهٖ وَصْفًا তৃতীয় প্রকার তথা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ وَصْفِىْ -এর উদাহরণ فَاِنَّ الصَّوْمَ فِىْ نَفْسِهٖ عِبَادَةٌ কেননা, মূলত রোজা ইবাদত وَاِمْسَاكٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى এবং শুধু আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের নিমিত্তে نَفْس -কে (পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে) বিরত রাখা وَاِنَّمَا يَحْرُمُ لِاَجْلِ اَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ ضِيَافَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى এটা কেবল এ জন্য হারাম হয়েছে যে, কুরবানির দিন হলো আল্লাহর পক্ষ হতে মেহমানদারীর দিন وَفِى الصَّوْمِ اِعْرَاضٌ عَنْهَا আর রোজা রাখা হলো উক্ত খোদায়ী মেহমানদারী হতে বিমুখ হয়ে যাওয়া وَهٰذَا الْمَعْنٰى لَازِمٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ لِهٰذَا الصَّوْمِ আর এ অর্থটিই রোজার জন্য অত্যাবশ্যক এবং وَصْف -এর স্থলাভিষিক্ত لِاَنَّ الْوَقْتَ دَاخِلٌ فِىْ تَعْرِيْفِ الصَّوْمِ কেননা, সাওমের সংজ্ঞার মধ্যে ওয়াক্ত অন্তর্ভুক্ত وَوَصْفُ الْجُزْءِ وَصْفُ الْكُلِّ আর নিয়ম হলো কোনো একটি অংশের وَصْف সমস্ত জিনিসের وَصْف হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে فَصَارَ فَاسِدًا সুতরাং তা ফাসিদ হয়ে যাবে وَلَمْ يَلْزَمْ بِالشُّرُوْعِ আর শুরু করার কারণে তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে না।

সরল অনুবাদ : ঠিক তদ্রূপ অজুবিহীন ব্যক্তির নামাজও قَبِيْحٌ شَرْعِىْ কেননা শরিয়ত অজুবিহীন ব্যক্তিকে নামাজ আদায়ের অযোগ্য ঘোষণা করেছে। আর কুরবানির দিনের রোজা তৃতীয় প্রকার তথা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ وَصْفِىْ-এর উদাহরণ। কেননা মূলত রোজা ইবাদত এবং শুধু আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের নিমিত্তে نَفْس -কে (পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে) বিরত রাখা। এটা কেবল এ জন্য হারাম হয়েছে যে, কুরবানির দিন হলো আল্লাহর পক্ষ হতে মেহমানদারীর দিন। আর রোজা রাখা হলো উক্ত খোদায়ী মেহমানদারী হতে বিমুখ হয়ে যাওয়া। আর এ অর্থটিই রোজার জন্য অত্যাবশ্যক এবং وَصْف-এর স্থলাভিষিক্ত। কেননা সাওমের সংজ্ঞার মধ্যে ওয়াক্ত অন্তর্ভুক্ত। আর নিয়ম হলো, কোনো একটি অংশের وَصْف সমস্ত জিনিসের وَصْف হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সুতরাং তা ফাসিদ হয়ে যাবে। আর শুরু করার কারণে তা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاِنَّ الصَّوْمَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কুরবানির দিনে রোজা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, রোজা মূলত এমন এক ইবাদত যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে। তথাপি কুরবানির দিনে এই রোজা রাখার দ্বারা আল্লাহর ضِيَافَتْ বা মেহমানদারী হতে বিমুখ হওয়া সাব্যস্ত হয় বিধায় রোজা রাখাকে সে দিন হারাম করে দেওয়া হয়েছে। তবে তার বিস্তারিত বিবরণ হলো, রোজা বলে সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ হতে বিরত থাকাকে। আর মূলত তা حَسَنْ বা উত্তম। তবে কুরবানির দিনে রোজা রাখা হারাম। কেননা এর দ্বারা আল্লাহর ضِيَافَتْ বা মেহমানদারী হতে বিমুখ হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর আল্লাহর মেহমানদারী হতে বিমুখ হওয়া কুরবানির দিনের জন্য وَصْف বা গুণ বিশেষ। কারণ আল্লাহর মেহমানদারী হতে বিমুখতা ঐ ওয়াক্তের সাথে وَصْف বা বিশেষণ রূপে জড়িত, যা صَوْم বা রোজা আদায়ের স্থল অর্থাৎ কুরবানির ঈদের দিন। আর ওয়াক্তটা সাওমের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ও তার অংশ বিশেষ। আর অংশের وَصْف সম্পূর্ণ বস্তুর وَصْف হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ ওয়াক্তের وَصْف কুরবানির দিনের وَصْف হিসেবে গণ্য। সুতরাং তা কুরবানির দিনের রোজার وَصْف বা বিশেষণে পরিণত হয়ে গেছে। আর কুরবানির দিনের রোজা হতে উক্ত وَصْف বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং তা ফাসাদকে ওয়াজিব করবে। আর তাই কুরবানির দিনের রোজা فَاسِدْ হয়ে থাকে। এটা শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হবে না। অতএব তা পূর্ণ করাও অত্যাশ্যক হবে না; বরং তাকে ভঙ্গ করে ফেলা ওয়াজিব হবে, তবে ভঙ্গ করার কারণে قَضَاءও ওয়াজিব হবে না। আর তার রহস্য হলো مُؤَدّٰى তথা কার্যটির মর্যাদা রক্ষার্থে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর قَبِيْح -কে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে তা এখানে অনুপস্থিত হবে।

بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ فِى نَفْسِهِ طَاعَةٌ وَلَا فَسَادَ فِى التَّسْمِيَةِ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِى الْفِعْلِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ هٰذَا الْقِسْمِ أَيْضًا لٰكِنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ دَاخِلًا فِى تَعْرِيْفِهَا وَلَامِعْيَارًا لَهَا فَلَمْ تَكُنْ فَاسِدَةً بَلْ مَكْرُوْهَةً تَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْاِفْسَادِ وَالْبَيْعُ وَقْتَ النِّدَاءِ مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِغَيْرِهِ مُجَاوِرًا فَإِنَّ الْبَيْعَ فِى ذَاتِهِ أَمْرٌ مَشْرُوْعٌ مُفِيْدٌ لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ وَقْتَ النِّدَاءِ لِأَنَّ فِيْهِ تَرْكَ السَّعْىِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْوَاجِبِ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى " فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ط " ـ

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ النَّذْرِ কিন্তু মানতের রোজা এটার বিপরীত فَإِنَّهُ فِى نَفْسِهِ طَاعَةٌ কেননা, মানত মূলত একটি ইবাদত বটে وَلَافَسَادَ فِى التَّسْمِيَةِ আর রোজার নাম উচ্চারণ করার মধ্যে কোনো ফাসাদ নেই وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِى الْفِعْلِ বরং ঐ দিন কাজটি সম্পাদন করার মধ্যেই ফাসাদ নিহিত فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ সুতরাং তার قَضَاءُ করা ওয়াজিব হবে بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ তদ্রূপ মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ আদায় করাও এটার বিপরীত فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ هٰذَا الْقِسْمِ أَيْضًا কেননা, যদিও এটা এ শ্রেণীভুক্ত لٰكِنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ دَاخِلًا فِى تَعْرِيْفِهَا কিন্তু ওয়াক্ত এটার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয় وَلَا مِعْيَارًا لَهَا এবং এটার জন্য মানদণ্ডও নয় فَلَمْ تَكُنْ فَاسِدَةً সুতরাং নামাজ নষ্ট হবে না بَلْ مَكْرُوْهَةً বরং মাকরূহ হবে تَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ আরম্ভ করার কারণে সম্পূর্ণ করা আবশ্যিক হবে وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْاِفْسَادِ এবং নষ্ট করার কারণে قَضَاءُ ওয়াজিব হবে وَالْبَيْعُ وَقْتَ النِّدَاءِ আর জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِغَيْرِ مجاورا এটা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ مُجَاوِرًا-এর উদাহরণ فَإِنَّ الْبَيْعَ فِى ذَاتِهِ أَمْرٌ مَشْرُوْعٌ مُفِيْدٌ لِلْمِلْكِ কেননা, ক্রয়-বিক্রয় মূলত একটি শরিয়ত সম্মত ও মালিকানা সাব্যস্তকারী وَإِنَّمَا يَحْرُمُ وَقْتَ النِّدَاءِ কিন্তু জুমার আজানের সময় এ জন্য হারাম যে, لِأَنَّ فِيْهِ تَرْكَ السَّعْىِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْوَاجِبِ তাতে লিপ্ত হওয়ার কারণে জুমার উদ্দেশ্য সেই ওয়াজিব سَعْى বা দৌড়ানোকে পরিত্যাগ করা হয় بِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ যা আল্লাহ তা'আলার বাণী– তোমরা আল্লাহর স্মরণে দৌড়াও এবং ক্রয় বিক্রয় বর্জন কর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

সরল অনুবাদ : কিন্তু মানতের রোজা এটার বিপরীত। কেননা মানত মূলত একটি ইবাদত বটে আর রোজার নাম উচ্চারণ করার মধ্যে কোনো ফাসাদ নেই; বরং ঐ দিন কাজটি সম্পাদন করার মধ্যেই (মানতের রোজা রাখার মধ্যেই) ফাসাদ নিহিত। সুতরাং (অন্য দিন) তার قَضَاءُ করা ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ মাকরুহ ওয়াক্তে নামাজ আদায় করাও এটার বিপরীত। কেননা যদিও এটা এ শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু ওয়াক্ত এটার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এটার জন্য মানদণ্ডও নয়। সুতরাং নামাজ নষ্ট হবে না; বরং মাকরুহ হবে। আরম্ভ করার কারণে সম্পূর্ণ করা আবশ্যিক হবে এবং নষ্ট করার কারণে قَضَاءُ ওয়াজিব হবে। আর জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা, এটা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ مُجَاوِرًا-এর উদাহরণ। কেননা ক্রয়-বিক্রয় মূলত একটি শরিয়ত সম্মত ও মালিকানা সাব্যস্তকারী কাজ। কিন্তু তা জুমার আযানের সময় এ জন্য হারাম যে, তাতে লিপ্ত হওয়ার কারণে জুমার উদ্দেশ্য সেই ওয়াজিব سَعْى বা দৌড়ানোকে পরিত্যাগ করা হয় যা আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَافَسَادَ فِى التَّسْمِيَةِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কুরবানির দিনে রোজার মানত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কুরবানির দিন রোজা রাখার মানত করলে সহীহ হবে। কারণ মূলত মানত হলো আল্লাহর আনুগত্য। আর রোজার নাম উচ্চারণের মধ্যে কোনোরূপ দোষ নেই। কেবল কার্যের মধ্যেই দোষ নিহিত রয়েছে। কেননা অপরাধ তথা আল্লাহর মেহমানদারী হতে বিরত থাকা রোজার নাম উচ্চারণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং কুরবানির দিনে রোজা পালনের কার্যের মধ্যেই দোষ নিহিত রয়েছে। অতএব ফতোয়া দেওয়া হবে যে, কুরবানির দিনে সে তার মানত আদায় করতে পারবে না; বরং তার قَضَاءُ পালন করবে। তবে যদি রোজা রাখে, তাহলে সে দায়িত্ব হতে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেননা সে যদ্রূপ নিজের উপর আবশ্যক করেছে তদ্রূপ আদায়ও করেছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْحَلْفِ অর্থাৎ অপরাধ সংক্রান্ত কোনো-মানত করলে সহীহ হবে না এবং তার কাফ্ফারা হলো শপথের কাফ্ফারার ন্যায়। এবং অন্য বর্ণনায় এসেছে– لَاوَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে কোনো মানত করলে তা পূরণ করা যাবে না। উক্ত হাদীস দু'টি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধ সংক্রান্ত কোনো কার্যের মানত করা জায়েজ হবে না, আর করলেও তা পূর্ণ করা যাবে না। সুতরাং ঈদের দিনে রোজা রাখার মানত করা নিষ্ফল, আর قَضَاءُ তো ওয়াজিবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এর মধ্যে অপরাধ দ্বারা যা মূলতই অপরাধ তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন–মদ্যপান ইত্যাদি। আর যা অন্যের কারণে সাময়িকভাবে অপরাধে পরিণত হয়েছে তাকে বুঝানো হয়নি। বলা বাহুল্য যে, রোজা এ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ مِنْ هٰذَا الْقِسْمِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মাকরুহ ওয়াক্তে নামাজ পড়া কোন্ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ পড়া قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সালাত মূলত সুন্দর ও উত্তম। কারণ তাতে রুকু-সিজদা ইত্যাদি কার্যাবলির সবই উত্তম। আর এর মধ্যে সতর ঢাকা, পবিত্রতা অর্জন ইত্যাদির যে সব শর্ত রয়েছে সেগুলোও উত্তম। আর সমস্ত ওয়াক্তও নামাজ আদায়ের পাত্র হওয়ার যোগ্য। তবে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও সূর্য স্থির হওয়ার সময় যেহেতু হাদীসের বর্ণনা মতে সূর্যের সাথে শয়তানের মিলিত হওয়ার সময়, তাই উক্ত সময়গুলোতে নামাজ আদায় করা দূষণীয় সাব্যস্ত হয়েছে।

وَهٰذَا الْمَعْنٰى مِمَّا يُجَاوِرُ الْبَيْعَ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ فِيْمَا اِذَا بَاعَ وَتَرَكَ السَّعْىَ وَيَنْفَكُّ عَنْهُ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ فِيْمَا اِذَا سَعٰى اِلَى الْجُمُعَةِ وَبَاعَ فِى الطَّرِيْقِ بِاَنْ يَّكُوْنَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِىْ رَاكِبَيْنِ فِىْ سَفِيْنَةٍ تَذْهَبُ اِلَى الْجَامِعِ وَفِيْمَا اِذَا لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَسْعَ اِلَى الْجُمُعَةِ بَلْ اِشْتَغَلَ بِلَهْوٍ اٰخَرَ فَهٰذَا الْبَيْعُ كَبَيْعِ الْغَاصِبِ يُفِيْدُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَمِثْلُهٗ وَطْىُ الْحَائِضِ مَشْرُوْعٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مَنْكُوْحَتُهٗ وَاِنَّمَا يَحْرُمُ لِاَجَلِ الْاَذٰى وَهُوَ مِمَّا يُمْكِنُ اَنْ يَنْفَكَّ عَنِ الْوَطْىِ بِاَنْ يُّوْجَدَ الْوَطْىُ بِدُوْنِ الْاَذٰى وَالْاَذٰى بِدُوْنِ الْوَطْىِ وَكَذَا الصَّلٰوةُ فِى الْاَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ مَشْرُوْعَةٌ فِىْ ذَاتِهَا وَاِنَّمَا تَحْرُمُ لِاَجَلِ شُغُلِ مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ مِمَّا يَنْفَكُّ عَنِ الصَّلٰوةِ بِاَنْ يُوْجَدَ الصَّلٰوةُ بِدُوْنِ شُغُلِ مِلْكِ الْغَيْرِ بَلْ فِىْ مِلْكِ نَفْسِهٖ وَيُوْجَدُ الشُّغُلُ بِدُوْنِ الصَّلٰوةِ بِاَنْ يَّسْكُنَ فِيْهِ وَلَا يُصَلِّىْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا الْمَعْنٰى مِمَّا يُجَاوِرُ الْبَيْعَ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ আর উক্ত অর্থ অর্থাৎ জুমার নামাজের দিকে ধাবিত হওয়া পরিত্যাগ হওয়া بَيْع-এর সাথে মশগুল হওয়ার কারণে কোনো কোনো সময় হয়ে থাকে فِيْمَا اِذَا بَاعَ وَتَرَكَ السَّعْىَ অর্থাৎ যখন ক্রয়-বিক্রয় করে এবং জুমার দিকে ধাবিত হওয়া পরিত্যাগ করে وَيَنْفَكُّ عَنْهُ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ আবার কোনো কোনো সময় বেচাকেকনার কারণে জুমার দিকে ধাবিত হওয়া পরিত্যাগ হয় না فِيْمَا اِذَا سَعٰى اِلَى الْجُمُعَةِ (অর্থাৎ তখন পরিত্যক্ত হয় না) যখন জুমার দিকে ধাবিত হয় وَبَاعَ فِى الطَّرِيْقِ এবং পথিমধ্যে ক্রয় বিক্রয় করে بِاَنْ يَّكُوْنَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِىْ رَاكِبَيْنِ فِىْ سَفِيْنَةٍ এভাবে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা এমন এক নৌকায় আরোহণ করবে تَذْهَبُ اِلَى الْجَامِعِ যা জামে মসজিদের দিকে যাচ্ছে وَفِيْمَا اِذَا لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَسْعَ اِلَى الْجُمُعَةِ আর ঐ ক্ষেত্রেও যখন ক্রয় বিক্রয় করবে না এবং জুমার দিকে দৌড়াবেও না بَلْ اِشْتَغَلَ بِلَهْوٍ اٰخَرَ বরং অপর কোনো অনর্থক কাজে ব্যস্ত থাকবে فَهٰذَا الْبَيْعُ كَبَيْعِ الْغَاصِبِ যাহোক জুমার আজানোর সময় ক্রয়-বিক্রয় কোনো অপহরণকারীর ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় يُفِيْدُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ যাতে আয়ত্ব করার পর মালিকানা সাব্যস্ত হয় وَمِثْلُهٗ وَطْىُ الْحَائِضِ مَشْرُوْعٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مَنْكُوْحَتُهٗ উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় হায়েযা নারীর সাথে সহবাস করাও কেননা, হায়েযা নারী সহবাসকারীর বিবাহিতা হওয়ার কারণে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ وَاِنَّمَا يَحْرُمُ لِاَجَلِ الْاَذٰى কিন্তু হায়েযের অপবিত্রতার কারণে তার সাথে সহবাস হারাম وَهُوَ مِمَّا يُمْكِنُ اَنْ يَنْفَكَّ عَنِ الْوَطْىِ আর এটা এমন যা সহবাস হতে বিভিন্ন হওয়ার অবকাশ রাখে بِاَنْ يُوْجَدَ الْوَطْىُ بِدُوْنِ এভাবে যে, সহবাস করবে الْاَذٰى নাজাসাত বিহীন অবস্থায় وَالْاَذٰى بِدُوْنِ الْوَطْىِ অথবা সহবাসবিহীন অবস্থায় নাজাসাত হবে وَكَذَا الصَّلٰوةُ فِى الْاَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ তদ্রূপ জবরদখলকৃত জমিনে নামাজ আদায় করাও مَشْرُوْعَةٌ فِىْ ذَاتِهَا কেননা, মূলত: তা জায়েজ وَاِنَّمَا تَحْرُمُ لِاَجَلِ شُغُلِ مِلْكِ الْغَيْرِ অন্যের মালিকানাধীন জমিনে আদায় করার কারণে তা হারাম হয়েছে وَهُوَ مِمَّا يَنْفَكُّ عَنِ الصَّلٰوةِ আর তা এমন যা নামাজ হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে بِاَنْ تُوْجَدَ الصَّلٰوةُ بِدُوْنِ شُغُلِ مِلْكِ الْغَيْرِ এভাবে যে, নামাজ পাওয়া যাবে, তবে তা অন্যের মালিকানাধীন জমিনে আদায় করা হবে না بَلْ فِىْ مِلْكِ نَفْسِهٖ বরং নামাজি স্বীয় জমিনে আদায় করবে وَيُوْجَدُ الشُّغُلُ بِدُوْنِ الصَّلٰوةِ অথবা অন্যের মালিকানাধীন জমিনে নামাজ আদায় না করে অন্যকোনো কার্য সম্পাদন করবে بِاَنْ يَّسْكُنَ فِيْهِ যেমন তাতে বসবাস করবে وَلَا يُصَلِّىْ কিন্তু নামাজ আদায় করবে না।

সরল অনুবাদ : আর উক্ত অর্থ অর্থাৎ জুমার নামাজের দিকে ধাবিত হওয়া পরিত্যাগ হওয়া بَيْع-এর সাথে মশগুল হওয়ার কারণে কোনো কোনো সময় হয়ে থাকে। অর্থাৎ যখন ক্রয়-বিক্রয় করে এবং জুমার দিকে ধাবিত হওয়া পরিত্যাগ করে। আবার কোনো কোনো সময় বেচাকেনার কারণে জুমার দিকে ধাবিত হওয়া পরিত্যক্ত হয় না। অর্থাৎ তখন পরিত্যক্ত হয় না যখন জুমার দিকে ধাবিত হয় বা ধাবিত হওয়া অবস্থায়) পথিক মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করে। এভাবে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা এমন এক নৌকায় আরোহণ করবে যা জামে-মসজিদের দিকে যাচ্ছে। আর ঐ ক্ষেত্রেও যখন ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং জুমার দিকে سَعْى বা দৌড়াবেও না; বরং অপর কোনো অনর্থক কাজে ব্যস্ত থাকবে। যাহোক জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় কোনো

অপহরণকারীর ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়। যাতে قَبَضْ বা আয়ত্ত করার পর মালিকানা সাব্যস্ত হয়। উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় হায়েযা নারীর সাথে সহবাস করাও قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ جَوَارِيْ-এর উদাহরণ। কেননা হায়েযা নারী সহবাসকারীর বিবাহিতা হওয়ার কারণে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ। কিন্তু হায়েযের অপবিত্রতার কারণে তার সাথে সহবাস হারাম। আর এটা এমন যা সহবাস হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবকাশ রাখে। এভাবে নাজাসাতবিহীন অবস্থায় সহবাস করবে। অথবা সহবাসবিহীন অবস্থায় নাজাসাত হবে। তদ্রূপ জবরদখলকৃত জমিনে নামাজ আদায় করাও قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ جَوَارِيْ -এর উদাহরণ। কেননা মূলত তা জায়েজ। অবশ্য অন্যের মালিকানাধীন জমিনে আদায় করার কারণে তা হারাম হয়েছে। আর তা এমন যা নামাজ হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এভাবে যে, নামাজ পাওয়া যাবে তবে তা অন্যের মালিকানাধীন জমিনে আদায় করা হবে না; বরং নামাজি স্বীয় জমিনে আদায় করবে। অথবা অন্যের মালিকানাধীন জমিনে নামাজ আদায় না করে অন্য কোনো কার্য সম্পাদন করবে। যেমন– তাতে বসবাস করবে, কিন্তু নামাজ আদায় করবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ رَاكِبَيْنِ فِيْ سَفِيْنَةٍ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়া قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ কিভাবে হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা এমন নৌকাতে আরোহণ করে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে যে নৌকা জামে-মসজিদের দিকে যাচ্ছে তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে না। এ স্থলে নৌকায় আরোহণ উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে। নতুবা ক্রেতা ও বিক্রেতা জামে-মসজিদের দিকে চলতে চলতে যদি একজন বলে بِعْتُ (আমি বিক্রয় করলাম) আর অপরজন বলে إِشْتَرَيْتُ (আমি ক্রয় করলাম) তাহলেও بَيْعٌ সংঘটিত হয়ে যাবে। জুমার আজানের সময় তথা সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে নামাজ আদায় পর্যন্ত বসে বা দাঁড়িয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ হবে। তবে জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাওয়া অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করলে জায়েজ হবে।—দুররুল মুখতার

قَوْلُهٗ فَهٰذَا الْبَيْعُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে بَيْعٌ فَاسِدٌ ও بَيْعٌ مَكْرُوْهٌ এবং بَيْعٌ مَوْقُوْفٌ-এর হুকুম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারের বিভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয়টা অপহরণকারীর ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় আয়ত্ত করার পর মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এ স্থলে ব্যাখ্যাকার কিছুটা অসতর্কতার কারণে ব্যাখ্যা সঠিকভাবে দেওয়া হয়নি। কারণ প্রথমত জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ নয়; বরং মাকরূহে তাহরীমী। আর নিজ আয়ত্তে আনার পূর্বেই তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং ক্রেতার উপর মূল্য পরিশোধও ওয়াজিব হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত অপহরণকারী অপহরণকৃত বস্তু বিক্রয় করলে মালিকের অনুমতির উপর উক্ত ক্রয়-বিক্রয় নির্ভর থাকে। কেবল মালিক অনুমতি দেওয়ার পরই তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এটার মধ্যে কজায় আনার পরও ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ও অধিকার সাব্যস্ত হয় না। মোটকথা হলো– بَيْعٌ فَاسِدٌ -এর মধ্যে কজায় মাল নেওয়ার পর মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অতএব ব্যাখ্যাকার (র.) সামঞ্জস্যতা নির্ণয় করতে গিয়ে অসতর্কতাবশত بَيْعٌ مَكْرُوْهٌ ও بَيْعٌ مَوْقُوْفٌ-এর জন্য উক্ত হুকুমকে সাব্যস্ত করেছেন যা সঠিক নয়।

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِيْمِ النَّهْيِ اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ اَنَّ اَيَّ نَهْيٍ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ وَاَيَّ نَهْيٍ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاٰخِرِ فَقَالَ وَالنَّهْيُ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ وَالْمُرَادُ بِالْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ مَاتَكُوْنُ مَعَانِيْهَا الْمَعْلُوْمَةُ الْقَدِيْمَةُ قَبْلَ الشَّرْعِ بَاقِيَةً عَلَى حَالِهَا لَاتَتَغَيَّرُ بِالشَّرْعِ كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ بَقِيَتْ مَعَانِيْهَا وَمَاهِيَاتُهَا بَعْدَ نُزُوْلِ التَّحْرِيْمِ عَلَى حَالِهَا وَلَايُرَادُ اَنَّ حُرْمَتَهَا حِسِّيَّةٌ مَعْلُوْمَةٌ بِالْحِسِّ لَاتَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ فَالنَّهْيُ عَنْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ وَعَدَمِ الْمَوَانِعِ عَلَى الْقُبْحِ لِعَيْنِهٖ اِلَّا اِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهٖ كَالْوَطْيِ حَالَةَ الْحَيْضِ حَرَامٌ لِغَيْرِهٖ مَعَ اَنَّهٗ فِعْلٌ حِسِّيٌّ لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِيْمِ النَّهْيِ গ্রন্থকার (র.) نَهْي -এর প্রকারাদির আলোচনার পর اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ اَنَّ اَيَّ نَهْيٍ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ এটা বর্ণনার ইচ্ছা করেছেন যে, কোন نَهْي প্রথম প্রকারের উপর আরোপিত হয় وَاَيَّ نَهْيٍ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاٰخِرِ আর কোন نَهْي দ্বিতীয় প্রকারের উপর আরোপিত হয় فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَالنَّهْيُ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ অনুভূতি সম্পন্ন কার্যাবলি সংক্রান্ত نَهْي প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে وَالْمُرَادُ بِالْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ আর ইন্দ্রীয় সম্পন্ন কার্যাবলি দ্বারা সে সব কাজকে বুঝানো হয়েছে مَا تَكُوْنُ مَعَانِيْهَا الْمَعْلُوْمَةُ الْقَدِيْمَةُ قَبْلَ الشَّرْعِ بَاقِيَةً عَلَى حَالِهَا যে গুলোর অর্থ শরিয়তের হুকুম আরোপিত হওয়ার পূর্ব হতে জ্ঞাত ছিল, আর শরিয়তের হুকুমের আরোপিত হওয়ার পরও পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে لَاتَتَغَيَّرُ بِالشَّرْعِ শরিয়তের দ্বারা এতে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয়নি كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ যেমন– হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান وَبَقِيَتْ مَعَانِيْهَا وَمَاهِيَاتُهَا بَعْدَ نُزُوْلِ التَّحْرِيْمِ عَلَى حَالِهَا এগুলোর অর্থ এবং হাকীকত নিষিদ্ধকরণের হুকুম প্রয়োগ হওয়ার পরও পূর্বাবস্থায় অটুট রয়েছে وَلَا يُرَادُ اَنَّ حُرْمَتَهَا حِسِّيَّةٌ مَعْلُوْمَةٌ بِالْحِسِّ তবে তার অর্থ এ নয় যে, ইন্দ্রীয়ের দ্বারা এগুলোর অবৈধতা নির্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর অবৈধতা ইন্দ্রীয় লব্ধ لَاتَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ শরিয়তের উপর নির্ভরশীল নয় فَالنَّهْيُ عَنْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ সুতরাং সাধারণভাবে এ ইন্দ্রীয় সম্পন্ন কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা وَعَدَمِ الْمَوَانِعِ এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে عَلَى الْقُبْحِ لِعَيْنِهٖ প্রথম প্রকার তথা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে اِلَّا اِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهٖ তবে যদি এটার বিপরীতে কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় كَالْوَطْيِ حَالَةَ الْحَيْضِ যেমন হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস حَرَامٌ لِغَيْرِهٖ তা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ হিসেবে গণ্য হবে مَعَ اَنَّهٗ فِعْلٌ حِسِّيٌّ একটি ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য কার্য হওয়া সত্ত্বেও لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ কেননা, তার বিপরীতে দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র) نَهْي -এর প্রকারাদির আলোচনার পর এটা বর্ণনার ইচ্ছা করেছেন যে, কোন نَهْي প্রথম প্রকারের উপর আরোপিত হয়। আর কোন نَهْي দ্বিতীয় প্রকারের উপর আরোপিত হয়। সুতরাং তিনি বলেন, **অনুভূতি সম্পন্ন কার্যাবলি সংক্রান্ত نَهْي প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।** আর اَفْعَالٌ حِسِّيَّةٌ বা ইন্দ্রীয়সম্পন্ন কার্যাবলি দ্বারা সে সব কাজকে বুঝানো হয়েছে যেগুলোর অর্থ শরিয়তের হুকুম আরোপিত হওয়ার পূর্ব হতে জ্ঞাত ছিল। আর শরিয়তের হুকুমের আরোপিত হওয়ার পরও পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে। শরিয়তের দ্বারা এতে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয়নি। যেমন– হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান। এগুলোর অর্থ এবং হাকীকত নিষিদ্ধকরণের হুকুম প্রয়োগ হওয়ার পরও পূর্বাবস্থায় অটুট রয়েছে। তবে তার অর্থ এ নয় যে, ইন্দ্রীয়ের দ্বারা এগুলোর অবৈধতা নির্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর অবৈধতা ইন্দ্রীয় লব্ধ। শরিয়তের উপর (এগুলোর হারাম হওয়া) নির্ভরশীল নয়। সুতরাং সাধারণভাবে এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এ اَفْعَالٌ حِسِّيَّةٌ (ইন্দ্রীয় সম্পন্ন কার্যাবলি) সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রথম প্রকার তথা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যদি এটার বিপরীতে কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আর এটা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন– হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস একটি ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কার্য হওয়া সত্ত্বেও তা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তার বিপরীতে দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহর বাণী–হে নবী! আপনাকে লোকেরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি তাদেরকে বলে দিন এটা অপবিত্রতা। সুতরাং হায়েয অবস্থায় তোমরা স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالزِّنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) জেনা বা ব্যভিচারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, অপাত্রে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানোকে জেনা বা ব্যভিচার বলা হয়। মাজমাউল বারাকাত নামক গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে জেনার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে–বিবাহ অথবা মালিকানার স্বত্ব ব্যতিরেকে যৌনাঙ্গে সহবাস করা। অথবা এমন যৌনাঙ্গে সহবাস করা যা দাসত্বের মালিকানার বা বিবাহের মালিকানার সন্দেহ মুক্ত। দাসত্বের ও মালিকানার সন্দেহের দৃষ্টান্ত হলো– কোনো ব্যক্তি স্বীয় ছেলের দাসীর সাথে সহবাস করা। আর বিবাহের মালিকানার সন্দেহ যেমন– এমন মহিলার সাথে সহবাস করা, যাকে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করেছে।

قَوْلُهٗ لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মাসিক ঋতুকালীন স্ত্রী সহবাসের হুকুম কি হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হায়েয অবস্থায় সহবাস করা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কার্য হওয়া সত্ত্বেও তা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ হয়েছে। কেননা তার বিপরীতে প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ" (অর্থাৎ হে নবী! লোকেরা আপনাকে হায়েয অবস্থায় সহবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, এটা অপবিত্র। সুতরাং তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকো।) উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়া আনুষঙ্গিক কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। এমনকি উক্ত অবস্থায় যদি কেউ সহবাস করে, আর তাতে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে নসব সাব্যস্ত হবে।

وَعَنِ الْأُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الَّذِىْ اِتَّصَلَ بِهٖ وَصْفًا عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ اَىْ وَالنَّهْىُ عَنِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الَّذِىْ اِتَّصَلَ بِهِ الْقُبْحُ وَصْفًا يَعْنِىْ يُحْمَلُ عَلٰى اَنَّهٗ قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ وَصْفًا وَالْمُرَادُ بِالْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ مَا تَغَيَّرَتْ مَعَانِيْهَا الْاَصْلِيَّةُ بَعْدَ وُرُوْدِ الشَّرْعِ بِهَا كَالصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ وَالْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ فَاِنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْاِمْسَاكُ فِى الْاَصْلِ وَ زِيْدَتْ عَلَيْهِ فِى الشَّرْعِ اَشْيَاءُ وَالصَّلٰوةُ هُوَ الدُّعَاءُ زِيْدَتْ عَلَيْهِ اَشْيَاءُ وَالْبَيْعُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَقَطْ زِيْدَتْ عَلَيْهَا اَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ وَمَحَلِّيَّةُ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَالْاِجَارَةُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَنَافِعِ زِيْدَتْ عَلَيْهِ مَعْلُوْمِيَّةُ الْمُسْتَاجِرِ وَالْاُجْرَةِ وَالْمُدَّةِ وَغَيْرُ ذٰلِكَ فَالنَّهْىُ عَنْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْقُبْحِ الْوَصْفِىِّ اِلَّا اِذَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلٰى كَوْنِهٖ قَبِيْحًا لِعَيْنِهٖ كَالنَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ وَصَلٰوةِ الْمُحْدِثِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَنِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ এবং শরয়ী কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা يَقَعُ عَلَى الَّذِىْ اِتَّصَلَ بِهٖ وَصْفًا ঐ প্রকারভুক্ত যার সাথে قَبِيْحٌ وَصْفِىٌّ (বিশেষণমূলক কদর্যতা) জড়িত عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ اَىْ وَالنَّهْىُ عَنِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الَّذِىْ اِتَّصَلَ بِهِ الْقُبْحُ وَصْفًا অর্থাৎ উক্ত نَهْىٌ এ অর্থে প্রয়োগ হবে যে, নিষিদ্ধ বস্তুটি يَعْنِىْ يُحْمَلُ عَلٰى اَنَّهٗ قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ এটা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ وَصْفِىٌّ -এর উপর عَطْفٌ হয়েছে عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ অর্থাৎ শরয়ী কার্যাবলি সংক্রান্ত نَهْىٌ ঐ শ্রেণীভুক্ত যার সাথে قَبِيْحٌ وَصْفِىٌّ (বিশেষণমূলক কদর্যতা) জড়িত وَصْفًا وَالْمُرَادُ بِالْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ مَا تَغَيَّرَتْ مَعَانِيْهَا الْاَصْلِيَّةُ بَعْدَ وُرُوْدِ الشَّرْعِ بِهَا আর শরয়ী কার্যাবলি-এর দ্বারা ঐসব কার্যকে বুঝানো হয়েছে যা শরিয়তের বিধান আরোপিত হওয়ার পর সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে كَالصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ وَالْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ যথা– রোজা, নামাজ, ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা (ভাড়া) ইত্যাদি فَاِنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْاِمْسَاكُ فِى الْاَصْلِ কেননা, মূলত সাওম-এর অর্থ বিরত থাকা وَزِيْدَتْ عَلَيْهِ فِى الشَّرْعِ اَشْيَاءُ শরিয়তের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরই তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় সংযোজিত হয়েছে (যথা– পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত রাখা) وَالصَّلٰوةُ هُوَ الدُّعَاءُ অতঃপর সালাতের কথা ধরা যাক, তার প্রকৃত অর্থ হলো– প্রার্থনা زِيْدَتْ عَلَيْهِ اَشْيَاءُ এটার মধ্যেও অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে (যেমন– রুকু, সিজদা, কেয়াম ইত্যাদি) وَالْبَيْعُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَقَطْ আবার بَيْعٌ মূলত এক মালের বিনিময়ে অন্য মাল গ্রহণ করাকে বলে زِيْدَتْ عَلَيْهَا اَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ وَمَحَلِّيَّةُ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ এটার উপর বিক্রেতাযোগ্য হওয়া مَعْقُوْدٌ عَلَيْهِ (দ্রব্য) বিক্রিযোগ্য হওয়া ইত্যাদি আরো কিছু বিষয় অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে وَالْاِجَارَةُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَنَافِعِ তারপর বিনিময়ে মাল গ্রহণ করাকে ইজারা বা ভাড়া বলা হয়ে থাকে وَزِيْدَتْ عَلَيْهِ مَعْلُوْمِيَّةُ الْمُسْتَاجِرِ وَالْاُجْرَةِ وَالْمُدَّةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ -এর সাথে ভাড়া বাবত নেওয়া এবং ভাড়া ও মুদ্দাত (সময়) জানা থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে فَالنَّهْىُ عَنْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْقُبْحِ الْوَصْفِىِّ সুতরাং সাধারণত উক্ত কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা قَبِيْحٌ وَصْفِىٌّ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে اِلَّا اِذَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلٰى كَوْنِهٖ قَبِيْحًا لِعَيْنِهٖ তবে مَنْهِىٌّ عَنْهُ টা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ হওয়ার দলিল বিদ্যমান থাকলে তখন তা قَبِيْحٌ وَصْفِىٌّ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না كَالنَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ وَصَلٰوةُ الْمُحْدِثِ যেমন– مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح -এর ক্রয়-বিক্রয় এবং অজুবিহীন ব্যক্তির নামাজ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা।

সরল অনুবাদ : এবং শরয়ী কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা ঐ প্রকারভুক্ত যার সাথে قَبِيْحٌ وَصْفِىٌّ (বিশেষণমূলক কদর্যতা) জড়িত। অর্থাৎ উক্ত نَهْىٌ এ অর্থে প্রয়োগ হবে যে, নিষিদ্ধ বস্তুটি قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ وَصْفِىٌّ এটা عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ-এর উপর عَطْفٌ হয়েছে। অর্থাৎ اُمُوْرٌ شَرْعِيَّةٌ (শরয়ী কার্যাবলি) সংক্রান্ত نَهْىٌ ঐ শ্রেণীভুক্ত যার সাথে قُبْحٌ

وَصْفِيْ (বিশেষণমূলক কদর্যতা) জড়িত। আর أُمُوْرٌ شَرْعِيَّةٌ (শরয়ী কার্যাবলি)-এর দ্বারা ঐ সব কার্যকে বুঝানো হয়েছে যা শরয়িতের বিধান আরোপিত হওয়ার পর সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যথা– রোজা, নামাজ, ক্রয়-বিক্রয় ও ইজারা (ভাড়া) ইত্যাদি। যেমন– মূলত সাওম-এর অর্থ ছিল বিরত থাকা। শরিয়তের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরই তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় সংযোজিত হয়েছে। (যথা– পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত রাখা। আর এ বিরত রাখা সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হওয়া এবং তার মধ্যে নিয়ত হওয়া।) অতঃপর সালাতের কথা ধরা যাক, তার প্রকৃত অর্থ হলো প্রার্থনা। এটার মধ্যেও অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। (যেমন–রুকু, সিজদা, কেয়াম ইত্যাদি।) আবার بَيْعٌ মূলত এক মালের বিনিময়ে অন্য মাল গ্রহণ করাকে বলে। এটার উপর বিক্রেতা যোগ্য হওয়া (অর্থাৎ তারা উভয়ে বিবেকবান হওয়া।) مَعْقُوْدٌ عَلَيْهِ (দ্রব্য) বিক্রিযোগ্য হওয়া। (উদাহরণত মালিকানা বহির্ভূত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সহীহ নয়) ইত্যাদি আরো কিছু বিষয় অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। (যেমন– ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের কথা শুনতে হবে। সুতরাং ক্রেতা اِشْتَرَيْتُ বলার পর বিক্রেতা যদি তা শুনতে না পায়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ্ বলে গণ্য হবে না।) তারপর ইজারা বা ভাড়া সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। মূলত মুনাফার বিনিময়ে মাল গ্রহণ করাকে ইজারা বা ভাড়া বলা হয়ে থাকে। এর সাথে ভাড়া বাবত নেওয়া এবং ভাড়া ও মুদ্দাত (সময়) জানা থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং সাধারণত উক্ত কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা قَبِيْحٌ وَصْفِيْ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে مَنْهِيٌّ عَنْهُ টা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ হওয়ার দলিল বিদ্যমান থাকলে তখন তা قَبِيْحٌ وَصْفِيْ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন – مَضَامِيْنُ ও مَلَاقِيْحُ -এর ক্রয়-বিক্রয় (এতদুভয়ের বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে) এবং অজুবিহীন ব্যক্তির নামাজ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَصْفًا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اَفْعَالٌ شَرْعِيَّةٌ সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞাসমূহ কোন্ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শরয়ী কার্যাবলি সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ وَصْفِيْ-এর অন্তর্ভুক্ত। যথাসম্ভব চূড়ান্তভাবে কদর্যতাকে বুঝানোর জন্য مُجَاوِرٌ-এর উল্লেখ না করে وَصْف-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা مَنْهِيٌّ টা وَصْف عَنْهُ (নিষিদ্ধ বস্তু) হতে বিচ্ছিন্ন হয় না। পক্ষান্তরে مُجَاوِرٌ টা مَنْهِيٌّ عَنْهُ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত নিয়মটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। কেননা اَفْعَالٌ شَرْعِيَّةٌ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা কখনো قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ جَوَارِيْ-এর প্রকারভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন– জবরদখলকৃত জমিতে নামাজ আদায় সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা।

قَوْلُهُ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح -কে ক্রয়-বিক্রয় করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَضَامِيْن শব্দটি مَضْمُوْنَةٌ-এর বহুবচন। পিতার কটিদেশে যে বীর্য রয়েছে তা হতে যে বাচ্চা জন্মলাভ করবে তাকে বিক্রি করাকে مَضَامِيْن বলে। আর مَلَاقِيْح শব্দটি مَلْقُوْحَةٌ-এর বহুবচন। মায়ের উদরে যে বীর্য রয়েছে তা হতে যে বাচ্চা জন্মলাভ করবে তাকে বিক্রয় করাকে مَلَاقِيْح বলে। তবে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন শুধুমাত্র জাহেলিয়াতের যুগে ছিল। পরবর্তীতে হুযূর ﷺ এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। অতএব مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح বেচাকেনা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হওয়ার দলিল হলো– بَيْع-এর রোকন তথা مَبِيْع (দ্রব্য) অস্তিত্বহীন। সুতরাং بَيْع -এর অস্তিত্বও সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বীর্য হতে প্রাণী সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তা মাল হিসেবে গণ্য হতে পারে না। আর মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করাকে بَيْع বলে। আর তার পদ্ধতি হলো যেমন– কোনো ব্যক্তি বলল, এ ষাঁড় অথবা এ গাভী হতে যে বাচ্চা জন্ম লাভ করবে আমি তাকে তোমার নিকট বিক্রি করলাম। অতএব জেনে রাখা উচিত যে, এ ধরনের بَيْع (ক্রয়-বিক্রয়) সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই।

لِاَنَّ الْقُبْحَ يَثْبُتُ اِقْتِضَاءً فَلَايَتَحَقَّقُ عَلٰى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضٰى وَهُوَ النَّهْىُ دَلِيْلٌ عَلَى الدَّعْوَى الْاَخِيْرَةِ وَبَيَانُهُ يَقْتَضِىْ بَسْطًا وَهُوَ اَنَّ فِى النَّهْىِ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ اِخْتِلَافًا فَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) اِنَّهُ يَقْتَضِى الْقُبْحَ لِعَيْنِهِ وَهُوَ الْكَامِلُ قِيَاسًا عَلَى الْاَوَّلِ عَلٰى مَا يَاْتِىْ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ النَّهْىَ يُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْفِعْلِ مُضَافًا اِلٰى اِخْتِيَارِ الْعِبَادِ فَاِنْ كَفَّ عَنِ الْمَنْهِىِّ عَنْهُ بِاِخْتِيَارِهِ يُثَابُ عَلَيْهِ وَاِلَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّهُ اِخْتِيَارٌ سُمِّىَ ذٰلِكَ الْكَفُّ نَفْيًا وَنَسْخًا لَا نَهْيًا كَمَا اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الْكُوْزِ مَاءٌ وَيُقَالُ لَهُ لَاتَشْرَبْ فَهٰذَا نَفْىٌ وَاِنْ قِيْلَ لَهُ ذٰلِكَ بِوُجُوْدِ الْمَاءِ سُمِّىَ نَهْيًا فَالْاَصْلُ فِى النَّهْىِ عَدَمُ الْفِعْلِ بِالْاِخْتِيَارِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ الْقُبْحَ يَثْبُتُ اِقْتِضَاءً কেননা, قُبْحٌ বা মন্দ হওয়াটা পরিমাণ অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়ে থাকে فَلَا يَتَحَقَّقُ عَلٰى وَجْهٍ সুতরাং قُبْحٌ এভাবে সাব্যস্ত হবে না যার কারণে স্বয়ং يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضٰى وَهُوَ النَّهْىُ مُقْتَضٰى (কামনাকৃত বস্তু) তথা নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়ে যায় دَلِيْلٌ عَلَى الدَّعْوَى الْاَخِيْرَةِ এটা শেষ দাবি -এর দলিল وَبَيَانُهُ يَقْتَضِىْ بَسْطًا যা দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রাখে وَهُوَ اَنَّ فِى النَّهْىِ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ اِخْتِلَافًا আর তা হলো– শরয়ী কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে فَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) اِنَّهُ يَقْتَضِىْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, তা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ -এর কামনাকারী الْقُبْحَ لِعَيْنِهٖ وَهُوَ الْكَامِلُ قِيَاسًا عَلَى الْاَوَّلِ عَلٰى مَا يَاْتِىْ আর এটাই قُبْحٌ বা কদর্যতার পূর্ণাঙ্গরূপ, তিনি প্রথমটির উপর কিয়াস করে বলেছেন, যার বিবরণ পরে আসছে وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ النَّهْىَ يُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْفِعْلِ আমাদের (হানাফী ফকীহদের) মতে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কার্য না হওয়া, এ হিসেবে যে, তাকে বান্দার مُضَافًا اِلٰى اِخْتِيَارِ الْعِبَادِ এখতিয়ারের দিকে نِسْبَتْ করা হয়েছে فَاِنْ كَفَّ عَنِ الْمَنْهِىِّ عَنْهُ بِاِخْتِيَارِهٖ কেননা, নিষিদ্ধ বস্তু হতে বিরত থাকা مُكَلَّفٌ -এর এখতিয়ারাধীন يُثَابُ عَلَيْهِ যদি সে তা (অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ) হতে বিরত থাকে, তাহলে এ বিরত থাকার কারণে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে, وَاِلَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ অন্যথা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّهُ اِخْتِيَارٌ আর এতে যদি এখতিয়ার না থাকে سُمِّىَ ذٰلِكَ الْكَفُّ نَفْيًا وَنَسْخًا তাহলে ঐ বিরত থাকাকে نَفْىٌ (নেতিবাচক) বা نَسْخٌ (রহিতকরণ)-এর দ্বারা আখ্যায়িত করা হবে لَا نَهْيًا এটাকে نَهْىٌ (নিষেধাজ্ঞা) বলা হবে না كَمَا اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الْكُوْزِ مَاءٌ وَيُقَالُ لَهُ যেমন– পাত্রের মধ্যে পানি না থাকা অবস্থায় যদি مُكَلَّفٌ -কে বলা হয় যে, لَاتَشْرَبْ তুমি (তা হতে) পানি পান করো না فَهٰذَا نَفْىٌ তাহলে তা نَفْىٌ হবে وَاِنْ قِيْلَ لَهُ ذٰلِكَ بِوُجُوْدِ الْمَاءِ আর এ কথাটি যদি পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বলা হয় سُمِّىَ نَهْيًا তাহলে তাকে نَهْىٌ বলবে فَالْاَصْلُ فِى النَّهْىِ عَدَمُ الْفِعْلِ بِالْاِخْتِيَارِ কেননা, ইচ্ছাধীনতার সাথে কার্য না করাকেই মূলত نَهْىٌ বলে।

সরল অনুবাদ : কেননা قُبْحٌ বা মন্দ হওয়াটা পরিমাণ অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং قُبْحٌ এভাবে সাব্যস্ত হবে না যার কারণে স্বয়ং مُقْتَضٰى (কামনাকৃত বস্তু) তথা নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়ে যায়। এটা শেষ দাবি (অর্থাৎ শরয়ী কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ وَصْفِىٌّ-এর অন্তর্ভুক্ত)-এর দলিল, যা দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রাখে। আর তা হলো শরয়ী কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ-এর কামনাকারী। আর এটাই قُبْحٌ বা কদর্যতার পূর্ণাঙ্গরূপ। তিনি প্রথমটির উপর কিয়াস করে বলেছেন, যার বিবরণ পরে আসছে। আমাদের (হানাফী ফকীহদের) মতে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কার্য না হওয়া। এ হিসেবে যে, তাকে বান্দার এখতিয়ারের দিকে نِسْبَتْ করা হয়েছে। কেননা নিষিদ্ধ বস্তু হতে বিরত থাকা مُكَلَّفٌ-এর এখতিয়ারাধীন। যদি সে তা (অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ) হতে বিরত থাকে, তাহলে এ বিরত থাকার কারণে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। অন্যথা তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর এতে যদি এখতিয়ার না থাকে, তাহলে ঐ বিরত থাকাকে نَفْىٌ (নেতিবাচক) বা نَسْخٌ (রহিতকরণ)-এর দ্বারা আখ্যায়িত করা হবে। এটাকে نَهْىٌ (নিষেধাজ্ঞা) বলা হবে না। যেমন–পাত্রের মধ্যে পানি না থাকা অবস্থায় যদি مُكَلَّفٌ -কে বলা হয় যে, তুমি (তা হতে) পানি পান করো না, তাহলে তা نَفْىٌ হবে। আর এ কথাটি যদি পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বলা হয়, তাহলে তাকে نهى বলবে। কেননা ইচ্ছা স্বাধীনতার সাথে কার্য না করাকেই মূলত نَهْىٌ বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْقُبْحَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اُمُوْرٌ شَرْعِيَّةٌ বা শরয়ী বিধানাবলি قَبِيْحٌ لِغَيْرِهٖ وَصْفِىٌّ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দলিল দিতে গিয়ে বলেন যে, কারণ قُبْحٌ টা চাহিদা অনুপাতে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এটা শরয়ী কার্যাবলি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা قَبِيْحٌ-مَنْهِىٌّ عَنْهُ وَصْفِىٌّ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দলিল। মোটকথা হলো نَهْىٌ টা مَنْهِىٌّ عَنْهُ-এর মধ্যে قُبْحٌ হওয়াকে কামনা করে। সুতরাং قُبْحٌ চাহিদা অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর এটা قُبْحٌ-এর সম্ভাবনাকেও কামনা করে। সুতরাং এতদুভয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি। অতএব এমনভাবে قبح -কে সাব্যস্ত করা যাবে না যাতে مُقْتَضٰى তথা نَهْىٌ বাতিল হয়ে যায়। কেননা আনুষঙ্গিক বস্তুর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মূল বস্তুকে বাতিল করে দেওয়া খুবই ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ।

قَوْلُهُ فَهٰذَا نَفْىٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَهْىٌ ও نَفْىٌ -এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো পাত্রের মধ্যে পানি না থাকা অবস্থায় যদি مُكَلَّفٌ -কে বলা হয়, তুমি এ পাত্র হতে পানি পান করো না, তবে তা نَفْىٌ হিসেবে গণ্য হবে। তদ্রূপ যদি অন্ধকে লক্ষ্য করে বলা হয় যে, তুমি দেখিও না। তাহলেও তা نَفْىٌ বলেই গণ্য হবে। কেননা তার জন্য তো দেখাই অসম্ভব, আর অসম্ভব কার্যাবলি হতে বিরত থাকার আদেশ করা অনর্থক। অতএব অনর্থক কোনো কার্য হতে বিরত রাখার নামই হলো نَفْىٌ আর نَهْىٌ বলা হয় কার্যটি শরিয়তে ধর্তব্য না হওয়ার বর্ণনা দেওয়াকে। যেমন–বায়তুল মাকাদিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করো না।

وَالْقُبْحُ اِنَّمَا يَثْبُتُ فِي النَّهْيِ اِقْتِضَاءً ضَرُوْرَةَ حِكْمَةِ النَّاهِيْ فَيَنْبَغِيْ اَنْ لَا يَتَحَقَّقَ هٰذَا الْقُبْحُ عَلٰى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضٰى اَعْنِي النَّهْيَ لِاَنَّهُ اِذَا اَخَذَ الْقُبْحُ قُبْحًا لِعَيْنِهِ صَارَ النَّهْيُ نَفْيًا وَيَبْطُلُ الْاِخْتِيَارُ اِذْ اِخْتِيَارُ كُلِّ شَيْءٍ مَايُنَاسِبُهُ فَاخْتِيَارُ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ هُوَالْقُدْرَةُ حِسًّا اَيْ يَقْدِرُ الْفَاعِلُ اَنْ يَفْعَلَ الزِّنَا بِاخْتِيَارِهِ ثُمَّ يَكُفُّ عَنْهُ نَظْرًا اِلٰى نَهْيِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَكُوْنُ الْقُبْحُ ثَمَّهُ لِعَيْنِهِ وَاخْتِيَارُ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ اَنْ يَكُوْنَ اخْتِيَارُ الْفِعْلِ فِيْهِ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ وَمَعَ ذٰلِكَ يَنْهَاهُ عَنْهُ فَيَكُوْنَ مَاذُوْنًا فِيْهِ وَمَمْنُوْعًا عَنْهُ جَمِيْعًا وَلَايَجْتَمِعَانِ قَطُّ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الْفِعْلُ مَشْرُوْعًا بِاعْتِبَارِ اَصْلِهِ وَ ذَاتِهِ وَقَبِيْحًا بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْقُبْحُ اِنَّمَا يَثْبُتُ فِي النَّهْيِ اِقْتِضَاءً আর نَهْيٌ-এর মধ্যে قُبْحٌ চাহিদা অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়ে থাকে ضَرُوْرَةَ حِكْمَةِ النَّاهِيْ কারণ নিষেধকারী বিজ্ঞ হওয়া সর্বজন বিদিত فَيَنْبَغِيْ اَنْ لَايَتَحَقَّقَ هٰذَا الْقُبْحُ عَلٰى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِهِ সুতরাং তা এভাবে সাব্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে الْمُقْتَضٰى اَعْنِي النَّهْيَ অর্থাৎ مُقْتَضٰى نَهْيٌ বাতিল হয়ে না যায় لِاَنَّهُ اِذَا اَخَذَ الْقُبْحُ قُبْحًا لِعَيْنِهِ صَارَ النَّهْيُ نَفْيًا কারণ قُبْحٌ যদি لِعَيْنِهِ হয় তাহলে نَهْيٌ টা نَفْيٌ হয়ে যাবে وَيَبْطُلُ الْاِخْتِيَارُ আর এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে اِذْ اِخْتِيَارُ كُلِّ شَيْءٍ مَايُنَاسِبُهُ কেননা, প্রত্যেক বস্তুর এখতিয়ার তা-ই হয় যা তার জন্য বাঞ্ছনীয় فَاخْتِيَارُ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ هُوَ الْقُدْرَةُ حِسًّا সুতরাং ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কার্যাবলী-এর এখতিয়ার ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য শক্তি اَيْ يَقْدِرُ الْفَاعِلُ اَنْ يَفْعَلَ الزِّنَا بِاخْتِيَارِهِ অর্থাৎ কর্তা স্বীয় এখতিয়ার (স্বাধীনতার কারণে) জেনার কার্য সম্পাদনে সক্ষম ثُمَّ يَكُفُّ عَنْهُ نَظْرًا اِلٰى نَهْيِ اللّٰهِ تَعَالٰى তবে সে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার প্রতি খেয়াল করে তা (জেনা) হতে বিরত থাকে فَيَكُوْنُ الْقُبْحُ ثَمَّهُ لِعَيْنِهِ সুতরাং তা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ হবে وَاخْتِيَارُ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ আর শরয়ী কার্যাবলি-এর এখতিয়ার এই যে, اَنْ يَكُوْنَ اخْتِيَارُ الْفِعْلِ فِيْهِ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ তাতে কার্য সম্পাদনের এখতিয়ার শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে সাব্যস্ত হবে وَمَعَ ذٰلِكَ يَنْهَاهُ عَنْهُ তথাপি শরিয়ত প্রণেতা উক্ত কার্য হতে مُكَلَّفٌ কে বারণ করবে فَيَكُوْنُ مَاذُوْنًا فِيْهِ আর এমতাবস্থায় مُكَلَّفٌ কে কার্যের অনুমতিও দেওয়া হবে وَمَمْنُوْعًا عَنْهُ جَمِيْعًا আবার কার্য হতে বিরতও রাখা হবে, (উভয় একত্রিত হয়ে যাবে) وَلَا يَجْتَمِعَانِ قَطُّ অথচ এতদুভয় একত্রিত হতে পারে না اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الْفِعْلُ مَشْرُوْعًا بِاعْتِبَارِ اَصْلِهِ وَذَاتِهِ তবে তখন এতত্রিত হতে পারবে যখন مَنْهِيٌّ عَنْهُ তার সত্তার বিচারে জায়েজ এবং অনুমোদিত হবে وَقَبِيْحًا بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ আর বিশেষণ-এর বিচারে কদর্য ও হারাম হবে।

সরল অনুবাদ : আর نَهْيٌ-এর মধ্যে قُبْحٌ চাহিদা অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কারণ নিষেধকারী বিজ্ঞ হওয়া সর্বজন বিদিত। সুতরাং তা এভাবে সাব্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে مُقْتَضٰى অর্থাৎ نَهْيٌ বাতিল হয়ে না যায়। কারণ قُبْحٌ যদি لِعَيْنِهِ হয় তাহলে نَهْيٌ টা نَفْيٌ হয়ে যাবে, আর এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা প্রত্যেক বস্তুর এখতিয়ার তাই হয় যা তার জন্য বাঞ্ছনীয়। সুতরাং اَفْعَالْ حِسِّيَّةٌ (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কার্যাবলি)-এর এখতিয়ার حِسِّيٌّ অর্থাৎ ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য শক্তি। অর্থাৎ কর্তা স্বীয় এখতিয়ার (স্বাধীনতার কারণে) জেনার কার্য সম্পাদনে সক্ষম। তবে সে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার প্রতি খেয়াল করে তা (জেনা) হতে বিরত থাকে। সুতরাং তা قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ হবে। আর اَفْعَالْ الشَّرْعِيَّةُ (শরয়ী কার্যাবলি)-এর এখতিয়ার এই যে, তাতে কার্য সম্পাদনের এখতিয়ার শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ হতে সাব্যস্ত হবে। তথাপি শরিয়ত প্রণেতা উক্ত কার্য হতে مُكَلَّفٌ-কে বারণ করবে। আর এমতাবস্থায় مُكَلَّفٌ-কে কার্যের অনুমতিও দেওয়া হবে, আবার কার্য হতে বিরতও রাখা হবে, উভয়ই একত্রিত হয়ে যাবে। অথচ এতদুভয় একত্রিত হতে পারে না। তবে তখন একত্রিত হতে পারবে যখন مَنْهِيٌّ عَنْهُ তার সত্তার বিচারে জায়েজ এবং অনুমোদিত হবে। আর وَصْفٌ (বিশেষণ)-এর বিচারে কদর্য ও হারাম হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا اِخْتِيَارُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধী পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : আমাদের বুঝে আসে না যে, যখন مَنْهِيٌّ عَنْهُ টা اَفْعَالْ شَرْعِيَّةٌ সংক্রান্ত হয়ে قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ হবে তখন তা نَفْيٌ হবে এবং এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে তা বাতিল ও নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন তাতে শরয়ী কুদরত ও শরয়ী সম্ভাবনা অনুপস্থিত তথাপি তাতে আভিধানিক সম্ভাব্যতা ও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কুদরত বর্তমানে আছে। আর হয়তো এতটুকু সম্ভাবনাই نَهْيٌ-এর অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট। অতএব তা نَهْيٌ হওয়া দরকার نَفْيٌ না হওয়া উচিত?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, এতটুকু সম্ভাবনাই কেবল نَهْيٌ-এর অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা প্রত্যেক বস্তুর এখতিয়ার ও কুদরত উক্ত বস্তুর উপযোগী হয়ে থাকে।

وَلَا يَكْفِىْ فِىْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ الْاِخْتِيَارُ الْحِسِّىُّ كَمَا كَانَ فِى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ وَالشَّافِعِىُّ (رح) اِذَا قَالَ بِكَمَالِ الْقُبْحِ اَعْنِىْ لِعَيْنِهٖ ذَهَبَ الْاِخْتِيَارُ الشَّرْعِىُّ وَبَقِىَ الْاِخْتِيَارُ الْحِسِّىُّ وَهُوَ لَايَنْفَعُنَا فَصَارَ النَّهْىُ نَفْيًا وَنَسْخًا وَبَطَلَ الْمُقْتَضٰى لِرِعَايَةِ الْمُقْتَضٰى وَهُوَ قَبِيْحٌ جِدًّا هٰذَا هُوَ غَايَةُ التَّحْقِيْقِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْاَصْلِ الَّذِىْ مَهَّدَهٗ فَقَالَ وَلِهٰذَا كَانَ الرِّبٰوا وَسَائِرُ الْبُيُوْعِ الْفَاسِدَةِ وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَشْرُوْعًا بِاَصْلِهٖ غَيْرَ مَشْرُوْعٍ بِوَصْفِهٖ لِتَعَلُّقِ النَّهْىِ بِالْوَصْفِ لَا بِالْاَصْلِ اَىْ لِاَجْلِ اَنَّ النَّهْىَ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يَقْتَضِى الْقُبْحَ لِغَيْرِهٖ وَصْفًا كَانَ هٰذِهِ الْاُمُوْرُ الْمَذْكُوْرَةُ مَشْرُوْعَةً بِاِعْتِبَارِ الْاَصْلِ دُوْنَ الْوَصْفِ فَاِنَّ الرِّبٰوا هُوَ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ فِيْهِ فَضْلٌ يَسْتَحِقُّ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِاَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَهٰذَا مَشْرُوْعٌ بِاِعْتِبَارِ ذَاتِهِ الَّذِىْ هُوَ الْعِوَضَانِ وَاِنَّمَا الْفَسَادُ فِيْهِ لِاَجْلِ الْفَضْلِ الْمَشْرُوْطِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يَكْفِىْ فِىْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ আর এ শরয়ী কার্যাবলি-এর মধ্যে তদ্রূপ যথেষ্ট নয় الْاِخْتِيَارُ الْحِسِّىُّ ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য এখতিয়ার كَمَا كَانَ فِى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ যদ্রূপ প্রথম প্রকার তথা اَفْعَالِ حِسِّيَّةْ -এর মধ্যে যথেষ্ট বিবেচিত হয়ে থাকে وَالشَّافِعِىُّ (رح) اِذَا قَالَ بِكَمَالِ الْقُبْحِ اَعْنِىْ لِعَيْنِهٖ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যখন পূর্ণ কদর্যতা তথা قَبِيْحِ لِعَيْنِهٖ হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন ذَهَبَ الْاِخْتِيَارُ الشَّرْعِىُّ তখন ইখতিয়ারের শরয়ী বিলোপ পেয়েছে وَبَقِىَ الْاِخْتِيَارُ الْحِسِّىُّ এবং ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য এখতিয়ার অবশিষ্ট রয়েছে وَهُوَ لَايَنْفَعُنَا আর তা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয় فَصَارَ النَّهْىُ نَفْيًا وَنَسْخًا সুতরাং (نَهْى আর نَهْى হিসেবে অবশিষ্ট থাকল না) বরং তা نَسْخ ও نَفِىْ এ পরিণত হয়ে গেছে وَبَطَلَ الْمُقْتَضٰى لِرِعَايَةِ الْمُقْتَضٰى আর مُقْتَضٰى (কামনাকৃত বস্তু) -এর প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে مُقْتَضٰى (কামনাকারী) বাতিল হয়ে গেছে وَهُوَ قَبِيْحٌ جِدًّا আর এটা খুবই দূষণীয় هٰذَا هُوَ غَايَةُ التَّحْقِيْقِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ এটাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْاَصْلِ الَّذِىْ مَهَّدَهٗ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) যে সার্বিক মূলনীতির ভূমিকা উত্থাপন করেছিলেন তার উপর প্রশাখামূলক মাসআলা বর্ণনার অবতারণা করেছেন– فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন– وَلِهٰذَا كَانَ الرِّبٰوا وَسَائِرُ الْبُيُوْعِ الْفَاسِدَةِ وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ আর এ জন্যই সুদ এবং সকল প্রকার ফাসিদ (অনিয়ম) ক্রয়-বিক্রয় ও কুরবানির দিনের রোজা مَشْرُوْعًا بِاَصْلِهٖ এটার اَصْل হিসেবে مَشْرُوْع এবং জায়েজ ছিল غَيْرَ مَشْرُوْعٍ بِوَصْفِهٖ তবে وَصْف -এর বিবেচনায় এগুলো হারাম ও غَيْرُ مُشْرُوْع - لِتَعَلُّقِ النَّهْىِ بِالْوَصْفِ لَا بِالْاَصْلِ কারণ نَهِىْ -এর সম্পর্ক وَصْف -এর সাথে اَصْل -এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই اَىْ لِاَجْلِ اَنَّ النَّهْىَ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يَقْتَضِى الْقُبْحَ لِغَيْرِهٖ وَصْفًا অর্থাৎ যেহেতু اَفْعَالْ شَرْعِيَّةْ সংক্রান্ত نَهِىْ টা قَبِيْحِ لِغَيْرِهٖ وَصْفِىْ কে কামনা করে كَانَ هٰذِهِ الْاُمُوْرُ الْمَذْكُوْرَةُ مَشْرُوْعَةً بِاِعْتِبَارِ الْاَصْلِ دُوْنَ الْوَصْفِ সেহেতু উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো اَصْل -এর বিবেচনায় مَشْرُوْع তবে وَصْف -এর বিবেচনায় مَشْرُوْع বা জায়েজ নয় فَاِنَّ الرِّبٰوا هُوَ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ উদাহরণত সুদ হলো মালের বদলে মাল দেওয়া فِيْهِ فَضْلٌ يَسْتَحِقُّ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِاَحَدِ الْجَانِبَيْنِ যার মধ্যে এক পক্ষে কিছু বেশি আছে যার বিনিময়ের চুক্তির কারণে এক পক্ষের জন্য সাব্যস্ত হবে وَهٰذَا مَشْرُوْعٌ بِاِعْتِبَارِ ذَاتِهِ الَّذِىْ هُوَ الْعِوَضَانِ আর ক্রয়-বিক্রয় এটার সত্তা তথা উভয় পক্ষের বিনিময়ের বিবেচনায় জায়েজ وَاِنَّمَا الْفَسَادُ فِيْهِ لِاَجْلِ الْفَضْلِ الْمَشْرُوْطِ তবে তা দূষণীয় এবং হারাম কেবল ঐ অতিরিক্তের কারণে হয়েছে যার শর্তারোপ করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর এ اَفْعَالْ شَرْعِيَّةْ (শরয়ী কার্যাবলি)-এর মধ্যে حِسِّىْ (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য) এখতিয়ার তদ্রূপ যথেষ্ট নয়, যদ্রূপ প্রথম প্রকার তথা اَفْعَالْ حِسِّيَّةْ-এর মধ্যে যথেষ্ট বিবেচিত হয়ে থাকে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যখন পূর্ণ কদর্যতা তথা قَبِيْحِ لِعَيْنِهٖ হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তখন ইখতিয়ারে শরয়ী বিলোপ পেয়েছে এবং حِسِّىْ (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য) এখতিয়ার অবশিষ্ট রয়েছে। আর তা আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। সুতরাং نَهْى আর نَهِىْ হিসেবে অবশিষ্ট থাকল না ; বরং তা نَفِىْ ও نَسْخ এ পরিণত হয়ে গেছে ; আর مُقْتَضٰى (কামনাকৃত বস্তু)-এর প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে مُقْتَضٰى (কামনাকারী) বাতিল হয়ে গেছে ; আর এটা খুবই দূষণীয়। এটাই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) যে সার্বিক মূলনীতির ভূমিকা উত্থাপন করেছিলেন তার উপর প্রশাখামূলক মাসআলা বর্ণনার অবতারণা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন– **আর এ জন্যই সুদ এবং সকল প্রকার ফাসিদ (অনিয়ম) ক্রয়-বিক্রয় ও কুরবানির দিনের রোজা এটার اَصْل হিসেবে مَشْرُوْع এবং জায়েজ ছিল। তবে وَصْف-এর বিবেচনায় এগুলো হারাম ও غَيْرُ مُشْرُوْع; কারণ نَهِىْ-এর সম্পর্ক وَصْف -এর সাথে, اَصْل-এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।** অর্থাৎ যেহেতু اَفْعَالْ شَرْعِيَّةْ সংক্রান্ত نَهِىْ টা قَبِيْحِ لِغَيْرِهٖ وَصْفِىْ -কে কামনা করে, সেহেতু উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো اَصْل-এর বিবেচনায় مَشْرُوْع তবে وَصْف-এর বিবেচনায় مَشْرُوْع বা জায়েজ নয়। উদাহরণত সুদ হলো মালের বদলে মাল দেওয়া যার মধ্যে এক পক্ষে কিছু বেশি আছে যা বিনিময়ের চুক্তির কারণে এক পক্ষের জন্য সাব্যস্ত হবে। আর এ ক্রয়-বিক্রয় এটার সত্তা তথা উভয় পক্ষের বিনিময়ের বিবেচনায় জায়েজ, তবে তা দূষণীয় এবং হারাম কেবল ঐ অতিরিক্তের কারণে হয়েছে যার শর্তারোপ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهُوَ قَبِيْحٌ جِدًّا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কামনাকৃত কোনো বস্তুর কারণে কামনাকারী বস্তুকে বাতিল করা অত্যন্ত দূষণীয় কিভাবে হয়? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) اَفْعَالْ شَرْعِيَّةْ -কে قَبِيْح لِعَيْنِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যার কারণে এর ইখতিয়ারে শরয়ী বিলুপ্ত হয়ে ইখতিয়ারে حِسِّىْ অবশিষ্ট রয়েছে। অথচ اَفْعَالْ شَرْعِيَّةْ-এর মধ্যে কেবল اِخْتِيَارْ حِسِّىْ যথেষ্টও নয় এবং তার জন্য উপযুক্তও নয়। সুতরাং نَهِىْ ও نَفِىْ উভয়টা نَسْخ হয়ে যাবে। আর مُقْتَضٰى (ض অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট অর্থাৎ কামনাকৃত বস্তু)-এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপের দরুন مُقْتَضِىْ (ض অক্ষরটি যের বিশিষ্ট অর্থাৎ কামনাকারী) বাতিল হয়ে যাবে। আর কামনাকারী যা আসল তাই বাতিল হয়ে গেলে কামনাকৃত বস্তু আর যা আনুষঙ্গিক বস্তু তা নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। মোট কথা এটা খুবই দূষণীয় একটা কাজ।

[অবশিষ্ট অংশ ৩১২ নং পৃষ্ঠায়]

وَهٰكَذَا حَالُ سَائِرِ الْبُيُوْعِ الْفَاسِدِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطٍ لَايَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ وَفِيْهِ نَفْعٌ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اَوْ لِلْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ الَّذِيْ هُوَ اَهْلُ الْاِسْتِحْقَاقِ وَالْبَيْعِ بِالْخَمْرِ وَنَحْوِهٖ كُلُّ ذٰلِكَ مَشْرُوْعٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهٖ وَاِنَّمَا الْفَاسِدُ بِاعْتِبَارِ الشَّرْطِ الزَّائِدِ فَيَكُوْنُ مُفِيْدًا لِلْمِلْكِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَذَا صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَشْرُوْعٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهٖ صَوْمًا وَغَيْرُ مَشْرُوْعٍ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ الَّذِيْ هُوَ الْاِعْرَاضُ عَنِ الضِّيَافَةِ فَتَعَلَّقَ النَّهْيُ فِيْ كُلِّ ذٰلِكَ بِالْوَصْفِ لَا بِالْاَصْلِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰكَذَا حَالُ سَائِرِ الْبُيُوْعِ الْفَاسِدِ সর্ব প্রকার ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের একই অবস্থা كَالْبَيْعِ بِشَرْطٍ لَايَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ যেমন– এমন শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা যা আকদ কামনা করে না وَفِيْهِ نَفْعٌ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اَوِ الْمَعْقُوْدِ অথচ তার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্য হতে একজনের অথবা ঐ বিক্রিত বস্তুর স্বার্থ রয়েছে عَلَيْهِ الَّذِيْ هُوَ اَهْلُ الْاِسْتِحْقَاقِ যা স্বার্থ ভোগ করার যোগ্য وَالْبَيْعُ بِالْخَمْرِ وَنَحْوِهٖ এবং মদের বিনিময়ে বিক্রি করা ইত্যাদি وَكُلُّ ذَالِكَ مَشْرُوْعٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهٖ এ সব এগুলোর সত্তার বিবেচনায় বৈধ وَاِنَّمَا الْفَاسِدُ بِاعْتِبَارِ الشَّرْطِ الزَّائِدِ তবে অতিরিক্ত শর্তারোপের কারণে তা হারাম ও দূষণীয় হয়েছে فَيَكُوْنُ مُفِيْدًا لِلْمِلْكِ بَعْدَ الْقَبْضِ সুতরাং কব্জা করার পর এগুলোর মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে وَكَذَا صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَشْرُوْعٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهٖ صَوْمًا তদ্রূপ কুরবানির দিনের রোজা হওয়ার বিবেচনায় জায়েজ হবে وَغَيْرُ الْمَشْرُوْعِ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ তবে وصف - এর দিকে বিবেচনায় তা হারাম হবে الَّذِيْ هُوَ الْاِعْرَاضُ عَنِ الضِّيَافَةِ আর উক্ত وَصْف হলো আল্লাহ তা'আলার মেহমানদারী হতে বিমুখ হওয়া فَتَعَلَّقَ النَّهْيُ فِيْ كُلِّ ذَالِكَ بِالْوَصْفِ সুতরাং উপরোক্ত সবগুলোতে نَهِيْ টা وَصْف -এর সাথে জড়িত اَصْل -এর সাথে নয়।

সরল অনুবাদ : সর্ব প্রকার ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের একই অবস্থা। যেমন–এমন শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা যা আকদ কামনা করে না। অথচ তার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্য হতে একজনের অথবা ঐ বিক্রিত বস্তুর স্বার্থ রয়েছে, যা স্বার্থ ভোগ করার যোগ্য এবং মদের বিনিময়ে বিক্রি করা ইত্যাদি। এসব এগুলোর সত্তার বিবেচনায় বৈধ। তবে অতিরিক্ত শর্তারোপের কারণে তা হারাম ও দূষণীয় হয়েছে। সুতরাং কব্জা করার পর এগুলোর মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ কুরবানির দিনের রোজা হওয়ার বিবেচনায় জায়েজ হবে। তবে وَصْف-এর দিকের বিবেচনায় তা হারাম হবে। আর উক্ত وَصْف হলো আল্লাহ তা'আলার মেহমানদারী হতে বিমুখ হওয়া। সুতরাং উপরোক্ত সবগুলোতে نَهِيْ টা وَصْف -এর সাথে জড়িত اَصْل-এর সাথে নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[৩১১ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

قَوْلُهٗ وَهُوَ مُعَاوَضَةٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) رِبوا বা সুদ না জায়েজ হওয়ার কারণ কি? সে সম্পর্কে আ-লোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ربوا বলে মালের বিনিময়ে মালের আদান-প্রদান যার মধ্যে এমন অতিরিক্ততা রয়েছে বিনিময় চুক্তির কারণে এক পক্ষ যার মালিক হবে। আর এটা তো সত্তা অর্থাৎ দু'পক্ষ হতে বিনিময় হওয়ার বিবেচনায় জায়েজ হবে। কেবল অতিরিক্তের শর্তারোপ করার কারণেই তা ফাসিদ হয়েছে। কেননা সমজাতীয়ের বিনিময়ে সমজাতীয় জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য উভয়ের পরিমাণের সমতা জরুরি। অথচ অতিরিক্তের শর্তারোপের দরুন এখানে সমতা রক্ষা পায়নি আর এ অতিরিক্ত অনুগামী হয়ে وَصْف-এর ন্যায় হয়ে গেছে।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهٗ كَالْبَيْعِ بِشَرْطٍ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের ক্রয়-বিক্রয়ের একই হুকুম কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যাবতীয় সব ধরনের নিয়মবহির্ভূত ক্রয়-বিক্রয়ের একই হুকুম। যেমন–এমন কোনো শর্তে ক্রয়-বিক্রয় যা عَقْد কামনা করে না। এগুলো স্বত্বের বিবেচনায় জায়েজ হলেও وَصْف-এর বিবেচনায় কিন্তু জায়েজ নয় আর কব্জার দ্বারা এগুলোর মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, এমন শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা যা عَقْد কামনা করে না তা সুদের অনুরূপ। কেননা সুদ হলো এমন অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা যার বিনিময় নেই। অথচ পারস্পরিক বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর উক্ত শর্তেরও ঐ একই অবস্থা। সুতরাং তার জন্যও সুদের-হুকুমই প্রযোজ্য হবে। অতঃপর সুদের মধ্যে অতিরিক্ত এবং উক্ত بَيْع-এর মধ্যে শর্ত যখন بَيْع-এর মধ্যে প্রবেশ করবে তখন তা بَيْع-এর অধিকারভুক্ত হয়ে যাবে। কাজেই তা ক্রয়-বিক্রয়ের গুণ (وَصْف) হয়ে যাবে। সুতরাং মূল ক্রয়-বিক্রয় مَشْرُوْعٌ ও জায়েজ হবে। আর আনুষঙ্গিক وَصْف (বিশেষণ)-এর কারণে তা ফাসিদ হবে।

قَوْلُهٗ فِيْهِ نَفْعٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ফাসিদ কোনো শর্তারোপের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, এই শর্তে ক্রয়-বিক্রয় যা عقد কামনা করে না, আর এটাতে ক্রেতা-বিক্রেতার একজনের অথবা বিক্রিত বস্তু (যদি তা মুনাফা ভোগযোগ্য হয় তবে তা)-এর জন্য স্বার্থ রয়েছে। ক্রেতার মুনাফার উদাহরণ হলো, সে এ শর্তে কোনো গোলাম বিক্রি করবে যে, গোলাম দু' মাস তার সেবা করবে। অথবা একটি ঘর এ শর্তে বিক্রি-করবে যে, এটাতে সে এক মাস বসবাস করবে। আর ক্রেতার স্বার্থানুকূল্যে শর্তারোপের উদাহরণ। যেমন–সে এ শর্তে এক টুকরা কাপড় ক্রয় করবে যে, বিক্রেতা তার দ্বারা ক্রেতাকে একটি জামা সেলাই করে দেবে।

ثُمَّ هٰهُنَا سُوَالٌ مُقَدَّرٌ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ اَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ وَالْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ وَنِكَاحَ الْمَحَارِمِ مِنَ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ اَنَّ هٰهُنَا لَمْ يَقَعْ عَلَى الْقُبْحِ لِغَيْرِهٖ بَلْ عَلَى الْقُبْحِ لِعَيْنِهٖ عِنْدَكُمْ فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) وَقَالَ وَالنَّهْىُ عَنْ بَيْعِ الْحُرِّ وَالْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ مَجَازٌ عَنِ النَّفْىِ فَالْحُرُّ عَامٌّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ حُرَّ الْاَصْلِ اَوْ حُرَّ الْعِتَاقَةِ وَالْمَضَامِيْنُ جَمْعُ مَضْمُوْنَةٍ وَهُوَ مَا فِىْ اَصْلَابِ الْاٰبَاءِ وَالْمَلَاقِيْحُ جَمْعُ مَلْقُوْحَةٍ وَهُوَ مَا فِىْ اَرْحَامِ الْاُمَّهَاتِ وَالْمَحَارِمُ عَامٌّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ حُرْمَةُ الْقَرَابَةِ اَوْ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّهْىُ عَنْ هٰؤُلَاءِ مَحْمُوْلٌ عَلَى النَّفْىِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ فَكَانَ نَسْخًا لِعَدَمِ مَحَلِّهٖ اَىْ فَكَانَ هٰذَا النَّهْىُ كُلُّهٗ نَسْخًا لِلْمَشْرُوْعِيَّةِ لِعَدَمِ مَحَلِّ النَّهْىِ اِذْ مَحَلُّ الْبَيْعِ هُوَ الْمَالُ وَهٰؤُلَاءِ لَيْسُوْا بِمَالٍ وَمَحَلُّ النِّكَاحِ الْمُحَلَّلَاتِ وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّصِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ هٰهُنَا سُوَالٌ مُقَدَّرٌ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) অতঃপর এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপর উহ্য একটি প্রশ্ন হয় وَهُوَ اَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ وَالْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ আর তা হলো আযাদ ব্যক্তি مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح -এর ক্রয়-বিক্রয় এবং وَنِكَاحَ الْمَحَارِمِ -এর বিবাহ مِنَ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ . اَفْعَالٌ شَرْعِيَّةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত مَعَ اَنَّ هٰهُنَا لَمْ يَقَعْ عَلَى الْقُبْحِ لِغَيْرِهٖ তথাপি قَبِيْح لِغَيْرِهٖ -এর অন্তর্ভুক্ত নয় بَلْ عَلَى الْقُبْحِ لِعَيْنِهٖ বরং قَبِيْح لِعَيْنِهٖ -এর অন্তর্ভুক্ত عِنْدَكُمْ তোমাদের মতে فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) ইমাম সাহেব (র.)-এর পক্ষ হতে গ্রন্থকার (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন وَقَالَ এবং তিনি বলেন وَالنَّهْىُ عَنْ بَيْعِ الْحُرِّ وَالْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ স্বাধীন ব্যক্তির مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح -এর ক্রয়-বিক্রয় এবং مَحَارِم বিবাহ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা وَنِكَاحُ الْمَحَارِمِ مَجَازٌ عَنِ النَّفْىِ - نَهْى -এর স্থলে مَجَاز হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে فَالْحُرُّ عَامٌّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ حُرَّ الْاَصْلِ اَوْ حُرَّ الْعِتَاقَةِ স্বাধীন বলতে জন্মগতভাবে স্বাধীন ও দাসত্ব হতে স্বাধীন উভয়টাকে বুঝানো হয়েছে وَالْمَضَامِيْنُ جَمْعُ مَضْمُوْنَةٍ আর مَضَامِيْن শব্দটি مَضْمُوْنَةٌ -এর বহুবচন وَهُوَ مَا فِىْ اَصْلَابِ الْاٰبَاءِ পিতার পৃষ্ঠদেশে যে বীর্য রয়েছে তাকে مَضْمُوْنَةٌ বলে وَالْمَلَاقِيْحُ جَمْعُ مَلْقُوْحَةٍ আর مَلَاقِيْح শব্দটি مَلْقُوْحَةٌ -এর বহুবচন وَهُوَ مَا فِىْ اَرْحَامِ الْاُمَّهَاتِ মা তার জরায়ুতে যে বীর্য (বা সন্তান) রয়েছে তাকে مَلْقُوْحَةٌ বলে وَالْمَحَارِمُ عَامٌّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ حُرْمَةُ الْقَرَابَةِ اَوْ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ - مَحَارِم বলতে বংশগত (রক্ত সম্পর্কীয়) মুহরাম এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় মুহরাম উভয়কে বুঝানো হয়েছে وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّهْىُ عَنْ هٰؤُلَاءِ মোটকথা হলো– এ বিষয় হতে نَهْى করাকে রূপকার্থে مَحْمُوْلٌ عَلَى النَّفْىِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ - نَفْى -এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে فَكَانَ نَسْخًا لِعَدَمِ مَحَلِّهٖ অর্থাৎ এসব اَىْ فَكَانَ هٰذَا النَّهْىُ كُلُّهٗ نَسْخًا لِلْمَشْرُوْعِيَّةِ কাজেই তা نَفْى (নেতিবাচক) ও نَسْخ (রহিতকরণ) হয়েছে لِعَدَمِ مَحَلِّ النَّهْىِ - نَسْخ - نَهْى হয়েছে কেননা, এখানে نَهْى -এর স্থান নেই اِذْ مَحَلُّ الْبَيْعِ هُوَ الْمَالُ কারণ بَيْع -এর স্থান হলো মাল وَهٰؤُلَاءِ لَيْسُوْا بِمَالٍ আর এগুলো মাল নয় وَمَحَلُّ النِّكَاحِ الْمُحَلَّلَاتِ আর বিবাহের স্থান হলো হালাল মহিলা وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّصِّ অথচ نَصّ -এর দ্বারা এসব নারী তার জন্য হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপর উহ্য একটি প্রশ্ন হয়। আর তা হলো আযাদ ব্যক্তি مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح-এর ক্রয়-বিক্রয় এবং مَحَارِم-এর বিবাহ اَفْعَال شَرْعِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত। তথাপি তাদের মতে قَبِيْح لِغَيْرِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং قَبِيْح لِعَيْنِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম সাহেব (র.)-এর পক্ষ হতে গ্রন্থকার (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন, স্বাধীন ব্যক্তির مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح-এর ক্রয়-বিক্রয় এবং مَحَارِم-এর বিবাহ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা نَهْى-এর স্থলে مَجَاز হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বাধীন বলতে জন্মগতভাবে স্বাধীন ও দাসত্ব হতে স্বাধীন উভয়টাকে বুঝানো হয়েছে। আর مَضَامِيْن শব্দটি مَضْمُوْنَةٌ-এর বহুবচন। পিতার পৃষ্ঠদেশে যে বীর্য রয়েছে তাকে مَضْمُوْنَةٌ বলে। আর مَلَاقِيْح শব্দটি ملقوحة-এর বহুবচন। মাতার জরায়ুতে যে বীর্য (বা সন্তান) রয়েছে, তাকে مَلْقُوْحَةٌ বলে। مَحَارِم বলতে বংশগত (রক্ত সম্পর্কীয়) মুহরাম এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় মুহরাম উভয়কে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা হলো, এ বিষয় হতে نَهْى করাকে রূপকার্থে نَفْى-এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই তা نَفْى (নেতিবাচক) ও نَسْخ (রহিতকরণ) হয়েছে। কারণ স্থানটি نَهْى-এর জন্য উপযুক্ত নয়। কাজেই এ نَهْى উপরোক্ত বিষয়সমূহের বৈধতাকে রহিতকরণ نَسْخ ও نَفْى-এর জন্য হয়েছে। কেননা এখানে نَهْى-এর স্থান নেই। কারণ بَيْع-এর স্থান হলো মাল, আর এগুলো মাল নয়। আর বিবাহের স্থান হলো হালাল মহিলা। অথচ نَصّ-এর দ্বারা এসব নারী তার জন্য হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حُرْمَةُ مُصَاهَرَةٍ বলতে কি বুঝানো হয়েছে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَحَارِم-এর বিবাহ জায়েজ নেই। চাই রক্ত সম্পর্কীয় مَحَارِم হোক অথবা বৈবাহিক সূত্রে مَحَارِم হোক।

উল্লেখ্য যে, বৈবাহিক সূত্রে مَحَارِم-এর সংখ্যা হলো চারটি— ১. বিবাহকৃত মহিলার জন্য বিবাহকারীর পিতা। ২. বিবাহকৃত মহিলার জন্য বিবাহকারীর ছেলে। ৩. বিবাহকারীর জন্য বিবাহকৃত মহিলার মাতা। (৪) বিবাহকারীর জন্য বিবাহকৃত মহিলার মেয়ে। আর حُرْمَةُ مُصَاهَرَةٍ বলতে বুঝানো হয়েছে– বিবাহবন্ধনের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে যারা মাহরাম হয়েছে তাদেরকে। তবে مُصَاهَرَةٌ বলা হয় জামাই ও শ্বশুরের সম্পর্ক স্থাপনকে।

قَوْلُهٗ وَهُنَّ مُحَرَّمَاتُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) পূর্ববর্তী শরিয়তে কিছুসংখ্যক مُحَرَّمَات-এর বিবাহ জায়েজ ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُحَرَّمَات চাই রক্ত সম্পর্কীয় হোক বা বৈবাহিক সূত্রে হোক তারা نَصّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এরা বিবাহের স্থান নয়। ব্যাখ্যাকারের উক্ত বক্তব্য অযৌক্তিক বলতে গিয়ে صُبْح صَادِق প্রণেতা বলেছেন– মূলত এরা বিবাহের স্থান এবং হালাল। কারণ মাহরামের বিবাহ মূল বিবাহই। কেননা পূর্ববর্তী শরিয়তে তাদের বিবাহ জায়েজ ছিল। আর نَسْخ-এর দ্বারা বৈধতা বাতিল হয় না। কাজেই স্থানটি বিবাহের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে। আর বিবাহ তো নারী-পুরুষের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। আর পূর্ববর্তী শরিয়তে কিছুসংখ্যক মাহরামের বিবাহ হালাল হওয়ার উদাহরণ যেমন–আদম (আ.)-এর শরিয়তে (সহোদর) ভাই-বোনের বিবাহ জায়েজ ছিল। তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, হাওয়া (আ.)-এর উদর হতে একই সাথে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে (জমজ) জন্মলাভ করতো। তখন এক জোড়ার মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার ছেলের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো।

وَفِىْ اِيْرَادِ لَفْظِ النَّسْخِ بَعْدَ النَّفْىِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى تَرَادُفِهِمَا هٰهُنَا وَيُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ نَسْخًا اِصْطِلَاحِيًّا عِنْدَ مَنْ يَّقُوْلُ اِنَّ رَفْعَ الْاِبَاحَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَ رَفْعَ مَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ فِى الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ يُسَمّٰى نَسْخًا لِاَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ كَانَ فِىْ شَرِيْعَةِ يُوْسُفَ وَبَيْعَ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَنِكَاحُ بَعْضِ الْمَحَارِمِ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَبَعْضُهَا فِى الْاَدْيَانِ السَّابِقَةِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) فِى الْبَابَيْنِ يَنْصَرِفُ اِلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ شُرُوْعٌ فِىْ بَيَانِ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ (رح) يَعْنِىْ اَنَّ عِنْدَهُ النَّهْىُ فِىْ كُلٍّ مِنَ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ وَالْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يَنْصَرِفُ اِلَى الْقُبْحِ لِعَيْنِهِ فَحُرْمَةُ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَحُرْمَةُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَهُ سَوَاءٌ قَوْلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ حَالٌ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ اَىْ حَالَ كَوْنِهِ قَائِلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ وَهُوَ الْقُبْحُ لِعَيْنِهِ اَوْ مَفْعُوْلٌ لَهُ اَىْ لِاَجْلِ قَوْلِهِ بِكَمَالِ الْقُبْحِ كَمَا قُلْنَا فِى الْحُسْنِ فِى الْاَمْرِ لِاَنَّ مِنْ مَذْهَبِنَا اَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ الْخَالِىْ عَنِ الْقَرِيْنَةِ يَقَعُ عَلَى الْحُسْنِ لِعَيْنِهِ قَوْلًا بِكَمَالِ الْحُسْنِ فَلَا يَكُوْنُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيْدِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ عِنْدَهُ وَلَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مُوْجِبًا لِلْمِلْكِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَاِنَّمَا شَبَّهَ الشَّافِعِىُّ (رح) اَلنَّهْىَ بِالْاَمْرِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِىْ اِيْرَادِ لَفْظِ النَّسْخِ بَعْدَ النَّفْىِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى تَرَادُفِهَا هٰهُنَا - نَفْىٌ -এর পরে نَسْخٌ শব্দের উল্লেখের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, উভয় একই অর্থবোধক হিসেবে এ স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে وَيُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ نَسْخًا اِصْطِلَاحِيًّا আর তাদের মত অনুযায়ী نَسْخٌ -এর পারিভাষিক অর্থও এখানে প্রযোজ্য হওয়ার অবকাশ রাখে عِنْدَ مَنْ يَقُوْلُ اِنَّ رَفْعَ الْاِبَاحَةِ الْاَصْلِيَّةِ যাদের মতে মূল বৈধতা রহিত করা وَرَفْعَ مَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ বা জাহেলিয়াত যুগের নিয়ত-রীতি রহিত করা اَوْ فِى الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ কিংবা পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের বিধানকে উচ্ছেদ ও রহিত করাকে يُسَمّٰى نَسْخًا নস্‌খ বলে لِاَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ كَانَ فِىْ شَرِيْعَةِ يُوْسُفَ (ع) কেননা, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শরিয়তে আজাদ ব্যক্তির বেচাকেনা জায়েজ ছিল وَبَيْعَ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ এবং জাহেলিয়াতের যুগে مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح -এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ ছিল وَنِكَاحُ بَعْضِ الْمَحَارِمِ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ তদ্রূপ কিছু সংখ্যক মাহরামের বিবাহ জাহেলিয়াতের যুগে বৈধ ছিল وَبَعْضُهَا فِى الْاَدْيَانِ السَّابِقَةِ ও অপর কিছু সংখ্যকের বিবাহ পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে জায়েজ ছিল وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন– فِى الْبَابَيْنِ يَنْصَرِفُ اِلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই نَهْى প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে شُرُوْعٌ فِىْ بَيَانِ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ (رح) এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের আলোচনা শুরু হয়েছে يَعْنِىْ اَنَّ عِنْدَهُ অর্থাৎ তার মতে النَّهْىُ فِىْ كُلٍّ مِنَ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ وَالْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ - نَهْى (নিষেধাজ্ঞা) টাই اَفْعَالْ حِسِّيَّةْ সংক্রান্ত হোক কিংবা اَفْعَالْ شَرْعِيَّةْ সংক্রান্ত হোক يَنْصَرِفُ اِلَى الْقُبْحِ لِعَيْنِهِ উভয়টাই قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে فَحُرْمَةُ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَحُرْمَةُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَهُ سَوَاءٌ অতএব তার মতে জেনা, মদ্যপান, কুরবানির দিনের রোজা সবগুলোর হারাম হওয়া এক হওয়া এক সমান قَوْلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ حَالٌ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ اَىْ حَالَ كَوْنِهِ قَائِلًا আর তিনি পরিপূর্ণ قَبِيْح -এর অভিমত পোষণ করে অনুরূপ হুকুম দিয়েছেন قَوْلًا শব্দটি اِسْم فَاعِلْ -এর অর্থে حَالْ হয়েছে, ইবারতটি এরূপ হবে حَالَ كَوْنِهِ قَائِلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে তিনি সবকে চরম খারাপ হিসেবে গণ্য করেন وَهُوَ الْقُبْحُ لِعَيْنِهِ আর এটাই قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ (সত্তাগতভাবে খারাপ) اَوْ مَفْعُوْلٌ لَهُ অথবা حَالْ টি مَفْعُوْلٌ لَهُ -এর অর্থে হবে اَىْ لِاَجْلِ قَوْلِهِ بِكَمَالِ الْقُبْحِ অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত ও চরম قَبِيْح -এর মত পোষণ করার কারণে (অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন) كَمَا قُلْنَا فِى الْحُسْنِ فِى الْاَمْرِ যেমন– আমরা (হানাফীগণ) اَمْرٌ -এর বর্ণনায় حَسَنٌ -এর ক্ষেত্রে বলেছি لِاَنَّ مَذْهَبَنَا اَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ الْخَالِىَ عَنِ الْقَرِيْنَةِ يَقَعُ عَلَى الْحُسْنِ لِعَيْنِهِ قَوْلًا بِكَمَالِ الْحُسْنِ

কেননা, আমরা (হানাফীগণ) كَمَالُ حُسْنٍ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের কথা বলে مُطْلَقُ اَمْرٍ কে যা কোনোরূপ قَرِيْنَةٌ (দলিল) হতে খালি রেখে حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ -এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছি فَلَا يَكُوْنُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيْدِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ عِنْدَهٗ সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঈদের দিন রোজা রাখলে ছওয়াব পাবে না وَلَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مُوْجِبًا لِلْمِلْكِ بَعْدَ الْقَبْضِ তদ্রূপ তার মতে অনিয়মিত বেচাকেনাও কব্জা করার পর মালিকানা سَبَبْ হবে না (কেননা, তার মতে এগুলো قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ) وَاِنَّمَا شَبَّهَ الشَّافِعِيُّ (رح) اَلنَّهْىَ بِالْاَمْرِ ইমাম শাফেয়ী (র.) نَهِىْ -কে اَمْر -এর সাথে তুলনা করেছেন।

সরল অনুবাদ : نَفِىْ-এর পরে نَسْخٌ শব্দের উল্লেখের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, উভয় একই অর্থবোধক হিসেবে এ স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তাদের মত অনুযায়ী نَسْخٌ-এর পারিভাষিক অর্থও এখানে প্রযোজ্য হওয়ার অবকাশ রাখে, যাদের মতে মূল বৈধতা বা জাহেলিয়াত যুগের নিয়ম-রীতি কিংবা পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের বিধানকে উচ্ছেদ ও রহিত করাকে نَسْخٌ বলে। কেননা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শরিয়তে আজাদ ব্যক্তির বেচাকেনা এবং জাহেলিয়াতের যুগে مَضَامِيْن ও مَلَاقِيْح-এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ ছিল। তদ্রূপ কিছুসংখ্যক মাহরামের বিবাহ জাহেলিয়াতে ও অপর কিছুসংখ্যকের বিবাহ পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে জায়েজ ছিল। **আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই نَهِىْ প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে।** এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের আলোচনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ তার মতে نَهِىْ (নিষেধাজ্ঞা) চাই اَفْعَالْ حِسِّيَّةٌ সংক্রান্ত হোক কিংবা اَفْعَالْ شَرْعِيَّةٌ সংক্রান্ত হোক উভয়টাই قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব তার মতে জেনা, মদ্যপান, কুরবানির দিনের রোজা সবগুলোর হারাম হওয়া এক সমান। আর তিনি পরিপূর্ণ قَبِيْحٌ-এর অভিমত পোষণ করে অনুরূপ হুকুম দিয়েছেন। قَوْلًا শব্দটি اِسْمِ فَاعِلٍ-এর অর্থে حَالٌ হয়েছে। ইবারতটি এরূপ হবে– حَالَ كَوْنِهٖ قَائِلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে তিনি সবকে চরম খারাপ হিসেবে গণ্য করেন। আর এটাই قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ (সত্তাগতভাবে খারাপ)। অথবা حَالٌ টা مَفْعُوْلٌ لَهٗ-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত ও চরম قَبِيْحٌ-এর মত পোষণ করার কারণে (অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন)। **যেমন– আমরা (হানাফীগণ) اَمْرٌ-এর বর্ণনায় حَسَنٌ-এর ক্ষেত্রে বলেছি।** কেননা আমরা (হানাফীগণ) كَمَالُ حُسْنٍ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের কথা বলে مُطْلَقُ اَمْرٍ -কে যা কোনোরূপ قَرِيْنَةٌ (দলিল) হতে খালি রেখে حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ-এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছি। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঈদের দিন রোজা রাখলে ছওয়াব পাবে না। তদ্রূপ তার মতে অনিয়মিত বেচাকেনাও কব্জা করার পর মালিকানার سَبَبْ হবে না। (কেননা তার মতে এগুলো قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ)। ইমাম শাফেয়ী (র.) نَهِىْ -কে اَمْرٌ-এর সাথে তুলনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ سَوَاءٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সব ধরনের مَنْهِىْ عَنْهُ কোন্ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যদিও নাকি জেনা,মদ্যপান, اَفْعَالْ حِسِّيَّةٌ-এর অন্তর্গত এবং কুরবানির দিনের রোজা اَفْعَالْ شَرْعِيَّةٌ (শরয়ী কার্যাবলি)-এর অন্তর্গত তথাপি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এতদুভয় সমান অর্থাৎ উভয়ই قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর মতে اَفْعَالْ حِسِّيَّةٌ হোক অথবা اَفْعَالْ شَرْعِيَّةٌ হোক সবগুলোই وَصْف ও اَصْل উভয় দিক দিয়ে না জায়েজ। অতএব এগুলো ফাসিদ না হয়ে বাতিল হবে।

لِاَنَّ النَّهْىَ فِىْ اِقْتِضَاءِ الْقُبْحِ حَقِيْقَةٌ كَالْاَمْرِ فِىْ اِقْتِضَاءِ الْحَسَنِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَا عَلَى السَّوَاءِ وَلِاَنَّ الْمَنْهِىَّ عَنْهُ مَعْصِيَةٌ فَلَايَكُوْنُ مَشْرُوْعًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّضَادِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ قَوْلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ لَا عَلٰى قَوْلِهٖ لِاَنَّ النَّهْىَ فِىْ اِقْتِضَاءِ الْقُبْحِ حَقِيْقَةٌ كَمَا يُوْهِمُهُ الظَّاهِرُ وَهُوَ دَلِيْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِىِّ (رح) بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ اَحْكَامِهٖ وَاٰثَارِهٖ كَمَا اَنَّ الْاَوَّلَ دَلِيْلٌ بِاعْتِبَارِ تَقَدُّمِ مُقْتَضَاهُ وَشَرْطِهٖ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنِ بَيِّنٌ وَقَدْ عَرَفْتَ جَوَابَهُمَا فِيْمَا تَقَدَّمَ فِىْ ضِمْنِ تَقْرِيْرَاتِنَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ النَّهْىَ فِىْ اِقْتِضَاءِ الْقُبْحِ حَقِيْقَةٌ কারণ قَبِيْح -এর কামনা করার ব্যাপারে نَهْى হাকীকত كَالْاَمْرِ فِىْ اِقْتِضَاءِ الْحَسَنِ যেমন– حَسَنْ -এর কামনা করার ব্যাপারে - اَمْر فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَا عَلَى السَّوَاءِ সুতরাং উভয়ই সমান হওয়া উচিত وَلِاَنَّ الْمَنْهِىَّ عَنْهُ مَعْصِيَةٌ আর এ কারণে যে, مَنْهِىْ عَنْهُ অপরাধ বা গুনাহ فَلَا يَكُوْنُ مَشْرُوْعًا অতএব অপরাধ জায়েজ হতে পারে না لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّضَادِ কারণ এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরীত্ব রয়েছে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ قَوْلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ এ বাক্যটিকে قَوْلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ -এর উপর আতফ করা হয়েছে لَا عَلٰى قَوْلِهٖ لِاَنَّ النَّهْىَ فِىْ اِقْتِضَاءِ الْقُبْحِ حَقِيْقَةٌ -এর উপর عَطْف করা হয়নি كَمَا يُوْهِمُهُ الظَّاهِرُ যা বাহ্যত বুঝা যায় وَهُوَ دَلِيْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِىِّ (رح) এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ اَحْكَامِهٖ وَاٰثَارِهٖ এটা نَهْى -এর আহকাম ও নিদর্শন অর্পণের অনুপাতে উপস্থাপিত كَمَا اَنَّ الْاَوَّلَ دَلِيْلٌ بِاعْتِبَارِ تَقَدُّمِ مُقْتَضَاهُ وَشَرْطِهٖ যেমন প্রথম দলিল نَهْى -এর চাহিদা ও শর্ত مُقَدَّمْ হওয়ার অনুপাতে ছিল وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنِ بَيِّنٌ উভয় পদ্ধতির মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট وَقَدْ عَرَفْتَ جَوَابَهُمَا فِيْمَا تَقَدَّمَ فِىْ ضِمْنِ تَقْرِيْرَاتِنَا আর আমাদের উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা তোমরা উক্ত দলিলদ্বয়ের উত্তর ভালোভাবে জ্ঞাত হয়েছ।

সরল অনুবাদ : কারণ قَبِيْح-এর কামনা করার ব্যাপারে نَهْى হাকীকত যেমন اَمْر حَسَنْ-এর কামনা করার ব্যাপারে উভয়ই সমান হওয়া উচিত। আর এ কারণে যে, مَنْهِىْ عَنْهُ অপরাধ বা গুনাহ। অতএব অপরাধ জায়েজ হতে পারে না কারণ এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরীত্ব রয়েছে। এ বাক্যটিকে قَوْلًا بِكَمَالِ الْقُبْحِ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। لِاَنَّ النَّهْىَ فِىْ اِقْتِضَاءُ الْقُبْحِ حَقِيْقَةٌ-এর উপর عَطْف করা হয়নি, যা বাহ্যত বুঝা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল। এটা نَهْى -এর আহকাম ও নিদর্শন অর্পণের অনুপাতে উপস্থাপিত। যেমন–প্রথম দলিল نَهْى-এর চাহিদা ও শর্ত مُقَدَّمْ হওয়ার অনুপাতে ছিল। উভয় পদ্ধতির মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। আর আমাদের উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা তোমরা উক্ত দলিল দ্বয়ের উত্তর ভালোভাবে জ্ঞাত হয়েছ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَقِيْقَةٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) قُبْح-এর কামনা نَهْى-এর জন্য হাকীকত কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে قُبْح -এর কামনা نَهْى -এর জন্য হাকীকত। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) نَهْى -কে اَمْر-এর সাথে তুলনা করেছেন। কেননা اَمْر যদ্রূপ حَسَنْ-এর কামনায় হাকীকত তদ্রূপ نَهْى ও قُبْح-এর কামনায় হাকীকত। সুতরাং তাকে পরিত্যাগ করা জায়েজ হবে না। অর্থাৎ এরূপ বলা যাবে না যে, শরিয়ত প্রণেতার নিষেধাজ্ঞা قُبْح-কে কামনা করে না। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, نَهْى তো قُبْح কামনা করার জন্য গঠিত হয়নি। সুতরাং কিভাবে বলা যাবে যে, نَهْى টা قُبْح -এর কামনায় হাকীকত ? তার উত্তরে বলা হবে যে, نَهْى টা قُبْح-এর কামনায় হাকীকত হওয়ার অর্থ হলো نَهْى-এর জন্য قُبْح-এর কামনা অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তা উহ্য نَهْى-এর হাকীকতের সমতুল্য।

قَوْلُهٗ وَقَدْ عَرَفْتَ جَوَابَهُمَا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে বলা হয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اَفْعَالْ حِسِّيَّةْ ও اَفْعَالْ شَرْعِيَّةْ উভয়টি قَبِيْح لِعَيْنِهٖ-এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত মতের পক্ষে তিনি দু'টি দলিল পেশ করেছেন— (১) اَمْر যেরূপ حَسَنْ-এর কামনা করে, نَهْى ও তদ্রূপ قُبْح-এর কামনা করে। (২) مَنْهِىْ عَنْهُ অপরাধ ও গুনাহের কাজ, কাজেই তা জায়েজ হতে পারে না। কারণ এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরীত্ব রয়েছে। তবে প্রথম দলিলের উত্তর হলো পূর্ণাঙ্গ قُبْح সাব্যস্ত করা সহজ নয়। (কারণ তাতে نَهْى টা نَفِى হয়ে যাবে।) আরও একটু পরিষ্কার করে বলেন যে, نَهْى যদিও اَمْر-এর مُقَابِلْ বা বিপরীত তথাপি বিরোধ বিষয়াবলির মধ্যে اَحْكَامْ-এর সাদৃশ্য থাকা জরুরি নয়। যার কারণে مُطْلَقْ مَامُوْرْ بِهٖ-এর মধ্যে حَسَنْ لِعَيْنِهٖ হওয়ার কারণে مَنْهِىْ عَنْهُ-এর মধ্যে قُبْح ও لِعَيْنِهٖ হওয়া জরুরি হবে।

দ্বিতীয় দলিলের উত্তর হলো– مَنْهِىْ عَنْهُ টা اَصْل ও وَصْف উভয় দিক হতে অপরাধ হওয়ার ধারণা সঠিক নয়; বরং وَصْف টা قَبِيْح হওয়ার কারণে তা وَصْف-এর দিকের বিবেচনায় قَبِيْح হবে, আর اَصْل-এর বিবেচনায় তা مَشْرُوْعْ বা জায়েজ হবে। যেহেতু দু'টি হুকুম দু'দিকের বিবেচনায় সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্ব নেই। আর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন– কোনো মনিব তার গোলামকে বলে তুমি আমার কাপড়টি সিলাই করে দাও এবং সফর করো না। গোলামটি কাপড় তো সেলাই করে দিল ঠিকই, কিন্তু সফর করল। তখন গোলামটি এক দিকের বিবেচনায় অনুগ্রহ ও বাধ্যগত এবং অপরদিকের বিবেচনায় অবাধ্য বলে সাব্যস্ত হবে। আর এরূপ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

وَلِذَا قَالَ لَاتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا هٰذَا شُرُوعٌ فِيْ تَفْرِيْعَاتِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) عَلٰى مُقَدَّمَةٍ مَطْوِيَّةٍ نَشَأَتْ مِنْ قَوْلِهٖ فَلَايَكُوْنُ مَشْرُوْعًا اَيْ وَلِاَنَّ الْمَنْهِيَّ سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيًّا اَوْ شَرْعِيًّا لَايَكُوْنُ مَشْرُوْعًا بِنَفْسِهٖ وَلَاسَبَبًا لِمَشْرُوْعٍ اٰخَرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَاتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا لِاَنَّ الزِّنَا حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ فَلَايَكُوْنُ سَبَبًا لِنِعْمَةٍ هِيَ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ لِاَنَّهَا تَلْحَقُ الْاَجْنَبِيَّةَ بِالْاُمَّهَاتِ وَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهَا عَلَيْنَا حَيْثُ قَالَ "وَهُوَالَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا" فَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ اِلَّا بِالنِّكَاحِ وَهِيَ اَرْبَعُ حُرُمَاتٍ حُرْمَةُ اَبِ الْوَاطِئِ وَابْنِهٖ عَلَى الْمَوْطُوْءَةِ وَحُرْمَةُ اُمِّ الْمَوْطُوْءَةِ وَبِنْتِهَا عَلَى الْوَاطِئِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِذَا قَالَ لَاتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا আর এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন– শ্বশুর-জামাই সম্পর্কীয়-এর নিষিদ্ধ হওয়া জেনার দ্বারা সাব্যস্ত হবে না هٰذَا شُرُوْعٌ فِيْ تَفْرِيْعَاتِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ঐ সব প্রশাখা মাসআলার আলোচনা শুরু হয়েছে عَلٰى مُقَدَّمَةٍ مَطْوِيَّةٍ نَشَأَتْ مِنْ قَوْلِهٖ فَلَا يَكُوْنُ مَشْرُوْعًا যা এমন একটি জটিল ভূমিকার উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়েছে যার سَبَبْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ বক্তব্যে فَلَا يَكُوْنُ مَشْرُوْعًا - اَيْ وَلِاَنَّ الْمَنْهِيَّ অর্থাৎ مَنْهِيْ عَنْهُ চাই حِسِّيْ হোক অথবা شَرْعِيْ হোক سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيًّا اَوْ شَرْعِيًّا لَايَكُوْنُ مَشْرُوْعًا بِنَفْسِهٖ وَلَاسَبَبًا لِمَشْرُوْعٍ তা না স্বয়ং مَشْرُوْعٌ বা জায়েজ হয় আর না অন্য কোনো مشروع -এর سَبَبْ হয় اٰخَرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَاتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন مُصَاهَرَتْ-এর حُرْمَتْ ব্যভিচারের দ্বারা সাব্যস্ত হয় না بِالزِّنَا لِاَنَّ الزِّنَا حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ কেননা, ব্যভিচার-হারাম ও পাপাচার فَلَا يَكُوْنُ سَبَبًا لِنِعْمَةٍ সুতরাং তা নেয়ামতের কারণ হয় না هِيَ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ তা হলো مُصَاهَرَةْ-এর حُرْمَتْ - لِاَنَّهَا تَلْحَقُ الْاَجْنَبِيَّةَ بِالْاُمَّهَاتِ কেননা, مُصَاهَرَتْ-এর حُرْمَتْ আত্মীয়কে হারাম হওয়ার দিক দিয়ে মায়েদের সাথে যুক্ত করে দেয় وَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهَا عَلَيْنَا আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ حُرْمَتْ-এর দ্বারা আমাদের উপর অনুগ্রহ ও করুণার অবতারণা করেছেন حَيْثُ قَالَ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন "তিনি সেই পবিত্র সত্তা যিনি বীর্য হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার জন্য রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তাও শ্বশুর জামাইয়ের আত্মীয়তা নির্ধারণ করেছেন فَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ اِلَّا بِالنِّكَاحِ অতএব, مُصَاهَرَتْ-এর حُرْمَتْ বিবাহ ব্যতিরেকে সাব্যস্ত হবে وَهِيَ اَرْبَعُ حُرُمَاتٍ - مُصَاهَرَتْ-এর حُرْمَتْ চার প্রকার– حُرْمَةُ اَبِ الْوَاطِئِ وَابْنِهٖ عَلَى الْمَوْطُوْءَةِ সহবাসকৃতার জন্য সহবাসকারীর পিতা ও ছেলে হারাম وَحُرْمَةُ اُمِّ الْمَوْطُوْءَةِ وَبِنْتِهَا عَلَى الْوَاطِئِ সহবাসকারীর জন্য সহবাসকৃতার মা ও মেয়ে হারাম হবে।

সরল অনুবাদ : আর এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, مُصَاهَرَتْ (শ্বশুর-জামাই সম্পর্কীয়)-এর حُرْمَتْ (নিষিদ্ধ হওয়া) জেনার দ্বারা সাব্যস্ত হবে না। এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ঐ সব প্রশাখা মাসআলার আলোচনা শুরু হয়েছে যা এমন একটি জটিল ভূমিকার উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়েছে যার سَبَبْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ বক্তব্যে فَلَايَكُوْنُ مَشْرُوْعًا অর্থাৎ مَنْهِيْ عَنْهُ চাই حِسِّيْ হোক অথবা شَرْعِيْ হোক তা না স্বয়ং مَشْرُوْعٌ বা জায়েজ হয় আর না অন্য কোনো مَشْرُوْعٌ-এর سَبَبْ হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, مُصَاهَرَتْ-এর حُرْمَتْ আত্মীয়কে হারাম হওয়ার দিক দিয়ে মায়েদের সাথে যুক্ত করে দেয়। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ حُرْمَتْ-এর দ্বারা আমাদের উপর অনুগ্রহ ও করুণার অবতারণা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ ইরশাদ করেন– وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا (অর্থাৎ তিনি সেই পবিত্র সত্তা যিনি বীর্য হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার জন্য রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ও শ্বশুর-জামাইয়ের আত্মীয়তা নির্ধারণ করেছেন।) অতএব مُصَاهَرَتْ-এর حُرْمَتْ বিবাহ ব্যতিরেকে সাব্যস্ত হবে না। مُصَاهَرَتْ-এর حُرْمَتْ চার প্রকার— (১) ও (২) সহবাসকৃতার জন্য সহবাসকারীর পিতা ও ছেলে হারাম। (৩) ও (৪) সহবাসকারীর জন্য সহবাসকৃতার মা ও মেয়ে হারাম হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَاَسْبَابِ الْمَشْرُوْعِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপর বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : নিষিদ্ধ বস্তু চাই তা حِسِّيْ হোক অথবা شَرْعِيْ হোক তা না স্বয়ং مَشْرُوْعٌ হতে পারে না অন্য কোনো مَشْرُوْعٌ-এর জন্য سَبَبْ হতে পারে। কেননা مَشْرُوْعٌ এবং শরিয়ত গর্হিত কার্যের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। আর একটি বস্তু তার জন্য سَبَبْ হতে পারে না। আর এটা আমরা সমর্থন করি না। বরং আমাদের মতে একটি বস্তু তার বিরোধী বস্তুর জন্য سَبَبْ হতে পারে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে সঠিক অভিমত তুলে ধরতে পারেননি। কেননা তিনি ظِهَارْ-কে প্রশমনকারী কাফ্ফারার سَبَبْ নির্ধারণ করেছেন। অথচ ظِهَارْ মারাত্মক এক অপরাধ?

উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে উত্তর দেওয়া হয় যে, উক্ত বক্তব্য এমন শরয়ী হুকুমের ব্যাপারে প্রযোজ্য যা سَبَبْ দ্বারা কাম্য। প্রশমনকারী ও অপরাধ হতে বারণকারী হুকুমের ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয়। অথচ কাফ্ফারা অপরাধ হতে বারণকারী শরয়ী হুকুম। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বিরুদ্ধে উপরোক্ত প্রশ্ন করা সঠিক হবে না।

فَهٰذِهِ الْحُرُمَاتُ الْاَرْبَعُ عِنْدَهٗ لَاتَتَعَلَّقُ اِلَّا بِالْوَطْىِ الْحَلَالِ وَعِنْدَنَا كَمَا تَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ تَثْبُتُ بِالزِّنَا وَ دَوَاعِيْهِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظْرِ اِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ بِشَهْوَةٍ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ دَوَاعِىَ الزِّنَا مُفْضِيَةٌ اِلَى الزِّنَا وَالزِّنَا مُفْضٍ اِلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدُ هُوَ الْاَصْلُ فِىْ اِسْتِحْقَاقِ الْحُرُمَاتِ اَىْ يَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ اَوَّلًا اَبُ الْوَاطِئِ وَابْنُهٗ اِذَا كَانَتْ اُنْثٰى وَاُمُّ الْمَوْطُوْءَةِ وَبِنْتُهَا اِذَا كَانَ ذَكَرًا ثُمَّ تَتَعَدّٰى مِنَ الْوَلَدِ اِلٰى طَرْفَيْهِ فَتَحْرُمُ قَبِيْلَةُ الْمَرْاَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَقَبِيْلَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْاَةِ لِاَنَّ الْوَلَدَ اَنْشَاَ جُزْئِيَّةً وَاتِّحَادًا بَيْنَهُمَا وَلِهٰذَا يُضَافُ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ اِلَى الشَّخْصَيْنِ جَمِيْعًا فَصَارَ كَاَنَّ الْمَوْطُوْءَةَ جُزْءٌ مِنَ الْوَاطِئِ وَالْوَاطِئُ جُزْءٌ مِنْهَا فَتَكُوْنُ قَبِيْلَتُهٗ قَبِيْلَتَهَا وَقَبِيْلَتُهَا قَبِيْلَتَهٗ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَهٰذِهِ الْحُرُمَاتُ الْاَرْبَعُ عِنْدَهٗ لَاتَتَعَلَّقُ اِلَّا ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত চার প্রকার حُرْمَتْ (নিষিদ্ধকরণ) بِالْوَطْىِ الْحَلَالِ কেবল হালাল সহবাসের সাথে সম্পর্কশীল وَعِنْدَنَا كَمَا تَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ পক্ষান্তরে আমাদের হানাফীদের মতে যেমনিভাবে বৈবাহিক সূত্রের حُرْمَتْ বিবাহের দ্বারা সাব্যস্ত হয় تَثْبُتُ بِالزِّنَا وَدَوَاعِيْهِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظْرِ اِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ بِشَهْوَةٍ যেমনিভাবে জেনা এবং জেনার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কার্যাবলি যেমন– চুমু খাওয়া, কুপ্রবৃত্তির সাথে অঙ্গ স্পর্শ করা এবং অভ্যন্তরীণ লজ্জা স্থানের প্রতি কুদৃষ্টির সাথে তাকানো ইত্যাদির দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে থাকে وَذٰلِكَ لِاَنَّ دَوَاعِىَ الزِّنَا مُفْضِيَةٌ اِلَى الزِّنَا আর এ জন্য যে জেনার উপকরণসমূহ জেনার দিকে ধাবিত করে وَالزِّنَا مُفْضٍ اِلَى الْوَالِدِ আর জেনা ধাবিত করে সন্তান জন্ম দানকারীর দিকে وَالْوَلَدُ هُوَ الْاَصْلُ فِىْ اِسْتِحْقَاقِ الْحُرُمَاتِ আর حُرْمَتْ উপযোগী হওয়ার ব্যাপারে সন্তানই মূলভিত্তি اَىْ يَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ اَوَّلًا اَبُ الْوَاطِئِ وَابْنُهٗ অর্থাৎ প্রথমত সন্তানের উপরই সহবাসকারীর পিতা ও পুত্র হারাম হয় اِذَا كَانَتْ اُنْثٰى যদি সন্তান মেয়ে হয় وَاُمُّ الْمَوْطُوْءَةِ وَبِنْتُهَا اِذَا كَانَ ذَكَرًا আর সন্তানের উপরই সর্বাগ্রে সহবাসকৃতার মা ও মেয়ে হারাম হয়ে যায় যদি সন্তান ছেলে হয় ثُمَّ تَتَعَدّٰى مِنَ الْوَلَدِ اِلٰى طَرْفَيْهِ অতঃপর সন্তান হতে উভয় দিক অর্থাৎ মাতা-পিতার দিকে এ حُرْمَتْ সম্প্রসারিত হয়ে থাকে فَتَحْرُمُ قَبِيْلَةُ الْمَرْاَةِ عَلَى الزَّوْجِ সুতরাং স্ত্রী উর্ধ্বতন বংশধারা এবং অধঃস্তন বংশধারা (মেয়ে-নাতিন) স্বামীর উপর হারাম হবে وَقَبِيْلَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْاَةِ তদ্রূপ স্বামীর সমস্ত উর্ধ্বতন বংশধারা (পিতা-মাতাসহ) এবং অর্ধঃতন বংশধারা (ছেলে-নাতি) স্ত্রীর জন্য হারাম হয়ে যাবে لِاَنَّ الْوَلَدَ اَنْشَاَ جُزْئِيَّةً وَاتِّحَادًا بَيْنَهُمَا কেননা, সন্তানই তাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে جُزْئِيَّتْ (একে অপরের অংশ হওয়া) ও اِتِّحَادْ (উভয় এক বস্তু হিসেবে বিবেচিত হওয়া) এর কারণ ও উৎস وَلِهٰذَا يُضَافُ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ اِلَى الشَّخْصَيْنِ جَمِيْعًا আর এ কারণেই একই সন্তানকে দুই ব্যক্তি দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় فَصَارَ كَاَنَّ الْمَوْطُوْءَةَ جُزْءٌ مِنَ الْوَاطِئِ যেন এর অবস্থা হলো সহবাসকৃতা সহ-বাসকারীর একটি অংশ বিশেষ وَالْوَاطِئُ جُزْءٌ مِنْهَا তদ্রূপ সহবাসকারীও সহবাসকৃতার অংশ বিশেষ فَتَكُوْنُ قَبِيْلَتُهٗ قَبِيْلَتَهَا সুতরাং সহ-বাসকারীর قَبِيْلَهْ (অর্থাৎ উপর ও নিম্নদিকে থেকে সকল বংশধারা) সহবাসকৃতার قَبِيْلَهْ হিসেবে গণ্য হবে وَقَبِيْلَتُهَا قَبِيْلَتَهٗ এবং সহ-বাসকৃতার বংশধারা সহবাস কৃতার বংশধারা হিসেবে গণ্য হবে।

সরল অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত প্রকার حُرْمَتْ (নিষিদ্ধকরণ) কেবল হালাল সহবাসের সাথে সম্পর্কশীল। পক্ষান্তরে আমাদের হানাফীদের মতে বৈবাহিক সূত্রের حُرْمَتْ বিবাহের ন্যায় জেনা এবং জেনার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কার্যাবলি যেমন–চুমু খাওয়া, কু-প্রবৃত্তির সাথে অঙ্গ স্পর্শ করা এবং আভ্যন্তরীণ লজ্জা স্থানের প্রতি কু-দৃষ্টির সাথে তাকানো ইত্যাদির দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর জেনার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কার্যাবলি যেহেতু জেনা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তাই এগুলোর দ্বারা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর এ জন্য যে, জেনার দ্বারা সন্তান জন্ম লাভ করে থাকে। আর حُرْمَتْ উপযোগী হওয়ার ব্যাপারে সন্তানই মূলভিত্তি। অর্থাৎ প্রথমত সন্তানের উপরই সহবাসকারীর পিতা ও পুত্র হারাম হয় যদি সন্তান মেয়ে হয়। আর সন্তানের উপরই সর্বাগ্রে সহবাসকৃতার মা ও মেয়ে হারাম হয়ে যায় যদি সন্তান ছেলে হয়। অতঃপর সন্তান হতে উভয় দিক অর্থাৎ মাতাপিতার দিকে এ حُرْمَتْ সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। সুতরাং স্ত্রী উর্ধ্বতন বংশধারা (মাতা-নানী) এবং অর্ধঃস্তন বংশধারা (মেয়ে-নাতিন) স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে। তদ্রূপ স্বামীর সমস্ত উর্ধ্বতন বংশধারা (পিতা-পিতামহ) এবং অর্ধঃতন বংশধারা (ছেলে-নাতি) স্ত্রীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। কেননা সন্তানই তাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে جُزْئِيَّتْ (একে অপররের অংশ হওয়া) ও اِتِّحَادْ (উভয় এক বস্তু হিসেবে বিবেচিত হওয়া)-এর কারণ ও উৎস। আর এ কারণেই একই সন্তানকে দুই ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। যেন এর অবস্থা হলো সহবাসকৃতা সহবাসকারীর একটি অংশ বিশেষ। তদ্রূপ সহবাসকারীও সহবাসকৃতার অংশ বিশেষ। সুতরাং সহবাসকারীর قَبِيْلَهْ (অর্থাৎ উপর ও নিম্ন দিক থেকে সকল বংশধারা) সহবাসকৃতার قَبِيْلَهْ হিসেবে গণ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِشَهْوَةٍ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কখন شَهْوَةْ ধর্তব্য হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে شَهْوَةْ শব্দটি দৃষ্টিপাত ও স্পর্শের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর চুমু খাওয়া তো মূলতই লালসা প্রসূত। তানবীরুল আবসার নামক গ্রন্থে আছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মাতাকে অসৎ উদ্দেশ্য চুমু দেবে স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। আর স্পর্শ করার দ্বারা স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না যে পর্যন্ত না কামভাবের সাথে স্পর্শ করেছে বলে সাব্যস্ত হবে। তবে দুররুল মুখতার নামক ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাতের সময় কামভাব ধর্তব্য হবে। আর দৃষ্টিপাত ও স্পর্শের সময় কামভাব সাব্যস্ত হবে যৌনাঙ্গের উত্থান অথবা বর্ধনের দ্বারা। আর ফতওয়া এর উপরই। এবং নারী ও বৃদ্ধের কামভাব মনের আলোড়ন অথবা অস্থিরতার দ্বারা সাব্যস্ত হবে। এবং জাওয়াহিরুল ফিকহ্ নামক গ্রন্থে রয়েছে যৌনাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাতের মধ্যে কামভাব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যৌনাঙ্গের উত্থান শর্ত নয়। এবং বলা হয়েছে, এর উপরই ফতোয়া। আর فَرْج -এর সাথে دَاخِلْ (আভ্যন্তরীণ)-এর শর্ত যোগ করা হয়েছে। কেননা বহিরস্থ লজ্জাস্থান দর্শন হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকা কষ্টকর। সুতরাং তা ধর্তব্য হবে না। ইমাম ত্বাহাবী (র.) অনুরূপই বলেছেন। কামরুল আকমার প্রণেতা বলেন, আমি ব্যাখ্যাকার (র.)-এর হাতে লিখিত নূরুল আনওয়ারের একটি সংস্করণ দেখেছি, তাতে اَلدَّاخِلُ শব্দটির উল্লেখ নেই। উক্ত অবস্থায় اَلْفَرْجُ-এর ال টা اَلِفْ لَامْ عَهْدِىْ হবে।

فَعَلٰى هٰذَا كَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ لاَيَجُوْزَ وَطْىُ الْمَوْطُوْءَةِ مَرَّةً اُخْرٰى وَلٰكِنْ اِنَّمَا جَازَ ذٰلِكَ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَكَذَا تَتَعَدّٰى هٰذِهٖ مِنَ الزِّنَا اِلٰى اَسْبَابِهٖ فَالزِّنَا وَاَسْبَابُهٗ اِنَّمَا يُفِيْدُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ لاَ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ زِنَا كَمَا اَنَّ التُّرَابَ اِنَّمَا يُطَهِّرُ الْاَحْدَاثَ لِاَجْلِ قِيَامِهٖ مَقَامَ الْمَاءِ لاَ مِنْ حَيْثُ نَفْسِهٖ وَلاَيُفِيْدُ الْغَصَبُ الْمِلْكَ عَطْفٌ عَلٰى لاَيَثْبُتُ وَتَفْرِيْعٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِىِّ (رح) وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْغَصَبَ حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ فَلاَيَكُوْنُ سَبَبًا لِاَمْرٍ مَشْرُوْعٍ هُوَ الْمِلْكُ اِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوْبُ وَقُضِىَ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ وَعِنْدَنَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوْبَ بَعْدَ الضَّمَانِ فَيَمْلِكُ اِكْسَابَهُ الْبَاقِيَةَ فِىْ يَدِهٖ وَيَنْفُذُ بَيْعُهُ الْمَاضِىْ لِاَنَّهٗ لَوْلَمْ يَمْلِكِ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوْبَ بَلْ بَقِىَ فِىْ مِلْكِ الْمَالِكِ لاَجْتَمَعَ الْبَدَلاَنِ فِىْ مِلْكِهٖ وَهُوَ الْاَصْلُ مَعَ الضَّمَانِ وَ ذٰلِكَ لاَيَجُوْزُ فَلَمَّا مَلَكَ الْمَالِكُ الضَّمَانَ يَجِبُ اَنْ يَّمْلِكَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوْبَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَعَلٰى هٰذَا كَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ لاَّ يَجُوْزَ وَطْىُ الْمَوْطُوْءَةِ مَرَّةً اُخْرٰى এমতাবস্থায় প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি এটা হতো তা হলে সহবাসকৃতার সাথে দ্বিতীয়বার সহবাস করাতো জায়েজ হতে পারে না وَلٰكِنْ اِنَّمَا جَازَ ذٰلِكَ دَفْعًا لِلْحَرَجِ -এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, حَرَجٌ (অর্থাৎ অচলাবস্থা) হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে জায়েজ রাখা হয়েছে وَكَذَا تَتَعَدّٰى هٰذِهٖ مِنَ الزِّنَا اِلٰى اَسْبَابِهٖ আর এভাবে مُصَاهَرَتٌ (বৈবাহিক সূত্রে)-এর حُرْمَتٌ-এর কার্যকারিতা জেনা থেকে জেনার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কার্যাবলির দিকে প্রসারিত হয় فَالزِّنَا وَاَسْبَابُهٗ اِنَّمَا يُفِيْدُ মোটকথা হলো– জেনা ও জেনার سَبَبٌ সমূহ সবকিছুই সন্তানের মাধ্যমে مُصَاهَرَتٌ (বৈবাহিক সূত্র)-এর حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ কে সাব্যস্ত করে لاَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ زِنَا এটা জেনা হওয়ার কারণে নয় كَمَا اَنَّ التُّرَابَ اِنَّمَا يُطَهِّرُ الْاَحْدَاثَ যেমন– মাটি অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা দানকারী لِاَجْلِ قِيَامِهٖ مَقَامَ الْمَاءِ আর তা কেবল এ জন্যই যে, তা পানির স্থলাভিষিক্ত لاَ مِنْ حَيْثُ نَفْسِهٖ এ কারণে নয় যে, তা হুবহু পবিত্রতা দানকারী وَلاَ يُفِيْدُ الغصب الملك আর অপহরণের দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না عَطْفٌ عَلٰى لاَيَثْبُتُ এটা لاَيَثْبُتُ -এর উপর عَطْفٌ হয়েছে وَذَالِكَ لِاَنَّ الْغَصَبَ حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ وَتَفْرِيْعٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِىِّ (رح) এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় تَفْرِيْعٌ বা শাখামূলক মাসআলা অর্থাৎ অপহরণ হারাম ও অপরাধ فَلاَ يَكُوْنُ سَبَبًا لِاَمْرٍ مَشْرُوْعٍ সুতরাং তা কোনো শরিয়ত সম্মত ব্যাপার অর্থাৎ মালিকানার سَبَبٌ হতে পারে না هُوَ الْمِلْكُ اِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوْبُ وَقُضِىَ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ এমতাবস্থায় যখন অপহরণকৃত বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অপহরণকারীর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে وَعِنْدَنَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوْبَ بَعْدَ الضَّمَانِ আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার পর যেহেতু অপহরণকারী অপহরণকৃত বস্তুর মালিক হয়ে থাকে فَيَمْلِكُ اِكْسَابَهُ الْبَاقِيَةَ فِىْ يَدِهٖ সেহেতু সে ঐ সব উপার্জিত বস্তুর মালিকও হবে যা তার কব্জায় রয়েছে يَنْفُذُ بَيْعُهُ الْمَاضِىْ আর অপহরণকারীর অতীত বিক্রয় ও কার্যকরী হবে لِاَنَّهٗ لَمْ يَمْلِكِ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوْبَ কেননা, অপহরণকারী অপহরণকৃত বস্তুর যদি মালিক না হয় بَلْ بَقِىَ فِىْ مِلْكِ الْمَالِكِ বরং তা মালিকের মালিকানাধীন থেকে যায় لاَجْتَمَعَ الْبَدَلاَنِ فِىْ مِلْكِهٖ তাহলে দু'টি বিনিময় অর্থাৎ মাল ও ক্ষতিপূরণ মালিকের মালিকানায় একত্রিত হয়ে যাবে وَهُوَ الْاَصْلُ مَعَ الضَّمَانِ আর এটা ক্ষতিপূরণের সাথে মূল وَذٰلِكَ لاَيَجُوْزُ আর এটা জায়েজ নেই فَلَمَّا مَلَكَ الْمَالِكُ الضَّمَانَ সুতরাং মালিক যেহেতু ক্ষতিপূরণের মালিক হয়ে গেল يَجِبُ اَنْ يَمْلِكَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوْبَ সেহেতু অপহরণকারীও অবশ্যই অপহরণকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : এমতাবস্থায় প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি এটা হতো তা হলে সহবাসকৃতার সাথে দ্বিতীয়বার সহবাস করা তো জায়েজ হতে পারে না। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, حَرَجٌ (অর্থাৎ অচলাবস্থা) হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে জায়েজ রাখা হয়েছে। আর এভাবে مُصَاهَرَتٌ (বৈবাহিক সূত্রে)-এর حُرْمَتٌ-এর কার্যকারিতা জেনা থেকে জেনার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী কার্যাবলির দিকে প্রসারিত হয়। মোটকথা হলো, জেনা ও জেনার سَبَبٌ সমূহ সবকিছুই সন্তানের মাধ্যমে مُصَاهَرَتٌ (বৈবাহিক সূত্র)-এর حُرْمَتٌ কে সাব্যস্ত করে। এটা জেনা হওয়ার কারণে নয়। যেমন– মাটি অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা দানকারী। আর তা কেবল এ জন্যই যে, তা পানির স্থলাভিষিক্ত। এ কারণে যে তা হুবহু পবিত্রতা দানকারী। **আর অপহরণের দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।** এটা لاَيَثْبُتُ-এর উপর عَطْفٌ হয়েছে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় تَفْرِيْعٌ বা শাখামূলক মাসআলা। অর্থাৎ অপহরণ হারাম ও অপরাধ। সুতরাং তা কোনো শরিয়ত সম্মত ব্যাপার অর্থাৎ মালিকানার سَبَبٌ হতে পারে না। এমতাবস্থায় যখন অপহরণকৃত বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অপহরণকারীর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে। আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার পর যেহেতু অপহরণকারী অপহরণকৃত বস্তুর মালিক হয়ে থাকে, সেহেতু সে ঐ সব উপার্জিত বস্তুর মালিকও হবে যা তার কব্জায় রয়েছে। আর অপহরণকারীর অতীত বিক্রয়ও কার্যকরী হবে। কেননা অপহরণকারী অপহরণকৃত বস্তুর যদি মালিক না হয়, বরং তা মালিকের মালিকানাধীন থেকে যায়, তাহলে দু'টি বিনিময় অর্থাৎ মাল ও ক্ষতিপূরণ মালিকের মালিকানায় একত্রিত হয়ে যাবে। আর এটা জায়েজ নেই। সুতরাং মালিক যেহেতু ক্ষতিপূরণের মালিক হয়ে গেল সেহেতু অপহরণকারীও অবশ্যই অপহরণকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে অপহরণকৃত মালের হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে অপহরণ ও দস্যুবৃত্তি হারাম ও অপরাধ হওয়ার কারণে তা একটি শরয়ী বিধানের অর্থাৎ মালিকানার জন্য سَبَبٌ হতে পারবে না। অর্থাৎ অপহরণকৃত বস্তু বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর অপহরণকারীর উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হলে অপহরণকারীর জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। আর অপহরণ قَبِيْحٌ لِعَيْنِهٖ -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন– وَلاَتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ তোমরা অবৈধভাবে একে অপরের মাল হরণ করো না।

قَوْلُهٗ فَمَلَكَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ওলামায়ে আহনাফদের মতে অপহরণকৃত বস্তুর হুকুম কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হানাফীদের মতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পর অপহরণকৃত বস্তুর মালিক হয়ে থাকে। আর এ কারণেই তার হস্তস্থিত উপার্জিত বস্তুরও সে মালিক হয়। কেননা তার উপার্জন অধীনস্থ বস্তু। সুতরাং মূল বস্তুর মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে অধীনস্থ বস্তুর মধ্যেও মালিকানা সাব্যস্ত হবে। ক্ষতিপূরণ আদায়ের পর অপহরণকৃত বস্তুর মধ্যে অপহরণকারীর মালিকানা অপহরণের সময় হতে ধর্তব্য হবে। সুতরাং অপহরণকারী উপার্জনের মালিক হবে সন্তানাদির মালিক হবে না।— দুররুল মুখতার

فَالضَّمَانُ عِنْدَهُ بِمُقَابَلَةِ الْيَدِ الْفَائِتَةِ عَنِ الْمِلْكِ وَعِنْدَنَا بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ الْفَائِتِ اِلَّا فِى الْمُدَبَّرِ فَاِنَّهُ اِذَا غَصَبَ رَجُلٌ مُدَبَّرَ اَحَدٍ وَهَلَكَ فِىْ يَدِهٖ يَضْمَنُهُ وَلَايَمْلِكُهُ جَبْرًا لِيَدِهِ الْفَائِتَةِ وَلَايَكُوْنُ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ تَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ سَفَرَ الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ سَفَرُ الْاٰبِقِ وَقَاطِعُ الطَّرِيْقِ وَالْبَاغِىْ مَعْصِيَةٌ وَحَرَامٌ فَلَايَكُوْنُ سَبَبًا لِمَشْرُوْعٍ وَهُوَ الرُّخْصَةُ فِىْ اِفْطَارِ الصَّوْمِ وَقَصْرِ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَنَا تَعُمُّ الرُّخْصَةُ لِلْمُطِيْعِ وَالْعَاصِىْ جَمِيْعًا لِاَنَّ السَّفَرَ لَيْسَ قَبِيْحًا فِىْ نَفْسِهٖ بَلِ الْقَبِيْحُ هُوَ الْمَعْصِيَةُ مُجَاوِرٌ لَهُ مُنْفَكٌّ عَنْهُ فَيَصْلُحُ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَالضَّمَانُ عِنْدَهُ بِمُقَابَلَةِ الْيَدِ الْفَائِتَةِ عَنِ الْمِلْكِ যা হোক ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালিকানা হতে তিরোহিত কব্জার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয় وَعِنْدَنَا بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ الْفَائِتِ আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে তিরোহিত মালিকানার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে اِلَّا فِى الْمُدَبَّرِ فَاِنَّهُ اِذَا غَصَبَ رَجُلٌ مُدَبَّرَ اَحَدٍ তবে مُدَبَّرْ-এর ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য হবে না, কেননা, কোনো ব্যক্তি যদি কারো مُدَبَّرْ কে অপহরণ করে وَهَلَكَ فِىْ يَدِهٖ আর مُدَبَّرْ তার মালিকানায় বিনষ্ট হয়ে যায় يَضْمَنُهُ তাহলে অপহরণকারীকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে وَلَايَمْلِكُهُ جَبْرًا لِيَدِهِ الْفَائِتَةِ এবং সে (অপহরণকারী তার মালিক ও হবে না, কেননা, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ঐ কব্জা করণের বিনিময়ে হবে যা (মালিকের) হাতছাড়া হয়েছে وَلَا يَكُوْنُ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ আর অপরাধজনিত ভ্রমণ রুখসতের سَبَبْ হতে পারে না تَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর তৃতীয় শাখা মাসআলা وَذٰلِكَ لِاَنَّ سَفَرَ الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ سَفَرُ الْاٰبِقِ وَقَاطِعِ الطَّرِيْقِ وَالْبَاغِىْ আর তা এজন্য যে, গুনাহের সফর তথা পলাতক গোলামের সফর, ডাকাতের সফর এবং রাষ্ট্রদ্রোহীর সফর مَعْصِيَةٌ وَحَرَامٌ অপরাধ এবং হারাম فَلَا يَكُوْنُ سَبَبًا لِمَشْرُوْعٍ আর হারাম বস্তু কোনো জায়েজ কাজের سَبَبْ হতে পারে না وَهُوَ الرُّخْصَةُ فِىْ اِفْطَارِ الصَّوْمِ وَقَصْرِ الصَّلٰوةِ উদাহরণত রোজা না রাখা ও নামাজ কসর করার ব্যাপার রুখসত আদেশ সম্পর্কিত বিধান وَعِنْدَنَا تَعُمُّ الرُّخْصَةُ لِلْمُطِيْعِ وَالْعَاصِىْ جَمِيْعًا আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে রুখসত অনুগত ও অবাধ্য উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে لِاَنَّ السَّفَرَ لَيْسَ قَبِيْحًا فِىْ نَفْسِهٖ কারণ মূলত সফর قَبِيْحٌ বা মন্দ নয় بَلِ الْقَبِيْحُ هُوَ الْمَعْصِيَةُ مُجَاوِرٌ لَهُ مُنْفَكٌّ عَنْهُ বরং قَبِيْح এমন অপরাধ যা সফরের সাথে জড়িত ও হতে পারে আবার সফর হতে বিচ্ছিন্নও হতে পারে فَيَصْلُحُ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ সুতরাং মূল সফর রুখসতের سبب হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

সরল অনুবাদ : যাহোক ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালিকানা হতে তিরোহিত কব্জার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয়। আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে তিরোহিত মালিকানার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তবে مُدَبَّرْ-এর ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি কারো مُدَبَّرْ-কে অপহরণ করে, আর مُدَبَّرْ তার মালিকানায় বিনষ্ট হয়ে যায়; তাহলে অপহরণকারীকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং সে (অপহরণকারী) তার মালিকও হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ঐ কব্জাকরণের বিনিময়ে হবে যা (মালিকের) হাতছাড়া হয়েছে। **আর অপরাধজনিত ভ্রমণ রুখসতের سَبَبْ হতে পারে না।** এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর তৃতীয় শাখা মাসআলা। আর তা এ জন্য যে, গুনাহের সফর তথা পলাতক গোলামের সফর, ডাকাতের সফর এবং রাষ্ট্রদ্রোহীর সফর অপরাধ এবং হারাম। আর হারাম বস্তু কোনো জায়েজ কাজের سَبَبْ হতে পারে না। উদাহরণত রোজা না রাখা ও নামাজ কসর করার ব্যাপারে রুখসত আদেশ সম্পর্কিত বিধান। আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে রুখসত অনুগত ও অবাধ্য উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ মূলত সফর قَبِيْحٌ বা মন্দ নয়; বরং قَبِيْح এমন অপরাধ যা সফরের সাথে জড়িতও হতে পারে আবার সফর হতে বিচ্ছিন্নও হতে পারে। সুতরাং মূল সফর রুখসতের سَبَبْ হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِمُقَابَلَةِ الْيَدِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) অপহরণকৃত বস্তুর মালিকানা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালিকের মালিকানা হতে কব্জা তিরোহিত হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কেননা অপহরণকারী অপহরণকৃত মাল হতে মালিকের কব্জাকে হাতছাড়া করেছে। সুতরাং মালিকের হস্তকরণকে বিচ্যুত করার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দণ্ড ওয়াজিব হবে। ক্ষতিপূরণ মালিকানার মোকাবেলায় সাব্যস্ত হয় না বিধায় অপহরণকারী ক্ষতিপূরণ আদায়ের পর অপহরণকৃত বস্তুর মালিক হয় না। আর এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। অপর দিকে আমাদের হানাফী (ফকীহগণের) মতে মালিকানার মোকাবেলায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং কেবল مُدَبَّرْ ব্যতীত আর সকল মালেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের পর অপহরণকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আর مُدَبَّرْ ঐ দাসকে বলে, যাকে তার মালিক বলেছেন–"আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি আজাদ হয়ে যাবে।" সুতরাং مُدَبَّرْ অপহরণকারী ক্ষতিপূরণ আদায়ের পরও مُدَبَّرْ-এর মালিক হবে না। কারণ তা একজনের মালিকানা হতে অন্যের মালিকানায় স্থানান্তরযোগ্য। কেননা সে আজাদ হওয়ার অধিকারী।

وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ بِالْاِسْتِيْلَاءِ تَفْرِيْعٌ رَابِعٌ لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ اِسْتِيْلَاءَ الْكَافِرِ عَلٰى مَالِ الْمُسْلِمِ وَاِحْرَازَهٗ بِدَارِ الْحَرْبِ اَمْرٌ حَرَامٌ وَمَحْظُوْرٌ فَلَايَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ سَبَبًا لِمِلْكِهٖ وَعِنْدَنَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ سَبَبًا لِمِلْكِهٖ لِاَنَّ الْحِفْظَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِالْمِلْكِ اَوْ بِالْيَدِ فَاِذَا اَخَذُوْهُ وَاَدْخَلُوْهُ فِىْ دَارِهِمْ فَاتَ مِنَّا الْيَدُ وَالْمِلْكُ فَكَانَ اِسْتِيْلَاؤُهُمْ عَلٰى مَحَلٍّ غَيْرِ مَعْصُوْمٍ بَقَاءً وَاِنْ كَانَ مَعْصُوْمًا اِبْتِدَاءً فَيَمْلِكُوْنَهٗ وَقَدْ ثَبَتَ ذٰلِكَ مِنْ اِشَارَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ ط لِاَنَّهُمْ كَانُوْا مَيَاسِيْرَ بِمَكَّةَ وَاِنَّمَا سُمُّوْا فُقَرَاءَ لِاِسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ عَلٰى مَالِهِمْ –

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ بِالْاِسْتِيْلَاءِ আর হস্তক্ষেপের দ্বারা কাফির মুসলমানের মালের মালিক হবে না تَفْرِيْعٌ رَابِعٌ لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর চতুর্থ শাখা মাসআলা وَذَالِكَ لِاَنَّ اِسْتِيْلَاءَ الْكَافِرِ কারণ কাফিরের হস্তক্ষেপ করা عَلٰى مَالِ الْمُسْلِمِ মুসলমানের মালের উপর وَاِحْرَازَهٗ এবং মুসলমানের মালকে আটকে রাখা بِدَارِ الْحَرْبِ দারুল হারবে اَمْرٌ حَرَامٌ وَمَحْظُوْرٌ হারাম এবং নিষিদ্ধ কাজ فَلَا يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ سَبَبًا لِمِلْكِهٖ সুতরাং উক্ত কার্য মালিকানার سَبَبٌ হবে না وَعِنْدَنَا يَكُوْنُ ذَالِكَ سَبَبًا لِمِلْكِهٖ পক্ষান্তরে, আমাদের (হানাফীদের) মতে উক্ত কার্য (হস্তক্ষেপ ও আটকে রাখা) কাফিরের মালিকানার سَبَبٌ হবে لِاَنَّ الْحِفْظَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِالْمِلْكِ اَوْ بِالْيَدِ কেননা, মালের হেফাজত মালিকানা কিংবা কব্জার দ্বারা হয়ে থাকে فَاِذَا اَخَذُوْهُ وَاَدْخَلُوْهُ فِىْ دَارِهِمْ সুতরাং কাফিররা যখন মুসলমানদের মাল অপহরণ করে নেয় এবং তাকে দারুল হারবে নিয়ে যায় فَاتَ مِنَّا الْيَدُ وَالْمِلْكُ তখন আমাদের কব্জা এবং মালিকানা তিরোহিত হয়ে যায় فَكَانَ اِسْتِيْلَاؤُهُمْ عَلٰى مَحَلٍّ غَيْرِ مَعْصُوْمٍ بَقَاءً সুতরাং তাদের হস্তক্ষেপ এবং আধিপত্য এমন স্থানে হয়েছে যা স্থায়ীত্বের দিক হতে অরক্ষিত وَاِنْ كَانَ مَعْصُوْمًا اِبْتِدَاءً যদিও তা প্রাথমিক অবস্থায় রক্ষিত ছিল فَيَمْلِكُوْنَهٗ অতএব, তারা এ মালের মালিক হয়ে যাবে وَقَدْ ثَبَتَ ذَالِكَ مِنْ اِشَارَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আর আল্লাহর এ বাণীর দ্বারা কাফির মুসলমানের মালের মালিক হওয়া اِشَارَةُ النَّصِّ-এর পদ্ধতিতে সাব্যস্ত হয় لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ ঐ সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا যাদেরকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ হতে لِاَنَّهُمْ كَانُوْا مَيَاسِيْرَ بِمَكَّةَ কারণ মক্কায় মুহাজিরগণ ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন وَاِنَّمَا سُمُّوْا فُقَرَاءَ لِاِسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ عَلٰى مَالِهِمْ আর তখন তারা কেবল এ কারণে দরিদ্র হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন যে, কাফিররা তাদের মালের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে ও তাদের মালকে কব্জা করে নিয়ে গেছে।

সরল অনুবাদ : আর হস্তক্ষেপের দ্বারা কাফির মুসলমানের মালের মালিক হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর চতুর্থ শাখা মাসআলা। কারণ কাফির মুসলমানের মালের উপর হস্তক্ষেপ করা এবং মুসলমানের মালকে দারুল হারবে আটকে রাখা হারাম এবং নিষিদ্ধ কাজ। সুতরাং উক্ত কার্য মালিকানার سَبَبٌ হবে না। পক্ষান্তরে আমাদের (হানাফীদের) মতে উক্ত কার্য (হস্তক্ষেপ ও আটকে রাখা) কাফিরের মালিকানার سَبَبٌ হবে। কেননা মালের হেফাজত মালিকানা কিংবা কব্জার দ্বারা হয়ে থাকে। সুতরাং কাফিররা যখন মুসলমানদের মাল অপহরণ করে নেয় এবং তাকে দারুল হারবে নিয়ে যায় তখন আমাদের কব্জা এবং মালিকানা তিরোহিত হয়ে যায়। সুতরাং তাদের হস্তক্ষেপ এবং আধিপত্য এমন স্থানে হয়েছে যা স্থায়ীত্বের দিক হতে অরক্ষিত, যদিও তা প্রাথমিক অবস্থায় রক্ষিত ছিল। অতএব তারা এ মালের মালিক হয়ে যাবে। আর আল্লাহর এ বাণীর দ্বারা কাফির মুসলমানের মালের মালিক হওয়া اِشَارَةُ النَّصِّ-এর পদ্ধতিতে সাব্যস্ত হয়– لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ অর্থাৎ ঐ সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি সম্পদ হতে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। কারণ-মক্কায় মুহাজিরগণ ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন। আর তখন তারা কেবল এ কারণে দরিদ্র হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন যে, কাফিররা তাদের মালের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে ও তাদের মালকে কব্জা করে নিয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِحْرَازُهٗ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কাফিররা জবরদখলের মাধ্যমে মুসলমানদের মালের মালিক হবে কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জবরদখল করার দ্বারা কাফির মুসলমানের মালের মালিক হবে না। কেননা কাফিররা মুসলমানের মালের উপর হস্তক্ষেপ করা এবং এটাকে দারুল হারবে জমা করে রাখা হারাম। সুতরাং এ হারাম কার্য কাফিরদের জন্য উক্ত মালের মালিকানা সাব্যস্ত করবে না। এস্থলে اِحْرَازٌ তথা পুঞ্জীভূত করার শর্তারোপ এ জন্য করা হয়েছে যে, পুঞ্জীভূত না করা পর্যন্ত কব্জা সাব্যস্ত হবে না। সম্পদের উপর স্থায়ীভাবে

পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব অর্জনকে আধিপত্য বা কব্জাকরণ বলে। আর কাফিরগণ যতদিন পর্যন্ত দারুল ইসলামে বসবাস করবে সাময়িকভাবে বাসস্থানের উপর কর্তৃত্ব করবে। আর মাল পুঞ্জীভূত করার মাধ্যমেই সেই কর্তৃত্ব স্বীকৃতি পাবে।

قَوْلُهُ فَكَانَ اِسْتِيْلَائُهُمْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ওলামায়ে আহনাফের মতে কাফিররা জবরদখলের মাধ্যমে মুসলমানদের মালের মালিক হবে কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হানাফীগণের মতে কাফিররা জবরদখলে মুসলমানদের মালের মালিক হয়ে যাবে। কারণ তাদের এ জবরদখল নিরাপত্তাহীন মালের মালিক হওয়ার ন্যায় হবে। সুতরাং অরক্ষিত মালের উপর জবরদখলকরণ (কাফিরদের) মালিকানার سَبَبٌ হয়েছে। অবৈধ হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে হয়নি। আর এটা হলো মুসলমানের রক্ষিত মালের উপর কাফিরদের হস্তক্ষেপ। মুসলমানদের মাল রক্ষিত হওয়ার কারণেই এটার উপর অন্যদের হস্তক্ষেপ অবৈধ। আর মুসলমান কর্তৃক তাদের মাল পুঞ্জীভূত (ও হেফাজতাধীন) হলে তা রক্ষিত বলে বিবেচিত হবে। অথচ কাফির কর্তৃক জবরদখলকৃত মাল হতে মুসলমানদের সংরক্ষণ ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং পর্থিব বিচারে নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। অতএব মুসলমানদের মাল কাফিরদের জন্য শিকারি জন্তু ও বৈধ মালের ন্যায় হয়ে গেছে। কাজেই যেহেতু বৈধ মালের উপর তারা কর্তৃত্ব লাভ করেছে সেহেতু তার মালিক হবে।

এক নজরের نَهْي -এর مَنْهِي عَنْهُ
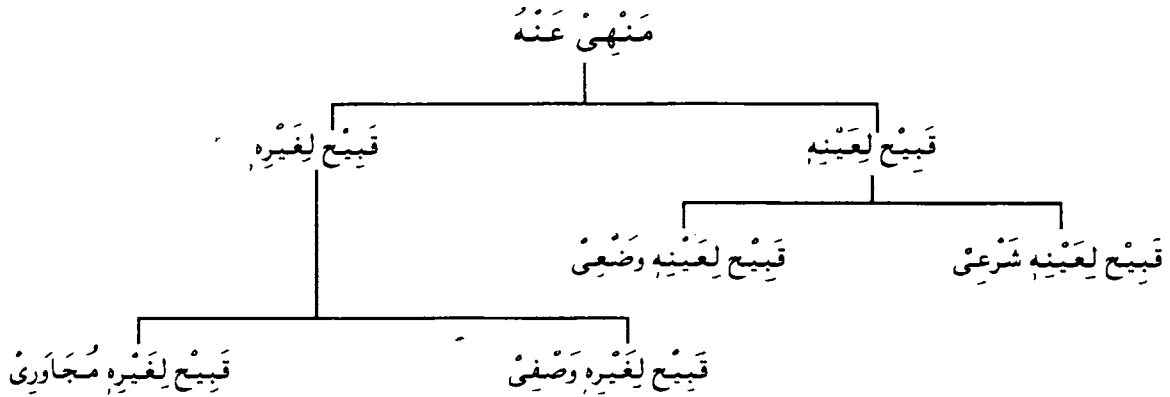
অনুশীলনী ـ اَلْمُنَاقَشَةُ

١. عَرِّفِ النَّهْيَ مَعَ بَيَانِ فَوَائِدِ قُيُوْدِهِ بِالتَّفْصِيْلِ ـ ثُمَّ اذْكُرُوْا اَقْسَامَهُ بِالْاَمْثِلَةِ ـ

٢. هَلْ يَكُوْنُ الْغَصَبُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ وَسَفَرُ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِمَا ؟ بَيِّنُوْا مُفَصَّلًا ـ

٣. مَاهُوَ الدَّلِيْلُ عَلٰى كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ مَحْمُوْلًا لِقُبْحِ الْوَصْفِيْ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ ؟ حَقِّقُوْا كُلَّ التَّحْقِيْقِ ـ

٤. اِلَامَ اَشَارَ الْمُصَنِّفُ الْعَلَّامُ (رح) بِقَوْلِهِ "وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْحُرِّ وَالْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ مَجَازٌ عَنِ النَّفْيِ" ؟ حَقِّقِ الْمَسْئَلَةَ ـ

٥. اِلَامَ اَشَارَ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهِ "لَاتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا" ؟ فَصِّلِ الْمَسْئَلَةَ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ فِيْهَا ـ

مَبْحَثُ الْعَامِّ

عَامْ -এর আলোচনা

ثُمَّ لَمَّافَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ بَيَانِ الْخَاصِّ بِاَحْكَامِهِ وَاَقْسَامِهِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْعَامِّ فَقَالَ وَاَمَّا الْعَامُّ فَمَا يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ فَكَلِمَةُ مَاعِبَارَةٌ عَنْ لَفْظٍ مَوْضُوْعٍ لِاَنَّ الْعُمُوْمَ لَايَجْرِىْ فِى الْمَعَانِىْ وَالْعَامُّ مِنْ اَقْسَامِ وُجُوْهِ النَّظْمِ وَضْعًا كَالْخَاصِّ بِقَوْلِهِ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا خَرَجَ الْخَاصُّ اَمَّا خَاصُّ الْعَيْنِ فَظَاهِرٌ وَاَمَّا خَاصُّ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَلِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَفْهُوْمًا كُلِّيًّا اَوْ فَرْدًا وَاحِدًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ وَلَيْسَ هُوَ بِمَوْضُوْعٍ لِلْاَفْرَادِ بِنَفْسِهِ وَكَذَا خَرَجَ اَسْمَاءُ الْعَدَدِ لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْاَجْزَاءَ دُوْنَ الْاَفْرَادِ وَكَذَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُشْتَرَكُ لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَعَانِىْ لَا اَفْرَادًا ثُمَّ قَوْلُهُ مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ لِبَيَانِ تَحْقِيْقِ مَاهِيَةِ الْعَامِّ لَا لِلْاِحْتِرَازِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) অতঃপর যখন গ্রন্থকার সমাপ্ত করেন عَنْ بَيَانِ الْخَاصِّ بِاَحْكَامِهِ وَاَقْسَامِهِ খাস এবং তার হুকুম ও প্রকারসমূহের বর্ণনা شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْعَامِّ 'আম-এর বর্ণনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَاَمَّا الْعَامُّ আর عَامْ ঐ শব্দকে বলা হয় فَمَا يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ যা একই হাকীকত বিশিষ্ট একাধিক একককে শামিল করে عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ অন্তর্ভুক্ত করণের ভিত্তিতে فَكَلِمَةُ مَا عِبَارَةٌ عَنْ لَفْظٍ مَوْضُوْعٍ এখানে সংজ্ঞায় ব্যবহৃত مَا শব্দটি দ্বারা লَفْظ مَوْضُوْع প্রণয়নকৃত শব্দই উদ্দেশ্য لِاَنَّ الْعُمُوْمَ لَايَجْرِىْ فِى الْمَعَانِىْ কেননা, ব্যাপকত্ব অর্থের মধ্যে কার্যকর হয় না وَالْعَامُّ مِنْ اَقْسَامِ وُجُوْهِ النَّظْمِ আর عَامْ শব্দের প্রকারভুক্ত وضعا প্রণয়নের বিবেচনায় كَالْخَاصِّ খাস-এর মতোই وَبِقَوْلِهِ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا আর গ্রন্থকারের উক্তি يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا দ্বারা خَرَجَ الْخَاصُّ খাস বের হয়ে গেছে وَاَمَّا خَاصُّ الْعَيْنِ فَظَاهِرٌ বস্তুতঃ خَاصُّ الْعَيْنِ বা নির্দিষ্ট খাস তা হতে বের হওয়া তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট وَاَمَّا خَاصُّ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ অবশিষ্ট রইল خَاصُّ الْجِنْسِ ও خَاصُّ النَّوْعِ, এ দুটিও বের হয়ে গেছে فَلِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ এজন্য যে, এরা অন্তর্ভুক্ত করে مَفْهُوْمًا كُلِّيًّا একটি সমষ্টিজ্ঞাপক অর্থ اَوْ فَرْدًا وَاحِدًا কিংবা একটি একক অর্থ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ যা একাধিক একককে শামিল করার সম্ভাবনা রাখে وَلَيْسَ هُوَ بِمَوْضُوْعٍ কিন্তু তা প্রণীত হয়নি لِلْاَفْرَادِ بِنَفْسِهِ স্বয়ং একাধিক একক বুঝানোর জন্য وَكَذَا خَرَجَ اَسْمَاءُ الْعَدَدِ অনুরূপ উপরোক্ত সংজ্ঞা হতে اَسْمَاءُ عَدَدْ বা সংখ্যাবাচক বিশেষ্যসমূহ ও বের হয়ে গিয়েছে لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْاَجْزَاءَ কেননা, এগুলো অংশসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে دُوْنَ الْاَفْرَادِ এককসমূহকে নয় وَكَذَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُشْتَرَكُ তদ্রূপ এর দ্বারা مُشْتَرَكْ কে অন্তর্ভুক্ত করে لَا اَفْرَادًا একাধিক অর্থকে নয় ثُمَّ قَوْلُهُ مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ অতঃপর গ্রন্থকারের مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ উক্তি لِبَيَانِ تَحْقِيْقِ مَاهِيَةِ الْعَامِّ - عَامْ -এর প্রকৃত অবস্থার হাকীকত বর্ণনা করার জন্য আনয়ন করা হয়েছে। لَا لِلْاِحْتِرَازِ পার্থক্য করার উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়নি।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) خَاصّ এবং তার হুকুম ও প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে عَامْ-এর বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, عَامْ ঐ শব্দকে বলা হয়, যা অন্তর্ভুক্ত করণের ভিত্তিতে এমন একাধিক একককে শামিল করে, যেগুলো حُدُوْدْ-এর দিক দিয়ে অভিন্ন। এখানে مَا শব্দটি দ্বারা لَفْظ مَوْضُوْع বা প্রণয়নকৃত শব্দই উদ্দেশ্য। কেননা عُمُوْم অর্থের মধ্যে কার্যকর হয় না। আর عَامْ প্রণয়নের বিবেচনায় خَاصّ-এর মতোই نَظْم-এর প্রকারভুক্ত। আর গ্রন্থকার (র.) -এর উক্তি يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا দ্বারা خَاصّ বের হয়ে গেছে। خَاصُّ الْعَيْنِ-এর বের হয়ে যাওয়া তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর خَاصُّ الْجِنْسِ ও خَاصُّ النَّوْعِ এ দু'টিও এ জন্য বের হয়ে গেছে যে, এগুলো مَفْهُوْمْ كُلِّىّ অর্থাৎ অনুভূত সমগ্র বস্তুকে অথবা এমন একটি একককে শামিল করে, যা এ কথার সম্ভাবনা রাখে যে, তা বহু সংখ্যক এককের উপর প্রযোজ্য হবে; কিন্তু তা স্বয়ং একাধিক এককের জন্য প্রণীত হয়নি। এমনিভাবে উপরোক্ত সংজ্ঞা হতে সংখ্যাবাচক বিশেষ্যসমূহও বের হয়ে গেছে। কেননা এগুলো অংশসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, একক সমূহকে নয়। তদ্রূপ উপরোক্ত সংজ্ঞা হতে مُشْتَرَكْও বের হয়ে যায়। কেননা এটা একাধিক অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে, একাধিক একককে নয়। তারপর গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ এটাকে عَامْ-এর প্রকৃত অবস্থার হাকীকত বর্ণনা করার জন্য আনয়ন করা হয়েছে, পার্থক্য করার উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ "اَمَّا الْعَامُّ الخ" : عَامْ-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে عَامْ শব্দটি একবচন। বহুবচনে عَوَامّ যা বাবে نَصَرَ থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর শব্দরূপ। عُمُوْمٌ মাসদার থেকে ব্যবহৃত শব্দটির অর্থ হচ্ছে–

১. ব্যাপক, ইংরেজিতে একে বলা হয়– Comprehensive. ২. অন্তর্ভুক্তকারী। যেমন বলা হয়– عَمَّ الْمَطَرُ الْاَرْضَ ৩. মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে, خَاصّ -এর বিপরীত। ৪. সুদূরপ্রসারী। ৫. আবার عَامْ শব্দটি সর্বসাধারণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় عَوَامُّ النَّاسِ তথা সর্বসাধারণ মানুষ। পবিত্র কুরআনে শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন– وَيَعُمُّهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَامٌ-এর পারিভাষিক অর্থ : ১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফীর মতে– اَلْعَامُّ هُوَ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ অর্থাৎ আম ঐ ব্যাপকার্থক শব্দকে বলা হয় যা একই হাকীকত বিশিষ্ট একাধিক একককে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

২. উসূলুশ শাশী প্রণেতার মতে, اَلْعَامُّ كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْاَفْرَادِ اِمَّا لَفْظًا وَاِمَّا مَعْنًى

অর্থাৎ আম এমন একটি ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক শব্দ যা বহু সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে একই সময় শাব্দিক অথবা অর্থের দিক দিয়ে একত্র করে।

৩. উসূলুল বাযদাভী প্রণেতার মতে, اَلْعَامُّ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْاَسْمَاءِ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى

اَلْعَامُّ-এর বিধান : আমের হুকুম বর্ণনায় মানার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে– "اِنَّهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا" অর্থাৎ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এককসমূহের জন্যে অকাট্যরূপে বিধান প্রয়োগ অপরিহার্য করে। খাসের ন্যায় আমের উপর অকাট্যভাবে আমল করতে হবে। যেমন– "اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا"

আয়াতে مَا শব্দটি আম। অতএব চোরের সকল অন্যায়ের শাস্তি হবে হাতকাটা। তাই مَالٌ مَسْرُوْقٌ হারিয়ে গেলে জরিমানা দিতে হবে না। কেউ কেউ বলেন, عَامٌ হচ্ছে مُجْمَلٌ কাজেই তা আমল ওয়াজিবকারী হবে না; বরং কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার পক্ষে দলিল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত تَوَقُّفٌ করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : আম হচ্ছে ظَنِّيٌّ তা আমলকে ওয়াজিব করলেও عِلْمٌ কে ওয়াজিব করবে না। যেমন– خَبَرٌ وَاحِدٌ ও قِيَاسٌ আমলকে ওয়াজিব করে থাকে, কিন্তু عِلْمٌ কে ওয়াজিব করে না।

حُكْمُ نَسْخِ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ : نَاسِخٌ-এর জন্য শর্ত হলো مَنْسُوْخٌ-এর সমকক্ষ অথবা তার চেয়ে উত্তম হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন– مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا الخ

যেহেতু عَامٌ হলো خَاصٌ-এর সমকক্ষ। সুতরাং خَاصٌ কে عَامٌ দ্বারা রহিত করা জায়েজ। যেমন– حَدِيْثُ عُرَيْنَةَ

رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ اُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا –

উক্ত হাদীসে উটের প্রস্রাবের বর্ণনা করা হয়েছে, যা خَاصٌ-এর দ্বারা বুঝা যায় যে উটের প্রস্রাব হালাল ও পবিত্র। উক্ত হাদীসকে রাসূল ﷺ-এর اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ দ্বারা রহিত করা হয়েছে। অথচ উক্ত হাদীস بَوْلٌ কে عَامٌ রাখা হয়েছে। অতএব হালাল প্রাণীর পেশব অপবিত্র। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, عَامٌ দ্বারা خَاصٌ কে রহিত করা জায়েজ আছে।

আম قَطْعِىٌّ (অকাট্য) না ظَنِّىٌّ (সন্দিগ্ধ) : এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত : ইমামে আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আম قَطْعِىٌّ তথা অকাট্য, ظَنِّىٌّ তথা সন্দেহযুক্ত নয়। এমনকি خَاصٌ কে عَامٌ দ্বারা রহিত করা ও বৈধ আছে।

তাঁদের দলিল : خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ-এর মাধ্যমে জানা যায় যে, সাহাবীগণ عُمُوْمٌ-এর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তার জন্যে তাঁরা কোনো প্রকার قَرِيْنَةٌ তথা উপলক্ষ্য এর প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, আম ظَنِّىٌّ তথা সন্দেহযুক্ত; قَطْعِىٌّ তথা অকাট্য নয়। ইমাম শাফেয়ী প্রবর্তিত এ মতটি শরিয়ত সমর্থন করে না।

عَامٌ-এর প্রকারভেদ : শব্দের দৃষ্টিতে আম দু'প্রকার। যেমন– ১. عَامٌ لَفْظِىٌّ : ঐ আম যার সীগাহ ও অর্থ উভয়টি আম। যেমন– رِجَالٌ ، اِقْدَامٌ ، مُسْلِمُوْنَ ২. عَامٌ مَعْنَوِىٌّ ঐ আম যার সীগাহ ব্যাপক না হলেও অর্থ ব্যাপক। যেমন– قَوْمٌ ، رَهْطٌ ، مَا ، مَنْ ইত্যাদি।

حُكْمٌ-এর দৃষ্টিতে عَامٌ দু'প্রকার। যেমন– ১. عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ : যে আমের কতিপয় اَفْرَادٌ-কে কোনো অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে খাস করা হয়েছে, তাকে عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী– اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে اَلْاِنْسَانُ শব্দটি عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ কেননা তা থেকে মুমিনদেরকে খাস করা হয়েছে। ২. عَامٌ غَيْرُ مَخْصُوْصٍ مِنْهُ الْبَعْضُ : যে আম থেকে কোনো فَرْدٌ কে দলিলের ভিত্তিতে খাস করা হয়নি; বরং তা নিজস্ব অবস্থায় বহাল রয়েছে, তাকে عَامٌ غَيْرُ مَخْصُوْصٍ مِنْهُ الْبَعْضُ বলা হয়। যেমন রাসূলের ﷺ-এর বাণী– اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ এখানে اَلْبَوْلُ শব্দটি হচ্ছে– عَامٌ غَيْرُ مَخْصُوْصٍ مِنْهُ الْبَعْضُ -

উল্লেখ্য যে, عَامٌ ও خَاصٌ উভয়ই শব্দের শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হলেও যেহেতু خَاصٌ টা عَامٌ-এর তুলনায় اَصْلٌ বা মূল। তাই خَاصٌ-কে عَامٌ-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন –একবচনকে বহুবচনের পূর্বে নেওয়া হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لَايَجْرِىْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عُمُوْمٌ টা مَعْنًى-এর দ্বারা বিশেষিত হয় কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, عَامٌ-এর সংজ্ঞায় উদ্ধৃত مَا শব্দটি দ্বারা لَفْظٌ مَوْضُوْعٌ-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা عُمُوْمٌ বা ব্যাপকতা مَعَانِىٌّ বা অর্থের মধ্যে প্রকাশ পায় না। বাহ্যত বুঝা যায় যে, مَعَانِىٌّ টি عُمُوْمٌ ('উমূম)-এর দ্বারা مُتَّصِفٌ (বিশেষিত) হয় না। না প্রকৃত অর্থে আর না রূপকার্থে। তবে অধিকাংশ উসূলবিদগণের মতে مَعَانِىٌّ (অর্থ) রূপকার্থে عُمُوْمٌ-এর দ্বারা مُتَّصِفٌ (বিশেষিত) হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো উসূলবিদগণ مَعَانِىٌّ-কে প্রকৃত অর্থেও عُمُوْمٌ-এর দ্বারা مُتَّصِفٌ হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যদ্রূপ لَفْظٌ প্রকৃত অর্থে عُمُوْمٌ-এর দ্বারা مُتَّصِفٌ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْاَجْزَاءَ الخ : আলোচ্য উক্তি দ্বারা جُزْءٌ তথা অংশ ও فَرْدٌ তথা এককের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তা হলো اَجْزَاءٌ তথা جُزْءٌ হলো কোনো পরিপূর্ণ (كُلٌّ)-এর টুকরা বা অংশ, আর কতগুলো جُزْءٌ মিলেই একটি كُلٌّ হয়। আর كُلٌّ কখনো جُزْءٌ-এর উপর প্রযোজ্য হয় না। যেমন– يَدُ زَيْدٍ তথা যায়েদের হাতকে যায়েদ বলা যাবে না। পক্ষান্তরে اَفْرَادٌ বা فَرْدٌ হলো যা كُلِّىٌّ-এর উপর প্রযোজ্য হয়, তা كُلِّىٌّ-এর সমন্বয়কারী নয়। সুতরাং كُلٌّ কে اَفْرَادٌ-এর উপর প্রয়োগ করা যাবে, তাই এ কথা বলা যাবে زَيْدٌ اِنْسَانٌ যায়েদ একজন লোক।

وَقِيْلَ مُتَّفِقَةُ الْحُدُوْدِ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْمُشْتَرَكِ لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْدِ وَعَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ اِحْتِرَازٌ عَنِ النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ فَاِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْاَفْرَادَ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِيَّةِ دُوْنَ الشُّمُوْلِ وَاِنَّمَا اكْتَفَى الْمُصَنِّفُ (رح) بِالتَّنَاوُلِ دُوْنَ الْاِسْتِغْرَاقِ اِتِّبَاعًا لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ فَاِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَهُ فِى الْعَامِّ الْاِسْتِغْرَاقُ لِجَمِيْعِ الْاَفْرَادِ فَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ وَالْمُنَكَّرُ كُلُّهُ عَامٌّ وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيْحِ يُشْتَرَطُ فِى الْعَامِّ الْاِسْتِغْرَاقُ فَيَكُوْنُ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَاِنَّهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا بَيَانٌ لِحُكْمِهٖ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَاهُ فَقَوْلُهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ رَدٌّ عَلٰى مَنْ قَالَ اِنَّهُ مُجْمَلٌ لِاخْتِلَافِ اَعْدَادِ الْجَمْعِ فَلَا يَكُوْنُ مُوْجِبًا اَصْلًا بَلْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ حَتّٰى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلٰى مُعَيَّنٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ مُتَّفِقَةُ الْحُدُوْدِ এবং কেউ কেউ বলেছেন– مُتَّفِقَةُ الْحُدُوْدِ অংশটি اِحْتِرَازٌ عَنِ الْمُشْتَرَكِ - مُشْتَرَكْ হতে পৃথকিকরণের জন্য নেওয়া হয়েছে لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا কেননা, مُشْتَرَكْ এমন একাধিক فَرْد কে শামিল করে مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْدِ যার হাকীকত বিভিন্ন وَعَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ اِحْتِرَازٌ عَنِ النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ আর عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ -এর দ্বারা نَكِرَهْ مَنْفِيَهْ হতে পৃথক করা হয়েছে فَاِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْاَفْرَادَ কেননা, نَكِرَهْ مَنْفِيَهْ টা اَفْرَادْ কে শামিল করে عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِيَّةِ বিনিময় পদ্ধতিতে دُوْنَ الشُّمُوْلِ - عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ হিসেবে শামিল করে না وَاِنَّمَا اكْتَفَى الْمُصَنِّفُ (رح) আর গ্রন্থকার ক্ষান্ত করেছে بِالتَّنَاوُلِ - تَنَاوُلْ -এর (উদ্ধৃতির) উপর دُوْنَ الْاِسْتِغْرَاقِ - اِسْتِغْرَاقْ -এর উল্লেখ করেননি اِتِّبَاعًا لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ কারণ এ ব্যাপারে তিনি ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবীর অনুকরণ করেছেন– فَاِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ কেননা, শর্ত নয় عِنْدَهُ তাঁর মতে فِى الْعَامِّ আম-এর মধ্যে الْاِسْتِغْرَاقُ لِجَمِيْعِ الْاَفْرَادِ সমস্ত এককের জন্য এস্তেগরাক শর্ত নয় فَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ وَالْمُنَكَّرُ كُلُّهُ عَامٌّ সুতরাং নির্দিষ্ট সমষ্টি ও অনির্দিষ্ট সমষ্টি উভয়ই عام হবে وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيْحِ আর তাওজীহ গ্রন্থ প্রণেতার মতে يُشْتَرَطُ فِى الْعَامِّ الْاِسْتِغْرَاقُ আম -এর মধ্যে اِسْتِغْرَاقْ শর্ত فَيَكُوْنُ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ وَاسِطَةً সুতরাং جَمْعٌ مُنَكَّرْ টা মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ আম ও خَاصْ -এর মধ্যে وَاِنَّهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ এটা তার হুকুমকে ওয়াজিব করে فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ তার অন্তর্ভুক্ত এককসমূহের মধ্যে قَطْعًا অকাট্যভাবে بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَاهُ এখানে عَامْ -এর অর্থ বর্ণনা করার পর এর হুকুম বর্ণনা শুরু করা হয়েছে فَقَوْلُهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ رَدٌّ আর গ্রন্থকার এর উক্তি يُوْجِبُ الْحُكْمَ দ্বারা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য عَلٰى مَنْ قَالَ اِنَّهُ مُجْمَلٌ যারা বলেন যে, عَامْ এক ধরনের মুজমাল لِاخْتِلَافِ اَعْدَادِ الْجَمْعِ কারণ جَمْعٌ -এর সংখ্যা অনেক فَلَا يَكُوْنُ مُوْجِبًا اَصْلًا সুতরাং মূলত তা ওয়াজিবকারীই হবে না بَلْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ বরং تَوَقُّفْ (অপেক্ষমান) থাকা ওয়াজিব হবে حَتّٰى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلٰى مُعَيَّنٍ যে পর্যন্ত না কোনো নির্দিষ্ট দলিল প্রতিষ্ঠিত হবে।

সরল অনুবাদ : এবং কেউ কেউ বলেছেন, مُتَّفِقَةُ الْحُدُوْدِ অংশটি مُشْتَرَكْ হতে পৃথকীকরণের জন্য নেওয়া হয়েছে। কেননা مُشْتَرَكْ এমন একাধিক فَرْدْ -কে শামিল করে যার হাকীকত বিভিন্ন। আর عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ -এর দ্বারা نَكِرَهْ مَنْفِيَهْ হতে পৃথক করা হয়েছে। কেননা نَكِرَهْ مَنْفِيَهْ টা اَفْرَادْ -কে عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِيَّتْ (বিনিময় পদ্ধতিতে) শামিল করে, عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ শামিল করে না। আর গ্রন্থকার (র.) শুধু تَنَاوُلْ -এর (উদ্ধৃতির) উপর ক্ষ্যান্ত করেছেন, اِسْتِغْرَاقْ -এর উল্লেখ করেননি। কারণ এ ব্যাপারে তিনি ফখরুল ইসলাম বাযদুবীর অনুসরণ করেছেন। কেননা তাঁর মতে عَامْ-এর মধ্যে সমস্ত فَرْدْ-এর জন্য اِسْتِغْرَاقْ শর্ত নয়। সুতরাং جَمْعٌ مُنَكَّرْ ও جَمْعٌ مُعَرَّفْ উভয়ই عَامْ তবে তাওযীহ গ্রন্থকার (র.)-এর মতে عَامْ-এর মধ্যে اِسْتِغْرَاقْ শর্ত। সুতরাং جَمْعٌ مُنَكَّرْ টা عَامْ ও خَاصْ-এর মধ্যে একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে। আর **عَامْ-এর হুকুম হলো এটা তার অন্তর্ভুক্ত এককসমূহের মধ্যে হুকুমকে অকাট্যভাবে ওয়াজিব করে।** عَامْ -এর অর্থ বর্ণনার পর এখানে তার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি يُوْجِبُ الْحُكْمَ-এর দ্বারা ঐ সব লোকদের মতকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য যারা বলেন যে, عَامْ টা এক ধরনের مُجْمَلْ কারণ جَمْعٌ-এর সংখ্যা অনেক। সুতরাং মূলত তা ওয়াজিবকারীই হবে না; বরং تَوَقُّفْ (অপেক্ষমান) থাকা ওয়াজিব হবে; যে পর্যন্ত না কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর ব্যাপারে দলিল প্রতিষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْاِسْتِغْرَاقُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَامْ-এর মধ্যে اِسْتِغْرَاقْ শর্ত না اِجْتِمَاعْ শর্ত সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা (র.)-এর মতে عَامْ-এর মধ্যে اِسْتِغْرَاقْ শর্ত। অর্থাৎ এর مَدْلُوْلْ (যাকে তা বুঝায় সেটা)-এর যাবতীয় اَفْرَادْ বা একককে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর এটাই মাশায়েখে ইরাক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অধিকাংশ শিষ্য ও অন্যান্যদের অভিমত। আর তাদের মতে عَامْ-এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে– "هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيْعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ بِحَسْبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ" (অর্থাৎ একই وَضْعْ (গঠন) অনুযায়ী যার উপর একটি শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে। ঐ সমুদয়কে যে শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে, তাকে عَامْ বলে।) সুতরাং তাদের মতে اِسْتِغْرَاقْ শর্ত। আর ওলামায়ে আহনাফের মতে اِجْتِمَاعْ শর্ত। আর عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ -এর ব্যাপারে উপরোক্ত মতানৈক্যের প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। সুতরাং তাদের মতে عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ অনুযায়ী আমল করা জায়েজ হবে না। কেননা তা عَامْ-এর হুকুমের বহির্ভূত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আমাদের মতে তার উপর আমল করা জায়েজ হবে। কারণ جَمْعٌ পাওয়া যাওয়ার কারণে তা عَامْ-এর হুকুমভুক্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ اَعْدَادِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَامْ-এর ব্যাপারে اِجْمَالْ ও تَوَقُّفْ-এর ধারণা দিতে গিয়ে বলেন যে, কোনো কোনো উসূলবিদদের মতে عَامْ টা مُجْمَلْ কেননা جَمْعٌ-এর একক বহু। সুতরাং মূলতই তা ওয়াজিবকারী হবে না; বরং تَوَقُّفْ (অপেক্ষমান থাকা) ওয়াজিব হবে। কেননা جَمْعٌ قِلَّتْ-এর মধ্যে তিন হতে দশ পর্যন্ত যে কোনো عَدَدْ উদ্দেশ্য করা জায়েজ। আর جَمْعٌ كَثْرَتْ-এর মধ্যে দশ হতে উপরের দিকে যে কোনো عدد উদ্দেশ্য হতে পারে। আর এগুলোর মধ্য হতে বিশেষ কোনো সংখ্যার এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যে, অন্যটিকে না বুঝিয়ে তাকে বুঝানো হবে। সুতরাং তা মুজমাল হবে। তবে তার উত্তরে বলা হবে যে, তা দ্বারা সম্পূর্ণ অংশকেই বুঝানো হবে। তাহলে আর একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কোনো কোনো আশ'আরীর মতে عَمَلْ ও اِعْتِقَادْ উভয়ের ক্ষেত্রেই تَوَقُّفْ ওয়াজিব। আবার কারো কারো মতে কেবল اِعْتِقَادْ-এর ক্ষেত্রে تَوَقُّفْ ওয়াজিব আমলের ব্যাপারে নয়। সুতরাং অস্পষ্টভাবে اِعْتِقَادْ করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা عَامْ বা خَاصْ যা কিছুই এর দ্বারা ইচ্ছা করেছেন তা حَقْ বা সত্য। তবে এটা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব এবং এ ধরনের মতই মাশায়েখে সমরকন্দের ওলামায়ে কেরাম ব্যক্ত করেছেন।

وَقَوْلُهُ فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يُوْجِبُ الْفَرْدَ اِلَّا الْوَاحِدَ وَلَا الْجَمْعُ اِلَّا الثَّلٰثَ وَالْبَاقِيْ مَوْقُوْفٌ عَلٰى قِيَامِ الدَّلِيْلِ وَقَوْلُهُ قَطْعًا رَدٌّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) حَيْثُ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّ الْعَامَّ ظَنِّيٌّ لِاَنَّهُ مَا مِنْ عَامٍ اِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مَخْصُوْصًا مِنْهُ الْبَعْضُ وَاِنْ لَمْ تَقِفْ عَلَيْهِ فَيُوْجِبُ الْعَمَلَ لَا الْعِلْمَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ وَنَقُوْلُ هٰذَا اِحْتِمَالٌ نَاشٍ بِلَا دَلِيْلٍ وَهُوَ لَا يُعْتَبَرُ وَاِذَا خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ كَانَ اِحْتِمَالًا نَاشِيًا عَنْ دَلِيْلٍ فَيَكُوْنُ مُعْتَبَرًا فَعِنْدَنَا الْعَامُّ قَطْعِيٌّ فَيَكُوْنُ مُسَاوِيًا لِلْخَاصِّ حَتّٰى يَجُوْزَ نَسْخُ الْخَاصِّ بِهٖ اَيْ بِالْعَامِّ لِاَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي النَّاسِخِ اَنْ يَكُوْنَ مُسَاوِيًا لِلْمَنْسُوْخِ اَوْ خَيْرًا مِنْهُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَوْلُهُ فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ আর গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ -এর দ্বারা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য رَدٌّ عَلٰى مَنْ قَالَ لَا يُوْجِبُ الْفَرْدَ اِلَّا الْوَاحِدَ ঐ সব লোকের মতকে যারা বলেন যে, مُفْرَدٌ দ্বারা কেবল এক সাব্যস্ত হয়ে থাকে وَلَا الْجَمْعُ اِلَّا الثَّلٰثَ এবং جَمْع -এর দ্বারা কেবল তিন সাব্যস্ত হয়ে থাকে وَالْبَاقِيْ مَوْقُوْفٌ আর অবশিষ্টগুলো নির্ভরশীল عَلٰى قِيَامِ الدَّلِيْلِ দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর وَقَوْلُهُ قَطْعًا আর তাঁর বক্তব্য قَطْعًا -এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য رَدٌّ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) حَيْثُ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّ الْعَامَّ ظَنِّيٌّ কেননা, তাঁর মতে عَامٌّ টা ظَنِّيْ সন্দেহযুক্ত لِاَنَّهُ مَا مِنْ عَامٍ তাঁর দলিল হলো এমন কোনো عَامٌّ নেই اِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ যা হতে কিছু না কিছুকে خَاصٌ করা হয়নি فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مَخْصُوْصًا مِنْهُ الْبَعْضُ সুতরাং عَامٌّ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ হওয়ার অবকাশ রাখে وَاِنْ لَمْ تَقِفْ عَلَيْهِ আমাদের জানা না থাকলেও فَيُوْجِبُ الْعَمَلَ لَا الْعِلْمَ আর এজন্যই عَامٌّ আমলকে ওয়াজিব করে কিন্তু ইলমকে ওয়াজিব করে না كَخَبَرِ الْوَاحِدِ যেমন খবরে ওয়াহেদ وَالْقِيَاسُ ও কিয়াস نَقُوْلُ আমরা (হানাফীগণ) বলি তা একটি দলিলবিহীন অমূলক কল্পিত সম্ভাবনা هٰذَا اِحْتِمَالٌ نَاشٍ بِلَا دَلِيْلٍ وَهُوَ لَا يُعْتَبَرُ যা গ্রহণযোগ্য নয় وَاِذَا خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ আর যখন عَامٌّ হতে কিছু সংখ্যককে خَاصٌ করা হবে كَانَ اِحْتِمَالًا نَاشِيًا عَنْ دَلِيْلٍ তখন اِحْتِمَالٌ প্রমাণিত হবে বাস্তব সম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে فَيَكُوْنُ مُعْتَبَرًا অতএব, তা গ্রহণযোগ্য হবে فَعِنْدَنَا الْعَامُّ قَطْعِيٌّ (মোটকথা হলো) আমাদের (হানাফীদের) মতে عَامٌّ টা قَطْعِيْ বা অকাট্য فَيَكُوْنُ مُسَاوِيًا لِلْخَاصِّ বিধায় তা خَاصٌ -এর সমকক্ষ। حَتّٰى يَجُوْزَ نَسْخُ الْخَاصِّ بِهٖ এমনকি عَامٌّ -এর দ্বারা خَاصٌ কে রহিতকরণও বৈধ اَيْ بِالْعَامِّ অর্থাৎ আ'ম দ্বারা لِاَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي النَّاسِخِ কেননা, نَاسِخٌ (রহিতকারী)-এর জন্য শর্ত اَنْ يَكُوْنَ مُسَاوِيًا সম মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া لِلْمَنْسُوْخِ মানসুখ বা রহিতকৃতের اَوْ خَيْرًا مِنْهُ তা হতে উত্তম হওয়া।

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ-এর দ্বারা ঐ সব লোকদের মতকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য যারা বলে যে, مُفْرَدٌ-এর দ্বারা কেবল এক এবং جَمْع-এর দ্বারা কেবল তিন সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর অবশিষ্টগুলো দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। আর তাঁর বক্তব্য قَطْعًا-এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। কেননা তাঁর মতে عَامٌّ টা ظَنِّيْ (সন্দেহযুক্ত)। তাঁর দলিল হলো এমন কোনো عَامٌّ নেই যা হতে কিছু না কিছুকে خَاصٌ করা হয়নি। সুতরাং আমাদের জানা না থাকলেও عَامٌّ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ হওয়ার অবকাশ রাখে। আর এ জন্যই عَامٌّ আমলকে ওয়াজিব করে; কিন্তু ইলমকে ওয়াজিব করে না। এবং আমরা (হানাফীগণ) বলি, ইমাম শাফেয়ী (র.) উল্লিখিত اِحْتِمَالٌ (সম্ভাবনা) দলিলবিহীন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যখন عَامٌّ হতে কিছুসংখ্যককে خَاصٌ করা হবে তখন اِحْتِمَالٌ প্রমাণিত হবে। অতএব তা গ্রহণযোগ্য হবে। মোটকথা, আমাদের (হানাফীগণের) মতে عَامٌّ টা قَطْعِيْ বা অকাট্য বিধায় তা خَاصٌ -এর সমকক্ষ। **এমনকি عَامٌّ-এর দ্বারা خَاصٌ -কে রহিতকরণও জায়েজ হবে।** কেননা نَاسِخٌ (রহিতকারী)-এর জন্য তা مَنْسُوْخٌ বা রহিতকৃতের সমমর্যাদা সম্পন্ন বা তা হতে উত্তম হওয়া শর্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هٰذَا اِحْتِمَالٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَامٌّ-এর হুকুমের ব্যাপারে যে মতবিরোধ দেখা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রতিটি عَامٌّ-ই مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ হওয়ার যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন তা শুধুমাত্র একটি ধারণা প্রসূত উক্তি। কোনো দলিল বা যুক্তি ব্যতিরেকেই বলেছেন। তার বিশদ বিবরণ হলো, وَضْعٌ বা গঠন অনুসারে عُمُوْمٌ -এর উপর عُمُوْمٌ -এর সীগাসমূহের دَلَالَتٌ হয়ে থাকে। কেননা خَبَرِ مُتَوَاتِرٌ দ্বারা (অকাট্যভাবে) প্রমাণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম عُمُوْمٌ-এর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আর এটার জন্য তারা قَرِيْنَةٌ-এর প্রয়োজন অনুভব করেননি। সুতরাং উক্ত শব্দগুলো যদি عُمُوْمٌ বুঝানোর জন্য প্রণীত না হতো, তাহলে عُمُوْمٌ বুঝানোর জন্য قَرِيْنَةٌ-এর প্রয়োজন পড়ত। আর قَرِيْنَةٌ ব্যতীত কোনো শব্দ যদি স্বীয় অর্থ প্রকাশে সক্ষম হয়, তাহলে তা قَطْعِيْ (অকাট্য) বলে বিবেচিত হবে। আর مَعْنٰى مَوْضُوْعٌ হতে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা দলিলবিহীন। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যথা যাবতীয় عَقْد-ই অকাট্য না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর অভিধানের নির্ভরযোগ্যতা বিলোপ পাবে। এমনকি এরূপ বলা হবে যে, তোমার ঘরে যা আছে তা খেতে পারবে না। কেননা এটা অন্যের মালিকানাধীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপরন্তু কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো হুকুমই আরোপ করা যাবে না। কারণ এটাতে অন্য কোনো হুকুমের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া উক্ত নীতি মেনে নিলে আমরা যা দেখতে পাই তাও অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর এ সব অনর্থক চিন্তা-ভাবনা বৈ কিছুই নয়। সুতরাং عَامٌّ-এর মধ্যে خَاصٌ-এর সম্ভাবনা প্রতিটি خَاصٌ-এর মধ্যে مَجَازٌ-এর সম্ভাবনার ন্যায়। আর যখন তা خَاصٌ-এর অকাট্যতার জন্য ক্ষতিকর হয়নি তখন এটাও عَامٌّ-এর অকাট্যতার জন্য ক্ষতিকর হবে না।

كَحَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ نُسِخَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ وَعُرَنِيُّوْنَ قَبِيْلَةٌ يُنْسَبُوْنَ اِلٰى عُرَيْنَةَ تَصْغِيْرُ عُرْنَةَ الَّتِىْ هِىَ وَادٍ بِعَرَفَاتٍ وَحَدِيْثُهُمْ مَا رَوٰى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (رض) اِنَّ قَوْمًا مِنْ عُرَيْنَةَ اَتَوُا الْمَدِيْنَةَ فَلَمْ تَوَافِقْهُمْ فَاصْفَرَّتْ اَلْوَانُهُمْ وَانْتَفَخَتْ بُطُوْنُهُمْ فَامَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَخْرُجُوْا اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا ثُمَّ ارْتَدُّوْا فَقَتَلُوْا الرُّعَاةَ وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَثَرِهِمْ قَوْمًا فَاَخَذُوْا فَاَمَرَ بِقَطْعِ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلِهِمْ وَسَمْلِ اَعْيُنِهِمْ وَتَرْكِهِمْ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ حَتّٰى مَاتُوْا فَهٰذَا حَدِيْثٌ خَاصٌّ بِبَوْلِ الْاِبِلِ يَدُلُّ عَلٰى طَهَارَتِهِ وَحِلِّهِ وَبِهِ تَمَسَّكَ مُحَمَّدٌ فِىْ اَنَّ بَوْلَ مَايُوْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَيَحِلُّ شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِىْ وَغَيْرِهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَحَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ তার উরাইনা হলো عُرَنِيِّيْنَ-এর خَاصٌّ হাদীস نُسِخَ না مَنْسُوْخ হয়ে গিয়েছে بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ রাসূল ﷺ-এর বাণী اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ (তোমরা পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন কর) এর দ্বারা - وَعُرَنِيُّوْنَ قَبِيْلَةٌ একটি গোত্রের নাম يُنْسَبُوْنَ اِلٰى عُرَيْنَةَ যাদেরকে عُرَيْنَةَ নামক স্থানের দিকে نِسْبَتْ করা হয়েছে আর عُرَيْنَةَ হলো تَصْغِيْرُ عُرْنَةَ -এর তাসগীর الَّتِىْ هِىَ وَادٍ بِعَرَفَاتٍ এটা আরাফার একটি ময়দানের নাম وَحَدِيْثُهُمْ তাদের সম্পর্কীয় হাদীস হলো مَا رَوٰى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ হযরত আনাস ইবনে মালিক (র.) হতে বর্ণিত আছে اَنَّ قَوْمًا مِنْ عُرَيْنَةَ اَتَوُا الْمَدِيْنَةَ উরায়নীয়দের একটি দল মদীনায় এসেছিল فَلَمْ تَوَافِقْهُمْ মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী হয়নি فَاصْفَرَّتْ اَلْوَانُهُمْ তাই তাদের গায়ের রং হলুদ বা ফ্যাকাশে হয়ে গেল وَانْتَفَخَتْ بُطُوْنُهُمْ এবং তাদের পেট ফুলে গেল فَامَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ হুজুর ﷺ তাদের এ অবস্থা দেখে তাদেরকে নির্দেশ দেন اَنْ يَخْرُجُوْا اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ সদকার উটের নিকট যাওয়ার وَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا এবং সেগুলোর দুধও প্রসাব পান করার فَصَحُّوْا অতএব তারা সুস্থ হয়ে গেল ثُمَّ ارْتَدُّوْا অতঃপর তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল فقتلوا الرعاة এবং রাখালকে হত্যা করে وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ ও উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে পলায়ন করল فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে হুজুর ﷺ পাঠালেন فِىْ اَثَرِهِمْ তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য (তাদেরকে ধরার জন্য) قَوْمًا একদল লোক فَاَخَذُوْا তাঁরা সকলকে বন্দী করে নিয়ে আসল فَاَمَرَ وَسَمْلِ اَعْيُنِهِمْ অতঃপর রাসূল ﷺ হুকুম দেন بِقَطْعِ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلِهِمْ তাদের হাত ও পা কেটে দিতে وَسَمْلِ এবং তাদের চক্ষু উৎপাটন করে দিতে وَتَرْكِهِمْ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ এবং উত্তপ্ত গরমে নিক্ষেপ করতে حَتّٰى مَاتُوْا এমন কি এক পর্যায়ে তারা মৃত্যুবরণ করল فَهٰذَا حَدِيْثٌ خَاصٌّ بِبَوْلِ الْاِبِلِ অতএব, তা উটের প্রস্রাব সম্পর্কিত একটি خَاصٌّ হাদীস يَدُلُّ عَلٰى طَهَارَتِهِ وَحِلِّهِ যা উটের প্রস্রাব পবিত্র ও হালাল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে وَبِهِ تَمَسَّكَ مُحَمَّدٌ (رح) আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ হাদীসটি দলিল পেশ করত অভিমত পোষণ করেছেন যে, فِىْ اَنَّ بَوْلَ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ যে সব প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করার হালাল এদের প্রস্রাব পবিত্র ويحل شربه ও তা পান করা জায়েজ لِلتَّدَاوِىْ وَغَيْرِهِ চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে।

সরল অনুবাদ : তার উদাহরণ হলো عُرَنِيِّيْنَ**-এর** خَاصٌّ **হাদীস যা হুযূরের ﷺ** عَامٌّ **হাদীস** اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ**-এর দ্বারা** مَنْسُوْخ **হয়েছে।** আর عُرَنِيُّوْنَ একটি গোত্রের নাম, যাদেরকে عُرَيْنَةَ নামক স্থানের দিকে نِسْبَتْ করা হয়েছে। আর عُرَيْنَةَ হলো الشَّئُ-এর تَصْغِيْر এটা আরাফার একটি ময়দানের নাম। এবং তাদের সম্পর্কীয় হাদীস হলো, হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, ওরায়নীয়দের একটি দল মদীনায় এসেছিল। মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী হয়নি, তাই তাদের গায়ের রং হলুদ বা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং পেট ফুলে গেল। হুযূর ﷺ তাদের এ অবস্থা দেখে তাদেরকে সদকার উটের নিকট যাওয়ার এবং সেগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করার নির্দেশ দেন। অতএব (দুধ ও প্রস্রাব পান করে) তারা সুস্থ হয়ে গেল। অতঃপর তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে ও সমস্ত উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে পালায়ন করল। ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে হুযূর ﷺ কিছুসংখ্যক সাহাবীকে তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠালেন। তারা সকলকে বন্দী করে নিয়ে আসল। অতঃপর হুযূর ﷺ তাদের সকলকে হাত কেটে ও চক্ষু উৎপাটন করে উত্তপ্ত গরমে নিক্ষেপ করার হুকুম দিলেন। এমনকি একপর্যায়ে তারা মৃত্যুবরণ করল। সুতরাং হাদীসটি উটের প্রস্রাবের সাথে خَاصٌّ যা উটের প্রস্রাব পবিত্র এবং (খাওয়া) জায়েজ হওয়ার দলিল পেশ করত ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন– مَاكُوْلُ اللَّحْمِ (যে সব প্রাণীর গোশত ভক্ষণ জায়েজ) তার প্রস্রাব পবিত্র এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে তা পান করা জায়েজ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَحَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীপক্ষের উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত اَبْوَالٌ শব্দটি বহুবচন, যা عَامٌّ বা ব্যাপক অর্থবোধক। সুতরাং عَامٌّ দ্বারা خَاصٌّ-কে রহিত করা হয়েছে বলা সঠিক হবে কি?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, عُرَيْنَةَ সম্পর্কিত হাদীসটি যদিও عَامٌّ তথাপি তার এককসমূহ অপর একটি হাদীস اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ (তোমরা প্রস্রাব হতে বিরত থাকো)-এর এককসমূহ হতে কম। কেননা عُرَيْنَةَ সম্পর্কিত হাদীসটি উটের দুধের সাথে خَاصٌّ বিধায় উপরোক্ত বিচারে তা خَاصٌّ আর অপর হদীসটি তার অপেক্ষায় عَامٌّ অতএব ধরে নিতে হবে উপমা যুক্তি যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ مَارَوٰى اَنَسٌ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عُرَيْنَةَ সম্পর্কিত হাদীসকে তুলে ধরেছেন। আর তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

হযরত ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, عُرَيْنَةَ-এর কিছুসংখ্যক লোক মদীনায় আগমন করল। অতঃপর মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূলে গেল না। তাই নবী করীম ﷺ তাদেরকে সদকার উটের নিকট যেতে ও সেগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করতে নির্দেশ দিলেন। তারা সাদকার উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করে সুস্থ হয়ে যায়। অতঃপর তারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং ইসলাম পরিত্যাগ করে। ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে হুযূর ﷺ কিছু সাহাবীকে তাদের পিছু ধাওয়া করতে পাঠালেন। তৎপর ধাওয়া করে তাদেরকে পাকড়াও করে নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে পেশ করা হলে হুযূর ﷺ তাদের হাত-পা কর্তন করে এবং চক্ষু উৎপাটন করে উত্তপ্ত প্রস্তরাকীর্ণ ময়দানে নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর এ অবস্থায় ছটফট করতে করতে একপর্যায়ে তারা মৃত্যুবরণ করল।

وَعِنْدَهُمَا هُوَ مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ وَهُوَ عَامٌّ لِمَاكُوْلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ نُسِخَ الْخَاصُّ بِهٰذَا الْعَامِّ فَبَوْلُ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ وَغَيْرُهُ كُلُّهُ نَجِسٌ حَرَامٌ لَايَحِلُّ شُرْبُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ لِلتَّدَاوِىْ وَغَيْرِهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَيَحِلُّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) فِى التَّدَاوِىْ لِلضَّرُوْرَةِ عَلٰى مَاعُرِفَ وَقِصَّةُ هٰذَا الْحَدِيْثِ النَّاسِخِ مَارُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ صَحَابِىٍّ صَالِحٍ اِبْتَلٰى بِعَذَابِ الْقَبْرِ جَاءَ اِلٰى اِمْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ اَعْمَالِهِ فَقَالَتْ كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ وَلَا يَتَنَزَّهُ مِنْ بَوْلِهِ فَحِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ فَهُوَ بِحَسْبِ شَانِ النُّزُوْلِ اَيْضًا خَاصٌّ بِبَوْلِ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ كَمَا كَانَ الْمَنْسُوْخُ خَاصًّا بِهِ لٰكِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَهُمَا هُوَ مَنْسُوْخٌ আর শায়খাইন-এর মতে উল্লিখিত হাদীসটি مَنْسُوْخٌ (রহিত) হয়ে গেছে بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ হুজুর ﷺ-এর বাণী اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ-এর দ্বারা وَهُوَ عَامٌّ لِمَاكُوْلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ আর শেষোক্ত হাদীসটি যেসব পশুর গোশত খাওয়া জায়েজ ও যে সব পশুর গোশ্ত খাওয়া জায়েজ নেই উভয়ের জন্য عَامٌّ বা ব্যাপক فَقَدْ نُسِخَ الْخَاصُّ بِهٰذَا الْعَامِّ মোটকথা এ عَامٌّ হাদীস দ্বারা خَاصٌّ হাদীস مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে فَبَوْلُ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ وَغَيْرُهُ كُلُّهُ نَجِسٌ সুতরাং مَاكُوْلُ اللَّحْمِ ও غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ উভয় প্রকার পশুর গোশ্ত হারাম ও অপবিত্র حَرَامٌ لَايَحِلُّ জায়েজ নেই شُرْبُهُ তার প্রস্রাব পান করা وَاسْتِعْمَالُهُ তা ব্যবহার করা لِلتَّدَاوِىْ وَغَيْرِهِ ঔষধ ও অন্যকোনো প্রয়োজনে عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَيَحِلُّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ আছে فِى التَّدَاوِىْ لِلضَّرُوْرَةِ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে পান করা عَلٰى مَا عُرِفَ যেমন ফিকহ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি অধ্যয়নে জানা যায় وَقِصَّةُ هٰذَا الْحَدِيْثِ النَّاسِخِ আর এ نَاسِخٌ হাদীসের ঘটনা তা-ই مَارُوِىَ যা রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ صَحَابِىٍّ صَالِحٍ (ঘটনাটি এই যে,) একদা রাসূল ﷺ একজন পুণ্যবান সাহাবীর দাফন কার্য সমাধা করলেন اِبْتَلٰى بِعَذَابِ الْقَبْرِ কিন্তু (দাফনের পর পরই) তিনি কবরের আজাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন جَاءَ اِلٰى اِمْرَأَتِهِ মহানবী ﷺ উক্ত সাহাবীর স্ত্রীর নিকট গেলেন فَسَأَلَهَا عَنْ اَعْمَالِهِ অতঃপর তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, فَقَالَتْ তার স্ত্রী বলল كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ আমার স্বামী বকরি চরাতেন وَلَا يَتَنَزَّهُ مِنْ بَوْلِهِ কিন্তু বকরির প্রস্রাব হতে বিরত থাকতেন না فَحِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ সুতরাং উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ তোমরা প্রস্রাব হতে বেঁচে থাকো فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ কেননা, অধিকাংশ কবরের শাস্তি তার কারণেই হয়ে থাকে فَهُوَ অতএব, এ نَاسِخٌ হাদীসটিও এর উপলক্ষ ঘটনার প্রেক্ষিতে খাস بِحَسْبِ شَانِ النُّزُوْلِ اَيْضًا خَاصٌّ بِبَوْلِ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ - بَوْلُ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ-এর সাথে كَمَا كَانَ الْمَنْسُوْخُ خَاصًّا بِهِ রহিতকৃত হাদীসের ন্যায় খাস لٰكِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ কিন্তু এখানে শব্দের ব্যাপক অর্থ ধর্তব্য হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : আর শায়খাইন (ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উল্লিখিত হাদীসটি হুযূর ﷺ-এর عَامٌّ হাদীস– اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ (প্রস্রাব হতে বেঁচে থাকো) দ্বারা مَنْسُوْخٌ (রহিত) হয়ে গেছে। উক্ত হাদীসটি مَاكُوْلُ اللَّحْمِ (যে সব পশুর গোশত খাওয়া জায়েজ) এবং غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ (যে সব পশুর গোশ্ত খাওয়া জায়েজ নেই) উভয়ের জন্য عَامٌّ বা ব্যাপক। মোটকথা عَامٌّ হাদীস দ্বারা خَاصٌّ হাদীস مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে। সুতরাং مَاكُوْلُ اللَّحْمِ ও غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ উভয় প্রকার পশুর গোশ্ত হারাম ও অপবিত্র। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার প্রস্রাব পান করা চিকিৎসা বা অন্য কোনো প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েজ নেই। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে পান করা জায়েজ আছে। আর نَاسِخٌ হাদীসের ঘটনা তাই যা নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত আছে, (হাদীসটি হলো) নবী করীম ﷺ একবার একজন নেককার সাহাবী (রা.)-এর দাফন কার্য সমাধা করলেন, কিন্তু দাফনের পরপরই উক্ত সাহাবীর শাস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। অতঃপর নবী করীম ﷺ উক্ত সাহাবীর স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং তার কার্যাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তার স্ত্রী বলল, আমার স্বামী বকরি চরাতেন তবে বকরির প্রস্রাব হতে বিরত থাকতেন না, (অর্থাৎ বকরির প্রস্রাব তার গায়ে ও কাপড়ে লাগলে তা আর পরিষ্কার করতেন না)। সুতরাং উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন– اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (প্রস্রাব হতে বেঁচে থাকো! কেননা অধিকাংশ কবরের শাস্তি তার কারণেই হয়ে থাকে)। অতএব এ نَاسِخٌ (রহিতকরণ হাদীসটি তার উদ্ধৃতির প্রেক্ষাপট) অনুযায়ী بَوْلُ مَاكُوْلُ اللَّحْمِ-এর সাথে خَاصٌّ যদ্রূপ مَنْسُوْخٌ হাদীসটি (بَوْلُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ)-এর সাথে خَاصٌّ ছিল। তবে এ কথা সদা স্মরণ রাখা উচিত যে, শব্দের ব্যাপক অর্থ ধর্তব্য হয়ে থাকে, خَاصٌّ - سَبَبْ-কে ধর্তব্য হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَاكُوْلُ اللَّحْمِ পশুর প্রস্রাব সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামতকে তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যে কোনো পশু চাই তার গোশ্ত ভক্ষণ করা জায়েজ হোক বা না হোক; উভয়ের প্রস্রাবই হারাম ও অপবিত্র। তা পান করা বা চিকিৎসা ও অন্য কোনো প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করা জায়েজ নেই। اَلْكُتُبُ السِّتَّةُ বা সিহাহ্ সিত্তাহতে একটি হাদীস ইমাম সাহেবের উক্ত মতের স্বপক্ষে বর্ণিত হয়েছে। আর হাদীসটি হলো– لَاشِفَاءَ فِى الْحَرَامِ (অর্থাৎ হারামের মধ্যে কোনো আরোগ্য নেই)। তবে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত হারামটা হারাম অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোনো আরোগ্য নেই। তবে প্রয়োজনের সময় তা আর হারামই থাকে না।

وَالَّذِيْ يَدُلُّ عَلٰى كَوْنِ حَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ مَنْسُوْخًا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّ الْمُثْلَةَ الَّتِيْ تَضَمَّنَهَا حَدِيْثُ الْعُرَنِيِّيْنَ مَنْسُوْخَةٌ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّهَا كَانَتْ فِيْ اِبْتِدَاءِ الْاِسْلَامِ وَاِذَا اَوْصٰى بِخَاتَمٍ لِاِنْسَانٍ ثُمَّ بِالْفَصِّ مِنْهُ لِاٰخَرَ اَنَّ الْحَلْقَةَ لِلْاَوَّلِ وَالْفَصَّ بَيْنَهُمَا تَايِيْدٌ لِمُقَدِّمَةٍ مَفْهُوْمَةٍ مِمَّا قَبْلُ وَهِيَ اَنَّ الْعَامَّ مُسَاوٍ لِلْخَاصِّ بِمَسْاَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ وَهِيَ اَنَّهُ اِذَا اَوْصٰى اَحَدٌ بِخَاتَمِهِ لِاِنْسَانٍ ثُمَّ اَوْصٰى بِكَلَامٍ مَفْصُوْلٍ بَعْدَهُ بِفَصِّ ذٰلِكَ الْخَاتَمِ بِعَيْنِهِ لِاِنْسَانٍ اٰخَرَ فَتَكُوْنُ الْحَلْقَةُ لِلْمُوْصٰى لَهُ الْاَوَّلِ خَاصَّةً وَالْفَصُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْاَوَّلِ وَالثَّانِيْ عَلَى السَّوَاءِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْخَاتَمَ عَامٌّ اَيْ كَالْعَامِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالَّذِيْ يَدُلُّ عَلٰى كَوْنِ حَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ مَنْسُوْخًا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ উরায়না সম্পর্কিত হাদীসটি مَنْسُوْخٌ হওয়ার দলিল এই যে, اَنَّ الْمُثْلَةَ الَّتِيْ تَضَمَّنَهَا حَدِيْثُ الْعُرَنِيِّيْنَ নাসিকা, কান কর্তন করা যা উরাইনাদের সম্পর্কে উদ্ধৃত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত مَنْسُوْخَةٌ بِالْاِتِّفَاقِ তা সম্মতিক্রমে مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে لِاَنَّهَا كَانَتْ فِيْ اِبْتِدَاءِ الْاِسْلَامِ কেননা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে مُثْلَةٌ করা জায়েজ ছিল। وَاِذَا اَوْصٰى بِخَاتَمٍ لِاِنْسَانٍ যদি কোনো ব্যক্তি কারো জন্য স্বীয় আংটির অসিয়ত করে ثُمَّ بِالْفَصِّ مِنْهُ لِاٰخَرَ অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তির জন্য সে আংটির وَالْفَصِّ নাগিনা পাথরের অসিয়ত করে اَنَّ الْحَلْقَةَ لِلْاَوَّلِ তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির জন্য আংটির বেড়ীটি সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ সে বেড়ীটি পাবে بَيْنَهُمَا আর নাগিনা বা পাথরটিতে উভয়ের অংশীদার হবে تَايِيْدٌ لِمُقَدِّمَةٍ مَفْهُوْمَةٍ مِمَّا قَبْلُ পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা সে ভূমিকার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত একটি মাসআলা وَهِيَ اَنَّ الْعَامَّ مُسَاوٍ لِلْخَاصِّ আর তা হলো عَامٌ ও خَاصٌ -এর মর্যাদা সম্পন্ন بِمَسْاَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ ফিকহী মাসআলায় وَهِيَ اَنَّهُ اِذَا اَوْصٰى اَحَدٌ بِخَاتَمِهِ لِاِنْسَانٍ আর উক্ত মাসআলাটি হলো যদি কোনো ব্যক্তি কারো জন্য স্বীয় আংটির অসিয়ত করে ثُمَّ اَوْصٰى بِكَلَامٍ مَفْصُوْلٍ بَعْدَهُ بِفَصِّ ذٰلِكَ الْخَاتَمِ بِعَيْنِهِ لِاِنْسَانٍ اٰخَرَ অতঃপর পৃথক বাক্যের দ্বারা অন্যকোনো ব্যক্তির জন্য ঐ আংটির নাগিনা (পাথর)-এর অসিয়ত করে فَتَكُوْنُ الْحَلْقَةُ لِلْمُوْصٰى لَهُ الْاَوَّلِ خَاصَّةً তাহলে (এমতাবস্থায়) আংটির বেড়ী প্রথমোক্ত অসিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে সাব্যস্ত হবে وَالْفَصُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْاَوَّلِ وَالثَّانِيْ عَلَى السَّوَاءِ এবং পাথরটিতে উভয়ের সম অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْخَاتَمَ عَامٌّ اَيْ كَالْعَامِّ আর তা এজন্য যে, خَاتَمٌ শব্দটি عَامٌ তথা عَامٌ -এর ন্যায়।

সরল অনুবাদ : عُرَنِيَّةٌ সম্পর্কিত হাদীসটি اِسْتِنْزَاهٌ বা বেঁচে থাকা সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা مَنْسُوْخٌ হওয়ার দলিল এই যে, مُثْلَةٌ অর্থাৎ নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি কর্তন করে আকৃতি বিকৃতি করে দেওয়া, যা عُرَنِيَّةٌ সম্পর্কিত হাদীসের মধ্যে রয়েছে, তা সর্বসম্মতিক্রমে مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে। যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে مُثْلَةٌ করা জায়েজ ছিল। **যদি কোনো ব্যক্তি কারো জন্য স্বীয় আংটির অসিয়ত করে, অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তির জন্য সে আংটিটির নাগীনা পাথরের অসিয়ত করে, তাহলে প্রথম ব্যক্তি আংটির হালকা (বেড়ী) পাবে আর তার নাগীনা (পাথর)-এর মধ্যে উভয়ে অংশীদার হবে।** পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা যে ভূমিকা বুঝে আসে এখান থেকে তার সহযোগী আলোচনা শুরু হয়েছে। আর তা হলো একটি ফিকহী মাসআলায় عَامٌ ও خَاصٌ -এর মর্যাদা সম্পন্ন। আর উক্ত মাসআলাটি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কারো জন্য স্বীয় আংটির অসিয়ত করে। অতঃপর পৃথক বাক্যের দ্বারা অন্য কোনো (তৃতীয়) ব্যক্তির জন্য ঐ আংটির নাগীনা (পাথর)-এর অসিয়ত করে, তাহলে (এমতাবস্থায়) আংটির হালকা বা বেড়ী প্রথম مُوْصٰى لَهُ (প্রথম যার জন্য অসিয়ত করেছে)-এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর নাগীনা (পাথর) উভয় সম-অংশীদারীত্বে লাভ করবে। আর তা এ জন্য যে, خَاتَمٌ শব্দটি عَامٌ তথা عَامٌ-এর ন্যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْ يَدُلُّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন ঃ আপনারা যে, نَسْخٌ-এর দাবি করেছেন তা সঠিক নয়। কেননা نَسْخٌ-এর দাবিতো তখনই সহীহ হবে যখন উরায়নাদের সম্পর্কীয় হাদীস পূর্বে এবং اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ এ হাদীসটি পরে হওয়া সব্যস্ত হতো; কিন্তু তাতো হয়নি। যেহেতু উভয়ের কোনো তারিখ জানা নেই ?

উত্তর ঃ প্রকাশ থাকে যে, عُرَنِيَّةٌ সম্পর্কিত হাদীস مَنْسُوْخٌ হওয়া দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা উক্ত হাদীস দ্বারা সেই মাসআলার কথা সাব্যস্ত হয় যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে জায়েজ ছিল। অতঃপর হযরত বোরায়দা (রা.) হতে ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে তা مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে।

বিঃ দ্রঃ উক্ত نَاسِخٌ হাদীসের সার সংক্ষেপ হলো এই যে, একবার হুযূর ﷺ এক ব্যক্তিকে এক দল সেনাবাহিনীর আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে তাকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। সুতরাং উপদেশ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন , তোমরা যুদ্ধ করবে তবে সীমালঙ্ঘন করবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করো না, কাউকে مُثْلَةٌ করো না। অতএব مُثْلَةٌ করা مَنْسُوْخٌ হয়ে যাওয়ার দ্বারা উক্ত হাদীসটি مَنْسُوْخٌ হওয়া সাব্যস্ত হলো। তবে এখানে পাল্টা আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, উরাইনিয়াদের সম্পর্কে হাদীসে দু'টি হুকুম রয়েছে—(১) مُثْلَةٌ (২) شُرْبُ اَبْوَالِ الْاِبِلِ (উটের প্রস্রাব পান।) আর প্রথমটি অর্থাৎ مُثْلَةٌ তো مَنْسُوْخٌ হওয়ার দ্বারা দ্বিতীয়টি অর্থাৎ উটের প্রস্রাব পান مَنْسُوْخٌ হওয়া অত্যাবিশ্যক নয় ? উত্তর দেয়া হবে এভাবে যে, اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ সম্পর্কিত হাদীসটি হল হারাম সাব্যস্তকারী আর উরাইনিয়াদের সম্পর্কিত হাদীসটি হলো হালাল সাব্যস্তকারী। আর قَاعِدَةٌ আছে যে হারাম সাব্যস্তকারী হাদীস পরবর্তী সময়ের হয়ে থাকে, যাতে نَسْخٌ বারবার হওয়া সাব্যস্ত না হয়। কেননা সৃষ্টিগতভাবে যে, কোনো বস্তু হালাল হয়ে থাকে, অতঃপর نَصٌّ-এর দ্বারা হারাম হয়ে যায়, পুনরায় অন্য نَصٌّ-এর দ্বারা তা হারাম হতে হয়। সুতরাং এ স্থলে اِسْتِنْزَاهٌ সম্পর্কিত হাদীসকে مُقَدَّمٌ বললে দু'বার نَسْخٌ হয়েছে বলতে হয় যা নিন্দনীয়। সুতরাং عُرَنِيَّةٌ সম্পর্কিত হাদীস পূর্বের বলে ধরে নিতে হবে। অতএব আমাদের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে মেনেও নিতে হবে।

قَوْلُهُ كَالْعَامِّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) خَاتَمٌ -কে عَامٌ-এর ন্যায় বলার মর্মার্থ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, خَاتَمٌ বা আংটিকে عَامٌ না বলে عَامٌ-এর ন্যায় বলা হয়েছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে عَامٌ বলে, যা একই সংজ্ঞা বিশিষ্ট একাধিক এককেকে অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ خَاتَمٌ তো অনুরূপ নয়। আর তা নাগীনা (পাথর) -কে অন্তর্ভুক্ত করা স্বীয় অংশকে শামিল করার ন্যায়। আর اَجْزَاءٌ হিসেবে তো কোনো বস্তু عَامٌ হতে পারে না। সুতরাং خَاتَمٌ ও فَصٌّ উভয়ই আলাদা দু'টি خَاصٌ হবে। সুতরাং তার দ্বারা পূর্বোক্ত মাসআলার সহযোগিতা হবে না। তাই ব্যাখ্যাকার বলেছেন – خَاتَمٌ প্রকৃতপক্ষে عَامٌ নয়; বরং عَامٌ-এর সাদৃশ্য।

لِاَنَّ الْعَامَّ الْمُصْطَلَحَ هُوَ مَايَشْمَلُ اَفْرَادًا وَالْخَاتَمُ لَا يَصْدُقُ اِلَّا عَلٰى فَرْدٍ وَاحِدٍ وَلٰكِنَّهٗ كَالْعَامِّ يَشْمَلُ الْحَلْقَةَ وَالْفَصَّ كِلَيْهِمَا وَالْفَصُّ خَاصٌّ بِمَدْلُوْلِهٖ فَقَطْ فَاِذَا ذُكِرَ الْخَاصُّ بَعْدَ الْعَامِّ بِكَلَامٍ مَفْصُوْلٍ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا فِىْ حَقِّ الْفَصِّ فَيَكُوْنُ الْفَصُّ لِلْمُوْصٰى لَهُمَا جَمِيْعًا تَسْوِيَةً لِلْعَامِّ مَعَ الْخَاصِّ بِخِلَافِ مَااِذَا اَوْصٰى بِالْفَصِّ بِكَلَامٍ مَوْصُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَكُوْنُ بَيَانًا لِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَاتَمِ فِيْمَا سَبَقَ الْحَلْقَةُ فَقَطْ فَتَكُوْنُ الْحَلْقَةُ لِلْاَوَّلِ وَالْفَصُّ لِلثَّانِىْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ الْعَامَّ الْمُصْطَلَحَ কেননা, পরিভাষায় عَامْ বলা হয় هُوَ مَا يَشْمَلُ اَفْرَادًا যা একাধিক একককে অন্তর্ভুক্ত করে وَالْخَاتَمُ لَايَصْدُقُ اِلَّا عَلٰى فَرْدٍ وَاحِدٍ আর خَاتَمْ কেবল একটি এককের উপর প্রযোজ্য হয় وَلٰكِنَّهٗ كَالْعَامِّ তবে তা عَامْ -এর ন্যায় يَشْمَلُ الْحَلْقَةَ وَالْفَصَّ كِلَيْهِمَا কেননা, তা বৃত্ত ও পাথর উভয়কে শামিল করে وَالْفَصُّ خَاصٌّ আর فَصْ (পাথর) শব্দটি কেবল তজ্জন্য নির্দিষ্ট একককেই বুঝায় بِمَدْلُوْلِهٖ فَقَطْ فَاِذَا ذُكِرَ الْخَاصُّ সুতরাং যখন خَاصْ কে উল্লেখ করা হয়েছে بَعْدَ الْعَامِّ আম-এর পর بِكَلَامٍ مَفْصُوْلٍ পৃথক বাক্যের দ্বারা وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا তখন উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়েছে فِىْ حَقِّ الْفَصِّ পাথরের ব্যাপারে فَيَكُوْنُ الْفَصُّ অতএব, পাথর সাব্যস্ত হবে لِلْمُوْصٰى لَهُمَا جَمِيْعًا উভয় অসিয়তকৃতের জন্য সমভাবে تَسْوِيَةً لِلْعَامِّ مَعَ الْخَاصِّ যাতে আম ও খাসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় بِخِلَافِ مَا اِذَا اَوْصٰى بِالْفَصِّ তা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন অসিয়তকারী পাথরের অসিয়ত করে بِكَلَامٍ مَوْصُوْلٍ সংযুক্ত বাক্যের দ্বারা فَاِنَّهٗ يَكُوْنُ بَيَانًا কারণ তখন এ বাক্য বয়ানরূপে গণ্য হবে لِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَاتَمِ فِيْمَا سَبَقَ الْحَلْقَةَ فَقَطْ কেননা, পূর্বোক্ত বাক্যে আংটি দ্বারা কেবল বেড়ীকে বুঝানো হয়েছে فَتَكُوْنُ الْحَلْقَةُ لِلْاَوَّلِ বেড়ী প্রথম مُوْصٰى لَهٗ -এর জন্য হবে وَالْفَصُّ لِلثَّانِىْ আর নাগিনা দ্বিতীয় مَوْصُوْلَهٗ -এর জন্য হবে।

সরল অনুবাদ : কেননা পরিভাষায় عَامْ বলা হয়, যা এমন একাধিক একককে শমিল করে। আর خَاتَمْ কেবল একটি একককে বুঝায়, তবে তা عَامْ -এর ন্যায়। কেননা তা حَلْقَةٌ (বেড়ী) ও নাগীনা (পাথর) উভয়কে শামিল করে। আর নাগীনা কেবল নাগীনার জন্যই خَاصْ সুতরাং عَامْ-এর পরে পৃথক বাক্যের দ্বারা যখন خَاصْ -কে উল্লেখ করা হয়েছে তখন নাগীনার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে تَعَارُضْ বা বিরোধ দেখা যায়। তাই নাগীনা উভয় مُوْصٰى لَهُمَا-এর জন্য হবে, যাতে عَامْ -কে খাসের সম-মর্যাদা সম্পন্ন করা হয়। এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন অসিয়তকারী সংযুক্ত বাক্যের দ্বারা নাগীনার অসিয়ত করবে। কেননা তখন এ বাক্য بَيَانْ (বর্ণনা) হবে। কারণ পূর্বোক্ত বাক্যে خَاتَمْ-এর দ্বারা কেবল حَلْقَةْ -কে বুঝানো হয়েছে। কাজেই حَلْقَةْ প্রথম مُوْصٰى لَهٗ-এর জন্য হবে, আর নাগীনা দ্বিতীয় مُوْصٰى لَهٗ-এর জন্য হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَعَ التَّعَارُضُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) নাগীনার ব্যাপারে تَعَارُضْ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আংটিকে عَامْ এবং নাগীনাকে خَاصْ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং একজনের জন্য আংটির অসিয়ত করার পর যখন পৃথক বাক্যের দ্বারা অপরজনের জন্য উক্ত আংটির নাগীনার অসিয়ত করে, তখন عَامْ-এর পৃথক বাক্যের দ্বারা خَاصْ-এর উল্লেখ করা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর নাগীনার ব্যাপারে عَامْ ও خَاصْ-এর মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হলো। কাজেই عَامْ ও خَاصْ উভয়কে সম-মর্যাদা দানের লক্ষ্যে তাদের উভয়কে নাগীনার হকদার সাব্যস্ত করা হবে। কেননা দ্বিতীয় অসিয়তকে প্রথম অসিয়তের জন্য تَخْصِيْص কারী নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে নৈকট্য ও সংযোগ নেই। আর تَخْصِيْص কারী সন্নিকটবর্তী ও সম্পর্কশীল হওয়া জরুরি। তবে বিরোধীপক্ষ থেকে প্রশ্ন হতে পারে, নাগীনার ব্যাপারে দ্বিতীয় অসিয়তটি প্রথমটি হতে রুজু হতে বাধা কোথায় ? যার কারণে সম্পূর্ণ নাগীনাই দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য হতে পারে। কিন্তু তার উত্তরে বলা হবে যে, উক্ত অসিয়তদ্বয় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হবে। সুতরাং কার্যকরী হওয়ার সময়ের দিক দিয়ে হুকুমের হিসেবে উভয় অসিয়ত সন্নিকটবর্তী। কাজেই দ্বিতীয় অসিয়ত প্রথম অসিয়ত হতে রুজু হতে পারে না।

وَعِنْدَ أَبِىْ يُوْسُفَ (رح) يَكُوْنُ الْفَصُّ لِلثَّانِىْ اَلْبَتَّةَ سَوَاءٌ اَتٰى بِكَلَامٍ مَوْصُوْلٍ اَوْ مَفْصُوْلٍ لِاَنَّ الْوَصِيَّةَ اِنَّمَا تَلْزَمُ بَعْدَ مَمَاتِهٖ لَا فِىْ حَيَاتِهٖ فَكَانَ الْمَوْصُوْلُ وَالْمَفْصُوْلُ سَوَاءً كَمَا فِى الْوَصِيَّةِ بِالرَّقَبَةِ لِاِنْسَانٍ وَبِخِدْمَتِهَا لِاٰخَرَ قُلْنَا اَلْوَصِيَّةُ بِالرَّقَبَةِ لَاتَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ لِاَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ بِخِلَافِ الْخَاتَمِ فَاِنَّهٗ يَتَنَاوَلُ الْفَصَّ لَامُحَالَةَ فَيَكُوْنُ كَالْقِيَاسِ مَعَ الْفَارِقِ ثُمَّ اَنَّ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ عَامَّيْنِ اِخْتَلَفَ فِيْهِمَا الشَّافِعِىُّ (رح) مَعَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ظَنًّا مِنْهُ بِاَنَّهُمَا مَخْصُوْصَانِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَلَيْسَ كَذٰلِكَ تَقْرِيْرُ الْاَوَّلِ اَنَّ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَاتَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ لِكُلِّ مَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَامِدًا اَوْ نَاسِيًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ يَكُوْنُ الْفَصُّ لِلثَّانِىْ اَلْبَتَّةَ مُوْصٰى لَهٗ আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, অবশ্যই দ্বিতীয় নাগীনার মালিক হবে سَوَاءٌ اَتٰى بِكَلَامٍ مَوْصُوْلٍ اَوْ مَفْصُوْلٍ সমান, চাই সংযুক্ত বাক্যের দ্বারা অসিয়ত করুক বা পৃথক বক্তব্য দ্বারা অসিয়ত করুক لِاَنَّ الْوَصِيَّةَ اِنَّمَا تَلْزَمُ بَعْدَ مَمَاتِهٖ তার দলিল হলো অসিয়ত কারীর ইন্তিকালের পর অসিয়ত খুবই কার্যকর হয়ে থাকে لَا فِىْ حَيَاتِهٖ তার জীবদ্দশায় তা কার্যকর হয় না فَكَانَ الْمَوْصُوْلُ وَالْمَفْصُوْلُ سَوَاءً সুতরাং পৃথক ও সংযুক্ত উভয় বাক্যের হুকুম সমান হবে كَمَا فِى الْوَصِيَّةِ بِالرَّقَبَةِ لِاِنْسَانٍ وَبِخِدْمَتِهَا لِاٰخَرَ যেমন– যেমন– একজনের জন্য কোনো গোলামের رَقَبَةٌ (মূল মালিকানা)-এর অসিয়ত করলে ও অপরের জন্য তার খেদমতের অসিয়ত করলে তা অবৈধ হয়ে থাকে قُلْنَا اَلْوَصِيَّةُ بِالرَّقَبَةِ لَاتَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ আমাদের উত্তর হলো رَقَبَةٌ (মূল মালিকানা)-এর অসিয়ত খেদমতের অসিয়তকে শামিল করে না لِاَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ بِخِلَافِ الْخَاتَمِ কেননা, এতদুভয় দু'টি পৃথক جِنْسٌ (জাতি) এটা আংটির বিপরীত فَاِنَّهٗ يَتَنَاوَلُ الْفَصَّ لَامُحَالَةَ কারণ আংটি অত্যাবশ্যকভাবে নাগীনাকে শামিল করে فَيَكُوْنُ كَالْقِيَاسِ مَعَ الْفَارِقِ সুতরাং মতনে উদ্ধৃত মাসআলাটিকে رَقَبَةٌ ও খেদমতের অসিয়তের উপর কিয়াস করা অসামঞ্জস্য কিয়াস-এর অনুরূপ হবে ثُمَّ اِنَّ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ عَامَّيْنِ অতঃপর এ ক্ষেত্রে দু'টি আম (এরূপ) আছে اِخْتَلَفَ فِيْهِمَا الشَّافِعِىُّ (رح) مَعَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ যে দু'টিতে ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথে মতভেদ করেছেন ظَنًّا مِنْهُ তার থেকে এ ধারণা করে যে, بِاَنَّهُمَا مَخْصُوْصَانِ এ আম দু'টি নির্দিষ্টকৃত عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে وَلَيْسَ كَذٰلِكَ অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ নয় تَقْرِيْرُ الْاَوَّلِ প্রথমটির বিশদ বিবরণ এই যে, اَنَّ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (আর তোমরা ভক্ষণ করো না তা হতে, যাকে জবাই করার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম তথা বিসমিল্লাহ উল্লেখ করা হয়নি) এর মধ্যে كَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ - مَا শব্দটি 'আম لِكُلِّ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যা সকল প্রকার বিসমিল্লাহ বিবর্জিতকে অন্তর্ভুক্ত করে عَامِدًا اَوْ نَاسِيًا ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছায় নেওয়া হয়নি।

সরল অনুবাদ : আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় مُوْصٰى لَهٗ অবশ্যই নাগীনার মালিক হবে; চাই পৃথক বাক্যের দ্বারা অসিয়ত করুক আর চাই সংযুক্ত বাক্যের দ্বারা অসিয়ত করুক। তাঁর দলিল হলো অসিয়তকারীর ইন্তেকালের পর অসিয়ত কার্যকর হয়ে থাকে, তার জীবদ্দশায় তা কর্যকরি হয় না। সুতরাং পৃথক ও সংযুক্ত উভয় বাক্যের হুকুম সমান হবে। যেমন–একজনের জন্য কোনো গোলামের رَقَبَةٌ (মূল মালিকানা)-এর অসিয়ত করলেও অপরের জন্য তার খেদমতের অসিয়ত করলে তা অবৈধ হয়ে থাকে। আমাদের উত্তর হলো رَقَبَةٌ (মূল মালিকানা)-এর অসিয়ত খেদমতের অসিয়তকে শামিল করে না। কেননা এতদুভয় দু'টি পৃথক جِنْسٌ (জাতি) এটা আংটির বিপরীত। কারণ আংটি অত্যাবশ্যকভাবে নাগীনাকে শামিল করে। সুতরাং মতনে উদ্ধৃত মাসআলাটিকে رَقَبَةٌ ও খেদমতের অসিয়তের উপর কিয়াস করা قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ (অসামঞ্জস্য কিয়াস)-এর অনুরূপ হবে। অতঃপর (জেনে রাখো যে,) এ স্থলে দু'টি عَامٌ রয়েছে। এতদুভয়ের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে মতানৈক্য করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে এ ধারণা বশত যে, তিনি উক্ত عَامٌ দ্বয়কে مَخْصُوْصٌ মনে করেন। অথচ প্রকৃত অবস্থা তা নয়। প্রথম عَامٌ-এর বিশদ বিবরণ হলো আল্লাহর বাণী– وَلَاتَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি তার গোশ্ত ভক্ষণ করো না।)-এর মধ্যে مَا শব্দটি عَامٌ এটা যার উপর আল্লাহর নাম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নেওয়া হয়নি। এ সবগুলোকে শামিল করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَمَا فِى الْوَصِيَّةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) আলোচ্য মাসআলা সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে আলোচ্য মাসআলায় দ্বিতীয় مُوْصٰى لَهٗ সম্পূর্ণ নাগীনার অধিকারী হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি কারো জন্য গোলামের অসিয়ত করে আর আরেকজনের জন্য গোলামের খেদমতের অসিয়ত করে, তাহলে দ্বিতীয়জন গোলামের খেদমতের মালিক হবে। চাই দ্বিতীয়জনের জন্য অসিয়ত সংযুক্ত বাক্যের দ্বারা হোক অথবা বিচ্ছিন্ন বাক্যের দ্বারা হোক। তবে ব্যাখ্যাকার বলেন, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থতে আমি অনুরূপই দেখেছি। আর আধিকাংশ অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থতে আমি এর বিস্তারিত আলোচনা দেখেছি।

قَوْلُهٗ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) غَيْرُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে জাবাই করা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন— "তোমরা ঐ সব প্রাণী ভক্ষণ করো না, যাকে আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি।" এ আয়াতে (لَاتَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ)-এর মধ্যে عَلٰى শব্দটির قَرِيْنَةٌ পাওয়া যাওয়ার কারণে عَلٰى-ذِكْرٌ-এর অর্থ হবে اَلذِّكْرُ بِاللِّسَانِ অর্থাৎ মৌখিকভাবে স্মরণ। আর সেই ذِكْرٌ অন্তরের স্মরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার সাথে حَرْفُ جَارٍّ-এর উল্লেখ থাকে না। ইবনে মালিক 'মুহীত' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে অনুরূপ বলেছেন। আর مَا শব্দটি عَامٌ হলেও اِجْمَاعُ اُمَّةٍ বা উম্মতে মুহাম্মাদীর ঐকমত্যের দ্বারা এ স্থলে مَذْبُوْحَاتٌ (জবাইকৃত পশু) -কে বুঝানো হয়েছে। আর এরূপ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য করা تَخْصِيْصٌ নয়। কেননা এরূপ অর্থ প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে। আর প্রকাশভঙ্গির নিরিখে কতিপয় একককে বের করে দেওয়াকে تَخْصِيْصٌ বলে না, কারণ تَخْصِيْصٌ তো পৃথক বাক্যের দ্বারা হয়ে থাকে।

فَيَنْبَغِى اَنْ لَّا يَحِلَّ مَتْرُوْكَ التَّسْمِيَةِ اَصْلًا كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكٌ (رح) وَلٰكِنَّكُمْ خَصَّصْتُمُ النَّاسِىَ مِنْ هٰذَا وَقُلْتُمْ اِنَّهٗ يَجُوْزُ مَتْرُوْكُ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا وَالْاٰيَةُ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى الْعَامِدِ فَقَطْ قُلْنَا اِنْ نَخُصَّ الْعَامِدَ مِنْهُ اَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّاسِىْ وَبِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ فَلَمْ يَبْقَ فِى الْاٰيَةِ اِلَّا مَاكَانَ مَذْبُوْحًا بِاَسْمَاءِ الْاَصْنَامِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَّا يَحِلَّ مَتْرُوْكَ التَّسْمِيَةِ اَصْلًا যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি (বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি) তা মোটেই হালাল হবে না (رح) كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكٌ যা ইমাম মালেকের মাযহাব وَلٰكِنَّكُمْ خَصَّصْتُمْ وَقُلْتُمْ النَّاسِىَ مِنْ هٰذَا হে হানাফীগণ তোমরা তা হতে অনিচ্ছায় ভুলবশত আল্লাহর নাম বর্জনকারীকে خَاصّ করে ফেলেছ وَالْاٰيَةُ اِنَّهٗ يَجُوْزُ مَتْرُوْكُ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا আর তোমরা বলেছ যে, ভুলবশত তাসমিয়া পরিত্যাগ করলে জায়েজ হবে مَحْمُوْلَةٌ عَلَى الْعَامِدِ فَقَطْ আর (এ অভিমত ও ব্যক্ত করেছ যে,) আয়াতটি কেবল স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ পরিত্যাগকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে قُلْنَا اِنْ نَخُصَّ الْعَامِدَ مِنْهُ اَيْضًا আমাদের বক্তব্য হলো– অনুরূপভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জনকেও وَهُوَ قَوْلُهٗ خَبَرْ وَاحِدْ-এর দ্বারা بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّاسِىْ وَبِخَبَرِ الْوَاحِدِ - ভুলকারী এর উপর কিয়াস করে এবং خَاصّ করি عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ আর উক্ত খবরে ওয়াহেদটি হলো– হুজুর ﷺ-এর বাণী– "মুসলমান আল্লাহর নামে জবাই করে, চাই সে বিসমিল্লাহ মুখে উচ্চারণ করুক বা না করুক فَلَمْ يَبْقَ فِى الْاٰيَةِ اِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوْحًا بِاَسْمَاءِ الْاَصْنَامِ সুতরাং আয়াতের হুকুম শুধুমাত্র ঐসব জবাইয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকবে যা মূর্তির (প্রতিমার) নামে জবাই করা হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা মোটেই হালাল হবে না, যা ইমাম মালেকের মাযহাব। কিন্তু হে হানাফীগণ! তোমরা তা হতে অনিচ্ছায় (ভুলবশত) আল্লাহর নাম বর্জনকারীকে خَاصّ করে ফেলেছ। আর তোমরা বলেছ ভুলবশত তাসমিয়া পরিত্যাগ করলে জায়েজ হবে। আর আয়াতটি কেবল স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ পরিত্যাগকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। আমাদের বক্তব্য হলো, আমরা نَاسِىْ-এর উপর কিয়াস করে এবং خَبَرْ وَاحِدْ-এর দ্বারা عَامِدْ-কেও তা থেকে خَاصّ করে থাকি। আর উক্ত خَبَرْ وَاحِدْ টি হলো হুযূর ﷺ-এর বাণী– اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ (মুসলমান আল্লাহর নামে জবাই করে চাই মুখে তা উচ্চারণ করুক বা না করুক)। সুতরাং আয়াতের অধীনে কেবল ঐ সব জানোয়ারই অবশিষ্ট থাকবে যেগুলো প্রতিমার নামে জবাই করা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম মালেক (র.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে ভাবেই হোক বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করুক না কেন তা জায়েজ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। তিনি এ সম্পর্কে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করেছেন। আয়াতটি হলো "তোমরা এমন পশুর গোশ্ত ভক্ষণ করো না। যাকে আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি।" অবশ্য তাফসীরে বায়যাবীতে ইমাম মালেক (র.)-এর মত তার বিপরীত উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো ইমাম মালেক (র.)ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতোই অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। আর 'রাহমাতুল-উম্মাত' নামক গ্রন্থে আছে, বিসমিল্লাহ যদি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে, তাহলে ইমাম মালেক (র.) মতে জায়েজ হবে না, আর অনিচ্ছাকৃত হলে এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.) হতে দু'টি অভিমত বর্ণিত আছে।

قَوْلُهٗ اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে স্বেচ্ছায় বা ভুলবশত যে ভাবেই জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করুক না কেন তাতে জবাইকৃত পশু হালাল হবে। তারা نَاسِىْ-এর উপর কিয়াস করে عَامِدْ-এর অবস্থাকেও জায়েজ বলেন। তদুপরি এ হাদীসটিকে স্বীয় মতের স্বপক্ষে পেশ করেন– اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ অর্থাৎ মুসলমান আল্লাহর নামে জবাই করে, সে মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করুক আর নাই করুক। তবে আল্লামা আইনী (র.) 'শরহে হিদায়া' নামক গ্রন্থে বলেছেন– ইমাম দারে কুতনী নিম্নোক্ত ভাষায় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন– اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ مَالَمْ يَعْتَمِدْ اَىْ مَالَمْ يَعْتَمِدْ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ অর্থাৎ মুসলমান আল্লাহর নামে জবাই করে, সে মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করুক আর নাই করুক। যে পর্যন্ত না সে ইচ্ছা করে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বর্জনের ইচ্ছা করে। দুররুল মানসূরেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এমতাবস্থায় এ হাদীসটি হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে হবে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর স্বপক্ষে হবে না।

وَتَقْرِيْرُ الثَّانِيْ اَنَّ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا" كَلِمَةُ مَنْ اَيْضًا عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لِمَنْ دَخَلَ فِى الْبَيْتِ بَعْدَ قَتْلِ اِنْسَانٍ اَوْ بَعْدَ قَطْعِ اَطْرَافِهِ اَوْ دَخَلَ فِى الْبَيْتِ ثُمَّ قَتَلَ فِيْهِ اَحَدًا فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَّكُوْنَ كُلٌّ مِنْ هٰؤُلَاءِ اٰمِنًا وَاَنْتُمْ خَصَّصْتُمْ مِنْ هٰذَا مَنْ قَتَلَ فِى الْبَيْتِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ وَمَنْ دَخَلَ فِيْهِ بَعْدَ قَطْعِ اَطْرَافِهِ وَقُلْتُمْ اَنَّهُ يَقْتَصُّ مِنْ هٰذَيْنِ فِى الْبَيْتِ قُلْنَا اَنْ نَخُصَّ الصُّوْرَةَ الثَّالِثَةَ اَيْضًا وَهُوَ مَنْ دَخَلَ فِى الْبَيْتِ بَعْدَ اَنْ قَتَلَ اِنْسَانًا فَيَقْتَصَّ مِنْهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصُّوْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحَرَمُ لَايُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَافَارًّا بِدَمٍ وَلَمْ يَبْقَ تَحْتَ هٰذَا الْعَامِّ اِلَّا الْاٰمِنُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ جَانِبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) بِقَوْلِهِ وَلَايَجُوْزُ تَخْصِيْصُ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَاتَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَقْرِيْرُ الثَّانِيْ আর عَامْ দ্বিতীয়টির বিশদ বিবরণ হলো– اِنَّ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا (আর যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে) كَلِمَةُ مَنْ اَيْضًا عَامَّةٌ شَامِلَةٌ -এর মধ্যে مَنْ শব্দটিও عَامْ উক্ত আয়াতের হুকুমে ঐ ব্যক্তিও শামিল আছে لِمَنْ دَخَلَ فِى الْبَيْتِ بَعْدَ قَتْلِ اِنْسَانٍ اَوْ بَعْدَ قَطْعِ اَطْرَافِهِ যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার পর বা কোনো মানুষের হস্তপদ কর্তন করার পর বায়তুল্লাহে প্রবেশ করেছে اَوْ دَخَلَ فِى الْبَيْتِ ثُمَّ قَتَلَ فِيْهِ اَحَدًا এবং ঐ ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যে, বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করার পর কাউকে হত্যা করে فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْ هٰؤُلَاءِ اٰمِنًا এ হিসেবে তাদের সকলেই নিরাপত্তা লাভের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই وَاَنْتُمْ خَصَّصْتُمْ مِنْ هٰذَا অথচ তোমরা (হানাফীগণ) তা হতে খাস করেছ مَنْ قَتَلَ فِى الْبَيْتِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতঃ হত্যা করেছে وَمَنْ دَخَلَ فِيْهِ بَعْدَ قَطْعِ اَطْرَافِهِ এবং যে ব্যক্তি হস্তপদ কর্তন করতঃ বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেছে وَقُلْتُمْ আর তোমরা এ অভিমত ও পোষণ করেছ যে, اَنَّهُ يَقْتَصُّ مِنْ هٰذَيْنِ فِى الْبَيْتِ উক্ত দু'জন হতে বায়তুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। قُلْنَا তাহলে আমরাও বলব যে, اَنْ نَخُصَّ الصُّوْرَةَ الثَّالِثَةَ اَيْضًا আমরা তৃতীয় صُوْرَتْ (অবস্থা) কে خَاصْ করে নেব وَهُوَ مَنْ دَخَلَ فِى الْبَيْتِ আর তাহলো যদি কেউ বায়তুল্লাহতে প্রবেশ করে بَعْدَ اَنْ قَتَلَ اِنْسَانًا কাউকে হত্যা করে فَيَقْتَصُّ مِنْهُ তাহলে তার নিকট হতে কিসাস গ্রহণ করা হবে بِالْقِيَاسِ عَلَى الصُّوْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَبِخَبَرِ الْوَاحِدِ প্রথমোক্ত দু'ক্ষেত্রের উপর কিয়াস করত এবং খবরে ওয়াহেদের আলোকে وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحَرَمُ لَايُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَافَارًّا بِدَمٍ খবরে ওয়াহেদটি হলো– রাসূল ﷺ-এর বাণী– "হেরেম শরীফ কোনো পাপী এবং কোনো পলায়নকারী খুনীকে আশ্রয় প্রদান করে না لَمْ يَبْقَ تَحْتَ هٰذَا الْعَامِّ اِلَّا الْاٰمِنُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ফলে আ'ম-এর হুকুমে জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপত্তা লাভকারী ব্যতীত অন্য কেউই অবশিষ্ট থাকবে না فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) সুতরাং গ্রন্থকার উত্তর প্রদান করেছেন عَنْ جَانِبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে بِقَوْلِهِ তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা وَلَايَجُوْزُ আর জায়েজ নেই تَخْصِيْصُ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আল্লাহ তা'আলার বাণী– যাকে আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি তা ভক্ষণ করো না ও আর যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ কিয়াস এবং خَبَرْ وَاحِدْ -এর দ্বারা।

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয় عَامْ টির বিশদ বিবরণ হলো, আল্লাহর বাণী– وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا (আর যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।)-এর মধ্যে مَنْ শব্দটি عَامْ উক্ত আয়াতের হুকুমে ঐ ব্যক্তিও শামিল আছে যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার পর বা হাত কাটার পর বায়তুল্লাহে প্রবেশ করে এবং ঐ ব্যক্তিকেও শামিল করে যে বায়তুল্লাহ প্রবেশ করার পর কাউকে হত্যা করে। এ আলোকে উভয়ই মাহফূয ও নিরাপদ হওয়া চাই। অথচ হে হানাফীগণ! তোমরা এ عَامْ হতে ঐ ব্যক্তিকে خَاصْ করে ফেলেছ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ প্রবেশ করার পর হত্যা করে এবং যে ব্যক্তি কারো হাত কাটার পর বায়তুল্লাহ-এর মধ্যে প্রবেশ করে। আর তোমরা বলেছ উক্ত দু'জন হতে قِصَاصْ নেওয়া হবে। তাহলে আমরাও বলব যে, আমরা তৃতীয় صُوْرَتْ (অবস্থা)-কে خَاصْ করে নেব। আর তাহল যদি কেউ কাউকে হত্যা করে বায়তুল্লাহ প্রবেশ করে, তাহলে তার নিকট হতে قِصَاصْ নেওয়া হবে। যা প্রথম দু'টির উপর কিয়াস করে এবং خَبَرْ وَاحِدْ-এর দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর বাণী–"হেরেম শরীফ কোনো গুনাহগার এবং পলায়নকারী খুনীকে আশ্রয় দান করে না"। এক্ষণে এ عَامْ-এর অধীনে "اٰمِنٌ مِنْ عَذَابِ النَّارِ" (জাহান্নামের অগ্নি হতে নিরাপত্তা লাভকারী) ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে তাঁর এ বক্তব্যের দ্বারা প্রদান করেছেন। **আর আল্লাহর বাণী–** وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ **(যাকে আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি তা ভক্ষণ করো না।) এবং আল্লাহর বাণী–** وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا **(আর যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।) (আয়াতদ্বয়) -কে কিয়াস এবং** خَبَرْ وَاحِدْ **-এর দ্বারা** خَاصْ **করা জায়েজ নেই।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِالْقِيَاسِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বায়তুল্লাহে অপরাধ প্রসঙ্গে শাফেয়ীদের মত ও তার উত্তরকে তুলে ধরেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

ইমাম শাফেয়ী (র.) পূর্বোক্ত দু'টি صُوْرَتْ-এর উপর কিয়াস করে বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার পর বায়তুল্লাহ প্রবেশ করবে তাকেও আয়াতের عَامْ হুকুম হতে خَاصْ করতে হবে। তা ছাড়া خَبَرْ وَاحِدْও এর স্বপক্ষে দালালত করে। পূর্বোক্ত দু'টি অবস্থা হলো— (১) বায়তুল্লাহ -এ প্রবেশ করার পর হত্যা করা এবং (২) অঙ্গ কর্তন করার পর বায়তুল্লাহ -এ প্রবেশ করা। তা ছাড়া যে ব্যক্তি অপরাধ করে বায়তুল্লাহ -এ প্রবেশ করে তাকে ঐ ব্যক্তির উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ -এ প্রবেশ করে অপরাধ করেছে। কেননা যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ -এ প্রবেশ করে অপরাধ করেছে সে বায়তুল্লাহ-এর সম্মানহানি করেছে। সুতরাং তার জন্য নিরাপত্তা হতে পারে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপরাধ করে বায়তুল্লাহ -এ প্রবেশ করে সে বায়তুল্লাহ-এ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বায়তুল্লাহ'র সম্মান করে। সুতরাং তার নিকট হতে قِصَاصْ নেওয়া অনুচিত এবং তাকে নিরাত্তা দান করা উচিত।

اَیْ لَایَجُوْزُ تَخْصِیْصُ الشَّافِعِیِّ (رحـ) اَلْعَامِدَ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی وَلَاتَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّاسِیْ وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰی اَوْ لَمْ يُسَمِّ وَتَخْصِيْصُ الدَّاخِلِ فِی الْبَيْتِ بَعْدَمَا قَتَلَ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْقَاتِلِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ وَعَلَى الْاَطْرَافِ وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحَرَمُ لَايُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَافَارًّا بِدَمٍ لَاَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَخْصُوْصَيْنِ تَعْلِيْلٌ لِقَوْلِهٖ لَايَجُوْزُ اَیْ لِاَنَّ هٰذَيْنِ الْعَامَّيْنِ لَيْسَا بِمَخْصُوْصَيْنِ اَوَّلًا كَمَا زَعَمْتُمْ حَتّٰی يُخَصَّ ثَانِيًا بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ لِاَنَّ النَّاسِیَ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِیْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ اَصْلًا اِذْ هُوَ فِیْ مَعْنَى الذَّاكِرِ فَلَمْ يُخَصَّ مِنَ الْاٰيَةِ حَتّٰی يُقَاسَ عَلَيْهِ الْعَامِدُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : اَیْ لَایَجُوْزُ অর্থাৎ জায়েজ নেই تَخْصِیْصُ الشَّافِعِیِّ (رحـ) اَلْعَامِدَ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ইচ্ছাকৃতকে নির্দিষ্ট করা عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হতে بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّاسِیْ ভুলকারী-এর উপর কিয়াস করে وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی سَمّٰی اَوْ لَمْ يُسَمِّ এবং রাসূল ﷺ-এর বাণী– اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی سَمّٰی اَوْ لَمْ يُسَمِّ দ্বারা وَتَخْصِيْصُ الدَّاخِلِ فِی الْبَيْتِ بَعْدَمَا قَتَلَ অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হত্যা করার পর বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেছে তাকে خَاصّ করা অবৈধ عَنْ قَوْلِهٖ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا হতে بِالْقِيَاسِ عَلَى الْقَاتِلِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ عَلَى الْاَطْرَافِ প্রবেশের পর হত্যাকারী ও হস্তপদ কর্তনের পর প্রবেশকারীর উপর কিয়াস করে وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَرَمُ لَايُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ এবং রাসূল ﷺ-এর বাণী– "হারাম শরীফ কোনো অপরাধীকে এবং কোনো পলায়নকারী খুনিকে আশ্রয় দেয় না" দ্বারা لِاَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَخْصُوْصَيْنِ কেননা, এতদুভয় টা عَامّ নির্দিষ্টকৃত নয় تَعْلِيْلٌ لِقَوْلِهٖ لَايَجُوْزُ তা গ্রন্থকারের (পূর্বোক্ত) উক্তি لَايَجُوْزُ (নির্দিষ্টকরণ বৈধ নয়)-এর ইল্লত বা কারণ اَیْ لِاَنَّ هٰذَيْنِ الْعَامَّيْنِ لَيْسَا بِمَخْصُوْصَيْنِ অর্থাৎ এ عَامّ দ্বয় পূর্ব হতেই تَخْصِيْص নয় كَمَا زَعَمْتُمْ যেমন– তোমরা (শাফেয়ীগণ) ধারণা করে থাকো اَوَّلًا حَتّٰی يُخَصَّ ثَانِيًا যদ্দরুন দ্বিতীয়বার নির্দিষ্ট করা হবে بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ কিয়াস ও خَبَرْ وَاحِدْ-এর দ্বারা لِاَنَّ النَّاسِیَ কেননা, ভুলক্রমে তাসমিয়া বর্জনকারী لَيْسَ بِدَاخِلٍ অন্তর্ভুক্ত নয় فِیْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ اَصْلًا মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী– مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর মধ্যে اِذْ هُوَ فِیْ مَعْنَى الذَّاكِرِ কেননা, বিস্মৃত ব্যক্তি স্মরণকারীর অর্থেই গণ্য فَلَمْ يُخَصَّ مِنَ الْاٰيَةِ সুতরাং তাকে আয়াত হতে খাস করা হয়নি حَتّٰی يُقَاسَ عَلَيْهِ الْعَامِدُ যার কারণে তাকে عَامِدْ-এর উপর কিয়াস করা যেতে পারে।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰی اَوْ لَمْ يُسَمِّ–এর বাণী ﷺ হুযূর এবং করে কিয়াস উপর নাসী (نَاسِیْ)-এর উপর কিয়াস করে এবং হুযূর ﷺ-এর বাণী– اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰی اَوْ لَمْ يُسَمِّ-এর দ্বারা عَامِدْ তথা স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ বর্জনকারীকে خَاص করা জায়েজ নেই। তদ্রূপ বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করে হত্যাকারী অথবা অঙ্গ কর্তনকারীর উপর قِيَاس করে খাস করা অবৈধ। তা ছাড়াও নবী করীম ﷺ-এর বাণী– اَلْحَرَمُ لَايُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ-এর দ্বারা وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا (আয়াত) হতে যে ব্যক্তি হত্যা করার পর বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করেছে শুধু তাকে خَاصّ করা জায়েজ হবে না। কেননা **এতদুভয় عام টা مَخْصُوْص নয়।** এটা تَخْصِيْص না-জায়েজ হওয়ার ইল্লত অর্থাৎ এ عَامّ দ্বয় পূর্ব হতে مَخْصُوْص নয়, যেমন– তোমরা (শাফেয়ীগণ) ধারণা করে থাকো। যদ্দরুন কিয়াস ও خَبَرْ وَاحِدْ-এর দ্বারা এগুলোর تَخْصِيْص করা হবে। তার কারণ হলো, نَاسِیْ মূলত আল্লাহর বাণী– مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা বিস্মৃতকারী ذَاكِرْ-এর অর্থে হয়ে থাকে। সুতরাং তাকে আয়াত হতে خَاصّ করাই হয়নি, যার কারণে তাকে عَامِدْ-এর উপর কিয়াস করা যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْحَرَمُ لَايُعِيْذُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বায়তুল্লাহ অপরাধীদেরকে নিরাপত্তা না দেওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি বিতর্কিত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ও তাঁর অনুসারীগণ ইয়াযীদের بَيْعَتْ হতে বিরত থাকেন। তখন ইয়াযীদের এক গভর্নর আমর ইবনে সায়াদ মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে মনস্থ করল। তখন আমর ইবনে সায়াদকে লক্ষ্য করে ইবনে শুরাইহ্ (রা.) বলেন, মক্কা হলো হেরেম শরীফ, তার শিকারী জানোয়ার শিকার করা এবং বৃক্ষাদি কর্তন করা জায়েজ নেই। তখন আমর ইবনে সায়াদ বলেন,"হেরেম শরীফ কোনো গুনাহগার বা পলায়নকারী খুনীকে আশ্রয় দেয় না"। —সহীহ বুখারী

যাই হোক এটা তার বাণী যে, অন্যায়ভাবে মক্কায় সৈন্য প্রেরণের জন্য উক্ত বাণী প্রদান করেছেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, ইবনে শুরাইহ্ (রা.) তার উক্ত বক্তব্য হুযূর ﷺ-এর বাণী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন।

قَوْلُهٗ اِذْ هُوَ فِیْ مَعْنَى ذَاكِرِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَاسِیْ বা বিস্মৃতকারী مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, نَاسِیْ বা বিস্মৃতকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বাণী– مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর আওতাধীন নয়। কেননা نَاسِیْ তো মূলত বিসমিল্লাহ পাঠকারীর মতোই। অর্থাৎ وُجُوْبْ-এর কারণে হুকুমের দিক বিবেচনায় نَاسِیْ তো বিসমিল্লাহ পাঠকারী হিসেবে গণ্য। কেননা বিসমিল্লাহ পাঠের দিকে আহ্বানকারী ঈমান-আকিদা তো তার মধ্যে রয়েছে। সুতরাং অনিচ্ছায় বিসমিল্লাহ বর্জনকারী مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। সুতরাং তাকে আয়াত হতে خَاصّ করা হয়নি, যার কারণে তার উপর عَامِدْ -কে কিয়াস করা যেতে পারে। আর ইবনে হাজেব (র.) যে বলেছেন, نَاسِیْ সর্বসম্মতভাবে خَاصّ কারী তা আমাদের মাযহাবের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত।

وَكَذَا الَّذِىْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فِى الطَّرْفِ لَمْ يُخَصَّ مِنَ الْاَمِنِ اِذِ الْمُرَادُ بِالْاَمِنِ اَمِنُ الذَّاتِ وَالْاَطْرَافُ كَاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الذَّاتِ بَلْ مِنَ الْمَالِ وَكَذَا الْقَاتِلُ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فِيْهِ اِذْ مَعْنَى قَوْلِهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا مَنْ دَخَلَهُ بَعْدَمَا صَارَ مُبَاحُ الدَّمِ بِرِدَّةٍ اَوْ زِنًا اَوْ قِصَاصٍ لَا اَنَّهُ بَاشَرَ هٰذِهِ الْاُمُوْرَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَضْمُوْنِ الْاٰيَةِ لَا اَنَّهُ مَخْصُوْصٌ مِنْهَا لَايُقَالُ اِنَّ ضَمِيْرَ دَخَلَهُ رَاجِعٌ اِلَى الْبَيْتِ وَالْمَقْصُوْدُ بَيَانُ اَمِنِ الْحَرَمِ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا الَّذِىْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فِى الطَّرْفِ তদ্রূপ অঙ্গ কর্তনের কারণে যার উপর قِصَاصٌ সাব্যস্ত হয়েছে لَمْ يُخَصَّ مِنَ الْاَمِنِ তাকে اَمِنْ হতে خَاصْ করা হয়নি اِذِ الْمُرَادُ بِالْاَمِنِ اَمِنُ الذَّاتِ কেননা, اَمِنْ দ্বারা اَمِنُ الذَّاتِ উদ্দেশ্য وَالْاَطْرَافُ كَاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الذَّاتِ আর হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গ যেমন- ذات -এর অন্তর্ভুক্ত নয় بَلْ مِنَ الْمَالِ বরং এটা যেন মালের শ্রেণীভুক্ত وَكَذَا الْقَاتِلُ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فِيْهِ অনুরূপভাবে বায়তুল্লায় প্রবেশের পরের হত্যাকারী ও নির্দিষ্টকৃত হয়নি اِذْ مَعْنَى قَوْلِهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا -এর অর্থ হচ্ছে مَنْ دَخَلَهُ بَعْدَمَا صَارَ مُبَاحُ الدَّمِ بِرِدَّةٍ اَوْزِنًا اَوْ قِصَاصٍ যে ব্যক্তি মুরতাদ হওয়া বা ব্যভিচার করা কিংবা কিসাসের কারণে হত্যা মুবাহ হওয়ার পর তাতে (বায়তুল্লাহতে) প্রবেশ করেছে لَا اَنَّهُ بَاشَرَ هٰذِهِ الْاُمُوْرَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ এ অর্থে নয় যে, সে তাতে প্রবেশের পর এ সব অপকর্ম করেছে فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَضْمُوْنِ الْاٰيَةِ অতএব, সে ব্যক্তি এমনিতেই আয়াতের মর্ম বহির্ভূত لَا اَنَّهُ مَخْصُوْصٌ مِنْهَا এ নয় যে, একে আয়াত হতে নির্দিষ্টকৃত হয়েছে لَايُقَالُ اِنَّ ضَمِيْرَ دَخَلَهُ তবে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, دَخَلَهُ -এর ضَمِيْر مَنْصُوْب টি رَاجِعٌ اِلَى الْبَيْتِ - بَيْت -এর দিকে ফিরেছে وَالْمَقْصُوْدُ بَيَانُ اَمِنِ الْحَرَمِ আর এর দ্বারা حَرَمْ -এর নিরাপত্তাকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা, প্রত্যুত্তরে আমরা বলব যে, اَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا আল্লাহর বাণী- "তারা কি দেখে না যে, আমি হেরেম শরীফকে নিরাপদ বানিয়েছি" এর দলিল অনুযায়ী حَرَمْ ও بَيْتُ اللّٰهِ -এর একই হুকুম।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ অঙ্গ কর্তনের কারণে যার উপর قِصَاصْ সাব্যস্ত হয়েছে, তাকে اَمِنْ হতে خَاصْ করা হয়নি। কেননা اَمِنْ -এর দ্বারা اَمِنُ الذَّاتِ উদ্দেশ্য। আর اَطْرَافْ (অঙ্গসমূহ) যে ذَاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা যেন মালের শ্রেণীভুক্ত। তদ্রূপ প্রবেশ করার পরও হত্যাকারী اَمِنْ হতে خَاصْ নয়। কারণ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا-এর অর্থ ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি মুরতাদ হওয়া, জেনা করা অথবা কিসাসের কারণে مُبَاحُ الدَّمِ (হত্যাযোগ্য) হওয়ার পর বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করেছে। তবে তার অর্থ এ নয় যে, সে প্রবেশ করার পর ঐ সব পাপকার্য করেছে। সুতরাং প্রবেশ করার পর হত্যাকারী আয়াতে কারীমার ভাবার্থ হতে খারিজ। তা হতে مَخْصُوْص নয়। তবে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, دَخَلَهُ-এর ضَمِيْر مَنْصُوْب টি بَيْت-এর দিকে ফিরেছে। আর এর দ্বারা حَرَمْ-এর اَمِنْ বা নিরাপত্তাকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা প্রত্যুত্তরে আমরা বলবো যে, আল্লাহর বাণী– اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا (তারা কি দেখে না যে, আমি হেরেম শরীফকে নিরাপদ বানিয়েছি।)এর দলিল অনুযায়ী حَرَمْ ও بَيْتُ اللّٰهِ-এর একই হুকুম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَاَنَّهَا لَيْسَتْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) শরিয়তের দৃষ্টিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সম্পদ কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَطْرَافْ (শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) যেন সত্তাভুক্ত নয় এবং এটা যেন সত্তাবহির্ভূত এবং সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সম্মানিত, আর মাল নিকৃষ্ট। সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সাথে মালের কোনো সাদৃশ্য হতে পারে না। তবে শরিয়ত প্রণেতার দৃষ্টিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি মালের সদৃশ। হাঁ, সত্তার সদৃশ নয়। কেননা সত্তার তুলনায় অঙ্গের (হানি) লঘুতর। কারণ, সত্তা (জীবন) হানি অতিশয় মারাত্মক।

قَوْلُهُ لَايُقَالُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حَرَمْ ও بَيْتْ উভয় নিরাপদ স্থান কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ ধরনের কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, دَخَلَهُ-এর ضَمِيْر مَنْصُوْب টা بَيْتْ-এর দিকে ফিরেছে। আর এর উদ্দেশ্য হলো حَرَمْ নিরাপদ হওয়ার বর্ণনা দেওয়া। অর্থাৎ "وَمَنْ دَخَلَهُ"-এর ضَمِيْر مَنْصُوْب টা بَيْتْ-এর দিকে ফিরেছে حَرَمْ-এর দিকে নয়। কেননা পূর্বে তো حَرَمْ-এর উল্লেখ নেই; বরং بَيْتْ-এর উল্লেখ আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হত্যা করে حَرَمْ এ প্রবেশ করেছে তাঁর নিরাপত্তা এ আয়াতের দ্বারা সাব্যস্ত করা অসম্ভব। কারণ তার উত্তরে আমরা (হানাফীগণ) বলব যে, بيت ও حَرَمْ-এর একই হুকুম। তার দলিল হলো আল্লাহর বাণী– اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا অর্থাৎ তারা কি জানে না? যে আমি হেরেম শরীফকে নিরাপত্তার স্থান বানিয়েছি। সুতরাং বুঝা গেল حَرَمْ ও بَيْتْ-এর একই হুকুম উভয় নিরাপদস্থল।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতের দ্বারা শাফেয়ীদের পক্ষে "اَلْحَرَمُ لَايُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ"-এর দ্বারা ইতঃপূর্বে যে দলিল পেশ করা হয়েছে তার অসারতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হেরেম শরীফ অপরাধীকে নিরাপত্তা দানকারী, অথবা তাদের কথিত হাদীসে এর বিপরীত বক্তব্য সুস্পষ্ট। ইবনে শুরাইহ্ যথার্থই বলেছেন যে, তা রাসূলের ﷺ হাদীস নয়।

ثُمَّ اَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْعَامِّ الْغَيْرِ الْمَخْصُوْصِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ وَ اَوْرَدَ فِيْهِ ثَلٰثَةَ مَذَاهِبَ وَبَيَّنَ كُلَّ مَذْهَبٍ بِدَلِيْلٍ وَشَبَّهَهُ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ فَقَالَ فَاِنْ لَحِقَهُ خُصُوْصٌ مَعْلُوْمٌ اَوْ مَجْهُوْلٌ لَايَبْقٰى قَطْعِيًّا لٰكِنَّهُ لَايَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِهِ اَىْ اِنْ لَحِقَ هٰذَا الْعَامُّ الَّذِىْ كَانَ قَطْعِيًّا مَخْصُوْصٌ مَعْلُوْمُ الْمُرَادِ اَوْ مَجْهُوْلُ الْمُرَادِ فَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ لَاتَبْقٰى قَطْعِيَّتُهُ وَلٰكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا هُوَ شَانُ سَائِرِ الدَّلَائِلِ الظَّنِّيَّةِ مِنَ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) لَمَّا فَرَغَ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) আলোচনা শেষ করে عَنْ بَيَانِ الْعَامِّ الْغَيْرِ الْمَخْصُوْصِ এমন عَامٌ যা হতে কোনো فَرْد-কে خَاصّ করা হয়নি)-এর আলোচনা شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ তখন নির্দিষ্টকৃত আ'ম-এর বর্ণনা শুরু করেছেন وَاَوْرَدَ فِيْهِ ثَلٰثَ مَذَاهِبَ আর এ প্রসঙ্গে তিনটি মাযহাব উদ্ধৃত করেছেন وَبَيَّنَ كُلَّ مَذْهَبٍ بِدَلِيْلٍ এবং প্রত্যেকটি মাযহাবকে প্রমাণ করে দলিল বর্ণনা করেছেন وَشَبَّهَهُ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ আর একটি ফিকহী মাসআলাও বর্ণনা করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন فَاِنْ لَحِقَهُ خُصُوْصٌ مَعْلُوْمٌ اَوْ مَجْهُوْلٌ যদি এর সাথে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত خَاصّ এসে যুক্ত হয় لَايَبْقٰى قَطْعِيًّا তাহলে তা অকাট্য হিসেবে অবশিষ্ট থাকে না لٰكِنَّهُ لَايَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِهِ তবে তার দ্বারা দলিল পেশ করা তিরোহিত হয় না اَىْ اِنْ لَحِقَ هٰذَا الْعَامُّ অর্থাৎ যদি এ عَامٌ-এর সাথে যুক্ত হয় الَّذِىْ كَانَ قَطْعِيًّا যা قَطْعِىْ (অকাট্য) مَخْصُوْصٌ مَعْلُوْمُ الْمُرَادِ اَوْ مَجْهُوْلُ الْمُرَادِ এমন কোনো خَاصّ যার উদ্দেশ্য জ্ঞাত কিংবা উদ্দেশ্য অজ্ঞাত اَلْمُخْتَارُ اَنَّهُ لَايَبْقٰى قَطْعِيَّتُهُ তাহলে গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুযায়ী তার অকাট্যতা থাকে না وَلٰكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ কিন্তু এর উপর আমল করা ওয়াজিব كَمَا هُوَ شَانُ سَائِرِ الدَّلَائِلِ الظَّنِّيَّةِ مِنَ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ যদ্রূপ অন্যান্য ظَنِّىْ (ধারণীয়) দলিল তথা خَبَرِ وَاحِدْ ও قِيَاسْ-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) اَلْعَامُّ الْغَيْرُ الْمَخْصُوْصُ (অর্থাৎ এমন عَامٌ যা হতে কোনো فَرْد-কে خَاصّ করা হয়নি)-এর আলোচনা শেষ করে اَلْعَامُّ الْمَخْصُوْصُ (অর্থাৎ এমন عَامٌ যা হতে কিছুসংখ্যক فَرْد-কে خَاصّ করা হয়েছে)-এর আলোচনা শুরু করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে তিনটি মাযহাবের উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটি মাযহাবকে প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আর প্রত্যেক মাযহাবের দৃষ্টান্ত পেশ করতে যেয়ে একেকটি ফিকহী মাসআলাও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **যদি এটার সাথে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত خَاصّ এসে যুক্ত হয়, তাহলে قَطْعِىْ (অকাট্য) হিসেবে অবশিষ্ট থাকে না। তবে তার দ্বারা দলিল পেশ করা তিরোহিত হয় না।** অর্থাৎ ঐ عَامٌ যা قَطْعِىْ তার সাথে যদি এমন কোনো خَاصّ যুক্ত হয় যার উদ্দেশ্য জ্ঞাত আছে অথবা উদ্দেশ্য জ্ঞাত নেই তাহলে পছন্দনীয় মাযহাব অনুযায়ী তা আর قَطْعِىْ (অকাট্য) থাকে না। তবে তা অনুযায়ী আমল করা তখনও ওয়াজিব হবে, যদ্রূপ অন্যান্য ظَنِّىْ (ধারণীয়) দলিল তথা خَبَرِ وَاحِدْ ও قِيَاسْ-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ لَحِقَهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) এক সন্দেহের অবসান ঘটাতে যেয়ে বলেন যে, গ্রন্থকার (র.)-এর এ বক্তব্যের দ্বারা বাহ্যত বুঝে আসে যে, عَام-এর মধ্যে تَخْصِيْص-এর দলিল পরবর্তী সময় এসে যুক্ত হয়ে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়; বরং পূর্ব হতেই তা সংযুক্ত থাকে। সুতরাং তার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ হলো যদি تَخْصِيْص-এর দলিল (যা তাতে নিহিত রয়েছে তা) যদি প্রকাশিত হয়, তবে উল্লিখিত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ اَوْ نَحْوُهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) تَخْصِيْص যদি পূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে না হয়ে বিবেক, অনুভূতি অথবা অভ্যাস কিংবা অনুরূপ অন্য কিছুর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়, তাহলে পরিভাষায় তা تَخْصِيْص হিসেবে গণ্য হবে না। এগুলোর সাদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টান্ত যেমন- عَام-এর অধীনে কিছু একক نَاقِصْ হওয়া বা অতিরিক্ত হওয়া ইত্যাদি। আর সবগুলোর দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো—

১. عَقْل বা বিবেক দ্বারা تَخْصِيْص-এর দৃষ্টান্ত যেমন- خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (সর্বস্রষ্টা) এটা عَامٌ তবে বিবেক হুকুম দেয় যে, كُلُّ شَيْءٍ (সবকিছু)-এর দ্বারা এ স্থলে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদেরকে বুঝানো হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, আল্লাহর বাণী- "خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ"-এর মধ্যে مَخْلُوْقٌ (সৃষ্টি) উদ্দেশ্য। কেননা كُلُّ شَيْءٍ-এর প্রতি خَالِقٌ -কে اِضَافَتْ করা হয়েছে। সুতরাং তা خَالِقٌ -কে শামিল করবে না। কাজেই তা কি করে عَقْل-এর দ্বারা مَخْصُوْص হতে পারে? প্রশ্নটি অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে এবং পাগল اَحْكَام-تَكْلِيْف-এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়া এর শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ এটাও عَقْل দ্বারা সাব্যস্ত।

২. حِسّ তথা অনুভূতির উদাহরণ হলো- اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (আমাকে প্রত্যেক বস্তু হতেই দেওয়া হয়েছে।) কেননা অনুভূতিই হুকুম প্রদান করে যে, তা হতে অনেক কিছুই বহির্ভূত আছে।

৩. আর অভ্যাসের দ্বারা تَخْصِيْص -এর উদাহরণ হলো- لَايَأْكُلُ رَأْسًا (মাথা ভক্ষণ করবে না)-এর দ্বারা যাকে সাধারণ মাথা হিসেবে আখ্যায়িত করার অভ্যাস ও প্রথা রয়েছে তাকে বুঝাবে। টিডডীর মাথাকে বুঝাবে না।

কোনো কোনো فَرْد (একক) نَاقِصْ (অপূর্ণাঙ্গ) হওয়ার উদাহরণ যেমন- كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ فَهُوَ حُرٌّ (আমার সমস্ত দাস-দাসী আজাদ) এর দ্বারা مُكَاتَبْ আযাদ হবে না। কেননা তার মালিকানার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কেননা সে رَقَبَة-এর হিসেবে মালিকানাধীন হলেও يَدْ (হস্তগতকরণ)-এর দিক হতে মালিকানাধীন নয়। কোনো কোনো একক অতিরিক্ত হওয়ার উদাহরণ, যেমন-শপথ করা যে, فَاكِهَة (ফল) ভক্ষণ করবে না। আর শপথকারী এর দ্বারা কোনো নিয়্যতও করেনি, তাহলে رُطَبْ (খোরমা) -কে শামিল করবে না। কেননা যদিও প্রথা ও অভিধানের হিসেবে তাও ফল তথাপি تَفَكُّه (সাদগ্রহণ)-এর অতিরিক্ত একটি অর্থ তার মধ্যে বিদ্যমান। আর তা হলো সেটা খাদ্য হওয়া ও শরীর বলিষ্ঠকারী হওয়া।

اَلتَّخْصِيْصُ فِى الْاِصْطِلَاحِ هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلٰى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهٖ بِكَلَامٍ مُسْتَقِلٍّ مَوْصُوْلٍ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا بِاَنْ كَانَ عَقْلًا اَوْ حِسًّا اَوْ عَادَةً اَوْ نَحْوَهٗ لَمْ يَكُنْ تَخْصِيْصًا اِصْطِلَاحًا وَلَمْ يَصِرْ ظَنِّيًّا وَكَذَا اِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بَلْ كَانَ بِغَايَةٍ اَوْ شَرْطٍ اَوْ اِسْتِثْنَاءٍ اَوْ صِفَةٍ وَسَيَجِئُ تَفَاصِيْلُهَا وَكَذَا اِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوْلًا بَلْ كَانَ مُتَرَاخِيًا لَايُسَمّٰى تَخْصِيْصًا بَلْ نَسْخًا عَلٰى مَاسَيَجِئُ هٰكَذَا قَالُوْا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) كُلُّ ذٰلِكَ يُسَمّٰى تَخْصِيْصًا لِاَنَّهٗ عِنْدَهٗ هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلٰى بَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ مُطْلَقًا وَكَثِيْرًا مَايَطْلَقُ التَّخْصِيْصُ عَلَى الْمُتَرَاخِىْ مَجَازًا عِنْدَنَا اَيْضًا وَنَظِيْرُ الْخُصُوْصِ الْمَعْلُوْمِ وَالْمَجْهُوْلِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَاِنَّ الْبَيْعَ لَفْظٌ عَامٌّ لِدُخُوْلِ لَامِ الْجِنْسِ فِيْهِ وَقَدْ خَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ الرِّبٰوا وَهُوَ فِى اللُّغَةِ اَلْفَضْلُ وَلَمْ يَعْلَمْ اَىُّ فَضْلٍ يُرَادُ بِهٖ لِاَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَشْرَعْ اِلَّا لِلْفَضْلِ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ نَظِيْرُ الْخُصُوْصِ الْمَجْهُوْلِ ثُمَّ بَيَّنَهُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهٖ اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا فَهُوَ حِيْنَئِذٍ نَظِيْرُ الْخُصُوْصِ الْمَعْلُوْمِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالتَّخْصِيْصُ فِى الْاِصْطِلَاحِ আর (ফিক্‌হ শাস্ত্রের) পরিভাষায় تَخْصِيْص বলে هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَامّ কে কবিতায় নাম ও এককের উপর পৃথক বক্তব্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ - عَلٰى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهٖ بِكَلَامٍ مُسْتَقِلٍّ مَوْصُوْلٍ করে দেওয়া فَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا بِاَنْ كَانَ عَقْلًا اَوْ حِسًّا اَوْ عَادَةً اَوْ نَحْوَهٗ আর যদি তা পূর্ণাঙ্গ বাক্যের মাধ্যমে تَخْصِيْص না করে عَقْل (বুদ্ধি) ইন্দ্রীয় অথবা অভ্যাসের দ্বারা তা সম্পন্ন করা হয় لَمْ يَكُنْ تَخْصِيْصًا اِصْطِلَاحًا তাহলে পরিভাষায় تَخْصِيْص হিসেবে গণ্য করা হবে না وَلَمْ يَصِرْ ظَنِّيًّا এবং তার কারণে ظَنِّىْ ও হবে না وَكَذَا اِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا অনুরূপ একই হুকুম যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয় بَلْ كَانَ بِغَايَةٍ اَوْشَرْطٍ اَوْ اِسْتِثْنَاءٍ اَوْصِفَةٍ বরং غَايَتْ (উদ্দেশ্য) কিংবা شَرْط (শর্ত) অথবা اِسْتِثْنَاء (পৃথকীকরণ) বা صِفَتْ (গুণ) ইত্যাদির মাধ্যমে তা করা হয় سَيَجِئُ تَفَاصِيْلُهَا যার বিবরণ অচিরেই আসছে وَكَذَا اِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوْلًا بَلْ كَانَ مُتَرَاخِيًا অনুরূপ যদি উক্ত বাক্য مَوْصُوْل সংযুক্ত না হয় বরং تَرَاخِىْ বিচ্ছিন্ন হয় لَايُسَمّٰى تَخْصِيْصًا بَلْ نَسْخًا তাহলে তাও تَخْصِيْص নাম দেওয়া হবে না বরং (তখন) তাকে নসখ বা রহিতকরণ নামে নামকরণ করা হবে عَلٰى مَا سَيَجِئُ যেমন– অচিরেই এর আলোচনা আসবে هٰكَذَا قَالُوْا ওলামায়ে কেরাম এরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে– كُلُّ ذٰلِكَ يُسَمّٰى تَخْصِيْصًا উপরোক্ত সবগুলোকেই تَخْصِيْص বলে لِاَنَّهٗ عِنْدَهٗ هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلٰى بَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ مُطْلَقًا কেননা, তাঁর মতে عَامّ বলতে নিঃশর্তভাবে কতিপয় নামকে সীমাবদ্ধ করাকে تَخْصِيْص বলে وَكَثِيْرًا مَا يَطْلَقُ التَّخْصِيْصُ عَلَى الْمُتَرَاخِىْ مَجَازًا عِنْدَنَا اَيْضًا আর আমাদের (আহনাফের) মতেও অনেক ক্ষেত্রে বিলম্বিত বক্তব্যের উপর مَجَازْ (রূপক) হিসেবে নির্দিষ্টকরণ এর প্রয়োগ হয়ে থাকে وَنَظِيْرُ الْخُصُوْصِ الْمَعْلُوْمِ وَالْمَجْهُوْلِ আর خُصُوْص مَعْلُوْم (জ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ) ও خُصُوْص مَجْهُوْل (অজ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ)-এর উদাহরণ হলো– قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا আল্লাহ তা'আলার বাণী– আল্লাহ তা'আলার ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং رِبٰوا বা সুদকে হারাম করেছেন– فَاِنَّ الْبَيْعَ لَفْظٌ عَامٌّ لِدُخُوْلِ لَامِ الْجِنْسِ فِيْهِ কেননা, بَيْع শব্দটিতে جِنْس-এর আলিফ-লাম প্রবিষ্ট হওয়ার কারণে তা একটি আ'ম শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে وَقَدْ خَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ الرِّبٰوا অথচ আল্লাহ তা'আলা তা হতে رِبٰوا (সুদ) কে خَاصْ করেছেন وَهُوَ فِى اللُّغَةِ الْفَضْلُ আর অভিধানে رِبٰوا শব্দের অর্থ হলো অতিরিক্ত وَلَمْ يَعْلَمْ اَىُّ فَضْلٍ يُرَادُ بِهٖ আর তা জ্ঞাত নয় যে, তদ্বারা কোন ধরনের অতিরিক্তকে বুঝানো হয়েছে لِاَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يُشْرِعْ اِلَّا لِلْفَضْلِ কারণ হলো بَيْع (ক্রয়-বিক্রয়) অতিরিক্তের জন্য مَشْرُوْع (প্রবর্তিত) হয়েছে فَهُوَ

ثُمَّ حِيْنَئِذٍ نَظِيْرُ الْخُصُوْصِ الْمَجْهُوْلِ সুতরাং তা (وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ الخ) এমতাবস্থায় অজ্ঞাত নির্দিষ্টকরণের উদাহরণ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ অতঃপর নবী ﷺ স্বীয় বাণীর দ্বারা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ গমের বিনিময়ে গম وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ যবের বিনিময়ে যব وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ খোরমার বিনিময়ে খোরমা وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ লবণের বিনিময়ে লবণ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য مِثْلاً بِمِثْلٍ সম পরিমাণে يَدًا بِيَدٍ এবং নগদে ক্রয়-বিক্রয় করবে وَالْفَضْلُ رِبٰوا আর তাতে অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ হবে فَهُوَ حِيْنَئِذٍ نَظِيْرُ الْخُصُوْصِ الْمَعْلُوْمِ সুতরাং এ ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পর আল্লাহর উপরোক্ত বাণী خُصُوْص مَعْلُوْمْ (জ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ) এর উদাহরণ হয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর পরিভাষায় تَخْصِيْص বলে عَامْ -কে পৃথক বক্তব্যের মাধ্যমে তাকে কিছু এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। যদি পূর্ণাঙ্গ বাক্যের মাধ্যমে تَخْصِيْص না করে عَقْل (বুদ্ধি),ইন্দ্রীয় অথবা অভ্যাসের দ্বারা তা সম্পন্ন করা হয়, তাহলে পরিভাষায় তাকে تَخْصِيْص হিসেবে গণ্য করা হবে না। আর তার কারণে ظَنِّىْও হবে না। অনুরূপ একই হুকুম হবে যদি স্বতন্ত্র تَخْصِيْص করে غَايَتْ , شَرْط , اِسْتِثْنَاءْ , صِفَتْ ইত্যাদির মাধ্যমে তা করা হয়। আর শীঘ্রই তার বিস্তারিত আলোচনা আসছে। তদ্রূপ পূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে خَاصْ করা হয় তবে উক্ত বাক্য مَوْصُوْل সংযুক্ত না হয়; বরং مُتَرَاخِىْ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তাকেও পরিভাষায় تَخْصِيْص বলা হবে না; বরং তাকে نَسْخ বলা হবে। শীঘ্রই তারও আলোচনা আসছে। উসূলবিদগণ অনুরূপই বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উপরোক্ত সবগুলোকেই (পরিভাষায়) تَخْصِيْص বলে। কেননা তাঁর মতে عَامْ -কে কিছু নির্দিষ্ট এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ করাকে تَخْصِيْص বলে। আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে রূপকার্থে অনেক ক্ষেত্রেই مُتَرَاخِىْ-এর উপর تَخْصِيْص-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। আর خُصُوْص مَعْلُوْمْ (জ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ) ও خُصُوْص مَجْهُوْلْ (অজ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ) এর উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী– اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং رِبٰوا বা সুদকে হারাম করেছেন)। কেননা جِنْس (জাতীয় অর্থবোধক)-এর لَامْ দাখেল করানোর কারণে بَيْع একটি عَامْ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। তা হতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন رِبٰوا -কে خَاصْ করেছেন। অভিধানে رِبٰوا শব্দের অর্থ হলো– অতিরিক্ত। আর এ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের অতিরিক্তকে বুঝানো হয়েছে তা অজ্ঞাত। আর তা অজ্ঞাত হওয়ার কারণ হলো– بَيْع ও অতিরিক্তের জন্যই مَشْرُوْع (প্রবর্তিত) হয়েছে। সুতরাং এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণী– خُصُوْص مَجْهُوْلْ (অজ্ঞতা নির্দিষ্টকরণ)-এর উদাহরণ। অতঃপর নবী করীম ﷺ স্বীয় বাণীর দ্বারা তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। হাদীসটি হলো– اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ অর্থাৎ তোমরা গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খোরমার বিনিময়ে খোরমা, লবণের বিনিময়ে লবণ, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমপরিমাণে এবং নগদ ক্রয়-বিক্রয় করবে। তাতে অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ হবে। সুতরাং এভবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার পর আল্লাহর উপরোক্ত বাণী– خُصُوْص مَعْلُوْمْ (জ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ)-এর উদাহরণ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْخُصُوْصُ الْمَعْلُوْمُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) خُصُوْصْ مَعْلُوْمْ-এর উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে خَاصْ কৃত বিষয়টি জ্ঞাত। কেননা এ ক্ষেত্রে যে কোনো অতিরিক্ত বিষয়কে হারাম করা হয়নি। সুতরাং مَثَلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ-এর দ্বারা বুঝে আসে যে, قَدْر-এর ক্ষেত্রে এবং اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ-এর দ্বারা বুঝা যায় সমজাতীয়ের ক্ষেত্রে হলে অতিরিক্ত নিষিদ্ধ হবে, যা তার থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) قَدْرْ ও جِنْس -কে সুদের ইল্লত নির্ধারণ করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র) طَعْم ও ثَمَنِيَتْ এবং ইমাম মালেক (র.) اِقْتِيَاتْ ও اِدِّخَارْ কে সুদের ইল্লত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ইল্লত অনুযায়ী আমল করেছেন।

وَلٰكِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُ مَا سِوَى الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْبَتَّةَ وَلِهٰذَا قَالَ عُمَرُ (رض) خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَبْوَابَ الرِّبٰوا اَيْ بَيَانًا شَافِيًا فَاحْتَاجُوْا اِلَى التَّعْلِيْلِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ فَعَلَّلَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رح) بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالشَّافِعِيُّ (رح) بِالطَّعْمِ وَالثَّمَنِيَّةِ وَمَالِكٌ (رح) بِالْاَقْتِيَاتِ وَالْاِدِّخَارِ فَعُمِلَ كُلٌّ بِمُقْتَضٰى تَعْلِيْلِهِ فِيْ تَحْرِيْمِ اَشْيَاءَ وَتَحْلِيْلِ اَشْيَاءَ عَلٰى مَا يَاتِيْ فِيْ بَابِ الْقِيَاسِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَمَلًا بِشِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ وَالنَّسْخِ تَعْلِيْلٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ وَبَيَانُهُ اَنَّ دَلِيْلَ التَّخْصِيْصِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَحَرَّمَ الرِّبٰوا يُشْبِهُ الْاِسْتِثْنَاءَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِهِ وَهُوَ الْمُسْتَثْنٰى كَمَا لَمْ يَدْخُلْ فِيْمَا قَبْلَ كَذٰلِكَ الْمَخْصُوْصُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَامِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلٰكِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُ مَا سِوَى الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْبَتَّةَ অবশ্য তারপরও অত্র হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্যদের অবস্থা সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়নি وَلِهٰذَا قَالَ عُمَرُ (رض) خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا আর এ জন্যেই হযরত ওমর ফারুক (রা.) আফসোস করে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করেছেন وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَبْوَابَ الرِّبٰوا اَيْ بَيَانًا شَافِيًا অথচ আমাদের জন্য সুদ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়ে যাননি فَاحْتَاجُوْا اِلَى التَّعْلِيْلِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ তাই ইমামগণ (এ ক্ষেত্রে) ইল্লত নির্ণয় এবং মাসআলা উদ্ভাবনের মুখাপেক্ষী হয়েছেন فَعَلَّلَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رح) بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ অতঃপর ইমাম আবু হানীফা (র.) قَدْر (পরিমাণ) এবং جِنْس (জাতীয়তা) কে ইল্লত নির্ধারণ করেছেন وَالشَّافِعِيُّ بِالطَّعْمِ وَالثَّمَنِيَّةِ ইমাম শাফেয়ী (র.) طَعْمِيَّتْ (আহার্য হওয়া) এবং ثَمَنِيَّتْ (মুদ্রাযোগ্য হওয়া) কে ইল্লত নির্ধারণ করেছেন وَمَالِكٌ (رح) بِالْاَقْتِيَاتِ وَالْاِدِّخَارِ অপর দিকে ইমাম মালিক (র.) اِقْتِيَاتْ (খোরাক হওয়া) এবং اِدِّخَارْ (গোলাজাতযোগ্য হওয়াকে)-কে ইল্লত নির্দিষ্ট করেছেন فَعُمِلَ كُلٌّ بِمُقْتَضٰى تَعْلِيْلِهِ আর প্রত্যেক ইমাম স্ব-স্ব تَعْلِيْل (ইল্লত নির্ধারণ) অনুযায়ী আমল করেছেন فِيْ تَحْرِيْمِ اَشْيَاءَ وَتَحْلِيْلِ اَشْيَاءَ অপরাপর বস্তুগুলোর تَحْرِيْم (অবৈধ করণ) ও تَحْلِيْل (বৈধকরণের)-এর ব্যাপারে عَلٰى مَا يَاتِيْ فِيْ بَابِ الْقِيَاسِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى যেমন অচিরেই قِيَاس -এর অধ্যায়ে আল্লাহ চাহে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। عَمَلًا بِشِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ وَالنَّسْخِ আর তা হলো اِسْتِثْنَاء সাদৃশ্য ও نَسْخ সাদৃশ্যের অনুযায়ী আমল হয়ে যাবে تَعْلِيْلٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ এ ক্ষেত্রে পছন্দনীয় মাযহাবের অনুযায়ী ইল্লত বর্ণনা করা হয়েছে وَبَيَانُهُ তার বিবরণ হলো اَنَّ دَلِيْلَ التَّخْصِيْصِ - تَخْصِيْص (নির্দিষ্টকরণের) দলিল وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَحَرَّمَ الرِّبٰوا অর্থাৎ আল্লাহর বাণী وَحَرَّمَ الرِّبٰوا - يُشْبِهُ الْاِسْتِثْنَاءَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِهِ তা হুকুমের বিবেচনায় اِسْتِثْنَاء -এর সাথে সাদৃশ্যশীল وَهُوَ الْمُسْتَثْنٰى كَمَا لَمْ يَدْخُلْ فِيْمَا قَبْلَ আর তা এই যে, مُسْتَثْنٰى যদ্রূপ পূর্ববর্তী বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না وَكَذٰلِكَ الْمَخْصُوْصُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَامِّ তদ্রূপ مَخْصُوْص ও عَام -এর অধীনে প্রবিষ্ট হয় না।

সরল অনুবাদ : অবশ্য তারপরও হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্যদের অবস্থা সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়নি। এ জন্যই হযরত ওমর ফারুক (রা.) আফসোস করে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ رِبٰوا-এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের পূর্বেই আমাদের হতে বিদায় নিয়ে গেছেন। তাই ইমামগণ ইল্লত নির্ণয় এবং মাসআলা উদ্ভাবনের মুখাপেক্ষী হয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) قَدْر (পরিমাণ) এবং جِنْس (জাতীয়তা) -কে ইল্লত নির্ধারণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) طَعْمِيَّتْ (আহার্য হওয়া) এবং ثَمَنِيَّتْ (মুদ্রাযোগ্য হওয়া)-কে ইল্লত নির্ধারণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম মালিক (র.) اِقْتِيَاتْ (খোরাক হওয়া) এবং اِدِّخَارْ (গোলাজাত যোগ্য হওয়া) -কে ইল্লত নির্দিষ্ট করেছেন। মোটকথা অপরাপর বস্তুগুলোর تَحْرِيْم (নির্দিষ্টকরণ) ও تَحْلِيْل (বৈধকরণ)-এর ব্যাপারে প্রত্যেক ইমাম স্ব-স্ব تَعْلِيْل (ইল্লত নির্ধারণ) অনুযায়ী আমল করেছে। আল্লাহ চাহে قِيَاس-এর অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আর তা হলো اِسْتِثْنَاء সাদৃশ্য ও نَسْخ সাদৃশ্যের অনুযায়ী আমল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে পছন্দনীয় মাযহাবের ইল্লত বর্ণনা করা হয়েছে। তার বিবরণ হলো, تَخْصِيْص-এর দলিল অর্থাৎ আল্লাহর বাণী– وَحَرَّمَ الرِّبٰوا এটা হুকুমের বিবেচনায় اِسْتِثْنَاء-এর সাথে সাদৃশ্যশীল। কারণ مُسْتَثْنٰى যদ্রূপ পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না তদ্রূপ مَخْصُوْص ও عَام-এর অধীনে প্রবিষ্ট হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِالْاَقْتِيَاتِ وَالْاِدِّخَارِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সুদের ইল্লত সম্পর্কে ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমতকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, হযরত ইমাম মালেক (র.)-এর মতে اِقْتِيَاتْ (খোরাকযোগ্য) ও اِدِّخَارْ (গোলাজাত যোগ্য) হওয়া হলো সুদের عِلَّتْ মূলত স্বর্ণ-রোপ্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারেও তার মতে اِقْتِيَاتْ ও اِدِّخَارْ হলো علت কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্যর ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ন্যায় তার মতে ثَمَنِيَّتْ (মুদ্রাযোগ্য হওয়া) عِلَّتْ হিসেবে গণ্য।— মাআলিমুত তানযীল

ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে বলেছেন, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে সুদের عِلَّتْ হলো قُوْتْ (খোরাক) অথবা যা দ্বারা খোরাক পরিশোধিত হয়, যথা– লবণ। আর যে সব ফল-ফলাদি পেকে শুষ্ক হয়ে যায় এবং খাদ্যও গুদামজাত যোগ্য হয় তার সমজাতীয়ের বিনিময়ে তাকে সমপরিমাণে এবং নগদে বিক্রি করতে হবে। সমজাতীয় না হলে অতিরিক্ত গ্রহণে দোষ নেই। অর্থাৎ তখন দু'টির বিনিময়ে একটি বিক্রি করা যাবে। তবে বাকিতে বিক্রি করা যাবে না। আর যে সব ফল-ফলাদি শুষ্ক হয় না এবং গুদামজাত যোগ্য নয়, তবে কাঁচা ভক্ষণযোগ্য যেমন–বাঙ্গী, শসা ইত্যাদি এগুলোর একটির বিনিময়ে দু'টি গ্রহণ জায়েজ আছে। তবে নগদ হতে হবে।— মুয়াত্তা ইমাম মালেক

قَوْلُهُ عَمَلًا بِشِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَام-এর মধ্যে تَخْصِيْص-এর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উপরে যে কয়টি মাযহাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বাধিক পছন্দনীয় মাযহাব অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের দলিল হিসেবে এ বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ اِسْتِثْنَاء ও نَسْخ উভয় সাদৃশ্যের উপর আমল করে আমরা (হানাফীগণ) বলেছি যে, عام-এর অকাট্যতা অবশিষ্ট থাকবে না। তবে তা দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে। আর দ্বিতীয় মাযহাব হলো عَام-এর মধ্যে تَخْصِيْص হলে সেই عام-এর দ্বারা দলিল গ্রহণ বিশুদ্ধ হবে না। তৃতীয় মাযহাব হলো تَخْصِيْص হলেও عَام টা قَطْعِيْ (অকাট্যই) থেকে যাবে।

وَيَشْبَهُ النَّاسِخَ بِاعْتِبَارِ صِيْغَةٍ وَهُوَ اَنَّ صِيْغَتَهُ مُسْتَقِلَّةٌ كَالنَّاسِخِ فَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُرَاعِىَ كِلَا الشِّبْهَيْنِ وَنُوَفِّرَ حَظَّ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلٰى تَقْدِيْرَىْ كَوْنِ الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا وَمَجْهُوْلًا لَا اَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى الشِّبْهِ الْاَوَّلِ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَذْهَبِ الثَّانِىْ وَلَا اَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى الشِّبْهِ الثَّانِىْ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ فَقُلْنَا اِذَا كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا فَرِعَايَةُ شِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ تَقْتَضِىْ اَنْ يَبْقَى الْعَامُّ قَطْعِيًّا عَلٰى حَالِهِ لِاَنَّ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ فِى الْاَفْرَادِ الْبَاقِيَةِ عَلٰى حَالِهِ وَ رِعَايَةُ شِبْهِ النَّاسِخِ يَقْتَضِىْ اَنْ لَّا يَصِحَّ الْاِحْتِجَاجُ بِالْعَامِّ اَصْلًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَشْبَهُ النَّاسِخَ بِاعْتِبَارِ صِيْغَةٍ আর صِيْغَةٌ (শব্দরূপ)-এর বিবেচনায় نَاسِخٌ -এর অনুরূপ وَهُوَ اَنَّ صِيْغَتَهُ مُسْتَقِلَّةٌ كَالنَّاسِخِ আর তা হলো তার صِيْغَةٌ টা نَاسِخٌ -এর ন্যায় স্বতন্ত্র فَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُرَاعِىَ كِلَا الشِّبْهَيْنِ সুতরাং আমাদেরকে উভয় সাদৃশ্যে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক وَنُوَفِّرَ حَظَّ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلٰى تَقْدِيْرَىْ كَوْنِ এবং প্রত্যেকটির সম্পূর্ণ হক বা প্রাপ্য আদায় করা অত্যাবশ্যক, চাই الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا وَمَجْهُوْلًا خُصُوْصٌ مَعْلُوْمٌ (জ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ) হোক অথবা خُصُوْصٌ مَجْهُوْلٌ (অজ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ) হোক لَا اَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى الشِّبْهِ الْاَوَّلِ আমরা তাকে প্রথম তাশবীহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী নই كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَذْهَبِ الثَّانِىْ যেরূপ দ্বিতীয় মাযহাবের অনুসারীগণ করেছেন وَلَا اَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى الشِّبْهِ الثَّانِىْ আর আমরা দ্বিতীয় তাশবীহের মধ্যে সীমিত করব না كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ যদ্রূপ তৃতীয় মাযহাবের অনুসারীরা করেছেন فَقُلْنَا অতএব, আমরা বলেছি যে, اِذَا كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا যখন تَخْصِيْصٌ -এর দলিল জানা থাকবে فَرِعَايَةُ شِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ تَقْتَضِىْ তখন اِسْتِثْنَاءٌ -এর সাদৃশ্য কামনা করে যে, اَنْ يَبْقَى الْعَامُّ قَطْعِيًّا عَلٰى حَالِهِ - عَامٌّ স্বীয় অবস্থায় قَطْعِىٌّ হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে لِاَنَّ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ فِى الْاَفْرَادِ الْبَاقِيَةِ عَلٰى حَالِهِ কারণ مستثنى জানা থাকলে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তার অবশিষ্ট এককের মধ্যে বহাল থেকে যাবে وَرِعَايَةُ شِبْهِ النَّاسِخِ تَقْتَضِىْ اَنْ لَا يَصِحَّ الْاِحْتِجَاجُ بِالْعَامِّ اَصْلًا আর نَاسِخٌ -এর সাদৃশ্য কামনা করে যে, যেন সেই عَامٌّ দ্বারা দলিল পেশ করা মোটেই সহীহ না হয়।

সরল অনুবাদ : আর صِيْغَةٌ (শব্দরূপ)-এর বিবেচনায় তা نَاسِخٌ-এর অনুরূপ। আর তা হলো তার صِيْغَةٌ টা نَاسِخٌ-এর ন্যায় স্বতন্ত্র। সুতরাং আমাদেরকে উভয় সাদৃশ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এবং প্রত্যেকটির সম্পূর্ণ হক বা প্রাপ্য আদায় করা অত্যাবশ্যক। চাই خُصُوْصٌ مَعْلُوْمٌ (জ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ) হোক অথবা خُصُوْصٌ مَجْهُوْلٌ (অজ্ঞাত নির্দিষ্টকরণ) হোক। আমরা তাকে প্রথম তাশবীহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী নই; যেরূপ দ্বিতীয় মাযহাবের অনুসারীগণ করেছেন। আর আমরা দ্বিতীয় তাশবীহের মধ্যে সীমিত করব না যদ্রূপ তৃতীয় মাযহাবের অনুসারীরা করেছেন। অতএব আমরা বলেছি যে, যখন تَخْصِيْصٌ-এর দলিল জানা থাকবে তখন اِسْتِثْنَاءٌ-এর সাদৃশ্য কামনা করে যে, عَامٌّ স্বীয় অবস্থায় قَطْعِىٌّ হিসেবে অবশিষ্ট থাকুক। কারণ مُسْتَثْنٰى জানা থাকলে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তার অবশিষ্ট এককের মধ্যে বহাল থেকে যাবে। পক্ষান্তরে نَاسِخٌ-এর সাদৃশ্য কামনা করে যে, যেন সেই عَامٌّ দ্বারা দলিল পেশ করা মোটেই সহীহ না হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَيْنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ওলামায়ে আহনাফের উপর বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত অভিযোগ ও তার উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যেহেতু مَخْصُوْصٌ عَامٌّ টা نَسْخٌ ও اِسْتِثْنَاءٌ উভয়ের সাথে সাদৃশ্যশীল তাই উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমল করাই আমাদের জন্য আবশ্যক। তার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে । অতএব প্রশ্ন ও তার উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : আপনাদের ভাষ্য হিসেবে বুঝা যায় যে, পরস্পর দু'টি কিয়াসের মধ্যে বিরোধিতা পরিলক্ষিত হলে মুজতাহিদ স্বীয় অন্তরের সাক্ষ্য দ্বারা যে কোনো একটির উপর আমল করবে। উভয়ের উপর আমল করতে পারবে না। আর উক্ত স্থলে نَسْخٌ ও اِسْتِثْنَاءٌ-এর উপর কিয়াসদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তার মধ্য হতে যে কোনো একটির উপর আমল করা উচিত হবে। তদ্রূপ দ্বিতীয় মাযহাবের অনুসারীগণ এবং তৃতীয় মাযহাবের অনুসারীগণ করেছেন। উভয়টির উপর আমল করা উচিত নয়; যা আপনাদের (হানাফীগণের) মাযহাব ?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত নীতি ত্রিবিদ দলিল তথা কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা হতে নির্গত কিয়াসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা شبهى কিয়াসের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়, এবং যা মূলত দলিল হিসেবেই সাব্যস্ত নয়।

لِاَنَّ النَّاسِخَ مُسْتَقِلٌّ وَكُلُّ مُسْتَقِلٍّ يَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ وَاِنْ لَمْ يَقْبَلِ النَّاسِخُ بِنَفْسِهِ التَّعْلِيْلَ لِئَلَّا تَلْزَمَ مُعَارَضَةُ التَّعْلِيْلِ النَّصَّ وَاِذَا قَبِلَ التَّعْلِيْلَ فَلَايَدْرِيْ كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيْلِ وَكَمْ بَقِيَ فَيَصِيْرُ مَجْهُوْلًا وَجِهَالَتُهٗ تُؤَثِّرُ فِيْ جِهَالَةِ الْعَامِّ فَلِرِعَايَةِ الشِّبْهَيْنِ جَعَلْنَا الْعَامَّ بَيْنَ بَيْنَ وَقُلْنَا لَايَبْقٰى قَطْعِيًّا وَلٰكِنْ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهٖ وَاِذَا كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَجْهُوْلًا فَيَنْعَكِسُ الْمَعْلُوْمُ يَعْنِيْ اَنَّ رِعَايَةَ شِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ تَقْتَضِيْ اَنْ لَّا يَصِحَّ التَّمَسُّكُ بِالْعَامِّ اَصْلًا لِاَنَّ جِهَالَةَ الْمُسْتَثْنٰى تُؤَثِّرُ فِيْ جِهَالَةِ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ وَالْمَجْهُوْلُ لَايُفِيْدُ شَيْئًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ النَّاسِخَ مُسْتَقِلٌّ কেননা, نَاسِخْ স্বয়ং সম্পূর্ণ وَكُلُّ مُسْتَقِلٍّ يَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ আর প্রত্যেক স্বয়ং সম্পূর্ণ তা'লীলকে কবুল করে থাকে وَاِنْ لَمْ يَقْبَلِ النَّاسِخُ بِنَفْسِهِ التَّعْلِيْلَ আর نَاسِخْ নিজে تَعْلِيْل কবুল করে না لِئَلَّا تَلْزَمَ مُعَارَضَةَ এ কারণে যে যাতে تَعْلِيْل -এর সাথে بِنَصٍّ -এর বিরোধ অনিবার্য হয়ে না পড়ে وَاِذَا قَبِلَ التَّعْلِيْلَ النَّصَّ আর যখন مُخَصِّصْ -এর তা'লীল কবুল করে فَلَا يَدْرِيْ তখন এটা জানা সম্ভব হবে না যে, كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيْلِ কি পরিমাণ একক বের হবে وَكَمْ بَقِيَ আর কি পরিমাণ একক অবশিষ্ট থাকবে فَيَصِيْرُ مَجْهُوْلًا সুতরাং নির্দিষ্ট করণের দলিল অজ্ঞাত হয়ে পড়বে وَجِهَالَتُهٗ تُؤَثِّرُ فِيْ جِهَالَةِ الْعَامِّ আর এর অজ্ঞতা আমের অজ্ঞতার মধ্যে প্রভাব ফেলবে فَلِرِعَايَةِ الشِّبْهَيْنِ এ জন্য উভয় সাদৃশ্যের বিবেচনা করে جَعَلْنَا الْعَامَّ بَيْنَ بَيْنَ আমরা عَامّ কে মধ্যবর্তী পর্যায়ে রেখেছি وَقُلْنَا এবং হুকুম প্রদান করেছি যে لَايَبْقٰى قَطْعِيًّا (নির্দিষ্টকরণের পর) عَامْ -এর قَطْعِيْ বাকি থাকবে না وَلٰكِنْ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهٖ কিন্তু তা দ্বারা দলিল প্রদান করা শুদ্ধ হবে وَاِذَا كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَجْهُوْلًا আর যখন খাস করণের দলিল অজ্ঞাত হবে فَيَنْعَكِسُ الْمَعْلُوْمُ তখন জ্ঞাত হুকুম উল্টে যাবে يَعْنِيْ اَنَّ رِعَايَةَ شِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ অর্থাৎ اِسْتِثْنَاءْ -এর সাদৃশ্যের বিবেচনা تَقْتَضِيْ اَنَّهٗ لَايَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالْعَامِّ اَصْلًا এটাই কামনা করবে যে, আ'ম এর দ্বারা দলিল পেশ করা মোটেও সহীহ হবে না لِاَنَّ جِهَالَةَ الْمُسْتَثْنٰى تُؤَثِّرُ فِيْ جِهَالَةِ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ কেননা, মুসতাসনা অজ্ঞাত হওয়া مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অজ্ঞতায় প্রভাব বিস্তার করে وَالْمَجْهُوْلُ لَايُفِيْدُ شَيْئًا আর অজ্ঞাত বস্তু কোনো কিছুরই উপকার প্রদান করে না।

সরল অনুবাদ : কেননা نَاسِخْ স্বয়ংসম্পূর্ণ আর প্রত্যেক স্বয়ংসম্পূর্ণই তা'লীল কবুল করে থাকে। আর نَاسِخْ নিজে تَعْلِيْل কবুল করে না। এ কারণে যে, যাতে تَعْلِيْل -এর সাথে نَصّ-এর বিরোধ অনিবার্য হয়ে না পড়ে। আর যখন مُخَصِّصْ তা'লীল কবুল করে, তখন এটা জানা সম্ভব হবে না যে, কি পরিমাণ একক অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং নির্দিষ্টকরণের দলিল অজ্ঞাত হয়ে পড়বে আর এটার অজ্ঞতা عَامْ -এর অজ্ঞতার মধ্যে প্রভাব ফেলবে। মোটকথা, আমরা উভয় সাদৃশ্যের বিবেচনা করে عَامْ-কে মধ্যবর্তী পর্যায়ে রেখেছি এবং হুকুম প্রদান করেছি যে, عَامْ এমতাবস্থায় আর قَطْعِيْ বা অকাট্য থাকবে না, কিন্তু তা দ্বারা দলিল প্রদান করা শুদ্ধ হবে। আর যখন 'খাস'করণের দলিল অজ্ঞাত হবে, তখন জ্ঞাত হুকুম উল্টে যাবে। অর্থাৎ اِسْتِثْنَاءْ-এর সাদৃশ্যের বিবেচনা এটাই কামনা করবে যে, عَامْ দ্বারা দলিল পেশ করা মোটেই শুদ্ধ হবে না। কেননা مُسْتَثْنٰى-এর অজ্ঞতা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অজ্ঞতায় প্রভাব বিস্তার করে। আর অজ্ঞতা বস্তু কোনো কিছুরই উপকার প্রদান করে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِاَنَّ النَّاسِخَ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَخْصُوْص ও نَاسِخْ-এর হুকুম পৃথক কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, نَاسِخْ স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রত্যেকটি বস্তু تَعْلِيْل-কে গ্রহণ করে। কেননা শরিয়তের বিধানাবলি 'ইল্লত' বিশিষ্ট হওয়াই হলো আসল। সুতরাং نَاسِخْ ও تَعْلِيْل-কে গ্রহণ করবে। আর تَخْصِيْص কারী نَاسِخْ-এর সাদৃশ্য। অতএব مُخَصِّصْ ও تَعْلِيْل -কে কবুল করবে। আর مُخَصِّصْ যখন تَعْلِيْل-কে কবুল করে, তখন تَعْلِيْل -এর দ্বারা কত একক বের হয়ে যায় আর কত অবশিষ্ট রয়েছে তা জানা থেকে গেল। জ্ঞাতব্য যে, শব্দের স্বাতন্ত্র্য হিসেবে نَاسِخْ তা'লীলকে কবুল করে থাকে হুকুমের বিবেচনায় তা تَعْلِيْل-কে কবুল করে না। কেননা এটার হুকুম হলো সাব্যস্ত হওয়ার পর বিরোধের বিবেচনায় حُكْم-কে রহিত করে দেওয়া। আর تَعْلِيْل টা نَصّ-এর বিরোধিতা করে না। কেননা তা نَصّ-এর অধীন। সুতরাং نَاسِخْ স্বয়ং تَعْلِيْل-কে কবুল করে না। অর্থাৎ حُكْم-এর বিবেচনায় তা تَعْلِيْل কে কবুল করে না। নতুবা تَعْلِيْل টা مَنْسُوْخْ 'নস'-এর বিরোধী হওয়াটা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর তা জায়েজ নেই। অথচ مُخَصِّصْ যখন تَعْلِيْل-কে কবুল করে তখন উক্ত বিরোধিতা অনিবার্য হয়ে পড়ে না। কেননা কোনো হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার পর বিরোধিতার মাধ্যমে তাকে রহিত করে দেওয়া এর حُكْم নয়। যার বিস্তারিত আলোচনা শীঘ্রই আসছে।

وَ رِعَايَةُ شِبْهِ النَّاسِخِ تَقْتَضِىْ اَنْ يَبْقَى الْعَامُّ قَطْعِيًّا لِاَنَّ النَّاسِخَ الْمَجْهُوْلَ يَسْقُطُ بِنَفْسِهِ فَلِرِعَايَةِ الشِّبْهَيْنِ جَعَلْنَا الْعَامَّ هٰهُنَا اَيْضًا بَيْنَ بَيْنَ وَقُلْنَا لَا يَبْقَى قَطْعِيًّا وَلٰكِنْ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ فَصَارَ كَمَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِاَلْفٍ عَلٰى اَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِىْ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَسَمّٰى ثَمَنَهُ تَشْبِيْهٌ لِدَلِيْلِ الْخُصُوْصِ الْمَذْكُوْرِ بِمَسْاَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ اَىْ صَارَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ عَلٰى هٰذَا الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ نَظِيْرُ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ وَهِىَ اَنْ يُعَيِّنَ الْخِيَارَ فِىْ اَحَدِ الْعَبْدَيْنِ الْمَبِيْعَيْنِ وَيُسَمّٰى ثَمَنُهُ عَلٰى حِدَةٍ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ اَحَدُهَا اَنْ يُعَيِّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَيُسَمّٰى ثَمَنَهُ وَالثَّانِىْ اَنْ لَّا يُعَيِّنَ وَلَا يُسَمّٰى وَالثَّالِثُ اَنْ يُعَيِّنَ وَلَا يُسَمّٰى وَالرَّابِعُ اَنْ يُسَمّٰى وَلَا يُعَيِّنَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَرِعَايَةُ شِبْهِ النَّاسِخِ تَقْتَضِىْ পক্ষান্তরে نَاسِخ -এর সাথে তুলনা করলে তা কামনা করে যে اَنْ يَبْقَى الْعَامُّ আ'ম قَطْعِيًّا (অকাট্য) হিসেবে বহাল থাকুক لِاَنَّ النَّاسِخَ الْمَجْهُوْلَ কেননা, অজ্ঞাত نَاسِخ নিজেই বাদ হয়ে যায় فَلِرِعَايَةِ الشِّبْهَيْنِ সুতরাং উভয় তুলনার প্রতি লক্ষ্য রেখে جَعَلْنَا الْعَامَّ هٰهُنَا اَيْضًا بَيْنَ بَيْنَ আমরা عَام এখানে মাঝামাঝি অবস্থায় রেখেছি وَقُلْنَا لَا يَبْقَى قَطْعِيًّا এবং আমরা বলেছি যে, তা এ অবস্থায় তা قَطْعِى (অকাট্য) হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে না وَلٰكِنْ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ কিন্তু দলিল গ্রহণ সহীহ হবে فَصَارَ كَمَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِاَلْفٍ عَلٰى اَنَّهُ -এর উদাহরণ এরূপ যে, দু'টি গোলামকে এক হাজার (টাকার) বিনিময়ে এ শর্তে বিক্রয় করেছে যে, بِالْخِيَارِ فِىْ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ঐ দু'টি গোলামের একটি গোলামের মধ্যে এখতিয়ার থাকবে وَسَمّٰى ثَمَنَهُ আর সে গোলামের মূল্যও উল্লেখ করে দিয়েছে تَشْبِيْهٌ لِدَلِيْلِ الْخُصُوْصِ الْمَذْكُوْرِ উল্লেখিত خُصُوْص -এর দলিলকে তুলনা করা হয়েছে بِمَسْاَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ একটি ফিকহী মাসআলার সাথে اَىْ صَارَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ অর্থাৎ خُصُوْص দলিল হয়েছে عَلٰى هٰذَا الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ পছন্দনীয় মাযহাব অনুযায়ী نَظِيْرُ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ এ ফিকহী মাসআলার তুল্য وَهِىَ اَنْ يُعَيِّنَ الْخِيَارَ আর মাসআলাটি হলো এখতিয়ারকে নির্দিষ্ট করে فِىْ اَحَدِ الْعَبْدَيْنِ الْمَبِيْعَيْنِ বিক্রিত দু'টি গোলামের মধ্য হতে একটির মধ্যে وَيُسَمّٰى ثَمَنُهُ عَلٰى حِدَةٍ এবং পৃথকভাবে এর মূল্যও নির্ধারণ করে দেওয়া وَذٰلِكَ لِاَنَّ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ আর তা এ জন্য যে, এ মাসআলাটি চার প্রকার اَحَدُهَا اَنْ يُعَيِّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ প্রথমত خِيَار -এর পাত্র নির্দিষ্ট করা وَيُسَمّٰى ثَمَنَهُ - خِيَار -এর মূল্য নির্দিষ্ট করা وَالثَّانِىْ اَنْ لَّا يُعَيِّنَ وَلَا يُسَمّٰى দ্বিতীয়তঃ খেয়ার এর পাত্রও মূল্য কিছুই নির্দিষ্ট না করা وَالثَّالِثُ اَنْ يُعَيِّنَ وَلَا يُسَمّٰى তৃতীয়তঃ খেয়ার-এর পাত্র নির্দিষ্ট করা এবং মূল্য নির্দিষ্ট না করা وَالرَّابِعُ اَنْ يُسَمّٰى وَلَا يُعَيِّنَ চতুর্থতঃ খিয়ার-এর মূল্য নির্দিষ্ট করা কিন্তু পাত্র নির্দিষ্ট না করা।

সরল অনুবাদ : পক্ষান্তরে نَاسِخ -এর সাথে তুলনা করলে তা কামনা করে যে, আম قَطْعِى (অকাট্য) হিসেবে অবশিষ্ট থাকুক। কেননা অজ্ঞাত نَاسِخ নিজেই বাদ হয়ে যায়। সুতরাং উভয় তুলনার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা এখানেও عَام -কে মাঝামাঝি অবস্থায় রেখেছি এবং আমরা বলেছি যে, এ অবস্থায় তা قَطْعِى (অকাট্য) হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে না। তবে তা দ্বারা দলিল গ্রহণ সহীহ হবে। **এর উদাহরণ এরূপ যে, দু'টি গোলামকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে এ শর্তে বিক্রয় করেছে যে, ঐ দু'টি গোলামের একটি নির্দিষ্ট গোলামের মধ্যে এখতিয়ার থাকবে, আর সে গোলামের মূল্যও উল্লেখ করে দিয়েছি।** উল্লিখিত خُصُوْص -এর দলিলকে একটি ফিকহী মাসআলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পছন্দনীয় মাযহাব অনুযায়ী خُصُوْص -এর দলিল এ ফিকহী মাসআলার তুল্য হয়েছে। আর মাসআলাটি হলো, বিক্রিত দু'টি গোলামের মধ্য হতে একটির মধ্যে خِيَار-কে নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং পৃথকভাবে তার মূল্যও নির্ধারণ করে দেওয়া। আর তা এ জন্য যে, এ মাসআলাটি চার প্রকার— (১) خِيَار -এর পাত্র ও মূল্য নির্দিষ্ট করা। (২) خِيَار -এর পাত্র ও মূল্য কিছুই নির্দিষ্ট না করা। (৩) خِيَار -এর পাত্র নির্দিষ্ট করা এবং মূল্য নির্দিষ্ট না করা। (৪) خِيَار -এর মূল্য নির্দিষ্ট করা তবে পাত্র নির্দিষ্ট না করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَ رِعَايَةُ شِبْهِ النَّاسِخِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ থেকে উহ্য একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরেছেন। আর তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রকাশ থাকে যে, نَاسِخ -এর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে ঐ عَام টি قَطْعِى বা অকাট্য থাকাকে কামনা করে। এর উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, পৃথক مُخَصِّص (তাখসীসকারী) نَسْخ -এর সাথে শাব্দিক সাদৃশ্য রাখলেও অর্থগত সাদৃশ্য রাখে না। কেননা نَاسِخ কোনো হুকুমকে সাব্যস্ত হওয়ার পর مَنْسُوْخ বা রহিত করে দেয়, আর تَخْصِيْص -এর মধ্যে হুকুম অবশিষ্ট থেকে যায়। সুতরাং অর্থের দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। তবে অর্থ গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয়ে থাকে। কাজেই نَاسِخ -এর সাদৃশ্যকে বিবেচনা না করে اِسْتِثْنَاء-এর দিকটা বিবেচনা করা উচিত। কেননা اِسْتِثْنَاء যদ্রূপ কতিপয় একককে বের করে দেয়, তদ্রূপ تَخْصِيْص ও কতিপয় একককে বের করে দেয়। অতএব এতদুভয়ের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। বাহরুল উলূম (র.) এর উত্তরে বলেছেন, مُخَصِّص তার স্বাতন্ত্র্যের কারণে এমন হুকুম সাব্যস্ত করে, যা عَام-এর حُكْم-এর বিপরীত। আর এই বৈপরীত্ব عَام কতিপয় একক হতে হুকুমকে প্রতিহত করে যদ্রূপ نَاسِخ এমন হুকুম সাব্যস্ত করে যা রহিত হুকুমের বিরোধী। আর এই বিরোধিতার কারণে রহিত হুকুম তিরোহিত হয়ে যায়। কাজেই نَاسِخ ও مُخَصِّص-এর মধ্যে কেবল এতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান যে, نَاسِخ হুকুমকে তিরোহিতকারী এবং مُخَصِّص হুকুমকে প্রতিহতকারী। অতএব তাদের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্যও বিদ্যমান; কেবল শব্দগত সাদৃশ্যই বিরাজমান নয়।

قَوْلُهُ عَلٰى اَرْبَعَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) আলোচ্য মাসআলাটির উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, উল্লিখিত মাসআলাটির চার প্রকার— (১) সে দু' জন গোলামকে এ শর্তে বিক্রয় করল যে, প্রত্যেকটি পাঁচশত টাকার বিনিময়ে এবং বিক্রেতা একটি গোলামকে নির্দিষ্ট করে বলল, এতে আমার তিন দিনের خِيَار থাকবে। (২) উভয় গোলামকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করল, আর একটির মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে خِيَار রাখল। (৩) উভয় গোলামকে এক হাজার টাকার বিনিময় বিক্রি করল এবং নির্দিষ্টভাবে একটির মধ্যে خِيَار রাখল। (৪) প্রত্যেক গোলামকে পাঁচশত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করল এবং অনির্দিষ্টভাবে একটির জন্য خِيَار রাখল।

فَالْعَبْدُ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِى الْحُكْمِ فَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ يَكُوْنُ رَدُّ الْمَبِيْعِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ تَبْدِيْلًا فَيَكُوْنُ كَالنَّسْخِ وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ غَيْرُ دَاخِلٍ فِى الْحُكْمِ يَكُوْنُ رَدُّهٗ بَيَانَ اَنَّهٗ لَمْ يَدْخُلْ فَيَكُوْنُ كَالْاِسْتِثْنَاءِ فَيَكُوْنُ كَالْمُخَصِّصِ الَّذِىْ لَهٗ شِبْهٌ بِالْاِسْتِثْنَاءِ وشبه بالنسخ فرعاية شِبْهُ النَّسْخِ تَقْتَضِىْ صِحَّةَ الْبَيْعِ فِى الصُّوَرِ الْاَرْبَعِ لِاَنَّ كُلًّا مِنَ الْعَبْدَيْنِ بِالنَّظْرِ اِلَى الْاِيْجَابِ مَبِيْعٌ بِبَيْعٍ وَاحِدٍ فَلَا يَكُوْنُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ اِبْتِدَاءً بَلْ بَقَاءً وَرِعَايَةُ شِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ تَقْتَضِىْ فَسَادَ الْبَيْعِ فِى الصُّوَرِ الْاَرْبَعِ لِجَعْلِ مَالَيْسَ بِمَبِيْعٍ شَرْطًا لِقَبُوْلِ الْمَبِيْعِ فَلِرِعَايَةِ الشِّبْهَيْنِ قُلْنَا اِنْ عُلِمَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَثَمَنُهٗ وَهُوَ الْمَذْكُوْرُ فِى الْمَتْنِ صَحَّ الْبَيْعُ لِشِبْهِ النَّاسِخِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هٰهُنَا جَعْلُ قَبُوْلِ مَا لَيْسَ بِمَبِيْعٍ شَرْطًا لِقَبُوْلِ الْمَبِيْعِ كَمَا اِعْتُبِرَ اِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَفَصَّلَ الثَّمَنَ لِاَنَّ الْحُرَّ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْعَبْدُ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ সুতরাং যে গোলামের মধ্যে خِيَارٌ রাখা হয়েছে دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ তা عَقْد -এর অন্তর্ভুক্ত হবে غَيْرُ دَاخِلٍ فِى الْحُكْمِ তবে হুকুমের মধ্যে শামিল হবে না فَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ কাজেই عَقْد -এর মধ্যে প্রবেশ করা হিসেবে يَكُوْنُ رَدُّ الْمَبِيْعِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ تَبْدِيْلًا خِيَارٌ -এর শর্তের দ্বারা مَبِيْع (বিক্রিত বস্তু)-কে তুলে দেওয়ার অর্থ عَقْد -কে পরিবর্তন করা فَيَكُوْنُ كَالنَّسْخِ তাই তা نَسْخ -এর অনুরূপ হবে وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ غَيْرُ دَاخِلٍ فِى الْحُكْمِ আর হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার দিক বিবেচনায় يَكُوْنُ رَدُّهٗ بَيَانَ اَنَّهٗ لَمْ يَدْخُلْ بَيْع -কে তুলে দেওয়ার অর্থ তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়াকে বর্ণনা করা فَيَكُوْنُ كَالْاِسْتِثْنَاءِ কাজেই তা اِسْتِثْنَاءٌ -এর ন্যায় হবে فَيَكُوْنُ كَالْمُخَصِّصِ الَّذِىْ لَهٗ شِبْهٌ بِالْاِسْتِثْنَاءِ সুতরাং তা ঐ مُخَصِّصٌ ন্যায় হবে যা اِسْتِثْنَاءٌ -এরও সাদৃশ্য وَشِبْهٌ بِالنَّسْخِ এবং نَسْخ -এরও সাদৃশ্য فَرِعَايَةُ شِبْهِ النَّسْخِ আর نَسْخ -এর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য تَقْتَضِىْ صِحَّةَ الْبَيْعِ فِى الصُّوَرِ الْاَرْبَعِ চতুর্বিদ প্রকারের বিক্রয়ই সহীহ হওয়াকে কামনা করে لِاَنَّ كُلًّا مِنَ الْعَبْدَيْنِ بِالنَّظْرِ اِلَى الْاِيْجَابِ مَبِيْعٌ بِبَيْعٍ وَاحِدٍ কেননা, اِيْجَابٌ -এর দৃষ্টিতে প্রত্যেক গোলাম একই عَقْد -এর দ্বারা বিক্রিত হয়েছে فَلَا يَكُوْنُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ اِبْتِدَاءً কাজেই প্রাথমিক অবস্থায় অংশ হিসেবে বিক্রি হয় না بَلْ بَقَاءً বরং শেষাবস্থায় অংশ হিসেবে বিক্রি হয়েছে وَرِعَايَةُ شِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ পক্ষান্তরে اِسْتِثْنَاءٌ -এর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে تَقْتَضِىْ فَسَادَ الْبَيْعِ فِى الصُّوَرِ الْاَرْبَعِ চার অবস্থায়ই বিক্রয় অশুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হয় لِجَعْلِ مَالَيْسَ بِمَبِيْعٍ شَرْطًا لِقَبُوْلِ الْمَبِيْعِ কেননা, যা مَبِيْع নয়, তাকে مَبِيْع হিসেবে কবুল করার শর্তারোপ করা হয়েছে فَلِرِعَايَةِ الشِّبْهَيْنِ সুতরাং উভয় সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করে قُلْنَا আমরা (হানাফীগণ) বলেছি اِنْ عُلِمَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَثَمَنُهٗ যদি خِيَارٌ -এর পাত্রও মূল্য জানা থাকে وَهُوَ الْمَذْكُوْرُ فِى الْمَتْنِ তা কিতাবের মূলভাষ্যে উল্লেখিত প্রকার صَحَّ الْبَيْعُ لِشِبْهِ النَّاسِخِ তাহলে نَاسِخ -এর সাদৃশ্য হওয়ার কারণে বিক্রয় শুদ্ধ হবে وَلَمْ يُعْتَبَرْ هٰهُنَا আর এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না جَعْلُ قَبُوْلِ مَالَيْسَ بِمَبِيْعٍ شَرْطًا যা বিক্রিত বস্তু নয় তাকে গ্রহণ করার শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা لِقَبُوْلِ الْمَبِيْعِ বিক্রিত বস্তু গ্রহণ করার كَمَا اِعْتُبِرَ যদ্রূপ ঐ স্থলে হয়েছিল اِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ যখন আজাদ ও গোলামকে একত্রিত করা হয়েছিল وَفَصَّلَ الثَّمَنَ এবং প্রত্যেকটির মূল্য পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল لِاَنَّ الْحُرَّ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ কেননা, স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রয়ের পাত্র নয়।

সরল অনুবাদ : সুতরাং যে গোলামের মধ্যে خِيَارٌ রাখা হয়েছে তা عَقْد -এর অন্তর্ভুক্ত হবে; কিন্তু হুকুমের মধ্যে শামিল হবে না। কাজেই عقد-এর মধ্যে প্রবেশ করা হিসেবে خِيَارٌ-এর শর্তের দ্বারা مَبِيْع-কে তুলে দেওয়ার অর্থ عَقْد-কে পরিবর্তন করা, তাই তা نَسْخ-এর অনুরূপ হবে। আর হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার দিক বিবেচনায় مَبِيْع-কে তুলে দেওয়ার অর্থ তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়াকে বর্ণনা করা। কাজেই তা اِسْتِثْنَاءٌ-এর ন্যায় হবে। অতএব তা ঐ مُخَصِّص-এর ন্যায় হবে যা اِسْتِثْنَاءٌ-এরও সাদৃশ্য এবং نَسْخ-এরও সাদৃশ্য। তাই نَسْخ -এর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে তা চার অবস্থায় বিক্রয় সহীহ হওয়াকে কামনা করে। কেননা اِيْجَابٌ-এর দৃষ্টিতে প্রত্যেক গোলাম একই عَقْد -এর দ্বারা বিক্রি হয়েছে। কাজেই প্রাথমিক অবস্থায় অংশ হিসেবে বিক্রি হয়নি; বরং শেষাবস্থায় অংশ হিসেবে বিক্রি হয়েছে। পক্ষান্তরে اِسْتِثْنَاءٌ-এর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে চার অবস্থায়ই বিক্রয় অশুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হয়। কেননা যা مَبِيْع নয় তাকে مَبِيْع হিসেবে কবুল করার শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং উভয় সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা বলেছি যদি خِيَارٌ-এর পাত্র ও মূল্য জানা থাকে, তাহলে نَاسِخ -এর সাদৃশ্য হওয়ার কারণে বিক্রয় শুদ্ধ হবে, যা মূল কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আর এখানে যা مَبِيْع নয় তাকে مَبِيْع হিসেবে কবুল করার শর্ত গ্রহণযোগ্য হবে না। যদ্রূপ ঐ স্থলে গ্রহণ করা হয়েছিল যখন আজাদ ও গোলামকে একত্রিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির মূল্য পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। কেননা স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রয়ের পাত্র নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَبِيْعٌ بِبَيْعٍ وَاحِدٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন, যেহেতু اِيْجَابٌ-এর বিবেচনায় উভয় গোলামকে একই عَقْد-এর দ্বারা বিক্রি করা হয়েছে, সেহেতু প্রথম অবস্থায় আংশিক কোনো বিক্রি হয়নি। কেননা একবার তো عَقْد সংঘটিত হয়েছে, অতঃপর شَرْط -এর খِيَار-এর কারণে একটিকে ফেরত দিয়েছে। সুতরাং তা بَيْع-এর জন্য نَسْخ হবে, আর অন্য بَيْع-এর মধ্যে কোনোরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে না। তবে প্রশ্ন হতে পারে, যদি গোলামদ্বয়ের একটিকে خِيَارُ شَرْط -এর কারণে ফেরত দেওয়া হয়, আর অপরটির মধ্যে بَيْع অপরিহার্য হয়ে যায়, তাহলে হাজার মূল্য উভয়ের বাজার দরের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দাম যা সাব্যস্ত হবে, তা খরিদ্দারের উপর আদায় করা অত্যাবশ্যক হবে। আর একেই 'আংশিক বিক্রি' বলে। আর দাম অজ্ঞাত থাকার কারণে তা বাতিল হিসেবেই গণ্য হবে।

এর উত্তরে আমরা বলব, তা প্রাথমিক অবস্থার বিবেচনায় অংশ বিশেষের বিক্রি নয়, তবে পরিণতি শেষ দিকের বিবেচনায় অংশের বিক্রি হিসেবে গণ্য হবে। আর প্রাথমিক পর্যায়ে যে বিক্রি অংশের বিক্রি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। যেন সে বলবে, আমি এ গোলামটি একহাজারের অংশে বিক্রি করলাম, যা তার দাম সাব্যস্ত হয়েছে। আর তার দাম হলো অন্য গোলামটি।

وَاشْتِرَاطُ قَبُوْلِهِ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضِيَاتِ الْعَقْدِ وَفِىْ مَسْأَلَتِنَا الْعَبْدُ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ فَلَا يَكُوْنُ ضَمُّهُ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَاِنْ جَهِلَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ لِشِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ فَفِىْ صُوْرَةِ جَهْلِ كِلَيْهِمَا يَصِيْرُ كَاَنَّهُ قَالَ بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِحِصَّةِ ذٰلِكَ وَ ذٰلِكَ بَاطِلٌ وَفِىْ صُوْرَةِ جَهْلِ الْمَبِيْعِ يَصِيْرُ كَاَنَّهُ قَالَ بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ وَفِىْ صُوْرَةِ جَهْلِ الثَّمَنِ يَصِيْرُ كَاَنَّهُ قَالَ بِعْتُهُمَا بِالْفٍ اِلَّا هٰذَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْاَلْفِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِىْ هٰذِهِ الصُّوَرِ شِبْهُ النَّاسِخِ لِاَنَّ النَّاسِخَ الْمَجْهُوْلَ يَسْقُطُ بِنَفْسِهِ فَيَبْطُلُ شَرْطُ الْخِيَارِ وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ فِى الْعَبْدَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَصَدَهُ الْقَائِلُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاشْتِرَاطُ قَبُوْلِهِ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضِيَاتِ الْعَقْدِ আর তা কবুল করার শর্ত عَقْد-এর অন্তর্ভুক্ত নয় وَفِىْ مَسْأَلَتِنَا الْعَبْدُ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ আর যেহেতু আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে যে গোলামের মধ্যে خِيَار ছিল তা دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ -এর অন্তর্ভুক্ত فَلَا يَكُوْنُ ضَمُّهُ কাজেই তাকে عَقْد সংযুক্ত করে নেওয়া হবে না مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ -عَقْد-এর চাহিদার বিপরীত وَاِنْ جَهِلَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا আর যদি (পাত্র ও মূল্য) উভয়ের একটি অথবা উভয়টি অজ্ঞাত থাকে لَا يَصِحُّ তাহলে বিক্রয় সহীহ হবে না لِشِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ -اِسْتِثْنَاء-এর সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে فَفِىْ صُوْرَةِ جَهْلِ كِلَيْهِمَا يَصِيْرُ উভয়টি অজ্ঞাত হওয়ার ক্ষেত্রে মাসআলাটি এমন হবে كَاَنَّهُ قَالَ যেন সে (বিক্রেতা) বলল بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفٍ আমিএক হাজারের বিনিময়ে তোমার নিকট এ দু'টো গোলাম বিক্রি করলাম اِلَّا اَحَدَهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ কিন্তু এদের একটি পাঁচশত টাকার বিনিময়ে وَفِىْ صُوْرَةِ جَهْلِ الثَّمَنِ يَصِيْرُ আর মূল্য অজ্ঞাত হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রেতার উদাহরণ এরূপ হবে كَاَنَّهُ قَالَ যেন সে বলল بِعْتُهُمَا بِالْفٍ اِلَّا هٰذَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْاَلْفِ আমি ক্রীতদাস দু'টি এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করেছি কিন্তু একটি হাজারের অংশ অনুপাতে وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِىْ هٰذِهِ الصُّوَرِ এ সমুদয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হয়নি شِبْهُ النَّاسِخِ নাসেখ সাদৃশ্য এর প্রতি لِاَنَّ النَّاسِخَ الْمَجْهُوْلَ কেননা, অজ্ঞাত নাসেখ (রহিতকারী) يَسْقُطُ بِنَفْسِهِ নিজেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় فَيَبْطُلُ شَرْطُ الْخِيَارِ সুতরাং خِيَار-এর শর্ত বাতিল হয়ে যায় এবং وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ আক্দ অত্যাবশ্যক হয়ে যায় فِى الْعَبْدَيْنِ উভয় গোলামের মধ্যে وَهُوَ خِلَافُ مَا قَصَدَهُ الْقَائِلُ আর তা বক্তার উদ্দেশ্যের বিপরীত।

সরল অনুবাদ : আর তা কবুল করার শর্ত عَقْد-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে যে গোলামের মধ্যে خِيَار ছিল তা عَقْد-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাকে عَقْد-এর সাথে যুক্ত করলে তা عَقْد-এর চাহিদার বিপরীত হবে না। আর যদি (পাত্র ও মূল্য) উভয়ের একটি অথবা উভয়টি অজ্ঞাত থাকে, তাহলে اِسْتِثْنَاء-এর সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে বিক্রয় সহীহ হবে না। উভয়টি অজ্ঞাত থাকলে মাস্আলাটি এমন হবে যে, সে (বিক্রেতা) বলল– بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِحِصَّةِ ذٰلِكَ অর্থাৎ আমি এক হাজারের বিনিময়ে তোমার নিকট এ দু'টো গোলাম বিক্রি করলাম, তবে একটি তার অংশের বিনিময়ে (বিক্রি করলাম না)। আর এ বিক্রয় বাতিল হবে। আর কেবল مَبِيْع অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় যেন সে বলল– بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ অর্থাৎ আমি এ গোলাম দু'টো এক হাজার টাকার বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রি করলাম; কিন্তু একটি পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে (বিক্রি করলাম না)। আর মূল্য অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় যেন সে বলল– مِنَ الْاَلْفِ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট এ দু'টোকে বিক্রি করলাম, তবে এই একটি তার মূল্যের অংশ থেকে হাজার থেকে (বিক্রি করলাম না)। উপরোক্ত অবস্থাগুলোতে نَاسِخ সাদৃশ্যতার প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি। কেননা অজ্ঞাত বিষয়ের نَاسِخ আপনা-আপনি বাদ পড়ে যায়। সুতরাং خِيَار-এর শর্ত বাতিল হয়ে যায়। আর উভয় গোলামের মধ্যে عَقْد অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। আর তা বক্তার উদ্দেশ্যের বিপরীত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَ ذٰلِكَ بَاطِلٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মূল্য ও مَبِيْع উভয় অজানা থাকলে তার কি হুকুম হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি মূল্য ও مَبِيْع উভয়-ই অজ্ঞাত থাকে। যেমন, বিক্রেতা বলে– بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِحِصَّةِ ذٰلِكَ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট এক হাজার টাকার বিনিময়ে এ দু'টো গোলাম বিক্রি করলাম; কিন্তু একটিকে তার অংশের পরিবর্তে (বিক্রি করলাম না), তাহলে بَيْع বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা مَبِيْع অজ্ঞাত রয়েছে। সুতরাং অনির্দিষ্টভাবে দু'টো গোলামের একটির মধ্যে যদি خِيَار-কে শর্ত করা হয়, তাহলে অন্যটির মধ্যে عَقْد অবশ্যক হয়ে যাবে। আর সেটা অজ্ঞাত। কেননা এর দাম অজ্ঞাত রয়েছে। কেননা যে গোলামের মধ্যে خِيَار নেই তাতে যদি হুকুম সাব্যস্ত হয়, তাহলে প্রাথমিকভাবে দামের অংশের দ্বারা عَقْد সাব্যস্ত হবে, আর সেটা অজ্ঞাত।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তাস্মিয়া (নির্দিষ্টকরণ) সহীহ্ হওয়ার পর মূল্যের অজ্ঞতা সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং بَيْع জায়েজ হওয়া উচিত। এর উত্তরে আমরা বলব, خِيَار-এর পাত্র حُكْم-এর আওতাধীন হবে না। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মূল্য অজ্ঞাত থাকবে।

قَوْلُهُ كَالْاِسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُوْلِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, কারো কারো মতে اِسْتِثْنَاء -এর মতো خُصُوْص مَجْهُوْل ও خُصُوْص مَعْلُوْم আম দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ হবে না। কেননা উভয়-ই সেটার অন্তর্ভুক্ত না হওয়াকে বর্ণনা করে। অর্থাৎ مُخَصِّص অজ্ঞাত اِسْتِثْنَاء-এর সদৃশ, আর اِسْتِثْنَاء-এর অজ্ঞতা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর অজ্ঞতাকে অনিবার্য করে। সুতরাং অবশিষ্টাংশ অজানা থাকবে। তদ্রূপ مُخَصِّص-এর অজ্ঞতা عَام-এর অজ্ঞতাকে অনিবার্য করে। অতএব عَام দলিল হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে না।

وَقِيْلَ اِنَّهٗ يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِهٖ كَالْاِسْتِثْنَاءِ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِبَيَانِ اَنَّهٗ لَمْ يَدْخُلْ هٰذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الثَّانِيْ وَاِلَيْهِ ذَهَبَ الْكَرْخِيُّ (رح) وَعِيْسَى ابْنُ اَبَانَ وَهٰؤُلَاءِ قَدْ فَرَطُوْا فِيْ هٰذَا الْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْضِ وَيَقُوْلُوْنَ لَايَبْقَى الْعَامُّ قَابِلًا لِلتَّمَسُّكِ اَصْلًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْصُوْصُ مَعْلُوْمًا كَمَا اِذَا قِيْلَ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَاتَقْتُلُوْا اَهْلَ الذِّمَّةِ اَوْ مَجْهُوْلًا كَمَا اِذَا قِيْلَ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَاتَقْتُلُوْا بَعْضَهُمْ وَشَبَّهُوْهُ بِالْاِسْتِثْنَاءِ فَقَطْ لِاَنَّهُمْ لَمْ يُرَاعُوْا جَانِبَ الصِّيْغَةِ بَلْ اِعْتَبَرُوْا الْمَعْنٰى فَقَطْ وَهُوَ عَدَمُ الدُّخُوْلِ وَاِنَّمَا شَبَّهُوْهُ بِالْاِسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُوْلِ لِاَنَّهٗ اِذَا كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَجْهُوْلًا فَظَاهِرٌ اَنَّهٗ كَالْمَجْهُوْلِ وَاِنْ كَانَ مَعْلُوْمًا فَبِالتَّعْلِيْلِ يَصِيْرُ مَجْهُوْلًا وَاِنْ كَانَ الْاِسْتِثْنَاءُ فِيْ نَفْسِهٖ مِمَّا لَايَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ اِنَّهٗ يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِهٖ আর কারো কারো মতে তা দ্বারা দলিল নেওয়া পরিত্যক্ত হবে كَالْاِسْتِثْنَاءِ অজ্ঞাত اِسْتِثْنَاءٌ-এর মত لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِبَيَانِ কেননা, এদের প্রত্যেকটিই তা-ই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, اَنَّهٗ لَمْ يَدْخُلْ তা তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় هٰذَا هُوَ مَذْهَبُ الثَّانِيْ এটাই দ্বিতীয় মাযহাব وَاِلَيْهِ ذَهَبَ الْكَرْخِيُّ وَعِيْسَى ابْنُ اَبَانَ ইমাম কারখী ও ঈসা ইবনে অব্বান (র.) এ মত পোষণ করেছেন- وَهٰؤُلَاءِ قَدْ فَرَطُوْا فِيْ هٰذَا الْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْضِ আর তারা এ কতেক মাখাসূস عَامٌّ-এর ব্যাপারে চরম বাড়াবাড়ি করেছেন وَيَقُوْلُوْنَ لَايَبْقَى الْعَامُّ قَابِلًا لِلتَّمَسُّكِ اَصْلًا আর তাঁরা এ মত পোষণ করেছেন যে, সেটা মূলত দলিলের যোগ্যতাই রাখে না سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْصُوْصُ مَعْلُوْمًا চাই مَخْصُوْص জ্ঞাত হোক كَمَا اِذَا قِيْلَ যেমন- যখন বলা হবে اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَاتَقْتُلُوْا اَهْلَ الذِّمَّةِ তোমরা মুশরিকদের হত্যা করো তবে জিম্মিদের হত্যা করো না اَوْ مَجْهُوْلًا কিংবা বিষয় অপরিজ্ঞাত হোক كَمَا اِذَا قِيْلَ যেমন বলা হয় اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تَقْتُلُوْا بَعْضَهُمْ তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর কিন্তু তাদের কতিপয়কে হত্যা করো না وَشَبَّهُوْهُ بِالْاِسْتِثْنَاءِ فَقَطْ আর তাঁরা সেটাকে কেবল اِسْتِثْنَاءٌ-এর সাথে তুলনা করেছেন- لِاَنَّهُمْ لَمْ يُرَاعُوْا جَانِبَ الصِّيْغَةِ কেননা, তারা সীগাহর (শব্দের) দিকটি বিবেচনা করেননি بَلْ اِعْتَبَرُوْا الْمَعْنٰى فَقَطْ বরং অর্থের দিকটি কেবল বিবেচনা করেছেন وَهُوَ عَدَمُ الدُّخُوْلِ আর তা হলো অন্তর্ভুক্ত না হওয়া وَاِنَّمَا شَبَّهُوْهُ بِالْاِسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُوْلِ আর তাঁরা একে اِسْتِثْنَاءٌ مَجْهُوْلٌ (অজ্ঞাত পৃথকীকরণ) এর সাথে তাশবীহ দিয়েছেন لِاَنَّهٗ اِذَا كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَجْهُوْلًا কেননা, যখন خُصُوْص-এর দলিল অজ্ঞাত হয় فَظَاهِرٌ اَنَّهٗ كَالْمَجْهُوْلِ তখন প্রকাশ্য যে, তা অজ্ঞাতের মতোই হবে وَاِنْ كَانَ مَعْلُوْمًا আর যদি পরিজ্ঞাত হয়, তাহলে তা'লীল দ্বারা অপরিজ্ঞাত (مَجْهُوْل) হয় فَبِالتَّعْلِيْلِ يَصِيْرُ مَجْهُوْلًا وَاِنْ كَانَ الْاِسْتِثْنَاءُ فِيْ نَفْسِهٖ مِمَّا لَايَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ যদিও اِسْتِثْنَاءٌ নিজে কোনো عِلَّتْ কবুল করে না।

সরল অনুবাদ : আর কারো কারো মতে, তা দ্বারা দলিল নেওয়া অজ্ঞাত اِسْتِثْنَاءٌ-এর মতো পরিত্যক্ত হবে। কেননা প্রত্যেকটিই তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বর্ণনার জন্য হয়ে থাকে। এটাই দ্বিতীয় মায্হাব। কারখী ও ইবনে আব্বান (র.) এ মত পোষণ করেছেন। আর তাঁরা এ মাখ্সূস عَامٌّ-এর ব্যাপারে চরম ত্রুটি করেছেন। তারা বলেছেন, সেটা মূলত দলিলের যোগ্যতাই রাখে না। চাই مَخْصُوْص জ্ঞাত হোক। যেমন, বলা হবে- اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَاتَقْتُلُوْا اَهْلَ الذِّمَّةِ (অর্থাৎ মুশরিকদের হত্যা করো, তবে জিম্মিদেরকে হত্যা করো না)। অথবা مَخْصُوْص অজ্ঞাত হোক। যেমন, বলা হবে— اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَاتَقْتُلُوْا بَعْضَهُمْ (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে হত্যা করো এবং তাদের কতিপয়কে হত্যা করো না)। তাঁরা সেটাকে কেবল اِسْتِثْنَاءٌ-এর সাথে তুলনা করেছেন। কেননা তাঁরা শব্দের দিকটি বিবেচনা না করে কেবল অর্থের দিকটাই বিবেচনা করেছেন। আর তা হলো, অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। আর তাঁরা এ জন্যই অজ্ঞাত اِسْتِثْنَاءٌ-এর সাথে সেটাকে তাশ্বীহ দিয়েছেন যে, خُصُوْص-এর দলিল যখন অজ্ঞাত হয়, তখন সেই عَامٌّ-ও অজ্ঞাতের সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর যদি জ্ঞাত হয়, তাহলে عِلَّتْ নেওয়ার দরুন তা অজ্ঞাত হয়ে যায়, যদিও اِسْتِثْنَاءٌ নিজে কোনো عِلَّتْ কবুল করে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّمَا شَبَّهُوْهُ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে,

প্রশ্ন : مَخْصُوْص 'আম' কে তখনই অজ্ঞাত اِسْتِثْنَاءٌ-এর সাথে তুলনা করা যায়, যখন خُصُوْص-এর দলিল অজ্ঞাত হয়। কিন্তু যদি তা জ্ঞাত হয়, তাহলে উক্ত তাশ্বীহ সহীহ হতে পারে কি করে?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, তারা অজানা اِسْتِثْنَاءٌ-এর সাথে এ জন্য তাশ্বীহ দিয়েছেন যে, خُصُوْص-এর দলিল অজ্ঞাত হলে عَامٌّ ও অজ্ঞাতের মতো হয়ে যায়, যদি স্বয়ং اِسْتِثْنَاءٌ কোনো عِلَّتْ কবুল না করে।

فَصَارَ كَالْبَيْعِ الْمُضَافِ اِلٰى حُرٍّ وَعَبْدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ تَشْبِيْهٌ لِدَلِيْلِ هٰذَا الْمَذْهَبِ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ مَذْكُوْرَةٍ فَاِذَا بَاعَ الْعَبْدَ وَالْحُرَّ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ بِاَنْ يَّقُوْلَ بِعْتُهُمَا بِالْاَلْفِ فَالْحُرُّ لَايَدْخُلُ فِى الْبَيْعِ فَيَكُوْنُ اِسْتِثْنَاءً وَبَيْعًا لِلْعَبْدِ بِالْحِصَّةِ مِنَ الْاَلْفِ اِبْتِدَاءً فَالْحُرُّ لَايَدْخُلُ اِبْتِدَاءً وَهُوَ بَاطِلٌ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا اِذَا فَصَّلَ الثَّمَنَ بِاَنْ يَّقُوْلَ بِعْتُ هٰذَا بِخَمْسِ مِائَةٍ وَهٰذَا بِخَمْسِ مِائَةٍ فَاِنَّهُ يَجُوْزُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِجَعْلِ قَبُوْلِ مَا لَيْسَ بِمَبِيْعٍ شَرْطًا لِقَبُوْلِ الْمَبِيْعِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَصَارَ كَالْبَيْعِ সুতরাং তা ঐ বিক্রয়ের সাদৃশ্য হয়ে গেছে اَلْمُضَافُ اِلٰى حُرٍّ وَعَبْدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ যাকে একই মূল্যের সাথে স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে تَشْبِيْهٌ لِدَلِيْلِ هٰذَا الْمَذْهَبِ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ مَذْكُوْرَةٍ এ মাযহাবের দলিলকে একটি ফিকহী মাসআলার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে فَاِنَّهُ اِذَا بَاعَ الْعَبْدَ وَالْحُرَّ কেননা, যখন সে একজন গোলাম ও একজন আজাদকে বিক্রয় করবে بِثَمَنٍ وَاحِدٍ একই মূল্যে بِاَنْ يَّقُوْلَ بِعْتُهُمَا بِالْاَلْفِ অর্থাৎ সে বলবে যে, আমি উভয়কে এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম فَالْحُرُّ لَايَدْخُلُ فِى الْبَيْعِ তখন আজাদ ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না فَيَكُوْنُ اِسْتِثْنَاءً ফলে তা اِسْتِثْنَاء হবে وَبَيْعًا لِلْعَبْدِ بِالْحِصَّةِ مِنَ الْاَلْفِ اِبْتِدَاءً আর গোলামের জন্য প্রথম হতে অংশহারে হাজারে বিক্রয় শুদ্ধ হবে فَالْحُرُّ لَايَدْخُلُ اِبْتِدَاءً অতএব, আজাদ প্রথমেই অন্তর্ভুক্ত হবে না وَهُوَ بَاطِلٌ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ আর মূল্য অপরিজ্ঞাত হওয়ার কারণে (অংশহারে বিক্রয় প্রথম হতে) বাতিলরূপে গণ্য হবে بِخِلَافِ مَا اِذَا فَصَّلَ الثَّمَنَ আর মূল্য অপরিজ্ঞাত হওয়ার কারণে বাতিলরূপে গণ্য হবে بِخِلَافِ مَا اِذَا فَصَّلَ الثَّمَنَ কিন্তু যে ক্ষেত্রে মূল্য সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হবে بِاَنْ يَّقُوْلَ بِعْتُ هٰذَا যেমন সে বলল– আমি এটাকে বিক্রয় করলাম بِخَمْسِ مِائَةٍ পাঁচ শতের বিনিময়ে وَهٰذَا এবং ওটাকে بِخَمْسِ مِائَةٍ পাঁচশতের বিনিময়ে فَاِنَّهُ يَجُوْزُ عِنْدَهُمَا এমতাবস্থায় সাহেবাইনের মতে ক্রীতদাসের বিক্রয় শুদ্ধ হবে خِلَافًا لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) কিন্তু আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শুদ্ধ হবে না لِجَعْلِ قَبُوْلِ مَا لَيْسَ بِمَبِيْعٍ شَرْطًا لِقَبُوْلِ الْمَبِيْعِ কেননা, যা مَبِيْع নয় তাকে مَبِيْع হিসেবে কবুল করার জন্য শর্ত করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং তা ঐ বিক্রয়ের সাদৃশ্য হয়ে গেছে, যাকে একই মূল্যের সাথে স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এ মাযহাবের দলিলকে একটি ফিক্হী মাস্আলার সাথে তাশ্বীহ দেওয়া হয়েছে, যার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। কেননা গোলাম ও আজাদকে যখন সে একই মূল্যে বিক্রি করবে। অর্থাৎ বলবে যে, আমি উভয়কে এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম, তখন আযাদ ব্যক্তি بَيْع -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাজেই তা اِسْتِثْنَاءً হবে এবং প্রাথমিক অবস্থায়ই এক হাজার থেকে তার অংশের বিনিময়ে গোলাম বিক্রি হয়ে যাবে। তবে আজাদ প্রথমেই অন্তর্ভুক্ত হবে না, আর মূল্য জানা না থাকার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে। এ হুকুম ঐ অবস্থার পরিপন্থি যখন প্রত্যেকটির মূল্য পৃথকভাবে বর্ণনা করা হবে। অর্থাৎ এভাবে বলবে যে– بِعْتُ هٰذَا بِخَمْسِ مِائَةٍ وَهٰذَا بِخَمْسِ مِائَةٍ অর্থাৎ এটাকে পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে এবং সেটাকে পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। এমতাবস্থায় সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। কারণ যা مَبِيْع নয়, তাকে مَبِيْع হিসেবে কবুল করার জন্য শর্ত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَبَيْعًا لِلْعَبْدِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি গোলাম ও একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে একসাথে মিলিয়ে বিক্রি করলে তার কি হুকুম হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আজাদ ও গোলামকে এক-ই মূল্যের সাথে এভাবে বিক্রি করে যে– بِعْتُهُمَا بِالْاَلْفِ, তাহলে আজাদ بَيْع -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর اِسْتِثْنَاءً হবে এবং প্রথমিক পর্যায় গোলামটি এক হাজার হতে তার অংশের দ্বারা বিক্রি হবে। অর্থাৎ আজাদ ব্যক্তিকেও গোলাম ধরে বিক্রিত গোলাম ও আজাদের মধ্যে এক হাজার টাকাকে বণ্টন করে দেওয়া হবে। সুতরাং প্রত্যেকটির দাম পাঁচশত টাকা হিসেবে গোলামের দাম (ও অর্ধেক হিসেবে) পাঁচশত ধার্য হবে।

قَوْلُهُ يَجُوْزُ عِنْدَهُمَا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, একটি গোলাম ও আজাদ ব্যক্তিকে যদি এভাবে বিক্রি করে যে, অমুকটার দাম পাঁচশত টাকা এবং অমুকটার দাম পাঁচশত টাকা, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। অর্থাৎ তাঁদের মতে গোলামের ব্যাপারে بَيْع সহীহ হয়ে যাবে। কেননা ফাসাদ ফাসাদকৃতের পরিমাণে হবে। আর তা তো حُرّ অর্থাৎ আজাদের মধ্যে হয়েছে। কারণ আজাদ ব্যক্তি মূল্য সম্পন্ন বস্তু নয়। আর তা স্বাধীন ব্যক্তির সাথে খাস থাকবে, গোলামের দিকে সংক্রামিত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত بَيْع জায়েজ হবে না। কেননা উক্ত অবস্থায় যা مَبِيْع নয় তাকে مَبِيْع কবুলের জন্য শর্ত করা হয়েছে। কেননা ক্রেতা তো একটি ব্যতীত অপরটি কবুল করার অধিকারী হবে না। কারণ عَقْد -এর اِيْجَاب-এর মধ্যে দু'টি বস্তুকে একত্রিত করা হয়েছে। এ জন্য যে, একটিকে পরিত্যাগ করে অপরটি কবুল করলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্টকে সংমিশ্রণ করার অভ্যাস রয়েছে। সুতরাং ক্রেতা নিকৃষ্টটিকে পরিত্যাগ করে উৎকৃষ্টটিকে নিতে ইচ্ছা করবে, আর তাতে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সুস্পষ্ট।

وَقِيلَ اِنَّهٗ يَبْقٰى كَمَا كَانَ اِعْتِبَارًا بِالنَّاسِخِ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهٖ بِخِلَافِ الْاِسْتِثْنَاءِ هٰذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ فَهٰؤُلَاءِ قَدْ اَفْرَطُوْا فِىْ حَقِّ الْعَامِّ بِاِبْقَائِهٖ قَطْعِيًّا كَمَا كَانَ وَشَبَّهُوْهُ بِالنَّاسِخِ فَقَطْ مِنْ حَيْثُ اِسْتِقْلَالُ الصِّيْغَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلٰى رِعَايَةِ جَانِبِ الْاِسْتِثْنَاءِ فَاِنْ كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا فَظَاهِرٌ اَنَّ النَّاسِخَ مَعْلُوْمًا لَايُؤَثِّرُ فِىْ تَغْيِيْرِ مَابَقِىَ مِنَ الْاَفْرَادِ الْغَيْرِ الْمَنْسُوْخَةِ وَاِنْ كَانَ مَجْهُوْلًا فَالنَّاسِخُ الْمَجْهُوْلُ يَسْقُطُ بِنَفْسِهٖ وَلَا تُؤَثِّرُ جِهَالَتُهٗ فِىْ تَغْيِيْرِ مَاقَبْلَهٗ فَصَارَ كَمَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ وَهَلَكَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ تَشْبِيْهٌ لِدَلِيْلِ هٰذَا الْمَذْهَبِ بِمَسْئَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ مَذْكُوْرَةٍ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيلَ اِنَّهٗ يَبْقٰى كَمَا كَانَ اِعْتِبَارًا بِالنَّاسِخِ আর কেউ কেউ বলেছেন– نَاسِخ -এর দিক বিবেচনা করে তা যদ্রূপ ছিল তদ্রূপ থেকে যাবে لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهٖ কেননা, তাদের প্রত্যেকটিই স্বয়ং সম্পূর্ণ بِخِلَافِ الْاِسْتِثْنَاءِ যা اِسْتِثْنَاءٌ -এর বিপরীত هٰذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ আর এটিই হলো তৃতীয় মাযহাব فَهٰؤُلَاءِ قَدْ اَفْرَطُوْا فِىْ حَقِّ الْعَامِّ بِاِبْقَائِهٖ তারা এ عَامٌّ কে অকাট্য অবস্থায় অবশিষ্ট রেখে তার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছেন كَمَا كَانَ যেরূপ তা ইতোপূর্বে قَطْعِيًّا (নির্দিষ্টকরণের পূর্বে) অকাট্য ছিল وَشَبَّهُوْهُ بِالنَّاسِخِ فَقَطْ আর তারা একে শুধুমাত্র نَاسِخ (রহিতকারী) -এর সাথে তুলনা করেছেন مِنْ حَيْثُ اِسْتِقْلَالُ الصِّيْغَةِ শব্দের স্বাতন্ত্রের দিক বিবেচনা করে وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلٰى رِعَايَةِ جَانِبِ الْاِسْتِثْنَاءِ فَقَطْ কিন্তু তারা اِسْتِثْنَاءٌ -এর দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নি فَاِنْ كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا সুতরাং خُصُوْص -এর দলিল যদি জানা থাকে فَظَاهِرٌ তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, اَنَّ النَّاسِخَ مَعْلُوْمًا لَايُؤَثِّرُ فِىْ تَغْيِيْرِ مَا بَقِىَ مِنَ الْاَفْرَادِ الْغَيْرِ الْمَنْسُوْخَةِ জ্ঞাত نَاسِخ অবশিষ্ট এককগুলোর পরিবর্তনে কোনোরূপ ভূমিকা রাখতে পারে না وَاِنْ كَانَ مَجْهُوْلًا আর অজ্ঞাত হলে فَالنَّاسِخُ الْمَجْهُوْلُ يَسْقُطُ بِنَفْسِهٖ অজ্ঞাত نَسْخ আপনা আপনিই বাদ পড়ে যায় وَلَاتُؤَثِّرُ جِهَالَتُهٗ فِىْ تَغْيِيْرِ مَا قَبْلَهٗ তার অজ্ঞতা পূর্ববর্তী বিষয় পরিবর্তন ঘটাতে কোনোরূপ ভূমিকা পালনে অপারগ فَصَارَ كَمَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ তাঁদের দলিলের উদাহরণে এ মাসআলাটি পেশযোগ্য যে কেউ দু'টি গোলামকে বিক্রি করবে وَهَلَكَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ আর খরিদ্দারকে সোপর্দ করার পূর্বেই তাদের একটি বিনষ্ট হয়ে যাবে تَشْبِيْهٌ لِدَلِيْلِ هٰذَا الْمَذْهَبِ بِمَسْئَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ مَذْكُوْرَةٍ তা দ্বারা এই মাযহাবের দলিলকে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে উল্লেখিত ফিকহী মাসআলার সাথে।

সরল অনুবাদ : আর কেউ কেউ বলেছেন, نَاسِخ-এর দিক বিবেচনা করে তা যদ্রূপ ছিল তদ্রূপ থেকে যাবে। কেননা তাদের প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ; যা اِسْتِثْنَاءٌ-এর বিপরীত। আর এটিই হলো তৃতীয় মাযহাব। তাঁরা এ عَامٌّ-কে পূর্ববৎ قَطْعِىْ বা অকাট্য অবস্থায় অবশিষ্ট রেখে তার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছেন। আর তাঁরা শব্দের স্বাতন্ত্র্যের দিক বিবেচনা করে এটাকে কেবল نَسْخ -এর সাথে তুলনা করেছেন। তাঁরা اِسْتِثْنَاءٌ-এর দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেননি। সুতরাং خُصُوْص -এর দলিল যদি জানা থাকে তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, জ্ঞাত نَاسِخ অবশিষ্ট এককগুলোর পরিবর্তনে কোনোরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। আর অজ্ঞাত হলে অজ্ঞাত نَسْخ আপনা আপনিই বাদ পড়ে যায়। তার অজ্ঞতা পূর্ববর্তী বিষয় পরিবর্তন ঘটাতে কোনোরূপ ভূমিকা পালনে অপারগ। **তাঁদের দলিলের উদাহরণে এ মাসআলাটি পেশযোগ্য যে, কেউ দু'টি গোলামকে বিক্রি করবে, আর খরিদ্দারকে সোপর্দ করার পূর্বেই উহাদের একটি বিনষ্ট হয়ে যাবে।** উল্লিখিত ফিকহী মাসআলার সাথে এই মাযহাবের দলিলকে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يَسْقُطُ بِنَفْسِهٖ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَاسِخ ও اِسْتِثْنَاءٌ -এর পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, خُصُوْص -এর দলিল অজ্ঞাত হলে অজ্ঞাত نَاسِخ আপনা-আপনি বাদ পড়ে যায়, আর এটা তার পূর্বের বিষয়কে পরিবর্তনে কোনোরূপ ভূমিকা রাখতে পারে না। কেননা অজ্ঞাত বিষয় দলিল হতে পারে না। সুতরাং এটা আরেকটি দলিলের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। কাজেই তা نَاسِخ হতে পারে না। তদ্রূপ অজ্ঞাত مُخَصِّصও আপনা-আপনি বাদ পড়ে যায়, কাজেই عَامٌّ পূর্বের ন্যায় قَطْعِىْ (অকাট্য) থেকে যাবে। তবে مُخَصِّص -এর অজ্ঞতা صَدْرُ الْكَلَامِ (বাক্যের প্রথমাংশ)-এর দিকে সংক্রমিত হবে না। কেননা مُخَصِّص একটি স্বতন্ত্র বাক্য; যা اِسْتِثْنَاءٌ -এর বিপরীত। اِسْتِثْنَاءٌ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং এটা প্রধান বাক্যের সাথে একটি وَصْف হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান বাক্য ব্যতিরেকে তা কোনো কিছু সাব্যস্ত করতে অক্ষম। তাই এর অজ্ঞতা প্রধান (প্রথমত) বাক্যের দিকে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

فَاِنَّهٗ اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ بِاَنْ قَالَ بِعْتُهُمَا بِاَلْفٍ وَمَاتَ اَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ يَبْقَى الْبَيْعُ فِى الْاٰخَرِ بِحِصَّةٍ مِنَ الْاَلْفِ لِاَنَّهٗ بَيْعٌ بِالْحِصَّةِ بَقَاءً فَكَاَنَّهٗ نُسِخَ الْبَيْعُ فِى الْعَبْدِ الْمَيِّتِ بَعْدَ اِنْعِقَادِهٖ وَهُوَ جَائِزٌ وَهٰهُنَا مَذْهَبٌ رَابِعٌ مَذْكُوْرٌ فِى التَّوْضِيْحِ وَغَيْرِهٖ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (رحـ) وَهُوَ اَنَّ دَلِيْلَ الْخُصُوْصِ اِنْ كَانَ مَجْهُوْلًا يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِهٖ عَلٰى مَا قَالَهُ الْكَرْخِىُّ (رحـ) وَاِنْ كَانَ مَعْلُوْمًا فَكَالْاِسْتِثْنَاءِ وَهُوَ لَايَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ فَيَبْقَى الْعَامُّ قَطْعِيًّا عَلٰى مَا كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ تَخْصِيْصِ الْعَامِّ شَرَعَ فِىْ ذِكْرِ الْفَاظِهٖ فَقَالَ وَالْعُمُوْمُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ بِالصِّيْغَةِ وَالْمَعْنٰى اَوْ بِالْمَعْنٰى لَاغَيْرَ كَرِجَالٍ وَقَوْمٍ يَعْنِىْ اَنَّ الْعَامَّ عَلٰى نَوْعَيْنِ اَحَدُهُمَا مَا تَكُوْنُ الصِّيْغَةُ وَالْمَعْنٰى كِلَاهُمَا عَامًّا دَالًّا عَلَى الشُّمُوْلِ بِاَنْ تَكُوْنَ الصِّيْغَةُ صِيْغَةَ جَمْعٍ وَالْمَعْنٰى مُسْتَوْعِبًا فِى الْفَهْمِ مِنْهُ وَالْاٰخَرُ اَنْ لَّاتَكُوْنَ الصِّيْغَةُ دَالَّةً عَلَى الْعُمُوْمِ وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى مَدْلُوْلًا بِالْاِسْتِيْعَابِ وَلَايَتَصَوَّرُ عَكْسُهٗ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِنَّهٗ اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ কেননা, যখন দু'টি গোলাম যৌথ (একই) মূল্যের দ্বারা বিক্রয় করবে بِاَنْ قَالَ بِعْتُهُمَا بِاَلْفٍ অর্থাৎ এভাবে বলবে যে, আমি এক হাজারের বিনিময়ে এদের বিক্রয় করলাম وَمَاتَ اَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ এবং সোপর্দ করার পূর্বেই এদের একটি মৃত্যুবরণ করে يَبْقَى الْبَيْعُ فِى الْاٰخَرِ তাহলে অপরটির মধ্যে بَيْع অবশিষ্ট থাকবে بِحِصَّةٍ مِنَ الْاَلْفِ হাজারের মধ্য হতে তার অংশে لِاَنَّهٗ بَيْعٌ بِالْحِصَّةِ بَقَاءً কেননা, অংশের মধ্যে বিক্রয় অবশিষ্ট থাকবে فَكَاَنَّهٗ نُسِخَ الْبَيْعُ فِى الْعَبْدِ الْمَيِّتِ সুতরাং তা যেন মৃত ক্রীতদাসের মধ্যে بَيْع কে রহিত করা হয়েছে بَعْدَ اِنْعِقَادِهٖ বিক্রয় সংঘটনের পর وَهُوَ جَائِزٌ এবং এরূপ করা বৈধ وَهٰهُنَا مَذْهَبٌ رَابِعٌ আর এখানে চতুর্থ আরেকটি মাযহাব রয়েছে مَذْكُوْرٌ فِى التَّوْضِيْحِ وَغَيْرِهٖ যা তাওযীহ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ কিন্তু গ্রন্থকার তা উল্লেখ করেননি وَهُوَ اَنَّ دَلِيْلَ الْخُصُوْصِ اِنْ كَانَ مَجْهُوْلًا আর তা হলো دَلِيْلُ خُصُوْص যদি অজ্ঞাত হয় يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِهٖ তাহলে তা দ্বারা দলিল প্রদান করা পরিত্যক্ত হবে عَلٰى مَا قَالَهُ الْكَرْخِىُّ (رحـ) যেমন ইমাম কারখী (র.) অভিমত পোষণ করেছেন وَاِنْ كَانَ مَعْلُوْمًا আর دَلِيْلُ خُصُوْص যদি জ্ঞাত হয় فَكَالْاِسْتِثْنَاءِ তাহলে তা ইসতিসনা তুল্য হবে وَهُوَ لَايَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ আর তা তা'লীলকে কবুল করবে না فَيَبْقَى الْعَامُّ قَطْعِيًّا عَلٰى مَا كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ ফলে عَامْ পূর্বের ন্যায় قَطْعِى (অকাট্য) থেকে যাবে وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ تَخْصِيْصِ الْعَامِّ আর যখন গ্রন্থকার (র.) عَامْ - تَخْصِيْص-এর আলোচনা শেষ করলেন شَرَعَ فِىْ ذِكْرِ الْفَاظِهٖ - عَامْ-এর শব্দের আলোচনা আরম্ভ করেছেন فَقَالَ কাজেই তিনি বলেছেন وَالْعُمُوْمُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ بِالصِّيْغَةِ وَالْمَعْنٰى - عُمُوْم হয়তো শব্দ ও অর্থ উভয়ের দ্বারা সাব্যস্ত হবে اَوْ بِالْمَعْنٰى لَاغَيْرَ অথবা শুধু অর্থের দ্বারা সাব্যস্ত হবে كَرِجَالٍ وَقَوْمٍ যথা- رِجَالٌ (পুরুষগণ) قَوْم (জনতা) يَعْنِىْ اَنَّ الْعَامَّ عَلٰى نَوْعَيْنِ অর্থাৎ عَامْ দু'প্রকার اَحَدُهُمَا مَا تَكُوْنُ الصِّيْغَةُ وَالْمَعْنٰى كِلَاهُمَا عَامًّا যার শব্দ ও অর্থ উভয়টি عَامْ হবে دَالًّا عَلَى الشُّمُوْلِ এবং সমস্ত একককে শামিল করে بِاَنْ تَكُوْنَ الصِّيْغَةُ صِيْغَةَ جَمْعٍ এভাবে যে শব্দটি বহুবচনের শব্দ হবে وَالْمَعْنٰى مُسْتَوْعِبًا فِى الْفَهْمِ مِنْهُ আর তা দ্বারা যে অর্থ বুঝা যাবে তা সমস্ত সংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে وَالْاٰخَرُ اَنْ لَّاتَكُوْنَ الصِّيْغَةُ دَالَّةً عَلَى الْعُمُوْمِ আর (২) যার صِيْغَةٌ (শব্দরূপ) عُمُوْم- কে বুঝাবেনা وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى مَدْلُوْلًا بِالْاِسْتِيْعَابِ তবে অর্থ عُمُوْم কে প্রকাশ করবে وَلَا يَتَصَوَّرُ عَكْسُهٗ এবং এর বিপরীত কল্পনা করা যায় না।

সরল অনুবাদ : কেননা যখন দু'টি গোলাম যৌথ (একই) মূল্যের দ্বারা বিক্রয় করবে, অর্থাৎ এভাবে বলবে যে, "بِعْتُهُمَا بِاَلْفٍ" (আমি এক হাজারের বিনিময়ে তাদের বিক্রয় করলাম।) এবং সোপর্দ করার পূর্বেই তাদের একটি মৃত্যুবরণ করে; তা হলে অপরটির মধ্যে হাজারের হতে তাঁর অংশে بَيْع অবশিষ্ট থাকবে। কেননা তা পরিণামে আংশিক মূল্যের

বিনিময়ে بَيْعٌ হিসেবে গণ্য হয়েছে। সুতরাং যেন মৃত গোলামের মধ্যে بَيْعٌ মানসূখ হয়ে গেছে; তা সংঘটিত হওয়ার পর। আর তা জায়েজ আছে। আর এ স্থলে একটি চতুর্থ মাযহাব আছে, যা تَوْضِيْحٌ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার (র.) তাকে উল্লেখ করেননি। আর তা হলো خُصُوْص -এর দলিল যদি অজ্ঞাত হয়, তাহলে ইমাম কারখী (র.) -এর মতে এর দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে خُصُوْص -এর দলিল যদি জ্ঞাত হয়, তা হলে তা اِسْتِثْنَاءٌ -এর সাদৃশ্য হবে, আর তা تَعْلِيْل -কে কবুল করে না। সুতরাং عَامٌ পূর্বের ন্যায় قَطْعِي (অকাট্য) থেকে যাবে। আর গ্রন্থকার (র.) عَامٌ -এর تَخْصِيْص-এর আলোচনা শেষ করে عَامٌ-এর শব্দের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। কাজেই তিনি বলেছেন– عُمُوْم **হয়তো শব্দ ও অর্থ উভয়ের দ্বারা সাব্যস্ত হবে অথবা শুধু অর্থের দ্বারা সাব্যস্ত হবে, যথা–** رِجَالٌ **ও** قَوْم অর্থাৎ عَامٌ দু'প্রকার–(১) যার শব্দ ও অর্থ উভয়ই عام এবং সমস্ত একককে শামিল করে। এভাবে যে শব্দটি বহুবচনের শব্দ হবে। আর তা দ্বারা যে অর্থ বুঝা যাবে তা সমস্ত সংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর (২) যার صِيْغَهْ (শব্দরূপ) عُمُوْم-কে বুঝাবে না, তবে অর্থ عُمُوْم-কে প্রকাশ করবে। আর তার বিপরীত কল্পনা করা যায় না। (অর্থাৎ অর্থ خَاصّ হওয়া ও শব্দ عَامٌ হওয়া অসম্ভব।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلَهُ بَيْعٌ بِالْحِصَّةِ بَقَاءً الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কোনো বস্তুর আংশিক মূল্যে বিক্রি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যৌথ বা একই মূল্যে যেমন হাজার টাকার বিনিময়ে দু'টি গোলাম বিক্রি করার পর এগুলোর একটি যদি হস্তান্তর করার পূর্বেই মারা যায়, তাহলে অপরটির মধ্যে হাজারের অংশে بَيْعٌ অবশিষ্ট থেকে যাবে। কেননা শেষ ফলের বিবেচনায় এটা আংশিক মূল্যের দ্বারা بَيْعٌ হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে তা আংশিক মূল্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। একে তো بَيْعٌ-এর মধ্যে দু'টি গোলামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা ছাড়া মৃত্যুর কারণে তাদের একটিকে হস্তান্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায় আংশিক মূল্যের দ্বারা بَيْعٌ সংঘটিত হয়নি। কাজেই তা ফাসিদ হওয়া অনিবার্য হবে না।

قَوْلَهُ اَنْ لَّاتَكُوْنَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) শব্দ হিসেবে عَامٌ বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শব্দ হিসেবে عَامٌ দু'প্রকার— (১) শব্দ ও অর্থ উভয়ই عُمُوْمٌ-কে বুঝাবে। (২) কেবল অর্থ عُمُوْمٌ-কে বুঝাবে শব্দ বুঝাবে না। যেমন–صِيْغَةٌ তথা শব্দ مُفْرَدٌ একবচন হবে। ব্যাখ্যাকারের ভাষ্যে সামান্য অসতর্কতা রয়েছে। কেননা শব্দ যদি عُمُوْمٌ-কে না বুঝায় তাহলে অর্থ কিভাবে عُمُوْمٌ-কে বুঝাবে ? সুতরাং এরূপ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল যে, দ্বিতীয়টি হলো যার صِيْغَةٌ টা جَمْعٌ বা বহুবচনের صِيْغَةٌ হবে না কিন্তু عُمُوْمٌ-কে বুঝাবে। প্রথমটির উদাহরণ হলো– رِجَالٌ ও نِسَاءٌ ইত্যাকার বহুবচনের صِيْغَةٌ গুলো। প্রথমটি এমন বহুবচন যার শব্দ হতে একবচনের صِيْغَةٌ রয়েছে। অর্থাৎ رَجُلٌ আর দ্বিতীয়টির নিজস্ব শব্দ হতে একবচনের صِيْغَةٌ নেই; বরং এটা অন্য শব্দরূপ اِمْرَأَةٌ-এর বহুবচন।

لِاَنَّ اِخْلَاءَ الْمَعْنٰى عَنِ اللَّفْظِ الْعَامِّ الْمَوْضُوْعِ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ اِلَّا بِالتَّخْصِيْصِ وَ ذٰلِكَ شَيْئٌ اٰخَرُ فَالْاَوَّلُ مِثَالُهٗ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْجُمُوْعِ الْمُنَكَّرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ لٰكِنَّ فِي الْقِلَّةِ مِنَ الثَّلٰثَةِ الْعَشَرَةِ وَفِي الْكَثْرَةِ قِيْلَ مِنَ الثَّلٰثَةِ وَقِيْلَ مِنَ الْعَشَرَةِ اِلٰى مَا لَايَتَنَاهٰى لٰكِنَّ هٰذَا مُخْتَارُ فَخْرِ الْاِسْلَامِ لِاَنَّهٗ لَايَشْتَرِطُ الْاِسْتِيْعَابَ فِيْ مَعْنَى الْعَامِّ بَلْ يَكْفِيْ بِانْتِظَامِ جَمْعٍ مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ وَاَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ الْاِسْتِيْعَابَ وَالْاِسْتِغْرَاقَ فِيْهِ يَكُوْنُ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ عَلٰى مَا ذُكِرَ فِي التَّوْضِيْحِ وَالْاٰخَرُ مِثَالُهٗ قَوْمٌ وَ رَهْطٌ فَاِنَّ الْقَوْمَ صِيْغَتُهٗ صِيْغَةُ مُفْرَدٍ بِدَلِيْلِ اَنَّهٗ يُثَنّٰى وَيُجْمَعُ يُقَالُ قَوْمَانِ وَاَقْوَامٌ لٰكِنَّ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْعَامِّ لِاَنَّهٗ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلٰثَةِ اِلَى الْعَشَرَةِ كَمَا اَنَّ رَهْطًا يُطْلَقُ اِلَى التِّسْعَةِ وَلٰكِنْ يُشْتَرَطُ فِىْ اِطْلَاقِ لَفْظِ الْقَوْمِ اَنْ تَكُوْنَ الْاٰحَادُ مُجْتَمِعَةً وَاِنَّمَا يَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ لِوَاحِدٍ فِيْ قَوْلِكَ جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا بِاِعْتِبَارِ اَنَّ مَجِيْئَ الْمَجْمُوْعِ لَايَكُوْنُ اِلَّا بِاِعْتِبَارِ مَجِيْئِ كُلِّ وَاحِدٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ اِخْلَاءَ الْمَعْنٰى عَنِ اللَّفْظِ الْعَامِّ الْمَوْضُوْعِ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ কেননা, عَامٌ শব্দ হতে অর্থ খালি করা যুক্তিযুক্ত হয় না اِلَّا بِالتَّخْصِيْصِ - تَخْصِيْص ব্যতীত وَذٰلِكَ شَيْئٌ اٰخَرُ আর তা ভিন্ন বিষয় فَالْاَوَّلُ مِثَالُهٗ প্রথমটির উদাহরণ হলো رِجَالٌ পুরুষগণ وَنِسَاءٌ নারীগণ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْجُمُوْعِ الْمُنَكَّرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ইত্যাদি جَمْعُ مَعْرِفَةٍ ـ جَمْعُ قِلَّتْ ও جَمْعُ كَثْرَتْ ও جَمْعُ نَكِرَةٌ -এর শব্দসমূহ لٰكِنَّ فِى الْقِلَّةِ مِنَ الثَّلٰثَةِ اِلَى الْعَشَرَةِ তবে جَمْعُ قِلَّتْ -এর মধ্যে তিন হতে দশ পর্যন্ত وَفِى الْكَثْرَةِ قِيْلَ مِنَ الثَّلٰثَةِ وَقِيْلَ مِنَ الْعَشَرَةِ اِلٰى مَالَا يَتَنَاهٰى এবং جَمْعُ كَثْرَتْ -এর মধ্যে কারো মতে তিন হতে কারো মতে দশ হতে অনির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত عُمُوْمٌ -এর প্রয়োগ হয়ে থাকে لٰكِنَّ هٰذَا مُخْتَارُ فَخْرِ الْاِسْلَامِ তবে উপরোক্ত বহুবচনগুলো عَامٌ -এর শ্রেণীভুক্ত হওয়া ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত لِاَنَّهٗ لَايَشْتَرِطُ الْاِسْتِيْعَابَ فِيْ مَعْنَى الْعَامِّ কেননা, তিনি عَامٌ -এর মধ্যে সমস্ত এককের অন্তর্ভুক্তকরণকে শর্ত মনে করেন না بَلْ يَكْفِيْ بِانْتِظَامِ جَمْعٍ مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ বরং তাঁর মতে عَامٌ -এর আওতাধীন এক জামাতের অন্তর্ভুক্তই যথেষ্ট وَاَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ الْاِسْتِيْعَابَ وَالْاِسْتِغْرَاقَ যাঁরা عَامٌ -এর মধ্যে সমস্ত একক শামিল হওয়াকে শর্ত করেন তাদের মতে فِيْهِ يَكُوْنُ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ টা جَمْعُ مُنَكَّرٌ ও عَامٌ -এর মধ্যে خَاصٌ وَاسِطَةٌ মাধ্যম বিশেষ عَلٰى مَا ذُكِرَ فِي التَّوْضِيْحِ তাওযীহ নামক গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে - وَالْاٰخَرُ مِثَالُهٗ قَوْمٌ وَرَهْطٌ আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো قَوْمٌ (সম্প্রদায়) ও رَهْطٌ (দল) فَاِنَّ الْقَوْمَ صِيْغَتُهٗ صِيْغَةُ مُفْرَدٍ কেননা, قَوْمٌ শব্দটি শব্দের দিক হতে একবচন بِدَلِيْلِ اَنَّهٗ يُثَنّٰى وَيُجْمَعُ এ দলিলের ভিত্তিতে যে, এর দ্বিবচন ও বহুবচন হয় يُقَالُ (যেমন) বলা হয় قَوْمَانِ وَاَقْوَامٌ ও اَقْوَامٌ - لٰكِنَّ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْعَامِّ কিন্তু এর অর্থ আ'ম لِاَنَّهٗ يُطْلَقُ عَلَى الثَّلٰثَةِ اِلَى الْعَشَرَةِ কেননা, তা তিন হতে দশ পর্যন্ত সংখ্যার উপর ব্যবহৃত হয় كَمَا اَنَّ رَهْطًا يُطْلَقُ اِلَى التِّسْعَةِ যদ্রূপ رَهْطٌ শব্দটি নয় পর্যন্ত সংখ্যার উপর ব্যবহৃত হয় وَلٰكِنْ يُشْتَرَطُ فِىْ اِطْلَاقِ لَفْظِ الْقَوْمِ তবে قَوْم শব্দটি প্রয়োগ করার জন্য শর্ত এই যে, اَنْ تَكُوْنَ الْاٰحَادُ مُجْتَمِعَةً এর এককগুলো একটি দল হবে اِنَّمَا يَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ لِوَاحِدٍ নিশ্চয়ই এক ব্যক্তির জন্য اِسْتِثْنَاءٌ শুদ্ধ হবে فِىْ قَوْلِكَ তোমার উক্তিতে جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا -এর মধ্যে بِاِعْتِبَارِ اَنَّ مَجِيْئَ الْمَجْمُوْعِ لَايَكُوْنُ اِلَّا بِاِعْتِبَارِ مَجِيْئِ كُلِّ وَاحِدٍ এ বিবেচনায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির আগমন প্রত্যেক ব্যক্তির আগমনের দ্বারাই হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : কেননা تَخْصِيْص ব্যতীত عَامٌ শব্দ হতে অর্থ খালি করা যুক্তিযুক্ত হয় না। আর তা ভিন্ন বিষয়। প্রথমটির উদাহরণ رِجَالٌ ও نِسَاءٌ তাছাড়া جَمْعُ نَكِرَةٌ ও جَمْعُ مَعْرِفَةٌ এবং جَمْعُ قِلَّتْ আর جَمْعُ كَثْرَتْ-এর সীগাসমূহ। তবে جَمْعُ قِلَّتْ-এর মধ্যে তিন হতে দশ পর্যন্ত এবং جَمْعُ كَثْرَتْ -এর মধ্যে কারো কারো মতে তিন হতে অন্যান্যদের মতে দশ হতে অনির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত عُمُوْمٌ -এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে উপরোক্ত বহুবচনগুলো عام -এর শ্রেণীভুক্ত হওয়া ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত। কেননা তিনি عَامٌ-এর মধ্যে সমস্ত এককের অন্তর্ভুক্তকরণকে শর্ত মনে করেন না; বরং তাঁর মতে عَامٌ-এর আয়ত্তাধীন এক জামাতের অন্তর্ভুক্তই যথেষ্ট। কিন্তু যারা عام-এর মধ্যে সমস্ত একক শামিল হওয়াকে শর্ত করেন তাদের মতে جَمْعُ مُنَكَّرٌ টা عَامٌ ও خَاصٌ-এর মধ্যে وَاسِطَةٌ বা মাধ্যম বিশেষ। তাওযীহ নামক গ্রন্থে অনুরূপই উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো رَهْطٌ ও قَوْمٌ কেননা قَوْمٌ শব্দটি একবচন। এ হিসেবে যে, তার দ্বিবচন ও বহুবচন হয়। যেমন– قَوْمَانِ ও اَقْوَامٌ তবে এগুলোর অর্থ عَامٌ কেননা তা তিন হতে দশ পর্যন্ত সংখ্যার উপর ব্যবহার হয়, যদ্রূপ رَهْطٌ শব্দটি নয় পর্যন্ত সংখ্যার উপর ব্যবহৃত হয়। তবে قَوْمٌ শব্দটি ব্যবহারের জন্য শর্ত হলো এটার সমস্ত এককগুলো একত্রিত থাকা। তবে "جَاءَنِي الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا" -এর মধ্যে একটি একককে اِسْتِثْنَاءٌ করা এ বিবেচনায় সহীহ হয়েছে যে, সকলের আগমন প্রত্যেক ব্যক্তির আগমনের দ্বারাই হয়ে থাকে

بِخِلَافِ مَا إِذَا قِيلَ يُطِيقُ رَفْعَ هٰذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا لِأَنَّ الْحُكْمَ هٰهُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعِ وَلِهٰذَا يَصِحُّ جَاءَ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا وَلَا يَصِحُّ الْعَشَرَةُ زَوْجٌ إِلَّا وَاحِدًا وَمَنْ وَمَا يَحْتَمِلَانِ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ وَأَصْلُهُمَا الْعُمُومُ يَعْنِي إِنَّهُمَا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ لِلْعُمُومِ وَيَسْتَعْمِلَانِ فِي الْخُصُوصِ بِعَارِضِ الْقَرَائِنِ سَوَاءٌ اسْتُعْمِلَا فِي الْاِسْتِفْهَامِ أَوِ الشَّرْطِ أَوِ الْخَبَرِ وَمَا قِيلَ إِنَّ الْخُصُوصَ يَكُونُ فِي الْأَخْبَارِ فَمُنْتَقَضٌ لَا يَطَّرِدُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ مَا إِذَا قِيلَ يُطِيقُ رَفْعَ هٰذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا কিন্তু ঐ অবস্থার বিপরীত যদি বলা হয় يُطِيقُ رَفْعَ هٰذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا (কাওম এ পাথরটি উত্তোলনের ক্ষমতা রাখে তবে যায়েদ) لِأَنَّ الْحُكْمَ هٰهُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعِ কারণ, এ ক্ষেত্রে সকলের সাথে সামগ্রিকভাবে সম্পর্ক রাখে وَلِهٰذَا يَصِحُّ جَاءَ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا আর এজন্য এরূপ বলা সহীহ হবে جَاءَ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا (একজন ব্যতীত দশজন এসেছে) وَلَا يَصِحُّ الْعَشَرَةُ زَوْجٌ إِلَّا وَاحِدًا কিন্তু এরূপ বলা সহীহ নয় اَلْعَشَرَةُ زَوْجٌ إِلَّا وَاحِدًا (এক ব্যতীত দশ জোড়) وَمَنْ وَمَا يَحْتَمِلَانِ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ আর مَا ও مَنْ এ অক্ষর দু'টি خَاصّ ও عَامّ উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে وَأَصْلُهُمَا الْعُمُومُ তবে তাদের আসল হলো عَامّ-এর জন্য সৃষ্টি يَعْنِي أَنَّهُمَا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ لِلْعُمُومِ অর্থাৎ মূলতঃ এ দু'টিকে عَامّ হওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে وَيَسْتَعْمِلَانِ فِي الْخُصُوصِ بِعَارِضِ الْقَرَائِنِ আর قَرِيْنَة বিশেষ লক্ষণ পাওয়া গেলে এগুলো خُصُوص-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে سَوَاءٌ اسْتُعْمِلَا فِي الْاِسْتِفْهَامِ أَوِ الشَّرْطِ أَوِ الْخَبَرِ চাই اِسْتِفْهَام-এর মধ্যে ব্যবহৃত হোক কিংবা শর্তের জন্য অথবা خَبَر-এর মধ্যে ব্যবহৃত হোক وَمَا قِيلَ إِنَّ الْخُصُوصَ يَكُونُ فِي الْأَخْبَارِ আর যা বলা হয়েছে যে, خُصُوص খবর সমূহের মধ্যে হয়ে থাকে فَمُنْتَقَضٌ لَا يَطَّرِدُ উক্ত বক্তব্যটি ত্রুটিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য ও বহুল প্রচলিত নয়।

সরল অনুবাদ : এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যদি বলা হয়– يُطِيقُ رَفْعَ هٰذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا (কাওম এ পাথরটি উত্তোলনের ক্ষমতা রাখে তবে যায়েদ)। কারণ এ ক্ষেত্রে হুকুম সকলের সাথে সামগ্রিকভাবে সম্পর্ক রাখে। এজন্য جَاءَ الْعَشَرَةُ وَاحِدًا বলা সহীহ হবে। পক্ষান্তরে اَلْعَشَرَةُ زَوْجٌ إِلَّا وَاحِدًا বলা সহীহ হবে না। আর مَا ও مَنْ এ অক্ষর দু'টি عَامّ ও خَاصّ **উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তবে তাদের আসল হলো** عَامّ **হওয়া**। অর্থাৎ মূলত এ দু'টিকে عَامّ হওয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে। আর قَرِيْنَة বা বিশেষ লক্ষণ পাওয়া গেলে এ গুলো خُصُوص-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চাই اِسْتِفْهَام-এর মধ্যে ব্যবহৃত হোক কিংবা শর্তের জন্য অথবা خَبَر-এর মধ্যে ব্যবহৃত হোক। আর যা বলা হয়েছে যে, خُصُوص খবরসমূহের মধ্যে হয়ে থাকে। উক্ত বক্তব্যটি ত্রুটিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য ও বহুল প্রচলিত নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْعُمُومُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَنْ ও مَا মূলত কিসের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَنْ ও مَا মূলত عُمُوم-এর জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয় যে, مَنْ فِي الدَّارِ তাহলে একজনের (এককের) দ্বারা এটার উত্তর দেওয়া সহীহ হবে। যেমন –উত্তরে বলা যাবে زَيْدٌ (যায়েদ)। আবার একাধিকের উত্তর দিলেও সহীহ হবে। যেমন– বলা হবে, যায়েদ, আমর ও খালেদ ইত্যাদি। শর্তের উদাহরণ, যথা– وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا (আর যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে)। আর خَبَر-এর উদাহরণ হলো– اَعْطِ مَنْ زَارَنِيْ دِرْهَمًا (যে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে তাকে এক দিরহাম দাও)। সুতরাং যে-ই তার সাথে সাক্ষাৎ করবে সেই এক দিরহাম লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুই আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করে)।

قَوْلُهُ بِعَارِضِ الْقَرَائِنِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) অনেক ওলামায়ে কেরামের মতে مَنْ ও مَا অক্ষর দু'টি خُصُوص ও عُمُوم-এর মধ্যে مُشْتَرَك বলেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَنْ ও مَا মূলত عُمُوم-এর জন্য প্রণীত হলেও বিশেষ প্রেক্ষিতে তারা خُصُوص-এর অর্থও প্রকাশ করে থাকে। অর্থাৎ এগুলো রূপকার্থে خُصُوص-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ্রন্থকার (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, দু'টি গঠনের বিবেচনায় مَنْ ও مَا টা عُمُوم ও خُصُوص উভয়টির সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং উক্ত অর্থদ্বয়ের মধ্যে তা مُشْتَرَك হবে। আর অধিক ব্যবহারের দিক বিবেচনায় عُمُوم হলো এগুলোর আসল বা মূল। এটা ইমাম আশআরীর মতের স্বপক্ষে দলিল। কেননা তিনি বলেছেন যে, যে সব শব্দ عُمُوم-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলো عُمُوم এবং خُصُوص-এর মধ্যে مُشْتَرَك বা শামিল।

قَوْلُهُ سَوَاءٌ اسْتُعْمِلَا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَنْ ও مَا কখন عُمُوم ও خُصُوص-এর মধ্যে مُشْتَرَك হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বিশেষ কোনো অবস্থা বুঝানোর জন্য مَنْ ও مَا শব্দদ্বয় خُصُوص-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চাই শব্দদ্বয় اِسْتِفْهَام-এর জন্য হোক বা شَرْط-এর জন্য হোক অথবা خَبَر-এর জন্য হোক। তবে কোনো কোনো উসূলবিদগণ এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, مَنْ যখন شَرْط-এর জন্য হবে তখন তা عُمُوم-এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তবে এটা مَوْصُوْلَة অথবা مَوْصُوْفَة হলে عُمُوم ও خُصُوص উভয় অর্থ প্রদান করবে। আর مَا-এর ক্ষেত্রেও ঠিক একই আলোচনা প্রযোজ্য।

وَمَنْ فِيْ ذَوَاتِ مَنْ يَعْقِلُ كَمَا فِيْ ذَوَاتِ مَالَا يَعْقِلُ اَيْ اَلْاَصْلُ فِيْ مَنْ اَنْ يَكُوْنَ لِذَوَاتِ مَنْ يَعْقِلُ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَقَدْ يَسْتَعْمِلُ فِيْ غَيْرِ مَنْ يَعْقِلُ مَجَازًا كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهِ وَالْاَصْلُ فِيْ مَا اَنْ يَكُوْنَ فِيْ ذَوَاتِ مَالَا يَعْقِلُ يُقَالُ مَا فِي الدَّارِ فَالْجَوَابُ دِرْهَمٌ اَوْ دِيْنَارٌ وَ لَا زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو وَقَدْ يَسْتَعْمِلُ فِيْ غَيْرِهَا كَمَا سَيَاْتِيْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَنْ فِيْ ذَوَاتِ مَنْ يَعْقِلُ আর مَنْ টা বিবেক সম্পন্নদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে كَمَا فِيْ ذَوَاتِ مَالَا يَعْقِلُ যদ্রূপ مَا জ্ঞানহীনদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় اَيْ اَلْاَصْلُ فِيْ مَنْ اَنْ يَكُوْنَ لِذَوَاتِ مَنْ يَعْقِلُ অর্থাৎ مَنْ মূলত জ্ঞানবানদের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ যেমন– রাসূল ﷺ-এর বাণী– যে ব্যক্তি কোনো কাফিরকে হত্যা করবে সে তার নিকটস্থ দ্রব্য সামগ্রীর মালিক হবে وَقَدْ يَسْتَعْمِلُ فِيْ غَيْرِ مَنْ يَعْقِلُ مَجَازًا তবে কোনো কোনো সময় রূপকার্থে বিবেকহীনদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهِ যেমন আল্লাহর বাণী– তাদের মধ্য হতে এমন কতিপয় সৃষ্টজীব রয়েছে যারা পেটের উপর ভর করে চলাফেরা করে وَالْاَصْلُ فِيْ مَا اَنْ يَكُوْنَ فِيْ ذَوَاتِ مَالَا يَعْقِلُ আর مَا শব্দটি মূলত জ্ঞানহীনদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে يُقَالُ مَا فِي الدَّارِ যেমন যদি বলা হয় ঘরে কি? فَالْجَوَابُ دِرْهَمٌ اَوْ دِيْنَارٌ وَلَا زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو তখন উত্তরে বলা হবে দিরহাম বা দীনার যায়েদ বা উমর বলা হবে না وَقَدْ يَسْتَعْمِلُ فِيْ غَيْرِهَا তবে রূপকার্থে অর্থাৎ জ্ঞানবানদের ব্যাপারে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে كَمَا سَيَاْتِيْ শীঘ্রই তার বর্ণনা আসছে।

সরল অনুবাদ : আর مَنْ টা عَقْل বা বিবেক সম্পন্নদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যদ্রূপ مَا জ্ঞানহীনদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ مَنْ মূলত জ্ঞানবানদের জন্য হয়ে থাকে। যেমন– নবী করীম ﷺ-এর বাণী– مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ (যে ব্যক্তি কোনো কাফিরকে হত্যা করবে সে তার নিকটস্থ দ্রব্য সামগ্রীর মালিক হবে)। তবে রূপকার্থে কোনো কোনো সময় বিবেকহীনদের বেলায়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– আল্লাহর বাণী– فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهِ (তাদের মধ্যে হতে এমন কিছু সৃষ্টিজীব রয়েছে যারা পেটের উপর ভর করে চলাফেরা করে)। আর مَا শব্দটি মূলত জ্ঞানহীনদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, কথিত আছে– مَافِي الدَّارِ؟ ঘরে কি আছে? তখন এগুলোর উত্তরে বলা হবে দিরহাম অথবা দীনার, যায়েদ বা ওমর বলা হবে না। তবে রূপকার্থে অন্যত্র অর্থাৎ জ্ঞানবানদের ব্যাপারে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শীঘ্রই তার বর্ণনা আসছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِيْ ذَوَاتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَنْ ও مَا-এর প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَنْ বিবেকবানদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিবেকবানদের حَقَائِقُ (সত্তা)-এর ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাদের اِسْمُ صِفَاتْ যেমন–عَالِمٌ (বিদ্বান), عَاقِلٌ (জ্ঞানবান) ইত্যাদির মধ্যে ব্যবহৃত হয় না। পক্ষান্তরে مَا শব্দটি জ্ঞানহীনদের সত্তার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে কদাচিৎ তা জ্ঞানবানদের اِسْمُ صِفَاتْ-এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। আর عَالِمْ-عَاقِلْ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে مَنْ-এর প্রয়োগ সহীহ হবে। কেননা তার মধ্যে عَاقِلْ-এর অর্থ বিদ্যমান। গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, مَا যেমনিভাবে غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ (জ্ঞানহীন)-এর জন্য ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে مَنْ টা ذَوِى الْعُقُوْلِ (জ্ঞানবান)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাশবীহের মধ্যে مُشَبَّهْ (যাকে তাশবীহ দেওয়া হয় তা) হতে مُشَبَّهٌ بِهِ (যার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে তা) শক্তিশালী ও অধিকতর প্রসিদ্ধ হওয়াকে কামনা করে। অথচ مَا শব্দটি তো مَنْ হতে اَقْوٰى (অধিকতর শক্তিশালী) নয়। তার উত্তরে বলা হবে, যেহেতু مَا শব্দটি غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ জ্ঞানহীনদের জন্য। আর مَنْ শব্দটি ذَوِى الْعُقُوْلِ জ্ঞানবানদের জন্য হয়। আর জ্ঞানবানদের তুলনায় জ্ঞানহীনদের সংখ্যা অনেক বেশি সেহেতু অনিবার্যভাবে مَا-এর ব্যবহার مَنْ হতে অত্যধিক। কাজেই তা مَنْ-এর অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী। অথবা এ উত্তরও দেওয়া যেতে পারে যে, এ স্থলে كَ শব্দটি মূলত তাশবীহের জন্যই হয় নি; বরং শুধু সম্পর্ক বুঝানোর জন্য হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) مَنْ-এর উদাহরণে একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি হলো এই– مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ অর্থাৎ কেউ যদি কোনো কাফিরকে হত্যা করে তাহলে সে ঐ নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র লাভ করবে। ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিয়তের সাথে যে ব্যক্তি কোনো কাফিরকে হত্যা করবে, সে ব্যক্তি ঐ কাফিরের سَلَبٌ তথা পরিত্যক্ত দ্রব্য সামগ্রীর মালিক হবে।—ইরশাদুস্ সারী

উল্লেখ্য যে, سَلَبٌ বলে যুদ্ধে দু'দলের মধ্য হতে একটি দল অপর দলের অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি যা লাভ করে থাকে তাকে।

فَاِذَا قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِىْ الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُوْا عُتِقُوْا تَفْرِيْعٌ لِكَوْنِ كَلِمَةِ مَنْ عَامَّةً وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ مَعْنَاهُ كُلُّ مَنْ شَاءَ الْعِتْقَ مِنْ بَيْنِ عَبِيْدِىْ فَهُوَ حُرٌّ وَكَلِمَةُ مَنْ فِىْ نَفْسِهَا عَامَّةٌ وَ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَهِىَ الْمَشِيْئَةُ وَمَنْ يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَاِنْ شَاءَ الْكُلُّ لَابُدَّ اَنْ يُعْتَقُوْا جَمِيْعًا عَمَلًا بِعُمُوْمِ كَلِمَةِ مَنْ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ بِاِسْنَادِ الْمَشِيْئَةِ اِلَى الْمُخَاطَبِ فَاِنَّ لَهُ حِيْنَئِذٍ اَنْ يُعْتِقَهُمْ اِلَّا وَاحِدًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِلْعُمُوْمِ وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ فَلَايَسْتَقِيْمُ الْعَمَلُ بِهِمَا اِلَّا اِذَا بَقِىَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ مُعْتَقٍ وَكَذَا الْمَشِيْئَةُ صِفَةٌ خَاصَّةٌ لِلْمُخَاطَبِ وَقِيْلَ كَلِمَةُ مَنْ لِلتَّبْعِيْضِ فِىْ كُلٍّ مِنَ الْمِثَالَيْنِ لٰكِنَّ فِى الْمِثَالِ الْاَوَّلِ كُلٌّ مِنَ الْعَبْدِ الشَّائِىْ بَعْضٌ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ غَيْرِهِ فَيُعْتَقُ الْكُلُّ وَفِى الْمِثَالِ الثَّانِىْ الشَّائِىْ وَاحِدٌ يَتَعَلَّقُ مَشِيْئَتُهُ بِالْكُلِّ دَفْعَةً فَلَايَسْتَقِيْمُ اِلَّا بِتَخْصِيْصِ الْبَعْضِ وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّهُ اِنْ شَاءَ الْكُلُّ عَلَى التَّرْتِيْبِ فَحِيْنَئِذٍ يَصْدُقُ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ اَنَّهُ شَاءَ عِتْقَهُ حَالَ كَوْنِهِ بَعْضًا مِنَ الْعَبِيْدِ فَتَأَمَّلْ فِيْهِ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِذَا قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِىْ الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ যখন কেউ বলবে আমাদের দাসদের মধ্যে হতে যে আজাদ হতে ইচ্ছুক সে আজাদ فَشَاءُوْا عُتِقُوْا একে একে সকলেই আজাদ হতে ইচ্ছা প্রকাশ করল, এমতাবস্থায় সকলেই আজাদ হয়ে যাবে تَفْرِيْعٌ لِكَوْنِ كَلِمَةِ مَنْ عَامَّةً এ স্থলে مَنْ শব্দটি عَامٌّ হওয়ার فَرْعِىْ (প্রশাখা) মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে وَذٰلِكَ لِاَنَّ مَعْنَاهُ كُلُّ مَنْ شَاءَ الْعِتْقَ কেননা, এটার অর্থ হলো– যে কেউ স্বাধীনতা লাভ করতে ইচ্ছা করবে مِنْ بَيْنِ عَبِيْدِىْ আমার গোলামদের মধ্য হতে فَهُوَ حُرٌّ সে স্বাধীন হয়ে যাবে وَكَلِمَةُ مَنْ فِىْ نَفْسِهَا عَامَّةٌ আর مَنْ শব্দটি স্বয়ং عَامٌّ - وَوُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ অতঃপর عَامٌّ صِفَتْ দ্বারা তাকে মাওসূফ (বিশেষিত) করা হয়েছে وَهِىَ الْمَشِيْئَةُ আর তা হলো ইচ্ছা وَمَنْ يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ আর مَنْ শব্দটি بَيَانٌ (বর্ণনা)-এর সম্ভাবনা রাখে فَاِنْ شَاءَ الْكُلُّ সুতরাং যদি সকলেই আজাদ হয়ে যেতে চায় لَابُدَّ اَنْ يُعْتَقُوْا جَمِيْعًا তাহলে সকলেই আজাদ হয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যক عَمَلًا بِعُمُوْمِ كَلِمَةِ مَنْ - مَنْ শব্দের عُمُوْمٌ -এর মুতাবেক আমল করার নিমিত্তে بِخِلَافِ مَا তা ঐ অবস্থার বিপরীত اِذَا قَالَ مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ যদি কেউ বলে আমার ক্রীতদাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তুমি আজাদ করে দিতে পারবে بِاِسْنَادِ الْمَشِيْئَةِ اِلَى الْمُخَاطَبِ এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকে সম্বোধনকৃত ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে فَاِنَّ لَهُ حِيْنَئِذٍ اَنْ يُعْتِقَهُمْ اِلَّا وَاحِدًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একজন ব্যক্তি অবশিষ্ট সকলকে আজাদ করে দেওয়া জায়েজ আছে لِاَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِلْعُمُوْمِ কেননা مَنْ শব্দটি عُمُوْمٌ -এর জন্য وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ পক্ষান্তরে مِنْ (মিন) শব্দটি تَبْعِيْضٌ (অংশ বিশেষ) বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে। فَلَا يَسْتَقِيْمُ الْعَمَلُ بِهِمَا সুতরাং উভয় শব্দ (مَنْ ও مِنْ)-এর উপর আমল করা সম্ভব হবে না اِلَّا اِذَا بَقِىَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ مُعْتَقٍ একজনকে আজাদহীন না রাখা পর্যন্ত وَكَذَا الْمَشِيْئَةُ তদ্রূপ ইচ্ছাও صِفَةٌ خَاصَّةٌ لِلْمُخَاطَبِ সম্বোধনকৃত ব্যক্তির খাস সিফাত وَقِيْلَ كَلِمَةُ مَنْ لِلتَّبْعِيْضِ فِىْ كُلٍّ مِنَ الْمِثَالَيْنِ আর কেউ কেউ বলেছেন যে, উভয় উদাহরণের মধ্যে مَنْ শব্দটি تَبْعِيْضٌ (কতিপয় জ্ঞাপক) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে لكن فى المثال الاول কিন্তু প্রথমে উদাহরণে كُلٌّ مِنَ الْعَبْدِ প্রত্যেক ইচ্ছুক ক্রীতদাস بَعْضٌ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ غَيْرِهِ অন্যের প্রতি লক্ষ্য না করে بَعْضٌ বা কতিপয় হিসেবে গণ্য فَيُعْتَقُ الْكُلُّ সুতরাং সকলেই আজাদ হয়ে যাবে وَفِى الْمِثَالِ الثَّانِىْ পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদাহরণে الشَّائِىْ وَاحِدٌ ইচ্ছুক একজন يَتَعَلَّقُ مَشِيْئَتُهُ بِالْكُلِّ আর তা ইচ্ছা সকলের সাথে একই সঙ্গে সম্পর্কিত হবে دَفْعَةً فَلَا يَسْتَقِيْمُ اِلَّا بِتَخْصِيْصِ الْبَعْضِ সুতরাং কিছু সংখ্যককে খাস করা ব্যতীত তা শুদ্ধ হবে না وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ তবে এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, اَنَّهُ اِنْ شَاءَ الْكُلُّ عَلَى التَّرْتِيْبِ যদি ধারাবাহিকভাবে সকলেই আযাদী চায় فَحِيْنَئِذٍ يَصْدُقُ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ তখন প্রত্যেকের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য হবে যে, اَنَّهُ شَاءَ عِتْقَهُ حَالَ كَوْنِهِ بَعْضًا مِنَ الْعَبِيْدِ সে ক্রীতদাসের بَعْضٌ (কতিপয়) হওয়া অবস্থায় তার আযাদী চায় (ফলে সকলেই আযাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়, অথচ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এরূপ নয়) فَتَأَمَّلْ فِيْهِ কাজেই তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখো।

সরল অনুবাদ : যখন কেউ বলবে আমাদের দাসদের মধ্যে হতে যে আজাদ হতে ইচ্ছুক সে আজাদ। এতে সকলেই আজাদ হতে ইচ্ছা প্রকাশ করল, এমতাবস্থায় সকলেই আজাদ হয়ে যাবে। এ স্থলে مَنْ শব্দটি عَامٌّ হওয়ার فَرْعِىْ (প্রশাখা) মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এটার অর্থ হলো, আমার গোলামদের মধ্য হতে যে কেউ স্বাধীনতা লাভ করতে ইচ্ছা করবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। আর مَنْ শব্দটি স্বয়ংই عَامٌّ অতঃপর عَامٌّ صِفَتْ (ব্যাপক বিশেষণ) দ্বারা তাকে مَوْصُوْفٌ (বিশেষিত) করা হয়েছে। আর তা হলো مَشِيْئَتْ বা ইচ্ছা। আর مَنْ শব্দটি بَيَانٌ-এর সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং যদি সকলেই স্বাধীন হয়ে যেতে চায় তাহলে مَنْ শব্দের عُمُوْمٌ (ব্যাপকার্থ)-এর মোতাবেক আমল করার নিমিত্তে সকলেই স্বাধীন হয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যক। এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যদি বলে مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ (আমার গোলামদের মধ্যে হতে তুমি যাকে ইচ্ছা আজাদ করে দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে مشيئت বা ইচ্ছাকে مخاطب (সম্বোধনকৃত ব্যক্তি)-এর দিকে اِضَافَتْ করা হয়েছে)। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে তার আজাদ করে দেওয়া জায়েজ আছে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কেননা مَنْ শব্দটি عُمُوْمٌ-এর জন্য, পক্ষান্তরে مِنْ শব্দটি تَبْعِيْضٌ (অংশ বিশেষ) বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং একজনকে আজাদহীন (গোলাম অবস্থায়) না রাখা পর্যন্ত উভয় শব্দ (مَنْ ও مِنْ)-এর উপর আমল করা সম্ভব হবে না। আর অনুরূপভাবে مَشِيْئَتْ (ইচ্ছা) مُخَاطَبٌ (সম্বোধনকৃত ব্যক্তি)-এর خَاصٌّ (বিশেষ) সিফাত বা বিশেষণ। আর কেউ কেউ বলেছেন, উভয় উদাহরণের মধ্যে مَنْ শব্দটি تَبْعِيْضٌ-এর জন্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম উদাহরণে অন্যের প্রতি লক্ষ্য না করে প্রত্যেক আজাদকামী গোলাম بَعْضٌ হিসেবে গণ্য। কাজেই সকলেই আজাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদাহরণে আজাদকামী একজন। তার একার ইচ্ছা সকলের সাথে সম্পর্কশীল। কাজেই কিছু সংখ্যককে خَاصٌّ করা ব্যতীত সেটা সহীহ হবে না। তবে এটার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে এভাবে যে, যদি ধারাবাহিকভাবে সকলেই আযাদী চায়, তাহলে প্রত্যেকের ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য হবে যে, সে গোলামের بَعْضٌ হওয়া অবস্থায় তার আযাদী চায়। কাজেই তুমি এতে চিন্তা করে দেখো।

فَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ مَا فِيْ بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ تُعْتَقْ تَفْرِيْعٌ لِكَوْنِ كَلِمَةِ مَا عَامَّةً لِأَنَّ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ إِنْ كَانَ جَمِيْعُ مَا فِيْ بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ بَلْ كَانَ بَعْضُ مَا فِيْ بَطْنِهَا غُلَامًا وَبَعْضُهُ جَارِيَةً فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ لَا يُقَالُ فَحِيْنَئِذٍ يَنْبَغِيْ أَنْ يَّجِبَ قِرَاءَةُ جَمِيْعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلٰوةِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ لِأَنَّا نَقُوْلُ بِنَاءُ الْأَمْرِ عَلَى التَّيَسُّرِ يُنَافِيْ ذٰلِكَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ যদি কেউ স্বীয় ক্রীতদাসীকে বলে إِنْ كَانَ مَا فِيْ بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ তোমার পেটে যা আছে যদি ছেলে হয়, তাহলে তুমি আজাদ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ تُعْتَقْ অতঃপর সে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করল, তবে সে আজাদ হবে না تَفْرِيْعٌ لِكَوْنِ كَلِمَةِ مَا عَامَّةً এখানে مَا শব্দটি আম হওয়ার উপর فَرْعِيْ (প্রশাখা) মাসআলার অবতারণা করা হয়েছে لِأَنَّ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ إِنْ كَانَ جَمِيْعُ مَا فِيْ بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ কারণ এমতাবস্থায় এটার অর্থ হলো, তোমার গর্ভে যা আছে তার সম্পূর্ণটা যদি ছেলে হয়, তাহলে তুমি আজাদ وَلَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ অথচ অনুরূপ হয়নি بَلْ كَانَ بَعْضُ مَا فِيْ بَطْنِهَا غُلَامًا বরং তার গর্ভে অংশ বিশেষ ছেলে হয়েছে وبعضه جارية এবং অংশ বিশেষ কন্যা হয়েছে فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ সুতরাং শর্ত পাওয়া যায়নি لَا يُقَالُ এখানে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না فَحِيْنَئِذٍ يَنْبَغِيْ أَنْ يَّجِبَ قِرَاءَةُ جَمِيْعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلٰوةِ যদি তা-ই হয়, তবে নামাজের মধ্যে সম্ভাব্য সকল সূরা পাঠ করা ওয়াজিব হবে عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ -এর উপর আমল করার নিমিত্তে لِأَنَّا نَقُوْلُ بِنَاءُ الْأَمْرِ عَلَى التَّيْسِيْرِ يُنَافِيْ ذٰلِكَ কেননা, আমরা বলব যে, أَمْر (আদেশ)-এর ভিত্তি تَيْسِيْر (সহজতা) এর উপর রাখা হয়েছে যা তা (তথা جَمِيْعُ مَا تَيَسَّرَ তথা যতটুকু সহজতার সম্পূর্ণটা পাঠ)-এর বিপরীত। কেননা, এমতাবস্থায় সহজতা কঠোরতায় পরিণত হবে।

সরল অনুবাদ : যদি কেউ স্বীয় দাসীকে বলে, তোমার পেটে যা আছে যদি ছেলে হয়, তাহলে তুমি আজাদ। অতঃপর সে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করে; তাহলে আজাদ হবে না। এখানে مَا শব্দটি عَامّ হওয়ার ভিত্তিতে এ فَرْعِيْ (প্রশাখা) মাসআলার অবতারণা করা হয়েছে। কারণ এমতাবস্থায় এটার অর্থ হলো, তোমর গর্ভে যা আছে তার সম্পূর্ণটা যদি ছেলে হয়, তাহলে তুমি আজাদ। অথচ অনুরূপ হয়নি; বরং তার গর্ভে অংশ বিশেষ ছেলে ও অংশ বিশেষ কন্যা হয়েছে। সুতরাং শর্ত পাওয়া যায়নি। এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহর বাণী– فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (কুরআন হতে যতটুকু সহজ সম্ভব তার পাঠ করো।) এ অনুযায়ী আমল করার নিমিত্তে কুরআনের যতটুকু পাঠ করা সহজ ও সম্ভব তার সম্পূর্ণটা নামাজের মধ্যে পাঠ করা ওয়াজিব হবে। কেননা আমরা বলব যে, أَمْر (আদেশ)-এর ভিত্তি تَيْسِيْر (সহজতার)-এর উপর রাখা হয়েছে। যা তা (তথা جَمِيْعُ مَا تَيَسَّرَ তথা যতটুকু সহজ তার সম্পূর্ণটা পাঠ)-এর বিপরীত। কেননা এমতাবস্থায় সহজতা কঠোরতায় পরিণত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْنٰى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, যদি কেউ তার দাসীকে বলে– إِنْ كَانَ مَا فِيْ بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ (তোমার গর্ভে যা আছে তা ছেলে হলে তুমি আজাদ)। এমতাবস্থায় উক্ত দাসী একটি ছেলে ও একটি কন্যা প্রসব করলে আযাদ হবে না। কেননা مَا শব্দটি عَامّ হওয়ার কারণে বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার গর্ভস্থ সম্পূর্ণটা ছেলে হলে তুমি আজাদ, অথচ তা হয়নি। এ আলোচনার উপর প্রশ্ন হতে পারে বিধায় প্রশ্ন ও তার উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ مَا শব্দটি شَيْءٌ -এর অর্থেও হতে পারে। আর তা সর্বসম্মতিক্রমে عَامّ নয়। কেননা إِثْبَات (ইতিবাচক)-এর মধ্যে نَكِرَةٌ খাস হয়ে থাকে। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার গর্ভের কিছু অংশ ছেলে হলেই তুমি আজাদ। অতঃপর যখন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করবে তখন শর্ত পাওয়া যাবে। অতএব আজাদ হয়ে যাবে?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, مَا শব্দটি شَيْءٌ نَكِرَةٌ-এর অর্থে হবে না; বরং شَيْءٌ مَعْرِفَةٌ-এর অর্থে হবে। اِسْتِغْرَاق-এর অর্থ বিশিষ্ট لَام -এর সাথে। তাহলে عُمُوْم সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ يُنَافِيْ ذٰلِكَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধী পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর তুলে ধরেছেন। এবং তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন : مَا যদি عُمُوْم-এর জন্য হয় তাহলে আল্লাহর বাণী – فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ আয়াত অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে নামাজের মধ্যে কুরআনের যতটুকু সহজ ও সম্ভব তার সম্পূর্ণটা পড়াই ওয়াজিব হবে। এটা কি করে সম্ভব?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আয়াতে আদেশটির ভিত্তি রাখা হয়েছে সহজতার উপর। অথচ যতটুকু পড়া সহজ ও সম্ভব তার সবটুকু ওয়াজিব হলে তো আর সহজতাই থাকে না। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো আংশিকভাবে যা সহজ তাই, সহজতার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা তার সম্পূর্ণটা ওয়াজিব হলে তো সহজতা কঠোরতায় পরিণত হয়ে যাবে।

وَمَا يَجِئُ بِمَعْنٰى مَنْ مَجَازًا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمِثْلِ ذٰلِكَ فِىْ مَنْ عَلٰى مَا ذُكِرَتْ لِقِلَّتِهٖ وَيَدْخُلُ فِىْ صِفَاتِ مَنْ يَعْقِلُ اَيْضًا تَقُوْلُ مَا زَيْدٌ فَجَوَابُهٗ اَلْكَرِيْمُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ اَىْ الطَّيِّبَاتُ لَكُمْ وَكُلٌّ لِلْاِحَاطَةِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاَفْرَادِ اَىْ جَعْلُ كُلِّ فَرْدٍ كَانَ لَيْسَ مَعَهٗ غَيْرُهٗ فَهٰذَا يُسَمّٰى عُمُوْمُ الْاَفْرَادِ وَهِىَ تَصْحَبُ الْاَسْمَاءَ فَتَعُمُّهَا دُوْنَ الْاَفْعَالِ لِاَنَّهَا لَازِمَةُ الْاِضَافَةِ وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا اِسْمًا فَاِنْ قَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِىَ طَالِقٌ يَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ كُلِّ اِمْرَأَةٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَا يَجِئُ بِمَعْنٰى مَنْ مَجَازًا আর مَا রূপকার্থে مَنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالسَّمَاءِ وَمَا যেমন আল্লাহর বাণী– وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (আকাশের শপথ এবং সেই পবিত্র স্বত্তার শপথ যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন) بَنَاهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمِثْلِ ذٰلِكَ فِىْ مَنْ - مَنْ -এর ব্যাপারে এরূপ উদাহরণ দেওয়া হয়না عَلٰى مَا ذُكِرَتْ لِقِلَّتِهٖ কারণ আমি (ব্যাখ্যাকার) উল্লেখ করেছি যে, এটার সংখ্যা খুবই নগণ্য وَيَدْخُلُ فِىْ صِفَاتِ مَنْ يَعْقِلُ اَيْضًا আর مَا জ্ঞানবান বস্তুর সিফাতের মধ্যেও প্রবিষ্ট থাকে تَقُوْلُ مَا زَيْدٌ যেমন তুমি বল ; مَا زَيْدٌ যায়েদ কি? فَجَوَابُهُ الْكَرِيْمُ -এর উত্তরে বলা হবে اَلْكَرِيْمُ দানশীল وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ (যে সব রমণীকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ করো) اَىْ الطَّيِّبَاتُ لَكُمْ অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকট পছন্দনীয় وَكُلٌّ لِلْاِحَاطَةِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاَفْرَادِ আর كُلٌّ শব্দটি পৃথক পৃথকভাবে সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় اَىْ جَعْلُ كُلِّ فَرْدٍ كَانَ لَيْسَ مَعَهٗ غَيْرُهٗ অর্থাৎ প্রত্যেক একককে এরূপ করে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেন তার সাথে অন্যকোনো একক নেই فَهٰذَا يُسَمّٰى عُمُوْمُ الْاَفْرَادِ আর তাকে (উসূলবিদগণের পরিভাষায়) عُمُوْمُ الْاَفْرَادِ বলা হয় وَهِىَ تَصْحَبُ الْاَسْمَاءَ فَتَعُمُّهَا আর তা বিশেষ্যের সাথে সম্পর্কিত হয় এবং তাকে আ'ম করে দেয় اَىْ تَدْخُلُ عَلَى الْاَسْمَاءِ অর্থাৎ كُلٌّ শব্দটি বিশেষ্যের উপর প্রবিষ্ট হয় فَتَعُمُّهَا দুন الْاَفْعَالِ তখন তা উক্ত বিশেষ্যকে আ'ম বা ব্যাপকার্থক করে দেয়, কিন্তু كُلٌّ শব্দটি কোনো ক্রিয়ার উপর প্রবিষ্ট হয় না لِاَنَّهَا لَازِمَةُ الْاِضَافَةِ কেননা, এর জন্য اِضَافَتْ (সম্বন্ধ) অপরিহার্য وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا اِسْمًا আর مُضَافٌ اِلَيْهِ বিশেষ্য পদ ছাড়া হয় فَاِنْ قَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا প্রত্যেক মহিলা আমি যাকে বিবাহ করব فَهِىَ طَالِقٌ সে তালাকপ্রাপ্তা হবে يَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ كُلِّ اِمْرَأَةٍ এমতাবস্থায় যে কোনো নারীকে বিবাহের সাথে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : আর مَا রূপকার্থে مَنْ -এর অর্থে হয়ে থাকে। যেমন– আল্লাহর বাণী– وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (আকাশের শপথ এবং সেই পবিত্র সত্তার শপথ যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন)। مَنْ -এর ব্যাপারে এরূপ উদাহরণ দেওয়া হয় না। কারণ এটার সংখ্যা খুবই নগণ্য। আর যেমন আমি উল্লেখ করেছি। **আর مَا জ্ঞানবান বস্তুর সিফাতের মধ্যেও প্রবিষ্ট থাকে।** যথা, তুমি বলতে পারো– مَا زَيْدٌ (যায়েদ কেমন?) এটার উত্তরে বলা হবে– اَلْكَرِيْمُ (দানশীল)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ (যে সব মহিলাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ করো) অর্থাৎ اَلطَّيِّبَاتُ لَكُمْ (যারা তোমাদের কাছে পছন্দনীয়)। **আর كُلٌّ শব্দটি পৃথক পৃথকভাবে সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য হয়ে থাকে।** অর্থাৎ প্রত্যেক একককে এমনভাবে শামিল করে যেন তার সঙ্গে অন্য কেউ নেই। তাকে عُمُوْمُ الْاَفْرَادِ (সমস্ত একককে শামিল করা) বলে। আর এটা (كُلٌّ) اِسْمٌ-এর সাথে **ব্যবহৃত হয়ে তাকে عَامٌ করে দেয়।** অর্থাৎ كُلٌّ শব্দটি اِسْمٌ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে তাকে عَامٌ (ব্যাপক) করে দেয়, তা فِعْلٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হয় না। কেননা, এটার জন্য اِضَافَتْ (সম্বন্ধ) অত্যাবশ্যক। আর اِسْمٌ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ (সাধারণত) مُضَافٌ اِلَيْهِ (সম্বন্ধপদ) হয় না। সুতরাং যদি কেউ বলে– "كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِىَ طَالِقٌ" অর্থাৎ যে সব মহিলাকে আমি বিবাহ করব তারা তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় যে কোনো নারীকে বিবাহ করবে প্রত্যেক নারীর বিবাহের সাথে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَا طَابَ لَكُمْ -এর আলোচনা : مَا শব্দটি কোনো কোনো সময় জ্ঞানবানদের সিফাতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর বাণী– فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ (তোমার পছন্দনীয় মহিলাকে বিবাহ করো।) আয়াতে مَا শব্দটি দ্বারা মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তারা যদিও ذَوَاتُ الْعُقُوْلِ (জ্ঞানবান) তথাপি এখানে وَصْفٌ (সিফাত)-কে বুঝানো হয়েছে, তাদের সত্তাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। ইমাম বায়যাবী (র.) অনুরূপই বলেছেন। ব্যাখ্যাকার (র.) اَىْ الطَّيِّبَاتُ لَكُمْ (অর্থাৎ পবিত্র ও পছন্দনীয় মাহিলাগণ)-এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ عَلٰى سَبِيْلِ الْاَفْرَادِ -এর আলোচনা : এখানে كُلٌّ শব্দটির প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ كُلٌّ শব্দটি পৃথকভাবে সমস্ত فَرْدٌ -কে শামিল করার জন্য হয়ে থাকে। সমস্ত একককে একত্রিত (সামগ্রিক) ভাবে শামিল করে না। যেমন جَمِيْعٌ শব্দের বেলায় হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কেউ বলে– كُلُّ امْرَأَةٍ لِىْ تَدْخُلُ الدَّارَ فَهِىَ طَالِقٌ (আমার প্রত্যেক স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করলে সে তালাক হয়ে যাবে)। আর তার চারজন স্ত্রী রয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্য হতে একজন ঘরে প্রবেশ করল, সে তালাক হয়ে যাবে। আর তার উপর তালাক হওয়ার জন্য অন্যান্যদের ঘরে প্রবেশ করার প্রয়োজন হবে না।

আর اَفْرَادٌ শব্দটি هَمْزَةٌ -এর যেরের সাথে হলে বাবে اَفْعَالٌ -এর মাসদার হবে। সুতরাং গ্রন্থকারের বক্তব্যের অর্থ হবে– كُلٌّ শব্দটি مُنْكَرٌ (নাকেরাহ)-এর উপর উপবিষ্ট হলে اَفْرَادٌ -কে শামিল করবে। আর সবগুলোকে এককভাবে শামিল করবে; সামগ্রিকভাবে শামিল করবে না।

তবে ব্যাখ্যাকারের (র.) -এর বক্তব্যের মধ্যে শিথিলতা রয়েছে। তাই এটা বলা শ্রেয় ছিল যে, اَىْ جَعْلُ كُلِّ فَرْدٍ اَوْ كُلِّ جُزْءٍ كَانَ لَيْسَ مَعَهٗ غَيْرُهٗ অর্থাৎ প্রতিটি একক অথবা প্রতিটি একক অথবা প্রতিটি অংশকে এমনভাবে শামিল করা যেন তার সাথে অন্য কেউ শরিক নেই।

وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى إِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ كُلِّ لِعُمُوْمِ مَدْخُوْلِهَا فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُنْكَرِ اَوْجَبَتْ عُمُوْمَ اَفْرَادِهِ لِاَنَّهُ مَدْلُوْلُهَا لُغَةً وَاِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُعَرَّفِ اَوْجَبَتْ عُمُوْمَ اَجْزَائِهِ لِاَنَّهُ مَدْلُوْلُهَا عُرْفًا وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ تَطْلِيْقَةٍ يَقَعُ الثَّلٰثُ وَاِنْ قَالَ كُلَّ التَّطْلِيْقَةِ يَقَعُ وَاحِدَةً حَتّٰى فَرَّقُوْا بَيْنَ قَوْلِهِمْ كُلُّ رُمَّانٍ مَاكُوْلٌ وَكُلُّ الرُّمَّانِ مَاكُوْلٌ بِالصِّدْقِ وَالْكِذْبِ اَىْ بِصِدْقِ الْاَوَّلِ وَكِذْبِ الثَّانِىْ لِاَنَّ مَعْنَى الْاَوَّلِ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الرُّمَّانِ مِمَّا يَصْلُحُ اَنْ يُؤْكَلَ وَهُوَ صَادِقٌ وَمَعْنَى الثَّانِىْ كُلُّ اَجْزَاءِ الرُّمَّانِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَهُوَ كِذْبٌ لِاَنَّ الْقِشْرَ لَا يُؤْكَلُ قَطُّ وَاِذَا وَصَلَتْ بِمَا اَوْجَبَتْ عُمُوْمَ الْاَفْعَالِ بِاَنْ يَقُوْلَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَهِىَ طَالِقٌ فَمَعْنَاهُ كُلَّ وَقْتٍ اَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً فَهِىَ طَالِقٌ فَهُوَ قَصْدًا يَقَعُ عَلَى عُمُوْمِ التَّزْوِيْجَاتِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَايَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى إِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ আর এক নারীর উপর দু'বার তালাক হবে না وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ كُلِّ لِعُمُوْمِ مَدْخُوْلِهَا আর যেহেতু كُلّ শব্দটি তার প্রবেশ ক্ষেত্রের জন্য আম হওয়া সাব্যস্ত করে فَاِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُنْكَرِ সেহেতু যদি তা نَكِرَهْ বা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের উপর প্রবিষ্ট হলে اَوْجَبَتْ عُمُوْمَ اَفْرَادِهِ তার অংশ সমূহের عُمُوْم -কে অপরিহার্য করবে لِاَنَّهُ مَدْلُوْلُهَا لُغَةً কেননা, আভিধানিক অর্থে এটাই তার مَدْلُوْل - وَاِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُعَرَّفِ আর যদি مَعْرِفَهْ -এর উপর প্রবিষ্ট হয় اَوْجَبَتْ عُمُوْمَ اَجْزَائِهِ তাহলে তা عُمُوْمِ اَجْزَاء সাব্যস্ত করে لِاَنَّهُ مَدْلُوْلُهَا عُرْفًا কেননা, পরিভাষায় এটাই তার مَدْلُوْل - وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ تَطْلِيْقَةٍ আর এ জন্য যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে বলে, "তুমি প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা يَقَعُ الثَّلٰثُ তাহলে তিন তালাক পতিত হবে وَاِنْ قَالَ كُلَّ التَّطْلِيْقَةِ আর যদি বলে كُلَّ التَّطْلِيْقَةِ - يَقَعُ وَاحِدَةً তাহলে এক তালাক পতিত হবে حَتّٰى فَرَّقُوْا بَيْنَ قَوْلِهِمْ এমনকি তাঁরা (উসূলবিদগণ) তাদের এ কথার মধ্যে পার্থক্য করেছেন كُلُّ رُمَّانٍ مَاكُوْلٌ (প্রত্যেক ডালিম ভক্ষণযোগ্য) এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন بِالصِّدْقِ وَالْكِذْبِ সত্য ও মিথ্যার (দ্বারা) وَكُلُّ الرُّمَّانِ مَاكُوْلٌ اَىْ بِصِدْقِ الْاَوَّلِ وَكِذْبِ الثَّانِىْ অর্থাৎ প্রথম বক্তব্য সত্য এবং দ্বিতীয় বক্তব্য মিথ্যা لِاَنَّ مَعْنَى الْاَوَّلِ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الرُّمَّانِ مِمَّا يَصْلُحُ اَنْ يُؤْكَلَ কেননা, প্রথম বক্তব্যের অর্থ এই যে, ডালিমের প্রত্যেক একক ভক্ষণযোগ্য وَهُوَ صَادِقٌ তা নিরেট সত্য কথা وَمَعْنَى الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ كُلُّ اَجْزَاءِ الرُّمَّانِ مِمَّا ডালিমের প্রত্যেক অংশ ভক্ষণযোগ্য وَهُوَ كِذْبٌ আর তা মিথ্যা لِاَنَّ الْقِشْرَ لَايُؤْكَلُ قَطُّ কেননা এটার চামড়া কখনো খাওয়ার উপযোগী নয় وَاِذَا يُؤْكَلُ وَصَلَتْ بِمَا اَوْجَبَتْ عُمُوْمَ الْاَفْعَالِ আর যখন كُلّ শব্দটি "مَا" শব্দের সাথে সংযুক্ত হয় তখন عُمُوْمِ اَفْعَال কে ওয়াজিব করে بِاَنْ يَقُوْلَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ যেমন এভাবে বলবে যে, "যখনই আমি কোনো মহিলাকে বিবাহ কর সে তালাক হয়ে যাবে اِمْرَأَةً فَهِىَ فَمَعْنَاهُ كُلَّ وَقْتٍ اَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً فَهِىَ طَالِقٌ তবে এর অর্থ হবে যে কোনো সময় আমি কোনো মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক হয়ে যাবে طَالِقٌ فَهُوَ قَصْدًا يَقَعُ عَلَى عُمُوْمِ التَّزْوِيْجَاتِ সুতরাং এটা ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাহের عُمُوْم বা (ব্যাপকতা)-এর উপর প্রয়োগ হবে।

সরল অনুবাদ : আর এক নারীর উপর দু'বার তালাক হবে না। আর যেহেতু كُلّ শব্দটি তার مَدْخُوْل (যার উপর তা প্রবিষ্ট হয় তা)-কে عَام করার জন্য আসে। **সেহেতু نَكِرَهْ -এর উপর প্রবিষ্ট হলে এটার সংখ্যা (একক) সমূহকে عَام করে দেবে।** কেননা আভিধানিক দৃষ্টিতে اَفْرَاد (সংখ্যাসমূহ) عُمُوْم -কেই বুঝিয়ে থাকে। আর (كُلّ) **مَعْرِفَهْ -এর উপর প্রবিষ্ট হলে তার অংশসমূহের عُمُوْم -কে অপরিহার্য করবে।** কেননা প্রচলিত (ও পারিভাষিক) অর্থে এটাই তার مَدْلُوْل (অর্থ)। এ জন্য কেউ যদি বলে– "اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ تَطْلِيْقَةٍ" (তুমি প্রত্যেক তালাকের সাথে তালাক।) তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। আর যদি বলে– كُلَّ التَّطْلِيْقَةِ তাহলে এক তালাক হবে। **এমনকি তারা (উসূলবিদগণ)** كُلُّ رُمَّانٍ مَاكُوْلٌ ও كُلُّ الرُّمَّانِ مَاكُوْلٌ **-এর মধ্যে সত্য ও মিথ্যার (দ্বারা) পার্থক্য করেছেন।** অর্থাৎ প্রথমটি সত্য এবং দ্বিতীয়টি মিথ্যা। কারণ প্রথম বাক্যের অর্থ হলো, আনারের প্রত্যেকটি খাওয়ার উপযোগী। আর তা নিরেট সত্য কথা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হলো, আনারের প্রত্যেক অংশই খাওয়ার উপযুক্ত। অথচ এটা মিথ্যা। কেননা এটার চামড়া কখনো খাওয়ার উপযোগী নয়। **আর যখন كُلّ শব্দ مَا-এর সাথে যুক্ত হয় তখন عُمُوْمِ اَفْعَال-কে ওয়াজিব করে।** যেমন– এভাবে বলবে যে, كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَهِىَ طَالِقٌ (যখনই আমি কোনো মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক হয়ে যাবে)। এটার অর্থ হবে, যে কোনো সময় আমি কোনো মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক হয়ে যাবে। সুতরাং এটা ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাহের عُمُوْم (ব্যাপকতা)-এর উপর প্রয়োগ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَايَقَعُ الطَّلَاقُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) كُلّ শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি বলে– كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِىَ طَالِقٌ যে সব মহিলাকে আমি বিবাহ করব তাদের প্রত্যেকেই তালাক। তাহলে যে কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে সে তালাক হয়ে যাবে, তবে একটি মহিলা দু'বার তালাক হবে না। অর্থাৎ একটি মহিলাকে দু'বার বিবাহ করলে দ্বিতীয়বার সে তালাক হবে না। কেননা كُلّ শব্দের মধ্যে عُمُوْم ইচ্ছাকৃতভাবে اِسْم-এর মধ্যে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে فِعْل-এর মধ্যে যে عُمُوْم হয়ে থাকে তা জরুরি মুহূর্তে আনুষঙ্গিকভাবে প্রয়োজন অনুসারে হয়ে থাকে। সুতরাং فِعْل-এর اَفْرَاد গুলো اِسْم-এর اَفْرَاد-এর সমপর্যায় হওয়া পর্যন্ত فِعْل -এর عُمُوْم ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় এবং তার পরবর্তী পর্যায় اِسْم-এর فَرْد-এর সাথে সম্পর্কিত فِعْل -এর فَرْد (একক) গুলোকে বিবেচনা করা আমাদের নিষ্প্রয়োজন।

قَوْلُهُ عُمُوْمَ الْاَفْعَالِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) كُلَّمَا শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, كُلّ শব্দটি مَا -এর সাথে যুক্ত হলে عُمُوْمِ اَفْعَال -কে সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ اِفْعَال-এর مَصْدَر সমূহের عُمُوْم -কে সাব্যস্ত করে; যাদের উপর كُلَّمَا দাখেল হয়ে থাকে। কেননা كُلّ শব্দের জন্য اِضَافَتْ অত্যাবশ্যক। অথচ فِعْل টা مُضَاف اِلَيْهِ হয় না। সুতরাং مَصْدَر-এর অর্থবোধক مَا দাখেল হয়ে তাকে مُضَاف اِلَيْهِ হওয়ার উপযোগী করে থাকে। আর مَصْدَر ওয়াক্তের অর্থে হয়ে থাকে। সুতরাং كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَهِىَ طَالِقٌ-এর অর্থ হলো, যখনই আমার পক্ষ হতে বিবাহ সংঘটিত হবে যদিও অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর হোকনা কেন তখনই উক্ত মহিলা তালাক হয়ে যাবে। — ইবনুল মালেক

وَيَثْبُتُ عُمُوْمُ الْاَسْمَاءِ فِيْهِ ضِمْنًا لِاَنَّ عُمُوْمَ التَّزَوُّجِ لَايَكُوْنُ اِلَّا بِعُمُوْمِ النِّسَاءِ فَيَحْنِثُ بِكُلِّ تَزَوُّجٍ سَوَاءٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِرَارًا اَوْتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بَعْدَ اِمْرَأَةٍ كَعُمُوْمِ الْاَفْعَالِ فِىْ كُلِّ اَىْ كَمَا اَنَّ عُمُوْمَ الْاَفْعَالِ يَثْبُتُ فِىْ لَفْظِ كُلِّ ضِمْنًا لِعُمُوْمِ الْاَسْمَاءِ بِعَكْسِ كَلِمَةِ كُلَّمَا وَكَلِمَةُ الْجَمِيْعِ تُوْجِبُ وُجُوْبَ الْاِجْتِمَاعِ دُوْنَ الْاِنْفِرَادِ كَمَا كَانَ فِىْ لَفْظِ كُلِّ فَيَعْتَبِرُ جَمِيْعُ مَاصَدَقَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ مُجْتَمِعَةً مَعًا حَتّٰى اِذَا قَالَ جَمِيْعُ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا اَنَّ لَهُمْ نَفْلًا وَاحِدًا بَيْنَهُمْ جَمِيْعًا وَالنَّفْلُ هُوَ مَايُعْطِيْهِ الْاِمَامُ زَائِدًا عَلٰى سَهْمِ الْغَنِيْمَةِ فَاِنْ دَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا فِىْ صُوْرَةِ الْجَمِيْعِ يَكُوْنُ الْكُلُّ مُشْتَرِكًا بَيْنَ ذٰلِكَ النَّفْلِ الْمَوْعُوْدِ عَمَلًا بِحَقِيْقَتِهِ وَاِنْ دَخَلُوْا فُرَادٰى يَسْتَحِقُّ النَّفْلَ الْاَوَّلُ خَاصَّةً عَمَلًا بِمَجَازِهِ وَهُوَ اَنْ يَجْعَلَ بِمَعْنٰى كُلِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَثْبُتُ عُمُوْمُ الْاَسْمَاءِ فِيْهِ ضِمْنًا আর এতে عُمُوْمِ اَسْمَاءُ আনুষাঙ্গিকভাবে সাব্যস্ত করবে لِاَنَّ عُمُوْمَ التَّزَوُّجِ لَايَكُوْنُ اِلَّا بِعُمُوْمِ النِّسَاءِ কেননা, মহিলাদের عُمُوْم (ব্যাপকতা) ব্যতিরেকে বিবাহের عموم (ব্যাপকতা) হতে পারে না فَيَحْنِثُ بِكُلِّ تَزَوُّجٍ সুতরাং সে প্রত্যেক বিবাহের দ্বারাই শপথ ভঙ্গকারী হবে سَوَاءٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِرَارًا اَوْتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بَعْدَ اِمْرَأَةٍ চাই সে একই মহিলাকে একাধিকবার বিবাহ করুক অথবা এক মহিলার পর আরেক মহিলাকে বিবাহ করুক كَعُمُوْمِ الْاَفْعَالِ فِىْ كُلِّ যদ্রূপ كُلّ শব্দের মধ্যে عُمُوْم اَفْعَالْ সাব্যস্ত হয়ে থাকে اَىْ كَمَا اَنَّ عُمُوْمَ الْاَفْعَالِ يَثْبُتُ فِىْ لَفْظِ كُلِّ ضِمْنًا لِعُمُوْمِ الْاَسْمَاءِ অর্থাৎ كُلّ শব্দের মধ্যে عُمُوْم اَسْمَاءُ -এর অধীনে عُمُوْم اَفْعَالْ সাব্যস্ত হয় সেরূপ এ স্থলে كُلَّمَا -এর পরিপন্থি بِعَكْسِ كَلِمَةِ كُلَّمَا তবে عُمُوْم اَسْمَاءُ সাব্যস্ত হবে -এর অধীনে عُمُوْم اَفْعَالْ وَكَلِمَةُ الْجَمِيْعِ تُوْجِبُ وُجُوْبَ الْاِجْتِمَاعِ আর جَمِيْع শব্দটি عُمُوْم - اِجْتِمَاعْ (সামগ্রিক ব্যাপকতা)-কে সাব্যস্ত করে দুন الْاِنْفِرَادِ কিন্তু عُمُوْم اِنْفِرَادْ সাব্যস্ত করে না كَمَا كَانَ فِىْ لَفْظِ كُلِّ যেমনটি كُلّ শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে فَيَعْتَبِرُ جَمِيْعُ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ مُجْتَمِعَةً مَعًا সুতরাং جَمِيْع শব্দের পরে উল্লেখিত শব্দ যে সব এককের উপর প্রযোজ্য হয়, সে সব একক সম্মিলিতভাবে একত্রিভূত বলে গণ্য হবে حَتّٰى اِذَا قَالَ এমনকি যদি কোনো দলপতি যুদ্ধ চলাকালীন বলে جَمِيْعُ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا যে সব লোক এ দুর্গে প্রথম প্রবেশ করবে তার জন্য এ পরিমাণ গনিমত فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا অতঃপর এই সাথে দশজন প্রবেশ করল اَنَّ لَهُمْ نَفْلًا وَاحِدًا بَيْنَهُمْ جَمِيْعًا এমতাবস্থায় এ দশ জনের জন্য একটি মাত্র গনিমতপ্রাপ্ত হবে وَالنَّفْلُ هُوَ مَا يُعْطِيْهِ الْاِمَامُ আর নফল বলতে ঐ বস্তুকে বুঝায় যা সেনাপতি দিয়ে থাকেন زَائِدًا عَلٰى سَهْمِ الْغَنِيْمَةِ গনিমতের অংশের উপর অতিরিক্ত فَاِنْ دَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا অতএব, যদি দশজন একই সাথে প্রবেশ করে فِىْ صُوْرَةِ الْجَمِيْعِ - جَمِيْع শব্দের পন্থায় يَكُوْنُ الْكُلُّ مُشْتَرِكًا بَيْنَ ذٰلِكَ النَّفْلِ الْمَوْعُوْدِ তাহলে সে প্রতিশ্রুত পরিমাণে দশজনের সমঅংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে عَمَلًا بِحَقِيْقَتِهِ যাতে جَمِيْع শব্দের হাকীকতের উপর আমল হয়ে যায় وَاِنْ دَخَلُوْا فُرَادٰى পক্ষান্তরে, যদি তারা পৃথক পৃথকভাবে একজন করে প্রবেশ করে يَسْتَحِقُّ النَّفْلَ الْاَوَّلُ خَاصَّةً তাহলে সর্বাগ্রে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে ব্যক্তিই নফলের মালিক হবে عَمَلًا بِمَجَازِهِ যাতে جَمِيْع শব্দটির مَجَازْ (রূপকার্থে) এর উপর আমল হয়ে যাবে وَهُوَ اَنْ يَجْعَلَ بِمَعْنٰى كُلِّ আর এই যে, সে ক্ষেত্রে جَمِيْع শব্দটি كُلّ -এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে।

সরল অনুবাদ : আর এতে عُمُوْم اَسْمَاءُ আনুষঙ্গিকভাবে সাব্যস্ত হয়। কেননা মহিলাদের عُمُوْم (ব্যাপকতা) ব্যতিরেকে বিবাহের عُمُوْم (ব্যাপকতা) হতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক বিবাহের দ্বারাই শপথ ভঙ্গকারী হবে। চাই সে একই মহিলাকে একাধিক বার বিবাহ করুক, অথবা এক মহিলার পর আরেক মহিলাকে বিবাহ করুক। যদ্রূপ كُلّ শব্দের মধ্যে عُمُوْم اَفْعَالْ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদ্রূপ كُلّ টা عُمُوْم اَفْعَالْ শব্দের মধ্যে عُمُوْم اَسْمَاءُ -এর অধীনে كُلَّمَا শব্দের বিপরীত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর جَمِيْع শব্দটি عُمُوْم اِجْتِمَاعْ (সামগ্রিক ব্যাপকতা)-কে সাব্যস্ত করে। عُمُوْم اِنْفِرَادِىْ (এককভাবে ব্যাপকতা)-কে সাব্যস্ত করে না। যেমন— عُمُوْم اِنْفِرَادِىْ সাব্যস্ত হয়েছে كُلّ শব্দের দ্বারা। সুতরাং جَمِيْع শব্দের পরবর্তী এককগুলো যে বস্তুগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে সে সব গুলোর সমষ্টিগতভাবে ধর্তব্য ও বিচার্য হবে। এমনকি কোনো ইমাম যদি জিহাদের সময় এরূপ ঘোষণা দেন যে, جَمِيْعُ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا (ঐ সব ব্যক্তি যারা প্রথমত এ দুর্গে প্রবেশ করবে তারা গনিমতের মাল হতে এ পরিমাণ পাবে)। অতঃপর একই সাথে দশ ব্যক্তি প্রবেশ করল। এমতাবস্থায় এ দশজনের জন্য একটি মাত্র গনিমত (নফল) হবে। আর ইমাম গনিমতের মাল হতে কোনো ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত যা প্রদান করেন তাকে নফল বলে। সুতরাং جَمِيْع বলার অবস্থায় দশজন একই সাথে প্রবেশ করলে তারা সকলেই প্রতিশ্রুত নফলের মধ্যে অংশীদার হবে, যাতে جَمِيْع শব্দের হাকীকতের উপর আমল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তারা যদি পৃথকভাবে একজন একজন করে প্রবেশ করে, তাহলে কেবল সর্বাগ্রে যে ব্যক্তি প্রবেশ করেছে সে ব্যক্তিই নফলের মালিক হবে। তাহলে جَمِيْع শব্দটির مَجَازْ (রূপকার্থ)-এর উপর عَمَلْ হয়ে যাবে। অর্থাৎ جَمِيْع শব্দটিকে كُلّ-এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنَ النَّفْلِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَفْل কাকে বলে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন— যুদ্ধের সময় যদি সেনাপতি ঘোষণা দেন যে, جَمِيْعُ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا (যারা সর্ব প্রথম এ দুর্গে প্রবেশ করবে তারা এ পরিমাণ নফল পাবে)। 'মুনতাহাল আরব' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, نَفْل শব্দটির نُوْن ও فَاءْ অক্ষরদ্বয় যবর বিশিষ্ট হলে তার অর্থ হবে গনিমত। আর প্রথম অক্ষরটি যবর ও দ্বিতীয় অক্ষরটি জযম বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে عَطِيَّة বা দান করা। আর 'মাগরিব' নামক অভিধান গ্রন্থে রয়েছে যে, اَلنَّفْلُ প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর যবর বিশিষ্ট। আর নফল ঐ মালকে বলে যা গাজীকে তার গনিমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হয়। — ইবনুল মালেক

وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ حِيْنَئِذٍ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَايُسْتَعَارُ بِمَعْنَى كُلٍّ بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَوْكَانَ كَذٰلِكَ كَانَ لِلْكُلِّ نَفَلٌ تَامٌّ فِى صُوْرَةِ مَادَخَلُوْا مَعًا بَلْ هُوَ مَجَازٌ عَنِ السَّابِقِ فِى الدُّخُوْلِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً فَيَكُوْنُ لِلْجَمَاعَةِ نَفَلٌ وَاحِدٌ كَمَا هُوَ لِلْأَوَّلِ الْوَاحِدِ عَمَلًا بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ هٰذَا الْكَلَامِ هُوَ إِظْهَارُ الشُّجَاعَةِ وَالْجَلَادَةِ فَإِذَا اسْتَحَقَّهُ جَمَاعَةٌ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيِّ فَاسْتِحْقَاقُ الْوَاحِدِ لَهُ بِالطَّرِيْقِ الْأَوْلَى بِدَلَالَةِ النَّصِّ لِأَنَّهُ فِيْهِ إِظْهَارُ كَمَالِ الشُّجَاعَةِ وَفِىْ كَلِمَةِ كُلٍّ يَجِبُ لِكُلٍّ مِنْهُمُ النَّفَلُ يَعْنِىْ إِذَا قَالَ كُلُّ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفَلٌ تَامٌّ لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلٍّ لِلْإِحَاطَةِ عَلٰى سَبِيْلِ الْأَفْرَادِ فَاعْتُبِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّاخِلِيْنَ كَانَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ إِلٰى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَدْخُلْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ এটার উপর একটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ حِيْنَئِذٍ তাহলে এমতাবস্থায় তো এখানে حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ একত্রিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে وَالْجَوَابُ أَنَّهُ এর উত্তরে বলা হবে যে, جَمِيْع শব্দটিকে হুবহু كُلْ শব্দের অর্থে لَايُسْتَعَارُ بِمَعْنَى كُلٍّ بِعَيْنِهِ إِسْتِعَارَةْ করা যায় না لِأَنَّهُ কেননা, যদি তা-ই হয় لَوْ كَانَ كَذٰلِكَ كَانَ لِلْكُلِّ نَفَلٌ تَامٌّ فِى صُوْرَةِ مَا دَخَلُوْا مَعًا তাহলে যখন দশজন একত্রে প্রবেশ করেছে তারা প্রত্যেকেই পূর্ণ نَفْل সাব্যস্ত হতো بَلْ هُوَ مَجَازٌ عَنِ السَّابِقِ فِى الدُّخُوْلِ বরং প্রবেশ হওয়ার প্রশ্নে অগ্রগামী হওয়া এ স্থলে مَجَازْ হয়েছে وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً চাই তা একজন হোক বা একদল হোক فَيَكُوْنُ لِلْجَمَاعَةِ نَفَلٌ وَاحِدٌ সুতরাং একদলের জন্যও একই নফল সাব্যস্ত হবে كَمَا هُوَ لِلْأَوَّلِ الْوَاحِدِ যেমন প্রথম এক ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে عَمَلًا بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ যাতে عُمُوْمِ مَجَازْ-এর উপর আমাল হতে পারে وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ তবে এ উত্তর দেওয়াই অধিক সমীচীন যে, إِنَّ الْغَرَضَ مِنْ هٰذَا الْكَلَامِ هُوَ إِظْهَارُ الشُّجَاعَةِ والجلادة সেনাপতির এ ঘোষণার উদ্দেশ্য বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ করা فَإِذَا اسْتَحَقَّهُ جَمَاعَةٌ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِىِّ সুতরাং جَمِيْع শব্দের বাহ্যিক হাকীকী অর্থের বিবেচনায় যখন একদল পূর্ণ নফলটির হকদার সাব্যস্ত فَاسْتِحْقَاقُ الْوَاحِدِ لَهُ بِالطَّرِيْقِ الْأَوْلَى بِدَلَالَةِ النَّصِّ তখন دَلَالَةُ النَّصّ -এর বিবেচনায় উত্তমরূপেই একজন এর উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে لِأَنَّهُ فِيْهِ إِظْهَارُ كَمَالِ الشُّجَاعَةِ কেননা,তদ্দারা পূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ পায় وَفِىْ كَلِمَةِ كُلٍّ يَجِبُ لِكُلٍّ مِنْهُمُ النَّفَلُ আর كُلْ শব্দের মধ্যে (প্রবেশকারী) প্রত্যেকের জন্য পূর্ণ নফল সাব্যস্ত হবে يَعْنِىْ إِذَا قَالَ كُلُّ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا অর্থাৎ যদি এরূপ বলা হয় যে, যারা এ দুর্গে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তারা প্রত্যেকেই এ পরিমাণ নফলপ্রাপ্ত হবে فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا অতঃপর দশজন একই সঙ্গে প্রবেশ করল يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفَلٌ تَامٌّ এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি পূর্ণ নফল ওয়াজিব لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلٍّ لِلْإِحَاطَةِ عَلٰى سَبِيْلِ الْأَفْرَادِ কেননা, كُلْ শব্দটি পৃথকভাবে প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে فَاعْتُبِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الدَّاخِلِيْنَ সুতরাং প্রত্যেক প্রবেশকারীকে এ ক্ষেত্রে এভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে, كَانَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ যেন তার সাথে আর কেউ নেই وَهُوَ أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ إِلٰى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَدْخُلْ আর যে ব্যক্তি তার পেছনে পড়ে গেছে এবং প্রবেশ করেনি, তার তুলনায় অগ্রগামী।

সরল অনুবাদ : এটার উপর একটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, তাহলে এমতাবস্থায় তো حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ একত্রিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। তার উত্তরে বলা হবে যে, جَمِيْع শব্দটিকে হুবহু كُلْ শব্দের অর্থে إِسْتِعَارَةْ করা যায় না। কেননা তাহলে যখন তারা একই সাথে প্রবেশ করেছিল সে অবস্থায় প্রত্যেকের জন্য পূর্ণ একটি করে نَفْل সাব্যস্ত হতো; বরং প্রবেশ করার মধ্যে আগ্রগামী হওয়া এ স্থলে مَجَازْ হয়েছে। একজন হোক বা এক দল হোক। কাজেই এক দলের জন্যও এক

নফলই হবে। যদ্রূপ সর্বাগ্রে প্রবেশকারী একজনের জন্য হয়ে থাকে عُمُوْمُ مَجَازٌ-এর উপর আমল করে এরূপ করা হয়েছে। তবে এভাবে বলা উত্তম হবে যে, বীরত্ব ও সাহসিকতাকে প্রকাশ করা এ বাক্যটির উদ্দেশ্য। যখন এটার হাকীকী অর্থ প্রকাশের দিক বিবেচনায় একটি দল এটার প্রাপক হতে পারে, তখন دَلَالَةُ النَّصِّ -এর বিবেচনায় উত্তমভাবেই একজন তার উপযুক্ত হতে পারবে। কেননা এটার মধ্যে পূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ হয়ে থাকে। **আর كُلٌّ শব্দের মধ্যে প্রত্যেকের জন্যই একটি نَفْل সাব্যস্ত হবে**। অর্থাৎ যদি কেউ বলে– كُلُّ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلاً فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا (যারা দুর্গে সর্ব প্রথম প্রবেশ করবে তারা প্রত্যেকেই এ পরিমাণ নফল পাবে)। অতঃপর দশজন একই সঙ্গে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি পূর্ণ নফল ওয়াজিব হবে। কেননা كُلٌّ শব্দটি পৃথকভাবে প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই প্রত্যেক প্রবেশকারীকে এ ক্ষেত্রে এভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে, যেন তার সাথে আর কেউ নেই। আর যে ব্যক্তি তার পিছনে পড়ে গেছে এবং প্রবেশ করেনি তার তুলনায় অগ্রগামী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বান্দার বক্তব্যে دَلَالَةُ النَّصِّ হতে পারে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যখন جَمِيْع শব্দটির হাকীকী অর্থের প্রকাশ্য দিকের বিবেচনায় একটি দল نَفْل -এর মালিক হয়ে থাকে; তখন دَلَالَةُ النَّصِّ -এর বিবেচনায় উত্তমভাবেই একজন উক্ত নফলের মালিক ও অধিকারী হবে। কোনো কোনো উসূলবিদ বলেছেন, বান্দার বাক্যের মধ্যে دَلَالَتُ النَّصِّ গ্রহণযোগ্য হওয়াকে আমরা সমর্থন করি না। তবে তাদের উক্ত বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা মনিব যদি তার গোলামকে বলে لَاتُعْطِ ذَرَّةً (এক বিন্দু পরিমাণ দান করতে পারবে না)। তাহলে এক বিন্দুর বেশি পরিমাণ দান করাও নিষিদ্ধ হওয়াটা বুঝে আসা জরুরি নয়। আর এটাতো دَلَالَةُ النَّصِّ সুতরাং বান্দার বাক্যের মধ্যে دَلَالَةُ النَّصِّ হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.)-এর এক ধরনের অসতর্কতা ও তার সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবং তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রকাশ থাকে যে, ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, প্রথমত যে প্রবেশ করেছে সে তার তুলনায় প্রথম যে তার পশ্চাতে রয়েছে এবং প্রবেশ এখনো করেনি। ব্যাখ্যাকারের (র.) উক্ত বক্তব্যে অসতর্কতা রয়েছে। কেননা প্রথম প্রবেশকারীকে দ্বিতীয় প্রবেশকারীর সাথে তুলনা করা ওয়াজিব, যে প্রবেশ করেনি তার সাথে তুলনা করা যায় না। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের (র.) এরূপ বলা অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল – وَهُوَ اَىْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ الدَّاخِلِيْنَ اَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ الَّذِىْ يَقْدِرُ دُخُوْلَهُ بَعْدَ فَتْحِ الْحِصْنِ (আর সে অর্থাৎ উক্ত প্রবেশকারী দশজনের প্রত্যেকজন যে তার পিছনে রয়ে গেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুর্গ বিজিত হওয়ার পর তাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে; তার তুলনায় সে অগ্রগামী)।

وَلَوْ دَخَلَ عَشَرَةٌ فُرَادٰى كَانَ النَّفَلُ لِلْاَوَّلِ خَاصَّةً لِاَنَّهُ الْاَوَّلُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَكَلِمَةُ كُلٍّ يَحْتَمِلُ الْخُصُوْصَ وَفِيْ كَلِمَةِ مَنْ يَبْطُلُ النَّفَلُ اَيْ اِنْ قَالَ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا لَايَسْتَحِقُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ لِاَنَّ الْاَوَّلَ اِسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ دَخَلَ اَوَّلًا وَلَمْ يُوْجَدْ بَلْ يُوْجَدُ الدَّاخِلُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ وَكَلِمَةُ مَنْ لَيْسَتْ مُحْكَمَةً فِي الْعُمُوْمِ حَتّٰى تُؤَثِّرَ فِيْ تَغْيِيْرِ لَفْظِ اَوَّلًا بِخِلَافِ كَلِمَةِ كُلٍّ وَالْجَمِيْعِ فَاِنَّهُ يَتَغَيَّرُ بِهِمَا قَوْلُهُ اَوَّلًا وَلَوْ دَخَلَ عَشَرَةٌ فُرَادٰى يَسْتَحِقُّ الْاَوَّلُ النَّفَلَ خَاصَّةً دُوْنَ الْبَاقِيْنَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ دَخَلَ عَشَرَةٌ فُرَادٰى আর যদি দশজন পৃথকভাবে প্রবেশ করে كَانَ النَّفَلُ لِلْاَوَّلِ خَاصَّةً তাহলে প্রথম প্রবেশকারীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে لِاَنَّهُ الْاَوَّلُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ কেননা, সে সকল দিক বিচারেই প্রথম وَكَلِمَةُ كُلٍّ يَحْتَمِلُ الْخُصُوْصَ আর كُلّ শব্দটি خُصُوْص (নির্দিষ্টকরণ)-এর সম্ভাবনা রাখে وَفِيْ كَلِمَةِ مَنْ يَبْطُلُ النَّفَلُ আর مَنْ শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে نَفْل বাতিল হয়ে যাবে اَيْ اِنْ قَالَ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا অর্থাৎ যদি এরূপ বলে যে ব্যক্তি এ দুর্গে প্রথম প্রবেশ করবে তাকে এ পরিমাণ নফল প্রদান করা হবে فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا অতঃপর একই সাথে দশজন প্রবেশ করল لَايَسْتَحِقُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ এমতাবস্থায় তাদের কেউই نَفْل -এর উপযুক্ত হবে না لِاَنَّ الْاَوَّلَ اِسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ دَخَلَ اَوَّلًا কেননা, প্রথম শব্দটি এমন একটি একক যা অগ্রে প্রবেশ করে وَلَمْ يُوْجَدْ এরূপ কোনো একক এখানে পাওয়া যায় নি بَلْ يُوْجَدُ الدَّاخِلُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ বরং এখানে এমন কতিপয় একক পাওয়া গেছে যারা সবাই প্রথমে প্রবেশকারী وَكَلِمَةُ مِنْ لَيْسَتْ مُحْكَمَةً فِى الْعُمُوْمِ আর مَنْ শব্দটি আ'ম হওয়ার ক্ষেত্রে এতখানি সুদৃঢ় নয় যে, حَتّٰى تُؤَثِّرَ فِيْ تَغْيِيْرِ لَفْظِ اَوَّلًا তা اَوَّلًا শব্দটির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে ভূমিকা রাখতে পারত بِخِلَافِ كَلِمَةِ كُلٍّ وَالْجَمِيْعِ এটা كُلّ ও جَمِيْع শব্দদ্বয়ের বিপরীত فَاِنَّهُ يَتَغَيَّرُ بِهِمَا قَوْلُهُ اَوَّلًا কেননা, উক্ত শব্দদ্বয়ের দ্বারা اولا শব্দটি পরিবর্তন হয়ে যায় وَلَوْ دَخَلَ عَشَرَةٌ فُرَادٰى يَسْتَحِقُّ الْاَوَّلُ النَّفَلَ خَاصَّةً دُوْنَ الْبَاقِيْنَ আর দশজন পৃথকভাবে প্রবেশ করলে কেবল প্রথমজনই نَفْل লাভ করবে অন্যান্যরা পাবে না।

সরল অনুবাদ : আর যদি দশজন লোক পৃথকভাবে প্রবেশ করে, তাহলে প্রথম প্রবেশকারীর জন্য نَفْل নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কেননা সে সকল দিক বিচারেই প্রথম। আর كُلْ শব্দটি خُصُوْص -এর সম্ভাবনা রাখে। আর مَنْ শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে نَفْل বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি কোনো দলপতি এরূপ বলে যে, مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا আর তারপর দশজন লোক একসাথে প্রবেশ করে, তাহলে এমতাবস্থায় এ প্রবেশকারীর মধ্য হতে কেউই نَفْل-এর অধিকারী হবে না। কেননা প্রথম বলতে সেই অগ্রবর্তী একককেই বুঝায়, যে আগে প্রবেশ করে। এরূপ কোনো একক এখানে পাওয়া যায়নি; বরং এখানে এমন কতিপয় একক পাওয়া গেছে যারা সবাই প্রথমে প্রবেশকারী। مَنْ শব্দটি عُمُوْم -এর ব্যাপারে দৃঢ় নয়। তা হতে اَوَّلًا শব্দটির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে ভূমিকা রাখতে পারত। এটা كُلْ ও جَمِيْع শব্দদ্বয়ের বিপরীত। কেননা উক্ত শব্দদ্বয়ের দ্বারা اَوَّلًا শব্দটি পরিবর্তন হয়ে যায়। আর দশজন পৃথকভাবে প্রবেশ করলে কেবল প্রথমজনই نَفْل লাভ করবে, অন্যান্যরা পাবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمْ يُوْجَدْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, اَوَّلْ বলে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী অগ্রগামী ব্যক্তিকে। আর তা তো পাওয়া যায়নি; বরং যৌথভাবে একাধিক প্রবেশকারী পাওয়া গেছে। এটার দ্বারা এ প্রশ্নের অবসান হয়ে গেছে যে, দশজনের মধ্য হতে অনির্দিষ্টভাবে একজনের জন্য نَفْل সাব্যস্ত হওয়া জায়েজ হবে না কেন ? ঘোষণা প্রদানকারী ইমাম তো তাদের মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করতে পারে। এখানে আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, ظَرْف হওয়ার হিসেবে اَوَّلًا শব্দটি مَنْصُوْبْ হতে বাধা কোথায় ? তাহলে তো এ অর্থ হবে যে, যারা প্রথম সময় এ দুর্গে প্রবেশ করবে। আর এমতাবস্থায় দশজন একই সঙ্গে প্রবেশ করলে نَفْل বাতিল হয়ে যাবে। এটার উত্তরে বলা হয়েছে যে, اَوَّلًا-কে ظَرْف সাব্যস্ত না করে حال হিসেবে গণ্য করলে কিছুই উহ্য মানতে হয় না।

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْعَامِّ الصِّيغِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ وَضْعًا ذَكَرَ مَا يَكُونُ عُمُوْمُهُ عَارِضًا بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ فَقَالَ وَالنَّكِرَةُ فِيْ مَوْضِعِ النَّفْيِ تَعُمُّ وَ ذٰلِكَ لِأَنَّهَا فِيْ اَصْلِ وَضْعِهَا لِلْمَاهِيَةِ اَوْ لِفَرْدٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ عَلٰى اِخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ فَاِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّفْيُ تَعُمُّ اِذْ نَفْيُ الْمَاهِيَةِ اَوِ الْفَرْدِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا كَذٰلِكَ فَاِنْ تَضَمَّنَ مَعْنًى مِنَ الْاِسْتِغْرَاقِيَّةِ كَانَ نَصًّا فِيْهِ كَمَا فِيْ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَقَوْلُهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِلَّا لَكَانَ ظَاهِرًا فِيْهِ وَمُحْتَمِلًا لِلْخُصُوْصِ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى عُمُوْمِهَا الْاِجْمَاعُ وَالْاِسْتِعْمَالُ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى "اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ وَقُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى " فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ عَلٰى بَشَرٍ وَقَوْلُهُ مِنْ شَيْءٍ مُفِيْدًا لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ رَدًّا لَهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِيْجَابِ الْجُزْئِيِّ لِاَنَّ السَّلْبَ الْجُزْئِيَّ لَا يُنَاقِضُ الْاِيْجَابَ الْجُزْئِيَّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْعَامِّ الصِّيغِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ وَضْعًا অতঃপর গ্রন্থকার (র.) গঠনের হিসেবে عَامْ صِيغِيْ (শব্দগত) ও عَامْ مَعْنَوِيْ (অর্থগত) (عَامْ)-এর আলোচনা শেষ করে ذَكَرَ مَا يَكُوْنُ عُمُوْمُهُ عَارِضًا بِدَلِيْلٍ خَارِجِيٍّ এমন عَامْ-এর বর্ণনা করেছেন, যার عَامْ ও কোনো খারেজী দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالنَّكِرَةُ فِيْ مَوْضِعِ النَّفْيِ تَعُمُّ আর نَفِيْ-এর স্থলে نَكِرَةْ (অনির্দিষ্ট শব্দ) عُمُوْمْ-এর فَائِدَةْ দান করে وَذٰلِكَ لِاَنَّهَا فِيْ اَصْلِ وَضْعِهَا لِلْمَاهِيَةِ اَوْ لِفَرْدٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ عَلٰى اِخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ আর এটা এ জন্য যে, نَكِرَةْ তার মূল وَضْعِيْ (গঠন)-এর হিসেবে মতান্তরে مَاهِيَتْ (সত্তা) অথবা অনির্দিষ্ট কোনো এককের জন্য হয়ে থাকে فَاِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّفْيُ تَعُمُّ সুতরাং نَكِرَةْ-এর মধ্যে نَفِيْ প্রবিষ্ট হলে তা عُمُوْمْ-এর فَائِدَةْ দেবে اِذْ نَفْيُ الْمَاهِيَةِ اَوْ الْفَرْدِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا كَذٰلِكَ কেননা, مَاهِيَتْ অথবা অনির্দিষ্ট এককের نَفِيْ এই (عَامْ) ভাবে হয়ে থাকে فَاِنْ تَضَمَّنَ مَعْنًى مِنَ الْاِسْتِغْرَاقِيَّةِ كَانَ نَصًّا فِيْهِ অতঃপর তা যদি اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থ বিশিষ্ট مِنْ অর্থকে শামিল করে, তাহলে عُمُوْمْ-কে সাব্যস্ত করার ব্যাপারে نَصْ হবে كَمَا فِيْ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ যেমন– لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ-এর মধ্যে وَقَوْلُهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং তার উক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর মধ্যে وَاِلَّا لَكَانَ ظَاهِرًا فِيْهِ وَمُحْتَمِلًا لِلْخُصُوْصِ অন্যথায় عُمُوْمْ-এর فَائِدَةْ গিয়ে ظَاهِرْ হবে এবং خُصُوْصْ-এর সম্ভাবনা রাখবে وَالدَّلِيْلُ عَلٰى عُمُوْمِهَا الْاِجْمَاعُ وَالْاِسْتِعْمَالُ আর ইজমা ও ব্যবহার এর আ'ম হওয়ার স্বপক্ষে দলিল وَقَوْلُهُ تَعَالٰى اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ আর আল্লাহ তা'আলার বাণী সে সময়কে স্মরণ করো! যখন তারা বলল– আল্লাহ কোনো মানুষের উপর কিছুই নাজিল করেননি وَقُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى আপনি তাদেরকে বলুন, হযরত মূসা (আ.) যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তা কে নাজিল করেছিল? فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ عَلٰى بَشَرٍ وَقَوْلُهُ مِنْ شَيْءٍ مُفِيْدًا لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ যদি مِنْ شَيْءٍ ও عَلٰى بَشَرٍ-এর মধ্যে سَلْبْ كُلِّيْ (عَامْ نَفِيْ) কে সাব্যস্ত না করে لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ رَدًّا لَهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِيْجَابِ الْجُزْئِيِّ তাহলে قَوْلُهُ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ বক্তব্যটি এর খণ্ডনে ব্যবহৃত হতো না اِيْجَابْ جُزْئِيْ তথা অংশগত সাব্যস্ত করণ হিসেবে لِاَنَّ السَّلْبَ الْجُزْئِيَّ لَا يُنَاقِضُ الْاِيْجَابَ الْجُزْئِيَّ কেননা, سَلْبْ جُزْئِيْ (আংশিক প্রত্যাখ্যান) اِيْجَابْ جُزْئِيْ (আংশিক সাব্যস্তকরণ)-এর পরিপন্থি নয়।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) গঠনের হিসেবে عَامْ صِيغِيْ (শব্দগত) ও عَامْ مَعْنَوِيْ (অর্থগত) (عَامْ)-এর আলোচনা শেষ করে এমন عَامْ-এর বর্ণনা করেছেন, যার عَامْ ও কোনো খারেজী দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি বলেছেন, আর **نَفِيْ-এর স্থলে نَكِرَةْ (অনির্দিষ্ট শব্দ) عُمُوْمْ-এর فَائِدَةْ দান করে।** আর এটা এ জন্য যে, نَكِرَةْ তার মূল وَضْعْ (গঠন)-এর হিসেবে মতান্তরে مَاهِيَتْ (সত্তা) অথবা অনির্দিষ্ট কোনো এককের জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং نَكِرَةْ-এর মধ্যে نَفِيْ প্রবিষ্ট হলে তা عُمُوْمْ-এর فَائِدَةْ দেবে। কেননা مَاهِيَتْ অথবা অনির্দিষ্ট এককের نَفِيْ এই (عَامْ) ভাবে হয়ে থাকে। অতঃপর তা যদি اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থ বিশিষ্ট مِنْ অর্থকে শামিল করে তাহলে عُمُوْمْ-কে সাব্যস্ত করবার ব্যাপারে نَصْ হবে। যেমন– لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ [অর্থাৎ لَا مِنْ رَجُلٍ فِي الدَّارِ (ঘরে কোনো পুরুষই নেই) এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ [অর্থাৎ لَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই) -এর মধ্যে। অন্যথা عموم-এর فَائِدَةْ দিতে গিয়ে ظَاهِرْ হবে এবং خُصُوْصْ-এর সম্ভাবনা রাখবে। نَكِرَةْ-এর عَامْ হওয়ার দলিল হলো اِجْمَاعْ এবং اِسْتِعْمَالْ (ব্যবহার)। আর আল্লাহর বাণী– اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ عَنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى (সে সময়কে স্মরণ করো, যখন তারা বলল, আল্লাহ কোনো মানুষের উপর কিছুই নাজেল করেননি। আপনি তাদেরকে বলুন, হযরত মূসা (আ.) যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তা কে নাজেল করেছিল ?) এর মধ্যে عَلٰى بَشَرٍ ও شَيْءٍ যদি سَلْبْ كُلِّيْ (عَامْ نَفِيْ)-কে সাব্যস্ত না করে, তাহলে আল্লাহর বাণী– قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ উক্ত বক্তব্য খণ্ডনে اِيْجَابْ جُزْئِيْ (আংশিক সাব্যস্তকরণ) হিসেবে হতে পারত না। কেননা سَلْبْ جُزْئِيْ (আংশিক প্রত্যাখ্যান) اِيْجَابْ جُزْئِيْ (আংশিক সাব্যস্তকরণ)-এর পরিপন্থি নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ تَضَمَّنَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَكِرَةْ বা অনির্দিষ্ট শব্দ مِنْ اِسْتِغْرَاقِيْ-এর অর্থ বিশিষ্ট হলে তার হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, نَكِرَةْ যদি اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থ বিশিষ্ট مِنْ-এর অর্থকে শামিল করে, তাহলে عُمُوْمْ-এর فَائِدَةْ দানে তা نَصْ হবে। যথা– لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ ইত্যাদি। অর্থাৎ নেতিবাচক যবর বিশিষ্ট نَكِرَةْ যা نَفِيْ جِنْسْ-এর لَا-এর পরে হয়ে থাকে তা عُمُوْمْ-এর ফায়দা দানে نَصْ হিসেবে গণ্য। কেননা এটার মধ্যে اِسْتِغْرَاقْ-এর অর্থ বিশিষ্ট مِنْ-এর অর্থ রয়েছে। পক্ষান্তরে যে নেতিবাচক نَكِرَةْ তদ্রূপ নয় তা عُمُوْمْ-এর অর্থ জ্ঞাপনে ظَاهِرْ হিসেবে গণ্য। আর তা قَرِيْنَةْ পাওয়া গেলে خُصُوْصْ-এর সম্ভাবনা রাখবে। আর এটার উপর দলিল পেশ করতে গিয়ে আরবি ভাষাভাষীগণ বলেছেন যে, مَا رَجُلٌ اَوْ لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ بَلْ رَجُلَانِ এরূপ বলা জায়েজ হবে। অথচ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ بَلْ رَجُلَانِ এরূপ বলা সহীহ হবে না।

وَفِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ لٰكِنَّهَا مُطْلَقَةٌ اَيْ اِذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ النَّفْيِ بَلْ كَانَتْ فِي الْاِثْبَاتِ فَتَكُوْنُ خَاصَّةً لِفَرْدٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لٰكِنَّهَا مُطْلَقَةٌ بِحَسْبِ الْاَوْصَافِ كَمَا اِذَا قُلْتَ اَعْتِقْ رَقَبَةً يَدُلُّ عَلٰى عِتْقِ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ مُحْتَمِلَةٍ لِاَوْصَافٍ كَثِيْرَةٍ بِاَنْ تَكُوْنَ سَوْدَاءَ اَوْ بَيْضَاءَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ وَاِذَا قُلْتَ جَاءَنِيْ رَجُلٌ يُفْهَمُ مِنْهُ مَجِيْئُ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ مَجْهُوْلِ الْوَصْفِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ هٰهُنَا هُوَ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَةِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ وَالْكَثْرَةِ بَلْ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى الْوَحْدَةِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلٰى تَعَيُّنِ الْاَوْصَافِ وَهٰذَا هُوَ الَّذِيْ غَرَّ الشَّافِعِيَّ (رح) فِيْ ظَنِّهَا عَامَّةً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِي الْاِيْجَابِ تَخُصُّ আর اِثْبَاتٌ (ইতিবাচকের)-এর মধ্যে (نَكِرَةٌ) খাস হয় لٰكِنَّهَا مُطْلَقَةٌ কিন্তু তারপরও اَوْصَافٌ (গুণাবলি) -এর হিসেবে মুতলাক থেকে যায় اَيْ اِذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ النَّفْيِ بَلْ كَانَتْ فِي الْاِثْبَاتِ অর্থাৎ نَكِرَةٌ যদি نَفْيٌ -এর জন্য না হয়ে اِثْبَاتٌ -এর জন্য হয় فَتَكُوْنُ خَاصَّةً لِفَرْدٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ তাহলে তা একটি অনিৰ্দিষ্ট এককের জন্য খাস হবে لٰكِنَّهَا مُطْلَقَةٌ بِحَسْبِ الْاَوْصَافِ তবে اَوْصَافٌ -এর হিসেবে مُطْلَقٌ হবে كَمَا اِذَا قُلْتَ اَعْتِقْ رَقَبَةً যেমন– যখন তুমি বলবে একটি গোলাম আযাদ করে দাও يَدُلُّ عَلٰى عِتْقِ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ তাহলে তোমার এ বক্তব্যে এমন একজন গোলামকে আজাদকরণ বুঝাবে مُحْتَمِلَةٍ لِاَوْصَافٍ كَثِيْرَةٍ যার মধ্যে বহুগুণের সম্ভাবনা রয়েছে بِاَنْ تَكُوْنَ سَوْدَاءَ اَوْ بَيْضَاءَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ যেমন সে কালো, সাদা বা অন্য কোনো রং বিশিষ্ট হতে পারে وَاِذَا قُلْتَ جَاءَنِيْ رَجُلٌ আর যখন তুমি বলবে যে, আমার নিকট একজন পুরুষ আসল يُفْهَمُ مِنْهُ مَجِيْئُ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ مَجْهُوْلِ الْوَصْفِ তাহলে তা দ্বারা এমন এক ব্যক্তির আগমন বোধগম্য হয় যার পরিচয় অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ هٰهُنَا আর এ ক্ষেত্রে মুতলাক দ্বারা তা উদ্দেশ্য নয় هُوَ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَةِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ وَالْكَثْرَةِ যা এক বা একাধিককে না বুঝিয়ে মাহিয়্যত বা স্বত্ত্বাকে বুঝিয়ে থাকে بَلْ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى الْوَحْدَةِ বরং এখানে নিছক একটির প্রতি নির্দেশ করে مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلٰى تَعَيُّنِ الْاَوْصَافِ বিশেষণ নির্দিষ্ট করা ব্যতীত وَهٰذَا هُوَ الَّذِيْ غَرَّ الشَّافِعِيَّ فِيْ ظَنِّهَا عَامَّةً আর তা-ই ইমাম শাফেয়ী (র.)-কে এ ক্ষেত্রে ধোঁকায় ফেলেছে যে, তিনি ইতিবাচক نَكِرَةٌ কে عَامٌ ভাবার ব্যাপারে।

সরল অনুবাদ : আর اِثْبَاتٌ (ইতিবাচক)-এর মধ্যে (نَكِرَةٌ) خَاصٌ হয়। কিন্তু তারপরও اَوْصَافٌ (গুণাবলি)-এর হিসেবে মুতলাক থেকে যায়। অর্থাৎ نَكِرَةٌ যদি نَفْيٌ-এর জন্য না হয়ে اِثْبَاتٌ-এর জন্য হয়, তাহলে তা একটি অনির্দিষ্ট এককের জন্য خَاصٌ হবে, তবে اَوْصَافٌ-এর হিসেবে مُطْلَقٌ হবে। যেমন– যখন তুমি বলবে, اَعْتِقْ رَقَبَةً (একটি গোলাম আজাদ করে দাও।) তাহলে তোমার এ বক্তব্যে এমন এক গোলামকে আজাদকরণ বুঝাবে যার মধ্যে বহু গুণের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– সে কালো সাদা বা অন্য কোনো রং বিশিষ্ট হতে পারে। আর যখন তুমি বলবে যে, جَاءَنِيْ رَجُلٌ (আমার নিকট একজন পুরুষ আসল।) তাহলে তা দ্বারা এমন এক ব্যক্তির আগমন বোধগম্য হয় যার وَصْفٌ (পরিচয়) অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। আর এ ক্ষেত্রে مُطْلَقٌ দ্বারা তা উদ্দেশ্য নয় যা وَحْدَتٌ (এককত্ব) এবং كَثْرَتٌ (বহুত্ব) কে না বুঝিয়ে مَاهِيَتٌ (সত্তা)--কে বুঝিয়ে থাকে; বরং এটার দ্বারা সেই نَكِرَةٌ উদ্দেশ্য যা اَوْصَافٌ (গুণাবলি বা পরিচিতি)-এর নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত وَحْدَتٌ (এককত্ব)-কে বুঝিয়ে থাকে। আর এটার সেই বস্তু যা ইমাম শাফেয়ী (র.) -কে ইতিবাচক نَكِرَةٌ -কে عَامٌ ভাবার ব্যাপারে-ধোঁকায় ফেলেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هٰهُنَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَكِرَةٌ টা مُطْلَقٌ হওয়ার মর্মার্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে مُطْلَقٌ -এর দ্বারা তা উদ্দেশ্য নয় যা وَحْدَتٌ ও كَثْرَتٌ-কে না বুঝিয়ে مَاهِيَتٌ-কে বুঝিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বলার কারণ হলো مُطْلَقٌ অধিকাংশ ক্ষেত্রে اُصُوْلٌ-এর উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে, যা হাকীকত ও مَاهِيَتٌ (সত্তা)-কে বুঝিয়ে থাকে। 'কাশফ' গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, مَاهِيَتٌ তার সত্তার হিসেবে এক বা বহু হয় না। সুতরাং কোনোরূপ قَيْدٌ ব্যতীত যে শব্দটি জাতিকে বুঝাবে, তাকে مُطْلَقٌ বলে। আর যদি এটার দ্বারা অনির্দিষ্টভাবে একাধিক বুঝায়, তাহলে তাকে عَامٌ বলবে। আর যদি শব্দ নির্দিষ্টভাবে একজনকে বুঝায়, তাকে مَعْرِفَةٌ বলবে। আর যদি শব্দ অনির্দিষ্টভাবে একজনকে বুঝায়, তবে তাকে نَكِرَةٌ বলবে। আর যদি নির্দিষ্টভাবে অনেককে বুঝায়, তাহলে عَدَدٌ (সংখ্যা) হবে।

وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) تَعُمُّ حَتّٰى قَالَ بِعُمُوْمِ الرَّقَبَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِى الظِّهَارِ فَإِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّ لَفْظَ رَقَبَةٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لِلْمُؤْمِنَةِ وَالْكَافِرَةِ وَالسَّوْدَاءِ وَالْبَيْضَاءِ وَالزَّمِنَةِ وَالْمَجْنُوْنَةِ وَالْعَمْيَاءِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ خُصَّتْ مِنْهَا الزَّمِنَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَنَحْوُهَا بِالْاِجْمَاعِ فَاَخُصُّ اَنَا مِنْهَا الْكَافِرَةَ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ تَخْصِيْصَ الزَّمِنَةِ لَيْسَ بِتَخْصِيْصٍ بَلْ هُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ اِذْ هُوَ فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ مَاتَكُوْنُ سَلِيْمَةً عَنِ الْعَيْبِ وَالْمُدَبَّرَةُ غَيْرُ مَمْلُوْكَةٍ مِنْ وَجْهٍ فَلَايَتَنَاوَلُهَا اِسْمُ الرَّقَبَةِ وَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا الْكَافِرَةُ فِى التَّخْصِيْصِ وَلَنَا فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ ضَابِطَتَانِ اَحَدُهُمَا اَنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِيْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ وَالثَّانِيَةُ اَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ اِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ فَالْاَوَّلُ فِيْ حَقِّ الْاَوْصَافِ كَالْاِيْمَانِ وَالْكُفْرِ وَالثَّانِيْ فِيْ حَقِّ الذَّاتِ كَالزَّمَانَةِ وَالْعَمٰى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُوَ مَعْنٰى قَوْلِهٖ আর গ্রন্থকার (র.) নিম্নোক্ত বক্তব্যের অর্থ এটাই وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَعُمُّ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইতিবাচক نَكِرَةٌ ও عُمُوْم -এর فَائِدَةٌ দান করে حَتّٰى قَامَ بِعُمُوْمِ الرَّقَبَةِ لِلْمَذْكُوْرَةِ فِى الظِّهَارِ এমনকি তিনি জেহারের কাফফারায় উল্লেখিত ক্রীতদাসকে عَامٌ বলে অভিমত পোষণ করেছেন– فَاِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّ لَفْظَ رَقَبَةٍ কেননা, তার মতে رَقَبَةٌ (গোলাম) শব্দটি فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ عَامَّةٍ আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ -এর মধ্যে 'আম شَامِلَةٌ لِلْمُؤْمِنَةِ وَالْكَافِرَةِ وَالسَّوْدَاءِ তা শামিল করে ঈমানদার, কাফির, কৃষ্ণকায় وَالْبَيْضَاءِ শ্বেতাঙ্গকে وَالزَّمِنَةِ পঙ্গু اَلْمَجْنُوْنَةُ পাগল اَلْعَمْيَاءُ অন্ধ وَالْمُدَبَّرَةُ মুদাব্বার وَغَيْرِهِمَا ইত্যাদি সকলকেই وَقَدْ خُصَّتْ مِنْهَا الزَّمِنَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَنَحْوُهَا অবশ্য পঙ্গু ও মুদাব্বরকে তা হতে খাস করা হয়েছে بِالْاِجْمَاعِ ইজমা দ্বারা فَاَخُصُّ اَنَا সুতরাং আমি (শাফেয়ী) সেই مَخْصُوْص গুলোর উপর কিয়াস করে عَامٌ হতে কাফিরকেও خَاصّ مِنْهَا الْكَافِرَةَ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا করি اَنَّ تَخْصِيْصَ الزَّمِنَةِ لَيْسَ بِتَخْصِيْصٍ বা পঙ্গুর تَخْصِيْص প্রকৃতপক্ষে تَخْصِيْص -ই নয় بَلْ هُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الرَّقَبَةِ বরং মূলত সে مُطْلَق গোলামের আওতাধীন নয় اِذْهُوَ فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ কারণ, তা কোনো উপকারে আসে না وَالرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ আর مُطْلَق গোলাম বললে দোষ-ত্রুটিহীন গোলামকেই বুঝায় مَاتَكُوْنُ سَلِيْمَةً عَنِ الْعَيْبِ وَالْمُدَبَّرَةُ غَيْرُ مَمْلُوْكَةٍ مِنْ وَجْهٍ আর মুদাব্বার তো মালিকানাধীনই নয় فَلَا يَتَنَاوَلُهَا اِسْمُ الرَّقَبَةِ সুতরাং مُطْلَق গোলাম বললে তাকেও শামিল করবে না وَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا الْكَافِرَةُ فِى التَّخْصِيْصِ আর এটার উপর কিয়াস করে কাফিরকে خَاص করাও উচিত হবে না وَلَنَا فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ ضَابِطَتَانِ এ আমাদের (হানাফীদের) দু'টি নীতি আছে اَحَدُهُمَا একটি হলো اِنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِيْ عَلٰى اِطْلَاقِهٖ মুতলাক তার اِطْلَاق -এর উপর জারি হয়ে থাকে وَالثَّانِيَةُ اَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ اِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ দ্বিতীয়টি হলো পূর্ণ মতলকটা পূর্ণ একক এর প্রতি ধাবিত হয় فَالْاَوَّلُ فِيْ حَقِّ الْاَوْصَافِ প্রথমটি اَوْصَاف (গুণাবলি)-এর ক্ষেত্রে জারি হয়ে থাকে كَالْاِيْمَانِ وَالْكُفْرِ যথা ঈমান ও কুফর وَالثَّانِيْ فِيْ حَقِّ الذَّاتِ আর দ্বিতীয়টি দেহের স্বত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথা বিকলাঙ্গ ও অন্ধ হওয়া।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.)-এর এ নিম্নোক্ত বক্তব্যের অর্থ এটাই। **আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ইতিবাচক نَكِرَةٌ ও عُمُوْم-এর فَائِدَةٌ দান করে। এমনকি জেহারের কাফফারায় যে গোলামের উল্লেখ রয়েছে, তিনি তা عَامٌ হওয়ার অভিমত পোষণ করেন।** কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে আল্লাহর বাণী– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ-এর মধ্যে رَقَبَةٌ (গোলাম) শব্দটি عَامٌ। ঈমানদার, কাফির, কৃষ্ণকায়, শ্বেতাঙ্গ, পঙ্গু, পাগল, অন্ধ এবং مُدَبَّرٌ ইত্যাদি সকলকেই শামিল করে। অবশ্য এটার মধ্যে হতে পঙ্গু مُدَبَّرٌ ইত্যাদিকে اِجْمَاعٌ-এর দ্বারা خَاص করে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি (শাফেয়ী) সেই مَخْصُوْص গুলোর উপর কিয়াস করে عَامٌ হতে কাফিরকেও خَاصّ করি। আর আমাদের (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো পঙ্গুর تَخْصِيْص প্রকৃতপক্ষে تَخْصِيْص -ই নয়; বরং মূলত (প্রথম হতেই) সে مُطْلَق গোলামের আওয়াতাধীনই নয়। কারণ তা কোনো উপকারে আসে না। আর مُطْلَق গোলাম বললে দোষ-ত্রুটিহীন গোলামকেই বুঝায়। আর مُدَبَّرٌ একদিকের বিবেচনায় তো মালিকানাধীনই নয়। কাজেই مُطْلَق গোলাম বললে তাকেও শামিল করবে না। আর এটার উপর قِيَاس করে কাফিরকে خَاص করাও উচিত হবে না। এ স্থলে আমাদের দু'টি নীতি আছে। একটি হলো, মুতলাক তার (اِطْلَاق)-এর উপর জারি হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়টি হলো, مُطْلَق পূর্ণ فَرْد كَامِل (পূর্ণ একক)-এর প্রতি ধাবিত হয়। প্রথমটি اَوْصَاف (গুণাবলি)-এর ব্যাপারে প্রযোজ্য। যথা– ঈমান ও কুফর। আর দ্বিতীয়টি দেহের (সত্তার) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যথা–বিকলাঙ্গ ও অন্ধ হওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فِي الظِّهَارِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ظِهَارٌ-এর কাফফারায় প্রদত্ত গোলাম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ظِهَارٌ-এর ব্যাপারে উল্লিখিত গোলাম عَامٌ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ ظِهَارٌ-এর কাফফারার ব্যাপারে আয়াতে কারীমাতে تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ-এর যে, উল্লেখ রয়েছে উক্ত رَقَبَةٌ (গোলাম)-কে ইমাম শাফেয়ী (র.) عَامٌ সাব্যস্ত করেছেন। ইসলামের পরিভাষায় ظِهَارٌ বলে, স্বামী তার স্ত্রীর সত্তা অথবা এমন অঙ্গ যাকে সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন– মাথা, ঘাড়, অর্ধেক ইত্যাদিকে مُحَرَّمٌ (মা-বোন ইত্যাদির) এমন কোনো অঙ্গের সাথে যার দিকে দৃষ্টি প্রদান হারাম। যেমন–উরু, যৌনাঙ্গ ইত্যাদির সাথে তুলনা করা।

قَوْلُهٗ اِذْهُوَ فَائِتُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিকালাঙ্গ গোলাম مُطْلَق গোলামের অন্তর্ভুক্ত কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমাদের (হানাফীগণের) মতে বিকলাঙ্গের تَخْصِيْص (নির্দিষ্টকরণ) মূলত تَخْصِيْص নয়; বরং সে مُطْلَق গোলামের অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা সে কোনো কাজে আসে না। আর مُطْلَق গোলাম তো হলো ত্রুটিমুক্ত। এটার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যার মধ্যে এমন ত্রুটি রয়েছে যাতে جِنْس مَنْفَعَت (উপকার জাতীয় সমস্ত গুণাবলি) তিরোহিত হয়ে গেছে, তা مُطْلَق গোলামের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাকে ظِهَارٌ-এর কাফফারায় আজাদ করাও জায়েজ হবে। সুতরাং কানা গোলামকে আজাদ করা জায়েজ হবে। –তানবীরুল আবসার

وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيْحِ اِنَّ هٰذَا النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ اِذْ لَا يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ (رحـ) بِتَحْرِيْرِ رَقَبَاتٍ فِى الظِّهَارِ وَاِنَّمَا يَقُوْلُ بِتَحْرِيْرِ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَنَحْنُ مَا قُلْنَا اِلَّا بِعُمُوْمِ الْاَوْصَافِ فَسَوَاءٌ اِنْ سُمِّىَ هٰذَا اِطْلَاقًا اَوْ عُمُوْمًا وَاِنْ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ تَعُمُّ هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْاِسْتِثْنَاءِ مِمَّا سَبَقَ كَاَنَّهُ قَالَ وَفِى الْاِثْبَاتِ تَخُصُّ اِلَّا اِذَا كَانَتْ مَوْصُوْفَةً بِصِفَةٍ عَامَّةٍ فَاِنَّهَا تَعُمُّ مَا وُجِدَتْ فِيْهِ هٰذِهِ الصِّفَةُ وَاِنْ كَانَتْ خَاصَّةً فِىْ اِخْرَاجِ مَاعَدَاهَا وَهٰذَا بِحَسْبِ الْعُرْفِ وَالْاِسْتِعْمَالِ وَاِلَّا فَمَفْهُوْمُ الصِّفَةِ هُوَ الْخُصُوْصُ وَالتَّقْيِيْدُ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيْحِ আর 'তালবীহ' গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, اِنَّ هٰذَا النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ এটা মৌখিক বিতর্ক মাত্র اِذْ لَا يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ بِتَحْرِيْرِ رَقَبَاتٍ فِى الظِّهَارِ কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) ظِهَارْ -এর কাফফারায় একাধিক গোলাম আজাদ করার কথা বলেন না وَاِنَّمَا يَقُوْلُ بِتَحْرِيْرِ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ বরং তিনিও একটি গোলামই আজাদ করার জন্য বলেন— وَنَحْنُ مَا قُلْنَا اِلَّا بِعُمُوْمِ الْاَوْصَافِ আর আমরা কেবল وَصْف টা عَامْ হওয়ার কথা বলে থাকি فَسَوَاءٌ اِنْ سُمِّىَ هٰذَا اِطْلَاقًا اَوْ عُمُوْمًا একই কথা, চাই তাকে اِطْلَاقْ বলা হোক অথবা عُمُوْمْ বলা হোক وَاِنْ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ تَعُمُّ আর যদি نَكِرَةْ - عَامْ সিফাতের দ্বারা مَوْصُوْفْ হয়, তাহলে এটা عَامْ হবে هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْاِسْتِثْنَاءِ مِمَّا سَبَقَ এটা পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে اِسْتِثْنَاءْ -এর পর্যায়ে রয়েছে كَاَنَّهُ قَالَ যেন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, وَفِى الْاِثْبَاتِ تَخُصُّ اِثْبَاتْ - এর মধ্যে نَكِرَةْ টা خَاصْ হয়ে থাকে اِلَّا اِذَا كَانَتْ مَوْصُوْفَةً بِصِفَةٍ عَامَّةٍ কিন্তু যদি এটা কোনো عَامْ সিফাতের দ্বারা مَوْصُوْفْ হয় فَاِنَّهَا تَعُمُّ তাহলে সেগুলোকে শামিল করবে لِكُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيْهِ هٰذِهِ الصِّفَةُ যে গুলোতে উক্ত সিফাত পাওয়া যাবে وَاِنْ كَانَتْ خَاصَّةً যদিও তা خَاصْ হয় فِىْ اِخْرَاجِ مَاعَدَاهَا -এর বিপরীতকে বহিষ্কার করার দিক বিচারে وَهٰذَا بِحَسْبِ الْعُرْفِ وَالْاِسْتِعْمَالِ আর তা পরিভাষা ও ব্যবহার অনুসারে وَاِلَّا فَمَفْهُوْمُ الصِّفَةِ অন্যথায় বিশেষণের অর্থ وَهُوَ الْخُصُوْصُ وَالتَّقْيِيْدُ আর তা হলো— خُصُوْص নির্দিষ্টকরণ ও تَقْيِيْد (শর্তারোপকরণ) بِحَسْبِ الظَّاهِرِ বাহ্যিক বিবেচনায়।

সরল অনুবাদ : তালবীহ গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এটা মৌখিক বিতর্ক মাত্র। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) ظِهَارْ-এর কাফফারায় একাধিক গোলাম আজাদ করার কথা বলেন না; বরং তিনিও একটি গোলামই আজাদ করার জন্য বলেন। আর আমরা কেবল وَصْف টা عَامْ হওয়ার কথা বলে থাকি। সুতরাং চাই তাকে اِطْلَاقْ বলা হোক অথবা عُمُوْمْ বলা হোক একই কথা। **আর ইতিবাচক نَكِرَةْ যদি কোনো عَامْ সিফাতের দ্বারা مَوْصُوْفْ হয়, তাহলে এটা عَامْ হবে।** এটা পূর্বের বক্তব্য হতে اِسْتِثْنَاءْ-এর পর্যায়ে রয়েছে। যেন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, اِثْبَاتْ-এর মধ্যে نَكِرَةْ টা خَاصْ হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এটা কোনো عَامْ সিফাতের দ্বারা مَوْصُوْفْ হয়, তাহলে যেগুলোতে উক্ত সিফাত পাওয়া যাবে সে সবগুলোকে শামিল করবে। যদিও তা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়কে বের করার ব্যাপারে خَاصْ আর এটা পরিভাষা ও ব্যবহার অনুসারে হয়েছে। অন্যথা বাহ্যিক বিবেচনায় সিফাতের অর্থ হবে خُصُوْص (নির্দিষ্টকরণ) ও تَقْيِيْد (শর্তারোপকরণ)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ هٰذَا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اِثْبَاتْ-এর মধ্যে اَوْصَافْ হিসেবে نَكِرَةْ مُطْلَقْ টা عَامْ হবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এ ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামদের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। আর এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ দু'টি মত পাওয়া যায়, তা হলো এই—

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইতিবাচক نَكِرَةْ টা عَامْ নয়।

২.ওলামায়ে আহনাফ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইতিবাচক نَكِرَةْ টা হলো عَامْ।

বিঃ দ্রঃ তালবীহ গ্রন্থকারের (র.) উক্ত মতবিরোধটা হাকীকী কোনো মতবিরোধ নয়; বরং শাব্দিক মতবিরোধ। অর্থাৎ উক্ত اِطْلَاقْ-কে প্রত্যেকেই নিজস্ব উপলব্ধি অনুযায়ী নাম নির্ণয় করলেও তার مَرْجِعْ ও প্রত্যাবর্তন স্থল এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ মূলত বস্তু একই। সুতরাং এটা শাব্দিক বিতর্ক মাত্র।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইতিবাচক نَكِرَةْ কোনো صِفَاتْ-এর সাথে مَوْصُوْفْ হয়ে থাকে, তা ঐ সব একককে শামিল করে যার মধ্যে উক্ত صِفَاتْ পাওয়া যায়। তবে এটা ব্যতীত অন্যান্যদেরকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে তা خَاصْ আর এ স্থলে اِنْ শব্দটি وَصْلِيَّةْ এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন হতে পারে বিধায় প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : উক্ত عَامْ সিফাত বিশিষ্ট نَكِرَةْ ও عَامْ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে خَاصْ হতে পারে ? কেননা এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, একই শব্দ একই সাথে عَامْ ও خَاصْ উভয়টি হতে পারে না ?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত স্বতঃসিদ্ধ কথাটি হাকীকী عَامْ ও خَاصْ সম্পর্কে প্রযোজ্য। আর এখানে اِضَافِىْ হিসেবে عَامْ ও خَاصْ হয়েছে, হাকীকী হিসেবে নয়।

قَوْلُهُ هٰذَا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَامْ সিফাত বিশিষ্ট نَكِرَةْ টা عَامْ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, عَامْ সিফাত বিশিষ্ট نَكِرَةْ টা عَامْ হওয়া এটা পরিভাষা ও গণনা প্রথা দ্বারা সাব্যস্ত ও স্বীকৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ (একজন ঈমানদার বান্দা মুশরিক হতে উত্তম)। আল্লাহর অপর বাণী— قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًى (একটি ভালো কথা ঐ সদকা হতে অধিকতর শ্রেয়, যার পিছনে তাকলীফ রয়েছে)। অর্থাৎ যে সদকার পিছনে খোঁটা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন রয়েছে। সুতরাং উক্ত হুকুম প্রতিটি ঈমানদার বান্দা এবং প্রতিটি উত্তম কথার জন্য عَامْ হবে। এগুলোর উপর অন্যদের قِيَاسْ করে নেবে। এগুলোর কারণ হলো যদি হুকুমকে وَصْف مُشْتَرِكْ-এর সাথে যুক্ত করা হয় যার مَوْصُوْفْ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে উক্ত وَصْفْ-এর নির্গমনস্থল সে হুকুমের عِلَّتْ হবে, আর তখন উক্ত عِلَّتْ টা عَامْ হওয়ার কারণে হুকুমও عَامْ হবে।

وَلِهٰذَا لَمْ تَكُنْ عَامَّةً اِذَا كَانَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِىْ نَفْسِهَا خَاصَّةً كَقَوْلِكَ وَاللّٰهِ لَا اَضْرِبُ اِلَّا رَجُلًا وَلَدَنِىْ فَاِنَّ الْوَالِدَ لَايَكُوْنُ اِلَّا وَاحِدًا وَلٰكِنْ هٰذَا الْاَصْلُ اَكْثَرِىٌّ لَا كُلِّىٌّ وَاِلَّا فَقَدْ تَعُمُّ بِدُوْنِ الصِّفَةِ كَمَا فِىْ قَوْلِهِ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَقَوْلَهُ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَقَدْ تَخُصُّ بِالصِّفَةِ كَمَا اِذَا قَالَ وَاللّٰهِ لَاتَزَوَّجَنَّ اِمْرَاَةً كُوْفِيَّةً بِتَزَوُّجِ اِمْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِثْلُ قَوْلِكَ لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا كَقَوْلِهِ وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُ اَحَدًا اِلَّا رَجُلًا كُوْفِيًّا مِثَالٌ لِعُمُوْمِ النَّكِرَةِ الْمَوْصُوْفَةِ فَاِنَّ رَجُلًا كَانَ نَكِرَةً فِى الْاِثْبَاتِ خَاصَّةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ لَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ كُوْفِيًّا فَيَحْنَثُ اِنْ تَكَلَّمَ رَجُلَيْنِ وَلَمَّا قَالَ كُوْفِيًّا عَمَّ جَمِيْعَ رِجَالِ الْكُوْفَةِ فَلَا يَحْنِثُ بِتَكَلُّمِ كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ الْكُوْفَةِ وَقَوْلَهُ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكُمَا اِلَّا يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ مِثَالٌ ثَانٍ لِعُمُوْمِ النَّكِرَةِ الْمَوْصُوْفَةِ وَهُوَ خِطَابٌ لِاِمْرَاَتَيْهِ فَاِنَّ قَوْلَهُ يَوْمًا نَكِرَةٌ مَوْضُوْعَةٌ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا لَمْ تَكُنْ خَاصَّةً اِذَا كَانَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِىْ نَفْسِهَا خَاصَّةً এ কারণে স্বয়ং ঐ সিফাত যখন خَاصّ হয় তখন এটা عَامّ (نَكِرَة) হয় না كَقَوْلِكَ وَاللّٰهِ لَا اَضْرِبُ اِلَّا رَجُلًا وَلَدَنِىْ যেমন তোমার উক্তি "আল্লাহর শপথ আমি কোনো ব্যক্তিকে প্রহার করব না, তবে ঐ ব্যক্তিকে যে আমাকে জন্মদান করেছে" فَاِنَّ الْوَالِدَ لَايَكُوْنُ اِلَّا وَاحِدًا কেননা,পিতা মাত্র একজনই হয়ে থাকে وَلٰكِنَّ هٰذَا الْاَصْلَ اَكْثَرِىٌّ لَا كُلِّىٌّ তবে এ নিয়মটি قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ নয়, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য وَاِلَّا فَقَدْ تَعُمُّ بِدُوْنِ الصِّفَةِ অন্যথা কোনো কোনো সময় সিফাত ছাড়াও তা عَامّ হয়ে থাকে كَمَا فِىْ قَوْلِهِ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ যেমন– কারো বক্তব্য "খেজুর গাছ-পালা হতে উত্তম وَقَوْلَهُ আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ বিচার দিবসে প্রত্যেক মানুষ জানবে যা সে ভাল-মন্দ উপস্থিত করেছে وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ এবং বিচার দিবসে মানুষ জানবে যা সে (ভাল-মন্দ) পেশ করেছে وَقَدْ تَخُصُّ بِالصِّفَةِ আর কোনো কোনো সময় صِفَتْ-এর সাথে خَاصّ হয় كَمَا اِذَا قَالَ وَاللّٰهِ لَاتَزَوَّجَنَّ اِمْرَاَةً كُوْفِيَّةً যেমন যদি কেউ বলে এর "আল্লাহর কসম! আমি একজন কুফাবাসী মহিলাকে বিবাহ করব" بِتَزَوُّجِ اِمْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ তাহলে সে একটি মাত্র কুফাবাসী মহিলাকে বিবাহ করলেই শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে وَمِثْلُ قَوْلِكَ لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا আর যেমন তোমার এ কথা আমি একজন বিদ্বান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছি। كَقَوْلِهِ وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُ اَحَدًا اِلَّا رَجُلًا كُوْفِيًّا যেমন কারো উক্তি আল্লাহর শপথ! আমি ক'জন কুফী লোক ছাড়া অন্য কারো সাথে কথা বলব না مِثَالٌ لِعُمُوْمِ النَّكِرَةِ الْمَوْصُوْفَةِ এটা نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ (গুণ বিশিষ্ট نكره) عَامّ হওয়ার উদাহরণ فَاِنَّ رَجُلًا كَانَ نَكِرَةً فِى الْاِثْبَاتِ خَاصَّةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ কেননা, رَجُلًا শব্দটি ইতিবাচক نَكِرَةٌ-এর মধ্যে একটি মাত্র ব্যক্তির সাথে خَاصّ ছিল لَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ كُوْفِيًّا যদি শপথকারী তৎসঙ্গে كُوْفِيًّا শব্দটি যোগ না করত فَيَحْنَثُ اِنْ تَكَلَّمَ رَجُلَيْنِ তাহলে দু'ব্যক্তির সাথে কথা বলার দ্বারা সে শপথ ভঙ্গকারী হতো وَلَمَّا قَالَ كُوْفِيًّا আর যখন সে শব্দটি যোগ করেছে عَمَّ جَمِيْعَ رِجَالِ الْكُوْفَةِ তখন তা কুফার সমস্ত লোককে শামিল করেছে فَلَا يَحْنَثُ بِتَكَلُّمِ كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ الْكُوْفَةِ সে কুফার প্রতিটি লোকের সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে না وَقَوْلَهُ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكُمَا এবং কারো উক্তি আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের কাছে যাব না اِلَّا يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ তবে সে দিন যেদিন আমি তোমাদের নিকট যাব مِثَالٌ ثَانٍ لِعُمُوْمِ النَّكِرَةِ الْمَوْصُوْفَةِ এটা وَصْف বিশিষ্ট نَكِرَة টা عَامّ হওয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ وَهُوَ خِطَابٌ لِاِمْرَاَتَيْهِ আর এটা তার দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে فَاِنَّ قَوْلَهُ يَوْمًا نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ কেননা, তার উক্তি يَوْمًا অনির্দিষ্ট শব্দ আর এটা একদিনের জন্য প্রণীত হয়েছে।

সরল অনুবাদ : এ কারণে স্বয়ং ঐ সিফাত যখন خَاصّ হয় তখন এটা عَامّ (نَكِرَة) হয় না। যথা, তোমার উক্তি– وَاللّٰهِ لَا اَضْرِبُ اِلَّا رَجُلًا وَلَدَنِىْ (আল্লাহর শপথ আমি কোনো ব্যক্তিকে প্রহার করব না, তবে ঐ ব্যক্তিকে যে আমাকে জন্মদান করেছে)। কেননা পিতা মাত্র একজনই হয়ে থাকে। তবে এ নিয়মটি قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ নয়। এটা قَاعِدَةٌ اَكْثَرِيَّةٌ অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যথা কোনো কোনো সময় সিফাত ছাড়াও তা عَامّ হয়ে থাকে। যেমন– কারো উক্তি, تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ অর্থাৎ খেজুর গাছ-পালা হতে উত্তম। আর আল্লাহর বাণী– عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ (প্রত্যেক ব্যক্তি যা উপস্থিত করেছে তা জানবে) এবং عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ (প্রত্যেক ব্যক্তি যা পেশ করেছে তা জানবে) আবার কোনো সময় صِفَةٌ-এর সাথে خَاصّ হয়। যেমন– কেউ বলে " আল্লাহর কসম! আমি একজন কূফী মহিলাকে বিবাহ করব।" তাহলে একটি মহিলাকে বিবাহ করলেই শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যেমন তোমার এ কথা– لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا অর্থাৎ আমি একজন বিদ্বান ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম। **যেমন– কারো উক্তি "আল্লাহর শপথ! আমি ক'জন কূফী লোক ছাড়া অন্য কারো সাথে কথা বলব না।"** এটা نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ (গুণ বিশিষ্ট نَكِرَةٌ) عَامّ হওয়ার উদাহরণ। কেননা رَجُلًا শব্দটি ইতিবাচক نَكِرَةٌ-এর মধ্যে কোনো এক ব্যক্তির সাথে খাস ছিল যদি কূফী শব্দটি না বলত। আর এ জন্য দু' ব্যক্তির সাথে কথা বললে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যখন কূফী বলল তখন কূফার সমস্ত লোককে শামিল করেছে। কাজেই কূফার প্রতিটি লোকের সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে না। এবং কারো উক্তি **"আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের কাছে যাব না, তবে সে দিন যে দিন তোমাদের নিকট যাব।"** এটা وَصْف বিশিষ্ট نَكِرَةٌ টা عَامّ হওয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ। আর এটা তার দুই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা তার উক্তি يَوْمًا অনির্দিষ্ট শব্দ আর এটা একদিনের জন্য প্রণীত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلَهُ مِثْلُ قَوْلِكَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কোনো কোনো সময় صِفَاتُ عَامّ-এর থাকা সত্ত্বেও نَكِرَةٌ টা خَاصّ হয় না। সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইতিবাচক نَكِرَةٌ কোনো কোনো সময় عَامّ সিফাত বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও خَاصّ হয়ে থাকে। যেমন, তোমার উক্তি– لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا আর তদ্রূপ যদি কেউ বলে– وَاللّٰهِ مَاكَلَّمْتُ اَحَدًا اِلَّا رَجُلًا كُوْفِيًّا এ স্থলে نَكِرَةٌ যদিও صِفَاتُ عَامّ (عَامّ সিফাতের দ্বারা) مَوْصُوْف হয়েছে তথাপি কূফার যে কোনো এক ব্যক্তির সাথে কথা বললে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা খারেজী কোনো অর্থের দিকে বিবেচনা করে এ ক্ষেত্রে عُمُوْم -এর উপর আমল করা অসম্ভব।

فَلَوْلَمْ يَصِفْهُ بِقَوْلِهِ اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ لَكَانَ مُوْلِيًا بَعْدَ قُرْبَانِ يَوْمٍ وَاحِدٍ لِاَنَّ هٰذَا اِيْلَاءٌ مُؤَبَّدٌ وَلَيْسَ مُؤَقَّتًا بِاَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ حَتّٰى تَنْتَقِصَ الْاَشْهُرُ الْاَرْبَعَةُ بِيَوْمٍ وَلَمَّا وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا اَبَدًا لِاَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَقْرَبُهُمَا فِيْهِ يَكُوْنُ مُسْتَثْنٰى مِنَ الْيَمِيْنِ لِهٰذِهِ الصِّفَةِ الْعَامَّةِ فَلَايَحْنَثُ بِهٖ وَكَذَا اِذَا قَالَ اَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوْهُ اَنَّهُمْ يُعْتَقُوْنَ مِثَالٌ ثَالِثٌ لِكَوْنِ لكون النَّكِرَةِ عَامَّةً بِعُمُوْمِ الْوَصْفِ عَلٰى سَبِيْلِ التَّشْبِيْهِ لِلْقَاعِدَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَوْ لَمْ يَصِفْهُ بِقَوْلِهِ اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ সুতরাং যদি সম্বোধনকারী এ نَكِرَةٌ কে اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ-এর দ্বারা বিশেষিত না করতেন لَكَانَ مُوْلِيًا بَعْدَ قُرْبَانِ يَوْمٍ وَاحِدٍ তাহলে সে একদিন সহবাস করার পর اِيْلَاءٌ কারী সাব্যস্ত হতো لِاَنَّ هٰذَا اِيْلَاءٌ مُؤَبَّدٌ কেননা, এটা চিরস্থায়ী ঈ'লা وَلَيْسَ مُؤَقَّتًا بِاَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ চার মাসের সাথে এটা নির্দিষ্ট (সীমাবদ্ধ) নয় حَتّٰى تَنْتَقِصَ الْاَشْهُرُ الْاَرْبَعَةُ بِيَوْمٍ তাহলে চার মাস হতে একদিন হ্রাস পাবে وَلَمَّا وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ আর যখন সে শব্দকে اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ দ্বারা বিশেষিত করেছে لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا اَبَدًا তখন সে ইলাকারী হয়নি لِاَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَقْرَبُهُمَا فِيْهِ কেননা, প্রত্যেক ঐদিন যেদিন সে তার স্ত্রীদ্বয়ের নিকটবর্তী হয় (সহবাস করে) يَكُوْنُ مُسْتَثْنٰى مِنَ الْيَمِيْنِ لِهٰذِهِ الصِّفَةُ الْعَامَّةُ তা ঐ আ'ম সিফাতের কারণে শপথ হতে مُسْتَثْنٰى (বহির্ভূত) হয়ে যাবে فَلَا يَحْنَثُ بِهٖ সুতরাং এটার দ্বারা তার শপথ ভঙ্গ হবে না وَكَذَا اِذَا قَالَ اَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ আর তদ্রূপ যখন কেউ বলবে যে, আমার যে গোলাম তোমাকে প্রহার করবে সে আজাদ فَضَرَبُوْهُ অতঃপর সকল গোলামই তাকে মারে بِاَنَّهُمْ يُعْتَقُوْنَ এমতাবস্থায় সকল গোলাম আজাদ হয়ে যাবে مِثَالٌ ثَالِثٌ لِكَوْنِ النَّكِرَةِ عَامَّةً بِعُمُوْمِ الْوَصْفِ তা- وَصْف বিশিষ্ট نَكِرَةٌ টা عَامٌ হওয়ার তৃতীয় উদাহরণ عَلٰى سَبِيْلِ التَّشْبِيْهِ لِلْقَاعِدَةِ এটাকে একটি কায়েদার সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং যদি সম্বোধনকারী এ نَكِرَةٌ-কে "اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ"-এর দ্বারা বিশেষিত না করতেন তাহলে সে একদিন সহবাস করার পর اِيْلَاءٌ কারী সাব্যস্ত হতো। কেননা এটা اِيْلَاءٌ مُؤَبَّدٌ (চিরস্থায়ী ঈলা), চার মাসের সাথে এটা নির্দিষ্ট (সীমাবদ্ধ) নয়, তাহলে চার মাসের মধ্যে একদিন হ্রাস পাবে। আর যখন বক্তা اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ-এর দ্বারা مَوْصُوْف করেছে, তখন স্থায়ীভাবে ঈলাকারী হয়নি। প্রত্যেক সেই দিন যে দিনগুলোতে সে তার উভয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তা ঐ عَامٌ সিফাতের কারণে শপথ হতে مُسْتَثْنٰى (বহির্ভূত) হয়ে যাবে। সুতরাং এটার দ্বারা তার শপথ ভঙ্গ হবে না। **আর তদ্রূপ যখন কেউ বলবে "আমার যে গোলাম তোমাকে প্রহার করবে সে আজাদ হয়ে যাবে।" অতঃপর সকল গোলামই তাকে মারে, সুতরাং এমতাবস্থায় সমস্ত গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।** এটা وَصْف বিশিষ্ট نَكِرَةٌ টা عَامٌ হওয়ার তৃতীয় উদাহরণ। এটাকে একটি কায়েদার সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَكَانَ مُوْلِيًا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, বক্তা যদি اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ না বলত, তাহলে যে কোনো এক দিনের সহবাসের দ্বারাই اِيْلَاءٌ কারী হয়ে যেত। اِيْلَاءٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো- শপথ। আর শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর নামে শপথ করে স্ত্রীর সাথে সহবাস বর্জন করা। চাই مُطْلَقٌ হোক অথবা ওয়াক্তের সাথে নির্দিষ্ট হওয়া। এটার নিম্নতম সময় হলো স্বাধীন স্ত্রীর জন্য চারমাস, আর দাসীর জন্য দু'মাস। আর এটার কোনো (নির্ধারিত) শেষসীমা নেই। এটা হতে কম সময়ের জন্য স্ত্রীসহবাস বর্জন করার শপথ করলে তা اِيْلَاءٌ হিসেবে গণ্য হবে না। এটার হুকুম হলো ঐ সময়ের মধ্যে সহবাস না করে এবং কসম পূর্ণ করে তাহলে বায়েন তালাক হয়ে যাবে। আর শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারাহ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ عَلٰى سَبِيْلِ التَّشْبِيْهِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইতিবাচক نَكِرَةٌ টা عَامٌ হওয়ার তৃতীয় উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, গ্রন্থকার (র.) وَصْف-এর عَامٌ হওয়ার দ্বারা نَكِرَةٌ টাও عَامٌ হওয়ার তৃতীয় উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যেমন- কেউ বলে- اَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوْهُ اَنَّهُمْ يُعْتَقُوْنَ অর্থাৎ আমার যে গোলাম তোমাকে প্রহার করবে সে আজাদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার সমস্ত গোলাম (যৌথভাবে) তাকে প্রহার করল। সুতরাং তারা সকলেই আজাদ হয়ে যাবে। ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, এটাকে একটি قَاعِدَةٌ-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা প্রকৃত উদাহরণ নয়; বরং এটা একটি قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ বা সামগ্রিক নিয়মের উদাহরণ। আর তা হলো প্রত্যেক عَامٌ সিফাত বিশিষ্ট نَكِرَةٌ ইতিবাচকের মধ্যে عَامٌ হয়ে থাকে।

فَإِنَّ قَوْلَهُ اَيُّ عَبِيْدِيْ لَيْسَ بِنَكِرَةٍ نَحْوِيَّةٍ لِكَوْنِهٖ مُضَافًا اِلَى الْمَعْرِفَةِ وَلٰكِنْ يَشْبَهُ النَّكِرَةَ فِى الْاِبْهَامِ وُصِفَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَهُوَ قَوْلُهُ ضَرَبَكَ فَيَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ فَيُعْتَقُ كُلٌّ مِنْهُمْ اِنْ ضَرَبُوا الْمُخَاطَبَ جُمْلَةً مُجْتَمِعِيْنَ اَوْ مُتَفَرِّقِيْنَ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ بِاِضَافَةِ الضَّرْبِ اِلَى الْمُخَاطَبِ وَجَعْلِ الْعَبِيْدِ مَضْرُوْبِيْنَ فَاِنَّهُمْ لَايُعْتَقُوْنَ كُلُّهُمْ اِذَا ضَرَبَ الْمُخَاطَبُ جَمِيْعَهُمْ بَلْ اِنْ ضَرَبَهُمْ بِالتَّرْتِيْبِ عُتِقَ الْاَوَّلُ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ وَاِنْ ضَرَبَهُمْ دَفْعَةً يُخَيَّرُ الْمَوْلٰى فِىْ تَعْيِيْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ عَلٰى مَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ اِنَّ فِى الْاَوَّلِ وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ فَيَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ وَفِى الثَّانِىْ قُطِعَ عَنِ الْوَصْفِيَّةِ لِكَوْنِهٖ مُسْنَدًا اِلَى الْمُخَاطَبِ دُوْنَ اَيٍّ فَلَايَعُمُّ وَيُصَارُ اِلٰى اَخَصِّ الْخُصُوْصِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّكُمْ اِنْ اَرَدْتُمُ الْوَصْفَ النَّحْوِيَّ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْمِثَالَيْنِ مِنْ قَبِيْلِ الْوَصْفِ لِاَنَّ اَيًّا مَوْصُوْلَةٌ اَوْ شَرْطِيَّةٌ وَاِنْ اَرَدْتُمُ الْوَصْفَ الْمَعْنَوِيَّ فَفِىْ كُلٍّ مِنَ الْمِثَالَيْنِ حَاصِلٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّ قَوْلَهُ اَيُّ عَبِيْدِيْ لَيْسَ بِنَكِرَةٍ نَحْوِيَّةٍ কেননা, কথা اَيُّ عَبِيْدِيْ নাহুশাস্ত্র বিশারদগণের পরিভাষায় نَكِرَةٌ নয় لِكَوْنِهٖ مُضَافًا اِلَى الْمَعْرِفَةِ কারণ, তা مَعْرِفَةٌ -এর দিকে مُضَاف (সম্বন্ধিত) হয়েছে وَلٰكِنْ يَشْبَهُ النَّكِرَةَ فِى الْاِبْهَامِ وُصِفَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ তবে অস্পষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে এটা نَكِرَةٌ -এর তুল্য আর عَامٌ সিফাতের দ্বারা مَوْصُوْف (বিশেষিত) وَهُوَ قَوْلُهُ ضَرَبَكَ আর তা হলো– তার বক্তব্য ضَرَبَكَ (সে তোমাকে প্রহার করেছে) فَيَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ সুতরাং صِفَتْ টা عَامٌ হওয়ার কারণে তাও عَامٌ হবে فَيُعْتَقُ كُلٌّ مِنْهُمْ আর সে গোলামগুলোর প্রত্যেকটি আজাদ হয়ে যাবে اِنْ ضَرَبُوا الْمُخَاطَبَ جُمْلَةً مُجْتَمِعِيْنَ اَوْ مُتَفَرِّقِيْنَ যদি তারা সম্বোধনকৃত ব্যক্তিকে প্রহার করে চাই যৌথভাবে প্রহার করুক অথবা পৃথক পৃথকভাবে প্রহার করুক بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যদি কেউ বলে– আমার যে কোনো দাসকে প্রহার করবে, সে আজাদ হয়ে যাবে بِاِضَافَةِ الضَّرْبِ اِلَى الْمُخَاطَبِ তথা ضَرَبَ কে مُخَاطَبْ (সম্বোধনকৃত ব্যক্তি)-এর দিকে اِسْنَادْ করে وَجَعْلِ الْعَبِيْدِ مَضْرُوْبِيْنَ এবং عَبِيْدٌ কে প্রহারকৃত সাব্যস্ত করে فَاِنَّهُمْ لَايُعْتَقُوْنَ كُلُّهُمْ তাহলে তারা সকলে আজাদ হবে না اِذَا ضَرَبَ الْمُخَاطَبُ جَمِيْعَهُمْ যদি مُخَاطَبْ সকল গোলাম প্রহার করে, তাহলে সমস্ত গোলাম আজাদ হবে না بَلْ اِنْ ضَرَبَهُمْ بِالتَّرْتِيْبِ বরং যদি তাদেরকে পালাক্রমে প্রহার করে عُتِقَ الْاَوَّلُ তবে প্রথম ব্যক্তি আজাদ হবে لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কারণে اِنْ ضَرَبَهُمْ دَفْعَةً আর যদি এ ব্যক্তি তাদের সকলকে এক সাথে প্রহার করে يُخَيَّرُ الْمَوْلٰى فِىْ تَعْيِيْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ তাহলে মনিবের জন্য তন্মধ্য হতে একটি নির্ধারণ করার এখতিয়ার থাকবে وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلٰى مَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ আর ঐ উদাহরণের পার্থক্য হওয়ার কারণ সেটাই প্রসিদ্ধ যে, اِنَّ فِى الْاَوَّلِ وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ প্রথম উদাহরণে اَيٌّ কে ضَارِبِيَّتْ (প্রহারকরণ)-এর সাথে مَوْصُوْف করা হয়েছে فَيَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ তাই তার সিফাত عَامٌ হওয়ার কারণে عَامٌ হবে وَفِى الثَّانِىْ قُطِعَ عَنِ الْوَصْفِيَّةِ আর দ্বিতীয় উদাহরণে তাকে وَصْفِيَّتْ (বিশেষণ) হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে لِكَوْنِهٖ مُسْنَدًا اِلَى الْمُخَاطَبِ دُوْنَ اَيٍّ কেননা, ضَرَبَ কে مُخَاطَبْ -এর দিকে نِسْبَتْ করা হয়েছে اَيٌّ -এর দিকে نِسْبَتْ করা হয়নি فَلَايَعُمُّ সুতরাং তা عَامٌ হবে না وَيُصَارُ اِلٰى اَخَصِّ الْخُصُوْصِ আর তাকে اَخَصُّ الْخُصُوْصِ অর্থাৎ এক এর দিকে ফিরানো হবে وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّكُمْ اَرَدْتُمُ الْوَصْفَ النَّحْوِيَّ পার্থক্যের এ কারণের উপর اِعْتِرَاضْ করা وَصْف -এর নাহুবিদগণের وَصْف উদ্দেশ্য হয়ে থাকে فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْمِثَالَيْنِ مِنْ قَبِيْلِ الْوَصْفِ তাহলে উদাহরণ দু'টির কোনটিই وصف -এর শ্রেণীভুক্ত নয় لِاَنَّ اَيًّا مَوْصُوْلَةٌ اَوْ شَرْطِيَّةٌ কেননা, اَيٌّ হয়তো مَوْصُوْلَةٌ হবে অথবা شَرْطِيَّةٌ হবে وَاِنْ اَرَدْتُمُ الْوَصْفَ الْمَعْنَوِيَّ আর যদি তোমরা وصف দ্বারা وَصْف مَعْنَوِىّ কে বুঝিয়ে থাকো فَفِىْ كُلٍّ مِنَ الْمِثَالَيْنِ حَاصِلٌ তা ঐ দু'টি উদাহরণের প্রত্যেকটির মধ্যে এ সিফাত বিদ্যমান আছে।

সরল অনুবাদ : কেননা তার কথা اَيُّ عَبِيْدِيْ নাহুশাস্ত্র বিশারদগণের পরিভাষায় نَكِرَةٌ নয়, কারণ তা مَعْرِفَة -এর দিকে مُضَافْ হয়েছে। তবে অস্পষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে এটা نَكِرَةٌ -এর তুল্য, আর عَامٌ সিফাতের দ্বারা مَوْصُوْف (বিশেষিত)। আর তা হলো ضَرَبَكَ সুতরাং صِفَتْ টা عَامٌ হওয়ার কারণে তাও عَامٌ হবে। আর সে গোলামগুলোর প্রত্যেকটি আজাদ হয়ে যাবে, যদি তারা সম্বোধনকৃত ব্যক্তিকে প্রহার করে, চাই যৌথভাবে প্রহার করুক অথবা পৃথক পৃথকভাবে প্রহার করুক। এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যদি কেউ বলে اَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ (আমার যে কোনো দাসকে তুমি প্রহার করবে সে আজাদ হয়ে যাবে) ضَرَبَ-কে مُخَاطَبْ (সম্বোধনকৃত ব্যক্তি)-এর দিকে اسناد করে এবং عَبِيْد-কে প্রকারকৃত সাব্যস্ত করে। কারণ এমতাবস্থায় যদি مُخَاطَبْ সকল গোলামকে প্রহার করে, তাহলে সমস্ত গোলাম আজাদ হবে না; বরং ঐ গোলামগুলোকে পালাক্রমে প্রহার করলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কারণে প্রথম গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি তাদের সকলকে একসঙ্গে প্রহার করে, তাহলে মনিবের এ এখতিয়ার থাকবে যে, সে তাদের মধ্যে হতে একজনকে নির্ধারণ করে দেবে। আর ঐ দু'টি উদাহরণের পার্থক্য হওয়ার কারণ সেটাই যা প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ প্রথম উদাহরণে اَيٌّ কে ضَارِبِيَّتْ (প্রহারকরণ)-এর সাথে موصوف করা হয়েছে। তাই তার সিফাত عَامٌ হওয়ার কারণে عَامٌ হবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে তাকে وَصْفِيَّتْ (বিশেষণ) হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কেননা ضَرَبَ-কে مُخَاطَبْ-এর দিকে نِسْبَتْ করা হয়েছে, اَيٌّ-এর দিকে نِسْبَتْ করা হয়নি। কাজেই তা عَامٌ হবে না এবং তাকে اَخَصُّ الْخُصُوْصِ (সর্বাধিক খাস) অর্থাৎ এক-এর দিকে ফিরানো হবে। পার্থক্যের এ কারণের উপর এভাবে اِعْتِرَاضْ করা হয়েছে যে, যদি তোমাদের মতে وَصْف-এর দ্বারা নাহুবিদগণের وَصْف উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে জেনে রাখো যে, ঐ দু'টি উদাহরণের কোনোটিই وَصْف-এর শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা اَيٌّ হয়তো مَوْصُوْلَةٌ হবে অথবা شَرْطِيَّةٌ হবে। কাজেই اَيٌّ-এর পর صِلَة হবে অথবা شَرْط হবে। আর যদি তোমরা وَصْف-এর দ্বারা وَصْف مَعْنَوِىّ - কে বুঝিয়ে থাকো তা ঐ দু'টি উদাহরণের প্রত্যেকটির মধ্যে এ সিফাত বিদ্যমান আছে।

[অবশিষ্ট অংশ ৩৬৯ পৃষ্ঠায়]

لِاَنَّهُ فِى الْاَوَّلِ وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ وَفِى الثَّانِى بِالْمَضْرُوْبِيَّةِ اَلَا تَرٰى اَنَّ فِىْ قَوْلِهٖ اِلَّا يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ وُجِدَ الْعُمُوْمُ مَعَ اَنَّ يَوْمًا وَقَعَ مَفْعُوْلًا فِيْهِ لَا فَاعِلًا فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْمَفْعُوْلِ بِهٖ كَذٰلِكَ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ الضَّرْبَ يَقُوْمُ بِالضَّارِبِ فَلَايَقُوْمُ بِالْمَضْرُوْبِ وَالْمَفْعُوْلُ بِهٖ فَضْلَةٌ لَايَتَوَقَّفُ الْفِعْلُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ يَوْمًا وَهُوَ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ فَاِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْفِعْلِ لِاَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْحَدَثِ مَعَ الزَّمَانِ فَيَتَلَازَمَانِ وَقِيْلَ فِى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اَنَّ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى لَمَّا عَلَّقَ الْعِتْقَ بِضَرْبِ الْعَبِيْدِ يُسَارِعُ كُلٌّ مِنْهُمْ اِلٰى ضَرْبِهٖ لِاَجْلِ عِتْقِهٖ فَلَايُمْكِنُ التَّخْيِيْرُ فِيْهِ لِلْمَوْلٰى بِلَامُرَجِّحٍ فَيَعُمُّ بِخِلَافِ الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ فَاِنَّهُ عَلَّقَ فِيْهَا عَلٰى ضَرْبِ الْمُخَاطَبِ فَلَايَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَضْرِبَهُمْ جَمِيْعًا لِيُعْتِقُوْا فَيُخَيَّرُ فِيْهِ الْمَوْلٰى بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّهُ فِى الْاَوَّلِ وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ কেননা, প্রথমটির মধ্যে ضَارِبِيَّتٌ -এর দ্বারা مَوْصُوْف করা হয়েছে وَفِى الثَّانِى بِالْمَضْرُوْبِيَّةِ এবং দ্বিতীয়টিতে مَضْرُوْبِيَّةٌ -এর দ্বারা مَوْصُوْف করা হয়েছে اَلَا تَرٰى তুমি অবশ্যই দেখছ যে, اَنَّ فِىْ قَوْلِهٖ اِلَّا يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ وُجِدَ الْعُمُوْمُ তার উক্তি -اِلَّا يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ -এর মধ্যে عُمُوْم পাওয়া গিয়েছে مَعَ اَنَّ يَوْمًا وَقَعَ مَفْعُوْلًا فِيْهِ لَا فَاعِلًا অথচ يَوْمًا শব্দটি مَفْعُوْل فِيْهِ হয়েছে فَاعِل হয়নি فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْمَفْعُوْلِ بِهٖ كَذٰلِكَ কাজেই مَفْعُوْل بِهٖ -এর মধ্যেও অনুরূপ হওয়া উচিত وَاُجِيْبَ بِاَنَّ الضَّرْبَ يَقُوْمُ بِالضَّارِبِ -এর উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, মূলতঃ فَاعِل বা প্রহারকারীর দ্বারাই প্রহার বাস্তবে পরিণত হয়ে থাকে فَلَا يَقُوْمُ بِالْمَضْرُوْبِ প্রহৃতের দ্বারা নয় وَالْمَفْعُوْلُ بِهٖ فَضْلَةٌ আর مَفْعُوْل بِهٖ একটি অতিরিক্ত বস্তু لَايَتَوَقَّفُ الْفِعْلُ عَلَيْهِ ফে'ল বা ক্রিয়া এর উপর নির্ভরশীল নয় بِخِلَافِ يَوْمًا وَهُوَ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ তবে يَوْمًا -এর বিপরীত, কেননা, তা মাফউলে ফীহি فَاِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْفِعْلِ কারণ তা فِعْل -এর অংশ বিশেষ لِاَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْحَدَثِ مَعَ الزَّمَانِ কেননা, فِعْل বা ক্রিয়া বলতে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় কিছু সংঘটিত করাকেই বুঝায় فَيَتَلَازَمَانِ সুতরাং এরা পারস্পরিক নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত وَقِيْلَ فِى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا আর কেউ কেউ এ দু' উদাহরণের মধ্যে এরূপ পার্থক্য করেছেন যে, اِنَّ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى لَمَّا عَلَّقَ الْعِتْقَ بِضَرْبِ الْعَبِيْدِ প্রথমটিতে গোলাম কর্তৃক প্রহৃত হওয়াকে স্বাধীনতা লাভের জন্য শর্ত করা হয়েছে يُسَارِعُ كُلٌّ مِنْهُمْ اِلٰى ضَرْبِهٖ لِاَجْلِ عِتْقِهٖ সেহেতু তারা প্রত্যেকেই নিজের আযাদীর স্বার্থে তড়িঘড়ি করবে فَلَا يُمْكِنُ التَّخْيِيْرُ فِيْهِ لِلْمَوْلٰى সুতরাং সে ক্ষেত্রে মনিবকে এখতিয়ার অসম্ভব بِلَا مُرَجِّحٍ অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ ছাড়া فَيَعُمُّ কাজেই হুকুম عَامٌّ হবে بِخِلَافِ الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ এটা দ্বিতীয় অবস্থার বিপরীত فَاِنَّهُ عَلَّقَ فِيْهَا عَلٰى ضَرْبِ الْمُخَاطَبِ কেননা, তাতে مُخَاطَبٌ -এর প্রহার করার সাথে আজাদীকে اِضَافَتْ করা হয়েছে فَلَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَضْرِبَهُمْ جَمِيْعًا সুতরাং مُخَاطَبٌ -এর জন্য সকলকে প্রহার করা বাঞ্ছনীয় হবে না لِيُعْتِقُوْا যেন তারা সকলেই আজাদ হয়ে যায় فَيُخَيَّرُ فِيْهِ الْمَوْلٰى بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ অতএব, এমতাবস্থায় তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার এখতিয়ার মনিবকে দেওয়া হবে।

সরল অনুবাদ : **কেননা প্রথমটির মধ্যে ضَارِبِيَّتٌ -এর দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিতে مَضْرُوْبِيَّتٌ -এর দ্বারা مَوْصُوْف করা হয়েছে।** তুমি অবশ্যই দেখছ যে, তার উক্তি– اِلَّا يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ -এর মধ্যে عُمُوْم পাওয়া গেছে। অথচ يَوْمًا শব্দটি مَفْعُوْل فِيْهِ হয়েছে, فَاعِل হয়নি। কাজেই مَفْعُوْل بِهٖ -এর মধ্যেও অনুরূপ হওয়া উচিত। এটার উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, মূলত প্রহারকারীর দ্বারাই প্রহার বাস্তবে পরিণত হয়ে থাকে, যাকে প্রহার করা হয় তার দ্বারা নয়। আর مَفْعُوْل بِهٖ তো অতিরিক্ত বিষয় তার উপর فِعْل নির্ভরশীল নয়। يَوْمًا এটার বিপরীত। কারণ তা مَفْعُوْل فِيْهِ কেননা তা فِعْل -এর অংশ বিশেষ। যেহেতু এটার অর্থ হলো فِعْل সময়ের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া। সুতরাং একটি অপরটির জন্য অত্যাবশ্যক। আর কেউ কেউ পার্থক্য করতে গিয়ে বলেছেন, প্রথম অবস্থায় যেহেতু গোলামের আজাদীকে প্রহার করার সাথে اِضَافَتْ করা হয়েছে, সেহেতু প্রতিটি গোলাম ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করার জন্য ছুটবে তার আজাদী অর্জনের জন্য। অতএব অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ না থাকার কারণে মনিবকে এখতিয়ার দেওয়া অসম্ভব। কাজেই হুকুম عَامٌّ হবে। এটা দ্বিতীয় অবস্থার বিপরীত। কেননা তাতে

مُخَاطَبْ -এর প্রহার করার সাথে আজাদীকে اِضَافَتْ করা হয়েছে। সুতরাং مُخَاطَبْ-এর জন্য সকলকে প্রহার করা বাঞ্ছনীয় হবে না যেন তারা সকলেই আজাদ হয়ে যায়। অতএব এমতাবস্থায় তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার এখতিয়ার মনিবকে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[৩৬৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

قَوْلُهٗ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَامْ সম্পর্কিত দু'টি উদাহরণের পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত উভয় উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণ এই যে, প্রথম উদাহরণে গোলামকে ضَارِبِيَّتْ (প্রহারকারী হওয়া)-এর সিফাত দ্বারা مَوْصُوْف করা হয়েছে। অতএব صِفَاتْ টা عَامْ হওয়ার কারণে مَوْصُوْف ও عَامْ হবে। আর এ কারণেই সমস্ত গোলাম যৌথভাবে যদি প্রহার করে তাহলে সকলেই স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে গোলামের সিফাত নেওয়া হয়নি; বরং مُخَاطَبْ-এর صِفَةْ নেওয়া হয়েছে। কাজেই গোলাম عَامْ হবে না।

[৩৬৮ পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهٗ لَا فَاعِلًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَامْ টা সিফাত বিশিষ্ট হওয়ার কারণে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ ও مَفْعُوْلٌ بِهٖ ও عَامْ হয় কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, فِعْل-কে يَوْمْ -এর দিকে اِضَافَتْ করা হয়নি বিধায় তা فِعْل-এর فَاعِلْ হতে পারে না; বরং فِعْل-কে ضَمِيْر مُتَكَلِّمْ -এর দিকে اِضَافَتْ করা হয়েছে। আর يَوْمْ তার مَفْعُوْلْ فِيْهِ হয়েছে। عَامْ সিফাত বিশিষ্ট হওয়ার কারণে যখন مَفْعُوْلْ فِيْهْ টা عَامْ হবে তখন عَامْ সিফাত বিশিষ্ট হওয়ার কারণে مَفْعُوْلْ بِهٖ ও عَامْ হবে।

قَوْلُهٗ فَلَا يَقُوْمُ بِالْمَضْرُوْبِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একই صِفَةْ দুই বস্তুর জন্য সাব্যস্ত হতে পারে কিনা ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যেহেতু ضَرْبْ (প্রহার) ضَارِبْ (প্রহারকারী)-এর সাথে সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাই তা مَضْرُوْبْ (প্রহৃত)-এর সাথে সাব্যস্ত হবে না। কেননা একটি صِفَةْ দু'ব্যক্তির জন্য হতে পারে না। কাজেই দ্বিতীয় উদাহরণে مَفْعُوْلْ بِهٖ-এর জন্য (ضَرْبْ-এর) وَصْفْ সাব্যস্ত হতে পারে না। তবে এ বলে কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে যে, ضَرْبْ একটি صِفَتْ اِضَافِيْ (আপেক্ষিক সিফাত), আর প্রত্যেক صِفَتْ اِضَافِيْ দু'দিকের সাথে সম্পর্কশীল হয়ে থাকে। সুতরাং ضَرْبْ (প্রহার) فَاعِلْ ও مَفْعُوْلْ উভয়ের সাথে সম্পর্কশীল হওয়াতে কোনো বাধা নেই। কেননা اِضَافِيْ বিষয়গুলো দুই مُضَافْ-এর সাথে সম্পর্কশীল হতে পারে।

قَوْلُهٗ وَلَا يَتَوَقَّفُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَفْعُوْلْ بِهٖ ও مَفْعُوْلْ فِيْهِ -এর উপর কিয়াস করা সহীহ হবে কিনা ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَفْعُوْلْ بِهٖ অতিরিক্ত এটার উপর فِعْلْ নির্ভরশীল নয়। কেননা فِعْلْ لَازِمْ (অকর্মক ক্রিয়া) مَفْعُوْلْ بِهٖ -এর মুখাপেক্ষী নয়। কেবল فِعْلْ مُتَعَدِّيْ-এর জন্য مَفْعُوْلْ بِهٖ আবশ্যক। অথচ مَفْعُوْلْ فِيْهِ এটার বিপরীত। কেননা প্রত্যেক فِعْلْ তার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং مَفْعُوْلْ بِهٖ-কে مَفْعُوْلْ فِيْهِ-এর উপর কিয়াস করা قِيَاسْ مَعَ الْفَارِقْ (অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিয়াস) হবে, যা জায়েজ নেই।

وَكَذَا إِذَا دَخَلَتْ لَامُ التَّعْرِيْفِ فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّعْرِيْفَ بِمَعْنَى الْعَهْدِ أَوْجَبَتِ الْعُمُوْمَ يَعْنِيْ كَمَا أَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ تَعُمُّ كَذٰلِكَ إِذَا دَخَلَتْ لَامُ الْمَعْرِفَةِ فِيْ صُوْرَةٍ لَا يَسْتَقِيْمُ التَّعْرِيْفُ الْعَهْدِيُّ أَوْجَبَتِ الْعُمُوْمَ سَوَاءٌ كَانَ الْعُمُوْمُ لِلْجِنْسِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَتَابِعُوْهُ أَوْ لِلْاِسْتِغْرَاقِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ وَجُمْهُوْرُ الْأُصُوْلِيِّيْنَ وَفِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى أَنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصْلُ فِي اللَّامِ فَمَادَامَ يَسْتَقِيْمُ الْعَهْدُ لَا يُصَارُ إِلٰى مَعْنًى اٰخَرَ سَوَاءٌ كَانَ عَهْدًا خَارِجِيًّا أَوْ ذِهْنِيًّا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ وَقِيْلَ عَهْدًا خَارِجِيًّا فَقَطْ فَإِنَّهُ الْأَصْلُ فِي التَّعْرِيْفِ وَالْمَعْهُوْدُ الذِّهْنِيُّ فِي الْمَعْنٰى كَالنَّكِرَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمِ الْعَهْدُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ أَفْرَادٌ مَعْهُوْدَةٌ أَوْ لَمْ يَجْرِ ذِكْرُهُ فِيْمَا سَبَقَ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ فَيَحْتَمِلُ الْأَدْنٰى وَالْكُلَّ عَلٰى حَسْبِ قَابِلِيَّةِ الْمَقَامِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا إِذَا دَخَلَتْ لَامُ التَّعْرِيْفِ فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّعْرِيْفَ بِمَعْنَى الْعَهْدِ তদ্রূপ لَامْ تَعْرِيْف যখন এমন স্থানে হবে যা تَعْرِيْف عَهْدِيْ -এর সম্ভাবনা রাখে না أَوْجَبَتِ الْعُمُوْمَ তাহলে عُمُوْم কে ওয়াজিব করবে يَعْنِيْ كَمَا أَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ تَعُمُّ অর্থাৎ عَامْ সিফাত বিশিষ্ট نَكِرَةٌ যদ্রূপ عُمُوْم -কে সাব্যস্ত করে كَذٰلِكَ إِذَا دَخَلَتْ لَامُ الْمَعْرِفَةِ فِيْ صُوْرَةٍ لَا يَسْتَقِيْمُ التَّعْرِيْفُ الْعَهْدِيُّ তদ্রূপ لَامْ تَعْرِيْف যখন এমন ক্ষেত্রে হবে যেখানে تَعْرِيْف عَهْدِيْ সহীহ নয় أَوْجَبَتِ الْعُمُوْمَ তখন তাতে عُمُوْم কে সাব্যস্ত করবে سَوَاءٌ كَانَ الْعُمُوْمُ لِلْجِنْسِ চাই এ عُمُوْم টা جِنْس -এর জন্য হোক كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَتَابِعُوْهُ যা ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুভী ও তার অনুসারীগণের মাযহাব أَوْ لِلْاِسْتِغْرَاقِ অথবা اِسْتِغْرَاقْ -এর জন্য হোক كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ وَجُمْهُوْرُ الْأُصُوْلِيِّيْنَ যেমন আরবগণ এবং অধিকাংশ উসূলবিদগণের মাযহাব وَفِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى أَنَّ الْعَهْدَ هُوَ الْأَصْلُ فِي اللَّامِ আর গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ الخ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَامْ تَعْرِيْف -এর মধ্যে لَامْ عَهْدِيْ ই হলো আসল فَمَا دَامَ يَسْتَقِيْمُ الْعَهْدُ لَا يُصَارُ إِلٰى مَعْنًى اٰخَرَ সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত عَهْدِيْ হওয়ার অবকাশ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না سَوَاءٌ كَانَ عَهْدًا خَارِجِيًّا أَوْ ذِهْنِيًّا চাই তা عَهْد خَارِجِيْ হোক বা عَهْد ذِهْنِيْ হোক كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ যেমন কোনো কোনো উসূলবিদদের মাযহাব وَقِيْلَ عَهْدًا خَارِجِيًّا فَقَطْ আর কতিপয় উসূলবিদের মতে এর দ্বারা শুধু عَهْد خَارِجِيْ ই উদ্দেশ্য فَإِنَّهُ الْأَصْلُ فِي التَّعْرِيْفِ কেননা, تَعْرِيْف -এর মধ্যে এটাই হলো মূল وَالْمَعْهُوْدُ الذِّهْنِيُّ فِي الْمَعْنٰى كَالنَّكِرَةِ আর مَعْهُوْد ذِهْنِيْ টা نَكِرَةْ -এর অর্থে হয়ে থাকে فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمِ الْعَهْدُ সুতরাং যদি اَلِفْ لَامْ عَهْد না হয় بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ أَفْرَادٌ مَعْهُوْدَةٌ যেমন তথায় কোনো أَفْرَادْ مَعْهُوْدَةٌ নেই أَوْ لَمْ يَجْرِ ذِكْرُهُ فِيْمَا سَبَقَ এবং ইতোপূর্বে عهدى -এর উল্লেখ করা হয়নি حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ তাহলে তাকে جِنْس -এর উপর প্রয়োগ করা হবে يَحْتَمِلُ الْأَدْنٰى وَالْكُلَّ عَلٰى حَسْبِ قَابِلِيَّةِ الْمَقَامِ সুতরাং স্থানের উপযোগিতা অনুপাতে সর্বনিম্ন এবং সর্বমোটের সম্ভাবনা রাখবে যদি তা مُطْلَقْ (সাধারণ) অর্থাৎ (কোনো প্রকার) দলিল হতে খালি হয়, তাহলে নিম্নতম সংখ্যাকে বুঝাবে আর যদি কোনো দলিল পাওয়া যায় তাহলে সবগুলোকেই বুঝাবে।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ لَامْ تَعْرِيْف যখন এমন স্থানে হবে যা تَعْرِيْف عَهْدِيْ-এর সম্ভাবনা রাখে না, তাহলে عُمُوْم-কে ওয়াজিব করবে। অর্থাৎ عَامْ সিফাত বিশিষ্ট نَكِرَةْ যদ্রূপ عُمُوْم-কে সাব্যস্ত করে তদ্রূপ لَامْ تَعْرِيْف যখন এমন ক্ষেত্রে হবে যেখানে تَعْرِيْف عَهْدِيْ সহীহ নয়, তখন তাতে عُمُوْم-কে সাব্যস্ত করবে। চাই এ عُمُوْم টা جِنْس-এর জন্য হোক, যা ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী ও তার অনুসারীগণের মাযহাব। অথবা اِسْتِغْرَاقْ-এর জন্য হোক, যেমন আরাবীগণ এবং অধিকাংশ উসূলবিদগণের মাযহাব। আর গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি- فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ -এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَامْ-এর মধ্যে لَامْ عَهْدِيْ-ই হলো আসল। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত عَهْدِيْ হওয়ার অবকাশ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য অর্থের দিকে ফিরানো যাবে না। চাই عَهْد خَارِجِيْ হোক অথবা عَهْد ذِهْنِيْ হোক। যেমন- কোনো কোনো উসূলবিদদের মাযহাব এরূপই। আর কতিপয় উসূলবিদদের মতে এর দ্বারা কেবল عَهْد خَارِجِيْ-ই উদ্দেশ্য। কেননা تَعْرِيْف-এর মধ্যে এটাই হলো মূল। আর مَعْهُوْد ذِهْنِيْ টা نَكِرَةْ-এর অর্থে হয়ে থাকে। যা হোক যদি عَهْدِيْ না হতে পারে, এ কারণে যে, তথায় কোনো নির্দিষ্ট একক নেই অথবা এ জন্য যে, পূর্বে عَهْد-এর উল্লেখ হয়নি, তাহলে তাকে جِنْس -এর উপর প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং স্থানের উপযোগিতা অনুপাতে সর্বনিম্ন এবং সর্বমোটের সম্ভাবনা রাখবে। যদি তা مُطْلَقْ (সাধারণ) অর্থাৎ (কোনো প্রকার) দলিল হতে খালি হয়, তাহলে নিম্নতম সংখ্যাকে বুঝাবে। আর যদি কোনো দলিল পাওয়া যায় তাহলে সবগুলোকেই বুঝাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْضُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اَلِفْ لَامْ -এর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারটি আসল বা মূল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা ও অন্যান্য উসূলবিদগণের মতে اَلِفْ لَامْ টা عَهْدِيْ-এর জন্য হওয়া হলো মূল। সুতরাং عَهْدِيْ হতে যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তাহলে অন্য কোনো অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না। আর عَهْدِيْ চাই خَارِجِيْ হোক বা ذِهْنِيْ হোক উভয়ের একই হুকুম হবে। তবে তালবীহ গ্রন্থ প্রণেতা ও অন্যান্যদের মতে عَهْد خَارِجِيْ হলো আসল বা মূল। কেননা عَهْد ذِهْنِيْ অর্থের দিক দিয়ে نَكِرَةْ-এর সাদৃশ্য।

أَوْ عَلَى الْاِسْتِغْرَاقِ فَيَسْتَوْعِبُ الْكُلَّ يَقِيْنًا كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَوْلُهٗ اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ وَاَمْثَالُهٗ حَتّٰى يَسْقُطَ اِعْتِبَارُ الْجَمْعِيَّةِ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْجَمْعِ عَمَلًا بِالدَّلِيْلَيْنِ تَفْرِيْعٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اَوْجَبَتِ الْعُمُوْمَ اَىْ هٰذَا الْقَدْرُ اِذَا كَانَ دُخُوْلُ اللَّامِ فِي الْمُفْرَدِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ عَلَى الْجَمْعِ فَثَمَرَةُ عُمُوْمِهٖ اَنَّهٗ يَسْقُطُ مَعْنَى الْجَمْعِ فَلَا يَكُوْنُ اَقَلُّهُ الثَّلٰثُ اِذْ لَوْ بَقِىَ جَمْعًا لَمْ يَظْهَرْ لِللَّامِ فَائِدَةٌ اِذْ لَاعَهْدَ وَلَااِسْتِغْرَاقَ وَلَاجِنْسَ فَيَجِبُ اَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ لِيَكُوْنَ مَادُوْنَ الثَّلٰثَةِ مَعْمُوْلًا لِلْجِنْسِ وَمَا فَوْقَهٗ لِلْجَمْعِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ عَلَى الْاِسْتِغْرَاقِ অথবা اِسْتِغْرَاق -এর উপর প্রয়োগ করা হবে فَيَسْتَوْعِبُ الْكُلَّ يَقِيْنًا আর তখন নিশ্চিতরূপে সবগুলোকে শামিল করবে كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর বাণী اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কেবল তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে وَقَوْلُهٗ এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ পুরুষ চোর ও নারী চোর وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ ও ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারকারী এবং তদ্রূপ আয়াতসমূহ وَاَمْثَالُهٗ حَتّٰى يَسْقُطَ اِعْتِبَارُ الْجَمْعِيَّةِ এমনকি বহুবচন রহিত হয়ে যায় اِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْجَمْعِ - لَامِ تَعْرِيْف যখন جَمْع (বহুবচন) উপর প্রবিষ্ট হয় তখন উভয় দলিলের উপর আমল করার নিমিত্তে عَمَلًا بِالدَّلِيْلَيْنِ تَفْرِيْعٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اَوْجَبَتِ الْعُمُوْمَ তা গ্রন্থকারের বক্তব্য اَوْجَبَتِ الْعُمُوْمَ -এর উপর প্রশাখামূলক মাসআলা اَىْ هٰذَا الْقَدْرُ اِذَا كَانَ دُخُوْلُ اللَّامِ فِى الْمُفْرَدِ অর্থাৎ لَامْ যখন একবচনের উপর প্রবিষ্ট হয় তাহলে কেবল তা عُمُوْم -কে সাব্যস্ত করবে وَاَمَّا اِذَا كَانَ عَلَى الْجَمْعِ আর যখন لَامْ বহুবচনের উপর দাখেল হবে فَثَمَرَةُ عُمُوْمِهٖ اَنَّهٗ يَسْقُطُ مَعْنَى الْجَمْعِ তখন তার عُمُوْم -এর ফল এ হয় যে جَمْع -এর অর্থ বাদ পড়ে যাবে فَلَا يَكُوْنُ اَقَلُّهُ الثَّلٰثُ সুতরাং সে ক্ষেত্রে اَقَلِّ جَمْع (বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা) তিন হবে না اِذْ لَوْ بَقِىَ جَمْعًا কেননা, যদি তথায় جَمْع অবশিষ্ট থাকে لَمْ يَظْهَرْ لِللَّامِ فَائِدَةٌ তাহলে তাতে لَامْ প্রবিষ্টকরণের কোনো ফায়দাই প্রকাশিত হবে না اِذْ لَا عَهْدَ وَلَا اِسْتِغْرَاقَ وَلَاجِنْسَ কেননা, সে অবস্থায় তা না عَهْدِىْ হবে আর তা না اِسْتِغْرَاقِىْ এবং না جِنْس হবে فَيَجِبُ اَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ সুতরাং لَامْ -কে جِنْس -এর উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে لِيَكُوْنَ مَادُوْنَ الثَّلٰثَةِ مَعْمُوْلًا لِلْجِنْسِ যাতে তিন এর নিম্নে جِنْس -এর উপর আমল হয় وَمَا فَوْقَهٗ لِلْجَمْعِ এবং তিনের উপর جَمْع -এর উপর করা যাবে।

সরল অনুবাদ : অথবা اِسْتِغْرَاق-এর উপর প্রয়োগ করা হবে। আর তখন নিশ্চিতভাবে সবগুলোকে শামিল করবে। যেমন- আল্লাহর এ বাণীগুলোর মধ্যে- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اِلَّاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কেবল তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে) এবং اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (পুরুষ চোর ও নারী চোর) এবং اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ (ব্যভিচারকারী ও ব্যভিচারকারিণী) এবং এর ন্যায় আরো অন্যান্য আয়াতসমূহ। **এমনকি لَامْ যখন جَمْع (বহুবচন) -এর উপর প্রবিষ্ট হয় তখন جَمْع (বহুবচন) হওয়ার দিক বিবেচিত হয় না, দলিলদ্বয়ের উপর আমল করার নিমিত্তে।** এটা গ্রন্থকার (র.) এর উক্তি "اَوْجَبَتِ الْعُمُوْمَ"-এর উপর تَفْرِيْع (প্রশাখা মাসআলা) অর্থাৎ لَامْ যদি مُفْرَدْ (একবচন)-এর উপর প্রবিষ্ট হবে তাহলেই কেবল তা عُمُوْم-কে সাব্যস্ত করবে। আর যখন لَامْ বহুবচনের উপর দাখেল হবে তখন তার عُمُوْم -এর ফলে, جَمْع -এর অর্থ বাদ পড়ে যাবে। সুতরাং اَقَلِّ جَمْع (বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা) তিন হবে না। কেননা جَمْع অবশিষ্ট থেকে গেলে لَامْ-এর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ সে অবস্থায় তা না عَهْدِىْ হবে আর না اِسْتِغْرَاقِىْ এবং جِنْسِىْ হবে। অতএব لَامْ-কে جِنْس -এর উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে। যাতে তিনের নিম্নে جِنْس-এর উপর আমল হবে এবং তিনের উপর جَمْع -এর উপর আমল করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কোন প্রকার اِسْتِثْنَاء টা عَامْ হওয়ার দলিল হবে ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এটাকে اِسْتِغْرَاق ও عُمُوْم-এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এটার দলিল হলো اِلَّاالَّذِيْنَ الخ -এর দ্বারা اِسْتِثْنَاء করা সহীহ হয়েছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, اِسْتِثْنَاء-এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ টা عَامْ হওয়ার দলিল নয়। কেননা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ কোনো কোনো সময় খাসও হয়ে থাকে। যেমন- কোনো সময় তা নাম বিশেষ্যও হয়ে থাকে। যথা- كَسَوْتُ زَيْدًا جُبَّةً اِلَّا رَأْسَهٗ (যায়েদের মাথা ব্যতীত সর্বাঙ্গে জুব্বা পরিধান করিয়ে দিয়েছি।) অথবা সংখ্যাবাচক বিশেষ্যও হতে পারে। যথা- عِنْدِيْ عَشَرَةٌ اِلَّا وَاحِدًا (আমার নিকট দশটি আছে একটি ব্যতীত)। তবে তার উত্তরে বলা যাবে যে, এ ক্ষেত্রে اِسْتِثْنَاء -এর দ্বারা ঐ اِسْتِثْنَاء-কে বুঝানো হয়েছে যা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর শব্দের দ্বারা বোধগম্য اَفْرَادْ হতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ এটাই عَامْ হওয়ার দলিল। অথচ উপরোক্ত উদাহরণদ্বয়ে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর অংশ হতে যে اِسْتِثْنَاء হয়ে থাকে তাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং আর কোনো বিরোধ থাকল না।

قَوْلُهٗ فَيَجِبُ اَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لَامِ تَعْرِيْف বহুবচনের মধ্যে হলে جِنْس-এর অর্থে হবে কিনা ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, جَمْع কে সঠিক রাখার জন্য যদি لَامْ-কে আভিধানিক অর্থে অবশিষ্ট রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে لَامْ-কে جِنْس-এর অর্থে নেওয়া হবে। আর جَمْع -এর অর্থ তখন বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এমতাবস্থায় তো لَامْ-কে عَهْدِ ذِهْنِىْ -এর অর্থে ব্যাবহার করলেও جَمْع-এর অর্থ বহলা রাখা যায়, তাই جِنْس-এর জন্য ব্যবহার না করে عَهْدِ ذِهْنِىْ -এর জন্য ব্যবহার করা উচিত। তার উত্তরে বলা হবে যে, عَهْدِ ذِهْنِىْ টা نَكِرَهْ -এর সাদৃশ্য। অতএব তাতে যেন مَعْرِفَهْ থাকছে না। সুতরাং لَامْ শব্দটির অর্থও বাতিল হয়ে যাবে। আর তাই جِنْس-এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

فَيَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا حَلَفَ لَايَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَلَوْ كَانَ مَعْنَى الْجَمْعِ بَاقِيًا لَمَا حَنِثَ بِمَا دُوْنَ الثَّلٰثَةِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ (اَلْاٰيَةُ) فَتَكْفِي الصَّدَقَةُ لِجِنْسِ الْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) لَابُدَّ اَنْ يَصْرِفَ إِلَى الْفُقَرَاءِ الثَّلٰثَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ الثَّلٰثَةِ عَمَلًا بِالْجَمْعِ هٰذَا غَايَةُ مَا قِيْلَ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ وَفِيْهِ تَأَمَّلْ ثُمَّ اَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ إِفَادَةَ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ التَّعْمِيْمَ اَوْرَدَ فِيْ تَقْرِيْبِهٖ بَيَانَ مَا وَرَدَ النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ فِيْ مَقَامٍ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْعَامِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَيَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ অতএব, একজন মহিলাকে বিবাহ করলেও তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে إِذَا حَلَفَ لَايَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ যখন কেউ এরূপ শপথ করে যে, কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে না وَلَوْ كَانَ مَعْنَى الْجَمْعِ بَاقِيًا আর যদি বহুবচনের অর্থ অবশিষ্ট থাকত لَمَا حَنِثَ بِمَا دُوْنَ الثَّلٰثَةِ তাহলে তিনজনের কম মহিলাকে বিবাহ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে না وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ আর এর উদাহরণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– "এরপর তোমার জন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না" قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ الْاٰيَةُ এবং আল্লাহ তা'লার বাণী "সদকা কেবল গরিব মিসকীনদের জন্য فَتَكْفِي الصَّدَقَةُ لِجِنْسِ الْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ সুতরাং যে কোনো ফকির-মিসকিনকে সদকা করলেই যথেষ্ট হবে وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) لَابُدَّ اَنْ يَصْرِفَ إِلَى الْفُقَرَاءِ الثَّلٰثَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ الثَّلٰثَةِ عَمَلًا بِالْجَمْعِ পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে جَمْع -এর উপর আমল করার নিমিত্তে তিনজন ফকির ও তিনজন মিসকিনকে দান করা ওয়াজিব হবে هٰذَا غَايَةُ مَا قِيْلَ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ এ স্থলে যা কিছু বলা হয়েছে তন্মধ্যে এটাই শেষ কথা وَفِيْهِ تَأَمَّلْ আর তুমি চিন্তা করে দেখো ثُمَّ اَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ إِفَادَةَ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ التَّعْمِيْمَ গ্রন্থকার (র.) যখন مَعْرِفَة ও نَكِرَه -এর আ'ম ফায়দা দানের কথা আলোচনা করেছেন اَوْرَدَ فِيْ تَقْرِيْبِهٖ بَيَانَ مَا وَرَدَ النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ فِيْ مَقَامٍ وَاحِدٍ তখন এ বর্ণনাকে আরো বোধগম্য করে তোলার জন্য مُفْرَدْ ও نَكِرَه একই স্থলে হওয়ার বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْعَامِّ যদিও এটা আ'মের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

সরল অনুবাদ : অতএব যখন কেউ শপথ করে বলে–لَايَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ **(সে কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে না।) তখন একজন মহিলাকে বিবাহ করলেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।** সুতরাং جَمْع (বহুবচন)-এর অর্থ অবশিষ্ট থাকলে তিনের কম সংখ্যক মহিলাকে বিবাহ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে না। আর এটার উদাহরণ হলো, আল্লাহর বাণী– لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ (অর্থাৎ এটার পর তোমার জন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না) এবং অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ (الاية) (সদকা কেবল গরিব ও মিসকিনদের জন্য)। কাজেই যে কোনো ফকির ও মিসকিনকে সদকা করলেই যথেষ্ট হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কমপক্ষে তিন জন ফকির ও তিনজন মিসকিনকে দান করা ওয়াজিব হবে, جَمْع-এর উপর আমল করার নিমিত্তে। এ স্থলে যা বলা হয়েছে তন্মধ্যে এটাই শেষ কথা। (তুমি চিন্তা করে দেখো।) গ্রন্থাকার (র.) যখন বর্ণনা করলেন যে, نَكِرَه এবং مَعْرِفَه উভয় عُمُوْم-কে সাব্যস্ত করে তখন এ বর্ণনাকে আরো বোধগম্য করে তুলার জন্য نَكِرَه ও مَعْرِفَه একই স্থলে হওয়ার বর্ণনা শুরু করেছেন, যদিও এটা عَامّ -এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لَامِ تَعْرِيْف টা جَمْع বা বহুবচনের মধ্যে হওয়ার উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, جَمْع -এর মধ্যে لَامْ আসলে جَمْع হওয়া বাতিল হয়ে যাবে এবং তা جِنْس-এর অর্থে হয়ে যাবে। সুতরাং যদি কেউ শপথ করে যে, لَايَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ (মহিলাদেরকে বিবাহ করবে না।) তাহলে একজনকে বিবাহ করার দ্বারাই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে এটার বিপরীত যদি لَايَتَزَوَّجُ نِسَاءً তথা اَلِفْ لَامْ ব্যতীত বলে, তাহলে তিনজনকে বিবাহ করার মধ্যেমে শপথ ভঙ্গকারী হবে, جَمْع -এর উপর আমল করার নিমিত্তে। পক্ষান্তরে এক বা দু'জনকে বিবাহ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর তার উদাহরণ হলো, আল্লাহর বাণী– لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ; উক্ত আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আপনার জন্য মহিলাদেরকে এটার পর বিবাহ করা জায়েজ হবে না। অর্থাৎ নয় জনের পর আর একজনকেও বিবাহ করা জায়েজ হবে না। সুতরাং হুযূর ﷺ-এর ক্ষেত্রে নয়জন যেমন আমাদের ক্ষেত্রে চারজন। ইমাম বায়যাবী (র.) এরূপই বলেছেন, তবে তার আরেকটি উদাহরণ হলো, আল্লাহর অপর এক বাণী– إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ফকির বলে যার সামান্য কিছু মাল আছে, আর মিসকিন বলে যার কোনো সম্পদ নেই। ইমাম যুহরী হতে বর্ণিত আছে যে, ফকির বলে যে নিজ ঘরে বসবাস করে এবং কারো নিকট কিছু চায় না, আর মিসকিন বলে যে ঘর হতে বের হয় এবং লোকদের নিকট হাত পেতে থাকে।

فَقَالَ وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْأُولٰى وَهٰذَا لَايُتَصَوَّرُ إِلَّا فِى التَّعْرِيْفِ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ دُوْنَ الْأَعْلَامِ وَنَحْوِهَا فَإِذَا أُعِيْدَتْ بِاللَّامِ كَانَ ذٰلِكَ إِشَارَةً إِلٰى مَاسَبَقَ فَيَكُوْنُ عَيْنَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى " إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ " وَإِذَا أُعِيْدَتْ نَكِرَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُوْلٰى لِأَنَّهَا لَوْكَانَتْ عَيْنَ الْأُوْلٰى لَتَعَيَّنَتْ نَوْعَ تَعَيُّنٍ وَلَمْ تَبْقَ فِيْهَا نِكَارَةٌ وَالْمُقَدَّرُ خِلَافُهُ وَالْمَعْرِفَةُ إِذَا أُعِيْدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْأُوْلٰى لِأَنَّ اللَّامَ يُشِيْرُ إِلٰى مَعْهُوْدٍ مَذْكُوْرٍ فِيْمَا سَبَقَ وَمِثَالُ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" فَإِنَّ الْعُسْرَ أُعِيْدَ مُعَرَّفًا فَيَكُوْنُ عَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْيُسْرُ أُعِيْدَ مُنْكَرًا فَيَكُوْنُ غَيْرَ الْأَوَّلِ فَعُلِمَ أَنَّ مَعَ كُلِّ عُسْرٍ وَاحِدٍ يُسْرَيْنِ وَهُوَ مَعْنٰى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) مَرْوِيًّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَقَالَ الشَّاعِرُ شِعْرٌ

إِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوٰى فَفَكِّرْ فِىْ أَلَمْ نَشْرَحْ * فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُعِيْدَتْ مَعْرِفَةً আর যখন نَكِرَه কে مَعْرِفَة দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয় كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْأُوْلٰى তখন দ্বিতীয়টি হুবহু প্রথমটিই হয়ে থাকে وَهٰذَا لَايُتَصَوَّرُ إِلَّا فِى التَّعْرِيْفِ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ আর তা শুধু لَامْ এবং إِضَافَتْ-এর দ্বারা مَعْرِفَة হলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে دُوْنَ الْأَعْلَامِ وَنَحْوِهَا নামবাচক বিশেষ্য বা অনুরূপ অন্যান্য مَعْرِفَه-এর মধ্যে তা হতে পারে না فَإِذَا أُعِيْدَتْ بِاللَّامِ كَانَ ذَالِكَ إِشَارَةً إِلٰى مَاسَبَقَ যখন لَامْ-এর দ্বারা পুনরায় উল্লেখ করা হবে তখন পূর্বের نَكِرَه-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হবে فَيَكُوْنُ عَيْنَهُ অতএব, তা হুবহু পূর্বের نَكِرَه ই হবে كَقَوْلِهِ تَعَالٰى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ যথা আল্লাহ তা'আলার বাণী– "আমি ফিরাউনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, অনন্তর ফিরাউন সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে" وَإِذَا أُعِيْدَتْ نَكِرَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُوْلٰى আর যদি পুনরায় نَكِرَه রূপে উল্লেখ করা হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভিন্ন হবে لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْأُوْلٰى কেননা, দ্বিতীয় نَكِرَه যদি হুবহু প্রথমটিই হয়, তাহলে لَتَعَيَّنَتْ نَوْعَ تَعَيُّنٍ نَكِرَه-এর মধ্যে এক প্রকার নির্দিষ্টকরণ এসে যায় وَلَمْ تَبْقَ فِيْهَا نِكَارَةٌ আর তাতে نَكِرَه-এর অর্থ অবশিষ্ট থাকে না وَالْمُقَدَّرُ خِلَافُهُ অথচ এ স্থলে যা মেনে নেওয়া হয়েছিল তা এটার বিপরীত وَالْمَعْرِفَةُ إِذَا أُعِيْدَتْ مَعْرِفَةً আর যখন مَعْرِفَة কে পুনরায় مَعْرِفَه রূপে উল্লেখ করা হয় كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْأُوْلٰى তখন দ্বিতীয়টি হুবহু প্রথমটি হবে لِأَنَّ اللَّامَ يُشِيْرُ إِلٰى مَعْهُوْدٍ مَذْكُوْرٍ فِيْمَا سَبَقَ কেননা, আলিফ-লাম পূর্বোল্লিখিত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে وَمِثَالُ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ আর এ দু'টি কায়েদার উদাহরণ হলো قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا নিশ্চয়ই দুঃখের সাথে সুখ বিদ্যমান فَإِنَّ الْعُسْرَ أُعِيْدَ مُعَرَّفًا এ আয়াতে عُسْر শব্দটিকে مَعْرِفَه রূপে পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে فَيَكُوْنُ عَيْنَ الْأَوَّلِ তাই এটার দ্বারা প্রথমটি উদ্দেশ্য হবে وَالْيُسْرُ أُعِيْدَ مُنْكَرًا আর يُسْر শব্দটিকে পুনরায় نَكِرَه-এর আকারে উল্লেখ করা হয়েছে فَيَكُوْنُ غَيْرَ الْأَوَّلِ সুতরাং দ্বিতীয়টি প্রথমটি ব্যতীত অন্য يُسْر হবে فَعُلِمَ أَنَّ مَعَ كُلِّ عُسْرٍ وَاحِدٍ يُسْرَيْنِ-এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, প্রত্যেক عُسْر-এর সাথে দু'টি يُسْر বিদ্যমান থাকে وَهُوَ مَعْنٰى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْوِيًّا عَنِ النَّبِيِّ (ع) এটাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যের মর্মার্থ যা তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ একটি عُسْر দু'টি يُسْر-এর উপর কোনো দিনই বিজয়ী হতে পারবে না। কবি বলেছেন شِعْر কবিতা إِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوٰى যখন তোমার উপর অধিক পরিমাণে বিপদ-আপদ আপতিত হয় فَفَكِّرْ فِى أَلَمْ نَشْرَحْ তখন তুমি সূরা أَلَمْ نَشْرَحْ-এর মধ্যে চিন্তা কর فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ (তখন তুমি বুঝতে পারবে) একটি বিপদের সাথে দু'টি সহজ সাধ্যতা রয়েছে إِذَا فَكَّرْتَهُ যখন তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা করবে فَافْرَحْ কাজেই তুমি খুশি হয়ে যাও।

সরল অনুবাদ : **সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেন যে, আর যখন نَكِرَه-কে مَعْرِفَه দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয় তখন দ্বিতীয়টি হুবহু প্রথমটিই হয়ে থাকে।** আর এ অর্থ শুধু لاَمْ এবং اِضَافَتْ-এর দ্বারা مَعْرِفَه হলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে, নামবাচক বিশেষ্য বা অনুরূপ অন্যান্য مَعْرِفَه-এর মধ্যে তা হতে পারে না। যখন لاَمْ-এর দ্বারা পুনরায় উল্লেখ করা হবে তখন পূর্বের نَكِرَه-এর দিকে ইশারা করা হবে। সুতরাং তা হুবহু পূর্বের نَكِرَه হবে। যথা– اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ অর্থাৎ আমি নিশ্চয়ই ফেরাউনের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর ফেরাউন সে রাসূলের নাফরমানী করেছে। আর যখন نَكِرَه-কে نَكِرَه হিসেবে পুনরাবৃত্তি করা হবে তখন দ্বিতীয়টি প্রথমটি ভিন্ন উদ্দেশ্য হবে। কেননা দ্বিতীয় نَكِرَه যদি হুবহু প্রথম نَكِرَه হবে তাহলে نَكِرَه এক প্রকার নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর এটাতে نَكِرَه হওয়ার অর্থ অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ এ স্থলে যা মেনে নেওয়া হয়েছিল তা এটার বিপরীত। **আর مَعْرِفَه-কে যখন পুনরায় مَعْرِفَه হিসেবে উল্লেখ করা হয় তখন দ্বিতীয়টি হুবহু প্রথমটি হবে।** কেননা عَامْ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর উপরোক্ত দু'টি قَاعِدَهْ (نَكِرَه পুনঃ উল্লেখ ও مَعْرِفَه-এর পুনঃ উল্লেখ)-এর উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী– فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا এ আয়াতে عُسْر শব্দটিকে পুনরায় مَعْرِفَه-এর আকারে পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এটার দ্বারা প্রথমটি উদ্দেশ্য হবে। আর يُسْر শব্দটিকে পুনরায় نَكِرَه আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই দ্বিতীয়টি প্রথমটি ব্যতীত অন্য يُسْر হবে। এটার দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, একটি عُسْر (দুঃখ)-এর সাথে দু'টি يُسْر (সুখ) বিদ্যমান। এটাই ইবনে আব্বাসের (র.) বাণীর অর্থ যা তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি عُسْر (কষ্ট) দু'টি يُسْر (সহজতা)-এর উপর কোনো দিনই বিজয়ী হতে পারবে না। আর এক কবি বলেছেন, যার অর্থ হচ্ছে– যখন তোমার উপর কোনো বিপদ এসে পড়বে তখন তুমি সূরায়ে اَلَمْ نَشْرَحْ-এর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করো। যখন চিন্তা করবে তখন বুঝতে পারবে একটি বিপদের সাথে দু'টি সহজসাধ্যতা রয়েছে। কাজেই তুমি খুশি হয়ে যাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُسْرَيْنِ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হাদীসে উল্লিখিত يُسْرَيْنِ-এর অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, নবী করীম ﷺ হতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি ﷺ বলেছেন– لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ (একটি বিপদ দু'টি আছানীর উপর বিজয়ী হতে পারবে না)। এ হাদীসে يُسْرَيْنِ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? তার ব্যাপারে মুহাদ্দেসীনে কেরাম হতে দু'টি মত পাওয়া যায়— (১) একটি يُسْر হলো হুযূরের ﷺ যুগের বিজয়সমূহ এবং দ্বিতীয় يُسْر হলো খলিফাগণের যুগসমূহের বিজয়সমূহ। (২) একটি হলো পার্থিব বিজয় আর অপরটি হলো পরকালীন বিজয়।

وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عِنْدِىْ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تَاكِيْدًا لِلْأُوْلٰى كَمَا أَنَّ قَوْلَنَا إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا لَا يَدُلُّ عَلٰى أَنَّ مَعَهُ كِتَابَيْنِ فَيَكُوْنُ الْعُسْرُ وَاحِدًا وَالْيُسْرُ وَاحِدًا وَإِذَا أُعِيْدَتْ نَكِرَةٌ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُوْلٰى لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْأُوْلٰى لَتَعَيَّنَتْ بِلَا إِشَارَةِ حَرْفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَلَمْ يُوْجَدْ لِهٰذَا مِثَالٌ فِى النَّصِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عِنْدِىْ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ نَظَرٌ আর ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র.) বলেছেন যে, আমার মতে এ স্থলে একটু দুর্বলতা রয়েছে لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تَاكِيْدًا لِلْأُوْلٰى কেননা, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের تَاكِيْد হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে كَمَا أَنَّ قَوْلَنَا إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا যেমন আমাদের কথা - إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا - إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا -তে لَا يَدُلُّ عَلٰى أَنَّ مَعَهُ كِتَابَيْنِ যায়েদের নিকট দু'টি কিতাব রয়েছে, তা বুঝা যায় না فَيَكُوْنُ الْعُسْرُ وَاحِدًا وَالْيُسْرُ وَاحِدًا অতএব উল্লেখিত عُسْر দ্বারা একটি বিপদই উদ্দেশ্য এবং يُسْر দ্বারাও একটি প্রশান্তিই উদ্দেশ্য وَإِذَا أُعِيْدَتْ نَكِرَةٌ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُوْلٰى আর যখন مَعْرِفَه পুনরায় نَكِرَه রূপে উল্লেখ করা হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির বিপরীত হবে لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْأُوْلٰى কেননা, যদি তা হুবহু প্রথমটিই হয় لَتَعَيَّنَتْ بِلَا إِشَارَةِ حَرْفٍ তাহলে نَكِرَه এমন اِسْم اِشَارَه ব্যতীত যা নির্দিষ্টতা এসে যাবে يَدُلُّ عَلَيْهِ যা নির্দিষ্টতা বুঝিয়ে থাকে وَهُوَ بَاطِلٌ আর এটা জায়েজ নেই وَلَمْ يُوْجَدْ لِهٰذَا مِثَالٌ فِى النَّصِّ আর نَصّ -এর মধ্যে এটার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় নি।

সরল অনুবাদ : ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) বলেছেন, আমার মতে এ স্থলে একটু দুর্বলতা রয়েছে। কেননা দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের تَاكِيْد হওয়ার তো সম্ভাবনা আছে। যেমন, আমাদের কথা– إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا এতে যায়েদের নিকট দু'টি রয়েছে বলে তো বুঝা যায় না। সুতরাং বিপদও একটি এবং আছানীও একটি হবে। **আর نَكِرَه-কে যখন পুনঃ نَكِرَه-এর দ্বারা উল্লেখ করা হবে তখন দ্বিতীয়টি প্রথমটি হবে না।** কারণ এটা প্রথমটি হলে এক ধরনের নির্দিষ্টতা এসে যাবে, এমন حَرْف إِشَارَه ব্যতীত যা নির্দিষ্টতা বুঝিয়ে থাকে । আর এটা জায়েজ নেই। আর نَصّ-এর মধ্যে এটার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) বলেছেন যে, نَكِرَه-কে পুনরায় نَكِرَه হিসেবে উল্লেখ করা হলে দ্বিতীয়টি প্রথমটি ব্যতীত অন্য একটি হবে। এ কায়েদার মধ্যে আমার মতে খানিকটা দুর্বলতা বিদ্যমান। কেননা দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের تَاكِيْد ও তো হতে পারে। তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, উক্ত সম্ভাবনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কেননা তাঁর হতে বর্ণনা সাব্যস্ত আছে এবং তিনি ফকীহ সাহাবীগণের অন্যতম। সর্বোপরি তাকে তিনি নবী করীম ﷺ-এর দিকে نِسْبَتْ করেছেন। কিন্তু তার উত্তরে বলা হবে যে, পরিভাষায় এরূপ বাক্য تَاكِيْد-এর জন্য হয়ে থাকে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যা করেছেন তা تَاوِيْل (ব্যাখ্যা) সাপেক্ষ। সুতরাং উক্ত বাক্যের অর্থ হবে একটি عُسْر একটি مُؤَكَّد يُسْر-এর উপর বিজয়ী হতে পারে না। তবে مُؤَكَّدْ হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ একটি يُسْر-কে দু'টি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে কেউ কেউ বলতে পারে যে, উক্ত বাক্যের পরিভাষায় تَاكِيْد-এর জন্য হয়ে থাকে তা আমরা সমর্থন করি না; বরং এটার বিপরীত হওয়াই প্রমাণিত। কেননা কোনো বাক্য যখন اِسْتِيْنَاف ও تَاكِيْد দু'টিরই সম্ভাবনা রাখে তখন নতুন ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্য اِسْتِيْنَاف-এর উপর প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং প্রত্যেকটি বাক্য পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বিতীয়টি প্রথমটির জন্য تَاكِيْد নয়।

قَوْلُهُ يُوْجَدُ لِهٰذَا مِثَالٌ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَكِرَه-কে পুনরায় نَكِرَه হিসেবে উল্লেখ করে ভিন্ন বস্তুর উদ্দেশ্য করার উদাহরণ কুরআনে রয়েছে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো حَرْف-এর ইঙ্গিত ব্যতীত একটি ইসমকে নির্দিষ্ট করার দৃষ্টান্ত কুরআন-হাদীসের কোনো বাণীর মধ্যে পাওয়া যায়নি। তবে হতে পরে যে, ব্যাখ্যাকারের অনুসন্ধানে অপর্যাপ্ততার কারণে পাওয়া যায়নি। অন্যথা نَكِرَه -কে পুনঃ نَكِرَه হিসেবে উল্লেখ করে ভিন্ন বস্তুর উদ্দেশ্য করার দৃষ্টান্ত কুরআনে কারীমে অনেক আছে। যেমন, আল্লাহর বাণী– اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

وَقَدْ جَعَلُوْا فِيْ مِثَالِهِ مَا إِذَا أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِصَكٍّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فِيْ مَجْلِسٍ ثُمَّ بِأَلْفٍ غَيْرِ مُقَيَّدٍ بِصَكٍّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أُخْرَيْنِ فِيْ مَجْلِسٍ أُخَرَ يَكُوْنُ الثَّانِيْ غَيْرَ الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُهُ أَلْفَانِ وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُّعْلَمَ أَنَّ هٰذَا كُلَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَخُلُوِّ الْمَقَامِ عَنِ الْقَرَائِنِ وَإِلَّا فَقَدْ تُعَادُ النَّكِرَةُ مَعْرِفَةً مَعَ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - أَنْ تَقُوْلُوْا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا" فَالْكِتَابُ الْأَوَّلُ الْقُرْاٰنُ وَالثَّانِي التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ وَقَدْ تُعَادُ النَّكِرَةُ نَكِرَةً مَعَ عَدَمِ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى "وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ" ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ جَعَلُوْا فِيْ مِثَالِهِ তবে আলিমগণ এ মাসআলাটিকে এটার উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন مَا إِذَا أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِصَكٍّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فِيْ مَجْلِسٍ "যখন কোনো ব্যক্তি একটি বৈঠকে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে এমন এক হাজারের কথা স্বীকার করে যা একটি চেকের সাথে যুক্ত ثُمَّ بِأَلْفٍ অতঃপর (এমন) এক হাজারের শর্ত করে غَيْرِ مُقَيَّدٍ بِصَكٍّ যা চেকের সাথে যুক্ত নয় بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أُخْرَيْنِ অন্য দু'জন সাক্ষীর সামনে فِيْ مَجْلِسٍ أُخَرَ অন্য একটি মজলিসে يَكُوْنُ الثَّانِيْ غَيْرَ الْأَوَّلِ তাহলে এমতাবস্থায় মাসআলাটির দ্বিতীয় অংশ প্রথমাংশের ভিন্ন বস্তু হিসেবে গণ্য হবে وَيَلْزَمُهُ أَلْفَانِ তখন তার উপর দু'হাজার অপরিহার্য হবে وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُّعْلَمَ أَنَّ هٰذَا كُلَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ এটা قَاعِدَه كُلِّيَه বা সামগ্রিক নিয়ম নয় বরং যখন مُطْلَق হবে وَخُلُوِّ الْمَقَامِ عَنِ الْقَرَائِنِ এবং قَرَائِن হতে খালি হতে তখন তা প্রযোজ্য হবে وَإِلَّا فَقَدْ تُعَادُ النَّكِرَةُ مَعْرِفَةً مَعَ الْمُغَايَرَةِ অন্যথায় ভিন্নতা সত্ত্বেও نَكِرَه-কে مَعْرِفَه রূপে পুনরুল্লেখ করা হয় كَقَوْلِهِ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– هٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ তা আল্লাহর নাজিলকৃত বরকতময় কিতাব فَاتَّبِعُوْهُ সুতরাং এর অনুসরণ কর وَاتَّقُوْا এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ তবে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হবে أَنْ تَقُوْلُوْا যাতে তোমরা বলতে না পার যে, إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا কিতাব তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু'দলের উপরই নাজিল হয়েছিল فَالْكِتَابُ الْأَوَّلُ الْقُرْاٰنُ এ আয়াতে প্রথমোক্ত কিতাব দ্বারা কুরআন মাজীদ উদ্দেশ্য وَالثَّانِي التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ আর দ্বিতীয় কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিল উদ্দেশ্য وَقَدْ تُعَادُ النَّكِرَةُ نَكِرَةً مَعَ عَدَمِ الْمُغَايَرَةِ আবার ক্ষেত্র বিশেষের বিভিন্নতা না থাকা সত্ত্বেও نَكِرَه কে পুনরায় نَكِرَه রূপে উল্লেখ করা হয় كَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– তিনি সে পবিত্র সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলের প্রভু এবং ভূমণ্ডলের প্রভু-এর মধ্যে।

সরল অনুবাদ : তবে আলিমগণ এ মাসআলাটিকে এটার উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি এক বৈঠকে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে এমন এক হাজারের কথা স্বীকার করে যা একটি চেকের সাথে যুক্ত। অতঃপর সে একই ব্যক্তি অন্য একটি মজলিসে অন্য দু' জন সাক্ষীর সামনে এমন এক হাজারের স্বীকৃতি দেয় যা চেকের সাথে যুক্ত নয়, তাহলে এমতাবস্থায় মাসআলাটির দ্বিতীয় অংশ প্রথমাংশের ভিন্ন বস্তু হিসেবে গণ্য হবে। আর স্বীকারকারীর উপর দু'হাজার অপরিহার্য হবে। আর এটা জেনে রাখবে যে, এটা قَاعِدَه كُلِّيَه বা সমগ্রিক নিয়ম নয়; বরং যখন مُطْلَقْ হবে এবং তা قَرَائِنْ হতে খালি হবে তখন তা প্রযোজ্য হবে। অন্যথা ভিন্নতা সত্ত্বেও نَكِرَه-কে مَعْرِفَه হিসেবে পুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর বাণী– وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ط أَنْ تَقُوْلُوْا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا (এটা আল্লাহর নাজেলকৃত বরকতময় কিতাব। সুতরাং এটার অনুসরণ করো এবং তোমরা আল্লহকে ভয় করো, তবেই তোমরা করুণা লাভ করবে। যাতে তোমরা বলতে না পারো যে, কিতাব তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু'দলের উপরই নাজেল হয়েছিল)। উক্ত আয়াতে প্রথমোক্ত কিতাবের দ্বারা কুরআনে কারীম এবং পরবর্তী কিতাবের দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বুঝানো হয়েছে। আবার কদাচিৎ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও نَكِرَه-কে نَكِرَه দ্বারা পুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর এ বাণী– وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ (তিনি সে পবিত্র সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলেরও মাবুদ এবং ভূমণ্ডলেরও মাবুদ।)-এর মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِالصَّكِّ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি বিরোধের নিরসন করতে গিয়ে বলেন যে, শায়খুল ইসলাম (র.) বলেছেন, বাহ্যিকভাবে তো এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যে স্বীকারকৃত হাজারকে صَكّ-এর সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে কেবল তা مَعْرِفَه ই হবে। বস্তুত এটা সহীহ নয়। কেননা এটা نَكِرَه-এর সাথে হতে পারে। যেমন– এমন এক হাজারের স্বীকার করবে যা উক্ত চেকের মধ্যে লিখিত আছে। কিন্তু শায়খুল ইসলামের উক্ত অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এটা হাকীকী (প্রকৃত) উদাহরণ নয়; বরং তাকে تَشْبِيْه বা তুলনা হিসেবে বলা হয়েছে। আর তা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়। হাশিয়াকার বলেন যে, আমি ব্যাখ্যাকার (র.)-এর স্বহস্তে লিখিত একটি নুসখায় (সংস্করণে) এরূপই দেখেছি। بِأَلْفٍ بِصَكٍّ مُقَيَّدٍ الخ তবে উভয় বাক্যের অর্থ এক ও অভিন্ন। আর صَكّ শব্দটির ص হরফটি যবর বিশিষ্ট ও ك তাশদীদের সাথে কপি ও দলিলকে বলে। মূলত এটা chak -এর আরবি রূপ।

وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً مَعَ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ نَكِرَةً مَعَ عَدَمِ الْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاَمْثَالُ ذٰلِكَ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رح) اَقْصٰى مَا يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ التَّخْصِيْصُ فِى الْعَامِّ وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّذْكُرَهُ فِىْ مَبَاحِثِ التَّخْصِيْصِ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ مَوْقُوْفًا عَلٰى بَيَانِ الْاَلْفَاظِهِ اَخَّرَهُ عَنْهَا فَقَالَ وَمَا يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ الْخُصُوْصُ نَوْعَانِ اَىِ الْمِقْدَارُ الَّذِىْ لَايَتَعَدّٰى اِلٰى مَاتَحْتَهُ نَوْعَانِ اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ الْوَاحِدُ فِيْمَا هُوَ فَرْدٌ بِصِيْغَتِهِ كَمَنْ وَمَا وَالطَّائِفَةِ وَاسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً مَعَ الْمُغَايَرَةِ আবার কখনো ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও مَعْرِفَه কে مَعْرِفَه হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে كَقَوْلِهِ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর বাণী- هُوَ الَّذِىْ তিনি ঐ মহান সত্তা যিনি اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ তোমার উপর এমন কিতাব নাজিল করেছেন সত্যতার সাথে যা مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ -এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ نَكِرَةً مَعَ عَدَمِ الْمُغَايَرَةِ আবার কখনো অভিন্ন হওয়া অবস্থায় مَعْرِفَة -কে نَكِره -এর আকারে পুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকে وَكَقَوْلِهِ تَعَالٰى اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ এক) وَاَمْثَالُ ذٰلِكَ এবং এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رح) اَقْصٰى مَا يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ التَّخْصِيْصُ فِى الْعَامِّ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) عَام -এর মধ্যে تَخْصِيْص -এর শেষসীমা বর্ণনা করেছেন وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّذْكُرَهُ فِىْ مَبَاحِثِ التَّخْصِيْصِ তবে تَخْصِيْص -এর আলোচনায় তাকে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় ছিল وَلٰكِنْ لَمَّا كَانَ مَوْقُوْفًا عَلٰى بَيَانِ الْاَلْفَاظِهِ আর যেহেতু এটা তার শব্দসমূহের বর্ণনার উপর নির্ভর করে اَخَّرَهُ عَنْهَا তাই তাকে পরে বর্ণনা করেছেন فَقَالَ وَمَا يَنْتَهِىْ اِلَيْهِ الْخُصُوْصُ نَوْعَانِ সুতরাং তিনি বলেছেন خُصُوْص যে সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে তা দু'প্রকার اَىِ الْمِقْدَارُ الَّذِىْ لَايَتَعَدّٰى اِلٰى مَاتَحْتَهُ نَوْعَانِ অর্থাৎ যে সীমা অতিক্রম করে خُصُوْص -এর নিম্নে যেতে পারে না তা দু'প্রকার اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ الْوَاحِدُ فِيْمَا هُوَ فَرْدٌ بِصِيْغَتِهِ প্রথম প্রকার হলো ঐ عَام -এর মধ্যে যার তার صِيْغَه হিসেবে একবচন كَمَنْ وَمَا وَالطَّائِفَةِ যথা- مَنْ ـ مَا ও طَائِفَة শব্দগুলো وَاسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ এবং ঐ اِسْمِ جِنْس যা اَلِف ও لَام -এর দ্বারা مَعْرِفَة হয়েছে।

সরল অনুবাদ : আবার কখনো ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও مَعْرِفَه-কে পুনঃ مَعْرِفَه হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে হয়েছে- وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ (তিনি সে মহান সত্তা যিনি তোমার উপর এমন কিতাব নাজেল করেছেন সত্যতার সাথে যা এটার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী)। আবার কখনো অভিন্ন হওয়া অবস্থায় مَعْرِفَه-কে نَكِرَه-এর আকারে পুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন কুরআনে কারীমে রয়েছে- اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ এক।) এবং এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) عَام-এর মধ্যে تَخْصِيْص-এর শেষ সীমা বর্ণনা করেছেন। তবে تَخْصِيْص-এর আলোচনায় তাকে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। আর যেহেতু এটা তার শব্দসমূহের বর্ণনার উপর নির্ভর করে, তাই তাকে পরে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **خُصُوْص যে সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে তা দু'প্রকার**। অর্থাৎ যে সীমা অতিক্রম করে خُصُوْص-এর নিম্নে যেতে পারে না তা দু'প্রকার। **প্রথম প্রকার হলো ঐ عَام-এর মধ্যে যা তার صِيْغَه হিসেবে একবচন**। যথা- مَنْ ও مَا ও طَائِفَة শব্দগুলো এবং ঐ اِسْمِ جِنْس যা اَلِف ও لَام -এর দ্বারা مَعْرِفَه হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) (الاية) وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ-এর শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহর বাণী- وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الخ তালবীহের কোনো কোনো নুস্‌খায়ও অনুরূপ (عَلَيْكَ)-এর সাথে আয়াতটি উদ্ধৃত আছে। অথচ কুরআনে কারীমের আয়াতটি অনুরূপ নয়; বরং কুরআনে কারীমে আছে- وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ আল্লাহই ভালো জানেন। যা হোক আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে প্রথমোক্ত কিতাবের দ্বারা কুরআনে কারীমকে এবং পরোক্ষ কিতাবের দ্বারা তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالطَّائِفَةِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) طَائِفَة-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, عَام সীগাহ হিসেবে مُفْرَدٌ (একবচন)। তার উদাহরণ দিতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, যথা- مَا ও مَنْ এবং اَلطَّائِفَةُ অর্থাৎ طَائِفَة-কে وَاحِد পর্যন্ত تَخْصِيْص করা জায়েজ হবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর অভিমত। কেননা তিনি আল্লাহর বাণী - فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ-এর মধ্যে طَائِفَة-কে একজন দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্যান্যরা বলেছেন طَائِفَة এমন একটি দল যাদের দ্বারা একটি حَلْقَه (বেষ্টনী) হতে পারে, যার নিম্নতম সংখ্যা তিন বা চার।

اَوْ مُلْحَقٌ بِهٖ كَالْجُمُوْعِ الْمَعْرِفَةِ بِلَامِ الْجِنْسِ فَاِنَّهُمَا لَوْخَلَيَا عَنِ الْوَاحِدِ اَيْضًا لَغَاتَ اللَّفْظُ عَنْ مَدْلُوْلِهٖ كَالْمَرْاَةِ وَالنِّسَاءِ نَشْرٌ عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ فَالْمَرْاَةُ فَرْدٌ بِصِيْغَتِهٖ مَعْرِفَةٌ بِاللَّامِ وَالنِّسَاءُ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهٗ مُحَلّٰى بِلَامِ الْجِنْسِ وَيَنْتَهِىْ تَخْصِيْصُهُمَا اِلَى الْوَاحِدِ اَلْبَتَّةَ وَالنَّوْعُ الثَّانِىْ الثَّلٰثَةُ فِيْمَا كَانَ جَمْعًا صِيْغَةً وَمَعْنًى كَرِجَالٍ وَنِسَاءٍ مُنَكَّرًا مِمَّا لَمْ يَدْخُلْهُ لَامُ الْجِنْسِ وَيَلْحَقُ بِهٖ مَا كَانَ مَعْنًى فَقَطْ كَقَوْمٍ وَ رَهْطٍ وَاِنَّمَا يَنْتَهِىْ تَخْصِيْصُ هٰؤُلَاءِ كُلِّهَا اِلَى الثَّلٰثَةِ لِاَنَّ اَدْنَى الْجَمْعِ الثَّلٰثَةُ بِاِجْمَاعِ اَهْلِ اللُّغَةِ فَلَوْلَمْ يَبْقَ تَحْتَهٗ ثَلٰثَةُ اَفْرَادٍ لَغَاتَ اللَّفْظُ عَنْ مَقْصُوْدِهٖ وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ (رح) وَمَالِكٍ (رح) اِنَّ اَقَلَّ الْجَمْعِ اِثْنَانِ فَيَنْتَهِى التَّخْصِيْصُ اِلَيْهِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ مُلْحَقٌ بِهٖ كَالْجُمُوْعِ الْمَعْرِفَةِ بِلَامِ الْجِنْسِ অথবা এমন جَمْع যা مُفْرَدْ -এর সাথে যুক্ত হয়েছে যথা– ঐসব جَمْع -এর صِيْغَه যা لَام جِنْس -এর দ্বারা مَعْرِفَة হয়ে থাকে فَاِنَّهُمَا لَوْخَلَيَا عَنِ الْوَاحِدِ اَيْضًا কেননা এটা উভয় (একবচন ও এটার সংশ্লিষ্ট শব্দ) যদি وَاحِدْ হতেও খালি হয়ে যায় لَغَاتَ اللَّفْظُ عَنْ مَدْلُوْلِهٖ كَالْمَرْاَةِ وَالنِّسَاءِ نَشْرٌ عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ তাহলে শব্দ এটার مَدْلُوْل (অর্থ) হতে পৃথক হয়ে যায় যথা– ধারাবাহিকভাবে اَلْمَرْاَةُ ও اَلنِّسَاءُ ইত্যাদি শব্দগুলো فَالْمَرْاَةُ فَرْدٌ بِصِيْغَتِهٖ مَعْرِفَةٌ بِاللَّامِ এটার মধ্যে اَلْمَرْاَةُ শব্দটি صِيْغَه -এর দিক হতে فَرْد (একবচন) এবং لَامْ -এর দ্বারা مَعْرِفَة করা وَالنِّسَاءُ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهٗ আর نِسَاء শব্দটি বহুবচন এর কোনো একবচন নেই مُحَلّٰى بِلَامِ الْجِنْسِ এটাকে لَام جِنْس -এর দ্বারা مَعْرِفَة করা হয়েছে وَيَنْتَهِىْ تَخْصِيْصُهُمَا اِلَى الْوَاحِدِ اَلْبَتَّةَ তবে এটা নিশ্চিত যে, وَاحِدْ পর্যন্ত পৌঁছে এতদুভয়ের تَخْصِيْص শেষ হয়ে যাবে وَالنَّوْعُ الثَّانِى الثَّلٰثَةُ আর দ্বিতীয় প্রকার হলো ثَلٰثَة (তিন) فِيْمَا كَانَ جَمْعًا صِيْغَةً وَمَعْنًى ঐ عَامْ -এর মধ্যে যা শব্দ ও অর্থ উভয়ের দিক বিবেচনায় جَمْع (বহুবচন) كَرِجَالٍ وَنِسَاءٍ যথা– رِجَال ও نِسَاء - مُنَكَّرًا যখন এটার اِسْم نَكِرَه হবে مِمَّا لَمْ يَدْخُلْهُ لَامُ الْجِنْسِ এবং এগুলোর মধ্যে لَام جِنْس হবে না وَيَلْحَقُ بِهٖ مَاكَانَ مَعْنًى فَقَطْ আর দ্বিতীয় প্রকারের সাথে ঐসব শব্দ যুক্ত হবে যেগুলো অর্থের দিক হতে جَمْع (বহুবচন) كَقَوْمٍ وَرَهْطٍ যেমন– رَهْط - قَوْم ইত্যাদি وَاِنَّمَا يَنْتَهِىْ تَخْصِيْصُ هٰؤُلَاءِ كُلِّهَا اِلَى الثَّلٰثَةِ আর এ শব্দগুলোর تَخْصِيْص তিন পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে যাবে لِاَنَّ اَدْنَى الْجَمْعِ الثَّلٰثَةُ কেননা, جَمْع -এর নিম্নতম স্তর হলো তিন بِاِجْمَاعِ اَهْلِ اللُّغَةِ অভিধান প্রণেতার ঐকমত্য অনুযায়ী فَلَوْ لَمْ يَبْقَ تَحْتَهٗ ثَلٰثَةُ اَفْرَادٍ সুতরাং যদি উক্ত শব্দের অধীনে তিনটি একক অবিশষ্ট না থাকে لَغَاتَ اللَّفْظُ عَنْ مَقْصُوْدِهٖ তাহলে শব্দের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে যাবে وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর কতিপয় অনুসারী বলেছেন– اِنَّ اَقَلَّ الْجَمْعِ اِثْنَانِ বহুবচনের নিম্নতম সংখ্যা হলো দুই فَيَنْتَهِى التَّخْصِيْصُ اِلَيْهِ সুতরাং নির্দিষ্টকরণ দু'পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে যাবে تَمَسُّكًا بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ তাঁরা স্বীয় মতের স্বপক্ষে মহানবী ﷺ-এর বাণী ("দু ও তদূর্ধ্ব جَمْع হিসেবে গণ্য হবে) এর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

সরল অনুবাদ : **অথবা এমন جَمْع যা مُفْرَدْ-এর সাথে যুক্ত হয়েছে।** যথা– ঐ সব جَمْع-এর صِيْغَه যা لَام جِنْس-এর দ্বারা مَعْرِفَه হয়ে থাকে। কেননা এটা উভয় (একবচন এ এটার সংশ্লিষ্ট শব্দ) যদি وَاحِدْ হতেও খালি হয়ে যায় তাহলে শব্দ এটার مدلول (অর্থ) হতে পৃথক হয়ে যাবে। যথা– ধারাবাহিকভাবে اَلْمَرْاَةُ ও اَلنِّسَاءُ ইত্যাদি শব্দগুলো। এটার মধ্যে اَلْمَرْاَةُ শব্দটি صِيْغَه-এর দিক হতে فَرْد (একবচন) এবং لَامْ-এর দ্বারা مَعْرِفَه হয়েছে। আর اَلنِّسَاءُ বহুবচনের صِيْغَه যার وَاحِدْ নেই। এটাকে لَام جِنْس-এর দ্বারা مَعْرِفَه করা হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, وَاحِدْ পর্যন্ত পৌঁছে এতদুভয়ের تَخْصِيْص শেষ হয়ে যাবে। **আর দ্বিতীয় প্রকার হলো ثَلٰثَة (তিন) ঐ عَامْ-এর মধ্যে যা শব্দ ও অর্থ উভয়ের দিক বিবেচনায় جَمْع (বহুবচন)।** যথা– رِجَال ও نِسَاء যখন এটার اِسْم نَكِرَه হবে এবং এগুলোর মধ্যে لَام جِنْس হবে না। এ দ্বিতীয় প্রকারের সাথে ঐ সব শব্দ যুক্ত হবে যেগুলো অর্থের দিক হতে جَمْع (বহুবচন)। যথা– قَوْم ও رَهْط ইত্যাদি। আর এ শব্দগুলোর تَخْصِيْص তিন পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে যাবে। **কেননা অভিধান প্রণেতার ঐকমত্য অনুযায়ী جمع-এর নিম্নতম স্তর হলো তিন।** সুতরাং এটার অধীনে যদি তিনটি সংখ্যায়ও না থাকে তাহলে শব্দের উদ্দেশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর শিষ্যগণের মধ্যে হতে কোনো কোনো ব্যক্তি বলেছেন যে, جَمْع-এর নিম্নতম সংখ্যা হলো দুই। সুতরাং দুই পর্যন্ত পৌঁছে تَخْصِيْص শেষ হয়ে যাবে। তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর বাণী– اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (দুই ও তদূর্ধ্ব جَمْع হিসেবে গণ্য হবে)-এর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَالْجُمُوْعِ الْمَعْرِفَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لَام جِنْس বিশিষ্ট جَمْع প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কেননা যদিও এটার جَمْع তথাপি لَامْ-এর কারণে এগুলোর جَمْعِيَّتْ (বহুবচন হওয়া) বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং যেন এগুলো مُفْرَدْ (একবচন) হয়ে গেছে। সুতরাং এগুলোর تَخْصِيْص শেষ সীমা হলো, এক। এটাই অধিকাংশের মত। তবে কাশ্শাফ প্রণেতা বলেছেন যে, لَام جِنْس বিশিষ্ট جَمْع (বহুবচন) لَام جِنْس -হীন جَمْع-এর ন্যায়। সুতরাং এটার تَخْصِيْص-এর শেষসীমা হলো اَقَلِّ جَمْع অর্থাৎ তিন।

فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهٖ وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمَوَارِثِ وَالْوَصَايَا فَاِنَّ فِىْ بَابِ الْمِيْرَاثِ لِلْاِثْنَيْنِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ اِسْتِحْقَاقًا وَحَجْبًا فَاِنَّ لِلْبِنْتَيْنِ وَالْاُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ كَمَا لِلْبَنَاتِ وَالْاَخَوَاتِ وَيَحْجُبُ الْاَخَوَانِ لِلْاُمِّ مِنَ الثُّلُثِ اِلَى السُّدُسِ كَالْاِخْوَةِ الثَّلٰثَةِ وَالْوَصِيَّةُ اُخْتُ الْمِيْرَاثِ فِىْ كَوْنِهَا اِسْتِخْلَافًا بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَتَّبِعُ الْمِيْرَاثَ تَبِيْعَةَ النَّفْلِ لِلْفَرْضِ فَاِنْ اَوْصٰى لِمَوَالِىْ وَلَهٗ مَوْلَيَانِ اَوْ لِاِخْوَةِ زَيْدٍ وَلَهٗ اَخَوَانِ يَسْتَحِقَّانِ الْكُلَّ اَوْ عَلٰى سُنَّةِ تَقَدُّمِ الْاِمَامِ اَىْ اِذَا كَانَ الْمُقْتَدِىْ اِثْنَيْنِ يَتَقَدَّمُهُمَا الْاِمَامُ كَمَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الثَّلٰثَةِ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) فَاِنَّهٗ عِنْدَهٗ يَتَوَسَّطُهُمَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ (رح) بِقَوْلِهٖ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) তার এ বাক্য দ্বারা তার জবাব দিয়েছেন وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمَوَارِثِ وَالْوَصَايَا আর নবী করীম ﷺ এর হাদীস "দু ও তদূর্ধ সংখ্যা জামাত" তা মীরাস ও অসিয়তের আহকামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য" فَاِنَّ فِىْ بَابِ الْمِيْرَاثِ কেননা, মীরাসের অধ্যায়ে لِلْاِثْنَيْنِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ اِسْتِحْقَاقًا وَحَجْبًا (মিরাসের) হকদার ও বাধা প্রদানকারী হওয়ার ক্ষেত্রে দু'জনের জন্য জামাতের হুকুম প্রদান করা হয়েছে فَاِنَّ لِلْبِنْتَيْنِ وَالْاُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ কেননা, দু'কন্যা, দু'বোন ঠিক তদ্রূপই দু'তৃতীয়াংশ (২/৩) كَمَا لِلْبَنَاتِ وَالْاَخَوَاتِ وَيَحْجُبُ যদ্রূপ দুই এর অধিক কন্যা ও বোনের দু'তৃতীয়াংশ (২/৩) الْاَخَوَانِ لِلْاُمِّ مِنَ الثُّلُثِ اِلَى السُّدُسِ হতে বাধা দান করত এক ষষ্ঠাংশের (১/৬) নিয়ে যায় كَالْاِخْوَةِ الثَّلٰثَةِ যদ্রূপ তিন ভাই নিয়ে যেয়ে থাকে وَالْوَصِيَّةُ اُخْتُ الْمِيْرَاثِ فِىْ كَوْنِهَا اِسْتِخْلَافًا بَعْدَ الْمَوْتِ আর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার হওয়ার দিক বিবেচনায় অসিয়ত মিরাসের ভগ্নিতুল্য وَتَتَّبِعُ الْمِيْرَاثَ অসিয়ত মিরাসের অনুসরণ করে থাকে تَبِيْعَةَ النَّفْلِ لِلْفَرْضِ নফল যেমন ফরজের অনুসরণ করে থাকে فَاِنْ اَوْصٰى لِمَوَالِىْ فلان সুতরাং যদি কেউ অমুকের আযাদকৃত ক্রীতদাসদের জন্য অসিয়ত করে وَلَهٗ مَوْلَيَانِ আর তার মাত্র দু'জন ক্রীতদাস থাকে اَوْ لِاِخْوَةِ زَيْدٍ অথবা কেউ যদি যায়েদের ভাইদের জন্য অসিয়ত করে وَلَهٗ اَخَوَانِ আর তার মাত্র দু'জন ভাই থাকে يَسْتَحِقَّانِ الْكُلَّ তাহলে ঐ দু'জনই সম্পূর্ণ অসিয়তের হকদার সাব্যস্ত হবে اَوْ عَلٰى سُنَّةِ تَقَدُّمِ الْاِمَامِ অথবা নামাজের মধ্যে ইমাম অগ্রবর্তী হওয়ার নিয়মের উপর প্রযোজ্য হবে اَىْ اِذَا كَانَ الْمُقْتَدِىْ اِثْنَيْنِ يَتَقَدَّمُهُمَا الْاِمَامُ অর্থাৎ যখন মুক্তাদী দু'জন হবে তখন ইমাম তাদের সম্মুখে দাড়াবেন كَمَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الثَّلٰثَةِ যদ্রূপ মুক্তাদী তিনজন হওয়া অবস্থায় তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) فَاِنَّهٗ عِنْدَهٗ يَتَوَسَّطُهُمَا কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এটার বিপরীত মত পোষণ করেছেন কেননা, তাঁর মতে ইমাম দু'জন মুক্তাদীর মাঝখানে দাঁড়াবেন।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) তাঁদের দলিলের উত্তর এভাবে প্রদান করেছেন, **আর নবী করীম ﷺ-এর হাদীস– اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ এটা মিরাস ও অসিয়তের আহকামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।** কেননা মিরাসের অধ্যায়ে হকদার ও বাধা প্রদানকারী হওয়ার ক্ষেত্রে দু'জনের জন্য জামাতের হুকুম প্রদান করা হয়েছে। কেননা দু'কন্যা ও দু'বোন ঠিক তদ্রূপই দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে, যদ্রূপ দুই-এর অধিক কন্যা ও বোনরা দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করে থাকে। আর দুই মাতাকে এক-তৃতীয়ংশ হতে বাধা প্রদান করে এক-ষষ্ঠাংশের দিকে নিয়ে যায়, যদ্রূপ তিন ভাই নিয়ে যায়। আর অসিয়ত হচ্ছে মিরাসের ভগ্নির ন্যায় (কেননা এটা) মৃত্যুর পর স্থলাভিষিক্ত বানানোর ব্যাপারে মিরাসের মতো। এটা ঠিক তদ্রূপই মিরাসের অনুসরণ করে, যদ্রূপ নফল ফরজের অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং যদি কেউ কারো মাওয়ালীগণের জন্য কোনো কিছুর অসিয়ত করে, আর সে ব্যক্তির মাত্র দু'জন মাওলা থাকে কিংবা অসিয়তকারী ব্যক্তি যায়েদের তিন ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে, আর যায়েদের মাত্র দু'জন ভাই থাকে, তাহলে দু'জনই (দুই মাওলা অথবা দুই ভাই) সম্পূর্ণ অসিয়তকৃত বস্তুর হকদার সাব্যস্ত হবে। অথবা নামাজের মধ্যে ইমামের অগ্রবর্তী হওয়ার নিয়মের উপর প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যখন মুক্তাদী দু'জন হবে, তখন ইমাম তাদের সম্মুখে দাঁড়াবেন। যদ্রূপ মুক্তাদী তিনজন হওয়া অবস্থায় তাঁদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এটার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। কেননা তাঁর মতে ইমাম দুই মুক্তাদীর মাঝখানেই দাঁড়াবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَتَّبِعُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মিরাস ও অসিয়ত পাওয়ার স্তর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, অসিয়ত মিরাসের অনুসারী হয়ে থাকে। কেননা উত্তরাধিকার অকাট্যভাবে সাব্যস্ত আছে। এটা কারো ইচ্ছাধীন নয়। পক্ষান্তরে অসিয়ত ইখতিয়ারী ও নফল। সুতরাং অসিয়ত মিরাসের অনুগামী হবে, যেমন– নফল ফরজের অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং (مَتْبُوْع অর্থাৎ নামাজ)-এর মধ্যে যখন দু'জনের জন্য جَمْع প্রযোজ্য হয় তখন تَابِعْ অর্থাৎ মিরাসের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। আর যারা বলে মিরাস অসিয়তকে অনুসরণ করেছে, তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে। যেমন– নফল ফরজের অনুগামী। কেননা অসিয়ত মিরাস হতে (আদায়ের ব্যাপারে) অগ্রগামী। অর্থাৎ অসিয়ত মিরাস হতে অগ্রগামী এ দলিলে মিরাসকে অসিয়তের অনুগামী ভাবা ঠিক নয়।

وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْاِمَامَ مَحْسُوْبٌ فِى الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا اِلَّا فِى الْجُمُعَةِ فَاِنَّ فِيْهَا تُشْتَرَطُ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ سِوَى الْاِمَامِ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اِذْ عِنْدَهٗ يَكْفِىْ اِثْنَانِ سِوَى الْاِمَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ (رح) الْجَوَابَ الثَّالِثَ الَّذِىْ ذَكَرَهٗ غَيْرُهٗ وَهُوَ اَنَّهٗ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُسَافِرَةِ بَعْدَ قُوَّةِ الْاِسْلَامِ فَاِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى اَوَّلًا عَنْ مُسَافِرَةِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ لِضُعْفِ الْاِسْلَامِ وَغَلَبَةِ الْكُفَّارِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْوَاحِدُ شَيْطَانٌ وَالْاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلٰثَةُ رَكْبٌ اَىْ جَمَاعَةٌ كَافِيَةٌ ثُمَّ لَمَّا قَوِىَ الْاِسْلَامُ رَخَّصَ لِلْاِثْنَيْنِ وَبَقِىَ الْوَاحِدُ عَلٰى حَالِهٖ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ وَبَاقِىْ تَمَسُّكَاتِ الْمُخَالِفِ بِاَجْوِبَتِهَا مَذْكُوْرَةٌ فِى الْمُطَوَّلَاتِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْاِمَامَ مَحْسُوْبٌ فِى الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا اِلَّا فِى الْجُمُعَةِ কেননা, জুমার নামাজ ব্যতীত (সকল নামাজে) ইমাম ও জামাতের মধ্যে গণ্য فَاِنَّ فِيْهَا تُشْتَرَطُ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ سِوَى الْاِمَامِ কেননা, জুমার নামাজের ইমাম ব্যতীত তিনজন পুরুষ মুক্তাদী হওয়া অত্যাবশ্যক خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اِذْ عِنْدَهٗ يَكْفِىْ اِثْنَانِ سِوَى الْاِمَامِ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন, তাঁর মতে ইমাম ব্যতীত দু'জন পুরুষই যথেষ্ট وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ (رح) الْجَوَابَ الثَّالِثَ গ্রন্থকার তৃতীয় উত্তরটি উল্লেখ করেন নি الَّذِىْ ذَكَرَهٗ غَيْرُهٗ যা অন্যান্য গ্রন্থকারগণ উল্লেখ করেছেন وَهُوَ اَنَّهٗ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُسَافِرَةِ بَعْدَ قُوَّةِ الْاِسْلَامِ তা এই যে, উক্ত হাদীসটি ইসলামের শক্তি অর্জনের পর সফর করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য فَاِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى اَوَّلًا কেননা, রাসূল ﷺ প্রাথমিক পর্যায়ে নিষেধ করেছেন عَنْ مُسَافِرَةِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ এক বা দু'জনকে সফর করতে لِضُعْفِ الْاِسْلَامِ وَغَلَبَةِ الْكُفَّارِ কেননা, তখন ইসলাম দুর্বল ছিল এবং কাফিরগণ শক্তিশালী ছিল فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ অতঃপর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلْوَاحِدُ شَيْطَانٌ একজন একটি শয়তান وَالْاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ দু'জন দু'টি শয়তান وَالثَّلٰثَةُ رَكْبٌ এবং তিনজন একটি কাফেলা اَىْ جَمَاعَةٌ كَافِيَةٌ অর্থাৎ এমন একটি জামাত, যা জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট ثُمَّ لَمَّا قَوِىَ الْاِسْلَامُ অতঃপর ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির পর رَخَّصَ لِلْاِثْنَيْنِ দু'জনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় وَبَقِىَ الْوَاحِدُ عَلٰى حَالِهٖ এবং একজন পূর্বাবস্থায় বহাল থাকে فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– দু' বা ততোধিক ব্যক্তি একটি জামাত وَبَاقِىْ تَمَسُّكَاتِ الْمُخَالِفِ بِاَجْوِبَتِهَا مَذْكُوْرَةٌ فِى الْمُطَوَّلَاتِ বিরোধীদের অন্যান্য দলিলও এগুলোর উত্তর বড় কিতাবসমূহের উল্লেখ আছে।

সরল অনুবাদ : কেননা জুমার নামাজ ব্যতীত ইমামও জামাতের মধ্যে গণ্য। কেননা জুমার নামাজে ইমাম ব্যতীত তিন জন পুরুষ মুক্তাদী হওয়া আবশ্যক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এটার বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। তার মতে ইমাম ব্যতীত দু' জন পুরুষ হওয়াও যথেষ্ট। গ্রন্থকার (র.) তৃতীয় উত্তরের উল্লেখ করেননি যা অন্যান্য গ্রন্থকারগণ উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, এ হাদীসটি প্রযোজ্য হবে ইসলাম শাক্তিশালী হওয়ার পর ভ্রমণের ব্যাপারে। কেননা নবী করীম ﷺ প্রথম দিকে ইসলামের দুর্বলতা ও কাফিরদের প্রভাবের কারণে একজন দু'জনের সফর করাকে নিষেধ করেছেন। কাজেই তিনি বলেছেন, একজন শয়তান এবং দু'জন দুই শয়তান আর তিনজন জামাত। অতঃপর ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পর দু'জনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, আর একজন পূর্বাবস্থায় থেকে যায়। কাজেই নবী করীম ﷺ বলেছেন– দু'জন, ততোধিক জামাত। বিরোধীদলের অন্যান্য দলিল ও এগুলোর উত্তর বড় বড় কিতাবে উল্লেখ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَحْسُوْبٌ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) দু'জন ও তদূর্ধ্ব সংখ্যক জামাত হিসেবে গণ্য হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, জুমার নামাজ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে দু' জন ও ততোধিক ব্যক্তিকে জামাত হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা জুমার জামাত ব্যতীত অন্যান্য জামাতে ইমামও শামিল বলে গণ্য। সুতরাং (জুমা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে) মুক্তাদী দু'জন হলে আর ইমামও জামাতে শামিল হলে তিনজন সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং জামাত পূর্ণ হয়ে যাবে। সুতরাং জামাতের হুকুম সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ ইমাম সামনে যাবে। যদ্রূপ মুক্তাদী তিন হওয়ার অবস্থায় ইমাম সামনে গিয়ে থাকেন। তবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, জুমা ব্যতীত অন্যান্য জামাতে যেহেতু ইমাম জামাতের একজন হিসেবে গণ্য। সেহেতু ইমাম ব্যতীত একজন (মুক্তাদী) থাকলেও জামাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর হাদীসটিকে ইমাম সম্মুখে হওয়ার সুন্নাত হওয়ার উপর প্রয়োগ করা হবে। যেমন– দু' জনের ক্ষেত্রে ইমাম হওয়া সুন্নত সাব্যস্ত করার জন্য এটাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। তার উত্তরে বলা হবে যে, জুমা ব্যতীত অন্যত্র ইমামকে জামাতের একজন হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং যদি ইমাম জামাতের মধ্যে গণ্য হয়, যেমন– অধিকাংশ ইমামগণের মত, তাহলে হাদীসটিকে মিরাস ও অসিয়তের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। আর যদি জামাতের মধ্যে গণ্য না হয়, তাহলে ইমাম সামনে হওয়ার সুন্নতের উপর এটাকে প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য اَوْ عَلٰى الخ-এর মধ্যে اَوْ শব্দটি مَانِعَةُ الْجَمْعِ-এর জন্য হয়েছে। কাজেই عَلَى الْمَوَارِيْثِ وَالْوَصَايَا-এর বিপরীত এ স্থলে اَوْ নেওয়ার কারণ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কোনো কোনো ব্যাখ্যা গ্রন্থে যে রয়েছে এ স্থলে اَوْ শব্দটি مَانِعَةُ الْخُلُوْ-এর জন্য হয়েছে, এটার প্রতি কর্ণপাত করারও প্রয়োজন নেই। কেননা এ দু'টি প্রয়োগক্ষেত্র ছাড়াও হাদীসটির আরো একটি প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে, যা ব্যাখ্যাকার একটু পরেই উল্লেখ করেছেন। ইমাম জুমার নামাজের জামাতের মধ্যে গণ্য না হওয়ার কারণ হলো জুমার নামাজ আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম থাকা শর্ত। সুতরাং তাকে জামাতের মধ্যে গণ্য করা অসম্ভব। এটা অন্যান্য নামাজের বিপরীত। কেননা এটার আদায় সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম থাকা শর্ত নয়। সুতরাং এদের মধ্যে ইমামকে জামাতের একজন হিসেবে গণ্য করা সহীহ হবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

١. مَاهُوَالْعَامُّ وَمَاحُكْمُهٗ ؟ هَلْ هُوَ قَطْعِىٌّ اَمْ ظَنِّىٌّ ؟ بَيِّنُوْا بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ ـ

٢. هَلْ يَجُوْزُ نَسْخُ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ ؟ بَيِّنُوْا مَعَ التَّوْضِيْحِ وَالتَّمْثِيْلِ ـ

٣. اِذَا اَوْصَى الْخَاتَمَ لِاِنْسَانٍ ثُمَّ بِالْفَصِّ مِنْهُ لِاٰخَرَ" فَمَا الْحُكْمُ لِهٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ ؟ بَيِّنُوْا مَعَ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ فِيْهَا مُفَصَّلًا

٤. "اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلٰى اَنَّهٗ بِالْخِيَارِ فِىْ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهٖ وَسَمّٰى ثَمَنَهٗ" فَمَاذَا الْحُكْمُ لِهٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ ؟ بَيِّنُوْا مُوْضِحًا

مَبْحَثُ الْمُشْتَرَكِ

مُشْتَرَكْ -এর আলোচনা

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَحْثِ الْعَامِّ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْمُشْتَرَكِ فَقَالَ وَاَمَّا الْمُشْتَرَكُ فَمَا يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ اَرَادَ بِالْاَفْرَادِ مَافَوْقَ الْوَاحِدِ لِيَتَنَاوَلَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْمَعْنِيَيْنِ فَقَطْ وَهُوَ يُخْرِجُ الْخَاصَّ وَقَوْلُهٗ مُخْتَلِفَةُ الْحُدُوْدِ يُخْرِجُ الْعَامَّ عَلٰى مَامَرَّ وَقَوْلُهٗ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ اَوْ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِىْ (رحـ) اَنَّهٗ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ كَمَا سَيَاتِىْ وَقِيْلَ اِنَّهٗ اِحْتِرَازٌ عَنْ لَفْظِ الشَّىْءِ فَاِنَّهٗ بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ بِمَعْنَى الْمَوْجُوْدِ مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِىٌّ خَارِجٌ عَنْ هٰذَا الْمُشْتَرَكِ وَبِاِعْتِبَارِ كَوْنِ اَفْرَادِهٖ مُخْتَلِفَةَ الْحَقَائِقِ دَاخِلٌ فِى الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِىْ كَالْقُرْءِ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ فَاِنَّهٗ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْمَعْنِيَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ لَايَجْتَمِعَانِ وَقَدْ اَوَّلَهُ الشَّافِعِىْ (رحـ) بِالطُّهْرِ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ) بِالْحَيْضِ كَمَا عَرَفْتَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَحْثِ الْعَامِّ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) عَامْ -এর আলোচনা হতে অবসর হয়ে شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْمُشْتَرَكِ মুশতারিক -এর আলোচনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন- وَاَمَّا الْمُشْتَرَكُ فَمَا يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا আর مُشْتَرَكْ ঐ اِسْم যা একাধিক একককে শামিল করে مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْدِ বিভিন্ন হাকীকতের عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ পরিবর্তন রূপে اَرَادَ بِالْاَفْرَادِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ এখানে একাধিক একককে বুঝানো হয়েছে لِيَتَنَاوَلَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْمَعْنِيَيْنِ فَقَطْ যাতে এ সংজ্ঞা ঐ শব্দকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যা কেবল দু'টি অর্থের মধ্যে মুশতারিক وَهُوَ يُخْرِجُ الْخَاصَّ আর তা خَاصْ কে (সংজ্ঞা হতে) বের করে দেয় وَقَوْلُهٗ مُخْتَلِفَةُ الْحُدُوْدِ يُخْرِجُ الْعَامَّ আর গ্রন্থকারের উক্তি مُخْتَلِفَةُ الْحُدُوْدِ এটা عَامْ -কে বের করে দেয় عَلٰى مَامَرَّ যেমন ইতোপূর্বে এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে وَقَوْلُهٗ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ আর গ্রন্থকারের বক্তব্য عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ বাক্যটি لِبَيَانِ الْوَاقِعِ প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা অথবা اَوْ اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِىْ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যোগ করা হয়েছে اَنَّهٗ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ কেননা, তাঁর মতে তা عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ হবে كَمَا سَيَاتِىْ যা শীঘ্রই সামনে আসছে وَقِيْلَ اِنَّهٗ اِحْتِرَازٌ عَنْ لَفْظِ الشَّىْءِ আর কেউ কেউ বলেছেন যে, তা شَىْء শব্দ হতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে فَاِنَّهٗ بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ بِمَعْنَى الْمَوْجُوْدِ কেননা, এর অর্থ অস্তিত্বশীল হিসেবে مُشْتَرَكٌ مَعْنَوِىٌّ দ্বৈত অর্থ জ্ঞাপক خَارِجٌ عَنْ هٰذَا الْمُشْتَرَكِ তা মুশতারাক হতে বহির্ভূত وَبِاِعْتِبَارِ كَوْنِ اَفْرَادِهٖ مُخْتَلِفَةَ الْحَقَائِقِ আর তার এককসমূহ বিভিন্ন হাকীকত সম্পন্ন হওয়ার বিবেচনায় دَاخِلٌ فِى الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِىْ তা مُشْتَرَك لَفْظِىْ -এর অন্তর্ভুক্ত كَالْقُرْءِ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ যথা- قُرْء শব্দটি حَيْض ও طُهْر উভয়কে শামিল করে فَاِنَّهٗ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْمَعْنِيَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ কেননা, তা এ দু'টি পরস্পর বিরোধী অর্থের মধ্যে মুশতারিক لَايَجْتَمِعَانِ যারা একত্রিত হতে পারে না وَقَدْ اَوَّلَهُ الشَّافِعِىْ (رحـ) আর একে ইমাম শাফেয়ী (র.) قُرْء -এর অর্থ বর্ণনা করেছেন بِالطُّهْرِ طُهْر পবিত্রতা দ্বারা وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ এবং আবূ হানীফা এটার অর্থ বর্ণনা করেছেন بِالْحَيْضِ মাসিক ঋতুস্রাব দ্বারা كَمَا عَرَفْتَ যা তোমরা পূর্বেই অবগত হয়েছ।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) عَامْ-এর আলোচনা হতে অবসর হয়ে مُشْتَرَكْ -এর আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, আর مُشْتَرَكْ ঐ ইসম যা عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ পরিবর্তন রূপে বিভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট একাধিক একককে শামিল করে, এ ক্ষেত্রে اَفْرَادْ-এর দ্বারা একাধিক একককে বুঝানো হয়েছে। তাহলে مُشْتَرَكْ কমপক্ষে দু'টি অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর এটা خَاصْ-কে বের করে দেয়। আর مُخْتَلِفَةُ الْحُدُوْدِ টা عَامْ-কে বের করে দেয়। পূর্বেই যেমন তার আলোচনা করা হয়েছে। আর গ্রন্থকারের বক্তব্য عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ (পরিবর্তন -এর ভিত্তিতে) এটাকে وَاقِعْ (প্রকৃত সংজ্ঞা)-এর বিশদ বর্ণনার জন্য নেওয়া হয়েছে। অথবা এটাকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ-কে পরিত্যাগ করার জন্য নেওয়া হয়েছে, যা শীঘ্রই সামনে আসছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এটার উল্লেখ দ্বারা شَىْء শব্দকে পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য। কেননা তা مَوْجُوْد-এর অর্থ সম্পন্ন হওয়ার দিক বিবেচনায় مُشْتَرَك مَعْنَوِىْ যা এ مُشْتَرَكْ হতে বহির্ভূত। আর এটার উপর اَفْرَادْ বিভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট হওয়ার দিক বিবেচনায় তা مُشْتَرَك لَفْظِىْ-এর অন্তর্ভুক্ত। যথা- قُرْء শব্দটি حَيْض এবং طُهْر উভয়কে শামিল করে। কেননা তা দু'টি পরস্পর বিরোধী অর্থের মধ্যে مُشْتَرَكْ যারা একত্রিত হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) قُرْء-এর অর্থ বর্ণনা করেছেন طُهْر (পবিত্রতা)। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এটার অর্থ বর্ণনা করেছেন حَيْض (মাসিক ঋতু), যা তোমরা পূর্বেই অবগত হয়েছ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ دَاخِلٌ فِى الْمُشْتَرَكِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) شَىْء مُشْتَرَكْ -কে لَفْظِىْ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, شَىْء শব্দটির اَفْرَادْ (এককগুলো) مُخْتَلِفَةُ الْحَقَائِقِ (বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন হওয়া)-এর হিসেবে এটা مُشْتَرَك لَفْظِىْ -এর অন্তর্ভুক্ত। এটা تَقْوِيْم গ্রন্থাকার (র.)-এরও অভিমত। তবে এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, কেননা مُشْتَرَك لَفْظِىْ হওয়ার জন্য এটার اَفْرَادْ (এককগুলো) مُخْتَلِفَةُ الْحَقَائِقِ হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং এগুরোর জন্য وَضْع (প্রণয়ন)-এরও প্রয়োজন রয়েছে। আর وَضْع (প্রণয়ন) ব্যতীত مُشْتَرَك لَفْظِىْ হওয়ার দাবি করা ঠিক নয়।

وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيْهِ بِشَرْطِ التَّأَمُّلِ لِيَتَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوْهِهِ لِلْعَمَلِ بِهِ يَعْنِى التَّوَقُّفَ عَنْ اِعْتِقَادِ مَعْنًى مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَعَانِىْ وَالتَّأَمُّلِ لِاَجْلِ تَرَجُّحِ بَعْضِ الْوُجُوْهِ لِاَجْلِ الْعَمَلِ لَا لِلْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ كَمَا تَأَمَّلْنَا فِى الْقَرْءِ بِعِدَّةِ اَوْجُهٍ اَحَدُهَا بِصِيْغَةِ ثَلٰثَةٍ وَالثَّانِىْ بِكَوْنِ اَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلٰثَةً عَلٰى مَا مَرَّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَحُكْمُهُ আর এটার হুকুম হলো التَّوَقُّفُ فِيْهِ بِشَرْطِ التَّأَمُّلِ চিন্তা ভাবনা করার শর্তে তাওয়াক্কুফ (নীরবতা অবলম্বন) করা لِيَتَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوْهِهِ لِلْعَمَلِ بِهِ যাতে তার বিভিন্ন অর্থ হতে একটিকে আমল করার প্রাধান্য দেওয়া যায় يَعْنِى التَّوَقُّفَ عَنْ اِعْتِقَادِ مَعْنًى مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَعَانِىْ অর্থাৎ এটার বিভিন্ন অর্থ হতে কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন হতে বিরত থাকা وَالتَّأَمُّلِ لِاَجْلِ تَرَجُّحِ بَعْضِ الْوُجُوْهِ আর এটার বিভিন্ন অর্থ হতে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করা لِاَجْلِ الْعَمَلِ যাতে তদানুযায়ী আমল করা যায় لَا لِلْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ কিন্তু عِلْم قَطْعِىْ (নিশ্চিত জ্ঞানার্জন)-এর জন্য নয় كَمَا تَأَمَّلْنَا فِى الْقَرْءِ بِعِدَّةِ اَوْجُهٍ যেমন– আমরা (হানাফীগণ) قَرْء শব্দটির ব্যাপারে বিভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি اَحَدُهَا بِصِيْغَةِ ثَلٰثَةٍ প্রথমত ثلثة শব্দটির ব্যাপারে وَالثَّانِىْ بِكَوْنِ اَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلٰثَةً عَلٰى مَا مَرَّ দ্বিতীয়ত পূর্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী جَمْع -এর নিম্নতর স্তর হলো তিন।

সরল অনুবাদ : আর এটার হুকুম হলো চিন্তাভাবনা করার শর্তে تَوَقُّف (নীরবতা অবলম্বন) করা। যাতে তার বিভিন্ন অর্থ হতে একটিকে আমল করার জন্য প্রধান্য দেওয়া যায়। অর্থাৎ এটার বিভিন্ন অর্থ হতে কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন হতে বিরত থাকা। আর এটার বিভিন্ন অর্থ হতে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা। যাতে তদনুযায়ী আমল করা যায়, عِلْم قَطْعِىْ (নিশ্চিত জ্ঞানার্জন)-এর জন্য নয়। যেমন– আমরা قَرْء শব্দটির ব্যাপারে বিভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। প্রথমত ثَلٰثَة শব্দটির ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করেছি। দ্বিতীয়ত পূর্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী جَمْع-এর নিম্নতম স্তর হলো তিন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ شَرْطُ التَّأَمُّلِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি সন্দেহের নিরসন করতে গিয়ে বলেন যে, عَام-এর হুকুম হলো চিন্তা-ভাবনার শর্তে এটার ব্যাপারে تَوَقُّف (অপেক্ষা) করা, যাতে আমলের জন্য কোনো একটি একক প্রাধান্য পেয়ে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রকাশ থাকে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য لِيَتَرَجَّحَ الخ এটা اَلتَّأَمُّل-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তার বক্তব্য للعمل به এটা شَرْط-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর شَرْط-এর بَاء শব্দটি تَلَبُّس-এর অর্থে হয়েছে। মূল ইবারত এভাবে হবে– اَلْمُشْتَرَكُ مُتَلَبِّسٌ بِشَرْطِ الخ আর এটার অর্থ হবে এটা হিসেবে আমল করার জন্য এটার কোনো একটি অর্থ প্রাধান্য পাওয়া শর্ত। এটাই সত্যিকার অর্থ। গ্রন্থকার (র.)-এর ভাষ্যে বাহ্যত যা বুঝে আসে অর্থাৎ تَوَقُّف (অপেক্ষা) চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কারণ শর্ত مَشْرُوْط-এর পূর্বে হয়ে থাকে। সুতরাং যেহেতু শর্ত مَشْرُوْط-এর পূর্ব হতে পারে না। সেহেতু تَأَمُّل ও تَوَقُّف-এর পূর্বে হতে পারে না। অতএব تَوَقُّف-এর জন্য تَأَمُّل শর্তও হতে পারে না।

قَوْلُهُ بِصِيْغَةِ ثَلٰثَةِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) قُرُوْء শব্দের ব্যাপারে ثَلٰثَة-এর বিবেচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, قُرُوْء শব্দটির ব্যাপারে আমরা (হানাফীগণ) বিভিন্নভাবে গবেষণা করেছি। প্রথমত ثَلٰثَة শব্দটির সাথে এটার সঙ্গতির ব্যাপারে আমরা চিন্তা করেছি। কেননা তা দ্বারা যদি طُهْر উদ্দেশ্য করা হয় যা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব আর طَلَاق ও طُهْر-এর মধ্যে হয় আর উক্ত طُهْر-কে ইদ্দতের মধ্যে গণ্য করা হয়, যেমন তিনি বলেছেন, তাহলে তার ইদ্দত দুই طُهْر ও তৃতীয় طُهْر-এর অংশ বিশেষ হবে। তিন (طُهْر) হবে না। সুতরাং ثَلٰثَة শব্দটির مُوْجَب বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِكَوْنِ اَقَلِّ الْجَمْعِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) قُرُوْء-এর ক্ষেত্রে جَمْع-এর দিক বিবেচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, قُرُوْء শব্দটি বহুবচন। আর جَمْع-এর নিম্নতম সংখ্যা হলো তিন। সুতরাং قُرُوْء দ্বারা اَطْهَار-এর অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে جَمْع-এর অর্থ বাতিল হয়ে যাবে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, جَمْع-এর দ্বারা কখনো কখনো بَعْض-এর অর্থও হয়ে থাকে। যেমন–আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে "اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ"। এ আয়াতে اَشْهُر-এর দ্বারা দু'মাস দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিরুদ্ধে দলিল পেশ করা সঠিক নয়। তবে হাঁ, কেবল ثَلٰثَة-এর মাধ্যমেই তার অভিমতকে খণ্ডন করা যুক্তিসঙ্গত।

وَالثَّالِثُ بِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْجَمْعِ وَالْإِنْتِقَالِ وَالْمُجْتَمِعُ هُوَ الدَّمُ فِيْ أَيَّامِ الطُّهْرِ وَكَذَا الْمُنْتَقِلُ هُوَ الدَّمُ فِيْ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَتَحْقِيْقُهُ أَنَّ الْحَيْضَ إِنْ كَانَ هُوَ الدَّمَ فَهُوَ الْمُجْتَمِعُ وَالْمُنْتَقِلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا بِخِلَافِ الطُّهْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَامِعٍ وَلَامُجْتَمِعٍ وَلَامُنْتَقِلٍ وَإِنْ كَانَ أَيَّامُ الدَّمِ فَهِيَ مَحَلُّ الْإِجْتِمَاعِ وَالْإِنْتِقَالِ بِخِلَافِ أَيَّامِ الطُّهْرِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الْإِنْتِقَالِ وَإِنْ كَانَتْ مَحَلًّا لِلْإِجْتِمَاعِ فِيْ بَادِيْ الرَّأْيِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذٰلِكَ فِي التَّفْسِيْرِ الْأَحْمَدِيْ وَهٰهُنَا لَايَسَعُهُ الْمَقَامُ وَلَاعُمُوْمَ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرَكِ عِنْدَنَا فَلَا يَجُوْزُ إِرَادَةُ مَعْنَيَيْهِ مَعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوْزُ أَنْ يُّرَادَ بِهِ الْمَعْنَيَانِ مَعًا كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ" فَالصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ رَحْمَةٌ وَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ إِسْتِغْفَارٌ وَقَدْ أُرِيْدَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى يُصَلُّوْنَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّالِثُ بِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْجَمْعِ وَالْإِنْتِقَالِ তৃতীয়ত قُرْء শব্দটি একত্রিত হওয়া ও স্থানান্তরিত হওয়ার অর্থে থাকে وَالْمُجْتَمِعُ هُوَ الدَّمُ فِيْ أَيَّامِ الطُّهْرِ সুতরাং যা একত্রিত হয় তা হলো طُهْر -এর সময়কার রক্ত وَكَذَا الْمُنْتَقِلُ هُوَ الدَّمُ فِيْ أَيَّامِ الْحَيْضِ আর তদ্রূপ যা স্থানান্তরিত হয় তা হলো মাসিক ঋতুকালীন রক্ত وَتَحْقِيْقُهُ এটার বিশদ বিবরণ হলো– أَنَّ الْحَيْضَ إِنْ كَانَ حَيْض - هُوَ الدَّمُ فَهُوَ الْمُجْتَمِعُ وَالْمُنْتَقِلُ যদি রক্ত হয় তাহলে তা مُجْتَمِعْ এবং مُنْتَقِلْ উভয় হবে وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا যদিও তা جَامِعْ নয় بِخِلَافِ الطُّهْرِ অথচ طُهْر (পবিত্রতাকালীন সময়) এটার বিপরীত فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَامِعٍ وَلَامُجْتَمِعٍ وَلَا مُنْتَقِلٍ কেননা, তা একত্রিতকারী বস্তু, একত্রিত হওয়ার বস্তু অথবা স্থানান্তরিত হওয়ার বা স্থানান্তরিত করার বস্তু নয় وَإِنْ كَانَ أَيَّامُ الدَّمِ আর যদি حَيْض রক্তস্রাবের দিনসমূহ হয় فَهِيَ مَحَلُّ الْإِجْتِمَاعِ وَالْإِنْتِقَالِ তাহলে তা إِجْمَاعْ এবং إِنْتِقَالْ -এর পাত্র بِخِلَافِ أَيَّامِ الطُّهْرِ এটা طُهْر -এর দিবসগুলোর বিপরীত فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الْإِنْتِقَالِ কেননা, তা إِنْتِقَالْ -এর স্থল নয় وَإِنْ كَانَتْ مَحَلًّا لِلْإِجْتِمَاعِ فِيْ بَادِيْ الرَّأْيِ যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ হতে إِجْمَاع এর স্থল وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذٰلِكَ فِي التَّفْسِيْرِ الْأَحْمَدِيْ আমি এসব বিষয় সম্পর্কে তাফসীরে আহমদীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি وَهٰهُنَا لَايَسَعُهُ الْمَقَامُ এ স্থলে তার আলোচনা অবকাশ নেই وَلَاعُمُوْمَ لَهُ আর এটার জন্য عُمُوْم নেই أَيْ لِلْمُشْتَرَكِ عِنْدَنَا অর্থাৎ আমাদের (হানাফীগণের) মতে مُشْتَرَكْ -এর মধ্যে عُمُوْم নেই فَلَا يَجُوْزُ إِرَادَةُ مَعْنَيَيْهِ সুতরাং এটার দু'টি অর্থ এক সাথে উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوْزُ أَنْ يُّرَادَ بِهِ الْمَعْنَيَانِ مَعًا পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, এটার দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য করা জায়েজ আছে كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ যেমন আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ - فَالصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ رَحْمَةٌ এ আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে صَلٰوة অর্থ- রহমত وَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ إِسْتِغْفَارٌ আর ফেরেশতাদের পক্ষ হতে صَلٰوة অর্থ إِسْتِغْفَارْ (ক্ষমা প্রার্থনা করা) وَقَدْ أُرِيْدَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ অথচ একটি শব্দ দ্বারা এতদুভয় অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى يُصَلُّوْنَ আর তা (শব্দটি) হলো আল্লাহর বাণী– يُصَلُّوْنَ الخ -

সরল অনুবাদ : তৃতীয়ত قَرْء শব্দটি একত্রিত হওয়া ও স্থানান্তর হওয়ার অর্থে হয়ে থাকে। সুতরাং যা একত্রিত হয় তা হলো طُهْر-এর সময়কার রক্ত। আর তদ্রূপ যা স্থানান্তরিত হয় তা হলো মাসিক ঋতুকালীন রক্ত। এটার বিশদ বিবরণ হলো حَيْض যদি রক্ত হয়, তাহলে তা مُجْتَمِعْ এবং مُنْتَقِلْ উভয়ই হবে, যদিও তা جَامِعْ নয়। অথচ طُهْر এটার বিপরীত। কারণ তা جَامِعْ ও مُجْتَمِعْ অথবা مُنْتَقِلْ কিছুই হয় না। আর حَيْض যদি أَيَّامُ الدَّمِ (রক্তক্ষরণের দিবসসমূহ) হয় তাহলে তা إِجْتِمَاعْ এবং إِنْتِقَالْ-এর পাত্র হবে। এটা طُهْر-এর দিবসগুলোর বিপরীত। কেননা তা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ হতে إِجْتِمَاعْ-এর স্থল হলেও إِنْتِقَالْ-এর স্থল নয়। এসব বিষয় সম্পর্কে আমি তাফসীরে আহমদীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এ স্থলে তার আলোচনার অবকাশ নেই। **আর এটার জন্য عُمُوْم নেই**। অর্থাৎ আমাদের (হানাফীগণের) মতে مُشْتَرَكْ-এর মধ্যে عُمُوْم নেই। সুতরাং এটার দু'টি অর্থ এক সাথে উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, এটার দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য করা জায়েজ আছে। যেমন– আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ এ আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে صَلٰوة অর্থ – রহমত। আর ফেরেশতাদের পক্ষ হতে صَلٰوة অর্থ – إِسْتِغْفَارْ (ক্ষমা প্রার্থনা করা)। অথচ একটি শব্দ দ্বারা এতদুভয় অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তা (শব্দটি) হলো আল্লাহর বাণী– يُصَلُّوْنَ الخ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ أَوْضَحْتُ الخ –এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) قُرُوْء সম্পর্কে তাফসীরে আহমদীর ভাষ্যকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, قُرُوْء-এর ব্যাপারে ব্যাখ্যাকার মোল্লা জীয়ন (র.) তাফসীরে আহমদীতে যা বর্ণনা করেছেন তার কিছু বিবরণ এখানে পেশ করা হলো। প্রকাশ থাকে যে, তাফসীরে আহমদীতে রয়েছে, قُرُوْء শব্দটি جَمْع এবং إِنْتِقَالْ-এর মধ্যে مُشْتَرَكْ আর এতদুভয় অর্থ حَيْض-এর জন্য প্রযোজ্য। কেননা جَمْع শব্দটি صِيْغَه مَجْهُوْل-এর দ্বারা হলে এটা দ্বারা রক্ত مَوْصُوْف হতে পারে। তবে এটার صِيْغَه مَعْرُوْف রক্তের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা مُجْتَمِعْ কিন্তু جَامِعْ নয়। এটা طُهْر-এর বিপরীত। কারণ طُهْر না جَامِعْ আর না مُجْتَمِعْ মোটকথা হলো এটা إِجْتِمَاعْ-এর স্থল। বরং সঠিক কথা হলো أَيَّامُ الْحَيْضِ-ই হলো إِجْتِمَاعْ এবং خُرُوْج-এর স্থল। কতিপয় উসূলবিদগণ অনুরূপই বলেছেন। তদ্রূপ إِنْتِقَالْ-এর ব্যাপারেও আমাদের বক্তব্য হলো– مُنْتَقِلْ মূলত রক্ত। অর্থাৎ انتقال রক্তের সাথে হয়ে থাকে, طُهْر-এর সাথে হয় না। কেননা নারী জাতির মধ্যে طُهْر-ই হলো মূল। আর إِنْتِقَالْ তো عَوَارِضْ (ক্ষণস্থায়ী অবস্থা)-এর সাথে হয়ে থাকে أَصْل-এর সাথে হয় না।

وَنَحْنُ نَقُوْلُ سِيْقَتِ الْاٰيَةُ لِاِيْجَابِ اِقْتِدَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَلَا يَصْلُحُ ذٰلِكَ اِلَّا بِاَخْذِ مَعْنًى عَامٍّ شَامِلٍ لِلْكُلِّ وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهٖ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يَعْتَنُوْنَ بِشَانِهٖ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِعْتَنُوْا اَيْضًا بِشَانِهٖ وَ ذٰلِكَ الْاِعْتِنَاءُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَحْمَةٌ وَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِسْتِغْفَارٌ وَمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دُعَاءٌ وَتَحْرِيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ اَنَّهٗ هَلْ يَجُوْزُ اَنْ يُّرَادَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فِيْ زَمَانٍ وَاحِدٍ كُلٌّ مِنَ الْمَعْنِيَيْنِ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ مُرَادًا وَمَنَاطًا لِلْحُكْمِ اَمْ لَا ؟ فَعِنْدَنَا لَايَجُوْزُ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْوَاضِعَ خَصَّصَ اللَّفْظَ لِلْمَعْنٰى بِحَيْثُ لَايُرَادُ بِهٖ غَيْرُهٗ فَبِاعْتِبَارِ وَضْعِهٖ لِهٰذَا الْمَعْنٰى يُوْجِبُ اِرَادَتَهٗ خَاصَّةً وَبِاعْتِبَارِ وَضْعِهٖ لِذٰلِكَ الْمَعْنٰى يُوْجِبُ الْمَعْنٰى اِرَادَتَهٗ خَاصَّةً فَيَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُرَادًا وَغَيْرَ مُرَادٍ فَلَايَكُوْنُ ذٰلِكَ اِلَّا بِاَنْ يُّرَادَ اَحَدُ الْمَعْنِيَيْنِ عَلٰى اَنَّهٗ نَفْسُ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ وَالْاٰخَرُ عَلٰى اَنَّهٗ يُنَاسِبُهٗ فَيَكُوْنُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَعِنْدَهٗ يَجُوْزُ ذٰلِكَ بِشَرْطِ اَنْ لَايَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مُضَادَّةٌ فَاِذَاكَانَ بَيْنَهُمَا مُضَادَّةٌ كَالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ لَايَجُوْزُ بِالْاِجْمَاعِ وَكَذَا لَاتَجُوْزُ اِرَادَةُ الْمَجْمُوْعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوْعٌ بِالْاِتِّفَاقِ وَتَحْقِيْقُ كُلِّ ذٰلِكَ فِي التَّلْوِيْحِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, سِيْقَتِ الْاٰيَةُ لِاِيْجَابِ اِقْتِدَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ আয়াতটি নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশতাগণের অনুসরণ করা ঈমানদার গণের উপর ওয়াজিব وَلَا يَصْلُحُ ذَالِكَ আর তা সম্ভবপর নয় اِلَّا بِاَخْذِ مَعْنًى عَامٍّ شَامِلٍ لِلْكُلِّ এমন একটি عَامْ অর্থ নেওয়া ছাড়া যা তিনটি অর্থকে শামিল করবে وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهٖ আর তা হচ্ছে তাঁর মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব প্রদান فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى অতএব, আয়াতের অর্থ হবে اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يَعْتَنُوْنَ بِشَانِهٖ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِعْتَنُوْا اَيْضًا بِشَانِهٖ আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় ফেরেশতাগণ রাসূল ﷺ-এর মর্যাদার প্রতি দৃষ্টিদান করেন, সুতরাং হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দান কর وَذَالِكَ الْاِعْتِنَاءُ আর সে اِعْتِنَاء (গুরুত্ব) مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَحْمَةٌ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রহমত وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اِسْتِغْفَارٌ ফেরেশতাদের পক্ষ হতে ইস্তেগফার وَمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دُعَاءٌ এবং মু'মিনদের পক্ষ হতে দোয়া وَتَحْرِيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ আর বিতর্কের বিবরণ এই যে, اَنَّهٗ هَلْ يَجُوْزُ اَنْ يُّرَادَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ একটি শব্দ দ্বারা বৈধ কি-না فِيْ زَمَانٍ وَاحِدٍ একই সময়ে كُلٌّ مِنَ الْمَعْنِيَيْنِ এর দু'টি অর্থ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ مُرَادًا وَمَنَاطًا لِلْحُكْمِ উদ্দেশ্য ও হুকুম সাব্যস্তকারী হিসেবে اَمْ لَا না বৈধ নয় فَعِنْدَنَا لَايَجُوْزُ ذَالِكَ আমাদের (হানাফীদের) মতে এটা জায়েজ নেই لِاَنَّ الْوَاضِعَ خَصَّصَ اللَّفْظَ لِلْمَعْنٰى بِحَيْثُ لَايُرَادُ بِهٖ غَيْرُهٗ কেননা, শব্দ প্রণয়নকারী সে শব্দটি একটি অর্থের জন্য এমনভাবে খাস করে দিয়েছেন যে, সে শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থই উদ্দেশ্য হবে, অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য হবে না فَبِاعْتِبَارِ وَضْعِهٖ لِهٰذَا الْمَعْنٰى সুতরাং উক্ত শব্দটি এ অর্থের জন্য প্রণীত হওয়ার দিক বিবেচনা করলে এ অর্থটি উদ্দেশ্য হওয়া ওয়াজিব يُوْجِبُ اِرَادَتَهٗ خَاصَّةً হবে وَبِاعْتِبَارِ وَضْعِهٖ لِذَالِكَ الْمَعْنٰى يُوْجِبُ الْمَعْنٰى اِرَادَتَهٗ خَاصَّةً আর সেই অর্থের জন্য গঠনের দিক বিবেচনায় সেই অর্থ খাস করে উদ্দেশ্য করা ওয়াজিব فَيَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُرَادًا وَغَيْرَ مُرَادٍ সুতরাং প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য হওয়া ও না হওয়া আবশ্যক হবে فَلَا يَكُوْنُ ذَالِكَ اِلَّا بِاَنْ يُّرَادَ اَحَدُ الْمَعْنِيَيْنِ এটা এরূপেই কেবল সম্ভব নয় যে, অর্থদ্বয়ের মধ্য হতে একটিকে এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে যে, عَلٰى اَنَّهٗ نَفْسُ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ তা প্রকৃতই এ অর্থে প্রণীত وَالْاٰخَرُ عَلٰى اَنَّهٗ يُنَاسِبُهٗ আর দ্বিতীয় অর্থ এ হিসেবে উদ্দেশ্য হবে যে, তা উক্ত শব্দের সাথে সম্পর্কশীল فَيَكُوْنُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ আর তা-ই হাকীকত ও মাজাযকে একত্রিতকরণ وَهُوَ بَاطِلٌ আর তা বাতিল وَعِنْدَهٗ يَجُوْزُ ذَالِكَ আর তার মতে এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ না থাকার শর্তে এটা জায়েজ আছে بِشَرْطِ اَنْ لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مُضَادَّةٌ এ শর্তে যে, উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ

বিরোধ থাকবে না فَاِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُضَادَّةٌ আর যদি উভয় অর্থের মধ্যে বিরোধ থাকে كَالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ যেমন- حَيْض ও طُهْر - وَكَذَا لَايَجُوْزُ اِرَادَةُ لَايَجُوْزُ بِالْاِجْمَاعِ তাহলে এ ক্ষেত্রে এরূপ দু' অর্থ গ্রহণ করা সর্বসম্মত মাতনুসারেই অবৈধ الْمَجْمُوْعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوْعٌ بِالْاِتِّفَاقِ। তেমনি مَجْمُوْع বা সব গুলোকে একত্রে উদ্দেশ্য করা ও সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই وَتَحْقِيْقُ كُلِّ ذٰلِكَ فِى التَّلْوِيْحِ এ সব বিষয়ের তাহকীক (বিস্তারিত বিবরণ) তালবীহ নামক কিতাবে রয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, আয়াতটি নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশতাগণের অনুসরণ করা ঈমানদারগণের উপর ওয়াজিব। আর صَلٰوة-এর عَامٌ অর্থ, যা সকলকে শামিল করবে তা হলো হুযূর ﷺ-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা। কাজেই আয়াতটির অর্থ হবে, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ রাসূলে কারীম ﷺ মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। সুতরাং হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার মর্যাদার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান কর। আর সে اِعْتِنَاء (গুরুত্ব) হলো আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ হতে اِسْتِغْفَار এবং ঈমানদারদের পক্ষ হতে দোয়া। আলোচ্য বিতর্কের বিবরণ এই যে, একটি শব্দ দ্বারা একই সময় দু'টি অর্থ হতে প্রত্যেকটি এভাবে উদ্দেশ্য হওয়া যে, এটাই উদ্দেশ্য এবং এটার উপরই হুকুম আরোপিত হবে- জায়েজ কিনা ? আমাদের (হানাফীদের) মতে এটা জায়েজ নেই। কেননা مُشْتَرَك-এর মধ্যে একাধিক وَضْع হয়ে থাকে। প্রত্যেক وَضْع-এর সময় وَاضِعْ (প্রণয়নকারী) সে শব্দটিকে একটি অর্থের জন্য এমনভাবে খাস করে দিয়েছেন যে, সে শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থই উদ্দেশ্য হবে, অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। সুতরাং উক্ত শব্দটি এ অর্থের জন্য প্রণীত হওয়ার দিক বিবেচনা করলে এ অর্থটি উদ্দেশ্য হওয়া ওয়াজিব হবে। আর সেই অর্থের জন্য গঠনের দিক বিবেচনায় সেই অর্থকে খাস করে উদ্দেশ্য করা ওয়াজিব হবে। সুতরাং প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য হওয়া ও না হওয়া আবশ্যক হবে। আর এটা এরূপেই কেবল সম্ভব হবে যে, একটি অর্থ مَوْضُوْعٌ لَهُ-এর দিক বিবেচনায় পড়বে। আর তা বাতিল। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ না থাকার শর্তে এটা জায়েজ আছে। আর যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকে, যথা- حَيْض ও طُهْر তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা জায়েজ নেই। তেমনিভাবে সবগুলোকে একত্রে উদ্দেশ্য করাও সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই। এসব বিষয়ের তাহকীক (বিস্তারিত বিবরণ) তালবীহ নামক কিতাবে রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَصْلُحُ ذَالِكَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) (الاية) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ আয়াতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ الاية ঈমানদারগণের উপর আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশতাগণের অনুসরণ ওয়াজিব করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর একটি عَامٌ অর্থ যা সকলকে শামিল করবে তা ব্যতীত সেটা সম্ভব নয়। আর সেই عَامٌ অর্থটি হলো اَلْاِعْتِنَاءُ بِشَانِ النَّبِىِّ ﷺ (নবী করীম ﷺ-এর মর্যাদার প্রতি গুরুত্বারোপ করা)। কেননা যদি বলা হতো আল্লাহ পাক মহানবী ﷺ-এর উপর করুণা বর্ষণ করেন আর ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুতরাং হে ঈমানদাগণ! তোমরাও রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য দোয়া কর। তাহলে এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হতো না, কারণ اِقْتِدَاء-এর অপরিহার্যকরণ তখনই সাব্যস্ত হবে যখন ঐ বস্তুর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হবে যা مُقْتَدٰى بِهِ (ইমাম) হতে প্রকাশ পেয়েছে। মোট কথা, ইমাম ও মুক্তাদীর কার্য অনুরূপ (এক) হওয়া আবশ্যক। যেমন- আমরা যদি কাউকে লক্ষ্য করে বলি যে, فُلَانٌ يَصُوْمُ فَاقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ (অমুক রোজা রাখে, সুতরাং তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো) তাহলে এতে اِقْتِدَا ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

قَوْلُهُ خَصَّصَ اللَّفْظَ لِلْمَعْنٰى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) এক শব্দ দ্বারা একাধিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যায় কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শব্দ প্রণয়নকারী শব্দকে অর্থের জন্য এভাবে প্রণয়ন করেছেন যে, তা ঐ অর্থের মধ্যেই সীমিত থাকবে, এটা হতে অতিক্রম করে যাবে না। আর প্রয়োগের সময় এটা দ্বারা অন্য কিছুকে বুঝাবে না। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, শব্দ সাধারণভাবে উভয় অর্থকে বুঝানোর জন্য প্রণীত হয়েছে। অর্থাৎ اِنْفِرَادْ বা اِجْتِمَاعْ-এর শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং শব্দ কোনো সময় একটি অর্থ বুঝাবে, আবার অন্য সময় তার সাথে অন্য অর্থটিকেও বুঝাবে। সুতরাং প্রণেতা শব্দটিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং এতদুভয় অর্থের প্রত্যেকটির জন্য এটাকে খাস করে দিয়েছেন। আর সমস্ত শব্দের মধ্যে কেবল এটার জন্যই এ تَخْصِيْص-কে সাব্যস্ত করেছেন। আর এ শব্দটি দ্বারা অন্য অর্থ উদ্দেশ্য না হওয়াকে ওয়াজিব করে না।—তালবীহ

مَبْحَثُ الْمُؤَوَّلِ

مُؤَوَّلْ -এর আলোচনা

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) بَعْدَهُ الْمُؤَوَّلَ فَقَالَ وَاَمَّا الْمُؤَوَّلُ فَمَا تَرَجَّحَ مِنَ الْمُشْتَرَكِ بَعْضُ وُجُوهِهِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ يَعْنِيْ اَنَّ الْمُشْتَرَكَ مَادَامَ لَمْ يَتَرَجَّحْ اَحَدُ مَعْنِيَيْهِ عَلَى الْاٰخَرِ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ وَاِذَا تَرَجَّحَ اَحَدُ مَعْنِيَيْهِ بِتَاوِيْلِ الْمُجْتَهِدِ صَارَ ذٰلِكَ الْمُشْتَرَكُ بِعَيْنِهِ مُؤَوَّلًا وَاِنَّمَا عُدَّ مِنْ اَقْسَامِ النَّظْمِ وَاِنْ حَصَلَ بِفِعْلِ التَّاوِيْلِ لِاَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ التَّاوِيْلِ يُضَافُ اِلَى الصِّيْغَةِ فَكَانَ النَّصُّ وَرَدَ بِهٰذَا وَاِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُشْتَرَكِ لِاَنَّ الْمُرَادَ هٰهُنَا هُوَ هٰذَا الْمُؤَوَّلُ بَعْدَ الْمُشْتَرَكِ وَاِلَّا فَالْخَفِىُّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلُ اِذَا زَالَ خَفَاؤُهَا بِدَلِيْلٍ ظَنِّيٍّ صَارَ مُؤَوَّلًا اَيْضًا وَلٰكِنَّهُ مِنْ اَقْسَامِ الْبَيَانِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَهُ الْمُؤَوَّلَ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مُشْتَرَكْ -এর পর مُؤَوَّلْ -এর আলোচনার অবতারণা করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَاَمَّا الْمُؤَوَّلُ - مُؤَوَّلْ বলে فَمَا تَرَجَّحَ مِنَ الْمُشْتَرَكِ মুশতারিক থেকে যা প্রাধান্য লাভ করেছে بَعْضُ وُجُوهِهِ তার বিভিন্ন অর্থ হতে যে অর্থটি بِغَالِبِ الرَّأْيِ প্রবল ধারণার দ্বারা يَعْنِيْ اَنَّ الْمُشْتَرَكَ অর্থাৎ মুশতারাক مَادَامَ لَمْ يَتَرَجَّحْ যতক্ষণ প্রাধান্য না পাবে اَحَدُ مَعْنِيَيْهِ মুশতারাক-এর কোনো একটি অর্থ عَلَى الْاٰخَرِ অন্যটির উপর فَهُوَ مُشْتَرَكٌ ততক্ষণ পর্যন্ত তা মুশতারাক وَاِذَا تَرَجَّحَ اَحَدُ مَعْنِيَيْهِ আর যখন -এর কোনো একটি অর্থ প্রাধান্য লাভ করবে بِتَاوِيْلِ الْمُجْتَهِدِ মুজতাহিদের তা'বীলের দ্বারা صَارَ ذٰلِكَ الْمُشْتَرَكُ بِعَيْنِهِ مُؤَوَّلًا তখন হুবহু ঐ مُشْتَرَكْ ই- مُؤَوَّلْ হয়ে যাবে وَاِنَّمَا عُدَّ مِنْ اَقْسَامِ النَّظْمِ আর তাকে نَظْم বা শব্দের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে وَاِنْ حَصَلَ بِفِعْلِ التَّاوِيْلِ তা'বীলের দ্বারা হাসিল হওয়া সত্ত্বেও لِاَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ التَّاوِيْلِ يُضَافُ اِلَى الصِّيْغَةِ এজন্য যে, তা'বীলের পর হুকুমকে শব্দের দিকে ফিরানো হয়ে থাকে فَكَانَ النَّصُّ وَرَدَ بِهٰذَا অতএব যেন এ হুকুমের ব্যাপারে নস আরোপিত হয়েছে وَاِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُشْتَرَكِ আর গ্রন্থকার মুয়াব্বালের সংজ্ঞায় مِنَ الْمُشْتَرَكِ শব্দটি যোগ করেছেন لِاَنَّ الْمُرَادَ هٰهُنَا هُوَ هٰذَا الْمُؤَوَّلُ الَّذِىْ بَعْدَ الْمُشْتَرَكِ এজন্য যে, এখানে মুয়াব্বালই উদ্দেশ্য যা মুশতারাকের পর (তা'বীলের মাধ্যমে) সৃষ্ট وَاِلَّا فَالْخَفِىُّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلُ اِذَا زَالَ خَفَاؤُهَا بِدَلِيْلٍ ظَنِّيٍّ صَارَ مُؤَوَّلًا اَيْضًا অন্যথায় যন্নী দলিলের মাধ্যমে অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর خَفِىْ ও مُشْكِلْ এবং مُجْمَلْ কেও مُؤَوَّلْ বলা হয়ে থাকে وَلٰكِنَّهُ مِنْ اَقْسَامِ الْبَيَانِ তবে উক্ত مُؤَوَّلْ বয়ানের শ্রেণীভুক্ত।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مُشْتَرَكْ-এর পর مُؤَوَّلْ-এর আলোচনার অবতারণা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন- **غَالِبَ رَاى তথা প্রবল ধারণার দ্বারা مُشْتَرَكْ-এর বিভিন্ন অর্থ হতে যে অর্থটি প্রাধান্য লাভ করেছে তাকে مُؤَوَّلْ বলে।** অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত مُشْتَرَكْ-এর কোনো অর্থ প্রধান্য না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা مُشْتَرَكْ আর যখন مُجْتَهِدْ-এর تَاوِيْلْ-এর দ্বারা এটার কোনো একটি অর্থ প্রাধান্য লাভ করবে, তখন হুবহু ঐ مُشْتَرَكْ-ই مُؤَوَّلْ হয়ে যাবে। আর تَاوِيْلْ-এর দ্বারা হাসিল হওয়া সত্ত্বেও এটাকে نَظْم (শব্দ) -এর শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এ জন্য যে, تَاوِيْلْ-এর পর হুকুমকে শব্দের দিকে ফিরানো হয়ে থাকে। সুতরাং যেন এ হুকুমের ব্যাপারেই نَصّ আরোপিত হয়েছে। আর গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে এ জন্য مِنَ الْمُشْتَرَكِ-এর শর্তযুক্ত করেছেন যে, এটার দ্বারা ঐ مُؤَوَّلْ উদ্দেশ্য যা مُشْتَرَكْ হতে সৃষ্ট। অন্যথা কোনো ظَنِّىْ (অনুমেয়) দলিলের মধ্যেমে অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর خَفِىْ ও مُشْكِلْ এবং مُجْمَلْ-কেও مُؤَوَّلْ বলা হয়ে থাকে। তবে উক্ত مؤول বয়ানের শ্রেণীভুক্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُضَافُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) تَاوِيْلْ-এর হুকুমের صِيْغَه-এর দিকে اِضَافَتْ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, تَاوِيْلْ করার পর হুকুমকে صِيْغَه-এর দিকে اِضَافَتْ করা হয়ে থাকে। কেননা শক্তিশালী দলিলের দিকে হুকুমকে اِضَافَتْ করা উত্তম। আর কেবল مُشْتَرَكْ-এর অর্থ প্রকাশের ব্যাপারেই কিয়াসের ভূমিকা রয়েছে। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, تَاوِيْلْ-এর পর শুধু صِيْغَه-এর দিকে হুকুমকে اِضَافَتْ করা সম্ভব। তবে تَاوِيْلْ সহযোগে صِيْغَه-এর দিকে اِضَافَتْ হওয়া সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এতে কোনো ফায়েদা হবে না। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, صِيْغَه ও আভিধানের দিক বিবেচনায় مُؤَوَّلْ-কে نَظْم-এর প্রকারভুক্ত করা مُشْتَرَكْ -এর تَابِعْ হওয়ার কারণে হয়েছে। কারণ مُشْتَرَكْ অভিধান ও সীগার দিক বিবেচনায় نَظْم -এর শ্রেণীভুক্ত। আসল হিসেবে مُؤَوَّلْ-এর ব্যাপারে উক্ত হুকুম সাব্যস্ত হয়নি।

وَالْمُرَادُ بِغَالِبِ الرَّأْيِ الظَّنُّ الْغَالِبُ سَوَاءٌ حَصَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَا إِذَا حَصَلَ التَّاوِيلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بَلْ بِالْقِيَاسِ فَقَطْ ثُمَّ التَّرَجُّحُ مِنَ الْمُشْتَرَكِ قَدْ يَكُونُ بِالتَّأَمُّلِ فِي الصِّيغَةِ وَقَدْ يَكُونُ بِالتَّأَمُّلِ فِي السِّبَاقِ كَمَا قُلْنَا فِي الْقُرُوءِ بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ وَبِالنَّظَرِ إِلَى ثَلْثَةٍ وَقَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إِلَى السِّيَاقِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ عُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الْحِلِّ وَفِي قَوْلِهِ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الْحُلُولِ وَحُكْمُهُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى احْتِمَالِ الْغَلَطِ أَيْ حُكْمُ الْمُؤَوَّلِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِمَا جَاءَ فِي تَاوِيلِ الْمُجْتَهِدِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ غَلَطٌ وَيَكُونُ الصَّوَابُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ ظَنِّيٌّ وَاجِبُ الْعَمَلِ غَيْرُ قَطْعِيٍّ فِي الْعِلْمِ فَلَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ .

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْمُرَادُ بِغَالِبِ الرَّأْيِ الظَّنُّ الْغَالِبُ আর غَالِبُ الرَّأْيِ দ্বারা ظَنّ غَالِبْ তথা প্রবল ধারণাকে বুঝানো হয়েছে سَوَاءٌ حَصَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ أَوْ نَحْوِهِ চাই তা خَبَر وَاحِدْ বা قِيَاسْ অথবা অনুরূপ অন্য কিছুর দ্বারা সাব্যস্ত হোক فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ لَا يَشْمَلُ সুতরাং প্রশ্ন করা যাবে না যে, উক্ত সংজ্ঞা একে শামিল করে না مَا إِذَا حَصَلَ التَّاوِيلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ যাতে خَبَر وَاحِدْ দ্বারা تَاوِيل হয়ে থাকে بَلْ بِالْقِيَاسِ فَقَطْ বরং কেবল কিয়াস দ্বারা تَاوِيل হয়ে থাকে ثُمَّ التَّرَجُّحُ مِنَ الْمُشْتَرَكِ আবার মুশতারাকের মধ্য হতে একটি অর্থের অগ্রাধিকার قَدْ يَكُونُ بِالتَّأَمُّلِ فِي الصِّيغَةِ কখনো শব্দের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা দ্বারা সাব্যস্ত হয় وَقَدْ يَكُونُ بِالتَّأَمُّلِ فِي السِّبَاقِ আর কখনো বক্তব্যের গতিধারা প্রসঙ্গে চিন্তা-গবেষণা দ্বারা সাব্যস্ত হয় كَمَا قُلْنَا فِي الْقُرُوءِ بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ وَبِالنَّظَرِ إِلَى ثَلْثَةٍ যেমন আমরা (ইতিপূর্বে) قُرُوْء শব্দের قَرْء শব্দ ও ثَلْثَةٌ- এর দিকে বিবেচনা করে বলেছি وَقَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إِلَى السِّيَاقِ আর কখনো বক্তব্যের বর্ণনাভঙ্গির উপর চিন্তা-গবেষণা দ্বারা সাব্যস্ত হবে كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ- এর মধ্যে عُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الْحِلِّ বোধগম্য হয়েছে যে, أُحِلَّ তা حِلّ হতে নির্গত وَفِي قَوْلِهِ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ আর আল্লাহর বাণী أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ- এর মধ্যে عُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الْحُلُولِ জানা গিয়েছে যে, أَحَلَّ শব্দটি حُلُوْل হতে নির্গত وَحُكْمُهُ আর তার হুকুম হলো الْعَمَلُ بِهِ عَلَى احْتِمَالِ الْغَلَطِ ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এর উপর আমল করা ওয়াজিব أَيْ حُكْمُ الْمُؤَوَّلِ وُجُوبُ الْعَمَلِ অর্থাৎ مُؤَوَّلْ- এর হুকুম হলো আমল করা ওয়াজিব بِمَا جَاءَ فِي تَاوِيلِ الْمُجْتَهِدِ মুজতাহিদদের তা'বীলের দ্বারা যে অর্থটি নির্দিষ্ট হয়েছে তদানুযায়ী (আমল করা ওয়াজিব) مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ غَلَطٌ এ আশংকা সত্ত্বেও যে, তা ভুল وَيَكُونُ الصَّوَابُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ এবং অপর অর্থটি সহীহ হতে পারে وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ ظَنِّيٌّ সারকথা হলো- مُؤَوَّلْ টা ظَنِّي (ধারণা ও অনুমাণ প্রসূত) وَاجِبُ الْعَمَلِ এটা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব غَيْرُ قَطْعِيٍّ فِي الْعِلْمِ তবে তথ্য অর্জনে তা অকাট্য فَلَا يَكُونُ جَاحِدُهُ সুতরাং এটা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না।

সরল অনুবাদ : আর غَالِبُ الرَّأْيِ- এর দ্বারা ظَنّ غَالِبْ তথা প্রবল ধারণাকে বুঝানো হয়েছে। চাই তা خَبَر وَاحِدْ বা قِيَاسْ অথবা অনুরূপ অন্য কিছুর দ্বারা সাব্যস্ত হোক। সুতরাং এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, যাতে خَبَر وَاحِدْ- এর দ্বারা تَاوِيل হয়ে থাকে مُؤَوَّلْ তাকে শামিল করে না; বরং مُؤَوَّلْ কেবল ঐ অবস্থাকে শামিল করে যাতে قِيَاسْ- এর দ্বারা تَاوِيل হয়ে থাকে। জ্ঞাতব্য যে, مُشْتَرَكْ- এর একাধিক অর্থ হতে কোনো একটি প্রাধান্য পাওয়া কখনো শব্দের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করার দ্বারা হয়ে থাকে। سِبَاقْ- এর উদাহরণ তা-ই যা আমরা قُرُوْء শব্দের মধ্যে قُرُوْء শব্দ ও ثَلْثَةٌ- এর দিক বিবেচনা করে বলেছি। আর سِيَاقْ- এর উদাহরণ যেমন- আল্লাহর বাণী - أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ- এর মধ্যে বুঝে আসে যে, أَحَلَّ টা حَلَّ হতে নির্গত আর আল্লাহর বাণী- أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ- এর মধ্যে জানা গেছে যে, أَحَلَّ শব্দটি حُلُوْل হতে নির্গত। **আর এটার হুকুম হলো, ভুলের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে।** অর্থাৎ مُؤَوَّلْ- এর হুকুম হলো মুজতাহিদদের তাবীলের দ্বারা যে অর্থটি নির্দিষ্ট হয়েছে, তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। এ আশঙ্কা সত্ত্বেও যে তা ভুল এবং অপর (অর্থ) টি সহীহ হতে পারে। মোটকথা হলো, مُؤَوَّلْ টা ظَنِّي (ধারণা ও অনুমান প্রসূত)। এটা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। তবে তথ্য অর্জনে তা অকাট্য নয়। সুতরাং এটা অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِغَالِبِ الرَّأْيِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর তুলে ধরেছেন। আর তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : গ্রন্থকারের (র.) ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল غَالِبُ الرَّأْيِ- এর দ্বারা প্রধান্য দেওয়া হলে তাকে مُؤَوَّلْ বলবে, অথচ خَبَر وَاحِدْ- এর দ্বারা مُشْتَرَكْ- এর কোনো অর্থকে প্রধান্য দেওয়া হলে তাকেও পরিভাষায় مُؤَوَّلْ বলা হয়ে থাকে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.)-এর উক্ত বক্তব্য কিরূপে সহীহ হতে পারে ?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, غَالِبُ الرَّأْيِ- এর দ্বারা কেবল قِيَاسْ- এর মাধ্যমে অর্জিত ধারণাকে বুঝানো হয়নি; বরং যে কোনো ভাবে অর্জিত প্রবল ধারণাকে বুঝানো হয়েছে। চাই উক্ত ধারণা কিয়াসের মাধ্যমে অর্জিত হোক। অথবা خَبَر وَاحِدْ -এর দ্বারা হোক। কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো উপায়ে হোক।

مَبْحَثُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ

ظَاهِرْ এবং نَصْ সম্পর্কিত আলোচনা

ثُمَّ شَرَعَ فِى التَّقْسِيْمِ الثَّانِىْ فَقَالَ وَاَمَّا الظَّاهِرُ فَاِسْمٌ لِكَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهٖ لِلسَّامِعِ بِصِيْغَتِهٖ اَىْ لَايَحْتَاجُ اِلَى الطَّلَبِ وَالتَّأَمُّلِ كَمَا فِىْ مُقَابَلَاتِهَا وَلَا يُزَادُ عَلَى الصِّيْغَةِ شَيْءٌ اٰخَرُ مِنَ السَّوْقِ وَنَحْوِهٖ كَمَا فِى النَّصِّ فَخَرَجَ هٰذَا كُلُّهٗ مِنْ قَوْلِهٖ بِصِيْغَتِهٖ لٰكِنْ يُشْتَرَطُ فِىْ هٰذَا كَوْنُ السَّامِعِ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ وَفِى ازْدِيَادِ لَفْظِ الْكَلَامِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ كَالرَّابِعِ كَمَا اَنَّ الْاَوَّلَ وَالثَّالِثَ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ وَالْمُرَادُ مِنَ الظُّهُوْرِ فِىْ قَوْلِهٖ مَا ظَهَرَ الظُّهُوْرُ اللُّغَوِىُّ فَلَا يُرَدُّ اَنَّ هٰذَا تَعْرِيْفُ الشَّىْءِ بِنَفْسِهٖ وَحُكْمُهٗ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِالَّذِىْ ظَهَرَ مِنْهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ حَتّٰى صَحَّ اِثْبَاتُ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ بِالظَّاهِرِ لِاَنَّ غَايَتَهٗ اَنَّهٗ مُحْتَمِلُ الْمَجَازِ وَهُوَ اِحْتِمَالٌ غَيْرُ نَاشٍ مِنْ دَلِيْلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ فِى التَّقْسِيْمِ الثَّانِىْ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) দ্বিতীয় تَقْسِيْم -এর আলোচনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَاَمَّا الظَّاهِرُ فَاِسْمٌ لِكَلَامٍ যা হোক ظَاهِرْ এমন একটি বক্তব্যকে বলে ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهٖ لِلسَّامِعِ بِصِيْغَتِهٖ যা শ্রবণ করা মাত্র শ্রবণকারী (বিনা দ্বিধায়) صِيْغَه দ্বারাই শ্রোতার নিকট উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে যায় اَىْ لَايَحْتَاجُ اِلَى الطَّلَبِ وَالتَّأَمُّلِ অর্থাৎ অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না كَمَا فِىْ مُقَابَلَاتِهَا যেমন এটার مُقَابِلْ প্রকারগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে وَلَا يُزَادُ عَلَى الصِّيْغَةِ شَيْءٌ اٰخَرُ مِنَ السَّوْقِ وَنَحْوِهٖ এবং صِيْغَة -এর سِيَاقْ ইত্যাকার বিষয়াদির সংযোগ করতে হয় না كَمَا فِى النَّصِّ যেমন نَصْ -এর মধ্যে হয়ে থাকে فَخَرَجَ هٰذَا كُلُّهٗ مِنْ قَوْلِهٖ بِصِيْغَتِهٖ - অতঃপর তার উক্তি بِصِيْغَة -এর দ্বারা এসব বিষয় খারিজ হয়ে গেছে لٰكِنْ يُشْتَرَطُ فِىْ هٰذَا كَوْنُ السَّامِعِ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ তবে এটাকে শ্রোতা আহলে লিসান (আরবি ভাষা-ভাষী) হওয়া শর্ত وَفِى ازْدِيَادِ لَفْظِ الْكَلَامِ আর كَلَامْ শব্দটির উল্লেখের দ্বারা اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمَ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ শ্রেণীর বিভাগটি مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ كَالرَّابِعِ চতুর্থ শ্রেণী বিভাগের ন্যায় বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত كَمَا اَنَّ الْاَوَّلَ وَالثَّالِثَ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ যেমন প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী বিভাগ বিভাগটি كَلِمَة -এর সাথে সম্পর্কিত وَالْمُرَادُ مِنَ الظُّهُوْرِ فِىْ قَوْلِهٖ مَا ظَهَرَ الظُّهُوْرُ اللُّغَوِىُّ আর তার বক্তব্য ظَهَرَ -এর দ্বারা ظُهُوْر لُغَوِىْ উদ্দেশ্য فَلَا يُرَدُّ اَنَّ هٰذَا تَعْرِيْفُ الشَّىْءِ بِنَفْسِهٖ সুতরাং তার বিরুদ্ধে কোনো বস্তুকে হুবহু এর দ্বারা সংজ্ঞা প্রদান করা-এর অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া অবান্তর وَحُكْمُهٗ আর এটার হুকুম হলো وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِالَّذِىْ ظَهَرَ مِنْهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ এটা দ্বারা যা প্রকাশ পেয়েছে তদানুযায়ী আমল করা অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে ওয়াজিব حَتّٰى صَحَّ اِثْبَاتُ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ بِالظَّاهِرِ সুতরাং ظَاهِرْ -এর দ্বারা حُدُوْد (দণ্ডবিধি) ও كَفَّارَاتْ (কাফফারাসমূহ) সাব্যস্ত করা সহীহ হবে لِاَنَّ غَايَتَهٗ اَنَّهٗ مُحْتَمِلُ الْمَجَازِ কেননা, এটার দ্বারা বড় জোর এটা সাব্যস্ত হবে যে, এটা مَجَازْ (রূপকার্থ)-এর সম্ভাবনা রাখে وَهُوَ اِحْتِمَالٌ غَيْرُ نَاشٍ مِنْ دَلِيْلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ আর এটা দলিলহীন সৃষ্ট সন্দেহ যা বিবেচনা যোগ্য নয়।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) দ্বিতীয় تَقْسِيْم-এর আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **যা হোক ظَاهِرْ এমন বক্তব্যকে বলে যার صِيْغَه-এর দ্বারাই শ্রোতার নিকট উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে যায়।** অর্থাৎ অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যেমন এটার مُقَابِلْ প্রকারগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে। আর শব্দের (صِيْغَه) উপর سِيَاقْ ইত্যাকার বিষয়াদিকে সংযোজন করতে হয় না। যেমন– نَصْ-এর মধ্যে হয়ে থাকে। তার বক্তব্যে بِصِيْغَة-এর দ্বারা এসব বিষয় খারিজ হয়ে গেছে। তবে এটাতে শ্রোতা আহলে লিসান (তথা আরবি ভাষাভাষী) হওয়া শর্ত। আর كَلَامْ শব্দটির উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ تَقْسِيْم টি চতুর্থ تَقْسِيْم-এর ন্যায় বাক্যের সাথে সম্পর্কিত, যেমন প্রথম ও তৃতীয়টি كَلِمَه-এর সাথে সম্পর্কিত। আর তার বক্তব্যে ظُهُوْر-এর দ্বারা ظُهُوْر لُغَوِىْ (আভিধানিক স্পষ্টতা)-কে বুঝানো হয়েছে। কাজেই এটার বিরুদ্ধে تَعْرِيْفُ الشَّىْءِ بِنَفْسِهٖ (কোনো বস্তুকে হুবহু এটার দ্বারা সংজ্ঞা প্রদান করা)-এর অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া অবান্তর। **আর এটার হুকুম হলো, এটা দ্বারা যা প্রকাশ পেয়েছে তদনুযায়ী আমল করা অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে ওয়াজিব।** সুতরাং ظَاهِرْ-এর দ্বারা حُدُوْد (দণ্ডবিধান) ও كَفَّارَاتْ (কাফ্‌ফারাসমূহ) সাব্যস্ত করা সহীহ হবে। কেননা এটার দ্বারা বড়জোর এটা সাব্যস্ত হবে যে, এটা مَجَازْ (রূপকার্থ)-এর সম্ভাবনা রাখে। আর এটা দলিলহীন সৃষ্ট সন্দেহ যা বিবেচনা যোগ্য নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الظَّاهِرِ لُغَةً (ظَاهِرْ -এর আভিধানিক অর্থ) :

ظَاهِرْ শব্দটি বাবে فَتَحَ থেকে اِسْم فَاعِلْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। এর لُغَوِىْ অর্থ– নিম্নরূপ। যেমন–

১. اَلْبَارِزَةُ তথা স্পষ্ট হওয়া। যেমন বলা হয়– ظَهَرَ الشَّىْءُ ظُهُوْرًا اَىْ تَبَيَّنَ وَبَرَزَ بَعْدَ الْخَفَاءِ

২. বিজয়ী হওয়া : যেমন কুরআনে আছে– (الاية) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ
৩. مُخَالَفَةُ الْخَفَاءِ তথা গোপনের বিপরীত; যেমন বলা হয়– ظَهَرَ الشَّيْءُ ৪. اَلْبَيَانُ তথা স্পষ্ট হওয়া।
৫. اَلْإِيْضَاحُ তথা আলোকিত হওয়া। ৬. اَلْإِظْهَارُ তথা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

مَعْنَى الظَّاهِرِ اِصْطِلَاحًا (ظَاهِرْ -এর পারিভাষিক অর্থ) : ১. আল্লামা নাসাফী (র.) বলেন– أَمَّا الظَّاهِرُ اِسْمٌ لِكَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ لِلسَّامِعِ بِصِيْغَتِهِ অর্থাৎ ظَاهِرْ এমন শব্দকে বলা হয়, শ্রোতা যার অর্থ শব্দের সাহায্যেই অনুধাবন করতে পারে।

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র.) বলেন– اَلظَّاهِرُ هُوَ اِسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ لِلسَّامِعِ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ
৩. আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন– إِنَّ الظَّاهِرَ هُوَ اِسْمٌ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ
৪. আল্লামা ইবনে হিশাম (র.) বলেন– هُوَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ الْمُرَادُ بِالسُّهُوْلَةِ
৫. কেউ কেউ বলেন– اَلظَّاهِرُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ الْمَعْنَى مِنَ اللَّفْظِ ইত্যাদি।

حُكْمُ الظَّاهِرِ (ظَاهِرْ -এর হুকুম) : ظَاهِرْ -এর হুকুম হচ্ছে, এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত অর্থের উপর আমল করা ওয়াজিব। চাই উহা عَامٌ হোক অথবা خَاصٌ হোক।

مِثَالُ الظَّاهِرِ (ظَاهِرْ -এর উদাহরণ) : ১. কুরআনে আছে– أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا الاية অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। আয়াতটি ব্যবসা হালাল এবং সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ظَاهِرْ।
২. কুরআনে আছে– فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ الاية
এ আয়াতটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে বিবাহ করার বৈধতার ব্যাপারে ظاهر ইত্যাদি।

مَعْنَى النَّصِّ لُغَةً (نَصٌّ -এর আভিধানিক অর্থ) : نَصٌّ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ–
১. اَلتَّعْيِيْنُ অর্থাৎ নির্দিষ্ট করা। ২. اَلتَّحْدِيْدُ অর্থাৎ সীমিত। ৩. اَلْإِظْهَارُ অর্থাৎ প্রকাশ করা। ৪. اَلرَّفْعُ যেমন বলা হয়– نَصَّ الْحَدِيْثَ اَيْ رَفَعَهُ ৫. اَلْمُنْتَهٰى অর্থাৎ প্রান্তসীমা, যেমন বলা হয়– بَلَغْنَا مِنَ الْأَمْرِ نَصَّهُ

مَعْنَى النَّصِّ اِصْطِلَاحًا (نَصٌّ -এর পারিভাষিক অর্থ) :
১. আল্লামা নাসাফী (র.) বলেন, أَمَّا النَّصُّ فَمَا ازْدَادَ وُضُوْحًا عَلَى الظَّاهِرِ مَعْنًى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ لَا فِيْ نَفْسِ الصِّيْغَةِ অর্থাৎ نَصٌّ বলা হয় এমন বক্তব্যকে যা বক্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে ظَاهِرْ অপেক্ষা স্পষ্ট হয়ে থাকে, শব্দের কারণে নয়।
২. আল্লামা নিজামুদ্দীন শাশী (র.) বলেন– اَلنَّصُّ مَا سِيْقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ
৩. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ প্রণেতার মতে, مَالَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًا وَاحِدًا أَوْ مَالَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ
৪. আল্লামা হুসসামী (র.) বলেন– اَلنَّصُّ هُوَ مَا زَادَ وُضُوْحًا عَلَى الظَّاهِرِ ইত্যাদি।
মোটকথা যা শুধু একটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে অথবা কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না, তাকে نَصٌّ বলে।

حُكْمُ النَّصِّ : ইহার হুকুম বর্ণনায় আল্লামা নাসাফী (র.) বলেন– وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِمَا وُضِعَ عَلَى اِحْتِمَالِ تَأْوِيْلٍ هُوَ حَيِّزُ الْمَجَازِ অর্থাৎ নস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব। অবশ্য অন্য অর্থও গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। চাই উহা عَامٌ হোক অথবা خَاصٌ হোক। তবে عَامٌ হলে خَاصٌ -এর সম্ভাবনা থাকে। আবার এতে تَأْوِيْل ও تَخْصِيْص -এর অবকাশ থাকে।

مِثَالُ النَّصِّ : পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, (الاية) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا
এখানে আয়াতটি ক্রয়-বিক্রয় এবং সুদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেনা, আরবরা بَيْع এবং رِبٰوا কে একই মনে করত। তাদের ধারণা ছিল। إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا অর্থাৎ بَيْع হলো رِبٰوا -এর মতোই। সুতরাং তাদের এ ধারণা খণ্ডন করার জন্যে মহান আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। অতএব আয়াতটি بَيْع এবং رِبٰوا -এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনায় نَصٌّ সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَحْتَاجُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ظَاهِرْ-এর অর্থ নির্ণয় করতে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, স্বয়ং ظَاهِرْ-এর শব্দ (صِيْغَه)-এর দ্বারাই হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যায়। এটার জন্য চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। এটার দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ظُهُوْرُ الْمُرَادِ بِالصِّيْغَةِ (শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হওয়া)-এর অর্থ হলো অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন না হওয়া, যেমন ظَاهِرْ-এর প্রতিপক্ষে অবস্থিত প্রকারগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ مُشْكِلٌ ও خَفِيٌّ এবং مُجْمَلٌ ইত্যাদির উদ্দেশ্য নির্ণয়ে যেমন চিন্তা-গবেষণার মুখাপেক্ষী হতে হয় ظَاهِرْ-এর ক্ষেত্রে তদ্রূপ হতে হয় না। তবে কদাচিৎ এটার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে صِيْغَه-এর অতিরিক্ত قَرِيْنَه-এর প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেমন– مُشْتَرَكْ-এর অর্থগুলোর মধ্যে হতে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য قَرِيْنَه-এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ مِنَ الظُّهُوْرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—
প্রশ্ন : এখানে ظَاهِرْ-এর تَعْرِيْف-এর উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন হয়েছে, যাতে تَعْرِيْفُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ (কোনো বস্তুর সংজ্ঞা হুবহু এটার দ্বারা করা) অনিবার্য হয়ে পড়ে?
উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, ظَاهِرْ-এর পারিভাষিক অর্থ এবং ظُهُوْر-এর দ্বারা আভিধানিক অর্থকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং تَعْرِيْفُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ অনিবার্য হবে না। কেননা এতদুভয়কে পৃথক পৃথক অর্থে নেওয়া হয়েছে।

وَأَمَّا النَّصُّ فَمَا ازْدَادَ وُضُوحًا عَلَى الظَّاهِرِ لِمَعْنًى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ لَا فِيْ نَفْسِ الصِّيْغَةِ يَعْنِيْ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى لَمْ يُفْهَمْ مِنَ الظَّاهِرِ بِسَبَبِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ سَاقَ ذٰلِكَ النَّظْمَ لِذٰلِكَ الْمَعْنٰى لَا بِمُجَرَّدِ فَهْمِهِ مِنَ الصِّيْغَةِ وَالْمَشْهُوْرُ فِيْمَا بَيْنَ الْقَوْمِ اِنَّ فِي النَّصِّ يُشْتَرَطُ السَّوْقُ وَفِي الظَّاهِرِ عَدَمُ السَّوْقِ فَيَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاِذَا قِيْلَ جَاءَ نِي الْقَوْمُ كَانَ نَصًّا فِيْ مَجِيْءِ الْقَوْمِ وَاِذَا قِيْلَ رَأَيْتُ فُلَانًا حِيْنَ جَاءَ نِي الْقَوْمُ كَانَ نَصًّا فِي الرُّؤْيَةِ ظَاهِرًا فِيْ مَجِيْءِ الْقَوْمِ وَلٰكِنْ ذُكِرَ فِيْ عَامَّةِ الْكُتُبِ اَنَّ الظَّاهِرَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يُشْتَرَطَ فِيْهِ السَّوْقُ اَوْلَا وَالنَّصُّ يُشْتَرَطُ فِيْهِ السَّوْقُ اَلْبَتَّةَ وَهٰكَذَا حَالُ كُلِّ قِسْمٍ فَوْقَهُ مِنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ فَاِنَّ بَعْضَهُ اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ بِحَيْثُ يُوْجَدُ الْاَدْنٰى فِي الْاَعْلٰى فَيَكُوْنُ بَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا

وَحُكْمُهُ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِمَا وَضَحَ عَلٰى اِحْتِمَالِ تَاوِيْلٍ هُوَ فِيْ حَيِّزِ الْمَجَازِ اَيْ حُكْمُ النَّصِّ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِالْمَعْنَى الَّذِيْ وَضَحَ مِنْهُ مَعَ اِحْتِمَالِ تَاوِيْلٍ كَانَ فِيْ مَعْنَى الْمَجَازِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا النَّصُّ আর نص ঐ বক্তব্যকে বলা হয় যা فَمَا ازْدَادَ وُضُوحًا عَلَى الظَّاهِرِ لِمَعْنًى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ বক্তার পক্ষ হতে অর্থ প্রকাশ করার প্রেক্ষিতে ظاهر অপেক্ষা অধিকতর প্রকাশ্য لَا فِيْ نَفْسِ الصِّيْغَةِ মূল صيغه-এর কারণে নয় يَعْنِيْ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى অর্থাৎ نَصّ দ্বারা এমন এক অর্থ আসবে যা لَمْ يُفْهَمْ مِنَ الظَّاهِرِ ظاهر-এর দ্বারা হয়নি بِسَبَبِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ سَاقَ ذٰلِكَ النَّظْمَ لِذٰلِكَ الْمَعْنٰى এ কারণে যে, বক্তা ঐ শব্দটিকে ঐ অর্থদানের উদ্দেশ্যেই এভাবে প্রয়োগ করেছেন لَا بِمُجَرَّدِ فَهْمِهِ مِنَ الصِّيْغَةِ কিন্তু নিছক শব্দ দ্বারা সে অতিরিক্ত অর্থ বুঝা যায় না وَالْمَشْهُوْرُ فِيْمَا بَيْنَ الْقَوْمِ আর সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে নসের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, اِنَّ فِي النَّصِّ يُشْتَرَطُ السَّوْقُ নস-এর মধ্যে বাচনভঙ্গি শর্ত وَفِي الظَّاهِرِ عَدَمُ السَّوْقِ আর ظاهر-এর মধ্যে তা না হওয়া শর্ত فَيَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে বৈপরীত্বের সম্পর্ক হবে فَاِذَا قِيْلَ جَاءَ نِي الْقَوْمُ অতএব, যখন বলা হবে যে, جَاءَ نِي الْقَوْمُ (আমার নিকট সম্প্রদায় এসেছে) كَانَ نَصًّا فِيْ مَجِيْءِ الْقَوْمِ তবে এ বক্তব্য সম্প্রদায়ের আগমন নস হবে وَاِذَا قِيْلَ رَأَيْتُ فُلَانًا حِيْنَ جَاءَ نِي الْقَوْمُ আর যদি বলা হয় আমি অমুককে দেখেছি, যখন আমার নিকট সম্প্রদায় এসেছিল كَانَ نَصًّا فِي الرُّؤْيَةِ ظَاهِرًا فِيْ مَجِيْءِ الْقَوْمِ তাহলে এ বক্তব্যটি দেখার ব্যাপারে নস এবং সম্প্রদায় আসার ব্যাপারে যাহের রূপে গণ্য হবে وَلٰكِنْ ذُكِرَ فِيْ عَامَّةِ الْكُتُبِ কিন্তু উসূলে ফিক্‌হের অধিকাংশ কিতাবে রয়েছে যে, اَنَّ الظَّاهِرَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يُشْتَرَطَ فِيْهِ السَّوْقُ اَوْلَا যাহের এ প্রশ্নে আ'ম বা সাধারণ চাই তাতে বাচন ভঙ্গি থাকুক বা না থাকুক وَالنَّصُّ يُشْتَرَطُ فِيْهِ السَّوْقُ اَلْبَتَّةَ অবশ্য নসের মধ্যে বাচনভঙ্গি শর্ত وَهٰكَذَا حَالُ كُلِّ قِسْمٍ فَوْقَهُ مِنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ এবং নস হতে উপরস্থ প্রত্যেক প্রকারের ঠিক একই অবস্থা অর্থাৎ মুফাস্‌সার ও মুহকাম فَاِنَّ بَعْضَهُ اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ কারণ এ সব প্রকারে কোনো কোনোটি অন্য কোনোটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত بِحَيْثُ يُوْجَدُ الْاَدْنٰى فِي الْاَعْلٰى এ হিসেবে যে, উত্তমের মধ্যে নিম্নতমের অস্তিত্ব বিদ্যমান فَيَكُوْنُ بَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا অতএব, উভয়ের মধ্যে عموم خصوص مطلق-এর সম্পর্ক হবে وَحُكْمُهُ আর এর হুকম হলো وُجُوْبُ الْعَمَلِ তার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে بِمَا وَضَحَ যে অর্থ প্রকাশিত হয়েছে عَلٰى اِحْتِمَالِ تَاوِيْلٍ তাবীলের সম্ভাবনা থাকার সাথে هُوَ فِيْ حَيِّزِ الْمَجَازِ তা (এর হুকুম) مجاز-এর অধীনে اَيْ حُكْمُ النَّصِّ অর্থাৎ نص-এর হুকুম হলো وُجُوْبُ الْعَمَلِ আমল করা ওয়াজিব হবে بِالْمَعْنَى الَّذِيْ وَضَحَ مِنْهُ ঐ نص দ্বারা প্রকাশিত ভাবার্থ অনুযায়ী مَعَ اِحْتِمَالِ تَاوِيْلٍ তাবীলের সম্ভাবনাও থাকবে كَانَ فِيْ مَعْنَى الْمَجَازِ যা مجاز-এর অধীনে হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : আর نص বলে, যা ظاهر-এর অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। তবে এ স্পষ্টতা متكلم (বক্তা)-এর পক্ষ হতে উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে দেওয়ার কারণে হয়ে থাকে, মূল صيغه-এর কারণে হয় না। অর্থাৎ نص-এর দ্বারা এমন অর্থ বুঝে আসবে যা ظاهر-এর দ্বারা হয়নি। কেননা متكلم উক্ত অর্থকে উদ্দেশ্য করে এ বক্তব্যে রেখেছেন। এরূপ নয় যে, কেবল শব্দ হতে এ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। সাধারণ্যে এ ধারণা বিদ্যমান যে, نص-এর মধ্যে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য প্রদান শর্ত। অথচ ظاهر-এর মধ্যে উদ্দেশ্য না করা শর্ত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্ব রয়েছে। সুতরাং جَاءَ نِي الْقَوْمُ বললে قوم-এর আগমনের ব্যাপারে তা نص হবে। আর যদি বলা হয়– رَأَيْتُ فُلَانًا حِيْنَ جَاءَ نِي الْقَوْمُ (কওম আগমনের সময় আমি অমুককে দেখলাম।) তাহলে এটা দেখার মধ্যে نص-এর আগমনের ব্যাপারে ظاهر হবে। তবে উসূলের অধিকাংশ কিতাবে রয়েছে যে, ظاهر (এর বক্তব্য) উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে আবার উদ্দেশ্যহীন ভাবেও হতে পারে। তবে نص-এর মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বক্তব্য হওয়া জরুরি। আর এটার উপরের প্রত্যেক প্রকার তথা مفسر ও محكم-এরও একই অবস্থা। কেননা এগুলোর একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম। কারণ এগুলোর নিম্ন স্তরেরটি উচ্চ স্তরের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং উভয়ের মধ্যে عموم خصوص مطلق-এর সম্পর্ক হবে। **আর এর হুকুম হলো مجاز-এর অধীনে تاويل-এর সম্ভাবনা থাকার সাথে এটার দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়েছে তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে।** অর্থাৎ نص-এর হুকুম হলো ঐ نص দ্বারা প্রকাশিত ভাবার্থ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হবে। আর এটার সাথে এমন تاويل-এর সম্ভাবনাও থাকবে যা مجاز-এর অধীনে হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِمَعْنًى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ظاهر ও نص-এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, نص-এর মধ্যে ظاهر-এর অপেক্ষা যে অধিকতর স্পষ্টতা রয়েছে, তা صيغه বা শব্দের হয়নি; বরং سِيَاقُ كَلَامٍ তথা বক্তার বক্তব্যের প্রকাশ ভঙ্গির দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ বক্তা বাক্যটিকে এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যার দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থটি বোধগম্য হয়। এটাকে উসূলবিদগণের পরিভাষায় سِيَاقُ كَلَامٍ (বাক্যভঙ্গি) বলে।

وَهٰذَا التَّاوِيْلُ قَدْ يَكُوْنُ فِيْ ضِمْنِ التَّخْصِيْصِ بِاَنْ يَّكُوْنَ عَامًّا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيْصَ وَقَدْ يَكُوْنُ فِيْ ضِمْنِ غَيْرِهٖ بِاَنْ يَكُوْنَ حَقِيْقَةً تَحْتَمِلُ الْمَجَازَ فَلَا حَاجَةَ اِلٰى اَنْ يُقَالَ عَلٰى اِحْتِمَالِ تَاوِيْلٍ اَوْ تَخْصِيْصٍ كَمَا ذَكَرَهٗ غَيْرُهٗ وَلَمَّا اِحْتَمَلَ هٰذَا الْاِحْتِمَالَ النَّصُّ كَانَ الظَّاهِرُ الَّذِيْ هُوَ دُوْنَهٗ اَوْلٰى بِاَنْ يَحْتَمِلَهٗ وَلٰكِنَّ مِثْلَ هٰذِهِ الْاِحْتِمَالَاتِ لَاتَضُرُّ بِالْقَطْعِيَّةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا التَّاوِيْلُ قَدْ يَكُوْنُ فِيْ ضِمْنِ التَّخْصِيْصِ আর এ تَاوِيْل কখনো تَخْصِيْص-এর অধীনে হয়ে থাকে بِاَنْ يَّكُوْنَ عَامًّا এভাবে যে, নস আ'ম হবে يَحْتَمِلُ التَّخْصِيْصَ এবং এতে تَخْصِيْص অবকাশ থাকবে وَقَدْ يَكُوْنُ فِيْ ضِمْنِ غَيْرِهٖ কখনো تَخْصِيْص ছাড়া অন্যকিছুর অধীনেও হতে পারে بِاَنْ يَكُوْنَ حَقِيْقَةً এভাবে যে, نَصّ টা حَقِيْقَتْ হবে যা تَحْتَمِلُ الْمَجَازَ-এর সম্ভাবনা রাখবে فَلَا حَاجَةَ اِلٰى اَنْ يُقَالَ عَلٰى اِحْتِمَالِ تَاوِيْلٍ اَوْ تَخْصِيْصٍ মাজায ও تَاوِيْل-এর সম্ভাবনাসহ كَمَا ذَكَرَهٗ غَيْرُهٗ যেমন অন্যান্যগণ উল্লেখ করেছেন— সুতরাং এরূপ বলার আবশ্যকতা নেই تَاوِيْل ও تَاوِيْل-এর সম্ভাবনাসহ وَلَمَّا اِحْتَمَلَ هٰذَا الْاِحْتِمَالَ النَّصُّ আর যখন نَصّ এগুলোর সম্ভাবনা রাখে كَانَ الظَّاهِرُ الَّذِيْ هُوَ دُوْنَهٗ اَوْلٰى بِاَنْ يَحْتَمِلَهٗ তখন যাহের যা তা হতে নিম্নমানের তা অবশ্যই এ সম্ভাবনা রাখবে وَلٰكِنَّ مِثْلَ هٰذِهِ الْاِحْتِمَالَاتِ لَاتَضُرُّ بِالْقَطْعِيَّةِ তবে এরূপ সম্ভাবনাসমূহ (অকাট্যতা)-এর জন্য মোটেও ক্ষতিকর নয়।

সরল অনুবাদ : আর এ تَاوِيْل কখনো تَخْصِيْص-এর অধীনে হয়ে থাকে। এভাবে যে, نَصّ আম হবে এবং এতে تَخْصِيْص-এর অবকাশ থাকবে। আবার কখনো تَخْصِيْص ছাড়া অন্য কিছুর অধীনেও হতে পারে। এভাবে যে, نَصّ টা حَقِيْقَتْ হবে যা مَجَازْ-এর সম্ভাবনা রাখবে। আর যখন نَصّ এ গুলোর সম্ভাবনা রাখে, তখন ظَاهِر যা এটা হতে নিম্নমানের তা অবশ্যই তাদের সম্ভাবনা রাখবে। আর এরূপ (নিছক) সম্ভাবনাসমূহ قَطْعِيَّتْ (অকাট্যতা)-এর জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهٰذَا التَّاوِيْلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আর প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : نَصّ টা عَامْ হলে تَخْصِيْص-এর সম্ভাবনা রাখবে, আর عَامْ না হলে যেমন- خَاص হলে مَجَازْ-এর সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং এরূপ বলা জরুরি ছিল- عَلٰى اِحْتِمَالِ تَاوِيْلٍ اَوْ تَخْصِيْصٍ

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত تَاوِيْل কোনো কোনো সময় تَخْصِيْص-এর অধীনে হয়ে থাকে। যেমন- তা যদি عَامْ হয় তাহলে تَخْصِيْص-এর সম্ভাবনা রাখবে। আর কখনো উক্ত تَاوِيْل অন্য কিছুর অধীনে হয়ে থাকে। যেমন- তা حَقِيْقَتْ হলে مَجَازْ-এর সম্ভাবনা রাখবে। অতএব عَلٰى اِحْتِمَالِ تَاوِيْلٍ اَوْ تَخْصِيْصٍ বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

مَبْحَثُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ

মুফাস্‌সার ও মুহকাম সম্পর্কিত আলোচনা

وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَمَا ازْدَادَ وُضُوْحًا عَلَى النَّصِّ عَلَى وَجْهٍ لَايَبْقَى مَعَهُ اِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ وَالتَّخْصِيْصِ سَوَاءٌ اِنْقَطَعَ ذٰلِكَ الْاِحْتِمَالُ بِبَيَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاَنْ كَانَ مُجْمَلًا فَلَحِقَهُ بَيَانٌ قَاطِعٌ بِفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ بِقَوْلِهِ فَصَارَ مُفَسَّرًا اَوْ بِاِيْرَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَلِمَةً زَائِدَةً يَنْسَدُّ بِهَا بَابُ التَّخْصِيْصِ وَالتَّاوِيْلِ كَمَا سَيَاْتِيْ وَحُكْمُهُ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهِ عَلٰى اِحْتِمَالِ النَّسْخِ اَىْ حُكْمُ الْمُفَسَّرِ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهِ مَعَ اِحْتِمَالِ اَنْ يَّصِيْرَ مَنْسُوْخًا وَهٰذَا فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَمَّا فِيْمَا بَعْدَهُ فَكُلُّ الْقُرْاٰنِ مُحْكَمٌ لَايَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَاَمَّا الْمُحْكَمُ فَمَا اَحْكَمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنْ اِحْتِمَالِ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيْلِ تَعْدِيَةٌ عَنْ هٰهُنَا بِتَضْمِيْنِ مَعْنَى الْاِمْتِنَاعِ اَىْ اَحْكَمَ الْمُرَادُ حَالَ كَوْنِهِ مُمْتَنِعًا عَنْ اِحْتِمَالِ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيْلِ سَوَاءٌ كَانَ اِنْقِطَاعُ اِحْتِمَالِ النَّسْخِ لِمَعْنًى فِىْ ذَاتِهِ كَاٰيَاتِ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ وَيُسَمّٰى مُحْكَمًا لِعَيْنِهِ .

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَمَا ازْدَادَ وُضُوْحًا عَلَى النَّصِّ আর مُفَسَّرْ এমন বাক্যকে বলা হয়, যা স্পষ্টতার দিক দিয়ে نَصّ হতে অধিক স্পষ্ট عَلٰى وَجْهٍ لَايَبْقٰى مَعَهُ اِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ وَالتَّخْصِيْصِ এ হিসেবে যে, তাতে تَاوِيْل ও تَخْصِيْص -এর সম্ভাবনাই থাকে না سَوَاءٌ اِنْقَطَعَ ذٰلِكَ الْاِحْتِمَالُ চাই উক্ত সম্ভাবনা (সন্দেহ) নিরসন হোক بِبَيَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ -এর বর্ণনা দ্বারা بِاَنْ كَانَ مُجْمَلًا যেমন বক্তব্যটি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ছিল فَلَحِقَهُ بَيَانٌ قَاطِعٌ بِفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ بِقَوْلِهِ অতঃপর এটার সাথে রাসূলে কারীম ﷺ -এর কোনো قَوْل বা فِعْل -এর দ্বারা কোনো অকাট্য ব্যাখ্যা এটার সাথে যুক্ত হয়েছে فَصَارَ مُفَسَّرًا যার কারণে বাক্যটি مُجْمَلْ হতে مُفَسَّرْ -এর দিকে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে اَوْ بِاِيْرَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَلِمَةً زَائِدَةً অথবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমন কোনো অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজনের দ্বারা দূরীভূত হবে يَنْسَدُّ بِهَا بَابُ التَّخْصِيْصِ وَالتَّاوِيْلِ যা দ্বারা تَخْصِيْص ও تَاوِيْل -এর পথ বন্ধ হয়ে যাবে كَمَا سَيَاْتِيْ এটার উদাহরণ পরে আসছে وَحُكْمُهُ আর مُفَسَّرْ -এর হুকুম হলো اَىْ حُكْمُ - وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهِ عَلٰى اِحْتِمَالِ النَّسْخِ مَنْسُوْخ (রহিত) হওয়ার সম্ভাবনার সাথে এটার উপর আমল করা ওয়াজিব الْمُفَسَّرِ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهِ অর্থাৎ مُفَسَّرْ -এর হুকুম হলো– তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব مَعَ اِحْتِمَالِ اَنْ يَّصِيْرَ مَنْسُوْخًا রহিত হওয়ার অবকাশ সাপেক্ষে وَهٰذَا فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ আর এটা নবী করীম ﷺ -এর যুগের জন্য নির্দিষ্ট فَاَمَّا فِيْمَا بَعْدَهُ فَكُلُّ الْقُرْاٰنِ مُحْكَمٌ তবে তাঁর অবর্তমানে সম্পূর্ণই কুরআনই মুহকাম لَايَحْتَمِلُ النَّسْخَ যা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না وَاَمَّا الْمُحْكَمُ فَمَا اَحْكَمَ الْمُرَادُ بِهِ আর مُحْكَمْ ঐ বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দেশ্য সুদৃঢ় হয়েছে عَنْ اِحْتِمَالِ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيْلِ নসখ ও تَاوِيْل -এর সম্ভাবনা মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে تَعْدِيَةٌ عَنْ هٰهُنَا بِتَضْمِيْنِ مَعْنَى الْاِمْتِنَاعِ এ ক্ষেত্রে عَنْ অক্ষরের মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ করার মধ্যে اِمْتِنَاع গোপনে আছে اَىْ اَحْكَمَ الْمُرَادُ بِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُمْتَنِعًا عَنْ اِحْتِمَالِ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيْلِ অর্থাৎ এটা দ্বারা এ অবস্থায় উদ্দেশ্যকে সুদৃঢ় করা হয়েছে যে, তা নসখ ও تَاوِيْل হতে মাহফুজ سَوَاءٌ كَانَ اِنْقِطَاعُ اِحْتِمَالِ النَّسْخِ لِمَعْنًى فِىْ ذَاتِهِ চাই এ اِحْتِمَالْ স্বয়ং (হুবহু) ঐ বাক্যের দ্বারা হওয়া হোক كَاٰيَاتِ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ যেমন– تَوْحِيْد ও صِفَاتْ -এর আয়াত وَيُسَمّٰى مُحْكَمًا لِعَيْنِهِ এটাকে مُحْكَمْ لِعَيْنِهِ বলে।

সরল অনুবাদ : **আর مُفَسَّرْ এমন বাক্যকে বলে যাতে نَصّ হতে এ পরিমাণ অধিক স্পষ্ট হবে যে, তাতে تَاوِيْل ও تَخْصِيْص-এর সম্ভাবনাই থাকবে না।** চাই উক্ত সম্ভাবনা (সন্দেহ) নবী করীম ﷺ -এর বর্ণনার দ্বারা নিরসন হোক। এভাবে যে, বাক্যটি পূর্বে مُجْمَلْ (সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট) ছিল। অতঃপর এটার সাথে রাসূলে কারীম ﷺ -এর কোনো قَوْل বা فِعْل -এর দ্বারা কোনো অকাট্য ব্যাখ্যা এটার সাথে যুক্ত হয়েছে, যার কারণে বাক্যটি مُجْمَلْ হতে مُفَسَّرْ-এর দিকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অথবা আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কোনো অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজনের দ্বারা দূরীভূত হবে যা দ্বারা تَاوِيْل ও تَخْصِيْص-এর পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এটার উদাহরণ পরে আসছে। **আর مُفَسَّرْ-এর হুকুম হলো, এটার উপর আমল করা ওয়াজিব। তবে তা مَنْسُوْخ (রহিত) হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।** অর্থাৎ مُفَسَّرْ-এর হুকুম হলো مَنْسُوْخ হওয়ার অবকাশ সাপেক্ষে তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব । আর এটা নবী করীম ﷺ -এর যুগের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু তার ওফাতের পরবর্তী যুগে সমস্ত কুরআন مُحْكَمْ যা نَسْخ-এর অবকাশ রাখে না। **আর مُحْكَمْ বলে যা উদ্দেশ্য (অর্থ)-কে সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা হয় যা مَنْسُوْخ হওয়া বা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না।** এ ক্ষেত্রে عَنْ অক্ষরের মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ করার মধ্যে اِمْتِنَاع-এর অর্থ গোপন আছে। অর্থাৎ এটা দ্বারা এ অবস্থায় উদ্দেশ্যকে দূর করা

হয়েছে যে, তা نَسْخ ও تَبْدِيْل হতে মাহফূয। চাই এ اِحْتِمَالْ স্বয়ং (হুবহু) ঐ বাক্যের দ্বারা হোক। যেমন- تَوْحِيْد ও صِفَاتْ-এর আয়াতসমূহ। আর এটাকে مُحْكَمْ لِعَيْنِهٖ বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَبْحَثُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ : اَنْوَاعُ الْبَيَانِ بِالنَّظْمِ কে যে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগ হচ্ছে যথাক্রমে مُفَسَّرْ এবং مُحْكَمْ ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন মাসআলার সুষ্ঠু সমাধানে এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

مُفَسَّرْ-এর সংজ্ঞা : مُفَسَّرْ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل থেকে اِسْم مَفْعُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। এর لُغَوِىْ অর্থ হচ্ছে- ব্যাখ্যাকৃত, বর্ণনাকৃত। আর উসূলের পরিভাষায় এমন বক্তব্যকে مُفَسَّرْ বলে যা نَصْ -এর থেকে অধিক স্পষ্ট ও প্রকাশ্য; এভাবে যে, এতে تَاوِيْل এবং تَخْصِيْص -এর কোনো অবকাশ থাকে না। যেমন আল্লামা নাসাফী (র.) বলেন-

اَمَّا الْمُفَسَّرُ فَمَا ازْدَادَ وُضُوْحًا عَلَى النَّصِّ عَلٰى وَجْهٍ لَا يَبْقٰى مَعَهٗ اِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ وَالتَّخْصِيْصِ.

مُفَسَّرْ-এর উদাহরণ : আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন যে, فَسَجَدَ الْمَلٰۤئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِيْسَ الاية অর্থাৎ 'ইবলিস ব্যতীত সকল ফেরেশতাই (আদমকে) সিজদা করল।' এ আয়াতটি ফেরেশতাদের سَجْدَةْ প্রদান প্রসঙ্গে ظَاهِرْ এবং হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে نَصْ। আর প্রথমতঃ এতে تَخْصِيْص -এর সম্ভাবনা ছিল। এভাবে যে, হয়ত কতিপয় ফেরেশতা سَجْدَةْ -এর নির্দিষ্ট ছিল। অনুরূপ এতে تَاوِيْل -এর সম্ভাবনাও ছিল এভাবে যে, ফেরেশতারা হয়তো পৃথক পৃথকভাবে سَجْدَةْ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা كُلُّهُمْ ও اَجْمَعُوْنَ দ্বারা এ তাখসীস এবং তা'বীলের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতটি مُفَسَّرْ।

قَوْلُهٗ وَحُكْمُهٗ وُجُوْبُ الْعَمَلِ : مُفَسَّرْ-এর হুকুম এই যে, রহিত হওয়ার সম্ভাবনার সাথে ইহার উপর আমল করা ওয়াজিব। অর্থাৎ مُفَسَّرْ-এর হুকুম এই যে, এর উপর عَمَلْ করা ওয়াজিব। কিন্তু এতে সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ইহা রহিত হতে পারে। অবশ্য তা হযরত রাসূল ﷺ-এর যুগের সাথে সীমাবদ্ধ। আর তার অবর্তমানে পুরো কুরআনই মুহকাম এবং এ তে রহিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الْمُحْكَمُ فَمَا اُحْكِمَ الْمُرَادُ : মুহকাম এমন ব্যক্তব্যকে বলে যা মুফাসসার থেকে স্পষ্ট, এতে تَاوِيْل এবং تَخْصِيْص -এর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর উক্ত সম্ভাবনা (যদি বক্তব্যের) দ্বারা নাকচ হতে পারে, অথবা হযরত নবী করীম ﷺ -এর ইন্তিকালের কারণেও নাকচ হতে পারে। প্রথম প্রকারকে مُحْكَمْ لِذَاتِهٖ বলা হয় এবং দ্বিতীয় প্রকারকে مُحْكَمْ لِغَيْرِهٖ বলা হয়।

اَقْسَامُ الْمُحْكَمِ : مُحْكَمْ কে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- ক. مُحْكَمْ لِذَاتِهٖ. খ. مُحْكَمْ لِغَيْرِهٖ

ক. مُحْكَمْ لِذَاتِهٖ : বক্তব্য যদি مُفَسَّرْ থেকে অধিক স্পষ্ট হয়, তবে তাকে مُحْكَمْ বলে। আর এর উদ্দিষ্ট অর্থ এতই সুদৃঢ় এবং মজবুত যে, এতে কোনোরূপ تَاوِيْل এবং تَخْصِيْص -এর সম্ভাবনা নেই। আর উক্ত সম্ভাবনা খোদ বক্তব্যের দ্বারা নাকচ হলে তাকে مُحْكَمْ لِذَاتِهٖ বলে। ইহাকে مُحْكَمْ لِعَيْنِهٖ ও বলা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে- اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (الاية) অর্থাৎ আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন। এ আয়াতটি মহান আল্লাহ পাকের صِفَتْ সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এতে কোনোরূপ تَاوِيْل এবং تَخْصِيْص -এর সম্ভাবনা নেই।

খ. مُحْكَمْ لِغَيْرِهٖ : মুহকামের মধ্যকার تَاوِيْل এবং تَخْصِيْص -এর সম্ভাবনা যদি রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের কারণে নাকচ হয়ে যায়, তবে তাকে مُحْكَمْ لِغَيْرِهٖ বলে। যেমন হাদীস শরীফে আছে- اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চালু থাকবে। যেহেতু রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের কারণে এখন আর উক্ত حُكْم রহিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। তাই উক্ত হাদীসটি مُحْكَمْ لِغَيْرِهٖ।

مُفَسَّرْ এবং مُحْكَمْ -এর মধ্যে বিরোধ ঘটলে উহার হুকুম : تَعَارُضْ -এর ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত বিধান হলো- যদি এমন দু'টি বক্তব্য বা দলিল পরস্পর বিরোধী হয়, যাদের একটি অপরটি থেকে শক্তিশালী, তবে সে ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালীটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং অন্যটিকে পরিত্যাগ করা হয়।

আর যেহেতু مُحْكَمْ মুফাসসার থেকে অধিক শক্তিশালী সেহেতু مُفَسَّرْ এবং مُحْكَمْ-এর মধ্যে تَعَارُضْ ঘটলে مُحْكَمْ অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং مُفَسَّرْ কে পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ। এ আয়াতটি مُفَسَّرْ। ইহা অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়াকে কামনা করে।

অন্যদিকে وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا অর্থাৎ তোমরা তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। এ আয়াতটি مُحْكَمْ। ইহা দ্বারা অপরাধের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য চিরতরে অগ্রহণযোগ্য হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এখানে مُحْكَمْ আয়াত অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

قَوْلُهٗ اِحْتِمَالُ النَّسْخِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نَسْخ ও تَاوِيْل প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, نَسْخ ও تَبْدِيْل উভয় একই অর্থে হয়ে থাকে। مُحْكَمْ-এর মধ্যে نَسْخ হওয়ার যোগ্য না হওয়া শর্ত। এরূপ ধারণা যারা পোষণ করে থাকেন তারা ভ্রান্তিতে রয়েছেন। আর এ জন্যই স্থানটি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হয়েছে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে বাক্যে জোর দেওয়া আবশ্যক। আর نَسْخ-এর দ্বারা صِيْغَه-এর نَسْخ-এর প্রতি ইঙ্গিত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং تَبْدِيْل-এর দ্বারা সত্তাগত نَسْخ-এর দিকে ইঙ্গিত হওয়ার অবকাশ আছে।

প্রকাশ থাকে যে, عَنْ দ্বারা সাধারণত আহকাম مُتَعَدِّىْ হয় না। তবে কোনো সময় তাকে عَنْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ করা হলে তা اِمْتِنَاعْ (নিষিদ্ধ হওয়া)-এর অর্থ বহন করবে, যাকে صِفَاتْ ও حَالْ সাব্যস্ত করা যায়।

اَوْ بِوَفَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُسَمَّى مُحْكَمًا لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ تَعْرِيْفِهِ لَفْظَ اِزْدَادَ كَمَا ذُكِرَ فِيْمَا سَبَقَ تَنْبِيْهًا عَلَى اَنَّ الْمُحْكَمَ مَا ازْدَادَ وُضُوْحًا عَلَى الْمُفَسَّرِ بِشَيْءٍ وَاِنَّمَا ازْدَادَ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ فِيْهِ وَهُوَ عَدَمُ اِحْتِمَالِ النَّسْخِ فَمَرَاتِبُ الظُّهُوْرِ قَدْ تَمَّتْ عَلَى الْمُفَسَّرِ وَحُكْمُهُ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ اِحْتِمَالٍ لَا اِحْتِمَالِ التَّاوِيْلِ وَالتَّخْصِيْصِ وَلَا اِحْتِمَالِ النَّسْخِ فَهُوَ اَتَمُّ الْقَطْعِيَّاتِ فِيْ اِفَادَةِ الْيَقِيْنِ ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ اَمْثِلَةِ كُلِّ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا هٰذَا مِثَالُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ فَاِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيْ حَقِّ حِلِّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةِ الرِّبٰوا نَصٌّ فِيْ بَيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا لِاَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوْا يَعْتَقِدُوْنَ حِلَّ الرِّبٰوا حَتّٰى شَبَّهُوا الْبَيْعَ بِهِ فَقَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا فَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا وَمِثَالُهُ الْمَذْكُوْرُ فِيْ عَامَّةِ الْكُتُبِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيْ اِبَاحَةِ النِّكَاحِ نَصٌّ فِي الْعَدَدِ لِاَنَّهُ سِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ كَمَا سَيَاْتِيْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِيْسَ مِثَالٌ لِلْمُفَسَّرِ فَاِنَّ قَوْلَهُ فَسَجَدَ ظَاهِرٌ فِيْ سُجُوْدِ الْمَلٰئِكَةِ نَصٌّ فِيْ تَعْظِيْمِ اٰدَمَ (عـ) لٰكِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيْصَ اَيْ سُجُوْدَ بَعْضِ الْمَلٰئِكَةِ بِاَنْ يَكُوْنَ الْمَلٰئِكَةُ عَامًّا مَخْصُوْصَ الْبَعْضِ وَيَحْتَمِلُ التَّاوِيْلَ بِاَنْ سَجَدُوْا مُتَفَرِّقِيْنَ اَوْ مُجْتَمِعِيْنَ فَانْقَطَعَ اِحْتِمَالُ التَّخْصِيْصِ بِقَوْلِهِ كُلُّهُمْ وَاِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ بِقَوْلِهِ اَجْمَعُوْنَ فَصَارَ مُفَسَّرًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ بِوَفَاتِ النَّبِيِّ ﷺ অথবা রাসূলে কারীম ﷺ-এর তিরোধানের দ্বারা হোক وَيُسَمَّى مُحْكَمًا لِغَيْرِهِ এটাকে مُحْكَمٌ لِغَيْرِهِ বলে وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ تَعْرِيْفِهِ لَفْظَ اِزْدَادَ كَمَا ذُكِرَ فِيْمَا سَبَقَ মুহকামের সংজ্ঞায় পূর্বের ন্যায় এ ক্ষেত্রে اِزْدَادَ শব্দকে উল্লেখ করা হয় নি تَنْبِيْهًا عَلَى اَنَّ الْمُحْكَمَ مَا ازْدَادَ وُضُوْحًا عَلَى الْمُفَسَّرِ بِشَيْءٍ এটা অবহিত করানোর জন্য যে, مُحْكَمٌ -এর স্পষ্টতা مُفَسَّرٌ হতে অধিক অন্যকোনো দিক দিয়ে নয় وَاِنَّمَا ازْدَادَ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ فِيْهِ বরং কেবল এমন একটি শক্তির কারণে তা সাব্যস্ত যা তার মধ্যে নিহিত রয়েছে وَهُوَ عَدَمُ اِحْتِمَالِ النَّسْخِ আর তা হলো নসখের সম্ভাবনা না রাখা فَمَرَاتِبُ الظُّهُوْرِ قَدْ تَمَّتْ عَلَى الْمُفَسَّرِ অতএব, (প্রতীয়মান হলো যে,) স্পষ্টতার স্তরসমূহ মুফাসসারের মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে وَحُكْمُهُ আর এর হুকুম এই যে, وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ اِحْتِمَالٍ আর এটার হুকুম হলো সন্দেহাতীতভাবে এটার অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব لَا اِحْتِمَالِ التَّاوِيْلِ وَالتَّخْصِيْصِ وَلَا اِحْتِمَالِ النَّسْخِ এতে تَاوِيْل ও تَخْصِيْص এবং نَسْخ -এর কোনো সম্ভাবনা নেই فَهُوَ اَتَمُّ الْقَطْعِيَّاتِ فِيْ اِفَادَةِ الْيَقِيْنِ নিশ্চয়তা বিধানে ও দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি করার ব্যাপারে এটাই সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ অকাট্য দলিল ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ اَمْثِلَةِ كُلِّ هٰؤُلَاءِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এদের প্রত্যেকটির উদাহরণ বর্ণনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا যেমন– আল্লাহর বাণী– আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন مِثَالُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ এটা ظَاهِر ও نَصّ -এর দৃষ্টান্ত فَاِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيْ حَقِّ حِلِّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةِ الرِّبٰوا কেননা, ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়া ও সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে এটা যাহির وَنَصٌّ فِيْ بَيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে নস لِاَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوْا يَعْتَقِدُوْنَ حِلَّ الرِّبٰوا কেননা, কাফিররা সুদ হালাল হওয়ার আকিদা পোষণ করত حَتّٰى شَبَّهُوا الْبَيْعَ بِهِ এবং তারা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের সাথে তুলনা করত فَقَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا এবং তাঁরা বলত ক্রয়-বিক্রয়ের সুদের ন্যায় فَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দাবি খণ্ডন করেছেন وَقَالَ এবং ইরশাদ করেছেন যে, كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ তা কিরূপে হতে পারে? وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছন এবং সুদকে হারাম করেছেন وَمِثَالُهُ الْمَذْكُوْرُ فِيْ عَامَّةِ الْكُتُبِ আর যাহের ও নসের উদাহরণ হিসেবে সাধারণভাবে অন্যান্য কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে قَوْلُهُ تَعَالَى আল্লাহ তা'আলার এ বাণী– فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ মহিলাদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দুই তনি বা চার জনকে বিবাহ করো فَاِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيْ اِبَاحَةِ النِّكَاحِ কারণ, তা বিবাহ মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে যাহের نَصٌّ فِي الْعَدَدِ এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে নস لِاَنَّهُ سِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ কেননা, আয়াতটি এ উদ্দেশ্যেই উল্লেখিত হয়েছে كَمَا سَيَاْتِيْ -এর বিস্তারিত বিবরণ অচিরেই আসছে وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِيْسَ আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– ইবলীস ব্যতীত সকল ফেরেশতা-ই সিজদা করেছে مِثَالٌ لِلْمُفَسَّرِ তা মুফাসসার এর উদাহরণ فَاِنَّ قَوْلَهُ فَسَجَدَ ظَاهِرٌ فِيْ سُجُوْدِ الْمَلٰئِكَةِ কেননা, فَسَجَدَ শব্দটি ফেরেশতাগণের সিজদা দান প্রসঙ্গে যাহের نَصٌّ فِيْ تَعْظِيْمِ اٰدَمَ এবং আদম (আ.)-কে সম্মান প্রদর্শন প্রশ্নে নস لٰكِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيْصَ তবে তাতে তাখসীস বা নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা বিদ্যমান اَيْ سُجُوْدَ بَعْضِ الْمَلٰئِكَةِ অর্থাৎ কতিপয় ফেরেশতার সিজদা

দান উদ্দেশ্য হবে بِاَنْ يَكُوْنَ الْمَلَائِكَةُ عَامًّا مَخْصُوْصُ الْبَعْضِ এ হিসেবে যে, مَلَائِكَة শব্দটি আম এবং তন্মধ্য হতে কতিপয় খাস হয়েছে অর্থাৎ عَام مَخْصُوْص مِنْهُ الْبَعْض রূপে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে وَيَحْتَمِلُ التَّاوِيْلَ আর এরূপ তা'বীলের সম্ভাবনা রাখে যে بِاَنْ سَجَدُوْا مُتَفَرِّقِيْنَ اَوْ مُجْتَمِعِيْنَ তাঁরা পৃথকভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে সিজদা করেছেন فَانْقَطَعَ اِحْتِمَالُ التَّخْصِيْصِ بِقَوْلِهٖ كُلُّهُمْ আর উক্ত كُلُّهُمْ শব্দ দ্বারা تَخْصِيْص -এর সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে اَجْمَعُوْنَ এবং وَاِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ بِقَوْلِهٖ اَجْمَعُوْنَ শব্দ দ্বারা تَاوِيْل -এর সম্ভাবনা দূরীভূত হয়েছে فَصَارَ مُفَسَّرًا সুতরাং এটা مُفَسَّرْ হয়েছে।

সরল অনুবাদ : অথবা রাসূলে কারীম ﷺ-এর তিরোধানের দ্বারা হোক। আর এটাকে مُحْكَمْ لِغَيْرِهٖ বলে। পূর্বের ন্যায় এ ক্ষেত্রে اِزْدَادَ শব্দকে উল্লেখ করা হয়নি। এটা অবহিত করানোর জন্য যে, مُحْكَمْ-এর وَضَاحَتْ (স্পষ্টতা) مُفَسَّرْ হতে অন্য কোনো দিক দিয়ে নেই, বরং শুধু এমন শক্তির কারণে তা সাব্যস্ত যা তার মধ্যে নিহিত রয়েছে; আর তা হলো نَسْخ-এর সম্ভাবনা না রাখা। সুতরাং বুঝা গেল যে, ظُهُوْر-এর স্তর সমূহ مُفَسَّرْ পর্যন্ত পৌছে শেষ হয়ে গেছে। **আর এটার হুকুম হলো সন্দেহাতীতভাবে এটার অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।** এতে تَاوِيْل ও تَخْصِيْص এবং نَسْخ-এর কোনো সম্ভাবনা নেই। নিশ্চয়তা বিধানে ও দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি করার ব্যাপারে এটাই সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ অকাট্য দলিল। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এদের প্রত্যেকটির উদাহরণ বর্ণনা শুরু করেছেন। সুতরাং বলেছেন- **যেমন আল্লাহর বাণী-** اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا **(আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন)** এটা ظَاهِرْ ও نَصّ-এর দৃষ্টান্ত। কেননা ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়া ও সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে এটা ظَاهِرْ এবং **এতদুভয়ের** মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে এটা نَصّ কেননা কাফিররা সুদ হালাল হওয়ার আকিদা পোষণ করত। এমনকি তারা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের সাথে তুলনা করে তারা বলত اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সুদের ন্যায়। কাজেই আল্লাহ তাদের উক্ত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন- তা কিভাবে হতে পারে ? অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। সাধারণ (অধিকাংশ) কিতাবগুলোতে এটার উদাহরণ হিসেবে এ আয়াত- فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَ رُبٰعَ (মহিলাদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মতো দুই তিন বা চার জনকে বিবাহ করো)-কে পেশ করা হয়েছে। কেননা এ আয়াতটি বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ظَاهِرْ এবং সংখ্যার ব্যাপারে نَصّ কারণ সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্যেই মূলত তাকে নেওয়া হয়েছে। যেমন- সামনে এটার আলোচনা আসছে। **আর আল্লাহর বাণী-** فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِيْسَ **(ইবলীস ব্যতীত আর সকল ফেরেশতাই সিজদা করল)।** এটা مُفَسَّرْ-এর উদাহরণ। কেননা فَسَجَدَ কথাটি ফেরেশতাদের সিজদার ব্যাপারে ظَاهِرْ আদমকে সম্মান করার ব্যাপারে نَصّ কিন্তু تَخْصِيْص-এর অবকাশ রাখে। অর্থাৎ কিছু ফেরেশতা সিজদা করার সম্ভাবনা রাখে। এরূপ যে, اَلْمَلٰئِكَةُ শব্দটি عَامْ এটা হতে কতিপয় একককে خَاصّ করা হয়েছে। আর এভাবে تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা রাখে যে, ফেরেশতারা একই সাথে সিজদা করেছে না পৃথক পৃথকভাবে সিজদা করেছে। তবে تَخْصِيْص ও تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা যথাক্রমে كُلُّهُمْ ও اَجْمَعُوْنَ-এর দ্বারা দূরীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং এটা مُفَسَّرْ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مِنْ غَيْرِ اِحْتِمَالِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُحْكَمْ টা تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা রাখে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُحْكَمْ-এর মধ্যে কোনো প্রকার تَاوِيْل অথবা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সম্ভাবনা নেই। এটা অকাট্য দলিলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুদৃঢ়।

نَسْخ -এর পরিচিতি :

ক. نَسْخ -এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে نَسْخ শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে-

১. اَلْاِزَالَةُ তথা দূরীভূত করা। ২. اَلْاِبْطَالُ তথা বাতিল করা। ৩. اَلنَّقْلُ তথা স্থানান্তর করা।

৪. اَلتَّبْدِيْلُ তথা পরিবর্তন করা। ৫. اَلْمَحْوُ তথা মিটিয়ে দেওয়া।

৬. এসব অর্থে পবিত্র কুরআনে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। যেমন- "مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا"

খ. نَسْخ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় نَسْخ হচ্ছে-

১. জমহূরে ওলামার মতে, هُوَ تَبْدِيْلُ حُكْمٍ بِحُكْمٍ اٰخَرَ لِعِلَّةٍ

অর্থাৎ বিশেষ কারণবশতঃ এক হুকুমকে অন্য হুকুম দ্বারা পরিবর্তন করাকে نَسْخ বলা হয়।

২. আল্লামা মোল্লাজিউন বলেন, اِنَّهٗ بَيَانٌ مِنْ وَجْهٍ وَتَبْدِيْلٌ مِنْ وَجْهٍ

৩. আল-মানার প্রণেতার মতে, هُوَ بَيَانُ لِمُدَّةِ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ الَّذِيْ كَانَ مَعْلُوْمًا عِنْدَ اللّٰهِ

৪. ড. মুহাম্মদ ইজায বলেন- اَلنَّسْخُ عِنْدَ الْاُصُوْلِيِّيْنَ هُوَ رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ

৫. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান বলেন-

اَلنَّسْخُ فِى الشَّرْعِ هُوَ اَنْ يَرِدَ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ مُتَرَاخِيًا عَنْ دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُقْتَضِيًا خِلَافَ حُكْمٍ فَهُوَ تَبْدِيْلٌ .

نَسْخ -এর সুরত : نَسْخ তথা রহিতকরণের মোট ৪টি সুরত রয়েছে। যেমন–

১. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ তথা কুরআনকে কুরআনের দ্বারা রহিত করা।
২. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ তথা কুরআনকে সুন্নতের দ্বারা রহিত করা।
৩. نَسْخُ الْحَدِيْثِ بِالْكِتَابِ তথা কুরআন দ্বারা হাদীসকে রহিত করা।
৪. نَسْخُ الْحَدِيْثِ بِالْحَدِيْثِ তথা হাদীসকে হাদীস দ্বারা রহিত করা।

নিম্নে এদের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

نَسْخ -এর প্রকারভেদের ব্যাখ্যা :

১. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর একটি আয়াতকে অপর একটি আয়াত দ্বারা রহিত করা। যেমন– فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا আয়াতকে اٰيَةُ قِتَالٍ তথা জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতের হুকুম দ্বারা রহিত করা হয়েছে। তাহকীক নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা শতাধিক।

২. نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْحَدِيْثِ অর্থাৎ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর হুকুমকে রহিত করা। যেমন– হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস– اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبَاحَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ দ্বারা কুরআনের আয়াত لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاۤءُ مِنْ بَعْدُ اَىْ بَعْدَ اُجُوْرِهِنَّ -এর হুকুম রহিত হয়েছে।

কিংবা এ আয়াত পরবর্তী আয়াত– اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِىْ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ দ্বারা রহিত হয়েছে বলে বুঝা যায়।

কিতাবুল্লাহকে হাদীস দ্বারা রহিতকরণ সম্পর্কে আহনাফ ও শাফেয়ীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীদের মতে, এটা সম্ভব, কিন্তু শাফেয়ীদের মতে, এ ধরনের রহিতকরণের দ্বারা সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেয়। তাঁদের দলিল হচ্ছে–

اِذَا رُوِىَ لَكُمْ عَنِّىْ حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوْهُ وَاِلَّا فَرُدُّوْهُ.

হানাফীদের পক্ষ হতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যদি এরূপ হয়, তবে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের ক্ষেত্রেও অপবাদ আসা বিচিত্র নয়। নিছক শত্রুর অপবাদের ভয়ে এটাকে বলা যায় না। কেননা, রহিতকরণের পক্ষে কুরআনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যেমন–

١. وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ.
٢. مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا (الاية)

সুতরাং, বুঝা গেল যে, রহিতকরণ যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

৩. نَسْخُ الْحَدِيْثِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর আয়াত দ্বারা কোনো হাদীসের আমলকে বাতিল করা। যেমন– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা সংক্রান্ত হাদীসের আমল রহিত হয়েছে।

৪. نَسْخُ الْحَدِيْثِ بِالْحَدِيْثِ অর্থাৎ সুন্নাহ দ্বারা সুন্নতের হুকুমকে বাতিল করা। যেমন– হাদীস শরীফে এসেছে– اِنِّىْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا এটা দ্বারা পূর্ববর্তী কবর যিয়ারত সংক্রান্ত নিষেধমূলক হাদীসের হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে এবং কবর যিয়ারতের অনুমতি স্বীকৃত হয়েছে।

مَنْسُوْخ -এর শ্রেণীবিভাগ : প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের মানসূখ চার ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়টি বাতিল তথা মানসুখ হয়েছে। যথা সূরায়ে আহযাবে প্রায় তিনশ আয়াত ছিল, এখন মাত্র তিহাত্তরটি আয়াত বাকি রয়েছে। অনুরূপভাবে সূরায়ে তালাকের আয়াতের সংখ্যা প্রায় সূরা-বাকারার সমান ছিল। কিন্তু এখন মাত্র বারটি আয়াত বিশিষ্ট রয়েছে। বাকি আয়াতসমূহের তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত বলে গণ্য হয়েছে।

২. তিলাওয়াত বাকি; কিন্তু হুকুম মানসুখ হয়েছে। যেমন– لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এ আয়াতটি হুকুম 'জিহাদের' সত্তরটি আয়াত নাজিল হওয়ার পর রহিত হয়েছে। কিন্তু তিলাওয়াত অবশিষ্ট রয়েছে।

৩. তিলাওয়াত বাতিল হলেও হুকুম অদ্যাবধি অবশিষ্ট। যেমন–

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

আয়াতটির তিলাওয়াত বাতিল হলেও হুকুম বিদ্যমান রয়েছে। এমনিভাবে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কিরাআত فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ আয়াতের মধ্যকার مُتَتَابِعَاتٌ শব্দটির তিলাওয়াত বাতিল বলে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট রয়েছে।

৪. হুকুমের কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য রহিত হওয়া। অর্থাৎ সাধারণ অর্থ বা অনির্ধারিত অর্থের স্থলে বিশেষ অর্থ বা বিশেষ শর্তারোপিত হওয়া। যেমন– غَسْلُ رِجْلَيْنِ -এর উপর مَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ বিধান অতিরিক্ত হওয়া। হানাফীদের মতে, এটা হুকুমের গুণ বিশেষের রহিতকরণ। শাফেয়ীদের মতে এর নির্দিষ্টকরণ ও ব্যাখ্যা স্বরূপ।

وَلَايُقَالُ اِنَّهُ يَبْقَى اِحْتِمَالُ كَوْنِهِمْ مُتَحَلِّقِيْنَ اَوْ مُتَصَفِّفِيْنَ لِاَنَّهُ لَايَضُرُّ فِىْ بَيَانِ التَّعْظِيْمِ عَلَا اَنَّا لَا نَدَّعِىْ اَنَّهُ مُفَسَّرٌ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ بَلْ مِنْ بَعْضِهَا وَكَذَا لَايُقَالُ اِنَّهُ اُسْتُثْنِىَ فِيْهِ اِبْلِيْسُ فَكَيْفَ يَصِيْرُ مُفَسَّرًا لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ لَيْسَ مِنْ قُبَيْلِ التَّخْصِيْصِ فَلَا يَضُرُّ لِكَوْنِ الْكَلَامِ مُفَسَّرًا عَلَا اَنَّهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّغْلِيْبِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يُقَالُ اِنَّهُ يَبْقَى اِحْتِمَالُ كَوْنِهِمْ مُتَحَلِّقِيْنَ اَوْ مُتَصَفِّفِيْنَ এটা বলা যাবে না যে, এখানে একটি সন্দেহ রয়ে গেছে, তা হলো তারা (ফেরেশতারা) কি গোলবন্দী হয়ে (বৃত্তাকারে) সিজদা করেছে না সারিবদ্ধ হয়ে সিজদা করেছে لِاَنَّهُ لَايَضُرُّ فِىْ بَيَانِ التَّعْظِيْمِ কারণ সম্মান বর্ণনার ব্যাপারে এটাতে কোনো ক্ষতি হয় না عَلَا اَنَّا لَا نَدَّعِىْ اَنَّهُ مُفَسَّرٌ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ তাছাড়া আমরাও এ দাবি করি না যে, তা সর্বদিক দিয়ে মুফাসসার بَلْ مِنْ بَعْضِهَا বরং কতিপয় দিক বিচারে মুফাস্সার হওয়ার দাবিই করছি وَكَذَا لَايُقَالُ اِنَّهُ اُسْتُثْنِىَ فِيْهِ اِبْلِيْسُ অনুরূপভাবে এ প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যায় না যে, اِبْلِيْس কে ইসতিসনা করা হয়েছে فَكَيْفَ يَصِيْرُ مُفَسَّرًا ফলে কিভাবে তা মুফাসসার হতে পারে? لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ لَيْسَ مِنْ قُبَيْلِ التَّخْصِيْصِ কেননা, اِسْتِثْنَاء তো تَخْصِيْص -এর অন্তর্ভুক্ত নয় فَلَا يَضُرُّ لِكَوْنِ الْكَلَامِ مُفَسَّرًا কাজেই তাতে বাক্য مُفَسَّرْ হলে কোনো ক্ষতি নেই عَلَا اَنَّهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّغْلِيْبِ তা ছাড়া اِسْتِثْنَاء চাই مُنْقَطِعٌ হোক অথবা تَغْلِيْب -এর উপর ভিত্তি করে হোক কোনো অবস্থাতেই এতে تَخْصِيْص পাওয়া যাবে না।

সরল অনুবাদ : এটাকে বলা যাবে না যে, এখানে একটি সন্দেহ রয়ে গেছে, তা হলো তারা (ফেরেশতারা) কি গোলবন্দী হয়ে (বৃত্তাকারে) সিজদা করেছে না সারিবদ্ধ হয়ে সিজদা করেছে। কেননা সম্মান বর্ণনার ব্যাপারে এটাতে কোনো ক্ষতি হয় না। তা ছাড়া আমরাও এটা দাবি করি না যে, তা সর্বদিক দিয়ে مُفَسَّرْ বরং আমাদের দাবি হলো এটা কোনো কোনো দিক দিয়ে مُفَسَّرْ তেমনিভাবে এ প্রশ্নও করা যাবে না যে, এ ক্ষেত্রে ইবলীসকে مُسْتَثْنٰى করা হয়েছে। সুতরাং কিভাবে তা مُفَسَّرْ হবে ? কেননা اِسْتِثْنَاء তো تَخْصِيْص-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তাতে বাক্য مُفَسَّرْ হলে কোনো ক্ষতি নেই। তা ছাড়া اِسْتِثْنَاء চাই مُنْقَطِعْ হোক অথবা تَغْلِيْب-এর উপর ভিত্তি করে হোক কোনো অবস্থাতেই এতে تَخْصِيْص পাওয়া যাবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَايَضُرُّ فِىْ بَيَانِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اَجْمَعُوْنَ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ফেরেশ্তারা সকলেই সিজদা করেছে, না কেউ এটা হতে খাস আছে, আর তারা পৃথকভাবে সিজদা করেছে না এক সাথে সিজদা করেছে। উপরোক্ত تَخْصِيْص ও تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা যথাক্রমে كُلُّهُمْ ও اَجْمَعُوْنَ-এর দ্বারা তিরোহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, তারা বৃত্তাকারে ছিল না সারিবদ্ধভাবে ছিল; তার সম্ভাবনা এরপরও রয়ে যায়। কেননা সম্মানের বর্ণনার জন্য এটা ক্ষতিকর নয়। অর্থাৎ উক্ত সম্ভাবনা এ বাক্যটি مُفَسَّرْ হওয়ার জন্য বিরোধী নয়। কেননা এটাই তার জন্য বিরোধী হবে যা (সম্ভাবনা) উদ্দেশ্যের বিরোধী, যে উদ্দেশ্যে বক্তব্য আরোপ করা হয়েছে। তবে পৃথকভাবে সিজদা করা মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী। কেননা একসাথে সিজদা করার চেয়ে পৃথকভাবে সিজদা করার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এ জন্য একাকী নামাজ আদায় হতে জামাতে নামাজ পড়ার মধ্যে পঁচিশগুণ অধিক ছওয়াব হয়ে থাকে। আর এ জন্যই اَجْمَعُوْنَ শব্দের দ্বারা এটাকে নিরসন করা হয়েছে। তবে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, اَجْمَعُوْنَ শব্দটি কেবল সকলের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে বুঝায়, এটার দ্বারা পৃথকতার সম্ভাবনা তিরোহিত হবে কিভাবে ? যেমন, আল্লাহর বাণী– فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ শয়তান বলে ছিল তোমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আমি তাদের সকলকে অবশ্যই গোমরাহ করে ছাড়ব। এখানে সকলকে একই সাথে গোমরাহ করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যদিও اَجْمَعُوْنَ শব্দটি مَجَازْ (রূপকার্থে) কোনো কোনো সময় কেবল সকলের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে বুঝায়, বিশেষ প্রেক্ষিতের কারণে কিন্তু এটার প্রকৃত অর্থ (اَلْمُوْجَبُ الْحَقِيْقِىْ) হলো সমবেতভাবে হওয়া। সুতরাং এটার مُوْجَب حَقِيْقِىْ-এর দৃষ্টিকোণ হতে পৃথকতার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَيْسَ مِنْ قُبَيْلِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) تَخْصِيْص ও اِسْتِثْنَاء-এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اِسْتِثْنَاء এটা تَخْصِيْص-এর প্রকারভুক্ত নয়। কেননা تَخْصِيْص বলে যা স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত বাক্যের দ্বারা হয়ে থাকে, অথচ اِسْتِثْنَاء স্বতন্ত্র বাক্যের দ্বারা হয় না। مَسْيَرُ الدائر নামক কিতাবে আছে, পরিভাষায় تَخْصِيْص বলে عَامْ-কে স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত বাক্যের দ্বারা এমনভাবে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যে, তা تَعْلِيْل-কে কবুল করে। সুতরাং এটার দ্বারা বুঝে আসে যে, كَلَام مُتَرَاخِىْ (বিচ্ছিন্ন বাক্য)-এর দ্বারা عَامْ-এর সীমাবদ্ধকরণকে পরিভাষায় تَخْصِيْص বলবে না।

قَوْلُهُ اَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّغْلِيْبِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইবলীসকে تَغْلِيْب-এর ভিত্তিতে ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য করা হবে কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আয়াতে فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ الخ-এর মধ্যে اِبْلِيْس-কে تَغْلِيْب -এর ভিত্তিতে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে। এটার বিবরণ হলো, ইবলীস ছিল জিন · সে ফেরেশতাদের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিল। সে হাজার হাজার ফেরেশতা দ্বারা مَغْمُوْر ছিল। –বায়যাবী। তাকে ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেমন– قَمَرَانْ ও شَمْسَانْ বলা হয়। সুতরাং مُسْتَثْنٰى مِنْهُ ও مُسْتَثْنٰى-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই تَخْصِيْص হবে না।

وَكَذَا لَايُقَالُ اِنَّهُ خَبَرٌ لَايَحْتَمِلُ النَّسْخَ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ مِثَالًا لِلْمُحْكَمِ لِاَنَّ اَصْلَ هٰذَا الْكَلَامِ كَانَ مُحْتَمَلًا لِلنَّسْخِ وَاِنَّمَا اِرْتَفَعَ هٰذَا الْاِحْتِمَالُ بِعَارِضِ كَوْنِهٖ خَبَرًا فَلَاضَيْرَ فِيْهِ وَلِهٰذَا قَالَ فِى التَّوْضِيْحِ اَنَّ الْاَوْلٰى فِيْ مِثَالِ الْمُفَسَّرِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً لِاَنَّهُ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ بِخِلَافِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ فَاِنَّهُ مِنَ الْاَخْبَارِ وَالْقِصَصِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ مِثَالٌ لِلْمُحْكَمِ لِاَنَّهُ نَصٌّ فِيْ مَضْمُوْنِهٖ فَلَمْ يَحْتَمِلِ التَّاوِيْلَ وَالنَّسْخَ اِذْ هُوَ مِنْ بَابِ الْعَقَائِدِ فِيْ بَيَانِ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ قَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ هٰهُنَا اَيْضًا اِنَّ الْاَوْلٰى فِيْ مِثَالِ الْمُحْكَمِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِاَنَّهُ مِنْ بَابِ الْاَحْكَامِ وَلَمْ يَحْتَمِلِ النَّسْخَ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَوْقِيْتٍ اَوْ تَابِيْدٍ ثَبَتَ نَصًّا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا لَايُقَالُ اِنَّهُ خَبَرٌ তেমনিভাবে এটাও বলা যাবে না যে এটা খবর لَايَحْتَمِلُ النَّسْخَ যা مَنْسُوْخ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ مِثَالًا لِلْمُحْكَمِ সুতরাং এটা مُحْكَم-এর উদাহরণ হওয়া সমীচীন لِاَنَّ اَصْلَ هٰذَا الْكَلَامِ كَانَ مُحْتَمَلًا لِلنَّسْخِ কারণ এ বাক্যটি আসলে نَسْخ-এর সম্ভাবনা রাখত وَاِنَّمَا اِرْتَفَعَ هٰذَا الْاِحْتِمَالُ بِعَارِضِ কিন্তু সে সম্ভাবনা আনুষঙ্গিক কারণে তিরোহিত হয়ে গিয়েছে كَوْنِهٖ خَبَرًا আর তা হলো তা খবর হওয়া فَلَا ضَيْرَ فِيْهِ সুতরাং তাতে দোষের কিছু নেই وَلِهٰذَا قَالَ فِى التَّوْضِيْحِ এজন্য তাওযীহ গ্রন্থে (গ্রন্থকার) বলেছেন যে اَنَّ الْاَوْلٰى فِيْ مِثَالِ الْمُفَسَّرِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى মুফাসসার এর উদাহরণে এ আয়াত হলো উত্তম وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً সকল মুশরিককে হত্যা কর لِاَنَّهُ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ কেননা, তা শরিয়তের আহকামের অন্তর্ভুক্ত بِخِلَافِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ যা আল্লাহর বাণী– فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ-এর বিপরীত فَاِنَّهُ مِنَ الْاَخْبَارِ وَالْقِصَصِ কেননা, তা নিছক সংবাদ দান ও ঘটনার উদ্ধৃতি মাত্র وَقَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অবশ্য আল্লাহ সর্বজ্ঞ مِثَالٌ لِلْمُحْكَمِ তা মুহকাম-এর উদাহরণ لِاَنَّهُ نَصٌّ فِيْ مَضْمُوْنِهٖ কেননা আয়াতটি তার অর্থের ব্যাপারে নস فَلَمْ يَحْتَمِلِ التَّاوِيْلَ وَالنَّسْخَ এবং তা'বীল ও রহিত হওয়া সম্ভাবনা রাখে না اِذْهُوَ مِنْ بَابِ الْعَقَائِدِ فِيْ بَيَانِ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ কেননা, তা আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে তাওহীদ ও সিফাত সম্পর্কে বলা হয়েছে وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ আর তা যেহেতু শরিয়তের আহকামের অন্তর্ভুক্ত নয় قَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ هٰهُنَا اَيْضًا তাই তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা এ ক্ষেত্রে তাও বলেছেন যে, اِنَّ الْاَوْلٰى فِيْ مِثَالِ الْمُحْكَمِ মুহকামের উদাহরণে উত্তম হলো قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ রাসূল ﷺ-এর বাণী– জিহাদ কিয়াম পর্যন্ত চালু থাকবে لِاَنَّهُ مِنْ بَابِ الْاَحْكَامِ কেননা, তা আহকামের অন্তর্ভুক্ত وَلَمْ يَحْتَمِلِ النَّسْخَ এবং নসখ-এর অবকাশ রাখে না لِمَا فِيْهِ مِنْ تَوْقِيْتٍ اَوْ تَابِيْدٍ কারণ, এর মধ্যে تَوْقِيْت (সময়ের) অথবা تَابِيْد (স্থায়ীত্ব)-এর বর্ণনা রয়েছে ثَبَتَ نَصًّا যা নস দ্বারা সাব্যস্ত।

সরল অনুবাদ : তেমনিভবে এটাও বলা যাবে না যে, এটা এমন خَبَر যা مَنْسُوْخ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং এটা مُحْكَم-এর উদাহরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এ বাক্যটি আসলে نَسْخ-এর সম্ভাবনা রাখত। অতঃপর عَارِض-এর কারণে উক্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেছে। আর তা হলো সেটা خَبَر হওয়া। সুতরাং এটাতে দূষণীয় কিছু নেই। এ জন্য তাওযীহ গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে, مُفَسَّر-এর উদাহরণে এ আয়াত হলো উত্তম– وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً (সমস্ত মুশরিকদেরকে হত্যা করে দাও)। কেননা এটা শরিয়তের আহকামের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহর বাণী–فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ-এর বিপরীত। কেননা তা তো সংবাদ ও কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর বাণী– اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (আল্লাহ সর্বজ্ঞ) এটা محكم-এর উদাহরণ। কেননা আয়াতটি তার অর্থের ব্যাপারে نَصّ আর এটা تَاوِيْل ও نَسْخ-এর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা তা আকিদা সম্পর্কিত বিষয়ে تَوْحِيْد ও صِفَات-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে। এটাও যেহেতু শরিয়তের আহকামের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে مُحْكَم-এর উদাহরণ এ হাদীস–اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে)। কারণ এটা আহকামের অন্তর্ভুক্ত এবং نَسْخ-এর অবকাশ রাখে না। কেননা এটার মধ্যে نَصّ-এর দ্বারা تَوْقِيْت (সময়ের) অথবা تابيد (স্থায়ীত্ব)-এর বর্ণনা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يُقَالُ اِنَّهُ خَبَرٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি বিরোধের নিরসন করতে গিয়ে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন হতে পারে। নিম্নে প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরা হলো—

প্রশ্ন : আল্লাহর বাণী– فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ الخ এটা একটি এমন خَبَر যা نَسْخ-এর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা সংবাদটি আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহর সংবাদের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন বা نَسْخ -এর সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এটাকে مُحْكَم-এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করা উচিত ছিল না ?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন এরূপ প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি نَسْخ-এর সম্ভাবনা রাখত, আর তাই এটাকে مُفَسَّر হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু একটি عَارِض তথা আল্লাহ তা'আলার সংবাদ দানের কারণে উক্ত সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে।

[অবিশিষ্ট অংশ ৪০০ পৃষ্ঠায়]

وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ لِيَصِيْرَ الْاَدْنٰى مَتْرُوكًا بِالْاَعْلٰى يَعْنِي لَايَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ فِى الظَّنِّيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ لِاَنَّ كُلَّهَا قَطْعِيَّةٌ وَاِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ فَيُعْمَلُ بِالْاَعْلٰى دُوْنَ الْاَدْنٰى فَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ يُعْمَلُ بِالنَّصِّ وَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ النَّصِّ وَالْمُفَسَّرِ يُعْمَلُ بِالْمُفَسَّرِ وَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ يُعْمَلُ بِالْمُحْكَمِ وَلٰكِنَّ هٰذَا التَّعَارُضَ اِنَّمَا هُوَ التَّعَارُضُ الصُّوْرِيْ لَا الْحَقِيْقِيْ لِاَنَّ التَّعَارُضَ الْحَقِيْقِيْ هُوَالتَّضَادُ بَيْنَ الْحُجَّتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ لَامَزِيْدَ لِاَحَدِهِمَا وَهٰهُنَا لَيْسَ كَذَالِكَ مِثَالُ تَعَارُضِ الظَّاهِرِ مَعَ النَّصِّ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ "مَعَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَ رُبَاعَ " فَاِنَّ الْاَوَّلَ ظَاهِرٌ فِىْ حِلِّ جَمِيْعِ الْمُحَلَّلَاتِ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ عَلَى الْاَرْبَعَةِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ تَحِلَّ الزَّائِدَةُ عَلَيْهَا وَالثَّانِىْ نَصٌّ فِىْ اَنَّهٗ لَايَجُوْزُ التَّعَدِّىْ عَنِ الْاَرْبَعَةِ لِاَنَّهٗ سِيْقَ لِاَجْلِ الْعَدَدِ فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا فَتَرَجَّحَ النَّصُّ وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَقِيْلَ الْاَوَّلُ نَصٌّ فِىْ حَقِّ اِشْتِرَاطِ الْمَهْرِ وَالثَّانِىْ ظَاهِرٌ فِىْ عَدَمِ اِشْتِرَاطِهٖ لِاَنَّهٗ سَاكِتٌ عَنْ ذِكْرِهٖ وَمُطْلَقٌ عَنْهُ فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا فَيَتَرَجَّحُ النَّصُّ وَيَجِبُ الْمَالُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সময় এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হবে لِيَصِيْرَ الْاَدْنٰى مَتْرُوكًا بِالْاَعْلٰى যাতে اَعْلٰى (উচ্চমান) এর দ্বারা اَدْنٰى (নিম্নমান বিশিষ্ট) বর্জিত হয়ে যেতে পারে يَعْنِي لَايَظْهَرُ التَّفَاوُتُ فِى الظَّنِّيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ অর্থাৎ কোনো পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না بَيْنَ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ এ চতুষ্টয় প্রকারের মধ্যে قَطْعِىْ ও ظَنِّىْ - হওয়ার দিক বিবেচনায় لِاَنَّ كُلَّهَا قَطْعِيَّةٌ কেননা এদের সবগুলোই قَطْعِىْ (অকাট্য) وَاِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ তবে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হলে তাদের মধ্যকার পার্থক্য প্রকাশ পায় فَيُعْمَلُ بِالْاَعْلٰى আর তখন উত্তমটি অনুযায়ী আমল করা হয় دُوْنَ الْاَدْنٰى নিম্নমানেরটি অনুযায়ী আমল করা হয় না فَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ সুতরাং ظَاهِر ও نَصّ -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে يُعْمَلُ بِالنَّصِّ নস অনুযায়ী আমল করা হবে وَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ النَّصِّ وَالْمُفَسَّرِ আর যখন نَصّ ও مُفَسَّر -এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় يُعْمَلُ بِالْمُفَسَّرِ তখন مُفَسَّر অনুযায়ী আমল করা হয় وَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ আর যখন مُفَسَّر ও مُحْكَم -এর মধ্যে বিরোধ হয় يُعْمَلُ بِالْمُحْكَمِ তখন مُحْكَم অনুযায়ী আমল করা হয় وَلٰكِنْ هٰذَا التَّعَارُضُ اِنَّمَا هُوَ التَّعَارُضُ الصُّوْرِىْ কিন্তু এ বিরোধ বাহ্যিক বিরোধ মাত্র لَا الْحَقِيْقِىْ হাকীকী নয় لِاَنَّ التَّعَارُضَ الْحَقِيْقِىْ هُوَ التَّضَادُ بَيْنَ الْحُجَّتَيْنِ কেননা, প্রকৃত বিরোধ বলতে দু'টি দলিলের মধ্যকার পারস্পরিক সমতার ভিত্তিতে বিরোধ করাকে বুঝায় عَلَى السَّوَاءِ لَا مَزِيْدَ لِاَحَدِهِمَا তাতে কোনো একটির প্রাধান্য নেই وَهٰهُنَا لَيْسَ كَذَالِكَ কিন্তু এখানে এরূপ নয় وَمِثَالُ تَعَارُضِ الظَّاهِرِ مَعَ النَّصِّ যাহের ও নসের মধ্যে বিরোধের উদাহরণ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ আল্লাহ তা'আলার বাণী– 'তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, উহাদের ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদেরকে, এ শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের মালের বিনিময়ে গ্রহণ করবে مَعَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর সাথে "মহিলাদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য হতে দু' তিন বা চার করে বিবাহ কর" فَاِنَّ الْاَوَّلَ ظَاهِرٌ فِىْ حِلِّ جَمِيْعِ الْمُحَلَّلَاتِ কেননা প্রথম আয়াতটি প্রত্যেক বৈধ স্ত্রীলোককে বিবাহ করা বৈধতা প্রমাণে যাহের مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ عَلَى الْاَرْبَعَةِ চারের মধ্যে সীমিত করণের শর্ত ব্যতীত فَيَنْبَغِىْ اَنْ تَحِلَّ الزَّائِدَةُ عَلَيْهَا সে হিসেবে চারের অতিরিক্ত বিবাহ করা বৈধ হওয়াই সমীচীন وَالثَّانِىْ نَصٌّ আর দ্বিতীয় আয়াতটি এ প্রশ্নে نَصّ যে, فِىْ اَنَّهٗ لَايَجُوْزُ التَّعَدِّىْ عَنِ الْاَرْبَعَةِ চার হতে অতিক্রম করা জায়েজ হবে না لِاَنَّهٗ سِيْقَ لِاَجْلِ الْعَدَدِ দ্বিতীয় আয়াতটি সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে فَتَرَجَّحَ النَّصُّ তাই نَصّ অগ্রাধিকার পেয়েছে وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا আর চার স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অপরিহার্য সাব্যস্ত হয়েছে وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেন الْاَوَّلُ প্রথম আয়াতটি نَصٌّ নস فِىْ حَقِّ اِشْتِرَاطِ الْمَهْرِ মহর শর্ত হওয়ার ব্যাপারে وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় আয়াতটি যাহির فِىْ عَدَمِ اِشْتِرَاطِهٖ উহা শর্ত না হওয়ার ব্যাপারে لِاَنَّهٗ কেননা, দ্বিতীয় আয়াতটি سَاكِتٌ নীরব عَنْ ذِكْرِهٖ ظَاهِرٌ মহরের উল্লেখ থেকে وَمُطْلَقٌ عَنْهُ এবং উহা থেকে সম্পর্কহীন فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا সুতরাং উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে فَيَتَرَجَّحُ সুতরাং প্রাধান্য পাবে النَّصُّ নস وَيَجِبُ الْمَالُ এবং মাল তথা মহর প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

সরল অনুবাদ : আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সময় এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হয়। যাতে أَعْلَى (উচ্চমান)-এর দ্বারা أَدْنَى (নিম্নমান বিশিষ্ট) বর্জিত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এ চতুষ্টয় প্রকারের মধ্যে ظَنِّى ও قَطْعِى হওয়ার দিক বিবেচনায় কোনো পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। কেননা এদের সবগুলোই قَطْعِى (অকাট্য)। তবে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হলে তাদের মধ্যকার পার্থক্য প্রকাশ পায়। আর তখন উচ্চমানেরটি অনুযায়ী আমল করা হয়, নিম্নমানেরটি অনুযায়ী আমল করা হয় না। সুতরাং ظَاهِر ও نَصّ-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে ظَاهِر-কে বর্জন করে نَصّ অনুযায়ী আমল করা হয়। আর যখন نَصّ ও مُفَسَّر-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখন نَصّ-কে পরিত্যাগ করে مُفَسَّر অনুযায়ী আমল করা হয়। আর যখন مُفَسَّر এবং مُحْكَم-এর মধ্যে বিরোধ হয় তখন مُفَسَّر-কে পরিত্যাগ করে مُحْكَم অনুযায়ী আমল করা হয়। কিন্তু এ বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব হাকীকী নয়; বরং বাহ্যিক। কেননা প্রকৃত বিরোধ ঐ বিরোধকে বলে যা সমকক্ষ দু'টি দলিলের মধ্যে হয়ে থাকে এবং একটির উপর অন্যটির প্রাধান্য না হয়। অথচ এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। نَصّ-এর বিরোধিতা ظَاهِر-এর সাথে হয়ে থাকে। আল্লাহর এ দু'টি বাণীকে এটার উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়–(১) وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (তাদের ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হলো এ শর্তে যে, তোমরা মালের বিনিময়ে তাদের কামনা করবে।) (২) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ (মহিলাদের মধ্যে হতে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় দুই, তিন বা চার জনকে বিবাহ করতে পারো)। লক্ষণীয় হলো প্রথম আয়াতটি চার স্ত্রীর মধ্যে সীমিত করা ব্যতীত সমস্ত হালাল মহিলাদের বৈধতার ব্যাপারে ظَاهِر হিসেবে গণ্য। যা হতে এটা সাব্যস্ত করা অসমীচীন নয় যে, চার হতে অতিরিক্ত স্ত্রীও হালাল হবে। আর অন্য আয়াতটি এ ব্যাপারে نَصّ যে, চার হতে অতিক্রম করা জায়েজ হবে না। কেননা দ্বিতীয় আয়াতটি সংখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্যেই নেওয়া হয়েছে। সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে তাই نَصّ অগ্রাধিকার পেয়েছে। আর চার স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অপরিহার্য সাব্যস্ত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শহর শর্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রথম আয়াতটি নস। আর উহা শর্তা না হওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় আয়াতটি ظَاهِر। কেননা, দ্বিতীয় আয়াতটি মহরের উল্লেখ থেকে নীরব এবং উহা থেকে সম্পর্কহীন। সুতরাং উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে; কাজেই নস প্রাধান্য পাবে এবং মোহর প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[৩৯৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

قَوْلُهُ اَلْجِهَادُ مَاضٍ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ থাকা সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা এ সম্পর্কে বলেছেন, مُحْكَم-এর উদাহরণ হিসেবে রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণী– اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-কে পেশ করা উত্তম ছিল। আরেকটি হাদীস ইমাম মুসলিম (র.) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। এভাবে যে, তিনি বলেন– لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ এ দীন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের একটি দল এ দীনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। –মেশকাত। এ মর্মে অন্য একটি হাদীস ইমাম আবূ দাউদ (র.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন যে, "আমি নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পর হতে এ উম্মতের শেষ ব্যক্তিটি দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। আর উক্ত হাদীসটি مُحْكَم-এর সর্বাপেক্ষা উত্তম উদাহরণ হওয়ার কারণ হলো এটা نَسْخ-এর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা এটাতে تَوْقِيْت বরং تَابِيْد-এর বর্ণনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ব্যাখ্যাকার (র.)-এর বক্তব্যে توقيت أَوْ تَابِيْد-এর মধ্যে أَوْ শব্দটি بَلْ-এর অর্থে হয়েছে। কারণ মূলত এতে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের কথা বলা হয়নি; বরং সদা সর্বদার কথা বলা হয়েছে।

[৩৯৯ পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ظَاهِر ও نَصّ-এর মধ্যকার বিরোধের উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহর বাণী– أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ (الاية)-এর দ্বারা প্রকাশ্য ও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, مُحَرَّمَاتٌ ব্যতীত অন্যান্য সকল মহিলাদেরকে বিবাহ করা হলাল। এদের সংখ্যা যাই হোকনা কেন? অপর পক্ষে (الاية) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো সংখ্যা বর্ণনা করা। অর্থাৎ প্রত্যেকেই বেশির চেয়ে বেশি চারজনকে বিবাহ করতে পারবে। উভয় আয়াতের মধ্যে বিরোধ হয়েছে। আর প্রথমটি ظَاهِر ও দ্বিতীয়টি نَصّ হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

وَمِثَالُ تَعَارُضِ النَّصِّ مَعَ الْمُفَسَّرِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَاِنَّ الْاَوَّلَ نَصٌّ يَقْتَضِى الْوُضُوْءَ الْجَدِيْدَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ اَدَاءً كَانَ اَوْ قَضَاءً فَرْضًا كَانَ اَوْ نَفْلًا لٰكِنَّهُ يَحْتَمِلُ تَاوِيْلَ اَنْ يَكُوْنَ اللَّامُ بِمَعْنَى الْوَقْتِ فَيَكْفِى الْوُضُوْءُ الْوَاحِدُ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ فَتُؤَدِّىْ بِهٖ مَا شَاءَتْ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ تَعَارُضِ النَّصِّ مَعَ الْمُفَسَّرِ আর نَصّ -এর যে বিরোধ مُفَسَّرْ এর সাথে হয়ে থাকে এটার উদাহরণে قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ নবী করীম ﷺ এর বাণী– ইস্তিহাযা বিশিষ্টা মহিলা প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ রাসূল ﷺ-এর বাণী– ইস্তিহাযা বিশিষ্টা মহিলা প্রত্যেক নামাজের সময় অজু করবে-এর মধ্যে বিরোধ فَاِنَّهُ الْاَوَّلَ نَصٌّ يَقْتَضِى الْوُضُوْءَ الْجَدِيْدَ কেননা, প্রথম হাদীসটি نَصّ এটা নতুন অজু কামনা করে لِكُلِّ صَلٰوةٍ প্রত্যেক নামাজের জন্য اَدَاءً كَانَ اَوْ قَضَاءً চাই তা اَدَاء হোক অথবা قَضَاء হোক فَرْضًا كَانَ اَوْ نَفْلًا ফরজ অথবা নফল হোক لٰكِنَّهُ يَحْتَمِلُ تَاوِيْلَ কিন্তু তা এ تَاوِيْل এর অবকাশ রাখে যে اَنْ يَكُوْنَ اللَّامُ بِمَعْنَى الْوَقْتِ তন্মধ্যস্থিত لَامْ অক্ষরটি 'ওয়াক্ত' এর অর্থে ব্যবহৃত হবে فَيَكْفِى الْوُضُوْءُ الْوَاحِدُ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ সুতরাং তাবিলের সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে এক অজু এক ওয়াক্তের জন্য যথেষ্ট হবে فَتُؤَدِّىْ بِهٖ مَا شَاءَتْ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ মুস্তাহাযাহ নারী একই অজু দ্বারা ফরজ ও নফল নামাজ হতে যত খুশি আদায় করতে পারে।

সরল অনুবাদ : আর نَصّ-এর যে বিরোধ مُفَسَّرْ-এর সাথে হয়ে থাকে, এটার উদাহরণে নবী করীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীস দু'টিকে পেশ করা যায়। যথা–(ক) اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ (খ) اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ প্রথমোক্ত হাদীসটি نَصّ এটা প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু কামনা করে। চাই তা اَدَاء হোক অথবা قَضَاء হোক, ফরজ হোক অথবা নফল হোক। কিন্তু তা এ تَاوِيْل-এর অবকাশ রাখে যে, তন্মধ্যস্থিত لَامْ অক্ষরটি 'ওয়াক্ত'-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং এ তাবিলের সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, এর অজু এক ওয়াক্তের জন্য যথেষ্ট হবে। مُسْتَحَاضَة নারী একই অজু দ্বারা ফরজ ও নফল নামাজ হতে যত খুশি আদায় করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُسْتَحَاضَة-এর অজু ও নামাজ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আদী ইবনে ছাবেত হতে এবং তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের হাওলা দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ مُسْتَحَاضَة-এর ব্যাপারে বলেছেন, যে দিনগুলোতে তার حَيْض আসত সে দিনগুলোতে নামাজ বর্জন করবে। অতঃপর গোসল করবে ও প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করবে। আর সে রোজা রাখবে এবং অনুরূপভাবে নামাজ পড়বে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হিশাম ইবনে ওরওয়া হতে তিনি তদীয় পিতা হতে হযরত আয়েশার (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশকে প্রত্যেক নামাজের সময় অজু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, এভাবে যে, হাদীসের মধ্যে لِوَقْتِ বলা হয়েছে, আর فَائِتَه নামাজের ওয়াক্ত হলো এটা স্মরণ হওয়ার সময়। সুতরাং ইস্তেহাযাওয়ালী মহিলা وَقْتِيَه নামাজ পড়ার পর যদি فَائِتَه নামাজের কথা স্মরণ হয়, তাহলে উক্ত হাদীস অনুযায়ী فَائِتَه নামাজের জন্য পৃথক অজু ওয়াজিব হবে। অথচ অনুরূপ করা হয় না। এটার উত্তরে বলা হবে যে, وَقْت শব্দটি যখন সাধারণভাবে বলা হয় তখন এটার দ্বারা নির্দিষ্ট পাঁচটি ওয়াক্তকে বুঝানো হয়ে থাকে, فَائِتَه ওয়াক্তকে বুঝায় না।

قَوْلُهُ اَنْ يَكُوْنَ اللَّامُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لِكُلِّ-এর لَامْ কি وَقْت-এর অর্থে হয়েছে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, لِكُلِّ-এর لَامْ টা وَقْت-এর অর্থে হয়েছে। যেমন বলা হয়– اَتَيْتُكَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ অর্থাৎ যোহরের নামাজের সময় আমি তোমার নিকট এসেছি। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, لَامْ হলো حَرْف আর وَقْت হলো اِسْم আর حَرْف-এর দ্বারা اِسْم-কে اِسْتِعَارَه করা জায়েজ নেই। সুতরাং এরূপ বলা উত্তম ছিল যে, প্রথম আয়াতটি تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা রাখে, অর্থাৎ مُضَاف তথা وَقْت শব্দটি مَحْذُوْف হবে।

وَالثَّانِيْ مُفَسَّرٌ لَايَحْتَمِلُ التَّاوِيْلَ لِوِجْدَانِ لَفْظِ الْوَقْتِ فِيْهِ صَرِيْحًا فَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا يُصَارُ اِلٰى تَرْجِيْحِ الْمُفَسَّرِ فَيَكْفِي الْوُضُوْءُ الْوَاحِدُ فِيْ كُلِّ وَقْتِ صَلٰوةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالشَّافِعِيُّ (رح) لَمْ يَتَنَبَّهْ بِهٰذَا فَعَمِلَ بِالْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ وَمِثَالُ تَعَارُضِ الْمُفَسَّرِ مَعَ الْمُحْكَمِ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا فَاِنَّ الْاَوَّلَ مُفَسَّرٌ يَقْتَضِيْ قَبُوْلَ شَهَادَةِ مَحْدُوْدِيْنَ فِي الْقَذْفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِاَنَّهُمَا صَارَا عَدْلَيْنِ حِيْنَئِذٍ وَالثَّانِيْ مُحْكَمٌ يَقْتَضِيْ عَدَمَ قَبُوْلِهَا لِوُجُوْدِ التَّابِيْدِ فِيْهِ صَرِيْحًا فَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا يُعْمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ هٰكَذَا فِيْ كُتُبِ الْاُصُوْلِ وَمَاقِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ مِثَالُ تَعَارُضِ الْمُفَسَّرِ مَعَ الْمُحْكَمِ فَمِنْ قِلَّةِ التَّتَبُّعِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِيْ مُفَسَّرٌ আর দ্বিতীয় হাদীসটি لَايَحْتَمِلُ التَّاوِيْلَ এটা تَاوِيْل -এর সম্ভাবনা রাখে না لِوِجْدَانِ لَفْظِ الْوَقْتِ فِيْهِ صَرِيْحًا কেননা, এটাতে স্পষ্টভাবে وَقْت -এর উল্লেখ রয়েছে فَاِذَا تَعَارَضَا بَيْنَهُمَا সুতরাং যখন এগুলোর উভয়ের মধ্যে বিরোধ হবে يُصَارُ اِلٰى تَرْجِيْحِ الْمُفَسَّرِ তখন مُفَسَّرٌ -এর প্রাধান্যের দিকে ধাবিত হবে فَيَكْفِي الْوُضُوْءُ الْوَاحِدُ فِيْ كُلِّ وَقْتِ صَلٰوةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً সুতরাং প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য একবার অজু করাই যথেষ্ট হবে। وَالشَّافِعِيُّ لَمْ يَتَنَبَّهْ بِهٰذَا আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ বিষয়ে অবহিত হতে পারেন নি فَعَمِلَ بِالْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ বিধায় তিনি প্রথম হাদীসটির উপর আমল করেছেন। وَمِثَالُ تَعَارُضِ الْمُفَسَّرِ مَعَ الْمُحْكَمِ আর مُفَسَّرٌ ও مُحْكَمٌ মধ্যকার বিরোধের উদাহরণ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ আল্লাহ তা'আলার বাণী– তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো مَعَ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا আল্লাহ তা'আলার বাণী– তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না-এর মধ্যকার বিরোধ فَاِنَّ الْاَوَّلَ مُفَسَّرٌ কেননা, প্রথম আয়াতটি (এ হিসেবে) مُفَسَّرٌ যে, يَقْتَضِيْ তা কামনা করে قَبُوْلَ شَهَادَةِ مَحْدُوْدِيْنَ فِي الْقَذْفِ মিথ্যা অপবাদের অপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়াকে بَعْدَ التَّوْبَةِ তওবার পর لِاَنَّهُمَا صَارَ عَدْلَيْنِ حِيْنَئِذٍ কেননা তওবার পর তারা উভয় عَادِلٌ (ন্যায়পরায়ণ) হয়ে গেছে وَالثَّانِيْ مُحْكَمٌ আর দ্বিতীয় আয়াতটি (এ ব্যাপারে) মুহকাম যে, يَقْتَضِيْ তা কামনা করে عَدَمَ قَبُوْلِهَا সাক্ষ্য কবুল না হওয়া لِوُجُوْدِ التَّابِيْدِ فِيْهِ صَرِيْحًا কেননা, আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে اَبَدًا শব্দটি বর্তমান রয়েছে فَاِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا অতএব, যখন উভয়ের মধ্যে বিরোধ হবে يُعْمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ তখন মুহকামের উপর আমল করা হবে هٰكَذَا فِيْ كُتُبِ الْاُصُوْلِ উসূলে ফিক্‌হের কিতাবসমূহে অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে وَمَا قِيْلَ আর কেউ কেউ যা বলেছেন اِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ مِثَالُ تَعَارُضِ الْمُفَسَّرِ مَعَ الْمُحْكَمِ মুফাসসার ও مُحْكَمٌ সংঘর্ষশীল হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় না فَمِنْ قِلَّةِ التَّتَبُّعِ তা কেবল গবেষণা ও অনুসন্ধানের স্বল্পতার কারণে হয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় হাদীস مُفَسَّرٌ এটা تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা এটাতে স্পষ্টভাবে وقت-এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং যখন এগুলোর উভয়ের মধ্যে বিরোধ হবে তখন مُفَسَّرٌ-এর প্রাধান্যের দিকে ধাবিত হবে। সুতরাং একটি অজু একবার প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য যথেষ্ট হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ রহস্য উদঘাটনে (ও অনুধাবনে) সক্ষম হননি। তাই তিনি কেবল প্রথম হাদীস অনুযায়ীই আমল করেছেন। আর مُحْكَمٌ-এর সাথে مُفَسَّرٌ-এর বিরোধ হয়ে থাকে। এটার উদাহরণে আল্লাহর এ দু'টি বাণী প্রণিধানযোগ্য— (১) وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো), (২) وَلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا (কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না)। এখানে প্রথম আয়াতে مُفَسَّرٌ যা তওবার পর এমন দুজন সাক্ষীর জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়াকে কামনা করে যাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কেননা তওবার পর তারা উভয় عَادِلٌ (ন্যায়পরায়ণ) হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় আয়াত مُحْكَمٌ যা উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়াকে কামনা করে। কেননা তাতে اَبَدًا শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। সুতরাং যখন এতদুভয় (مُحْكَمٌ ও مُفَسَّرٌ)-এর মধ্যে বিরোধ হয়, তখন مُحْكَمٌ অনুযায়ী আমল করা হয়। উসূলের কিতাবসমূহে অনুরূপ উল্লেখ আছে। আর যারা বলেছে যে, مُفَسَّرٌ ও مُحْكَمٌ-এর সংঘর্ষশীল হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় না। তা কেবল গবেষণা ও অনুসন্ধানের স্বল্পতার কারণে হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِذَا تَعَارَضَا بَيْنَهُمَا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُفَسَّرٌ -এর উপর مُحْكَمٌ-এর প্রাধান্য দেওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা প্রথম আয়াতের হুকুম হলো সাক্ষী বানানো, আর দ্বিতীয় আয়াতের হুকুম হলো আদায়ের সময় সাক্ষী গ্রহণ না করা। আর সাক্ষী বানানোর জন্য তো সাক্ষ্য কবুল করা জরুরি নয়। লক্ষণীয় যে, মিথ্যা অপবাদ প্রদানের কারণে সাজাপ্রাপ্ত এবং অন্ধের সাক্ষ্য বৈধ। এমনকি তাদের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। তবে আদায়ের সময় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, সাক্ষী বানানোর জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ না জায়েজ, তাহলে প্রথম আয়াত মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়াকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে (পরোক্ষভাবে) বুঝায়। আর দ্বিতীয় আয়াত সাক্ষ্য কবুল না হওয়াকে ইবাদতের দ্বারা (প্রত্যক্ষভাবে) বুঝায়। কাজেই اِشَارَةٌ-এর উপর عِبَارَةٌ-কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। সুতরাং এ বিবেচনায় প্রাধান্য সাব্যস্ত হবে। দ্বিতীয়টি مُحْكَمٌ আর প্রথমটি مُفَسَّرٌ হওয়ার দিক বিবেচনায় প্রাধান্য সাব্যস্ত হবে না।

ثُمَّ اَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) ذَكَرَ مِثَالًا لِتَعَارُضِ النَّصِّ مَعَ الْمُفَسَّرِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ عَلٰى سَبِيْلِ التَّفْرِيْعِ فَقَالَ حَتّٰى قُلْنَا اِنَّهٗ اِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً اِلٰى شَهْرٍ اَنَّهٗ مُتْعَةٌ يُرِيْدُ اَنَّ قَوْلَهٗ تَزَوَّجَ نَصٌّ فِى النِّكَاحِ لٰكِنَّهٗ يَحْتَمِلُ تَاوِيْلَ اَنْ يَّكُوْنَ نِكَاحًا اِلٰى اَجَلٍ فَيَكُوْنُ مُتْعَةً قَوْلُهٗ اِلٰى شَهْرٍ مُفَسَّرٌ فِى هٰذَا الْمَعْنٰى لَايَحْتَمِلُ اِلَّا كَوْنَهٗ مُتْعَةً فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُتْعَةِ وَلٰكِنْ لَايَخْلُوْ هٰذَا مِنَ الْمُسَامَحَةِ لِاَنَّ قَوْلَهٗ اِلٰى شَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ تَزَوَّجَ وَلَيْسَ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يَكُوْنَ مُفَسَّرًا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لَهٗ فَكَاَنَّهٗ اَرَادَ اَنَّ هٰذَا الْكَلَامَ دَائِرٌ بَيْنَ كَوْنِهٖ نِكَاحًا وَبَيْنَ كَوْنِهٖ مُتْعَةً فَرُجِّحَتِ الْمُتْعَةُ ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ بَيَانِ الْاَقْسَامِ الْاَرْبَعَةِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ مُقَابِلَاتِهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) ذَكَرَ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা করেছেন مِثَالًا এমন একটি উদাহরণ لِتَعَارُضِ النَّصِّ مَعَ الْمُفَسَّرِ যাতে مُفَسَّرْ-এর সাথে نَصْ-এর বিরোধ রয়েছে مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ ফিকহী মাসায়েল হতে عَلٰى سَبِيْلِ التَّفْرِيْعِ - تَفْرِيْع হিসেবে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন حَتّٰى قُلْنَا এমনকি আমরা বলেছি যে, اِنَّهٗ اِذَاتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً اِلٰى شَهْرٍ যখন কোনো ব্যক্তি এক মাসের জন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে اَنَّهٗ مُتْعَةٌ তখন তা مُتْعَه হবে, (বিবাহ হবে না) يُرِيْدُ اَنَّ قَوْلَهٗ تَزَوَّجَ نَصٌّ فِى النِّكَاحِ অর্থাৎ উক্ত বাক্যে تَزَوَّجَ শব্দটি বিবাহের ব্যাপারে নস لٰكِنَّهٗ يَحْتَمِلُ التَّاوِيْلَ কিন্তু যেহেতু এ تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা রাখে যে, اَنْ يَّكُوْنَ نِكَاحًا اِلٰى اَجَلٍ তা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ হবে فَيَكُوْنُ مُتْعَةً সেহেতু তা مُتْعَه হয়েছে قَوْلُهٗ اِلٰى شَهْرٍ مُفَسَّرٌ আর اِلٰى شَهْرٍ শব্দটি মুফাসসার فِىْ هٰذَا الْمَعْنٰى কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহের অর্থে لَايَحْتَمِلُ اِلَّا كَوْنَهٗ مُتْعَةً এবং এ বিবাহ مُتْعَه ছাড়া আর কিছুর সম্ভাবনাই রাখে না فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُتْعَةِ তাই ঐ تَزَوُّجْ কে مُتْعَه-এর জন্য ব্যবহার করা হবে وَلٰكِنْ لَايَخْلُوْ هٰذَا مِنَ الْمُسَامَحَةِ তা সত্ত্বেও এ বাক্য ত্রুটি মুক্ত নয় لِاَنَّ قَوْلَهٗ اِلٰى شَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ تَزَوَّجَ কেননা شَهْرٍ শব্দটি تَزَوُّجْ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট وَلَيْسَ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهٖ এটা কোনো স্বতন্ত্র বাক্য নয় حَتّٰى يَكُوْنَ مُفَسَّرًا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لَهٗ যাতে مُفَسَّرْ হয়ে تَزَوُّجْ-এর বিরোধী হতে পারে فَكَاَنَّهٗ اَرَادَ যেন গ্রন্থকার (র.) এর উদ্দেশ্য হলো اَنَّ هٰذَا الْكَلَامَ دَائِرٌ بَيْنَ كَوْنِهٖ نِكَاحًا وَبَيْنَ كَوْنِهٖ مُتْعَةً বাক্যটি نِكَاح ও مُتْعَه-এর মধ্যে مُشْتَرَكْ হবে فَرُجِّحَتِ الْمُتْعَةُ তবে مُتْعَه অগ্রগণ্য ثُمَّ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) অবসর গ্রহণ করে بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ بَيَانِ الْاَقْسَامِ الْاَرْبَعَةِ চতুষ্টয় প্রকার এর বর্ণনা হতে مُقَابِلَاتِهَا এদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকারগুলোর আলোচনা শুরু করেছেন।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) تَفْرِيْع হিসেবে ফিকহী মাসায়েল হতে এমন একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন যাতে مُفَسَّرْ-এর সাথে نَصْ-এর تَعَارُضْ (বিরোধ) রয়েছে। সুতরাং তিনি বলেন– **এমনকি আমরা বলেছি যে, যখন কোনো ব্যক্তি এক মাসের জন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে তখন তা مُتْعَه হবে, বিবাহ হবে না।** অর্থাৎ উক্ত বাক্যে تَزَوَّجَ শব্দটি বিবাহের ব্যাপারে نَصْ কিন্তু যেহেতু এ تَاوِيْل-এর সম্ভাবনা রাখে যে, তা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ হবে, সেহেতু তা مُتْعَه হয়েছে। আর اِلٰى شَهْرٍ শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহের অর্থে مُفَسَّرْ এবং এ বিবাহ مُتْعَه ছাড়া আর কিছুর সম্ভাবনাই রাখে না। তাই ঐ تَزَوُّجْ-কে مُتْعَه-এর জন্য ব্যবহার করা হবে। তা সত্ত্বেও এ বাক্য ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা اِلٰى شَهْرٍ শব্দটি تَزَوُّجْ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, এটা কোনো স্বতন্ত্র বাক্য নয়। যাতে مُفَسَّرْ হয়ে تَزَوُّجْ-এর বিরোধী হতে পারে। যেন গ্রন্থকার (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো বাক্যটি نِكَاح ও مُتْعَه-এর মধ্যে مُشْتَرَكْ তবে متعه অগ্রগণ্য। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) اَقْسَام اَرْبَعَه (চতুষ্টয় প্রকার)-এর বর্ণনা হতে অবসর গ্রহণ করে এদের مُقَابِل اَقْسَام (প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকারগুলোর)-এর আলোচনা শুরু করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَنَّهٗ مُتْعَةٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نِكَاح مُتْعَه প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, জমহুর আহনাফের মতে কেউ যদি কোনো মহিলাকে এক মাসের জন্য বিবাহ করে তাহলে তা مُتْعَه হবে। ইমাম যুফার (র.) এটার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে উক্ত অবস্থায় এক মাসের সময়সীমা নির্ধারণ বাতিল হয়ে যাবে এবং বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা ফাসিদ শর্তাবলির কারণে বিবাহ বাতিল হয় না; বরং ফাসিদ শর্তাবলিই বাতিল হয়ে যাবে। আর জমহুর ওলামাদের মতে نِكَاح-এর ব্যাপারে تَزَوُّجْ শব্দটি نَصْ তবে তা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত হওয়ার তাবিলের সম্ভাবনা রাখে। কাজেই তা مُتْعَه হবে। অর্থাৎ مُتْعَه-এর ন্যায় نِكَاح مُؤَقَّتْ হয়ে ফাসিদ হবে। কারণ এটা প্রকৃতপক্ষে مُتْعَه নয়। কেননা ফিক্‌হের কিতাবসমূহের বর্ণনানুযায়ী مُتْعَه টা تَمَتُّعْ শব্দের সাথে খাস। উল্লেখ্য যে, চার ইমামের মতে نِكَاح مُتْعَه জায়েজ নেই। হিদায়া গ্রন্থে نِكَاح مُتْعَه বৈধ হওয়ার যে نِسْبَتْ ইমাম মালেক (র.)-এর দিকে করা হয়েছে তা সহীহ নয়। ব্যাখ্যাকারগণ (র.) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। —বাহরুর রায়েক

مَبْحَثُ الْخَفِيِّ

খফী সংক্রান্ত আলোচনা

فَقَالَ وَاَمَّا الْخَفِيُّ فَمَا خَفِيَ مُرَادُهٗ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيْغَةِ لَايُنَالُ اِلَّا بِالطَّلَبِ يَعْنِيْ اَنَّ الْخَفِيَّ اِسْمٌ لِكَلَامٍ خَفِيٍّ مُرَادُهٗ بِسَبَبِ عَارِضٍ نَشَأَ مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ اِذْ لَوْكَانَ مَنْشَؤُهُ الصِّيْغَةُ لَكَانَ فِيْهِ خَفَاءٌ زَائِدٌ وَيُسَمّٰى بِالْمُشْكِلِ وَالْمُجْمَلِ فَلَايَكُوْنُ مُقَابِلًا لِلظَّاهِرِ الَّذِيْ فِيْهِ اَدْنٰى ظُهُوْرٍ فَاِنَّ كُلًّا مِنْ هٰؤُلَاءِ مُتَرَتِّبٌ فِي الْخَفَاءِ تَرَتُّبَ الْاَصْلِ فِي الظُّهُوْرِ فَاِذَا كَانَ فِي الظَّاهِرِ اَدْنٰى ظُهُوْرٍ فَلَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِي الْخَفِيِّ اَدْنٰى خَفَاءٍ وَهٰكَذَا الْقِيَاسُ فَلَايُنَالُ مُرَادُهٗ اِلَّا بِالطَّلَبِ فَصَارَ كَمَنْ اِخْتَفٰى فِي الْمَدِيْنَةِ بِنَوْعِ حِيْلَةٍ عَارِضَةٍ مِنْ غَيْرِتَغْيِيْرِ لِبَاسٍ وَهَيْأَةٍ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَاَمَّا الْخَفِيُّ আর خَفِيٌّ এমন বাক্যকে বলে فَمَا خَفِيَ مُرَادُهٗ بِعَارِضٍ যার অর্থ এমন কোনো عَارِض-এর কারণে অস্পষ্ট হবে غَيْرِ الصِّيْغَةِ যা صِيْغَه ছাড়া অন্য কিছু হবে لَايُنَالُ اِلَّا بِالطَّلَبِ সুতরাং গবেষণা ও অনুসন্ধান ব্যতীত এটার অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয় يَعْنِيْ اَنَّ الْخَفِيَّ اِسْمٌ لِكَلَامٍ অর্থাৎ خَفِيْ এমন বাক্যকে বলে خَفِيٍّ مُرَادُهٗ بِسَبَبِ عَارِضٍ যার অর্থ এমন কোনো عَارِض-এর কারণে অস্পষ্ট থাকবে نَشَأَ مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ যা صِيْغَة ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে اِذْ لَوْكَانَ مَنْشَؤُهُ الصِّيْغَةُ কেননা, عَارِض অস্পষ্টতার এর কেন্দ্র বিন্দু ও উৎস যদি صِيْغَة হয় لَكَانَ فِيْهِ خَفَاءٌ زَائِدٌ তাহলে এতে খুব বেশি অস্পষ্ট তা হবে وَيُسَمّٰى بِالْمُشْكِلِ وَالْمُجْمَلِ আর এটাকে مُشْكِل ও مُجْمَل বলে فَلَايَكُوْنُ مُقَابِلًا لِلظَّاهِرِ সুতরাং তা সেই ظَاهِر-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না الَّذِيْ فِيْهِ اَدْنٰى ظُهُوْرٍ যাতে অতি সামান্য ظُهُوْر (স্পষ্টতা) রয়েছে فَاِنَّ كُلًّا مِنْ هٰؤُلَاءِ কেননা, এ সব প্রকার (خَفِيْ ও مُشْكِل এবং مُجْمَل ও مُتَشَابِهْ) مُتَرَتِّبٌ فِي الْخَفَاءِ - خَفَاء-এর ধারায় তদ্রূপ ক্রমশ (ধারাবাহিকভাবে) হয়েছে تَرَتُّبَ الْاَصْلِ فِي الظُّهُوْرِ যদ্রূপ পূর্ববর্তী প্রকার গুলো (তথা اَصْل অর্থাৎ ظَاهِر ও نَصّ এবং مُحْكَم ও مُفَسَّر - ظُهُوْر-এর ব্যাপারে ধারাবাহিক ভাবে হয়েছে فَاِذَا كَانَ فِي الظَّاهِرِ اَدْنٰى ظُهُوْرٍ সুতরাং যেহেতু ظَاهِر-এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম স্পষ্টতা হয়ে থাকে فَلَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِي الْخَفِيِّ اَدْنٰى خَفَاءٍ সেহেতু তার مُقَابِلْ (প্রতিদ্বন্দ্বী) خَفِيْ-এর মধ্যেও সর্বাপেক্ষা কম خَفَاء হওয়া জরুরি وَهٰكَذَا الْقِيَاسُ এরূপ অবশিষ্ট প্রকারগুলোকে কিয়াস করা হয় فَلَا يُنَالُ مُرَادُهٗ اِلَّا بِالطَّلَبِ যা থেকে خَفِيْ-এর অর্থ অনুসন্ধান ব্যতীত জানা যায় না فَصَارَ كَمَنْ اِخْتَفٰى فِي الْمَدِيْنَةِ সুতরাং এটা ঐ ব্যক্তির সাদৃশ্য হয়েছে যে, শহরে আত্মগোপন করে আছে بِنَوْعِ حِيْلَةٍ عَارِضَةٍ এক প্রকার বাহানা করে مِنْ غَيْرِ تَغْيِيْرِ لِبَاسٍ وَهَيْأَةٍ পোশাক এবং আকৃতি পরিবর্তন করা ব্যতীতই।

সরল অনুবাদ : সুতরাং তিনি বলেন, আর خَفِيْ এমন বাক্যকে বলে যার অর্থ এমন কোনো عَارِض-এর কারণে অস্পষ্ট হবে, যা صِيْغَه ছাড়া অন্য কিছু হবে। সুতরাং গবেষণা ও অনুসন্ধান ব্যতীত এটার অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। অর্থাৎ خَفِيْ এমন ব্যক্যকে বলে যার অর্থ এমন কোনো عَارِض-এর কারণে অস্পষ্ট থাকবে যা صِيْغَه ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কেননা অস্পষ্টতা এর কেন্দ্রবিন্দু ও উৎস যদি صِيْغَه হয় তাহলে এতে খুব বেশি অস্পষ্টতা হবে। আর এটাকে مُشْكِلْ ও مُجْمَلْ বলে। সুতরাং তা সেই ظَاهِر-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না যাতে অতি সামান্য ظُهُوْر (স্পষ্টতা) রয়েছে। কেননা এ সব প্রকার (خَفِيْ ও مُشْكِلْ এবং مُجْمَلْ ও مُتَشَابِهْ) - خَفَاء-এর ধারায় তদ্রূপ ক্রমশ (ধারাবাহিকভাবে) হয়েছে যদ্রূপ পূর্ববতী প্রকারগুলো (তথা اَصْل) অর্থাৎ ظَاهِر ও نَصّ এবং مُحْكَم ও مُفَسَّر (ظُهُوْر)-এর ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে হয়েছে। সুতরাং যেহেতু ظَاهِر-এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম স্পষ্টতা হয়ে থাকে, সেহেতু তার مُقَابِلْ (প্রতিদ্বন্দ্বী) خَفِيْ-এর মধ্যেও সর্বাপেক্ষা কম خَفَاء হওয়া জরুরি। এরূপ অবশিষ্ট প্রকারগুলোকে কিয়াস করা হয়। যা হোক خَفِيْ-এর অর্থ অনুসন্ধান ব্যতীত জানা যায় না। সুতরাং এটা ঐ ব্যক্তির সাদৃশ্য হয়েছে যে, শহরে পোশাক এবং আকৃতি পরিবর্তন করা ব্যতীতই এক প্রকার বাহানা করে আত্মগোপন করে আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَمَا خَفِيَ مُرَادُهُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) تَعْرِيْف-এর مَعْرُوْف ও خَفَاء-এর خَفَاء-এর পার্থক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, خَفِيْ বলা হয়, যার অর্থ صِيْغَه ব্যতীত অন্য কোনো عَارِض-এর কারণে অস্পষ্ট থাকে। অনুসন্ধান ব্যতীত যার অর্থ অনুধাবন করা যায় না। উল্লিখিত সংজ্ঞায় خَفَاء-এর দ্বারা আভিধানিক خَفَاء-কে বুঝানো হয়েছে। আর যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা হলো পারিভাষিক خَفِيْ সুতরাং تَعْرِيْفُ الشَّيْءِ بِنَفْسِه অনিবার্য হবে না।

قَوْلُهٗ اَدْنٰى خَفَاءِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ظَاهِر ও خَفِيْ-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যেহেতু ظَاهِر-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হলো خَفِيْ আর ظَاهِر-এর মধ্যে ন্যূনতম স্পষ্ট হয়ে থাকে, কাজেই خَفِيْ-এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম অস্পষ্টতা হবে। আর خَفِيْ-এর মধ্যে ন্যূনতম خَفَاء হলো কোনো عَارِض-এর কারণে خَفَاء হওয়া। কেননা যদি মূল صِيْغَه টাই خَفَاء-এর উৎস হতো তাহলে এতে এতবেশি خَفَاء হতো যে তা ظَاهِر-এর مُقَابِلْ হতে পারত না, যাতে স্বল্পতম خَفَاء রয়েছে। সুতরাং خَفِيْ-এর মধ্যে মূল صِيْغَه টা خَفَاء-এর স্থল নয়। আর ظَاهِر-এর ظُهُوْر এটার মূল صِيْغَه-এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং উভয়ের স্থানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর দ্বারা ظَاهِر ও خَفِيْ-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং ظُهُوْر ও خَفَاء-এর স্তর বিন্যাসে কোনোরূপ ক্ষতি হয় না।

قَوْلُهٗ وَهٰكَذَا الْقِيَاسُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকারগুলোর তুলনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ظَاهِر-এর মধ্যে যেমন সর্বনিম্ন স্তরের ظُهُوْر রয়েছে তেমনিভাবে خَفِيْ-এর মধ্যে সর্বনিম্ন মানের خَفَاء ও রয়েছে। তদ্রূপ مُشْكِلْ-এর মধ্যে خَفِيْ হতে অধিক خَفَاء রয়েছে এবং نَصّ-এর মধ্যে ظَاهِر হতে অধিক স্পষ্টতা রয়েছে। আর مُجْمَلْ-এর মধ্যে مُشْكِلْ অপেক্ষা অধিক خَفَاء রয়েছে। যেমন- مُفَسَّر-এর মধ্যে نَصّ অপেক্ষা অধিক ظُهُوْر রয়েছে। আর مُتَشَابِهْ-এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ خَفَاء রয়েছে যেমন مُحْكَم-এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ظُهُوْر রয়েছে।

ثُمَّ فِيْ قَوْلِهٖ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيْغَةِ مُسَامَحَةٌ وَالْاَظْهَرُ اَنْ يَقُوْلَ بِعَارِضٍ مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ كَمَا فِيْ عِبَارَةِ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيْ وَقَوْلُهٗ لَايُنَالُ اِلَّا بِالطَّلَبِ لَيْسَ قَيْدًا اِحْتِرَازِيًّا بَلْ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ وَتَاكِيْدٌ لِلْخَفَاءِ وَحُكْمُهُ النَّظْرُ فِيْهِ لِيُعْلَمَ اَنَّ اِخْتِفَاءَهٗ لِمَزِيَّةٍ اَوْ نُقْصَانٍ فَيَظْهَرُ الْمُرَادُ بِهٖ اَىْ حُكْمُ الْخَفِيِّ النَّظْرُ فِيْهِ وَهُوَ الطَّلَبُ الْاَوَّلُ لِيُعْلَمَ اَنَّ اِخْتِفَاءَهٗ لِاَجْلِ زِيَادَةِ الْمَعْنٰى فِيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ اَوْ نُقْصَانٍ فِيْهِ فَحِيْنَئِذٍ يَظْهَرُ الْمُرَادُ فَيُحْكَمُ فِى الزِّيَادَةِ عَلٰى حَسَبِ مَايُعْلَمُ مِنَ الظَّاهِرِ وَلَايُحْكَمُ فِى النُّقْصَانِ قَطُّ كَاٰيَةِ السَّرِقَةِ فِيْ حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ فَاِنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ظَاهِرٌ فِيْ حَقِّ وُجُوْبِ قَطْعِ الْيَدِ لِكُلِّ سَارِقٍ خَفِيٌّ فِيْ حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ لِاَنَّهُمَا اِخْتَصَّا بِاسْمٍ اٰخَرَ غَيْرِ السَّارِقِ فِيْ عُرْفِ اَهْلِ اللِّسَانِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ فِيْ قَوْلِهٖ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيْغَةِ مُسَامَحَةٌ অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيْغَةِ -এর মধ্যে শিথিলতা রয়েছে وَالْاَظْهَرُ اَنْ يَقُوْلَ بِعَارِضٍ مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হতো যদি গ্রন্থকার (র.) এরূপ বলতেন যে, بِعَارِضٍ مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ كَمَا فِيْ عِبَارَةِ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيْ যেমন শামসুল আইম্মাহ হালওয়ানী (র.)-এর ইবারতে রয়েছে وَقَوْلُهٗ আর গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য لَايُنَالُ اِلَّا بِالطَّلَبِ لَيْسَ قَيْدًا اِحْتِرَازِيًّا এটা لَايُنَالُ اِلَّا بِالطَّلَبِ قَيْد اِحْتِرَازِيْ নয় بَلْ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ বরং মূল ঘটনার বর্ণনা وَتَاكِيْدٌ لِلْخَفَاءِ এবং خَفَاء -এর উপর জোর দেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে وَحُكْمُهٗ আর خَفِيْ -এর হুকুম হলো اَلنَّظْرُ فِيْهِ লِيُعْلَمَ اَنَّ اِخْتِفَاءَ অস্পষ্টতার কারণ উদঘাটিত ও জ্ঞাত হওয়া পর্যন্ত চিন্তা-গবেষণা করা হবে لِمَزِيَّةٍ اَوْ نُقْصَانٍ উক্ত অস্পষ্টতা কি অতিরিক্ত অর্থের কারণে হয়েছে না অর্থের মধ্যে হ্রাস পাওয়ার কারণে হয়েছে? فَيَظْهَرُ الْمُرَادُ بِهٖ তাহলে এটার দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে যাবে اَىْ حُكْمُ الْخَفِيِّ অর্থাৎ خَفِيْ -এর হুকুম এই যে, তার ব্যাপারে اَلنَّظْرُ فِيْهِ চিন্তা-ভাবনা করা চাই وَهُوَ الطَّلَبُ الْاَوَّلُ আর এটা হলো প্রাথমিক অনুসন্ধান لِيُعْلَمَ যাতে জানা যায় যে, اَنَّ اِخْتِفَاءَهٗ لِاَجْلِ যে কোন কারণে তাতে অস্পষ্টতা হয়েছে زِيَادَةِ الْمَعْنٰى فِيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ এ কারণে হয়েছে যে, তাতে ظَاهِر হতে অধিক অর্থ রয়েছে اَوْ نُقْصَانٍ فِيْهِ অথবা এ কারণে যে, তাতে স্বল্প অর্থ রয়েছে فَحِيْنَئِذٍ يَظْهَرُ الْمُرَادُ মোটকথা এভাবে কাজের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে فَيُحْكَمُ فِى الزِّيَادَةِ عَلٰى حَسَبِ مَا يُعْلَمُ مِنَ الظَّاهِرِ সুতরাং অতিরিক্তের অবস্থায় যে অর্থ অতিরিক্ত হলো সেই মোতাবেক হুকুম হবে وَلَايُحْكَمُ فِى النُّقْصَانِ قَطُّ আর ঘাটতির সময় কোনো হুকুম আরোপ করা হবে না كَاٰيَةِ السَّرِقَةِ যেমন চুরি সম্পর্কিত আয়াতের হুকুম فِيْ حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ পকেটমার ও কাফন চোরের ব্যাপারে খফী فَاِنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا কেননা, আল্লাহর বাণী اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا টি যাহির اَيْدِيَهُمَا ظَاهِرٌ فِيْ حَقِّ وُجُوْبِ قَطْعِ الْيَدِ হাত কর্তন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে لِكُلِّ سَارِقٍ প্রত্যেক চোরের خَفِيٌّ فِيْ حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ আর পকেটমার ও কাফন চোরের ব্যাপারে খফী لِاَنَّهُمَا اِخْتَصَّا بِاسْمٍ اٰخَرَ কেননা, এটা سَارِقْ ব্যতীত অন্য নির্দিষ্ট নামে আখ্যায়িত غَيْرِ السَّارِقِ فِيْ عُرْفِ اَهْلِ اللِّسَانِ আরবি ভাষাভাষীগণের মতে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيْغَةِ-এর মধ্যে শিথিলতা রয়েছে। সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হতো যদি গ্রন্থকার (র.) এরূপ বলতেন যে, بِعَارِضٍ مِنْ غَيْرِ الصِّيْغَةِ যেমন শামসুল আইম্মাহ হালওয়ানী (র.)-এর ইবারতে রয়েছে। আর গ্রন্থাকার (র.)-এর বক্তব্য لَايُنَالُ اِلَّا بِالطَّلَبِ এটা قَيْد اِحْتِرَازِيْ নয়, বরং মূল ঘটনার বর্ণনা এবং خَفَاء-এর উপর জোর দেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে। আর خَفِيْ-এর হুকুম হলো, অস্পষ্টতার কারণ উদঘাটিত ও জ্ঞাত পর্যন্ত চিন্তা-গবেষণা করা হবে। উক্ত অস্পষ্টতা কি অতিরিক্ত অর্থের কারণে হয়েছে না অর্থের মধ্যে হ্রাস পাওয়ার কারণে হয়েছে ? তাহলে এটার দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ خَفِيْ-এর হুকুম এই যে, তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা চাই। আর এটা হলো প্রাথমিক অনুসন্ধান। যাতে জানা যায় যে, যে কোনো কারণে তাতে অস্পষ্টতা হয়েছে। কি এ কারণে হয়েছে যে, তাতে ظَاهِر হতে অধিক অর্থ রয়েছে। অথবা এ কারণে যে, তাতে স্বল্প অর্থ রয়েছে। মোটকথা, এভাবে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং অতিরিক্তের অবস্থায় যে অর্থ অতিরিক্ত হলো সেই মোতাবেক হুকুম হবে। আর ঘাটতির সময় কোনো হুকুম আরোপ করা হবে না। যেমন চুরি সম্পর্কিত আয়াতের হুকুম পকেটমার ও কাফন চোরের ব্যাপারে خَفِيْ - কেননা আল্লাহর বাণী–اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا প্রত্যেক চোরের হাত কর্তন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ظَاهِر আর পকেটমার ও কাফন চোরের ব্যাপারে خَفِيْ কেননা আরবি ভাষাভাষীগণের মতে এটা سَارِقْ ব্যতীত অন্য নির্দিষ্ট নামে আখ্যায়িত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَاٰيَةِ السَّرِقَةِ فِيْ حَقِّ الطَّرَّارِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) পকেটমার ও কাফনচোর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, চুরি সম্পর্কিত আয়াতটি পকেটমার ও কাফনচোরের ব্যাপারে خَاصْ । আর চুরির আয়াত হলো–اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (চোর নর হোক বা নারী হোক তার হাত কর্তন করে দাও।) এক্ষণে পকেটমার ও কাফন চোরের ক্ষেত্রে হাত কাটার হুকুম হবে কি না? সে ব্যাপারে আয়াতটি خَفِيْ কেননা এতদুভয়ের মধ্যে চুরির অর্থ হুবহু পাওয়া যায় না। কারণ পকেটমারের মধ্যে চুরি অপেক্ষা অধিক অর্থ এবং কাফনচোরের মধ্যে কম অর্থ পাওয়া যায়। কাজেই আমরা পকেটমারের ব্যাপারে হাত কাটার হুকুম দিয়েছি।

فَتَأَمَّلْنَا فَوَجَدْنَا اَنَّ اِخْتِصَاصَ الطَّرَّارِ بِاسْمٍ اٰخَرَ لِاَجْلِ زِيَادَةِ مَعْنَى السَّرِقَةِ اِذِ السَّرِقَةُ هُوَ اَخْذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ مُحْرَزٍ خُفْيَةً وَهُوَ يَسْرِقُ مِمَّنْ هُوَ يَقْظَانُ قَاصِدٌ لِحِفْظِ الْمَالِ بِضَرْبِ غَفْلَةٍ وَفَتْرَةٍ تَعْتَرِيْهِ وَاِخْتِصَاصُ النَّبَّاشِ بِهٖ لِاَجْلِ نُقْصَانِ مَعْنَى السَّرِقَةِ فِيْهِ لِاَنَّهٗ يَسْرِقُ مِنَ الْمَيِّتِ الَّذِىْ هُوَ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْحِفْظِ فَعَدَّيْنَا حُكْمَ الْقَطْعِ اِلَى الطَّرَّارِ لِاَجْلِ الزِّيَادَةِ فِيْهِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَلَمْ نَعُدْ اِلَى النَّبَّاشِ لِاَجْلِ النُّقْصَانِ فِيْهِ وَلَوْكَانَ الْقَبْرُ فِىْ بَيْتٍ مُقَفَّلٍ قِيْلَ لَايُقْطَعُ النَّبَّاشُ لِمَا ذَكَرْنَا وَقِيْلَ يُقْطَعُ لِوُجُوْدِ الْحِرْزِ بِالْمَكَانِ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ بِالْحَافِظِ وَهٰذَا كُلُّهٗ عِنْدَنَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) وَالشَّافِعِىُّ (رح) يُقْطَعُ النَّبَّاشُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ قُلْنَا هُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى السِّيَاسَةِ لِمَا رُوِىَ عَنْهُ لَاقَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِىْ وَهُوَ النَّبَّاشُ بِلُغَةِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَتَأَمَّلْنَا সুতরাং আমাকে এটার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছি فَوَجَدْنَا এবং চিন্তা-ভাবনার পর জানতে পেরেছি যে, اَنَّ اِخْتِصَاصَ الطَّرَّارِ بِاسْمٍ اٰخَرَ পকেটমারকে অন্য নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো لِاَجْلِ زِيَادَةِ مَعْنَى السَّرِقَةِ এটাতে চুরি হতে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় اِذِ السَّرِقَةُ هُوَ اَخْذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ مُحْرَزٍ خُفْيَةً কেননা চুরি তো বলে এমন বস্তুকে গোপনে হরণ করে নেওয়া যা সম্মানযোগ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণ যোগ্য وَهُوَ يَسْرِقُ مِمَّنْ هُوَ يَقْظَانُ قَاصِدٌ لِحِفْظِ الْمَالِ অথচ পকেটমার এমন ব্যক্তির মাল চুরি করে যে ব্যক্তি জাগ্রত এবং স্বীয় মালের হেফাজতের ধান্ধায় রয়েছে بِضَرْبِ غَفْلَةٍ وَفَتْرَةٍ تَعْتَرِيْهِ অথচ তাকে পকেটমার এমনভাবে গাফেল করে ফেলে যে, সে বাধ্য ও অক্ষম হয়ে যায় وَاِخْتِصَاصُ النَّبَّاشِ بِهٖ لِاَجْلِ نُقْصَانِ مَعْنَى السَّرِقَةِ فِيْهِ অথচ কাফন চোর কে অন্য নামে এজন্য নির্দিষ্ট করা হয় যে, তার মধ্যে চুরি হতে কম অর্থ পাওয়া যায় لِاَنَّهٗ يَسْرِقُ مِنَ الْمَيِّتِ কেননা, সে মৃত ব্যক্তির মাল চুরি করে الَّذِىْ هُوَ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْحِفْظِ যার মধ্যে হেফাজতের স্পৃহা বলতে কিছু নেই فَعَدَّيْنَا حُكْمَ الْقَطْعِ اِلَى الطَّرَّارِ সুতরাং আমরা পকেটমারের উপর হস্ত কর্তনের হুকুম আরোপ করেছি لِاَجْلِ الزِّيَادَةِ فِيْهِ কেননা অতিরিক্ত বিষয়সহ তাতে চুরির অর্থ পাওয়া গেছে بِدَلَالَةِ النَّصِّ দালালতে নস-এর দ্বারা وَلَمْ نَعُدْ اِلَى النَّبَّاشِ আর نَبَّاش -এর উপর হুকুম আরোপ করা হয়নি لِاَجْلِ النُّقْصَانِ فِيْهِ চুরির অর্থ হতে কম পাওয়া যাওয়ার কারণে وَلَوْكَانَ الْقَبْرُ আর যদি কবর হয়ে থাকে فِىْ بَيْتٍ مُقَفَّلٍ তালাবদ্ধ ঘরে قِيْلَ لَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ তাহলে কোনো কোন ওলামাদের মতে نَبَّاش -এর হস্ত কর্তন করা হবে না لِمَا ذَكَرْنَا আর তার কারণ সেটাই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে وَقِيْلَ يُقْطَعُ আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এমতাবস্থায় হস্ত কর্তন করা হবে لِوُجُوْدِ الْحِرْزِ بِالْمَكَانِ কেননা এখানে হেফাজতের অবস্থা বিদ্যমান وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ بِالْحَافِظِ যদিও রক্ষী এর মাধ্যমে হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়নি وَهٰذَا كُلُّهٗ عِنْدَنَا আর এ সব কিছু আমাদের মতে অর্থাৎ আমাদের (হানাফীদের) মতে কাফন চোরে হাত কাটা হবে না وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَالشَّافِعِىُّ ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে يُقْطَعُ النَّبَّاشُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ সর্বাবস্থায় কাফন চোরের হাত কাটা হবে لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে কাফন চুরি করবে আমরা তার হস্ত কর্তন করব قُلْنَا هُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى السِّيَاسَةِ আমাদের মতে এ হাদীস খানা শাসনের জন্য প্রযোজ্য لِمَا رُوِىَ عَنْهُ لَاقَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِىْ কেননা, রাসূলে করীম ﷺ -এর অন্য হাদীসে রয়েছে যে, لَاقَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِىْ তথা مُخْتَفِىْ -এর হস্ত কর্তন করা যাবে না وَهُوَ النَّبَّاشُ بِلُغَةِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ আর মদীনা বাসীরা نَبَّاش কে مُخْتَفِىْ বলত।

সরল অনুবাদ : সুতরাং আমরা এটার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং চিন্তা-ভাবনার পর জানতে পেরেছি যে,পকেটমারকে অন্য নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো এটাতে চুরি হতে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়। কেননা চুরি তো বলে এমন বস্তুকে গোপনে হরণ করে নেওয়া যা সম্মানযোগ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য। অথচ طَرَّار (পকেটমার) এমন ব্যক্তির মাল চুরি করে যে ব্যক্তি জাগ্রত এবং স্বীয় মালের হেফাজতের ধান্ধায় রয়েছে। অথচ তাকে পকেটমার এমনভাবে গাফেল করে ফেলে যে, সে বাধ্য ও অক্ষম হয়ে যায়। অথচ نَبَّاش (কাফনচোর)-কে অন্য নামে এ জন্য নির্দিষ্ট করা হয় যে, তার মধ্যে চুরি হতে কম অর্থ পাওয়া যায়। কেননা সে মৃতব্যক্তির মাল চুরি করে যার মধ্যে হেফাজতের স্পৃহা বলতে কিছু নেই। সুতরাং আমরা دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা পকেটমারের উপর হস্ত কর্তনের হুকুম আরোপ করেছি। কেননা অতিরিক্ত বিষয়সহ তাতে চুরির অর্থ পাওয়া গেছে। আর চুরির অর্থ হতে কম পাওয়া যাওয়ার কারণে نَبَّاش-এর উপর উক্ত হুকুম আরোপ করা হয়নি। আর তালাবদ্ধ ঘরে যদি কবর হয়ে থাকে, তাহলে কোনো কোনো ওলামাদের মতে হস্ত কর্তন করা হবে না। আর তার কারণ সেটাই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এমতাবস্থায় হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা এখানে হেফাজতের অবস্থা বিদ্যমান। যদিও রক্ষী-এর মাধ্যমে হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়নি। আর আমাদের (হানাফীদের) মতে কাফনচোরের হাত কাটা হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, সর্বাবস্থায় কাফনচোরের হাত কাটা হবে । কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ (যে কাফন চুরি করবে আমরা তার হস্ত কর্তন করব)। আমাদের মতে এ হাদীসখানা শাসনের জন্য প্রযোজ্য। কেননা রাসূলে করীম ﷺ -এর অন্য হাদীসে রয়েছে যে, لَاقَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفِىْ তথা مُخْتَفِىْ-এর হস্ত কর্তন করা যাবে না। আর মদীনাবাসীরা نَبَّاش কে مُخْتَفِىْ বলত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِدَلَالَةِ النَّصِّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) পকেটমারের ব্যাপারে دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা হস্তকর্তন কিভাবে সাব্যস্ত হয়? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, পকেটমারের মধ্যে চুরির অধিক অর্থ পাওয়া যাওয়ার কারণে دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা আমরা (হানাফীরা) তার হস্ত কর্তনের হুকুম দিয়ে থাকি। আর بِدَلَالَةِ النَّصِّ এটা عِنْدَنَا-এর সঙ্গে مُتَعَلِّقْ বা সংশ্লিষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শাস্তি হুমকী দেওয়ার ও দমানোর জন্য হয়ে থাকে। আর دَلَالَتْ-এর দিক বিবেচনায় নিম্নমানের দমনকারী উচ্চমানের দমনকারীর মধ্যে সাব্যস্ত হতে পারে না। লক্ষণীয় যে, ভুলবশত হত্যার কাফফারা ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে সাব্যস্ত হয় না। এ দৃষ্টিকোণ হতে যে, যা বহুল পরিমাণে সংঘটিত হয়ে থাকে তাতে দমনকারীর শাস্তি مَشْرُوْع হয়ে থাকে। সুতরাং যা কম সংখ্যক ঘটে থাকে তার মধ্যে তা مَشْرُوْع হওয়া لَازِمْ হবে না। যেমন– পকেটমার। কেননা এটা চুরি হতে কম সংখ্যক ঘটে থাকে। তাই উসূলে বাযদুবীর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, পকেটমারের মধ্যে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত করা عِبَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা مُطْلَقْ পূর্ণাঙ্গকে শামিল করে, সুতরাং اَكْمَلْ (সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ)-কে তো অবশ্যই শামিল করবে।

مَبْحَثُ الْمُشْكِلِ

মুশকিল সম্পর্কিত আলোচনা

وَاَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ الدَّاخِلُ فِيْ اَشْكَالِهِ اَيِ الْكَلَامُ الْمُشْتَبَهُ فِيْ اَمْثَالِهِ فَهُوَ كَرَجُلٍ غَرِيْبٍ اِخْتَلَطَ بِسَائِرِالنَّاسِ بِتَغْيِيْرِ لِبَاسِهِ وَهَيْأَتِهِ فَفِيْهِ زِيَادَةُ خَفَاءٍ عَلَى الْخَفِيِّ فَيُقَابِلُ النَّصَّ الَّذِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ ظُهُوْرٍ عَلَى الظَّاهِرِ فَلِهٰذَا يَحْتَاجُ اِلَى النَّظَرَيْنِ الطَّلَبِ ثُمَّ التَّاَمُّلِ عَلٰى مَاقَالَ وَحُكْمُهُ اِعْتِقَادُ الْحَقِيَّةِ فِيْمَا هُوَ الْمُرَادُ ثُمَّ الْاِقْبَالُ عَلَى الطَّلَبِ وَالتَّاَمُّلِ فِيْهِ اِلٰى اَنْ يَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ اَيْ حُكْمُ الْمُشْكِلِ اَوَّلًا هُوَ اِعْتِقَادُ الْحَقِيَّةِ فِيْمَا كَانَ مُرَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى بِمُجَرَّدِ سَمَاعِ الْكَلَامِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ الدَّاخِلُ فِيْ اَشْكَالِهِ আর مُشْكِلْ ঐ বাক্যকে বলে যা তার ন্যায় অন্যান্য বাক্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে اَيِ الْكَلَامُ الْمُشْتَبَهُ فِيْ اَمْثَالِهِ অর্থাৎ এটা যে এমন তারই অনুরূপ অনেক বাক্যের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে فَهُوَ كَرَجُلٍ غَرِيْبٍ এটার দৃষ্টান্ত যেমন একজন বিদেশী اِخْتَلَطَ بِسَائِرِ النَّاسِ بِتَغْيِيْرِ لِبَاسِهِ وَهَيْأَتِهِ তার পোশাক ও আকৃতি পাল্টিয়ে সাধারণ লোকদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে فَفِيْهِ زِيَادَةُ خَفَاءٍ عَلَى الْخَفِيِّ সুতরাং مُشْكِلْ -এর মধ্যে خَفِيْ হতে অধিক خَفَاء রয়েছে فَيُقَابِلُ النَّصَّ অতএব, مُشْكِلْ ঐ نَصْ -এর মুকাবিল الَّذِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ ظُهُوْرٍ عَلَى الظَّاهِرِ যার মধ্যে ظَاهِرْ হতে অধিক ظُهُوْر হয়েছে রয়েছে فَلِهٰذَا لَايَحْتَاجُ اِلَى النَّظَرَيْنِ الطَّلَبِ ثُمَّ التَّاَمُّلِ আর এ অধিক خَفَاء হওয়ার কারণে مُشْكِلْ -এর মধ্যে দু'দিক হতে تَوَجُّهْ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে, অনুসন্ধান ও গবেষণা عَلٰى مَا قَالَ যা গ্রন্থকার বলেছেন– وَحُكْمُهُ আর এর হুকুম হলো اِعْتِقَادُ الْحَقِيَّةِ সত্য হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা فِيْمَا هُوَ الْمُرَادُ যা এর মধ্যে উদ্দেশ্য হয় ثُمَّ الْاِقْبَالُ অতঃপর অগ্রসর হওয়া عَلَى الطَّلَبِ অনুসন্ধানের প্রতি وَالتَّاَمُّلِ فِيْهِ এবং এর উপর চিন্তা গবেষণার প্রতি اِلٰى اَنْ يَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ যাতে বাক্যের উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে যায় اَيْ حُكْمُ الْمُشْكِلِ اَوَّلًا অর্থাৎ مُشْكِلْ -এর হুকুম হলো সর্বপ্রথম هُوَ اِعْتِقَادُ الْحَقِيَّةِ فِيْمَا كَانَ مُرَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى ঐ বাক্যের দ্বারা আল্লাহর যা উদ্দেশ্য তা সত্য হওয়ার আকিদা সৃষ্টি হতে হবে بِمُجَرَّدِ سَمَاعِ الْكَلَامِ বাক্যটির শ্রবণ মাত্রই।

সরল অনুবাদ : আর مُشْكِلْ ঐ বাক্যকে বলে যা তার ন্যায় অন্যান্য বাক্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এটা যে এমন তারই অনুরূপ অনেক বাক্যের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে। এটার দৃষ্টান্ত যেমন– একজন বিদেশী তার পোশাক ও আকৃতি পাল্টিয়ে সাধারণ লোকদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে। সুতরাং مُشْكِلْ -এর মধ্যে خَفِيْ হতে অধিক خَفَاء রয়েছে। অতএব مُشْكِلْ ঐ نَصْ -এর مُقَابِلْ যার মধ্যে ظَاهِرْ হতে অধিক ظُهُوْر রয়েছে । আর এ অধিক خَفَاء হওয়ার কারণে مُشْكِلْ-এর মধ্যে দু'দিক হতে تَوَجُّهْ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। অনুসন্ধান ও গবেষণা। যেমন–স্বয়ং গ্রন্থকার (র.)ও বলেছেন। আর مُشْكِلْ-এর হুকুম হলো এটা শ্রবণ মাত্রই এ বিশ্বাস জন্মে যায় যে, ঐ বাক্যের দ্বারা আল্লাহ যা বুঝাতে চেয়েছেন তা সত্য। অতঃপর অনুসন্ধানের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং এটার মধ্যে চিন্তা করা, যাতে বাক্যের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে যায়। অর্থাৎ সর্বপ্রথম মুশকিলের হুকুম হলো বাক্যটি শ্রবণ মাত্রই ঐ বাক্যের দ্বারা আল্লাহর যা উদ্দেশ্য তা সত্য হওয়ার আকিদা সৃষ্টি হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কাফনচোর সম্পর্কীয় হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায় কাফনচোরের হাত কাটা হবে। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেছে – مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ যে কাফন চুরি করবে তার হাত কাটা হবে। হেদায়া গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, হাদীসটি مَرْفُوْع নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, হাদীসটি مُنْكَرْ (অগ্রহণযোগ্য)। ইমাম বায়হাকী (র.) এটাকে সুস্পষ্টভাবে ضَعِيْف বা দুর্বল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে মুয়াত্তার শরাহ মুহাল্লার মধ্যে রয়েছে যে, আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, হাজ্জাজ হাকাম হতে তিনি ইবরাহীম ও শা'বী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, আমাদের জীবিতদের মাল চুরিকারীদের ন্যায় মৃতদের মাল চুরিকারীদেরও হস্ত কর্তন করা হবে। হাজ্জাজ বলেছেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেছেন, কাফন চোরের হাত কাটা হবে। ইমাম আব্দুর রায্যাকের মতে হযরত ওমর (রা.) ইয়ামনে তার গভর্নরের নিকট লেখেছেন যে, যারা কবর খনন করে এবং মৃত ব্যক্তির কাফর চুরি করে তাদের হস্ত কর্তন করে দেবে।

ثُمَّ الْإِقْبَالُ عَلَى الطَّلَبِ اَىْ اَنَّهُ لِاَىِّ مَعَانٍ يُسْتَعْمَلُ هٰذَا اللَّفْظُ ثُمَّ التَّأَمُّلُ فِيهِ بِاَنَّهُ اَىُّ مَعْنًى يُرَادُ هٰهُنَا مِنْ بَيْنِ الْمَعَانِى فَيَتَبَيَّنُ الْمُرَادُ وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ فَاِنَّ كَلِمَةَ اَنّٰى مُشْكِلَةٌ تَجِئُ تَارَةً بِمَعْنٰى مِنْ اَيْنَ فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَنّٰى لَكِ هٰذَا اَىْ مِنْ اَيْنَ لَكِ هٰذَا الرِّزْقُ الْاٰتِى كُلَّ يَوْمٍ وَتَارَةً بِمَعْنٰى كَيْفَ كَمَا فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ اَىْ كَيْفَ يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ فَاشْتَبَهَ هٰهُنَا اَنَّهُ بِاَىِّ مَعْنًى هُوَ فَاِنْ كَانَ بِمَعْنٰى اَيْنَ يَكُوْنُ الْمَعْنٰى مِنْ اَىِّ مَكَانٍ شِئْتُمْ قُبُلًا اَوْ دُبُرًا فَتَحِلُّ اللِّوَاطَةُ مِنْ اِمْرَأَتِهٖ وَاِنْ كَانَ بِمَعْنٰى كَيْفَ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى بِاَيَّةِ كَيْفِيَّةٍ شِئْتُمْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا اَوْ مُضْطَجِعًا فَيَدُلُّ عَلٰى تَعْمِيْمِ الْاَحْوَالِ دُوْنَ الْمَحَالِ فَاِذَا تَأَمَّلْنَا فِىْ لَفْظِ الْحَرْثِ عَلِمْنَا اَنَّهُ بِمَعْنٰى كَيْفَ لِاَنَّ الدُّبُرَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ الْحَرْثِ بَلْ مَوْضِعُ الْحَرْثِ فَتَكُوْنُ اللِّوَاطَةُ مِنْ اِمْرَأَتِهٖ حَرَامًا لٰكِنْ حُرْمَتُهَا ظَنِّيَّةٌ حَتّٰى لَا يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ الْإِقْبَالُ عَلَى الطَّلَبِ অতঃপর অনুসন্ধানের প্রতি মনোনিবেশ করবে যে, اَىْ اَنَّهُ لِاَىِّ مَعَانٍ يُسْتَعْمَلُ هٰذَا اللَّفْظُ অর্থাৎ এ বাক্যটি কোনো কোনো অর্থে প্রয়োগ হয়েছে ثُمَّ التَّأَمُّلُ فِيهِ অতঃপর এটার ব্যাপারে এ চিন্তা করা হয় যে, بِاَنَّهُ اَىُّ مَعْنًى يُرَادُ هٰهُنَا مِنْ بَيْنِ الْمَعَانِى ঐ অর্থগুলো হতে কোন অর্থকে এ স্থলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে فَيَتَبَيَّنُ الْمُرَادُ যাতে এটার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় وَمِثَالُهُ এর উদাহরণ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ আল্লাহ তা'আলার বাণী– সুতরাং যে দিক হতে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমন করো তথা তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ করবে فَاِنَّ كَلِمَةَ اَنّٰى مُشْكِلَةٌ কেননা, اَنّٰى শব্দটি مُشْكِلٌ অর্থাৎ تَجِئُ تَارَةً بِمَعْنٰى مِنْ اَيْنَ তা কখনো مِنْ اَيْنَ -এর অর্থে হয়ে থাকে كَمَا فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَنّٰى لَكِ هٰذَا যেমন আল্লাহর বাণী– তুমি কোথা হতে এটা পেয়েছ? এর মধ্যে اَىْ مِنْ اَيْنَ لَكِ هٰذَا الرِّزْقُ الْاٰتِى كُلَّ يَوْمٍ অর্থাৎ তোমার নিকট প্রত্যহ আগমনকারী এ রিজিক কোথা হতে আগমন করে? وَتَارَةً بِمَعْنٰى كَيْفَ আবার কখনো তা كَيْفَ অর্থে হয়ে থাকে كَمَا فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ যেমন আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ اَىْ كَيْفَ يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ অর্থাৎ কি ভাবে আমার সন্তান হবে فَاشْتَبَهَ هٰهُنَا اَنَّهُ بِاَىِّ مَعْنًى هُوَ সুতরাং এর মধ্যে এ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে اَنّٰى কোন অর্থে হবে? فَاِنْ كَانَ بِمَعْنٰى اَيْنَ সুতরাং তা مِنْ اَيْنَ -এর অর্থে হয় يَكُوْنُ الْمَعْنٰى مِنْ اَىِّ مَكَانٍ شِئْتُمْ قُبُلًا اَوْ دُبُرًا তা'হলে অর্থ হবে সুতরাং যেদিক দিয়ে ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেতে গমন করো, সামনের দিক দিয়ে অথবা পিছনের রাস্তা দিয়ে فَتَحِلُّ اللِّوَاطَةُ مِنْ اِمْرَأَتِهٖ এ অর্থের দিক বিবেচনায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে মলদ্বার দিয়ে সঙ্গ করা জায়েজ হবে وَاِنْ كَانَ بِمَعْنٰى كَيْفَ আর যদি كَيْفَ -এর অর্থে হয় فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى بِاَيَّةِ كَيْفِيَّةٍ شِئْتُمْ তা'হলে এ অর্থ হবে যে, তোমরা যে অবস্থায় ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেতে গমন করো قَاعِدًا বসে اَوْ قَائِمًا দাঁড়িয়ে اَوْ مُضْطَجِعًا কিংবা শুয়ে فَيَدُلُّ عَلٰى تَعْمِيْمِ الْاَحْوَالِ دُوْنَ الْمَحَالِ এ অর্থ অবস্থার ব্যাপকতার প্রতি দিক নির্দেশ করে স্থানের ব্যাপকতার প্রতি দিক নির্দেশ করে না فَاِذَا تَأَمَّلْنَا فِىْ لَفْظِ الْحَرْثِ عَلِمْنَا اَنَّهُ بِمَعْنٰى كَيْفَ মোটকথা আমরা যখন আয়াতের حَرْث শব্দটির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলাম, তখন আমাদের বোধ গম্য হয়ে গেল যে, اَنّٰى শব্দটি كَيْفَ -এর অর্থে হয়েছে لِاَنَّ الدُّبُرَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ الْحَرْثِ কেননা পিছনের রাস্তা (মলদ্বার) চাষাবাদ করার স্থান নয় بَلْ مَوْضِعُ الْحَرْثِ বরং এটাতো পায়খানার রাস্তা فَتَكُوْنُ اللِّوَاطَةُ مِنْ اِمْرَأَتِهٖ حَرَامًا সুতরাং এ দিকের বিবেচনায় স্ত্রীর সাথে মলদ্বারের দিক দিয়ে সঙ্গ করা হারাম لٰكِنْ حُرْمَتُهَا ظَنِّيَّةٌ তবে এটা হারাম হওয়া ظَنِّى হবে حَتّٰى لَا يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّهَا সুতরাং এটার বৈধতাকে অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হবে না।

সরল অনুবাদ : অতঃপর অনুসন্ধানের প্রতি মনোনিবেশ করবে যে, বাক্যটি কোন কোন অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। অতঃপর এটার ব্যাপারে এ চিন্তা করা যে, ঐ অর্থগুলো হতে কোন অর্থকে সে স্থলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যাতে এটার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। مُشْكِلٌ-এর উদাহরণ হিসেবে আল্লাহর এ বাণীকে পেশ করা যায়– فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ (সুতরাং যে দিক হতে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমন করো।) তথা তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ করবে। কেননা اَنّٰى শব্দটি مُشْكِلٌ অর্থাৎ مُشْتَبِهٌ তা কখনো مِنْ اَيْنَ-এর অর্থে হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী– اَنّٰى لَكِ هٰذَا (তুমি কোথা হতে এটা পেয়েছ ?) এর মধ্যে। অর্থাৎ তোমার নিকট প্রত্যহ আগমনকারী এ রিজিক কোথা হতে আগমন করে ? আবার কখনো তা كَيْفَ-এর অর্থে হয়ে থাকে। যেমন– আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ অর্থাৎ কিভাবে আমার সন্তান হবে। সুতরাং আল্লাহর বাণী – فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ-এর মধ্যে এ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে, اَنّٰى কোন অর্থে হবে ? সুতরাং তা مِنْ اَيْنَ-এর অর্থে হয় তাহলে অর্থ হবে সুতরাং যে দিক দিয়ে ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেতে গমন করো। সামনের দিক দিয়ে অথবা পিছনের রাস্তা দিয়ে। এ অর্থের দিক বিবেচনায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা জায়েজ হবে। আর যদি كَيْفَ -এর অর্থে হয় তা হলে এ অর্থ হবে যে, তোমরা যে অবস্থায় ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেতে গমন করো। দাঁড়িয়ে অথবা বসে কিংবা শুয়ে। এ অর্থ অবস্থার ব্যাপকাতার প্রতি দিক নির্দেশ করে, স্থানের ব্যাপকতার প্রতি দিক নির্দেশ করে না। মোটকথা, আমরা যখন আয়াতের حَرْث শব্দটির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলাম, তখন আমাদের বোধগম্য হয়ে গেল যে, اَنّٰى শব্দটি كَيْفَ-এর অর্থে হয়েছে। কেননা পিছনের রাস্তা (মলদ্বার) চাষাবাদ করার স্থান নয়। এটাতো বরং পায়খানার রাস্তা। সুতরাং এ দিকের বিবেচনায় স্ত্রীর সাথে মলদ্বারের দিক দিয়ে সঙ্গম করা হারাম। তবে এটা হারাম হওয়া ظَنِّى হবে। সুতরাং এটার বৈধতাকে অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْإِقْبَالُ عَلَى الطَّلَبِ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُشْكِلٌ-এর অর্থ নির্ণয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُشْكِلٌ-এর হুকুম হলো সর্বপ্রথম এটার অর্থ حَق বা সত্য হওয়ার আকিদা পোষণ করা। অতঃপর এটার ব্যাপারে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রতি মনোনিবেশ করা, যাতে এটার উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। কেউ বলতে পারে যে, অভিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি এটার অর্থ জানবার জন্য অনুসন্ধানের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং তার নিকট مُشْكِلٌ বলতে কিছু নেই। কেননা যাতে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন হয় তাই মুশকিল। অপরদিকে যে ব্যক্তি অভিধান সম্পর্কে অজ্ঞ তার নিকট خَفِىْ ও مُشْكِلٌ। কেননা প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সে অনুসন্ধান ও গবেষণার মুখাপেক্ষী। এটার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অভিধান জ্ঞাতার প্রতি লক্ষ্য করেই উক্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে। আর চিন্তা-ভাবনার উপর ভিত্তি করেই مُشْكِلٌ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

[অবশিষ্ট অংশ ৪০৯ পৃষ্ঠায়]

وَهٰذِهِ اللِّوَاطَةُ هِيَ الْمَقِيْسَةُ عَلَى الْوَطْيِ فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ لِعِلَّةِ الْاَذٰى دُوْنَ الَّتِيْ مِنَ الرِّجَالِ لِاَنَّ حُرْمَتَهَا قَطْعِيَّةٌ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ عَلٰى مَاكَتَبْنَا كُلَّ ذٰلِكَ فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيْ فَمِثْلُ هٰذَا الْمُشْكِلِ يُمْكِنُ اَنْ يَدْخُلَ فِي الْمُشْتَرَكِ الَّذِيْ رُجِّحَ اَحَدُ مَعَانِيْهِ بِالتَّاوِيْلِ فَصَارَ مُؤَوَّلًا وَقَدْ يَكُوْنُ الْاِشْكَالُ لِاَجْلِ اِسْتِعَارَةٍ بَدِيْعَةٍ غَامِضَةٍ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى قَوَارِيْرَ مِنْ فِضَّةٍ فِيْ وَصْفِ الْاَوَانِيْ الْجَنَّةِ فَاِنَّ فِيْهِ اِشْكَالًا مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْقَارُوْرَةَ لَايَكُوْنُ مِنَ الْفِضَّةِ بَلْ مِنَ الزُّجَاجِ فَاِذَا طَلَبْنَا وَجَدْنَا لِلْقَارُوْرَةِ صِفَتَيْنِ حَمِيْدَةً وَهِيَ الشَّفَافَةُ وَ ذَمِيْمَةً وَهِيَ السَّوَادُ وَ وَجَدْنَا لِلْفِضَّةِ صِفَتَيْنِ حَمِيْدَةً وَهِيَ الْبَيَاضُ وَ ذَمِيْمَةً وَهِيَ عَدَمُ الصَّفَاءِ فَلَمَّا تَاَمَّلْنَا عَلِمْنَا اَنَّ اَوَانِيَ الْجَنَّةِ فِيْ صَفَاءِ الْقَارُوْرَةِ وَبَيَاضِ الْفِضَّةِ فَتَاَمَّلْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذِهِ اللِّوَاطَةُ هِيَ الْمَقِيْسَةُ عَلَى الْوَطْيِ এটা সেই لِوَاطَةٌ (মলদারে সঙ্গম) যাকে وَطِيْ-এর উপর কিয়াস করা হয়েছে فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ হায়েযের অবস্থায় لِعِلَّةِ الْاَذٰى অপবিত্রতা ও তাকলীফ-এর ইল্লতের উপর ভিত্তি করে دُوْنَ الَّتِيْ مِنَ الرِّجَالِ সেই لِوَاطَةٌ উদ্দেশ্য নয় যা পুরুষের সাথে হয়ে থাকে لِاَنَّ حُرْمَتَهَا قَطْعِيَّةٌ কেননা, পুরুষের সাথে لِوَاطَةٌ হারাম হওয়া অকাট্য ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ যা কিতাব সুন্নত ও ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে عَلٰى مَا كَتَبْنَا كُلَّ ذٰلِكَ فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيْ যেমন আমি আমার কিতাব তাফসীরে আহমদীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি فَمِثْلُ هٰذَا الْمُشْكِلِ يُمْكِنُ সুতরাং এ রকম مُشْكِلْ বাক্য সেই مُشْتَرَكْ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে اَنْ يَدْخُلَ فِي الْمُشْتَرَكِ الَّذِيْ رُجِّحَ اَحَدُ مَعَانِيْهِ যার কতিপয় অর্থ হতে কোনো একটি অর্থ অগ্রগণ্য হয়ে নির্দিষ্ট হয়ে যায় بِالتَّاوِيْلِ তাবিলের দ্বারা فَصَارَ مُؤَوَّلًا আর ঐ مُشْتَرَكْ টা مُؤَوَّلْ হয়ে যাবে وَقَدْ يَكُوْنُ الْاِشْكَالُ আর কখনো مُشْتَبَه হয়ে যায় لِاَجْلِ اِسْتِعَارَةٍ بَدِيْعَةٍ غَامِضَةٍ খুবই বিরল ও অস্পষ্ট اِسْتِعَارَةْ-এর কারণে كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى قَوَارِيْرَ مِنْ فِضَّةٍ যেমন আল্লাহর বাণী - قَوَارِيْرَ مِنْ فِضَّةٍ - فِيْ وَصْفِ الْاَوَانِيْ الْجَنَّةِ এতে জান্নাতের পাত্রসমূহের অবস্থা বিবৃত হয়েছে فَاِنَّ فِيْهِ اِشْكَالًا লক্ষণীয় যে, এটাতে এ اِشْتِبَاهْ রয়েছে যে, مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْقَارُوْرَةَ لَايَكُوْنُ مِنَ الْفِضَّةِ এ হিসেবে যে, قَارُوْرَةْ রৌপ্যের হয় না بَلْ مِنَ الزُّجَاجِ বরং এটা শিশার নির্মিত হয়ে থাকে فَاِذَا طَلَبْنَا সুতরাং প্রথম আমরা যখন এটার অর্থ অনুসন্ধান করি وَجَدْنَا لِلْقَارُوْرَةِ صِفَتَيْنِ তখন قَارُوْرَةْ-এর মধ্যে দু'টি সিফাত পাবো حَمِيْدَةً وَهِيَ الشَّفَافَةُ একটি একটি হলো উত্তম সিফাত অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া وَذَمِيْمَةً وَهِيَ السَّوَادُ আর দ্বিতীয়টি হলো অপছন্দনীয় আর তা হলো কালো হওয়া وَوَجَدْنَا لِلْفِضَّةِ صِفَتَيْنِ আর আমরা রৌপ্যের ও দু'টো সিফাত পাই حَمِيْدَةً وَهِيَ الْبَيَاضُ প্রশংসিত আর তা হলো শুভ্রতা وَذَمِيْمَةً وَهِيَ عَدَمُ الصَّفَاءِ আর অপছন্দনীয় তা হলো পরিষ্কার না হওয়া فَلَمَّا تَاَمَّلْنَا عَلِمْنَا অতঃপর একটু চিন্তা করার পর আমরা জানতে পারলাম যে, اَنَّ اَوَانِيَ الْجَنَّةِ জান্নাতের পাত্রগুলো فِيْ صَفَاءِ الْقَارُوْرَةِ শিশার ন্যায় পরিষ্কার وَبَيَاضِ الْفِضَّةِ এবং রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র فَتَاَمَّلْ ভালভাবে চিন্তা করে দেখ।

সরল অনুবাদ : এটা সেই لِوَاطَةٌ (মলদ্বারে সঙ্গম) যাকে اَذٰى (অপবিত্রতা ও তাকলীফ)-এর ইল্লতের উপর ভিত্তি করে হায়েযের অবস্থার উপর কিয়াস করা হয়েছে, সেই لِوَاطَةٌ উদ্দেশ্য নয় যা পুরুষের সাথে হয়ে থাকে। কেননা পুরুষের সাথে لِوَاطَةٌ হারাম হওয়া অকাট্য, যা কিতাব সুন্নত ও ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন– আমি আমার কিতাব তাফসীরে আহমদীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। সুতরাং এ রকম مُشْكِلْ বাক্য সেই مُشْتَرَكْ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে যার কতিপয় অর্থ হতে কোনো একটি অর্থ তাবিলের দ্বারা অগ্রগণ্য হয়ে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর ঐ مُشْتَرَكْ টা مُؤَوَّلْ হয়ে যাবে। আবার কখনো এরূপ اِسْتِعَارَهْ-এর কারণেও مُشْتَبَه হয়ে যায়, যা খুবই বিরল ও অস্পষ্ট। যেমন, আল্লাহর বাণী– قَوَارِيْرَ مِنْ فِضَّةٍ এতে জান্নাতের পাত্রসমূহের অবস্থা বিবৃত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, এটাতে এ اِشْتِبَاهْ রয়েছে যে, قَارُوْرَةْ রৌপ্যের হয় না; বরং এটা শিশার নির্মিত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রথমত আমরা যখন এটার অর্থ অনুসন্ধান করি তখন قارورة-এর মধ্যে দু'টি সিফাত পাবো। একটি হলো উত্তম সিফাত অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। আর অপরটি হলো মন্দ صِفَةْ অর্থাৎ কৃষ্ণকায় হওয়া। আর রৌপ্যের মধ্যেও দু'টি সিফাত পাওয়া যায়। একটি ভালো অর্থাৎ শুভ্র হওয়া আর দ্বিতীয়টি হলো পরিষ্কার না হওয়া। অতঃপর একটু চিন্তা করার পর আমরা জানতে পারলাম যে, জান্নাতের পাত্রগুলো শিশার ন্যায় পরিষ্কার এবং রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র। (ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[৪০৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

قَوْلُهٗ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ (الاية) -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ (الاية)-এর মধ্যে কতিপয় تَشْبِيْه-এর উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বীর্যকে যা হতে সন্তান সৃষ্টি হয়ে থাকে, বীজের সাথে তুলনা করেছেন। আর মহিলাগণের গর্ভাশয়কে জমিনের সাথে তুলনা করেছেন। আর সন্তানকে জমি হতে উৎপাদিত শস্যের সাথে তুলনা করেছেন।

[৪০৯ পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ هِيَ الْمَقِيْسَةُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لِوَاطَتْ-এর অবৈধতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কিয়াসের জন্য শর্ত হলো فَرْع-এর মধ্যে কোনো نَصّ হতে পারবে না। অথচ স্বীয় স্ত্রীর সাথেও মলদ্বারে সঙ্গম হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এগুলোর মধ্যে ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো পুরুষ ও নারীর সাথে মলদ্বারে সঙ্গম করে, আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না। সুতরাং এটাই সঠিক মত যে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মলদ্বারে সঙ্গম হারাম হওয়া إِشَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, কিয়াসের দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি।

قَوْلُهُ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) পুরুষের সাথে لِوَاطَتْ হারাম হওয়ার অকাট্যতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, পুরুষের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম হওয়া অকাট্য যা কিতাব, সুন্নত ও ইজমার দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন, আল্লাহর রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন– (الاية) إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً (অর্থাৎ তোমরা কি মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষদের সাথে কামভাব চরিতার্থ করতে চাচ্ছ?) আর রাযীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি লূত জাতির ন্যায় لِوَاطَتْ করবে সে অভিশপ্ত।

قَوْلُهُ التَّفْسِيْرِ الْأَحْمَدِيْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উহ্য দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, لِوَاطَتْ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকার (র.) তাফসীরে আহমদীতে বলেছেন, এ স্থলে দু'দিক হতে প্রশ্ন হতে পারে। আর উভয় প্রশ্ন ও তার উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো–

প্রশ্ন : أَذًى যেহেতু হারাম হওয়ার ইল্লত, তাই ইস্তেহাজার অবস্থায়ও সহবাস হারাম হওয়া আবশ্যক?

উত্তর : ইস্তেহাজাহ কোনো কোনো সময় স্থায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং তাতে সহবাস হারাম সাব্যস্ত করা হলে حَرَجْ (সংকীর্ণতা) لَازِمْ হয়। অথচ বলা হয়েছে لَاحَرَجَ فِى الدِّيْنِ তথা দ্বীনের মধ্যে কোনো ধরনের حَرَجْ নেই।

প্রশ্ন : যদি এতে কিয়াসকে শর্ত করা হয়, তাহলে اَصْل-এর হুকুমকে হুবহু فرع-এর দিকে স্থানান্তর করা জরুরি হবে। অথচ এ স্থলে اَصْل ও فَرْع-এর হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেছে। কেননা اَصْل-এর হুকুম সাময়িক যা গোসল অথবা রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে, অথচ فَرْع-এর হুকুম হলো স্থায়ী?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, اَصْل এর হুকুম অতিরিক্ত বস্তু সহযোগে হুবহু فَرْع-এর মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং তাতে উত্তমভাবেই সাব্যস্ত হবে।

مَبْحَثُ الْمُجْمَلِ

মুজমাল-এর আলোচনা

وَأَمَّا الْمُجْمَلُ فَمَاازْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهِ اِشْتِبَاهًا لَايُدْرَكُ بِنَفْسِ الْعِبَارَةِ بَلْ بِالرُّجُوْعِ اِلَى الْاِسْتِفْسَارِ ثُمَّ الطَّلَبِ ثُمَّ التَّأَمُّلِ اِزْدِحَامُ الْمَعَانِي عِبَارَةٌ عَنْ اِجْتِمَاعِهَا عَلَى اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ لِاَحَدِهِمَا كَمَا اِذَا اِنْسَدَّ بَابُ التَّرْجِيْحِ فِي الْمُشْتَرَكِ اَوْ يَكُوْنُ بِاعْتِبَارِ غَرَابَةِ اللَّفْظِ كَلَفْظِ الْهَلُوْعِ الْمَذْكُوْرِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى "اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا" -

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا الْمُجْمَلُ فَمَا ازْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي আর مُجْمَلٌ বলে যাতে অনেক অর্থ প্রবিষ্ট হয়ে গেছে وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهِ اِشْتِبَاهًا এবং তাতে তার অর্থ এ পরিমাণ مُشْتَبَه (সন্দেহযুক্ত) হয়ে গেছে যে, لَايُدْرَكُ بِنَفْسِ الْعِبَارَةِ মূল ইবারতের দ্বারা তা জানা যায় না' بَلْ بِالرُّجُوْعِ اِلَى الْاِسْتِفْسَارِ ثُمَّ الطَّلَبِ ثُمَّ التَّأَمُّلِ সুতরাং বক্তা হতে জিজ্ঞাসা, অতঃপর তলব ও চিন্তা-ভাবনার পর এটার অর্থ জানা যায় اِزْدِحَامُ الْمَعَانِي عِبَارَةٌ عَنْ اِجْتِمَاعِهَا عَلَى اللَّفْظِ বিভিন্ন অর্থের ভীড় হওয়ার অর্থ এই যে, একই শব্দের মধ্যে বহু অর্থ একত্রিত হওয়া مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ لِاَحَدِهِمَا একটিকে প্রাধান্য দেওয়া ব্যতীত كَمَا اِذَا اِنْسَدَّ بَابُ التَّرْجِيْحِ যেমন যখন প্রাধান্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় الْمُشْتَرَكِ মুশতারিক-এর মধ্যে اَوْ يَكُوْنُ بِاعْتِبَارِ غَرَابَةِ اللَّفْظِ অথবা শব্দ অভিনব হওয়ার কারণে كَلَفْظِ الْهَلُوْعِ যথা هَلُوْع শব্দটি الْمَذْكُوْرِ উল্লেখিত فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا মানুষকে তড়িঘড়িকারী লোভী করে সৃষ্টি করা হয়েছে اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে جَزُوْعًا তখন তখন সে ধৈর্য হারা অস্থির চিত্ত হয়ে পড়ে وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ আর যখন সে কল্যাণ লাভ করে مَنُوْعًا তখন অন্যকে তা হতে নিষেধ করে।

সরল অনুবাদ : আর مُجْمَلٌ বলে যাতে অনেক অর্থ প্রবিষ্ট হয়ে গেছে এবং তাতে তার অর্থ এ পরিমাণ مُشْتَبَه (সন্দেহযুক্ত) হয়ে গেছে যে, মূল ইবারতের দ্বারা তা জানা যায় না। সুতরাং বক্তা হতে জিজ্ঞাসা, অতঃপর তলব ও চিন্তা-ভাবনার পর এটার অর্থ জানা যায়। বিভিন্ন অর্থের ভীড় হওয়ার অর্থ এই যে, প্রাধান্য ব্যতীত একই শব্দের মধ্যে বহু অর্থ একত্রিত হওয়া। যেমন- مُشْتَرَك-এর মধ্যে যখন প্রাধান্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অথবা শব্দ অভিনব হওয়ার কারণে। যথা- هَلُوْع শব্দটি, যা আল্লাহর বাণী- اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا (মানুষকে তড়িঘড়িকারী লোভী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে ধৈর্যহারা অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ে। আর যখন সে কল্যাণ লাভ করে তখন অন্যকে তা হতে নিষেধ করে।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الطَّلَبُ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি সন্দেহের নিরসন করতে গিয়ে বলেন যে, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রত্যেকটি مُجْمَلٌ-এর অর্থ উদঘাটনে এজমালকারীর নিকট জিজ্ঞাসা করা এবং তারপর طَلَبٌ ও تَأَمُّلٌ করা হয়, তাহলে আর طَلَبٌ ও تَأَمُّلٌ এর প্রয়োজন হবে না।— তালবীহ

সুতরাং গ্রন্থকার (র.)-এর বাক্যের অর্থ হবে এই যে, বরং প্রত্যেক مُجْمَلٌ-এর মধ্যে জিজ্ঞাসা করা। আর জিজ্ঞাসার পর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে তলব ও تَأَمُّلٌ-এর মধ্যেমে তার অর্থ জানতে হবে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি বুঝিয়েছেন যে, مُجْمَلٌ-কে اِجْمَالٌ কারী তথা বক্তাকে জিজ্ঞাসা করার পর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়ার পরও طَلَبٌ ও تَأَمُّلٌ -এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ غَرَابَةِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, একটি বাক্যে কোনো কোনো সময় একই শব্দের মধ্যে একাধিক অর্থ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় শব্দটি অভিনব ও পরিচিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। অর্থাৎ অভিধানের দৃষ্টিকোণ হতে তা বুঝে আসতে বহু কষ্টকর হয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহর বাণী- اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا-এর মধ্যে هَلُوْعًا শব্দটি অপরিচিত। আয়াতের পরবর্তী অংশ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ-এর দ্বারা এটার অর্থ জানা গেছে। هَلُوْعًا অর্থ – অর্থলোভী ও একেবারে ধৈর্যহীন, اِذَامَسَّهُ الشَّرُّ অর্থাৎ দারিদ্র, অসুখ ইত্যাদিতে যখন সে লিপ্ত হয় তখন একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে। আর যখন সে কল্যাণ লাভ করে অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য ও ধন-ঐশ্বর্য্য লাভ করে, তখন সে আল্লাহর আনুগত্যকে পরিত্যাগ করে এবং খুব বেশি কৃপণ হয়ে পড়ে।—বায়যাবী

فَإِنَّهُ قَبْلَ بَيَانِهٖ تَعَالٰى كَانَ مُجْمَلًا لَمْ يُعْلَمْ مُرَادُهُ أَصْلًا فَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ (الْاٰيَةُ) فَهُوَ جِنْسٌ شَامِلٌ لِلْمُشْتَرَكِ وَالْخَفِيِّ وَالْمُشْكِلِ فَخَرَجَ بِقَوْلِهٖ وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهٖ اشْتِبَاهًا إِلٰى اٰخِرِهٖ فَإِنَّ الْخَفِيَّ يُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَبِ وَالْمُشْتَرَكَ وَالْمُشْكِلَ بِالتَّأَمُّلِ بَعْدَ الطَّلَبِ بِخِلَافِ الْمُجْمَلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلٰى ثَلٰثَةِ طَلَبَاتٍ اَلْأَوَّلُ الْاِسْتِفْسَارُ عَنِ الْمُجْمِلِ ثُمَّ الطَّلَبُ لِلْأَوْصَافِ بَعْدَهُ ثُمَّ التَّأَمُّلُ لِلتَّعْيِيْنِ فَهُوَ كَرَجُلٍ غَرِيْبٍ خَرَجَ عَنْ وَطَنِهٖ وَ وَقَعَ فِيْ جُمْلَةٍ مِنَ النَّاسِ لَا يُوْقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْاِسْتِفْسَارِ عَنِ الْأَنَامِ فَفِيْهِ زِيَادَةُ خَفَاءٍ عَلَى الْمُشْكِلِ فَيُقَابِلُ الْمُفَسَّرَ الَّذِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ ظُهُوْرٍ عَلَى النَّصِّ ثُمَّ لَمَّا عُلِمَ الْمُجْمَلُ بَعْدَ ثَلٰثِ طَلَبَاتٍ خَرَجَ مِنْهُ الْمُتَشَابِهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ طَلَبُهُ وَلَا تُعْلَمُ حَقِيْقَتُهُ بِأَيِّ طَلَبٍ كَانَ وَحُكْمُهُ اِعْتِقَادُ الْحَقِّيَّةِ فِيْمَا هُوَ الْمُرَادُ وَالتَّوَقُّفُ فِيْهِ إِلٰى أَنْ يَتَبَيَّنَ بِبَيَانِ الْمُجْمِلِ سَوَاءٌ كَانَ بَيَانًا شَافِيًا كَالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَإِنَّ الصَّلٰوةَ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّ دُعَاءٍ يُرَادُ فَاسْتَفْسَرْنَا فَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَفْعَالِهٖ بَيَانًا شَافِيًا مِنْ أَوَّلِهَا إِلٰى اٰخِرِهَا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّهُ قَبْلَ بَيَانِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর পক্ষ হতে তার ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে كَانَ مُجْمَلًا তা ছিল مُجْمَلٌ لَمْ يُعْلَمْ مُرَادُهُ أَصْلًا তার অর্থ মোটেই জানা ছিল না فَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ (الاية) আল্লাহ তা'আলার বাণী (الاية) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ -এর দ্বারা এটার অর্থ বর্ণনা করে দিয়েছেন فَهُوَ جِنْسٌ সুতরাং এটা একটি জিনস شَامِلٌ لِلْمُشْتَرَكِ وَالْخَفِيِّ وَالْمُشْكِلِ যা مُشْتَرَكٌ ও خَفِيٌّ এবং مُشْكِلٌ সবগুলোকে শামিল করে فَخَرَجَ بِقَوْلِهٖ وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهٖ اشْتِبَاهًا اٰخِر অতঃপর তাঁর বক্তব্য وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهٖ اشْتِبَاهًا الخ -এর দ্বারা এটা বের হয়ে গেছে فَإِنَّ الْخَفِيَّ يُدْرَكُ الْمُجَرَّدُ الطَّلَبِ কেননা خَفِيٌّ শুধু অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায় وَالْمُشْتَرَكَ وَالْمُشْكِلَ بِالتَّأَمُّلِ بَعْدَ الطَّلَبِ আর مُشْتَرَكٌ ও مُشْكِلٌ অনুসন্ধানের পর চিন্তা-গবেষণার দ্বারা জানা যায় بِخِلَافِ الْمُجْمَلِ যা مُجْمَلٌ এর বিপরীত فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلٰى ثَلٰثَةِ طَلَبَاتٍ কেননা, এটা তিনটি অনুসন্ধানের প্রতি মুখাপেক্ষী اَلْأَوَّلُ الْاِسْتِفْسَارُ عَنِ الْمُجْمِلِ প্রথমত إِجْمَالٌ কারীর নিকট জিজ্ঞাসা করা ثُمَّ الطَّلَبُ لِلْأَوْصَافِ بَعْدَهُ এর পর وَصْفٌ সমূহের অনুসন্ধান করা ثُمَّ التَّأَمُّلُ لِلتَّعْيِيْنِ এর অর্থ (উদ্দেশ্য) নির্দিষ্ট করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা فَهُوَ كَرَجُلٍ غَرِيْبٍ خَرَجَ عَنْ وَطَنِهٖ সুতরাং তা এমন এক বিদেশী লোকের ন্যায়, যে ব্যক্তি নিজে দেশ হতে বের হয়ে وَ وَقَعَ فِيْ جُمْلَةٍ مِنَ النَّاسِ অন্যান্য (অপরিচিত) মানুষের মধ্যে হারিয়ে গেছে لَا يُوْقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْاِسْتِفْسَارِ عَنِ الْأَنَامِ মানুষের জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয় فَفِيْهِ زِيَادَةُ خَفَاءٍ عَلَى الْمُشْكِلِ সুতরাং এটার মধ্যে مُشْكِلٌ অপেক্ষা অধিক অস্পষ্টতা বিদ্যমান فَيُقَابِلُ الْمُفَسَّرَ কাজেই তা مُفَسَّرٌ-এর প্রতিদ্বন্দ্বী الَّذِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ ظُهُوْرٍ عَلَى النَّصِّ যার মধ্যে نَصٌّ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টতা রয়েছে ثُمَّ لَمَّا عُلِمَ الْمُجْمَلُ بَعْدَ ثَلٰثِ طَلَبَاتٍ অতঃপর তিনটি طَلَبٌ-এর পর যখন مُجْمَلٌ জানা গেছে لِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ طَلَبُهُ কেননা, এটার طَلَبٌ জায়েজ নেই وَلَا تُعْلَمُ حَقِيْقَتُهُ بِأَيِّ طَلَبٍ كَانَ আর কোনো طَلَبٌ-এর দ্বারা এটার حَقِيْقَتٌ জানা যায় না وَحُكْمُهُ اِعْتِقَادُ الْحَقِّيَّةِ فِيْمَا هُوَ الْمُرَادُ আর مجمل এর হুকুম হলো এটা সত্য হওয়ার আকিদার পোষণ করতে হবে وَالتَّوَقُّفُ فِيْهِ إِلٰى أَنْ يَتَبَيَّنَ بِبَيَانِ الْمُجْمِلِ আর সেই পর্যন্ত এটার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে যে, পর্যন্ত না বক্তার পক্ষ হতে বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাবে سَوَاءٌ كَانَ بَيَانًا شَافِيًا চাই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা হোক كَالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ যথা নামাজ ও যাকাত فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আল্লাহর বাণী أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ الخ -এর মধ্যে فَإِنَّ الصَّلٰوةَ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ কেননা صلوة এর আভিধানিক অর্থ হলো দোয়া, প্রার্থনা وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّ دُعَاءٍ يُرَادُ আর আয়াতে কোন দোয়াকে বুঝানো হয়েছে তা আমাদের জানা নেই فَاسْتَفْسَرْنَا কাজেই আমরা তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি فَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ এটার উত্তরে নবী করীম ﷺ এটার বর্ণনা দিয়েছেন بِأَفْعَالِهٖ তার আমলের দ্বারা بَيَانًا شَافِيًا পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা مِنْ أَوَّلِهَا إِلٰى اٰخِرِهَا প্রথম হতে সমাপ্তি পর্যন্ত।

সরল অনুবাদ : আল্লাহর পক্ষ হতে তার ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে তা مُجْمَلٌ ছিল। তার অর্থ মোটেই জানা ছিল না। আল্লাহ তা'আলার বাণী– (الاية) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ-এর দ্বারা এটার অর্থ বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং এটা একটি جِنْسٌ যা مُشْتَرَكٌ ও خَفِيٌّ এবং مُشْكِلٌ সবগুলোকে শামিল করে। অতঃপর তাঁর বক্তব্য– وَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهٖ اشْتِبَاهًا الخ-এর দ্বারা এটা বের হয়ে গেছে। কেননা خَفِيٌّ শুধু অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায়, আর مُشْتَرَكٌ ও مُشْكِلٌ অনুসন্ধানের পর চিন্তা-গবেষণার দ্বারা জানা যায়। যা مُجْمَلٌ এর বিপরীত। কেননা এটা তিনটি অনুসন্ধানের প্রতি মুখাপেক্ষী– (১) إِجْمَالٌ কারীর নিকট জিজ্ঞাসা করা। (২) এটার পর وَصْفٌ সমূহের অনুসন্ধান করা। (৩) এটার অর্থ (উদ্দেশ্য) নির্দিষ্ট করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা। সুতরাং তা এমন এক বিদেশী লোকের ন্যায়, যে ব্যক্তি নিজ দেশ হতে বের হয়ে অন্যান্য (অপরিচিত) মানুষদের মধ্যে হারিয়ে গেছে মানুষদের নিকট জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এটার মধ্যে مُشْكِلٌ অপেক্ষা অধিক অস্পষ্টতা বিদ্যমান। কাজেই তা مُفَسَّرٌ-এর প্রতিদ্বন্দ্বী, যার মধ্যে نَصٌّ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টতা রয়েছে। অতঃপর তিনটি طَلَبٌ-এর পর যখন مُجْمَلٌ জানা গেছে, তখন তা হতে مُتَشَابِهٌ বের হয়ে গেছে। কেননা এটা (مُتَشَابِهٌ) -এর طَلَبٌ জায়েজ নেই। আর কোনো طَلَبٌ-এর দ্বারা এটার حَقِيْقَتٌ জানা যায় না। আর مُجْمَلٌ-এর হুকুম হলো এটা সত্য হওয়ার আকিদা পোষণ করতে হবে। আর সেই পর্যন্ত এটার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে যে পর্যন্ত না বক্তার পক্ষ হতে বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাবে। চাই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা হোক যথা– নামাজ ও যাকাত। আল্লাহর বাণী– أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ الخ-এর মধ্যে। কেননা صَلٰوة-এর আভিধানিক অর্থ হলো– দোয়া, প্রার্থনা। আর আয়াতে কোন দোয়াকে বুঝানো হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। কাজেই আমরা তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। এটার উত্তরে নবী করীম ﷺ তার আমলের দ্বারা প্রথম হতে সমাপ্তি পর্যন্ত এটার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন।

ثُمَّ طَلَبْنَا اَنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ عَلٰى اَيِّ مَعَانٍ تَشْمَلُ فَوَجَدْنَاهَا شَامِلَةً عَلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالتَّحْرِيْمَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيْحَاتِ وَالْاَذْكَارِ فَلَمَّا تَاَمَّلْنَا عَلِمْنَا اَنَّ بَعْضَهَا فَرْضٌ وَبَعْضَهَا وَاجِبٌ وَبَعْضَهَا سُنَّةٌ وَبَعْضَهَا مُسْتَحَبَّةٌ فَصَارَ مُفَسَّرًا بَعْدَ اَنْ كَانَ مُجْمَلًا وَهٰكَذَا الزَّكٰوةُ مَعْنَاهَا فِى اللُّغَةِ النَّمَاءُ وَذٰلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ فَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ هَاتُوْا رُبُعَ عُشْرِ اَمْوَالِكُمْ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِى الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتّٰى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِى الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتّٰى يَبْلُغَ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَهٰكَذَا قَالَ فِىْ بَابِ السَّوَائِمِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ طَلَبْنَا অতঃপর আমরা অনুসন্ধান করলাম যে, اَنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ عَلٰى اَيِّ مَعَانٍ تَشْمَلُ এ صَلٰوة কোন কোন অর্থকে শামিল করেছে فَوَجَدْنَاهَا شَامِلَةً তখন আমরা তাকে শামিল করা অবস্থায় পেলাম عَلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالتَّحْرِيْمَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيْحَاتِ وَالْاَذْكَارِ দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সিজদা, তাকবীরে তাহরীমাহ, কেরাত, তাসবীহ এবং যিকিরকে فَلَمَّا تَاَمَّلْنَا عَلِمْنَا অতঃপর এটার ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে আমরা জানতে পারলাম যে, اَنَّ بَعْضَهَا فَرْضٌ এটার কোনো কোনোটি ফরজ وَبَعْضَهَا وَاجِبٌ কোনোটি ওয়াজিব وَبَعْضَهَا سُنَّةٌ কোনোটি সুন্নত وَبَعْضَهَا مُسْتَحَبَّةٌ ও আবার কোনোটি মোস্তাহাব فَصَارَ مُفَسَّرًا সুতরাং এটা مُفَسَّرْ হয়ে গেছে بَعْدَ اَنْ كَانَ مُجْمَلًا মুজমাল থাকার পর وَهٰكَذَا الزَّكٰوةُ مَعْنَاهَا فِى اللُّغَةِ النَّمَاءُ অদ্রূপ زَكٰوة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বর্ধিত হওয়া وَذٰلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ অথচ তা উদ্দেশ্য নয় فَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ নবী করীম ﷺ তাঁর বাণীর দ্বারা তা বর্ণনা করে দিয়েছেন هَاتُوْا رُبُعَ عُشْرِ اَمْوَالِكُمْ তোমরা মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করো وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ তিনি আরো এরশাদ করেছেন لَيْسَ عَلَيْكَ তোমার উপর ওয়াবিজ হবে না فِى الذَّهَبِ স্বর্ণের মধ্যে شَيْءٌ কিছু'ই حَتّٰى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا বিশ مِثْقَالْ না হওয়া পর্যন্ত وَلَيْسَ عَلَيْكَ আর তোমার উপর ওয়াজিব হবে না فِى الْفِضَّةِ রৌপ্যের মধ্যে شَيْءٌ কোনো কিছু حَتّٰى يَبْلُغَ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ দু'শত দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত وَهٰكَذَا قَالَ فِىْ بَابِ السَّوَائِمِ আর (রাখাল ব্যতীত) বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারে ও তিনি অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন।

সরল অনুবাদ : অতঃপর আমরা অনুসন্ধান করলাম যে, এ صَلٰوة কোন কোন অর্থকে শামিল করেছে ? তখন আমরা তাকে দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সিজদা, তাকবীরে তাহরীমাহ, কেরাত এবং তাসবীহ যিকিরকে শামিল করা অবস্থায় পেলাম। অতঃপর এটার ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে আমরা জানতে পারলাম যে, এটার কোনো কোনোটি ফরজ, কোনোটি ওয়াজিব কোনোটি সুন্নত ও আবার কোনোটি মোস্তাহাব। সুতরাং مُجْمَلْ থাকার পর এটা مُفَسَّرْ হয়ে গেছে। আর তদ্রূপ زَكَاة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– বর্ধিত হওয়া, অথচ তা উদ্দেশ্য নয়। নবী করীম ﷺ তাঁর এ বাণীর দ্বারা তা বর্ণনা করে দিয়েছেন– هَاتُوْا رُبُعَ عُشْرِ اَمْوَالِكُمْ (তোমাদের মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করো)। তিনি আরো এরশাদ করেছেন– لَيْسَ عَلَيْكَ فِى الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتّٰى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِى الْفِضَّةِ شَيْءٌ الخ অর্থাৎ বিশ مِثْقَالْ না হওয়া পর্যন্ত স্বর্ণের মধ্যে তোমার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর দু'শত দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত রৌপ্যের মধ্যে তোমার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর (রাখাল ব্যতীত) বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ ব্যক্তব্য রেখেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ هَاتُوْا رُبُعَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) দিরহাম ও বকরির যাকাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ দাউদ হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করো। প্রতি চল্লিশ দিরহাম হতে এক দেরহাম আদায় করো। দু'শত দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। দু'শত দেরহাম পূর্ণ হওয়ার পর তাতে পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে। এটার উপর যা অতিরিক্ত হবে তা হতে হিসেব অনুযায়ী আদায় করতে হবে। আর বকরির মধ্যে প্রতি চল্লিশটির মধ্যে একটি ওয়াজিব হবে। একশত বিশ পর্যন্ত দু'টিই আদায় করবে। একশত একুশ হতে দু'শত পর্যন্ত দু'টি বকরি আদায় করবে। দু'শত এক হতে তিন শত পর্যন্ত তিনটি বকরি ওয়াজিব হবে। তিন শতের অধিক হলে প্রতি একশ'টির মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। উনচল্লিশটি বকরি হলে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) দীনার ও দিরহামের যাকাত সম্পর্কে হুযূর ﷺ-এর বাণী তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম যিলায়ী শরহে কানযে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বিশ দীনারের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর বিশ দীনার হলে অর্ধেক দীনার যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়ামনে পাঠানোর সময় তিনি বলেছিলেন যে, রৌপ্য দু'শত দিরহামে পৌঁছলে তা হতে পাঁচ দিরহাম যাকাত হিসেবে গ্রহণ করবে।

ثُمَّ طَلَبْنَا الْاَسْبَابَ وَالشُّرُوْطَ وَالْاَوْصَافَ وَالْعِلَلَ فَعَلِمْنَا اَنَّ مِلْكَ النِّصَابِ عِلَّةٌ وَحَوْلَانَ الْحَوْلِ شَرْطٌ وَهٰكَذَا الْقِيَاسُ اَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيَانُ شَافِيًا كَالرِّبٰوا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَاِنَّهٗ مُجْمَلٌ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهٖ اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا ثُمَّ طَلَبْنَا الْاَوْصَافَ لِاَجْلِ هٰذَا التَّحْرِيْمِ حَتّٰى يُعْلَمَ حَالُ مَابَقِيَ سِوَى الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ فَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَبَعْضُهُمْ بِالطَّعْمِ وَالثَّمَنِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بِالْاِقْتِيَاتِ وَالْاِدِّخَارِ وَفَرَّعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَفْرِيْعًا عَلٰى حَسْبِ تَعْلِيْلِهٖ وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ يَكُنِ الْبَيَانُ شَافِيًا وَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْاِجْمَالِ اِلٰى حَيِّزِ الْاِشْكَالِ وَلِهٰذَا قَالَ عُمَرُ (رضـ) خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنَّا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَبْوَابَ الرِّبٰوا هٰكَذَا قَالُوْا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ طَلَبْنَا الْاَسْبَابَ وَالشُّرُوْطَ وَالْاَوْصَافَ وَالْعِلَلَ অতঃপর আমরা এটার اَسْبَابٌ - شَرَائِطُ - اَوْصَاف ও عِلَلْ অনুসন্ধান করেছি فَعَلِمْنَا তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে, اَنَّ مِلْكَ النِّصَابِ عِلَّةٌ নিসাবের মালিক হওয়া ইল্লত وَحَوْلَانَ الْحَوْلِ شَرْطٌ আর এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত وَهٰكَذَا الْقِيَاسُ এভাবে অন্যান্যগুলোকে কিয়াস করবে اَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيَانُ شَافِيًا আর যদি জিজ্ঞাসা করার পর বক্তার পক্ষ হতে সন্তোষজনক (পূর্ণাঙ্গ) উপর পাওয়া না যায় كَالرِّبٰوا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَحَرَّمَ الرِّبٰوا যেমন আল্লাহর বাণী وَحَرَّمَ الرِّبٰوا -এর মধ্যে رِبٰوا শব্দটি فَاِنَّهٗ مُجْمَلٌ তা মুজমাল بَيَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهٖ اَلْحِنْطَةُ নবী করীম ﷺ তাঁর বাণী اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ -এর দ্বারা এটার ব্যাখ্যা পেশ করেছেন وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ গমের বিনিময়ে গম وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ যবের পরিবর্তে যব وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ খেজুরের পরিবর্তে খেজুর وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ লবণের বিনিময়ে লবণ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য مِثْلًا بِمِثْلٍ সমান সমান গ্রহণ করবে يَدًا بِيَدٍ নগদ নগদ গ্রহণ করবে وَالْفَضْلُ رِبٰوا অতিরিক্ত গ্রহণ সুদ হবে ثُمَّ طَلَبْنَا الْاَوْصَافَ অতঃপর আমরা وَصْف গুলো অনুসন্ধান করলাম لِاَجْلِ هٰذَا التَّحْرِيْمِ সুদ নিষিদ্ধ করণের سَبَبٌ -এর حَتّٰى يُعْلَمَ حَالُ مَابَقِيَ سِوَى الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ যাতে ষষ্ঠ বস্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তুর অবস্থা জানা যায় فَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ আবার তাদের কেউ কেউ ইল্লত নির্ধারণ করেছেন بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ পরিমাণ ও জিনসকে وَبَعْضُهُمْ بِالطَّعْمِ وَالثَّمَنِيَّةِ আর কেউ কেউ (অর্থাৎ শাফেয়ীগণ) খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খাদ্য হওয়াকে এবং اَثْمَانٌ (স্বর্ণ রৌপ্য) এর মধ্যে মুদ্রাগোয্য হওয়াকে وَبَعْضُهُمْ بِالْاِقْتِيَاتِ وَالْاِدِّخَارِ আর কেউ কেউ (অর্থাৎ মালেকীগণ) نَقْدِيَاتٌ (স্বর্ণ-রৌপ্য) এর মধ্যে মুদ্রাযোগ্য হওয়াকে এবং অন্যান্যগুলোর মধ্যে খোরাক ও গোলাজাত যোগ্য হওয়াকে ইল্লত হিসেবে ধার্য করেছেন وَفَرَّعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَفْرِيْعًا عَلٰى حَسْبِ تَعْلِيْلِهٖ আর তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ইল্লত অনুযায়ী মাসআলাসমূহ উদ্ভাবন করেছেন وَبِالْجُمْلَةِ মোটকথা لَمْ يَكُنِ الْبَيَانُ شَافِيًا উল্লিখিত ব্যাখ্যা পর্যন্ত (ও সন্তোষজনক) না হওয়ার কারণে وَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْاِجْمَالِ اِلٰى حَيِّزِ الْاِشْكَالِ - رِبٰوا শব্দটি اِجْمَالٌ হতে اِشْكَالٌ -এর স্তরে গিয়ে পৌছেছে وَلِهٰذَا قَالَ عُمَرُ (رضـ) কাজেই হযরত ওমর (রা.) আফসোস করে বলেছেন যে, خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا নবী করীম ﷺ ইহজগত ত্যাগ করে চলে গেছেন وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَبْوَابَ الرِّبٰوا আমাদেরকে رِبٰوا সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান ব্যতীতই هٰكَذَا قَالُوْا ওলামাগণ এরূপই বলেছেন।

সরল অনুবাদ : অতঃপর আমরা এটার اَسْبَابٌ , شَرَائِطُ , اَوْصَاف ও عِلَلْ অনুসন্ধান করেছি। তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে নিসাবের মালিক হওয়া عِلَّتْ আর এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এভাবে অন্যান্য গুলোকে কিয়াস করবে। আর যদি জিজ্ঞাসা করার পর বক্তার পক্ষ হতে সন্তোষজনক (পূর্ণাঙ্গ) উত্তর পাওয়া না যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী– وَحَرَّمَ الرِّبٰوا -এর মধ্যে رِبٰوا শব্দটি مُجْمَلٌ নবী করীম ﷺ তাঁর বাণী– اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ -এর দ্বারা এটার ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। অতঃপর আমরা رِبٰوا বা সুদ নিষিদ্ধকরণের سَبَبٌ -এর وَصْف গুলো অনুসন্ধান করলাম যাতে ষষ্ঠ বস্তু নির্ধারণ করেছেন। আবার কেউ কেউ (অর্থাৎ শাফেয়ীগণ) খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খাদ্য হওয়াকে এবং اَثْمَانٌ (স্বর্ণরৌপ্য)-এর মধ্যে মুদ্রাযোগ্য হওয়াকে ইল্লত নির্ধারণ করেছেন। আর কেউ কেউ (অর্থাৎ মালেকীগণ) نَقْدِيَاتٌ (স্বর্ণ-রৌপ্য)-এর মধ্যে মুদ্রাযোগ্য হওয়াকে এবং অন্যান্য গুলোর মধ্যে খোরাক ও গোলাজাতযোগ্য হওয়াকে ইল্লাত হিসেবে ধার্য করেছেন। আর তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ইল্লত অনুযায়ী মাসআলাসমূহ উদ্ভাবন করেছেন। মোটকথা, উল্লিখিত ব্যাখ্যা পর্যন্ত (ও সন্তোষজনক) না হওয়ার কারণে رِبٰوا শব্দটি اِجْمَالٌ হতে اِشْكَالٌ -এর স্তরে গিয়ে পৌছেছে। কাজেই হযরত ওমর (রা.) আফসোস করে বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ আমাদের رِبٰوا সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান ব্যতীতই ইহজগত ত্যাগ করে চলে গেছেন। ওলামাগণ এরূপই বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) رِبٰوا বা সুদ-এর ইল্লত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বস্তুর মধ্যে হানাফীগণ قَدْر (পরিমাপযোগ্যতা)-কে عِلَّتْ নির্ধারণ করেছেন। চাই তা كَيْل -এর দ্বারা হোক অথবা وَزْن -এর দ্বারা হোক এবং جِنْس এক জাতীয় হওয়াকেও عِلَّتْ হিসেবে ধার্য করেছেন। আর শাফেয়ীগণ مَطْعُوْمَاتٌ -এর মধ্যে طَعْم -কে এবং اَثْمَانٌ -এর মধ্যে ثَمَنِيَّتْ (মুদ্রাযোগ্য হওয়া)-কে عِلَّتْ হিসেবে ধার্য করেছেন। আর মালেকীগণ স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে মুদ্রাযোগ্য হওয়াকে এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য বস্তুতে খাদ্যও গোলাজাতযোগ্য হওয়াকে عِلَّتْ ধার্য করেছেন।

مَبْحَثُ الْمُتَشَابِهِ

মুতাশাবিহ-এর আলোচনা

وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَهُوَ اِسْمٌ لِمَا انْقَطَعَ رَجَاءُ مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ مِنْهُ وَلَا يُرْجَى بَدْوُهُ أَصْلًا فَهُوَ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْكَمِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَصَارَ كَرَجُلٍ مَفْقُودٍ عَنْ بَلَدِهِ وَانْقَطَعَ أَثَرُهُ وَانْقَضَى أَقْرَانُهُ وَجِيرَانُهُ وَحُكْمُهُ اِعْتِقَادُ الْحَقِّيَّةِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ أَيْ اِعْتِقَادُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَقٌّ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَأَمَّا بَعْدَ الْقِيٰمَةِ فَيَصِيرُ مَكْشُوفًا لِكُلِّ أَحَدٍ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى وَهٰذَا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ مَعْلُومًا وَإِلَّا تَبْطُلُ فَائِدَةُ التَّخَاطُبِ وَيَصِيرُ التَّخَاطُبُ بِالْمُهْمَلِ كَالتَّكَلُّمِ بِالزِّنْجِيِّ مَعَ الْعَرَبِيِّ وَهٰذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ الرَّاسِخِينَ أَيْضًا يَعْلَمُونَ تَاوِيلَهُ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ تَعَالَى " وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهِ " ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَهُوَ اِسْمٌ আর مُتَشَابِهٌ এমন বাক্যকে বলে لِمَا انْقَطَعَ رَجَاءُ مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ مِنْهُ যার অর্থ অবগত হওয়ার আশা একেবারে তিরোহিত হয়ে গেছে وَلَا يُرْجَى بَدْوُهُ أَصْلًا আর তার অর্থ প্রকাশ পাওয়ার আশা মোটেই নেই فَهُوَ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْكَمِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ সুতরাং مُحْكَمٌ যেমন একেবারে স্পষ্ট তেমনি مُتَشَابِهٌ টা একেবারে অস্পষ্ট فَصَارَ كَرَجُلٍ مَفْقُودٍ عَنْ بَلَدِهِ অতএব তা ঐ ব্যক্তির সাদৃশ্য যে, তার শহর হতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে وَانْقَطَعَ أَثَرُهُ আর তার চিহ্ন মাত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে وَانْقَضَى أَقْرَانُهُ وَجِيرَانُهُ আর তার সমবয়সী ও প্রতিবেশিগণও মৃত্যুবরণ করেছে وَحُكْمُهُ আর مُتَشَابِهٌ এর হুকুম হলো اِعْتِقَادُ الْحَقِّيَّةِ এটা সত্য হওয়ার আকিদা পোষণ করা قَبْلَ الْإِصَابَةِ এটার সঠিক অর্থ জানার পূর্বেই أَيْ اِعْتِقَادُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَقٌّ অর্থাৎ এ আকিদা পোষণ করতে হবে যে, مُتَشَابِهٌ-এর দ্বারা যে অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা সত্য وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ যদিও কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আমরা এটার অর্থ উপলব্ধি করতে পারব না وَأَمَّا بَعْدَ الْقِيٰمَةِ আর কিয়ামতের পর إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى لِكُلِّ أَحَدٍ فَيَصِيرُ مَكْشُوفًا খোদা চাহে প্রত্যেক ব্যক্তির সামনেই এটার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে وَهٰذَا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ এটা উম্মতের জন্য وَأَمَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ مَعْلُومًا তবে নবী করীম ﷺ এর নিকট مُتَشَابِهٌ-এর অর্থ জানা ছিল وَإِلَّا تَبْطُلُ فَائِدَةُ التَّخَاطُبِ অন্যথা সম্বোধনের উপকারিতা বাতিল হয়ে যাবে وَيَصِيرُ التَّخَاطُبُ بِالْمُهْمَلِ আর অর্থহীন বাক্যের দ্বারা আল্লাহর সম্বোধন করা আবশ্যক হবে كَالتَّكَلُّمِ بِالزِّنْجِيِّ مَعَ الْعَرَبِيِّ যেমন কোনো ব্যক্তি আরবের অধিকারীর সাথে হাবশী ভাষায় কথা বলা وَهٰذَا عِنْدَنَا আর مُتَشَابِهٌ-এর অর্থ অজানা থাকা এটা আমাদের (হানাফীদের) মাযহাব وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ আর ইমাম শাফেয়ী ও মু'তাযিলাদের মতে إِنَّ الْعُلَمَاءَ الرَّاسِخِينَ أَيْضًا يَعْلَمُونَ تَاوِيلَهُ অভিজ্ঞ আলিমগণ مُتَشَابِهٌ-এর অর্থ জানেন وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ মূল এ মতানৈক্যের ভিত্তি হলো قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহর এ বাণী– আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এটার অর্থ জানে না وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ আর অভিজ্ঞ আলিমগণ বলেন اٰمَنَّا بِهِ আমরা এটার প্রতি ঈমান আনলাম।

সরল অনুবাদ : আর مُتَشَابِهٌ এমন বাক্যকে বলে যার অর্থ অবগত হওয়ার আশা একেবারে তিরোহিত হয়ে গেছে। আর তার অর্থ প্রকাশ পাওয়ার আশা মোটেই নেই। সুতরাং مُحْكَمٌ যেমন একেবারে স্পষ্ট তেমনি مُتَشَابِهٌ টা একেবারে অস্পষ্ট। অতএব তা ঐ ব্যক্তির সাদৃশ্য যে তার শহর হতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে আর তার চিহ্নমাত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর তার সমবয়সী ও প্রতিবেশীগণও মৃত্যুবরণ করেছে। আর مُتَشَابِهٌ-এর হুকুম হলো এটার সঠিক অর্থ জানার পূর্বেই এটা حَقٌّ বা সত্য হওয়ার আকিদা পোষণ করা। অর্থাৎ এ আকিদা পোষণ করতে হবে যে, مُتَشَابِهٌ-এর দ্বারা যে অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা حَقٌّ বা সত্য, যদিও কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আমরা এটার অর্থ উপলব্ধি করতে পারব না। আর খোদা চাহে কিয়ামতের পর প্রত্যেক ব্যক্তির সামনেই এটার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এবং مُتَشَابِهٌ-এর অর্থ (নিশ্চিতভাবে) না জানা এটা উম্মতের জন্য তবে নবী করীম ﷺ-এর নিকট مُتَشَابِهٌ-এর অর্থ জানা ছিল অন্যথা সম্বোধনের উপকারিতা বাতিল হয়ে যাবে। আর অর্থহীন বাক্যের দ্বারা আল্লাহর সম্বোধন করা لَازِمٌ হবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি আরবের অধিবাসীর সাথে হাবশী ভাষায় কথা বলা। আর مُتَشَابِهٌ-এর অর্থ অজানা থাকা এটা আমাদের (হানাফীদের) মাযহাব। আর ইমাম শাফেয়ী ও মু'তাযিলাদের মতে অভিজ্ঞ আলিমগণ مُتَشَابِهٌ-এর অর্থ জানেন। মূলত এ মতানৈক্যের ভিত্তি হলো আল্লাহর এ বাণী– " وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهِ " (আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এটার অর্থ জানে না। আর অভিজ্ঞ আলিমগণ বলেন, আমরা এটার প্রতি ঈমান আনলাম)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَيْ اِعْتِقَادُ أَنَّ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُتَشَابِهٌ-এর প্রতি আকিদা পোষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে اِعْتِقَادٌ-এর দ্বারা সংক্ষিপ্ত اِعْتِقَادٌ-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা সঠিক অর্থ জানার পূর্বে অনুরূপ اِعْتِقَادٌ-ই হয়ে থাকে। আর সঠিক অর্থ জানার পর বিস্তারিত আকিদা হয়ে থাকে। এটাই প্রকৃত কথা। গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্যের দ্বারা বাহ্যত যা বোধগম্য হয় যে, সঠিক অর্থ জানার পর কোনো আকিদারই প্রয়োজন হয় না, তা সঠিক নয়। তার দ্বারা বিভ্রান্তিতে না পড়া চাই।

فَعِنْدَنَا يَجِبُ الْوَقْفُ عَلٰى قَوْلِهٖ إِلَّا اللّٰهُ وَقَوْلُهٗ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ اِتِّبَاعَ الْمُتَشَابِهَاتِ حَظَّ الزَّائِغِيْنَ فَيَكُوْنُ حَظُّ الرَّاسِخِيْنَ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ وَلِقِرَاءَةِ الْبَعْضِ الرَّاسِخُوْنَ بِدُوْنِ الْوَاوِ وَالْبَعْضِ وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) لَا يُوْقَفُ عَلٰى قَوْلِهٖ إِلَّا اللّٰهُ بَلْ قَوْلُهٗ وَالرَّاسِخُوْنَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اللّٰهُ وَيَقُوْلُوْنَ حَالٌ مِنْهُ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى إِلَّا اللّٰهُ وَالْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَعِنْدَنَا يَجِبُ الْوَقْفُ عَلٰى قَوْلِهٖ إِلَّا اللّٰهُ আমাদের (হানাফী গণের) মতে إِلَّا اللّٰهُ -এর উপর وَقْف করা ওয়াজিব وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ আর وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ এটা স্বতন্ত্র নতুন বাক্য جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ اِتِّبَاعَ الْمُتَشَابِهَاتِ কেননা, আল্লাহ তা'আলা مُتَشَابِه -এর অনুসরণকে করেছেন حَظَّ الزَّائِغِيْنَ যার অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তাদের দলভুক্ত فَيَكُوْنُ حَظُّ الرَّاسِخِيْنَ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ হবে সমর্থন দেওয়া এবং আনুগত্য প্রকাশ করা وَلِقِرَاءَةِ الْبَعْضِ কোনো কোনো কিরআতে রয়েছে الرَّاسِخُوْنَ بِدُوْنِ الْوَاوِ - الرَّاسِخُوْنَ ছাড়া وَاو -এর মধ্যে - قِرَاءَة কোনো وَالْبَعْضِ وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ রয়েছে وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُوْقَفُ عَلٰى قَوْلِهٖ إِلَّا اللّٰهُ অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে إِلَّا اللّٰهُ -এর উপর وَقْف করা হবে না بَلْ قَوْلُهٗ وَالرَّاسِخُوْنَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ اللّٰهُ বরং তাঁর মতে اَلرَّاسِخُوْنَ -এর عَطْف টা اَللّٰهُ এর উপর করা হয়েছে وَيَقُوْلُوْنَ حَالٌ مِنْهُ এবং يَقُوْلُوْنَ এটা اَلرَّاسِخُوْنَ হতে حَال হয়েছে فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى إِلَّا اللّٰهُ وَالْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ সুতরাং তাদের মতে অর্থ হবে যে, مُتَشَابِهَاتٌ -এর অর্থ আল্লাহ জানেন, আর ঐ সব আলিমও জানেন যারা গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

সরল অনুবাদ : আমাদের (হানাফী আলিমগণের) মতে إِلَّا اللّٰهُ-এর উপর وَقْف করা ওয়াজিব এবং وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ এটা স্বতন্ত্র নতুন বাক্য। এটার عَطْف হয়েছে اَللّٰهُ শব্দের উপর। إِلَّا اللّٰهُ-এর উপর وَقْف করা ওয়াজিব হওয়ার এক দলিল হলো আল্লাহ তা'আলা مُتَشَابِهَاتٌ-এর অনুসরণকারীদেরকে زَائِغِيْنَ (যার অন্তরে زَيْغ তথা কুটিলতা রয়েছে তাদের) দলভুক্ত করেছেন। সুতরাং তাদের মোকাবেলায় رَاسِخِيْنَ অনুগত্যকারী ও অনুসরণকারীদের দলভুক্ত হবে। আর দ্বিতীয় দলিল এই যে, কোনো কোনো قِرَاءَة-এর মধ্যে وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ রয়েছে। সুতরাং ঐ কেরাতগুলোর চাহিদানুসারে اَلرَّاسِخُوْنَ-এর عَطْف টা اَللّٰهُ শব্দের উপর করা হবে না। অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে إِلَّا اللّٰهُ-এর উপর وَقْف করা হবে না; বরং তাঁর মতে وَالرَّاسِخُوْنَ-এর عَطْف টা اَللّٰهُ-এর উপর করা হয়েছে এবং يَقُوْلُوْنَ এটা اَلرَّاسِخُوْنَ হতে حَال হয়েছে। সুতরাং তাঁদের মতে অর্থ হবে যে - إِلَّا اللّٰهُ وَالْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অর্থাৎ مُتَشَابِهَاتٌ-এর অর্থ আল্লাহ জানেন। আর ঐ সব আলিমও জানেন যারা গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يَجِبُ الْوَقْفُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُتَشَابِه-এর ব্যাপারে আলিমগণের মাঝে যে মতানৈক্য দেখা যায় তা শাব্দিক হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমাদের হানাফীগণের মতে إِلَّا اللّٰهُ বা একমাত্র আল্লাহর উপর وَقْف বা ভরসা করা ওয়াজিব। তবে উক্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উঠতে পারে এভাবে যে, তাহলে তো রাসূলে কারীম ﷺ মুতাশাবিহাত مُتَشَابِهَاتٌ-এর অর্থ না জানা لَازِم হবে। অথচ সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, রাসূলে কারীম ﷺ مُتَشَابِهَاتٌ-এর অর্থ জানতেন ? তার উত্তরে বলা হবে যে, আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করতে হবে– وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهٗ بِدُوْنِ الْوَحْىِ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই ওহি ব্যতীত তার অর্থ জানে না। সুতরাং নবী করীম ﷺ ওহির মাধ্যমে তা জানতেন। অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়।

বিঃ দ্রঃ প্রকাশ থাকে যে, উক্তস্থানে عِلْمِ كَسْبِىْ-এর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে, সুতরাং কোনো ওলী যদি عِلْمِ كَشْفِىْ যা ইচ্ছাধীন নয় তার মাধ্যমে কোনো مُتَشَابِه-এর অর্থ জেনে ফেলে তাহলে তাকে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য বলা যাবে না।

قَوْلُهٗ جَعَلَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে কুটিল অন্তরের অধিকারী কারা? এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যাদের অন্তরে কুটিলতা ও বক্রতা রয়েছে তারা কুরআনের مُتَشَابِه আয়াতসমূহের অনুসরণ করেন। ফিতনা-বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য এবং এটার تَاوِيْل (অপব্যাখ্যা) উদঘাটন করার জন্য। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এটার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না। উল্লেখ্য যে, زَيْغ বলে, সত্য হতে বিমুখ হয়ে মিথ্যার দিকে ধাবিত হওয়া।

قَوْلُهٗ فَيَكُوْنُ حَظُّ الرَّاسِخِيْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য একটি অভিযোগকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, مُتَشَابِهَاتٌ-এর অনুসরণকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন زَائِغِيْنَ-এর কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং رَاسِخُوْنَ-এর কাজ হবে অনুসরণ করা ও মেনে নেওয়া। তালবীহ গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এতে শিথিলতা রয়েছে। আরবি সম্পর্কে যারা গভীর পারদর্শী তাদের অজানা নয়। কেননা যদি এটাই উদ্দেশ্য হতো তাহলে এরূপ বলাই সর্বাপেক্ষা উত্তম হতো أَمَّا الرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ الخ তাহলে আল্লাহর বাণী– فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ الخ-এর সাথে যথোপযুক্ত হতো। তার উত্তরে আমি (ব্যাখ্যাকার) বলব যে, আরবি ভাষায় সুগভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারীদের অজানা নেই যে, قَرِيْنَه পাওয়া গেলে أَمَّا-কে حَذْف করা জায়েজ আছে। সুতরাং এ স্থলেও قَرِيْنَه-এর উপর নির্ভর করে তাকে حَذْف করা হয়েছে। অতএব কোনো অসুবিধা হয়নি।

وَلٰكِنْ هٰذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ لِاَنَّ مَنْ قَالَ يَعْلَمُ الرَّاسِخُوْنَ تَاوِيْلَهُ يُرِيْدُوْنَ يَعْلَمُوْنَ تَاوِيْلَهُ الظَّنِّيْ وَمَنْ قَالَ لَايَعْلَمُوْنَ الرَّاسِخُوْنَ تَاوِيْلَهُ يُرِيْدُوْنَ لَايَعْلَمُوْنَ التَّاوِيْلَ الْحَقَّ الَّذِىْ يَجِبُ اَنْ يُّعْتَقِدَ عَلَيْهِ فَاِنْ قُلْتَ فَمَا فَائِدَةُ اِنْزَالِ الْمُتَشَابِهَاتِ عَلٰى مَذْهَبِكُمْ قُلْتُ الْاِبْتِلَاءُ بِالْوَقْفِ وَالتَّسْلِيْمِ لِاَنَّ النَّاسَ عَلٰى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يُبْتَلُوْنَ بِالْجَهْلِ فَابْتِلَاؤُهُمْ اَنْ يَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَيَشْتَغِلُوْا بِالتَّحْصِيْلِ وَضَرْبٌ هُمْ عُلَمَاءُ فَابْتِلَاؤُهُمْ اَنْ لَايَتَفَكَّرُوْا فِىْ مُتَشَابِهَاتِ الْقُرْاٰنِ وَمُسْتَوْدَعَاتِ اَسْرَارِهِ فَاِنَّهَا سِرٌّ بَيْنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ لَايَعْلَمُهَا اَحَدٌ غَيْرُهُ لِاَنَّ اِبْتِلَاءَ كُلِّ وَاحِدٍ اِنَّمَا يَكُوْنُ عَلٰى خِلَافِ مُتَمَنَّاهُ وَعَكْسِ هَوَاهُ فَهَوَى الْجَاهِلِ تَرْكُ التَّحْصِيْلِ وَالْخَوْضِ فَيُبْتَلٰى بِهٖ وَهَوَى الْعَالِمِ اِطِّلَاعُ كُلِّ شَيْءٍ فَيُبْتَلٰى بِتَرْكِهٖ ثُمَّ الْمُتَشَابِهُ عَلٰى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ لَايُعْلَمُ مَعْنَاهُ اَصْلًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلٰكِنْ هٰذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ তবে আমাদের এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার এ মতানৈক্য নিছক শাব্দিক لِاَنَّ مَنْ قَالَ يَعْلَمُ الرَّاسِخُوْنَ تَاوِيْلَهُ কারণ যে সব আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারীগণ مُتَشَابِهَاتْ-এর অর্থ জানেন يُرِيْدُوْنَ يَعْلَمُوْنَ تَاوِيْلَهُ الظَّنِّيْ তারা এ মনে করে তা বলেন যে, অভিজ্ঞ আলিমগণ مُتَشَابِهَاتْ-এর যে অর্থ জানেন তা ظَنِّيْ (ধারণা মূলক) وَمَنْ قَالَ لَايَعْلَمُوْنَ الرَّاسِخُوْنَ تَاوِيْلَهُ আর যারা বলেন যে رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ হলো مُتَشَابِهَاتْ-এর অর্থ জানেন না يُرِيْدُوْنَ لَايَعْلَمُوْنَ التَّاوِيْلَ الْحَقَّ তারা এ হিসেবে বলেন যে, رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ টা مُتَشَابِهَاتْ-এর ঐ নিশ্চিত জ্ঞান রাখেন না الَّذِىْ يَجِبُ اَنْ يُّعْتَقِدَ عَلَيْهِ যার উপর ভিত্তি করে আকিদা স্থাপন করা যায় فَاِنْ قُلْتَ فَمَا فَائِدَةُ اِنْزَالِ الْمُتَشَابِهَاتِ عَلٰى مَذْهَبِكُمْ তা হলে তোমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী مُتَشَابِهَاتْ নাজেল হওয়ার উপকারিতা কি? قُلْتُ الْاِبْتِلَاءُ بِالْوَقْفِ وَالتَّسْلِيْمِ তা'হলে আমি তার উত্তরে বলব যে, مُتَشَابِهَاتْ অবতীর্ণ করার فَائِدَه হলো تَوَقُّفْ (অপেক্ষমান থাকা) ও تَسْلِيْم (আনুগত্য) এর দ্বারা মানুষদেরকে পরীক্ষা করা لِاَنَّ النَّاسَ عَلٰى ضَرْبَيْنِ কেননা, মানুষ দু'প্রকার ضَرْبٌ يُبْتَلُوْنَ بِالْجَهْلِ এক প্রকার লোক অজ্ঞতার মধ্যে নিপতিত রয়েছে فَابْتِلَاؤُهُمْ اَنْ يَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ সুতরাং তাদের পরীক্ষা হলো তারা বিদ্যা অর্জন করবে وَيَشْتَغِلُوْا بِالتَّحْصِيْلِ এবং এটা হাসিলে জন্য ব্যাপৃত থাকবে وَضَرْبٌ هُمْ عُلَمَاءُ আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো বিদ্বান فَابْتِلَاؤُهُمْ اَنْ لَا يَتَفَكَّرُوْا فِىْ مُتَشَابِهَاتِ الْقُرْاٰنِ وَمُسْتَوْدَعَاتِ اَسْرَارِهِ তাদের পরীক্ষা এভাবেই হয়ে থাকে যে, তারা যেন কুরআনের مُتَشَابِهَاتْ এবং কুরআনে যে গোপন রহস্য আমানত রাখা হয়েছে তা সম্পর্কে কোনো চিন্তা-গবেষণা না করে فَاِنَّهَا سِرٌّ بَيْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ কেননা, এটা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যকার গোপন রহস্য لَايَعْلَمُهَا اَحَدٌ غَيْرُهُ তাঁর রাসূল ব্যতীত তৃতীয় কেউ তা জানে না لِاَنَّ اِبْتِلَاءَ كُلِّ وَاحِدٍ اِنَّمَا يَكُوْنُ عَلٰى خِلَافِ مُتَمَنَّاهُ وَعَكْسِ هَوَاهُ এভাবে হওয়ার কারণ হলো প্রত্যেক ব্যক্তির পরীক্ষা তার ইচ্ছা ও কামনার বিপরীত হয়ে থাকে فَهَوَى الْجَاهِلِ সুতরাং মূর্খদের কামনা হলো– تَرْكُ التَّحْصِيْلِ وَالْخَوْضِ বিদ্যার্জন ও এর ব্যাপারে চিন্তা গবেষণাকে পরিত্যাগ করা চাই فَيُبْتَلٰى بِهٖ তাই তাকে বিদ্যাজনের পরীক্ষায় ফেলা হয়ে থাকে وَهَوَى الْعَالِمِ اِطِّلَاعُ كُلِّ شَيْءٍ আর জ্ঞানীরা সব কিছুই জানতে চায়, فَيُبْتَلٰى بِتَرْكِهٖ চাই তাকে সব কিছু জানার স্পৃহা ও আকাঙ্খা পরিত্যাগ করার পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয় ثُمَّ الْمُتَشَابِهُ عَلٰى نَوْعَيْنِ আবার مُتَشَابِهْ দু'প্রকার نَوْعٌ لَايُعْلَمُ مَعْنَاهُ اَصْلًا ১. এক প্রকার যার অর্থ মোটেই জানা নেই।

সরল অনুবাদ : তবে আমাদের এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যকার এ মতানৈক্য নিছক শাব্দিক। কারণ যে সব আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ (সুগভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারীগণ) مُتَشَابِهَاتْ-এর অর্থ জানেন তারা এ মনে করে তা বলেন যে, رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ (অভিজ্ঞ আলিমগণ) مُتَشَابِهَاتْ-এর যে অর্থ জানেন, তা ظَنِّيْ (ধারণা মূলক)। আর যারা বলেন যে, رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ হলো مُتَشَابِهَاتْ-এর অর্থ জানেন না, তারা এ হিসেবে বলেন যে, رَاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ টা مُتَشَابِهَاتْ-এর ঐ নিশ্চিত জ্ঞান রাখেন না, যার উপর ভিত্তি করে আকিদা স্থাপন করা যায়। এখানে যদি তোমরা প্রশ্ন করো যে, তাহলে তোমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী مُتَشَابِهَاتْ নাজেল হওয়ার উপকারিতা কি? তাহলে আমি তার উত্তরে বলব যে, مُتَشَابِهَاتْ অবতীর্ণ করার فَائِدَه হলো تَوَقُّفْ (অপেক্ষমান থাকা) ও تَسْلِيْم (আনুগত্য)-এর দ্বারা মানুষদেরকে পরীক্ষা করা। কেননা মানুষ দু' প্রকার– এক প্রকার লোক অজ্ঞতার মধ্যে নিপতিত রয়েছে। সুতরাং তাদের পরীক্ষা হলো তারা বিদ্যা অর্জন করবে এবং এটা হাসিলের জন্য ব্যাপৃত থাকবে। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো বিদ্বান। তাদের পরীক্ষা এভাবেই হয়ে থাকে যে, তারা যেন কুরআনে مُتَشَابِهَاتْ এবং কুরআনের যে গোপন রহস্য আমানত রাখা হয়েছে তা সম্পর্কে কোনো চিন্তা-গবেষণা না করে। কেননা এটা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মধ্যকার গোপন রহস্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত তৃতীয় কেউ তা জানে না। এতদুভয় প্রকারের পরীক্ষা এভাবে হওয়ার কারণ হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির পরীক্ষা তার ইচ্ছা ও কামনার বিপরীত হয়ে থাকে। সুতরাং মূর্খদের কামনা হলো, বিদ্যার্জন ও এর ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণাকে পরিত্যাগ করা চাই। তাই তাকে বিদ্যার্জনের পরীক্ষায় ফেলা হয়ে থাকে। আর জ্ঞানীরা সব কিছুই জানতে চায়। তাই তাকে সব কিছু জানার স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করার পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়। আবার مُتَشَابِهْ দু'প্রকার (১) যার অর্থ মোটেই জানা নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَعْطُوْفٌ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও উবাই (রা.)-এর قِرَأة সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ফিক্হে শাফেয়ীর অনুসারীগণ বলেন, اَلرَّاسِخُوْنَ শব্দটি اَللّٰهُ শব্দের উপর عَطْف হয়েছে। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর قِرَأة তাকে সঠিক বলে মেনে নেয় না। কেননা তাঁর قِرَأة হলো– "اِنَّ تَاوِيْلَهُ اِلَّا عِنْدَ اللّٰهِ" (কেবল আল্লাহই এটার অর্থ জানেন)। কারণ اَللّٰهُ শব্দটি যের বিশিষ্ট আর اَلرَّاسِخُوْنَ শব্দটি رَفَع বিশিষ্ট। সুতরাং কিভাবে তার উপর عَطْف করা হবে। আর উবাই (রা.)-এর قِرَأة-এর মধ্যে وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ الخ রয়েছে। এ قِرَأة অনুযায়ী اَلرَّاسِخُوْنَ শব্দটি يَقُوْلُ-এর فَاعِلْ বা কর্তা।

كَالْمُقَطَّعَاتِ فِيْ أَوَائِلِ السُّوَرِ مِثْلُ الٓمٓ حٰمٓ فَإِنَّهَا تُقْطَعُ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْهَا عَنِ الْأُخْرٰى فِي التَّكَلُّمِ وَلَايُعْلَمُ مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْضَعْ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ لِمَعْنًى مَا إِلَّا لِغَرْضِ التَّرْكِيْبِ وَنَوْعٌ يُعْلَمُ مَعْنَاهُ لُغَةً لٰكِنْ لَايُعْلَمُ مُرَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُخَالِفُ الْمُحْكَمَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالٰى يَدُ اللّٰهِ وَ وَجْهُ اللّٰهِ وَالرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَأَمْثَالُهُ وَتُسَمّٰى هٰذِهٖ اٰيَاتُ الصِّفَاتِ وَقَدْ طَوَّلْنَا الْكَلَامَ فِيْ تَحْقِيْقِهَا وَتَاوِيْلَاتِهَا فِي التَّفْسِيْرِ الْأَحْمَدِيْ فَلْيُطَالِعْ ثَمَّهٗ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> كَالْمُقَطَّعَاتِ فِيْ أَوَائِلِ السُّوَرِ যেমন ঐ সব حُرُوْف مُقَطَّعَات যে গুলো সূরার প্রারম্ভে হয়ে থাকে مِثْلُ الٓمٓ حٰمٓ যথা– الٓمٓ ও حٰمٓ ইত্যাদি فَإِنَّهَا تُقْطَعُ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْهَا عَنِ الْأُخْرٰى فِي التَّكَلُّمِ লক্ষণীয় যে, مُقَطَّعَاتْ -এর প্রতি অক্ষর অন্য অক্ষর হতে পৃথক করে বলা থাকে وَلَايُعْلَمُ مَعْنَاهُ আর এর কোনো অর্থ বুঝে আসে না لِأَنَّهُ لَمْ يُوْضَعْ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ لِمَعْنًى مَا إِلَّا لِغَرْضِ التَّرْكِيْبِ কেননা আরবি ভাষার মধ্যে বর্ণগুলো কেবল শব্দ গঠন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়নি وَنَوْعٌ يُعْلَمُ مَعْنَاهُ لُغَةً (২) দ্বিতীয় প্রকার যার আভিধানিক অর্থ জানা আছে لٰكِنْ لَايُعْلَمُ مُرَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য জানা নেই لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُخَالِفُ الْمُحْكَمَ কেননা, এটার প্রকাশ্য (বাহ্যিক অর্থ مُحْكَمْ -এর বিপরীত হয়ে থাকে مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالٰى يَدُ اللّٰهِ যেমন আল্লাহর এ বাণীগুলো আল্লাহর হাত, وَجْهُ اللّٰهِ আল্লাহর চেহারা الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى আল্লাহ আরশে সমভাবে বিদ্যমান وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ সে দিন কতেক চেহারা হবে উজ্জল তার প্রভুর দিকে দৃষ্টিমান وَأَمْثَالُهُ এবং এরূপ আরো অন্যান্য বাণীগুলো وَتُسَمّٰى هٰذِهٖ اٰيَاتُ الصِّفَاتِ এ গুলোকে صِفَاتْ -এর আয়াত বলে وَقَدْ طَوَّلْنَا الْكَلَامَ فِيْ تَحْقِيْقِهَا وَتَاوِيْلَاتِهَا فِي التَّفْسِيْرِ الْأَحْمَدِيْ আমি এ আয়াত গুলোর গবেষণা ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমার রচিত তাফসীরে আহমদীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি فَلْيُطَالِعْ ثَمَّهٗ যার ইচ্ছা সে তথা হতে দেখে নিতে পারে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> **যেমন ঐ সব حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ যেগুলো সূরার প্রারম্ভে হয়ে থাকে।** যথা–الٓمٓ ও حٰمٓ ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, مُقَطَّعَاتْ-এর প্রতিটি অক্ষর অন্য অক্ষর হতে পৃথক করে বলা হয়ে থাকে। আর এর কোনো অর্থ বুঝে আসে না। কেননা আরাবি ভাষার মধ্যে এ বর্ণগুলো কেবল শব্দ গঠন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা হয়নি। (২) দ্বিতীয় প্রকার যার আভিধানিক অর্থ জানা আছে; কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য জানা নেই। কেননা এটার প্রকাশ্য (বাহ্যিক) অর্থ مُحْكَمْ-এর বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর এ বাণী গুলো– وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى - وَجْهُ اللّٰهِ - يَدُ اللّٰهِ এবং এরূপ আরো অন্যান্য বাণীগুলো। এগুলোকে صفات-এর আয়াত বলে। আমি এ আয়াতগুলোর গবেষণা ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমার রচিত তাফসীরে আহমাদীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। যার ইচ্ছা সে তথা হতে দেখে নিতে পারো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمُقَطَّعَاتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ গুলো مُتَشَابِهَاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যে সব مُتَشَابِهْ-এর অর্থ মোটেই জানা নেই সেগুলোর উদাহরণ হলো সূরার প্রারম্ভে অবস্থিত حُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتِ আর এ উদাহরণ তাঁদের মতে প্রযোজ্য যারা حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ-কে مُتَشَابِهَاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত বলেন। আর যারা বলেন এগুলো مُتَشَابِهَاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা গোপন রহস্যপূর্ণ বাক্য, তাহলে এটার تَاوِيْل জানা যাবে। যেমন বলা হয়েছে যে, اَلِفْ-এর দ্বারা اَنَا কে لَامْ এর দ্বারা اَللّٰهُ-কে এবং مِيْم এর দ্বারা اَعْلَمُ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি আল্লাহ ভালো জানি। আর যেমন–বলা হয়েছে যে, حٰمٓ-এর দ্বারা اَلرَّحْمٰنُ-কে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُتَشَابِهَاتْ ও مُحْكَمَاتْ-এর সামঞ্জস্য বিধান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, উভয়ের মধ্যে অবশ্যই সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা مُتَشَابِهْ-এর অর্থ বাহ্যত مُحْكَمْ-এর বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী - اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى -কেননা اِسْتِوَاء তো جُلُوْس-এর অর্থে হয়ে থাকে। আবার কখনো এটা اِسْتِيْلَاء-এর অর্থে হয়ে থাকে। আর مُحْكَمْ আয়াতের দৃষ্টিকোণ হতে প্রথমোক্ত অর্থ সহীহ হতে পারে না। আর সেই مُحْكَمْ আয়াতটি হলো لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ সুতরাং مُتَشَابِهْ-কে مُحْكَمْ-এর অর্থের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে। তদ্রূপ আল্লাহর বাণী- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (সেই দিবস কতিপয় উজ্জ্বল মুখ তাদের প্রভুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকবে।) আয়াতটি ঈমানদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে مُحْكَمْ তবে এটা كَيْفِيَّتْ (অবস্থার বর্ণনা)-এর ব্যাপারে مُتَشَابِهْ কেননা এটার দ্বারা আল্লাহর জন্য চেহারা ও স্থান সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তাই আমরা এটাকে مُحْكَمْ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেছি। আর তা হলো আল্লাহর বাণী- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ (আল্লাহর সাদৃশ কিছুই নেই)। সুতরাং আমরা বলি যে, আমরা দর্শনের অবস্থা জ্ঞাত নই, তবে মূল দর্শনকে আমরা স্বীকার করি ও বিশ্বাস করি। ব্যাখ্যাকার মোল্লা জীয়ন (র.) তাফসীরে আহমদীতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বিঃ দ্রঃ মুতাআখ্‌খিরীন আলিমগণ কোনো কোনো مُلَاحِدَه কর্তৃক সিফাতের আয়াতগুলোকে এদের প্রকাশ্য অর্থে প্রয়োগ করে আল্লাহর জন্য স্থান ও দিক সাব্যস্ত করে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন। তখন এগুলোর তা'বিলকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং তারা يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ এর অর্থ করেন- قُدْرَةُ اللّٰهِ فَوْقَ قُدْرَتِهِمْ (অর্থাৎ আল্লাহর কুদরত তাদের কুদরতের উপর)। اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ তথা ذَاتُ اللّٰهِ (যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ তার সত্তা আছে)। اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى এখানে اِسْتَوٰى অর্থাৎ اِسْتَوْلٰى (আল্লাহ আরশের উপর ক্ষমতাবান হয়েছেন)।

اَلْمُنَاقَشَةُ - অনুশীলনী

١. مَاهُوَ الْمُشْتَرَكُ وَمَاحُكْمُهُ ؟ هَلْ لِلْمُشْتَرَكِ عُمُوْمٌ عِنْدَكُمْ . مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ ؟ فَصِّلُوْا كُلَّ التَّفْصِيْلِ .

٢. مَاهُوَ الظَّاهِرُ وَمَاحُكْمُهُ ؟ شَرِّحُوْا كُلَّ التَّشْرِيْحِ .

٣. مَاهُوَ النَّصُّ وَمَا حُكْمُهُ ؟ بَيِّنُوْا بِالتَّشْرِيْحِ وَالتَّمْثِيْلِ .

٤. مَاهُوَ الْمُفَسَّرُ وَمَا حُكْمُهُ ؟ هَاتُوْا بِالتَّوْضِيْحِ وَالتَّمْثِيْلِ .

٥. مَا هُوَ الْمُحْكَمُ وَمَاحُكْمُهُ ؟ اُذْكُرُوْا بِالتَّمْثِيْلِ وَالتَّشْرِيْحِ .

٦. مَتٰى يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ وَالْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ ؟ اَوْضِحُوْا بِالتَّمْثِيْلِ .

٧. عَرِّفُوا الْمُشْكِلَ . ثُمَّ اُذْكُرُوْا مِثَالَهُ بِالْوَضَاحَةِ .

٨. مَاهُوَ الْمُجْمَلُ وَمَاحُكْمُهُ ؟ بَيِّنْ بِالْمِثَالِ .

٩. مَاهُوَ الْمُتَشَابِهُ وَمَا حُكْمُهُ ؟ هَلْ يَعْلَمُ الْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُوْنَ اَيْضًا تَاوِيْلَهُ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَحْنَافِ وَالشَّوَافِعِ وَالْمُعْتَزِلَةِ؟ بَيِّنُوْا مَعَ بَيَانِ اَقْسَامِهِ وَفَائِدَةِ اِنْزَالِهِ بِالْاَمْثِلَةِ .

مَبْحَثُ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ

হাকীকত ও মাজায সম্পর্কিত আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) عَنْ اَقْسَامِ التَّقْسِيْمِ الثَّانِىْ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَقْسَامِ التَّقْسِيْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ اَمَّا الْحَقِيْقَةُ فَاسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ اُرِيْدَ بِهٖ مَا وُضِعَ لَهٗ فَاللَّفْظُ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ يَتَنَاوَلُ الْمُهْمَلَ وَالْمَجَازَ وَغَيْرَهُمَا وَقَوْلُهٗ اُرِيْدَ بِهٖ مَا وُضِعَ لَهٗ فَصْلٌ يُخْرِجُهُمَا وَالْمُرَادُ بِالْوَضْعِ تَعْيِيْنُهٗ لِلْمَعْنٰى بِحَيْثُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَرِيْنَةٍ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ التَّعْيِيْنُ مِنْ جِهَةِ وَاضِعِ اللُّغَةِ فَوَضْعٌ لُغَوِىٌّ وَاِنْ كَانَ مِنَ الشَّارِعِ فَوَضْعٌ شَرْعِىٌّ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مَخْصُوْصٍ فَوَضْعٌ عُرْفِىٌّ خَاصٌّ وَاِلَّا فَوَضْعٌ عُرْفِىٌّ عَامٌّ وَالْمُعْتَبَرُ فِى الْحَقِيْقَةِ هُوَ الْوَضْعُ بِشَىْءٍ مِنَ الْاَوْضَاعِ الْمَذْكُوْرَةِ وَفِى الْمَجَازِ عَدَمُهٗ فَهُمَا فِى الْحَقِيْقَةِ مِنْ عَوَارِضِ الْاَلْفَاظِ وَقَدْ يُوْصَفُ بِهِمَا الْمَعَانِىْ وَالْاِسْتِعْمَالُ اِمَّا مَجَازًا اَوْ عَلٰى اَنَّهٗ مِنْ خَطَأِ الْعَوَامِّ وَحُكْمُهَا وُجُوْدُ مَاوُضِعَ لَهٗ خَاصًّا كَانَ اَوْعَامًّا فَاِنَّ الْحَقِيْقَةَ تَجْتَمِعُ مَعَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ جَمِيْعًا فَاِنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنٰى خَاصٌّ بِاِعْتِبَارِ الْفِعْلِ وَهُوَ الرُّكُوْعُ وَالزِّنَا وَعَامٌّ بِاِعْتِبَارِ الْفَاعِلِ وَهُمُ الْمُكَلَّفُوْنَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رح) গ্রন্থকার (র.) সমাপ্ত করে عَنْ اَقْسَامِ التَّقْسِيْمِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় শ্রেণী বিভাগের প্রকারসমূহের বর্ণনা شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَقْسَامِ التَّقْسِيْمِ الثَّالِثِ তৃতীয় শ্রেণী বিভাগের প্রকারসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন فَقَالَ সুতরাং বলেন اَمَّا الْحَقِيْقَةُ فَاسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ হাকীকত প্রত্যেক এমন শব্দকে বলা হয় اُرِيْدَ بِهٖ مَاوُضِعَ لَهٗ যা দ্বারা সে অর্থই উদ্দেশ্য করা হয় যে অর্থের জন্য তা গঠন করা হয়েছে فَاللَّفْظُ الْمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ সংজ্ঞায় ব্যবহৃত لَفْظ শব্দটি جِنْس-এর পর্যায়ভুক্ত يَتَنَاوَلُ الْمُهْمَلَ وَالْمَجَازَ وَغَيْرَهُمَا যা مُهْمَلْ এবং مَجَازْ ও অন্যান্যকে অন্তর্ভুক্ত করে وَقَوْلُهٗ আর গ্রন্থকার (র.) এর উক্তি اُرِيْدَ بِهٖ مَا وُضِعَ لَهٗ এটা فَصْل এরূপ ব্যবহৃত হয়েছে اُرِيْدَ بِهٖ مَا وُضِعَ لَهٗ فَصْلٌ يُخْرِجُهُمَا যা مُهْمَلْ ও مَجَازْ-কে বের করে দেয় وَالْمُرَادُ بِالْوَضْعِ تَعْيِيْنُهٗ لِلْمَعْنٰى আর وَضْع দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, শব্দকে অর্থের জন্য এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হবে بِحَيْثُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَرِيْنَةٍ যেন শব্দটি কোনো আলামত ছাড়াই এ অর্থ প্রদান করে فَاِنْ كَانَ ذَالِكَ التَّعْيِيْنُ مِنْ جِهَةِ وَاضِعِ اللُّغَةِ সুতরাং এ নির্দিষ্টকরণ যদি ভাষা প্রণয়নকারীর পক্ষ হতে হয় فَوَضْعٌ لُغَوِىٌّ তা'হলে আভিধানিক প্রণয়ন বলা হবে وَاِنْ كَانَ مِنَ الشَّارِعِ আর যদি তা শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে হয় فَوَضْعٌ شَرْعِىٌّ তা'হলে এটাকে শরয়ী গঠন বলা হয় وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مَخْصُوْصٍ আর যদি উহা কোনো নিদিষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হয় فَوَضْعٌ عُرْفِىٌّ خَاصٌّ তবে উহা প্রচলিত নির্দিষ্ট গঠন হবে وَاِلَّا আর যদি উহা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে না হয় فَوَضْعٌ عُرْفِىٌّ عَامٌّ তবে উহা প্রচলিত অনির্দিষ্ট গঠন হবে وَالْمُعْتَبَرُ فِى الْحَقِيْقَةِ মোটকথা হাকীকতের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে هُوَ الْوَضْعُ بِشَىْءٍ مِنَ الْاَوْضَاعِ الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত وَضْع সমূহের মধ্য হতে কোনো একটি وَضْع-এর وَفِى الْمَجَازِ عَدَمُهٗ এবং مَجَازْ-এর ক্ষেত্রে عَدَم وَضْع-এর বিবেচনা করা হয়েছে فَهُمَا فِى الْحَقِيْقَةِ مِنْ عَوَارِضِ الْاَلْفَاظِ সুতরাং এগুলো (হাকীকত ও মাজায) মূল শব্দের عَوَارِض ভুক্ত وَقَدْ يُوْصَفُ بِهِمَا الْمَعَانِىْ وَالْاِسْتِعْمَالُ আর কোনো কোনো সময় অর্থ ও ব্যবহার حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ-এর দ্বারা বিশেষিত হয়ে থাকে اِمَّا مَجَازًا اَوْعَلٰى اَنَّهٗ مِنْ خَطَاِ الْعَوَامِّ এটা হয়তো مَجَازْ হিসেবে হয়ে থাকে অথবা এ বিবেচনায় হয় যে, তা সাধারণ গণমানুষের ভ্রান্তি বিশেষ وَحُكْمُهَا আর حَقِيْقَتْ-এর হুকুম এই যে, وُجُوْدُ مَا وُضِعَ لَهٗ এটা যে অর্থের জন্য প্রণীত হয়েছে তা অস্তিত্বশীল হতে হবে خَاصًّا كَانَ اَوْ عَامًّا চাই তা خَاص হোক

অথবা عَامْ হোক فَإِنَّ الْحَقِيْقَةَ تَجْتَمِعُ مَعَ الْخَاصِّ وَالْعَامِ جَمِيْعًا কেননা, حَقِيْقَتْ টা خَاصْ ও عَامْ সবগুলোর সাথেই একত্রি হয় وَقَوْلُهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا হে ঈমানদারগণ রুকু কর خَاصٌّ بِاعْتِبَارِ الْفِعْلِ وَهُوَ الرُّكُوْعُ এবং আল্লাহর বাণী "তোমার ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না تَعَالٰى لَاتَقْرَبُوا الزِّنٰى এটা ক্রিয়া অর্থাৎ رُكُوْع ও زِنَا -এর বিবেচনায় খাস وَعَامٌّ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ وَهُمُ الْمُكَلَّفُوْنَ এবং কর্তা অর্থাৎ وَالزِّنَا مُكَلَّفِيْنَ -এর বিবেচনায় عَامْ ।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগের প্রকারসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে তৃতীয় শ্রেণীবিভাগের প্রকারসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, حَقِيْقَة **প্রত্যেক এমন শব্দকে বলা হয় যা দ্বারা সে অর্থই উদ্দেশ্য করা হয় যে অর্থের জন্য তা গঠন করা হয়েছে।** সংজ্ঞায় ব্যবহৃত لَفْظ শব্দটি جِنْس-এর পর্যায়ভুক্ত, যা مَجَاز , مُهْمَلْ ও অন্যান্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি أُرِيْدَ بِهَا مَاوُضِعَ لَهُ এটা فَصْل স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে, যা مَجَازْ ও مُهْمَلْ কে বের করে দেয়। আর وَضْع দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, শব্দকে অর্থের জন্য এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হবে যেন শব্দটি কোনো 'আলামাত' ছাড়াই এ অর্থ প্রদান করে। সুতরাং এ নির্দিষ্টকরণ যদি ভাষা প্রণয়নকারীর পক্ষ হতে হয়, তাহলে وَضْع لُغَوِىْ বা আভিধানিক প্রণয়ন বলা হবে। আর যদি তা শরিয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ হতে হয়, তাহলে এটাকে এটাকে وَضْع شَرْعِىْ বলা হবে। আর যদি তা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে হয়, তাহলে এটাকে وَضْع عُرْفِىْ خَاصْ বলা হবে। অন্যথা তা وَضْع عُرْفِىْ عَامْ নামে অভিহিত হবে। মোটকথা, হাকীকতের ক্ষেত্রে উল্লিখিত وَضْع সমূহের মধ্যে হতে কোনো একটি وَضْع-এর বিবেচনা করা হয়েছে এবং مَجَازْ-এর ক্ষেত্রে عَدَم وَضْع-এর বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং এগুলো (হাকীকত ও মাজায) মূলত শব্দের عَوَارِضْ ভুক্ত। আর কোনো কোনো সময় অর্থ ও ব্যবহার حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ -এর দ্বারা বিশেষিত হয়ে থাকে। (অর্থাৎ অর্থ এবং ব্যবহারকেও حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ নামে অভিহিত করা হয়।) এটা হয়তো مَجَازْ হিসেবে হয়ে থাকে অথবা এ বিবেচনায় হয় যে, তা সাধারণগণ মানুষের ভ্রান্তি বিশেষ। **আর حَقِيْقَتْ-এর হুকুম এই যে, এটা যে অর্থের জন্য প্রণীত হয়েছে, তা অস্তিত্বশীল হতে হবে। চাই তা خَاصْ হোক অথবা عَامْ হোক।** কেননা حَقِيْقَتْ টা خَاصْ ও عَامْ সবগুলোর সাথেই একত্রিত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– (ক) يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا ও (খ) وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنٰى এটা ক্রিয়া অর্থাৎ رُكُوْع ও زِنَا -এর বিবেচনায় خَاصْ এবং কর্তা অর্থাৎ مُكَلَّفِيْنَ-এর বিবেচনায় عَامْ ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْ خَطَأِ الْعَوَامِ الخ - এর আলোচনা : مَعَانِىْ ও اِسْتِعْمَالْ-এর জন্য حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ-এর প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ দ্বারা مَعَانِىْ ও اِسْتِعْمَالْ টা مَوْصُوْف হয়তো مَجَازْ হিসেবে হবে নতুবা সাধারণ লোকদের ভুলের কারণে হবে। কেননা তা শব্দের সিফাত হওয়া অর্থাৎ শব্দকে حَقِيْقِىْ বা مَجَازِىْ বলাই অধিক শ্রেয়। উল্লেখ্য যে, এটাকে সাধারণের ভুল বলে আখ্যায়িত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা বিজ্ঞ লোকদের ভুল।

قَوْلُهُ وُجُوْدُ مَاوُضِعَ خَاصًّا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حَقِيْقَتْ-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حَقِيْقَتْ-এর হুকুম হলো مَوْضُوْعٌ لَهُ অর্থাৎ যে অর্থের জন্য শব্দকে প্রণয়ন করা হয়েছে সে অর্থটির অস্তিত্ব পাওয়া যাওয়া। অর্থাৎ তা এমন বস্তু হতে হবে যার অস্তিত্ব বাস্তবে পাওয়া না গেলেও অন্তরে তা সাব্যস্ত হতে পারে এবং এটার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া যুক্তি ও বুদ্ধির বিরোধী নয়।

وَاَمَّا الْمَجَازُ فَاِسْمٌ لِمَا اُرِيْدَ بِهٖ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا اَىْ اِسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ اُرِيْدَ بِهٖ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ لِاَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوْعِ لَهٗ وَغَيْرِ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنْ مِثْلِ اِسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْاَرْضِ فِى السَّمَاءِ مِمَّا لَامُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الْهَزْلِ فَاِنَّهٗ وَ اِنْ اُرِيْدَ بِهٖ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ لٰكِنْ لَامُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَيْدَ كَوْنِهٖ عِنْدَ قِيَامِ قَرِيْنَةٍ لِاَنَّ الْغَرَضَ هٰهُنَا بَيَانُ الْمَجَازِ بِحَسْبِ اِرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ وَقَدْ تَمَّ بِهٖ وَالْقَرِيْنَةُ اِنَّمَا يَحْتَاجُ اِلَيْهَا لِاَجْلِ فَهْمِ السَّامِعِ وَهُوَ اَمْرٌ زَائِدٌ عَلٰى اَنَّهٗ سَيَأْتِىْ ذِكْرُهَا فِىْ اٰخِرِ بَحْثِ الْمَجَازِ وَاَمَّا الْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ مِثْلُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِمْ اَيْضًا اَنَّهٗ اُرِيْدَ بِهٖ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ لِاَنَّ مَاوُضِعَ لَهٗ هُوَ التَّشْبِيْهُ لَا التَّاكِيْدُ اَوِ الزِّيَادَةُ فَيَدْخُلُ فِى التَّعْرِيْفِ وَلٰكِنْ لَابُدَّ فِىْ تَعْرِيْفِ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ كِلَيْهِمَا مِنْ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ اَىْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مَا وُضِعَ لَهٗ اَوْ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْمَجَازُ فَاِسْمٌ لِمَا اُرِيْدَ بِهٖ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ আর مَجَازْ এমন শব্দকে বলে যা দ্বারা مَوْضُوْع لَهٗ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে اَىْ اِسْمٌ لِكُلِّ لَفْظٍ اُرِيْدَ بِهٖ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ অর্থাৎ এমন শব্দকে مَجَازْ বলে যা দ্বারা مَوْضُوْع لَهٗ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে لِاَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوْعِ لَهٗ وَغَيْرِ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ - সেই مَوْضُوْع لَهٗ ও غَيْر مَوْضُوْع لَهٗ -এর মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে وَاحْتَرَزَ بِهٖ عَنْ مِثْلِ اِسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْاَرْضِ فِى السَّمَاءِ এটার দ্বারা اَرْض শব্দকে سَمَاء -এর অর্থে ব্যবহার করার অনুরূপ প্রয়োগ বাদ পড়ে গেছে مِمَّا لَامُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا যার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই وَعَنِ الْهَزْلِ আর অনিচ্ছাকৃত (ও অনর্থক) কথাও বাদ পড়ে গেছে فَاِنَّهٗ وَاِنْ اُرِيْدَ بِهٖ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ কেননা, هَزْل -এর মধ্যে যদিও مَوْضُوْع لَهٗ ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝানো لٰكِنْ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا কিন্তু حر গুলোর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই وَلَمْ يَذْكُرْ قَيْدَكَوْنِهٖ عِنْدَ قِيَامِ قَرِيْنَةٍ গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে ইঙ্গিত পাওয়া যাওয়ার শর্তারোপ করেন নি لِاَنَّ الْغَرَضَ هٰهُنَا بَيَانُ الْمَجَازِ بِحَسْبِ اِرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ কেননা, এ ক্ষেত্রে বক্তার ইচ্ছানুসারে مَجَازْ -এর বর্ণনা করা উদ্দেশ্য وَقَدْ تَمَّ بِهٖ অথচ এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে وَالْقَرِيْنَةُ اِنَّمَايَحْتَاجُ اِلَيْهَا لِاَجْلِ فَهْمِ السَّامِعِ আর قَرِيْنَه এর প্রয়োজন হয় শ্রোতার উপলব্ধির জন্য وَهُوَ اَمْرٌ زَائِدٌ আর এটা একটি অতিরিক্ত ব্যাপারে عَلٰى اَنَّهٗ سَيَأْتِىْ ذِكْرُهَا فِىْ اٰخِرِ بَحْثِ الْمَجَازِ এটার বর্ণনা مَجَازْ -এর আলোচনার শেষভাগে আসছে وَاَمَّا الْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ مِثْلُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ আর অতিরিক্ত কথার দ্বারা مَجَازْ হওয়ার উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ (এ আয়াতে كَاف শব্দটি অতিরিক্ত এটার কোনো অর্থ নেই, এটাও এক ধরনের مَجَازْ) فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ اَيْضًا কারণ এখানে এ কথা প্রযোজ্য যে, اَنَّهٗ اُرِيْدَ بِهٖ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ কেননা উহা দ্বারা مَوْضُوْع لَهٗ ছাড়া অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে لِاَنَّ مَا وُضِعَ لَهٗ কেননা, শব্দটিকে যে জন্য গঠন করা হয়েছে هُوَ التَّشْبِيْهُ لَا উহা تَشْبِيْه (সাদৃশ্য বুঝানো)-এর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে التَّاكِيْدُ اَوِ الزِّيَادَةُ تَاكِيْد বা زِيَادَتْ -এর জন্য প্রণয়ন করা হয়নি فَيَدْخُلُ فِى التَّعْرِيْفِ কাজেই এটাও مَجَازْ -এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে وَلٰكِنْ لَا بُدَّ فِىْ تَعْرِيْفِ الْحَقِيْقَهِ وَالْمَجَازِ كِلَيْهِمَا তবে حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ -এর সংজ্ঞার মধ্যে প্রয়োজন مِنْ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ - حَيْثِيَتْ শব্দটি সংযোজন اَىْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مَا وُضِعَ لَهٗ اَوْ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ অর্থাৎ এভাবে বলা উচিত ছিল حَيْثُ اَنَّهٗ مَا وُضِعَ لَهٗ اَوْ غَيْرُ مَاوُضِعَ لَهٗ অর্থাৎ حَقِيْقَتْ ঐ শব্দকে বলে যা দ্বারা مَوْضُوْع لَهٗ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ হিসেবে যে, তা مَوْضُوْع لَهٗ এবং مَجَازْ এ শব্দকে বলে, যা দ্বারা غَيْر مَوْضُوْع لَهٗ -এর অর্থ উদ্দেশ্য করা হয় এ হিসেবে যে, এটা غَيْر مَوْضُوْع لَهٗ ।

সরল অনুবাদ : আর مَجَازٌ **এমন শব্দকে বলে যা দ্বারা** مَوْضُوْع لَهُ **ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে।** অর্থাৎ এমন শব্দকে مَجَازٌ বলে যা দ্বারা مَوْضُوْع لَهُ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। مَوْضُوْع لَهُ ও সেই غَيرمَوْضُوْع لَهُ-এর মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে। এটার দ্বারা أَرْض শব্দকে سَمَاء-এর অর্থে ব্যবহার করার অনুরূপ প্রয়োগ বাদ পড়ে গেছে, যার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। আর অনিচ্ছাকৃত (ও অনর্থক) কথাও বাদ পড়ে গেছে। কেননা هَزْل-এর মধ্যে যদিও مَوْضُوْع لَهُ ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝানো হয়েছে; কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। গ্রন্থকার (র.) এ সস্থলে قَرِيْنَه (ইঙ্গিত) পাওয়া যাওয়ার শর্তারোপ করেননি। কেননা এ ক্ষেত্রে বক্তার ইচ্ছানুসারে مَجَازٌ-এর বর্ণনা করা উদ্দেশ্য অথচ এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। আর قَرِيْنَه-এর প্রয়োজন হয় শ্রোতার উপলব্ধির জন্য। আর এটা একটি অতিরিক্ত ব্যাপার। এটার বর্ণনা مَجَازٌ-এর আলোচনার শেষ ভাগে আসছে। আর অতিরিক্ত কথার দ্বারা مَجَازٌ হওয়ার উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ (এ আয়াতে كَاف শব্দটি অতিরিক্ত। এটার কোনো অর্থ নেই। এটাও এক ধরনের مَجَازٌ ।) কারণ এখানে এ কথা প্রযোজ্য যে, مَوْضُوْع لَهُ ছাড়া অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা শব্দটিকে যে জন্য গঠন করা হয়েছে তা تَشْبِيْه (সাদৃশ্য বুঝানো)-এর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, تَاكِيْد বা زِيَادَتْ-এর জন্য প্রণয়ন করা হয়নি। কাজেই এটাও مَجَازٌ -এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে حَقِيْقَتْ ও مَجَازٌ-এর সংজ্ঞার মধ্যে حَيْثِيَتْ শব্দটি সংযোজন প্রয়োজন। অর্থাৎ এভাবে বলা উচিত ছিল– مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مَا وُضِعَ لَهٗ اَوْ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهٗ (অর্থাৎ حَقِيْقَتْ ঐ শব্দকে বলে যা দ্বারা مَوْضُوْع لَهُ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ হিসেবে যে, তা مَوْضُوْع لَهُ এবং مَجَازٌ ঐ শব্দকে বলে, যা দ্বারা غَيْر مَوْضُوْع لَهُ -এর অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়, এ হিসেবে যে, এটা غَيْر مَوْضُوْع لَهُ)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الْمَجَازُ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَجَازٌ-এর আভিধানিক অর্থ কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَجَازٌ শব্দটির মধ্যে مِيْم অক্ষরটি مَصْدَرْ-এর অর্থে হয়ে فَاعِلْ-এর অর্থজ্ঞাপক হয়েছে। আরবি ভাষাভাষীদের উক্তি– جَازَ الْمَكَانَ (স্থান অতিক্রম করল) হতে নেওয়া হয়েছে। আর উভয়ের মধ্যে مُنَاسِبَتْ-এর কারণ হলো, একটি শব্দ যখন غَيْر مَوْضُوْع لَهٗ-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তা তার মূল স্থান অতিক্রম করে যায়।

قَوْلُهٗ وَاِنْ اُرِيْدَ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) هَزْل-এর হুকুম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, هَزْل যদিও غَيْر مَوْضُوْع لَهٗ-এর মধ্যে ব্যবহৃত তথাপি (তার ও مَوْضُوْع لَهٗ- এর মধ্যে) مُنَاسِبَتْ না থাকার কারণে তা مَجَازٌ নয়। তবে কেউ বলতে পারে যে, هَزْل শব্দটি এটার مَوْضُوْع لَهٗ-এর মধ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এ জন্য এটা হুকুমকে সাব্যস্ত করে না যে, যার উপর হুকুম সাব্যস্ত হওয়া নির্ভরশীল তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। তবে তালাক, আজাদকরণ এবং এগুলোর সাদৃশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে এটার দ্বারাও حُكْم সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এগুলোর ব্যাপারে هَزْل (কৌতুক) ও جِد (কৌতুকহীন বক্তব্য)-এর হুকুম সমান।

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ الخ **- এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, আর অতিরিক্তের দ্বারা যে مَجَازٌ তাও সাধারণ مَجَازٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন– আল্লাহর বাণী– لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ কেননা আয়াতটিতে كَاف শব্দটি অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও এটা مَجَازٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এটার দ্বারা غَيْر مَوْضُوْع لَهٗ উদ্দেশ্য। এজন্য যে, تَشْبِيْه বা সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য এটাকে وَضْع করা হয়েছে تَاكِيْد ও زِيَادَتْ-এর জন্য এটাকে وَضْع করা হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে একটি উহ্য প্রশ্নের ও ভ্রান্ত ধারণার উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো আমাদের সংজ্ঞায়িত (সাধারণ) مَجَازٌ টা مَجَازٌ بِالزِّيَادَةِ কে অন্তর্ভুক্ত করবে না। কেননা এটা দ্বারা তো কিছুই উদ্দেশ্য করা হয় না। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ-এর মধ্যে كَاف শব্দটি।

لِئَلَّا يَنْتَقِضَ التَّعْرِيْفَانِ طَرْدًا وَعَكْسًا فَإِنَّ لَفْظَ الصَّلٰوةِ فِى اللُّغَةِ لِلدُّعَاءِ وَفِى الشَّرْعِ لِلْاَرْكَانِ الْمَعْلُوْمَةِ فَهِىَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ حَقِيْقَةٌ فِى الدُّعَاءِ لِاَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَا وُضِعَ لَهُ وَمَجَازٌ فِى الْاَرْكَانِ لِاَنَّهُ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ فِى الْجُمْلَةِ وَمِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ حَقِيْقَةٌ فِى الْاَرْكَانِ لِاَنَّهَا مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مَا وُضِعَ لَهُ وَمَجَازٌ فِى الدُّعَاءِ لِاَنَّهُ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ فِى الْجُمْلَةِ وَحُكْمُهُ وُجُوْدُ مَا اسْتُعِيْرَ لَهُ خَاصًّا كَانَ اَوْ عَامًّا يَعْنِىْ اَنَّ الْمَجَازَ كَالْحَقِيْقَةِ فِىْ كَوْنِهِ خَاصًّا وَعَامًّا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَجَازِ عَامًّا اَنْ يَعُمَّ جَمِيْعَ اَنْوَاعِ عَلَاقَاتِهِ جُمْلَةً فِىْ لَفْظٍ بِاَنْ يَذْكُرَ اللَّفْظَ وَيُرَادُ بِهِ حَالُهُ وَمَحَلُّهُ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ وَمَايَؤُلُ اِلَيْهِ وَلَازِمُهُ وَمَلْزُوْمُهُ وَعِلَّتُهُ وَمَعْلُوْلُهُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ بَلْ اَنْ يَعُمَّ جَمِيْعُ اَفْرَادِ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَمَا يُرَادُ بِالصَّاعِ جَمِيْعُ مَايَحِلُّ فِيْهِ فَيَجُوْزُ ذٰلِكَ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِىْ (رح) لَاعُمُوْمَ لِلْمَجَازِ لِاَنَّهُ ضَرُوْرِىٌّ يُصَارُ اِلَيْهِ فِى الْكَلَامِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيْقَةِ وَالضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَتَرْتَفِعُ بِاِثْبَاتِ الْخُصُوْصِ فَلَا يَثْبُتُ الْعُمُوْمُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِئَلَّا يَنْتَقِضَ التَّعْرِيْفَانِ আর তা হলে সংজ্ঞার মধ্যে কোনোরূপ ত্রুটি বা অভিযোগ আরোপিত হতে পারবে না طَرْدًا وَعَكْسًا তার এককগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার দিক এবং এটার বিপরীত দিক বিবেচনায় فَاِنَّ لَفْظَ الصَّلٰوةِ فِى اللُّغَةِ لِلدُّعَاءِ যেমন صَلٰوة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দোয়া وَفِى الشَّرْعِ لِلْاَرْكَانِ الْمَعْلُوْمَةِ আর এটার শরয়ী অর্থ হলো– নির্দিষ্ট কতিপয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা فَهِىَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ حَقِيْقَةٌ فِى الدُّعَاءِ তখন صَلٰوة শব্দটি لُغَتْ অনুযায়ী দোয়ার অর্থে হাকীকত لِاَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ কেননা, তখন তার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হবে যে اَنَّهُ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ এটা مَوْضُوْعٌ لَهُ হওয়ার দিক বিবেচনায় مَوْضُوْعٌ لَهُ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে وَمَجَازٌ فِى الْاَرْكَانِ আর নির্দিষ্ট রোকনসমূহের ব্যাপারে এটা মাজায لِاَنَّهُ غَيْرُ مَاوُضِعَ لَهُ কেননা, অভিধানের দৃষ্টিতে তা غَيْرُ مَوْضُوْعٍ لَهُ - مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ فِى الْجُمْلَةِ এ হিসেবে যে তা غَيْرُ مَوْضُوْعٍ لَهُ - وَمِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ حَقِيْقَةٌ فِى الْاَرْكَانِ আর শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে তা আরকানের মধ্যে হাকীকত لِاَنَّهَا مَاوُضِعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مَا وُضِعَ لَهُ কেননা, مَوْضُوْعٌ لَهُ হওয়ার দিক বিবেচনায় সেই مَوْضُوْعٌ لَهُ -ই উদ্দেশ্য করা হয়েছে وَمَجَازٌ فِى الدُّعَاءِ আর (শরিয়তের দৃষ্টিতে) দোয়ার মধ্যে তা মাজায لِاَنَّهُ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ غَيْرُ مَا وُضِعَ لَهُ فِى الْجُمْلَةِ কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে তা غَيْرضُوْعٍ لَهُ এ হিসেবে যে, তাকে এ অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়নি وَحُكْمُهُ আর مَجَازْ -এর হুকুম হলো– وُجُوْدُ مَا اسْتُعِيْرَ لَهُ خَاصًّا كَانَ اَوْعَامًّا যে অর্থের জন্য এটাকে اِسْتِعَارَةْ করা হয়েছে সে অর্থ (বিষয়) উপস্থিত থাকা, চাই خَاصْ হোক বা عَامْ হোক يَعْنِىْ اَنَّ الْمَجَازَ كَالْحَقِيْقَةِ فِىْ كَوْنِهِ خَاصًّا وَعَامًّا অর্থাৎ خَاصْ ও عَامْ হওয়ার ব্যাপারে مَجَازْ ও হাকীকতের ন্যায় وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَجَازِ عَامًّا তবে مَجَازْ টা عَامْ হওয়ার অর্থ এ নয় যে, اَنْ يَعُمَّ جَمِيْعَ اَنْوَاعِ عَلَاقَاتِهِ جُمْلَةً فِىْ لَفْظٍ তা একই শব্দের মধ্যে একই সাথে তার সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রকারকে শামিল করবে بِاَنْ يَذْكُرَ اللَّفْظَ وَيُرَادُ بِهِ এভাবে যে, শব্দের উল্লেখ করে এটা দ্বারা বুঝাবে حَالُهُ তার অবস্থা وَمَحَلُّهُ তার স্থান وَمَا كَانَ عَلَيْهِ পূর্বে যে অবস্থায় ছিল তা وَمَايَؤُلُ اِلَيْهِ ভবিষ্যতে সে দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তা وَلَازِمُهُ وَمَلْزُوْمُهُ এটার لَازِمْ ও مَلْزُوْمْ হওয়া وَعِلَّتُهُ وَمَعْلُوْلُهُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ এবং عِلَّتْ ও مَعْلُوْل ইত্যাদি সবগুলোকে বুঝাবে بَلْ اَنْ يَعُمَّ جَمِيْعُ اَفْرَادِ نَوْعٍ وَاحِدٍ বরং এটা একই প্রকারের সকল একককে শামিল করবে كَمَا يُرَادُ بِالصَّاعِ جَمِيْعُ مَايَحِلُّ فِيْهِ যেমন صَاعْ দ্বারা তাই বুঝানো হয় যা এটাতে সংকুলান হয় فَيَجُوْزُ ذٰلِكَ

لَا عُمُوْمَ لِلْمَجَازِ সুতরাং এটা আমাদের মতে জায়েজ (رحـ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, عِنْدَنَا মাজায-এর মধ্যে عُمُوْم নেই يُصَارُ إِلَيْهِ فِي الْكَلَامِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيْقَةِ যখন হাকীকত অসম্ভব হয় তখনই বাক্যের মধ্যে مَجَاز-এর প্রতি ফিরে যাওয়া হয় وَالضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا আর প্রয়োজন প্রয়োজনের অনুপাতেই নির্ধারিত হয় وَتَرْتَفِعُ بِإِثْبَاتِ الْخُصُوْصِ আর خَاص-এর দ্বারাই সে প্রয়োজনের পূরণ হয়ে যায় فَلَا يَثْبُتُ الْعُمُوْمُ কাজেই عُمُوْم সাব্যস্ত হবে না।

সরল অনুবাদ : আর তা হলে সংজ্ঞার মধ্যে কোনোরূপ ত্রুটি বা অভিযোগ আরোপিত হতে পারবে না। তার এককগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার দিক বিবেচনায় এবং এটার বিপরীত দিক (অর্থাৎ যা তার একক নয় তাকে বহিষ্কার করার দিক) বিবেচনায় কোনো ভাবেই ত্রুটি আসতে পারবে না। যেমন – صَلٰوة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– দোয়া। আর এটার শরয়ী অর্থ হলো– أَرْكَان مَخْصُوْصَة (নির্দিষ্ট কতিপয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা)। তখন صَلٰوة শব্দটি لُغَتْ অনুযায়ী দোয়ার মধ্যে حَقِيْقَتْ। কেননা তখন তার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হবে যে, এটা مَوْضُوْع لَهُ হওয়ার দিক বিবেচনায় مَوْضُوْع لَهُ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর নির্দিষ্ট রোকনসমূহের ব্যাপারে এটা مَجَاز কেননা অভিধানের দৃষ্টিতে তা غَيْر مَوْضُوْع لَهُ এই হিসেবে যে, তা غَيْر مَوْضُوْع لَهُ আর শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে তা আরকানের মধ্যে হাকীকত। কেননা مَوْضُوْع لَهُ হওয়ার দিক বিবেচনায় সেই مَوْضُوْع لَهُ ই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর (শরিয়তের দৃষ্টিতে) দোয়ার মধ্যে তা مَجَاز কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে তা غَيْر مَوْضُوْع لَهُ এই হিসেবে যে, তাকে এ অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়নি। **আর مَجَاز-এর হুকুম হলো, যে অর্থের জন্য এটাকে اِسْتِعَارَة করা হয়েছে সে অর্থ (বিষয়) উপস্থিত থাকা। চাই তা خَاص হোক বা عَام হোক।** অর্থাৎ خَاص ও عَام হওয়ার ব্যাপারে مَجَازও হাকীকতের ন্যায়। তবে مَجَاز টা عَام হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তা একই শব্দের মধ্যে একই সাথে তার সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রকারকে শামিল করবে। এভাবে যে, শব্দের উল্লেখ করে এটা দ্বারা অবস্থা, স্থান, পূর্বে যে অবস্থায় ছিল তা, ভবিষ্যতে যেদিকে প্রত্যাবর্তন করবে তা, এটার مَلْزُوْم ও لَازِمْ এবং عِلَّتْ ও مَعْلُوْل ইত্যাদি সবগুলোকে বুঝাবে। বরং এটা একই প্রকারের সকল একককে শামিল করবে। যেমন– صَاع দ্বারা তাই বুঝানো হয় যা এটাতে সংকুলান হয়। সুতরাং এটা আমাদের মতে জায়েজ। **আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, مَجَاز-এর মধ্যে عُمُوْم নেই। কেননা এটা প্রয়োজন বশত হয়ে থাকে।** যখন হাকীকত অসম্ভব হয় তখনই বাক্যের মধ্যে مَجَاز-এর প্রতি ফিরে যাওয়া হয়। আর প্রয়োজন প্রয়োজনের অনুপাতেই নির্ধারিত হয়। আর خَاص-এর দ্বারাই সে প্রয়োজনের পূরণ হয়ে যায়। কাজেই عُمُوْم সাব্যস্ত হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيْقَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَجَاز টা عَام না হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ হতে ওলামায়ে শাওয়াফের যুক্তির উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বক্তা প্রকৃত অর্থ না পাওয়ার কারণে হাকীকতকে যখন এটার অর্থে ব্যবহার করতে পারবে না, তখন বাধ্য হয়ে مَجَاز-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, কেবল নিতান্ত প্রয়োজনের তাকিদেই مَجَاز-এর শরণাপন্ন হতে হয়। আর خَاص-এর মাধ্যমেই উক্ত প্রয়োজন মিটে যায়, عَام-এর দ্বারস্থ হতে হয় না। তবে এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপরোক্ত যুক্তির উত্তরে কোনো কোনো হানাফী ফকীহগণ বলেছেন যে, যদি مَجَاز নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই হয় তাহলে যে বাক্যের মধ্যে مَجَاز রয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ হবে। সুতরাং নবী করীম ﷺ-এর উপর যে বাক্যগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোও ত্রুটিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা এগুলোর মধ্যে বহু مَجَاز রয়েছে। আর এটা নবুয়তের দলিলের মধ্যে ত্রুটি হওয়াকে ওয়াজিব করবে এবং বিরোধীদের নিন্দাকে অনিবার্য করবে। আর ত্রুটিপূর্ণ দলিল পেশ করা হতে আল্লাহ তা'আলা অতি পূত-পবিত্র। وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ আর পরিপূর্ণ দলিল পেশ করা তো কেবল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব।

وَاِنَّا نَقُوْلُ اِنَّ عُمُوْمَ الْحَقِيْقَةِ لَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهٖ حَقِيْقَةً بَلْ لِدَلَالَةٍ زَائِدَةٍ عَلٰى تِلْكَ كَالْاَلِفِ وَاللَّامِ فِى الْمُفْرَدِ الْغَيْرِ الْمَعْهُوْدِ وَ وُقُوْعِ النَّكِرَةِ فِىْ سِيَاقِ النَّفْيِ وَ وَصْفِهَا بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَكَوْنِ الصِّيْغَةِ صِيْغَةَ جَمْعٍ اَوْ كَوْنِ الْمَعْنٰى مَعْنَى الْجَمْعِ فَاِذَا وُجِدَتْ هٰذِهِ الدَّلَالَاتُ فِى الْمَجَازِ يَكُوْنُ اَيْضًا عَامًّا اِذْ لَيْسَ كَوْنُ الْحَقِيْقَةِ شَرْطًا لِلْعُمُوْمِ اَوْ كَوْنُ الْمَجَازِ مَانِعًا عَنْهُ وَكَيْفَ يُقَالُ اِنَّهٗ ضَرُوْرِيٌّ وَقَدْ كَثُرَ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُنَزَّهٌ عَنِ الضَّرُوْرَةِ لَايُقَالُ اِنَّ الْمُقْتَضٰى وَاقِعٌ فِى الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا مَعَ اَنَّهٗ ضَرُوْرِيٌّ بِالْاِتِّفَاقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّهٗ مِنْ اَقْسَامِ الْاِسْتِدْلَالِ فَالضَّرُوْرَةُ ثَمَّهٗ تَرْجِعُ اِلَى الْمُسْتَدِلِّ لَا اِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَالْمَجَازُ مِنْ اَقْسَامِ اللَّفْظِ فَلَوْكَانَ ضَرُوْرِيًّا لَكَانَتِ الضَّرُوْرَةُ رَاجِعَةً اِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُتَكَلِّمُ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُنَزَّهٌ عَنْهَا هٰكَذَا قَالُوْا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّا نَقُوْلُ اِنَّ عُمُوْمَ الْحَقِيْقَةِ আর আমরা বলব عُمُوْم حَقِيْقَتْ টা لَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهٖ حَقِيْقَةً হাকীকত হিসেবে সাব্যস্ত হয় না بَلْ لِدَلَالَةٍ زَائِدَةٍ عَلٰى تِلْكَ বরং এটার উপর অতিরিক্ত কিছু নির্দেশনার কারণে হয়ে থাকে كَالْاَلِفِ وَاللَّامِ فِى الْمُفْرَدِ الْغَيْرِ الْمَعْهُوْدِ যেমন অনির্দিষ্ট একবচন (نَكِرَة مُفْرَدَة)-এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ হওয়া وُقُوْعِ النَّكِرَةِ فِىْ سِيَاقِ النَّفْيِ- نَفْى-এর অধীনে অনির্দিষ্ট শব্দ (نَكِرَه) হওয়া وَ وَصْفِهَا بِصِفَةٍ عَامَّةٍ নাকেরাহ্-এর সিফাত عَامْ হওয়া وَكَوْنِ الصِّيْغَةِ صِيْغَةَ جَمْعٍ এবং শব্দটি বহুবচন হওয়া اَوْكَوْنِ الْمَعْنٰى مَعْنَى الْجَمْعِ অথবা বহুবচনের অর্থে হওয়া فَاِذَا وُجِدَتْ هٰذِهِ الدَّلَالَاتُ فِى الْمَجَازِ যখন মাজাযের মধ্যে এ সকল দালালাত পাওয়া যাবে يَكُوْنُ اَيْضًا عَامًّا তখন مَجَازْ ও عَامْ হবে اِذْ لَيْسَ كَوْنُ الْحَقِيْقَةِ شَرْطًا لِلْعُمُوْمِ কেননা, عُمُوْم-এর জন্য হাকীকত শর্ত নয় اَوْ كَوْنُ الْمَجَازِ مَانِعًا অথবা مَجَازْ ও عُمُوْم-এর বিরোধী নয় وَكَيْفَ يُقَالُ اِنَّهٗ ضَرُوْرِيٌّ কিভাবে বলা যাবে যে, مَجَازْ জরুরি وَقَدْ كَثُرَ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى অথচ আল্লাহর কিতাবে এটা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُنَزَّهٌ عَنِ الضَّرُوْرَةِ আল্লাহ প্রয়োজন হতে পবিত্র لَايُقَالُ এখানে প্রশ্ন করা সমীচীন হবে না যে, اِنَّ الْمُقْتَضٰى وَاقِعٌ فِى الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا কুরআনে কারীমের মধ্যে نَصْ-এর مُقْتَضٰى প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান مَعَ اَنَّهٗ ضَرُوْرِيٌّ بِالْاِتِّفَاقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অথচ এটা আমাদের ও তোমাদের সর্বসম্মতভাবে জরুরি لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّهٗ مِنْ اَقْسَامِ الْاِسْتِدْلَالِ কেননা, এটার উত্তরে আমরা বলব যে, مُقْتَضٰى এটা اِسْتِدْلَالْ-এর প্রকারভুক্ত فَالضَّرُوْرَةُ ثَمَّهٗ تَرْجِعُ اِلَى সুতরাং সে ক্ষেত্রে জরুরি হয়ে পড়বে দলিল (পেশ কারীর দিকে সম্বন্ধ করা لَا اِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَالْمَجَازُ مِنْ اَقْسَامِ اللَّفْظِ مَجَازْ-এর দিকে নয় শব্দের শ্রেণী ভুক্ত বক্তা ও فَلَوْ كَانَ ضَرُوْرِيًّا সুতরাং এটা জরুরি হলে لَكَانَتِ الضَّرُوْرَةُ رَاجِعَةً اِلَى الْمُتَكَلِّمِ مُتَكَلِّمْ (বক্তা) এর দিকে ضَرُوْرَتْ-এর اِضَافَتْ হবে وَالْمُتَكَلِّمُ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى আর مُتَكَلِّمْ (তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা مُنَزَّهٌ عَنْهَا যিনি ضَرُوْرَتْ হতে পবিত্র هٰكَذَا قَالُوْا আলিমগণ এরূপই বলেছেন।

সরল অনুবাদ : আর আমরা বলব عُمُوْم حَقِيْقَتْ টা حَقِيْقَتْ হিসেবে সাব্যস্ত হয় না; বরং এটার উপর অতিরিক্ত কিছু নির্দেশনার কারণে হয়ে থাকে। যেমন– অনির্দিষ্ট একবচন (نَكِرَه مُفْرَدَه)-এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ হওয়া নফী-نَفْى-এর অধীনে অনির্দিষ্ট শব্দ (نَكِرَه) হওয়া, نَكِرَه-এর সিফাত عَامْ হওয়া এবং শব্দটি বহুবচন হওয়া, অথবা বহুবচনের অর্থে হওয়া। مَجَازْ-এর মধ্যে যখন এসব دَلَالَتْ (নির্দেশনা) পাওয়া যাবে, তখন مَجَازْও عَامْ হবে। কেননা عُمُوْم-এর জন্য হাকীকত শর্ত নয়। অথবা مَجَازْও عُمُوْم-এর বিরোধী নয়। **কিভাবে বলা যাবে যে, مَجَازْ জরুরি, অথচ আল্লাহর কিতাবে এটা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।** আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজন বা জরুরত হতে পবিত্র। এখানে এ প্রশ্ন করা সমীচীন হবে না যে, কুরআনে কারীমের মধ্যে نَصْ-এর مُقْتَضٰى প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অথচ এটা আমাদের ও তোমাদের সর্বসম্মতভাবে জরুরি। কেননা এটার উত্তরে আমরা বলব যে, مُقْتَضٰى এটা اِسْتِدْلَالْ-এর প্রকারভুক্ত। সুতরাং সে ক্ষেত্রে জরুরি হয়ে পড়বে দলিল পেশকারীর দিকে সম্বন্ধ করা। পক্ষান্তরে مَجَازْ শব্দের শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এটা জরুরি হলে مُتَكَلِّمْ (বক্তা)-এর দিকে ضَرُوْرَتْ-এর اِضَافَتْ হবে। আর مُتَكَلِّمْ তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যিনি ضَرُوْرَتْ হতে পবিত্র। আলিমগণ এরূপই বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَيْفَ يُقَالُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কুরআনে কারীমে উল্লিখিত مَجَازْ-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দলিল পেশ করেছেন তার উত্তর এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আর তার উত্তর একেবারেই সুস্পষ্ট। এবং এর আলোচনাও পূর্বে একবার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর কালাম مَجَازْ হওয়ার কারণে ত্রুটিমুক্ত হয়ে পড়বে। অথচ আল্লাহ তা হতে পূত-পবিত্র। এ স্থলে পাল্টা উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, এ শাব্দিক কালামের দ্বারা আল্লাহ مُتَكَلِّمْ নন; বরং তিনি এটার স্রষ্টা। আর مَجَازْ-কে সৃষ্টি করা ضَرُوْرَتْ-কে ওয়াজিব করে না। যেমন– মন্দকে সৃষ্টি করার দ্বারা তার স্রষ্টা মন্দ বা খারাপ হয়ে যায় না। কুরআনে ضَرُوْرِيَاتْ-مَجَازْ হওয়ার উদাহরণ, যেমন– হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاۤءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ الخ (পানি প্লাবনের সৃষ্টি করার পর আমি তোমাকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে দিয়েছি)। প্রকৃতপক্ষে পানিতে কোনো طغيان (আনুগত্যের সীমালঙ্ঘন) ছিল না; বরং এটাকে مَجَازْ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত মূসা ও খিযির (আ.)-এর ঘটনায় আছে–(الاية) فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ (হযরত মূসা ও খিযির (আ.) তথায় একটি ভগ্নপ্রায় দেয়াল পেলেন)। আয়াতে جِدَارْ-এর দ্বারা হাকীকী جِدَارْ বা দেয়ালকে বুঝানো হয়নি; বরং এটাকে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ আরো বহু مَجَازْ কুরআনে কারীমে রয়েছে।

وَالْإِنْصَافُ اَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَتَلَفَّظُ بِالْمَجَازِ مَعَ قُدْرَتِهٖ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لِرِعَايَةِ بَلَاغَاتٍ وَمُنَاسَبَاتٍ لَمْ تَكُنْ فِى الْحَقِيْقَةِ وَلٰكِنَّهٗ ضَرُوْرِىٌّ بِحَسْبِ السَّامِعِ بِمَعْنَى السَّامِعِ لَابُدَّ لَهٗ اَنْ يَصْرِفَ اَوَّلًا اِلَى الْحَقِيْقَةِ فَاِذَا لَمْ يَسْتَقِمْ حَمْلُهٗ عَلَيْهَا فَحِيْنَئِذٍ يَصْرِفُهٗ اِلَى الْمَجَازِ وَلِهٰذَا جَعَلْنَا لَفْظَ الصَّاعِ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَامًّا فِيْمَا يَحِلُّهٗ اَىْ لِاَجْلِ اَنَّ الْمَجَازَ يَكُوْنُ عَامًّا جَعَلْنَا لَفْظَ الصَّاعِ فِىْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ (رض) عَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَوْلُهٗ لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ عَامًّا فِىْ كُلِّ مَا يَحِلُّ الصَّاعُ وَيُجَاوِرُهٗ لِاَنَّ الْحَقِيْقَةَ لَيْسَتْ بِمُرَادَةٍ اِتِّفَاقًا اِذْ نَفْسُ الصَّاعِ الَّذِىْ يَكُوْنُ مِنَ الْخَشَبِ يَجُوْزُ بَيْعُهٗ بِالصَّاعَيْنِ فِى الشَّرِيْعَةِ فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ مَجَازًا عَمَّا يَحِلُّهٗ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْإِنْصَافُ اَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَتَلَفَّظُ بِالْمَجَازِ ইনসাফপূর্ণ কথা হলো বক্তা مَجَازْ কে ব্যবহার করে مَعَ قُدْرَتِهٖ عَلَى الْحَقِيْقَةِ হাকীকতের উপর ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও عَايَةِ بَلَاغَاتٍ وَمُنَاسَبَاتٍ যাতে বালগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্র এর নিয়মাবলি এবং শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক (সুন্দর ভাবে) বজায় থাকে لَمْ تَكُنْ فِى الْحَقِيْقَةِ যা হাকীকতের মধ্যে নেই وَلٰكِنَّهٗ ضَرُوْرِىٌّ لَابُدَّ لَهٗ اَنْ يَصْرِفَ اَوَّلًا اِلَى الْحَقِيْقَةِ بِحَسْبِ السَّامِعِ مَعْنَى اَنَّ السَّامِعَ অবশ্য مُخَاطَبْ -এর দিকে বিবেচনা করে এটা আবশ্যক এ হিসেবে যে, مُخَاطَبْ -এর কতর্ব্য হলো প্রথমত সে বাক্যটিকে হাকীকতের উপর প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবে فَاِذَا لَمْ يَسْتَقِمْ حَمْلُهٗ عَلَيْهَا অতঃপর যখন বাক্যটিকে হাকীকতের মধ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না فَحِيْنَئِذٍ يَصْرِفُهٗ اِلَى الْمَجَازِ তখন এটাকে مَجَازْ -এর উপর প্রয়োগ করবে وَلِهٰذَا جَعَلْنَا আর এ জন্য আমরা সাব্যস্ত করেছি لَفْظَ الصَّاعِ - صاع শব্দটিকে فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ (رض) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে عَامًّا আম فِيْمَا يَحِلُّهٗ এটার মধ্যে যে পরিমাণ বস্তু ধারণ করতে পারে সে পরিমাণের মধ্যে جَعَلْنَا لَفْظَ الصَّاعِ اَىْ لِاَجْلِ اَنَّ الْمَجَازَ يَكُوْنُ عَامًّا অর্থাৎ যেহেতু (আমাদের মতে) مَجَازْ টা عَامْ হয় আমরা صَاعْ শব্দকে এটার মধ্যে ধারণকৃত সম্পূর্ণ বস্তুর জন্য عَامْ সাব্যস্ত করেছি فِىْ حَدِيْثٍ ঐ হাদীসে رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ (رض) যা হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন عَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূলে কারীম ﷺ হতে هُوَ قَوْلُهٗ لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ আর তা হলো রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী তোমরা দু'দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম এবং দু' صَاعْ এর পরিবর্তে এক صَاعْ বিক্রয় করো না عَامًّا فِىْ كُلِّ مَا يَحِلُّ الصَّاعُ وَيُجَاوِرُهٗ এখানে صَاعْ -এর মধ্যে যা সংকুলান হয় এবং এটার সাথে যা সংশ্লিষ্ট তার সম্পর্কে عَامْ (বুঝানো হয়েছে) لِاَنَّ الْحَقِيْقَةَ لَيْسَتْ بِمُرَادَةٍ اِتِّفَاقًا কেননা, এ হাদীসে সর্বসম্মতক্রমে حَقِيْقَتْ উদ্দেশ্য নয় اِذْ نَفْسُ الصَّاعِ الَّذِىْ يَكُوْنُ مِنَ الْخَشَبِ يَجُوْزُ بَيْعُهٗ بِالصَّاعَيْنِ فِى الشَّرِيْعَةِ কারণ মূল صَاعْ যা কাঠের তৈরি তার দু'টির বিনিময়ে একটির বিক্রি সর্বসম্মতভাবে জায়েজ فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ مَجَازًا عَمَّا يَحِلُّهٗ সুতরাং عَامْ দ্বারা যা صَاعْ -এর মধ্যে ভর্তি করা হয় তা উদ্দেশ্য নেওয়া অত্যাবশ্যক অর্থাৎ ظَرْف -এর পরিবর্তে রূপকার্থে مَظْرُوْف কে বুঝানো হয়েছে।

সরল অনুবাদ : ইনসাফপূর্ণ কথা হলো বক্তা হাকীকতের উপর ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও এ জন্য مَجَازْ-কে ব্যবহার করে যে, এতে বালাগাত বা অলঙ্কারশাস্ত্র এর নিয়মাবলি এবং শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক (সুন্দরভাবে) বজায় থাকে। অবশ্য مُخَاطَبْ-এর দিকে বিবেচনা করে এটা অত্যাবশ্যক। এ হিসেবে যে, مُخَاطَبْ-এর কর্তব্য হলো প্রথমত সে বাক্যটিকে হাকীকতের উপর প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবে। অতঃপর যখন বাক্যটিকে হাকীকতের মধ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না তখন এটাকে مَجَازْ-এর উপর প্রয়োগ করবে। **আর এ জন্য আমরা ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত صَاعْ শব্দটিকে এটার মধ্যে যে পরিমাণ বস্তু ধারণ করতে পারে সে পরিমাণের মধ্যে عَامْ সাব্যস্ত করেছি।** অর্থাৎ যেহেতু (আমাদের মতে) مَجَازْ টা عَامْ হয় সেহেতু আমরা صَاعْ শব্দকে এটার মধ্যে ধারণকৃত সম্পূর্ণ বস্তুর জন্য عَامْ সাব্যস্ত করেছি। সেই صَاعْ শব্দটি হযরত ইবনে ওমরের হাদীসে উল্লেখ আছে, যা তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে এভাবে বর্ণনা করেছি- لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ (তোমরা দু'দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম এবং দু' صَاعْ-এর পরিবর্তে এক صَاعْ বিক্রয় করো না)। এখানে صَاعْ-এর মধ্যে যা সংকুলান হয় এবং এটার সাথে যা সংশ্লিষ্ট তার সম্পূর্ণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এ হাদীসে সর্বসম্মতিক্রমে حَقِيْقَتْ উদ্দেশ্য নয়। কারণ মূল صَاعْ যা কাঠের তৈরি তার দু'টির বিনিময়ে একটির বিক্রি সর্বসম্মতভাবে জায়েজ। সুতরাং صَاعْ-এর দ্বারা যা صَاعْ-এর মধ্যে ভর্তি করা হয় তা উদ্দেশ্য নেওয়া অত্যাবশ্যক অর্থাৎ ظَرْف-এর পরিবর্তে রূপকার্থে مظروف-কে বুঝানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَاتَبِيْعُوا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) এক صَاعْ দুই صَاعْ-এর এবং এক দিরহাম দুই দিরহামের সমকক্ষ হতে পারে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মোল্লা আলী ক্বারী (র.) শরহে মুখতাসারুল মানার নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, এক صَاعْ দুই صَاعْ-এর এবং এক দিরহাম দুই দিরহামের সমকক্ষ হতে পারে না। এবং ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে নিম্নমানের খোরমা দান করতেন, আমরা তার বিনিময়ে ভালো খোরমা ক্রয় করতাম এবং বিনিময়ে অধিক খোরমা দিয়ে দিতাম। তখন হুযূর ﷺ বললেন, এক صَاعْ খোরমা দুই صَاعْ খোরমার সমকক্ষ হতে পারে না, এক দিরহাম দু'দিরহামের সমকক্ষ হতে পারে না।

فَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يُقَدِّرُ لَفْظَ الطَّعَامِ فَقَطْ اَيْ لَاتَبِيْعُوا الطَّعَامَ الْحَالَ فِي الصَّاعِ بِالطَّعَامِ الْحَالِ فِي الصَّاعَيْنِ لِاَنَّ الْمَجَازَ لَايَكُوْنُ اِلَّا خَاصًّا وَنَحْنُ نُقَدِّرُ كُلَّ مَا يَحِلُّ اَيْ لَاتَبِيْعُوا الشَّيْئَ الْمُقَدَّرَ بِالصَّاعِ الشَّيْئَ الْمُقَدَّرَ بِالصَّاعَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا اَوْ غَيْرَهُ هٰذَا مَاقَالُوْا وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي التَّلْوِيْحِ بِاَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ اِفْتِرَاءٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) لَمْ نَجِدْهُ فِيْ كُتُبِهِ وَاَمَّا تَقْدِيْرُ الطَّعَامِ فِي الْحَدِيْثِ فَبِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ الطَّعْمَ عِلَّةٌ لِحُرْمَةِ الرِّبٰوا عِنْدَهُ فَلَايَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِي الْجَصِّ وَالنُّوْرَةِ لَا بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْمَجَازَ لَايَعُمُّ ــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يُقَدِّرُ لَفْظَ الطَّعَامِ فَقَطْ সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধু طَعَامٌ শব্দকে উহ্য বলে গ্রহণ করেন اَيْ لَاتَبِيْعُوا الطَّعَامَ الْحَالَ فِي الصَّاعِ بِالطَّعَامِ الْحَالِ فِي الصَّاعَيْنِ এবং উল্লিখিত হাদীসের অনুবাদ এভাবে করেন, দু'সা ভর্তি খাদ্যের বিনিময়ে এক সা'পূর্ণ খাদ্য-বিক্রি করো না لِاَنَّ الْمَجَازَ لَايَكُوْنُ اِلَّا خَاصًّا কেননা, তাঁর মতে খাস ছাড়া অন্য কিছুই مَجَازٌ হতে পারে না وَنَحْنُ نُقَدِّرُ كُلَّ مَا يَحِلُّ আমরা হানাফীরা كُلَّ مَا يَحِلُّ (যা এতে ধারণ করতে পারে) উহ্য মেনে থাকি اَيْ لَا تَبِيْعُوا الشَّيْئَ الْمُقَدَّرَ بِالصَّاعِ الشَّيْئَ الْمُقَدَّرَ بِالصَّاعَيْنِ আর আমরা হাদীসের অর্থ করি দু'টি সা' এর মধ্যে না ভর্তি করা হয় তার বিনিময়ে একটি সা'-এর মধ্যে যা ধরে তাকে বিক্রি করো না سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا اَوْ غَيْرَهُ চাই তা খাদ্য হোক বা অন্য কিছু হোক هٰذَا مَا قَالُوْا আমাদের আলিমগণ এরূপই অভিমত ব্যক্ত করেছেন وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ فِي التَّلْوِيْحِ তবে তালবীহ গ্রন্থে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়েছে যে, بِاَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ মাজায টা عَامٌ না হওয়ার নিসবত اِفْتِرَاءٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ীর প্রতি করা ইমাম শাফেয়ীর উপর একটি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার নামান্তর لَمْ نَجِدْهُ فِيْ كُتُبِهِ কেননা, আমরা তার কিতাবগুলোর কোথাও তা পাইনি وَاَمَّا تَقْدِيْرُ الطَّعَامِ فِي الْحَدِيْثِ فَبِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ الطَّعْمَ عِلَّةٌ আর উল্লিখিত হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.) طَعَامٌ -কে এ জন্য উহ্য হিসেবে গণ্য করেছেন যে, طَعَامٌ ইল্লত لِحُرْمَةِ الرِّبٰوا সুদ হারাম হওয়ার عِنْدَهُ তাঁর মতে فَلَايَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِي الْجَصِّ وَالنُّوْرَةِ তাই তার মতে চুন সুরকির মধ্যে অতিরিক্ত আদান-প্রদান হারাম হবে না لَابِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْمَجَازَ لَاتَعُمُّ মাজায টা عَامٌ না হওয়ায় দাবিতে (ভিত্তিতে) তিনি এরূপ করেননি।

সরল অনুবাদ : সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধু طَعَامٌ শব্দকে উহ্য বলে গ্রহণ করেন এবং উল্লিখিত হাদীসের অনুবাদ এভাবে করেন– لَاتَبِيْعُوا الطَّعَامَ الْحَالَ فِي الصَّاعِ بِالطَّعَامِ الْحَالِ بِالصَّاعَيْنِ (দু'সা' ভর্তি খাদ্যের বিনিময়ে এক সা' পূর্ণ খাদ্য বিক্রি করো না।) কেননা তাঁর মতে খাস ছাড়া অন্য কিছুই مَجَازٌ হতে পারে না। আমরা হানাফীরা كُلَّ مَا يَحِلُّ (যা এতে ধারণ করতে পারে)-কে উহ্য মেনে থাকি। আর আমরা হাদীসের অর্থ করি– لَاتَبِيْعُوا الشَّيْئَ الْمُقَدَّرَ بِالصَّاعِ بِالشَّيْئِ الْمُقَدَّرِ بِالصَّاعَيْنِ (দু'টি সা'-এর মধ্যে যা ভর্তি করা হয় তার বিনিময়ে একটি সা'-এর মধ্যে যা ধরে তাকে বিক্রি করো না।) চাই তা খাদ্য হোক বা অন্য কিছু হোক। আমাদের আলিমগণ এরূই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তালবীহ গ্রন্থে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়েছে যে, مَجَازٌ টা عَامٌ না হওয়ার نِسْبَتُ ইমাম শাফেয়ীর প্রতি করা ইমাম শাফেয়ীর উপর একটি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার নামান্তর। কেননা আমরা তার কিতাবগুলোর কোথাও তা পাইনি। আর উল্লিখিত হাদীসে ইমাম শাফেয়ী (র.) طَعَامٌ -কে এ জন্য উহ্য হিসেবে গণ্য করেছেন যে, তাঁর মতে طَعَامٌ সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত। আর তা তার মতে চুন-সুরকির মধ্যে অতিরিক্ত আদান-প্রদান হারাম হবে না। مَجَازٌ টা عَامٌ না হওয়ার দাবিতে (ভিত্তিতে) তিনি এরূপ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَايَكُوْنُ اِلَّا خَاصًّا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে مَجَازٌ টা عَامٌ হতে পারে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কেবল خَاصٌ-ই مَجَازٌ হতে পারে عَامٌ নয়। তবে এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে পারে এভাবে যে, তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তো مَطْعُوْمَاتٌ-এর মধ্যে عَامٌ না হওয়া চাই। অথচ এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের বিপরীত এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) যেহেতু طَعْمٌ-কে رِبٰوا বা সুদের عِلَّتٌ ধার্য করে থাকেন, তাই তাঁর মতে চুন-সুরকি ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে تَفَاضُلٌ (অতিরিক্ত লেনদেন) হারাম হবে না। তবে আমাদের মতে كَيْلِيٌّ হওয়ার কারণে চুন ও সুরকি ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে খাদ্য না হওয়া সত্ত্বেও লেনদেনে অতিরিক্ত করা জায়েজ হবে না। কেননা আমরা হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বস্তু দ্বারা كَيْل ও وَزْن-কে جِنْس-এর সাথে عِلَّتٌ নির্ধারণ করে থাকি। উল্লেখ্য যে, তালবীহ গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, مَجَازٌ টা عَامٌ হতে পারে না। এটা যারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত বলে থাকেন তারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ধরে নেওয়া যায় না। কেননা তাঁর লিখিত কোনো কিতাবে এ ধরনের কোনো বর্ণনা নেই। তবে এটাকে সঠিক ধরে নিয়ে তার উত্তরে বলা হবে যে, এক্ষেত্রে শাফেয়ী দ্বারা মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীসকে বুঝানো হয়েছে তথা ইমাম শাফেয়ী (র.) বুঝানো হয়নি; বরং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কোনো শিষ্যকে বুঝানো হয়েছে।

وَالْحَقِيْقَةُ لَاتَسْقُطُ عَنِ الْمُسَمّٰى بِخِلَافِ الْمَجَازِ هٰذِهٖ عَلَامَةٌ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْمُرَادُ اَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ لَايَسْقُطُ وَلَا يَنْتَفِيْ عَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ فَاِنَّهٗ يَصِحُّ اَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ اَنْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ يُقَالُ لِلْاَبِ اَبٌ وَلَايَصِحُّ اَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَبٍ بِخِلَافِ الْجَدِّ فَاِنَّهٗ يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ اَبٌ وَيَصِحُّ اَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَبٍ وَكَذَا الْهَيْكَلُ الْمَعْلُوْمُ يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ اَسَدٌ وَلَايَنْتَفِيْ عَنْهُ بِاَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَسَدٍ بِخِلَافِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ فَاِنَّهٗ يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ اَسَدٌ وَاَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَسَدٍ وَمَتٰى اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا سَقَطَ الْمَجَازُ هٰذَا اَصْلٌ كَبِيْرٌ لَنَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ الْاَحْكَامِ اَيْ مَادَامَ اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ سَقَطَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ لِاَنَّهٗ مُسْتَعَارٌ وَالْمُسْتَعَارُ لَايُزَاحِمُ الْاَصْلَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْحَقِيْقَةُ لَاتَسْقُطُ আর হাকীকত বিলুপ্ত হয় না عَنِ الْمُسَمّٰى এটার مُسَمّٰى (যার উপর প্রয়োগ করা হয় তা) হতে بِخِلَافِ الْمَجَازِ এটা مَجَازْ-এর বিপরীত هٰذِهٖ عَلَامَةٌ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত ও مَجَازْ-এর পরিচয় লাভের জন্যএটা একটি উত্তম নিদর্শন وَالْمُرَادُ اَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ لَايَسْقُطُ অর্থাৎ হাকীকী অর্থ বাদ পড়ে না وَلَايَنْتَفِيْ এবং প্রত্যাহারকৃত হয় না عَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ যার জন্য তাকে প্রয়োগ করা হয় তা হতে بِخِلَافِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ এটা مَجَازِيْ অর্থের বিপরীত فَاِنَّهٗ يَصِحُّ اَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ কেননা, مَجَازِيْ অর্থ এটা مِصْدَاقْ-এর উপর হওয়া জায়েজ আছে وَيَصِحُّ اَنْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ আবার তা হতে প্রত্যাহার হওয়াও জায়েজ আছে يُقَالُ لِلْاَبِ اَبٌ যেমন পিতাকে اَبٌ বলা সহীহ وَلَا يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَبٍ কিন্তু لَيْسَ بِاَبٍ বলা সহীহ নয় بِخِلَافِ الْجَدِّ এটা দাদার বিপরীত فَاِنَّهٗ يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ اَبٌ কেননা, দাদাকে اَبٌ বলা সহীহ وَيَصِحُّ اَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَبٍ আবার لَيْسَ بِاَبٍ বলাও সহীহ وَكَذَا الْهَيْكَلُ الْمَعْلُوْمُ يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ اَسَدٌ তেমনিভাবে বাঘের নির্দিষ্ট আকারকে اَسَدٌ বলা সহীহ وَلَا يَنْتَفِيْ عَنْهُ بِاَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَسَدٍ কিন্তু لَيْسَ بِاَسَدٍ বলা সহীহ নয় بِخِلَافِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ এটা সাহসী ব্যক্তির বিপরীত فَاِنَّهٗ يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ اَسَدٌ কেননা তাকে اَسَدٌ বলা ও সহীহ وَاَنْ يُقَالَ اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَسَدٍ আবার اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَسَدٍ বলাও সহীহ وَمَتٰى اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا سَقَطَ الْمَجَازُ আবার যতক্ষণ পর্যন্ত হাকীকতের উপর আমল করা সম্ভব হবে ততক্ষণ পর্যন্ত مَجَازْ পরিত্যক্ত হবে هٰذَا اَصْلٌ كَبِيْرٌ لَنَا এটা আমাদের একটি মহা মূলনীতি يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ الْاَحْكَامِ এটার উপর ভিত্তি করে বহু আহকাম নির্গত হয়ে থাকে اَيْ مَادَامَ اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত হাকীকী অর্থ অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হবে سَقَطَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ ততক্ষণ পর্যন্ত مَجَازِيْ অর্থ পরিত্যক্ত হবে لِاَنَّهٗ مُسْتَعَارٌ এটা ধার করা وَالْمُسْتَعَارُ لَايُزَاحِمُ الْاَصْلَ আর ধার করা বস্তু আসল বস্তুর মোকাবেলা করতে পারে না।

সরল অনুবাদ : আর হাকীকত এটার مُسَمّٰى (যার উপর প্রয়োগ করা হয় তা) হতে বিলুপ্ত হয় না। এটা مَجَازْ-এর বিপরীত। হাকীকত ও مَجَازْ-এর পরিচয় লাভের জন্য এটা একটি উত্তম নিদর্শন অর্থাৎ হাকীকী অর্থ যার জন্য তাকে প্রয়োগ করা হয় তা হতে বাদ পড়ে না এবং প্রত্যাহারকৃত হয় না। এটা مَجَازِيْ অর্থের বিপরীত। কেননা مَجَازِيْ অর্থ এটা مِصْدَاقْ-এর উপর প্রয়োগ হওয়া জায়েজ আছে, আবার তা হতে প্রত্যাহার হওয়াও জায়েজ আছে। যেমন– পিতাকে اَبٌ বলা সহীহ; কিন্তু لَيْسَ بِاَبٍ বলা সহীহ নয়। এটা দাদার বিপরীত। কেননা দাদাকে اَبٌ বলা সহীহ, আবার لَيْسَ بِاَبٍ বলাও সহীহ। তেমনিভাবে বাঘের নির্দিষ্ট আকারকে اَسَدٌ বলা সহীহ; কিন্তু لَيْسَ بِاَسَدٍ বলা সহীহ নয়। এটা সাহসী ব্যক্তির বিপরীত। কেননা তাকে اَسَدٌ বলাও সহীহ, আবার اِنَّهٗ لَيْسَ بِاَسَدٍ বলাও সহীহ। **আবার যতক্ষণ পর্যন্ত হাকীকতের উপর আমল করা সম্ভব হবে ততক্ষণ পর্যন্ত مَجَازْ পরিত্যক্ত হবে।** এটা আমাদের একটি মহা মূলনীতি। এটার উপর ভিত্তি করে বহু আহকাম নির্গত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত হাকীকী অর্থ অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হবে ততক্ষণ পর্যন্ত مَجَازِيْ অর্থ পরিত্যক্ত হবে। কেননা এটা ধার করা আর ধার করা বস্তু আসল বস্তুর মোকাবেলা করতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَايَسْقُطُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, হাকীকী অর্থ এটার مِصْدَاقْ হতে পরিত্যক্ত হয় না। এ কথার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : জোলায়খা যে সব মহিলাদেরকে ইউসুফ (আ.)-কে ফুসলানোর ব্যাপারে বাধ্য হওয়ার কারণ প্রকাশের জন্য ডেকেছিলেন তারা ইউসুফ (আ.)-কে দেখে বলেছেন – مَاهٰذَا بَشَرًا (এ কি মানুষ, না দেবতা?) উক্ত আয়াতে হাকীকী অর্থকে এটার مِصْدَاقْ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, প্রকৃতপক্ষে এটা نَفِيْ-ই নয়। কিন্তু আমাদের বক্তব্য তো হলো প্রকৃত نَفِيْ-এর ব্যাপারে। অতএব এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা একেবারেই অযৌক্তিক।

فَيَكُوْنُ الْعَقْدُ لِمَا يَنْعَقِدُ دُوْنَ الْعَزْمِ اَىْ يَكُوْنُ الْعَقْدُ الْمَذْكُوْرُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ مَحْمُوْلًا عَلٰى مَا يَنْعَقِدُ وَهُوَ الْمُنْعَقِدَةُ فَقَطْ لِاَنَّهٗ حَقِيْقَةٌ هٰذَا اللَّفْظِ دُوْنَ مَعْنَى الْعَزْمِ حَتّٰى يَشْمَلَ الْغَمُوْسَ وَالْمُنْعَقِدَةَ جَمِيْعًا لِاَنَّهٗ مَجَازٌ وَالْمَجَازُ لَايُزَاحِمُ الْحَقِيْقَةَ وَتَحْقِيْقُهٗ اَنَّ الْيَمِيْنَ ثَلٰثٌ لَغْوٌ وَغَمُوْسٌ وَمُنْعَقِدَةٌ فَاللَّغْوُ اَنْ يَّحْلِفَ عَلٰى فِعْلٍ مَاضٍ كَاذِبًا ظَانًّا اَنَّهٗ حَقٌّ وَلَا اِثْمَ فِيْهِ وَلَاكَفَّارَةَ وَالْغَمُوْسُ اَنْ يَّحْلِفَ عَلٰى فِعْلٍ مَاضٍ كَاذِبًا عَمْدًا وَفِيْهِ الْاِثْمُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رحـ) فِيْهِ الْكَفَّارَةُ اَيْضًا وَالْمُنْعَقِدَةُ اَنْ يَّحْلِفَ عَلٰى فِعْلٍ اٰتٍ فَاِنْ حَنَثَ فِيْهِ يَجِبُ الْاِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ جَمِيْعًا بِالْاِتِّفَاقِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَيَكُوْنُ الْعَقْدُ لِمَا يَنْعَقِدُ সুতরাং আল্লাহর বাণীতে عَقْد শব্দের অর্থ يَمِيْن مُنْعَقِدَه হবে دُوْنَ الْعَزْمِ প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প করা নয় اَىْ يَكُوْنُ الْعَقْدُ الْمَذْكُوْرُ فِىْ كَمَا قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ অর্থাৎ আল্লাহ বাণী وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ (তবে يَمِيْن مُنْعَقِدَه -এর জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে) এর মধ্যে উল্লিখিত بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ عَقْد কে হবে مَحْمُوْلًا প্রয়োগ عَلٰى مَا يَنْعَقِدُ هُوَ الْمُنْعَقِدَةُ فَقَطْ অর্থাৎ কেবল يَمِيْن مُنْعَقِدَه -এর উপর لِاَنَّهٗ حَقِيْقَةٌ কেননা এটাই এ هٰذَا اللَّفْظُ শব্দের হাকীকত دُوْنَ مَعْنَى الْعَزْمِ - প্রতিজ্ঞা তার অর্থ নয় حَتّٰى يَشْمَلَ الْغَمُوْسَ وَالْمُنْعَقِدَةَ جَمِيْعًا তা'হলে يَمِيْن غَمُوْس ও مُنْعَقِدَه উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করত لِاَنَّهٗ مَجَازٌ কারণ এটা মাজায وَالْمَجَازُ لَايُزَاحِمُ الْحَقِيْقَةَ আর مَجَازٌ হাকীকতের মোকাবেলা করতে পারে না وَتَحْقِيْقُهٗ এটার বিস্তারিত বিরণ এই যে, اَنَّ الْيَمِيْنَ ثَلٰثٌ لَغْوٌ وَغَمُوْسٌ وَمُنْعَقِدَةٌ শপথ তিন প্রকার- (১) يَمِيْن لَغْو (২) يَمِيْن غَمُوْس (৩) يَمِيْن مُنْعَقِدَه فَاللَّغْوُ اَنْ يَّحْلِفَ عَلٰى فِعْلٍ مَاضِى كَاذِبًا সুতরাং يَمِيْن لَغْو বলা হয় অতীতে কোনো বিষয়ের উপর মিথ্যা শপথ করা ظَانًّا اَنَّهٗ حَقٌّ অথচ সে মনে করে যে তা সত্য وَلَا اِثْمَ فِيْهِ الا كَفَّارَةَ এ শপথের মধ্যে কোনো পাপ বা কাফফারা নেই وَالْغَمُوْسُ اَنْ يَّحْلِفَ عَلٰى فِعْلٍ مَاضٍ كَاذِبًا عَمْدًا আর يَمِيْن غَمُوْس বলা হয় অতীতের কোনো বিষয়ের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা وَفِيْهِ الْاِثْمُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ عِنْدَنَا আমাদের (হানাফীদের) মতে এটাতে গুনাহ হবে, তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رحـ) فِيْهِ الْكَفَّارَةُ اَيْضًا আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে গুনাহের সাথে সাথে কাফফারাও ওয়াজিব হবে وَالْمُنْعَقِدَةُ এবং يَمِيْن مُنْعَقِدَه বলা হয় اَنْ يَّحْلِفَ عَلٰى فِعْلٍ اٰتٍ ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের উপর শপথ করা فَاِنْ حَنَثَ فِيْهِ يَجِبُ الْاِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ جَمِيْعًا بِالْاِتِّفَاقِ সুতরাং যদি তা ভঙ্গ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে পাপ ও কাফফারা দু'টিই ওয়াজিব হবে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং আল্লাহর বাণীতে عَقْد শব্দের অর্থ يَمِيْن مُنْعَقِدَه হবে, প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প করা নয়। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী- وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَاعَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ (তবে يَمِيْن مُنْعَقِدَه-এর জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে)। এর মধ্যে উল্লিখিত عَقْد-কে عَلٰى مَايَنْعَقِدُ অর্থাৎ يَمِيْن مُنْعَقِدَه-এর উপরই কেবল প্রয়োগ করা হবে। কেননা এটাই এ শব্দের হাকীকত, عَزْم (প্রতিজ্ঞা) তার অর্থ নয়, তাহলে يَمِيْن غَمُوْس ও مُنْعَقِدَه উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করত। কারণ এটা مَجَازٌ। আর مَجَازٌ হাকীকতের মোকাবেলা করতে পারে না। এটার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, قَسْم তিন প্রকার— (১) يَمِيْن لَغْو (২) يَمِيْن غَمُوْس (৩) يَمِيْن مُنْعَقِدَه সুতরাং يَمِيْن لَغْو বলা হয় অতীতে কোনো বিষয়ের উপর মিথ্যা শপথ করা অথচ সে মনে করে যে তা সত্য। এ শপথের মধ্যে কোনো পাপ বা কাফফারা নেই। আর يَمِيْن غَمُوْس বলা হয় অতীতের কোনো বিষয়ের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা। আমাদের (হানাফীদের) মতে এটাতে গুনাহ হবে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এতে গুনাহের সাথে সাথে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। এবং يَمِيْن مُنْعَقِدَه বলা হয় ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের উপর শপথ করা। সুতরাং যদি তা ভঙ্গ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে পাপ ও কাফ্ফারা দু'টিই ওয়াজিব হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَلٰى مَا يَنْعَقِدُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَقْد ও يَمِيْن مُنْعَقِدَه সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, يَنْعَقِدُ অর্থাৎ يَرْتَبِطُ তথা যা সংযুক্ত হয়। আর তা হলো হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য একটি শব্দকে আরেকটি শব্দের সাথে যুক্ত করা। যেমন নির্দোষ সাব্যস্ত করার জন্য مُقْسَمْ عَلَيْه-এর সাথে قَسْم-এর শব্দকে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। আর এটা হাকীকতের অধিকতর নিকটবর্তী। কেননা عَقْد-এর মূল অর্থ হলো এমন রশি, যার একাংশ অন্য অংশের সাথে বাঁধা হয়েছে। অতঃপর এটাকে اِسْتِعَارَه হিসেবে ঐ সব শব্দের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যাদের একটিকে অপরটির সাথে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে কোনো হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য। অতঃপর اِسْتِعَارَه হিসেবে ঐ বস্তুকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যা ঐ সংযোগের কারণ হয়ে থাকে। আর তা হলো অন্তরের সংকল্প। আর শব্দের উপর এটার প্রয়োগকে উত্তম ধরা হয়েছে। কেননা হাকীকতের এক স্তর নিকটবর্তী। আর যেখানে নির্দোষ কল্পনা করা হয় তথায়ই তা পাওয়া যায়। আর তা হলো يَمِيْن مُنْعَقِدَه যা ভবিষ্যতের ব্যাপারে হয়ে থাকে, অথচ يَمِيْن غَمُوْس-এর ব্যাপারে এটা অকল্পনীয়। −ইবনে মালেক

قَوْلُهٗ وَهُوَ الْمُنْعَقِدَةُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَقْد বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُنْعَقِدَه শব্দটি عَقْد শব্দ হতে গঠিত। عَقْد-এর অর্থ- রশির মধ্যে গিরা দেওয়া। এখানে এটার অর্থ− অন্তরের দৃঢ়তা ও মজবুতির সাথে শপথ করা। আর এটাও যেন অন্তরের একটি গ্রন্থি বিশেষ।

وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى ذَكَرَ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِى الْمَوْضَعَيْنِ فَقَالَ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَقَالَ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ عِوَضَهٗ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَاعَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ (الاية) فَالشَّافِعِىُّ (رح) يَقُوْلُ بِاَنَّ قَوْلَهٗ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ مَعْنَاهُ وَمَعْنٰى كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاحِدٌ فَيَشْمُلُ كِلَا الْاٰيَتَيْنِ الْغُمُوْسَ وَالْمُنْعَقِدَةَ جَمِيْعًا وَالْمُؤَاخَذَةُ فِى الْمَائِدَةِ مُقَيَّدَةٌ بِالْكَفَّارَةِ فَتُحْمَلُ عَلَيْهَا الْمُؤَاخَذَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الْبَقَرَةِ فَيَكُوْنُ الْاِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ فِىْ كِلَيْهِمَا فَيُطْبَقُ بَيْنَ الْاٰيَتَيْنِ بِهٰذَا النَّمَطِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ مَعْنَى الْعَزْمِ وَالْكَسْبِ مَجَازٌ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ وَالْحَقِيْقَةُ هُوَ الْمُنْعَقِدَةُ فَقَطْ فَاٰيَةُ الْمَائِدَةِ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْكَفَّارَةَ فِى الْمُنْعَقِدَةِ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ فِى الْبَقَرَةِ فَاِنَّهٗ عَامٌّ لِلْغُمُوْسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيْعًا وَالْمُؤَاخَذَةُ فِيْهَا مُطْلَقَةٌ فَتَنْصَرِفُ اِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ الْاُخْرَوِيَّةُ فَتَكُوْنُ الْاِثْمُ فِى الْغُمُوْسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيْعًا هٰذَا هُوَ غَايَةُ التَّحْرِيْرِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ وَسَيَجِئُ هٰذَا فِىْ بَحْثِ الْمُعَارَضَةِ اَيْضًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى ذَكَرَ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةَ আর তা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা এ মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন فِى الْمَوْضَعَيْنِ দু'স্থানে فَقَالَ فِىْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ সুতরাং সূরায়ে বাকারায় বলেছেন لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ আল্লাহ তা'আলা يَمِيْن لَغْو -এর ব্যাপারে তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ যা তোমরা ইচ্ছাকৃত করে থাক وَقَالَ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ আর সূরায়ে মায়েদার মধ্যে বলেছেন عِوَضَهٗ এটার পরিবর্তে وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ শপথের জন্য পাকড়াও করবেন بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ যাতে তোমরা عَقْد টা يَمِيْن مُنْعَقِد করেছ فَكَفَّارَتُهٗ সুতরাং এটার কাফফারা, শেষ আয়াত পর্যন্ত فَالشَّافِعِىُّ يَقُوْلُ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, بِاَنَّ قَوْلَهٗ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ مَعْنَاهُ وَمَعْنٰى كَسَبَتْ আল্লাহ তা'আলার বাণী عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ এবং بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ -এর অর্থ একই قُلُوْبُكُمْ وَاحِدٌ فَيَشْمُلُ كِلَا الْاٰيَتَيْنِ সুতরাং উভয় আয়াতই غُمُوْس ও مُنْعَقِدَة উভয়কে শামিল করবে الْغُمُوْسَ وَالْمُنْعَقِدَةَ جَمِيْعًا وَالْمُؤَاخَذَةُ فِى الْمَائِدَةِ আর সূরায়ে মায়েদার মধ্যে যে পাকড়াও-এর কথা বলা হয়েছে مُقَيَّدَةٌ بِالْكَفَّارَةِ তা كَفَّارَة -এর সাথে যুক্ত فَتُحْمَلُ عَلَيْهَا الْمُؤَاخَذَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الْبَقَرَةِ সূরায়ে বাকারায় যে পাকড়াও এর কথা বলা হয়েছে তাকে মায়েদার আয়াতের উপর প্রয়োগ করা করা হবে فَيَكُوْنُ الْاِثْمُ وَالْكَفَّارَةُ فِىْ كِلَيْهِمَا কাজেই উভয় প্রকার শপথের মধ্যেই গুনাহ ও কাফফারা আবশ্যক হবে فَيُطْبَقُ بَيْنَ الْاٰيَتَيْنِ সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে بِهٰذَا النَّمَطِ এ পদ্ধতিতে وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা (হানাফীরা) বলি যে, اِنَّ مَعْنَى الْعَزْمِ وَالْكَسْبِ مَجَازٌ - كَسْب ও عَزْم -কে রূপকার্থে নেওয়া হয়েছে فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ আল্লাহর বাণী- بِمَاعَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ হতে وَالْحَقِيْقَةُ هُوَ الْمُنْعَقِدَةُ فَقَطْ - এটার হাকীকী অর্থ مُنْعَقِدَة -ই فَاٰيَةُ الْمَائِدَةِ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْكَفَّارَةَ فِى الْمُنْعَقِدَةِ فَقَطْ সুতরাং সূরায়ে মায়েদার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবল مُنْعَقِدَه -এর মধ্যে কাফফারা ওয়াজিব হবে بِخِلَافِ مَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ فِى الْبَقَرَةِ এ সূরায়ে বাক্বারার আয়াত مَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ -এর বিপরীত فَاِنَّهٗ عَامٌّ لِلْغُمُوْسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيْعًا কেননা, এটা غُمُوْس ও مُنْعَقِدَة দু'টিকেই শামিল করে وَالْمُؤَاخَذَةُ فِيْهَا مُطْلَقَةٌ আর এতে مُطْلَق (সাধারণ) পাকড়াও এর কথা বলা হয়েছে فَتَنْصَرِفُ اِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ তাই এটাকে পূর্ণ একক এর উপর প্রয়োগ করা হবে وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ الْاُخْرَوِيَّةُ আর এটা (পূর্ণাঙ্গ একক) হলো পারলৌকিক পাকড়াও فَتَكُوْنُ الْاِثْمُ فِى الْغُمُوْسِ وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيْعًا সুতরাং مُنْعَقِدَة ও غُمُوْس উভয়ের মধ্যেই গুনাহ হবে هٰذَا هُوَ غَايَةُ التَّحْرِيْرِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ এ বিষয়ে এটাই (চূড়ান্ত বক্তব্য) وَسَيَجِئُ هٰذَا فِىْ بَحْثِ الْمُعَارَضَةِ اَيْضًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ চাহে مُعَارَضَة অধ্যায়ে শীঘ্রই (পুনরায়) আলোচনা হবে।

সরল অনুবাদ : আর তা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা এ মাসআলাটি দু' স্থানে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সূরায়ে বাক্বারায় বলেছেন- لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ (আল্লাহ তা'আলা يَمِيْن لَغْو-এর ব্যাপারে তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন)। আর সূরায়ে মায়েদার মধ্যে এটার পরিবর্তে বলেছেন- وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ (الاية) (তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ শপথের জন্য পাকড়াও করবেন যাতে তোমরা শপথের عَقْد টা يَمِيْن مُنْعَقِدَه করেছ। সুতরাং এটার কাফফারা)। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ এবং بِمَاكَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ-এর অর্থ একই। সুতরাং উভয় আয়াতই غُمُوْس ও مُنْعَقِدَه উভয়কে শামিল করবে। আর সূরায়ে মায়েদার মধ্যে যে পাকড়াও-এর এক কথা বলা হয়েছে, তা كَفَّارَه-এর সাথে যুক্ত। অতএব সূরায়ে বাক্বারার মধ্যে যে مُطْلَق পাকড়াও-এর কথা বলা হয়েছে তাকে মায়েদার আয়াতের উপর প্রয়োগ করা হবে। কাজেই উভয় প্রকার শপথের মধ্যেই গুনাহ ও কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। সুতরাং এ পদ্ধতিতে উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। আর আমরা (হানাফীরা) বলি যে, আল্লাহর বাণী- بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ হতে عَزْم ও كَسْب-কে রূপকার্থে নেওয়া হয়েছে। আর কেবল مُنْعَقِدَه-ই এটার হাকীকী অর্থ। সুতরাং সূরায়ে মায়েদার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবল مُنْعَقِدَه-এর মধ্যে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এটা সূরায়ে বাক্বারার আয়াত مَاكَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ-এর বিপরীত। কেননা এটা غُمُوْس ও مُنْعَقِدَه দু'টিকেই শামিল করে। আর এতে مُطْلَق (সাধারণ) পাকড়াও এর কথা বলা হয়েছে। তাই এটাকে فَرْد كَامِل (পূর্ণ একক)-এর উপর প্রয়োগ করা হবে। আর এটা (পূর্ণাঙ্গ একক) হলো পারলৌকিক পাকড়াও। সুতরাং غُمُوْس ও مُنْعَقِدَه উভয়ের মধ্যেই গুনাহ হবে। এ বিষয়ে এটাতে (চূড়ান্ত) বক্তব্য আল্লাহ চাহে مُعَارَضَه-এর অধ্যায়ে শীঘ্রই (পুনরায়) আলোচনা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَالَ فِيْ سُوْرَةِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) يَمِيْن সম্পর্কে সূরা বাক্বারাহ ও মায়েদার পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, শপথ সম্পর্কে সূরায়ে বাক্বারায় যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, এটার পরিবর্তে সূরায়ে মায়েদায় বলা হয়েছে- وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে আয়াতদ্বয় একই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু হানাফীগণের মতে প্রথম আয়াতটি রূপকার্থে يَمِيْن غُمُوْس ও مُنْعَقِدَه দু'টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর দ্বিতীয় আয়াতটি শুধু مُنْعَقِدَه-এর অর্থবোধক।

وَالنِّكَاحُ لِلْوَطْيِ دُوْنَ الْعَقْدِ اَىْ يَكُوْنُ النِّكَاحُ الْمَذْكُوْرُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَاتَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤءُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَحْمُوْلًا عَلَى الْوَطْيِ دُوْنَ الْعَقْدِ فَيَشْمُلُ الْوَطْىَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَالْوَطْىَ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ اَيْضًا لِاَنَّ النِّكَاحَ فِى الْاَصْلِ الضَّمُّ وَهُوَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِالْوَطْيِ وَالْعَقْدِ اِنَّمَا سُمِّىَ نِكَاحًا لِاَنَّهٗ سَبَبُ الضَّمِّ فَمِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ حَقِيْقَةُ النِّكَاحِ الْوَطْىُ وَالْعَقْدُ مَجَازٌ وَمِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ بِالْعَكْسِ فَالشَّافِعِىُّ (رح) حَمَلَ النِّكَاحَ هٰهُنَا عَلٰى مَعْنَاهُ الْمُتَعَارِفِ فَلَايَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا وَنَحْنُ نَحْمِلُهٗ عَلٰى حَقِيْقَتِهِ اللُّغَوِيَّةِ فَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالنِّكَاحُ لِلْوَطْيِ আর نِكَاحٌ শব্দ সহবাসের জন্য ব্যবহৃত হয় دُوْنَ الْعَقْدِ আকদ-এর জন্য নয় اَىْ يَكُوْنُ النِّكَاحُ অর্থাৎ نِكَاحٌ শব্দটি হবে الْمَذْكُوْرُ যা উল্লিখিত فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর বাণীতে وَلَا تَنْكِحُوْا এবং তোমরা বিবাহ করো না مَا نَكَحَ اٰبَاۤءُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ যে সব মহিলাদের সাথে তোমাদের পিতা-পিতামহ সহবাস করেছে مَحْمُوْلًا প্রযোজ্য ধর্তব্য عَلَى الْوَطْيِ সহবাসের অর্থে دُوْنَ الْعَقْدِ - عَقْد এর অর্থে হয়নি فَيَشْمُلُ কাজেই এটা শামিল করবে الْوَطْىَ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ বৈধ ও অবৈধ সহবাসকে وَالْوَطْىَ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ اَيْضًا এবং মালিকানার দ্বারা সহবাস (সবগুলোকে) لِاَنَّ النِّكَاحَ فِى الْاَصْلِ الضَّمُّ কেননা, نِكَاحٌ -এর হাকীকী অর্থ اَلضَّمُّ মিলিত ও সংযুক্ত করা وَهُوَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِالْوَطْيِ আর সেই মিলন সহবাসের দ্বারাই হয়ে থাকে وَالْعَقْدِ اِنَّمَا سُمِّىَ نِكَاحًا আর عَقْد কে نِكَاحٌ বলা হয় لِاَنَّهٗ سَبَبُ الضَّمِّ কারণ তা মিলনের কারণ فَمِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ حَقِيْقَةُ النِّكَاحِ الْوَطْىُ সুতরাং অভিধানের দৃষ্টিতে نِكَاحٌ শব্দের হাকীকী অর্থ হলো– সহবাস করা وَالْعَقْدُ مَجَازٌ আর عَقْد এটার مَجَازِىْ অর্থ وَمِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ بِالْعَكْسِ আর শরিয়তরে দৃষ্টিভঙ্গি তার বিপরীত فَالشَّافِعِىُّ (رح) حَمَلَ النِّكَاحَ هٰهُنَا عَلٰى مَعْنَاهُ الْمُتَعَارِفِ ইমাম শাফেয়ী (র.) এ স্থলে نِكَاحٌ -এর দ্বারা প্রচলিত অর্থ বিবাহ নিয়েছেন فَلَايَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا কাজেই তাঁর মতে زِنٰى এর দ্বারা حُرْمَةُ مُصَاهَرَتْ (শ্বশুর-জামাই সম্পর্কীয় হুরমত) সাব্যস্ত হয় না وَنَحْنُ نَحْمِلُهٗ عَلٰى حَقِيْقَتِهِ اللُّغَوِيَّةِ আর আমরা (হানাফীগণ) এটাকে অভিধানের দৃষ্টিতে হাকীকী অর্থে থাকি فَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا কাজেই আমাদের মতে ব্যভিচার দ্বারা حُرْمَتْ مُصَاهَرَتْ (শ্বশুর-জামাই সম্পর্কীয় হুরমত) সাব্যস্ত হবে।

সরল অনুবাদ : আর نِكَاحٌ শব্দ সহবাসের জন্য ব্যবহৃত হয়, عَقْد-এর জন্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী– وَلَاتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاۤءُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ (এবং যে সব মহিলাদের সাথে তোমাদের পিতা-পিতামহ সহবাস করেছে, তাদেরকে বিবাহ করো না।) এর মধ্যে نكاح শব্দটি সহবাসের অর্থে হয়েছে عَقْد-এর অর্থে হয়নি। কাজেই এটা বৈধ ও অবৈধ সহবাস এবং মালিকানার দ্বারা সহবাস সবগুলোকে শামিল করবে। কেননা نِكَاحٌ-এর হাকীকী অর্থ اَلضَّمُّ মিলিত ও সংযুক্ত করা। আর সেই মিলন সহবাসের দ্বারাই হয়ে থাকে। আর মিলনের কারণ বা سَبَبْ হওয়ায় عَقْد-কে نِكَاحٌ বলা হয়। সুতরাং অভিধানের দৃষ্টিতে نِكَاحٌ শব্দের হাকীকী অর্থ হলো সহবাস করা, আর عَقْد এটার مَجَازِىْ অর্থ। আর শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি তার বিপরীত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ স্থলে نِكَاحٌ-এর দ্বারা প্রচলিত অর্থ বিবাহ নিয়েছেন। কাজেই তাঁর মতে زِنٰى-এর দ্বারা حُرْمَةُ مُصَاهَرَتْ (শ্বশুর-জামাই সম্পর্কীয় হুরমত) সাব্যস্ত হয় না। আর আমরা (হানাফীগণ) এটাকে অভিধানের দৃষ্টিতে হাকীকী অর্থে প্রয়োগ করে থাকি। কাজেই আমাদের মতে ব্যভিচার দ্বারা حُرْمَتْ مُصَاهَرَتْ (শ্বশুর-জামাই সম্পর্কীয় হুরমত) সাব্যস্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالنِّكَاحُ لِلْوَطْيِ دُوْنَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) نِكَاحٌ-এর حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, نِكَاحٌ শব্দের حَقِيْقِىْ অর্থ–সহবাস করা, عَقْد نِكَاحٌ বা বিবাহ বন্ধন নয়। অথচ তাফসীরের কিতাবসমূহ যেমন মাদারেক ইত্যাদিতে রয়েছে, কুরআনে কারীমে نِكَاحٌ শব্দ عَقْد তথা বিবাহ বন্ধনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, এ বিষয়ে তাফসীরবিশারদগণ ও উসূলবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা (হানাফীগণ) আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে نِكَاحٌ-এর حَقِيْقِىْ অর্থে তথা সহবাস অর্থে এটাকে ব্যবহার করে থাকি। কেননা অভিধানের দৃষ্টিতে نِكَاحٌ-এর হাকীকী অর্থ সহবাস এবং مَجَازِىْ অর্থ عَقْد তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে نِكَاحٌ-এর উক্ত আভিধানিক অর্থ বর্জিত হয়েছে। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে যা বর্জিত হয় عُرْف বা পরিভাষা, প্রচলিত প্রথার দৃষ্টিতেও তা বর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং نِكَاحٌ-এর দ্বারা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ সহীহ হবে না। কেননা شَرْعِىْ عُرْفِىْ حَقِيْقِىْ অর্থ আভিধানিক হাকীকী অর্থের উপর অগ্রগণ্য। তার উত্তরে বলা হবে যে, نِكَاحٌ শব্দের হাকীকী অর্থ عَقْد হওয়া এটা ফকীহ কর্তৃক উদ্ভাবিত, এটা نَصّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং এটা আমাদের বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে না।

وَيَسْتَحِيْلُ اِجْتِمَاعُهُمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مِنْ تَتِمَّةِ السَّابِقِ اَىْ يَسْتَحِيْلُ اِجْتِمَاعُ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِىْ حَالَ كَوْنِهِمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ بِاَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلَّقَ الْحُكْمِ كَاَنْ تَقُوْلَ لَاتَقْتُلِ الْاَسَدَ وَتُرِيْدُ السَّبُعَ وَالرَّجُلَ الشُّجَاعَ مَعًا وَاِنْ كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظْرِ اِلٰى هٰذَا الْاِسْتِعْمَالِ مَجَازًا وَقَدْ صَحَّحَهُ الشَّافِعِىْ (رحـ) حَيْثُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ يُمْكِنْ كَالْوُجُوْبِ وَالْاِبَاحَةِ فِى الْاَمْرِ وَلَا نِزَاعَ فِىْ جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِىْ مَعْنًى مَجَازِىٍّ تَكُوْنُ الْحَقِيْقَةُ مِنْ اَفْرَادِهٖ عَلٰى سَبِيْلِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ كَمَا سَيَاْتِىْ وَلَا فِىْ اِمْتِنَاعِ اِسْتِعْمَالِهٖ فِى الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ وَالْمَجَازِىْ مَعًا بِحَيْثُ يَكُوْنُ اللَّفْظُ مُتَّصِفًا بِكَوْنِهٖ حَقِيْقَةً وَمَجَازًا مَعًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَسْتَحِيْلُ اِجْتِمَاعُهُمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ আর একই শব্দের দ্বারা উভয় অর্থ একত্রে উদ্দেশ্য করা অসম্ভব مِنْ تَتِمَّةِ السَّابِقِ এ বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের উপসংহার اَىْ يَسْتَحِيْلُ اِجْتِمَاعُ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِىْ অর্থাৎ একই শব্দের দ্বারা একত্রে حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থ উদ্দেশ্য করা অসম্ভব حَالَ كَوْنِهِمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ بِاَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلَّقَ الْحُكْمِ এভাবে যে, এগুলোর প্রত্যেকটির সাথে হুকুম যুক্ত হবে كَاَنْ تَقُوْلَ যেমন তুমি বললে لَاتَقْتُلِ الْاَسَدَ বাঘকে হত্যা করো না وَتُرِيْدُ السَّبُعَ وَالرَّجُلَ الشُّجَاعَ مَعًا আর এটার দ্বারা তুমি হিংস্র প্রাণী ও বাহাদুর উভয়কে উদ্দেশ্য করেছ وَاِنْ كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظْرِ اِلٰى هٰذَا الْاِسْتِعْمَالِ مَجَازًا যদিও এ ধরনের ব্যবহার হিসেবে শব্দটি مَجَازٌ হবে وَقَدْ صَحَّحَهُ الشَّافِعِىْ ইমাম শাফেয়ী (র.) তাকে সহীহ বলেছেন حَيْثُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا সেখানে উভয় অর্থ উদ্দেশ্য করা সম্ভব كَمَا فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ যেমন এ উদাহরণের মধ্যে بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ يُمْكِنْ كَالْوُجُوْبِ وَالْاِبَاحَةِ فِى الْاَمْرِ তবে যে ক্ষেত্রে উভয় অর্থ উদ্দেশ্য করা সম্ভব হবে না সেখানে এটার বিপরীত হুকুম হবে (অর্থাৎ সহীহ হবে না) যেমন এ আদেশের মধ্যে وُجُوْب اِبَاحَتْ এক সাথে উদ্দেশ্য করা وَلَا نِزَاعَ তবে কোনো বিতর্ক নেই فِىْ جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ কোনো শব্দকে ব্যবহার করার ব্যাপারে فِىْ مَعْنًى مَجَازِىٍّ এমন مَجَازِىْ অর্থে تَكُوْنُ الْحَقِيْقَةُ مِنْ اَفْرَادِهٖ عَلٰى سَبِيْلِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ যার অধীনে عُمُوْمُ الْمَجَازِ হিসেবে حَقِيْقَتْ এ অন্তর্ভুক্ত হবে كَمَا سَيَاْتِىْ যার বর্ণনা শীঘ্রই আসছে وَلَا فِىْ اِمْتِنَاعِ اِسْتِعْمَالِهٖ فِى الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ وَالْمَجَازِىْ مَعًا আবার একই সঙ্গে حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থের মধ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই بِحَيْثُ يَكُوْنُ اللَّفْظُ مُتَّصِفًا بِكَوْنِهٖ حَقِيْقَةً وَمَجَازًا مَعًا এ হিসেবে যে শব্দটি একই সঙ্গে حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ -এর সাথে مَوْصُوْف হবে।

সরল অনুবাদ : আর একই শব্দের দ্বারা উভয় অর্থ একত্রে উদ্দেশ্য করা অসম্ভব এ বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের উপসংহার। অর্থাৎ একই শব্দের দ্বারা একত্রে حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থ উদ্দেশ্য করা অসম্ভব। এভাবে যে, এগুলোর প্রত্যেকটির সাথে হুকুম যুক্ত হবে। যেমন– তুমি বললে, বাঘকে হত্যা করো না। আর এটার দ্বারা তুমি হিংস্র প্রাণী ও বাহাদুর উভয়কে উদ্দেশ্য করতেছ যদিও এ ধরনের ব্যবহার হিসেবে শব্দটি مَجَازٌ তবে যেখানে উভয় অর্থ উদ্দেশ্য করা সম্ভব হয় তথায় তাকে ইমাম শাফেয়ী (র.) সহীহ বলেছেন, যেমন– এ উদাহরণের মধ্যে। তবে যে ক্ষেত্রে উভয় অর্থ উদ্দেশ্য করা সম্ভব হবে না সেখানে এটার বিপরীত হুকুম হবে। (অর্থাৎ সহীহ হবে না।) যেমন– এ আদেশের মধ্যে وُجُوْب ও اِبَاحَتْ এক সাথে উদ্দেশ্য করা। তবে কোনো শব্দকে এমন مَجَازِىْ অর্থে ব্যবহার করার ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই যার অধীনে عُمُوْمُ الْمَجَازِ হিসেবে حَقِيْقَتْ ও অন্তর্ভুক্ত হবে যার বর্ণনা শীঘ্রই আসছে। আবার একই সঙ্গে حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থের মধ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই সে শব্দটি একই সঙ্গে حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ -এর সাথে مَوْصُوْف হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَسْتَحِيْلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, একই সঙ্গে একই শব্দের দ্বারা حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ উভয় অর্থকে উদ্দেশ্য হিসেবে একত্রিত করা অসম্ভব। তবে এর উপর একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এটা অসম্ভব নয় বরং একত্রিত হওয়া সম্ভব। তার উত্তরে বলা হবে যে, এ ক্ষেত্রে অসম্ভব হওয়ার অর্থ হলো জায়েজ না হওয়া; কিন্তু যদি কেউ করে দেয় তাহলে হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ اِجْتِمَاعُهُمَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) هُمَا - ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, هُمَا - ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হলো حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ; এর দ্বারা হাকীকী ও মাজাযী অর্থ উদ্দেশ্য صَنْعَةُ الْاِسْتِخْدَامِ -এর পদ্ধতি অনুযায়ী। কেননা হাকীকত ও মাজায مَعَانِىْ -এর উপরও প্রয়োগ হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَلَا فِىْ اِمْتِنَاعِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থ একত্রিত না হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থের মধ্যে একসঙ্গে এভাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, শব্দটি একই সঙ্গে حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ -এর সাথে مَوْصُوْف হবে। আর তা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, যে শব্দটি কেবল حَقِيْقِىْ অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে তাকে দু'অর্থে ব্যবহার করার মানে হলো যে অর্থের জন্য তাকে গঠন করা হয়নি সে অর্থে তাকে প্রয়োগ করা। সুতরাং একই সাথে তা حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ কিভাবে হবে?

وَكَذَا لَا نِزَاعَ فِيْ جَوَازِ اِجْتِمَاعِهِمَا بِحَسْبِ اِحْتِمَالِ اللَّفْظِ اِيَّاهُمَا اَوْ بِحَسْبِ التَّنَاوُلِ الظَّاهِرِيْ بِشُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِ الْاِرَادَةِ كَمَا سَيَاتِيْ وَاِنَّمَا النِّزَاعُ فِيْ اِرَادَتِهِمَا مَعًا بِاِسْتِقْلَالِهِمَا فَعِنْدَهُ يَجُوْزُ وَعِنْدَنَا لَايَجُوْزُ فَقِيْلَ لِلْاِسْتِحَالَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَقِيْلَ لِعَدَمِ الْعُرْفِ وَالْاِسْتِعْمَالِ وَالْمُصَنِّفُ (رح) اَوْرَدَ فِيْ ذٰلِكَ تَمْثِيْلًا تَشْبِيْهًا لِلْمَعْقُوْلِ بِالْمَحْسُوْسِ فَقَالَ كَمَا اِسْتَحَالَ اَنْ يَكُوْنَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ عَلَى اللَّابِسِ مِلْكًا وَعَارِيَةً فِيْ زَمَانٍ وَاحِدٍ يَعْنِيْ اَنَّ اللَّفْظَ لِلْمَعْنٰى بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ لِلشَّخْصِ وَالْمَجَازُ كَالثَّوْبِ الْمُسْتَعَارِ وَالْحَقِيْقَةُ كَالثَّوْبِ الْمَمْلُوْكِ فَكَمَا اَنَّ اِسْتِعْمَالَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِيْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ وَالْعَارِيَةِ جَمِيْعًا مُحَالٌ كَذٰلِكَ اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ بِطَرِيْقِ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ مُحَالٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا لَا نِزَاعَ তেমনটি মতানৈক্য নেই فِيْ جَوَازِ اِجْتِمَاعِهِمَا উভয়ের (مَجَازْ ও حَقِيْقَتْ) একত্রিত হওয়ার ব্যবসায়ে بِحَسْبِ اِحْتِمَالِ اللَّفْظِ اِيَّاهُمَا একই সঙ্গে উভয় অর্থের সম্ভাবনার সাথে اَوْ بِحَسْبِ التَّنَاوُلِ الظَّاهِرِيْ بِشُبْهَةٍ অথবা বাহ্যত সন্দেহের সাথে উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই مِنْ غَيْرِ الْاِرَادَةِ কোনো প্রকার ইচ্ছা ছাড়া كَمَا سَيَاتِيْ যথাশীঘ্র এটার বর্ণনা আসছে وَاِنَّمَا النِّزَاعُ তবে মতভেদ রয়েছে فِيْ اِرَادَتِهِمَا مَعًا একই সাথে উভয়ের উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে بِاِسْتِقْلَالِهِمَا স্বতন্ত্রভাবে فَعِنْدَهُ يَجُوْزُ সুতরাং এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে জায়েজ وَعِنْدَنَا لَايَجُوْزُ আমাদের হানাফীদের মতে জায়েজ নয় فَقِيْلَ لِلْاِسْتِحَالَةِ الْعَقْلِيَّةِ কারো কারো মতে আকল (বুদ্ধি) এর দৃষ্টিতে তা অসম্ভব হওয়ার কারণে (জায়েজ নয়) وَقِيْلَ لِعَدَمِ الْعُرْفِ وَالْاِسْتِعْمَالِ আবার কারো কারো মতে প্রচলিত প্রথা ও প্রয়োগ না থাকার কারণে জায়েজ নয় وَالْمُصَنِّفُ (رح) اَوْرَدَ فِيْ ذٰلِكَ আর গ্রন্থকার (র.) এটার আলোচনা করতে গিয়ে পেশ করেছেন تَمْثِيْلًا এমন উদাহরণ تَشْبِيْهًا لِلْمَعْقُوْلِ যাতে مَعْقُوْل (বুদ্ধি লব্ধ বস্তু) -কে مَحْسُوْس (ইন্দ্রীয়লব্ধ বস্তু) এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে بِالْمَحْسُوْسِ فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন كَمَا اِسْتَحَالَ اَنْ يَكُوْنَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ যেমন একটি কাপড় হওয়া অসম্ভব عَلَى اللَّابِسِ পরিধান কারীর উপর مِلْكًا وَعَارِيَةً মালিকানাধীন ও ধার হিসেবে فِيْ زَمَانٍ وَاحِدٍ একই সময় يَعْنِيْ অর্থাৎ اَنَّ اللَّفْظَ لِلْمَعْنٰى অর্থের জন্য শব্দ بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ পোশাকের পর্যায়ভুক্ত لِلشَّخْصِ মানুষের জন্য وَالْمَجَازُ আর مَجَازْ হলো كَالثَّوْبِ الْمُسْتَعَارِ ধার করা কাপড়ের ন্যায় وَالْحَقِيْقَةُ এবং حَقِيْقَتْ হলো كَالثَّوْبِ الْمَمْلُوْكِ মালিকানাধীন কাপড়ের সদৃশ فَكَمَا اَنَّ اِسْتِعْمَالَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ সুতরাং যদ্রূপ একটি কাপড় ব্যবহার করা فِيْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ একই অবস্থায় بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ وَالْعَارِيَةِ মালিকানাধীন ও ধার হিসেবে مُحَالٌ অসম্ভব كَذٰلِكَ اِسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ তদ্রূপ একটি শব্দকে ব্যবহার করা بِطَرِيْقِ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত ও مَجَازْ হিসেবে مُحَالٌ অসম্ভব তথা না জায়েজ।

সরল অনুবাদ : তেমনটি একই সঙ্গে উভয় অর্থের সম্ভাবনার সাথে مَجَازْ ও حَقِيْقَتْ একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। অথবা কোনো প্রকার ইচ্ছা ছাড়া বাহ্যত সন্দেহের সাথে উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। যথাশীঘ্র এটার বর্ণনা আসছে। তবে একই সাথে উভয় অর্থ স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ আর আমাদের হানাফীদের মতে জায়েজ নয়। কারো কারো মতে আকল (বুদ্ধি)-এর দৃষ্টিতে তা অসম্ভব হওয়ার কারণে (জায়েজ নয়)। আবার কারো কারো মতে প্রচলিত প্রথা ও প্রয়োগ না থাকার কারণে জায়েজ নয়। আর গ্রন্থকার (র.) এটার আলোচনা করতে গিয়ে এমন উদাহরণ পেশ করেছেন যাতে مَعْقُوْل (বুদ্ধিলব্ধ বস্তু)-কে مَحْسُوْس (ইন্দ্রীয়লব্ধ বস্তু)-এর সাথে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি বলেন, **যেমন একটি কাপড় পরিধানকারীর উপর সে কাপড় একই সময় মালিকানাধীন ও ধার হিসেবে হওয়া অসম্ভব।** অর্থাৎ অর্থের জন্য শব্দ মানুষের জন্য পোশাকের পর্যায়ভুক্ত আর مَجَازْ হলো ধার করা কাপড়ের ন্যায় এবং حَقِيْقَتْ হলো মালিকানাধীন কাপড়ের সদৃশ। সুতরাং যদ্রূপ এ অবস্থায় একটি কাপড় মালিকানাধীন ও ধার হিসেবে ব্যবহার করা অসম্ভব, তদ্রূপ একটি শব্দকে একই সময় حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ হিসেবে ব্যবহার করা অসম্ভব তথা নাজায়েজ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا سَيَاْتِيْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কোনোরূপ ইচ্ছা ব্যতীত বাহ্যিকভাবে সন্দেহের সাথে مَجَازْ-কে ও حَقِيْقَتْ শামিল করবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মূল কিতাবের ভাষ্যে যা সামনে আসছে তা হলো কোনো হারবী যদি মুসলমানদের ইমামকে লক্ষ্য করে বলে- اٰمِنُوْنَا عَلٰى اَبْنَائِنَا (আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।) তা হলে এতে সন্তানদের সন্তানেরাও অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা ইচ্ছা করার কারণে নয়। কেননা কেবল সন্তানদের কথাই ইচ্ছা করা হয়েছে; বরং রক্ত রক্ষার্থে এটা হয়েছে। সুতরাং রক্তপাত এড়ানোর জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সন্তানের সন্তানেরাও উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ الْاِسْتِعْمَالُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ টেনে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, একজন ব্যক্তি একই সময় একটি কাপড় মালিকানা ও ধার উভয় হিসেবে পরিধান করা যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে একটি শব্দ একই সময় حَقِيْقِيْ ও مَجَازِيْ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব। এর বিরুদ্ধে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে প্রশ্ন তুলা হয়েছে যে, আমরা حَقِيْقِيْ ও مَجَازِيْ অর্থে حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ হিসেবে শব্দকে নির্ধারণ করি না, যার কারণে উভয় অর্থে এটার ব্যবহার একটি কাপড় মালিকানা ও ধার হিসেবে পরিধান করার পর্যায় পড়বে; বরং আমরা এটাকে কেবল مَجَازِيْ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কেননা এটা প্রত্যেক অর্থে ব্যবহৃত অবস্থায় غَيْر مَوْضُوْع لَهُ-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর কোনো শব্দ غَيْر مَوْضُوْع لَهُ-এর জন্য ব্যবহৃত হওয়াকেই مَجَازْ বলে।

وَالْاَوْضَحُ فِى الْمِثَالِ اَنْ يَّقُوْلَ كَمَا اِسْتَحَالَ اَنْ يَّلْبَسَ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ اللَّابِسَانِ اَحَدُهُمَا بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ وَالْاٰخَرُ بِطَرِيْقِ الْعَارِيَةِ لِيَكُوْنَ اللَّفْظُ بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ وَالْمَعْنِيَانِ بِمَنْزِلَةِ اللَّابِسَيْنِ وَالْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ وَالْعَارِيَةِ وَلَايُقَالُ اِنَّ الرَّاهِنَ اِذَا اسْتَعَارَ الثَّوْبَ الْمَرْهُوْنَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَلَبِسَهُ يُصْدَقُ عَلَيْهِ اَنَّهُ لَبِسَهُ بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ وَالْعَارِيَةِ جَمِيْعًا لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّ لُبْسَهُ هٰذَا لَيْسَ بِطَرِيْقِ الْعَارِيَةِ لِاَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَتَمَلَّكِ الثَّوْبَ حَتّٰى يُعِيْرَهُ الرَّاهِنُ وَلٰكِنَّهُ بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ لِاَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ كَانَ مَانِعًا فَاِذَا اَزَالَهُ عَادَ حَقُّ الْمَالِكِ اِلٰى اَصْلِهٖ وَيُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ بِطَرِيْقِ الْعَارِيَةِ فَقَطْ لِاَنَّهُ لَاتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْمِلْكِ فِيْهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاَوْضَحُ فِى الْمِثَالِ اَنْ يَّقُوْلَ উদাহরণটি এভাবে উপস্থাপন করলে অধিকতর স্পষ্ট হতো যে, كَمَا اِسْتَحَالَ اَنْ يَّلْبَسَ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ যদ্রূপ একটি কাপড় পরিধান করা অসম্ভব اللَّابِسَانِ اَحَدُهُمَا بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ দু'ব্যক্তির একজন পরিধানকারী মালিকানা হিসেবে وَالْاٰخَرُ بِطَرِيْقِ الْعَارِيَةِ এবং অন্যজন ধার হিসেবে لِيَكُوْنَ اللَّفْظُ তা'হলে শব্দ হতো بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ কাপড়ের পর্যায়ে وَالْمَعْنِيَانِ এবং দু'টি অর্থ بِمَنْزِلَةِ اللَّابِسَيْنِ দু'জন পরিধানকারীর পর্যায় وَالْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ আর হাকীকত মাজায بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ وَالْعَارِيَةِ মালিকানা ও ধার নেওয়ার পর্যায়ে হতো وَلَايُقَالُ এটা বলা যাবে না যে اِنَّ الرَّاهِنَ বন্ধকদাতা اِذَا اسْتَعَارَ الثَّوْبَ الْمَرْهُوْنَ বন্ধক দেওয়া কাপড়টি ধার নেয় مِنَ الْمُرْتَهِنِ বন্ধকগ্রহীতা হতে وَلَبِسَهُ এবং এটা পরিধান করে يُصْدَقُ عَلَيْهِ তাহলে এটা বলা যথার্থ হবে যে اَنَّهُ لَبِسَهُ সে উক্ত কাপড়টি পরিধান করেছে بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ وَالْعَارِيَةِ جَمِيْعًا মালিকানা ও ধার উভয় হিসেবে لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা এটার উত্তরে আমরা বলি যে, اِنَّ لُبْسَهُ هٰذَا তার এ পরিধান لَيْسَ بِطَرِيْقِ الْعَارِيَةِ ধার হিসেবে নয় لِاَنَّ الْمُرْتَهِنَ কেননা বন্ধকগ্রহীতা لَمْ يَتَمَلَّكِ الثَّوْبَ সেই কাপড়ের মালিক হয়নি حَتّٰى يُعِيْرَهُ الرَّاهِنُ যদি মালিক হতো তাহলে সে ধার দিতে পারতো وَلٰكِنَّهُ بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ বরং বন্ধকদাতা তা মালিকানা হিসেবেই পরিধান করেছে لِاَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ কেননা বন্ধকদাতার অধিকার كَانَ مَانِعًا এ কাপড় ব্যবহারে বাঁধা প্রদানকারী ছিল فَاِذَا اَزَالَهُ যখন সে বাঁধা অপসারিত করেছে عَادَ حَقُّ الْمِلْكِ اِلٰى اَصْلِهٖ তখন মালিকের হক আসলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে وَيُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ بِطَرِيْقِ الْعَارِيَةِ فَقَطْ তবে এটা হতে পারে যে, এটা বন্ধকদাতা শুধু ধার হিসেবে পরিধান করেছে لِاَنَّهُ لَاتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْمِلْكِ فِيْهِ কেননা তাতে মালিকানার কোনো ক্রিয়া বা ফল কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهٖ যেমন বিক্রয়, হেবা ইত্যাদি।

সরল অনুবাদ : উদাহরণটি এভাবে উপস্থাপন করলে অধিকতর স্পষ্ট হতো যে, যদ্রূপ একটি কাপড় দু'ব্যক্তির পক্ষে এভাবে পরিধান করা অসম্ভব যে, একজন মালিকানা হিসেবে এবং অন্যজন ধার হিসেবে। তদ্রূপ একই শব্দের দ্বারা حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ উদ্দেশ্য করা অসম্ভব। তাহলে শব্দ কাপড়ের পর্যায় এবং দু'টি অর্থ দু'জন পরিধানকারীর পর্যায়, আর حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ মালিকানা ও ধার নেওয়ার পর্যায়ে হতো। এটা বলা যাবে না যে, যদি কোনো কাপড় বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতা হতে সে বন্ধক দেওয়া কাপড়টি ধার নেয় এবং এটা পরিধান করে, তাহলে এটা বলা যথার্থ হবে যে, সে উক্ত কাপড়টি মালিকানা ও ধার উভয় হিসেবে পরিধান করেছে। কেননা এটার উত্তরে আমরা বলি যে, তার এ পরিধান ধার হিসেবে নয়। কেননা বন্ধকগ্রহীতা সেই কাপড়ের মালিক হয়নি। যদি মালিক হতো তাহলে সে ধার দিতে পারত। বরং বন্ধকদাতা তা মালিকানা হিসেবেই পরিধান করেছে। কেননা বন্ধকগ্রহীতার অধিকার এ কাপড় ব্যবহারে বাধা প্রদানকারী ছিল। যখন সে বাধা অপসারিত হয়েছে তখন মালিকের হক আসলের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তবে এটা হতে পারে যে, এটা বন্ধকদাতা শুধু ধার হিসেবে পরিধান করেছে। কেননা মালিকানার কোনো ক্রিয়া বা ফল যেমন– বিক্রয়, হেবা ইত্যাদি কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاَوْضَحُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি সন্দেহের নিরসন করতে গিয়ে বলেন যে, কেননা শব্দ যখন পোশাকের পর্যায়ভুক্ত হলো আর অর্থ পরিধানকারীর পর্যায় পড়ল আর অর্থ দু'টি হলো (حَقِيْقِىْ এবং مَجَازْ) তখন পরিধানকারী দু'জন হবে। সুতরাং মতনে (গ্রন্থকার (র.)-এর ভাষ্যে) যে تَشْبِيْه রয়েছে তা সহীহ হবে না। কেননা তাতে পরিধানকারী একজন হওয়ার উল্লেখ আছে। তবে তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর ভাষ্যে সর্ব বিষয়ে তুলনা করা বা تَشْبِيْه দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, কেবল মূল ব্যবহারের তুলনা করা উদ্দেশ্য। সুতরাং তা সহীহ হবে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর স্বীয় বক্তব্য فَكَمَا اَنَّ اِسْتِعْمَالَ الخ-এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর এ জন্যই তিনি এ ক্ষেত্রে وَالصَّوَابُ না বলে وَالْاَوْضَحُ বলেছেন।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّهُ بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, কোনো কাপড় বন্ধকদাতা যদি বন্ধকগ্রহীতা হতে তা ধার নিয়ে পরিধান করে, তাহলে তা মালিকানাধীন হিসেবেই পরিধান করা হবে। কেননা বন্ধনগ্রহীতা এটার মালিক হয় না। তার দলিল হলো, যদি তা বন্ধকদাতার নিকট বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে এটার দায়-দায়িত্ব কিছুই বন্ধকগ্রহীতার ঘাড়ে পড়বে না। আর বন্ধকের ঋণও কিছুমাত্র লাঘব হবে না। আর বন্ধকগ্রহীতা যখন বন্ধকদাতাকে এটা ব্যবহার করার অনুমতি দিল তখন তার হক দূর হয়ে মালিক তথা বন্ধকদাতার অধিকার ফিরে আসল।

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) فِيْ تَفْرِيْعَاتِ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ حَتّٰى قُلْنَا اِنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَوَالِيْ لَاتَتَنَاوَلُ مَوَالِيَ الْمَوَالِيْ وَاِذَا كَانَ لَهٗ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ وَتَحْقِيْقُهٗ اَنَّ لَفْظَ الْمَوْلٰى مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمُعْتِقِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَالْمُعْتَقِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلٰى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ وَكَذَا مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ مَجَازًا فَاِذَا اَوْصٰى رَجُلٌ لِمَوَالِيْهِ وَلَهٗ مُعْتِقٌ وَمُعْتَقٌ جَمِيْعًا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ مَالَمْ يُبَيِّنْ اَحَدَهُمَا دَفْعًا لِلْاِشْتِرَاكِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مُعْتِقٌ بِكَسْرِ التَّاءِ بَلْ مُعْتَقٌ وَمُعْتَقُ الْمُعْتَقِ عَلٰى مَاهُوَ وَضْعُ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَقُ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُعْتَقُ الْمُعْتَقِ لِاَنَّ الْمَوَالِيْ حَقِيْقَةٌ فِي الْمُعْتَقِ وَمَجَازٌ فِيْ مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ فَلَا يَجْتَمِعُ الْمَجَازُ مَعَ الْحَقِيْقَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অতঃপর গ্রন্থকার (র.) আরম্ভ করেছেন فِيْ تَفْرِيْعَاتِ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ এ মাসআলাটির শাখা-মাসআলাসমূহ বর্ণনা করা فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন حَتّٰى قُلْنَا এজন্য আমরা বলেছি যে اِنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَوَالِيْ আযাদকৃত দাসদের জন্য অসিয়ত করলে لَايَتَنَاوَلُ مَوَالِيَ الْمَوَالِيْ সে অসিয়ত আজাদকৃত গোলামদের আযাদকৃত দাসদেরকে শামিল করবে না وَاِذَا كَانَ لَهٗ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ আর যখন অসিয়তকারীর মাত্র একটি আজাদকৃত দাস থাকবে يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ তখন সে অর্ধেকের মালিক হবে وَتَحْقِيْقُهٗ তবে তার বিশদ বিবরণ হলো– اَنَّ لَفْظَ الْمَوْلٰى مُشْتَرَكٌ - مَوْلٰى শব্দটি মুশতারাক بَيْنَ الْمُعْتِقِ بِلَا وَاسِطَةٍ সরাসরি আজাদকারী মালিক ও সরাসরি আজাদকৃত দাসের মধ্যে وَالْمُعْتَقِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلٰى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ আবার এটা কোনো কোনো সময় আজাদকারীকে বুঝিয়ে থাকে وَكَذَا مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ مَجَازًا তদ্রূপ আজাদকৃতের আজাদকৃতকেও مَجَازٌ হিসেবে বুঝিয়ে থাকে فَاِذَا اَوْصٰى رَجُلٌ لِمَوَالِيْهِ সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন তার مَوَالِيْ এর জন্য অসিয়ত করবে وَلَهٗ مُعْتِقٌ وَمُعْتَقٌ جَمِيْعًا আর তার একজন আজাদকারী মালিক ও একজন আজাদকৃত দাস রয়েছে تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ তখন তার অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে مَالَمْ يُبَيِّنْ اَحَدَهُمَا যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্য হতে একজনকে উল্লেখ না করবে دَفْعًا لِلْاِشْتِرَاكِ - اِشْتِرَاكْ-কে দূর করার জন্য وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مُعْتِقٌ بِكَسْرِ التَّاءِ অপর দিকে যদি তার আজাদকারীর (মালিক) না থাকে (تَاء তে যের বিশিষ্ট) بَلْ مُعْتَقٌ বরং একজন আজাদকৃত দাস وَمُعْتَقُ الْمُعْتَقِ ও সে দাসের একজন আজাদকৃত দাস থাকে عَلٰى مَا هُوَ وَضْعُ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ যদ্রূপ মূল মতনের মধ্যে মাসআলাটি বর্ণিত হয়েছে يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَقُ তখন তার আজাদকৃত গোলাম এটার অধিকারী হবে। لَايَسْتَحِقُّ مُعْتَقُ الْمُعْتَقِ আজাদকৃত দাসের আজাদকৃত দাস অধিকারী হবে না لِاَنَّ الْمَوَالِيْ حَقِيْقَةٌ فِي الْمُعْتَقِ কেননা موالي শব্দের হাকীকী অর্থ আজাদকৃত দাস وَمَجَازٌ فِيْ مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ আর আজাদকৃত দাসের আজাদকৃত দাস এটার রূপকার্থ فَلَايَجْتَمِعُ الْمَجَازُ مَعَ الْحَقِيْقَةِ কাজেই হাকীকতের সাথে مجاز একত্রিত হতে পারে না।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলাটির تَفْرِيْعَاتْ (শাখা মসআলাসমূহ) বর্ণনা করা আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **এ জন্য আমরা বলেছি যে, আজাদকৃত দাসদের জন্য অসিয়ত করলে সে অসিয়ত আজাদকৃত গোলামদের আজাদকৃত দাসদেরকে শামিল করবে না। আর যখন অসিয়তকারীর মাত্র একটি আজাদকৃত দাস থাকবে, তখন সে অর্ধেকের মালিক হবে**। তবে তার বিশদ বিবরণ হলো, مَوْلٰى শব্দটি সরাসরি আজাদকারী মালিক ও সরাসরি আজাদকৃত দাসের মধ্যে مُشْتَرَكْ আবার এটা কোনো কোনো সময় আজাদকারীর আজাদকারীও আজাদকৃতের আজাদকৃতকেও مَجَازْ হিসেবে বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন তার مَوَالِيْ-এর জন্য অসিয়ত করবে আর তার একজন আজাদকারী মালিক ও একজন আজাদকৃত দাস রয়েছে তখন তার অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। اِشْتِرَاكْ-কে দূর করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্য হতে একজনকে উল্লেখ না করবে। অপর দিকে যদি তার আজাদকারী (মালিক না থাকে) বরং একজন আজাদকৃত দাস ও সেই দাসের একজন আজাদকৃত দাস থাকে যদ্রূপ মূল মতনের মধ্যে মাসআলাটি বর্ণিত হয়েছে তখন তার আজাদকৃত গোলাম এটার অধিকারী হবে, আজাদকৃত দাসের আজাদকৃত দাস এটার অধিকারী হবে না। কেননা مَوَالِيْ শব্দের হাকীকী অর্থ হলো আজাদকৃত দাস। আর আজাদকৃত দাসের আজাদকৃত দাস এটার রূপকার্থ। কাজেই হাকীকতের সাথে مَجَازْ একত্রিত হতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ لَفْظَ الْمَوَالِيْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَوَالِيْ-এর অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে اِضَافَتْ ব্যতীত مَوَالِيْ শব্দ উদ্দেশ্য নয়, যা বাহ্যিক ইবারতের দ্বারা ধারণা হয়। কেননা مَوَالِيْ শব্দের حَقِيْقِيْ অর্থ হলো– আজাদকৃত দাস। চাই তাকে কোনো মূল আজাদ ব্যক্তি আজাদ করুক অথবা কোনো আজাদকৃত ব্যক্তি আজাদ করুক। সুতরাং আজাকদৃতের ব্যাপারে এটা مَجَازْ নয়; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো مَوْلٰى শব্দটি যদি مُضَافْ হয় তাহলে এই হুকুম হবে। যেমন– বলা হবে যে, مَوْلٰى زَيْدْ ইত্যাদি।— তালবীহ

فَإِنْ كَانَ لَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ الثُّلُثِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تَنْفُذُ فِي الثُّلُثِ وَأَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْوَصِيَّةِ اِثْنَانِ فَيَكُونُ النِّصْفُ الْبَاقِيْ مِنَ الثُّلُثِ مَرْدُوْدًا إِلَى وَرَثَةِ الْمُوْصِيْ وَلَا يَكُوْنُ لِمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُعْتَقُ بِلَا وَاسِطَةٍ فَحِيْنَئِذٍ يَسْتَحِقُّ مُعْتَقُ الْمُعْتَقِ مَا أَوْصَى بِهِ وَلَا يَلْحَقُ غَيْرُ الْخَمْرِ بِالْخَمْرِ تَفْرِيْعٌ ثَانٍ وَعَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ الْوَصِيَّةَ يَعْنِيْ لَا يُلْحَقُ غَيْرُ الْخَمْرِ مِنْ أَخَوَاتِهَا وَهِيَ الطِّلَاءُ وَنَقِيْعُ التَّمْرِ وَنَقِيْعُ الزَّبِيْبِ وَنَحْوُهُ مِنْ سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ بِالْخَمْرِ مِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةِ وَإِيْجَابِ الْحَدِّ فَإِنَّ فِي الْخَمْرِ يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْهَا وَتَحْرُمُ قَطْرَةٌ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَصِلَ إِلَى حَدِّ السُّكْرِ وَغَيْرِهَا لَا يَحْرُمُ وَلَا يَسْتَوْجِبُ الْحَدُّ مَا لَمْ يُسْكِرْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنْ كَانَ لَهُ مُعْتَقٌ وَاحِدٌ সুতরাং যদি তার একজন আজাদকৃত দাস থাকে يَسْتَحِقُّ نِصْفَ الثُّلُثِ তাহলে সে এক তৃতীয়াংশের অর্ধেকের মালিক হবে لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ কেননা অসিয়ত إِنَّمَا تَنْفُذُ কার্যকর হবে فِي الثُّلُثِ এক তৃতীয়াংশের মধ্যে وَأَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْوَصِيَّةِ اِثْنَانِ আর অসিয়তের মধ্যে বহুবচনের নিম্নতম সংখ্যা হলো দুই فَيَكُوْنُ النِّصْفُ الْبَاقِيْ কাজেই বাকি অর্ধেক হবে مِنَ الثُّلُثِ এক তৃতীয়াংশের مَرْدُوْدًا প্রত্যাবর্তন إِلَى وَرَثَةِ الْمُوْصِيْ অসিয়ত কারীর উত্তরাধিকারীর দিকে وَلَا يَكُوْنُ আর পাবেনা لِمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ আজাদকৃতের আজাদকৃত দাস شَيْءٌ কিছুই إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُعْتَقُ بِلَا وَاسِطَةٍ তবে যদি সরাসরি আজাদকৃত দাস না থাকে فَحِيْنَئِذٍ يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَقُ الْمُعْتَقِ তাহলে আজাদকৃতের আজাদকৃত হকদার হবে مَا أَوْصَى بِهِ অসিয়তকৃত বস্তুর وَلَا يَلْحَقُ غَيْرُ الْخَمْرِ بِالْخَمْرِ আর মদের সাথে অন্য বস্তু যুক্ত করা যাবেনা تَفْرِيْعٌ ثَانٍ ইহা দ্বিতীয় শাখা মাসআলা وَعَطْفٌ এবং ইহা আতফ عَلَى قَوْلِهِ তাঁর অন্য উক্তির উপরে إِنَّ الْوَصِيَّةَ তা হলো নিশ্চয়ই অসিয়ত يَعْنِيْ অর্থাৎ لَا يُلْحَقُ যুক্ত হবে না غَيْرُ الْخَمْرِ মদ ব্যতীত অন্য কোনো কিছু مِنْ أَخَوَاتِهَا তার সমতুল্য বা সমজাতীয় وَهِيَ الطِّلَاءُ আর মদের সদৃশ্য বস্তুগুলো হলো আঙ্গুরের রস وَنَقِيْعُ التَّمْرِ খুরমা ভিজানো পানি وَنَقِيْعُ الزَّبِيْبِ কিসমিস ভিজানো পানি وَنَحْوُهُ ইত্যাদি مِنْ سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ যাবতীয় নেশাগ্রস্ত বস্তু بِالْخَمْرِ মদের সাথে مِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةِ হারাম হওয়া হিসেবে وَإِيْجَابِ الْحَدِّ ও শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার হিসেবে فَإِنَّ فِي الْخَمْرِ কেননা, মদে يَجِبُ الْحَدُّ শাস্তি ওয়াজিব হবে بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْهَا এক ফোঁটা পান করলেও وَتَحْرُمُ قَطْرَةٌ مِنْهَا এবং এটার এক ফোঁটাও হারাম مِنْ غَيْرِ أَنْ تَصِلَ إِلَى حَدِّ السُّكْرِ নেশা পর্যন্ত না পৌছলেও وَغَيْرِهَا আর অন্যান্য শরাব لَا يَحْرُمُ হারাম নয়, وَلَا يَسْتَوْجِبُ الْحَدُّ এবং ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি ওয়াজিব হবে না مَا لَمْ يُسْكِرْ যতক্ষণ পর্যন্ত নেশা সৃষ্টি করবে না।

সরল অনুবাদ : সুতরাং যদি তার একজন আজাদকৃত দাস থাকে তাহলে সে এক-তৃতীয়াংশের অর্ধেকের মালিক হবে। কেননা এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অসিয়ত কার্যকর হয়। আর অসিয়তের মধ্যে বহুবচনের নিম্নতম সংখ্যা হলো দুই। কাজেই বাকি অর্ধেক অসিয়তকারীর উত্তরাধীকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আজাদকৃতের আজাদকৃত দাস কিছুই পাবে না। তবে যদি সরাসরি আজাদকৃত দাস না থাকে তাহলে আজাদকৃতের আজাদকৃত অসিয়তকৃত বস্তুর মালিক হকদার হবে। **আর মদের সাথে অন্য বস্তুকে যুক্ত করা যাবে না।** এটা দ্বিতীয় تَفْرِيْع (প্রশাখা মাসআলা) এবং এটাকে তার বক্তব্য إِنَّ الْوَصِيَّةَ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। অর্থাৎ মদের সাদৃশ্য বস্তুগুলোকে মদের সাথে যুক্ত করা যাবে না। আর মদের সাদৃশ বস্তুগুলো যেমন– আংগুরের রস, খোরমা ভিজানো পানি এবং কিসমিস ভিজানো পানি ইত্যাদির যাবতীয় নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুকে হারাম হওয়া ও শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার হিসেবে মদের সাথে যুক্ত করা যাবে না। কেননা خَمْر বা মদ-এর এক ফোঁটা পান করলেও শাস্তি ওয়াজিব হবে। আর নেশা পর্যন্ত না পৌছলেও এটার এক ফোঁটাও হারাম। আর অন্যান্য শরাব হারাম নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নেশা সৃষ্টি করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো পান করার কারণে শাস্তি ওয়াজিব হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) যাদের জন্য অসিয়ত করা হয়েছে তাদের সংখ্যা একজন হলে তার হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَوَالِيْ-এর জন্য অসিয়ত করা হয়েছে مَوَالِيْ এটা বহুবচনের صِيْغَه। আর অসিয়তের ব্যাপারে বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো দুই। সুতরাং তারা প্রত্যেকেই অসিয়তকৃত মালের অর্ধেক পাবে। আর অসিয়তকৃত মাল হলো এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং তার একজন مَوْلٰى হলে এক-তৃতীয়াংশের অর্ধেকের মালিক হবে। আর অবশিষ্টাংশ অসিয়তকারীর ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ الطِّلَاءُ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মদ জাতীয় কতিপয় নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আংগুর হতে নিংড়ানো রসকে সিদ্ধ করার পর এটার এক-তৃতীয়াংশ বিলুপ্ত হয়ে গেলে এটাকে طِلَاءُ বলে। এতে নেশা হয়ে থাকে। যেহেতু এটার ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন– مَا أَشْبَهَ هٰذَا بِطِلَاءِ الْبَعِيْرِ এটা উটের طِلَاءُ-এর সাথে কতই না সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর طِلَاءُ ঐ আলকাতরাকে বলে যা খোস চামড়া ওয়ালা উটের গায়ে লাগানো হয়ে থাকে।

আর نَقِيْعُ التَّمْرِ বলে ঐ পানিকে যাতে কাঁচা খোরমা ভিজানোর পর তা পচিয়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়ে যায় আর সেটাও নেশা সৃষ্টিকারী। এবং نَقِيْعُ الزَّبِيْبِ বলে কিসমিসের পানিকে যা উত্তপ্ত হওয়ার পর দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে।

وَالْخَمْرُ هُوَ الَّتِيْ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلٰى وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ نَيًّا بَلْ كَانَ مَطْبُوْخًا أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ كَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْعَسَلِ وَالزَّبِيْبِ الْمُنَقَّعِ فِي الْمَاءِ لَايُسَمّٰى خَمْرًا وَلَايَأْخُذُ حُكْمَهَا وَالشَّافِعِيُّ (رح) يُسَمّٰى كُلَّهَا خَمْرًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مُخَامَرَةِ الْعَقْلِ وَهُوَ يَعُمُّ الْكُلَّ وَلَايُرَادُ بَنُوْ بَنِيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَبْنَائِهِ عَطْفٌ عَلٰى مَا سَبَقَ وَتَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ أَيْ إِذَا أَوْصٰى أَحَدٌ لِأَبْنَاءِ زَيْدٍ وَلَهُ بَنُوْنَ وَبَنُوْ بَنِيْنَ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ الْأَبْنَاءُ وَلَا يَدْخُلُ فِيْهِ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِبْنِ حَقِيْقَةٌ فِي الْإِبْنِ وَمَجَازٌ فِي ابْنِ الْإِبْنِ فَلَايَجْتَمِعُ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَقَالَا يَدْخُلُ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ أَيْضًا لِأَنَّ اللَّفْظَ يَطْلُقُ عَلَيْهِمْ فَيَتَنَاوَلُهُمْ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْخَمْرُ هُوَ الَّتِيْ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلٰى আর মদ বলে কাঁচা আঙ্গুরের রস টগবগ করে উতরানো وَاشْتَدَّ এবং প্রবল জোশের কারণে وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ফেনা সৃষ্টি হয় فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ نَيًّا সুতরাং আঙ্গুর কাঁচা না হয় بَلْ كَانَ مَطْبُوْخًا বরং (যদি) পাকানো হয় أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ অথবা আঙ্গুর ব্যতীত অন্য কিছু كَالتَّمْرِ যেমন খোরমা وَالْحِنْطَةِ গম وَالْعَسَلِ মধু وَالزَّبِيْبِ কিসমিস الْمُنَقَّعِ فِي الْمَاءِ পানির মধ্যে ভিজানো হয় لَايُسَمّٰى خَمْرًا তাহলে এগুলোকে خَمْر বলা হবে না وَلَا يَأْخُذُ حُكْمَهَا আর এগুলোর জন্য خَمْر-এর হুকুম ও হবে না وَالشَّافِعِيُّ (رح) يُسَمّٰى كُلَّهَا خَمْرًا পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) এগুলোর প্রত্যেকটিকে خَمْر বলেন, بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُشْتَقٌّ এ দৃষ্টিকোণ হতে যে এটা নির্গত হয়েছে مِنْ مُخَامَرَةِ الْعَقْلِ বিবেককে ঢেকে ফেলে হতে وَهُوَ يَعُمُّ الْكُلَّ আর এটা সবগুলোকেই শামিল করে وَلَايُرَادُ بَنُوْ بَنِيْهِ আর পুত্রের পুত্রকে উদ্দেশ্য করা যাবে না فِي الْوَصِيَّةِ لِأَبْنَائِهِ পুত্রের জন্য অসিয়ত করলে উক্ত অসিয়তের মধ্যে عَطْفٌ عَلٰى مَا سَبَقَ এটাকে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف করা হয়েছে وَتَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ আর এটা তৃতীয় প্রশাখা মূলক মাসআলা أَيْ إِذَا أَوْصٰى أَحَدٌ অর্থাৎ কেউ যখন অসিয়ত করবে لِأَبْنَاءِ زَيْدٍ যায়েদের পুত্রদের জন্য وَلَهُ بَنُوْنَ وَبَنُوْ بَنِيْنَ এমতাবস্থায় যে যায়েদের পুত্র ও পুত্রের পুত্র বর্তমান আছে يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ الْأَبْنَاءُ তখন শুধু পুত্রই উক্ত অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে وَلَايَدْخُلُ فِيْهِ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ পুত্রের পুত্র অন্তর্ভুক্ত হবে না لِأَنَّ لَفْظَ الْإِبْنِ حَقِيْقَةٌ فِي الْإِبْنِ কেননা إِبْن শব্দটি পুত্রের ব্যাপারে হাকীকত وَمَجَازٌ فِي ابْنِ الْإِبْنِ আর পুত্রের ব্যাপারে মাজায فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَقِيْقَةِ কাজেই مَجَاز টা حَقِيْقَة-এর সাথে একত্রিত হবে না وَقَالَا তবে সাহেবাইনের (র.) মতে يَدْخُلُ أَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ أَيْضًا পুত্রের পুত্রও অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে لِأَنَّ اللَّفْظَ يَطْلُقُ عَلَيْهِمْ কেননা إِبْن শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে فَيَتَنَاوَلُهُمْ কাজেই তাদেরকেও শামিল করবে بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ প্রকাশ্য অর্থের দিক বিবেচনায়।

সরল অনুবাদ : আর মদ বলে কাঁচা আংগুরের রস টগবগ করে উতরানো এবং প্রবল জোশের কারণে ফেনা সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং আংগুর কাঁচা না হয়ে যদি পাকানো হয় অথবা আংগুর ব্যতীত অন্য কিছু যেমন– খোরমা, গম, মধু, কিসমিস ইত্যাদি পানির মধ্যে ভিজানো হয় তাহলে এগুলোকে خَمْر বলা হবে না। আর এগুলোর জন্য خَمْر-এর হুকুমও হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) এগুলোর প্রত্যেকটিকে خَمْر বলেন। এ দৃষ্টিকোণ হতে যে, এটা مُخَامَرَةُ الْعَقْلِ (বিবেককে ঢেকে ফেলে) হতে নির্গত হয়েছে। আর এটা সবগুলোকেই শামিল করে। (অর্থাৎ এগুলোর সবগুলোর দ্বারাই বিবেক বিলুপ্ত হয়ে থাকে।) **আর পুত্রের জন্য অসিয়ত করলে উক্ত অসিয়তের মধ্যে পুত্রের পুত্রকে উদ্দেশ্য করা যাবে না**। এটাকে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف করা হয়েছে। আর এটা তৃতীয় تَفْرِيْع (প্রশাখামূলক মাসআলা) অর্থাৎ কেউ যখন যায়েদের পুত্রের অসিয়ত করবে এমতাবস্থায় যে, যায়েদের পুত্র ও পুত্রের পুত্র বর্তমান আছে। তখন শুধু পুত্রই উক্ত অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে, পুত্রের পুত্র অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা إِبْن শব্দটি পুত্রের ব্যাপারে হাকীকত, আর পুত্রের পুত্রের ব্যাপারে مَجَاز কাজেই مَجَاز টা حَقِيْقَتْ-এর সাথে একত্রিত হবে না। তবে সাহেবাইনের (র.) মতে পুত্রের পুত্রও অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা إِبْن শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই প্রকাশ্য অর্থের দিক বিবেচনায় তাদেরকেও শামিল করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْخَمْرُ هُوَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মদের সংজ্ঞা ও হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আংগুরের কাঁচা রস জাল দেওয়া হলে এবং তীব্র জোশের কারণে ফেনার সৃষ্টি হলে তাকে মদ বলে। অর্থাৎ তাতে জোশের তীব্রতার কারণে ফেনার সৃষ্টি হয়ে পুনরায় স্থির হয়ে যাবে। ফেনার সৃষ্টি হওয়ার শর্তারোপ এ জন্য করা হয়েছে যে, এতে পরিপূর্ণভাবে জোশের তীব্রতা পাওয়া যায়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। তবে সাহেবাইনের মতে জোশের তীব্রতা পাওয়া গেলেই خَمْر বা মদ হয়ে যাবে; ফেনার সৃষ্টি হওয়ার কোনো শর্ত নেই। ইমাম বায়যাবী (র.) এরূপই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ওলামায়ে আহনাফের মতে উপরোক্ত মদই প্রকৃত মদ। এটার এক ফোঁটা পান করাও হারাম হবে এবং শাস্তিযোগ্য হবে। এ ছাড়া অন্যান্য নেশা সৃষ্টিকারী শরাব মদ নয়। যে পরিমাণ পান করলে নেশার সৃষ্টি হয় না তা জায়েজ, তার অতিরিক্ত হলে হারাম ও শাস্তিযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সমস্ত নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম; চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। কেননা তাঁর মতে হয়তো যা عَقْل বা বিবেক যা ঢেকে ফেলে তাই خَمْر বা মদ। সুতরাং যাবতীয় নেশাজাত বস্তুই মদের মধ্যে শামিল হবে। অথবা আয়াতের মধ্যে عُمُوْمِ مَجَازْ-এর দৃষ্টিকোণ হতে যা عَقْل-কে বিলোপ করে, তাকে خَمْر বলা হয়েছে যা সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত হাদীস সমূহের দ্বারা প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এতে مَجَاز ও حَقِيْقَتْ হওয়াও لَازِمْ হবে না। আর এ কারণেই মাশায়েখে আহনাফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন।

وَلَايُرَادُ اللَّمْسُ بِالْيَدِ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ عَطْفٌ عَلٰى مَاقَبْلَهٗ وَتَفْرِيْعٌ رَابِعٌ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ لَامَسْتُمْ حَقِيْقَةٌ فِى اللَّمْسِ بِالْيَدِ مَجَازٌ فِى الْجِمَاعِ فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّ كِلَيْهِمَا مُرَادٌ هٰهُنَا لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاِنْ كَانَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ فَالتَّيَمُّمُ فِيْهِ لِاَجْلِ الْحَدَثِ فَيَكُوْنُ لَمْسُ النِّسَاءِ نَاقِضًا لِلْوُضُوْءِ وَاِنْ كَانَ اللَّمْسُ بِالْجِمَاعِ فَالتَّيَمُّمُ فِيْهِ لِاَجْلِ الْجَنَابَةِ فَيَحِلُّ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَايُرَادُ اللَّمْسُ بِالْيَدِ আর اَللَّمْسُ بِالْيَدِ উদ্দেশ্য হবে না فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَوْلَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ আল্লাহ তা'আলার বাণী اَوْلَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর মধ্যে لَمْس দ্বারা عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ এটাও পূর্ববর্তী اِنَّ الْوَصِيَّةَ -এর উপর আতফ হয়েছে وَتَفْرِيْعٌ رَابِعٌ এবং চতুর্থ প্রশাখামূলক মাসআলা وَذٰلِكَ - لَمْس দ্বারা لَمْس بِالْيَدِ উদ্দেশ্য না হওয়ার কারণ এই যে لِاَنَّ لَامَسْتُمْ حَقِيْقَةٌ - لَا مَسْتُمْ এর حَقِيْقِيْ অর্থ فِى اللَّمْسِ بِالْيَدِ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা مَجَازٌ فِى الْجِمَاعِ এবং مَجَازِيْ অর্থ– স্ত্রী সহবাস فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে اِنَّ كِلَيْهِمَا مُرَادٌ هٰهُنَا এখানে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হবে لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً অতঃপর পানি না পাও فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا তখন পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর فَاِنْ كَانَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ সুতরাং যদি لَمْس দ্বারা لَمْس بِالْيَدِ উদ্দেশ্য হয় فَالتَّيَمُّمُ فِيْهِ তাহলে সে ক্ষেত্রে তায়াম্মুম আবশ্যক হবে لِاَجْلِ الْحَدَثِ - حَدَثٌ -এর কারণে فَيَكُوْنُ لَمْسُ النِّسَاءِ এবং ভিত্তিতে নারী স্পর্শ করা হবে نَاقِضًا لِلْوُضُوْءِ অজু ভঙ্গের কারণ وَاِنْ كَانَ اللَّمْسُ بِالْجِمَاعِ আর যদি لَمْس দ্বারা جِمَاعٌ উদ্দেশ্য হয় فَالتَّيَمُّمُ فِيْهِ তাহলে সে ক্ষেত্রে তায়াম্মুম ওয়াজিব হবে لِاَجْلِ الْجَنَابَةِ জানাবাতের কারণে فَيَحِلُّ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ এবং এ ভিত্তিতে নাপাক ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম হালাল হবে بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ অত্র আয়াত দ্বারা।

সরল অনুবাদ : আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর মধ্যে لَمْس দ্বারা لَمْس بِالْيَدِ উদ্দেশ্য হবে না। এটাও পূর্ববর্তী اِنَّ الْوَصِيَّةَ -এর উপর عَطْف এবং চতুর্থ প্রশাখামূলক মাসআলা। لَمْس দ্বারা لَمْس بِالْيَدِ উদ্দেশ্য না হওয়ার কারণ এই যে, لَامَسْتُمْ -এর حَقِيْقِيْ অর্থ– لَمْس بِالْيَدِ এবং مَجَازِيْ অর্থ স্ত্রী সহবাস। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, এখানে উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا সুতরাং যদি لَمْس দ্বারা لَمْس بِالْيَدِ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে حَدَثٌ -এর কারণে তায়াম্মুম আবশ্যক হবে এবং এ ভিত্তিতে নারী স্পর্শ করাও অজু ভঙ্গের কারণ হবে। আর যদি لَمْس দ্বারা جِمَاعٌ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে جَنَابَتْ -এর কারণে তায়াম্মুম ওয়াজিব হবে এবং এ ভিত্তিতে অত্র আয়াত দ্বারা নাপাক ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম হালাল হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَجَازٌ فِى الْجِمَاعِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, لَامَسْتُمْ বলা হয় হাতে স্পর্শ করার মধ্যে حَقِيْقَتْ এবং جِمَاعٌ বা সহবাসের ব্যাপারে مَجَازٌ তবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, বিরোধীরাও তো সহবাসের ব্যাপারে এটার مَجَازٌ হওয়াকে অস্বীকার করে; বরং তারা বলে যে, এটা لَمْس বা হাতে স্পর্শ করা ও সহবাস করার মধ্যে مُشْتَرَكٌ;এর উত্তরে বলা হবে যে, তাতে তাদের কোনো ফায়দা হবে না। কেননা এতেও عُمُوْمُ مُشْتَرَكٌ আবশ্যক হবে। আর আমাদের মতে এটাও নিষিদ্ধ।

قَوْلُهٗ فَيَحِلُّ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) নাপাক ব্যক্তির তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ ও আবূ মূসা আশআরী (রা.) ঐকমত্য কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) جَنَابَتْ সম্পন্ন বা নাপাক ব্যক্তি তায়াম্মুমকে জায়েজ মনে করতেন না। আর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) এ আয়াত– (الاية) اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ দ্বারা جَنَابَتْ সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার উপর তাঁর সমীপে দলিল পেশ করলেন। হযরত ইবনে মসউদ (রা.) তা কবুল করলেন। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে তারা উভয় একমত হলেন যে, নাপাক ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়েজ আছে। সুতরাং مُلَامَسَةٌ -এর দ্বারা جِمَاعٌ তথা সহবাস উদ্দেশ্য হবে।–বাহরুল উলূম

وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ الْمَجَازَ هٰهُنَا مُرَادٌ بِالْاِجْمَاعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَلَا يَجُوْزُ اَنْ تُرَادَ الْحَقِيْقَةُ اَيْضًا لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلَايَكُوْنُ اللَّمْسُ بِالْيَدِ نَاقِضًا لِلْوُضُوْءِ حَتّٰى يَكُوْنَ التَّيَمُّمُ خَلَفًا عَنْهُ بَلْ اِنَّمَا هُوَ خَلَفٌ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَطْ فَالْاَمْثِلَةُ الثَّلٰثَةُ الْاَوَّلُ الْحَقِيْقَةُ فِيْهَا مُتَعَيِّنَةٌ فَلَايُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ وَالْمِثَالُ الْاَخِيْرُ الْمَجَازُ فِيْهِ مُتَعَيَّنٌ فَلَا يُصَارُ اِلَى الْحَقِيْقَةِ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ لِاَنَّ الْحَقِيْقَةَ فِيْمَا سِوَى الْاَخِيْرِ وَالْمَجَازُ فِيْهِ مُرَادٌ فَلَمْ يَبْقَ الْاٰخَرُ مُرَادًا اَىْ اَلْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ فِى الْاَمْثِلَةِ الثَّلٰثَةِ الْاَوَّلِ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِىْ فِى الْمِثَالِ الْاَخِيْرِ مُرَادٌ فَلَمْ يَبْقَ الْمَعْنَى الْاٰخَرِ اَعْنِىْ الْمَجَازَ فِى الْاَوَّلِ وَالْحَقِيْقَةِ فِى الْاَخِيْرِ مُرَادًا عَلٰى مَا حَرَّرْنَاهُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমাদের (হানাফীদের) বক্তব্য হলো اِنَّ الْمَجَازَ هٰهُنَا مُرَادٌ بِالْاِجْمَاعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আমাদের ও আপনাদের ঐকমত্যে এ ক্ষেত্রে مَجَازِىٌّ অর্থ উদ্দেশ্য فَلَايَجُوْزُ সুতরাং জায়েজ হবে না اَنْ تُرَادَ الْحَقِيْقَةُ اَيْضًا (مَجَازٌ-এর সাথে) حَقِيْقَتٌ কেও উদ্দেশ্য করা لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا কেননা, এতদুভয়ের একত্রিত হওয়া অসম্ভব فَلَايَكُوْنُ اللَّمْسُ بِالْيَدِ সুতরাং হাতের স্পর্শ করার দ্বারা হবে না نَاقِضًا لِلْوُضُوْءِ অজু ভঙ্গকারী حَتّٰى يَكُوْنَ التَّيَمُّمُ خَلَفًا عَنْهُ যার কারণে তায়াম্মুম এটার স্থালাভিষিক্ত হতো بَلْ اِنَّمَا هُوَ خَلَفٌ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَطْ বরং এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম কেবল جَنَابَتٌ -এর স্থলাভিষিক্ত فَالْاَمْثِلَةُ الثَّلٰثَةُ الْاَوَّلُ অতএব, প্রথম তিনটি উদাহরণের মধ্যে اَلْحَقِيْقَةُ فِيْهَا مُتَعَيِّنَةٌ হাকীকত নির্ধারিত আছে فَلَا يُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ কাজেই গুলোর ব্যাপারে مَجَازٌ -এর দিকে ফিরা যাবে না وَالْمِثَالُ الْاَخِيْرُ আর সর্বশেষ উদাহরণে اَلْمَجَازُ فِيْهِ مُتَعَيَّنٌ মাজায নির্দিষ্ট রয়েছে فَلَايُصَارُ اِلَى الْحَقِيْقَةِ সুতরাং একে حَقِيْقَتٌ -এর দিকে ফিরানো যাবে না وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ আর এটাই গ্রন্থকার (র.) নিম্নোক্ত বাক্যের অর্থ لِاَنَّ الْحَقِيْقَةَ فِيْمَا سِوَى الْاَخِيْرِ যেহেতু সর্বশেষটি ব্যতীত অন্য সবগুলোর মধ্যে হাকীকত উদ্দেশ্য করা হয়েছে وَالْمَجَازُ فِيْهِ مُرَادٌ আর সর্বশেষটির মধ্যে مَجَازٌ উদ্দেশ্য করা হয়েছে فَلَمْ يَبْقَ الْاٰخَرُ مُرَادًا সেহেতু অপরটি উদ্দেশ্য করার অবকাশ থাকবে না اَىْ اَلْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ فِى الْاَمْثِلَةِ الثَّلٰثَةِ الْاَوَّلِ অর্থাৎ যেহেতু প্রথম তিনটি উদাহরণের মধ্যে حَقِيْقِىْ অর্থ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِىْ فِى الْمِثَالِ الْاَخِيْرِ مُرَادٌ এবং সর্বশেষটির মধ্যে مَجَازِىْ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে فَلَمْ يَبْقَ الْمَعْنَى الْاٰخَرِ সেহেতু অপর অর্থ উদ্দেশ্য করার অবকাশ থাকবে না اَعْنِىْ الْمَجَازَ فِى الْاَوَّلِ তথা প্রথমগুলো মধ্যে مَجَازِىْ অর্থ উদ্দেশ্য করা وَالْحَقِيْقَةُ فِى الْاَخِيْرِ مُرَادًا সর্বশেষটির মধ্যে حَقِيْقِىْ অর্থ উদ্দেশ্য করার অবকাশ থাকবে না عَلٰى مَا حَرَّرْنَاهُ যা আমরা ইত:পূর্বে লিপিবদ্ধ করে এসেছি।

সরল অনুবাদ : আর আমাদের (হানাফীদের) বক্তব্য হলো, আমাদের ও আপনাদের ঐকমত্যে এ ক্ষেত্রে مَجَازِىْ অর্থ উদ্দেশ্য। সুতরাং (مَجَازٌ-এর সাথে) حَقِيْقَتٌ-কেও উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না। কেননা এতদুভয়ের একত্রিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং হাতের স্পর্শ করার দ্বারাও অজু ভঙ্গ হবে না। যার কারণে তায়াম্মুম এটার স্থলাভিষিক্ত হতো বরং এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম কেবল جَنَابَتٌ-এর স্থলাভিষিক্ত। অতএব প্রথম তিনটি উদাহরণের মধ্যে হাকীকত নির্ধারিত আছে। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে مَجَازٌ-এর দিকে ফিরা যাবে না। আর সর্বশেষ উদাহরণের মধ্যে مَجَازٌ নির্দিষ্ট রয়েছে, সুতরাং এতে حَقِيْقَتٌ-এর দিকে ফিরানো যাবে না। আর এটাই গ্রন্থকার (র.)-এর নিম্নোক্ত বাক্যের অর্থ। **যেহেতু সর্বশেষটি ব্যতীত অন্য সবগুলোর মধ্যে حَقِيْقَتٌ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর সর্বশেষটির মধ্যে مَجَازٌ উদ্দেশ্য করা হয়েছে; সেহেতু অপরটি উদ্দেশ্য করার অবকাশ থাকবে না।** অর্থাৎ যেহেতু প্রথমটিতে তিনটি উদাহরণের মধ্যে حَقِيْقِىْ অর্থ এবং সর্বশেষটির মধ্যে مَجَازِىْ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সেহেতু অপর অর্থ তথা প্রথমগুলোর মধ্যে مَجَازِىْ অর্থ ও সর্বশেষটির মধ্যে حَقِيْقِىْ অর্থ উদ্দেশ্য করার অবকাশ থাকবে না, যা আমরা ইত:পূর্বে লিপিবদ্ধ করে এসেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُلَامَسَتٌ-এর مَجَازِىْ অর্থে اِجْمَاعٌ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তানকীহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন– اِنَّ الْمَجَازَ هٰهُنَا مُرَادٌ بِالْاِجْمَاعِ এ স্থলে اِجْمَاعٌ-এর দ্বারা مَجَازِىْ অর্থ উদ্দেশ্য। এটার বিরুদ্ধে একদল অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন যে, আমরা এটাকে সমর্থন করি না। কেননা ইবনে আস (রা.) ও আরো কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) مُلَامَسَتٌ-এর দ্বারা لَمْسٌ بِالْيَدِ (হাতের দ্বারা স্পর্শ) হওয়াকে উদ্দেশ্য করেছেন। আর তাঁরা جَنَابَتٌ-এর জন্য তায়াম্মুমকে জায়েজ মনে করেন না। সুতরাং কিভাবে اِجْمَاعٌ হলো? তাই মানারের ব্যাখ্যাকার (র.) -এর সাথে بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ শব্দ বাড়িয়েছেন। আর এটা দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ স্থলে ইজমা দ্বারা পারিভাষিক اِجْمَاعٌ উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদের (হানাফীদের) ও শাফেয়ীদের মধ্যকার মতৈক্যকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) لَمْسٌ-مُلَامَسَةٌ-কে جِمَاعٌ ও بِالْيَدِ উভয় অর্থেই প্রয়োগ করেছেন।

وَلَمَّا فَرَغَ عَنِ التَّفْرِيْعَاتِ شَرَعَ فِى رَدِّ اِعْتِرَاضَاتٍ تَرِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْقَاعِدَةِ فَقَالَ وَفِى الْاِسْتِيْمَانِ عَلَى الْاَبْنَاءِ وَالْمَوَالِىْ تَدْخُلُ الْفُرُوْعُ جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْرِيْرُهُ اَنْ يُّقَالَ اِذَا اسْتَامَنَ الْحَرْبِىُّ مِنَ الْاِمَامِ وَقَالَ اٰمِنُوْنَا عَلٰى اَبْنَائِنَا وَمَوَالِيْنَا يَدْخُلُ فِى الْاَبْنَاءِ اَبْنَاءُ الْاَبْنَاءِ وَفِى الْمَوَالِىْ مَوَالِىْ الْمَوَالِىْ مَعَ اَنَّ اَبْنَاءَ الْاَبْنَاءِ مَجَازٌ فِى لَفْظِ الْاِبْنِ وَمَوَالِى الْمَوَالِى مَجَازٌ فِى الْمَوَالِىْ فَيَلْزَمُ اِجْتِمَاعُ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ فَاَجَابَ بِاَنَّهُ اِنَّمَا تَدْخُلُ الْفُرُوْعُ فِىْ هٰذَا الْاِسْتِيْمَانِ لِاَنَّ ظَاهِرَ الْاِسْمِ صَارَ شُبْهَةً فِىْ حَقْنِ الدَّمِ لَا اَنَّهُ يَدْخُلُ فِى الْاِرَادَةِ فَالْاِرَادَةُ بِالذَّاتِ اِنَّمَا هُوَ لِلْاَبْنَاءِ وَالْمَوَالِىْ بِلَا وَاسِطَةٍ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ لَفْظُ الْاَبْنَاءِ يَتَنَاوَلُ ظَاهِرَ الْاَبْنَاءِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَا بَنِىْ اٰدَمَ وَكَذَا لَفْظُ الْمَوَالِىْ يَطْلُقُ عُرْفًا عَلٰى مَوَالِى الْمَوَالِىْ فَلِاَجْلِ الْاِحْتِيَاطِ فِىْ حِفْظِ الدَّمِ يَدْخُلُوْنَ بِلَا اِرَادَةٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ عَنِ التَّفْرِيْعَاتِ গ্রন্থকার (র.) শাখা মাসআলাগুলো-এর বর্ণনা শেষ করে شَرَعَ আরম্ভ করেছেন فِىْ رَدِّ اِعْتِرَاضَاتٌ ঐসব অভিযোগের খণ্ডন تَرِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْقَاعِدَةِ যেগুলো এ কায়দা (সূত্র)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়ে থাকে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَفِى الْاِسْتِيْمَانِ عَلَى الْاَبْنَاءِ وَالْمَوَالِىْ ছেলে ও আজাদকৃত সন্তান সন্তুতির জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করা দ্বারা تَدْخُلُ الْفُرُوْعُ শাখাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ এটা একটি অনুল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর تَقْرِيْرُهُ প্রশ্নটির বিবরণ হলো اَنْ يُّقَالَ বলা যেতে পারে যে اِذَا اسْتَامَنَ الْحَرْبِىُّ مِنَ الْاِمَامِ যদি কোনো حَرْبِىْ বা শত্রুদের অধিবাসী মুসলমানদের ইমামের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে وَقَالَ اٰمِنُوْنَا عَلٰى اَبْنَائِنَا وَمَوَالِيْنَا এবং বলে আমাদেরকে আমাদের ছেলে ও আজাদকৃত গোলামদের ব্যাপারে নিরাপত্তা দান করুন يَدْخُلُ فِى الْاَبْنَاءِ اَبْنَاءُ الْاَبْنَاءِ তাহলে ছেলের মধ্যে ছেলের ছেলেও প্রবেশ করবে وَفِى الْمَوَالِىْ مَوَالِى الْمَوَالِىْ এবং আজাদকৃত দাসের মধ্যে আজাদকৃত দাসের আজাদকৃত দাস অন্তর্ভুক্ত হবে مَعَ اَنَّ اَبْنَاءَ الْاَبْنَاءِ مَجَازٌ فِىْ لَفْظِ الْاِبْنِ অথচ اِبْن শব্দের মধ্যে ছেলের ছেলে রূপকার্থে অন্তর্ভুক্ত হয় وَمَوَالِى الْمَوَالِىْ مَجَازٌ فِى الْمَوَالِىْ এবং مَوَالِىْ-এর মধ্যে আজাদকৃতের আজাদকৃত রূপকার্থে অন্তর্ভুক্ত হয় فَيَلْزَمُ اِجْتِمَاعُ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ আর তাতে হাকীকত ও مَجَازْ একত্রিত হওয়া আবশ্যক (অনিবার্য) হয়ে যায় فَاَجَابَ গ্রন্থকার এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে بِاَنَّهُ اِنَّمَا تَدْخُلُ الْفُرُوْعُ فِىْ هٰذَا الْاِسْتِيْمَانِ এ নিরাপত্তার মধ্যে فُرُوْع (ছেলের ছেলে ও আজাদকৃতের আজাদকৃত) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ এই যে لِاَنَّ ظَاهِرَ الْاِسْمِ কেননা প্রকাশ্য ইসিম صَارَ شُبْهَةً সাদৃশ্যমূলক হয়েছে فِىْ حَقْنِ الدَّمِ রক্তের নিরাপত্তার ব্যাপারে لَا اَنَّهُ يَدْخُلُ فِى الْاِرَادَةِ এটা উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নয় فَالْاِرَادَةُ بِالذَّاتِ بِلَا وَاسِطَةٍ সুতরাং প্রকৃত উদ্দেশ্য اَبْنَاءٌ ও مَوَالِىْ সরাসরি لٰكِنْ لَمَّا كَانَ لَفْظُ الْاَبْنَاءِ কিন্তু اَبْنَاء শব্দটি يَتَنَاوَلُ ظَاهِرًا প্রকাশ্য অর্থে অন্তর্ভুক্ত করে لِاَبْنَاءِ الْاَبْنَاءِ ছেলের ছেলেকেও فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يَابَنِىْ اٰدَمَ আল্লাহর এ উক্তির মধ্যে– হে বনী আদম وَكَذَا لَفْظُ الْمَوَالِىْ তদ্রূপ مَوَالِىْ শব্দটি يُطْلَقُ عُرْفًا প্রচলিত অর্থে প্রয়োগ করা হয় عَلٰى مَوَالِى الْمَوَالِىْ আজাদকৃতের আজাদকৃত-এর জন্য فَلِاَجْلِ الْاِحْتِيَاطِ সেহেতু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে فِى حِفْظِ الدَّمِ রক্তের হেফাজতের জন্য يَدْخُلُوْنَ بِلَا اِرَادَةٍ উদ্দেশ্য না করলেও তারা অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) تَفْرِيْعَاتٌ (শাখা মাসআলাগুলো)-এর বর্ণনা শেষ করে ঐ সব অভিযোগগুলো খণ্ডন আরম্ভ করেছেন যেগুলো এ ফায়দা (সূত্র)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি বলেছেন, **ছেলে ও আজাদকৃত দাসের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হলে তাতে তাদের সন্তান-সন্ততিও অন্তর্ভুক্ত হবে।** এটা একটি অনুল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটির বিবরণ হলো, বলা যেতে পারে যে, যদি কোনো حَرْبِىْ বা শত্রুদেশের অধিবাসী মুসলমানদের ইমামের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে বলে– اٰمِنُوْنَا عَلٰى اَبْنَائِنَا وَمَوَالِيْنَا (আমাদেরকে আমাদের ছেলে ও আজাদকৃত গোলামদের ব্যাপারে

নিরাপত্তা দান করুন)। তাহলে ছেলের মধ্যে ছেলের ছেলে এবং আজাদকৃত দাসদের মধ্যে আজাদকৃত দাসদের আজাদকৃত দাসও অন্তর্ভুক্ত হবে। অথচ اِبْنٌ শব্দের মধ্যে ছেলের ছেলে এবং مَوَالِىْ-এর মধ্যে আজাদকৃতের আজাদকৃত মাজাযী অর্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তাতে حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ একত্রিত হওয়া আবশ্যক (অনিবার্য) হয়ে যায়। গ্রন্থকার (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, এ নিরাপত্তার মধ্যে فُرُوْع (ছেলের ছেলে ও আজাদকৃতের আজাদকৃত) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, কেননা **প্রকাশ্য اِسْمْ অর্থাৎ ابناء ও مَوَالِىْ শব্দের রক্তের নিরাপত্তার ব্যাপারে সাদৃশ্যমূলক হয়েছে।** এটা উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নয়। সুতরাং মূলত اَبْنَاءْ ও مَوَالِىْ-ই সরাসরি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর বাণী– يَابَنِىْ اٰدَمَ-এর মধ্যে اَبْنَاءْ শব্দটি اَبْنَاءُ الْاَبْنَاءِ-কেও অন্তর্ভুক্ত করে। তদ্রূপ مَوَالِىْ শব্দটি প্রচলিত অর্থে مَوَالِى الْمَوَالِىْ (আজাদকৃতের আজাদকৃত)-এর জন্য প্রয়োগ করা হয় সেহেতু রক্তের হেফাজতের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে উদ্দেশ্য না করলেও তারা অন্তর্ভুক্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِاَنَّهُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اَبْنَاءْ-এর নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেও এতে সাধারণ বংশধারা শামিল হওয়ার যুক্তি কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, পুত্রদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হলেও এতে পুত্রদের পুত্ররাও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্রদের ব্যাপারে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে সে তার نَسْل বা বংশধারা সংরক্ষণের জন্যই করে থাকে। সুতরাং এ দলিলের দ্বারাই বুঝা যায় যে, اَبْنَاءْ-এর দ্বারা সাধারণ বংশধারাকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং عُمُوْمِ مَجَازِىْ-এর হিসেবে اَبْنَاءْ শব্দটি اَبْنَاءُ الْاَبْنَاءِ-কেও শামিল করবে। এটার উপর مَوَالِىْ-এর নিরাপত্তা প্রার্থনা করাকে কিয়াস করা হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ ظَاهِرَ الْاِسْمِ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) প্রকাশ্য اِسْم অর্থাৎ اَبْنَاءُ الْاَبْنَاءِ ও مَوَالِىْ الْمَوَالِىْ-কে শামিল করার মর্মার্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রকাশ্য اِسْمْ রক্ত হেফাজতের ব্যাপারে সাদৃশ্যমূলক হয়েছে। অর্থাৎ اَبْنَاءْ ও مَوَالِىْ-এর প্রকাশ্য اسم তথা اَبْنَاءُ الْاَبْنَاءِ ও مَوَالِىْ الْمَوَالِىْ-এর উপর প্রযোজ্য হওয়ার কারণে সাদৃশ্য তথা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। (অর্থাৎ উক্ত বাক্যে যদিও তারা সরাসরি উদ্দেশ্য নয় তথাপি অপ্রকাশ্য শব্দের দৃষ্টিকোণ হতে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।) অতএব রক্তপাত এড়ানোর জন্য তাদের নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে। কেননা যে কোনো ভাবেই হোক রক্তপাত এড়ানোই নিয়ম।

وَيَرِدُ عَلٰى هٰذَا الْجَوَابِ اِعْتِرَاضٌ وَهُوَ اَنَّهُ يَنْبَغِىْ اَنْ يُعْتَبَرَ مِثْلُ هٰذِهِ الشُّبْهَةِ لِاَجْلِ الْاِحْتِيَاطِ فِىْ حِفْظِ الدَّمِ فِيْمَا اِذَا اسْتَامَنَ عَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ فَيَدْخُلُ فِيْهِ الْاَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ لِاَنَّ لَفْظَ الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ اَيْضًا يَتَنَاوَلُ بِظَاهِرِ الْاِسْمِ لِلْاَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْهُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْاِسْتِيْمَانِ عَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ حَيْثُ لَايَدْخُلُ الْاَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ لِاَنَّ ذَا بِطَرِيْقِ التَّبْعِيَّةِ فَيَلِيْقُ بِالْفُرُوْعِ دُوْنَ الْاُصُوْلِ يَعْنِىْ اَنَّ هٰذَا التَّنَاوُلَ الظَّاهِرِىَّ اِنَّمَا هُوَ بِطَرِيْقِ التَّبْعِيَّةِ لِلْمَذْكُوْرِ فَيَلِيْقُ هٰذَا بِاَبْنَاءِ الْاَبْنَاءِ وَمَوَالِى الْمَوَالِىْ لِاَنَّهُمْ فُرُوْعٌ فِى الْاِطْلَاقِ وَالْخِلْقَةِ جَمِيْعًا دُوْنَ الْاَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ لِاَنَّهُمْ وَاِنْ كَانُوْا فُرُوْعًا لِلْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ فِىْ اِطْلَاقِ اللَّفْظِ وَلٰكِنَّهُمْ اُصُوْلٌ فِى الْخِلْقَةِ فَكَيْفَ يَتَّبِعُوْنَهُمْ فِى اللَّفْظِ .

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَرِدُ عَلٰى هٰذَا الْجَوَابِ এ প্রশ্নের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় اِعْتِرَاضٌ একটি প্রশ্ন وَهُوَ اَنَّهُ يَنْبَغِىْ প্রশ্নটি হলো উচিত যে اَنْ يُعْتَبَرَ ধর্তব্য হওয়া مِثْلُ هٰذِهِ الشُّبْهَةِ এ ধরনের সাদৃশ্য لِاَجْلِ الْاِحْتِيَاطِ সতর্কতা বশত: فِىْ حِفْظِ الدَّمِ রক্তের সংরক্ষণের জন্য فِيْمَا اِذَا اسْتَامَنَ عَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ ঐ মালের ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ-এর ব্যাপারে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়ে থাকে فَيَدْخُلُ فِيْهِ الْاَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ সুতরাং সে ক্ষেত্রে اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ ও এ নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া لِاَنَّ لَفْظَ الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ اَيْضًا কেননা اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ শব্দও يَتَنَاوَلُ بِظَاهِرِ الْاِسْمِ প্রকাশ্যে اِسْمٌ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে لِلْاَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ - اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ কে فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْهُ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এটার উত্তর দিয়েছেন بِقَوْلِهِ তার এ উক্তি দ্বারা بِخِلَافِ الْاِسْتِيْمَانِ عَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ এটা اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ-এর জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করার বিপরীত حَيْثُ لَايَدْخُلُ الْاَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ কেননা এতে اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ অন্তর্ভুক্ত হবে না لِاَنَّ ذَا بِطَرِيْقِ التَّبْعِيَّةِ কারণ এ অন্তর্ভুক্ত অনুগামী হিসেবে ছিল فَيَلِيْقُ بِالْفُرُوْعِ কাজেই এটা কেবল فُرُوْعٌ-এর জন্য প্রযোজ্য হবে دُوْنَ الْاُصُوْلِ - উসূল-এর জন্য প্রযোজ্য হবে না يَعْنِىْ اَنَّ هٰذَا التَّنَاوُلَ الظَّاهِرِىَّ অর্থাৎ এভাবে প্রকাশ্যভাবে শামিল করা اِنَّمَا هُوَ بِطَرِيْقِ التَّبْعِيَّةِ لِلْمَذْكُوْرِ উল্লিখিত ব্যক্তির অনুগামী হিসেবে ছিল فَيَلِيْقُ هٰذَا কাজেই এটা প্রযোজ্য হবে بِاَبْنَاءِ الْاَبْنَاءِ পুত্রের পুত্রের জন্য وَمَوَالِى الْمَوَالِىْ ও আজাদকৃতের আজাদকৃত-এর জন্য لِاَنَّهُمْ فُرُوْعٌ কেননা তারা শাখা বা অনুগামী فِى الْاِطْلَاقِ وَالْخِلْقَةِ جَمِيْعًا প্রয়োগ ও সৃষ্টিগত উভয় দিক দিয়ে دُوْنَ الْاَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ - اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ অনুরূপ নয় لِاَنَّهُمْ وَاِنْ كَانُوْا فُرُوْعًا কেননা তারা যদিও শাখা لِلْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ - اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ-এর فِىْ اِطْلَاقِ اللَّفْظِ শব্দের প্রয়োগগত দিক বিবেচনায় وَلٰكِنَّهُمْ اُصُوْلٌ তথাপি তারা আসল বা মূল فِى الْخِلْقَةِ সৃষ্টিগতভাবে فَكَيْفَ يَتَّبِعُوْنَهُمْ فِى اللَّفْظِ সুতরাং শব্দগতভাবে তারা কিভাবে اٰبَاءٌ ও اَجْدَادٌ-এর অনুগামী হবে।

সরল অনুবাদ : এ উত্তরের বিরুদ্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, প্রশ্নটি হলো এ ধরনের সাদৃশ্য রক্তের সংরক্ষণের জন্য ঐ মাসআলার মধ্যেও ধর্তব্য হওয়া উচিত যে ক্ষেত্রে اٰبَاءٌ এবং اُمَّهَاتٌ-এর ব্যাপারে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে اَجْدَادٌ এবং جَدَّاتٌ -ও নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমীচীন। কেননা اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ প্রকাশ্যে اِسْمٌ হিসেবে اجداد ও جَدَّاتٌ -কেও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) এটার উত্তরে বলেছেন যে, এটা اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ-এর জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করার বিপরীত। কেননা এতে اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ অন্তর্ভুক্ত হবে না। করণ এ অন্তর্ভুক্ত অনুগামী হিসেবে ছিল। কাজেই এটা কেবল فُرُوْعٌ-এর জন্য প্রযোজ্য হবে اُصُوْلٌ-এর জন্য প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ এভাবে প্রকাশ্যভাবে শামিল করা উল্লিখিত ব্যক্তির অনুগামী হিসেবে ছিল। কাজেই এটা পুত্রের পুত্র ও আজাদকৃতের আজাদকৃত-এর জন্য প্রযোজ্য হবে। কেননা প্রয়োগ ও সৃষ্টিগত উভয় দিক দিয়ে তারা শাখা বা অনুগামী। اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ অনুরূপ নয়। কেননা শব্দের প্রয়োগগত দিক বিবেচনায় যদিও তারা اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ-এর শাখা, তথাপি সৃষ্টিগতভাবে তারা আসল বা মূল। সুতরাং শব্দগতভাবে তারা কিভাবে اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ-এর অনুগামী হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانُوْا فُرُوْعًا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ-এর জন্য اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ শাখা হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ শব্দগতভাবে দাদা ও নানীগণকে শামিল করে। কেননা اَبٌ মূলত পিতাকে বুঝায় এবং مُلَابَسَتْ (রূপকার্থে) হিসেবে দাদার জন্যও এটার প্রয়োগ হয়ে থাকে। সুতরাং এ প্রয়োগ فَرْعٌ (শাখা) হিসেবে। তদ্রূপ اُمٌّ শব্দটির প্রকৃত অর্থ–মা। কিন্তু এটা مُلَابَسَتْ হিসেবে পিতার-মা ও মাতার-মা-এর জ ন্যও প্রয়োগ হয়ে থাকে। কাজেই তা فَرْعٌ বা শাখা হবে।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّهُمْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সৃষ্টিগতভাবে اَصْلٌ হওয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে فَرْعٌ হওয়ার অন্তরায় কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, সৃষ্টিগতভাবে اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ উসূল হওয়ার কারণে তারা اٰبَاءٌ ও اُمَّهَاتٌ-এর মধ্যে শামিল হবে না। তবে এটার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির দিক দিয়ে اَصْلٌ হওয়া নিরাপত্তার ব্যাপারে فَرْعٌ (শাখা বা অনুগামী) হওয়ার বিরোধী নয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান যে رِوَايَتْ করেছেন তাই সুস্পষ্ট ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আর তা হলো اَجْدَادٌ ও جَدَّاتٌ পিতামাতার নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে। — বাহরুল উলূম।

وَاِنَّمَا تَسْرِى الْكِتَابَةُ اِلٰى اَبِيْهِ فِيْمَا اِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ اَبَاهُ لَا لِاَنَّهٗ دُخُوْلٌ بِالتَّبْعِيَّةِ لِاَنَّهٗ لَيْسَ هٰهُنَا لَفْظٌ يَدْخُلُ فِيْهِ تَبْعًا بَلْ تَحْقِيْقًا لِلصِّلَةِ وَالْاِحْسَانِ فَاِنَّ الْحُرَّ اِذَا اشْتَرٰى اَبَاهُ يَكُوْنُ حُرًّا عَلَيْهِ بِحَقِّ الْاُبُوَّةِ فَاِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ اَبَاهُ يَصِيْرُ مُكَاتَبًا عَلَيْهِ لِيَتَحَقَّقَ صِلَةُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلٰى حَسْبِ حَالِهٖ وَاَمَّا حُرْمَةُ نِكَاحِ الْجَدَّاتِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ فَبِالْاِجْمَاعِ اَوْ دَلَالَةِ النَّصِّ اَوْجَعْلِ الْاُمَّهَاتِ بِمَعْنَى الْاُصُوْلِ ثَمَّةَ لِلْاِحْتِيَاطِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فِيْمَا اِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ - وَاِنَّمَا تَسْرِى الْكِتَابَةُ اِلَى اَبِيْهِ كِتَابَتْ পিতা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে اَبَاهُ - مُكَاتِبْ তার পিতাকে ক্রয় করলে لَا لِاَنَّهٗ دُخُوْلٌ بِالتَّبْعِيَّةِ তা অনুগামী হিসেবে শামিল হবে না لِاَنَّهٗ لَيْسَ هٰهُنَا لَفْظٌ কেননা এখানে এমন কোনো শব্দ নেই يَدْخُلُ فِيْهِ تَبْعًا যার মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে بَلْ تَحْقِيْقًا لِلصِّلَةِ وَالْاِحْسَانِ বরং রক্তের সম্পর্ক ও সদাচারের খাতিরে এরূপ হয়ে থাকে فَاِنَّ الْحُرَّ কেননা আজাদ ব্যক্তি اِذَا اشْتَرٰى اَبَاهُ যখন তার পিতাকে ক্রয় করে يَكُوْنُ حُرًّا عَلَيْهِ তখন সে তার উপর আজাদ হয়ে যায় بِحَقِّ الْاُبُوَّةِ পিতা হওয়ার অধিকার হিসেবে فَاِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ اَبَاهُ সুতরাং مُكَاتَبْ যখন তার পিতাকে ক্রয় করবে يَصِيْرُ مُكَاتَبًا عَلَيْهِ তখন সেও مُكَاتَبْ হয়ে যাবে لِيَتَحَقَّقَ صِلَةُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلٰى حَسْبِ حَالِهٖ যাতে প্রত্যেকের অবস্থানুসারে তার সাথে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার হক বজায় থাকে وَاَمَّا حُرْمَةُ نِكَاحِ الْجَدَّاتِ তবে جَدَّاتْ-এর বিবাহ হারাম হওয়া فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর বাণীতে حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ তোমাদের উপর তোমাদের মাতাগণ হারাম করা হয়েছে فَبِالْاِجْمَاعِ হয়তো তা اِجْمَاعْ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে اَوْ دَلَالَةِ النَّصِّ বা دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে اَوْجَعْلِ الْاُمَّهَاتِ بِمَعْنَى الْاُصُوْلِ ثَمَّةَ অথবা সে ক্ষেত্রে اُمَّهَاتْ কে اُصُوْل-এর অর্থে নেওয়া হয়েছে لِلْاِحْتِيَاطِ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য।

সরল অনুবাদ : তবে مُكَاتَبْ তার পিতাকে ক্রয় করলে كِتَابَتْ পিতা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর তা অনুগামী হিসেবে শামিল হবে না। কেননা এখানে এমন কোনো শব্দ নেই যার মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; বরং রক্তের সম্পর্ক ও সদাচারের খাতিরে এরূপ হয়ে থাকে। কেননা আজাদ ব্যক্তি যখন তার পিতাকে ক্রয় করে, তখন সে তার উপর আজাদ হয়ে যায় পিতা হওয়ার অধিকার হিসেবে। সুতরাং مُكَاتَبْ যখন তার পিতাকে ক্রয় করবে তখন সেও مُكَاتَبْ হয়ে যাবে, যাতে প্রত্যেকের অবস্থানুসারে তার সাথে রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার হক বজায় থাকে। তবে আল্লাহর বাণী– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ-এর মধ্যে جَدَّاتْ-এর বিবাহ হারাম হওয়া হয়তো তা اِجْمَاعْ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বা دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অথবা সে ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য اُمَّهَاتْ-কে اُصُوْل-এর অর্থে নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّمَا تَسْرِىْ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : مُكَاتَبْ যখন তার পিতাকে ক্রয় করে তখন তার পিতা তার পক্ষ হতে مُكَاتَبْ হয়ে যায়। সুতরাং পিতা مُكَاتَبْ ছেলের اَصْل হওয়া সত্ত্বেও تَابِعْ বা অনুগামী হয়?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আজাদকরণ مُكَاتَبْ বানানো تَابِعْ বা অনুগামী হিসেবে হয়নি; বরং صِلَهٗ رَحْمِىْ (রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার হক আদায়)-এর জন্য হয়েছে। কেননা মানুষকে স্বীয় পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা একটি حُكْمِىْ কারণে হয়েছে, শব্দ এটাকে অন্তর্ভুক্ত করার হিসেবে হয়নি।

قوله واما حرمة الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতেও ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : جَدَّاتْ (দাদী ও নানী) اُمَّهَاتْ-এর মধ্যে শামিল আল্লাহর বাণী– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ-এর মধ্যে। কেননা এ আয়াতের আলোকে جَدَّاتْ-এর বিবাহ হারাম। সুতরাং اُصُوْل (মূল) فُرُوْع (শাখা)-এর تَابِعْ (অনুসারী) হওয়া সাব্যস্ত হলো?

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আয়াতে اُمَّهَاتْ দাদী ও নানীগণকে শামিল করা اِجْمَاعْ অথবা دَلَالَةُ النَّصِّ কিংবা সতর্কতার কারণে اُمَّهَاتْ-কে اَصْل-এর অর্থে নেওয়ার কারণে হয়েছে।

وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْمِلْكِ وَالْإِجَارَةِ وَالدُّخُوْلِ حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِّلًا فِيْمَا إِذَا حَلَفَ لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ جوابُ سُوَالٍ اٰخَرَ تَقْرِيْرُهُ اَنَّهُ إِذَا حَلَفَ شَخْصٌ لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ فَإِنَّ حَقِيْقَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ فِيْ الدَّارِ اَنْ يَّكُوْنَ حَافِيًا وَمَجَازُهُ اَنْ يَّكُوْنَ مُتَنَعِّلًا وَقَدْ قُلْتُمْ اِنَّهُ يَحْنَثُ بِكِلَا الْاَمْرَيْنِ فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَاَيْضًا اَنَّ حَقِيْقَةَ دَارِ فُلَانٍ اَنْ تَكُوْنَ بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ لَهُ وَمَجَازُهُ اَنْ يَّكُوْنَ بِطَرِيْقِ الْاِجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ لَهُ وَقَدْ قُلْتُمْ اِنَّهُ يَحْنَثُ بِكِلَا الْاَمْرَيْنِ فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ فَاَجَابَ بِاَنَّهُ اِنَّمَا يَقَعُ هٰذَا الْحَلَفُ عَلَى الْمِلْكِ وَالْاِجَارَةِ جَمِيْعًا وَكَذَا عَلَى الدُّخُوْلِ حَافِيًا اَوْ مُتَنَعِّلًا فِيْ قَوْلِهِ " لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ " بِاعْتِبَارِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ وَهُوَ الدُّخُوْلُ وَنِسْبَةُ السُّكْنٰى فَيُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لَايَضَعُ قَدَمَهُ لَايَدْخُلُ وَهُوَ مَعْنًى مَجَازِيٌّ شَامِلٌ لِلدُّخُوْلِ حَافِيًا اَوْ مُتَنَعِّلًا ۔

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْمِلْكِ وَالْإِجَارَةِ وَالدُّخُوْلِ আর মালিকানা, ভাড়া -এর প্রবেশ করা পতিত হবে حَافِيًا اَوْ مُتَنَعِّلًا নগ্ন পদে প্রবেশ করা অথবা জুতা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করা প্রত্যেক অবস্থার উপরই فِيْمَا إِذَا حَلَفَ যখন শপথ করবে যে لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ অমুকের গৃহে কদম রাখবে না جَوَابُ سُوَالٍ اٰخَرَ এটা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর تَقْرِيْرُهُ প্রশ্নটির বিবরণ এই যে اَنَّهُ إِذَا حَلَفَ شَخْصٌ যখন কোনো ব্যক্তি শপথ করবে যে لَايَضَعُ قَدَمَهُ সে কদম রাখবে না فِيْ دَارِ فُلَانٍ অমুকের ঘরে فَإِنَّ حَقِيْقَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ فِى الدَّارِ এ অবস্থায় গৃহে কদম রাখার হাকীকী অর্থ হলো- اَنْ يَّكُوْنَ حَافِيًا নগ্ন পায়ে প্রবেশ করা وَمَجَازُهُ আর এটার مَجَازِىْ অর্থ হলো اَنْ يَّكُوْنَ مُتَنَعِّلًا জুতা পায়ে দিয়ে প্রবেশ করা وَقَدْ قُلْتُمْ অথচ তোমরা বলেছ যে اِنَّهُ يَحْنَثُ সে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে بِكِلَا الْاَمْرَيْنِ উভয় অবস্থায় فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ সুতরাং একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকী ও মাজাযী অর্থের وَاَيْضًا اَنَّ حَقِيْقَةَ دَارِ فُلَانٍ আর অমুকের ঘর বলতে হাকীকী অর্থে বুঝাবে اَنْ تَكُوْنَ بِطَرِيْقِ الْمِلْكِ لَهُ তার মালিকানাধীন ঘরকে وَمَجَازُهُ আর مَجَازِىْ অর্থে অমুকের ঘর হবে اَنْ يَّكُوْنَ بِطَرِيْقِ الْاِجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ لَهُ ভাড়া করা ও ধার করা ঘর وَقَدْ قُلْتُمْ অথচ তোমরা বলেছ যে اَنَّهُ يَحْنَثُ بِكِلَا الْاَمْرَيْنِ উভয় অবস্থায় শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازُ কাজেই হাকীকী ও মাজাযী অর্থ একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ আরেক দিক দিয়ে فَاَجَابَ এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে بِاَنَّهُ اِنَّمَا يَقَعُ هٰذَا الْحَلَفُ এ শপথ পতিত হওয়া عَلَى الْمِلْكِ وَالْاِجَارَةِ جَمِيْعًا একসাথে মালিকানা ও ভাড়ার وَكَذَا عَلَى الدُّخُوْلِ حَافِيًا اَوْ مُتَنَعِّلًا এবং তদ্রূপ নগ্ন পায়ে ও জুতা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করার উপর فِيْ قَوْلِهِ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ সে তার ঘরে পা রাখবে না এ উক্তির মধ্যে بِاعْتِبَارِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ - عُمُوْمَ مَجَازٍ এর হিসেবে হয়েছে وَهُوَ الدُّخُوْلُ وَنِسْبَةُ السُّكْنٰى আর তা হলো دُخُوْلْ ও বসবাসের সম্বন্ধ فَيُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لَايَضَعُ قَدَمَهُ لَايَدْخُلُ সুতরাং তার বক্তব্য لَايَضَعُ قَدَمَهُ -এর দ্বারা لَايَدْخُلُ উদ্দেশ্য হবে وَهُوَ مَعْنًى مَجَازِيٌّ আর এটা مَجَازِىْ অর্থ شَامِلٌ لِلدُّخُوْلِ حَافِيًا اَوْ مُتَنَعِّلًا যা নগ্ন পায়ে ও জুতা পরিহিত উভয় অবস্থাকে শামিল করে।

সরল অনুবাদ : আর মালিকানা, ভাড়া, নগ্ন পদে প্রবেশ করা অথবা জুতা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করা প্রত্যেক অবস্থার উপরই পতিত হবে যখন শপথ করবে যে, অমুকের গৃহে কদম রাখবে না। এটা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটির বিবরণ এই যে, যখন কোনো ব্যক্তি শপথ করবে যে, অমুকের ঘরে কদম রাখবে না। এ অবস্থায় গৃহে কদম রাখার হাকীকী অর্থ হলো নগ্ন পায়ে প্রবেশ করা। আর জুতা পায়ে দিয়ে প্রবেশ করা এটার مَجَازِىْ অর্থ। অথচ তোমরা বলেছ যে, উভয় অবস্থায় কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সুতরাং مَجَازْ ও حَقِيْقَتْ একত্রিত হওয়া لَازِمْ হবে। আর অমুকের ঘর বলতে হাকীকী অর্থে তার মালিকানাধীন ঘরকে বুঝাবে। আর ভাড়া ও ধার করা হলে مَجَازِىْ অর্থে অমুকের ঘর হবে। অথচ তোমরা বলেছ যে, উভয় অবস্থায় শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কাজেই আরেক দিক দিয়ে হাকীকী ও মাজাযী অর্থ একত্রিত হওয়া لَازِمْ হয়ে যাবে। এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এ শপথ এক সাথে মালিকানা ও ভাড়ার উপর পতিত হওয়া এবং তদ্রূপ لَايَضَعُ قَدَمَهُ الخ-এর মধ্যে নগ্ন পায়ে ও জুতা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করার উপর এ শপথ পতিত হওয়া **عُمُوْمَ مَجَازْ-এর হিসেবে হয়েছে। আর তা হলো دُخُوْلْ ও বসবাসের সম্বন্ধ।** সুতরাং তাঁর বক্তব্য– لَايَضَعُ قَدَمَهُ -এর দ্বারা لَايَدْخُلُ উদ্দেশ্যে হবে। আর এটা مَجَازِىْ অর্থ যা নগ্ন পায়ে ও জুতা পরিহিত উভয় অবস্থায় প্রবেশ করাকে শামিল করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ يَّكُوْنَ حَافِيًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُطْلَقْ ভাবে وَضْع-এর ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো বস্তু অপর বস্তুর মধ্যে রাখার অর্থ হলো শেষোক্ত বস্তুটি প্রথমোক্ত বস্তুর জন্য কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি পাত্র (আধার) হওয়া। যথা– থলির মধ্যে টাকা রাখার অর্থ হলো কোনো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি টাকার জন্য এটা পাত্র হওয়া।

قَوْلُهُ وَبِكِلَا الْاَمْرَيْنِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) দু'টিকেই শামিল করার অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, অমুকের ঘর তার জন্য হওয়া চাই। মালিকানার কারণে হোক অথবা ভাড়া বা ধার নেওয়ার কারণে হোক উভয়কেই শামিল করবে।

فَيَحْنَثُ بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ لَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَهٰذَا اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلٰى مَا نَوٰى حَافِيًا اَوْ مُتَنَعِّلًا مَاشِيًا اَوْ رَاكِبًا وَاِنْ وَضَعَ الْقَدَمَ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ دُخُوْلٍ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهُ حَقِيْقَةٌ مَهْجُوْرَةٌ لَاتُعْمَلُ وَيُرَادُ مِنْ قَوْلِهٖ فِيْ دَارِ فُلَانٍ فِيْ سُكْنٰى فُلَانٍ وَهُوَ مَعْنًى مَجَازِيٌّ شَامِلٌ لِلْمِلْكِ وَالْاِجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ فَيَحْنَثُ بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ لَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ لٰكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ اِنَّهُ ذُكِرَ فِي الْفَتَاوٰى اَنَّهُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الدَّارُ سُكْنٰى لِفُلَانٍ بَلْ كَانَتْ مِلْكًا عَاطِلَةً عَنِ السُّكُوْنَةِ يَحْنَثُ اَيْضًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَيَحْنَثُ بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ সুতরাং عُمُوْمِ مَجَازْ-এর কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে لَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত ও مَجَازْ-এর মধ্যে একত্রিত হওয়ার কারণে হয়নি وَهٰذَا اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ আর এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন তার কোনো নিয়ত থাকবে না فَاِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ আর যখন তার কোনো নিয়ত থাকবে فَعَلٰى مَا نَوٰى তখন নিয়ত অনুযায়ী হুকুম হবে حَافِيًا اَوْ مُتَنَعِّلًا নগ্ন পায়ে অথবা জুতা পায়ে مَاشِيًا اَوْ رَاكِبًا পদব্রজে বা সাওয়ার হয়ে যেভাবে নিয়ত করবে (সে নিয়ত অনুযায়ী হুকুম হবে) وَاِنْ وَضَعَ الْقَدَمَ فَقَطْ আর যদি কেবল পা রাখা مِنْ غَيْرِ دُخُوْلٍ ভিতরে প্রবেশ না করে لَمْ يَحْنَثْ শপথ ভঙ্গ হবে না لِاَنَّهُ حَقِيْقَةٌ مَهْجُوْرَةٌ কারণ এটা পরিত্যক্ত হাকীকত لَاتُعْمَلُ যা অনুযায়ী আমল করা হয় না وَيُرَادُ مِنْ قَوْلِهٖ فِيْ دَارِ فُلَانٍ আর فِيْ دَارِ فُلَانٍ-এর দ্বারা فِيْ سُكْنٰى فُلَانٍ উদ্দেশ্য করা হবে وَهُوَ مَعْنًى مَجَازِيٌّ এটা মাজাযী অর্থ شَامِلٌ لِلْمِلْكِ وَالْاِجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ যা মালিকানাধীন, ভাড়া নেওয়া, বসবাসের স্থান ও ধার নেওয়ার নিবাস সব গুলোকেই শামিল করে فَيَحْنَثُ بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ কাজেই عُمُوْمِ مَجَازْ-এর কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে لَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত ও মাজায একত্রিত হওয়ার কারণে নয় لٰكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ কিন্তু এটার উপর প্রশ্ন করা হয় যে اَنَّهُ ذُكِرَ فِي الْفَتَاوٰى ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে যে اَنَّهُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الدَّارُ سُكْنٰى لِفُلَانٍ যদি সে ঘর অমুক ব্যক্তির বসবাসের না হয় بَلْ كَانَتْ مِلْكًا عَاطِلَةً عَنِ السُّكُوْنَةِ বরং উক্ত ঘরটি তার মালিকানাধীন অনাবাসিক হিসেবে পরিত্যক্ত থাকে يَحْنَثُ اَيْضًا এমতাবস্থায়ও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং عُمُوْمِ مَجَازْ-এর কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে, حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ-এর মধ্যে একত্রিত হওয়ার কারণে হয়নি। আর এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন তার কোনো নিয়ত থাকবে না। আর যখন তার কোনো নিয়ত থাকবে, তখন নিয়ত অনযায়ী হুকুম হবে। নগ্ন পায়ে অথবা জুতা পায়ে কিংবা পদব্রজে বা সওয়ার হয়ে যেভাবে নিয়ত করবে (সে নিয়ত অনুযায়ী হুকুম হবে)। আর যদি ভিতরে প্রবেশ না করে কেবল পা রাখে, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা এটা পরিত্যক্ত হাকীকত, যা অনুযায়ী আমল করা হয় না। আর فِيْ دَارِ فُلَانٍ-এর দ্বারা فِيْ سُكْنٰى فُلَانٍ উদ্দেশ্য করা হবে। এটা مَجَازِيْ অর্থ যা মালিকানাধীন ভাড়া নেওয়া বসবাসের স্থান ও ধার নেওয়া নিবাস সবগুলোকেই শামিল করে। কাজেই عُمُوْمِ مَجَازْ-এর কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে, হাকীকত ও মাজায একত্রিত হওয়ার কারণে নয়। কিন্তু এটার উপর প্রশ্ন করা হয় যে, ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, যদি সে ঘর অমুক ব্যক্তির বসবাসের না হয় বরং উক্ত ঘরটি তার মালিকানাধীন অনাবাসিক হিসেবে পরিত্যক্ত থাকে। এমতাবস্থায়ও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَعَلٰى مَانَوٰى الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لَايَضَعُ الْقَدَمَ-এর দ্বারা কিরূপ নিয়ত সহীহ হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইবনুল মালেক বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিয়ত করে যে, সে নগ্ন পায়ে প্রবেশ করবে না, অত:পর জুতা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করে। অথবা যদি নিয়ত করে যে, পায়ে হেঁটে প্রবেশ করবে না, অতঃপর সওয়ার হয়ে প্রবেশ করে, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর সে আল্লাহর নিকট ও বিচারকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা সে তার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ এরূপই নিয়ত করেছে। আর এটার ব্যবহারও আছে। তবে এটার দ্বারা যদি সে প্রবেশ না করে পা রাখার নিয়ত করে থাকে, তাহলে বিচারকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কেননা প্রচলিত প্রথায় এরূপ প্রয়োগ হয়নি।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ دُخُوْلٍ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) وَضْعُ الْقَدَمِ বা পা রাখার মধ্যে حَقِيْقِيْ অর্থ উদ্দেশ্য কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে শপথ করে যে, অমুকের ঘরে পা রাখবে না, অতঃপর ঘরে প্রবেশ না করে কেবল পা রাখল অর্থাৎ শুয়ে উভয় পা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিল আর শরীরকে ঘরের বাহিরে রাখল, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা প্রচলিত প্রথায় উপরোক্ত حَقِيْقِيْ অর্থ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। কারণ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পা রাখা-এর অর্থ কেবল প্রবেশ করলেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ عَاطِلَةً الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَاطِلَةً বলতে কি বুঝানো হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মুন্তাহাল আরব নামক আরাবি অভিধানে রয়েছে যে, عَطَلْ শব্দটির মূল অর্থ হলো অলঙ্কার হতে খালি হওয়া। তবে এতে যে কোনো বস্তু হতে খালি হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর ইমরুল কায়েসের একটি شِعْر -এর একটি শ্লোককে এ ব্যাপারে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে— وَجِيْدٌ كَجِيْدِ الرِّيْمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ * اِذْ هِيَ نَصَّتْهُ وَلَا بِمُعَطَّلٍ

কবি তার প্রেমিকার ঘাড়কে হরিণীর ঘাড়ের সাথে তুলনা করে বলেছেন, তার ঘাড় হরিণীর ঘাড়ের ন্যায় তবে অশোভনীয় নয় এবং অলঙ্কারশূন্যও নয়, যখন সে তাকে লম্বা (প্রসারিত) করে। উপরোক্ত শ্লোকে ইমরুল কায়েস مُعَطَّلٌ-এর দ্বারা অলঙ্কার হতে খালি হওয়াকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং وَلَابِمُعَطَّلٍ-এর অর্থ তার প্রেমিকার ঘাড় অলঙ্কারশূন্য নয়।

قَوْلُهُ يَحْنَثُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ঘরে প্রবেশ না করার শপথ খেয়ে অনাবাসিক ঘরে প্রবেশ করলে তার কি হুকুম হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি ঘরে প্রবেশ না করার শপথ করে এমন ঘরে প্রবেশ করে যাতে বসাবস করা হয় না, তাহলেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটা কাজি খানের মাযহাব। কিন্তু শামসুল আইম্মার মতে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা এতে বসবাস করা হয় না।

اِلَّا اَنْ يُّقَالَ اِنَّ السُّكْنٰى اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ تَحْقِيْقًا اَوْ تَقْدِيْرًا وَاِنَّمَا يَحْنَثُ اِذَا قَدِمَ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فِىْ قَوْلِهٖ عَبْدُهٗ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ جَوَابُ سُوَالٍ اٰخَرَ تَقْرِيْرُهٗ اَنَّهٗ اِذَا حَلَفَ اَحَدٌ فَقَالَ عَبْدِىْ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ فَالْيَوْمُ حَقِيْقَةٌ فِى النَّهَارِ وَمَجَازٌ فِى اللَّيْلِ وَاَنْتُمْ جَمَعْتُمْ بَيْنَهُمَا وَقُلْتُمْ بِاَنَّهٗ اِنْ قَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا يُعْتَقُ الْعَبْدُ فَاَجَابَ بِاَنَّهٗ اِنَّمَا يَحْنَثُ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ بِالْقُدُوْمِ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا لِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ وَهُوَ عَامٌّ اَىِ الْوَقْتُ مَعْنًى مَجَازِىٌّ شَامِلٌ لِلنَّهَارِ وَاللَّيْلِ فَيَحْنَثُ بِاعْتِبَارِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ لَا بِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَقِيْلَ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّهَارِ وَبَيْنَ مُطْلَقِ الْوَقْتِ فَاُرِيْدَ هٰهُنَا مَعْنَى الْوَقْتِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اِلَّا اَنْ يُّقَالَ তবে তার উত্তরে বলা হবে যে اِنَّ السُّكْنٰى اَعَمُّ বাসগৃহ আমরা ব্যাপক مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ تَحْقِيْقًا اَوْ تَقْدِيْرًا চাই বাস্তবে হোক অথবা সম্ভাব্য হোক وَاِنَّمَا يَحْنَثُ শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে اِذَا قَدِمَ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا অমুক ব্যক্তি রাত্রি বা দিনে আগমন করলে فِىْ قَوْلِهٖ যে ব্যক্তি বলেছে যে عَبْدُهٗ حُرٌّ তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ যে যে দিবসে অমুক ব্যক্তি আগমন করবে جَوَابُ سُوَالٍ اٰخَرَ এটা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর تَقْرِيْرُهٗ তার বিবরণ হলো اَنَّهٗ اِذَا حَلَفَ اَحَدٌ فَقَالَ যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে বলে যে عَبْدِىْ حُرٌّ আমার গোলাম আযাদ يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ যে দিবসে অমুক ব্যক্তি (ভ্রমন হতে) আগমন করবে فَالْيَوْمُ আর يَوْم শব্দটি দিনের অর্থে হাকীকত حَقِيْقَةٌ فِى النَّهَارِ এবং রাত্রির অর্থে মাজায وَمَجَازٌ فِى اللَّيْلِ আর وَاَنْتُمْ جَمَعْتُمْ بَيْنَهُمَا তোমরা উভয় অর্থ একত্রিত করেছ وَقُلْتُمْ এবং বলেছ যে بِاَنَّهٗ اِنْ قَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا দিনে অথবা রাত্রে যেকোনো সময় আগমন করলে يُعْتَقُ الْعَبْدُ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে فَاَجَابَ এর উত্তরে গ্রন্থকার বলেছেন যে بِاَنَّهٗ اِنَّمَا يَحْنَثُ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ আর এ উদাহরণের মধ্যে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে بِالْقُدُوْمِ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا রাত্রে বা দিনে যে কোনো সময় আগমন করলে لِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ কেননা يَوْم দ্বারা وَقْت কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে وَهُوَ عَامٌّ আর তা আম اَىِ الْوَقْتُ مَعْنًى مَجَازِىٌّ অর্থাৎ এটার মাজাযী অর্থ ওয়াক্ত شَامِلٌ لِلنَّهَارِ وَاللَّيْلِ যা দিন রাত্রি উভয়কে শামিল করে فَيَحْنَثُ بِاعْتِبَارِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ কাজেই عُمُوْمِ مَجَازِ-এর হিসেবে শপথ ভঙ্গ হবে لَا بِاعْتِبَارِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত ও মাজায একত্রিত হওয়ার কারণে নয় وَقِيْلَ هُوَ مُشْتَرَكٌ আবার কারো কারো মতে يَوْم শব্দটি মুশতারাক بَيْنَ النَّهَارِ وَبَيْنَ الْمُطْلَقِ الْوَقْتِ দিন ও সাধারণ ওয়াক্তের মধ্যে فَاُرِيْدَ هٰهُنَا مَعْنَى الْوَقْتِ তাই এখানে ওয়াক্তের অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ : তবে তার উত্তরে বলা হবে যে, আবাসগৃহ عَامٌ চাই বাস্তবে হোক অথবা সম্ভাব্য হোক। **আর অমুক ব্যক্তি রাত্রি বা দিনে আগমন করলে সে ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে যে ব্যক্তি বলেছে যে, যে দিবসে অমুক ব্যক্তি আগমন করবে সে বিদসে তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।** এটা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর। তার বিবরণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে বলে, যে দিবসে অমুক ব্যক্তি (ভ্রমণ হতে) আগমন করবে সে দিবসে আমার গোলাম আযাদ। আর يَوْم শব্দটি দিনের অর্থে হাকীকত এবং রাত্রির অর্থে مَجَازٌ। আর তোমরা উভয় অর্থ একত্রিত করেছ এবং বলেছ যে, দিনে অথবা রাত্রে যে কোনো সময় আগমন করলে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। এর উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, আর এ উদাহরণের মধ্যে রাত্রে বা দিনে যে কোনো সময় আগমন করলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। **কেননা يَوْم-এর দ্বারা وَقْت-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর তা عَامٌ** অর্থাৎ এটার মাজাযী অর্থ ওয়াক্ত যা রাত্র দিন উভয়কে শামিল করে। কাজেই عُمُوْمِ مَجَازِ-এর হিসেবে শপথ ভঙ্গ হবে। حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ একত্রিত হওয়ার কারণে নয়। আবার কারো কারো মতে يَوْم শব্দটি দিন ও সাধারণ ওয়াক্তের মধ্যে مُشْتَرَكٌ তাই এখানে ওয়াক্তের অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَقْدِيْرًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) অনাবাসিক ঘর ভাড়া ও ধার করা হলে তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ঘর আবাসিক হওয়া শর্ত নয়, বরং আবাসযোগ্য হওয়াই যথেষ্ট। এ ভাবে যে, এতে বসবাসের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকবে। তবে যদি ঘরটি ভাড়া অথবা ধার হিসেবে নেওয়ার পর এতে বসবাস না করে, তাহলে শপথকারী তাতে প্রবেশ করলে সর্বসম্মতভাবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে বসবাসের দ্বারাই তার অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতো অথচ তা পাওয়া যায়নি।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا يَحْنَثُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) يَمِيْن-এর শরয়ী সংজ্ঞা কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে يَمِيْن বা শপথ বলে- عَقْدٌ قَوِىٌّ عَزَمَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الْفِعْلِ اَوِ التَّرْكِ অর্থাৎ একটি মজবুত عَقْدٌ বা চুক্তি যার দ্বারা শপথকারী কোনো কার্য করার বা না করার সংকল্প ব্যক্ত করে থাকে। সুতরাং تَعْلِيْقٌও এটারই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর تَعْلِيْقٌ বলে একটি বাক্যের ভাবার্থকে আরেকটি বাক্যের ভাবার্থের সাথে সম্বন্ধ করা। কেননা এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে يَمِيْن আর এটা ভঙ্গ করার অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট বস্তু কার্যকর করা।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) يَوْم শব্দটি مُشْتَرَكٌ কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো কোনো উসূলবিদগণ বলেছেন, يَوْم শব্দটি দিবস ও مُطْلَقٌ ওয়াক্তের মধ্যে مُشْتَرَكٌ। এক্ষেত্রে قِيْلَ শব্দ প্রয়োগ করে উক্ত মতটিকে দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য مُحِيْط নামক গ্রন্থে উক্ত অভিমতটি স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মূলত يَوْم শব্দটি مُشْتَرَكٌ হওয়াই সঠিক।

وَبِالْجُمْلَةِ لَابُدَّ هٰهُنَا مِنْ بَيَانِ ضَابِطَةٍ يُعْرَفُ بِهَا اَنَّهُ فِيْ اَيِّ مَوْضِعٍ يُرَادُ بِهِ النَّهَارُ وَفِيْ اَيِّ مَوْضِعٍ يُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ فَقِيْلَ اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُمْتَدًّا يُرَادُ بِهِ النَّهَارُ لِاَنَّهُ زَمَانٌ مُمْتَدٌّ يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ مِعْيَارًا لِلْفِعْلِ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ الْمُطْلَقُ لِاَنَّهُ يَكْفِيْ لِذٰلِكَ الْفِعْلِ جُزْءٌ مِنَ الْوَقْتِ وَلٰكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوْا فِيْ اَنَّهُ اَيُّ فِعْلٍ يُعْتَبَرُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ الْمُضَافُ اِلَيْهِ اَوِ الْعَامِلُ فَالضَّابِطَةُ اَنَّهُ اِذَا كَانَا مُمْتَدَّيْنِ مِثْلُ اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ يُرَادُ بِالْيَوْمِ النَّهَارُ وَاِنْ كَانَا غَيْرَ مُمْتَدَّيْنِ مِثْلُ عَبْدِيْ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ يُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مُمْتَدًّا دُوْنَ الْاٰخَرِ مِثْلُ اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْعَامِلُ دُوْنَ الْمُضَافِ اِلَيْهِ بِالْاِتِّفَاقِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِالْجُمْلَةِ মোটকথা لَابُدَّ هٰهُنَا مِنْ بَيَانِ ضَابِطَةٍ এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি বর্ণনা করা দরকার يُعْرَفُ بِهَا যা দ্বারা এটা নির্ধারিত হবে যে اَنَّهُ فِيْ اَيِّ مَوْضِعٍ يُرَادُ بِهِ النَّهَارُ - يَوْم দ্বারা কখন দিন বুঝানো হয় وَفِيْ اَيِّ مَوْضِعٍ يُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ এবং কখন ওয়াক্ত বুঝানো হয় فَقِيْلَ সুতরাং কোনো কোনো কোনো ব্যক্তি বলেছেন যে اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُمْتَدًّا যদি فِعْل টি مُمْتَدّ (নির্দিষ্ট মেয়াদ যোগ্য) হয় يُرَادُ بِهِ النَّهَارُ তাহলে তা দ্বারা দিন উদ্দেশ্য হবে لِاَنَّهُ زَمَانٌ مُمْتَدٌّ কেননা দিন فِعْل টি নির্দিষ্ট মেয়াদী সময় يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ مِعْيَارًا لِلْفِعْلِ এটা কাজের পাত্র হওয়ার যোগ্য وَاِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَدٍّ পক্ষান্তরে فِعْل টি মেয়াদহীন হয় يُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ الْمُطْلَقُ তাহলে এটা দ্বারা مُطْلَق (সাধারণ) ওয়াক্ত উদ্দেশ্য হবে لِاَنَّهُ يَكْفِيْ لِذٰلِكَ الْفِعْلِ কেননা উক্ত فِعْل এর জন্য যথেষ্ট جُزْءٌ مِنَ الْوَقْتِ সময়ের একটি অংশই وَلٰكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوْا তবে এ ব্যাপারে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে যে فِيْ اَنَّهُ اَيُّ فِعْلٍ يُعْتَبَرُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ এ ব্যাপারে কোন فِعْل টি ধর্তব্য হবে اَلْمُضَافُ اِلَيْهِ اَوْ মুযাফ ইলাইহি ও الْعَامِلُ - يَوْم -এর مُضَافُ اِلَيْهِ না তার আমেল فَالضَّابِطَةُ সুতরাং মূলনীতি এটা হবে যে اَنَّهُ اِذَا كَانَا مُمْتَدَّيْنِ উভয় যখন مُمْتَدّ হবে مِثْلُ اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ যথা তোমার ব্যাপার তোমার হাতে যেদিন যায়েদ আরোহণ করে يُرَادُ بِالْيَوْمِ النَّهَارُ তখন এটাতে يَوْم দ্বারা দিবস উদ্দেশ্য হবে وَاِنْ كَانَا غَيْرَ مُمْتَدَّيْنِ পক্ষান্তরে উভয়ই যদি غَيْرُ مُمْتَدّ হয় مِثْلُ عَبْدِيْ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ আমার দাস আজাদ যেদিন অমুক ব্যক্তি আগমন করে يُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ তাহলে এতে يَوْم দ্বারা مُطْلَق ওয়াক্ত উদ্দেশ্য হবে وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مُمْتَدًّا আর যদি এটার মধ্য হতে একটি مُمْتَدّ হয় دُوْنَ الْاٰخَرِ এবং অপরটি غَيْرُ مُمْتَدّ হয় مِثْلُ اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ যথা তোমার ব্যাপার তোমার হাতে যেদিন অমুক ব্যক্তি আগমন করে اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ অথবা তুমি তালাক যেদিন যায়েদ আরোহণ করে فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْعَامِلُ তাহলে عَامِل ধর্তব্য হবে دُوْنَ الْمُضَافِ اِلَيْهِ মুযাফ ইলাইহি ধর্তব্য হবে না بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে।

সরল অনুবাদ : মোটকথা, এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি বর্ণনা করা দরকার, যা দ্বারা এটা নির্ধারিত হবে যে, يَوْم-এর দ্বারা কখন দিন এবং কখন ওয়াক্ত বুঝানো হয়। সুতরাং কোনো কোনো ব্যক্তি বলেছেন যে, যদি فِعْل টি مُمْتَدّ (নির্দিষ্ট মেয়াদযোগ্য) হয়, তাহলে তা দ্বারা দিন উদ্দেশ্য হবে। কেননা দিন فِعْل টি مُمْتَدّ (নির্দিষ্ট মেয়াদী) সময়। এটা কাজের مِعْيَار বা পাত্র হওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে فِعْل যদি غَيْرُ مُمْتَدّ (মেয়াদহীন) হয়, তাহলে এটা দ্বারা مُطْلَق (সাধারণ) ওয়াক্ত উদ্দেশ্য হবে। কেননা উক্ত فِعْل-এর জন্য সময়ের একটি অংশই যথেষ্ট। তবে এ ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে যে, এ ব্যাপারে কোন فِعْل ধর্তব্য হবে ? يَوْم-এর مُضَافُ اِلَيْه না তার عَامِل ? সুতরাং মূলনীতি এটা হবে যে, مُضَافُ اِلَيْه ও عَامِل উভয়ই যখন مُمْتَدّ হবে যথা– اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ তখন এটাতে يَوْم-এর দ্বারা দিবস উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে উভয়ই যদি غَيْرُ مُمْتَدّ হয় যথা– عَبْدِيْ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ তাহলে এতে يَوْم-এর দ্বারা مُطْلَق ওয়াক্ত উদ্দেশ্য হবে। আর যদি এটার মধ্য হতে একটি مُمْتَدّ এবং অপরটি غَيْرُ مُمْتَدّ হয়, যথা– اَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ অথবা اَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে عَامِل ধর্তব্য হবে مُضَافُ اِلَيْه ধর্তব্য হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُمْتَدًّا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُمْتَدّ ও غَيْرُ مُمْتَدّ ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُمْتَدّ ক্রিয়া বলে যার মধ্যে মুদ্দাত নির্ধারণ সহীহ। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় দ্বারা এটাকে পরিমাপ করা সহীহ হবে। যথা– رُكُوْب (আরোহণ করা)। কেননা رَكِبْتُ هٰذِهِ الدَّابَّةَ يَوْمًا (আমি এ ঘোড়াটিতে একদিন আরোহণ করেছি।) এটা বলা সহীহ হবে। আর غَيْرُ الْمُمْتَدّ এটার বিপরীত। যথা– قُدُوْم (আগমন করা)। বেকায়ার ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, مُمْتَدّ فِعْل-এর দ্বারা উদ্দেশ্য এতটুকু সময়, যা এ দিবসকে শামিল করে সাধারণ মুদ্দাত উদ্দেশ্য নয়। কেননা উসূলবিদগণ تَكَلُّم-কে غَيْرُ مُمْتَدّ সাব্যস্ত করেছেন। অথচ تَكَلُّم নি:সন্দেহে একটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা একদিনকে শামিল করে না।

قَوْلُهُ يُرَادُ بِهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) فِعْل টা مُمْتَدّ হলে يَوْم-এর দ্বারা نَهَار উদ্দেশ্য হবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো কোনো উসূলবিদগণ বলেছেন, فِعْل টা مُمْتَدّ হলে এর দ্বারা نَهَار বা দিবস উদ্দেশ্য হবে। তবে যদি কোনো দলিল বা قَرِيْنَة দ্বারা يَوْم-এর দ্বারা ওয়াক্ত উদ্দেশ্য হওয়া বোধগম্য হয়, তাহলে مُطْلَق ওয়াক্তই উদ্দেশ্য হবে। যথা– اِرْكَبُوْا يَوْمَ يَاْتِيْكُمُ الْعَدُوُّ

قَوْلُهُ يُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) فِعْل যদি غَيْرُ مُمْتَدّ হয় তাহলে يَوْم-এর দ্বারা مُطْلَق ওয়াক্ত উদ্দেশ্য হবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি يَوْم-এর مُضَافُ اِلَيْه ও عَامِل উভয় فِعْل-ই مُمْتَد না হয় যেমন– عَبْدِيْ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ তাহলে يَوْم-এর দ্বারা ওয়াক্ত উদ্দেশ্য হবে। কেননা গোলামের আজাদকরণ অর্থাৎ গোলামের উপর আযাদী পতিত হওয়া এবং অমুকের আগমন উভয় ক্রিয়া غَيْرُ مُمْتَدّ তদ্রূপ স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হওয়া غَيْرُ مُمْتَدّ।

وَإِنَّمَا أُرِيْدَ النَّذْرُ وَالْيَمِيْنُ فِيْمَا إِذَا قَالَ لِلّٰهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبَ جَوَابُ سُوَالٍ اٰخَرَ تَقْرِيْرُهُ أَنْ يُّقَالَ إِذَا قَالَ شَخْصٌ لِلّٰهِ عَلَىَّ صَوْمُ رَجَبَ وَنَوٰى بِهِ النَّذْرَ وَالْيَمِيْنَ اَوْ نَوَى الْيَمِيْنَ فَقَطْ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ النَّذْرُ فَإِنَّهُ يَكُوْنُ نَذْرًا وَيَمِيْنًا مَعًا وَالنَّذْرُ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيُّ وَالْيَمِيْنُ مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ مَعًا حَتّٰى قِيْلَ يَلْزَمُ بِفَوَاتِهِ الْقَضَاءُ لِلنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةُ لِلْيَمِيْنِ وَلِهٰذَا قِيْلَ إِنَّهُ يَنْبَغِيْ أَنْ يَّقْرَأَ رَجَبَ غَيْرَ مُنَوَّنٍ لِيَكُوْنَ الْمُرَادُ رَجَبُ هٰذِهِ السَّنَةِ لِتَظْهَرَ ثَمَرَتُهُ فِي الْفَوَاتِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَجَبًا مِنَ الْعُمُرِ فَإِنَّهُ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ بِالْإِيْصَاءِ بِالْفِدْيَةِ وَهٰذَا إِنَّمَا يَرِدُ عَلٰى أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) بِخِلَافِ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فَإِنَّهُ عِنْدَهُ نَذْرٌ فِي الْأَوَّلِ وَيَمِيْنٌ فِي الثَّانِيْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنَّمَا أُرِيْدَ আর উদ্দেশ্য হবে النَّذْرُ وَالْيَمِيْنُ মানত ও শপথ উভয়ই فِيْمَا তথায় إِذَا قَالَ যদি কোনো ব্যক্তি বলে لِلّٰهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبَ আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর রজবের রোজা ওয়াজিব جَوَابُ سُوَالٍ اٰخَرَ এটাও অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর تَقْرِيْرُهُ এটার বিবরণ হলো أَنْ يُّقَالَ বলা হবে إِذَا قَالَ شَخْصٌ যদি কেউ বলে যে لِلّٰهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبَ আমার উপর রজবের রোজা ওয়াজিব وَنَوٰى بِهِ النَّذْرَ وَالْيَمِيْنَ আর এটা দ্বারা সে মানত ও শপথ উভয়ের নিয়ত করে اَوْ نَوَى الْيَمِيْنَ فَقَطْ অথবা শুধু শপথের নিয়ত করে وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ النَّذْرُ আর মানতের কথা তার কল্পনায় না থাকে فَإِنَّهُ يَكُوْنُ نَذْرًا وَيَمِيْنًا مَعًا আর এটা দ্বারা সে মানত ও শপথ উভয়কে শামিল করবে وَالنَّذْرُ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيُّ এখানে মানত এটার হাকীকী অর্থ وَالْيَمِيْنُ مَعْنَاهُ الْمَجَازِيُّ আর শপথ হলো মাজাযী অর্থ– فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ مَعًا ফলে حَقِيْقَة ও مَجَاز একত্রিত হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে حَتّٰى قِيْلَ এমন কি বলা হয়েছে যে يَلْزَمُ بِفَوَاتِهِ তা ছুটে গেলে ওয়াজিব হবে الْقَضَاءُ لِلنَّذْرِ মানতের কাযা وَالْكَفَّارَةُ لِلْيَمِيْنِ এবং শপথের কাফফারা وَلِهٰذَا قِيْلَ আর তাই কেউ কেউ বলেছেন أَنَّهُ يَنْبَغِيْ বাঞ্ছনীয় أَنْ يَّقْرَأَ رَجَبَ - رَجَبَ শব্দটি পড়া غَيْرَ مُنَوَّنٍ তানবীন বিহীন (অর্থাৎ غَيْرُ مُنْصَرِفٌ) - لِيَكُوْنَ الْمُرَادُ যাতে উদ্দেশ্য করা যায় رَجَبُ هٰذِهِ السَّنَةِ এ বৎসরের রজব لِتَظْهَرَ এটাতে প্রকাশিত হতে পারবে ثَمَرَتُهُ তার ফলাফল فِي الْفَوَاتِ ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَجَبًا مِنَ الْعُمُرِ আজীবনের কোনো এক রজব উদ্দেশ্য হলে এটার বিপরীত হুকুম হবে فَإِنَّهُ لَا تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ তার ফলাফল প্রকাশিত হবে না إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ তবে মৃত্যুর সময় بِالْإِيْصَاءِ بِالْفِدْيَةِ ফিদিয়ার অসিয়ত করা ছাড়া وَهٰذَا إِنَّمَا يَرِدُ عَلٰى أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ) এ প্রশ্ন কেবল আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর উপর বর্তাবে بِخِلَافِ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না وَيَمِيْنٌ فِي الثَّانِيْ আর দ্বিতীয় অবস্থায় শপথ হবে।

সরল অনুবাদ : আর যদি কোনো ব্যক্তি বলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর রজবের রোজা ওয়াজিব, তাহলে তথায় মানত ও শপথ উভয়ই উদ্দেশ্য হবে। এটাও অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর। এটার বিবরণ হলো, যদি কেউ বলে যে, আমার উপর রজবের রোজা ওয়াজিব। আর এটা দ্বারা সে মানত ও শপথ উভয়কে শামিল করবে। এখানে মানত এটার حَقِيْقِيْ অর্থ, আর শপথ হলো مَجَازِيْ অর্থ। এটার حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ একত্রিত হয়ে যায়। এমনকি বলা হয়েছে যে, তা ছুটে গেলে মানতের قَضَاءْ এবং কসমের কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। আর তাই কেউ কেউ বলেছেন, رَجَبْ শব্দটি تَنْوِيْن বিহীন (অর্থাৎ غَيْرُمُنْصَرِفْ) পড়া বাঞ্ছনীয়, যাতে এ বৎসরের রজব উদ্দেশ্য করা যায়। এটাতে ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার ফলাফল প্রকাশিত হতে পারবে। আজীবনের কোনো এক রজব উদ্দেশ্য হলে এটার বিপরীত হুকুম হবে। তার ফলাফল মৃত্যুর সময় ফিদিয়ার অসিয়ত করা ছাড়া প্রকাশিত হবে না। এ প্রশ্ন কেবল আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর উপর বর্তাবে। ইমাম আবূ ইউসুফের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না। কেননা তাঁর মতে এ মাসআলাটির প্রথম অবস্থায় মানত হবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় শপথ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ غَيْرُ مُنَوَّنٍ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) رَجَبْ শব্দের تَنْوِيْنْ না হওয়ার সাথে غَيْرُمُنْصَرِفْ হবে কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, رَجَبْ শব্দটি تَنْوِيْنْ ব্যতীতই পড়া হবে। আর তখন عَلَمْ ও عَدْلْ পাওয়া যাওয়ার কারণে এটা غَيْرُ مُنْصَرِفْ হবে। তাহলে এ বৎসরের রজব উদ্দেশ্য হয়ে ছুটে যাওয়ার মধ্যে তার ফলাফল প্রকাশিত হবে।

قَوْلُهُ رَجَبًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) رَجَبْ শব্দটি تَنْوِيْن-এর সাথে مُنْصَرِفْ হবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আর رَجَبْ শব্দটি تَنْوِيْنْ-এর সাথে হলে مُنْصَرِفْ হবে। কেননা উক্ত অবস্থায় عَلَمْ পাওয়া না যাওয়ার কারণে তার কেবল এক সবব عَدْلْ অবশিষ্ট থাকবে, আর তাতে غَيْرُ مُنْصَرِفْ হতে পারবে না। কেননা তখন এটা দ্বারা নির্দিষ্ট রজব মাস না হয়ে আজীবনের কোনো এক রজব মাস উদ্দেশ্য হবে। আর তখন মৃত্যুকালে অসিয়তের মাধ্যমেই কেবল ছুটে যাওয়ার ফলাফল প্রকাশিত হবে।

وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا اَوْ نَوَى النَّذْرَ مَعَ نَفْيِ الْيَمِيْنِ اَوْ بِلَا نَفْيِهِ يَكُوْنُ نَذْرًا بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ مَعَ نَفْيِ النَّذْرِ يَكُوْنُ يَمِيْنًا بِالْاِتِّفَاقِ وَالْاِيْرَادُ اِنَّمَا هُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ عَلَى مَذْهَبِهِمَا فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رح) بِاَنَّهُ اِنَّمَا اُرِيْدَ النَّذْرُ وَالْيَمِيْنُ جَمِيْعًا فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ لِاَنَّهُ نَذْرٌ بِصِيْغَتِهِ يَمِيْنٌ بِمُوْجَبِهِ وَتَحْرِيْرُهُ اَنَّ قَوْلَهُ لِلّٰهِ عَلَيَّ صِيْغَةُ نَذْرٍ وَهُوَ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهُ وَكَانَ صَوْمُ رَجَبَ مَثَلًا قَبْلَ النَّذْرِ مُبَاحُ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَبَعْدَ النَّذْرِ صَارَ الْفِعْلُ وَاجِبًا وَالتَّرْكُ حَرَامًا فَيَلْزَمُ مِنْ مُوْجَبِ هٰذَا النَّذْرِ تَحْرِيْمُ الْمُبَاحِ الَّذِيْ هُوَ التَّرْكُ وَتَحْرِيْمُ الْحَلَالِ يَمِيْنٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا আর যদি কোনো নিয়ত না করে اَوْ نَوَى النَّذْرَ অথবা মানতের নিয়ত করে مَعَ نَفْيِ الْيَمِيْنِ শপথের نَفْيْ করে اَوْ بِلَا نَفْيِهِ কিংবা نَفْيْ না করে يَكُوْنُ نَذْرًا بِالْاِتِّفَاقِ তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে মানত হবে وَاِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ আর যদি শপথের নিয়ত করে مَعَ نَفْيِ النَّذْرِ মানতকে نَفْيْ করার সাথে يَكُوْنُ يَمِيْنًا بِالْاِتِّفَاقِ তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শপথ হবে وَالْاِيْرَادُ اِنَّمَا هُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ আর প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে প্রথম দু অবস্থায় عَلٰى مَذْهَبِهِمَا ইমাম আবু হানিফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাবের বিরুদ্ধে فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ এটার উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে بِاَنَّهُ اِنَّمَا اُرِيْدَ النَّذْرُ وَالْيَمِيْنُ جَمِيْعًا فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ এ অবস্থায় একই সাথে শপথ ও মানত উদ্দেশ্য করার কারণ এই যে لِاَنَّهُ نَذْرٌ بِصِيْغَتِهِ তার শব্দ (صِيْغَةٌ) দ্বারা মানত সাব্যস্ত হয় يَمِيْنٌ بِمُوْجَبِهِ আর তার مُوْجَبْ চাহিদা অনুযায়ী শপথ সাব্যস্ত হয় وَتَحْرِيْرُهُ এটার বিশদ বিবরণ এই যে اَنَّ قَوْلَهُ لِلّٰهِ عَلَيَّ তার বক্তব্যের মধ্যে لِلّٰهِ عَلَيَّ শব্দটি صِيْغَةُ نَذْرٍ মানতের সীগাহ وَهُوَ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهُ আর এ অর্থ বুঝানোর জন্যই তাকে গঠন করা হয়েছে وَكَانَ صَوْمُ رَجَبَ আর রজবের রোজা রাখা مَثَلًا উদাহরণত قَبْلَ النَّذْرِ মানত করার পূর্বে مُبَاحُ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ রাখা না রাখা তার জন্য জায়েজ ছিল وَبَعْدَ النَّذْرِ আর মানতের পর صَارَ الْفِعْلُ وَاجِبًا তা রাখা ওয়াজিব হয়েছে وَالتَّرْكُ حَرَامًا আর না রাখা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে فَيَلْزَمُ مِنْ مُوْجَبِ هٰذَا النَّذْرِ সুতরাং এ মানতের চাহিদা অনুযায়ী আবশ্যক হবে تَحْرِيْمُ الْمُبَاحِ জায়েজকে হারাম করা اَلَّذِيْ هُوَ التَّرْكُ অর্থাৎ রোজা না রাখা (যা জায়েজ ছিল তা হারাম হওয়া আবশ্যক হবে) وَتَحْرِيْمُ الْحَلَالِ يَمِيْنٌ আর حَلَالٌ (জায়েজ)-কে হারাম করাকেই يَمِيْنٌ (শপথ) বলে।

সরল অনুবাদ : আর যদি কোনো নিয়ত না করে অথবা মানতের নিয়ত করে এবং শপথের نَفْيْ করে, কিংবা نَفْيْ না করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে মানত হবে। আর যদি মানতকে نَفْيْ করার সাথে শপথের নিয়ত করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে শপথ হবে। আর প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে প্রথম দু'অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাবের বিরুদ্ধে। এটার উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এ অবস্থায় একই সাথে শপথ ও মানত উদ্দেশ্য করার কারণ এই যে, **তার শব্দ (صِيْغَهْ) দ্বারা মানত সাব্যস্ত হয় আর তার مُوْجَبْ (চাহিদা) অনুযায়ী সাব্যস্ত শপথ হয়।** এটার বিশদ বিবরণ এই যে, তার বক্তব্যের মধ্যে لِلّٰهِ عَلَيَّ শব্দটি মানতের صِيْغَهْ আর এই অর্থ (মানত) বুঝানোর জন্যই তাকে গঠন করা হয়েছে। আর উদাহরণত রজবের রোজা মানত করার পূর্বে রাখা –না রাখা তার জন্য জায়েজ ছিল। আর মানতের পর তা রাখা ওয়াজিব আর না রাখা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এ মানতের চাহিদানুযায়ী জায়েজকে হারাম করা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ রোজা না রাখা (যা জায়েজ ছিল তা হারাম হওয়া আবশ্যক হবে)। আর হালাল (জায়েজ)-কে হারাম করাকেই يَمِيْنٌ (শপথ) বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَمِيْنًا بِالْاِتِّفَاقِ الخ -এর আলোচনা : সর্বসম্মতভাবে শপথ উদ্দেশ্য হওয়ার সুরত কি ধরনের হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি শপথের নিয়ত করে আর এটার সাথে মানতের نَفْيْ করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শপথ হবে– মানত হবে না। আর এটাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে ছুটে যাওয়ার অবস্থায় قَضَاءْ ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) আপত্তিকর দু'অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, মানত এবং শপথ উভয়ের নিয়ত করলে অথবা শপথের নিয়ত করলে এবং মানতের খেয়াল পর্যন্ত তার অন্তরে না থাকলে উক্ত দ্বিবিধ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শপথ ও মানত দু'টি হবে। আর এটাই আপত্তিকর। কেননা তাতে مَجَازٌ ও حَقِيْقَتٌ একত্রিত হওয়া লাযম হয়।

لِاَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ قَدْ حَرَّمَ مَارِيَةَ اَوِ الْعَسَلَ عَلٰى نَفْسِهٖ فَسَمَّى اللّٰهُ ذٰلِكَ يَمِيْنًا وَقَالَ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ فَعُلِمَ اَنَّ تَحْرِيْمَ الْحَلَالِ يَمِيْنٌ فَيَكُوْنُ الْيَمِيْنُ مُوْجَبًا لِلْكَلَامِ لَا مُرَادًا بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ কেননা নবী করীম ﷺ قَدْحَرَّمَ হারাম করেছিলেন مَارِيَةَاَوِالْعَسَلَ হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে অথবা মধুকে عَلٰى نَفْسِهٖ তার উপর فَسَمَّى اللّٰهُ ذٰلِكَ يَمِيْنًا তখন আল্লাহ তা'আলা এটাকে يَمِيْن (শপথ) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন وَقَالَ এবং আল্লাহ বললেন لِمَ تُحَرِّمُ হে নবী আপনি তাকে হারাম করেন কেন? مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যা হালাল করেছেন ثُمَّ قَالَ অত:পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের শপথ হালাল করার فَعُلِمَ সুতরাং জানা গেল যে اَنَّ تَحْرِيْمَ الْحَلَالِ يَمِيْنٌ হালালকে হারাম করার নামই শপথ فَيَكُوْنُ الْيَمِيْنُ مُوْجَبًا لِلْكَلَامِ সুতরাং উক্ত উদাহরণের মধ্যে বক্তব্যের চাহিদাই হবে শপথ لَا مُرَادًا بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ এটা مَجَازْ এর পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য হবে না।

সরল অনুবাদ : কেননা নবী করীম ﷺ হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে অথবা মধুকে তার উপর হারাম করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এটাকে يَمِيْن (শপথ) হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। এবং আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে নবী! আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি তাকে হারাম করেন কেন ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَقَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ হালাল করার ব্যবস্থা করেছেন।" সুতরাং জানা গেল যে, হালালকে হারাম করার নামই يَمِيْن বা শপথ। সুতরাং উক্ত উদাহরণের মধ্যে বক্তব্যের চাহিদাই হবে يَمِيْن (শপথ)। এটা مَجَازْ -এর পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ قَدْ حَرَّمَ مَارِيَةَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হুযূর ﷺ-এর হালালকৃত বস্তুকে হারাম করা সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বর্ণিত আছে নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বা হাফসা (রা.)-এর পালার দিন হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া (রা.)-এর সাথে নির্জনে মিলিত হয়েছিলেন। হযরত হাফসা (রা.) এটা জানতে পেরে এ ব্যাপারে হুযূর ﷺ -এর নিকট আপত্তি জানালেন। তখন হুযূর ﷺ তাঁর উপর মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে হারাম করে দিলেন। এ অবস্থায় উক্ত আয়াত নাজেল হলো। অন্য বর্ণনায় আছে যে, নবী কারীম ﷺ হযরত হাফসার নিকট মধু পান করলেন, তখন হযরত আয়েশা সাওদাহ ও সাফিয়া (রা.) একসাথে হুযূর ﷺ-কে বললেন, আমরা আপনার নিকট হতে মাগাফিরের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। এমতাবস্থায় হুযূর ﷺ তাঁর উপর মধুকে হারাম করে দিলেন। তখন আয়াত নাজেল হলো– يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি আপনার জন্য হারাম করেন কেন ? আপনি আপনার স্ত্রীগণের সন্তোষ কামনা করেন। আর আল্লাহ তা'আলা মহা ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। আল্লাহ তা'আলা আপনার শপথকে হালাল করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার প্রচলন করে কসম ভঙ্গ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (ইমাম বায়যাবী (র.) অনুরূপ বলেছেন।) আর مَغَافِيْر শব্দটি مَغْفُوْرٌ-এর বহুবচন। আর এটা দুর্গন্ধযুক্ত পানীয়।
–(মাজমাউল বিহার)

قَوْلُهٗ سَمَّى اللّٰهُ ذٰلِكَ يَمِيْنًا الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হালাল জিনিসকে হারাম করা শপথ কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইবনুল মালিক বলেছেন যে, হালালকে হারাম করাই শপথ হওয়ার ব্যাপারে উক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা সহীহ নয়। কেননা নবী করীম ﷺ প্রকাশ্য শপথ করেছেন। কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন – وَاللّٰهِ لَا اَقْرُبُهَا (আল্লাহর শপথ আমি তার নিকট যাব না)। কাশশাফে অনুরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রকাশ্য শপথকেই শপথ বলা হয়েছে।

وَلٰكِنَّهٗ يَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ اِذَا كَانَ مُوْجِبًا يَنْبَغِىْ اَنْ يَّثْبُتَ بِدُوْنِ النِّيَّةِ لِاَنَّ مُوْجِبَ الشَّئِ لَايَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ اِلَّا اَنْ يُّقَالَ اِنَّهَا كَالْحَقِيْقَةِ الْمَهْجُوْرَةِ فَلِذَا يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ وَقِيْلَ اِنَّ الْيَمِيْنَ هِىَ الْمُرَادَةُ مِنَ اللَّفْظِ وَالنَّذْرُ لَيْسَ بِمُرَادٍ بَلْ جَاءَ بِصِيْغَةِ اللَّفْظِ وَلٰكِنَّ هٰذَا اِنَّمَا يَصِحُّ اِذَا نَوَى الْيَمِيْنَ فَقَطْ وَاَمَّا اِذَا نَوَاهُمَا فَقَدْ دَخَلَ النَّذْرُ تَحْتَ الْاِرَادَةِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا اِلَيْهِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلٰكِنَّهٗ يَرِدُ عَلَيْهِ তবে এটার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হয়ে থাকে যে اَنَّهٗ اِذَا كَانَ مُوْجِبًا এটা যখন চাহিদা হবে يَنْبَغِىْ اَنْ يَّثْبُتَ بِدُوْنِ النِّيَّةِ তাহলে নিয়ত ব্যতীতই সাব্যস্ত হওয়া চাই لِاَنَّ مُوْجِبَ الشَّئِ কেননা কোনো বস্তুর চাহিদা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য لَايَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ নিয়তের প্রয়োজন হয় না اِلَّا اَنْ يُّقَالَ তবে এটার উত্তরে বলা যেতে পারে যে اِنَّهَا كَالْحَقِيْقَةِ الْمَهْجُوْرَةِ এটা পরিত্যক্ত হাকীকত এর ন্যায় فَلِذَا يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ তাই নিয়তের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে وَقِيْلَ اِنَّ الْيَمِيْنَ هِىَ الْمُرَادَةُ مِنَ اللَّفْظِ কেউ কেউ বলেছেন শব্দের দ্বারা শপথই উদ্দেশ্য وَالنَّذْرُ لَيْسَ بِمُرَادٍ মানত উদ্দেশ্য নয় بَلْ جَاءَ بِصِيْغَةِ اللَّفْظِ বরং এটা শব্দের صِيْغَةٌ-এর সাথে এসে গেছে وَلٰكِنَّ هٰذَا তবে এটা اِنَّمَا يَصِحُّ কেবল ঐ অবস্থায় সহীহ হবে اِذَا نَوَى الْيَمِيْنَ فَقَطْ যখন শুধু শপথের নিয়ত করে وَاَمَّا اِذَا نَوَاهُمَا তবে যদি উভয় (অর্থাৎ শপথ ও মানত) এর নিয়ত করে فَقَدْ دَخَلَ النَّذْرُ تَحْتَ الْاِرَادَةِ তাহলে মানত উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا اِلَيْهِ যদিও এটা উদ্দেশ্য করার মুখাপেক্ষী নয়।

সরল অনুবাদ : তবে এটার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হয়ে থাকে যে, এটা যখন مُوْجِبٌ (চাহিদা) হবে তাহলে নিয়ত ব্যতীতই সাব্যস্ত হওয়া চাই। কেননা কোনো বস্তুর مُوْجِبٌ (চাহিদা) সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নিয়তের প্রয়োজন হয় না। তবে এটার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এটা حَقِيْقَتْ مَهْجُوْرَةٌ (পরিত্যক্ত হাকীকত)-এর ন্যায়। তাই নিয়তের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আরে কেউ কেউ বলেছেন, শব্দের দ্বারা শপথই উদ্দেশ্য, মানত উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা শব্দের صِيْغَةٌ-এর সাথে এসে গেছে। তবে এটা কেবল ঐ অবস্থায় সহীহ হবে যখন শুধু শপথের নিয়ত করবে। তবে যদি উভয় (অর্থাৎ শপথ ও মানত)-এর নিয়ত করে তাহলে মানত উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে যদিও এটা উদ্দেশ্য করার মুখাপেক্ষী নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِلَّا اَنْ يُّقَالَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, এই মানতের জন্য যদিও হালালকে হারাম করা আবশ্যক তথাপি এটা হতে শপথের অর্থকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিলোপ করা হয়েছে। যেমন– يَمِيْنُ لَغْوٍ হতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَمِيْنٌ-এর অর্থকে বিলোপ করা হয়েছে। আর তখন يَمِيْنٌ (শপথ) পরিত্যক্ত হাকীকতের সাদৃশ্য হয়ে গেছে। সুতরাং এ ধরনের (পরিত্যক্ত হাকীকত বিশিষ্ট) শব্দ নিয়তের মুখাপেক্ষী। তবে এতে একটি ত্রুটি রয়ে গেছে, তা হলো يَمِيْنٌ যখন ইচ্ছা ও নিয়তের অধীনে দাখেল হয়েছে তখন তা مَجَازٌ হয়ে গেছে। তা হলো يَمِيْنٌ যখন ইচ্ছা ও নিয়তের অধীনে দাখেল হয়েছে তখন তা مَجَازٌ হয়ে গেছে। আর এটার সাথে মানতও উদ্দেশ্য রয়েছে। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে حَقِيْقَتٌ ও مَجَازٌ-কে একত্রিকরণ সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যাকে প্রতিহত করতে চেয়েছে শেষাবধি তাই সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর সম্ভবত এ জন্যই গ্রন্থকার (র.) দুর্বল صِيْغَةٌ তথা اِلَّا اَنْ يُّقَالَ-এর দ্বারা এটার উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ فَقَدْ دَخَلَ النَّذْرُ تَحْتَ الْاِرَادَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি বিরোধের নিরসন করতে গিয়ে বলেন, মানত উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর তাতে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে حَقِيْقَتٌ ও مَجَازٌ-এর মধ্যে একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উদ্দেশ্য ব্যতীত মূল صِيْغَةٌ-এর দ্বারাই মানত সাব্যস্ত হয়েছে, কাজেই حَقِيْقَتٌ ও مَجَازٌ একত্রিত হবে না। তবে তার উত্তরে বলা হবে যে, তাহলে তো কোনো অবস্থায়ই حَقِيْقَتٌ ও مَجَازٌ-এর একত্রিকরণ নিষিদ্ধ হবে না। কেননা যাবতীয় শব্দের মধ্যেই উদ্দেশ্য করা ছাড়া কেবল শব্দের দ্বারাই হাকীকী অর্থ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং مُتَكَلِّمٌ-এর উদ্দেশ্য ধর্তব্য নয়।

قَوْلُهٗ بِمَعْنَى وَاللّٰهِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) আশ্চর্যজনক স্থানে لَامٌ শব্দটি শপথের অর্থে হয়ে থাকে কিভাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اَللّٰهُ শব্দটি وَاللّٰهِ-এর অর্থে হবে, যা কসমের শব্দ। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– دَخَلَ اٰدَمُ الْجَنَّةَ فَلِلّٰهِ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى خَرَجَ উক্ত বাক্যে لِلّٰهِ শব্দটি بِاللّٰهِ-এর অর্থে হয়েছে। ইবনুল মালিক বলেছেন যে, কেউ বলতে পারে যে, আচর্যের স্থলে لَامٌ শব্দটি শপথের অর্থে হয়ে থাকে। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) উক্ত বক্তব্যে রয়েছে। নাহু সম্পর্কীয় কিতাবে এটার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

وَقِيْلَ اِنَّ قَوْلَهُ لِلّٰهِ بِمَعْنَى وَاللّٰهِ صِيْغَةُ يَمِيْنٍ وَقَوْلَهُ عَلَى صِيْغَةِ نَذْرٍ فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ لَفْظٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَشِرَاءِ الْقَرِيْبِ فَاِنَّهُ تَمَلُّكٌ بِصِيْغَةٍ تَحْرِيْرٌ بِمُوْجَبِهِ تَشْبِيْهُ لِمَسْأَلَةِ النَّذْرِ بِهِ تَوْضِيْحًا وَتَاْيِيْدًا فَاِنَّ مَنْ شَرَى الْقَرِيْبَ يَكُوْنُ تَمَلُّكًا بِاعْتِبَارِ صِيْغَتِهِ لِاَنَّ صِيْغَتَهُ مَوْضُوْعَةٌ لِلْمِلْكِ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ تَحْرِيْرًا وَاِعْتَاقًا بِمُوْجَبِهِ لِاَنَّ مُوْجَبَ الْمِلْكِ مَعَ الْقَرَابَةِ هُوَ الْعِتْقُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ وَاِلَّا فَبَيْنَ الشِّرَاءِ وَالتَّحْرِيْرِ مُنَافَاةٌ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন اِنَّ قَوْلَهُ لِلّٰهِ بِمَعْنَى وَاللّٰهِ গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য لِلّٰهِ -এর অর্থ وَاللّٰهِ - صِيْغَةُ يَمِيْنٍ শপথের সীগাহ وَقَوْلَهُ عَلَى صِيْغَةِ نَذْرٍ আর তার উক্তি عَلَى মানতের সীগাহ فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ لَفْظٍ وَاحِدٍ তাই একই শব্দের মধ্যে উভয় অর্থ একত্রিত হয়নি فَهُوَ كَشِرَاءِ الْقَرِيْبِ সুতরাং কোনো নিকটবর্তী (রক্ত সম্পর্কীয়) আত্মীয় ক্রয় করার সদৃশ فَاِنَّهُ تَمَلُّكٌ কেননা মালিকানা সাব্যস্ত হয় بِصِيْغَةٍ সীগাহ-এর দ্বারা تَحْرِيْرٌ بِمُوْجَبِهِ সীগাহ-এর চাহিদা) এর দ্বারা আজাদ হয়ে যায় تَشْبِيْهُ ـ اَلْمَسْأَلَةُ النَّذْرِ بِهِ এটা মানতের মাসআলাটির تَشْبِيْهُ (উপমা) হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। تَوْضِيْحًا وَتَاْيِيْدًا স্পষ্ট ও শক্তিশালী করেছেন فَاِنَّ مَنْ شَرَى الْقَرِيْبَ কারণ যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করবে يَكُوْنُ تَمَلُّكًا بِاعْتِبَارِ صِيْغَتِهِ তার জন্য صِيْغَةٌ -এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হবে لِاَنَّ صِيْغَتَهُ مَوْضُوْعَةٌ لِلْمِلْكِ কেননা এ شِرَاءٌ - صِيْغَةٌ টি মালিকানার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে وَلٰكِنْ يَكُوْنُ تَحْرِيْرًا وَاِعْتَاقًا তবে স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে بِمُوْجَبِهِ এই صِيغه এর مُوْجَبٌ (চাহিদা) অনুযায়ী لِاَنَّ مُوْجَبَ الْمِلْكِ مَعَ الْقَرَابَةِ কারণ আত্মীয়তার সাথে মালিকানা যুক্ত হলে তার مُوْجَبٌ (চাহিদা) হলো هُوَ الْعِتْقُ আজাদ হয়ে যাওয়া قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ বলেছেন مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো مَحْرَمٌ আত্মীয়ের মালিক হয় عُتِقَ عَلَيْهِ তার পক্ষ হতে উক্ত আত্মীয় আজাদ হয়ে যাবে وَاِلَّا فَبَيْنَ الشِّرَاءِ وَالتَّحْرِيْرِ অন্যথা আজাদ করা ও ক্রয়ের মধ্যে مُنَافَاةٌ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ হতে বিরোধ রয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর কেউ কেউ বলেছেন, গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য لِلّٰهِ-এর অর্থ وَاللّٰهِ শপথের সীগাহ আর তার কথা عَلَى মানতের সীগাহ তাই শব্দের মধ্যে উভয় অর্থ একত্রিত হয়নি। **সুতরাং কোনো নিকটবর্তী (রক্ত-সম্পর্কীয়) আত্মীয় ক্রয় করার সাদৃশ্য। কেননা ঐ অবস্থায় صِيْغَةٌ-এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয়, আর صِيْغَةٌ-এর مُوْجَبٌ (চাহিদা)-এর দ্বারা আজাদ হয়ে যায়।** এটা মানতের মাসআলাটির تَشْبِيْهُ (উপমা) হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে, যা উক্ত মাসআলাকে আরো স্পষ্ট ও শক্তিশালী করেছেন। কারণ যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করবে তার জন্য صِيْغَةٌ-এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হবে। কেননা এ شِرَاءٌ সীগাহ টি মালিকানার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এই صِيْغَةٌ-এর مُوْجَبٌ (চাহিদা) অনুযায়ী স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কারণ আত্মীয়তার সাথে মালিকানা যুক্ত হলে তার مُوْجَبٌ (চহিদা) হলো আজাদ হয়ে যাওয়া। নবী করীম ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো مَحْرَمٌ আত্মীয়ের মালিক হয় তার পক্ষ হতে উক্ত আত্মীয় আজাদ হয়ে যাবে। অন্যথা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ হতে আজাদ করা ও ক্রয়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا يَجْتَمِعَانِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে حَقِيْقَتْ ও مَجَازٌ একত্রিত না হওয়ার আরেক পদ্ধতি لِلّٰهِ শব্দটি وَاللّٰهِ -এর অর্থে এবং عَلَى শব্দটি মানতের জন্য হলে আর حَقِيْقَتْ ও مَجَازٌ একই শব্দের মধ্যে একত্রিত হওয়া لَازِمٌ হবে না; বরং এটা দু'টি শব্দের মধ্যে হবে। তবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এ বাক্যটি সাধারণত মানতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাই এটাকে মানতের উপর প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং যখন শপথ ও মানত উভয়ের নিয়ত করবে তখন প্রত্যেকটি শব্দকে এটার সম্ভাব্য অর্থে ব্যবহার করা হবে। আর তাই নিয়ত কার্যকর হবে।

قَوْلُهُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) রক্ত-সম্পর্কীয়ের মালিক হলে তার হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ দাউদ (র.) হযরত সামুরাহ (রা.) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি مَحْرَمٌ বা রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মালিক হয়, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। مَحْرَمٌ শব্দটি جَوَارٌ-এর কারণে যের বিশিষ্ট হয়েছে। কিয়াস অনুযায়ী নসব বিশিষ্ট হওয়ার কথা ছিল।

• ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنِ التَّفْرِيْعَاتِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ عِلَاقَاتِ الْمَجَازِ فَقَالَ وَطَرِيْقُ الْاِسْتِعَارَةِ الْاِتِّصَالُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ صُوْرَةً وَمَعْنًى وَالْاِسْتِعَارَةُ فِيْ عُرْفِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ يُرَادِفُ الْمَجَازَ وَعِنْدَ اَهْلِ الْبَيَانِ قِسْمٌ مِنَ الْمَجَازِ فَاِنَّ الْمَجَازَ عِنْدَهُمْ اِنْ كَانَتْ فِيْهِ عِلَاقَةُ التَّشْبِيْهِ يُسَمّٰى اِسْتِعَارَةً بِاَقْسَامِهَا وَاِنْ كَانَتْ فِيْهِ عَلَاقَةٌ غَيْرِ التَّشْبِيْهِ مِنْ عَلَاقَاتِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِيْنَ مِثْلُ السَّبَبِيَّةِ وَالْمُسَبَّبِيَّةِ وَالْحَالِ وَالْمَحَلِّ وَاللَّازِمِ وَالْمَلْزُوْمِ وَغَيْرِهَا يُسَمّٰى مَجَازًا مُرْسَلًا وَالْمُصَنِّفُ (رحـ) عَبَّرَ عَنْ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ كُلِّهَا بِقَوْلِهِ صُوْرَةً وَعَنْ عَلَاقَةِ الْاِسْتِعَارَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالتَّشْبِيْهِ بِقَوْلِهِ مَعْنًى فَكَاَنَّهُ قَالَ وَطَرِيْقُ الْمَجَازِ وُجُوْدُ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ وَالْمَجَازِيْ بِعَلَاقَاتِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ اَوْ بِعَلَاقَةِ الْاِسْتِعَارَةِ وَالْاَوَّلُ هُوَ الصُّوْرِيُّ وَالثَّانِيْ هُوَ الْمَعْنَوِيُّ وَ اَرَادَ بِالصُّوْرِيْ اَنْ تَكُوْنَ صُوْرَةُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ مُتَّصِلًا بِصُوْرَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ بِنَوْعِ مُجَاوَرَةٍ بِاَنْ يَكُوْنَ سَبَبًا لَهُ اَوْ عِلَّةً شَرْطًا اَوْ حَالًا اَوْ عَكْسَهَا اَوْ بِالْمَعْنَوِيِّ اَنْ يَّكُوْنَا مُتَشَارِكَيْنِ فِيْ مَعْنًى وَاحِدٍ خَاصٍّ مَشْهُوْرٍ بِهِ فِي الْعُرْفِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) অত:পর গ্রন্থকার (র.) অবসর হলেন عَنِ التَّفْرِيْعَاتِ تَفْرِيْعَاتٌ-এর আলোচনা হতে شَرَعَ فِيْ بَيَانِ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ মাজায সংশ্লিষ্ট আলোচনা শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَطَرِيْقُ الْاِسْتِعَارَةِ আর اِسْتِعَارَةٌ তথা مَجَازِيْ অর্থ গ্রহণের পদ্ধতি হলো- الْاِتِّصَالُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা صُوْرَةً وَمَعْنًى বাহ্যিক আকারগত ও অর্থ গত وَالْاِسْتِعَارَةُ فِيْ عُرْفِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ উসূল বিদগণের পরিভাষায় يُرَادِفُ الْمَجَازَ اِسْتِعَارَةٌ ও مَجَازٌ সমার্থক وَعِنْدَ اَهْلِ الْبَيَانِ আর বালাগাত (ভাষালঙ্কার) শাস্ত্র বিশারদগণের মতে قِسْمٌ مِنَ الْمَجَازِ اِسْتِعَارَةٌ টা مَجَازٌ-এরই এক প্রকার فَاِنَّ الْمَجَازَ عِنْدَهُمْ اِنْ كَانَتْ فِيْهِ عَلَاقَةُ التَّشْبِيْهِ তাদের মতে مَجَازٌ-এর মধ্যে تَشْبِيْه (উপমা) এর সংশ্লিষ্টতা থাকলে يُسَمّٰى اِسْتِعَارَةً এটাকে اِسْتِعَارَةٌ নামকরণ করা হয় بِاَقْسَامِهَا যেকোনো প্রকারের اِسْتِعَارَةٌ ই হোক না কেন وَاِنْ كَانَتْ فِيْهِ عَلَاقَةٌ আর যদি مَجَازٌ-এর মধ্যে কোন একটি عَلَاقَةٌ পাওয়া যায় غَيْرُ التَّشْبِيْهِ مِنْ عَلَاقَاتِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِيْنَ তাশবীহ ব্যতীত প্রশিদ্ধ পঁচিশটি عَلَاقَةٌ হতে مِثْلُ السَّبَبِيَّةِ وَالْمُسَبَّبِيَّةِ যেমন سَبَبِيَّةٌ ও مُسَبَّبِيَّةٌ - وَالْحَالِ وَالْمَحَلِّ এবং حَالٌ ও مَحَلٌّ - وَاللَّازِمِ وَالْمَلْزُوْمِ وَغَيْرِهَا - لَازِمٌ ও مَلْزُوْمٌ ইত্যাদি يُسَمّٰى مَجَازًا مُرْسَلًا তাহলে সে مَجَازٌ কে مَجَازٌ مُرْسَلٌ বলে وَالْمُصَنِّفُ (رحـ) عَبَّرَ عَنْ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ كُلِّهَا গ্রন্থকার (র.) مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর যাবতীয় عَلَاقَةٌ কে প্রকাশ করেছেন بِقَوْلِهِ صُوْرَةً তার উক্তি صُوْرَةً শব্দের দ্বারা وَعَنْ عَلَاقَةِ الْاِسْتِعَارَةِ بِالتَّشْبِيْهِ এবং اِسْتِعَارَةٌ এর عَلَاقَةٌ তথা تَشْبِيْه কে بِقَوْلِهِ مَعْنًى - مَعْنًى শব্দের দ্বারা فَكَاَنَّهُ قَالَ যেমন তিনি বলেন যে وَطَرِيْقُ الْمَجَازِ আর মাজাযের পদ্ধতি হলো وُجُوْدُ الْعَلَاقَةِ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ হাকীকী অর্থের মধ্যে وَالْمَجَازِيْ - مَجَازِيْ অর্থের মধ্যে بِعَلَاقَاتِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ তা চাই مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর عَلَاقَاتٌ হতো হোক اَوْ بِعَلَاقَاتِ الْاِسْتِعَارَةِ অথবা اِسْتِعَارَةٌ-এর عَلَاقَةٌ হোক وَالْاَوَّلُ هُوَ الصُّوْرِيْ প্রথম প্রকার হলো আকারগত وَالثَّانِيْ هُوَ الْمَعْنَوِيُّ আর দ্বিতীয় প্রকার হলো অর্থগত وَاَرَادَ بِالصُّوْرِيْ আর صُوْرِيْ দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো اَنْ تَكُوْنَ صُوْرَةُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ মাজাযী অর্থের আকৃতি হবে مُتَّصِلًا মিলিত بِصُوْرَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ হাকীকী অর্থের আকৃতির সাথে بِنَوْعِ مُجَاوَرَةٍ কোনোরূপ পারিপার্শ্বিকতা বা সাদৃশ্য-এর কারণে بِاَنْ يَكُوْنَ سَبَبًا لَهُ اَوْ عِلَّةً এভাবে যে مَجَازِيْ অর্থ حَقِيْقِيْ অর্থের سَبَبٌ অথবা عِلَّتٌ হবে اَوْ حَالًا شَرْطًا বা শর্ত কিংবা حَالٌ হবে اَوْ عَكْسَهَا অথবা এটার বিপরীত হবে وَبِالْمَعْنَوِيِّ আর مَعْنَوِيْ-এর দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো اَنْ يَكُوْنَا مُتَشَارِكَيْنِ এতদুভয় অর্থ পারস্পরিক শরিক হবে فِيْ مَعْنًى وَاحِدٍ خَاصٍّ কোনো একটি خَاصٌّ অর্থের মধ্যে مَشْهُوْرٌ بِهِ فِي الْعُرْفِ পরিভাষায় খুবই প্রসিদ্ধ।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) تَفْرِيْعَاتٌ-এর আলোচনা হতে অবসর হয়ে مَجَازٌ সংশ্লিষ্ট আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, আর اِسْتِعَارَةٌ তথা مَجَازِىْ **অর্থ গ্রহণের পদ্ধতি হলো, বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যিক আকারগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকা।** উসূলবিদগণের পরিভাষায় اِسْتِعَارَةٌ ও مَجَازٌ সমর্থক। আর বালাগাত (ভাষালঙ্কার) শাস্ত্র বিশারদগণের মতে اِسْتِعَارَةٌ টা مَجَازٌ-এরই একপ্রকার। তাদের মতে مَجَازٌ-এর মধ্যে تَشْبِيْه (উপমা)-এর সংশ্লিষ্টতা থাকলে এটাকে اِسْتِعَارَةٌ নামকরণ করা হয়, যে কোনো প্রকারের اِسْتِعَارَةٌ-ই হোকনা কেন। আর যদি مَجَازٌ-এর মধ্যে تَشْبِيْه ব্যতীত প্রসিদ্ধ পঁচিশটি عَلَاقَةٌ যেমন– سَبَبِيَتٌ ও مُسَبَّبِيَّتٌ এবং حَالٌ ও مَحَلٌ এবং لَازِمٌ ও مَلْزُوْمٌ ইত্যাদি হতে কোনো একটি عَلَاقَةٌ পাওয়া যায়, তাহলে সে مجاز-কে مجاز مرسل বলে। গ্রন্থকার (র.) مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর যাবতীয় عَلَاقَه-কে صُوْرَةً শব্দের দ্বারা এবং اِسْتِعَارَةٌ-এর عَلَاقَهٌ তথা تَشْبِيْه-কে مَعْنًى শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। যেমন– তিনি বলেন যে, مَجَازٌ-এর পদ্ধতি হলো, এটার حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থের মধ্যে عَلَاقَه হওয়া অত্যাবশ্যক। চাই তা مَجَازٌ مُرْسَلٌ-এর عَلَاقَهٌ হতে হোক অথবা اِسْتِعَارَةٌ-এর عَلَاقَةٌ হোক। প্রথম প্রকার হলো صُوْرِىْ (আকারগত) আর দ্বিতীয় প্রকার হলো مَعْنَى (অর্থগত)। গ্রন্থকার (র.) صُوْرِىْ (আকার)-এর সাথে কোনোরূপ مُجَاوِرَتٌ (পারিপার্শ্বিকতা বা সাদৃশ্য)-এর কারণে মিলিত হবে। এভাবে যে, مَجَازِىْ অর্থ حَقِيْقِىْ অর্থের سَبَبٌ অথবা عِلَّتٌ বা শর্ত কিংবা حَالٌ হবে। অথবা এটার বিপরীত হবে। আর مَعْنَوِىْ-এর দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো, এতদুভয় অর্থ কোনো একটি তৃতীয় خَاصٌ এবং পরিভাষায় খুবই প্রসিদ্ধ উরফী অর্থের মধ্যে পারস্পরিক শরিক হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُسَمَّى اِسْتِعَارَةً الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে اِسْتِعَارَةٌ-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, বালাগাতবিদগণের মতে مجاز-এর মধ্যে تَشْبِيْه-এর عَلَاقَه থাকলে এটাকে اِسْتِعَارَةٌ বলে। যেমন– বাহাদুরীর সাদৃশ্যতা থাকার কারণে বীর পুরুষের জন্য اَسَدٌ (সিংহ) শব্দটিকে ব্যবহার করাকে اِسْتِعَارَةٌ বলে।

قَوْلُهُ بِاَقْسَامِهَا الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) استعاره-এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, اِسْتِعَارَةٌ মোট চার প্রকার—

১. اَلْكِنَايَةُ মূল বস্তুর মধ্যে একটি বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে তুলনা করা। এতে مُشَبَّهٌ ব্যতীত অন্য সব রোকন পরিত্যক্ত হয়ে থাকে।

২. اَلتَّخْيِيْلِيَّةٌ অর্থাৎ مُشَبَّهٌ-এর জন্য পরিত্যক্ত مُشَبَّهٌ بِهٖ-এর لَازِمٌ-কে সাব্যস্ত করা।

৩. اَلتَّصْرِيْحِيَّةُ অর্থাৎ مُشَبَّهٌ بِهٖ-কে উল্লেখ করে مُشَبَّهٌ-কে উদ্দেশ্য করা।

৪. اَلتَّرْشِيْحِيَّةُ অর্থাৎ مُشَبَّهٌ-এর জন্য مُشَبَّهٌ بِهٖ-এর مُلَايِمٌ (উপযোগী বস্তু)-কে সাব্যস্ত করা।

قَوْلُهُ مِنْ عَلَاقَاتِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِيْنَ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) পঁচিশটি عَلَاقَةٌ-এর বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলো নিম্নরূপ—

১. مُسَبَّبٌ-এর জন্য سَبَبٌ-এর নাম ব্যবহার করা। যেমন– পত্র-পল্লবের জন্য বৃষ্টির নাম ব্যবহার করা।

২. অংশ বিশেষের জন্য সম্পূর্ণ বস্তুর নাম ব্যাবহার করা। যেমন – اَنَامِلُ বা অঙ্গুলির মাথার জন্য اَصَابِعُ বা অঙ্গুলি শব্দ ব্যবহার করা।

৩. جُزْءٌ (অংশ) বলে كُلٌ (সম্পূর্ণ বস্তু) উদ্দেশ্য করা। যেমন– رَقَبَةٌ বলে ذَاتٌ (সত্তা) উদ্দেশ্য করা।

৪. سَبَبٌ-এর জন্য مُسَبَّبٌ-এর নাম ব্যবহার করা। যেমন – خَمَرٌ (মদ)-এর দ্বারা عِنَبٌ (আংগুর)-কে উদ্দেশ্য করা।

৫. لَازِمٌ-এর জন্য مَلْزُوْمٌ-এর নাম ব্যবহার করা। যেমন – دَلَالَتٌ-এর জন্য نُطْقٌ (বাকশক্তি)-এর ব্যবহার।

৬. مَلْزُوْمٌ-এর জন্য لَازِمٌ-এর নাম প্রয়োগ করা। যেমন– নারীসঙ্গ ত্যাগের জন্য পায়জামা বাঁধাকে ব্যবহার করা।

৭. مُطْلَقٌ-এর জন্য مُقَيَّدٌ-এর নাম প্রয়োগ করা। যেমন– সাধারণ ঠোঁটের জন্য مِشْفَرٌ (উটের ঠোঁট বা চিবুক)-এর প্রয়োগ করা।

৮. مُقَيَّدٌ-এর জন্য مُطْلَقٌ -এর প্রয়োগ। যেমন– يَوْمُ الْقِيَامَةِ (কিয়ামতের দিবস)-এর জন্য يَوْمٌ (দিবস)-এর প্রয়োগ করা।

৯. عَامٌ-এর উপর خَاصٌ-এর প্রয়োগ করা।

১০. خَاصٌ-এর উপর عَامٌ-এর প্রয়োগ করা। এটার উদাহরণ স্পষ্ট।

১১. مُضَافٌ টা حَذْف করে তার স্থানে مُضَافٌ اِلَيْهِ-কে স্থাপন করা। যেমন- وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ (বস্তিকে জিজ্ঞাসা করুন) অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

১২. مُضَافٌ اِلَيْهِ-কে حَذْف করা।

১৩. مُجَاوَرَهْ (পারিপার্শ্বিক বস্তু) বলে মূল বস্তু উদ্দেশ্য করা। যেমন – পানির জন্য مِيْزَابٌ (নালা) শব্দের প্রয়োগ করা।

১৪. শেষ পরিণতির হিসেবে বস্তুর নামকরণ করা। যেমন- طَالِبٌ (শিক্ষার্থী)-এর জন্য فَاضِل-এর প্রয়োগ করা।

১৫. পূর্ববর্তী অবস্থার হিসেবে বস্তুর নামকরণ করা। যেমন – بَالِغْ-এর জন্য يَتِيْم শব্দের প্রয়োগ করা।

১৬. حَالٌ-এর উপর مَحَلٌ-এর নাম প্রয়োগ করা। যেমন- পানির জন্য كَوْزٌ (ঘটি)-এর প্রয়োগ করা।

১৭. مَحَلٌ-এর উপর حَالٌ-এর প্রয়োগ করা। যেমন- فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ আল্লাহর রহমত তথা জান্নাত গোপন রয়েছে। কেননা জান্নাত রহমতের স্থান।

১৮. কোনো বস্তুর হাতিয়ারের নামকে উক্ত বস্তুর জন্য প্রয়োগ করা। যেমন- জিকিরের জন্য لِسَانٌ (জিহবা)-এর প্রয়োগ করা।

১৯. দু'টি বদলের একটির উপর অন্যটিকে প্রয়োগ করা। যেমন –دِيَّةٌ-এর জন্য دَمٌ-এর প্রয়োগ করা।

২০. একটি অনির্দিষ্ট বস্তুর উপর নির্দিষ্ট বস্তুর প্রয়োগ।

২১. দু'টি বিপরীত বস্তুর মধ্যে হতে একটির উপর অন্যটির প্রয়োগ করা। যেমন – اَعْمٰى-এর জন্য بَصِيْرٌ শব্দের প্রয়োগ।

২২. অতিরিক্ত শব্দ। যেমন – لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ

২৩. حَذْفٌ করা।

২৪. عُمُوْمٌ সাব্যস্ত করার জন্য نَكِرَهْ-এর প্রয়োগ করা। যেমন- عَلِمَتْ نَفْسٌ অর্থাৎ প্রতিটি نَفْسٌ জানবে।

বি: দ্র: উপরোক্ত চব্বিশটি مَجَازْ مُرْسَلْ-এর عَلَاقَهْ এগুলোর সাথে اِسْتِعَارَهْ-এর عَلَاقَهْ অর্থাৎ تَشْبِيْه বা উপমাকে যুক্ত করলে মোট পঁচিশটি عَلَاقَهْ হবে। আর এটা অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ خَاصٌّ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اِسْتِعَارَهْ-এর মধ্যে خَاصْ হওয়ার অর্থ কি? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ স্থলে خُصُوْص-এর অর্থ হলো এটা مُسْتَعَارَهْ-এর জন্য لَازِمْ এটার সত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর অধিকাংশের হিসেবে এটার সাথে তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং অন্যের মধ্যে এটার উপস্থিতি এই খাস হওয়ার বিরোধী নয়। যেমন- اَسَدْ-এর জন্য شُجَاعَتْ (বাহাদুরি)-এর প্রয়োগ। উক্ত অর্থটি مُسْتَعَارْ مِنْهُ-এর সাথে خَاصْ হওয়া এ জন্য ধর্তব্য যে, যে কোনো অর্থেই اِسْتِعَارَهْ জায়েজ হলে বাক্যের সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা লোপ পাবে।

قَوْلُهٗ مَشْهُوْرٌ بِهٖ الخ - এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مُسْتَعَارٌ مِنْهُ ও مُسْتَعَارٌ لَهٗ উভয়টা مَشْهُوْر হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, شُهْرَتْ-এর দ্বারা উক্ত অর্থ مُسْتَعَارٌ لَهٗ হতে مُسْتَعَارٌ مِنْهُ অধিকতর প্রসিদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এটার অর্থ এই যে, এটার وَصْفْ সমূহ হতে অন্যান্য অর্থের তুলনায় সে অর্থটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত অর্থে যদি مُسْتَعَارٌ مِنْهُ ও مُسْتَعَارٌ لَهٗ সমকক্ষ হয়, তাহলে اِسْتِعَارَهْ সহীহ হবে। যেমন – صَدَقَهْ-এর জন্য هِبَهْ শব্দটিকে اِسْتِعَارَهْ করা। এটার বিপরীতও হতে পারে। কেননা বিনিময়বিহীন ভাবে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে এটা সমানভাবে প্রসিদ্ধ।

كَمَا فِيْ تَسْمِيَةِ الشُّجَاعِ أَسَدًا وَالْمَطَرِ سَمَاءً نَشْرٌ عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مِثَالٌ لِلْإِتِّصَالِ الْمَعْنَوِيِّ إِذِ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ وَالْهَيْكَلُ الْمَعْلُوْمُ كِلَاهُمَا مُتَشَارِكَانِ فِيْ مَعْنًى لَازِمٍ مَشْهُوْرٍ مُخْتَصٍّ بِالْهَيْكَلِ الْمَعْلُوْمِ وَهُوَ الشُّجَاعَةُ أَعْنِي الْجُرْأَةَ فَلَا يُسَمَّى الرَّجُلُ أَسَدًا بِاعْتِبَارِ الْحَيَوَانِيَّةِ لِعَدَمِ الْاِخْتِصَاصِ وَلَا الْأَبْخَرِ لِعَدَمِ الشُّهْرَةِ وَالثَّانِيْ مِثَالٌ لِلْإِتِّصَالِ الصُّوْرِيِّ فَإِنَّ صُوْرَةَ الْمَطَرِ يَتَّصِلُ بِصُوْرَةِ السَّمَاءِ يَعْنِي السَّحَابَ فَإِنَّ الْعُرْفَ يُسَمِّيْ كُلَّ مَا عَلَاكَ وَأَظَلَّكَ سَمَاءً وَالْمَطَرُ يَنْزِلُ مِنَ السَّحَابِ فَيَكُوْنُ مُتَّصِلًا بِهٖ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ هٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ كَمَا وُجِدَا فِي الْحِسِّيَّاتِ وَالْمُحَاوَرَاتِ كَذٰلِكَ وُجِدَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا فِيْ تَسْمِيَةِ الشُّجَاعِ أَسَدًا اَلْمَطَرِ سَمَاءً যেমন– বীর পুরুষকে বাঘ ও বৃষ্টিকে আকাশ নামকরণ করা نَشْرٌ عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ এটা ধারাবাহিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে فَإِنَّ الْأَوَّلَ مِثَالٌ لِلْإِتِّصَالِ الْمَعْنَوِيِّ কেননা প্রথমটি اِتِّصَالْ مَعْنَوِيْ-এর উদাহরণ إِنَّ الرَّجُلَ الشُّجَاعَ কারণ বাহাদুর পুরুষ وَالْهَيْكَلَ الْمَعْلُوْمَ এবং নির্দিষ্ট আকার كِلَاهُمَا উভয়টি مُتَشَارِكَانِ فِيْ مَعْنَوِيْ لَازِمٍ مَشْهُوْرٍ এমন একটি লাযেমী প্রসিদ্ধ অর্থের মধ্যে মুশতারিক مُخْتَصٌّ بِالْهَيْكَلِ الْمَعْلُوْمِ যা নির্দিষ্ট আকারের সাথে খাস وَهُوَ الشُّجَاعَةُ أَعْنِي الْجُرْأَةَ আর এটা হলো বাহাদুরি فَلَا يُسَمَّى الرَّجُلُ أَسَدًا সুতরাং পুরুষকে বাঘ নামে আখ্যায়িত করা যাবে না بِاعْتِبَارِ الْحَيَوَانِيَّةِ - حَيَوَانْ হওয়া হিসেবে لِعَدَمِ الْاِخْتِصَاصِ কেননা প্রাণী হওয়া বাঘের জন্য খাস নয় وَلَا الْأَبْخَرِ এবং মুখের দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে أَسَدْ নাম দেওয়া যাবে না لِعَدَمِ الشُّهْرَةِ কেননা উক্ত সিফাতের সাথে বাঘ প্রসিদ্ধ নয় وَالثَّانِيْ مِثَالٌ لِاتِّصَالِ الصُّوْرِيِّ আর দ্বিতীয়টি اِتِّصَالْ صُوْرِيْ-এর উদাহরণ فَإِنَّ صُوْرَةَ الْمَطَرِ কেননা বৃষ্টির আকার يَتَّصِلُ بِصُوْرَةِ السَّمَاءِ আকাশের আকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ يَعْنِي السَّحَابَ অর্থাৎ মেঘমালা فَإِنَّ الْعُرْفَ يُسَمِّيْ কেননা সর্বসাধারণের পরিভাষায় বলে كُلَّ مَا عَلَاكَ যা তোমার উপরে রয়েছে وَأَظَلَّكَ এবং তোমাকে ছায়া দান করে سَمَاءٌ আসমান وَالْمَطَرُ يَنْزِلُ مِنَ السَّحَابِ আর বৃষ্টি মেঘ হতে অবতীর্ণ হয় فَيَكُوْنُ مُتَّصِلًا بِهٖ কাজেই এটা আসমানের সাথে যুক্ত ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ هٰذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ অতঃপর গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যে এ দু প্রকার كَمَا وُجِدَ فِي الْحِسِّيَّاتِ وَالْمُحَاوَرَاتِ যদ্রূপ حِسِّيَّاتْ ও مُحَاوَرَاتْ (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তু) এর মধ্যে পাওয়া যায় كَذٰلِكَ وُجِدَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ তদ্রূপ আহকামে শরিয়তের মধ্যেও পাওয়া যায়।

সরল অনুবাদ : **যেমন– বীর পুরুষকে বাঘ ও বৃষ্টিকে আকাশ নামকরণ করা।** এটা ধারাবাহিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। কেননা প্রথমটি اِتِّصَالْ مَعْنَوِيْ-এর উদাহরণ। কারণ বাহাদুর পুরুষ এবং নির্দিষ্ট আকার এমন একটি لَازِمِيْ প্রসিদ্ধ অর্থের মধ্যে مُشْتَرَكْ যা নির্দিষ্ট আকারের সাথে খাস। আর এটা হলো شُجَاعَتْ (বাহাদুরি)। সুতরাং পুরুষকে কেবল حَيَوَانْ হওয়া হিসেবে বাঘ নামে আখ্যায়িত করা যাবে না। কেননা প্রাণী হওয়া বাঘের জন্য খাস নয়। আর মুখে দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও أَسَدْ নাম দেওয়া যাবে না। কেননা উক্ত সিফাতের সাথে বাঘ প্রসিদ্ধ নয়। আর দ্বিতীয়টি اِتِّصَالْ صُوْرِيْ-এর উদাহরণ। কেননা বৃষ্টির আকার আকাশের আকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, অর্থাৎ سَحَابْ (মেঘমালা)। কেননা সর্বসাধারণের পরিভাষায় যা তোমার উপরে রয়েছে এবং যা তোমাকে ছায়া প্রদান করে তাকেই আসমান বলে। আর বৃষ্টি মেঘ হতে অবতীর্ণ হয়। কাজেই এটা আসমানের সাথে যুক্ত। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'প্রকার যদ্রূপ حِسِّيَّاتْ ও مُحَاوَرَاتْ (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বস্তু)-এর মধ্যে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আহকামে শরিয়তের মাধ্যেও পাওয়া যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ أَعْنِي الْجُرْأَةَ الخ -এর আলোচনা : جُرْأَةْ-এর দ্বারা شُجَاعَتْ-এর ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে جُرْأَةْ-এর দ্বারা شُجَاعَتْ-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা شُجَاعَتْ মানুষের জন্য খাস। আর جُرْأَةْ শব্দটি شُجَاعَتْ হতে عَامْ বা ব্যাপক। এটা মানুষ ও অন্যান্যদেরকে শামিল করবে। আর جُرْأَةْ শব্দটি পেশের সাথে। مَيْسِيْرُ الدَّائِرِ নামক কিতাবে রয়েছে যে, مُطْلَقْ جُرْأَةْ হলো عَامْ; স্থানের চাহিদানুযায়ী এটা এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না; বরং এ স্থলে شُجَاعَتْ-এর جُرْأَةْ উদ্দেশ্য। আর এটা عَامْ নয় তবে মাসীরুদ দায়েরের এ বক্তব্য খুবই দুর্বোধ্য।

قَوْلُهٗ يَتَّصِلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) سَمَاءْ ও مَطَرْ-এর পারস্পরিক সংযোগের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, سَمَاءْ দ্বারা যদি سَحَابْ (মেঘ)-কে বুঝানো হয় যার ব্যাখ্যা পরবর্তী বক্তব্য يَعْنِي السَّحَابَ-এর দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহলে سَمَاءْ-এর সাথে مَطَرْ-এর সংযোগ مَحَلّ-এর সাথে حَالْ-এর সংযোগের ন্যায় হবে। কেননা সর্বসাধারণের ধারণা মেঘমালা বৃষ্টির স্থল। আর যদি سَمَاءْ-এর দ্বারা فَلَكْ-কে বুঝানো হয়, তাহলে سَمَاءْ-এর مَطَرْ-এর সংযোগ سَبَبْ-এর সাথে مُسَبَّبْ-এর সংযোগের ন্যায় হবে। কেননা أَوْضَاعْ فَلَكِيَّةْ বৃষ্টি বর্ষণের কারণ।

قَوْلُهٗ كَذٰلِكَ وُجِدَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حِسِّيَّاتْ-এর ন্যায় أَحْكَامْ شَرْعِيَّةْ-এর মধ্যেও مَجَازْ-এর প্রচলন আছে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مَجَازْ (রূপকার্থ) اِتِّصَالْ صُوْرِيْ ও اِتِّصَالْ مَعْنَوِيْ-এর উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। আর এটা যেমন– حِسِّيَّاتْ-এর মধ্যে হয়ে থাকে, তেমনিভাবে أَحْكَامْ شَرْعِيَّةْ-এর মধ্যেও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব শব্দ একাধিক অর্থ নির্দেশ করে, এগুলোর উপর অনেক শরয়ী ফায়দা নিপতিত হয়ে থাকে। এটা শরিয়ত প্রণেতার নিকটই ধর্তব্য হবে।

فَقَالَ وَفِى الشَّرْعِيَّاتِ اَلْاِتِّصَالُ مِنْ حَيْثُ السَّبَبِيَّةِ وَالتَّعْلِيْلِ نَظِيْرُ الصُّوْرَةِ يَعْنِىْ اَنَّ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِ الْاَوَّلِ سَبَبًا لِلثَّانِىْ اَوْ مُسَبَّبًا عَنْهُ اَوْكَوْنَ الْاَوَّلِ عِلَّةً لِلثَّانِىْ اَوْ مَعْلُوْلًا لَهٗ نَظِيْرُ الْاِتِّصَالِ الصُّوْرِىْ مِنَ الْحِسِّيَّاتِ فَاِنَّ الْمُسَبَّبَ يَتَّصِلُ بِالسَّبَبِ وَيُجَاوِرُهٗ صُوْرَةً وَكَذَا الْمَعْلُوْلُ يَتَّصِلُ بِالْعِلَّةِ وَيُجَاوِرُهَا كَالْمِلْكِ يَتَّصِلُ بِالشِّرَاءِ وَمِلْكُ الْمُتْعَةِ يَتَّصِلُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ وَالْاِتِّصَالُ فِىْ مَعْنَى الْمَشْرُوْعِ كَيْفَ شَرَعَ نَظِيْرُ الْمَعْنَى اَىِ الْعَلَاقَةُ فِى الْمَعْنَى الَّذِىْ شَرَعَ الْمَشْرُوْعُ لِاَجْلِهٖ حَالَ كَوْنِهٖ بِاَيَّةِ كَيْفِيَةٍ شَرَعَ نَظِيْرُ الْاِتِّصَالِ الْمَعْنَوِىْ فِى الْمَحْسُوْسَاتِ كَالْاِتِّصَالِ بَيْنَ الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ فِىْ كَوْنِهِمَا تَوْثِيْقًا لِلدَّيْنِ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ فِىْ كَوْنِهِمَا تَمْلِيْكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَاَمْثَالُهٗ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَفِى الشَّرْعِيَّاتِ আর শরিয়তের বিধানসমূহের মধ্যে اَلْاِتِّصَالُ مِنْ حَيْثُ السَّبَبِيَّةِ وَالتَّعْلِيْلِ সবব ও تَعْلِيْلٌ-এর বিবেচনায় যে اِتِّصَالٌ রয়েছে نَظِيْرُ الصُّوْرَةِ তা اِتِّصَالٌ صُوْرِىْ এর উদাহরণ يَعْنِىْ اَنَّ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ অর্থাৎ দুটি বস্তুর মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক হওয়া যে مِنْ حَيْثُ كَوْنِ الْاَوَّلِ سَبَبًا لِلثَّانِىْ اَوْ مُسَبَّبًا عَنْهُ প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুটির জন্য سَبَبٌ বা مُسَبَّبٌ হবে اَوْكَوْنَ الْاَوَّلِ عِلَّةً لِلثَّانِىْ অথবা এ ধরনের সম্পর্ক হওয়া যে প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুর জন্য ইল্লত اَوْمَعْلُوْلًا لَهٗ অথবা مَعْلُوْلٌ হবে نَظِيْرُ الْاِتِّصَالِ الصُّوْرِىْ مِنَ الْحِسِّيَّاتِ এটা اِتِّصَالٌ صُوْرِىْ حِسِّىْ-এর উদাহরণ فَاِنَّ الْمُسَبَّبَ কেননা মুসাব্বাব يَتَّصِلُ بِالسَّبَبِ তা سَبَبٌ-এর সাথে সংযুক্ত وَيُجَاوِرُهٗ ও তার নিকটবর্তী صُوْرَةً বাহ্যত وَكَذَا الْمَعْلُوْلُ অনুরূপভাবে معلول ইল্লত يَتَّصِلُ بِالْعِلَّةِ-এর সাথে সংযুক্ত وَيُجَاوِرُهَا ও তার নিকটবর্তী كَالْمِلْكِ যেমন মালিকানা يَتَّصِلُ بِالشِّرَاءِ এটা شِرَاءٌ-এর সাথে সংযুক্ত এবং وَمِلْكُ الْمُتْعَةِ-এর সাথে সংযুক্ত يَتَّصِلُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ এটা مِلْكُ رَقَبَةٍ বা سَبَبٌ-এর সাথে সংযুক্ত হয় وَالْاِتِّصَالُ فِىْ مَعْنَى الْمَشْرُوْعِ বা মুসাব্বাব مِلْكُ مُتْعَةٍ আর مَعْنَى مَشْرُوْعٍ-এর মধ্যকার اِتِّصَالٌ - كَيْفَ شَرَعَ তা যে কারণে مَشْرُوْعٌ হয়েছে نَظِيْرُ الْمَعْنَى ইহা اِتِّصَالٌ مَعْنَوِىْ-এর উদাহরণ اَىْ অর্থাৎ اَلْعَلَاقَةُ সম্পর্ক فِى الْمَعْنَى ঐ অর্থের মধ্যে اَلَّذِىْ شَرَعَ الْمَشْرُوْعُ لِاَجْلِهٖ যে অর্থের জন্যে শরিয়ত প্রবর্তিত হয়েছে حَالَ كَوْنِهٖ بِاَيَّةِ كَيْفِيَةٍ شَرَعَ যেভাবেই উহা প্রবর্তিত হোক না কেন نَظِيْرُ উহা হবে দৃষ্টান্ত اَلْاِتِّصَالُ الْمَعْنَوِىْ - اِتِّصَالٌ مَعْنَوِىْ-এর فِى الْمَحْسُوْسَاتِ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে كَالْاِتِّصَالِ بَيْنَ الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ যেমন اِتِّصَالٌ - كَفَالَةٌ এবং حَوَالَةٌ-এর মধ্যে فِىْ كَوْنِهِمَا تَوْثِيْقًا لِلدَّيْنِ ঋণকে সুদৃঢ়করণের ব্যাপারে وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ এবং صَدَقَةٌ ও هِبَةٌ-এর মধ্যে اِتِّصَالٌ, فِىْ كَوْنِهِمَا تَمْلِيْكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ বিনিময় ব্যতীত মালিক বানানোর ব্যাপারে وَاَمْثَالُهٗ ইহার ন্যায় অন্যান্য উদাহরণ।

সরল অনুবাদ : সুতরাং তিনি বলেছেন, আর শরিয়তের বিধানসমূহের মধ্যে مُسَبَّبَةٌ ও تَعْلِيْلٌ-এর বিবেচনায় যে, اِتِّصَالٌ রয়েছে, তা اِتِّصَالٌ صُوْرِىْ-এর উদাহরণ। অর্থাৎ দু'টি বস্তুর মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক হওয়া যে, প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুটির জন্য سَبَبٌ বা مُسَبَّبٌ হবে, অথবা এ ধরনের সম্পর্ক হওয়া যে, প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুর জন্য عِلَّتٌ অথবা مَعْلُوْلٌ হবে এটা اِتِّصَالٌ صُوْرِىْ حِسِّىْ-এর উদাহরণ। কেননা مُسَبَّبٌ বাহ্যত سَبَبٌ-এর সাথে সংযুক্ত ও তার নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে مَعْلُوْلٌ ও عِلَّتٌ-এর সাথে সংযুক্ত ও তার নিকটবর্তী হয়ে থাকে। যেমন– মালিকানা (مَعْلُوْلٌ) এটা عِلَّتٌ বা شِرَاءٌ-এর সাথে সংযুক্ত হয় এবং مِلْكُ مُتْعَةٍ বা مُسَبَّبٌ এটা مِلْكُ رَقَبَةٍ বা سَبَبٌ-এর সাথে সংযুক্ত হয়। আর مَعْنَى مَشْرُوْعٍ-এর মধ্যকার اِتِّصَالٌ তা যে কারণে مَشْرُوْعٌ হয়েছে, তা مَحْسُوْسَاتٌ-এর মধ্যে اِتِّصَالٌ مَعْنَوِىْ-এর উদাহরণ। অর্থাৎ যে অর্থের জন্য শরিয়তের হুকুম مَشْرُوْعٌ হয়েছে, সে কারণ বা প্রেরণায় যে عَلَاقَةٌ বা সম্বন্ধ পাওয়া যায়, তা مَحْسُوْسَاتٌ-এর মধ্যে اِتِّصَالٌ مَعْنَوِىْ-এর উদাহরণ। যেমন- كَفَالَةٌ ও حَوَالَةٌ-এর পারস্পরিক সম্বন্ধ এ অর্থে যে, এগুলো دَيْنٌ বা ঋণ-এর নিশ্চয়তার কারণ। আর هِبَةٌ ও صَدَقَةٌ-এর اِتِّصَالٌ এ অর্থে যে, এগুলো বিনিময় ছাড়াই কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার কারণ হয়ে থাকে এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য উদাহরণসমূহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مِنْ حَيْثُ السَّبَبِيَّةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عِلَّتٌ ও سَبَبٌ-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে বলেন যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে عِلَّتٌ বলে যা আকাঙ্ক্ষিত হুকুমের জন্য প্রণীত। এমনকি হুকুম কল্পনা করা না গেলে এটা প্রসিদ্ধ হবে না। সুতরাং হুকুমের وُجُوْبٌ ও وُجُوْدٌ-এর দিকে সম্বন্ধ করা হবে। যেমন – نِكَاحٌ কেননা এটা مِلْكُ مُتْعَةٍ-কে সাব্যস্ত করার জন্য প্রণীত। এটার ও হুকুম-এর মধ্যে এমন কোনো বস্তু নেই যার দিকে حُكْمٌ-কে সম্বন্ধ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে سَبَبٌ বলে যা অনুরূপ ভাবে প্রসিদ্ধ নয়; বরং তা কোনো কোনো সময় حُكْمٌ পর্যন্ত পৌছে দেয়। আবার কোনো কোনো সময় এটার ও حُكْمٌ-এর মধ্যে তৃতীয় কোনো বস্তু অন্তরায় হয়, যার দিকে حُكْمٌ-কে সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে। সুতরাং তখন حُكْمٌ-কে তার দিকে وُجُوْبٌ বা وُجُوْدٌ-কে সম্বন্ধ করা হয়নি। যেমন- شِرَاءٌ (ক্রয়) কেননা এটা مِلْكٌ مُتْعَةٌ-এর জন্য سَبَبٌ-তবে কোনো কোনো সময় ক্রয় সহীহ হওয়া সত্ত্বেও مِلْكُ مُتْعَةٍ সাব্যস্ত হয় না, যেমন– দুধবোনকে ক্রয় করা।

قَوْلُهٗ فِىْ كَوْنِهِمَا تَوْثِيْقًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حَوَالَةٌ ও كَفَالَةٌ-এর পারস্পরিক কি ধরনের সম্পর্ক? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ঋণকে সুদৃঢ়করণের ব্যাপারে كَفَالَةٌ (জামিন হওয়া) প্রকৃত বস্তুর দায়মুক্ত হওয়ার শর্তে حَوَالَةٌ (মধ্যস্থতা) হিসেবে গণ্য। আর حَوَالَةٌ (মধ্যস্থতা) প্রকৃত বস্তুর দায়মুক্ত না হওয়ার শর্তে كَفَالَةٌ হিসেবে গণ্য।

قَوْلُهٗ فِىْ كَوْنِهِمَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) هِبَةٌ ও صَدَقَةٌ-এর একটির জন্য অপরটিকে اِسْتِعَارَةٌ করা যায় কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, صَدَقَةٌ এবং هِبَةٌ উভয় এ ব্যাপারে مُشْتَرَكٌ যে, এটার প্রত্যেকটির বিনিময় ব্যতীত মালিক বানানো হয়ে থাকে। সুতরাং هِبَةٌ শব্দটিকে صَدَقَةٌ-এর জন্য اِسْتِعَارَةٌ করা হয়, তখন কাফিরদেরকে দান করা হয়। সুতরাং এটা সদকা। এমনকি شُيُوْعٌ হওয়ার কারণেও বাতিল হবে না। ধনীদের সদকা করা হলে সে অবস্থায় صَدَقَةٌ-এর জন্য هِبَةٌ শব্দটিকে اِسْتِعَارَةٌ করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটা هِبَةٌ যা شُيُوْعٌ-এর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ تَرَكَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) تَفْصِيْلَ الْاِتِّصَالِ الْمَعْنَوِيِّ وَ ذَكَرَ بَعْضَ اَنْوَاعِ الْاِتِّصَالِ الصُّوْرِيِّ لِيَبْتَنِيَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ فَقَالَ وَالْاَوَّلُ عَلٰى نَوْعَيْنِ اَيْ الْاِتِّصَالُ مِنْ حَيْثُ السَّبَبِيَّةِ وَالتَّعْلِيْلِ يَتَنَوَّعُ عَلٰى نَوْعَيْنِ لِاَنَّ السَّبَبِيَّةَ نَوْعٌ اٰخَرُ وَالتَّعْلِيْلُ نَوْعٌ اٰخَرُ وَلَمَّا كَانَ عَلَاقَةُ التَّعْلِيْلِ اَشْرَفُ مِنَ السَّبَبِيَّةِ قَدَّمَهَا حَيْثُ قَالَ اَحَدُهُمَا اِتِّصَالُ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ كَاتِّصَالِ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ وَاَنَّهُ يُوْجِبُ الْاِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَيَجُوْزُ اَنْ تُذْكَرَ الْعِلَّةُ وَيُرَادُ الْحُكْمُ وَاَنْ يُذْكَرَ الْحُكْمُ وَتُرَادُ الْعِلَّةُ لِاَنَّ الْحُكْمَ يَحْتَاجُ اِلَى الْعِلَّةِ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوْتِ وَالْعِلَّةُ مُحْتَاجَةٌ اِلَى الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِيَّةِ اِذْ لَمْ تُشْرَعِ الْعِلَّةُ اِلَّا لِلْحُكْمِ فَجَاءَ الْاِفْتِقَارُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَالْاَصْلُ فِى الْاِسْتِعَارَةِ اَنْ يُذْكَرَ الْمُفْتَقِرُ اِلَيْهِ وَيُرَادُ الْمُفْتَقِرُ فَتَصِحُّ الْاِسْتِعَارَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ অতঃপর تَرَكَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) গ্রন্থকার (র.) পরিত্যাগ করে تَفْصِيْلَ الْاِتِّصَالِ الْمَعْنَوِيِّ ইত্তেসালে মা'নবী এর বিস্তারিত বিবরণ وَذَكَرَ بَعْضَ اَنْوَاعِ الْاِتِّصَالِ الصُّوْرِيِّ ইত্তেসালে সূরী-এর কতিপয় প্রকারের উল্লেখ করেছেন لِيَبْتَنِيَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ যেন এটার উপর ভিত্তি করে عِلَّتْ ও سَبَبْ -এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করা যায় فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَالْاَوَّلُ عَلٰى نَوْعَيْنِ আর প্রথমটি দু প্রকার اَيْ الْاِتِّصَالُ مِنْ حَيْثُ السَّبَبِيَّةِ وَالتَّعْلِيْلِ অর্থাৎ سَبَبِيَّتْ ও تَعْلِيْل -এর অনুপাতে ইত্তেসাল اِتِّصَالُ - يَتَنَوَّعُ عَلٰى نَوْعَيْنِ দু'প্রকার لِاَنَّ السَّبَبِيَّةَ نَوْعٌ اٰخَرُ কেননা سَبَبِيَّتْ আলাদা প্রকার وَالتَّعْلِيْلُ نَوْعٌ اٰخَرُ আর عِلَّتْ আরেক প্রকার وَلَمَّا كَانَ عَلَاقَةُ التَّعْلِيْلِ مِنَ السَّبَبِيَّةِ আর যেহেতু تَعْلِيْل এর عَلَاقَةْ (সম্পর্ক) سَبَبِيَّةْ হতে উত্তম قَدَّمَهَا তাই تَعْلِيْل এর عَلَاقَةْ কে প্রথমে উল্লেখ করেছেন حَيْثُ قَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন اَحَدُهُمَا এগুলোর একটি হলো اِتِّصَالُ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ عِلَّتْ এর সাথে হুকুম যুক্ত হওয়া كَاتِّصَالِ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ যেমন ক্রয়ের সাথে মালিকানা যুক্ত হওয়া وَاَنَّهُ يُوْجِبُ الْاِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ আর এটা উভয় পক্ষ হতে اِسْتِعَارَةْ তথা মজায কে সাব্যস্ত করে فَيَجُوْزُ সুতরাং জায়েজ اَنْ تُذْكَرَ উল্লেখ করা الْعِلَّةُ ইল্লত وَيُرَادُ উদ্দেশ্য করা الْحُكْمُ হুকুম وَاَنْ يُذْكَرَ এবং উল্লেখ করা الْحُكْمُ হুকুম وَتُرَادُ এবং ইল্লত উদ্দেশ্য করা لِاَنَّ কেননা الْحُكْمَ হুকুম يَحْتَاجُ মুখাপেক্ষী اِلَى الْعِلَّةِ ইল্লতের প্রতি مِنْ حَيْثُ الثُّبُوْتِ সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে وَالْعِلَّةُ আর ইল্লত مُحْتَاجَةٌ মুখাপেক্ষী اِلَى الْحُكْمِ হুকুমের দিকে مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِيَّةِ শরিয়তসম্মত হওয়ার দিক দিয়ে اِذْ কেননা لَمْ تُشْرَعْ শরিয়তসম্মত (مَشْرُوْع) হয়নি الْعِلَّةُ ইল্লত اِلَّا لِلْحُكْمِ হুকুম ব্যতীত অন্যকোনো কিছুর জন্যে فَجَاءَ সুতরাং এসেছে الْاِفْتِقَارُ মুখাপেক্ষিতা مِنَ الطَّرَفَيْنِ উভয় পক্ষ থেকেই وَالْاَصْلُ আর মূলনীতি হলো فِى الْاِسْتِعَارَةِ ইস্তিয়ারাহ-এর মধ্যে اَنْ يُذْكَرَ উল্লেখ করা اَلْمُفْتَقِرُ اِلَيْهِ ، مُحْتَاجٌ اِلَيْهِ কে وَيُرَادُ এবং উদ্দেশ্য করা اَلْمُفْتَقِرُ মুখাপেক্ষী কে فَتَصِحُّ সুতরাং শুদ্ধ হবে الْاِسْتِعَارَةُ ইস্তিয়ারাহ مِنَ الْجَانِبَيْنِ উভয় দিকে থেকে।

সরল অনুবাদ : অত:পর গ্রন্থকার (র.) اِتِّصَالْ مَعْنَوِيْ-এর বিস্তারিত বিবরণ পরিত্যাগ করে اِتِّصَالْ صُوْرِيْ-এর কতিপয় প্রকারের উল্লেখ করেছেন। যেন এটার উপর ভিত্তি করে سَبَبْ ও عِلَّتْ-এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সুতরাং তিনি বলেন, **আর প্রথমটি দু'প্রকার** অর্থাৎ سَبَبِيَّتْ ও تَعْلِيْل-এর অনুপাতে اِتِّصَالْ দু' প্রকার। কেননা سَبَبِيَّتْ আলাদা প্রকার আর عِلَّتْ আরেক প্রকার। আর যেহেতু مُسَبَّبْ-এর عَلَاقَةْ (সম্পর্ক) হতে تَعْلِيْل-এর عَلَاقَةْ উত্তম, তাই تَعْلِيْل-এর عَلَاقَةْ-কে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, **এগুলোর একটি হলো হুকুম عِلَّتْ-এর সাথে যুক্ত হওয়া। যেমন– ক্রয়ের সাথে মালিকানা যুক্ত হওয়া। আর এটা উভয় পক্ষ হতে اِسْتِعَارَهْ তথা مَجَازْ-কে সাব্যস্ত করে।** আর তাই عِلَّتْ উল্লেখ করে হুকুম উদ্দেশ্য করা এবং হুকুমের উল্লেখ করে عِلَّتْ উদ্দেশ্য করা জায়েজ। কেননা সাব্যস্ত হওয়ার দিক দিয়ে حُكْم ইল্লতের মুখাপেক্ষী। আর مَشْهُوْرْ হওয়ার দিক হতে ইল্লত হুকুমের মুখাপেক্ষী। কেননা عِلَّتْ শুধু حُكْم-এর জন্যই مَشْرُوْع হয়ে থাকে। সুতরাং উভয় পক্ষ হতেই মুখাপেক্ষী হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর اِسْتِعَارَهْ-এর মধ্যে নিয়ম হলো مُحْتَاجْ اِلَيْهِ-কে উল্লেখ করে مُحْتَاجْ কে উদ্দেশ্য করা হয়। সুতরাং উভয় পক্ষ হতে اِسْتِعَارَهْ সহীহ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِيَبْتَنِيَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) اِتِّصَالْ شَرْعِيْ صُوْرِيْ-কে خَاصْ করে উল্লেখের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, গ্রন্থকার (র.) اِتِّصَالْ شَرْعِيْ صُوْرِيْ-কে خَاصْ করে উল্লেখ করেছেন এবং اِتِّصَالْ مَعْنَوِيْ شَرْعِيْ-কে উল্লেখ করেননি। কেননা এ স্থলে عِلَّتْ-এর সাথে حُكْم-এর সংযুক্তি এবং سَبَبْ-এর সাথে مُسَبَّبْ-এর সংযুক্তির মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা প্রয়োজন। আর এটার উপরই বিতর্কিত মাসআলার বুনিয়াদ রয়েছে। আর সে বিতর্কিত মাসআলাটি হলো عِتْق-এর জন্য طَلَاقْ-এর শব্দসমূহে اِسْتِعَارَهْ করা, যা শীঘ্রই আলোচনা করা হবে।

قَوْلُهُ كَاتِّصَالِ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عِلَّتْ-এর সাথে হুকুম সংযুক্তির উদাহরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এটা عِلَّتْ-এর সাথে حُكْم সংযুক্ত হওয়ার উদাহরণ। কেননা মালিকানা ক্রয়ের حُكْم আর ক্রয় এটার عِلَّتْ মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্যই شِرَاءْ শব্দটিকে প্রণয়ন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ لَمْ تُشْرَعْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হুকুম ও ইল্লতের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, সাব্যস্ত হওয়া হিসেবে حُكْم ইল্লতের মুখাপেক্ষী। আর مَشْهُوْرْ হওয়ার হিসেবে عِلَّتْ হুকুমের মুখাপেক্ষী। কেননা عِلَّتْ কেবল হুকুমের জন্যই مَشْرُوْع হয়েছে। অর্থাৎ শরিয়তের দৃষ্টিতে عِلَّتْ সত্তাগতভাবে উদ্দেশ্য নয়' বরং এটার হুকুমের জন্যই এটাকে প্রবর্তন করা হয়েছে।

حَتّٰى اِذَا قَالَ اِنْ اِشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ وَنَوٰى بِهِ الْمِلْكَ اَوْ قَالَ اِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ وَنَوٰى بِهِ الشِّرَاءَ يُصَدَّقُ فِيْهِمَا دِيَانَةً تَفْرِيْعٌ لِاسْتِعَارَةِ الْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ وَعَكْسِهِ فَاِنَّ الشِّرَاءَ عِلَّةٌ وَالْمِلْكَ مَعْلُوْلٌ وَ الْاَصْلُ فِى الشِّرَاءِ اَنْ لَا يَشْتَرِطَ اِجْتِمَاعُ الْكُلِّ فِى الْمِلْكِ وَالْاَصْلُ فِى الْمِلْكِ اَنْ يَشْتَرِطَ الْاِجْتِمَاعُ عُرْفًا فَاِنِ اشْتَرٰى نِصْفَ عَبْدٍ وَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْاٰخَرَ يُعْتَقُ هٰذَا النِّصْفُ فِىْ صُوْرَةِ الشِّرَاءِ لَا فِىْ صُوْرَةِ الْمِلْكِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىِّ فَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ بِاَحَدِهِمَا الْاٰخَرَ يُصَدَّقُ فِى الصُّوْرَتَيْنِ دِيَانَةً لِصِحَّةِ الْاِسْتِعَارَةِ فَيُعْتَقُ نِصْفُ الْعَبْدِ الْبَاقِىْ فِىْ صُوْرَةِ مَانَوَى الشِّرَاءَ بِالْمِلْكِ وَلَمْ يُعْتَقْ فِىْ صُوْرَةِ مَانَوَى الْمِلْكَ بِالشِّرَاءِ وَلٰكِنَّ الْقَاضِىَ لَا يُصَدِّقُهُ فِىْ هٰذَا الْاَخِيْرِ لِاَنَّهُ نَوٰى تَخْفِيْفًا عَلَيْهِ فَيَصِيْرُ مُتَّهِمًا فِىْ هٰذِهِ النِّيَّةِ هٰكَذَا قَالُوْا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : حَتّٰى اِذَا قَالَ এমন কি যদি কোনো ব্যক্তি বলে اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا আমি যদি একটি দাস ক্রয় করি فَهُوَ حُرٌّ তাহলে তা আজাদ হয়ে যাবে وَنَوٰى بِهِ الْمِلْكَ আর যদি এটার দ্বারা মালিকানা উদ্দেশ্য করে اَوْ قَالَ اِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا অথবা এরূপ বলে যে, যদি আমি একটি গোলামের মালিক হই فَهُوَ حُرٌّ তা'হলে তা আজাদ وَنَوٰى بِهِ الشِّرَاءَ আর যদি এটার দ্বারা ক্রয় করাকে উদ্দেশ্য করে يُصَدَّقُ فِيْهِمَا دِيَانَةً তাহলে উভয় ব্যাপারে دِيَانَةً (সততার উপর নির্ভর করে) তাকে সত্যায়িত করা হবে تَفْرِيْعٌ لِاسْتِعَارَةِ الْعِلَّةِ لِلْحُكْمِ وَعَكْسِهِ এটা حُكْم -এর জন্য عِلَّتْ কে এবং ইল্লতের জন্য حُكْم কে اِسْتِعَارَةْ করার ব্যাপারে প্রশাখা মাসয়ালা فَاِنَّ الشِّرَاءَ عِلَّةٌ কেননা, ক্রয় করা ইল্লত وَالْمِلْكَ مَعْلُوْلٌ আর মালিকানা মা'লূল وَالْاَصْلُ فِى الشِّرَاءِ আর شِرَاءْ -এর মধ্যে মূল বিধান হলো اَنْ لَا يُشْتَرَطَ اِجْتِمَاعُ الْكُلِّ সব কিছু একত্রিত হওয়ার শর্তারোপ না করা فِى الْمِلْكِ মালিকানার মধ্যে وَالْاَصْلُ فِى الْمِلْكِ আর মালিকানার মধ্যে মূল বিধান হলো اَنْ يُشْتَرَطَ الْاِجْتِمَاعُ عُرْفًا প্রচলিত রীতির দৃষ্টিকোণ হতে সব কিছু একত্রিত হওয়ার শর্তারোপ করা فَاِنِ اشْتَرٰى نِصْفَ عَبْدٍ وَبَاعَهُ সুতরাং যদি কোনো গোলামের অর্ধেক ক্রয় করে তা বিক্রয় করে ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْاٰخَرَ অতঃপর দ্বিতীয় অর্ধেক ক্রয় করে নেয় يُعْتَقُ هٰذَا النِّصْفُ فِىْ صُوْرَةِ الشِّرَاءِ তাহলে ক্রয় করার অবস্থায় এ অর্ধেক আজাদ হয়ে যাবে لَا فِىْ صُوْرَةِ الْمِلْكِ মালিকানার অবস্থায় আজাদ হবে না بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىِّ হাকীকী অর্থের দিক বিবেচনা করে فَاِنْ قَالَ যদি সে বলে اَرَدْتُّ بِاَحَدِهِمَا الْاٰخَرَ আমি مِلْك ও شِرَاءْ -এর একটি দ্বারা অপরটি উদ্দেশ্য করেছি يُصَدَّقُ فِى الصُّوْرَتَيْنِ دِيَانَةً তাহলে উভয় অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য হবে دِيَانَتْ এর দিক বিচার করে لِصِحَّةِ الْاِسْتِعَارَةِ কেননা اِسْتِعَارَةْ শুদ্ধ হয়েছে فَيُعْتَقُ نِصْفُ الْعَبْدِ الْبَاقِىْ সুতরাং গোলামের অবশিষ্ট অর্ধেক আজাদ হয়ে যাবে فِىْ صُوْرَةِ مَا نَوَى الشِّرَاءَ بِالْمِلْكِ মালিকানার নিয়তে ক্রয় করা দ্বারা মালিকানার নিয়ত করা অবস্থায় وَلَمْ يُعْتَقْ তবে আজাদ হবে না فِىْ صُوْرَةِ مَانَوَى الْمِلْكَ যে ক্ষেত্রে মালিকানার নিয়ত করে بِالشِّرَاءِ ক্রয় করা দ্বারা وَلٰكِنَّ الْقَاضِىَ আর বিচারক لَا يُصَدِّقُهُ তাকে বিশ্বাস করবেন না فِىْ هٰذَا الْاَخِيْرِ এ শেষ অবস্থায় لِاَنَّهُ نَوٰى কেননা সে ইচ্ছা করেছে تَخْفِيْفًا عَلَيْهِ তার নিজের উপর সহজ করার فَيَصِيْرُ مُتَّهِمًا সুতরাং সে (মিথ্যার দ্বারা) অভিযুক্ত হবে فِىْ هٰذِهِ النِّيَّةِ এ নিয়তের ব্যাপারে هٰكَذَا قَالُوْا আলিমগণ এরূপই বলেছেন।

সরল অনুবাদ : এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি বলে, আমি যদি একটি দাস ক্রয় করি, তাহলে তা আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি এটার দ্বারা মালিকানা উদ্দেশ্য করে, অথবা এরূপ বলে যে, যদি আমি একটি গোলামের মালিক হই তাহলে তা আজাদ। আর যদি এটার দ্বারা ক্রয় করাকে উদ্দেশ্য করে, তাহলে উভয় ব্যাপারে دِيَانَةً (সততার উপর নির্ভর করে) তাকে সত্যায়িত করা হবে। এটা حُكْم-এর জন্য عِلَّتْ-কে এবং ইল্লতের জন্য حُكْم-কে اِسْتِعَارَةْ করার ব্যাপারে تَفْرِيْع (প্রশাখা মাসআলা)। কেননা ক্রয় করা عِلَّتْ আর মালিকানা مَعْلُوْل আর شِرَاءْ-এর মধ্যে মূল বিধান হলো, মালিকানার মধ্যে সবকিছু একত্রিত হওয়ার শর্তারোপ না করা। আর মালিকানার মধ্যে মূল বিধান হলো, প্রচলিত রীতির দৃষ্টিকোণ হতে সবকিছু একত্রিত হওয়ার শর্তারোপ করা। সুতরাং যদি কোনো গোলামের অর্ধেক খরিদ করে তা বিক্রয় করে, অতঃপর দ্বিতীয় অর্ধেক ক্রয় করে নেয়। তাহলে ক্রয় করার অবস্থায় এ অর্ধেক আজাদ হয়ে যাবে, মালিকানার অবস্থায় আজাদ হবে না। حَقِيْقِىْ অর্থের দিক বিবেচনা করে, যদি সে বলে, আমি شِرَاءْ ও مِلْك-এর একটি দ্বারা অপরটি উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে উভয় অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য হবে دِيَانَتْ-এর দিক বিবেচনা করে। কেননা اِسْتِعَارَةْ সহীহ হয়েছে। সুতরাং গোলামের অবশিষ্ট অর্ধেক মালিকানার নিয়তে ক্রয় করা অবস্থায় আজাদ হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রয় করা দ্বারা মালিকানার নিয়ত করা অবস্থায় আজাদ হবে না। আর এ শেষ অবস্থায় বিচারক তাকে বিশ্বাস করলেন। কেননা সে তার নিজের উপর সহজ করার ইচ্ছা করেছে। সুতরাং এ নিয়তের ব্যাপারে সে (মিথ্যার দ্বারা) অভিযুক্ত হবে। আলিমগণ এরূপই বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ دِيَانَةً الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন, তার ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের দৃষ্টিতে। বিবেকের বিচারের দৃষ্টিকোণ হতে নয়। مُنْتَهَى الْعَرَبْ নামক অভিধানে উল্লেখ আছে যে, دِيَانَةْ শব্দটির প্রথম অক্ষর 'যের' বিশিষ্ট। অর্থ – সততা প্রদর্শন, দীনদারী পালন করা।

قَوْلُهُ اَنْ لَا يُشْتَرَطَ اِجْتِمَاعُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) شِرَاءْ-এর মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, شِرَاء-এর মধ্যে মূল বিধান হলো মালিকানার মধ্যে সবকিছু একত্রিত হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ একই সময় সবকিছু একত্রিত হওয়া শর্ত নয়। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বস্তুকে এক সাথে অথবা পৃথক পৃথকভাবে ক্রয় করে, তাহলে উভয় অবস্থায়ই তাকে ক্রেতা বলবে।

قَوْلُهُ بِاَحَدِهِمَا الْاٰخَرَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) شِرَاءْ বলে মালিকানা উদ্দেশ্য নিলে তার হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, شِرَاءْ বলে مِلْك এবং مِلْك বলে شِرَاءْ উদ্দেশ্য করেছে। সুতরাং شِرَاءْ বলে مِلْك উদ্দেশ্য করলে এমতাবস্থায় উভয় অংশ একত্রিত হতে হবে। অতএব দ্বিতীয় অংশ আজাদ হবে না।

وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّ فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى اَيْضًا تَخْفِيْفًا عَلَيْهِ لِاَنَّ الْمِلْكَ كَانَ اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ بِالشِّرَاءِ اَوْ بِالْهِبَةِ اَوْ بِالْوَصِيَّةِ اَوْ بِالْاِرْثِ وَالشِّرَاءِ يَخْتَصُّ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَايُصَدَّقَ قَضَاءً فِى الْاَوَّلِ اَيْضًا وَلٰكِنَّ هٰذَا لَايَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ (رح) لِاَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الْقَضَاءِ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا قَالَ عَبْدًا مُنْكَرًا اَمَّا اِذَا قِيْلَ هٰذَا الْعَبْدُ فَالْمِلْكُ وَالشِّرَاءُ سَوَاءٌ فِىْ اَنَّهُ لَايُشْتَرَطُ الْاِجْتِمَاعُ فِيْهِ لِاَنَّ التَّفَرُّقَ وَالْاِجْتِمَاعَ وَصْفٌ وَالْوَصْفُ فِى الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِى الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ وَالثَّانِىْ اِتِّصَالُ الْمُسَبَّبِ بِالسَّبَبِ اَلْمُرَادُ بِالسَّبَبِ مَالَايَكُوْنُ عِلَّةً اُضِيْفَ اِلَيْهَا الْحُكْمُ وَفِى الْاِصْطِلَاحِ مَايَكُوْنُ طَرِيْقًا اِلَى الْحُكْمِ وَلَايُضَافُ اِلَيْهِ وُجُوْبٌ وَلَاوُجُوْدٌ وَلَاتُعْقَلُ فِيْهِ مَعَانِى الْعِلَلِ لٰكِنْ يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ عِلَّةٌ يُضَافُ اِلَيْهَا كَمَا سَيَاْتِىْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ এটার বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলা হয়েছে بِاَنَّ যে فِى الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى اَيْضًا প্রথম অবস্থায়ও تَخْفِيْفًا عَلَيْهِ তার উপর সহজ করা হয়েছে لِاَنَّ الْمِلْكَ কেননা مِلْك শব্দ كَانَ اَعَمَّ শামিল করে مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ بِالشِّرَاءِ اَوْ بِالْهِبَةِ اَوْ بِالْوَصِيَّةِ اَوْ بِالْاِرْثِ ক্রয়, দান, অসিয়ত বা মিরাস সবগুলোকে وَالشِّرَاءُ يَخْتَصُّ আর شِرَاءٌ টি খাস بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا এগুলোর মধ্য হতে একটি নির্দিষ্ট سَبَبٌ এর সাথে فَيَنْبَغِىْ সুতরাং বাঞ্ছনীয় اَنْ لَايُصَدَّقَ তাকে বিশ্বাস না করা قَضَاءً সুবিচারের দৃষ্টিকোণ হতে فِى الْاَوَّلِ اَيْضًا প্রথম অবস্থায়ও وَلٰكِنَّ هٰذَا কিন্তু এ অভিযোগ لَايَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ (رح) গ্রন্থকারের (র.) বিরুদ্ধে উত্থাপিত করেন নি لِاَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ কেননা তিনি আপত্তি পেশ করেন নি لِذِكْرِ الْقَضَاءِ বিচারের প্রসঙ্গে وَهٰذَا كُلُّهُ এসব কথা– কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে اِذَا قَالَ عَبْدًا مُنْكَرًا যখন عَبْد শব্দটি نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্ট) হবে اَمَّا اِذَا قِيْلَ পক্ষান্তরে যখন বলবে هٰذَا الْعَبْدُ . هٰذَا الْعَبْدُ তথা مَعْرِفَةٌ -এর সাথে فَالْمِلْكُ وَالشِّرَاءُ سَوَاءٌ তখন مِلْك ও شِرَاءٌ উভয় সমপর্যায়ের হবে فِىْ اَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْاِجْتِمَاعُ فِيْهِ এটার মধ্যে একত্রিত হওয়া শর্ত না হওয়ার ব্যাপারে لِاَنَّ التَّفَرُّقَ কেননা পৃথক হওয়া وَالْاِجْتِمَاعَ ও একত্রিত হওয়া وَصْفٌ একেকটি وَصْف বিশেষ وَالْوَصْفُ فِى الْحَاضِرِ لَغْوٌ আর حَاضِرٌ -এর ব্যাপারে وَصْف অনর্থক وَفِى الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ - غَائِبٌ এর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় প্রকার হলো اِتِّصَالُ الْمُسَبَّبِ بِالسَّبَبِ সবব-এর সাথে مُسَبَّبٌ যুক্ত হওয়া اَلْمُرَادُ بِالسَّبَبِ আর سَبَبٌ বলে উদ্দেশ্য হলো مَا لَا يَكُوْنُ عِلَّةً যা এমন عِلَّتٌ নয় اُضِيْفَ اِلَيْهَا الْحُكْمُ যার প্রতি হুকুমকে সম্বন্ধ করা হয়েছে وَفِى الْاِصْطِلَاحِ পরিভাষায় سَبَبٌ বলে مَا يَكُوْنُ طَرِيْقًا اِلَى الْحُكْمِ যা حُكْمٌ -এর দিকে যাওয়ার পথ وَلَا يُضَافُ اِلَيْهِ তবে এটার দিকে وُجُوْبٌ وَلَا وُجُوْدٌ - وُجُوْبٌ ও وُجُوْدٌ কোনটাই مُضَافٌ হয় না وَلَا تُعْقَلُ فِيْهِ আর এতে বোধগম্য হয়না مَعَانِى الْعِلَلِ ইল্লত সমূহের অর্থ ও لٰكِنْ يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ عِلَّةٌ তবে এটারও হুকুমের মধ্যে এমন একটি عِلَّتٌ রয়েছে يُضَافُ اِلَيْهَا যার দিকে حُكْمٌ টা اِضَافَتٌ হয়ে থাকে كَمَا سَيَاْتِىْ যেমন শীঘ্রই এটার বর্ণনা আসছে।

সরল অনুবাদ : এটার বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলা হয়েছে যে, প্রথম অবস্থায়ও তার উপর সহজ করা হয়েছে। কেননা مِلْك শব্দটি ক্রয়, দান, অসিয়ত বা মিরাস সবগুলোকে শামিল করে। আর এগুলোর মধ্যে হতে شِرَاءٌ একটি নির্দিষ্ট سَبَبٌ-এর সাথে খাস। সুতরাং সুবিচারের দৃষ্টিকোণ হতে প্রথম অবস্থায়ও তাকে বিশ্বাস না করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ অভিযোগ গ্রন্থকারের (র.) বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতে পারে না। কেননা তিনি তো قَضَاءٌ-এর উল্লেখ করেননি। এসব কথা কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন عَبْد শব্দটি نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্ট) হবে। পক্ষান্তরে যখন هٰذَا الْعَبْدُ তথা مَعْرِفَةٌ -এর সাথে বলবে, তখন مِلْك ও شِرَاءٌ উভয় সমপর্যায়ের হবে এটার মধ্যে একত্রিত হওয়া শর্ত না হওয়ার ব্যাপারে। কেননা পৃথক হওয়া ও একত্রিত হওয়াও একেকটি وَصْف বিশেষ। আর حَاضِرٌ-এর ব্যাপারে وَصْف অনর্থক, غَائِبٌ-এর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। **আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, سَبَبٌ -এর সাথে مُسَبَّبٌ যুক্ত হওয়া**। আর سَبَبٌ বলে, যা এমন عِلَّتٌ নয় যার প্রতি হুকুমকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। পরিভাষায় سَبَبٌ বলে যা حُكْمٌ-এর দিকে যাওয়ার পথ। তবে এটার দিকে وُجُوْدٌ ও وُجُوْبٌ কোনোটাই مُضَافٌ হয় না। আর এতে عِلَّتٌ সমূহের অর্থও বোধগম্য হয় না। তবে এটারও হুকুমের মধ্যে এমন একটি عِلَّتٌ রয়েছে, যার দিকে حُكْمٌ টা اِضَافَتٌ হয়ে থাকে। যেমন– শীঘ্রই এটার বর্ণনা সামনে আসছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْوَصْفُ فِى الْحَاضِرِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حَاضِرٌ-এর মধ্যে وَصْف অনর্থক হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حَاضِرٌ-এর মধ্যে وَصْف বৃথা। যেমন.– এক ব্যক্তি শপথ করল যে, সে এ ঘরে প্রবেশ করবে না। (لَايَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ) এ ক্ষেত্রে عُرْيَانٌ (নগ্নদেহ) হওয়া ধর্তব্য নয়। তবে অনির্দিষ্ট (বা غَائِبٌ)-এর ক্ষেত্রে তা ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ وُجُوْبٌ وَلَاوُجُوْدٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) سَبَبٌ-এর দিকে حُكْمٌ-এর وُجُوْبٌ বা وُجُوْدٌ-কে اِضَافَتْ করা হয় কি না ? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, পরিভাষায় سَبَبٌ বলে, যা حُكْمٌ-এর দিকে যাওয়ার পথ এটার দিকে وُجُوْبٌ বা وُجُوْدٌ-এর اِضَافَتْ করা হয় না। কথিত আছে, وُجُوْبٌ শব্দের দ্বারা عِلَّتٌ -কে এবং وُجُوْدٌ-এর দ্বারা شَرْطٌ বাদ দেওয়া হয়েছে।

كَاتِّصَالِ زَوَالِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ بِزَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ حُرَّةٌ يَزُوْلُ بِهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَبِوَاسِطَةِ زَوَالِهِ يَزُوْلُ مِلْكُ الْمُتْعَةِ فَلَايَحِلُّ الْوَطْئُ بَعْدَهُ إِلَّا بِالنِّكَاحِ وَهٰكَذَا اِتِّصَالُ ثُبُوْتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ بِثُبُوْتِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ بِأَنْ يَّقُوْلَ اِشْتَرَيْتُ هٰذِهِ الْأَمَةَ فَيَثْبُتُ بِهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَبِوَاسِطَةِ ثُبُوْتِهِ يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُتْعَةِ فَيَصِحُّ اِسْتِعَارَةُ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ دُوْنَ عَكْسِهِ بِأَنْ يَّقُوْلَ أَنْتِ حُرَّةٌ وَيُرِيْدُ بِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ تَقُوْلُ بِعْتُ نَفْسِيْ مِنْكَ وَتُرِيْدُ بِهِ النِّكَاحَ وَلَايَجُوْزُ أَنْ يَّقُوْلَ أَنْتِ طَالِقٌ وَيُرِيْدُ أَنْتِ حُرَّةٌ وَأَنْ يَّقُوْلَ نَكَحْتُكِ وَيُرِيْدُ بِعْتُكِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَالْاِتِّصَالِ زَوَالِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ যেমন উপভোগের মালিকানা مِلْكُ الْمُتْعَةِ তিরোহিত হওয়া সংযুক্ত بِزَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ মূল মালিকানা দূরীভূত হওয়ার সাথে فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ কেননা যখন দাসীকে বলবে أَنْتِ حُرَّةٌ তুমি আজাদ يَزُوْلُ بِهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ তখন তার দ্বারা মূল মালিকানা খতম হয়ে যাবে وَبِوَاسِطَةِ زَوَالِهِ আর এটা খতম হওয়ার মাধ্যমে يَزُوْلُ مِلْكُ الْمُتْعَةِ সম্ভোগের মালিকানাও বাতিল হয়ে যাবে فَلَا يَحِلُّ الْوَطْئُ بَعْدَهُ অতঃপর তার সাথে সহবাস করা জায়েজ হবে না إِلَّا بِالنِّكَاحِ বিবাহ ব্যতীত وَهٰكَذَا আর তদ্রূপ اِتِّصَالُ ثُبُوْتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ উপভোগের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সংযুক্ত বিদ্যমান بِثُبُوْتِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সাথে بِأَنْ يَّقُوْلَ যেমন সে বলবে যে اِشْتَرَيْتُ هٰذِهِ الْأَمَةَ আমি এ দাসীটিকে ক্রয় করলাম فَيَثْبُتُ بِهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ এটার দ্বারা مِلْكُ رَقَبَةٍ সাব্যস্ত হবে وَبِوَاسِطَةِ ثُبُوْتِهِ আর এটা সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُتْعَةِ উপভোগের মালিকানা সাব্যস্ত হবে فَيَصِحُّ اِسْتِعَارَةُ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ সুতরাং হুকুমের জন্য সববকে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া সহীহ হবে دُوْنَ عَكْسِهِ এবং তার বিপরীত সহীহ হবে না بِأَنْ يَّقُوْلَ এভাবে যে, সে বলবে أَنْتِ حُرَّةٌ (তুমি আজাদ) وَيُرِيْدُ بِهِ أَنْتِ طَالِقٌ আর এটার দ্বারা তুমি তালাক প্রাপ্ত উদ্দেশ্য করবে أَوْ تَقُوْلُ অথবা কোনো মহিলা বলবে بِعْتُ نَفْسِيْ مِنْكَ আমি তোমার নিকট আমার نَفْس কে (সত্তাকে) বিক্রয় করলাম وَتُرِيْدُ بِهِ النِّكَاحَ আর এটার দ্বারা نِكَاح কে বুঝায় وَلَايَجُوْزُ أَنْ يَّقُوْلَ أَنْتِ طَالِقٌ وَيُرِيْدُ بِهِ أَنْتِ حُرَّةٌ পক্ষান্তরে أَنْتِ طَالِقٌ বলে أَنْتِ حُرَّةٌ উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না وَأَنْ يَّقُوْلَ نَكَحْتُكِ وَيُرِيْدُ بِعْتُكِ এবং তোমাকে বিবাহ করলাম বলে তোমাকে বিক্রয় করলাম উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না।

সরল অনুবাদ : যেমন– মূল মালিকানা দূরীভূত হওয়ার সাথে উপভোগের মালিকানা مِلْكُ الْمُتْعَةِ তিরোহিত হওয়া সংযুক্ত। কেননা যখন দাসীকে বলবে, তুমি আজাদ তখন তার দ্বারা مِلْكُ رَقَبَةٍ (মূল মালিকানা) খতম হয়ে যাবে। আর এটা খতম হওয়ার মাধ্যমে مِلْكُ الْمُتْعَةِ (সম্ভোগের মালিকানা)ও বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর বিবাহ ব্যতীত তার সাথে সহবাস করা জায়েজ হবে না। আর তদ্রূপ مِلْكُ رَقَبَةٍ (মালিকানা) সাব্যস্ত হওয়ার সাথে مِلْكُ مُتْعَةٍ (উপভোগের মালিকানা) সাব্যস্ত হওয়ার সংযুক্ত বিদ্যমান। যেমন বলবে যে, আমি এ হাদীসটিকে ক্রয় করলাম। এটার দ্বারা مِلْكُ رَقَبَةٍ সাব্যস্ত হবে। আর এটা সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমে مِلْكُ مُتْعَةٍ (উপভোগের মালিকানা) সাব্যস্ত হবে। **সুতরাং হুকুমের জন্য سَبَبْ-কে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া সহীহ হবে এবং তার বিপরীত সহীহ হবে না।** এভাবে যে সে বলবে– أَنْتِ حُرَّةٌ (তুমি আজাদ) আর এটার দ্বারা أَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাকপ্রাপ্ত) উদ্দেশ্য করবে। অথবা কোনো মহিলা বলবে "আমি তোমার নিকট আমার نَفْس-কে (সত্তাকে) বিক্রয় করলাম" আর এটার দ্বারা نِكَاح-কে বুঝায়। পক্ষান্তরে أَنْتِ طَالِقٌ বলে أَنْتِ حُرَّةٌ উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না এবং نَكَحْتُكِ (তোমাকে বিবাহ করলাম) বলে بِعْتُكِ (তোমাকে বিক্রয় করলাম) উদ্দেশ্য করাও জায়েজ হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِزَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مِلْكُ رَقَبَةٍ-এর সাথে مِلْكُ مُتْعَةٍ-এর সংযুক্ত হওয়ার মর্মার্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, رَقَبَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– গাড়। তবে এটার পারিভাষিক অর্থ হলো, গোলাম বা দাসী। উল্লিখিত বাক্যটি اِسْتِعَارَةٌ-এর উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে مُسَبَّبْ-এর জন্য سَبَبْ-কে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া হয়েছে। কারণ কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যখন বলবে أَنْتِ حُرَّةٌ এবং এটার দ্বারা তালাকের নিয়ত করবে, তখন তালাক হয়ে যাবে এবং সহবাস হারাম হয়ে যাবে। কেননা أَنْتِ حُرَّةٌ-এর দ্বারা দাসীর দাসত্ব (মালিকানা) দূর হয়ে যায়, আর তার দ্বারা তাকে উপভোগ করার অধিকার তিরোহিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِأَنْ يَّقُوْلَ أَنْتِ حُرَّةٌ الخ -এর আলোচনা : مُسَبَّبْ-এর জন্য سَبَبْ-কে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়ার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে أَنْتِ حُرَّةٌ (তুমি আযাদ)। আর এটার দ্বারা مِلْكُ رَقَبَةٍ (মূল মালিকানা) চলে যায়। আর এটার দ্বারা أَنْتِ طَالِق উদ্দেশ্য করলে যা দ্বারা مِلْكُ مُتْعَةٍ (উপভোগের অধিকার) নি:শেষ হয়ে যায়। সুতরাং مُسَبَّبْ-এর জন্য سَبَبْ-কে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া সাব্যস্ত হলো আর তা জায়েজ।

قَوْلُهُ أَوْ تَقُوْلُ بِعْتُ نَفْسِيْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُسَبَّبْ-এর জন্য سَبَبْ-কে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়ার আরেকটি উদাহরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মহিলা কোনো পুরুষকে লক্ষ্য করে বলবে "আমি আমার نَفْس-কে তোমার নিকট বিক্রি করলাম।" আর এটার মধ্যে مِلْكُ رَقَبَةٍ-এর সাব্যস্তকরণ রয়েছে। আর এটার দ্বারা বিবাহকে উদ্দেশ্য করে। আর এটার দ্বারা مِلْكُ مُتْعَةٍ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং مُسَبَّبْ-এর জন্য سَبَبْ-কে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া সাব্যস্ত হলো। কাজেই তা সহীহ হবে।

قَوْلُهُ أَنْ يَّقُوْلَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, তুমি বলবে نَكَحْتُكِ এবং এটার দ্বারা উদ্দেশ্য করবে بعتك (অর্থাৎ বিবাহ করলাম বলে বিক্রি করলাম উদ্দেশ্য করলে) সুতরাং এ ক্ষেত্রে سَبَبْ-এর জন্য مُسَبَّبْ-কে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া হলো। আর তা জায়েজ নেই। তদ্রূপ যদি দাসীকে বলে أَنْتِ طَالِقٌ এবং এটার দ্বারা أَنْتِ حُرَّةٌ উদ্দেশ্য করে, তাহলে سَبَبْ-এর জন্য مُسَبَّبْ কে اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া সাব্যস্ত হবে। আর তা জায়েজ নেই।

لِاَنَّ الْمُسَبَّبَ مُحْتَاجٌ اِلَى السَّبَبِ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوْتِ وَالسَّبَبُ لَايَحْتَاجُ اِلَى الْمُسَبَّبِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِيَّةِ لِاَنَّ الْعِتَاقَ لَمْ يُشْرَعْ اِلَّا لِاَجَلِ زَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَ زَوَالُ مِلْكِ الْمُتْعَةِ اِنَّمَا حَصَلَ مَعَهُ اِتِّفَاقًا فِيْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ وَكَذَا الْبَيْعُ اِنَّمَا شُرِعَ لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ وَحِلُّ الْوَطْيِ اِنَّمَا حَصَلَ مَعَهُ اِتِّفَاقًا فِيْ بَعْضِ الْاَحْوَالِ فَلَايَجُوْزُ اَنْ يُّذْكَرَ الْمُسَبَّبُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبَبُ اِلَّا اِذَا كَانَ الْمُسَبَّبُ مُخْتَصًّا بِالسَّبَبِ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى اِنِّيْ اَرَانِيْ اَعْصِرُ خَمْرًا فَاِنَّ الْخَمْرَ لَايَكُوْنُ اِلَّا مِنَ الْعِنَبِ فَيَجِئُ الْاِفْتِقَارُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ الْمُسَبَّبَ مُحْتَاجٌ কেননা مُسَبَّبْ মুখাপেক্ষী اِلَى السَّبَبِ সববের প্রতি مِنْ حَيْثُ الثُّبُوْتِ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য وَالسَّبَبُ لَايَحْتَاجُ اِلَى الْمُسَبَّبِ আর সবব مُسَبَّبْ -এর মুখাপেক্ষী নয় مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِيَّةِ প্রসিদ্ধ (প্রবর্তিত) হওয়ার জন্য لِاَنَّ الْعِتَاقَ কেননা, আযাদী তো لَمْ يُشْرَعْ اِلَّا لِاَجَلِ زَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ কেবল مِلْكْ رَقَبَةْ দূর করার জন্য مَشْهُوْرْ হয়েছে وَزَوَالُ مِلْكِ الْمُتْعَةِ আর উপভোগের মালিকানা দূরীভূত হওয়া اِنَّمَا حَصَلَ مَعَهُ তৎসঙ্গে হয়ে থাকে اِتِّفَاقًا ঘটনাক্রমে فِيْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ কোনো কোনো সময় وَكَذَا আর অনুরূপভাবে اَلْبَيْعُ বিক্রয় করা اِنَّمَا شُرِعَ ইহা শরিয়তসম্মত হয়েছে لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ মূল মালিকানার কারণে وَحِلُّ الْوَطْيِ আর সহবাস বৈধ হওয়া اِنَّمَا حَصَلَ مَعَهُ اِتِّفَاقًا فِيْ بَعْضِ الْاَحْوَالِ কেবল ঘটনাক্রমে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাব্যস্ত হয়েছে فَلَايَجُوْزُ সুতরাং জায়েজ হবে না اَنْ يُّذْكَرَ الْمُسَبَّبُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبَبُ মুসাব্বাব উল্লেখ করে سَبَبْ উদ্দেশ্য করা اِلَّا তবে اِذَا كَانَ الْمُسَبَّبُ مُخْتَصًّا بِالسَّبَبِ سَبَبْ -এর সাথে مُسَبَّبْ খাস হলে জায়েজ হবে كَقَوْلِهِ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنِّيْ اَرَانِيْ اَعْصِرُ خَمْرًا আমি আমাকে মদ নিংড়াতে দেখেছি فَاِنَّ الْخَمْرَ لَا يَكُوْنُ اِلَّا مِنَ الْعِنَبِ কেননা, خَمْرْ তো عِنَبْ (আঙ্গুর) ব্যতীত অন্য কিছু হতে হয় না فَيَجِئُ الْاِفْتِقَارُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ অতএব, উভয় পক্ষ হতে মুখাপেক্ষীতা সাব্যস্ত হবে।

সরল অনুবাদ : কেননা مُسَبَّبْ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য سَبَبْ-এর মুখাপেক্ষী। আর سَبَبْ প্রসিদ্ধ (প্রবর্তিত) হওয়ার জন্য مُسَبَّبْ-এর মুখাপেক্ষী নয়। কেননা আযাদী তো কেবল مِلْكُ رَقَبَةْ দূর করার জন্য مَشْهُوْرْ হয়েছে। তদ্রূপ ক্রয়-বিক্রয় مِلْكْ رَقَبَةْ-কে সাব্যস্ত করার জন্যই কেবল مَشْهُوْرْ (প্রশিদ্ধ) হয়েছে। আর এটার সাথে وَطْي (সহবাস) কেবল ঘটনাক্রমে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং مُسَبَّبْ উল্লেখ করে سَبَبْ উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না। তবে سَبَبْ-এর সাথে مُسَبَّبْ খাস হলে জায়েজ হবে। যেমন– আল্লাহর বাণী– اِنِّيْ اَرَانِيْ اَعْصِرُ خَمْرًا (আমি আমাকে মদ নিংড়াতে দেখেছি।) কেননা خَمْرْ তো عِنَبْ (আংগুর) ব্যতীত অন্য কিছু হতে হয় না। অতএব উভয় পক্ষ হতে মুখাপেক্ষীতা সাব্যস্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَايَجُوْزُ اَنْ يُذْكَرَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُسَبَّبْ-এর উল্লেখ করে سَبَبْ উদ্দেশ্য করা জায়েজ নেই। সুতরাং حُكْمْ যেমন– طَلَاقْ-কে سَبَبْ অর্থাৎ حُرِّيَّتْ (আযাদী)-এর জন্য اِسْتِعَارَةْ নেওয়া সহীহ হবে না। তবে উক্ত বক্তব্য ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা আল্লাহর বাণী– (الاية) فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ অর্থাৎ তুমি যখন কুরআন তিলাওয়াতের ইচ্ছা করো। আর اِرَادَةْ (ইচ্ছা) قِرَاءَةْ-এর سَبَبْ এটা عِلَّتْ নয়। কেননা কোনো কোনো সময় اِرَادَةْ উদ্দেশ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; কিন্তু مَعْلُوْلْ হতে عِلَّتْ পৃথক হয় না। সুতরাং سَبَبْ-এর জন্য مُسَبَّبْ-কে اِسْتِعَارَةْ নেওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ مُخْتَصًّا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُسَبَّبْ-এর জন্য سَبَبْ খাস হলে তার حُكْمْ কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُسَبَّبْ যদি سَبَبْ-এর সাথে خَاصْ হয়, তাহলে مُسَبَّبْ-এর উল্লেখ করে سَبَبْ-কে উদ্দেশ্য করা জায়েজ আছে। আর তখন سَبَبْ টা عِلَّتْ-এর অর্থে হবে। সুতরাং এ مُسَبَّبْ-এর জন্য سَبَبْ টা مَوْضُوْعْ(প্রণীত) ও مَشْرُوْعْ (প্রবর্তিত) হবে। সুতরাং উভয় পক্ষ হতে মুখাপেক্ষীতা সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, ইউসুফ (আ.)-এর সাথে যে যুবক জেলখানায় প্রবেশ করেছিল তার কথাকে নকল করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنِّيْ اَرَانِيْ اَعْصِرُ خَمْرًا এ আয়াতে خَمْرْ দ্বারা عِنَبْ কে বুঝানো হয়েছে। আর عِنَبْ ও خَمْرْ বা মদ-এর سَبَبْ-এর জন্য مُسَبَّبْ কে اِسْتِعَارَةْ নেওয়া হয়েছে سَبَبْ-এর সাথে مُسَبَّبْ খাস হওয়ার কারণে। কেননা خَمْرْ বলে, আংগুরের কাঁচা রসের মধ্যে তীব্র জোশের কারণে ফেনার সৃষ্টি হওয়া। তবে তার উত্তরে বলা হবে যে, কোনো কোনো অভিধানের ভাষ্য অনুযায়ী আংগুরকে خَمْرْ বলে। আর এ বক্তব্য (অভিযোগ) সে অভিধান প্রণেতাদের বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হতে পারে। আর তখন বাক্যটি مَجَازْ হবে না। অথবা বলা যেতে পারে যে, এটা اِسْتِعَارَةْ-এর تَسْمِيَةُ الشَّئِ بِاِعْتِبَارِ مَايَؤُوْلُ اِلَيْهِ (শেষ পরিণতির হিসেবে কোনো বস্তুর নামকরণ) প্রকারভুক্ত। সুতরাং শেষ পরিণতির হিসেবে عِنَبْ-কে خَمْرْ নামকরণ করা হয়েছে। سَبَبْ-এর জন্য مُسَبَّبْ-এর اِسْتِعَارَةْ নেওয়া সাব্যস্ত হবে না।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجُوْزُ اِسْتِعَارَةُ الْعِتَاقِ لِلطَّلَاقِ وَبِالْعَكْسِ لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَبْتَنِيْ عَلَى السِّرَايَةِ وَاللُّزُوْمِ فَيَدْخُلَانِ فِي الْاِتِّصَالِ الْمَعْنَوِيْ وَنَحْنُ نَقُوْلُ الطَّلَاقُ مَوْضُوْعٌ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَالْعِتَاقُ مَوْضُوْعٌ لِاِثْبَاتِ الْقُوَّةِ فَلَا يَتَشَابَهَانِ اَصْلًا وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلٰى اَصْلِ الْقَاعِدَةِ اَنَّ الْعِتَاقَ اِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِاِزَالَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ الَّتِيْ كَانَتْ عَلٰى وَجْهِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ دُوْنَ الْمُتْعَةِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي النِّكَاحِ وَكَذَا الْبَيْعُ اِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِثُبُوْتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ الَّتِيْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ دُوْنَ الْمُتْعَةِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي النِّكَاحِ وَاُجِيْبَ بِاَنَّهُ يَكْفِيْ فِيْ هٰذَا كَوْنُهُ سَبَبًا فِي الْجُمْلَةِ لَاكَوْنُهُ سَبَبًا عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ بِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন يَجُوْزُ জায়েজ اِسْتِعَارَةُ الْعِتَاقِ لِلطَّلَاقِ তালাক-এর জন্য عِتَاقٌ শব্দ এবং عِتَاقٌ-এর জন্য طَلَاقٌ শব্দ اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া وَبِالْعَكْسِ لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا কেননা, উভয়ের প্রত্যেকটিই يَبْتَنِيْ ভিত্তি রাখে عَلَى السِّرَايَةِ وَاللُّزُوْمِ অন্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া করা ও আবশ্যক হওয়ার উপর فَيَدْخُلَانِ তাই এতদুভয় অন্তর্ভুক্ত হবে فِي الْاِتِّصَالِ الْمَعْنَوِيْ - اِتِّصَالٌ مَعْنَوِيْ এর মধ্যে وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমাদের বক্তব্য হলো اَلطَّلَاقُ مَوْضُوْعٌ তালাক শব্দটি প্রণীত হয়েছে لِرَفْعِ الْقَيْدِ বন্ধন মুক্ত করার জন্য وَالْعِتَاقُ مَوْضُوْعٌ আর عِتَاقٌ শব্দটি প্রণীত হয়েছে لِاِثْبَاتِ الْقُوَّةِ শক্তি সাব্যস্ত করার জন্য فَلَا يَتَشَابَهَانِ সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلٰى اَصْلِ الْقَاعِدَةِ তবে মূল বিধানের একটি আপত্তি হয়ে থাকে যে, اَنَّ الْعِتَاقَ اِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ আযাদী সবব لِاِزَالَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ উপভোগের মালিকানা দূর করার কারণে اَلَّتِيْ كَانَتْ عَلٰى وَجْهِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ যা তার মালিকানা স্বত্বে ছিল دُوْنَ الْمُتْعَةِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي النِّكَاحِ বিবাহের মধ্যে যে مُتْعَةٌ সাব্যস্ত হয়েছে তা নয় وَكَذَا الْبَيْعُ তদ্রূপ بَيْعٌ اِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِثُبُوْتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ উহা مِلْكُ مُتْعَةٍ সাব্যস্ত করার জন্য সবব اَلَّتِيْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ যা مِلْكُ يَمِيْنٍ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে دُوْنَ الْمُتْعَةِ উপভোগ হিসেবে নয় اَلَّتِيْ كَانَتْ فِي النِّكَاحِ যা نِكَاحٌ-এর মধ্যে ছিল وَاُجِيْبَ بِاَنَّهُ يَكْفِيْ فِيْ هٰذَا আর এভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে যথেষ্ট হবে كَوْنُهُ سَبَبًا فِي الْجُمْلَةِ সাধারণ ভাবে سَبَبٌ হওয়া لَاكَوْنُهُ سَبَبًا عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ بِهٖ কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে سَبَبٌ হওয়া জরুরি নয়।

সরল অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন طَلَاقٌ-এর জন্য عِتَاقٌ শব্দ এবং عِتَاقٌ-এর জন্য طَلَاقٌ শব্দ اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া জায়েজ। কেননা উভয়ের প্রত্যেকটিই অন্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া করাও আবশ্যক হওয়ার উপর ভিত্তি রাখে। তাই এতদুভয় اِتِّصَالٌ مَعْنَوِيٌّ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আমাদের বক্তব্য হলো طَلَاقٌ শব্দটি বন্ধনমুক্ত করার জন্য প্রণীত হয়েছে এবং عِتَاقٌ শব্দটি শক্তি সাব্যস্ত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই। তবে মূল বিধানের একটি আপত্তি হয়ে থাকে যে, عِتَاقٌ (আযাদী) مِلْكُ مُتْعَةٍ (উপভোগের মালিকানা) দূর করার سَبَبٌ যা তার মালিকানা স্বত্বে ছিল, বিবাহের মধ্যে যে مُتْعَةٌ সাব্যস্ত হয়েছে তা নয়। তদ্রূপ بَيْعٌ-এর দ্বারা ঐ مِلْكُ مُتْعَةٍ (উপভোগের মালিকানা) সাব্যস্ত হওয়ার سَبَبٌ হওয়াই যথেষ্ট, বিশেষ পদ্ধতিতে سَبَبٌ হওয়া জরুরি নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى السِّرَايَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) سَرَايَتٌ ও لُزُوْمٌ-এর অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, سِرَايَةٌ-এর অর্থ হলো, কোনো কোনো অংশের মধ্যে حُكْم সাব্যস্ত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ বস্তুর মধ্যে হুকুমকে সাব্যস্ত করা। যেমন তুমি বলবে– نِصْفُكِ طَالِقٌ (তোমার অর্ধেক তালাক) অথবা وَجْهُكَ حُرٌّ (তোমার চেহারা আজাদ)। আর لُزُوْمٌ-এর অর্থ হলো نَسْخٌ (রহিতকরণ)-কে কবুল না করা।

قَوْلُهُ مَوْضُوْعٌ لِاِثْبَاتِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কিছুসংখ্যক বিরোধের সমাধান করতে গিয়ে বলেন যে, ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, عِتَاقٌ শক্তি সৃষ্টির জন্য প্রণীত হয়েছে। কথাটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা শরিয়তও প্রচলিত প্রথার দৃষ্টিতে اعتاق-এর দ্বারা কেবল মালিকানা দূরীকরণ এবং গর্দান (দাসত্ব হতে) মুক্তিকেই বুঝায়। সুতরাং মালিকানা দূরীকরণ ও দাসত্ব হতে মুক্তির জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে। اِثْبَاتُ قُوَّتٍ-এর জন্য এটাকে প্রণয়ন করা জায়েজ নেই। সুতরাং طَلَاقٌ ও عِتَاقٌ পরস্পর সাদৃশ্য হবে। কেননা এখানে উভয়টাই اِزَالَةٌ-এর অর্থবোধক। আর যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, عِتَاقٌ শব্দটি اِثْبَاتُ قُوَّتٍ-এর জন্য প্রণীত হয়েছে, তাহলে আমরা বলব এটা বন্ধনমুক্তিকে আবশ্যককারী। যেমন– একটি নির্দিষ্ট আকার شُجَاعَتٌ বা বীরত্ব কে আবশ্যককারী। সুতরাং এটাতে সাদৃশ্য সাব্যস্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উত্তরে এটাও বলা যেতে পারে যে, اِتِّصَالٌ مَعْنَوِيٌّ-এর দ্বারা عِتَاقٌ-এর জন্য طَلَاقٌ-কে اِسْتِعَارَةٌ করা জায়েজ নেই। কেননা সব وَصْفٌ-এর কারণে اِتِّصَالٌ مَعْنَوِيٌّ সহীহ হয় না; বরং একটি خَاصٌ وَصْفٌ হওয়া জরুরি। আর তা হলো, সে অর্থ যার জন্য প্রবর্তিত কার্যটি প্রবর্তন করা হয়েছে– যেভাবেই প্রবর্তন করা হোকনা কেন? অথচ طَلَاقٌ ও اِعْتَاقٌ-এর মধ্যে অনুরূপ اِتِّصَالٌ নেই।

قَوْلُهُ لَاكَوْنُهُ سَبَبًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে مَجَازِيٌّ অর্থের জন্য حَقِيْقِيٌّ অর্থ سَبَبٌ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এটা সমর্থন করি না যে, سَبَبٌ হওয়ার দিক বিবেচনায় হুবহু مَجَازِيٌّ অর্থের জন্য حَقِيْقِيٌّ অর্থ سَبَبٌ হওয়া ওয়াজিব; বরং مَجَازِيٌّ অর্থ জাতীয় বস্তুর জন্য حَقِيْقِيٌّ অর্থ سَبَبٌ হলেই যথেষ্ট হবে। এমনকি غَيْثٌ-এর দ্বারা উদ্ভিদ জাতীয় কিছুকে উদ্দেশ্য করা যাবে, চাই তা বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন হোক অথবা অন্য কোনোভাবে উৎপন্ন হোক।— তালবীহ

ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ بَيَانِ عِلَاقَاتِ الْمَجَازِ شَرَعَ اَنْ يُبَيِّنَ اَنَّهُ فِيْ اَيِّ مَوْضِعٍ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ وَفِيْ اَيِّ مَوْضِعٍ يُتْرَكُ الْمَجَازُ فَقَالَ وَاِذَا كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُتَعَذِّرَةً مَهْجُوْرَةً صُيِّرَ اِلَى الْمَجَازِ يَعْنِيْ بِالْمُتَعَذِّرِ مَالَايُمْكِنُ الْوُصُوْلُ اِلَيْهِ اِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَبِالْمَهْجُوْرِ مَايُمْكِنُ وُصُوْلُهُ اِلَّا اَنَّ النَّاسَ تَرَكُوْهُ كَمَا اِذَا حَلَفَ لَايَاْكُلُ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ مِثَالٌ لِلْمُتَعَذِّرَةِ اِذْ اَكْلُ النَّخْلَةِ نَفْسِهَا يَتَعَذَّرُ فَيُرَادُ الْمَجَازُ وَهُوَ ثَمَرُهَا فَاِنْ لَمْ تَكُنِ الشَّجَرَةُ ذَاتَ ثَمَرٍ يُرَادُ بِهَا ثَمَنُهَا الْحَاصِلُ بِالْبَيْعِ وَلَوْتَكَلَّفَ وَاَكَلَ مِنْ عَيْنِ النَّخْلَةِ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّ الْمُتَعَذَّرَ لَايَتَعَلَّقُ بِهٖ حُكْمٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغٍ عَنْ بَيَانِ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ মাজায-এর عَلَاقَاتِ বর্ণনা শেষ করে شَرَعَ আরম্ভ করেছেন اَنْ يُبَيِّنَ এ কথার বর্ণনা اَنَّهُ فِيْ اَيِّ مَوْضُوْعٍ যে, কোন কোন স্থানে تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ হাকীকত পরিত্যাগ করা হয় وَفِيْ اَيِّ مَوْضِعٍ এবং কোন কোন স্থানে يُتْرَكُ الْمَجَازُ মাজায পরিত্যক্ত হয় فَقَالَ তাই গ্রন্থকার (র.) বলেছেন وَاِذَا كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ যখন হাকীকত হয় مُتَعَذِّرَةً অসম্ভব مَهْجُوْرَةً বর্জিত صُيِّرَ اِلَى الْمَجَازِ তখন مَجَازٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে يَعْنِيْ بِالْمُتَعَذِّرِ গ্রন্থকার (র.) مُتَعَذِّرٌ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে مَالَا يُمْكِنُ الْوُصُوْلُ اِلَيْهِ যদি এমন অসম্ভব হয় যা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয় اِلَّا بِمَشَقَّةٍ পরিশ্রম (কষ্ট) ব্যতীত وَبِالْمَهْجُوْرِ আর مَهْجُوْرٌ-এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে مَا يُمْكِنُ وُصُوْلُهُ যা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব اِلَّا কিন্তু اَنَّ النَّاسَ تَرَكُوْهُ জনসাধারণ এটার ব্যবহারকে বর্জন করেছেন كَمَا اِذْ حَلَفَ যেমন কোনো ব্যক্তি যখন শপথ করবে যে لَا يَاْكُلُ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ এ খোরমা গাছ হতে খাবে না مِثَالٌ لِلْمُتَعَذِّرِ এটা حَقِيْقَةٌ مُتَعَذِّرٌ-এর উদাহরণ اِذْ اَكْلُ النَّخْلَةِ نَفْسِهَا কারণ হুবহু খেজুর গাছ খাওয়া يَتَعَذَّرُ অসম্ভব فَيُرَادُ الْمَجَازُ কাজেই مَجَازِيْ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে وَهُوَ ثَمَرُهَا আর তা হলো সেই গাছের ফল فَاِنْ لَمْ تَكُنِ الشَّجَرَةُ আর যদি গাছটি না হয় ذَاتَ ثَمَرٍ ফলদায়ক يُرَادُ بِهَا ثَمَنُهَا তাহলে এটার মূল্য উদ্দেশ্য করা হবে اَلْحَاصِلُ بِالْبَيْعِ যা বিক্রয়ের দ্বারা অর্জিত হবে وَلَوْ تَكَلَّفَ আর যদি সে কষ্ট করে وَاَكَلَ مِنْ عَيْنِ النَّخْلَةِ গাছ হতে কিছু খায় لَمْ يَحْنَثْ তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না لِاَنَّ الْمُتَعَذَّرَ لَايَتَعَلَّقُ بِهٖ حُكْمٌ কেননা مُتَعَذِّرٌ-এর সাথে حُكْمٌ যুক্ত (আরোপিত) হয় না।

সরল অনুবাদ : مَجَازٌ-এর عَلَاقَاتٌ বর্ণনা শেষ করে এ কথার বর্ণনা আরম্ভ করেছেন যে, কোনো কোনো স্থানে حَقِيْقَتٌ পরিত্যক্ত হয় এবং কোনো কোনো স্থানে مَجَازٌ পরিত্যক্ত হয়। তাই গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, **যখন হাকীকত অসম্ভব অথবা বর্জিত হয় তখন مَجَازٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে।** গ্রন্থকার (র.) مُتَعَذِّرٌ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, যদি এমন অসম্ভব হয় যা পর্যন্ত পরিশ্রম (কষ্ট) ব্যতীত পৌঁছা সম্ভব নয়। আর مَهْجُوْرَةٌ-এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে, যা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব কিন্তু জনসাধারণ এটার ব্যবহারকে বর্জন করেছেন। **যেমন– কোনো ব্যক্তি যখন শপথ করবে যে, এ খোরমা গাছ হতে খাবে না।** এটা حَقِيْقَتٌ مُتَعَذِّرَةٌ-এর উদাহরণ। কারণ হুবহু খেজুর গাছ খাওয়া অসম্ভব। কাজেই مَجَازِيْ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তা হলো সেই গাছের ফল। আর যদি গাছটি ফলদায়ক না হয়, তাহলে বিক্রয়ের দ্বারা এটার মূল্য অর্জিত হবে তা উদ্দেশ্য করা হবে। আর যদি সে কষ্ট করে গাছ হতে কিছু খায়, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা مُتَعَذِّرٌ-এর সাথে حُكْمٌ যুক্ত (আরোপিত) হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَالَايُمْكِنُ الْوُصُوْلُ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حَقِيْقِيْ অর্থ مُتَعَذِّرٌ হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حَقِيْقِيْ অর্থ مُتَعَذِّرٌ হওয়ার অর্থ হলো যা পর্যন্ত অতিকষ্টে পৌঁছা যায়। যেমন– হুবহু খোরমা গাছ খাওয়া। এটার اِعْتِرَاضٌ করে বলা হয়েছে যে, সাধারণত আসমানকে স্পর্শ করা অসম্ভব। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, وَاللّٰهِ لَامَسُّ السَّمَاءَ (আল্লাহর শপথ! আমি আসমান স্পর্শ করব) তাহলে مَجَازِيْ অর্থ গ্রহণ করা উচিত হবে। আর তা হলো ছাদ স্পর্শ করা, অথবা مُجَاهَدَةٌ (পরিশ্রম) করা। অথচ উসূলবিদগণ এটার দ্বারা حَقِيْقِيْ অর্থকে বুঝিয়ে থাকেন। তবে কোনো কোনো হাশিয়াকার (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, আসমান স্পর্শ করা যদিও সাধারণত অসম্ভব তথাপি কারামাত হিসেবে তা আদৌ অসম্ভব নয়। আর مُتَعَذِّرٌ হওয়ার জন্য সাধারণত এবং কারামাত উভয় দিক দিয়ে অসম্ভব হওয়া জরুরি। কষ্ট স্বীকারের সাথে অসম্ভব হওয়া জরুরি নয়। অবশ্য এ উত্তর সন্তোষ জনক নয়। কেননা কারামাত হিসেবে অনায়াসে খোরমা গাছ খাওয়াও অসম্ভব।

قَوْلُهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) শপথকৃত গাছ ফলবান না হলে তার কি হুকুম হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, খোরমা গাছ না হয়ে যদি কোনো এমন গাছ হয় যা ফলদায়ক নয় তাহলে এটার বিক্রিলব্ধ মূল্যকে বুঝানো (ধর্তব্য) হবে। আর مَسِيْرُ الدَّائِرِ নামক কিতাবে আছে যে, وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّخْلَةِ ثَمَرَةٌ كَالْخِلَافِ وَنَحْوِهٖ فَيَقَعُ الْيَمِيْنُ عَلٰى ثَمَنِهَا (আর যদি খোরমা গাছ ফলবান নয় যেমন– خِلَافٌ ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে এটার মূল্যের উপর শপথ সংঘটিত হবে। এটা অতীব বিস্ময়কর। প্রথমত প্রত্যেক نَخْلَةٌ-ই খেজুর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত خِلَافٌ তো نَخْلَةٌ-এর অন্তর্ভুক্ত নয় যার কারণে উদাহরণ দেওয়া সহীহ হতে পারে।

وَلَا يُقَالُ اِنَّ الْمَحْلُوْفَ عَلَيْهِ هُوَعَدَمُ اَكْلِ النَّخْلَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَذِّرٍ وَاِنَّمَا الْمُتَعَذِّرُ اَكْلُهَا لِاَنَّا نَقُوْلُ الْيَمِيْنُ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّفْيِ يَكُوْنُ لِلْمَنْعِ فَمُوْجَبُ الْيَمِيْنِ اَنْ يَّصِيْرَ الْفِعْلُ مَمْنُوْعًا بِالْيَمِيْنِ وَمَا لَايَكُوْنُ مَاكُوْلًا لَايَكُوْنُ مَمْنُوْعًا بِالْيَمِيْنِ بَلْ قَبْلَهَا اَوْ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ مِثَالٌ لِلْمَهْجُوْرَةِ لِاَنَّ وَضْعَ الْقَدَمِ فِى الدَّارِ حَافِيًا مِنْ خَارِجٍ بِدُوْنِ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهَا مُمْكِنٌ لٰكِنَّ النَّاسَ هَجَرُوْهُ فَيُرَادُ بِهِ الدُّخُوْلُ لِلْعُرْفِ وَلَوْ وَضَعَ الْقَدَمَ فِى الدَّارِ مِنْ غَيْرِ دُخُوْلٍ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهُ مَهْجُوْرٌ وَالْمَهْجُوْرُ شَرْعًا كَالْمَهْجُوْرِ عَادَةً مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ اَوْ مَهْجُوْرَةً اَىْ لَايَلْزَمُ فِى الْمَصِيْرِ اِلَى الْمَجَازِ اَنْ تَكُوْنَ الْحَقِيْقَةُ مَهْجُوْرَةً عَادَةً بَلِ الْمَهْجُوْرُ شَرْعًا اَيْضًا كَالْمَهْجُوْرِ عَادَةً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يُقَالُ এটা বলা যাবে না যে اِنَّ الْمَحْلُوْفَ عَلَيْهِ যার উপর শপথ করা হয়েছে তা هُوَ عَدَمُ اَكْلِ النَّخْلَةِ হলো খোরমা গাছ হতে না খাওয়া وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَذِّرٍ আর তা অসম্ভব নয় وَاِنَّمَا الْمُتَعَذِّرُ اَكْلُهَا বরং এটার খাওয়া مُتَعَذِّرٌ (না খাওয়া مُتَعَذِّرٌ নয়) لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা (এটার উত্তরে) আমরা বলব اَلْيَمِيْنُ اِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّفْيِ শপথ যখন نَفْي-এর মধ্যে হয়ে থাকে يَكُوْنُ لِلْمَنْعِ তখন এটা নিষেধের অর্থে হয় فَمُوْجَبُ الْيَمِيْنِ সুতরাং শপথের চাহিদা হলো اَنْ يَّصِيْرَ الْفِعْلُ - فِعْل টি হওয়া مَمْنُوْعًا নিষিদ্ধ بِالْيَمِيْنِ শপথের দ্বারা وَمَا আর যা لَايَكُوْنُ হয় না مَاكُوْلًا ভক্ষণযোগ্য لَايَكُوْنُ مَمْنُوْعًا উহা নিষিদ্ধ হবে না بِالْيَمِيْنِ শপথের দ্বারা بَلْ قَبْلَهَا বরং শপথের পূর্বেই তা নিষিদ্ধ ছিল اَوْلَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ অথবা কেউ শপথ করল যে অমুকের ঘরে পা রাখবে না مِثَالٌ لِلْمَهْجُوْرَةِ এটা حَقِيْقَتْ مَهْجُوْرَة-এর উদাহরণ لِاَنَّ وَضْعَ الْقَدَمِ فِى الدَّارِ حَافِيًا কেননা নগ্ন পা ঘরের মধ্যে রাখা مِنْ خَارِجٍ বাহির হতে بِدُوْنِ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهَا গৃহের ভিতরে প্রবেশ না করে مُمْكِنٌ সম্ভব لٰكِنَّ النَّاسَ هَجَرُوْهُ কিন্তু সর্বসাধারণ উক্ত অর্থ পরিত্যাগ করেছে فَيُرَادُ بِهِ সুতরাং এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে الدُّخُوْلُ প্রবেশ করা لِلْعُرْفِ পরিভাষা অনুযায়ী وَلَوْ وَضَعَ الْقَدَمَ فِى الدَّارِ অতএব ঘরের মধ্যে শুধু পা রাখলে مِنْ غَيْرِ دُخُوْلٍ ঘরে প্রবেশ না করে لَمْ يَحْنَثْ শপথ ভঙ্গ হবে না لِاَنَّهُ مَهْجُوْرٌ কেননা এ অর্থ পরিত্যাগ করা হয়েছে وَالْمَهْجُوْرُ شَرْعًا আর শরিয়তের দৃষ্টিতে যা পরিত্যক্ত হয়েছে তা كَالْمَهْجُوْرَةِ عَادَةً জনসাধারণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার অনুরূপ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ اَوْ مَهْجُوْرَةً এটা اَوْ مَهْجُوْرَةً-এর সাথে জড়িত اَىْ لَايَلْزَمُ فِى الْمَصِيْرِ اِلَى الْمَجَازِ মাজায-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় না اَنْ تَكُوْنَ الْحَقِيْقَةُ مَهْجُوْرَةً عَادَةً হাকীকত কেবল অভ্যাসগতভাবে পরিত্যক্ত হলেই بَلِ الْمَهْجُوْرُ شَرْعًا اَيْضًا বরং শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে হাকীকত বর্জিত হলেও مَجَازِىْ অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় كَالْمَهْجُوْرِ عَادَةً যেমন অভ্যাসগতভাবে হাকীকী অর্থ বর্জিত হলে مَجَازِىْ অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

সরল অনুবাদ : এটা বলা যাবে না যে, যার উপর শপথ করা হয়েছে তা হলো, খেরমা গাছ হতে না খাওয়া, আর তা مُتَعَذِّرٌ (অসম্ভব) নয়। বরং এটার খাওয়া مُتَعَذِّرٌ (না খাওয়া مُتَعَذِّرٌ হয়)। কেননা (এটার উত্তরে) আমরা বলব, শপথ যখন نَفْي-এর মধ্যে হয়ে থাকে তখন এটা নিষেধের অর্থে হয়। সুতরাং শপথের مُوْجَبْ চাহিদা হলো শপথের দ্বারা فِعْل টি مَمْنُوْع বা নিষিদ্ধ হওয়া। আর যা আহার্য নয় তা নিষিদ্ধ হয় না; বরং শপথের পূর্বেই তা নিষিদ্ধ ছিল। অথবা কেউ শপথ করল যে, **ওমুকের ঘরে পা রাখবে না**, এটা حَقِيْقَت مَهْجُوْرَه-এর উদাহরণ। কেননা গৃহের ভিতরে প্রবেশ না করে বাহির হতে নগ্ন পা ঘরের মধ্যে রাখা সম্ভব। কিন্তু সর্ব সাধারণ উক্ত অর্থ পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং পরিভাষা অনুযায়ী এটার দ্বারা دُخُوْل উদ্দেশ্য হবে। অতএব ঘরে প্রবেশ না করে ঘরের মধ্যে শুধু পা রাখলে শপথ ভঙ্গ হবে না। **কেননা এ অর্থ পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে যা পরিত্যক্ত হয়েছে তা জনসাধারণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার অনুরূপ। এটা اَوْ مَهْجُوْرَة-এর সাথে জড়িত।** অর্থাৎ حَقِيْقَتْ কেবল অভ্যাসগতভাবে পরিত্যক্ত হলেই مَجَاز-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় না; বরং শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে হাকীকত বর্জিত হলেও مَجَازِىْ অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। যেমন অভ্যাসগতভাবে হাকীকী অর্থ বর্জিত হলে مَجَازِىْ অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَلْ قَبْلَهَا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) যা খাওয়ার যোগ্য নয় তার শপথ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যা ভক্ষণযোগ্য নয় তা শপথের দ্বারা নিষিদ্ধ হয় না; বরং এটার পূর্বেই নিষিদ্ধ থাকে। অর্থাৎ শপথের পূর্বেই তা নিষিদ্ধ থাকে। কেননা এটা ভক্ষণ করা আদৌ সম্ভব নয়। সাধারণত প্রথার দৃষ্টিতে নয় আর অনুভূতির দৃষ্টিকোণ হতেও নয়। সুতরাং تَعَذُّرْ (আয়াস সাধ্য) হওয়া বা না হওয়া اِثْبَاتْ (ইতিবাচক)-এর ব্যাপারে বিবেচ্য হবে, যাতে নিজকে বিরত রাখার প্রশ্ন দেখা দেয়। نَفِىْ (নেতিবাচক)-এর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

حَتّٰى يَنْصَرِفَ التَّوْكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ إِلَى الْجَوَابِ مُطْلَقًا تَفْرِيْعٌ لَهُ يَعْنِيْ إِنْ وَكَّلَ اَحَدٌ رَجُلًا بِاَنْ يُخَاصِمَ الْمُدَّعِيْ عِنْدَ الْقَاضِيْ يُحْمَلُ عَلٰى مُطْلَقِ الْجَوَابِ لِاَنَّ الْخُصُوْمَةَ هُوَ الْاِنْكَارُ فَقَطْ مُحِقًّا كَانَ الْمُدَّعِيْ اَوْ مُبْطِلًا وَهُوَ حَرَامٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَاتَنَازَعُوْا فَلَابُدَّ اَنْ يُصْرَفَ إِلَى الْجَوَابِ مُطْلَقًا بِالرَّدِّ وَالْاِقْرَارِ مَجَازًا مِنْ قَبِيْلِ اِطْلَاقِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَلَوْ اَقَرَّ الْوَكِيْلُ عَلٰى مُوَكِّلِهِ جَازَ عِنْدَهُ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) وَالشَّافِعِيْ (رحـ) وَاِذَا حَلَفَ لَايُكَلِّمُ هٰذَا الصَّبِيَّ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِزَمَانِ صَبَاهُ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ يَنْصَرِفُ وَتَفْرِيْعٌ ثَانٍ لَهُ لِاَنَّ هِجْرَانَ الصَّبِيِّ مَهْجُوْرٌ شَرْعًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : حَتّٰى يَنْصَرِفَ التَّوْكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ কাজেই কোনো মকদ্দমা দায়েরের ওকালতি ফিরবে إِلَى الْجَوَابِ مُطْلَقًا সাধারণ উত্তরের দিকে تَفْرِيْعٌ لَهُ এটা উপরের বক্তব্য হতে নির্গত মাসআলা يَعْنِيْ إِنْ وَكَّلَ اَحَدٌ رَجُلًا অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে যদি উকিল বানায় بِاَنْ يُخَاصِمَ الْمُدَّعِيْ عِنْدَ الْقَاضِيْ এ জন্য যে সে বিচারকের নিকট তার পক্ষ হতে বাদীর দাবির উত্তর দেবে يُحْمَلُ عَلٰى مُطْلَقِ الْجَوَابِ তখন এটা দ্বারা مُطْلَقًا উত্তর সাব্যস্ত হবে لِاَنَّ الْخُصُوْمَةَ কেননা خُصُوْمَتْ অর্থ هُوَ الْاِنْكَارُ فَقَطْ শুধু অস্বীকার করা مُحِقًّا كَانَ الْمُدَّعِيْ اَوْ مُبْطِلًا বাদী চাই সত্যের উপর থাকুক অথবা মিথ্যার উপর থাকুক وَهُوَ حَرَامٌ شَرْعًا অথচ শরিয়তের দ্বারা এটা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَاتَنَازَعُوْا আল্লাহর বাণী– তোমরা ঝগড়া করো না فَلَابُدَّ اَنْ يُصْرَفَ তাই তাকে ফিরানো ওয়াজিব إِلَى الْجَوَابِ مُطْلَقًا মুতলাক উত্তরের দিকে بِالرَّدِّ وَالْاِقْرَارِ অস্বীকার করে হোক বা স্বীকার করে হোক مَجَازًا مِنْ قَبِيْلِ اِطْلَاقِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ আর তা خَاصّ ব্যবহার করে عَامّ উদ্দেশ্য করার দ্বারা مَجَازْ রূপকার্থ হবে فَلَوْ اَقَرَّ الْوَكِيْلُ সুতরাং উকিল যদি স্বীকার করে নেয় عَلٰى مُوَكِّلِهِ তার مُوَكِّلْ-এর উপর কোনো কথা جَازَ عِنْدَهُ তাহলে ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে জায়েজ হবে خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) وَالشَّافِعِيْ (رحـ) ইমাম যুফার (র.) ও শাফেয়ী (র.) এটার বিপরতী মত পোষণ করে থাকেন وَاِذَا حَلَفَ আর যখন শপথ করবে যে لَايُكَلِّمُ هٰذَا الصَّبِيَّ এ শিশুর সাথে কথা বলবে না لَمْ يَتَقَيَّدْ তাহলে এটা সীমাবদ্ধ থাকবে না بِزَمَانِ صَبَاهُ তার শিশুকালের মধ্যে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ يَنْصَرِفُ এটা গ্রন্থকারের বক্তব্য يَنْصَرِفُ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে وَتَفْرِيْعٌ ثَانٍ لَهُ আর এটার দ্বিতীয় প্রশাখা মাসআলা لِاَنَّ هِجْرَانَ الصَّبِيِّ কেননা শিশুকে পরিত্যাগ করা مَهْجُوْرٌ شَرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

সরল অনুবাদ : কাজেই কোনো মকদ্দমা দায়েরের ওকালতি (বা মকদ্দমার উকিল বানানো) مُطْلَقْ (সাধারণ) উত্তরের দিকে ফিরবে। এটা উপরের বক্তব্য হতে নির্গত মাসআলা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে যদি এ জন্য উকিল বানায় যে, সে বিচারকের নিকট তার পক্ষ হতে বাদীর দাবির উত্তর দেবে তখন এটা দ্বারা مُطْلَقْ উত্তর সাব্যস্ত হবে। কেননা خُصُوْمَتْ অর্থ শুধু অস্বীকার করা, বাদী চাই সত্যের উপর থাকুক অথবা মিথ্যার উপর থাকুক। অথচ শরিয়তের দ্বারা এটা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– وَلَاتَنَازَعُوْا (তোমরা ঝগড়া করো না)। তাই তাকে مُطْلَقْ উত্তরের দিকে ফিরানো ওয়াজিব। অস্বীকার করে হোক অথবা স্বীকার করে হোক। আর তা خَاصّ ব্যবহার করে عَامّ উদ্দেশ্য করার দ্বারা مَجَازْ (রূপকার্থ) হবে। সুতরাং উকিল যদি مُوَكِّلْ-এর উপর কোনো কথা স্বীকার করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে জায়েজ হবে। ইমাম যুফার (র.) ও শাফেয়ী (র.) এটার বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। আর যখন শপথ করবে যে, **এ শিশুর সাথে কথা বলবে না, তাহলে এটা তার শিশুকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।** এটা গ্রন্থকারের বক্তব্য يَنْصَرِفُ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। আর এটার দ্বিতীয় تَفْرِيْع (প্রশাখা মাসআলা)। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে শিশুকে পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَى الْجَوَابِ مُطْلَقًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) মকদ্দমা দায়েরের ব্যাপারে উকিল নিয়োগ করলে তার বিধান কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মকদ্দমার ব্যাপারে উকিল নিয়োগ করলে তা مُطْلَقْ উত্তরের দিকে ফিরবে। অর্থাৎ চাই উকিল বিচারের মজলিসে স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক মুয়াক্কেলকে তা মেনে নিতেই হবে।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيْ (رحـ) الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) উকিল ও مُوَكِّلْ-এর স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বীকৃতি দিলে সহীহ হবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উকিল যদি مُوَكِّلْ-এর পক্ষ হতে কিছু স্বীকার করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে। তবে ইমাম যুফার (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। তাঁরা কিয়াস অনুযায়ী বলেছেন। আর কিয়াস এই যে, مُوَكِّلْ তাকে وَكِيْل নিয়োগ করেছে ঝগড়া করার জন্য, অথচ اِقْرَارْ হলো আত্মসমর্পণ করা ও সন্ধি করা। সুতরাং যার জন্য তাকে وَكِيْل বানানো [illegible] اِقْرَارْ [illegible] বিপরীত। সুতরাং তার বিপক্ষে স্বীকার করা সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَاِذَا حَلَفَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বাচ্চার সাথে কথা না বলার এবং গোশত না খাওয়ার শপথ করলে এটার হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে যে, এ শিশুর সাথে কথা বলবে না, তাহলে শৈশব অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং ঐ ছেলে বড় হওয়ার পর যদি তার সাথে কথা বলে, তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি শপথ করে যে, গোশত খাবে না, তাহলে শূকরের গোশতকে শামিল করবে না। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে তা পরিত্যক্ত।

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالِمِيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا فَيُصْرَفُ إِلَى الْمَجَازِ أَيْ لَا يُكَلِّمُ هٰذِهِ الذَّاتَ فَلَوْ كَلَّمَهُ بَعْدَ مَا كَبُرَ يَحْنَثُ أَيْضًا لَا يُقَالُ إِذَا حُمِلَ عَلَى الذَّاتِ يَلْزَمُ هِجْرَانُ الصَّبِيِّ مَادَامَ صَبِيًّا وَتَرْكُ التَّوْقِيْرِ إِذَا كَبُرَ وَمُهَاجِرَةُ الْمُؤْمِنِ فَوْقَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فَالْتِزَامُ الْمَجَازِ لِلْاِحْتِرَازِ عَنِ الْوَاحِدِ يُفْضِيْ إِلٰى ثَلٰثَةِ مَعَاصٍ لِأَنَّا نَقُوْلُ الْمُعْتَبَرُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ هُوَ الْقَصْدُ وَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُ الْتِزَامًا وَتَبْعًا لِلذَّاتِ لَا قَصْدًا فَلَا تُعْتَبَرُ وَإِنَّمَا قِيْلَ هٰذَا الصَّبِيُّ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا يُكَلِّمُ صَبِيًّا بِالتَّنْكِيْرِ يُقَيَّدُ بِزَمَانِ صَبَاهُ لِأَنَّ وَصْفَ الصَّبَا صَارَ مَقْصُوْدًا بِالْحَلْفِ حِيْنَئِذٍ وَهُوَ دَاعٍ إِلَى الْحَلْفِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ سَفِيْهًا يَجِبُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ فَيُصَارُ إِلَى الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ مَهْجُوْرًا شَرْعًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করবে না وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا বড়দের সম্মান করবে না وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالِمِيْنَا এবং আলিমদেরকে শ্রদ্ধা করবে না فَلَيْسَ مِنَّا তারা আমাদের দলভুক্ত নয় فَيُصْرَفُ إِلَى الْمَجَازِ কাজেই এটাকে مَجَازْ এর দিকে ফিরাতে হবে أَيْ لَا يُكَلِّمُ هٰذِهِ الذَّاتَ অর্থাৎ এ ব্যক্তির সাথে কথা বলব না فَلَوْ كَلَّمَهُ সুতরাং যদি কথা বলে بَعْدَ مَا كَبُرَ বড় হওয়ার পর يَحْنَثُ أَيْضًا তাহলেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে لَا يُقَالُ এটা বলা ঠিক হবে না যে, إِذَا حُمِلَ عَلَى الذَّاتِ যখন ব্যক্তির উপর সে অর্থ প্রয়োগ করা হবে يَلْزَمُ তখন আবশ্যক হবে هِجْرَانُ الصَّبِيِّ শিশুকে বর্জন করা مَادَامَ صَبِيًّا শিশু থাকা অবস্থায় وَتَرْكُ التَّوْقِيْرِ এবং সম্মান না করা إِذَا كَبُرَ বড় হওয়ার পর وَمُهَاجِرَةُ الْمُؤْمِنِ ঈমানদারকে বর্জন করা فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ তিন দিনের বেশি فَالْتِزَامُ الْمَجَازِ সুতরাং মাজাযের শরণাপন্ন হওয়া لِلْاِحْتِرَازِ আত্মরক্ষার জন্যে عَنِ الْوَاحِدِ একটি দোষ হতে يُفْضِيْ إِلٰى ثَلٰثَةِ مَعَاصٍ তিনটি অপরাধে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে لِأَنَّا نَقُوْلُ কেননা আমরা বলব যে الْمُعْتَبَرُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ هُوَ الْقَصْدُ এখানে উদ্দেশ্যের দিক বিবেচনা করা হয়েছে وَهٰذِهِ الثَّلٰثَةُ অথচ এ তিনটি বস্তু إِنَّمَا تَلْزَمُ الْتِزَامًا وَتَبْعًا لِلذَّاتِ আনুসাঙ্গিকভাবেও মূল বস্তুর অনুগামী হিসেবে আবশ্যক হয়েছে لَا قَصْدًا ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি فَلَا تُعْتَبَرُ সুতরাং বিবেচনা যোগ্য হবে না وَإِنَّمَا قِيْلَ هٰذَا الصَّبِيُّ আর এজন্য هٰذَا الصَّبِيُّ (মারেফার সাথে) বলা হয়েছে لِأَنَّهُ لَوْ অন্যথায় قَالَ لَا يُكَلِّمُ صَبِيًّا بِالتَّنْكِيْرِ যদি বলত لَا يُكَلِّمُ صَبِيًّا নাকেরাহ-এর সাথে يُقَيَّدُ بِزَمَانِ صَبَاهُ তাহলে তার শৈশব অবস্থার সাথেই হুকুম খাস থাকত لِأَنَّ وَصْفَ الصَّبَا কেননা শৈশবের বৈশিষ্ট্য صَارَ مَقْصُوْدًا উদ্দেশ্য হয়ে গেছে بِالْحَلْفِ শপথের দ্বারা حِيْنَئِذٍ এমতাবস্থায় وَهُوَ دَاعٍ إِلَى الْحَلْفِ আর এটা শপথের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী لِأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ سَفِيْهًا কেননা শিশু কখনো কখনো মুর্খ ও বেআদব হয়ে থাকে يَجِبُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ যাতে তার সাহচর্য হতে দূরে থাকা জরুরি হয়ে পড়ে فَيُصَارُ إِلَى الْأَصْلِ সুতরাং আসলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হবে وَإِنْ كَانَ مَهْجُوْرًا شَرْعًا যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে তা পরিত্যাজ্য ও দূষণীয় হবে।

সরল অনুবাদ : রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করবে না, বড়দের সম্মান করবে না এবং আলিমদেরকে শ্রদ্ধা করবে না, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। কাজেই এটাকে مَجَازْ-এর দিকে ফিরাতে হবে অর্থাৎ এ ব্যক্তির সাথে কথা বলব না। সুতরাং বড় হওয়ার পর যদি কথা বলে, তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটা বলা ঠিক হবে না যে, যখন ব্যক্তির উপর সে অর্থ প্রয়োগ করা হবে তখন শিশুকে থাকা অবস্থায় বর্জন করা এবং বড় হওয়ার পর তাকে সম্মান না করাও ঈমানদারকে তিন দিনের অধিক বর্জন করা আবশ্যক হবে। কাজেই একটি দোষ হতে আত্মরক্ষার জন্য مَجَازْ-এর শরণাপন্ন হওয়া তিনটি অপরাধে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে। কেননা আমরা বলব যে, এখানে উদ্দেশ্যের দিক বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ এ তিনটি বস্তু আনুষঙ্গিকভাবে ও মূল বস্তুর تَابِعْ (অনুগামী) হিসেবে আবশ্যক হয়েছে

ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি। সুতরাং বিবেচনাযোগ্য হবে না। আর এ জন্য هٰذَا الصَّبِىَّ (মারেফার সাথে) বলা হয়েছে যে, অন্যথা যদি نَكِرَه-এর সাথে لَا يُكَلِّمُ صَبِيًّا বলত, তাহলে তার শৈশব অবস্থার সাথেই হুকুম খাস থাকত। কেননা এমতাবস্থায় শপথের দ্বারা শৈশবের وَصْف উদ্দেশ্য হয়ে গেছে। আর এটা শপথের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী। কেননা শিশু কখনো কখনো মূর্খ ও বেয়াদব হয়ে থাকে। যাতে তার সাহচর্য হতে দূরে থাকা জরুরি হয়ে পড়ে। সুতরাং আস্লের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হবে। যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে তা পরিত্যাজ্য ও দূষণীয় হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ছোটদের স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মেশকাত শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ إِلَى ثَلْثَةِ مَعَاصٍ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) তিনটি অপরাধের উল্লেখ করেতে গিয়ে বলেন যে, এখানে একটি অপরাধ তথা শিশুর সাথে বয়কট করা হতে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তিনটি অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া হয়। তবে হাশিয়াকার (র.) বলেন, আশ্চর্যের কথা যে, ব্যাখ্যাকার (র.) কিভাবে এখানে তিন বললেন, অথচ صَبِىٌّ শব্দটি ذَاتْ (ব্যক্তি) উদ্দেশ্য করা হলে চারটি অপরাধে জাড়ানো হয়– (১) শৈশব অবস্থায় স্নেহ না করা (২) বড় হওয়ার পর সম্মান না করা (৩) ঈমানদারের সাথে সর্বদার জন্য সম্পর্ক ত্যাগ করা (৪) ঈমানদারের সাথে তিন-দিনের অধিক কথা বয়কট করা।

قَوْلُهُ فَلَا تُعْتَبَرُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি শপথের উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে এই বলে–لَا أُكَلِّمُ هٰذِهِ الذَّاتَ (এ ব্যক্তির সাথে কথা বলব না।) তাহলে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদিও এটার দ্বারা বয়কট বা সম্পর্কচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। –ইবনে মালেক।

قَوْلُهُ صَارَ مَقْصُوْدًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لَا أُكَلِّمُ هٰذَا الصَّبِىَّ ও لَا أُكَلِّمُ صَبِيًّا-এর হুকুমের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে বলে لَا أُكَلِّمُ صَبِيًّا – نَكِرَه ব্যবহারের সাথে শপথ করে, তাহলে শৈশবের وَصْف শপথের উদ্দেশ্যে পরিণত হবে। আর তখন وَصْف-কে অনর্থক সাব্যস্ত করে যে ব্যক্তি বা সত্তা উদ্দেশ্য করা জায়েজ হবে না مَجَازْ হিসেবে। এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন তুমি বলবে لَا أُكَلِّمُ هٰذَا الصَّبِىَّ (مَعْرِفَه ব্যবহারের সাথে) । কেননা সে ক্ষেত্রে শৈশবের وَصْف হলো আনুষঙ্গিক। কারণ ইসমে ইশারার মধ্যে وَصْف অনর্থক। সুতরাং তখন ذَاتْ (সত্তা) উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ فَيُصَارُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) অবৈধ কাজের শপথ করলেও শপথ সঠিক হিসেবে গণ্য হবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এটা صَارَ مَقْصُوْدًا-এর উপর ভিত্তি করে تَفْرِيْع বা শাখা মাসআলাটা أَصْل অর্থাৎ حَقِيْقَتْ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে حَقِيْقِى অর্থ পরিত্যক্ত হয়েছে। আর এটার উদাহরণ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি বলবে– وَاللّٰهِ لَاَسْرِقَنَّ اللَّيْلَةَ (আল্লাহর শপথ! আমি রাত্রিটিতে চুরি করব।) তাহলে শপথ ধর্তব্য (সংঘটিত) হবে, যদিও শরয়িতের দৃষ্টিতে চুরি করা হারাম। কেননা শপথের দ্বারা চুরিই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং বাক্যটি অর্থহীন (অকার্যকর) হবে না।

وَاِذَا كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَالْمَجَازُ مُتَعَارَفًا فَهِيَ اَوْلٰى عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لَهُمَا يَعْنِيْ مَاذَكَرْنَا سَابِقًا كَانَ فِي الْحَقِيْقَةِ الْمَهْجُوْرَةِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ مَهْجُوْرَةً بَلْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي الْعَادَةِ وَلٰكِنْ كَانَ الْمَجَازُ مُتَعَارِفًا غَالِبَ الْاِسْتِعْمَالِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ اَوْ غَالِبًا فِي الْفَهْمِ مِنَ اللَّفْظِ فَحِيْنَئِذٍ اَلْحَقِيْقَةُ اَوْلٰى عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا الْمَجَازُ فَقَطْ اَوْلٰى فِيْ رِوَايَةٍ وَعُمُوْمُ الْمَجَازِ فِيْ رِوَايَةٍ كَمَا اِذَا حَلَفَ لَايَاْكُلُ مِنْ هٰذِهِ الْحِنْطَةِ اَوْ لَا يَشْرَبُ مِنْ هٰذَا الْفُرَاتِ فَاِنَّ حَقِيْقَةَ الْاَوَّلِ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَيْنِ الْحِنْطَةِ وَهُوَ مُسْتَعْمَلَةٌ لِاَنَّهَا تَغْلٰى وَتُقْلٰى وَتُوكَلُ قَضْمًا وَلٰكِنَّ الْمَجَازَ وَهُوَ الْخُبْزُ غَالِبُ الْاِسْتِعْمَالِ فِي الْعَادَةِ فَعِنْدَهٗ اِنَّمَا يَحْنَثُ اِذَا اَكَلَ مِنْ عَيْنِ الْحِنْطَةِ وَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ اِذَا اَكَلَ الْخُبْزَ اَوْمِنْهُمَا بِاَنْ يُّرَادَ بَاطِنُهَا وَعَلٰى هٰذَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَحْنَثَ بِالسَّوِيْقِ اَيْضًا وَلٰكِنْ لَمَّا كَانَ جِنْسًا اٰخَرَ فِي الْعُرْفِ لَمْ يُعْتَبَرْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِذَا كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُسْتَعْمَلَةً আর যখন হাকীকত ব্যবহৃত হবে وَالْمَجَازُ مُتَعَارَفًا এবং মাজায অপেক্ষাকৃত প্রশিদ্ধ হবে فَهِيَ اَوْلٰى তখন حَقِيْقَتْ -এর ব্যবহার উত্তম হবে (مَجَازْ হতে) عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে خِلَافًا لَهُمَا সাহেবাইন এটার বিপরীত মত পোষণ করেন يَعْنِيْ مَاذَكَرْنَا سَابِقًا অর্থাৎ আমরা ইতঃপূর্বে যা আলোচনা করেছি كَانَ فِي الْحَقِيْقَةِ الْمَهْجُوْرَةِ পরিত্যক্ত হাকীকত সম্পর্কে وَاِنْ لَمْ تَكُنْ مَهْجُوْرَةً তবে হাকীকত পরিত্যক্ত না হয়ে بَلْ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي الْعَادَةِ বরং সর্বসাধারণের নিকট ব্যবহৃত হয় وَلٰكِنْ كَانَ الْمَجَازُ مُتَعَارِفًا কিন্তু مَجَازْ অধিকতর প্রশিদ্ধ হয় غَالِبَ الْاِسْتِعْمَالِ অধিকতর ব্যবহৃত হয় مِنَ الْحَقِيْقَةِ হাকীকত হতে اَوْ غَالِبًا فِي الْفَهْمِ مِنَ اللَّفْظِ অথবা এটার (مَجَازْ) শব্দ অধিক বোধগম্য হয় فَحِيْنَئِذٍ তখন اَلْحَقِيْقَةُ اَوْلٰى হাকীকতের ব্যবহার উত্তম হবে عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে وَعِنْدَهُمَا الْمَجَازُ فَقَطْ اَوْلٰى আর সাহেবাইনের মতে এমতাবস্থায় কেবল مَجَازِىْ অর্থে ব্যবহার উত্তম হবে فِيْ رِوَايَةٍ এক বর্ণনা অনুযায়ী وَعُمُوْمُ الْمَجَازِ আর এমতাবস্থায় عُمُوْم مَجَازْ এর ব্যবহার উত্তম হবে فِيْ رِوَايَةٍ তাদের হতে আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী كَمَا যেমন اِذَا حَلَفَ কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে যে لَايَاْكُلُ সে ভক্ষণ করবে না مِنْ هٰذِهِ الْحِنْطَةِ এ গম হতে اَوْ لَا يَشْرَبُ অথবা পান করবে না مِنْ هٰذَا الْفُرَاتِ এ ফোরাত (নদী) হতে فَاِنَّ حَقِيْقَةَ الْاَوَّلِ প্রথম অবস্থায় حَقِيْقِىْ অর্থ হলো اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَيْنِ الْحِنْطَةِ হুবহু গম খাওয়া وَهُوَ مُسْتَعْمَلَةٌ আর এটা সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত لِاَنَّهَا تَغْلٰى কেননা তা সিদ্ধ করা যায় وَتُقْلٰى ভুনা করা যায় وَتُوْكَلُ قَضْمًا এবং চিবিয়ে খাওয়া যায় وَلٰكِنَّ الْمَجَازَ তবে এটার মাজাযী অর্থ وَهُوَ الْخُبْزُ আর তা হলো রুটি غَالِبُ الْاِسْتِعْمَالِ فِي الْعَادَةِ এটার ব্যবহার সর্বসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক فَعِنْدَهٗ এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে يَحْنَثُ শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে اِذَا اَكَلَ مِنْ عَيْنِ الْحِنْطَةِ হুবহু গম ভক্ষণ করলেই وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে يَحْنَثُ শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে اِذَا اَكَلَ الْخُبْزَ রুটি ভক্ষণ করলে اَوْمِنْهُمَا অথবা গম ও রুটি উভয়টি ভক্ষণ করলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে بِاَنْ يُّرَادَ بَاطِنُهَا এভাবে যে حِنْطَة -এর দ্বারা এটার ভিতরের অংশ উদ্দেশ্য করা হবে وَعَلٰى هٰذَا يَنْبَغِيْ এটা অনুযায়ী বাঞ্ছনীয় اَنْ يَحْنَثَ শপথ ভঙ্গ হয়ে যাওয়া بِالسَّوِيْقِ اَيْضًا ছাতু ভক্ষণের কারণেও وَلٰكِنْ لَمَّا كَانَ جِنْسًا اٰخَرَ فِي الْعُرْفِ কিন্তু যেহেতু প্রচলিত অর্থে এটাকে ভিন্ন জাতীয় হিসেবে গণ্য করা হয় لَمْ يُعْتَبَرْ তাই তা ধর্তব্য নয়।

সরল অনুবাদ : আর যখন حَقِيْقَتْ ব্যবহৃত হবে ও مَجَازْ অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ হবে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে مَجَازْ হতে حَقِيْقَتْ-এর ব্যবহার উত্তম হবে। সাহেবাইন (র.) এটার বিপরীত মত পোষণ করেন। অর্থাৎ আমরা ইতঃপূর্বে حَقِيْقَت مَهْجُوْرَه (পরিত্যক্ত হাকীকত) সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তবে হাকীকত পরিত্যক্ত না হয়ে

যদি সর্বসাধারণের নিকট ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এটা অপেক্ষা مَجَازْ অধিকতর প্রসিদ্ধ ও অধিকতর ব্যবহৃত হয় অথবা এটার (مَجَازْ) শব্দ অধিক বোধগম্য হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এমতাবস্থায় হাকীকতের ব্যবহার উত্তম হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী এমতাবস্থায় কেবল مَجَازِىْ অর্থে ব্যবহার উত্তম হবে এবং তাদের হতে আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী এমতাবস্থায় عُمُوْم مَجَازْ-এর ব্যবহার উত্তম হবে। **যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে যে, এ গম হতে ভক্ষণ করবে না, অথবা এ ফোরাত (নদী) হতে পানি পান করবে না।** প্রথম অবস্থায় حَقِيْقِىْ অর্থ হলো হুবহু গম খাওয়া, আর এটা সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত। কেননা তা সিদ্ধ করা যায়, ভুনা করা যায় এবং চিবিয়ে খাওয়া যায়। তবে এটার مَجَازِىْ অর্থ আর তা হলো রুটি, এটার ব্যবহার সর্বসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক। এ জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হুবহু গম ভক্ষণ করলেই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে রুটি ভক্ষণ করলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটা مَجَازْ হবে। অথবা গম ও রুটি উভয়টি ভক্ষণ করলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এভাবে যে, حِنْطَه-এর দ্বারা এটার ভিতরের অংশ উদ্দেশ্য করা হবে। (এমতাবস্থায় এটা عُمُوْم مَجَازْ হবে।) এটা অনুযায়ী ছাতু ভক্ষণের কারণেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু প্রচলিত অর্থে এটাকে ভিন্ন জাতীয় হিসেবে গণ্য করা হয় তাই তা ধর্তব্য নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُتَعَارَفًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُتَعَارَفْ-এর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র.) مُتَعَارَفْ-এর ব্যাখ্যা করেননি, তাই এটার ব্যাখ্যার ব্যাপারে মনীষীগণ মতভেদ করেছেন। সুতরাং বলখের মনীষীগণ বলেছেন, مُتَعَارَفْ-এর অর্থ হলো সর্বসাধারণের ব্যবহার । ইরাকের মনীষীগণ বলেছেন مُتَعَارَفْ-এর অর্থ হলো যা পরস্পরের মধ্যে তাড়াতাড়ি বোধগম্য হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.) غَالِبْ الخ-এর দ্বারা এটার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ لِاَنَّهَا تَغْلَى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কতিপয় জটিল শব্দের অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حِنْطَه (গম) ভক্ষণের حَقِيْقِىْ অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেননা তা সিদ্ধ করে ভেজে চিবিয়ে খাওয়া হয়। صَرَاحْ নামক অভিধানে রয়েছে যে, تَغْلَى তা اِغْلَاءْ হতে নির্গত। اِغْلَاءْ অর্থ জোশ দেওয়া, সিদ্ধ করা। আর اَلْقَلْىُ অর্থ গোশ্ত ভাজা করা এবং قَضْم অর্থ – চিবিয়ে খাওয়া। اَلْخُبْزُ শব্দের خ অক্ষরটি পেশ বিশিষ্ট। অর্থাৎ রুটি।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, عُمُوْم مَجَازْ-এর উপর ভিত্তি করে ছাতু খাওয়ার কারণেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। এটা ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফের (র.) মাযহাব অনুসারে। কেননা سَوِيْق (ছাতু) গমের ভিতরের অংশ। আর এটা পাল্টা প্রশ্ন বিশেষ।

وَحَقِيْقَةُ الثَّانِى اَنْ يَشْرَبَ مِنَ الْفُرَاتِ بِطَرِيْقِ الْكَرْعِ وَهِىَ مُسْتَعْمَلَةٌ كَمَا هُوَ عَادَةُ اَهْلِ الْبَوَادِىْ وَلٰكِنَّ الْمَجَازَ غَالِبُ الْاِسْتِعْمَالِ وَهُوَ اَنْ يَشْرَبَ مِنْ غُرَفٍ اَوْ اِنَاءٍ يُتَّخَذُ فِيْهِ الْمَاءُ مِنْهَا فَعِنْدَهُ يَحْنَثُ بِالْكَرْعِ فَقَطْ وَعِنْدَهُمَا بِالْاِنَاءِ وَالْغُرَفِ اَوْ بِهِمَا وَبِالْكَرْعِ جَمِيْعًا وَلَوْشَرِبَ مِنْ نَهْرٍ مُنْشَعِبٍ مِنَ الْفُرَاتِ لَايَحْنَثُ لِاَنَّهُ اِنْقَطَعَ اِسْمَ الْفُرَاتِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا قِيْلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ فَاِنَّهُ يَحْنَثُ بِالْاِتِّفَاقِ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا لَمْ يَنْوِ فَاِنْ نَوٰى شَيْئًا فَعَلٰى حَسْبِ مَانَوٰى وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَصْلٍ اٰخَرَ وَهُوَ اَنَّ الْخَلِيْفَةَ فِى التَّكَلُّمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا فِى الْحُكْمِ يَعْنِىْ اَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُوْرَ بَيْنَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَصَاحِبَيْهِ مَبْنِىٌّ عَلٰى اَصْلٍ اٰخَرَ مُخْتَلِفٍ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَهُوَ اَنَّ الْمَجَازَ خَلْفٌ لِلْحَقِيْقَةِ عِنْدَهُ فِى التَّكَلُّمِ وَعِنْدَهُمَا فِى الْحُكْمِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَحَقِيْقَةُ الثَّانِى আর দ্বিতীয় উদাহরণে حَقِيْقَتْ অর্থ হলো اَنْ يَشْرَبَ مِنَ الْفُرَاتِ ফোরাত নদীতে পানি পান করা بِطَرِيْقِ الْكَرْعِ মুখ লাগিয়ে وَهِىَ مُسْتَعْمَلَةٌ আর এটার প্রচলনও রয়েছে كَمَا هُوَ عَادَةُ اَهْلِ الْبَوَادِىْ যেমন গ্রাম্যলোক (যাযাবর)-এর অভ্যাস وَلٰكِنَّ الْمَجَازَ কিন্তু (এ ক্ষেত্রে) مَجَازِىْ অর্থটি غَالِبُ الْاِسْتِعْمَالِ অধিক ব্যবহৃত وَهُوَ اَنْ يَشْرَبَ আর তা (مَجَازِىْ হলো) পানি পান করা مِنْ غُرَفٍ হাতের অঙ্গুলি ভরে اَوْ اِنَاءٍ অথবা কোনো পাত্রে ভরে يُتَّخَذُ فِيْهِ الْمَاءُ مِنْهَا ফোরাত হতে যার মধ্যে পানি ভরা যায় فَعِنْدَهُ সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে يَحْنَثُ بِالْكَرْعِ فَقَطْ কেবল মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে وَعِنْدَهُمَا بِالْاِنَاءِ وَالْغُرَفِ আর সাহেবাইনের মতে পাত্র এবং হাতের কোষ দ্বারা পানি পান করলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে اَوْ بِهِ اَوْبِالْكَرْعِ جَمِيْعًا অথবা এতদুভয়ে ও মুখ লাগিয়ে যে কোনো অবস্থায় পানি পান করলে (শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে) وَلَوْ شَرِبَ আর যদি কেউ পানি পান করে مِنْ نَهْرٍ مُنْشَعِبٍ مِنَ الْفُرَاتِ ফোরাত হতে নির্গত কোনো نَهْر -এর ছোট নদীর পানি পান করে لَا يَحْنَثُ তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না لِاَنَّهُ اِنْقَطَعَ اِسْمَ الْفُرَاتِ عَنْهُ কেননা এটা হতে ফোরাতের নাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে بِخِلَافِ مَا اِذَا قِيْلَ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন বলবে ফোরাতের পানি পান করবে না" فَاِنَّهُ يَحْنَثُ কেননা উক্ত অবস্থায় শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মত মতে وَهٰذَا كُلُّهُ আর এ সকল তখনই প্রযোজ্য হবে اِذَا لَمْ يَنْوِ যখন কোনো নিয়ত না থাকে فَاِنْ نَوٰى شَيْئًا তবে যদি কোনো নিয়ত থাকে فَعَلٰى حَسْبِ مَا نَوٰى তাহলে নিয়ত অনুযায়ী হুকুম হবে وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَصْلٍ اٰخَرَ আর এটা অন্য একটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে وَهُوَ আর সে মূলনীতি হলো اَنَّ الْخَلِيْفَةَ فِى التَّكَلُّمِ কথাবার্তার ব্যাপারে مَجَازْ টি حَقِيْقَتْ এর প্রতিনিধি হয় عِنْدَهُ ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে وَعِنْدَهُمَا فِى الْحُكْمِ এবং সাহেবাইনের মতে حُكْم -এর ব্যাপারে مَجَازْ হাকীকতের প্রতিনিধি হয়ে থাকে يَعْنِىْ অর্থাৎ اَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُوْرَ উপরোক্ত মতভেদ হয়েছে بَيْنَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَصَاحِبَيْهِ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে مَبْنِىٌّ عَلٰى اَصْلٍ اٰخَرَ অপর একটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে مُخْتَلِفٍ فِيْمَا بَيْنَهُمْ যেই মূলনীতির মধ্যে তাদের মতানৈক্য রয়েছে وَهُوَ আর তা হলো اَنَّ الْمَجَازَ خَلْفٌ لِلْحَقِيْقَةِ মাজায টি حَقِيْقَتْ -এর প্রতিনিধি عِنْدَهُ ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে فِى التَّكَلُّمِ কথার মধ্যে وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে فِى الْحُكْمِ হুকুম-এর মধ্যে مَجَازْ টা حَقِيْقَتْ -এর প্রতিনিধি।

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় উদাহরণে حَقِيْقَتْ অর্থ হলো, ফোরাত নদীতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা। আর এটার প্রচলনও রয়েছে। যেমন– গ্রাম্যলোক (যাযাবর)-এর অভ্যাস। কিন্তু (এ ক্ষেত্রে) مَجَازِىْ অর্থটি অধিক ব্যবহৃত। আর তা (مَجَازِىْ) হলো, হাতের অঙ্গুলি অথবা কোনো পাত্রে ফোরাত হতে পানি ভরে পান করা। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কেবল মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের (র.) মতে পাত্র এবং হাতের কোষ অথবা এতদুভয় ও মুখ লাগিয়ে যে কোনো অবস্থায় পানি পান করলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ফোরাত হতে নির্গত (উৎপন্ন) কোনো نَهْر-এর (ছোট নদীর) পানি পান করে, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা এটা হতে ফোরাতের নাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন বলবে– لَايَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ (ফোরাতের পানি পান করবে না)। কেননা উক্ত অবস্থায় সর্বসম্মতভাবে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এ সকল হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোনো নিয়ত না থাকে। তবে যদি কোনো নিয়ত থাকে, তাহলে নিয়ত অনুযায়ী হুকুম হবে। **আর এটা অন্য একটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। আর সে মূলনীতিটি হলো, ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে কথাবার্তার ব্যাপারে مَجَازْ টি حَقِيْقَتْ-এর প্রতিনিধি হয় এবং সাহেবাইন (র.)-এর মতে حُكْم-এর ব্যাপারে مَجَازْ হাকীকতের প্রতিনিধি হয়ে থাকে।** অর্থাৎ অপর একটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মধ্যে উপরোক্ত মতভেদ হয়েছে। যেই মূলনীতির মধ্যে তাদের মাতানৈক্য রয়েছে। আর তা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর تَكَلُّم (কথা)-এর মধ্যে مَجَازْ টা حَقِيْقَتْ-এর প্রতিনিধি। আর সাহেবাইনের (রা.) মতে حُكْم-এর মধ্যে مَجَازْ টা حَقِيْقَتْ-এর প্রতিনিধি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ غَالِبُ الْاِسْتِعْمَالِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) غَالِبُ الْاِسْتِعْمَالِ-এর উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, শুধু ব্যবহারই অধিক নয়; বরং এটা অধিকতর সহজবোধ্যও বটে। কেননা যখন বলা হয়– بَنُو فُلَانٍ يَشْرَبُوْنَ مِنْ هٰذَا الْفُرَاتِ (অমুক গোত্রের লোকেরা এ ফোরাতের পানি পান করে।) এটার দ্বারা বোধগম্য হয় যে, তারা এমন পানি পান করে যা ফোরাতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আর اَلْغُرَفُ-এর غ অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট, অর্থাৎ এক অঞ্জলি পানি।

قَوْلُهُ بِالْاِنَاءِ وَالْغُرَفِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَجَازْ ও عُمُوْمِ مَجَازْ-এর উদাহরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, পাত্র এবং অঙ্গুলির দ্বারা পান করা। এটা مَجَازْ অনুযায়ী। অথবা এতদুভয়ের দ্বারাও মুখ লাগিয়ে যে কোনোভাবে পানি পান করা। এটা عُمُوْمِ مَجَازْ হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

وَهٰذَا يَقْتَضِيْ بَسْطًا وَهُوَ اَنَّ الْمَجَازَ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ بِالْاِتِّفَاقِ وَلَابُدَّ فِي الْخَلْفِ اَنْ يَتَصَوَّرَ وُجُوْدُ الْاَصْلِ وَلَمْ يُوْجَدْ لِعَارِضٍ وَهٰذَا بِالْاِتِّفَاقِ اَيْضًا لٰكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ جِهَةِ الْخَلِيْفَةِ فَعِنْدَهُ الْمَجَازُ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِي التَّكَلُّمِ اَيْ قَوْلُهُ " هٰذَا اِبْنِيْ" مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَّةُ خَلْفٌ عَنْ " هٰذَا اِبْنِيْ " مُرَادًا بِهِ الْبُنُوَّةَ فَتَشْتَرِطُ صِحَّةُ التَّكَلُّمِ بِالْحَقِيْقَةِ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ حَتّٰى يُجْعَلَ مَجَازًا عَنْهُ وَقِيْلَ فِيْ تَقْرِيْرِهٖ اِنَّ هٰذَا اِبْنِيْ مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَّةُ خَلْفٌ عَنْ قَوْلِهٖ هٰذَا حُرٌّ وَالْاَوَّلُ اَوْلٰى لِاَنَّهُ يَبْقَى الْاَصْلَ وَالْخَلْفَ عَلٰى حَالِهِمَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الثَّانِيْ فَاِنَّهُ يَتَبَدَّلُ الْاَصْلُ بِاَصْلٍ اٰخَرَ وَبِالْجُمْلَةِ فَعِنْدَهُ لَابُدَّ لِصِحَّةِ الْمَجَازِ مِنْ اِسْتِقَامَةِ الْاَصْلِ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَقِمِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ فَيُصَارُ اِلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا يَقْتَضِيْ بَسْطًا আর এখানে আরো বিশদ বিবরণের প্রয়োজন وَهُوَ اَنَّ الْمَجَازَ আর তা হলো মাজায خَلْفٌ عَلَى الْحَقِيْقَةِ হাকীকত-এর প্রতিনিধি بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মত ভাবে وَلَابُدَّ فِي الْخَلْفِ আর প্রতিনিধিত্বের জন্য আবশ্যক হলো اَنْ يَتَصَوَّرَ وُجُوْدُ الْاَصْلِ মূল বস্তু এর অস্তিত্ব কল্পনীয় হওয়া وَلَمْ يُوْجَدْ لِعَارِضٍ কিন্তু কোনো আনুষাঙ্গিক (বহিরাগত) কারণে তা পাওয়া না যাওয়া وَهٰذَا بِالْاِتِّفَاقِ اَيْضًا আর এটাও সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত لٰكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে فِيْ جِهَةِ الْخَلِيْفَةِ কোন দিক দিয়ে প্রতিনিধিত্ব সাব্যস্ত হবে فَعِنْدَهُ সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (র.) -এর মতে الْمَجَازُ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ মাজায টা حَقِيْقَتْ -এর প্রতিনিধি فِي التَّكَلُّمِ কথা এর মধ্যে اَيْ قَوْلُهُ অর্থাৎ তার উক্তি هٰذَا اِبْنِيْ এটা আমার ছেলে مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَّةُ এর দ্বারা আজাদী উদ্দেশ্য করা خَلْفٌ প্রতিনিধি عَنْ هٰذَا اِبْنِيْ এটা আমার ছেলে হতে مُرَادًا بِهِ الْبُنُوَّةَ -এর দ্বারা ছেলে হওয়ার উদ্দেশ্য করার فَتَشْتَرِطُ সুতরাং শর্ত صِحَّةُ التَّكَلُّمِ কথা বলা সহীহ হওয়া بِالْحَقِيْقَةِ হাকীকত-এর সাথে مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ আরবি বাকরীতি অনুযায়ী حَتّٰى يُجْعَلَ مَجَازًا عَنْهُ যাতে তা হতে مَجَازْ বানানো সহীহ হয় وَقِيْلَ فِيْ تَقْرِيْرِهٖ আর কেউ কেউ তার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন যে اِنَّ هٰذَا اِبْنِيْ নিশ্চয় এটা আমার ছেলে مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَّةُ এর দ্বারা আজাদী উদ্দেশ্য করা خَلْفٌ প্রতিনিধি عَنْ قَوْلِهٖ هٰذَا حُرٌّ তার উক্তি هٰذَا حُرٌّ -এর وَالْاَوَّلُ اَوْلٰى আর প্রথমটি উত্তম لِاَنَّهُ يَبْقَى الْاَصْلَ وَالْخَلْفَ কেননা তা অবশিষ্ট রাখে মূল এবং প্রতিনিধিকে عَلٰى حَالِهِمَا তাদের স্ব-স্ব অবস্থার উপর بِخِلَافِ الثَّانِيْ এটা দ্বিতীয়টির বিপরীত فَاِنَّهُ يَتَبَدَّلُ الْاَصْلُ بِاَصْلٍ اٰخَرَ কেননা এতে اَصْل অপর একটি اَصْل -এর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায় وَبِالْجُمْلَةِ মোটকথা فَعِنْدَهُ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে لَابُدَّ لِصِحَّةِ الْمَجَازِ মাজায শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি مِنْ اِسْتِقَامَةِ الْاَصْلِ হাকীকত সহীহ হওয়া مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ আরবি বাকরীতি অনুযায়ী وَاِنْ لَمْ يَسْتَقِمِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ যদি حَقِيْقَتْ অর্থ সহীহ না হয় فَيُصَارُ اِلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ তাহলে مَجَازِيْ অর্থের দিকে ফিরানো হয়।

সরল অনুবাদ : আর এখানে আরো বিশদ বিবরণের প্রয়োজন। আর তা হলো مَجَازْ সর্বসম্মতভাবে حَقِيْقَتْ-এর প্রতিনিধি। আর প্রতিনিধিত্বের জন্য আবশ্যক হলো اَصْل (মূলবস্তু)-এর অস্তিত্ব কল্পনীয় হওয়া। কিন্তু কোনো আনুষঙ্গিক (বহিরাগত) কারণে তা পাওয়া না যাওয়া। আর এটাও সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। তবে কোন দিক দিয়ে (কোন দিকের বিবেচনায়) প্রতিনিধিত্ব সাব্যস্ত হবে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে تَكَلُّم (কথা)-এর মধ্যে مَجَازْ টা حَقِيْقَتْ-এর প্রতিনিধি। অর্থাৎ কারো কথা- هٰذَا اِبْنِيْ (এটা আমার ছেলে)-এর দ্বারা আজাদী উদ্দেশ্য করা। এবং هٰذَا اِبْنِيْ বলে ছেলে হওয়া উদ্দেশ্য করার প্রতিনিধি। সুতরাং আরবি বাকরীতি অনুযায়ী حَقِيْقَتْ-এর সাথে কথা বলা সহীহ হওয়া শর্ত, যাতে তা হতে مَجَازْ বানানো সহীহ হয়। আর কেউ কেউ তার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন যে, هٰذَا اِبْنِيْ -এর দ্বারা আজাদী উদ্দেশ্য করা এটা তার বক্তব্য هٰذَا حُرٌّ-এর প্রতিনিধি। আর প্রথমটি উত্তম। কেননা তা اَصْل ও خَلِيْفَه-কে এগুলোর স্ব-স্ব অবস্থার উপর অবশিষ্ট রাখে। এটা দ্বিতীয়টির বিপরীত। কেননা এতে اَصْل অপর একটি اَصْل-এর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে مَجَازْ সহীহ হওয়ার জন্য আরবি বাকরীতি অনুযায়ী اَصْل বা حَقِيْقَتْ সহীহ হওয়া জরুরি। যদি حقيقت অর্থ সহীহ না হয়, তাহলে مَجَازِيْ অর্থের দিকে ফিরানো হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ يَبْقَى الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَجَازْ ও حَقِيْقَتْ-এর পার্থক্যের ব্যাপারে ইমামগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায় এবং তাতে প্রসিদ্ধ দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। আর তা নিম্নে তুলে ধরা হলো—

১. সাহেবাইন (র.) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মূলত هٰذَا اِبْنِيْ দ্বারা যখন পুত্র উদ্দেশ্য হবে তখন حَقِيْقَتْ হিসেবে গণ্য হবে। আর আজাদী উদ্দেশ্য হলে مَجَازْ হিসেবে গণ্য হবে।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, اَصْل এবং خَلْف উভয়টা তার স্ব-স্ব অবস্থায় ঠিক থাকবে, পরিতবর্তিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কেবল কোনো এক দিকের বিবেচনায় প্রতিনিধিত্ব হবে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আরো বলেন যে, اَصْل ও حَقِيْقَتْ হলো- هٰذَا حُرٌّ -সুতরাং এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব ও সাহেবাইনের মধ্যে স্বয়ং اَصْل এবং حَقِيْقَتْ নিয়েই মতানৈক্য দেখা দেবে। যদিও [illegible]ম সাহেব ও সাহেবাইনের মধ্যে কেবল প্রতিনিধিত্বের দিক বিবেচনায় মতপার্থক্য রয়েছে। কাজেই প্রথমোক্ত মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত।

وَعِنْدَهُمَا الْمَجَازُ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِى الْحُكْمِ اَىْ حُكْمُ هٰذَا اِبْنِىْ مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَّةُ خَلَفٌ عَنْ حُكْمِهٖ مُرَادًا بِهِ الْبُنُوَّةُ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَسْتَقِيْمَ الْحُكْمُ الْحَقِيْقِىُّ وَلَمْ يُعْمَلْ بِعَارِضٍ حَتّٰى يُصَارَ اِلَى الْمَجَازِ فَاِذَا كَانَتِ الْخَلِيْفَةُ عِنْدَهٗ فِى التَّكَلُّمِ فَالتَّكَلُّمُ بِالْحَقِيْقَةِ اَوْلٰى لِاَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوْعٌ لِاَجْلِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىِّ وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِى الْعَادَةِ غَيْرُ مَهْجُوْرٍ فِيْهَا فَاَيَّةُ ضَرُوْرَةٍ دَاعِيَةٌ اِلٰى صَيْرُوْرَتِهٖ مَجَازًا وَعِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَ خَلَفًا عَنْهُ فِى الْحُكْمِ وَلِحُكْمِ الْمَجَازِ رُجْحَانٌ عَلٰى حُكْمِ الْحَقِيْقَةِ اِمَّا بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ غَالِبَ الْاِسْتِعْمَالِ اَوْ بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ عَامًّا شَامِلًا لِلْحَقِيْقَةِ اَيْضًا فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ الْعَمَلُ بِالْمَجَازِ اَوْلٰى لِلضَّرُوْرَةِ الدَّاعِيَةِ اِلَيْهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে الْمَجَازُ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে مَجَازْ হাকীকতের খলিফা اَىْ حُكْمُ هٰذَا اِبْنِىْ مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَّةُ خَلَفٌ عَنْ অর্থাৎ هٰذَا اِبْنِىْ বলে এর দ্বারা আজাদী উদ্দেশ্য করার হুকুম حُكْمِهٖ তার হুকুমের প্রতিনিধি مُرَادًا بِهِ الْبُنُوَّةُ উক্ত বাক্যের দ্বারা পুত্র উদ্দেশ্য করার فَيَنْبَغِىْ কাজেই বাঞ্ছনীয় اَنْ يَسْتَقِيْمَ الْحُكْمُ الْحَقِيْقِىُّ হাকীকী হুকুমই উদ্দেশ্য হওয়া وَلَمْ يُعْمَلْ بِعَارِضٍ তবে কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে তদানুযায়ী আমল করা হয়নি حَتّٰى يُصَارَ اِلَى الْمَجَازِ তাই مَجَازْ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে فَاِذَا كَانَتِ الْخَلِيْفَةُ সুতরাং যখন مَجَازْ টা حَقِيْقَتْ -এর খলিফা عِنْدَهٗ ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে فِى التَّكَلُّمِ তাকাল্লুম বা কথা বলা-এর ব্যাপারে فَالتَّكَلُّمُ بِالْحَقِيْقَةِ اَوْلٰى তখন حَقِيْقَتْ -এর সাথে কথা বলা উত্তম لِاَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوْعٌ কেননা শব্দকে প্রণয়ন করা হয়েছে لِاَجْلِ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىِّ হাকীকী অর্থের জন্যই وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِى الْعَادَةِ আর সে অর্থ সর্ব সাধারণ ব্যবহার করেছে غَيْرُ مَهْجُوْرٍ فِيْهَا তথা সর্বসাধারণ হতে তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়নি فَاَيَّةُ ضَرُوْرَةٍ সুতরাং এমনকি প্রয়োজন দেখা দিল دَاعِيَةٌ اِلٰى صَيْرُوْرَتِهٖ مَجَازًا যার কারণে তাকে مَجَازْ -এর দিকে ফিরাতে হবে? وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে لَمَّا كَانَ خَلَفًا عَنْهُ فِى الْحُكْمِ যেহেতু হুকুমের মধ্যে مَجَازْ হাকীকতের খলিফা وَلِحُكْمِ الْمَجَازِ আর مَجَازْ এর হুকুম رُجْحَانٌ অধিকতর عَلٰى حُكْمِ الْحَقِيْقَةِ হাকীকতের হুকুম অপেক্ষা اِمَّا بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ غَالِبَ الْاِسْتِعْمَالِ হয়তো এ হিসেবে যে, এটার ব্যবহার অধিক اَوْ بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ عَامًّا অথবা এ হিসেবে যে, এটা 'আম شَامِلًا لِلْحَقِيْقَةِ اَيْضًا হাকীকতকেও অন্তর্ভুক্ত করে فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ الْعَمَلُ بِالْمَجَازِ اَوْلٰى সেহেতু مَجَازْ অনুযায়ী আমল করাই শ্রেয় হবে لِلضَّرُوْرَةِ الدَّاعِيَةِ اِلَيْهِ এটা مَجَازْ -এর প্রতি আহ্বানকারী হওয়ার কারণে।

সরল অনুবাদ : আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে حُكْم-এর মধ্যে مَجَازْ হাকীকতের খলিফা। অর্থাৎ هٰذَا اِبْنِىْ বলে আজাদী উদ্দেশ্য করার হুকুম উক্ত বাক্যের দ্বারা পুত্র উদ্দেশ্য করার হুকুমের প্রতিনিধি। কাজেই حَقِيْقِىْ হুকুমই উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে তদনুযায়ী আমল করা হয়নি, তাই مَجَازْ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। সুতরাং যখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে تَكَلُّمْ (কথা)-এর ব্যাপারে مَجَازْ টা حَقِيْقَتْ-এর খলিফা। তখন حَقِيْقَتْ -এর সাথে কথা বলাই উত্তম। কেননা حَقِيْقِىْ অর্থের জন্যই শব্দকে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর সে অর্থ সর্বসাধারণ ব্যবহারও করছে তথা সর্বসাধারণ হতে তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়নি। সুতরাং এমন কি প্রয়োজন দেখা দিল যার কারণে তাকে مَجَازْ-এর দিকে ফিরাতে হবে? আর সাহেবাইন (র.) মতে যেহেতু হুকুমের মধ্যে مَجَازْ হাকীকতের খলিফা, আর مَجَازْ-এর হুকুম حَقِيْقَتْ-এর হুকুম অপেক্ষা অধিতর। হয়তো এ হিসেবে যে, এটার ব্যবহার অধিক, অথবা এ জন্য যে, এটা عَامْ যা حَقِيْقَتْ -কে শামিল করে, সেহেতু مَجَازْ অনুযায়ী আমল করাই শ্রেয় হবে। এটা مَجَازْ-এর প্রতি আহবানকারী হওয়ার কারণে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعِنْدَهُمَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লিখিত উভয় পক্ষের যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

১. সাহেবাইন (র.) বলেন, বাক্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুকুম। আর عِبَارَةْ (ভাষ্য) উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম মাত্র। সুতরাং প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে উদ্দেশ্যের দিক বিবেচনাই উত্তম।

২. ইমাম সাহেব বলেছেন– حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ টা শব্দের وَصْف বা অবস্থা বিশেষ। অতএব تَكَلُّمْ বাক্য-এর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব হওয়াই উত্তম, যা শব্দ দ্বারা উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। আর ইমাম সাহেবের মতই সঠিক বলে গণ্য। কেননা বাকরীতির অনুসন্ধান দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয়। যেহেতু বাক্যের حَقِيْقِىْ হুকুম অধিকাংশ সময়ই অসম্ভব হয়ে থাকে। যথা– اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى -অথচ ভাষাবিদগণ এটার مَجَازِىْ অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। মনীষীগণ বলেছেন, প্রত্যেক مُجْتَهِدْ ই তার নিকট প্রকাশিত ও বোধগম্য রহস্য ও প্রাধান্যের অনুসরণ করতে বাধ্য। আর আমাদের মতে ইমাম সাহেবের রহস্য ও প্রাধান্যই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত।

قَوْلُهٗ رُجْحَانٌ عَلَى الْحُكْمِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সাহেবাইন (র.)-এর মতে مَجَازْ-এর উপর আমল করা উত্তম হওয়ার যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, সাহেবাইন (র.)-এর মতে হুকুমের দিক বিবেচনায় حَقِيْقَتْ-এর প্রতিনিধি। আর مَجَازْ-এর হুকুম দু'কারণে حَقِيْقَتْ-এর হুকুম হতে অধিক— (১) حَقِيْقَتْ-এর অপেক্ষা مَجَازْ-এর ব্যবহার অধিক। (২) مَجَازْ টা حَقِيْقَتْ অপেক্ষা অধিকতর عَامْ কেননা তা حَقِيْقَتْ-কেও শামিল করে। আর উপরোক্ত প্রয়োজনের তাকিদেই حَقِيْقَتْ-এর তুলনায় مَجَازْ-এর উপর আমল করা উত্তম।

وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ فِيْ قَوْلِهٖ لِعَبْدِهٖ وَهُوَ اَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ هٰذَا اِبْنِيْ اَيْ تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ بَيْنَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَصَاحِبَيْهِ (رحـ) فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِعَبْدِهٖ هٰذَا اِبْنِيْ وَالْحَالُ اَنَّ الْعَبْدَ اَكْبَرُ سِنًّا مِنَ الْقَائِلِ حَيْثُ يُعْتَقُ الْعَبْدُ عِنْدَهٗ لَا عِنْدَهُمَا فَاِنَّ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) هٰذَا الْكَلَامُ صَحِيْحٌ بِعِبَارَتِهٖ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهٖ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا مَوْضُوْعًا لِاِثْبَاتِ الْحُكْمِ وَلَيْسَ مَعْنٰى كَوْنِهٖ صَحِيْحًا اِسْتِقَامَةَ الْعَرَبِيَّةِ فَقَطْ كَمَا ظَنَّهٗ عُلَمَاؤُنَا لِاَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ (رحـ) قَالَ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِعَبْدِهٖ اَعْتَقْتُكَ قَبْلَ اَنْ تُخْلَقَ اَوْ اُخْلَقَ اَنَّهٗ كَلَامٌ بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ تَكَلُّمُهٗ مَعَ اَنَّهٗ بِحَسَبِ الْعَرَبِيَّةِ صَحِيْحٌ اَيْضًا بَلْ مَعْنَاهُ اَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحًا بِعِبَارَتِهٖ وَتَسْتَقِيْمُ التَّرْجَمَةُ الْمَفْهُوْمَةُ مِنْهُ لُغَةً اَيْضًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَقْلًا فَقَوْلُهٗ اَعْتَقْتُكَ قَبْلَ اَنْ تُخْلَقَ اَوْ اُخْلَقَ لَيْسَ كَذٰلِكَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ আর এ মত পার্থক্যের ফলাফল প্রকাশিত হবে فِيْ قَوْلِهٖ لِعَبْدِهٖ তার এ বক্তব্যে যখন সে তার দাসকে লক্ষ্য করে বলবে هٰذَا اِبْنِيْ এ আমার পুত্র وَهُوَ اَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ অথচ সে (দাস) তার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক اَيْ تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ অর্থাৎ মতানৈক্যের ফলাফল প্রকাশিত হবে بَيْنَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَصَاحِبَيْهِ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মধ্যকার فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِعَبْدِهٖ ঐ ব্যক্তির বক্তব্যে যে তার দাসকে লক্ষ্য করে বলবে هٰذَا اِبْنِيْ এ আমার পুত্র وَالْحَالُ اَنَّ الْعَبْدَ اَكْبَرُ سِنًّا مِنَ الْقَائِلِ অথচ ঐ সে ব্যক্তি হতে দাসটি অধিকতর বয়স্ক حَيْثُ يُعْتَقُ الْعَبْدُ عِنْدَهٗ এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাসটি আজাদ হয়ে যাবে لَا عِنْدَهُمَا পক্ষান্তরে, সাহেবাইন (র.)-এর মতে আজাদ হবে না فَاِنَّ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে هٰذَا الْكَلَامُ صَحِيْحٌ এ বাক্যটি সহীহ بِعِبَارَتِهٖ ভাষারীতি অনুযায়ী مِنْ حَيْثُ كَوْنِهٖ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا কারণ এটা مُبْتَدَأ ও خَبَر এর দ্বারা গঠিত হয়েছে مَوْضُوْعًا لِاِثْبَاتِ الْحُكْمِ যা হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য প্রণীত وَلَيْسَ مَعْنٰى كَوْنِهٖ صَحِيْحًا বাক্যটি সহীহ হওয়ার অর্থ নয় اِسْتِقَامَةَ الْعَرَبِيَّةِ فَقَطْ শুধু আরবি ভাষার বাকরীতি অনুযায়ী হওয়া كَمَا ظَنَّهٗ عُلَمَاؤُنَا যেমনিভাবে আমাদের আলিমগণের ধারণা لِاَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ (رحـ) قَالَ কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِعَبْدِهٖ ঐ ব্যক্তির বক্তব্যের ব্যাপারে যে ব্যক্তি তার গোলামকে বলেছে اَعْتَقْتُكَ قَبْلَ اَنْ تُخْلَقَ اَوْ اُخْلَقَ "আমি তোমাকে তোমার সৃষ্টির পূর্বে অথবা আমার সৃষ্টির পূর্বে আজাদ করে দিয়েছি اَنَّهٗ كَلَامٌ بَاطِلٌ এটা মিথ্যা বক্তব্য لَا يَصِحُّ تَكَلُّمُهٗ এটা বলা সহীহ নয় مَعَ اَنَّهٗ بِحَسَبِ الْعَرَبِيَّةِ صَحِيْحٌ اَيْضًا অথচ আরবি ভাষার ব্যাকরণ ও বাকরীতি অনুযায়ী এটা সহীহও بَلْ مَعْنَاهُ বরং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের অর্থ হলো اَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحًا بِعِبَارَتِهٖ বাক্যের ভাষারীতি সহীহ হওয়া وَتَسْتَقِيْمُ التَّرْجَمَةُ الْمَفْهُوْمَةُ مِنْهُ لُغَةً اَيْضًا এটা হতে বোধগম্য অনুবাদ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে বিশুদ্ধ হওয়া وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَقْلًا এবং এটা বুদ্ধি বিরোধী না হওয়া فَقَوْلُهٗ অথচ তার কথা اَعْتَقْتُكَ আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম قَبْلَ اَنْ تُخْلَقَ اَوْ اُخْلَقَ আমার অথবা তোমার সৃষ্টির পূর্বে لَيْسَ كَذٰلِكَ এটা তদ্রূপ নয়।

সরল অনুবাদ : আর এ মতপার্থক্যের ফলাফল প্রকাশিত হবে তার এ বক্তব্যে যখন সে তার দাসকে লক্ষ্য করে বলবে هٰذَا اِبْنِيْ (এ আমার পুত্র) অথচ সে (দাস) তার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মধ্যকার (উক্ত) মতানৈক্যের ফলাফল ঐ ব্যক্তির বক্তব্যে প্রকাশিত হবে যে তার দাসকে লক্ষ্য করে বলবে– هٰذَا اِبْنِيْ (এ আমার পুত্র) অথচ ঐ সে ব্যক্তি হতে দাসটি অধিকতর বয়স্ক। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাসটি আজাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে আজাদ হবে না। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ভাষারীতি অনুযায়ী বাক্যটি সহীহ। কারণ এটা مُبْتَدَأ ও خَبَر-এর দ্বারা গঠিত হয়েছে, যা হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য প্রণীত। বাক্যটি সহীহ হওয়ার অর্থ শুধু আরবি ভাষার বাকরীতি অনুযায়ী হওয়া নয়, যেমনিভাবে আমাদের আলিমগণের ধারণা। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ঐ ব্যক্তির বক্তব্যের ব্যাপারে বলেছেন যে ব্যক্তি তার গোলামকে বলেছে– اَعْتَقْتُكَ قَبْلَ اَنْ تُخْلَقَ اَوْ اُخْلَقَ (আমি তোমাকে তোমার সৃষ্টির পূর্বে অথবা আমার সৃষ্টির পূর্বে আজাদ করে দিয়েছি।) এটা মিথ্যা বক্তব্য এটা বলা সহীহ নয়। অথচ আরবি ভাষার ব্যাকরণ ও বাকরীতি অনুযায়ী এটা সহীহ। বরং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যের অর্থ হলো, বাক্যের ভাষারীতি সহীহ হওয়া, এটা হতে বোধগম্য অনুবাদ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে বিশুদ্ধ হওয়া এবং এটা বুদ্ধি (বিবেক) বিরোধী না হওয়া। (অর্থাৎ আকলের দৃষ্টিতে অসম্ভব না হওয়া।) অথচ তার (কোনো বক্তব্যের) কথা– اَعْتَقْتُكَ قَبْلَ اَنْ تُخْلَقَ اَوْ اُخْلَقَ (আমি তোমাকে আমার অথবা তোমার সৃষ্টির পূর্বে আজাদ করে দিলাম।) এটা তদ্রূপ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَجَاز ও حَقِيْقَت সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্যের প্রতিফলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকার (র.) اَلْخِلَافُ শব্দের সাথে ثَمَرَةٌ শব্দটি যুক্ত করেছেন। আর এটার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, গ্রন্থকারের বাহ্যিক বক্তব্যে يَظْهَرُ الْخِلَافُ الخ এটার কোনো অর্থ হয় না। কেননা এখানে মতানৈক্য তো গোপন নয় যে, এটা প্রকাশ হবে। সুতরাং উক্ত বাক্যে مُضَاف টা مَحْذُوْف রয়েছে। আর তা হলো ثَمَرَةٌ আর যে মাসআলার মধ্যে এ মতানৈক্য প্রতিফলিত হবে তা হলো কোনো ব্যক্তি তার হতে অধিকতর বয়স্ক তার একজন গোলামকে বলে– هٰذَا اِبْنِيْ এটা আমার পুত্র এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা বাক্যটির হুকুম সহীহ না হলেও আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এটা বিশুদ্ধ। আর সাহেবাইনের মতে জায়েজ হবে না। কেননা বাক্যটির হুকুম সহীহ নয়, যার কারণে তাদের মতে এটাকে مَجَاز-এর দিকে ফিরানো সম্ভব নয়।

بِخِلَافِ قَوْلِهٖ هٰذَا اِبْنِىْ لِاَنَّهٗ صَحِيْحٌ مَعَ تَرْجَمَتِهٖ وَاِنَّمَا الْاِسْتِحَالَةُ جَاءَتْ مِنْ اَجْلِ اَنَّ الْمُشَارَ اِلَيْهِ اَكْبَرُ مِنَ الْقَائِلِ وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ الْعَبْدُ الْاَكْبَرُ مِنِّىْ اِبْنِىْ لَغَا هٰذَا الْكَلَامُ فَاِذَا كَانَ قَوْلُهٗ هٰذَا اِبْنِىْ صَحِيْحًا مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ وَالتَّرْجَمَةِ وَكَانَ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ مُحَالًا بِالنَّظْرِ اِلَى الْخَارِجِ صُيِّرَ اِلَى الْمَجَازِ لِئَلَّا يَلْغُوَ الْكَلَامُ وَهُوَ الْعِتْقُ مِنْ حِيْنِ مِلْكِهٖ لِاَنَّ الْاِبْنَ يَكُوْنُ حُرًّا عَلَى الْاَبِ دَائِمًا وَعِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَتِ الْخَلِيْفَةُ فِى الْحُكْمِ وَ كَانَ اِمْكَانُ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَجَازِ لَغَا هٰذَا الْكَلَامُ لِاَنَّ الْبُنُوَّةَ مِنَ الْاَصْغَرِ سِنًّا لَايُمْكِنُ حَتّٰى يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ الَّذِىْ هُوَ الْعِتْقُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ قَوْلِهٖ هٰذَا اِبْنِىْ এটা তার এ বক্তব্যের বিপরীত, যদি সে বলে, এ ব্যক্তি আমার পুত্র لِاَنَّهٗ صَحِيْحٌ مَعَ تَرْجَمَتِهٖ কেননা এ বাক্যটি অনুবাদ (অর্থ) সহকারে সহীহ وَاِنَّمَا الْاِسْتِحَالَةُ جَاءَتْ مِنْ اَجْلِ তবে এ হিসেবে এটা অসম্ভব সাব্যস্ত হয়েছে যে اَنَّ الْمُشَارَ اِلَيْهِ যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে اَكْبَرُ مِنَ الْقَائِلِ সে বক্তা (কথক) হতে বয়সে বড় وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ তাই যদি বলে যে اَلْعَبْدُ الْاَكْبَرُ مِنِّىْ اِبْنِىْ গোলামটি আমার অপেক্ষা বড় সে আমার পুত্র لَغَا هٰذَا الْكَلَامُ তাহলে কথাটি অনর্থক হবে فَاِذَا كَانَ قَوْلُهٗ هٰذَا اِبْنِىْ صَحِيْحًا সুতরাং সেহেতু তার বক্তব্য هٰذَا اِبْنِىْ এটা সহীহ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ وَالتَّرْجَمَةِ আরবি বাক্যরীতি ও অর্থ অনুসারে وَكَانَ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ আর এটার حَقِيْقِىْ অর্থ مُحَالًا অসম্ভব بِالنَّظْرِ اِلَى الْخَارِجِ বাহ্যত দৃষ্টিতে صُيِّرَ اِلَى الْمَجَازِ সেহেতু مَجَازْ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে لِئَلَّا يَلْغُوَ الْكَلَامُ যাতে বাক্যটি অনর্থক না হয় وَهُوَ الْعِتْقُ আর গোলামটি আজাদ বলে সাব্যস্ত হবে مِنْ حِيْنِ مِلْكِهٖ তার মালিকানার সময় হতে لِاَنَّ الْاِبْنَ কেননা পুত্র يَكُوْنُ حُرًّا عَلَى الْاَبِ পিতার নিকট আজাদ থাকে دَائِمًا সদা সর্বদা وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে لَمَّا كَانَتِ الْخَلِيْفَةُ যেহেতু مَجَازْ বা রূপক - حَقِيْقَتْ - এর প্রতিনিধি فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে وَكَانَ اِمْكَانُ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِىْ এবং حَقِيْقِىْ অর্থ সম্ভবপর হওয়া شَرْطًا শর্ত ছিল لِصِحَّةِ الْمَجَازِ মাজায সহীহ হওয়ার জন্য لَغَا هٰذَا الْكَلَامُ সেহেতু এ বাক্যটি বৃথা যাবে لِاَنَّ الْبُنُوَّةَ কেননা পুত্র হওয়া مِنَ الْاَصْغَرِ سِنًّا অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক লোকের لَايُمْكِنُ সম্ভব নয় حَتّٰى يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ যদি সম্ভব হতো তাহলে مَجَازِىْ অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হতো الَّذِىْ هُوَ الْعِتْقُ আর সে مَجَازِىْ অর্থ হলো আজাদ করা।

সরল অনুবাদ : এটা তার এ বক্তব্যের বিপরীত, যদি সে বলে هٰذَا اِبْنِىْ (এ ব্যক্তি আমার পুত্র)। কেননা এ বাক্যটি অনুবাদ (অর্থ) সহকারে সহীহ। তবে এ হিসেবে এটা অসম্ভব সাব্যস্ত হয়েছে যে, যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে বক্তা (কথক) হতে বয়সে বড়। তাই যদি বলে যে, গোলামটি আমার অপেক্ষা বড় সে আমার পুত্র। তাহলে কথাটি অনর্থক হবে। সুতরাং সেহেতু তার বক্তব্যে– هٰذَا اِبْنِىْ এটা আরবি বাকরীতি ও অর্থ অনুসারে সহীহ। আর বাহ্যত এটার حَقِيْقِىْ অর্থ অসম্ভব সেহেতু مَجَازْ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। যাতে বাক্যটি অনর্থক না হয়। আর গোলামটি তার মালিকানার সময় হতে আযাদ বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা পুত্র সদা-সর্বদায় পিতার নিকট আজাদ থাকে। আর সাহেবাইন (র.) মতে যেহেতু مَجَازْ বা রূপক হুকুমের মধ্যে حَقِيْقَتْ-এর خَلِيْفَه এবং مَجَازْ সহীহ হওয়ার জন্য حَقِيْقِىْ অর্থ সম্ভবপর হওয়া শর্ত ছিল সেহেতু এ বাক্যটি বৃথা যাবে। কেননা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক লোকের পুত্র হওয়া সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হতো তাহলে مَجَازِىْ অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হতো। আর সে مَجَازِىْ অর্থ হলো আজাদ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ صُيِّرَ اِلَى الْمَجَازِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত কিছু অভিযোগের খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, مَلْزُوْم-কে উল্লেখ করে لَازِمْ-কে উদ্দেশ্য করার পদ্ধতি অনুযায়ী যেন পুত্র হওয়া দাসের মধ্যে আযাদীকে لَازِمْ করে। এটার উপর আপত্তি করে বলা হয়েছে যে, এ স্থলে مَجَازْ তথা আযাদী নির্দিষ্ট হবে না। কেননা এটার দ্বারা স্নেহও উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং مَجَازْ-এর মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন হবে। তার উত্তরে বলা হবে যে, هٰذَا اِبْنِىْ এ বাক্যের দ্বারা حَقِيْقِىْ অর্থ অসম্ভব হওয়ার অবস্থায় আজাদীর দিকেই সর্বাগ্রে অন্তর ধাবিত হয়, অন্য কোনো অর্থের দিকে নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে مَجَازْ-এর নিয়তের প্রয়োজন হবে না। এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন স্বীয় গোলামকে লক্ষ্য করে বলবে يَا اِبْنِىْ (হে আমার পুত্র!) অথবা يَا اَخِىْ (হে আমার ভ্রাতা)। কেননা এগুলোর দ্বারা আজাদীর দিকে অন্তর যায় না। কারণ আহ্বানের মধ্যে উদ্দেশ্য হলো আহ্বানকৃত (مُنَادٰى)-কে উপস্থিত করা এবং তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া, তার নামোল্লেখ করার মাধ্যমে। এটার অর্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। সুতরাং এ বাক্যটিকে حَقِيْقِىْ অর্থে ব্যবহার করা সহীহ হবে না। এটা خَبَرْ-এর বিপরীত। যথা– هٰذَا اِبْنِىْ ইত্যাদি। কেননা যথাসম্ভব এটাকে সহীহ রাখা প্রয়োজন। তবে এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে তো يَا حُرُّ (ইত্যাদি) বললে আজাদ না হওয়া উচিত। কেননা এটার দ্বারাও তো কেবল نِدَاءٌ (আহবান করা)-ই উদ্দেশ্য। তবে কিন্তু তার উত্তরে বলা হবে যে, حُرٌّ শব্দটি আজাদ হওয়ার জন্য عَلَمْ এবং এটার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। সুতরাং এটা আজাদীর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর অন্যান্য শব্দের অবস্থা অনুরূপ নয়।

لَا يُقَالُ فَيَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ زَيْدٌ اَسَدٌ لَغْوًا لِعَدَمِ اِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ لِاَنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّهُ مَجَازٌ بَلْ حَقِيقَةٌ بِحَذْفِ حَرْفِ التَّشْبِيهِ اَيْ زَيْدٌ كَالْاَسَدِ وَاَمَّا قَوْلُهُ رَأَيْتُ اَسَدًا يَرْمِي فَاِنَّهُ وَاِنْ كَانَ مَجَازًا لٰكِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَقِيقَةِ خَبَرُ الرُّؤْيَةِ لَا كَوْنُهُ اَسَدًا حَتّٰى يَلْزَمَ الْمُحَالُ قَصْدًا وَقِيلَ يُمْكِنُ كَوْنُهُ اَسَدًا بِالْمَسْخِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَقَدْ تَتَعَذَّرُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ مَعًا اِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُمْتَنِعًا يَعْنِي قَدْ يَتَعَذَّرُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ مَعًا اِذَا كَانَ كِلَا الْحُكْمَيْنِ مُمْتَنِعًا فَيَلْغُو الْكَلَامُ حِينَئِذٍ بِالضَّرُورَةِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لَا يُقَالُ এটা বলা অনুচিত হবে فَيَنْبَغِي সুতরাং উচিত হবে اَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ زَيْدٌ اَسَدٌ لَغْوًا তার বক্তব্য زَيْدٌ اَسَدٌ অনর্থক হবে لِعَدَمِ اِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ কেননা এটার حَقِيقِيْ অর্থ অসম্ভব لِاَنَّا لَا نُسَلِّمُ اَنَّهُ مَجَازٌ কারণ আমরা এটাকে مَجَازْ হিসেবে সমর্থন করি না بَلْ حَقِيقَةٌ বরং এটা হাকীকত بِحَذْفِ حَرْفِ التَّشْبِيهِ তবে এটার تَشْبِيهِ দেওয়ার حَرْف কে حَذْف করা হয়েছে اَيْ زَيْدٌ كَالْاَسَدِ অর্থাৎ যায়েদ সিংহের মতো وَاَمَّا قَوْلُهُ رَأَيْتُ اَسَدًا يَرْمِي আর তার বক্তব্য আমি একটি সিংহকে তীর নিক্ষেপ করতে দেখেছি فَاِنَّهُ وَاِنْ كَانَ مَجَازًا যদিও এটা মাজায لٰكِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَقِيقَةِ خَبَرُ الرُّؤْيَةِ তথাপি প্রকৃতপক্ষে رُؤْيَتْ (দেখা) এর সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য لَا كَوْنُهُ اَسَدًا সে ব্যক্তিকে সিংহ হওয়ার কথা বলা মূল উদ্দেশ্য নয় حَتّٰى يَلْزَمَ الْمُحَالُ قَصْدًا যার কারণে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসম্ভব لَازِمْ হবে وَقِيلَ কেউ কেউ বলেছেন يُمْكِنُ كَوْنُهُ اَسَدًا তার সিংহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে بِالْمَسْخِ আকৃতি বিকৃত হয়ে وَهُوَ بَعِيدٌ তবে এটা সুদূর পরাহত وَقَدْ تَتَعَذَّرُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ مَعًا আবার কখনো কখনো حَقِيقَتْ ও مَجَازْ উভয় অর্থই অসম্ভব হয়ে যায় اِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُمْتَنِعًا যখন حُكْم নিষেধ হয় يَعْنِي قَدْ يَتَعَذَّرُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ مَعًا অর্থাৎ কখনো কখনো হাকীকী অর্থ ও মাজাযী অর্থ একই সাথে অসম্ভব হয়ে যায় اِذَا كَانَ كِلَا الْحُكْمَيْنِ مُمْتَنِعًا যখন এতদুভয় হুকুম নিষিদ্ধ হয় فَيَلْغُو الْكَلَامُ حِينَئِذٍ بِالضَّرُورَةِ তখন জরুরি ভিত্তিতে বাক্যটি বৃথা হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : এটা বলা অনুচিত হবে যে, তার বক্তব্য زَيْدٌ اَسَدٌ অনর্থক হবে। কেননা এটার حَقِيقِيْ অর্থ সম্ভব। কারণ আমরা এটাকে مَجَازْ হিসেবে সমর্থন করি না; বরং এটা حَقِيقَتْ তবে এটার تَشْبِيهِ দেওয়ার حَرْف কে حَذْف করা হয়েছে। অর্থাৎ زَيْدٌ كَالْاَسَدِ আর তার বক্তব্য- رَأَيْتُ اَسَدًا يَرْمِي (আমি একটি বাঘকে তীর নিক্ষেপ করতে দেখেছি।) যদিও এটা مَجَازْ তথাপি প্রকৃতপক্ষে এখানে رُؤْيَتْ (দেখা)-এর সংবাদ দেও য়া উদ্দেশ্য। সে ব্যক্তি বাঘ হওয়ার কথা বলা মূল উদ্দেশ্য নয় যার কারণে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অসম্ভব لَازِمْ হবে। কেউ কেউ বলেছেন, তার আকৃতি বিকৃত হয়ে বাঘ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে এটা সুদূর পরাহত। **আবার কখনো কখনো حَقِيقَتْ ও مَجَازْ উভয় অর্থই অসম্ভব হয়ে যায়। যখন হুকুম নিষিদ্ধ হয়** অর্থাৎ حَقِيقِيْ ও مَجَازِيْ উভয় অর্থ কোনো কোনো সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যখন এতদুভয় হুকুম নিষিদ্ধ হয়। তখন জরুরি ভিত্তিতে বাক্যটি বৃথা হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সাহেবাইনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, এখানে এভাবে একটি প্রশ্ন হতে পারে حَقِيقَتْ সম্ভব না হলে যদি مَجَازِيْ অর্থ নেওয়া না যায়, তাহলে زَيْدٌ اَسَدٌ বলাও সহীহ হবে না। কেননা এতে حَقِيقِيْ অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব নয়। অথচ আরবি ভাষাভাষীগণ এটাকে সহীহ বলে থাকেন। সুতরাং বুঝা গেল সাহেবাইনের মাযহাব আরবি ভাষার বাকরীতির বিরোধী। তার উত্তরে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, এটা مَجَازْ নয়; বরং حَرْف تَشْبِيهِ-কে حَذْف করে حَقِيقِيْ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَلْزَمُ الْمُحَالُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, যে বাক্যের মধ্যে مُحَالْ বা অসম্ভব কিছু রয়েছে তা বাতিল। চাই مُحَالْ উদ্দেশ্যমূলক হোক অথবা উদ্দেশ্য বিহীন হোক। সুতরাং উক্ত বাক্যের মধ্যে تَاوِيل করার প্রয়োজন হবে তাকে সহীহ করার জন্য। সুতরাং رَأَيْتُ اَسَدًا يَرْمِي হতে যদি اَسَدْ মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং দেখার কথা বলাই মূল উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مَسْخ আকৃতি বিকৃতিকরণ বিবেচনাযোগ্য হতে পারে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আকৃতি বিকৃত হয়ে বাঘ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কেননা এ উম্মতে মুহাম্মদিয়াহ ﷺ হতে مَسْخ (আকৃতি বিকৃতকরণ)-কে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর যদি مَسْخ-কে ধর্তব্য মনে করা হয়, তা হলে অধিকতর বয়স্ক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে هٰذَا اِبْنِي বললে তাও সাহেবাইন (র.)-এর মতে বৃথা যেতে পারে না। কেননা مَسْخ-এর মধ্যেমে সে তার ছেলে হয়ে যেতে পারে।

كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ لِاِمْرَأَتِهٖ هٰذِهٖ بِنْتِيْ وَهِيَ مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ وَتُوْلَدُ لِمِثْلِهٖ اَوْ اَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ حَتّٰى لَاتَقَعُ الْحُرْمَةُ بِذٰلِكَ اَبَدًا فَاِنَّهٗ اِذَا كَانَتِ الْاِمْرَأَةُ مَعْرُوْفَةَ النَّسَبِ اِسْتَحَالَ اَنْ تَكُوْنَ بِنْتَهٗ وَاِنْ كَانَتْ اَصْغَرَ سِنًّا مِنْهُ وَكَذَا اِذَا كَانَتْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ فَاِنَّهٗ اِسْتَحَالَ اَنْ تَكُوْنَ بِنْتَهٗ اَبَدًا فَتَعَذُّرُ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ ظَاهِرٌ وَاَمَّا تَعَذُّرُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ فَلِاَنَّهٗ لَوْ كَانَ مَجَازًا لَكَانَ مِنْ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ لِاَنَّ الطَّلَاقَ يَقْتَضِيْ سَابِقِيَّةَ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْبِنْتِيَّةَ تَقْتَضِيْ اَنْ تَكُوْنَ مُحَرَّمَةً اَبَدًا فَلَايَقَعُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا نِكَاحٌ وَلَاطَلَاقٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ لِاِمْرَأَتِهٖ যেমন কেউ তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে هٰذِهٖ بِنْتِيْ এটা আমার কন্যা وَهِيَ مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ অথচ তার বংশ পরিচিত وَتُوْلَدُ لِمِثْلِهٖ আর এ ধরনের পুরুষ হতে এ ধরনের মেয়ে জন্ম নেওয়া সম্ভব اَوْ اَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ অথবা উক্ত মহিলা সে ব্যক্তির স্বামী অপেক্ষা অধিকতর বয়স্ক حَتّٰى لَاتَقَعُ الْحُرْمَةُ بِذٰلِكَ اَبَدًا এটার দ্বারা কখনো হারাম সাব্যস্ত হবে না فَاِنَّهٗ اِذَا كَانَتِ الْاِمْرَأَةُ কেননা মহিলা যেহেতু مَعْرُوْفَةَ النَّسَبِ বংশ পরিচিত اِسْتَحَالَ اَنْ تَكُوْنَ بِنْتَهٗ তাই তার মেয়ে হওয়া অসম্ভব হয়ে গেল وَاِنْ كَانَتْ اَصْغَرَ سِنًّا مِنْهُ যদি তার থেকে মহিলা বয়সে ছোট হয় وَكَذَا অনুরূপভাবে اِذَا كَانَتْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ যখন স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় হয় فَاِنَّهٗ اِسْتَحَالَ اَنْ تَكُوْنَ بِنْتَهٗ اَبَدًا সেহেতু চির তরের জন্য তার কন্যা হওয়া অসম্ভব হয়ে গেল فَتَعَذُّرُ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيْ ظَاهِرٌ সুতরাং حقيقى অর্থ অসম্ভব হওয়া সুস্পষ্ট وَاَمَّا تَعَذُّرُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيْ আর এটার مَجَازِيْ অর্থ এজন্য অসম্ভব যে فَلِاَنَّهٗ لَوْ كَانَ مَجَازًا যদি এটা مَجَازْ হতো لَكَانَ مِنْ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ তাহলে তার বক্তব্য اَنْتِ طَالِقٌ হতে (مَجَازْ) হতো وَهُوَ بَاطِلٌ আর এটা বাতিল হিসেবে গণ্য لِاَنَّ الطَّلَاقَ কেননা তালাক يَقْتَضِيْ سَابِقِيَّةَ صِحَّةِ النِّكَاحِ এটার পূর্বে বিবাহ সহীহ হওয়াকে কামনা করে وَالْبِنْتِيَّةَ পক্ষান্তরে কন্যা হওয়া تَقْتَضِيْ কামনা করে اَنْ تَكُوْنَ مُحَرَّمَةً اَبَدًا স্থায়ী হারাম হওয়াকে فَلَا يَقَعُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا نِكَاحٌ وَلَاطَلَاقٌ সুতরাং তার ও সে মহিলার মধ্যে বিবাহ ও তালাক কিছুই হতে পারে না।

সরল অনুবাদ : যেমন কেউ তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে هٰذِهٖ بِنْتِيْ এটা আমার কন্যা অথচ তার বংশ পরিচিত। আর এ ধরনের পুরুষ হতে এ বয়সের মেয়ে জন্ম নেওয়া সম্ভব অথবা উক্ত মহিলা সেই ব্যক্তির স্বামী অপেক্ষা অধিকতর বয়স্ক। এটার দ্বারা কখনো হারাম সাব্যস্ত হবে না। কেননা মহিলার বংশ যেহেতু পরিচিত তাই মেয়ে হওয়া অসম্ভব হয়ে গেল যদি তার থেকে মহিলা বয়সে ছোট হয় অনুরূপভাবে যখন স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় হয় সেহেতু চিরতরের জন্য তার কন্যা হওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। সুতরাং حَقِيْقِيْ অর্থ অসম্ভব হওয়া সুস্পষ্ট। আর এটার مَجَازِيْ অর্থ এজন্য অসম্ভব যে, যদি এটা مَجَازْ হতো তাহলে তার বক্তব্য– اَنْتِ طَالِقٌ হতে (مَجَازْ) হতো। আর এটা বাতিল হিসেবে গণ্য। কেননা তালাক এটার পূর্বে বিবাহ সহীহ হওয়াকে কামনা করে। পক্ষান্তরে কন্যা হওয়া স্থায়ী হারাম হওয়াকে কামনা করে। সুতরাং তার ও সেই মহিলার মধ্যে বিবাহ ও তালাক কিছুই হতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَتّٰى لَاتَقَعُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ظِهَارْ -এর দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য করলে সহীহ আছে কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি স্বীয় স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে– اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ اُمِّيْ (তুমি আমার নিকট আমার মায়ের মতো।) আর এটার দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য করে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু اِسْتِعَارَةْ হিসেবে নয়; বরং تَشْبِيْه فِي الْحُرْمَةِ হিসেবে হবে।

قَوْلُهٗ ظَاهِرٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) পরিচিত বংশ বিশিষ্ট ও অধিকতর বয়স্কা স্ত্রীকে কন্যা বলে সম্বোধন করলে তার কি হুকুম হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, পরিচিত বংশ বিশিষ্ট অথবা অধিকতর বয়স্কা স্ত্রীকে স্বামী যদি কন্যা বলে সম্বোধন করে, তাহলে এটার حَقِيْقِيْ অর্থ অসম্ভব হওয়া সুস্পষ্ট হবে। কেননা অন্যের পক্ষ হতে যার বংশ সাব্যস্ত অথবা যার বয়স তার অপেক্ষা বেশি তার সাথে বক্তার রক্ত-সম্পর্ক (কন্যা হিসেবে) সাব্যস্ত করা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهٗ لَوْكَانَ مَجَازًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) هٰذِهٖ بِنْتِيْ বাক্যটি اَنْتِ طَالِقٌ হলে مَجَازْ হত কি না? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, هٰذِهٖ بِنْتِيْ-কে مَجَازْ বললে اَنْتِ طَالِقٌ হতে বলতে হবে। কেননা হারামকরণের যে ক্ষমতা বক্তা (স্বামী) -এর হাতে রয়েছে সে হারামকরণ কেবল তালাকের মাধ্যমেই হতে পারে। আর চিরস্থায়ী হারামকরণের ক্ষমতা তার হাতে নেই।

قَوْلُهٗ تَقْتَضِيْ اَنْ تَكُوْنَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) কন্যা হওয়া বিবাহ ও তালাক হওয়ার বিরোধিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কন্যা হওয়া বিবাহ সহীহ না হওয়াকে কামনা করে। আর তালাক ও কন্যা হওয়ার মধ্যেও বিরোধিতা রয়েছে। আর বিরোধিতা থাকলে اِسْتِعَارَةْ হিসেবে গণ্য করা সম্ভব নয়।

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَجَازًا عَنْهُ فَلَا تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِذٰلِكَ الْقَوْلِ اَبَدًا فَيَلْغُو الْكَلَامُ اِلَّا اَنَّهُمْ قَالُوْا اِذَا اَصَرَّ عَلٰى ذٰلِكَ يُفَرِّقُ الْقَاضِىْ بَيْنَهُمَا لَا لِاَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِهٰذَا اللَّفْظِ بَلْ لِاَنَّهُ بِالْاِصْرَارِ صَارَ ظَالِمًا بِمَنْعِ حَقِّهَا فِى الْجِمَاعِ فَيَجِبُ التَّفْرِيْقُ كَمَا فِى الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ فَقَوْلُهُ اَوْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ وَتُوْلَدُ لِمِثْلِهٖ حَالٌ مِنْ قَوْلِهٖ مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ يَعْنِىْ لَابُدَّ اَنْ تَكُوْنَ مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ فِىْ حِيْنَ كَوْنِهَا مَوْلُوْدَةً لِمِثْلِهٖ اَوْ اَنْ تَكُوْنَ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ حَتّٰى تَتَعَذَّرَ الْحَقِيْقَةُ فَلَوْ فُقِدَ الشَّرْطَانِ مَعًا بِاَنْ كَانَتْ مَجْهُوْلَةَ النَّسَبِ وَلَمْ تَكُنْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ يَثْبُتُ نَسَبُهَا مِنْهُ فَمَا قِيْلَ اِنَّ قَوْلَهُ اَوْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ حَتّٰى عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَتُوْلَدُ لِمِثْلِهٖ فَتَوَهُّمٌ سَاقِطٌ وَقِيْلَ الْحُكْمُ فِىْ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ كَذٰلِكَ حَتّٰى لَاتَحْرُمَ لِاَنَّ الرُّجُوْعَ عَنِ الْاِقْرَارِ بِالنَّسَبِ صَحِيْحٌ قَبْلَ تَصْدِيْقِ الْمُقِرِّلَهُ اِيَّاهُ وَلَايُمْكِنُ الْعَمَلُ بِمُوْجَبِ هٰذَا اللَّفْظِ قَبْلَ تَاَكُّدِهٖ بِالْقَبُوْلِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَجَازًا عَنْهُ আর যখন مَجَاز হতে পারবে না فَلَا تَقَعُ الْحُرْمَةُ তখন হারাম হওয়াও সাব্যস্ত হবে না بِذٰلِكَ الْقَوْلِ এ উক্তির দ্বারা اَبَدًا কখনো فَيَلْغُو الْكَلَامُ সুতরাং বাক্যটি অর্থহীন হয়ে যাবে اِلَّا اَنَّهُمْ قَالُوْا তবে আলেমগণ বলেছেন যে اِذَا اَصَرَّ عَلٰى ذٰلِكَ সে যদি বারবার অনুরূপ বলতে থাকে يُفَرِّقُ الْقَاضِىْ بَيْنَهُمَا তখন কাজি তাদের (স্বামী স্ত্রীর) মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে لَا لِاَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِهٰذَا اللَّفْظِ এজন্য নয় যে এ শব্দের দ্বারা হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়ে থাকে بَلْ বরং এজন্য যে لِاَنَّهُ بِالْاِصْرَارِ সে বারবার এটা বলে صَارَ ظَالِمًا জালিম সাব্যস্ত হয়েছে بِمَنْعِ حَقِّهَا فِى الْجِمَاعِ তার স্ত্রীকে সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত রাখার কারণে فَيَجِبُ التَّفْرِيْقُ সুতরাং তাদের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া ওয়াজিব হবে كَمَا فِى الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ যেমন পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি এবং সহবাসে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে فَقَوْلُهُ সুতরাং গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য اَوْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ এ বাক্যটি عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ তার বক্তব্য مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ -এর উপর عَطْف করা হয়েছে وَقَوْلُهُ تُوْلَدُ لِمِثْلِهٖ আর তার বক্তব্য تُوْلَدُ لِمِثْلِهٖ এটা حَالٌ مِنْ قَوْلِهٖ مَعْرُوْفَةُ তার বক্তব্য مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ হতে حَال হয়েছে يَعْنِىْ অর্থাৎ لَابُدَّ اَنْ تَكُوْنَ مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ তখন তার বংশ পরিচিত থাকতে হবে فِىْ حِيْنَ كَوْنِهَا مَوْلُوْدَةً لِمِثْلِهٖ যখন এ ধরনের পুরুষ হতে ঐ ধরনের মহিলা জন্মলাভ করা সম্ভব اَوْ অথবা اَنْ تَكُوْنَ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ সে উক্ত পুরুষ অপেক্ষা বয়সে বড় হবে حَتّٰى تَتَعَذَّرَ الْحَقِيْقَةُ যার কারণে حَقِيْقِىْ অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হবে فَلَوْ فُقِدَ الشَّرْطَانِ مَعًا সুতরাং উভয় শর্ত যদি একসাথে পাওয়া না যায় بِاَنْ كَانَتْ مَجْهُوْلَةَ النَّسَبِ এভাবে যে তার বংশ অপরিচিত হয় وَلَمْ تَكُنْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ এবং মহিলা তার হতে অধিক বয়স্কা না নয় يَثْبُتُ نَسَبُهَا مِنْهُ তাহলে সে পুরুষের পক্ষ হতে উক্ত মহিলার বংশধারা সাব্যস্ত হবে فَمَا قِيْلَ কোনো কোনো উসূলবিদ বলেছেন যে اِنَّ قَوْلَهُ اَوْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ তার বক্তব্য اَوْ اَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ এটা عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَتُوْلَدُ لِمِثْلِهٖ তার বক্তব্য وَتُوْلَدُ لِمِثْلِهٖ -এর উপর عَطْف করা হয়েছে فَتَوَهُّمٌ سَاقِطٌ এটা নিছক ধারণা মাত্র, যা গ্রহণযোগ্য নয় وَقِيْلَ কারো কারো মতে الْحُكْمُ فِىْ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ كَذٰلِكَ বংশ অপরিচিত হলে তার হুকুমও তদ্রূপ হবে حَتّٰى لَاتَحْرُمَ কাজেই তা হারাম হবে না لِاَنَّ الرُّجُوْعَ عَنِ الْاِقْرَارِ بِالنَّسَبِ صَحِيْحٌ কেননা বংশের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা জায়েজ قَبْلَ تَصْدِيْقِ الْمُقِرِّلَهُ اِيَّاهُ যার জন্য বংশ দাবি করা হয় সে তা স্বীকার করে নেওয়ার পূর্বে وَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِمُوْجَبِ هٰذَا اللَّفْظِ আর এ শব্দ অর্থাৎ বংশের দাবি অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয় قَبْلَ تَاَكُّدِهٖ بِالْقَبُوْلِ কবুলের দ্বারা সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বে।

সরল অনুবাদ : আর যখন مَجَازْ হতে পারবে না তখন এটার দ্বারা কখনো হারাম হওয়াও সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং বাক্যটি অর্থহীন হয়ে যাবে। তবে আলিমগণ বলেছেন যে, সে যদি বারংবার অনুরূপ বলতে থাকে, তখন কাজি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেবে। এ জন্য নয় যে, এ শব্দের দ্বারা হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়ে থাকে; বরং এ জন্য যে, সে বারবার এটা বলে তার স্ত্রীকে সহবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত রাখার কারণে জালিম সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। যেমন– পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি এবং সহবাসে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য – أَوْ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ এটা তার বক্তব্য مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। আর তার বক্তব্য تُوْلَدُ لِمِثْلِهِ এটা তার বক্তব্য– مَعْرُوْفَةُ النَّسَبِ হতে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ যখন এ ধরনের পুরুষ হতে ঐ রকম মহিলা জন্ম লাভ করা সম্ভব তখন তার বংশ পরিচিত থাকতে হবে। অথবা সে মহিলা উক্ত পুরুষ হতে বয়সে বড় হতে হবে, যার কারণে حَقِيْقِيْ অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হবে। সুতরাং উভয় শর্ত যদি এক সাথে পাওয়া না যায় এভাবে যে তার বংশ অপরিচিত হয় এবং মহিলা তার হতে অধিক বয়স্কা না হয়, তাহলে সে পুরুষের পক্ষ হতে উক্ত মহিলার বংশধারা সাব্যস্ত হবে। কোনো কোনো উসূলবিদ বলেছেন যে, তার বক্তব্য–أَوْ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ এটা তার বক্তব্য وَتُوْلَدُ لِمِثْلِهِ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। এটা নিছক ধারণামাত্র, যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারো কারো মতে বংশ অপরিচিত হলে তার হুকুমও তদ্রূপ হবে। কাজেই তা হারাম হবে না। কেননা যার জন্য বংশ দাবি করা হয় সে তা স্বীকার করে নেওয়ার পূর্বে বংশের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা জায়েজ। আর কবুলের দ্বারা সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বে এ শব্দ অর্থাৎ বংশের দাবি অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا فِى الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, مَجْبُوْب বলে যার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ কর্তন করা হয়েছে। আর তার হুকুম হলো, তার স্ত্রী যদি বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে তাহলে কাজি তৎক্ষণাৎ পৃথক করে দেবে। কেননা বিলম্ব করলে কোনো ফায়দা হবে না। আর عِنِّيْن এ শব্দটি فِعِّيْل-এর ওজনে إِسْم فَاعِل-এর অর্থে ব্যবহৃত। এটা عِنَّ অর্থাৎ إِعْرَاض (বিরত থাকা) হতে নেওয়া হয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় عِنِّيْن বলে, যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সহবাস করতে সক্ষম নয়। আর তার হুকুম হলো, তার স্ত্রী যদি বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে তাহলে কাজি তাকে এক চান্দ্র বৎসরের সময় দিবে, তবে উক্ত সময় তার ও তার স্ত্রীর অসুস্থতার সময় বাদ দিয়ে ধরা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি সে সহবাস করতে সক্ষম হয়, তাহলে বিবাহ ঠিক থাকবে। অন্যথা স্বামী যদি তাকে তালাক দিতে অস্বীকার করে, তাহলে কাজি উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেবে। — দুররুল মুখতার

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رح) بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ بَيَانِ قَرَائِنِ الْعَمَلِ بِالْمَجَازِ وَتَرْكِ الْحَقِيْقَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ عَلٰى مَا زَعَمَهُ فَقَالَ وَالْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ كَالنَّذْرِ بِالصَّلٰوةِ وَالْحَجِّ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِذَا كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ اَيْ لِيَدْعُ ثُمَّ نُقِلَتْ اِلَى الْاَرْكَانِ الْمَعْلُوْمَةِ وَالْعِبَادَةِ الْمَعْهُوْدَةِ وَهُجِرَ مَعْنَاهُ الْاَوَّلُ فَاِنْ قَالَ اَحَدٌ لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ لَا الدُّعَاءُ وَكَذَا الْحَجُّ لُغَةً اَلْقَصْدُ مُطْلَقًا ثُمَّ نُقِلَ فِي الشَّرْعِ اِلَى الْمَنَاسِكِ الْمَعْهُوْدَةِ فِيْ مَكَّةَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رح) অতঃপর গ্রন্থকার (র.) আরম্ভ করেছেন بَعْدَ ذٰلِكَ উহার পর فِيْ بَيَانِ قَرَائِنِ الْعَمَلِ بِالْمَجَازِ মাজায অনুযায়ী আমল করার قَرِيْنَه সমূহের বর্ণনা وَتَرْكِ الْحَقِيْقَةِ এবং حَقِيْقَتْ পরিত্যাগ করার قَرِيْنَه সমূহের বর্ণনা وَهِيَ خَمْسَةٌ عَلٰى مَا زَعَمَهُ আর তার ধারণা অনুযায়ী এটা পাঁচটি فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَالْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ হাকীকী অর্থ পরিত্যাগ করা হয় بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ প্রচলিত প্রথার নির্দেশ অনুযায়ী كَالنَّذْرِ بِالصَّلٰوةِ وَالْحَجِّ যথা সালাত ও হজের মানত করা فَاِنَّ الصَّلٰوةَ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ কেননা صَلٰوة-এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রার্থনা كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর বাণীর মধ্যে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! صَلُّوْا عَلَيْهِ তোমরা রাসূলের জন্য রহমতের প্রার্থনা কর وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণীর মধ্যে اِذَا كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ রোজা থাকলে সালাত আদায় করবে اَيْ لِيَدْعُ অর্থাৎ প্রার্থনা (দোয়া করবে) ثُمَّ نُقِلَتْ অতঃপর স্থানান্তরিত করা হয়েছে اِلَى الْاَرْكَانِ الْمَعْلُوْمَةِ وَالْعِبَادَةِ الْمَعْهُوْدَةِ নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য (রোকন) ও নির্ধারিত একটি ইবাদতের দিকে وَهُجِرَ مَعْنَاهُ الْاَوَّلُ তার প্রথম অর্থ বর্জন করা হয়েছে فَاِنْ قَالَ اَحَدٌ যদি কেউ বলে لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি সালাতের মানত করলাম تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ তাহলে তার উপর সালাত (নামাজ) ওয়াজিব হবে لَا الدُّعَاءُ দোয়া ওয়াজিব হবেনা وَكَذَا الْحَجُّ لُغَةً اَلْقَصْدُ مُطْلَقًا তদ্রূপ হজের আভিধানিক অর্থ হলো যে কোনো প্রকারের ইচ্ছা করা ثُمَّ نُقِلَ فِي الشَّرْعِ অতঃপর শরিয়ত কর্তৃক এটাকে স্থানান্তর করা হয়েছে اِلَى الْمَنَاسِكِ الْمَعْهُوْدَةِ নির্দিষ্ট আহকাম আদায়ের দিকে فِيْ مَكَّةَ মক্কা শরীফে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مَجَازْ অনুযায়ী আমল করার এবং حَقِيْقَتْ পরিত্যাগ করার قَرِيْنَه সমূহের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। আর তার ধারণা অনুযায়ী এটা পাঁচটি। সুতরাং তিনি বলেছেন, عَادَةْ **তথা প্রচলিত প্রথার নির্দেশ অনুযায়ী** حَقِيْقِيْ **অর্থ পরিত্যাগ করা হয়। যথা– সালাত ও হজের মানত করা।** কেননা صَلٰوة -এর আভিধানিক অর্থ হলো دُعَاء (প্রার্থনা)। যেমন, আল্লাহর বাণীর মধ্যে– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ (হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলের জন্য রহমতের প্রার্থনা কর।) এবং রাসূলে করীম ﷺ -এর বাণীর মধ্যে– اِذَا كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ (রোজা থাকলে সালাত আদায় করবে।) অর্থাৎ প্রার্থনা (দোয়া) করবে। অতঃপর নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য (রোকন) ও নির্ধারিত একটি ইবাদতের দিকে এটাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সুতরাং যদি কেউ বলে لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ (আল্লাহর ওয়াস্তে আমি সালাতের মানত করলাম) তাহলে তার উপর সালাত (নামাজ) ওয়াজিব হবে, দোয়া ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ হজের আভিধানিক অর্থ হলো যে, কোনো প্রকারের ইচ্ছা করা। অতঃপর মক্কা শরীফে নির্দিষ্ট আহকাম আদায়ের দিকে শরিয়ত কর্তৃক এটাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهِيَ خَمْسَةٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حَقِيْقَتْ পরিত্যাগ করে مَجَازْ গ্রহণের নির্দেশক قَرِيْنَه সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, حَقِيْقَتْ পরিত্যাগ করে مَجَازْ -এর উপর আমল করার জন্য কতিপয় قَرِيْنَه রয়েছে। মানার প্রণেতার মতে এগুলোর সংখ্যা পাঁচটি— ১. دَلَالَةُ الْعَادَةِ –সর্বসাধারণের অভ্যাসের নির্দেশনা। ২. دَلَالَةُ اللَّفْظِ فِيْ نَفْسِهٖ মূল শব্দের নির্দেশনা। ৩. دَلَالَةُ سِيَاقِ النَّظْمِ –শব্দের প্রকাশভঙ্গির নির্দেশনা। ৪. دَلَالَةُ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ –বক্তার অবস্থার নির্দেশনা। ৫. دَلَالَةُ حَالِ الْكَلَامِ বাক্যের অবস্থার নির্দেশনা।

قَوْلُهٗ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) عَادَتْ -এর নির্দেশনা অনুযায়ী حَقِيْقِيْ অর্থ পরিত্যাগ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শব্দসমূহ ব্যবহারের রীতি ও অভ্যাস এবং শব্দের দ্বারা অর্থ উপলব্ধির প্রচলন। জ্ঞাতব্য যে, সর্বসাধারণের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে حَقِيْقِيْ অর্থ পরিত্যাগ করার কারণ এই যে, শব্দ (বাক্য) বোধগম্য করানোর জন্য প্রণীত হয়েছে। সুতরাং আভিধানিক অর্থ হতে স্থানান্তরিত হয়ে পরিভাষায় অন্য কিছুর জন্য ব্যবহৃত হলে, তাকেই عَادَةْ তথা ব্যবহার রীতি বলে, যার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর তাই এটার حَقِيْقِيْ অর্থকে বর্জন করা হয়। উল্লেখ্য যে, عَادَةْ -এর নির্দেশনা অনুযায়ী حَقِيْقِيْ কে পরিত্যাগ করে কেবল তখনই مَجَازْ -এর উপর আমল করা হবে, যখন حَقِيْقِيْ অর্থ ব্যবহৃত হবে না। কেননা حَقِيْقِيْ অর্থ ব্যবহৃত হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এটা مَجَاز مُتَعَارِفْ হতে উত্তম হবে, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَلْمَنَاسِكِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, مَنَاسِكُ এটা مَنْسَكٌ -এর বহুবচন, যা مَقْعَدٌ ও مَجْلِسٌ -এর ওজনে হয় অর্থাৎ এগুলোর স্থান। যেমন– তুমি বলে থাক– اَرِنَا مَنَاسِكَنَا অর্থাৎ আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের স্থানগুলো দেখিয়ে দাও।—মুনতাহাল আরব

فَلَوْ قَالَ لِلّٰهِ عَلَىَّ اَنْ اَحُجَّ تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ الْمَعْهُوْدَةُ وَفِىْ حُكْمِهَا سَائِرُ الْاَلْفَاظِ الْمَنْقُوْلَةِ شَرْعًا اَوْ عُرْفًا عَامًّا وَخَاصًّا وَكَذَا قَوْلُهٗ لَايَضَعُ قَدَمَهٗ فِىْ دَارِ فُلَانٍ عَلٰى مَامَرَّ وَبِدَلَالَةِ اللَّفْظِ فِىْ نَفْسِهٖ اَىْ بِاعْتِبَارِ مَاْخَذِ اِشْتِقَاقِهٖ وَمَادَّةِ حُرُوْفِهٖ لَا بِاعْتِبَارِ اِطْلَاقِهٖ بِاَنْ كَانَ اللَّفْظُ مَثَلًا مَوْضُوْعًا لِمَعْنًى فِيْهِ قُوَّةٌ فَيَخْرُجُ مَا وُجِدَ فِيْهِ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى نَاقِصًا اَوْ لِمَعْنًى فِيْهِ نُقْصَانٌ وَضُعْفٌ فَيَخْرُجُ مَاوُجِدَ فِيْهِ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى زَائِدًا وَيُسَمّٰى هٰذَا مُشَكِّكًا وَعَبَّرَ عَنْهُ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ بِكَوْنِ بَعْضِ الْاَفْرَادِ فِيْهِ زَائِدًا اَوْ نَاقِصًا فَالْاَوَّلُ كَمَا اِذَا حَلَفَ لَايَاْكُلُ لَحْمًا فَلَايَتَنَاوَلُ لَحْمَ السَّمَكِ وَقَوْلُهٗ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ حُرٌّ لَايَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لِلّٰهِ عَلَىَّ اَنْ اَحُجَّ আল্লাহর ওয়াস্তে আমি হজ করার মানত করলাম تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ الْمَعْهُوْدَةُ তাহলে তার উপর নির্দিষ্ট ইবাদত ওয়াজিব হবে وَفِىْ حُكْمِهَا سَائِرُ الْاَلْفَاظِ الْمَنْقُوْلَةِ একই হুকুম হবে, যত শব্দ আভিধানিক অর্থ হতে স্থানান্তরিত হয়েছে شَرْعًا اَوْ عُرْفًا عَامًّا وَخَاصًّا চাই শরয়ী বা عُرْفِىْ হিসেবে স্থানান্তরিত হোক বা خَاصْ হোক অথবা عَامْ হোক وَكَذَا قَوْلُهٗ আর তার বক্তব্য لَايَضَعُ قَدَمَهٗ فِىْ دَارِ فُلَانٍ "সে অমুকের ঘরে পা রাখবে না" এরও একই হুকুম عَلٰى مَا مَرَّ যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে وَبِدَلَالَةِ اللَّفْظِ فِىْ نَفْسِهٖ আর মূল শব্দের دَلَالَتْ বা নির্দেশনা দ্বারা اَىْ بِاعْتِبَارِ مَاْخَذِ اِشْتِقَاقِهٖ অর্থাৎ শব্দের উৎস্থল হিসেবে وَمَادَّةِ حُرُوْفِهٖ ও মূল অক্ষরের হিসেবে لَا بِاعْتِبَارِ اِطْلَاقِهٖ এটার প্রয়োগের হিসেবে নয় بِاَنْ كَانَ اللَّفْظُ এভাবে যে শব্দ হবে مَثَلًا উদাহরণত مَوْضُوْعًا প্রণয়ন গত لِمَعْنًى فِيْهِ قُوَّةٌ সে অর্থের জন্য যার মধ্যে শক্তি আছে فَيَخْرُجُ এমতাবস্থায় বের হয়ে যাবে مَا وُجِدَ فِيْهِ যার মধ্যে পাওয়া যায় ذٰلِكَ الْمَعْنٰى ঐ অর্থ نَاقِصًا অপূর্ণাঙ্গভাবে اَوْ لِمَعْنًى فِيْهِ نُقْصَانٌ وَضُعْفٌ অথবা এমন অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে যার মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে فَيَخْرُجُ তখন বের হয়ে যাবে مَا وُجِدَ فِيْهِ যার মধ্যে বিরাজমান ذٰلِكَ الْمَعْنٰى সে অর্থ زَائِدًا অধিক পরিমাণ وَيُسَمّٰى هٰذَا مُشَكِّكًا আর এটাকে مُشَكِّكْ বলে وَعَبَّرَ عَنْهُ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ আর তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা এটাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন بِكَوْنِ بَعْضِ الْاَفْرَادِ فِيْهِ زَائِدًا اَوْ نَاقِصًا উক্ত শব্দের মধ্যে এটার কতিপয় فَرْد (একক) অতিরিক্ত অর্থের সাথে এবং অপর কতিপয় ত্রুটির সাথে পাওয়া যায় فَالْاَوَّلُ كَمَا প্রথমটির উদাহরণ যেমন اِذَا حَلَفَ لَايَاْكُلُ لَحْمًا যখন কেউ শপথ করে যে, গোশত খাবে না فَلَايَتَنَاوَلُ لَحْمَ السَّمَكِ তখন এটা মাছের গোশতকে অন্তর্ভুক্ত করবে না وَقَوْلُهٗ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ حُرٌّ আর কারো কথা আমার সব গোলাম আজাদ لَايَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ এটা مُكَاتَبْ কে শামিল করবে না।

সরল অনুবাদ : সুতরাং যদি কেউ বলে لِلّٰهِ عَلَىَّ اَنْ اَحُجَّ (আল্লাহর ওয়াস্তে আমি হজ করার মানত করলাম।) তাহলে তার উপর নির্দিষ্ট ইবাদত ওয়াজিব হবে। আর শরিয়ত বা সাধারণের পরিভাষা অনুযায়ী যত শব্দ আভিধানিক অর্থ হতে (শরয়ী বা عُرْفِىْ অর্থের দিকে) স্থানান্তরিত হয়েছে, চাই তা خَاصْ হোক অথবা عَامْ হোক তার একই হুকুম হবে। আর তার বক্তব্য– لَايَضَعُ قَدَمَهٗ فِىْ دَارِ فُلَانٍ -এরও একই হুকুম, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। **আর মূল শব্দের دَلَالَتْ বা নির্দেশনার দ্বারা** (حَقِيْقِىْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয়)। অর্থাৎ শব্দের উৎসস্থল ও মূল অক্ষরের হিসেবে। এটার প্রয়োগের হিসেবে নয়। উদাহরণত এভাবে যে, সেই শব্দটিকে যে অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে শক্তি আছে, এমতাবস্থায় ঐ বিষয়টি বের হয়ে যাবে যার মধ্যে ঐ অর্থ পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া যায় না। অথবা এমন অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে যার মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। তখন ঐ সব শব্দ বের হয়ে যাবে যার মধ্যে সে অধিক পরিমাণ বিরাজমান। আর এটাকে مُشَكِّكْ বলে। আর তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা এটাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন– بِكَوْنِ بَعْضِ الْاَفْرَادِ فِيْهِ زَائِدًا اَوْ نَاقِصًا অর্থাৎ উক্ত শব্দের মধ্যে এটার কতিপয় فَرْد (একক) অতিরিক্ত অর্থের সাথে এবং অপর কতিপয় ত্রুটির সাথে পাওয়া যায়। প্রথমটির উদাহরণ **যেমন– কোনো ব্যক্তি শপথ করবে যে, সে গোশ্ত খাবে না। তখন এটা মাছের গোশ্তকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। আর কারো কথা** كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ حُرٌّ **(আমার সব গোলাম আযাদ।) এটা** مُكَاتَبْ **কে শামিল করবে না।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَذَا قَوْلُهٗ لَايَضَعُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) وَضْعُ الْقَدَمِ -এর حَقِيْقِىْ ও مَجَازِىْ অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, উল্লিখিত শব্দের অর্থ– وَضْعُ الْقَدَمِ حَافِيًا (নগ্ন পদ রাখা) পরিত্যক্ত হয়েছে। আর এটার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ অর্থাৎ مَجَازِىْ অর্থ হলো اَلدُّخُوْلُ প্রবেশ করা।

قَوْلُهٗ فَلَايَتَنَاوَلُ لَحْمَ السَّمَكِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) গোশ্ত না খাওয়ার শপথ করলে মাছের গোশ্তকে শামিল করবে কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, কেউ যদি শপথ করে যে, গোশত খাবে না তাহলে তা মাছের গোশ্তকে শামিল করবে না। তবে এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন এটার দ্বারা কোনো নিয়ত করবে না। কিন্তু যখন মাছের গোশ্তের নিয়ত করবে, তখন তাকেও শামিল করবে।

فَإِنَّ لَفْظَ اللَّحْمِ لَايَتَنَاوَلُ السَّمَكَ إِذْ هُوَ مُشْتَقٌّ عَنِ الْإِلْتِحَامِ وَهُوَ الشِّدَّةُ وَلَاشِدَّةَ بِدُوْنِ الدَّمِ وَالسَّمَكُ لَادَمَ فِيْهِ لِأَنَّ الدَّمَوِيَّ لَايَسْكُنُ الْمَاءَ وَلَايَعِيْشُ فِيْهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ هٰذَا الْحَلْفُ لَحْمَ السَّمَكِ وَإِنْ كَانَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي الْقُرْاٰنِ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَبِهٖ تَمَسَّكَ مَالِكٌ (رح) فِيْ أَنَّهٗ يَحْنَثُ بِاَكْلِ لَحْمِ السَّمَكِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَايَحْنَثُ بِهٖ لِأَجْلِ مَأْخَذِ اللَّفْظِ وَلِأَنَّ بَائِعَهٗ لَايُسَمّٰى فِي الْعُرْفِ بَائِعَ اللَّحْمِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّ لَفْظَ اللَّحْمِ কেননা لَحْم শব্দটি لَايَتَنَاوَلُ السَّمَكَ মাছকে শামিল করে না إِذْ هُوَ مُشْتَقٌّ عَنِ الْإِلْتِحَامِ কারণ لَحْم শব্দটি إِلْتِحَامْ শব্দ হতে গঠিত وَهُوَ الشِّدَّةُ আর إِلْتِحَامْ শব্দের অর্থ কঠোরতা وَلَا شِدَّةَ অথচ কঠোরতা আসে না بِدُوْنِ الدَّمِ রক্ত ছাড়া وَالسَّمَكُ لَا دَمَ فِيْهِ আর মাছের মধ্যে রক্ত নেই لِأَنَّ الدَّمَوِيَّ কেননা রক্ত সম্পন্ন প্রাণী لَايَسْكُنُ الْمَاءَ পানিতে বসবাস করে না وَلَايَعِيْشُ فِيْهِ এবং তাতে জীবিত থাকতেও পারে না فَلَا يَتَنَاوَلُ هٰذَا الْحَلْفُ সুতরাং এ শপথ শামিল করবে না لَحْمَ السَّمَكِ মাছের গোস্তকে وَإِنْ كَانَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي الْقُرْاٰنِ যদিও কুরআনে কারীমে মাছের উপরেও لَحْم শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا যাতে তোমরা টাটকা গোশত ভক্ষণ করতে পার وَبِهٖ تَمَسَّكَ مَالِكٌ (رح) এ আয়াতের দ্বারা ইমাম মালেক (র.) দলিল পেশ করেছেন যে فِيْ أَنَّهٗ يَحْنَثُ শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে بِاَكْلِ لَحْمِ السَّمَكِ মাছের গোশত ভক্ষণ করলেও وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা বলি لَايَحْنَثُ بِهٖ -এর ফলে শপথ ভঙ্গ হবে না لِأَجْلِ مَأْخَذِ اللَّفْظِ শব্দের উৎসস্থলের দিক বিবেচনায় وَلِأَنَّ بَائِعَهٗ আর এজন্য যে মাছের গোশত বিক্রেতাকে لَايُسَمّٰى فِي الْعُرْفِ পরিভাষায় বলে না بَائِعُ اللَّحْمِ গোশত বিক্রেতা।

সরল অনুবাদ : কেননা لَحْم শব্দটি মাছকে শামিল করে না। কারণ لَحْم শব্দটি إِلْتِحَامْ শব্দ হতে গঠিত। আর إِلْتِحَامْ শব্দের অর্থ– কঠোরতা। অথচ রক্ত ছাড়া কঠোরতা আসে না। আর মাছের মধ্যে রক্ত নেই। কেননা রক্ত সম্পন্ন প্রাণী পানিতে বসাবস করে না এবং তাতে জীবিত থাকতেও পারে না। সুতরাং এ শপথ মাছের গোশতকে শামিল করবে না। যদিও কুরআনে কারীমে আল্লাহর এ বাণী– لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا -এর মধ্যে মাছের উপরও لَحْم শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এ আয়াতের দ্বারা ইমাম মালেক (র.) দলিল পেশ করেছেন যে, মাছের গোশ্ত ভক্ষণ করলেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর আমরা বলি, শপথ ভঙ্গ হবে না শব্দের উৎসস্থলের দিক বিবেচনায়। আর এ জন্য যে, মাছের গোশ্ত বিক্রেতাকে পরিভাষায় গোশ্ত বিক্রেতা বলে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ إِذْ هُوَ مُشْتَقٌّ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, لَحْم শব্দটি إِلْتِحَامْ শব্দ হতে নির্গত। لَحْم নাম اَلْحَمَ الْحَرْبُ তখন বলা হয় যখন যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সুতরাং لَحْم -এর মধ্যে কঠোরতা থাকার দরুন এটাকে لَحْم নাম দেওয়া হয়েছে। অথচ রক্ত ব্যতীত কঠোরতা হতে পারে না, যা প্রাণীর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী অংশ। অথচ মাছের মধ্যে কোনো রক্ত নেই। আর কাটার সময় এটাতে যা প্রবাহিত হয় তা রক্ত নয়; বরং এটা লাল পানি বিশেষ। এটাকে রূপকার্থে রক্ত বলে। কেননা রক্ত সম্পন্ন প্রাণী পানিতে বসবাস করে না এবং তা পানিতে জীবিতও থাকে না। কেউ হয়তো বলতে পারে যে, لَحْم শব্দটি إِلْتِحَامْ হতে নির্গত হওয়াকে আমরা সমর্থন করি না; বরং এটা لَحْم অর্থাৎ গোশত হতে নির্গত। কেননা যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে তখন অধিক লোক নিহত হওয়ার কারণে এটা অধিক গোশ্ত স্তূপ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ জন্যই অধিকাংশ আলিমগণ এ দলিল-টিকে বর্জন করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, যখন কেউ শপথ করবে যে, গোশ্ত খাবে না তখন এটা মাছের গোশ্তকে শামিল করবে না। কেননা পরিভাষায় মাছ বিক্রেতাকে গোশ্ত বিক্রেতা বলে না। আর শপথ পরিভাষা অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) لَحْم طَرِيّ বলতে কি বুঝানো হয়েছে? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ তথা তারা সমুদ্র হতে খাবে لَحْمًا طَرِيًّا অর্থ– মাছ। আর এটাকে طَرَاوَتْ -এর সাথে مَوْصُوْف করার কারণ হলো এটা সর্বাধিক রসালো (তাজা) গোশ্ত, যার কারণে এটা তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়। আর এ জন্য তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করা হয়। উল্লিখিত طَرِيٌّ শব্দের يَا অক্ষরটি তাশদীদযুক্ত হবে। অর্থ হলো– তাজা।

وَلَفْظُ مَمْلُوْكٍ فِىْ قَوْلِهٖ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ حُرٌّ لَا يَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ لِاَنَّهٗ مَا كَانَ مَمْلُوْكًا كَامِلًا مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ يَدًا وَ رَقَبَةً فَيَتَنَاوَلُ الْمُدَبَّرَ وَاُمَّ الْوَلَدِ وَلَايَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ لِاَنَّهٗ مَمْلُوْكٌ رَقَبَةً حُرٌّ يَدًا فَكَانَ نَاقِصًا فِىْ مَعْنَى الْمَمْلُوْكِيَّةِ وَالثَّانِىْ مَاذَكَرَهٗ بِقَوْلِهٖ وَعَكْسُهُ الْحَلْفُ بِاَكْلِ الْفَاكِهَةِ اَىْ عَكْسُ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْمِثَالَيْنِ مَاإِذَا حَلَفَ لَايَاكُلُ الْفَاكِهَةَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَفْظُ مَمْلُوْكٍ আর مَمْلُوْك শব্দটি فِىْ قَوْلِهٖ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ حُرٌّ তার বক্তব্য كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ حُرٌّ -এর মধ্যে لَايَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ মুকাতাব কে শামিল করবে না لِاَنَّهٗ مَاكَانَ مَمْلُوْكًا كَامِلًا কেননা مُكَاتَبْ পূর্ণাঙ্গ দাস নয় مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ يَدًا وَ رَقَبَةً হস্তগতকরণ ও মূল মালিকানা উভয় দিকের বিবেচনায় فَيَتَنَاوَلُ الْمُدَبَّرَ وَاُمَّ الْوَلَدِ তবে এটা مُدَبَّرْ ও اُمِّ وَلَدْ কে শামিল করবে وَلَايَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ আর مُكَاتَبْ কে শামিল করবে না لِاَنَّهٗ مَمْلُوْكٌ رَقَبَةً কেননা সে رَقَبَة -এর হিসেবে দাস حُرٌّ يَدًا কিন্তু يَدْ -এর হিসেবে আজাদ فَكَانَ نَاقِصًا فِىْ مَعْنَى الْمَمْلُوْكِيَّةِ সুতরাং এটার মধ্যে দাসত্বের অর্থ অসম্পূর্ণ وَالثَّانِىْ مَاذَكَرَهٗ بِقَوْلِهٖ আর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ গ্রন্থকার (র.) তার এ বক্তব্যের দ্বারা উল্লেখ করেছেন وَعَكْسُهُ الْحَلْفُ بِاَكْلِ الْفَاكِهَةِ আর এটার বিপরীত হলো ফল খাওয়ার শপথ করা اَىْ عَكْسُ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْمِثَالَيْنِ অর্থাৎ উল্লেখিত উদাহরণদ্বয়ের বিপরীত হলো مَا إِذَا حَلَفَ لَا يَاكُلُ الْفَاكِهَةَ যখন শপথ করবে যে ফল খাবে না।

সরল অনুবাদ : আর তার বক্তব্য– كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ -এর মধ্যে مَمْلُوْك শব্দটি مُكَاتَبْ-কে শামিল করবে। কেননা مُكَاتَبْ সর্ব দিক দিয়ে অর্থাৎ হস্তগতকরণ ও মূল মালিকানা উভয় দিকের বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ দাস নয়। তবে এটা مُدَبَّرْ ও উম্মে ওয়ালাদ (اُمِّ وَلَدْ)-কে শামিল করবে। আর مُكَاتَبْ-কে শামিল করবে না। সে رَقَبَه -এর হিসেবে দাস। কিন্তু يَدْ -এর হিসেবে আজাদ। সুতরাং এটার মধ্যে দাসত্বের অর্থ অসম্পূর্ণ। আর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ গ্রন্থকার (র.) তাঁর এ বক্তব্যের দ্বারা উল্লেখ করেছেন। **আর এটার বিপরীত হলো ফল খাওয়ার শপথ করা**। অর্থাৎ উল্লিখিত উদাহরণদয়ের বিপরীত হলো। যখন শপথ করবে যে, ফল খাবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْمُكَاتَبَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُكَاتَبْ কাকে বলে? সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এবং তার সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

مُكَاتَبْ বলা হয় ঐ দাসকে যে তার মনিবের সাথে এ চুক্তি করেছে যে, এ পরিমাণ মাল আদায় করে দিলে সে আজাদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ فَيَتَنَاوَلُ الْمُدَبَّرَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) مُدَبَّرْ ও اُمِّ وَلَدْ-এর সংজ্ঞা ও হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো—

مُدَبَّرْ বলা হয় ঐ সব দাসীকে যাদেরকে তাদের মনিব বলে রেখেছে যে, اِذَا مِتُّ فَاَنْتَ حُرٌّ (আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি আজাদ)।

اُمِّ وَلَدْ বলা হয় ঐ দাসীকে যে মনিব কর্তৃক অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছে।

হুকুম : উভয়ের হুকুম হলো, তাদের মনিবের মৃত্যুর পরা তার আজাদ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কেউ যদি বলে– كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ حُرٌّ (আমার সমস্ত দাস আজাদ) তাহলে مُدَبَّرْ ও اُمِّ وَلَدْ উক্ত বক্তব্যের মধ্যে শামিল হবে। কেননা তারা يَدْ (হস্তগত হওয়া) ও رَقَبَه (মূল মালিকানা) উভয় দিক দিয়ে দাস হিসেবেই গণ্য রয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ لِاَنَّهٗ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) رَقَبَه তথা মূল মালিকানা হিসেবে مُكَاتَبْ দাস কিনা? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُكَاتَبْ গর্দান তথা মালিকানা হিসেবে গোলাম। কেননা كِتَابَتْ বা চুক্তির একটি দিরহাম বাকি থাকা পর্যন্ত مُكَاتَبْ গোলাম থেকে যাবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যখন চুক্তিকৃত বিনিময় আদায়ে অক্ষম হবে, তখন পুনরায় গোলাম হয়ে যাবে। তবে يَدْ তথা কজায় আছে বিধায় مُكَاتَبْ গোলাম হয় না; বরং আজাদ যাতে كِتَابَتْ -এর উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হতে পারে। আর তা হলো বিনিময় আদায় করা। সুতরাং مُكَاتَبْ ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির অধিকার রাখবে।

قَوْلُهٗ فَكَانَ نَاقِصًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, এ স্থলে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, مُكَاتَبْ -এর মধ্যে মালিকানা যদি অপূর্ণাঙ্গ এবং مُدَبَّرْ ও اُمِّ وَلَدْ -এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ থাকে, তাহলে مُكَاتَبْ -এর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা জায়েজ হবে না; কিন্তু مُدَبَّرْ ও اُمِّ وَلَدْ -এর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা জায়েজ হবে। তবে তার উত্তর দেয়া হবে এভাবে যে, কাফ্ফারা মালিকানার উপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হয় না; বরং দাসত্বের উপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হয়। আর مُدَبَّرْ ও اُمِّ وَلَدْ -এর মধ্যে দাসত্ব অপূর্ণাঙ্গ। কেননা তাদের মধ্যে আজাদীর যে দিক সাব্যস্ত হয়েছে তা কোনোক্রমেই লোপ পাবে না। পক্ষান্তরে مُكَاتَبْ -এর মধ্যে দাসত্ব পূর্ণাঙ্গ। কেননা সে তো গোলাম। যেমন– বিনিময় আদায়ে অপরারগ হলে। অতএব مُدَبَّرْ ও اُمِّ وَلَدْ -এর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা জায়েজ হবে না; কিন্তু مُكَاتَبْ -এর দ্বারা আদায় করা জায়েজ হবে।

فَلَا يَتَنَاوَلُ الْعِنَبَ لِأَنَّ الْفَاكِهَةَ اِسْمٌ لِمَا يَتَفَكَّهُ بِهِ وَيَتَلَذَّذُ حَالَ كَوْنِهِ زَائِدًا عَلٰى مَا يَقَعُ بِهِ قِوَامُ الْبَدَنِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ لِلنُّقْصَانِ وَالْعِنَبُ وَالرُّطَبُ وَالرُّمَّانُ فِيهَا كَمَالٌ لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ بِهِ قِوَامُ الْبَدَنِ وَيَكْتَفِيْ بِهَا فِيْ بَعْضِ الْاَمْصَارِ لِلْغِذَاءِ فَلَايَدْخُلُ فِي النَّاقِصِ وَاَمَّا اِدْخَالُ الطَّرَّارِ فِي السَّارِقِ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ كَمَالٌ اَيْضًا مِنَ السَّارِقِ فَلِاَنَّ ذٰلِكَ الْكَمَالَ وَالزِّيَادَةَ لَيْسَ بِمُغَيِّرٍ لِمَعْنَى الْاَصْلِ بَلْ مُكَمِّلٌ لَهُ مِنْ قَبِيْلِ دَلَالَةِ النَّصِّ فَيَشْتَمِلُهُ كَاشْتِمَالِ اُفٍّ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَاتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ لِلضَّرْبِ وَالشَّتْمِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعِنَبِ فَاِنَّهٗ مُغَيِّرٌ لِمَعْنَى التَّفَكُّهِ وَمُضِرٌّ لَهٗ وَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ بِذٰلِكَ كُلِّهٖ لِاَنَّهَا مِنْ اَعَزِّ الْفَوَاكِهِ هٰذَا اِذَا لَمْ يَنْوِ وَاَمَّا اِذَا نَوٰى ذٰلِكَ يَحْنَثُ اِتِّفَاقًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَا يَتَنَاوَلُ الْعِنَبَ সে শপথ আঙ্গুরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না لِأَنَّ الْفَاكِهَةَ اِسْمٌ لِمَا يَتَفَكَّهُ بِهِ কেননা فَاكِهَة বলে যা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে وَيَتَلَذَّذُ এবং স্বাদ গ্রহণ করে حَالَ كَوْنِهِ زَائِدًا অতিরিক্ত গ্রহণের পর عَلٰى مَا يَقَعُ بِهِ قِوَامُ الْبَدَنِ যা শারীরিক শক্তি অটুট রাখে فَهُوَ مَوْضُوعٌ لِلنُّقْصَانِ সুতরাং শব্দটি পূর্ণাঙ্গ অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে وَالْعِنَبُ وَالرُّطَبُ وَالرُّمَّانُ পক্ষান্তরে আঙ্গুর, খোরমা ও আনার فِيهَا كَمَالٌ -এর মধ্যে এমন পূর্ণাঙ্গ অর্থ বিদ্যমান لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ যা فَاكِهَة -এর মধ্যে নেই وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ بِهِ قِوَامُ الْبَدَنِ আর সে পূর্ণাঙ্গ অর্থ এই যে এটার দ্বারা শরীর টিকে থাকতে পারে وَيَكْتَفِيْ بِهَا فِيْ بَعْضِ الْاَمْصَارِ لِلْغِذَاءِ এবং কোনো কোনো শহরে এটাকে (একমাত্র প্রধান) খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّاقِصِ সুতরাং এটা نَاقِص (অপূর্ণাঙ্গ)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না وَاَمَّا اِدْخَالُ الطَّرَّارِ فِي السَّارِقِ আর ডাকাতকে চোরের মধ্যে শামিল করা হয়েছে وَاِنْ كَانَ فِيْهِ كَمَالٌ اَيْضًا مِنَ السَّارِقِ যদিও এটার মধ্যে চোরের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ অর্থ রয়েছে فَلِاَنَّ ذٰلِكَ الْكَمَالَ وَالزِّيَادَةَ এজন্য যে ঐ অতিরিক্ত ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ لَيْسَ بِمُغَيِّرٍ لِمَعْنَى الْاَصْلِ মূল অর্থকে পরিবর্তনকারী নয় بَلْ مُكَمِّلٌ لَهُ বরং মূল অর্থকে পূর্ণতা দানকারী مِنْ قَبِيْلِ دَلَالَةِ النَّصِّ দালালাতুন নস-এর সমগোত্রীয় হিসেবে فَيَشْتَمِلُهُ كَاشْتِمَالِ اُفٍّ সুতরাং سَارِق টা طَرَّار (ডাকাত) কে শামিল করবে اُفٍّ শব্দের শামিল করার মতো فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ যদ্রূপ আল্লাহর বাণী وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ -এর মধ্যস্থিত اُفٍّ শব্দটি لِلضَّرْبِ وَالشَّتْمِ প্রহার ও গালিকে শামিল করে بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعِنَبِ এটা আংগুরের অতিরিক্ত অর্থের বিপরীত فَاِنَّهٗ مُغَيِّرٌ لِمَعْنَى التَّفَكُّهِ وَمُضِرٌّ لَهٗ কেননা এটা تَفَكُّهٌ শব্দের অর্থকে পরিবর্তন ও ত্রুটিযুক্ত করে ফেলে وَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ بِذٰلِكَ كُلِّهٖ সাহেবাইন (র.)-এর মতে ঐ সব বস্তু দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে لِاَنَّهَا مِنْ اَعَزِّ الْفَوَاكِهِ কেননা এগুলো فَوَاكِه -এর অন্তর্ভুক্ত هٰذَا اِذَا لَمْ يَنْوِ আর উক্ত মতপার্থক্য তখন প্রযোজ্য হবে যখন এগুলোর দ্বারা নিয়ত না করবে وَاَمَّا اِذَا نَوٰى ذٰلِكَ আর যখন তার নিয়ত করবে يَحْنَثُ اِتِّفَاقًا তখন সর্বসম্মতভাবে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : সেই শপথ আংগুরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। কেননা فَاكِهَة বলে যা শারিরিক শক্তি অটুট রাখার মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের পর স্বাদ ও তৃপ্তি হাসিলের জন্য অতিরিক্ত খাওয়া হয়। সুতরাং শব্দটি অপূর্ণাঙ্গ অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আংগুর, খোরমা ও আনার -এর মধ্যে এমন পূর্ণাঙ্গ অর্থ বিদ্যমান যা فَاكِهَة -এর মধ্যে নেই। আর সে পূর্ণাঙ্গ অর্থ এই যে, এটার দ্বারা শরীর টিকে থাকতে পারে এবং কোনো কোনো শহরে এটাকে (একমাত্র প্রধান) খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটা نَاقِص (অপূর্ণাঙ্গ) -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর ডাকাতকে চোরের মধ্যে শামিল করা হয়েছে, যদিও এটার মধ্যে চোরের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ অর্থ রয়েছে। এ জন্য যে ঐ অতিরিক্ত ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ মূল অর্থকে পরিবর্তনকারী নয়; বরং دَلَالَةُ النَّصِّ -এর সমগোত্রীয় হিসেবে এটা মূল অর্থকে পূর্ণতা দানকারী। সুতরাং যদ্রূপ আল্লাহর বাণী– وَلَاتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ -এর মধ্যেস্থিত اُفٍّ শব্দটি প্রহার ও গালীকে শামিল করে তদ্রূপ سَارِق টা طَرَّار (ডাকাত)-কে শামিল করবে। এটা عِنَب বা আংগুরের অতিরিক্ত অর্থের বিপরীত। কেননা এটা تَفَكُّهٌ শব্দের অর্থকে পরিবর্তনও ত্রুটিযুক্ত করে ফেলে। সাহেবাইন (র.) -এর মতে ঐ সব বস্তুর দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এগুলো فَوَاكِهٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর উক্ত মতপার্থক্য তখন প্রযোজ্য হবে যখন এগুলোর দ্বারা কোনো নিয়ত না করবে। আর যখন তার নিয়ত করবে তখন সর্বসম্মতভাবে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) সাহেবাইন (র.) ও ইমাম সাহেব (র.) -এর মধ্যে মতানৈক্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, সাহেবাইন (র.) -এর মতে কেউ যদি فَاكِهَه না খাওয়ার শপথ করে, তাহলে আংগুর খোরমা যে কোনো ফল খাবে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কথিত আছে যে, উক্ত মতানৈক্য যুগের ও সময়ের হিসেবে হয়েছে। সূতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর যুগের পরিভাষা অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। কেননা তাঁর যুগের লোকেরা এগুলোকে فَاكِهَه বলত না। অথচ সাহেবাইন (র.)-এর যুগে উক্ত পরিভাষা পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁদের যুগে এগুলোকে فَوكِهَه বলত। অতএব সাহেবাইন (র.) বলেছেন, শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ইমাম সাহেব (র.)-এর মতে শপথ ভঙ্গ হবে না।

وَبِدَلَالَةِ سِيَاقِ النَّظْمِ اَىْ بِسَبَبِ سَوْقِ الْكَلَامِ بِقَرِيْنَةٍ لَفْظِيَّةٍ اِلْتَحَقَتْ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ سَابِقَةً اَوْ مُتَاَخِّرَةً كَقَوْلِهِ طَلِّقْ اِمْرَأَتِىْ اِنْ كُنْتَ رَجُلًا حَتّٰى لَايَكُوْنَ تَوْكِيْلًا فَاِنَّ حَقِيْقَةَ هٰذَا الْكَلَامِ هُوَ التَّوْكِيْلُ بِالطَّلَاقِ وَلٰكِنْ تُرِكَ ذٰلِكَ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ اِنْ كُنْتَ رَجُلًا لِاَنَّ هٰذَا الْكَلَامَ اِنَّمَا يُقَالُ عِنْدَ اِرَادَةِ اِظْهَارِ عِجْزِ الْمُخَاطَبِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِىْ قُرِنَ بِهِ فَيَكُوْنُ الْكَلَامُ لِلتَّوْبِيْخِ مَجَازًا وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَنْ شَاۤءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاۤءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا حَيْثُ تُرِكَتْ حَقِيْقَةُ الْمَشِيْئَةِ وَحَقِيْقَةُ قَوْلِهِ فَلْيَكْفُرْ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا وَحُمِلَ عَلَى التَّوْبِيْخِ وَبِدَلَالَةِ مَعْنًى يَرْجِعُ اِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَقَصْدِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْاَخَصِّ مَجَازًا وَاِنْ كَانَ اللَّفْظُ دَالًّا عَلَى الْعُمُوْمِ بِحَقِيْقَتِهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِدَلَالَةِ السِّيَاقِ النَّظْمِ আর حَقِيْقِىْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয় বাক্যের প্রকাশভঙ্গির নির্দেশনা দ্বারা اَىْ بِسَبَبِ سَوْقِ الْكَلَامِ অর্থাৎ বাক্যকে বর্ণনা করার দরুন بِقَرِيْنَةٍ لَفْظِيَّةٍ এমন শব্দগত قَرِيْنَة -এর সাথে اِلْتَحَقَتْ بِهِ যা এর সাথে মিলিত سَوَاءٌ كَانَتْ سَابِقَةً اَوْ مُتَاَخِّرَةً চাই উক্ত قَرِيْنَة পূর্বেই মিলিত হোক বা পরে মিলিত হোক كَقَوْلِهِ طَلِّقْ اِمْرَأَتِىْ اِنْ كُنْتَ رَجُلًا যেমন অন্যকে লক্ষ্য করে বলে তুমি যদি পুরুষ হও আমার স্ত্রীকে তালাক দাও لَايَكُوْنَ تَوْكِيْلًا এটার দ্বারা তাকে উকিল বানানো সাব্যস্ত হবে না فَاِنَّ حَقِيْقَةَ هٰذَا الْكَلَامِ هُوَ التَّوْكِيْلُ بِالطَّلَاقِ এ বাক্যটির حَقِيْقِىْ অর্থ হলো তালাকের উকিল নির্ধারণ (মনোনয়ন) করা وَلٰكِنْ تُرِكَ ذٰلِكَ তবে উক্ত حَقِيْقِىْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয়েছে بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ اِنْ كُنْتَ رَجُلًا - اِنْ كُنْتَ رَجُلًا-এর (শাব্দিক) قَرِيْنَة -এর দ্বারা لِاَنَّ هٰذَا الْكَلَامَ কেননা এরূপ কথা اِنَّمَا يُقَالُ বলা হয়ে থাকে عِنْدَ اِرَادَةِ اِظْهَارِ عِجْزِ الْمُخَاطَبِ - মুখাতাব-এর অপারগতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্যের সময় عَنِ الْفِعْلِ ঐ কার্য সম্পাদনে الَّذِىْ قُرِنَ بِهِ যার সাথে তাকে যুক্ত করা হয়েছে فَيَكُوْنُ الْكَلَامُ সুতরাং বাক্যটি ব্যবহৃত হবে لِلتَّوْبِيْخِ হুমকী এর জন্য مَجَازًا রূপক অর্থে وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى আর আল্লাহর এ বাণীও তার উদাহরণ (মত) فَمَنْ شَاۤءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاۤءَ فَلْيَكْفُرْ যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا আমি জালিম ও কাফিরদের জন্য অগ্নির ব্যবস্থা করে রেখেছি حَيْثُ تُرِكَتْ حَقِيْقَةُ الْمَشِيْئَةِ এ আয়াতে مَشِيْئَتْ পরিত্যাগ করা হয়েছে وَحَقِيْقَةُ قَوْلِهِ فَلْيَكْفُرْ ও তার বক্তব্য فَلْيَكْفُرْ-এর حَقِيْقِىْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয়েছে بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَعْتَدْنَا আল্লাহর বাণী لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا - اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا-এর قَرِيْنَة -এর দ্বারা وَحُمِلَ عَلَى التَّوْبِيْخِ আর এতে হুমকি প্রদর্শনের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে وَبِدَلَالَةِ مَعْنًى আর অর্থের নির্দেশনার কারণে يَرْجِعُ اِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَقَصْدِهِ বক্তা ও তার ইচ্ছার দিকে প্রত্যাবর্তন করে فَيُحْمَلُ عَلَى الْاَخَصِّ সুতরাং সর্বাধিক خَاصْ অর্থে প্রয়োগ করা হবে مَجَازًا রূপক অর্থে وَاِنْ كَانَ اللَّفْظُ যদিও শব্দ دَالًّا বুঝিয়ে থাকে عَلَى الْعُمُوْمِ - عُمُوْم কে بِحَقِيْقَتِهِ হাকীকী অর্থের দিক বিবেচনায়।

সরল অনুবাদ : আর حَقِيْقِىْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয় سِيَاقْ نَظْم তথা বাক্যের প্রকাশভঙ্গির নির্দেশনা দ্বারা। অর্থাৎ বাক্যকে এমন শব্দগত قَرِيْنَه-এর সাথে বর্ণনা করার দরুন حَقِيْقِى অর্থ পরিত্যাগ করা হয় যে قَرِيْنَه সে বাক্যের সাথে যুক্ত হয়েছে। চাই উক্ত قَرِيْنَه পূর্বেই মিলিত হোক বা পরে মিলিত হোক। যেমন– অন্যকে লক্ষ্য করে বলে, তুমি যদি পুরুষ হও, আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। এটার দ্বারা তাকে وَكِيْل বানানো সাব্যস্ত হবে না। এ বাক্যটির حَقِيْقِىْ অর্থ হলো, তালাকের উকিল নির্ধারণ (মনোনয়ন) করা, তবে اِنْ كُنْتَ رَجُلًا-এর (শাব্দিক) قَرِيْنَه-এর দ্বারা উক্ত حَقِيْقِىْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয়েছে। কেননা এরূপ কথার দ্বারা ঐ কার্য সম্পাদনে مُخَاطَبْ-এর অপারগতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যার সাথে তাকে যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বাক্যটি مَجَازِىْ অর্থে تَوْبِيْخ (হুমকী)-এর জন্য ব্যবহৃত হবে। আর আল্লাহর এ বাণীও তার উদাহরণ (মত)– فَمَنْ شَاۤءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاۤءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا (যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক, আমি জালিম ও কাফিরদের জন্য অগ্নির ব্যবস্থা করে রেখেছি)। এ আয়াতে مَشِيْئَتْ ও তার বক্তব্য فَلْيَكْفُرْ-এর حَقِيْقِىْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয়েছে, আল্লাহর বাণী– اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا-এর قَرِيْنَه-এর দ্বারা। আর এতে تَوْبِيْخ (হুমকী প্রদর্শন)-এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এমন অর্থের নির্দেশনার কারণে যা বক্তা ও তার ইচ্ছার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং مَجَازِىْ অর্থে এটাকে اَخَصْ (সর্বাধিক খাস) অর্থে প্রয়োগ করা হবে, যদিও حَقِيْقِى অর্থের দিক বিবেচনায় শব্দ عُمُوْم-কে বুঝিয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَىْ بِسَبَبِ سَوْقِ الْكَلَامِ الخ **-এর আলোচনা :** উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) এ স্থলে سِيَاقْ-এর উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এগুলোর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, سِيَاقْ শব্দটি مَصْدَر এটা سَوْق-এর অর্থে হয়েছে। সুতরাং এখানে سِيَاقْ-এর عُرْف (পরিভাষা)-এর মধ্যে ব্যবহৃত সেই অর্থ নেওয়া হয়নি; যা سَبَاقْ (ب বিশিষ্ট অর্থাৎ অগ্রগামী)-এর বিপরীতে পশ্চাদ্‌গামীর অর্থে হয়ে থাকে। ব্যাখ্যাকার (র.) তাঁর পরবর্তী বক্তব্য سَوَاءٌ كَانَتْ الخ-এর দ্বারা এটাকে বুঝাতে চেয়েছেন। আর نَظْم-এর দ্বারা বাক্যকে বুঝানো হয়েছে।

[অবশিষ্ট অংশ ৪৯০ পৃষ্ঠায়]

كَمَا فِيْ يَمِيْنِ الْفَوْرِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ فَارَتِ الْقِدْرُ إِذَا غَلَتْ وَاشْتَدَّتْ ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِ الْحَالَةُ الَّتِي لَالَبْثَ فِيْهَا وَلَارَيْثَ بِاعْتِبَارِ فَوْرَانِ الْغَضَبِ كَمَا إِذَا أَرَادَتْ إِمْرَأَةُ الْخُرُوْجَ فَقَالَ لَهَا الزَّوْجُ إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَكَثَتْ سَاعَةً حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ ثُمَّ خَرَجَتْ لَاتُطَلَّقُ فَإِنَّ حَقِيْقَةَ هٰذَا الْكَلَامِ أَنْ تُطَلَّقَ فِيْ كُلِّ مَاخَرَجَتْ وَلٰكِنْ مَعْنَى الْغَضَبِ الَّذِيْ حَدَثَ فِي الْمُتَكَلِّمِ وَقْتَ خُرُوْجِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هِيَ هٰذِهِ الْخَرْجَةُ الْمُعَيَّنَةُ فَيُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَيْهَا مَجَازًا بِهٰذِهِ الْقَرِيْنَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا فِيْ يَمِيْنِ الْفَوْرِ যথা তাৎক্ষণিক শপথ-এর মধ্যে وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ فَارَتِ الْقِدْرِ - فَوْر শব্দটি فَارَتِ الْقِدْرُ হতে নির্গত إِذَا غَلَتْ وَاشْتَدَّتْ যখন প্রবল হয় ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِ الْحَالَةُ অতঃপর সে অবস্থাকে فَوْر নাম দেওয়া হয়েছে الَّتِيْ লালবثَ فِيْهَا وَلَارَيْثَ যার মধ্যে কোনো প্রকার বিলম্ব নেই بِاعْتِبَارِ فَوْرَانِ الْغَضَبِ এ হিসেবে যে ক্রোধের সময় জোশ ও তীব্রতা দেখা দিয়ে থাকে كَمَا إِذَا أَرَادَ إِمْرَأَةُ الْخُرُوْجَ যথা কোনো স্ত্রীলোক ঘর হতে বের হওয়ার মনস্থ করলে فَقَالَ لَهَا الزَّوْجُ তার স্বামী তাকে বলে إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ তুমি বের হলে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে فَمَكَثَتْ سَاعَةً এটাতে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ তারপর তার ক্রোধ শান্ত হয়ে গেল ثُمَّ خَرَجَتْ অতঃপর সে বের হলো لَاتُطَلَّقُ তাহলে সে তালাক হবে না فَإِنَّ حَقِيْقَةَ هٰذَا الْكَلَامِ কেননা এ বাক্যের حَقِيْقِيْ অর্থ হলো أَنْ تُطَلَّقَ فِيْ كُلِّ مَا خَرَجَتْ প্রত্যেক বের হওয়ার মধ্যে তালাক হওয়া وَلٰكِنْ مَعْنَى الْغَضَبِ কিন্তু তার এ ক্রোধের অর্থ হলো الَّذِيْ حَدَثَ فِي الْمُتَكَلِّمِ যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে وَقْتَ خُرُوْجِهَا তার বের হওয়ার সময় يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هِيَ هٰذِهِ الْخَرْجَةُ الْمُعَيَّنَةُ তার দ্বারা এ নির্দিষ্ট বের হওয়াকে বুঝানো হয়েছে فَيُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَيْهَا مَجَازًا সুতরাং বাক্যটিকে উক্ত অর্থে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হবে بِهٰذِهِ الْقَرِيْنَةِ এ قَرِيْنَة -এর কারণে।

সরল অনুবাদ : যথা– يَمِيْن فَوْر (তাৎক্ষণিক শপথ)-এর মধ্যে। فَوْر শব্দটি فَارَتِ الْقِدْرُ হতে নির্গত। তখন فَارَتِ الْقِدْرُ বলা হয়, যখন পাতিল জোশ মারে বা উতরায় ও প্রবল হয়। অতঃপর সে অবস্থাকে فَوْر নাম দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে কোনো প্রকার বিলম্ব নেই। এ হিসেবে যে, ক্রোধের সময় জোশ ও তীব্রতা দেখা দিয়ে থাকে। যথা– কোনো স্ত্রীলোক ঘর হতে বের হওয়ার মনস্থ করলে তার স্বামী তাকে বলে– إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (তুমি বের হলে তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে)। এটাতে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর তার ক্রোধ শান্ত হয়ে গেল। অতঃপর সে বের হলো তাহলে সে তালাক হবে না। কেননা এ বাক্যের حَقِيْقِيْ অর্থ হলো, প্রত্যেক বের হওয়ার মধ্যে তালাক হওয়া। কিন্তু তার বের হওয়ার সময় বক্তার মধ্যে যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে তা দ্বারা বোধগম্য হয় যে, তার দ্বারা এ নির্দিষ্ট বের হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ قرينه-এর কারণে বাক্যটিকে উক্ত অর্থে مَجَازًا ব্যবহার করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[৪৮৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্ট অংশ]

قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ الْكَلَامُ لِلتَّوْبِيْخِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধীদের পক্ষ হতে উত্থাপিত একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, এটার অর্থ হলো, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের শক্তি রাখো না। কেননা এটা তো জানা কথা যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এটা مَجَازْ-এর إِطْلَاقُ اِسْمِ اَحَدِ الضِّدَّيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ (দু'টি বিপরীত বস্তুর একটির জন্য অপরটির নাম ব্যবহার করা)-এর শ্রেণী ভুক্ত। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এটা তো উসূল-বিদগণের মূলনীতি لَا اِسْتِعَارَةَ مَعَ وُجُوْدِ التَّنَافِيْ (বৈপরীত্ব থাকলে اِسْتِعَارَهْ জায়েজ নেই)-এর বিরোধী। তার উত্তরে বলা হবে যে, এক প্রকার ভর্ৎসনার জন্য বিপরীতকে বস্তুর স্থলাভিষিক্ত করা জায়েজ আছে। আর উক্ত ধরনের ভর্ৎসনা না থাকলে তা জায়েজ হবে না। সুতরাং কোনো বিরোধ নেই।

--[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ كَمَا فِيْ يَمِيْنِ الْفَوْرِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) يَمِيْن فَوْر বা তাৎক্ষণিক শপথ হাদীস হতে গৃহীত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এটা يَمِيْن-এর এক প্রকার যা ইমাম সাহেব একটি হাদীস হতে উদ্ভাবন করেছেন। হাদীসটি হলো, হযরত জাবের (র.) ও তাঁর পুত্রকে এক ব্যক্তির সাহায্যার্থে ডাকা হয়েছিল। তখন তাঁরা শপথ করলেন যে, তাকে সাহায্য করবেন না। অতঃপর তাঁরা উভয় সে ব্যক্তিকে সাহায্য করলেন। কিন্তু তাদের শপথ ভঙ্গ হলো না। তবে পূর্ববর্তী লোকেরা বলত যে, اَلْيَمِيْنُ مُوَقَّتَةٌ (শপথ নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ)। যেমন– وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ الْيَوْمَ كَذَا (আল্লাহর শপথ! আমি আজ এটা করব না)। অথবা শপথ مُطْلَقْ হবে। যথা– وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ كَذَا (আল্লাহর শপথ! আমি এটা করব না)। আর ইমাম সাহেব مُوَقَّتْ-কে শাব্দিক مُطْلَقْ-এর অর্থে নিয়েছেন। প্রখ্যাত মনীষীগণ অনুরূপ বলেছেন। আর বক্তার পক্ষ হতে তাৎক্ষণিক ক্রোধের কারণে এটা প্রকাশিত হয় বলে এটাকে يَمِيْن فَوْر বলে। যেমন বলা হয়ে থাকে – فُلَانٌ جَاءَ مِنْ فَوْرِهٖ অর্থাৎ অমুক এ মুহূর্তে (তাৎক্ষণিকভাবে) আসল। আর فَوْرَانْ-এর আভিধানিক অর্থ – পাতিল , কূপ ইত্যাদিতে জোশের সৃষ্টি হওয়া ও টগবগ করা।

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِاَحَدٍ تَعَالَ تَغَدَّ مَعِيْ فَقَالَ اِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِيْ حُرٌّ فَاِنَّ حَقِيْقَتَهُ اَنْ يُعْتَقَ عَبْدُهُ اَيْنَمَا تَغَدّٰى سَوَاءً كَانَ مَعَ الدَّاعِيْ اَوْ وَحْدَهُ فِيْ بَيْتِهٖ وَلٰكِنْ مَعْنَى التَّغْدِيَةِ الَّذِيْ حَدَثَ فِي الْمُتَكَلِّمِ حِيْنَئِذٍ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْغَدَاءُ الْمَدْعُوُّ اِلَيْهِ حَالَ كَوْنِهٖ مَعَ الدَّاعِيْ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَقَطْ حَتّٰى لَوْ تَغَدّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ بَيْتِهٖ لَايَحْنَثُ وَلَايُعْتَقُ عَبْدُهُ وَبِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ لِلْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ لِلُزُوْمِ الْكِذْبِ فِيْمَنْ هُوَ مَعْصُوْمٌ عَنْهُ فَلَابُدَّ اَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ كَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَاِنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيَّ اَنْ لَاتُوْجَدَ اَعْمَالُ الْجَوَارِحِ اِلَّا بِالنِّيَّةِ وَهُوَ كِذْبٌ لِاَنَّ اَكْثَرَ مَا يَقَعُ الْعَمَلُ مِنَّا فِيْ وَقْتِ خُلُوِّ الذِّهْنِ عَنِ النِّيَّةِ فَلَابُدَّ اَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ اَيْ ثَوَابُ الْاَعْمَالِ اَوْ حُكْمُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فَاِنْ قُدِّرَ الثَّوَابُ فَظَاهِرٌ اَنَّهُ لَايَدُلُّ عَلٰى اَنَّ جَوَازَ الْاَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا مَوْقُوْفٌ عَلَى النِّيَّةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثْلُهُ এটার উদাহরণ এই যে قَوْلُ الرَّجُلِ لِاَحَدٍ কোনো ব্যক্তি কাউকে বলে تَعَالَ تَغَدَّ مَعِيْ আসুন আমার সাথে নাস্তা করুন فَقَالَ উত্তরে সে বলে اِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِيْ حُرٌّ যদি আমি প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা) করি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ فَاِنَّ حَقِيْقَتَهُ তার حَقِيْقِيْ অর্থ হলো اَنْ يُعْتَقَ عَبْدُهُ তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে اَيْنَمَا تَغَدّٰى সে যেখানেই সকালের নাস্তা করুক سَوَاءً كَانَ مَعَ الدَّاعِيْ اَوْ وَحْدَهُ فِيْ بَيْتِهٖ চাই দাওয়াতকারীর সাথে করুক অথবা একাকী তার ঘরে وَلٰكِنْ مَعْنَى التَّغْدِيَةِ কিন্তু প্রাতঃরাশের যে অর্থ الَّذِيْ حَدَثَ فِي الْمُتَكَلِّمِ যা বক্তার মধ্যে প্রাতঃরাশের যে অর্থ সৃষ্টি করেছে حِيْنَئِذٍ সে সময় يَدُلُّ তা ইঙ্গিত করে عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْغَدَاءُ الْمَدْعُوُّ اِلَيْهِ এ কথার উপর যে, ঐ আহার উদ্দেশ্য যার দিকে তাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে حَالَ كَوْنِهٖ مَعَ الدَّاعِيْ আহ্বান কারীর সাথে হওয়ার অবস্থায় فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَقَطْ সুতরাং কেবল এ অর্থই উদ্দেশ্য হবে حَتّٰى لَوْ تَغَدّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ بَيْتِهٖ এমনকি কি যদি এটার পর তার ঘরে (একাকী) প্রাতঃরাশ খায় لَايَحْنَثُ তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না وَلَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ এবং তার গোলামও আজাদ হবে না وَبِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ এবং বাক্যের স্থানের নির্দেশনার দ্বারা حَقِيْقِيْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয় وَعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهٖ لِلْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ আর উক্ত বাক্যটি حقيقى অর্থের উপযোগী না হওয়ার কারণে لِلُزُوْمِ الْكِذْبِ কারণ তাতে ঐ ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যারোপ আবশ্যক হয় فِيْمَنْ هُوَ مَعْصُوْمٌ عَنْهُ যিনি মিথ্যা হতে পবিত্র فَلَابُدَّ اَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ তাই বাক্যটিকে রূপক অর্থে প্রয়োগ করা জরুরি হয় كَقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ যথা– রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ যে কোনো কার্য নিয়তের উপর নির্ভরশীল فَاِنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيَّ কেননা এটার حَقِيْقِيْ অর্থ হলো اَنْ لَا تُوْجَدَ اَعْمَالُ الْجَوَارِحِ اِلَّا بِالنِّيَّةِ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো কার্য নিয়ত ব্যতীত পাওয়া যায় না وَهُوَ كِذْبٌ আর তা মিথ্যা لِاَنَّ اَكْثَرَ مَا يَقَعُ الْعَمَلُ مِنَّا কেননা, আমাদের অধিকাংশ কাজ সংঘটিত হয় فِيْ وَقْتِ خُلُوِّ الذِّهْنِ عَنِ النِّيَّةِ নিয়তহীন অন্তরে فَلَا بُدَّ اَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ কাজেই এটাকে প্রয়োগ করা জরুরি اَيْ ثَوَابُ الْاَعْمَالِ অর্থাৎ কর্মের ছওয়াব (পুণ্য) اَوْ حُكْمُ الْاَعْمَالِ অথবা কর্মের হুকুম بِالنِّيَّاتِ নিয়তের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে فَاِنْ قُدِّرَ الثَّوَابُ সুতরাং যদি ثَوَابٌ শব্দ উহ্য মেনে নেওয়া হয় فَظَاهِرٌ তাহলে এটা পরিষ্কার কথা যে اَنَّهُ لَايَدُلُّ عَلٰى اَنَّ جَوَازَ الْاَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا পার্থিব (দুনিয়াবী) কার্যাবলি নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে না। مَوْقُوْفٌ عَلَى النِّيَّةِ

সরল অনুবাদ : এটার উদাহরণ এই যে, কোনো ব্যক্তি কাউকে বলে– تَعَالَ تَغَدَّ مَعِيْ (আসুন আমার সাথে নাস্তা করুন)। উত্তরে সে বলে, যদি আমি প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা) করি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ। তার حقيقى অর্থ হলো, সে যেখানেই সকালের নাস্তা করুক তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে, চাই দাওয়াতকারীর সাথে করুক অথবা একাকী তার ঘরে করুক। কিন্তু সে সময় বক্তার মধ্যে প্রাতঃরাশের যে অর্থ সৃষ্টি হয়েছে তা হলো দাওয়াতকারীর সাথে আহার করা। যার দিকে তাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কেবল এ অর্থই উদ্দেশ্য হবে। এমনকি যদি এটার পর তার ঘরে (একাকী) প্রাতঃরাশ খায়, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না এবং তার গোলামও আজাদ হবে না। এবং (৪) محل كلام তথা বাক্যের স্থানের নির্দশনার দ্বারা حَقِيْقِيْ অর্থ পরিত্যাগ করা হয়। আর উক্ত বাক্যটি حَقِيْقِيْ অর্থের উপযোগী না হওয়ার কারণে। কারণ তাতে ঐ ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যারোপ আবশ্যক হয় যিনি মিথ্যা হতে পবিত্র। তাই বাক্যটিকে مَجَازِيْ অর্থে প্রয়োগ করা জরুরি হয়। যথা– রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেন– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (যে কোনো কার্য নিয়তের উপর নির্ভরশীল)। কেননা এটার حَقِيْقِيْ অর্থ হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো কার্য নিয়ত ব্যতীত অস্তিত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কাজেই এটাকে مَجَازِيْ অর্থে প্রয়োগ করা জরুরি। অর্থাৎ কার্মের ছওয়াব (পুণ্য) অথবা কর্মের হুকুম নিয়তের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। সুতরাং যদি ثَوَابٌ শব্দ উহ্য মেনে নেওয়া হয় তাহলে এটা পরিষ্কার কথা যে, পার্থিব (দুনিয়াবী) কার্যাবলি নিয়তের উপর নির্ভরশীল হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَ تَغَدَّ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) تَعَالَ ও تَغَدَّ-এর অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, مُنْتَهَى الْعَرَبِ নামক প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থে রয়েছে যে, تَعَالِيْ-এর অর্থ হলো– উঁচু হওয়া এবং আগমন করা। এটা হতে আমরের ব্যবহার করতে হলে বলতে হবে تَعَالَ (لام অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট) অর্থাৎ আসুন, আর تَغَدِّيْ অর্থ প্রাতঃরাশ খাওয়া। তবে صُرَاحْ নামক অভিধান গ্রন্থে রয়েছে صُيُفُه غَدَاءٌ (যবর ও মদের সাথে হবে) অর্থ– সকাল বেলার খাবার। এটা عَشَاءٌ-এর বিপরীত। কেননা عَشَاءٌ অর্থ– সন্ধ্যাকালীন খাবার।

قَوْلُهُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বিরোধী পক্ষের উত্থাপিত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, যদি প্রশ্ন করা হয় عَمَلٌ তো অন্তরের فِعْلٌ-কে শামিল করে। সুতরাং নিয়তও এক প্রকার عَمَلٌ কাজেই এটার জন্যও নিয়তের প্রয়োজন। তাহলে تَسَلْسُلْ (দু'বস্তুর পরস্পর একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল হওয়া) আবশ্যক হবে। আর এটা জায়েজ নেই। তবে তার উত্তরে বলা হবে যে, اَعْمَالٌ -এর দ্বারা এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলিকে বুঝানো হয়েছে, অন্তরের عَمَلٌ-কে বুঝানো হয়নি। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, অন্তর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উভয়ের কার্যাবলি উদ্দেশ্য। তাহলে বলা হবে আকলের নির্দেশনা মুতাবেক তাতে নিয়ত বের হয়ে যাবে। তাহলে আর تَسَلْسُلْ আবশ্যক হবে না।

وَاِنْ قُدِّرَ الْحُكْمُ فَهُوَ نَوْعَانِ دُنْيَوِيٌّ كَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَاُخْرَوِيٌّ كَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْاُخْرَوِيُّ مُرَادٌ بِالْاِجْمَاعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فَلَايَجُوْزُ اَنْ يُّرَادَ الدُّنْيَوِيُّ اَيْضًا اَمَّا عِنْدَهُ فَلِاَنَّهُ يَلْزَمُ عُمُوْمُ الْمَجَازِ وَاَمَّا عِنْدَنَا فَلِاَنَّهُ يَلْزَمُ عُمُوْمُ الْمُشْتَرَكِ فَلَايَدُلُّ اَنَّ جَوَازَ الْعَمَلِ مَوْقُوْفٌ عَلَى النِّيَّةِ فَلَاتَكُوْنُ النِّيَّةُ فَرْضًا فِى الْوُضُوْءِ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) وَاَمَّا فِىْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ فَالْمَقْصُوْدُ فِيْهَا الثَّوَابُ فَاِذَا دَخَلَتْ عَنِ الثَّوَابِ بِدُوْنِ النِّيَّةِ فَاتَ الْجَوَازُ اَيْضًا بِهٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ لَا بِاَنَّ النَّصَّ دَالٌّ عَلَى فَوْتِ الْجَوَازِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ قُدِّرَ الْحُكْمُ আর যদি حُكْم শব্দকে উহ্য ধরা হয় فَهُوَ نَوْعَانِ তাহলে এটা দু'প্রকার دُنْيَوِيٌّ كَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ ইহকালীনের হুকুম যেমন– সহীহ হওয়া ও ফাসিদা হওয়া وَاُخْرَوِيٌّ كَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ আর পরকালীন হুকুম, যেমন– ছওয়াব হওয়া ও আজাদ হওয়া وَالْاُخْرَوِيُّ مُرَادٌ আর পরকালীন হুকুম উদ্দেশ্য بِالْاِجْمَاعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) আমাদের ও শাফেয়ীদের ঐকমত্যে فَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُّرَادَ الدُّنْيَوِيُّ اَيْضًا সুতরাং ইহাকলীন হুকুমও উদ্দেশ্য করা জায়েজ নেই اَمَّا عِنْدَهُ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে فَلِاَنَّهُ يَلْزَمُ عُمُوْمُ الْمَجَازِ এ জন্য জায়েজ নেই যে, এতে عُمُوْم مَجَاز আবশ্যক হয়ে যায় وَاَمَّا عِنْدَنَا আর আমাদের মতে فَلِاَنَّهُ يَلْزَمُ عُمُوْمُ الْمُشْتَرَكِ এজন্য জায়েজ নেই যে, এতে عُمُوْم مُشْتَرَك আবশ্যক হয় فَلَا يَدُلُّ সুতরাং বাক্যটি এ অর্থ নির্দেশ করে না যে اَنَّ جَوَازَ الْعَمَلِ আমল জায়েজ হওয়া مَوْقُوْفٌ عَلَى النِّيَّةِ নিয়তের উপর নির্ভরশীল فَلَا تَكُوْنُ النِّيَّةُ فَرْضًا فِى الْوُضُوْءِ অতএব অজুর মধ্যে নিয়ত ফরজ হবে না عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) যেমন, ইমাম শাফেয়ী (র.) মত প্রকাশ করেছেন وَاَمَّا فِىْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ আর অন্যান্য শুধুমাত্র ইবাদতগুলোর মধ্যে فَالْمَقْصُوْدُ فِيْهَا الثَّوَابُ তাতে উদ্দেশ্য হলো ছওয়াব فَاِذَا دَخَلَتْ عَنِ الثَّوَابِ সুতরাং ثَوَاب বিনষ্ট হয়ে যাবে بِدُوْنِ النِّيَّةِ নিয়ত না থাকার কারণে فَاتَ الْجَوَازُ اَيْضًا بِهٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ তখন এভাবে ইবাদতের বৈধতা ও বিলোপ পাবে لَا بِالنَّصِّ دَالٌّ عَلَى فَوْتِ الْجَوَازِ এজন্য নয় যে نَصّ বৈধতা বিলুপ্তিকে নির্দেশ করে।

সরল অনুবাদ : আর যদি حُكْم শব্দকে উহ্য ধরা হয় তাহলে এটা দু'প্রকার। ইহকালীন ও পরকালীন। ইহকালীনের হুকুম, যেমন– সহীহ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া। আর পরকালীন হুকুম, যেমন– ছওয়াব হওয়া ও আজাদ হওয়া। আর আমাদের (হানাফী ফকীহগণ) ও শাফেয়ীদের ঐকমত্যে পরকালীন হুকুম উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহকালীন হুকুমও উদ্দেশ্য করা জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ জন্য জায়েজ নেই যে, এতে عُمُوْم مَجَاز আবশ্যক (অত্যাবশ্যক) হয়ে যায়। আর আমাদের (হানাফীগণের) মতে এ জন্য জায়েজ নেই যে, এতে عُمُوْم مُشْتَرَك আবশ্যক হয়। সুতরাং বাক্যটি এ অর্থ নির্দেশ করে না যে, عَمَل জায়েজ হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতএব অজুর মধ্যে নিয়ত ফরজ হবে না। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.) (তাকে ফরজ বলে) মত প্রকাশ করেছেন। আর অন্যান্য শুধুমাত্র ইবাদতদগুলোর উদ্দেশ্য হলো ছওয়াব। সুতরাং নিয়ত না থাকার কারণে ثَوَاب বিনষ্ট হয়ে যাবে, তখন এভাবে ইবাদতের বৈধতাও বিলোপ পাবে। এ জন্য নয় যে, نَصّ বৈধতা বিলুপ্তিকে নির্দেশ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلِاَنَّهُ يَلْزَمُ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপর একটি অভিযোগ ও তার খণ্ডন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, যখন مَجَازِىْ অর্থে اَعْمَال-এর হুকুম উদ্দেশ্য হলো এবং এটার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে পরকালীন কার্যাবলি উদ্দেশ্য হলো তখন এটার দ্বারা যদি ইহকালীন কার্যাবলির হুকুমও উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে مَجَاز অর্থে عَام হয়ে যাওয়া আবশ্যক হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)ও عُمُوْم مَجَازِىْ-এর সমর্থক নন। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ব্যাপারে عُمُوْم مَجَازِىْ-এর সমর্থক না হওয়ার প্রচারণা নিছক অপবাদ বৈ আর কিছুই নয়, যা ইতঃপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَمَّا فِىْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) শুধুমাত্র ইবাদত সম্পন্ন বিষয়গুলো নিয়ত ব্যতীত সহীহ না হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তবে এখানে একটি প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যা তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : যে সব বিষয়গুলো শুধুমাত্র ইবাদত বলে গণ্য সেগুলো যেমন– নামাজ, রোজা ইত্যাদি যখন নিয়ত হতে মুক্ত হয় তখন সেগুলো বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, এগুলো সহীহ হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তাই হাদীসটির অর্থ এটা মানতে হবে যে, اِنَّ صِحَّةَ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ (অর্থাৎ, কাজ সহীহ হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল)।

উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, যেগুলো শুধুমাত্র ইবাদত বলে গণ্য হয় نَصّ-এর মাধ্যমে সরাসরি নিয়ত ব্যতীত সহীহ না হওয়া সাব্যস্ত হয় না; বরং সেগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য যেহেতু কেবল ছওয়াব অর্জন। আর নিয়ত না করলে ছওয়াব পাওয়া যায় না; সেহেতু সেগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে।

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ لَايُوجَدُ مِنْ أُمَّتِهِ وَهُوَ كِذْبٌ بَاطِلٌ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْنِي الْمَأْثَمَ مَرْفُوعٌ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَغُرْمُهُ بَاقٍ فِيْ حُقُوقِ الْعِبَادِ اَلْبَتَّةَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীস رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي আমার উম্মত হতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ভুল-ক্রটি فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ لَايُوجَدُ এটা দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে خَطَاء ও نِسْيَانٌ পাওয়া যাবে না مِنْ أُمَّتِهِ তাঁর উম্মতের মধ্যে وَهُوَ كِذْبٌ بَاطِلٌ অথচ এটা ঠিক নয় (মিথ্যা বাতিল) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْآخِرَةِ সুতরাং এটাকে এ অর্থে প্রয়োগ করা হবে যে, তার হুকুম পরকালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য أَعْنِي الْمَأْثَمَ مَرْفُوعٌ অর্থাৎ গুনাহ ক্ষমা করা হবে وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا তবে পার্থিব ব্যাপারে فَغُرْمُهُ بَاقٍ এটার দণ্ড বহাল থাকবে فِيْ حُقُوقِ الْعِبَادِ বান্দাদের অধিকারের ক্ষেত্রে اَلْبَتَّةَ অবশ্যই।

সরল অনুবাদ : এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীস– رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ অর্থাৎ আমার উম্মত হতে ভুল-ক্রটি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা দ্বারা ব্যহ্যত বুঝা যায় যে, তার উম্মতের মধ্যে خَطَأ ও نِسْيَانٌ পাওয়াই যাবে না। অথচ এটা ঠিক নয়। সুতরাং এটাকে এ অর্থে প্রয়োগ করা হবে যে, তার হুকুম পরকালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তবে পার্থিব ব্যাপারে বান্দাদের অধিকারের ক্ষেত্রে এটার দণ্ড অবশ্যই বহাল থাকবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُفِعَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) (الحديث) رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي -এর বর্ণনাকারী ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত থেকে خَطَأ ও نِسْيَانٌ (ভুল-ক্রটি) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। হাদীসখানা ইমাম ইবনে মাজাহ্, দারে কুত্নী, ইবনে হিব্বান, তিব্রানী, বায়হাক্বী ও হাকিম (র) স্বীয় 'মুস্তাদ্রাক' নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শর্হে 'মুখ্তাসারুল মানার' নামক গ্রন্থে মোল্লা আলী ক্বারী অনুরূপ বলেছেন।

সুতরাং হাদীসখানার বাহ্যিক অর্থ, অর্থাৎ خَطَأ ও نِسْيَان এ উম্মত হতে উঠিয়ে নেওয়া সহীহ নয়। কেননা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে خَطَأ ও نِسْيَان বিদ্যমান। কাজেই-এর মাজাযী অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আর তা হলো আখিরাতে এটা তাদের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না এবং শাস্তি হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, خَطَأ যদি অপরাধ না হয়, তাহলে ফকীহ্গণ قَتْل خَطَأ (ভুলবশত হত্যা)-এর মধ্যে অপরাধ সাব্যস্ত করলেন কিভাবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, قَتْل خَطَأ -এর মধ্যে মূলত অপরাধ নেই; বরং তাঁরা সতর্কতা ও সচেতনতা পরিহার করার জন্য এটাকে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যে ভুলবশত হত্যা করেছে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে সতর্কতা বর্জন করেছে। অতএব ইচ্ছাকৃত কার্যেই তার অপরাধ সাব্যস্ত হয়েছে, অনিচ্ছাকৃত কার্যে অপরাধ সাব্যস্ত হয়নি।

তা ছাড়া যেহেতু হাদীসের উক্ত হুকুম আখিরাতের বেলায় প্রযোজ্য, তাই দুনিয়াবী হুকুম তথা বান্দার অধিকারের ব্যাপারে ভুলের দণ্ড (শাস্তি) বহাল থাকবে। কাজেই قَتْل خَطَأ (ভুলবশত হত্যা)-এর মধ্যে দিয়াত মুক্তিপণ ওয়াজিব হবে।

আর তদ্রূপ ভুলবশত পানাহারের কারণে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ভুলবশত কথা বলার কারণে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি রোজার মধ্যে ভুলক্রমে খেয়ে ফেলে এভাবে যে, রোজার কথা মনে ছিল, কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে ইফ্তার করে ফেলেছে; যেমন– কুলি করার সময় হলক্ব-এ পানি পৌঁছে গেল, তাহলে রোজা ফাসিদ হয়ে যাবে এবং কাজা করা ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ ভুল করে যদি নামাজে কথা বলে, তাহলে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা হাদীসের মধ্যে আম্ভাবে যে কোনো প্রকার কথাকে হারাম বলা হয়েছে।

মনে না থাকার কারণে রমজানের দিবাভাগের খাওয়ার উপর ভুলবশত খাওয়াকে কিয়াস করা যাবে না। কেননা نِسْيَانٌ (মনে না থাকা) অবস্থায় ওজর অধিকতর শক্তিশালী, এতে কোনো প্রকার অপরাধ নেই; অথচ خَطَأ সতর্কতা ও মজবুতি পরিত্যাগের অপরাধ থেকে মুক্ত নয়।

وَكَذَا فِيْ فَسَادِ الصَّوْمِ بِالْاَكْلِ خَطَأً وَفَسَادِ الصَّلٰوةِ بِالتَّكَلُّمِ خَطَأً فَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهٖ لِلشَّافِعِيْ (رح) فِيْ بَقَاءِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ فَتَمَّ الْاٰنَ بَيَانُ الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ عَلٰى اِسْتِقْرَاءِ الْمُصَنِّفِ (رح) وَفِيْهِ كَلَامٌ كَمَا لَا يَخْفٰى وَالتَّحْرِيْمُ الْمُضَافُ اِلَى الْاَعْيَانِ كَالْمَحَارِمِ وَالْخَمْرِ حَقِيْقَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْبَعْضِ جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ تَتِمَّةٌ لِقَوْلِهٖ وَبِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ جِيْئَ بِهَا رَدًّا لِزَعْمِ الْبَعْضِ فَاِنَّهُمْ زَعَمُوْا اَنَّ التَّحْرِيْمَ الْمُضَافَ اِلَى الْعَيْنِ كَالْمَحَارِمِ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَالْخَمْرِ فِيْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا مَجَازٌ عَنِ الْفِعْلِ اَيْ نِكَاحِ اُمَّهَاتِكُمْ وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَتَكُوْنُ الْحَقِيْقَةُ مَتْرُوْكَةً بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ لِاَنَّ الْمَحَلَّ عَيْنٌ لَا يَقْبَلُ الْحُرْمَةَ لِاَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ مِنْ اَوْصَافِ الْفِعْلِ فَقُلْنَا نَحْنُ اِنَّ هٰذِهِ الْحُرْمَةَ عَلٰى حَالِهَا وَحَقِيْقَتِهَا لِاَنَّهٗ اَبْلَغُ مِنْ اَنْ يَقُوْلَ حُرِّمَتْ نِكَاحُ اُمَّهَاتِكُمْ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْحُرْمَةَ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُلَاقِى الْفِعْلَ فَيَكُوْنُ الْعَبْدُ مَمْنُوْعًا وَالْفِعْلُ مَمْنُوْعًا عَنْهُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا فِيْ فَسَادِ الصَّوْمِ তদ্রূপ রোজা বিনষ্ট করলে بِالْاَكْلِ خَطَأً ভুলবশত পানাহার করে وَفَسَادِ الصَّلٰوةِ এবং নামাজ ফাসিদ করলে بِالتَّكَلُّمِ خَطَأً ভুলক্রমে কথা বলে فَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهٖ لِلشَّافِعِيْ (رح) অতএব, এ হাদীস দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল পেশ করা সহীহ হবে না فِيْ بَقَاءِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ নামাজ ও রোজা অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে فَتَمَّ الْاٰنَ এখন পূর্ণ হলো بَيَانُ الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা عَلٰى اِسْتِقْرَاءِ الْمُصَنِّفِ (رح) গ্রন্থকার (র.)-এর অনুসন্ধান অনুযায়ী وَفِيْهِ كَلَامٌ তবে এ সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে বিতর্ক আছে كَمَا لَا يَخْفٰى যা অত্যন্ত স্পষ্ট وَالتَّحْرِيْمُ الْمُضَافُ اِلَى الْاَعْيَانِ আর যে সব বস্তুর সত্তার দিকে হারামকরণের সম্বন্ধ করা হয়েছে كَالْمَحَارِمِ وَالْخَمْرِ যেমন মুহাররাম স্ত্রীলোক ও মদ حَقِيْقَةٌ عِنْدَنَا সেগুলো আমাদের মতে হাকীকত خِلَافًا لِلْبَعْضِ কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ এটি একটি নতুন (স্বতন্ত্র) বাক্য تَتِمَّةٌ لِقَوْلِهٖ وَبِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ যা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য وَبِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ-এর উপসংহার (পরিপূরক) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে جِيْئَ بِهَا رَدًّا لِزَعْمِ الْبَعْضِ কতিপয় মনীষীর মতকে খণ্ডন করার জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে فَاِنَّهُمْ زَعَمُوْا কেননা, তাঁদের মতে اَنَّ التَّحْرِيْمَ الْمُضَافَ اِلَى الْعَيْنِ কোনো বস্তুর সত্তার দিকে তাহরীমকে সম্বন্ধ করা كَالْمَحَارِمِ যেমন মুহাররাম নারীগণ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ আল্লাহর বাণী حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ -এর মধ্যে وَالْخَمْرِ এবং মদ فِيْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا রাসূল ﷺ -এর হাদীস حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا -এর মধ্যে مَجَازٌ عَنِ الْفِعْلِ ফে'ল থেকে মাজায হয়েছে اَيْ نِكَاحِ اُمَّهَاتِكُمْ وَشُرْبِ الْخَمْرِ অর্থাৎ মায়েদের বিয়ে করা এবং মদ পান করা থেকে মাজায হয়েছে فَتَكُوْنُ الْحَقِيْقَةُ مَتْرُوْكَةً কাজেই হাকীকী অর্থ পরিত্যক্ত হয়েছে بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ বাক্যের স্থানের নির্দেশনার কারণে لِاَنَّ الْمَحَلَّ عَيْنٌ কেননা, এখানে বাক্যের স্থান হলো একটি সত্তা لَا يَقْبَلُ الْحُرْمَةَ যা হারাম হওয়াকে কবুল করে না لِاَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ مِنْ اَوْصَافِ الْفِعْلِ কারণ হালাল এবং হারাম হওয়া فِعْل-এর وَصْف (গুণ) বিশেষ فَقُلْنَا نَحْنُ এ রকম অভিমত পোষণকারীদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো اِنَّ هٰذِهِ الْحُرْمَةَ عَلٰى حَالِهَا وَحَقِيْقَتِهَا এ হুরমত এটা অবস্থা ও হাকীকতের উপর আছে لِاَنَّهٗ اَبْلَغُ কেননা, এটা অধিকতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ مِنْ اَنْ يَقُوْلَ حُرِّمَتْ نِكَاحُ اُمَّهَاتِكُمْ বলার চেয়ে حُرِّمَتْ نِكَاحُ اُمَّهَاتِكُمْ - وَذٰلِكَ আর এটা لِاَنَّ الْحُرْمَةَ نَوْعَانِ এজন্য যে, হুরমত দু'প্রকার نَوْعٌ يُلَاقِى الْفِعْلَ প্রথম প্রকারের হুরমত فِعْل -এর সাথে যুক্ত হয় فَيَكُوْنُ الْعَبْدُ مَمْنُوْعًا আর তখন বান্দা ঐ فِعْل থেকে বাধাগ্রস্ত হয় وَالْفِعْلُ مَمْنُوْعًا عَنْهُ আর فِعْل টি হয় مَمْنُوْع عَنْهُ (যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে)।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ ভুলবশত পানাহার করে রোজা বিনষ্ট করলে এবং ভুলক্রমে কথা বলে নামাজ ফাসিদ করলে ভুলের হুকুম অবশিষ্ট থাকবে (অর্থাৎ উভয়ের ক্ষেত্রে কাজা ওয়াজিব হবে)। অতএব উক্ত অবস্থায় নামাজ ও রোজা অবশিষ্ট থাকার ব্যাপারে এ হাদীস দ্বারা ইমাম শাফিয়ী (র)-এর দলিল পেশ করা সহীহ হবে না। এখন গ্রন্থকার (র.)-এর অনুসন্ধান অনুযায়ী পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা পূর্ণ হলো। তবে এ সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে বিতর্ক আছে, যা অত্যন্ত স্পষ্ট। **আর যেসব বস্তুর সত্তার দিকে হারামকরণের সম্বন্ধ করা হয়েছে, যেমন– মুহাররাম স্ত্রীলোক ও মদ, সেগুলো আমাদের মতে হাকীকত। তবে কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।** এটি একটি নতুন (স্বতন্ত্র) বাক্য, যা গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য– "وَبِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ"-এর উপসংহার (পরিপূরক) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কতিপয় মনীষীর মতকে খণ্ডন করার জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তাঁদের মতে কোনো বস্তুর সত্তার দিকে তাহ্রীমকে সম্বন্ধ করা, যেমন আল্লাহ্র বাণী– "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ"-এর মধ্যে মুহাররাম নারীগণ এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীস– "حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا"-এর মধ্যে মদ فِعْل তথা نِكَاحِ اُمَّهَاتٌ (অর্থাৎ মায়েদের বিয়ে করা) এবং شُرْبِ خَمْر (অর্থাৎ মদ পান করা) থেকে مَجَازٌ (মাজায) হয়েছে। কাজেই مَحَلِّ كَلَامٌ তথা বাক্যের স্থানের নির্দেশনার কারণে হাকীকী অর্থ পরিত্যক্ত হয়েছে। কেননা এখানে বাক্যের স্থান হলো একটি সত্তা, যা হারাম হওয়াকে কবুল করে না। কারণ হালাল এবং হারাম হওয়া فِعْل-এর وَصْف (গুণ) বিশেষ। এ রকম অভিমত পোষণকারীদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, এ হুরমত এটার অবস্থা ও হাকীকতের উপর আছে। কেননা "حُرِّمَتْ نِكَاحُ اُمَّهَاتِكُمْ" বলার চেয়ে এটা অধিকতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আর এটা (অর্থাৎ فِعْل -এর প্রতি সম্বন্ধ না করে সত্তার প্রতি হাকীকী অর্থে حُرِّمَتْ -কে সম্বন্ধ করা অধিকতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ হওয়া এ জন্য যে, হুরমত দু'প্রকার। প্রথম প্রকারের হুরমত فِعْل -এর সাথে যুক্ত হয়। আর তখন বান্দা ঐ فِعْل থেকে বাধাগ্রস্ত হয়, আর فِعْل-টি হয় مَمْنُوْع عَنْهُ (যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِاَنَّ الْحُرْمَةَ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ আভিধানিকভাবে "تَحْرِيْم" শব্দটি مَنْع -এর সমার্থক হিসেবে গঠিত হয়েছে। আর شَارِع (শরিয়ত প্রণেতা)-এর ভাষায় এটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং শব্দটি এর হাকীকী অর্থেই হয়েছে। আর এর জন্য হুরমত لَازِمْ এবং হুরমত দু' প্রকার।

وَنَوْعٌ يُلَاقِي الْمَحَلَّ فَيَخْرُجُ الْمَحَلُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ مُبَاحًا وَصَارَ الْعَيْنُ مَمْنُوْعًا وَالْعَبْدُ مَمْنُوْعًا عَنْهُ وَهٰذَا اَبْلَغُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَنْعِ فَاِنَّ الْاَوَّلَ كَمَا يُقَالُ لِلطِّفْلِ لَاتَاْكُلِ الْخُبْزَ وَ هُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالثَّانِي كَمَا يُرْفَعُ الْخُبْزُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيُقَالُ لَهُ لَاتَاْكُلْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّفْيِ وَالنَّسْخِ وَهُوَ اَبْلَغُ مِنَ النَّهْيِ الْحَقِيْقِيِّ عَلٰى مَا مَرَّ تَقْرِيْرُهُ وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ اَنَّهُ مُجْمَلٌ لِاَنَّ الْعَيْنَ لَايَكُوْنُ حَرَامًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيْرِ الْفِعْلِ وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ لِاِسْتِوَاءِ جَمِيْعِ الْاَفْعَالِ فِيْهِ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ وَهُوَ خَلْفٌ مَنْشَؤُهُ سُوْءُ الْفَهْمِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَوْعٌ يُلَاقِي الْمَحَلَّ আর দ্বিতীয় প্রকারে হুরমত مَحَل (স্থান)-এর সাথে যুক্ত হয় فَيَخْرُجُ الْمَحَلُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ مُبَاحًا তখন স্থান জায়েজ হওয়ার পর্যায় থেকে খারিজ হয়ে যায় وَصَارَ الْعَيْنُ مَمْنُوْعًا আর ঐ সত্তা হয় নিষিদ্ধ وَالْعَبْدُ مَمْنُوْعًا عَنْهُ আর বান্দা হয় مَمْنُوْعٌ عَنْهُ অর্থাৎ যার থেকে নিষেধ করা হয়েছে وَهٰذَا اَبْلَغُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَنْعِ আর নিষেধদ্বয়ের মধ্যে এ (দ্বিতীয়) প্রকারের নিষেধই অধিকতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ فَاِنَّ الْاَوَّلَ كَمَا يُقَالُ لِلطِّفْلِ কেননা, প্রথমটির উদাহরণ, যেমন শিশুকে বলা হয় لَاتَاْكُلِ الْخُبْزَ রুটি খেয়ো না وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ এমতাবস্থায় যে, রুটি তার সামনে হাজির وَالثَّانِي كَمَا يُرْفَعُ الْخُبْزُ আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ, যেমন রুটি সরিয়ে নেওয়া হলো مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ তার সামনে থেকে وَيُقَالُ لَهُ এবং তাকে বলা হয় لَاتَاْكُلْ রুটি খেয়ো না فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّفْيِ وَالنَّسْخِ এ দ্বিতীয় প্রকার نَفْي নতিবাচক ও রহিতকরণ-এর পর্যায়ের وَهُوَ اَبْلَغُ مِنَ النَّهْيِ الْحَقِيْقِيِّ আর এটা তো সুস্পষ্ট যে نَفْي -এর মধ্যে প্রকৃত نَفْي থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক مُبَالَغَة রয়েছে عَلٰى مَامَرَّ যা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ কোনো কোনো মুতাযেলীর মতে اَنَّهُ مُجْمَلٌ এ হাদীস ও আয়াত মুজমাল لِاَنَّ الْعَيْنَ لَايَكُوْنُ حَرَامًا কেননা সত্তা হারাম হতে পারে না فَلَابُدَّ مِنْ تَقْدِيْرِ الْفِعْلِ কাজেই فِعْل কে উহ্য মেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ আর উক্ত فِعْل টি অনির্দিষ্ট لِاِسْتِوَاءِ جَمِيْعِ الْاَفْعَالِ فِيْهِ কারণ এর ব্যাপারে সমস্ত فِعْل সমপর্যায়ের فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ তাই কোনো প্রকার হুকুম দেওয়া থেকে নীরব থাকা ওয়াজিব হবে وَهُوَ خَلْفٌ مَنْشَؤُهُ سُوْءُ الْفَهْمِ তাদের এ উক্তি বাতিল, না বোঝার কারণে এমনটি হয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় প্রকারের হুরমত مَحَل (স্থান)-এর সাথে যুক্ত হয়। তখন مَحَل (স্থান) জায়েজ হওয়ার পর্যায় থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর ঐ সত্তা হয় নিষিদ্ধ। আর বান্দা হয় مَمْنُوْعٌ عَنْهُ অর্থাৎ যার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর নিষেধদ্বয়ের মধ্যে এ (দ্বিতীয়) প্রকারের নিষেধই অধিকতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কেননা প্রথমটির উদাহরণ, যেমন শিশুকে বলা হয়- لَاتَاْكُلِ الْخُبْزَ (অর্থাৎ রুটি খেয়ো না) এমতাবস্থায় যে, রুটি তার সামনে হাজির। আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ, যেমন রুটি তার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে বলা হলো'- রুটি খেয়ো না'। এ দ্বিতীয় প্রকার نَفْي (নেতিবাচক) ও نَسْخ (রহিতকরণ)-এর পর্যায়ের। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে, نَفْي -এর মধ্যে প্রকৃত نَفْي থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক مُبَالَغَة রয়েছে, যা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো মুতাযেলীর মতে এ হাদীস ও আয়াত مُجْمَل (মুজমাল)। কেননা সত্তা হারাম হতে পারে না। কাজেই فِعْل -কে উহ্য মেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আর উক্ত فِعْل -টি অনির্দিষ্ট। কারণ এর ব্যাপারে সমস্ত فِعْل সমপর্যায়ের, তাই কোনো প্রকার হুকুম দেওয়া থেকে নীরব থাকা ওয়াজিব হবে। তাদের এ উক্তি বাতিল, না বোঝার কারণে এমনটি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَيَخْرُجُ الْمَحَلُّ الخ **-এর আলোচনা :** এটার উপর একটি اِعْتِرَاض হতে পারে, আল্লাহর বাণী— وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ (الاية), এটা আল্লাহর বাণী— حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ -এর মধ্যস্থিত اُمَّهَاتُكُمْ -এর উপর 'আতফ করা হয়েছে। সুতরাং تَحْرِيْم মূল مُحْصَنَات -এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে, অথচ مُحْصَنَات , অর্থাৎ অন্যের বিবাহিত স্ত্রী বিয়ের মহলের বাইরে নয়।

এর উত্তরে বলা হয়েছে, আমরা যে বলি, تَحْرِيْم -কে সত্তার দিকে সম্বন্ধ করলে স্থান হওয়া থেকে খারিজ হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়, এটা শুধু তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন এটার বিরুদ্ধে কোনো দলিল পাওয়া যাবে। অথচ এক্ষেত্রে দলিল রয়েছে যে, مُحْصَنَات -এর হারাম হওয়ার জন্য বিবাহিত হওয়া عِلَّت। সুতরাং مُحْصَنَات (বিয়ের) পাত্র হওয়া থেকে খারিজ হবে না।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

١. مَا هِيَ الْحَقِيْقَةُ وَمَا حُكْمُهَا؟ بَيِّنْ بِالتَّمْثِيْلِ وَالتَّفْصِيْلِ ـ
٢. مَا هُوَ الْمَجَازُ وَمَا حُكْمُهُ؟ هَلِ الْمَجَازُ عُمُوْمٌ عِنْدَكُمْ؟ اَوْضِحُوْا بِالْمِثَالِ ـ
٣. هَلْ يَجُوْزُ اِجْتِمَاعُ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ؟ بَيِّنُوْا مُوْضِحًا -
٤. مَتٰى تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ وَيُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ؟ هَلِ الْمَهْجُوْرُ شَرْعًا كَالْمَهْجُوْرِ عَادَةً؟ فَصِّلُوْا ـ
٥. اِذَا كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَالْمَجَازُ مُتَعَارَفًا فَمَا حُكْمُهَا؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهَا؟
٦. هَلْ يَحْنَثُ رَجُلٌ اِنْ حَلَفَ اَنْ لَايَاْكُلَ مِنْ هٰذِهِ الْحِنْطَةِ فَاَكَلَ الْخُبْزَ؟
٧. اِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ وَهُوَ اَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ "هٰذَا اِبْنِيْ"- فَمَا الْحُكْمُ؟ بَيِّنُوْا مَعَ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ ـ

مَبْحَثُ حُرُوْفِ الْمَعَانِىْ

হুরূফে মা'আনী-এর আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ اَوْرَدَ بِذَيْلِهِمَا بَحْثَ حُرُوْفِ الْمَعَانِىْ فَقَالَ وَيَتَّصِلُ بِمَا ذَكَرْنَا حُرُوْفُ الْمَعَانِىْ اَىْ يَتَّصِلُ بِالْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ حُرُوْفٌ لَهَا مَعَانٍ وَهِىَ الْحُرُوْفُ النَّحْوِيَّةُ الْعَامِلَةُ وَغَيْرُ الْعَامِلَةِ فَاِنَّ فِىْ اِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ تَكُوْنُ حَقِيْقَةً وَاِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى عَلٰى تَكُوْنُ مَجَازًا وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ وَاحْتَرَزَ بِهَا عَنْ حُرُوْفِ الْمَبَانِىْ اَعْنِىْ حُرُوْفَ الْهِجَاءِ الْمَوْضُوْعَةِ لِغَرْضِ التَّرْكِيْبِ لَا لِلْمَعْنٰى وَقَدْ ذَكَرَ هٰذَا الْبَحْثَ صَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِىْ وَنَحْوِهِ فِىْ خَاتِمَةِ الْكِتَابِ وَمَافَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ (رح) اِتِّبَاعًا لِلْجُمْهُوْرِ اَوْلٰى وَلٰكِنَّ اِطْلَاقَ الْحُرُوْفِ عَلٰى مَا ذُكِرَ هٰهُنَا تَغْلِيْبٌ لِاَنَّ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ اَسْمَاءٌ ثُمَّ لَمَّاكَانَتْ حُرُوْفُ الْعَطْفِ اَكْثَرُهَا وُقُوْعًا قَدَّمَهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ মুসান্নেফ (র.) حَقِيْقَتْ এবং مَجَازْ -এর আলোচনা সমাপ্ত করার পর اَوْرَدَ بِذَيْلِهِمَا بَحْثَ حُرُوْفِ الْمَعَانِىْ বিশেষ অর্থবোধক অব্যয়সমূহ-এর আলোচনা নিয়ে এসেছেন فَقَالَ -এরপর তিনি বলেন وَيَتَّصِلُ بِمَا ذَكَرْنَا আমরা যা আলোচনা করেছি তার সাথে حُرُوْفُ الْمَعَانِىْ সংযুক্ত হয় اَىْ يَتَّصِلُ অর্থাৎ সংযুক্ত হয় بِالْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত এবং مَجَازْ -এর সাথে حُرُوْفٌ لَهَا مَعَانٍ বিশেষ অর্থবোধক শব্দগুলোই وَهِىَ الْحُرُوْفُ النَّحْوِيَّةُ আর এটা হলো নাহবী অব্যয়সমূহ اَلْعَامِلَةُ এদের কতিপয় হলো আমলদাতা আর কতিপয় হচ্ছে আমলকারী নয় وَغَيْرُ الْعَامِلَةِ কাজেই فَاِنَّ فِىْ اِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ অব্যয়টি فِىْ যদি ظَرْفِيَّتْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় تَكُوْنُ حَقِيْقَةً তবে তা حَقِيْقَتْ হবে وَاِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى عَلٰى আর যদি عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হয় تَكُوْنُ مَجَازًا তবে তা مَجَازْ হবে وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ অন্যান্যগুলোকে এটার উপরই অনুমান করে নিতে হবে وَاحْتَرَزَ بِهَا আর এর দ্বারা পৃথক করা হয়েছে عَنْ حُرُوْفِ الْمَبَانِىْ হুরূফে মাবানী হতে اَعْنِىْ حُرُوْفَ الْهِجَاءِ তথা হরূফে হিজা اَلْمَوْضُوْعَةُ لِغَرْضِ التَّرْكِيْبِ যেগুলোকে শব্দ গঠনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে لَا لِلْمَعْنٰى বিশেষ অর্থ জ্ঞাপন করার জন্য প্রণয়ন করা হয়নি وَقَدْ ذَكَرَ هٰذَا الْبَحْثَ এ বিষয়কে আলোচনা করেছেন صَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِىْ وَنَحْوِهِ - মুন্তাখাবুল হুসামী এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা فِىْ خَاتِمَةِ الْكِتَابِ কিতাবের উপসংহারে وَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ (رح) আর মানার গ্রন্থকার (র.) যা করেছেন اِتِّبَاعًا لِلْجُمْهُوْرِ জমহুরের অনুসরণ করতঃ اَوْلٰى তা ভাল করেছেন وَلٰكِنَّ اِطْلَاقَ الْحُرُوْفِ তবে যে حُرُوْفْ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে عَلٰى مَا ذُكِرَ هٰهُنَا تَغْلِيْبٌ এটা এখানে অধিকাংশের দিক বিবেচনা করে করা হয়েছে لِاَنَّ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ اَسْمَاءٌ কারণ শর্ত ও ظَرْفْ -এর শব্দাবলি اِسْمْ -এর অন্তর্ভুক্ত ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ حُرُوْفُ الْعَطْفِ اَكْثَرُ وُقُوْعًا আর যেহেতু অন্যান্য অব্যয় এর তুলনায় حُرُوْفْ عَطْفْ অধিক ব্যবহৃত হয় قَدَّمَهَا তাই গ্রন্থকার সর্বাগ্রে তার আলোচনা করেছেন।

সরল অনুবাদ : মুসান্নেফ (র.) حَقِيْقَتْ এবং مَجَازْ-এর আলোচনা সমাপ্ত করার পর حُرُوْفُ الْمَعَانِىْ (বিশেষ অর্থবোধক অব্যয়সমূহ)-এর আলোচনা নিয়ে এসেছেন। এরপর তিনি বলেন, **আমরা যা আলোচনা করেছি তার সাথে حُرُوْفُ الْمَعَانِىْ সংযুক্ত হয়।** অর্থাৎ বিশেষ অর্থবোধক শব্দগুলোই حَقِيْقَتْ এবং مَجَازْ-এর সাথে সংযুক্ত হয়। আর এটা হলো নাহবী অব্যয়সমূহ। এদের কতিপয় হলো عَامِلَةٌ (আমলদাতা) আর কতিপয় হচ্ছে غَيْرُ عَامِلَةٌ (আমলকারী নয়)। কাজেই فِىْ অব্যয়টি যদি ظَرْفِيَّتْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে তা حَقِيْقَتْ হবে। আর যদি عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তা مَجَازْ হবে। অন্যান্য গুলোকে এটার উপরই অনুমান বা কিয়াস করে নিতে হবে। আর مَعَانِىْ শব্দের দ্বারা حُرُوْف مَبَانِىْ এবং حُرُوْف هِجَاءْ-কে পৃথক করা হয়েছে। যেগুলোকে শব্দ গঠনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, বিশেষ অর্থ জ্ঞাপন করার জন্য প্রণয়ন করা হয়নি। مُنْتَخَبُ الْحُسَامِىْ এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা এ বিষয়কে কিতাবের উপসংহারে আলোচনা করেছেন। আর মানার গ্রন্থকার জমহুরের অনুসরণ করতঃ এটা না করে যা করেছেন তা অত্যন্ত ভালো ও উত্তম কাজ করেছেন। তবে এখানে যে حُرُوْف শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে এটা অধিকাংশের দিকে বিবেচনা করে করা হয়েছে। কারণ শর্ত ও ظَرْف-এর শব্দাবলি اِسْم-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যেহেতু অন্যান্য অব্যয়ের তুলনায় حُرُوْف عَطْف অধিক ব্যবহৃত হয়, তাই গ্রন্থকার সর্বাগ্রে তার আলোচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرَ هٰذَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার (র.) مُنْتَخَبُ الْحُسَامِىْ এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের حُرُوْف مَعَانِىْ-কে উপসংহারে আলোচনা করার কারণ বর্ণনা করেছেন। কেননা এ حُرُوْف مَعَانِىْ-এর আলোচনা মূলত: নাহু শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, ইলমে ফিকহ বা صَرْف-এর আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু যেহেতু এটার সাথে কিছু শরয়ী হুকুম সংশ্লিষ্ট, সেহেতু উপসংহারে মূল আলোচ্য বিষয়ের সম্পূরক হিসেবে এটাকে তারা উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ تَغْلِيْبٌ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে লেখক সবগুলো (তথা اِسْم ও حُرُوْف)-কে حَرْف عَطْف বলার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে حُرُوْف-কে اَسْمَاءٌ-এর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করত সবগুলোকেই حُرُوْف বলে দিয়েছেন। কেননা এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোর অধিকাংশই حَرْف এগুলোর তুলনায় اِسْم -এর সংখ্যা খুবই নগণ্য।

قَوْلُهُ اَكْثَرُهَا وُقُوْعًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) حُرُوْف عَطْف সর্বাগ্রে নেওয়ার কারণ পাঠক সম্মুখে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন যে, অন্যান্য حَرْف অপেক্ষা حُرُوْف عَطْف-এর ব্যবহার অধিক, তাই গ্রন্থকার (র.) এটাকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। কেননা حُرُوْف عَطْف গুলো اِسْم ও فِعْل উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। আর حُرُوْف جَر ও حُرُوْف شَرْط-এর শব্দাবলি এটার বিপরীত। কারণ حُرُوْف جَر কেবল اِسْم-এর পূর্বে আসে, আর شَرْط-এর শব্দাবলি শুধু فِعْل-এর উপর আসে।

مَبْحَثُ حُرُوْفِ الْعَطْفِ

হুরূফে আত্ফ-এর আলোচনা

وَقَالَ فَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْعَطْفِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمُقَارَنَةٍ وَلَاتَرْتِيْبٍ يَعْنِى اَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الشِّرْكَةِ فَاِنْ كَانَ فِىْ عَطْفِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ فَالشِّرْكَةُ ثَابِتَةٌ فِى الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ اَوْ بِهٖ وَاِنْ كَانَ فِىْ عَطْفِ الْجُمَلِ فَالشِّرْكَةُ فِىْ مُجَرَّدِ الثُّبُوْتِ وَالْوُجُوْدِ وَبِالْجُمْلَةِ هُوَ لَايَتَعَرَّضُ لِلْمُقَارَنَةِ كَمَا زَعَمَهٗ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَلَالِلتَّرْتِيْبِ كَمَا زَعَمَهٗ بَعْضُ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ (رح) فَاِذَا قِيْلَ جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو يَحْتَمِلُ اَنَّهُمَا جَاءَاكَ مَعًا اَوْ تَقَدَّمَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ وَحُجَّةُ الشَّافِعِىِّ (رح) قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْنُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَفَهِمَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ التَّرْتِيْبَ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ تَقْدِيْمَ الرُّكُوْعِ عَلَى السُّجُوْدِ وَاجِبٌ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ এবং তিনি বলেছেন فَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْعَطْفِ যা হোক وَاوْ টা مُطْلَقْ عَطْف-এর জন্য হয়ে থাকে مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ শর্ত ব্যতীত لِمُقَارَنَةٍ وَلَاتَرْتِيْبٍ সংযুক্ত ও ধারাবাহিকতার يَعْنِىْ অর্থাৎ اِنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الشِّرْكَةِ - وَاوْ শব্দটি সাধারণভাবে شِرْكَتْ তথা অংশীদারিত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে فَاِنْ كَانَ فِىْ عَطْفِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ সুতরাং وَاوْ-এর দ্বারা একের উপর একের عَطْف হলে فَالشِّرْكَةُ ثَابِتَةٌ অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে فِى الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ মাহকুম আলাইহি অথবা اَوْ بِهٖ مَحْكُوْم بِهٖ-এর মধ্যে وَاِنْ كَانَ فِىْ عَطْفِ الْجُمَلِ আর যদি বাক্যের উপর বাক্যের عَطْف-এর জন্য وَاوْ ব্যবহৃত হয় فَالشِّرْكَةُ فِىْ مُجَرَّدِ الثُّبُوْتِ وَالْوُجُوْدِ তাহলে কেবল অস্তিত্ব ও সাব্যস্ত হওয়ার মধ্যে অংশীদারিত্ব হবে وَبِالْجُمْلَةِ সারকথা هُوَ لَايَتَعَرَّضُ لِلْمُقَارَنَةِ - وَاوْ সংযুক্তি-এর জন্য ব্যবহৃত হয় না كَمَا زَعَمَهٗ بَعْضُ اَصْحَابِنَا যেমন আমাদের কোনো কোনো ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন وَلَا لِلتَّرْتِيْبِ আর ধারাবাহিকতার জন্যও ব্যবহৃত হয় না كَمَا زَعَمَهٗ بَعْضُ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কোনো কোনো শিষ্যের অভিমত فَاِذَا قِيْلَ সুতরাং যখন বলা হবে جَاءَنِىْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو যায়েদ এবং আমর আসল يَحْتَمِلُ اَنَّهُمَا جَاءَاكَ مَعًا اَوْتَقَدَّمَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ তখন উভয় একসাথে আগমন করা এবং একজন অপরজনের পূর্বে আগমন করা উভয়ের সম্ভাবনা থাকবে وَحُجَّةُ الشَّافِعِىِّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ-এর হাদীস نَحْنُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ আমরা সে স্থান হতে আরম্ভ করব যে স্থান হতে আল্লাহ তা'আলা আরম্ভ করেছেন فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ সাফা ও মারওয়া مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত فَفَهِمَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ التَّرْتِيْبَ সুতরাং এটার দ্বারা নবী করীম ﷺ ধারাবাহিকতাক বুঝেছেন وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا এবং আল্লাহর বাণী– وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا (তোমরা রুকু কর এবং সেজদা কর) فَاِنَّ تَقْدِيْمَ الرُّكُوْعِ عَلَى السُّجُوْدِ وَاجِبٌ সুতরাং রুকুকে সেজদার পূর্বে নেওয়া ওয়াজিব।

সরল অনুবাদ : এবং তিনি বলেছেন যা হোক وَاوْ টা সংযুক্তি ও ধারাবাহিকতার শর্ত ব্যতীত مُطْلَقْ عَطْف-এর জন্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ وَاوْ শব্দটি সাধারণভাবে شِرْكَتْ তথা অংশীদারিত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং

وَاوْ-এর দ্বারা একবচনের উপর একবচনের عطف হলে مَحْكُوْم عَلَيْهِ অথবা مَحْكُوْم بِهِ-এর মধ্যে অংশীদারীত্ব সাব্যস্ত হবে। আর যদি বাক্যের উপর বাক্যের عَطْف-এর জন্য وَاوْ ব্যবহৃত হয় তাহলে কেবল অস্তিত্বও সাব্যস্ত হওয়ার মধ্যে অংশীদারীত্ব হবে। সারকথা وَاوْ সংযুক্তি (مُقَارَنَتْ)-এর জন্য ব্যবহৃত হয় না। যেমন– আমাদের কোনো কোনো ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। আর تَرْتِيْب (ধারাবাহিকতার) জন্যও ব্যবহৃত হয় না। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কোনো কোনো শিষ্যের অভিমত। সুতরাং যখন বলা হবে– جَاءَنِيْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو (যায়েদ এবং আমর আসল) তখন উভয় একসাথে আগমন করা এবং একজন অপরজনের পূর্বে আগমন করা উভয়ের সম্ভাবনা থাকবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল নবী করীম ﷺ-এর হাদীস "আমরা সে স্থান হতে আরম্ভ করব যে স্থান হতে আল্লাহ তা'আলার স্বীয় বাণী– إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে আরম্ভ করেছেন।" সুতরাং এটার দ্বারা নবী করীম ﷺ تَرْتِيْب (ধারাবাহিকতা)-কে বুঝিয়েছেন এবং আল্লাহর বাণী– وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا সুতরাং রুকুকে সিজদার পূর্বে নেওয়া ওয়াজিব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْعَطْفِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার (র.) وَاوْ-এর অর্থ এবং এটাকে সর্বাগ্রে আলোচনা করার কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন যে, وَاوْ শব্দটি কোনোরূপ সংযুক্তি ও ধারাবাহিকতার শর্ত ব্যতীত সাধারণ অংশীদারীত্বের অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এটাই অধিকাংশ ভাষাবিদ ও নাহুবিদদের অভিমত। আর عَطْف-এর অন্যান্য حَرْف-এর পূর্বে وَاوْ-কে নেওয়া হয়ে থাকে। কেননা অন্যান্য حُرُوْف عَطْف-এর তুলনায় এটা মূলের পর্যায়ভুক্ত। এটার অর্থ اَصْل আর অন্যান্য حُرُوْفُ عَطْف গুলোর অর্থ এটার جُزْء বা অংশ বিশেষের ন্যায়। কারণ وَاوْ শব্দটি مُشَارَكَتْ (অংশীদারীত্ব)-কে বুঝায়। আর عَطْف-এর অন্যান্য حَرْف গুলো مُشَارَكَتْ সহ বাড়তি আরো কিছু অর্থ যেমন ধারাবাহিকতা ইত্যাদিকে বুঝায়।

قَوْلُهُ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, জমহুর ভাষাবিদ ও নাহুবিদগণের মতে وَاوْ সাধারণ অংশীদারীত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, مُقَارَنَتْ (সংযুক্ত) বা تَرْتِيْب (ধারাবাহিকতা) বুঝানোরে জন্য হয় না। তবে আমাদের হানাফী মাযহাবের কতিপয় আলিমের মতে وَاوْ টা مُقَارَنَتْ বা সংযুক্ত-এর অর্থে হয়ে থাকে। আবার ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কতিপয় শিষ্যের মতে وَاوْ টা تَرْتِيْب বা ধারাবাহিকতা-এর অর্থে হয়ে থাকে। অনুরূপ মত ইমাম শাফেয়ী (র.) হতেও বর্ণিত রয়েছে।

قَوْلُهُ نَحْنُ نَبْدَأُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে সাফা ও মারওয়ার সাঈ প্রথমে আনার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যে স্থান হতে আরম্ভ করেছেন আমরাও সে স্থান হতে আরম্ভ করব এবং রাসূলে করীম ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন– إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত)। অর্থাৎ আল্লাহ যখন বলার সময় সাফাকে প্রথমে বলেছেন। সুতরাং আমরাও সর্বপ্রথম সাফার সাঈ করব।

وَالْجَوَابُ عَنِ الْاَوَّلِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَلَّهُ فَهِمَ التَّرْتِيْبَ مِنْ وَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ وَاِنَّمَا حَالَ عَلَى الْاٰيَةِ بِاعْتِبَارِ اَنَّ التَّقْدِيْمَ فِي الذِّكْرِ لَايَخْلُوْ عَنِ الْاِهْتِمَامِ وَالتَّرْجِيْحِ وَعَنِ الثَّانِيْ اَنَّهُ مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ خِطَابًا لِمَرْيَمَ فَاِنَّ تَقْدِيْمَ السُّجُوْدِ عَلَى الرُّكُوْعِ لَيْسَ بِفَرْضٍ بِالْاِجْمَاعِ وَفِيْ قَوْلِهِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا وَهُوَ اَنَّهُ اِذَا قَالَ اَحَدٌ لِاِمْرَاَتِهِ الْغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَعِنْدَهُمَا ثَلٰثٌ فَعُلِمَ اَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيْبِ عِنْدَهُ فَيَقَعُ الْاَوَّلُ مُنْفَرِدًا وَلَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ لِلثَّانِيْ وَالثَّالِثِ وَلِمُقَارَنَةٍ عِنْدَهُمَا فَيَقَعُ الْكُلُّ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَالْمَحَلُّ يَقْبَلُهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْجَوَابُ عَنِ الْاَوَّلِ প্রথম দলিলের উত্তর হলো لَعَلَّهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ সম্ভবত নবী করীম ﷺ فَهِمَ التَّرْتِيْبَ مِنْ وَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ ওহীয়ে গায়রে মাতলু-এর দ্বারা ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন وَاِنَّمَا حَالَ عَلَى الْاٰيَةِ অতঃপর উক্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন بِاعْتِبَارِ এ হিসেবে যে اَنَّ التَّقْدِيْمَ فِي الذِّكْرِ পূর্বে উল্লেখ করার মধ্যে لَايَخْلُوْ عَنْ অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে الْاِهْتِمَامِ وَالتَّرْجِيْحِ وَعَنِ الثَّانِيْ দ্বিতীয় দলিলের উত্তরে বলা হবে যে اَنَّهُ مُعَارِضٌ আয়াতটি বিরোধী لِقَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ তুমি সেজদা কর ও রুকু করা خِطَابًا لِمَرْيَمَ মরিয়ম (আ.)-কে লক্ষ্য করে فَاِنَّ تَقْدِيْمَ السُّجُوْدِ عَلَى الرُّكُوْعِ অথচ রুকুর পূর্বে সেজদা করা لَيْسَ بِفَرْضٍ ফরজ নয় بِالْاِجْمَاعِ সর্বসম্মতভাবে وَفِيْ قَوْلِهِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ আর যে ব্যক্তি যার সাথে সহবাস হয়নি এমন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক এবং তালাক এবং তালাক جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বলা হয়েছে يَرِدُ عَلَيْنَا যা আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়ে থাকে وَهُوَ আর প্রশ্নটি হলো اَنَّهُ اِذَا قَالَ اَحَدٌ কেউ যদি বলে لِاِمْرَاَتِهِ الْغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ তার এমন স্ত্রীকে যার সাথে সহবাস হয়নি اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তবে তুমি তালাক এবং তালাক এবং তালাক فَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে تَقَعُ وَاحِدَةٌ এক তালাক পতিত হবে وَعِنْدَهُمَا ثَلٰثٌ আর সাহেবাইনের মতে তিন তালাক পতিত হবে فَعُلِمَ اَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيْبِ عِنْدَهُ সুতরাং এতে জানা যায় যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَاوٌ ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে فَيَقَعُ الْاَوَّلُ مُنْفَرِدًا যার কারণে প্রথম তালাকটি একাকী পতিত হয়েছে وَلَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ لِلثَّانِيْ وَالثَّالِثِ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের জন্য স্থান অবশিষ্ট ছিল না وَلِمُقَارَنَةٍ عِنْدَهُمَا আর এটাও জানা গেল যে সাহেবাইন (র.)-এর মতে وَاوٌ টা مُقَارَنَتْ বা সংযুক্ত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে فَيَقَعُ الْكُلُّ دَفْعَةً وَاحِدَةً কাজেই সবগুলোরই তালাক একসঙ্গে সংঘটিত হবে والمحل يقبلها আর স্থানটিও সব তালাক গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে।

সরল অনুবাদ : প্রথম দলিলের উত্তর হলো, সম্ভবত নবী করীম ﷺ وَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوٍّ-এর দ্বারা تَرْتِيْبٌ (ধারাবাহিকতা) সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। অতঃপর উক্ত আয়াতের উদ্ধৃতি এ জন্য দিয়েছেন যে, পূর্বে উল্লেখ করার মধ্যে অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। দ্বিতীয় দলিলের উত্তরে বলা হবে যে, আয়াতটি অন্য একটি আয়াতের বিরোধী। আর তা হলো মরিয়ম (আ.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহর বাণী– وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ অথচ রুকুর পূর্বে সিজদা দেওয়া সর্বসম্মতভাবে ফরজ নয়। **আর সে ব্যক্তির এ কথার মাধ্যমে তার এমন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে যার সাথে সহবাস হয়নি "যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো, তাহলে তুমি তালাক এবং তালাক এবং তালাক।"** এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বলা হয়েছে, যা আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়ে থাকে। প্রশ্নটি হলো, কেউ যদি তার যার সাথে সহবাস হয়নি এমন স্ত্রীকে বলে যে, "তুমি যদি ঘরে প্রবেশ করো, তবে তুমি তালাক এবং তালাক এবং তালাক।" তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক তালাক পতিত হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। সুতরাং এতে জানা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে واو ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার কারণে প্রথম তালাকটি একাকী পতিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের জন্য স্থান অবশিষ্ট ছিল না। আর এটাও জানা গেল যে, সাহেবাঈর (র.)-এর মতে وَاوٌ টা مُقَارَنَتْ বা সংযুক্ত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই সবগুলোরই তালাক একসঙ্গে সংঘটিত হবে। আর স্থানটিও সব তালাক গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) غَيْرُ مَوْطُوْءَةٍ তথা যার সাথে সহবাস করা হয়নি, তার শর্তারোপ করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, غَيْرُ مَوْطُوْءَةٍ (যার সাথে সহবাস হয়নি) এ জন্য বলা হয়েছে যে, যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয় আর তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়– اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ (যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক এবং তালাক এবং তালাক।) তাহলে শর্ত পাওয়া যাওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে তিন তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা এটা তিন তালাকের যোগ্য পাত্র।

قَوْلُهُ فَيَقَعُ الْاَوَّلُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম আযম (র.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি আপত্তির উত্তর প্রদান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম তালাক পতিত হবে এবং সহবাসকৃতা না হওয়ার কারণে এক তালাকের দ্বারাই بَائِنَةٌ হয়ে যাবে। আর যে মহিলা সহবাসকৃতা নয় তার কোনো ইদ্দত নেই। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের জন্য স্থান অবশিষ্ট থাকবে না। আর এটাই تَرْتِيْبٌ-কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَاوٌ টা تَرْتِيْبٌ-এর জন্য না হয়ে যদি সাধারণ একত্রিকরণের অর্থে হতো তাহলে শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় তিন তালাক সংঘটিত হওয়া আবশ্যক ছিল। গ্রন্থকার (র.) ইমাম সাহেবের পক্ষ হতে উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম সাহেব (র.)-এর মতে এক তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো, এ বাক্যটির চাহিদা হলো পৃথক হওয়া। সুতরাং وَاوٌ-এর কারণে উক্ত চাহিদা পরিবর্তন হবে না।

فَاَجَابَ بِاَنَّ فِيْ هٰذَا الْمِثَالِ اِنَّمَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ مُوْجَبَ هٰذَا الْكَلَامِ الْاِفْتِرَاقُ فَلَايَتَغَيَّرُ بِالْوَاوِ وَقَالَا مُوْجَبُهُ الْاِجْتِمَاعُ فَلَايَتَغَيَّرُ بِالْوَاوِ يَعْنِيْ اَنَّ هٰذَا التَّرْتِيْبَ عِنْدَهُ وَالْمُقَارَنَةُ عِنْدَهُمَا لَمْ يَجِئْ مِنَ الْوَاوِ بَلْ مِنْ مُوْجَبِ الْكَلَامِ فَاِنَّ مُوْجَبَ الْكَلَامِ عِنْدَهُ الْاِفْتِرَاقُ اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ لَقَالَ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا فَاِذَا لَمْ يَقُلْ ثَلٰثًا بَلْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ عُلِمَ اَنَّهُ قَصَدَ الْاِفْتِرَاقَ فَيَقَعُ كُلٌّ مِنْهَا عَلٰى حِدَةٍ فَيَقَعُ الْاَوَّلُ وَلَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ لِلثَّانِيْ وَالثَّالِثِ وَعِنْدَهُمَا مُوْجَبُ الْكَلَامِ الْاِجْتِمَاعُ لِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ لَمَا عَلَّقَ الثَّلٰثَ كُلَّهُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ فَاِذَا عَلَّقَهُ جُمْلَةً وَقَعَ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَقَدْ مَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَصَاحِبُ التَّقْوِيْمِ اِلٰى رُجْحَانِ قَوْلِهِمَا فِيْ وُقُوْعِ الثَّلٰثِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاَجَابَ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তার উত্তরে বলেছেন যে بِاَنَّ فِيْ هٰذَا الْمِثَالِ এ উদাহরণের মধ্যে اِنَّمَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً এক তালাক পতিত হবে عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে لِاَنَّ مُوْجَبَ هٰذَا الْكَلَامِ الْاِفْتِرَاقُ কারণ এ বাক্যটির مُوْجَبُ (চাহিদা) হলো اِفْتِرَاقٌ (পৃথক হওয়া) فَلَا يَتَغَيَّرُ بِالْوَاوِ কাজেই وَاوْ-এর কারণে এটা পরিবর্তন হবে না وَقَالَا مُوْجَبُهُ الْاِجْتِمَاعُ আর সাহেবাইন বলেছেন যে বাক্যটির مُوْجَبُ (চাহিদা) হলো একত্রিত হওয়া فَلَا يَتَغَيَّرُ بِالْوَاوِ কাজেই وَاوْ -এর দ্বারা এটা পরিবর্তন হবে না يَعْنِيْ اَنَّ هٰذَا التَّرْتِيْبَ عِنْدَهُ অর্থাৎ ইমাম সাহেবের মাযহাব অনুযায়ী এ তারতীব وَالْمُقَارَنَةُ عِنْدَهُمَا এবং সাহেবাইনের অভিমত অনুযায়ী এ مُقَارَنَتْ সংযুক্ত لَمْ يَجِئْ مِنَ الْوَاوِ - وَاوْ -এর কারণে হয়নি بَلْ مِنْ مُوْجَبِ الْكَلَامِ বরং বাক্যের مُوْجَبٌ (চাহিদা)-এর কারণে হয়েছে فَاِنَّ مُوْجَبَ الْكَلَامِ عِنْدَهُ الْاِفْتِرَاقُ কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত বাক্যের চাহিদা হলো পৃথকা হওয়া اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ যদি এটার اِفْتِرَاقٌ না হতো لَقَالَ তবে সে বলত اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তিন তালাক فَاِذَا لَمْ يَقُلْ ثَلٰثًا সুতরাং ثَلٰثًا না বলে بَلْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ যখন اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ বলে عُلِمَ اَنَّهُ قَصَدَ الْاِفْتِرَاقَ তখন বুঝা গেল যে, সে পৃথক হওয়া-এর ইচ্ছা করেছে فَيَقَعُ كُلٌّ مِنْهَا عَلٰى حِدَةٍ কাজেই এগুলোর প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক পতিত হবে فَيَقَعُ الْاَوَّلُ প্রথমটি পতিত হবে وَلَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ لِلثَّانِيْ وَالثَّالِثِ আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের জন্য স্থান অবশিষ্ট থাকবে না وَعِنْدَهُمَا مُوْجَبُ الْكَلَامِ الْاِجْتِمَاعُ অপরদিকে সাহেবাইনের মতে বাক্যটির مُوْجَبٌ বা চাহিদা হলো একত্রিত হওয়া لِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ কেননা যদি এরূপ না হতো لَمَا عَلَّقَ الثَّلٰثَ كُلَّهُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ নচেৎ তালাকত্রয়ের প্রত্যেকটিকে একই শর্তযুক্ত করত না فَاِذَا عَلَّقَهُ جُمْلَةً সুতরাং যখন সবগুলোকে একসাথে একই শর্তের সাথে যুক্ত করেছে وَقَعَ جُمْلَةً وَاحِدَةً তখন শর্ত পাওয়া গেলে এক সঙ্গেই তিন তালাক হবে وَقَدْ مَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَصَاحِبُ التَّقْوِيْمِ ইমাম ফখরুল ইসলাম ও تَقْوِيْم প্রণেতা ধাবিত হয়েছেন اِلٰى رُجْحَانِ قَوْلِهِمَا সাহেবাইন (র.)-এর মতকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি فِيْ وُقُوْعِ الثَّلٰثِ তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং গ্রন্থকার তার উত্তরে বলেছেন যে, **এ উদাহরণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক তালাক হওয়ার কারণ হলো, এ বাক্যটির مُوْجَبٌ (চাহিদা) হলো اِفْتِرَاقٌ (পৃথক হওয়া)। কাজেই وَاوْ-এর কারণে এটা পরিবর্তন হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেছেন যে, বাক্যটির مُوْجَبٌ (চাহিদা) হলো اِجْتِمَاعٌ (একত্রিত হওয়া)। কাজেই وَاوْ-এর কারণে এটা পরিবর্তন হবে না;** অর্থাৎ ইমাম সাহেব (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী এ তারতীব এবং সাহেবাইনের মতামত অনুযায়ী এ مُقَارَنَتْ (সংযুক্ত) وَاوْ-এর কারণে হয়নি। বরং বাক্যের مُوْجَبٌ (চাহিদা)-এর কারণে হয়েছে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত বাক্যের চাহিদা হলো اِفْتِرَاقٌ (পৃথক হওয়া)। যদি এটার اِفْتِرَاقٌ না হতো তবে সে বলত– اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا (ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তিন তালাক)। সুতরাং ثَلٰثًا না বলে যখন اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ বলে, তখন বুঝা গেল যে, সে اِفْتِرَاقٌ (পৃথক হওয়া)-এর ইচ্ছা করেছে। কাজেই এ গুলোর প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক পতিত হবে। কিন্তু স্ত্রী সহবাসকৃতা না হওয়ার কারণে কেবল প্রথমটিই পতিত হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের জন্য স্থান অবশিষ্ট থাকবে না। অপরদিকে সাহেবাইনের মতে বাক্যটির مُوْجَبٌ বা চাহিদা হলো اِجْتِمَاعٌ (একত্রিত হওয়া)। কেননা নচেৎ তালাকত্রয়ের প্রত্যেকটিকে একই শর্তযুক্ত করত না। সুতরাং যখন সবগুলোকে একসাথে একই শর্তের সাথে যুক্ত করেছে তখন শর্ত পাওয়া গেলে একসঙ্গেই তিন তালাক হবে। ইমাম ফখরুল ইসলাম ও تَقْوِيْم প্রণেতা তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সাহেবাইন (র.)-এর মতকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি ধাবিত হয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَجِئْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকার (র.) ইমাম আযম (র.) ও সাহেবাইনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি সমস্যার সমাধান প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম সাহেবের মত অনুযায়ী উক্ত تَرْتِيْب ও সাহেবাইন (র.)-এর মত অনুযায়ী উক্ত مُقَارَنَتْ বা সংযুক্ত وَاوْ-এর কারণে হয়নি; বরং বাক্যের চাহিদার কারণে হয়েছে। কেননা ইমাম সাহেব (র.) ও সাহেবাইন (র.) এ ব্যাপারে একমত যে, وَاوْ সাধারণ مُطْلَقْ جَمْع বা একত্রিতকরণের অর্থে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِلٰى رُجْحَانِ قَوْلِهِمَا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেন যে, ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) ও تَقْوِيْم-এর গ্রন্থকার (র.) সাহেবাইন (র.)-এর মতকে সমর্থন করে তিন তালাক পতিত হওয়ার রায় দিয়েছেন। কেননা ইমাম সাহেব (র.)-এর মতের বিরুদ্ধে একটি যুক্তিযুক্ত আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। আর তা হলো তাৎক্ষণিক তালাককে শর্তযুক্ত করা হয়নি; বরং শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাপেক্ষে এটা তালাক হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর যখন তাৎক্ষণিকভাবে তা তালাক নয় তখন এটা تَرْتِيْب-এর وَصْف-কে কবুল করবে না। কেননা وَصْف বা সিফাত অস্তিত্বের দিক হতে مَوْصُوْف-এর পূর্বে হতে পারে না। সুতরাং তালাক সংঘটিত হওয়ার অবস্থা-ই বিবেচ্য হবে। আর এটার মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায়নি, যার কারণে তালাক সংঘটিত হওয়ার সময় পৃথক হওয়াকে ওয়াজিব করে।—ইবনে মালেক

وَهٰذَا كُلُّهٗ اِذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ وَاِنْ اَخَّرَهٗ بِاَنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ يَقَعُ الثَّلٰثُ اِتِّفَاقًا لِاَنَّهٗ وُجِدَ فِىْ اٰخِرِ الْكَلَامِ مَايُغَيِّرُ اَوَّلَهٗ وَهُوَ الشَّرْطُ فَتَوَقَّفَ الْاَوَّلُ عَلٰى اٰخِرِهٖ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً وَاِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ اِنَّمَا تَبِيْنُ بِوَاحِدَةٍ جَوَابُ سُوَالٍ اٰخَرَ عَلٰى عُلَمَائِنَا وَهُوَ اَنْ يُّقَالَ اِذَا نَجَّزَ الطَّلَاقَ بِدُوْنِ الشَّرْطِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ بِاَنْ يَّقُوْلَ اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَعُلَمَاؤُنَا الثَّلٰثَةُ اِتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّهٗ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ هٰهُنَا فَفُهِمَ اَنَّهٗ لِلتَّرْتِيْبِ عِنْدَ الْكُلِّ فَاَجَابَ بِاَنَّ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ اِنَّمَا تَبِيْنُ بِوَاحِدَةٍ لِاَنَّ الْاَوَّلَ وَقَعَ قَبْلَ التَّكَلُّمِ بِالثَّانِىْ وَالثَّالِثِ فَسَقَطَتْ وَلَايَتُهٗ لِفَوْتِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ يَعْنِىْ مَاجَاءَ التَّرْتِيْبُ مِنَ الْوَاوِ بَلْ مِنَ التَّكَلُّمِ اللِّسَانِىْ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ لَايَقْدِرُ اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِثَلٰثِ كَلِمَاتٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَاِذَا تَكَلَّمَ بِالْاَوَّلِ وَ وَقَعَ الْفَرَاغُ عَنْهُ لَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ لِلثَّانِىْ وَالثَّالِثِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا كُلُّهٗ আর এ মতপার্থক্য তখন হবে اِذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ যখন শর্তকে অগ্রবর্তী করা হয় وَاِنْ اَخَّرَهٗ بِاَنْ قَالَ আর যদি তাকে পরবর্তী করে বলা হয় যে اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ তুমি তালাক এবং তালাক এবং তালাক اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ যদি গৃহে প্রবেশ কর يَقَعُ الثَّلٰثُ اِتِّفَاقًا তবে সকলের নিকটেই তিন তালাক পতিত হবে لِاَنَّهٗ وُجِدَ فِىْ اٰخِرِ الْكَلَامِ কারণ উক্ত শর্ত বাক্যের শেষে পাওয়া গেছে مَا يُغَيِّرُ اَوَّلَهٗ যা তার প্রথমাংশকে পরিবর্তন করে وَهُوَ الشَّرْطُ তা হলো শর্ত فَتَوَقَّفَ الْاَوَّلُ عَلٰى اٰخِرِهٖ যার ফলে প্রথমাংশ শেষাংশের উপর নির্ভরশীল হয়েছে فَيَقَعْنَ جُمْلَةً কাজেই তিন তালাক একই সাথে পতিত হবে وَاِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ যখন কেউ তার সহবাসকৃতা নয় এমন স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ তুমি তালাক এবং তালাক এবং তালাক اِنَّمَا تَبِيْنُ بِوَاحِدَةٍ তখন সে এক তালাক দ্বারাই بَائِنَةٌ হয়ে যাবে جَوَابُ سُوَالٍ اٰخَرَ عَلٰى عُلَمَائِنَا এটা আমাদের ওলামাদের উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের উত্তর وَهُوَ اَنْ يُّقَالَ আর তা হলো এ কথা বলা যে اِذَا نَجَّزَ الطَّلَاقَ যখন তালাক করে بِدُوْنِ الشَّرْطِ কোনো শর্ত ছাড়া لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَةِ সহবাস করা হয়নি এমন স্ত্রীকে بِاَنْ يَّقُوْلَ اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ বলে যে, তুমি তালাক এবং তুমি তালাক এবং তুমি তালাক فَعُلَمَاؤُنَا الثَّلٰثَةُ اِتَّفَقُوْا তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের এ তিন ইমাম একমত যে عَلٰى اَنَّهٗ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ هٰهُنَا এক তালাকই পতিত হবে فَفُهِمَ اَنَّهٗ لِلتَّرْتِيْبِ عِنْدَ الْكُلِّ কাজেই বুঝা গেল যে, সকলের মতেই وَاوْ টি تَرْتِيْب তথা ধারাবাহিকতার জন্য ব্যবহৃত হয় فَاَجَابَ بِاَنَّ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْاَلَةِ মুসান্নেফ (র.)-এর উত্তরে বলেন যে, এ মাসআলায় এক তালাক দ্বারা সেই স্ত্রী بَائِنَةٌ হয়ে যাবে اِنَّمَا تَبِيْنُ بِوَاحِدَةٍ لِاَنَّ الْاَوَّلَ وَقَعَ قَبْلَ التَّكَلُّمِ بِالثَّانِىْ وَالثَّالِثِ কেননা, প্রথম তালাকটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক উচ্চারণের পূর্বেই পতিত হয়েছে এবং তার দ্বারা স্ত্রী بَائِنَةٌ হয়ে গেছে فَسَقَطَتْ وَلَايَتُهٗ لِفَوْتِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ কাজেই তার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামী কর্তৃত্ব রহিত হয়ে গেছে يَعْنِىْ مَاجَاءَ التَّرْتِيْبُ مِنَ الْوَاوِ অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তারতীব وَاوْ-এর কারণে আসেনি بَلْ مِنَ التَّكَلُّمِ اللِّسَانِىْ বরং মুখের কথাবার্তার দ্বারাই উক্ত تَرْتِيْب পাওয়া গেছে لِاَنَّ الْاِنْسَانَ لَايَقْدِرُ কেননা মানুষ সক্ষম নয় ان يتكلم উচ্চারণ করতে بِثَلٰثِ كَلِمَاتٍ তিনটি বাক্য دَفْعَةً وَاحِدَةً একই সাথে فَاِذَا تَكَلَّمَ بِالْاَوَّلِ সুতরাং সে যখন প্রথমটি উচ্চারণ করল وَوَقَعَ الْفَرَاغُ عَنْهُ তা হতে অব্যাহতি পেয়েছে لَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ لِلثَّانِىْ وَالثَّالِثِ দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির জন্য তখন আর ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না।

সরল অনুবাদ : আর যখন শর্তকে অগ্রবর্তী করা হয় তখন এ মতপার্থক্য হবে, আর যদি তাকে পরবর্তী করে বলা হয় যে, اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ তবে সকলের নিকটেই তিন তালাক পতিত হবে, কারণ উক্ত শর্ত বাক্যের শেষে

পাওয়া গেছে যা তার প্রথমাংশকে পরিবর্তন করে। যার ফলে প্রথমাংশ শেষাংশের উপর নির্ভরশীল হয়েছে। কাজেই তিন তালাক একই সাথে পতিত হবে। **যখন কেউ তার সহবাস কৃতা নয় এমন স্ত্রীকে বলে– أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ তখন সে এক তালাক দ্বারাই بَائِنَةٌ হয়ে যাবে।** এটা আমাদের ওলামাদের উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের উত্তর, আর তা হচ্ছে, যখন কোনো শর্ত ছাড়া সহবাস করা হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে এবং বলে أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের এই তিন ইমাম একমত যে, এখানে এক তালাক-ই পতিত হবে। কাজেই বুঝা গেল যে, সকলের মতেই وَاو টি تَرْتِيْب তথা ধারাবাহিকতার জন্য ব্যবহৃত হয়। মুসান্নেফ (র.) এর উত্তরে বলেন যে, এ মাসআলায় এক তালাক দ্বারা সেই স্ত্রী بَائِنَةٌ হয়ে যাবে। কেননা প্রথম তালাকটি দ্বিতীয় তালাক উচ্চারণের পূর্বেই পতিত হয়েছে এবং তার দ্বারা স্ত্রী بَائِنَةٌ হয়ে গেছে। কাজেই তার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামী কর্তৃত্ব রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তারতীব وَاو-এর কারণে আসেনি; বরং মুখের কথাবার্তার দ্বারাই উক্ত تَرْتِيْب পাওয়া গেছে। কেননা মানুষ একই সাথে তিনটি বাক্য উচ্চারণ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং সে যখন প্রথমটি উচ্চারণ ও তা হতে অব্যাহতি পেয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির জন্য তখন আর ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَتَوَقَّفَ الْأَوَّلُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ বাক্যের প্রথমাংশ এটার শেষাংশের উপর مَوْقُوْف হবে, যদি শেষাংশে পরিবর্তনকারী কিছু থাকে। আর এ ক্ষেত্রে শর্ত পরিবর্তনকারী। সুতরাং শর্তারোপের কারণে তিনটি তালাকই مُعَلَّقْ (শর্তযুক্ত) হয়ে গেছে। কাজেই শর্ত পাওয়া গেলে একসঙ্গে তিন তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ الخ -এর আলোচনা : এখানে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি সে এক তালাকের দ্বারাই বায়েনা হয়ে যায়; সে বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে– কেননা হুকুম পরিবর্তনকারী শব্দের সংযুক্তি ব্যতীত إِنْشَاءْ (সৃষ্টি করা)-এর পরে হয় না। (বরং সাথে সাথে হয়ে যায়।) আর প্রথমটির উচ্চারণ সর্বাগ্রে করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের উচ্চারণের পূর্বেই যখন প্রথম তালাকের উচ্চারণ করল আর মাসআলাটি হলো غَيْرُ مَدْخُوْلٌ بِهَا -এর ব্যাপারে, যে এক তালাকের দ্বারাই بَائِنَةٌ হয়ে যায়, যার কোনো ইদ্দত নেই তখন তালাকের মহল অবশিষ্ট থাকবে না।

তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, বাক্যের শেষাংশ প্রথম অংশের জন্য পরিবর্তনকারী। কেননা বাক্যের প্রথমাংশের হুকুম হলো লঘু হুরমত (حُرْمَتٌ خَفِيْفَةٌ) আর শেষাংশের হুকুম হলো حُرْمَتٌ غَلِيْظَةٌ (গুরু হুরমত)। সুতরাং এমতাবস্থায় প্রথম তালাক বলে অবসর হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক বলার পূর্বে তালাক পতিত (হওয়া উচিত) হবে কি? তার জবাবে বলা হবে যে, বাক্যের শেষাংশ মূলত প্রথমাংশের জন্য পরিবর্তনকারী হয়নি; বরং এটার প্রথমাংশের হুকুম হলো বন্ধনমুক্ত করা, আর শেষাংশ উক্ত হুকুমকে দৃঢ় করেছে মাত্র। আর অতিরিক্ত হুরমত দ্বিতীয় তালাকের কারণে হয়েছে।

بِدَلِيْلِ اَنَّهٗ لَوْ قَالَ بِلَا وَاوٍ اَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ تَبِيْنُ بِالْاَوَّلِ بِالْاِتِّفَاقِ فَعُلِمَ اَنَّهٗ لَا مَدْخَلَ لِلْوَاوِ فِيْهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) يَقَعُ الثَّلٰثُ فِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ لِاَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَاِذَا زَوَّجَ اَمَتَيْنِ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا وَبِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ ثُمَّ قَالَ الْمَوْلٰى هٰذِهٖ حُرَّةٌ وَهٰذِهٖ مُتَّصِلًا جَوَابُ سُؤَالٍ اٰخَرَ عَلٰى عُلَمَائِنَا (رح) وَهُوَ اَنَّهٗ اِذَا زَوَّجَ فُضُوْلِيٌّ اَمَتَيْنِ لِشَخْصٍ مِنْ رَجُلٍ اٰخَرَ سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدٍ اَوْ بِعَقْدَيْنِ اَوْ بِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ وَبِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلٰى كِلَيْهِمَا فَقَالَ الْمَوْلٰى هٰذِهٖ حُرَّةٌ وَهٰذِهٖ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ فَاِنَّهٗ يَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بِالْاِتِّفَاقِ بَيْنَنَا فَعُلِمَ اَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيْبِ وَاِلَّا لَصَحَّ نِكَاحُهُمَا فَاَجَابَ بِاَنَّ فِيْ هٰذَا الْمِثَالِ اِنَّمَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ لِاَنَّ عِتْقَ الْاُوْلٰى يَبْطُلُ مَحَلِّيَّةَ الْوَقْفِ فِيْ حَقِّ الثَّانِيَةِ فَبَطَلَ الثَّانِيْ قَبْلَ التَّكَلُّمِ بِعِتْقِهَا يَعْنِيْ اَنَّ هٰذَا التَّرْتِيْبَ اَيْضًا لَمْ يَجِئْ مِنَ الْوَاوِ بَلْ مِنَ الْكَلَامِ لِاَنَّ نِكَاحَ الْاَمَتَيْنِ كَانَ مَوْقُوْفًا عَلٰى اِجَازَةِ الْمَوْلٰى وَاِجَازَةِ الزَّوْجِ جَمِيْعًا فَاِذَا اَعْتَقَ الْمَوْلٰى الْاُوْلٰى اَوَّلًا كَانَتِ الثَّانِيَةُ مَوْقُوْفَةً وَالْاُوْلٰى نَافِذَةً.

শাব্দিক অনুবাদ : بِدَلِيْلِ এটার দলিল হলো اَنَّهٗ لَوْ قَالَ بِلَا وَاوٍ সে যদি وَاوْ পরিত্যাগ করে এভাবে বলত اَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ তুমি তালাক, তালাক, তালাক تَبِيْنُ بِالْاَوَّلِ তাহলে প্রথম তালাকের দ্বারা بَائِنَةٌ হয়ে যেত بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতভাবে فَعُلِمَ কাজেই বুঝা গেল যে اَنَّهٗ لَا مَدْخَلَ لِلْوَاوِ فِيْهِ এটার মধ্যে وَاوْ-এর কোনো স্থান নেই وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَقَعُ الثَّلٰثُ فِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় তিন তালাক পতিত হবে لِاَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ কারণ, বহুবচনের হরফের দ্বারা বহুবচন করা كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ বহুবচনের শব্দ দ্বারা বহুবচন করার ন্যায় وَاِذَا زَوَّجَ اَمَتَيْنِ আর যখন কোনো ব্যক্তি দু'জন দাসীকে বিবাহ দেবে مِنْ رَجُلٍ এক ব্যক্তির সাথে بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا তাদের মনিবের অনুমতি ছাড়া اَوْ بِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া ثُمَّ قَالَ الْمَوْلٰى অতঃপর মনিব বলবে هٰذِهٖ حُرَّةٌ এ দাসীটি আজাদ وَهٰذِهٖ مُتَّصِلًا এবং অবিচ্ছিন্নভাবে বলবে আর এই দাসীটিও جَوَابُ سُؤَالٍ اٰخَرَ عَلٰى عُلَمَائِنَا (رح) আমাদের (হানাফী) আলেমগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এটা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর وَهُوَ اَنَّهٗ اِذَا زَوَّجَ فُضُوْلِيٌّ আর প্রশ্নটি হলো, যখন কোনো فُضُوْلِيٌّ বিবাহ দেয় اَمَتَيْنِ لِشَخْصٍ مِنْ رَجُلٍ اٰخَرَ কোনো ব্যক্তির দু'টি দাসীকে অপর ব্যক্তির সাথে سَوَاءٌ كَانَ بِعَقْدٍ اَوْ بِعَقْدَيْنِ চাই একই عَقْد-এর মাধ্যমে হোক অথবা দুই عَقْد-এর দ্বারা হোক اَوْ بِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ وَبِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلٰى كِلَيْهِمَا স্বামী ও মনিব উভয়ের অনুমতি ব্যতীত فَقَالَ الْمَوْلٰى هٰذِهٖ حُرَّةٌ وَهٰذِهٖ অতঃপর মনিব বলে এই দাসীটি আজাদ এবং এ দাসীটি بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ সংযুক্ত বাক্যের সাথে فَاِنَّهٗ يَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بِالْاِتِّفَاقِ بَيْنَنَا তাহলে আমাদের (হানাফী) আলিমগণের ঐকমত্যে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে فَعُلِمَ اَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيْبِ সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে وَاوْ ধারাবাহিকতা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় وَاِلَّا لَصَحَّ نِكَاحُهُمَا নচেৎ উভয়ের বিবাহ সহীহ হতো فَاَجَابَ উক্ত প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে بِاَنَّ فِيْ هٰذَا الْمِثَالِ এ উদাহরণের মধ্যে اِنَّمَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হওয়ার কারণ এই যে لِاَنَّ عِتْقَ الْاُوْلٰى প্রথম দাসীকে মুক্ত করে দেওয়া يَبْطُلُ مَحَلِّيَّةَ الْوَقْفِ বিবাহ স্থগিত রাখার স্থান বাতিল হয়ে গেছে فِيْ حَقِّ الثَّانِيَةِ দ্বিতীয় দাসীর ব্যাপারে فَبَطَلَ الثَّانِيْ কাজেই দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে قَبْلَ التَّكَلُّمِ بِعِتْقِهَا দ্বিতীয়টির মুক্তির কথা বলার পূর্বেই يَعْنِيْ اَنَّ هٰذَا التَّرْتِيْبَ اَيْضًا অর্থাৎ এ তারতীব ও لَمْ يَجِئْ مِنَ الْوَاوِ -এর দরুন আসেনি بَلْ مِنَ الْكَلَامِ বরং বাক্যের দ্বারা এসেছে لِاَنَّ نِكَاحَ الْاَمَتَيْنِ কেননা উভয় দাসীর বিবাহ كَانَ مَوْقُوْفًا মওকুফ ছিল عَلٰى اِجَازَةِ الْمَوْلٰى وَاِجَازَةِ الزَّوْجِ جَمِيْعًا মনিব ও স্বামীর ইচ্ছা (অনুমতি)-এর উপর فَاِذَا اَعْتَقَ

اَلْمَوْلَى الْاُوْلَى اَوَّلًا। যখন মনিব প্রথমত প্রথম দাসীকে আজাদ করল كَانَتِ الثَّانِيَةُ مَوْقُوْفَةً তখন দ্বিতীয়টি মওকুফ রইল وَالْاُوْلَى نَافِذَةً আর প্রথমটির স্বাধীন হওয়া কার্যকর হয়ে গেল।

সরল অনুবাদ : এটার দলিল হলো, সে যদি وَاوْ পরিত্যাগ করে এভাবে বলত اَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ তাহলে সর্বসম্মতভাবে প্রথম তালাকের দ্বারা بَائِنَةٌ হয়ে যেত। কাজেই বুঝা গেল যে, এটার মধ্যে وَاوْ-এর কোনো স্থান নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় তিন তালাক পতিত হবে। কারণ বহুবচনের হরফের দ্বারা বহুবচন করা বহুবচনের শব্দ দ্বারা বহুবচন করার ন্যায়। আর যখন কোনো ব্যক্তি দু' জন দাসীকে তাদের মনিব এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া অপর এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেবে, **অতঃপর মনিব বলবে** هٰذِهٖ حُرَّةٌ مُتَّصِلًا **এই দাসীটি আজাদ এবং অবিচ্ছিন্নভাবে বলবে আর এই দাসীটিও**। আমাদের (হানাফী) আলেমগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এটা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর। আর প্রশ্নটি হলো, যখন কোনো فُضُوْلِيٌّ কোনো ব্যক্তির দু'টি দাসীকে অপর ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়, চাই একই عَقْد -এর মাধ্যমে হোক অথবা দুই عَقْدٌ -এর দ্বারা হোক স্বামী ও মনিব উভয়ের অনুমতি ব্যতীত, অতঃপর মনিব বলে, "هٰذِهٖ حُرَّةٌ وَهٰذِهٖ" (এই দাসীকে আজাদ এবং এই দাসীটি) সংযুক্ত বাক্যের সাথে (অর্থাৎ উভয় বাক্যের মধ্যে কোনো বিরতি দেওয়া নেই)। তাহলে আমাদের (হানাফী) আলিমগণের ঐকমত্যে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, وَاوْ তারতীব (ধারাবহিকতা) বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, নচেৎ উভয়ের বিবাহ সহীহ হতো। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এ উদাহরণের মধ্যে **দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হওয়ার কারণ হলো, প্রথম দাসীকে মুক্ত করে দেওয়ায় দ্বিতীয় দাসীর ব্যাপারে বিবাহ স্থগিত রাখার স্থান বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই দ্বিতীয়টির মুক্তির কথা বলার পূর্বেই দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে**। অর্থাৎ এ তারতীবও وَاوْ-এর দরুন আসেনি; বরং বাক্যের (বক্তব্যের) দ্বারা এসেছে। কেননা উভয় দাসীর বিবাহ মনিব ও স্বামীর ইচ্ছা (অনুমতি)-এর উপর মওকুফ ছিল। যখন মনিব প্রথমত প্রথম দাসীকে আজাদ করল তখন দ্বিতীয়টি মওকুফ রইল। আর প্রথমটির স্বাধীন হওয়া কার্যকর হয়ে গেল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

<u>قَوْلُهُ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ</u> **-এর আলোচনা :** আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে তিন তালাক হয়ে যাবে। কেননা جَمْع -এর হরফের দ্বারা جَمْع করা جَمْع -এর শব্দ দ্বারা جَمْع নেওয়ার ন্যায়। সুতরাং যেন এরূপ বলেছেন যে, اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا (তুমি তিন তালাক)। এর জবাবে আমরা বলব যে, وَاوْ বহুবচনের হরফ নয়; বরং এটা মুতলাক عَطْف -এর জন্য হয়। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্য যথার্থ নয়।

فَلَزِم اَنْ يَتَوَقَّفَ نِكَاحُ الْاَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا اَنَّ نِكَاحَهَا عَلَى الْحُرَّةِ غَيْرُ جَائِزٍ فَلَمْ يَبْقَ لِلثَّانِيَةِ مَحَلُّ تَوَقُّفٍ اِلَى اَنْ يَتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا وَيَقُوْلُ هٰذِهٖ وَهٰذَا كُلُّهٗ اِذَا قَبِلَ فُضُوْلِيٌّ اٰخَرُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ لِاَنَّ الْفُضُوْلِيَّ الْوَاحِدَ لَايَتَوَلّٰى طَرَفَيِ النِّكَاحِ وَقِيْلَ اِذَا تَكَلَّمَ الْفُضُوْلِيُّ الْوَاحِدُ بِكَلَامَيْنِ بِاَنْ قَالَ زَوَّجْتُ فُلَانَةً مِنْ فُلَانٍ وَقَبِلْتُ مِنْهُ يَتَوَقَّفُ وَلَا يَبْطُلُ وَقِيْلَ لَا حَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ لِاَنَّ حُكْمَ الْمَسْاَلَةِ لَايَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَلِهٰذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ بِهٰذَا الْقَيْدِ وَاِنْ اَعْتَقَهُمَا الْمَوْلٰى بِلَفْظٍ وَاحِدٍ بِاَنْ قَالَ اَعْتَقْتُهُمَا لَا يَبْطُلُ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ وَاِنْ اَعْتَقَهُمَا بِكَلَامٍ مَفْصُوْلٍ فَاَجَازَ الزَّوْجُ نِكَاحَهُمَا اَوْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْاُوْلٰى وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ فَلَا تَلْحَقُهُ الْاِجَازَةُ ـــ

<u>শাব্দিক অনুবাদ</u> : فَلَزِمَ اَنْ يَتَوَقَّفَ আর এতে مَوْقُوْف হওয়া لَازِمْ হয়ে যায় نِكَاحُ الْاَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ দাসীর বিবাহ আজাদ মহিলার বিবাহের উপর وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ আর তা জায়েজ নেই كَمَا اَنَّ نِكَاحَهَا عَلَى الْحُرَّةِ غَيْرُ جَائِزٍ যেমন আজাদ মহিলার উপর দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ নেই فَلَمْ يَبْقَ لِلثَّانِيَةِ সুতরাং দ্বিতীয় দাসীর জন্য অবশিষ্ট রইল না مَحَلُّ تَوَقُّفٍ স্থগিত করণের মহলই اِلٰى اَنْ يَتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا যাতে মাওলা তার আজাদীর ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে পারে وَيَقُوْلُ هٰذِهٖ এবং বলতে পারে "هٰذِهٖ" وَهٰذَا كُلُّهٗ আর এসব কথা তখনই প্রযোজ্য হবে اِذَا قَبِلَ فُضُوْلِيٌّ اٰخَرُ যখন দ্বিতীয় فُضُوْلِيْ একে কবুল করে مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ স্বামীর পক্ষ হতে - لِاَنَّ الْفُضُوْلِيَّ الْوَاحِدَ কেননা একজন فُضُوْلِيْ لَايَتَوَلّٰى طَرَفَيِ النِّكَاحِ বিবাহের উভয় পক্ষ হতে অভিভাবক হতে পারে না وَقِيْلَ আর কারো কারো মতে اِذَا تَكَلَّمَ الْفُضُوْلِيُّ الْوَاحِدُ بِكَلَامَيْنِ একই فُضُوْلِيْ যদি উভয় বাক্য বলে بِاَنْ قَالَ زَوَّجْتُ فُلَانَةً مِنْ فُلَانٍ وَقَبِلْتُ مِنْهُ এভাবে যে আমি অমুক মহিলাকে অমুক পুরুষের সাথে বিবাহ দিলাম এবং সেই পুরুষের পক্ষ হতে কবুল করলাম يَتَوَقَّفُ তাহলে এই বিবাহ উভয় পক্ষের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে وَلَايَبْطُلُ তবে বাতিল হবে না وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন যে لَاحَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ - بِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ এ কথাটি যুক্ত করার প্রয়োজন নেই لِاَنَّ حُكْمَ الْمَسْئَلَةِ কেননা উক্ত মাসআলার হুকুম لَايَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ এটার উপর নির্ভর করে না وَلِهٰذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ بِهٰذَا الْقَيْدِ আর এজন্য শামসুল আইম্মাহ এ قَيْد টি যুক্ত করেন নি وَاِنْ اَعْتَقَهُمَا الْمَوْلٰى আর যদি মাওলা দাসীদ্বয়কে আজাদ করে দেয় بِلَفْظٍ وَاحِدٍ একই শব্দের দ্বারা بِاَنْ قَالَ اَعْتَقْتُهُمَا অর্থাৎ এভাবে বলে যে - اَعْتَقْتُهُمَا لَايَبْطُلُ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا তাহলে তাদের কারো বিবাহ বাতিল হবে না لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْجَمْعِ কেননা এমতাবস্থায় একত্রিতকরণ সাব্যস্ত হবে না بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ দাসী ও অজাদ নারীর মধ্যে وَاِنْ اَعْتَقَهُمَا بِكَلَامٍ مَفْصُوْلٍ আর যদি পৃথক পৃথক বাক্যের দ্বারা দাসীদ্বয়কে আজাদ করে দেয় فَاَجَازَ الزَّوْجُ نِكَاحَهُمَا অতঃপর স্বামী তাদের উভয়কে অনুমতি দেয় اَوْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا বা উভয়ের মধ্য হতে একজনকে جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْاُوْلٰى তাহলে প্রথম আজাদকৃতার বিবাহ সহীহ হবে وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ আর দ্বিতীয়জনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে فَلَا تَلْحَقُهُ الْاِجَازَةُ কাজেই তার সাথে অনুমতি যুক্ত হবে না।

<u>সরল অনুবাদ</u> : আর এতে দাসীর বিবাহ আজাদ মহিলার বিবাহের উপর مَوْقُوْف হওয়া لَازِمْ হয়ে যায়। আর তা জায়েজ নেই। যেমন– আজাদ মহিলার উপর দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ নেই। সুতরাং দ্বিতীয় দাসীর জন্য স্থগিতকরণের মহলই অবশিষ্ট রইল না, যাতে মাওলা তার আজাদীর ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলতে পারে যে, "وَهٰذِهٖ" আর এসব কথা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন দ্বিতীয় فُضُوْلِيْ স্বামীর পক্ষ হতে একে কবুল করবে। কেননা বিবাহের উভয় পক্ষ হতে একজন فُضُوْلِيْ

অভিভাবক হতে পারে না। আর কারো কারো মতে একই فُضُوْلِيْ যদি উভয় বাক্য বলে, এভাবে যে, "زَوَّجْتُ فُلَانَةً مِنْ فُلَانٍ وَقَبِلْتُ مِنْهُ" অর্থাৎ আমি অমুক মহিলাকে অমুক পুরুষের সাথে বিবাহ দিলাম এবং সেই পুরুষের পক্ষ হতে কবুল করলাম। তাহলে এই বিবাহ উভয় পক্ষের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে, তবে বাতিল হবে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ। এ কথাটি যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। কেননা উক্ত মাসআলার হুকুম এটার উপর নির্ভর করে না। আর এ জন্য শামসুল আইম্মাহ এ قَيْد টি যুক্ত করেননি। আর যদি মাওলা দাসীদ্বয়কে একই শব্দের দ্বারা আজাদ করে দেয়, অর্থাৎ এভাবে বলে যে, إِعْتَقْتُهُمَا তাহলে তাদের কারো বিবাহ বাতিল হবে না। কেননা এমতাবস্থায় দাসী ও আযাদ নারীর মধ্যে একত্রিতকরণ সাব্যস্ত হবে না। আর পৃথক পৃথক বাক্যের দ্বারা দাসীদ্বয়কে আজাদ করে দেয়, অতঃপর স্বামী তাদের উভয়কে বা উভয়ের মধ্য হতে একজনকে অনুমতি দেয়, তাহলে প্রথম আযাদকৃতার বিবাহ সহীহ হবে, আর দ্বিতীয়জনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই তার সাথে অনুমতি যুক্ত হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَزِمَ اَنْ يَتَوَقَّفَ الخ -এর আলোচনা : মুসান্নেফ (র.) এ ইবারতে আজাদ মহিলার উপর দাসীকে বিবাহ করা অবৈধ-এর কারণ বর্ণনা করছেন, কেননা মাওলা প্রথম দাসীটিকে আজাদ করার পর সে আজাদ মহিলার হুকুমে হয়ে গেছে। কাজেই দ্বিতীয় দাসীটির আজাদীর কথা বলার পূর্বেই তার বিবাহ কার্যকর হয়ে গেছে। আর ঠিক এই কার্যকরীর সময় দ্বিতীয় বিবাহে মহিলাটি দাসী হওয়ার কারণে এবং মনিবের পক্ষ হতে অনুমতি পাওয়া না যাওয়ার কারণে মওকুফ রয়েছে। সুতরাং দাসীর বিবাহ আজাদ মহিলার উপর মাওকুফ হওয়া আবশ্যক (لَازِمْ) হয়ে গেছে। আর لَازِمْ জায়েজ নেই। কেননা এই مَوْقُوْف হওয়ার মধ্যে কোনো فَائِدَهْ নেই। কারণ مَوْقُوْف তো হয়ে থাকে অনুমতির সময় বৈধ সাব্যস্ত হবার জন্য। আর حُرَّةٌ (আজাদ মহিলা)-এর উপর দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ নেই। ইবনে আবী শায়বাহ আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَاتُنْكَحُ الْاَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ আজাদ মহিলার উপর দাসীকে বিবাহ করো না।

قَوْلُهُ لَاحَاجَةَ اِلَى قَوْلِهِ الخ -এর আলোচনা : আলোচ্য মাসআলাটি বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার (র.) بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ। কথাটি উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো মনীষীর মতে এই কথাটি তিনি উল্লেখ না করলেও চলত। কেননা এ মাসআলাটির হুকুম এটার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং কথাটি গ্রন্থকার (র.) গতানুগতিকভাবে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ بِكَلَامٍ مَفْصُوْلِيْ الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি শাখা মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মনিব যদি দাসীদ্বয়কে পৃথক পৃথক বাক্যের মাধ্যমে আজাদ করে। এভাবে যে, একটিকে আজাদ করে চুপ করে রইল। অতঃপর অন্যটিকে আজাদ করে। অতঃপর স্বামী তাদের উভয়ের অথবা একজনের বিবাহকে অনুমোদন করে, তাহলে প্রথম আজাদকৃতার বিবাহ জায়েজ হবে এবং দ্বিতীয় আজাদকৃতার বিবাহ জায়েজ হবে না।

هٰذَا اِذَا كَانَ النِّكَاحَانِ فِيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ فَاَمَّا اِذَا كَانَا فِيْ عَقْدَيْنِ فَاِنْ كَانَ مَوْلَى الْاَمَتَيْنِ وَاحِدًا فَالْحُكْمُ كَمَا ذَكَرْنَا وَاِنْ كَانَا اِثْنَيْنِ فَاُعْتِقَتِ الْاَمَتَانِ عَلَى التَّعَاقُبِ فَالنِّكَاحَانِ مَوْقُوْفَانِ فَاَيُّهُمَا اَجَازَ الزَّوْجُ جَازَ وَ اِنْ اَجَازَهُمَا مَعًا جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْاُوْلٰى وَاِذَا زَوَّجَ رَجُلًا اُخْتَيْنِ فِيْ عَقْدَيْنِ بِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَقَالَ اَجَزْتُ نِكَاحَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ بَطَلَا كَمَا اِذَا اَجَازَ هُمَا مَعًا وَاِنْ اَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ هٰذَا اَيْضًا جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا وَهُوَ اَنَّهُ اِذَا زَوَّجَ اَحَدٌ رَجُلًا اُخْتَيْنِ مَعًا فِيْ عَقْدَيْنِ فَبَلَغَ الزَّوْجُ خَبَرَ النِّكَاحِ فَاِنْ اَجَازَهُمَا الزَّوْجُ بِكَلَامٍ مَوْصُوْلٍ وَقَالَ اَجَزْتُ نِكَاحَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ بَطَلَ النِّكَاحَانِ كَاَنَّهُ اَجَازَهُمَا مَعًا فَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْوَاوَ لِلْمُقَارَنَةِ وَاِنْ اَجَازَهُمَا الزَّوْجُ بِكَلَامٍ مَفْصُوْلٍ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بِلَا شُبْهَةٍ وَهٰذَا اِسْتِطْرَادِيٌّ لِلْاَوَّلِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : هٰذَا উপরোক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে اِذَا كَانَ النِّكَاحَانِ فِيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ যখন একই عَقْد -এর দ্বারা উভয় বিবাহ হবে فَاَمَّا اِذَا كَانَا فِيْ عَقْدَيْنِ কিন্তু যদি দুই عَقْد -এর দ্বারা বিবাহ হয় فَاِنْ كَانَ مَوْلَى الْاَمَتَيْنِ وَاحِدًا আর এমতাবস্থায় উভয় দাসীর মনিব একজন হয় فَالْحُكْمُ كَمَا ذَكَرْنَا তাহলে আমরা যা উল্লেখ করেছি তাই এটার হুকুম হবে وَاِنْ كَانَا اِثْنَيْنِ আর যদি মনিব দুজন হয় فَاُعْتِقَتِ الْاَمَتَانِ عَلَى التَّعَاقُبِ অতঃপর উভয় দাসী একজনের পর একজন আজাদ করা হয় فَالنِّكَاحَانِ مَوْقُوْفَانِ তাহলে উভয় বিবাহ স্থগিত থাকবে فَاَيُّهُمَا اَجَازَ الزَّوْجُ যার বিবাহ স্বামী অনুমোদন করবে جَازَ তার বিবাহই জায়েজ হবে وَاِنْ اَجَازَهُمَا مَعًا আর যদি স্বামী এক সাথে দু'জনের বিবাহ অনুমোদন করে جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْاُوْلٰى তবে প্রথম আজাদকৃতা দাসীর বিবাহ জায়েজ হবে وَاِذَا زَوَّجَ رَجُلًا আর যদি স্বামী কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়ে দেয় اُخْتَيْنِ দুই বোনকে فِيْ عَقْدَيْنِ দুই عَقْد -এর মধ্যে بِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ অতঃপর তার নিকট সংবাদ পৌঁছার পর فَقَالَ সে বলে اَجَزْتُ نِكَاحَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ আমি এই মহিলার বিবাহ অনুমোদন করলাম এবং এই মহিলার بَطَلَا তাহলে এমতাবস্থায় উভয় বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে كَمَا اِذَا اَجَازَهُمَا مَعًا যদ্রূপ একসাথে উভয়ের বিবাহের অনুমতি প্রদান করলে উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যায় وَاِنْ اَجَازَهُمَا مُتَفَرِّقًا আর উভয়ের বিবাহকে পৃথক পৃথকভাবে অনুমোদন করলে بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ দ্বিতীয় বোনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে هٰذَا اَيْضًا جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর يَرِدُ عَلَيْنَا যা আমাদের (হানাফীদের) বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়ে থাকে وَهُوَ اَنَّهُ اِذَا زَوَّجَ اَحَدٌ رَجُلًا আর এটা হচ্ছে যখন কেউ কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয় اُخْتَيْنِ مَعًا একসাথে দুবোনকে فِيْ عَقْدَيْنِ দু'টি عَقْد -এর মাধ্যমে فَبَلَغَ الزَّوْجُ خَبَرَ النِّكَاحِ এবং স্বামীর নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছে فَاِنْ اَجَازَهُمَا الزَّوْجُ তখন যদি স্বামী উভয় বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করে بِكَلَامٍ مَوْصُوْلٍ সংযুক্ত বক্তব্যের দ্বারা وَقَالَ এবং এরূপ বলে যে اَجَزْتُ نِكَاحَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ এ মহিলা এবং এ মহিলার বিবাহকে অনুমোদন করলাম بَطَلَ النِّكَاحَانِ তবে উভয় বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে كَاَنَّهُ اَجَازَهُمَا مَعًا যেন সে উভয় বিবাহকে একই সাথে অনুমতি দিয়েছে فَهٰذَا يَدُلُّ কাজেই এটা বুঝাচ্ছে যে عَلٰى اَنَّ الْوَاوَ لِلْمُقَارَنَةِ - وَاوْ টি সংযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় وَاِنْ اَجَازَهُمَا الزَّوْجُ আর যদি স্বামী উভয় বিবাহকে সম্মতি জ্ঞাপন করে بِكَلَامٍ مَفْصُوْلٍ পৃথক বক্তব্যের মাধ্যমে بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ তবে দ্বিতীয়টির বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে بِلَا شُبْهَةٍ নিঃসন্দেহে وَهٰذَا اِسْتِطْرَادِيٌّ لِلْاَوَّلِ আর নিঃসন্দেহে এটা প্রথমটির অনুগামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরল অনুবাদ : উপরোক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন একই عَقْد -এর দ্বারা উভয় বিবাহ হবে। কিন্তু যদি দুই عَقْد -এর দ্বারা বিবাহ হয়, আর এমতাবস্থায় উভয় দাসীর মনিব একজন হয়, তাহলে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা-ই এটার হুকুম

হবে। আর যদি মনিব দু'জন হয়, অতঃপর উভয় দাসী একজনের পর একজন আজাদ করা হয়, তাহলে স্বামীর অনুমতির উপর উভয় বিবাহ স্থগিত থাকবে। যার বিবাহ স্বামী অনুমোদন করবে তার বিবাহই জায়েজ হবে। আর যদি স্বামী একসাথে দু'জনের বিবাহকে অনুমোদন করে, তবে প্রথম আজাদকৃতা দাসীর বিবাহ জায়েজ হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে দুই বোনকে দুই আক্‌দের মাধ্যমে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিয়ে দেয়, **অতঃপর তার নিকট সংবাদ পৌঁছাবার** পর সে বলে "اَجَزْتُ نِكَاحَ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ" **(আমি এই মহিলার বিবাহ অনুমোদন করলাম এবং এই মহিলার) তাহলে এমতাবস্থায় উভয় বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। যদ্রূপ এক সাথে উভয়ের বিবাহের অনুমতি প্রদান করলে উভয়ের বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। আর উভয়ের বিবাহকে পৃথক পৃথকভাবে অনুমোদন করলে দ্বিতীয় বোনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।** এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, যা আমাদের (হানাফীদের) বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। আর এটা হচ্ছে যখন কেউ কোনো ব্যক্তির সাথে দু'বোনের বিবাহ একসাথে দু'টি আকদের মাধ্যমে করিয়ে দেয় এবং স্বামীর নিকট বিবাহের সংবাদ পৌঁছে, তখন সে যদি সংযুক্ত বক্তব্যের দ্বারা উভয়ের বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করে এবং এরূপ বলে যে, اَجَزْتُ نِكَاحَ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ অর্থাৎ এই মহিলা এবং এই মহিলার বিবাহকে অনুমোদন করলাম, তবে উভয় বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। যেন সে উভয় বিবাহকে একই সাথে সম্মতি দিয়েছে। কাজেই এটা বুঝাচ্ছে যে, واو টি সংযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর যদি স্বামী উভয় বিবাহকে পৃথক পৃথক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মতি জ্ঞাপন করে, তবে নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টির বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর এটা প্রথমটির অনুগামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَوْقُوْفَانِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ স্বামীর অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে। কেননা তাদের একজন আজাদ এবং অপরজন দাসী থাকা অবস্থায় যদি মালিকদ্বয় বিবাহ সংঘটিত করায়, তাহলে উভয় বিবাহ স্বামীর অনুমতির উপর مَوْقُوْفٌ থাকবে। কারণ এই مَوْقُوْفٌ থাকার ব্যাপারে কোনো বাধা-বিপত্তি নেই। কেননা তারা (মালিকদ্বয়) একজন অপরজনের মালিকানায় অনুমতির দেওয়া না দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন মালিক একজন হয়। কেননা যখন সে প্রথম জনকে আজাদ করবে তখন দ্বিতীয় জনের বিবাহকে স্থগিতকারী হবে। কেননা তখন পর্যন্তও সে দাসী রয়ে গেছে।—তালবীহ

قَوْلُهٗ فِيْ عَقْدَيْنِ الخ -এর আলোচনা : দুই عَقْد -এর কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, যদি দুই বোনকে একই عَقْد -এর মাধ্যমে বিবাহ করে, তাহলে এই বিবাহ মূলতই বাতিল হয়ে যাবে। এটা অনুমতির উপর مَوْقُوْفٌ থাকবে না।

قَوْلُهٗ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ الخ -এর আলোচনা : কোনো ব্যক্তি যদি দুই বোনকে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে দুই আকদের মাধ্যমে বিবাহ দেয় তার অনুমতি ব্যতীত, অতঃপর স্বামী পৃথকভাবে উভয়ের বিবাহকে অনুমোদন করে, তবে দ্বিতীয় জনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

فَاَجَابَ بِاَنَّ فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ اِنَّمَا بَطَلَ النِّكَاحَانِ كِلَاهُمَا لَا لِاَنَّ الْوَاوَ لِلْمُقَارَنَةِ بَلْ لِاَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ عَلٰى اٰخِرِهٖ اِذَا كَانَ فِيْ اٰخِرِهٖ مَايُغَيِّرُ اَوَّلَهٗ كَالشَّرْطِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ اِذَا تَاَخَّرَا فِي الْكَلَامِ يَكُوْنُ اَوَّلُ الْكَلَامِ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِمَا لِاَنَّهُمَا مُغَيِّرَانِ فَكَذٰلِكَ هٰهُنَا نِكَاحُ الْاُخْتِ الْاَخِيْرَةِ يُغَيِّرُ اَوَّلَهُمَا اِذْ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ بِسَبَبِ تَزْوِيْجِ الْاَخِيْرَةِ فَلِذَا تَوَقَّفَ اَوَّلُ الْكَلَامِ عَلٰى اٰخِرِهٖ فَلَاجَرَمَ يَقْتَرِنَانِ فِي الزَّمَانِ وَقَدْ تَكُوْنُ الْوَاوُ لِلْحَالِ هٰذَا بَيَانُ الْمَجَازِ فِيْ مَعْنَى الْوَاوِ كَمَا اَنَّ كَوْنَهَا لِلْعَطْفِ كَانَ بَيَانُ الْحَقِيْقَةِ كَقَوْلِهٖ لِعَبْدِهٖ اَدِّ اِلَيَّ اَلْفًا وَاَنْتَ حُرٌّ حَتّٰى لَا يُعْتَقُ اِلَّا بِالْاَدَاءِ فَالْوَاوُ فِيْ قَوْلِهٖ وَاَنْتَ حُرٌّ لَيْسَتْ لِلْعَطْفِ اِذْ لَايُحْسِنُ عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْاِنْشَاءِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْحَالِ وَالْحَالُ يَكُوْنُ شَرْطًا وَقَيْدًا لِلْعَامِلِ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلٰى اَدَاءِ الْاَلْفِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاَجَابَ এটার উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে بِاَنَّ فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ এ অবস্থায় اِنَّمَا بَطَلَ النِّكَاحَانِ كِلَاهُمَا لَا বিবাহদ্বয় বাতিল হয়নি لِاَنَّ الْوَاوَ لِلْمُقَارَنَةِ - وَاوْ সংযুক্তি-এর অর্থের জন্য হওয়ার দরুন بَلْ لِاَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ عَلٰى اٰخِرِهٖ যখন বাক্যের প্রথমাংশ শেষাংশের উপর مَوْقُوْفٌ থাকে اِذَا كَانَ فِيْ اٰخِرِهٖ যখন বাক্যের শেষাংশে এমন কিছু থাকে مَا يُغَيِّرُ اَوَّلَهٗ যা প্রথমাংশকে পরিবর্তন করে দেয় كَالشَّرْطِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ যথা شَرْط ও اِسْتِثْنَاءٌ - اِذَا تَاَخَّرَا فِي الْكَلَامِ যখন এ দু'টি বাক্যের শেষাংশে আসবে يَكُوْنُ اَوَّلُ الْكَلَامِ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِمَا তখন বাক্যের প্রথমাংশ এদের উপর مَوْقُوْف থাকবে لِاَنَّهُمَا مُغَيِّرَانِ কারণ এ দু'টি পরিবর্তনকারী فَكَذٰلِكَ هٰهُنَا نِكَاحُ الْاُخْتِ الْاَخِيْرَةِ তেমনটি এ ক্ষেত্রেও শেষ ভগ্নির বিবাহ يُغَيِّرُ اَوَّلَهُمَا প্রথম ভগ্নির বিবাহকে পরিবর্তন করে দেয় اِذْ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ কেননা দুই সহোদরাকে একত্রিতকরণ لَازِمْ হচ্ছে بِسَبَبِ تَزْوِيْجِ الْاَخِيْرَةِ শেষ ভগ্নির বিবাহের কারণে فَلِذَا تَوَقَّفَ اَوَّلُ الْكَلَامِ عَلٰى اٰخِرِهٖ কাজেই বাক্যের প্রথমাংশ শেষাংশের উপর مَوْقُوْف থাকবে فَلَا جَرَمَ يَقْتَرِنَا فِي الزَّمَانِ আর এজন্য উভয় একই সময়ের মধ্যে যুক্ত হবে وَقَدْ تَكُوْنُ الْوَاوُ لِلْحَالِ আর কখনো কখনো وَاوْ অবস্থা (حَالْ) বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে هٰذَا بَيَانُ الْمَجَازِ فِيْ مَعْنَى الْوَاوِ এখানে وَاوْ-এর মাজাযী অর্থের বর্ণনা করা হয়েছে كَمَا اَنَّ كَوْنَهَا لِلْعَطْفِ كَانَ بَيَانُ الْحَقِيْقَةِ যদ্রূপ عَطْف-এর অর্থে হওয়াকে এর হাকীকী অর্থ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে كَقَوْلِهٖ لِعَبْدِهٖ যেমন কোনো মনিব তার গোলামকে বলল اَدِّ اِلَيَّ اَلْفًا আমাকে এক হাজার আদায় করে দাও وَاَنْتَ حُرٌّ এমতাবস্থায় যে, তুমি আজাদ حَتّٰى لَايُعْتَقُ اِلَّا بِالْاَدَاءِ তাহলে এক হাজার আদায় করা ছাড়া আজাদ হবে না فَالْوَاوُ فِيْ قَوْلِهٖ وَاَنْتَ حُرٌّ لَيْسَتْ لِلْعَطْفِ সুতরাং তার এ বাক্য وَاَنْتَ حُرٌّ-এর মধ্যস্থিত وَاوْ আতফ-এর জন্য হয়নি اِذْ لَايُحْسِنُ عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْاِنْشَاءِ কেননা খবরকে اِنْشَاء-এর উপর عَطْف করা মানায় না فَيُحْمَلُ عَلَى الْحَالِ তাই একে حَالْ-এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে وَالْحَالُ يَكُوْنُ شَرْطًا وَقَيْدًا لِلْعَامِلِ আর حَالْ শর্ত ও قَيْد হয়ে থাকে عَامِلْ-এর জন্য فَيَنْبَغِيْ اَنْ يُوْقَفَ الْعِتْقُ কাজেই আজাদী মওকুফ থাকা উচিৎ عَلٰى اَدَاءِ الْاَلْفِ এক হাজারের উপর।

সরল অনুবাদ : এটার উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, وَاوْ সংযুক্তি (مُقَارَنَتْ) -এর অর্থের জন্য হওয়ার দরুন এই অবস্থায় বিবাহদ্বয় বাতিল হয়নি; বরং **এ জন্য বাতিল হয়েছে যে, বাক্যের প্রথমাংশ শেষাংশের উপর مَوْقُوْف থাকে যখন বাক্যের শেষাংশে এমন কিছু (শব্দ) থাকে যা প্রথমাংশকে পরিবর্তন করে দেয়।** যথা– شَرْط ও اِسْتِثْنَاءٌ যখন এ দু'টি বাক্যের শেষাংশে আসবে তখন বাক্যের প্রথমাংশ এদের উপর মওকুফ থাকবে। কারণ এ দু'টি পরিবর্তনকারী।

তেমনটি এ ক্ষেত্রেও শেষ ভগ্নির বিবাহ প্রথম ভগ্নির বিবাহকে পরিবর্তন করে দেয়। কেননা শেষ ভগ্নির বিবাহের কারণে দুই সহোদরাকে একত্রিতকরণ لَازِمْ হচ্ছে। কাজেই বাক্যের প্রথমাংশ শেষাংশের উপর مَوْقُوْف থাকবে। আর এ জন্য উভয় একই সময়ের মধ্যে যুক্ত হবে। **আর কখনো কখনো وَاوْ অবস্থা (حَالْ) বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।** এখানে وَاوْ-এর মাজাযী অর্থের বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্রূপ عَطْف -এর অর্থে হওয়াকে-এর হাকীকী অর্থ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। **যেমন– কোনো মনিব তার গোলামকে বলল, আমাকে এক হাজার আদায় করে দাও এমতাবস্থায় যে, তুমি আজাদ। তাহলে এক হাজার আদায় করা ছাড়া আজাদ হবে না।** সুতরাং তার বাক্য "وَاَنْتَ حُرٌّ" -এর মধ্যস্থিত وَاوْ আতফের জন্য হয়নি। কেননা خَبَرْ -কে اِنْشَاءْ -এর উপর আতফ করা মানায় না। তাই একে حَالْ -এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে। আর حَالْ শর্ত ও قَيْد হয়ে থাকে عَامِلْ-এর জন্য। কাজেই আজাদী এক হাজারের উপর মওকুফ থাকা উচিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِذْ يَلْزَمُ الْجَمْعُ الخ -এর আলোচনা : যদি পৃথক পৃথক বাক্যের মাধ্যমে স্বামী উভয় বোনের বিবাহকে অনুমোদন করে, তাহলে দ্বিতীয় জনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা শেষ ভগ্নির বিবাহ প্রথম ভগ্নির বিবাহকে পরিবর্তন করে দেবে। কারণ শেষটিকে বিবাহ করার দরুন দুই সহোদরাকে একত্রিতকরণ لَازِمْ হবে। আর তা জায়েজ নেই। এর দলিল আল্লাহর বাণী– وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ (দুই ভগ্নিকে বিবাহে একত্রিত করা জায়েজ নেই)।

قَوْلُهٗ اِذْ لَا يَحْسُنُ عَطْفُ الْخَبَرِ الخ -এর আলোচনা : কেননা جُمْلَهْ خَبَرِيَّهْ অর্থাৎ اَنْتَ حُرٌّ -এর আতফ جُمْلَهْ اِنْشَائِيَّهْ তথা اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا -এর উপর করা উত্তম নয়। আর ব্যাখ্যাকার (র.) لَايَجُوْزُ না বলে لَايُحْسِنُ বলার কারণ হলো, خَبَرْ -এর اِنْشَاءْ -কে আতফ করা বিতর্কিত, নাজায়েজ নয়; বরং বেমানান।

তবে উক্ত বক্তব্যের উপর কতিপয় আপত্তি হতে পারে। প্রথমত ফকীহগণ ফিকহী মাসআলার বালাগাতের দিকটাকে বিবেচ্য মনে করেন না। দ্বিতীয়ত اِنْشَاءْ -এর উপর خَبَرْ -কে عَطْف করা উত্তম-না হওয়া, আতফ করা অসম্ভব হওয়াকে ওয়াজিব করে না। সুতরাং কিভাবে মাজাযের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা মাজাযের প্রতি রুজু করার জন্য তো হাকীকত অসম্ভব ও পরিত্যক্ত হওয়া জরুরি। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আতফ অসম্ভব হওয়া আবশ্যক।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে وَاوْ যদি عَطْف -এর জন্য হয়, তাহলে বাক্যটির দ্বারা প্রথমদিকেই গোলামের উপর এক হাজার ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হবে। অথচ গোলামের গোলামি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মনিব তা পেতে পারে না। সুতরাং বাক্যটি অনর্থক হবে। কাজেই বাক্যটি অর্থহীন হওয়া হতে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য وَاوْ-কে حَالْ -এর জন্য ব্যবহার করা আবশ্যক হবে।

وَيَرِدُ عَلَيْهِ اَنَّ الْحَالَ هُوَ قَوْلُهُ وَاَنْتَ حُرٌّ لَا قَوْلُهُ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْاَدَاءُ مَوْقُوْفًا عَلَى الْعِتْقِ لَا الْعِتْقُ مَوْقُوْفًا عَلَى الْاَدَاءِ وَاُجِيْبَ بِاَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ اَىْ كُنْ حُرًّا وَاَنْتَ مُؤَدٍّ لِلْاَلْفِ وَبِاَنَّهُ مِنْ قُبَيْلِ الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ اَىْ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا حَالَ كَوْنِكَ مُقَدَّرًا اَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِىْ حَالِ الْاَدَاءِ فَتَكُوْنَ الْحُرِّيَّةُ مَوْقُوْفَةً عَلَيْهِ وَبِاَنَّ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ جَوَابِ الْاَمْرِ كَاَنَّهُ قِيْلَ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا فَتَصِرْ حُرًّا وَبِاَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَالُ الْاَدَاءِ وَالْحَالُ وَصْفٌ فِى الْمَعْنٰى وَالْوَصْفُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَوْصُوْفِ فَالْحُرِّيَّةُ لَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْاَدَاءِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَرِدُ عَلَيْهِ আর এটার উপর একটি আপত্তি হয় যে اَنَّ الْحَالَ هُوَ قَوْلُهُ وَاَنْتَ حُرٌّ তার বক্তব্য اَنْتَ حُرٌّ (এমতাবস্থায় যে তুমি আজাদী) حَالْ হয়েছে لَا قَوْلُهُ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا তার বক্তব্য اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا এটা حَالْ হয়নি فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْاَدَاءُ مَوْقُوْفًا عَلَى الْعِتْقِ সুতরাং এক হাজারের আদায় عِتْق (আজাদী) এর উপর مَوْقُوْف হওয়া আবশ্যক لَا الْعِتْقُ مَوْقُوْفًا عَلَى الْاَدَاءِ আজাদী আদায়ের উপর মওকুফ হতে পার না وَاُجِيْبَ بِاَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ -এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তা قَلْبْ -এর শ্রেণীভুক্ত اَىْ كُنْ حُرًّا وَاَنْتَ مُؤَدٍّ لِلْاَلْفِ অর্থাৎ তুমি আজাদ হও এমতাবস্থায় যে, তুমি এক হাজার আদায়কারী وَبِاَنَّهُ مِنْ قُبَيْلِ الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ আর এটা حَالْ مُقَدَّرَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত اَىْ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا অর্থাৎ তুমি আমার কাছে এক হাজার আদায় করো حَالَ كَوْنِكَ مُقَدَّرًا এমতাবস্থায় যে, তোমার জন্য নির্ধারিত আছে اَنَّ الْحُرِّيَّةَ আজাদী فِىْ حَالِ الْاَدَاءِ আদায়ের সময় فَتَكُوْنَ الْحُرِّيَّةُ مَوْقُوْفَةً عَلَيْهِ এমতাবস্থায় আজাদী এক হাজার আদায়ের উপর মওকুফ থাকবে وَبِاَنَّ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ جَوَابِ الْاَمْرِ আর এজন্য যে جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ আমরের উত্তরে স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে كَاَنَّهُ قِيْلَ কাজেই এ স্থলে যেন বলা হয়েছে যে اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا فَتَصِرْ حُرًّا আমার নিকট এক হাজার আদায় করো তারপর তুমি আজাদ হয়ে যাবে وَبِاَنَّ الْحُرِّيَّةَ আর আজাদী حَالُ الْاَدَاءِ আদায়ের অবস্থায় وَالْحَالُ وَصْفٌ আর حَالْ একটি وَصْف বিশেষ فِى الْمَعْنٰى অর্থের দিক দিয়ে وَالْوَصْفُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَوْصُوْفِ আর وَصْف মওসুফের পূর্বে হয় না فَالْحُرِّيَّةُ لَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْاَدَاءِ কাজেই আজাদী আদায়ের পূর্বে হয় না।

সরল অনুবাদ : আর এটার উপর একটি আপত্তি হয় যে, তার বক্তব্য اَنْتَ حُرٌّ (এমতাবস্থায় যে তুমি আজাদ) حَالْ হয়েছে। তার বক্তব্য اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا এটা حَالْ হয়নি। সুতরাং এক হাজারের আদায় عِتْق (আযাদী) -এর উপর مَوْقُوْف হওয়া আবশ্যক। عِتْق (আজাদী) আদায়ের উপর মওকুফ হতে পারে না। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, قَلْبْ এর শ্রেণীভুক্ত। (قَلْبْ বলে বাহ্যিক অর্থের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য করাকে)। অর্থাৎ كُنْ حُرًّا وَاَنْتَ مُؤَدٍّ لِلْاَلْفِ (তুমি আজাদ হও এমতাবস্থায় যে, তুমি এক হাজার আদায়কারী)। আর এটা حَالْ مُقَدَّرَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا حَالَ كَوْنِكَ مُقَدَّرًا اَلخ (তুমি আমার কাছে এক হাজার আদায় করো এমতাবস্থায় যে, আদায়ের সময় তোমার জন্য আজাদী নির্ধারিত আছে।) এমতাবস্থায় আজাদী এক হাজার আদায়ের উপর মওকুফ থাকবে। আর এ জন্য যে, جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ আমরের উত্তরে স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। কাজেই এ স্থলে যেন বলা হয়েছে যে, اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا فَتَصِرْ حُرًّا (আমার নিকট এক হাজার আদায় করো, তারপর তুমি আজাদ হয়ে যাবে)। আর এটা এ জন্য যে, আজাদী আদায়ের অবস্থায় হবে এবং অর্থের দিক দিয়ে حَالْ একটি وَصْف বিশেষ। আর وَصْف মাওসূফের পূর্বে হয় না। কাজেই আজাদী আদায়ের পূর্বে হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ اَلخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ যদিও প্রকাশ্যে দেখা যায় যে, وَاوْ প্রবিষ্ট হয়েছে اَنْتَ حُرٌّ -এর উপর; কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা اَلْاَدَاءُ -এর উপরই প্রবিষ্ট হয়েছে। এ হিসেবে حُرِّيَّةٌ -এর জন্য اَدَاءٌ শর্ত হয়ে যায়। অতএব عِتْق এখানে اَدَاءٌ -এর উপর মওকুফ হবে। এটা পরিবর্তন করার পর্যায়ভুক্ত। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, قَلْبْ প্রকাশ্যের বিপরীত। অতএব যাহির বাদ দিয়ে قَلْبْ গ্রহণ করতে হলে قَرِيْنَةٌ প্রয়োজন। এর জবাবে বলা যায় যে, এখানে বক্তার পক্ষ হতে নির্দেশনার দ্বারা একে قَلْبْ -এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেহেতু বক্তার কথা اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا وَاَنْتَ حُرٌّ -এর উদ্দেশ্য হাজার আদায়ের পর তোমার عِتْق বা মুক্তি, এর পূর্বে নয়। স্মরণ রাখবে تَعْلِيْق তার জন্যই শুদ্ধ হবে যার দ্বারা تَنْجِيْز শুদ্ধ হতে পারে (تَعْلِيْق বলা হয় কোনো কথা বা কাজ শর্তের উপর বলা বা করা। تَنْجِيْز বলা হয় বিনা শর্তেই কাজে পরিণত করা)। এখানে বক্তার تَنْجِيْز -এর ক্ষমতা অর্থাৎ আদায় করার ক্ষমতা নেই। অতএব এখানে تَعْلِيْق কি করে শুদ্ধ হতে পারে। আর اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا وَاَنْتَ حُرٌّ এটা মূলত হবে كُنْ حُرًّا وَاَنْتَ مُؤَدٍّ لِلْاَلْفِ। এটাই قَلْبْ বা পরিবর্তন।

قَوْلُهُ كَاَنَّهُ قِيْلَ اَلخ **-এর আলোচনা :** حُرِّيَّةٌ টা اَلْاَدَاءُ -এর সাথে জড়িত এবং তার উপর নির্ভরশীল। কেননা اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا وَاَنْتَ حُرٌّ -এর অর্থ اِنْ اَدَّيْتَ اِلَىَّ اَلْفًا فَتَصِيْرُ حُرًّا অর্থাৎ যদি তুমি এক হাজার পরিশোধ করো তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এটার উপর ইবনুল মালিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, وَاَنْتَ حُرٌّ টি اَمَرْ -এর জবাবের স্থলাভিষিক্ত হওয়া একটি পরিভাষা মাত্র। কাজেই সেদিক লক্ষ্য করা যাবে না। কেননা তখন যদি উক্ত বাক্যের অর্থ হয় اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا تَصِيْرُ حُرًّا তবে وَاوْ টি حَالْ -এর জন্য বাকি থাকে না, অথচ এ সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা চলছে।

وَقَدْ تَكُوْنُ لِعَطْفِ الْجُمْلَةِ هٰذَا يَصْلُحُ اَنْ تَكُوْنَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَاِنَّمَا اَخَّرَهَا عَنْ بَيَانِ الْحَالِ الَّتِىْ هِىَ مَجَازٌ لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمِثَالُ الْمُخْتَلِفُ فِيْهِ عَلٰى مَا سَيَاْتِىْ وَيَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ لِلْمَجَازِ لِاَنَّ اَصْلَ الْعَطْفِ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِى الْحُكْمِ لَمْ يُوْجَدْ هٰهُنَا وَاِنَّمَا هِىَ فِىْ مُجَرَّدِ الثُّبُوْتِ وَالْوُقُوْعِ فَلَا تَجِبُ بِهِ الْمُشَارَكَةُ فِى الْخَبَرِ كَقَوْلِهِ هٰذِهٖ طَالِقٌ ثَلٰثًا وَهٰذِهٖ طَالِقٌ فَتَطْلُقُ الثَّانِيَةُ وَاحِدَةً فَقَطْ لِاَنَّ كُلًّا مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ تَامَّةٌ لَاتَفْتَقِرُ اَحَدُهُمَا اِلَى الْاُخْرٰى وَالْعَطْفُ لَيْسَ اِلَّا لِمُجَرَّدِ سِيَاقَةِ الْكَلَامِ وَكَذَا فِىْ قَوْلِهَا طَلِّقْنِىْ وَلَكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ حَتّٰى اِذَا طَلَّقَهَا لَايَجِبُ شَىْءٌ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ قَوْلَهَا وَلَكَ اَلْفٌ مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَا سَبَقَ وَلَيْسَ لِلْحَالِ حَتّٰى يَكُوْنَ شَرْطًا لِاَنَّ اَصْلَ الطَّلَاقِ اَنْ يَكُوْنَ بِلَا مَالٍ لِاَنَّهٗ اِنْ ذُكِرَ الْمَالُ سُمِّىَ خُلْعًا وَيَصِيْرُ يَمِيْنًا مِنْ جَانِبِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ تَكُوْنُ لِعَطْفِ الْجُمْلَةِ আবার কোনো কোনো সময় এক বাক্যকে অন্য বাক্যের উপর عَطْف করার জন্য وَاوْ ব্যবহৃত হয়ে থাকে هٰذَا يَصْلُحُ اَنْ تَكُوْنَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ আর এটা হাকীকী অর্থে হওয়ার যোগ্যতা রাখে وَاِنَّمَا اَخَّرَهَا عَنْ بَيَانِ الْحَالِ তবে এটাকে حَال -এর পর এনেছেন الَّتِىْ هِىَ مَجَازٌ যা وَاوْ-এর مَجَازِىْ অর্থ لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمِثَالُ الْمُخْتَلِفُ فِيْهِ এজন্য নেওয়া হয়েছে যে, যেন এটার উপর ভিত্তি করে বিতর্কিত উদাহরণ উদ্ভাবন করা যায় عَلٰى مَا سَيَاْتِىْ যার আলোচনা শীঘ্রই আসছে وَيَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ لِلْمَجَازِ তবে এটা مَجَازِىْ অর্থে হওয়ারও অবকাশ আছে لِاَنَّ اَصْلَ الْعَطْفِ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِى الْحُكْمِ কেননা عَطْف -এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো হুকুমের মধ্যে পরস্পর অংশীদার হওয়া لَمْ يُوْجَدْ هٰهُنَا যা এখানে অনুপস্থিত وَاِنَّمَا هِىَ فِىْ مُجَرَّدِ الثُّبُوْتِ وَالْوُقُوْعِ এখানে শুধু সাব্যস্ত হওয়া ও সংঘটিত হওয়ার মধ্যে অংশীদারিত্ব পাওয়া যায় فَلَا تَجِبُ بِهِ الْمُشَارَكَةُ فِى الْخَبَرِ সুতরাং এতে خَبَرْ -এর মধ্যে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হচ্ছে না كَقَوْلِهِ هٰذِهٖ طَالِقٌ ثَلٰثًا وَهٰذِهٖ طَالِقٌ যেমন কোনো ব্যক্তির কথা এই স্ত্রী তিন তালাক এবং এই স্ত্রী এক তালাক فَتَطْلُقُ الثَّانِيَةُ وَاحِدَةً فَقَطْ তাহলে কেবল দ্বিতীয় স্ত্রী এক তালাক হবে لِاَنَّ كُلًّا مِنَ الْجُمْلَتَيْنِ تَامَّةٌ কেননা উভয় বাক্য পূর্ণাঙ্গ لَاتَفْتَقِرُ اَحَدُهُمَا اِلَى الْاُخْرٰى এদের একটি অপরটির মুখাপেক্ষী নয় وَالْعَطْفُ لَيْسَ اِلَّا لِمُجَرَّدِ سِيَاقَةِ الْكَلَامِ আর عَطْف শুধু বাক্যের سِيَاقْ (গতিশীলতা ও পরিচালনা)-এর জন্য নেওয়া হয়েছে وَكَذَا فِىْ قَوْلِهَا আর তদ্রূপ যদি স্ত্রী বলে طَلِّقْنِىْ وَلَكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ আমায় তুমি তালাক দাও এবং তোমার জন্য এক হাজার দিরহাম حَتّٰى اِذَا طَلَّقَهَا এমতাবস্থায় যদি সে তাকে তালাক দেয় لَايَجِبُ شَىْءٌ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا তবে স্ত্রীর উপর স্বামীর জন্য কিছুই আবশ্যক হবে না عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) এটা ইমাম আজম (র.)-এর অভিমত لِاَنَّ قَوْلَهَا وَلَكَ اَلْفٌ কারণ স্ত্রীর কথা وَلَكَ اَلْفٌ - مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَا سَبَقَ পূর্বের কথার উপর عَطْف হয়েছে وَلَيْسَ لِلْحَالِ আর এটা হালের জন্য নয় حَتّٰى يَكُوْنَ شَرْطًا ফলে তা শর্ত হবে لِاَنَّ اَصْلَ الطَّلَاقِ اَنْ يَكُوْنَ بِلَا مَالٍ কেননা তালাকের মূল হলো মাল ছাড়া হওয়া لِاَنَّهٗ اِنْ ذُكِرَ الْمَالُ কেননা যদি মাল উল্লেখ করা হয় يُسَمّٰى خُلْعًا তবে তাকে خُلْعٌ বলা হয় وَيَصِيْرُ يَمِيْنًا مِنْ جَانِبِهٖ আর স্বামীর দিক হতে তা يَمِيْن হবে।

সরল অনুবাদ : আবার কোনো কোনো সময় এক বাক্যকে অন্য বাক্যের উপর আত্‌ফ করার জন্য وَاوْ ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর এটা হাকীকী অর্থে হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তবে একে حَال -এর পর যা وَاوْ-এর মাজাযী অর্থ এ জন্য নেওয়া হয়েছে যে, যেন এটার উপর ভিত্তি করে বিতর্কিত উদাহরণ উদ্ভাবন করা যায়। যার আলোচনা শীঘ্রই আসছে। তবে এটা মাজাযী অর্থে হওয়ারও অবকাশ আছে। কেননা عَطْف -এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো হুকুমের মধ্যে পরস্পর অংশীদার হওয়া, যা এখানে অনুপস্থিত। এখানে শুধু সাব্যস্ত হওয়া ও সংঘটিত হওয়ার মধ্যে অংশীদারীত্ব পাওয়া যায় (হুকুমের মধ্যে পাওয়া যায় না)। সুতরাং এতে خَبَرْ -এর মধ্যে অংশীদারীত্ব সাব্যস্ত **হচ্ছে না। যেমন– কোনো ব্যক্তির কথা** هٰذِهٖ طَالِقٌ ثَلٰثًا وَهٰذِهٖ طَالِقٌ **(এই স্ত্রী তিন তালাক এবং এই স্ত্রী এক তালাক) তাহলে কেবল দ্বিতীয় স্ত্রী এক তালাক হবে।** কেননা উভয় বাক্য পূর্ণাঙ্গ। এদের একটি অপরটির মুখাপেক্ষী নয়। আর عَطْف শুধু বাক্যের سِيَاقْ (গতিশীলতা ও পরিচালনা) -এর জন্য নেওয়া হয়েছে। আর তদ্রূপ যদি স্ত্রী বলে طَلِّقْنِىْ وَلَكَ اَلْفٌ অর্থাৎ আমায় তুমি তালাক দাও এবং তোমার জন্য এক হাজার। এমতাবস্থায় যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে স্ত্রীর উপর স্বামীর জন্য কিছুই আবশ্যক হবে না। এটা ইমাম আযম (র.) -এর অভিমত। কারণ স্ত্রীর কথা وَلَكَ اَلْفٌ পূর্বের কথার উপর عَطْف হয়েছে। আর এটা হালের জন্য নয়, ফলে তা শর্ত হবে। কেননা যদি মাল উল্লেখ করা হয় তবে তাকে خُلْعٌ বলা হবে, আর স্বামীর দিক হতে তা يَمِيْن হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَا سَبَقَ الخ **-এর আলোচনা :** এখানে اِنْشَاءٌ -এর উপর خَبَرْ-এর আতফ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তার কথা طَلِّقْنِىْ -এর উপর হয়েছে। আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ হওয়া এবং مَعْطُوْف জুমলায়ে খবরিয়া হওয়া আতফ না-জায়েজ হওয়াকে ওয়াজিব করে না। কেননা اِنْشَائِيَّةٌ ও خَبَرِيَّةٌ -এর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কেবল একটি ঘটনার উপর আরেকটি ঘটনার عَطْف হিসেবে গণ্য করারও অবকাশ আছে।

وَلَيْسَ اَيْضًا مِنْ صِيَغِ الْوَعْدِ وَالنَّذْرِ حَتّٰى يَلْزَمَ عَلَيْهَا وَفَاءُهٗ فَكَانَ لَغْوًا وَفِيْهِ تَامُّلٌ وَقَالَا اِنَّهَا لِلْحَالِ فَيَصِيْرُ شَرْطًا وَبَدَلًا فَيَجِبُ الْاَلْفُ يَعْنِىْ اَنَّ عِنْدَهُمَا هٰذِهِ الْوَاوُ لَيْسَتْ لِلْعَطْفِ كَمَا كَانَتْ عِنْدَهٗ بَلْ لِلْحَالِ وَالْحَالُ فِىْ مَعْنَى الشَّرْطِ لِلْعَامِلِ فَيَصِيْرُ كَاَنَّهَا قَالَتْ طَلِّقْنِىْ وَالْحَالُ اَنَّ لَكَ اَلْفًا عَلَىَّ فَلَمَّا قَالَ طَلَّقْتُ كَانَ تَقْدِيْرُهٗ طَلَّقْتُ بِذٰلِكَ الشَّرْطِ فَكَانَ مُعَاوَضَةً فِىْ مَعْنَى الْخُلْعِ فَيَجِبُ الْاَلْفُ وَيَكُوْنُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَالْفَاءُ لِلْوَصْلِ وَالتَّعْقِيْبِ اَىْ لِكَوْنِ الْمَعْطُوْفِ مَوْصُوْلًا بِالْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ مُتَعَقِّبًا لَهٗ بِلَا مُهْلَةٍ فَيَتَرَاخَى الْمَعْطُوْفُ عَنِ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ بِزَمَانٍ وَاِنْ لَطُفَ اَىْ قَلَّ ذٰلِكَ الزَّمَانُ بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنِ الزَّمَانُ فَاصِلًا اَصْلًا كَانَ مُقَارِنًا تُسْتَعْمَلُ فِيْهِ كَلِمَةُ مَعَ وَاِطْلَاقُ التَّرَاخِىْ هٰهُنَا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِىِّ لَا الْاِصْطِلَاحِىْ الَّذِىْ كَانَ مَدْلُوْلُ ثُمَّ ــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَيْسَ اَيْضًا مِنْ صِيَغِ الْوَعْدِ وَالنَّذْرِ আর ঐ কথাটি ওয়াদা ও মানতের শব্দ নয় যে حَتّٰى يَلْزَمَ عَلَيْهَا وَفَاءُهٗ তার দ্বারা স্ত্রীর উপর তা আদায় করা জরুরি হবে فَكَانَ لَغْوًا কাজেই তা অর্থহীন হবে وَفِيْهِ تَامُّلٌ তবে এ ব্যাপারে গবেষণার অবকাশ রয়েছে وَقَالَا সাহেবাইনের মতে اَنَّهَا لِلْحَالِ উক্ত বক্তব্যে وَاوْ টি حَالْ এর জন্য فَيَصِيْرُ شَرْطًا وَبَدَلًا বিধায় তা শর্ত ও বদল হবে فَيَجِبُ الْاَلْفُ কাজেই এক হাজার আদায় করা আবশ্যক হবে يَعْنِىْ اَنَّ عِنْدَهُمَا هٰذِهِ الْوَاوُ অর্থাৎ এই বক্তব্যে সাহেবাইনের নিকট وَاوْ টি لَيْسَتْ لِلْعَطْفِ আতফের জন্য নয় كَمَا كَانَتْ عِنْدَهٗ যেমনটি ইমাম আজমের (র.) নিকট بَلْ لِلْحَالِ বরং حَالْ -এর জন্য وَالْحَالُ فِىْ مَعْنَى الشَّرْطِ لِلْعَامِلِ আর حَالْ টি عَامِلْ -এর জন্য শর্তের পযায়ে فَيَصِيْرُ كَاَنَّهَا قَالَتْ সুতরাং বাক্য এমন হলো যে, সে বলেছে طَلِّقْنِىْ وَالْحَالُ اَنَّ لَكَ اَلْفًا عَلَىَّ আমায় তালাক দাও এমতাবস্থায় যে, তোমার জন্য আমার উপর এক হাজার পরিশোধ করা আবশ্যক فَلَمَّا قَالَ طَلَّقْتُ এটার পর যখন সে طَلَّقْتُ অর্থাৎ তালাক দিয়েছি বলল كَانَ تَقْدِيْرُهٗ তখন তার অর্থ হবে طَلَّقْتُ بِذٰلِكَ الشَّرْطِ অর্থাৎ উক্ত শর্তের ভিত্তিতে আমি তালাক প্রদান করলাম فَكَانَ مُعَاوَضَةً তখন এটা বিনিময় হবে فِىْ مَعْنَى الْخُلْعِ খোলা'-এর অর্থে فَيَجِبُ الْاَلْفُ কাজেই একহাজার আবশ্যক হবে وَيَكُوْنُ الطَّلَاقُ بَائِنًا আর উক্ত তালাক বায়েন হবে وَالْفَاءُ لِلْوَصْلِ وَالتَّعْقِيْبِ আর فَاءْ হরফটি যুক্ত হওয়া ও পিছনে যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় اَىْ لِكَوْنِ الْمَعْطُوْفِ مَوْصُوْلًا অর্থাৎ مَعْطُوْفْ বিন্দুমাত্র বিলম্ব ব্যতীত بِالْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ مُتَعَقِّبًا لَهٗ بِلَا مُهْلَةٍ মা'তুফ আলাইহি-এর সাথে যুক্ত ভাবে পর পর হওয়াকে বুঝানোর জন্য فَاءْ ব্যবহৃত হয়ে থাকে فَيَتَرَاخَى الْمَعْطُوْفُ عَنِ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ সুতরাং مَعْطُوْفْ মা'তুফ আলাইহি-এর পরে হবে بِزَمَانٍ কিছু সময়ের ব্যবধানে وَاِنْ لَطُفَ اَىْ قَلَّ ذٰلِكَ الزَّمَانُ অর্থাৎ উক্ত সময় যত স্বল্পই হোকনা কেন بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ এমনকি যা অনুভবও করা না যাক اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنِ الزَّمَانُ فَاصِلًا কেননা যদি সময়ের মোটেই ব্যবধান না হতো اَصْلًا كَانَ مُقَارِنًا মূলগত হোক অথবা সংযুক্ত হিসেবে হোক تُسْتَعْمَلُ فِيْهِ كَلِمَةُ مَعَ আর তখন مَعَ শব্দের প্রয়োগ করা হতো وَاِطْلَاقُ التَّرَاخِىْ هٰهُنَا بِمَعْنَى اللُّغَوِىِّ এ ক্ষেত্রে تَرَاخِىْ শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে لَا الْاِصْطِلَاحِىْ الَّذِىْ كَانَ مَدْلُوْلُ ثُمَّ একে পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি যা ثُمَّ এর অর্থ বোধক।

সরল অনুবাদ : আর ঐ কথাটি ওয়াদা ও মানতের শব্দও নয় যে, তার দ্বারা স্ত্রীর উপর তা আদায় করা জরুরি হবে। কাজেই তা অর্থহীন হবে। তবে এ ব্যাপারে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। সাহেবাইনের মতে উক্ত বক্তব্যে وَاوْ টি حَالْ -**এর জন্য বিধায় তা শর্ত ও বদল হবে। কাজেই এক হাজার আদায় করা আবশ্যক হবে।** অর্থ এই বক্তব্যে সাহেবাইনের নিকট وَاوْ টি حَالْ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আতফের জন্য নয়। যেমনটি ইমাম আযম (র.) -এর নিকট। আর حَالْ টি عَامِلْ -এর জন্য শর্তের পর্যায়ে। সুতরাং বাক্য এমন হলো যে, সে বলেছে طَلِّقْنِىْ وَالْحَالُ اَنَّ لَكَ اَلْفًا عَلَىَّ অর্থাৎ আমায় তালাক দাও এমতাবস্থায় যে, তোমার জন্য আমার উপর এক হাজার পরিশোধ করা আবশ্যক। এটার পর যখন সে طَلَّقْتُ অর্থাৎ আমি তালাক দিয়েছি বলল, তখন তার অর্থ হবে– طَلَّقْتُ بِذٰلِكَ الشَّرْطِ অর্থাৎ উক্ত শর্তের ভিত্তিতে আমি তালাক প্রদান করলাম। তখন এটা خُلْعٌ -এর অর্থের বিনিময় হবে। **কাজেই এক হাজার আবশ্যক হবে এবং উক্ত তালাক বায়েন হবে। আর** فَ **হরফটি যুক্ত হওয়া ও পিছনে হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।** অর্থাৎ مَعْطُوْفْ বিন্দুমাত্র বিলম্ব ব্যতীত مَعْطُوْفْ عَلَيْهِ -এর সাথে যুক্তভাবে পরপর হওয়াকে বুঝানোর জন্য فَاءْ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **সুতরাং** مَعْطُوْفْ **কিছু সময়ের ব্যবধানে তা যত কমই হোক না কেন** مَعْطُوْفْ عَلَيْهِ **-এর পরে হবে।** অর্থাৎ উক্ত সময় যত সল্পই হোক না কেন, এমনকি যা অনুভবও করা না যাক। কেননা যদি সময়ের মোটেই ব্যবধান না হতো তাহলে উভয় একই সময়ের মধ্যে হতো আর তখন مَعَ শব্দের প্রয়োগ করা হতো। এ ক্ষেত্রে تَرَاخِىْ শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। একে পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করা হয় নি, যা ثُمَّ -এর অর্থবোধক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَفِيْهِ تَامُّلٌ الخ -এর আলোচনা : এর দ্বারা সম্ভবত গ্রন্থকার (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, নিঃসন্দেহে বাক্যটি দ্বারা এক হাজারের ওয়াদা করা হয়েছে। এটা তালাকের বিনিময় নয়। তানবীর নামক গ্রন্থে আছে যে, مَوْعُوْدْ وَاجِبْ نَمِىْ گَرْدَدْ (প্রতিশ্রুত বস্তু ওয়াজিব হয় না।) এটা সঠিক নয়। কেননা ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম। তাহলে প্রতিশ্রুত বস্তু আদায় করা ওয়াজিব হবে না কেন?

ইমাম حَمَوِىْ শরহুল আশবাহ নামক কিতাবে বলেছেন যে, ইমাম سُبْكِىْ বলেছেন, প্রকাশ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা সব্যস্ত হয় যে, ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর اِشْبَاهْ নামক কিতাবে আছে ওয়াদা খেলাফ করা হারাম। اُضْحِيَةُ الذَّخِيْرَةْ নামক কিতাবে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, চিন্তা-ভাবনার অবকাশ থাকার কারণ হলো, এটা যদিও وَعْدْ ও نَذْرْ -এর সীগাহ নয়, তথাপি এটার দ্বারা اِقْرَارْ স্বীকারোক্তি সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর মানুষকে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পাকড়াও করা হয়ে থাকে। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তা تَطْلِيْقْ (তালাক প্রদানের)-এর দ্বারা ওয়াজিব হয় না। (অবশ্য اِقْرَارْ -এর দ্বারা ওয়াজিব হলে তা অন্য কথা।)

فَاِذَا قَالَ اِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ فَهٰذِهِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ اِنْ تَدْخُلَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْاُوْلٰى بِلَا تَرَاخٍ فَاِنْ لَمْ تَدْخُلِ الدَّارَيْنِ اَوْ دَخَلَتْ اِحْدٰهُمَا فَقَطْ اَوْ دَخَلَتِ الْاُوْلٰى بَعْدَ الثَّانِيَةِ اَوْ دَخَلَتِ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْاُوْلٰى بِتَرَاخٍ لَمْ تَطْلُقْ لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ وَتُسْتَعْمَلُ فِىْ اَحْكَامِ الْعِلَلِ عَلٰى سَبِيْلِ الْحَقِيْقَةِ لِاَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيْبِ وَالْاَحْكَامِ تُعَقِّبُ الْعِلَلَ وَتُتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بِالذَّاتِ وَاِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً لَهَا بِالزَّمَانِ فَاِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدَ بِكَذَا وَقَالَ الْاٰخَرُ فَهُوَ حُرٌّ يَكُوْنُ قَبُوْلًا لِلْبَيْعِ اَىْ قَبِلْتُ فَحَرَّرْتُ لِاَنَّهُ رَتَّبَ الْاِعْتَاقَ عَلَى الْاِيْجَابِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِلَّا بَعْدَ ثُبُوْتِ الْقَبُوْلِ بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ وَلَوْ قَالَ هُوَ حُرٌّ اَوْوَهُوَ حُرٌّ لَا يَكُوْنُ قَبُوْلًا لِلْبَيْعِ فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ اِخْبَارًا عَنِ الْحُرِّيَّةِ الثَّابِتَةِ قَبْلَ الْاِيْجَابِ وَاَنْ يَكُوْنَ اِنْشَاءً لِلْحُرِّيَّةِ بَعْدَ الْقَبُوْلِ فَلَا يَثْبُتُ الْقَبُوْلُ وَالْاِعْتَاقُ بِالشَّكِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِذَا قَالَ সুতরাং কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলল اِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ فَهٰذِهِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ তুমি যদি এ ঘরে প্রবেশ করো অতঃপর এ ঘরে তাহলে তুমি তালাক فَالشَّرْطُ এমতাবস্থায় শর্ত হলো اِنْ تَدْخُلَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْاُوْلٰى بِلَا تَرَاخٍ প্রথমবারের পরপরই বিনা বিলম্বে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করা فَاِنْ لَمْ تَدْخُلِ الدَّارَيْنِ সুতরাং যদি উভয় ঘরে প্রবেশ না করে اَوْ دَخَلَتْ اِحْدٰهُمَا فَقَطْ অথবা মাত্র একটি ঘরে প্রবেশ করে اَوْ دَخَلَتِ الْاُوْلٰى بَعْدَ الثَّانِيَةِ কিংবা দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করার পর প্রথমটিতে প্রবেশ করে اَوْ دَخَلَتِ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْاُوْلٰى بِتَرَاخٍ বা প্রথমটিতে প্রবেশ করার পর বিলম্ব করে দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করে لَمْ تَطْلُقْ তাহলে তালাক হবে না لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ কেননা শর্ত পাওয়া যায়নি وَتُسْتَعْمَلُ فِىْ اَحْكَامِ الْعِلَلِ আর فَاءٌ ইল্লতসমূহের আহকামের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে عَلٰى سَبِيْلِ الْحَقِيْقَةِ হাকীকী অর্থের হিসেবে لِاَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيْبِ কেননা فَاءٌ পিছনের অর্থ বুঝাবার জন্য হয়ে থাকে وَالْاَحْكَامُ تُعَقِّبُ الْعِلَلَ আর আহকাম عِلَّتٌ সমূহের পিছনে এসে থাকে وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بِالذَّاتِ এবং সত্তাগতভাবে এটার উপর প্রযোজ্য হওয়া وَاِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً لَهَا بِالزَّمَانِ যদিও সময়ের হিসেবে এটার সাথে যুক্ত হয় فَاِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدَ بِكَذَا সুতরাং কেউ যখন বলবে আমি এই পরিমাণ টাকার বিনিময়ে এই গোলামটি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম وَقَالَ الْاٰخَرُ আর অপর ব্যক্তি বলবে فَهُوَ حُرٌّ তাহলে সে আজাদ يَكُوْنُ قَبُوْلًا لِلْبَيْعِ এটা দ্বারা بَيْعٌ কবুল করা সাব্যস্ত হবে اَىْ قَبِلْتُ অর্থাৎ আমি কবুল করলাম فَحَرَّرْتُ অতঃপর আমি আজাদ করলাম لِاَنَّهُ رَتَّبَ الْاِعْتَاقَ عَلَى الْاِيْجَابِ কেননা সে আজাদীকে اِيْجَابٌ-এর উপর প্রয়োগ করেছে وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِلَّا بَعْدَ ثُبُوْتِ الْقَبُوْلِ আর কেবল কবুল সাব্যস্ত হওয়ার পরই এটার উপর اِعْتَاقٌ প্রযোজ্য হবে بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ বাক্যের চাহিদা অনুযায়ী وَلَوْ قَالَ هُوَ حُرٌّ اَوْ وَهُوَ حُرٌّ আর যদি حُرٌّ (সে আজাদ) অথবা وَهُوَ حُرٌّ (বা এবং সে আজাদ) বলে لَا يَكُوْنُ قَبُوْلًا لِلْبَيْعِ তাহলে এটার দ্বারা بَيْعٌ-এর জন্য قَبُوْلٌ সাব্যস্ত হবে না فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ اِخْبَارًا কেননা এটার দ্বারা সংবাদ প্রদানেরও সম্ভাবনা আছে عَنِ الْحُرِّيَّةِ الثَّابِتَةِ সাব্যস্তকৃত আজাদীর قَبْلَ الْاِيْجَابِ - اِيْجَابٌ এর পূর্বে وَاَنْ يَكُوْنَ اِنْشَاءً আবার اِنْشَاءٌ হওয়ার ও সম্ভাবনা আছে لِلْحُرِّيَّةِ بَعْدَ الْقَبُوْلِ - قَبُوْلٌ এরপর আজাদীর জন্য فَلَا يَثْبُتُ الْقَبُوْلُ সুতরাং قَبُوْلٌ ও اِعْتَاقٌ কোনটাই সাব্যস্ত হবে না بِالشَّكِّ সন্দেহের কারণে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলল اِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ فَهٰذِهِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ **অর্থাৎ তুমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করো অতঃপর এই ঘরে, তাহলে তুমি তালাক। এমতাবস্থায় শর্ত হলো, প্রথম বারের পরপরই বিনা বিলম্বে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করা।** সুতরাং যদি উভয় ঘরে প্রবেশ না করে, অথবা মাত্র একটি ঘরে প্রবেশ করে, কিংবা দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করার পর প্রথমটিতে প্রবেশ করে, বা প্রথমটিতে প্রবেশ করার পর বিলম্ব করে দ্বিতীয়টিতে প্রবেশ করে, তাহলে তালাক হবে না। কেননা শর্ত পাওয়া যায়নি। **আর হাকীকী অর্থের হিসাবে** فَاءٌ **ইল্লতসমূহের আহকামের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে।** কেননা فَاءٌ পিছনের অর্থ বুঝাবার জন্য হয়ে থাকে। আর আহকাম عِلَّتٌ সমূহের পিছনে এসে থাকে এবং সত্তাগতভাবে এটার উপর প্রযোজ্য হয়। যদিও সময়ের হিসেবে এটার সাথে যুক্ত হয়। (অর্থাৎ এক সাথে একই সময় হয়ে থাকে।) **সুতরাং কেউ যখন বলবে, আমি এই পরিমাণ টাকার বিনিময়ে এই গোলামটি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। আর অপর ব্যক্তি বলবে, তাহলে সে আজাদ।** এটা দ্বারা بَيْعٌ কবুল করা সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ আমি কবুল করলাম, অতঃপর আজাদ করলাম। কেননা সে আজাদীকে اِيْجَابٌ-এর উপর প্রয়োগ করেছে। আর কেবল বাক্যের চাহিদা অনুযায়ী কবুল সাব্যস্ত হবার পরই এটার উপর اِعْتَاقٌ প্রযোজ্য হবে। আর যদি هُوَ حُرٌّ (সে আজাদ) অথবা اَوْ هُوَ حُرٌّ (এবং সে আজাদ) বলে, তাহলে এটার দ্বারা بَيْعٌ-এর জন্য قَبُوْلٌ সাব্যস্ত হবে না। কেননা এটার দ্বারা اِيْجَابٌ-এর পূর্বে সাব্যস্তকৃত আজাদীর সংবাদ প্রদানেরও সম্ভাবনা আছে। আবার قَبُوْلٌ-এর পর আজাদীর জন্য اِنْشَاءٌ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সন্দেহের কারণে قَبُوْلٌ ও اِعْتَاقٌ কোনোটাই সাব্যস্ত হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَتُسْتَعْمَلُ فِى الْحُكْمِ الْعِلَلَ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতে اَحْكَامُ الْعِلَلِ বলার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ عِلَّتٌ সমূহের আহকামের মধ্যে فَاءٌ প্রবেশ করে। গ্রন্থকার (র.) اَحْكَامُ الْعِلَلِ বলেছেন এবং فِى الْاَحْكَامِ বলেননি। কেননা اَحْكَامٌ অনেক সময় ইল্লতের অর্থেও হয়ে থাকে। আর তখন উদ্দেশ্যের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। কেননা যেহেতু حُكْمٌ ও عِلَّتٌ-এর মধ্যে সংযুক্তি রয়েছে তাই কোনো ধারণাকারী ধারণা করতে পারে যে, فَاءٌ ইল্লতের হুকুমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ হুকুম عِلَّتٌ হতে বিলম্বে হয় না। (সুতরাং এই ধারণাকে অপসারণ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে عِلَلٌ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।)

وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الْعِلَلِ اِذَا كَانَتْ مِمَّا تَدُوْمُ فَتَكُوْنُ مَوْجُوْدَةً بَعْدَ الْحُكْمِ كَمَا كَانَتْ مَوْجُوْدَةً قَبْلَ الْحُكْمِ فَيَحْصُلُ التَّعْقِيْبُ الَّذِىْ كَانَ مَدْلُوْلُ الْفَاءِ وَاِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الدَّوَامُ فِى الْعِلَّةِ لَايَحْسُنُ دُخُوْلُ الْفَاءِ عَلَيْهَا لِاَنَّهَا تَتَقَدَّمُ الْحُكْمَ فَكَيْفَ تَكُوْنُ مَحَلُّ الْفَاءِ وَهٰذَا كَمَا يُقَالُ اَبْشِرْ فَقَدْ اَتَاكَ الْغَوْثُ فَاِنَّ اِتْيَانَ الْغَوْثِ وَاِنْ كَانَ اٰنِيًا لٰكِنَّ ذَاتَهُ دَائِمَةٌ تَبْقِىْ اِلٰى مُدَّةٍ فَيَكُوْنُ سَابِقًا عَلَى الْبِشَارَةِ وَلَاحِقًا عَنْهَا فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيْبِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْفَاءُ وَهٰذَا مِمَّا شَرَطَهُ فَخْرُ الْاِسْلَامِ اِحْتِيَالًا لِمَعْنَى التَّعْقِيْبِ وَ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ وَغَيْرِهٖ اَنَّهَا اِنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى الْعِلَّةِ اِذَا كَانَتْ عِلَّةً غَائِيَّةً لِيَكُوْنَ وُجُوْدُهَا مُؤَخَّرًا عَنِ الْمَعْلُوْلِ فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيْبِ وَالْكَلَامُ فِيْهِ طَوِيْلٌ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الْعِلَلِ আবার কখনো فَاءْ টি عِلَّتْ সমূহের উপর দাখেল হয় اِذَا كَانَتْ مِمَّا تَدُوْمُ যখন ইল্লতসমূহ স্থায়ী বস্তুর মধ্য হতে হবে فَتَكُوْنُ مَوْجُوْدَةً بَعْدَ الْحُكْمِ কাজেই ইল্লাসমূহ হুকুমের পরে বিরাজমান থাকবে كَمَا كَانَتْ مَوْجُوْدَةً قَبْلَ الْحُكْمِ যেরূপভাবে হুকুমের পূর্বে বিরাজমান ছিল فَيَحْصُلُ التَّعْقِيْبُ এবং পাশ্চাদগমন অর্জিত হবে الَّذِىْ كَانَ مَدْلُوْلُ الْفَاءِ যা فَاءْ -এর বিধান وَاِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الدَّوَامُ فِى الْعِلَّةِ আর যদি ইল্লতের মধ্যে স্থায়ীত্বের শর্তারোপ করা না হয় لَايَحْسُنُ دُخُوْلُ الْفَاءِ عَلَيْهَا তাহলে এটার উপর فَاءْ দালেখ হওয়া অনুত্তম لِاَنَّهَا تَتَقَدَّمُ الْحُكْمَ কেননা ইল্লাত হুকুমের পূর্বে হয়ে থাকে فَكَيْفَ تَكُوْنُ مَحَلُّ الْفَاءِ কাজেই এটা فَاءْ -এর স্থান কি করে হতে পারে? وَهٰذَا كَمَا يُقَالُ -এর উদাহরণ হলো যেমন কোন ব্যক্তিকে বলা হয় اَبْشِرْ فَقَدْ اَتَاكَ الْغَوْثُ তুমি আনন্দিত হও, সুসংবাদ নাও কেননা তোমার নিকট সাহায্যকারী এসেছে فَاِنَّ اِتْيَانَ الْغَوْثِ কেননা সাহায্যের আগমন وَاِنْ كَانَ اٰنِيًا যদিও ক্ষণস্থায়ী (সাময়িক) لٰكِنَّ ذَاتَهُ دَائِمَةٌ কিন্তু এর স্বত্ব স্থায়ী تَبْقِىْ اِلٰى مُدَّةٍ যা এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে فَيَكُوْنُ سَابِقًا عَلَى الْبِشَارَةِ لَاحِقًا عَنْهَا কাজেই এটা শুভ সংবাদ পূর্বেও পরে সর্বাবস্থায় বিদ্যমান فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيْبِ সুতরাং فَاءْ -এর অর্থ تَعْقِيْبْ সাব্যস্ত হবে فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْفَاءُ এর উপর فَاءْ আসবে وَهٰذَا مِمَّا شَرَطَهُ فَخْرُ الْاِسْلَامِ আর ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী উক্ত (ইল্লাত স্থায়ী হওয়ার) শর্তারোপ করেছেন اِحْتِيَالًا لِمَعْنَى التَّعْقِيْبِ - تَعْقِيْبْ এর অর্থের জন্য حِيْلَةْ করার খাতিরে وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ وَغَيْرِهٖ তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা ও অন্যান্যরা বলেছেন যে اِنَّهَا اِنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى الْعِلَّةِ - فَاءْ কেবল ইল্লতের উপর আসে اِذَا كَانَتْ عِلَّةً غَائِيَّةً যখন চূড়ান্ত কারণ হয়ে থাকে لِيَكُوْنَ وُجُوْدُهَا مُؤَخَّرًا عَنِ الْمَعْلُوْلِ যাতে مَعْلُوْلْ এরপর এটার অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয় فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيْبِ এতে تَعْقِيْبْ -এর অর্থ ও সাব্যস্ত হবে وَالْكَلَامُ فِيْهِ طَوِيْلٌ এতে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে।

সরল অনুবাদ : আবার কখনো فَاءْ টি ইল্লতসমূহের উপর দাখেল হয় যখন ইল্লতসমূহ স্থায়ী বস্তুর মধ্য হতে হবে। কাজেই ইল্লতসমূহ হুকুমের পরেও সেরূপভাবে বিরাজমান থাকবে যে রূপে হুকুমের পূর্বে বিরাজমান ছিল এবং فَاءْ -এর বিধান যে পশ্চাদগমন তাও অর্জিত হবে। আর যদি ইল্লতের মধ্যে স্থায়িত্বের শর্তারোপ করা না হয়, তাহলে এটার উপর فَاءْ দাখেল হওয়া অনুত্তম। কেননা, ইল্লত হুকুমের পূর্বে হয়ে থাকে। কাজেই এটা فَاءْ -এর স্থান কি করে হতে পারে?-এর উদাহরণ হলো, যেমন কোনো ব্যক্তিকে বলা হলো اَبْشِرْ فَقَدْ اَتَاكَ الْغَوْثُ (তুমি আনন্দিত হও, শুভ সংবাদ নাও; কেননা তোমার নিকট সাহায্যকারী এসেছে)। কেননা সাহায্যের আগমন যদিও ক্ষণস্থায়ী (সাময়িক) কিন্তু এর স্বত্ব স্থায়ী, যা একটি মুদ্দত (নির্দিষ্ট সময়সীমা) পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। কাজেই এটা بَشَارَتْ (শুভ সংবাদ), পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। সুতরাং فَاءْ -এর অর্থ تَعْقِيْبْ সাব্যস্ত হবে এবং এর উপর فَاءْ আসবে। আর ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (র.) تَعْقِيْبْ -এর অর্থের জন্য حِيْلَةْ করার খাতিরে উক্ত (ইল্লত স্থায়ী হওয়ার) শর্তারোপ করেছেন। তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতা ও অন্যান্যরা বলেছেন যে, فَاءْ কেবল তখনই ইল্লতের উপর আসে যখন عِلَّتْ غَائِيَّةْ (চূড়ান্ত কারণ) হয়ে থাকে। যাতে مَعْلُوْلْ -এর পর এটার অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়। এতে تَعْقِيْبْ -এর অর্থও সাব্যস্ত হবে। এতে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِيْهِ طَوِيْلٌ الخ -এর আলোচনা : এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) কি বুঝাতে চেয়েছেন ? তা আল্লাহই ভালো জানেন। যদি তিনি এর দ্বারা اِعْتِرَاضْ -কে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তা আমি পূর্ববর্তী টীকায় উল্লেখ করেছি। আর এর দ্বারা যদি تَحْقِيْق (বিশদ আলোচনা) -কে বুঝিয়ে থাকেন। তাহলে আমাদের بَحْرُ الْعُلُوْمْ প্রণেতার এই বক্তব্যের প্রতি মনোযাগ দিতে হবে। তিনি বলেছেন عِلَلْ-এর মধ্যে যে فَاءْ প্রবিষ্ট হয়ে থাকে তা عِلَّتْ তথা কারণ দর্শানো বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে, تَعْقِيْبْ বুঝানোর জন্য নয়। সুতরাং مَعْلُوْلْ -এর পর عِلَّتْ স্থায়ী বা সাব্যস্ত হওয়া শর্ত হবে না। তদ্রূপ عِلَّتْ غَائِيَّةْ (চূড়ান্ত ইল্লত) হওয়াও শর্ত হবে না। আর তখন فَاءْ - تَعْقِيْبْ ও عِلَّتْ অর্থের মধ্যে শরিক (مُشْتَرِكْ) হবে।

كَقَوْلِهٖ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا فَاَنْتَ حُرٌّ اَىْ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا لِاَنَّكَ حُرٌّ فَيُعْتَقُ فِى الْحَالِ فَالْحُرِّيَّةُ دَائِمَةُ الْوُجُوْدِ حَيْثُ كَانَتْ مَوْجُوْدَةً قَبْلَ الْاَدَاءِ وَتَبْقٰى بَعْدَهٗ اِلٰى مُدَّةٍ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلٰى اَدَاءِ الْاَلْفِ بَلْ يَكُوْنُ حُرًّا وَيَصِيْرُ الْاَلْفُ دَيْنًا عَلَيْهِ فَاِنْ قِيْلَ لِمَ لَايَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ تَقْدِيْرُهٗ اِنْ اَدَّيْتَ فَاَنْتَ حُرٌّ فَيَصِيْرُ جَوَابًا لِلْاَمْرِ وَتَتَوَقَّفُ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْاَدَاءِ وَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيْبِ بِلَا تَكَلُّفٍ اُجِيْبَ بِاَنَّ الْاَمْرَ اِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ بِتَقْدِيْرِ كَلِمَةِ اِنْ وَكَلِمَةُ اِنْ اِنَّمَا تَجْعَلُ الْمَاضِىَ وَالْجُمْلَةَ الْاِسْمِيَّةَ بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ اِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً اَمَّا اِذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً فَلَا تَجْعَلُهُمَا بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ فَلَا يُقَالُ اِئْتِنِىْ اَكْرَمْتُكَ اَوْ اَنْتَ مُكْرَمٌ وَتُسْتَعَارُ لِمَعْنَى الْوَاوِ فِىْ قَوْلِهٖ لَهٗ عَلَىَّ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ حَتّٰى لَزِمَهٗ دِرْهَمَانِ بَيَانٌ لِلْمَعْنَى الْمَجَازِىْ فِى الْفَاءِ بَعْدَ بَيَانِ حَقِيْقَتِهَا لِاَنَّ الْفَاءَ فِىْ قَوْلِهٖ فَدِرْهَمٌ لَايُمْكِنُ اَنْ تَكُوْنَ لِلتَّعْقِيْبِ اِذِ التَّعْقِيْبُ اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْاَعْرَاضِ دُوْنَ الْاَعْيَانِ وَالدِّرْهَمُ عَيْنٌ لَايَتَصَوَّرُ فِيْهِ التَّعْقِيْبُ اِلَّا بِسَبَبِ الْوُجُوْبِ فِى الذِّمَّةِ وَالْحَالُ اَنَّهٗ لَمْ يُبَاشِرْ سَبَبًا اٰخَرَ بَعْدَ التَّكَلُّمِ بِالدِّرْهَمِ حَتّٰى يَكُوْنَ وُجُوْبُ هٰذَا عَقِيْبَ الْاَوَّلِ فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيَلْزَمُهٗ دِرْهَمَانِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : كَقَوْلِهٖ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا যেমন কেউ বলল আমার নিকট এক হাজার আদায় কর فَاَنْتَ حُرٌّ তারপর তুমি আজাদ اَىْ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا অর্থাৎ তুমি আমার নিকট একহাজার আদায় করো لِاَنَّكَ حُرٌّ কেননা তুমি আজাদ فَيُعْتَقُ فِى الْحَالِ এতে তাৎক্ষণিক ভাবে আজাদ হয়ে যাবে فَالْحُرِّيَّةُ دَائِمَةُ الْوُجُوْدِ আজাদী একটি স্থায়ী বিষয় حَيْثُ كَانَتْ مَوْجُوْدَةً قَبْلَ الْاَدَاءِ যা (এক হাজার) আদায়ের পূর্বেও ছিল وَتَبْقٰى بَعْدَهٗ اِلٰى مُدَّةٍ আর আদায়ের পরও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এটা অবশিষ্ট থাকবে فَلَاتَتَوَقَّفُ عَلٰى اَدَاءِ الْاَلْفِ সুতরাং এটা এক হাজার আদায়ের উপর মওকুফ থাকবে না بَلْ يَكُوْنُ حُرًّا বরং সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হয়ে যাবে وَيَصِيْرُ الْاَلْفُ دَيْنًا عَلَيْهِ আর এক হাজার গোলামের উপর ঋণ হিসেবে থেকে যাবে فَاِنْ قِيْلَ لِمَ لَايَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ تَقْدِيْرُهٗ যদি বলা হয় যে উল্লেখিত উদাহরণের উহ্যরূপ নিম্নরূপ হওয়া জায়েজ হবে না কেন اِنْ اَدَّيْتَ فَاَنْتَ حُرٌّ যদি তুমি আদায় কর তবে তুমি মুক্ত فَيَصِيْرُ جَوَابًا لِلْاَمْرِ তখন এটা আমরের উত্তর হবে وَتَتَوَقَّفُ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْاَدَاءِ এবং আজাদী এক হাজার আদায়ের উপর মওকুফ থাকবে وَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى التَّعْقِيْبِ بِلَاتَكَلُّفٍ তখন কোনোরূপ কৃত্রিমতা ব্যতীত تَعْقِيْب-এর অর্থ সাব্যস্ত হবে اُجِيْبَ-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, بِاَنَّ الْاَمْرَ اِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ আমর جَوَابْ এর যোগ্য হয়ে থাকে بِتَقْدِيْرِ كَلِمَةِ اِنْ এক اِنْ শব্দকে উহ্য ধরে وَكَلِمَةُ اِنْ اِنَّمَا تَجْعَلُ الْمَاضِىَ وَالْجُمْلَةَ الْاِسْمِيَّةَ আর اِنْ (হরফে শর্ত) مَاضِى ও جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ কে রূপান্তরিত করে بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ - مُسْتَقْبِل-এর অর্থে اِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً যখন এটা প্রকাশ্য হয়ে থাকে اَمَّا اِذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً কিন্তু এটা উহ্য হলে فَلَا تَجْعَلُهُمَا - اَلْمُسْتَقْبِلُ মাযী ও جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ কে রূপান্তরিত করে না بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ - مُسْتَقْبِل-এর অর্থে فَلَا يُقَالُ অতএব, এরূপ বলা যায় না যে, اِئْتِنِىْ اَكْرَمْتُكَ اَوْ اَنْتَ مُكْرَمٌ আমার নিকট এসো আমি তোমাকে সম্মান করি অথবা তুমি সম্মানিত وَتُسْتَعَارُ আর اِسْتِعَارَةْ নেওয়া হবে لِمَعْنَى الْوَاوِ - وَاوْ-এর অর্থের জন্য فِىْ قَوْلِهٖ لَهٗ عَلَىَّ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ "তার বক্তব্য তার জন্য আমার উপর এক দিরহাম অতঃপর এক দিরহাম রয়েছে"-এর মধ্যে حَتّٰى لَزِمَهٗ دِرْهَمَانِ সুতরাং তার উপর দুই দিরহাম লাযেম হবে بَيَانٌ لِلْمَعْنَى الْمَجَازِىْ فِى الْفَاءِ - فَاءْ এর পর এর মাজাযী অর্থের বর্ণনা শুরু করেছেন بَعْدَ بَيَانِ حَقِيْقَتِهَا - فَاءْ এর হাকীকী অর্থ বর্ণনা করার পর لِاَنَّ الْفَاءَ فِىْ قَوْلِهٖ فَدِرْهَمٌ কেননা, ঐ ব্যক্তির কথা فَدِرْهَمٌ এর মধ্যে لَايُمْكِنُ فَاءْ কে সম্ভব নয় اَنْ تَكُوْنَ لِلتَّعْقِيْبِ - تَعْقِيْب-এর অর্থে নেওয়া اِذِ التَّعْقِيْبُ কেননা, تَعْقِيْب তো اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْاَعْرَاضِ অতিরিক্ত বস্তু এর মধ্যে হয় دُوْنَ الْاَعْيَانِ মূল বস্তু এর মধ্যে হয় না وَالدِّرْهَمُ عَيْنٌ আর دِرْهَمْ মূল বস্তু لَايَتَصَوَّرُ فِيْهِ التَّعْقِيْبُ এর মধ্যে تَعْقِيْب-এর কল্পনা করা যায় না اِلَّا بِسَبَبِ الْوُجُوْبِ فِى الذِّمَّةِ তবে দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়ার কারণে تَعْقِيْب হতে পারে وَالْحَالُ اَنَّهٗ لَمْ يُبَاشِرْ سَبَبًا اٰخَرَ অথচ সে অন্য কোনো সবেবর অবতারণা করেনি بَعْدَ التَّكَلُّمِ بِالدِّرْهَمِ প্রথম দিরহাম বলার পর حَتّٰى يَكُوْنَ وُجُوْبُ هٰذَا عَقِيْبَ الْاَوَّلِ যদি তা করত তাহলে দ্বিতীয় দিরহাম প্রথম দিরহামের পরে ওয়াজিব হতো فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى الْوَاوِ কাজেই একে وَاوْ-এর অর্থে নেওয়া জরুরি হবে فَيَلْزَمُهٗ دِرْهَمَانِ অতএব, তার উপর দুই দিরহাম ওয়াজিব হবে।

সরল অনুবাদ : যেমন– কেউ বলল, اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا فَاَنْتَ حُرٌّ (আমার নিকট এক হাজার আদায় করো, তারপর তুমি আজাদ। অর্থাৎ তুমি আমার নিকট এক হাজার আদায় করো। কেননা তুমি আজাদ। এতে তাৎক্ষণিকভাবে আজাদ হয়ে যাবে। আজাদী একটি স্থায়ী বিষয়, যা (এক হাজার) আদায়ের পূর্বেও ছিল। আর আদায়ের পরও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এটা অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং এটা এক হাজার আদায়ের উপর মওকুফ থাকবে না; বরং সঙ্গে সঙ্গে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর এক হাজার গোলামের উপর ঋণ হিসেবে থেকে যাবে। তবে যদি বলা হয় যে, উল্লিখিত উদাহরণের উহ্যরূপ নিম্নরূপ হওয়া জায়েজ হবে না কেন "اِنْ اَدَّيْتَ فَاَنْتَ حُرٌّ" (আদায় করলে তবে তুমি মুক্ত)? তখন এটা আমরের উত্তর হবে এবং আজাদী এক হাজার আদায়ের উপর মওকুফ থাকবে। আর কোনোরূপ কৃত্রিমতা ব্যতীত تَعْقِيْب-এর অর্থ সাব্যস্ত হবে। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আমর (اَمْرْ) একটি اِنْ শব্দকে উহ্য ধরে جَوَابْ-এর যোগ্য হয়ে থাকে। আর اِنْ (হরফে শর্ত) مَاضِى ও جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ-কে তখন مُسْتَقْبِل-এর অর্থে রূপান্তরিত করে যখন এটা প্রকাশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এটা উহ্য হলে مَاضِى ও جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ-কে مُسْتَقْبِل-এর অর্থে রূপান্তরিত করে না। অতএব এরূপ বলা যায় না যে, اِئْتِنِىْ اَكْرَمْتُكَ اَوْ اَنْتَ مُكْرَمٌ (আমার নিকট এসো আমি তোমাকে সম্মান করি অথবা তুমি সম্মানিত) আর কারো বক্তব্য لَهٗ عَلَىَّ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ (তার জন্য আমার উপর এক দিরহাম অতঃপর এক দিরহাম রয়েছে)-এর মধ্যে فَاءْ-কে وَاوْ-এর অর্থের জন্য اِسْتِعَارَةْ নেওয়া হবে। (অর্থাৎ মাজায হিসেবে। واو-এর অর্থে নেওয়া হবে।) সুতরাং তার উপর দুই দিরহাম লাযেম হবে। فَاءْ-এর হাকীকী অর্থ বর্ণনা করার পর এর মাজাযী অর্থের বর্ণনা শুরু করেছেন। কেননা, ঐ ব্যক্তির কথা فَدِرْهَمٌ-এর মধ্যে فَاءْ-কে تَعْقِيْب-এর অর্থে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা تَعْقِيْب তো اَعْرَاضْ (অতিরিক্ত বস্তু)-এর মধ্যে হয়, اَعْيَانْ (মূল বস্তু) -এর মধ্যে হয় না। আর دِرْهَمْ মূল বস্তু। এর মধ্যে تَعْقِيْب-এর কল্পনা করা যায় না। তবে দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়ার কারণে تَعْقِيْب হতে পারে। অথচ সে প্রথম দিরহাম বলার পর অন্য কোনো সবেবর অবতারণা করেনি। যদি তা করত তাহলে দ্বিতীয় দিরহাম প্রথম দিরহামের পরে ওয়াজিব হতো। কাজেই একে وَاوْ-এর অর্থে নেওয়া জরুরি হবে। অতএব তার উপর দুই দিরহাম ওয়াজিব হবে।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَمَّا لَمْ يَسْتَقِمْ مَعْنَى الْفَاءِ جَعَلَ تَاكِيْدًا لِمَا قَبْلَهُ كَأَنَّهُ قِيْلَ فَهُوَ دِرْهَمٌ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَثُمَّ لِلتَّرَاخِيْ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سَكَتَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ فَإِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَلٰى قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ وَبَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ طَالِقٌ وَهٰذَا هُوَ الْكَامِلُ فِى التَّرَاخِيْ اَىْ فِىْ التَّكَلُّمِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا وَهُوَ مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ التَّرَاخِيَّ فِى الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْلِ فِيْ التَّكَلُّمِ مُمْتَنِعٌ فِى الْاِنْشَاءَاتِ فَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ مُتَرَاخِيًا كَانَ التَّكَلُّمُ مُتَرَاخِيًا تَقْدِيْرًا وَعِنْدَهُمَا التَّرَاخِيْ فِى الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْلِ فِى التَّكَلُّمِ عَمَلاً بِالظَّاهِرِ لِاَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ مَوْصُوْلٌ مَعَ الْاَوَّلِ وَالْعَطْفُ لَايَصِحُّ مَعَ الْاِنْفِصَالِ فَكَانَ الْاَوْلٰى هُوَ التَّرَاخِيْ فِى الْحُكْمِ فَقَطْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رح ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে لَمَّا لَمْ يَسْتَقِمْ مَعْنَى الْفَاءِ এ ক্ষেত্রে فَاءٌ এর অর্থ যখন সহীহ হয় না جُعِلَ تَاكِيْدًا لِمَا قَبْلَهُ তখন একে পূর্ববর্তী বক্যের তাকিদ হিসেবে গণ্য করা হবে كَأَنَّهُ قِيْلَ যেন সে বলেছে যে فَهُوَ دِرْهَمٌ আমার দায়িত্বে তার এক দিরহাম রয়েছে فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ সুতরাং তার উপর এক দিরহাম ওয়াজিব হবে وَثُمَّ لِلتَّرَاخِيْ আর ثُمَّ শব্দটি تَرَاخِيْ (বিলম্ব) এর জন্য হয়ে থাকে بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْسَكَتَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ এটা চুপ করে পুনরায় আরম্ভ করার পর্যায়ভুক্ত فَإِذَا قَالَ সুতরাং যদি বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক ثُمَّ طَالِقٌ অতঃপর তুমি তালাক فَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَلٰى قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ যেন সে প্রথমে اَنْتِ طَالِقٌ বলে চুপ করে রইল وَبَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ طَالِقٌ অতঃপর বলল ثُمَّ طَالِقٌ - هٰذَا هُوَ الْكَامِلُ فِى التَّرَاخِيْ এটা পূর্ণাঙ্গ বিলম্ব اَىْ فِى التَّكَلُّمِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا অর্থাৎ বক্তব্য ও হুকুম উভয় দিক দিয়ে বিলম্ব وَهُوَ مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব لِاَنَّ التَّرَاخِيَّ কেননা, تَرَاخِيْ হওয়া فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে مَعَ الْوَصْلِ فِى التَّكَلُّمِ কথার সাথে হুকুমের মধ্যে مُمْتَنِعٌ فِى الْاِنْشَاءَاتِ জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ-এর মধ্যে নিষিদ্ধ فَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ مُتَرَاخِيًا সুতরাং যখন হুকুম বিলম্বে হবে كَانَ التَّكَلُّمُ مُتَرَاخِيًا تَقْدِيْرًا তখন কথাও উহ্য ভাবে বিলম্ব হবে وَعِنْدَهُمَا التَّرَاخِيْ فِى الْحُكْمِ আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে, হুকুমের মধ্যে تَرَاخِيْ হবে مَعَ الْوَصْلِ فِى التَّكَلُّمِ কথার মধ্যে وَصْل -এর সাথে عَمَلاً بِالظَّاهِرِ বাহ্যিক অবস্থার অনুযায়ী لِاَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ কেননা, প্রকাশ্য শব্দ مَوْصُوْلٌ مَعَ الْاَوَّلِ প্রথমটির সাথে যুক্ত وَالْعَطْفُ لَايَصِحُّ আর আতফ সহীহ হয় না مَعَ الْاِتِّصَالِ বিচ্ছিন্নতার সাথে فَكَانَ الْاَوْلٰى هُوَ التَّرَاخِيْ সুতরাং تَرَاخِيْ হওয়া উত্তম হবে فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে فَقَطْ কেবল।

সরল অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে فَاءٌ-এর অর্থ যখন সহীহ হয় না তখন একে পূর্ববর্তী বাক্যের তাকিদ হিসেবে গণ্য করা হবে। যেন সে বলেছে যে, لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَهُوَ دِرْهَمٌ (আমার দায়িত্বে তার এক দিরহাম রয়েছে)। সুতরাং তার উপর এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। **আর ثُمَّ শব্দটি تَرَاخِيْ (বিলম্ব) -এর জন্য হয়ে থাকে। এটা চুপ করে পুনরায় আরম্ভ করার পর্যায়ভুক্ত।** সুতরাং যদি বলে اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ (তুমি তালাক অতঃপর তুমি তালাক)। যেন সে প্রথমে اَنْتِ طَالِقٌ বলে চুপ করে রইল। অতঃপর বলল, ثُمَّ طَالِقٌ এটা পূর্ণাঙ্গ বিলম্ব। অর্থাৎ বক্তব্য ও হুকুম উভয় দিক দিয়ে বিলম্ব। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব। কেননা বিরতিহীন কথার সাথে হুকুমের মধ্যে تَرَاخِيْ হওয়া جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ -এর মধ্যে নিষিদ্ধ। সুতরাং যখন হুকুম বিলম্বে হবে তখন কথাও উহ্যভাবে বিলম্ব হবে। **আর সাহেবাইন (র.) -এর মতে কথার মধ্যে وَصْل -এর সাথে হুকুমের মধ্যে تَرَاخِيْ হবে।** বাহ্যিক অবস্থার অনুযায়ী সাহেবাইন (র.) উক্ত হুকুম দিয়েছেন। কেননা প্রকাশ্য শব্দ প্রথমটির সাথে যুক্ত। আর বিচ্ছিন্নতার সাথে আতফ সহীহ হয় না। সুতরাং কেবল হুকুমের মধ্যে تَرَاخِيْ হওয়া উত্তম হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَأَنَّهُ قِيْلَ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতে আহনাফের পক্ষ হতে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, এটার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, مُبْتَدَأ -কে হযফ করত এ ক্ষেত্রে তাকিদ করা হয়েছে। আমাদের (হানাফীদের) বক্তব্য হলো, এ অবস্থায় (مَرْجِعْ -এর উল্লেখের পূর্বে) ضَمِيْر নেওয়া لَازِمْ হবে। আর ضَمِيْر নেওয়া অপেক্ষা মাজাযী অর্থ নেওয়া উত্তম ও সহজ। তা ছাড়া আমরা যা উল্লেখ করেছি তা দ্বারা বাক্যকে تَاسِيْس (স্বতন্ত্র হিসেবে) প্রয়োগ করা হয়েছে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) যা উল্লেখ করেছেন, তাতে বাক্যটি تَاكِيْد -এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। (وَالتَّاكِيْدُ اَوْلٰى مِنَ التَّاسِيْس تَاكِيْد হতে تَاسِيْس উত্তম)।

قَوْلُهُ لِلتَّرَاخِيْ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ ثُمَّ শব্দটি تَرَاخِيْ বা বিলম্বের জন্য আসে অর্থাৎ مَعْطُوْف -এর وُجُوْد বা অস্তিত্ব مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর পরে হওয়া বুঝায়। যেমন– যখন বলা হবে جَاءَنِىْ زَيْدٌ ثُمَّ عَمْرٌو এর অর্থ হবে যে, যায়েদ এবং আমরের আগমনের মধ্যে কিছু বিলম্ব সময় অতিবাহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا هُوَ الْكَامِلُ الخ -এর আলোচনা : এখানে ইমাম আযম (র.) -এর দলিলের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, ثُمَّ শব্দটি مُطْلَقْ বা নিঃশর্ত বিলম্বের জন্য প্রণীত হয়েছে এবং مُطْلَقْ দ্বারা তার فَرْد كَامِلْ -ই অর্থ নেওয়া হয় এবং বিলম্বের মধ্যে কামেল হবে যদি হুকুম এবং বাক্য প্রয়োগ উভয়টার মধ্যেই تَرَاخِيْ হয়। আর যদি تَرَاخِيْ কেবল হুকুমের মধ্যে হয় বাক্য প্রয়োগ বা تَكَلُّمْ -এর মধ্যে না হয়, যেমন সাহেবাইন (র.) (ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ)-এর অভিমত। তাহলে تَرَاخِيْ কোন স্থানে হলো এবং কোন স্থানে হলো না আর কালেমার মধ্যে এ ধরনের কামাল অর্থাৎ কেবলমাত্র تَكَلُّمْ -এর মধ্যে وَصْل এটা আহলে আরব এবং অভিধানবেত্তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

وَثَمَرَةُ هٰذَا الْخِلَافِ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهٖ حَتّٰى اِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَعِنْدَهٗ يَقَعُ الْاَوَّلُ وَيَلْغُوْ مَا بَعْدَهٗ لِاَنَّ التَّرَاخِيَ لَمَّا كَانَ فِي التَّكَلُّمِ فَكَاَنَّهٗ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ عَلٰى هٰذَا الْقَدْرِ فَوَقَعَ هٰذَا الطَّلَاقُ وَلَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِمَا بَعْدَهٗ لِاَنَّهَا غَيْرُ مَوْطُوْءَةٍ فَيَلْغُوْ وَهٰذَا اِذَا اَخَّرَ الشَّرْطَ وَلَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَ بِاَنْ قَالَ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ تَعَلَّقَ الْاَوَّلُ بِهٖ وَ وَقَعَ الثَّانِيْ وَلَغَا الثَّالِثُ لِاَنَّ الْاَوَّلَ مُتَّصِلٌ بِالشَّرْطِ فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ مُعَلَّقًا بِهٖ ثُمَّ لَمَّا سَكَتَ وَقَالَ طَالِقٌ وَقَعَ هٰذَا الثَّانِيْ فِي الْحَالِ ثُمَّ لَمَّا قَالَ طَالِقٌ لَغَا هٰذَا الثَّالِثُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَفَائِدَةُ تَعَلُّقِ الْاَوَّلِ اَنَّهٗ اِنْ مَلَكَهَا ثَانِيًا بِالنِّكَاحِ وَ وُجِدَ الشَّرْطُ يَقَعُ الطَّلَاقُ حِيْنَئِذٍ بِالتَّعْلِيْقِ السَّابِقِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَثَمَرَةُ هٰذَا الْخِلَافِ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهٖ আর গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যের দ্বারা উক্ত মত পার্থক্যের ফলাফল বর্ণনা করেছেন حَتّٰى اِذَا قَالَ এমন কি কেউ যদি বলে بِغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا তার সহবাস কৃতা নয় এমন স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ তুমি তালাক, তারপর তালাক, অতঃপর তালাক, যদি গৃহে প্রবেশ করো فَعِنْدَهٗ يَقَعُ الْاَوَّلُ এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম তালাক সংঘটিত হবে وَيَلْغُوْ مَا بَعْدَهٗ আর পরবর্তীগুলো অনর্থক হবে لِاَنَّ التَّرَاخِيَ কেননা বিলম্ব لَمَّا كَانَ فِي التَّكَلُّمِ যখন কথা-এর মধ্যে হয়েছে فَكَاَنَّهٗ قَالَ তখন সে যেন (প্রথমে) বলেছে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক وَسَكَتَ عَلٰى هٰذَا الْقَدْرِ অতঃপর সেই পরিমাণ সময় নীরব রয়েছে فَوَقَعَ هٰذَا الطَّلَاقُ কাজেই এ তালাক পতিত হবে وَلَمْ يَبْقَ مَحَلًّا এবং স্থান বাকি থাকবে না لِمَا بَعْدَهٗ -এর পরবর্তীগুলোর জন্য لِاَنَّهَا غَيْرُ مَوْطُوْءَةٍ কেননা স্ত্রী সহবাসকৃতা নয় فَيَلْغُوْ সুতরাং পরবর্তী তালাক বৃথা যাবে هٰذَا اِذَا اَخَّرَ الشَّرْطَ উক্ত হুকুম তখন হবে যখন শর্তকে পরে নেওয়া হবে وَلَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَ আর যদি শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করা হয় بِاَنْ قَالَ অর্থাৎ এভাবে বলা হয় যে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ যদি তুমি গৃহে প্রবেশ করো তাহলে তালাক, তারপর তালাক, তারপর তালাক تَعَلَّقَ الْاَوَّلُ بِهٖ তাহলে প্রথম তালাক শর্তের সাথে যুক্ত হবে وَوَقَعَ الثَّانِيْ এবং দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে وَلَغَا الثَّالِثُ আর তৃতীয় তালাক বৃথা যাবে لِاَنَّ الْاَوَّلَ مُتَّصِلٌ بِالشَّرْطِ যেহেতু প্রথম তালাক শর্তের সাথে সংযুক্ত فَلَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ مُعَلَّقًا بِهٖ সেহেতু এটা শর্তের সাথে مُعَلَّقْ হওয়া জরুরি ثُمَّ لَمَّا سَكَتَ অতঃপর চুপ থেকে وَقَالَ যখন বলল طَالِقٌ তালাক وَقَعَ هٰذَا الثَّانِيْ فِي الْحَالِ তখন এ দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে গেল ثُمَّ لَمَّا قَالَ طَالِقٌ তারপর পুনরায় যখন طَالِقٌ বলল لَغَا هٰذَا الثَّالِثُ তখন এ তৃতীয়টি বৃথা গেল لِعَدَمِ الْمَحَلِّ মহল অবশিষ্ট না থাকার দরুন وَفَائِدَةُ تَعَلُّقِ الْاَوَّلِ প্রথম তালাক শর্তের সাথে مُعَلَّقْ হওয়ার ফয়েদা এই যে, اَنَّهٗ اِنْ مَلَكَهَا ثَانِيًا بِالنِّكَاحِ সে দি পুনরায় বিবাহের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার ঐ স্ত্রীর মালিক হয় ووجد الشَّرْطُ এবং শর্ত পাওয়া যায় يَقَعُ الطَّلَاقُ حِيْنَئِذٍ তাহলে তখন তালাক পতিত হবে بِالتَّعْلِيْقِ السَّابِقِ পূর্বেকার تَعْلِيْق -এর কারণে।

সরল অনুবাদ : আর গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যের দ্বারা উক্ত মতপার্থক্যের ফলাফল বর্ণনা করেছেন। **এমনকি কেউ যদি তার সহবাসকৃতা নয় এমন স্ত্রীকে বলে– اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ (তুমি তালাক, তারপর তালাক, অতঃপর তালাক, যদি গৃহে প্রবেশ করো) এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম তালাক সংঘটিত হবে আর পরবর্তীগুলো অনর্থক হবে।** কেননা যখন تَكَلُّمْ (কথা)-এর মধ্যে تَرَاخِيْ হয়েছে তখন সে যেন (প্রথমে) বলেছে اَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাক) অতঃপর সেই পরিমাণ সময় নীরব রয়েছে। কাজেই এই তালাক পতিত হবে এবং এর পরবর্তীগুলোর জন্য স্থান অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা স্ত্রী সহবাসকৃতা নয়। সুতরাং পরবর্তী তালাক বৃথা যাবে। আর উক্ত হুকুম তখন হবে যখন শর্তকে পরে নেওয়া হবে। **আর যদি শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়।** অর্থাৎ এভাবে বলা হয় যে, اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ (যদি তুমি গৃহে প্রবেশ করো তা হলে তালাক, তারপর তালাক, তারপর তালাক) **তাহলে প্রথম তালাক শর্তের সাথে যুক্ত হবে এবং দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে আর তৃতীয় তালাক বৃথা যাবে।** যেহেতু প্রথম তালাক শর্তের সাথে সংযুক্ত, সেহেতু এটা শর্তের সাথে مُعَلَّقْ হওয়া জরুরি। অতঃপর চুপ থেকে যখন বলল, طَالِقٌ (তালাক) তখন এই দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে গেল। তারপর পুনরায় যখন طَالِقٌ বলল, তখন মহল অবশিষ্ট না থাকার দরুন এই তৃতীয়টি বৃথা গেল। প্রথম তালাক শর্তের সাথে مُعَلَّقْ হওয়ার ফায়দা এই যে, সে যদি পুনরায় বিবাহের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার ঐ স্ত্রীর মালিক হয় এবং শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে পূর্বেকার تَعْلِيْق-এর কারণে তখন তালাক পতিত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَتّٰى اِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا الخ-এর আলোচনা : ইমাম সাহেব (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মধ্যে এই মাসআলায় যে মতানৈক্য রয়েছে এর সর্বমোট চারটি অবস্থা— (১) ثم শব্দের দ্বারা তালাককে সংযুক্ত করত সহবাসকৃতা নয় এমন স্ত্রীর ব্যাপারে। (২) অথবা সহবাসকৃতার ব্যাপারে। আবার (৩) উভয় ক্ষেত্রে হয়তো শর্ত পূর্বে হবে। কিংবা (৪) শর্ত পরে হবে। সুতরাং যদি সহবাসকৃতা না হয় এবং শর্ত পূর্বে হয়, তাহলে ইমাম সাহেব (র.)-এর মতে প্রথম তালাক শর্তের সাথে مُعَلَّقْ হয়ে শর্তের উপর নির্ভর করে। আর দ্বিতীয় তালাক সাথে সাথে সংঘটিত হবে এবং তৃতীয় তালাক বৃথা যাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ সহবাসকৃতা না হয়ে শর্ত পরে হলে প্রথম তালাক তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক বৃথা যাবে। তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ স্ত্রী সহবাসকৃতা ও শর্ত পূর্বে হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম তালাক শর্তের সাথে مُعَلَّقْ হবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হবে। আর চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ স্ত্রী সহবাসকৃতা এবং শর্ত পরে হলে, ইমাম সাহেব (র.)-এর মতে প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হবে এবং তৃতীয় তালাক শর্তের সাথে مُعَلَّقْ হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায় সমস্ত তালাক শর্তের সাথে مُعَلَّقْ হবে।

وَلَا يُقَالُ اِذَا كَانَ التَّرَاخِيْ فِي التَّكَلُّمِ بَقِيَ قَوْلُهُ طَالِقٌ بِلَا مُبْتَدَإٍ فَكَيْفَ يَقَعُ لِاَنَّا نَقُوْلُ يُضْمَرُ الْمُبْتَدَأُ بِدَلَالَةِ الْعَطْفِ لِاَنَّهُ ضَرُوْرِيٌّ فَكَاَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَاِنَّهُ زَائِدٌ لَايَحْتَاجُ اِلَى تَقْدِيْرِهِ وَقَالَا يَتَعَلَّقْنَ جَمِيْعًا وَيَنْزِلْنَ عَلَى التَّرْتِيْبِ لِاَنَّ الْوَصْلَ فِي التَّكَلُّمِ مُتَحَقِّقٌ عِنْدَهُمَا وَلَا فَصْلَ فِي الْعِبَارَةِ فَيَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالشَّرْطِ سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ اَوْ اَخَّرَ وَلٰكِنْ فِيْ وَقْتِ الْوُقُوْعِ يَنْزِلْنَ عَلَى التَّرْتِيْبِ فَاِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا يَقَعُ الثَّلٰثُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُوْلًا بِهَا يَقَعُ الْاَوَّلُ وَبَانَتْ بِهِ وَلَايَقَعُ الثَّانِيْ وَالثَّالِثُ وَاَمَّا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا فَقَدْ عَلِمْتَ حَالَهَا وَاِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا فَاِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ يَقَعُ الْاَوَّلُ وَالثَّانِيْ فِي الْحَالِ وَتَعَلَّقَ الثَّالِثُ بِالشَّرْطِ فَكَاَنَّهُ سَكَتَ عَلَى الْاَوَّلَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَاِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ تَعَلَّقَ الْاَوَّلُ بِالشَّرْطِ وَ وَقَعَ الثَّانِيْ وَالثَّالِثُ فِي الْحَالِ لِمَا قُلْنَا هٰكَذَا قِيْلَ وَفِيْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ لْيَاْتِ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ بَيَانٌ لِمَجَازِ كَلِمَةِ ثُمَّ بَعْدَ بَيَانِ حَقِيْقَتِهَا وَجَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَايُقَالُ এটা বলা ঠিক হবে না যে اِذَا كَانَ التَّرَاخِيْ فِي التَّكَلُّمِ বিলম্ব যখন কথা-এর মধ্যে হবে بَقِيَ قَوْلُهُ طَالِقٌ তখন তার বক্তব্য طَالِقٌ অবশিষ্ট থেকে যাবে بِلَا مُبْتَدَإٍ মুবতাদা ব্যতীত فَكَيْفَ يَقَعُ কাজেই কিভাবে তালাক সংঘটিত হবে لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা এর উত্তরে আমরা বলব যে, يُضْمَرُ الْمُبْتَدَأُ بِدَلَالَةِ الْعَطْفِ আতফ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী মুবতাদার জন্য একটি ضَمِيْر নেওয়া হবে لِاَنَّهُ ضَرُوْرِيٌّ কারণ এটা জরুরি فَكَاَنَّهُ قَالَ সুতরাং সে যেন বলেছে ثُمَّ اَنْتِ طَالِقٌ অতঃপর তুমি তালাক بِخِلَافِ الشَّرْطِ আর শর্ত-এর বিপরীত فَاِنَّهُ زَائِدٌ কারণ এটা অতিরিক্ত لَايَحْتَاجُ اِلَى تَقْدِيْرِهِ তাই একে উহ্য মানার প্রয়োজন পড়ে না وَقَالَا আর সাহেবাইন (র.) বলেছেন يَتَعَلَّقْنَ جَمِيْعًا সবই তালাক শর্তের সাথে مُعَلَّقٌ হবে وَيَنْزِلْنَ عَلَى التَّرْتِيْبِ এবং ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হবে لِاَنَّ الْوَصْلَ فِي التَّكَلُّمِ مُتَحَقِّقٌ কেননা কথার মধ্যে وَصْل সাব্যস্ত আছে عِنْدَهُمَا সাহেবাইন (র.)- এর মতে وَلَافَصْلَ فِي الْعِبَارَةِ আর عِبَارَتٌ -এর মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই فَيَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالشَّرْطِ অতএব সবগুলোই শর্তের সাথে مُعَلَّقٌ হবে سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ اَوْ اَخَّرَ শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করুক অথবা পরে উল্লেখ করুক وَلٰكِنْ فِيْ وَقْتِ الْوُقُوْعِ তবে সংঘটিত হওয়ার সময় يَنْزِلْنَ عَلَى التَّرْتِيْبِ ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হবে فَاِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয় يَقَعُ ثَلٰثٌ তখন তিন তালাক হবে وَاِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُوْلًا بِهَا আর যদি সহবাসকৃতা না হয় يَقَعُ الْاَوَّلُ তাহলে প্রথম তালাকটি পতিত হবে وَبَانَتْ بِهِ এবং এর দ্বারা সে بَائِنَهْ হয়ে যাবে وَلَايَقَعُ الثَّانِيْ وَالثَّالِثُ সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি পতিত হবে না وَاَمَّا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে فَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয় فَقَدْ عَلِمْتَ حَالَهَا তাহলে এ হুকুম তুমি উপরে জানতে পেরেছ وَاِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا আর যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয় فَاِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ এমতাবস্থায় যদি جَزَاءٌ কে পূর্বে নেওয়া হয় يَقَعُ الْاَوَّلُ وَالثَّانِيْ فِي الْحَالِ তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হবে وَتَعَلَّقَ الثَّالِثُ بِالشَّرْطِ আর তৃতীয় তালাকটি শর্তের সাথে مُعَلَّقٌ হবে فَكَاَنَّهُ سَكَتَ فِي الْاَوَّلَيْنِ সে যেন প্রথম দুটির উপর চুপ করল ثُمَّ قَالَ অতঃপর বলল اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তালাক হয়ে যাবে وَاِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ আর যদি শর্তকে পূর্বে নেওয়া হয় تَعَلَّقَ الْاَوَّلُ بِالشَّرْطِ তাহলে প্রথম তালাকটি শর্তের সাথে مُعَلَّقٌ হবে وَوَقَعَ الثَّانِيْ وَالثَّالِثُ فِي الْحَالِ আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে যাবে لِمَا قُلْنَا আমরা যা বলেছি وَهٰكَذَا قِيْلَ এরূপই বলা হয়েছে وَفِيْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ আর রাসূল ﷺ-এর বাণী فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ তবে তার শপথের কাফফারা আদায় করা উচিত ثُمَّ لْيَاْتِ অতঃপর তাই করবে যা কল্যাণকর بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ এর মধ্যে بَيَانٌ لِمَجَازِ كَلِمَةِ ثُمَّ بَعْدَ بَيَانِ حَقِيْقَتِهَا শব্দটির ثُمَّ حَقِيْقِيْ অর্থ বর্ণনা করার পর এর مَجَازِيْ অর্থের বর্ণনা শুরু হয়েছে وَجَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

সরল অনুবাদ : এটা বলা ঠিক হবে না যে, تَرَاخِيْ (বিলম্বে) যখন تَكَلُّمْ (কথা)-এর মধ্যে হবে তখন তার বক্তব্য طَالِقٌ মুবতাদা ব্যতীত অবশিষ্ট থেকে যাবে। কাজেই কিভাবে তালাক সংঘটিত হবে? কেননা এর উত্তরে আমরা বলব যে, عَطْف-এর নির্দেশনা অনুযায়ী মুবতাদার জন্য একটি ضَمِيْر নেওয়া হবে, কারণ এটা জরুরি। সুতরাং সে যেন বলেছে "ثُمَّ اَنْتِ طَالِقٌ" (অতঃপর তুমি তালাক)। আর শর্ত এর বিপরীত। কারণ এটা অতিরিক্ত। তাই একে উহ্য মানার প্রয়োজন পড়ে না। **আর সাহেবাইন (র.) বলেছেন, সমস্ত তালাক শর্তের সাথে مُعَلَّقٌ হবে এবং ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হবে।** কেননা সাহেবাইন (র.)-এর মতে কথার মধ্যে وَصْل সাব্যস্ত আছে, আর عِبَارَتٌ-এর মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই। অতএব সবগুলোই শর্তের সাথে مُعَلَّقٌ হবে। শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করুক অথবা পরে উল্লেখ করুক। তবে সংঘটিত হওয়ার সময় ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হবে। যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয়, তখন তিন তালাক হবে। আর যদি সহবাসকৃতা না হয় তা হলে প্রথম তালাকটি পতিত হবে এবং এর দ্বারা সে بَائِنَهْ হয়ে যাবে। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি পতিত হবে না। অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয়, তাহলে এর হুকুম তুমি উপরে জানতে পেরেছ। আর যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয়, এমতাবস্থায় যদি جَزَاءٌ-কে পূর্বে নেওয়া হয় তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হবে, আর তৃতীয় তালাকটি শর্তের সাথে مُعَلَّقٌ হবে। সে যেন প্রথম দু'টির উপর চুপ করল; অতঃপর বলল– اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ (ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তালাক হয়ে যাবে)। আর যদি শর্তকে পূর্বে নেওয়া হয়, তাহলে প্রথম তালাকটি শর্তের সাথে مُعَلَّقٌ হবে, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে যাবে। আমরা যা বলেছি, এরূপই বলা হয়েছে। **আর রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণী – "فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ لْيَاْتِ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ" (তবে তার শপথের কাফফারা আদায় করা উচিত অতঃপর তাই করবে যা কল্যাণকর)।** এর মধ্যে ثُمَّ শব্দটির হাকীকী অর্থ বর্ণনা করার পর এর মাজাযী অর্থের বর্ণনা শুরু হয়েছে। এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

وَهُوَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ (رحـ) يَقُوْلُ بِجَوَازِ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ عَلَى الْحِنْثِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ لِيَأْتِ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ فَاِتْيَانُ الْخَيْرِ كِنَايَةٌ عَنِ الْحِنْثِ وَ ذَكَرَهَا بِلَفْظِ ثُمَّ بَعْدَ التَّكْفِيْرِ فَعُلِمَ أَنَّ تَقْدِيْمَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ جَائِزٌ فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ لَفْظَ ثُمَّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أُسْتُعِيْرَ لِمَعْنَى الْوَاوِ عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ الْأَمْرِ تَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرٰى وَهِيَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيَأْتِ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِيْ تَقْدِيْمَ الْحِنْثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ فَوَجَبَ التَّطْبِيْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَجْعَلَ ثُمَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيُفْهَمُ مِنْهُ وُجُوْبُ كِلَا الْأَمْرَيْنِ أَعْنِى الْكَفَّارَةُ وَالْحِنْثُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْمِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأٰخَرِ ثُمَّ يُفْهَمُ التَّرْتِيْبُ وَهُوَ تَقْدِيْمُ الْحِنْثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُخْرٰى وَلَمْ يَعْكِسْ لِأَنَّ تَقْدِيْمَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ غَيْرُ وَاجِبٍ بِالْاِتِّفَاقِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُوَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رحـ يَقُوْلُ আর প্রশ্নটি হলো ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে بِجَوَازِ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ عَلَى الْحِنْثِ শপথ ভঙ্গের পূর্বে মাল দ্বারা কাফফারা আদায় করা জায়েজ হবে لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ যে ব্যক্তি কোনো শপথ করবে فَرَأٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا তারপর অন্য কিছুকে এটা অপেক্ষা উত্তম দেখবে فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ তাহলে শপথের কাফফারা আদায় করা উচিত ثُمَّ لِيَأْتِ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ অতঃপর তার উত্তম বস্তুটি করা উচিত فَاِتْيَانُ الْخَيْرِ كِنَايَةٌ عَنِ الْحِنْثِ কল্যাণকর কাজটি করা এর দ্বারা শপথ ভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ثُمَّ ذَكَرَهَا بِلَفْظِ ثُمَّ এবং কাফফারা এর পরে ثُمَّ শব্দের দ্বারা একে উল্লেখ করেছেন بَعْدَ التَّكْفِيْرِ فَعُلِمَ أَنَّ تَقْدِيْمَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ جَائِزٌ অতএব জানা গেল যে, শপথ ভাঙ্গার পূর্বেই কাফফারা আদায় করা জায়েজ فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ গ্রন্থকার এর উত্তরে বলেছেন إِنَّ لَفْظَ ثُمَّ যে, ثُمَّ শব্দটি فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ এই হাদীসে أُسْتُعِيْرَ لِمَعْنَى الْوَاوِ এ হাদীসে ثُمَّ শব্দটিকে وَاوْ এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ الْأَمْرِ আমরের হাকীকী অর্থ অনুযায়ী আমল করার জন্য تَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرٰى অন্য একটি হাদীস এগুলোর দলিল وَهِيَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর বাণী فَلْيَأْتِ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ তাহলে যে কাজটি ভাল তাই করবে ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ এবং শপথের কাফফারা আদায় করবে فَإِنَّهُ يَقْتَضِيْ تَقْدِيْمَ الْحِنْثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ সুতরাং হাদীসটি শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করাকে কামনা করে فَوَجَبَ التَّطْبِيْقُ بَيْنَهُمَا কাজেই হাদীসদ্বয়ের মধ্যে تَطْبِيْق দেওয়া (সামঞ্জস্য বিধান) জরুরি হয়ে পড়েছে بِأَنْ يَجْعَلَ ثُمَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُوْلٰى بِمَعْنَى الْوَاوِ আর তা প্রভাবে যে, প্রথম হাদীসে ثُمَّ কে وَاوْ এর অর্থে নেওয়া হোক فَيُفْهَمُ مِنْهُ وُجُوْبُ كِلَا الْأَمْرَيْنِ তাহলে উভয় আদায় করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে أَعْنِى الْكَفَّارَةَ وَالْحِنْثَ অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ ও কাফফারা مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأٰخَرِ তবে একটি অপরটির পূর্বে হওয়া (ওয়াজিব) সাব্যস্ত হবে না ثُمَّ يُفْهَمُ التَّرْتِيْبُ অতঃপর ধারাবাহিকতা সাব্যস্ত হবে وَهُوَ تَقْدِيْمُ الْحِنْثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ অর্থাৎ কাফফারার পূর্বে শপথ ভঙ্গ হওয়া مِنَ الرِّوَايَةِ الاخرى দ্বিতীয় হাদীস অনুযায়ী وَلَمْ يَعْكِسْ এর বিপরীত সাব্যস্ত হবে না لِأَنَّ تَقْدِيْمَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ কেননা শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় غَيْرُ وَاجِبٍ ওয়াজিব নয় بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতভাবে।

সরল অনুবাদ : আর প্রশ্নটি হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শপথ ভঙ্গের পূর্বে মাল দ্বারা কাফফারা আদায় করা জায়েজ হবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ الخ যে ব্যক্তি কোনো শপথ করবে তারপর অন্য কিছুকে এটা অপেক্ষা উত্তম দেখবে, তাহলে শপথের কাফফারা আদায় করা উচিত। অতঃপর সে উত্তম বস্তুটি করা উচিত। হাদীসটিতে اِتْيَانُ الْخَيْرِ (কল্যাণকর কাজটি করা)-এর দ্বারা শপথ ভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং কাফফারার পরে ثُمَّ শব্দের দ্বারা একে উল্লেখ করেছেন। অতএব জানা গেল যে, শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফফারা আদায় করা জায়েজ। গ্রন্থকার (র.) এর উত্তরে বলেছেন যে, এই হাদীসে ثُمَّ শব্দটিকে মাজায হিসবে وَاوْ-এর ব্যবহার করা হয়েছে, আমরের হাকীকী অর্থ অনুযায়ী আমল করার জন্য। অন্য একটি হাদীস এগুলোর দলিল। আর তা হলো রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণী فَلْيَأْتِ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ الخ (তা হলে যে কাজটি ভালো তাই করবে এবং শপথের কাফ্ফারা আদায় করবে)। সুতরাং হাদীসটি শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা আদায়কে কামনা করে। কাজেই হাদীসদ্বয়ের মধ্যে تَطْبِيْق দেওয়া (সামঞ্জস্য বিধান) জরুরি হয়ে পড়েছে। আর তা এভাবে সম্ভব যে, প্রথম হাদীসে ثُمَّ-কে وَاوْ-এর অর্থে নেওয়া হোক, তাহলে উভয় অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ ও কাফ্ফারা আদায় ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। তবে একটি অপরটির পূর্বে হওয়া (ওয়াজিব) সাব্যস্ত হবে না। অতঃপর দ্বিতীয় হাদীস অনুযায়ী ধারাবাহিকতা অর্থাৎ কাফ্ফারার পূর্বে শপথ ভঙ্গ হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে, এর বিপরীত সাব্যস্ত হবে না। কেননা সর্বসম্মতভাবে শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় ওয়াজিব নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ الخ-এর আলোচনা : ইমাম তিবরানী (র.) হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর হতে মারফূ'ভাবে অদ্রূপ বর্ণনা করেছেন। শরহে মুখতাসারুল মানার নামক কিতাবে মোল্লা আলী ক্বারী (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ (র.) আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন– হে আব্দুর রহমান! যখন তুমি কোনো শপথ করবে, অতঃপর যা কল্যাণকর তাই করবে। এই হাদীসে يَمِيْن দ্বারা যার উপর শপথ করেছে তাকে বুঝানো হয়েছে। আর يَمِيْن (শপথ)-এর সাথে তা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণেই একে يَمِيْن বলা হয়েছে।

غَايَتُهُ اَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فَلَوْ عَمِلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْاُوْلٰى يَلْزَمُ وُجُوْبُ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَهُوَ خِلَافُ الْاِجْمَاعِ وَيَلْزَمُ تَخْصِيْصُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ وَيَلْزَمُ اِلْغَاءُ الرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى فَلِذَا عَمِلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى وَجَعَلْنَا لَفْظَ ثُمَّ فِى الْاُوْلٰى بِمَعْنَى الْوَاوِ وَلِيَبْقَى الْاَمْرُ عَلٰى حَقِيْقَتِهِ لِاَنَّ الْمَجَازَ فِى الْحَرْفِ خَيْرٌ مِنَ الْمَجَازِ فِى الْفِعْلِ بِحَمْلِ الْاَمْرِ عَلَى الْاِبَاحَةِ وَنَحْوِهَا وَبَلْ لِاِثْبَاتِ مَابَعْدَهُ وَالْاِعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهُ عَلٰى سَبِيْلِ التَّدَارُكِ اَىْ تَدَارُكُ الْغَلَطِ بِمَعْنٰى اَنَّا غَلَطْنَا فِىْ تَكَلُّمِ مَاقَبْلَ بَلْ اِذْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُوْدًا لَنَا وَاِنَّمَا الْمَقْصُوْدُ مَابَعْدَهُ لَا اَنَّهُ خَطَأٌ وَفِى الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الْاَمْرِ فَاِذَا قُلْتَ جَاءَ نِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو كَانَ مَعْنَاهُ اَنَّ الْمَقْصُوْدَ اِثْبَاتُ الْمَجِيْئِ لِعَمْرٍو لَا لِزَيْدٍ فَزَيْدٌ يَحْتَمِلُ مَجِيْئَهُ وَعَدَمَهُ فَاِذَا زِدْتَّ عَلَيْهِ لَا فَتَقُوْلُ جَاءَ نِىْ زَيْدٌ لَابَلْ عَمْرٌو كَانَ نَصًّا فِىْ نَفْيِ الْمَجِيْئِ عَنْ زَيْدٍ هٰذَا اِذَا جَاءَ فِى الْاِثْبَاتِ وَاِنْ جَاءَ فِى النَّفْيِ بِاَنْ يُّقَالَ مَاجَاءَ نِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو فَقِيْلَ يَصْرِفُ النَّفْىَ اِلٰى عَمْرٍو وَقِيْلَ يَصْرِفُ الْاِثْبَاتُ اِلَيْهِ عَلٰى مَاعُرِفَ فِى النَّحْوِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : غَايَتُهُ اَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) অধিকন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা জায়েজ فَلَوْ عَمِلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْاُوْلٰى সুতরাং আমরা যদি প্রথম হাদীস অনুযায়ী আমল করি يَلْزَمُ وُجُوْبُ تَقْدِيْمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ তাহলে শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে وَهُوَ خِلَافُ الْاِجْمَاعِ আর এটা ইজমা বিরোধী وَيَلْزَمُ تَخْصِيْصُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ উপরন্তু মালের দ্বারা কাফফারা আদায়কে খাস করা لَازِمْ হবে مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ কোনোরূপ প্রাধান্য দানকারী ব্যতীতই وَيَلْزَمُ اِلْغَاءُ الرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى এবং দ্বিতীয় হাদীসকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হবে فَلِذَا عَمِلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى কাজেই আমরা দ্বিতীয় হাদীস অনুযায়ী আমল করেছি وَجَعَلْنَا لَفْظَ ثُمَّ فِى الْاُوْلٰى بِمَعْنَى الْوَاوِ আর প্রথম হাদীসের ثُمَّ শব্দটিকে وَاوْ এর সাথে প্রয়োগ করেছি وَلِيَبْقَى الْاَمْرُ عَلٰى حَقِيْقَتِهِ যেন আমর এটার হাকীকী অর্থের উপর বহাল থাকে لِاَنَّ الْمَجَازَ فِى الْحَرْفِ কেননা হরফকে মাজাযী অর্থে ব্যবহার করা خَيْرٌ উত্তম مِنَ الْمَجَازِ فِى الْفِعْلِ ফে'ল কে مَجَازِىْ অর্থে ব্যবহার করা অপেক্ষা بِحَمْلِ الْاَمْرِ عَلَى الْاِبَاحَةِ وَنَحْوِهَا আমর কে اباحت ইত্যাদির উপর প্রয়োগ করতঃ وَبَلْ لِاِثْبَاتِ مَا بَعْدَهُ আর بَلْ শব্দটি এর পরবর্তী বিষয়কে সাব্যস্ত করণের জন্য وَالْاِعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهُ ও পূর্ববর্তী বিষয় হতে বিমুখ হওয়ার জন্য عَلٰى سَبِيْلِ التَّدَارُكِ হয়ে থাকে সংশোধনের নিমিত্তে اَىْ تَدَارُكُ الْغَلَطِ অর্থাৎ ভুল সংশোধনের জন্য بِمَعْنٰى اَنَّا غَلَطْنَا অর্থাৎ আমরা ভুল করেছি فِىْ تَكَلُّمِ مَا قَبْلَ بَلْ - بَلْ-এর পূর্ববর্তী বক্তব্যের মধ্যে اِذْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُوْدًا لَنَا কেননা এটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না وَاِنَّمَا الْمَقْصُوْدُ مَا بَعْدَهُ কেবল পরবর্তী বক্তব্যই আমাদের উদ্দেশ্য لَا اَنَّهُ خَطَأٌ এরূপ নয় যে বক্তব্যটি ভুল فِى الْوَاقِعِ বাস্তবিক পক্ষে وَنَفْسُ الْاَمْرِ এর মূলতই فَاِذَا قُلْتَ جَاءَنِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو সুতরাং যদি তুমি বল আমার নিকট যায়েদ আসল বরং আমর كَانَ مَعْنَاهُ এবার অর্থ হলো اَنَّ الْمَقْصُوْدَ اِثْبَاتُ الْمَجِيْئِ لِعَمْرٍو আমরের আগমন সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য لَا لِزَيْدٍ যায়েদের আগমন সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয় فَزَيْدٌ يَحْتَمِلُ مَجِيْئَهُ وَعَدَمَهُ সুতরাং যায়েদ আসতেও পারে এবং নাও আসতে পারে فَاِذَا زِدْتَّ عَلَيْهِ لَا সুতরাং তুমি যদি এর উপর لَا শব্দটি অতিরিক্ত করো فَتَقُوْلُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ لَا بَلْ عَمْرٌو এবং এভাবে বল যে আমার নিকট যায়েদ এসেছে, না বরং আমর এসেছে كَانَ نَصًّا فِىْ نَفْيِ الْمَجِيْئِ عَنْ زَيْدٍ তাহলে যায়েদের আগমন না করার ব্যাপারে এটা স্পষ্ট বক্তব্য হবে هٰذَا اِذَا جَاءَ فِى الْاِثْبَاتِ এটা তখন হবে, যখন بَلْ শব্দটি اِثْبَاتْ-এর মধ্যে হবে وَاِنْ جَاءَ فِى النَّفْيِ আর بَلْ শব্দটি যদি نَفِىْ-এর মধ্যে হয় بِاَنْ يُّقَالَ مَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو অর্থাৎ এভাবে বলা হয় যে, আমার নিকট যায়েদ আসেনি; বরং আমর فَقِيْلَ يُصْرِفُ النَّفْىُ اِلٰى عَمْرٍو এমতাবস্থায় কেউ কেউ বলেছেন نَفِىْ আমরের দিকে ফিরবে وَقِيْلَ يَصْرِفُ الْاِثْبَاتُ اِلَيْهِ আবার কারো কারো মতে আমরের দিকে اِثْبَاتْ ফিরবে عَلٰى مَا عُرِفَ فِى النَّحْوِ যা নাহু শাস্ত্রে জানা গেছে।

সরল অনুবাদ : অধিকন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা জায়েজ। সুতরাং আমরা যদি প্রথম হাদীস অনুযায়ী আমল করি তা হলে শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর এটা ইজমার বিরোধী। উপরন্তু কোনোরূপ প্রাধান্য দানকারী ব্যতীতই মালের দ্বারা কাফ্ফারা আদায়কে খাস করা لَازِمْ হবে এবং দ্বিতীয় হাদীসকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হবে। কাজেই আমরা দ্বিতীয় হাদীসের অনুযায়ী আমল করেছি, আর প্রথম হাদীসে ثُمَّ শব্দটিকে وَاوْ-এর অর্থে প্রয়োগ করেছি, যেন আমর এটার হাকীকী অর্থের উপর বহাল থাকে। কারণ اَمْرٌ -কে اِبَاحَتْ ইত্যাদির উপর প্রয়োগ করত فِعْلٌ -কে মাজাযী অর্থে ব্যবহার করা অপেক্ষা হরফকে মাজাযী অর্থে ব্যবহার করা উত্তম। **আর بَلْ শব্দটি এর পরবর্তী বিষয়কে সাব্যস্ত করণ ও পূর্ববর্তী বিষয় হতে বিমুখ হওয়ার জন্য সংশোধনের নিমিত্তে হয়ে থাকে অর্থাৎ ভুল সংশোধনের জন্য হয়ে থাকে।** অর্থাৎ আমরা بَلْ-এর পূর্ববর্তী বক্তব্যের মধ্যে ভুল করেছি। কেননা এটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল পরবর্তী বক্তব্যই আমাদের উদ্দেশ্য। এরূপ নয় যে, বাস্তবিক পক্ষে এবং মূলতই বক্তব্যটি ভুল (বরং উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আমরা ভুল করেছি)। সুতরাং যদি তুমি বল جَاءَنِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو (আমার নিকট যায়েদ আসল বরং আমর)। এটার অর্থ হলো আমরের আগমন সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য, যায়েদের আগমন সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যায়েদ আসতেও পারে এবং নাও আসত পারে। সুতরাং তুমি যদি এর উপর لَا শব্দটি অতিরিক্ত করো এবং এভাবে বলো যে, جَاءَنِىْ زَيْدٌ لَا بَلْ عَمْرٌو তাহলে যায়েদের আগমন না করার ব্যাপারে এটা نَصّ (স্পষ্ট বক্তব্য) হবে। এটা অর্থাৎ পূর্ববর্তী বিষয় হতে বিমুখ হয়ে পরবর্তী বিষয়কে সাব্যস্ত করা তখন হবে, যখন بَلْ শব্দটি اِثْبَاتْ-এর মধ্যে হবে। আর بَلْ শব্দটি যদি نَفِىْ-এর মধ্যে হয় অর্থাৎ এভাবে বলা হয় যে, مَاجَاءَنِىْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو (আমার নিকট যায়েদ আসেনি বরং আমর) এমতাবস্থায় কেউ কেউ বলেছেন, نَفِىْ আমরের দিকে ফিরবে; আবার কারো কারো মতে আমরের দিকে اِثْبَاتْ ফিরবে, যা নাহুশাস্ত্রে জানা গেছে।

فَتُطَلَّقُ ثَلٰثًا اِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ الْمَوْطُوْءَةِ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ ثِنْتَيْنِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَمْلِكْ اِبْطَالَ الْاَوَّلِ فَيَقَعَانِ تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهٖ لِلْاَعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهٗ يَعْنِىْ اَنَّ الْاَعْرَاضَ عَمَّا قَبْلَهٗ اِنَّمَا يَصِحُّ اِذَا كَانَ مَاقَبْلَهٗ صَالِحًا لِلْاَعْرَاضِ كَمَا فِى الْاَخْبَارِ اَمَّا فِى الْاِنْشَاءَاتِ فَلَايُمْكِنُ ذٰلِكَ فَيَقَعُ الْاَوَّلُ وَالثَّانِىْ جَمِيْعًا فَفِىْ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ اَرَادَ اَنْ يَضْرِبَ عَنِ الْوَاحِدَةِ اِلَى الْاِثْنَتَيْنِ فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِىْ اَنْ لَايَقَعَ الْاَوَّلُ بَلِ الْاٰخِرُ وَلٰكِنْ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ الْاَعْرَاضُ عَنِ الطَّلَاقِ لَاجَرَمَ يُعْمَلُ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ مَعًا فَيَقَعُ الثَّلٰثُ بِخِلَافِ قَوْلِهٖ لَهٗ عَلَىَّ اَلْفٌ بَلْ اَلْفَانِ جَوَابٌ عَنْ قِيَاسِ زُفَرَ (رح) فَاِنَّهٗ يَقِيْسُ مَسْأَلَةَ الْاِقْرَارِ عَلٰى مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ فَيَقُوْلُ يَلْزَمُهٗ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ ثَلٰثَةُ اٰلَافٍ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّهٗ اِقْرَارٌ وَاَخْبَارٌ وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْاِضْرَابَ وَتَدَارُكَ الْغَلَطِ فَيُعْمَلُ عَلٰى اَصْلِهٖ وَالطَّلَاقُ اِنْشَاءٌ لَايَحْتَمِلُ التَّدَارُكَ فَجَاءَتْ فِيْهِ الضَّرُوْرَةُ الدَّاعِيَةُ اِلَى الْعَمَلِ بِهِمَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اِذَا قَالَ لِامْرَأَةِ الْمَوْطُوْئَةِ যখন কেউ তার সহবাসকৃতা স্ত্রীকে বলে فَتُطَلَّقُ ثَلٰثًا তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ ثِنْتَيْنِ তুমি এক তালাক বরং দুই তালাক لِاَنَّهٗ لَمْ يَمْلِكْ কেননা সে ক্ষমতা রাখেনা اِبْطَالَ الْاَوَّلِ প্রথম তালাকটি বাতিল করার فَيَقَعَانِ কাজেই উভয় তালাক পতিত হবে بَلْ - تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهٖ لِلْاَعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهٗ এটার পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে اَعْرَاضٌ -এর জন্য হওয়ার উপর এটা একটি মাসআলা يَعْنِىْ اَنَّ الْاَعْرَاضَ عَمَّا قَبْلَهٗ اِنَّمَا يَصِحُّ অর্থাৎ পূর্ববর্তী বক্তব্যকে প্রত্যাহার করা তখনই সহীহ হবে اِذَا كَانَ مَا قَبْلَهٗ صَالِحًا لِلْاَعْرَاضِ যখনই তা প্রত্যাহার-এর উপযোগী হবে كَمَا فِى الْاَخْبَارِ যদ্রূপ সংবাদ প্রদান তথা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ এর মধ্যে হয় থাকে اَمَّا فِى الْاِنْشَاءَاتِ কিন্তু جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ -এর মধ্যে فَلَايُمْكِنُ ذٰلِكَ এটা সম্ভব নয় فَيَقَعُ الْاَوَّلُ وَالثَّانِىْ جَمِيْعًا সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তালাকই পতিত হবে فَفِىْ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ যাহাকে তালাকের মাসআলার اَرَادَ স্বামী ইচ্ছা করেছে اَنْ يَضْرِبَ عَنِ الْوَاحِدَةِ اِلَى الْاِثْنَتَيْنِ এক তালাককে প্রত্যাহার করে দুই তালাকের فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِىْ সুতরাং কিয়াসের চাহিদা হলো اَنْ لَايَقَعَ الْاَوَّلُ بَلِ الْاٰخِرُ প্রথম তালাক না হয়ে পরবর্তীগুলো হওয়া وَلٰكِنْ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ الْاَعْرَاضُ عَنِ الطَّلَاقِ সুতরাং যেহেতু তালাক হতে اَعْرَاضٌ করা সহীহ নয় لَاجَرَمَ يُعْمَلُ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ সেহেতু প্রথম ও পরবর্তী উভয় বক্তব্যের সাথে একই সাথে আমল করা হবে مَعًا فَيَقَعُ الثَّلٰثُ সুতরাং তিন তালাকই পতিত হয়ে যাবে بِخِلَافِ এটা তার ঐ বক্তব্যের বিপরীত قَوْلُهٗ لَهٗ عَلَىَّ اَلْفٌ بَلْ اَلْفَانِ "আমার উপর তার এক হাজার বরং দু হাজার আছে" جَوَابٌ عَنْ قِيَاسِ زُفَرَ رح এটা ইমাম যুফার (র.)-এর কিয়াসের উত্তরে বলা হয়েছে فَاِنَّهٗ يَقِيْسُ কারণ তিনি কিয়াস করেন مَسْأَلَةَ الْاِقْرَارِ স্বীকারোক্তি-এর মাসআলাকে عَلٰى مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ তালাকের মাসআলার উপর فَيَقُوْلُ সুতরাং তিনি বলেন يَلْزَمُهٗ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ এ উদাহরণের মধ্যে ওয়াজিব হবে ثَلٰثَةُ اٰلَافٍ তিন হাজার وَنَحْنُ نَقُوْلُ আমাদের বক্তব্য হলো اِنَّهٗ اِقْرَارٌ وَاَخْبَارٌ এটা স্বীকারোক্তি এবং সংবাদ প্রদান করা وَهُوَ يَحْتَمِلُ আর এটা অবকাশ রাখে الْاِضْرَابَ وَتَدَارُكَ الْغَلَطِ প্রত্যাহার করা ও ভুল সংশোধনের فَيُعْمَلُ عَلٰى اَصْلِهٖ সুতরাং মূলনীতি-এর উপর আমল করা হবে وَالطَّلَاقُ اِنْشَاءٌ পক্ষান্তরে তালাক হলো ইনশা لَايَحْتَمِلُ التَّدَارُكَ এটা ভুল সংশোধনের অবকাশ রাখেনা فَجَاءَتْ فِيْهِ الضَّرُوْرَةُ সুতরাং اِنْشَاءٌ -এর মধ্যে এমন প্রয়োজন অনুভূত (সৃষ্টি) হয়েছে الدَّاعِيَةُ اِلَى الْعَمَلِ بِهِمَا যা بَلْ -এর পূর্বাপর বক্তব্যের উপর আমল করাকে বাধ্য করেছে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং যখন কেউ তার সহবাসকৃতা স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ ثِنْتَيْنِ (তুমি এক তালাক বরং দুই তালাক) তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। কেননা সে প্রথম তালাকটি বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই উভয় তালাক পতিত হবে। بَلْ এটার পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে اَعْرَاضٌ-এর জন্য হওয়ার উপর এটা একটি মাসআলা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বক্তব্যকে প্রত্যাহার করা তখনই সহীহ হবে যখনই তা প্রত্যাহার (اَعْرَاضٌ)-এর উপযোগী হবে। যদ্রূপ اَخْبَارٌ (সংবাদ প্রদান) তথা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ-এর মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ-এর মধ্যে এটা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তালাকই পতিত হবে। যা হোক তালাকের মাসআলায় স্বামী এক তালাককে প্রত্যাহার করত দুই তালাকের ইচ্ছা করেছে। সুতরাং কিয়াসের চাহিদা হলো প্রথম তালাক না হয়ে পরবর্তীগুলো হওয়া। কিন্তু যেহেতু তালাক হতে اَعْرَاضٌ করা সহীহ নয় সেহেতু প্রথম ও পরবর্তী উভয় বক্তব্যের সাথে একই সাথে আমল করা হবে। সুতরাং তিন তালাকই পতিত হয়ে যাবে। এটা তার ঐ বক্তব্যের বিপরীত "لَهٗ عَلَىَّ اَلْفٌ بَلْ اَلْفَانِ" (আমার উপর তার এক হাজার বরং দুই হাজার আছে)। এটা ইমাম যুফার (র.)-এর কিয়াসের উত্তরে বলা হয়েছে। কারণ তিনি اِقْرَارٌ (স্বীকারোক্তি)-এর মাসআলাকে طَلَاقٌ (তালাক)-এর মাসআলার উপর কিয়াস করেন। সুতরাং তিনি বলেন, এই উদাহরণের মধ্যে তিন হাজার ওয়াজিব হবে। আমাদের (জমহুর আহনাফের) বক্তব্য হলো, এটা اِقْرَارٌ (স্বীকারোক্তি) এবং اِخْبَارٌ (সংবাদ প্রদান করা)। আর এটা اَعْرَاضٌ (প্রত্যাহারকরণ) ও ভুল সংশোধনের অবকাশ রাখে। তাই اَصْلٌ (মূলনীতি)-এর উপর আমল করা হবে। পক্ষান্তরে তালাক হলো اِنْشَاءٌ এটা ভুল সংশোধনের অবকাশ রাখে না। সুতরাং اِنْشَاءٌ-এর মধ্যে এমন প্রয়োজন অনুভূত (সৃষ্টি) হয়েছে, যা بَلْ-এর পূর্বাপর বক্তব্যের উপর আমল করাকে বাধ্য করেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْمَوْطُوْءَةُ الخ-এর আলোচনা : এটা বলার কারণ হলো, সহবাসকৃতা নয় এমন স্ত্রীকে "اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ ثِنْتَيْنِ" বলত, তাহলে এক তালাক হতো। আর এটা হতে اَعْرَاضٌ সম্ভব ছিল না। আর যেহেতু غَيْرُ مَدْخُوْلٌ بِهَا (অসহবাসকৃতা স্ত্রী)-এর কোনো ইদ্দত নেই, সেহেতু তালাকের মহল অবশিষ্ট থাকত না। সুতরাং পরবর্তী তালাকগুলো ব্যর্থ হতো।

قَوْلُهٗ فَلَا يُمْكِنُ ذٰلِكَ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ اِنْشَاءٌ-এর মধ্যে পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে اَعْرَاضٌ সম্ভব নয়। কেননা اِنْشَاءٌ-এর حُكْمٌ কথা বলার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়ে যায়। সুতরাং এটা اَعْرَاضٌ ও প্রত্যাহারের অবকাশ রাখবে না।

وَلٰكِنْ لِلْاِسْتِدْرَاكِ بَعْدَ النَّفْيِ اَيْ دَفْعِ تَوَهُّمٍ نَاشٍ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ كَقَوْلِكَ مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ فَاُوْهِمَ اَنَّ عَمْرًوا اَيْضًا لَمْ يَجِئْ لِمُنَاسَبَةٍ وَمُلَازَمَةٍ بَيْنَهُمَا فَاسْتَدْرَكْتَ بِقَوْلِكَ لٰكِنَّ عَمْرًوا وَهِيَ اِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً فَهِيَ عَاطِفَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مُشَدَّدَةً فَهِيَ مُشَبَّهَةٌ مُشَارِكَةٌ لِلْعَاطِفَةِ فِي الْاِسْتِدْرَاكِ ثُمَّ اِنْ كَانَ عَطْفُ مُفْرَدٍ عَلٰى مُفْرَدٍ يُشْتَرَطُ وُقُوْعُهَا بَعْدَ النَّفْيِ وَاِنْ كَانَ عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلٰى جُمْلَةٍ يَقَعُ بَعْدَ النَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ جَمِيْعًا غَيْرَ اَنَّ الْعَطْفَ اِنَّمَا يَصِحُّ عِنْدَ اِتِّسَاقِ الْكَلَامِ وَاِلَّا فَهُوَ مُسْتَانِفٌ يَعْنِيْ اَنَّ لٰكِنَّ وَاِنْ كَانَتْ لِلْعَطْفِ لٰكِنَّ الْعَطْفَ اِنَّمَا يَصِحُّ اِذَا كَانَ الْكَلَامُ مُتَّسِقًا مُرْتَبِطًا وَنَعْنِيْ بِالْاِتِّسَاقِ اَنْ يَكُوْنَ لٰكِنَّ مَوْصُوْلًا بِالْكَلَامِ السَّابِقِ وَلَا يَكُوْنَ نَفْيُ فِعْلٍ وَاِثْبَاتُهُ بِعَيْنِهِ بَلْ يَكُوْنُ النَّفْيُ رَاجِعًا اِلٰى شَيْءٍ وَالْاِثْبَاتُ اِلٰى شَيْءٍ اٰخَرَ وَاِنْ فُقِدَ اَحَدُ الشَّرْطَيْنِ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ الْكَلَامُ مُسْتَانِفًا مُبْتَدَأً لَا مَعْطُوْفًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلٰكِنْ لِلْاِسْتِدْرَاكِ আর لٰكِنْ শব্দটি সৃষ্ট সন্দেহ দূরীকরণার্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে بَعْدَ النَّفْيِ - نَفِيْ এর পরে اَيْ دَفْعِ تَوَهُّمٍ نَاشٍ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাক্যে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে তাকে দূর করার জন্য হয়ে থাকে كَقَوْلِكَ مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ যেমন তোমার বক্তব্য আমার নিকট যায়েদ আসেনি فَاُوْهِمَ এখানে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে اَنَّ عَمْرًوا اَيْضًا لَمْ يَجِئْ আমরও আসেনি لِمُنَاسَبَةٍ وَمُلَازَمَةٍ بَيْنَهُمَا কেননা উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে فَاسْتَدْرَكْتَ بِقَوْلِكَ لٰكِنْ সুতরাং তোমার বক্তব্য لٰكِنَّ عَمْرًوا -এর দ্বারা তার সংশোধন করে দিলে وَهِيَ اِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً আর لٰكِنْ যদি তাশদীদ বিহীন হয় فَهِيَ عَاطِفَةٌ তাহলে حَرْفُ عَطْفٍ হবে وَاِنْ كَانَتْ مُشَدَّدَةً এবং এটা তাশদীদ যুক্ত হলে فَهُوَ مُشَبَّهَةٌ তবে مُشَبَّهٌ-এর জন্য হবে ثُمَّ اِنْ كَانَ عَطْفُ مُشَارِكَةٌ لِلْعَاطِفَةِ فِي الْاِسْتِدْرَاكِ তবে اِسْتِدْرَاكٌ (সংশোধন) এর ব্যাপারে আতফকারী لٰكِنْ-এর অংশীদার হবে مُفْرَدٍ عَلٰى مُفْرَدٍ অতঃপর একবচন-এর উপর যদি مُفْرَدٍ-এর عَطْف হয় يُشْتَرَطُ وُقُوْعُهَا بَعْدَ النَّفْيِ তাহলে لٰكِنْ নফীর পরে হওয়া শর্ত হলো وَاِنْ كَانَ عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلٰى جُمْلَةٍ পক্ষান্তরে বাক্যের উপর বাক্যের عَطْف হলে يَقَعُ بَعْدَ النَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ جَمِيْعًا نَفِيْ ও اِثْبَاتٌ উভয়ের পরেই হবে غَيْرَ اَنَّ الْعَطْفَ তবে لٰكِنْ -এর দ্বারা আতফ اِنَّمَا يَصِحُّ عِنْدَ اِتِّسَاقِ الْكَلَامِ তখনই সহীহ হবে যখন বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক যুক্ত হবে وَاِلَّا فَهُوَ مُسْتَانِفٌ অন্যথা তা নতুন বাক্য হিসেবে গণ্য হবে يَعْنِيْ اَنَّ لٰكِنَّ অর্থাৎ لٰكِنْ وَاِنْ كَانَتْ لِلْعَطْفِ যদিও আতফের জন্য হয়ে থাকে لٰكِنَّ الْعَطْفَ اِنَّمَا يَصِحُّ তথাপি এর দ্বারা কেবল তখনই আতফ করা সহীহ হবে اِذَا كَانَ الْكَلَامُ مُتَّسِقًا مُرْتَبِطًا যখন বাক্য পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত ও সম্পৃক্ত হবে وَنَعْنِيْ بِالْاِتِّسَاقِ আর اِتِّسَاقٌ-এর দ্বারা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে اَنْ يَكُوْنَ لٰكِنَّ مَوْصُوْلًا بِالْكَلَامِ السَّابِقِ - لٰكِنْ এর পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সংযুক্ত হবে وَلَا يَكُوْنُ نَفْيُ فِعْلٍ وَاِثْبَاتُهُ بِعَيْنِهِ হুবহু একই فِعْل কে نَفِيْ ও اِثْبَاتٌ করা হবে না بَلْ يَكُوْنُ النَّفْيُ رَاجِعًا اِلٰى شَيْءٍ বরং نَفِيْ এক বস্তুর দিকে রুজু করবে وَالْاِثْبَاتُ اِلٰى شَيْءٍ اٰخَرَ আর اِثْبَاتٌ অন্য আরেক বস্তুর দিকে রুজু করবে وَاِنْ فُقِدَ اَحَدُ الشَّرْطَيْنِ আর দুই শর্তের একটিও যদি পাওয়া না যায় فَحِيْنَئِذٍ সে সময় يَكُوْنُ الْكَلَامُ বাক্যটি হবে مُسْتَانِفًا مُبْتَدَأً নতুন স্বতন্ত্র বাক্য لَا مَعْطُوْفًا - مَعْطُوْف হবে না।

সরল অনুবাদ : আর لٰكِنْ শব্দটি نَفِيْ-এর পরে সৃষ্ট সন্দেহ দূরীকরণার্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাক্যে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে তাকে দূর করার জন্য হয়ে থাকে। যেমন– তোমার বক্তব্য "مَا جَاءَنِيْ زَيْدٌ" (আমার নিকট যায়েদ আসেনি)। এতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে আমরও আসেনি। কেননা উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সুতরাং তোমার বক্তব্য لٰكِنَّ عَمْرًوا-এর দ্বারা তার সংশোধন করে দিলে। আর لٰكِنْ যদি তাশদীদবিহীন হয়, তাহলে হরফে আতফ হবে এবং এটা তাশদীদযুক্ত হলে مُشَبَّهَةٌ-এর জন্য হবে। তবে اِسْتِدْرَاكٌ (সংশোধন)-এর ব্যাপারে আতফকারী لٰكِنْ-এর অংশীদার হবে। অতঃপর مُفْرَدٌ (একবচন) -এর উপর যদি مُفْرَدٌ-এর আতফ হয়, তাহলে لٰكِنْ নফীর পরে হওয়া শর্ত হবে। পক্ষান্তরে বাক্যের উপর বাক্যের আতফ হলে نَفِيْ ও اِثْبَاتٌ উভয়ের পরেই হবে। **তবে (لٰكِنْ-এর দ্বারা) আতফ তখনই সহীহ হবে যখন বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত হবে। অন্যথা তা নতুন বাক্য হিসাবে গণ্য হবে।** অর্থাৎ لٰكِنْ যদিও আতফের জন্য হয়ে থাকে তথাপি এর দ্বারা কেবল তখনই আতফ করা সহীহ হবে যখন বাক্য مُتَّسِقٌ (পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত) ও مُرْتَبِطٌ (সম্পৃক্ত) হবে। আর اِتِّسَاقٌ-এর দ্বারা আমরা বুঝতে চাইছি যে, لٰكِنْ-এর পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সংযুক্ত হবে, হুবহু একই فِعْل -কে نَفِيْ ও اِثْبَاتٌ করা হবে না। বরং نَفِيْ এক বস্তুর দিকে রুজু করবে আর اِثْبَاتٌ অন্য বস্তুর দিকে রুজু করবে। আর দুই শর্তের একটিও যদি পাওয়া না যায় সে সময় বাক্যটি নতুন স্বতন্ত্র বাক্য হবে, مَعْطُوْف হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ وُقُوْعُهَا الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, مُفْرَدٌ -কে مُفْرَدٌ-এর উপর আতফ করার জন্য শর্ত হলো لٰكِنْ শব্দটি نَفِيْ-এর পরে হওয়া। সুতরাং এই বাক্য সহীহ হবে যে, مَا ضَرَبْتُ زَيْدًا لٰكِنْ عَمْرًوا বরং বলতে হবে ضَرَبْتُ زَيْدًا لٰكِنْ عَمْرًوا তবে বাক্যের উপর বাক্যের আতফ হলে نَفِيْ ও اِثْبَاتٌ উভয়ের পরেই হতে পারবে।

وَلَمَّا كَانَ اَمْثِلَةُ الْاِتِّسَاقِ ظَاهِرَةً فِيْمَا بَيْنَ الْاُصُوْلِيِّيْنَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا وَ ذَكَرَ مِثَالَ عَدَمِ الْاِتِّسَاقِ خَاصَّةً فَقَالَ كَالْاَمَةِ اِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا اُجِيْزُ النِّكَاحَ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ دِرْهَمًا اِنَّ هٰذَا فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ وَجَعَلَ لٰكِنَّ مُبْتَدَأً لِاَنَّ هٰذَا نَفْىُ فِعْلٍ وَاِثْبَاتُهُ بِعَيْنِهِ فَاِنَّ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ لَمَّا قَالَ الْمَوْلٰى اَوَّلًا لَا اُجِيْزُ النِّكَاحَ فَقَدْ قَلَعَ النِّكَاحَ عَنْ اَصْلِهِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ وَجْهُ صِحَّةٍ ثُمَّ لَمَّا قَالَ بَعْدَهُ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ يَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ اِثْبَاتُ ذٰلِكَ الْفِعْلِ الْمُنْفِيِّ بِعَيْنِهِ لِاَنَّ الْمَهْرَ فِى النِّكَاحِ تَابِعٌ لَا اِعْتِبَارَ لَهُ فَيَتَنَاقَضُ اَوَّلُ الْكَلَامِ بِاٰخِرِهِ فَحَمَلْنَاهُ عَلٰى اِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ بِمَهْرٍ اٰخَرَ وَفَسْخِ النِّكَاحِ الْاَوَّلِ الَّذِىْ عَقَدَتْهُ فَيَكُوْنُ لٰكِنَّ لِلْاِسْتِيْنَافِ لَا لِلْعَطْفِ وَلَوْ قَالَ الْمَوْلٰى فِىْ جَوَابِهَا لَا اُجِيْزُ النِّكَاحَ بِمِائَةٍ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ يَكُوْنُ هٰذَا بِعَيْنِهِ مِثَالَ الْاِتِّسَاقِ فَيَبْقٰى اَصْلُ النِّكَاحِ وَيَكُوْنُ النَّفْىُ رَاجِعًا اِلٰى قَيْدِ الْمِائَةِ وَالْاِثْبَاتُ اِلٰى قَيْدِ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ فَلَا يَكُوْنُ نَفْىُ فِعْلٍ وَاِثْبَاتُهُ بِعَيْنِهِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا كَانَ اَمْثِلَةُ الْاِتِّسَاقِ আর যেহেতু সংযুক্ত-এর উদাহরণগুলো ظَاهِرَةً فِيْمَا بَيْنَ الْاُصُوْلِيِّيْنَ উসূল বিদগণের মধ্যে প্রশিদ্ধ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا তাই এদের আলোচনা করেননি وَذَكَرَ مِثَالَ عَدَمِ الْاِتِّسَاقِ خَاصَّةً এবং বিশেষ করে সম্পর্কযুক্ত না হওয়া-এর উদাহরণের উল্লেখ করেছেন فَقَالَ সুতরাং বলেছেন كَالْاَمَةِ اِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهَا যেমন যখন দাসী তার মাওলার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় بِمِائَةِ دِرْهَمٍ একশত দিরহামের বিনিময়ে فَقَالَ তখন মাওলা বলল لَا اُجِيْزُ النِّكَاحَ আমি বিবাহ অনুমোদন করি না وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ دِرْهَمًا কিন্তু দেড়শত দিরহামের বিনিময়ে অনুমতি দিতেছি اِنَّ هٰذَا فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ এতে বিবাহ রহিত হয়ে যাবে وَجَعَلَ لٰكِنَّ مُبْتَدَأً আর لٰكِنَّ কে বানানো হবে لِاَنَّ هٰذَا نَفْىُ فِعْلٍ وَاِثْبَاتُهُ بِعَيْنِهِ কেননা এর দ্বারা হুবহু একটি فِعْل কে نَفْىٌ (প্রত্যাখ্যান) ও اِثْبَاتٌ (সাব্যস্ত) করা হচ্ছে فَاِنَّ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ কেননা এ উদাহরণে لَمَّا قَالَ الْمَوْلٰى اَوَّلًا যখন মাওলা প্রথমত বলল لَا اُجِيْزُ النِّكَاحَ আমি বিবাহকে অনুমোদন দিচ্ছিনা فَقَدْ قَلَعَ النِّكَاحَ عَنْ اَصْلِهِ তখন সে বিবাহ সমূলে উৎখাত হয়ে গেল وَلَمْ يَبْقَ لَهُ وَجْهُ صِحَّةٍ আর এটা সহীহ হওয়ার দিকই অবশিষ্ট থাকে না ثُمَّ لَمَّا قَالَ بَعْدَهُ অতঃপর এটা বলার পর যখন সে বলল وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ কিন্তু আমি দেড়শত দিরহামের বিনিময়ে অনুমতি দিয়েছি يَلْزَمُ তখন আবশ্যক হবে اَنْ يَكُوْنَ হওয়া اِثْبَاتُ ذٰلِكَ الْفِعْلِ الْمُنْفِيِّ بِعَيْنِهِ যে فِعْل কে প্রত্যাখ্যান করেছিল হুবহু তাকে সাব্যস্ত করা لِاَنَّ الْمَهْرَ فِى النِّكَاحِ تَابِعٌ কেননা মোহর বিাহের মধ্যে অন্যের অনুগামী لَا اِعْتِبَارَ لَهُ এটা বিবেচনাযোগ্য নয় فَيَتَنَاقَضُ اَوَّلُ الْكَلَامِ بِاٰخِرِهِ সুতরাং বাক্যের প্রথমাংশ শেষাংশের দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে فَحَمَلْنَاهُ عَلٰى اِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ কাজেই আমরা একে নতুন বিবাহের উপর প্রয়োগ করেছি بِمَهْرٍ اٰخَرَ অন্য মোহরের বিনিময়ে وَفَسْخُ النِّكَاحِ الْاَوَّلِ আর প্রথম বিবাহকে আমরা فَسْخ ধরেছি الَّذِىْ عَقَدَتْهُ দাসী যে বিবাহের আকদ করেছিল فَيَكُوْنُ لٰكِنَّ لِلْاِسْتِيْنَافِ لَا لِلْعَطْفِ কাজেই لٰكِنَّ শব্দটি عَطْف -এর জন্য না হয়ে اِسْتِيْنَاف-এর জন্য হয়েছে وَلَوْ قَالَ الْمَوْلٰى فِىْ جَوَابِهَا আর মাওলা যদি দাসীর কথার উত্তরে বলে وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ কিন্তু দেড়শত দিরহামের বিনিময়ে অনুমতি দিচ্ছি يَكُوْنُ هٰذَا بِعَيْنِهِ مِثَالَ الْاِتِّسَاقِ এটা হুবহু اِتِّسَاق -এর উদাহরণ হবে فَيَبْقٰى اَصْلُ النِّكَاحِ আর মূল বিবাহ অবশিষ্ট থাকবে وَيَكُوْنُ النَّفْىُ رَاجِعًا اِلٰى قَيْدِ الْمِائَةِ আর অস্বীকৃতি শুধু এক শতের দিকে ফিরবে وَالْاِثْبَاتُ اِلٰى قَيْدِ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ আর সাব্যস্তকরণ দেড়শতের দিকে হবে فَلَا يَكُوْنُ نَفْىُ فِعْلٍ وَاِثْبَاتُهُ بِعَيْنِهِ অতএব হুবহু একই فِعْل -এর نَفْىٌ ও اِثْبَاتٌ হবে না।

সরল অনুবাদ : আর যেহেতু إِتِّصَالٌ (সংযুক্তি)-এর উদাহরণগুলো উসূলবিদগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ, তাই এদের আলোচনা করেননি এবং বিশেষ করে عَدَمُ إِتِّصَالٍ (সম্পর্কযুক্ত না হওয়া)-এর উদাহরণের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বলেছেন, **যেমন– যখন দাসী একশত দিরহামের বিনিময়ে তার মাওলার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, তখন মাওলা বলল আমি বিবাহ অনুমোদন করি না, কিন্তু দেড়শত দিরহামের বিনিময়ে অনুমতি দিতেছি। এতে বিবাহ فَسْخ (রহিত) হয়ে যাবে। আর لٰكِنْ -কে مُبْتَدَأ বানানো হবে। কেননা এর দ্বারা হুবহু একটি فِعْل -কে نَفِي (প্রত্যাখ্যান) ও إِثْبَاتُ (সাব্যস্ত) করা হচ্ছে।** কেননা এই উদাহরণে যখন মাওলা প্রথমত বলল, لَاأُجِيْزُ النِّكَاحَ (আমি বিবাহকে অনুমতি দিচ্ছি না।) তখন সে বিবাহ সমূলে উৎখাত হয়ে গেল। আর এটা সহীহ হওয়ার কোনো দিকই অবশিষ্ট থাকে না। অতঃপর এটা বলার পর যখন বলল وَلٰكِنْ أُجِيْزُ الخ কিন্তু আমি দেড় শত দিরহামের বিনিময়ে অনুমতি দিতেছি। তখন (ইতঃপূর্বে) যেই فِعْل -কে প্রত্যাখ্যান করেছিল হুবহু তাকে সাব্যস্ত করা لَازِمٌ হবে। কেননা মোহর বিবাহের মধ্যে تَابِعٌ (অন্যের অনুগামী)। এটা বিবেচনাযোগ্য নয়। সুতরাং বাক্যের প্রথমাংশ শেষাংশের দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই আমরা একে অন্য মোহরের বিনিময়ে নতুন বিবাহের উপর প্রয়োগ করেছি। আর দাসী যেই বিবাহের আকদ করেছিল সেই প্রথম বিবাহকে আমরা فَسْخ ধরেছি। কাজেই لٰكِنْ শব্দটি আত্ফের জন্য হয়ে اِسْتِيْنَافٌ-এর জন্য হয়েছে। আর মাওলা যদি দাসীর কথার উত্তরে বলে لَاأُجِيْزُ النِّكَاحَ بِمِائَةٍ আমি একশত দিরহামের বিনিময়ে অনুমতি দিচ্ছি না; কিন্তু দেড়শত দিরহামের বিনিময়ে অনুমতি দিচ্ছি। এটা হুবহু اِتِّصَالٌ-এর উদাহরণ হবে। আর মূল বিবাহ অবশিষ্ট থাকবে। আর نَفِيْ (অস্বীকৃতি) শুধু একশতের দিকে ফিরবে আর اِثْبَاتٌ (সাব্যস্তকরণ) দেড়শতের দিকে হবে। অতএব হুবহু একই فِعْل-এর اِثْبَاتٌ ও نَفِيٌ হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَدْ قَلَعَ النِّكَاحَ الخ-এর আলোচনা : এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যেই বিবাহ মওকুফ থাকে তা রহিত করে দেওয়ার কারণে রহিত হয়ে যায়। অথচ এখানে এটা (রহিতকরণ) পাওয়া যায়নি। কেবল অনুমতি না দেওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর অনুমতি না দেওয়ার কারণে মওকুফ বিবাহ রহিত হবে কি করে ?

উত্তর : তার জবাবে বলা হবে যে, উক্ত বক্তব্য "لَاأُجِيْزُ" এটা বিবাহ বাতিলকরণ হতে مَجَازٌ হয়েছে। যাতে বাক্যের فَائِدَةٌ সাব্যস্ত হয়। নতুবা অনুমতি না দেওয়ার সংবাদ প্রদানের মধ্যে কি فَائِدَةٌ থাকতে পারে ?

وَ اَوْ لِاَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ وَقَوْلُهُ هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا كَقَوْلِهِ اَحَدُهُمَا حُرٌّ وَهٰذَا مُخْتَارُ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ وَفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْاُصُوْلِيِّيْنَ وَجَمَاعَةُ النَّحْوِيِّيْنَ اِلٰى اَنَّهَا مَوْضُوْعَةٌ لِلشَّكِّ وَهُوَ لَيْسَ بِسَدِيْدٍ لِاَنَّ الشَّكَّ لَيْسَ مَعْنًى مَقْصُوْدًا لِلْمُتَكَلِّمِ قَصَدَ تَفْهِيْمَهُ لِلْمُخَاطَبِ وَاِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّكُّ مِنْ مَحَلِّ الْكَلَامِ وَهُوَ الْخَبَرُ الْمَجْهُوْلُ وَلِذَا لَزِمَ مِنْهُ التَّخْيِيْرُ فِى الْاِنْشَاءِ وَلَوْ سُلِّمَ اَنَّ الشَّكَّ مَقْصُوْدٌ فَقَدْ وُضِعَ لَهُ لَفْظُ الشَّكِّ وَهٰذَا الْكَلَامُ اِنْشَاءٌ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ فَاَوْجَبَ التَّخْيِيْرَ عَلٰى اِحْتِمَالِ اَنَّهُ بَيَانٌ يَعْنِىْ اَنَّ قَوْلَهُ هٰذَا حُرٌّ وَهٰذَا اِنْشَاءٌ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ لِاَنَّ الشَّرْعَ وَضَعَهُ لِاِيْجَادِ الْحُرِّيَّةِ بِهٰذَا اللَّفْظِ وَلٰكِنَّهُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ اِخْبَارًا عَنْ حُرِّيَّةٍ سَابِقَةٍ عَلٰى هٰذَا الْكَلَامِ لِاَجَلِ كَوْنِهِ خَبَرًا مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ وَلَمَّا كَانَ هُوَ ذَا جِهَتَيْنِ فَاَوْجَبَ التَّخْيِيْرَ اَىْ تَخْيِيْرَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ اِنْشَاءً بَعْدَ ذٰلِكَ بِاَنْ يُوْقِعَ الْعِتْقَ فِىْ اَيِّهِمَا شَاءَ وَيُعَيِّنَ اَنَّ هٰذَا كَانَ مُرَادًا لِىْ عَلٰى اِحْتِمَالِ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا التَّعْيِيْنُ بَيَانًا لِلْخَبَرِ الْمَجْهُوْلِ الصَّادِرِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ خَبَرًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَوْ لِاَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ আর اَوْ শব্দটি উদ্ধৃত দুটি বস্তু হতে একটিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে وَقَوْلُهُ هٰذَا حُرٌّ اَوْهٰذَا এবং কারো বক্তব্য এই গোলাম আজাদ অথবা এই গোলামটি كَقَوْلِهِ اَحَدُهُمَا حُرٌّ এটা তার বক্তব্য তাদের একজন আজাদ এর ন্যায় হবে وَهٰذَا مُخْتَارُ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ وَفَخْرِ الْاِسْلَامِ এটা শামসুল আইম্মা ও ফখরুল ইসলামের (র.) পছন্দনীয় মাযহাব وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْاُصُوْلِيِّيْنَ وَجَمَاعَةُ النَّحْوِيِّيْنَ একদল উসূলবিদ ও একদল নাহুবিদের মাযহাব হলো اَوْ اِلٰى اَنَّهَا مَوْضُوْعَةٌ لِلشَّكِّ সন্দেহের জন্য প্রণীত وَهٰذَا لَيْسَ بِسَدِيْدٍ এ মতটি উত্তম নয় لِاَنَّ الشَّكَّ কেননা সন্দেহ لَيْسَ مَعْنًى مَقْصُوْدًا উদ্দিষ্ট অর্থ হতে পারে না لِلْمُتَكَلِّمِ ঐ বক্তার قَصَدَ تَفْهِيْمَهُ যে তার কথা বুঝাবার ইচ্ছা করেছে لِلْمُخَاطَبِ শ্রোতা وَاِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّكُّ مِنْ مَحَلِّ الْكَلَامِ তবে বাক্যের মহলের সন্দেহ لَازِمْ হয় وَهُوَ الْخَبَرُ الْمَجْهُوْلُ আর তা হলো অজানা সংবাদ وَلِذَا لَزِمَ مِنْهُ التَّاخِيْرُ فِى الْاِنْشَاءِ কাজেই اَوْ-এর দ্বারা اِنْشَاءْ-এর মধ্যে اِخْتِيَارْ প্রদান সাব্যস্ত হয়ে থাকে وَلَوْ سُلِّمَ আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে اِنَّ الشَّكَّ مَقْصُوْدٌ সন্দেহ উদ্দেশ্যমূলক فَقَدْ وُضِعَ لَهُ لَفْظُ الشَّكِّ তাহলে এর (সন্দেহের) জন্য شَكٌّ শব্দটিকে প্রণয়ন করা হয়েছে وَهٰذَا الْكَلَامُ اِنْشَاءٌ আর এ বাক্যটি اِنْشَائِيَّةٌ - يَحْتَمِلُ الْخَبَرَ যা خَبَرِيَّةٌ হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে فَاَوْجَبَ التَّخْيِيْرَ কাজেই এখতিয়ার প্রদানকে ওয়াজিব করেছে عَلٰى اِحْتِمَالِ اَنَّهُ بَيَانٌ - بَيَانٌ হওয়ার সম্ভাবনার কারণে يَعْنِىْ اَنَّ قَوْلَهُ هٰذَا حُرٌّ اَوْهٰذَا অর্থাৎ তার বক্তব্য هٰذَا حُرٌّ اَوْهٰذَا এটা اِنْشَاءٌ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ শরিয়তের দৃষ্টিতে اِنْشَائِيَّةٌ - لِاَنَّ الشَّرْعَ وَضَعَهُ কেননা একে শরিয়ত প্রণয়ন করেছে لِاِيْجَادِ الْحُرِّيَّةِ আজাদী সৃষ্টির জন্য بِهٰذَا اللَّفْظِ এ শব্দের দ্বারা وَلٰكِنَّهُ يَحْتَمِلُ কিন্তু এটা সম্ভাবনা রাখে اَنْ يَكُوْنَ اِخْبَارًا সংবাদ প্রদানের عَنْ حُرِّيَّةٍ سَابِقَةٍ পূর্বে আজাদী হওয়ার عَلٰى هٰذَا الْكَلَامِ এ বাক্যের لِاَجَلِ كَوْنِهِ خَبَرًا কেননা এটা জুমলায়ে খাবারিয়্যা مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ আভিধানিক দৃষ্টিতে وَلَمَّا كَانَ هُوَ ذَا جِهَتَيْنِ যেহেতু এ বাক্যটির দুটি দিক রয়েছে فَاَوْجَبَ التَّخْيِيْرَ সেহেতু খেয়ারকে ওয়াজিব করেছে اَىْ تَخْيِيْرُ الْمُتَكَلِّمِ অর্থাৎ বক্তার খেয়ার থাকবে مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ اِنْشَاءً ইনশা হওয়ার কারণে بَعْدَ ذٰلِكَ এরপর بِاَنْ يُوْقِعَ الْعِتْقَ আজাদী সাব্যস্ত করতে পারে فِىْ اَيِّهِمَا شَاءَ যে কোনো একটির মধ্যে وَيُعَيِّنَ এবং নির্দিষ্ট করতে পারে যে اَنَّ هٰذَا كَانَ مُرَادًا لِىْ এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল عَلٰى اِحْتِمَالِ এই সম্ভাবনার হিসেবে যে اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا التَّعْيِيْنُ এ নির্দিষ্টকরণ بَيَانًا لِلْخَبَرِ الْمَجْهُوْلِ অজ্ঞাত খবরের بَيَانٌ হতে পারে الصَّادِرِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ خَبَرًا খবর হওয়া হিসেবে যা বক্তা হতে প্রকাশ পেয়েছে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> **আর اَوْ শব্দটি উদ্ধৃত দু'টি বস্তু হতে একটিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং কারো বক্তব্য هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا এই গোলাম আজাদ অথবা এই গোলামটি। এটা তার বক্তব্য اَحَدُ هُمَا حُرٌّ (তাদের একজন আজাদ)-এর ন্যায় হবে।** এটা শামসুল আইম্মা এবং ফখরুল ইসলাম (র.)-এর পছন্দনীয় মাযহাব। একদল উসূলবিদ ও একদল নাহুবিদদের মাযহাব হলো اَوْ সন্দেহের জন্য প্রণীত। এই মতটি উত্তম নয়। কেননা সন্দেহ ঐ বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ হতে পারে না যে শ্রোতাকে তার কথা বুঝাবার ইচ্ছা করেছে। তবে বাক্যের মহলের সন্দেহ لَازِمْ হয়। আর তা হলো অজানা সংবাদ। কাজেই اَوْ-এর দ্বারা اِنْشَاءْ-এর মধ্যে এখতিয়ার প্রদান সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, সন্দেহ উদ্দেশ্যমূলক। তাহলে এর (সন্দেহের) জন্য شَكْ শব্দটিকে প্রণয়ন করা হয়েছে। **আর এই বাক্যটি اِنْشَائِيَّةْ যা خَبَرِيَّةْ হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। কাজেই بَيَانْ হওয়ার সম্ভাবনার কারণে এখতিয়ার প্রদানকে ওয়াজিব করেছে।** অর্থাৎ তার বক্তব্য هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا শরিয়তের দৃষ্টিতে اِنْشَائِيَّةْ কেননা এ শব্দের দ্বারা আজাদী সৃষ্টির জন্য একে শরিয়ত প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এটা এই বাক্যের পূর্বে আজাদী হওয়ার সংবাদ প্রদানের জন্য হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। কেননা আভিধানিক দৃষ্টিতে এটা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ যেহেতু এই বাক্যটির দুই দিক রয়েছে সেহেতু خِيَارْ -কে ওয়াজিব করেছে। অর্থাৎ এরপর اِنْشَاءْ হওয়ার কারণে বক্তার خِيَارْ থাকবে যে, সে দু'টির যে কোনো একটির মধ্যে আজাদী সাব্যস্ত করতে পারে এবং সে নির্দিষ্ট করতে পারে যে, এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্ভাবনার হিসেবে যে, নির্দিষ্টকরণ অজ্ঞাত খবরের بَيَانْ হতে পারে। খবর হওয়ার হিসেবে যা বক্তা হতে প্রকাশ পেয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّهُ يَحْتَمِلُ الخ-এর আলোচনা : দুই দিকের বিবেচনায় হওয়ার কারণে خَبَرِيَّةْ ও اِنْشَائِيَّةْ-এর একত্রিত হওয়া ক্ষতিকর নয়। তবে মনের মধ্যে এই সন্দেহের উদয় হয় যে, এটা এমন হাকীকী অর্থের হিসেবে خَبَرْ হিসেবে বিবেচিত যা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে পরিত্যক্ত হয়েছে। আর এটা اِنْشَاءْ হওয়া প্রসিদ্ধ মাজাযী অর্থের হিসেবে নির্ধারিত। কাজেই এমতাবস্থায় হাকীকী অর্থ পরিত্যাগ করে মাজাযী অর্থ অনুযায়ী আমল করা হবে। কেননা প্রসিদ্ধ অর্থের উপরই কেবল হুকুম হয়ে থাকে। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, হাকীকী অর্থ পরিত্যক্ত হওয়াকে আমরা স্বীকার করি না। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে যেই শব্দগুলোর অর্থ স্থানান্তরিত হয় এরা ঐ অর্থগুলোরও সম্ভাবনা রাখে অভিধানের দৃষ্টিতে যাদের জন্য এদেরকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে এমতাবস্থায় বক্তার বর্ণনার প্রতি রুজু করা ওয়াজিব। বক্তা যদি বলে, আমি اِنْشَاءْ-এর ইচ্ছা করেছি তাহলে اِنْشَاءْ হবে। আর যদি বলে, আমি خَبَرْ-এর ইচ্ছা করেছি তাহলে خَبَرْ হবে। একই সাথে اِنْشَاءْ ও خَبَرْ হবে না।

وَجُعِلَ الْبَيَانُ اِنْشَاءً مِنْ وَجْهٍ وَاِظْهَارًا مِنْ وَجْهٍ اَىْ كَمَا اَنَّ الْمُبَيَّنَ ذُوْجِهَتَيْنِ فَكَذٰلِكَ الْبَيَانُ ذُوْجِهَتَيْنِ اِنْشَاءً مِنْ وَجْهٍ كَاَنَّهُ يُوْجَدُ الْعِتْقُ الْاٰنَ فِىْ وَقْتِ الْبَيَانِ فَتُشْتَرَطُ لَهُ صَلَاحِيَّةُ الْمَحَلِّ لِاَنَّ اِنْشَاءَ الْعِتْقِ لَايَكُوْنُ اِلَّا فِىْ مَحَلٍّ صَالِحٍ لَهُ فَاِذَا مَاتَ اَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ الْبَيَانِ وَيَقُوْلُ اِنَّهُ كَانَ مُرَادًا لِىْ لَمْ يُقْبَلْ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِاِيْجَادِ الْعِتْقِ وَتَعَيَّنَ الْحَىُّ لِلْعِتْقِ وَاِظْهَارًا مِنْ وَجْهٍ لِلْخَبَرِ الْمَجْهُوْلِ السَّابِقِ فَلِهٰذَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنْ جَانِبِ الْقَاضِىْ وَاِلَّا فَفِى الْاِنْشَاءِ لَا يُجْبَرُ الْقَاضِىْ بِاَنْ يُّعْتِقَ عَبْدَهُ اَلْبَتَّةَ فَالْحَاصِلُ اَنَّ جِهَةَ الْاِنْشَائِيَّةِ وَالْخَبَرِيَّةِ قَدْ اُعْتُبِرَتْ فِىْ كُلٍّ مِنَ الْمُبَيَّنِ وَالْبَيَانِ بِوَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اِحْتِيَاطًا فَفِى الْمُبَيَّنِ مِنْ حَيْثُ قُبُوْلِهِ التَّخْيِيْرَ وَالْبَيَانُ وَفِى الْبَيَانِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ فِىْ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَغَيْرِهِ فَاِنْ بَيَّنَ الْمَيِّتَ لَايَصِحُّ لِلتُّهْمَةِ وَاِنْ بَيَّنَ عَبْدًا قِيْمَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فِىْ مَرَضِ مَوْتِهِ يَصِحُّ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَجُعِلَ الْبَيَانُ اِنْشَاءً مِنْ وَجْهٍ আর বয়ানকে এক দিকের বিবেচনায় اِنْشَاءً নির্ধারণ করা হয়ে وَاِظْهَارًا مِنْ وَجْهٍ এবং অন্য দিকের বিবেচনায় اِظْهَارٌ সাব্যস্ত করা হয়েছে اَىْ كَمَا اَنَّ الْمُبَيَّنَ ذُوْجِهَتَيْنِ অর্থাৎ مُبَيَّنٌ (যার بَيَانٌ করা হয়েছে তা) এর যদ্রূপ দুটি দিক রয়েছে فَكَذٰلِكَ الْبَيَانُ ذُوْ جِهَتَيْنِ তদ্রূপ بَيَانٌ-এরও দুটি দিক রয়েছে اِنْشَاءً مِنْ وَجْهٍ এক দিক দিয়ে এটা ইনশা كَاَنَّهُ يُوْجَدُ الْعِتْقُ الْاٰنَ যেন এখন আজাদী পাওয়া যাচ্ছে فِىْ وَقْتِ الْبَيَانِ বয়ান-এর সময়ই فَتُشْتَرَطُ لَهُ صَلَاحِيَّةُ الْمَحَلِّ কাজেই আজাদীর জন্য যোগ্য পাত্র হওয়া শর্ত لِاَنَّ اِنْشَاءَ الْعِتْقِ কেননা আজাদীর সৃষ্টি لَايَكُوْنُ اِلَّا فِىْ مَحَلٍّ صَالِحٍ لَهُ এর জন্য যোগ্য পাত্র ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে হবে না فَاِذَا مَاتَ اَحَدُ الْعَبْدَيْنِ সুতরাং যখন গোলামদ্বয়ের একটি মৃত্যুবরণ করবে قَبْلَ الْبَيَانِ বয়ান এর পূর্বে وَيَقُوْلُ اِنَّهُ كَانَ مُرَادًا لِىْ এবং বক্তা বলবে যে সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল لَمْ يُقْبَلْ তাহলে এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا কেননা পাত্র অবশিষ্ট নেই لِاِيْجَادِ الْعِتْقِ আজাদী সৃষ্টি করার وَتَعَيَّنَ الْحَىُّ لِلْعِتْقِ এবং জীবিতটি আজাদীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে اِظْهَارٌ مِنْ وَجْهٍ আর অন্য দিকের বিবেচনায় এটা ইজহার لِلْخَبَرِ الْمَجْهُوْلِ السَّابِقِ অর্থাৎ অজ্ঞাত পূর্ববর্তী খবর প্রকাশের হিসেবে فَلِهٰذَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ কাজেই এর উপর বাধ্য করা হবে مِنْ جَانِبِ الْقَاضِىْ বিচারকের পক্ষ হতে وَاِلَّا فَفِى الْاِنْشَاءِ অন্যথা اِنْشَاءٌ-এর মধ্যে لَايُجْبَرُ الْقَاضِىْ বিচারক বাধ্য করতে পারে না بِاَنْ يُّعْتِقَ عَبْدَهُ اَلْبَتَّةَ যে অবশ্যই দাসকে আজাদ করতে হবে فَالْحَاصِلُ সারকথা এই যে اَنَّ جِهَةَ الْاِنْشَائِيَّةِ وَالْخَبَرِيَّةِ ইনশাইয়্যাহ ও خَبَرِيَّةٌ উভয় দিকের প্রতি قَدْ اُعْتُبِرَتْ লক্ষ্য রাখা হয়েছে فِىْ كُلٍّ مِنَ الْمُبَيَّنِ وَالْبَيَانِ مُبَيَّنٌ ও বয়ান প্রত্যেকটির মধ্যে بِوَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اِحْتِيَاطًا সতর্কতামূলক আলাদা দু'টি দিক থেকেই فَفِى الْمُبَيَّنِ مِنْ حَيْثُ قُبُوْلِهِ التَّخْيِيْرَ وَالْبَيَانُ সুতরাং مُبَيَّنٌ-এর মধ্যে হয়ে থাকে উহা কর্তৃক ইখতিয়ার ও বর্ণনা গ্রহণের দিক থেকে وَفِى الْبَيَانِ আর بَيَانٌ-এর মধ্যে হয় مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ فِىْ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ وَغَيْرِهِ অপবাদ ও অন্যান্য দোষে দুষ্ট হওয়া হিসেবে فَاِنْ بَيَّنَ الْمَيِّتَ অতএব সে যদি মৃত দাসের নাম বর্ণনা করে لَايَصِحُّ لِلتُّهْمَةِ তাহলে মিথ্যা অপবাদের কারণে এটা সহীহ হবে না وَاِنْ بَيَّنَ عَبْدًا قِيْمَتُهُ আর যদি দাসের মূল্য বর্ণনা করে اَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ এক তৃতীয়াংশের অধিক فِىْ مَرَضِ مَوْتِهِ তার মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় يَصِحُّ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ তাহলে অপবাদের আশংকা না থাকার দরুন সহীহ হবে।

সরল অনুবাদ : আর বয়ানকে এক দিকের বিবেচনায় اِنْشَاءٌ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অন্য দিকের বিবেচনায় اِظْهَارٌ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ مُبَيَّنٌ (যার بَيَانٌ করা হয়েছে তা)-এর যদ্রূপ দু'টি দিক রয়েছে, তদ্রূপ بَيَانٌ-এরও দু' দিক রয়েছে। এক দিক দিয়ে এটা اِنْشَاءٌ যেন এখন بَيَانٌ-এর সময়ই আজাদী পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই আজাদীর জন্য যোগ্য পাত্র হওয়া শর্ত। কেননা আজাদীর সৃষ্টি এর জন্য যোগ্য পাত্র ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে হবে না। সুতরাং যখন بَيَانٌ-এর পূর্বেই গোলামদ্বয়ের একটি মৃত্যুবরণ করবে এবং বক্তা বলবে যে, সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আজাদী সৃষ্টি করার পাত্র অবশিষ্ট নাই এবং জীবিতটি আজাদীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর অন্য দিকের বিবেচনায় অর্থাৎ অজ্ঞাত খবর প্রকাশের হিসেবে এটা اِظْهَارٌ কাজেই বিচারকের পক্ষ হতে এর উপর বাধ্য করা হবে। অন্যথা اِنْشَاءٌ-এর মধ্যে বিচারক বাধ্য করতে পারে না যে, অবশ্যই দাসকে আজাদ করতে হবে। সার কথা এই যে, সতর্কতার খাতিরে বিপরীত দিকদ্বয়ের হিসেবে مُبَيَّنٌ ও بَيَانٌ প্রত্যেকটির মধ্যে خَبَرِيَّةٌ ও اِنْشَائِيَّةٌ উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং مُبَيَّنٌ-এর মধ্যে এটা تَخْيِيْر-কে কবুল করার হিসেবে এবং بَيَانٌ-এর মধ্যে উহা অপবাদ ও অন্যান্য দোষে দুষ্ট হওয়ার হিসেবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। অতএব সে যদি মৃত দাসের নাম বর্ণনা করে, তাহলে মিথ্যা অপবাদের কারণে এটা সহীহ হবে না। আর যদি মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় এমন এক গোলামের কথা বলে যার মূল্য সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক, তাহলে অপবাদের আশঙ্কা না থাকার দরুন সহীহ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَتُشْتَرَطُ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ مُبَيَّنٌ-এর ন্যায় بَيَانٌ-এরও দু'টি দিক রয়েছে। এটা এক দিক দিয়ে اِنْشَاءٌ যেন بَيَانٌ-এর সময় এখন আজাদী পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এটার জন্য যোগ্য পাত্রের প্রয়োজন হবে। পক্ষান্তরে بَيَانٌ যদি সর্বদিক দিয়ে اِظْهَارٌ হয়, তাহলে بَيَانٌ-এর অবস্থায় যোগ্য পাত্র হওয়া শর্ত হবে না; বরং প্রথম اِيْجَابٌ-এর সময় স্থান পাওয়া শর্ত হবে।

وَإِذَا دَخَلَتْ فِى الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِأَنْ يَّقُوْلَ وَكَّلْتُ هٰذَا أَوْ هٰذَا فَأَيُّهُمَا تَصَرَّفَ صَحَّ وَلَا يُشْتَرَطُ اِجْتِمَاعُهُمَا لِأَنَّ أَوْ فِى مَوْضَعِ الْاِنْشَاءِ لِلتَّخْيِيْرِ وَالتَّوْكِيْلُ اِنْشَاءٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ فَإِنَّهُ لَايَصِحُّ التَّرْدِيْدُ فِيْهِمَا بِأَنْ يَّقُوْلَ بِعْتُ هٰذَا أَوْ هٰذَا أَوْ بِعْتُ هٰذَا بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ أَوْ اَجَرْتُ هٰذَا أَوْ هٰذَا أَوْ اَجَرْتُ هٰذَا بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ لِبَقَاءِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ أَوِ الْمَعْقُوْدُ بِهٖ مَجْهُوْلًا مَعَ عَدَمِ تَعَيُّنِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَعْلُوْمًا فِى اِثْنَيْنِ أَوْ ثَلٰثَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ أَىْ لَايَصِحُّ الْبَيْعُ وَالْاِجَارَةُ قَطُّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَعْلُوْمًا بِأَنْ يَّقُوْلَ عَلٰى اَنَّ الْخِيَارَ فِى التَّعْيِيْنِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِىْ أَوْ لِلْاٰجِرِ أَوْ لِلْمُسْتَاجِرِ وَيَكُوْنُ الْخِيَارُ وَاقِعًا فِى اِثْنَيْنِ أَوْ ثَلٰثَةٍ مِنَ الْمَبِيْعِ وَالثَّمَنِ وَمِنَ الْأُجْرَةِ وَالدَّارِ لَا اَزْيَدُ مِنَ الثَّلٰثَةِ لِأَنَّ الثَّلٰثَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَالْوَسْطِ وَالرَّدِيِّ وَالرَّابِعُ زَائِدٌ لَاحَاجَةَ اِلَيْهِ وَالْجَهَالَةُ غَيْرُ مُفْضِيَّةٍ اِلَى الْمُنَازَعَةِ لِتَعَيُّنِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَيَصِحُّ اِسْتِحْسَانًا اِلْحَاقًا لِهٰذَا الْخِيَارِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَعِنْدَ زُفَرَ (رح) وَالشَّافِعِىِّ (رح) لَايَصِحُّ قِيَاسًا لِلْجَهَالَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِذَا دَخَلَتْ فِى الْوَكَالَةِ আর أَوْ শব্দটি যখন وَكَالَتْ-এর মধ্যে প্রবিষ্ট হবে يَصِحُّ সহীহ হবে بِأَنْ يَقُوْلَ এভাবে বলবে যে وَكَّلْتُ هٰذَا أَوْ هٰذَا আমি একে উকিল বানালাম অথবা একে فَأَيُّهُمَا تَصَرَّفَ صَحَّ এ ক্ষেত্রে দুজনের একজন ক্ষমতা প্রয়োগ করলে সহীহ হবে وَلَايُشْتَرَطُ اِجْتِمَاعُهُمَا উভয় একত্রিত হওয়া শর্ত নয় لِأَنَّ أَوْ فِى مَوْضَعِ الْاِنْشَاءِ কেননা اِنْشَاءٌ-এর স্থলে أَوْ শব্দটি لِلتَّخْيِيْرِ এখতিয়ার প্রদান এর জন্য হয়ে থাকে وَالتَّوْكِيْلُ اِنْشَاءٌ আর উকিল নিয়োগ করা ইনশা بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ এটা বিক্রয় ও ইজারা (ভাড়া) দেওয়ার বিপরীত فَإِنَّهُ لَايَصِحُّ التَّرْدِيْدُ فِيْهِمَا কেননা এতদুভয়ের মধ্যে সংশয় জায়েজ নেই بِأَنْ يَّقُوْلَ এভাবে বলবে যে بِعْتُ هٰذَا أَوْ هٰذَا এটা এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম অথবা দুই হাজারের বিনিময়ে أَوْ اَجَرْتُ هٰذَا أَوْ هٰذَا অথবা বলবে যে, আমি এটা ইজারা দিলাম অথবা এটা أَوْ اَجَرْتُ هٰذَا بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ কিংবা বলবে এটা এক হাজারের বিনিময়ে ইজারা দিলাম অথবা দুই হাজারের বিনিময়ে لِبَقَاءِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ أَوِ الْمَعْقُوْدُ بِهٖ مَجْهُوْلًا কেননা مَعْقُوْدٌ عَلَيْهِ অথবা مَعْقُوْدٌ بِهٖ অজ্ঞাত রয়েছে مَعَ عَدَمِ تَعَيُّنِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ উপরন্তু যার হাতে خِيَارْ রয়েছে তার পক্ষ হতে تَعَيُّنْ ও পাওয়া যায়নি اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَعْلُوْمًا তবে যার জন্য خِيَارٌ রয়েছে তা জানা থাকবে فِى اِثْنَيْنِ أَوْ ثَلٰثَةٍ দুই বা তিনের মধ্যে مُتَعَلِّقٌ بِالْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ এটা بَيْع ও اِجَارَةْ-এর সাথে মুতাআল্লিক أَىْ لَايَصِحُّ الْبَيْعُ وَالْاِجَارَةُ قَطُّ অর্থাৎ بَيْع ও اِجَارَةْ কখনই সহীহ হবে না اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَعْلُوْمًا তবে তখন সহীহ হবে যখন যার জন্য খেয়ার রয়েছে সে জানা থাকবে بِأَنْ يَّقُوْلَ এভাবে বলবে যে, عَلٰى اَنَّ الْخِيَارَ فِى التَّعْيِيْنِ নির্দিষ্ট করণের এখতিয়ার থাকবে لِلْبَائِعِ বিক্রেতার জন্য أَوْ لِلْمُشْتَرِىْ অথবা ক্রেতার জন্য أَوْ لِلْاٰجِرِ অথবা ইজারা দাতার জন্য أَوْ لِلْمُسْتَاجِرِ অথবা ইজারা গ্রহীতার জন্য وَيَكُوْنُ الْخِيَارُ وَاقِعًا আর خِيَارْ থাকবে فِى الْاِثْنَيْنِ أَوْ ثَلٰثَةٍ দুই অথবা তিনের মধ্যে مِنَ الْمَبِيْعِ وَالثَّمَنِ দ্রব্য মূল্য থেকে وَمِنَ الْأُجْرَةِ وَالدَّارِ ভাড়া এবং ঘরের মধ্য হতে لَا اَزْيَدُ مِنَ الثَّلٰثَةِ তিনের অতিরিক্ত নয় لِأَنَّ الثَّلٰثَةَ কারণ তিন تَشْتَمِلُ শামিল হয় عَلَى الْجَيِّدِ উত্তমের উপর وَالْوَسْطُ মধ্যমের উপর وَالرَّدِيِّ মন্দের উপর وَالرَّابِعُ زَائِدٌ আর চতুর্থ অতিরিক্ত لَاحَاجَةَ اِلَيْهِ এর প্রয়োজন নেই وَالْجَهَالَةُ এবং অজ্ঞতা غَيْرُ مُفْضِيَّةٍ اِلَى الْمُنَازَعَةِ উভয়পক্ষের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত করে না لِتَعَيُّنِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ কারণ নির্দিষ্ট مَنْ لَهُ الْخِيَارُ রয়েছে فَيَصِحُّ اِسْتِحْسَانًا সূতরাং اِسْتِحْسَانٌ-এর দৃষ্টিকোণ হতে সহীহ হবে اِلْحَاقًا لِهٰذَا الْخِيَارِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ এই

খেয়ারকে خِيَارُ شَرْطٍ-এর সাথে যুক্ত করা হবে وَعِنْدَ زُفَرَ رحـ وَالشَّافِعِيِّ رحـ আর ইমাম যুফার (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَا يَصِحُّ সহীহ হবে না قِيَاسًا কিয়াসের দৃষ্টিতে لِلْجَهَالَةِ অজ্ঞতার কারণে।

সরল অনুবাদ : আর اَوْ শব্দটি যখন وَكَالَتْ-এর মধ্যে প্রবিষ্ট হবে সহীহ হবে। এভাবে বলবে যে, وَكَلْتُ هٰذَا اَوْهٰذَا (আমি একে উকিল বানালাম অথবা একে)। এই ক্ষেত্রে দু' জনের একজন ক্ষমতা প্রয়োগ করলে সহীহ হবে। উভয় একত্রিত হওয়া শর্ত নয়। কেননা اِنْشَاءْ-এর স্থলে اَوْ শব্দটি تَخْيِيْر (এখতিয়ার প্রদান)-এর জন্য হয়ে থাকে। আর تَوْكِيْل (উকিল নিয়োগ করা) اِنْشَاءْ - **এটা বিক্রয় ও ইজারা (ভাড়া) দেওয়ার বিপরীত।** কেননা এতদুভয়ের মধ্যে تَرْدِيْد (সংশয়) জায়েজ নেই। এভাবে বলবে যে, بِعْتُ هٰذَا اَوْ هٰذَا (এটা বিক্রয় করলাম অথবা এটা)। অথবা বলবে بِعْتُ هٰذَا بِاَلْفٍ اَوْ اَلْفَيْنِ (এটা এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম অথবা দুই হাজারের বিনিময়ে)। অথবা বলবে যে, اَجَرْتُ هٰذَا اَوْ هٰذَا (আমি এটা ইজারা দিলাম অথবা এটা) কিংবা বলবে اَجَرْتُ هٰذَا بِاَلْفٍ اَوْ بِاَلْفَيْنِ (এটা এক হাজারের বিনিময়ে ইজারা দিলাম অথবা দুই হাজারের বিনিময়ে)। কেননা مَعْقُوْد عَلَيْه (যার উপর আকদ হয়েছে) অথবা مَعْقُوْد بِه (যার সাথে আকদ হয়েছে) অজ্ঞাত রয়েছে। উপরন্তু যার হাতে خِيَارْ রয়েছে তার পক্ষ হতে تَعْيِيْن ও পাওয়া যায়নি। **তবে যার জন্য خِيَارْ রয়েছে তা দুই বা তিনের মধ্যে জানা থাকবে।** এটা بَيْع ও اِجَارَةْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ অর্থাৎ بَيْع ও اِجَارَةْ কখনই সহীহ হবে না। তবে তখন সহীহ হবে, যখন مَنْ لَهُ الْخِيَارُ (যার জন্য খেয়ার রয়েছে) সে জানা থাকবে। এভাবে বলবে যে, নির্দিষ্টকরণের এখতিয়ার বিক্রেতার অথবা ক্রেতার কিংবা ইজারাদাতা বা ইজারা গ্রহীতার জন্য থাকবে। আর خِيَارْ مَبِيْع (দ্রব্য), ثَمَنْ (মূল্য), ভাড়া এবং ঘরের মধ্য হতে দুই অথবা তিনের মধ্যে হবে। তিনের অতিরিক্ত, এর প্রয়োজন নেই। আর مَعْقُوْدْ عَلَيْه অথবা مَعْقُوْد بِه-এর অজ্ঞতা উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত করে না। কারণ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ নির্দিষ্ট রয়েছে। **সুতরাং اِسْتِحْسَانْ-এর দৃষ্টিকোণ হতে সহীহ হবে।** অর্থাৎ خِيَارُ تَعْيِيْن-কে خِيَارُ شَرْط-এর সাথে যুক্ত করা হবে। আর ইমাম যুফার (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে অজ্ঞতার কারণে কিয়াসের দৃষ্টিতে সহীহ হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالتَّوْكِيْلُ اِنْشَاءٌ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ উকিল নিয়োগ করা اِنْشَاءْ-এর প্রকারভুক্ত। আর وَكَالَتْ প্রশস্ততা (উদারতা)-এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এ ধরনের অজ্ঞতার দরুন ঝগড়ার সৃষ্টি হবে না।

قَوْلُهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الخ-এর আলোচনা : এখানে خِيَارْ বলতে নির্দিষ্টকরণের خِيَارْ -কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দু'টির কোনটির উপর আকদ হবে তা নির্দিষ্ট করে দেবে। আর এই خِيَارْ বক্তা তথা বিক্রেতার হাতেই থাকবে। সুতরাং مَنْ لَهُ الْخِيَارُ-এর দ্বারা এখানে বিক্রেতা উদ্দেশ্য।

وَفِى الْمَهْرِ كَذٰلِكَ عِنْدَ هُمَا اِنْ صَحَّ التَّخْيِيْرُ وَفِى النَّقْدَيْنِ يَجِبُ الْاَقَلُّ يَعْنِىْ اِذَا دَخَلَ "اَوْ" فِى الْمَهْرِ بِاَنْ يَقُوْلَ تَزَوَّجْتُ عَلٰى هٰذَا اَوْ هٰذَا فَاَيُّهُمَا اَعْطَاهَا صَحَّ عِنْدَهُمَا وَلٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَّصِحَّ التَّخْيِيْرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِاَنْ يَّكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَائِرًا بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ اَوِ الصِّفَةِ بِاَنْ يَّقُوْلَ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اَوْمِائَةُ دِيْنَارٍ اَوْ يَقُوْلُ عَلَىَّ اَلْفُ حَالَةً اَوْ اَلْفَيْنِ مُؤَجَّلَةً اَوْ يَقُوْلُ عَلَىَّ هٰذَا الْعَبْدُ اَوْ هٰذَا الْعَبْدُ فَاِنَّ كُلًّا مِنْ هٰؤُلَاءِ مُشْتَمِلٌ عَلٰى نَفْعٍ وَضَرَرٍ وَعُسْرٍ وَيُسْرٍ فَيَصِحُّ التَّخْيِيْرُ فَيُعْطِيْهَا مَا شَاءَ وَاِنْ لَمْ يَصِحَّ التَّخْيِيْرُ بِاَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّقْدَيْنِ مَثَلاً يَقُوْلُ تَزَوَّجْتُكَ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ اَوْ اَلْفَىْ دِرْهَمٍ يَجِبُ الْاَقَلُّ لَامُحَالَةَ اِذْ لَافَائِدَةَ لِلزَّوْجِ فِىْ هٰذَا الْاِخْتِيَارِ بَلْ نَفْعُهُ فِىْ اِعْطَاءِ الْاَقَلِّ اَلْبَتَّةَ وَلَمْ يُعْتَبَرْ نَفْعُهَا فِىْ قَبُوْلِ الْكَثِيْرِ لِاَنَّ الْاَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالْمَالُ فِى النِّكَاحِ لَيْسَ اَمْرًا اَصْلِيًّا حَتّٰى تُعْتَبَرَ رِعَايَةُ الزِّيَادَةِ وَقَدْ فُهِمَ مِنْ هٰذَا التَّقْرِيْرِ اَنَّ قَيْدًا فِى النَّقْدَيْنِ اِتِّفَاقِىٌّ لِاَنَّهُ اِذَا تَزَوَّجَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ هٰذَا الْعَبْدِ يَجِبُ عِنْدَهُمَا الْعَبْدُ الْاَقَلُّ قِيْمَةً هٰكَذَا قِيْلَ وَهٰذَا كُلُّهُ عِنْدَ هُمَا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِى الْمَهْرِ كَذٰلِكَ عِنْدَهُمَا আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে মোহরের ব্যাপারেও তদ্রূপ হুকুম হবে اِنْ صَحَّ التَّخْيِيْرُ যদি تَخْيِيْر সহীহ হয় وَفِى النَّقْدَيْنِ يَجِبُ الْاَقَلُّ এবং দুটি মুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা এর মধ্যে কম মূল্যর মুদ্রা ওয়াজিব হবে يَعْنِىْ اِذَا دَخَلَ اَوْ فِى الْمَهْرِ অর্থাৎ যখন মোহরের মধ্যে اَوْ শব্দ প্রবিষ্ট হবে بِاَنْ يَّقُوْلَ যেমন কেউ বলবে تَزَوَّجْتُ عَلٰى هٰذَا اَوْ هٰذَا আমি এর বিনিময়ে বিবাহ করলাম অথবা এর বিনিময়ে فَاَيُّهُمَا اَعْطَاهَا صَحَّ عِنْدَهُمَا তখন যে কোনো একটি মোহর আদায় করবে সাহবোইন (র.) এর মতে সহীহ হবে وَلٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَصِحَّ التَّخْيِيْرُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ তবে ঐ দুই বস্তুর মধ্যে খেয়ার দেওয়া সহীহ হওয়া শর্ত بِاَنْ يَّكُوْنَ এভাবে যে كُلٌّ مِنْهُمَا دَائِرًا بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ উভয়ের প্রত্যেকটিতে উপকার ও ক্ষতি হওয়া চাই بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ اَوِ الصِّفَةِ ভিন্ন জাতীয় অর্থ বা ভিন্ন সিফাত হওয়ার হিসেবে بِاَنْ يَّقُوْلَ যেমন বলবে عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اَوْ مِائَةُ دِيْنَارٍ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে অথবা একশত দিনারের বিনিময়ে اَوْ يَقُوْلُ অথবা বলবে عَلَىَّ اَلْفُ حَالَةً اَوْ اَلْفَيْنِ مُؤَجَّلَةً এক হাজার নগদ বা দুই হাজার বাকির বিনিময়ে اَوْ يَقُوْلُ অথবা বলবে عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ هٰذَا الْعَبْدِ এ গোলামটির বিনিময়ে অথবা অন্য একটি গোলামের বিনিময়ে فَاِنْ كُلًّا مِنْ هٰؤُلَاءِ مُشْتَمِلٌ এ সবগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে عَلٰى نَفْعٍ وَضَرَرٍ وَعُسْرٍ وَيُسْرٍ লাভ ক্ষতি ও সুখ দুঃখ فَيَصِحُّ خِيَارْ সুতরাং خِيَارْ প্রদান সহীহ হবে فَيُعْطِيْهَا مَا شَاءَ সুতরাং যা ইচ্ছা তা-ই স্ত্রীকে দিতে পারবে وَاِنْ لَمْ يَصِحَّ التَّخْيِيْرُ আর যদি تَخْيِيْر সহীহ না হয় بِاَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَ الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ এভাবে যে কমও বেশি হয় مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّقْدَيْنِ একই জাতীয় মুদ্রার مَثَلاً يَقُوْلُ যেমন সে বলল زَوَّجْتُكَ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ اَوِ اَلْفَىْ دِرْهَمٍ আমি তোমাকে এক হাজার দিরহাম অথবা দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করলাম يَجِبُ الْاَقَلُّ لَامُحَالَةَ এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে কম মূল্য ওয়াজিব হবে اِذْ لَا فَائِدَةَ لِلزَّوْجِ فِىْ هٰذَا الْاِخْتِيَارِ কেননা এ এখতিয়ার প্রদানে স্বামীর কোনো লাভ নেই بَلْ نَفْعَهُ فِىْ اِعْطَاءِ الْاَقَلِّ اَلْبَتَّةَ বরং কম মোহর দেওয়ার মধ্যেই তার লাভ وَلَمْ يُعْتَبَرْ نَفْعُهَا فِىْ قَبُوْلِ الْكَثِيْرِ অধিক মূল্যগ্রহণ করার ব্যাপারে স্ত্রীর লাভের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি لِاَنَّ الْاَصْلَ بَرَائَةُ الذِّمَّةِ কেননা এ ব্যাপারে দায়িত্ব হতে রেহাই পাওয়াই মূল বিধান وَالْمَالُ فِى النِّكَاحِ لَيْسَ اَمْرًا اَصْلِيًّا আর বিবাহের মধ্যে সম্পদ কোনো মৌলিক ব্যাপার নয় حَتّٰى تُعْتَبَرَ رِعَايَةُ الزِّيَادَةِ যদ্দরুন অধিক সংখ্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে وَقَدْ فُهِمَ مِنْ هٰذَا التَّقْرِيْرِ উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা এটা

পরিস্কার হয়ে গেছে যে, لِأَنَّهُ - اِنَّ قَيْدًا فِى النَّقْدَيْنِ اِتِّفَاقِىْ قَيْد فِى النَّقْدَيْنِ এর (শর্ত) اِتِّفَاقِىْ (ঘটনাক্রমে) হয়েছে لِأَنَّهُ কেননা যখন কোনো ব্যক্তি اِذَا تَزَوَّجَ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ هٰذَا الْعَبْدِ - عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ هٰذَا الْعَبْدِ -এর শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় يَجِبُ عِنْدَهُمَا الْعَبْدُ তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে ঐ গোলামই ওয়াজিব হবে الْاَقَلُّ قِيْمَتَهٗ যার মূল্য কম هٰكَذَا قِيْلَ এরূপই বলা হয়েছে وَهٰذَا كُلُّهٗ عِنْدَهُمَا আর এ সব হুকুম সাহেবাইন (র.)-এর মত অনুযায়ী সাব্যস্ত।

সরল অনুবাদ : আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে মোহরের ব্যাপারেও তদ্রূপ হুকুম হবে, যদি تَخْيِيْر সহীহ হয় এবং দু'টি মুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা এর মধ্যে কম মূল্যের মুদ্রা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যখন মোহরের মধ্যে اَوْ শব্দ প্রবিষ্ট হবে। যেমন, কেউ বলবে تَزَوَّجْتُ عَلٰى هٰذَا اَوْ هٰذَا (আমি এর বিনিময়ে বিবাহ করলাম অথবা এর বিনিময়ে।) তখন যে কোনো একটি মোহর আদায় করবে, সাহেবাইন (র.)-এর মতে সহীহ হবে। তবে ঐ দুই বস্তুর মধ্যে খেয়ার দেওয়া সহীহ হওয়া শর্ত। এভাবে যে, ভিন্ন জাতীয় অর্থ বা ভিন্ন সিফাত হওয়ার হিসেবে উভয়ের প্রত্যেকটিতে উপকার ও ক্ষতি থাকা চাই। যেমন বলবে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বা এক শত দীনারের বিনিময়ে অথবা বলবে এক হাজার নগদ বা দুই হাজার বাকির বিনিময়ে। অথবা বলবে এ গোলামটির বিনিময়ে অথবা এ দু'টি গোলামের বিনিময়ে। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে লাভ-ক্ষতি ও সুখ-দুঃখ রয়েছে। সুতরাং خِيَارْ প্রদান সহীহ হবে। সুতরাং যা ইচ্ছা তা-ই স্ত্রীকে দিতে পারবে। আর যদি تَخْيِيْر সহীহ না হয় এভাবে যে, একই জাতীয় মুদ্রার কম ও বেশি হয়। যেমন– কেউ বলল "تَزَوَّجْتُكِ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ اَوْ اَلْفَىْ دِرْهَمٍ" আমি তোমাকে এক হাজার দিরহাম অথবা দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করলাম। এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে কম মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা এই এখতিয়ার প্রদানে স্বামীর কোনো লাভ নেই; বরং কম মোহর দেওয়ার মধ্যেই তার লাভ। অধিক মূল্য গ্রহণ করার ব্যাপারে স্ত্রীর লাভের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি। কেননা, এ ব্যাপারে দায়িত্ব হতে রেহাই পাওয়াই মূল বিধান। আর বিবাহের মধ্যে সম্পদ কোনো মৌলিক ব্যাপার নয়। যদ্দরুন অধিক সংখ্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে। উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, فِى النَّقْدَيْنِ-এর قَيْد (শর্ত) اِتِّفَاقِىْ (ঘটনাক্রমে) হয়েছে। এটা اِحْتِرَازِىْ নয় (অর্থাৎ এর দ্বারা কিছুকে বাদ দেওয়া হয়নি)। কেননা যখন কোনো ব্যক্তি عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ هٰذَا الْعَبْدِ-এর শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে ঐ গোলামই ওয়াজিব হবে যার মূল্য কম। এরূপই বলা হয়েছে। আর এসব হুকুম সাহেবাইন (র.)-এর মত অনুযায়ী সাব্যস্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ اَوِ الصِّفَةِ الخ-এর আলোচনা : جِنْس-এর বিভিন্নতার উদাহরণ যথা– একদিকে দিরহাম ও অন্য দিকে দীনার হওয়া। এরূপ হলে এদের যে কোনো একটি প্রদানের অধিকার থাকবে।

আর সিফাতের বিভিন্নতার উদাহরণ হলো, এদের একটি নগদ ও অপরটি বাকি হওয়া। যদিও নাকি এরা একই জাতীয় হয়।

وَعِنْدَهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي كُلٍّ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الْأَصْلِيُّ فِي النِّكَاحِ وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ إِلَى الْمُسَمّٰى إِنَّمَا يَكُوْنُ عِنْدَ مَعْلُوْمِيَّةِ التَّسْمِيَةِ وَلَمْ تُوْجَدْ وَلٰكِنْ فِي صُوْرَةِ الْأَلْفِ الْحَالَةِ وَالْأَلْفَيْنِ النَّسِيْئَةِ إِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْخِيَارُ لَهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْأَلْفِ فَالْخِيَارُ لِلزَّوْجِ يُعْطِيْهَا أَيَّهُمَا شَاءَ وَفِي الْكَفَّارَةِ يَجِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْبَعْضِ يَعْنِيْ إِنَّ فِيْ كُلِّ كَفَّارَةٍ رَدَّدَ فِيْهَا بَيْنَ الْأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ "أَوْ" كَمَا فِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ وَكَمَا فِيْ كَفَّارَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ مِنْ عُذْرٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে فِيْ كُلٍّ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ উপরোক্ত সমস্ত মাসআলায় لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الْأَصْلِيُّ কেননা এটাই ওয়াজিব হয়ে থাকে فِي النِّكَاحِ বিবাহের মধ্যে وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ إِلَى الْمُسَمّٰى আর এ মোহরে মিছিল বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট মোহরের দিকে এ সময় যাওয়া হয় إِنَّمَا يَكُوْنُ عِنْدَ مَعْلُوْمِيَّةِ التَّسْمِيَةِ যখন সে নির্দিষ্ট পরিমাণ জানা থাকে وَلَمْ تُوْجَدْ আর এখানে তা পাওয়া যায়নি وَلٰكِنْ فِيْ صُوْرَةِ الْأَلْفِ الْحَالَةِ وَالْأَلْفَيْنِ النَّسِيْئَةِ কিন্তু নগদ একহাজার এবং বাকি দুই হাজারের অবস্থায় إِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ যদি মোহরের মিছিল দুই হাজার বা ততোধিক হয় فَالْخِيَارُ لَهَا তখন স্ত্রীর এখতিয়ার থাকবে وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْأَلْفِ আর মোহরে মিছিল যদি এক হাজারের কম হয় فَالْخِيَارُ لِلزَّوْجِ তাহলে স্বামীর এখতিয়ার থাকবে يُعْطِيْهَا أَيَّهُمَا شَاءَ সে দুটির মধ্য হতে যেটি ইচ্ছা স্ত্রীকে দিতে পারবে وَفِي الْكَفَّارَةِ يَجِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ عِنْدَنَا আর আমাদের (হানাফীদের) মতে কাফফারার মধ্যে ঐসব বিষয়ের একটি ওয়াজিব হবে خِلَافًا لِلْبَعْضِ কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন يَعْنِيْ إِنَّ فِيْ كُلِّ كَفَّارَةٍ অর্থাৎ ঐ সব কাফফারার বেলায় رَدَّدَ فِيْهَا بَيْنَ الْأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ أَوْ যাতে أَوْ শব্দের দ্বারা বিষয়গুলোর মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে كَمَا فِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ যেমন শপথের কাফফারার ব্যাপারে مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তাআলার বাণী إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ দশজন মিসকিনকে খেতে দিবে مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ তোমাদের পরিবার পরিজনকে যা খাওয়াও তার মধ্যম মানের খাবার أَوْ كِسْوَتُهُمْ অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় দেবে أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ কিংবা একটি গোলাম আজাদ করবে وَكَمَا فِيْ كَفَّارَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ مِنْ عُذْرٍ এবং তদ্রূপ ওজরের দরুন মাথা মুণ্ডানোর কাফফারার ব্যাপারে مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ তাহলে ফিদিয়া প্রদান করবে রোজার দ্বারা أَوْ صَدَقَةٍ অথবা সদকার দ্বারা أَوْ نُسُكٍ অথবা পশু জবাইয়ের মাধ্যমে।

সরল অনুবাদ : আর ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর মতে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ উপরোক্ত সমস্ত মাসআলায়। কেননা বিবাহের মধ্যে মূলত এটাই ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর এই মহরে মিছিল বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট মোহরের দিকে ঐ সময় যাওয়া হয় যখন সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ জানা থাকে। আর এখানে তা পাওয়া যায়নি। কিন্তু নগদ এক হাজার এবং বাকি দুই হাজারের অবস্থায় যদি মোহরে মিছিল দুই হাজার বা ততোধিক হয়, তখন স্ত্রীর এখ্তিয়ার থাকবে। আর মোহরে মিছিল যদি এক হাজারের কম হয়, তাহলে স্বামীর এখ্তিয়ার থাকবে। সে দু'টির মধ্য হতে যেটি ইচ্ছা স্ত্রীকে দিতে পারবে। **আর আমাদের (হানাফীদের) মতে কাফ্ফারার মধ্যে ঐ সব বিষয়ের একটি ওয়াজিব হবে। কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।** অর্থাৎ ঐ সব কাফ্ফারার বেলায় যাতে أَوْ শব্দের দ্বারা বিষয়গুলোর মধ্যে এখ্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। যেমন– শপথের কাফ্ফারার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী "إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ" (তোমাদের পরিবার পরিজনকে যা খাওয়াও তার মধ্যম মানের খাবার দশজন মিসকিনকে খেতে দেবে। অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় দেবে। কিংবা একটি গোলাম আজাদ করবে এবং তদ্রূপ ওজরের দরুন মাথা মুণ্ডানোর কাফ্ফারার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (তা হলে ফিদিয়া আদায় করবে রোজার দ্বারা অথবা সদকার দ্বারা অথবা পশু জবাইয়ের মাধ্যমে)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে মোহরের মধ্যে আসল কি? সে বিষয়ের আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহের মধ্যে আসল হলো মোহরে মিছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে বিবাহের মধ্যে আসল মোহর হলো দশ দিরহাম। কেননা হাদীসের মধ্যে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (দশ দিরহামের কমে মোহর হয় না)। এর উত্তরে বলা যাবে যে, যেহেতু কোনো মোহর ধার্য করা না হলে মুতলাক আক্দের দ্বারা মোহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। সেহেতু একে আসল বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَالْخِيَارُ لَهَا الخ -এর আলোচনা : এখানে স্ত্রীর স্বাধীনতা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী ইচ্ছা করলে নগদ এক হাজার অথবা বাকিতে দুই হাজার গ্রহণ করতে পারবে। কেননা মোহরে মিছিলের কমে সে রাজি হয়েছে। আর স্বামীর জন্য কোনো এখ্তিয়ার থাকবে না। কেননা স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি এহসান (অনুগ্রহ) কারী। চাই নগদে হোক অথবা বাকিতে হোক।

قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى إِطْعَامُ الخ -এর আলোচনা : এখানে কসমের কাফ্ফার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, কসমের কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খানা প্রদান করা যা খাদ্যের প্রকার এবং পরিমাণের ক্ষেত্রে স্বীয় পরিবারভুক্ত সদস্যদের প্রদান করার ন্যায় হবে। আর আহনাফের মতে তা হচ্ছে অর্ধ সা' অথবা মিসকিনদেরকে কাপড় দান করা অথবা কৃতদাস মুক্ত করে দেওয়া।

وَكَمَا فِىْ كَفَّارَةِ جَزَاءِ الصَّيْدِ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا يَجِبُ عِنْدَنَا اَحَدُ الْاَشْيَاءِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِبَاحَتِ فَلَوْ اَدّٰى الْكُلَّ لَايَقَعُ عَنِ الْكَفَّارَةِ اِلَّا وَاحِدٌ وَالْبَاقِىْ تَبَرُّعٌ وَاِنْ عَطَّلَ الْكُلَّ يُعَاقَبُ عَلٰى وَاحِدٍ مِنْهَا بِخِلَافِ الْبَعْضِ وَهُمُ الْعِرَاقِيُّوْنَ وَالْمُعْتَزِلَةُ فَاِنَّ الْكُلَّ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ فَاِنْ فَعَلَ اَحَدُهَا سَقَطَ وُجُوْبُ بَاقِيْهَا وَاِنْ اَدّٰى الْكُلَّ يَقَعُ الْكُلُّ وَاجِبًا وَاِنْ عَطَّلَ الْكُلَّ يُعَاقَبُ عَلَى الْجَمِيْعِ قُلْنَا هٰذَا خِلَافُ وَضْعِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ فَلَا يُعْتَبَرُ ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَقِيْقَةِ كَلِمَةِ "اَوْ" شَرَعَ فِىْ مَجَازِهَا فَقَالَ وَفِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا لِلتَّخْيِيْرِ عِنْدَ مَالِكٍ (رح) وَعِنْدَنَا بِمَعْنٰى بَلْ تَمَامُ الْاٰيَةِ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَمَا فِى كَفَّارَةِ جَزَاءِ الصَّيْدِ এবং তদ্রূপ শিকার করা (ইহরাম অবস্থায়) এর প্রতিদানের কাফফারার ব্যাপারে مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ এটার প্রতিদান হবে যেই চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করেছে তার ন্যায় অন্য একটি প্রাণী বিনিময়ে জবাই করতে হবে يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যা নির্ধারণ করবে هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ সেই প্রাণী হাদী হিসেবে কা'বাতে পৌঁছাতে হবে اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ অথবা কাফফারা হবে মিসকিনদেরকে খাবার দেওয়া اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا অথবা সেই পরিমাণ রোজা রাখা يَجِبُ عِنْدَنَا আমাদের (হানাপীদের) মতে ওয়াজিব হবে اَحَدُ الْاَشْيَاءِ এই বস্তুগুলোর মধ্য হতে একটি عَلٰى سَبِيْلِ الْاِبَاحَتِ মুবাহ হিসেবে فَلَوْ اَدّٰى الْكُلَّ সুতরাং যদি সবগুলো আদায় করে لَايَقَعُ عَنِ الْكَفَّارَةِ اِلَّا وَاحِدٌ তাহলে মাত্র একটি কাফফারা হিসেবে আদায় হবে وَالْبَاقِىْ تَبَرُّعٌ আর অবশিষ্টগুলো নফল হবে وَاِنْ عَطَّلَ الْكُلَّ আর যদি সবগুলো পরিত্যাগ করে يُعَاقَبُ عَلٰى وَاحِدٍ مِنْهَا তাহলে মাত্র একটি পরিত্যাগ করার শাস্তি পাবে بِخِلَافِ الْبَعْضِ কতিপয় মাশায়েখ এর বিপরীত মত পোষণ করেন وَهُمُ الْعِرَاقِيُّوْنَ وَالْمُعْتَزِلَةُ আর তারা হলেন ইরাকী মাশায়েখ এবং মুতাযেলীগণ فَاِنَّ الْكُلَّ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ তাদের মতে সবকটি ওয়াজিব عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِ দবলের পদ্ধতিতে فَاِنْ فَعَلَ اَحَدُهَا সুতরাং এদের যে কোনো একটি করলে سَقَطَ وُجُوْبُ بَاقِيْهَا অন্যান্যদের উজূব রহিত হয়ে যাবে وَاِنْ اَدّٰى الْكُلَّ আর সবগুলো আদায় করলে يَقَعُ الْكُلُّ وَاجِبًا তার সবই ওয়াজিব হিসেবে আদায় হবে وَاِنْ عَطَّلَ الْكُلَّ এবং যদি সবগুলো বাদ দেওয়া হয় يُعَاقَبُ عَلَى الْجَمِيْعِ সবগুলোর জন্য শাস্তি হবে قُلْنَا هٰذَا خِلَافُ وَضْعِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ আমরা বলি, এটা অভিধান ও শরিয়ত উভয়ের وَضْعٌ (প্রণয়ন) এর বিপরীত فَلَا يُعْتَبَرُ কাজেই এটা গ্রহণযোগ্য হবে না ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ حَقِيْقَةِ كَلِمَةِ اَوْ এরপর লেখক اَوْ শব্দটির حَقِيْقِىْ অর্থের বর্ণনা শেষ করার পর شَرَعَ فِىْ مَجَازِهَا -এর মাজাযী অর্থের বিবরণ দেওয়া আরম্ভ করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বললেন وَفِىْ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا আল্লাহর বাণী لِلتَّخْيِيْرِ الخ اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا -এর মধ্যে اَوْ শব্দটি تَخْيِيْر -এর জন্য হবে عِنْدَ مَالِكٍ رح ইমাম মালেক (র.)-এর মতে وَعِنْدَنَا بِمَعْنَى بَلْ আর আমাদের আহনাফের মতে بَلْ এর অর্থে হবে تَمَامُ الْاٰيَةِ সম্পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে اِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ নিশ্চয় তাদের শাস্তি হচ্ছে يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পায় اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا হত্যা করে দেওয়া বা শূলে চড়ানো اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ অথবা হাত পা কর্তন করে দেওয়া مِنْ خِلَافٍ বিপরীত দিক হতে اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ বা নির্বাসন দেওয়া।

সরল অনুবাদ : এবং তদ্রূপ শিকার করা (ইহরাম অবস্থায়) এর প্রতিদানের কাফ্ফারার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী "فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا" (এটার প্রতিদান হবে যেই চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করেছে তার ন্যায় অন্য একটি প্রাণী বিনিময়ে জবাই করতে হবে। তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যা নির্ধারণ করবে। সেই প্রাণী হাদী হিসেবে কা'বাতে পৌঁছতে হবে। অথবা কাফ্ফারা হবে মিসকিনদেরকে খাবার দেওয়া। অথবা সেই পরিমাণ রোজা রাখা। আমাদের (হানাফীদের) মতে মুবাহ হিসেবে এই বস্তুগুলোর মধ্য হতে একটি ওয়াজিব হবে। সুতরাং যদি সবগুলো আদায় করে তাহলে মাত্র একটি কাফ্ফারা হিসেবে আদায় হবে। আর অবশিষ্টগুলো নফল হবে। আর যদি সবগুলো পরিত্যাগ করে, তাহলে মাত্র একটি পরিত্যাগ করার শাস্তি পাবে। কতিপয় মাশায়েখ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। আর তারা হলেন ইরাকী মাশায়েখ এবং মু'তাযেলীগণ। তাদের মতে বদলের পদ্ধতিতে সব কয়টি ওয়াজিব। সুতরাং এদের যে কোনো একটি করলে অন্যান্যদের উজূব রহিত হয়ে যাবে। আর সবগুলো আদায় করলে তার সবই ওয়াজিব হিসেবে আদায় হবে এবং সবগুলো বাদ দিলে সবগুলোর জন্য শাস্তি হবে। আমরা বলি, এটা অভিধান ও শরিয়ত উভয়ের وَضْع (প্রণয়ন)-এর বিপরীত। কাজেই এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর লেখক أَوْ শব্দটির حَقِيْقِىْ অর্থের বর্ণনা শেষ করার পর এর মাজাযী অর্থের বিবরণ দেওয়া আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি বললেন, **আল্লাহর বাণী– أَنْ يُقْتَلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا الـخ-এর মধ্যে أَوْ শব্দটি ইমাম মালেক (র.)-এর মতে تَخْيِيْر-এর জন্য হবে। আর আমাদের আহনাফের মতে এটা بَلْ-এর অর্থে হবে।** সম্পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে– যার অর্থ হলো– নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে হত্যা করে দেওয়া বা শূলে চড়ানো বা বিপরীত দিক হতে হাত পা কর্তন করে দেওয়া বা নির্বাসন দেওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى أَنْ يُقْتَلُوْا الـخ-এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার (র.) এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি আমাদের (হানাফীদের) বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়। আর তা হলো, أَوْ শব্দটির দ্বারা আলোচ্য আয়াতে ইমামকে উক্ত শাস্তি গুলোর মধ্যে ইখ্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সমকালীন খলিফা উক্ত অপরাধের জন্য উল্লিখিত শাস্তিসমূহ হতে যে কোনো একটি প্রদানের ক্ষমতা রাখেন। আর এটা ইমাম মালেক, আতা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, মুজাহিদ, যাহ্হাক, নখয়ী, আবূ সাওর ও দাউদে জাহেরী প্রমুখ আলিমগণের মাযহাব। অথচ আপনাদের (হানাফীগণের) মতে হত্যার শাস্তি হত্যা বা শূলি, আর মাল ছিনতাই করার শাস্তি হাত পা কর্তন করা ইত্যাদি। এর উত্তরে আমাদের গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এখানে أَوْ শব্দটি بَلْ اِضْرَابِيَّةٌ-এর অর্থে নেওয়া হয়েছে।

فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ نَقَلَ لِلْمُحَارِبِيْنَ وَلِسَاعِي الْفَسَادِ اَعْنِىْ قُطَّاعَ الطَّرِيْقِ اَرْبَعَةَ اَجْزِيَةٍ مِنَ الْقَتْلِ وَالصُّلْبِ وَقَطْعِ الْاَيْدِىْ وَالْاَرْجُلِ مِنْ خِلَافٍ وَالنَّفْىُ مِنَ الْاَرْضِ بِطَرِيْقِ التَّرْدِيْدِ بِكَلِمَةِ "اَوْ" فَمَالِكٌ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّهَا عَلٰى حَالِهَا فَيَتَخَيَّرُ الْاِمَامُ بَيْنَهَا وَعِنْدَنَا بِمَعْنٰى بَلْ لِلْاِضْرَابِ عَنْ كَلَامٍ وَشُرُوْعٍ فِىْ اٰخَرَ لِاَنَّ جِنَايَاتِ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْوَاعٍ اَعْنِىْ اَخْذَ الْمَالِ فَقَطْ وَالْقَتْلَ فَقَطْ وَالْقَتْلَ وَاَخْذَ الْمَالَ جَمِيْعًا وَالتَّخْوِيْفَ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ وَاَخْذِ مَالٍ فَقَابَلَ بِهٰذِهِ الْجِنَايَاتِ الْاَرْبَعِ الْاَجْزِيَةَ الْاَرْبَعَ وَلٰكِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْجِنَايَاتِ فِى النَّصِّ اِعْتِمَادًا عَلٰى فَهْمِ الْعَاقِلِيْنَ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْجَزَاءَ اِنَّمَا يَكُوْنُ عَلٰى حَسْبِ الْجِنَايَةِ فَغَلْظُهَا بِغَلْظِهٖ وَخِفَّتُهَا بِخِفَّتِهٖ وَلَايَلِيْقُ مِنَ الْحَكِيْمِ الْمُطْلَقِ اَنْ يُجَازِىَ اَغْلَظَ الْجِنَايَةِ بِاَخَفِّهَا اَوْ بِالْعَكْسِ فَكَانَ تَقْدِيْرُ عِبَارَةِ الْقُرْاٰنِ اَنْ يُقَتَّلُوْا اِذَا قَتَلُوْا فَقَطْ بَلْ يُصَلَّبُوْا اِذَا ارْتَفَعَتِ الْمُحَارَبَةُ بِقَتْلِ النَّفْسِ وَاَخْذِ الْمَالِ بَلْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ اِذَا اَخَذُوْا الْمَالَ فَقَطْ بَلْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ اِذَا خَوَّفُوْا الطَّرِيْقَ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ نَقَلَ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন– لِلْمُحَارِبِيْنَ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী وَلِسَاعِي الْفَسَادِ এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের জন্য اَعْنِىْ قُطَّاعَ الطَّرِيْقِ অর্থাৎ ডাকাতদের জন্য اَرْبَعَةَ اَجْزِيَةٍ চারটি শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন مِنَ الْقَتْلِ وَالصُّلْبِ হত্যা করা এবং শূলে চরানো وَقَطْعُ الْاَيْدِىْ وَالْاَرْجُلِ مِنْ خِلَافٍ বিপরীত দিক হতে হস্তপদ কর্তন করা وَالنَّفْىُ مِنَ الْاَرْضِ দেশান্তরিত করা بِطَرِيْقِ التَّرْدِيْدِ بِكَلِمَةِ "اَوْ" – اَوْ শব্দের দ্বারা খেয়ার প্রদানের পদ্ধতিতে فَمَالِكٌ (رحـ) يَقُوْلُ সুতরাং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে اِنَّهَا عَلٰى حَالِهَا এ স্থলে او শব্দটি এর হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে فَيَتَخَيَّرُ الْاِمَامُ بَيْنَهَا সুতরাং এই বিষয়গুলোর মধ্যে সমকালীন খলিফার জন্য এখতিয়ার থাকবে وَعِنْدَنَا আর আমাদের (হানাফীদের) মতে এ স্থলে اَوْ শব্দটি بِمَعْنٰى بَلْ -এর অর্থে لِلْاِضْرَابِ عَنْ كَلَامٍ وَ شُرُوْعٍ فِىْ اٰخَرَ এক বক্তব্য হতে বিমুখ হয়ে অন্য বক্তব্য শুরুর অর্থে হয়েছে لِاَنَّ جِنَايَاتِ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ কেননা ডাকাতদের অপরাধ كَانَتْ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْوَاعٍ চার প্রকার ছিল اَعْنِىْ اَخْذَ الْمَالِ فَقَطْ অর্থাৎ শুধু মাল ছিনিয়ে নেওয়া وَالْقَتْلَ فَقَطْ শুধু হত্যা করা وَالْقَتْلَ وَاَخْذَ الْمَالِ جَمِيْعًا হত্যা ও ছিনতাই দুটিই করা وَالتَّخْوِيْفُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ শুধু হুমকী ও ধমকী দেওয়া এবং না হত্যা করা وَاَخْذِ مَالٍ আর না ছিনতাই করা فَقَابَلَ بِهٰذِهِ الْجِنَايَاتِ الْاَرْبَعِ উল্লেখিত চারটি অপরাধের মোকাবেলায় নির্ধারণ করা হয়েছে الْاَجْزِيَةَ الْاَرْبَعَ ধারাবাহিকভাবে উক্ত চারটি শাস্তিকে وَلٰكِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْجِنَايَاتِ فِى النَّصِّ তবে نَصّ -এর মধ্যে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়নি اِعْتِمَادًا عَلٰى فَهْمِ الْعَاقِلِيْنَ বিজ্ঞানদের বোধগম্যের উপর ভরসা করতঃ وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْجَزَاءَ আর তা এ জন্য যে শাস্তি اِنَّمَا يَكُوْنُ عَلٰى حَسْبِ الْجِنَايَةِ অপরাধ অনুযায়ী হয়ে থাকে فَغَلْظُهَا بِغَلْظِهٖ সুতরাং অপরাধ গুরু হলে শাস্তিও গুরু হবে وَخِفَّتُهَا بِخِفَّتِهٖ আর অপরাধ লঘু হলে শাস্তিও লঘু হবে وَلَا يَلِيْقُ مِنَ الْحَكِيْمِ الْمُطْلَقِ আর আল্লাহর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে اَنْ يُجَازِىَ শাস্তি দেবেন اَغْلَظَ الْجِنَايَةِ অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের জন্য بِاَخَفِّهَا লঘুতম শাস্তি اَوْ بِالْعَكْسِ অথবা অত্যন্ত লঘু অপরাধের জন্য কঠোরতম শাস্তি দেবেন فَكَانَ تَقْدِيْرُ عِبَارَةِ الْقُرْاٰنِ মোটকথা কোরআনের عِبَارَتْ (ভাষ্য) এরূপ উহ্য রয়েছে اَنْ يُقَتَّلُوْا اِذَا قَتَلُوْا فَقَطْ তাদের শাস্তি হবে যখন তারা শুধু হত্যা করবে তখন তাদেরকে হত্যা করা হবে بَلْ يُصَلَّبُوْا তাদেরকে শূলে চড়ানো হবে اِذَا ارْتَفَعَتِ الْمُحَارَبَةُ যখন যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে بِقَتْلِ النَّفْسِ وَاَخْذِ الْمَالِ হত্যা ও লুটতরাজের কারণে بَلْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ বরং তখন তাদের হাত পা কর্তন করে দেওয়া হবে اِنْ اَخَذُوْا الْمَالَ فَقَطْ যখন তারা শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করবে بَلْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ বরং তাদেরকে নির্বাসন করা হবে اِذَا خَوَّفُوْا الطَّرِيْقَ যখন তারা রাস্তায় (কেবল) হুমকি দেবে ও ভীতি প্রদর্শন করবে।

সরল অনুবাদ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের জন্য অর্থাৎ ডাকাতদের জন্য "او" শব্দের দ্বারা খেয়ার প্রদানের পদ্ধতিতে চারটি শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। (১) হত্যা করা। (২) শূলে চড়ানো। (৩) বিপরীত দিক হতে হস্ত-পদ কর্তন করা। (অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা।) (৪) দেশান্তরিত করা। সুতরাং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে এ স্থলে "او" শব্দটি এর হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়গুলোর মধ্যে সমকালীন খলিফার জন্য এখতিয়ার থাকবে। তিনি এদের মধ্য হতে যেকোনো শাস্তি ইচ্ছা করেন প্রদান করতে পারবেন। আর আমাদের (হানাফীদের) মতে এ স্থলে او শব্দটি بل-এর অর্থে এক বক্তব্য হতে বিমুখ হয়ে অন্য বক্তব্য শুরুর অর্থে হয়েছে। কেননা ডাকাতদের অপরাধ চার প্রকার ছিল। (১) শুধু মাল ছিনিয়ে নেওয়া। (২) শুধু হত্যা করা। (৩) হত্যা ও ছিনতাই দু'টিই করা। (৪) শুধু হুমকী ও ধমকী দেওয়া এবং না হত্যা করা আর না ছিনতাই করা। উল্লিখিত চারটি অপরাধের মোকাবেলায় ধারাবাহিকভাবে উক্ত চারটি শাস্তিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে نَصّ (কুরআনের আয়াত)-এর মধ্যে বিজ্ঞজনদের বোধগম্যতার উপর ভরসা (নির্ভর) করতঃ অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়নি। আর তা এ জন্য যে, অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি হয়ে থাকে। সুতরাং অপরাধ গুরু হলে শাস্তিও গুরু হবে। আর অপরাধ লঘু হলে শাস্তিও লঘু হবে। আর আল্লাহর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের জন্য লঘুতম শাস্তি দেবেন। আর অত্যন্ত লঘু অপরাধের জন্য কঠোরতম শাস্তি দেবেন। মোটকথা, কুরআনের عِبَارَتْ (ভাষ্য) এরূপ উহ্য রয়েছে— **তাদের শাস্তি হবে যখন তারা শুধু হত্যা করবে তখন তাদেরকে হত্যা করা হবে। বরং যখন হত্যা ও লুটতরাজ এর কারণে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, তখন তাদেরকে শূলে চড়ানো হবে। বরং যখন তারা শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করবে তখন হাত-পা কর্তন করে দেওয়া হবে। বরং যখন তারা রাস্তায় (কেবল) হুমকী দেবে ও ভীতি প্রদর্শন করবে তখন তাদেরকে নির্বাসন (দেশান্তরিত) করা হবে।**

وَقَدْ وَرَدَ هٰذَا الْبَيَانُ بِعَيْنِهٖ بِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ وَادَعَ اَبَا بُرْدَةَ اَنْ لَا يُعِيْنَهٗ وَلَا يُعِيْنَ عَلَيْهِ فَجَاءَهٗ اُنَاسٌ يُرِيْدُوْنَ الْاِسْلَامَ فَقَطَعَ اَصْحَابُ اَبِىْ بُرْدَةَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيْقَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ بِالْحَدِّ فِيْهِمْ اَنَّ مَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَاْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَمَنْ اَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهٗ وَرِجْلُهٗ مِنْ خِلَافٍ وَمَنْ اَفْرَدَ الْاِخَافَةَ نُفِىَ مِنَ الْاَرْضِ وَلٰكِنْ حَمَلَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) قَوْلَهٗ مَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ عَلٰى اِخْتِصَاصِ الصُّلْبِ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ لَا اِخْتِصَاصِ هٰذِهِ الْحَالَةِ بِالصُّلْبِ بِحَيْثُ لَا يَجُوْزُ فِيْهَا غَيْرُهٗ بَلْ اَثْبَتَ لِلْاِمَامِ الْخِيَارَ فِى الْاَرْبَعَةِ اِنْ شَاءَ قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ اَوْ صَلَبَ وَاِنْ شَاءَ قَتَلَ اَوْ صَلَبَ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لِاَنَّ الْجِنَايَةَ تَحْتَمِلُ الْاِتِّحَادَ وَالتَّعَدُّدَ فَتُرَاعٰى كِلْتَا الْجِهَتَيْنِ فِيْهِ وَالْمُرَادُ مِنَ النَّفْىِ لَيْسَ الْجَلَاءُ عَنِ الْوَطَنِ كَمَا يُوْهِمُهُ الظَّاهِرُ بَلِ النَّفْىُ عَنِ الظُّهُوْرِ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ بِاَنْ يُحْبَسُوْا حَتّٰى يَتُوْبُوْا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ وَرَدَ هٰذَا الْبَيَانُ بِعَيْنِهٖ بِمَا رُوِىَ আর হুবহু এ বর্ণনা এভাবে বর্ণিত আছে عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী করীম ﷺ হতে اَنَّهٗ وَادَعَ اَبَا بُرْدَةَ হুজুর ﷺ আবু বুরদা -এর সাথে এ শর্তে সন্ধি করেছিলেন যে اَنْ لَا يُعِيْنَهٗ وَلَا يُعِيْنَ عَلَيْهِ আবু বুরদা না হুজুর ﷺ কে সাহায্য করবে আর না হুজুর ﷺ -এর মোকাবেলায় বিরোধীদেরকে সাহায্য করবে فَجَاءَهٗ اُنَاسٌ এমতাবস্থায় কতিপয় লোক আগমন করলেন يُرِيْدُوْنَ الْاِسْلَامَ ইসলাম গ্রহণের মানসে فَقَطَعَ اَصْحَابُ اَبِىْ بُرْدَةَ الطَّرِيْقَ আবু বুরদার সঙ্গীরা তাদের উপর লুটতরাজ চালাল فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ بِالْحَدِّ فِيْهِمْ -এরপর পরই হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের ব্যাপারে শাস্তির হুকুম নিয়ে আগমন করলেন اِنَّ مَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ নিশ্চয়ই তাদের মধ্য হতে যে হত্যা করেছে এবং মালও লুটতরাজ করেছে صُلِبَ তাকে শুলে চড়ানো হবে وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَاْخُذِ الْمَالَ আর যে ব্যক্তি হত্যা করেছে কিন্তু মাল লুট করেনি قُتِلَ তাকে হত্যা করা হবে وَمَنْ اَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ আর যে সম্পদ লুটিয়েছে কিন্তু হত্যা করেনি قُطِعَتْ يَدُهٗ وَرِجْلُهٗ مِنْ خِلَافٍ তার হাত পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করা হবে وَمَنْ اَفْرَدَ الْاِخَافَةَ আর যে কেবল ভীতি প্রদর্শন করেছে نُفِىَ مِنَ الْاَرْضِ তাকে দেশান্তরিত করা হবে وَلٰكِنْ حَمَلَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রয়োগ করেছেন قَوْلَهٗ এ বাক্যটিতে مَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ যে হত্যা ও রাহাজানি দুই-ই কেবল করল তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে عَلٰى اِخْتِصَاصِ الصُّلْبِ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ ফাঁসি এটার সাথে খাস لَا اِخْتِصَاصِ هٰذِهِ الْحَالَةِ بِالصُّلْبِ এ অর্থে এটাকে প্রয়োগ করেননি যে, এ অবস্থা صُلْب -এর জন্যই খাস بِحَيْثُ لَا يَجُوْزُ فِيْهَا غَيْرُهٗ এভাবে যে, এ অবস্থায় صُلْب ব্যতীত অন্য কিছুই জায়েজ হবে না بَلْ اَثْبَتَ বরং ইমাম আযম (র.) সাব্যস্ত করেছেন لِلْاِمَامِ الْخِيَارَ فِى الْاَرْبَعَةِ সমকালীন খলিফার জন্য উক্ত চারটি শাস্তির মধ্যে খেয়ারের اِنْ شَاءَ قَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ খলিফা ইচ্ছা করলে হস্তপদ কর্তন করার পর হত্যা করে দিতে পারেন اَوْ صَلَبَ অথবা শূলে চড়াতে পারেন وَاِنْ شَاءَ قَتَلَ اَوْ صَلَبَ আর ইচ্ছা করলে হত্যা করতে পারেন অথবা শূলে চড়াতে পারেন مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ হস্তপদ কর্তন করা ব্যতীত لِاَنَّ الْجِنَايَةَ تَحْتَمِلُ الْاِتِّحَادَ وَالتَّعَدُّدَ কেননা অপরাধ এক ও একাধিক উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে فَتُرَاعٰى كِلْتَا الْجِهَتَيْنِ فِيْهِ কাজেই এ বিষয়ে উভয় দিকে খেয়াল রাখতে হবে وَالْمُرَادُ مِنَ النَّفْىِ আর نَفْى -এর দ্বারা لَيْسَ الْجَلَاءُ عَنِ الْوَطَنِ দেশান্তর করা উদ্দেশ্য নয় كَمَا يُوْهِمُهُ الظَّاهِرُ যা বাহ্যত ধারণা হয় بَلِ النَّفْىُ عَنِ الظُّهُوْرِ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ বরং জমিনে অবাধ চলাফেরা হতে নিবৃত রাখা بِاَنْ يُحْبَسُوْا حَتّٰى يَتُوْبُوْا অর্থাৎ বন্দী করা যাতে তওবা করে।

সরল অনুবাদ : আর হুবহু এই বর্ণনা নবী করীম ﷺ হতে এভাবে বর্ণিত আছে যে, হুযূর ﷺ আবু বুরদা-এর সাথে এই শর্তে সন্ধি করেছিলেন যে, আবু বুরদাহ না হুজুর ﷺ -কে সাহায্য করবে আর না হুজুর ﷺ -এর মোকাবেলায় বিরোধীদেরকে সাহায্য করবে। এমতাবস্থায় কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণের মানসে আগমন করলেন। তখন আবু বুরদার সঙ্গীরা তাদের উপর লুটতরাজ চালাল। এর পরপরই হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের ব্যাপারে শাস্তির হুকুম নিয়ে আগমন করলেন। নিশ্চয়ই তাদের মধ্য হতে যে হত্যা করেছে এবং মালও লুটতরাজ করেছে, তাকে শূলে চড়ানো (ফাঁসি দেওয়া) হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যা করেছে কিন্তু মাল লুট করেনি, তাকে হত্যা করা হবে। আর যে সম্পদ লুটিয়েছে কিন্তু হত্যা করেনি তার হাত-পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করা হবে। আর যে কেবল ভীতি প্রদর্শন করেছে তাকে দেশান্তরিত করা হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) "مَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ" (যে হত্যা ও রাহাজানি দুই-ই করল তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে)। এ বাক্যটিকে এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন যে, صُلِبَ (ফাঁসী) এটার সাথে খাস। এ অর্থে এটাকে প্রয়োগ করেনি যে, এ অবস্থা صَلْب-এর জন্যই খাস; এভাবে যে, এ অবস্থায় صَلْب ব্যতীত অন্য কিছুই জায়েজ হবে না। বরং ইমাম আযম (র.) সমকালীন খলিফার জন্য উক্ত চারটি শাস্তির মধ্যে خِيَارْ সাব্যস্ত করেছেন। খলিফা ইচ্ছা করলে হস্ত-পদ কর্তন করার পর হত্যা করে দিতে পারেন, অথবা শূলে চড়াতে পারেন। কেননা অপরাধ এক ও একাধিক উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কাজেই এ বিষয়ে উভয় দিকে খেয়াল রাখা হবে। আর نَفْى-এর দ্বারা দেশান্তর করা উদ্দেশ্য নয়, যা বাহ্যত ধারণা হয়; বরং জমিনে অবাধ চলাফেরা হতে নিবৃত রাখা অর্থাৎ বন্দী করা যাতে তওবা করে নেয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِمَا رُوِىَ الخ -এর আলোচনা : ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বীয় মুসনাদে ডাকাতের শাস্তি সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ মোল্লা আলী কারী (র.) শরহে মুখতাসারুল মানারে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণনা করেছেন; হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত মহানবী ﷺ আবু বুরদার সাথে চুক্তি করেছেন যে, সে নবী করীম ﷺ -কে সাহায্য করবে না এবং মহানবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুকেও সাহায্য করবে না। এরপর কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণের মানসে আগমন করলেন। তখন আবু বুরদার সঙ্গীরা তাদের উপর আক্রমণ করল, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের ব্যাপারে শাস্তির বিধান নিয়ে আসলেন যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে এবং মালও লুণ্ঠন করেছে তাকে শূলে বিদ্ধ করানো হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যা করেছে লুণ্ঠন করেনি, তাকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি সম্পদ লুণ্ঠন করেছে হত্যা করেনি, তার হাত-পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করা হবে। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে তার শিরকসহ যাবতীয় গুনাহসমূহ ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। হযরত আতিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু মাল অপহরণ করেনি, হত্যাও করেনি, তাকে দেশান্তর করা হবে।

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ مِثَالٍ اٰخَرَ لِمَجَازِهَا عَلٰى مَذْهَبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خَاصَّةً فَقَالَ وَقَالَا اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا اِنَّهُ بَاطِلٌ لِاَنَّهُ اِسْمٌ لِاَحَدِهِمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَ ذٰلِكَ غَيْرُ مَحَلٍّ لِلْعِتْقِ لِاَنَّ حَقِيْقَةَ كَلِمَةِ "اَوْ" اَنْ يُرَدِّدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحًا لِذٰلِكَ الْحُكْمِ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِ حَتّٰى يُعَيِّنَ الْمُتَكَلِّمُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَحَدَهُمَا وَهٰهُنَا الدَّابَّةُ غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْعِتْقِ فَاسْتَحَالَ الْحُكْمُ الْحَقِيْقِىُّ فَبَطَلَ الْكَلَامُ وَقِيْلَ اِنَّ هٰذَا اِذَا لَمْ يَنْوِ وَاِنْ نَوَى الْعَبْدَ خَاصَّةً يُعْتَقُ عِنْدَهُمَا عَلٰى مَا فِى الْمَبْسُوْطِ وَعِنْدَهُ هُوَ كَذٰلِكَ لٰكِنْ عَلٰى اِحْتِمَالِ التَّعْيِيْنِ يَعْنِىْ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِنَّ الْاَمْرَ كَذٰلِكَ فِى الْحَقِيْقَةِ وَنَفْسِ الْاَمْرِ عَلٰى مَاقُلْتُمْ لٰكِنَّهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْمَجَازِ يَحْتَمِلُ التَّعْيِيْنَ حَتّٰى لَزِمَهُ التَّعْيِيْنُ كَمَا فِىْ مَسْاَلَةِ الْعَبْدَيْنِ بِاَنْ يُرَدِّدَ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ وَيَقُوْلُ هٰذَا حُرٌّ وَهٰذَا فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِىْ عَلَى التَّعْيِيْنِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَحْتَمِلُ التَّعْيِيْنَ لَمَا اَجْبَرَهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ اَوْلٰى مِنَ الْاِهْدَارِ لِاَنَّ كَلَامَ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ يُصَحَّحُ حَتَّى الْاِمْكَانِ بِالْحَقِيْقَةِ اَوِ الْمَجَازِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ فِيْ مِثَالٍ اٰخَرَ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) দ্বিতীয় উদাহরণের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন– لِمَجَازِهَا "اَوْ" শব্দটির মাজাযী অর্থের عَلٰى مَذْهَبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خَاصَّةً বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন– وَقَالَا আর সাহেবাইন (র.) বলেছেন যে, اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ যখন মনিব তার গোলাম ও চতুষ্পদ জানোয়ারকে লক্ষ্য করে বলবে هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا এটা আজাদ অথবা এটা اِنَّهُ بَاطِلٌ তাহলে বৃথা (বাতিল) হবে لِاَنَّهُ اِسْمٌ لِاَحَدِهِمَا غَيْرُ عَيْنٍ কেননা এতে নির্দিষ্টভাবে একজনের নাম নেওয়া হয়েছে وَذٰلِكَ غَيْرُ مَحَلٍّ لِلْعِتْقِ আর এ অনির্দিষ্ট আজাদীর পাত্র নয় لِاَنَّ حَقِيْقَةَ كَلِمَةِ "اَوْ" কেননা او শব্দের হাকীকী অর্থ হলো– اَنْ يُرَدِّدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ দু'টি বস্তুর মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করা يَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحًا যাদের প্রত্যেকটি প্রযোজ্য হবে لِذٰلِكَ الْحُكْمِ উক্ত হুকুমের জন্য عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِ বদলের পদ্ধতিতে حَتّٰى يُعَيِّنَ الْمُتَكَلِّمُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَحَدَهُمَا এমনকি এরপর বক্তা তন্মধ্যে একটি নির্দিষ্ট করে দেবে وَهٰهُنَا الدَّابَّةُ غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْعِتْقِ অথচ এ ক্ষেত্রে চতুষ্পদ প্রাণী আজাদীর যোগ্য নয় فَاسْتَحَالَ الْحُكْمُ الْحَقِيْقِىُّ সুতরাং প্রকৃত হুকুম অসম্ভব সাব্যস্ত হলো فَبَطَلَ الْكَلَامُ যাতে বাক্যটি বৃথা হলো– وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন– اِنَّ هٰذَا اِذَا لَمْ يَنْوِ এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন কোনো নিয়ত থাকবে না وَاِنْ نَوٰى الْعَبْدَ خَاصَّةً কিন্তু যদি খাস করে গোলামকে উদ্দেশ্য করে يُعْتَقُ عِنْدَهُمَا তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে (গোলাম) আজাদ হয়ে যাবে عَلٰى مَا فِى الْمَبْسُوْطِ মাবসূত গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী وَعِنْدَهُ هُوَ كَذٰلِكَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও হাকীকত অনুরূপই হবে لٰكِنْ عَلٰى اِحْتِمَالِ التَّعْيِيْنِ তবে নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা থাকবে يَعْنِىْ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন– اِنَّ الْاَمْرَ كَذٰلِكَ فِى الْحَقِيْقَةِ نَفْسِ الْاَمْرِ عَلٰى مَا قُلْتُمْ তোমরা যা বলেছ মূল ব্যাপার ও হাকীকত তদ্রূপই لٰكِنَّهُ عَلٰى سَبِيْلِ الْمَجَازِ তবে মাজাযী অর্থের দৃষ্টিকোণ হতে يَحْتَمِلُ التَّعَيُّنَ নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনাও রয়েছে حَتّٰى لَزِمَ التَّعْيِيْنُ কাজেই তার জন্য নির্দিষ্টকরণ আবশ্যক كَمَا فِىْ مَسْاَلَةِ الْعَبْدَيْنِ যেমন দুই গোলামের মাসআলায় بِاَنْ يُرَدِّدَ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ এভাবে যে গোলামদ্বয়ের মধ্যে তা تَرْدِيْد -এর শব্দ নেওয়া হবে وَيَقُوْلُ هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا এবং বলবে এটি আজাদ অথবা এটি فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِىْ عَلَى التَّعْيِيْنِ সুতরাং কাজী তাকে নির্দিষ্ট করণের জন্য বাধ্য করবে فَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَحْتَمِلُ التَّعْيِيْنَ কাজেই এ শব্দটি যদি নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা না রাখতো لَمَا اَجْبَرَهُ عَلَيْهِ তাহলে কাজী কোনো মতেই নির্দিষ্ট করার জন্য তাকে বাধ্য করত না وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ اَوْلٰى مِنَ الْاِهْدَارِ আর যে কোনো একটি সম্ভাবনার উপর আমল করা বাক্যকে অর্থহীন করা হতে উত্তম لِاَنَّ كَلَامَ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ কেননা, জ্ঞানবান ও বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক)-এর বক্তব্য يُصَحَّحُ সহীহ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা উচিত حَتَّى الْاِمْكَانِ যথাসম্ভব بِالْحَقِيْقَةِ اَوِ الْمَجَازِ চাই হাকীকী অর্থের দৃষ্টিতে হোক অথবা মাজাযী অর্থের দৃষ্টিতে হোক।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী "اَوْ" শব্দটির মাজাযী অর্থের দ্বিতীয় উদাহরণের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, **আর সাহেবাইন (র.) বলেছেন যে, যখন মনিব তার গোলাম ও চুতষ্পদ জানোয়ারকে লক্ষ্য করে বলবে "هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا" (এটা আজাদ অথবা এটা)। তা হলে বৃথা (বাতিল) হবে। কেননা এতে অনির্দিষ্টভাবে একজনের নাম নেওয়া হয়েছে। আর এই অনির্দিষ্ট আজাদীর পাত্র নয়।** কেননা اَوْ শব্দের হাকীকী অর্থ হলো দু'টি বস্তুর মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করা বদলের পদ্ধতি যাদের প্রত্যেকটি উক্ত হুকুমের জন্য প্রযোজ্য হবে। এমনকি এরপর বক্তা তন্মধ্যে একটি নির্দিষ্ট করে দেবে। অথচ এ ক্ষেত্রে চতুষ্পদ জন্তু আজাদীর যোগ্য নয়। সুতরাং প্রকৃত হুকুম অসম্ভব সাব্যস্ত হলো, যাতে বাক্যটি বৃথা হলো। কেউ কেউ বলেছেন এই হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন কোনো নিয়ত থাকবে না। কিন্তু যদি খাস করে গোলামকে উদ্দেশ্য করে, তা হলে مَبْسُوْط গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী সাহেবাইন (র.)-এর মতে (গোলাম) আজাদ হয়ে যাবে। **আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও হাকীকত অনুরূপই হবে তবে নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা থাকবে।** অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, তোমরা যা বলেছ মূল ব্যাপার ও হাকীকত তদ্রূপই। (অর্থাৎ وَاوْ শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে একজনকে বুঝায়।) তবে মাজাযী অর্থের দৃষ্টিকোণ হতে নির্দিষ্ট করণের সম্ভাবনাও রয়েছে। কাজেই তার জন্য নির্দিষ্টকরণ আবশ্যক। যেমন দুই গোলামের মাসআলায়। এভাবে যে, গোলামদ্বয়ের মধ্যে تَرْدِيْد -এর শব্দ নেওয়া হবে এবং বলবে هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا সুতরাং কাজি তাকে নির্দিষ্ট করার জন্য বাধ্য করবে। কাজেই এ শব্দটি যদি নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা না রাখত, তাহলে কাজি কোনো মতেই নির্দিষ্ট করার জন্য তাকে বাধ্য করত না। **আর যে কোনো একটি সম্ভাবনার উপর আমল করা বাক্যকে অর্থহীন করা হতে উত্তম।** কেননা, জ্ঞানবান ও বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক)-এর বক্তব্য যথা সম্ভব সহীহ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা উচিত, চাই হাকীকী অর্থের দৃষ্টিতে হোক অথবা মাজাযী অর্থের দৃষ্টিতে হোক।

فَجَعَلَ مَا وُضِعَ لِحَقِيْقَتِهِ مَجَازًا عَمَّا يَحْتَمِلُهُ وَاِنِ اسْتَحَالَتْ حَقِيْقَتُهُ فَجَرٰى عَلٰى اَصْلِهِ الْمَذْكُوْرِ فِىْ قَوْلِهِ لِلْاَكْبَرِ سِنًّا مِنْهُ هٰذَا اِبْنِىْ بِجَعْلِهِ مَجَازًا عَمَّا يَحْتَمِلُهُ بَعْدَ اِسْتِحَالَةِ الْحَقِيْقَةِ وَهُمَا يُنْكِرَانِ الْاِسْتِعَارَةَ عِنْدَ اِسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ فَهُمَا جَرَيَا اَيْضًا عَلٰى اَصْلِهِمَا فِىْ ذٰلِكَ الْمِثَالِ فَيَبْطُلُ هٰهُنَا كَمَا بَطَلَ ثَمَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ مَجَازًا اٰخَرَ لَهَا فَقَالَ وَتُسْتَعَارُ لِلْعُمُوْمِ فَتَصِيْرُ بِمَعْنٰى وَاوِ الْعَطْفِ لَاعَيْنُهَا يَعْنِىْ كَمَا اَنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلٰى اِثْبَاتِ الْحُكْمِ لِلْمَعْطُوْفِ وَالْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ كِلَيْهِمَا فَكَذٰلِكَ "اَوْ" فَتَكُوْنُ بِمَعْنَى الْوَاوِ لٰكِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَى الْاِجْتِمَاعِ وَالشُّمُوْلِ وَ اَوْ تَدُلُّ عَلٰى اِنْفِرَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ فَلَايَكُوْنُ عَيْنُهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَجَعَلَ مَا وُضِعَ لِحَقِيْقَتِهِ مَجَازًا সুতরাং ইমাম আযম (র.) যে শব্দটিকে হাকীকী অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তাকে ঐ মাজাযী অর্থে প্রয়োগ করেছেন عَمَّا يَحْتَمِلُهُ যার এটা সম্ভাবনা রাখে وَاِنِ اسْتَحَالَتْ حَقِيْقَتُهُ যদিও নাকি এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য করা অসম্ভব فَجَرٰى عَلٰى اَصْلِهِ الْمَذْكُوْرِ সুতরাং ইমাম আযম (র.) তার উল্লেখিত মূলনীতির উপর অটল রয়েছেন فِىْ قَوْلِهِ لِلْاَكْبَرِ سِنًّا مِنْهُ هٰذَا اِبْنِىْ তার অপেক্ষা অধিকতর বয়স্ক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে মনিবের বক্তব্য هٰذَا اِبْنِىْ (এটা আমার পুত্র) এর মধ্যে بِجَعْلِهِ مَجَازًا মাজাযী অর্থে প্রয়োগ করে عَمَّا يَحْتَمِلُهُ যার এটা সম্ভাবনা রাখে بَعْدَ اِسْتِحَالَةِ الْحَقِيْقَةِ হাকীকী অর্থ অসম্ভব হওয়ার কারণে وَهُمَا يُنْكِرَانِ الْاِسْتِعَارَةَ আর সাহেবাইন (র.) মাজাযী অর্থ গ্রহণ করাকে অস্বীকার করে থাকেন عِنْدَ اِسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ হুকুম অসম্ভব হওয়ার সময় فَهُمَا جَرَيَا اَيْضًا তারাও অটল রয়েছেন عَلٰى اَصْلِهِمَا তাদের মূলনীতির উপর فِىْ ذٰلِكَ الْمِثَالِ সেই উদাহরণের মধ্যে فَيَبْطُلُ هٰهُنَا এখানেও বাক্য বাতিল হয়ে যাবে كَمَا بَطَلَ ثَمَّةَ যদ্রূপ সেখানে বাক্য বাতিল হয়ে গেছে ثُمَّ ذَكَرَ مَجَازًا اٰخَرَ لَهَا অতঃপর গ্রন্থকার (র.) -اَوْ-এর আরো একটি مَجَازِىْ অর্থ বর্ণনা করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন- وَتُسْتَعَارُ لِلْعُمُوْمِ কখনো اَوْ শব্দটিকে عُمُوْم-এর জন্য اِسْتِعَارَهْ নেওয়া হয় فَتَصِيْرُ بِمَعْنٰى وَاوْ الْعَطْفِ তখন এটি وَاوْ عَاطِفَةْ-এর অর্থে হয়ে থাকে لَاعَيْنُهَا তবে হুবহু وَاوْ عَاطِفَةْ হয় না يَعْنِىْ অর্থাৎ كَمَا اَنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلٰى اِثْبَاتِ الْحُكْمِ যদ্রূপ وَاوْ হুকুম সাব্যস্ত করাকে বুঝায় لِلْمَعْطُوْفِ وَالْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ كِلَيْهِمَا মা'তূফ এবং مَعْطُوْف عَلَيْه উভয়ের জন্য فَكَذٰلِكَ اَوْ তদ্রূপ اَوْ ও বুঝিয়ে থাকে فَتَكُوْنُ بِمَعْنَى الْوَاوِ সুতরাং এটা واو-এর অর্থে হবে لٰكِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَى الْاِجْتِمَاعِ وَالشُّمُوْلِ তবে وَاوْ একত্রিত হওয়া ও শামিল হওয়াকে প্রকাশ করে وَ اَوْ تَدُلُّ عَلٰى اِنْفِرَادِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ আর او দু'টি বস্তুর প্রত্যেকটি অপরটি হতে একাকী ও পৃথক হওয়াকে বুঝায় فَلَا يَكُوْنُ عَيْنُهَا কাজেই এটা হুবহু وَاوْ হবে না।

সরল অনুবাদ : সুতরাং ইমাম আযম (র.) যে শব্দটিকে হাকীকী অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তাকে ঐ মাজাযী অর্থে প্রয়োগ করেছেন, যার এটা সম্ভাবনা রাখে। যদিও নাকি এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য করা অসম্ভব। সুতরাং তার অপেক্ষা অধিকতর বয়স্ক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে মনিবের বক্তব্য هٰذَا اِبْنِىْ (এটা আমার পুত্র)-এর মধ্যে ইমাম আযম (র.) তাঁর উল্লিখিত মূলনীতির উপর অটল রয়েছেন। অর্থাৎ এরা হাকীকী অর্থ অসম্ভব হওয়ার কারণে একে ঐ মাজাযী অর্থে প্রয়োগ করেছেন যার এটার সম্ভাবনা রাখে। আর সাহেবাইন (র.) হুকুম অসম্ভব হওয়ার সময় মাজাযী অর্থ গ্রহণকে অস্বীকার করে থাকেন। উদাহরণের মধ্যে তাঁর ও তাদের মূলনীতির উপর অটল রয়েছেন। সুতরাং যদ্রূপ সেখানে বাক্য বাতিল হয়ে গেছে তদ্রূপ এখানেও বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) -اَوْ-এর আরো একটি মাজাযী অর্থ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, اَوْ শব্দটিকে কোনো সময় عُمُوْم-এর জন্য اِسْتِعَارَهْ নেওয়া হয়। **(অর্থাৎ اَوْ শব্দটি মাজাযী অর্থে عُمُوْم-এর জন্য প্রয়োগ করা হয়।) তখন এটা وَاوْ عَاطِفَةْ-এর অর্থে হয়ে থাকে। তবে হুবহু وَاوْ عَاطِفَةْ হয় না।** অর্থাৎ وَاوْ যদ্রূপ مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه উভয়ের জন্য হুকুমকে সাব্যস্ত করাকে বুঝায় তদ্রূপ اَوْ ও বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং এটা وَاوْ-এর অর্থে হবে। তবে وَاوْ একত্রিত হওয়া ও শামিল হওয়াকে প্রকাশ করে আর اَوْ দু'টি বস্তুর প্রত্যেকটি অপরটি হতে একাকী ও পৃথক হওয়াকে বুঝায়। কাজেই এটা হুবহু وَاوْ হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَجَعَلَ مَا وُضِعَ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ যাকে হাকীকী অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তাকে তিনি সম্ভাব্য মাজাযী অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আর সেই শব্দটি হলো "او" যা অনির্দিষ্ট একজনকে বুঝানোর জন্য প্রণীত হয়েছে। একে ঐ মাজাযী অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে যার এটা অবকাশ রাখে। আর তা হলো নির্দিষ্ট একজন। আর উক্ত মাজাযী ও হাকীকী অর্থের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, بَيَانْ লাযেম হওয়ার দিক দিয়ে-প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে لَازِمْ করে। আর মাজাযী অর্থ নির্ধারণের জন্য এতটুকু সম্পর্কই যথেষ্ট। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার (র.) "مَجَازًا لِمَا يَحْتَمِلُهُ" বললে উত্তম হতো। কেননা, এটা সম্ভাব্য অর্থের জন্য মাজায, সম্ভাব্য অর্থ হতে মাজায নয়।

قَوْلُهُ يَجْعَلُهُ الخ-এর আলোচনা : এ ইবারতে নিজের চেয়ে বড় ব্যক্তিকে هٰذَا اِبْنِىْ বললে তার বিধান কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় গোলামকে هٰذَا اِبْنِىْ বলে পক্ষান্তরে সে দাস তার চেয়ে বয়সে বড়। তখন ইমাম আযম (র.)-এর মতে এ কথাটি مَجَازْ হিসেবে মেনে নেওয়া হবে, যার অর্থ হচ্ছে কৃতদাস মুক্ত হয়ে যাওয়া। অন্যথা বাক্যটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ لِلْعُمُوْمِ الخ-এর আলোচনা : বাহ্যিক ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, عُمُوْم (ব্যাপকতা) او-এর উদ্দেশ্য অর্থ। এবং اَوْ-কে عُمُوْم-এর জন্য اِسْتِعَارَهْ নেওয়া হয়েছে। মূলত তা নয়। কেননা عُمُوْم (ব্যাপকতা) او-এর مَدْلُوْل (উদ্দেশ্য) নয়; বরং এর দ্বারা عُمُوْم-এর ফায়দা হাসিল হয়। সুতরাং এটা বলা জরুরি হবে যে, তার বক্তব্য لِلْعُمُوْمِ-এর মধ্যে لام শব্দটি তার বক্তব্য تُسْتَعَارُ-এর صِلَةْ নয়; বরং এর لام টি اَجَلْ (কারণ)-এর অর্থে হয়েছে। আর বাক্যটির অর্থ এই যে, عُمُوْم-এর ফায়দা দেওয়ার জন্য اَوْ শব্দটি اِسْتِعَارَهْ নেওয়া হয়। যদি খারেজের মধ্যে কোনো দলিল পাওয়া যায়। যথা نَفِىْ-এর অধীনে হওয়া ইত্যাদি।

وَ ذٰلِكَ اَىْ كَوْنُهَا مُسْتَعَارَةً بِمَعْنَى الْوَاوِ اِذَا كَانَتْ فِىْ مَوْضِعِ النَّفْىِ اَوْ مَوْضِعِ الْاِبَاحَةِ لِاَنَّهُمَا قَرِيْنَتَانِ لِهٰذَا الْمَجَازِ وَلَايُصَارُ اِلَيْهِ اِلَّا بِقَرِيْنَةٍ كَقَوْلِهِ وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُ فُلَانًا اَوْ فُلَانًا حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ اَحَدَهُمَا يَحْنَثُ وَلَوْ كَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً مِثَالٌ لِوُقُوْعِهَا فِىْ مَوْضِعِ النَّفْىِ وَالظَّاهِرُ اَنَّ قَوْلَهُ حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ تَفْرِيْعٌ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَلَّمَهُمَا تَفْرِيْعٌ لِعَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَاوِ يَعْنِىْ اِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَيَعُمُّ الْحِنْثُ بِتَكَلُّمِ اَحَدِهِمَا اَيِّهِمَا كَانَ اِذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ بِمَعْنَى الْوَاوِ لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا بِتَكَلُّمِ اَحَدِهِمَا فَاِذَا تَكَلَّمَ بِاَحَدِهِمَا اِرْتَفَعَ الْيَمِيْنُ وَحَنِثَ بِهِ ثُمَّ بِتَكَلُّمِ اٰخَرَ لَمْ يَتَعَلَّقْ حُكْمُ الْحِنْثِ وَاِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِ فَلَوْ كَلَّمَهُمَا جَمِيْعًا لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اِلَّا كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَاحِدَةٍ اِذْ هَتْكُ حُرْمَةِ اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَمْ يُوْجَدْ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْوَاوِ لَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِيْنَيْنِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَةٍ —

শাব্দিক অনুবাদ : وَذٰلِكَ আর উহা اَىْ كَوْنُهَا مُسْتَعَارَةً بِمَعْنَى الْوَاوِ অর্থাৎ اَوْ শব্দটিকে রূপকার্থে وَاوْ-এর অর্থে তখন প্রয়োগ করা হয় اِذَا كَانَتْ فِىْ مَوْضِعِ النَّفْىِ اَوْ مَوْضِعِ الْاِبَاحَةِ যখন এটা نَفِىْ অথবা اِبَاحَتْ (জায়েজ)-এর স্থলে হয় لِاَنَّهُمَا قَرِيْنَتَانِ لِهٰذَا الْمَجَازِ কেননা اِبَاحَتْ ও نَفِىْ এই মাজাযের জন্য قَرِيْنَةٌ (দলিল) وَلَا يُصَارُ اِلَيْهِ اِلَّا بِقَرِيْنَةٍ আর قَرِيْنَةٌ ব্যতীত মাজাযী অর্থের দিকে শব্দকে ফিরানো হয় না كَقَوْلِهِ وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُ فُلَانًا اَوْ فُلَانًا যেমন কেউ বলল আমি অমুক অথবা অমুকের সাথে কথা বলবনা حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ اَحَدَهُمَا يَحْنَثُ এমনকি যদি একজনের সাথেও কথা বলে তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে وَلَوْ كَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً আর যদি উভয়ের সাথে কথা বলে তাহলে মাত্র একবার শপথ ভঙ্গ হবে مِثَالٌ لِوُقُوْعِهَا فِىْ مَوْضِعِ النَّفْىِ এটা اَوْ শব্দটি نَفِىْ-এর স্থলে হওয়ার উদাহরণ وَالظَّاهِرُ اَنَّ قَوْلَهُ حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ আর গ্রন্থকারের (র.) বাহ্যিক কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার বক্তব্য حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ টি تَفْرِيْعٌ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ তা اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে হওয়ার উপর এ ফারয়ী মাসআলা وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَلَّمَهُمَا আর তাঁর বক্তব্য وَلَوْ كَلَّمَهُمَا টি تَفْرِيْعٌ لِعَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَاوِ এটা হুবহু وَاوْ না হওয়ার উপর ফারয়ী মাসআলা يَعْنِىْ اِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ অর্থাৎ যেহেতু اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে হয় فَيَعُمُّ الْحِنْثُ সুতরাং حَنَثْ (শপথ ভঙ্গ হওয়া) عَامْ হবে بِتَكَلُّمِ اَحَدِهِمَا اَيِّهِمَا كَانَ যে কোনো একজনের সাথে কথা বলার কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে اِذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ بِمَعْنَى الْوَاوِ আর যদি اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে না হতো لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا بِتَكَلُّمِ اَحَدِهِمَا তাহলে উভয়ের মধ্য হতে যে কোনো একজনের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত শপথভঙ্গ হতো না فَاِذَا تَكَلَّمَ بِاَحَدِهِمَا সুতরাং তাদের মধ্য হতে কোনো একজনের সাথে যখন কথা বলবে اِرْتَفَعَ الْيَمِيْنُ তখন শপথ দূরীভূত হয়ে যাবে وَحَنِثَ بِهِ আর বক্তা ঐ কথার দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে ثُمَّ بِتَكَلُّمِ اٰخَرَ অতঃপর অন্যের সাথে কথা বলার দ্বারা لَمْ يَتَعَلَّقْ حُكْمُ الْحِنْثِ শপথ ভঙ্গের হুকুম যুক্ত (আরোপিত) হবে না وَاِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِ আর যেহেতু এটা হুবহু وَاوْ নয় فَلَوْ كَلَّمَهُمَا جَمِيْعًا সেহেতু যদি (ঐ অবস্থা) বক্তা একই সাথে উভয়ের সাথে কথা বলে لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً তাহলে মাত্র একবার শপথ ভঙ্গকারী হবে وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اِلَّا كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَاحِدَةٍ আর তার উপর কেবল একটি শপথের কাফফারা ওয়াজিব হবে اِذْ هَتْكُ حُرْمَةِ اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى কেননা আল্লাহর নামের অপমান لَمْ يُوْجَدْ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً মাত্র একবার পাওয়া গেছে وَلَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْوَاوِ আর যদি হুবহু وَاوْ হতো لَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِيْنَيْنِ তবে তা দু'টি শপথ তুল্য হতো فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَةٍ এবং প্রত্যেক শপথের জন্য পৃথক পৃথক কাফফারা আবশ্যক হতো।

সরল অনুবাদ : **আর উহা** অর্থাৎ اَوْ শব্দটিকে রূপকার্থে وَاوْ-এর অর্থে তখন প্রয়োগ করা হয়, **যখন এটা** نَفِىْ **অথবা** اِبَاحَتْ **(জায়েজ)-এর স্থলে হয়।** কেননা اِبَاحَتْ ও نَفِىْ এই মাজাযের জন্য قَرِيْنَةٌ (দলিল) আর قَرِيْنَةٌ ব্যতীত মাজাযী অর্থের দিকে শব্দকে ফিরানো হয় না। **যেমন– কেউ বলল** لَا اُكَلِّمُ فُلَانًا اَوْ فُلَانًا **(আমি অমুক অথবা অমুকের সাথে কথা বলব না। এমনকি যদি একজনের সাথেও কথা বলে তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি উভয়ের সাথে কথা বলে তা হলে মাত্র একবার শপথ ভঙ্গ হবে।** এটা اَوْ শব্দটি نَفِىْ-এর স্থলে হওয়ার উদাহরণ। আর গ্রন্থকার (র.)-এর বাহ্যিক কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার বক্তব্য "حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ" اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে হওয়ার উপর ফারয়ী মাসআলা। আর তাঁর বক্তব্য "وَلَوْ كَلَّمَهُمَا" এটা হুবহু وَاوْ না হওয়ার উপর ফারয়ী মাসআলা। অর্থাৎ যেহেতু اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে হয় সেহেতু حَنَثْ (শপথ ভঙ্গ হওয়া) عَامْ হবে। যে কোনো একজনের সাথে কথা বলার কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে না হতো তাহলে উভয়ের মধ্য হতে যে কোনো একজনের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত শপথ ভঙ্গ হতো না। সুতরাং তাদের মধ্য হতে কোনো একজনের সাথে যখন কথা বলবে তখন শপথ দূরীভূত হয়ে যাবে, আর বক্তা ঐ কথার দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। অতঃপর অন্যের সাথে কথা বলার দ্বারা শপথ ভঙ্গের হুকুম যুক্ত (আরোপিত) হবে না। আর যেহেতু এটা হুবহু وَاوْ নয়, সেহেতু যদি (ঐ অবস্থায়) বক্তা একই সাথে উভয়ের সাথে কথা বলে, তাহলে মাত্র একবার শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর তার উপর কেবল একটি শপথের কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহর নামের অপমান মাত্র একবার পাওয়া গেছে। আর যদি হুবহু وَاوْ হত তবে তা দু'টি শপথ তুল্য হতো এবং প্রত্যেক শপথের জন্য পৃথক পৃথক কাফফারা আবশ্যক হতো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِرْتَفَعَ الْيَمِيْنُ الخ**-এর আলোচনা :** যদি কেউ وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُ فُلَانًا اَوْ فُلَانًا বাক্য দ্বারা শপথ করে আর যখন اَوْ টি وَاوْ অর্থে ব্যবহৃত হবে তখন তাদের যে কোনো একজনের সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গকারী হবে না; বরং শপথ থেকে যাবে। আর যদি এখানে وَاوْ দ্বারা বলত, তবে উভয়ের সাথে কথা বলা বৈধ হতো। কেননা উভয়কে শপথ হতে বের করা তাদের সাথে বাক্যালাপ করাকে বৈধ করে।

وَقِيْلَ التَّفْرِيْعُ عَلَى الْعَكْسِ يَعْنِيْ اَنَّ قَوْلَهُ حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ اَحَدُهُمَا يَحْنَثُ تَفْرِيْعٌ عَلٰى عَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَاوِ لِاَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْوَاوِ لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا بِتَكَلُّمِ الْمَجْمُوْعِ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوْعِ فَيَتَوَقَّفُ عَلٰى اَنْ يَتَكَلَّمَ بِكِلَيْهِمَا فَلَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ تَكَلُّمِ اَحَدِهِمَا فَاِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِ يَحْنَثُ بِتَكَلُّمِ اَيِّهِمَا كَانَ وَاِنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ كَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ اِذْ لَوْ تَكَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ بِالْوَاوِ لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً وَلَمْ تَجِبْ اِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَاِنْ كَلَّمَهُمَا جَمِيْعًا فَكَذٰلِكَ اَوْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ اَحَدًا اِلَّا فُلَانًا اَوْ فُلَانًا فَلَهُ اَنْ يُكَلِّمَهُمَا مِثَالٌ لِوُقُوْعِهَا فِيْ مَوْضِعِ الْاِبَاحَةِ لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ مِنَ الْحَظْرِ اِبَاحَةٌ وَاِطْلَاقٌ وَالتَّفْرِيْعُ فِيْ قَوْلِهٖ فَلَهُ اَنْ يُكَلِّمَهُمَا تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ اِذْ لَوْ تَكَلَّمَ هٰهُنَا بِالْوَاوِ لَجَازَ التَّكَلُّمُ بِهِمَا فَكَذَا فِيْ اَوْ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِمَعْنَى الْوَاوِ لَا يَحِلُّ التَّكَلُّمُ اِلَّا مِنْ وَاحِدٍ فَاِذَا كَلَّمَ اَحَدَهُمَا اِنْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ ثُمَّ اِذَا تَكَلَّمَ بِالْاٰخَرِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَلَمْ يُذْكَرْ هٰهُنَا ثَمَرَةُ عَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَاوِ وَقِيْلَ تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِيْ قَوْلِهٖ جَالِسِ الْفُقَهَاءَ اَوِ الْمُحَدِّثِيْنَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন যে اَلتَّفْرِيْعُ عَلَى الْعَكْسِ - تَفْرِيْعَ উপরের বর্ণনার বিপরীতে নেওয়া হয়েছে يَعْنِيْ اَنَّ قَوْلَهُ অর্থাৎ তার বক্তব্য حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ اَحَدُهُمَا يَحْنَثُ এমনকি যদি একজনের সাথেও কথা বলে তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে تَفْرِيْعٌ عَلٰى عَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَاوِ হুবহু وَاوْ না হওয়ার تَفْرِيْع - لِاَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْوَاوِ কেননা, এটা যদি হুবহু وَاوْ হতো لَمْ يَحْنَثْ তবে শপথ ভঙ্গকারী হতো না اِلَّا بِتَكَلُّمِ الْمَجْمُوْعِ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوْعِ সকলের সাথে একসাথে কথা না বললে فَيَتَوَقَّفُ عَلٰى اَنْ يَتَكَلَّمَ بِكِلَيْهِمَا সুতরাং উভয়ের সাথে কথা বলার উপর মওকুফ থাকত فَلَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ تَكَلُّمِ اَحَدِهِمَا সুতরাং কেবল একজনের সাথে কথা বলার দরুন শপথ ভঙ্গ হবে না فَاِذَا لَمْ تَكُنْ عَيْنَ الْوَاوِ আর যেহেতু হুবহু وَاوْ হয়নি يَحْنَثُ بِتَكَلُّمِ اَيِّهِمَا كَانَ সেহেতু যে কোনো একজনের সাথে কথা বলার কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে وَاِنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ كَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً আর তাঁর বক্তব্য وَلَوْ كَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً - تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ এটা وَاوْ-এর অর্থে হওয়ার উপর একটি প্রশাখামূলক মাসয়ালা اِذْ لَوْ تَكَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ بِالْوَاوِ কেননা, এক্ষেত্রে যদি وَاوْ-এর দ্বারা বলা হতো لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً তাহলে কেবল একবারই শপথ ভঙ্গকারী হতো وَلَمْ تَجِبْ اِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ আর কেবল একটি কাফফারাই ওয়াজিব হতো وَاِنْ كَلَّمَهُمَا جَمِيْعًا আর যদি উভয়ের সাথে কথা বলত فَكَذٰلِكَ اَوْ তাহলে اَوْ-এর ক্ষেত্রেও সেই একই হুকুম প্রযোজ্য হতো وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ اَحَدًا اِلَّا فُلَانًا আর যদি কেউ শপথ করে যে অমুক অথবা অমুক ব্যতীত অন্য কারো সাথে কথা বলবেনা فَلَهُ اَنْ يُكَلِّمَهُمَا তাহলে উভয়ের সাথে তার কথা বলা জায়েজ হবে مِثَالٌ لِوُقُوْعِهَا فِيْ مَوْضِعِ الْاِبَاحَةِ এটা اَوْ শব্দটি اِبَاحَتْ-এর স্থলে হওয়ার একটি উদাহরণ لِاَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ مِنَ الْحَظْرِ কেননা নিষিদ্ধ হতে اِسْتِثْنَاء করা اِبَاحَةٌ وَاِطْلَاقٌ - اِبَاحَتْ ও اِطْلَاق হিসেবে পরিগণিত وَالتَّفْرِيْعُ فِيْ قَوْلِهٖ فَلَهُ اَنْ يُكَلِّمَهُمَا তার বক্তব্য فَلَهُ اَنْ يُكَلِّمَهُمَا-এর মধ্যে এ কথার تَفْرِيْع হয়েছে যে تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ এ কথার উপর আরেকটি تَفْرِيْع হয়েছে যে اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে হয়ে থাকে اِذْ لَوْ كَلَّمَ هٰهُنَا بِالْوَاوِ কেননা এ ক্ষেত্রে বক্তা যদি اَوْ-এর পরিবর্তে وَاوْ-এর দ্বারা কথা বলত لَجَازَ التَّكَلُّمُ بِهِمَا তাহলে তার জন্য উভয়ের সাথে কথা বলা জায়েজ হতো فَكَذَا فِيْ اَوْ সুতরাং اَوْ-এর ব্যাপারেও তদ্রূপ হয়েছে وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِمَعْنَى الْوَاوِ আর যদি اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে- না হতো لَا يَحِلُّ التَّكَلُّمُ اِلَّا مِنْ وَاحِدٍ তাহলে ঐ অবস্থায় কেবল একজনের সাথে বাক্যালাপ করা জায়েজ হতো فَاِذَا كَلَّمَ اَحَدَهُمَا সুতরাং যখন সে একজনের সাথে কথা বলত اِنْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ তবে শপথ উন্মুক্ত হয়ে যেত ثُمَّ اِذَا تَكَلَّمَ بِالْاٰخَرِ অতঃপর যখন অন্যজনের সাথে কথা বলত تَجِبُ الْكَفَّارَةُ তখন কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যেত وَلَمْ يُذْكَرْ هٰهُنَا ثَمَرَةُ عَدَمِ كَوْنِهَا عَيْنَ الْوَاوِ আর গ্রন্থকার (র.) এখানে اَوْ শব্দটি হুবহু وَاوْ না হওয়ার ফলাফল উল্লেখ করেন নি وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন যে, فِيْ قَوْلِهٖ جَالِسِ الْفُقَهَاءَ اَوِ الْمُحَدِّثِيْنَ কারো বক্তব্য جَالِسِ الْفُقَهَاءَ اَوِ الْمُحَدِّثِيْنَ-এর মধ্যে تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ-এর ফলাফল প্রকাশিত হবে।

সরল অনুবাদ : আর কেউ কেউ বলেছেন যে, تَفْرِيْع উপরের বর্ণনার বিপরীতে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তার বক্তব্য حَتّٰى اِذَا كَلَّمَ اَحَدُهُمَا يَحْنَثُ হুবহু وَاو না হওয়ার تَفْرِيْع কেননা এটা যদি হুবহু وَاوْ হতো তবে সকলের সাথে একসঙ্গে কথা না বললে শপথ ভঙ্গকারী হতো না। সুতরাং উভয়ের সাথে কথা বলার উপর মওকুফ থাকত। অতএব কেবল একজনের সাথে কথা বলার দরুন শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যেহেতু হুবহু وَاو হয়নি সেহেতু যে কোনো একজনের সাথে কথা বলার কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তাঁর বক্তব্য وَلَوْ كَلَّمَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً এটা وَاوْ-এর অর্থে হওয়ার উপর تَفْرِيْع কেননা এ ক্ষেত্রে যদি وَاوْ-এর দ্বারা বলা হতো, তাহলে কেবল একবারই শপথ ভঙ্গকারী হতো। আর কেবল একটি কাফ্ফারাই ওয়াজিব হতো। আর যদি উভয়ের সাথে বলত, তাহলেও সেই একই হুকুম প্রযোজ্য হতো। **আর যদি কেউ শপথ করে যে, অমুক অথবা অমুক ব্যতীত অন্য কারো সাথে কথা বলবে না। তাহলে উভয়ের সাথে কথা বলা তার জন্য জায়েজ হবে।** এটা اَوْ শব্দটি اِبَاحَتْ-এর স্থলে হওয়ার একটি উদাহরণ। কেননা নিষিদ্ধ হতে اِسْتِثْنَاء করা اِبَاحَتْ ও اِطْلَاق হিসেবে পরিগণিত। সুতরাং তাঁর বক্তব্য فَلَهُ اَنْ يُكَلِّمَهُمَا الخ-এর মধ্যে এ কথার تَفْرِيْع হয়েছে যে, اَوْ শব্দটিকে وَاو-এর অর্থে থাকে। কেননা এ ক্ষেত্রে বক্তা যদি اَوْ-এর পরিবর্তে وَاوْ-এর দ্বারা কথা বলত, তাহলে তার জন্য উভয়ের সাথে কথা বলা জায়েজ হতো। সুতরাং اَو-এর ব্যাপারেও তদ্রূপ হয়েছে। আর যদি اَوْ শব্দটি وَاوْ-এর অর্থে না হতো তাহলে ঐ অবস্থায় কেবল একজনের সাথে বাক্যালাপ করা জায়েজ হতো। সুতরাং যখন সে একজনের সাথে কথা বলত, তবে শপথ উন্মুক্ত হয়ে যেত। অতঃপর যখন অন্য জনের সাথে কথা বলত, তখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যেত। আর গ্রন্থকার (র.) এখানে اَوْ শব্দটি হুবহু وَاوْ না হওয়ার ফলাফল উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ বলেছেন যে, কারো বক্তব্য جَالِسِ الْفُقَهَاءَ اَوِ الْمُحَدِّثِيْنَ-এর মধ্যে এর ফলাফল প্রকাশিত হবে।

فَإِنَّهُ إِنْ تَكَلَّمَ بِالْوَاوِ تَجِبُ عَلَيْهِ مُجَالَسَتُهُمَا وَإِنْ تَكَلَّمَ بِأَوْ تُبَاحُ لَهُ مُجَالَسَتُهُمَا فَأَوْ تُفِيدُ إِبَاحَةَ الْجَمْعِ وَالْوَاوُ تُوجِبُهُ وَهٰذَا مِمَّا لَايُعْرَفُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّخْيِيرِ عَلٰى طَرِيقِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُصُولِيِّينَ مَشْهُورٌ ثُمَّ ذَكَرَ مَجَازًا اٰخَرَ لِأَوْ فَقَالَ وَتُسْتَعَارُ بِمَعْنٰى حَتّٰى أَوْ إِلَّا أَنْ إِذَا فَسَدَ الْعَطْفُ لِاخْتِلَافِ الْكَلَامِ وَيَحْتَمِلُ ضَرْبَ الْغَايَةِ يَعْنِي الْأَصْلَ فِي أَوْ أَنْ تَكُونَ لِلْعَطْفِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَقِمِ الْعَطْفُ بِأَنْ يَخْتَلِفَ الْكَلَامَانِ إِسْمًا وَفِعْلًا أَوْ مَاضِيًا وَمُضَارِعًا أَوْ مُثْبَتًا وَمَنْفِيًا أَوْ شَيْئًا اٰخَرَ يُشَوِّشُ الْعَطْفَ وَيَمْنَعُهُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّهُ إِنْ تَكَلَّمَ بِالْوَاوِ কেননা বক্তা যদি وَاوْ-এর দ্বারা বলেন يَجِبُ عَلَيْهِ مُجَالَسَتُهُمَا তাহলে শ্রোতার উপর উভয় দলের সাহচর্য হাসিল করা ওয়াজিব হবে وَإِنْ تَكَلَّمَ بِأَوْ আর যদি أَوْ-এর দ্বারা বলেন تُبَاحُ لَهُ مُجَالَسَتُهُمَا তাহলে তার জন্য উভয় দলের সাহচর্য লাভ করা মুবাহ (জায়েজ) হবে فَأَوْ تُفِيدُ إِبَاحَةَ الْجَمْعِ সুতরাং أَوْ শব্দটি একত্রিতকরণ জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত করে وَالْوَاوُ تُوجِبُهُ আর وَاوْ শব্দটি একত্রিতকরণকে ওয়াজিব করে থাকে وَهٰذَا مِمَّا لَايُعْرَفُ তবে এটা প্রসিদ্ধ নয় وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّخْيِيرِ - إِبَاحَتْ ও تَخْيِيرْ-এর মধ্যে পার্থক্য عَلٰى طَرِيقِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُصُولِيِّينَ আরবি ভাষাবিদ ও উসূলবিদগণের গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে مَشْهُورٌ তা প্রসিদ্ধ ثُمَّ ذَكَرَ مَجَازًا اٰخَرَ لِأَوْ অতঃপর গ্রন্থকার أو শব্দটির আরো একটি মাজাযী অর্থ বর্ণনা করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন– وَتُسْتَعَارُ بِمَعْنٰى حَتّٰى أَوْ إِلَّا أَنْ এবং أَوْ শব্দটিকে حَتّٰى-এর অথবা إِلَّا أَنْ-এর অর্থে إِسْتِعَارَةْ নেওয়া হয়ে থাকে إِذَا فَسَدَ الْعَطْفُ ঐ সময় যখন عَطْف ফাসিদ হয়ে যায় لِاخْتِلَافِ الْكَلَامِ বাক্যের বৈপরীত্যের কারণে وَيَحْتَمِلُ ضَرْبَ الْغَايَةِ আর বাক্যটি চূড়ান্ত বর্ণনার অবকাশ রাখে يَعْنِي الْأَصْلَ فِي أَوْ أَنْ تَكُونَ لِلْعَطْفِ অর্থাৎ أَوْ শব্দটি মূলত عَطْف-এর জন্য হয়ে থাকে فَإِذَا لَمْ يَسْتَقِمِ الْعَطْفُ সুতরাং যখন عَطْف সহীহ হবে না بِأَنْ يَخْتَلِفَ الْكَلَامَانِ এ কারণে যে বাক্যদ্বয় একটি অন্যটির বিপরীত হবে إِسْمًا وَفِعْلًا - إِسْم ও فِعْل-এর দিক দিয়ে أَوْ مَاضِيًا وَمُضَارِعًا অথবা مَاضِيْ ও مُضَارِعْ-এর দিক দিয়ে أَوْ مُثْبَتًا وَمَنْفِيًا ইতিবাচক ও নেতিবাচক-এর দিক দিয়ে أَوْ شَيْئًا اٰخَرَ অথবা অন্যকোনো দিক দিয়ে يُشَوِّشُ যা আতফের মধ্যে অনিয়মের সৃষ্টি করে এবং الْعَطْفَ وَيَمْنَعُهُ আতফের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

সরল অনুবাদ : কেননা বক্তা যদি وَاوْ-এর দ্বারা বলেন, তাহলে শ্রোতার উপর উভয় দলের সাহচর্য হাসিল করা ওয়াজিব হবে। আর যদি أَوْ-এর দ্বারা বলেন, তাহলে তার জন্য উভয় দলের সাহচর্য লাভ করা মুবাহ (জায়েজ) হবে। সুতরাং أَوْ শব্দটি একত্রিতকরণ জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত করে। আর وَاوْ শব্দটি একত্রিতকরণকে ওয়াজিব করে থাকে। তবে এটা প্রসিদ্ধ নয়। আরবি ভাষাবিদ ও উসূলবিদগণের গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে تَخْيِيرْ ও إِبَاحَتْ-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা প্রসিদ্ধ (বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না)। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) "أَوْ" শব্দটির আরো একটি মাজাযী অর্থ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, এবং أَوْ শব্দটিকে "حَتّٰى" **অথবা** "إِلَّا أَنْ"-**এর অর্থে** إِسْتِعَارَةْ **নেওয়া হয়ে থাকে। ঐ সময় যখন বাক্যের বৈপরীত্যের কারণে** عَطْف **ফাসিদ হয়ে যায়। আর বাক্যটি চূড়ান্ত বর্ণনার অবকাশ রাখে।** অর্থাৎ أَوْ শব্দটি মূলত আত্ফের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং যখন আত্ফ সহীহ হবে না। এ কারণে যে, বাক্যদ্বয় ইসম ও ফেল অথবা مَاضِيْ ও مُضَارِعْ কিংবা مُثْبَتْ (ইতিবাচক) ও مَنْفِيْ (নেতিবাচক) অথবা অন্য কোনো দিক দিয়ে একটি অপরটির বিপরীত হবে, যা আতফের মধ্যে অনিয়মের সৃষ্টি করে এবং আত্ফের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ أَوْ একত্রিকরণ জায়েজ হওয়ার فَائِدَةْ দেওয়া এবং وَاوْ একত্রিকরণ ওয়াজিব হওয়ার فَائِدَةْ দেওয়া অপ্রসিদ্ধ। সর্বসাধারণ এটা সম্পর্কে অবগত নয়। আব্দুল কাহের জুরজানী (র.) ও অন্যান্য خَوَاصْ (বিশেষ) ব্যক্তিগণ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ مَشْهُورٌ الخ-এর আলোচনা : তাওযীহ নামক কিতাবে আছে যে, تَخْيِيرْ-এর অর্থ হলো উভয়ের একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ হওয়া। সুতরাং এমতাবস্থায় এতদুভয়ের যে কোনো একটি উদ্দেশ্য হবে এবং উভয়ের মধ্যে একত্রিকরণের অধিকার থাকবে না। আর تَخْيِيرْ ও إِبَاحَتْ-এর মধ্যে বহিরাগত দলিল যথা অবস্থা অথবা বক্তব্যের নির্দেশনা এর দ্বারা পার্থক্য নির্ধারিত করা হবে।

قَوْلُهُ مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًا الخ-এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হচ্ছে। যার সার কথা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

প্রশ্ন : দু'টি বাক্যে نَفِيْ ও إِثْبَاتْ হওয়ার দিক দিয়ে পরস্পর বিপরীত হওয়ার কারণে আতফ অসম্ভব হওয়া স্বত্তেও আত্ফ করা কিভাবে সম্ভব হবে ? অথচ কারো বক্তব্য مَارَأَيْتُ عَمْرًوا لٰكِنْ رَأَيْتُ بَشَرًا এবং আল্লাহর বাণী– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং শিরক করেনি।) ইত্যাদির মধ্যে إِثْبَاتْ ও নফীর দিক দিয়ে বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও আত্ফ জায়েজ হয়েছে। দেখা যায় কিন্তু তা قَاعِدَةْ হিসেবে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় কি ?

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, দুই فِعْلْ এদের فَاعِلْ ও مَفْعُولْ সহকারে نَفِيْ ও إِثْبَاتْ হওয়ার দিক দিয়ে বিপরীত হলে جَاءَنِيْ زَيْدٌ وَمَا جَاءَنِيْ أَوْ-এর দ্বারা আত্ফ করা সহীহ হবে না। তবে وَاوْ-এর দ্বারা ঐ অবস্থায়ও عَطْف করা সহীহ হবে। তবে আমাদের বক্তব্য عَمْرٌو অর্থহীন।

وَيَكُوْنُ اَوَّلُ الْكَلَامِ مُمْتَدًّا بِحَيْثُ تُضْرَبُ لَهُ غَايَةٌ فِيْمَا بَعْدَهَا فَحِيْنَئِذٍ تُسْتَعَارُ كَلِمَةُ اَوْ بِمَعْنٰى حَتّٰى اَوْ اِلَّا اَنْ فَعَدَمُ اِسْتِقَامَةِ الْعَطْفِ بِاخْتِلَافِ الْكَلَامَيْنِ يَكْفِيْ لِخُرُوْجِ اَوْ عَنْ مَعْنَاهَا وَلٰكِنْ كَوْنُ السَّابِقِ مُمْتَدًّا بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ ضَرْبَ الْغَايَةِ فِيْمَا بَعْدَهَا شَرْطٌ لِكَوْنِهَا بِمَعْنٰى حَتّٰى اَوْ اِلَّا اَنْ لِاَنَّ حَتّٰى لِلْغَايَةِ يَنْتَهِيْ بِهَا الْمُغْيَا كَمَا اَنَّ اَحَدَ الشَّيْئَيْنِ فِيْ اَوْ يَنْتَهِيْ بِوُجُوْدِ الْاٰخَرِ وَاِلَّا اَنْ اِسْتِثْنَاءٌ فِي الْوَاقِعِ حُكْمُهُ مُخَالَفَةُ مَا سَبَقَ فِي الْاَحْكَامِ كَمَا اَنَّ حُكْمَ الْمَعْطُوْفِ بِاَوْ يُخَالِفُ حُكْمَ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ بِوُجُوْدِ اَحَدِهِمَا فَقَطْ فَيَتَحَقَّقُ بَيْنَ اَوْ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنْ حَتّٰى وَاِلَّا اَنْ مُنَاسَبَةٌ يَجُوْزُ اِسْتِعَارَتُهَا لَهُمَا لٰكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حَتّٰى وَاِلَّا اَنْ اَنَّ حَتّٰى تَجِيْئُ بِمَعْنَى الْعَطْفِ اَيْضًا دُوْنَ اِلَّا اَنْ وَاَنَّ كَوْنَ الثَّانِيْ جُزْءً مِنَ الْاَوَّلِ عِنْدَهُ شَرْطٌ فِيْ حَتّٰى دُوْنَ اِلَّا اَنْ وَسَيَجِيْئُ تَحْقِيْقُهُ فِيْ بَحْثِ حَتّٰى كَقَوْلِهِ تَعَالٰى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّ قَوْلَهُ اَوْ يَتُوْبَ لَا يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْطُوْفًا عَلٰى قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ لِعَدَمِ اِتِّسَاقِ النَّظْمِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَكُوْنُ اَوَّلُ الْكَلَامِ مُمْتَدًّا আর প্রথম বাক্যটি এমন দীর্ঘ সূত্রীতার জন্য দেয় যে, بِحَيْثُ تُضْرَبُ لَهُ غَايَةٌ فِيْمَا بَعْدَهَا-এর পরবর্তী বাক্যের চূড়ান্ত পরিণতি বর্ণনা করা যেতে পারে فَحِيْنَئِذٍ تُسْتَعَارُ كَلِمَةُ اَوْ আর তখনই اَوْ কে اِسْتِعَارَةً নেওয়া হয় بِمَعْنٰى حَتّٰى اَوْ اِلَّا اَنْ - حَتّٰى অথবা اِلَّا اَنْ-এর জন্য فَعَدَمُ اِسْتِقَامَةِ الْعَطْفِ সুতরাং عَطْفٌ সহীহ না হওয়া بِاخْتِلَافِ الْكَلَامَيْنِ বাক্যদ্বয়ের বৈপরীত্বের কারণে يَكْفِيْ لِخُرُوْجِ اَوْ عَنْ مَعْنَاهَا - اَوْ শব্দটি -এর হাকীকী অর্থ হতে বাহির হওয়ার জন্য যথেষ্ট وَلٰكِنْ كَوْنُ السَّابِقِ مُمْتَدًّا তবে পূর্ববর্তী বাক্য مُمْتَدٌّ (দীর্ঘ সূত্রীতা সম্পন্ন) হওয়া بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ ضَرْبَ الْغَايَةِ فِيْمَا بَعْدَهَا এভাবে যে এর পরবর্তী বাক্য চূড়ান্ত পরিণতি বর্ণনার অবকাশ রাখবে شَرْطٌ لِكَوْنِهَا بِمَعْنٰى حَتّٰى اَوْ اِلَّا اَنْ এটা حَتّٰى অথবা اِلَّا اَنْ-এর অর্থে হওয়ার জন্য শর্ত لِاَنَّ حَتّٰى لِلْغَايَةِ কেননা حَتّٰى শব্দটি চূড়ান্ত বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে يَنْتَهِيْ بِهَا الْمُغْيَا যে স্থানে مُغْيَا শেষ হয়ে যায় كَمَا اَنَّ اَحَدَ الشَّيْئَيْنِ فِيْ اَوْ যদ্রূপ اَوْ-এর মধ্যে দু'টি বস্তুর মধ্যে একটি يَنْتَهِيْ بِوُجُوْدِ الْاٰخَرِ অপরটির অস্তিত্বের কারণে নিঃশেষ হয়ে যায় وَاِلَّا اَنْ আর اِلَّا اَنْ اِسْتِثْنَاءٌ فِي الْوَاقِعِ প্রকৃতপক্ষে اِسْتِثْنَاءٌ-এর জন্য হয়ে থাকে حُكْمُهُ আর এটার হুকুম হলো مُخَالَفَةُ مَا سَبَقَ فِي الْاَحْكَامِ হুকুমের দিক দিয়ে এটা পূর্ববর্তী বাক্যের বিরোধী হবে كَمَا اَنَّ حُكْمَ الْمَعْطُوْفِ بِاَوْ যেমন اَوْ শব্দের দ্বারা আতফকৃত مَعْطُوْف-এর হুকুম يُخَالِفُ حُكْمَ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ মা'তূফ 'আলাইহি-এর বিরোধী হয়ে থাকে بِوُجُوْدِ اَحَدِهِمَا فَقَطْ এতদুভয়ের মাত্র একটির অস্তিত্বের কারণে فَيَتَحَقَّقُ بَيْنَ اَوْ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنْ حَتّٰى وَاِلَّا اَنْ مُنَاسَبَةٌ সুতরাং اَوْ এবং حَتّٰى ও اِلَّا اَنْ-এর প্রত্যেকটির সাথে সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয়েছে يَجُوْزُ اِسْتِعَارَتُهَا لَهُمَا যদ্দরুন اَوْ শব্দটিকে حَتّٰى ও اِلَّا اَنْ-এর জন্য اِسْتِعَارَةً নেওয়া জায়েজ হয়েছে لٰكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حَتّٰى وَاِلَّا اَنْ তবে حَتّٰى ও اِلَّا اَنْ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো اَنَّ حَتّٰى تَجِيْئُ بِمَعْنَى الْعَطْفِ اَيْضًا - حَتّٰى আতফের অর্থেও নেওয়া হয়ে থাকে دُوْنَ اِلَّا اَنْ কিন্তু اِلَّا اَنْ আতফের জন্য হয় না وَاَنَّ كَوْنَ الثَّانِيْ আর আরেকটি পার্থক্য হলো দ্বিতীয়টি (مَعْطُوْف) جُزْءً مِنَ الْاَوَّلِ প্রথমটি (مَعْطُوْف عَلَيْهِ)-এর অংশ عِنْدَهُ তার (অর্থাৎ আব্দুল কাহের জুরজানী)-এর মতে شَرْطٌ فِيْ حَتّٰى - حَتّٰى-এর মধ্যে শর্ত دُوْنَ اِلَّا اَنْ তবে اِلَّا اَنْ-এর মধ্যে এটা শর্ত নয় وَسَيَجِيْئُ تَحْقِيْقُهُ فِيْ بَحْثِ حَتّٰى শীঘ্রই حَتّٰى-এর অধ্যায়ে এর আলোচনা আসছে كَقَوْلِهِ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর বাণী– لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ আপনার কোনো ক্ষমতা নেই اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ অথবা হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করবেন اَوْ يُعَذِّبَهُمْ অথবা তাদের শাস্তি দেবেন فَاِنَّ قَوْلَهُ اَوْ يَتُوْبَ সুতরাং আল্লাহর বাণী– اَوْ يَتُوْبَ لَا يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْطُوْفًا আতফ হওয়ার উপযোগী নয় عَلٰى قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ আল্লাহর বাণী– لَيْسَ لَكَ-এর উপর لِعَدَمِ اِتِّسَاقِ النَّظْمِ কেননা তাদের মধ্যে শাব্দিক সংযোগ নেই।

সরল অনুবাদ : আর প্রথম বাক্যটি এমন দীর্ঘ সূত্রীতার জন্য দেয় যে, এর পরবর্তী বাক্যের চূড়ান্ত পরিণতি বর্ণনা করা যেতে পারে। আর তখনই اَوْ-কে حَتّٰى অথবা "اِلَّا اَنْ"-এর জন্য "اِسْتِعَارَةً" নেওয়া হয়। (অর্থাৎ রূপকার্থে একে حَتّٰى অথবা اِلَّا اَنْ-এর অর্থে ব্যবহার করা হয়।) সুতরাং বাক্যদ্বয়ের বৈপরীত্বের কারণে আত্‌ফ সহীহ না হওয়া اَوْ শব্দটি এর হাকীকী অর্থ হতে বাহির হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে পূর্ববর্তী বাক্য مُمْتَدٌّ (দীর্ঘ সূত্রীতা সম্পন্ন) হওয়া এভাবে যে, এর পরবর্তী বাক্য চূড়ান্ত পরিণতি বর্ণনার অবকাশ রাখবে এটা حَتّٰى অথবা "اِلَّا اَنْ"-এর অর্থে হওয়ার জন্য শর্ত। কেননা حَتّٰى শব্দটি غَايَتْ (চূড়ান্ত) বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে, যে স্থানে مُغْيَا শেষ হয়ে যায়। যদ্রূপ اَوْ-এর মধ্যে দু'টি বস্তুর মধ্যে একটি অপরটির অস্তিত্বের কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়। আর "اِلَّا اَنْ" প্রকৃতপক্ষে اِسْتِثْنَاءٌ-এর জন্য হয়ে থাকে। আর এটার হুকুম হলো হুকুমের দিক দিয়ে এটা পূর্ববর্তী বাক্যের বিরোধী হবে। যেমন اَوْ শব্দের দ্বারা আত্‌ফকৃত مَعْطُوْف-এর হুকুম مَعْطُوْف عَلَيْهِ-এর বিরোধী হয়ে থাকে, এতদুভয়ের মাত্র একটির অস্তিত্বের কারণে। সুতরাং اَوْ এবং حَتّٰى ও "اِلَّا اَنْ"-এর প্রত্যেকটির সাথে مُنَاسَبَتْ (সাদৃশ্য) সাব্যস্ত হয়েছে। যদ্দরুন اَوْ শব্দটিকে حَتّٰى ও اِلَّا اَنْ-এর জন্য اِسْتِعَارَةً নেওয়া জায়েজ হয়েছে, তবে حَتّٰى ও "اِلَّا اَنْ"-এর মধ্যে পার্থক্য হলো حَتّٰى (غَايَتْ ব্যতীত) আত্‌ফের অর্থেও নেওয়া হয়ে থাকে; কিন্তু اِلَّا اَنْ আতফের জন্য হয় না। আর আরেকটি পার্থক্য হলো, তার (অর্থাৎ আব্দুল কাহের জুরজানী)-এর মতে দ্বিতীয়টি (مَعْطُوْف) প্রথমটি (مَعْطُوْف عَلَيْهِ)-এর অংশ হওয়া শর্ত। তবে اِلَّا اَنْ-এর মধ্যে এটা শর্ত নয়। শীঘ্রই حَتّٰى-এর অধ্যায়ে এর আলোচনা আসছে। যেমন, **আল্লাহর বাণী– (الْاٰيَةَ) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ আপনার কোনো ক্ষমতা নেই। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করবেন। অথবা তাদের শাস্তি দেবেন।** সুতরাং আল্লাহর বাণী "اَوْ يَتُوْبَ" এটা তার বাণী "لَيْسَ لَكَ"-এর উপর আতফ হওয়ার উপযোগী নয়। কেননা তাদের মধ্যে শাব্দিক সংযোগ নেই।

وَلَا عَلٰى قَوْلِهِ اَلْاَمْرُ اَوْ شَيْءٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلٰكِنَّهُ يَصْلُحُ قَوْلُهُ لَيْسَ لَكَ اَنْ يَمْتَدَّ اِلٰى غَايَةِ التَّوْبَةِ اَوْ التَّعْذِيْبِ فَيَكُوْنُ اَوْ بِمَعْنٰى حَتّٰى اَوْ اِلَّا اَنْ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى لَيْسَ لَكَ مِنْ اَمْرِ الْكُفَّارِ شَيْءٌ فِيْ دُعَاءِ الشَّرِّ اَوْ طَلَبِ الشَّفَاعَةِ حَتّٰى يَتُوْبَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ فَاِنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ لَكَ طَلَبُ الشَّفَاعَةِ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَيَكُوْنُ لَكَ الدُّعَاءُ بِالشَّرِّ وَ رُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَاْذَنَ اللّٰهَ اَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ فَنَزَلَتْ وَقِيْلَ اِنَّهُ لَمَّا شُجَّ وَجْهُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ اُحُدٍ سَأَلَ اَصْحَابُهُ اَنْ يَّدْعُوَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَابَعَثَنِيَ اللّٰهُ لَعَّانًا وَلٰكِنْ بَعَثَنِيْ دَاعِيًا اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ فَنَزَلَتْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا عَلٰى قَوْلِهِ الْاَمْرُ اَوْ شَيْءٌ আর এটা اَلْاَمْرُ বা شَيْءٌ-এর উপর আত্‌ফ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না وَهُوَ ظَاهِرٌ আর এটার কারণ সুস্পষ্ট وَلٰكِنَّهُ يَصْلُحُ قَوْلُهُ لَيْسَ لَكَ তবে لَيْسَ لَكَ বক্তব্যটি যোগ্যতা রাখে اَنْ يَمْتَدَّ দীর্ঘায়িত হওয়ার اِلٰى غَايَةِ التَّوْبَةِ اَوِ التَّعْذِيْبِ তওবা অথবা تَعْذِيْب-এর غَايَتْ পর্যন্ত فَيَكُوْنُ اَوْ بِمَعْنٰى حَتّٰى اَوْ اِلَّا اَنْ সুতরাং اَوْ শব্দটি حَتّٰى অথবা اِلَّا اَنْ-এর অর্থে হবে فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى তখন আয়াতের অর্থ হবে لَيْسَ لَكَ আপনার কোনো ক্ষমতা নেই مِنْ اَمْرِ الْكُفَّارِ কাফিরদের ব্যাপারে شَيْءٌ কোনো فِيْ دُعَاءِ الشَّرِّ বদ দোয়া করার اَوْ طَلَبِ الشَّفَاعَةِ অথবা সুপারিশ করার حَتّٰى يَتُوْبَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন فَاِنَّهُ حِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ لَكَ আর তখনই আপনি সক্ষম হবেন طَلَبُ الشَّفَاعَةِ সুপারিশ তলব করার اَوْ يُعَذِّبَهُمْ অথবা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন فَيَكُوْنُ لَكَ الدُّعَاءُ بِالشَّرِّ আর তখন আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করতে পারবেন وَرُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ اِسْتَاْذَنَ اللّٰهَ আল্লাহর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন اَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِمْ কাফের উপর বদদোয়া করার فَنَزَلَتْ তখন উক্ত আয়াত নাজেল হয়েছে وَقِيْلَ এবং কথিত আছে যে, اِنَّهُ لَمَّا شُجَّ وَجْهُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ اُحُدٍ ওহুদের যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর চেহারা মোবারক যখন রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল سَأَلَ اَصْحَابُهُ اَنْ يَّدْعُوَ عَلَيْهِمْ তখন সাহাবীগণ (রা.) কাফিরদেরকে বদদোয়া করার জন্য হুজুর ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ তখন হুজুর ﷺ বললেন مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ لَعَّانًا আল্লাহ আমাকে অভিশাপকারী হিসেবে পাঠাননি وَلٰكِنْ بَعَثَنِيْ دَاعِيًا বরং আমাকে কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী করে পাঠিয়েছেন اَللّٰهُمَّ হে প্রভু! اهْدِ قَوْمِيْ আপনি আমার জাতিকে হিদায়েত করুন فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ কেননা তারা অজ্ঞ فَنَزَلَتْ সে সময় উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

সরল অনুবাদ : আর এটা شَيْءٌ বা اَلْاَمْرُ-এর উপর আত্‌ফ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর এটার কারণ সুস্পষ্ট। তবে "لَيْسَ لَكَ" বক্তব্যটি তওবা অথবা تَعْذِيْب-এর غَايَتْ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং اَوْ শব্দটি حَتّٰى অথবা "اِلَّا اَنْ"-এর অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, কাফিরদের ব্যাপারে বদদোয়া করা অথবা সুপারিশ করার ব্যাপারে আপনার কোনো ক্ষমতা নেই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। আর তখনই আপনি তাদের জন্য সুপারিশ তলব করতে পারবেন। অথবা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তখন আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করতে পারবেন। বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ কাফিরদের উপর বদদোয়া করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, তখন উক্ত আয়াত নাজেল হয়েছে এবং কথিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর চেহারা মোবারক আহত (রক্তাক্ত) হয়ে গিয়েছিল, তখন সাহাবীগণ (রা.) কাফিরদেরকে বদদোয় করবার জন্য হুযুর ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন। তখন হুযুর ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে لَعَّانٌ (অভিশাপকারী) হিসেবে পাঠাননি; বরং আমাকে دَاعِيْ (কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী) করে পাঠিয়েছেন। হে প্রভু! আপনি আমার জাতিকে হিদায়েত (সঠিক পথের নির্দেশনা দান) করুন। কেননা তারা অজ্ঞ। সে সময় উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا عَلٰى قَوْلِهِ الخ-এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে কতিপয় দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে, যার বিবরণ হচ্ছে– কেননা فِعْل ও اِسْم হওয়ার দিক দিয়ে مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ-এর মধ্যে বৈপরীত্য হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, اَنْ উহ্য মেনে নিয়ে عَلَى الْاَمْرِ তথা شَيْءٌ-এর উপর হতে পারে। আর অর্থ হবে তাদেরকে তওবা গ্রহণে বাধ্য করা কিংবা নির্দেশ দেওয়া অথবা আত্‌ফ শাস্তি প্রদানের কোনো ক্ষমতা তোমার নেই। অথবা অর্থ হবে, আপনার নিকট নির্দেশের বা তাদেরকে তওবা করানো অথবা তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করার কোনো ক্ষমতা নেই। ইমাম বায়যাবী (র.) অনুরূপ বলেছেন। আর এর দ্বারা فِعْل-এর আতফ فِعْل-এর উপর হবে। اِسْم-এর উপর فِعْل-এর আত্‌ফ হবে না।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ব্যাখ্যাকার (র.) এই দাবি করেননি যে, আতফ অসম্ভব; বরং তিনি উপযোগী না হওয়ার দাবি করেছেন। আর এই আতফ যে, সহীহ নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, اَنْ-কে উহ্য মানা উত্তম নয়।

পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, اَوْ শব্দটিকে حَتّٰى-এর অর্থে প্রয়োগ করা মাজায। আর মাজাযও উত্তম নয়। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা এবং اَلشَّيْءُ অথবা اَلْاَمْرُ-এর উপর আত্‌ফ করা উভয়ই সমান। সুতরাং কেউ এ দিকে গিয়েছে আর কেউ ঐ দিকে গিয়েছে। সুতরাং কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ فَنَزَلَتْ الخ-এর আলোচনা : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধে ওতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস মহানবী ﷺ-এর মাথা মুবারক আহত করেছিল এবং ডান পার্শ্বের রুবাইয়া দন্ত মুবারক শহীদ করে দিয়েছিল। তখন হযরত আলী (রা.) রাসূল ﷺ-এর পবিত্র চেহারার খুন পরিষ্কার করছিলেন এবং আবূ হুযায়ফার মাওলা হযরত সালেম (রা.) চেহারা মুবারকের রক্ত ধৌত করছিলেন। তখন রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জবান দিয়ে বেরিয়ে আসছিল كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا نَبِيَّهُمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْ اِلٰى رَبِّهِمْ অর্থাৎ সে জাতি কি করে সফলতা লাভ করতে পারে? যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে! অথচ নবী তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে আহবান করছেন। এরপর মহানবী ﷺ-এর হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

وَنَهَى اللّٰهُ عَنِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ اَوْ سُؤَالُ الْهِدَايَةِ لَهُمْ وَهٰذَا مَا جَرٰى عَلَيْهِمُ الْاُصُوْلِيُّوْنَ وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ اَنَّ قَوْلَهُ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ مَعْطُوْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ وَقَوْلُهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُمَا وَالْمَعْنٰى اَنَّ اللّٰهَ مَالِكُ اَمْرِهِمْ فَاِمَّا اَنْ يُهْلِكَهُمْ اَوْ يَهْزِمَهُمْ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَنْ اَسْلَمُوْا اَوْ يُعَذِّبَهُمْ اَنْ اَصَرُّوْا عَلَى الْكُفْرِ وَلَيْسَ لَكَ مِنْ اَمْرِهِمْ شَيْءٌ اِنَّمَا اَنْتَ عَبْدٌ مَبْعُوْثٌ لِاِنْذَارِهِمْ فَنَظَرُ الْاُصُوْلِيِّيْنَ اِنَّمَا هُوَ فِيْ مُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ حَتّٰى مَنَعُوا الْعَطْفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلٰى مَا سَبَقَ فَكِلَا الْاَمْرَيْنِ صَحِيْحٌ كَمَا تَرٰى وَحَتّٰى لِلْغَايَةِ كَاِلٰى يَعْنِيْ اَنَّ حَتّٰى وَاِنْ عُدَّتْ هٰهُنَا فِيْ حُرُوْفِ الْعَطْفِ لٰكِنَّ الْاَصْلَ فِيْهَا مَعْنَى الْغَايَةِ كَاِلٰى بِاَنْ يَكُوْنَ مَابَعْدَهَا جُزْءٌ لِمَا قَبْلَهُمَا كَمَا فِيْ اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسَهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَهَى اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ কে নিষেধ করলেন عَنِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ তাদের জন্য বদদোয়া করতে اَوْ سُؤَالِ الْهِدَايَةِ لَهُمْ অথবা তাদের জন্য হিদায়েতের প্রার্থনা করতে وَهٰذَا مَا جَرٰى عَلَيْهِمُ الْاُصُوْلِيُّوْنَ এ সব আলোচনা উসূলবিদগণের পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়েছে وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ আর কাশশাফ প্রণেতা বলেন যে اِنَّ قَوْلَهُ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ বাক্যটি আতফ হয়েছে مَعْطُوْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ তার বাণী– لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ -এর উপর وَقَوْلُهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ এবং আল্লাহর বাণী– لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ জুমলায়ে মু'তাবেজাহ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে بَيْنَهُمَا এতদুভয়ের মধ্যে وَالْمَعْنٰى اَنَّ اللّٰهَ مَالِكُ اَمْرِهِمْ আর তখন অর্থ হবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার মালিক فَاِمَّا اَنْ يُهْلِكَهُمْ اَوْ يَهْزِمَهُمْ তিনি হয়তো তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা তাদেরকে পরাভূত করবেন اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَنْ اَسْلَمُوْا অথবা যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ক্ষমা করে দেবেন اَوْ يُعَذِّبَهُمْ اَنْ اَصَرُّوْا عَلَى الْكُفْرِ অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন যদি তারা কুফরের উপর অটল থাকে وَلَيْسَ لَكَ مِنْ اَمْرِهِمْ شَيْءٌ তাদের ব্যাপারে আপনার কিছুই করার ক্ষমতা নেই اِنَّمَا اَنْتَ عَبْدٌ مَبْعُوْثٌ لِاِنْذَارِهِمْ আপনি কেবল তাদেরকে ভয় দেখাবার জন্য প্রেরিত হয়েছেন فَنَظَرُ الْاُصُوْلِيِّيْنَ সুতরাং উসূলবিদগণের দৃষ্টি اِنَّمَا هُوَ فِيْ مُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ কেবল আল্লাহর বাণী– لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ حَتّٰى مَنَعُوا الْعَطْفَ عَلَيْهِ কাজেই তারা এর উপর আতফকে নিষিদ্ধ বলেছেন– وَلَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلٰى مَا سَبَقَ অথচ তারা পূর্ববর্তী আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেননি فَكِلَا الْاَمْرَيْنِ صَحِيْحٌ অন্যথা উভয় বিষয় সহীহ كَمَا تَرٰى যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ وَحَتّٰى لِلْغَايَةِ كَاِلٰى আর اِلٰى -এর ন্যায় حَتّٰى ও غَايَتْ -এর জন্য يَعْنِيْ اَنَّ حَتّٰى وَاِنْ عُدَّتْ هٰهُنَا فِيْ حُرُوْفِ الْعَطْفِ অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যদিও حَتّٰى কে হরুফে আতফের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে لٰكِنَّ الْاَصْلَ فِيْهَا مَعْنَى الْغَايَةِ كَاِلٰى তথাপিও প্রকৃতপক্ষে এর غَايَتْ -এর অর্থ রয়েছে যদ্রূপ اِلٰى -এর মধ্যে غَايَتْ -এর অর্থ রয়েছে بِاَنْ يَكُوْنَ مَا بَعْدَهَا جُزْءٌ لِمَا قَبْلَهَا এভাবে যে এর পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের অংশ হবে كَمَا فِيْ اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسَهَا যেমন আমি মাছ ভক্ষণ করেছি এমনকি এর মাথাও।

সরল অনুবাদ : আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বদদোয়া করতে অথবা হিদায়েতের প্রার্থনা করতে হুযূর ﷺ-কে নিষেধ করলেন। এসব আলোচনা উসূলবিদগণের পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়েছে। আর কাশ্শাফ প্রণেতা (আল্লামা যামাখ্শারী) বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী – "اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ" এটা তার বাণী– لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ -এর উপর আত্ফ হয়েছে এবং আল্লাহর বাণী لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ এতদুভয়ের মধ্যে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে। আর তখন অর্থ হবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তিনি হয়তো তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন যদি তারা কুফরের উপর অটল থাকে। তাদের ব্যাপারে আপনার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আপনি কেবল তাদেরকে ভয় দেখাবার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং (সাব্যস্ত হলো যে,) উসূলবিদগণের দৃষ্টি কেবল আল্লাহর বাণী لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই তারা এর উপর আত্ফকে নিষিদ্ধ বলেছেন। অথচ তারা পূর্ববর্তী আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেননি। অন্যথা উভয় বিষয় সহীহ। যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ। **আর** اِلٰى **-এর ন্যায়** حَتّٰى **ও** غَايَتْ **-এর জন্য।** অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যদিও حَتّٰى -কে হরূফে আতফের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে তথাপি প্রকৃতপক্ষে এর غَايَتْ -এর অর্থ রয়েছে, যদ্রূপ اِلٰى -এর মধ্যে غَايَتْ -এর অর্থ রয়েছে। এভাবে যে, এর পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের অংশ হবে। যথা– اَكَلْتُ السَّمَكَ حَتّٰى رَأْسَهَا (আমি মাছ ভক্ষণ করেছি এমনকি এর মাথাও)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَكِلَا الْاَمْرَيْنِ صَحِيْحٌ الخ **-এর আলোচনা :** এ ইবারতের মাধ্যমে একটি اِعْتِرَاضْ -এর আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর বাণী – لِيَقْطَعَ হতে خَائِبِيْنَ পর্যন্ত বদরের ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে। যেমন অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন। কেননা এতে কাফিরদের একদলের নিহত হওয়া এবং একদলের বন্দী হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর বাণী– لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ এটা ওহুদের ঘটনা সম্পর্কে নজেল হয়েছে, যা একটু পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঘটনাদ্বয় পৃথক পৃথকভাবে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এক ঘটনা সম্পর্কীয় আয়াতের উপর অন্য ঘটনা সম্পর্কীয় আয়াতকে কিভাবে আতফ করা সহীহ হবে? সুতরাং কাশ্শাফ প্রণেতা যা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর বাণী اَوْ يَتُوْبَ الخ এটা আল্লাহর বাণী – لِيَقْطَعَ الخ -এর উপর عَطْف হয়েছে এটা সহীহ হওয়া মুশকিলই বটে।

اَوْ غَيْرُ جُزْءٍ كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ وَاَمَّا عِنْدَ الْاِطْلَاقِ وَعَدَمِ الْقَرِيْنَةِ فَالْاَكْثَرُ عَلٰى اَنَّ مَا بَعْدَهَا دَاخِلٌ فِيْمَا قَبْلَهَا وَسَيَاْتِىْ تَفْصِيْلُ اِلٰى فِىْ مَوْضِعِهَا وَتُسْتَعْمَلُ لِلْعَطْفِ مَعَ قِيَامِ مَعْنَى الْغَايَةِ بِمُنَاسَبَةِ اَنَّ الْمَعْطُوْفَ يُعَقِّبُ الْمَعْطُوْفَ عَلَيْهِ فِى الذِّكْرِ وَالْحُكْمِ كَمَا اَنَّ الْغَايَةَ تَعْقُبُ الْمُغْيَا كَقَوْلِهِمْ اِسْتَنَّتِ الْفِصَالُ حَتَّى الْقَرْعٰى اَلْفِصَالُ جَمْعُ فَصِيْلٍ وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ وَالْاِسْتِنَانُ اَنْ يَّرْفَعَ يَدَيْهِ وَيَطْرَحَهُمَا مَعًا فِىْ حَالَةِ الْعَدْوِ وَالْقَرْعٰى جَمْعُ قَرِيْعٍ وَهُوَ الْفَصِيْلُ الَّذِىْ لَهٗ بِشْرٌ اَبْيَضُ لِلدَّاءِ فَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلَى الْفِصَالِ مَعَ قِيَامِ مَعْنَى الْغَايَةِ لِاَنَّهٗ كَانَ اَرْذَلُ مِنَ الْفِصَالِ لَايَتَوَقَّعُ الْاِسْتِنَانُ مِنْهَا وَهٰذَا مِثْلُ يُضْرَبُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ مَعَ مَنْ لَايَنْبَغِىْ اَنْ يَّتَكَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِعُلُوِّ قَدْرِهٖ وَهٰذَا كُلُّهٗ فِى الْاَسْمَاءِ وَمَوَاضِعُهَا فِى الْاَفْعَالِ اَىْ بَيَانُ مَوَاضِعِ اِسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ حَتّٰى فِى الْاَفْعَالِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْ غَيْرُ جُزْءٍ অথবা অংশ হবে না كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর বাণী- هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ এটা ফজর অবধি অবশিষ্ট থাকবে এর মধ্যে وَاَمَّا عِنْدَ الْاِطْلَاقِ وَعَدَمِ الْقَرِيْنَةِ তবে যখন এটা মুতলাক হবে এবং কোনো করীনা থাকবে না فَالْاَكْثَرُ عَلٰى اَنَّ তখন অধিকাংশের মতে- مَا بَعْدَهَا دَاخِلٌ فِيْمَا قَبْلَهَا এর পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে وَسَيَاْتِىْ تَفْصِيْلُ اِلٰى فِىْ مَوْضِعِهَا আর শীঘ্রই اِلٰى-এর বিশদ বিবরণ এর যথাস্থানে আসছে وَتُسْتَعْمَلُ لِلْعَطْفِ مَعَ قِيَامِ مَعْنَى الْغَايَةِ আর حَتّٰى কোনো কোনো সময় আতফের জন্য হয়ে থাকে غَايَتْ অর্থ বিদ্যমান থাকার সাথে بِمُنَاسَبَةِ اَنَّ الْمَعْطُوْفَ يُعَقِّبُ الْمَعْطُوْفَ عَلَيْهِ এ সামঞ্জস্যের দরুন যে الذِّكْرِ وَالْحُكْمِ তথ্য উল্লেখ ও حُكْمٌ-এর দিক দিয়ে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ-এর পরে مَعْطُوْفٌ আসে كَمَا اَنَّ الْغَايَةَ تَعْقُبُ الْمُغْيَا যেমনটি مُغْيَا-এর পরে غَايَتْ আসে كَقَوْلِهِمْ যেমন- তাদের কথা اِسْتَنَّتِ الْفِصَالُ حَتَّى الْقَرْعٰى উট শাবকগুলো হাত পা মারতে লাগল এমনকি রোগা শাবকও اَلْفِصَالُ جَمْعُ فَصِيْلٍ-اَلْفِصَالُ শব্দটি فَصِيْلٌ-এর বহুবচন وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ আর فَصِيْلٌ বলে উট শাবককে وَالْاِسْتِنَانُ اَنْ يَّرْفَعَ يَدَيْهِ وَيَطْرَحَهُمَا مَعًا فِىْ حَالَةِ الْعَدْوِ আর দৌড়ানোর সময় হাত পা ছোঁড়াকে اِسْتِنَانٌ বলা হয় وَالْقَرْعٰى جَمْعُ قَرِيْعٍ আর قَرْعٰى শব্দটি قَرِيْعٌ-এর বহুবচন وَهُوَ الْفَصِيْلُ الَّذِىْ لَهٗ بِشْرٌ اَبْيَضُ لِلدَّاءِ রোগের কারণে যে উটের বাচ্চার চামড়া সাদা হয়ে গেছে তাকে قَرِيْعٌ বলে فَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلَى الْفِصَالِ একে فِصَالٌ-এর উপর আতফ করা হয়েছে مَعَ قِيَامِ مَعْنَى الْغَايَةِ-এর সাথে- غَايَتْ-এর অর্থও বিদ্যমান لِاَنَّهٗ كَانَ اَرْذَلُ مِنَ الْفِصَالِ কারণ এটা فِصَالٌ হতে অধিকতর দুর্বল لَايَتَوَقَّعُ الْاِسْتِنَانُ مِنْهَا যার থেকে হাত পা ছোঁড়া পাওয়া যাওয়া দুরাশামাত্র وَهٰذَا مِثْلُ আর এটা একটি প্রবাদ বাক্য يُضْرَبُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ ঐ ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হয় যে কথায় লিপ্ত হয় مَعَ مَنْ لَايَنْبَغِىْ اَنْ يَّتَكَلَّمَ যর সাথে কথা বলা তার জন্য অশোভনীয় بَيْنَ يَدَيْهِ لِعُلُوِّ قَدْرِهٖ এমন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে وَهٰذَا كُلُّهٗ فِى الْاَسْمَاءِ এসব কথা কেবল ইসমের বেলায় প্রযোজ্য وَمَوَاضِعُهَا فِى الْاَفْعَالِ আর ক্রিয়াসমূহের মধ্যে এর স্থানসমূহ اَىْ بَيَانُ مَوَاضِعِ اِسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ حَتّٰى فِى الْاَفْعَالِ অর্থাৎ এখান থেকে فِعْلٌ সমূহের মধ্যে حَتّٰى শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার স্থানগুলোর বর্ণনা শুরু হয়েছে।

সরল অনুবাদ : অথবা অংশ হবে না। যেমন আল্লাহর বাণী- هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (এটা ফজর অবধি অবশিষ্ট থাকবে)-এর মধ্যে। তবে যখন এটা মুতলক হবে এবং কোনো করীনা থাকবে না তখন অধিকাংশের মতে এর পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর শীঘ্রই اِلٰى-এর বিশদ বিবরণ এর যথাস্থানে আসছে। **আর حَتّٰى কোনো কোনো সময় আতফের** জন্য হয়ে থাকে, غَايَتْ **অর্থ বিদ্যমান থাকার** সাথে। এই সামঞ্জস্যের দরুন যে, তথ্য উল্লেখ ও حُكْمٌ-এর দিক দিয়ে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ-এর পর مَعْطُوْفٌ আসে যেমনটি مُغْيَا-এর পরে غَايَةٌ আসে। যেমন- তাদের কথা اِسْتَنَّتِ الْفِصَالُ حَتَّى الْقَرْعٰى উট শাবকগুলো হাত পা মারতে লাগল এমনকি রোগা শাবকও। فِصَالٌ শব্দটি فَصِيْلٌ-এর বহুবচন। আর فَصِيْلٌ বলে উট শাবককে। আর দৌড়ানোর সময় হাত পা ছোঁড়াকে اِسْتِنَانٌ বলে। আর قَرْعٰى শব্দটি قَرِيْعٌ-এর বহুবচন। রোগের কারণে যে উটের বাচ্চার চামড়া সাদা হয়ে গেছে তাকে قَرِيْعٌ বলে। একে فِصَالٌ-এর উপর আতফ করা হয়েছে। এর সাথে غَايَتْ-এর অর্থও বিদ্যমান। কারণ এটা فَصِيْلٌ হতে অধিকতর দুর্বল যার থেকে হাত পা ছোঁড়া পাওয়া যাওয়া দুরাশামাত্র। আর এটা একটি প্রবাদ বাক্য। ঐ ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হয় যে এমন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির কথায় লিপ্ত হয় যার সাথে কথা বলা তার জন্য অশোভনীয়। এসব কথা কেবল ইসমের বেলায় প্রযোজ্য। আর ক্রিয়া সমূহের মধ্যে এর স্থানসমূহ অর্থাৎ এখান থেকে فِعْلٌ সমূহের মধ্যে حَتّٰى শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার স্থান গুলোর বর্ণনা শুরু হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَىْ بَيَانُ الخ -এর আলোচনা : যেহেতু গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য اَنْ تَجْعَلَ الخ-কে اَلْمَوَاضِعُ-এর উপর প্রয়োগ করা কোনো মতেই সহীহ নয়। চাই مَوْضَعٌ শব্দটিকে ظَرْفُ زَمَانٍ অথবা ظَرْفُ مَكَانٍ কিংবা মাসদারের মীমী যা-ই ধরা হোকনা কেন, সেহেতু شَارِحْ بَيَانٌ শব্দটিকে উহ্য মেনেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন اَىْ الخ যাতে প্রয়োগ সহীহ হয়। আর বাক্যের অর্থ হলো ইতঃপূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছিল যে, حَتّٰى শব্দটি غَايَتْ-এর অর্থ যোগে عَطْفٌ-এর জন্য হয়ে থাকে, তা কেবল اَسْمَاءٌ-এর ব্যাপারে প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে যদি اَفْعَالٌ-এর মধ্যে حَتّٰى শব্দটি আসে, তাহলে এটা এমন غَايَتْ-এর অর্থে হবে যা اِلٰى-এর সমার্থক, অথবা এমন غَايَتْ-এর অর্থে হবে যা নতুন (স্বতন্ত্র) বাক্য হবে। আর اَفْعَالٌ-এর দ্বারা বাহ্যিক اَفْعَالٌ-কে বুঝানো হয়েছে, যদিও প্রকৃত পক্ষে এরা اَسْمَاءٌ হোকনা কেন। কেননা, এতে اَنْ উহ্য থাকবে। আর اَنْ ফে'লকে ইসমের অর্থে পরিণত করে।

اَنْ تَجْعَلَ غَايَةً بِمَعْنَى اِلَى اَوْغَايَةً هِىَ جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ فَالْاَوَّلُ كَقَوْلِهٖ سِرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَهَا فَاِنَّ حَتّٰى مَعَ مَا بَعْدَهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ سِرْتُ فَيَكُوْنُ مِنْ اَجْزَاءِ اَوَّلِ الْكَلَامِ كَمَا لَوْ دَخَلَ اِلَى كَانَ كَذٰلِكَ وَالثَّانِىْ كَقَوْلِهٖ خَرَجَتِ النِّسَاءُ حَتّٰى خَرَجَتْ هِنْدٌ فَاِنَّ هٰذِهٖ جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِمَاقَبْلَهَا وَلَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ لِلْاِعْرَابِ كَمَا كَانَ لِلْاَوَّلِ وَعَلَامَةُ الْغَايَةِ اَنْ يَحْتَمِلَ الصَّدْرُ الْاِمْتِدَادَ وَاَنْ يَصْلُحَ الْاٰخَرُ دَلَالَةً عَلَى الْاِنْتِهَاءِ كَالسَّيْرِ يَحْتَمِلُ الْاِمْتِدَادَ اِلَى مُدَّةٍ مَدِيْدَةٍ وَالدُّخُوْلُ يَصْلُحُ لِلْاِنْتِهَاءِ اِلَيْهِ وَهٰكَذَا خُرُوْجُ النِّسَاءِ جُمْلَةٌ يَصْلُحُ اَنْ يَمْتَدَّ اِلَى خُرُوْجِ هِنْدٍ لِاَنَّهَا تَكُوْنُ اَعْلٰى مِنْهُنَّ اَوْخَادِمَةً لَهُنَّ وَهُوَ يَصْلُحُ لِلْاِنْتِهَاءِ اِلَيْهِ فَاِنْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ مَعًا تَكُوْنُ حَتّٰى لِلْغَايَةِ فِى الْفِعْلِ فَاِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ فَلِلْمُجَازَاةِ بِمَعْنَى لَامِ كَىْ اَىْ فَاِنَّ عَدَمَ الشَّرْطَانِ جَمِيْعًا اَوْ اَحَدُهُمَا فَتَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ بِمَعْنَى لَامِ كَىْ لِاَجْلِ السَّبَبِيَّةِ فَيَكُوْنُ الْاَوَّلُ سَبَبًا وَالثَّانِىْ مُسَبَّبًا لِلْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْغَايَةِ وَالْمُجَازَاةِ لِاَنَّ الْفِعْلَ يَنْتَهِىْ بِوُجُوْدِ الْجَزَاءِ كَمَا يَنْتَهِى الْمُغْيَا بِوُجُوْدِ الْغَايَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَنْ تَجْعَلَ غَايَةً بِمَعْنَى اِلَى আর তা হলো একে اِلَى সমার্থক غَايَتْ- এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে اَوْ غَايَةً هِىَ جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ অথবা এমন غَايَتْ- এর অর্থে যা নতুন বাক্য হবে فَالْاَوَّلُ كَقَوْلِهٖ سِرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَهَا প্রথমটির উদাহরণ যথা কারো বক্তব্য سِرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَهَا (আমি ভ্রমণ করেছি এমনকি এতে প্রবেশ করেছি) فَاِنَّ حَتّٰى مَعَ مَا بَعْدَهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ سِرْتُ কেননা, حَتّٰى- এর পরবর্তী বাক্যসহ سِرْتُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে فَيَكُوْنُ مِنْ اَجْزَاءِ اَوَّلِ الْكَلَامِ তাই এটা প্রথম বাক্যের অংশ বিশেষ হবে كَمَا لَوْ دَخَلَ اِلَى كَانَ كَذٰلِكَ যেমন– এ স্থলে حَتّٰى -এর পরিবর্তে যদি اِلَى হতো তাহলে এরূপই হতো وَالثَّانِىْ كَقَوْلِهٖ দ্বিতীয় উদাহরণ যেমন তার বক্তব্য خَرَجَتِ النِّسَاءُ حَتّٰى خَرَجَتْ هِنْدٌ (মহিলাগণ বের হয়ে গেছে এমনকি হিন্দাও বের হয়েছে) فَاِنَّ هٰذِهٖ جُمْلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ এটা একটি নতুন বাক্য غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِمَا قَبْلَهَا যার সাথে পূর্বের বাক্যের সম্পর্ক নেই وَلَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ لِلْاِعْرَابِ আর এর اِعْرَابْ ও مَحَلْ নেই كَمَا كَانَ لِلْاَوَّلِ যেমন প্রথম বাক্যের জন্য ছিল وَعَلَامَةُ الْغَايَةِ আর غَايَتْ- এর একটি আলামত (নিদর্শন) হলো اَنْ يَحْتَمِلَ الصَّدْرُ الْاِمْتِدَادَ বাক্যের প্রথমাংশ مُمْتَدْ হওয়ার সম্ভাবনা রাখবে وَاَنْ يَصْلُحَ الْاٰخَرُ বাক্যের শেষাংশ যোগ্যতা রাখে دَلَالَةً عَلَى الْاِنْتِهَاءِ শেষ হওয়া-এর অর্থ নির্দেশের كَالسَّيْرِ যেমন ভ্রমণ করা يَحْتَمِلُ الْاِمْتِدَادَ اِلَى مُدَّةٍ مَدِيْدَةٍ এটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার অবকাশ রাখে وَالدُّخُوْلُ يَصْلُحُ لِلْاِنْتِهَاءِ اِلَيْهِ আর دُخُوْلْ শহর পর্যন্ত اِنْتِهَاءْ নিঃশেষ হওয়ার যোগ্যতা রাখে وَهٰكَذَا خُرُوْجُ النِّسَاءِ তদ্রূপ মহিলাদের বের হওয়া جُمْلَةٌ এমন বাক্য يَصْلُحُ اَنْ يَمْتَدَّ اِلَى خُرُوْجِ هِنْدٍ যা হিন্দার বের হওয়ার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে لِاَنَّهَا تَكُوْنُ اَعْلٰى مِنْهُنَّ কেননা, হিন্দা মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম اَوْ خَادِمَةً لَهُنَّ অথবা তাদের খাদেমাহও হতে পারে وَهُوَ يَصْلُحُ لِلْاِنْتِهَاءِ اِلَيْهِ আর হিন্দা বের হওয়া এই যোগ্যতা রাখে যে, فَاِنْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ مَعًا যদি উভয় শর্ত এক সাথে পাওয়া যায় تَكُوْنُ حَتّٰى لِلْغَايَةِ فِى الْفِعْلِ তাহলে حَتّٰى শব্দটি فِعْلْ -এর মধ্যে غَايَتْ -এর জন্য হবে فَاِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ সুতরাং যদি আলামত সহীহ না হয় فَلِلْمُجَازَاةِ بِمَعْنَى لَامِ كَىْ তাহলে حَتّٰى শব্দটি لَامِ كَىْ -এর অর্থে مَجَازْ হিসেবে ব্যবহৃত হবে اَىْ فَاِنَّ عَدَمَ الشَّرْطَانِ جَمِيْعًا অর্থাৎ উল্লেখিত শর্তদ্বয় একসঙ্গে পাওয়া না যায় اَوْ اَحَدُهُمَا অথবা এদের মধ্য হতে একটি পাওয়া না যায় فَتَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ بِمَعْنَى لَامِ كَىْ لِاَجْلِ السَّبَبِيَّةِ তাহলে حَتّٰى শব্দটি لَامِ كَىْ -এর সাথে سَبَبِيَّتْ -এর জন্য হবে فَيَكُوْنُ الْاَوَّلُ سَبَبًا وَالثَّانِىْ مُسَبَّبًا সুতরাং প্রথমাংশ سَبَبْ দ্বিতীয় অংশ مُسَبَّبْ হবে لِلْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْغَايَةِ وَالْمُجَازَاةِ কেননা, غَايَتْ ও مُجَازَاةْ -এর মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য রয়েছে لِاَنَّ الْفِعْلَ يَنْتَهِىْ بِوُجُوْدِ الْجَزَاءِ কারণ جَزَاءْ -এর অস্তিত্বের দরুন فِعْلْ শেষ সীমায় পৌঁছে كَمَا يَنْتَهِى الْمُغْيَا بِوُجُوْدِ الْغَايَةِ যদ্রূপ غَايَتْ -এর অস্তিত্বের দরুন مُغْيَا শেষ সীমায় পৌঁছে থাকে।

সরল অনুবাদ : আর তা হলো একে اِلَى সমার্থক غَايَتْ -এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে। অথবা এমন غَايَتْ -এর অর্থে যা নতুন বাক্য হবে। প্রথমটির উদাহরণ যথা কারো বক্তব্য سِرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَهَا (আমি ভ্রমণ করেছি এমকি এতে প্রবেশ করেছি)। কেননা حَتّٰى-এর পরবর্তী বাক্যসহ سِرْتُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। তাই এটা প্রথম বাক্যের অংশ বিশেষ হবে। যেমন এ স্থলে حَتّٰى -এর পরিবর্তে যদি اِلَى হতো তাহলে এরূপই হতো। দ্বিতীয় উদাহরণ যথা একটি নতুন বাক্য যার সাথে পূর্বের বাক্যের সম্পর্ক নেই। আর এর مَحَلْ اِعْرَابْ ও নেই। যেমন প্রথম বাক্যের জন্য ছিল। আর غَايَتْ -এর একটি আলামত (নিদর্শন) হলো, বাক্যের প্রথমাংশ مُمْتَدْ হওয়ার সম্ভাবনা রাখবে। আর একটি আলামত এই যে, বাক্যের শেষাংশ اِنْتِهَاءْ (শেষ হওয়া)-এর অর্থ নির্দেশের যোগ্যতা রাখবে। যেমন ভ্রমণ করা, এটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার অবকাশ রাখে। আর دُخُوْلْ শহর পর্যন্ত اِنْتِهَاءْ (নিঃশেষ) হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তদ্রূপ "মহিলাদের বের হওয়া" এমন বাক্য যা হিন্দার বের হওয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা হিন্দা মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম অথবা তাদের খাদেমাহও হতে পারে। আর হিন্দা বের হওয়া এই যোগ্যতা রাখে যে, خُرُوْجِ نِسَاءْ (মহিলাদের বের হওয়া) خُرُوْجِ هِنْد পর্যন্ত اِنْتِهَاءْ হবে। যা হোক উভয় শর্ত এক সাথে যদি পাওয়া যায়, তাহলে حَتّٰى শব্দটি فِعْل -এর মধ্যে غَايَتْ -এর জন্য হবে। সুতরাং যদি আলামত সহীহ না হয়, তাহলে حَتّٰى শব্দটি لَامْ كَىْ -এর অর্থে مَجَازْ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ উল্লিখিত শর্তদ্বয় এক সঙ্গে পাওয়া না যায় অথবা এদের মধ্য হতে একটি পাওয়া না যায়, তাহলে حَتّٰى শব্দটি لَامْ كَىْ -এর অর্থে سَبَبِيَّتْ -এর জন্য হবে। সুতরাং প্রথমাংশ سَبَبْ দ্বিতীয় অংশ مُسَبَّبْ হবে। কেননা غَايَتْ ও مُجَازَاةْ -এর মধ্যে এক প্রকার مُنَاسَبَتْ (সাদৃশ্য) রয়েছে। কারণ جَزَاءْ -এর অস্তিত্বের দরুন فِعْل শেষ সীমায় পৌঁছে। যদ্রূপ غايت -এর অস্তিত্বের দরুন مُغْيَا শেষ সীমায় পৌঁছে থাকে।

فَإِنْ تَعَذَّرَ هٰذَا جُعِلَتْ مُسْتَعَارَةً لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ وَبَطَلَ مَعْنَى الْغَايَةِ أَىْ إِنْ تَعَذَّرَتِ السَّبَبِيَّةُ أَيْضًا تَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ مَجَازًا وَلَا يُرَاعِى حِيْنَئِذٍ مَعْنَى الْغَايَةِ أَصْلًا وَهٰذِهِ اِسْتِعَارَةٌ اِخْتَرَعَهَا الْفُقَهَاءُ وَلَا نَظِيْرَ لَهَا فِىْ كَلَامِ الْعَرَبِ ثُمَّ ذَكَرَ أَمْثِلَةَ كُلٍّ مِنَ الثَّلٰثَةِ مِنَ الْفِقْهِ فَقَالَ وَعَلٰى هٰذَا مَسَائِلُ الزِّيَادَاتِ أَىْ عَلٰى هٰذِهِ الْقَوَاعِدِ الثَّلٰثَةِ الْأَمْثِلَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الزِّيَادَاتِ كَانَ لَمْ أَضْرِبْكَ حَتّٰى تَصِيْحَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ هٰذَا مِثَالٌ لِلْغَايَةِ الَّتِىْ بِمَعْنٰى إِلٰى فَإِنَّ ضَرْبَ الْمُخَاطَبِ أَمْرٌ يَصْلُحُ أَنْ يَّكُوْنَ مُمْتَدًّا إِلَى الصِّيَاحِ وَالصِّيَاحُ يَصْلُحُ إِنْتِهَاءً لَهُ لِهَيْجَانِ الرَّحْمَةِ أَوْ لِحُدُوْثِ الْخَوْفِ مِنْ أَحَدٍ فَإِنْ تَرَكَ الضَّرْبَ قَبْلَ الصِّيَاحِ أَوْ لَمْ يَضْرِبْ أَصْلًا يَحْنَثُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنْ تَعَذَّرَ هٰذَا যদি حَتّٰى শব্দটি مُجَازًا -এর জন্য হওয়া অসম্ভব হয় جُعِلَتْ مُسْتَعَارَةً لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ তাহলে কেবল আতফের জন্য اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া হবে وَبَطَلَ مَعْنَى الْغَايَةِ এবং غَايَتٌ -এর অর্থ বাতিল হয়ে যাবে أَىْ إِنْ تَعَذَّرَتِ السَّبَبِيَّةُ أَيْضًا অর্থাৎ যদি سَبَبِيَّتٌ ও অসম্ভব হয় تَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ مَجَازًا তাহলে حَتّٰى শব্দটি মাজাযী অর্থে নিছক عَطْف -এর জন্য হবে وَلَا يُرَاعِى حِيْنَئِذٍ مَعْنَى الْغَايَةِ أَصْلًا আর যখন এর হাকীকী অর্থ غَايَتٌ -এর প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করা হবে না وَهٰذِهِ اِسْتِعَارَةٌ আর তা এমন একটি اِسْتِعَارَةٌ . اِخْتَرَعَهَا الْفُقَهَاءُ যাকে ফকীহগণ আবিষ্কার করেছেন وَلَا نَظِيْرَ لَهَا فِىْ كَلَامِ الْعَرَبِ আরবি ভাষায় এরূপ اِسْتِعَارَةٌ -এর কোনো উদাহরণ নেই ثُمَّ ذَكَرَ أَمْثِلَةَ كُلٍّ مِنَ الثَّلٰثَةِ مِنَ الْفِقْهِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ফিক্হ হতে উক্ত নিয়মত্রয়ের প্রত্যেকটির উদাহরণ পেশ করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন যে, وَعَلٰى هٰذَا مَسَائِلُ الزِّيَادَاتِ আর এটার মোতাবেক زِيَادَاتٌ গ্রন্থের উদাহরণগুলো দেওয়া হয়েছে أَىْ عَلٰى هٰذِهِ الْقَوَاعِدِ الثَّلٰثَةِ الْأَمْثِلَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِى الزِّيَادَاتِ অর্থাৎ যিয়াদাত -এর মধ্যে উল্লিখিত মাসআলাগুলো উক্ত নিয়মত্রয় অনুযায়ী পেশ করা হয়েছে كان لم اضربك حَتّٰى تَصِيْحَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ যথা– "তুমি চিৎকার দেওয়া পর্যন্ত যদি আমি তোমাকে প্রহার না করি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ" هٰذَا مِثَالٌ لِلْغَايَةِ এটাই ঐ غَايَتٌ -এর উদাহরণ الَّتِىْ بِمَعْنٰى إِلٰى যা إِلٰى -এর অর্থে হয়ে থাকে فَإِنَّ ضَرْبَ الْمُخَاطَبِ أَمْرٌ এখানে সম্বোধিত ব্যক্তিকে প্রহার করা এমন একটি ব্যাপার يَصْلُحُ أَنْ يَّكُوْنَ مُمْتَدًّا إِلَى الصِّيَاحِ যা চিৎকার পর্যন্ত مُمْتَدّ হওয়ার যোগ্যতা রাখে وَالصِّيَاحُ يَصْلُحُ إِنْتِهَاءً لَهُ আবার صِيَاحٌ ও ضَرْب -এর শেষসীমা হওয়ার যোগ্যতা রাখে لِهَيْجَانِ الرَّحْمَةِ দয়ার জোশ মারার দরুন أَوْ لِحُدُوْثِ الْخَوْفِ مِنْ أَحَدٍ অথবা কারো ভয়ের দরুন فَإِنْ تَرَكَ الضَّرْبَ قَبْلَ الصِّيَاحِ সুতরাং যদি বক্তা তার চিৎকার দিবার পূর্বেই প্রহার পরিত্যাগ করে أَوْ لَمْ يَضْرِبْ أَصْلًا يَحْنَثُ অথবা মোটেই প্রহার না করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : যদি حَتّٰى শব্দটি مُجَازًا -এর জন্য হওয়া অসম্ভব হয়, তা হলে কেবল আত্ফের জন্য اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া হবে এবং غَايَتٌ -এর অর্থ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি سَبَبِيَّتٌ ও অসম্ভব হয়, তাহলে حَتّٰى শব্দটি মাজাযী অর্থে নিছক عَطْف -এর জন্য হবে। আর যখন এর হাকীকী অর্থ غَايَتٌ -এর প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। আর এমন একটি اِسْتِعَارَةٌ যাকে ফকীহগণ আবিষ্কার করছেন। আরবি ভাষায় এরূপ اِسْتِعَارَةٌ -এর কোনো উদাহরণ নেই। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ফিক্হ হতে উক্ত নিয়মত্রয়ের প্রত্যেকটির উদাহরণ পেশ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, আর এটার মোতাবেক زِيَادَاتٌ গ্রন্থের উদাহরণগুলো দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ زِيَادَاتٌ -এর মধ্যে উল্লিখিত মাসআলাগুলো উক্ত নিয়মত্রয় অনুযায়ী পেশ করা হয়েছে। যথা– إِنْ لَمْ أَضْرِبْكَ حَتّٰى تَصِيْحَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ (তুমি চিৎকার দেওয়া পর্যন্ত যদি আমি তোমাকে প্রহার না করি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ।) এটাই ঐ غَايَتٌ -এর উদাহরণ, যা إِلٰى -এর অর্থে হয়ে থাকে। এখানে সম্বোধিত ব্যক্তি (مُخَاطَبٌ) -কে প্রহার করা এমন একটি ব্যাপার যা صِيَاحٌ (চিৎকার) পর্যন্ত مُمْتَدّ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আবার صِيَاحٌ ও ضَرْب -এর শেষ সীমা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। দয়া জোশ মারার দরুন অথবা কারো ভয়ের দরুন। সুতরাং যদি বক্তা তার চিৎকার দেওয়ার পূর্বেই প্রহার পরিত্যাগ করে অথবা মোটেই প্রহার না করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِخْتَرَعَهَا الْفُقَهَاءُ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হচ্ছে। কেননা عَلَاقَةٌ (সম্পর্ক) সাব্যস্ত হওয়ার পর جُزْئِيَّاتٌ -এর سَمَاعٌ মাজাযের মধ্যে শর্ত নয়। তালবীহ নামক গ্রন্থের কোনো কোনো হাশিয়াকার (র.) বলেছেন যে, আরবি ভাষার অভিধান গ্রন্থ ও পরিভাষায় যখন حَتّٰى শব্দটিকে নিছক আতফের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং ফকীহগণ একে নিছক আতফের জন্য মাজাযী অর্থে ব্যবহার করার পিছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। আর এই মাজাযী অর্থের উপর নির্ভর করে শরিয়তের আহকামের تَفْرِيْع করাও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, زِيَادَاتٌ -এর গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র.) -এর বক্তব্যকে অভিধানের বক্তব্য হিসেবে গণ্য করা যায়। সুতরাং তার হতে শ্রবণই যথেষ্ট হবে। অথবা বলা যেতে পারে যে, শব্দের আকারসমূহ হতে অর্থ উদঘাটনের ব্যাপারে নাহুবিদগণ হতে ফকীহগণ অগ্রগামী। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা যাবে না। বাহরুল উলূম (র.) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

وَإِنْ لَمْ اٰتِكَ حَتّٰى تَغْدِيَنِيْ فَعَبْدِيْ حُرٌّ هٰذَا مِثَالٌ لِلْمُجَازَاةِ لِاَنَّ الْاِتْيَانَ وَاِنْ صَلُحَ لِلْاِمْتِدَادِ بِحُدُوْثِ الْاَمْثَالِ لٰكِنَّ التَّغْدِيَةَ لَاتَصْلُحُ اِنْتِهَاءً لَهٗ لِاَنَّهَا اِحْسَانٌ وَهُوَ دَاعٍ لِزِيَادَةِ الْاِتْيَانِ لَاتَنْهٰى فَلَمْ يَصْلُحْ حَمْلُهٗ عَلَى الْغَايَةِ فَتَكُوْنُ بِمَعْنٰى لَامِ كَيْ اَيْ اِنْ لَمْ اٰتِكَ لِكَيْ تَغْدِيَنِيْ فَاِنْ اَتَاهُ وَلَمْ يُغْدِهٖ لَمْ يَحْنَثْ لِاَنَّهٗ اَتَاهُ لِلتَّغْدِيَةِ وَالتَّغْدِيَةُ فِعْلُ الْمُخَاطَبِ لَا اخْتِيَارَ فِيْهِ لِلْمُتَكَلِّمِ وَاِنْ لَمْ اٰتِكَ حَتّٰى اَتَغَدّٰى عِنْدَكَ فَعَبْدِيْ حُرٌّ هٰذَا مِثَالٌ لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ لِعَدَمِ اسْتِقَامَةِ الْمُجَازَاةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ لَمْ اٰتِكَ আর আমি তোমার নিকট যদি আসতে না পারি حَتّٰى تَغْدِيَنِيْ তুমি আমাকে সকাল বেলার নাস্তা খাওয়ানো পর্যন্ত فَعَبْدِيْ حُرٌّ তাহলে আমার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে هٰذَا مِثَالٌ لِلْمُجَازَاةِ এটা مُجَازَاة -এর একটি উদাহরণ لِاَنَّ কেননা, যদিও اِتْيَانٌ (আগমন) وَاِنْ صَلُحَ لِلْاِمْتِدَادِ بِحُدُوْثِ الْاَمْثَالِ - حُدُوْثِ اَمْثَال -এর দ্বারা مُمْتَدّ হওয়ার যোগ্যতা রাখে لٰكِنَّ التَّغْدِيَةَ কিন্তু تَغْدِيَة - لَاتَصْلُحُ اِنْتِهَاءً لَهٗ এটার انتهاء হওয়ার যোগ্যতা রাখে না لِاَنَّهَا اِحْسَانٌ কেননা تَغْدِيَةٌ এক প্রকার অনুগ্রহ وَهُوَ دَاعٍ لِزِيَادَةِ الْاِتْيَانِ বেশি বেশি আগমনের কারণ হয়ে থাকে لَا تَنْهٰى সুতরাং এটা নিঃশেষ হবে না فَلَمْ يَصْلُحْ حَمْلُهٗ عَلَى الْغَايَةِ সুতরাং غاية -এর উপর একে প্রয়োগ করার যোগ্যতা রাখে নি فَتَكُوْنُ بِمَعْنٰى لَامِ كَيْ অতঃপর তা لَامِ كَيْ -এর অর্থে হবে اَيْ اِنْ لَمْ اٰتِكَ لِكَيْ تَغْدِيَنِيْ অর্থাৎ যদি আমি তোমার নিকট আসতে না পারি এ জন্য যে, তুমি আমাকে সকাল বেলার নাস্তা করাবে فَاِنْ اَتَاهُ وَلَمْ يُغْدِهٖ এমতাবস্থায় বক্তা যদি مُخَاطَبْ -এর নিকট আসে আর مُخَاطَبْ তাকে সকালের নাস্তা না খাওয়ায় لَمْ يَحْنَثْ তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না لِاَنَّهٗ اَتَاهُ لِلتَّغْدِيَةِ কেননা, সে তো তার নিকট সকালের নাস্তা খাওয়ার জন্য আসছিল وَالتَّغْدِيَةُ فِعْلُ الْمُخَاطَبِ আর সকালের নাস্তা খাওয়ানো مخاطب -এর কার্য لَا اخْتِيَارَ فِيْهِ لِلْمُتَكَلِّمِ এতে বক্তার কোনো অধিকার নেই وَاِنْ لَمْ اٰتِكَ আর যদি আমি তোমার নিকট আসতে না পারি حَتّٰى اَتَغَدّٰى عِنْدَكَ যাতে তোমার নিকট সকাল বেলার খাবার ভক্ষণ করতে পারি . فَعَبْدِيْ حُرٌّ তাহলে আমার গোলাম আজাদ هٰذَا مِثَالٌ لِلْعَطْفِ الْمَحْضِ এটা নিছক عَطْفٌ -এর একটি উদাহরণ لِعَدَمِ اسْتِقَامَةِ الْمُجَازَاةِ কেননা, এখানে মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা সহীহ নয়।

সরল অনুবাদ : আর اِنْ لَمْ اٰتِكَ حَتّٰى تَغْدِيَنِيْ فَعَبْدِيْ حُرٌّ **(তুমি আমাকে সকাল বেলার নাস্তা খাওয়ানো পর্যন্ত আমি তোমার নিকট যদি আসতে না পারি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে)**। এটা مُجَازَاةٌ -এর একটি উদাহরণ। কেননা যদিও اِتْيَانٌ (আগমন) حُدُوْثُ اَمْثَالٌ -এর দ্বারা مُمْتَدٌّ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু تَغْدِيَةٌ এটার اِنْتِهَاءٌ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কেননা تَغْدِيَةٌ এক প্রকারের اِحْسَانٌ (অনুগ্রহ) বেশি বেশি আগমনের কারণ হয়ে থাকে । সুতরাং এটা নিঃশেষ হবে না। অর্থাৎ "اِنْ لَمْ اٰتِكَ لِكَيْ تَغْدِيَنِيْ" যদি আমি তোমার নিকট আসতে না পারি এ জন্য যে, তুমি আমাকে সকাল বেলার নাস্তা করাবে। এমতাবস্থায় বক্তা যদি مُخَاطَبٌ -এর নিকট আসে আর مُخَاطَبٌ তাকে সকালের নাস্তা না খাওয়ায় তা হলে সপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা সে তো তার নিকট সকালের নাস্তা খাওয়ার জন্য আসছিল। আর تَغْدِيَةٌ (সাকালের নাস্তা খাওয়ানো) مُخَاطَبٌ -এর কার্য। এতে বক্তার কোনো অধিকার নেই। আর "اِنْ لَمْ اٰتِكَ حَتّٰى اَتَغَدّٰى عِنْدَكَ فَعَبْدِيْ حُرٌّ" **যদি আমি তোমার নিকট আসতে না পারি যাতে তোমার নিকট সকাল বেলার খাবার ভক্ষণ করতে পারি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ**। এটা নিছক عَطْفٌ -এর একটি উদাহরণ। কেননা এখানে মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা সহীহ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَايُجَازِيْ الخ -এর আলোচনা : কেননা جزاء হলো প্রতিদান। আর মানুষ নিজেকে প্রতিদান দিতে পারে না। যেমন- কথিত আছে, কেউ বলতে পারে যে, একই ব্যক্তির কোনো কোনো কার্য তার অন্য কার্যের سَبَبٌ হতে বাধা নেই। যেমন তুমি বলে থাকো نَازَعْتَهٗ كَيْ اَغْلِبَ এবং بَاحَثْتُهٗ كَيْ اَفْهَمَ -এর সঠিক উত্তর হলো যদিও এক ব্যক্তির একটি কার্য অপরটির জন্য سَبَبٌ হওয়া সাধারণত জায়েজ কিন্তু আমাদের এই মাসআলায় জায়েজ হবে না। কেননা কারো নিকট আগমন করা তার নিকট আগমনকারীর নাস্তা খাওয়ার سَبَبٌ হতে পারে না। কেননা, আগমন করা নাস্তা খাওয়া পর্যন্ত পৌছার জন্য। তোমরা যে সব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছ সেগুলো এর বিপরীত।

قَوْلُهٗ فَعَبْدِيْ حُرٌّ الخ -এর আলোচনা : সুতরাং এমতাবস্থায় গোলাম আজাদ হওয়ার জন্য আগমন না করা শর্ত এবং আগমনের পর পর নাস্তা করা শর্ত। কাজেই যদি আসে এবং আসার পর পরই নাস্তা খেয়ে নেয়, তাহলে আর শপথ ভঙ্গকারী হবে না। অতএব তার গোলাম আজাদ হবে না। আর যদি না আসে অথবা আসে কিন্তু নাস্তা না খায় বা আসার পর পর নাস্তা না খায়, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে এবং শর্ত পাওয়া যাওয়ার দরুন তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর শর্ত হলো আগমন না করা এবং আগমন করলে আগমনের পর নাস্তা খাওয়া।

فَاِنَّ التَّغْدِيَةَ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ كَالْاِتْيَانِ وَالْاِنْسَانُ لَايُجَازِىْ نَفْسَهٗ فِى الْعَادَةِ وَلِهٰذَا قِيْلَ اَسْلَمْتُ كَىْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِصِيْغَةِ الْمَجْهُوْلِ لَابِصِيْغَةِ الْمَعْلُوْمِ فَتَعَيَّنَ اَنْ تَجْعَلَ مُسْتَعَارَةً لِلْعَطْفِ فَكَاَنَّهٗ قِيْلَ اِنْ لَمْ اٰتِكَ فَلَمْ اَتَغَدَّ عِنْدَكَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ فَاِنْ لَمْ يَاْتِ اَوْ اَتَاهُ وَلَمْ يَتَغَدَّ اَوْ اَتَاهُ وَتَغَدّٰى مُتَرَاخِيًا عَنِ الْاِتْيَانِ يَحْنَثُ لِاَنَّ الْاَقْرَبَ فِىْ هٰذِهِ الْاِسْتِعَارَةِ حَرْفُ الْفَاءِ فَاِذَا جُعِلَتْ بِمَعْنَى الْفَاءِ لَايَسْتَقِيْمُ التَّرَاخِىْ وَقِيْلَ كَوْنُهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ اَنْسَبُ لِاَنَّ الْمُجَوِّزَ لِلْاِسْتِعَارَةِ الْاِتِّصَالُ وَهُوَ فِى الْوَاوِ اَكْثَرُ وَلٰكِنَّهُمْ تَكَلَّمُوْا فِىْ اَنَّهٗ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ قَوْلُهٗ اَتَغَدّٰى بِاِسْقَاطِ الْاَلِفِ لِيَكُوْنَ مَجْزُوْمًا مَعْطُوْفًا عَلٰى اٰتِكَ وَقِيْلَ لَابَاْسَ بِهٖ لِاَنَّ مَا قُلْنَا بَيَانُ حَاصِلِ الْمَعْنٰى لَابَيَانَ تَقْدِيْرِ الْاِعْرَابِ وَمَا يَتَوَهَّمُ اَنَّهٗ مَعْطُوْفٌ عَلَى النَّفْىِ دُوْنَ الْمَنْفِىْ فَسَاقِطٌ لَاعِبْرَةَ بِهٖ فَتَاَمَّلْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِنَّ التَّغْدِيَةَ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ এখানে সকালের নাস্তা খাওয়া فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ বক্তার কাজ كَالْاِتْيَانِ যেমনটি আসাও বক্তার কাজ وَالْاِنْسَانُ لَايُجَازِىْ نَفْسَهٗ فِى الْعَادَةِ আর মানুষ সাধারণত নিজে নিজে প্রতিদান দিতে পারে না وَلِهٰذَا قِيْلَ اَسْلَمْتُ كَىْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ সেজন্য কেউ কেউ "আমি বেহেশতে যাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি" পড়েছেন بِصِيْغَةِ الْمَجْهُوْلِ মজহুলের সীগাহ দ্বারা لَا بِصِيْغَةِ الْمَعْلُوْمِ - مَعْرُوْف -এর সীগাহ দ্বারা পড়েননি فَتَعَيَّنَ اَنْ تَجْعَلَ مُسْتَعَارَةً لِلْعَطْفِ কাজেই عَطْف -এর জন্য اِسْتِعَارَةْ নেওয়া নির্দিষ্ট হয়ে গেছে فَكَاَنَّهٗ قِيْلَ সুতরাং যেন সে বলেছে যে, اِنْ لَمْ اٰتِكَ আমি যদি তোমার নিকট আসতে না পারি فَلَمْ اَتَغَدَّ عِنْدَكَ এবং সকাল বেলার খাবার তোমার নিকট খেতে না পারি فَعَبْدِىْ حُرٌّ তাহলে আমার গোলাম আজাদ فَاِنْ لَمْ يَاْتِ কাজেই যদি না আসে اَوْ اَتَاهُ অথবা আসে وَلَمْ يَتَغَدَّ কিন্তু সকাল বেলার নাস্তা ভক্ষণ না করে اَوْ اَتَاهُ কিংবা আগমন করে وَتَغَدّٰى مُتَرَاخِيًا عَنِ الْاِتْيَانِ এবং আগমনের পর বিলম্ব করে সকাল বেলার নাস্তা খায় يَحْنَثُ তাহলে (এ অবস্থায়) শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে لِاَنَّ الْاَقْرَبَ فِىْ هٰذِهِ الْاِسْتِعَارَةِ حَرْفُ الْفَاءْ কেননা, এ اِسْتِعَارَةْ নেওয়ার মধ্যে হরফে আত্ফ فَاءْ -ই অধিকতর উপযোগী فَاِذَا جُعِلَتْ بِمَعْنَى الْفَاءِ সুতরাং حَتّٰى কে فَاءْ -এর অর্থে প্রয়োগ করা হলে لَايَسْتَقِيْمُ التَّرَاخِىْ বিলম্ব যথার্থ হয় না وَقِيْلَ كَوْنُهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ اَنْسَبُ কেউ কেউ বলেছেন حَتّٰى কে وَاوْ -এর অর্থে প্রয়োগ করা সর্বাধিক মুনাসিব (সমীচীন) হবে لِاَنَّ الْمُجَوِّزَ لِلْاِسْتِعَارَةِ الْاِتِّصَالُ কেননা, اِتِّصَالْ -ই اِسْتِعَارَةْ কে বৈধকারী وَهُوَ فِى الْوَاوِ اَكْثَرُ আর وَاوْ -এর অবস্থায় اِتِّصَالْ অধিক হবে وَلٰكِنَّهُمْ تَكَلَّمُوْا তবে আলেমগণ এ ব্যাপারে বলেছেন যে, فِىْ اَنَّهٗ لَابُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ قَوْلُهٗ اَتَغَدّٰى بِاِسْقَاطِ الْاَلِفِ তার বক্তব্য اَتَغَدّٰى -এর اَلِفْ কে বাদ দেওয়া জরুরি لِيَكُوْنَ مَجْزُوْمًا مَعْطُوْفًا عَلٰى اٰتِكَ যা اٰتِكَ -এর উপর আতফ হয়ে জযম বিশিষ্ট হতে পাবে وَقِيْلَ لَا بَاْسَ بِهٖ আর কেউ কেউ বলেছেন যে, اَلِفْ থাকলে কোনো অসুবিধা নেই لِاَنَّ مَا قُلْنَا بَيَانُ حَاصِلِ الْمَعْنٰى কেননা, আমরা যা বর্ণনা করেছি এটা প্রকৃতপক্ষে অর্থের সারমর্মের বর্ণনা لَابَيَانَ تَقْدِيْرِ الْاِعْرَابِ এ'রাব নির্ধারণ বা নির্দিষ্টকরণের বর্ণনা করা হয়নি وَمَا يَتَوَهَّمُ اَنَّهٗ مَعْطُوْفٌ عَلَى النَّفْىِ আর এই যে, ধারণা পোষণ করা হয় যে, اَتَغَدّٰى এটা نَفْىْ অর্থাৎ لَمْ -এর উপর আত্ফ হয়েছে دُوْنَ الْمَنْفِىْ এবং مَنْفِىْ অর্থাৎ اٰتِكَ -এর উপর আতফ হয়নি فَسَاقِطٌ এটা একটি পরিত্যক্ত মত لَاعِبْرَةَ بِهٖ এটা ধর্তব্য নয় فَتَاَمَّلْ সুতরাং চিন্তা করো।

সরল অনুবাদ : এখানে تَغْدِيَةٌ (সকালের নাস্তা খাওয়া) বক্তার কাজ, যেমনটি আসাও বক্তার কাজ। আর মানুষ সাধারণত নিজে নিজেকে প্রতিদান দিতে পারে না। সে জন্য কেউ কেউ اَسْلَمْتُ كَىْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ (আমি বেহেশতে যাওয়ার জন্য

ইসলাম গ্রহণ করেছি।) কথাটিকে মজহুলের সীগাহ দ্বারা পড়েছেন। مَعْرُوْف -এর সীগাহ দ্বারা পড়েননি। কাজেই عَطْف -এর জন্য اِسْتِعَارَهْ নেওয়া নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যেন সে বলেছে যে, اِنْ لَمْ اٰتِكَ فَلَمْ اَتَغَدَّ عِنْدَكَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ (আমি যদি তোমার নিকট আসতে না পারি এবং সকাল বেলার খাবার খেতে না পারি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ।) কাজেই যদি না আসে, অথবা আসে কিন্তু সকাল বেলার নাস্তা ভক্ষণ না করে কিংবা আগমন করে এবং আগমনের পর বিলম্ব করে সকাল বেলার নাস্তা খায়, তাহলে (এ অবস্থায়) শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা এই اِسْتِعَارَهْ নেওয়ার মধ্যে হরফে আত্ফ فَاء -ই অধিকতর উপযোগী। সুতরাং حَتّٰى -কে فَاء -এর অর্থে প্রয়োগ করা সর্বাধিক মুনাসিব (সমীচীন) হবে। কেননা اِتِّصَالْ -ই اِسْتِعَارَهْ -কে বৈধকারী আর وَاوْ -এর অবস্থায় اِتِّصَالْ অধিক হবে। তবে আলেমগণ এ ব্যাপারে বলেছেন যে, তার বক্তব্য اَتَغَدّٰى -এর اَلِفْ -কে বাদ দেওয়া জরুরি, যা اٰتِكَ -এর উপর আতফ হয়ে জযম বিশিষ্ট হতে পারে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, اَلِفْ থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, আমরা যা বর্ণনা করেছি এটা প্রকৃতপক্ষে অর্থের সারমর্মের বর্ণনা اِعْرَابْ নির্ধারণ বা নির্দিষ্টকরণের বর্ণনা করা হয়নি। আর এই যে ধারণা পোষণ করা হয় যে, "اَتَغَدّٰى" টা نَفِىْ অর্থাৎ لَمْ -এর উপর আত্ফ হয়েছে এবং مَنْفِىْ অর্থাৎ اٰتِكَ -এর উপর আত্ফ হয়নি, এটা একটি পরিত্যক্ত অভিমত। এটা ধর্তব্য নয়। সুতরাং চিন্তা করো।

اَلْمُنَاقَشَةُ — অনুশীলনী

١. عَرِّفِ الْحُرُوْفَ الْمَعَانِىْ ثُمَّ بَيِّنِ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَكَيْفَ سَمَّى الْمُصَنِّفُ الْحُرُوْفَ الْمَعَانِىْ وَالْحَالُ اَنَّ فِيْهِ ذِكْرَ اَسْمَاءِ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ ـ

٢. اُكْتُبْ مَعْنَى الْوَاوِ وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ ؟ بَيِّنْ مُمَثَّلاً وَمُفَصَّلاً ـ

٣. اِذَا قَالَ رَجُلٌ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْئَةِ " اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ " فَمَا الْحُكْمُ فِيْهِ ؟

٤. وَاِذَا قَالَ رَجُلٌ لِغَيْرِ الْمَوْطُوْئَه "اَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ" فَمَا الْحُكْمُ فِيْهِ ؟

٥. لِاَىِّ مَعْنًى وُضِعَ الْفَاءُ؟ وَهَلْ تُسْتَعْمَلُ فِىْ اَحْكَامِ الْعِلَلِ عَلٰى سَبِيْلِ الْحَقِيْقَةِ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ مَعَ الْمُتَفَرِّعِ عَلَيْهِ ـ

٦. مَا مَعْنٰى ثُمَّ وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ؟ وَمَا ثَمَرَةُ الْخِلَافِ ؟ هَاتُوْا مُبَرْهَنًا وَمُفَصَّلاً ـ

مَبْحَثُ حُرُوْفِ الْجَرِّ

হুরূফুল জার-এর আলোচনা

وَمِنْهَا حُرُوْفُ الْجَرِّ وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَضْمُوْنِ الْكَلَامِ السَّابِقِ كَاَنَّهٗ قَالَ اَوَّلًا مِنْهَا حُرُوْفُ الْعَطْفِ ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْهَا عَطَفَ هٰذَا عَلَيْهِ فَالْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ فَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْبَاءُ هُوَ الْمُلْصَقُ بِهٖ هٰذَا هُوَ اَصْلُهَا فِى اللُّغَةِ وَالْبَوَاقِىْ مَجَازٌ فِيْهَا وَتَصْحَبُ الْاَثْمَانَ حَتّٰى لَوْ قَالَ اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدَ بِكُرٍّ مِنْ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ يَكُوْنُ الْكُرُّ ثَمَنًا فَيَصِحُّ الْاِسْتِبْدَالُ بِهٖ لِاَنَّهٗ لَمَّا كَانَ مَدْخُوْلُ الْبَاءِ هُوَ الثَّمَنُ كَانَ الْعَبْدُ مَبِيْعًا وَكُرُّ الْحِنْطَةِ ثَمَنًا فَيَكُوْنُ الْبَيْعُ حَالًا وَيَصِحُّ اِسْتِبْدَالُ كُرِّ الْحِنْطَةِ بِكُرِّ الشَّعِيْرِ قَبْلَ الْقَبْضِ اِذْ يَجُوْزُ الْاِسْتِبْدَالُ فِى الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ كَانَ مَبِيْعًا لَمْ يَجُزْ ذٰلِكَ بِخِلَافِ مَا اِذَا اَضَافَ الْعَقْدَ اِلَى الْكُرِّ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْهَا حُرُوْفُ الْجَرِّ আর حُرُوْف جَر ও حُرُوْف مَعَانِىْ -এর অন্তর্ভুক্ত وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَضْمُوْنِ الْكَلَامِ السَّابِقِ এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাবার্থের উপর عَطْف করা হয়েছে كَاَنَّهٗ قَالَ اَوَّلًا গ্রন্থকার (র.) যেন প্রথমত: বলেছেন- مِنْهَا حُرُوْفُ الْعَطْفِ আতফবোধক হরফসমূহ (حُرُوْف مَعَانِىْ) -এর এক প্রকার ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْهَا عَطَفَ هٰذَا عَلَيْهِ অতঃপর এটার আলোচনা হতে অবসর হয়ে এর উপর حُرُوْف جَر -কে আতফ করেছেন فَالْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ সুতরাং بَاء শব্দটি اِلْصَاقٌ অর্থাৎ একটিকে অন্যটির সাথে যুক্ত করার জন্য প্রণীত হয়েছে فَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْبَاءُ কাজেই যার উপর بَاء শব্দটি প্রবিষ্ট হবে هُوَ الْمُلْصَقُ بِهٖ এটা مُلْصَقٌ بِهٖ হবে هٰذَا هُوَ اَصْلُهَا فِى اللُّغَةِ আর আভিধানিক দৃষ্টিতে بَاء শব্দটির মূল অর্থ اِلْصَاقٌ - وَالْبَوَاقِىْ مَجَازٌ فِيْهَا আর অপরাপরগুলো এটার মাজাযী অর্থ وَتَصْحَبُ الْاَثْمَانَ আর بَاء শব্দটি اَثْمَانٌ -এর উপর আসে حَتّٰى لَوْ قَالَ সুতরাং যদি কেউ বলে اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدَ আমি তোমার নিকট হতে এই গোলামটি খরিদ করলাম بِكُرٍّ مِنْ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ এক কুর উত্তম গমের বিনিময়ে يَكُوْنُ الْكُرُّ ثَمَنًا তাহলে কুর মূল্য নির্ধারিত হবে فَيَصِحُّ الْاِسْتِبْدَالُ بِهٖ এবং এর দ্বারা বিনিময় সহীহ হবে لِاَنَّهٗ لَمَّا كَانَ مَدْخُوْلُ الْبَاءِ কেননা যার উপর بَاء আসে هُوَ الثَّمَنُ তা যখন মূল্য হবে كَانَ الْعَبْدُ مَبِيْعًا তখন দাস مَبِيْع হবে وَكُرُّ الْحِنْطَةِ ثَمَنًا এবং এক কুর গম মূল্য হবে فَيَكُوْنُ الْبَيْعُ حَالًا আর তাৎক্ষণিকভাবে بَيْع হয়ে যাবে وَيَصِحُّ اِسْتِبْدَالُ كُرِّ الْحِنْطَةِ بِكُرِّ الشَّعِيْرِ আর এক কুর গমের পরিবর্তে এক كُر যব দেওয়াও সহীহ হবে قَبْلَ الْقَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে اِذْ يَجُوْزُ الْاِسْتِبْدَالُ فِى الثَّمَنِ কারণ মূল্যের মধ্যে রদবদল করা জায়েজ আছে قَبْلَ الْقَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে وَلَوْ كَانَ مَبِيْعًا আর যদি তা مَبِيْع হতো لَمْ يَجُزْ ذٰلِكَ তাহলে এরূপ করা জায়েজ হতো না بِخِلَافِ مَا এটা ঐ অবস্থায় বিপরীত اِذَا اَضَافَ الْعَقْدَ اِلَى الْكُرِّ যখন عَقْد কে كُر -এর দিকে সম্বন্ধ করা হবে।

সরল অনুবাদ : আর حُرُوْف جَر ও حُرُوْف مَعَانِىْ -এর অন্তর্ভুক্ত। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাবার্থের উপর عَطْف করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) যেন প্রথমত বলেছেন حُرُوْف عَطْف আতফবোধক হরফসমূহ (حُرُوْف مَعَانِىْ) -এর এক প্রকার। অতঃপর এটার আলোচনা হতে অবসর হয়ে এর উপর حُرُوْف جَر -কে আতফ করেছেন। সুতরাং بَاء শব্দটি اِلْصَاقٌ অর্থাৎ একটিকে অন্যটির সাথে যুক্ত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। কাজেই যার উপর بَاء শব্দটি প্রবিষ্ট হবে এটা مُلْصَقٌ بِهٖ হবে। আর আভিধানিক দৃষ্টিতে بَاء শব্দটির মূল অর্থ اِلْصَاقٌ আর অপরাপরগুলো এটার মাজাযী অর্থ। **আর بَاء শব্দটি اَثْمَانٌ -এর উপর আসে। সুতরাং যদি কেউ বলে اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدَ بِكُرٍّ مِنْ حِنْطَةٍ الخ "আমি এক কুর উত্তম গমের বিনিময়ে তোমার নিকট হতে এই গোলামটি খরিদ করলাম" তা কুর মূল্য নির্ধারিত হবে এবং এর দ্বারা বিনিময় সহীহ হবে।** কেননা যার উপর بَاء আসে তা যখন মূল্য হবে তখন দাস مَبِيْع হবে এবং এক كُر গম মূল্য হবে। আর তাৎক্ষণিকভাবে بَيْع হয়ে যাবে। আর হস্তগত করার পূর্বে গমের পরিবর্তে এক كُر যব দেওয়াও সহীহ হবে। কারণ হস্তগত করার পূর্বে মূল্যের মধ্যে রদবদল করা জায়েজ আছে। আর যদি তা مَبِيْع হতো তা হলে এরূপ করা জায়েজ হতো না। এটা ঐ অবস্থায় বিপরীত যখন عَقْد-কে كُر -এর দিকে সম্বন্ধ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِلْاِلْصَاقِ الخ -এর আলোচনা : بَاء মূলত اِلْصَاقٌ-এর জন্য হয়ে থাকে। আর اِلْصَاقٌ বলে একটি বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে যুক্ত করা ও মিলিত করা।

قَوْلُهٗ وَتَصْحَبُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ بَاء শব্দটি اَثْمَانٌ (মূল্য) -এর উপর আসে। আর اَثْمَانٌ -এর উপর প্রবিষ্ট এই بَاء -কে مُقَابَلَه -এর بَاء বলে। আর এ ক্ষেত্রে اِلْصَاقٌ -এর অর্থও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর এ জন্য কথিত আছে যে, مُقَابَلَه (বিনিময়) اِلْصَاقٌ -এর অর্থের দিকে রুজু করে।

كُر -এর পরিচয় : এক كُر হচ্ছে ৬০ (ষাট) কাফিজ সমপরিমাণ। আর এক কাফিজ হচ্ছে ৮ (আট) মাকুকের সমান। আর এক মাকুক হচ্ছে দেড় সা' -এর সমপরিমাণ। — আইনী

بِاَنْ قَالَ اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ كُرًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِهٰذَا الْعَبْدِ حَيْثُ يَكُوْنُ هٰذَا الْعَقْدُ عَقْدَ السَّلَمِ اِذِ الْعَبْدُ مُشَارٌ اِلَيْهِ مَوْجُوْدٌ فَيُسَلِّمُهُ فِى الْمَجْلِسِ وَالْكُرُّ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَكُوْنُ مَبِيْعًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلَابُدَّ فِيْهِ اَنْ تُوْجَدَ شَرَائِطُ السَّلَمِ حَتّٰى يَصِحَّ فَلَا يَجُوْزُ اِسْتِبْدَالُهُ اِذْ لَايَجُوْزُ الْاِسْتِبْدَالُ فِى الْمُسْلَمِ فِيْهِ فَلَوْ قَالَ اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ بِقُدُوْمِ فُلَانٍ فَعَبْدِىْ حُرٌّ يَقَعُ عَلَى الْحَقِّ اَىْ عَلَى الْخَبَرِ الْوَاقِعِ فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْبَاءَ لَمَّا كَانَتْ لِلْاِلْصَاقِ كَانَ الْمَعْنٰى اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ خَبَرًا مُلْصَقًا بِقُدُوْمِ فُلَانٍ وَلَا يَكُوْنُ مُلْصَقًا بِالْقُدُوْمِ اِلَّا اِذَا وَقَعَ قُدُوْمُ فُلَانٍ فَاِنْ اَخْبَرَ بِالْقُدُوْمِ خَبَرًا صَادِقًا يَحْنَثُ الْمُتَكَلِّمُ وَاِلَّا فَلَا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ اَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَاِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا لِاَنَّ مُقْتَضَى الْخَبَرِ هُوَ الْاِطْلَاقُ وَلَا مُقْتَضَى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ وَلَايُقَالُ اِنَّ تَعْدِيَةَ الْاِخْبَارِ لَاتَكُوْنُ اِلَّا بِالْبَاءِ فَيَكُوْنُ التَّقْدِيْرُ اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ بِاَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَكَانَ كَالْاَوَّلِ ــ

শাব্দিক অনুবাদ : بِاَنْ قَالَ যেন সে এভাবে বলল যে اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ كُرًّا مِنْ حِنْطَةٍ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট হতে এক كُرّ গম খরিদ করলাম بِهٰذَا الْعَبْدِ এ গোলামের বিনিময়ে حَيْثُ يَكُوْنُ هٰذَا الْعَقْدُ عَقْدَ السَّلَمِ এ আকদটি আকদে সলম হবে اِذِ الْعَبْدُ مُشَارٌ اِلَيْهِ مَوْجُوْدٌ কারণ যেই দামের দিকে ইশারা করা হয়েছে এটা মওজুদ আছে فَيُسَلِّمُهُ فِى الْمَجْلِسِ কাজেই মজলিসের মধ্যেই একে সোপর্দ করবে وَالْكُرُّ আর كُرّ অনিদিষ্ট غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَكُوْنُ مَبِيْعًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ তাই এটা অনির্দিষ্ট مَبِيْع হবে فَلَا بُدَّ فِيْهِ اَنْ تُوْجَدَ شَرَائِطُ السَّلَمِ কাজেই এর মধ্যে بَيْع سَلَمْ-এর শর্তাবলি পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক حَتّٰى يَصِحَّ তাহলে এটা সহীহ হবে فَلَا يَجُوْزُ اِسْتِبْدَالُهُ সুতরাং এটা পরিবর্তন করা জায়েজ নেই اِنْ لَايَجُوْزُ الْاِسْتِبْدَالُ فِى الْمُسْلَمِ فِيْهِ কেননা, مُسْلَمْ فِيْهِ-এর মধ্যে পরিবর্তন করা জায়েজ হয় না فَلَوْ قَالَ সুতরাং যদি কেউ বলে اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ بِقُدُوْمِ فُلَانٍ যদি তুমি আমাকে অমুকের আগমনের সংবাদ দাও فَعَبْدِىْ حُرٌّ তাহলে আমার গোলাম আজাদ يَقَعُ عَلَى الْحَقِّ এ অবস্থায় সঠিক সংবাদের উপর হুকুম সাব্যস্ত হবে اَىْ عَلَى الْخَبَرِ الْوَاقِعِ فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ অর্থাৎ একে এমন সংবাদের উপর প্রয়োগ করা হবে যা বাস্তব ঘটেছে وَذٰلِكَ আর তা এজন্য যে لِاَنَّ الْبَاءَ كَانَتْ لِلْاِلْصَاقِ কেননা যেহেতু بَاء শব্দটি اِلْصَاقْ-এর জন্য হয়ে থাকে كَانَ الْمَعْنٰى তাই এর অর্থ হবে اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ خَبَرًا مُلْصَقًا بِقُدُوْمِ فُلَانٍ অর্থাৎ তুমি যদি আমাকে এমন সংবাদ দাও যা অমুকের আগমনের সাথে সংযুক্ত وَلَا يَكُوْنُ مُلْصَقًا بِالْقُدُوْمِ আর সংবাদটি قُدُوْم-এর সাথে مُلْصَقْ হতে পারে না اِلَّا اِذَا وَقَعَ قُدُوْمُ فُلَانٍ যে পর্যন্ত না (বাস্তবিকই) অমুকের আগমন ঘটে فَاِنْ اَخْبَرَ بِالْقُدُوْمِ خَبَرًا صَادِقًا কাজেই আগমনের ব্যাপারে সে যদি সত্য সংবাদ দেয় يَحْنَثُ الْمُتَكَلِّمُ তাহলে مُتَكَلِّمْ শপথ ভঙ্গকারী হবে وَاِلَّا فَلَا অন্যথা সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না بِخِلَافِ مَا এটা ঐ অবস্থার বিপরীত اِذَا قَالَ যখন সে বলবে اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ اَنَّ فُلَانًا قَدِمَ তুমি যদি আমাকে খবর দাও যে অমুক এসেছে فَاِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا কেননা এটা একই সঙ্গে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের উপর প্রযোজ্য হবে لِاَنَّ مُقْتَضَى الْخَبَرِ هُوَ الْاِطْلَاقُ কারণ খবরের চাহিদা হলো মুতলাক হওয়া وَلَا مُقْتَضَى لِلْعُدُوْلِ عَنْهُ তা হতে প্রত্যাবর্তন করার কোনো চাহিদা নেই وَلَا يُقَالُ এটা বলা যাবে না যে, اِنَّ تَعْدِيَةَ الْاِخْبَارِ لَاتَكُوْنُ اِلَّا بِالْبَاءِ - اِخْبَارْ কে তো কেবল بَاء দ্বারা مُتَعَدِّىْ করা হয়ে থাকে فَيَكُوْنُ التَّقْدِيْرُ সুতরাং উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ بِاَنَّ فُلَانًا قَدِمَ তুমি যদি আমাকে সংবাদ দাও যে, অমুক এসেছে فَكَانَ كَالْاَوَّلِ কাজেই এটা প্রথম অবস্থার ন্যায়ই হবে।

সরল অনুবাদ : যেমন সে এভাবে বলল যে, اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ كُرًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِهٰذَا الْعَبْدِ অর্থাৎ আমি এই গোলামের বিনিময়ে তোমার নিকট হতে এক كُرّ গম খরিদ করলাম। এ আকদটি আকদে সলম হবে। কারণ যেই দাসের দিকে ইশারা করা হয়েছে এটা মওজুদ আছে। কাজেই মজলিসের মধ্যেই একে সোপর্দ করবে। আর كُرّ অনির্দিষ্ট। তাই এটা অনির্দিষ্ট مَبِيْع হবে। কাজেই এর মধ্যে بَيْع سَلَمْ-এর শর্তাবলি পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক, তাহলে এটা সহীহ হবে। সুতরাং এটা পরিবর্তন করা জায়েজ নেই। কেননা مُسْلَمْ فِيْهِ-এর মধ্যে পরিবর্তন করা জায়েজ হয় না। **সুতরাং যদি কেউ বলে "اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ بِقُدُوْمِ فُلَانٍ فَعَبْدِىْ حُرٌّ" (যদি তুমি আমাকে অমুকের আগমনের সংবাদ দাও তাহলে আমার গোলাম আজাদ)। এ অবস্থায় সঠিক সংবাদের উপর হুকুম সাব্যস্ত হবে।** অর্থাৎ একে এমন সংবাদের উপর প্রয়োগ করা হবে যা বাস্তবে ঘটেছে। আর তা এ জন্য যে, কেননা যেহেতু بَاء শব্দটি اِلْصَاقْ-এর জন্য হয়ে থাকে, তাই এর অর্থ হবে اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ خَبَرًا مُلْصَقًا بِقُدُوْمِ فُلَانٍ অর্থাৎ তুমি যদি আমাকে এমন সংবাদ দাও যা অমুকের আগমনের সাথে সংযুক্ত। আর সংবাদটি قُدُوْم-এর সাথে مُلْصَقْ হতে পারে না, যে পর্যন্ত না (বাস্তবিকই) ওমুকের আগমন ঘটে। কাজেই আগমনের ব্যাপারে সে যদি সত্য সংবাদ দেয়, তাহলে مُتَكَلِّمْ শপথ ভঙ্গকারী হবে। অন্যথা সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। **এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন সে বলবে "اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ اَنَّ فُلَانًا قَدِمَ" (তুমি যদি আমাকে সংবাদ দাও যে, অমুক এসেছে)** কেননা এটা একই সঙ্গে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের উপর প্রযোজ্য হবে। কারণ খবরের চাহিদা হলো মুতলাক হওয়া। তা হতে প্রত্যাবর্তন করার কোনো চাহিদা নেই। এটা বলা যাবে না যে, اِخْبَارْ-কে তো কেবল بَاء দ্বারা مُتَعَدِّىْ করা হয়ে থাকে। সুতরাং উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, "اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ بِاَنَّ فُلَانًا قَدِمَ" কাজেই এটা প্রথম অবস্থার ন্যায়ই হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ يَقَعُ الخ-এর আলোচনা : যদি কেউ বলে اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ اَنَّ فُلَانًا قَدِمَ অর্থাৎ যদি তুমি সংবাদ দাও যে, অমুক এসেছে এটা সত্য মিথ্যা উভয় সংবাদের ক্ষেত্রে প্রযাজ্য হবে। সুতরাং যদি মিথ্যা সংবাদ দেয় যে, অমুক এসেছে তাহলে গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে।

لِاَنَّا نَقُوْلُ تَقْدِيْرُ الْبَاءِ لَا يَكْفِيْ اِلَّا لِسَلَاسَةِ الْمَعْنٰى دُوْنَ تَاثِيْرَاتِهِ الْاُخَرِ وَلَوْ قَالَ اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا بِاِذْنِيْ يُشْتَرَطُ تَكْرَارُ الْاِذْنِ لِكُلِّ خُرُوْجٍ لِاَنَّ مَعْنَاهُ اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ فَاَنْتِ طَالِقٌ اِلَّا خُرُوْجًا مُلْصَقًا بِاِذْنِيْ وَهُوَ نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ فِي الْاِثْبَاتِ فَتَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ فَيَحْرُمُ مَا سِوَاهُ فَحَيْثُمَا تَخْرُجُ بِلَا اِذْنِهِ تَكُوْنُ طَالِقًا وَلَعَلَّهُ فِيْمَا لَمْ تُوْجَدْ قَرِيْنَةُ يَمِيْنِ الْفَوْرِ اَوْ تَكُوْنُ رِعَايَةُ الْبَاءِ غَالِبَةً عَلَيْهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ اَيْ يَقُوْلُ اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ فَاِنَّهُ لَيْسَ يُشْتَرَطُ تَكْرَارُ الْاِذْنِ فِيْهِ لِكُلِّ خُرُوْجٍ بَلْ اِذَا وُجِدَ الْاِذْنُ مَرَّةً يَكْفِيْ لِعَدَمِ الْحِنْثِ لِاَنَّ الْبَاءَ لَيْسَتْ بِمَوْجُوْدَةٍ فِيْهِ وَالْاِسْتِثْنَاءُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيْمٍ لِاَنَّ الْاِذْنَ لَا يُجَانِسُ الْخُرُوْجَ فَيَكُوْنُ بِمَعْنَى الْغَايَةِ وَالْغَايَةُ يَكْفِيْ وُجُوْدُهَا مَرَّةً فَتَرْتَفِعُ حُرْمَةُ الْخُرُوْجِ بِوُجُوْدِ الْاِذْنِ مَرَّةً ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّا نَقُوْلُ এর জবাবে আমরা বলব যে, تَقْدِيْرُ الْبَاءِ - بَاء কে উহ্য মানা لَا يَكْفِيْ اِلَّا لِسَلَاسَةِ الْمَعْنٰى কেবল বাক্যের অর্থকে গতিশীল (সাবলীল) করার জন্য হয়ে থাকে دُوْنَ تَاثِيْرَاتِهِ الْاُخَرِ এটার দ্বারা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া সাব্যস্ত হয় না وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا بِاِذْنِيْ আমার অনুমতি ব্যতীত যদি তুমি ঘর হতে বের হও يُشْتَرَطُ تَكْرَارُ الْاِذْنِ لِكُلِّ خُرُوْجٍ -এর দ্বারা প্রত্যেকবার বের হওয়ার জন্য বারংবার অনুমতি নেওয়া শর্ত হবে لِاَنَّ مَعْنَاهُ اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ فَاَنْتِ طَالِقٌ কেননা এর অর্থ হলো তুমি যদি ঘর হতে বের হও তবে তুমি তালাক اِلَّا خُرُوْجًا مُلْصَقًا بِاِذْنِيْ কিন্তু যেই বের হওয়া আমার অনুমতির সাথে যুক্ত, সেই বের হওয়াতে তালাক হবে না وَهُوَ نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ فِي الْاِثْبَاتِ এখানে خُرُوْجًا শব্দটি نَكِرَه যা اِثْبَات -এর মধ্যে مَوْصُوْف হয়েছে فَتَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ সুতরাং সিফাতের عَامّ হওয়ার কারণে এটাও 'আম হবে فَيَحْرُمُ مَا سِوَاهُ আর সিফাত ব্যতীত বাকি সকলেই হারাম হবে فَحَيْثُمَا تَخْرُجُ بِلَا اِذْنِهِ সুতরাং যখনই তার অনুমতি ছাড়া বের হবে تَكُوْنُ طَالِقًا তখন তালাক হয়ে যাবে وَلَعَلَّهُ فِيْمَا لَمْ تُوْجَدْ আর এ হুকুম সম্ভবত তখন হবে যখন পাওয়া না যাবে قَرِيْنَةُ يَمِيْنِ الْفَوْرِ তাৎক্ষণিক শপথ এর কোনো قَرِيْنَة বা আলামত اَوْ تَكُوْنُ رِعَايَةُ الْبَاءِ غَالِبَةً عَلَيْهَا অথবা قَرِيْنَة -এর উপর بَاء অক্ষরটি غَالِبْ হবে بِخِلَافِ قَوْلِهِ এটা ঐ কথার বিপরীত যখন বলবে اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ তবে যদি আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করি اَيْ يَقُوْلُ অর্থাৎ সে বলবে اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ যদি তুমি আমার অনুমতি ছাড়া ঘর হতে বের হও فَاَنْتِ طَالِقٌ তাহলে তুমি তালাক فَاِنَّهُ لَيْسَ يُشْتَرَطُ তাহলে শর্ত হবে না تَكْرَارُ الْاِذْنِ فِيْهِ لِكُلِّ خُرُوْجٍ প্রত্যেকবার বের হওয়ার জন্য বারবার অনুমতি নেওয়া بَلْ اِذَا وُجِدَ الْاِذْنُ مَرَّةً বরং মাত্র একবার অনুমতি পাওয়া যাওয়াই يَكْفِيْ لِعَدَمِ الْحِنْثِ শপথ ভঙ্গ না হওয়ার জন্য যথেষ্ট لِاَنَّ الْبَاءَ لَيْسَتْ بِمَوْجُوْدَةٍ فِيْهِ কেননা এ বাক্যে بَاء শব্দটি নেই وَالْاِسْتِثْنَاءُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيْمٍ আর اِسْتِثْنَاء ও সহীহ হয়নি لِاَنَّ الْاِذْنَ لَا يُجَانِسُ الْخُرُوْجَ কারণ অনুমতি ও বের হওয়া সমজাতীয় নয় فَيَكُوْنُ بِمَعْنَى الْغَايَةِ সুতরাং এটা غَايَتْ -এর অর্থে হবে وَالْغَايَةُ يَكْفِيْ وُجُوْدُهَا مَرَّةً আর غَايَتْ -এর জন্য একবার পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট হবে فَتَرْتَفِعُ حُرْمَةُ الْخُرُوْجِ কাজেই বের হওয়ার حُرْمَتْ (হারাম হওয়া) অবশিষ্ট থাকবে না (উঠে যাবে) بِوُجُوْدِ الْاِذْنِ مَرَّةً একবার অনুমতি পাওয়া গেলেই।

সরল অনুবাদ : এর জবাবে আমরা বলব যে, بَاء -কে উহ্য মানা কেবল বাক্যের অর্থকে গতিশীল (সাবলীল) করার জন্য হয়ে থাকে। এটার দ্বারা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া সাব্যস্ত হয় না। **আর যদি কেউ তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে** "اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا بِاِذْنِيْ" **(আমার অনুমতি ব্যতীত যদি তুমি ঘর হতে বের হও) এর দ্বারা প্রত্যেকবার বের হওয়ার জন্য বারংবার অনুমতি নেওয়া শর্ত হবে।** কেননা এর অর্থ হলো اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ فَاَنْتِ طَالِقٌ اِلَّا خُرُوْجًا مُلْصَقًا بِاِذْنِيْ অর্থাৎ তুমি যদি ঘর হতে বের হও তবে তুমি তালাক। কিন্তু যেই বের হওয়া আমার অনুমতির সাথে যুক্ত, সেই বের হওয়াতে তালাক হবে না। এখানে خُرُوْجًا শব্দটি نَكِرَه যা اِثْبَات -এর মধ্যে مَوْصُوْف হয়েছে। সুতরাং সিফাতের عَامّ হওয়ার কারণে এটাও আম হবে। আর সিফাত ব্যতীত বাকি সকলেই হারাম হবে। সুতরাং যখনই তার অনুমতি ছাড়া বের হবে তখন তালাক হয়ে যাবে। আর এই হুকুম সম্ভবত তখন হবে যখন يَمِيْنُ الْفَوْرِ (তাৎক্ষণিক শপথ) -এর কোনো قرينه বা আলামত পাওয়া না যাবে। অথবা قَرِيْنَه -এর উপর با অক্ষরটি غَالِبْ হবে। **এটা ঐ কথার বিপরীত যখন বলবে "اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ" (তবে যদি আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করি)।** অর্থাৎ সে বলবে যদি তুমি আমার অনুমতি ছাড়া ঘর হতে বের হও তাহলে তুমি তালাক। তাহলে প্রত্যেকবার বের হওয়ার জন্য বারবার অনুমতি নেওয়া শর্ত হবে না; বরং শপথ ভঙ্গ না হওয়ার জন্য মাত্র একবার অনুমতি পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট হবে। কেননা এ বাক্যে بَاء শব্দটি নেই। আর اِسْتِثْنَاء ও সহীহ হয়নি। কারণ اِذْن (অনুমতি) ও خُرُوْج (বের হওয়া) সমজাতীয় নয়। সুতরাং এটা غَايَتْ -এর অর্থে হবে। আর غَايَتْ -এর জন্য একবার পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট হবে। কাজেই একবার অনুমতি পাওয়া গেলেই বের হওয়ার حُرْمَتْ (হারাম হওয়া) অবশিষ্ট থাকবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّا نَقُوْلُ الخ -এর আলোচনা : উল্লিখিত বক্তব্য স্বীকার করে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে। অন্যথা কোনো বক্তা বলতে পারেন যে, তার বক্তব্য "بَاء ব্যতীত اِخْبَارْ -কে مُتَعَدِّيْ করা যায় না" এর দ্বারা যে সীমাবদ্ধতা সাব্যস্ত হয় এটা ঠিক নয়। কেননা اِخْبَارْ নিজে নিজে ও দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّيْ হয়ে থাকে এবং بَاء -এর দ্বারাও হয়ে থাকে। যেমন তোমরা বলে থাকো اَخْبَرَهُ خُبُوْرَةً (তাকে অবহিত করেছে)।—মুনতাহাল আরব

يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِاَنَّ تَقْدِيْرَ الْغَايَةِ تَكَلُّفٌ وَالْاَوْلٰى تَقْدِيْرُ الْبَاءِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اِلَّا خُرُوْجًا بِاَنْ اَذِنَ لَكِ فَيَكُوْنُ مَآلُهٗ وَمَآلُ قَوْلِهٖ اِلَّا بِاِذْنِىْ وَاحِدًا فَيُشْتَرَطُ تَكْرَارُ الْاِذْنِ لِكُلِّ خُرُوْجٍ اَوْ يُقَالُ اِنَّ الْمُضَارِعَ مَعَ اَنْ بِتَاوِيْلِ الْمَصْدَرِ وَالْمَصْدَرُ قَدْيَقَعُ حِيْنًا كَمَا يُقَالُ اٰتِيْكَ خُفُوْقَ النَّجْمِ اَىْ وَقْتَ خُفُوْقِهٖ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى لَا تَخْرُجْ وَقْتًا اِلَّا وَقْتَ الْاِذْنِ فَيَجِبُ لِكُلِّ خُرُوْجٍ اِذْنٌ وَاُجِيْبَ عَنِ الْاَوَّلِ بِاَنَّ تَقْدِيْرَ قَوْلِهٖ اِلَّا خُرُوْجًا بِاَنْ اَذِنَ لَكِ كَلَامٌ مُخْتَلٌّ لَا يُعْرَفُ لَهٗ وَجْهُ صِحَّةٍ وَعَنِ الثَّانِىْ بِاَنَّهٗ يَحْنَثُ حِيْنَئِذٍ اِنْ خَرَجَتْ مَرَّةً بِلَا اِذْنٍ وَعَلَى التَّقْدِيْرِ الْاَوَّلِ لَا يَحْنَثُ فَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِّ وَاَمَّا وُجُوْبُ الْاِذْنِ لِكُلِّ دُخُوْلٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ فَمُسْتَفَادٌ مِنَ الْقَرِيْنَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ وَهِىَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اَنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ (الاية) ـ

শাব্দিক অনুবাদ : يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ এটার উপর اِعْتِرَاض করে বলা হয়েছে যে, بِاَنَّ تَقْدِيْرَ الْغَايَةِ تَكَلُّفٌ ـ غَايَة-কে উহ্য মানা تَكَلُّفٌ (কৃত্রিমতা) বৈ আর কিছুই নয় وَالْاَوْلٰى تَقْدِيْرُ الْبَاءِ বরং بَاء কে উহ্য মানাই উত্তম فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى তখন অর্থ হবে اِلَّا خُرُوْجًا بِاَنْ اَذِنَ لَكِ তবে তোমার জন্য অনুমতি থাকলে বের হতে পারবে فَيَكُوْنُ مَآلُهٗ وَمَآلُ قَوْلِهٖ اِلَّا بِاِذْنِىْ وَاحِدًا তাই এই বাক্য এবং তার বাক্য اِلَّا بِاِذْنِىْ-এর অর্থ একই দাঁড়াবে فَيُشْتَرَطُ কাজেই শর্ত হবে تَكْرَارُ الْاِذْنِ لِكُلِّ خُرُوْجٍ প্রত্যেকবার বের হওয়ার জন্য বারবার অনুমতি নেওয়া اَوْ يُقَالُ অথবা বলা যেতে পারে যে, اِنَّ الْمُضَارِعَ مَعَ اَنْ بِتَاوِيْلِ الْمَصْدَرِ - اَنْ-এর সহযোগে مُضَارِع-এর সীগাহ মাসদারের অর্থে হয়েছে وَالْمَصْدَرُ قَدْيَقَعُ حِيْنًا আর মাসদার কোনো কোনো সময় حِيْن (ওয়াক্ত)-এর অর্থে হয়ে থাকে كَمَا يُقَالُ যেমন বলা হয় اٰتِيْكَ خُفُوْقَ النَّجْمِ اَىْ وَقْتَ خُفُوْقِهٖ আমি তোমার নিকট নক্ষত্র অস্ত যাওয়ার সময় আসব فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى কাজেই বাক্যটির অর্থ হবে لَا تَخْرُجْ وَقْتًا اِلَّا وَقْتَ الْاِذْنِ তুমি কোনো সময় বের হতে পারবে না, তবে অনুমতির সময় বের হতে পারবে فَيَجِبُ لِكُلِّ خُرُوْجٍ اِذْنٌ সুতরাং প্রতিবার বের হওয়ার জন্য অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব হবে وَاُجِيْبَ عَنِ الْاَوَّلِ প্রথম বক্তব্যের উত্তরে বলা হয়েছে যে بِاَنَّ تَقْدِيْرَ قَوْلِهٖ اِلَّا خُرُوْجًا بِاَنْ اَذِنَ لَكِ - اِلَّا خُرُوْجًا بِاَنْ اَذِنَ لَكِ বাক্যটিকে উহ্য মানা হলে كَلَامٌ مُخْتَلٌّ এটা একটা ত্রুটিপূর্ণ বাক্য হবে لَا يُعْرَفُ لَهٗ وَجْهُ صِحَّةٍ এটা সহীহ হওয়ার কোনো দিকই পাওয়া যায়নি وَعَنِ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় বক্তব্যের উত্তরে বলা হয়েছে যে بِاَنَّهٗ يَحْنَثُ حِيْنَئِذٍ তখন শপথ ভঙ্গকারী হবে اِنْ خَرَجَتْ مَرَّةً بِلَا اِذْنٍ যখন মহিলা একবার অনুমতি ব্যতীত বের হয় وَعَلَى التَّقْدِيْرِ الْاَوَّلِ لَا يَحْنَثُ আর প্রথম تَقْدِيْر-এর ভিত্তিতে শপথ ভঙ্গকারী হয় না فَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِّ সুতরাং সন্দেহের কারণে শপথ ভঙ্গকারী হবে না وَاَمَّا وُجُوْبُ الْاِذْنِ لِكُلِّ دُخُوْلٍ তবে প্রত্যেক প্রবেশের জন্য অনুমতি ওয়াজিব হওয়ার فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী-এর মধ্যে لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ নবীর ঘরে প্রবেশ করো না اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় فَمُسْتَفَادٌ مِنَ الْقَرِيْنَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ আকলী ও শাব্দিক قَرِيْنَة-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে وَهِىَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى আর সেই قَرِيْنَة হলো আল্লাহর বাণী اَنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ (الاية) নিশ্চয় তোমাদের অবাধ আগমন নবীর জন্য কষ্টদায়ক।

সরল অনুবাদ : এটার উপর اِعْتِرَاض করে বলা হয়েছে যে, غَايَة-কে উহ্য মানা تَكَلُّفٌ (কৃত্রিমতা) বৈ আর কিছুই নয়; বরং بَا-কে উহ্য মানাই উত্তম। তখন অর্থ হবে اِلَّا خُرُوْجًا بِاَنْ اَذِنَ لَكِ তাহলে এই বাক্য এবং তার বাক্য الا باذنى-এর অর্থ একই দাঁড়াবে। কাজেই প্রত্যেকবার বের হওয়ার জন্য বারবার অনুমতি নেওয়া শর্ত হবে। অথবা বলা যেতে পারে যে, ان-এর সহযোগে مُضَارِع-এর সীগাহ মাসদারের অর্থে হয়েছে। আর মাসদার কোনো কোনো সময় حِيْن (ওয়াক্ত)-এর অর্থে হয়ে থাকে। যেমন– বলা হয় اٰتِيْكَ خُفُوْقَ النَّجْمِ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট নক্ষত্র অস্ত যাওয়ার সময় আসব। কাজেই বাক্যটির অর্থ হবে, তুমি কোনো সময় বের হতে পারবে না, তবে অনুমতির সময় বের হতে পারবে। সুতরাং প্রতিবার বের হওয়ার জন্য অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব হবে। প্রথম বক্তব্যের উত্তরে বলা হয়েছে যে, اِلَّا خُرُوْجًا بِاَنْ اَذِنَ لَكِ বাক্যটিকে উহ্য মানা হলে এটা একটি ত্রুটিপূর্ণ বাক্য হবে। এটা সহীহ হওয়ার কোনো দিকই জানা যায়নি। আর দ্বিতীয় বক্তব্যের উত্তরে বলা হয়েছে যে, তখন শপথ ভঙ্গকারী হবে যখন মহিলা একবার অনুমতি ব্যতীত বের হয়। আর প্রথম تَقْدِيْر (অর্থাৎ اِلَّا-কে غَايَت-এর অর্থে মানলে এটার) ভিত্তিতে শপথ ভঙ্গকারী হয় না। সুতরাং সন্দেহের কারণে শপথ-ভঙ্গকারী হবে না। তবে আল্লাহর বাণী– لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ (নবীর ঘরে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়)-এর মধ্যে প্রত্যেক প্রবেশের জন্য অনুমতি ওয়াজিব হওয়ার আকলী ও শাব্দিক قَرِيْنَة-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর সেই قَرِيْنَة হলো আল্লাহর বাণী– اَنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ (لاية) (নিশ্চয় তোমাদের অবাধ আগমন নবীর জন্য কষ্টদায়ক)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاُجِيْبَ الخ-এর আলোচনা : উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এটাও বলা যেতে পারে যে, تَقْدِيْر আসল (اَصْل) -এর বিপরীত। আর এটার দিকে রুজূ করার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। আর اِلَّا শব্দের মধ্যে مَجَاز হওয়া যদিও اَصْل-এর বিপরীত তথাপিও এটা হযফ হতে অধিকতর সহজ। বিশেষত যখন حَذْف অধিক হবে। যেমন– بَاء ও خَرَجَ দু'টি শব্দকে মাহযুফ মানা।

وَفِى قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَيَكُوْنُ تَقْدِيْرُهٗ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَا يَقَعُ وَلَايُرِيْدُ بِهٰذَا اَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ لِاَنَّهٗ لَمْ يَرِدْ فِيْهِ اِسْتِعْمَالٌ بَلْ مَعْنَاهُ اَنَّ الْبَاءَ لِلْاِلْصَاقِ عَلٰى اَصْلِهَا فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا مُلْصَقًا بِمَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا يَكُوْنُ مُلْصَقًا بِهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهِىَ لَاتُعْلَمُ قَطُّ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهٖ وَلٰكِنَّهٗ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّهٗ لِمَ لَايَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَيَكُوْنَ الْمَعْنٰى اَنْتِ طَالِقٌ بِسَبَبِ مَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ وَاَمْرِهٖ وَحُكْمِهٖ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْاَصْلَ فِى الطَّلَاقِ الْحَظْرُ فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَا يَقَعَ اَمَّا وُقُوْعُهٗ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَحْوِهٖ فَلِاَنَّهٗ لَمْ يَجِئْ بِمَعْنٰى اِنْ عَلِمَ اللّٰهُ فَلَا مُسَاغَ فِيْهِ اِلَّا بِجَعْلِهٖ بِمَعْنَى السَّبَبِيَّةِ وَ وُقُوْعِ الطَّلَاقِ بِهٖ فَتَامَّلْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِى قَوْلِهِ আর তার বক্তব্য اَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহর ইচ্ছা হলে তুমি তালাক بِمَعْنَى الشَّرْطِ -এর মধ্যে بَاءٌ শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে فَيَكُوْنُ تَقْدِيْرُهٗ বাক্যটির প্রকৃত (উহ্য) রূপ হবে اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ চাইলে তুমি তালাক হবে فَلَا يَقَعُ সুতরাং তালাক হবেনা وَلَا يُرِيْدُ بِهٰذَا -এর দ্বারা অবশ্য গ্রন্থকার (র.) এটা বুঝাতে চান নি যে, اَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ - بَاءٌ অক্ষরটি শর্তের অর্থে হয়ে থাকে لِاَنَّهٗ لَمْ يَرِدْ فِيْهِ اِسْتِعْمَالٌ কেননা এ ধরনের প্রয়োগ (আরবি ভাষায়) পরিদৃষ্ট হয়নি بَلْ مَعْنَاهُ বরং এর অর্থ হবে যে اَنَّ الْبَاءَ لِلْاِلْصَاقِ عَلٰى اَصْلِهَا - بَاءٌ প্রকৃতপক্ষে اِلْصَاقٌ -এর জন্যই হয়ে থাকে فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى সুতরাং এ হিসেবে অর্থ দাঁড়াবে اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا مُلْحَقًا بِمَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى তুমি এমন তালাক যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত وَلَايَكُوْنُ مُلْصَقًا بِهَا আর সে পর্যন্ত তার ইচ্ছার সাথে তালাক সংযুক্তও হতে পারবে না اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى যে পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা করবেন না وَهِىَ لَاتُعْلَمُ قَطُّ এবং আল্লাহর ইচ্ছা হলো কিনা? তা কখনো জানা যাবে না فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهٖ কাজেই এতে তালাকও হবে না وَلٰكِنَّهٗ اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ তবে এর উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, بِاَنَّهٗ لِمَ لَايَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ - بَاءٌ সববের জন্য হওয়া জায়েজ হবে না কেন? وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى আর তখন অর্থ হবে যে اَنْتِ طَالِقٌ بِسَبَبِ مَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى তুমি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার কারণে তালাক فَيَقَعُ الطَّلَاقُ কাজেই তালাক হয়ে যাবে كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ যেমন কেউ বললে (তালাক হয়ে যাবে) اَنْتِ طَالِقٌ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ وَاَمْرِهٖ وَحُكْمِهٖ তুমি আল্লাহর ইলমে এবং তার কুদরতে ও তার নির্দেশে বা হুকুমে তালাক وَالْجَوَابُ -এর উত্তরে হচ্ছে اَنَّ الْاَصْلَ فِى الطَّلَاقِ الْحَظْرُ তালাকের মধ্যে মূল বিধান হলো নিষিদ্ধ হওয়া فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَايَقَعَ সুতরাং তা (সাধারণত) পতিত না হওয়াই উচিত اَمَّا وُقُوْعُهٗ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَحْوِهٖ তবে আল্লাহর ইলম তার কুদরত ইত্যাদিতে তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো فَلِاَنَّهٗ لَمْ يَجِئْ بِمَعْنٰى اِنْ عَلِمَ اللّٰهُ - بَاءٌ অক্ষরটি এসব অবস্থায় اِنْ عَلِمَ اللّٰهُ -এর অর্থে হয়নি فَلَا مُسَاغَ فِيْهِ কাজেই গত্যান্তর নেই اِلَّا بِجَعْلِهٖ بِمَعْنَى السَّبَبِيَّةِ - بَاءٌ অক্ষরটিকে সববের অর্থে ব্যবহার না করে وَوُقُوْعِ الطَّلَاقِ بِهٖ এবং এতে তালাক না হয়ে فَتَامَّلْ সুতরাং এ ব্যাপারে তুমি আরো চিন্তা ভাবনা কর।

সরল অনুবাদ : আর তার বক্তব্য "اَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى" (আল্লাহর ইচ্ছা হলে তুমি তালাক)-এর মধ্যে بَا **শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।** বাক্যটির প্রকৃত (উহ্য) রূপ হবে اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى (আল্লাহ চাইলে তুমি তালাক হবে)। সুতরাং তালাক হবে না। এর দ্বারা অবশ্য গ্রন্থকার (র.) এটা বুঝাতে চাননি যে, بَاءٌ অক্ষরটি শর্তের অর্থে হয়ে থাকে। কেননা এ ধরনের প্রয়োগ (আরবি ভাষায়) পরিদৃষ্ট হয়নি; বরং এর অর্থ এই যে, بَا প্রকৃতপক্ষে اِلْصَاقٌ -এর জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং সে হিসেবে অর্থ দাঁড়াবে, তুমি এমন তালাক যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত। আর যে পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা করবেন না, সে পর্যন্ত তার ইচ্ছার সাথে তালাক সংযুক্তও হতে পারবে না এবং আল্লাহর ইচ্ছা হলো কিনা? তা কখনো জানা যাবে না। কাজেই এতে তালাকও হবে না। তবে এর উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, بَا সববের জন্য হওয়া জায়েজ হবে না কেন? আর তখন অর্থ এই হবে যে, "اَنْتِ طَالِقٌ بِسَبَبِ مَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى" (তুমি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার কারণে তালাক)। কাজেই তালাক হয়ে যাবে। যেমন কেউ اَنْتِ طَالِقٌ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ الخ (তুমি আল্লাহর ইলমে এবং তাঁর কুদরতে ও তার নির্দেশ বা হুকুমে তালাক) বললে, তালাক হয়ে যাবে। এর উত্তর হচ্ছে, তালাকের মধ্যে মূল বিধান হলো حَظْر বা নিষিদ্ধ হওয়া। সুতরাং তা (সাধারণতঃ) পতিত না হওয়াই উচিত। তবে আল্লাহর ইলম তার কুদরত ইত্যাদিতে তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো بَاءٌ অক্ষরটি এ সব অবস্থায় "اِنْ عَلِمَ اللّٰهُ" -এর অর্থে হয়নি। কাজেই بَاءٌ অক্ষরটিকে সববের অর্থে ব্যবহার না করে এবং এতে তালাক না হয়ে গত্যান্তর নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَايُرِيْدُ الخ -এর আলোচনা : যেহেতু গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য বাহ্যত বোধগম্য হয় যে, কারো কথা اَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى (আল্লাহর ইচ্ছার সাথে তুমি তালাক)-এর মধ্যে بَ অক্ষরটি شَرْط তথা اِنْ -এর অর্থে হয়েছে। অথচ আরবি ভাষায় এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। সেহেতু ব্যাখ্যাকার (র.) গ্রন্থকার (র.) -এর বক্তব্যের تَاوِيْل করেছেন এবং বলেছেন যে, মূলত ঃ উক্ত বক্তব্যের দ্বারা শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার (র.) بَاءٌ -কে শর্তের অর্থের জন্য সাব্যস্ত করতে চাননি।

قَوْلُهٗ وَهِىَ لَاتُعْلَمُ الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহর ইচ্ছা কখনো জানা যাবে না। প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর ইচ্ছা তো তার قَدِيْم সিফাত, যা জ্ঞাত রয়েছে। এর উত্তরে বলা হবে যে, এর অর্থ হলো, বাস্তবতার সাথে আল্লাহর ইচ্ছা যুক্ত হওয়া কখনো জানা যাবে না।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْبَاءُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ لِلتَّبْعِيْضِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى وَامْسَحُوْا بَعْضَ رُءُوْسِكُمْ وَالْبَعْضُ مُطْلَقٌ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ شَعْرًا اَوْ مَا فَوْقَهٗ حَتّٰى قَرِيْبِ الْكُلِّ فَعَلٰى اَيِّ بَعْضٍ يَمْسَحُ يَكُوْنُ اٰتِيًا بِالْمَامُوْرِ بِهٖ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) اِنَّهَا صِلَةٌ اَيْ زَائِدَةٌ فَكَانَ الْمَعْنٰى وَامْسَحُوْا رُءُوْسَكُمْ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْكُلُّ فَيَكُوْنُ مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ فَرْضًا وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اَيْ لَيْسَ لِلتَّبْعِيْضِ وَلَا لِلزِّيَادَةِ لِاَنَّ التَّبْعِيْضَ مَجَازٌ فَلَا يُصَارُ اِلَيْهِ وَلَوْ كَانَ التَّبْعِيْضُ حَقِيْقَةً وَهُوَ مُوْجَبُ مِنْ لَزِمَ الْاِشْتِرَاكُ وَالتَّرَادُفُ وَكِلَاهُمَا خِلَافُ الْاَصْلِ وَكَذٰلِكَ الزِّيَادَةُ اَيْضًا خِلَافُ الْاَصْلِ بَلْ هِيَ لِلْاِلْصَاقِ حَقِيْقَةً عَلٰى اَصْلِ وَضْعِهَا وَاِنَّمَا جَاءَ التَّبْعِيْضُ فِيْ مَسْحِ الرَّأْسِ بِطَرِيْقٍ اٰخَرَ كَمَا قَالَ لٰكِنَّهَا اِذَا دَخَلَتْ فِيْ اٰلَةِ الْمَسْحِ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا اِلٰى مَحَلِّهٖ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّهٗ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, اَلْبَاءُ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী-এর মধ্যে بَاء অক্ষরটি وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ এবং তোমরা মাথা মাসেহ কর لِلتَّبْعِيْضِ অংশ বিশেষ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى সুতরাং এর অর্থ হবে وَامْسَحُوْا بَعْضَ رُءُوْسِكُمْ মাথার অংশ বিশেষ মাসেহ করো وَالْبَعْضُ مُطْلَقٌ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ شَعْرًا اَوْمَا فَوْقَهٗ حَتّٰى قَرِيْبِ الْكُلِّ আর بَعْض মুতলাক, যা একটি চুল হতে প্রায় সম্পূর্ণ মাথার চুলকে শামিল করে فَعَلٰى اَيِّ بَعْضٍ يَمْسَحُ কাজেই এর মধ্য হতে সে যে কোনো অংশে মাসাহ করবে يَكُوْنُ اٰتِيًا بِالْمَامُوْرِ بِهٖ সে مَامُوْر بِهٖ (আদিষ্ট বস্তু) আদায়কারী সাব্যস্ত হবে وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) ইমাম মালেক (র.) বলেছেন যে بَاء . اِنَّهَا صِلَةٌ অক্ষরটি এখানে صِلَة -এর জন্য হয়েছে اَيْ زَائِدَةٌ অর্থাৎ এটা অতিরিক্ত فَكَانَ الْمَعْنٰى সুতরাং এর অর্থ হবে وَامْسَحُوْا رُءُوْسَكُمْ তোমরা তোমাদের মাথাসমূহ মাসেহ কর وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْكُلُّ আর প্রকাশ্যত এর দ্বারা সম্পূর্ণ মাথা বুঝা যায় فَيَكُوْنُ مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ فَرْضًا কাজেই সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ হবে وَلَيْسَ كَذٰلِكَ অথচ বাস্তব অবস্থা অনুরূপ নয় اَيْ لَيْسَ لِلتَّبْعِيْضِ অর্থাৎ بَاء অক্ষরটি تَبْعِيْض -এর জন্যও নয় وَلَا لِلزِّيَادَةِ এবং অতিরিক্ত-এর জন্যও হয় না لِاَنَّ التَّبْعِيْضَ مَجَازٌ কেননা تَبْعِيْض -এর মাজাযী অর্থ হবে فَلَا يُصَارُ اِلَيْهِ আর বিনা প্রয়োজনে মাজাযী অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না وَلَوْ كَانَ التَّبْعِيْضُ حَقِيْقَةً আর যদি تَبْعِيْض -এর হাকীকী অর্থ হয় وَهُوَ مُوْجَبُ مِنْ অথচ تَبْعِيْض (আংশিক) مِنْ শব্দের مُوْجَبْ প্রকৃত (চাহিদা বা অর্থ) لَزِمَ الْاِشْتِرَاكُ وَالتَّرَادُفُ তাহলে اِشْتِرَاك ও تَرَادُف লাযেম হবে وَكِلَاهُمَا خِلَافُ الْاَصْلِ আর এরা উভয়ই মূলনীতির পরিপন্থি وَكَذٰلِكَ الزِّيَادَةُ اَيْضًا خِلَافُ الْاَصْلِ আর তদ্রূপ زِيَادَتْ ও اَصْل -এর বিপরীত بَلْ هِيَ لِلْاِلْصَاقِ বরং এটা اِلْصَاق -এর জন্য হয়ে থাকে حَقِيْقَةً عَلٰى اَصْلِ وَضْعِهَا অর্থাৎ মূল প্রণয়ন অনুযায়ী এটা তার হাকীকী অর্থ وَاِنَّمَا جَاءَ التَّبْعِيْضُ তবে تَبْعِيْض -এর অর্থ এসে গেছে فِيْ مَسْحِ الرَّأْسِ بِطَرِيْقٍ اٰخَرَ অন্য পথে মাথা মাসেহের মধ্যে كَمَا قَالَ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, لٰكِنَّهَا اِذَا دَخَلَتْ فِيْ اٰلَةِ الْمَسْحِ কিন্তু যখন তা মাসেহের اٰلَة -এর মধ্যে প্রবিষ্ট হবে كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا اِلٰى مَحَلِّهٖ তখন فِعْل তার মহলের দিকে مُتَعَدِّيْ হবে فَيَتَنَاوَلُ كُلَّهٗ কাজেই সম্পূর্ণ স্থানকে শামিল করবে।

সরল অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী– "وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ" (এবং তোমরা মাথা মাসাহ কর) এর মধ্যে بَاء অক্ষরটি تَبْعِيْض (অংশ বিশেষ) বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে মাথার অংশ বিশেষ মাসাহ করো। আর بَعْض মুতলাক, যা একটি চুল হতে প্রায় সম্পূর্ণ মাথার চুলকে শামিল করে। কাজেই এর মধ্য হতে সে যে কোনো অংশে মাসাহ করবে, সে مَامُوْر بِهٖ (আদিষ্ট বস্তু) আদায়কারী সাব্যস্ত হবে। **ইমাম মালেক (র.) বলেছেন যে, بَاء অক্ষরটি এখানে صِلَه -এর জন্য হয়েছে।** অর্থাৎ এটা অতিরিক্ত। সুতরাং এর অর্থ হবে "তোমরা মাসাহ কর"। আর প্রকাশ্যত এর দ্বারা সম্পূর্ণ মাথা বুঝা যায়। কাজেই সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ হবে। অথচ বাস্তব অবস্থা অনুরূপ নয়। অর্থাৎ بَاء অক্ষরটি تَبْعِيْض -এর জন্যও নয় এবং زِيَادَتْ (অতিরিক্ত) -এর জন্যও হয় না। কেননা تَبْعِيْض-এর মাজাযী অর্থ হবে। আর বিনা প্রয়োজনে মাজাযী অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। আর যদি تَبْعِيْض-এর হাকীকী অর্থ হয় অথচ تَبْعِيْض (আংশিক) مِنْ শব্দের مُوْجَبْ প্রকৃত (চাহিদা বা অর্থ), তাহলে اِشْتِرَاك ও تَرَادُف লাযেম হবে। আর এরা উভয়ই মূলনীতির পরিপন্থি। আর তদ্রূপ زِيَادَتْ ও اَصْل -এর বিপরীত। **বরং এটা اِلْصَاق -এর জন্য হয়ে থাকে।** অর্থাৎ মূল প্রণয়ন অনুযায়ী এটা তার হাকীকী অর্থ। তবে অন্য পথে মাথা মাসেহের মধ্যে تَبْعِيْض -এর অর্থ এসে পড়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, **কিন্তু যখন তা মাসাহের اٰلَة -এর মধ্যে প্রবিষ্ট হবে তখন فِعْل তার মহলের দিকে مُتَعَدِّيْ হবে। কাজেই সম্পূর্ণ স্থানকে শামিল করবে।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ - قَوْلُهٗ اَيْ زَائِدَةٌ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে আল্লাহর বাণী– -এর মধ্যে بَا শব্দটি صِلَه -এর জন্য হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) -এর ব্যাখ্যায় اَيْ زَائِدَةٌ বলে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, গ্রন্থকার (র.) صِلَه -এর দ্বারা زَائِدَه -এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা مَسْح শব্দটি তো নিজে নিজেই مُتَعَدِّيْ হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে। কাজেই بَاء শব্দটিকে تَاكِيْد -এর জন্য অতিরিক্ত নেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী– لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ -এর মধ্যে بَاء অক্ষরটি অতিরিক্ত হয়েছে।

كَمَا إِذَا قِيلَ مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِيْ فَالْحَائِطُ مَحَلُّ فِعْلٍ وَمَفْعُولٍ لَهُ يُرَادُ بِهِ كُلُّهُ وَالْيَدُ اٰلَةٌ دَخَلَ عَلَيْهَا الْبَاءُ يُرَادُ بِهَا الْبَعْضُ إِذِ الْمُعْتَبَرُ فِي الْاٰلَةِ قَدْرَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُوْدُ وَإِذَا دَخَلَتْ فِيْ مَحَلِّ الْمَسْحِ بَقِيَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا إِلَى الْاٰلَةِ كَمَا إِذَا قِيلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ أَوْ قِيلَ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ الْمَسْحُ مُتَعَدِّيًا إِلَى الْاٰلَةِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ مَسَحْتُ الْيَدَ بِالْحَائِطِ فَيُشْبِهُ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ فِيْ أَخْذِ بَعْضِهِ فَلَا يَقْتَضِيْ اِسْتِيْعَابَ الرَّأْسِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِيْ إِلْصَاقَ الْاٰلَةِ بِالْمَحَلِّ وَذٰلِكَ لَا يَسْتَوْجِبُ الْكُلَّ عَادَةً فَصَارَ الْمُرَادُ بِهِ أَكْثَرَ الْيَدِ وَذٰلِكَ مِقْدَارُ ثُلُثِ أَصَابِعَ لِأَنَّ الْأَصَابِعَ أَصْلٌ فِي الْيَدِ وَالْكَفُّ تَابِعٌ وَالثُّلُثُ أَكْثَرُهَا فَأُقِيْمَ مَقَامَ الْكُلِّ فَصَارَ التَّبْعِيْضُ مُرَادًا بِهٰذَا الطَّرِيْقِ لَا كَمَا زَعَمَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) مِنْ أَنَّ الْبَاءَ لِلتَّبْعِيْضِ هٰذَا إِحْدٰى رِوَايَتَيْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرٰى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا إِذَا قِيلَ যেমন যখন বলা হবে مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِيْ আমার হাতের দ্বারা আমি দেয়াল মাসেহ করেছি فَالْحَائِطُ مَحَلُّ الْفِعْلِ وَمَفْعُوْلٍ لَهُ তখন দেয়াল فِعْل-এর স্থান এবং مَفْعُوْل হবে يُرَادُ بِهِ كُلُّهُ-এর দ্বারা সম্পূর্ণ দেয়াল উদ্দেশ্য হবে اَلْيَدُ اٰلَةٌ আর يَد হলো যন্ত্র-এর উপর دَخَلَ عَلَيْهَا الْبَاءُ بَاء প্রবিষ্ট হয়েছে يُرَادُ بِهَا الْبَعْضُ-এর দ্বারা অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য হবে إِنِ الْمُعْتَبَرُ فِي الْاٰلَةِ কেননা اٰلَة-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য قَدْرَمَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُوْدُ উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পরিমাণই وَإِذَا دَخَلَتْ فِيْ مَحَلِّ الْمَسْحِ আর যখন بَاء মাসেহের স্থানের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে بَقِيَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا إِلَى الْاٰلَةِ তখন فِعْل হাতিয়ার-এর দিকে مُتَعَدِّيْ হবে كَمَا إِذَا قِيلَ যেমন যখন বলা হবে যে, مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ আমি দেয়ালের দ্বারা মাসেহ করেছি أَوْ قِيلَ অথবা বলা হবে যে, وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ এবং তোমরা মাথা দ্বারা মাসেহ করো فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ الْمَسْحُ مُتَعَدِّيًا إِلَى الْاٰلَةِ তখন مَسْح হাতিয়ার-এর দিকে مُتَعَدِّيْ হবে فَكَأَنَّهُ قِيلَ সুতরাং যেন এরূপ বলা হয়েছে যে مَسَحْتُ الْيَدَ بِالْحَائِطِ আমি দেয়াল দ্বারা হাত মাসেহ করেছি فَيُشْبِهُ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ কাজেই স্থান وَسِيْلَة বা হাতিয়ারের অনুরূপ হয়েছে فِيْ أَخْذِ بَعْضِهِ অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য করার ব্যাপারে فَلَا يَقْتَضِيْ اِسْتِيْعَابَ الرَّأْسِ কাজেই তা সমস্ত মাথা মাসেহ করাকে কামনা করে না وَإِنَّمَا يَقْتَضِيْ إِلْصَاقَ الْاٰلَةِ بِالْمَحَلِّ কিন্তু যন্ত্রকে মহলের সাথে যুক্ত করে দেওয়াকে কামনা করে وَذٰلِكَ لَا يَسْتَوْجِبُ الْكُلَّ عَادَةً আর তা স্বভাবত সম্পূর্ণটি শামিল করে না فَصَارَ الْمُرَادُ بِهِ أَكْثَرَ الْيَدِ তাই এর দ্বারা হাতের অধিকাংশ উদ্দেশ্য হলো وَذٰلِكَ مِقْدَارُ ثُلُثِ أَصَابِعَ আর তা হলো তিন অঙ্গুলি পরিমাণ لِأَنَّ الْأَصَابِعَ أَصْلٌ فِي الْيَدِ কেননা হাতের মধ্যে অঙ্গুলি أَصْل (মূল) وَالْكَفُّ تَابِعٌ আর হাতের তালু এর অনুগামী وَالثُّلُثُ أَكْثَرُهَا আর তিন অঙ্গুলি অধিকাংশ فَأُقِيْمَ مَقَامَ الْكُلِّ তাই তা সম্পূর্ণ অংশের স্থলাভিষিক্ত হবে। فَصَارَ التَّبْعِيْضُ مُرَادًا بِهٰذَا الطَّرِيْقِ সুতরাং (আয়াতের মধ্যে) এ পদ্ধতিতে কিছু অংশ উদ্দেশ্য করা হয়েছে لَا كَمَا زَعَمَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) ঐ কারণে নয় যা ইমাম শাফেয়ী (র.) ধারণা করেছেন مِنْ أَنَّ الْبَاءَ لِلتَّبْعِيْضِ অর্থাৎ بَاء শব্দটি تَبْعِيْض-এর জন্য হওয়া هٰذَا إِحْدٰى رِوَايَتَيْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণনা হতে একটি وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرٰى আর গ্রন্থকার (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর অন্য বর্ণনার উল্লেখ করেন নি।

সরল অনুবাদ : যেমন যখন বলা হবে "مَسَحْتُ الْحَائِطَ بِيَدِيْ" (আমার হাতের দ্বারা আমি দেয়াল মাসাহ করেছি।) তখন দেয়াল فِعْل-এর স্থান এবং مَفْعُوْل হবে। এর দ্বারা সম্পূর্ণ দেয়াল উদ্দেশ্য হবে। আর يَد হলো اٰلَة (যন্ত্র) এর উপর بَاء প্রবিষ্ট হয়েছে। এর দ্বারা অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য হবে। কেননা اٰلَة-এর মধ্যে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পরিমাণই গ্রহণযোগ্য। **আর যখন بَا মাসাহের স্থানের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে, তখন فِعْل হাতিয়ার-এর দিকে مُتَعَدِّيْ হবে।** যেমন, যখন বলা হবে যে, مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ (আমি দেয়ালের দ্বারা মাসাহ করেছি)। অথবা বলা হবে যে, وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ (এবং তোমার মাথা মাসাহ করো)। তখন مَسْح হাতিয়ার-এর দিকে مُتَعَدِّيْ হবে। সুতরাং যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, مَسَحْتُ الْيَدَ بِالْحَائِطِ (আমি দেয়াল দ্বারা হাত মাসাহ করেছি)। কাজেই অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য করার ব্যাপারে স্থান وَسِيْلَة বা হাতিয়ারের অনুরূপ হয়েছে। **কাজেই তা সমস্ত মাথা মাসেহ করাকে কামনা করে না। কিন্তু যন্ত্রকে মহলের সাথে যুক্ত করে দেওয়াকে কামনা করে। আর তা স্বভাবত সম্পূর্ণটি শামিল করে না। তাই এর দ্বারা হাতের অধিকাংশ উদ্দেশ্য হলো।** আর তা হলো তিন অঙ্গুলি পরিমাণ। কেননা হাতের মধ্যে অঙ্গুলি أَصْل (মূল) আর হাতের তালু এর تَابِع (অনুগামী)। আর তিন অঙ্গুলি অধিকাংশ, তাই তা সম্পূর্ণ অংশের স্থলাভিষিক্ত হবে। **সুতরাং (আয়াতের মধ্যে) এ পদ্ধতিতে কিছু অংশ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।** ঐ কারণে নয় যা ইমাম শাফেয়ী (র.) ধারণা করেছেন। অর্থাৎ بَا শব্দটি تَبْعِيْض-এর জন্য হওয়া। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণনা হতে একটি। আর গ্রন্থকার (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর অন্য বর্ণনার উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَسْتَوْجِبُ الخ-এর আলোচনা : بَاء শব্দটি মাসাহের স্থানে প্রবিষ্ট হলে فِعْل এটা اٰلَة-এর দিকে مُتَعَدِّيْ হয়ে থাকে। আর তখন সম্পূর্ণ মাথা শামিল হওয়াকে কামনা করে না; বরং মহলের সাথে اٰلَة-এর সংযুক্তিকে কামনা করে। আর এটা প্রচলিত প্রথানুযায়ী সম্পূর্ণ اٰلَة (হাতিয়ার)-কে শামিল করে না।

قَوْلُهُ أَصْلٌ فِي الْيَدِ الخ-এর আলোচনা : আঙ্গুলিসমূহ হাতের মধ্যে أَصْل-কেননা এরা ধরা-ছোঁয়ার ব্যাপারে আসল। আর তাই হাতের তালু ব্যতীত যদি পাঁচটি আঙ্গুলি কাটা যায়, তা হলে অর্ধ দিয়াত ওয়াজিব হবে। যদ্রূপ হাতের তালুসহ পাঁচটি আংগুলি কর্তন করা হলে অর্ধ দিয়াত ওয়াজিব হয়ে থাকে।

وَهِىَ اَنَّهُ مُجْمَلٌ فِىْ حَقِّ الْمِقْدَارِ لِاَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ اَنَّ الْمُرَادَ كُلُّ الرَّأْسِ اَوْ بَعْضُهُ فَيَكُوْنُ فِعْلُ النَّبِىِّ ﷺ هُوَ اَنَّهُ مَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهِ بَيَانًا لَهُ وَالنَّاصِيَةُ هِىَ مِقْدَارُ رُبْعِ الرَّأْسِ فَيَكُوْنُ مَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ فَرْضًا سَوَاءٌ كَانَ بِثَلٰثِ اَصَابِعَ اَوْ كُلِّهَا لِاَنَّ الْكَلَامَ فِيْهَا طَوِيْلٌ وَاِنَّمَا يَثْبُتُ اِسْتِيْعَابُ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ فِى التَّيَمُّمِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ لِاَنَّهُ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوْءِ فَيُعَامَلُ مُعَامَلَتَهُ فِى الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَلِاَنَّهُ ثَبَتَ الْاِسْتِيْعَابُ فِيْهِ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ وَهِىَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَمَّارٍ (رضـ) يَكْفِيْكَ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهِ جَائِزٌ وَعَلٰى لِلْاِلْزَامِ فَقَوْلُهُ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ يَكُوْنُ دَيْنًا اِلَّا اَنْ يَتَّصِلَ بِهَا الْوَدِيْعَةُ لِاَنَّ حَقِيْقَةَ عَلٰى فِى اللُّغَةِ الْاِسْتِعْلَاءُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهِىَ اَنَّهُ مُجْمَلٌ فِىْ حَقِّ الْمِقْدَارِ আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি এই যে, আয়াতটি পরিমাণের ব্যাপারে অস্পষ্ট لِاَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ কেননা জানা যায় নি যে اَنَّ الْمُرَادَ كُلُّ الرَّأْسِ اَوْ بَعْضُهُ -এর দ্বারা কি অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য না সম্পূর্ণটা উদ্দেশ্য فَيَكُوْنُ فِعْلُ النَّبِىِّ ﷺ সুতরাং রাসূল ﷺ-এর হাদীস هُوَ اَنَّهُ مَسَحَ نَاصِيَتِهِ তিনি কপালে (ললাটে) মাসাহ করেছেন بَيَانًا لَهُ তার জন্য স্পষ্ট বর্ণনা হিসেবে গণ্য হবে وَالنَّاصِيَةُ هِىَ مِقْدَارُ رُبْعِ الرَّأْسِ আর ললাট মাথার এক চতুর্থাংশের পরিমাণ فَيَكُوْنُ مَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ فَرْضًا কাজেই মাথার এক চতুর্থাংশের পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ হবে سَوَاءٌ كَانَ بِثَلٰثِ اَصَابِعَ اَوْ كُلِّهَا চাই তিন অঙ্গুলি দ্বারা হোক বা সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা হোক لِاَنَّ الْكَلَامَ فِيْهَا طَوِيْلٌ আর এ বিষয়ে আলোচনা অতি দীর্ঘ فَاِنَّمَا يَثْبُتُ اِسْتِيْعَابُ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ তবে সম্পূর্ণ হাত ও চেহারাকে শামিল করার কারণ হলো– فِى التَّيَمُّمِ তায়াম্মুমের মধ্যে لِقَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী দ্বারা فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মাসেহ করো لِاَنَّهُ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوْءِ এটা وُضُوْء-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়া فَيُعَامَلُ مُعَامَلَتَهُ فِى الْوَجْهِ وَالْيَدِ কাজেই অজুর মধ্যে চেহারা ও হাতকে যেমন– সম্পূর্ণ ধৌত করা হয় তেমনি তায়াম্মুমের মধ্যে মোয়ামালা করা হবে وَلِاَنَّهُ ثَبَتَ الْاِسْتِيْعَابُ فِيْهِ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ তদুপরি মাশহুর হাদীস দ্বারা তায়াম্মুমের মধ্যে সম্পূর্ণ হাত ও চেহারা মাসাহ করা সাব্যস্ত হয়েছে وَهِىَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَمَّارٍ (رضـ) আর হাদীসখানা হুযুর ﷺ হযরত আম্মার (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন يَكْفِيْكَ ضَرْبَتَانِ তোমার জন্য দুবার মাটিতে হাত মারাই যথেষ্ট ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ একবার চেহারার জন্য আর একবার দুহাতের জন্য وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهِ جَائِزٌ আর এরূপ মাশহুর হাদীসের দ্বারা কিতাবুল্লাহর হুকুমের সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন জায়েজ وَعَلٰى لِلْاِلْزَامِ আর عَلٰى শব্দটি কোনো বিষয় لَازِمْ করার জন্য হয়ে থাকে فَقَوْلُهُ সুতরাং কারো কথা لَهُ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ অর্থাৎ সে আমার নিকট একহাজার দিরহাম পাবে يَكُوْنُ دَيْنًا ঋণ হিসেবে গণ্য হবে اِلَّا اَنْ يَتَّصِلَ بِهَا الْوَدِيْعَةُ তবে যদি এর সাথে আমানত যুক্ত হয় لِاَنَّ حَقِيْقَةَ عَلٰى فِى اللُّغَةِ الْاِسْتِعْلَاءُ কারণ عَلٰى শব্দটির বাস্তবিক অর্থ হচ্ছে اِسْتِعْلَاء বা উপরে হওয়া।

সরল অনুবাদ : তার দ্বিতীয় বর্ণনাটি এই যে, আয়াতটি পরিমাণের ব্যাপারে مُجْمَلٌ বা অস্পষ্ট। কেননা জানা যায়নি যে, এর দ্বারা কি অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য না সম্পূর্ণটা উদ্দেশ্য। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর হাদীস, তিনি কপালে (ললাটে) মাসাহ করেছেন। তার জন্য بَيَانٌ (স্পষ্ট বর্ণনা) হিসেবে গণ্য হবে। আর نَاصِيَه বা ললাট মাথার এক-চতুর্থাংশের পরিমাণ। কাজেই মাথার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ হবে। চাই তিন অঙ্গুলি দ্বারা হোক বা সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা হোক। আর এ বিষয়ে আলোচনা অতি দীর্ঘ। তবে তায়াম্মুমের মধ্যে আল্লাহর বাণী– "وَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ" দ্বারা সম্পূর্ণ হাত ও চেহারাকে শামিল করার কারণ হলো, এটা وُضُوْء-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়া। কাজেই অজুর মধ্যে চেহারা ও হাতকে যেমন সম্পূর্ণ ধৌত করা হয়, তেমনটি তায়াম্মুমের মধ্যে মোয়ামালা করা হবে। তদুপরি মাশহুর হাদীস দ্বারা তায়াম্মুমের মধ্যে اِسْتِعَيَاب (সম্পূর্ণ হাত ও চেহারা মাসাহ করা) সাব্যস্ত হয়েছে। আর হাদীসখানা হুযূর ﷺ হযরত আম্মার (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন– "يَكْفِيْكَ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ" (তোমার জন্য দু'বার মাটিতে হাত মারাই যথেষ্ট, একবার চেহারার জন্য আর একবার দু' হাতের জন্য)। আর এরূপ মাশহুর হাদীসের দ্বারা কিতাবুল্লাহর হুকুমের সাথে অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন জায়েজ। **আর عَلٰى শব্দটি কোনো বিষয় لازم করার জন্য হয়ে থাকে, সুতরাং কারো কথা لَهُ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ অর্থাৎ সে আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে (ঋণ হিসেবে গণ্য হবে)। তবে যদি এর সাথে আমানত যুক্ত হয়।** কারণ عَلٰى শব্দটির বাস্তবিক অর্থ হচ্ছে اِسْتِعْلَاء বা উপরে হওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ حَقِيْقَةَ عَلٰى الخ **-এর আলোচনা :** যেহেতু গ্রন্থকার (র.) -এর বাহ্যিক বক্তব্য "وَعَلٰى لِلْاِلْزَامِ الخ" -এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, عَلٰى শব্দটি প্রথমবারের মতোই اِلْزَامْ -এর অর্থের জন্য প্রণীত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরিই এটা اِلْزَامْ -এর জন্য প্রণীত হয়েছে। অথচ বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। যেহেতু شَارِحْ তথা ব্যাখ্যাকার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, عَلٰى শব্দটি اِسْتِعْلَاء -এর জন্য مَوْضُوْع (প্রণীত) হয়েছে। আর এর দু'টি একক রয়েছে, একটি হাকীকী অপরটি হুকমী। আর হুকমী একক হলো اِلْزَامْ কাজেই গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, عَلٰى لِلْاِلْزَامِ আর এটা খাসের মধ্যে عَامْ -কে ব্যবহারের শ্রেণীভুক্ত। এটা মাজাযের প্রকারভুক্ত নয়। কেননা আম হওয়ার দিক দিয়ে عَامْ -কে خَاصْ -এর মধ্যে ব্যাবহার করা, خَاصْ হিসেবে ব্যবহার না করা, হাকীকত হিসেবে গণ্য।

وَالْاِسْتِعْلَاءُ قَدْ يَكُوْنُ حَقِيْقَةً نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ وَقَدْ يَكُوْنُ حُكْمًا بِاَنْ يَلْزَمَ عَلٰى ذِمَّتِهٖ مِثْلُ لَهٗ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ فَكَاَنَّهٗ يَعْلُوْهُ وَيَرْكَبُهٗ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فَاِنْ وَصَلَ بِهَا لَفْظُ الْوَدِيْعَةِ بِاَنْ يَقُوْلَ لَهٗ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ وَدِيْعَةً لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مَعْنَى الْاِلْزَامِ وَلٰكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهٗ لَا اَدَاؤُهٗ فَاِنْ دَخَلَتْ فِى الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ كَانَتْ بِمَعْنَى الْبَاءِ بِاَنْ يَقُوْلَ مَثَلًا بِعْتُ هٰذَا اَوْ اَجَرْتُ هٰذَا اَوْ نَكَحْتُهَا عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَانَ بِمَعْنٰى بِاَلْفِ دِرْهَمٍ مَجَازًا لِاَنَّ الْبَاءَ لِلْاِلْصَاقِ وَعَلٰى لِلْاِلْزَامِ فَالْاِلْصَاقُ يُنَاسِبُ اللُّزُوْمَ وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ مَا يَكُوْنُ الْعِوَضُ فِيْهِ اَصْلِيًّا وَلَا يَنْفَكُّ قَطُّ عَنِ الْعِوَضِ فَيُحْمَلُ عَلٰى اَنَّ الْمُسَمّٰى عِوَضُهٗ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاِسْتِعْلَاءُ قَدْ يَكُوْنُ حَقِيْقَةً আর اِسْتِعْلَاء কোনো কোনো সময় প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় نَحْوُ زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ অর্থাৎ যায়েদ ছাদের উপরে وَقَدْ يَكُوْنُ حُكْمًا আবার اِسْتِعْلَاء কোনো কোনো সময় হুকুমের দিক বিবেচনায় হয়ে থাকে بِاَنْ يَلْزَمَ عَلٰى ذِمَّتِهٖ এভাবে যে, তার নিজ দায়িত্বে একে لَازِم করে নেয় مِثْلُ لَهٗ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ যেমন তার হাজার দিরহাম আমার উপর فَكَاَنَّهٗ يَعْلُوْهُ وَيَرْكَبُهٗ যেন এটা তার উপর উঠতেছে এবং তার উপর আহ্বান করতেছে فَيَجِبُ عَلَيْهِ কাজেই তা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে فَاِنْ وَصَلَ بِهَا لَفْظُ الْوَدِيْعَةِ তবে এর সাথে যদি আমানতের কোনো শব্দ যুক্ত হয় بِاَنْ يَقُوْلَ যেমন এভাবে বলবে যে, لَهٗ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ وَدِيْعَةً আমার নিকট তার এক হাজার দিরহাম আমানত হিসেবে আছে لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مَعْنَى الْاِلْزَامِ তখন এটা অপরিহার্য হওয়ার অর্থ হতে খারিজ হবে না وَلٰكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهٗ لَا اَدَاؤُهٗ তবে এর রক্ষণাবেক্ষণ করা তার উপর ওয়াজিব হবে এবং এটা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না فَاِنْ دَخَلَ فِى الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ আর যদি عَلٰى শব্দটি নিছক বিনিময়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় كَانَتْ بِمَعْنَى الْبَاءِ তাহলে এটা بَاء -এর অর্থে হবে بِاَنْ يَقُوْلَ مَثَلًا উদাহরণত এভাবে বলবে যে بِعْتُ هٰذَا اَوْ اَجَرْتُ هٰذَا اَوْ نَكَحْتُهَا আমি এটা বিক্রয় করলাম বা ভাড়া দিলাম অথবা এই মহিলাকে বিবাহ করলাম عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে فَكَانَ بِمَعْنٰى بِاَلْفِ دِرْهَمٍ مَجَازًا সুতরাং এটা রূপকার্থে اَلْفِ دِرْهَم -এর অর্থে হবে لِاَنَّ الْبَاءَ لِلْاِلْصَاقِ কেননা بَاء শব্দটি اِلْصَاق -এর জন্য وَعَلٰى لِلْاِلْزَامِ আর عَلٰى শব্দটি اِلْزَام (লাযেম বা অপরিহার্য করা) এর জন্য فَالْاِلْصَاقُ يُنَاسِبُ اللُّزُوْمَ আর اِلْصَاق ও لُزُوْم -এর মধ্যে مناسبت রয়েছে وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ আর مُعَاوَضَات বলতে ঐ বিষয়গুলোকে বুঝানো হয়েছে مَا يَكُوْنُ الْعِوَضُ فِيْهِ اَصْلِيًّا যাদের মধ্যে عِوَض হতে আসল (اَصْل) হয়ে থাকে وَلَا يَنْفَكُّ قَطُّ عَنِ الْعِوَضِ আর তা কখনো عوض হতে পৃথক হয় না فَيُحْمَلُ عَلٰى اَنَّ الْمُسَمّٰى عِوَضُهٗ সুতরাং مُسَمّٰى (যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা) কে عِوَض হিসেবে গণ্য করা হবে।

সরল অনুবাদ : আর اِسْتِعْلَاء কোনো কোনো সময় প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা- زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ অর্থাৎ যায়েদ ছাদের উপর। আবার اِسْتِعْلَاء কোনো কোনো সময় হুকুমের দিকে বিবেচনায় হয়ে থাকে এভাবে যে, তার নিজ দায়িত্বে একে لَازِم করে নেয়। যেমন- لَهٗ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ (তার হাজার দিরহাম আমার উপর)। যেন এটা তার উপর উঠতেছে এবং তার উপর আহবান করতেছে। কাজেই তা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে এর সাথে যদি আমানতের কোনো শব্দ যুক্ত হয়। যেমন এভাবে বলবে যে, لَهٗ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ وَدِيْعَةً (আমার নিকট তার এক হাজার দিরহাম আমানত হিসেবে আছে) তখন এটা অপরিহার্য হওয়ার অর্থ হতে খারিজ হবে না। তবে এর রক্ষণাবেক্ষণ করা তার উপর ওয়াজিব হবে এবং এটা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। **আর যদি عَلٰى শব্দটি নিছক বিনিময়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহলে এটা بَاء -এর অর্থে হবে**। উদাহরণত এভাবে বলবে যে, بِعْتُ هٰذَا اَوْ اَجَرْتُ هٰذَا اَوْ نَكَحْتُهَا عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ (আমি এটা বিক্রয় করলাম বা ভাড়া দিলাম অথবা এই মহিলাকে বিবাহ করলাম এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে)। সুতরাং এটা রূপকার্থে اَلْفِ دِرْهَم -এর অর্থে হবে। কেননা بَاء শব্দটি اِلْصَاق -এর জন্য আর عَلٰى শব্দটি اِلْزَام (লাযেম বা অপরিহার্য করা) -এর জন্য। আর اِلْصَاق ও لُزُوْم -এর মধ্যে مُنَاسَبَتْ রয়েছে। আর مُعَاوَضَات বলতে ঐ বিষয়গুলোকে বুঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে عِوَض হতে আসল (اَصْل) হয়ে থাকে। আর তা কখনো عِوَض হতে পৃথক হয় না। সুতরাং مُسَمّٰى (যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা)-কে عِوَض হিসেবে গণ্য করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَمْ يَكُنْ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, তালাক মালের বিনিময়েও হয়ে থাকে আবার মালের বিনিময়ে ব্যতীতও হয়ে থাকে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে মূলত এটা مُعَاوَضَات -এর প্রকারভুক্ত নয়। কাজেই طَلَاق -কে مُعَاوَضَات -এর শ্রেণীভুক্ত করা যাবে না। তদুপরি عَلٰى শব্দটিও সরাসরি مُعَاوَضَات -এর জন্য নয়। এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন বলবে যে, بِاَلْفِ دِرْهَمٍ (এক হাজারের সাথে)। কেননা بَاء শব্দটি مُعَاوَضَات -এর জন্য সরাসরি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং একে বিনিময় -এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে। অপরদিকে সাহেবাইন (র.) -এর পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা যায় যে, মাল বিনিময় হওয়ার যোগ্য, আর তালাক এর যোগ্যতা রাখে। সুতরাং মালের মোকাবেলায় যদি তালাককে পেশ করা হয়, তা হলে স্পষ্টতঃই বুঝা যাবে যে, مُقَابَلَه উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কাজেই তা مُعَاوَضَات -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

وَكَذَا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِى الطَّلَاقِ عِنْدَهُمَا بِاَنْ تَقُوْلَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ فَعِنْدَهُمَا هُوَ بِمَعْنٰى بِاَلْفِ دِرْهَمٍ كَمَا كَانَ فِى الْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ لِاَنَّ الطَّلَاقَ اِذَا دَخَلَهُ عِوَضٌ صَارَ فِىْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَاتِ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِى الْاَصْلِ مِنْهَا فَاِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً يَجِبُ ثُلُثُ الْاَلْفِ لِاَنَّ اَجْزَاءَ الْعِوَضِ تَنْقَسِمُ عَلٰى اَجْزَاءِ الْمُعَوَّضِ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِلشَّرْطِ فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ لِاَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ فِى الْاَصْلِ وَاِنَّمَا الْعِوَضُ فِيْهِ عَارِضٌ فَلَمْ يَلْحَقْ بِهَا فَكَاَنَّهَا قَالَتْ عَلٰى شَرْطِ اَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَلِمَةُ عَلٰى تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا لِاَنَّ الْجَزَاءَ لَازِمٌ لِلشَّرْطِ فَيَكُوْنُ اَقْرَبُ اِلٰى مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ مِنْ مَعْنَى الْبَاءِ فَاِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَا يَجِبُ شَئٌ لِاَنَّ اَجْزَاءَ الشَّرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلٰى اَجْزَاءِ الْمَشْرُوْطِ هٰكَذَا قَالُوْا وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ هٰذَا اَصْلُ وَضْعِهَا وَالْبَوَاقِىْ مِنَ الْمَعَانِىْ مَجَازٌ فِيْهَا

فَاِذَا قَالَ مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ لَهُ اَنْ يُعْتِقَهُمْ اِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِلْعُمُوْمِ وَكَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيْضِ فَيَجِبُ اَنْ يُحْمَلَ عَلٰى بَعْضٍ عَامٍّ لِيَسْتَقِيْمَ الْعَمَلُ بِهِمَا فَلِلْمُخَاطَبِ اَنْ يُعْتِقَ مَنْ شَاءَ مِنْ اَىِّ بَعْضٍ عَامٍّ فَيَبْقَى الْوَاحِدُ مِنْهُمْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِى الطَّلَاقِ অনুরূপভাবে যখন عَلٰى শব্দটি طَلَاق-এর মধ্যে ব্যবহৃত হবে তখনও তা بَاء-এর অর্থে হবে عِنْدَهُمَا সাহেবাইন (র.)-এর মতে بِاَنْ تَقُوْلَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا যেমন স্ত্রী তার স্বামীকে বলবে طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ আমাকে এক হাজার দিরহামের উপর তিন তালাক দাও فَعِنْدَهُمَا তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে هُوَ بِمَعْنٰى بِاَلْفِ دِرْهَمٍ এটা اَلْف دِرْهَم-এর অর্থে হবে كَمَا كَانَ فِى الْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ যেমনটি বেচাকেনা ও ভাড়া-এর বেলায় হয়েছিল لِاَنَّ الطَّلَاقَ اِذَا دَخَلَهُ عِوَضٌ কেননা তালাকের মধ্যে عِوَض প্রবিষ্ট হলে صَارَ فِىْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَاتِ এটাও مُعَاوَضَات-এর অর্থে হয়ে যায় وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِى الْاَصْلِ مِنْهَا যদিও মূলতঃ এটা مُعَاوَضَات-এর শ্রেণীভুক্ত নয় فَاِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً সুতরাং উপরোক্ত অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করে يَجِبُ ثُلُثُ الْاَلْفِ তাহলে এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে لِاَنَّ اَجْزَاءَ الْعِوَضِ কেননা عِوَض-এর অংশসমূহ تَنْقَسِمُ عَلٰى اَجْزَاءِ الْمُعَوَّضِ - مُعَوَّض-এর অংশসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে لِلشَّرْطِ শর্তের জন্য হবে فِىْ هٰذَا الْمِثَالِ এ উদাহরণের মধ্যে لِاَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ فِى الْاَصْلِ কেননা মূলত তালাক বিনিময়যোগ্য বিষয়সমূহ-এর শ্রেণীভুক্ত ছিল না وَاِنَّمَا الْعِوَضُ فِيْهِ عَارِضٌ তবে আনুষাঙ্গিকভাবে এটার মধ্যে عِوَض হয়েছে فَلَمْ يَلْحَقْ بِهَا সুতরাং এটা مُعَوَّضَات-এর প্রকারভুক্ত হবে না فَكَاَنَّهَا قَالَتْ কাজেই স্ত্রী যেন বলেছেন যে, عَلٰى شَرْطِ اَلْفِ دِرْهَمٍ এক হাজার দিরহামের শর্তে وَكَلِمَةُ عَلٰى تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ আর عَلٰى শব্দটি شَرْط-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا সেই মহিলারা যেন এই শর্তে আপনার নিকট বাইয়াত হয় যে, তারা কাউকে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না لِاَنَّ الْجَزَاءَ لَازِمٌ لِلشَّرْطِ কেননা শর্তের জন্য جَزَاء অত্যাবশ্যক فَيَكُوْنُ اَقْرَبُ اِلٰى مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ সুতরাং এটা عَلٰى-এর হাকীকত অর্থের অধিকতর কাছাকাছি হবে مِنْ مَعْنَى الْبَاءِ - بَاء অর্থ অপেক্ষা فَاِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَا يَجِبُ شَئٌ কাজেই মহিলাকে এক তালাক দিলে কিছুই ওয়াজিব হবে না لِاَنَّ اَجْزَاءَ الشَّرْطِ কারণ شَرْط-এর অংশসমূহ لَا تَنْقَسِمُ عَلٰى اَجْزَاءِ الْمَشْرُوْطِ - مَشْرُوْط-এর অংশসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় না هٰكَذَا قَالُوْا আলিমগণ এরূপ বলেছেন وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ আর مِنْ শব্দটি

আংশিক বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে هٰذَا اَصْلُ وَضْعِهَا এ অর্থের জন্যই একে প্রণয়ন করা হয়েছে وَالْبَوَاقِىْ مِنَ الْمَعَانِىْ আর অপরাপর অর্থে এটা مَجَازٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে فَاِذَا قَالَ সুতরাং যখন কেউ বলবে مَنْ شِئْتَ مِنْ مَجَازٌ فِيْهَا لَهُ اَنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ আমার গোলামের মধ্য হতে যাদের তুমি আজাদ করতে চাও আজাদ করে দিতে পারো عِنْدَ اَبِىْ يُعْتِقَهُمْ اِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ তাহলে গোলামের একজন ব্যতীত আর সকলকেই উক্ত ব্যক্তি আজাদ করে দিতে পারবে حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَذٰلِكَ لِاَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِلْعُمُوْمِ আর তা এজন্য যে, مَنْ শব্দটি عُمُوْم -এর জন্য হয়ে থাকে وَكَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيْضِ এবং مِنْ শব্দটি تَبْعِيْض -এর জন্য হয়ে থাকে فَيَجِبُ اَنْ يُحْمَلَ عَلٰى بَعْضٍ عَامٍّ কাজেই তাকে যে কোনো عَامّ -এর উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে لِيَسْتَقِيْمَ الْعَمَلُ بِهِمَا যাতে উভয়ের উপর আমল সহীহ হয়ে যায় فَلِلْمُخَاطَبِ اَنْ يُعْتِقَ তাই সম্বোধিত ব্যক্তি আজাদ করতে পারবে مَنْ شَاءَ مِنْ اَىِّ بَعْضٍ عَامٍّ তার গোলামের মধ্যে যে কোনো ব্যাপক সংখ্যাকে فَيَبْقَى الْوَاحِدُ مِنْهُمْ কাজেই তাদের মধ্য হতে একজন অবশিষ্ট থেকে যাবে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> অনুরূপভাবে সাহেবাইন (র.) -এর মতে যখন عَلٰى শব্দটি طَلَاق -এর মধ্যে ব্যবহৃত হবে তখনও তা بَاء -এর অর্থে হবে। যেমন স্ত্রী তার স্বামীকে বলবে طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ (আমাকে এক হাজার দিরহামের উপর তিন তালাক দাও) তাহলে সাহেবাইন (র.) -এর মতে এটা اَلْف دِرْهَمْ -এর অর্থে হবে যেমনটি بَيْع (বেচাকেনা) ও اِجَارَه (ভাড়া) -এর বেলায় হয়েছিল। কেননা তালাকের মধ্যে عِوَض প্রবিষ্ট হলে এটাও مُعَاوَضَاتْ -এর অর্থে হয়ে যায়। যদিও মূলত এটা مُعَاوَضَاتْ -এর শ্রেণীভুক্ত নয়। সুতরাং উপরোক্ত অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করে, তাহলে এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। কেননা عِوَض -এর অংশসমূহ مُعَوَّض -এর অংশসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। **আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে শর্তের জন্য হবে।** এ উদাহরণের মধ্যে। কেননা মূলত তালাক مُعَاوَضَاتْ (বিনিময়যোগ্য বিষয়সমূহ) -এর শ্রেণীভুক্ত ছিল না। তবে আনুষাঙ্গিকভাবে এটার মধ্যে عِوَض হয়েছে। সুতরাং এটা مُعَوَّضَاتْ -এর প্রকারভুক্ত হবে না। কাজেই স্ত্রী যেন বলেছেন যে, عَلٰى شَرْطِ اَلْفِ دِرْهَمٍ (এক হাজার দিরহামের শর্তে)। আর عَلٰى শব্দটি شَرْط -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, "يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا" (সেই মহিলারা যেন এই শর্তে আপনার নিকট বাইয়াত হয় যে, তারা কাউকে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না।) কেননা শর্তের জন্য جَزَاء অত্যাবশ্যক। সুতরাং بَاء অর্থ অপেক্ষা এটা عَلٰى -এর হাকীকত অর্থের অধিকতর কাছাকাছি হবে। কাজেই মহিলাকে এক তালাক দিলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ شَرْط -এর অংশসমূহ مَشْرُوْط -এর অংশসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় না। আলিমগণ এরূপ বলেছেন। **আর مِنْ শব্দটি تَبْعِيْض (আংশিক) বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে।** এই অর্থের জন্যই একে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর অপরাপর অর্থে এটা মাজায হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **সুতরাং যখন কেউ বলবে "مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ" (আমার গোলামের মধ্য হতে যাদের তুমি আজাদ করতে চাও আজাদ করে দিতে পারো।) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে গোলামদের একজন ব্যতীত আর সকলকেই উক্ত ব্যক্তি আজাদ করে দিতে পারবে।** আর তা এ জন্য যে, مَنْ শব্দটি عُمُوْم -এর জন্য হয়ে থাকে এবং مِنْ শব্দটি تَبْعِيْض -এর জন্য হয়ে থাকে। কাজেই তাকে যে কোনো عَامّ-এর উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে, যাতে উভয়ের উপর আমল সহীহ হয়ে যায়। তাই مُخَاطَبْ (সম্বোধিত ব্যক্তি) তার গোলামদের মধ্যে যে কোনো ব্যাপক সংখ্যাকে আজাদ করতে পারবে। কাজেই তাদের মধ্য হতে একজন অবশিষ্ট থেকে যাবে।

وَعِنْدَهُمَا مِنْ لِلْبَيَانِ فَلَهُ اَنْ يُعْتِقَ كُلًّا مِنْهُمْ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ فَاِنْ شَاءَ الْكُلُّ عُتِقُوْا جَمِيْعًا وَالْفَرْقُ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مِثْلُ مَا مَرَّ فِىْ اَىُّ عَبِيْدِىْ ضَرَبَكَ لِاَنَّ الْمَشِيَّةَ صِفَةٌ عَامَّةٌ فِيْهِ نُسِبَتْ اِلٰى كَلِمَةِ مَنْ فَيَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ بِخِلَافِ مَنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ نُسِبَتْ فِيْهِ الْمَشِيْئَةُ اِلَى الْمُخَاطَبِ دُوْنَ مَنْ فَلَا يَعُمُّ وَلِاَنَّ الْعَمَلَ بِالتَّبْعِيْضِ اَيْضًا مُمْكِنٌ ثَمَّهُ فَاِنَّ كُلَّ عَبْدٍ بَعْضٌ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ غَيْرِهٖ بِخِلَافِ مَنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ لَايُمْكِنُ التَّبْعِيْضُ فِيْهِ اِلَّا بِاِخْرَاجِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَاِلٰى لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ اَىْ لِاِنْتِهَاءِ الْمَسَافَةِ اُطْلِقَ عَلَيْهَا الْغَايَةُ اِطْلَاقًا لِلْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ عَلٰى مَا قِيْلَ ثُمَّ بَيَّنَ قَاعِدَةً اَنَّهُ اَىُّ مَوْضِعٍ تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِيْهِ وَاَىُّ مَوْضِعٍ لَاتَدْخُلُ فَقَالَ فَاِنْ كَانَتِ الْغَايَةُ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا كَقَوْلِهٖ مِنْ هٰذِهِ الْحَائِطِ اِلٰى هٰذِهِ الْحَائِطِ لَاتَدْخُلُ الْغَايَتَانِ فِى الْاِقْرَارِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَهُمَا مِنْ لِلْبَيَانِ আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে, مِنْ শব্দটি بَيَانٌ -এর জন্য হবে فَلَهُ اَنْ يُعْتِقَ كُلًّا مِنْهُمْ কাজেই مُخَاطَبْ সমস্ত গোলামকে আজাদ করে দিতে পারবে كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ যেমন– তার বক্তব্য مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ আমার গোলামদের মধ্য হতে যারা আজাদী জায় তাদেরকে আজাদ করে দিতে পারে فَاِنْ شَاءَ الْكُلُّ عُتِقُوْا جَمِيْعًا -এর মধ্যে সমস্ত গোলাম যদি আজাদ চায় তাহলে সকলেই আজাদ হয়ে যাবে وَالْفَرْقُ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) مِثْلُ আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ঐরূপ পার্থক্য রয়েছে مَامَرَّ যেরূপ পার্থক্য ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে فِىْ اَىُّ عَبِيْدِىْ ضَرَبَكَ - اَىُّ عَبِيْدِىْ ضَرَبَكَ -এর মধ্যে لِاَنَّ الْمَشِيْئَةَ صِفَةٌ عَامَّةٌ فِيْهِ কেননা এর মধ্যস্থিত ইচ্ছা করা একটি عَامْ সিফাত نُسِبَتْ اِلٰى كَلِمَةِ مَنْ একে مَنْ শব্দের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে فَيَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ সুতরাং সিফাত عَامْ হওয়ার কারণে এটাও عَامْ হবে بِخِلَافِ مَنْ شِئْتَ এটা مَنْ شِئْتَ -এর বিপরীত فَاِنَّهُ نُسِبَتْ فِيْهِ الْمَشِيْئَةُ اِلَى الْمُخَاطَبِ কেননা তাতে مَشِيَّتْ কে مُخَاطَبْ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে دُوْنَ مَنْ - مَنْ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়নি فَلَا يَعُمُّ সুতরাং عَامْ হবে না وَلِاَنَّ الْعَمَلَ بِالتَّبْعِيْضِ اَيْضًا مُمْكِنٌ ثَمَّهُ তদুপরি তথায় تَبْعِيْض -এর উপরও আমল করা সম্ভব فَاِنَّ كُلَّ عَبْدٍ بَعْضٌ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ غَيْرِهٖ কেননা অন্য গোলাম হতে লক্ষ্য ফিরিয়ে নিলে প্রত্যেক গোলামই بَعْض হবে بِخِلَافِ مَنْ شِئْتَ এটা مَنْ شِئْتَ -এর বিপরীত فَاِنَّهُ لَايُمْكِنُ التَّبْعِيْضُ فِيْهِ কেননা এতে تَبْعِيْض -এর অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয় اِلَّا بِاِخْرَاجِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ তাদের হতে একজনকে বহিষ্কার করা ব্যতীত وَاِلٰى لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ আর اِلٰى শব্দটি শেষসীমা বুঝাবার জন্য আসে اَىْ لِاِنْتِهَاءِ الْمَسَافَةِ অর্থাৎ দূরত্বের শেষসীমাকে বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে اُطْلِقَ عَلَيْهَا الْغَايَةُ তদ্রূপ مَسَافَتْ -এর উপর غَايَتْ কে প্রয়োগ করা হয়েছে اِطْلَاقًا لِلْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ - جُزْء কে যদ্রূপ كُلّ -এর উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে عَلٰى مَا قِيْلَ যেমন কোনো কোনো উসূলবিদ বলেছেন– ثُمَّ بَيَّنَ قَاعِدَةً অতঃপর গ্রন্থকার (র.)-এর একটি নীতিমালা বর্ণনা করেছেন اَنَّهُ اَىُّ مَوْضِعٍ تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِيْهِ কোনো কোন স্থানে غَايَتْ হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় وَاَىُّ مَوْضِعٍ لَاتَدْخُلُ আর কোন কোন স্থানে হয় না فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন যে, فَاِنْ كَانَتِ الْغَايَةُ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا যদি غَايَتْ স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় كَقَوْلِهٖ যথা– কারো বক্তব্য مِنْ هٰذِهِ الْحَائِطِ اِلٰى هٰذِهِ الْحَائِطِ এ দেয়াল হতে এ দেয়াল পর্যন্ত لَاتَدْخُلُ الْغَايَتَانِ فِى الْاِقْرَارِ তাহলে উভয় غَايَتْ (সীমা) اِقْرَار (স্বীকারোক্তি)-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সরল অনুবাদ : আর সাহেবাইন (র.) -এর মতে مِنْ শব্দটি بَيَانْ -এর জন্য হবে। কাজেই مُخَاطَبْ সমস্ত গোলামকে আজাদ করে দিতে পারবে। যেমন তার বক্তব্য مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِىْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْهُ (আমার গোলামদের মধ্য হতে যারা আজাদী চায় তাদেরকে আজাদ করে দিতে পারো) এর মধ্যে সমস্ত গোলাম যদি আজাদ চায় তা হলে সকলেই আজাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বক্তব্য অনুযায়ী ঐ রূপ পার্থক্য রয়েছে। যেরূপ পার্থক্য اَىُّ عَبِيْدِىْ ضَرَبَكَ -এর মধ্যে ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। কেননা এর মধ্যস্থিত مَشِيْئَتْ (ইচ্ছা করা) একটি عَامْ সিফাত। একে مَنْ শব্দের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। সুতরাং সিফাত عَامْ হওয়ার কারণে এটাও عَامْ হবে। এটা مَنْ شِئْتَ -এর বিপরীত। কেননা তাতে مَشِيْئَتْ -কে مُخَاطَبْ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, مَنْ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়নি। সুতরাং عَامْ হবে না। তদুপরি তথায় تَبْعِيْض -এর উপরও আমল করা সম্ভব। কেননা অন্য গোলাম হতে লক্ষ্য ফিরিয়ে নিলে প্রত্যেক গোলামই بَعْض হবে। এটা مَنْ شِئْتَ -এর বিপরীত। কেননা, এতে তাদের হতে একজনকে বহিষ্কার করা ব্যতীত تَبْعِيْض -এর অর্থ গ্রহণ সম্ভব নয়। **আর اِلٰى শব্দটি اِنْتِهَاء غَايَتْ (শেষসীমা) বুঝাবার জন্য আসে।** অর্থাৎ দূরত্বের শেষ সীমাকে বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে। جُزْء -কে যদ্রূপ كُلّ -এর উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তদ্রূপ مَسَافَتْ -এর উপর غَايَتْ -কে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন– কোনো কোনো উসূলবিদ বলেছেন। অতঃপর কোনো কোনো স্থানে غَايَتْ হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় আর কোনো কোনো স্থানে হয় না— গ্রন্থকার (র.) এর একটি নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, **যদি غَايَتْ স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা কারো বক্তব্য مِنْ هٰذِهِ الْحَائِطِ اِلٰى هٰذِهِ الْحَائِطِ (এই দেয়াল হতে এই দেয়াল পর্যন্ত) তাহলে উভয় غَايَتْ (সীমা) اِقْرَارْ (স্বীকারোক্তি) -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِثْلُ مَا مَرَّ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতে দু'টি মাসআলার পারস্পরিক সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কেউ বলবে اَىُّ عَبِيْدٍ ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ অর্থাৎ আমার যে কোনো গোলাম তোমায় মারবে সে মুক্ত হয়ে যাবে, এরপর তারা সকলেই মারল। সুতরাং সকলেই আজাদ হয়ে যাবে। আর যখন বলবে اَىُّ عَبِيْدِىْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ (আমার যে কোনো গোলামকে তুমি প্রহার করবে সে আজাদ হয়ে যাবে) এতে সম্বোধিত ব্যক্তি সকলকেই প্রহার করল, কাজেই গোলাম আজাদ হবে না; বরং কতিপয় গোলাম আজাদ হবে।

উভয়ের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণ এই যে, প্রথম অবস্থায় اَىُّ শব্দটিকে ضَارِبِيَّتْ (প্রহারকরণ)-এর দ্বারা مَوْصُوْف করা হয়েছে। সুতরাং صِفَتْ -এর عَامْ হওয়ার কারণে এটাও عَامْ হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় اَىُّ শব্দটি وَصْف হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কেননা ضَرْب -কে مُخَاطَبْ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, اَىُّ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়নি। সুতরাং এটা عَامْ হবে না। আর আলোচ্য মাসআলাটিতেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান।

فَإِنَّ الْحَائِطَ غَايَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا أَيْ مَوْجُوْدَةٌ قَبْلَ التَّكَلُّمِ غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ فِيْ وُجُوْدِهَا إِلَى الْمُغَيَّا فَلَا تَدْخُلَانِ فِي الْمُغَيَّا وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا مَوْجُوْدَةٌ قَبْلَ التَّكَلُّمِ عَنِ الْأَجَالِ الْمَضْرُوْبَةِ لِلدُّيُوْنِ وَالثَّمَنِ فِيْ قَوْلِهِ بِعْتُ هٰذَا وَأَجَّلْتُ الثَّمَنَ إِلَى شَهْرٍ أَوْ أَجَرْتُهُ إِلَى رَمَضَانَ أَوْ إِلَى الْغَدِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ كُلَّ هٰذِهِ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا ظَاهِرًا لٰكِنَّهَا وُجِدَتْ بَعْدَ التَّكَلُّمِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِنَا غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ فِيْ وُجُوْدِهَا عَنِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مُفْتَقِرٌ فِيْ وُجُوْدِهِ إِلَى النَّهَارِ وَأَمَّا دُخُوْلُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى فَبِالْأَخْبَارِ الْمَشْهُوْرَةِ لَا بِالنَّصِّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ صَدْرُ الْكَلَامِ مُتَنَاوِلًا لِلْغَايَةِ كَانَ ذِكْرُهَا لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا فَتَدْخُلُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّ الْحَائِطَ غَايَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا কেননা حَائِطٌ এমন একটি غَايَتْ যা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত أَيْ مَوْجُوْدَةٌ قَبْلَ التَّكَلُّمِ তার কথা বলার পূর্ব হতে বিদ্যমান غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ فِيْ وُجُوْدِهَا إِلَى الْمُغَيَّا এটা স্বীয় অস্তিত্ব (ও স্বতন্ত্র) রক্ষার مُغَيَّا-এর মুখাপেক্ষী নয় فَلَا تَدْخُلَانِ فِي الْمُغَيَّا সুতরাং উভয় غَايَتْ (সীমা) مُغَيَّا-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا مَوْجُوْدَةٌ قَبْلَ التَّكَلُّمِ আর আমরা যে বলেছি مَوْجُوْدَةٌ قَبْلَ التَّكَلُّمِ-এর দ্বারা আমরা বাদ দিয়েছি عَنِ الْأَجَالِ الْمَضْرُوْبَةِ لِلدُّيُوْنِ وَالثَّمَنِ কর্জ ও মূল্য পরিশোধের জন্য নির্ধারিত মেয়াদকে فِيْ قَوْلِهِ কোনো ব্যক্তির কথা بِعْتُ هٰذَا وَأَجَّلْتُ الثَّمَنَ إِلَى شَهْرٍ আমি এটা বিক্রয় করলাম এবং মূল্য আদায়ের জন্য একমাস পর্যন্ত সময় নিলাম أَوْ أَجَرْتُهُ إِلَى رَمَضَانَ أَوْ إِلَى الْغَدِ অথবা বলে আমি রমাজন মাস পর্যন্ত বা আগামীকাল পর্যন্ত এটা ভাড়ায় নিলাম وَنَحْوِهِ অথবা অনুরূপ কোনো কথা এর মধ্যে فَإِنَّ كُلَّ هٰذِهِ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا ظَاهِرًا কেননা এ সবগুলো বাহ্যত যদিও স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত لٰكِنَّهَا وُجِدَتْ بَعْدَ التَّكَلُّمِ তথাপি এরা تَكَلُّمْ (কথা বলার) এরপর পাওয়া গেছে وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِنَا আর আমাদের কথা এর দ্বারা খারেজ হয়ে গেছে غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ فِيْ وُجُوْدِهَا এটা মওজুদ হওয়ার জন্য مُغَيَّا-এর মুখাপেক্ষী নয় عَنِ اللَّيْلِ রাত্রি فَإِنَّهُ مُفْتَقِرٌ فِيْ وُجُوْدِهِ إِلَى النَّهَارِ কেননা রাত্রি মওজুদ হওয়ার জন্য দিনের মুখাপেক্ষী وَأَمَّا دُخُوْلُ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى তাই মসজিদে আকসা مُغَيَّا-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى আল্লাহর বাণী– سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى (الاية) سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى-এর মধ্যে فَبِالْأَخْبَارِ الْمَشْهُوْرَةِ মাশহুর হাদীসসমূহের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে لَا بِالنَّصِّ আয়াতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا আর যদি غَايَتْ স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয় فَإِنْ كَانَ صَدْرُ الْكَلَامِ مُتَنَاوِلًا لِلْغَايَةِ অতঃপর যদি বাক্যের প্রথমাংশ غَايَتْ কে শামিল করে كَانَ ذِكْرُهَا তখন غَايَتْ কে উল্লেখ করার অর্থ হবে لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا-এর পরবর্তী বিষয়কে খারিজ করা فَتَدْخُلُ এ অবস্থায় مُغَيَّا-এর মধ্যে غَايَتْ অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরল অনুবাদ : কেননা حَائِطٌ এমন একটি غَايَتْ যা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। যা তার কথা বলার পূর্ব হতে বিদ্যমান। এটা স্বীয় অস্তিত (ও স্বতন্ত্র) রক্ষায় مُغَيَّا-এর মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং উভয় غَايَتْ (সীমা) مُغَيَّا-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর আমরা যে বলেছি مَوْجُوْدَةٌ قَبْلَ التَّكَلُّمِ-এর দ্বারা আমরা কোনো ব্যক্তির কথা بِعْتُ هٰذَا وَ أَجَّلْتُ الثَّمَنَ إِلَى شَهْرٍ (আমি এটা বিক্রয় করলাম এবং মূল্য আদায়ের জন্য এক মাস পর্যন্ত সময় দিলাম) অথবা বলে أَجَرْتُهُ إِلَى رَمَضَانَ أَوْ إِلَى الْغَدِ (আমি রমজান মাস পর্যন্ত বা আগামীকাল পর্যন্ত এটা ভাড়ায় দিলাম) অথবা অনুরূপ কোনো কথা এর মধ্যে কর্জ ও মূল্য পরিশোধের জন্য নির্ধারিত মেয়াদকে আমরা বাদ দিয়েছি। কেননা এ সবগুলো বাহ্যত যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত তথাপি এরা تَكَلُّمْ (কথা বলবার) -এর পর পাওয়া গেছে। আর আমাদের কথা غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ فِيْ وُجُوْدِهَا (এটা মওজুদ হওয়ার জন্য مُغَيَّا-এর মুখাপেক্ষী নয়) -এর দ্বারা রাত্রি খারেজ হয়ে গেছে। কেননা, রাত্রি মওজুদ হওয়ার জন্য দিনের মুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহর বাণী سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ (الاية) -এর মধ্যে মাসজিদে আকসা مُغَيَّا-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মাশহুর হাদীস সমূহের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, نَصّ বা আয়াতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি। **আর যদি غَايَتْ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয় অতঃপর যদি বাক্যের প্রথমাংশ غَايَتْ-কে শামিল করে; তখন غَايَتْ-কে উল্লেখ করার অর্থ হবে এর পরবর্তী বিষয়কে খারিজ করা। এ অবস্থায় مُغَيَّا-এর মধ্যে غَايَتْ অন্তর্ভুক্ত হবে।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ আমরা আমাদের কথা غَايَتْ মওজুদ হওয়ার জন্য مُغَيَّا-এর মুখাপেক্ষী নয় এর দ্বারা রাত্রি হতে অব্যাহতি পেয়েছি কেননা রাত্রি দিবসের মুখাপেক্ষী। আর مَرَافِقْ-কেও আমরা বাদ দিয়েছি। কেননা مَرَافِقْ হাত ছাড়া মওজুদ হতে পারে না। সুতরাং মওজুদ হওয়ার জন্য এটা হাতের মুখাপেক্ষী।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُفْتَقِرَةٌ الخ -এর আলোচনা : রাত্রি মওজুদ হওয়ার জন্য দিবসের মুখাপেক্ষী। কেননা রাত্রি এমন সময় যার সূচনা হলো সূর্য অস্ত যাওয়া। مُسَيِّرُ الدَّائِرِ-এর প্রণেতা যে বলেছেন, রাত্রি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত– সেদিকে কান দেওয়া ঠিক হবে না। কেননা এমতাবস্থায় তা একে ঐ غَايَتْ-এর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা সহীহ হবে না যা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং ব্যাপারটি চিন্তা করে দেখার মতো।

كَمَا فِي الْمَرَافِقِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا وَصَدْرُ الْكَلَامِ وَهُوَ الْاَيْدِىْ مُتَنَاوِلٌ لَهَا لِاَنَّهَا مُتَنَاوِلٌ اِلَى الْاِبِطِ فَيَكُوْنُ ذِكْرُهَا لِاِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا فَتَدْخُلُ بِنَفْسِهَا فَبَطَلَ مَا قَالَ زُفَرُ (رحـ) اِنَّ كُلَّ غَايَةٍ لَاتَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا وَتُسَمّٰى هٰذِهِ غَايَةُ الْاِسْقَاطِ اَىْ غَايَةُ الْغَسْلِ لِاَجْلِ اِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا اَوْ غَايَةُ لَفْظِ الْاِسْقَاطِ اَىْ مُسْقِطِيْنَ اِلَى الْمَرَافِقِ فَهِىَ خَارِجَةٌ عَنِ الْاِسْقَاطِ وَيَنْتَقِضُ هٰذَا بِقَوْلِهِ قَرَاْتُ هٰذَا الْكِتَابَ اِلٰى بَابِ الْقِيَاسِ فَاِنَّ بَابَ الْقِيَاسِ خَارِجٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاِنْ كَانَ الْكِتَابُ مُتَنَاوِلًا لَهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَاِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا اَوْ كَانَ فِيْهِ شَكٌّ فَذِكْرُهَا لِمَدِّ الْحُكْمِ اِلَيْهَا فَلَا تَدْخُلُ كَاللَّيْلِ فِى الصَّوْمِ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ مِثَالٌ لِمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الصَّدْرُ فَاِنَّ الصَّوْمَ لُغَةً اَلْاِمْسَاكُ سَاعَةً فَذُكِرَ اللَّيْلُ لِاَجْلِ مَدِّ الصَّوْمِ اِلٰى نَفْسِهِ فَلَا يَدْخُلُ هُوَ تَحْتَ الصَّوْمِ وَمِثَالُ مَا فِيْهِ الشَّكُّ مِثْلُ الْاٰجَالِ فِى الْاَيْمَانِ كَمَا اِذَا حَلَفَ لَايُكَلِّمُ اِلٰى رَجَبَ فَاِنَّ فِىْ دُخُوْلِ رَجَبَ فِيْمَا قَبْلَهُ شَكًّا فَلَا يَدْخُلُ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَفِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ اَنَّهُ يَدْخُلُ لِاَنَّ اَوَّلَ الْكَلَامِ كَانَ لِلتَّابِيْدِ فَلَا تَخْرُجُ الْغَايَةُ عَمَّا قَبْلَهَا وَتُسَمّٰى هٰذِهِ غَايَةُ الْاِمْتِدَادِ لِاَنَّ الْغَايَةَ مَدَّتِ الْحُكْمَ اِلٰى نَفْسِهَا وَبَقِيَتْ بِنَفْسِهَا خَارِجَةً عَنْهُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا فِى الْمَرَافِقِ যেমন مَرَافِقْ অর্থাৎ ধৌতকরণের ব্যাপারে কনুই হাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ আল্লাহর বাণী -وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ- এর মধ্যে فَاِنَّهَا لَيْسَتْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا কেননা কনুই স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় وَصَدْرُ الْكَلَامِ আর বাক্যের প্রথমাংশ وَهُوَ الْاَيْدِىْ مُتَنَاوِلٌ لَهَا অর্থাৎ হাত কনুইকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় لِاَنَّهَا مُتَنَاوِلٌ اِلَى الْاِبِطِ কেননা হাত বোগল পর্যন্তকে শামিল করে فَيَكُوْنُ ذِكْرُهَا لِاِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا সুতরাং এর উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো এর পরবর্তী অংশকে বহিষ্কার করা فَتَدْخُلُ بِنَفْسِهَا সুতরাং স্বয়ং এটা অন্তর্ভুক্ত হবে فَبَطَلَ مَا قَالَ زُفَرُ (رحـ) কাজেই ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্য উক্ত বক্তব্যের আলোকে বাতিল হয়ে গেছে (তিনি বলেছেন যে) اِنَّ كُلَّ غَايَةٍ لَاتَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا প্রত্যেক غَايَتْ - مُغَيَّا- এর অন্তর্ভুক্ত হয় না وَتُسَمّٰى هٰذِهِ غَايَةُ الْاِسْقَاطِ আর একে غَايَةُ الْاِسْقَاطِ বলে اَىْ غَايَةُ الْغَسْلِ অর্থাৎ ধৌতকরণের غَايَتْ - لِاَجْلِ اِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا যা শেষ সীমা এর পরবর্তী অংশকে বাদ দেওয়ার জন্য বর্ণিত হয়েছে اَوْ غَايَةُ لَفْظِ الْاِسْقَاطِ অথবা একে اَىْ مُسْقِطِيْنَ اِلَى বলে الْمَرَافِقِ অর্থাৎ مَرَافِقْ (কনুই) বাদ দিয়ে অজু করবে فَهِىَ خَارِجَةٌ عَنِ الْاِسْقَاطِ সুতরাং এটা বাদ দেওয়া হতে বাহিরে থাকবে (অর্থাৎ এটা বাদ পড়বেনা) وَيَنْتَقِضُ هٰذَا بِقَوْلِهِ তার বক্তব্য এর দ্বারা আলোচ্য মূলনীতি বাতিল (ভঙ্গ) হয়ে যায় قَرَاْتُ هٰذَا الْكِتَابَ اِلٰى بَابِ الْقِيَاسِ আমি কিতাবখানা কিয়াস অধ্যায় পর্যন্ত পড়েছি فَاِنَّ بَابَ الْقِيَاسِ خَارِجٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ কেননা بَابُ الْقِيَاسِ পাঠ করা হতে বাইরে وَاِنْ كَانَ الْكِتَابُ مُتَنَاوِلًا لَهُ যদিও كِتَابْ শব্দটি একে অন্তর্ভুক্ত করে عَمَلًا بِالْعُرْفِ প্রচলিত প্রথানুযায়ী আমল করার নিমিত্তে وَاِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا আর যদি বাক্যের প্রথমাংশ غَايَتْ কে অন্তর্ভুক্ত না করে اَوْ كَانَ فِيْهِ شَكٌّ অথবা এর মধ্যে সন্দেহ থাকে غَايَتْ فَذِكْرُهَا لِمَدِّ الْحُكْمِ اِلَيْهَا অতঃপর হুকুমের সীমা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে غَايَتْ-এর উল্লেখ করা হয় فَلَا تَدْخُلُ তখন غَايَتْ (শেষ সীমা) مُغَيَّا- এর অন্তর্ভুক্ত হবে না كَاللَّيْلِ فِى الصَّوْمِ যেমন সওমের মধ্যে রাত্রি অন্তর্ভুক্ত হবে না فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোজা রাখো مِثَالٌ لِمَا لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الصَّدْرُ যার প্রথমাংশ غَايَتْ কে শামিল করে না তার উদাহরণ فَاِنَّ الصَّوْمَ لُغَةً কেননা রোজার

আভিধানিক অর্থ– الْاِمْسَاكُ سَاعَةً কিছু সময় পানাহার হতে বিরত থাকা فَذُكِرَ اللَّيْلُ এখানে রাত্রির উল্লেখ করা হয়েছে لِاَجْلِ مَدِّ الصَّوْمِ اِلٰى نَفْسِهٖ রোজার শেষ সীমা বর্ণনার জন্য فَلَا تَدْخُلُ هُوَ تَحْتَ الصَّوْمِ কাজেই এটা রোজার অন্তর্ভুক্ত হবে না وَمِثَالُ مَا فِيْهِ الشَّكُّ আর যার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে তার উদাহরণ হলো مِثْلُ الْاٰجَالِ فِى الْاَيْمَانِ শপথের মধ্যে সময়সীমার বর্ণনা করা كَمَا اِذَا حَلَفَ যেমন– কেউ শপথ করল যে لَايُكَلِّمُ اِلٰى رَجَبَ রজব পর্যন্ত কথা বলবে না فَاِنَّ فِىْ دُخُوْلِ رَجَبَ فِيْمَا قَبْلَهٗ شَكًّا এখানে রজব তার পূর্ববর্তী হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে فَلَا يَدْخُلُ সুতরাং রজব তার পূর্ববর্তী হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ জাহের রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَهُوَ قَوْلُهُمَا আর এটা সাহেবাইন (র.)-এরও অভিমত وَفِىْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান কর্তৃক বর্ণিত অভিমত অনুযায়ী اَنَّهٗ يَدْخُلُ অন্তর্ভুক্ত হবে لِاَنَّ اَوَّلَ الْكَلَامِ কেননা বাক্যের প্রথমাংশ كَانَ لِلتَّابِيْدِ স্থায়িত্বের জন্য হয়েছে فَلَا تَخْرُجُ الْغَايَةُ عَمَّا قَبْلَهَا সুতরাং غَايَتْ তার পূর্ববর্তী হুকুম হতে খারিজ হবে না وَتُسَمّٰى هٰذِهٖ غَايَةُ الْاِمْتِدَادِ আর একে غَايَتُ الْاِمْتِدَادِ (সম্প্রসারিত غَايَتْ) বলে لِاَنَّ الْغَايَةَ مَدَّتِ الْحُكْمَ اِلٰى نَفْسِهَا কেননা غَايَتْ হুকুমের নিজ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছে وَبَقِيَتْ بِنَفْسِهَا خَارِجَةً عَنْهُ আর সে স্বয়ং হুকুমের বাইরে রয়েছে।

সরল অনুবাদ : যেমন আল্লাহর বাণী– وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ-এর মধ্যে مَرَافِقْ অর্থাৎ ধৌতকরণের ব্যাপারে কনুই হাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা مِرْفَقْ (কনুই) স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। আর বাক্যের প্রথমাংশ অর্থাৎ হাত কনুইকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কেননা হাত বোগল পর্যন্তকে শামিল করে। সুতরাং এর উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো এর পরবর্তী অংশকে বহিষ্কার করা। সুতরাং স্বয়ং এটা অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্য উক্ত বক্তব্যের আলোকে বাতিল হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক مُغَيًّا ـ غَايَتْ-এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। আর একে غَايَةُ الْاِسْقَاطِ বলে। অর্থাৎ ধৌতকরণের غَايَتْ বা শেষ সীমা এর পরবর্তী অংশকে বাদ দেওয়ার জন্য বর্ণিত হয়েছে। অথবা একে غَايَةُ لَفْظِ الْاِسْقَاطِ বলবে। অর্থাৎ مَرَافِقْ (কনুই) বাদ দিয়ে অজু করবে। সুতরাং এটা বাদ দেওয়া হতে বাহিরে থাকবে। (অর্থাৎ এটা বাদ পড়বে না।) তার বক্তব্য قَرَأْتُ هٰذَا الْكِتَابَ اِلٰى بَابِ الْقِيَاسِ (আমি কিতাবখানা কিয়াস অধ্যায় পর্যন্ত পড়েছি) -এর দ্বারা আলোচ্য মূলনীতি বাতিল (ভঙ্গ) হয়ে যায়। কেননা بَابُ الْقِيَاسِ পাঠ করা হতে বাহিরে। যদিও كِتَابْ শব্দটি একে অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত প্রথানুযায়ী আমল করার নিমিত্তে। **আর যদি বাক্যের প্রথমাংশ غَايَتْ-কে অন্তর্ভুক্ত না করে অথবা এর মধ্যে সন্দেহ থাকে। অতঃপর হুকুমের সীমা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে غَايَتْ-এর উল্লেখ করা হয়, তখন غَايَتْ (শেষ সীমা) مُغَيًّا-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যথা– সওমের মধ্যে রাত্রি অন্তর্ভুক্ত হবে না।** আল্লাহর বাণী– ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ (অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোজা রাখো)। যার প্রথমাংশ غَايَتْ-কে শামিল করে না তার উদাহরণ। কেননা রোজার আভিধানিক অর্থ কিছু সময় পানাহার হতে বিরত থাকা। এখানে রোজার শেষ সীমা বর্ণনার জন্য রাত্রির উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এটা রোজার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে তার উদাহরণ হলো, শপথের মধ্যে সময় সীমার বর্ণনা করা। যেমন– কেউ শপথ করল যে, لَايُكَلِّمُ اِلٰى رَجَبَ রজব পর্যন্ত কথা বলবে না। এখানে রজব তার পূর্ববর্তী হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং জাহের রিওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে রজব তার পূববর্তী হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর এটা সাহেবাইন (র.)-এরও অভিমত। পক্ষান্তরে আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান কর্তৃক বর্ণিত অভিমত অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা বাক্যের প্রথমাংশ تَابِيْد বা স্থায়িত্বের জন্য হয়েছে। সুতরাং غَايَتْ তার পূর্ববর্তী হুকুম হতে খারিজ হবে না। আর একে غَايَتُ الْاِمْتِدَادِ (সম্প্রসারিত غَايَتْ) বলে। কেননা غَايَتْ হুকুমকে এর নিজ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। আর সে স্বয়ং হুকুমের বাইরে রয়েছে।

وَفِيْ لِلظَّرْفِيَّةِ هٰذَا هُوَ اَصْلُ مَعْنَاهُ فِى اللُّغَةِ وَاتَّفَقَ اَصْحَابُنَا فِىْ هٰذَا الْقَدْرِ وَلٰكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ حَذْفِهٖ وَاِثْبَاتِهٖ فِيْ ظَرْفِ الزَّمَانِ اَيْ فِيْ كَوْنِ مَا بَعْدَهُ مِعْيَارًا لِمَا قَبْلَهُ غَيْرَ فَاضِلٍ عَنْهُ اَوْ كَوْنُهُ ظَرْفًا فَاضِلًا عَنْهُ فَقَالَا هُمَا سَوَاءٌ فِيْ اَنَّهُ يَسْتَوْعِبُ جَمِيْعَ مَا بَعْدَهُ فَاِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اَوْ فِيْ غَدٍ وَلَمْ يَنْوِ يَقَعُ فِيْ اَوَّلِ الْغَدِ وَاِنْ نَوٰى اٰخِرَ النَّهَارِ يُصَدَّقُ فِيْهِمَا دِيَانَةً لَاقَضَاءً لِاَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَاِنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ اَنْ يَسْتَوْعِبَ الطَّلَاقُ جَمِيْعَ الْغَدِ سَوَاءٌ كَانَ بِذِكْرِ فِيْ اَوْ بِحَذْفِهٖ وَفَرَّقَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) بَيْنَهُمَا فِيْمَا اِذَا نَوٰى اٰخِرَ النَّهَارِ فَاِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَلَمْ يَنْوِ يَقَعُ فِيْ اَوَّلِ النَّهَارِ وَاِنْ نَوٰى اٰخِرَ النَّهَارِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَاقَضَاءً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِيْ لِلظَّرْفِيَّةِ আর فِيْ শব্দটি পাত্র হওয়া-এর জন্য হয়ে থাকে هٰذَا هُوَ اَصْلُ مَعْنَاهُ فِى اللُّغَةِ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এটাই তার আসল অর্থ وَاتَّفَقَ اَصْحَابُنَا فِيْ هٰذَا الْقَدْرِ এবং এতটুকু ব্যাপারে আমাদের আলিমগণ একমত হয়েছেন وَلٰكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ حَذْفِهٖ وَاِثْبَاتِهٖ কিন্তু فِيْ কে হযফ করা ও উল্লেখ করার ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছেন فِيْ ظَرْفِ الزَّمَانِ - ظَرْف زَمَانْ -এর মধ্যে اَيْ فِيْ كَوْنِ مَا بَعْدَهُ مِعْيَارًا لِمَا قَبْلَهُ অর্থাৎ এ ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছেন যে)-এর পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের জন্য مِعْيَارْ হবে غَيْرُ فَاضِلٍ عَنْهُ এটা অপেক্ষা অতিরিক্ত হবে না اَوْكَوْنُهُ ظَرْفًا فَاضِلًا عَنْهُ না-কি ظَرْف হবে এবং এটা হতে অতিরিক্ত হবে فَقَالَاهُمَا سَوَاءٌ সাহেবাইন (র.) বলেছেন যে দু অবস্থায়ই সমান فِيْ اَنَّهُ يَسْتَوْعِبُ جَمِيْعَ مَا بَعْدَهُ পরবর্তী সম্পূর্ণ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে فَاِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اَوْ فِيْ غَدٍ وَلَمْ يَنْوِ কাজেই যদি কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اَوْ فِيْ غَدٍ এবং কোনো নিয়ত না করে يَقَعُ فِيْ اَوَّلِ الْغَدِ তাহলে আগামীকাল-এর প্রথম ভাগেই তালাক হয়ে যাবে وَاِنْ نَوٰى اٰخِرَ النَّهَارِ আর দিনের শেষভাগের নিয়ত করলেও يُصَدَّقُ فِيْهِمَا উভয় অবস্থায় তাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেওয়া হবে دِيَانَةً -এর হিসেবে হবে لَاقَضَاءً আর এটা কাজির বিচারের দৃষ্টিকোণ হতে হবে না لِاَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ কেননা এটা প্রকাশ্যের বিপরীত فَاِنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ কেননা এতে اَصْل এই যে, اَنْ يَسْتَوْعِبَ الطَّلَاقُ جَمِيْعَ الْغَدِ তালাক সমস্ত দিবাভাগকে শামিল করবে سَوَاءٌ كَانَ بِذِكْرِهٖ فِيْ اَوْ بِحَذْفِهٖ চাই فِيْ কে উল্লেখ করা হোক অথবা হযফ করা হোক وَفَرَّقَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) আর ইমাম আবু হানীফা (র.) পার্থক্য করেছেন بَيْنَهُمَا فِيْمَا اِذَا نَوٰى اٰخِرَ النَّهَارِ দিনের শেষভাগের নিয়ত করার সময় উভয় অবস্থার মধ্যে فَاِنْ قَالَ সুতরাং সে যদি বলে اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا তুমি আগামীকাল তালাক وَلَمْ يَنْوِ এবং কোনো নিয়ত না করে يَقَعُ فِيْ اَوَّلِ النَّهَارِ তাহলে দিনের প্রথম ভাগে তালাক হয়ে যাবে وَاِنْ نَوٰى اٰخِرَ النَّهَارِ আর যদি দিনের শেষভাগের নিয়ত করে يُصَدَّقُ دِيَانَةً তাহলে دِيَانَتْ -এর দিক বিবেচনায় বিশ্বাস করা হবে لَاقَضَاءً কাজির বিচারের হিসেবে নয়।

সরল অনুবাদ : আর فِيْ শব্দটি ظَرْفِيَّتْ (পাত্র হওয়া) -এর জন্য হয়ে থাকে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এটাই তার আসল অর্থ এবং এতটুকু ব্যাপারে আমাদের আলিমগণ একমত হয়েছেন। **কিন্তু ظَرْف زَمَانْ -এর মধ্যে فِيْ -কে হযফ করা ও উল্লেখ করার ব্যাপ্যরে তারা মতানৈক্য করেছেন।** অর্থাৎ এ ব্যাপারে তারা মতপার্থক্য করেছেন যে, এর পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের জন্য مِعْيَارْ হবে ও এটা অপেক্ষা অতিরিক্ত হবে না, না-কি ظَرْف হবে এবং এটা হতে অতিরিক্ত হবে। **সাহেবাইন (র.) বলেছেন যে, দু' অবস্থাই সমান ঃ** পরবর্তী সম্পূর্ণ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে। কাজেই যদি কেউ বলে "اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اَوْ فِيْ غَدٍ" এবং কোনো নিয়ত না করে। তাহলে غَد (আগামীকাল)-এর প্রথম ভাগেই তালাক হয়ে যাবে। আর দিনের শেষ ভাগের নিয়ত করলেও উভয় অবস্থায় তাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেওয়া হবে। তবে এটা دِيَانَتْ-এর হিসেবে হবে কাজির قَضَاء (বিচার)-এর দৃষ্টিকোণ হতে হবে না। কেননা এটা প্রকাশ্যের বিপরীত। কেননা এতে اَصْل এই যে, তালাক সমস্ত দিবাভাগকে শামিল করবে, চাই فِيْ -কে উল্লেখ করা হোক অথবা হযফ করা হোক। **আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) দিনের শেষ ভাগের নিয়ত করার সময় উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।** সুতরাং সে যদি বলে اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا (তুমি আগামীকাল তালাক) এবং কোনো নিয়ত না করে, তাহলে দিনের প্রথম ভাগে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি দিনের শেষ ভাগের নিয়ত করে, তাহলে دِيَانَتْ-এর দিক বিবেচনায় বিশ্বাস করা হবে, কাজির বিচারের হিসেবে নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَيْ فِيْ كَوْنِ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু গ্রন্থকার (র.) -এর বাহ্যিক বক্তব্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের আলিমগণ فِيْ হযফ হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন, অর্থৎ فِيْ কি হযফ হবে না উল্লেখ থাকবে? অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; বরং সর্বসম্মতভাবে فِيْ -কে হযফ করা জায়েজ আছে। ব্যাখ্যাকার (র.) তাঁর এই বক্তব্যের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اَيْ فِيْ كَوْنِ الخ এটাই গ্রন্থকার (র.)-এর মূল উদ্দেশ্য। আর এটার বিশদ বিবারণ এই যে, তারা এই ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন যে, فِيْ হযফ হবে না উল্লেখ থাকবে। অর্থাৎ এদের কোনোটি فِيْ -এর مَدْخُوْل -কে সম্পূর্ণভাবে শামিল করাকে কামনা করবে। যদ্দরুন فِيْ-এর পূর্ববর্তী বিষয়ের জন্য পরবর্তী বিষয় مِعْيَارْ হবে এবং পূর্ববর্তী বিষয় হতে অতিরিক্ত হবে না। আর কোনোটি فِيْ -এর مَدْخُوْل সম্পূর্ণভাবে শামিল করাকে কামনা করবে না। যদ্দরুন فِيْ -এর পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের জন্য ظَرْف হবে এবং তা হতে অতিরিক্ত হবে।

وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ يَقَعُ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِنْ لَمْ يَنْوِ وَإِنْ نَوَى آخِرَهُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً وَقَضَاءً لِأَنَّ ذِكْرَ فِيْ لَايَقْتَضِي الْاِسْتِيْعَابَ عِنْدَهُ وَنَظِيْرُ هٰذَا لَأَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ وَفِي الدَّهْرِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِيْ اِسْتِيْعَابَ الْعُمْرِ بِخِلَافِ الثَّانِيْ وَإِذَا أُضِيْفَ إِلٰى مَكَانٍ بِأَنْ يَقُوْلَ أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ مَكَّةَ يَقَعُ حَالًا لِأَنَّ الْمَكَانَ لَايَصْلُحُ مُقَيِّدًا لِلطَّلَاقِ إِذِ الطَّلَاقُ إِذَا يَقَعُ يَقَعُ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا فَيَلْغُوْ ذِكْرُ الْمَكَانِ إِلَّا أَنْ يُضْمَرَ الْفِعْلُ أَيِ الْمَصْدَرُ بِأَنْ يُّرَادَ فِيْ دُخُوْلِكِ مَكَّةَ فَيَصِيْرُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَكَأَنَّهُ قِيْلَ حِيْنَئِذٍ إِنْ دَخَلْتِ مَكَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتُطَلَّقُ مَعَ الدُّخُوْلِ لَا بَعْدَ الدُّخُوْلِ كَمَا فِيْ حَقِيْقَةِ الشَّرْطِ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِكَاحِكِ لَايَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَكَحَهَا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُكِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ قَالَ যদি বলে أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ তুমি আগামীকালের মধ্যে তালাক يَقَعُ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ তবে দিনের প্রথম অংশেই তালাক হয়ে যাবে إِنْ لَمْ يَنْوِ যদি কোনো নিয়ত না করে وَإِنْ نَوَى آخِرَهُ আর যদি দিনের শেষ অংশের নিয়ত করে يُصَدَّقُ دِيَانَةً وَقَضَاءً তবে دِيَانَتْ ও قَضَاء উভয় দিকের হিসেবে তাকে বিশ্বাস করা হবে لِأَنَّ ذِكْرَ فِيْ কেননা فِيْ -এর উল্লেখ لَا يَقْتَضِي الْاِسْتِيْعَابَ সম্পূর্ণ বস্তুকে শামিল করাকে কামনা করে না عِنْدَهُ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَنَظِيْرُ هٰذَا আর এর দৃষ্টান্ত হলো لَأَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ وَفِي الدَّهْرِ আমি অবশ্যই যুগে রোজা রাখব এবং যুগের মধ্যে রোজা রাখব فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِيْ اِسْتِيْعَابَ الْعُمْرِ প্রথমটি সারা জীবনকে শামিল করা কামনা করে بِخِلَافِ الثَّانِيْ এটা দ্বিতীয়টির বিপরীত وَإِذَا أُضِيْفَ إِلٰى مَكَانٍ আর فِيْ শব্দটিকে যখন স্থানের দিকে সম্বন্ধ করা হবে بِأَنْ يَقُوْلَ যেমন কেউ বলবে أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ مَكَّةَ তুমি মক্কার মধ্যে তালাক يَقَعُ حَالًا তাহলে সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে لِأَنَّ الْمَكَانَ لَايَصْلُحُ مُقَيِّدًا لِلطَّلَاقِ কেননা কোনো স্থান তালাকের জন্য শর্ত হওয়ার উপযোগী নয় إِذِ الطَّلَاقُ إِذَا يَقَعُ কারণ তালাক যখন সংঘটিত হয় يَقَعُ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا তখন সর্বত্রই সংঘটিত হয় فَيَلْغُوْ ذِكْرُ الْمَكَانِ কাজেই স্থানের উল্লেখ অনর্থক হবে إِلَّا أَنْ يُضْمَرَ الْفِعْلُ তবে যদি فِعْل কে উহ্য মানা হয় أَيِ الْمَصْدَرُ অর্থাৎ مَصْدَر কে উহ্য ধরা হয় بِأَنْ يُّرَادَ এভাবে যে সে উদ্দেশ্য করল أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ دُخُوْلِكِ مَكَّةَ মক্কায় প্রবিষ্ট হওয়ার সময় তুমি তালাক فَيَصِيْرُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ সুতরাং এটা শর্তের অর্থে হয়ে যাবে فَكَأَنَّهُ قِيْلَ حِيْنَئِذٍ কাজেই এমতাবস্থায় যেন বলা হয়েছে যে إِنْ دَخَلْتِ مَكَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ তুমি মক্কায় প্রবেশ করলে তালাক হয়ে যাবে فَتُطَلَّقُ مَعَ الدُّخُوْلِ তাহলে প্রবেশের সাথে সাথেই তালাক হয়ে যাবে لَا بَعْدَ الدُّخُوْلِ প্রবেশের পর হবে না كَمَا فِيْ حَقِيْقَةِ الشَّرْطِ যেমনটি প্রকৃত শর্তের বেলায় হয়ে থাকে يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ এ বক্তব্যকে ঐ বক্তব্য সহায়তা করে لَوْ قَالَ যদি বলে أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِكَاحِكِ তোমার বিবাহের সাথে তুমি তালাক لَايَقَعُ الطَّلَاقُ তাহলে তালাক হবে না وَإِنْ نَكَحَهَا যদিও তাকে বিবাহ করে وَلَوْ قَالَ আর যদি বলে أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُكِ আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে তুমি তালাক يَقَعُ الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ তবে বিবাহ সংঘটিত হবার পর তালাক হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : যদি বলে أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ (তুমি আগামীকালের মধ্যে তালাক।) তাহলে যদি কোনো নিয়ত না করে, তবে দিনের প্রথম অংশেই তালাক হয়ে যাবে। আর যদি দিনের শেষ অংশের নিয়ত করে, তবে دِيَانَتْ ও قَضَاء উভয় দিকের হিসেবে তাকে বিশ্বাস করা হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে فِيْ-এর উল্লেখ সম্পূর্ণ বস্তুকে শামিল করাকে কামনা করে না। আর এর দৃষ্টান্ত হলো لَأَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ وَفِي الدَّهْرِ (আমি অবশ্যই যুগে রোজা রাখব এবং যুগের মধ্যে রোজা রাখব)। প্রথমটি সারা জীবনকে শামিল করা কামনা করে। এটা দ্বিতীয়টির বিপরীত। **আর فِيْ শব্দটিকে যখন স্থানের দিকে সম্বন্ধ করা হবে**। যেমন কেউ বলবে أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ مَكَّةَ (তুমি মক্কার মধ্যে তালাক।) **তাহলে সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে**। কেননা কোনো স্থান তালাকের জন্য শর্ত হওয়ার উপযোগী নয়। কারণ তালাক যখন সংঘটিত হয় তখন সর্বত্রই সংঘটিত হয়। কাজেই স্থানের উল্লেখ অনর্থক হবে। **তবে যদি فِعْل -কে উহ্য মানা হয়**। অর্থাৎ مَصْدَر-কে উহ্য ধরা হয়। এভাবে যে, সে উদ্দেশ্য করল أَنْتِ طَالِقٌ فِيْ دُخُوْلِكِ مَكَّةَ (মক্কায় প্রবিষ্ট হওয়ার সময় তুমি তালাক)। **সুতরাং এটা শর্তের অর্থে হয়ে যাবে**। কাজেই এমতাবস্থায় যেন বলা হয়েছে যে, إِنْ دَخَلْتِ مَكَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (তুমি মক্কায় প্রবেশ করলে তালাক হয়ে যাবে।) তাহলে প্রবেশের সাথে সাথেই তালাক হয়ে যাবে, প্রবেশের পর হবে না। যেমনটি প্রকৃত শর্তের বেলায় হয়ে থাকে। এ বক্তব্যকে ঐ বক্তব্য সহায়তা করে যদি বলে أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِكَاحِكِ (তোমার বিবাহের সাথে তুমি তালাক) তাহলে তালাক হবে না, যদিও তাকে বিবাহ করে। আর যদি বলে أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُكِ (আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে তুমি তালাক) তবে বিবাহ সংঘটিত হবার পর তালাক হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَنَّ ذِكْرَ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতে ظَرْف -এর মধ্যে فِيْ উল্লেখ করা ও না করার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, فِيْ-কে হযফ করার সময় مَظْرُوْف (পাত্রস্থিত বস্তু) ظَرْف -এর সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই مَفْعُوْل بِهٖ ظَرْف -এর ন্যায় হয়ে গেছে। আর এটা সম্পূর্ণ বস্তুকে শামিল করাকে কামনা করে। পক্ষান্তরে فِيْ-কে উল্লেখ করলে ظَرْف স্বীয় হুকুমে অবশিষ্ট থেকে যায়। আর এর অংশ বিশেষের মধ্যে فِعْل সংঘটিত হয়ে থাকে। কাজেই اِسْتِيْعَابْ সম্পূর্ণ অংশকে শামিল করা আবশ্যক হবে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا أُضِيْفَ الخ -এর আলোচনা : এখানে তালাক ও আজাদীকে বিশেষ কোনো স্থানের দিকে সম্বন্ধ করলে তার বিধান কি হবে? সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ তালাক বা আজাদীকে কোনো স্থানের দিকে ইযাফত করা হলে তৎক্ষণাৎ তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। ঠিক এরূপ অন্যান্য বিষয়াদি যেগুলো বিশেষ কোনো স্থানের সাথে খাস নয় সেগুলোরই ও এই একই অবস্থা হবে।

مَبْحَثُ اَسْمَاءِ الظُّرُوْفِ

আসমায়ে যুরূফ-এর আলোচনা

وَلَمَّا ذَكَرَ اَنَّ فِىْ لِلظَّرْفِيَّةِ اَوْرَدَ بِتَقْرِيْبِهِ بَيَانَ بَاقِىْ اَسْمَاءِ الظُّرُوْفِ الْمُضَافَةِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ حُرُوْفَ جَرٍّ فَقَالَ وَمِنْهَا اَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ فَمَعَ لِلْمُقَارَنَةِ اَىْ لِمُقَارَنَةِ مَا بَعْدَهَا لِمَا قَبْلَهَا فَاِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَمَعَ وَاحِدَةٍ اَوْ مَعَهَا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْطُوْءَةً اَوْ لَا وَقَبْلَ لِلتَّقْدِيْمِ اَىْ لِكَوْنِ مَا قَبْلَهَا مُقَدَّمًا عَلٰى مَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ وَبَعْدُ لِلتَّاخِيْرِ اَىْ لِكَوْنِ مَا قَبْلَهَا مُؤَخَّرًا عَمَّا اُضِيْفَ اِلَيْهِ وَحُكْمُهَا فِى الطَّلَاقِ ضِدُّ حُكْمِ قَبْلَ اَىْ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ يَقَعُ فِىْ لَفْظِ قَبْلُ طَلَاقٌ وَاحِدٌ يَقَعُ فِىْ لَفْظِ بَعْدُ طَلَاقَانِ وَفِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ يَقَعُ فِىْ لَفْظِ قَبْلُ طَلَاقَانِ يَقَعُ فِىْ لَفْظِ بَعْدُ طَلَاقٌ وَاحِدٌ عَلٰى مَاقَالَ وَاِذَا قُيِّدَتْ بِالْكِنَايَةِ كَانَتْ صِفَةً لِمَا بَعْدَهَا اَىْ اِذَا قُيِّدَ كُلٌّ مِنَ الْقَبْلِ وَالْبَعْدِ بِالْكِنَايَةِ بِاَنْ يَقُوْلَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ تَكُوْنُ الْقَبْلِيَّةُ اَوِ الْبَعْدِيَّةُ صِفَةً لِمَا بَعْدَهَا فِى الْمَعْنٰى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا ذَكَرَ اَنَّ فِىْ لِلظَّرْفِيَّةِ যখন লেখক উল্লেখ করলেন যে, فِىْ শব্দটি ظَرْفِيَّتْ-এর জন্য হয়ে থাকে اَوْرَدَ بِتَقْرِيْبِهِ بَيَانَ بَاقِىْ اَسْمَاءِ الظُّرُوْفِ তখন তার সৌজন্যে অবশিষ্ট اِسْم ظَرف গুলোর আলোচনার অবতারণা করেছেন الْمُضَافَةِ সেগুলো অন্যের দিকে মুযাফ হয়ে থাকে وَاِنْ لَمْ تَكُنْ حُرُوْفَ جَرٍّ যদিও এরা حُرُوْف جَر নয় فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন যে, وَمِنْهَا اَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ তন্মধ্যে এক প্রকার হলো ইসমে যরফসমূহ فَمَعَ لِلْمُقَارَنَةِ সুতরাং مَعَ শব্দটি সংযোগ-এর অর্থের জন্য হয়ে থাকে اَىْ لِمُقَارَنَةِ مَا بَعْدَهَا অর্থাৎ এর পরবর্তী বিষয়কে সংযুক্ত করার জন্য হয়ে থাকে لِمَا قَبْلَهَا পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে فَاِذَا قَالَ কাজেই যখন বলবে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ اَوْ مَعَهَا وَاحِدَةً তুমি এক তালাকের সাথে এক তালাক অথবা এর সাথে এক তালাক يَقَعُ ثِنْتَانِ তাহলে দুই তালাক হবে سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْطُوْءَةً اَوْلَا চাই স্ত্রী সহবাসকৃতা হোক বা সহবাসকৃতা না হোক وَقَبْلُ لِلتَّقْدِيْمِ আর قَبْلُ পূর্বে করার অর্থে হয়ে থাকে اَىْ لِكَوْنِ مَا قَبْلَهَا مُقَدَّمًا অর্থাৎ قَبْلُ-এর পূর্ববর্তী বিষয়কে مُقَدَّمْ করার জন্য হয়ে থাকে عَلٰى مَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ-এর مُضَافْ اِلَيْهِ-এর উপর وَبَعْدُ لِلتَّاخِيْرِ আর بَعْدُ শব্দটি تَاخِيْر (অন্যকে পিছনে নেওয়া)-এর জন্য হয়ে থাকে اَىْ لِكَوْنِ مَا قَبْلَهَا مُؤَخَّرًا অর্থাৎ بَعْدُ-এর পূর্ববর্তী বিষয়কে পরে নেওয়ার জন্য হয়ে থাকে عَمَّا اُضِيْفَ اِلَيْهِ-এর مُضَافْ اِلَيْهِ হতে وَحُكْمُهَا فِى الطَّلَاقِ ضِدُّ حُكْمِ قَبْلَ আর তালাকের মধ্যে بَعْدُ-এর হুকুম قَبْلُ-এর হুকুমের বিপরীত اَىْ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ يَقَعُ فِىْ لَفْظِ قَبْلُ طَلَاقٌ وَاحِدٌ অর্থাৎ যত স্থানে قَبْلُ শব্দের মধ্যে এক তালাক হবে يَقَعُ فِىْ لَفْظِ بَعْدُ طَلَاقَانِ ততস্থানে بَعْدُ শব্দের মধ্যে দু' তালাক হবে وَفِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ يَقَعُ فِىْ لَفْظِ قَبْلُ طَلَاقَانِ আর যতস্থানে قَبْلُ শব্দের মধ্যে দু তালাক হবে يَقَعُ فِىْ لَفْظِ بَعْدُ طَلَاقٌ وَاحِدٌ ততস্থানে بَعْدُ শব্দের মধ্যে এক তালাক হবে عَلٰى مَا قَالَ যেমন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন وَاِذَا قُيِّدَتْ بِالْكِنَايَةِ আর যখন قَبْلُ ও بَعْدُ কে كِنَايَة-এর দ্বারা قَيْد করা হবে كَانَتْ صِفَةً لِمَا بَعْدَهَا তখন তা তার পরবর্তী বিষয়ের সিফাত হবে اَىْ اِذَا قِيْلَ كُلٌّ مِنَ الْقَبْلِ وَالْبَعْدِ بِالْكِنَايَةِ অর্থাৎ قَبْلُ ও بَعْدُ প্রত্যেকটিকে যখন كِنَايَة-এর দ্বারা قَيْد করা হবে بِاَنْ يَقُوْلَ এবং এভাবে বলা হবে যে, اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ اَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ

অর্থাৎ তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক অথবা এক তালাকের পর এক তালাক تَكُوْنُ الْقَبْلِيَّةُ اَوِ الْبَعْدِيَّةُ তখন صِفَةٌ لِمَا بَعْدَهَا فِى الْمَعْنٰى হবে بَعْدِيَّتْ ও قَبْلِيَّتْ অর্থের দিক দিয়ে তাদের পরবর্তী বিষয়ের সিফাত।

সরল অনুবাদ : যখন লেখক উল্লেখ করলেন যে, فِىْ শব্দটি ظَرْفِيَّتْ -এর জন্য হয়ে থাকে, তখন এর সৌজন্যে অবশিষ্ট اِسْم ظَرْف গুলোর আলোচনার অবতারণা করেছেন। সেগুলো অন্যের দিকে মুযাফ হয়ে থাকে। যদিও এরা حُرُوْف جَر নয়। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, **তন্মধ্যে এক প্রকার হল اَسْمَاء ظُرُوْف (ইসমে যরফসমূহ)। সুতরাং مَعَ শব্দটি مُقَارَنَتْ (সংযোগ) -এর অর্থের জন্য হয়ে থাকে।** অর্থাৎ এর পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে পরবর্তী বিষয়কে সংযুক্ত করার জন্য হয়ে থাকে। কাজেই যখন বলবে– "اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ اَوْ مَعَهَا وَاحِدَةً" (তুমি এক তালাকের সাথে এক তালাক, অথবা এর সাথে এক তালাক) তাহলে দুই তালাক হবে। চাই স্ত্রী সহবাসকৃতা হোক বা সহবাসকৃতা না হোক। **আর قَبْلُ পূর্বে করার অর্থে হয়ে থাকে।** অর্থাৎ قَبْلُ -এর পূর্ববর্তী বিষয়কে এর مُضَاف اِلَيْه -এর উপর مُقَدَّمْ করার জন্য হয়ে থাকে। **আর بَعْدُ শব্দটি تَاخِير (অন্যকে পিছনে নেওয়া) -এর জন্য হয়ে থাকে।** অর্থাৎ بَعْدُ -এর পূর্ববর্তী বিষয়কে এর পরে নেয়ার জন্য হয়ে থাকে। **আর তালাকের মধ্যে بَعْدُ -এর হুকুম قَبْلُ -এর হুকুমের বিপরীত।** অর্থাৎ যত স্থানে قَبْلُ শব্দের মধ্যে এক তালাক হবে ততস্থানে بَعْدُ শব্দের পর দু' তালাক হবে। আর যত স্থানে قَبْلُ শব্দের মধ্যে দু' তালাক হবে, ততস্থানে بَعْدُ শব্দের মধ্যে এক তালাক হবে। যেমন, গ্রন্থকার (র.) বলেছেন। **আর যখন قَبْلُ ও بَعْدُ -কে كِنَايَه -এর দ্বারা قَيْد করা হবে তখন তা তার পরবর্তী বিষয়ের সিফাত হবে।** অর্থাৎ قَبْلُ ও بَعْدُ প্রত্যেকটিকে যখন كِنَايَة -এর দ্বারা قَيْد করা হবে এবং এভাবে বলা হবে যে, اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ اَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ তখন قَبْلِيَّتْ ও بَعْدِيَّتْ অর্থের দিক দিয়ে তদের পরবর্তী বিষয়ের সিফাত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْرَدَ بِتَقْرِيْبِهِ الخ -এর আলোচনা : মুনহিয়া নামক কিতাবে আছে যে, অধিকাংশ নুস্খায় এরূপ রয়েছে। কোনো কোনো নুস্খায় যা রয়েছে তাতে এরূপ সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা এ ক্ষেত্রে ঐ সব নুস্খায় বলা হয়েছে যে, وَمِنْهَا الْحُرُوْفُ الْقَسْمُ الخ অর্থাৎ حُرُوْف مَعَانِىْ -এর প্রকার হলো শপথের হরফসমূহ। আর সেগুলো হলো– بَاء ، وَاوْ ، تَاء এবং সেগুলোকে শপথের অর্থের জন্য وضع (গঠন) করা হয়েছে। আর তা হলো اَيْمُ اللّٰهِ -আর যা শপথের অর্থকে সহযোগিতা করে। আর তা হলো لَعَمْرُ اللّٰهِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, وَمِنْهَا اسماء الظروف আর এরা হলো مَعَ যা مُقَارَنَتْ -এর অর্থের জন্য হয়ে থাকে।

وَإِنْ كَانَتْ بِحَسْبِ التَّرْكِيْبِ النَّحْوِيِّ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ طَلَاقَانِ وَفِي الثَّانِيْ طَلَاقٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَوَّلِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً الَّتِيْ سَبَقَتْهَا وَاحِدَةٌ أُخْرَى فَتَقَعَانِ مَعًا فِي الْحَالِ وَمَعْنَى الثَّانِيْ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً الَّتِيْ سَتَجِيْئُ بَعْدَهَا أُخْرَى فَتَقَعُ هٰذِهٖ فِي الْحَالِ وَلَا يُعْلَمُ مَا سَيَجِيْئُ وَإِذَا لَمْ تُقَيَّدْ كَانَتْ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا أَيْ إِذَا لَمْ يُقَيَّدْ كُلٌّ مِنَ الْقَبْلِ وَالْبَعْدِ بِالْكِنَايَةِ بِأَنْ يَقُوْلَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَكُوْنُ الْقَبْلِيَّةُ وَالْبَعْدِيَّةُ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ طَلَاقٌ وَفِي الثَّانِيْ طَلَاقَانِ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَوَّلِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً الَّتِيْ كَانَتْ قَبْلَ الْوَاحِدَةِ الْأُخْرَى الْآتِيَةِ فَتَقَعُ الْأُوْلٰى وَلَا يُعْلَمُ حَالُ الْآتِيَةِ وَمَعْنَى الثَّانِيْ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً الَّتِيْ كَانَتْ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ الْأُخْرَى الْمَاضِيَةِ فَتَقَعَانِ مَعًا وَهٰذَا كُلُّهٗ فِي الطَّلَاقِ وَأَمَّا فِي الْإِقْرَارِ فَيَلْزَمُ فِيْ قَوْلِهٖ لَهٗ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَفِي الصُّوَرِ الْأُخَرِ يَلْزَمُهٗ دِرْهَمَانِ هٰكَذَا قَالُوْا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنْ كَانَتْ بِحَسْبِ التَّرْكِيْبِ النَّحْوِيِّ যদিও নাহবী তারকীব অনুযায়ী এরা صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا পূর্ববর্তী বিষয়ের সিফাত হবে فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ طَلَاقَانِ কাজেই প্রথম অবস্থায় দুই তালাক হবে وَفِي الثَّانِيْ طَلَاقٌ وَاحِدٌ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় এক তালাক لِأَنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ কেননা প্রথম বাক্যটির অর্থ এই যে أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً তুমি এক তালাক الَّتِيْ سَبَقَتْهَا وَاحِدَةٌ أُخْرَى যার পূর্বে অপর এক তালাক হয়ে গেছে فَتَقَعَانِ مَعًا فِي الْحَالِ কাজেই একসাথে দুই তালাক হয়ে যাবে وَمَعْنَى الثَّانِيْ আর দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হলো أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً তুমি এক তালাক الَّتِيْ سَتَجِيْئُ بَعْدَهَا أُخْرَى যার পর শীঘ্রই আরেক তালাক আসছে فَتَقَعُ هٰذِهٖ فِي الْحَالِ সুতরাং একটি তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে وَلَا يُعْلَمُ مَا سَيَجِيْئُ আর যা শীঘ্রই আসছে তা জানা যায়নি وَإِذَا لَمْ تُقَيَّدْ আর যখন قَيْد করা না হয় كَانَتْ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا তখন এটা مَا قَبْل -এর সিফাত হবে أَيْ إِذَا لَمْ يُقَيَّدْ كُلٌّ مِنَ الْقَبْلِ وَالْبَعْدِ بِالْكِنَايَةِ অর্থাৎ بَعْدُ ও قَبْلُ -এর প্রত্যেকটিকে যখন كِنَايَة -এর দ্বারা হবে না بِأَنْ يَقُوْلَ যেমন এভাবে বলবে যে أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক অথবা তুমি এক তালাকের পরে এক তালাক تَكُوْنُ الْقَبْلِيَّةُ وَالْبَعْدِيَّةُ তাহলে قَبْلِيَّتْ ও بَعْدِيَّتْ হবে صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا -এর পূর্ববর্তী বিষয়ের সিফাত فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ طَلَاقٌ সুতরাং প্রথম অবস্থায় এক তালাক হবে وَفِي الثَّانِيْ طَلَاقَانِ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় দু' তালাক হবে لِأَنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ কেননা প্রথমটির অর্থ হলো أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً তুমি এমন এক তালাক الَّتِيْ كَانَتْ قَبْلَ الْوَاحِدَةِ الْأُخْرَى الْآتِيَةِ যা অপর একটি আসন্ন তালাকের পূর্বে হয়েছে فَتَقَعُ الْأُوْلٰى কাজেই প্রথম তালাকটি হয়ে যাবে وَلَا يُعْلَمُ حَالُ الْآتِيَةِ আর আসন্ন তালাকটির অবস্থা জানা যাবেনা وَمَعْنَى الثَّانِيْ আর দ্বিতীয়টির অর্থ এই যে أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً তুমি এমন তালাক الَّتِيْ كَانَتْ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ الْأُخْرَى الْمَاضِيَةِ যা আরেকটি বিগত তালাকের পরে হয়েছে فَتَقَعَانِ مَعًا কাজেই উভয় তালাক এক সঙ্গে হয়ে যাবে وَهٰذَا كُلُّهٗ فِي الطَّلَاقِ আর এসব হুকুম তালাকের বেলায় প্রযোজ্য وَأَمَّا فِي الْإِقْرَارِ কিন্তু স্বীকারোক্তির বেলায় فَيَلْزَمُ فِيْ قَوْلِهٖ কারো কথা এর মধ্যে লাযেম হবে لَهٗ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ আমার উপর তার জন্য এক দিরহামের পূর্বে এক দিরহাম دِرْهَمٌ وَاحِدٌ এক দিরহাম وَفِي الصُّوَرِ الْأُخَرِ আর অপরাপর অবস্থাসমূহে يَلْزَمُهٗ دِرْهَمَانِ দু' দিরহাম ওয়াজিব হবে هٰكَذَا قَالُوْا উসূলবিদগণ অনুরূপই বলেছেন।

সরল অনুবাদ : যদিও নাহবী তারকীব অনুযায়ী এরা পূর্ববর্তী বিষয়ের সিফাত হবে। কাজেই প্রথম অবস্থায় দুই তালাক এবং দ্বিতীয় অবস্থায় এক তালাক হবে। কেননা প্রথম বাক্যটির অর্থ এই যে, তুমি এক তালাক যার পূর্বে অপর এক তালাক হয়ে গেছে। কাজেই এক সাথে দুই তালাক হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হলো, তুমি এক তালাক যার পর শীঘ্রই আরেক তালাক আসছে। সুতরাং একটি তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে। আর যা শীঘ্রই আসবে তা জানা যায়নি। আর যখন قَيْد করা না হয় তখন এটা مَاقَبْل -এর সিফাত হবে। অর্থাৎ بَعْدُ ও قَبْلُ -এর প্রত্যেকটিকে যখন كِنَايَه -এর দ্বারা হবে না যেমন এভাবে বলবে যে, أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ তাহলে قَبْلِيَّتْ ও بَعْدِيَّتْ-এর পূর্ববর্তী বিষয়ের সিফাত হবে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় এক তালাক হবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় দু' তালাক হবে। কেননা প্রথমটির অর্থ হলো "তুমি এমন এক তালাক যা অপর একটি আসন্ন তালাকের পূর্বে হয়েছে" কাজেই প্রথম তালাকটি হয়ে যাবে। আর আসন্ন তালাকটির অবস্থা জানা যাবে না। আর দ্বিতীয়টির অর্থ এই যে, তুমি এমন তালাক যা আরেকটি বিগত তালাকের পরে হয়েছে। কাজেই উভয় তালাক একসঙ্গে হয়ে যাবে। আর এ সব হুকুম তালাকের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু স্বীকারোক্তির বেলায় কারো কথা لَهٗ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ -এর মধ্যে এক দিরহাম লাযেম হবে। আর অপর্যাপর অবস্থাসমূহে দু' দিরহাম ওয়াজিব হবে। উসূলবিদগণ অনুরূপই বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَانَتْ الخ -এর আলোচনা : উক্ত নিয়মটি جَاءَنِيْ رَجُلٌ قَبْلَ زَيْدٍ غُلَامُهٗ ইত্যাকার বাক্যের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। কেননা এখানে قَبْلُ ইসমে জাহেরের দিকে মুযাফ হয়েছে। অথচ এটা তার পূর্ববর্তী বিষয়ের সিফাত। যেমন কোনো কোনো হাশিয়াকার (র.) বলেছেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এ নিয়মটি তখন প্রযোজ্য যখন قَبْلُ -এর পর إِسْمٌ ظَاهِرٌ না হবে, مُضَافٌ إِلَيْهِ ব্যতীত। আর এমতাবস্থায় নিয়মটি ভঙ্গুল হবে না।

قَوْلُهٗ وَلَا يُعْلَمُ الخ -এর আলোচনা : এটা ব্যাখ্যাকার (র.) -এর একটি শৈথিল্য। আর এটা বলা উত্তম ছিল যে, এর পর তালাক হবে না। কেননা মহিলা সহবাসকৃতা নয়। কাজেই তার কোনো ইদ্দত নেই। সুতরাং তালাক হয়ে যাবার পর আর সে তালাকের মহল থাকে না।

وَعِنْدَ لِلْحَضْرَةِ فَاِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكَ عِنْدِىْ اَلْفُ دِرْهَمٍ كَانَ وَدِيْعَةً لِاَنَّ الْحَضْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحِفْظِ دُوْنَ اللُّزُوْمِ لِاَنَّ عِنْدَ يَكُوْنُ لِلْقُرْبِ وَالْقُرْبُ الْمُتَيَقَّنُ هُوَ قُرْبُ الْاَمَانَةِ دُوْنَ الدَّيْنِ لِاَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَلِهٰذَا اِذَا وَصَلَ بِهِ لَفْظُ الدَّيْنِ بِاَنْ يَقُوْلَ لَكَ عِنْدِىْ اَلْفٌ دَيْنًا يَكُوْنُ دَيْنًا وَغَيْرُ يُسْتَعْمَلُ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ وَيُسْتَعْمَلُ اِسْتِثْنَاءً لٰكِنَّ الْاِسْتِعْمَالَ الْاَوَّلَ اَصْلٌ فِيْهِ وَالثَّانِىْ تَبَعٌ فَهُوَ اَيْضًا دَاخِلٌ فِى الظُّرُوْفِ تَغْلِيْبًا كَقَوْلِهٖ لَهُ عَلَىَّ دِرْهَمٌ غَيْرُ دَانِقٍ بِالرَّفْعِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ تَامٌّ لِاَنَّهُ حِيْنَئِذٍ صِفَةٌ لِلدِّرْهَمِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى لَهُ عَلَىَّ الدِّرْهَمُ الَّذِىْ هُوَ مُغَايِرٌ لِلدَّانِقِ فَلَا يُسْتَثْنٰى مِنْهُ شَيْئٌ فَيَلْزَمُ دِرْهَمٌ تَامٌّ وَلَوْ قَالَ بِالنَّصْبِ كَانَ اِسْتِثْنَاءً فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ اِلَّا دَانِقًا وَهُوَ مِقْدَارُ سُدُسِ الدِّرْهَمِ وَسِوٰى مِثْلُ غَيْرُ فِىْ كَوْنِهٖ صِفَةً وَاِسْتِثْنَاءً وَهُوَ ظَرْفٌ فِى الْحَقِيْقَةِ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ اِعْرَابُهُ تَقْدِيْرِيًّا يُحَالُ عَلَى النِّيَّةِ وَلَعَلَّ الْقَاضِىْ لَا يُصَدِّقُهُ فِىْ صُوْرَةِ التَّخْفِيْفِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَ لِلْحَضْرَةِ আর عِنْدَ শব্দটি উপস্থিত বাক্যটি বুঝাবার জন্য হয়ে থাকে فَاِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ কাজেই কেউ যদি অন্যকে লক্ষ্য করে বলে যে لَكَ عِنْدِىْ اَلْفُ دِرْهَمٍ আমার নিকট তোমার এক হাজার দিরহাম আছে كَانَ وَدِيْعَةً তাহলে এটা আমানত হিসেবে গণ্য হবে لِاَنَّ الْحَضْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحِفْظِ কেননা নিকটে হওয়ার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটা তার হেফাজতে আছে دُوْنَ اللُّزُوْمِ এটা তার উপর লাযেম নয় لِاَنَّ عِنْدَ يَكُوْنُ لِلْقُرْبِ কেননা عِنْدَ নৈকট্য বুঝাবার জন্য হয়ে থাকে وَالْقُرْبُ الْمُتَيَقَّنُ هُوَ قُرْبُ الْاَمَانَةِ আর আমানতের নৈকট্য সন্দেহাতীত নৈকট্যই دُوْنَ الدَّيْنِ কর্জের নৈকট্য নয় لِاَنَّهُ مُحْتَمَلٌ করণ তা সন্দেহজনক وَلِهٰذَا اِذَا وَصَلَ بِهِ لَفْظُ الدَّيْنِ কাজেই যদি এর সাথে دَيْنٌ (কর্জ) শব্দ যোগ করা হয় بِاَنْ يَقُوْلَ যেমন এভাবে বলা হয় যে لَكَ عِنْدِىْ اَلْفٌ دَيْنًا আমার নিকট তোমার এক হাজার কর্জ হিসেবে আছে يَكُوْنُ دَيْنًا তাহলে কর্জ হবে وَغَيْرُ يُسْتَعْمَلُ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ আর غَيْرُ শব্দটি نَكِرَة-এর সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে وَيُسْتَعْمَلُ اِسْتِثْنَاءً এবং اِسْتِثْنَاء হিসেবে ব্যবহৃত হয় لٰكِنَّ الْاِسْتِعْمَالَ الْاَوَّلَ اَصْلٌ فِيْهِ তবে এর মধ্যে প্রথম ব্যবহারটি আসল وَالثَّانِىْ تَبَعٌ আর দ্বিতীয়টি অনুগামী فَهُوَ اَيْضًا دَاخِلٌ فِى الظُّرُوْفِ تَغْلِيْبًا আর এটাও অধিকাংশ প্রয়োগের হিসেবে ظُرُوْف-এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে كَقَوْلِهٖ যথা– কারো বক্তব্য لَهُ عَلَىَّ دِرْهَمٌ غَيْرُ دَانِقٍ অর্থাৎ তার জন্য আমার উপর এক দিরহাম এক دَانِقٌ নয় بِالرَّفْعِ এখানে غَيْرُ শব্দটি রফা বিশিষ্ট হবে فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ تَامٌّ কাজেই পূর্ণ এক দিরহাম আবশ্যক হবে لِاَنَّهُ حِيْنَئِذٍ صِفَةٌ لِلدِّرْهَمِ কেননা এ সময় غَيْرُ শব্দটি دِرْهَمٌ-এর সিফাত হবে فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى সুতরাং অর্থ হবে لَهُ عَلَىَّ الدِّرْهَمُ তার জন্য আমার উপর এক দিরহাম الَّذِىْ هُوَ مُغَايِرٌ لِلدَّانِقِ যা دانق হতে ভিন্ন فَلَا يُسْتَثْنٰى مِنْهُ شَيْئٌ এখানে দিরহাম হতে কোনো অংশ বাদ যাবে না فَيَلْزَمُ دِرْهَمٌ تَامٌّ কাজেই একটি পূর্ণ দিরহাম ওয়াজিব হবে وَلَوْ قَالَ আর যদি غَيْر শব্দটিকে নসব যোগে বলে بِالنَّصْبِ كَانَ اِسْتِثْنَاءً তাহলে এটা اِسْتِثْنَاء হবে فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ غَيْرَ دَانِقٍ এবং এক দানেক ব্যতীত অবশিষ্ট দিরহাম ওয়াজিব হবে وَهُوَ مِقْدَارُ سُدُسِ الدِّرْهَمِ আর এক দানেক এর পরিমাণ হলো এক দিরহামের এক ষষ্ঠাংশ وَسِوٰى مِثْلُ غَيْرُ আর سِوٰى শব্দটি غَيْر-এর ন্যায় فِىْ كَوْنِهٖ صِفَةً وَاِسْتِثْنَاءً সিফাত ও اِسْتِثْنَاء হওয়ার দিক বিবেচনায় وَهُوَ ظَرْفٌ فِى الْحَقِيْقَةِ আর প্রকৃতপক্ষে এটাও যরফ لٰكِنْ لَمَّا كَانَ اِعْرَابُهُ تَقْدِيْرِيًّا কিন্তু যেহেতু এর اِعْرَابٌ উহ্য থাকে يُحَالُ عَلَى النِّيَّةِ সেহেতু নিয়তের উপর সোপর্দ করা হয় وَلَعَلَّ الْقَاضِىْ لَا يُصَدِّقُهُ আর সম্ভবত বিচারক তাকে বিশ্বাস করবে না فِىْ صُوْرَةِ التَّخْفِيْفِ তাখফীফ-এর অবস্থায়।

সরল অনুবাদ : আর عِنْدَ শব্দটি حَضْرَةً (উপস্থিতি বাক্যটি) বুঝাবার জন্য হয়ে থাকে। কাজেই কেউ যদি অন্যকে লক্ষ্য করে বলে যে, لَكَ عِنْدِىْ اَلْفُ دِرْهَمٍ (আমার নিকট তোমার এক হাজার দিরহাম আছে) তাহলে এটা আমানত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নিকটে হওয়ার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটা তার হেফাজতে আছে। এটা তার উপর লাযেম নয়। কেননা عِنْدَ নৈকট্য বুঝাবার জন্য হয়ে থাকে, আর আমানতের নৈকট্য সন্দেহাতীত নৈকট্যই। কর্জের নৈকট্য নয়। কারণ তা সন্দেহজনক। কাজেই যদি এর সাথে دَيْن (কর্জ) শব্দ যোগ করা হয়, যেমন এভাবে বলা হয় যে, لَكَ عِنْدِىْ اَلْفٌ دَيْنًا (আমার নিকট তোমার এক হাজার কর্জ হিসেবে আছে।) তাহলে কর্জ হবে। আর غَيْرُ শব্দটি نَكِرَه -এর সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং اِسْتِثْنَاء হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এর মধ্যে প্রথম ব্যবহারটি اَصْل আর দ্বিতীয়টি تَابِعْ আর এটাও تَغْلِيْبًا (অধিকাংশ প্রয়োগের হিসেবে) ظُرُوْف -এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যথা– কারো বক্তব্য لَهٗ عَلَىَّ دِرْهَمٌ غَيْرُ دَانِقٍ অর্থাৎ তার জন্য আমার উপর এক দিরহাম এক دَانِقْ নয়। এখানে غَيْر শব্দটি রফা' বিশিষ্ট হবে। কাজেই পূর্ণ এক দিরহাম আবশ্যক হবে। কেননা এ সময় غَيْر শব্দটি دِرْهَمْ -এর সিফাত হবে। সুতরাং অর্থ হবে– لَهٗ عَلَىَّ الدِّرْهَمُ الَّذِىْ هُوَ مُغَايِرٌ لِلدَّانِقِ হতে ভিন্ন। এখন দিরহাম হতে কোনো অংশ বাদ যাবে না। কাজেই একটি পূর্ণ দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর যদি غَيْر শব্দটিকে নসব যোগে বলে তাহলে এটা اِسْتِثْنَاء হবে এবং এক দানেক ব্যতীত অবশিষ্ট দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর এক دَانِقْ -এর পরিমাণ হলো এক দিরহামের এক-ষষ্ঠাংশ ($\frac{1}{6}$)। আর سِوٰى শব্দটি غَيْر -এর ন্যায়। সিফাত ও اِسْتِثْنَاء হওয়ার দিক বিবেচনায়। আর প্রকৃতপক্ষে এটাও ظَرْف। কিন্তু যেহেতু এর اِعْرَابْ উহ্য থাকে সেহেতু নিয়তের উপর সোপর্দ করা হয়। আর সম্ভবত। تَخْفِيْف -এর অবস্থায় বিচারক তাকে বিশ্বাস করবেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَهُوَ اَيْضًا الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, غَيْر শব্দটি ظَرْف নয়। সুতরাং কেন একে ظُرُوْف اَسْمَاء -এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এটা সেই নুস্খা অনুযায়ী যা شَارِحْ -এর হস্তগত হয়েছিল। তবে সহীহ নস্খায় যা রয়েছে তা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারগণ পেয়েছেন এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হাতেও এসে পৌঁছেছে– সে অনুযায়ী এই উত্তর প্রদানের প্রয়োজনই পড়ে না। আর এ প্রশ্নও উত্থাপিত হয় না। কেননা সহীহ নুসখায় রয়েছে– وَمِنْهَا حُرُوْفُ الْاِسْتِثْنَاءِ وَاَصْلُ ذٰلِكَ اِلَّا وَغَيْر الخ

قَوْلُهٗ يُحَالُ عَلَى النِّيَّةِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ কেউ যদি এরূপ বলে যে, لَهٗ عَلَىَّ دِرْهَمٌ سِوَى الدَّانِقِ (আমার উপর তার এক দিরহাম রয়েছে এক দানেক ব্যতীত) তাহল বক্তার নিয়তের উপর নির্ভর করে যদি বক্তা سِوٰى -কে সিফাত হওয়া নিয়ত করে থাকে, তাহলে পূর্ণ এক দিরহাম ওয়াজিব হবে আর যদি سِوٰى -কে اِسْتِثْنَاء হওয়ার নিয়ত করে থাকে, তাহলে এক দানেক কম ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ فِىْ صُوْرَةِ التَّخْفِيْفِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ যদি বক্তা এরূপ বলে যে, لَهٗ عَلَىَّ دِرْهَمٌ سِوَى الدَّانِقِ (আমার উপর তার জন্য এক দিরহাম রয়েছে এক দানেক ব্যতীত)। আর অতঃপর বলে যে, আমি এতে اِسْتِثْنَاء-এর নিয়ত করেছি সিফাতের নিয়ত করিনি, তা হলে কাজি তার কথা বিশ্বাস নাও করতে পারে। কেননা, এতে এক দানেক কম হয়ে বক্তার জন্য تَخْفِيْف সহজ-সাধ্য হয়েছে।

مَبْحَثُ حُرُوْفِ الشَّرْطِ

হুরুফে শর্ত-এর আলোচনা

وَمِنْهَا حُرُوْفُ الشَّرْطِ فَإِنْ أَصْلٌ فِيْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ إِلَّا لِهٰذَا الْمَعْنٰى وَغَيْرُهَا يُسْتَعْمَلُ لِمَعَانٍ أُخَرَ وَلِهٰذَا غَلَبَ إِنْ فَسُمِّيَ الْكُلُّ بِحَرْفِ الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا إِسْمًا وَإِنَّمَا تَدْخُلُ عَلٰى أَمْرٍ مَعْدُوْمٍ عَلٰى خَطَرِ الْوُجُوْدِ وَلَيْسَ بِكَائِنٍ لَامُحَالَةَ فَلَاتُسْتَعْمَلُ فِيْمَا لَمْ يَكُنْ عَلٰى خَطَرِ الْوُجُوْدِ بَلْ مُحَالًا إِلَّا بِضَرْبٍ مِنَ التَّاوِيْلِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ لَوْ وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَلٰى أَمْرٍ كَائِنٍ لَا مُحَالَةَ إِلَّا بِالتَّاوِيْلِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ إِذَا فَإِذَا قَالَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطَلَّقْ حَتّٰى يَمُوْتَ أَحَدُهُمَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْهَا حُرُوْفُ الشَّرْطِ আর হুরূফে মা'আনীর এক প্রকার হচ্ছে হুরুফে শর্ত فَإِنْ أَصْلٌ فِيْهَا -এর মধ্যে إِنْ হচ্ছে মূল বা আসল لِأَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ إِلَّا لِهٰذَا الْمَعْنٰى যেহেতু এগুলো এই অর্থ ব্যতীত অন্যকোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না وَغَيْرُهَا يُسْتَعْمَلُ لِمَعَانٍ أُخَرَ আর অন্যান্য হরফে শর্ত অপরাপর (বহু) অর্থের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে وَلِهٰذَا غَلَبَ إِنْ তাই إِنْ অন্যান্যগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে فَسُمِّيَ الْكُلُّ بِحَرْفِ الشَّرْطِ সুতরাং সবগুলোকে হুরূফে শর্ত নামকরণ করা হয়েছে وإن كَانَ بَعْضُهَا إِسْمًا যদিও এদের কতিপয় ইসম وَإِنَّمَا تَدْخُلُ عَلٰى أَمْرٍ مَعْدُوْمٍ আর إِنْ শুধু এমন বিষয়ের উপর আসে যার অস্তিত্ব নেই عَلٰى خَطَرِ الْوُجُوْدِ তবে অস্তিত্বশীল হওয়ার আশংকা আছে وَلَيْسَ بِكَائِنٍ لَامُحَالَةَ অথচ অবশ্যই মওজুদ হয় না فَلَا تُسْتَعْمَلُ فِيْمَا সুতরাং তা ঐ বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় না لَمْ يَكُنْ عَلٰى خَطَرِ الْوُجُوْدِ যার অস্তিত্বের আশংকা নেই بَلْ مُحَالًا বরং এটা অসম্ভব إِلَّا بِضَرْبٍ مِنَ التَّاوِيْلِ কিন্তু কোনো তাবিলের আশ্রয় গ্রহণ করে এর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যেতে পারে لِأَنَّهُ مَحَلُّ لَوْ কেননা এটা لَوْ -এর মহল وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَلٰى أَمْرٍ كَائِنٍ لَا مُحَالَةَ আর যা হওয়া নিশ্চিত তার উপরও إِنْ আসে না إِلَّا بِالتَّاوِيْلِ তবে তাবিলের সাথে আসতে পারে لِأَنَّهُ مَحَلُّ إِذَا কেননা এটা إِذَا -এর স্থান فَإِذَا قَالَ কাজেই যখন বলবে যে, إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ তোমাকে আমি তালাক না দিলে তুমি তালাক لَمْ تُطَلَّقْ তাহলে তালাক হবে না حَتّٰى يَمُوْتَ أَحَدُهُمَا উভয়ের একজন মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত।

সরল অনুবাদ : আর হরূফে মা'আনীর এক প্রকার হচ্ছে হরূফে শর্ত। এর মধ্যে إن হচ্ছে মূল বা আসল। যেহেতু এগুলো এই অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আর অন্যান্য হরফে শর্ত অপরাপর (বহু) অর্থের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই إِنْ অন্যান্যগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সুতরাং সবগুলোকে হরফে শর্ত নামকরণ করা হয়েছে। যদিও এদের কতিপয় ইসম। **আর إِنْ শুধু এমন বিষয়ের উপর আসে যার অস্তিত্ব নেই। তবে অস্তিত্বশীল হওয়ার আশঙ্কা আছে। অথচ অবশ্যই তা মওজুদ হয় না।** সুতরাং তা ঐ বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় না যার অস্তিত্বের আশঙ্কা নেই। বরং এটা অসম্ভব। কিন্তু কোনো তাবিলের আশ্রয় গ্রহণ করে এর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যেতে পারে। কেননা এটা لَوْ -এর মহল। আর যা হওয়া নিশ্চিত তার উপরও إِنْ আসে না। তবে তাবিলের সাথে আসতে পারে। কেননা এটা إذا -এর স্থান। **কাজেই যখন বলবে যে, إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (তোমাকে আমি তালাক না দিলে তুমি তালাক) তাহলে উভয়ের একজন মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তালাক হবে না।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا لِهٰذَا الْمَعْنٰى الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ إِنْ শব্দটি কেবল শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে যে, এটা সঠিক নয়। কেননা إِنْ নেতিবাচকও হয়ে থাকে। এর উত্তরে বলা হবে যে, إِنْ -এর হরফ দু'টি। একটি শর্তের জন্য হয়ে থাকে। আর অপরটি نَفْي -এর জন্য হয়ে থাকে। কাজেই যা شَرْط -এর জন্য নির্ধারিত ও প্রণীত তা نَفْي -এর জন্য হয় না। আবার এ ব্যাখ্যাও দেয়া হয়ে থাকে যে, إِنْ হরফে শর্তের মধ্যে أَصْل হওয়ার অর্থ হলো এটা নিছক শর্তের অর্থে হয়ে থাকে। এতে ظَرْفِيَّةٌ বা ইত্যাকার কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। যেমনটি إذا ও مَتٰى -এর বেলায় হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ عَلٰى خَطَرِ الخ -এর আলোচনা : রদ্দুল মোখতার নামক কিতাবে আছে যে, خَطَرْ শব্দটি خ ও ط যবর বিশিষ্ট। خَطَرْ বলে যার অস্তিত্ব নেই, তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তার কথা عَلٰى خَطَرِ الْوُجُوْدِ -এর অর্থ হবে যা হওয়ার ও না হওয়ার মধ্যে দোদুল্যতা (অনিশ্চয়তা) রয়েছে।

قَوْلُهُ إِلَّا بِضَرْبٍ مِنَ التَّاوِيْلِ الخ -এর আলোচনা : إِنْ -কে যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার জন্য ব্যবহার করা হয় না; বরং যা না হওয়ার সম্ভাবনা তার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে তাবিলের মাধ্যমে ঐ ক্ষেত্রেও একে ব্যবহার করা যেতে পারে যার অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– বিশেষ কোনো রহস্যের কারণে مُحَال -কে مَشْكُوْك (সন্দেহজনক) -এর স্থলাভিষিক্ত করা।

لِاَنَّ هٰذَا الشَّرْطَ لَايُعْلَمُ قَطْعًا اِلَّا حِيْنَ مَوْتِ اَحَدِهِمَا فَاِنَّهٗ قَبْلَ الْمَوْتِ يُمْكِنُ فِىْ كُلِّ حِيْنٍ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَاِذَا لَمْ يُطَلِّقْ وَشَارَفَ مَوْتُ الزَّوْجِ تُطَلَّقُ وَتَحْرُمُ عَنِ الْمِيْرَاثِ اِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا لِاَنَّ اِمْرَاَةَ الْفَارِّ تَرِثُ بَعْدَ الدُّخُوْلِ وَكَذَا اِذَا شَارَفَ مَوْتُ الْمَرْاَةِ تُطَلَّقُ اَلْبَتَّةَ لِاَنَّهٗ تَحَقَّقَ الشَّرْطُ حِيْنَئِذٍ وَاِذَا عِنْدَ نُحَاةِ الْكُوْفَةِ تَصْلُحُ لِلْوَقْتِ وَالشَّرْطِ عَلَى السَّوَاءِ فَيُجَازِىْ بِهَا مَرَّةً وَلَا يُجَازِىْ بِهَا اُخْرٰى يَعْنِىْ اَنَّهَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الظَّرْفِ وَالشَّرْطِ فَتُسْتَعْمَلُ تَارَةً عَلٰى اِسْتِعْمَالِ كَلِمِ الْمُجَازَاةِ مِنْ جَعْلِ الْاَوَّلِ سَبَبًا وَالثَّانِىْ مُسَبَّبًا وَمِنْ جَزْمِ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا وَ دُخُوْلِ الْفَاءِ فِىْ جَزَائِهَا وَتَارَةً عَلٰى اِسْتِعْمَالِ كَلِمَاتِ الظُّرُوْفِ مِنْ غَيْرِ جَزْمٍ وَ دُخُوْلِ فَاءٍ فِيْمَا بَعْدَهَا وَاِنْ كَانَ الْمَذْكُوْرُ بَعْدَهَا كَلِمَتَيْنِ عَلٰى نَمَطِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ مِثَالُ الْاَوَّلِ شِعْرٌ ـ

وَاسْتَغْنِ مَا اَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنٰى * وَاِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ هٰذَا الشَّرْطَ لَايُعْلَمُ قَطْعًا কেননা এ শর্তটি নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না اِلَّا حِيْنَ مَوْتِ اَحَدِهِمَا উভয়ের একজন মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত فَاِنَّهٗ قَبْلَ الْمَوْتِ কেননা মৃত্যুর পূর্বে يُمْكِنُ فِىْ كُلِّ حِيْنٍ اَنْ يُطَلِّقَهَا যে কোনো সময় মহিলাকে তালাক প্রদানের সম্ভাবনা আছে فَاِذَا لَمْ يُطَلِّقْ সুতরাং যখন স্বামী তালাক দিবে না وَشَارَفَ مَوْتُ الزَّوْجِ এবং স্বামীর মৃত্যু অত্যাসন্ন হয়ে যাবে تُطَلَّقُ وَتَحْرُمُ عَنِ الْمِيْرَاثِ তখন স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং মিরাস হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে اِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয় بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا কিন্তু সহবাসকৃতা হলে এর বিপরীত হুকুম হবে لِاَنَّ اِمْرَاَةَ الْفَارِّ কেননা পলাতক ও নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী تَرِثُ তাহলে সে ওয়ারিস হয়ে থাকে بَعْدَ الدُّخُوْلِ যদি সহবাসকৃতা হয় وَكَذَا اِذَا شَارَفَ مَوْتُ الْمَرْاَةِ তদ্রূপ যদি স্ত্রীর মৃত্যু অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে تُطَلَّقُ اَلْبَتَّةَ তাহলে অবশ্যই তালাক হয়ে যাবে لِاَنَّ تَحَقَّقَ الشَّرْطُ حِيْنَئِذٍ কেননা তখন শর্ত সাব্যস্ত হয়ে যাবে وَاِذَا عِنْدَ نُحَاةِ الْكُوْفَةِ আর কুফার নাহুবিদগণের মতে اِذَا শব্দটি تَصْلُحُ لِلْوَقْتِ وَالشَّرْطِ عَلَى السَّوَاءِ ওয়াক্ত ও شَرْط উভয়ের জন্য সমভাবে উপযোগী فَيُجَازِىْ بِهَا مَرَّةً কাজেই এর দ্বারা শুধু একবারই جَزَاء সাব্যস্ত করা যাবে وَلَا يُجَازِىْ بِهَا اُخْرٰى দ্বিতীয়বার جَزَاء সাব্যস্ত করা যাবে না يَعْنِىْ اَنَّهَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الظَّرْفِ وَالشَّرْطِ অর্থাৎ এটা ظَرْف ও شَرْط -এর মধ্যে মুশতারেক فَتُسْتَعْمَلُ تَارَةً সুতরাং কোনো কোনো সময় এর প্রয়োগ হয়ে থাকে عَلٰى اِسْتِعْمَالِ كَلِمِ الْمُجَازَاةِ -এর শব্দ সমূহের ন্যায় مِنْ جَعْلِ الْاَوَّلِ سَبَبًا অর্থাৎ প্রথমটিকে سَبَب বানানো হয়ে যাবে وَالثَّانِىْ مُسَبَّبًا ও দ্বিতীয়টিকে মুসাববাব - مُجَازَاة وَمِنْ جَزْمِ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا এবং পরবর্তী مضارع কে জযম দেওয়া হয় وَدُخُوْلِ الْفَاءِ فِىْ جَزَائِهَا আর এর جَزَاء -এর মধ্যে فَاء হয়ে থাকে وَتَارَةً عَلٰى اِسْتِعْمَالِ আবার কখনো কখনো এর প্রয়োগ হয়ে থাকে كَلِمَاتِ الظُّرُوْفِ যরফ -এর শব্দাবলির ন্যায় مِنْ غَيْرِ جَزْمٍ অর্থাৎ জযম হয় না وَدُخُوْلِ فَاءٍ فِيْمَا بَعْدَهَا এবং এর পরবর্তী শব্দে فَاء ও হয় না وَاِنْ كَانَ الْمَذْكُوْرُ بَعْدَهَا كَلِمَتَيْنِ যদিও এরপরে দু'টি শব্দকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে عَلٰى نَمَطِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ শর্ত ও জাযার পদ্ধতিতে مِثَالُ الْاَوَّلِ شِعْرٌ প্রথমটির উদাহরণ এই শ্লোকটি وَاسْتَغْنِىْ مَا اَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنٰى অর্থাৎ তোমার প্রভু তোমাকে যেই ধনে ধনী করেছেন এতেই তুমি নিজেকে ধনী মনে করো وَاِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلْ আর যখন তুমি অভাব অনটনে পড়বে তখন ধৈর্য ধারণ করবে।

সরল অনুবাদ : কেননা উভয়ের একজনের মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত এই শর্তটি নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না। কেননা মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো সময় মহিলাকে তালাক প্রদানের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যখন স্বামী তালাক দিবে না এবং স্বামীর মৃত্যু অত্যাসন্ন হয়ে যাবে তখন স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং মিরাস হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা না হয়। কিন্তু সহবাসকৃতা হলে এর বিপরীত হুকুম হবে। কেননা পলাতক ও নিখোজ ব্যক্তির স্ত্রী যদি সহবাসকৃতা হয় তা হলে সে ওয়ারিস হয়ে থাকে। তদ্রূপ যদি স্ত্রীর মৃত্যু অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে তা হলে অবশ্যই তালাক হয়ে যাবে। কেননা, তখন শর্ত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর কূফার নাহুবিদগণের মতে اِذَا শব্দটি وَقْت ও شَرْط উভয়ের জন্য সমভাবে উপযোগী। কাজেই এর দ্বারা কেবল একবারই جَزَاء সাব্যস্ত হবে, দ্বিতীয়বার جَزَاء সাব্যস্ত করা যাবে না। অর্থাৎ এটা ظَرْف ও شَرْط -এর মধ্যে মুশতারেক। সুতরাং কোনো কোনো সময় مُجَازَاة -এর শব্দসমূহের ন্যায় এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রথমটিকে سَبَب ও দ্বিতীয়টিকে مُسَبَّب বানানো হয়ে থাকে এবং এর পরবর্তী مُضَارِع -কে জযম দেওয়া হয়। আর এর جَزَاء -এর মধ্যে فَاء হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো ظَرْف -এর শব্দাবলির ন্যায় এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ জযম হয় না এবং এর পরবর্তী শব্দে فَاء ও হয় না। যদিও এর পরে শর্ত ও জাযার পদ্ধতিতে দু'টি শব্দকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রথমটির উদাহরণ এই শ্লোকটি — وَاسْتَغْنِ مَا اَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنٰى * وَاِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلْ

(অর্থাৎ তোমার প্রভু তোমাকে যেই ধনে ধনী করেছেন এতেই তুমি নিজেকে ধনী মনে করো। * আর যখন তুমি অভাব অনটনে পড়বে তখন ধৈর্য ধারণ করবে।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَصْلُحُ لِلْوَقْتِ الخ -এর আলোচনা : কূফার নাহুবিদগণের মতে اِذَا শব্দটি ظَرْف ও شَرْط উভয় অর্থের জন্য সমভাবে উপযোগী। অর্থাৎ যার দিকে اِذَا -কে ইযাফত করা হয়েছে তার অর্থ হাসিল হওয়ার সময়কে বুঝানোর যোগ্যতা রাখে।

قَوْلُهٗ مِثَالُ الْاَوَّلِ الخ -এর আলোচনা : প্রথমটির উদাহরণ, অর্থাৎ اِذَا যখন শর্তের জন্য اِنْ -এর অর্থে হবে। সুতরাং مُضَارِعْ অর্থাৎ تُصِبْكَ জযম বিশিষ্ট হয়েছে। আর এটা اِذَا শব্দটি শর্তের জন্য হওয়ার আলামত। তবে বসরার নাহুবিদগণের পক্ষ হতে এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, শ্লোকটি বিরল। সুতরাং এটা ধর্তব্য নয়।

وَمِثَالُ الثَّانِيْ شِعْر وَإِذَا تَكُوْنُ كَرِيْهَةٌ أُدْعٰى لَهَا * وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعٰى جُنْدُبُ وَإِذَا جُوْزِىَ بِهَا سَقَطَ عَنْهَا الْوَقْتُ كَأَنَّهَا حَرْفُ الشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ مُشْتَرِكَةً بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ وَلَاعُمُوْمَ لِلْمُشْتَرَكِ فَتَعَيَّنَ عِنْدَ إِرَادَةِ أَحَدِ الْمَعْنِيَيْنِ بُطْلَانُ الْاٰخَرِ ضَرُوْرَةً وَعِنْدَ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ هِىَ لِلْوَقْتِ حَقِيْقَةً فَقَطْ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ سُقُوْطِ الْوَقْتِ عَنْهَا عَلٰى سَبِيْلِ الْمَجَازِ مِثْلَ مَتٰى فَإِنَّهَا لِلْوَقْتِ لَايَسْقُطُ عَنْهَا ذٰلِكَ بِحَالٍ وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ ذٰلِكَ عَنْ مَتٰى مَعَ لُزُوْمِ الْمُجَازَاةِ لَهَا فِىْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْاِسْتِفْهَامِ فَالْاَوْلٰى اَنْ لَايَسْقُطَ ذٰلِكَ عَنْ إِذَا مَعَ عَدَمِ لُزُوْمِ الْمُجَازَاةِ لَهَا وَهُوَ قَوْلُهُمَا اَىْ أَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ الثَّانِيْ شِعْر আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ এই শ্লোক وَإِذَا تَكُوْنُ كَرِيْهَةٌ অর্থাৎ যখন কোনো অপছন্দনীয় কিছু (বিপদ) এসে উপস্থিত হয় أُدْعٰى لَهَا তখন আমাকে ডাকা হয় وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ আর যখন এক প্রকার উত্তম সুস্বাদু খাদ্য তৈরি করা হয় يُدْعٰى جُنْدُبُ তখন জুনদুবকে ডাকা হয় وَإِذَا جُوْزِىَ بِهَا আর যখন إِذَا-এর দ্বারা جَزَاء দেওয়া হয় অর্থাৎ একেও جَزَاء এর অর্থে প্রয়োগ করা হয় سَقَطَ عَنْهَا الْوَقْتُ তখন এটা হতে ওয়াক্তের অর্থ বাদ পড়ে যায় كَأَنَّهَا حَرْفُ الشَّرْطِ যেন এটা হরফে শর্তের পরিণত হয় وَهُوَ قَوْلُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ مُشْتَرِكَةً بَيْنَ الشَّرْطِ وَالظَّرْفِ কেননা যেহেতু এটা ظَرْف ও شَرْط -এর অর্থের মধ্যে মুশতারেক وَلَاعُمُوْمَ لِلْمُشْتَرَكِ আর মুশতারেক আম হয় না فَتَعَيَّنَ عِنْدَ إِرَادَةِ أَحَدِ الْمَعْنِيَيْنِ সেহেতু দুই অর্থের একটিকে নির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য করা হবে بُطْلَانُ الْاٰخَرِ ضَرُوْرَةً অনিবার্যভাবেই অন্য অর্থ বাতিল হয়ে যাবে وَعِنْدَ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ আর বসরার নাহুবিদগণের মতে هِىَ لِلْوَقْتِ حَقِيْقَةً فَقَطْ এটা কেবল ওয়াক্তের জন্য হাকীকত وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطِ তবে কোনো কোনো সময় শর্তের জন্য এর প্রয়োগ হয়ে থাকে مِنْ غَيْرِ سُقُوْطِ الْوَقْتِ عَنْهَا ওয়াক্তকে বাদ না দিয়েই عَلٰى سَبِيْلِ الْمَجَازِ মাজাযী অর্থে مِثْلُ مَتٰى - مَتٰى-এর ন্যায় فَإِنَّهَا لِلْوَقْتِ কেননা مَتٰى ওয়াক্তের জন্য হয়ে থাকে لَايَسْقُطُ عَنْهَا ذٰلِكَ بِحَالٍ কোনো সময়ই এটা হতে وَقْت-এর অর্থ বাদ পড়ে না وَإِذَا لَمْ تَسْقُطْ ذٰلِكَ عَنْ مَتٰى আর যখন এটা (مَتٰى) হতে ওয়াক্তের অর্থ বাদ পড়ে না مَعَ لُزُوْمِ الْمُجَازَاةِ لَهَا - مَتٰى-এর জন্য শর্ত جَزَاء আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও فِىْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْاِسْتِفْهَامِ - اِسْتِفْهَام ব্যতীত فَالْاَوْلٰى اَنْ لَايَسْقُطَ ذٰلِكَ عَنْ إِذَا তখন إِذَا হতে ওয়াক্তের অর্থ বাদ না পড়া উত্তম হবে مَعَ عَدَمِ لُزُوْمِ الْمُجَازَاةِ لَهَا অথচ এর জন্য শর্তও جَزَاء আবশ্যক নয় وَهُوَ قَوْلُهُمَا আর এটা সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত اَىْ أَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَمُحَمَّدٍ (رح) অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত।

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ শ্লোক— وَإِذَا تَكُوْنُ كَرِيْهَةٌ أُدْعٰى لَهَا * وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعٰى جُنْدُبُ

(অর্থাৎ যখন কোনো অপছন্দনীয় কিছু (বিপদ) এসে উপস্থিত হয়, তখন আমাকে আহবান করা হয়। * আর যখন حَيْس (এক প্রকার উত্তম সুস্বাদ খাদ্য) তৈরি করা হয় তখন জুনদুবকে ডাকা হয়।)

আর যখন إِذَا-এর দ্বারা جَزَاء দেওয়া হয় অর্থাৎ একে শর্ত ও جَزَاء-এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তখন এটা হতে ওয়াক্তের অর্থ বাদ পড়ে যায়, যেন এটা হরফে শর্তে পরিণত হয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। কেননা যেহেতু এটা ظَرْف ও شَرْط -এর অর্থের মধ্যে মুশতারেক। আর মুশতারেক আম হয় না; সেহেতু দুই অর্থের একটিকে নির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য করা হলে অনিবার্যভাবেই অন্য অর্থ বাতিল হয়ে যাবে। আর বসরার নাহুবিদগণের মতে এটা কেবল ওয়াক্তের জন্য হাকীকত। তবে কোনো কোনো সময় ওয়াক্তকে বাদ না দিয়েই শর্তের জন্য মাজাযী অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। **مَتٰى-এর ন্যায়। কেননা مَتٰى ওয়াক্তের জন্য হয়ে থাকে। কোনো সময়ই এটা হতে وقت -এর অর্থ বাদ পড়ে না।** আর যখন اِسْتِفْهَامْ ব্যতীত مَتٰى -এর জন্য শর্ত جَزَاء আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও এটা হতে ওয়াক্তের অর্থ বাদ পড়ে না, তখন إذا হতে ওয়াক্তের অর্থ বাদ না পড়া উত্তম হবে। অথচ এর জন্য শর্ত ও جَزَاء আবশ্যক নয়। **আর এটা সাহেবাইন (র.) -এর অভিমত।** অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِىْ غَيْرِ مَوْضِعِ الخ -এর আলোচনা : مَتٰى শব্দটি اِسْتِفْهَامْ-এর স্থান ব্যতীত আর সর্বত্রই শর্তের অর্থে হয়ে থাকে। কেননা اِسْتِفْهَامْ শর্তের স্থান নয়। কারণ এটা বুঝতে চাওয়ার জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং اِخْبَارْ-এর স্থলে مَتٰى শর্তের জন্য হয়ে থাকে। অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, مَتٰى শব্দটি اِسْتِفْهَامْ -এর জন্য হয়ে থাকে। যেমন– مَتَى الْحَرْبُ (যুদ্ধ কবে হবে?) এবং শর্তের জন্যও হয়ে থাকে। যেমন– مَتٰى تَجْلِسْ اَجْلِسْ (যখন তুমি বসবে তখন আমিও বসব)।

وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِمَا اَنَّهُ اِذَا لَمْ يَسْقُطِ الْوَقْتُ عَنْهَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْجَوَابُ اَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ اِلَّا فِى الْوَقْتِ الَّذِىْ هُوَ مَعْنًى حَقِيْقِىٌّ لَهَا وَالشَّرْطُ اِنَّمَا لَزِمَ تَضَمُّنًا مِنْ غَيْرِ اِرَادَةٍ كَالْمُبْتَدَأِ الْمُتَضَمِّنِ لِمَعْنَى الشَّرْطِ حَتّٰى اِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهٖ اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ لَايَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَهٗ مَا لَمْ يَمُتْ اَحَدُهُمَا لِاَنَّهٗ عِنْدَهٗ بِمَنْزِلَةِ حَرْفِ الشَّرْطِ وَسَقَطَ مَعْنَى الْوَقْتِ فَصَارَ كَاَنَّهٗ قَالَ اِنْ لَمْ اُطَلِّقْكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَفِيْهِ لَايَقَعُ مَالَمْ يَمُتْ اَحَدُهُمَا وَقَالَا يَقَعُ كَمَا فَرَغَ مِثْلُ مَتٰى لَمْ اُطَلِّقْكِ لِاَنَّهٗ عِنْدَهُمَا لَايَسْقُطُ عَنْهُ مَعْنَى الْوَقْتِ فَصَارَ الْمَعْنٰى فِىْ زَمَانٍ لَمْ اُطَلِّقْكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ هٰذَا الْكَلَامِ وُجِدَ زَمَانٌ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِيْهِ فَيَقَعُ فِى الْحَالِ كَمَا فِىْ مَتٰى وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ اَنَّهٗ لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ لَايَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ كَمَتٰى شِئْتِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِمَا তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন হতে পারে যে, اَنَّهُ اِذَا لَمْ يَسْقُطِ الْوَقْتُ عَنْهَا যখন ওয়াক্তের অর্থ এটা হতে বাদ পড়ে না يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ তখন হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে একত্রিকরণ আবশ্যক হবে وَالْجَوَابُ এর উত্তরে বলা হবে যে, اَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ اِلَّا فِى الْوَقْتِ এটা কেবল ঐ ওয়াক্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে الَّذِىْ هُوَ مَعْنًى حَقِيْقِىٌّ لَهَا যা এর হাকীকী অর্থ وَالشَّرْطُ اِنَّمَا لَزِمَ تَضَمُّنًا مِنْ غَيْرِ اِرَادَةٍ আর শর্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রসঙ্গতে আবশ্যক হয়েছে كَالْمُبْتَدَأِ الْمُتَضَمِّنِ لِمَعْنَى الشَّرْطِ ঐ মুবতাদার ন্যায় যার মধ্যে শর্তের অর্থ রয়েছে حَتّٰى اِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهٖ এমনকি যখন কেউ তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ যখন আমি তোমাকে তালাক দেব না فَاَنْتِ طَالِقٌ তখন তুমি তালাক হয়ে যাবে لَايَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَهٗ তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তালাক হবেনা مَالَمْ يَمُتْ اَحَدُهُمَا উভয়ের একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত لِاَنَّهٗ عِنْدَهٗ بِمَنْزِلَةِ حَرْفِ الشَّرْطِ কেননা তার মতে এটা শর্তের হরফের স্থলাভিষিক্ত وَسَقَطَ مَعْنَى الْوَقْتِ আর ওয়াক্তের অর্থ বাদ পড়ে গেছে فَصَارَ كَاَنَّهٗ قَالَ সুতরাং যেন সে বলছে اِنْ لَمْ اُطَلِّقْكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ আমি তোমাকে তালাক না দিলে তুমি তালাক وَفِيْهِ আর এ বাক্যের বেলায় তালাক হবে না لَايَقَعُ مَالَمْ يَمُتْ اَحَدُهُمَا উভয়ের মধ্য হতে একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত وَقَالَا يَقَعُ আর সাহেবাইন (রা.)-এর মতে, তালাক হয়ে যাবে كَمَا فَرَغَ مِثْلُ مَتٰى لَمْ اُطَلِّقْكِ যেমন مَتٰى لَمْ اُطَلِّقْكِ বলে অবসর হলে তালাক হয়ে যায় لِاَنَّهٗ عِنْدَهُمَا لَايَسْقُطُ عَنْهُ مَعْنَى الْوَقْتِ কেননা তাদের মতে তা হতে ওয়াক্তের অর্থ বাদ পড়ে না فَصَارَ الْمَعْنٰى সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে فِىْ زَمَانٍ لَمْ اُطَلِّقْكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ সে সময় তোমাকে তালাক দেব না যে সময় তুমি তালাক হয়ে যাবে فَاِذَا فَرَغَ مِنْ هٰذَا الْكَلَامِ কাজেই এ বাক্যটি বলে অবসর গ্রহণের পর وُجِدَ زَمَانٌ لَمْ يُطَلِّقْهَا فِيْهِ কিছু সময় পাওয়া গেল যাতে সে স্ত্রীকে তালাক দেয়নি فَيَقَعُ فِى الْحَالِ তাই সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে كَمَا فِىْ مَتٰى যদ্রূপ مَتٰى -এর বেলায় হয়ে থাকে وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ -এর পক্ষে দলিল হচ্ছে اَنَّهٗ لَوْ قَالَ যদি সে বলে اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ যখন তুমি চাবে তখন তালাক হয়ে যাবে لَايَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ তখন এটা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না كَمَتٰى شِئْتِ যেমনটি مَتٰى شِئْتِ -এর মধ্যে হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন ওয়াক্তের অর্থ এটা হতে বাদ পড়ে না তখন হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে একত্রিকরণ আবশ্যক হবে। এর উত্তরে বলা হবে যে, এটা কেবল ঐ ওয়াক্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা এর হাকীকী অর্থ। আর শর্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রসঙ্গত আবশ্যক হয়েছে ঐ মুবতাদার ন্যায় যার মধ্যে শর্তের অর্থ রয়েছে। **এমনকি যখন কেউ তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলবে اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যখন আমি তোমাকে তালাক দেব না তখন তুমি তালাক হয়ে যাবে।) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে উভয়ের একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তালাক হবে না।** কেননা তাঁর মতে এটা শর্তের হরফের স্থলাভিষিক্ত। আর ওয়াক্তের অর্থ বাদ পড়ে গেছে। সুতরাং যেন সে বলছে যে, اِنْ لَمْ اُطَلِّقْكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (আমি তোমাকে তালাক না দিলে তুমি তালাক।) আর এ বাক্যের বেলায় উভয়ের মধ্য হতে একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তালাক হয় না। **আর সাহেবাইন (র.) -এর মতে তালাক হয়ে যাবে। যেমন مَتٰى لَمْ اُطَلِّقْكِ বলে অবসর হলে তালাক হয়ে যায়।** কেননা তাদের মতে তা হতে ওয়াক্তের অর্থ বাদ পড়ে না। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে فِىْ زَمَانٍ لَمْ اُطَلِّقْكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যে সময় আমি তোমাকে তালাক দেব না সে সময় তুমি তালাক হয়ে যাবে।) কাজেই যখন এ বাক্যটি বলে অবসর হওয়ার পর কিছু সময় পাওয়া গেল যাতে সে স্ত্রীকে তালাক দেয়নি তাই সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে। যদ্রূপ مَتٰى -এর বেলায় হয়ে থাকে। এর পক্ষে দলিল হচ্ছে, যদি সে বলে اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا شِئْتِ অর্থাৎ তুমি যখন চাবে তখন তালাক হয়ে যাবে। তখন এটা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমনটি مَتٰى شِئْتِ -এর মধ্যে হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَضَمُّنًا الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ হাকীকত ও মাজায تَضَمُّنًا একত্রিত হতে পারে। অর্থাৎ একটি বাক্যের অর্থের সাথে অন্য একটি বাক্যের অর্থ হাসিল হওয়ার ফায়দা দেয়, যা আনুষঙ্গিকভাবে অনিচ্ছাকৃত হয়ে থাকে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে হাকীকত ও মাজাযকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ, সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নয়।

وَالْجَوَابُ عَنْهُ اَنَّهُ تَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمَشِيْئَةِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِيْ اِنْقِطَاعِهِ فَلَا يَنْقَطِعُ وَفِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ وَقَعَ الشَّكُّ فِي الْوُقُوْعِ فِي الْحَالِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا اَمَّا اِذَا نَوَى الْوَقْتَ اَوِ الشَّرْطَ فَهُوَ عَلٰى مَا نَوٰى وَاِذَا مَا مِثْلُ اِذَا لٰكِنَّهُ لَمْ يَنْفَكَّ عَنْهُ مَعْنَى الْمُجَازَاةِ بِالْاِتِّفَاقِ وَلَوْ لِلشَّرْطِ وَ رُوِىَ عَنْهُمَا اَنَّهُ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ يَعْنِيْ اَنَّ لَوْ لَمْ يَبْقَ عَلٰى مَعْنَاهُ الْاَصْلِيْ وَهُوَ مَعْنَى الْمَاضِيْ بِمَعْنٰى اَنَّ اِنْتِفَاءَ الْجَزَاءِ فِي الْخَارِجِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِيْ بِاِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ كَمَا هُوَ عِنْدَ اَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ اَوْ اَنَّ اِنْتِفَاءَ الشَّرْطِ فِي الْمَاضِيْ لِاَجْلِ اِنْتِفَاءِ الْجَزَاءِ كَمَا هُوَ عِنْدَ اَرْبَابِ الْمَعْقُوْلِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْجَوَابُ عَنْهُ-এর উত্তরে বলা হবে যে اَنَّهُ تَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْمَشِيْئَةِ এখানে তার ইচ্ছার সাথে তালাককে যুক্ত করা হয়েছে فَوَقَعَ الشَّكُّ فِيْ اِنْقِطَاعِهِ তাই এটা مُنْقَطِعٌ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে গেছে فَلَا يَنْقَطِعُ কাজেই এটা مُنْقَطِعٌ হবে না وَفِيْمَا نَحْنُ فِيْهِ আর আমাদের আলোচ্য বিষয়ে وَقَعَ الشَّكُّ فِي الْوُقُوْعِ فِي الْحَالِ তৎক্ষণাৎ তালাক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ সুতরাং সন্দেহের কারণে তালাক হবে না وَهٰذَا كُلُّهُ আর এই حُكْم তখনই প্রযোজ্য হবে اِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا যখন কোনো নিয়ত করবে না اَمَّا اِذَا نَوَى الْوَقْتَ اَوِ الشَّرْطَ তবে যদি شَرْط অথবা وَقْت-এর নিয়ত করে فَهُوَ عَلٰى مَا نَوٰى তাহলে যা নিয়ত করবে তদানুযায়ীই হুকুম হবে وَاِذَا مَا مِثْلُ اِذَا আর اِذَا مَا শব্দটিও اِذَا-এর ন্যায় لٰكِنَّهُ لَمْ يَنْفَكَّ عَنْهُ مَعْنَى الْمُجَازَاةِ بِالْاِتِّفَاقِ তবে সর্বসম্মতিক্রমে এটা হতে শর্ত-এর অর্থ বিচ্ছিন্ন হয় না وَلَوْ لِلشَّرْطِ আর لَوْ শব্দটি শর্তের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে وَرُوِىَ عَنْهُمَا সাহেবাইন (র.)-এর মতে বর্ণিত আছে যে اَنَّهُ اِذَا قَالَ যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তালাক فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ তাহলে এটা اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ-এর পর্যায়ভুক্ত হবে يَعْنِيْ اَنَّ لَوْ لَمْ يَبْقَ عَلٰى مَعْنَاهُ الْاَصْلِيْ অর্থাৎ لَوْ শব্দটি তার প্রকৃত অর্থের উপর অবশিষ্ট নেই وَهُوَ مَعْنَى الْمَاضِيْ আর এটা হলো مَاضِيْ-এর অর্থ بِمَعْنٰى اَنَّ اِنْتِفَاءَ الْجَزَاءِ فِي الْخَارِجِ অর্থাৎ خَارِجْ-এর মধ্যে جَزَاء না হওয়া فِي الزَّمَانِ الْمَاضِيْ অতীতকালে بِاِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ শর্ত না হওয়ার কারণে كَمَا هُوَ عِنْدَ اَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ যেমন আরবি ভাষাভাষীগণের অভিমত اَوْ اَنَّ اِنْتِفَاءَ الشَّرْطِ অথবা شَرْط না হওয়া فِي الْمَاضِيْ অতীতকালে لِاَجْلِ اِنْتِفَاءِ الْجَزَاءِ جَزَاء না হওয়ার কারণে كَمَا هُوَ عِنْدَ اَرْبَابِ الْمَعْقُوْلِ যেমন যুক্তিবাদীগণের অভিমত।

সরল অনুবাদ : এর উত্তরে বলা হবে যে, এখানে তার ইচ্ছার সাথে তালাককে যুক্ত করা হয়েছে। তাই এটা مُنْقَطِعٌ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে গেছে। কাজেই এটা مُنْقَطِعٌ হবে না। আর আমাদের আলোচ্য বিষয়ে তৎক্ষণাৎ তালাক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং সন্দেহের কারণে তালাক হবে না। আর এই حُكْم তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোনো নিয়ত করবে না। তবে যদি شَرْط অথবা وَقْت-এর নিয়ত করে, তা হলে যা নিয়ত করবে তদনুযায়ীই (حُكْم) হবে। আর اِذَامَا শব্দটিও اِذَا-এর ন্যায়। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এটা হতে مُجَازَاتْ (শর্ত)-এর অর্থ বিচ্ছিন্ন হয় না। আর لَوْ শব্দটি শর্তের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। সাহেবাইন (র.) -এর মতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে "اَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ" (ঘরে প্রবেশ করলে তুমি তালাক) তাহলে এটা "اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ" -এর পর্যায়ভুক্ত হবে। অর্থাৎ لَوْ শব্দটি তার প্রকৃত অর্থের উপর অবশিষ্ট নেই। আর এটা হলো مَاضِيْ -এর অর্থ। অর্থাৎ অতীতকালে শর্ত না হওয়ার কারণে خَارِجْ -এর মধ্যে جَزَاء না হওয়া। যেমন– আরবি ভাষাভাষীগণের অভিমত। অথবা অতীতকালে جَزَاء না হওয়ার কারণে شَرْط না হওয়া যেমন যুক্তিবাদীগণের অভিমত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَلَّقَ الطَّلَاقَ الخ -এর আলোচনা : যদি اِذَا শব্দটিকে اِنْ-এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে مَشِيَّتْ-এর সাথে এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কাজেই কারো বক্তব্য اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ এটা মজলিসের মধ্যে সীমিত থাকবে। আর যদি اِذَا শব্দটিকে مَتٰى -এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাহলে مَشِيَّتْ -এর সাথে এর সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। আর এটা বর্তমানে নিঃসন্দেহে مُتَعَلِّقْ সুতরাং সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কেননা تَعَلُّقْ -এর মধ্যে اِسْتِمْرَارْ (সদাসর্বদা হওয়া) হলো আসল। কাজেই সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।

قَوْلُهُ فَهُوَ عَلٰى مَا نَوٰى الخ -এর আলোচনা : আর যদি اِذَا শব্দের দ্বারা وَقْت বা শর্ত এর যে কোনো একটি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই অর্থেই (প্রয়োগ) হবে। কেননা শব্দটি উভয় অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং شَرْط উদ্দেশ্য করা হলে শেষ জীবন কার্যকর হবে। আর ظَرْف তথা وَقْت উদ্দেশ্য করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হবে। কিন্তু শেষ জীবনের উদ্দেশ্য করা হলে সাহেবাইনের (র.) -এর মতে قَضَاء -এর বিবেচনায় সত্য প্রতিপন্ন না হওয়া উচিত। কেননা সে স্বীয় সত্তার ব্যাপারে সহজতা করার ইচ্ছা করেছে। কাজেই তাকে অপবাদ দেওয়া হবে।

بَلْ صَارَ بِمَعْنٰى اِنْ فِىْ حَقِّ الْاِسْتِقْبَالِ فِىْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ اَصْلًا وَكَيْفَ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ فِىْ اَصْلِ وَضْعِ اللُّغَةِ تَقُوْلُ كَيْفَ زَيْدٌ اَىْ اَصَحِيْحٌ اَمْ سَقِيْمٌ فَاِنْ اِسْتَقَامَ اَىِ السُّؤَالُ عَنِ الْحَالِ فِيْهَا وَاِلَّا بَطَلَ لَفْظُ كَيْفَ وَالْمُرَادُ بِاسْتِقَامَةِ السُّؤَالِ عَنْهَا اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الشَّيْئُ ذَا كَيْفِيَّةٍ وَحَالٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اَنْ يَكُوْنَ ثَمَّةَ سُؤَالٌ اَوْلَا كَمَا فِى الطَّلَاقِ وَبِعَدَمِ اِسْتِقَامَتِهِ اَنْ لَا يَكُوْنَ ذٰلِكَ الشَّيْئُ ذَا كَيْفِيَّةٍ وَحَالٍ كَمَا فِى الْعِتَاقِ عَلٰى رَأْيِهِ ثُمَّ بَيَّنَ كِلَا الْمِثَالَيْنِ عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ فَقَالَ وَلِذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) فِىْ قَوْلِهِ اَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ اَنَّهُ اِيْقَاعٌ مِثَالٌ لِبُطْلَانِ لَفْظِ كَيْفَ فَاِنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ ذَا حَالٍ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : بَلْ صَارَ بِمَعْنٰى اِنْ বরং এটা اِنْ অর্থে হয়ে গেছে فِىْ حَقِّ الْاِسْتِقْبَالِ যা ভবিষ্যতের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে فِىْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ফকীহগণের পরিভাষায় وَلَمْ يُرْوَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ اَصْلًا আর এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে মূলতঃ কিছুই বর্ণিত নেই وَكَيْفَ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ আর كَيْفَ শব্দটি অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য প্রণীত হয়েছে فِىْ اَصْلِ وَضْعِ اللُّغَةِ অভিধানে تَقُوْلُ كَيْفَ زَيْدٌ যেমন তুমি বলে থাকো যায়েদ কেমন আছে اَىْ اَصَحِيْحٌ اَمْ سَقِيْمٌ অর্থাৎ যায়েদ সুস্থ না রুগ্ন? فَاِنْ اِسْتَقَامَ সুতরাং যদি সহীহ হয় اَىِ السُّؤَالُ عَنِ الْحَالِ অর্থাৎ অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যদি সহীহ হয় فِيْهَا তাহলে ভালো কথা وَاِلَّا بَطَلَ لَفْظُ كَيْفَ অন্যথা বাতিল হয়ে যাবে অর্থাৎ كَيْفَ শব্দটি (বাতিল হয়ে যাবে) وَالْمُرَادُ بِاسْتِقَامَةِ السُّؤَالِ عَنْهَا এটা সম্পর্কে প্রশ্ন করা সহীহ হওয়ার অর্থ হলো اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ الشَّيْئُ ذَا كَيْفِيَّةٍ وَحَالٍ ঐ বস্তুটি অবস্থার ধারক হওয়া مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে না যে اَنْ يَكُوْنَ ثَمَّةَ سُؤَالٌ اَوْ لَا তথায় কোনো প্রশ্ন আছে কি নেই? كَمَا فِى الطَّلَاقِ যেমনটি তালাকের মধ্যে بِعَدَمِ اِسْتِقَامَتِهِ প্রশ্ন রকা সহীহ না হওয়ার অর্থ হলো اَنْ لَا يَكُوْنَ ذٰلِكَ الشَّيْئُ ذَا كَيْفِيَّةٍ وَحَالٍ সে বস্তুটি অবস্থার ধারক না كَمَا فِى الْعِتَاقِ যেমনটি আজাদীর বেলায় عَلٰى رَأْيِهِ এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত ثُمَّ بَيَّنَ كِلَا الْمِثَالَيْنِ عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ধারাবাহিকতাহীনভাবে উভয়ের উদাহরণ পেশ করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন وَلِذٰلِكَ قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رح) আর তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন যে فِىْ قَوْلِهِ কারো বক্তব্য এর মধ্যে اَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ তুমি যেভাবে চাও আজাদ اَنَّهُ اِيْقَاعٌ আজাদী সংঘটিত হয়ে যাবে مِثَالٌ لِبُطْلَانِ لَفْظِ كَيْفَ এটা كَيْفَ শব্দটি বাতিল হয়ে যাওয়ার উদাহরণ فَاِنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ ذَا حَالٍ কেননা আজাদী অবস্থার ধারক নয় عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে।

সরল অনুবাদ : বরং ফকীহগণের পরিভাষায় এটা اِنْ-এর অর্থে হয়ে গেছে, যা ভবিষ্যতের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে মূলত কিছুই বর্ণিত নেই। আর كَيْفَ শব্দটি অভিধানে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রণীত হয়েছে। যেমন– তুমি বলে থাকো "كَيْفَ زَيْدٌ" (যায়েদ কেমন আছে?)। অর্থাৎ যায়েদ সুস্থ না রুগ্ণ? সুতরাং যদি সহীহ হয়। অর্থাৎ অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যদি সহীহ হয়, তা হলে ভালো কথা। অন্যথা বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ كَيْفَ শব্দটি (বাতিল হয়ে যাবে)। এটা সম্পর্কে প্রশ্ন করা সহীহ হওয়ার অর্থ হলো, ঐ বস্তুটি অবস্থার ধারক হওয়া। এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে না যে, তথায় কোনো প্রশ্ন আছে কি নেই? যেমনটি তালাকের মধ্যে প্রশ্ন করা সহীহ না হওয়ার অর্থ হলো সে বস্তুটি অবস্থার ধারক না। যেমনটি আজাদীর বেলায়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ধারাবাহিকতাহীনভাবে উভয়ের উদাহরণ পেশ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন, আর তাই ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন যে, কারো বক্তব্য "اَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ" (তুমি যেভাবে চাও আজাদ)-এর মধ্যে আজাদী সংঘটিত হয়ে যাবে। এটা كَيْفَ শব্দটি বাতিল হয়ে যাওয়ার উদাহরণ। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আজাদী অবস্থার ধারক নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَمَا فِى الطَّلَاقِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ তালাক অবস্থার ধারক হয়ে থাকে। তাই طَلَاقٌ -এর মধ্যে كَيْفَ -এর ব্যবহার সহীহ হবে। যেমন, তালাক رَجْعِىٌّ হয়ে থাকে, আবার بَائِنٌ হয়ে থাকে। লঘু হয়ে থাকে, আবার গুরু হয়ে থাকে। মালের বিনিময়ে হয়ে থাকে, আর মাল ব্যতীতও হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ عَلٰى رَأْيِهِ الخ -এর আলোচনা : কেউ যদি اَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ বলে, তবে তার বিধান কি হবে? সে সম্পর্কে এ ইবারতে আলোকপাত করা হয়েছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে عِتَاقٌ বা আজাদী অবস্থার ধারক নয়। কেননা তাঁর মতে عتاق -এর কোনো অবস্থাই নেই। কাজেই কেউ যদি তার গোলামকে "اَنْتَ حُرٌّ كَيْفَ شِئْتَ" বলে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তৎক্ষণাৎ আজাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) -এর মতে তৎক্ষণাৎ আজাদ হবে না।

وَكَوْنَهُ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا وَعَلَى مَالٍ وَغَيْرِ مَالٍ عَوَارِضُ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فَيَلْغُوْ كَيْفَ شِئْتَ وَيَقَعُ الْعِتْقُ فِى الْحَالِ وَفِى الطَّلَاقِ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ وَيَبْقَى الْفَضْلُ فِى الْوَصْفِ وَالْقَدْرِ مُفَوَّضًا اِلَيْهَا بِشَرْطِ نِيَّةِ الزَّوْجِ مِثَالٌ لِاِسْتِقَامَةِ الْحَالِ فَاِنَّ الطَّلَاقَ ذُوْحَالٍ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) مِنْ كَوْنِهِ رَجْعِيًّا اَوْ بَائِنًا خَفِيْفَةً اَوْ غَلِيْظَةً عَلَى مَالٍ اَوْغَيْرِ مَالٍ فَيَقَعُ نَفْسُ الطَّلَاقِ بِمُجَرَّدِ التَّكَلُّمِ بِقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتَ وَيَكُوْنُ بَاقِى التَّفْوِيْضِ اِلَيْهَا فِىْ حَقِّ الْحَالِ الَّذِىْ هُوَ مَدْلُوْلُ كَيْفَ وَهُوَ فَضْلُ الْوَصْفِ اَعْنِىْ كَوْنَهُ بَائِنًا وَالْقَدْرِ اَعْنِىْ كَوْنَهُ ثَلٰثًا وَاثْنَتَيْنِ اِذَا وَافَقَ نِيَّةُ الزَّوْجِ فَاِنْ اِتَّفَقَ نِيَّتُهُمَا يَقَعُ مَا نَوَيَا وَاِنْ اِخْتَلَفَتْ فَلَابُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ النِّيَّتَيْنِ فَاِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا فَيَبْقَى اَصْلُ الطَّلَاقِ الَّذِىْ هُوَ الرَّجْعِىُّ فَاِنْ نَوَتِ الثِّنْتَيْنِ وَنَوٰهُمَا اَيْضًا لَايَقَعُ لِاَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ لَيْسَ مَدْلُوْلًا لِلَّفْظِ وَاَمَّا الثَّلٰثُ فَاِنَّهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَيْضًا مَدْلُوْلَ اللَّفْظِ لٰكِنَّهُ وَاحِدٌ اِعْتِبَارِىٌّ بِمَا اِحْتَمَلَهُ اللَّفْظُ عِنْدَ وُجُوْدِ الدَّلِيْلِ وَالدَّلِيْلُ هٰهُنَا هُوَ لَفْظُ كَيْفَ وَاِنَّمَا اِحْتَاجَ اِلَى مُوَافَقَةِ نِيَّةِ الزَّوْجِ مَعَ اَنَّهُ فَوَّضَ الْاَحْوَالَ بِيَدِهَا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَوْنَهُ مُدَبَّرًا وَمُكَاتَبًا আর তা مُدَبَّرٌ হওয়া বা مُكَاتَبٌ হওয়া وَعَلَى مَالٍ وَغَيْرِ مَالٍ এবং মালের বিনিময়ে ও মাল ছাড়া হওয়া عَوَارِضُ لَهُ সাময়িক ব্যাপার মাত্র فَلَا يُعْتَبَرُ সুতরাং এটা ধর্তব্য হবে না فَيَلْغُوْ كَيْفَ شِئْتَ কাজেই অর্থহীন হবে وَيَقَعُ الْعِتْقُ فِى الْحَالِ আর তৎক্ষণাৎ আজাদী সংঘটিত হয়ে যাবে وَفِى الطَّلَاقِ يَقَعُ الْوَاحِدَةُ আর তালাকের মধ্যে এক তালাক সংঘটিত হবে وَيَبْقَى الْفَضْلُ فِى الْوَصْفِ وَالْقَدْرِ এবং وَاصْف ও পরিমাণের দিক দিয়ে অতিরিক্ত বিষয় مُفَوَّضًا اِلَيْهَا স্ত্রীর প্রতি সোপর্দ করা হবে بِشَرْطِ نِيَّةِ الزَّوْجِ এ শর্তে যে, স্বামী এর নিয়ত করবে مِثَالٌ لِاِسْتِقَامَةِ الْحَالِ এটা অবস্থাযুক্ত হওয়া সহীহ হওয়ার উদাহরণ فَاِنَّ الطَّلَاقَ ذُوْحَالٍ কেননা তালাক অবস্থার ধারক হয়ে থাকে عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে مِنْ كَوْنِهِ رَجْعِيًّا এটা رَجْعِىْ ও হতে পারে اَوْ بَائِنًا আবার بَائِنْ ও হতে পারে خَفِيْفَةً اَوْ غَلِيْظَةً আবার লঘুও হতে পারে, গুরুও হতে পারে عَلَى مَالٍ اَوْ غَيْرِ مَالٍ মালের বিনিময়েও হতে পারে আবার মাল ব্যতীতও হতে পারে فَيَقَعُ نَفْسُ الطَّلَاقِ কাজেই মূল তালাক হয়ে থাকে بِمُجَرَّدِ التَّكَلُّمِ بِقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتَ - اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتَ বলা মাত্রই وَيَكُوْنُ بَاقِى التَّفْوِيْضِ اِلَيْهَا আর এটা স্ত্রীর উপর সোপর্দ করা হবে فِىْ حَقِّ الْحَالِ الَّذِىْ هُوَ مَدْلُوْلُ كَيْفَ যে অবস্থা كَيْفَ-এর দ্বারা বোধগম্য হয়েছে وَهُوَ فَضْلُ الْوَصْفِ অর্থাৎ অতিরিক্ত وَصْف - اَعْنِىْ كَوْنَهُ بَائِنًا যথা- بائن হওয়া وَالْقَدْرِ اَعْنِىْ كَوْنَهُ ثَلٰثًا এবং পরিমাণ যথা তিন বা দুই তালাক হওয়া وَاثْنَتَيْنِ اِذَا وَافَقَ نِيَّةُ الزَّوْجِ এ শর্তে যে, তা স্বামীর নিয়ত অনুযায়ী হতে হবে فَاِنْ اِتَّفَقَ نِيَّتُهُمَا যদি উভয়ের নিয়ত এক ও অভিন্ন হয় يَقَعُ مَا نَوَيَا তাহলে তাদের নিয়ত অনুযায়ী হবে وَاِنْ اِخْتَلَفَتْ আর যদি উভয়ের নিয়তের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় فَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ النِّيَّتَيْنِ তবে উভয় নিয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি হবে فَاِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا সুতরাং উভয় নিয়ত যখন পরস্পর বিরোধী হবে, তখন উভয়ই বাদ পড়ে যাবে فَيَبْقَى اَصْلُ الطَّلَاقِ الَّذِىْ هُوَ الرَّجْعِىُّ আর সেই আসল তালাক অর্থাৎ তালাকে রাজয়ী অবশিষ্ট থাকবে فَاِنْ نَوَتِ الثِّنْتَيْنِ وَنَوٰهُمَا اَيْضًا আর যদি স্বামী ও দুই এর নিয়ত করে এবং স্ত্রীও দুই এর নিয়ত করে لَايَقَعُ তাহলে কোনো তালাকই হবে না لِاَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ কেননা দুই নিছক সংখ্যা لَيْسَ مَدْلُوْلًا لِلَّفْظِ এটা কোনো শব্দের নির্দেশিত অর্থ নয় وَاَمَّا الثَّلٰثُ فَاِنَّهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَيْضًا مَدْلُوْلَ اللَّفْظِ আর তিন যদিও শব্দের مَدْلُوْل নয় لٰكِنَّهُ وَاحِدٌ اِعْتِبَارِىٌّ কিন্তু এটা وَاحِد اِعْتِبَارِىْ (হুকমী একক) بِمَا اِحْتَمَلَهُ اللَّفْظُ عِنْدَ وُجُوْدِ الدَّلِيْلِ প্রমাণ পাওয়া গেলে শব্দ ও এর সম্ভাবনা রাখে وَالدَّلِيْلُ هٰهُنَا هُوَ لَفْظُ كَيْفَ এখানে দলিল হলো كَيْفَ শব্দটি وَاِنَّمَا اِحْتَاجَ اِلَى مُوَافَقَةِ نِيَّةِ الزَّوْجِ স্বামীর নিয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার মুখাপেক্ষী مَعَ اَنَّهُ فَوَّضَ الْاَحْوَالَ بِيَدِهَا তালাকের অবস্থা স্ত্রীর প্রতি সোপর্দ করার পরও।

সরল অনুবাদ : আর তা مُدَبَّرٌ হওয়া বা مُكَاتَبٌ হওয়া এবং মালের বিনিময়ে ও মাল ছাড়া হওয়া সাময়িক ব্যাপার মাত্র। সুতরাং এটা ধর্তব্য হবে না। কাজেই كَيْفَ شِئْتَ অর্থহীন হবে। আর তৎক্ষণাৎ আজাদী সংঘটিত হয়ে যাবে। **আর তালাকের মধ্যে এক তালাক সংঘটিত হবে এবং وَصْف ও পরিমাণের দিক দিয়ে অতিরিক্ত বিষয় স্ত্রীর প্রতি সোপর্দ করা হবে (অর্থাৎ স্ত্রী যে প্রকার ও যত তালাক ইচ্ছা করে প্রদান করতে পারে) এ শর্তে যে, স্বামী এর নিয়ত করবে।** এটা অবস্থাযুক্ত হওয়া সহীহ হওয়ার উদাহরণ। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তালাক অবস্থার ধারক হয়ে থাকে। এটা رَجْعِىْ ও হতে পারে, بَائِنْ ও হতে পারে। আবার লঘুও হতে পারে, গুরুও হতে পারে। মালের বিনিময়েও হতে পারে, আবার মাল ব্যতীতও হতে পারে। কাজেই "اَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتَ" বলা মাত্রই মূল তালাক হয়ে যাবে। আর كَيْفَ-এর দ্বারা যে অবস্থা বোধগম্য হয়েছে অর্থাৎ অতিরিক্ত وَصْف যথা- بَائِنْ হওয়া এবং পরিমাণ যথা তিন বা দুই তালাক হওয়া এটা স্ত্রীর উপর সোপর্দ করা হবে, এই শর্তে যে, তা স্বামীর নিয়ত অনুযায়ী হতে হবে। যদি উভয়ের নিয়ত এক ও অভিন্ন হয়, তাহলে তাদের নিয়ত অনুযায়ী হবে। আর যদি উভয়ের নিয়তের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, তবে উভয় নিয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি হবে। সুতরাং উভয় নিয়ত যখন পরস্পর বিরোধী হবে, তখন উভয়ই বাদ পড়ে যাবে। আর সেই আসল তালাক অর্থাৎ তালাকে রাজয়ী অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি স্বামীও দুই -এর নিয়ত করে এবং স্ত্রীও দুই -এর নিয়ত করে, তাহলে কোনো তালাকই হবে না। কেননা দুই নিছক সংখ্যা, এটা কোনো শব্দের مَدْلُوْل (নির্দেশিত অর্থ) নয়। আর 'তিন' যদিও শব্দের مَدْلُوْل নয় কিন্তু এটা وَاحِد اِعْتِبَارِىْ (হুকমী একক) প্রমাণ পাওয়া গেলে শব্দও এর সম্ভাবনা রাখে। এখানে দলিল হল كَيْفَ শব্দটি। তালাকের অবস্থা স্ত্রীর প্রতি সোপর্দ করার পরও স্বামীর নিয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার মুখাপেক্ষী।

لِاَنَّ حَالَةَ مَشِيْئَتِهَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الْبَيْنُوْنَةِ وَالْعَدَدِ مُحْتَاجَةٌ اِلَى النِّيَّةِ لِيَتَعَيَّنَ اَحَدُ مُحْتَمِلَيْهِ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا فَاِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُوْلاً بِهَا تَقَعُ الْوَاحِدَةُ وَتَبِيْنُ بِهَا وَيَلْغُوْ قَوْلُهُ كَيْفَ شِئْتِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَقَالاَ مَالَمْ يَقْبَلِ الْاِشَارَةَ فَحَالُهُ وَ وَصْفُهُ بِمَنْزِلَةِ اَصْلِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْاَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ يَعْنِىْ اَنَّ عِنْدَهُمَا كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ الْغَيْرِ الْمَحْسُوْسَةِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَنَحْوِهِمَا فَالْحَالُ وَالْاَصْلُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ اِذْهُمَا غَيْرُ مَحْسُوْسَيْنِ فَلاَ مَعْنٰى لِجَعْلِ اَحَدِهِمَا وَاقِعًا وَالْاٰخَرِ مَوْقُوْفًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ حَالَةَ مَشِيْئَتِهَا এ জন্য হয়েছে যে, স্ত্রীর ইচ্ছা-এর অবস্থা مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الْبَيْنُوْنَةِ وَالْعَدَدِ - بَيْنُوْنَتْ ও عَدَدْ -এর মধ্যে মুশতারাক مُحْتَاجَةٌ اِلَى النِّيَّةِ لِيَتَعَيَّنَ اَحَدُ مُحْتَمِلَيْهِ দুটি সম্ভাবনার মধ্য হতে একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য নিয়তের মুখাপেক্ষী وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا كَانَتْ مَدْخُوْلاً بِهَا আর এসব হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন স্ত্রী সহবাসকৃতা হবে فَاِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُوْلاً بِهَا تَقَعُ الْوَاحِدَةُ আর যদি সহবাসকৃতা না হয়, তাহলে এক তালাক হবে وَتَبِيْنُ بِهَا এবং এর দ্বারা بَائِنْ হয়ে যাবে وَيَلْغُوْ قَوْلُهُ كَيْفَ شِئْتَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ আর কোনো ফায়দা না থাকার দরুন তার বক্তব্য كيف شِئْتَ অর্থহীন হবে وَقَالاَ আর সাহেবাইন (র.) বলেছেন যে, مَالَمْ يَقْبَلِ الْاِشَارَةَ যে বস্তু ইঙ্গিতযোগ্য নয় فَحَالُهُ وَوَصْفُهُ তার حَالْ ও وَصْف টা اَصْل -এর পর্যায়ভুক্ত فَيَتَعَلَّقُ الْاَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ কজেই তার وَصْف -এর সম্পর্কের দ্বারা بِمَنْزِلَةِ اَصْلِهِ اَصْل -এর সাথে সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে يَعْنِىْ اَنَّ عِنْدَهُمَا অর্থাৎ সাহেবাইন (র.)-এর মতে كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ ঐ সব শরয়ী বিষয়সমূহ যা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নয় الْغَيْرِ الْمَحْسُوْسَةِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَنَحْوِهِمَا যেমন তালাক, আজাদ ইত্যাদি فَالْحَالُ وَالْاَصْلُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ এদের حَالْ ও اَصْل সমপর্যায়ভুক্ত اِذْهُمَا غَيْرُ مَحْسُوْسَيْنِ কেননা এরা উভয়ই ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নয় فَلاَ مَعْنٰى لِجَعْلِ اَحَدِهِمَا وَاقِعًا সুতরাং এদের একটিকে সংঘটিত হওয়ার হুকুম প্রদান করার কোনো অর্থ হতে পারে না وَالْاٰخَرِ مَوْقُوْفًا আর অপরটিকে স্থগিত থাকার হুকুম প্রদানের।

সরল অনুবাদ : এ জন্য হয়েছে যে, স্ত্রীর مَشِيَّتْ (ইচ্ছা)-এর অবস্থা بَيْنُوْنَتْ ও عَدَدْ-এর মধ্যে مُشْتَرَكْ দু'টি সম্ভাবনার মধ্য হতে একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য নিয়তের মুক্ষাপেক্ষী। আর এ সব হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন স্ত্রী مَدْخُول بِهَا (সহবাসকৃতা) হবে। আর যদি مَدْخُول بِهَا না হয়, তাহলে এক তালাক হবে এবং এর দ্বারা بَائِنْ হয়ে যাবে। আর কোনো ফায়দা না থাকার দরুন তার বক্তব্য كَيْفَ شِئْتَ অর্থহীন হবে। **আর সাহেবাইন (র.) বলেছেন যে, যে বস্তু ইঙ্গিতযোগ্য নয় তার حَالْ ও وَصْف টা اَصْل - এর পর্যায়ভুক্ত। কাজেই তার وَصْف - এর সম্পর্কের দ্বারা اَصْل -এর সাথে সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।** অর্থাৎ সাহেবাইন (র.) -এর মতে ঐ সব শরয়ী বিষয়সমূহ যা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নয়, যেমন– তালাক, আজাদ ইত্যাদি। এদের حَالْ ও اَصْل সমপর্যায়ভুক্ত। কেননা এরা উভয়ই غَيْر مَحْسُوْس (ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নয়)। সুতরাং এদের একটিকে সংঘটিত হওয়ার হুকুম প্রদান আর অপরটিকে স্থগিত থাকার হুকুম প্রদানের কোনো অর্থ হতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ حَالَةَ مَشِيَّتِهَا الخ -এর আলোচনা : এখানে স্ত্রীর উপর তালাকের অবস্থা অর্পণ করার পর স্ত্রী স্বামীর নিয়তের মুখাপেক্ষী হবে কিনা? সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অর্থাৎ كَيْف শব্দের দ্বারা তালাকের অবস্থা স্ত্রীর ইচ্ছার উপর সোপর্দ করা হয়েছে। আর এই حَالْ (অবস্থা) عَدَدْ (সংখ্যা) ও بَيْنُوْنَتْ (بَائِنْ হওয়া)-এর মধ্যে মুশতারিক। কাজেই দু'টি সম্ভাবনার যে কোনো একটিকে নির্দিষ্টকরণের জন্য স্বামীর নিয়তের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে। তবে مَشِيَّتْ মুশতারেক হওয়াকে কেউ অস্বীকারও করতে পারে এবং বলতে পারে যে, এটা مُطْلَقْ হাশিয়াকার (র.) বলেন, আমি ব্যাখ্যাকার (র.)-এর নিজ হাতে লেখা নুস্খার মধ্যে দেখেছি। এভাবে লেখা আছে لِاَنَّ حَالَةَ مَشِيْئَةٍ مُشْتَرَكَةٌ الخ ইমাম ত্বাহাবী (র.) ও আবূ বকর রাযী (র.) বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে بَائِنْ তালাক বা তিন তালাক দেওয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর স্বামীর নিয়ত শর্ত নয়; বরং স্ত্রী স্বাধীনভাবেই তা প্রদান করতে পারবে।

قَوْلُهُ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ الخ -এর আলোচনা : সাহেবাঈন (র.) -এর মতে যে সব শরয়ী বিষয় غَيْر مَحْسُوْس অর্থাৎ ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নয় এদের মধ্যে وَصْف ও اَصْل এক সমান। যেমন– তালাক ও আজাদ, এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, طَلَاقْ ও عِتَاقْ উভয় মাসআলায় সাহেবাইন (র.) ও ইমাম সাহেব (র.) -এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেবল তালাকের মধ্যের মতানৈক্যই সীমাবদ্ধ।

بَلْ يُعَلَّقُ الْاَصْلُ بِالْمَشِيْئَةِ كَمَا تَعَلَّقَ الْوَصْفُ بِهَا فَلَا يَقَعُ مَالَمْ تَشَأْ وَ ذٰلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيْحُ بِلَا مُرَجِّحٍ لَا لِاَنَّ قِيَامَ الْعَرْضِ مُمْتَنِعٌ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَقُوْمَا مَعًا بِالْمَحَلِّ عَلٰى مَا ظَنُّوْا وَبَنَوْا عَلَيْهِ النِّكَاتِ وَبِمَا حَرَّرْنَا اِنْدَفَعَ مَا قِيْلَ اِنَّ فِيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسَامَحَةَ الْقَلْبِ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَقُوْلَ فَاَصْلُهُ بِمَنْزِلَةِ حَالِهِ وَ وَصْفِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْاَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ اِذَا جُعِلَ الْحَالُ وَالْاَصْلُ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ اَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَ الْاٰخَرِ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقُوْلُ يَلْزَمُ مِنْ هٰذَا اِتِّبَاعُ الْاَصْلِ لِلْوَصْفِ وَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَكَمْ اِسْمٌ لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ فَاِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ لَمْ تُطَلَّقْ مَا لَمْ تَشَأْ -

শাব্দিক অনুবাদ : بَلْ يُعَلَّقُ الْاَصْلُ بِالْمَشِيْئَةِ বরং অবস্থাকেও ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করা হবে كَمَا تَعَلَّقَ الْوَصْفُ بِهَا বিশেষণের ন্যায় فَلَا يَقَعُ مَالَمْ تَشَأْ সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক যুক্ত হবে না যতক্ষণ স্ত্রী ইচ্ছা না করে وَذٰلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيْحُ بِلَا مُرَجِّحٍ আর এটা এজন্য নয় যে, যাতে অগ্রাধিকার প্রদানকারী ভিন্ন অগ্রাধিকার দান সাব্যস্ত না হয় لَا لِاَنَّ قِيَامَ الْعَرْضِ مُمْتَنِعٌ এজন্য নয় যে, আনুষাঙ্গিকে কার্যকারিতা আনুষাঙ্গিক দ্বারা অসম্ভব فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَقُوْمَا مَعًا بِالْمَحَلِّ কাজেই সমীচীন হচ্ছে মূল ও বিশেষণ উভয়টি একই সাথে একই স্থানে হবে عَلٰى مَا ظَنُّوْا ঐ ধারণার ভিত্তিতে যা ফকীহগণ প্রকাশ করেছেন وَبَنَوْا عَلَيْهِ النِّكَاتِ আর যার উপর ভিত্তি করে তারা অনেক জটিল মাসআলার ভিত্তি স্থাপন করেছেন وَبِمَا حَرَّرْنَا اِنْدَفَعَ مَا قِيْلَ আমরা যা লিপিবদ্ধ করেছি তা দ্বারা ঐ কথিত অভিযোগ দূর হয়ে গেছে اِنَّ فِيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسَامَحَةَ الْقَلْبِ (অর্থাৎ এ অভিযোগ) যে, গ্রন্থকারের বক্তব্যের মধ্যে বিপরীত ভাবার্থ প্রকাশ-এর শৈথিল্য রয়েছে وَالْاَوْلٰى اَنْ يَقُوْلَ এভাবে বলা শ্রেয় ছিল যে, فَاَصْلُهُ بِمَنْزِلَةِ حَالِهِ وَ وَصْفِهِ অর্থাৎ এটা মূল অবস্থা ও গুণ-এর সমপর্যায়ভুক্ত فَيَتَعَلَّقُ الْاَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ সুতরাং এ اَصْل এটার مُتَعَلِّقْ -এর সাথে যুক্ত হবে وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ اِذَا جُعِلَ الْحَالُ وَالْاَصْلُ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ আর তার কারণ এই যে, যখন حَالْ ও وَصْف কে একই পর্যায়ভুক্ত ধরা হবে اَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَ الْاٰخَرِ তখন এরা একে অপরের حُكْم কে কবুল করবে وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقُوْلُ আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে يَلْزَمُ مِنْ هٰذَا এতে اِتِّبَاعُ الْاَصْلِ لِلْوَصْفِ মূল اَصْل وَصْف অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে যায় وَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ এবং এটা কেয়াস বিরোধী فَلَا يُعْتَبَرُ কাজেই এটা ধর্তব্য নয় وَكَمْ اِسْمٌ لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ আর كَمْ শব্দটি বস্তুত একটি সংখ্যাবাচক বিশেষ্য فَاِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ যখন যখন কেউ বলবে اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ (অর্থাৎ তুমি যত তালাক চাও তত তালাক হবে) لَمْ تُطَلَّقْ এ অবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক হবে না مَالَمْ تَشَأْ যতক্ষণ স্ত্রী ইচ্ছা না করবে।

সরল অনুবাদ : বরং বিশেষণের ন্যায় অবস্থাকেও ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করা হবে। সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক যুক্ত হবে না, যতক্ষণ স্ত্রী ইচ্ছা না করে, আর এটা এ জন্য নয় যে, যাতে অগ্রাধিকার প্রদানকারী ভিন্ন অগ্রাধিকার দান সাব্যস্ত না হয়, এজন্য নয় যে, আনুষঙ্গিকে কার্যকারিতা আনুষঙ্গিক দ্বারা অসম্ভব। কাজেই সমীচীন হচ্ছে মূল ও বিশেষণ উভয়টি একই সাথে একই স্থানে হবে, ঐ ধারণার ভিত্তিতে যা ফকীহগণ প্রকাশ করেছেন, আর যার উপর ভিত্তি করে তারা অনেক জটিল মাসআলার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আমরা যা লিপিবদ্ধ করেছি তা দ্বারা ঐ কথিত অভিযোগ দূর হয়ে গেছে। (অর্থাৎ এই অভিযোগ) যে, গ্রন্থকারের বক্তব্যের মধ্যে قلب (বিপরীত ভাবার্থ প্রকাশ) -এর শৈথিল্য রয়েছে। এভাবে বলা শ্রেয় ছিল যে, "فَاَصْلُهُ بِمَنْزِلَةِ وَصْفِهِ وَحَالِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْاَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ" অর্থাৎ এটা اَصْل (মূল) حَالْ ও وَصْف (অবস্থা ও গুণ) -এর সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং اَصْل এটার مُتَعَلِّقْ -এর সাথে যুক্ত হবে। আর তার কারণ এই যে, যখন حَالْ ও وَصْف -কে একই পর্যায়ভুক্ত ধরা হবে তখন এরা একে অপরের حُكْم -কে কবুল করবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এতে اَصْل (মূল) وَصْف অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে যায় এবং এটা কেয়াস বিরোধী। কাজেই এটা ধর্তব্য নয়। **আর كَمْ শব্দটি বস্তুত একটি সংখ্যাবাচক বিশেষ্য। সুতরাং যখন কেউ বলবে "اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ" (অর্থাৎ তুমি যত তালাক চাও তত তালাক হবে) এ অবস্থায় যতক্ষণ স্ত্রী ইচ্ছা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক হবে না।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সমস্যাটি হচ্ছে, প্রশ্ন হতে পারে যে, كَمْ শব্দটি সংখ্যার নাম চাই তা বাস্তবে হোক বা না হোক। সুতরাং اَلْعَدَدُ الْوَاقِعُ বলার কি অর্থ হতে পারে? আর وَاقِعٌ -এর দ্বারা বাস্তবে মওজুদ হওয়াকে উদ্দেশ্য করার পিছনেই বা কি যুক্তি থাকতে পারে? কাজেই গ্রন্থকার (র.) -এর ভাষ্যের বিশ্লেষণে এটা বলাই সর্বাধিক শ্রেয় হবে যে, كَمْ শব্দটি اَلْعَدَدُ الْوَاقِعُ -এর নাম হওয়ার অর্থ হলো ঐ সংখ্যার নাম হওয়া যা সাধরণত সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কেউ বলবে "اَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ" তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ইচ্ছা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক হবে না। কারণ সমস্ত সংখ্যাকে স্ত্রীর ইচ্ছার সাথে مُعَلَّقْ করেছে। আর তখন সমস্ত তালাক তার ইচ্ছার সাথে مُعَلَّقْ হবে যখন মূল তালাক তার ইচ্ছার সাথে مُعَلَّقْ হবে। কাজেই এর কম হবে না।

لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اِسْمًا لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ الْمَوْجُوْدِ فِى الْخَارِجِ وَلَمْ يَكُنْ فِى الْخَارِجِ هٰهُنَا عَدَدٌ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْهُ اَوْ يُخْبَرَ عَنْهُ لِتَكُوْنَ اِسْتِفْهَامِيَّةً اَوْ خَبَرِيَّةً فَلَابُدَّ اَنْ يُسْتَعَارَ بِمَعْنٰى اَىِّ عَدَدٍ شِئْتِ وَهُوَ تَمْلِيْكٌ يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ فَكَاَنَّهُ قَالَ اِنْ شِئْتِ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَاِنْ شِئْتِ مَا زَادَ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَاِنْ شَائَتْ فِى الْمَجْلِسِ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلٰى حَسْبِ نِيَّةِ الزَّوْجِ وَاِلَّا لَا وَحَيْثُ وَاَيْنَ اِسْمَانِ لِلْمَكَانِ فَاِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ اَوْ اَيْنَ شِئْتِ اَنَّهُ لَا يَقَعُ مَا لَمْ تَشَأْ لِاَنَّهُمَا لَمَّا كَانَ لِلْمَكَانِ وَالطَّلَاقُ مِمَّا لَايَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ اَصْلًا فَيُحْمَلُ عَلٰى مَعْنَى اِنْ شِئْتِ فَلَا يَقَعُ مَا لَمْ تَشَأْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اِسْمًا কারণ যেহেতু এটা নাম হয়ে থাকে لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ الْمَوْجُوْدِ فِى الْخَارِجِ বাস্তবে মওজুদ কোনো সংখ্যার জন্য وَلَمْ يَكُنْ فِى الْخَارِجِ هٰهُنَا عَدَدٌ অথচ এ ক্ষেত্রে বাস্তবে কোনো সংখ্যার অস্তিত্ব নেই حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْهُ যদ্দরুন এটার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে اَوْ يُخْبَرَ عَنْهُ বা এটা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া যেতে পারে لِتَكُوْنَ اِسْتِفْهَامِيَّةً اَوْ خَبَرِيَّةً যাতে এটা প্রশ্নবোধক বা সংবাদ জ্ঞাপক হতে পারত فَلَابُدَّ اَنْ يُسْتَعَارَ সেহেতু اِسْتِعَارَةٌ করা জরুরি হয়ে পড়েছে بِمَعْنٰى اَىِّ عَدَدٍ شِئْتِ তুমি কোন সংখ্যা চাও-এর অর্থে وَهُوَ تَمْلِيْكٌ আর এটা এমন অধিকার প্রদান يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ যা مَجْلِسْ -এর মধ্যে সীমিত فَكَاَنَّهُ قَالَ কাজেই সে যেন বলেছে اِنْ شِئْتِ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ অর্থাৎ তুমি এক তালাক ইচ্ছা করলে এক তালাক وَاِنْ شِئْتِ مَازَادَ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا আর ততোধিক ইচ্ছা করলে ততোধিক فَاِنْ شَائَتْ فِى الْمَجْلِسِ এমতাবস্থায় যদি মজলিসের মধ্যে তালাক চায় يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلٰى حَسْبِ نِيَّةِ الزَّوْجِ তাহলে স্বামীর নিয়ম অনুযায়ী তালাক পতিত হয়ে যাবে وَاِلَّا لَا অন্যথা হবে না وَحَيْثُ وَاَيْنَ اِسْمَانِ আর حَيْثُ ও اَيْنَ দু'টি স্থানবাচক বিশেষ্য لِلْمَكَانِ فَاِذَا قَالَ কোনো ব্যক্তি যখন বলবে اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ اَوْ اَيْنَ شِئْتِ তুমি তালাক যেভাবে চাবে অথবা যেখানে চাবে اَنَّهُ لَايَقَعُ مَالَمْ تَشَأْ তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ইচ্ছা করবে না তালাক হবে না لِاَنَّهُمَا لَمَّا كَانَ لِلْمَكَانِ কেননা উক্ত দু'টি শব্দ স্থানের জন্য وَالطَّلَاقُ مِمَّا لَايَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ اَصْلًا অথচ তালাক কখনো স্থানের সাথে খাস হয় না فَيُحْمَلُ عَلٰى مَعْنَى اِنْ شِئْتِ কাজেই اِنْ شِئْتِ -এর অর্থ হবে فَلَا يَقَعُ مَالَمْ تَشَأْ সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ইচ্ছা করবে না তালাক হবে না।

সরল অনুবাদ : কারণ যেহেতু বাস্তবে মওজুদ কোনো সংখ্যার জন্য এটা নাম হয়ে থাকে, অথচ এ ক্ষেত্রে বাস্তবে কোনো সংখ্যার অস্তিত্ব নেই, যদ্দরুন এটার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে বা এটা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া যেতে পারে। যাতে এটা প্রশ্নবোধক বা সংবাদ জ্ঞাপক হতে পারত, সেহেতু "اَىِّ عَدَدٍ شِئْتِ" (তুমি কোন সংখ্যা চাও) -এর অর্থ اِسْتِعَارَةٌ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এটা এমন অধিকার প্রদান যা مَجْلِسْ -এর মধ্যে সীমিত। কাজেই সে যেন বলেছে اِنْ شِئْتِ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَاِنْ شِئْتِ مَا زَادَ فَمَازَادَ عَلَيْهَا অর্থাৎ তুমি এক তালাক ইচ্ছা করলে এক তালাক, আর ততোধিক ইচ্ছা করলে ততোধিক। এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী মজলিসের মধ্যে তালাক কামনা করে, তাহলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। অন্যথা হবে না। আর **حَيْثُ ও اَيْنَ দু'টি স্থানবাচক বিশেষ্য। কোনো ব্যক্তি যখন বলবে اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ اَوْ اَيْنَ شِئْتِ (তুমি তালাক যেভাবে চাবে অথবা যেখানে চাবে) তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ইচ্ছা করবে না তালাক হবে না**। কেননা উক্ত দু'টি শব্দ স্থানের জন্য অথচ তালাক কখনো স্থানের সাথে খাস হয় না। কাজেই اِنْ شِئْتِ -এর অর্থ হবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ইচ্ছা করবে না তালাক হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِمَّا لَايَخْتَصُّ الخ -এর আলোচনা : এখানে তালাক কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয় সে বিষয়টি বুঝানো হয়েছে। তালাক হলো একটি অস্থায়ী বিষয়। কাজেই মহিলা যেখানেই থাকুক না কেন তালাক তার উপর পতিত হতে পারে। তালাকের পরে আসে ইদ্দত। আর ইদ্দত পালনের ব্যাপারে স্ত্রীর এক স্থান হতে অন্য স্থান অধিকতর উপযোগী হতে পারে। সুতরাং তার উপর তালাক পতিত হওয়ার বেলায়ও এক স্থান অন্য স্থান হতে অধিকতর উপযোগী হতে পারে। আর এই দৃষ্টিকোণ হতে তালাককে যদি নির্দিষ্ট স্থানের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না।

قَوْلُهُ فَيُحْمَلُ الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রদান করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যখন যরফ বা স্থানের সাথে আমল করা অসম্ভব হয়, তখন আমরা حَيْثُ ও اَيْنَ -কে রূপকভাবে হরফে শর্ত হিসেবে গণ্য করব। উক্ত হরফে শর্ত হলো اِنْ যেহেতু এর সাথে حَيْثُ ও اَيْنَ -এর যোগসূত্র রয়েছে, তা হলো اِبْهَامْ তাই এখন এটা যেন اِنْ شِئْتِ -এর মতো হয়ে গেল। অতএব এটাও মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ হবে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, حَيْثُ এবং اَيْنَ -কে اِنْ -এর অর্থে না নিয়ে اِذَا এবং مَتٰى -এর অর্থে রূপকভাবে নেওয়া হলো না কেন? এদের অর্থে নিলে তো ظَرْفِيَّةْ -এর অর্থও বাকি থাকত এবং মজলিস হতে উঠে গেলেও مَشِيَّةْ বাতিল হতো না। এর জবাবে বলব যে, যদি রূপকভাবে اِنْ-এর অর্থে ব্যবহার হয়, তাহলে মজলিসেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর যদি اِذَا অথবা مَتٰى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং তালাকের মধ্যে اَصْل হলো حَظَر বা বিরত থাকা। অতএব اِنْ অর্থ নেওয়াই উত্তম।

وَتَتَوَقَّفُ مَشِيْئَتُهَا عَلَى الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ إِذَا وَمَتٰى لِأَنَّهُمَا لَمَّا جُعِلَا بِمَعْنٰى إِنْ وَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَجْلِسِ فَكَذَاهُمَا وَإِذَا وَمَتٰى يَدُلَّانِ عَلٰى عُمُوْمِ الزَّمَانِ وَكُلِّيَّتِهٖ فَلَا يَتَوَقَّفُ الْمَشِيْئَةُ فِيْهِمَا عَلَى الْمَجْلِسِ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلَا بِمَعْنٰى إِذَا وَمَتٰى لِأَنَّهُمَا إِذَا خَلَصَا عَنْ مَعْنَى الْمَكَانِ فَالْأَقْرَبُ إِلَيْهِمَا هُوَ أَنَّ الدَّالَّةَ عَلٰى مُجَرَّدِ الشَّرْطِ وَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُجْعَلَ عُمُوْمُ الْمَكَانِ مُسْتَعَارًا مِنْ عُمُوْمِ الزَّمَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كَيْفَ وَكَمْ وَحَيْثُ وَأَيْنَ مُشَابَهَةٌ مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ فَلِذٰلِكَ ذُكِرَتْ فِيْهَا ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ ذُكِرَ الْجَمْعُ فِيْ بَحْثِ حُرُوْفِ الْمَعَانِيْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاوَ وَالْيَاءَ وَالْأَلِفَ وَالتَّاءَ كُلَّهَا حُرُوْفٌ دَالَّةٌ عَلٰى مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ فَقَالَ الْجَمْعُ الْمَذْكُوْرُ بِعَلَامَةِ الذُّكُوْرِ عِنْدَنَا يَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ وَالْإِنَاثَ عِنْدَ الْإِخْتِلَاطِ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ الْمُنْفَرِدَاتِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَتَوَقَّفُ مَشِيْئَتُهَا عَلَى الْمَجْلِسِ আর স্ত্রীর ইচ্ছা মজলিসের মধ্যে সীমিত থাকবে بِخِلَافِ إِذَا وَمَتٰى - إِذَا ও مَتٰى -এর বিপরীত لِأَنَّهُمَا لَمَّا جُعِلَ بِمَعْنٰى إِنْ কেননা এ শব্দদ্বয়কে যখন إِنْ-এর অর্থে গ্রহণ করা হয় وَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَجْلِسِ এবং মজলিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় فَكَذَا هُمَا সেরূপ এ দুটিও وَإِذَا وَمَتٰى يَدُلَّانِ عَلٰى عُمُوْمِ الزَّمَانِ وَكُلِّيَّتِهٖ আর إِذَا ও مَتٰى সময়ের ব্যাপকতাকে বুঝিয়ে থাকে فَلَا يَتَوَقَّفُ الْمَشِيْئَةُ فِيْهِمَا عَلَى الْمَجْلِسِ সুতরাং এদের মধ্যে ইচ্ছা মজলিসে সীমিত থাকবে না وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلَا بِمَعْنٰى إِذَا وَمَتٰى আর এরেদকে إِذَا ও مَتٰى -এর অর্থে প্রয়োগ না করার কারণ হলো لِأَنَّهُمَا إِذَا خَلَصَا عَنْ مَعْنَى الْمَكَانِ যখন এদেরকে স্থানের অর্থ হতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় فَالْأَقْرَبُ إِلَيْهِمَا هُوَ أَنَّ الدَّالَّةَ عَلٰى مُجَرَّدِ الشَّرْطِ তখন শুধু শর্তের অর্থ প্রকাশই এদের জন্য সর্বাধিক প্রযোজ্য হবে وَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُجْعَلَ عُمُوْمُ الْمَكَانِ مُسْتَعَارًا مِنْ عُمُوْمِ الزَّمَانِ আর عُمُوْم زَمَانْ হতে عُمُوْم مَكَانْ কে اِسْتِعَارَةٌ করা মুনাসিব নয় فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كَيْفَ وَكَمْ وَحَيْثُ وَأَيْنَ مُشَابَهَةٌ مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ অতএব كَيْفَ ، كَمْ ، حَيْثُ ও أَيْنَ এদের প্রত্যেকটির অর্থের সাথে শর্তের অর্থের সাদৃশ্যতা রয়েছে فَلِذٰلِكَ ذُكِرَتْ فِيْهَا আর এজন্যই এদেরকে শর্তের শব্দসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ ذُكِرَ الْجَمْعُ فِيْ بَحْثِ حُرُوْفِ الْمَعَانِيْ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) حُرُوْفُ الْمَعَانِيْ -এর আলোচনায় جَمْع কে উল্লেখ করেছেন بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاوَ وَالْيَاءَ وَالْأَلِفَ وَالتَّاءَ كُلَّهَا এই হিসেবে যে وَاوْ ، اَلِف ، يَا ও تَا এরা প্রত্যেকেই এক একটি হরফ حُرُوْفٌ دَالَّةٌ عَلٰى مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ যা বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে থাকে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন الْجَمْعُ الْمَذْكُوْرُ بِعَلَامَةِ الذُّكُوْرِ যে جَمْع কে পুংলিঙ্গের আলামতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে عِنْدَنَا يَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ وَالْإِنَاثَ عِنْدَ الْإِخْتِلَاطِ আমাদের মতে এটা মিশ্রণের সময় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়কে শামিল করবে وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ الْمُنْفَرِدَاتِ আর স্বতন্ত্র নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

সরল অনুবাদ : আর স্ত্রীর ইচ্ছা মজলিসের মধ্যে সীমিত থাকবে। إِذَا ও مَتٰى এর বিপরীত। কেননা এ শব্দদ্বয়কে যখন إِنْ -এর অর্থে গ্রহণ করা হয় এবং মজলিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় সেরূপ এ দু'টিও। আর إِذَا ও مَتٰى সময়ের ব্যাপকতাকে বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং এদের মধ্যে ইচ্ছা মজলিসে সীমিত থাকবে না। আর এদেরকে إِذَا ও مَتٰى -এর অর্থে প্রয়োগ না করার কারণ হলো, যখন এদেরকে স্থানের অর্থ হতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় তখন শুধু শর্তের অর্থ প্রকাশই এদের জন্য সর্বাধিক প্রযোজ্য হবে। আর عُمُوْم زَمَانْ হতে عُمُوْم مَكَانْ -কে اِسْتِعَارَةْ করা মুনাসিব নয়। অতএব كَيْفَ ، كَمْ ، حَيْثُ ও أَيْنَ -এদের প্রত্যেকটির অর্থের সাথে শর্তের অর্থের সাদৃশ্যতা রয়েছে। আর এ জন্যই এদেরকে শর্তের শব্দসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) حُرُوْفُ الْمَعَانِيْ -এর আলোচনায় جَمْع -কে উল্লেখ করেছেন। এই হিসেবে যে, وَاوْ ، اَلِف ، يَا ও تَا এরা প্রত্যেকেই এক একটি এমন হরফ যা বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং তিনি বলেন, যে جَمْع -কে **পুংলিঙ্গের আলামতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের মতে এটা اِخْتِلَاطْ (মিশ্রণের) -এর সময় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ উভয়কে শামিল করবে, আর পৃথকভাবে উল্লিখিত নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি গোপন সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। গোপন সমস্যাটি হচ্ছে এই যে, كَيْفَ ، كَمْ ، أَيْنَ ও حَيْثُ এরা حُرُوْفُ الشَّرْطِ নয়। তথাপি এদেরকে حُرُوْفُ الشَّرْطِ -এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কেন? উত্তরের সার কথা হলো, যদিও মূলত এরা হরফে শর্ত নয়। তথাপি যেহেতু এগুলো حُرُوْفُ الشَّرْطِ -এর অর্থের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে, তাই এদেরকে حُرُوْفُ الشَّرْطِ -এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা كَيْفَ অবস্থা বুঝিয়ে থাকে। আর অবস্থা বা حَالْ -কে ظَرْف -এর স্থানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার كَمْ কখনো تَمْيِيْز -এর ظَرْف হয়। أَيْنَ ও حَيْثُ উভয় ظَرْف -এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে। কাজেই উক্ত চারটি হরফ إِذَا হরফে শর্তের সাদৃশ্য। সেহেতু এদেরকে حُرُوْفُ الشَّرْطِ -এর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

لِاَنَّ تَنَاوُلَ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ لِلْاِنَاثِ اِنَّمَا هُوَ لِلتَّغْلِيْبِ وَالتَّغْلِيْبُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْاِخْتِلَاطِ دُوْنَ الْاِنَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) لَايَتَنَاوَلُ الْاِنَاثَ عِنْدَ الْاِخْتِلَاطِ اَيْضًا لِاَنَّ كُلَّ عَلَامَةٍ مَخْصُوْصَةٍ لِمَعْنًى هُوَ حَقِيْقَتُهَا فَلَوْ تَنَاوَلَ الْاِنَاثَ لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَلَزِمَ التَّكْرَارُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ قُلْنَا نُزُوْلُ الْاٰيَةِ فِىْ حَقِّهِنَّ لِتَطْيِيْبِ قُلُوْبِهِنَّ حَيْثُ قُلْنَ مَا بَالُنَا لَمْ نُذْكَرْ فِى الْقُرْاٰنِ صَرِيْحًا وَاسْتِقْلَالًا فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِىْ حَقِّهِنَّ لِاَجْلِ هٰذَا لَا اِنَّهُنَّ لَمْ يَدْخُلْنَ فِى الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَالتَّغْلِيْبُ بَابٌ وَاسِعٌ فِى الْقُرْاٰنِ وَاِنْ ذُكِرَ بِعَلَامَةِ التَّانِيْثِ يَتَنَاوَلُ الْاِنَاثَ خَاصَّةً لِاَنَّ الرَّجُلَ لَايَكُوْنُ تَبْعًا لِلْاُنْثٰى حَتّٰى يَدْخُلَ فِىْ تَغْلِيْبِ الْاُنْثٰى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ تَنَاوُلَ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ لِلْاِنَاثِ কেননা جَمْع مُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ বহুবচন) স্ত্রী লিঙ্গকে শামিল করে থাকে اِنَّمَا هُوَ لِلتَّغْلِيْبِ এটা تَغْلِيْب-এর ভিত্তিতে وَالتَّغْلِيْبُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْاِخْتِلَاطِ আর تَغْلِيْب হয় মিশ্রিত হওয়ার সময় دُوْنَ الْاِنَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ শুধু স্ত্রীলিঙ্গ হলে হয় না وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে لَايَتَنَاوَلُ الْاِنَاثَ عِنْدَ الْاِخْتِلَاطِ اَيْضًا সংমিশ্রিত হওয়ার অবস্থায়ও স্ত্রীলিঙ্গকেও শামিল করবে না لِاَنَّ كُلَّ عَلَامَةٍ مَخْصُوْصَةٍ لِمَعْنًى কেননা প্রতিটি عَلَامَتْ ঐ অর্থের জন্য নির্দিষ্ট هُوَ حَقِيْقَتُهَا যা এর হাকীকত فَلَوْ تَنَاوَلَ الْاِنَاثَ সুতরাং যদি স্ত্রীলিঙ্গকেও শামিল করে لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ তাহলে হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে একত্রিত করা অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে وَلَزِمَ التَّكْرَارُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ এবং আল্লাহর বাণী اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ-এর মধ্যে تَكْرَارْ (পুনঃ পৌনিকতা) لَازِمْ হবে قُلْنَا -এর উত্তরে আমরা বলব نُزُوْلُ الْاٰيَةِ فِىْ حَقِّهِنَّ لِتَطْيِيْبِ قُلُوْبِهِنَّ মহিলাদের মনঃতুষ্টির জন্য তাদের শানে এই আয়াত নাজেল হয়েছে حَيْثُ قُلْنَ কারণ তারা বলেছিল যে, مَا بَالُنَا আমাদের কি হয়েছে? لَمْ نُذْكَرْ فِى الْقُرْاٰنِ صَرِيْحًا وَاسْتِقْلَالًا আমাদের কথা কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِىْ حَقِّهِنَّ لِاَجْلِ هٰذَا তখন তাদের উদ্দেশ্যে এ কারণেই আয়াত অবতীর্ণ হয় لَا اِنَّهُنَّ لَمْ يَدْخُلْنَ فِى الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ সুতরাং এজন্য নয় যে, তারা جَمْع مُذَكَّرْ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না وَالتَّغْلِيْبُ بَابٌ وَاسِعٌ فِى الْقُرْاٰنِ আর কুরআন মাজীদের মধ্যে تَغْلِيْب-এর একটি প্রশস্ত অধ্যায় রয়েছে وَاِنْ ذُكِرَ بِعَلَامَةِ التَّانِيْثِ আর যদি স্ত্রীলিঙ্গের আলামতের সাথে উল্লেখ করা হয় يَتَنَاوَلُ الْاِنَاثَ خَاصَّةً তাহলে কেবল স্ত্রীলিঙ্গকেই শামিল করবে لِاَنَّ الرَّجُلَ لَايَكُوْنُ تَبْعًا لِلْاُنْثٰى কেননা পুরুষ নারীর অধীনস্ত হয় না حَتّٰى يَدْخُلَ فِىْ تَغْلِيْبِ الْاُنْثٰى তাহলে নারীকে غَالِبْ করে পুরুষকে তার মধ্যে শামিল করা যেত।

সরল অনুবাদ : কেননা جَمْع مُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ বহুবচন) تَغْلِيْب-এর ভিত্তিতে স্ত্রীলিঙ্গকে শামিল করে থাকে। আর تَغْلِيْب হয় সংমিশ্রিত হওয়ার সময় শুধু স্ত্রীলিঙ্গ হলে হয় না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে সংমিশ্রিত হওয়ার অবস্থায়ও স্ত্রীলিঙ্গকেও শামিল করবে না। কেননা প্রতিটি عَلَامَتْ ঐ অর্থের জন্য নির্দিষ্ট যা এর হাকীকত। সুতরাং যদি স্ত্রীলিঙ্গকেও শামিল করে, তাহলে হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে একত্রিত করা অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে এবং আল্লাহর বাণী– اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ-এর মধ্যে تَكْرَارْ (পুনঃ পৌনিকতা) لَازِمْ হবে। এর উত্তরে আমরা বলব, মহিলাদের মনঃতুষ্টির জন্য তাদের শানে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। কারণ তারা বলেছিল যে, আমাদের কি হয়েছে? আমাদের কথা কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এ কারণে আলোচ্য আয়াত তাদের শানে নাজিল হয়। এ জন্য নয় যে, তারা جَمْع مُذَكَّرْ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর কুরআন মাজীদের মধ্যে تَغْلِيْب-এর একটি প্রশস্ত অধ্যায় রয়েছে। **আর যদি স্ত্রীলিঙ্গের আলামতের সাথে উল্লেখ করা হয়, তাহলে কেবল স্ত্রীলিঙ্গকেই শামিল করবে**। কেননা, পুরুষ নারীর অধীনস্ত হয় না। তা হলে নারীকে غَالِبْ করে পুরুষকে তার মধ্যে শামিল করা যেত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّمَا هُوَ لِلتَّغْلِيْبِ الخ -এর আলোচনা : এই আলোচনা দ্বারা আমাদের হানাফীদের উপর হতে এই অভিযোগ অপসারিত হয়ে গেছে যে, جَمْع مُذَكَّرْ سَالِمْ এটা جَمْع مُذَكَّرْ হওয়ার কারণে স্ত্রীলিঙ্গকে শামিল করবে না। আর جَمْع مُؤَنَّثْ কেবল স্ত্রীলিঙ্গকেই শামিল করবে। আর যদি এটা উভয়ের জন্য جَمْع হয়, তাহলে একটি جَمْع-এর জন্য দু'টি مُفْرَدْ হওয়া لَازِمْ হবে। আর উক্ত অভিযোগ অপসারিত হওয়ার কারণ হলো আমরা প্রথমটি অর্থাৎ جَمْع مُذَكَّرْ হওয়াকে গ্রহণ করলাম এবং নারীগণ تَغْلِيْب-এর ভিত্তিতে শামিল হবে।

قَوْلُهٗ بَابٌ وَاسِعٌ الخ -এর আলোচনা : جَمْع-এর মধ্যে এই تَغْلِيْب মাজায নয়। কেননা جَمْع-এর قَاعِدَةْ নির্ধারণের সময় وَاضِعْ (প্রণয়নকারী)-ই এর اِعْتِبَارْ করেছেন। কাজেই এতে حَقِيْقَتْ ও مَجَازْ একত্রি হওয়া لَازِمْ হবে না। অথবা বলা যেতে পারে যে, تَغْلِيْب এটা عُمُوْم مَجَازْ-এর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং হাকীকত মাজাযের মধ্যে একত্রিতকরণ لَازِمْ হবে না।

حَتّٰى قَالَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيْرِ إِذَا قَالَ أَمِنُوْنِيْ عَلٰى بَنِيْ وَلَهُ بَنُوْنَ وَبَنَاتٌ إِنَّ الْأَمَانَ يَتَنَاوَلُ الْفَرِيْقَيْنِ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُذَكَّرَ يَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ وَالْإِنَاثَ عِنْدَ الْإِخْتِلَاطِ وَلَوْ قَالَ أَمِنُوْنِيْ عَلٰى بَنَاتِيْ لَا يَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ مِنْ أَوْلَادِهِ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُؤَنَّثَ لَايَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ عَلٰى سَبِيْلِ التَّغْلِيْبِ وَلَوْ قَالَ عَلٰى بَنِيْ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى الْبَنَاتِ لَايَثْبُتُ الْأَمَانُ لَهُنَّ لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُذَكَّرَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمُؤَنَّثَ عِنْدَ الْإِخْتِلَاطِ تَغْلِيْبًا دُوْنَ الْإِنْفِرَادِ لِعَدَمِ التَّغْلِيْبِ وَلَوْ ذُكِرَ هٰذِهِ الْأَمْثِلَةُ عَلٰى سَبِيْلِ النَّشْرِ الْمُرَتَّبِ لَكَانَ أَوْلٰى وَأَخْصَرَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : حَتّٰى قَالَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيْرِ এমনকি ইমাম মুহাম্মদ (র.) সিয়ারে কাবীরে বলেছেন যে قَالَ إِذَا যদি কেউ বলে أَمِنُوْنِيْ عَلٰى بَنِيْ আমাকে আমার ছেলেদের উপর নিরাপত্তা প্রদান করুন وَلَهُ بَنُوْنَ وَبَنَاتٌ অথচ তার কিছু ছেলে ও কিছু মেয়ে আছে إِنَّ الْأَمَانَ يَتَنَاوَلُ الْفَرِيْقَيْنِ তাহলে এ নিরাপত্তা উভয়কে শামিল করবে لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُذَكَّرَ يَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ وَالْإِنَاثَ কেননা جَمْعِ مُذَكَّرْ নারী ও পুরুষ উভয়কে শামিল করে عِنْدَ الْإِخْتِلَاطِ সংমিশ্রিত হওয়ার অবস্থায় وَلَوْ قَالَ আর যদি বলে أَمِنُوْنِيْ عَلٰى بَنَاتِيْ আমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে নিরাপত্তা প্রদান করো لَا يَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ مِنْ أَوْلَادِهِ তাহলে তার পুরুষ সন্তানদেরকে শামিল করবে না لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُؤَنَّثَ لَايَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ কেননা جَمْعِ مُؤَنَّثْ পুরুষদেরকে শামিল করবে না عَلٰى سَبِيْلِ التَّغْلِيْبِ - تَغْلِيْب-এর ভিত্তিতে وَلَوْ قَالَ عَلٰى بَنِيْ আর যদি বলে আমার ছেলেদের ব্যাপারে আমাকে নিরপত্তা প্রদান করুন وَلَيْسَ لَهُ سِوَى الْبَنَاتِ অথচ কন্যা ছাড়া তার কোনো সন্তান নেই لَايَثْبُتُ الْأَمَانُ لَهُنَّ তা হলে কন্যাদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে না لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُذَكَّرَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمُؤَنَّثَ কেননা جَمْعِ مُذَكَّرْ স্ত্রীলিঙ্গকে শামিল করে عِنْدَ الْإِخْتِلَاطِ تَغْلِيْبًا সংমিশ্রিত হওয়ার সময় تَغْلِيْب হিসেবে دُوْنَ الْإِنْفِرَادِ একাকী হওয়ার অবস্থায় করে না لِعَدَمِ التَّغْلِيْبِ কেননা তখন تَغْلِيْب হয় না وَلَوْ ذُكِرَ هٰذِهِ الْأَمْثِلَةُ আমাদের গ্রন্থকার (র.) যদি এ উদাহরণগুলোকে উল্লেখ করতেন عَلٰى سَبِيْلِ النَّشْرِ الْمُرَتَّبِ ধারাবাহিক পদ্ধতিতে لَكَانَ أَوْلٰى وَأَخْصَرَ তাহলে এটা অতি উত্তম ও সংক্ষিপ্ত হতো।

সরল অনুবাদ : এমনকি ইমাম মুহাম্মদ (র.) সিয়ারে কাবীরে বলেছেন যে, যদি কেউ বলে أَمِنُوْنِيْ عَلٰى بَنِيْ আমাকে আমার ছেলেদের উপর নিরাপত্তা প্রদান করুন, অথচ তার কিছু ছেলে ও কিছু মেয়ে আছে। তাহলে এই নিরাপত্তা উভয়কে শামিল করবে। কেননা جَمْعِ مُذَكَّرْ সংমিশ্রিত হওয়ার অবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়কে শামিল করে। আর যদি বলে, আমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে নিরাপত্তা প্রদান করো, তাহলে তার পুরুষ সন্তানদেরকে শামিল করবে না। কেননা جَمْعِ مُؤَنَّثْ পুরুষদেরকে تَغْلِيْب -এর ভিত্তিতে শামিল করবে না। আর যদি বলে আমার ছেলেদের ব্যাপারে আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করুন, অথচ কন্যা ছাড়া তার কোনো সন্তান নেই, তা হলে কন্যাদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে না। কেননা جَمْعِ مُذَكَّرْ সংমিশ্রিত হওয়ার সময় স্ত্রীলিঙ্গকে শামিল করে। একাকী হওয়ার অবস্থায় করে না। কেননা, তখন تَغْلِيْب হয় না। আমাদের গ্রন্থকার (র.) যদি এ উদাহরণগুলোকে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে উল্লেখ করতেন, তা হলে এটা অতি উত্তম ও সংক্ষিপ্ত হতো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَايَتَنَاوَلُ الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, সুতরাং যদি তুমি বল যে, دَلَالَتْ-এর ভিত্তিতে পুরুষ সন্তানদের জন্যও নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে। কেননা পুরুষ সন্তান কন্যা সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। এর উত্তরে আমরা বলব যে, دَلَالَتْ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না। কেননা পুরুষ সন্তানের তুলনায় কন্যারা নিরাপত্তার অধিকতর মুখাপেক্ষী। কারণ, পুরুষ সন্তানেরা পলায়নের এবং যুদ্ধের ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতা নারীদের নেই। তবে পুরুষ সন্তানগণ সমধিক প্রিয় হওয়ার কারণে মনে একটা খটকা থেকে যায়। তাই সাধারণ অর্থ গ্রহণে সর্বাধিক সমীচীন, যাতে নিরাপত্তা عَامّ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ গ্রন্থকার (র.) যদি এই তিনটি প্রশাখা মাসআলাকে তিনটি قَاعِدَه -এর উপর ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতেন, এভাবে যে, তৃতীয়টিকে দ্বিতীয়টির পূর্বে উল্লেখ করতেন এবং তাঁর বক্তব্য يَتَنَاوَلُ الْفَرِيْقَيْنِ -এর পর বলতেন وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَى الْبَنَاتِ لَايَثْبُتُ الْأَمَانُ لَهُنَّ وَلَوْ قَالَ أَمِنُوْنِيْ عَلٰى بَنَاتِيْ لَايَتَنَاوَلُ الذُّكُوْرَ مِنْ أَوْلَادِهِ তা হলে এটা উত্তম ও সংক্ষিপ্ত হতো।

অনুশীলনী ـ اَلْمُنَاقَشَةُ

١. فِيْ أَيِّ مَعَانٍ يُسْتَعْمَلُ "إِذَا"؟ وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ نُحَاةِ الْكُوْفَةِ وَالْبَصْرَةِ ـ
٢. لِأَيِّ مَعَانٍ يُسْتَعْمَلُ "لَوْ" ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا وَمُمَثَّلًا ـ
٣. لِأَيِّ مَعَانٍ يُسْتَعْمَلُ كَيْفَ ؟ بَيِّنُوْا مُوْضِحًا وَمُمَثَّلًا ـ
٤. لِأَيِّ مَعْنًى يُسْتَعْمَلُ "كَمْ"؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ ـ
٥. إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ فَمَا الْحُكْمُ لِهٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ ؟أَوْضِحُوْا إِيْضَاحًا تَامًّا ـ

مَبْحَثُ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ

সরীহ ও কিনায়াহ-এর আলোচনা

وَأَمَّا الصَّرِيْحُ فَمَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ ظُهُوْرًا بَيِّنًا حَقِيْقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا فِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى أَنَّ كُلًّا مِنَ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ يَجْتَمِعُ مَعَ كُلٍّ مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ فَكَأَنَّهُمَا قِسْمَانِ مِنْهُمَا وَلَمَّا كَانَ ظُهُوْرُهُ مِنْ وُجُوْهِ الْاِسْتِعْمَالِ فَلَاحَاجَةَ إِلٰى قَيْدٍ يَخْرُجُ بِهِ النَّصُّ وَالْمُفَسَّرُ لِأَنَّ ظُهُوْرَهُ مِنْ حَيْثُ الْاِسْتِعْمَالِ وَظُهُوْرُهُمَا بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْقَرَائِنِ كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَأَنْتِ طَالِقٌ الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا مِثَالَانِ لِلصَّرِيْحِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ فَإِنَّهُمَا حَقِيْقَتَانِ شَرْعِيَّتَانِ فِيْ إِزَالَةِ الرِّقِّ وَالنِّكَاحِ صَرِيْحَانِ فِيْهِمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَا مِثَالَيْنِ لِلْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ جِهَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا مَجَازَانِ لُغَوِيَّانِ فِيْ هٰذَا الْمَعْنٰى وَحَقِيْقَتَانِ شَرْعِيَّتَانِ فِيْهِ هٰكَذَا قِيْلَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا الصَّرِيْحُ আর صَرِيْح ঐ শব্দকে বলে فَمَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ ظُهُوْرًا بَيِّنًا যা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যায়। حَقِيْقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا চাই তা হাকীকত হোক অথবা মাজায হোক فِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى -এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি অবগত করানো হয়েছে যে أَنَّ كُلًّا مِنَ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ يَجْتَمِعُ - صَرِيْح ও كِنَايَة -এর প্রত্যেকটি একত্রিত হতে পারে مَعَ كُلٍّ مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ - حقيقت ও مَجَاز -এর প্রত্যেকটির সাথে فَكَأَنَّهُمَا قِسْمَانِ مِنْهُمَا যেন এরা حَقِيْقَتْ ও مَجَاز -এর দু'টি প্রকার বিশেষ وَلَمَّا كَانَ ظُهُوْرُهُ আর যেহেতু এটা প্রকাশ হয়ে থাকে مِنْ وُجُوْهِ الْاِسْتِعْمَالِ প্রয়োগের পদ্ধতির দ্বারাই فَلَا حَاجَةَ إِلٰى قَيْدٍ সেহেতু কোনো قَيْد আরোপের প্রয়োজন হয় নি يَخْرُجُ بِهِ النَّصُّ وَالْمُفَسَّرُ - نَصّ ও مُفَسَّر কে বের করার জন্য لِأَنَّ ظُهُوْرَهُ مِنْ حَيْثُ الْاِسْتِعْمَالِ কেননা এর প্রকাশ اِسْتِعْمَال -এর দ্বারা হয়ে থাকে وَظُهُوْرُهُمَا بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْقَرَائِنِ আর ঐ দু'টির প্রকাশ হয়ে থাকে বক্তার ইচ্ছা ও قَرَائِن বা নিদর্শনাবলির দ্বারা كَقَوْلِهِ যেমন কারো বক্তব্য أَنْتَ حُرٌّ وَأَنْتِ طَالِقٌ তুমি আজাদ ও তুমি তালাক الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا مِثَالَانِ لِلصَّرِيْحِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, এ উদাহরণদ্বয় صَرِيْح حَقِيْقِيْ -এর জন্য فَإِنَّهُمَا حَقِيْقَتَانِ شَرْعِيَّتَانِ কেননা এ দু'টি বিষয় শরয়ী হাকীকত فِيْ إِزَالَةِ الرِّقِّ وَالنِّكَاحِ বিবাহ ও গোলামী দূর করার ব্যাপারে صَرِيْحَانِ فِيْهِمَا এবং উক্ত দুই ব্যাপারে এরা صَرِيْح বা সুস্পষ্ট ঘোষণা وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَا مِثَالَيْنِ لِلْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ আর এর সম্ভাবনাও আছে যে, এরা হাকীকত এবং মাজাযের উদাহরণ بِاعْتِبَارِ جِهَتَيْنِ দু'দিকের বিবেচনায় لِأَنَّهُمَا مَجَازَانِ لُغَوِيَّانِ কেননা এ অর্থে এরা আভিধানিক মাজায فِيْ هٰذَا الْمَعْنٰى وَحَقِيْقَتَانِ شَرْعِيَّتَانِ فِيْهِ আবার এ অর্থে এর শরয়ী হাকীকত هٰكَذَا قِيْلَ এরূপই কথিত আছে।

সরল অনুবাদ : **আর صَرِيْح ঐ শব্দকে বলে যা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যায়। চাই তা হাকীকত হোক অথবা মাজায হোক।** এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি অবগত করানো হয়েছে যে, صَرِيْح ও كِنَايَة -এর প্রত্যেকটি مَجَاز ও حَقِيْقَتْ -এর প্রত্যেকটির সাথে একত্রিত হতে পারে। যেন এরা حَقِيْقَتْ ও مَجَاز -এর দু'টি প্রকার বিশেষ। আর যেহেতু এটা প্রয়োগের পদ্ধতির দ্বারাই প্রকাশ হয়ে থাকে সেহেতু نَصّ ও مُفَسَّر -কে বের করার জন্য কোনো قَيْد আরোপের প্রয়োজন হয়নি। কেননা এর প্রকাশ اِسْتِعْمَال -এর দ্বারা হয়ে থাকে। আর ঐ দু'টির প্রকাশ হয়ে থাকে বক্তার ইচ্ছা ও قَرَائِن বা নিদর্শনাবলির দ্বারা। **যেমন কারো বাক্তব্য "أَنْتَ حُرٌّ أَنْتِ طَالِقٌ" (তুমি আজাদ, তুমি তালাক)**। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, এই উদাহরণদ্বয় صَرِيْح حَقِيْقِيْ -এর জন্য। কেননা এ দু'টি বিষয় বিবাহ ও গোলামী দূর করার ব্যাপারে শরয়ী হাকীকত। এবং উক্ত দুই ব্যাপারে এরা صَرِيْح বা সুস্পষ্ট ঘোষণা। আর এর সম্ভাবনাও আছে যে, এরা দু' দিকের বিবেচনায় হাকীকত এবং মাজাযের উদাহরণ। কেননা এ অর্থে এরা আভিধানিক মাজায। আবার এ অর্থে এর শরয়ী হাকীকত। এরূপই কথিত আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ظُهُوْرًا بَيِّنًا الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ বহুল প্রচলিত হওয়ার কারণে এতে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। এর দ্বারা ظَاهِر খারিজ হয়ে গেছে। কেননা ظَاهِر বহুল প্রচলিত নয়। যদ্দরুন অস্পষ্টতার অবকাশ থেকে যায়। বরং এতে কেবল গঠনের দিক দিয়ে স্পষ্টতা রয়েছে, ব্যবহার বা প্রয়োগের দিক দিয়ে নয়।

قَوْلُهُ مَجَازَانِ الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ গোলামী দূরীকরণ ও বিবাহ বন্ধন ছিন্নকরণ এ দু'টি আভিধানিক হিসেবে মাজায। অভিধানের দৃষ্টিতে এই বক্তব্যদ্বয় خَبَر এরা এই إِزَالَة -এর জন্য إِنْشَاء নয়। مُنْتَهَى الْعَرَبِ নামক অভিধান গ্রন্থে আছে যে, حُر এটা পেশের সাথে। অর্থাৎ আজাদ বা স্বাধীন। গোলামের বিপরীত দানশীল, সম্মানী ব্যক্তি, প্রত্যেক বস্তুর মূল্যবান অংশ। আর طَلَاق বলে স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত করে দেওয়াকে।

وَحُكْمُهُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِعَيْنِ الْكَلَامِ وَقِيَامُهُ مَقَامَ مَعْنَاهُ حَتّٰى اِسْتَغْنٰى عَنِ الْعَزِيْمَةِ اَىْ لَايَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يَنْوِىَ الْمُتَكَلِّمُ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى مِنَ اللَّفْظِ فَاِنْ قَصَدَ اَنْ يَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَجَرٰى عَلٰى لِسَانِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَهٰكَذَا قَوْلُهٗ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَاَمَّا الْكِنَايَةُ فَمَا اِسْتَتَرَ الْمُرَادُ بِهٖ وَلَا يُفْهَمُ اِلَّا بِقَرِيْنَةٍ حَقِيْقَةً كَانَ اَوْ مَجَازًا فِيْهِ تَنْبِيْهٌ اَيْضًا عَلٰى اَنَّ الْكِنَايَةَ تَجْتَمِعُ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْمُرَادُ بِالْاِسْتِتَارِ هُوَ الْاِسْتِتَارُ بِحَسْبِ الْاِسْتِعْمَالِ وَلَاحَاجَةَ اِلٰى اِخْرَاجِ الْخَفِىِّ وَالْمُشْكِلِ لِاَنَّ خَفَاءَ هُمَا بِحَسْبِ مَانِعٍ اٰخَرَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَحُكْمُهٗ আর এর হুকুম হলো تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِعَيْنِ الْكَلَامِ হুবহু বাক্যের সাথে حُكْم যুক্ত হওয়া وَقِيَامُهٗ مَقَامَ مَعْنَاهُ এবং বাক্যটি এর অর্থের স্থলাভিষিক্ত হওয়া حَتّٰى اِسْتَغْنٰى عَنِ الْعَزِيْمَةِ যাতে عَزِيْمَتْ হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় اَىْ لَايَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يَنْوِىَ الْمُتَكَلِّمُ অর্থাৎ বক্তা নিয়ত করার প্রয়োজন হয় না ذٰلِكَ الْمَعْنٰى مِنَ اللَّفْظِ তার শব্দের দ্বারা ঐ অর্থের فَاِنْ قَصَدَ اَنْ يَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ যদি سُبْحَانَ اللّٰهِ বলার ইচ্ছা করে فَجَرٰى عَلٰى لِسَانِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ আর মুখ দিয়ে اَنْتِ طَالِقٌ বের হয়ে পড়ে يَقَعُ الطَّلَاقُ তাহলে তালাক হয়ে যাবে وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ যদিও এর ইচ্ছা না করে থাকে وَهٰكَذَا قَوْلُهٗ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ অনুরূপ তার বক্তব্য بِعْتُ ও اِشْتَرَيْتُ (আমি বিক্রয় করলাম ও আমি ক্রয় করলাম) وَاَمَّا الْكِنَايَةُ আর كِنَايَة ঐ শব্দকে বলে فَمَا اسْتَتَرَ الْمُرَادُ بِهٖ যা দ্বারা উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থেকে যায় وَلَا يُفْهَمُ اِلَّا بِقَرِيْنَةٍ আর قَرِيْنَة বা নিদর্শন ছাড়া এর অর্থবোধগম্য হয় না حَقِيْقَةً كَانَ اَوْ مَجَازًا চাই হাকীকী হোক অথবা মাজাযী হোক فِيْهِ تَنْبِيْهٌ اَيْضًا عَلٰى এতে এ দিকে তাম্বীহ রয়েছে যে, اَنَّ الْكِنَايَةَ تَجْتَمِعُ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ কেনায়াহ ও হাকীকত ও মাজাযের সাথে একত্রিত হতে পারে وَالْمُرَادُ بِالْاِسْتِتَارِ আর اِسْتِتَارٌ-এর অর্থ هُوَ الْاِسْتِتَارُ بِحَسْبِ الْاِسْتِعْمَالِ ব্যবহার বা প্রয়োগের দিক দিয়ে অস্পষ্ট থাকে وَلَاحَاجَةَ اِلٰى اِخْرَاجِ الْخَفِىِّ وَالْمُشْكِلِ কাজেই خَفِىّ ও مُشْكِل কে বের করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না لِاَنَّ خَفَاءَ هُمَا بِحَسْبِ مَانِعٍ اٰخَرَ কেননা তাদের অস্পষ্টতা অন্য বাধার কারণে হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : আর এর حُكْم হলো হুবহু বাক্যের সাথে حُكْم যুক্ত হওয়া এবং বাক্যটি এর অর্থের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। যাতে عَزِيْمَتْ হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। অর্থাৎ বক্তা তার শব্দের দ্বারা ঐ অর্থের নিয়ত করার প্রয়োজন হয় না। যদি سُبْحَانَ اللّٰهِ বলার ইচ্ছা করে আর মুখ দিয়ে اَنْتِ طَالِقٌ বের হয়ে পড়ে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। যদিও এর ইচ্ছা না করে থাকে। অনুরূপ তার বক্তব্য بِعْتُ ও اِشْتَرَيْتُ (আমি বিক্রয় করলাম ও আমি ক্রয় করলাম)। আর **كِنَايَة ঐ শব্দকে বলে যা দ্বারা উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থেকে যায়। আর قَرِيْنَة বা নিদর্শন ছাড়া এর অর্থ বোধগম্য হয় না। চাই হাকীকী হোক অথবা মাজাযী হোক।** এতে এই দিকে তাম্বীহ রয়েছে যে, كِنَايَة-ও হাকীকত ও মাজাযের সাথে একত্রিত হতে পারে। আর اِسْتِتَارٌ-এর অর্থ ব্যবহার বা প্রয়োগের দিক দিয়ে অস্পষ্ট থাকে। কাজেই خَفِىّ ও مُشْكِل-কে বের করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কেননা তাদের অস্পষ্টতা অন্য বাধার কারণে হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يَقَعُ الطَّلَاقُ الخ -এর আলোচনা : এখানে অনিচ্ছাকৃত ও কৌতূহল বশত তালাক দিলে তার বিধান কি হবে? সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বলেন, কেউ যদি মুখে سُبْحَانَ اللّٰهِ বলার ইচ্ছা করে আর মুখ দিয়ে اَنْتِ طَالِقٌ বের হয়ে পড়ে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। আর আজাদীর বেলায়ও এই একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ قَضَاءً তালাক ও আজাদ হয়ে যাবে। কেননা বিচার তো বাহ্যিক বস্তুর উপর হয়ে থাকে। তবে دِيَانَةً তালাক বা আজাদ হবে না। কেননা আল্লাহ সব কিছুর ব্যাপারে ভালো জানেন। মানুষের গুপ্ত রহস্যাদি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত। আর ভুলকারী অক্ষম। যেমন– যদি বলে "اَنْتِ طَالِقٌ" আর বলে যে, আমি قَيْد হতে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করেছি, তাহলে বিশ্বাস করা হবে। আর সত্যবাদী হলে دِيَانَةً অর্থাৎ তার ও আল্লাহর মাঝে তালাক হবে না। তবে বিচারকের ফয়সালা অনুযায়ী তালাক হয়ে যাবে। কেননা কাজি তাদের অন্তরের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত নন। আর তার সংবাদ মিথ্যাও হতে পারে সত্যও হতে পারে। অথচ শব্দ তালাককে ওয়াজিবকারী। তাই প্রকাশ্য অবস্থা অনুসারে কাজি ফয়সালা করবেন।– (তালবীহ) আর কৌতুককারী– উদাহরণত সে বলে থাকে اَنْتِ طَالِقٌ কৌতুকচ্ছলে তবে ইচ্ছাকৃতভাবে। তবে সে মনে করে থাকে যে, এ শব্দের হুকুম জারি (কার্যকর) হবে না। আর তার মনে করা شَارِع-এর হুকুমকে পরিবর্তন করতে পারে না। কাজেই তার তালাক হয়ে যাবে। তাই হাদীস শরীফে আছে যে, اِنَّ الْجِدَّ وَالْهَزْلَ فِى الطَّلَاقِ سَوَاءٌ অর্থাৎ তালাকের ব্যাপারে কৌতুকহীন ও কৌতুকপূর্ণ উভয় কথার একই হুকুম।

قَوْلُهٗ بِحَسْبِ مَانِعٍ اٰخَرَ الخ -এর আলোচনা : كِنَايَة হতে خَفِىّ ও مُشْكِل-কে বের করার জন্য কোনো قَيْد আরোপের প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের خَفَاء ব্যবহারের দিক দিয়ে নয়; বরং অন্য প্রতিবন্ধকতার কারণে। সুতরাং خَفِىّ বলে যার উদ্দেশ্য (অর্থ) صِيْغَه ব্যতীত অন্য কোনো عَارِض-এর কারণে অস্পষ্ট রয়েছে, তবে শব্দের অর্থ জানা রয়েছে। كِنَايَة-এর বিপরীত। কেননা কোনো قَرِيْنَه যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে যুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর অর্থ অস্পষ্ট থেকে যাবে। আর خَفِىّ مُشْكِل হলে خَفِىّ হতেও অধিকতর অস্পষ্ট। বাহরুল উলূম বলেছেন যে, خَفِىّ ، مُشْكِلْ ، مُجْمَلْ ও مُتَشَابِهْ এরা كِنَايَة-এর অন্তর্ভুক্ত। একটি تَقْسِيْم-এর اَقْسَامْ অপর একটি تَقْسِيْم-এর اَقْسَامْ-এর অন্তর্ভুক্ত হতে কোনো অসুবিধা নেই।

فَلَوْ وَقَعَ الْخَفَاءُ فِي الصَّرِيْحِ أَوِ الظُّهُوْرُ فِي الْكِنَايَةِ بِعَوَارِضَ أُخَرَ لَايَضُرُّ ذٰلِكَ فِيْ كَوْنِهِ صَرِيْحًا أَوْ كِنَايَةً لِأَنَّ الْعَوَارِضَ الْأُخَرَ لَاتُعْتَبَرُ فَالْمَدَارُ فِيْهِمَا عَلَى الْإِسْتِعْمَالِ وَلِهٰذَا قَالُوْا إِنَّ الْحَقِيْقَةَ الْمَهْجُوْرَةَ كِنَايَةٌ وَالْمُسْتَعْمَلَةَ صَرِيْحَةٌ وَالْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ صَرِيْحٌ وَغَيْرَ الْمُتَعَارَفِ كِنَايَةٌ مِثْلُ أَلْفَاظِ الضَّمِيْرِ كَهَاءِ الْكِنَايَةِ وَأَنَا وَأَنْتَ فَإِنَّ كُلَّهَا وُضِعَتْ لِيَسْتَعْمِلَهَا الْمُتَكَلِّمُ عَلٰى طَرِيْقِ الْإِسْتِتَارِ وَالْخَفَاءِ وَكَوْنُهُ أَعْرَفَ الْمَعَارِفِ عِنْدَ النَّحْوِيِّيْنَ لَايَضُرُّ بِكَوْنِهِ كِنَايَةً لِأَنَّ ذٰلِكَ شَيْءٌ أٰخَرُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَوْ وَقَعَ الْخَفَاءُ فِي الصَّرِيْحِ যদি صَرِيْح-এর মধ্যে অস্পষ্টতা হয় أَوِ الظُّهُوْرُ فِي الْكِنَايَةِ অথবা كِنَايَة-এর মধ্যে স্পষ্টতা بِعَوَارِضَ أُخَرَ কোনো عَوَارِض-এর কারণে لَايَضُرُّ ذٰلِكَ فِيْ كَوْنِهِ صَرِيْحًا أَوْ كِنَايَةً তাহলে এটা صَرِيْح ও كِنَايَة হওয়ার জন্য ক্ষতিকর হবে না لِأَنَّ الْعَوَارِضَ الْأُخَرَ لَاتُعْتَبَرُ কারণ অন্যান্য عَوَارِض-এর বিবেচনা করা হয় না فَالْمَدَارُ فِيْهِمَا عَلَى الْإِسْتِعْمَالِ বরং এ দু'টির মধ্যে إِسْتِعْمَال-এর উপর নির্ভর করা হয়ে থাকে وَلِهٰذَا قَالُوْا আর এ জন্যই উসূলবিদগণ বলেছেন যে إِنَّ الْحَقِيْقَةَ الْمَهْجُوْرَةَ كِنَايَةٌ হাকীকতে মাহজুরাহ কেনায়াহ وَالْمُسْتَعْمَلَةَ صَرِيْحَةٌ আর হাকীকতে মুস্তা'মালা হলো সরীহ وَالْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ صَرِيْحٌ আর মাজাযে মুতাআরিফ হলো সরীহ وَغَيْرَ الْمُتَعَارَفِ كِنَايَةٌ আর غَيْر مُتَعَارَف হলো কেনায়া مِثْلُ أَلْفَاظِ الضَّمِيْرِ যেমন ضَمِيْر-এর শব্দাবলি كَهَاءِ الْكِنَايَةِ وَأَنَا وَأَنْتَ যথা– كِنَايَة-এর هَا ও أَنَا এবং أَنْتَ - فَإِنَّ كُلَّهَا وُضِعَتْ কেননা এদের সবগুলোকে এজন্য প্রণয়ন করা হয়েছে যে لِيَسْتَعْمِلَهَا الْمُتَكَلِّمُ عَلٰى طَرِيْقِ الْإِسْتِتَارِ وَالْخَفَاءِ বক্তা উদ্দেশ্য গোপন রেখে এগুলোকে প্রয়োগ করতে পারে وَكَوْنُهُ أَعْرَفَ الْمَعَارِفِ عِنْدَ النَّحْوِيِّيْنَ আর নাহুবিদগণের মতে এটা أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ হওয়া لَايَضُرُّ بِكَوْنِهِ كِنَايَةً উহ্য كِنَايَة হওয়ার জন্য ক্ষতিকর নয় لِأَنَّ ذٰلِكَ شَيْءٌ أٰخَرُ কেননা তা আরেক ব্যাপার।

সরল অনুবাদ : যদি কোনো عَوَارِض-এর কারণে صَرِيْح-এর মধ্যে خَفَاء (অস্পষ্টতা) অথবা كِنَايَة-এর মধ্যে ظُهُوْر (স্পষ্টতা) হয়, তাহলে এটা صَرِيْح ও كِنَايَة হওয়ার জন্য ক্ষতিকর হবে না। কারণ অন্যান্য عَوَارِض-এর বিবেচনা করা হয় না; বরং এই দু'টির মধ্যে إِسْتِعْمَال-এর উপর নির্ভর করা হয়ে থাকে। আর এই জন্যই উসূলবিদগণ বলেছেন যে, হাকীকতে মাহজূরাহ كِنَايَة আর حَقِيْقَت مُسْتَعْمَلَه হলো صَرِيْح এবং مَجَاز مُتَعَارَف হলো صَرِيْح আর غَيْر مُتَعَارَف হলো كِنَايَة যেমন ضَمِيْر-এর শব্দাবলি। যথা– كِنَايَة-এর هَا ও أَنَا এবং أَنْتَ-কেননা এদের সবগুলোকে এ জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে যে, বক্তা উদ্দেশ্য গোপন রেখে এগুলোকে প্রয়োগ করতে পারে। আর নাহুবিদগণের মতে এটা أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ হওয়া উহ্য كِنَايَة হওয়ার জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা তা আরেক ব্যাপার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمَجَازُ الْمُتَعَارَفُ الخ-এর আলোচনা : এখানে مَجَاز مُتَعَارَف-এর উপমা প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং কারো বক্তব্য لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِيْ دَارِ فُلَانٍ (অমুকের ঘরে কদম রাখবে না।) এর হাকীকী অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কাজেই এটা كِنَايَة আর মাজাযী অর্থে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রবিষ্ট হওয়া। সুতরাং মাজাযী অর্থ مُتَعَارَف অর্থাৎ সুপরিচিত হয়ে গেছে। কাজেই এটা صَرِيْح

قَوْلُهُ مِثْلُ أَلْفَاظِ الضَّمِيْرِ الخ-এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে ضَمِيْر-এর শব্দসমূহ كِنَايَة-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাহরুল উলূম (র.) বলেছেন, ضَمِيْر-এর শব্দসমূহকে তখনই كِنَايَة-এর অন্তর্ভুক্ত করা সহীহ হবে যখন ضَمِيْر-এর مَرْجِع শ্রোতার নিকট অস্পষ্ট থাকবে। অন্যথা এরা صَرِيْح হবে। তবে বলা যেতে পারে যে, ضَمِيْر-এর শব্দসমূহের যে কোনো مُتَكَلِّم، مُخَاطَب ও غَائِب-এর জন্য উপযোগী। কাজেই অবস্থার নির্দেশনা ব্যতীত পার্থক্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং كِنَايَة হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ ذٰلِكَ الخ-এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি দ্বন্দ্বের নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ নাহুবিদগণের মতে أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ ضَمِيْر (সর্বনাম) أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ হওয়া এটা উসূলবিদগণের মতে كِنَايَة হওয়ার জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা এর ضَمِيْر হওয়া অন্য ব্যাপার। কেননা এটার أَعْرَفِيَّتْ-এর অর্থ হলো স্বয়ং এর দ্বারা অনির্দিষ্ট কোনো বস্তুর ইচ্ছা করা সহীহ না হওয়া তবে কদাচিৎ। যা অন্যান্য মারেফাসমূহের বিপরীত। কেননা এদের নির্দিষ্ট করণ عَارِض (সাময়িক) এবং এদেরকে অনির্দিষ্টকরণ জায়েজ।

وَلِهٰذَا اَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَنْ دَقَّ بَابَهٗ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ فَقَالَ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا اَىْ لِمَ تَقُوْلُ اَنَا اَنَا بَلْ اُذْكُرْ اِسْمَكَ حَتّٰى اَفْهَمَ ثُمَّ الظَّاهِرُ اَنَّهٗ مِثَالٌ لِلْكِنَايَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالَ الْكِنَايَةِ الْمَجَازِيَّةِ وَحُكْمُهَا اَنْ لَّا يَجِبَ الْعَمَلُ بِهَا اِلَّا بِالنِّيَّةِ اَىْ بِنِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ لِكَوْنِهَا مُسْتَتِرَةَ الْمُرَادِ فَلَا يُطَلَّقُ فِىْ اَنْتِ بَائِنٌ مَا لَمْ يَنْوِ نِيَّتَهٗ اَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَائِمًا مَقَامَهَا كَدَلَالَةِ حَالَةِ الْغَضَبِ اَوْ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتُ الطَّلَاقِ سُمِّيَتْ بِهَا مَجَازًا حَتّٰى كَانَتْ بَوَائِنَ جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ اِنَّ الْكِنَايَةَ مَا اسْتَتَرَ الْمُرَادُ بِهٖ وَالْحَالُ اَنَّ اَلْفَاظَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ مِثْلُ قَوْلِهٖ اَنْتِ بَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ وَحَرَامٌ وَنَحْوُهَا كُلُّهَا مَعْلُوْمَةُ الْمَعَانِىْ وَاسْتُعْمِلَتْ فِيْهَا صَرَاحَةً فَكَيْفَ تُسَمُّوْنَهَا كِنَايَةً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا اَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى এজন্য রাসূলে কারীম ﷺ ঐ ব্যক্তিকে অপছন্দ করেছেন مَنْ دَقَّ بَابَهٗ যে ব্যক্তি তার দরজায় আঘাত করার পর فَقَالَ مَنْ اَنْتَ তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কে তুমি? فَقَالَ اَنَا সে জবাবে বলল, আমি اَنَا হুজুর ﷺ বললেন আমি! আমি! اَىْ لِمَ تَقُوْلُ اَنَا اَنَا অর্থাৎ আমি! আমি! কেন বলো? بَلْ اُذْكُرْ اِسْمَكَ বরং তোমার নাম উল্লেখ করো حَتّٰى اَفْهَمَ তাহলে আমি বুঝতে পারব ثُمَّ الظَّاهِرُ অতঃপর প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বুঝা যায় اَنَّهٗ مِثَالٌ لِلْكِنَايَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ এটা حَقِيْقَتْ كِنَايَةْ -এর উদাহরণ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالَ الْكِنَايَةِ الْمَجَازِيَّةِ এবং مَجَاز كِنَايَةْ -এর উদাহরণের উল্লেখ করেন নি وَحُكْمُهَا -এর হুকুম হলো اَنْ لَّا يَجِبَ الْعَمَلُ بِهَا اِلَّا بِالنِّيَّةِ নিয়ত ব্যতীত এটা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হয় না اَىْ بِنِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ অর্থাৎ বক্তার নিয়ত ব্যতীত আমল ওয়াজিব হয় না لِكَوْنِهَا مُسْتَتِرَةَ الْمُرَادِ কেননা এটার উদ্দেশ্য গোপন ও অস্পষ্ট فَلَا يُطَلَّقُ فِىْ اَنْتِ بَائِنٌ কাজেই اَنْتِ بَائِنٌ বললে তালাক হবে না مَا لَمْ يَنْوِ نِيَّتَهٗ যতক্ষণ পর্যন্ত بَائِنْ তালাকের নিয়ত না করবে اَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَائِمًا مَقَامَهَا অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়তের স্থলাভিষিক্ত পাওয়া না যাবে كَدَلَالَةِ حَالَةِ الْغَضَبِ যেমন রাগের সময় اَوْ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ এবং তালাকের আলোচনার সময় وَكِنَايَاتُ الطَّلَاقِ سُمِّيَتْ بِهَا مَجَازًا আর كِنَايَةْ তালাককে মাজায হিসেবে তালাক বলে حَتّٰى كَانَتْ بَوَائِنَ কাজেই ঐ সব তালাক بَائِنْ হয়ে থাকে جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব وَهُوَ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ প্রশ্নটি হলো, তোমরা বলেছ اِنَّ الْكِنَايَةَ مَا اسْتَتَرَ الْمُرَادُ بِهٖ কেনায়াহ ঐ শব্দকে বলে যার উদ্দেশ্য লুক্কায়িত এবং গোপন وَالْحَالُ اَنَّ اَلْفَاظَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ অথচ طَلَاق بَائِنْ -এর শব্দাবলি مِثْلُ قَوْلِهٖ اَنْتِ بَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ وَحَرَامٌ وَنَحْوُهَا যথা তার বক্তব্য اَنْتِ بَائِنٌ - اَنْتِ بَتْلَةٌ - اَنْتِ بَتَّةٌ ও اَنْتِ حَرَامٌ ইত্যাদি كُلُّهَا مَعْلُوْمَةُ الْمَعَانِىْ সবগুলোর অর্থই জানা আছে وَاسْتُعْمِلَتْ فِيْهَا صَرَاحَةً আর সেই অর্থে প্রকাশ্যভাবে এদেরকে প্রয়োগ করা হয়েছে فَكَيْفَ تُسَمُّوْنَهَا كِنَايَةً সুতরাং কিভাবে তোমরা এদেরকে كِنَايَةْ নামকরণ করতে পারো।

সরল অনুবাদ : এ জন্য রাসূলে কারীম ﷺ ঐ ব্যক্তিকে অপছন্দ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দরজায় আঘাত করার পর তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কে তুমি? সে জবাবে বলল, 'আমি'। হুযূর ﷺ বললেন, আমি! আমি!! অর্থাৎ আমি আমি কেন বলো? বরং তোমার নাম উল্লেখ করো, তা হলে আমি বুঝতে পারব। অতঃপর প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বুঝা যায় এটা حَقِيْقَتْ كِنَايَةْ -এর উদাহরণ এবং مَجَاز كِنَايَةْ -এর উদাহরণের উল্লেখ করেননি। كِنَايَةْ -এর **হুকুম হলো নিয়ত ব্যতীত এটা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হয় না।** অর্থাৎ বক্তার নিয়ত ব্যতীত আমল ওয়াজিব হয় না। কেননা এটার উদ্দেশ্য গোপন ও অস্পষ্ট। কাজেই اَنْتِ بَائِنٌ বললে যতক্ষণ পর্যন্ত بَائِنْ তালাকের নিয়ত না করবে তালাক হবে না। অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়তের স্থলাভিষিক্ত পাওয়া না যাবে। যেমন রাগের সময় এবং তালাকের আলোচনার সময়। **আর كِنَايَةْ তালাককে মাজায হিসেবে তালাক বলে। কাজেই ঐ সব তালাক بَائِنْ হয়ে থাকে।** এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জাওয়াব। প্রশ্নটি হল, তোমরা বলেছ كِنَايَةْ ঐ শব্দকে বলে যার উদ্দেশ্য লুক্কায়িত এবং গোপন। অথচ طَلَاق بَائِنْ -এর শব্দাবলি যথা তার বক্তব্য اَنْتِ بَائِنٌ ، اَنْتِ بَتَّةٌ ، اَنْتِ بَتْلَةٌ ও اَنْتِ حَرَامٌ ইত্যাদি সবগুলোর অর্থই জানা আছে। আর সেই অর্থে প্রকাশ্যভাবে এদেরকে প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং কিভাবে তোমরা এদেরকে كِنَايَةْ নামকরণ করতে পারো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ الخ -এর আলোচনা : ইমাম বুখারী (র.) হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত জাবের (রা.) বলেছেন যে, আমি ঋণের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসলাম, যা আমার পিতার দায়িত্বে ছিল। অতঃপর আমি দরজায় আঘাত করলাম। হুযূর ﷺ বললেন, কে? আমি বললাম, 'আমি'। হুযূর ﷺ বললেন, আমি! আমি!! যেন হুযূর ﷺ একে অপছন্দ করলেন। ইমাম কিরমানী (র.) বলেছেন যে, দ্বিতীয় اَنَا প্রথম اَنَا -এর জন্য তাকিদ। আর হুযূর ﷺ এই জন্য একে অপছন্দ করলেন যে, যা তিনি প্রশ্ন করেছেন জবাবের মধ্যে তা ছিল না। কেননা, সার্বিক এবং পূর্ণাঙ্গ জবাব ছিল اَنَا جَابِرٌ অর্থাৎ আমি জাবের। অন্যথা জবাব স্পষ্ট নয়।

قَوْلُهٗ مَعْلُوْمَةُ الْمَعَانِىْ الخ -এর আলোচনা : কেননা সকলেই জানে بَائِنٌ শব্দটি بَيْنُوْنَةٌ হতে নির্গত। আর এটার অর্থ হলো اِنْفِصَال বা পৃথকতা। আর حَرَامٌ শব্দটি حُرْمَتٌ হতে নির্গত। আর এর অর্থ হলো, নিষেধ বা বারণ করা এবং بَتَّةٌ এটা بَتٌّ হতে নির্গত। অর্থাৎ কর্তন করা। আর بَتْلَةٌ -এর অর্থও হলো কর্তন করা ও পৃথক করা। (صراح)

فَاَجَابَ بِاَنَّ تَسْمِيَتَهَا كِنَايَةً اِنَّمَا هِىَ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ لِاَنَّ مَعْنٰى كُلِّ وَاحِدٍ مَعْلُوْمٌ لَا اِبْهَامَ فِيْهِ اِذْ مَعْنَى الْبَائِنِ وَاضِحٌ لٰكِنَّ لَا يُعْلَمُ مِنْ اَىِّ شَيْءٍ بَائِنٌ اَمِنَ الزَّوْجِ اَوْ مِنَ الْعَشِيْرَةِ اَوْ مِنَ الْمَالِ اَوِ الْجَمَالِ فَاِذَا نَوٰى اَنَّهَا بَائِنٌ عَنِّىْ زَالَ الْاِبْهَامُ فَكَانَ عَامِلًا بِمُوْجَبِهٖ وَلِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ كِنَايَاتٌ حَقِيْقَةً لَكَانَتْ مِنْ قَبِيْلِ اَنْ يُذْكَرَ اَنْتِ بَائِنٌ وَيُرَادُ بِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِىُّ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّ الْكِنَايَةَ مَاكَانَ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ بِهٖ مُسْتَتِرًا لَا مَعْنَاهُ اللُّغَوِىُّ وَهٰهُنَا كَذٰلِكَ فَاِنَّ الْبَائِنَ وَاِنْ كَانَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِىُّ وَاضِحًا لٰكِنَّ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ بِهٖ مُسْتَتِرٌ وَهُوَ اَنَّهَا بَائِنٌ عَنِ الزَّوْجِ فَكَانَتْ كِنَايَاتٌ حَقِيْقَةً وَلِهٰذَا قَالُوْا اِنَّهَا كِنَايَاتٌ عَلٰى مَذْهَبِ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ دُوْنَ الْاُصُوْلِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاَجَابَ -এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে بِاَنَّ تَسْمِيَتَهَا كِنَايَةً اِنَّمَا هِىَ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ এদেরকে মাজায হিসেবে كِنَايَة নাম দেওয়া হয়েছে لِاَنَّ مَعْنٰى كُلِّ وَاحِدٍ مَعْلُوْمٌ কেননা এদের প্রত্যেকটির অর্থ জ্ঞাত لَا اِبْهَامَ فِيْهِ এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই اِذْ مَعْنَى الْبَائِنِ وَاضِحٌ কারণ بَائِنْ শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট (অর্থাৎ পৃথক) لٰكِنَّ لَا يُعْلَمُ তবে এটা অজানা যে, مِنْ اَىِّ شَيْءٍ بَائِنٌ কোনো বস্তু হতে পৃথক اَمِنَ الزَّوْجِ اَوْ مِنَ الْعَشِيْرَةِ স্বামী হতে না তার কবীলা হতে اَوْ مِنَ الْمَالِ اَوْ مِنَ الْجَمَالِ না মাল বা সৌন্দর্য হতে পৃথক فَاِذَا نَوٰى সুতরাং যখন স্বামী নিয়ত করবে যে اَنَّهَا بَائِنٌ عَنِّىْ আমার হতে পৃথক زَالَ الْاِبْهَامُ তখন সন্দেহ নিরসন হয়ে যাবে فَكَانَ عَامِلًا بِمُوْجَبِهٖ কাজেই শব্দের চাহিদানুযায়ী আমল করা হবে وَلِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ بِهَا সুতরাং এর দ্বারা بَائِنْ তালাক হয়ে যাবে وَلَوْ كَانَتْ كِنَايَاتٌ حَقِيْقَةً যদি প্রকৃত كِنَايَة হতো لَكَانَتْ مِنْ قَبِيْلِ اَنْ يُذْكَرَ اَنْتِ بَائِنٌ তাহলে اَنْتِ بَائِنٌ তার উল্লেখ করতঃ পর্যায়ভুক্ত হতো وَيُرَادُ بِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ এবং এর দ্বারা اَنْتِ طَالِقٌ উদ্দেশ্য করা হতো فَيَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِىُّ ফলে তালাকে رَجْعِى হতো وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ আর এটার উপর আপত্তি করা হয়েছে যে بِاَنَّ الْكِنَايَةَ - كِنَايَة ঐ শব্দকে বলে مَا كَانَ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ بِهٖ مُسْتَتِرًا যার উদ্দিষ্ট অর্থ গোপন থাকে لَا مَعْنَاهُ اللُّغَوِىُّ আভিধানিক অর্থ গোপন থাকে না وَهٰهُنَا كَذٰلِكَ আর এখানেও তাই হয়েছে فَاِنَّ الْبَائِنَ وَاِنْ كَانَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِىُّ وَاضِحًا কেননা بَائِنْ -এর আভিধানিক অর্থ স্পষ্ট হলেও لٰكِنَّ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ بِهٖ مُسْتَتِرٌ -এর উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট রয়েছে وَهُوَ اَنَّهَا بَائِنٌ عَنِ الزَّوْجِ আর তা হলো স্বামী হতে পৃথক হওয়া فَكَانَتْ كِنَايَاتٌ حَقِيْقَةً তাই এটা প্রকৃত كِنَايَة হয়েছে وَلِهٰذَا قَالُوْا এ জন্যই মনীষীগণ বলেছেন যে اِنَّهَا كِنَايَاتٌ عَلٰى مَذْهَبِ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ এটা عِلْمِ بَيَانْ তথা অলংকার শাস্ত্র বিশারদগণের মতে হাকীকী কেনায়াহ دُوْنَ الْاُصُوْلِ উসূলবিদগণ (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ী নয়।

সরল অনুবাদ : এর জাবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এদেরকে মাজায হিসেবে كِنَايَة নাম দেওয়া হয়েছে। কেননা এদের প্রত্যেকটির অর্থ জ্ঞাত, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ بَائِنْ শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট (অর্থাৎ পৃথক)। তবে এটা অজানা যে, কোন বস্তু হতে পৃথক। স্বামী হতে না তার কবীলা হতে না মাল বা সৌন্দর্য হতে পৃথক। সুতরাং যখন স্বামী নিয়ত করবে যে, আমার হতে পৃথক তখন সন্দেহ নিরসন হয়ে যাবে। কাজেই শব্দের চাহিদানুযায়ী আমল করা হবে। সুতরাং এর দ্বারা بَائِنْ তালাক হয়ে যাবে। যদি প্রকৃত كِنَايَة হতো তাহলে اَنْتِ بَائِنٌ তার উল্লেখ করত اَنْتِ طَالِقٌ উদ্দেশ্য করার পর্যায়ভুক্ত হতো। ফলে তালাকে رَجْعِى হতো। আর এটার উপর আপত্তি করা হয়েছে যে, كِنَايَة ঐ শব্দকে বলে যার উদ্দিষ্ট অর্থ গোপন থাকে, অভিধানিক অর্থ গোপন থাকে না। আর এখানেও তাই হয়েছে। কেননা بَائِنْ -এর অভিধানিক অর্থ স্পষ্ট হলেও এর উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট রয়েছে। আর তা হলো স্বামী হতে পৃথক হওয়া। তাই এটা প্রকৃত كِنَايَة হয়েছে। এ জন্যই মনীষীগণ বলেছেন যে, এটা عِلْمِ بَيَانْ তথা অলঙ্কার শাস্ত্র বিশারদগণের মতে হাকীকী كِنَايَة উসূলবিদগণ (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ী নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَكَانَتْ كِنَايَاتٌ الخ -এর আলোচনা : এটা গ্রন্থকার (র.) -এর জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা এই اِعْتِرَاضْ-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তার সার কথা হলো, এ শব্দগুলো স্বামী হতে পৃথক হওয়া হতে كِنَايَة হয়েছে। কাজেই এ শব্দগুলো দ্বারা পৃথকতা لَازِمْ হবে। এটা নয় যে, এরা তালাক হতে كِنَايَة হয়েছে। এভাবে যে, এই শব্দগুলোর অর্থ তালাকের অর্থ হবে। সুতরাং তালাকের দিকে اِضَافَتْ-কে كِنَايَة করার সাথে এদের নামকরণ করা মাজায হবে। এটাই গ্রন্থকারের (র.) উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ دُوْنَ الْاُصُوْلِ الخ -এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) -এর বক্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, এই শব্দগুলো বালাগাতবিদগণের মতে স্বামী হতে বিচ্ছিন্নতা হতে كِنَايَة তাদের মতে এরা তালাক হতে كِنَايَة নয়। আর উসূলবিদগণের মতে كِنَايَة -কে তালাকের দিকে اِضَافَتْ করত এদেরকে كِنَايَةُ الطَّلَاقِ নাম দেওয়া মাজায। সুতরাং উভয়ের মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই।

فَاِنَّ الْكِنَايَةَ عِنْدَهُمْ اَنْ يُذْكَرَ لَفْظٌ وَ يُرَادُ بِهٖ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهٗ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتِهٖ بَلْ مِنْ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ اِلٰى مَلْزُوْمِهٖ كَمَا فِىْ طَوِيْلِ النَّجَادِ يُرَادُ بِهٖ طُوْلُ النَّجَادِ لَامِنْ حَيْثُ ذَاتِهٖ بَلْ مِنْ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ اِلٰى مَلْزُوْمِهِ الَّذِىْ هُوَ طُوْلُ الْقَامَةِ وَهٰهُنَا كَذٰلِكَ فَاِنَّ بَائِنًا مَحْمُوْلٌ عَلٰى مَعْنَاهُ لٰكِنْ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ اِلٰى مَلْزُوْمِهٖ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِصِفَةِ الْبَيْنُوْنَةِ عِنْدَ النِّيَّةِ وَهُوَ اَيْضًا لَايَخْلُوْ مِنْ خَدْشَةٍ فَتَاَمَّلْ اِلَّا اِعْتَدِّىْ وَاسْتَبْرِئِىْ رِحْمَكِ وَاَنْتِ وَاحِدَةٌ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهٖ حَتّٰى كَانَتْ بَوَائِنَ يَعْنِىْ اَنَّ اَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ كُلَّهَا بَوَائِنُ اِلَّا هٰذِهِ الْاَلْفَاظَ الثَّلٰثَةَ فَاِنَّهَا رَجْعِيَّةٌ لِاَجْلِ وُجُوْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فِيْهَا تَقْدِيْرًا اَمَّا فِىْ قَوْلِهٖ اِعْتَدِّىْ فَلِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ اِعْتِدَادَ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ اِعْتِدَادَ الْحَيْضِ لِلْفَرَاغِ عَنِ الْعِدَّةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِنَّ الْكِنَايَةَ عِنْدَهُمْ কেননা তাদের মতে كِنَايَة বলে اَنْ يُذْكَرَ لَفْظٌ وَيُرَادُ بِهٖ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهٗ শব্দকে উল্লেখ করতঃ এটার مَوْضُوْعٌ لَهٗ উদ্দেশ্য করা لَامِنْ حَيْثُ ذَاتِهٖ তবে এটা তার সত্তা হিসেবে নয় بَلْ مِنْ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ اِلٰى مَلْزُوْمِهٖ বরং এ হিসেবে যে, এটা তার مَلْزُوْم -এর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে كَمَا فِىْ طَوِيْلِ النَّجَادِ যেমন طَوِيْلُ النَّجَادِ -এর মধ্যে يُرَادُ بِهٖ طُوْلُ النَّجَادِ এটার দ্বারা طُوْلُ النَّجَادِ কে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتِهٖ তবে এটার সত্তার দিকের বিবেচনায় নয় بَلْ مِنْ حَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ اِلٰى مَلْزُوْمِهٖ বরং এ বিবেচনায় যে, এটা তার مَلْزُوْم -এর দিকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে الَّذِىْ هُوَ طُوْلُ الْقَامَةِ যা হচ্ছে দীর্ঘকায় وَهٰهُنَا كَذٰلِكَ আর এখানেও ব্যাপারটি এরূপই فَاِنَّ بَائِنًا مَحْمُوْلٌ عَلٰى مَعْنَاهُ নিশ্চয় বায়েন শব্দটি তার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে لٰكِنْ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ اِلٰى مَلْزُوْمِهٖ আর مَلْزُوْم -এর দিকে مُنْتَقِلْ হওয়ার যোগ্যতা রাখে وَهُوَ الطَّلَاقُ بِصِفَةِ الْبَيْنُوْنَةِ عِنْدَ النِّيَّةِ স্বামীর নিয়তের সময় مَلْزُوْم হবে তালাকে বায়েন وَهُوَ اَيْضًا لَايَخْلُوْ مِنْ خَدْشَةٍ আর অলংকার (বালাগাত) শাস্ত্রবিশারদগণের মতে এ শব্দটি كِنَايَة হওয়া ক্রটিমুক্ত নয় فَتَاَمَّلْ খুব চিন্তা করে দেখো اِلَّا اِعْتَدِّىْ তবে তুমি ইদ্দত পালন করো وَاسْتَبْرِئِىْ رِحْمَكِ তোমরা জরায়ুকে পবিত্র করো وَاَنْتِ وَاحِدَةٌ এবং তুমি একাকী اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهٖ حَتّٰى كَانَتْ এটা তার বক্তব্য حَتّٰى كَانَتْ بَوَائِنَ হতে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে يَعْنِىْ اَنَّ اَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ كُلَّهَا بَوَائِنُ অর্থাৎ কিনায়ার সমস্ত শব্দ بَائِنْ - اِلَّا هٰذِهِ الْاَلْفَاظَ الثَّلٰثَةَ কেবল এই তিনটি ব্যতীত فَاِنَّهَا رَجْعِيَّةٌ কেননা এ তিনটি রাজয়ী لِاَجْلِ وُجُوْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فِيْهَا تَقْدِيْرًا কারণ এদের মধ্যে গোপনীয়ভাবে طَلَاق শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায় اَمَّا فِىْ قَوْلِهٖ اِعْتَدِّىْ যথা اِعْتَدِّىْ শব্দের মধ্যে فَلِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ এ অর্থের সম্ভাবনা আছে যে اِعْتِدَادَ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْهَا সে আল্লাহর নিয়ামত গণনা করবে وَيَحْتَمِلُ اِعْتِدَادَ الْحَيْضِ আবার এ অর্থেরও অবকাশ আছে যে, সে حَيْض গণনা করবে لِلْفَرَاغِ عَنِ الْعِدَّةِ যাতে ইদ্দত হতে অবসর হতে পারে।

সরল অনুবাদ : কেননা তাদের মতে كِنَايَة বলে শব্দকে উল্লেখ করত এটার مَوْضُوْعٌ لَهٗ উদ্দেশ্য করা। তবে এটা তার সত্তা হিসেবে নয় বরং এই হিসেবে যে, এটা তার مَلْزُوْم -এর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। যেমন– طَوِيْلُ النَّجَادِ -এর মধ্যে। এটার দ্বারা طُوْلُ النَّجَادِ -কে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে। তবে এটার সত্তার দিকের বিবেচনায় নয়; বরং এই বিবেচনায় যে, এটা তার مَلْزُوْم -এর দিকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। আর مَلْزُوْم হলো দীর্ঘাকায় বিশিষ্ট হওয়া। আর এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ হয়েছে। কেননা بَائِنْ শব্দটি তার স্বার্থে হয়েছে। তথাপি এটা এই অর্থ হতে তার مَلْزُوْم -এর দিকে مُنْتَقِلْ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর স্বামীর নিয়তের সময় مَلْزُوْم হবে তালাকে বায়েন। আর অলঙ্কার (বালাগাত) শাস্ত্র বিশারদগণের মতে এ শব্দগুলো كِنَايَة হওয়া ক্রটিমুক্ত নয়। খুব চিন্তা করে দেখো। **তবে اِعْتَدِّىْ (তুমি ইদ্দত পালন করো) اِسْتَبْرِئِىْ رِحْمَكِ (তোমার জরায়ুকে পবিত্র করো) এবং اَنْتِ وَاحِدَةٌ (তুমি একাকী)।** এটা তার বক্তব্য حَتّٰى كَانَتْ بَوَائِنَ হতে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনায়ার সমস্ত শব্দ بَائِنْ কেবল এই তিনটি ব্যতীত। কেননা, এই তিনটি রাজয়ী। কারণ এদের মধ্যে গোপনীয়ভাবে طَلَاق শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যথা– اِعْتَدِّىْ শব্দের মধ্যে এই অর্থের সম্ভাবনা আছে যে, সে আল্লাহর নিয়ামত গণনা করবে। আবার এই অর্থেরও অবকাশ আছে যে, সে حَيْض গণনা করবে। যাতে ইদ্দত হতে অবসর হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهُوَ الطَّلَاقُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ এই শব্দগুলো كِنَايَة হওয়া বালাগাত বিশারদগণের মতেও ক্রটিমুক্ত নয়। কেননা এর মধ্যে لَازِم হতে مَلْزُوْم -এর দিকে স্থানান্তরিত হওয়া নেই; বরং এদের প্রকৃত অর্থ হতে অন্য অর্থের দিকে ধাবিতই হয়নি। কেননা, এদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَطْع، حُرْمَت، بَيْنُوْنَت ইত্যাদি। তবে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এবং এমন মহলে যার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে।—(তালবীহ)

قَوْلُهٗ فَلِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ الخ -এর আলোচনা : তার বক্তব্য اِعْتَدِّىْ আল্লাহর নিয়ামত গণনা করার অর্থেও হতে পারে। আবার হায়েয গণনা করার অর্থেও হতে পারে। তাই নবী করীম ﷺ সাওদাহ বিনতে যামআ (রা.)-কে বলেছেন, اِعْتَدِّىْ অতঃপর তিনি তার সাথে رَجْعَتْ করেছেন।— তাহ্কীক

فَإِذَا نَوٰى هٰذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ فَإِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ اِقْتِضَاءً كَأَنَّهٗ قَالَ اِعْتَدِّيْ لِأَنِّيْ طَلَّقْتُكِ أَوْ طَلِّقِيْ ثُمَّ اِعْتَدِّيْ أَوْ كُوْنِيْ طَالِقًا ثُمَّ اِعْتَدِّيْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا فَحِيْنَئِذٍ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا أَصْلًا فَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهٗ اِعْتَدِّيْ مُسْتَعَارًا عَنْ قَوْلِهٖ كُوْنِيْ طَالِقًا أَوْ طَلِّقِيْ فَقَدْ ذُكِرَ الْمُسَبَّبُ وَأُرِيْدَ بِهِ السَّبَبُ وَهُوَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْمُسَبَّبُ مُخْتَصًّا بِالسَّبَبِ وَالْاِعْتِدَادُ فِي الْأَصْلِ وَبِالذَّاتِ مُخْتَصٌّ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهَا مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَتَعَرَّفَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ فَإِنَّمَا شُرِعَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ تَشْبِيْهًا بِالطَّلَاقِ وَفِي الْمَوْتِ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِأَجْلِ الْحِدَادِ فَلَا يَكُوْنُ فِي الْوَاقِعِ مِنَ الْعِدَّةِ وَلِذَا شُرِعَتْ بِالْأَشْهُرِ دُوْنَ الْحَيْضِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِذَا نَوٰى هٰذَا যখন এ নিয়ত করবে يَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ তখন তালাকে রাজয়ী হবে فَإِنْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয় يَثْبُتُ الطَّلَاقُ اِقْتِضَاءً তাহলে শব্দের চাহিদানুযায়ী তালাক সাব্যস্ত হবে كَأَنَّهٗ قَالَ اِعْتَدِّيْ যেন সে বলেছে, তুমি ইদ্দত গণনা করো لِأَنِّيْ طَلَّقْتُكِ কেননা আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি أَوْ طَلِّقِيْ ثُمَّ اِعْتَدِّيْ অথবা তুমি তোমাকে তালাক দিয়ে ইদ্দত গণনা করো أَوْ كُوْنِيْ طَالِقًا ثُمَّ اِعْتَدِّيْ অথবা তুমি তালাক হয়ে যাও, অতঃপর ইদ্দত পালন করো فَيَقَعُ الطَّلَاقُ সুতরাং তালাক হয়ে যাবে وَتَجِبُ الْعِدَّةُ এবং ইদ্দত ওয়াজিব হবে وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا আর যদি সহবাসকৃতা না হয় فَحِيْنَئِذٍ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا أَصْلًا তাহলে তার উপর কোনো ইদ্দতই নেই فَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهٗ اِعْتَدِّيْ مُسْتَعَارًا কাজেই اِعْتَدِّيْ শব্দটিকে عَنْ قَوْلِهٖ كُوْنِيْ طَالِقًا أَوْ طَلِّقِيْ - طَلِّقِيْ বা كُوْنِيْ طَالِقًا -এর অর্থের জন্য اِسْتِعَارَة নেওয়া ওয়াজিব হবে فَقَدْ ذُكِرَ الْمُسَبَّبُ আর তখন مُسَبَّبْ -এর উল্লেখ করে وَأُرِيْدَ بِهِ السَّبَبُ সবব উদ্দেশ্য করা হবে وَهُوَ جَائِزٌ এবং তখন এটা জায়েজ إِذَا كَانَ الْمُسَبَّبُ مُخْتَصًّا بِالسَّبَبِ যখন سَبَبْ -এর সাথে مُسَبَّبْ খাস হয়ে থাকে وَالْاِعْتِدَادُ فِي الْأَصْلِ وَبِالذَّاتِ আর সত্তাগত দিক দিয়ে মূলত ইদ্দত গণনা করা مُخْتَصٌّ بِالطَّلَاقِ তালাকের সাথে খাস لِأَنَّهَا مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَتَعَرَّفَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ কারণ কেবল গর্ভের পবিত্রতা জানার জন্যই শরিয়তের এটার প্রচলন হয়েছে وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ তবে দাসীকে আজাদ করা হলে فَإِنَّمَا شُرِعَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ তার উপর ইদ্দত পালনের যে হুকুম দেওয়া হয় তা সাব্যস্ত করা হয়েছে تَشْبِيْهًا بِالطَّلَاقِ আজাদ নারীর তালাকের সাথে তুলনা করে وَفِي الْمَوْتِ إِنَّمَا شُرِعَتْ আর মৃত্যুর মধ্যে ইদ্দতের হুকুম দেওয়া হয়েছে لِأَجْلِ الْحِدَادِ শোক পালনের উদ্দেশ্যে فَلَا يَكُوْنُ فِي الْوَاقِعِ مِنَ الْعِدَّةِ সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে এটা ইদ্দত নয় وَلِذَا شُرِعَتْ بِالْأَشْهُرِ আর তাই মৃত্যুর ইদ্দত মাসের দ্বারা প্রচলন করা হয়েছে دُوْنَ الْحَيْضِ - حَيْض -এর দ্বারা করা হয় নি।

সরল অনুবাদ : যখন এই নিয়ত করবে তখন তালাকে রাজয়ী হবে। যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয় তাহলে শব্দের চাহিদা অনুযায়ী তালাক সাব্যস্ত হবে। যেন সে বলেছে, তুমি ইদ্দত গণনা করো কেননা আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি। অথবা তুমি তোমাকে তালাক দিয়ে ইদ্দত পালন করো। অথবা, তুমি তালাক হয়ে যাও। অতঃপর ইদ্দত পালন করো। সুতরাং তালাক হয়ে যাবে এবং ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর যদি সহবাসকৃতা না হয়, তাহলে তার উপর কোনো ইদ্দতই নেই। কাজেই اِعْتَدِّيْ শব্দটিকে كُوْنِيْ طَالِقًا বা طَلِّقِيْ -এর অর্থের জন্য اِسْتِعَارَة নেওয়া ওয়াজিব হবে। আর তখন مُسَبَّبْ -এর উল্লেখ করে سَبَبْ উদ্দেশ্য করা হবে এবং যখন سَبَبْ -এর সাথে مُسَبَّبْ খাস হয়ে থাকে তখন এটা জায়েজ। আর সত্তাগত দিক দিয়ে মূলত ইদ্দত গণনা করা তালাকের সাথে খাস। কারণ কেবল গর্ভের পবিত্রতা জানার জন্যই শরিয়তে এটার প্রচলন হয়েছে। তবে দাসীকে আজাদ করা হল তার উপর ইদ্দত পালনের যে হুকুম দেওয়া হয় তা আজাদ নারীর তালাকের সাথে তুলনা করে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর মৃত্যুর মধ্যে শোক পালনের উদ্দেশ্যে ইদ্দতের হুকুম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে এটা ইদ্দত নয়। আর তাই মৃত্যুর ইদ্দত মাসের দ্বারা প্রচলন করা হয়েছে। حَيْض -এর দ্বারা করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِقْتِضَاءً الخ -এর আলোচনা : اِعْتَدِّيْ -এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করলে এবং স্ত্রী সহবাসকৃতা হলে শব্দের চাহিদানুযায়ীই তালাক হয়ে যাবে। কেননা যখন স্বামী তাকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছে আর مُوْجَبْ ব্যতীত তো ইদ্দত ওয়াজিব হতে পারে না। তখন জরুরি হয়ে পড়েছে তালাককে মেনে নেওয়া, যাতে তার নির্দেশ সহীহ হতে পারে। আর মূল তালাকের দ্বারাই প্রয়োজন দফা হয়ে যায়। সুতরাং অতিরিক্ত বিষয় যেমন بَيْنُوْنَتْ -কে সাব্যস্ত করার প্রয়োজন হবে না। তাই এর দ্বারা তালাকে رَجْعِيْ হয়ে থাকে, তালাকে বায়েন (بَائِنْ) হয় না।

قَوْلُهٗ مُسْتَعَارًا الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হচ্ছে, প্রশ্ন হতে পারে যে, সহবাসকৃতার বেলায়ও তো বলা যেতে পারে যে, اِعْتَدِّيْ শব্দটি كُوْنِيْ طَالِقًا অথবা طَلِّقِيْ শব্দ হতে اِسْتِعَارَة করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তার বেলায় اِقْتِضَاء -এর পদ্ধতিতে তালাককে সাব্যস্ত করেছ, অথচ اِسْتِعَارَة -এর পদ্ধতিতে সাব্যস্ত করেনি কেন? এর জবাবে বলা হবে যে, পদ্ধতি নির্ণয় বিতর্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। সুতরাং যে সহবাসকৃতা নয় তার ব্যাপারে اِسْتِعَارَة ব্যতীত গত্যান্তর নেই। اِقْتِضَاء সম্ভব নয়। কেননা اِقْتِضَاء -এর মধ্যে مُقْتَضٰى সাব্যস্ত হওয়া জরুরি। غَيْر مَدْخُوْل بِهَا -এর মধ্যে ইদ্দত সাব্যস্ত নেই। আর এটাই مُقْتَضٰى ছিল। কাজেই তাতে اِقْتِضَاء -এর পদ্ধতি অবলম্বন সম্ভব নয়। আর مَدْخُوْل بِهَا -এর বেলায় اِسْتِعَارَة ও اِقْتِضَاء উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তুমি যে কোন একটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারো।

وَأَمَّا فِيْ قَوْلِهِ إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ طَلَبُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِأَجْلِ الْوَلَدِ أَوْ لِنِكَاحِ زَوْجٍ أٰخَرَ فَإِذَا نَوٰى هٰذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ فَإِنَّهُ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ كُوْنِيْ طَالِقًا ثُمَّ اسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُوْلًا بِهَا يَكُوْنُ قَوْلُهُ إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ مُسْتَعَارًا مِنْ قَوْلِهِ كُوْنِيْ طَالِقًا عَلٰى نَحْوِ كُلِّ مَا مَرَّ فِيْ إِعْتَدِّيْ وَأَمَّا أَنْتِ وَاحِدَةٌ فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ أَنْتِ وَاحِدَةٌ عِنْدَ قَوْمِكِ أَوْ عِنْدِيْ فِي الْجَمَالِ أَوِ الْمَالِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِذَا نَوٰى هٰذَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَلِهٰذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ إِنْ قُرِئَ وَاحِدَةٌ بِالرَّفْعِ لَمْ تُطَلَّقْ قَطُّ لِأَنَّ مَعْنَاهَا مُنْفَرِدَةٌ عَنْ قَوْمِكِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا فِيْ قَوْلِهِ إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ আর তার বক্তব্য إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ-এর মধ্যে فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ طَلَبُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ এটার দ্বারা গর্ভ পবিত্র করার তলব করারও সম্ভাবনা আছে لِأَجْلِ الْوَلَدِ সন্তানের জন্য أَوْ لِنِكَاحِ زَوْجٍ أٰخَرَ অথবা দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য فَإِذَا نَوٰى هٰذَا সুতরাং যখন এটার নিয়ত করবে يَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ তখন তালাকে রাজয়ী হয়ে যাবে فَإِنَّهُ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا যদি সহবাসকৃতা হয় فَكَأَنَّهُ قَالَ তাহলে যেন সে বলল كُوْنِيْ طَالِقًا ثُمَّ তুমি তালাক হয়ে যাও, অতঃপর গর্ভকে পবিত্র করে নাও اسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُوْلًا بِهَا আর যদি সহবাসকৃতা না হয় يَكُوْنُ قَوْلُهُ إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ তাহলে তার বক্তব্য إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ এটা মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হবে مُسْتَعَارًا مِنْ قَوْلِهِ كُوْنِيْ طَالِقًا كُوْنِيْ طَالِقًا (তুমি তালাক হয়ে যাও) এর অর্থে عَلٰى نَحْوِ كُلِّ مَا مَرَّ فِيْ إِعْتَدِّيْ উপরে إِعْتَدِّيْ-এর ব্যাপারে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে তদ্রূপ এখানেও হবে وَأَمَّا أَنْتِ وَاحِدَةٌ আর তার কথা أَنْتِ وَاحِدَةٌ তুমি একা فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ أَنْتِ وَاحِدَةٌ عِنْدَ قَوْمِكِ এটার অর্থ এটাও হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, তুমি তোমার গোত্রের নিকট একা أَوْ عِنْدِيْ فِي الْجَمَالِ أَوِ الْمَالِ অথবা আমার নিকট তুমি সম্পদে অথবা সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়া وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً আর এ অর্থও হতে পারে যে, তুমি এক তালাক فَإِذَا نَوٰى هٰذَا সুতরাং যখন এর নিয়ত করবে فَيَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ তখন এক তালাকে রাজয়ী হয়ে যাবে وَلِهٰذَا قَالَ بَعْضُهُمْ এজন্য কোনো কোনো মনীষী বলেছেন যে, إِنَّهُ إِنْ قُرِئَ وَاحِدَةٌ بِالرَّفْعِ যদি وَاحِدَةٌ শব্দটি পেশ যোগে পাঠ করা হয় لَمْ تُطَلَّقْ قَطُّ তাহলে কখনো তালাক হবে না لِأَنَّ مَعْنَاهَا কেননা তখন এটার অর্থ হবে যে مُنْفَرِدَةٌ عَنْ قَوْمِكِ তুমি তোমার গোত্র হতে একা।

সরল অনুবাদ : আর তার বক্তব্য إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ-এর মধ্যে بَائِنْ না হওয়ার কারণ হলো এটার দ্বারা গর্ভ পবিত্র করার তলব করারও সম্ভাবনা আছে, সন্তানের জন্য অথবা দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য। সুতরাং যখন এটার নিয়ত করবে তখন তালাকে রাজয়ী হয়ে যাবে। যদি সহবাসকৃতা হয় তাহলে যেন সে বলল, তুমি তালাক হয়ে যাও। অতঃপর গর্ভকে পবিত্র করে নাও। আর যদি সহবাসকৃতা না হয়, তাহলে তার বক্তব্য إِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ এটা মাজাযী অর্থে كُوْنِيْ طَالِقًا (তুমি তালাক হয়ে যাও) -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। উপরে إِعْتَدِّيْ -এর ব্যাপারে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে তদ্রূপ এখানেও হবে। আর তার কথা أَنْتِ وَاحِدَةٌ (তুমি একা)। এটা بَائِنْ না হওয়ার কারণ হলো, এটার অর্থ এটাও হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, তুমি তোমার গোত্রের নিকট একা। অথবা আমার নিকট তুমি সম্পদে অথবা সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়া। আর এই অর্থও হতে পারে যে, তুমি এক তালাক। সুতরাং যখন এর নিয়ত করবে তখন এক তালাক হয়ে যাবে। এ জন্য কোনো কোনো মনীষী বলেছেন যে, যদি وَاحِدَةٌ শব্দটি পেশ যোগে পাঠ করা হয়, তাহলে কখনো তালাক হবে না। কেননা তখন এটার অর্থ হবে যে, তুমি তোমার গোত্র হতে একা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كُلُّ مَا مَرَّ الخ **-এর আলোচনা :** সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তালাককে শব্দের إِقْتِضَاء বা চাহিদা অনুযায়ী সাব্যস্ত করা হয়। আর এ স্থলে যার সাথে সহবাস করা হয়নি তার ক্ষেত্রে سَبَبْ -এর উল্লেখ করে مُسَبَّبْ -এর অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, যা এর আগেও আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً الخ **-এর আলোচনা :** প্রকাশ থাকে যে وَاحِدَة শব্দের مَوْصُوْف -কে طَلَاق صَرِيْح হিসেবে ধরা হয়েছে, যাতে এক তালাকে রাজয়ী হয়েছে। আর وَاحِدَة শব্দের مَوْصُوْف হিসবে بَائِنْ -কে গণ্য করা হয়নি। কেননা بَائِنْ -কে مَوْصُوْف ধরা হলে এক তালাকে بَائِنْ হতো। কারণ بَائِنْ -এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো এক তালাক।

وَاِنْ قُرِئَ وَاحِدَةً بِالنَّصْبِ يَقَعُ الطَّلَاقُ اَلْبَتَّةَ لِاَنَّ مَعْنَاهَا اَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَاِنْ قُرِئَ بِالْوَقْفِ فَحِيْنَئِذٍ يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ فَاِنْ نَوٰى تَقَعُ الرَّجْعِيَّةُ عِنْدَنَا وَلَاتَقَعُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) وَلٰكِنَّ الْاَصَحَّ اَنْ لَااِعْتِبَارَ لِلْاِعْرَابِ لِاَنَّ الْعَوَامَّ لَايُمَيِّزُوْنَ عَنْ وُجُوْهِ الْاِعْرَابِ فَعَلٰى كُلِّ حَالٍ يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ اَمَّا فِى الْوَقْفِ وَالنَّصْبِ فَظَاهِرٌ اَنَّهُ يَصِحُّ مَعْنَى الطَّلَاقِ بِالنِّيَّةِ وَاَمَّا فِى الرَّفْعِ فَلِاَنَّهُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ اَنْتِ ذَاتُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَافُ وَاُقِيْمَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ وَالْاَصْلُ فِى الْكَلَامِ الصَّرِيْحُ فَفِى الْكِنَايَةِ ضَرْبُ قُصُوْرٍ لِاَنَّهَا تَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ اَوْ دَلَالَةِ الْحَالِ بِخِلَافِ الصَّرِيْحِ وَيَظْهَرُ هٰذَا التَّفَاوُتُ فِيْمَا يُدْرَءُ بِالشُّبُهَاتِ وَهُوَ الْحُدُوْدُ وَالْكَفَّارَاتُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ قُرِئَ وَاحِدَةً بِالنَّصْبِ অপর পক্ষে وَاحِدَةً কে, যবর যোগে পড়া হলে يَقَعُ الطَّلَاقُ اَلْبَتَّةَ অবশ্যই তালাক হয়ে যাবে لِاَنَّ مَعْنَاهَا اَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً কেননা তখন এর অর্থ হবে তুমি এক তালাক وَاِنْ قُرِئَ بِالْوَقْفِ আর যদি ই'রাব (স্বরচিহ্ন) ব্যতীত وَقْف-এর সাথে পড়া হয় فَحِيْنَئِذٍ يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ তাহলে নিয়তের মুখাপেক্ষী হবে فَاِنْ نَوٰى সুতরাং যদি তালাকের নিয়ত করে تَقَعُ الرَّجْعِيَّةُ عِنْدَنَا তাহলে আমাদের (হানাফীদের) মতে رَجْعِيْ তালাক হবে وَلَاتَقَعُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কোনো তালাকই হবে না وَلٰكِنَّ الْاَصَحَّ তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত এই যে, اَنْ لَا اِعْتِبَارَ لِلْاِعْرَابِ স্বরচিহ্ন বা ইরাবের কোনো اِعْتِبَارْ নেই لِاَنَّ الْعَوَامَّ لَايُمَيِّزُوْنَ عَنْ وُجُوْهِ الْاِعْرَابِ কেননা সর্বসাধারণ اِعْرَابْ-এর প্রকারসমূহের পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে না فَعَلٰى كُلِّ حَالٍ يَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ কাজেই (তারা) সর্বাবস্থায় নিয়তের মুখাপেক্ষী হবে وَاَمَّا فِى الْوَقْفِ وَالنَّصْبِ فَظَاهِرٌ নসব এবং ওয়াকফের মধ্যে নিয়তের দ্বারা এক্ষেত্রে তালাকের অর্থ গ্রহণ সহীহ হয়ে থাকে وَاَمَّا فِى الرَّفْعِ তবে رَفْع-এর অবস্থায় فَلِاَنَّهُ এ কারণে তালাকের নিয়ত করা সহীহ হয় যে, يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ اَنْتِ ذَاتُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ তখন এর অর্থ اَنْتِ ذَاتُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ثُمَّ حُذِفَ الْمُضَافُ এ স্থলে مُضَافْ কে হযফ করতঃ وَاُقِيْمَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ - مُضَافْ اِلَيْهِ কে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে وَالْاَصْلُ فِى الْكَلَامِ الصَّرِيْحُ আর বক্তব্যের মধ্যে اَصْل হলো স্পষ্ট বাক্য فَفِى الْكِنَايَةِ ضَرْبُ قُصُوْرٍ সুতরাং كِنَايَة-এর মধ্যে এক প্রকারের ত্রুটি রয়েছে لِاَنَّهَا تَحْتَاجُ اِلَى النِّيَّةِ اَوْدَلَالَةِ الْحَالِ কেননা এটা নিয়ত বা অবস্থার নির্দেশনার প্রতি মুখাপেক্ষী بِخِلَافِ الصَّرِيْحِ এটা صَرِيْح-এর বিপরীত وَيَظْهَرُ هٰذَا التَّفَاوُتُ আর এ পার্থক্য ঐ বিষয়ের মধ্যে প্রকাশ পাবে فِيْمَا يُدْرَءُ بِالشُّبُهَاتِ যা সন্দেহের কারণে বাদ হয়ে যায় وَهُوَ الْحُدُوْدُ وَالْكَفَّارَاتُ আর তা হলো حُدُوْد (দণ্ডবিধান) ও كَفَّارَاتْ কাফফারাসমূহ।

সরল অনুবাদ : অপর পক্ষে وَاحِدَةً-কে যবর যোগে পড়া হলে অবশ্যই তালাক হয়ে যাবে। কেননা তখন এর অর্থ হবে اَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً অর্থাৎ তুমি এক তালাক। আর যদি ইরাব (স্বরচিহ্ন) ব্যতীত وَقْف-এর সাথে পড়া হয়, তাহলে নিয়তের মুখাপেক্ষী হবে। সুতরাং যদি তালাকের নিয়ত করে, তাহলে আমাদের (হানাফীদের) মতে رَجْعِيْ তালাক হবে। আর ইমাম শাফেয়ীর (র.)-এর মতে কোনো তালাকই হবে না। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত এই যে, স্বরচিহ্ন বা ই'রাবের কোনো اِعْتِبَارْ নেই। (অর্থাৎ এ নিয়ম গ্রহণযোগ্য নয়।) কেননা সর্বসাধারণ اِعْرَابْ-এর প্রকারসমূহের পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে না। কাজেই (তারা) সর্বাবস্থায় নিয়তের মুখাপেক্ষী হবে। وَقْف ও نَصْب-এর মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা নিয়তের দ্বারা এ ক্ষেত্রে তালাকের অর্থ গ্রহণ সহীহ হয়ে থাকে। তবে رَفْع-এর অবস্থায় এ কারণে তালাকের নিয়ত করা সহীহ হয় যে, তখন এর অর্থ اَنْتِ ذَاتُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই স্থলে مُضَافْ-কে হযফ করতঃ مُضَافْ اِلَيْهِ-কে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর বক্তব্যের মধ্যে اَصْل হলো صَرِيْح বা স্পষ্ট বাক্য। সুতরাং كِنَايَة-এর মধ্যে এক প্রকারের ত্রুটি রয়েছে। কেননা, এটা নিয়ত বা অবস্থার নির্দেশনার প্রতি মুখাপেক্ষী। এটা صَرِيْح-এর বিপরীত। আর এ পার্থক্য ঐ বিষয়ের মধ্যে প্রকাশ পাবে যা সন্দেহের কারণে বাদ হয়ে যায়। আর তা হলো حُدُوْد (দণ্ড বিধান) ও كَفَّارَاتْ (কাফ্‌ফারাসমূহ)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ حُذِفَ الخ-এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, তার বক্তব্য اَنْتِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ (وَاحِدَةٌ পেশ যোগে) এর অর্থ হলো "اَنْتِ ذَاتُ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ" (অর্থাৎ তুমি এক তালাক ওয়ালী)। ذَاتْ যা مُضَافْ তাকে হযফ করে مُضَافْ اِلَيْهِ-কে এর স্থলে রাখা হয়েছে। হাশিয়াকার বলতেছেন যে, ব্যাখ্যাকার (র.) -এর উক্ত বক্তব্যে শৈথিল্য রয়েছে। বরং এরূপ বলা উত্তম ছিল যে, অতঃপর مُضَافْ ও مُضَافْ اِلَيْهِ-কে হযফ করা হয়েছে এবং এর স্থলে مُضَافْ اِلَيْهِ-এর সিফাতকে রাখা হয়েছে। অথবা এরূপ বলা শ্রেয় ছিল যদ্রূপ ইবনুল মালেক বলেছেন যে, অতঃপর ذَاتْ শব্দটিকে হযফ করে مُضَافْ اِلَيْهِ-কে এর স্থলে রাখা হয়েছে। অতঃপর مَوْصُوْف-কে হযফ করে صِفَتْ-কে এর স্থলে রাখা হয়েছে।

فَإِنَّهَا لَاتَثْبُتُ بِالْكِنَايَةِ كَمَا إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنِّيْ جَامَعْتُ فُلَانَةً جِمَاعًا حَرَامًا لَايَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا وَكَذَا إِذَا قَالَ لِأَحَدٍ جَامَعْتَ فُلَانَةً لَايَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ مَالَمْ يَقُلْ نِكْتَهَا أَوْ زَنَيْتَ بِهَا وَكَذَا إِذَا قَالَ لِآخَرَ زَنَيْتَ فَقَالَ صَدَقْتَ لَايُحَدُّ حَدُّ الزِّنَا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ صَدَقْتَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَلِمَ كَذَبْتَ الْآنَ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا فَقَالَ الْآخَرُ هُوَ كَمَا قُلْتَ يُحَدُّ هٰذَا الْمُصَدِّقُ حَدَّ الْقَذْفِ لِأَنَّ كَافَ التَّشْبِيْهِ يُوْجِبُ الْعُمُوْمَ فِيْ جَمِيْعِ مَا وُصِفَ بِهِ فَبَطَلَ كَوْنُهُ كِنَايَةً ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّهَا لَاتَثْبُتُ بِالْكِنَايَةِ সুতরাং এটা كِنَايَة -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় না كَمَا إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ যেমন কেউ যদি নিজের ব্যাপারে স্বীকার করে যে بِأَنِّيْ جَامَعْتُ فُلَانَةً جِمَاعًا حَرَامًا আমি অমুক মহিলার সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছি لَايَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا তাহলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হবে না وَكَذَا إِذَا قَالَ لِأَحَدٍ তদ্রূপ কাউকে লক্ষ্য করে যদি বলে যে جَامَعْتَ فُلَانَةً তুমি অমুক মহিলার সাথে সহবাস করেছ لَايَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ তাহলে এর দ্বারা তোহমতের শাস্তি ওয়াজিব হবে না مَالَمْ يَقُلْ نِكْتَهَا أَوْ زَنَيْتَ যেই পর্যন্ত না বলবে যে তুমি তার সাথে অপকর্ম করেছ বা ব্যভিচার করেছ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِآخَرَ زَنَيْتَ তদ্রূপ অন্য ব্যক্তিকে বলল তুমি ব্যভিচার করেছ فَقَالَ صَدَقْتَ তখন সে বলর, তুমি সত্য বলেছ لَايُحَدُّ حَدُّ الزِّنَا তাহলে জিনার শাস্তি দেওয়া যাবে না لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ কেননা এতে এ অর্থেরও সম্ভাবনা আছে যে صَدَقْتَ قَبْلَ ذٰلِكَ তুমি তো ইতঃপূর্বে সত্যবাদী ছিলে فَلِمَ كَذَبْتَ الْآنَ এখন মিথ্যা বলতেছ কেন? بِخِلَافِ مَا এটা ঐ অবস্থার বিপরীত إِذَا قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا যখন কোনো ব্যক্তিকে জেনার অপবাদ দেবে فَقَالَ الْآخَرُ هُوَ كَمَا قُلْتَ আর অপরজন বলবে তুমি যা বলেছ ঘটনা তাই يُحَدُّ هٰذَا الْمُصَدِّقُ حَدَّ الْقَذْفِ তাহলে সত্যায়নকারী ব্যক্তিকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি দেওয়া হবে لِأَنَّ كَافَ التَّشْبِيْهِ কেননা উপমার অর্থ জ্ঞাপক كَاف -এর দ্বারা يُوْجِبُ الْعُمُوْمَ فِيْ جَمِيْعِ مَا وُصِفَ بِهِ - وَصْف কৃত সমস্তের মধ্যে ব্যাপকতাকে ওয়াজিব করে فَبَطَلَ كَوْنُهُ كِنَايَةً কাজেই كِنَايَة হওয়া বাতিল হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং এটা كِنَايَة -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। যেমন– কেউ যদি নিজের ব্যাপারে স্বীকার করে যে, আমি অমুক মহিলার সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছি, তাহলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ কাউকে লক্ষ্য করে যদি বলে যে, তুমি অমুক মহিলার সাথে সহবাস করেছ। তাহলে এর দ্বারা তোহমতের শাস্তি ওয়াজিব হবে না। যেই পর্যন্ত না বলবে যে, তুমি তার সাথে অপকর্ম করেছ বা ব্যভিচার করেছ। তদ্রূপ অন্য ব্যক্তিকে বলল, তুমি ব্যভিচার করেছ। তখন সে বলল, তুমি সত্য বলেছ। তা হলে জিনার শাস্তি দেওয়া যাবে না। কেননা এতে এই অর্থেরও সম্ভাবনা আছে যে, তুমি তো ইতঃপূর্বে সত্যবাদী ছিলে এখন মিথ্যা বলতেছ কেন? এটা ঐ অবস্থার বিপরীত যখন কোনো ব্যক্তিকে জেনার অপবাদ দেবে আর অপরজন বলবে তুমি যা বলেছ ঘটনা তাই। তাহলে সত্যায়নকারী ব্যক্তিকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা উপমার অর্থ জ্ঞাপক كَاف -এর দ্বারা وَصْف কৃত সমস্তের মধ্যে ব্যাপকতাকে ওয়াজিব করে অর্থাৎ যত বস্তু এর দ্বারা مَوْصُوْف হবে সবগুলোকে শামিল করবে। কাজেই كِنَايَة হওয়া বাতিল হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُوْجِبُ الْعُمُوْمَ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে শারেহ (র.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দু'টি অভিযোগের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। তাশবীহের كاف ব্যাপকতাকে ওয়াজিব করে। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কতিপয় আপত্তি রয়েছে।

১. যদি তাশবীহ বা উপমার كاف ব্যাপকতাকে ওয়াজিব করে, তাহলে কেউ যখন তার গোলামকে লক্ষ্য করে বলবে أَنْتَ كَالْحُرِّ (তুমি আজাদের ন্যায়) তাহলে গোলাম আজাদ হয়ে যাওয়া উচিত, অথচ এতে গোলাম আজাদ হয় না। ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে যে, যদি বলে أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ তাহলে নিয়ত ছাড়া আজাদ হবে না। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, আজাদ না হওয়ার কারণ হলো, এই বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃত إِخْبَارٌ অনুযায়ী আমল করা সম্ভব। আর তা হলো তুমি ইবাদত ওয়াজিব হওয়া ও অন্যান্য দিক দিয়ে আমাদের ন্যায়। কাজেই মাজাযী অর্থ অর্থাৎ আজাদীর অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

২. তাশবীহ ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে জিনাকারী না হবে। উদাহরণত কোনো মহিলার সাথে হায়েযের অবস্থায় অবৈধ সঙ্গম করবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে জিনাকারী হলে সে সেরূপ বলেছে তদ্রূপ হতে পারে না; বরং যা বলেছে হুবহু তাই হবে। কাজেই জেনার নিসবতে এই বক্তব্য صَرِيْح হবে না। তবে এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, বক্তার বক্তব্য যেমনটি তুমি বলেছ এটা তাশবীহের كَاف -এর অতিরিক্ত যোগে মাজায হবে। আর প্রচলিত প্রথানুযায়ী এটা মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে صَرِيْح কেননা প্রচলিত প্রথানুযায়ী এটার অর্থ হলো ঐ সিফাতের সাথে مَوْصُوْف হওয়া যা তুমি বলেছ। কাজেই শাস্তি দেওয়া হবে। খুব বুঝে নাও।

অনুশীলনী ـــ اَلْمُنَاقَشَةُ

١. مَا هُوَ الصَّرِيْحُ وَمَا حُكْمُهُ؟ بَيِّنُوْا بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ ـ

٢. مَا هُوَ الْكِنَايَةُ وَمَا حُكْمُهَا؟ وَمَا النِّسْبَةُ لِلصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ؟ أَوْضِحُوْا ـ

٣. اَلْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ وَالصَّرِيْحُ أَمِ الْكِنَايَةُ؟ وَفِيْمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ؟ فَصِّلُوْا ـ

٤. أَوْضِحُوْا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ (رح) "وَكِنَايَاتُ الطَّلَاقِ سُمِّيَتْ مَجَازًا حَتّٰى كَانَتْ بَوَائِنَ" ـ

مَبْحَثُ عِبَارَةِ النَّصِّ وَإِشَارَةِ النَّصِّ

ইবারাতুন নস ও ইশারাতুন নস-এর আলোচনা

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رح) فِي التَّقْسِيمِ الرَّابِعِ فَقَالَ وَأَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا سِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ إِنَّمَا عَدَّ الْاِسْتِدْلَالَ مِنْ اَقْسَامِ النَّظْمِ تَسَامُحًا لِاَنَّهُ فِعْلُ الْمُسْتَدِلِّ وَالَّذِيْ هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْكِتَابِ هُوَ ذَاتُ عِبَارَةِ النَّصِّ اَمَّا ثَبَتَ بِهٖ هُوَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَالْاِسْتِدْلَالُ هُوَ الْاِنْتِقَالُ مِنَ الْاَثَرِ اِلَى الْمُؤَثِّرِ اَوْ بِالْعَكْسِ وَالْاَخِيْرُ هُوَ الْمُرَادُ هٰهُنَا وَالنَّصُّ هُوَ عِبَارَةُ الْقُرْاٰنِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ نَصًّا اَوْ ظَاهِرًا اَوْ مُفَسَّرًا اَوْ خَاصًّا وَهٰذَا الْاِطْلَاقُ شَائِعٌ فِيْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَلِذَا جَاءَ فِي التَّعْرِيْفِ بِقَوْلِهٖ مَاسِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ دُوْنَ مَا سِيْقَ النَّصُّ لَهُ وَالْعَمَلُ هُوَ عَمَلُ الْمُجْتَهِدِ اَعْنِي الْاِسْتِنْبَاطَ دُوْنَ عَمَلِ الْجَوَارِحِ فَيَصِيْرُ حَاصِلُ الْمَعْنٰى ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ (رح) فِي التَّقْسِيمِ الرَّابِعِ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) চতুর্থ تَقْسِيم -এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন وَأَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ আর عِبَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা দলিল গ্রহণের অর্থ হলো– فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ সে উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমল করা مَا سِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি বর্ণনা করা হয়েছে إِنَّمَا عَدَّ الْاِسْتِدْلَالَ مِنْ اَقْسَامِ النَّظْمِ গ্রন্থকার (র.) اِسْتِدْلَال কে نَظْم -এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন تَسَامُحًا অসতর্কতার কারণে لِاَنَّهُ فِعْلُ الْمُسْتَدِلِّ কেননা এটা দলিল উপস্থাপনকারী-এর কাজ وَالَّذِيْ هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْكِتَابِ আর যা كِتَابُ اللّٰهِ -এর প্রকারভুক্ত هُوَ ذَاتُ عِبَارَةِ النَّصِّ তাহলো عِبَارَةُ النَّصِّ -এর সত্তা وَمَا ثَبَتَ بِهٖ আর উহা দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে هُوَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ তা হলো ঐ হুকুম যা عِبَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে وَالْاِسْتِدْلَالُ هُوَ الْاِنْتِقَالُ مِنَ الْاَثَرِ اِلَى الْمُؤَثِّرِ আর اِسْتِدْلَال হলো اَثَر (ক্রিয়া) হতে مُؤَثِّر (ক্রিয়াকারী)-এর দিকে স্থানান্তরিত হওয়া اَوْ بِالْعَكْسِ অথবা এর বিপরীত وَالْاَخِيْرُ هُوَ الْمُرَادُ هٰهُنَا আর শেষটাই এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং نَصّ وَالنَّصُّ هُوَ عِبَارَةُ الْقُرْاٰنِ কুরআনের ভাষ্যকে বলে اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ نَصًّا চাই তা উসূলীগণের نَصّ হোক اَوْ ظَاهِرًا বা ظَاهِر হোক অথবা مُفَسَّر হোক কিংবা خَاصّ হোক اَوْ مُفَسَّرًا اَوْ خَاصًّا আর এ وَهٰذَا الْاِطْلَاقُ شَائِعٌ فِيْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ প্রয়োগ ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় প্রচলিত مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ কোনো রূপ মতানৈক্য ছাড়াই وَلِذَا جَاءَ فِي التَّعْرِيْفِ এ জন্য গ্রন্থকার (র.) তার সংজ্ঞার মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন بِقَوْلِهٖ مَاسِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ এ বক্তব্য مَا سِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ - দُوْنَ مَا سِيْقَ النَّصُّ لَهُ এবং مَا سِيْقَ النَّصُّ لَهُ এরূপ বক্তব্য গ্রহণ করেন নি وَالْعَمَلُ هُوَ عَمَلُ الْمُجْتَهِدِ আর আমলের অর্থ– মুজতাহিদের আমল اَعْنِي الْاِسْتِنْبَاطَ অর্থাৎ উদ্ভাবনী শক্তি دُوْنَ عَمَلِ الْجَوَارِحِ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল নয় فَيَصِيْرُ حَاصِلُ الْمَعْنٰى সুতরাং মূল অর্থ বাস্তবায়ন হয়ে গেল।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) চতুর্থ تَقْسِيم-এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, **আর عِبَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা দলিল গ্রহণের অর্থ হলো, যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি বর্ণনা করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমল করা।** অসতর্কতার কারণে গ্রন্থকার (র.) اِسْتِدْلَال-কে نَظْم-এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন। কেননা এটা مُسْتَدِلّ (দলিল উপস্থাপনকারী)-এর কাজ। আর যা كِتَابُ اللّٰهِ -এর প্রকারভুক্ত তা হলো عِبَارَةُ النَّصِّ -এর সত্তা। আর উহা দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তা হলো ঐ হুকুম যা عِبَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর اِسْتِدْلَال হলো اَثَر (ক্রিয়া) হতে مُؤَثِّر (ক্রিয়াকারী)-এর দিকে স্থানান্তরিত হওয়া অথবা এর বিপরীত। আর শেষটাই এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং نَصّ কুরআনের ভাষ্যকে বলে, চাই তা উসূলীগণের نَصّ হোক বা ظَاهِر হোক অথবা مُفَسَّر হোক, কিংবা خَاصّ হোক। আর এই প্রয়োগ ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় কোনো রূপ মতানৈক্য ছাড়াই প্রচলিত। এ জন্য গ্রন্থকার (র.) তার সংজ্ঞার মধ্যে এই বক্তব্য مَاسِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ গ্রহণ করেছিলেন এবং مَاسِيْقَ النَّصُّ لَهُ এ রূপ বক্তব্য গ্রহণ করেননি। আর আমলের অর্থ মুজতাহিদের আমল। অর্থাৎ اِسْتِنْبَاط (উদ্ভাবনী শক্তি) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ذَاتُ عِبَارَةِ النَّصِّ الخ -এর আলোচনা : মূল বাক্যের দৃষ্টিকোণ হতে نَظْم-কে نَصّ অথবা ظَاهِر বলা হবে। আর مُسْتَدِلّ -এর اِسْتِدْلَال -এর দৃষ্টিকোণ হতে একে عِبَارَتُ النَّصِّ বলবে। সুতরাং মূল সত্তা একই। বিশেষ দিকের বিবেচনায় পার্থক্য হবে। তদ্রূপ ظَاهِر، اِشَارَة এবং نَصّ -এর মধ্যকার পার্থক্য। অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, এটা ব্যাখ্যাকার (র.)-এর রায়। কিন্তু অন্যান্য উসূলবিদগণের রায় অনুযায়ী نَظْم -কে اَلدَّالُّ بِعِبَارَةِ النَّصِّ ও اَلدَّالُّ بِاِشَارَةِ النَّصِّ বলে। আর তদ্রূপ دَلَالَتْ -কে عِبَارَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ বলে। আর অনুরূপ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

وَاَمَّا اِنْتِقَالُ الذِّهْنِ مِنْ عِبَارَةِ الْقُرْاٰنِ اِلَى الْحُكْمِ فَهُوَ اِسْتِنْبَاطُ الْمُجْتَهِدِ مِنْ ظَاهِرِ مَا سِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ وَالْمُرَادُ مِنْ هٰذَا السَّوْقِ اَعَمُّ مِمَّا يَكُوْنُ فِى النَّصِّ فَاِنَّ السَّوْقَ فِى النَّصِّ مَا يَكُوْنُ مَقْصُوْدًا اَصْلِيًّا وَفِىْ عِبَارَةِ النَّصِّ مَا كَانَ مَقْصُوْدًا اَصْلِيًّا اَوْ لَا فَاِذَا تَمَسَّكَ اَحَدٌ لِاِبَاحَةِ النِّكَاحِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ كَانَ عِبَارَةُ النَّصِّ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ نَصًّا فِيْهِ بَلْ ظَاهِرًا بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَاِنَّهٗ نَصٌّ فِيْهِ وَاَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِاِشَارَةِ النَّصِّ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَظْمِهٖ لُغَةً لٰكِنَّهٗ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ وَلَا سِيْقَ لَهُ النَّصُّ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا اِنْتِقَالُ الذِّهْنِ আর যা হোক অন্তর ধাবিত হওয়াই হলো مِنْ عِبَارَةِ الْقُرْاٰنِ اِلَى الْحُكْمِ কুরআনের ভাষ্য দ্বারা হুকুমের দিকে فَهُوَ اِسْتِنْبَاطُ الْمُجْتَهِدِ مِنْ ظَاهِرِ সে প্রকাশ্য অর্থ হতে মুজতাহিদের মাসআলা উদ্ভাবন করা مَا سِيْقَ الْكَلَامُ لَهُ যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি বর্ণনা করা হয়েছে وَالْمُرَادُ مِنْ هٰذَا السَّوْقِ اَعَمُّ আর এ سَوْق বা বর্ণনার দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য, مِمَّا يَكُوْنُ فِى النَّصِّ চাই نَصّ -এর মধ্যে হোক فَاِنَّ السَّوْقَ فِى النَّصِّ مَا يَكُوْنُ مَقْصُوْدًا اَصْلِيًّا কেননা نَصّ -এর মধ্যে যা বর্ণনা করা হয় তা মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে وَفِىْ عِبَارَةِ النَّصِّ অথচ عِبَارَةُ النَّصِّ -এর মধ্যে مَا كَانَ مَقْصُوْدًا اَصْلِيًّا যা বর্ণনা করা হয়, তা মূল উদ্দেশ্য নয় اَوْ لَا অথবা এটা نَصّ -এর মধ্যে না থাকুক فَاِذَا تَمَسَّكَ اَحَدٌ সুতরাং যখন কেউ দলিল গ্রহণ করবে لِاِبَاحَةِ النِّكَاحِ বিবাহ জায়েজ হওয়ার জন্য بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ আল্লাহর বাণী فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ -এর দ্বারা كَانَ عِبَارَةُ النَّصِّ তখন এটা عِبَارَةُ النَّصِّ হবে وَاِنْ لَمْ يَكُنْ نَصًّا فِيْهِ যদিও এর মধ্যে আয়াতটি نَصّ নয় بَلْ ظَاهِرًا বরং ظَاهِر - بِخِلَافِ الْعَدَدِ এটা সংখ্যার বিপরীত فَاِنَّهٗ نَصٌّ فِيْهِ কেননা তার ব্যাপারে আয়াতটি نَصّ (কারণ এতে সংখ্যার বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য) وَاَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِاِشَارَةِ النَّصِّ আর اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা দলিল দেওয়ার অর্থ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَظْمِهٖ لُغَةً শব্দের আভিধানিক অর্থ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করা لٰكِنَّهٗ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ তবে এটা উদ্দেশ্য নয় وَلَا سِيْقَ لَهُ النَّصُّ আর এ উদ্দেশ্যে বাক্য বর্ণনাও করা হয়নি وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ আর এটা সর্বদিক দিয়ে ظَاهِر ও নয়।

সরল অনুবাদ : আর যা হোক কুরআনের ভাষ্য দ্বারা হুকুমের দিকে অন্তর ধাবিত হওয়াই হলো যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি বর্ণনা করা হয়েছে সে প্রকাশ্য অর্থ হতে মুজতাহিদের মাসআলা উদ্ভাবন করা। আর এই سَوْق বা বর্ণনার দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। চাই نَصّ -এর মধ্যে হোক। কেননা نَصّ -এর মধ্যে যা বর্ণনা করা হয় তা মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অথচ عِبَارَةُ النَّصِّ -এর মধ্যে যা বর্ণনা করা হয় তা মূল উদ্দেশ্য নয়। অথবা এটা نَصّ -এর মধ্যে না থাকুক। সুতরাং যখন কেউ বিবাহ জায়েজ হওয়ার জন্য আল্লাহর বাণী– فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ -এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করবে, তখন এটা عِبَارَةُ النَّصِّ হবে। যদিও এর মধ্যে আয়াতটি نَصّ নয়; বরং ظَاهِر এটা সংখ্যার বিপরীত। কেননা তার ব্যাপারে আয়াতটি نَصّ (কারণ এতে সংখ্যার বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য)। **আর اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা দলিল দেওয়ার অর্থ শব্দের আভিধানিক অর্থ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করা, তবে এটা উদ্দেশ্য নয়, আর এ উদ্দেশ্যে বাক্য বর্ণনাও করা হয়নি, আর এটা সর্বদিক দিয়ে ظَاهِر ও নয়।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مِنْ ظَاهِرِ مَا سِيْقَ الخ -এর আলোচনা : এ ক্ষেত্রে مَا শব্দটি দ্বারা مَدْلُوْل ও حُكْم -কে বুঝানো হয়েছে। এখানে ظَاهِر -এর দ্বারা مَعْنٰى -এর مُقَابِلْ -কে বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ শব্দ। خَفِىْ -এর مُقَابِلْ -কে বুঝানো হয়নি। সুতরাং এটা হলো মুজতাহিদের উদ্ভাবন এবং হুকুম সাব্যস্তকরণ শব্দের ঐ অর্থ হতে যার জন্য বাক্যটি বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالْمُرَادُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাক্যটি এর জন্য বর্ণিত হওয়ার অর্থ হলো একে মুতলাকভাবে নির্দেশ করা। কাজেই এই سَوْق ব্যাপকার্থক হবে। চাই তা نَصّ -এর মধ্যে হোক অথবা অন্য কোথাও হোক। আর এটা জমহুরের পরিভাষা অনুযায়ী, সদরে শরিয়ত (র.) এটার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। কেননা তিনি عِبَارَةُ النَّصِّ -এর মধ্যে ঐ سَوْق -কে শর্ত করেছেন যা কেবল ঐ نَصّ -এর মধ্যে হয়ে থাকে যা ظَاهِر -এর مُقَابِلْ (প্রতিদ্বন্দ্বী)।

قَوْلُهٗ اَوْ لَا الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য হবে না। আর এটা ব্যাপক, চাই মোটেই উদ্দেশ্য না হোক। অথবা উদ্দেশ্য হোক কিন্তু মূল উদ্দেশ্য না হোক। এটা প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী। কিন্তু যা মোটেই উদ্দেশ্য নয় তা عِبَارَةُ النَّصِّ নয়। কাজেই প্রকাশ্য ইবারতকে বাদ দিতে হবে। সুতরাং বলা হবে যে, তার বক্তব্য اَوْ لَا -এর অর্থ হবে– অথবা উদ্দেশ্য হবে, তবে মূল উদ্দেশ্য হবে না। এভাবে যে, سَوْق -এর সত্তার হিসেবে অন্য অর্থে হবে। আর سَوْق এই অর্থে عَرْض -এর সাথে হবে। এভাবে যে, এই অর্থটি শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য করা হবে অন্য অর্থকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য।

فَقَوْلُهُ بِنَظْمِهِ شَامِلٌ لِلْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ وَلٰكِنْ تَخْرُجُ بِهِ دَلَالَةُ النَّصِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ بِالنَّظْمِ بَلْ بِمَعْنَى النَّظْمِ وَقَوْلُهُ لُغَةً يَخْرُجُ بِهِ الْمُقْتَضٰى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لُغَةً بَلْ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا وَقَوْلُهُ لٰكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ وَلَاسِيْقَ لَهُ النَّصُّ تَخْرُجُ بِهِ الْعِبَارَةُ لِأَنَّهُ مَقْصُوْدَةٌ أَوْ مَسُوْقَةٌ وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ زِيَادَةُ تَاكِيْدٍ فِيْ إِخْرَاجِ الْعِبَارَةِ وَتَوْضِيْحٍ لِلتَّعْرِيْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ يَعْنِيْ أَنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ كَمَا إِذَا رَاٰى إِنْسَانٌ إِنْسَانًا بِقَصْدِ نَظْرِهِ وَمَعَ ذٰلِكَ يَرٰى مَنْ كَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ بِمُؤْقِ عَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ اِلْتِفَاتٍ وَقَصْدٍ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَوْلُهُ بِنَظْمِهِ এখানে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য بِنَظْمِهِ শব্দটি شَامِلٌ لِلْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ عِبَارَتْ - ও إِشَارَة উভয়কে শামিল করে وَلٰكِنْ تَخْرُجُ بِهِ دَلَالَةُ النَّصِّ তবে এটা দ্বারা دَلَالَةُ النَّصِّ বের হয়ে যায় لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ بِالنَّظْمِ কেননা এটা نَظْم -এর দ্বারা সাব্যস্ত নয় بَلْ بِمَعْنَى النَّظْمِ বরং এটা نَظْم -এর অর্থের মধ্যে নিহিত وَقَوْلُهُ لُغَةً يَخْرُجُ بِهِ আর তার বক্তব্য لُغَةً -এর দ্বারা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বের হয়ে যাবে الْمُقْتَضٰى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لُغَةً কেননা, এটা আভিধানিকভাবে সাব্যস্ত নয় بَلْ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا বরং শরিয়ত অথবা আকল দ্বারা সাব্যস্ত وَقَوْلُهُ لٰكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ وَلَاسِيْقَ لَهُ النَّصُّ আর তার বক্তব্য لٰكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ وَلَاسِيْقَ لَهُ النَّصُّ - تَخْرُجُ بِهِ الْعِبَارَةُ এটার দ্বারা عِبَارَةُ النَّصِّ বের হয়ে যাবে لِأَنَّهُ مَقْصُوْدَةٌ أَوْ مَسُوْقَةٌ কেননা এটা উদ্দেশ্য এবং এর জন্য বাক্য বর্ণনা করা হয়েছে وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ زِيَادَةُ تَاكِيْدٍ فِيْ إِخْرَاجِ الْعِبَارَةِ এবং তার বক্তব্য لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ এটা عِبَارَةُ النَّصِّ কে বের করার ব্যাপারে অতিরিক্ত তাকিদ وَتَوْضِيْحٍ لِلتَّعْرِيْفِ এবং তা'রীফের জন্য স্পষ্টকারী وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ যদিও এর মুখাপেক্ষী ছিল না يَعْنِيْ أَنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ অর্থাৎ এটা এক দিকের বিবেচনায় ظَاهِر আরেক দিকের বিবেচনায় ظَاهِر নয় كَمَا إِذَا رَاٰى إِنْسَانٌ إِنْسَانًا যেমন একজন মানুষ যখন অপর একজন মানুষকে উদ্দেশ্য করে তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে بِقَصْدِ نَظْرِهِ তখন যদিও কেবল তাকেই দেখা উদ্দেশ্য হয় وَمَعَ ذٰلِكَ يَرٰى مَنْ كَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ তথাপি তার ডানে বামের লোকদেরকেও সে দেখতে পায় بِمُؤْقِ عَيْنِهِ চোখের কোণায় مِنْ غَيْرِ اِلْتِفَاتٍ وَقَصْدٍ তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ব্যতীতই এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করা ছাড়াই।

সরল অনুবাদ : এখানে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য بِنَظْمِهِ শব্দটি عِبَارَتْ ও إِشَارَة উভয়কে শামিল করে। তবে এটা দ্বারা دَلَالَةُ النَّصِّ বের হয়ে যায়। কেননা এটা نَظْم -এর দ্বারা সাব্যস্ত নয়; বরং এটা نَظْم -এর অর্থের মধ্যে নিহিত। আর তাঁর বক্তব্য لُغَةً -এর দ্বারা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বের হয়ে যাবে। কেননা এটা আভিধানিকভাবে সাব্যস্ত নয়; বরং শরিয়ত অথবা আকল দ্বারা সাব্যস্ত। আর তাঁর বক্তব্য "وَلٰكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ وَلَاسِيْقَ لَهُ النَّصُّ" এটার দ্বারা عِبَارَةُ النَّصِّ বের হয়ে যাবে। কেননা এটা উদ্দিষ্ট এবং এর জন্য বাক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এবং তাঁর বক্তব্য لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ এটা عِبَارَةُ النَّصِّ-কে বের করার ব্যাপারে অতিরিক্ত তাকিদ এবং তারীফের জন্য স্পষ্টকারী। যদিও এর মুখাপেক্ষী ছিল না। অর্থাৎ এটা এক দিকের বিবেচনায় ظَاهِر আরেক দিকের বিবেচনায় ظَاهِر নয়। যেমন একজন মানুষ যখন অপর একজন মানুষকে উদ্দেশ্য করে তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে তখন যদিও কেবল তাকেই দেখা উদ্দেশ্য হয় তথাপি তার ডানে বামের লোকদেরকেও সে চোখের কোণায় দেখতে পায়; তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ব্যতীতই এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করা ছাড়াই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَخْرُجُ بِهِ الْمُقْتَضٰى الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, مُقْتَضٰى এদেরকে اِسْمِ مَفْعُوْل বলে। এতে إِخْرَاجُ الْخَارِجِ অর্থাৎ যা এমনিতে বাইরে আছে তাকে বের করা লাযেম হবে। কেননা গ্রন্থকার (র.) -এর বক্তব্য بِنَظْمِهِ -এর দ্বারাই اِقْتِضَاءُ النَّصِّ বের হয়ে যায়। কেননা مُسْتَدِلْ যদি শব্দের দ্বারা দলিল পেশ না করে বরং অর্থের দ্বারা দলিল পেশ করে, তাহলে উক্ত অর্থ শব্দের দ্বারা আভিধানিকভাবে বোধগম্য হবে, আর এটাই হলো دَلَالَةُ النَّصِّ অথবা উক্ত অর্থের জন্য শব্দটি সহীহ হওয়া শরিয়ত বা আকলের উপর যদি মওকুফ হয়, তাহলে এটা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ হবে। যা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَقْصُوْدَةٌ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার (র.)-এর এই বাক্যের মধ্যে শৈথিল্য রয়েছে; বরং তার এরূপ বলা শ্রেয় ছিল যে, "لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ مَسُوْقَةٌ لِمَدْلُوْلِهَا" অর্থাৎ কেননা এটা এমন ইবারত যা তার অর্থের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ زِيَادَةُ تَاكِيْدٍ الخ -এর আলোচনা : إِشَارَةُ النَّصِّ -কে এ জন্য إِشَارَةُ النَّصِّ বলা হয়েছে যে, তা সর্ব দিকের বিবেচনায় ظَاهِر নয়। কারণ এ জন্য একে বর্ণনা করা হয়নি।

فَالْاَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْعِبَارَةِ وَالثَّانِي بِمَنْزِلَةِ الْاِشَارَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ مِثَالٌ لِلْعِبَارَةِ وَالْاِشَارَةِ مَعًا وَضَمِيْرُهُنَّ رَاجِعٌ اِلَى الْوَالِدَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَاِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ اِيْجَابَ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا لِاَجْلِ اَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَمَنْكُوْحَتُهُ فَلَا مُضَايَقَةَ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ لِاَجْلِ اَنَّهَا مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِهِ يُحْمَلُ عَلَى اَنَّهُنَّ مُطَلَّقَاتٌ مُنْقَضِيَةٌ عِدَّتُهُنَّ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيْرٍ سِيْقَ لِاِثْبَاتِ النَّفَقَةِ وَفِيْهِ اِشَارَةٌ اِلَى اَنَّ النَّسَبَ اِلَى الْاٰبَاءِ لِاَنَّ الْمَعْنٰى وَعَلَى الَّذِيْ وُلِدَ الْوَلَدُ لِاَجْلِهِ رِزْقُ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتُهُنَّ فَالنِّسْبَةُ اِلَيْهِ بِلَامِ الْاِخْتِصَاصِ يُعْرَفُ بِهِ اَنَّ الْاَبَ هُوَ الَّذِيْ اِخْتَصَّ بِهٰذِهِ النِّسْبَةِ بِخِلَافِ لَفْظِ الْوَالِدِ وَالْاَبِ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْاَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْعِبَارَةِ এখানে প্রথম ব্যক্তিকে দেখাটা عِبَارَةُ النَّصِّ-এর পর্যায়ভুক্ত وَالثَّانِي بِمَنْزِلَةِ الْاِشَارَةِ আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখা اِشَارَةُ النَّصِّ-এর পর্যায়ভুক্ত كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ যেমন আল্লাহর বাণী– যার জন্য সন্তান তথা পিতার উপর সন্তানের দুগ্ধ দায়িনী মাতার ভরণপোষণ ওয়াজিব مِثَالٌ لِلْعِبَارَةِ وَالْاِشَارَةِ مَعًا আয়াতটি একই সাথে عِبَارَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ-এর উদাহরণ وَضَمِيْرُ هُنَّ رَاجِعٌ اِلَى الْوَالِدَاتِ আর যমীর هُنَّ-এর اَلْوَالِدَاتُ-এর দিকে রুজু হয়েছে الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ উক্ত আয়াতের মধ্যে যার উল্লেখ করা হয়েছে فَاِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ اِيْجَابُ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا-এর দ্বারা যদি তার ভরণপোষণ ওয়াজিব করা উদ্দেশ্য হয় لِاَجْلِ اَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَمَنْكُوْحَتُهُ-এর জন্য যে, সে তার স্ত্রী ও বিবাহিতা فَلَا مُضَايَقَةَ فِيْهِ তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই وَاِنْ كَانَ لِاَجْلِ আর যদি এ জন্য হয় যে اَنَّهَا مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِهِ সে তার সন্তানের দুধ পানকারিণী يُحْمَلُ عَلَى اَنَّهُنَّ مُطَلَّقَاتٌ তাহলে এ স্ত্রীগণ দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য হবে مُنْقَضِيَةٌ عِدَّتُهُنَّ যাদের ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيْرٍ سِيْقَ لِاِثْبَاتِ النَّفَقَةِ আর সর্বাবস্থায়ই আয়াতটি ভরণপোষণ ওয়াজিব করার জন্য পরিচালনা করা হয়েছে وَفِيْهِ اِشَارَةٌ আর এটার মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে اَنَّ النَّسَبَ اِلَى الْاٰبَاءِ বংশ পিতার দিকে সাব্যস্ত হবে لِاَنَّ الْمَعْنٰى কেননা আয়াতটির অর্থ এই যে وَعَلَى الَّذِيْ وُلِدَ الْوَلَدُ যার জন্য সন্তান জন্ম নিয়েছে لِاَجْلِهِ رِزْقُ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتُهُنَّ তার উপর সন্তানের মাতাগণের ভরণপোষণ প্রদান ওয়াজিব فَالنِّسْبَةُ اِلَيْهِ بِلَامِ الْاِخْتِصَاصِ يُعْرَفُ بِهِ সুতরাং لَامِ اِخْتِصَاص-এর দ্বারা পিতার দিকে নিসবত করার দ্বারা বোধগম্য হয় যে اَنَّ الْاَبَ هُوَ الَّذِيْ اِخْتَصَّ بِهٰذِهِ النِّسْبَةِ এ নিসবতের জন্য একমাত্র পিতাই খাস بِخِلَافِ لَفْظِ الْوَالِدِ وَالْاَبِ - وَالِدٌ ও اَبٌ শব্দদ্বয় এর বিপরীত।

সরল অনুবাদ : এখানে প্রথম ব্যক্তিকে দেখাটা عِبَارَةُ النَّصِّ-এর পর্যায়ভুক্ত, আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখা اِشَارَةُ النَّصِّ-এর পর্যায়ভুক্ত। যেমন আল্লাহর বাণী – "وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ" **(যার জন্য সন্তান তথা পিতার উপর সন্তানের দুগ্ধদায়িনী মাতার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব)**। আয়াতটি একই সঙ্গে عِبَارَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ-এর উদাহরণ। আর هُنَّ যমীর اَلْوَالِدَاتُ-এর দিকে রুজু হয়েছে। আল্লাহর বাণী– اَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ-এর মধ্যে যার উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা যদি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব করা উদ্দেশ্য হয়, এ জন্য যে, সে তার স্ত্রী ও বিবাহিতা, তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি এ জন্য হয় যে, সে তার সন্তানের দুধ পানকারিণী। তাহলে এই স্ত্রীগণ দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য হবে, যাদের ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। আর সর্বাবস্থায়ই আয়াতটি ভরণ-পোষণ ওয়াজিব করার জন্য পরিচালনা করা হয়েছে। আর এটার মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বংশ পিতার দিকে সাব্যস্ত হবে। কেননা আয়াতটির অর্থ এই যে, যার জন্য সন্তান জন্ম নিয়েছে তার উপর সন্তানের মাতাগণের ভরণ-পোষণ প্রদান ওয়াজিব। لَامِ اِخْتِصَاص-এর দ্বারা পিতার দিকে নিসবত করার দ্বারা বোধগম্য হয় যে, এই নিসবতের জন্য একমাত্র পিতাই খাস اَبٌ ও وَالِدٌ শব্দদ্বয় এর বিপরীত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيْرٍ الخ -এর আলোচনা : সর্বাবস্থায় অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ওয়াজিবকরণ চাই এ জন্য হোক যে, মাতাগণ সন্তানের পিতার স্ত্রী, অথবা এ কারণে হোক যে, মাতাগণ তার সন্তানের দুগ্ধদায়িনী।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِيْ الخ -এর আলোচনা : সুতরাং নসবকে পিতার দিকে নিসবত করা হয়েছে। এমনকি পিতা কুরাইশী হলে আর মাতা আজমী হলে কাফ্ফারা ও ইমামতে কুবরার ব্যাপারে সন্তানকে কুরাইশী হিসেবে গণ্য করা হবে। আলী কবরী (র.) এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর বাণী– وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ এটা لَامْ-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করে থাকে বংশ মাতাগণের দিকে সাব্যস্ত হবে। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে لَامْ মুনাবাসাত-এর জন্য হয়েছে; এটা হাকীকী অর্থে হয়নি। কেননা ইজমায়ে উম্মত দ্বারা মাতাগণের জন্য (সন্তানের) বংশ সাব্যস্ত করা হয়নি।

فَإِنَّهُ لَايَدُلُّ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى إِذْ لَيْسَ فِيْهِ لَامُ الْاِخْتِصَاصِ وَكَذَا يُشِيْرُ هٰذَا إِلٰى أَنَّ لِلْأَبِ حَقَّ التَّمَلُّكِ فِيْ مَالِ وَلَدِهٖ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ مَمْلُوْكُهُ وَإِلٰى أَنَّهُ لَايُشَارِكُ الْوَالِدَ أَحَدٌ فِيْ نَفَقَةِ وَلَدِهٖ كَمَا لَايُشَارِكُهُ فِيْ هٰذِهِ النِّسْبَةِ أَحَدٌ عَلٰى مَا فَصَّلْنَا كُلَّ ذٰلِكَ فِي التَّفْسِيْرِ الْأَحْمَدِيْ وَهُمَا سَوَاءٌ فِيْ إِيْجَابِ الْحُكْمِ إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ يَعْنِيْ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ لٰكِنْ تُرَجَّحُ الْعِبَارَةُ عَلَى الْإِشَارَةِ وَقْتَ التَّعَارُضِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّهُ لَايَدُلُّ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى কেননা এগুলো এ অর্থ নির্দেশ করে না إِذْ لَيْسَ فِيْهِ لَامُ الْاِخْتِصَاصِ কারণ এর মধ্যে لَامُ اِخْتِصَاص নেই وَكَذَا يُشِيْرُ هٰذَا إِلٰى তদ্রূপ এর দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে أَنَّ لِلْأَبِ حَقَّ التَّمَلُّكِ فِيْ مَالِ وَلَدِهٖ عِنْدَ الْحَاجَةِ প্রয়োজনে সন্তানের সম্পদে পিতার অধিকার রয়েছে لِأَنَّهُ مَمْلُوْكُهُ কেননা সে তার মালিকানাধীন وَإِلٰى আর এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে أَنَّهُ لَايُشَارِكُ الْوَالِدَ أَحَدٌ فِيْ نَفَقَةِ وَلَدِهٖ সন্তানের ভরণপোষণে কেউ পিতার অংশীদার নেই كَمَا لَايُشَارِكُهُ فِيْ هٰذِهِ النِّسْبَةِ أَحَدٌ যেমন বংশ সাব্যস্ত হওয়ার মধ্যে অংশীদার নেই عَلٰى مَا فَصَّلْنَا كُلَّ ذٰلِكَ فِي التَّفْسِيْرِ الْأَحْمَدِيْ তাফসীরে আহমদীতে আমি এগুলোর প্রত্যেকটির বিশদ বর্ণনা দিয়েছি وَهُمَا سَوَاءٌ فِيْ إِيْجَابِ الْحُكْمِ তবে এগুলো উভয় হুকুমকে ওয়াজিব করার ব্যাপারে সমপর্যায়ের إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ তবে تَعَارُضْ -এর অবস্থায় প্রথমটি সমধিক উপযোগী يَعْنِيْ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى অর্থাৎ عِبَارَةُ النَّصِّ ও إِشَارَةُ النَّصِّ উভয়টি قَطْعِيْ বা অকাট্য দলিল الْمُرَادِ উদ্দেশ্যের উপর (অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে সন্দেহাতীতভাবে নির্দেশ করে) لٰكِنْ تُرَجَّحُ الْعِبَارَةُ عَلَى الْإِشَارَةِ তবে عِبَارَةُ النَّصِّ কে إِشَارَةُ النَّصِّ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে وَقْتَ التَّعَارُضِ দ্বন্দ্বের সময়।

সরল অনুবাদ : কেননা এগুলো এ অর্থ নির্দেশ করে না। কারণ এর মধ্যে لَامِ اِخْتِصَاص নেই। তদ্রূপ এর দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, প্রয়োজনে সন্তানের সম্পদে পিতার অধিকার রয়েছে। কেননা সে তার মালিকানাধীন। আর এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সন্তানের ভরণ-পোষণে কেউ পিতার অংশীদার নেই। যেমন বংশ সাব্যস্ত হওয়ার মধ্যে অংশীদার নেই। 'তাফ্সীরে আহ্মদী'তে আমি এগুলোর প্রত্যেকটির বিশদ বর্ণনা দিয়েছি। **আর এগুলো উভয় হুকুমকে ওয়াজিব করার ব্যাপারে সমপর্যায়ের। তবে تَعَارُضْ -এর অবস্থায় প্রথমটি সমধিক উপযোগী।** অর্থাৎ عِبَارَةُ النَّصِّ ও إِشَارَةُ النَّصِّ উভয়টি উদ্দেশ্যের উপর قَطْعِيْ বা অকাট্য দলিল (অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে সন্দেহাতীতভাবে নির্দেশ করে)। তবে تَعَارُضْ -এর সময় عِبَارَةُ النَّصِّ -কে إِشَارَةُ النَّصِّ -এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الخ **-এর আলোচনা :** পিতা প্রয়োজনে সন্তানের সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। জ্ঞাতব্য যে, প্রয়োজন দু' প্রকার— (১) اَلْحَاجَةُ الْكَامِلَةُ (পূর্ণাঙ্গ প্রয়োজন)। যেমন– জীবন রক্ষা করার পরিমাণ খাদ্য ও পানীয়ের মুখাপেক্ষী হওয়া। সুতরাং এরূপ প্রয়োজনে পিতা কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই সন্তানের সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। (২) স্বল্প প্রয়োজন। যেমন– اِسْتِيْلَاء -এর প্রয়োজন। এমন প্রয়োজনে পিতা পুত্রের দাসীর উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে; তবে পরে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَمْلُوْكُهُ الخ **-এর আলোচনা :** এটা তার বক্তব্য يُشِيْرُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ, আর এটা اِشَارَه -এর কারণ। মোটকথা হলো পুত্র পিতার মালিকানাধীন। যেমন مِلْك (মালিকানা)-এর অর্থবোধক لَامْ এটা বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু ইজ্মা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রকৃত মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। তাই আমরা প্রয়োজনের সময় তার সম্পদে পিতার মালিকানা সাব্যস্ত করেছি, যথাসম্ভব দলিলের উপর আমল করার জন্য।

قَوْلُهُ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ الخ **-এর আলোচনা :** এর দ্বারা এদিকে করা হয়েছে যে, গ্রন্থকার (র)-এর বক্তব্য إِيْجَابُ الْحُكْمِ -এর দ্বারা হুকুমকে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। এর দ্বারা وُجُوْب -কে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। যাতে আর এ اِعْتِرَاضْ হতে পারবে না যে, عِبَارَةُ النَّصِّ ও إِشَارَةُ النَّصِّ; এরা وُجُوْب সাব্যস্ত করার সাথে খাস নয়; বরং এরা যেমনটি وُجُوْب -কে সাব্যস্ত করে, তদ্রূপ ক্ষেত্র বিশেষে এরা حُرْمَتْ ও অন্যান্য হুকুমকেও সাব্যস্ত করে।

তবে ব্যাখ্যাকারের উপর একটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে, তা হলো إِشَارَةُ النَّصِّ কখনো قَطْعِيْ হয়ে থাকে, আবার কখনো ظَنِّيْ হয়ে থাকে, যেমনিভাবে تَقْدِيْم -এর মধ্যে উল্লেখ আছে। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র)-এর এ বক্তব্য কিভাবে সহীহ হতে পারে যে, عِبَارَةُ النَّصِّ ও إِشَارَةُ النَّصِّ উভয়েই এদের উদ্দেশ্যকে قَطْعًا (অকাট্যভাবে) বুঝিয়ে থাকে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর পক্ষ থেকে উত্তরে বলা যেতে পারে, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সাধারণত এরা উদ্দেশ্যকে অকাট্যভাবে বুঝিয়ে থাকে। সর্বোত্তম উত্তর হচ্ছে, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য إِيْجَابُ الْحُكْمِ (হুকুমকে ওয়াজিব করা)-এর অর্থ হলো مُطْلَقًا (সাধারণভাবে) حُكْم -কে সাব্যস্ত করা। কেননা তাহলে উল্লিখিত অভিযোগদ্বয়ের একটিও উত্থাপিত হতে পারত না।

مِثَالُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ إِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَ دِيْنِنَا قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرِّجَالِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ثُمَّ قَالَ تَقْعُدُ إِحْدٰكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا لَاتَصُوْمُ وَلَا تُصَلِّيْ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا فَالْحَدِيْثُ وَإِنْ كَانَ مَسُوْقًا لِنُقْصَانِ دِيْنِهِنَّ لٰكِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ إِشَارَةً إِلٰى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّ لَفْظَ الشَّطْرِ مَوْضُوْعٌ لِلنِّصْفِ فِيْ أَصْلِ اللُّغَةِ وَبِهٖ تَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ فِيْ (رحـ) أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلٰكِنَّهُ مُعَارِضٌ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ فِيْ هٰذَا الْمَعْنٰى فَرُجِّحَتْ عَلَى الْإِشَارَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : مِثَالُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ -এর উদাহরণ নারীদের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর বাণী إِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِيْنٍ অর্থাৎ নারীদের আকল ও দ্বীন ত্রুটিপূর্ণ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَدِيْنِنَا মহিলারা বলল আমাদের আকল ও দ্বীন কিভাবে ত্রুটিপূর্ণ? قَالَ (ع) اَلَيْسَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرِّجَالِ হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন– মহিলাদের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? قُلْنَ بَلٰى তারা বলল, অবশ্যই قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا হুজুর ﷺ বললেন, এটা তার আকলের ত্রুটি ثُمَّ قَالَ অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন تَقْعُدُ إِحْدٰكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا তোমাদের প্রত্যেকেই কি এমতাবস্থায় অর্ধযুগ পর্যন্ত ঘরে বসে থাকো لَاتَصُوْمُ وَلَاتُصَلِّيْ এমতাবস্থায় না তোমরা রোজা রাখ আর না নামাজ আদায় করো? قُلْنَ بَلٰى মহিলারা জবাব দিল, হাঁ قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا হুজুর ﷺ বললেন, এটা তাদের দ্বীনের ত্রুটির কারণে হয়েছে فَالْحَدِيْثُ وَإِنْ كَانَ مَسُوْقًا لِنُقْصَانِ دِيْنِهِنَّ সুতরাং হাদীসখানা যদিও তাদের দ্বীনের ত্রুটি বর্ণনা করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে لٰكِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ إِشَارَةً إِلٰى কিন্তু এর দ্বারা إِشَارَةٌ বোধগম্য হয় যে أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا হায়েযের অধিককাল পনেরো দিন لِأَنَّ لَفْظَ الشَّطْرِ مَوْضُوْعٌ لِلنِّصْفِ কেননা شَطْرٌ শব্দটি অর্ধেক এর অর্থ বুঝাবার জন্য প্রণীত হয়েছে فِيْ أَصْلِ اللُّغَةِ মূল অভিধান অনুযায়ী وَبِهٖ تَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) فِيْ আর এর দ্বারা দলিল উপস্থাপন করত ইমাম শাফেয়ী (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا হায়েযের অধিককাল পনেরো দিন وَلٰكِنَّهُ مُعَارِضٌ কিন্তু এটা ঐ হাদীসে বিরোধী بِمَا رُوِيَ যাতে বর্ণিত হয়েছে যে أَنَّهُ قَالَ নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ অবিবাহিতা ও বিবাহিতা নারীর হায়েযের সর্বনিম্ন সময় ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ তিন দিন ও তিন রাত্রি وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ আর সর্বোচ্চ সময় দশদিন لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ فِيْ هٰذَا الْمَعْنٰى যেহেতু এ অর্থে এটা ইবারাতুন নস فَرُجِّحَتْ عَلَى الْإِشَارَةِ সেহেতু إِشَارَةُ النَّصِّ -এর উপর একে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সরল অনুবাদ : এর উদাহরণ নারীদের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর বাণী– إِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ قُلْنَا وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَ دِيْنِنَا قَالَ (ع) اَلَيْسَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرِّجَالِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ـ অর্থাৎ নারীদের আকল ও দীন ত্রুটিপূর্ণ। মহিলারা বলল, আমাদের আকল ও দীন কিভাবে ত্রুটিপূর্ণ? হুযূর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাদের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা বলল, অবশ্যই। হুযূর ﷺ বললেন, এটা তার আকলের ত্রুটি। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেই কি এমতাবস্থায় অর্ধযুগ পর্যন্ত ঘরে বসে থাকো এমতাবস্থায় না তোমরা রোজা আর না নামাজ আদায় করো? মহিলারা জবাব দিল, হাঁ। হুযূর ﷺ বললেন, এটা তাদের দীনের ত্রুটির কারণে হয়েছে। সুতরাং হাদীসখানা যদিও তাদের দীনের ত্রুটি বর্ণনা করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা إِشَارَةٌ বোধগম্য হয় যে, হায়েযের অধিককাল পনেরো দিন। কেননা মূল অভিধান অনুযায়ী شَطْرٌ শব্দটি অর্ধেক-এর অর্থ বুঝাবার জন্য প্রণীত হয়েছে। আর এর দ্বারা দলিল উপস্থাপন করত ইমাম শাফেয়ী (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে, হায়েযের অধিককাল পনেরো দিন। কিন্তু এটা ঐ হাদীসের বিরোধী যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, بَاكِرَه ও ثَيِّبَه (অবিবাহিতা ও বিবাহিতা) নারীর হায়েযের সর্বনম্নি সময় তিন দিন আর সর্বোচ্চ সময় দশ দিন। যেহেতু এই অর্থে এটা عِبَارَةُ النَّصِّ সেহেতু إِشَارَةُ النَّصِّ -এর উপর একে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَالْحَدِيْثُ الخ -এর আলোচনা : رَسَائِلُ الْأَرْكَانِ নামক কিতাবে আছে, হাদীসটি মনগড়া; এর কোনো ভিত্তি নেই। ইমাম বায়হাকী (রা.) বলেছেন, কোনো হাদীস গ্রন্থে আমি তা পাইনি। ইমাম ইবনুল জাওযী (র.) বলেছেন যে, এটা অপরিচিত হাদীস। ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, এই হাদীসটি বাতিল।

قَوْلُهُ مُعَارِضٌ الخ -এর আলোচনা : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে شَطْر -এর দ্বারা হায়েযের উর্ধ্বতম সময় পনেরো দিন ধার্য করেছেন এর জবাবে ব্যাখ্যাকার (র.) একটি জবাব দিয়েছেন। তবে আরো একটি জবাব এটাও দেওয়া যেতে পারে যে, شَطْر শব্দটি মূল আভিধানিক অর্থ نِصْف যা অর্ধেক হলেও পূর্বোক্ত হাদীসে এর দ্বারা অংশ বিশেষকে বুঝানো হয়েছে।

وَلِلْإِشَارَةِ عُمُوْمٌ كَمَا لِلْعِبَارَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَابِتٌ بِنَفْسِ النَّظْمِ فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَاصًّا وَاَنْ يَكُوْنَ عَامًّا مَخْصُوْصَ الْبَعْضِ وَغَيْرَهُ مِثَالُ الْإِشَارَةِ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْضِ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ فَاِنَّهُ سِيْقَ لِعُلُوِّ دَرَجَاتِ الشُّهَدَاءِ وَلٰكِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ اِشَارَةً اَنْ لَّا يُصَلّٰى عَلَيْهِ لِاَنَّهُ حَيٌّ وَالْحَيُّ لَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ خُصَّ مِنْهُ حَمْزَةُ فَاِنَّهُ صُلِّىَ عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً وَهٰذَا كُلُّهُ عَلٰى رَأْيِ الشَّافِعِىْ (رحـ) وَاَمَّا عَلٰى رَأْيِنَا فَمِثَالُهُ مَاقِيْلَ اِنَّهُ خُصَّ مِنْ عُمُوْمِ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ (الاية) وَطْئُ الْاَبِ جَارِيَةَ وَلَدِهِ فَاِنَّهُ لَايَحِلُّ حَتّٰى وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا عَلٰى مَاعُرِفَ ــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِلْإِشَارَةِ عُمُوْمٌ كَمَا لِلْعِبَارَةِ আর عِبَارَةُ النَّصِّ-এর ন্যায় اِشَارَةُ النَّصِّ-এর জন্য عُمُوْمٌ (ব্যাপকতা) রয়েছে لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَابِتٌ بِنَفْسِ النَّظْمِ কেননা এদের উভয়ই মূল نظم (শব্দ) দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَاصًّا কাজেই এদের উভয়ই খাস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে وَاَنْ يَكُوْنَ عَامًّا مَخْصُوْصَ الْبَعْضِ وَغَيْرَهُ এবং عَام غَيْر مَخْصُوْص مِنْهُ الْبَعْض ও عَام مَخْصُوْص مِنْهُ الْبَعْض হওয়ার সম্ভাবনা রাখে مِثَالُ الْإِشَارَةِ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْضِ - اِشَارَةُ النَّصِّ যা مَخْصُوْصُ الْبَعْضِ তার উদাহরণ قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ যারা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করেছেন তাঁদের মৃত বলো না فَاِنَّهُ سِيْقَ لِعُلُوِّ دَرَجَاتِ الشُّهَدَاءِ এ আয়াতটি শহীদগণের উচ্চমর্যাদা বর্ণনা করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে وَلٰكِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ اِشَارَةً কিন্তু এর দ্বারা اِشَارَةً বোধগম্য হয় যে اَنْ لَّا يُصَلّٰى عَلَيْهِ তাদের উপর (জানাযার) নামাজ পড়া হবে না لِاَنَّهُ حَيٌّ কেননা জীবিত وَالْحَيُّ لَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ আর জীবিত ব্যক্তির উপর (জানাযার) নামাজ পড়া হয় না ثُمَّ خُصَّ مِنْهُ حَمْزَةُ অতঃপর এটা হতে হযরত হামযা (রা.)-কে খাস করা হয়েছে فَاِنَّهُ صُلِّىَ عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً কেননা তার উপর সত্তর বার (জানাযার) নামাজ পড়া হয়েছে وَهٰذَا كُلُّهُ عَلٰى رَأْيِ الشَّافِعِىْ (رحـ) এসব বিষয় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী وَاَمَّا عَلٰى رَأْيِنَا আর আমাদের হানাফী (র.) গণের মাযহাব অনুযায়ী فَمِثَالُهُ مَا قِيْلَ-এর উদাহরণ যা বলে হয়েছে اِنَّهُ خُصَّ مِنْ عُمُوْمِ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ (الاية) তা হলো আল্লাহর বাণী (الاية) وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ-এর عُمُوْم হতে খাস করা হয়েছে وَطْئُ الْاَبِ جَارِيَةَ وَلَدِهِ সন্তানের দাসীর সাথে পিতার সহবাসকে فَاِنَّهُ لَايَحِلُّ কারণ তার জন্য তা বৈধ নয় حَتّٰى وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا যদ্দরুন পিতার উপর ঐ দাসীর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে عَلٰى مَا عُرِفَ যেমন পূর্বে জানা গেছে।

সরল অনুবাদ : আর عِبَارَةُ النَّصِّ-এর ন্যায় اِشَارَةُ النَّصِّ-এর জন্য عُمُوْم (ব্যাপকতা) রয়েছে। কেননা এদের উভয়ই মূল نَظْم শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই এদের উভয়ই খাস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং عَام مَخْصُوْص مِنْهُ عَام غَيْر مَخْصُوْص مِنْهُ الْبَعْض এবং اَلْبَعْض হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। اِشَارَةُ النَّصِّ যা مَخْصُوْصُ الْبَعْضِ তার উদাহরণ আল্লাহর বাণী- وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ (যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করেছেন তাঁদের মৃত বলো না) এই আয়াতটি শহীদগণের উচ্চমর্যাদা বর্ণনা করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা اِشَارَةً বোধগম্য হয় যে, তাদের উপর (জানাযার) নামাজ পড়া হবে না। কেননা সে জীবিত। আর জীবিত ব্যক্তির উপর (জানাযার) নামাজ পড়া হয় না। অতঃপর এটা হতে হযরত হামযা (রা.)-কে খাস করা হয়েছে। কেননা তার উপর সত্তর বার (জানাযার) নামাজ পড়া হয়েছে। এসব বিষয় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। আর আমাদের হানাফীগণের মাযহাব অনুযায়ী এর উদাহরণ যা বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহর বাণী- (الاية) وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ-এর عُمُوْم হতে সন্তানের দাসীর সাথে পিতার সহবাসকে খাস করা হয়েছে। কারণ তার জন্য তা বৈধ নয়। যদ্দরুন পিতার উপর ঐ দাসীর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেমন পূর্বে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِمَا رُوِىَ الخ -এর আলোচনা : রাসায়েলে আরকান নামক কিতাবে আছে যে, ইমাম দারেকুতনী (র.) হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন যে, اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ الثَّلٰثُ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ فَاِذَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ অর্থাৎ বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলার হায়েযের নিম্নতম সময় তিন দিন এবং ঊর্ধ্বতম সময় দশ দিন। এর অতিরিক্ত হলে তা مُسْتَحَاضَه হবে।

قَوْلُهُ عُمُوْمٌ الخ -এর আলোচনা : জমহুর এর মতে عِبَارَةُ النَّصِّ-এর ন্যায় اِشَارَةُ النَّصِّ-এর মধ্যেও عُمُوْم রয়েছে। কাজি আবূ যায়েদ (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, اِشَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তার মধ্যে عُمُوْم জারি হয় না। কেননা যাকে উদ্দেশ্য করত বাক্য বর্ণনা করা হয়েছে শুধু তার মধ্যেই عُمُوْم হয়ে থাকে। অথচ اِشَارَةُ النَّصِّ অনুরূপ নয়। কাজেই এর মধ্যে تَخْصِيْص জারি হবে না। কেননা এটা عُمُوْم-এর শাখা।

مَبْحَثُ دَلَالَةِ النَّصِّ

দালালাতুন নস-এর আলোচনা

وَأَمَّا الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَمَا ثَبَتَ بِمَعْنَى النَّصِّ لُغَةً لَا اِجْتِهَادًا عَدَلَ هٰهُنَا عَنْ طَرِيْقِ الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يَقُوْلَ اَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَالْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ لٰكِنَّ هٰذِهٖ مُسَامَحَةٌ قَدِيْمَةٌ مِنْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ يَذْكُرُ تَارَةً الْاِسْتِدْلَالَ وَالْوُقُوْفَ وَهُوَ فِعْلُ الْمُجْتَهِدِ وَتَارَةً الْعِبَارَةَ وَالْإِشَارَةَ وَهُوَ مِنْ اَقْسَامِ النَّظْمِ حَقِيْقَةً وَتَارَةً الثَّابِتَ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْحُكْمِ وَلَاضَيْرَ فِيْهِ بَعْدَ وُضُوْحِ الْمَقْصُوْدِ وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ خَرَجَتْ مِنْ قَوْلِهٖ بِمَعْنَى النَّصِّ الْعِبَارَةُ وَالْإِشَارَةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهٖ مَعْنَاهُ اللُّغَوِىُّ الْمَوْضُوْعُ لَهٗ بَلْ مَعْنَاهُ الْاِلْتِزَامِىُّ كَالْاِيْلَامِ مِنَ التَّافِيْفِ وَقَوْلُهٗ لُغَةً تَمْيِيْزٌ عَنْ مَعْنَى النَّصِّ وَيَخْرُجُ بِهِ الْاِقْتِضَاءُ وَالْمَحْذُوْفُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ আর যা হোক دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা ঐ বস্তু সাব্যস্ত হয়ে থাকে فَمَا ثَبَتَ بِمَعْنَى النَّصِّ لُغَةً যা نَصّ-এর আভিধানিক অর্থ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে لَا اِجْتِهَادًا ইজতেহাদের দ্বারা নয় عَدَلَ هٰهُنَا عَنْ طَرِيْقِ الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে ঐ পদ্ধতি পরিত্যাগ (পরিবর্তন) করেছেন যা তিনি إِشَارَةُ النَّصِّ ও عِبَارَةُ النَّصِّ-এর মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন وَكَانَ يَنْبَغِيْ এরূপ বলা তার জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল যে اَنْ يَقُوْلَ اَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ অর্থাৎ دَلَالَةُ النَّصِّ কে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হলো এই যে فَالْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ যা نَصّ-এর অর্থ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তদানুযায়ী আমল করা لٰكِنَّ هٰذِهٖ مُسَامَحَةٌ قَدِيْمَةٌ কিন্তু এটা একটি পুরনো অসতর্কতা مِنْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ যা ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.) আবিষ্কার করেছেন حَيْثُ يَذْكُرُ تَارَةً الْاِسْتِدْلَالَ وَالْوُقُوْفَ সুতরাং তিনি কখনো বলেন اَلْاِسْتِدْلَالُ وَالْوُقُوْفُ - وَهُوَ فِعْلُ الْمُجْتَهِدِ অথচ এটা মুজতাহিদের কাজ وَتَارَةً الْعِبَارَةَ وَالْإِشَارَةَ আর কখনো বলেন اَلْعِبَارَةَ وَالْإِشَارَةَ - وَهُوَ مِنْ اَقْسَامِ النَّظْمِ حَقِيْقَةً অথচ প্রকৃতপক্ষে এরা نَظْم-এর শ্রেণীভুক্ত وَتَارَةً الثَّابِتَ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ আবার কখনো বলেন اَلثَّابِتَ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ - وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْحُكْمِ অথচ এটা حُكْم-এর صِفَاتٌ-এর প্রকারভুক্ত وَلَا ضَيْرَ فِيْهِ তবে এতে দোষের কিছু থাকে না بَعْدَ وُضُوْحِ الْمَقْصُوْدِ উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ خَرَجَتْ مِنْ قَوْلِهٖ بِمَعْنَى النَّصِّ আর সর্বাবস্থায়ই তার বক্তব্য بِمَعْنَى النَّصِّ-এর দ্বারা বের হয়ে যায় اَلْعِبَارَةُ وَالْإِشَارَةُ - عِبَارَةُ النَّصِّ ও إِشَارَةُ النَّصِّ - وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهٖ আর গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য مَعْنَى النَّصِّ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয় مَعْنَاهُ اللُّغَوِىُّ الْمَوْضُوْعُ لَهٗ আভিধানিকভাবে তার জন্য প্রণীত অর্থ بَلْ مَعْنَاهُ الْاِلْتِزَامِىُّ বরং اِلْتِزَامِىْ অর্থ উদ্দেশ্য كَالْاِيْلَامِ مِنَ التَّافِيْفِ যেমন تَافِيْف-এর দ্বারা কষ্ট পৌঁছানো উদ্দেশ্য (অথচ تَافِيْف-এর مَوْضُوْعٌ لَهٗ অর্থ হলো اف বলা হয়) وَقَوْلُهٗ لُغَةً আর لُغَةً শব্দটি مَعْنَى النَّصِّ হতে تَمْيِيْز হয়েছে وَيَخْرُجُ بِهِ الْاِقْتِضَاءُ وَالْمَحْذُوْفُ এই قَيْد-এর দ্বারা مَحْذُوْف ও مُقْتَضٰى বের হয়ে যায়।

সরল অনুবাদ : আর যা হোক دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা ঐ বস্তু সাব্যস্ত হয়ে থাকে যা نَصّ-এর আভিধানিক অর্থ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। اِجْتِهَاد-এর দ্বারা নয়। গ্রন্থকার (র.) এ স্থলে ঐ পদ্ধতি পরিত্যাগ (পরিবর্তন) করেছেন যা তিনি إِشَارَةُ النَّصِّ ও عِبَارَةُ النَّصِّ-এর মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। এরূপ বলা তাঁর জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল যে, اَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَمَا ثَبَتَ الخ অর্থাৎ دَلَالَةُ النَّصِّ-কে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা হলো এই যে, যা نَصّ-এর অর্থ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তদনুযায়ী আমল করা। কিন্তু এটা একটি পুরনো অসতর্কতা যা ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.) আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং তিনি কখনো বলেন اَلْاِسْتِدْلَالُ وَالْوُقُوْفُ অথচ এটা মুজতাহিদের কাজ। আর কখনো বলেন– اَلْعِبَارَةُ وَالْإِشَارَةُ অথচ প্রকৃতপক্ষে এরা نَظْم-এর শ্রেণীভুক্ত। আবার কখনো বলেন– اَلثَّابِتُ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ অথচ এটা حُكْم-এর صِفَاتٌ-এর প্রকারভুক্ত। তবে উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর এতে দোষের কিছু থাকে না। আর সর্বাবস্থায়ই তাঁর বক্তব্য بِمَعْنَى النَّصِّ-এর দ্বারা عِبَارَةُ النَّصِّ ও إِشَارَةُ النَّصِّ বের হয়ে যায়। আর গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য مَعْنَى النَّصِّ-এর দ্বারা আভিধানিকভাবে তার জন্য প্রণীত অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং اِلْتِزَامِىْ অর্থ উদ্দেশ্য। যেমন تَافِيْف-এর দ্বারা اِيْلَامْ (কষ্ট পৌঁছানো) উদ্দেশ্য। (অথচ تَافِيْف-এর مَوْضُوْعٌ لَهٗ অর্থ হলো اف বলা।) আর لُغَةً শব্দটি مَعْنَى النَّصِّ হতে تَمْيِيْز হয়েছে। এই قَيْد-এর দ্বারা مَحْذُوْف ও مُقْتَضٰى বের হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَالْاِيْلَامِ مِنَ التَّافِيْفِ الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, مَعْنَى النَّصِّ-এর দ্বারা مَعْنٰى مَوْضُوْعٌ لَهٗ উদ্দেশ্য নয়; বরং مَعْنَى الْتِزَامِىْ উদ্দেশ্য। যেমন– تَافِيْف-এর দ্বারা اِيْلَامْ-কে উদ্দেশ্য করা। কেননা تَافِيْف-এর مَعْنٰى مَوْضُوْعٌ لَهٗ হলো اُفٌ শব্দের দ্বারা কথা বলা এবং এর একটি اِلْتِزَامِىْ অর্থও রয়েছে। আর তা হলো কষ্ট ও তাকলীফ দেওয়া।

قَوْلُهٗ تَمْيِيْزٌ الخ-এর আলোচনা : গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য لُغَةً এটা مَعْنَى النَّصِّ হতে تَمْيِيْز হয়েছে। সুতরাং অর্থ দাঁড়াবে যা আভিধানিকভাবে نَصّ-এর জন্য সাব্যস্ত হয়েছে, ইজতেহাদীভাবে নয়। অর্থাৎ এটা বুঝা এবং তদনুযায়ী আমল করা اِجْتِهَادْ ও قِيَاسْ-এর উপর নির্ভরশীল নয়; বরং অভিধান বিশারদগণ আভিধানিক অর্থে চিন্তা-গবেষণা করে একে জেনে থাকেন। চাই এর মাজাযী অর্থ হোক অথবা হাকীকী অর্থ হোক।

لِاَنَّهُمَا ثَابِتَانِ شَرْعًا اَوْ عَقْلًا وَقَوْلُهُ لَا اِجْتِهَادًا تَاكِيْدٌ لِقَوْلِهِ لُغَةً وَفِيْهِ رَدٌّ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّ دَلَالَةَ النَّصِّ هُوَ الْقِيَاسُ لٰكِنَّهُ خَفِيٌّ وَالدَّلَالَةَ جَلِيٌّ وَكَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ اِلَّا الْمُجْتَهِدُ وَالدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةٌ يَعْرِفُهَا كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ وَاَيْضًا كَانَتْ هِيَ مَشْرُوْعَةً قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ وَلَا يُنْكِرُهَا مُنْكِرٌ وَالْقِيَاسُ كَالنَّهْيِ عَنِ التَّافِيْفِ يُوْقَفُ بِهِ عَلٰى حُرْمَةِ الضَّرْبِ بِدُوْنِ الْاِجْتِهَادِ فِي الْمِثَالِ مُسَامَحَةٌ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَقُوْلَ كَحُرْمَةِ الضَّرْبِ الَّذِيْ يُوْقَفُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّافِيْفِ وَالْمَقْصُوْدُ وَاضِحٌ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّهُمَا ثَابِتَانِ شَرْعًا اَوْ عَقْلًا কেননা এরা উভয় শরিয়ত অথবা আকলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে وَقَوْلُهُ لَا اِجْتِهَادًا আর لَا اِجْتِهَادًا এটা لُغَةً -এর تَاكِيْد হয়েছে وَفِيْهِ رَدٌّ عَلٰى আর এ قَيْد -এর দ্বারা সেই تَاكِيْدٌ لِقَوْلِهِ لُغَةً আলিমগণের ধারণা (অভিমত)-কে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য مَنْ زَعَمَ যারা বলে যে اَنَّ دَلَالَةَ النَّصِّ هُوَ الْقِيَاسُ - دَلَالَةُ النَّصِّ এটা কিয়াস لٰكِنَّهُ خَفِيٌّ তবে এটা কেয়াসে খফী وَالدَّلَالَةُ جَلِيٌّ আর دَلَالَتْ হলো কিয়াসে জলী وَكَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا আর এটা কিভাবে হতে পারে? وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ অথচ قِيَاسْ হলো ظَنِّيْ (ধারণামূলক) لَا يَقِفُ عَلَيْهِ اِلَّا الْمُجْتَهِدُ যা সম্পর্কে শুধু مُجْتَهِدْ অবগত আছেন وَالدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةٌ অপর পক্ষে دَلَالَتْ হলো قَطْعِيْ (অকাট্য) يَعْرِفُهَا كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ ঐ ভাষাভাষী সকলেই এটা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন وَاَيْضًا كَانَتْ هِيَ مَشْرُوْعَةً তদুপরি دَلَالَتْ প্রচলিত (مَشْرُوْع) হয়েছে قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ কিয়াস প্রচলিত হওয়ার পূর্বেই وَلَا يُنْكِرُهَا مُنْكِرٌ এমনকি قِيَاسْ অস্বীকাকারীগণও একে অস্বীকার করেন না وَالْقِيَاسُ كَالنَّهْيِ عَنِ التَّافِيْفِ আর কিয়াস اُفٍّ বলা হতে নিষেধাজ্ঞার ন্যায় يُوْقَفُ بِهِ عَلٰى حُرْمَةِ الضَّرْبِ যেমন تَافِيْف -এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রহার করার حُرْمَتْ (হারাম হওয়া) জানা যায় بِدُوْنِ الْاِجْتِهَادِ ইজতিহাদ ব্যতীতই فِي الْمِثَالِ مُسَامَحَةٌ উল্লিখিত উদাহরণে শৈথিল্য রয়েছে কেননা تَافِيْف হতে নিষেধাজ্ঞা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি وَالْاَوْلٰى اَنْ يَقُوْلَ আর এরূপ বলা সর্বোত্তম ছিল যে كَحُرْمَةِ الضَّرْبِ অর্থাৎ যেমন প্রহার করা হারাম হওয়া الَّذِيْ يُوْقَفُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّافِيْفِ যা اف বলা হতে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা জানা যায় وَالْمَقْصُوْدُ وَاضِحٌ আর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

সরল অনুবাদ : কেননা এরা উভয় শরিয়ত অথবা আকলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর "لَا اِجْتِهَادًا" এটা لُغَةً -এর تَاكِيْد হয়েছে। এবং এই قَيْد -এর দ্বারা সেই আলিমগণের ধারণা (অভিমত)-কে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য যারা বলে থাকেন যে, دَلَالَةُ النَّصِّ এটা قِيَاس خَفِيْ তবে এটা قِيَاسْ جَلِيْ আর دَلَالَتْ হলো قِيَاسْ جَلِيْ আর এটা কিভাবে হতে পারে? অথচ قِيَاسْ হলো ظَنِّيْ (ধারণামূলক) যা সম্পর্কে শুধু مُجْتَهِدْ অবগত আছেন। অপরপক্ষে دَلَالَتْ হলো قَطْعِيْ (অকাট্য)। ঐ ভাষাভাষী সকলেই এটা সম্পর্কে অবগত আছেন। তদুপরি قِيَاسْ প্রচলিত (مَشْرُوْع) হওয়ার পূর্বেই دَلَالَتْ প্রচলিত (مَشْرُوْع) হয়েছে। এমনকি قِيَاسْ অস্বীকারকারীগণও একে অস্বীকার করেন না। **যেমন– تَافِيْف -এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা اِجْتِهَادْ ব্যতীতই প্রহার করার حُرْمَتْ (হারাম হওয়া) জানা যায়।** উল্লিখিত উদাহরণে শৈথিল্য রয়েছে। (কেননা تَافِيْف হতে নিষেধাজ্ঞা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি।) তার এরূপ বলা সর্বোত্তম ছিল যে, كَحُرْمَةِ الضَّرْبِ لِلَّذِيْ يُوْقَفُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّافِيْفِ অর্থাৎ যেমন প্রহার করা হারাম হওয়া যা تَافِيْف (اف বলা) হতে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা জানা যায়। আর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى مَنْ زَعَمَ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার (র.) বক্তব্য لَا اِجْتِهَادًا এটা তার বক্তব্য لُغَةً -এর জন্য تَاكِيْد হয়েছে। এটা দ্বারা ঐসব লোকের অভিমতকে খণ্ডন করেছেন যারা মত প্রকাশ করেছেন যে, دَلَالَةُ النَّصِّ -ই কিয়াস। আর এই মতের প্রবক্তা হলেন ইমাম রাযী (র.)। কেননা তিনি বলেছেন যে, دَلَالَةُ النَّصِّ -এর মধ্যে حُكْم -কে সাব্যস্ত করা مَعْنٰى لَازِمْ-কে জানার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একটি اَصْل পাওয়া যাবে। যেমন– تَافِيْف এবং একটি فَرْع পাওয়া যাবে। যথা– ضَرْب (প্রহার) এবং একটি সমন্বয়ও প্রতিক্রিয়াকারী عِلَّتْ পাওয়া যাবে। যেমন– رَفْعُ الْاَذٰى অর্থাৎ কষ্ট লাঘব করা। কাজেই قِيَاسْ -এর অর্থ সাব্যস্ত হবে। আর যখন এটা ظَاهِرْ তখন جَلِيْ নামকরণ করা হবে।

قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ الخ -এর আলোচনা : دَلَالَةُ النَّصِّ কিভাবে কিয়াস হতে পারে? অথচ قِيَاسْ হলো ظَنِّيْ এবং دَلَالَتْ হলো قَطْعِيْ (অকাট্য)। এ স্থলে وَاوْ অক্ষরটি حَالْ -এর জন্য হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে চারটি দলিল রয়েছে। এর উপর যে, دَلَالَتْ কিয়াস নয়। প্রথমত قِيَاسْ ধারণা প্রসূত (ظَنِّيْ) অথচ دَلَالَتْ অকাট্য (قَطْعِيْ)। তবে বলা যেতে পারে যে, قِيَاسْ ও কোনো কোনো সময় قَطْعِيْ হয়ে থাকে। সুতরাং যারা دَلَالَةُ النَّصِّ -কে جَلِيْ কিয়াস বলে থাকে তারা বলে, এটা কিয়াস جَلِيْ ও قَطْعِيْ এমনকি كَفَّارَاتْ ও حُدُوْدْ এরা دَلَالَتْ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত মুজতাহিদ ব্যতীত অপর কেউই قِيَاسْ সম্পর্কে অবহিত নয়। কাজেই قِياس চিন্তা-গবেষণার মুখাপেক্ষী। অথচ ভাষাভাষী প্রত্যেকেই مُقَدَّمَاتْ -এর تَرْتِيْب (ভূমিকা বিন্যাস) ও نَظَر ব্যতীতই دَلَالَتْ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে। তৃতীয়ত قِيَاسْ প্রচলিত مَشْرُوْع হওয়ার পূর্বেই دَلَالَتْ প্রচলিত مَشْرُوْع হয়েছে। কেননা সকলেই জানে আল্লাহর বাণী – وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ -এর দ্বারা মাতাপিতাকে প্রহার করা, গালাগালি হতে নিষেধ করা হয়েছে। চাই قِيَاس প্রচলিত مَشْرُوْع হোক অথবা না হোক। চতুর্থত دَلَالَتْ -কে قِيَاسْ অস্বীকারকারীগণ অস্বীকার করে না। কাজেই دَلَالَتْ কিয়াস হতে পারে না।

يَعْنِيْ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهٗ النَّهْيُ عَنِ التَّكَلُّمِ بِاُفٍّ فَقَطْ وَهُوَ ثَابِتٌ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَمَعْنَاهُ اللَّازِمُ الَّذِيْ هُوَ الْاِيْلَامُ دَلَالَةُ النَّصِّ وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ هُوَ حُرْمَةُ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَالْاَمْثِلَةُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا الْقَوْمُ مَذْكُوْرَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ وَالثَّابِتُ بِهٖ كَالثَّابِتِ بِالْاِشَارَةِ اِلَّا عِنْدَ التَّعَارُضِ يَعْنِيْ اَنَّ الدَّلَالَةَ اَيْضًا كَالْاِشَارَةِ فِيْ كَوْنِهَا قَطْعِيَّةً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِيْ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ অর্থাৎ আল্লাহর বাণী– فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ - مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعُ لَهٗ-এর مَوْضُوْعُ لَهٗ (যেই অর্থের জন্য একে গঠন করা হয়েছে সেই) অর্থ হলো النَّهْيُ عَنِ التَّكَلُّمِ بِاُفٍّ فَقَطْ শুধু اُفٍّ বলা হতে নিষেধ করা وَهُوَ ثَابِتٌ بِعِبَارَةِ النَّصِّ আর এটা عِبَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে وَمَعْنَاهُ اللَّازِمُ الَّذِيْ هُوَ الْاِيْلَامُ এবং এর اِلْتِزَامِيْ অর্থ اِيْلَامٌ (কষ্ট পৌঁছানো) دَلَالَةُ النَّصِّ - এটা دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ আর এটা হতে যা সাব্যস্ত হয়েছে هُوَ حُرْمَةُ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ তাহলো প্রহার করা ও গালাগালি করা হারাম হওয়া وَالْاَمْثِلَةُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا الْقَوْمُ উসূলবিদগণ এ ক্ষেত্রে যেসব শরয়ী মাসআলা উল্লেখ রয়েছে وَالثَّابِتُ بِهٖ আর دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা যে حُكْمٌ সাব্যস্ত হয়ে থাকে كَالثَّابِتِ بِالْاِشَارَةِ এটা اِشَارَةُ النَّصِّ-এর ন্যায় اِلَّا عِنْدَ التَّعَارُضِ তবে বিরোধীদের সময় يَعْنِيْ اَنَّ الدَّلَالَةَ اَيْضًا كَالْاِشَارَةِ অর্থাৎ دَلَالَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ-এর ন্যায় فِيْ كَوْنِهَا قَطْعِيَّةً - قَطْعِيٌّ হওয়ার দিক দিয়ে।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ আল্লাহর বাণী– "فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ"-এর مَوْضُوْعُ لَهٗ (যেই অর্থের জন্য একে গঠন করা হয়েছে) সেই অর্থ হলো শুধু اُفٍّ বলা হতে নিষেধ করা। আর এটা عِبَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং এর اِلْتِزَامِيْ অর্থ اِيْلَامٌ (কষ্ট পৌঁছানো) এটা دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটা হতে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা হলো, প্রহার করা ও গালাগালি করা হারাম হওয়া। উসূলবিদগণ এ ক্ষেত্রে যে সব শরয়ী মাসআলা উল্লেখ করেছেন বড় বড় উসূল গ্রন্থে এটার উল্লেখ রয়েছে। **আর دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা যে حُكْمٌ সাব্যস্ত হয়ে থাকে এটা اِشَارَةُ النَّصِّ-এর ন্যায়। তবে বিরোধের সময়।** অর্থাৎ قَطْعِيٌّ হওয়ার দিক দিয়ে دَلَالَةُ النَّصِّ ও اِشَارَةُ النَّصِّ-এর ন্যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَهُمَا الخ -এর আলোচনা : এখানে আয়াতে لَهُمَا-এর দ্বারা মাতাপিতাকে বুঝানো হয়েছে। আর اُفٍّ হলো এমন আওয়াজ যা ধমকী বুঝিয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা اِسْمُ فِعْلٍ যা ধমকীকে বুঝায়। দু'টি سَاكِنٌ একত্রিত হওয়ার কারণে (অর্থাৎ مُدْغَمْ ও مُدْغَمْ فِيْهِ) এটা كَسْرَةٌ-এর উপর مَبْنِيٌّ হয়েছে। – (বায়যাবী শরীফ)

قَوْلُهٗ دَلَالَةُ النَّصِّ الخ -এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, اُفٍّ-এর اِلْتِزَامِيْ অর্থ – اِيْلَامٌ (কষ্ট পৌঁছানো)। এটা دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অবশ্য অপরাপর উসূলবিদগণ এটার বিপরীত বলেছেন। সুতরাং তাঁরা বলেছেন যে, لَازِمِيْ অর্থ যা বাক্যের দ্বারা আভিধানিকভাবে বোধগম্য হয় ইজতেহাদের দ্বারা নয় উহার মাধ্যমে বর্ণিত নয় তার জন্য বর্ণিতের হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার উপর বাক্যের নির্দেশনাকে دَلَالَةُ النَّصِّ বলে। হুবহু ঐ لَازِمِيْ অর্থ دَلَالَةُ النَّصِّ নয়। আর ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট।

قَوْلُهٗ وَالْاَمْثِلَةُ الخ -এর আলোচনা : دَلَالَةُ النَّصِّ-এর ব্যাপারে বড় বড় উসূলের কিতাবে বহু শরয়ী উদাহরণ বর্ণিত আছে। এদের মধ্য হতে دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাহেবাইন (র.) -এর মতে لِوَاطَتْ (পুং মৈথুন) -এর জন্য ব্যভিচারের (জেনার) শাস্তি নির্ধারণ করা, যা জেনার ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে। কেননা জেনার দ্বারা যা বোধগম্য হয় যার কারণে শাস্তি ওয়াজিব হয়, তা হলো কামপূর্ণ হারাম মহলে পানি প্রবাহিত করার দ্বারা কাম ক্ষুধা নিবারণ করা। আর এটা لِوَاطَتْ (পুংসঙ্গম) -এর মধ্যেও মওজুদ রয়েছে।— তাওযীহ

قَوْلُهٗ فِيْ كَوْنِهَا قَطْعِيَّةً الخ -এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, اِشَارَةُ النَّصِّ-এর ন্যায় دَلَالَةُ النَّصِّ ও قَطْعِيٌّ হয়ে থাকে। এর সমালোচনায় বলা যায় যে, دَلَالَةُ النَّصِّ কখনো قَطْعِيٌّ হয়ে থাকে আবার কখনো ظَنِّيٌّ হয়ে থাকে, যখন অবর্ণিত বিষয়ের মধ্যে مَنَاطٌ (حُكْمٌ-এর ভিত্তির) অস্তিত্ব ظَنِّيٌّ হবে। তবে এটার জবাবে বলা যেতে পারে যে, এর দ্বারা ব্যাখ্যাকারের (র.) উদ্দেশ্য সাধারণত (মোটামুটিভাবে) دَلَالَةُ النَّصِّ অকাট্য (قَطْعِيٌّ) হওয়া। গ্রন্থকার (র.) مَتَنٌ (ভাষ্য) -এর ব্যাখ্যায় এরূপ বলা উত্তম ছিল যে, دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তা اِشَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তার ন্যায় এটা نَصٌّ-এর দিকে اِضَافَتْ করার বিচারে রায়ের দিকে اِضَافَتْ করবার দৃষ্টিকোণ হতে নয়।

لٰكِنَّ الْاِشَارَةَ اَوْلٰى عِنْدَ التَّعَارُضِ وَمِثَالُهٗ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَاِنَّهٗ لَمَّا اَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْخَاطِئِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَهُوَ اَدْنٰى حَالًا فَالْاَوْلٰى اَنْ تَجِبَ عَلَى الْعَامِدِ وَهُوَ اَعْلٰى حَالًا وَبِهٰذَا تَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ (رح) فِيْ وُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْعَامِدِ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّهٗ يُعَارِضُهٗ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا فَاِنَّهٗ يَدُلُّ بِاِشَارَةِ النَّصِّ عَلٰى اَنَّهٗ لَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ اِذِ الْجَزَاءُ اِسْمٌ لِلْكَافِيْ وَاَيْضًا هُوَ كُلُّ الْمَذْكُوْرِ فَعُلِمَ اَنَّهٗ لَاجَزَاءَ لَهٗ سِوٰى جَهَنَّمَ وَلَايُقَالُ لَوْكَانَ كَذٰلِكَ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْقِصَاصُ لِاَنَّا نَقُوْلُ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمَحَلِّ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لٰكِنَّ الْاِشَارَةَ اَوْلٰى عِنْدَ التَّعَارُضِ তবে বিরোধের সময় اِشَارَةُ النَّصِّ উত্তম وَمِثَالُهٗ قَوْلُهٗ تَعَالٰى আর এটার উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ভুলক্রমে যদি কেউ কোনো ঈমানদারকে হত্যা করে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ তাহলে একজন ঈমানদার দাসদাসীকে আজাদ করতে হবে فَاِنَّهٗ لَمَّا اَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْخَاطِئِ সুতরাং যখন এ ক্ষেত্রে ভুলকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব করা হয়েছে بِعِبَارَةِ النَّصِّ ইবারাতুন নস দ্বারা وَهُوَ اَدْنٰى حَالًا অথচ এটা নিম্নতম (সাধারণ) অবস্থা فَالْاَوْلٰى اَنْ تَجِبَ عَلَى الْعَامِدِ তখন স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়া অধিকতর উপযোগী وَهُوَ اَعْلٰى حَالًا কেননা এটা অবস্থার দিক দিয়ে সমধিক গুরুতর وَبِهٰذَا تَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন فِيْ وُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْعَامِدِ স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমাদের (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো اِنَّهٗ يُعَارِضُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী এর বিরোধী। وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদারকে হত্যা করবে فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا তার শাস্তি হবে জাহান্নাম চিরদিন সে তথায় থাকবে فَاِنَّهٗ يَدُلُّ بِاِشَارَةِ النَّصِّ عَلٰى কেননা এটা اِشَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা নির্দেশ করে থাকে যে اَنَّهٗ لَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না اِذِ الْجَزَاءُ اِسْمٌ لِلْكَافِيْ কেননা جَزَاءٌ এটাও كَافِيْ বা যথেষ্টকারী (প্রতিদান) কে বলে وَاَيْضًا هُوَ كُلُّ الْمَذْكُوْرِ আর তা ছাড়া جَزَاءٌ (প্রতিদান) এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ প্রতিদানকে বুঝানো হয়েছে فَعُلِمَ এতে জানা গেল যে اَنَّهٗ لَاجَزَاءَ لَهٗ سِوٰى جَهَنَّمَ তার প্রতিদান জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই নয় وَلَا يُقَالُ তবে এটা বলা সমীচীন হবে না যে لَوْ كَانَ كَذٰلِكَ যদি অবস্থা তদ্রূপ হতো لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْقِصَاصُ তাহলে অবশ্যই তার উপর دِيَةٌ (রক্তপণ) ও قِصَاصٌ (খুনের পরিবর্তে খুন) ওয়াজিব হতো না لِاَنَّا نَقُوْلُ কারণ এটার জবাবে আমরা বলব যে ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمَحَلِّ এটা مَحَلٌّ [অর্থাৎ (নিহত)] -এর প্রতিদান।

সরল অনুবাদ : তবে বিরোধের সময় اِشَارَةُ النَّصِّ উত্তম। আর এটার উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী– وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (ভুলক্রমে যদি কেউ কোনো ঈমানদারকে হত্যা করে, তাহলে একজন ঈমানদার দাস-দাসীকে আজাদ করতে হবে)। সুতরাং যখন এ ক্ষেত্রে عِبَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা ভুলকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব করা হয়েছে অথচ এটা নিম্নতম (সাধারণ) অবস্থা, তখন স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়া অধিকতর উপযোগী। কেননা এটা অবস্থার দিক দিয়ে সমধিক গুরুতর। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর দ্বারা স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর উপর কাফ্ফরা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলিল গ্রহণ করেছেন। আর আমাদের (হানাফীগণের) বক্তব্য হলো, আল্লাহর বাণী وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا (আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদারকে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, চিরদিন সে তথায় থাকবে।) এর বিরোধী। কেননা এটা اِشَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা নির্দেশ করে থাকে যে, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা جَزَاءٌ এটাও كَافِيْ বা যথেষ্টকারী (প্রতিদান) -কে বলে। আর তা ছাড়া جَزَاءٌ (প্রতিদান) -এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ প্রতিদানকে বুঝানো হয়েছে। এতে জানা গেল যে, তার প্রতিদান জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে এটা বলা সমীচীন হবে না যে, যদি অবস্থা তদ্রূপ হতো তাহলে অবশ্যই তার উপর دِيَةٌ (রক্তপণ) ও قِصَاصٌ (খুনের পরিবর্তে খুন) ওয়াজিব হতো না। কারণ এটার জবাবে আমরা বলব যে, এটা مَحَلٌّ [অর্থাৎ مَقْتُوْلٌ (নিহত)] -এর প্রতিদান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَوْلٰى عِنْدَ التَّعَارُضِ الخ -এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, বিরোধের সময় دَلَالَةُ النَّصِّ হতে اِشَارَةُ النَّصِّ -এর উপর আমল করা উত্তম। কেননা اِشَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তা مَدْلُوْلُ النَّصِّ -এর لَازِمِيْ অর্থের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। বাহরুল উলূম বলেছেন যে, اِشَارَةٌ -এর নির্দেশনা উদ্দেশ্যহীন নির্দেশনা। তবে نَصٌّ -এর دَلَالَتٌ (নির্দেশনা) উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে। সুতরাং সার্বাবস্থায় اِشَارَةُ النَّصِّ -কে دَلَالَةُ النَّصِّ -এর উপর কিভাবে প্রাধান্য দেওয়া যাবে। কাজেই সঠিক মত হলো, বিরোধের সময় গভীরভাবে দেখা হবে এবং উভয়ের মধ্য হতে যার শক্তি সমধিক সাব্যস্ত হবে এটাই আমলের জন্য অধিকতর উপযোগী হবে।

قَوْلُهٗ لِاَنَّا نَقُوْلُ الخ -এর আলোচনা : এটার সারকথা হলো যে, এটার উদ্দেশ্য হলো যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ جَزَاءٌ কিন্তু আয়াতের মধ্যে فِعْلٌ -এর جَزَاءٌ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে জাহান্নাম, অন্য কোনো হত্যার মধ্যে নয়। আর দিয়ত ও কিসাস مَحَلٌّ -এর جَزَاءٌ বা প্রতিদান। আর مَحَلٌّ মানে مَقْتُوْلٌ (নিহত)। কেননা এটা নিহতের ওলীদের অধিকার। কাজেই যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ جَزَاءٌ -এর ইচ্ছায় এতদুভয়ের সাব্যস্ত হওয়া কোনোরূপ ক্ষতিকর নয়।

وَاَمَّا جَزَاءُ الْفِعْلِ فَهُوَالْكَفَّارَةُ فِى الْخَطَأِ وَجَهَنَّمُ فِى الْعَمَدِ وَلَوْ سُلِّمَ ذٰلِكَ فَالْقِصَاصُ ثَبَتَ بِنَصٍّ اٰخَرَ وَلِهٰذَا صَحَّ اِثْبَاتُ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ بِدَلَالَةِ النُّصُوْصِ دُوْنَ الْقِيَاسِ اَىْ لِاَجْلِ اَنَّ الدَّلَالَةَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّىٌّ يَصِحُّ اِثْبَاتُ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ بِالْاَوَّلِ دُوْنَ الثَّانِىْ وَهٰذَا اِذَا كَانَ الْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ وَاَمَّا اِذَا كَانَ بِعِلَّةٍ مَنْصُوْصَةٍ فَهُوَ يُسَاوِى الدَّلَالَةَ فِى الْقَطْعِيَّةِ وَالْاِثْبَاتِ مِثَالُ اِثْبَاتِ الْحُدُوْدِ بِالدَّلَالَةِ اِثْبَاتُ حَدِّ الزِّنَا بِالرَّجْمِ عَلٰى غَيْرِ مَاعِزٍ (رض) اَلَّذِىْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْعِبَارَةُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا جَزَاءُ الْفِعْلِ তবে فِعْل (হত্যাকার্য)-এর প্রতিদান فَهُوَ الْكَفَّارَةُ فِى الْخَطَأِ ভুলকৃত হলে কাফফারা وَجَهَنَّمُ فِى الْعَمَدِ আর ইচ্ছাকৃত হলে জাহান্নাম وَلَوْ سُلِّمَ ذٰلِكَ আর যদি উক্ত বক্তব্য মেনে নেওয়া হয় فَالْقِصَاصُ ثَبَتَ بِنَصٍّ اٰخَرَ তাহলে আমরা বলব قِصَاص ভিন্ন نَصّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে وَلِهٰذَا صَحَّ اِثْبَاتُ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ অতএব حُدُوْد (দণ্ডবিধান) ও كَفَّارَاتْ (কাফফারাসমূহ) সাব্যস্ত হওয়া সহীহ بِدَلَالَةِ النَّصِّ দালালাতুন নস দ্বারা دُوْنَ الْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা সহীহ নয় اَىْ لِاَجْلِ অর্থাৎ এ কারণে যে اَنَّ الدَّلَالَةَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّىٌّ দালালত অকাট্য (قَطْعِىّ) এবং قِيَاسْ ধারণামূলক (ظَنِّىْ) - يَصِحُّ اِثْبَاتُ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتُ بِالْاَوَّلِ প্রথমটির দ্বারা حُدُوْدْ ও كَفَّارَاتْ সাব্যস্ত করা সহীহ دُوْنَ الثَّانِىْ এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা সহীহ নয়। وَهٰذَا আর উপরোক্ত বক্তব্য তখন সহীহ হবে اِذَا كَانَ الْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ যখন قِيَاسْ উদ্ভাবিত عِلَّتْ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে وَاَمَّا اِذَا كَانَ بِعِلَّةٍ مَنْصُوْصَةٍ কিন্তু যখন কিয়াস مَنْصُوْص (نَصّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত) عِلَّتْ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে فَهُوَ يُسَاوِى الدَّلَالَةَ فِى الْقَطْعِيَّةِ তখন এটা قَطْعِيَّتْ (অকাট্যতা) ও اِثْبَاتْ (সাব্যস্তকরণ)-এর মধ্যে دَلَالَتْ-এর সাব্যস্ত করার উদাহরণ হলো وَالْاِثْبَاتُ اِثْبَاتُ حَدِّ الزِّنَا بِالرَّجْمِ রজম দ্বারা জেনার শাস্তি সাব্যস্ত করা عَلٰى غَيْرِ مَاعِزٍ (رض) হযরত মায়েয (রা.) ব্যতীত اَلَّذِىْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْعِبَارَةُ যার উপর عِبَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা رَجْم সাব্যস্ত হয়েছে।

সরল অনুবাদ : তবে فِعْل (হত্যাকার্য) -এর প্রতিদান ভুলকৃত হলে কাফফারা আর ইচ্ছাকৃত হলে জাহান্নাম আর যদি উক্ত বক্তব্য মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা বলব قِصَاص ভিন্ন نَصّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। **অতএব دَلَالَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা حُدُوْد (দণ্ডবিধান) ও كَفَّارَاتْ (কাফফারাসমূহ) সাব্যস্ত করা সহীহ قِيَاسْ -এর দ্বারা সহীহ নয়।** অর্থাৎ এ কারণে যে, دَلَالَتْ অকাট্য (قَطْعِىْ) এবং قِيَاسْ ধারণামূলক (ظَنِّىْ) প্রথমটির দ্বারা حُدُوْد ও كَفَّارَاتْ সাব্যস্ত করা সহীহ এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা সহীহ নয়। আর উপরোক্ত বক্তব্য তখন সহীহ হবে যখন قِيَاسْ উদ্ভাবিত عِلَّتْ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যখন কিয়াস مَنْصُوْص (نَصّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত) عِلَّتْ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে, তখন এটা قَطْعِيَّتْ (অকাট্যতা) ও اِثْبَاتْ (সাব্যস্তকরণ) -এর মধ্যে دَلَالَتْ -এর সমকক্ষ হবে। دَلَالَتْ -এর দ্বারা حُدُوْد সাব্যস্ত করার উদাহরণ হলো, رَجْم -এর দ্বারা জেনার শাস্তি সাব্যস্ত করা, হযরত মায়েয (র.) ব্যতীত যার উপর عِبَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা رَجْم সাব্যস্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثَبَتَ بِنَصٍّ اٰخَرَ الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ কেসাস (قِصَاص) একটি স্বতন্ত্র نَصّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর সেই نَصّ হলো আল্লাহর বাণী – (الاية) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ (এবং আমি এতে তাদের উপর ফরজ করে দিয়েছি যে, জীবনের বিনিময়ে জীবন এবং চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু ও নাকের বিনিময়ে নাক) তবে এখানে আপত্তি হতে পারে যে, যখন عِبَارَةُ النَّصِّ -এর দ্বারাও قِصَاص -কে বৃদ্ধি করা হয়েছে যা قِصَاص -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে তখন আল্লাহর বাণী– جَزَاءُهُ جَهَنَّمُ الخ -এর اِشَارَةُ النَّصِّ পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। অতএব ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়া বৃদ্ধি করা জায়েজ হবে دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা, যা ভুলক্রমে হত্যাকারীর ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে।

قَوْلُهُ يَصِحُّ اِثْبَاتُ الخ **-এর আলোচনা :** প্রকাশ থাকে যে, دَلَالَةُ النَّصِّ অকাট্য হবার কারণে এর দ্বারা حُدُوْد (দণ্ডবিধি) ও كَفَّارَاتْ সাব্যস্ত করা সহীহ হবে। কেননা حُدُوْد ও كَفَّارَاتْ সাব্যস্ত করার জন্য অকাট্য (قَطْعِى) দলিলের প্রয়োজন। কারণ সন্দেহের দরুন এটা বাতিল হয়ে যায়। অথচ কিয়াস এমন দলিল যাতে সংশয় রয়েছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, خَبَرُ وَاحِد ও ظَنِّىْ (অকাট্য নয়) যাতে সংশয় রয়েছে অথচ এর দ্বারা حُدُوْد ও كَفَّارَاتْ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এর জবাবে বলা যাবে যে, এর মধ্যে যে সংশয় রয়েছে তা এটা সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতির মধ্যে, এর اَصْل -এর মধ্যে নয়। কেননা মূলত এটা سُنَّتْ যা কিয়াসের বিপরীত। কেননা কিয়াসের মূলের মধ্যেই সন্দেহ রয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِىْ ثَبَتَ الخ **-এর আলোচনা :** এটা مَاعِزْ (রা.) -এর صِفَتْ ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, হযরত মায়েয আসলামী (রা.) নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং তিনি বললেন যে, তিনি জেনা (ব্যভিচার) করেছেন। হুযূর ﷺ তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর মায়েয (রা.) অপর দিক হতে আসলেন এবং বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি জেনা করেছি। এভাবে চতুর্থবারের সময় হুযূর ﷺ তাঁকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তাকে حَرَّةْ নামক স্থানে নিয়ে গেলেন এবং তথায় রজম করে দিলেন।

لِاَنَّ مَاعِزًا (رض) اِنَّمَا رُجِمَ لِاَنَّهُ زَانٍ مُحْصَنٌ لَا لِاَنَّهُ مَاعِزٌ اَوْ صَحَابِيٌّ فَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذٰلِكَ يُرْجَمُ وَلٰكِنْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَلٰى كُلِّ زَانٍ مُحْصِنٍ بِنَصٍّ اٰخَرَ اَيْضًا وَاِثْبَاتُ حَدِّ قَطْعِ الطَّرِيْقِ عَلٰى مَنْ كَانَ رِدْءً لَهُمْ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَمِثَالُ اِثْبَاتِ الْكَفَّارَاتِ بِالدَّلَالَةِ اِثْبَاتُ الْكَفَّارَةِ عَلٰى اِمْرَأَةٍ وَطِئَتْ عَمَدًا فِى نَهَارِ رَمَضَانَ بِدَلَالَةِ نَصٍّ وَرَدَ فِى الْاَعْرَابِيِّ حِيْنَ جَامَعَ فِىْ رَمَضَانَ عَمَدًا اَوْ عَلٰى كُلِّ مَنْ يَّفْعَلُ الْجِمَاعَ سِوَاهُ لِاَنَّهُ اِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِفَسَادِ صَوْمِهِ لَا لِاَنَّهُ اَعْرَابِيٌّ مَخْصُوْصٌ اَوْ رَجُلٌ وَاِثْبَاتُ الْكَفَّارَةِ عَلٰى مَنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ عَمَدًا بِدَلَالَةِ هٰذَا النَّصِّ الْوَارِدِ فِى الْجِمَاعِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ مَاعِزًا (رض) اِنَّمَا رُجِمَ কারণ মায়েয (রা.)-কে এজন্য رَجْم করা হয়েছিল যে لِاَنَّهُ زَانٍ مُحْصَنٌ তিনি বিবাহিত ব্যভিচারকারী ছিলেন لَا لِاَنَّهُ مَاعِزٌ اَوْ صَحَابِيٌّ এ কারণে নয় যে, তিনি মায়েয বা সাহাবী ছিলেন فَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذٰلِكَ يُرْجَمُ সুতরাং যে কেউ তদ্রূপ হবে তাকে রজম করা হবে وَلٰكِنْ ثَبَتَ الرَّجْمُ কিন্তু রজম সাব্যস্ত হয়েছে عَلٰى كُلِّ زَانٍ مُحْصِنٍ بِنَصٍّ اٰخَرَ অন্য একটি نَصّ -এর দ্বারাও প্রত্যেক বিবাহিত ব্যভিচারকারীর উপর اَيْضًا وَاِثْبَاتُ حَدِّ قَطْعِ الطَّرِيْقِ عَلٰى مَنْ كَانَ رِدْءً لَهُمْ আর ডাকাতের সাহায্যকারীর উপর ডাকাতির শাস্তি بِدَلَالَةِ দালালত দ্বারা সাব্যস্ত করা قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী– وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا এবং তারা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে وَمِثَالُ اِثْبَاتِ الْكَفَّارَاتِ আর কাফফারা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে بِالدَّلَالَةِ আর কাফফারা সাব্যস্ত করার উদাহরণ হলো بِالدَّلَالَةِ দালালতে নস দ্বারা اِثْبَاتُ الْكَفَّارَةِ عَلٰى اِمْرَأَةٍ ঐ মহিলার উপর কাফফারা সাব্যস্ত করার وَطِئَتْ عَمَدًا যার সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করা হয়েছে فِىْ نَهَارِ رَمَضَانَ রমজানের দিনের বেলায় بِدَلَالَةِ نَصٍّ ঐ نَصّ -এর دَلَالَتْ দ্বারা وَرَدَ فِى الْاَعْرَابِيِّ যা এ বেদুইন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে حِيْنَ جَامَعَ فِىْ رَمَضَانَ عَمَدًا যখন সেই বেদুইন দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করেছিল اَوْ عَلٰى كُلِّ অথবা সেই সব ব্যক্তির উপর কাফফারা সাব্যস্ত করা مَنْ يَّفْعَلُ الْجِمَاعَ سِوَاهُ বেদুইন ব্যতীত অন্য যারা ঐরূপ সহবাস করবে لِاَنَّهُ اِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ কেননা কেবল এ জন্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব করা হয়েছে যে لِفَسَادِ صَوْمِهِ সে তার রোজা ফাসিদ (বিনষ্ট) করার কারণে لَا لِاَنَّهُ اَعْرَابِيٌّ مَخْصُوْصٌ এ জন্য নয় যে, সে একজন খাস্ বেদুইন اَوْ رَجُلٌ অথবা এ জন্য নয় যে, সে একজন পুরুষ وَاِثْبَاتُ الْكَفَّارَةِ আর কাফফারা সাব্যস্ত করা عَلٰى مَنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ عَمَدًا যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করেছে তার জন্য بِدَلَالَةِ هٰذَا النَّصِّ এ نَصّ -এর دَلَالَتْ -এর কারণে হয়েছে الْوَارِدُ فِى الْجِمَاعِ যা সহবাসের ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে।

সরল অনুবাদ : কারণ মায়েয (রা.)-কে এজন্য رَجْم করা হয়েছিল যে, তিনি বিবাহিত(ব্যভিচারকারী) ছিলেন। এ কারণে নয় যে, তিনি মায়েয বা সাহাবী ছিলেন। সুতরাং যে কেউ তদ্রূপ হবে তাকে রজম করা হবে। কিন্তু অন্য একটি نَصّ -এর দ্বারাও প্রত্যেক বিবাহিত ব্যভিচারকারীর উপর রজম সাব্যস্ত হয়েছে। আর ডাকাতের সাহায্যকারীর উপর ডাকাতির শাস্তি আল্লাহর বাণী– "وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا" (এবং তারা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে) এর دَلَالَتْ দ্বারা সাব্যস্ত করা। আর دَلَالَتُ النَّصِّ -এর দ্বারা কাফফারা সাব্যস্ত করার উদাহরণ হলো, ঐ মহিলার উপর কাফফারা সাব্যস্ত করা যার সাথে রমজানের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করা হয়েছে ঐ نَصّ -এর دَلَالَتْ দ্বারা যা এই বেদুইন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন সেই বেদুইন দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করেছিল। অথবা সেই সব ব্যক্তির উপর কাফফারা সাব্যস্ত করা বেদুইন ব্যতীত অন্য যারা ঐরূপ সহবাস করবে। কেননা কেবল এ জন্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব করা হয়েছে যে, সে তার রোজা ফাসিদ (বিনষ্ট) করেছে। এ জন্য নয় যে, সে একজন খাস বেদুইন, অথবা এ জন্য নয় যে, সে একজন পুরুষ। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করেছে তার জন্য কাফফারা সাব্যস্ত করা এই نَصّ -এর دَلَالَتْ -এর কারণে হয়েছে যা সহবাসের ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ الخ -এর আলোচনা : ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমরা নবী করীম ﷺ দরবারে উপবিষ্ট (উপস্থিত) ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আগমন করল। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। হুযূর ﷺ বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রোজা রাখা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তখন হুযূর ﷺ বললেন, তুমি কি একটি গোলাম আজাদ করতে পারবে? সে উত্তর দিল, না। হুযূর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি লাগাতার দুই মাস রোজা রাখতে পারবে কি না? সে বলল, না। হুযূর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ষাট জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে কি না? সে বলল, না। হুযূর ﷺ বললেন, বসো। হুযূর ﷺ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। আর আমরাও এমতাবস্থায় আছি। এমন সময় হুযূর ﷺ -এর নিকট এক থলি (عِذْق) খোরমা হাজির করা হল। আর عِذْق বড় আকারের থলি বা ঝুড়িকে বলে। তখন হুজুর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। হুযূর ﷺ বললেন, এটা নাও এবং সদ্কা করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্রকে দান করব? আল্লাহর শপথ! এই সারা মদীনায় আমার পরিবার অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র পরিবার আর একটিও নেই। তখন হুযূর ﷺ হেসে উঠলেন, এমনকি তার চোয়ালের দাঁতগুলো দৃষ্টিগোচর হলো। অতঃপর হুযূর ﷺ বললেন, এটা তোমার পরিবারকে খেতে দাও।

قَوْلُهُ اِفْسَادُ لِلصَّوْمِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ রমজানে দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ণাঙ্গ কোনো অপরাধে জড়িত হলে এটার দ্বারা রোজা বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজেই আমাদের উপর এই অভিযোগ করা যাবে না যে, আমরা এটা সমর্থন করি না যে, كَفَّارَهْ রোজা বিনষ্ট করার সাথে সম্পর্কিত (তা যেভাবেই হোকনা কেন)। কেননা পাথর খাওয়ার দ্বারাও রোজা বিনষ্ট করা হয়ে থাকে। কারণ এটা পূর্ণাঙ্গভাবে রোজা বিনষ্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট। অথচ পাথর খাওয়ার মধ্যে পুরোপুরিভাবে রোজা ফাসিদ করা পাওয়া যায় না। কারণ এটা খাদ্য-দ্রব্য নয়।— ইবনুল মালেক

لِاَنَّهٗ اِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِاَجْلِ اَنَّهٗ اِفْسَادٌ لِلصَّوْمِ لَا لِاَنَّهٗ جِمَاعٌ فَقَطْ فَكُلُّ مَا فِيْهِ اِفْسَادٌ لِلصَّوْمِ مِنَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْيِ تَجِبُ فِيْهِ الْكَفَّارَةُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْجِمَاعِ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) اَنْكَرَ هٰذِهِ الدَّلَالَةَ وَيَقُوْلُ لَاتَجِبُ الْكَفَّارَةُ اِلَّا بِالْجِمَاعِ فَالْعِلَّةُ عِنْدَهٗ لَيْسَ اِفْسَادُ الصَّوْمِ بَلِ الْجِمَاعُ فَقَطْ وَلِهٰذَا قَالُوْا اِنَّ عُدَّ اَمْثَالُ هٰذِهِ الْاَحْكَامِ فِى الدَّلَالَةِ لَايَحْسُنُ لِاَنَّ الشَّافِعِيَّ (رحـ) لَمْ يَعْرِفْ هٰذَا مَعَ اَنَّهٗ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ فَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُعَدَّ فِى الْقِيَاسِ وَمِثْلُ هٰذَا كَثِيْرٌ لَنَا وَلَهٗ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّهٗ اِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِاَجْلِ কেননা এজন্য তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়েছে যে اَنَّهٗ اِفْسَادٌ لِلصَّوْمِ এটা রোজাকে ফাসিদকারী لَا لِاَنَّهٗ جِمَاعٌ فَقَطْ শুধু এজন্য নয় যে, এটা সহবাস فَكُلُّ مَا فِيْهِ اِفْسَادٌ لِلصَّوْمِ কাজেই যে কোনো বস্তুর মধ্যে রোজা বিনষ্টকরণ হবে مِنَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْيِ যেমন খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা تَجِبُ فِيْهِ الْكَفَّارَةُ তার মধ্যে কাফফারা ওয়াজিব হবে غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِالْجِمَاعِ যা সহবাসের সাথে খাস নয় وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) اَنْكَرَ هٰذِهِ الدَّلَالَةَ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ دَلَالَتْ কে অস্বীকার করেছেন وَيَقُوْلُ এবং তিনি বলেন যে لَاتَجِبُ الْكَفَّارَةُ اِلَّا بِالْجِمَاعِ সহবাস ব্যতীত অন্যকিছুর কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে না فَالْعِلَّةُ عِنْدَهٗ لَيْسَ اِفْسَادُ الصَّوْمِ সুতরাং তার মতে اِفْسَادُ الصَّوْمِ (রোজা ফাসিদ করা) عِلَّتْ নয় بَلِ الْجِمَاعُ فَقَطْ বরং শুধু সহবাসই ইল্লত وَلِهٰذَا قَالُوْا অতএব উসূলবিদগণ বলেছেন যে, اِنْ عُدَّ اَمْثَالُ هٰذِهِ الْاَحْكَامِ فِى الدَّلَالَةِ لَايَحْسُنُ এরূপ হুকুমগুলোকে دَلَالَةُ النَّصِّ-এর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয় لِاَنَّ الشَّافِعِيَّ (رحـ) لَمْ يَعْرِفْ هٰذَا কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) এটা অনুধাবন করতে পারেন নি مَعَ اَنَّهٗ مِنْ اَهْلِ اللِّسَانِ তিনি আরবি ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও فَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُعَدَّ فِى الْقِيَاسِ কাজেই এদেরকে কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন ছিল وَمِثَالُ هٰذَا كَثِيْرٌ لَنَا وَلَهٗ আর আমাদের (হানাফীগণের) ও তার অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর জন্য এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে।

সরল অনুবাদ : কেননা এজন্য তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে যে, এটা রোজাকে ফাসিদকারী। শুধু এ জন্য নয় যে, এটা সহবাস। কাজেই যে কোনো বস্তুর মধ্যে রোজা বিনষ্টকরণ (اِفْسَادٌ) হবে, যেমন– খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা তার মধ্যে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, যা সহবাসের সাথে খাস নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এই دَلَالَتْ-কে অস্বীকার করেছেন। এবং তিনি বলেন যে, সহবাস ব্যতীত অন্য কিছুর কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। সুতরাং তার মতে اِفْسَادُ الصَّوْمِ (রোজা ফাসিদ করা) عِلَّتْ নয়; বরং শুধু সহবাসই عِلَّتْ অতএব উসূলবিদগণ বলেছেন যে, এ রূপ হুকুমগুলোকে دَلَالَةُ النَّصِّ-এর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয়। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) আরবি ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এটা অনুধাবন করতে পারেননি। কাজেই এদেরকে কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত করাই সমুচিত ছিল। আর আমাদের (হানাফীগণ) ও তার অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর জন্য এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِلَّا بِالْجِمَاعِ الخ -এর আলোচনা : সেচ্ছায় পানাহারের দ্বারা রমজানের রোজার কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে কিনা? এখানে সে ব্যাপারে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে কেবল ইচ্ছাকৃত সহবাসের দ্বারা রোজা ফাসিদ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইচ্ছাকৃত পানাহারের দ্বারা রোজা ফাসিদ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফ্ফারা শুধু সহবাসের ব্যাপারে مَشْرُوْعٌ (প্রচলিত) হয়েছে। আর আমরা বলি সহবাসের মধ্যে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া একটি বোধগম্য ও বিবেক সম্মত ব্যাপার। আর এটা عُرْف (প্রচলিত প্রথা) অনুযায়ী বোধগম্য হয়ে থাকে। কেননা যা মূলত মুবাহ (জায়েজ)। যেমন স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। এটা কাফ্ফারাকে ওয়াজিব করে না; বরং রমজানের দিনে ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ফাসিদ করার কারণে পূর্ণাঙ্গ অপরাধে জড়িত হওয়ার দরুন কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করার দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কাজেই এই ক্ষেত্রেও কাজা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ مَعَ اَنَّهُ الخ -এর আলোচনা : এখানে হানাফীগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। কতিপয় উসূলবিদ বলেছেন যে, রমজানের দিনে সহবাসকারী বেদুইনের হাদীস দ্বারা সৃষ্ট আহকামের উদাহরণগুলোকে دَلَالَةُ النَّصِّ -এর অন্তর্ভুক্ত করা উত্তম নয়। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) আরবি ভাষী হওয়া সত্ত্বেও এর অর্থ বুঝতে পারেননি। অথচ دَلَالَةُ النَّصِّ -এর জন্য শর্ত হলো, ঐ অর্থ যা حُكْم -এর জন্য مَنَاطْ (ভর্তি) তা ভাষাভাষী গণের নিকট বোধগম্য হওয়া চাই। অথচ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এতে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এটা دَلَالَةُ النَّصِّ হতে পারে না।

তবে এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, উক্ত অর্থের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) মনে কোনো ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হয়নি; বরং ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য সকল আরবি ভাষীই বেদুইনের হাদীস হতে এর অর্থ বুঝতে পেরেছেন। আর তা হলো রমজানের দিনে ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ণাঙ্গ অপরাধে জড়িত হওয়া। কাজেই এটা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর পর্যায়ে পড়বে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে সন্দেহে পড়েছেন যে, حُكْم কি ঐ মূল অপরাধের সাথেই জড়িত না নির্দিষ্ট অপরাধ তথা সহবাসের সাথে জড়িত? অতএব তার নিকট নীরব থাকার حُكْم অপ্রকাশ্য রয়েছে এবং কারো নিকট প্রকাশিত হয়েছে।

وَالثَّابِتُ بِهٖ لَايَحْتَمِلُ التَّخْصِيْصَ لِاَنَّهٗ لَاعُمُوْمَ لَهٗ اِذِ الْعُمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ مِنْ عَوَارِضِ الْاَلْفَاظِ وَهٰذَا مَعْنًى لَازِمٌ لِلْمَوْضُوْعِ لَهٗ لَا لَفْظُهٗ وَلِاَنَّ الْعِلَّةَ كَالْاَذٰى مَثَلًا اِذَا ثَبَتَ كَوْنُهٗ عِلَّةً لِلْحُرْمَةِ لَايَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ غَيْرَ عِلَّةٍ بِاَنْ يُوْجَدَ الْاَذٰى وَلَمْ تُوْجَدِ الْحُرْمَةُ فَاَيْنَمَا وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وُجِدَتِ الْحُرْمَةُ وَلَايُسَمّٰى هٰذَا تَعْمِيْمًا وَاَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ فَمَا لَايَعْمَلُ النَّصُّ اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهٖ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَمْرٌ اِقْتَضَاهُ النَّصُّ لِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهٗ فَصَارَ هٰذَا مُضَافًا اِلَى النَّصِّ بِوَاسِطَةِ الْمُقْتَضٰى فِىْ هٰذِهِ الْعِبَارَةِ تَوْجِيْهَانِ اَحَدُهُمَا اَنْ يَّكُوْنَ الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ هُوَ الْمُقْتَضٰى اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ وَالْاِقْتِضَاءُ مَصْدَرٌ عَلٰى مَعْنَاهُ وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى وَاَمَّا الْمُقْتَضٰى فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهٖ عَلَى النَّصِّ فَاِنَّ ذٰلِكَ الْمُقْتَضٰى اَمْرٌ اِقْتَضَاهُ النَّصُّ بِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهٗ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّابِتُ بِهٖ আর دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে لَايَحْتَمِلُ التَّخْصِيْصَ তা নির্দিষ্টকরণ-এর সম্ভাবনা রাখে না لِاَنَّهٗ لَا عُمُوْمَ لَهٗ কেননা এর জন্য عُمُوْم নেই اِذِ الْعُمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ مِنْ عَوَارِضِ الْاَلْفَاظِ যেহেতু ব্যাপক অর্থবোধক ও নির্দিষ্ট অর্থবোধক হওয়া শব্দের বহিরাগত অবস্থা وَهٰذَا مَعْنًى لَازِمٌ لِلْمَوْضُوْعِ لَهٗ আর এটা مَوْضُوْعٌ لَهٗ-এর লাযেমী অর্থ لَا لَفْظُهٗ শব্দের অর্থ নয় وَلِاَنَّ الْعِلَّةَ كَالْاَذٰى مَثَلًا এবং এজন্য যে عِلَّتْ যেমন اَذٰى (তাকলীফ) اِذَا ثَبَتَ كَوْنُهٗ عِلَّةً لِلْحُرْمَةِ যখন এটা হারাম হওয়ার জন্য عِلَّتْ হবে لَايَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ غَيْرَ عِلَّةٍ তখন عِلَّتْ না হওয়ার সম্ভাবনা রাখবে না بِاَنْ يُوْجَدَ الْاَذٰى অর্থাৎ এরূপ হবে না যে اَذٰى তো পাওয়া যাবে وَلَمْ تُوْجَدِ الْحُرْمَةُ কিন্তু حُرْمَتْ ও পাওয়া যাবে না فَاَيْنَمَا وُجِدَتِ الْعِلَّةُ সুতরাং যেখানে عِلَّتْ পাওয়া যাবে وُجِدَتِ الْحُرْمَةُ তথায় حُرْمَتْ ও পাওয়া যাবে وَلَايُسَمّٰى هٰذَا تَعْمِيْمًا আর একে আম হওয়া বলা হবে না وَاَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ আর যা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে فَمَا لَايَعْمَلُ النَّصُّ اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهٖ তা হলো যা অগ্রগণ্য হওয়ার শর্ত ব্যতীত نَصّ কোনো আমল করবে না فَاِنَّ ذٰلِكَ اَمْرًا اِقْتَضَاهُ النَّصُّ এটা একটি এমন ব্যাপার যা نَصّ কামনা করেছে لِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهٗ কারণ نَصّ যা শামিল করেছে তা সহীহ হয়েছে فَصَارَ هٰذَا مُضَافًا اِلَى النَّصِّ কাজেই এটা نَصّ-এর দিকে مُضَافْ হয়েছে بِوَاسِطَةِ الْمُقْتَضٰى মুকতাযা-এর মাধ্যমে فِىْ هٰذِهِ الْعِبَارَةِ تَوْجِيْهَانِ গ্রন্থকার (র.)-এর এ বক্তব্যের মধ্যে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে اَحَدُهُمَا اَنْ يَّكُوْنَ الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ প্রথমত যা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে هُوَ الْمُقْتَضٰى তা হলো مُقْتَضٰى - اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ ইসমে মাফউলের ওজনে وَالْاِقْتِضَاءُ مَصْدَرٌ عَلٰى مَعْنَاهُ এবং اِقْتِضَاءُ শব্দটি এর নিজ অর্থে مَصْدَرْ-এর অর্থে থাকবে وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى আর অর্থ এরূপ হবে যে, وَاَمَّا الْمُقْتَضٰى এবং مُقْتَضٰى হলো فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ যা نَصّ কোনো আমল করে না اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهٖ عَلَى النَّصِّ তবে نَصّ-এর উপর অগ্রগণ্য হওয়ার শর্ত ব্যতীত فَاِنَّ ذٰلِكَ الْمُقْتَضٰى اَمْرٌ কারণ সেই مُقْتَضٰى এমন একটি বিষয় اِقْتَضَاهُ النَّصُّ যাকে نَصّ কামনা করেছে بِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهٗ এটা যাকে শামিল করে তা সহীহ হওয়ার কারণে।

সরল অনুবাদ : আর دَلَالَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তা تَخْصِيْص (নির্দিষ্টকরণ)-এর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা এর জন্য عُمُوْم ('আম হওয়া) নেই। عُمُوْم ও خُصُوْص (অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক ও নির্দিষ্ট অর্থবোধক হওয়া) শব্দের বহিরাগত (عَارِضِىْ) অবস্থা। আর এটা مَوْضُوْعٌ لَهٗ-এর লাযেমী (আবশ্যিক) অর্থ। শব্দের অর্থ নয় এবং এ জন্য যে, عِلَّتْ যেমন اَذٰى (তাকলীফ), যখন এটা হারাম হওয়ার জন্য علت হবে তখন عِلَّتْ না হওয়ার সম্ভাবনা রাখবে না। অর্থাৎ এরূপ হবে না যে, اَذٰى তো পাওয়া যাবে কিন্তু حُرْمَتْ ও পাওয়া যাবে না। সুতরাং যথায় عِلَّتْ পাওয়া যাবে তথায় حُرْمَتْ ও পাওয়া যাবে। আর একে تَعْمِيْم ('আম হওয়া) বলা হবে না। আর যা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে তা হলো যা مُقَدَّمْ (অগ্রগণ্য) হওয়ার শর্ত ব্যতীত نَصّ কোনো আমল করবে না। এটা একটি এমন ব্যাপারে যা نَصّ কামনা করেছে। কারণ نَصّ যা শামিল করেছে তা সহীহ হয়েছে। কাজেই مُقْتَضٰى-এর মাধ্যমে এটা نَصّ-এর দিকে مُضَافْ হয়েছে। গ্রন্থকারের (র.) এ বক্তব্যের মধ্যে দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমত যা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা হলো مُقْتَضٰى ইসমে مَفْعُوْل-এর ওজনে এবং اِقْتِضَاءُ শব্দটি এর নিজ অর্থে مَصْدَرْ-এর অর্থে থাকবে। আর অর্থ এরূপ হবে যে, এবং مُقْتَضٰى হলো যা نَصّ-এর উপর অগ্রগণ্য হওয়ার শর্ত ব্যতীত نَصّ কোনো আমল করে না। কারণ সেই مُقْتَضٰى এমন একটি বিষয় যাকে نَصّ কামনা করেছে, এটা যাকে শামিল করে তা সহীহ হওয়ার কারণে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِقْتَضَاهُ النَّصُّ الخ-এর আলোচনা : এখানে একটি অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে অর্থাৎ এমন اِقْتِضَاءْ (চাহিদা) যা مُقْتَضٰى-এর نَصّ-এর পূর্বে হওয়াকে ওয়াজিব করে। সুতরাং এই অভিযোগ করা যাবে না যে, اِقْتِضَاءُ النَّصِّ এটা مُقْتَضٰى পূর্বে হওয়াকে ওয়াজিব করে না। তাহলে গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য فَاِنَّ ذٰلِكَ اَمْرٌ الخ তার দাবি অনুযায়ী দলিল হবে না।

فَصَارَ هٰذَا اَىْ اَلْمُقْتَضٰى مُضَافًا اِلَى النَّصِّ بِوَاسِطَةِ الْاِقْتِضَاءِ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ قَوْلُهُ الْمُقْتَضٰى بِمَعْنَى الْاِقْتِضَاءِ وَنُسْخَةُ تَقَدُّمِهِ بِالْاِضَافَةِ اَوْلٰى مِنْ تَقَدُّمٍ بِالْمَاضِىْ وَيَكُوْنُ تَعْرِيْفًا لِلْمُقْتَضٰى لَا لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ بِهِ فَيُخَالِفُ قَرِيْنَهُ اَعْنِى الثَّابِتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَثَانِيْهِمَا اَنْ يَّكُوْنَ الْاِقْتِضَاءُ بِمَعْنَى الْمُقْتَضٰى وَهُوَ تَعْرِيْفٌ لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْمُقْتَضٰى لَا لِلْمُقْتَضٰى وَقَوْلُهُ تَقَدَّمَ صِيْغَةِ فِعْلٍ مَاضٍ وَالْمَعْنٰى وَاَمَّا الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ فِيْهِ اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِ ذٰلِكَ الشَّرْطِ عَلَى النَّصِّ وَهُوَ الْمُقْتَضٰى فَاِنَّ ذٰلِكَ الشَّرْطَ اَمْرٌ اِقْتَضَاهُ النَّصُّ لِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهُ فَصَارَ هٰذَا اَىِ الْحُكْمُ الَّذِىْ نَحْنُ فِىْ تَعْرِيْفِهِ مُضَافًا اِلَى النَّصِّ الْمُقْتَضٰى بِوَاسِطَةِ الْمُقْتَضٰى فَاِنَّ النَّصَّ الْمُقْتَضٰى دَالٌّ عَلَى الْمُقْتَضٰى وَهُوَ دَالٌّ عَلٰى حُكْمِهِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَصَارَ هٰذَا اَىْ اَلْمُقْتَضٰى مُضَافًا اِلَى النَّصِّ সুতরাং مُقْتَضٰى (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) نَصّ -এর দিকে مُضَافْ হয়েছে بِوَاسِطَةِ الْاِقْتِضَاءِ - اِقْتِضَاءْ -এর মাধ্যমে فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ قَوْلُهُ الْمُقْتَضٰى بِمَعْنَى الْاِقْتِضَاءِ আর তখন তার বক্তব্য مُقْتَضٰى শব্দটি اِقْتِضَاءْ -এর অর্থে হবে وَنُسْخَةُ تَقَدُّمِهِ بِالْاِضَافَةِ আর যেই نُسْخَةْ (সংস্করণ)-এর মধ্যে تَقَدُّمِهِ اِضَافَتْ -এর সাথে রয়েছে اَوْلٰى مِنْ تَقَدُّمٍ بِالْمَاضِىْ এটা تَقَدَّمَ যা مَاضِى -এর সাথে তা হতে উত্তম আর وَيَكُوْنُ تَعْرِيْفًا لِلْمُقْتَضٰى এটা مُقْتَضٰى -এর জন্য تَعْرِيْف হবে لَا لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ بِهِ -এর দ্বারা যে حُكْم সাব্যস্ত হয়েছে তার জন্য تَعْرِيْف হবে না فَيُخَالِفُ قَرِيْنَهُ সুতরাং এটা তখন তার সহযোগী শব্দ এর বিপরীত হবে اَعْنِى الثَّابِتَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ অর্থাৎ দালালাতুন নস-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে তার বিপরীত হবে وَثَانِيْهِمَا দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো اَنْ يَّكُوْنَ الْاِقْتِضَاءُ بِمَعْنَى الْمُقْتَضٰى - اِقْتِضَاءْ শব্দটি مُقْتَضٰى -এর অর্থে হওয়া وَهُوَ تَعْرِيْفٌ لِلْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْمُقْتَضٰى আর তা হলো مُقْتَضٰى -এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত حُكْم -এর সংজ্ঞা لَا لِلْمُقْتَضٰى এটা مُقْتَضٰى -এর সংজ্ঞা হবে না وَقَوْلُهُ تَقَدَّمَ আর গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য تَقَدَّمَ - صِيْغَةُ فِعْلٍ مَاضٍ এটা فِعْل مَاضِى -এর সীগাহ وَالْمَعْنٰى আর তখন অর্থ দাঁড়াবে وَاَمَّا الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ অর্থাৎ আর যা হোক مُقْتَضَى النَّصّ -এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত حُكْم হলো فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ فِيْهِ যার মধ্যে نَصّ আমল করে না اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِ ذٰلِكَ الشَّرْطِ عَلَى النَّصِّ তবে এ শর্তে যে, ঐ শর্তটি نَصّ -এর পূর্বে হতে হবে وَهُوَ الْمُقْتَضٰى আর এটাই হলো مُقْتَضٰى - فَاِنَّ ذٰلِكَ الشَّرْطَ اَمْرٌ কেননা ঐ শর্তটি এমন বিষয় اِقْتَضَاهُ النَّصُّ যাকে نَصّ কামনা করেছে لِصِحَّةِ مَا تَنَاوَلَهُ এ কারণে যে, সে যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে তা সহীহ فَصَارَ هٰذَا اَىِ الْحُكْمُ কাজেই এটা অর্থাৎ ঐ حُكْم হয়েছে الَّذِىْ نَحْنُ فِىْ تَعْرِيْفِهِ যার সংজ্ঞা আমাদের আলোচ্য বিষয় مُضَافًا اِلَى النَّصِّ الْمُقْتَضٰى بِوَاسِطَةِ الْمُقْتَضٰى এটা ঐ نَصّ যা مُقْتَضٰى (যের বিশিষ্ট) এবং যা مُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট)-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত فَاِنَّ النَّصَّ الْمُقْتَضٰى دَالٌّ عَلَى الْمُقْتَضٰى কেননা نَصّ যা مُقْتَضٰى (যের বিশিষ্ট) এটা مُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট)-এর প্রতি নির্দেশনা দানকারী وَهُوَ دَالٌّ عَلٰى حُكْمِهِ আর مُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট) এটার حُكْم-এর প্রতি নির্দেশকারী।

সরল অনুবাদ : কারণ সেই مُقْتَضٰى এমন একটি বিষয় যাকে نَصّ কামনা করেছে। এটা যাকে শামিল করে তা সহীহ হওয়ার কারণে। সুতরাং مُقْتَضٰى (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) اِقْتِضَاءْ -এর মাধ্যমে نَصّ -এর দিকে مُضَاف হয়েছে। আর তখন তার বক্তব্য مُقْتَضٰى শব্দটি اِقْتِضَاءْ-এর অর্থে হবে। আর যেই نُسْخَةْ (সংস্করণ)-এর মধ্যে تَقَدُّمُهُ শব্দটি اِضَافَتْ -এর সাথে রয়েছে এটা تَقَدَّمَ যা مَاضِى -এর সাথে তা হতে উত্তম। আর এটা مُقْتَضٰى -এর জন্য تَعْرِيْف হবে। এর দ্বারা যে حُكْم সাব্যস্ত হয়েছে তার জন্য تَعْرِيْف হবে না। সুতরাং এটা তখন তার قَرِيْن (অর্থাৎ সহযোগী শব্দ) -এর বিপরীত হবে। অর্থাৎ دَلَالَةُ النَّصّ -এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে তার বিপরীত হবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, اِقْتِضَاءْ শব্দটি مُقْتَضٰى -এর অর্থে হবে। আর এটা হবে مُقْتَضٰى -এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত حُكْم -এর সংজ্ঞা। এটা مُقْتَضٰى -এর সংজ্ঞা হবে না। আর গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য تَقَدَّمَ এটা فِعْل مَاضِى -এর صِيْغَهْ আর তখন অর্থ দাঁড়াবে– "وَاَمَّا الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ فِيْهِ اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِ ذٰلِكَ الشَّرْطِ عَلَى النَّصِّ الخ অর্থাৎ আর যা হোক مُقْتَضَى النَّصّ -এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত حُكْم হলো, যার মধ্যে نَصّ আমল করে না, তবে এই শর্তে যে, ঐ শর্তটি نَصّ -এর পূর্বে হতে হবে। আর এটাই হলো مُقْتَضٰى কেননা ঐ শর্তটি এমন বিষয় যাকে نَصّ কামনা করেছে এই কারণে যে, সে যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে তা সহীহ। কাজেই এটা অর্থাৎ ঐ حُكْم যার সংজ্ঞা আমাদের আলোচ্য বিষয়– এটা ঐ نَصّ যা مُقْتَضٰى (যের বিশিষ্ট) এবং যা مُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট)-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা نَصّ যা مُقْتَضٰى (যের বিশিষ্ট) এটা مُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট) -এর প্রতি নির্দেশনা দানকারী। আর مُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট) এটার حُكْم-এর প্রতি নির্দেশকারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ قَوْلُهُ الْمُقْتَضٰى الخ -এর আলোচনা : যেহেতু গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য "فَصَارَ هٰذَا" -এর মধ্যে স্থিত هٰذَا -এর দ্বারা مُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু এর অর্থ দাঁড়িয়েছে এটা অর্থাৎ যবর বিশিষ্ট مُقْتَضٰى মুযাফ (مُضَافْ) হয়েছে نَصّ তথা যের বিশিষ্ট مُقْتَضٰى -এর দিকে যবর বিশিষ্ট مُقْتَضٰى -এর মাধ্যমে। কাজেই কোনো বস্তু এর নিজের জন্য মাধ্যম হওয়ার অভিযোগ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং এর জবাবে শারেহ (র.) বলেছেন যে, তখন গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য اَلْمُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট) রূপকার্থে اِقْتِضَاءْ তথা مَصْدَرْ -এর অর্থে হবে।

فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ قَوْلُهُ فِيْ اَنَّ ذٰلِكَ اَمْرٌ دَلِيْلًا لِقَوْلِهِ اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمٍ وَيَكُوْنُ حَمْلُ قَوْلِهِ فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ عَلٰى قَوْلِهِ وَاَمَّا الثَّابِتُ بِوَاسِطَةِ قَوْلِهِ فَصَارَ هٰذَا وَاِلَّا فَلَا اِرْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا وَعَلَامَتُهُ اَنْ يَّصِحَّ بِهِ الْمَذْكُوْرُ وَلَا يَلْغٰى عِنْدَ ظُهُوْرِهٖ بِخِلَافِ الْمَحْذُوْفِ يَعْنِىْ اَنَّ عَلَامَةَ الْمُقْتَضٰى اَنْ لَّا يَتَغَيَّرَ الْمُقْتَضٰى عِنْدَ ظُهُوْرِهٖ كَقَوْلِهٖ اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ فَاِذَا قُدِّرَ الْمُقْتَضٰى بِاَنْ يَّقُوْلَ اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا لَا يَتَغَيَّرُ بَاقِى الْكَلَامِ عَنْ سُنَّتِهٖ فِى اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ قَوْلُهُ فِىْ اَنَّ ذٰلِكَ اَمْرٌ دَلِيْلًا আর তখন গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য اِنَّ ذٰلِكَ اَمْرٌ -এর মধ্যে দলিল হবে لِقَوْلِهٖ اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمٍ তার বক্তব্য اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمٍ -এর জন্য وَيَكُوْنُ حَمْلُ قَوْلِهٖ فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ এবং তার বক্তব্য فَمَالَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ কে প্রয়োগ করা হবে عَلٰى قَوْلِهٖ وَاَمَّا الثَّابِتُ তার বক্তব্য وَاَمَّا الثَّابِتُ -এর উপর بِوَاسِطَةِ قَوْلِهٖ فَصَارَ هٰذَا তার বক্তব্য فَصَارَ هٰذَا -এর মাধ্যমে وَاِلَّا فَلَا اِرْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا অন্যথা এতদুভয়ের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই وَعَلَامَتُهُ আর এর عَلَامَتْ হলো اَنْ يَّصِحَّ بِهِ الْمَذْكُوْرُ -এর দ্বারা উল্লিখিত বিষয় সহীহ হওয়া وَلَا يَلْغٰى عِنْدَ ظُهُوْرِهٖ এবং এর প্রকাশিত হওয়ার সময় বৃথা না হওয়া بِخِلَافِ الْمَحْذُوْفِ এটা مَحْذُوْف (উহ্য) বিষয়ের বিপরীত يَعْنِىْ اَنَّ عَلَامَةَ الْمُقْتَضٰى অর্থাৎ مُقْتَضٰى -এর আলামত হলো اَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْمُقْتَضٰى عِنْدَ ظُهُوْرِهٖ প্রকাশ হওয়ার সময় এটা পরিবর্তিত হবে না كَقَوْلِهٖ اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ যেমন কারো বক্তব্য আমি ভক্ষণ করলে আমার গোলাম আজাদ فَاِذَا قُدِّرَ الْمُقْتَضٰى সুতরাং যখন مُقْتَضٰى কে উহ্য রাখবে بِاَنْ يَّقُوْلَ অর্থাৎ এভাবে বলবে যে, اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا যদি আমি খাদ্য খাই لَا يَتَغَيَّرُ بَاقِى الْكَلَامِ عَنْ سُنَّتِهٖ তাহলে অবশিষ্ট বাক্য স্বীয় পদ্ধতি হতে পরিবর্তিত হবে না فِى اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى শব্দ ও অর্থের মধ্যে।

সরল অনুবাদ : আর তখন গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য "اِنَّ ذٰلِكَ اَمْرٌ" -এর মধ্যে তাঁর বক্তব্য "اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمٍ" -এর জন্য দলিল হবে। এবং তাঁর বক্তব্য "فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّصُّ"-কে তাঁর বক্তব্য "وَاَمَّا الثَّابِتُ" -এর উপর তাঁর বক্তব্য "فَصَارَ هٰذَا" -এর মধ্যে যে প্রয়োগ করা হবে। অন্যথা এতদুভয়ের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই। **আর مُقْتَضٰى -এর عَلَامَتْ হলো, এর দ্বারা উল্লিখিত বিষয় সহীহ হওয়া এবং এর প্রকাশিত হওয়ার সময় বৃথা না হওয়া। এটা مَحْذُوْف (উহ্য) বিষয়ের বিপরীত।** অর্থাৎ مُقْتَضٰى -এর আলামত হলো প্রকাশ হওয়ার সময় এটা পরিবর্তিত হবে না। যেমন কারো বক্তব্য "اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ" (আমি ভক্ষণ করলে আমার গোলাম আজাদ)। সুতরাং যখন مُقْتَضٰى -কে উহ্য রাখবে অর্থাৎ এভাবে বলবে যে, اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا (যদি আমি খাদ্য খাই) তাহলে অবশিষ্ট বাক্য শব্দ ও অর্থের মধ্যে স্বীয় পদ্ধতি হতে পরিবর্তিত হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ দ্বিতীয় تَوْجِيْهٌ (ব্যাখ্যা) -এর সময় উক্ত অর্থ হবে। তবে এতে এক প্রশ্ন হতে পারে যে, উক্ত تَخْصِيْص (নির্দিষ্টমান) উপযুক্ত পাত্রে (স্থানে) হয়নি। কেননা গ্রন্থকার (র.) -এর বক্তব্য فَاِنَّ ذٰلِكَ اَمْرٌ الخ প্রথম ব্যাখ্যানুযায়ী ও পূর্বে হওয়ার জন্য শর্ত।

قَوْلُهُ وَعَلَامَتُهُ الخ -এর আলোচনা : دَائِرٌ কিতাবের গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, যখন مُقْتَضٰى ও مَحْذُوْف -এর সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং مَحْذُوْف ও مَذْكُوْر -এর মধ্যকার পার্থক্য সংশয়পূর্ণ হয়েছে, তখন গ্রন্থকার (র.) সন্দেহকে নিরসন করেছেন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন তাঁর বক্তব্য وَعَلَامَتُهُ الخ -এর দ্বারা। এটার জবাবে হাশিয়াকার (র.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে مَحْذُوْف (উহ্য) مُقْتَضٰى -এর অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তাঁর বক্তব্য اِلَّا بِشَرْطِ الخ -এর দ্বারা مُقْتَضٰى -এর সংজ্ঞা হতে مَحْذُوْف বের হয়ে গেছে, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য وَعَلَامَتُهُ الخ শুধু অতিরিক্ত স্পষ্ট করণের জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْمُقْتَضٰى الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ مُقْتَضٰى (যবর বিশিষ্ট)-এর আলামত হলো مُقْتَضِىْ (যের বিশিষ্ট اِسْمُ فَاعِلْ) এটার (অর্থাৎ مُقْتَضٰى যা اِسْمُ مَفْعُوْل -এর صِيْغَةُ তার) প্রকাশের সময় পরিবর্তন না হওয়া। আর এটার দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য لَا يَلْغٰى -এর অর্থ হবে لَا يَتَغَيَّرُ এবং এটার ضَمِيْر (সর্বনাম) مَذْكُوْر -এর দিকে رَاجِعٌ হয়েছে। আর এটার দ্বারা مُقْتَضِىْ (اِسْمُ فَاعِلْ) উদ্দেশ্য। কাজেই এ কথার দিকে কর্ণপাত না করা চাই যে, গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য "وَلَا يَلْغٰى عِنْدَ ظُهُوْرِهٖ" এটা তাঁর বক্তব্য "يَصِحُّ بِهِ الْمَذْكُوْرُ" -এর تَفْسِيْر (ব্যাখ্যা) হয়েছে।

بِخِلَافِ الْمَحْذُوْفِ اِذَا قُدِّرَ اِنْقَطَعَ الْكَلَامُ عَنْ سُنَنِهٖ كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ فَاِذَا قُدِّرَ لَفْظُ الْاَهْلِ وَيُقَالُ وَاسْاَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ يَتَحَوَّلُ السُّوَالُ عَنِ الْقَرْيَةِ اِلَى الْاَهْلِ وَيَتَغَيَّرُ اِعْرَابُ الْقَرْيَةِ مِنَ النَّصْبِ اِلَى الْجَرِّ وَلٰكِنْ تَنْتَقِضُ الْقَاعِدَتَانِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَاِنَّهٗ اِنْ قُدِّرَ فَقَوْلُهٗ فَضَرَبَ فَانْشَقَّ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ لَايَتَغَيَّرُ الْكَلَامُ الْبَاقِىْ بِتَقْدِيْرِهٖ مَعَ اَنَّهٗ مَحْذُوْفٌ وَبِقَوْلِهٖ اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّىْ بِاَلْفٍ فَاِنَّهٗ اِنْ قُدِّرَ الْبَيْعُ وَيُقَالُ بِعْ عَبْدَكَ عَنِّىْ وَكُنْ وَكِيْلِىْ بِالْاِعْتَاقِ فَاِنَّهٗ يَتَغَيَّرُ الْكَلَامُ حِيْنَئِذٍ مَعَ اَنَّهٗ مُقْتَضًى لِاَنَّهٗ يَصِيْرُ حِيْنَئِذٍ مَامُوْرًا بِاِعْتَاقِ عَبْدِ الْاٰمِرِ وَيَكُوْنُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَامُوْرًا بِاِعْتَاقِ عَبْدِ الْمَامُوْرِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ الْمَحْذُوْفِ এটা مَحْذُوْف-এর বিপরীত اِذَا قُدِّرَ اِنْقَطَعَ الْكَلَامُ عَنْ سُنَنِهٖ যখন এটাকে مُقَدَّرْ করা হয় তখন বাক্যটি এটার পূর্ববর্তী পদ্ধতি হতে বিচ্ছিন্ন (বা পরিবর্তন) হয়ে যায় كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ যেমন আল্লাহর বাণী وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ-এর মধ্যে فَاِذَا قُدِّرَ لَفْظُ الْاَهْلِ কেননা যখন اَهْل শব্দকে مُقَدَّرْ রেখে وَيُقَالُ وَاسْاَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ এবং বলা হয় وَاسْاَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ - يَتَحَوَّلُ السُّوَالُ عَنِ الْقَرْيَةِ اِلَى الْاَهْلِ তখন প্রশ্ন জনপদ হতে اَهْل-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে وَيَتَغَيَّرُ اِعْرَابُ الْقَرْيَةِ مِنَ النَّصْبِ اِلَى الْجَرِّ আর قَرْيَة-এর اِعْرَاب এটা نَصْب হতে جَرّ-এর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায় وَلٰكِنْ تَنْتَقِضُ الْقَاعِدَتَانِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى কিন্তু এ দু'টি قَاعِدَةٌ নিয়ম আল্লাহর বাণী এর দ্বারা ভেঙ্গে (বাতিল হয়ে) যায় فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ সুতরাং আমি বললাম তোমার এ লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করো فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا তখন এটা হতে বারোটি নহর প্রবাহিত হয়ে পড়ল فَاِنَّهٗ اِنْ قُدِّرَ فَقَوْلُهٗ কেননা যদি এ বাক্যটি مُقَدَّرْ ধরা হয় فَضَرَبَ فَانْشَقَّ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ তারপর আঘাত করল এবং পাথর ভেঙ্গে গেল ও প্রবাহিত হলো لَايَتَغَيَّرُ الْبَاقِىْ بِتَقْدِيْرِهٖ তাহলে অবশিষ্ট বাক্যের মধ্যে تَقْدِيْر-এর কারণে কোনো রকম পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয় না مَعَ اَنَّهٗ مَحْذُوْفٌ তা উহ্য থাকা সত্ত্বেও وَبِقَوْلِهٖ আর কোনো কোনো বক্তার এ বক্তব্য এর দ্বারাও (উপরোক্ত বিষয়দ্বয়) ভেঙ্গে (বাতিল হয়ে) যায় اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّىْ بِاَلْفٍ তোমার গোলামকে আমার পক্ষ হতে এক হাজারের বিনিময়ে আজাদ করে দাও فَاِنَّهٗ اِنْ قُدِّرَ الْبَيْعُ কেননা যদি بَيْع শব্দটি مُقَدَّرْ হয় وَيُقَالُ بِعْ عَبْدَكَ عَنِّىْ এবং বলা হয় যে, তোমার গোলামকে আমার নিকট বিক্রি করে দাও وَكُنْ وَكِيْلِىْ بِالْاِعْتَاقِ এবং আমার পক্ষ হতে আজাদ করার জন্য আমার উকিল হয়ে যাও فَاِنَّهٗ يَتَغَيَّرُ الْكَلَامُ তখন বাক্যটি পরিবর্তন হয়ে যায় حِيْنَئِذٍ مَعَ اَنَّهٗ مُقْتَضًى অথচ এটাই مُقْتَضًى - لِاَنَّهٗ يَصِيْرُ حِيْنَئِذٍ কারণ তখন সে مَامُوْر (আদিষ্ট) হয়ে যায় بِاِعْتَاقِ عَبْدِ الْاٰمِرِ আদেশদাতার গোলাম আজাদ করার জন্য وَيَكُوْنُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَامُوْرًا অথচ ইতোপূর্বে সে مَامُوْر আদিষ্ট হয় بِاِعْتَاقِ عَبْدِ الْمَامُوْرِ - مَامُوْر-এর গোলাম আজাদ করার জন্য। مَامُوْرًا

সরল অনুবাদ : এটা مَحْذُوْف-এর বিপরীত। যখন এটাকে مُقَدَّرْ করা হয় তখন বাক্যটি এটার পূর্ববর্তী পদ্ধতি হতে বিচ্ছিন্ন (বা পরিবর্তন) হয়ে যায়। যেমন– আল্লাহর বাণী "وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ" এর মধ্যে। কেননা যখন اَهْل শব্দকে مُقَيَّدْ রেখে বলা হয় "وَاسْاَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ" তখন প্রশ্ন قَرْيَةٌ (জনপদ) হতে اَهْل-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর قَرْيَة-এর اِعْرَاب এটা نَصْب হতে جَرّ-এর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু এ দু'টি قَاعِدَةٌ (নিয়ম) আল্লাহর বাণী – "فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا" (সুতরাং আমি বললাম, তোমার এ লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করো। তখন এটা হতে বারোটি নহর প্রবাহিত হয়ে পড়ল।) এর দ্বারা ভেঙ্গে (বাতিল হয়ে) যায়। কেননা যদি "فَضَرَبَ فَانْشَقَّ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ" (তারপর আঘাত করল এবং পাথর ভেঙ্গে গেল ও প্রাবাহিত হলো) এ বাক্যটিকে مُقَدَّرْ ধরা হয়, তাহলে অবশিষ্ট বাক্যের মধ্যে تَقْدِيْر-এর কারণে তা উহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো রকম পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয় না। আর কোনো বক্তার এই বক্তব্য– "اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّىْ بِاَلْفٍ" (তোমার গোলামকে আমার পক্ষ হতে এক হাজারের বিনিময়ে আজাদ করে দাও।) এর দ্বারাও (উপরোক্ত বিষয়দ্বয়) ভেঙ্গে (বাতিল হয়ে) যায়। কেননা যদি بَيْع শব্দটি مُقَدَّرْ হয় এবং বলা হয় যে, "بِعْ عَبْدَكَ عَنِّىْ وَكُنْ وَكِيْلِىْ بِالْاِعْتَاقِ" (তোমার গোলামকে আমার নিকট বিক্রি করে দাও এবং আমার পক্ষ হতে আজাদ করার জন্য আমার উকিল হয়ে যাও।) তখন বাক্যটি পরিবর্তন হয়ে যায়। অথচ এটাই مُقْتَضًى কারণ তখন সে আদেশদাতার গোলাম আজাদ করার জন্য مَامُوْر (আদিষ্ট) হয়ে যায়। অথচ ইতঃপূর্বে সে مَامُوْر-এর গোলাম আজাদ করার জন্য مَامُوْر (আদিষ্ট) হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَايَتَغَيَّرُ الْكَلَامُ الخ-এর আলোচনা : বড় বড় আলিমগণ বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ (الاية) -এর মধ্যে বাক্য পরিবর্তন হয়েছে। কেননা اِنْفِجَارٌ (প্রবাহিত হওয়া) লাঠি দ্বারা আঘাত করার আদেশের উপর ভিত্তি করা হয়েছে। তবে এর সমালোচনায় বলা যায় যে, এ রূপ পরিবর্তন তো مُقْتَضٰى (اِسْمِ مَفْعُوْل) -এর মধ্যেও এটা প্রকাশ হওয়ার সময় পাওয়া যায়। লক্ষণীয় ব্যাপার যে, প্রসিদ্ধ উদাহরণে اِعْتَاقٌ (আজাদ করা) مُقْتَضٰى-এর জন্য হওয়া শরয়ী ব্যাপার। অর্থাৎ তার বক্তব্য "اَعْتِقْ عَنِّىْ عَبْدَكَ بِاَلْفٍ" এটা কিছুর উপর مُرَتَّبٌ নয়। অথচ مُقْتَضٰى প্রকাশ হওয়ার পর যখন বলা হবে "بِعْ عَبْدَكَ عَنِّىْ وَكُنْ وَكِيْلِىْ بِالْاِعْتَاقِ" তখন اِعْتَاقٌ (আজাদ করা) بَيْع -এর উপর مُرَتَّبٌ হবে।

وَلِهٰذَا قِيْلَ اِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا اَنَّ الْمُقْتَضٰى شَرْعِىٌّ وَالْمَحْذُوْفُ لُغَوِىٌّ وَاَمْثَالُهٗ وَقِيْلَ اِنَّ الْمُقْتَضٰى وَالْمُقْتَضِىْ كِلَاهُمَا يُرَادَانِ فِى الْاِقْتِضَاءِ بِخِلَافِ الْمَحْذُوْفِ فَاِنَّ الْمُرَادَ فِيْهِ الْمَحْذُوْفُ لَاغَيْرَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَحْذُوْفُ فِىْ حُكْمِ الْمُقَدَّرِ لَايَخْلُوْ عَنِ الْعِبَارَةِ وَالْاِشَارَةِ وَالدَّلَالَةِ وَالْاِقْتِضَاءِ وَلَيْسَ قِسْمًا خَارِجًا عَنِ الْاَرْبَعَةِ وَمِثَالُهُ الْاَمْرُ بِالتَّحْرِيْرِ لِلتَّكْفِيْرِ مُقْتَضٍ لِلْمِلْكِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْاَمْرَ بِالتَّحْرِيْرِ هُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَاِنَّهٗ مُقْتَضٍ لِلْمِلْكِ الْغَيْرِ الْمَذْكُوْرِ فَكَاَنَّهٗ قَالَ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مَمْلُوْكَةٍ لَّكُمْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا قِيْلَ اِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا কাজেই কেউ কেউ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে - اَنَّ الْمُقْتَضٰى شَرْعِىٌّ মুক্তাযা হলো যা شَرْع -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় وَالْمَحْذُوْفُ لُغَوِىٌّ আর مَحْذُوْف হলো যা لُغَتْ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় وَاَمْثَالُهٗ এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় وَقِيْلَ আবার কেউ কেউ বলেছেন যে - اِنَّ الْمُقْتَضٰى وَالْمُقْتَضِىْ كِلَاهُمَا يُرَادَانِ فِى الْاِقْتِضَاءِ মুক্তাযা (اِسْمُ الْمَفْعُوْل) এবং مُقْتَضِىْ (اِسْمُ فَاعِل) উভয়ই اِقْتِضَاءْ -এর মধ্যে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে بِخِلَافِ الْمَحْذُوْفِ এটা مَحْذُوْف -এর বিপরীত فَاِنَّ الْمُرَادَ فِيْهِ الْمَحْذُوْفُ لَا غَيْرَ কেননা এটার মধ্যে مَحْذُوْف ই উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে, অন্য কিছু উদ্দেশ্য হয় না وَبِالْجُمْلَةِ মোটকথা এই যে, فَالْمَحْذُوْفُ فِىْ حُكْمِ الْمُقَدَّرِ - مَحْذُوْف যা مُقَدَّرْ (উচ্চারিত)-এর হুকুম প্রাপ্ত لَايَخْلُوْ عَنِ الْعِبَارَةِ وَالْاِشَارَةِ وَالدَّلَالَةِ وَالْاِقْتِضَاءِ এটা অর্থের প্রতি নির্দেশনা দানে ইবারাতুন নস, ইশারাতুন নস, দালালাতুন নস ও ইকতেযাউন নস হতে মুক্ত নয় وَلَيْسَ قِسْمًا خَارِجًا عَنِ الْاَرْبَعَةِ আর এটা এমন কোনো প্রকারও নয় যা চার হতে অতিরিক্ত وَمِثَالُهٗ আর এটার উদাহরণ হলো- الْاَمْرُ بِالتَّحْرِيْرِ لِلتَّكْفِيْرِ কাফফারার জন্য গোলাম আজাদ করার আদেশ প্রদান করা مُقْتَضٍ لِلْمِلْكِ যা মালিকানাকে কামনাকারী وَلَمْ يَذْكُرْهُ অথচ একে উল্লেখ করেননি وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْاَمْرَ بِالتَّحْرِيْرِ আর স্পষ্টত আজাদ করার আদেশ দেওয়া هُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى এবং এটা আল্লাহর বাণী - فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَاِنَّهٗ مُقْتَضٍ لِلْمِلْكِ الْغَيْرِ الْمَذْكُوْرِ এটা এমন মালিকানার কামনাকারী যা উল্লেখ করা হয়নি فَكَاَنَّهٗ قَالَ সুতরাং যেন আল্লাহ বলেছেন যে, فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مَمْلُوْكَةٍ لَّكُمْ সুতরাং এরূপ গোলাম আজাদ করবে যা তোমাদের মালিকানাধীন।

সরল অনুবাদ : যেহেতু গ্রন্থকারের উক্ত পার্থক্য বাতিল হয়ে যায় কাজেই কেউ কেউ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, مُقْتَضٰى হলো যা شَرْع -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর مَحْذُوْف হলো যা لُغَتْ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়। (যেমন- مُقَدَّرْ হলো যা عَقْل -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়।) আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, مُقْتَضٰى (اِسْمُ مَفْعُوْل) এবং مُقْتَضِىْ (اِسْم فَاعِل) উভয়ই اِقْتِضَاءْ -এর মধ্যে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। এটা مَحْذُوْف -এর বিপরীত। কেননা এটার মধ্যে مَحْذُوْف-ই উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে, অন্য কিছু উদ্দেশ্য হয় না। মোট কথা এই যে, مَحْذُوْف যা مُقَدَّرْ (উচ্চারিত) -এর حُكْم প্রাপ্ত এটা অর্থের প্রতি নির্দেশনা দানে اِسْتِدْلَالَاتُ اَرْبَعَة (দলিল চতুষ্টয় তথা عِبَارَةُ النَّصّ ، اِشَارَةُ النَّصّ ، دَلَالَةُ النَّصّ ও اِقْتِضَاءُ النَّصّ) হতে মুক্ত নয়। আর এটা এমন কোনো প্রকারও নয় যা চার হতে অতিরিক্ত। **আর এটার উদাহরণ হলো কাফফারার জন্য গোলাম আজাদ করার আদেশ প্রদান করা যা মালিকানাকে কামনাকারী। অথচ একে উল্লেখ করেননি।** আর স্পষ্টত আজাদ করার আদেশ দেওয়া এবং এটা আল্লাহর বাণী- "فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ" এটা এমন মালিকানার কামনাকারী যা উল্লেখ করা হয়নি সুতরাং যেন আল্লাহ বলেছেন যে, فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مَمْلُوْكَةٍ لَّكُمْ (সুতরাং এরূপ গোলাম আজাদ করবে যা তোমাদের মালিকানাধীন)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلِهٰذَا قِيْلَ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে مُقْتَضٰى এবং مَحْذُوْف -এর মধ্যকার পার্থক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থকার (র.) مُقْتَضٰى ও مَحْذُوْف -এর মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন তা বাতিল হওয়ার কারণে কোনো কোনো মনীষী এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, مُقْتَضٰى হলো যা শরিয়তের দ্বারা সাব্যস্ত হয়, আর مَحْذُوْف হলো, যা আকলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। তানবীর নামক গ্রন্থে مَتَنْ -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সম্ভবত গ্রন্থকার (র.) -এর উক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, مُقْتَضٰى -এর মধ্যে পরিবর্তন না হওয়া অত্যাবশ্যক। এটা مَحْذُوْف -এর বিপরীত। مَحْذُوْف -এর মধ্যে কখনো পরিবর্তন হয় আবার কখনো কখনো পরিবর্তন হয় না। তবে এটা কলমের স্খলন বৈ আর কিছুই নয়। কেননা একটু পূর্বেই সাব্যস্ত হয়েছে যে, مُقْتَضٰى -এর মধ্যেও تَغَيُّرْ (পরিবর্তন) হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ لَاغَيْرَ الخ -এর আলোচনা : কেউ কেউ مُقْتَضٰى ও مَحْذُوْف -এর পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন যে, اِقْتِضَاءْ -এর মধ্যে مُقْتَضٰى (اِسْم مَفْعُوْل) ও مُقْتَضِىْ (اِسْم فَاعِل) উভয়ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অথচ مَحْذُوْف -এর মধ্যে শুধু مَحْذُوْف-ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অন্য কিছু অর্থাৎ مِصْرَحْ উদ্দেশ্য হয় না। যেমন- আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে "وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ" কেননা প্রশ্নের মধ্যে শুধু اَهْل-ই উদ্দেশ্য, قَرْيَة উদ্দেশ্য নয়। কেউ বলতে পারে যে, এটা সমস্ত একককে শামিল করে না। কেননা কোনো কোনো সময় مَحْذُوْف (উহ্য) مَذْكُوْر -এর সাথে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর মধ্যে- فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

فَإِنَّ اِعْتَاقَ الْحُرِّ وَعَبْدِ الْغَيْرِ لَايَصِحُّ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُقْتَضٍ وَمَمْلُوْكَةٍ لَكُمْ مُقْتَضَى وَحُكْمُهُ وَهُوَ الْمِلْكُ ثَابِتٌ بِالْمُقْتَضٰى اَلَّذِيْ هُوَ ثَابِتٌ بِالْمُقْتَضِيْ وَقِيْلَ اَلْمُرَادُ بِهِ قَوْلُهُ اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ بِالْفٍ فَاِنَّهُ يَقْتَضِيْ مَعْنَى الْبَيْعِ فَكَاَنَّهُ قَالَ بِعْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَكُنْ وَكِيْلِيْ بِالْاِعْتَاقِ فَلَمَّا ثَبَتَ الْبَيْعُ اِقْتِضَاءً فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ شَرَائِطُ نَفْسِهِ فَيُسْتَغْنٰى عَنِ الْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ وَلَايَجْرِيْ فِيْهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَالشَّرْطِ بَلْ يُشْتَرَطُ فِيْهِ شَرَائِطُ الْاِعْتَاقِ مِنْ كَوْنِ الْاٰمِرِ مُكَلَّفًا اَهْلًا لِلْاِعْتَاقِ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَعَلٰى هٰذَا يَقُوْلُ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) لَوْ قَالَ اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ بِغَيْرِ ذِكْرِ الْاَلْفِ فَاِنَّهُ يَقْتَضِي الْهِبَةَ كَمَا اَنَّ الْاَوَّلَ اِقْتَضَى الْبَيْعَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِنَّ اِعْتَاقَ الْحُرِّ وَعَبْدِ الْغَيْرِ لَايَصِحُّ কেননা আজাদ ব্যক্তিকে ও অন্যের গোলামকে আজাদ করা সহীহ নয় فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُقْتَضٍ কাজেই تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ এটা مُقْتَضٰى ইসমে ফায়েল وَمَمْلُوْكَةٍ لَكُمْ مُقْتَضٰى এবং مَمْلُوْكَةٍ لَكُمْ এটা مُقْتَضٰى ইসমে মাফউল وَحُكْمُهُ وَهُوَ الْمِلْكُ আর এটার হুকুম যা মালিকানা ثَابِتٌ بِالْمُقْتَضٰى যা مُقْتَضٰى-এর দ্বারা সাব্যস্ত اَلَّذِيْ هُوَ ثَابِتٌ بِالْمُقْتَضِيْ এবং এটা مُقْتَضِيْ ইসমে ফায়েল-এর দ্বারা সাব্যস্ত وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন যে اَلْمُرَادُ بِهِ এ আজাদ করার আদেশের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَوْلُهُ اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ بِالْفٍ কোনো বক্তার বক্তব্য আমার পক্ষ হতে এক হাজারের বিনিময়ে তোমার গোলাম আজাদ করে দাও فَاِنَّهُ يَقْتَضِيْ مَعْنَى الْبَيْعِ এক্ষেত্রে আজাদ করার আদেশ بَيْع-এর অর্থকে কামনাকারী فَكَاَنَّهُ قَالَ যেন বক্তা এরূপ বলেছেন যে, بِعْ عَبْدَكَ عَنِّيْ তোমার গোলাম আমার নিকট বিক্রি করে দাও وَكُنْ وَكِيْلِيْ بِالْاِعْتَاقِ এবং তাতে আজাদ করার জন্য তুমি আমার উকিল হও فَلَمَّا ثَبَتَ الْبَيْعُ اِقْتِضَاءً সুতরাং যেহেতু এ স্থলে اِقْتِضَاءً বেচাকেনা সাব্যস্ত হয়েছে فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ شَرَائِطُ نَفْسِهِ সেহেতু এতে স্বয়ং এটার শর্তাবলি পাওয়া যাবে না فَيُسْتَغْنٰى عَنِ الْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ কাজেই তা اِيْجَابٌ ও قَبُوْلٌ হতেও অমুখাপেক্ষী হয়েছে وَلَايَجْرِيْ فِيْهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَالشَّرْطِ এমনকি এতে দেখার এখতিয়ার, দোষের কারণে এখতিয়ার এবং শর্তের কারণে এখতিয়ার-এর আহকাম জারি হবে না بَلْ يُشْتَرَطُ فِيْهِ شَرَائِطُ الْاِعْتَاقِ বরং এ بَيْع-এর মধ্যে اِعْتَاق-এর شَرَائِطُ পাওয়া যাবে مِنْ كَوْنِ الْاٰمِرِ مُكَلَّفًا اَهْلًا لِلْاِعْتَاقِ আদেশ দানকারী مُكَلَّفٌ হওয়া এবং اِعْتَاق-এর যোগ্য হওয়া فَلَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ এ জন্য উল্লিখিত বিষয় (অর্থাৎ اِعْتَاق-এর বিধান) অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পাগলের পক্ষ হতে সহীহ হয় না وَعَلٰى هٰذَا يَقُوْلُ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح)-এর উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন لَوْ قَالَ যদি কোনো বক্তা বলে اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ আমার পক্ষ হতে তোমার গোলাম আজাদ করে দাও بِغَيْرِ ذِكْرِ الْاَلْفِ - اَلْف-এর উল্লেখ করা ব্যতীত فَاِنَّهُ يَقْتَضِي الْهِبَةَ তাহলে তার এ বক্তব্য هِبَة-এর مُقْتَضِيْ (কামনাকারী) হবে كَمَا اَنَّ الْاَوَّلَ اِقْتَضَى الْبَيْعَ যদ্রূপ প্রথম বক্তব্য بَيْع-এর مُقْتَضِيْ কামনাকারী।

সরল অনুবাদ : কেননা, আজাদ ব্যক্তিকে ও অন্যের গোলামকে আজাদ করা সহীহ নয়। কাজেই "تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ" এটা (اِسْمُ فَاعِلٍ) مُقْتَضِيْ এবং "مَمْلُوْكَةٍ لَكُمْ" এটা (اِسْمُ مَفْعُوْلٍ) مُقْتَضٰى আর এটার حُكْم যা মালিকানা এটা مُقْتَضٰى-এর দ্বারা সাব্যস্ত এবং مُقْتَضِيْ এটা (اِسْمُ فَاعِلٍ) এর দ্বারা সাব্যস্ত। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এই আজাদ করার আদেশের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো বক্তার বক্তব্য "اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ بِالْفٍ" (আমার পক্ষ হতে এক হাজারের বিনিময়ে তোমার গোলাম আজাদ করে দাও।) এ ক্ষেত্রে আজাদ করার আদেশ بَيْع-এর অর্থকে কামনাকারী। যেন বক্তা এরূপ বলেছেন যে, بِعْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَكُنْ وَكِيْلِيْ بِالْاِعْتَاقِ (তোমার গোলাম আমার নিকট বিক্রি করে দাও এবং তাতে আজাদ করার জন্য তুমি আমার উকিল হও)। সুতরাং যেহেতু এ স্থলে اِقْتِضَاءً বেচা-কেনা সাব্যস্ত হয়েছে সেহেতু এতে স্বয়ং এটার শর্তাবলি পাওয়া যাবে না। কাজেই তা اِيْجَابٌ ও قَبُوْلٌ এতেও مُسْتَغْنِيْ (অমুখাপেক্ষী) হয়েছে। এমনকি এতে خِيَارُ رُؤْيَتٍ (দেখার এখতিয়ার) خِيَارُ عَيْبٍ (দোষের কারণে এখতিয়ার) এবং خِيَارُ شَرْطٍ (শর্তের কারণে ইখ্‌তিয়ার)-এর اَحْكَامٌ জারি হবে না; বরং এই بَيْع-এর মধ্যে اِعْتَاق-এর شَرَائِطُ (অর্থাৎ আদেশকারী مُكَلَّفٌ হওয়া এবং اِعْتَاق-এর যোগ্য হওয়া) পাওয়া যাবে। এ জন্য উল্লিখিত বিষয় (অর্থাৎ اِعْتَاق-এর حُكْم) অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পাগলের পক্ষ হতে সহীহ হয় না। এর উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি কোনো বক্তা "اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ" এটা اَلْف-এর উল্লেখ করা ব্যতীত বলে, তাহলে তার এই বক্তব্য هِبَة-এর مُقْتَضِيْ (কামনাকারী) হবে, যদ্রূপ প্রথম বক্তব্য بَيْع-এর مُقْتَضِيْ (কামনাকারী)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ الخ -এর আলোচনা : خِيَارُ رُؤْيَتٍ এমন خِيَارٌ যা ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে, বিক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয় না। যখন ক্রেতা ঐ مَبِيْعٌ (দ্রব্য)-কে দেখবে যা কেনার সময় দেখেনি। আর خِيَارُ عَيْبٍ এমন خِيَارٌ যা مَبِيْع বা ثَمَنٌ-এর মধ্যে দোষ প্রকাশ হওয়ার দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর خِيَارُ الشَّرْطِ এমন خِيَارٌ যা তিন দিনের শর্তে সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার রিজামন্দির উপর নির্ভর করে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্‌হের কিতাবে রয়েছে।

وَيَسْتَغْنِىْ هٰذِهِ الْهِبَةُ عَنِ الْقَبْضِ كَمَا اسْتَغْنَى الْبَيْعُ عَنِ الْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ بَلْ اَوْلٰى لِاَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ وَالْاِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ رُكْنٌ فَلَمَّا احْتَمَلَ الرُّكْنُ السُّقُوْطَ فَالشَّرْطُ اَوْلٰى وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ اِنَّ الْاِيْجَابَ وَالْقَبُوْلَ فِى الْبَيْعِ مِمَّا يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ كَمَا فِى التَّعَاطِىْ بِخِلَافِ الْقَبْضِ فِىْ الْهِبَةِ فَاِنَّهٗ لَايَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ بِحَالٍ وَالثَّابِتُ مِنْهُ كَالثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ اِلَّا عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ اَىْ هُمَا سَوَاءٌ فِىْ اِيْجَابِ الْحُكْمِ الْقَطْعِىِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَسْتَغْنِىْ هٰذِهِ الْهِبَةُ عَنِ الْقَبْضِ আর এ هِبَهْ কজা করা হতে অমুখাপেক্ষী হবে كَمَا اِسْتَغْنٰى الْبَيْعُ عَنِ الْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ যদ্রূপ بَيْع (ক্রয় বিক্রয়) اِيْجَاب ও قَبُوْل হতে مُسْتَغْنِىْ (অমুখাপেক্ষী) بَلْ اَوْلٰى বরং هِبَهْ (অনুদান) بَيْعٌ হতে উত্তম لِاَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ কেননা এতে কজা (হস্তগতকরণ) শর্ত وَالْاِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ رُكْنٌ এবং ঈজাব ও কবুল-এর রুকন فَلَمَّا احْتَمَلَ الرُّكْنُ السُّقُوْطَ অতএব رُكْن যখন বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে فَالشَّرْطُ اَوْلٰى তখন শর্ত অবশ্যই বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখবে وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ তবে আমরা বলি যে اَنَّ الْاِيْجَابَ وَالْقَبُوْلَ فِى الْبَيْعِ مِمَّا - بَيْع -এর মধ্যে ঈজার ও কবুল এ শ্রেণীর যে يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ তা বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে كَمَا فِى التَّعَاطِىْ যেমন লেনদেনের মধ্যে بِخِلَافِ الْقَبْضِ فِى الْهِبَةِ এটা هِبَةْ-এর মধ্যে হস্তগত করার বিপরীত فَاِنَّهٗ لَايَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ بِحَالٍ কেননা এটা কোনো অবস্থায়ই سُقُوْط -এর সম্ভাবনা রাখে না وَالثَّابِتُ مِنْهُ আর اِقْتِضَاءُ النَّصِّ -এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে كَالثَّابِتِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ তা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার ন্যায় اِلَّا عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ তবে বিরোধের সময় اَىْ هُمَا سَوَاءٌ فِىْ اِيْجَابِ الْحُكْمِ الْقَطْعِىِّ অর্থাৎ অকাট্য হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এতদুভয় সমপর্যায়ের।

সরল অনুবাদ : আর এই هِبَةْ কজা করা হতে অমুখাপেক্ষী হবে। যদ্রূপ بَيْع (ক্রয়-বিক্রয়) اِيْجَابْ ও قَبُوْل হতে مُسْتَغْنِىْ (অমুখাপেক্ষী)। বরং هِبَةْ (অনুদান) بَيْع হতে উত্তম। কেননা এতে কজা (হস্তগতকরণ) শর্ত, এর اِيْجَابْ ও قَبُوْل এর رُكْن অতএব رُكْن যখন বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তখন شَرْط অবশ্যই বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখবে। তবে আমরা বলি যে, بَيْع -এর মধ্যে اِيْجَابْ এবং قَبُوْل এই শ্রেণীর যে, তা বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন–লেনদেনের মধ্যে এটা هبه -এর মধ্যে হস্তগত করার বিপরীত। কেননা এটা কোনো অবস্থায়ই سُقُوْط -এর সম্ভাবনা রাখে না। আর اقتضاء النص **-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার ন্যায়।** তবে বিরোধের সময় অর্থাৎ অকাট্য হুকুম সাব্যস্ত করবার ব্যাপারে এতদুভয় সমপর্যায়ের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَسْتَغْنِىْ هٰذِهِ الْهِبَةُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ هِبَه اِقْتِضَائِيَّهْ এটা কজার মুখাপেক্ষী নয়। কাজেই مُخَاطَبْ যদি আজাদ করে, তাহলে আদেশকারীর পক্ষ হতে আদায় হবে এবং তার কাফফারা আদায় হবে। কাজেই وَلَاءْ তার জন্য হবে। কেননা هِبَةْ -এর কারণে সে মালিক হয়ে গেছে, যদিও সে কজা করেনি। এটা ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) অভিমত। অপর পক্ষে ইমাম আযম (র.)-এর মতে এই আজাদ করা আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হতে হবে এবং আদেশকারীর কাফফারা আদায় হবে না। আর وَلَاءْ আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য হবে। কেননা কজা পাওয়া না যাওয়ার কারণে আদেশকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। এটা هِبَةْ -এর মধ্যে মালিকানার শর্ত।

قَوْلُهٗ كَمَا فِى التَّعَاطِىْ الخ -এর আলোচনা : জমহুর হানাফীগণের মতে بَيْع -এর মধ্যে اِيْجَابْ ও قَبُوْلْ এমন বস্তু যা سُقُوْط -এর সম্ভাবনা রাখে না, যদ্রূপ লেনদেনের মধ্যে। এভাবে যে, উভয় ثَمَنْ -এর উপর একমত হবে। অতঃপর ক্রেতা দ্রব্য গ্রহণ করবে। এবং ثَمَنْ না দিয়েই তার সাথী (বিক্রেতা) -এর সন্তোষের সাথে চলে যাবে। অথবা ক্রেতা-বিক্রেতাকে ثَمَنْ দিয়ে দেবে। অতঃপর مَبِيْع সোপর্দ করা ব্যতীতই চলে যাবে। সুতরাং সহীহ মত অনুযায়ী بَيْع (বেচাকেনা) لَازِمْ হবে। এটা ঐ بَيْع -এর ব্যাপারে প্রযোজ্য যার ثَمَنْ অজানা। তবে গোশত, রুটি এদের মধ্যে ثَمَنْ -এর বর্ণনার প্রতি মোহতাজ নয়।–(রদ্দুল মুহতার) আর تَعَاطِىْ আভিধানিক অর্থে تَنَاوُلْ -কে বলে।— কামূস

اِلاَّ اَنَّهُ يَتَرَجَّحُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْاِقْتِضَاءِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ مِثَالُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ (رض) حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ ثُمَّ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ فَاِنَّهُ يَدُلُّ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ عَلَى اَنْ لَّا يَجُوْزَ غَسْلُ النَّجِسِ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ لِاَنَّهُ لَمَّا اَوْجَبَ الْغُسْلَ بِالْمَاءِ فَيَقْتَضِيْ صِحَّتَهُ اَنْ لَّا يَجُوْزَ بِغَيْرِ الْمَاءِ وَلٰكِنَّهُ بِعَيْنِهِ يَدُلُّ بِدَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى اَنَّهُ يَجُوْزُ غَسْلُهُ بِالْمَائِعَاتِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْمَعْنَى الْمَاخُوْذُ مِنْهُ الَّذِيْ يَعْرِفُهُ كُلُّ اَحَدٍ هُوَ التَّطْهِيْرُ وَ ذٰلِكَ يَحْصُلُ بِهِمَا جَمِيْعًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اِلاَّ اَنَّهُ يَتَرَجَّحُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْاِقْتِضَاءِ তবে ইকতেযাউন নস-এর উপর দালালাতুন নসকে প্রাধান্য দেওয়া হবে عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ বিরোধের সময় مِثَالُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَةَ (رض)- এর উদাহরণ রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণী যা তিনি ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ অপবিত্র কাপড়কে রগড়িয়ে নাও অতঃপর এটাকে আংগুলি দিয়ে খুঁটে নাও ثُمَّ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ তারপর এটাকে পানি দিয়ে ধৌত করে নাও فَاِنَّهُ يَدُلُّ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ عَلَى কেননা এ হাদীস ইকতেযাউন নস-এর দ্বারা এ অর্থ নির্দেশ করে যে اَنْ لَّا يَجُوْزَ غَسْلُ النَّجِسِ নাজাসাত ধৌত করা জায়েজ নেই بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ তরল জাতীয় পদার্থ হতে পানি ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা لِاَنَّهُ لَمَّا اَوْجَبَ الْغُسْلَ بِالْمَاءِ কেননা যখন পানি দ্বারা ধৌত করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে فَيَقْتَضِيْ صِحَّتَهُ তখন হুকুমটি সহীহ হওয়া এটাই কামনা করে যে اَنْ لَّا يَجُوْزَ بِغَيْرِ الْمَاءِ পানি ব্যতীত ধৌতকরণ জায়েজ হবে না وَلٰكِنَّهُ بِعَيْنِهِ يَدُلُّ بِدَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى কিন্তু হুবহু এ হাদীসটি এর দালালাতুন নস-এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে যে اَنَّهُ يَجُوْزُ غَسْلُهُ بِالْمَائِعَاتِ তরল পদার্থগুলোর দ্বারা নাজাসাত ধৌত করা জায়েজ আছে وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْمَعْنَى الْمَاخُوْذُ مِنْهُ কেননা ধৌতকরণের অর্থ হলো তাই اَلَّذِيْ يَعْرِفُهُ كُلُّ وَاحِدٍ যা প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছে هُوَ التَّطْهِيْرُ অর্থাৎ পবিত্রকরণ وَذٰلِكَ يَحْصُلُ بِهِمَا جَمِيْعًا আর এটা এতদুভয়ের দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : তবে বিরোধের সময় اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর উপর دَلَالَةُ النَّصِّ-কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এর উদাহরণ রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণী যা তিনি ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন "حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ ثُمَّ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ" (অপবিত্র কাপড়কে রগড়িয়ে নাও অতঃপর এটাকে আংগুলি দিয়ে খুঁটে দাও, তারপর এটাকে পানি দিয়ে ধৌত করে নাও) কেননা এ হাদীস اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর দ্বারা এই অর্থ নির্দেশ করে যে, তরলজাতীয় পদার্থ হতে পানি ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা নাজাসাত ধৌত করা জায়েজ নেই। কেননা যখন পানি দ্বারা ধৌত করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে তখন হুকুমটি সহীহ হওয়া এটাই কামনা করে যে, পানি ব্যতীত ধৌতকরণ জায়েজ হবে না। কিন্তু হুবহু এই হাদীসটি এর دَلَالَتُ النَّصِّ-এর দ্বারা এই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে যে তরল পদার্থগুলোর দ্বারা নাজাসাত ধৌত করা জায়েজ আছে। কেননা ধৌতকরণের অর্থ হলো তাই যা প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছে অর্থাৎ পবিত্রকরণ। আর এটা এতদুভয়ের দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَتَرَجَّحُ الدَّلَالَةُ الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ تَعَارُضْ-এর সময় اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর উপর دَلَالَتُ النَّصِّ-কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেননা دَلَالَةُ النَّصِّ আভিধানিক অর্থে সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই এটা প্রত্যেক দিক হতে সাব্যস্ত হবে। আর مُقْتَضِى হুকুম সাব্যস্ত করার প্রয়োজনে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কাজেই এটা জরুরি হবে। কাজেই এটা এক দিক হতে সাব্যস্ত হবে কিন্তু আরেক দিক হতে সাব্যস্ত হবে না। আর যেহেতু دَلَالَةُ النَّصِّ-এর উপর اِشَارَةُ النَّصِّ-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, সেহেতু اِشَارَةُ النَّصِّ এটা اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর উপরও প্রাধান্য পাবে। যেমন– আলিমগণ বলেছেন। তবে এটার সমালোচানায় বলা হয়ে থাকে যে, مُقْتَضِى-এর উপর نَظْم-এর مَدْلُوْل নির্ভর করে থাকে। সুতরাং এটা বাতিল হয়ে যাওয়ার দ্বারা نَظْم-এর مَدْلُوْل ও বাতিল হয়ে যাবে। এটা اِشَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত এর বিপরীত। কেননা এর বাতিল হওয়ার দ্বারা نَظْم-এর مَدْلُوْل বাতিল হয় না। কাজেই اِقْتِضَاءُ النَّصِّ-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তা اِشَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তার বিপরীত।

قَوْلُهُ حُتِّيْهِ الخ **-এর আলোচনা :** ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা.) কন্যা আসমা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা নবী করীম ﷺ-কে ঐ কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যাতে হায়েযের রক্ত লেগেছে। নবী করীম ﷺ বললেন, একে রগড়িয়ে ফেল, তারপর পানি দ্বারা ঘষে ফেল, অতঃপর পানি ভাল করে বদলিয়ে দাও এবং এতে নামাজ পড়ো। আর حُتَّ-এর অর্থ হলো حُكَّ অর্থাৎ রগড়ানো। حُتِّيْهِ-এর অর্থ حُكِّيْهِ অর্থাৎ একে রগড়িয়ে ফেল। আর قُرْص-এর অর্থ হলো, আংগুলের মাথা দ্বারা এবং নখ দ্বারা খামচানো ও এর উপর পানি ঢেলে দেওয়ার সাথে ঘষা, যাতে এর দাগ মুছে যায়। আর رَشِّيْهِ-এর অর্থ– এতে পানি ঢেলে দাও।

اَلَا تَرٰى اَنَّ مَنْ اَلْقَى الثَّوْبَ النَّجَسَ لَايُؤَاخَذُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيْهِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ وَهُوَ اِزَالَةُ النَّجَاسَةِ حَاصِلٌ عَلٰى كُلِّ حَالٍ فَتَرَجَّحَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْاِقْتِضَاءِ وَمَا قِيْلَ مِنْ اَنَّ مِثَالَهُ لَمْ يُوْجَدْ فِى النُّصُوْصِ فَاِنَّمَا هُوَ مِنْ قِلَّةِ التَّتَبُّعِ وَلَاعُمُوْمَ لَهُ عِنْدَنَا لِاَنَّ الْعُمُوْمَ وَالْخُصُوْصَ مِنْ عَوَارِضِ الْاَلْفَاظِ وَالْمُقْتَضٰى مَعْنًى لَا لَفْظٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) يَجْرِىْ فِيْهِ الْعُمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ لِاَنَّهُ عِنْدَهُ كَالْمَحْذُوْفِ الَّذِىْ يُقَدَّرُ وَهٰذَا اَصْلٌ كَبِيْرٌ مُخْتَلَفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ الْاَحْكَامِ وَلَايُقَالُ اِنَّ قَوْلَهُ اَعْتِقْ عَبِيْدَكَ عَنِّىْ يَقْتَضِى الْبَيْعَ وَهُوَ عَامٌّ لِلْعَبِيْدِ كُلِّهِمْ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّهُ فِىْ مَعْنٰى بِعْ عَبِيْدَكَ عَنِّىْ ثُمَّ كُنْ وَكِيْلِىْ بِاِعْتَاقِهِمْ فَالْعَبِيْدُ مَذْكُوْرٌ صَرِيْحٌ فِى الْعِبَارَةِ وَلِهٰذَا يَكُوْنُ عَامًّا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلَا تَرٰى সুতরাং তোমাদের ভাল করে জানা আছে যে اِنَّ مَنَ اَلْقَى الثَّوْبَ النَّجَسَ যে ব্যক্তি অপবিত্র কাপড় পানিতে ঢেলে দেয় لَايُؤَاخَذُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيْهِ তাকে এর মধ্যে পানি ব্যবহার করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ وَهُوَ اِزَالَةُ النَّجَاسَةِ কেননা নাজাসাত দূর করাই উদ্দেশ্য حَاصِلٌ عَلٰى كُلِّ حَالٍ আর এটা উভয় অবস্থায়ই অর্জিত হয়ে থাকে فَتَرَجَّحَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْاِقْتِضَاءِ কাজেই দালালত এটা اِقْتِضَاءُ-এর উপর অগ্রগণ্য হবে وَمَا قِيْلَ مِنْ আর যা বলা হয়ে থাকে যে اَنَّ مِثَالَهُ لَمْ يُوْجَدْ فِى النُّصُوْصِ ঐ দু'টির বিরোধের উদাহরণ نَصّ -এর মধ্যে পাওয়া যায় না فَاِنَّمَا هُوَ مِنْ قِلَّةِ التَّتَبُّعِ এটা শুধু অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার অভাবে বলা হয়ে থাকে وَلَا عُمُوْمَ لَهُ عِنْدَنَا আর আমাদের মতে اِقْتِضَاءُ অর্থাৎ مُقْتَضٰى -এর মধ্যে কোনো ব্যাপকতা নেই لِاَنَّ الْعُمُوْمَ وَالْخُصُوْصَ مِنْ عَوَارِضِ الْاَلْفَاظِ কেননা ব্যাপক হওয়া ও খাস হওয়া শব্দের বহিরাগত অবস্থা وَالْمُقْتَضٰى مَعْنًى لَا لَفْظٌ আর مُقْتَضٰى এটার অর্থ, শব্দ নয় وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَجْرِىْ فِيْهِ الْعُمُوْمُ وَالْخُصُوْصُ এটা مُقْتَضٰى এতে عُمُوْمٌ এবং خُصُوْص জারি হয়ে থাকে لِاَنَّ عِنْدَهُ كَالْمَحْذُوْفِ কেননা তার মতে مَحْذُوْف-এর ন্যায় اَلَّذِىْ يُقَدَّرُ যা مُقَدَّرٌ হয়ে থাকে وَهٰذَا اَصْلٌ كَبِيْرٌ এটা একটি বিরাট বুনিয়াদী বিষয় مُخْتَلَفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ যা আমাদের (হানাফীদের) ও তার (অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর) মধ্যে বিতর্কিত يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ الْاَحْكَامِ -এর উপর ভিত্তি করে বহু اَحْكَامٌ বাহির হয়ে থাকে وَلَا يُقَالُ এবং এরূপ বলা যাবে না যে اِنَّ قَوْلَهُ اَعْتِقْ عَبِيْدَكَ عَنِّىْ তার বক্তব্য اَعْتِقْ عَبِيْدَكَ عَنِّىْ এটা يَقْتَضِى الْبَيْعَ বেচাকেনা কে কামনা করে وَهُوَ عَامٌّ لِلْعَبِيْدِ كُلِّهِمْ আর এটা সমস্ত গোলামকে শামিল করে لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা আমরা বলব যে اِنَّهُ فِىْ مَعْنٰى এটা এ বাক্য এর মধ্যে অর্থ হয়েছে بِعْ عَبِيْدَكَ عَنِّىْ তোমার গোলামগুলো আমার নিকট বিক্রি করে দাও ثُمَّ كُنْ وَكِيْلِىْ بِاِعْتَاقِهِمْ এবং তাদেরকে আজাদ করার জন্য তুমি আমার উকিল হও اَلْعَبِيْدُ مَذْكُوْرٌ صَرِيْحٌ فِى الْعِبَارَةِ সুতরাং ইবারতের মধ্যে عَبِيْد সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে وَلِهٰذَا يَكُوْنُ عَامًّا অতএব এটা عَامٌّ হবে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং তোমাদের ভাল করে জানা আছে যে, যে ব্যক্তি অপবিত্র কাপড় পানিতে ঢেলে দেয় তাকে এর মধ্যে পানি ব্যবহার করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। কেননা, নাজাসাত দূর করাই উদ্দেশ্য। আর এটা উভয় অবস্থায়ই অর্জিত হয়ে থাকে। কাজেই دَلَالَتْ এটা اِقْتِضَاءُ-এর উপর অগ্রগণ্য হবে। আর যা বলা হয়ে থাকে যে, ঐ দু'টির বিরোধের উদাহরণ نَصّ -এর মধ্যে পাওয়া যায় না, এটা শুধু অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার অভাবে বলা হয়ে থাকে। **আর আমাদের মতে اِقْتِضَاءٌ অর্থাৎ مُقْتَضٰى -এর মধ্যে কোনো ব্যাপকতা নেই।** কেননা عُمُوْم (ব্যাপক হওয়া) ও خُصُوْص (খাস হওয়া) শব্দের বহিরাগত অবস্থা। আর مُقْتَضٰى এটার অর্থ শব্দ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এতে عُمُوْم এবং خُصُوْص জারি হয়ে থাকে। কেননা তাঁর মতে مُقْتَضٰى এটা مَحْذُوْف -এর ন্যায়, যা مُقَدَّرٌ হয়ে থাকে। এটা একটি বিরাট বুনিয়াদী বিষয় যা আমাদের (হানাফীদের) ও তার (অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর) মধ্যে বিতর্কিত। এর উপর ভিত্তি করে বহু اَحْكَامٌ বাহির হয়ে থাকে এবং এরূপ বলা যাবে না যে, তার বক্তব্য "اَعْتِقْ عَبِيْدَكَ عَنِّىْ" এটা بَيْع -কে কামনা করে। আর এটা সমস্ত গোলামকে শামিল করে। কেননা আমরা বলব যে, এটা এই বাক্যে "بِعْ عَبِيْدَكَ عَنِّىْ ثُمَّ كُنْ وَكِيْلِىْ بِاِعْتَاقِهِمْ" -এর মধ্যে অর্থ হয়েছে। সুতরাং عِبَارَتْ -এর মধ্যে عَبِيْد সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। অতএব, এটা عَامٌّ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْعُمُوْمَ الخ -এর আলোচনা : مُقْتَضٰى, خُصُوْص শব্দটি বাড়িয়ে গ্রন্থকার (র.) এ দিকে ইশারা করেছেন যে, -এর মধ্যে خُصُوْص জারি হওয়ার ব্যাপারে আমাদের (হানাফী) ও শাফেয়ী (র.)-এর মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। যেমন عُمُوْم জারি হওয়ার ব্যাপারে আমাদের ও তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং আমরা (হানাফীরা) এটা (مُقْتَضٰى) -এর মধ্যে এতদুভয়ের জারি হওয়াকে অস্বীকার করি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এটার মধ্যে এতদুভয়ের জারি হওয়াকে স্বীকার করেন। গ্রন্থকার (র.) এটা আলোচনা করেননি। কেননা তা এটার উপর নির্ভরশীল। কেননা خُصُوْص এটা عُمُوْم -এর فَرْع (শাখা)। কারণ এটা হলো, একটি সংযুক্ত স্বতন্ত্র দলিলের মাধ্যমে عَامٌّ -কে এটার আংশিক এককের মধ্যে সীমিত করা।

حَتّٰى اِذَا قَالَ اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ وَنَوٰى طَعَامًا مَا دُوْنَ طَعَامٍ لَايُصَدَّقُ عِنْدَنَا لَا دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً لِاَنَّ طَعَامًا اِنَّمَا يَنْشَأُ مِنْ اِقْتِضَاءِ الْاَكْلِ لِاَنَّهٗ لَايَكُوْنُ بِدُوْنِ الْمَاكُوْلِ فَلَا يَكُوْنُ عَامًّا فَلَا يَقْبَلُ التَّخْصِيْصَ وَاَمَّا حَنْثُهٗ بِكُلِّ طَعَامٍ فَاِنَّمَا هُوَ لِوُجُوْدِ مَاهِيَةِ الْاَكْلِ لَا لِاَنَّ الطَّعَامَ عَامٌّ وَاِنْ قَالَ اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا اَوْ لَا اٰكُلُ اَكْلًا يَحْنَثُ بِكُلِّ طَعَامٍ وَيُصَدَّقُ فِىْ نِيَّةِ التَّخْصِيْصِ لِاَنَّهٗ مَلْفُوْظٌ حِيْنَئِذٍ وَلٰكِنْ اِيْرَادُ هٰذَا الْمِثَالِ عَلٰى قَوْلِ مَنْ يَشْتَرِطُ فِى الْمُقْتَضٰى اَنْ يَّكُوْنَ شَرْعِيًّا مُشْكِلٌ لِاَنَّهٗ عَقْلِىٌّ وَالْاَوْلٰى اَنْ يُّقَالَ اِنَّ الْمُقْتَضٰى مَا يَكُوْنُ شَرْعِيًّا اَوْ عَقْلِيًّا وَالْمَحْذُوْفُ مَا يَكُوْنُ لَغْوِيًّا ــ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> حَتّٰى اِذَا قَالَ সুতরাং যদি কেউ বলে اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ আমি ভক্ষণ করলে আমার গোলাম আজাদ وَنَوٰى طَعَامًا مَادُوْنَ طَعَامٍ এবং এটা দ্বারা কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্যের নিয়ত করে لَايُصَدَّقُ তাহলে তাকে বিশ্বাস করা হবেনা عِنْدَنَا لَا دِيَانَةً وَلَاقَضَاءً অর্থাৎ আমাদের মতে তাকে সততার দিক বিবেচনায়ও বিশ্বাস করা হবেনা এবং বিচারের দিক হতেও বিশ্বাস করা হবেনা لِاَنَّ طَعَامًا اِنَّمَا يَنْشَأُ مِنْ اِقْتِضَاءِ الْاَكْلِ কেননা খাদ্য খাওয়া اِقْتِضَاءٌ হতে সৃষ্টি হয়েছে لِاَنَّهٗ لَايَكُوْنُ بِدُوْنِ الْمَاكُوْلِ এর কারণ হচ্ছে খাওয়ার কামনা ভক্ষিত বস্তু ব্যতীত হয় না فَلَا يَكُوْنُ عَامًّا কাজেই খাদ্য ব্যাপক হবে না فَلَا يَقْبَلُ التَّخْصِيْصَ তখন নির্দিষ্টকরণ যোগ্যও হবে না وَاَمَّا حَنْثُهٗ بِكُلِّ طَعَامٍ তবে উল্লিখিত অবস্থায় প্রত্যেক খাদ্য ভক্ষণ হতে শপথকারী শপথ ভঙ্গকারী হয়ে থাকে فَاِنَّمَا هُوَ لِوُجُوْدِ مَاهِيَةِ الْاَكْلِ-এর কারণ এই যে, এতে খাওয়ার প্রকৃতি রয়েছে لَا لِاَنَّ الطَّعَامَ عَامٌّ খাদ্য ব্যাপক হওয়ার দরুন নয় وَاِنْ قَالَ اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا اَوْ لَا اٰكُلُ اَكْلًا আর শপথকারী যদি اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا অথবা لَا اٰكُلُ اَكْلًا বলে يَحْنَثُ بِكُلِّ طَعَامٍ তাহলে এমতাবস্থায় সে যে ধরনের খাদ্যই ভক্ষণ করুক না কেন শপথ ভঙ্গকারী হবে وَيُصَدَّقُ فِىْ نِيَّةِ التَّخْصِيْصِ এবং নির্দিষ্টকরণ-এর নিয়তের ব্যাপারে তাকে সত্যায়িত করা হবে لِاَنَّهٗ اِيْرَادُ هٰذَا الْمِثَالِ عَلٰى قَوْلِ তবে উক্ত উদাহরণকে সেই সব লোকের বক্তব্য মুতাবেক নেওয়া مَنْ يَشْتَرِطُ فِى الْمُقْتَضٰى اَنْ يَّكُوْنَ شَرْعِيًّا যারা مُقْتَضٰى-এর ব্যাপারে শরয়ী হওয়ার শর্তারোপ করে থাকে مُشْكِلٌ মুশকিল لِاَنَّهٗ عَقْلِىٌّ কেননা উদাহরণ বুদ্ধিসম্মত وَالْاَوْلٰى اَنْ يُّقُوْلَ কাজেই সংজ্ঞা প্রদানের সময় এরূপ বলা সর্বাধিক শ্রেয় ছিল যে اِنَّ الْمُقْتَضٰى مَا يَكُوْنُ شَرْعِيًّا اَوْ عَقْلِيًّا অর্থাৎ مُقْتَضٰى শরয়ীও হতে পারে অথবা عَقْلِىٌّ ও হতে পারে وَالْمَحْذُوْفُ مَا يَكُوْنُ لَغْوِيًّا আর مَحْذُوْفٌ বলে যা আভিধানিকভাবে সাব্যস্ত।

<u>সরল অনুবাদ :</u> সুতরাং যদি কেউ বলে "اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ" (আমি ভক্ষণ করলে আমার গোলাম আজাদ) এবং এটা দ্বারা কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্যের নিয়ত করে, তাহলে তাকে বিশ্বাস করা হবে না। অর্থাৎ আমাদের মতে তাকে دِيَانَةً (সততার দিক বিবেচনায়)ও বিশ্বাস করা হবে না এবং قَضَاءً (বিচারের দিক হতে)ও বিশ্বাস করা হবে না। কেননা খাদ্য খাওয়ার اِقْتِضَاءً হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, খাওয়ার اِقْتِضَاءٌ (কামনা) مَاكُوْلٌ (ভক্ষিত বস্তু) ব্যতীত হয় না। কাজেই খাদ্য عَامٌّ (ব্যাপক) হবে না। আর যখন عَامٌّ হবে না তখন تَخْصِيْص (নির্দিষ্টকরণ) যোগ্যও হবে না। তবে উল্লিখিত অবস্থায় প্রত্যেক খাদ্য ভক্ষণ হতে শপথকারী শপথ ভঙ্গকারী হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, এতে খাওয়ার مَاهِيَتٌ (প্রকৃতি) রয়েছে, খাদ্য عَامٌّ (ব্যাপক) হওয়ার দরুন নয়। আর শপথকারী যদি "اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا" অথবা "لَااٰكُلُ اَكْلًا" বলে, তাহলে এমতাবস্থায় সে যে ধরনের খাদ্যই ভক্ষণ করুক না কেন শপথ ভঙ্গকারী হবে। এবং تَخْصِيْص (নির্দিষ্টকরণ) -এর নিয়তের ব্যাপারে তাকে সত্যায়িতও করা হবে। কেননা উক্ত অবস্থায় উহা مَلْفُوْظٌ (উচ্চারিত) হয়েছে। তবে উক্ত উদাহরণকে সেই সব লোকের বক্তব্য মুতাবেক নেওয়া মুশকিল যারা مُقْتَضٰى-এর ব্যাপারে শরয়ী হওয়ার শর্তারোপ করে থাকে। কেননা

উল্লিখিত উদাহরণ عَقْلِىْ (বুদ্ধিসম্মত)। কাজেই সংজ্ঞা প্রদানের সময় এরূপ বলা সর্বাধিক শ্রেয় ছিল যে, اِنَّ الْمُقْتَضٰى مَا يَكُوْنُ شَرْعًا اَوْ عَقْلًا (অর্থাৎ مُقْتَضٰى শরয়ীও হতে পারে, অথবা عَقْلِىْও হতে পারে)। আর مَحْذُوْف বলে যা আভিধানিকভাবে সাব্যস্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُصَدَّقُ عِنْدَنَا الخ -এর আলোচনা : কেউ যদি বলে "اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ" অর্থাৎ আমি খাদ্য ভক্ষণ করলে আমার গোলাম আজাদ এবং এর দ্বারা বিশেষ ধরনের কোনো খাদ্যের নিয়ত করে, তাহলে আমাদের হানাফীদের মতে তাকে دِيَانَةً (সততার দিক বিবেচনায়) এবং قَضَاءً (বিচারের দিক হতে) কোনোভাবেই বিশ্বাস করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে তাকে دِيَانَةً বিশ্বাস করা হবে। কেননা شَرْط -এর سِيَاقْ -এর মধ্যে অনির্দিষ্ট হওয়ার দরুন খাদ্য عَامّ হয়েছে। আর অর্থের দিক দিয়ে এটা نَفِىْ -এর سِيَاقْ -এর মধ্যে হয়েছে। কেননা এর অর্থ হলো, "لَا اٰكُلُ طَعَامًا" অর্থাৎ আমি কোনো খাদ্যই খাব না। আর এটা বাক্যের মধ্যে مُقَدَّرٌ (উহ্য) রয়েছে এবং مُقَدَّرٌ হুকুমের ব্যাপারে مَلْفُوْظ (উচ্চারিত) -এর ন্যায়। কাজেই কোনো কোনো খাদ্যকে উদ্দেশ্য করে تَخْصِيْص (নির্দিষ্ট) করা হলে জায়েজ (صَحِيْح) হবে। কিন্তু এরূপ উদ্দেশ্য করা ظَاهِرْ (প্রকাশ্য)-এর বিপরীত, কেননা ظَاهِرْ তো হল عَامّ হওয়া, সেহেতু قَضَاءً (বিচারের দৃষ্টিতে) তাকে বিশ্বাস করা হবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ عَقْلِىٌّ الخ -এর আলোচনা : কেউ যদি "اِنْ اَكَلْتُ طَعَامًا" অথবা "لَا اٰكُلُ اَكْلًا" বলে, তাহলে যে কোনো প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে এবং تَخْصِيْص -এর নিয়ত করলে তাকে বিশ্বাস করা হবে। তবে যারা مُقْتَضٰى শরয়ী হওয়ার শর্তারোপ করে থাকেন, এই উদাহরণটি তাদের বক্তব্যের মোতাবেক হবে না। কেননা এটা شَرْعِىْ নয়; বরং عَقْلِىْ কারণ খাওয়ার জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারাও অবগত আছেন, যাদের শরিয়ত সম্পর্কে আদৌ কোনো জ্ঞান নেই। তবে এর জবাবে বলা হয়ে থাকে যে, عَقْل ও শরিয়তের দলিলসমূহের মধ্যে একটি দলিল হিসেবে গণ্য। কাজেই যা عَقْل দ্বারা সাব্যস্ত হবে তাও شَرْعِىْ হবে। সুতরাং উদাহরণটি তাদের বক্তব্য অনুযায়ীও প্রযোজ্য হবে। আর مَنْطُوْقْ (কথার ধরন) দ্বারা খাওয়া হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়। কাজেই খাদ্যদ্রব্য সমূহের কোনো একটি একক হারাম না হওয়া পর্যন্ত এটা شَرْعًا (শরিয়তের বিচারে) সাব্যস্ত হবে না। অতএব شَرْعًا (শরিয়তের দৃষ্টিতে) اِقْتِضَاءً সাব্যস্ত হবে।

وَكَذَا اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اَوْطَلَّقْتُكِ وَنَوٰى ثَلٰثًا لَايَصِحُّ تَفْرِيْعٌ اٰخَرُ عَلٰى عَدَمِ كَوْنِ الْمُقْتَضٰى عَامًّا وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ قَوْلَهُ اَنْتِ طَالِقٌ اَوْ طَلَّقْتُكِ خَبَرٌ وَهُوَ لَايَصِحُّ اِلَّا اَنْ يَسْبَقَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ لِيَكُوْنَ هٰذَا خَبَرًا عَنْهُ وَلَمْ يَسْبَقِ الطَّلَاقُ مِنْهُ فِى الْوَاقِعِ فَلِضَرُوْرَةِ تَصْحِيْحِ الْكَلَامِ وَصِدْقِهِ قَدَّرْنَا اَنَّ الزَّوْجَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذٰلِكَ وَهٰذَا اِخْبَارٌ مِنْهُ فَكَاَنَّهُ قَالَ فِى الْاَوَّلِ اَنْتِ طَالِقٌ لِاَنِّىْ طَلَّقْتُكِ قَبْلَ هٰذَا وَالطَّلَاقُ الْمَفْهُوْمُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ فِىْ ضِمْنِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِىْ هُوَ وَصْفُ الْمَرْاَةِ لَا التَّطْلِيْقُ الَّذِىْ هُوَ فِعْلُ الزَّوْجِ فَلَا يَكُوْنُ هٰذَا اِلَّا اِقْتِضَاءً فَلَا تَصِحُّ فِيْهِ نِيَّةُ الثَّلٰثِ وَالْاِثْنَيْنِ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَكَذَا اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ অদ্রূপ কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাক) اَوْ طَلَّقْتُكِ অথবা আমি তোমাকে তালাক দিলাম وَنَوٰى ثَلٰثًا এবং এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে لَايَصِحُّ তাহলে তার নিয়ত সহীহ হবে না تَفْرِيْعٌ اٰخَرُ এটা দ্বিতীয় প্রশাখা মাসআলা عَلٰى عَدَمِ كَوْنِ الْمُقْتَضٰى عَامًّا ঐ মূলনীতির উপর যে مُقْتَضٰى ব্যাপক হয় না وَذٰلِكَ لِاَنَّ قَوْلَهُ اَنْتِ সুতরাং اَنْتِ طَالِقٌ এবং طَلَّقْتُكِ বক্তব্য خَبَرٌ হিসেবে বিবেচিত হবে طَالِقٌ اَوْ طَلَّقْتُكِ خَبَرٌ وَهُوَ لَايَصِحُّ আর এটা বলা ততক্ষণ পর্যন্ত সহীহ হবে না اِلَّا اَنْ يَسْبَقَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ যতক্ষণ পর্যন্ত এর পূর্বে স্বামীর পক্ষ হতে তালাক না হবে لِيَكُوْنَ هٰذَا خَبَرًا عَنْهُ যাতে তালাক হয়ে যাওয়ার পর এ বক্তব্য ঐ তালাকের خَبَرٌ হতে পারে وَلَمْ يَسْبَقِ الطَّلَاقُ مِنْهُ فِى الْوَاقِعِ অথচ প্রকৃতপক্ষে স্বামীর পক্ষ হতে তালাক হয় নি فَلِضَرُوْرَةِ تَصْحِيْحِ الْكَلَامِ وَصِدْقِهِ সুতরাং বাক্যটিকে সহীহ করার জন্য এবং একে সত্য সাব্যস্ত করার জন্য قَدَّرْنَا আমরা মেনে নিয়েছি যে اَنَّ الزَّوْجَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذٰلِكَ স্বামী তার পূর্বে তাকে তালাক দিয়েছে وَهٰذَا اِخْبَارٌ مِنْهُ আর তার পক্ষ হতে কেবল সংবাদ দেওয়ার জন্য এ বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে فَكَاَنَّهُ قَالَ فِى الْاَوَّلِ যেন স্বামী প্রথম অবস্থায় বলেছে যে اَنْتِ طَالِقٌ لِاَنِّىْ طَلَّقْتُكِ قَبْلَ هٰذَا অর্থাৎ তুমি তালাকপ্রাপ্ত, কেননা ইতঃপূর্বে আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি وَالطَّلَاقُ الْمَفْهُوْمُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ আর আভিধানিক দৃষ্টিতে যে তালাক বোধগম্য হয় فِىْ ضِمْنِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ - اَنْتِ طَالِقٌ-এর মধ্যে هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِىْ هُوَ وَصْفُ الْمَرْاَةِ তা হলো সে তালাক যা স্ত্রীর وَصْفٌ (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্ত হওয়া) لَا التَّطْلِيْقُ এর দ্বারা সেই تَطْلِيْقٌ বোধগম্য হয় না الَّذِىْ هُوَ فِعْلُ الزَّوْجِ যা স্বামীর কাজ فَلَا يَكُوْنُ هٰذَا اِلَّا اِقْتِضَاءً কাজেই স্বামীর পক্ষ হতে اِقْتِضَاءً-এর দ্বারাই تَطْلِيْقٌ সাব্যস্ত হবে فَلَا تَصِحُّ فِيْهِ نِيَّةُ الثَّلٰثِ وَالْاِثْنَيْنِ অতএব এ বক্তব্যের মধ্যে তিন বা দুই এর নিয়ত সহীহ হবে না।

<u>সরল অনুবাদ :</u> **তদ্রূপ কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে "اَنْتِ طَالِقٌ" অথবা "طَلَّقْتُكِ" (আমি তোমাকে তালাক দিলাম) এবং এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তার নিয়ত সহীহ হবে না।** এটা দ্বিতীয় প্রশাখা মাসআলা, ঐ মূলনীতির উপর যে مُقْتَضٰى ব্যাপক (عَامٌ) হয় না। সুতরাং "اَنْتِ طَالِقٌ" এবং طَلَّقْتُكِ বক্তব্য خَبَرٌ হিসাবে বিবেচিত হবে। আর এটা বলা ততক্ষণ পর্যন্ত সহীহ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এর পূর্বে স্বামীর পক্ষ হতে তালাক না হবে, যাতে তালাক হয়ে যাওয়ার পর এই বক্তব্য ঐ তালাকের خَبَرٌ হতে পারে। অথচ প্রকৃতপক্ষে স্বামীর পক্ষ হতে তালাক হয়নি। সুতরাং বাক্যটিকে সহীহ করার জন্য এবং একে সত্য সাব্যস্ত করার জন্য আমরা মেনে নিয়েছি যে, স্বামী তার পূর্বে তাকে তালাক দিয়েছে। আর তার পক্ষ হতে কেবল সংবাদ দেওয়ার জন্য এই বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। যেন স্বামী প্রথম অবস্থায় বলেছে যে, "اَنْتِ طَالِقٌ لِاَنِّىْ طَلَّقْتُكِ قَبْلَ هٰذَا" (অর্থাৎ তুমি তালাকপ্রাপ্ত, কেননা ইতঃপূর্বে আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি)। আর "اَنْتِ طَالِقٌ" -এর মধ্যে আভিধানিক দৃষ্টিতে যে তালাক বোধগম্য হয় তা হলো সে তালাক যা স্ত্রীর وَصْفٌ (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্ত হওয়া)। এর দ্বারা সেই تَطْلِيْقٌ বোধগম্য হয় না, যা স্বামীর কাজ। কাজেই স্বামীর পক্ষ হতে اِقْتِضَاءً এর দ্বারাই تَطْلِيْقٌ সাব্যস্ত হবে। অতএব এ বক্তব্যের মধ্যে তিন বা দুই এর নিয়ত সহীহ হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خَبَرٌ اَلخ -এর আলোচনা : কেউ স্বীয় স্ত্রীকে "اَنْتِ طَالِقٌ" বা طَلَّقْتُكِ বললে এটা خَبَرٌ হবে। অর্থাৎ স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হওয়া এবং স্বামী তাকে তালাক প্রদান করার ব্যাপারে এটা সংবাদ দেওয়া হবে। মোটকথা হলো, এ বক্তব্য এবং فُسُوْخ ও عُقُوْد -এর صِيْغَة সমূহের। এরূপ অন্যান্য বক্তব্যকে আমরা خَبَرٌ হিসেবে গণ্য করে থাকি। যেমন– اَعْتَقْتُ ও بِعْتُ ইত্যাদি এবং এরা অন্য কিছু হতে نَقْل হয়নি। কাজেই مُقْتَضٰى অর্থাৎ مُحْكٰى عَنْهُ -কে উহ্য মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক হবে, যাতে এই صِيْغَة গুলো তা হতে اَخْبَار (সংবাদ) হতে পারে। এ ব্যাপারে মালেকী ও হাম্বলীগণ আমাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে শাফেয়ীগণ বলেছেন যে, এই صِيْغَة সমূহ মূলত اَخْبَارٌ ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এরা شَرْعًا (শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে) اِنْشَاءٌ-এর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। কাজেই এদের দ্বারা فُسُوْخ ও عُقُوْد সাব্যস্ত হবে। এদের কোনো مُحْكٰى عَنْهُ নেই। সুতরাং মূলত এখানে কোনো اِقْتِضَاءٌ-ই নেই। বাহরুল উলূম (র.) এরূপ বলেছেন। আর হানাফীদের মাযহাবে যে বলা হয়েছে এই صِيْغَة সমূহ شَرْعًا (শরিয়তের দৃষ্টিতে) اِنْشَاءٌ এটার অর্থ এই যে, এদেরকে শরিয়তে خَبَرٌ হতে اِنْشَاءٌ -এর দিকে نَقْل করা হয়েছে। বরং এটার অর্থ এই যে, এই خَبَرٌ জ্ঞাপনকারী শব্দাবলির مَدْلُوْل বক্তার পক্ষ হতে এই বিষয়গুলো সাব্যস্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই صِيْغَة সমূহকে সহীহ সাব্যস্ত করার জন্য শরিয়ত مُتَكَلِّم -এর পক্ষ হতে اِقْتِضَاءٌ -এর পদ্ধতিতে এই বিষয়গুলোকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। অতএব যেহেতু এই বিষয়গুলোর অস্তিত্ব ছিল না বরং এই صِيْغَة সমূহকে সহীহ সাব্যস্ত করার জন্য এদেরকে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, সেহেতু এই বিষয়গুলোর জন্য এই صِيْغَة সমূহকে اِنْشَاءٌ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

وَاَمَّا قَوْلُهٗ طَلَّقْتُكِ فَهُوَ وَاِنْ كَانَ دَالًّا عَلَى التَّطْلِيْقِ الَّذِىْ هُوَ فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ لٰكِنَّهٗ دَالٌّ عَلٰى مَصْدَرٍ مَاضٍ لَا عَلٰى مَصْدَرٍ حَادِثٍ فِى الْحَالِ فَالْمَصْدَرُ الْحَادِثُ لَايَثْبُتُ اِلَّا اِقْتِضَاءً مِنَ الشَّرْعِ فَلَمْ تَصِحَّ فِيْهِ نِيَّةُ اِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) يَقَعُ مَانَوٰى مِنَ الثَّلٰثِ اَوِ الْاِثْنَيْنِ لِاَنَّهٗ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ فَتُعْمَلُ نِيَّتُهٗ فِيْهِ بِخِلَافِ قَوْلِهٖ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاَنْتِ بَائِنٌ عَلٰى اِخْتِلَافِ التَّخْرِيْجِ يَعْنِىْ تَخْرِيْجُ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ فِىْ صِحَّةِ الثَّلٰثِ عَلٰى حِدَةٍ وَتَخْرِيْجُ اَنْتِ بَائِنٌ فِيْهَا عَلٰى حِدَةٍ اَمَّا تَخْرِيْجُ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ فَهُوَ اَنَّهٗ اَمْرٌ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً وَهُوَ لَفْظُ فَرْدٍ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَيَحْتَمِلُ الثَّلٰثَ عِنْدَ النِّيَّةِ فَهُوَ لَيْسَ بِمُقْتَضٰى حَتّٰى لَمْ يَجْرِ فِيْهِ الْعُمُوْمُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا قَوْلُهٗ طَلَّقْتُكِ আর তার বক্তব্য - طَلَّقْتُكِ فَهُوَ وَاِنْ كَانَ دَالًّا عَلَى التَّطْلِيْقِ যদি ঐ تَطْلِيْق -এর অর্থ নির্দেশ করে الَّذِىْ هُوَ فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ যা বক্তা-এর কার্য لٰكِنَّهٗ دَالٌّ عَلٰى مَصْدَرٍ مَاضٍ তথাপি এটা অতীতকালের মাসদারের অর্থ প্রদান করে لَا عَلٰى مَصْدَرٍ حَادِثٍ فِى الْحَالِ বর্তমান কালের مَصْدَرْ حَادِثْ -এর অর্থ নির্দেশ করে না فَالْمَصْدَرُ الْحَادِثُ لَايَثْبُتُ اِلَّا اِقْتِضَاءً مِنَ الشَّرْعِ আর حَادِثْ মাসদার শুধু শরিয়তের চাহিদা-এর দ্বারাই সাব্যস্ত হতে পারে فَلَمْ تَصِحَّ فِيْهِ نِيَّةُ اِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثِ কাজেই এ দ্বিতীয় বক্তব্যেও দুই বা তিন যার নিয়ত করুক সেই মোতাবেকই তালাক সংঘটিত হবে لِاَنَّهٗ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ কেননা উক্ত বক্তব্য দ্বারা তালাকের অর্থ নির্দেশিত হয়ে থাকে فَتُعْمَلُ نِيَّتُهٗ فِيْهِ কাজেই এতে তার নিয়ত কার্যকর হবে بِخِلَافِ قَوْلِهٖ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاَنْتِ بَائِنٌ এটা طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاَنْتِ بَائِنٌ -এর বিপরীত عَلٰى اِخْتِلَافِ التَّخْرِيْجِ - تَخْرِيْج -এর ভিন্নতার সাথে يَعْنِىْ تَخْرِيْجُ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ অর্থাৎ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ -এর দ্বারা মাসআলা উদ্ভাবন করা হয়েছে فِىْ صِحَّةِ الثَّلٰثِ তিন তালাক সহীহ হওয়ার ব্যাপারে عَلٰى حِدَةٍ পৃথকভাবে وَتَخْرِيْجُ اَنْتِ بَائِنٌ فِيْهَا عَلٰى حِدَةٍ এবং اَنْتِ بَائِنٌ -এর দ্বারা পৃথকভাবে মাসআলা বের করা হয়েছে اَمَّا تَخْرِيْجُ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ - طَلِّقِىْ نَفْسَكِ -এর تَخْرِيْج হলো فَهُوَ اَنَّهٗ اَمْرٌ এটা اَمْر বা আদেশ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً যা আভিধানিকভাবে মাসদারের অর্থ নির্দেশ করে وَهُوَ لَفْظُ فَرْدٍ আর এটা একবচন শব্দ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ যা একের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে وَيَحْتَمِلُ الثَّلٰثَ عِنْدَ النِّيَّةِ এবং নিয়তের সময় তিন এরও অবকাশ রাখে فَهُوَ لَيْسَ بِمُقْتَضٰى এটা তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয় حَتّٰى لَمْ يَجْرِ فِيْهِ الْعُمُوْمُ কাজেই এতে عُمُوْمْ -এর প্রচলন হবে না।

সরল অনুবাদ : আর তার বক্তব্য "طَلَّقْتُكِ" যদি ঐ تَطْلِيْق-এর অর্থ নির্দেশ করে যা مُتَكَلِّمْ (বক্তা)-এর কার্য তথাপি এটা অতীতকালের مَصْدَر -এর অর্থ প্রদান করে, বর্তমান কালের مَصْدَر حَادِثْ -এর অর্থ নির্দেশ করে না। আর مَصْدَرْ حَادِثْ শুধু শরিয়তের اِقْتِضَاء (চাহিদা)-এর দ্বারাই সাব্যস্ত হতে পারে। কাজেই এই দ্বিতীয় বক্তব্যেও দুই ও তিন তালাকের নিয়ত সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, দুই বা তিন যার নিয়ত করুক সেই মোতাবেকই তালাক সংঘটিত হবে। কেননা উক্ত বক্তব্য দ্বারা তালাকের অর্থ নির্দেশিত হয়ে থাকে। কাজেই এতে তার নিয়ত কার্যকর হবে। এটা "طَلِّقِىْ نَفْسَكِ وَاَنْتِ بَائِنٌ" -এর বিপরীত, تَخْرِيْج-এর বিভিন্নতার সাথে। অর্থাৎ তিন তালাক সহীহ হওয়ার ব্যাপারে طَلِّقِىْ نَفْسَكِ -এর দ্বারা পৃথকভাবে মাসআলা উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং اَنْتِ بَائِنٌ -এর দ্বারা পৃথকভাবে মাসআলা বের করা হয়েছে। طَلِّقِىْ نَفْسَكِ -এর تَخْرِيْج হলো, এটা اَمْر বা আদেশ, যা আভিধানিকভাবে مَصْدَر -এর অর্থ নির্দেশ করে। আর এটা একবচন শব্দ যা একের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং নিয়তের সময় তিন-এরও অবকাশ রাখে। এটা তার مُقْتَضٰى (কাঙ্ক্ষিত) বিষয় নয়। কাজেই এতে عُمُوْمْ-এর প্রচলন হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَلٰى اِخْتِلَافِ التَّخْرِيْجِ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, এ স্থলে عَلٰى শব্দটি بِنَائِيَّةٌ (অর্থাৎ ভিত্তি বুঝানো) -এর অর্থে হয়নি। কেননা طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এবং اَنْتِ بَائِنٌ -এর হুকুম এক হওয়া তথা উভয়ের মধ্যে তিন সংখ্যার নিয়ত সহীহ হওয়া এটা মাসআলা বের করার পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল নয়। কেননা মাসআলা উদ্ভাবন পদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও হুকুম এক হতে পারে। বরং এ ক্ষেত্রে عَلٰى শব্দটি مُصَاحَبَتْ তথা مَعَ -এর অর্থে হয়েছে।

وَاَمَّا تَخْرِيْجُ اَنْتِ بَائِنٌ فَهُوَ اَنَّ الْبَيْنُوْنَةَ نَوْعَانِ غَلِيْظَةٌ وَخَفِيْفَةٌ فَاِذَا نَوَى الْغَلِيْظَةَ وَهُوَ الثَّلٰثُ فَقَدْ نَوٰى اَحَدُ مُحْتَمِلَيْهِ فَتَصِحُّ وَلَا يَكُوْنُ هٰذَا مِنَ الْعُمُوْمِ فِىْ شَىْءٍ وَلَا يَتَصَوَّرُ مِثْلَ هٰذَا فِىْ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ لِاَنَّ الطَّلَاقَ اِنَّمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْاَفْرَادِ مِنَ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثَةِ لَا عَلٰى نَوْعَىِ الْغَلِيْظَةِ وَالْخَفِيْفَةِ عُرْفًا وَقِيْلَ مَعْنٰى قَوْلِهٖ عَلٰى اِخْتِلَافِ التَّخْرِيْجِ اَنَّ تَخْرِيْجَنَا عَلٰيحِدَةٌ وَتَخْرِيْجَ الشَّافِعِىِّ (رح) عَلٰى حِدَةٍ فَتَخْرِيْجُنَا هُوَ مَا بَيَّنَّا وَتَخْرِيْجُ الشَّافِعِىِّ (رح) هُوَ اَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ مُقْتَضًى وَيَجْرِىْ فِيْهِ الْعُمُوْمُ فَتَصِحُّ فِيْهِ نِيَّةُ الثَّلٰثِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا تَخْرِيْجُ اَنْتِ بَائِنٌ আর اَنْتِ بَائِنٌ-এর تَخْرِيْج অর্থাৎ এটা হতে এভাবে মাসআলা বের করা হয়েছে যে فَهُوَ اَنَّ الْبَيْنُوْنَةَ نَوْعَانِ বায়েন হওয়া দু'প্রকার غَلِيْظَةٌ وَخَفِيْفَةٌ গুরু ও লঘু فَاِذَا نَوَى الْغَلِيْظَةَ وَهُوَ الثَّلٰثُ সুতরাং غَلِيْظَةٌ তথা তিন সংখ্যার নিয়ত করলে فَقَدْ نَوٰى اَحَدُ مُحْتَمِلَيْهِ -এর দু'টি সম্ভাবনার মধ্য হতে একবার নিয়ত করা হবে فَيَصِحُّ কাজেই এটা সহীহ হবে وَلَا يَكُوْنُ هٰذَا مِنَ الْعُمُوْمِ فِىْ شَىْءٍ আর এটা মোটেই عُمُوْمٌ হবে না وَلَا يَتَصَوَّرُ مِثْلَ هٰذَا فِىْ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ আর طَلِّقِىْ نَفْسَكِ -এর মধ্যে এরূপ কল্পনা করা যায় না لِاَنَّ الطَّلَاقَ اِنَّمَا يَشْتَمِلُ কেননা طَلَاقٌ শামিল করে عَلَى الْاَفْرَادِ مِنَ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثَةِ এক, দুই, তিন ইত্যাদি একককে لَا عَلٰى نَوْعَىِ الْغَلِيْظَةِ وَالْخَفِيْفَةِ عُرْفًا এবং প্রচলিত প্রথানুযায়ী এটা গুরু ও লঘু এ দুপ্রকারকে শামিল করে না وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন যে مَعْنٰى قَوْلِهٖ عَلٰى اِخْتِلَافِ التَّخْرِيْجِ তার বক্তব্য اِخْتِلَافُ التَّخْرِيْجِ -এর অর্থ হলো اَنَّ تَخْرِيْجَنَا عَلٰيحِدَةٌ আমাদের (হানাফীগণের) تَخْرِيْج (মাসআলা উদ্ভাবন) পৃথক হওয়া وَتَخْرِيْجُ الشَّافِعِىِّ (رح) عَلٰى حِدَةٍ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর تَخْرِيْج পৃথকও হয় فَتَخْرِيْجُنَا সুতরাং আমাদের تَخْرِيْج হলো هُوَ مَا بَيَّنَّا যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি وَتَخْرِيْجُ الشَّافِعِىِّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর تَخْرِيْج হলো هُوَ اَنَّ এই যে كُلَّ ذٰلِكَ مُقْتَضًى এসব বিষয় (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) مُقْتَضًى - وَيَجْرِىْ فِيْهِ الْعُمُوْمُ এবং এর মধ্যে عُمُوْم চালু হয়ে থাকে فَيَصِحُّ فِيْهِ কাজেই এতে সহীহ হবে نِيَّةُ الثَّلٰثِ তিন সংখ্যার নিয়ত।

সরল অনুবাদ : আর اَنْتِ بَائِنٌ-এর تَخْرِيْج অর্থাৎ এটা হতে এ ভাবে মাসআলা বের করা হয়েছে যে, بَيْنُوْنَتٌ (بَائِنٌ হওয়া) দু' প্রকার— (১) غَلِيْظَةٌ (গুরু) ও (২) خَفِيْفَةٌ (লঘু)। সুতরাং غَلِيْظَةٌ তথা তিন সংখ্যার নিয়ত করলে এর দু'টি সম্ভাবনার মধ্য হতে একবার নিয়ত করা হবে। কাজেই এটা সহীহ হবে। আর এটা মোটেই عُمُوْم হবে না। অথচ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ-এর মধ্যে এরূপ কল্পনা করা যায় না। কেননা طلاق এক, দুই ও তিন (ইত্যাদি) একককে শামিল করে এবং প্রচলিত প্রথানুযায়ী এটা خَفِيْفَةٌ ও غَلِيْظَةٌ এ দু' প্রকারকে শামিল করে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর বক্তব্য اِخْتِلَافُ التَّخْرِيْجِ -এর অর্থ হলো আমাদের (হানাফীগণের) تَخْرِيْج (মাসআলা উদ্ভাবন) পৃথক হওয়া এবং শাফেয়ী (র.) -এর تَخْرِيْج পৃথক হওয়া। সুতরাং আমাদের تَخْرِيْج হলো যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর تَخْرِيْج এই যে, এসব বিষয় (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) مُقْتَضًى এবং এর মধ্যে عُمُوْم চালু হয়ে থাকে। কাজেই এতে তিন সংখ্যার নিয়ত সহীহ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَهُوَ اَنَّ الْبَيْنُوْنَةَ الخ -এর আলোচনা : "اَنْتِ بَائِنٌ" হতে মাসআলা বের করার পদ্ধতি এই যে, بَيْنُوْنَتٌ দু' প্রকার। (১) غَلِيْظَةٌ বা গুরু এবং (২) خَفِيْفَةٌ বা লঘু। সুতরাং غَلِيْظَةٌ তথা তিন সংখ্যার নিয়ত করলে এর সম্ভাব্য দুইটি **অর্থের একটি** নিয়ত করা হবে। কাজেই এটা সহীহ হবে। অর্থাৎ اَنْتِ بَائِنٌ এটা بَيْنُوْنَتٌ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং **এর পূর্বে** مُحْكِىٌّ عَنْهُ হওয়া জরুরি হবে। সুতরাং যখন بَيْنُوْنَتٌ غَلِيْظَةٌ -এর নিয়ত করবে আর এটা তিন তালাকের উপর **মওকুফ থাকবে,** তখন এটা তিন তালাক হতে خَبَرٌ ও حِكَايَتٌ হবে। কাজেই তিন তালাক সংঘটিত হবে।

قَوْلُهٗ نَوْعَانِ الخ -এর আলোচনা : بَيْنُوْنَتٌ (বিচ্ছিন্ন হওয়া) দু' প্রকার হওয়া তখন সহীহ হবে যখন بَيْنُوْنَتٌ শব্দটি عَامٌ তথা জাতীয়তার অর্থে হবে। আর যখন بَيْنُوْنَتٌ শব্দটি এর দুই প্রকারের জন্য পৃথখভাবে مَوْضُوْعٌ (গঠিত) হবে তখন এটা مُشْتَرَكٌ হবে। সুতরাং উভয় অবস্থায়ই بَيْنُوْنَتٌ غَلِيْظَةٌ-এর নিয়ত করা عُمُوْمُ الْمُقْتَضٰى -এর প্রকারভুক্ত হবে না; বরং এটা جِنْس -এর দু প্রকারের একটিকে নির্দিষ্টকরণ অথবা مُشْتَرَكٌ -এর একটি অর্থকে নির্দিষ্টকরণ হবে। আর এটা জায়েজ।

قَوْلُهٗ لَا عَلٰى نَوْعَىِ الخ -এর আলোচনা : طَلِّقِىْ نَفْسَكِ বললে তালাকের দু'টি প্রকার غَلِيْظَةٌ ও خَفِيْفَةٌ -কে শামিল করবে না। কেননা طَلَاقٌ-এর اَفْرَادٌ তথা এক, দুই ও তিনকে শামিল করে। পরিভাষায় এটা غَلِيْظَةٌ ও خَفِيْفَةٌ -কে অন্তর্ভুক্ত করে না। কারণ এটা বলা যাবে না যে, তালাক যাকে দূরীভূত করা যায় এবং যাকে দূরীভূত করা যায় না উভয়কে শামিল করে। কেননা মূলত তালাককে দূরীভূত করা যায় না।— তাওযীহ

مَبْحَثُ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ

বাতিল পদ্ধতির দলিলসমূহের আলোচনা

ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ تَمَسُّكَاتُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) مُنْحَصِرَةً فِى الْاَرْبَعِ اَعْنِىْ الْعِبَارَةَ وَالْاِشَارَةَ وَالدَّلَالَةَ وَالْاِقْتِضَاءَ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَتَمَسَّكُوْنَ بِوُجُوْهٍ اُخَرَ اَيْضًا سِوَى هٰذِهٖ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ (رح) فَصْلًا بَعْدَ ذٰلِكَ لِتَحْقِيْقِهَا وَبَيَانُ فَسَادِهَا فَقَالَ فَصْلٌ اَلتَّنْصِيْصُ عَلَى الشَّيْءِ بِاِسْمِهِ الْعَلَمِ يَدُلُّ عَلَى الْخُصُوْصِ عِنْدَ الْبَعْضِ هٰذَا وَجْهٌ اَوَّلُ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ اَىْ اَلْحُكْمُ عَلَى الْعَلَمِ يَدُلُّ عَلٰى نَفْيِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْمُرَادُ بِالْعَلَمِ هٰهُنَا هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الذَّاتِ دُوْنَ الصِّفَةِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَمًا اَوْ اِسْمَ جِنْسٍ وَبِالْبَعْضِ هُوَ بَعْضُ الْاَشْعَرِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَيُسَمّٰى هٰذَا مَفْهُوْمُ اللَّقَبِ عِنْدَهُمْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ অতঃপর যখন (পূর্ববর্তী আলোচনা দ্বারা) সাব্যস্ত হলো যে تَمَسُّكَاتُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল مُنْحَصِرَةً فِى الْاَرْبَعِ চারের মধ্যে সীমিত اَعْنِى الْعِبَارَةَ وَالْاِشَارَةَ وَالدَّلَالَةَ وَالْاِقْتِضَاءَ অর্থাৎ ইবারাতুন নস, ইশারাতুন নস, দালালাতুন নস, ইকতেযাউন নসের মধ্যে সীমাবদ্ধ وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ অথচ তিনি ছাড়া অন্যান্য ফকীহগণ يَتَمَسَّكُوْنَ بِوُجُوْهٍ اُخَرَ اَيْضًا سِوَى هٰذِهٖ ঐ দলিলগুলো ব্যতীত অপরাপর দলিলের মাধ্যমেও দলিল পেশ করে থাকেন اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ (رح) فَصْلًا তখন গ্রন্থকার (র.) স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন بَعْدَ ذٰلِكَ ঐ দলিল চতুষ্টয়ের বর্ণনার পর لِتَحْقِيْقِهَا এদের (অর্থাৎ অন্যান্য দলিলসমূহের) পর্যালোচনা وَبَيَانُ فَسَادِهَا এবং এদের অপকারিতা বর্ণনার জন্য فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন যে فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلتَّنْصِيْصُ عَلَى الشَّيْءِ কোনো বস্তুকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা بِاِسْمِهِ الْعَلَمِ এর নামবাচক বিশেষ্যের দ্বারা يَدُلُّ عَلَى الْخُصُوْصِ এর বিশেষত্ব বা খাস হওয়া-এর প্রতি নির্দেশ করে عِنْدَ الْبَعْضِ কতিপয় আলিমের মতে هٰذَا وَجْهٌ اَوَّلُ এটা প্রথম مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ ফাসিদ দলিল গুলোর মধ্যে اَىْ اَلْحُكْمُ عَلَى الْعَلَمِ অর্থাৎ নামবাচক বিশেষ্য-এর সাথে হুকুম করা يَدُلُّ عَلٰى نَفْيِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ এ অর্থ নির্দেশ করে যে, উক্ত হুকুম অন্যের মধ্যে অনুপস্থিত عِنْدَ الْبَعْضِ কোনো কোনো আলিমের মতে وَالْمُرَادُ بِالْعَلَمِ هٰهُنَا এ ক্ষেত্রে عَلَمٌ -এর দ্বারা ঐ শব্দকে বুঝানো উদ্দেশ্য هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الذَّاتِ যা সত্তার প্রতি নির্দেশ করে دُوْنَ الصِّفَةِ গুণ কে নয় سَوَاءٌ كَانَ عَلَمًا চাই এটা عَلَمٌ হোক اَوْ اِسْمُ جِنْسٍ অথবা اِسْمُ جِنْسٍ (জাতিবাচক বিশেষ্য) হোক وَبِالْبَعْضِ আর بَعْضٌ -এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে هُوَ بَعْضُ الْاَشْعَرِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ আশআরী ও হাম্বলীগণের দলকে وَيُسَمّٰى هٰذَا مَفْهُوْمُ اللَّقَبِ عِنْدَهُمْ তাদের মতে এ অর্থ لَقَبٌ নামে খ্যাত।

সরল অনুবাদ : অতঃপর যখন (পূর্ববর্তী আলোচনা দ্বারা) সাব্যস্ত হলো যে, ইমাম আবূ হানীফার (র.) দলিল চারের মধ্যে সীমিত। অর্থাৎ عِبَارَةُ النَّصِّ، اِشَارَةُ النَّصِّ، دَلَالَتُ النَّصِّ ও اِقْتِضَاءُ النَّصِّ -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ তিনি ছাড়া অন্যান্য ফকীহগণ ঐ দলিলগুলো ব্যতীত অপরাপর দলিলের মাধ্যমেও দলিল পেশ করে থাকেন, তখন ঐ দলিল চতুষ্টয়ের বর্ণনার পর গ্রন্থকার (র.) এদের অর্থাৎ অন্যান্য দলিল সমূহের পর্যালোচনা এবং এদের অপকারিতা বর্ণনার জন্য স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, (পরিচ্ছেদ) (১) কতিপয় আলিমের মতে কোনো বস্তুকে এর নামবাচক বিশেষ্যের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা, এর خُصُوْصِيَّتْ (বিশেষত্ব বা খাস হওয়া) -এর প্রতি নির্দেশ করে। ফাসিদ দলিলগুলোর মধ্যে এটা প্রথম। অর্থাৎ কোনো কোনো আলিমের মতে عَلَمٌ (নামবাচক বিশেষ্য) -এর সাথে حُكْمٌ করা এই অর্থ নির্দেশ করে যে, উক্ত হুকুম (حُكْمٌ) অন্যের মধ্যে অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে عَلَمٌ -এর দ্বারা ঐ শব্দকে বুঝানো উদ্দেশ্য যা ذَاتٌ (সত্তা)-কে নির্দেশ করে, صِفَتٌ (গুণ)-কে নয়। চাই এটা عَلَمٌ হোক অথবা اِسْمُ جِنْسٍ (জাতিবাচক বিশেষ্য) হোক। আর بَعْضٌ -এর দ্বারা আশআরী ও হাম্বলীগণের দলকে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে এই অর্থ لَقَبٌ নামে খ্যাত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَدُلُّ نَفْيَهُ الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে। এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য عَلَى الْخُصُوْصِ -এর মধ্যে তাঁর বক্তব্য اَلْخُصُوْصُ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্য হতে حُكْمٌ টিকে প্রত্যাখান করা। এর অর্থ একটি অর্থের জন্য শব্দটিকে গঠন করা নয়, যা خَاصٌ -এর সংজ্ঞায় ধর্তব্য, যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কেননা আমরা এখানে শব্দকে কোন অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সেই আলোচনায় লিপ্ত হয়নি।

قَوْلُهُ وَاِنْ فُهِمَ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, مَفْهُوْم مُخَالِفْ যদি اِسْمُ عَلَمٌ তথা নামবাচক বিশেষ্যের দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহলে একে مَفْهُوْمُ لَقَبٌ বলে। আর এটা وَصْفٌ অথবা শর্তের দ্বারা বোধগম্য হয়, তবে একে مَفْهُوْمُ الْوَصْفِ বা مَفْهُوْمُ الشَّرْطِ বলে। অপরপক্ষে যদি এটা اِسْمُ عَدَدٌ (সংখ্যাবাচক বিশেষ্য) -এর দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহলে একে مَفْهُوْمُ الْعَدَدِ বলে। আর এটা হল যে নির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য حُكْمٌ সাব্যস্ত হয়েছে তার উর্ধ্বের সংখ্যা হতে উক্ত حُكْمٌ -কে نَفْيٌ করব। এবং যদি এটা (مَفْهُوْم غَايَتْ مُخَالِفْ) -এর দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহলে তাকে مَفْهُوْمُ الْغَايَةِ বলে। আর তা হল غَايَتْ ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْمٌ -কে করা। অপরদিকে যাকে পরে নেয়া উচিত তাকে পূর্বে নেয়ার মাধ্যমে যদি এটা বোধগম্য হয় যেমন– فِعْلٌ -এর পূর্বে مَفْعُوْلٌ -কে নেয়া, তাহলে একে مَفْهُوْمُ الْحَصْرِ বলে।

وَالْاَصْلُ فِيْهِ اَنَّ مَا يُفْهَمُ مِنَ اللَّفْظِ اِمَّا اَنْ يُفْهَمَ مِنْ صَرِيْحِ اللَّفْظِ وَهُوَ الْمَنْطُوْقُ اَوْ لَا وَهُوَ الْمَفْهُوْمُ وَالْمَفْهُوْمُ نَوْعَانِ مَفْهُوْمُ مُوَافَقَةٍ وَهُوَ اَنْ يُفْهَمَ مِنَ اللَّفْظِ حَالُ الْمَسْكُوْتِ عَنْهُ عَلٰى وُفْقِ الْمَنْطُوْقِ وَمَفْهُوْمُ مُخَالَفَةٍ وَهُوَ اَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ حَالُهُ خِلَافَ مَا فُهِمَ مِنَ الْمَنْطُوْقِ وَهُوَ اِنْ فُهِمَ مِنْ اِسْمِ الْعَلَمِ سُمِّيَ مَفْهُوْمُ اللَّقَبِ وَاِنْ فُهِمَ مِنَ الشَّرْطِ اَوِ الْوَصْفِ سُمِّيَ مَفْهُوْمُ الشَّرْطِ اَوِ الْوَصْفِ عَلٰى مَا سَيَاْتِيْ وَلٰكِنَّهُمْ اِشْتَرَطُوْا اَنْ لَّا تَظْهَرَ اَوْلَوِيَّةُ الْمَسْكُوْتِ عَنْهُ اَوْ مُسَاوَاتُهُ لِلْمَنْطُوْقِ وَلَا يَخْرُجُ مَخْرَجَ الْعَادَةِ وَلَا يَكُوْنُ لِسُؤَالٍ اَوْ حَادِثَةٍ وَلَا لِكَشْفٍ اَوْ مَدْحٍ اَوْ ذَمٍّ وَلَا يُفِيْدُ فَائِدَةً اُخْرٰى فَحِيْنَئِذٍ يَتَعَيَّنُ النَّفْيُ عَمَّا عَدَاهُ ــــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاَصْلُ فِيْهِ এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো اَنَّ مَا يُفْهَمُ مِنَ اللَّفْظِ যা শব্দের দ্বারা বোধগম্য হয়ে থাকে اِمَّا اَنْ يُفْهَمَ مِنْ صَرِيْحِ اللَّفْظِ এটা হয়তো স্পষ্ট শব্দের দ্বারা বোধগম্য হবে وَهُوَ الْمَنْطُوْقُ একে مَنْطُوْق বলা হয় اَوْ لَا অথবা প্রকাশ্য (স্পষ্ট) শব্দের দ্বারা বোধগম্য হবে না وَهُوَ الْمَفْهُوْمُ একে مَفْهُوْم বলা হয় وَالْمَفْهُوْمُ نَوْعَانِ মফহুম আবার দু'প্রকার مَفْهُوْمُ مُوَافَقَةٍ মফহুমে মুয়াফাকাত وَهُوَ اَنْ يُفْهَمَ مِنَ اللَّفْظِ শব্দের দ্বারা যা مَنْطُوْق হয়েছে عَلٰى وُفْقِ الْمَنْطُوْقِ حَالُ الْمَسْكُوْتِ عَنْهُ যার ব্যাপারে বক্তব্য রাখা হয়নি-এর অবস্থা তদানুযায়ী বোধগম্য হবে وَمَفْهُوْمُ مُخَالَفَةٍ এবং মফহুমে মুখালাফাত وَهُوَ اَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ حَالَهُ خِلَافَ مَسْكُوْتٌ عَنْهُ -এর অবস্থা এর বিপরীত বোধগম্য হওয়া مَا فُهِمَ مِنَ الْمَنْطُوْقِ শব্দের দ্বারা যা কথিত হয়েছে وَهُوَ اِنْ فُهِمَ مِنْ اِسْمِ الْعَلَمِ অতঃপর এ বোধগম্যতা যদি নামবাচক বিশেষ্য-এর দ্বারা হয় سُمِّيَ مَفْهُوْمُ اللَّقَبِ তবে একে مَفْهُوْم لَقَب -এর নামে আখ্যায়িত করা হয় وَاِنْ فُهِمَ مِنَ الشَّرْطِ اَوِ الْوَصْفِ আর যদি এ বোধগম্যতা شَرْط বা وَصْف -এর দ্বারা হয় سُمِّيَ مَفْهُوْمُ الشَّرْطِ اَوِ الْوَصْفِ তাহলে একে مَفْهُوْم شَرْط অথবা مَفْهُوْم وَصْف বলে عَلٰى مَا سَيَاْتِيْ এদের আলোচনা শীঘ্রই আসছে وَلٰكِنَّهُمْ اِشْتَرَطُوْا তবে আশ'আরীগণ مَفْهُوْم مُخَالَفَتْ -এর মধ্যে এসব শর্তারোপ করেছেন যে اَنْ لَا تَظْهَرَ - لِلْمَنْطُوْقِ আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না اَوْلَوِيَّةُ الْمَسْكُوْتِ عَنْهُ - مَسْكُوْتٌ عَنْهُ উত্তম اَوْ مُسَاوَاتُهُ বা এর সমকক্ষ হিসেবে مَنْطُوْق অপেক্ষা وَلَا يَخْرُجُ مَخْرَجَ الْعَادَةِ এবং বাক্য অভ্যাসের স্থলে না হওয়া চাই وَلَا يَكُوْنُ لِسُؤَالٍ اَوْ حَادِثَةٍ ও বাক্যটি কোনো প্রশ্নের জবাবে বা কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে না হওয়া চাই وَلَا لِكَشْفٍ اَوْ مَدْحٍ اَوْ ذَمٍّ তাছাড়া বাক্যটি স্পষ্টকরণ বা প্রশংসা অথবা নিন্দা-এর জন্য না হওয়া চাই وَلَا يُفِيْدُ فَائِدَةً اُخْرٰى অথবা অন্য কোনো ফায়েদার জন্য না হওয়া চাই فَحِيْنَئِذٍ মোটকথা يَتَعَيَّنُ النَّفْيُ عَمَّا عَدَاهُ এ শর্তাবলি পাওয়া গেলে এটা ব্যতিরেকে অন্যান্যগুলোর মধ্যে না হওয়া সাব্যস্ত হবে।

সরল অনুবাদ : এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যা শব্দের দ্বারা বোধগম্য হয়ে থাকে এটা হয়তো স্পষ্ট শব্দের দ্বারা বোধগম্য হবে অথবা প্রকাশ্য (স্পষ্ট) শব্দের দ্বারা বোধগম্য হবে না। প্রথমটিকে مَنْطُوْق এবং দ্বিতীয়টিকে مَفْهُوْم বলা হয়। مَفْهُوْم আবার দু' প্রকার। (১) مَفْهُوْم مُوَافَقَتْ এবং (২) مَفْهُوْم مُخَالَفَتْ আর مَفْهُوْم مُوَافَقَتْ বলে, শব্দের দ্বারা যা مَنْطُوْق হয়েছে مَسْكُوْت عَنْه (যার ব্যাপারে বক্তব্য রাখা হয়নি তার) -এর অবস্থা তদনুযায়ী বোধগম্য হবে। এবং مَفْهُوْم مُخَالَفَتْ -এই যে, শব্দের দ্বারা যা مَنْطُوْق (কথিত) হয়েছে مَسْكُوْتٌ عَنْهُ -এর অবস্থা এর বিপরীত বোধগম্য হওয়া। অতঃপর এই বোধগম্যতা যদি اِسْمُ عَلَمْ (নামবাচক বিশেষ্য) -এর দ্বারা হয়, তবে একে مَفْهُوْم لَقَبْ -এর নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর যদি এই বোধগম্যতা شَرْط বা وَصْف -এর দ্বারা হয়, তাহলে একে مَفْهُوْم شَرْط অথবা مَفْهُوْم وَصْف বলে। এদের আলোচনা শীঘ্রই আসছে। তবে আশআরীগণ مَفْهُوْم مُخَالَفَتْ -এর মধ্যে এসব শর্তারোপ করেছেন যে, مَنْطُوْق অপেক্ষা مَسْكُوْت عَنْهُ উত্তম বা এর সমকক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না এবং বাক্য অভ্যাসের স্থলে না হওয়া চাই ও বাক্যটি কোনো প্রশ্নের জবাবে বা কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে না হওয়া চাই। তা ছাড়া বাক্যটি كَشْف (স্পষ্টকরণ) বা مَدَحْ (প্রশংসা) অথবা অন্য কোনো ফায়দার জন্য না হওয়া চাই। মোটকথা, এই শর্তাবলি পাওয়া গেলে এটা ব্যতিরেকে অন্যান্যগুলোর মধ্যে না হওয়া সাব্যস্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّهُمْ الخ -এর আলোচনা : আশ্আরীগণ مَفْهُوْم مُخَالَفَتْ -এর মধ্যে শর্তারোপ করেছেন যে, مَسْكُوْت عَنْهُ (যার সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়া হয়নি) مَنْطُوْق (যার সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে তার) হতে উত্তম বা তার সমকক্ষ হতে পরবে না। কেননা مَسْكُوْت عَنْه যদি مَنْطُوْق -এর সমপর্যায়ের অথবা তা অপেক্ষা উত্তম হয় তা হলে তার অবস্থা دَلَالَةُ النَّصِّ অথবা قِيَاس -এর দ্বারা مَنْطُوْق -এর অনুযায়ী হবে, এর বিপরীত হবে না। যেমন– প্রহার করা হারাম হওয়া এটা تَاْفِيْف (اُفّ বলা) হারাম হওয়া এর তুলনায় উত্তম। এবং যথা– دَلَالَتُ النَّصِّ -এর দ্বারা জেনাকারীর জন্য رَجْم সাব্যস্ত হওয়া। যেই نَصّ টি হযরত মায়েয আসলামী (র.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) অনুরূপ বলেছেন। আশ'আরীগণ مَفْهُوْم مُخَالَفَتْ -এর ব্যাপারে আরেকটি শর্তারোপ করেছেন যে, এটা অভ্যাসের স্থলে যেন বলা না হয়। অর্থাৎ বক্তব্যটি সাধারণ অভ্যাস তথা প্রচলিত প্রথার ব্যাপারে না হওয়া চাই। কেননা প্রচলিত প্রথার ব্যাপারে যদি হয়, যেমন– আল্লাহর বাণী– وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ (এবং তোমাদের স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর পক্ষের যে সব কন্যা তোমাদের লালন-পালনের অধীন হবে তাদের বিবাহ জায়েজ হবে না) -এর মধ্যে। কেননা رَبَائِبُ সাধারণত স্বামীর আশ্রয়ে থাকে। কাজেই এমতাবস্থায় এই قَيْد-এর দ্বারা مَنْطُوْق -এর حُكْم হতে অন্যান্যদের বের করা হবে না।

তৃতীয় শর্ত হলো, বাক্যটি কোনো প্রশ্ন বা ঘটনার প্রেক্ষিতে হবে না। কেননা বাক্যটি যদি কোনো প্রশ্নের জবাবে হয় অথবা কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে হয় যেমন– যখন অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, আর তখন প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে, অথবা কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হবে اِنَّ فِي الْحُلِيِّ زَكٰوةً (অলঙ্কারে মধ্যে যাকাত ওয়াজিব) তাহলে এটা ব্যতীত অন্যান্যগুলো হতে حُكْم -কে প্রত্যাহার করা উদ্দেশ্য হবে না। তা ছাড়া বাক্যটি ব্যাখ্যা অথবা প্রশংসা বা নিন্দার জন্য না হওয়া চাই। সুতরাং যদি বাক্যটি اِسْم عَلَم -এর সাথে تَنْصِيْص (তথা প্রকাশ করা) كَشْف (সুস্পষ্টকরণ) এবং مَدْح (প্রশংসা) কিংবা ذَمّ (নিন্দা) -এর জন্য হয় যেমন ঐ সমস্ত উপাধি যার ذَمّ مَدْح -এর উপযোগী তাহলে এমতাবস্থায় এটা অন্যান্যদের হতে حُكْم-কে نَفِيْ করার জন্য হবে না।

كَقَوْلِهِ اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَالْمَاءُ الْاَوَّلُ الْغُسْلُ وَالْمَاءُ الثَّانِي الْمَنِيُّ وَلَمَّا كَانَ مَعْنَاهُ الْغُسْلُ مِنَ الْمَنِيِّ فَهِمَ الْاَنْصَارُ عَدَمَ وُجُوْبِ الْاِغْتِسَالِ بِالْاِكْسَالِ لِعَدَمِ الْمَاءِ وَهُوَ اِخْرَاجُ الذَّكَرِ قَبْلَ الْاِنْزَالِ وَهُمْ كَانُوْا اَهْلَ اللِّسَانِ فَلَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ لَمَا فَهِمُوْا ذٰلِكَ وَعِنْدَنَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اَيْ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ وَاِلَّا يَلْزَمُ الْكُفْرُ وَالْكِذْبُ فِيْ قَوْلِهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لِاَنَّهُ يَلْزَمُ اَنْ لَّا يَكُوْنَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَ ذٰلِكَ كُفْرٌ وَكِذْبٌ سَوَاءٌ كَانَ مَقْرُوْنًا بِالْعَدَدِ اَوْلَمْ يَكُنْ فِيْهِ رَدٌّ عَلٰى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اِنْ كَانَ مَقْرُوْنًا بِالْعَدَدِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : كَقَوْلِهِ যেমন নবী করীম ﷺ -এর বাণী اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ পানির কারণে পানি فَالْمَاءُ الْاَوَّلُ الْغُسْلُ এ হাদীসে প্রথম পানির দ্বারা গোসল করাকে وَالْمَاءُ الثَّانِي الْمَنِيُّ এবং দ্বিতীয় পানি দ্বারা বীর্যকে বুঝানো হয়েছে وَلَمَّا كَانَ مَعْنَاهُ আর যখন এটার অর্থ দাঁড়ায় الْغُسْلُ مِنَ الْمَنِيِّ বীর্য বের হয়ে গোসল করা ফরজ فَهِمَ الْاَنْصَارُ তখন আনসারগণ মনে করেছেন যে عَدَمَ وُجُوْبِ الْاِغْتِسَالِ بِالْاِكْسَالِ বীর্য বের না হলে গোসল ফরজ হবে না لِعَدَمِ الْمَاءِ কেননা বীর্য অনুপস্থিত وَهُوَ اِخْرَاجُ الذَّكَرِ একসাল বলে পুরুষাঙ্গকে বাহির করে ফেলা قَبْلَ الْاِنْزَالِ বীর্য নির্গত হওয়ার পূর্বে وَهُمْ كَانُوْا اَهْلَ اللِّسَانِ তারা আরবি ভাষী ছিলেন فَلَوْ لَمْ يَدُلَّ কাজেই যদি এটা ছাড়া অন্যান্যদের হতে হুকুম দূরীভূত (প্রত্যাখ্যাত) হওয়াকে নির্দেশ না করতো عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ لَمَا فَهِمُوْا ذٰلِكَ তাহলে তারা অবশ্যই হাদীসটির অনুরূপ অর্থ বুঝতেন না وَعِنْدَنَا আর আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মতে لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ - خُصُوْصِيَّتْ -এর অর্থ বুঝায় না اَيْ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ অর্থাৎ এটা ব্যতীত অন্যান্যদের মতে হুকুম প্রত্যাখ্যাত হওয়াকে নির্দেশ করে না وَاِلَّا يَلْزَمُ الْكُفْرُ وَالْكِذْبُ অন্যথা মিথ্যা ও কুফর অত্যাবশ্যক (অনিবার্য) হয়ে পড়বে فِيْ قَوْلِهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কোনো বক্তার বক্তব্য مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -এর মধ্যে لِاَنَّهُ يَلْزَمُ কেননা এটা দ্বারা অনিবার্য হয়ে পড়বে যে اَنْ لَّا يَكُوْنَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلًا মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত আর কেউ রাসূল হতে পারবেনা وَذٰلِكَ كُفْرٌ وَكِذْبٌ অথচ এটা কুফর ও মিথ্যা سَوَاءٌ كَانَ مَقْرُوْنًا بِالْعَدَدِ اَوْلَمْ يَكُنْ চাই এ স্পষ্ট বক্তব্য সংখ্যার সাথে যুক্ত হোক বা না হোক فِيْهِ رَدٌّ এটা দ্বারা সেই সব লোকের মতকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য عَلٰى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا যারা এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন যে وَقَالَ اِنْ كَانَ مَقْرُوْنًا بِالْعَدَدِ যদি এ স্পষ্ট বক্তব্য عَدَدْ (সংখ্যা) এর সাথে যুক্ত হয়।

সরল অনুবাদ : যেমন নবী করীম ﷺ -এর বাণী اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (পানির কারণে পানি)। এ হাদীসে প্রথম পানির দ্বারা গোসল করাকে এবং দ্বিতীয় পানি দ্বারা বীর্যকে বুঝানো হয়েছে। আর যখন এটার অর্থ দাঁড়ায় বীর্য বের হলে গোসল করা ফরজ। **তখন আনসারগণ মনে করেছেন যে, বীর্য বের না হলে গোসল ফরজ হবে না।** কেননা, বীর্য অনুপস্থিত। اِكْسَالْ বলে বীর্য নির্গত হওয়ার পূর্বে পুরুষাঙ্গকে বাহির করে ফেলা। আর তাঁরা আরবি ভাষী ছিলেন। (আর এই আনসারগণ আরবি ভাষার রহস্যজ্ঞাত ছিলেন।) কাজেই تَنْصِيْصٌ عَلَى الشَّيْئِ (অর্থাৎ কোনো বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ) যদি এটা ছাড়া অন্যান্যদের হতে হুকুম দূরীভূত (প্রত্যাখ্যাত) হওয়াকে নির্দেশ না করত, তাহলে অবশ্যই তারা হাদীসটির অনুরূপ অর্থ বুঝতেন না। **আর আমাদের (হানাফী ফকীহগণের) মত خُصُوْصِيَّتْ -এর অর্থ বুঝায় না।** অর্থাৎ تَنْصِيْصٌ عَلَى الشَّيْئِ (কোনো বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য) এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْم প্রত্যাখ্যাত হওয়াকে নির্দেশ করে না। অন্যথা কোনো বক্তার বক্তব্য مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ [মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল]-এর মধ্যে মিথ্যা ও কুফর অত্যাবশ্যক (অনিবার্য) হয়ে পড়বে। কেননা এটা দ্বারা অনিবার্য (لَازِمْ) হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত আর কেউ রাসূল হতে পারবে না। অথচ এটা কুফর ও মিথ্যা। **চাই এই স্পষ্ট বক্তব্য (تَنْصِيْصٌ عَلَى الشَّيْئِ) সংখ্যার সাথে যুক্ত হোক বা না হোক।** এটা দ্বারা সেই সব লোকের মতকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য যারা এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যদি এই স্পষ্ট বক্তব্য عَدَدْ (সংখ্যা)-এর সাথে যুক্ত হয়, তাহলে অবশ্যই এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْم প্রত্যাখ্যাত হওয়াকে নির্দেশ করবে। অন্যথা সংখ্যার উল্লেখ অনর্থক হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ يَلْزَمُ الخ -এর আলোচনা : আমাদের হানাফীগণের মতে تَنْصِيْصٌ عَلَى الشَّيْئِ এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْم নফী হওয়াকে নির্দেশ করে না। কেননা তা হলো কোনো ব্যক্তির বক্তব্য مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল কুফর ও মিথ্যা লাযেম হবে। কারণ এতে প্রতীয়মান হবে যে, মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া আর কোনো রাসূল নেই, যা সুস্পষ্ট কুফর ও মিথ্যা।

ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, উপরোক্ত দলিলের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তাতে কুফর লাযেম হবে না। কেননা নবী করীম ﷺ -কে বিশ্বাস এবং তিনি যে জীবন ব্যবস্থা (দীন) নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আস্থা স্থাপনের মধ্যেই অন্যান্য রাসূলগণের (আ.) প্রতি ঈমান আনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই অন্যান্য রাসূলগণের (আ.) প্রতি ঈমান আনয়ন করা তাঁর বক্তব্য مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -এর مَنْطُوْق ও مَفْهُوْمْ مُوَافَقَتْ হবে, مَفْهُوْمْ مُخَالَفَتْ হবে না।

نَحْوُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحِدَاءَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ فَحِيْنَئِذٍ يَدُلُّ عَلَى النَّفْىِ عَمَّا عَدَاهُ اَلْبَتَّةَ وَاِلَّا لَبَطَلَ فَائِدَةُ الْعَدَدِ وَعِنْدَنَا وَجْهُ التَّخْصِيْصِ بِهِ زِيَادَةُ اِهْتِمَامِهِ وَالْاِعْتِنَاءِ بِشَانِهِ وَنَحْوُ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ اَفْتَى الْمُتَاَخِّرُوْنَ بِاَنَّهُ فِى الرِّوَايَاتِ يَدُلُّ عَلَى النَّفْىِ عَمَّا عَدَاهُ دُوْنَ الْمُخَاطَبَاتِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ اَنَّ قَوْلَهُ فِى الْكِتَابِ جَازَ الْوُضُوْءُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهُ يَتَنَجَّسُ مَوْضَعُ الْوُقُوْعِ مِثْلُ هٰذَا فِى كِتَابِهِ كَثِيْرٌ وَمَا يُوْهِمُهُ كَلَامُهُمْ مِنَ النَّفْىِ عَمَّا عَدَاهُ فِى بَعْضِ الْاِسْتِدْلَالَاتِ فَكُلُّ ذٰلِكَ مُؤَوَّلٌ بِتَاوِيْلَاتٍ فَتَنَبَّهْ لَهُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : نَحْوُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ যেমন নবী করীম ﷺ -এর বাণী خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ পাঁচ প্রকার অত্যাচারী অপকারী জীব রয়েছে يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ যাদের হিল ও হরম উভয় স্থানে হত্যা করা হবে اَلْحِدَاءَةُ চিল وَالْفَارَةُ ইঁদুর وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ মানুষকে দংশনকারীর কুকুর وَالْحَيَّةُ সর্প وَالْعَقْرَبُ ও বিচ্ছু فَحِيْنَئِذٍ يَدُلُّ عَلَى النَّفْىِ عَمَّا عَدَاهُ اَلْبَتَّةَ এমতাবস্থায় সর্বদা এগুলো ছাড়া অন্যান্য প্রাণী হত্যা করার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে وَاِلَّا لَبَطَلَ فَائِدَةُ الْعَدَدِ নতুবা সংখ্যার উপকারিতা বাতিল হয়ে যাবে وَعِنْدَنَا وَجْهُ التَّخْصِيْصِ بِهِ কিন্তু আমাদের (হানাফীদের) মতে সংখ্যাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো– زِيَادَةُ اِهْتِمَامِهِ সংখ্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা وَالْاِعْتِنَاءِ بِشَانِهِ এবং এর অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা وَنَحْوُ ذٰلِكَ এবং তার অনুরূপ وَلٰكِنْ اَفْتَى الْمُتَاَخِّرُوْنَ তথাপি শেষ যুগের ফকীহগণ এ ফতোয়া দিয়েছেন যে, بِاَنَّهُ فِى الرِّوَايَاتِ ফিকহী বর্ণনাগুলোর মধ্যে يَدُلُّ عَلَى النَّفْىِ عَمَّا عَدَاهُ এটা ব্যতীত অন্যদের হতে حُكْمٌ প্রত্যাখ্যাত হওয়াকে নির্দেশ করে دُوْنَ الْمُخَاطَبَاتِ তবে مُخَاطَبَاتٌ (অর্থাৎ শরয়ী نَصّ গুলো) -এর মধ্যে নয় كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ সুতরাং হেদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেছেন اَنَّ قَوْلَهُ فِى الْكِتَابِ মূল কিতাবের মধ্যে যে বলা হয়েছে جَازَ الْوُضُوْءُ مِنْ جَانِبِ الْاٰخَرِ অপর দিক দিয়ে অজু করা জায়েজ হবে اِشَارَةٌ اِلٰى এটা দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে اَنَّهُ يَتَنَجَّسُ مَوْضَعُ الْوُقُوْعِ নাজাসাত পতিত হওয়ার স্থলে অপবিত্র হবে مِثْلُ هٰذَا فِى كِتَابِهِ كَثِيْرٌ তার কিতাবে এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে وَمَا يُوْهِمُهُ তার বক্তব্যের দ্বারা এ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে كَلَامُهُمْ مِنَ النَّفْىِ (ফিকহী বর্ণনাসমূহে মধ্যে স্পষ্ট বক্তব্য এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে) হুকুমকে নফী করে عَمَّا عَدَاهُ فِى بَعْضِ الْاِسْتِدْلَالَاتِ কোনো কোনো اِسْتِدْلَالٌ -এর মধ্যে উক্ত বিষয় ব্যতীত অন্যান্যদের হতে হুকুম নফী হয়ে যায় فَكُلُّ ذٰلِكَ مُؤَوَّلٌ بِتَاوِيْلَاتٍ তবে এদের সবগুলোই ব্যাখ্যা এর দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে فَتَنَبَّهْ لَهُ সুতরাং বুঝতে চেষ্টা করো।

সরল অনুবাদ : যেমন নবী করীম ﷺ-এর বাণী– এরূপ পাঁচ প্রকার অত্যাচারী অপকারী জীব রয়েছে যাদের হিল ও হরম উভয় স্থানে হত্যা করা হবে। (১) চিল, (২) ইঁদুর, (৩) মানুষকে দংশনকারী কুকুর, (৪) সর্প ও (৫) বিচ্ছু। কিন্তু আমাদের (হানাফীগণের) মতে সংখ্যাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, সংখ্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা এবং এর অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তথাপি শেষ যুগের ফকীহগণ এ ফতোয়া দিয়েছেন যে, ফিকহী বর্ণনাগুলোর মধ্যে تَنْصِيْصٌ عَلَى الشَّئِ এটা ব্যতীত অন্যদের হতে حُكْمٌ প্রত্যাখ্যাত হওয়াকে নির্দেশ করে। তবে مُخَاطَبَاتٌ (অর্থাৎ শরয়ী نَصّ গুলো)-এর মধ্যে নয়। সুতরাং হেদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেছেন– اِنَّ قَوْلَهُ فِى الْكِتَابِ جَازَ الْوُضُوْءُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهُ يَتَنَجَّسُ مَوْضَعُ الْوُقُوْعِ (অর্থাৎ মূল কিতাব-এর মধ্যে যে বলা হয়েছে, অপর দিক দিয়ে অজু করা জায়েজ হবে। এটা দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, نَجَاسَتٌ পতিত হওয়ার স্থলে অপবিত্র হবে। আর এটার দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, ফিকহী বর্ণনাসমূহের মধ্যে স্পষ্ট বক্তব্য এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে হুকুমকে নফী করে। নতুবা হেদায়া গ্রন্থকার এর দিকে কেন ইঙ্গিত করেছেন ও তার কিতাবে এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। তাদের বক্তব্যের দ্বারা এই সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, কোনো কোনো اِسْتِدْلَالٌ -এর মধ্যে উক্ত বিষয় ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْمٌ নফী হয়ে যায়। তবে এদের সবগুলোই ব্যাখ্যা (تَاوِيْل) -এর দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে চেষ্টা করো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ الخ -এর আলোচনা : ইমাম বুখারী (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, পাঁচ প্রকারের অত্যাচারী জীব রয়েছেন এগুলোকে হিল ও হরম সর্বত্রই হত্যা করা বৈধ হবে। (১) সর্প, (২) সাদা-কালো মিশ্রিত রংয়ের কাক, (৩) ইঁদুর, (৪) দংশনকারী কুকুর এবং (৫) চিল।

এবং ইমাম আবূ দাউদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন, পাঁচ প্রকার ক্ষতিকারক জীব রয়েছে এদেরকে حِلّ ও حَرَم উভয় স্থানে হত্যা করা হবে (১) সর্প, (২) বিচ্ছু, (৩) চিল, (৪) ইঁদুর ও (৫) দংশনকারী কুকুর।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ اَفْتَى الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার (র.) যখন ইতঃপূর্বে বলেছেন যে, تَنْصِيْصٌ بِاسْمِ الْعَلَمِ (নাম বিশেষ্যের ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য) এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْمٌ নফী হওয়াকে নির্দেশ করে না, তখন এর দ্বারা এই সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে যে, এটা একটি ব্যাপক কায়েদা যা ফিকহী বর্ণনাসমূহ ও শরয়ী نَصّ সমূহ উভয়কে শামিল করে। উক্ত সন্দেহের নিরসন কল্পে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, তবে مُتَاَخِّرِيْن আলিমগণ ফতোয়া দিয়েছেন, ফিকহী বর্ণনাসমূহের মধ্যে تَنْصِيْصٌ عَلَى الشَّئِ এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْمٌ নফী হওয়াকে নির্দেশ করে।

মাওলানা আব্দুস সালাম বলেছেন, ফিকহী বর্ণনাসমূহ ও نُصُوْصٌ شَرْعِيَّةٌ -এর মধ্যে مَفْهُوْمٌ مُخَالَفَتٌ -এর ব্যাপারে কোনো পার্থক্য আছে বলে আমাদের জানা নেই। কেননা, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, تَنْصِيْصٌ عَلَى الشَّئِ এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْمٌ -কে নফী করে, তাহলে এটা نُصُوْصٌ شَرْعِيَّةٌ ও رِوَايَاتٌ فِقْهِيَّةٌ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। অন্যথা মোটেই হবে না। প্রকৃত কথা হলো, যদি رِوَايَاتٌ -এর মধ্যে কোনো খারেজী দলিল দ্বারা অথবা تَوْضِيْحُ الْبَيَانِ -এর মধ্যে নীরবতার দ্বারা নফী বোধগম্য হয়, তাহলে কেবল এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْمٌ -এর নফী হবে।

لِاَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ فَكَيْفَ يُوْجِبُ نَفْيًا اَوْ اِثْبَاتًا اَىْ لَايَدُلُّ عَلَى الْمَسْكُوْتِ عَنْهُ اَصْلًا فَكَيْفَ يُوْجِبُ الْحُكْمَ مِنْ حَيْثُ النَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ فَاِذَا قُلْتَ جَاءَنِىْ زَيْدٌ فَقَدْ سَكَتَّ عَنْ عَمْرٍو فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ وَاِثْبَاتِهِ وَفَائِدَةُ التَّخْصِيْصِ اَنْ يَتَاَمَّلَ الْمُسْتَنْبِطُوْنَ فِيْهِ فَيُثْبِتُوْنَ الْحُكْمَ فِىْ غَيْرِهِ بِالْقِيَاسِ وَيَنَالُوْنَ دَرَجَةَ الْاِجْتِهَادِ ثُمَّ اَجَابَ عَنْ اِسْتِدْلَالِهِمْ بِفَهْمِ الْاَنْصَارِ فَقَالَ وَالْاِسْتِدْلَالُ مِنْهُمْ بِحَرْفِ الْاِسْتِغْرَاقِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ কারণ نَصّ একে শামিল করে নি فَكَيْفَ يُوْجِبُ نَفْيًا اَوْ اِثْبَاتًا কাজেই غَيْرِ مَنْصُوْص -এর উপর কিভাবে اِثْبَاتْ ও نَفِىْ -এর হুকুম আরোপ করা হবে اَىْ لَايَدُلُّ عَلَى الْمَسْكُوْتِ عَنْهُ اَصْلًا অর্থাৎ تَخْصِيْص যখন মূলতই مَسْكُوْتَ عَنْهُ (غَيْرُ مَنْصُوْص) -এর প্রতি নির্দেশ করে না فَكَيْفَ يُوْجِبُ الْحُكْمَ তখন এর উপর কিভাবে হুকুম আরোপ করা হবে مِنْ حَيْثُ النَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ নফী বা اِثْبَاتْ -এর দিক হতে فَاِذَا قُلْتَ সুতরাং যখন তুমি বলো যে جَاءَنِىْ زَيْدٌ আমার নিকট যায়েদ আসল فَقَدْ سَكَتَّ عَنْ عَمْرٍو তখন এটার অর্থ দাঁড়ায় যে, তুমি আমরের ব্যাপারে নীরব রয়েছ فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ وَاِثْبَاتِهِ কাজেই এটা আমরের আগমন করা বা আগমন না করার প্রতি নির্দেশ করে না وَفَائِدَةُ التَّخْصِيْصِ তবে تَخْصِيْص -এর উপকারিতা এটা হয় যে, اَنْ يَتَاَمَّلَ الْمُسْتَنْبِطُوْنَ فِيْهِ মুজতাহিদগণ উক্ত ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করার পর فَيُثْبِتُوْنَ الْحُكْمَ فِىْ غَيْرِهِ بِالْقِيَاسِ এটার উপর কিয়াস করতঃ অন্যত্র حُكْم টি আরোপ করতে পারে وَيَنَالُوْنَ دَرَجَةَ الْاِجْتِهَادِ আর এটার দ্বারা তারা ইজতেহাদের মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে থাকেন ثُمَّ اَجَابَ عَنْ اِسْتِدْلَالِهِمْ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مَفْهُوْمُ اللَّقَبِ -এর প্রবক্তাগণের ঐ দলিলের জবাব দিয়েছেন بِفَهْمِ الْاَنْصَارِ যাতে আনসারগণের উপলব্ধির দ্বারা দলিল পেশের চেষ্টা করা হয়েছে فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন– وَالْاِسْتِدْلَالُ مِنْهُمْ আর আনসারগণ দলিল পেশ করেছেন بِحَرْفِ الْاِسْتِغْرَاقِ - اِسْتِغْرَاقْ -এর হরফ দ্বারা।

সরল অনুবাদ : কারণ نَصّ একে শামিল করেনি। কাজেই غَيْرُ مَنْصُوْص -এর উপর কিভাবে اِثْبَاتْ বা نَفِىْ -এর হুকুম আরোপ করা হবে। অর্থাৎ تَنْصِيْص যখন মূলতই مَسْكُوْتَ عَنْهُ (غَيْرُ مَنْصُوْص) -এর প্রতি নির্দেশ করে না তখন এর উপর اِثْبَاتْ বা نَفِىْ -এর দিক হতে কিভাবে হুকুম আরোপ করা যাবে? সুতরাং যখন তুমি বলো যে, "আমার নিকট যায়েদ আসল" তখন এটার অর্থ দাঁড়ায় যে, তুমি আমরের ব্যাপারে নীরব রয়েছ। কাজেই এটা আমরের আগমন করা বা আ-গমন না করার প্রতি নির্দেশ করে না। তবে تَخْصِيْص -এর উপকারিতা এটা হয় যে, মুজতাহিদগণ উক্ত ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করার পর এটার উপর কিয়াস করতঃ অন্যত্র হুকুম টি আরোপ করতে পারে। আর এটার দ্বারা তারা ইজতেহাদের মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে থাকেন। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) مَفْهُوْمُ اللَّقَبِ -এর প্রবক্তাগণের ঐ দলিলের জবাব দিয়েছেন যাতে আনসারগণের উপলব্ধির দ্বারা দলিল পেশের চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং তিনি বলেছেন, **আর আনসারগণ اِسْتِغْرَاقْ -এর হরফ দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الخ -এর আলোচনা : تَنْصِيْص عَلَى الشَّيْئِ যেহেতু غَيْرُ مَنْصُوْص -কে শামিল করে না, তাই এর উপর اِثْبَاتْ বা نَفِىْ -এর حُكْم আরোপের প্রশ্নই ওঠে না। কথিত আছে যে, نَصّ مَسْكُوْت -কে শামিল না করার অর্থ যদি سُكُوْت (নীরবতা) مَنْطُوْق হওয়া হয়, তাহলে এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতে কোনো ফায়দা নেই। কেননা বিরোধীগণ বলতে পারে যে, مَفْهُوْم مُخَالَفَتْ -এর পদ্ধতি سُكُوْت হতে مَنْطُوْق-এর حُكْم নফী হয়ে যাবে। আর যদি এর অর্থ হয় যে, نَصّ টি مَسْكُوْت -কে মোটেই নির্দেশ করবে না যার দিকে ব্যাখ্যাকার তার বক্তব্য اَىْ لَايَدُلُّ الخ -এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, তাহলে এটা নিছক কল্পনা হবে। কেননা বিরোধীগণ বলবেন যে, مَفْهُوْم مُخَالَفَتْ -এর মাধ্যমে نَصّ (স্পষ্ট ভাষ্য) مَسْكُوْت -এর অর্থ নির্দেশ করবে।

قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ التَّخْصِيْصِ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ تَخْصِيْص বা নির্দিষ্টকরণের ফায়দা এই যে, মুজতাহিদগণ এতে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং কিয়াসের মাধ্যমে অন্যত্র হুকুম সাব্যস্ত করবে। আর এটার মাধ্যমে اِجْتِهَادْ (ইজতিহাদ) -এর মর্যাদায় ভূষিত হবে।

أَيْ اَلْاِسْتِدْلَالُ مِنَ الْاَنْصَارِ عَلٰى عَدَمِ وُجُوْبِ الْغُسْلِ بِالْاِكْسَالِ اِنَّمَا كَانَ بِحَرْفِ اللَّامِ الَّذِيْ هُوَ لِلْاِسْتِغْرَاقِ عِنْدَ عَدَمِ دَلَالَةِ الْعَهْدِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اَنَّ جَمِيْعَ اَفْرَادِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَعْنٰى لَا بِوَاسِطَةِ اَنَّ التَّنْصِيْصَ بِالشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ وَيَرِدُ عَلَيْنَا حِيْنَئِذٍ اَنَّ الْحَدِيْثَ قَدْ دَلَّ عَلٰى عَدَمِ وُجُوْبِ الْغُسْلِ بِالْاِكْسَالِ سَوَاءٌ كَانَ بِاللَّامِ اَوْ بِالتَّنْصِيْصِ فَمِنْ اَيْنَ قُلْتُمْ بِوُجُوْبِ الْغُسْلِ بِالْاِكْسَالِ ـ

فَاَجَابَ وَقَالَ وَعِنْدَنَا هُوَ كَذٰلِكَ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَاءِ غَيْرَ اَنَّ الْمَاءَ يَثْبُتُ مَرَّةً عَيَانًا وَطَوْرًا دَلَالَةً يَعْنِيْ اَنَّ عِنْدَنَا الْحَصْرُ اَيْضًا ثَابِتٌ فِي الْغُسْلِ الَّذِيْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَنِيِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَيْ اَلْاِسْتِدْلَالُ مِنَ الْاَنْصَارِ অর্থাৎ আনসারগণ উল্লিখিত হাদীস দ্বারা এ কথার উপর দলিল পেশ করেছেন যে عَلٰى عَدَمِ وُجُوْبِ الْغُسْلِ بِالْاِكْسَالِ একসাল-এর অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হবে না اِنَّمَا كَانَ بِحَرْفِ اللَّامِ তা اَلْمَاءُ -এর মধ্যস্থিত لَامْ অক্ষরটি দরুন হয়েছে اَلَّذِيْ هُوَ لِلْاِسْتِغْرَاقِ যা اِسْتِغْرَاقْ -এর জন্য হয়ে থাকে عِنْدَ عَدَمِ دَلَالَةِ الْعَهْدِ - عَهْد -এর অনুপস্থিতির কারণে فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى তখন এর অর্থ দাঁড়াবে اَنَّ جَمِيْعَ اَفْرَادِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ সর্বপ্রকার গোসল বীর্য নির্গত হওয়ার দরুন হবে (আর যখন বীর্য নির্গত হবে না, তখন গোসল ও ওয়াজিব হবেনা) لَا সুতরাং এটা নয় যে بِوَاسِطَةِ اَنَّ التَّنْصِيْصَ عَلَى الشَّيْءِ يَدُلُّ আনসারগণ اَلتَّنْصِيْصُ عَلَى الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ -এর মাধ্যমে উপরোক্ত عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ حُكْمٌ কে বুঝিয়েছেন وَيَرِدُ عَلَيْنَا حِيْنَئِذٍ এখন আমাদের হানাফীগণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে اَنَّ الْحَدِيْثَ قَدْ دَلَّ হাদীসটি সাব্যস্ত করে عَلٰى عَدَمِ وُجُوْبِ الْغُسْلِ গোসল ওয়াজিব না হওয়াকে بِالْاِكْسَالِ বীর্য নির্গত না হওয়ার কারণে سَوَاءٌ كَانَ بِاللَّامِ চাই তা لَامْ -এর দ্বারা হোক اَوْ بِالتَّنْصِيْصِ বা تَنْصِيْص -এর দ্বারা হোক فَمِنْ اَيْنَ قُلْتُمْ কাজেই তোমরা কোথা হতে বলেছ بِوُجُوْبِ الْغُسْلِ গোসল ওয়াজিব হওয়া بِالْاِكْسَالِ ধাতু নির্গত না হওয়া-এর দ্বারা فَاَجَابَ وَقَالَ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে وَعِنْدَنَا هُوَ كَذٰلِكَ এবং আমাদের মতেও উহার অনুরূপ হুকুম হবে فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَاءِ যেখানে শুধু বীর্য-এর সাথে সম্পর্কিত غَيْرَ اَنَّ الْمَاءَ يَثْبُتُ مَرَّةً عَيَانًا তবে বীর্য কদাচিত প্রকাশ্যভাবে (হুবহু) সাব্যস্ত হয় وَطَوْرًا دَلَالَةً আবার কোনো কোনো সময় دَلَالَةً (পরোক্ষভাবে) সাব্যস্ত হয় يَعْنِيْ اَنَّ عِنْدَنَا অর্থাৎ আমাদের মতেও اَلْحَصْرُ اَيْضًا ثَابِتٌ فِي الْغُسْلِ ঐ গোসলের মধ্যে সীমাবদ্ধতা সাব্যস্ত হয় اَلَّذِيْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَنِيِّ যা বীর্যের সাথে সম্পর্কশীল।

সরল অনুবাদ : আনসারগণ উল্লিখিত হাদীস দ্বারা এ কথার উপর দলিল পেশ করেছেন যে, اِكْسَالْ -এর অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হবে না। তা اَلْمَاءُ -এর মধ্যস্থিত لَامْ অক্ষরটির দরুন হয়েছে, যা عَهْد -এর অনুপস্থিতির কারণে اِسْتِغْرَاقْ -এর জন্য হয়ে থাকে। তখন এর অর্থ দাঁড়াবে, 'সর্বপ্রকার গোসল বীর্য নির্গত হওয়ার দরুন হবে। (আর যখন বীর্য নির্গত হবে না, তখন গোসলও ওয়াজিব হবে না।) সুতরাং এটা নয় যে আনসারগণ اَلتَّنْصِيْصُ عَلَى الشَّيْءِ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ عَمَّا عَدَاهُ -এর মাধ্যমে উপরোক্ত حُكْمٌ -কে বুঝিয়েছেন। এখন আমাদের হানাফীগণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হাদীসটি اِكْسَال অর্থাৎ বীর্য নির্গত না হওয়ার কারণে গোসল ওয়াজিব না হওয়াকে সাব্যস্ত করে। চাই তা لَامْ -এর দ্বারা হোক বা تَنْصِيْص -এর দ্বারা হোক। কাজেই اِكْسَالْ (ধাতু নির্গত না হওয়ার)-এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব হওয়া তোমরা কোথা হতে বলেছ? সুতরাং গ্রন্থকার (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, **এবং আমাদের মতেও উহার অনুরূপ হুকুম হবে সেখানে শুধু مَاءْ (বীর্য) -এর সাথে সম্পর্কিত। তবে مَاءْ তথা বীর্য কদাচিত প্রকাশ্যভাবে (হুবহু) সাব্যস্ত হয়। আবার কোনো কোনো সময় دَلَالَةً (পরোক্ষভাবে) সাব্যস্ত হয়।** অর্থাৎ আমাদের মতেও ঐ গোসলের মধ্যে حَصْرٌ (সীমাবদ্ধতা) সাব্যস্ত হয় যা বীর্যের সাথে সম্পর্কশীল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاَجَابَ الخ -এর আলোচনা : এখানে গ্রন্থকার (র.) হাদীস اَلْمَاءُ بِالْمَاءِ -এর দ্বারা আমাদের হানাফীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হাশিয়াকার (র.) বলেছেন যে, উক্ত জবাব হাদীসখানা স্বীয় অবস্থায় অটুট থাকার অবস্থায় প্রযোজ্য। তবে এর সঠিক জবাব এই যে, আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই হাদীসখানা مَنْسُوْخ হয়ে গেছে। ইমাম মহীউস-সুন্নাহ (র.) সুস্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। আনসারগণ যে ফতোয়া দিতেন যে, বীর্য স্খলনের কারণেই কেবল গোসল ওয়াজিব হবে এটা রোখ্সত ছিল, যা ইসলামের প্রথম যুগে হুযূর ﷺ সাহাবীগণকে দিয়েছিলেন। অতঃপর পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাদেরকে গোসল করার আদেশ করেছেন।

أَيْ جَمِيْعُ الْغُسْلِ الَّذِيْ يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ مُنْحَصِرٌ فِي الْمَاءِ فَلَا يَضُرُّ خُرُوْجُ الْغُسْلِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِأَنَّ وُجُوْبَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ وَلٰكِنَّ الْمَاءَ عَلٰى نَوْعَيْنِ مَرَّةً يَكُوْنُ عَيَانًا بِأَنْ يَنْزِلَ فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ فِي النَّوْمِ أَوِ الْيَقْظَةِ بِالْوَطْيِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَمَرَّةً يَكُوْنُ دَلَالَةً بِأَنْ يُقَامَ دَلِيْلُهُ وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَقَامَهُ لِأَنَّهُ سَبَبُ نُزُوْلِ الْمَاءِ وَنَفْسُهُ تَغِيْبُ عَنْ بَصَرِهِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ لِقِلَّتِهِ فَأَقَمْنَا السَّبَبَ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ وَأَوْجَبْنَا الْغُسْلَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْاِلْتِقَاءِ اِحْتِيَاطًا وَالْحُكْمُ إِذَا أُضِيْفَ إِلٰى مُسَمًّى هٰذَا اِبْتِدَاءُ وَجْهٍ ثَانٍ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ وَهُوَ يَتَضَمَّنُ مَفْهُوْمَ الْوَصْفِ وَالشَّرْطِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : أَيْ جَمِيْعُ الْغُسْلِ অর্থাৎ গোসলের সমস্ত একক الَّذِيْ يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ যারা কামনার সাথে সম্পর্কশীল مُنْحَصِرٌ فِي الْمَاءِ এরা বীর্যের সাথে সীমিত فَلَا يَضُرُّ خُرُوْجُ الْغُسْلِ অতএব ঐ গোসলগুলো,হতে বের হয়ে যাওয়া ক্ষতিকর নয় بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ হায়েয ও নেফাসের গোসল لِأَنَّ وُجُوْبَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ কেননা এটা ওয়াজিব হওয়া কামভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় وَلٰكِنَّ الْمَاءَ عَلٰى نَوْعَيْنِ মোটকথা বীর্য দু'প্রকার مَرَّةً يَكُوْنُ عَيَانًا কখনো عَيَانٌ অর্থাৎ প্রকাশ্য হয়ে থাকে بِأَنْ يَنْزِلَ فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ فِي النَّوْمِ أَوِ الْيَقْظَةِ সুতরাং বস্তুতই এটা নিদ্রা বা জাগ্রত অবস্থায় নির্গত হয়ে থাকে بِالْوَطْيِ أَوْ بِغَيْرِهِ সহবাস বা সহবাস ব্যতীত وَمَرَّةً يَكُوْنُ دَلَالَةً আর খনো دَلَالَةً (পরোক্ষ ও অপ্রকাশ্যভাবে) হয়ে থাকে بِأَنْ يُقَالَ دَلِيْلُ এভাবে যে বীর্যের পরিবর্তে এটার দলিল وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَقَامَهُ অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গির মিলনকে বীর্যের স্থলাভিষিক্ত করা হবে لِأَنَّهُ سَبَبُ نُزُوْلِ الْمَاءِ কেননা এটাই বীর্য নির্গত হওয়ার কারণ وَنَفْسُهُ تَغِيْبُ عَنْ بَصَرِهِ আর যেহেতু উভয় যৌনাঙ্গের মিলনের সময় পুরুষাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না وَلَعَلَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ সেহেতু মানুষ বীর্য নির্গত হওয়া নাও টের পেতে পারে لِقِلَّتِهِ বীর্যের স্বল্পতার দরুন فَأَقَمْنَا السَّبَبَ যা হোক আমরা এক্ষেত্রে সববকে করে দিয়েছি مَقَامَ الْمُسَبَّبِ মুসাব্বাব-এর স্থলাভিষিক্ত وَأَوْجَبْنَا الْغُسْلَ عَلَيْهِ আর এরূপ ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম প্রদান করেছি بِمُجَرَّدِ الْاِلْتِقَاءِ اِحْتِيَاطًا শুধু যৌনাঙ্গের মিলনের উপর করতঃ সতর্কতার খাতিরে وَالْحُكْمُ إِذَا أُضِيْفَ إِلٰى مُسَمًّى দ্বিতীয় দলিল এই যে, যখন حكم এরূপ বস্তুর দিকে مُضَافٌ হবে هٰذَا اِبْتِدَاءُ وَجْهٍ ثَانٍ এখান হতে দ্বিতীয় দলিলের বর্ণনা অআরম্ভ হয়েছে مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ ফাসিদ দলিলসমূহের وَهُوَ يَتَضَمَّنُ যা শামিল করে مَفْهُوْمَ الْوَصْفِ وَالشَّرْطِ - وَصْف ও شَرْط-এর مَفْهُوْم কে।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ গোসলের সমস্ত একক যারা কামনার সাথে সম্পর্কশীল এরা বীর্যের মধ্যে সীমিত। অতএব, ঐ গোসলগুলো হতে হায়েয ও নেফাসের গোসল বের হয়ে যাওয়া ক্ষতিকর নয়। কেননা এটা ওয়াজিব হওয়া কামভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। মোটকথা, বীর্য দু' প্রকার— (১) কখনো عَيَانٌ অর্থাৎ প্রকাশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং বস্তুতই এটা নিদ্রা বা জাগ্রত অবস্থায় সহবাস বা সহবাস ব্যতীত নির্গত হয়ে থাকে। আর (২) কখনো دَلَالَةً (পরোক্ষ ও অপ্রকাশ্যভাবে) হয়ে থাকে। এভাবে যে, বীর্যের পরিবর্তে এটার দলিল অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গের মিলনকে বীর্যের স্থলাভিষিক্ত করা হবে। কেননা, এটাই বীর্য নির্গত হওয়ার কারণ। আর যেহেতু উভয় যৌনাঙ্গের মিলনের সময় পুরুষাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না, সেহেতু বীর্যের স্বল্পতার দরুন মানুষ বীর্য নির্গত হওয়া নাও টের পেতে পারে। যা হোক আমরা এ ক্ষেত্রে سَبَبٌ (যৌনাঙ্গদ্বয়ের মিলন) -কে مُسَبَّبٌ (বীর্য নির্গত হওয়া)-এর স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছি। আর এরূপ ব্যক্তির উপর শুধু যৌনাঙ্গের মিলনের উপর ভিত্তি করতঃ সতর্কতার খাতিরে গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম প্রদান করেছি। **দ্বিতীয় দলিল এই যে, যখন حُكْم এরূপ বস্তুর দিকে مُضَافٌ হবে**। এখান হতে ফাসিদ দলিলসমূহের দ্বিতীয় দলিলের বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে, যা وَصْف ও شَرْط-এর مَفْهُوْم -কে শামিল করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَيْ جَمِيْعُ الْغُسْلِ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَاءِ -এর দ্বারা যেহেতু বাহ্যত বুঝা গেছে যে, হাদীসের অর্থ হবে প্রত্যেক গোসল বীর্যের সাথে সম্পর্কশীল। কাজেই তা বীর্যের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। অথচ এই বক্তব্যে কোনো ফায়দা নেই। সেহেতু ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, أَيْ جَمِيْعُ الخ আর এর দ্বারা তিনি এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, গ্রন্থকার (র.) بِعَيْنِ الْمَاءِ -এর দ্বারা بِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ -এর অর্থ বুঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং সমস্ত গোসল যা কামভাব চরিতার্থ করার সাথে সম্পর্কিত সেগুলো বীর্যের মধ্যে সীমিত। সুতরাং হায়েয ও নেফাসের গোসল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারটি এটা হতে আলাদা। কাজেই এটা বলা যাবে না যে, সমস্ত গোসল مَاءٌ অর্থাৎ বীর্য স্খলনের মধ্যে সীমিত। এরূপ حَصْر (সীমাবদ্ধকরণ) ঠিক নয়। কেননা হায়েয ও নেফাসের গোসল তো বীর্য স্খলনের ও কামভাব চরিতার্থ করার সাথে সম্পর্কিত নয়। আর আমাদের বক্তব্য ঐ গোসল সম্পর্কে প্রযোজ্য যা কামভাব চরিতার্থ করার সাথে সম্পর্কিত।

يَعْنِيْ اَنَّ الْحُكْمَ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى شَيْئٍ مَوْصُوْفٍ بِوَصْفٍ خَاصٍّ أَوْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ كَانَ دَلِيْلًا عَلَى نَفْيِهِ اَىْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الْوَصْفِ وَالتَّعْلِيْقِ دَالًّا عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ أَوِ الشَّرْطِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْاَمَةِ عِنْدَ طَوْلِ الْحُرَّةِ وَنِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَالْوَصْفُ الْمَذْكُوْرَيْنِ فِي النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِيْ اَنَّ الْحُكْمَ إِذَا أُسْنِدَ অর্থাৎ যখন হুকুম مُضَافٌ হবে إِلَى شَيْئٍ এরূপ কোনো বস্তুর দিকে مَوْصُوْفٌ بِوَصْفٍ خَاصٍّ যা কোনো নির্দিষ্ট وَصْف-এর সাথে মওসুফ أَوْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ বা কোনো শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট كَانَ دَلِيْلًا عَلَى نَفْيِهِ তাহলে এদের প্রত্যেকটি হুকুম না হওয়াকে নির্দেশ করবে اَىْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الْوَصْفِ وَالتَّعْلِيْقِ অর্থাৎ وَصْف ও شَرْط পাওয়া যাবে না عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে حَتَّى لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْاَمَةِ কাজেই তিনি দাসীকে বিবাহ করার বৈধতাকে অনুমোদন করেননি عِنْدَ طَوْلِ الْحُرَّةِ وَنِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ আজাদ বা কেতাবী দাসীকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَالْوَصْفِ কেননা এমতাবস্থায় شَرْط ও وَصْف উভয়ই ছুটে যায় اَلْمَذْكُوْرَيْنِ فِي النَّصِّ নসের মধ্যে বর্ণিত وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى আর এটা আল্লাহর বাণী– وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম নয় اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ স্বাধীন ভদ্র ঈমানদার মহিলাকে বিবাহ করতে فَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ সে যেন তোমাদের ভাইদের মালিকানাভুক্ত দাসীকে বিবাহ করে।

সরল অনুবাদ : যখন حُكْم এরূপ কোনো বস্তুর দিকে مُضَافٌ হবে **যা কোনো নির্দিষ্ট وَصْف-এর সাথে مَوْصُوْفٌ বা কোনো শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে এদের প্রত্যেকটি حُكْم না হওয়াকে নির্দেশ করবে।** অর্থাৎ وَصْف ও تَعْلِيْق-এর প্রত্যেকটি حُكْم না হওয়াকে নির্দেশ করবে। **আর এটা তখন হবে যখন وَصْف ও شَرْط পাওয়া যাবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল। কাজেই তিনি আজাদ বা কেতাবী দাসীকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় দাসীকে বিবাহ করার বৈধতাকে অনুমোদন করেননি। কেননা এমতাবস্থায় نَصّ-এর মধ্যে বর্ণিত وَصْف ও شَرْط উভয়ই ছুটে যায়।** আর এটা আল্লাহর বাণী مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الخ অর্থ – তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন, ভদ্র ঈমানদার মহিলাকে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন তোমাদের ভাইদের মালিকানাভুক্ত দাসীকে বিবাহ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِوَصْفٍ خَاصٍّ الخ-এর আলোচনা : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কোনো حُكْم যদি নির্দিষ্ট شَرْط বা وَصْف-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহলে ঐ شَرْط ও وَصْف-এর অবর্তমানে حُكْم সাব্যস্ত হবে না। এই নীতির আলোকে তাঁর মতে আজাদ মহিলা ও কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না। এ ক্ষেত্রে وَصْف خَاصّ-এর দ্বারা وَصْف عَامّ-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যা হতে مَوْصُوْف খালি হয় না। যেমন– আল্লাহর বাণী– يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا এ আয়াতে বর্ণিত নবীগণের اِسْلَام এমন একটি صِفَت যা সমস্ত নবীগণের মধ্যেই বিদ্যমান, কোনো নবীই এই صِفَت হতে খালি নন। এখানে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমাদের ও শাফেয়ীদের মতানৈক্যের স্থল হলো وَصْف خَاصّ (নির্দিষ্ট গুণ), وَصْف عَامّ (সাধারণ গুণ) সম্পর্কে মতানৈক্য নেই, যা হতে مَوْصُوْف খালি হতে পারে না। কেননা মূলতই এটার مُخَالِفٌ নেই। তবে তাওযীহ নামক কিতাবে ইমাম শাফেয়ীর (র.) মত খণ্ডন করার নিমিত্তে যে বলা হয়েছে وَصْف কোনো কোনো সময় تَاكِيْد-এর জন্য হয়ে থাকে, আর এটার مَفْهُوْم مُخَالِفٌ নেই। যেমন اَمْسُ الدَّابِرُ এটা যথোপযুক্ত নয়। কেননা এ وَصْف আমাদের বিতর্কের বহির্ভূত। আর আজাদ মহিলা ও কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ না হওয়ার যে মত ইমাম শাফেয়ী (র.) ব্যক্ত করেছেন, তা সম্পর্কে আমাদের (হানাফীদের) বক্তব্য এই যে, এটা আল্লাহর বাণী– فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ الخ-এর عُمُوْم مَنْطُوْق-এর জন্য تَخْصِيْص হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত আয়াতের مَنْطُوْق-এর দ্বারা যেই عُمُوْم সাব্যস্ত হয়েছে ইমাম শাফেয়ীর (র.) পেশকৃত আয়াতের مَفْهُوْم مُخَالِف-এর দ্বারা তাকে খাস করা হয়েছে। কেননা উল্লিখিত আয়াত স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় যে, আজাদ ও কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ। আর নিঃসন্দেহে مَنْطُوْق-এর দ্বারা সাব্যস্তকৃত عَامّ-কে مَفْهُوْم مُخَالِف-এর দ্বারা খাস করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা مَفْهُوْم مُخَالِف হতে مَنْطُوْق অধিকতর শক্তিশালী।

قَوْلُهُ طَوْلًا الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, اَلطَّوْلُ শব্দটির طَا-এ যবর বিশিষ্ট। অর্থাৎ সম্পদ ও ক্ষমতা। এর মূল অর্থ اَلزِّيَادَةُ (অতিরিক্ত) এবং আল্লাহর বাণী– اَنْ يَنْكِحَ الخ এটা طَوْلًا-এর দ্বারা نَصْبٌ-এর স্থলে হয়েছে। আর فَتَاةٌ অর্থ যুবতী। আর عَبْد-কে فَتًى বলে এবং اَمَةٌ-কে فَتَاةٌ বলে। যদিও এরা বয়স্ক হোকনা কেন? কেননা তারা বয়স্কদের সম্মান ও শ্রদ্ধায় ভূষিত হয় না।

اَىْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ زِيَادَةً وَقُدْرَةً اَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ الْمُؤْمِنَاتِ لِاَجْلِ زِيَادَةِ مَهْرِهِنَّ وَنَفْقَتِهِنَّ فِىْ مَعَاشِهِنَّ فَلْيَنْكِحْ مَمْلُوْكَةً مِنْ مَمْلُوْكَاتِ اَيْمَانِكُمْ اَىْ اَيْمَانِ اِخْوَانِكُمْ اِذْ لَا يَجُوْزُ نِكَاحُ اَمَةٍ اَصْلًا مِنْ اِمَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَاللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ نَصَّ عَلٰى اَنَّهُ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْحُرَّةَ فَلْيَنْكِحْ اَمَةً ثُمَّ قَيَّدَ الْاَمَةَ بِالْمُؤْمِنَةِ فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْوَصْفِ وَالشَّرْطِ جَمِيْعًا حَكَمْنَا اَنَّ طَوْلَ الْحُرَّةِ مَانِعٌ لِلْاَمَةِ وَاِنَّ الْاَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ اَيْضًا لَا يَجُوْزُ نِكَاحُهَا لِلْمُؤْمِنِ مَا لَمْ تَصِرْ مُؤْمِنَةً وَعِنْدَنَا جَازَ نِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُؤْمِنَةِ عَلٰى طَوْلِ الْحُرَّةِ وَعَدَمِهِ جَمِيْعًا وَحَاصِلُهُ اَىْ حَاصِلُ مَاقَالَهُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى شَيْئَانِ اَلْاَوَّلُ اَنَّهُ اَلْحَقَ الْوَصْفَ بِالشَّرْطِ فِىْ كَوْنِهِ مُوْجِبًا لِلْحُكْمِ عِنْدَ وُجُوْدِهِ وَغَيْرَ مُوْجِبٍ عِنْدَ عَدَمِهِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : اَىْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ زِيَادَةً وَقُدْرَةً অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যার ক্ষমতা নেই اَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ الْمُؤْمِنَاتِ আজাদ, শরীফ ঈমানদার মহিলাকে বিবাহ করার لِاَجْلِ زِيَادَةِ مَهْرِهِنَّ وَنَفْقَتِهِنَّ فِىْ مَعَاشِهِنَّ তাদের মোহর এবং ভরণপোষণ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে فَلْيَنْكِحْ তাদের উচিত যেন বিয়ে করে مَمْلُوْكَةً مِنْ مَمْلُوْكَاتِ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের ভাইদের মালিকানাধীন দাসীদের মধ্য হতে কাউকে اَىْ اَيْمَانِ اِخْوَانِكُمْ এখানে اَيْمَانِكُمْ-এর দ্বারা اَيْمَانِ اِخْوَانِكُمْ কে বুঝানো হয়েছে اِذْ لَا يَجُوْزُ কেননা জায়েজ নেই نِكَاحُ اَمَةٍ দাসীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া اَصْلًا মোটেই مِنْ اِمَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ তোমাদের নিজ মালিকানাধীন মুসলমান দাসী فَاللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ نَصَّ সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন عَلٰى اَنَّهُ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْحُرَّةَ যদি আজাদ মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষমতা না থাকে فَلْيَنْكِحْ اَمَةً তবে দাসীকে বিয়ে করো ثُمَّ قَيَّدَ الْاَمَةَ بِالْمُؤْمِنَةِ অতঃপর দাসীর সাথে ঈমানদার হওয়ার قَيْد যুক্ত করেছেন فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْوَصْفِ وَالشَّرْطِ جَمِيْعًا সুতরাং যদি আমরা শর্ত ও وَصْف উভয়ের সাথে আমল করি حَكَمْنَا এবং এ হুকুম সাব্যস্ত করি যে اِنَّ طَوْلَ الْحُرَّةِ আজাদ মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় مَانِعٌ لِلْاَمَةِ দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না وَاِنَّ الْاَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ اَيْضًا তা ছাড়া কিতাবী মহিলাকে لَا يَجُوْزُ نِكَاحُهَا لِلْمُؤْمِنِ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুমিনের জন্য বিয়ে করা জায়েজ হবে না مَا لَمْ تَصِرْ مُؤْمِنَةً যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান না হবে وَعِنْدَنَا তবে আমাদের হানাফীগণের মতে جَازَ نِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ وَالْمُؤْمِنَةِ কিতাবী দাসী ও ঈমানদার দাসী উভয়ের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ عَلٰى طَوْلِ الْحُرَّةِ وَعَدَمِهِ جَمِيْعًا চাই আজাদ মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক وَحَاصِلُهُ আর তার সারমর্ম اَىْ حَاصِلُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.) বক্তব্যের সারমর্ম অনুযায়ী شَيْئَانِ দু'টি বস্তু সাব্যস্ত হয় اَلْاَوَّلُ প্রথমটি হলো اَنَّهُ اَلْحَقَ الْوَصْفَ بِالشَّرْطِ তিনি وَصْف কে شَرْط-এর সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন فِىْ كَوْنِهِ مُوْجِبًا لِلْحُكْمِ এ ব্যাপারে যে حُكْم কে ওয়াজিবকারী عِنْدَ وُجُوْدِهِ এটা বর্তমান থাকা অবস্থায় وَغَيْرَ مُوْجِبٍ আর حُكْم কে ওয়াজিবকারী নয় عِنْدَ عَدَمِهِ অনুপস্থিত থাকা অবস্থায়।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যার আজাদ, শরীফ ঈমানদার মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষমতা নেই। কেননা, তাদের মোহর এবং ভরণ-পোষণ ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। তাদের উচিত যেন তোমাদের ভাইদের মালিকানাধীন দাসীদের মধ্য হতে কাউকে বিয়ে করে। এখানে اَيْمَانِكُمْ-এর দ্বারা اَيْمَانِ اِخْوَانِكُمْ-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তোমাদের নিজ মালিকানাধীন মুসলমান দাসীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মোটেই জায়েজ নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যদি আজাদ মহিলাকে বিয়ে করবার ক্ষমতা না থাকে, তবে দাসীকে বিয়ে করো। অতঃপর দাসীর সাথে ঈমানদার হওয়ার قَيْد যুক্ত করেছেন। অতএব আমরা وَصْف ও شَرْط উভয়ের উপর আমল করব এবং এই হুকুম সাব্যস্ত করব যে, আজাদ মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষমতা থাক অবস্থায় দাসীকে বিয়ে করা জায়েজ হবে না। (কেননা, আজাদ মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষমতা থাকার শর্ত পাওয়া যায়নি।) তা ছাড়া কিতাবী মহিলাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে করা জায়েজ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান না হবে। (কেননা اِيْمَانٌ-এর وَصْف তার মধ্যে অনুপস্থিত।) তবে আমাদের হানাফীগণের মতে কিতাবী দাসী ও ঈমানদার দাসী উভয়ের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ। চাই আজাদ মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক। আর তার অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর (র.) বক্তব্যের সারমর্ম অনুযায়ী দু'টি বস্তু সাব্যস্ত হয়। (১) তিনি وَصْف-কে شَرْط-এর সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে, এটা বর্তমান থাকা অবস্থায় حُكْم-কে ওয়াজিবকারী। আর অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় حُكْم-কে ওয়াজিবকারী নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ جَازَ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিবাহ করা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে আজাদ মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায়ই ঈমানদার ও কিতাবীয়া মহিলাকে বিবাহ করা জায়েজ। তবে কুরআন মজীদের মধ্যে দাসী ঈমানদার হওয়ার যে قَيْد যুক্ত করা হয়েছে এটা উত্তমতার দৃষ্টিকোণ হতে করা হয়েছে। আর সম্ভবত উক্ত শর্তারোপের ফায়দা হলো শর্ত অর্থাৎ আজাদ মহিলাকে বিয়ে করার ক্ষমতা না থাকা অবস্থায় দাসীকে বিয়ে করা মোস্তাহাব হওয়া এবং আজাদ মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিবাহ করা মাকরূহ হওয়া।

اَلَا تَرٰى اَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ رَاكِبَةً فَكَاَنَّهٗ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ كُنْتِ رَاكِبَةً فَكَمَا اَنَّ الطَّلَاقَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّكُوْبِ فِىْ صُوْرَةِ الشَّرْطِ فَكَذَا فِىْ صُوْرَةِ الْوَصْفِ وَالثَّانِىْ اَنَّهٗ اِعْتَبَرَ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ عَامِلًا فِىْ مَنْعِ الْحُكْمِ دُوْنَ السَّبَبِ فَفِىْ قَوْلِهٖ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ اَلسَّبَبُ هُوَ اَنْتِ طَالِقٌ وَالْحُكْمُ هُوَ وُقُوْعُ الطَّلَاقِ وَالتَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ اَعْنِىْ دُخُوْلُ الدَّارِ اِنَّمَا عَمِلَ فِىْ مَنْعِ الْحُكْمِ دُوْنَ السَّبَبِ فَاِنَّهٗ قَدْ وُجِدَ حِسًّا وَلَا مَرَدَّ لَهٗ فَلَا يُعَلَّقُ عَلَيْهِ اِلَّا وُقُوْعُ الطَّلَاقِ فَيَكُوْنُ عَدَمُ الْحُكْمِ لِاَجْلِ عَدَمِ الشَّرْطِ عَدَمًا شَرْعِيًّا لَا عَدَمًا اَصْلِيًّا عَلٰى مَا قُلْنَا فَيَنْتَفِىْ الْحُكْمُ بِاِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ ضَرُوْرَةً وَيَكُوْنُ هٰذَا التَّعْلِيْقُ نَظِيْرَ التَّعْلِيْقِ الْحِسِّىِّ كَتَعْلِيْقِ الْقِنْدِيْلِ بِالْحَبْلِ فَاِنَّهٗ لَا يُؤَثِّرُ فِىْ اِزَالَةِ ثِقْلِهٖ وَاِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِىْ اِزَالَةِ سُقُوْطِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلَا تَرٰى এ বাস্তবিক অবস্থা তোমার অজানা নয় যে اَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهٖ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলবে اَنْتِ طَالِقٌ رَاكِبَةً তুমি তালাকপ্রাপ্ত এমতাবস্থায় যে, তুমি আরোহণকারিণী فَكَاَنَّهٗ قَالَ তাহলে সে যেন বলবে اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ كُنْتِ رَاكِبَةً তুমি আরোহী হলে তোমাকে তালাক فَكَمَا اَنَّ الطَّلَاقَ সুতরাং যদ্রূপ তালাক يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّكُوْبِ - رُكُوْب-এর উপর মওকুফ থাকে فِىْ صُوْرَةِ الشَّرْطِ শর্তের অবস্থায় فَكَذَا فِىْ صُوْرَةِ الْوَصْفِ তদ্রূপ وَصْف ও حَال -এর অবস্থায়ও رُكُوب-এর উপর مَوْقُوْف হবে وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে اَنَّهٗ اِعْتَبَرَ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ ইমাম শাফেয়ী (র.) শর্তের সাথে যুক্ত করা কে عَامِلًا فِىْ مَنْعِ الْحُكْمِ - مَنْعِ حُكْم-এর ব্যাপারে কার্যকারী হিসেবে গণ্য করেছেন دُوْنَ السَّبَبِ - مَنْعُ سَبَب হিসেবে নয় فَفِىْ قَوْلِهٖ তাই কারো বক্তব্য اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক এর মধ্যে اَلسَّبَبُ هُوَ اَنْتِ طَالِقٌ - اَنْتِ طَالِقٌ সবব وَالْحُكْمُ هُوَ وُقُوْعُ الطَّلَاقِ আর তালাক পতিত হওয়া হুকুম وَالتَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ اَعْنِىْ دُخُوْلُ الدَّارِ এবং تَعْلِيْق بِالشَّرْطِ অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করা اِنَّمَا عَمِلَ فِىْ مَنْعِ الْحُكْمِ - مَنْعُ حُكْم-এর মধ্যে কার্যকারী دُوْنَ السَّبَبِ এটা مَنْع سَبَب-এর মধ্যে কার্যকারী নয় فَاِنَّهٗ قَدْ وُجِدَ حِسًّا কেননা سَبَب তো বাস্তবে পাওয়া গেছে وَلَا مَرَدَّ لَهٗ যাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয় فَلَا يُعَلَّقُ عَلَيْهِ اِلَّا وُقُوْعُ الطَّلَاقِ কাজেই তালাক পতিত হওয়াই শর্তের সাথে যুক্ত হবে فَيَكُوْنُ عَدَمُ الْحُكْمِ মোটকথা হুকুম পাওয়া না যাওয়া لِاَجْلِ عَدَمِ الشَّرْطِ শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে عَدَمًا شَرْعِيًّا - عَدَم شَرْعِىْ হবে لَا عَدَمًا اَصْلِيًّا - عَدَم اَصْلِىْ হবে না عَلٰى مَا قُلْنَا যেমন আমরা পূর্বেই বলেছি فَيَنْتَفِىْ الْحُكْمُ সুতরাং حُكْم হবে না بِاِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ শর্ত না পাওয়ার দরুন ضَرُوْرَةً স্পষ্টতই وَيَكُوْنُ هٰذَا التَّعْلِيْقُ আর এ تَعْلِيْق টা হবে نَظِيْرُ التَّعْلِيْقِ الْحِسِّىِّ - تَعْلِيْق حِسِّىْ-এর দৃষ্টান্ত كَتَعْلِيْقِ الْقِنْدِيْلِ بِالْحَبْلِ যেমন বাতিকে রশির সাথে مُعَلَّقْ করা فَاِنَّهٗ لَا يُؤَثِّرُ কেননা এটা কোনো প্রতিক্রিয়া করে না فِىْ اِزَالَةِ ثِقْلِهٖ ভারী ওজন লাঘব করার ব্যাপারে وَاِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِىْ اِزَالَةِ سُقُوْطِهٖ কেবল তা পড়ে যাওয়াটা প্রতিহত করে।

সরল অনুবাদ : এই বাস্তবিক অবস্থা তোমার অজানা নয় যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলবে اَنْتِ طَالِقٌ رَاكِبَةً (তুমি তালাকপ্রাপ্ত এমতাবস্থায় যে, তুমি আরোহণকারিণী।) তাহলে সে যেন বলবে اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ كُنْتِ رَاكِبَةً (তুমি আরোহী হলে তোমাকে তালাক)। সুতরাং যদ্রূপ তালাক শর্তের অবস্থায় رُكُوْب-এর উপর মওকুফ থাকে তদ্রূপ وَصْف ও حَال-এর অবস্থায়ও رُكُوْب-এর উপর مَوْقُوْف হবে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) تَعْلِيْقٌ بِالشَّرْطِ (শর্তের সাথে যুক্ত করা)-কে مَنْع حُكْم -এর ব্যাপারে কার্যকারী হিসেবে গণ্য করেছেন, مَنْع سَبَبْ -এর ব্যাপারে নয়। তাই কারো বক্তব্য اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক।)-এর মধ্যে اَنْتِ طَالِقٌ সবব। এবং তালাক পতিত হওয়া حُكْمْ এবং تَعْلِيْق بِالشَّرْطِ অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করা مَنْع حُكْم-এর মধ্যে কার্যকারী, এটা مَنْع سَبَب -এর মধ্যে কার্যকারী নয়। কেননা, سَبَبْ তো বাস্তবে পাওয়া গেছে যাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। কাজেই তালাক পতিত হওয়াই শর্তের সাথে যুক্ত হবে। মোটকথা, শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে হুকুম পাওয়া না যাওয়া عَدَم شَرْعِىْ হবে, عَدَمْ اَصْلِىْ হবে না। যেমন– আমরা পূর্বেই বলেছি। সুতরাং শর্ত না হওয়ার দরুন حُكْم স্পষ্টতই হবে না। আর এটা تَعْلِيْق حِسِّىْ -এর দৃষ্টান্ত হবে। যেমন– বাতিকে রশির সাথে مُعَلَّقْ করা। কেননা এটা বাতির ওজন লাঘব করার ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া করে না। কেবল তা পড়ে যাওয়াটা প্রতিহত করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَامِلًا فِىْ مَنْعِ الْحُكْمِ الخ -এর আলোচনা : ইমাম শাফেয়ী (র.) শর্তের সাথে যুক্ত হওয়াকে حُكْم -কে নিষেধ করার ব্যাপারে কার্যকর হিসেবে গণ্য করেছেন, سَبَب -কে নিষেধ করার ব্যাপারে তাকে কার্যকর হিসেবে গণ্য করেননি। অর্থাৎ শর্ত না পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত حُكْم অনুপস্থিত হলেও سَبَب পাওয়া যেতে পারে। আর তখন حُكْم -এর অনুপস্থিতি اَصْلِىْ হবে না। যেমনটি তা শর্তের সাথে যুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল। কেননা عَدَمْ اَصْلِىْ বলে কোনো বস্তু এটার سَبَب পাওয়া না যাওয়ার কারণে তার অস্তিত্বও পাওয়া না যাওয়া। অথচ এ স্থলে তো سَبَب মওজুদ রয়েছে; বরং এমতাবস্থায় اِشْرَاطٌ পওয়া না যাওয়ার দরুন حُكْم পওয়া না যাওয়া عَدَمْ شَرْعِىْ হবে عَدَمْ اَصْلِىْ হবে না।

وَتَصِحُّ تَعْدِيَةُ هٰذَا الْحُكْمِ الْعَدَمِ اِلٰى غَيْرِهِ وَنَحْنُ نُخَالِفُهُ فِىْ جَمِيْعِ هٰذَا حَتّٰى اَبْطَلَ تَعْلِيْقَ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ تَفْرِيْعٌ بِمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رحـ) اِذَا قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ اَوْ اِنْ مَلَكْتُكِ فَاَنْتِ حُرَّةٌ يَبْطُلُ هٰذَا الْكَلَامُ عِنْدَهُ لِاَنَّهُ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ وَهُوَ قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ وَاَنْتِ حُرَّةٌ وَلَمْ يَتَّصِلْ وَلَمْ يُصَادِفِ الْمَحَلَّ فَيَلْغُوْ فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْاِتِّفَاقِ وَجَوَّزَ التَّكْفِيْرَ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ تَفْرِيْعٌ اٰخَرُ لَهُ اَىْ اِذَا حَلَفَ وَاللّٰهِ لَاَفْعَلُ كَذَا وَلَمْ يَحْنَثْ بَعْدُ وَكَفَّرَ بِالْمَالِ يَصِحُّ عِنْدَهُ وَيُعْتَبَرُ بِهَا بَعْدَ الْحِنْثِ لِاَنَّهُ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ وَهُوَ الْيَمِيْنُ اِذْ عِنْدَهُ الْيَمِيْنُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ وَالْحِنْثُ شَرْطٌ لَهَا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَصِحُّ تَعْدِيَةُ আর সংক্রামিত করা জায়েজ هٰذَا الْحُكْمِ الْعَدَمِ اِلٰى غَيْرِهِ এ عَدَمُ حُكْمِ কে অন্যের দিকে وَنَحْنُ نُخَالِفُهُ তবে আমরা হানাফীরা ইমাম শাফেয়ী (র.) বিপরীত মত পোষণ করে থাকি فِىْ جَمِيْعِ هٰذَا এসব বিষয়ে حَتّٰى اَبْطَلَ সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) বাতিল করে দিয়েছেন تَعْلِيْقَ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ তালাক এবং আজাদীকে মালিকানার সাথে যুক্ত করাকে تَفْرِيْعٌ بِمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رحـ) এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.) উল্লিখিত قَاعِدَةٌ -এর একটি শাখা মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে اِذَا قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ অর্থাৎ যদি কেউ কোনো অপরিচিত মহিলাকে বলে اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে তুমি তালাক اَوْ اِنْ مَلَكْتُكِ فَاَنْتِ حُرَّةٌ অথবা আমি যদি তোমার মালিক হই তাহলে তুমি স্বাধীন يَبْطُلُ هٰذَا الْكَلَامُ عِنْدَهُ তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ বাক্যটি বাতিল হয়ে যাবে لِاَنَّهُ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ -এর কারণ হচ্ছে, যদিও سَبَبٌ পাওয়া গেছে وَهُوَ قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ وَاَنْتِ حُرَّةٌ আর তা হলো ঐ ব্যক্তির কথা তুমি তালাক ও তুমি স্বাধীন وَلَمْ يَتَّصِلْ তথাপি এটা বিদ্যমান নয় وَلَمْ يُصَادِفِ الْمَحَلَّ - مَحَلٌ -এর সাথে যুক্ত নয় فَيَلْغُوْ কাজেই বাক্যটি অনর্থক হবে فَصَارَ মোটকথা এটা ঐ মাসআলার ন্যায় হয়েছে كَمَا اِذَا قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ যখন কেউ কোনো অপরিচিতা মহিলাকে বলবে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْاِتِّفَاقِ আর এটা সর্বসম্মতিক্রমে এ বাক্যটি বাতিল وَجَوَّزَ التَّكْفِيْرَ بِالْمَالِ আর ইমাম শাফেয়ী (র.) মালের দ্বারা কাফফারা আদায় করাকে জায়েজ বলেছেন قَبْلَ الْحِنْثِ শপথভঙ্গ করার পূর্বে تَفْرِيْعٌ اٰخَرُ لَهُ এটা ইমাম শাফেয়ীর (র.) উল্লিখিত কায়েদার দ্বিতীয় প্রশাখা মাসআলা اَىْ اِذَا حَلَفَ অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি এরূপ শপথ করবে যে وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ كَذَا আল্লাহর শপথ, আমি এরূপ করব না وَلَمْ يَحْنَثْ بَعْدُ এরপর সে শপথ ভঙ্গ করেনি وَكَفَّرَ بِالْمَالِ এবং মালের দ্বারা কাফফারা আদায় করল يَصِحُّ عِنْدَهُ তাহলে তার এ মালের দ্বারা কাফফারা আদায় করা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সহীহ হবে وَيُعْتَبَرُ بِهَا بَعْدَ الْحِنْثِ এবং শপথ ভঙ্গ করার পর ঐ কাফফারা ধর্তব্য হবে لِاَنَّهُ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ وَهُوَ الْيَمِيْنُ কেননা (শপথের) سَبَبٌ পাওয়া গেছে اِذْ عِنْدَهُ কেননা তার মতে الْيَمِيْنُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ শপথ কাফফারার জন্য সবব وَالْحِنْثُ شَرْطٌ لَهَا এবং حَانِثٌ হওয়া কাফফারা জন্য শর্ত।

সরল অনুবাদ : আর এই عَدَمُ حُكْمٍ-কে অন্যের দিকে সংক্রামিত করা জায়েজ। তবে আমরা হানাফীরা এ সব বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর (র.) বিপরীত মত পোষণ করে থাকি। **সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) তালাক এবং আজাদীকে মালিকানার সাথে مُعَلَّقٌ (যুক্ত) করাকে বাতিল করে দিয়েছেন।** এখানে ইমাম শাফেয়ীর (র.) উল্লিখিত قَاعِدَةٌ -এর একটি শাখা মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ কোনো অপরিচিত মহিলাকে বলে اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ অথবা বলে اِنْ مَلَكْتُكِ فَاَنْتِ حُرَّةٌ তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এই বাক্যটি বাতিল হয়ে যাবে। এর কারণ হচ্ছে, যদিও سَبَبٌ পাওয়া গেছে তথাপি এটা مَحَلٌ -এর সাথে যুক্ত এবং বিদ্যমান নয়। কাজেই বাক্যটি অনর্থক হবে। মোটকথা, এটা ঐ মাসআলার ন্যায় হয়েছে যখন কেউ কোনো অপরিচিতা মহিলাকে বলবে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক)। কেননা, সর্বসম্মতিক্রমে এই বাক্যটি বাতিল। **এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে মালের দ্বারা কাফফারা আদায় করাকে জায়েজ বলেছেন।** এটা ইমাম শাফেয়ীর (র.) উল্লিখিত কায়েদার দ্বিতীয় প্রশাখা মাসআলা। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি এরূপ শপথ করবে যে, وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ كَذَا (আল্লাহর শপথ! আমি এরূপ করব না)। এরপর সে শপথ ভঙ্গ করেনি এবং মালের দ্বারা কাফফারা আদায় করল, তাহলে তার এই মালের দ্বারা কাফফারা আদায় করা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সহীহ হবে। এবং শপথ ভঙ্গ করার পর ঐ কাফফারা ধর্তব্য হবে। কেননা, (শপথের) سَبَبٌ মওজুদ রয়েছে। কারণ তার মতে শপথ কাফফারার জন্য سَبَبٌ এবং حَانِثٌ হওয়া কাফফারার জন্য শর্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَيَلْغُوْ الخ -এর আলোচনা : কেউ যদি অপরিচিতা মহিলাকে বলে "আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তুমি তালাক।" অথবা বলে "আমি তোমার মালিক হলে তুমি আজাদ।" তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর উক্ত বক্তব্য বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই যদি ঐ মহিলাকে বিয়ে করে, তাহলে সে তালাক হবে না এবং ঐ মহিলাকে ক্রয় করলে মহিলা আজাদ হবে না। কেননা سَبَبٌ অর্থাৎ اَنْتِ حُرَّةٌ ও اَنْتِ طَالِقٌ পাওয়া গেছে কিন্তু এটা مَحَلٌ -এর সাথে যুক্ত এবং মিলিত হয়নি। কাজেই এ বক্তব্য বৃথা যাবে।

قَوْلُهُ وَالْحِنْثُ شَرْطٌ لَهَا الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করার কাফফারার জন্য শর্ত হবে। আর এ ক্ষেত্রে আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, এই উদাহরণটি এই স্থানে প্রযোজ্য নয়। কেননা شَرْط نَحْوِىْ (নাহুশাস্ত্রগত শর্ত) সম্পর্কে আলোচনা চলছিল আর তা হলো শর্তের হরফসমূহের مَدْخُوْل বা প্রবিষ্ট স্থল। এভাবে যে, আমাদের হানাফীদের মতে এটা جزاء সবব হওয়াকে নিষেধ করে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে وَحُكْمٌ وَسَبَبٌ হওয়াকে নিষেধ করে; অথচ এ স্থলে নাহবী শর্ত নয়; বরং শরিয়ত প্রণেতা শপথ ভঙ্গকে কাফফারার জন্য শর্ত নির্ধারণ করেছেন, তাই তা শরয়ী শর্ত হয়েছে।

সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.) তদীয় বক্তব্য وَالتَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ مُقَدَّرٌ الخ -এর দ্বারা এর উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ যেন শপথকারী বলেছে যে, اِنْ حَنَثْتُ فَعَلَىَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ (যদি আমি শপথ ভঙ্গ করি তাহলে আমার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে)। তবে উক্ত অভিযোগের জবাবে এটা বলা উত্তম হবে যে, شَرْط نَحْوِىْ -এর সাথে সাদৃশ্য থাকার দরুন এই উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে।

وَالتَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ مُقَدَّرٌ فَكَانَّهُ قَالَ الْحَالِفُ اِنْ حَنَثْتُ فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ فَاِذَا وُجِدَ السَّبَبُ يَصِحُّ الْحُكْمُ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ وَعِنْدَنَا الْيَمِيْنُ سَبَبٌ لِلْبِرِّ وَاِنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ فَكَانَ الْحِنْثُ سَبَبًا لَهَا وَاِنَّمَا قُيِّدَ بِالْمَالِ لِاَنَّ نَفْسَ الْوُجُوْبِ يَنْفَكُّ عَنْ وُجُوْبِ الْاَدَاءِ فِيْهِ عَلٰى زَعْمِهِ كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ يَثْبُتُ نَفْسُ وُجُوْبِهِ بِمُجَرَّدِ الذِّمَّةِ وَلَايَثْبُتُ وُجُوْبُ الْاَدَاءِ اِلَّا عِنْدَ حُلُوْلِ الْاَجَلِ فَفِي الْكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ اَيْضًا يُمْكِنُ اَنْ يَثْبُتَ نَفْسُ الْوُجُوْبِ بِالْحِلْفِ وَ وُجُوْبُ الْاَدَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ حِنْثِهِ بِخِلَافِ الْبَدَنِيِّ فَاِنَّ نَفْسَ الْوُجُوْبِ لَايَنْفَكُّ عَنْهُ وُجُوْبُ الْاَدَاءِ فَيَكُوْنَانِ مَعًا بَعْدَ الْحِنْثِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالتَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ مُقَدَّرٌ আর শর্তের সাথে সংযুক্ত করা উহ্য রয়েছে فَكَانَّهُ قَالَ الْحَالِفُ যেন সে শপথ করতে গিয়ে বলেছে যে اِنْ حَنَثْتُ فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ আমি যদি শপথ ভঙ্গ করি তাহলে আমার উপর শপথের কাফফারা ওয়াজিব হবে فَاِذَا وُجِدَ السَّبَبُ কাজেই যখন সবব পাওয়া যাবে يَصِحُّ عَلَيْهِ مُرَتَّبًا তখন এর উপর حُكْمٌ বর্তানোও সহীহ হবে وَعِنْدَنَا আর আমাদের হানাফীদের মতে اَلْيَمِيْنُ سَبَبٌ لِلْبِرِّ শপথ পূর্ণ হওয়া -بِرٌّ এর সবব وَاِنَّمَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ আর কাফফারার সবব হয় بَعْدَ الْحِنْثِ শপথ ভঙ্গ করার পর فَكَانَ الْحِنْثُ سَبَبًا لَهَا অতএব শপথ ভঙ্গ করা কাফফারার সবব হলো وَاِنَّمَا قُيِّدَ بِالْمَالِ গ্রন্থকার (র.) تَكْفِيْرٌ কে مَالٌ -এর সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন لِاَنَّ نَفْسَ الْوُجُوْبِ কেননা মূল وُجُوْبٌ - يَنْفَكُّ এটা পৃথক হয়ে থাকে عَنْ وُجُوْبِ الْاَدَاءِ উজূবে আদা হতে فِيْهِ তার মধ্যে عَلٰى زَعْمِهِ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ যেমন বাকি মূল্য يَثْبُتُ نَفْسُ وُجُوْبِهِ কেননা এটা মূল وُجُوْبٌ দ্বারা সাব্যস্ত হয় بِمُجَرَّدِ الذِّمَّةِ শুধু জিম্মাদার হওয়া দ্বারা وَلَايَثْبُتُ وُجُوْبُ الْاَدَاءِ উজূবে আদা সাব্যস্ত হয় না اِلَّا عِنْدَ حُلُوْلِ الْاَجَلِ কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হলে সাব্যস্ত হবে فَفِي الْكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ اَيْضًا সুতরাং মালের দ্বারা কাফফারা আদায়ের মধ্যেও يُمْكِنُ এটা সম্ভব যে اَنْ يَثْبُتَ نَفْسُ الْوُجُوْبِ بِالْحَلْفِ মূল وُجُوْبٌ শপথের দ্বারা সাব্যস্ত হবে وَوُجُوْبُ الْاَدَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ حِنْثِهِ এবং وُجُوْبُ اَدَاءٍ শপথ ভঙ্গের পর হবে بِخِلَافِ الْبَدَنِيِّ এটা শারীরিক কাফফারার বিপরীত فَاِنَّ نَفْسَ الْوُجُوْبِ لَايَنْفَكُّ عَنْهُ কেননা এতে نَفْسُ وُجُوْبٍ হতে পৃথক হয় না وُجُوْبُ الْاَدَاءِ - فَيَكُوْنَانِ مَعًا কাজেই وُجُوْبُ اَدَاءٍ টি এদের উভয় একই সাথে প্রকাশ পায় بَعْدَ الْحِنْثِ শপথ ভঙ্গের পরে।

সরল অনুবাদ : আর শর্তের সাথে সংযুক্ত করা উহ্য রয়েছে। যেন সে শপথ করতে গিয়ে বলেছে যে, "اِنْ حَنَثْتُ فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ" (যদি আমি শপথ ভঙ্গ করি তাহলে আমার উপর শপথের কাফফারা ওয়াজিব হবে)। কাজেই যখন سَبَبٌ পাওয়া যাবে তখন এর উপর حُكْمٌ বর্তানোও সহীহ হবে। আর আমাদের হানাফীদের মতে يَمِيْنٌ শপথ পূর্ণ হওয়া (بِرٌّ) -এর سَبَبٌ আর কাফফারার سَبَبٌ শপথ ভঙ্গ করার পর হয়। অতএব حِنْثٌ কাফফারার سَبَبٌ হলো। গ্রন্থকার (র.) تَكْفِيْرٌ -কে مَالٌ -এর সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালের মধ্যে মূল وُجُوْبٌ এটা وُجُوْبٌ হতে পৃথক হয়ে থাকে। যেমন– ثَمَنٌ مُؤَجَّلٌ (বাকি মূল্য)। কেননা এটা মূল وُجُوْبٌ শুধু জিম্মাদার হওয়ার দ্বারা সাব্যস্ত হয়; কিন্তু وُجُوْبُ اَدَاءٍ নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং মালের দ্বারা কাফফারা আদায়ের মধ্যেও এটা সম্ভব যে, মূল وُجُوْبٌ শপথের দ্বারা সাব্যস্ত হবে এবং وُجُوْبُ اَدَاءٍ শপথ ভঙ্গের পর হবে। এটা শারীরিক কাফফারার বিপরীত। কেননা এতে نَفْسُ وُجُوْبٍ হতে وُجُوْبُ اَدَاءٍ পৃথক হয় না। কাজেই حِنْثٌ (শপথ ভঙ্গ) -এর পর এদের উভয় একই সাথে প্রকাশ পায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْيَمِيْنُ سَبَبٌ لِلْبِرِّ الخ **-এর আলোচনা :** প্রকাশ থাকে যে, يَمِيْنٌ শপথ পূর্ণ হওয়ার জন্য সবব। কেননা শপথের পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য يَمِيْنٌ গঠিত হয়েছে। কাফ্ফারা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য একে গঠন করা হয়নি। কাজেই এটা কাফ্ফারার জন্য سَبَبٌ হবে না এবং কাফ্ফারা পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, যা শপথের পূর্ণতার জন্য سَبَبٌ হতে পারে তা কাফ্ফারার জন্য سَبَبٌ হতে পারে না কেন? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, سَبَبٌ ও مُسَبَّبٌ-এর মধ্যে সামঞ্জস্য হওয়া জরুরি, অথচ يَمِيْنٌ ও كَفَّارَةٌ -এর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই।

قَوْلُهُ يَنْفَكُّ الخ **-এর আলোচনা :** ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মালের মধ্যে نَفْسُ وُجُوْبٍ-এর وُجُوْبُ اَدَاءٍ হতে পৃথক হয়ে থাকে। কথিত আছে যে, মাল ওয়াজিব হওয়ার কোনো অর্থই হয় না। কেননা আহকাম তো اَفْعَالٌ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। اَعْيَانٌ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না। আর نَفْسُ وُجُوْبٍ ও وُجُوْبُ اَدَاءٍ -এর আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَدَنِيِّ الخ **-এর আলোচনা :** শারীরিক ইবাদতের মধ্যে نَفْسُ وُجُوْبٍ-এর وُجُوْبُ اَدَاءٍ হতে পৃথক হয় না। কাজেই সর্বসম্মতিক্রমে শপথ ভঙ্গের পূর্বে এর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা জায়েজ হবে না। শপথের মধ্যে শারীরিক কাফ্ফারা হলো তিন দিন রোজা রাখা। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও শপথ ভঙ্গের পূর্বে রোজা রাখা জায়েজ নেই। কেননা এর মধ্যে نَفْسُ وُجُوْبٍ হতে وُجُوْبُ اَدَاءٍ পৃথক হয় না। কারণ শারীরিক কাফ্ফারার মধ্যে وُجُوْبٌ হয় হুবহু وُجُوْبُ اَدَاءٍ হবে। অথবা এরা একে অপরের জন্য لَازِمٌ হবে। তবে এর বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে, রমজান মাসের উপস্থিতির কারণে মুসাফিরের উপর রোজা ওয়াজিব হয়ে থাকে। অথচ তার উপর وُجُوْبُ اَدَاءٍ (অর্থাৎ আদায় করা ওয়াজিব) সাব্যস্ত হয় না। কাজেই عِبَادَتْ بَدَنِيَّةٌ -এর মধ্যেও نَفْسُ وُجُوْبٍ হতে وُجُوْبُ اَدَا পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হয়।

وَنَحْنُ نَقُوْلُ هٰذَا الْفَرْقُ سَاقِطٌ لِاَنَّ ذَاتَ الْمَالِ اِنَّمَا تَقْصُدُ فِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَاَمَّا فِيْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَالْمَقْصُوْدُ هُوَ الْاَدَاءُ فَيَكُوْنُ كَالْبَدَنِيِّ لَايَنْفَكُّ فِيْهِ نَفْسُ الْوُجُوْبِ عَنْ وُجُوْبِ الْاَدَاءِ وَعِنْدَنَا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَايَنْعَقِدُ سَبَبًا حَقِيْقَةً وَاِنْ اِنْعَقَدَ صُوْرَةً فَاِذَا قَالَ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ فَكَاَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ دُخُوْلِ الدَّارِ فَحِيْنَ يُوْجَدُ دُخُوْلُ الدَّارِ يُوْجَدُ التَّكَلُّمُ بِقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ لِاَنَّ الْاِيْجَابَ لَايُوْجَدُ اِلَّا بِرُكْنِهِ وَلَا يَثْبُتُ اِلَّا فِيْ مَحَلِّهِ وَهٰهُنَا وَاِنْ وُجِدَ الرُّكْنُ وَهُوَ اَنْتِ طَالِقٌ لٰكِنْ لَمْ يُوْجَدِ الْمَحَلُّ لِاَنَّ الشَّرْطَ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحَلِّ فَيَبْقٰى غَيْرَ مُضَافٍ اِلَيْهِ اَيْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالْمَحَلِّ ــــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ আমাদের (হানাফীগণের) মতে هٰذَا الْفَرْقُ سَاقِطٌ এ পার্থক্য পরিত্যক্ত لِاَنَّ ذَاتَ الْمَالِ اِنَّمَا تَقْصُدُ কেননা মূল মালই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে فِيْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ বান্দার অধিকারের মধ্যে وَاَمَّا فِيْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى তবে আল্লাহর অধিকারের বেলায় فَالْمَقْصُوْدُ هُوَ الْاَدَاءُ আদায় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে فَيَكُوْنُ كَالْبَدَنِيِّ কাজেই মালী কাফফারা শারীরিক কাফফারার ন্যায়ই হবে لَايَنْفَكُّ فِيْهِ এতেও পৃথক হবে না نَفْسُ الْوُجُوْبِ عَنْ وُجُوْبِ الْاَدَاءِ মূল وُجُوْبٌ -এর وُجُوْبِ اَدَاءٌ হতে وَعِنْدَنَا আর আমাদের হানাফীদের মতে الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ যা مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ হবে لَايَنْعَقِدُ سَبَبًا তা سَبَبٌ হবে না حَقِيْقَةً অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে وَاِنْ اِنْعَقَدَ صُوْرَةً যদিও বাহ্যত سَبَبٌ হতে পারে فَاِذَا قَالَ কাজেই যখন কোনো ব্যক্তি বলবে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক فَكَاَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ তখন সে যেন اَنْتِ طَالِقٌ বলেনি قَبْلَ دُخُوْلِ الدَّارِ ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে فَحِيْنَ يُوْجَدُ دُخُوْلُ الدَّارِ সুতরাং যখন ঘরে প্রবিষ্ট হওয়া পাওয়া যাবে يُوْجَدُ التَّكَلُّمُ بِقَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ তখন اَنْتِ طَالِقٌ বলাও পাওয়া যাবে لِاَنَّ الْاِيْجَابَ لَايُوْجَدُ اِلَّا بِرُكْنِهِ কেননা اِيْجَابٌ তার رُكْنٌ ব্যতীত পাওয়া যায় না وَلَا يَثْبُتُ اِلَّا فِيْ مَحَلِّهِ এবং তার স্থান ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না وَهٰهُنَا وَاِنْ وُجِدَ الرُّكْنُ এখানে যদিও رُكْنٌ পাওয়া গিয়েছে وَهُوَ اَنْتِ طَالِقٌ আর তাহলো اَنْتِ طَالِقٌ বলা لٰكِنْ لَمْ يُوْجَدِ الْمَحَلُّ কিন্তু স্থান পাওয়া যায় নি لِاَنَّ الشَّرْطَ حَالَ কেননা شَرْطٌ অন্তরায় হয়েছে بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحَلِّ اِيْجَابٌ - এবং مَحَلٌّ -এর মাঝখানে فَيَبْقٰى غَيْرَ مُضَافٍ اِلَيْهِ অতএব এটা তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত থাকেনি اَيْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالْمَحَلِّ অর্থাৎ اِيْجَابٌ এটা مَحَلٌّ -এর সাথে যুক্ত থাকেনি।

সরল অনুবাদ : আমাদের (হানাফীগণের) মতে এই পার্থক্য পরিত্যক্ত কেননা حُقُوْقُ الْعِبَادِ (বান্দার অধিকার) -এর মধ্যে তো মূল মালই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে حُقُوْقُ اللّٰهِ (আল্লাহর অধিকার) -এর বেলায় আদায় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই মালী কাফফারার শারীরিক কাফফারার ন্যায়ই হবে। এতেও মূল وُجُوْبٌ-এর وُجُوْبِ اَدَاءٌ হতে পৃথক হবে না। আর আমাদের হানাফীদের মতে যা مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ হবে তা سَبَبٌ হবে না, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে سَبَبٌ হবে না। যদিও ব্যহ্যত سَبَبٌ হতে পারে। কাজেই যখন কোনো ব্যক্তি বলবে, اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক) তখন সে যেন ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে اَنْتِ طَالِقٌ বলেনি। সুতরাং যখন ঘরে প্রবিষ্ট হওয়া পাওয়া যাবে তখন اَنْتِ طَالِقٌ বলাও পাওয়া যাবে। কেননা اِيْجَابٌ তার رُكْنٌ ব্যতীত পাওয়া যায় না এবং তার স্থান ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। এখানে যদিও رُكْنٌ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু স্থান পাওয়া যায়নি। কারণ اِيْجَابٌ এবং مَحَلٌّ -এর মাঝখানে شَرْطٌ অন্তরায় হয়েছে। অতএব এটা তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত থাকেনি। অর্থাৎ اِيْجَابٌ এটা مَحَلٌّ -এর সাথে যুক্ত থাকেনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَايَثْبُتُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ رُكْنٌ অথবা اِيْجَابٌ কেবল তাদের যথোপযুক্ত স্থানেই সাব্যস্ত হতে পারে। অতএব مَحَلٌّ (স্থান) না হওয়ার দরুন আজাদ ব্যক্তির বিক্রি জায়েজ হবে না। যদিও নাকি اِيْجَابٌ পাওয়া যায়। কেননা بَيْعٌ (ক্রয়-বিক্রয়)-এর مَحَلٌّ হলো মূল্য সম্পন্ন মাল হওয়া। অথচ حُرٌّ (আজাদ ব্যক্তি) অনুরূপ মাল নয়। (সুতরাং চিন্তা করে বুঝে নাও।)

قَوْلُهُ اَيْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি দ্বন্দ্বের সমাধান করা হয়েছে। ধারণা হয়ে থাকে যে, গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য অসঙ্গতিপূর্ণ। কেননা এরূপ বলা তার উচিত ছিল যে, فَيَبْقٰى غَيْرَ مُضَافٍ اِلَيْهِ الخ অর্থাৎ এটা مَحَلٌّ -এর দিকে সম্বন্ধহীন অবস্থায় থেকে যাবে। আর مَحَلٌّ -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া ব্যতীত এটা سَبَبٌ হতে পারে না। অথবা তার এরূপ বলা উচিত ছিল যে, فَيَبْقٰى غَيْرَ مُتَّصِلٍ اِلَى الْمَحَلِّ وَبِدُوْنِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ لَايَنْعَقِدُ سَبَبًا অর্থাৎ এটা (اِيْجَابٌ বা رُكْنٌ) مَحَلٌّ-এর সাথে যুক্ত থাকবে না। আর مَحَلٌّ -এর সাথে যুক্ত না থাকলে سَبَبٌ হতে পারে না। উক্ত ধারণা আপনাদের জন্য ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, اَيْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ الخ মোট কথাহলো, গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্যে اِضَافَتْ -এর দ্বারা اِتِّصَالٌ -কে বুঝানো হয়েছে, نِسْبَتْ -কে বুঝানো হয়নি। সুতরাং বাক্যটি সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে গেছে। জ্ঞাতব্য যে, اِتِّصَالٌ -এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, اِيْجَابٌ স্থান (مَحَلٌّ) -এর মধ্যে এর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে থাকে অথচ শর্ত উক্ত প্রভাব প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

وَبِدُوْنِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ لَايَنْعَقِدُ سَبَبًا فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ اِنْعَكَسَ حَالُ التَّفْرِيْعَاتِ فَيَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ فِيْمَا اِذَا قَالَ اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ اَوْ اِنْ مَلَكْتُكِ فَاَنْتِ حُرٌّ لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ اَوْ اَنْتِ حُرٌّ حَتّٰى يَحْتَاجَ اِلَى الْمَحَلِّ فَاِذَا وُجِدَ النِّكَاحُ وَالْمِلْكُ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ مَحَلًّا لِوُرُوْدِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ وَاَنْتِ حُرٌّ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِوُقُوْعِهِ فِىْ مَحَلِّهِ وَبَطَلَ التَّكْفِيْرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ لِاَنَّ الْيَمِيْنَ لَايَنْعَقِدُ اِلَّا لِلْبِرِّ فَكَيْفَ يَكُوْنُ سَبَبًا لِلْحِنْثِ فَلَايَصِحُّ التَّقْدِيْمُ عَلَى السَّبَبِ وَصَحَّ اِنْ عَدَمَ الْحُكْمِ عِنْدَنَا لَيْسَ لِعَدَمِ الشَّرْطِ بَلْ لِعَدَمِ السَّبَبِ فَلَايَكُوْنُ عَدَمًا شَرْعِيًّا بَلْ عَدَمًا اَصْلِيًّا لَايَتَعَدّٰى اِلٰى غَيْرِهٖ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : اِيْجَابٌ - لَايَنْعَقِدُ سَبَبًا সবব وَبِدُوْنِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ আর مَحَلٌّ-এর সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতিরেকে হতে পারে না فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ যাহোক প্রকৃত অবস্থা যখন এরূপ হবে اِنْعَكَسَ حَالُ التَّفْرِيْعَاتِ তখন সমস্ত প্রশংসা মাসয়ালার অবস্থার বিপরীতে হয়ে যাবে فَيَصِحُّ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ কাজেই তালাক এবং عِتَاقٌ কে ঐ অবস্থায় মালিকানার সাথে مُعَلَّقٌ করা সহীহ হবে فِيْمَا اِذَا قَالَ যখন কেউ বলবে اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক اَوْ اِنْ مَلَكْتُكِ فَاَنْتِ حُرٌّ অথবা বলবে যদি আমি তোমার মালিক হই তবে তুমি স্বাধীনা لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ কেননা تَعْلِيْقٌ-এর সময় পাওয়া যায় না قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ اَوْ اَنْتِ حُرٌّ অথবা اَنْتِ طَالِقٌ - اَنْتِ حُرٌّ حَتّٰى يَحْتَاجَ اِلَى الْمَحَلِّ যদ্দরুন এটা مَحَلٌّ-এর মুখাপেক্ষী হবে فَاِذَا وُجِدَ النِّكَاحُ وَالْمِلْكُ সুতরাং যখন বিবাহ ও আজাদী মওজুদ হবে فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ مَحَلًّا তখন এটা مَحَلٌّ এবং مِصْدَاقٌ হবে لِوُرُوْدِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ وَاَنْتِ حُرٌّ - اَنْتِ طَالِقٌ এবং اَنْتِ حُرٌّ-এর পতিত (আরোপিত) হওয়ায় فَلَا بَأْسَ بِهِ অতএব তখন কোনো অসুবিধা নেই لِوُقُوْعِهِ فِىْ مَحَلِّهِ এটার مَحَلٌّ-এর মধ্যে পতিত হতে وَبَطَلَ التَّكْفِيْرُ بِالْمَالِ আর মাল দ্বারা কাফফারা আদায় বাতিল হয়ে গেছে قَبْلَ الْحِنْثِ শপথ ভঙ্গের পূর্বে لِاَنَّ الْيَمِيْنَ لَايَنْعَقِدُ اِلَّا بِالْبِرِّ কেননা يَمِيْنٌ শুধু بِرٌّ (অর্থাৎ শপথের পূর্ণতা) এর জন্য হয়ে থাকে فَكَيْفَ يَكُوْنُ سَبَبًا لِلْحِنْثِ সুতরাং এমতাবস্থায় এটা কিভাবে حِنْثٌ-এর জন্য سَبَبٌ হতে পারে فَلَا يَصِحُّ التَّقْدِيْمُ عَلَى السَّبَبِ কাজেই মালের দ্বারা কাফফারা আদায় করাকে حِنْثٌ-এর পূর্বে নেওয়া সহীহ হবে না وَصَحَّ এটা সহীহ যে اِنْ عَدَمَ الْحُكْمِ عِنْدَنَا আমাদের হানাফীদের মতে হুকুম অনুপস্থিত হয় না لَيْسَ لِعَدَمِ الشَّرْطِ শর্তের অনুপস্থিতির কারণে بَلْ لِعَدَمِ السَّبَبِ বরং سَبَبٌ-এর অনুপস্থিতির দরুন হুকুম অনুপস্থিত হয়ে থাকে فَلَا يَكُوْنُ عَدَمًا شَرْعِيًّا অতএব এটা عَدَمٌ شَرْعِىٌّ হবে না بَلْ عَدَمًا اَصْلِيًّا বরং عَدَمٌ اَصْلِىٌّ হবে لَايَتَعَدّٰى اِلٰى غَيْرِهٖ যা অন্যের দিকে সম্প্রসারিত হবে না।

সরল অনুবাদ : আর مَحَلٌّ-এর সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতিরেকে اِيْجَابٌ সবব হতে পারে না। যা হোক প্রকৃত অবস্থা যখন এরূপ হবে তখন সমস্ত প্রশংসা মাসআলার অবস্থার বিপরীত হয়ে যাবে। কাজেই তালাক এবং عِتَاقٌ-কে ঐ অবস্থায় মালিকানার সাথে مُعَلَّقٌ করা সহীহ হবে, যখন কেউ বলবে اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ অথবা বলবে اِنْ مَلَكْتُكِ فَاَنْتِ حُرٌّ কেননা تَعْلِيْقٌ-এর সময় اَنْتِ طَالِقٌ অথবা اَنْتِ حُرٌّ পাওয়া যায় না, যদ্দরুন এটা مَحَلٌّ-এর মুখাপেক্ষী হবে। সুতরাং যখন বিবাহ ও আজাদী মওজুদ হবে তখন এটা اَنْتِ طَالِقٌ এবং اَنْتِ حُرٌّ-এর পতিত (আরোপিত) হওয়ার مَحَلٌّ এবং مِصْدَاقٌ হবে। অতএব তখন এটার مَحَلٌّ-এর মধ্যে পতিত হতে কোনো অসুবিধা নেই। আর শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা আদায় বাতিল হয়ে গেছে। কেননা يَمِيْنٌ শুধু بِرٌّ (অর্থাৎ শপথের পূর্ণতা)-এর জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং এমতাবস্থায় এটা কিভাবে حِنْثٌ-এর জন্য سَبَبٌ হতে পারে? কাজেই মালের দ্বারা কাফফারা আদায় করাকে حِنْثٌ-এর পূর্বে নেওয়া সহীহ হবে না। আর এটা সহীহ যে, আমাদের হানাফীদের মতে শর্তের অনুপস্থিতির কারণে حُكْمٌ অনুপস্থিত হয় না; বরং سَبَبٌ-এর অনুপস্থিতির দরুন حُكْمٌ অনুপস্থিত হয়ে থাকে। অতএব এটা عَدَمٌ شَرْعِىٌّ হবে না; বরং عَدَمٌ اَصْلِىٌّ হবে, যা অন্যের দিকে সম্প্রসারিত হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَايَنْعَقِدُ سَبَبًا الخ-এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ اِيْجَابٌ ও رُكْنٌ এরা مَحَلٌّ-এর সাথে যুক্ত হতে না পারলে سَبَبٌ হতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে যখন مَحَلٌّ-এর সাথে যুক্ত হতে পারবে না তখন বাতিল ও অনর্থক হওয়া উচিত। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এটা مَحَلٌّ পর্যন্ত পৌছার আশা করা যায়। এভাবে যে, শর্ত পাওয়া যাবে এবং تَعْلِيْقٌ অপসারিত হবে। এ জন্য একে সহীহ বাক্য বলা হয়েছে। বাতিল হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

وَهٰذَا هُوَ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَاِلَّا فَلَا يَخْفٰى اَنَّ قَبْلَ دُخُوْلِ الدَّارِ فِىْ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ لَوْ طَلَّقَ بِطَلَاقٍ اٰخَرَ يَقَعُ بِالْاِتِّفَاقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَتَقَرَّرَ اَنَّ الشَّرْطَ فِى التَّعْلِيْقَاتِ يَدْخُلُ فِى السَّبَبِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا لِاَنَّهَا مِنْ قُبَيْلِ الْاِسْقَاطَاتِ فَتَقْبَلُ التَّعْلِيْقَ بِكَمَالِهٖ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَاِنَّهُ مِنْ قُبَيْلِ الْاِثْبَاتَاتِ وَلَا يُقْبَلُ التَّعْلِيْقُ اِذْ بِهٖ يَصِيْرُ قِمَارًا فَاِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ خِيَارُ الشَّرْطِ يَكُوْنُ مَانِعًا لِلْحُكْمِ فَقَطْ دُوْنَ السَّبَبِ لِيَقِلَّ اَثَرُ الشَّرْطِ حَتَّى الْاِمْكَانِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا هُوَ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ আর এটা আমাদের ও শাফেয়ীদের মধ্যকার মতবিরোধের ফলাফল وَاِلَّا فَلَا يَخْفٰى নতুবা এটা স্পষ্ট যে, اَنَّ قَبْلَ دُخُوْلِ الدَّارِ ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে فِىْ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ তার বক্তব্য اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ -এর মধ্যে لَوْ عَلَّقَ بِطَلَاقٍ اٰخَرَ যদি বক্তা আরেক তালাক প্রদান করে يَقَعُ بِالْاِتِّفَاقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ তাহলে আমাদের ও তাদের সর্বসম্মতিক্রমে এটা পতিত হবে فَتَقَرَّرَ اَنَّ الشَّرْطَ فِى التَّعْلِيْقَاتِ এতে প্রমাণিত হলো যে تَعْلِيْقَاتٌ -এর মধ্যে শর্ত يَدْخُلُ فِى السَّبَبِ وَالْحُكْمِ جَمِيْعًا সবব ও হুকুম উভয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে لِاَنَّهَا مِنْ قُبَيْلِ الْاِسْقَاطَاتِ কেননা تَعْلِيْقَاتٌ তো اِسْقَاطَاتٌ -এর শ্রেণীভুক্ত فَتَقْبَلُ التَّعْلِيْقَ بِكَمَالِهٖ সুতরাং এটা تَعْلِيْق কে পরিপূর্ণভাবে কবুল করে بِخِلَافِ الْبَيْعِ কিন্তু بَيْع এটার বিপরীত فَاِنَّهُ مِنْ قُبَيْلِ الْاِثْبَاتَاتِ কেননা بَيْع তো اِثْبَاتَاتٌ -এর শ্রেণীভুক্ত وَلَا يُقْبَلُ التَّعْلِيْقُ সুতরাং এটা تَعْلِيْق কে কবুল করে না اِذْ بِهٖ يَصِيْرُ قِمَارًا কারণ تَعْلِيْق -এর দ্বারা بَيْع জুয়াতে পরিণত হয় فَاِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ خِيَارُ الشَّرْطِ কাজেই যখন এতে خِيَارُ الشَّرْطِ হয় يَكُوْنُ مَانِعًا لِلْحُكْمِ فَقَطْ তখন এটা শুধু حُكْم -এর জন্য مَانِعْ হয় دُوْنَ السَّبَبِ সবব-এর জন্য مَانِعْ হয় না لِيَقِلَّ اَثَرُ الشَّرْطِ حَتَّى الْاِمْكَانِ যাতে যথাসম্ভব শর্তের প্রভাব কম পড়ে।

সরল অনুবাদ : আর এটা আমাদের ও শাফেয়ীদেরে মধ্যকার মতবিরোধের ফলাফল। নতুবা এটা স্পষ্ট যে তার বক্তব্য اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ -এর মধ্যে ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে যদি বক্তা আরেক তালাক প্রদান করে, তাহলে আমাদের ও তাদের সর্বসম্মতিক্রমে এটা পতিত হবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, تَعْلِيْقَاتٌ -এর মধ্যে شَرْط সবব ও حُكْم উভয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। কেননা تَعْلِيْقَاتٌ তো اِسْقَاطَاتٌ -এর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এটা تَعْلِيْق -কে কবুল করে না। কারণ تَعْلِيْق -এর দ্বারা بَيْع জুয়াতে পরিণত হয়। কাজেই যখন এতে خِيَارُ شَرْط হয়, তখন এটা শুধু حُكْم -এর জন্য مَانِعْ হয়, سَبَبْ -এর জন্য مَانِعْ হয় না। যাতে যথাসম্ভব শর্তের প্রভাব কম পড়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا هُوَ الخ **-এর আলোচনা :** এ ইবারতের মাধ্যমে আহনাফের ও শাফেয়ীদের মধ্যকার একটি বিতর্কের ফলাফলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ شَرْط না পাওয়া যাওয়ার দরুন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে حُكْم পাওয়া না যাওয়া عَدَمْ شَرْعِىْ হওয়া এবং আমাদের মতে এটা عَدَمْ اَصْلِىْ হওয়া এটা আমাদের ও শাফেয়ীদের মধ্যকার মতানৈক্যের ফল। অন্যথা কোনো মতবিরোধ নেই। কেননা আমরা ও তারা এতে একমত যে, শর্ত পাওয়া গেলে مَشْرُوْط ও পাওয়া যাবে এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, শর্ত পাওয়া যাওয়ার পূর্বে مُعَلَّقْ بِالشَّرْطِ পাওয়া যাবে না। সুতরাং যদি বলে اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ তা হলে প্রবেশ করার পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি প্রবেশ করার পূর্বে আরেক তালাক দেয়, তাহলে مَحَلّ পাওয়া যাওয়ার দরুন সর্বসম্মতিভাবে তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ يَكُوْنُ مَانِعًا لِلْحُكْمِ الخ **-এর আলোচনা :** কিয়াসের চাহিদা হলো خِيَارْ شَرْط -এর সাথে بَيْع জয়েজ না হওয়া। যেমন– অন্যান্য شُرُوْط -এর কারণে بَيْع জায়েজ হয় না। তবে প্রতারণার অবসানকল্পে শরিয়ত একে জায়েজ রেখেছে। সুতরাং এটা প্রয়োজনের মধ্যে সীমিত থাকবে। আর بَيْع-شَرْط-কে بَيْع -এর حُكْم -এর مَانِعْ সাব্যস্ত করার দ্বারা সেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। আর তা (حُكْم) হলো مِلْك বা মালিকানা। سَبَبْ -এর জন্য مَانِعْ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর তা হলো بَيْع (বিক্রি)। যাতে شَرْط বৃথা না যায় এবং উদ্দেশ্য তথা প্রতারণা প্রতিহত করার দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ কমে যায়। কেননা বিক্রেতার জন্য بَيْع -কে রহিত করে দেওয়ার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে।

وَقَدْ يُقَرَّرُ الْاِخْتِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ بِعُنْوَانٍ اٰخَرَ وَهُوَ اَنَّ الشَّافِعِيَّ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّ الْكَلَامَ هُوَ الْجَزَاءُ وَالشَّرْطُ قَيْدٌ لَهُ فَكَاَنَّهُ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِيْ وَقْتِ دُخُوْلِكِ الدَّارَ فَهٰذَا الْقَيْدُ يُفِيْدُ حَصْرَ الطَّلَاقِ فِيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ اَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّ الشَّرْطَ وَالْجَزَاءَ كِلَاهُمَا بِمَنْزِلَةِ كَلَامٍ وَاحِدٍ يَدُلُّ عَلٰى وُقُوْعِ الطَّلَاقِ حِيْنَ الشَّرْطِ وَسَاكِتٌ عَنْ سَائِرِ التَّقَادِيْرِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ وَهُوَ مَذْهَبُ اَهْلِ الْمَعْقُوْلِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ (رحـ) جَوَابًا عَنِ الْوَصْفِ اِمَّا لِاَنَّ الْجَوَابَ عَنِ الشَّرْطِ جَوَابٌ عَنْهُ وَاِمَّا لِوُضُوْحِهِ وَشُهْرَتِهِ وَهُوَ اَنَّ لِلْوَصْفِ دَرَجَاتٍ ثَلٰثًا اَدْنَاهَا اَنْ يَّكُوْنَ اِتِّفَاقِيًّا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَ رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ يُقَرَّرُ الْاِخْتِلَافُ কোনো কোনো সময় মতানৈক্য বর্ণিত হয়ে থাকে بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ আমাদের ও শাফেয়ীদের মাঝে بِعُنْوَانٍ اٰخَرَ অন্যভাবেও وَهُوَ اَنَّ الشَّافِعِيَّ (رحـ) يَقُوْلُ আর তা হলো ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِنَّ الْكَلَامَ هُوَ الْجَزَاءُ প্রকৃতপক্ষে جَزَاءٌ ই বাক্য এবং شَرْط এর জন্য قَيْد মাত্র فَكَاَنَّهُ قَالَ সুতরাং যেন বক্তা এরূপ বলেছেন وَالشَّرْطُ قَيْدٌ لَهُ যে اَنْتِ طَالِقٌ فِيْ وَقْتِ دُخُوْلِكِ الدَّارَ ঘরে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় তুমি তালাক فَهٰذَا الْقَيْدُ يُفِيْدُ সুতরাং এ قَيْد -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে حَصْرَ الطَّلَاقِ فِيْهِ তালাক এতে সীমাবদ্ধ وَهُوَ مَذْهَبُ اَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ আরবি ভাষাভাষীগণও এ মত পোষণ করেন وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقُوْلُ পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে اَنَّ الشَّرْطَ وَالْجَزَاءَ كِلَاهُمَا শর্ত এবং جَزَاءٌ একত্রে মিলিত হয়ে بِمَنْزِلَةِ كَلَامٍ وَاحِدٍ এমন একটি বাক্য গঠিত হয় يَدُلُّ عَلٰى وُقُوْعِ الطَّلَاقِ যা নির্দেশ করে যে, তালাক পতিত হয় حِيْنَ الشَّرْطِ শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় وَسَاكِتٌ عَنْ سَائِرِ التَّقَادِيْرِ আর এটা সমস্ত تَقْدِيْر হতে নীরব থাকে فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ কাজেই এটা সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করবে না وَهُوَ مَذْهَبُ اَهْلِ الْمَعْقُوْلِ - اَهْلِ مَعْقُوْل দার্শনিক ও যুক্তিবিদগণ ও এমত পোষণ করে থাকেন وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ (رحـ) جَوَابًا আর গ্রন্থকার (র.) কোনো জবাব দেননি عَنِ الْوَصْفِ - وَصْف -এর ব্যাপারে اِمَّا لِاَنَّ الْجَوَابَ عَنِ الشَّرْطِ শর্তের যেই জবাব جَوَابٌ عَنْهُ - وَصْف জন্যও সেই জবাব প্রযোজ্য وَاِمَّا لِوُضُوْحِهِ وَشُهْرَتِهِ - وَصْف -এর জবাবে প্রসিদ্ধ ও স্পষ্ট وَهُوَ তা এই যে اِنَّ لِلْوَصْفِ دَرَجَاتٍ ثَلٰثًا وَصْف -এর তিনটি স্তর রয়েছে اَدْنَاهَا اَنْ يَّكُوْنَ اِتِّفَاقِيًّا নিম্নতম স্তর হলো এটা اِتِّفَاقِيْ হবে كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর এ বাণী وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীগণের উপর স্বামীর পক্ষের কন্যা যারা তোমাদের লালন পালনে থাকে তারাও তোমাদের জন্য হারাম।

সরল অনুবাদ : আমাদের ও শাফেয়ীদীর মতানৈক্য কোনো কোনো সময় অন্যভাবেও বর্ণিত হয়ে থাকে। আর তা হলো ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রকৃতপক্ষে جَزَاءٌ ই বাক্য এবং شَرْط -এর জন্য قَيْد মাত্র। সুতরাং যেন উক্ত বক্তা এরূপ বলেছেন যে, اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ وَقْتِ دُخُوْلِكِ الدَّارَ (ঘরে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় তুমি তালাক)। সুতরাং এই قَيْد -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তালাক এতে সীমাবদ্ধ। আরবি ভাষাভাষীগণও এ মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, শর্ত এবং جَزَاءٌ একত্রে মিলিত হয়ে এমন একটি বাক্য গঠিত হয় যা নির্দেশ করে যে, شَرْط পাওয়া যাওয়ার সময় তালাক পতিত হয়। আর এটা সমস্ত تَقْدِيْر হতে নীরব থাকে। কাজেই এটা সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করবে না। اَهْلِ مَعْقُوْل দার্শনিক ও যুক্তিবিদগণও এ মত পোষণ করে থাকেন। আর গ্রন্থকার (র.) وَصْف -এর ব্যাপারে কোনো জবাব দেননি। এর দু'টি কারণ ঃ (১) শর্তের যেই জবাব وَصْف-এর জন্যও সেই জবাবে প্রযোজ্য। তাই একটাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। (২) وَصْف -এর জবাবে প্রসিদ্ধ ও স্পষ্ট। আর তা এই যে, وَصْف -এর তিনটি স্তর রয়েছে। (১) নিম্নতম স্তর হলো এটা اِتِّفَاقِيْ হবে। যেমন– আল্লাহর এ বাণী– "وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ اَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ الخ -এর আলোচনা : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, বাক্যের মধ্যে جَزَاءٌ -ই মূল আর شَرْط এটার قَيْد বিশেষ। ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, আরবি ভাষীগণও অনুরূপ মত পোষণ করে থাকেন। হাশিয়াকার (র.) বলেছেন, আরবি ভাষীগণ এরূপ মত পোষণ করেছেন বলে ব্যাখ্যাকারের (র.) দাবি সত্যের অপলাপ মাত্র। কেননা আহলে আরব বলেছেন যে, شَرْط ও جَزَاءٌ একত্রে মিলিত হয়ে حُكْم সাব্যস্ত করে। কাজেই এদের সমষ্টিই হলো পূর্ণ বাক্য। মাত্র একটি দিক বাক্য হিসেবে গণ্য হতে পারে না। মূলত তারা এটা বলেননি যে, جَزَاءٌ মূল বাক্য, شَرْط এটার قَيْد বিশেষ; বরং مِفْتَاح গ্রন্থকার (র.)-ই অনুরূপ বলেছেন। যা এটা মিফতাহ গ্রন্থকারের (র.) ব্যক্তিগত মত হতে পারে, আরবি বিশেষজ্ঞগণের মত নয়।

قَوْلُهُ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِىْ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, وَصْف কোনো কোনো সময় اِتِّفَاقِيْ হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর বাণী–"وَ رَبَائِبُكُمُ الَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ" (এবং তোমাদের স্ত্রীগণের অপর স্বামীর পক্ষের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে থাকে তারাও তোমাদের জন্য হারাম)। কেননা رَبِيْبَة স্বামীর জন্য হারাম হবে যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। চাই رَبِيْبَة তার প্রতিপালনাধীনে হোক বা না হোক। কাজেই স্বামীর প্রতিপালনে হওয়ার قَيْد অভ্যাস অনুযায়ী হয়েছে।

وَاَوْسَطُهَا اَنْ يَّكُوْنَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاَعْلَاهَا اَنْ يَّكُوْنَ بِمَعْنَى الْعِلَّةِ كَقَوْلِهٖ اَلسَّارِقُ وَالزَّانِيْ وَلَا اَثَرَ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيْ اِنْتِفَاءِ الْحُكْمِ فَمَا دُوْنَهٗ اَوْلٰى وَالْمُطْلَقُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ هٰذَا وَجْهٌ ثَالِثٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ وَالْمُطْلَقُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ دُوْنَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْاِثْبَاتِ وَالْمُقَيَّدُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ مَعَ صِفَةٍ مِنْهَا فَاِذَا وَرَدَا فِيْ مَسْأَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَالْمُطْلَقُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ اَيْ يُرَادُ بِهِ الْمُقَيَّدُ وَاِنْ كَانَا فِيْ حَادِثَتَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) وَيُعْلَمُ مِنْهُ اَنَّهُمَا اِنْ كَانَا فِيْ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَهٗ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى وَنَظِيْرُهٗ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَتَنِ وَهُوَ اٰيَةٌ فِيْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَاِنَّهَا حَادِثَةٌ وَاحِدَةٌ ذُكِرَ فِيْهَا ثَلٰثَةُ اَحْكَامٍ مِنَ التَّحْرِيْرِ وَالصِّيَامِ وَالْاِطْعَامِ وَقَيْدُ الْاَوَّلِ وَالثَّانِيْ بِقَوْلِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا وَلَمْ يُقَيِّدِ الْاِطْعَامُ بِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَوْسَطُهَا মধ্যম স্তর হলো اَنْ يَّكُوْنَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ وَصْف (গুণ) - شَرْط -এর অর্থে হবে كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর বাণী مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ মুমিন দাসীগণের মধ্য হতে وَاَعْلَاهَا এবং সর্বোচ্চ স্তর এই যে اَنْ يَّكُوْنَ بِمَعْنَى الْعِلَّةِ গুণ عِلَّتْ -এর অর্থে হবে كَقَوْلِهٖ اَلسَّارِقُ وَالزَّانِيْ যথা আল্লাহর বাণী اَلسَّارِقُ ও اَلزَّانِيْ - وَلَا اَثَرَ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ আর এটা বাস্তব যে عِلَّتْ না হওয়া কোনো প্রভাব পড়ে না فِيْ اِنْتِفَاءِ الْحُكْمِ হুকুম না হওয়ার ব্যাপারে فَمَا دُوْنَهٗ اَوْلٰى অতএব যা এটা হতে নিম্নমানের وَصْف -এরা অবশ্যই حُكْم না হওয়ার ব্যাপারে প্রভাব ফেলতে পারে না وَالْمُطْلَقُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ সাধারণ অর্থবোধক শব্দ - مُقَيَّدْ -এর উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে هٰذَا وَجْهٌ ثَالِثٌ এটা তৃতীয় দলিল مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ ফাসিদ দলিলসমূহ হতে وَالْمُطْلَقُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ مُطْلَقْ বলে যা শুধু সত্ত্বা কে বুঝিয়ে থাকে دُوْنَ الصِّفَاتِ গুণকে বুঝায় না لَا بِالنَّفْيِ নেতিবাচকের সাথেও বুঝায় না وَلَا بِالْاِثْبَاتِ আর ইতিবাচকের সাথে বুঝায় না وَالْمُقَيَّدُ هُوَ الْمُتَعَرِّضُ لِلذَّاتِ এবং مُقَيَّدْ বলে যা ذَاتْ কে বুঝায় مَعَ صِفَةٍ مِنْهَا -এর কোনো صِفَتْ -এর সহযোগে فَاِذَا وَرَدَا فِيْ مَسْأَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ সুতরাং এতদুভয় যদি কোনো শরয়ী মাসআলায় আরোপিত হয় فَالْمُطْلَقُ مَحْمُوْلٌ তাহলে مُطْلَقْ কে প্রয়োগ করা হবে عَلَى الْمُقَيَّدِ মুকাইয়াদ-এর উপর اَيْ يُرَادُ بِهِ الْمُقَيَّدُ অর্থাৎ এমতাবস্থায় - مُطْلَقْ -এর দ্বারা مُقَيَّدْ উদ্দেশ্য হবে وَاِنْ كَانَا فِيْ حَادِثَتَيْنِ যদিও এরা দু'টি ঘটনার ব্যাপারে হোক না কেন عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত وَيُعْلَمُ مِنْهُ এতে বুঝা গেল যে اَنَّهُمَا اِنْ كَانَا مِنْ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ যদি এরা উভয় একই ঘটনার ব্যাপারে হয় فَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ তাহলে مُطْلَقْ টা مُقَيَّدْ -এর অর্থে হবে عِنْدَهٗ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى উত্তম পদ্ধতিতে وَنَظِيْرُهٗ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَتَنِ তবে مَتَنْ -এর মধ্যে এর দৃষ্টান্তের উল্লেখ নেই وَهُوَ اٰيَةٌ فِيْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ -এর উদাহরণ ظِهَارْ -এর কাফফারা সম্পর্কিত আয়াত فَاِنَّهَا حَادِثَةٌ وَاحِدَةٌ এখানে মাত্র একটি ঘটনা ذُكِرَ فِيْهَا ثَلٰثَةُ اَحْكَامٍ এখানে তিনটি আহকাম উল্লেখ করা হয়েছে مِنَ التَّحْرِيْرِ وَالصِّيَامِ وَالْاِطْعَامِ অর্থাৎ গোলাম আজাদ করা, রোজা রাখা এবং মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো وَقَيْدُ الْاَوَّلِ وَالثَّانِيْ প্রথম এবং দ্বিতীয় হুকুমটিকে مُقَيَّدْ করা হয়েছে بِقَوْلِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا - مِنْ قَبْلِ -এর قَيْد দ্বারা وَلَمْ يُقَيِّدِ الْاِطْعَامَ بِهٖ কিন্তু তৃতীয় হুকুম (اِطْعَامْ) কে উক্ত قَيْد -এর সাথে مُقَيَّدْ করা হয়নি।

সরল অনুবাদ : দুই মধ্যম স্তর হলো وَصْف (গুণ) شَرْط -এর অর্থে হবে। যেমন, আল্লাহর এই বাণী- "مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" এবং (তিন) সর্বোচ্চ স্তর এই যে, وَصْف (গুণ) عِلَّتْ -এর অর্থে হবে। যথা, আল্লাহর বাণী- اَلسَّارِقُ ও اَلزَّانِيْ আর এটা বাস্তব যে, حُكْم না হওয়ার ব্যাপারে عِلَّتْ না হওয়া কোনো প্রভাব পড়ে না। কেননা একটি حُكْم -এর বিভিন্ন عِلَّتْ থাকতে পারে। অতএব যা এটা হতে নিম্নমানের وَصْف (অর্থাৎ اَوْسَطْ ও اَدْنٰى) এরা অবশ্যই حُكْم না হওয়ার ব্যাপারে প্রভাব ফেলতে পারে না। সারকথা হলো, وَصْف (গুণ) এটা ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْم-কে নফী করার জন্য হয় না। যেমন দাবি করা হয়েছে। তৃতীয় দলিল এই যে, **مُطْلَقْ (সাধারণ অর্থবোধক শব্দ) مُقَيَّدْ -এর উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে।** এটা ফাসিদ দলিলসমূহ হতে তৃতীয় দলিল। مُطْلَقْ বলে যা শুধু ذَاتْ (সত্ত্ব)-কে বুঝিয়ে থাকে। صِفَاتْ বা গুণকে বুঝায় না। নেতিবাচকের সাথেও বুঝায় না আর ইতিবাচকের সাথেও বুঝায় না এবং مُقَيَّدْ বলে যা - ذَاتْ -কে এর কোনো صِفَتْ -এর সহযোগে বুঝায়। সুতরাং এতদুভয় যদি কোনো শরয়ী মাসআলায় আরোপিত হয়, তাহলে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় مُطْلَقْ -এর দ্বারা مُقَيَّدْ উদ্দেশ্য হবে। যদিও এরা (অর্থাৎ مُقَيَّدْ ও مُطْلَقْ) **দু'টি ঘটনার ব্যাপারে হোক না কেন, এটা ইমাম শাফেয়ীর (র.)-এর অভিমত।** এতে বুঝা গেল যে, যদি এটা উভয় একই ঘটনার ব্যাপারে হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে অবশ্যই مُطْلَقْ , مُقَيَّدْ -এর অর্থে হবে। তবে مَتَنْ -এর মধ্যে এর দৃষ্টান্তের উল্লেখ নেই। এর উদাহরণ, ظِهَارْ -এর কাফফারা সম্পর্কিত আয়াত وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ (الاية) এখানে মাত্র একটি ঘটনা। এখানে তিনটি আহকাম অর্থাৎ গোলাম আজাদ করা, রোজা রাখা এবং মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় حُكْم টিকে مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا -এর قَيْد দ্বারা مُقَيَّدْ করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় حُكْم (اِطْعَامْ) উক্ত قَيْد -এর সাথে مُقَيَّدْ করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلسَّارِقُ وَالزَّانِيْ الخ -এর আলোচনা : وَصْف কখনো عِلَّتْ-এর অর্থে হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী- اَلسَّارِقُ এবং اَلزَّانِيْ কেননা চুরির وَصْف কর্তন করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে প্রভাব সৃষ্টিকারী। তদ্রূপ জেনার وَصْف বেত্রাঘাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ক্রিয়াকারী। আর তাই مُشْتَقْ -এর উপর আবর্তিত হুকুম مَاخَذْ-এর عِلِّيَّتْ (عِلَّتْ হওয়া) -কে নির্দেশ করে।

وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يَحْمِلُ الْاِطْعَامَ عَلَى التَّحْرِيْرِ وَالصِّيَامِ وَيُقَيِّدُهُ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا اَيْضًا وَنَظِيْرُ مَا وَرَدَا فِيْ حَادِثَتَيْنِ هُوَ قَوْلُهُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ فَاِنَّ كَفَّارَةَ الْقَتْلِ حَادِثَةٌ وَرَدَ فِيْهَا الْمُقَيَّدُ وَهُوَ قَوْلُهُ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَالْيَمِيْنِ حَادِثَةٌ اُخْرٰى وَرَدَ فِيْهَا الْمُطْلَقُ وَهُوَ قَوْلُهُ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّ قَيْدَ الْاِيْمَانِ مُرَادٌ هٰهُنَا اَيْضًا لِاَنَّ قَيْدَ الْاِيْمَانِ زِيَادَةُ وَصْفٍ يَجْرِىْ مَجْرَى الشَّرْطِ فَيُوْجِبُ النَّفْىَ عِنْدَ عَدَمِهٖ فِى الْمَنْصُوْصِ فَكَاَنَّهُ قَالَ فِيْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً وَيُفْهَمُ مِنْهُ اَنَّهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنَةً لَايَجُوْزُ فِيْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ بِنَاءً عَلٰى مَا مَضٰى مِنْ اَصْلِهٖ اِنَّ الشَّرْطَ وَالْوَصْفَ كِلَاهُمَا يُوْجِبُ نَفْىَ الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِهِمَا .

শাব্দিক অনুবাদ : يَحْمِلُ الْاِطْعَامَ (رحـ) وَالشَّافِعِيُّ ইমাম শাফেয়ী (র.) এই তৃতীয় হুকুম (اِطْعَامْ) কে প্রয়োগ করে থাকেন عَلَى التَّحْرِيْرِ وَالصِّيَامِ গোলাম আজাদকরণ ও রোজার উপর وَيُقَيِّدُهُ بِقَوْلِهٖ এবং একে مُقَيَّدْ করেন مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا اَيْضًا -এর সাথেও وَنَظِيْرُ مَا وَرَدَا فِيْ حَادِثَتَيْنِ আর যে অবস্থায় উভয় পৃথক দু'টি ঘটনায় হয়ে থাকে এর দৃষ্টান্ত - مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا - هُوَ قَوْلُهُ গ্রন্থকারে (র.) পরবর্তী বক্তব্য مِثْلُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ যেমন হত্যার কাফফারা وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ ও অন্যান্য সর্বপ্রকার কাফফারা فَاِنَّ كَفَّارَةَ الْقَتْلِ حَادِثَةٌ এখানে হত্যার কাফফারা একটি ঘটনা وَرَدَ فِيْهَا الْمُقَيَّدُ এতে مُقَيَّدْ সংযোজন করা হয়েছে وَهُوَ قَوْلُهُ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ অর্থাৎ গোলাম ঈমানদার হওয়ার কথা وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَالْيَمِيْنِ حَادِثَةٌ اُخْرٰى আর ظِهَارْ ও يَمِيْنْ -এর কাফফারা অন্য ঘটনা وَرَدَ فِيْهَا الْمُطْلَقُ এতে مُطْلَقْ বলা হয়েছে وَهُوَ قَوْلُهُ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ আর তা হলো শুধু গোলাম আজাদ করা-এর কথা فَالشَّافِعِيُّ (رحـ) يَقُوْلُ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اِنَّ قَيْدَ الْاِيْمَانِ مُرَادٌ هٰهُنَا اَيْضًا এই (দ্বিতীয়) ক্ষেত্রেও ঈমানদার হওয়া-এর قَيْدْ আরোপ উদ্দেশ্য لِاَنَّ قَيْدَ الْاِيْمَانِ কেননা اِيْمَانْ -এর قَيْدْ - زِيَادَةُ وَصْفٍ একটি অতিরিক্ত وَصْفْ - يَجْرِىْ مَجْرَى الشَّرْطِ যা شَرْطْ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে فَيُوْجِبُ النَّفْىَ عِنْدَ عَدَمِهٖ সুতরাং এ অতিরিক্ত وَصْفْ না হওয়া অবস্থায় حُكْمْ -এর নফী (نَفِىْ) কে সাব্যস্ত করবে فِى الْمَنْصُوْصِ - مَنْصُوْصْ -এর মধ্যে فَكَاَنَّهُ قَالَ فِيْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ যেন হত্যার কাফফারার মধ্যে বলা হয়েছে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً ঐ গোলাম আজাদ করবে যে ঈমানদার وَيُفْهَمُ مِنْهُ -এর দ্বারা বোধগম্য হয়েছে اَنَّهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنَةً যদি গোলাম ঈমানদার না হয় لَايَجُوْزُ فِيْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ তাহলে তার দ্বারা হত্যার কাফফারা আদায় করা জায়েজ হবে না بِنَاءً عَلٰى مَا مَضٰى مِنْ اَصْلِهٖ ইতঃপূর্বে বর্ণিত কায়েদার উপর ভিত্তি করে اِنَّ الشَّرْطَ وَالْوَصْفَ كِلَاهُمَا অর্থাৎ شَرْطْ ও وَصْفْ উভয়ই يُوْجِبُ نَفْىَ الْحُكْمِ হুকুম না হওয়াকে সাব্যস্ত করে عِنْدَ عَدَمِهِمَا তাদের অনুপস্থিতিতে।

সরল অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) এই তৃতীয় হুকুম (اِطْعَامْ)-কে গোলাম আজাদকরণ ও রোজার উপর প্রয়োগ করে থাকেন এবং একেও مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا -এর সাথে مُقَيَّدْ করেন। আর যে অবস্থায় উভয় পৃথক দু'টি ঘটনায় হয়ে থাকে এর দৃষ্টান্ত গ্রন্থকারের (র.) পরবর্তী বক্তব্য, **যেমন– হত্যার কাফ্ফারা ও অন্যান্য সর্বপ্রকার কাফ্ফারা।** এখানে হত্যার কাফ্ফারা একটি ঘটনা। এতে مُقَيَّدْ অর্থাৎ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (গোলাম ঈমানদার হওয়ার কথা) সংযোজন করা হয়েছে। আর ظِهَارْ ও يَمِيْنْ -এর কাফফারা অন্য ঘটনা। এতে مُطْلَقْ অর্থাৎ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ (শুধু গোলাম আজাদ করা)-এর কথা বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এই (দ্বিতীয়) ক্ষেত্রেও اِيْمَانْ (ঈমানদার হওয়া)-এর قَيْدْ আরোপ উদ্দেশ্য। **কেননা** اِيْمَانْ **-এর** قَيْدْ **একটি অতিরিক্ত** وَصْفْ **, যা** شَرْطْ **-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। অতএব এই অতিরিক্ত** وَصْفْ **না হওয়া অবস্থায়** مَنْصُوْصْ **-এর মধ্যে** حُكْمْ **-এর নফী** نَفِىْ **-কে সাব্যস্ত করবে।** যেন হত্যার কাফফারা মধ্যে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোধগম্য হয়েছে, যদি গোলাম ঈমানদার না হয়, তাহলে তার দ্বারা হত্যার কাফফারা আদায় করা জায়েজ হবে না। ইতঃপূর্বে বর্ণিত কায়েদার উপর ভিত্তি করে "অর্থাৎ وَصْفْ ও شَرْطْ উভয়ই তাদের অনুপস্থিতিতে حُكْمْ না হওয়াকে সাব্যস্ত করে" এই মূলনীতির আলোকে (উপরোক্ত حُكْمْ হয়েছে)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَحْمِلُ الْاِطْعَامَ الخ **-এর আলোচনা :** প্রকাশ থাকে যে, ইমাম শাফেয়ীর (র.) কোনো কোনো শিষ্যের মতে কিয়াসের দ্বারা مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ করা হবে না, চাই قِيَاسْ-এর اِقْتِضَاءْ করুক বা না করুক। কেননা ভাষাবিদগণ قَيْدْ -কে যথায় বর্ণনা হয় সে স্থানের জন্য নির্ধারিত করে দেন। অন্যত্র তাকে প্রয়োগ করেন না। এ ব্যাপারে লক্ষণীয় যে, এটা দ্বারা যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে, ভাষাবিদগণ সব সময় অথবা কোনো কোনো সময় বা অধিকাংশ সময় উক্ত কাজটি বিনা দলিলে করে থাকেন, তাহলে এটা মানা হবে না। তবে যদি এর দ্বারা এই উদ্দেশ্য হয় যে, তারা কোনো কোনো সময় বা অধিকাংশ সময় দলিল পাওয়া যাওয়ার কারণে এটা করে থাকেন, তাহলে এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে, তবে এতে কোনো ফায়দা হবে না। কেননা দলিল পাওয়া গেলে আমরাও مُقَيَّدْ -কে مطلق -এর উপর প্রয়োগ করাকে অস্বীকার করি না।

وَاِذَا ثَبَتَ هٰذَا فِى الْمَنْصُوْصِ وَهُوَ عَدَمٌ شَرْعِيٌّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ بِطَرِيْقِ الْقِيَاسِ لِاشْتِرَاكِهَا فِىْ كَوْنِهَا كَفَّارَةً وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ وَفِىْ نَظِيْرِهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ لِاَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَعِنْدَ بَعْضِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) يَحْمِلُ عَلَيْهِ لَابِطَرِيْقِ الْقِيَاسِ وَهُوَ مَعْرُوْفٌ ثُمَّ اُعْتُرِضَ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) اَنَّكُمْ كَمَا حَمَلْتُمُ الْيَمِيْنَ عَلَى الْقَتْلِ فِىْ حَقِّ قَيْدِ الْاِيْمَانِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِذَا ثَبَتَ هٰذَا فِى الْمَنْصُوْصِ আর এটা (شَرْط বা وَصْف) যখন مَنْصُوْص-এর মধ্যে সাব্যস্ত হবে وَهُوَ عَدَمٌ شَرْعِيٌّ এমতাবস্থায় যে তা عَدَمٌ شَرْعِيٌّ - يُحْمَلُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ তখন এর উপর সর্বপ্রকার কাফফারা প্রয়োগ হবে بِطَرِيْقِ الْقِيَاسِ কেয়াসের দৃষ্টিকোণ হতে لِاشْتِرَاكِهَا فِىْ كَوْنِهَا كَفَّارَةً কেননা কাফফারা হওয়ার দিক দিয়ে সকলেই এক ও অভিন্ন وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ সুতরাং গ্রন্থকারের (র.) পরবর্তী বক্তব্যের দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য وَفِىْ نَظِيْرِهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ এবং এর ন্যায় অন্যান্য কাফফারা সমূহের মধ্যেও حُكْمٌ কে نَفِىْ করবে لِاَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ কেননা উহা একই জাতীয় وَعِنْدَ بَعْضِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কতিপয় শিষ্যের মতে يُحْمَلُ عَلَيْهِ لَابِطَرِيْقِ الْقِيَاسِ কেয়াসের দ্বারা এর উপর حَمْل করা হবে না وَهُوَ مَعْرُوْفٌ বরং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এটার উপর حَمْل করা হবে (رحـ) ثُمَّ اعْتُرِضَ عَلَى الشَّافِعِيِّ এরপর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপর আপত্তি করা হয়েছে যে اَنَّكُمْ كَمَا حَمَلْتُمُ الْيَمِيْنَ عَلَى الْقَتْلِ তোমরা যেমনটি يَمِيْن কে হত্যার উপর প্রয়োগ করেছ فِىْ حَقِّ قَيْدِ الْاِيْمَانِ ঈমানের বেলায়।

সরল অনুবাদ : আর এটা (شَرْط বা وَصْف) যখন مَنْصُوْص-এর মধ্যে সাব্যস্ত হবে এমতাবস্থায় যে তা عَدَمٌ شَرْعِيٌّ তখন قِيَاس-এর দৃষ্টিকোণ হতে এর উপর সর্বপ্রকার কাফ্ফারা প্রয়োগ হবে। কেননা কাফ্ফারা হওয়ার দিক দিয়ে সকলেই এক ও অভিন্ন। সুতরাং গ্রন্থকারের (র.) পরবর্তী বক্তব্যের দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য **এবং এর ন্যায় অন্যান্য কাফ্ফারা সমূহের মধ্যেও** حُكْم**-কে** نَفِىْ **করবে**। আর ইমাম শাফেয়ীর (র.) কতিপয় শিষ্যের মতে قِيَاس-এর দ্বারা এর উপর حَمْل করা হবে না; বরং প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এটার উপর حَمْل করা হবে। এরপর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপর আপত্তি করা হয়েছে যে, তোমরা ঈমানের বেলায় যেমনটি يَمِيْن-কে হত্যার উপর প্রয়োগ করেছ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَنَّكُمْ كَمَا حَمَلْتُمْ الخ **-এর আলোচনা :** প্রশ্ন হলো, (হে শাফেয়ীগণ!) তোমরা হত্যার কাফ্ফারায় আরোপিত اِيْمَانٌ-এর قَيْد (শর্ত)-কে يَمِيْن-এর কাফ্ফারায় সাব্যস্ত করেছ, অথচ নিঃসন্দেহে يَمِيْن-এর কাফ্ফারার মধ্যে দশজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা (عَشَرَةٌ) اِسْمُ عَلَمٍ এবং اِسْمُ عَلَمٍ-এর দ্বারা ঐ عَامٌ (অর্থ) উদ্দেশ্য, যা اِسْمُ جِنْسٍ-কে শামিল করে, যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া مَفْهُوْمُ اللَّقَبِ (لَقَبٌ-এর দ্বারা যা বোধগম্য হয় তাও) اِسْمُ عَلَمٍ-এর মধ্যে ধর্তব্য। কাজেই দশজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো নফী হওয়ার দরুন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোজার দ্বারা يَمِيْن-এর কাফ্ফারা আদায় নফী হওয়া অত্যাবশ্যক হবে। আর এই نَفِىْ হত্যার কাফ্ফারার দিকেও ধাবিত (প্রসারিত) হবে এবং দশজন মিসকিনকে খাদ্য দান নফী হওয়ার কারণে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোজার দ্বারা হত্যার কাফ্ফারা আদায় করা রহিত হয়ে যাবে। কাজেই দশজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোর বেলায় يَمِيْن-এর উপর قَتْل-কে حَمْل করা এবং قَتْل-এর কাফ্ফারার মধ্যেও দশজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোকে সাব্যস্ত করা জরুরি হবে।

গ্রন্থকার (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাব বলেন যে, يَمِيْن-এর كَفَّارَةٌ-এর মধ্যে সাব্যস্তকৃত খাদ্য قَتْل-এর كَفَّارَةٌ-এর মধ্যে সাব্যস্ত হয়নি। কারণ يَمِيْن-এর كَفَّارَةٌ ও قَتْل-এর كفاره-এর মধ্যে اِسْمُ عَلَمٍ-এর দ্বারা পার্থক্য সূচিত হয়েছে। আর তা হলো اِطْعَامٌ বা عَشَرَةُ مَسَاكِيْنَ শব্দ। আর এটা শুধু স্বীয় অস্তিত্বের সময় مَنْصُوْص-এর মধ্যে حُكْم-কে সাব্যস্ত করে থাকে এবং স্বীয় অনুপস্থিতির সময় حُكْم-কে নফী করে না। কাজেই দশজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো নফী হওয়ার কারণে يَمِيْن-এর কাফ্ফারা নফী হওয়া অত্যাবশ্যক হবে না। সুতরাং এটা মূল مَنْصُوْص-এর মধ্যে حُكْم না হওয়াকে ওয়াজিব করে না। আর মূল مَنْصُوْص হলো يَمِيْن-এর কাফ্ফারা। কাজেই এই نَفِىْ কিভাবে فَرْعٌ (শাখা)-এর দিকে সম্প্রসারিত হবে। আর তা (فَرْعٌ) হলো قَتْل-এর কাফ্ফারা। সুতরাং قَتْل-এর কাফ্ফারার মধ্যে দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো সাব্যস্ত হবে না।

উপরোক্ত কথাগুলো এই ভিত্তিতে প্রযোজ্য হবে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে مَفْهُوْمُ اللَّقَبِ গ্রহণযোগ্য নয়, যেমনটি আমাদের হানাফীদের মতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটা শাফেয়ীর (র.) কোনো কোনো শিষ্যের দুর্বল মত। আর এটা وَصْف-এর বিপরীত। কেননা ইমাম শাফেয়ীর (র.) মতে وَصْف না হওয়া حُكْم না হওয়াকে ওয়াজিব করে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ তথা দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো যখন اِسْمُ عَلَمٍ এবং এটা স্বীয় অস্তিত্বের সময় مَنْصُوْص-এর মধ্যে حُكْم-এর অস্তিত্বকে ওয়াজিব করে থাকে (যা তোমরা দাবি করেছ), তখন কেন তোমরা বলোনি যে, غَيْر مَنْصُوْص-এর মধ্যেও এই حُكْم প্রসারিত হবে। যেমন– قَتْل-এর কাফ্ফারার মধ্যে। অথচ قَتْل ও يَمِيْن এক জাতীয়। কেননা, এরা উভয় এমন অপরাধ যা দ্বারা كَفَّارَةٌ ওয়াজিব হয়। এটার জবাব বলা হবে যে, তখন তো قِيَاس-এর দ্বারা শাস্তি সাব্যস্ত করা হবে। আর قياس তো রায়ের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। অথচ শাস্তি ও প্রতিদান জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে রায়ের কোনো দখল নাই।— শরহুল বাযদুবী

فَيَنْبَغِى اَنْ تَحْمِلُوا الْقَتْلَ عَلَى الْيَمِيْنِ فِى حَقِّ اِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ وَتُثْبِتُوْا فِيْهِ الطَّعَامَ اَيْضًا فَاَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَالطَّعَامُ فِى الْيَمِيْنِ لَمْ يَثْبُتْ فِى الْقَتْلِ لِاَنَّ التَّفَاوُتَ ثَابِتٌ بِاسْمِ الْعَلَمِ وَهُوَ لَايُوْجِبُ اِلَّا الْوُجُوْدَ اِذْ لَفْظُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ اِسْمُ عَلَمٍ مِنْ اَسْمَاءِ الْعَدَدِ وَهُوَ لَايُوْجِبُ اِلَّا وُجُوْدَ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُوْدِهِ وَلَا يَنْفِىْ عِنْدَ نَفْيِهِ فَاِذَا لَمْ يُوْجِبِ النَّفْىَ فِى الْاَصْلِ وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ فَكَيْفَ يُعَدِّى اِلَى الْفَرْعِ وَهُوَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ بِخِلَافِ الْوَصْفِ فَاِنَّهُ يُوْجِبُ النَّفْىَ عِنْدَ نَفْيِهِ عَلٰى اَصْلِهِ عَلٰى مَا مَهَّدْنَا وَاِنَّمَا قَيَّدَ الطَّعَامَ بِالْيَمِيْنِ لِاَنَّ طَعَامَ الظِّهَارِ وَهُوَ اِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ثَابِتٌ فِى الْقَتْلِ فِىْ رِوَايَةٍ عَنِ الشَّافِعِىِّ (رح) عَلٰى مَا قِيْلَ وَعِنْدَنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَاِنْ كَانَا فِىْ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ لِاِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا اِذْ لَا تَضَادَّ وَلَا تَنَافِىْ بَيْنَهُمَا فَيَكُوْنُ فِى الظِّهَارِ الصِّيَامُ وَالتَّحْرِيْرُ قَبْلَ التَّمَاسِ وَالطَّعَامُ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ قَبْلَ التَّمَاسِ اَوْ بَعْدَهُ وَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِىْ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ فَفِى الْحَادِثَتَيْنِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى فَيُحْكَمُ فِى الْقَتْلِ بِاِعْتَاقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَفِىْ غَيْرِهِ بِاِعْتَاقِ رَقَبَةٍ اَعَمَّ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَيَنْبَغِى اَنْ تَحْمِلُوا الْقَتْلَ عَلَى الْيَمِيْنِ তদ্রূপ হত্যাকে يَمِيْن-এর উপর প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় فِىْ حَقِّ اِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ দশজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারেও وَتُثْبِتُوْا فِيْهِ الطَّعَامَ اَيْضًا আর এর মধ্যে মিসকিনকে খাবার দেওয়া সাব্যস্ত করা উচিত فَاَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ এ অভিযোগের উত্তরে ইমাম শাফেয়ীর (র.) পক্ষ হতে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে وَالطَّعَامُ فِى الْيَمِيْنِ আর يَمِيْن-এর মধ্যে যে খাদ্য রয়েছে قَتْل তা لَمْ يَثْبُتْ فِى الْقَتْلِ-এর মধ্যে নেই لِاَنَّ التَّفَاوُتَ ثَابِتٌ بِاسْمِ الْعَلَمِ কেননা اِسْمُ عَلَمْ-এর দ্বারা পার্থক্য সাব্যস্ত হয়েছে وَهُوَ لَايُوْجِبُ اِلَّا الْوُجُوْدَ আর এটা শুধু حُكْم-এর وُجُوْد-কে ওয়াজিবকারী اِذْ لَفْظُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ اِسْمَ عَلَمٍ কারণ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ একটি مِنْ اَسْمَاءِ الْعَدَدِ সংখ্যাবাচক ইসমসমূহের মধ্য হতে وَهُوَ لَايُوْجِبُ اِلَّا وُجُوْدَ الْحُكْمِ আর এটা শুধু হুকুমকে - اِسْمُ عَلَمْ সাব্যস্ত করে থাকে عِنْدَ وُجُوْدِهِ সাব্যস্ত হওয়ার সময় وَلَا يَنْفِىْ عِنْدَ نَفْيِهِ তবে সাব্যস্ত না হওয়ার সময় হুকুম কে নফী করে না فَاِذَا لَمْ يُوْجِبِ النَّفْىَ فِى الْاَصْلِ আর যখন اَصْل-এর মধ্যেই نَفْى সাব্যস্ত হয় না وهو كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ يَمِيْن-এর কাফফারার (মধ্যে) فَكَيْفَ يُعَدِّى اِلَى الْفَرْعِ তখন এটা فَرْع-এর মধ্যে কিভাবে সাব্যস্ত হবে وَهُوَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ অর্থাৎ হত্যার কাফফারার (মধ্যে) بِخِلَافِ الْوَصْفِ এটা وَصْف-এর বিপরীত فَاِنَّهُ يُوْجِبُ النَّفْىَ কেননা এটা نَفْى কে সাব্যস্ত করে থাকে عِنْدَ نَفْيِهِ عَلٰى اَصْلِهِ না হওয়ার সময় اَصْل অনুযায়ী عَلٰى مَا مَهَّدْنَا যেমন ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি وَاِنَّمَا قَيَّدَ الطَّعَامَ بِالْيَمِيْنِ গ্রন্থকার (র.) طَعَامْ কে এজন্য يَمِيْن-এর দ্বারা مُقَيَّدْ করেছেন যে لِاَنَّ طَعَامَ الظِّهَارِ জেহার-এর খাদ্য وَهُوَ اِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا অর্থাৎ ষাট মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো ثَابِتٌ فِى الْقَتْلِ হত্যার মধ্যেও সাব্যস্ত হয়েছে فِىْ رِوَايَةٍ عَنِ الشَّافِعِىِّ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে এক বর্ণনানুযায়ী عَلٰى مَا قِيْلَ সুতরাং কেউ কেউ এটাই বলেছেন وَعِنْدَنَا আর অমাদের হানাফীদের মতে لَايُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ মুতলাক কে مُقَيَّدْ এর উপর حَمْل করা হয় না وَاِنْ كَانَا فِىْ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ যদিও নাকি এরা (উভয়) একই ঘটনার মধ্যে হোক না কেন لِاِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا কেননা উভয়ের উপর আমল করা সম্ভব اِذْ لَاتَضَادَّ وَلَاتَنَافِىْ بَيْنَهُمَا কারণ এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্ব নেই فَيَكُوْنُ فِى الظِّهَارِ الصِّيَامُ وَالتَّحْرِيْرُ অতএব ظِهَارْ-এর মধ্যে রোজা এবং গোলাম আজাদকরণ হতে হবে قَبْلَ

مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ قَبْلَ التَّمَاسِ اَوْ بَعْدَهٗ এটা সহবাসের পূর্বেও হতে পারে এবং পরেও হতে পারে وَالطَّعَامُ اَعَمُّ আর খাদ্য খাওয়ানো ব্যাপক اِلتَّمَاسْ সহবাসের পূর্বে فَفِىْ যখন এটা একই ঘটনার বেলায় হয়ে থাকে وَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِىْ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ তখন দুই ঘটনার মধ্যে তো অবশ্যই হবে الْحَادِثَتَيْنِ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى কাজেই হত্যার মধ্যে হুকুম فَيُحْكَمُ فِى الْقَتْلِ দেওয়া হবে بِاِعْتَاقِ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ঈমানদার গোলাম আজাদকরণের وَفِىْ غَيْرِهٖ এবং হত্যা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হুকুম দেওয়া হবে بِاِعْتَاقِ رَقَبَةٍ اَعَمَّ সাধারণ গোলাম আজাদ করার।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ দশজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারেও হত্যাকে يَمِيْن -এর উপর প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। আর এর মধ্যে মিসকিনকে খাবার দেওয়া সাব্যস্ত করা উচিত। এই অভিযোগের উত্তরে ইমাম শাফেয়ীর (র.) পক্ষ হতে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, আর يَمِيْن -এর মধ্যে যে খাদ্য রয়েছে তা قَتْل -এর মধ্যে নেই। কেননা اِسْمُ عَلَمْ -এর দ্বারা পার্থক্য সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটা শুধু হুকুম-এর وُجُوْد-কে ওয়াজিবকারী। কারণ "عَشَرَةُ مَسَاكِيْن" সংখ্যাবাচক ইসম সমূহের মধ্য হতে একটি اِسْمُ عَلَمْ আর এটা সাব্যস্ত হওয়ার সময় শুধু হুকুমকে সাব্যস্ত করে থাকে, তবে সাব্যস্ত না হওয়ার সময় হুকুমকে নফী করে না। সুতরাং যখন اَصْل অর্থাৎ يَمِيْن -এর কাফ্ফারার মধ্যেই نَفِىْ সাব্যস্ত হয় না তখন এটার فَرْع অর্থাৎ হত্যার কাফ্ফারার মধ্যে কিভাবে نَفِىْ সাব্যস্ত হবে? এটা وَصْف -এর বিপরীত। কেননা এটা না হওয়ার সময় اَصْل অনুযায়ী نَفِىْ -কে সাব্যস্ত করে থাকে। যেমন ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। গ্রন্থকার (র.) طَعَامْ -কে এজন্য يَمِيْن -এর দ্বারা مُقَيَّدْ করেছেন যে, ظِهَارْ -এর طَعَامْ অর্থাৎ ষাট মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে এক বর্ণনানুযায়ী হত্যার মধ্যেও সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং কেউ কেউ এটাই বলেছেন। **আর আমাদের হানাফীদের মতে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হয় না। যদিও নাকি এরা (উভয়) একই ঘটনার মধ্যে হোকনা কেন। কেননা উভয় এর উপর আমল করা সম্ভব।** কারণ এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্ব নেই। অতএব, ظِهَارْ -এর মধ্যে রোজা ও গোলাম আজাদকরণ সহবাসের পূর্বে হতে হবে। আর طَعَامْ (খাদ্য খাওয়ানো) ব্যাপক এটা সহবাসের পূর্বেও হতে পারে এবং পরেও হতে পারে। যখন এটা (অর্থাৎ مُطْلَقْ-কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل না করা) এই ঘটনার বেলায় হয়ে থাকে তখন দুই ঘটনার মধ্যে তো অবশ্যই হবে। কাজেই হত্যার মধ্যে ঈমানদার গোলাম আজাদকরণের হুকুম দেওয়া হবে এবং হত্যা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ গোলাম আজাদ করার হুকুম দেওয়া হবে।

اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَا فِىْ حُكْمٍ وَاحِدٍ مِثْلُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْعَامَّةِ مُطْلَقَةٌ وَقِرَاءَةَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ مُقَيَّدَةٌ بِالتَّتَابُعِ وَالْقِرَاءَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْاٰيَتَيْنِ فِىْ حَقِّ الْمُعَامَلَةِ فَيَجِبُ هٰهُنَا اَنْ يُّقَيَّدَ قِرَاءَةَ الْعَامَّةِ اَيْضًا بِالتَّتَابُعِ لِاَنَّ الْحُكْمَ وَهُوَ الصَّوْمُ لَايَقْبَلُ وَصْفَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فَاِذَا ثَبَتَ تَقْيِيْدُهٗ بَطَلَ اِطْلَاقُهٗ وَالشَّافِعِىُّ (رح) اِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ هٰذَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ مَعَ اَنَّهٗ قَاعِدَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لَهٗ لِاَنَّهٗ لَايَعْمَلُ بِالْقِرَاءَةِ الْغَيْرِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَشْهُوْرَةً اَوْ اٰحَادًا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَا فِىْ حُكْمٍ وَاحِدٍ তবে এ যদি এরা একই حُكْمٌ-এর ব্যাপারে হয় مِثْلُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ যেমন يَمِيْنٌ-এর كَفَّارَةٌ-এর রোজা فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى - يَمِيْنٌ-এর কাফফারার রোজার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ যদি মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করতে অক্ষম হয় তাহলে তিন দিন রোজা রাখবে فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْعَامَّةِ مُطْلَقَةٌ এটার সাধারণ قِرَاءَةٌ হলো مُطْلَقٌ - وَقِرَاءَةَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ - فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ مُقَيَّدٌ بِالتَّتَابُعِ এটা تَتَابُعٌ-এর দ্বারা مُقَيَّدٌ - وَالْقِرَاءَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْاٰيَتَيْنِ আর দু'টি قِرَاءَةٌ দুটি আয়াতের মর্যাদা সম্পন্ন فِىْ حَقِّ الْمُعَامَلَةِ মোয়ামালার ব্যাপারে فَيَجِبُ هٰهُنَا অতএব এখানে ওয়াজিব اَنْ يُّقَيَّدَ قِرَاءَةَ الْعَامَّةِ اَيْضًا بِالتَّتَابُعِ সাধারণ قِرَاءَةٌ কে تَتَابُعٌ-এর দ্বারা مُقَيَّدٌ করা لِاَنَّ الْحُكْمَ وَهُوَ الصَّوْمُ কেননা হুকুম অর্থাৎ রোজা لَايَقْبَلُ وَصْفَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ দু'টি বিপরীত وَصْفٌ কে কবুল করে না فَاِذَا ثَبَتَ تَقْيِيْدُهٗ সুতরাং যখন এটার تَقْيِيْدٌ সাব্যস্ত হবে بَطَلَ اِطْلَاقُهٗ তখন এটার اِطْلَاقٌ বাতিল হয়ে যাবে وَالشَّافِعِىُّ (رح) কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) اِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ هٰذَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ এ مُطْلَقٌ কে مُقَيَّدٌ-এর উপর حَمْلٌ করেন নি مَعَ اَنَّهٗ قَاعِدَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لَهٗ অথচএটা তার স্থায়ী মূলনীতি لِاَنَّهٗ لَايَعْمَلُ কেননা তিনি আমল করেন না بِالْقِرَاءَةِ الْغَيْرِ الْمُتَوَاتِرَةِ কেরাত অর্থাৎ খবরে غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ - مَشْهُوْرَةً اَوْ اٰحَادًا মশহুর ও ওয়াহেদের উপর।

সরল অনুবাদ : তবে যদি এরা একই حُكْمٌ-এর ব্যাপারে হয়। যেমন- يَمِيْنٌ-এর كَفَّارَةٌ-এর রোজা। অর্থাৎ যখন উভয় (مُقَيَّدٌ ও مُطْلَقٌ) একই حُكْمٌ-এর ব্যাপারে হবে। তখন مُطْلَقٌ এর مُقَيَّدٌ তার উপর مَحْمُوْلٌ হবে। يَمِيْنٌ-এর কাফ্ফারার রোজার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী–"فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ" এটার সাধারণ قِرَاءَةٌ হলো مُطْلَقٌ আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে "فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ" এটা تَتَابُعٌ-এর দ্বারা مُقَيَّدٌ আর مُعَامَلَةٌ-এর ব্যাপারে দু'টি قِرَاءَةٌ দু'টি আয়াতের মর্যাদা সম্পন্ন। অতএব এখানে সাধারণ قِرَاءَةٌ-কে تَتَابُعٌ-এর দ্বারা مُقَيَّدٌ করা ওয়াজিব। **কেননা حُكْمٌ অর্থাৎ রোজা দু'টি বিপরীত وَصْفٌ-কে কবুল করে না। সুতরাং যখন এটার تَقْيِيْدٌ সাব্যস্ত হবে তখন এটার اِطْلَاقٌ বাতিল হয়ে যাবে।** কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এই مُطْلَقٌ-কে مُقَيَّدٌ-এর উপর حَمْلٌ করেননি। অথচ এটা তার স্থায়ী মূলনীতি। কেননা তিনি غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ কেরাতের (অর্থাৎ مَشْهُوْر ও اٰحَادٌ কেরাতের) উপর আমল করেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِاَنَّهٗ لَايَعْمَلُ الخ **-এর আলোচনা :** ইমাম শাফেয়ী (র.) قِرَاءَةٌ غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ-এর উপর অর্থাৎ قِرَاءَةٌ مَشْهُوْرَةٌ ও اٰحَادٌ-এর উপর আমল করেন না। কেননা তাঁর যুক্তি হলো قِرَاءَةٌ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ কুরআনের অংশ নয়। কারণ এটা مُتَوَاتِرٌ নয় এবং এটা سُنَّتٌ-এর অন্তর্ভুক্তও নয়। কেননা এটা তো قران হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, সুন্নত হিসেবে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে يَمِيْنٌ-এর কাফ্ফারার ব্যাপারে তিন দিবস রোজা রাখা تَتَابُعٌ-এর সাথে مُقَيَّدٌ নয়। তবে ইমাম শাফেয়ীর (র.) বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, তাঁর মাযহাব হলো مُطْلَقٌ-কে مُقَيَّدٌ-এর উপর حَمْلٌ করা। যদিও নাকি এরা দু'টি ঘটনার ব্যাপারে হোকনা কেন। যদি হুকুম এক ও অভিন্ন হয়। সুতরাং تَتَابُعٌ-এর শর্তারোপের ব্যাপারে يَمِيْنٌ-এর কাফ্ফারার রোজাকে ظِهَارٌ-এর কাফ্ফারার রোজার উপর কিয়াস করেননি কেন?

اَوْ اٰحَادًا فَالْمِثَالُ الْمُتَّفَقُ عَلٰى قَبُوْلِهٖ هُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَعْرَابِيٍّ جَامَعَ اِمْرَأَتَهٗ فِىْ نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا صُمْ شَهْرَيْنِ وَفِىْ رِوَايَةٍ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَحِيْنَئِذٍ يَرِدُ عَلَيْنَا اَنَّكُمْ اِذَا قَرَّرْتُمْ اَنَّهٗ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحَمْلِ فِى الْحَادِثَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْحُكْمِ الْوَاحِدِ فَفِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَحْمِلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ اِذِ الْحَادِثَةُ وَاحِدَةٌ وَهُوَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ اَدَاءُ الصَّاعِ اَوْ نِصْفِهٖ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْمِثَالُ الْمُتَّفَقُ عَلٰى قَبُوْلِهٖ সুতরাং যে উদাহরণের গ্রহণ যোগ্যতার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই هُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَعْرَابِيٍّ তাহলো নবী করীম ﷺ-এর বাণী– যা তিনি এক বেদুঈনের ব্যাপারে বলেছেন جَامَعَ اِمْرَأَتَهٗ যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে فِىْ نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا রমজানের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে صُمْ شَهْرَيْنِ আর সে বাণীটি হলো দুই মাস রোজা রাখো وَفِىْ رِوَايَةٍ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ এবং অন্য বর্ণনায় লাগাতার দুই মাস রোজা রাখো وَحِيْنَئِذٍ يَرِدُ عَلَيْنَا এমতাবস্থায় আমাদের হানাফীদের উপর এ প্রশ্ন হয়ে থাকে যে اَنَّكُمْ اِذَا قَرَّرْتُمْ যখন তোমরা সাব্যস্ত করেছ যে اَنَّهٗ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحَمْلِ - مُطْلَقْ কে مُقَيَّدْ-এর উপর حَمْلْ করা ওয়াজিব فِى الْحَادِثَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْحُكْمِ الْوَاحِدِ একটি ঘটনা এবং একটি হুকুম হওয়ার অবস্থায় فَفِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ তখন হুজুর ﷺ-এর বাণী اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ তোমরা প্রত্যেক স্বাধীন ও গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করো وَقَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ এবং অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ-এর বাণী اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ তোমরা প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন ও গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করো يَنْبَغِىْ اَنْ يَحْمِلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ-এর মধ্যেও مُطْلَقْ কে مُقَيَّدْ-এর উপর حَمْلْ করা উচিত اِنَّ الْحَادِثَةَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ কেননা ঘটনা অর্থাৎ صَدَقَةْ فِطْر একটি وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ اَدَاءُ الصَّاعِ اَوْ نِصْفِهٖ এবং حُكْم অর্থাৎ صَاعْ ও نِصْفُ صَاعْ আদায় করাও একই ঘটনা।

সরল অনুবাদ : সুতরাং যে উদাহরণের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই তা হলো নবী করীম ﷺ -এর বাণী– যা তিনি এমন এক বেদুঈনের ব্যাপারে বলেছেন যে, রমজানের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছেন। আর সেই বাণীটি হলো "صُمْ شَهْرَيْنِ" (দুই মাস রোজা রাখো) এবং অন্য বর্ণনায় "صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" (লাগাতার দুই মাস রোজা রাখো) এমতাবস্থায় আমাদের হানাফীদের উপর এই প্রশ্ন হয়ে থাকে যে, যখন তোমরা সাব্যস্ত করেছ যে, একটি ঘটনা এবং একটি হুকুম হওয়ার অবস্থায় مُطْلَقْ-কে مُقَيَّدْ-এর উপর حَمْلْ করা ওয়াজিব, তখন হুযূর ﷺ -এর বাণী– "اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ" এবং অন্য হাদীস "اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ"-এর মধ্যেও মুতলাককে مُقَيَّدْ-এর উপর حَمْلْ করা উচিত। কেননা ঘটনা অর্থাৎ صَدَقَةْ فِطْر একটি এবং হুকুম অর্থাৎ صَاعْ ও نِصْف صَاعْ আদায় করাও একই ঘটনা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ هُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ -এর আলোচনা : সুনানে আবূ দাউদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রমজান মাসের দিনের বেলায় ইফতার করেছিল। তখন রাসূলে কারীম ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন যেন একটি গোলাম আজাদ করে অথবা লাগাতার দুই মাস রোজা রাখে অথবা ষাট মিসকিনকে খানা খাওয়ায়। সে বলল, আমি এটার ক্ষমতা রাখি না। তখন তাকে রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, বসে থাকো। এমন সময় রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর উপস্থিত করা হলো। হুযূর ﷺ তাকে বললেন, এটা নাও এবং সদ্‌কা করে দাও। সে বলল, আমি আমার অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র কোনো লোককে দেখি না। হুজুর ﷺ হেসে উঠলেন। এমনকি হুযূর ﷺ-এর দু'পার্শ্বস্থ (ধারালো) দাতসমূহ পরিদৃষ্টি হলো এবং হুযূর ﷺ তাকে এটা খেতে অনুমতি দিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেছেন যে, এটা ইবনে জুরায়েজ ইমাম যুহরী হতে মালেকের ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, "اِنَّ رَجُلًا اَفْطَرَ" এবং উক্ত রিওয়ায়াতে এরূপ রয়েছে "تُعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ تَصُوْمُ شَهْرَيْنِ اَوْ تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا"

قَوْلُهٗ فَفِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ -এর আলোচনা : তিরমিযীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ সদ্‌কায়ে ফিতির প্রত্যেক মুসলমান আজাদ, দাস ও নর-নারীর উপর এক সা' যব বা গম ফরজ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, ইমাম মালেক নাফে' হতে, তিনি হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে, তিনি হুযূর ﷺ হতে এই হাদীস খানা বর্ণনা করেছেন এবং এতে "مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" অতিরিক্ত রয়েছে। তবে ইমাম মালিক ব্যতীত অন্যান্যরা উক্ত হাদীসখানা নাফে' হতে বর্ণনা করেছেন, তারা কেউই "مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" -এর উল্লেখ করেননি।

فَاَجَابَ بِقَوْلِهِ وَفِىْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَدَ النَّصَّانِ فِى السَّبَبِ وَلَا مُزَاحَمَةَ فِى الْاَسْبَابِ فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يَعْنِىْ اَنَّ مَاقُلْنَا اِنَّهُ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِى الْحَادِثَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْحُكْمُ الْوَاحِدُ اِنَّمَا هُوَ اِذَا وَرَدَ فِى الْحُكْمِ الْمُتَضَادِّ وَاَمَّا اِذَا وَرَدَا فِى الْاَسْبَابِ اَوِ الشُّرُوْطِ فَلَا مُضَائِقَةَ فِيْهِ وَلَا تَضَادَّ فَيُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ الْمُطْلَقُ سَبَبًا بِاِطْلَاقِهِ وَالْمُقَيَّدُ سَبَبًا بِتَقْيِيْدِهِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ فِىْ اِتِّحَادِ الْحُكْمِ وَالْحَادِثَةِ يَجِبُ الْحَمْلُ بِالْاِتِّفَاقِ وَفِىْ تَعَدُّدِ هِمَا لَايَجِبُ الْحَمْلُ بِالْاِتِّفَاقِ وَفِيْمَا سِوَاهُمَا اِخْتِلَافٌ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَاَجَابَ بِقَوْلِهِ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তার নিম্নোক্ত ভাষায় এর জবাব দিয়েছেন وَفِىْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَدَ النَّصَّانِ আর সদকায়ে ফিতর-এর বেলায় যে দু'টি نَصّ আরোপিত হয়েছে فِى السَّبَبِ তা سَبَبْ -এর ব্যাপারে হয়েছে وَلَا مُزَاحَمَةَ فِى الْاَسْبَابِ এবং আসবাব-এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا কাজেই তথায় উভয়ের একত্রিত হওয়া ওয়াজিব হয়েছে يَعْنِىْ اَنَّ مَا قُلْنَا অর্থাৎ আমরা যে বলেছি اِنَّهُ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ মুতলাককে مُقَيَّدْ-এর উপর حَمْل করা হয়ে থাকে فِى الْحَادِثَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْحُكْمُ الْوَاحِدُ একই ঘটনা এবং একই হুকুম-এর মধ্যে اِنَّمَا هُوَ এটা তখন হবে اِذَا وَرَدَ فِى الْحُكْمِ الْمُتَضَادِّ যখন এতদুভয় পরস্পর বিরোধী حُكْمْ -এর মধ্যে হবে وَاَمَّا اِذَا وَرَدَ فِى الْاَسْبَابِ اَوِ الشَّرْطِ কিন্তু যদি اسباب ও شرط -এর মধ্যে হয় فَلَا مُضَائِقَةَ فِيْهِ وَلَا تَضَادَّ তাহলে কোনো ক্ষতি এবং বিরোধ নেই فَيُمْكِنُ কেননা এর সম্ভাবনা আছে যে اَنْ يَكُوْنَ الْمُطْلَقُ سَبَبًا بِاِطْلَاقِهِ মুতলাক-এর اِطْلَاقْ -এর সাথে একটি سَبَبْ হবে وَالْمُقَيَّدُ سَبَبًا بِتَقْيِيْدِهِ এবং مُقَيَّدْ -এর تَقْيِيْدْ -এর সহযোগে অন্য একটি سَبَبْ হবে فَالْحَاصِلُ মোটকথা اِنَّ فِىْ اِتِّحَادِ الْحُكْمِ وَالْحَادِثَةِ - حُكْمْ এবং ঘটনা এক হওয়ার অবস্থায় يَجِبُ الْحَمْلُ بِالْاِتِّفَاقِ উপরোক্ত حَمْل (প্রয়োগ) সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব وَفِىْ تَعَدُّدِهِمَا এবং এদের পৃথক হওয়ার অবস্থায় لَايَجِبُ الْحَمْلُ بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব নয় وَفِيْمَا سِوَاهُمَا اِخْتِلَافٌ এতদুভয় অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থাসমূহে মতানৈক্য রয়েছে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তাঁর নিম্নোক্ত ভাষায় এর জবাব দিয়েছেন। আর صَدَقَةُ فِطْر -এর বেলায় যে দু'টি نَصّ আরোপিত হয়েছে, তা سَبَبْ -এর ব্যাপারে হয়েছে। এবং اَسْبَابْ - এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কাজেই তথায় উভয়ের একত্রিত হওয়া ওয়াজিব হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যে বলেছি একই ঘটনা এবং একই حُكْم -এর মধ্যে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হয়ে থাকে। এটা তখন হবে যখন এতদুভয় পরস্পর বিরোধী حُكْم -এর মধ্যে হবে। কিন্তু যদি اَسْبَابْ এবং شَرْط -এর মধ্যে হয়, তাহলে কোনো ক্ষতি এবং বিরোধ নেই। কেননা এর সম্ভাবনা আছে যে, مُطْلَقْ-এর اِطْلَاقْ -এর সাথে একটি سَبَبْ হবে এবং مُقَيَّدْ-এর تَقْيِيْدْ -এর সহযোগে অন্য একটি سَبَبْ হবে। মোটকথা, حُكْم এবং ঘটনা এক হওয়ার অবস্থায় উপরোক্ত حَمْل (প্রয়োগ) সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব এবং এদের পৃথক হওয়ার অবস্থায় সর্বসম্মতভাবে حَمْل ওয়াজিব নয়। এতদুভয় অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থাসমূহে মতানৈক্য রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا مُضَايَقَةَ فِيْهِ الخ -এর আলোচনা : مُطْلَقْ ও مُقَيَّدْ যখন اَسْبَابْ এবং شُرُوْط -এর মধ্যে হবে তখন কোনো ক্ষতি ও বিরোধ নেই। অর্থাৎ তখন مُطْلَقْ এটার اِطْلَاقْ সহকারে এবং مُقَيَّدْ -এর قَيْد সহযোগে পৃথক পৃথক سَبَبْ হবে। যা হোক সদকায়ে ফিতিরে দু'টি نَصّ (হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য) বর্ণিত হয়েছে। একটি مُطْلَقْ এতে সদকায়ে ফিতিরের سَبَبْ হিসেবে ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার সবব। কাজেই প্রত্যেকের উপরই সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হবে। আরেকটি نَصّ তথা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, যার উপর সদকায়ে ফিতির ধার্য করা হবে তাকে মুসলমান হতে হবে। এই হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার জন্য اِسْلَامْ শর্ত। অর্থাৎ এটার মধ্যে اِسْلَامْ-এর قَيْد আরোপ করা হয়েছে। এদের উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধও নেই এবং কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও নেই।

প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে তো আর مُقَيَّدْ বলা নিষ্প্রয়োজন ; কারণ এটাও مُطْلَقْ -এর মধ্যে রয়েছে। এটার জবাবে বলা যাবে যে, মূলত قَيْد অর্থহীন। কারণ مُقَيَّدْ -এর দ্বারা مُقَيَّدْ অনুযায়ী আমল হওয়া এবং مُطْلَقْ -এর দ্বারা مُطْلَقْ অনুযায়ী আমল হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ مُقَيَّدْ -এর বর্ণনার পূর্বে مُطْلَقْ -কে তদনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। আর تَقْيِيْد -এর নীতি অনুসারে قَيْد -এর مَفْهُوْم -ই سَبَبْ হওয়ার সমধিক উপযোগী। আর শরিয়ত এটার প্রতিই অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ فِى التَّوْضِيْحِ ثُمَّ شَرَعَ فِيْ جَوَابِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فَقَالَ وَلَا نُسَلِّمُ اَنَّ الْقَيْدَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ لِاَنَّ الْوَصْفَ قَدْ يَكُوْنُ اِتِّفَاقِيًّا وَقَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنَى الْعِلَّةِ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلْكَشْفِ اَوْ لِلْمَدْحِ اَوِ الذَّمِّ وَلَئِنْ كَانَ فَلَا نُسَلِّمُ اَنَّهُ يُوْجِبُ النَّفْىَ لِاَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيْهِ هُوَ الشَّرْطُ النَّحْوِيُّ الَّذِىْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ الْاَدَوَاتُ وَلَا تَاثِيْرَ لِنَفْيِهِ فِيْ نَفْيِ الْحُكْمِ لِاَنَّ نَفْىَ الْحُكْمِ نَفْىٌ اَصْلِىٌّ لَا شَرْعِىٌّ عَلٰى مَاقَدَّمْنَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ فِى التَّوْضِيْحِ তাওযীহ্ নামক গ্রন্থে এটার অতিরিক্ত (ব্যাপার) আলোচনা রয়েছে ثُمَّ شَرَعَ فِيْ جَوَابِ الشَّافِعِيِّ অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রশ্নের জবাব শুরু করেছেন فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেন لَانُسَلِّمُ আমরা মানি না اَنَّ الْقَيْدَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ - قَيْد এটা شَرْط -এর অর্থে হওয়াকে لِاَنَّ الْوَصْفَ قَدْ يَكُوْنُ اِتِّفَاقِيًّا কেননা وَصْف কখনো اِتِّفَاقِىٌّ (গতানুগতিক) হয়ে থাকে وَقَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنَى الْعِلَّةِ এবং কখনো عِلَّتْ -এর অর্থে হয়ে থাকে لِلْكَشْفِ আর কখনো ব্যাখ্যা-এর অর্থে হয়ে থাকে اَوْ لِلْمَدْحِ অথবা প্রশংসার জন্য হয়ে থাকে اَوِ الذَّمِّ কিংবা নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য হয়ে থাকে وَلَئِنْ كَانَ আর قَيْد যদি شَرْط -এর অর্থে হয় فَلَا نُسَلِّمُ তাহলে আমরা স্বীকার করি না اَنَّهُ يُوْجِبُ النَّفْىَ শর্ত হুকুমের নফী ওয়াজিব করে لِاَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيْهِ هُوَ الشَّرْطُ النَّحْوِيُّ কেননা নাহবীগণের شَرْط -ই মূলত বিতর্কিত الَّذِىْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ الْاَدَوَاتُ যার মধ্যে শর্তের হরফ প্রবিষ্ট হয়ে থাকে وَلَا تَاثِيْرَ لِنَفْيِهِ আর এটা হওয়ার প্রতিক্রিয়া হয় না فِيْ نَفْيِ الْحُكْمِ হুকুম না হওয়ার মধ্যে لِاَنَّ نَفْىَ الْحُكْمِ نَفْىٌ اَصْلِىٌّ কেননা حُكْم -এর নফী اَصْلِىْ হয় لَاشَرْعِىٌّ শরয়ী হয় না عَلٰى مَا قَدَّمْنَا যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

সরল অনুবাদ : تَوْضِيْح নামক গ্রন্থে এটার অতিরিক্ত (ব্যাপার) আলোচনা রয়েছে। অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, قَيْد এটা **شَرْط -এর অর্থে হওয়াকে আমরা মানি না**। কেননা وَصْف কখনো اِتِّفَاقِىْ (গতানুগতিক) হয়ে থাকে এবং কখনো عِلَّتْ-এর অর্থে হয়ে থাকে। আর কখনো كَشْف (ব্যাখ্যা)-এর অর্থে হয়ে থাকে। অথবা প্রশংসার জন্য হয়ে থাকে। কিংবা নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য হয়ে থাকে। আর قَيْد যদি **شَرْط -এর অর্থে হয়, তাহলে** شَرْط , حُكْم-এর **নফী ওয়াজিব করাকে আমরা স্বীকার করি না। (অর্থাৎ** شَرْط **না হলে** حُكْم **হবে না, একে আমরা স্বীকার করি না।)** কেননা নাহবীগণের شَرْط -ই মূলত বিতর্কিত; যার মধ্যে শর্তের হরফ প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। আর এটা না হওয়ার প্রতিক্রিয়া حُكْم না হওয়ার মধ্যে হয় না। কেননা حُكْم -এর নফী اَصْلِىْ হয়, شَرْعِىْ হয় না যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ الخ -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, مطلق ও مُقَيَّدْ উভয় একই حُكْم ও একই ঘটনার ব্যাপারে হলে সর্বসম্মতভাবে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হবে। আর ঘটনা ও حُكْم উভয়ই পৃথক হলে সর্বসম্মতভাবে مُطْلَقْ-কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হবে না। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য অবস্থায় মতানৈক্য রয়েছে। تَوْضِيْح ও অন্যান্য উসূলের কিতাবে নিম্নোক্তভাবে এটার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

(১) مُطْلَقْ ও مُقَيَّدْ নস حُكْم -এর উপর বর্তাবে না বরং سَبَبْ বা অন্য কিছু এর মধ্যে পতিত হবে। (২) অথবা উভয় نَصّ একই حُكْم ও একই ঘটনার মধ্যে হবে। (৩) অথবা দু'টি ঘটনার মধ্যে হবে। (৪) অথবা একই ঘটনার প্রেক্ষিতে হবে, কিন্তু এদের হুকুম পরস্পর বিরোধী হবে। (৫) অথবা দু'টি ঘটনা ও দু'টি পৃথক حُكْم -এর মধ্যে হবে। সর্বমোট পাঁচ অবস্থা হয়। আমাদের (হানাফীদের) মধ্যে প্রথম অবস্থায় مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত অবস্থায় مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হবে। গ্রন্থকার (র.) তাঁর বক্তব্য "وَفِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ" -এর দ্বারা এটার উদাহরণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এবং দ্বিতীয় অবস্থায় সর্বসম্মতভাবে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ-এর উপর حَمْل করা হবে। ব্যাখ্যাকার (র.) এটার উদাহরণ বর্ণনা করেছেন এবং গ্রন্থকার (র.) তাঁর বক্তব্য "وَلَا اَنْ يَكُوْنَ فِىْ حُكْمٍ وَاحِدٍ" -এর দ্বারা এটার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর তৃতীয় অবস্থায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর অর্থে প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে। আমরা হানাফীরা এটা সমর্থন করি না। গ্রন্থকার (র.) এটার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন "وَاِنْ كَانَا فِىْ حَادِثَتَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) مِثْلُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الخ" এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে চতুর্থ অবস্থায়ও مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হবে। তবে আমাদের (হানাফীদের) মতে উক্ত অবস্থায় مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হবে না। ব্যাখ্যাকার (র.) এটার উদাহরণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, "وَيُعْلَمُ مِنْهُ اَنَّهُمَا اِنْ كَانَا فِىْ حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ الخ" আর পঞ্চম অবস্থায় مُطْلَقْ -এর اِطْلَاقْ ও مُقَيَّدْ -এর অনুযায়ী আমল করা হবে। আমরা (হানাফীগণ) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) ঐকমত্য পোষণ করে থাকি। এটার দৃষ্টান্ত قَتْل -এর কাফ্‌ফারার মধ্যে লাগাতর রোজা রাখা। এ স্থলে تَتَابُعْ তথা অনবরত করার قَيْد রয়েছে। সুতরাং তাই বহাল থাকবে। আর ظِهَارْ -এর কাফ্‌ফারার মধ্যে রোজা রাখার ব্যাপারে تَتَابُعْ -এর শর্ত আরোপ করা হয়নি। তা সে ভাবেই (অর্থাৎ مُطْلَقْ হিসেবে) রাখা হবে। সুতরাং এই পঞ্চম অবস্থায় সর্বসম্মতভাবে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর উপর حَمْل করা হবে না, আর দ্বিতীয় অবস্থায় সর্বসম্মতভাবে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে। অবশিষ্ট তিন প্রকারের ব্যাপারে আমাদের হানাফীদের ও ইমাম শাফেয়ীর (র.) মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে। বড় বড় কিতাবসমূহে এটার বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَلَئِنْ كَانَ فَاِنَّمَا يَصِحُّ الْاِسْتِدْلَالُ بِهٖ عَلٰى غَيْرِهٖ اِنْ صَحَّتِ الْمُمَاثَلَةُ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ فَاِنَّ الْقَتْلَ مِنْ اَعْظَمِ الْكَبَائِرِ يَعْنِىْ لَوْ سَلَّمْنَا نَفْىَ الْحُكْمِ فِى الْاَصْلِ الْمَنْصُوْصِ لٰكِنْ لَا نُسَلِّمُ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْمَسْكُوْتِ حَتّٰى يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْقَتْلَ مِنْ اَعْظَمِ الْكَبَائِرِ فَيُمْكِنُ اَنْ تُشْتَرَطَ فِيْهِ الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ بِخِلَافِ الظِّهَارِ وَالْيَمِيْنِ فَاِنَّهُمَا صَغِيْرَتَانِ يُمْكِنُ جَبْرُهُمَا بِالرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ تَكُوْنَ كَافِرَةً اَوْ مُؤْمِنَةً وَاَيْضًا تَوْزِيْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ فَاِنَّ فِى الْقَتْلِ حُكْمٌ اَوَّلًا بِالتَّحْرِيْرِ ثُمَّ بِالصِّيَامِ فِىْ شَهْرَيْنِ وَفِى الظِّهَارِ حُكْمٌ بِالتَّحْرِيْرِ ثُمَّ بِالصِّيَامِ فِىْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ بِاِطْعَامِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا وَفِى الْيَمِيْنِ خُيِّرَ اَوَّلًا بَيْنَ اِطْعَامِ عَشَرَةٍ اَوْ كِسْوَتِهِمْ اَوْ تَحْرِيْرِ رَقَبَةٍ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَئِنْ كَانَ এবং যদি এটা হয় فَاِنَّمَا يَصِحُّ الْاِسْتِدْلَالُ بِهٖ তাহলে এটা দ্বারা তখন দলিল পেশ করা সহীহ হবে عَلٰى غَيْرِهٖ অপরের উপর اِنْ صَحَّتِ الْمُمَاثَلَةُ যখন পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে وَلَيْسَ كَذٰلِكَ অথচ ব্যাপারটি এ রকম নয় فَاِنَّ الْقَتْلَ مِنْ اَعْظَمِ الْكَبَائِرِ কারণ হত্যা সর্বাধিক বড় কবীরা يَعْنِىْ لَوْ سَلَّمْنَا অর্থাৎ আমরা যদি মেনেও নেই نَفْىَ الْحُكْمِ فِى الْاَصْلِ الْمَنْصُوْصِ মূলবিষয় তথা মূল مَنْصُوْص -এর মধ্যে حُكْم না হওয়া لٰكِنْ لَا نُسَلِّمُ الْمُسَاوَاةَ তবুও আমরা সমতা সমর্থন করি না بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْمَسْكُوْتِ এরও غَيْرُ مَنْصُوْص -এর মধ্যকার حَتّٰى يُحْمَلَ عَلَيْهِ এমনকি এর উপর প্রয়োগ করা হবে وَاِنَّ الْقَتْلَ مِنْ اَعْظَمِ الْكَبَائِرِ আর হত্যা করা হচ্ছে মস্ত বড় কবীরা গুনাহ فَيُمْكِنُ اَنْ تُشْتَرَطَ فِيْهِ الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ কাজেই তাতে ঈমানদার দাস শর্ত করা সম্ভব بِخِلَافِ الظِّهَارِ وَالْيَمِيْنِ এটা ظِهَار ও يَمِيْن -এর বিপরীত فَاِنَّهُمَا صَغِيْرَتَانِ কেননা এরা সগীরা গুনাহ يُمْكِنُ جَبْرُهُمَا بِالرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ সাধারণ গোলামের দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ সম্ভব اَعَمُّ مِنْ اَنْ تَكُوْنَ كَافِرَةً اَوْ مُؤْمِنَةً চাই গোলাম ঈমানদার হোক অথবা কাফির হোক وَاَيْضًا تَوْزِيْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ আর এদের প্রত্যেকটি ভিন্নভাবে হুকুম করা হয়েছে فَاِنَّ فِى الْقَتْلِ কারণ হত্যার মধ্যে حُكْمٌ اَوَّلًا بِالتَّحْرِيْرِ প্রথমে গোলাম আযাদকরণের হুকুম দেওয়া হয়েছে ثُمَّ بِالصِّيَامِ فِىْ شَهْرَيْنِ অতঃপর দু'মাস রোজা রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে وَفِى الظِّهَارِ حُكْمٌ بِالتَّحْرِيْرِ আর ظِهَار -এর মধ্যে গোলাম আজাদকরণের হুকুম দেওয়া হয়েছে ثُمَّ بِالصِّيَامِ فِىْ شَهْرَيْنِ অতঃপর দু'মাস রোজা রাখার حُكْم দেওয়া হয়েছে ثُمَّ بِاِطْعَامِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا তারপর ষাট মিসকিনকে খাওয়ানোর হুকুম দেওয়া হয়েছে وَفِى الْيَمِيْنِ আর يَمِيْن -এর মধ্যে خُيِّرَ اَوَّلًا প্রথমতই এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে بَيْنَ اِطْعَامِ عَشَرَةٍ দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো اَوْكِسْوَتِهِنَّ অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় পরানো اَوْ تَحْرِيْرِ رَقَبَةٍ অথবা গোলামের আজাদকরণের মধ্যে।

সরল অনুবাদ : এবং যদি এটা হয়, তাহলে অপরের উপর এটা দ্বারা তখন দলিল পেশ করা সহীহ হবে যখন পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। কারণ হত্যা সর্বাধিক বড় কবীরা। অর্থাৎ আমরা যদি মূল বিষয় তথা মূল مَنْصُوْص -এর মধ্যে হুকুম না হওয়া মেনেও নেই তবুও আমরা এর ও غَيْرُ مَنْصُوْص -এর মধ্যকার সমতা সমর্থন করি না। আর সমর্থন করলে এর অর্থে প্রয়োগ করা সহীহ হতো। এটা ظِهَار ও يَمِيْن -এর বিপরীত। কেননা এরা সগীরা গুনাহ। সাধারণ গোলামের দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ সম্ভব। চাই গোলাম ঈমানদার হোক বা কাফির হোক। আর এদের প্রত্যেকটি বিভিন্নভাবে হুকুম করা হয়েছে। কারণ হত্যার মধ্যে প্রথমে গোলাম আযাদকরণের হুকুম দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দু' মাস রোজা রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তারপর ষাট মিসকিনকে খাওয়ানোর হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর يَمِيْن -এর মধ্যে প্রথমতই দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় পরানো অথবা গোলাম আজাদকরণের মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْاِسْتِدْلَالُ بِهٖ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে مُقَيَّدْ -এর দ্বারা দলিল পেশ করা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ مُقَيَّدْ -এর দ্বারা দলিল পেশ করা। আর তা হচ্ছে হত্যার কাফ্ফারায় গোলাম আজাদ করা। অর্থাৎ قَتْل -এর কাফ্ফারায় গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে ঈমানদার হওয়ার قَيْد আরোপ করা হয়েছে, একে مُطْلَقْ -এর জন্য সাব্যস্ত করা। আর مُطْلَقْ হলো ظِهَار ও يَمِيْن -এর কাফ্ফারার গোলাম।

قَوْلُهٗ مِنْ اَعْظَمِ الْكَبَائِرِ الخ -এর আলোচনা : ভুলবশত হত্যা করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে থাকে। ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না এবং ভুলবশত হত্যা করা কবীরা গুনাহ। তবে ঝগড়ার সময় ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় এবং এটাও মহাপাপ।

ثُمَّ اِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ هٰؤُلَاءِ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَلْعَالِمُ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَحِكَمِهِمْ قَدْ حَكَمَ بِمَا شَاءَ فِىْ كُلِّ جِنَايَةٍ عَلٰى حَالِهَا فَلَايَنْبَغِىْ لَنَا اَنْ نَتَعَوَّضَ لِشَيْئٍ مِنْهَا اَوْ نَحْمِلُ نَصَّ اَحَدٍ مِنْهَا عَلَى الْاٰخَرِ بِالْاِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيْدِ فَاِنَّ فِيْهِ تَضْيِيْعُ الْاَسْرَارِ الَّتِىْ اَوْدَعَهَا فِيْهِ فَاَمَّا قَيْدُ الْاِسَامَةِ وَالْعَدَالَةِ فَلَمْ يُوْجِبِ النَّفْىَ جَوَابُ عَمَّا يَرِدُ عَلَيْنَا مِنَ النَّقْضَيْنِ وَهُوَ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ اِذَا وَرَدَ الْاِطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِى السَّبَبِ لَايُحْمَلُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ وَهٰهُنَا وَرَدَ قَوْلُهُ فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَقَوْلُهُ فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ فِى الْاَسْبَابِ لِاَنَّ الْاِبِلَ سَبَبُ الزَّكٰوةِ وَالْاَوَّلُ مُطْلَقٌ وَالثَّانِىْ مُقَيَّدٌ بِالْاِسَامَةِ وَقَدْ حَمَلْتُمُ الْمُطْلَقَ هٰهُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ حَتّٰى قُلْتُمْ لَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ فِىْ غَيْرِ السَّائِمَةِ وَاَيْضًا قُلْتُمْ اِذَا كَانَتِ الْحَادِثَةُ مُخْتَلِفَةً لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ —

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ اِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ هٰؤُلَاءِ আর যদি উপরোক্ত তিনটি সম্ভবপর না হয় فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ তাহলে তিন দিন রোজা রাখতে হবে فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَلْعَالِمُ সুতরাং মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত রয়েছেন بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَحِكَمِهِمْ যিনি বান্দাদের সুযোগ সুবিধাদি এবং তাদের কুশলাদি সম্পর্কে قَدْ حَكَمَ بِمَا شَاءَ যা সমুচিত মনে করেছেন সেরূপই হুকুম করেছেন فِىْ كُلِّ جِنَايَةٍ عَلٰى حَالِهَا প্রতিটি অপরাধ সম্পর্কে এর অবস্থানুযায়ী فَلَا يَنْبَغِىْ لَنَا সুতরাং আমাদের উচিত হবে না اَنْ نَتَعَوَّضَ لِشَيْئٍ مِنْهَا এদের পেছনে পড়া اَوْ نَحْمِلُ نَصَّ اَحَدٍ مِنْهَا عَلَى الْاٰخَرِ অথবা একটি نَصّ কে অপরটির উপর حَمْل করা بِالْاِطْلَاقِ মুক্তভাবে অথবা قَيْد বিহীনভাবে وَالتَّقْيِيْدِ - فَاِنَّ فِيْهِ تَضْيِيْعَ الْاَسْرَارِ কেননা এতে সব গোপন রহস্য বিনষ্ট হয়ে যাবে الَّتِىْ اَوْدَعَهَا فِيْهِ যাকে তিনি এদের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন فَاَمَّا قَيْدُ الْاِسَامَةِ وَالْعَدَالَةِ আর سَائِمَةٌ হওয়া এবং عَدَالَتْ -এর فَلَمْ يُوْجِبِ النَّفْىَ নফীর কায়েদকে ওয়াজিব করে না جَوَابُ عَمَّا يَرِدُ عَلَيْنَا مِنَ النَّقْضَيْنِ দু'টি نَقِيْض -এর দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে এটা তার জবাব وَهُوَ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ আর তা হলো তোমরা (হানাফীগণ) বলেছ যে اِذَا وَرَدَ الْاِطْلَاقُ যখন এবং اِطْلَاقْ - الْقَيْدُ فِى السَّبَبِ এবং قَيْد যখন سَبَبْ-এর মধ্যে হবে لَايُحْمَلُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ তখন একটিকে অপরটির উপর حَمْل করা হবেনা وَهٰهُنَا وَرَدَ قَوْلُهُ এবং এ প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে রাসূল ﷺ এর বাণী فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ পাঁচটি উটের উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে وَقَوْلُهُ فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ এবং রাসূল ﷺ -এর বাণী প্রতি পাঁচটি سَائِمَةٌ উটের উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে فِى الْاَسْبَابِ এটা اَسْبَابْ -এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে لِاَنَّ الْاِبِلَ سَبَبُ الزَّكٰوةِ কেননা উট যাকাতের সবব وَالْاَوَّلُ مُطْلَقٌ এদের প্রথমটি মুতলাক وَالثَّانِىْ مُقَيَّدٌ بِالْاِسَامَةِ এবং দ্বিতীয়টি বিচরণশীল হওয়া-এর قَيْد বিশিষ্ট وَقَدْ حَمَلْتُمُ الْمُطْلَقَ هٰهُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ অথচ তোমরা এ ক্ষেত্রে مُطْلَقْ কে مُقَيَّدْ -এর অর্থে প্রয়োগ করেছ حَتّٰى قُلْتُمْ এমনকি তোমরা বলেছ যে لَاتَجِبُ الزَّكٰوةُ فِىْ غَيْرِ السَّائِمَةِ সায়েমা না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না وَاَيْضًا قُلْتُمْ তা ছাড়া তোমরা বলেছ যে اِذَا كَانَتِ الْحَادِثَةُ مُخْتَلِفَةً ঘটনা বিভিন্ন হলে لَايُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ মুতলাককে مُقَيَّدْ -এর অর্থে ব্যবহার করা হবে না।

সরল অনুবাদ : আর যদি উপরোক্ত তিনটি সম্ভবপর না হয়, তাহলে তিন দিন রোজা রাখতে হবে। সুতরাং মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা যিনি বান্দাদের সুযোগ-সুবিধাদি এবং তাদের কুশলাদি সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন প্রতিটি অপরাধ সম্পর্কে এর অবস্থানুযায়ী যা সমুচিত মনে করেছেন সেরূপই حُكْم করেছেন। সুতরাং এদের পিছনে পড়া অথবা একটি نَصّ -কে অপরটির উপর قَيْد মুক্তভাবে অথবা قَيْد বিহীনভাবে حَمْل করা আমাদের উচিত হবে না। কেননা এতে সব গোপন রহস্য বিনষ্ট হয়ে যাবে যাকে তিনি এদের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। আর سَائِمَةٌ হওয়া এবং عَدَالَتْ -এর قَيْد নফীকে ওয়াজিব করে না। দু'টি نَقِيْض -এর দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে এটা তার জবাব। আর তা হলো তোমরা (হানাফীগণ) বলেছ যে, اِطْلَاقْ এবং قَيْد যখন سَبَبْ -এর মধ্যে হবে তখন একটিকে অপরটির উপর حَمْل করা হবে না। এবং এই প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে রাসূল ﷺ-এর বাণী فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ ও (পাঁচটির উটের উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে)। এবং রাসূল ﷺ-এর বাণী فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ (প্রতি পাঁচটি سَائِمَةٌ উটের উপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে)। এরা اَسْبَابْ -এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। কেননা উট যাকাতের سَبَبْ এদের প্রথমটি مُطْلَقْ এবং দ্বিতীয়টি سَائِمَةٌ (বিচরণশীল হওয়া)-এর قَيْد বিশিষ্ট। অথচ তোমরা এ ক্ষেত্রে مُطْلَقْ -কে مُقَيَّدْ -এর অর্থে প্রয়োগ করেছ। এমনকি তোমরা বলেছ, যে, سَائِمَةٌ না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তা ছাড়া তোমরা বলেছ যে, ঘটনা বিভিন্ন হলে مُطْلَقْ-কে مُقَيَّدْ -এর অর্থে ব্যবহার করা হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِىْ غَيْرِ السَّائِمَةِ الخ -এর আলোচনা : سَائِمَةٌ তথা বিচরণশীল পশুর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে رَسَائِلُ الْاَرْكَانِ নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, سَائِمَةٌ বলে যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় চারণ ভূমিতে চড়ে বেড়ায়। আর সেই পশু (যেমন উট গরু ও মহিষ)-এর দ্বারা শুধু দুগ্ধ ও বাচ্চা প্রসব উদ্দেশ্য। যা হোক বছরের অধিকাংশ সময় চড়ে বেড়ালে এদের উপর যাকাত ফরজ হবে। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশকেই পূর্ণ বৎসর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

وَقَدْ حَمَلْتُمْ قَوْلَهُ تَعَالٰى وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ عَلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ حَتّٰى شَرَطْتُمُ الْعَدَالَةَ فِى الْاِشْهَادِ مُطْلَقًا مَعَ اَنَّ الْاَوَّلَ وَارِدٌ فِىْ حَادِثَةِ الدَّيْنِ وَالثَّانِىْ فِىْ بَابِ الرَّجْعَةِ فِى الطَّلَاقِ فَاَجَابَ اَنَّ قَيْدَ الْاِسَامَةِ فِى الْمَسْئَلَةِ الْاُوْلٰى وَقَيْدَ الْعَدَالَةِ فِى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يُوْجِبِ النَّفْىَ عَمَّا عَدَاهُ كَمَا فَهِمْتُمْ لٰكِنَّ السُّنَّةَ الْمَعْرُوْفَةَ فِىْ اِبْطَالِ الزَّكٰوةِ عَنِ الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ اَوْجَبَتْ نَسْخَ الْاِطْلَاقِ يَعْنِىْ اِنَّمَا عَمِلْنَا فِى الْمَسْأَلَةِ الْاُوْلٰى بِالسُّنَّةِ الثَّالِثَةِ الدَّالَّةِ عَلٰى نَفْىِ الزَّكٰوةِ عَنْ غَيْرِ السَّائِمَةِ وَهِىَ قَوْلُهُ لَازَكٰوةَ فِى الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ لِاَنَّ هٰذِهِ الثَّلٰثَةَ كُلَّهَا غَيْرُ السَّائِمَةِ وَمَا عَمِلْنَا بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ حَمَلْتُمْ অথচ তোমরা প্রয়োগ করেছ قَوْلَهُ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুজনকে সাক্ষী বানাও কে عَلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী এর উপর وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও حَتّٰى شَرَطْتُمُ الْعَدَالَةَ فِى الْاِشْهَادِ مُطْلَقًا এমনকি তোমরা সাধারণভাবে সাক্ষীর বেলায় عَدَالَتْ-এর শর্তারোপ করেছ مَعَ اَنَّ الْاَوَّلَ وَارِدٌ فِىْ حَادِثَةِ الدَّيْنِ অথচ প্রথম আয়াতটি কর্জের ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে وَالثَّانِىْ فِىْ بَابِ الرَّجْعَةِ فِى الطَّلَاقِ এবং দ্বিতীয়টি طَلَاقْ-এর رَجْعَتْ-এর ব্যাপারে فَاَجَابَ সুতরাং এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে اِنَّ قَيْدَ الْاِسَامَةِ فِى الْمَسْئَلَةِ الْاُوْلٰى প্রথম মাসআলায় اِسَامَتْ-এর قَيْد - وَقَيْدُ الْعَدَالَةِ فِى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ এবং দ্বিতীয় মাসআলায় عَدَالَتْ-এর قَيْد - لَمْ يُوْجِبِ النَّفْىَ عَمَّا عَدَاهُ এদের ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْمْ নফী হওয়াকে ওয়াজিব করে না كَمَا فَهِمْتُمْ যেমনটি তোমরা বুঝেছ لٰكِنَّ السُّنَّةَ الْمَعْرُوْفَةَ তবে প্রসিদ্ধ সুন্নত فِىْ اِبْطَالِ الزَّكٰوةِ জাকাত বাতিল করার ব্যাপারে عَنِ الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ কাজে ও বোঝা বহনে ব্যবহৃত উট হতে اَوْجَبَتْ نَسْخَ الْاِطْلَاقِ - اِطْلَاقْ মানসুখ হওয়াকে ওয়াজিব করেছে يَعْنِىْ اِنَّمَا عَمِلْنَا فِى الْمَسْأَلَةِ الْاُوْلٰى بِالسُّنَّةِ الثَّالِثَةِ অর্থাৎ আমরা তৃতীয় হাদীস অনুযায়ী প্রথম মাসআলায় আমল করেছি الدَّالَّةِ عَلٰى نَفْىِ الزَّكٰوةِ عَنْ غَيْرِ السَّائِمَةِ যা বিচরণশীল উটের উপর সাক্ষাৎ না হওয়াকে সাব্যস্ত করে وَهِىَ قَوْلُهُ আর তা হলো রাসূল ﷺ-এর বাণী لَا زَكٰوةَ فِى الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ কৃষিকার্য ও বোঝা বহনে নিযুক্ত উট পশু এবং যে পশুকে ঘাস সরবরাহ করা হয় এদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না لِاَنَّ هٰذِهِ الثَّلٰثَةَ كُلَّهَا غَيْرُ السَّائِمَةِ কেননা এরা سَائِمَةٌ (বিচরণশীল) নয় وَمَا عَمِلْنَا আমরা আমল করিনি بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ - مُطْلَقْ কে مُقَيَّدْ-এর উপর প্রয়োগ করার।

সরল অনুবাদ : অথচ তোমরা আল্লাহর বাণী وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী বানাও)-কে আল্লাহর বাণী وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ (তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও)-এর উপর প্রয়োগ করেছেন। এমনকি তোমরা সাধারণভাবে সাক্ষীর বেলায় عَدَالَتْ-এর শর্তারোপ করেছ। অথচ প্রথম আয়াতটি কর্জের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়টি طَلَاقْ-এর رَجْعَتْ-এর ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে। সুতরাং এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, প্রথম মাসআলায় اِسَامَتْ-এর قَيْد এবং দ্বিতীয় মাসআলায় عَدَالَتْ-এর قَيْد এদের ব্যতীত অন্যান্যদের হতে حُكْمْ নফী হওয়াকে ওয়াজিব করে না। যেমনটি তোমরা বুঝেছ। তবে কাজে ও বোঝা বহনে ব্যবহৃত উট হতে যাকাত বাতিল করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ সুন্নত اِطْلَاقْ মানসূখ হওয়াকে ওয়াজিব করেছে। অর্থাৎ আমরা তৃতীয় হাদীস অনুযায়ী প্রথম মাসআলার আমল করেছি, যা বিচরণশীল উটের উপর সাক্ষাৎ না হওয়াকে সাব্যস্ত করে। আর তা হলো রাসূল ﷺ-এর বাণী لَا زَكٰوةَ فِى الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ কৃষি কার্য ও বোঝা বহনে নিযুক্ত উট পশু এবং যে পশুকে ঘাস সরবরাহ করা হয় এদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, এরা سَائِمَةٌ (বিচরণশীল) নয়। আমরা مُطْلَقْ-কে مُقَيَّدْ-এর উপর প্রয়োগ করার আমল করিনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَازَكٰوةَ الخ-এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যার (র.) কোনো কর্মে ব্যবহৃত ও ঘাস সংগ্রহ করে খেতে হয় এমন পশুর উপর সদকা ফরজ কিনা? সে সম্পর্কীয় একটি হাদীস নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

ইমাম আবূ দাউদ (র.) হযরত আলী (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যোবায়ের (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ হতে একটি বড় ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে রয়েছে لَيْسَ فِى الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ (কাজে ব্যবহৃত পশুদের মধ্যে যাকাত নেই)। আর হেদায়া গ্রন্থে আছে যে, لَيْسَ فِى الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ خِلَافًا لِمَالِكٍ অর্থাৎ কৃষি কাজে ব্যবহৃত এবং বোঝা বহনে ব্যবহৃত পশুর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেক (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর দলিল হলো স্পষ্ট نَصْ এবং আমাদের দলিল নবী করীম ﷺ-এর বাণী لَيْسَ فِى الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ صَدَقَةٌ অর্থাৎ কৃষিকার্যে ও বোঝা বহনে ব্যবহৃত পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব নয় এবং এমন পশুর উপরও যাকাত ওয়াজিব নয় যাকে ঘাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, ফকীহগণ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর দ্বারা দলিলও পেশ করেছেন। কাজেই অন্যরা যদি এ সম্পর্কে অবগত না হয়ে থাকেন তাতে কি ক্ষতি?

وَالْاَمْرُ بِالتَّثَبُّتِ فِىْ نَبَأِ الْفَاسِقِ اَوْجَبَ فَسْخَ الْاِطْلَاقِ يَعْنِىْ هٰكَذَا اِنَّمَا عَمِلْنَا فِى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِالنَّصِّ الثَّالِثِ الْوَارِدِ فِىْ بَابِ التَّثَبُّتِ فِىْ نَبَأِ الْفَاسِقِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا فَلَمَّا كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ وَاجِبُ التَّوَقُّفِ فَلَا جَرَمَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِى الْمُخْبِرِ وَمَا عَمِلْنَا بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَقِيْلَ اِنَّ الْقِرَانَ فِى النَّظْمِ هٰذَا وَجْهٌ رَابِعٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ ذَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكٌ وَهُوَ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِحَرْفِ الْوَاوِ يُوْجِبُ الْقِرَانَ فِى الْحُكْمِ اَىِ الْاِشْتِرَاكَ فِيْهِ لِاَنَّ رِعَايَةَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْجُمَلِ شَرْطٌ فَلَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ عَلَى الصَّبِيِّ لِاقْتِرَانِهَا بِالصَّلٰوةِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَهُمَا جُمْلَتَانِ كَامِلَتَانِ عُطِفَتْ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى بِالْوَاوِ فَيَقْتَضِى التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا وَعِنْدَنَا اَيْضًا لَاتَجِبُ الزَّكٰوةُ عَلَى الصَّبِيِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاَمْرُ بِالتَّثَبُّتِ এবং পর্যালোচনার নির্দেশ فِىْ نَبَأِ الْفَاسِقِ ফাসেকের সংবাদের ব্যাপারে اَوْجَبَ فَسْخَ الْاِطْلَاقِ সাধারণ রহিতকরণকে ওয়াজিব করেছে يَعْنِىْ هٰكَذَا اِنَّمَا عَمِلْنَا فِى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয় মাসআলার মধ্যেও আমল করেছি بِالنَّصِّ الثَّالِثِ তৃতীয় نَصْ -এর দ্বারা اَلْوَارِدُ فِىْ بَابِ التَّثَبُّتِ যা পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করার ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে فِىْ نَبَأِ الْفَاسِقِ ফাসিকের সংবাদ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى আর তা হলো আল্লাহর বাণী يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ কোনো ফাসিক যদি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে فَتَبَيَّنُوْا তবে তা ভালভাবে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করে দেখ فَلَمَّا كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ যখন ফাসিকের সংবাদের ব্যাপারে وَاجِبُ التَّوَقُّفِ নীরব থাকা ওয়াজিব فَلَا جَرَمَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِى الْمُخْبِرِ তখন অবশ্যই مُخْبِرْ -এর মধ্যে عَدَالَتْ থাকা জরুরি হবে وَمَا عَمِلْنَا بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ আমরা মুতলাককে مُقَيَّدْ-এর উপর حَمْلِ করার উপর আমল করিনি وَقِيْلَ আর কেউ কেউ বলেছেন اِنَّ الْقِرَانَ فِى النَّظْمِ বাক্যের মধ্যে মিল দেওয়া ও সমন্বয় সৃষ্টি করা هٰذَا وَجْهٌ رَابِعٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ ফাসিদ পদ্ধতি সমূহের মধ্যে চতুর্থ পদ্ধতি ذَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكٌ যা ইমাম মালিকের মাযহাব وَهُوَ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِحَرْفِ الْوَاوِ আর তাহলো দু'টি বাক্যকে একত্রিত করা وَاوْ হরফের দ্বারা يُوْجِبُ الْقِرَانَ فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে একত্রিত হওয়াকে ওয়াজিব করে اَىِ الْاِشْتِرَاكُ فِيْهِ অর্থাৎ এর মধ্যে অংশীদার হওয়া لان رعاية المناسبة কেননা সামঞ্জস্য বিধান করা بَيْنَ الْجُمَلِ বাক্যসমূহের মধ্যে شَرْطٌ শর্ত فَلَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ عَلَى الصَّبِيِّ কাজেই অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না لِاقْتِرَانِهَا بِالصَّلٰوةِ সালাতের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী এর মধ্যে اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ নামাজ প্রতিষ্ঠা করো এবং জাকাত আদায় করো فَهُمَا جُمْلَتَانِ كَامِلَتَانِ এ দু'টি পূর্ণাঙ্গ বাক্য عُطِفَتْ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى بِالْوَاوِ একটিকে অপরটির উপর وَاوْ দ্বারা আতফ করা হয়েছে فَيَقْتَضِى التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا কাজেই এদের মধ্যে সামঞ্জস্যতার দাবি রাখে وَعِنْدَنَا اَيْضًا এবং আমাদের নিকট لَاتَجِبُ الزَّكٰوةُ عَلَى الصَّبِيِّ শিশুর মালে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

সরল অনুবাদ : এবং ফাসেকের সংবাদের ব্যাপারে পর্যালোচনার নির্দেশ সাধারণ (مُطْلَقْ) (রহিতকরণ) -কে ওয়াজিব করেছে। অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয় মাসআলার মধ্যেও তৃতীয় نَصْ -এর দ্বারা আমল করেছি, যা ফাসিকের সংবাদ ও পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করার ব্যাপারে আরোপিত হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহর বাণী يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ الخ (হে ঈমানদারগণ! কোনো ফাসিক যদি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা ভালভাবে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করে দেখ)। যখন ফাসিকের সংবাদ এর ব্যাপারে تَوَقُّفْ (নীরব থাকা) ওয়াজিব তখন অবশ্যই مُخْبِرْ -এর মধ্যে عَدَالَتْ থাকা জরুরি হবে। আমরা مُطْلَقْ-কে مُقَيَّدْ-এর উপর حَمْلِ করার উপর আমল করিনি। **আর কেউ কেউ বলেছেন, বাক্যের মধ্যে মিল দেওয়া ও সমন্বয় সৃষ্টি করা।** ফাসিদ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে চতুর্থ পদ্ধতি, যা ইমাম মালিকের মাযহাব। আর তা হলো দু'টি বাক্যকে একত্রিত করা। وَاوْ **হরফের দ্বারা** حُكْم **-এর মধ্যে একত্রিত হওয়াকে ওয়াজিব করে।** অর্থাৎ এর মধ্যে অংশীদার হওয়া। কেননা বাক্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা শর্ত। **কাজেই** صَلٰوة **-এর সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।** আল্লাহর বাণী اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (নামাজ প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো)-এর মধ্যে। এ দু'টি পূর্ণাঙ্গ বাক্য। একটিকে অপরটির উপর وَاوْ দ্বারা আতফ করা হয়েছে। কাজেই এদের মধ্যে সামঞ্জস্যতার দাবি রাখে এবং আমাদের নিকট শিশুর মালে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا زَكٰوةَ الخ **-এর আলোচনা :** ইমাম মুহম্মদ (র.) كِتَابُ الْاٰثَارِ -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) লাইছ ইবনে আবূ সুলাইম হতে তিনি মুজাহিদ হতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, لَيْسَ فِىْ مَالِ الْيَتِيْمِ زَكٰوةٌ অর্থাৎ এতিমের মালে যাকাত নেই। তা ছাড়া ইমাম হাকেম (র.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন– رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ (كَذَا فِىْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ) অর্থাৎ তিন জনের হতে কলম উঠানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের আমল লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে না। (১) নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে সজাগ না হয়। (২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। (৩) পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান লাভ না করে।

لٰكِنْ لَا لِاَجَلِ الْعَطْفِ بَلْ لِقَوْلِهِ لَا زَكٰوةَ فِىْ مَالِ الصَّبِىِّ وَاعْتَبَرُوْا بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ اَىْ قَاسَ هٰؤُلَاءِ الْقَائِلُوْنَ الْجُمْلَةَ الْكَامِلَةَ الْمَعْطُوْفَةَ عَلَى الْكَامِلَةِ قَوْلُهٗ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهِنْدٌ طَالِقٌ بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ الْمَعْطُوْفَةِ عَلَى الْكَامِلَةِ مِثْلُ قَوْلِهٖ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهِنْدٌ فَاِنَّهُمَا تَشْتَرِكَانِ فِى الْخَبَرِ لَا مُحَالَةَ فَكَذَا الْاَوْلَيَانِ وَقُلْنَا اِنَّ عَطْفَ الْجُمْلَةِ لَايُوْجِبُ الشِّرْكَةَ لِاَنَّ الشِّرْكَةَ اِنَّمَا وَجَبَتْ فِى الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ لِافْتِقَارِهَا اِلٰى مَاتَتِمُّ بِهٖ وَهُوَ الْخَبَرُ فَاِنَّ هِنْدًا كَانَ مُحْتَاجًا اِلٰى طَالِقٍ فَلِهٰذَا جَاءَتِ الشِّرْكَةُ بِخِلَافِ الْكَامِلَةِ الْمَعْطُوْفَةِ فَاِنَّهَا تَامَّةٌ فَاِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِهَا لَاتَجِبُ الشِّرْكَةُ اِلَّا فِيْمَا تَفْتَقِرُ اِلَيْهِ كَالتَّعْلِيْقِ فِىْ قَوْلِهٖ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِىْ حُرٌّ فَاِنَّ الْجُمْلَةَ الْاَخِيْرَةَ وَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً اِيْقَاعًا لٰكِنَّهَا نَاقِصَةٌ تَعْلِيْقًا فَصَارَتْ مُشْتَرِكَةً مَعَهَا فِى التَّعْلِيْقِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : لٰكِنْ لَا لِاَجَلِ الْعَطْفِ কিন্তু তা আতফ এর কারণে নয় بَلْ لِقَوْلِهٖ বরং হুযুর ﷺ -এর বলার কারণে যে لَازَكٰوةَ فِىْ مَالِ الصَّبِىِّ শিশুদের মালে যাকাত নেই وَاعْتَبَرُوْا بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ এবং তারা অপূর্ণাঙ্গ বাক্য দ্বারা কিয়াস করেছেন اَىْ قَاسَ هٰؤُلَاءِ الْقَائِلُوْنَ অর্থাৎ ঐ সকল প্রবক্তাগণ কিয়াস করেছেন الْجُمْلَةُ الْكَامِلَةُ الْمَعْطُوْفَةُ عَلَى الْكَامِلَةِ পূর্ণাঙ্গ বাক্যের উপর আতফকৃত পূর্ণাঙ্গ বাক্যকে قَوْلُهٗ তার উক্তি زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهِنْدٌ طَالِقٌ যয়নব তালাক এবং হিন্দা তালাক بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ ঐ অপূর্ণাঙ্গ বাক্যের সাথে যাকে পূর্ণাঙ্গ বাক্যের উপর আতফ করা হয়েছে الْمَعْطُوْفَةِ عَلَى الْكَامِلَةِ مِثْلُ قَوْلِهٖ যেমন তার বক্তব্য زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهِنْدٌ যয়নব তালাক এবং হিন্দা فَاِنَّهُمَا تَشْتَرِكَانِ فِى الْخَبَرِ لَامُحَالَةَ নিঃসন্দেহে এরা উভয় خَبَرْ -এর মধ্যে মুশতারেক فَكَذَا الْاَوْلَيَانِ সুতরাং প্রথম বাক্য দু'টিও তদ্রূপ হবে وَقُلْنَا -এর জবাবে আমরা (হানাফীগণ) বলব যে اِنَّ عَطْفَ الْجُمْلَةِ বাক্যের উপর বাক্যকে عَطْف করা শরিক হওয়াকে ওয়াজিব করে না لَايُوْجِبُ الشِّرْكَةَ لِاَنَّ الشِّرْكَةَ اِنَّمَا وَجَبَتْ فِى الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ কেননা শুধু অপূর্ণাঙ্গ বাক্যের মধ্যেই شِرْكَتْ ওয়াজিব হয়ে থাকে لِافْتِقَارِهَا اِلٰى مَاتَتِمُّ بِهٖ কারণ তা ঐ বিষয়ের মুখাপেক্ষী যা তাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করবে وَهُوَ الْخَبَرُ আর তা হলো খবর لِاَنَّ هِنْدًا كَانَ مُحْتَاجًا اِلٰى طَلَاقٍ কেননা هِنْدٌ তালাকের মুখাপেক্ষী ছিল فَلِهٰذَا جَاءَتِ الشِّرْكَةُ তাই شِرْكَتْ হয়েছে بِخِلَافِ الْكَامِلَةِ الْمَعْطُوْفَةِ এটা আতফকৃত পূর্ণাঙ্গ বাক্যের বিপরীত فَاِنَّهَا تَامَّةٌ কেননা এটা সম্পূর্ণ বাক্য فَاِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِهَا সুতরাং এটা স্বয়ং সম্পূর্ণ হলে لَاتَجِبُ الشِّرْكَةُ শিরকতকে ওয়াজিব করবেনা اِلَّا فِيْمَا تَفْتَقِرُ اِلَيْهِ তবে ঐ বাক্যের মধ্যে শিরকত ওয়াজিব করবে যার প্রতি এটা মুখাপেক্ষী হবে كَالتَّعْلِيْقِ فِىْ قَوْلِهٖ যেমন কারো নিম্নরূপ বক্তব্যের মধ্যে تَعْلِيْق - اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِىْ حُرٌّ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক এবং আমার গোলাম আজাদ فَاِنَّ الْجُمْلَةَ الْاَخِيْرَةَ কেননা দ্বিতীয় বাক্যটি وَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً اِيْقَاعًا যদিও সংঘটিত হওয়ার দিক বিবেচনায় অসম্পূর্ণ لٰكِنَّهَا نَاقِصَةٌ تَعْلِيْقًا তবে তা'লীকের হিসেবে তা অসম্পূর্ণ فَصَارَتْ مُشْتَرِكَةً مَعَهَا فِى التَّعْلِيْقِ কাজেই এটা تَعْلِيْق -এর মধ্যে প্রথমটির সাথে مُشْتَرِكْ হয়েছে।

সরল অনুবাদ : কিন্তু তা আতফ-এর কারণে নয়; বরং হুযুর ﷺ-এর বলার কারণে যে, "শিশুদের মালে যাকাত নেই।" এবং তারা অপূর্ণাঙ্গ বাক্য দ্বারা কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ তারা পূর্ণাঙ্গ বাক্যের উপর আত্ফকৃত পূর্ণাঙ্গ বাক্যকে। যেমন কারো বক্তব্য زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهِنْدٌ طَالِقٌ ঐ পূর্ণাঙ্গ বাক্যের সাথে যাকে পূর্ণাঙ্গ বাক্যের উপর আত্ফ করা হয়েছে। যেমন তার বক্তব্য"زَيْنَبُ طَالِقٌ وَهِنْدٌ" নিঃসন্দেহে এর উভয় خَبَرْ -এর মধ্যে মুশ্তারেক। সুতরাং প্রথম বাক্য দু'টি ও তদ্রূপ হবে। এর জবাবে আমরা (হানাফীগণ) বলব যে, বাক্যের উপর বাক্যকে عَطْف করা শরিক হওয়াকে ওয়াজিব করে না। কেননা শুধু অপূর্ণাঙ্গ বাক্যের মধ্যেই شِرْكَتْ ওয়াজিব হয়ে থাকে। কারণ তা ঐ বিষয়ের মুখাপেক্ষী যা তাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করবে। আর তা হলো خَبَرْ কেননা, هِنْدٌ তালাকের মুখাপেক্ষী ছিল, তাই شِرْكَتْ হয়েছে। এটা আতফকৃত পূর্ণাঙ্গ বাক্যের বিপরীত। কেননা এটা সম্পূর্ণ বাক্য। সুতরাং এটা স্বয়ং সম্পূর্ণ হলে شِرْكَتْ -কে ওয়াজিব করবে না। তবে ঐ বাক্যের মধ্যে شِرْكَتْ ওয়াজিব করবে যার প্রতি এটা মুখাপেক্ষী হবে। যেমন কারো নিম্নরূপ বক্তব্যের মধ্যে تَعْلِيْق - اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِىْ حُرٌّ কেননা দ্বিতীয় বাক্যটি সংঘটিত হওয়ার দিক বিবেচনায় যদিও পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু এটা تَعْلِيْق -এর দিক বিবেচনায় অসম্পূর্ণ। কাজেই এটা تَعْلِيْق -এর মধ্যে প্রথমটির সাথে مُشْتَرِكْ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهُوَ الْخَبَرُ الخ -এর আলোচনা : قَمَرُ الْاَقْمَارِ প্রণেতা বলেছেন যে, ব্যাখ্যাকার (র.) যেন خَبَرْ -কে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। কারণ কোনো কোনো বাক্যের অসম্পূর্ণতা خَبَرْ ব্যতীত অন্য কিছুর কারণেও হয়ে থাকে। যেমন- مُقَيَّدْ -কে উল্লেখ না করার কারণেও বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

بِخِلَافِ قَوْلِهِ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَ زَيْنَبُ طَالِقٌ فَاِنَّهُ لَايُعَلِّقُ طَلَاقَ زَيْنَبَ اِذْ لَوْ كَانَ غَرْضُهُ التَّعْلِيْقَ لَقَالَ وَ زَيْنَبُ بِدُوْنِ ذِكْرِ الْخَبَرِ لِاَنَّ خَبَرَ كِلْتَا الْجُمْلَتَيْنِ وَاحِدَةٌ فَاِذَا اَعَادَهُ عُلِمَ اَنَّ غَرْضَهُ التَّنْجِيْزُ وَالْعَامُّ اِذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَزَاءِ هٰذَا وَجْهٌ خَامِسٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ اَوْرَدَهُ عَلٰى خِلَافِ طَرْزِ السَّابِقِ حَيْثُ اَوْرَدَ مَذْهَبَهُ اِصَالَةً وَالْمَذَاهِبَ الْفَاسِدَةَ تَبْعًا وَتَفْصِيْلُهُ اَنَّ صِيْغَةَ الْعَامِّ اِذَا اُوْرِدَتْ فِىْ حَقِّ شَخْصٍ خَاصٍّ فِىْ نَصٍّ اَوْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ فَاِنْ كَانَتْ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ فَلَاخِلَافَ فِىْ اَنَّهَا عَامَّةٌ بِجَمِيْعِ اَفْرَادِهَا وَلَا تَخْتَصُّ بِسَبَبٍ خَاصٍّ وَرَدَتْ فِيْهِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : بِخِلَافِ قَوْلِهِ এটা তার বক্তব্য এর বিপরীত اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَزَيْنَبُ طَالِقٌ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক এবং যয়নব তালাক فَاِنَّهُ لَايُعَلِّقُ طَلَاقَ زَيْنَبَ কেননা যয়নবের তালাক مُعَلَّقٌ হয়নি اِنْ لَوْ كَانَ غَرْضُهُ التَّعْلِيْقَ কারণ তার উদ্দেশ্য যদি تَعْلِيْق হতো لَقَالَ وَزَيْنَبُ بِدُوْنِ ذِكْرِ الْخَبَرِ তাহলে وَزَيْنَبُ বলত خَبَرٌ ব্যতীত لِاَنَّ خَبَرَ كِلْتَا الْجُمْلَتَيْنِ واحدة কারণ উভয় বাক্যের خَبَرٌ এক ও অভিন্ন فَاِذَا اَعَادَهُ সুতরাং যখন خَبَرٌ কে পুনরায় বর্ণনা করা হলো عُلِمَ اَنَّ غَرْضَهُ التَّنْجِيْزَ তখন বুঝা গেল যে, এটা দ্বারা تَنْجِيْزٌ (তাৎক্ষণিক)-এর অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য وَالْعَامُّ اِذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَزَاءِ আর যখন عَامٌ কে جَزَاءٌ-এর স্থলে ব্যবহার করা হয় هٰذَا وَجْهٌ خَامِسٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ এটা ফাসিদ পদ্ধতিসমূহের পঞ্চম পদ্ধতি اَوْرَدَهُ عَلٰى خِلَافِ طَرْزِ السَّابِقِ একে (গ্রন্থকার) পূর্বেকার পদ্ধতি হতে ভিন্ন পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন حَيْثُ اَوْرَدَ مَذْهَبَهُ اِصَالَةً কারণ এখানে তিনি স্বীয় মাযহাবকে আসল হিসেবে উল্লেখ করেছেন وَالْمَذْهَبُ الْفَاسِدَةُ تَبْعًا এবং ফাসিদ মাজহাব সমূহকে تَابِعٌ হিসেবে وَتَفْصِيْلُهُ এটার বিস্তারিত বিবরণ হলো– اَنَّ صِيْغَةَ الْعَامِّ - عَامٌ শব্দ اِذَا وَرَدَتْ حَقٌّ شَخْصٍ خَاصٍّ যখন কোনো এক ব্যক্তির ব্যাপারে হয় فِىْ نَصٍّ - نَصٌّ-এর মধ্যে اَوْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ অথবা সাহাবীর قَوْلٌ-এর মধ্যে فَاِنْ كَانَتْ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ তখন তা যদি مُبْتَدَأٌ হয় فَلَا خِلَافَ তাহলে কোনো মতানৈক্য নেই فِىْ اَنَّهَا عَامَّةٌ এটা عَامٌ হওয়ার ব্যাপারে بِجَمِيْعِ اَفْرَادِهَا সমস্ত এককের জন্য وَلَا تَخْتَصُّ بِسَبَبٍ خَاصٍّ তা ঐ سَبَبٌ-এর সাথে খাস হবে না وَرَدَتْ فِيْهِ যার জন্য এটা আরোপিত হয়েছে।

সরল অনুবাদ : এটা তার বক্তব্য "اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَ زَيْنَبُ طَالِقٌ" -এর বিপরীত। কেননা زَيْنَبُ-এর তালাক مُعَلَّقٌ হয়নি। কারণ তার উদ্দেশ্য যদি تَعْلِيْق হতো, তাহলে "وَ زَيْنَبُ" বলত, خَبَرٌ ব্যতীত। কারণ উভয় বাক্যের خَبَرٌ এক ও অভিন্ন। সুতরাং যখন خَبَرٌ-কে পুনরায় বর্ণনা করা হলো তখন বুঝা গেল যে, এটা দ্বারা تَنْجِيْزٌ (তাৎক্ষণিক)-এর অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য। **আর যখন عَامٌ-কে جَزَاءٌ-এর স্থলে ব্যবহার করা হয়।** এটা ফাসিদ পদ্ধতিসমূহের পঞ্চম পদ্ধতি। একে (গ্রন্থকার) পূর্বেকার পদ্ধতি হতে ভিন্ন পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন। কারণ এখানে তিনি স্বীয় মাযহাবকে আসল হিসেবে এবং ফাসিদ মাযহাবসমূহকে تَابِعٌ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটার বিস্তারিত বিবরণ হলো عَامٌ শব্দ যখন কোনো এক ব্যক্তির ব্যাপারে একই نَصٌّ-এর মধ্যে অথবা সাহাবীর قَوْلٌ-এর মধ্যে হয়, তখন তা যদি مُبْتَدَأٌ হয় তাহলে এটা সমস্ত এককের জন্য عَامٌ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। তা ঐ سَبَبٌ-এর সাথে খাস হবে না। যার জন্য এটা আরোপিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمَذَاهِبُ الْفَاسِدَةُ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নেফ (র.) পঞ্চম ফাসিদ মাযহাবটি উল্লেখে ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার (র.) পূর্বের নীতির ব্যতিক্রম করেছেন। ইতঃপূর্বে তিনি ফাসিদ মাযহাবগুলোকে মূল হিসেবে উল্লেখ করতঃ আমাদের হানাফী মাযহাবকে আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই পঞ্চম ফাসিদায় তিনি আমাদের (হানাফী) মাযহাবকে মূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ফাসিদ মাযহাবকে এর تَابِعٌ বা অনুগামীরূপে উল্লেখ করেছেন। যার প্রতি তিনি স্বীয় বক্তব্য "خِلَافًا لِلْبَعْضِ" -এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।

وَاَمَّا اِذَا لَمْ تَكُنْ كَذٰلِكَ بَلْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْجَزَاءِ كَمَا رُوِىَ اَنَّ مَاعِزًا زَنٰى فَرُجِمَ اَوْ سَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَجَدَ فَاِنَّ قَوْلَهٗ رُجِمَ وَسَجَدَ عَامٌّ صَالِحٌ فِىْ نَفْسِهٖ لِكُلِّ رَجْمٍ وَكُلِّ سُجُوْدٍ وَقَعَ مَوْقَعَ الْجَزَاءِ اَوْ مَخْرَجَ الْجَوَابِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ بِاَنْ يَّقُوْلَ مَنْ دُعِىَ اِلَى الْغَدَاءِ اِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ فَاِنَّهٗ وَقَعَ فِىْ مَوْضِعِ الْجَوَابِ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى قَدْرِهٖ اَوْ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهٖ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَلَمْ يَزِدْ فَهُوَ قَيْدٌ لِلْجَوَابِ اَىْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهٖ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا اِذَا لَمْ تَكُنْ كَذٰلِكَ আর যখন তদ্রূপ না হয় بَلْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْجَزَاءِ বরং جَزَاءْ -এর স্থানে বর্ণিত হয় كَمَا رُوِىَ যেমন বর্ণিত আছে যে اَنَّ مَاعِزًا زَنٰى হযরত মায়েব আসলামী (রা.) জেনা করেছেন فَرُجِمَ এবং তাকে রজম করা হয়েছে اَوْ سَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ অথবা নবী করীম ﷺ ভুল করেছেন فَسَجَدَ তাই তিনি সিজদায়ে সাহু করেছেন فَاِنَّ قَوْلَهٗ رُجِمَ وَسَجَدَ عَامٌّ সুতরাং তার বক্তব্য رَجَمَ ও سَجَدَ এরা عَامْ - صَالِحٌ فِىْ نَفْسِهٖ لِكُلِّ رَجْمٍ وَكُلِّ سُجُوْدٍ যা মূলতই প্রত্যেকটি রজম ও প্রত্যেকটি সিজদাকে শামিল করার যোগ্যতা রাখে وقع موقع الجزء যা جزاء -এর স্থানে হয়েছে اَوْ مَخْرَجَ الْجَوَابِ অথবা عَامْ জবাবের স্থানে হবে وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ এবং এর উপর কিছু বাড়ানো হবে না بِاَنْ يَّقُوْلَ مَنْ دُعِىَ اِلَى الْغَدَاءِ এভাবে যে যাকে প্রাতঃরাশের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে সে বলবে اِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ যদি আমি প্রাতঃরাশ ভক্ষণ করি তাহলে আমার গোলাম আজাদ فَاِنَّهٗ وَقَعَ فِىْ مَوْقَعِ الْجَوَابِ কেননা এটা جَوَابْ -এর স্থানে হয়েছে وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى قَدْرِهٖ এবং এটার পরিমাণ হতে বাড়ানো হয়নি اَوْ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهٖ কিংবা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ وَلَمْ يَزِدْ এ বাক্য وَلَمْ يَزِدْ -এর উপর আতফ হয়েছে فَهُوَ قَيْدٌ لِلْجَوَابِ সুতরাং এটা জবাবের কয়েদ اَىْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ অর্থাৎ জবাবের স্থলে অবস্থিত وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهٖ তবে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়।

সরল অনুবাদ : আর যখন তদ্রূপ না হয় বরং جَزَاءْ -এর স্থানে বর্ণিত হয়, যেমন বর্ণিত আছে যে, "হযরত মায়েয আসলামী (রা.) জেনা করেছেন এবং তাকে রজম করা হয়েছে", অথবা নবী করীম ﷺ ভুল করেছেন। তাই তিনি সিজদায়ে সাহু করেছেন। সুতরাং তার বক্তব্য رُجِمَ ও سَجَدَ এরা عَامْ যা মূলতই প্রত্যেকটি রজম ও প্রত্যেকটি সিজদাকে শামিল করার যোগ্যতা রাখে, যা جَزَاءْ -এর স্থানে হয়েছে। **অথবা عَامْ জবাবের স্থানে হবে এবং এর উপর কিছু বাড়ানো হবে না।** এভাবে যে, যাকে প্রাতঃরাশের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে সে বলবে "اِنْ تَغَدَّيْتُ فَعَبْدِىْ حُرٌّ" (যদি আমি প্রাতঃরাশ ভক্ষণ করি, তাহলে আমার গোলাম আজাদ)। কেননা এটা جَوَابْ -এর স্থানে হয়েছে এবং এটার পরিমাণ হতে বাড়ানো হয়নি। **কিংবা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়।** এ বাক্য وَلَمْ يَزِدْ -এর উপর আত্ফ হয়েছে। সুতরাং এটা জবাবের কয়েদ। অর্থাৎ জবাবের স্থলে অবস্থিত, তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَسَجَدَ الخ -এর আলোচনা : রাসূলে কারীম ﷺ নামাজে ভুল করার কারণে সিজদায়ে সাহু করতেন। সিহাহ সিত্তার গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ভুল বশত দু' রাকাত পড়েছেন এবং সালাম ফিরিয়েছেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রা.) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজ কি কম করা হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন যে, এর কিছুই হয়নি। যুল-ইয়াদাইন (রা.) বললেন, অবশ্যই কিছু হয়েছে। তখন অপরাপর সাহাবীগণ যুল-ইয়াদাইনকে সমর্থন করলেন। এতে রাসূলে কারীম ﷺ অবশিষ্ট দু' রাকাত নামাজ আদায় করলেন এবং সিজদায়ে সাহু আদায় করলেন। সে সময় নামাজের মধ্যে কথা বলা হারাম ছিল না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ওয়াজিব পরিহার করার দরুন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর ওয়াজিবকারী দলিলসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে قَطْعِىْ বা সন্দেহাতীত। কাজেই তার উপর ওয়াজিব বলতে কিছু বর্তায়না, যা পরিহারের কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হতে পারে। সুতরাং তিনি কিভাবে সিজদায়ে সাহু করলেন? এর জবাবে বলা হবে যে, সে সব দলিল ওয়াজিবকারী তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে قَطْعِىْ তা আমরা স্বীকার করি না। কেননা যে সব বিষয়ের ওহি আসত না রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সব বিষয়ে اجتهاد করতেন। আর اِجْتِهَادْ কৃত বিষয়গুলো আল্লাহর পক্ষ হতে ওহির মাধ্যমে সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত ظنى থেকে যেত, যাতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কাজেই রাসূল ﷺ -এর শানেও ওয়াজিব প্রমাণিত হলো। অতএব ওয়াজিব পরিহারের কারণে তিনি সিজদায়ে সাহু করেছেন।

بِاَنْ قَالَ شَخْصٌ لِاٰخَرَ اَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ بَلٰى اَوْ قَالَ اَكَانَ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ نَعَمْ لِاَنَّهٗ اِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهٖ بِاَنْ يَّقُوْلَ لَكَ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ فَهُوَ اِقْرَارٌ مُبْتَدَأٌ خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ فِيْهِ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهٖ اَىْ يَخْتَصُّ الْعَامُّ فِىْ هٰذِهِ الصُّوَرِ الثَّلٰثِ بِسَبَبِ الْوُرُوْدِ اِتِّفَاقًا وَلَا يَحْتَمِلُ اِبْتِدَاءَ الْكَلَامِ قَطُّ وَاِنْ زَادَ عَلٰى قَدْرِ الْجَوَابِ بِاَنْ يَّقُوْلَ الْمَدْعُوُّ اِلَى الْغَدَاءِ اِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ فَعِنْدَنَا لَا يَخْتَصُّ بِالسَّبَبِ وَيَصِيْرُ مُبْتَدَأً حَتّٰى لَاتَلْغُو الزِّيَادَةُ خِلَافًا لِلْبَعْضِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : بِاَنْ قَالَ شَخْصٌ لِاٰخَرَ এভাবে যে, কেউ অন্যকে লক্ষ্য করে বলবে اَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ আমি কি তোমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাব না? فَقَالَ بَلٰى এটার জবাবে সে বলল بَلٰى (হ্যাঁ) পাবে اَوْ قَالَ اَكَانَ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ অথবা বলল আমি কি তোমার নিকট হাজার দিরহাম পাব না? فَقَالَ نَعَمْ জবাবে সে বলল نَعَمْ (হ্যাঁ) لِاَنَّهٗ اِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهٖ কেননা এটা যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় بِاَنْ يَّقُوْلَ لَكَ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ এভাবে যে সে বলবে, তুমি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে فَهُوَ اِقْرَارٌ مُبْتَدَأٌ তাহলে এটা مُبْتَدَأٌ -এর اِقْرَارٌ করা হবে خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ فِيْهِ যা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত - يَخْتَصُّ بِسَبَبِهٖ এটার سَبَبٌ -এর সাথে খাস হবে بِسَبَبِ الْوُرُوْدِ যেই سَبَبٌ -এর মধ্যে وَارِدٌ হয়েছে তার সাথে اِتِّفَاقًا সর্বসম্মতভাবে عَامٌ وَلَا يَحْتَمِلُ اِبْتِدَاءَ الْكَلَامِ قَطُّ আর এটা কখনো স্বতন্ত্র (নতুন) বাক্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখবে না وَاِنْ زَادَ عَلٰى قَدْرِ الْجَوَابِ আর যদি جَوَابٌ -এর পরিমাণ হতে অতিরিক্ত হয় بِاَنْ يَّقُوْلَ الْمَدْعُوُّ اِلَى الْغَدَاءِ এভাবে যে, প্রাতঃরাশের প্রতি আহ্বানকৃত ব্যক্তি বলবে اِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ আমি প্রাতঃরাশ ভক্ষণ করলে আমার গোলাম আজাদ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُتَنَازَعُ فِيْهِ আর এটাই বিতর্কিত চতুর্থ প্রকার فَعِنْدَنَا সুতরাং আমাদের (হানাফীদের) মতে لَايَخْتَصُّ بِالسَّبَبِ এটা سَبَبٌ -এর সাথে খাস হবে না وَيَصِيْرُ مُبْتَدَأً বরং একটি স্বতন্ত্র বাক্য হবে حَتّٰى لَا تَلْغُو الزِّيَادَةُ এমনকি যা বৃদ্ধ করা হয়েছে তা নিরর্থক হবে না خِلَافًا لِلْبَعْضِ কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

সরল অনুবাদ : এভাবে যে, কেউ অন্যকে লক্ষ্য করে বলবে "اَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفُ دِرْهَمٍ" (আমি কি তোমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাব না?) এটার জবাবে সে বলল, بَلٰى (হ্যাঁ) পাবে। অথবা বলল, "اَكَانَ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفٌ" (আমি কি তোমার নিকট হাজার দিরহাম পাব না?) জবাবে সে বলল, نَعَمْ (হ্যাঁ)। কেননা, যদি এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এভাবে যে, সে বলবে "لَكَ عَلَىَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ" (তুমি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাবে।) তাহলে এটা مُبْتَدَأٌ -এর اِقْرَارٌ করা হবে, যা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত। عَامٌ **এটার سَبَبٌ -এর সাথে খাস হবে।** অর্থাৎ এ ত্রিবিদ অবস্থা عَامٌ যেই سَبَبٌ -এর মধ্যে وَارِدٌ হয়েছে তার সাথে সর্বসম্মতভাবে খাস হবে। আর এটা কখনো স্বতন্ত্র (নতুন) বাক্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখবে না। **আর যদি جَوَابٌ -এর পরিমাণ হতে অতিরিক্ত হয়।** এভাবে যে, প্রাতঃরাশের প্রতি আহ্বানকৃত ব্যক্তি বলবে "اِنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ فَعَبْدِىْ حُرٌّ" (আমি প্রাতঃরাশ ভক্ষণ করলে আমার গোলাম আজাদ)। আর এটাই বিতর্কিত চতুর্থ প্রকার। **সুতরাং আমাদের (হানাফীদের) মতে এটা سَبَبٌ -এর সাথে খাস হবে না; বরং একটি স্বতন্ত্র বাক্য হবে। এমনকি যা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা নিরর্থক হবে না। কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَصِيْرُ مُبْتَدَأً الخ -এর আলোচনা : আমাদের হানাফীগণের মতে (عام) سَبَبٌ -এর সাথে مَخْصُوْص হবে না; বরং এটা স্বতন্ত্র বাক্য হবে এবং عُمُوْم -এর হিসেবে حُكْم-কে সাব্যস্তকারী হবে, তাই আমাদের মাযহাবে এই বক্তব্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, "اِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَالِخُصُوْصِ السَّبَبِ" (অর্থাৎ শব্দের عُمُوْم ই গ্রহণযোগ্য হবে سَبَبٌ খাস হওয়া ধর্তব্য হবে না)। যদি বক্তা বলে যে, এটার দ্বারা আমি جَوَابٌ -কে উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে সততার দৃষ্টিকোণ হতে তাকে বিশ্বাস করা হবে। কেননা অতিরিক্ত সহযোগে এটা جَوَابٌ হওয়ার অবকাশ রাখে। তবে বিচারের দিক হতে তাকে বিশ্বাস করা হবে না। কেননা এটা ظَاهِرٌ (প্রকাশ্য)-এর খেলাফ। কেননা নতুন (স্বতন্ত্র) বাক্য বলাই প্রকাশ্য। উপরন্তু এতে তার জন্য সহজতা (বিশেষ সুবিধা)ও রয়েছে। কাজেই তাকে দোষারোপ করা হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, "دَلَالَةُ الْحَالِ" তথা অবস্থার নির্দেশনা দ্বারা جَوَابٌ বোধগম্য হয়। সুতরাং اِسْتِيْنَاف -এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে না। এর জবাবে আমরা বলব যে, صَرِيْح -এর সাথে "دَلَالَةُ الْحَالِ" ধর্তব্য হবে না। আর এটার صَرِيْح অর্থ হলো عُمُوْم (আম হওয়া)।

وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَ زُفَرُ (رحـ) فَعِنْدَهُمْ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ اَيْضًا فَاِنْ تَغَدّٰى فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَعَ غَيْرِ الدَّاعِىْ اَوْ وَحْدَهُ لَايُعْتَقُ عَبْدُهُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِ اِلْغَاءَ الْقَيْدِ الزَّائِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ الْيَوْمَ فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَا يَخْتَصَّ بِسَبَبِهِ بَلْ اَيْنَمَا تَغَدّٰى اَوْ حَيْثُمَا تَغَدّٰى فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَعَ الدَّاعِىْ اَوْ وَحْدَهُ اَوْ مَعَ غَيْرِهِ يَحْنَثُ اَلْبَتَّةَ اِحْتِرَازًا عَنْ اِلْغَاءِ الْكَلَامِ وَلٰكِنْ فِىْ اِطْلَاقِ الْعَامِّ عَلٰى هٰذِهِ الصِّيَغِ نَوْعُ مُسَامَحَةٍ فَقِيْلَ اِنَّهُ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَمَّا وَرَدَ تَحْتَهُ صَالِحٌ لِكُلِّ رَجْمٍ سَوَاءٌ كَانَ لِلزِّنَا اَوْ لِغَيْرِهِ وَكَذَا لِكُلِّ سُجُوْدٍ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِلسَّهْوِ اَوْ لِغَيْرِهِ وَكَذَا لِكُلِّ اَلْفٍ مِنْ جِنْسِ هٰذَا الْمَالِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَا لِكُلِّ غَدَاءٍ مَدْعُوٍّ اَوْ غَيْرِهِ وَقِيْلَ اِنَّهُ اُرِيْدَ بِالْعَامِّ هٰهُنَا الْمُطْلَقُ كَمَا هُوَ رَأْىُ الشَّافِعِىْ (رحـ) لَاالْمُصْطَلِحُ عَلَيْهِ فَتَاَمَّلْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُوَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَزُفَرُ (رحـ) অর্থাৎ ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও যুফার (র.) প্রমুখগণ এতে বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন فَعِنْدَهُمْ সুতরাং তাদের মতে يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ اَيْضًا তাও তার سَبَبْ -এর সাথে খাস হবে فَاِنْ تَغَدّٰى فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ কাজেই উক্ত দিবসে যদি প্রাতরাশ করে مَعَ غَيْرِ الدَّاعِىْ اَوْ وَحْدَهُ আহ্বানকারী ব্যতীত অন্য কারো সাথে অথবা একাকী لَايُعْتَقُ عَبْدُهُ তাহলে তার গোলাম আজাদ হবে না وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা বলি যে اِنَّ فِيْهِ اِلْغَاءَ الْقَيْدِ الزَّائِدِ এতে অতিরিক্ত قَيْد টি বৃথা যাবে وَهُوَ قَوْلُهُ الْيَوْمَ এবং তাহলো তার বক্তব্য اَلْيَوْمَ - فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَايَخْتَصَّ بِسَبَبِهِ কাজেই এটা তার سَبَبْ -এর সাথে খাস হওয়ার প্রয়োজন নেই بَلْ اَيْنَمَا تَغَدّٰى বরং যে কোনো স্থানে প্রাতরাশ করবে اَوْ حَيْثُمَا تَغَدّٰى فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ অথবা যে কোনোভাবে ঐ দিন প্রাতরাশ করবে مَعَ الدَّاعِىْ اَوْ وَحْدَهُ اَوْ مَعَ غَيْرِهِ আহ্বানকারীর সাথে অথবা একাকী অথবা অন্য কারো সাথে يَحْنَثُ اَلْبَتَّةَ তাতে অবশ্যই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে اِحْتِرَازًا عَنْ اِلْغَاءِ الْكَلَامِ বাক্য অনর্থক হওয়াকে পরিহার করার জন্য وَلٰكِنْ فِىْ اِطْلَاقِ الْعَامِ তবে عَامْ -এর প্রয়োগে عَلٰى هٰذِهِ الصِّيَغِ এ সীগাহ গুলোর উপর نَوْعُ مُسَامَحَةٍ একবার প্রকার শিথিলতা রয়েছে فَقِيْلَ কেউ কেউ এটার জবাবে বলেছেন যে اِنَّهُ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَمَّا وَرَدَ تَحْتَهُ তা তার অধীনস্থদের হতে মুখ ফিরে صَالِحٌ لِكُلِّ رَجْمٍ রজমের সমস্ত এককের যোগ্যতা রাখে سَوَاءٌ كَانَ لِلزِّنَا اَوْ لِغَيْرِهِ চাই তা জেনার জন্য হোক বা অন্য কিছুর জন্য হোক وَكَذَا لِكُلِّ سُجُوْدٍ اَعَمُّ তদ্রূপ সিজদার সমস্ত এককের যোগ্যতা রাখে مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِلسَّهْوِ اَوْ لِغَيْرِهِ চাই তা সাহু-এর জন্য হোক বা غَيْر سَهْو -এর জন্য হোক وَكَذَا لِكُلِّ اَلْفٍ তদ্রূপ اَلِفْ -এর সমস্ত একককে শামিল করে, مِنْ جِنْسِ هٰذَا الْمَالِ اَوْمِنْ غَيْرِهِ চাই তা ঐ মালের জাতীয় হোক বা অন্য জাতীয় হোক وَكَذَا لِكُلِّ غَدَاءٍ তেমনটি প্রাতরাশের সমস্ত একককে শামিল করে مَدْعُوٍّ اَوْ غَيْرِهِ চাই তা مَدْعُوْ اِلَيْهِ হোক বা غَيْر مَدْعُوْ اِلَيْهِ হোক وَقِيْلَ আর কারো কারো মতে اِنَّهُ اُرِيْدَ بِالْعَامِ هٰهُنَا الْمُطْلَقُ - عَامْ -এর দ্বারা এ ক্ষেত্রে مُطْلَقْ কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে كَمَا هُوَ رَأْىُ الشَّافِعِىْ (رحـ) সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এ মতই পোষণ করেন لَا الْمُصْطَلِحُ عَلَيْهِ পারিভাষিক عَامْ উদ্দেশ্য নয় فَتَاَمَّلْ চিন্তা করে বুঝে নাও।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও যুফার (র.) প্রমুখগণ এতে বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। সুতরাং তাঁদের মতে তাও তার سَبَبْ -এর সাথে খাস হবে। কাজেই উক্ত দিবসে আহবানকারী ব্যতীত অন্য কারো সাথে অথবা একাকী যদি প্রাতরাশ করে, তাহলে তার গোলাম আজাদ হবে না। আর আমরা বলি যে, এতে অতিরিক্ত قَيْد টি বৃথা যাবে এবং তা হলো তার বক্তব্য اَلْيَوْمَ কাজেই এটা তার سَبَبْ -এর সাথে খাস হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং যে কোনো স্থান অথবা যে কোনোভাবে ঐ দিন আহবানকারীর সাথে বা একাকী অথবা অন্য কারো সাথে প্রাতরাশ করবে তাতে অবশ্যই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। বাক্য অনর্থক হওয়াকে পরিহার করার জন্য। তবে এ صِيْغَه গুলোর উপর عَامْ -এর প্রয়োগে এক প্রকার শিথিলতা

হয়েছে। কেউ কেউ এটার জবাবে বলেছেন যে, তা তার অধীনস্থদের হতে মুখ ফিরে رَجْم -এর সমস্ত এককের যোগ্যতা রাখে। চাই তা জেনার জন্য হোক বা অন্য কিছুর জন্য হোক। তদ্রূপ সিজদার সমস্ত এককের যোগ্যতা রাখে, চাই তা سَهْو - এর জন্য হোক বা غَيْر سَهْو -এর জন্য হোক। তেমনটি اَلْف -এর সমস্ত একককে শামিল করে চাই তা ঐ মালের জাতীয় হোক বা অন্য জাতীয় হোক। তেমনটি প্রাতরাশের সমস্ত একককে শামিল করে। চাই তা مَدْعُوْ اِلَيْهِ হোক বা غَيْر مَدْعُوْ اِلَيْه হোক। আর কারো কারো মতে عَام -এর দ্বারা এ ক্ষেত্রে مُطْلَقْ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মতই পোষণ করেন, পারিভাষিক عَام উদ্দেশ্য নয়। চিন্তা করে বুঝে নাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلشَّافِعِىُّ (رحـ) الخ -এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মতে عَام সবব (سَبَبْ) -এর সাথে খাস হয়ে থাকে। তবে শাফেয়ী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, হানাফীগণের বিপরীত উক্ত মত পোষণকারী ইমাম শাফেয়ী (র.) নন; বরং ইমামুল হারামাইন (র.) যিনি শাফেয়ী মাযহাব পন্থী তাঁর মত। তাঁর যুক্তি হলো, জবাবটি প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া জরুরি। সুতরাং এটা যদি প্রশ্ন হতে عَام হয়, তাহলে সামঞ্জস্যতা বিলোপ পাবে। এটার জবাবে আমরা বলব যে, প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে যেই সাদৃশ্য হওয়া জরুরি তা হলো ঐ জবাবের দ্বারা প্রশ্নের গিট খুলে যাওয়া এবং এর অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া। আর যদি জবাবের দ্বারা অতিরিক্ত ফায়দা দান করা হয় এবং এটা عُمُوْم -এর ফয়দা দেয় তবে তা উপরোক্ত مُطَابَقَتْ (সাদৃশ্যতা)-এর বিরোধী হবে না। প্রশ্ন ও উত্তর عَام ও خَاصْ হওয়ার দিক দিয়ে সমান হওয়াকে আমরা সমর্থন করি না।

وَقِيلَ اَلْكَلَامُ الْمَذْكُورُ لِلْمَدْحِ اَوِ الذَّمِّ لَاعُمُومَ لَهُ وَاِنْ كَانَ اللَّفْظُ عَامًّا وَهٰذَا هُوَ الْوَجْهُ السَّادِسُ عَنِ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ فَلَا يَكُوْنُ عِنْدَهُمْ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلٰى حَالِ كُلِّ بِرٍّ وَ فَاجِرٍ بَلْ عَلٰى مَنْ نَزَلَ فِيْ حَقِّهِمْ فَقَطْ وَالْبَاقِيْ يُقَاسُ عَلَيْهِمْ اَوْ يَثْبُتُ بِنَصٍّ اٰخَرَ وَعِنْدَنَا هٰذَا فَاسِدٌ لِاَنَّ اللَّفْظَ دَالٌّ عَلَى الْعُمُوْمِ فَلَا يُنَافِيْهِ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ اَيْضًا فَحِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ اَنْ يَتَمَسَّكَ بِعُمُوْمِ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (الاية) عَلٰى وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ فِيْ حُلِيِّ النِّسَاءِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَقِيلَ কেউ কেউ বলেছেন اَلْكَلَامُ الْمَذْكُورُ لِلْمَدْحِ اَوِ الذَّمِّ যে বক্তব্য প্রশংসা বা নিন্দার জন্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে لَا عُمُومَ لَهُ তার মধ্যে عُمُوْم হয় না وَاِنْ كَانَ اللَّفْظُ عَامًّا যদিও নাকি শব্দ عَام হোক وَهٰذَا هُوَ الْوَجْهُ السَّادِسُ عَنِ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ এটা ফাসিদ দলিলসমূহের মধ্যে ষষ্ঠ দলিল فَلَا يَكُوْنُ عِنْدَهُمْ সুতরাং এ দলিলের আলোকে তাদের মতে ঐ শ্রেণীভুক্ত হবে না قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহর বাণী اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ জান্নাতী হবে وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ এবং নিঃসন্দেহে ফাসিক কাফিররা জাহান্নামী হবে مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ যা দ্বারা দলিল পেশ করা যায় عَلٰى حَالِ كُلِّ بِرٍّ وَ فَاجِرٍ প্রত্যেক সৎকর্মশীল এবং প্রত্যেক অপকর্মকারীর অবস্থার উপর بَلْ عَلٰى مَنْ نَزَلَ فِيْ حَقِّهِمْ فَقَطْ বরং এটার দ্বারা কেবল ঐসব লোকের ব্যাপারে দলিল পেশ করা যাবে যাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে وَالْبَاقِيْ يُقَاسُ عَلَيْهِمْ অবশ্য অবশিষ্ট লোকদেরকে তাদের স্থান অন্য نَص -এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে وَعِنْدَنَا هٰذَا فَاسِدٌ আর আমাদের মতে এটা ফাসিদ لِاَنَّ اللَّفْظَ دَالٌّ عَلَى الْعُمُوْمِ কেননা প্রণয়নের দিক হতে শব্দ عُمُوْم কে নির্দেশ করে فَلَا يُنَافِيْهِ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ اَيْضًا সুতরাং এটা প্রশংসা বা নিন্দা জ্ঞাপন করা ও এটার (আম হওয়ার) বিরোধী নয় فَحِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ اَنْ يَتَمَسَّكَ بِعُمُوْمِ قَوْلِهِ تَعَالٰى কাজেই এমতাবস্থায় আল্লাহর বাণী এর عُمُوْم -এর দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ হবে وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (الاية) অর্থাৎ যারা স্বর্ণ রৌপ্যের ভাণ্ডার করে রাখে (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) عَلٰى وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ فِيْ حُلِيِّ النِّسَاءِ মহিলাদের অলঙ্কারের মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার উপর।

সরল অনুবাদ : কেউ কেউ বলেছেন যে, যে বক্তব্য প্রশংসা বা নিন্দার জন্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে عُمُوْم হয় না, যদিও নাকি শব্দ عَام হোক। এটা ফাসিদ দলিলসমূহের মধ্যে ষষ্ঠ দলিল। (এটা শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় আলিমের মতে দলিল।) সুতরাং এ দলিলের আলোকে তাঁদের মতে আল্লাহর বাণী "اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ" (নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ জান্নাতী হবে এবং নিঃসন্দেহে ফাসিক-ফাজিররা জাহান্নামী হবে।) ঐ শ্রেণীভুক্ত হবে না যা দ্বারা প্রত্যেক সৎকর্মশীল এবং প্রত্যেক অপকর্মকারীর অবস্থার উপর দলিল পেশ করা যায়; বরং এর দ্বারা প্রত্যেক সৎকর্মশীল এবং প্রত্যেক অপকর্মকারীর অবস্থার উপর দলিল পেশ করা যায়। বরং এটার দ্বারা কেবল ঐ সব লোকের ব্যাপারে দলিল পেশ করা যাবে যাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাজেল হয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট (সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল) লোকদেরকে তাদের উপর قِيَاس করা হবে। অথবা তাদের জন্য তাদের স্থান অন্য نَص -এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে। **আর আমাদের (হানাফীদের) মতে এটা ফাসিদ।** কেননা প্রণয়নের দিক হতে শব্দ عُمُوْم-কে নির্দেশ করে। সুতরাং এটা প্রশংসা বা নিন্দা জ্ঞাপন করা ও এটার (আম হওয়ার) বিরোধী নয়। কাজেই এমতাবস্থায় আল্লাহর বাণী– وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (الاية) -এর عُمُوْم -এর দ্বারা মহিলাদের অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার উপর দলিল পেশ করা জায়েজ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا عُمُوْمَ لَهُ الخ -এর আলোচনা : কারো কারো মতে প্রশংসা বা নিন্দার জন্য যা উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাতে عَام হয় না, যদিও শব্দ عَام হোকনা কেন। প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে مُبَالَغَه উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অর্থাৎ আনুগত্য বা হুমকীর ব্যাপারে مُبَالَغَه হয়ে থাকে। আর তা عَام-কে উল্লেখ করত উহ্য উদ্দেশ্য না করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আর আমাদের (হানাফীদের) মতে উক্ত পদ্ধতিতে مُبَالَغَه করা اِغْرَاق অথবা শরিয়ত প্রণেতার বাক্যে এরূপ اِغْرَاق সুদূর পরাহত। কি করে তা হতে পারে, অথচ اِغْرَاق জায়েজ হলে ওয়াদা ও হুমকী সম্পর্কীয় সংবাদসমূহের কার্যকারিতা বিলোপ পাবে এতে اِغْرَاق -এর সম্ভাবনার কারণে। আর اِغْرَاق ব্যতীত مُبَالَغَه তো عُمُوْم উদ্দেশ্য করার দ্বারাও অর্জিত হতে পারে।

قَوْلُهُ الاية الخ -এর আলোচনা : সম্পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ– وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (অর্থাৎ যারা স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার করে রাখে এবং তা হতে যাকাত আদায় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিয়ে দিন)। উল্লেখ্য যে اَلْكَنْزُ -এর আভিধানিক অর্থ হলো اَلدَّفْنُ অর্থাৎ মাটিতে পুঁতে দেওয়া। আবশ্য এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাকাত আদায় না করা, যা আল্লাহর বাণী وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়। কেননা نَفَقَه -এর দ্বারা ফরজ نَفَقَه -কে বুঝানো হয়েছে, আর তা হলো زَكٰوة আর মাল দাফন করার ব্যাপারে ধমকী দেওয়া হয়নি; বরং যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে ধমকী দেওয়া হয়েছে। মাল দাফন করুক বা না করুক।—তাফ্সীরের আহমদী

وَاِنْ كَانَ وَارِدًا فِىْ قَوْمٍ مَخْصُوْصٍ كَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَيَكُوْنُ اِطْلَاقُ صِيْغَةِ الْمُذَكَّرِ اَعْنِىْ الَّذِيْنَ عَلَيْهِنَّ تَغْلِيْبًا كَمَا حَرَّرْتُهُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ وَقِيْلَ اَلْجَمْعُ الْمُضَافُ اِلَى الْجَمَاعَةِ هٰذَا وَجْهٌ سَابِعٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ فَاِنَّ عِنْدَهُمْ اِذَا وَقَعَتْ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ حُكْمُهُ حُكْمُ حَقِيْقَةِ الْجَمَاعَةِ فِىْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ اَىْ لَابُدَّ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِ الْجَمْعِ الْاَوَّلِ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِ الثَّانِىْ فَفِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً لَابُدَّ فِىْ كُلِّ مَالٍ مِنَ السَّوَائِمِ وَالنُّقُوْدِ وَالْعُرُوْضِ لِكُلِّ اَحَدٍ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ اَنْ تَجِبَ الصَّدَقَةُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِىْ كُلِّ دِرْهَمٍ وَ دِيْنَارٍ بِالْاِجْمَاعِ مَعَ اَنَّهُمَا مِنْ اَفْرَادِ الْاَمْوَالِ فَلَاتَجِبُ فِىْ كُلِّ اَنْوَاعِهَا اَيْضًا عَلٰى مَا ذُكِرَ فِى الْعَضُدِىْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ كَانَ وَارِدًا فِىْ قَوْمٍ مَخْصُوْصٍ যদিও আয়াতটি এমন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে كَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ যারা স্বর্ণ রৌপ্যের ভাণ্ডার তৈরি করে রেখেছিল وَيَكُوْنُ اِطْلَاقُ صِيْغَةِ الْمُذَكَّرِ اَعْنِىْ الَّذِيْنَ عَلَيْهِنَّ এবং مُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ)-এর صِيْغَه শব্দ تَغْلِيْبًا মহিলাদেরকেও শামিল করবে كَمَا حَرَّرْتُهُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ যেমন আমি আমার কিতাব তাফসীরে আহমদীতে উল্লেখ করেছি وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন যে اَلْجَمْعُ الْمُضَافُ اِلَى الْجَمَاعَةِ ঐ جَمْع (বহুবচন)-এর صِيْغَة যা একটি দলের দিকে مَنْسُوْب সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে هٰذَا وَجْهٌ سَابِعٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ এটা ফাসিদ দলিলসমূহের মধ্যে সপ্তম দলিল (এটা শাফেয়ীগণের দলিল) فَاِنَّ عِنْدَهُمْ কেননা তাদের মতে اِذَا وَقَعَتْ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ যখন جَمْع -এর মোকাবেলায় جَمْع হবে حُكْمُهُ حُكْمُ حَقِيْقَةِ الْجَمَاعَةِ فِىْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ তখন এর হুকুম তাই হেব যা দলের حَقِيْقَتْ -এর হুকুম প্রত্যেকের ব্যাপারে হয়ে থাকে اَىْ لَابُدَّ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِ الْجَمْعِ الْاَوَّلِ অর্থাৎ প্রথম جَمْع -এর একক সমূহের মধ্য হতে প্রত্যেকটি এককের মোকাবেলায় আবশ্যক হবে مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় جَمْع -এর এককসমূহের প্রতিটি একক لَابُدَّ فَفِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى সুতরাং আল্লাহর বাণী خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আপনি তাদের সম্পদ হতে সদকা যা যাকাত গ্রহণ করুন فِىْ كُلِّ مَالٍ প্রত্যেকের মালে জরুরি হবে مِنَ السَّوَائِمِ وَالنُّقُوْدِ وَالْعُرُوْضِ চাই ঐ সম্পদ বিচরণশীল পশু হোক বা মুদ্রা হোক অথবা অন্যান্য সামগ্রী হোক لِكُلِّ اَحَدٍ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ সম্পদশালীদের প্রত্যেকের اَنْ تَجِبَ الصَّدَقَةُ সদকা ওয়াজিব হওয়া وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা বলব যে لَاتَجِبُ الصَّدَقَةُ যাকাত ওয়াজিব হয় না فِىْ كُلِّ دِرْهَمٍ وَدِيْنَارٍ بِالْاِجْمَاعِ সর্বসম্মতভাবে প্রতিটি দিরহামে ও দীনারের মধ্যে مَعَ اَنَّهُمَا مِنْ اَفْرَادِ الْاَمْوَالِ যদিও নাকি এতদুভয় সম্পদের এককসমূহের অন্তর্ভুক্ত فَلَا تَجِبُ فِىْ كُلِّ اَنْوَاعِهَا اَيْضًا অতএব اَمْوَالْ -এর সমস্ত প্রকারের মধ্যেও জাকাত ওয়াজিব হবে না عَلٰى مَا ذُكِرَ فِى الْعَضُدِىْ যেমন عَضُدِىْ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

সরল অনুবাদ : যদিও আয়াতটি এমন একটি বিশেষ গোষ্ঠির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা স্বর্ণ রৌপ্যের ভাণ্ডার তৈরি করে রেখেছিল। এবং مُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ) -এর صِيْغَه (শব্দ) تَغْلِيْبًا মহিলাদেরকেও শামিল করবে। যেমন– আমি আমার কিতাব তাফসীরে আহমদীতে উল্লেখ করেছি। **কেউ কেউ বলেছেন যে, ঐ জমা (বহুবচন)-এর صِيْغَه যা একটি দলের দিকে مَنْسُوْب (সম্বন্ধযুক্ত) হয়েছে।** এটা ফাসিদ দলিলসমূহের মধ্যে সপ্তম দলিল। এটা শাফেয়ীগণের দলিল। কেননা, তাদের মতে যখন جَمْع -এর মোকাবেলায় جَمْع হবে তখন এর حُكْم তাই হবে যা দলের حَقِيْقَتْ -এর حُكْم প্রত্যেকের ব্যাপারে হয়ে থাকে,অর্থাৎ প্রথম جَمْع-এর একক সমূহের মধ্য হতে প্রত্যেকটি এককের মোকাবেলায় দ্বিতীয় جَمْع-এর এককসমূহের প্রতিটি একক অবশ্যই হবে। সুতরাং আল্লাহর বাণী– "خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" সম্পদশালীদের প্রত্যেকের মালে সদকা ওয়াজিব হওয়া জরুরি হবে। চাই ঐ সম্পদ বিচরণশীল পশু হোক বা মুদ্রা হোক অথবা অন্যান্য সামগ্রী হোক। আর আমরা বলব যে, সর্বসম্মতভাবে প্রতিটি দিরহামে ও দীনারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয় না। যদিও নাকি এতদুভয় সম্পদের এককসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব اَمْوَالْ -এর সমস্ত প্রকারের মধ্যেও যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন عَضُدِىْ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَابُدَّ فِىْ كُلِّ مَالٍ الخ -এর আলোচনা : আল্লাহর বাণী– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً দ্বারা প্রতিটি সম্পদশালীর উপর প্রত্যেক মালের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে। চাই তা বিচরণশীল পশু হোক বা মুদ্রা হোক। কেননা اَمْوَالْ শব্দটি বহুবচন এবং একে جَمْع -এর ضَمِيْر দিকে ফিরানো হয়েছে। সুতরাং উভয় جَمْع -এর প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে جَمْع -এর حَقِيْقَتْ (হাকীকত) অনুযায়ী আমল করা হবে। কাজেই সব ধরনের মালে যাকাত ওয়াজিব হবে।

وَعِنْدَنَا يَقْتَضِيْ مُقَابَلَةَ الْاٰحَادِ حَتّٰى إِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتَيْهِ إِذَا وَلَدْتُمَا وَلَدَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ
فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدًا طُلِّقَتَا وَلَا يَلْزَمُ اَنْ تَلِدَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلَدَيْنِ كَمَا قَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ
(رح) وَاِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَيْهِمَا مُسَامَحَةٌ بِاعْتِبَارِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَنَحْوُهُ لَبِسُوْا ثِيَابَهُمْ وَ رَكِبُوْا
دَوَابَّهُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ (الاية) عَلٰى مَا تَقَرَّرَ فِي الْفِقْهِ قِيْلَ الْاَمْرُ بِالشَّيْءِ هٰذَا وَجْهٌ
ثَامِنٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ وَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ كَثِيْرٌ فَقِيْلَ لَا حُكْمَ لِلْاَمْرِ وَالنَّهْيِ فِيْ ضِدِّهِمَا اَصْلًا وَقِيْلَ
لَهُ حُكْمٌ فِيْهِ وَهُوَ اَنَّ الْاَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ يَكُوْنُ اَمْرًا بِضِدِّهِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَنَا আর আমাদের (হানাফীদের) মতে এর হুকুম হলো يَقْتَضِيْ مُقَابَلَةَ الْاٰحَادِ بِالْاٰحَادِ একবচন, একবচনের মোকাবেলায় হবে حَتّٰى إِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتَيْهِ সুতরাং কোনো স্বামী যদি তার দুজন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেন যে إِذَا وَلَدْتُمَا وَلَدَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ অর্থাৎ যখন তোমরা উভয় দু'টি সন্তান প্রসব করবে তখন তোমরা উভয় তালাক হয়ে যাবে فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدًا এটার পর তাদের প্রত্যেকেই এক একটি সন্তান প্রসব করল طُلِّقَتَا তাহলে তারা উভয়ে তালাক হয়ে যাবে وَلَا يَلْزَمُ اَنْ تَلِدَ امْرَأَةٌ وَلَدَيْنِ প্রত্যেক স্ত্রী দু'টি করে করে সন্তান প্রসব করা অত্যাবশ্যক হবে না كَمَا قَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ (رح) যেমন ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন وَاِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَيْهِمَا مُسَامَحَةٌ আর উল্লিখিত উদাহরণে جَمْع হওয়ার উদাহরণ হিসেবে এ বক্তব্যগুলো প্রণিধানযোগ্য بِاعْتِبَارِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ একের উপর جَمْع -এর মোকাবেলায় وَنَحْوُهُ এবং তার উদাহরণ لَبِسُوْا ثِيَابَهُمْ প্রত্যেকেই স্বীয় কাপড় পরিধান করল وَرَكِبُوْا دَوَابَّهُمْ এবং প্রত্যেকেই স্বীয় চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করল وَقَوْلُهُ تَعَالٰى এবং আল্লাহর বাণী- فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ (الاية) সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মুখমণ্ডল ধৌত করে নাও عَلٰى مَا تَقَرَّرَ فِي الْفِقْهِ যেমন ফিকহশাস্ত্রের কিতাবাদিতে বর্ণিত হয়েছে قِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন যে الْاَمْرُ بِالشَّيْءِ কোনো বস্তুর আদেশ দেওয়া هٰذَا وَجْهٌ ثَامِنٌ مِنَ الْوُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ ইহা ফাসিদ দলিলসমূহের অষ্টম দলিল وَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ كَثِيْرٌ যাতে অনেক মতানৈক্য রয়েছে فَقِيْلَ সুতরাং কেউ কেউ বলেছেন যে لَا حُكْمَ لِلْاَمْرِ وَالنَّهْيِ فِيْ ضِدِّهِمَا اَصْلًا আমর ও نَهْي -এর حُكْم এদের বৈপরীত্যের মধ্যে হয় না وَقِيْلَ আবার কতিপয় মনীষী বলেছেন যে لَهُ حُكْمٌ فِيْهِ এদের বিপরীতে হুকুম হয়ে থাকে وَهُوَ اَنَّ الْاَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ আর তা হলো কোনো বস্তুর আদেশ করা এর বিপরীত বস্তুকে নিষেধ করা, কামনা করা وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ يَكُوْنُ اَمْرًا بِضِدِّهِ কোনো বস্তু নিষেধ করার এর বিপরীত বস্তুকে আদেশ করা কামনা করা।

সরল অনুবাদ : আর আমাদের (হানাফীদের) মতে এর حُكْم হলো একবচন একবচনের মোকাবিলায় হবে। সুতরাং কোনো স্বামী যদি তার দু'জন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেন যে, "إِذَا وَلَدْتُمَا وَلَدَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ" (অর্থাৎ যখন তোমরা উভয় দু'টি সন্তান প্রসব করবে তখন তোমরা উভয় তালাক হয়ে যাবে)। এটার পর তাদের প্রত্যেকেই এক একটি সন্তান প্রসব করল। তাহলে তারা উভয়ে তালাক হয়ে যাবে। প্রত্যেক স্ত্রী দু'টি করে সন্তান প্রসব করা অত্যাবশ্যক হবে না। যেমন- ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন। আর উল্লিখিত উদাহরণে দু'য়ের উপর جَمْع -এর মোকাবেলায় جَمْع হওয়ার উদাহরণ হিসেবে এ বক্তব্যগুলো প্রণিধানযোগ্য। (এক) لَبِسُوْا ثِيَابَهُمْ وَ رَكِبُوْا دَوَابَّهُمْ (প্রত্যেকেই স্বীয় কাপড় পরিধান করল এবং প্রত্যেকেই স্বীয় চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করল।) এবং (দুই) আল্লাহর বাণী- فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ (الاية) (সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মুখমণ্ডল ধৌত করে নাও)। যেমন- ফিকহশাস্ত্রের কিতাবাদিতে বর্ণিত হয়েছে। **'আর কেউ কেউ বলেন যে, কোনো বিষয়ে আদেশ করা।'** ইহা ভ্রান্ত প্রক্রিয়াসমূহের অষ্টম প্রক্রিয়া. আর এতে অনেক মতভেদ রয়েছে। সুতরাং কেউ কেউ বলেছেন, اَمْر ও نَهْي -এর মধ্যে তার বিপরীতে কোনো হুকুম নেই। আর কারো মতে, তাতেও হুকুম আছে। আর তা এই যে, কোনো বিষয়ে আদেশ করা **উহার বিপরীতে নিষেধ কামনা করে এবং কোনো বিষয়ে নিষেধ করা উহার বিপরীতে আদেশ কামনা করে'।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَقْتَضِيْ مُقَابَلَةَ الخ -এর আলোচনা : আমাদের হানাফীদের মতে اٰحَادٌ -এর মোকাবেলায় اٰحَادٌ হয়ে থাকে, যা অনুসন্ধান ও উপস্থিত বুদ্ধির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। এর উদাহরণ "رَكِبُوْا دَوَابَّهُمْ" (তারা স্বীয় চতুষ্পদ জন্তুতে আরোহণ করল), "لَبِسُوْا ثِيَابَهُمْ" (তারা স্বীয় পোশাক পরিধান করল) এবং "جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِيْ اٰذَانِهِمْ" (তারা স্বীয় অঙ্গুলি কর্ণে প্রবেশ করাল) ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় পশুতে আরোহণ করল ইত্যাদি। হাঁ, যদি এমন কোনো খারেজী দলিল থাকে যা সাব্যস্ত করে যে, প্রথম جَمْع -এর প্রত্যেকের জন্য দ্বিতীয় جَمْع -এর সমস্ত একক রয়েছে, তাহলে এর উপর প্রয়োগ করা হবে। যথা- "حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ"

قَوْلُهُ وَالنَّهْيُ الخ -এর আলোচনা : মানার প্রণেতা বলেছেন যে, আমাদের হানাফীদের মতে কোনো বস্তু সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এর বিপরীত বস্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হওয়াকে কামনা করে। قَمَرُ الْاَقْمَارِ রচয়িতা বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীগণ হতে এ বক্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। তবে قِيَاس একে কামনা করে। تَقْوِيْم নামক গ্রন্থে রয়েছে (এর রচয়িতা) ইমাম আবূ যায়েদ বলেছেন যে, اِسْتِقْصَاء -এর উপর نَهْي-এর حُكْم -এর ব্যাপারে আমি পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের বক্তব্য আমার নিকট পৌঁছেনি। যেমনটি আমি اَمْر -এর حُكْم -এর ব্যাপারে অবগত হয়েছি। তবে نَهْي (এটা) اَمْر -এর বিপরীত। কাজেই তা হতে পারে। সুতরাং اَمْر -এর ন্যায় نَهْي -এর ব্যাপারেও আলিমগণের বিভিন্ন মত রয়েছে।

فَيَدُلُّ الْاَمْرُ عَلٰى تَحْرِيْمِ ضِدِّهٖ وَالنَّهْىُ عَلٰى وُجُوْبِ ضِدِّهٖ فَاِنْ كَانَ لَهٗ ضِدٌّ وَاحِدٌ فَبِهَا وَاِنْ كَانَتْ لَهٗ اَضْدَادٌ كَثِيْرَةٌ فَفِى الْاَمْرِ يَحْرُمُ جَمِيْعُ اَضْدَادِهٖ وَفِى النَّهْىِ يَكْفِىْ لَهُ الْاِتْيَانُ بِوَاحِدٍ مِنَ الْاَضْدَادِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَهٰذَا هُوَ مُخْتَارُ الْجَصَّاصِ وَعِنْدَنَا اَلْاَمْرُ بِالشَّىْءِ يَقْتَضِىْ كَرَاهَةَ ضِدِّهٖ وَالنَّهْىُ عَنِ الشَّىْءِ يَقْتَضِىْ اَنْ يَكُوْنَ ضِدُّهٗ فِىْ مَعْنٰى سُنَّةٍ وَاجِبَةٍ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الشَّىْءَ فِىْ نَفْسِهٖ لَايَدُلُّ عَلٰى ضِدِّهٖ وَاِنَّمَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ فِى الضِّدِّ ضَرُوْرَةً لِلْاِمْتِثَالِ فَتَكْفِى الدَّرَجَةُ الْاَدْنٰى فِىْ ذٰلِكَ وَهِىَ الْكَرَاهَةُ فِى الْاَوَّلِ لِاَنَّهَا دُوْنَ التَّحْرِيْمِ وَالسُّنَّةُ الْوَاجِبَةُ فِى الثَّانِىْ لِاَنَّهَا دُوْنَ الْفَرْضِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْاِقْتِضَاءِ الْمُصْطَلَحُ السَّابِقُ بِجَعْلِ غَيْرِ الْمَنْطُوْقِ مَنْطُوْقًا لِتَصْحِيْحِ الْمَنْطُوْقِ بَلْ اِثْبَاتُ اَمْرٍ لَازِمٍ فَقَطْ وَهٰذَا اِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِالضِّدِّ تَفْوِيْتُ الْمَامُوْرِ بِهٖ فَاِنْ لَزِمَ مِنْهُ ذٰلِكَ يَكُوْنُ حَرَامًا بِالْاِتِّفَاقِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَيَدُلُّ الْاَمْرُ عَلٰى تَحْرِيْمِ ضِدِّهٖ সুতরাং এ قَوْل -এর চাহিদানুযায়ী اَمْر -এর বিপরীত বস্তুর নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে وَالنَّهْىُ عَلٰى وُجُوْبِ ضِدِّهٖ অপরদিকে نَهْى এর বিপরীত বস্তুর ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে فَاِنْ كَانَ لَهٗ ضِدٌّ وَاحِدٌ সুতরাং اَمْر ও نَهْى -এর জন্য যদি একটি বিরোধী বস্তু পাওয়া যায় فَبِهَا তাহলে বিষয়টি সমান সমান হয়ে যাবে وَاِنْ كَانَتْ لَهٗ اَضْدَادٌ كَثِيْرَةٌ তবে এর জন্য যদি একাধিক বিপরীত বস্তু থাকে فَفِى الْاَمْرِ يَحْرُمُ جَمِيْعُ اَضْدَادِهٖ তবে اَمْر-এর মধ্যে এর সমস্ত বিরোধী বস্তু হারাম হবে وَفِى النَّهْىِ يَكْفِىْ لَهُ الْاِتْيَانُ আর نَهْى -এর মধ্যে নেওয়া যথেষ্ট হবে بِوَاحِدٍ مِنَ الْاَضْدَادِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ এটার জন্য অনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি বিরোধী বস্তুকে وَهٰذَا هُوَ مُخْتَارُ الْجَصَّاصِ এটা ইমাম جَصَّاص (জাসসাসের)-এর এখতিয়ারকৃত মাযহাব وَعِنْدَنَا আর আমাদের (হানাফীদের) মতে اَلْاَمْرُ بِالشَّىْءِ কোনো বিষয়ের আদেশ করা এর বিপরীত বস্তুর অপছন্দনীয় হওয়াকে কামনা করে يَقْتَضِىْ كَرَاهَةَ ضِدِّهٖ وَالنَّهْىُ عَنِ الشَّىْءِ অপরদিকে কোনো বস্তুর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ يَقْتَضِىْ اَنْ يَكُوْنَ ضِدُّهٗ فِىْ مَعْنٰى سُنَّةٍ وَاجِبَةٍ -এর বিপরীত বস্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হওয়াকে কামনা করে وَذٰلِكَ আর এটা এজন্য যে لِاَنَّ الشَّىْءَ فِىْ نَفْسِهٖ لَايَدُلُّ عَلٰى ضِدِّهٖ কোনো বস্তু স্বয়ং এর বিপরীত বস্তুর প্রতি নির্দেশনা দান করে না وَاِنَّمَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ فِى الضِّدِّ অবশ্য হুকুমকে বিরোধী বস্তুর মধ্যে সাব্যস্ত করা হয় ضَرُوْرَةً لِلْاِمْتِثَالِ শুধু উদাহরণ হিসেবে فَتَكْفِى الدَّرَجَةُ الْاَدْنٰى فِىْ ذٰلِكَ সুতরাং এতে সর্বনিম্ন স্তরই যথেষ্ট হবে وَهِىَ الْكَرَاهَةُ فِى الْاَوَّلِ অর্থাৎ اَمْر এর বেলায় مَكْرُوْه হওয়া لِاَنَّهَا دُوْنَ التَّحْرِيْمِ যা حَرَام -এর নিম্নের স্তর وَالسُّنَّةُ الْوَاجِبَةُ فِى الثَّانِىْ এবং نَهْى -এর বেলায় سُنَّت مُؤَكَّدَه হওয়া لِاَنَّهَا دُوْنَ الْفَرْضِ যা فَرْض -এর নিচের স্তর وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْاِقْتِضَاءِ আর مَتْن -এর মধ্যে যে اِقْتِضَاء -এর কথা উল্লেখ আছে তার দ্বারা পূর্বেকার পারিভাষিক اِقْتِضَاء الْمُصْطَلَحُ السَّابِقُ উদ্দেশ্য নয় بِجَعْلِ غَيْرِ الْمَنْطُوْقِ مَنْطُوْقًا অর্থাৎ غَيْر مَنْطُوْق -এর জন্য مَنْطُوْق কে সাব্যস্ত করা لِتَصْحِيْحِ الْمَنْطُوْقِ - কে সংশোধনের জন্য بَلْ اِثْبَاتُ اَمْرٍ لَازِمٍ فَقَطْ বরং কেবল لَازِمْ বিষয়কে সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য وَهٰذَا আর এটা অর্থাৎ مَنْطُوْق মাকরূহ হওয়া তখন হবে اِذَا لَمْ يَلْزَمْ যখন লাযেম হবে না مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِالضِّدِّ تَفْوِيْتُ الْمَامُوْرِ مُخَالِف -এর- مَامُوْر بِهٖ -এর মধ্যে মশগুল হওয়ার কারণে مَامُوْر بِهٖ কে পরিত্যাগ করা فَاِنْ لَزِمَ مِنْهُ ذٰلِكَ আর যদি এতে মশগুল হওয়ার দরুন مَامُوْر بِهٖ কে ছেড়ে দেওয়া লাযেম হয় يَكُوْنُ حَرَامًا بِالْاِتِّفَاقِ তাহলে সর্বসম্মতভাবে مَامُوْر بِهٖ -এর বিপরীত কার্যটি সম্পাদন করা হারাম হবে।

সরল অনুবাদ : مَتْن -এর মধ্যে এই শেষোক্ত قَوْل -এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এই قَوْل -এর চাহিদানুযায়ী اَمْر -এর বিপরীত বস্তুর নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। অপর দিকে نَهْي -এর বিপরীত বস্তুর ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। সুতরাং اَمْر ও نَهْي -এর জন্য যদি একটি বিরোধী বস্তু পাওয়া যায়, তাহলে, বিষয়টি সমান সমান হয়ে যাবে। তবে এর জন্য যদি একাধিক বিপরীত বস্তু থাকে তা হলে এটা বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রাখে। اَمْر -এর মধ্যে এর সমস্ত বিরোধী বস্তু হারাম হবে। আর نَهْي -এর মধ্যে এটার জন্য অনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি বিরোধী বস্তুকে নেওয়া যথেষ্ট হবে। এটা ইমাম جَصَّاص (জাস্‌সাসের) -এর এখতিয়ারকৃত মাজহাব। **আর আমাদের (হানাফীদের)-এর মতে কোনো বিষয়ের আদেশ করা এর বিপরীত বস্তুর অপছন্দনীয় হওয়াকে কামনা করে। অপরদিকে কোনো বস্তুর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এর বিপরীত বস্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হওয়াকে কামনা করে।** আর এটা এ জন্য যে, কোনো বস্তু স্বয়ং এর বিপরীত বস্তুর প্রতি নির্দেশনা দান করে না। অবশ্য শুধু উদাহরণ হিসেবে حُكْم -কে বিরোধী বস্তুর মধ্যে সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং এতে সর্বনিম্ন স্তরই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ اَمْر -এর বেলায় مَكْرُوْه হওয়া যা حَرَامْ -এর নিম্নের স্তর এবং نَهْي-এর বেলায় سُنَّت مُؤَكَّدَه হওয়া যা فَرْض -এর নিচের স্তর। আর مَتْن -এর মধ্যে যে اِقْتِضَاء -এর কথা উল্লেখ আছে তার দ্বারা পূর্বেকার পারিভাষিক اِقْتِضَاء (অর্থাৎ مَنْطُوْق-কে সংশোধনের জন্য غَيْر مَنْطُوْق -এর জন্য مَنْطُوْق -কে সাব্যস্ত করা) উদ্দেশ্য নয়; বরং কেবল লাযেম বিষয়কে সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য। আর এটা অর্থাৎ مَامُوْر بِه -এর مُخَالِفْ মাকরূহ হওয়া তখন হবে যখন مُخَالِفْ -এর মধ্যে মশগুল হওয়ার কারণে مَامُوْر بِه কে পরিত্যাগ করা লাযেম হবে না। আর যদি এতে মশগুল হওয়ার দরুন مَامُوْر بِه -কে ছেড়ে দেওয়া লাযেম হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে مَامُوْر بِه -এর বিপরীত কার্যটি সম্পাদন করা হারাম হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ سُنَّةً وَاجِبَةً الخ - এর আলোচনা : سُنَّة وَاجِبَه -এর দ্বারা سُنَّت مُؤَكَّدَه -কে বুঝানো হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এই ক্ষেত্রে "فِيْ مَعْنٰى" শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা سُنَّت مُؤَكَّدَه তো শুধু বর্ণনা (نَقْل) -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে عَقْل -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। কাজেই اِنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ يَقْتَضِيْ اَنْ يَكُوْنَ ضِدُّهُ سُنَّةً وَاجِبَةً অর্থাৎ কোনো বস্তুর সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এর বিপরীত বস্তু সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হওয়াকে কামনা করে; এটা কিভাবে বলা যাবে। যা হোক, এখানে سُنَّت وَاجِبَه -এর দ্বারা مُؤَكَّدَه -কে বুঝানো হয়েছে, যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। অর্থাৎ এখানে وَاجِبْ -এর দ্বারা مُؤَكَّد -কে বুঝানো হয়েছে। পারিভাষিক ওয়াজিব (وَاجِبْ) -কে বুঝানো হয়নি। সুতরাং এই প্রশ্ন অবান্তর হবে যে, একই বস্তু سُنَّت ও وَاجِبْ কি করে হতে পারে, অথচ এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে?

وَهٰذَا مَعْنٰى مَاقَالَ وَفَائِدَةُ هٰذَا الْاَصْلِ اَنَّ التَّحْرِيْمَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقْصُوْدًا بِالْاَمْرِ لَمْ يُعْتَبَرْ اِلَّا مِنْ حَيْثُ يُفَوِّتُ الْاَمْرَ فَاِذَا لَمْ يُفَوِّتْهُ كَانَ مَكْرُوْهًا كَالْاَمْرِ بِالْقِيَامِ يَعْنِىْ اِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاُوْلٰى اَوِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ فَرَاغِ التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِنَهْيٍ عَنِ الْقُعُوْدِ قَصْدًا حَتّٰى اِذَا قَعَدَ ثُمَّ قَامَ لَاتَفْسُدُ صَلٰوتُهُ بِنَفْسِ الْقُعُوْدِ وَلٰكِنَّهُ يُكْرَهُ لِاَنَّ نَفْسَ الْقُعُوْدِ وَهُوَ قُعُوْدُ مِقْدَارِ تَسْبِيْحَةٍ لَا يُفَوِّتُ الْقِيَامَ فَيُكْرَهُ وَاِنْ مَكَثَ كَثِيْرًا بِحَيْثُ ذَهَبَ اَوَانُ الْقِيَامِ يَفْسُدُ الصَّلٰوةُ وَمِنْ هٰهُنَا ظَهَرَ اَنَّ الْاِشْتِغَالَ بِالضِّدِّ فِى الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ لِلصَّلٰوةِ لَايَحْرُمُ وَفِى الْوَقْتِ الْمُضَيَّقِ لَهَا يَحْرُمُ وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ الضِّدُّ فِىْ نَفْسِهٖ عِبَادَةً مَقْصُوْدَةً اَوْ اَمْرًا مُبَاحًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهٰذَا مَعْنٰى مَا قَالَ গ্রন্থকার (র.) পরবর্তী বক্তব্য দ্বারা এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে وَفَائِدَةُ هٰذَا الْاَصْلِ এ দলিলের ফায়দা হলো اَنَّ التَّحْرِيْمَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقْصُوْدًا بِالْاَمْرِ যেহেতু اَمر -এর দ্বারা تَحْرِيْم উদ্দেশ্য নয় لَمْ يُعْتَبَرْ اِلَّا مِنْ حَيْثُ يُفَوِّتُ الْاَمْرَ সেহেতু এ تَحْرِيْم শুধু তখন ধর্তব্য হবে যখন এর দ্বারা مَامُوْر بِه হাতছাড়া না হয় فَاِذَا لَمْ يُفَوِّتْهُ অতএব যখন এর দ্বারা مَامُوْر بِه হাতছাড়া হবে না তখন اَمر -এর বিপরীত বিষয় مَكْرُوْه হবে كَانَ مَكْرُوْهًا যথা– كَالْاَمْرِ بِالْقِيَامِ - اَمر এর- قِيَام يَعْنِىْ اِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاُوْلٰى অর্থাৎ প্রথম রাকাত হতে অবসর হওয়ার পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য اَوِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ فَرَاغِ التَّشَهُّدِ অথবা تَشَهُّد হতে অবসর হবার পর তৃতীয় রাকাতের জন্য قِيَام -এর اَمر (আদেশ) لَيْسَ بِنَهْيٍ عَنِ الْقُعُوْدِ قَصْدًا এটা ইচ্ছাকৃতভাবে বসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নয় حَتّٰى اِذَا قَعَدَ কাজেই যখন কোনো মুসল্লি বসে পড়ে ثُمَّ قَامَ এবং কিছুক্ষণ পর দাঁড়ায় لَاتَفْسُدُ صَلٰوتُهُ بِنَفْسِ الْقُعُوْدِ তাহলে শুধু বসার দ্বারা নামাজ ফাসিদ হবে না وَلٰكِنَّهُ يُكْرَهُ অবশ্য مَكْرُوْه হবে لِاَنَّ نَفْسَ الْقُعُوْدِ وَهُوَ قُعُوْدُ مِقْدَارِ تَسْبِيْحَةٍ কেননা মূল (শুধু) বসার অর্থাৎ এক তাসবীহ পরিমাণ বসা لَايُفَوِّتُ الْقِيَامَ - قِيَام (যা مَامُوْر بِه তা) এর জন্য فَوْت হবে না فَيُكْرَهُ কাজেই এটা مَكْرُوْه হবে وَاِنْ مَكَثَ كَثِيْرًا আর যদি এতো অধিক সময় বসে থাকে بِحَيْثُ ذَهَبَ اَوَانُ الْقِيَامِ যাতে قِيَام -এর সময় শেষ হয়ে যায় يَفْسُدُ الصَّلٰوةُ তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে وَمِنْ هٰهُنَا ظَهَرَ -এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে اَنَّ الْاِشْتِغَالَ بِالضِّدِّ আমর-এর বিপরীত বিষয়ে আত্মনিয়োগ করা فِى الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ لِلصَّلٰوةِ নামাজের প্রশস্ত সময়ে لَايَحْرُمُ হারাম নয় وَفِى الْوَقْتِ الْمُضَيَّقِ لَهَا يَحْرُمُ অবশ্য এটার সংকীর্ণ সময়ে হারাম হবে وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ الضِّدُّ যদিও নাকি اَمر এর সেই বিপরীত বস্তু فِىْ نَفْسِهٖ عِبَادَةً مَقْصُوْدَةً স্বয়ং উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত اَوْ اَمْرًا مُبَاحًا বা জায়েজ বিষয় হোক।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) পরবর্তী বক্তব্য দ্বারা এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, **এই দলিলের ফায়দা হলো যেহেতু اَمر -এর দ্বারা تَحْرِيْم উদ্দেশ্য নয় সেহেতু এই تَحْرِيْم শুধু তখন ধর্তব্য হবে যখন এর দ্বারা مَامُوْر بِه হাতছাড়া না হয়। অতএব যখন এর দ্বারা مَامُوْر بِه হাতছাড়া হবে না তখন اَمر -এর বিপরীত বিষয় مكروه হবে।** যথা– قِيَام -এর اَمر অর্থাৎ প্রথম রাকাত হতে অবসর হওয়ার পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য অথবা تَشَهُّد হতে অবসর হবার পর তৃতীয় রাকাতের জন্য قِيَام -এর اَمر (আদেশ) **এটা ইচ্ছাকৃতভাবে "نَهْىٌ عَنِ الْقُعُوْدِ" (বসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা) নয়। কাজেই যখন কোনো মুসল্লি বসে পড়ে এবং কিছুক্ষণ পর দাঁড়ায়, তাহলে শুধু বসার দ্বারা নামাজ ফসিদ হবে না। অবশ্য مَكْرُوْه হবে।** কেননা মূল (শুধু) বসার অর্থাৎ এক তাস্‌বীহ পরিমাণ বসা قِيَام (যা مَامُوْر بِه তা) -এর জন্য فَوْت হবে না। কাজেই এটা مَكْرُوْه হবে। আর যদি এত অধিক সময় বসে থাকে যাতে قِيَام -এর সময় শেষ হয়ে যায়, তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে। আর এই মাসআলা অর্থাৎ اَمر-এর বিপরীত বস্তু যখন مَامُوْر بِه -এর জন্য ফওতকারী হবে তখন তা হারাম এবং যখন ফওতকারী হবে না, তখন مَكْرُوْه ; এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, اَمر -এর বিপরীত বিষয়ে নামাজের প্রশস্ত সময়ে আত্মনিয়োগ করা হারাম নয়। অবশ্য এটার সংকীর্ণ সময়ে (নামাজের বিপরীত কার্যে লিপ্ত হয়ে) হারাম হবে। যদিও নাকি اَمر -এর সেই বিপরীত বস্তু স্বয়ং উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত বা জায়েজ বিষয় হোক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَمْ يُعْتَبَرْ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ اَمر -এর বিপরীত বিষয়ে تَحْرِيْم ততক্ষণ পর্যন্ত সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ বিপরীত বাক্যটি مَامُوْر بِه -এর জন্য فَوْت হবে। কেননা, مَامُوْر بِه হাতছাড়া হয়ে যাওয়া হারাম। সুতরাং যখন اَمر -এর বিপরীত বস্তু مَامُوْر بِه - এর জন্য فَوْت হবে তখন এটা مَكْرُوْه হবে।

জ্ঞতব্য যে, প্রথমত গ্রন্থকারের (র.) يُفَوِّتُ الْاَمْرَ -এর মধ্যে اَمر -এর দ্বারা রূপকার্থে مَامُوْر بِه কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা اَمر -এর বিপরীত বস্তু اَمر -এর জন্য ফওতকারী হওয়া বোধগম্য ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়ত এই বক্তব্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, اَمر -এর বিপরীত বস্তু যা مَامُوْر بِه-কে হাতছাড়া করে থাকে তা হারাম। আর امر -এর যে বিপরীত বস্তু مَامُوْر بِه -এর জন্য ফওতকারী নয় তা مَكْرُوْه আর যারা বলেছেন যে, কোনো বস্তুর আদেশ (اَمر) করা এর বিপরীত বস্তু হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়াকে কামনা (লাযেম) করে, তারা বিপরীত বস্তু বলতে ঐ বিপরীতকে বুঝিয়েছেন যা مَامُوْر بِه-এর জন্য ফওতকারী। বাহরুল উলূম অনুরূপ বলেছেন। তখন মূলত কোনো মতবিরোধ থাকেবে না; বরং এটা নিছক শব্দগত বিতর্ক হবে।

قَوْلُهٗ بِحَيْثُ ذَهَبَ الخ -এর আলোচনা : এখানে বলা উদ্দেশ্য যে, প্রথম রাকাতের পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানো অথবা تَشَهُّد পড়ে তৃতীয় রাকাতে দাঁড়ানো وَقْت -এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এমনকি ওয়াক্ত নিঃশেষ হয়ে গেলেও নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। কাজেই قِيَام এবং قُعُوْد ফওত করার অবস্থায় দণ্ডায়মান হওয়ার শক্তি থাকলে বসা হারাম। না দাঁড়ালে নামাজ ফাসিদ হবে এবং এই বসাও হারাম হবে।

وَلِهٰذَا قُلْنَا اِنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نُهِيَ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيْطِ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْاِزَارِ وَالرِّدَاءِ تَفْرِيْعٌ عَلٰى اَصْلٍ اَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِيْ اَنْ يَّكُوْنَ ضِدُّهٗ فِيْ مَعْنٰى سُنَّةٍ وَاجِبَةٍ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّهٗ لَمَّا نُهِيَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيْطِ وَلَابُدَّ اَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ بِهِ الْعَوْرَةُ وَاَدْنٰى مَا تَكُوْنُ بِهِ الْكِفَايَةُ هُوَ الْاِزَارُ وَالرِّدَاءُ لَزِمَ اَنْ لَّايَتْرُكَا كَمَا لَمْ تُتْرَكِ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ وَاِلَّا فَالسُّنَّةُ الْاِصْطِلَاحِيَّةُ هُوَ مَا كَانَ مَرْوِيًّا عَنِ الرَّسُوْلِ قَوْلًا اَوْ فِعْلًا لَا مَايَثْبُتُ بِالْعَقْلِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ قُلْنَا وَتَفْرِيْعٌ عَلٰى اَصْلٍ اَنَّ الْاَمْرَ يَقْتَضِيْ كَرَاهَةَ ضِدِّهٖ عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا قُلْنَا অতএব আমরা বলেছি যে اِنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نُهِيَ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيْطِ যেহেতু মুহরিমকে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে كَانَ مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْاِزَارِ وَالرِّدَاءِ সেহেতু লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করা সুন্নত تَفْرِيْعٌ عَلٰى اَصْلٍ এটা এই মূলনীতির প্রশাখা মাসআলা যে اَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِيْ اَنْ يَّكُوْنَ ضِدُّهٗ فِيْ مَعْنٰى سُنَّةٍ وَاجِبَةٍ نَهْيٌ - এটার বিপরীত বস্তু সুন্নত হওয়াকে কামনা করে وَذٰلِكَ আর তা এজন্য যে لِاَنَّهٗ لَمَّا نُهِيَ الْمُحْرِمُ যেহেতু মুহরিমকে নিষেধ করা হয়েছে عَنْ لُبْسِ الْمَخِيْطِ সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করতে وَلَابُدَّ اَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا অথচ কোনো না কোনো পোশাক পরিধান করা আবশ্যক يَسْتَتِرُ بِهِ الْعَوْرَةُ তার সতর ঢাকার জন্য وَاَدْنٰى مَا تَكُوْنُ بِهِ الْكِفَايَةُ هُوَ الْاِزَارُ وَالرِّدَاءُ আর সতর ঢাকার জন্য কমপক্ষে একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতে হয় لَزِمَ اَنْ يَتْرُكَا সেহেতু লুঙ্গি ও চাদর পরিত্যাগ করা যাবে না كَمَا لَمْ تُتْرَكِ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ যেমন سُنَّتْ مُؤَكَّدَهْ -এর উপর আমল করা পরিত্যাগ করা হয় না وَاِلَّا فَالسُّنَّةُ الْاِصْطِلَاحِيَّةُ কারণ পারিভাষিক سُنَّتْ তো হলো هُوَ مَا كَانَ مَرْوِيًّا عَنِ الرَّسُوْلِ ﷺ যা নবী করীম ﷺ হতে বির্ণত হয়েছে قَوْلًا اَوْ فِعْلًا বক্তব্য হোক বা কার্য হোক لَا مَا يَثْبُتُ بِالْعَقْلِ যা নিছক عَقْل -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা سُنَّتْ হবে না وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেছেন عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ قُلْنَا এ বাক্যটি قُلْنَا -এর উপর عطف হয়েছে وَتَفْرِيْعٌ عَلٰى اَصْلٍ এবং এ মূলনীতির উপর একটি প্রশাখা মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে اَنَّ الْاَمْرَ يَقْتَضِيْ كَرَاهَةَ ضِدِّهٖ কোনো বস্তুর ব্যাপারে আদেশাজ্ঞা আরোপ এটার বিপরীত বস্তু مَكْرُوْه হওয়াকে কামনা করে عَلٰى غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِّ পর্যায়ক্রমিকার ভিত্তিতে নয়।

সরল অনুবাদ : অতএব আমরা বলেছি যে, যেহেতু মুহরিমকে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে সেহেতু লুঙ্গি এবং চাদর পরিধান করা সুন্নত। এটা এই মূলনীতির প্রশাখা মাসআলা যে, نَهْيٌ এটার বিপরীত বস্তু সুন্নত হওয়াকে কামনা করে। আর তা এ জন্য যে, যেহেতু মুহ্‌রিমকে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে অথচ তার সতর ঢাকার জন্য কোনো না কোনো পোশাক পরিধান করা আবশ্যক। আর সতর ঢাকার জন্য কমপক্ষে একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করতে হয় সেহেতু লুঙ্গি ও চাদর পরিধান পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন– سُنَّتْ مُؤَكَّدَه -এর উপর আমল করা পরিত্যাগ করা হয় না। মোটকথা, কোনো বস্তুর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এটার বিপরীত বস্তু سُنَّتْ مُؤَكَّدَه -এর ন্যায় হওয়াকে কামনা করা। তবে এটার বিপরীত বস্তু হুবহু سُنَّتْ مُؤَكَّدَه হওয়াকে কামনা করে না। অন্যথা এই বিরোধ حَقِيْقِيْ হবে। কারণ পরিভাষিক سُنَّتْ তো হলো যা (বক্তব্য হোক বা কার্য হোক) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। যা নিছক عَقْل -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা سُنَّتْ হবে না। **আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন,** এই বাক্যটি قُلْنَا -এর উপর عطف হয়েছে। এবং لَفْ وَنَشْر غَيْر مُرَتَّبْ হিসেবে এই মূলনীতির উপর একটি প্রশাখা মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনো বস্তুর ব্যাপারে আদেশাজ্ঞা আরোপ এটার বিপরীত বস্তু مَامُوْر হওয়াকে কামনা করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَزِمَ اَنْ لَايَتْرُكَ الخ -এর আলোচনা : উক্ত বক্তব্যের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, লুঙ্গি এবং চাদর পরিধান করা نَصّ -এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এটা সেলাইকৃত কাপড়ের বিপরীত হওয়ার কারণে সাব্যস্ত হয়নি। হেদায়া গ্রন্থে আছে যে, দু'টি নতুন কাপড় পরিধান করতে হবে, একটি লুঙ্গি ও অপরটি চাদর। কারণ নবী কারীম ﷺ বলেছেন, তোমরা কি اِحْرَام পরিত্যাগ করবে এবং প্রত্যাহার করবে?

قَوْلُهٗ كَمَا لَمْ تُتْرَكُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ এটার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, কোনো বস্তু নিষিদ্ধ হওয়ার এটার বিপরীত বস্তু নিছক সুন্নত হওয়াকে কামনা করে। سُنَّتْ مُؤَكَّدَه হওয়াকে কামনা করে না। কেননা, পরিভাষায় সুন্নত বলে যা হুযূর ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। চাই কার্য হোক বা বাণী হোক। যা عَقْل -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

يَعْنِي لِأَجْلِ هٰذِهِ الْقَاعِدَةِ قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) خَاصَّةً أَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلٰى مَكَانٍ نَجِسٍ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ بِالنَّهْيِ وَإِنَّمَا الْمَأْمُوْرُ بِهِ فِعْلُ السُّجُوْدِ عَلٰى مَكَانٍ طَاهِرٍ فَإِذَا أَعَادَهَا عَلٰى مَكَانٍ طَاهِرٍ جَازَ عِنْدَهُ فَالْإِشْتِغَالُ بِالسُّجُوْدِ عَلٰى مَكَانٍ نَجِسٍ يَكُوْنُ مَكْرُوْهًا عِنْدَهُ لَا مُفْسِدًا لِلصَّلٰوةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفُوْتَ الْمَأْمُوْرُ بِهِ حِيْنَ أَعَادَهَا وَقَالَا السَّاجِدُ عَلَى النَّجِسِ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ لَهُ أَيْ لِلنَّجِسِ لِأَنَّهُ إِذَا سَجَدَ عَلَى النَّجِسِ أَخَذَ وَجْهُهُ صِفَةَ النَّجِسِ لِأَجْلِ الْمُجَاوَرَةِ فَلَمْ تُوْجَدِ الطَّهَارَةُ فِيْ بَعْضِ أَجْزَاءِ الصَّلٰوةِ وَالتَّطْهِيْرُ عَنْ حَمْلِ النَّجَاسَةِ فَرْضٌ دَائِمٌ فَيَصِيْرُ ضِدُّهُ مُفَوِّتًا لِلْفَرْضِ كَمَا فِي الصَّوْمِ فَكَمَا أَنَّ الْكَفَّ عَنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ فَرْضٌ فِي الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ يَفُوْتُ بِالْأَكْلِ فِيْ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهِ فَكَذٰلِكَ الْكَفُّ عَنْ حَمْلِ النَّجَاسَةِ فَرْضٌ فِي الصَّلٰوةِ وَهُوَ يَفُوْتُ بِالسُّجُوْدِ عَلٰى مَكَانٍ نَجِسٍ فَتَفْسُدُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : يَعْنِي لِأَجْلِ هٰذِهِ الْقَاعِدَةِ অর্থাৎ এ মূলনীতির আলোকে قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ خَاصَّةً ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বিশেষভাবে বলেছেন যে أَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلٰى مَكَانٍ نَجِسٍ যে ব্যক্তি কোনো অপবিত্র স্থানে সেজদা করবে لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ তার নামাজ ফাসিদ হবে না لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ بِالنَّهْيِ কেননা এটা نَهْي -এর দ্বারা উদ্দেশ্য না وَإِنَّمَا الْمَأْمُوْرُ بِهِ বরং শুধু مَأْمُوْر بِه -এর দ্বারা উদ্দেশ্য فِعْلُ السُّجُوْدِ عَلٰى مَكَانٍ طَاهِرٍ পবিত্র স্থানে সিজদা করাই فَإِذَا أَعَادَهَا عَلٰى مَكَانٍ طَاهِرٍ সুতরাং যখন সে পুনরায় পবিত্র স্থানে সিজদা করে নেবে جَازَ عِنْدَهُ তখন ইমাম আবূ ইউসুফের (র.)-এর মতে তার নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে فَالْإِشْتِغَالُ بِالسُّجُوْدِ عَلٰى مَكَانٍ نَجِسٍ মোটকথা হলো অপবিত্র স্থানে নামাজ পড়া مَكْرُوْهًا عِنْدَهُ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মাকরূহ হবে لَا مُفْسِدًا لِلصَّلٰوةِ এটা নামাজকে ফাসিদকারী হবে না لِأَنَّهُ لَمْ يَفُوْتَ الْمَأْمُوْرُ بِهِ কেননা এটা مَأْمُوْر بِه -এর জন্য مُفَوِّتْ থাকেনি حِيْنَ أَعَادَهَا পুনরায় নামাজ পড়ে নেওয়ার পর وَقَالَا আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন যে السَّاجِدُ عَلَى النَّجِسِ অপবিত্র স্থানে সিজদাকারী بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ لَهُ أَيْ لِلنَّجِسِ অপবিত্রতা বহনকারীর পর্যায়ভুক্ত হবে لِأَنَّهُ إِذَا سَجَدَ عَلَى النَّجِسِ কেননা যখন সে নাজাসাত (অপবিত্রতা)-এর উপর সিজদা করবে أَخَذَ وَجْهُهُ صِفَةَ النَّجِسِ তখন তার মুখমণ্ডল নাজাসাতের صِفَتْ কে কবুল করবে لِأَجْلِ الْمُجَاوَرَةِ নাজাসাতের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে فَلَمْ تُوْجَدِ الطَّهَارَةُ সুতরাং এ কারণে طَهَارَتْ (পবিত্রতা) অনুপস্থিত থাকবে فِيْ بَعْضِ أَجْزَاءِ الصَّلٰوةِ নামাজের অংশ বিশেষের মধ্যে وَالتَّطْهِيْرُ عَنْ حَمْلِ النَّجَاسَةِ আর নাজাসাত (বহন) হতে পবিত্রতা অর্জন একটি স্থায়ী ফরজ فَرْضٌ دَائِمٌ কাজেই এর বিপরীত অবস্থা فَيَصِيْرُ ضِدُّهُ مُفَوِّتًا لِلْفَرْضِ ফরজকে ফওতকারী হবে كَمَا فِي الصَّوْمِ যেমন রোজার মধ্যে فَكَمَا أَنَّ الْكَفَّ عَنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ সুতরাং যেমনটি কামভাব পূরণ হতে বিরত থাকা فَرْضٌ فِي الصَّوْمِ রোজার মধ্যে ফরজ وَالصَّوْمُ يَفُوْتُ بِالْأَكْلِ এবং কিছু ভক্ষণের দ্বারা রোজা فَوْت হয়ে যায় فِيْ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهِ রোজার যে কোনো অংশে فَكَذٰلِكَ الْكَفُّ عَنْ حَمْلِ النَّجَاسَةِ তেমনটি নাজাসাত (বহন) হতে বিরত থাকা فَرْضٌ فِي الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে ফরজ وَهُوَ يَفُوْتُ بِالسُّجُوْدِ এবং সিজদা করার কারণে উক্ত বিরত থাকা فَوْت হয়ে গেছে عَلٰى مَكَانٍ نَجِسٍ অপবিত্র স্থানে فَتَفْسُدُ কাজেই নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ এই মূলনীতির আলোকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বিশেষভাবে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো অপবিত্র স্থানে সিজদা করবে তার নামাজ ফাসিদ হবে না। কেননা এটা نَهْي **-এর দ্বারা উদ্দেশ্য না; বরং শুধু পবিত্র স্থানে সিজদা করাই** مَأْمُوْر بِه **-এর দ্বারা উদ্দেশ্য। সুতরাং যখন সে পুনরায় পবিত্র স্থানে সিজদা করে নেবে, তখন ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) মতে তার নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে।** মোটকথা হলো, ইমাম আবূ ইউসফ (র.)-এর মতে অপবিত্র স্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ হবে, এটা নামাজকে ফাসিদকারী হবে না। কেননা পুনরায় নামাজ পড়ে নেওয়ার পর এটা مَأْمُوْر بِه -এর জন্য مُفَوِّتْ থাকেনি। আর طَرَفَيْن **[অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)] বলেছেন যে, অপবিত্র স্থানে সিজদাকারী অপবিত্রতা বহ-নকারীর পর্যায়ভুক্ত হবে।** কেননা যখন সে নাজাসাত (অপবিত্রতা) -এর উপর সিজদা করবে তখন তার মুখমণ্ডল নাজাসাতের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে নাজাসাতের صِفَتْ -কে কবুল করবে। সুতরাং এ কারণে নামাজের অংশ বিশেষের মধ্যে طَهَارَتْ (পবিত্রতা) অনুপস্থিত থাকবে। আর নাজাসাত (বহন) হতে পবিত্রতা অর্জন একটি স্থায়ী ফরজ। কাজেই এর বিপরীত অবস্থা (অর্থাৎ অপবিত্র স্থানে সিজদা করা) ফরজকে (অর্থাৎ নাজাসাত হতে পবিত্রতা অর্জনকে) ফওতকারী হবে। যেমন– রোজার মধ্যে। সুতরাং যেমনটি রোজার মধ্যে কামভাব পূরণ হতে বিরত থাকা ফরজ এবং রোজার যে কোনো অংশে কিছু ভক্ষণের দ্বারা রোজা فَوْت হয়ে যায়। তেমনটি নাজাসাত (বহন) হতে বিরত থাকা ফরজ এবং অপবিত্র স্থানে সিজদা করার কারণে উক্ত বিরত থাকা فَوْت হয়ে গেছে। কাজেই নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

مَبْحَثُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ

শরয়ী বিধানাবলির আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ الْكِتَابِ بِلَوَاحِقِهَا اَوْرَدَ بَعْدَهَا بَعْضَ مَا ثَبَتَ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ اِقْتِدَاءً لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَذْكُرَهَا بَعْدَ بَابِ الْقِيَاسِ فِىْ جُمْلَةِ بَحْثِ الْاَحْكَامِ الْاٰتِيَةِ كَمَا فَعَلَ ذٰلِكَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ فَقَالَ ـ فَصْلٌ اَلْمَشْرُوْعَاتُ عَلٰى نَوْعَيْنِ عَزِيْمَةٌ يَعْنِىْ اَنَّ الْاَحْكَامَ الْمَشْرُوْعَةَ الَّتِىْ شَرَعَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِعِبَادِهٖ عَلٰى نَوْعَيْنِ اَحَدُهُمَا الْعَزِيْمَةُ وَالثَّانِىْ اَلرُّخْصَةُ فَالْعَزِيْمَةُ وَهِىَ اِسْمٌ لِمَا هُوَ اَصْلٌ مِنْهَا غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِالْعَوَارِضِ يَعْنِىْ لَمْ يَكُنْ شَرْعُهَا بِاعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ كَمَا كَانَ شُرِعَ الْاِفْطَارُ بِاعْتِبَارِ الْمَرَضِ بَلْ يَكُوْنُ حُكْمًا اَصْلِيًّا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْتِدَاءً سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْفِعْلِ كَالْمَامُوْرَاتِ اَوْ مُتَعَلِّقًا بِالتَّرْكِ كَالْمُحَرَّمَاتِ وَهِىَ اَرْبَعَةُ اَنْوَاعٍ لِاَنَّهَا لَا تَخْلُوْ مِنْ اَنْ يَكْفُرَ جَاحِدُهَا اَوْ لَا اَلْاَوَّلُ هُوَ الْفَرْضُ وَالثَّانِىْ لَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يُعَاقَبَ بِتَرْكِهٖ اَوْ لَا اَلْاَوَّلُ هُوَ الْوَاجِبُ وَالثَّانِىْ لَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَسْتَحِقَّ تَارِكُهُ الْمَلَامَةَ اَوْ لَا فَالْاَوَّلُ هُوَ السُّنَّةُ وَالثَّانِىْ هُوَ النَّفْلُ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ গ্রন্থকার (র.) অবসর গ্রহণ করে عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ الْكِتَابِ بِلَوَاحِقِهَا - কিতাব-এর শ্রেণীবিভাগ এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের আলোচনা হতে اَوْرَدَ بَعْدَهَا بَعْضَ مَا ثَبَتَ مِنَ الْكِتَابِ এরপর আলোচনা আরম্ভ করেছেন যা কিতাব দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে مِنَ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ ঐসব শরয়ী আহকামের اِقْتِدَاءً لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবীর অনুকরণে وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَذْكُرَهَا অথচ এ আহকামের আলোচনা করা তার উচিত ছিল بَعْدَ بَابِ الْقِيَاسِ কিয়াসের আলোচনার পর فِىْ جُمْلَةِ بَحْثِ الْاَحْكَامِ الْاٰتِيَةِ সামনে আগত আহকামের সামষ্টিক আলোচনায় كَمَا فَعَلَ ذٰلِكَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ যেমন تَوْضِيْح গ্রন্থ প্রণেতা করেছেন فَقَالَ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন فَصْلٌ اَلْمَشْرُوْعَاتُ عَلٰى نَوْعَيْنِ পরিচ্ছেদ আহকামে মাশরুআহ দু'প্রকার عَزِيْمَةٌ আজীমত يَعْنِىْ اَنَّ الْاَحْكَامَ الْمَشْرُوْعَةَ অর্থাৎ সেই নির্ধারিত আইনসমূহ الَّتِىْ شَرَعَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِعِبَادِهٖ عَلٰى نَوْعَيْنِ যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য প্রণয়ন করেছেন তা দু'প্রকার اَحَدُهُمَا الْعَزِيْمَةُ এদের প্রথমটি হলো আযীমত وَالثَّانِىْ الرُّخْصَةُ এবং দ্বিতীয়টি রুখসত فَالْعَزِيْمَةُ আর আযীমত বলে وَهِىَ اِسْمٌ لِمَا هُوَ اَصْلٌ مِنْهَا যা শরয়ী আইনসমূহের মূল غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِالْعَوَارِضِ এবং যা عَوَارِض-এর সাথে সম্পর্কশীল নয় يَعْنِىْ لَمْ يَكُنْ شَرْعُهَا بِاعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ অর্থাৎ عَوَارِض-এর হিসেবে এটা মাশরূ হয়নি كَمَا كَانَ شُرِعَ الْاِفْطَارُ بِاعْتِبَارِ الْمَرَضِ যেমন রোগের কারণে ইফতার مَشْرُوْع হয়েছে بَلْ يَكُوْنُ حُكْمًا اَصْلِيًّا বরং এটা মূল حُكْم হবে مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহর পক্ষ হবে اِبْتِدَاءً প্রথম হতেই سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْفِعْلِ চাই করণীয় হোক كَالْمَامُوْرَاتِ যেমন - مَامُوْرَاتٌ اَوْ مُتَعَلِّقًا بِالتَّرْكِ অথবা বর্জণীয় হোক كَالْمُحَرَّمَاتِ যেমন - مُحَرَّمَاتٌ وَهِىَ আর عَزِيْمَتْ চার প্রকার اَرْبَعَةُ اَنْوَاعٍ لِاَنَّهَا لَا تَخْلُوْ مِنْ اَنْ يَكْفُرَ جَاحِدُهَا اَوْ لَا কারণ প্রথমত এটা দু অবস্থা হতে খালি নয় এটা (জেনে বুঝে) অস্বীকার কারী হয়তো কাফির হবে অথবা কাফির হবে না اَلْاَوَّلُ هُوَ الْفَرْضُ প্রথমটিকে فَرْض বলে وَالثَّانِىْ

لَايَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعَاقَبَ بِتَرْكِهِ أَوْلَا আবার দ্বিতীয় অবস্থারও দুটি অবস্থা হবে এটা বর্জনকারীকে হয়তো শাস্তি দেওয়া হবে অথবা শাস্তি দেওয়া হবে না اَلْاَوَّلُ هُوَ الْوَاجِبُ প্রথম অবস্থাকে ওয়াজিব বলে وَالثَّانِيْ لَايَخْلُو إِمَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ تَارِكُهُ الْمَلَامَةَ أَوْ لَا আর দ্বিতীয় অবস্থাও দু' অবস্থা হতে খালি নয়, এটা বর্জনকারী ভর্ৎসনাযোগ্য হবে অথবা ভর্ৎসনাযোগ্য হবে না فَالْاَوَّلُ هُوَ السُّنَّةُ প্রথমটিকে সুন্নত বলে وَالثَّانِيْ هُوَ النَّفْلُ এবং দ্বিতীয়টিকে নফল বলে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> গ্রন্থকার (র.) كِتَابْ-এর শ্রেণীবিভাগ এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের আলোচনা সমাপনান্তে ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবীর অনুকরণে ঐসব শরয়ী আহকামের আলোচনা আরম্ভ করেছেন যা কিতাব দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ কিয়াসের আলোচনার পর উল্লিখিত আহকাম সংক্রান্ত সামষ্টিক আলোচনায় উল্লেখ করা তার উচিত ছিল। যেমন– تَوْضِيح গ্রন্থ প্রণেতা করেছেন। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন– পরিচ্ছেদ, "اَحْكَامِ مَشْرُوْعَه" **দু'প্রকার**। অর্থাৎ সেই নির্ধারিত আইনসমূহ যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য প্রণয়ন করেছেন তা দু' প্রকার। আযীমত এবং রুখসত আর عَزِيْمَتْ বলে **যা শরয়ী আইনসমূহের মূল এবং যা عَوَارِض -এর সাথে সম্পর্কশীল** নয়। অর্থাৎ عَوَارِض -এর হিসেবে এটা مَشْرُوْع (মাশরূ') হয়নি। যেমন– রোগের কারণে ইফতার مَشْرُوْع হয়েছে। বরং প্রথম হতেই এটা আল্লাহর পক্ষ হতে মূল حُكْم হবে। চাই করণীয় হোক, যেমন– مَأْمُوْرَاتْ অথবা বর্জনীয় হোক, যথা– مُحَرَّمَاتْ **আর** عَزِيْمَتْ **চার প্রকার**। (অর্থাৎ, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবং নফল) عَزِيْمَتْ এই চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, প্রথমত এটা দু' অবস্থা হতে খালি নয়। এটা (জেনে বুঝে) অস্বীকারকারী হয়তো কাফির হবে অথবা কাফির হবে না। প্রথমটিকে فَرْض বলে। আবার দ্বিতীয় অবস্থারও দু'টি অবস্থা হবে। এটা বর্জনকারীকে শাস্তি দেওয়া হবে অথবা শাস্তি দেওয়া হবে না। প্রথম অবস্থাকে (অর্থাৎ এটার বর্জনের দরুন বর্জনকারীকে শাস্তি দেওয়া হলে) ওয়াজিব বলে। আর দ্বিতীয় অবস্থা (অর্থাৎ বর্জনকারীকে যদি শাস্তি দেওয়া না হয়, তবে তা) ও দু' অবস্থা হতে খালি নয়। এটা বর্জনকারী ভর্ৎসনাযোগ্য হবে অথবা ভর্ৎসনাযোগ্য হবে না। প্রথমটিকে সুন্নত এবং দ্বিতীয়টিকে নফল বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

<u>قَوْلُهُ وَهُوَ اِسْمٌ الخ -এর আলোচনা :</u> জ্ঞাতব্য যে, এই অর্থে عَزِيْمَتْ এটা رُخْصَتْ -কে لَازِم করে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, কোনো কারণ বশত যদি হুকুম পরিবর্তন করা হয়ে যায় তাহলে যাকে পরিবর্তন করা হয়েছে তাকে عَزِيْمَتْ এবং যার দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে তাকে رُخْصَتْ বলে। এই দ্বিতীয় অর্থে عَزِيْمَتْ এটা رُخْصَتْ -কে লাযেম করে। আর এসব মৌলিক اَحْكَامْ -কে এ জন্য عَزِيْمَتْ বলা হয় যে, ইহা সর্বোচ্চ تَاكِيْد -এর দ্বারা ধার্য হয়ে থাকে। কেননা عَزْم-এর অর্থ সুদৃঢ় সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা।

وَالْحَرَامُ دَاخِلٌ فِي الْفَرْضِ بِاعْتِبَارِ التَّرْكِ وَكَذَا الْمَكْرُوْهُ فِي الْوَاجِبِ وَالْمُبَاحُ مِمَّا لَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ بِالْمَعْنَى الَّذِيْ قُلْنَا فَالْاَوَّلُ فَرِيْضَةٌ وَهِيَ مَا لَايَحْتَمِلُ زِيَادَةً وَلَا نُقْصَانًا ثَبَتَتْ بِدَلِيْلٍ لَاشُبْهَةَ فِيْهِ فَاَعْدَادُ الرَّكْعَاتِ وَالصِّيَامَاتِ وَكَيْفِيَّتُهُمَا كُلُّهَا مُتَعَيَّنٌ بِتَعْيِيْنٍ لَا اِزْدِيَادَ فِيْهِ وَلَا نُقْصَانَ وَثَابِتٌ بِمَقْطُوْعٍ لَايَحْتَمِلُ الشُّبْهَةَ وَلَا يُقَالُ اِنَّهُ يَتَنَاوَلُ بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ وَالنَّوَافِلِ الثَّابِتَتَيْنِ كَذٰلِكَ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْحَرَامُ دَاخِلٌ فِي الْفَرْضِ আর حَرَامٌ ফরজের অন্তর্ভুক্ত হবে بِاعْتِبَارِ التَّرْكِ বর্জনের দিক বিবেচনায় وَكَذَا الْمَكْرُوْهُ فِي الْوَاجِبِ এবং অদ্রূপ مَكْرُوْه ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত হবে وَالْمُبَاحُ مِمَّا لَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ بِالْمَعْنَى الَّذِيْ قُلْنَا আর مُبَاحٌ আমাদের বর্ণিত অর্থ অনুযায়ী مَشْرُوْع-এর প্রকারভুক্ত নয় فَالْاَوَّلُ فَرِيْضَةٌ সুতরাং প্রথম প্রকার হলো ফরজ وَهِيَ مَالَا يَحْتَمِلُ زِيَادَةً وَلَانُقْصَانًا এটা مَشْرُوْع-এর একটি হুকুম যা অতিরঞ্জন ও ত্রুটির সম্ভাবনা রাখে না ثَبَتَتْ بِدَلِيْلٍ لَاشُبْهَةَ فِيْهِ যা এমন দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হবে যার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় নেই فَاَعْدَادُ الرَّكْعَاتِ وَالصِّيَامَاتِ সুতরাং নামাজের রাকাত এবং রোজার সংখ্যা وَكَيْفِيَّتُهُمَا এবং এদের অবস্থা كُلُّهَا مُتَعَيَّنٌ بِتَعْيِيْنٍ এটা এভাবে নির্ধারিত হয়েছে যে لَا اِزْدِيَادَ فِيْهِ وَلَانُقْصَانَ যার মধ্যে কোনোরূপ হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই وَثَابِتٌ بِمَقْطُوْعٍ আর এরা এমন দলিলে দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে لَايَحْتَمِلُ الشُّبْهَةَ যার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই وَلَا يُقَالُ এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে اَنَّهُ يَتَنَاوَلُ উল্লিখিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে ফরজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ وَالنَّوَافِلِ এরূপ জায়েজ ও নফল বিষয়সমূহও الثَّابِتَتَيْنِ كَذٰلِكَ যা অনুরূপ দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে

সরল অনুবাদ : আর বর্জনের দিক বিবেচনায় حَرَامٌ ফরজের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অদ্রূপ مَكْرُوْه ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর مُبَاحٌ আমাদের বর্ণিত অর্থ অনুযায়ী مَشْرُوْع-এর প্রকারভুক্ত নয়। **সুতরাং প্রথম প্রকার হলো ফরজ এটা مَشْرُوْع একটি حُكْم যা অতিরঞ্জন ও ত্রুটির সম্ভাবনা রাখে না। যা এমন দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হবে যার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় নেই।** সুতরাং নামাজের রাকাত এবং রোজার সংখ্যা এবং এদের অবস্থা। এরা এভাবে নির্ধারিত হয়েছে যে, যার মধ্যে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। আর এরা এমন দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, উল্লিখিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে এরূপ জায়েজ ও নফল বিষয়সমূহও ফরজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরে যা অনুরূপ দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْحَرَامُ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, احكام مشروعه -কে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। কেননা হারাম ও মাকরূহে তাহরীমী এটার বাইরে থেকে যায়। জবাবের সারকথা হলো, বর্জনের হিসেবে হারাম فرض -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন– মদ্যপান। কেননা এটা বর্জন করা ফরজ। কারণ حرمت -এর দলিল قطعى বা অকাট্য। আর فرض -এর অর্থ ব্যাপক। চাই এটা পালন ফরজ হোক অথবা বর্জন ফরজ হোক। আর বর্জনের দিকের বিবেচনায় مكروه تحريمى ওয়াজিবের মধ্যে শামিল। যেমন– ضب (গুই সাপ) খাওয়া। কেননা এটা বর্জন করা ওয়াজিব। কেননা এর দলিলে সন্দেহ রয়েছে। আর واجب -এর দ্বারা عام অর্থকে বুঝানো হয়েছে। চাই এটা পালন করা ওয়াজিব হোক, অথবা বর্জন করা ওয়াজিব হোক। তবে مكروه تنزيهى -এর কথা থেকে গেছে। হ্যাঁ বলা যেতে পারে যে, এটা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা মাকরূহে তানযীহীকে বর্জন করা সুন্নত।

قَوْلُهُ بِدَلِيْلٍ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি সংশয়ের অপনোদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, نفى -এর অধীনে نكره আসলে এটা عام -এর ফায়দা দেয়। কেননা, شبه ব্যাপক, চাই এটা কোনো দলিলের দ্বারা সৃষ্ট হোক বা দলিলের দ্বারা সৃষ্ট না হোক। প্রশ্ন হতে পারে যে, حكم لازم যা দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়, এর উপর কোনো দলিল না থাকলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আর তখন এটা ফরজ হতে বাহির হয়ে যায়। তবে ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্তও হয় না। যা হোক قيد টি ত্রুটিমুক্ত হলো। কাজেই প্রকাশ্য হতে সরে যাওয়া জরুরি হবে। সুতরাং বলা হবে যে, নিষিদ্ধ সন্দেহ বলে যা দলিলের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আর উপরোক্ত প্রশ্ন উঠবে না। কারণ প্রশ্নে যে حكم -এর উল্লেখ করা হয়েছে তা فرض -এর জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

لِاَنَّ كَلِمَةَ مَا عِبَارَةٌ عَنْ عَزِيْمَةٍ مَعْهُوْدَةٍ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا قَطُّ كَالْاِيْمَانِ وَالْاَرْكَانِ الْاَرْبَعَةِ وَهِيَ الصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَحُكْمُهُ اللُّزُوْمُ عِلْمًا وَتَصْدِيْقًا بِالْقَلْبِ قِيْلَ هُمَا مُتَرَادِفَانِ وَالْاَصَحُّ اَنَّ التَّصْدِيْقَ مَا يُعْتَقَدُ فِيْهِ بِالْاِخْتِيَارِ الْقَصْدِيْ وَهُوَ اَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ الْقَطْعِيْ اِذْ قَدْ يَحْصُلُ بِلَا اِخْتِيَارٍ وَلَا يُصَدَّقُ بِهِ كَمَا كَانَ لِلْكُفَّارِ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَ هُمْ وَعَمَلًا بِالْبَدْنِ فَفِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ هُوَ اَدَاؤُهَا بِالْبَدْنِ وَفِي الْمَالِيَّةِ اِعْطَاؤُهَا اَوْ اِنَابَةُ وَكِيْلٍ لَهَا حَتّٰى يُكَفَّرَ جَاحِدُهُ اَيْ يُنْسَبُ اِلَى الْكُفْرِ مُنْكِرُهُ تَفْرِيْعٌ عَلَى الْعِلْمِ وَالتَّصْدِيْقِ وَيُفَسَّقُ تَارِكُهُ بِلَا عُذْرٍ تَفْرِيْعٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالْبَدْنِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ التَّرْكِ بِعُذْرِ الْاِكْرَاهِ اَوْ بِعُذْرِ الرُّخْصَةِ فَاِنَّهُ لَايُفَسَّقُ حِيْنَئِذٍ وَالثَّانِيْ وَاجِبٌ وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ فِيْهِ شُبْهَةٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : لِاَنَّ كَلِمَةَ مَا কেননা সংজ্ঞার মধ্যে مَا শব্দটি عِبَارَةٌ عَنْ عَزِيْمَةٍ مَعْهُوْدَةٍ এমন নির্দিষ্ট শরয়ী হুকুমকে বলে لَمْ يَتَنَاوَلْهَا قَطُّ যার মধ্যে এ মুবাহ ও নফল বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত নয় كَالْاِيْمَانِ وَالْاَرْكَانِ الْاَرْبَعَةِ যথা– ঈমান এবং রোকন চতুষ্টয় وَهِيَ الصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ অর্থাৎ নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ وَحُكْمُهُ আর এর হুকুম এই যে, اللُّزُوْمُ عِلْمًا وَتَصْدِيْقًا بِالْقَلْبِ এর উপর অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে قِيْلَ هُمَا مُتَرَادِفَانِ কোনো কোনো মানুষ বলেছেন عِلْم ও تَصْدِيْق উভয় সমার্থক وَالْاَصَحُّ তবে সঠিক মত হলো اَنَّ التَّصْدِيْقَ مَا يُعْتَقَدُ فِيْهِ بِالْاِخْتِيَارِ الْقَصْدِيْ - تَصْدِيْق হলো যাতে স্বাধীন ইচ্ছার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় وَهُوَ اَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ الْقَطْعِيْ তা عِلْم قَطْعِيْ অপেক্ষা اَخَصّ - اِذْ قَدْ يَحْصُلُ بِلَا اِخْتِيَارٍ কেননা অকাট্য জ্ঞান কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবেও হয়ে থাকে وَلَايُصَدَّقُ بِهِ তবে একে সত্যায়িত করা হয় না كَمَا كَانَ لِلْكُفَّارِ যেমন কাফিরদের অকাট্য জ্ঞান অর্জিত ছিল (কিন্তু تَصْدِيْق ছিল না) (কুরআনে কারীমে আছে) وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ তারা রাসূল ﷺ -কে তেমনটি চিনে যেমনটি তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে وَعَمَلًا بِالْبَدْنِ এবং দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা আবশ্যক فَفِي الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّةِ সুতরাং দৈহিক ইবাদতের ক্ষেত্রে هُوَ اَدَاؤُهَا بِالْبَدْنِ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তা আদায় করা আবশ্যক وَفِي الْمَالِيَّةِ আর আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে اِعْطَائُهَا মাল বা অর্থ দান করা اَوْ اِنَابَةُ وَكِيْلٍ لَهَا অথবা তজ্জন্য কোনো উকিল স্থলাভিষিক্ত করা আবশ্যক حَتّٰى يُكَفَّرَ جَاحِدُهُ এমনকি তা অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে اَيْ يُنْسَبُ اِلَى الْكُفْرِ مُنْكِرُهُ অর্থাৎ তার অস্বীকারকারীকে কুফর-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে تَفْرِيْعٌ عَلَى الْعِلْمِ وَالتَّصْدِيْقِ এটা عِلْم ও تَصْدِيْق -এর ভিত্তিতে প্রশাখামূলক মাসআলা وَيُفَسَّقُ تَارِكُهُ بِلَا عُذْرٍ আর বিনা ওজরে এটা বর্জনকারীকে ফাসিক বলা হবে تَفْرِيْعٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالْبَدْنِ এটা عَمَلْ بِالْبَدْنِ -এর ভিত্তিতে প্রশাখা মাসআলা وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ التَّرْكِ এটা দ্বারা ঐ বর্জন হতে اِحْتِرَازْ উদ্দেশ্য بِعُذْرِ الْاِكْرَاهِ اَوْ بِعُذْرِ الرُّخْصَةِ যা اكراه (বাধ্যকরণ) ও رُخْصَتْ -এর ওজরে হয়ে থাকে فَاِنَّهُ لَايُفَسَّقُ حِيْنَئِذٍ কেননা উক্ত বর্জনের কারণে বর্জনকারীকে ফাসিক বলা হবে না وَالثَّانِيْ وَاجِبٌ দ্বিতীয় প্রকার وَاجِبْ এটা শরয়ী হুকুম وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ যা এমন দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে فِيْهِ شُبْهَةٌ যাতে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে।

সরল অনুবাদ : কেননা সংজ্ঞার মধ্যে مَا শব্দটি এমন নির্দিষ্ট عَزِيْمَتْ (অর্থাৎ শরয়ী হুকুম)-কে বলে যার মধ্যে এ মুবাহ (مُبَاحْ) ও فِعْل বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত নয়। **যথা– ঈমান এবং "اَرْكَانِ اَرْبَعَه" (রোকন চতুষ্টয়)।** অর্থাৎ নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ। **আর এর حُكْم এই যে, এর উপর অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।** কোনো কোনো মানুষ বলেছেন,

عِلْم এবং تَصْدِيْق উভয় مُتَرَادِفْ (সমার্থক)। তবে সঠিক মত হলো, যাতে স্বাধীন ইচ্ছার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। আর তা عِلْم قَطْعِيْ অপেক্ষা اَخَصّ কেননা عِلْم قَطْعِيْ (অকাট্য জ্ঞান) কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবেও হয়ে থাকে, তবে একে সত্যায়িত করা হয় না। যেমন– কাফিরদের عِلْم قَطْعِيْ (অকাট্য জ্ঞান) অর্জিত ছিল, (কিন্তু تَصْدِيْق ছিল না)। কুরআনে কারীমে আছে– "وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ" (যে সব কাফিরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা রাসূলে কারীম ﷺ-কে তেমনটি চিনে যেমনটি তাদের সন্তানদেরকে তারা চিনে)। এবং দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা আবশ্যক। সুতরাং দৈহিক ইবাদতের ক্ষেত্রে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তা আদায় করা আবশ্যক। আর আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে মাল বা অর্থ দান করা অথবা তজ্জন্য কোনো উকিল স্থলাভিষিক্ত করা আবশ্যক। এমনকি তা অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। অর্থাৎ তার অস্বীকারকারীকে কুফর-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। এটা عِلْم ও تَصْدِيْق-এর ভিত্তিতে একটি প্রশাখামূলক মাসআলা। **আর বিনা ওজরে এটা বর্জনকারীকে ফাসিক বলা হবে।** এটা "عَمَلٌ بِالْبَدَنِ"-এর ভিত্তিতে প্রশাখা মাসআলা। এটা দ্বারা ঐ বর্জন হতে اِحْتِرَازْ উদ্দেশ্য যা اِكْرَاهْ (বাধ্যকরণ) ও رُخْصَتْ -এর ওজরে হয়ে থাকে। কেননা উক্ত বর্জনের কারণে বর্জনকারীকে ফাসিক বলা হবে না। **দ্বিতীয় প্রকার واجب, এটা শরয়ী হুকুম যা এমন দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে, যাতে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَتّٰى يُكَفَّرَ جَاحِدُهٗ الخ -এর আলোচনা : এখানে فرض -এর দ্বারা ঐ فرض -কে বুঝানো হয়েছে যা শরিয়তে মুহাম্মদিয়াতে ধার্য হয়েছে। কাজেই এ حكم মুতলাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যার فرضيت প্রকাশ্যভাবে ধার্য করা হয়নি, যদি তা অকাট্য হয় এবং কেউ تاويل করত একে অস্বীকার করে তাহলে কাফির হবে না বরং ফাসিক হবে। এ জন্যই মনীষীগণ একে সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। অপর পক্ষে দলিলে যদি সন্দেহ থাকে এবং অন্য দলিল দ্বারা এর সন্দেহ নিরসন করা না যায় তখন ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার অস্বীকারকারী না কাফির হবে আর না ফাসিক হবে। হাঁ, এতে সে ভুল করলে ফাসিক হবে, কাফির হবে না।

قَوْلُهٗ فِيْهِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ واجب বলে যা এমন দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। অর্থাৎ উক্ত দলিলটি সাব্যস্ত হওয়া বা উক্ত দলিলের নির্দেশনার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং যেই مُجْمَل عَام : اَلْمَخْصُوْص الْبَعْض – نص এবং مؤول -এর মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। পক্ষান্তরে خبر واحد-এর ثبوت (সাব্যস্ত হওয়া) এর মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। আর واجب -এর বেলায় সেই সন্দেহের কথা বলা হয়েছে তা দলিলের দ্বারা সৃষ্ট সন্দেহ।

كَالْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْضِ وَالْمُجْمَلِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْاُضْحِيَّةِ فَاِنَّهُمَا ثَبَتَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِيْ فِيْهِ شُبْهَةٌ فَيَكُوْنَانِ وَاجِبَيْنِ وَحُكْمُهُ اللُّزُوْمُ عَمَلًا لَا عِلْمًا عَلَى الْيَقِيْنِ فَهُوَ مِثْلُ الْفَرْضِ فِى الْعَمَلِ دُوْنَ الْعِلْمِ حَتّٰى لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهٗ لِعَدَمِ الْعِلْمِ وَيُفَسَّقُ تَارِكُهٗ اِذَا اسْتَخَفَّ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ بِاَنْ لَا يَرَى الْعَمَلَ بِهَا وَاجِبًا لَا اَنْ يَتَهَاوَنَ بِهَا فَاِنَّ التَّهَاوُنَ بِالشَّرِيْعَةِ كُفْرٌ وَاِنَّمَا خُصَّ اَخْبَارُ الْاٰحَادِ بِالذِّكْرِ اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ لَا لِاَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَثْبُتُ اِلَّا بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ فَاَمَّا مُتَاَوِّلًا فَلَا اَىْ فَاَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ بِطَرِيْقِ التَّاوِيْلِ بِاَنْ يَقُوْلَ هٰذَا الْخَبَرُ ضَعِيْفٌ اَوْ غَرِيْبٌ اَوْ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ فَلَا يُفَسَّقُ فِيْهِ لِاَنَّ هٰذَا لَيْسَ لِلْهَوٰى وَالشَّهْوَةِ بَلْ مِمَّا تَوَارَثَ بِهِ الْعُلَمَاءُ لِاَجْلِ الدِّقَّةِ وَالْفَطَانَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَالْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْضِ وَالْمُجْمَلِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ যেমন এ দলিলসমূহ عَام مَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض মুজমাল এবং খবরে ওয়াহেদ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْاُضْحِيَّةِ যথা সদকায়ে ফিতর এবং কুরবানি فَاِنَّهُمَا ثَبَتَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ কেননা এতদুভয় খবরে ওয়াহেদ-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে الَّذِيْ فِيْهِ شُبْهَةٌ যাতে সন্দেহ রয়েছে فَيَكُوْنَانِ وَاجِبَيْنِ অতএব এগুলো ওয়াজিব হবে وَحُكْمُهُ আর এর حُكْم হলো اللُّزُوْمُ عَمَلًا এটার অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক لَا عِلْمًا عَلَى الْيَقِيْنِ এটার উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন লাযেম নয় فَهُوَ مِثْلُ الْفَرْضِ فِى الْعَمَلِ সুতরাং আমলের ব্যাপারে ওয়াজিব ফরজের সমতুল্য دُوْنَ الْعِلْمِ কিন্তু عِلْم -এর দিক দিয়ে তার ন্যায় নয় حَتّٰى لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهٗ এ কারণে এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হবে না لِعَدَمِ الْعِلْمِ - عِلْم না হওয়ার কারণে وَيُفَسَّقُ تَارِكُهٗ اِذَا اسْتَخَفَّ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ অবশ্য خَبَر وَاحِد -এর বিদ্রূপ করলে এর বর্জনকারীকে ফাসিক বলা হবে بِاَنْ لَا يَرَى الْعَمَلَ بِهَا وَاجِبًا এভাবে যে, সে اَخْبَار ঐ -এর উপর আমল করাকে ওয়াজিব মনে করে না لَا اَنْ يَتَهَاوَنَ بِهَا সে খবরে ওয়াহেদকে হেয় প্রতিপন্ন করার বিবেচনায় নয় فَاِنَّ التَّهَاوُنَ بِالشَّرِيْعَةِ كُفْرٌ কেননা শরিয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা কুফরি وَاِنَّمَا خُصَّ اَخْبَارُ الْاٰحَادِ بِالذِّكْرِ আর মতনের মধ্যে বিশেষ করে খবরে ওয়াহেদকে নেওয়া হয়েছে اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ -এর আধিক্যের কারণে لَا لِاَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَثْبُتُ اِلَّا بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ এজন্য খবরে ওয়াহেদ ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা وَاجِب সাব্যস্ত হয় না فَاَمَّا مُتَاَوِّلًا فَلَا কিন্তু যখন সে تَاوِيْل করবে তখন তাকে ফাসেক বলা হবে না اَىْ فَاَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ অর্থাৎ যদি اَخْبَار اٰحَاد অনুযায়ী আমলকে বর্জন করে بِطَرِيْقِ التَّاوِيْلِ তাবীল-এর দ্বারা بِاَنْ يَقُوْلَ যেমন বলবে هٰذَا الْخَبَرُ ضَعِيْفٌ এ হাদীসটি দুর্বল اَوْ غَرِيْبٌ অথবা غَرِيْب অথবা مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ -كِتَاب -এর বিরোধী فَلَا يُفَسَّقُ فِيْهِ তাহলে তাকে ফাসেক বলা যাবে না لِاَنَّ هٰذَا لَيْسَ কেননা তার এ تَاوِيْل মানসিক লালসার দরুন (ষড়রিপুর তাড়নায়) নয় لِلْهَوٰى وَالشَّهْوَةِ بَلْ مِمَّا تَوَارَثَ بِهِ الْعُلَمَاءُ বরং এটা ঐ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত যা আলিমগণের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে لِاَجْلِ الدِّقَّةِ وَالْفَطَانَةِ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মেধার কারণে।

সরল অনুবাদ : যেমন এই দলিলসমূহ عَام مَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض, মুজমাল এবং খবরে ওয়াহেদ **যথা– সদকায়ে ফিতর এবং উয্হিয়াহ (কুরবানি)।** কেননা এতদুভয় خَبَر وَاحِد -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যাতে সন্দেহ রয়েছে। অতএব এগুলো ওয়াজিব হবে। **আর এর حُكْم হলো, এটার অনুযায়ী আমল করা** لازم **এটার উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন লাযেম নয়।** সুতরাং আমলের ব্যাপারে ওয়াজিব ফরজের সমতুল্য; কিন্তু علم -এর দিক দিয়ে তার ন্যায় নয়। **এ কারণে এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হবে না।** علم না হওয়ার কারণে । অবশ্য خبر واحد -এর اِسْتِخْفَاف (বিদ্রূপ) করলে এর বর্জনকারীকে কাফির বলা হবে। এভাবে যে, সে ঐ اخبار -এর উপর আমল করাকে ওয়াজিব মনে করে না। সে اَخْبَار اٰحَاد -কে হেয় প্রতিপন্ন করার বিবেচনায় নয়। কেননা শরিয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা কুফর। আর متن -এর মধ্যে বিশেষ করে اَخْبَار اٰحَاد -কে এর আধিক্যের কারণে নেওয়া হয়েছে। (কারণ, অধিকাংশ ওয়াজিব এর দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে।) এ জন্য اَخْبَار اٰحَاد ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা واجب সব্যস্ত হয় না। সুতরাং ভালভাবে বুঝে নাও। কিন্তু যখন সে تاويل করবে তখন তাকে ফাসেক বলা হবে না। অর্থাৎ تاويل -এর দ্বারা যদি اَخْبَار اٰحَاد অনুযায়ী আমলকে বর্জন করে, তাহলে তাকে ফাসেক বলা যাবে না। যেমন– বলবে এ হাদীসটি ضعيف অথবা غريب অথবা كتاب-এর বিরোধী। কেননা তার এই تاويل মানসিক লালসার দরুন (ষড়রিপুর তাড়নায়) নয়; বরং এটা ঐ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত যা আলিমগণের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মেধার কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْاُضْحِيَّةُ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে কুরবানি ওয়াজিব না ফরজ সে বিষয়ের আলোকপাত করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, কুরবানি কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী– "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" (তোমার প্রভুর নিমিত্তে নামাজ আদায় করো এবং কুরবানি করো।) কাজেই এটা ফরজ হওয়া বাঞ্ছনীয়, অথচ একে ওয়াজিব বলা হয়েছে কেন?

জবাবে বলা হবে যে, আয়াতে কুরবানি দ্বারা এটা ফরজ সাব্যস্ত হয় না। কেননা "نحر" অর্থ জবাইয়ের স্থানে হাত রাখা। (যেমন, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন।) সুতরাং আয়াতটি ثبوت -এর ব্যাপারে যদিও অকাট্য। কিন্তু دلالت বা নির্দেশনার দিক হতে ظنى বা ধারণীয়।

وَالثَّالِثُ سُنَّةٌ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّيْنِ وَحُكْمُهَا اَنْ يُطَالِبَ الْمَرْءُ بِاِقَامَتِهَا مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاضٍ وَ لَاوُجُوْبٍ فَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ اَنْ يُطَالِبَ عَنِ النَّفْلِ وَبِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوْبٍ عَنِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يَذْكُرَ هٰذِهِ الْقُيُوْدَاتِ فِي التَّعْرِيْفِ اِلَّا اَنَّهُ اِكْتَفٰى عَنْهَا بِالْحُكْمِ وَلٰكِنْ قَالُوْا اِنَّ هٰذَا التَّعْرِيْفَ وَالْحُكْمَ لَايَصْدُقَانِ اِلَّا عَلٰى سُنَّةِ الْهُدٰى وَالتَّقْسِيْمُ الْاٰتِىْ اِنَّمَا هُوَ لِمُطْلَقِ السُّنَّةِ اِلَّا اَنَّ السُّنَّةَ تَقَعُ عَلٰى طَرِيْقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِ يَعْنِى الصَّحَابَةَ (رض) يُقَالُ سُنَّةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ (رض) وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ (رض) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) مُطْلَقُهَا طَرِيْقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِيْ اِذَا يُطْلَقُ لَفْظُ السُّنَّةِ بِلَا قَرِيْنَةٍ لَا يُطْلَقُ عَلٰى طَرِيْقَةِ الصَّحَابَةِ كَمَا رُوِىَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا دُوْنَ الثُّلُثِ مِنَ الدِّيَةِ لَا يُنَصَّفُ وَهُوَ السُّنَّةُ اَرَادَ بِهَا سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّالِثُ سُنَّةٌ এবং তৃতীয় প্রকার সুন্নত وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّيْنِ এটা ঐ উত্তম পদ্ধতিকে বলে যা দীনের মধ্যে প্রচলন ও চালু হয়েছে وَحُكْمُهَا -এর حُكْم এই যে اَنْ يُطَالِبَ الْمَرْءُ بِاِقَامَتِهَا এটা পালনের জন্য ব্যক্তিকে আহ্বান করা হবে مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوْبٍ ফরজ, ওয়াজিব তথা বাধ্য করা ব্যতীত فَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ اَنْ يُطَالِبَ عَنِ النَّفْلِ - ان يطالب -এর قيد -এর দ্বারা নফল হতে احتراز করা হয়েছে وَبِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوْبٍ এবং من غير افتراض ولا وجوب -এর দ্বারা عَنِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ ফরজ এবং ওয়াজিব হতে احتراز করা উদ্দেশ্য وَكَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يَذْكُرَ هٰذِهِ الْقُيُوْدَاتِ এ قيد সমূহকে উল্লেখ করা উচিত ছিল فِي التَّعْرِيْفِ পরিচয় বা সংজ্ঞার মধ্যে اِلَّا اَنَّهُ اِكْتَفٰى عَنْهَا بِالْحُكْمِ কিন্তু তথায় উল্লেখ না করে হুকুমের উপর اكتفاء করেছেন وَلٰكِنْ قَالُوْا তবে আলিমগণ বলেছেন যে اِنَّ هٰذَا التَّعْرِيْفَ وَالْحُكْمَ এ تعريف এবং হুকুম لَايَصْدُقَانِ اِلَّا عَلٰى سُنَّةِ الْهُدٰى শুধু সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্-এর জন্য প্রযোজ্য وَالتَّقْسِيْمُ الْاٰتِىْ اِنَّمَا هُوَ لِمُطْلَقِ السُّنَّةِ আর সামনে سنت مطلق -এর সংজ্ঞা আসছে اِلَّا اَنَّ السُّنَّةَ تَقَعُ তবে আমাদের মতে سنت শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে عَلٰى طَرِيْقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِ يَعْنِى الصَّحَابَةَ (رض) নবী ﷺ ও গায়রে নবী অর্থাৎ সাহাবীগণের (রা.) উভয়ের طريقه -এর উপর يُقَالُ سُنَّةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ (رض) সুতরাং আবূ বকর ও ওমরের সুন্নত বলা হয়ে থাকে وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ (رض) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের سنت ইত্যাদি وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে مُطْلَقُهَا طَرِيْقَةُ النَّبِيِّ ﷺ মুতলাক সুন্নতের প্রয়োগ শুধু নবী করীম ﷺ -এর طريقة -এর জন্য হয়ে থাকে يَعْنِيْ اِذَا يُطْلَقُ لَفْظُ السُّنَّةِ بِلَا قَرِيْنَةٍ অর্থাৎ سنت শব্দটি যদি قرينة ব্যতীত ব্যবহার করা হয় لَايُطْلَقُ عَلٰى طَرِيْقَةِ الصَّحَابَةِ তখন সাহাবীগণের طريقة -এর উপর এর প্রয়োগ হয় না كَمَا رُوِىَ যেমন বর্ণিত আছে যে اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) বলেছেন مَا دُوْنَ الثُّلُثِ مِنَ الدِّيَةِ দিয়তের যে অংশ এক তৃতীয়াংশের কম হয় لَايُنَصَّفُ -এর تنصيف (অর্ধেককরণ) হয় না وَهُوَ السُّنَّةُ এটাই সুন্নত اَرَادَ بِهَا سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ এখানে سنت -এর দ্বারা তিনি নবী করীম ﷺ -এর সুন্নতকে বুঝিয়েছেন।

সরল অনুবাদ : **এবং তৃতীয় প্রকার سنت এটা ঐ উত্তম পদ্ধতিকে বলে যা দীনের মধ্যে প্রচলন ও চালু হয়েছে। এর حكم এই যে, فرض , واجب (তথা বাধ্য) করা ব্যতীত এটা পালনের জন্য ব্যক্তিকে আহবান করা হবে।** "ان يطالب"-এর قيد -এর দ্বারা نفل হতে احتراز করা হয়েছে এবং "مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوْبٍ" -এর দ্বারা فرض এবং واجب হতে احتراز করা উদ্দেশ্য। এই قيد সমূহকে পরিচয় বা সংজ্ঞা -এর মধ্যে উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তথায় উল্লেখ না করে حكم -এর উপর اكتفاء করেছেন। তবে আলিমগণ বলেছেন যে, এই تعريف এবং حكم শুধু সুন্নতে হুদা তথা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ-এর জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ এদের مصداق হলো سُنَّت مُؤَكَّدَه আর সামনে سُنَّت مُطْلَق -এর সংজ্ঞা আসছে। **তবে আমাদের মতে নবী ﷺ ও গায়রে নবী অর্থাৎ সাহাবীগণের (রা.) উভয়ের طريقه-এর উপর سنت শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে।** সুতরাং আবূ বকর ও ওমরের সুন্নত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের سنت ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। **আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, مطلق সুন্নতের প্রয়োগ শুধু নবী করীম ﷺ -এর طريقه-এর জন্য হয়ে থাকে।** অর্থাৎ سنت শব্দটি যদি قرينه ব্যতীত ব্যবহার করা হয় তখন সাহাবীগণের طريقه -এর উপর এর প্রয়োগ হয় না। যেমন– বর্ণিত আছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) বলেছেন, "দিয়াতের যে অংশ এক-তৃতীয়াংশের কম হয়, এর تَنْصِيْف (অর্ধেককরণ) হয় না। এটাই সুন্নত।" এখানে سنت -এর দ্বারা তিনি নবী করীম ﷺ-এর সুন্নতকে বুঝিয়েছেন।

وَهِيَ اَنَّ الدِّيَةَ اِذَا لَمْ تَبْلُغْ ثُلُثًا فَالرَّجُلُ وَالْاُنْثٰى فِيْهِ سَوَاءٌ وَاِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا يُؤْخَذُ لِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا يُؤْخَذُ لِلرَّجُلِ وَاِذَا اُرِيْدَتْ سُنَّةُ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ هٰذِهِ سُنَّةُ الشَّيْخَيْنِ اَوْ سُنَّةُ اَبِيْ بَكْرٍ وَنَحْوِهِ وَهِيَ نَوْعَانِ اَيْ مُطْلَقُ السُّنَّةِ لَا الَّتِيْ مَضٰى تَعْرِيْفُهَا وَحُكْمُهَا عَلٰى نَوْعَيْنِ اَلْاَوَّلُ سُنَّةُ الْهُدٰى وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ اِسَاءَةً اَيْ جَزَاءَ اِسَاءَةٍ كَاللَّوْمِ وَالْعِتَابِ اَوْ سُمِّيَ جَزَاءُ الْاِسَاءَةِ اِسَاءَةً كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَهِيَ اَنَّ الدِّيَةَ اِذَا لَمْ تَبْلُغْ ثُلُثًا আর তা হলো দিয়ত যদি এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত না পৌঁছে فَالرَّجُلُ وَالْاُنْثٰى فِيْهِ سَوَاءٌ তখন এতে নারী পুরুষ সমান হবে وَاِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا আর যদি দিয়ত-এক তৃতীয়াংশ অথবা ততোধিক হয় يُؤْخَذُ لِلْمَرْأَةِ نِصْفُ তাহলে এতে নারীর জন্য এর অর্ধেক নেওয়া হবে مَا يُؤْخَذُ لِلرَّجُلِ পুরুষের জন্য যা নেওয়া হবে وَاِذَا اُرِيْدَتْ سُنَّةُ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ আর سنت -এর দ্বারা যখন গায়রে নবীর سنت উদ্দেশ্য হবে يُقَالُ هٰذِهِ سُنَّةُ الشَّيْخَيْنِ (তখন اضافت -এর সাথে বলা হয়ে থাকে) যেমন বলা হবে শায়খাইনের সুন্নত اَوْ سُنَّةُ اَبِيْ بَكْرٍ وَنَحْوِهٖ অথবা আবূ বকরের সুন্নত এবং অনুরূপ অন্যান্য সুন্নত وَهِيَ نَوْعَانِ এটা দু'প্রকার اَيْ مُطْلَقُ السُّنَّةِ অর্থাৎ مطلق سنت দু'প্রকার لَا الَّتِيْ مَضٰى تَعْرِيْفُهَا وَحُكْمُهَا عَلٰى نَوْعَيْنِ যার সংজ্ঞা ও حكم ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তা দু'প্রকার নয় اَلْاَوَّلُ سُنَّةُ الْهُدٰى প্রথম প্রকার সুন্নতে হুদা وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ اِسَاءَةً যা বর্জনকারী অপরাধী সাব্যস্ত হয় اَيْ جَزَاءَ اِسَاءَةٍ অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি উপযোগী হয়ে থাকে كَاللَّوْمِ وَالْعِتَابِ কাজেই তাকে ভর্ৎসনা করা হবে এবং তার মর্যাদা কমিয়ে দেওয়া হবে (এতে বুঝা গেল যে متن -এর মধ্যে مضاف (جزاء) উহ্য রয়েছে اَوْ سُمِّيَ جَزَاءُ الْاِسَاءَةِ اِسَاءَةً অথবা এখানে অপরাধের جزاء (শাস্তি) কে অপরাধ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে كَمَا فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহর বাণী- جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - سيئة -এর বিনিময় অনুরূপ سيئة -এর দ্বারা (এর মধ্যে سيئة -এর শাস্তি হিসেবে سيئة কে উল্লেখ করা হয়েছে।)

সরল অনুবাদ : আর তা হলো দিয়াত যদি এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত না পৌঁছে তখন এতে নারী-পুরুষ সমান হবে। আর যদি দিয়াত এক-তৃতীয়াংশ অথবা ততোধিক হয়, তাহলে এতে পুরুষের জন্য যা নেওয়া হবে নারীর জন্য এর অর্ধেক নেওয়া হবে। আর سنت -এর দ্বারা যখন গায়রে নবীর سنت উদ্দেশ্য হবে, তখন اضافت -এর সাথে বলা হয়ে থাকে। যথা- "سُنَّةُ الشَّيْخَيْنِ , سُنَّةُ اَبِيْ بَكْرٍ" এবং অনুরূপ অন্যান্য সুন্নত। **এবং এটা দু' প্রকার**। অর্থাৎ مُطْلَق سُنَّت দু' প্রকার। যার সংজ্ঞা ও حكم ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তা দু'প্রকার নয়। **প্রথম প্রকার "سُنَّت هُدٰى" যা বর্জনকারী অপরাধী সাব্যস্ত হয়**। অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি উপযোগী হয়ে থাকে। কাজেই তাকে ভর্ৎসনা করা হবে এবং তার মর্যাদা কমিয়ে দেওয়া হবে। এতে বুঝা গেল যে, متن -এর মধ্যে مضاف (جزاء) উহ্য রয়েছে। অথবা এখানে অপরাধের جزاء (শাস্তি)-কে অপরাধ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী - "جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا" -এর মধ্যে سيئة -এর শাস্তি হিসেবে سيئه -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهِيَ اَنَّ الدِّيَةَ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, আমাদের হানাফীদের মতে নারীর ديت পুরুষের ديت -এর অর্ধেক হবে। চাই نفس (জীবন) -এর বেলায় হোক, অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বেলায় হোক। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, যে অপরাধের মধ্যে ديت এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌঁছেনি এর মধ্যে নারী-পুরুষ সমান। যেমন- দুই চক্ষুর কোনোটি বিনষ্ট করলে ديت -এর এক-চতুর্থাংশ ওয়াজিব হয়। এবং হস্তদ্বয় বা পদদ্বয়ের যে কোনো একটি অঙ্গুলি বিনষ্ট করলে ديت -এর এক-দশমাংশ ওয়াজিব হয়। আর যদি ديت এক-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক হয়, তাহলে পুরুষের জন্য যা ওয়াজিব হয়ে থাকে নারীর জন্য এর অর্ধেক ওয়াজিব হবে। যেমন- কোনো একটি চক্ষু বিনষ্টের কারণে ديت -এর অর্ধেক ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন- هدايه ও نهايه নামক গ্রন্থদ্বয়ে রয়েছে যে, এক-তৃতীয়াংশ এবং এর কম হলে অর্ধেক করা হবে না।

قَوْلُهٗ سُنَّةُ الْهُدٰى الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ যা সর্বদা পছন্দ করেছেন তা ইবাদতের জন্যও হতে পারে, আবার আল্লাহর রিজামন্দি হাসিলের জন্যও হতে পারে। আর যা তিনি সময় সময় পরিত্যাগ করেছেন অথবা নিজে পরিত্যাগ করেননি তবে পরিত্যাগকারীকে নিন্দা ও ভর্ৎসনাও করেননি। (তাই سُنَّت هُدٰى বা سُنَّت مُؤَكَّدَه) গ্রন্থকার (র.)-এর কথা, "سُنَّةُ الْهُدٰى" -এর মধ্যে اِضَافَت بَيَانِيَه হয়েছে।

كَالْجَمَاعَةِ وَالْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ كُلَّهَا مِنْ جُمْلَةِ شَعَائِرِ الدِّيْنِ وَاِعْلَامِ الْاِسْلَامِ وَلِهٰذَا قَالُوْا اِذَا اَصَرَّ اَهْلُ مِصْرٍ عَلٰى تَرْكِهَا يُقَاتَلُوْا بِالسِّلَاحِ مِنْ جَانِبِ الْاِمَامِ وَقَدْ وَرَدَتْ فِىْ كُلٍّ مِّنْهَا اٰثَارٌ لَا تُحْصٰى وَالثَّانِىْ الزَّوَائِدُ وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ اِسَاءَةً كَسِيَرِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ لِبَاسِهٖ وَقُعُوْدِهٖ وَقِيَامِهٖ فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ كُلَّهَا لَا تَصْدُرُ مِنْهُ ﷺ عَلٰى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَقَصْدِ الْقُرْبَةِ بَلْ عَلٰى سَبِيْلِ الْعَادَةِ فَاِنَّهٗ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً حَمْرَاءَ وَخَضْرَاءَ وَبَيْضَاءَ طَوِيْلَ الْكُمَّيْنِ وَرُبَّمَا يَلْبَسُ عِمَامَةً سَوْدَاءَ وَحَمْرَاءَ وَكَانَ مِقْدَارُهَا سَبْعَةَ اَذْرُعٍ وَاِثْنٰى عَشَرَ ذِرَاعًا اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَكْثَرَ وَكَانَ يَقْعُدُ مُحْتَبِيًا تَارَةً وَمُرَبِّعًا لِلْعُذْرِ وَعَلٰى هَيْئَةِ التَّشَهُّدِ اَكْثَرَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : كَالْجَمَاعَةِ وَالْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ যেমন জামাত, আজান ও ইকামত فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ كُلَّهَا এ বিষয়গুলো مِنْ جُمْلَةِ شَعَائِرِ الدِّيْنِ وَاِعْلَامِ الْاِسْلَامِ দীনের شعائر (নিদর্শনাবলি) ও اعلام (চিহ্ন)-এর অন্তর্ভুক্ত وَلِهٰذَا قَالُوْا এ কারণে আলিমগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে اِذَا اَصَرَّ اَهْلُ مِصْرٍ عَلٰى تَرْكِهَا যদি কোনো দেশবাসী এ সুন্নত বর্জনের ব্যাপারে পুনরাবৃত্তি করে يُقَاتَلُوْا بِالسِّلَاحِ مِنْ جَانِبِ الْاِمَامِ তাহলে ইমামের পক্ষ হতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে জিহাদ করা হবে وَقَدْ وَرَدَتْ فِىْ كُلٍّ مِّنْهَا اٰثَارٌ لَا تُحْصٰى উল্লিখিত সুন্নতগুলোর মধ্য হতে প্রত্যেকটির ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস এবং বর্ণনা রয়েছে وَالثَّانِىْ الزَّوَائِدُ আর দ্বিতীয় প্রকার غير مؤكدة বা سنت زوائد وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ اِسَاءَةً যা বর্জনকারী পাপের উপযোগী (অপরাধী) হবে না كَسِيَرِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ لِبَاسِهٖ وَقُعُوْدِهٖ وَقِيَامِهٖ যেমন নবী করীম ﷺ-এর বেশভূষা, উঠা বসা ইত্যাদি অভ্যাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে فَاِنَّ هٰؤُلَاءِ كُلَّهَا কেননা এগুলো لَا تَصْدُرُ مِنْهُ ﷺ عَلٰى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَقَصْدِ الْقُرْبَةِ তার পক্ষ হতে নৈকট্য ও পুণ্য লাভের নিয়তে হয়নি بَلْ عَلٰى سَبِيْلِ الْعَادَةِ বরং অভ্যাসগত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে فَاِنَّهٗ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً حَمْرَاءَ সুতরাং নবী করীম ﷺ জুব্বা পরতেন যা কখনো লাল ধারি হতো وَخَضْرَاءَ কখনো একেবারে সবুজ وَبَيْضَاءَ এবং কখনো সম্পূর্ণ সাদা (রংয়ের) হতো طَوِيْلَ الْكُمَّيْنِ এবং উভয় আস্তিন লম্বা হত وَرُبَّمَا يَلْبَسُ عِمَامَةً আবার বেশির ভাগ তিনি মাথায় পাগড়ি পরতেন سَوْدَاءَ وَحَمْرَاءَ পাগড়ি কালো হতো এবং কখনো লালধারি হতো وَكَانَ مِقْدَارُهَا سَبْعَةَ اَذْرُعٍ তাছাড়া এগুলো সাত হাত লম্বা হতো وَاِثْنٰى عَشَرَ ذِرَاعًا এবং কখনো বারো হাত বিশিষ্ট اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَكْثَرَ অথবা তা হতে কম বেশি হতো وَكَانَ يَقْعُدُ مُحْتَبِيًا تَارَةً আর কখনো তিনি اِحْتِبَاء করে বসতেন وَمُرَبِّعًا لِلْعُذْرِ আবার কখনো ওজরের কারণে تربيع হিসেবে (চার ঝানু হয়ে) বসতেন وَعَلٰى هَيْئَةِ التَّشَهُّدِ اَكْثَرَ তবে অধিকাংশ সময় তাশাহহুদের ন্যায় অবস্থায় বসতেন।

সরল অনুবাদ : **যেমন– জামাত, আজান ও ইকামাত** এ বিষয়গুলো দীনের شعائر (নিদর্শনাবলি) ও خصائص (বৈশিষ্ট্যাবলি) -এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে আলিমগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোনো দেশবাসী এ সুন্নত (অর্থাৎ سنت هدى) -এর বর্জনের ব্যাপারে পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে ইমামের পক্ষ হতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে জিহাদ করা হবে। উল্লিখিত সুন্নতগুলোর মধ্য হতে প্রত্যেকটির ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস এবং বর্ণনা রয়েছে। যার মনে চায় হাদীসের কিতাবসমূহে দেখে নিতে পারে। আর দ্বিতীয় প্রকার غير مؤكده বা سنت زوائد **যা বর্জনকারী পাপের উপযোগী (অপরাধী) হবে না। যেমন– নবী করীম ﷺ -এর বেশ-ভূষা, উঠা-বসা ইত্যাদি অভ্যাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে।** কেননা এগুলো তার পক্ষ হতে অভ্যাসগতভাবে প্রকাশ পেয়েছে, নৈকট্য ও পুণ্য লাভের নিয়তে হয়নি। বরং নিয়ত বিহীনভাবে অভ্যাস হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং নবী করীম ﷺ জুব্বা পরতেন যা কখনো লাল ধারি হতো, কখনো একেবারে সবুজ এবং কখনো কখনো সম্পূর্ণ সাদা (রংয়ের) হতো এবং উভয় আস্তিন লম্বা হতো। আবার বেশির ভাগ তিনি মাথায় পাগড়ি পরতেন। পাগড়ি কালো হতো এবং কখনো লাল ধারি হতো। তা ছাড়া এগুলো সাত হাত লম্বা হতো এবং কখনো বারো হাত বিশিষ্ট অথবা তা হতে কম বেশি হতো। আর কখনো তিনি احتباء করে বসতেন। আবার কখনো ওজরের কারণে تربيع হিসেবে (চারঝানু হয়ে) বসতেন। তবে অধিকাংশ সময় তাশাহহুদের ন্যায় অবস্থায় বসতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يُقَاتَلُوْا الخ -এর আলোচনা : নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, কোথাও তিনি আজানের শব্দ না শুনলে তিনি বলতেন "يُقَاتَلُوْا بِالسِّلَاحِ مِنْ جَانِبِ الْاِمَامِ" অর্থাৎ ইমামের পক্ষ হতে এ লোকদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর কারণ বর্ণণা করতে গিয়ে বলেন যে, যেহেতু আজান শরিয়তের একটি নিদর্শন। এটা পরিত্যাগ করার দ্বারা দীনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও পরিহাস করা হয়। আর তা কুফরি। সেহেতু তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) -এর মতে তাদেরকে হত্যা করা হবে না; বরং তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হবে। হ্যাঁ, যারা ফরজ বা ওয়াজিব পরিত্যাগ করে এবং এতে পুনরাবৃত্তি করে তাদেরকে হত্যা করা হবে, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

فَهٰذَا كُلُّهَا مِنْ سُنَنِ الزَّوَائِدِ يُثَابُ الْمَرْءُ عَلٰى فِعْلِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلٰى تَرْكِهَا وَهُوَ فِىْ مَعْنَى الْمُسْتَحَبِّ اِلَّا اَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا اَحَبَّهُ الْعُلَمَاءُ وَهٰذَا مَا اعْتَادَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ وَالرَّابِعُ النَّفْلُ وَهُوَ مَا يُثَابُ الْمَرْءُ عَلٰى فِعْلِهٖ وَلَا يُعَاقَبُ عَلٰى تَرْكِهٖ عَرَّفَهُ بِحُكْمِهٖ اِتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَفِىْ ذِكْرِ نَفْيِ الْعِقَابِ دُوْنَ الذَّمِّ وَالْعِتَابِ تَنْبِيْهٌ عَلٰى اَنَّهُ لَا يَدْرِىْ حَالَ الذَّمِّ وَالْعِتَابِ وَالزَّائِدُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ نَفْلٌ لِهٰذَا الْمَعْنٰى اَنَّهُ يُثَابُ عَلٰى فِعْلِهٖ وَلَا يُعَاقَبُ عَلٰى تَرْكِهٖ وَلَا يُقَالُ اِنَّهُ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ اَنَّهُ لَوْ صَلّٰى اَرْبَعًا وَقَعَدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ تَمَّ فَرْضُهُ وَاَسَاءَ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاِسَاءَةَ لَيْسَتْ بِاِعْتِبَارِ نَفْسِ الرَّكْعَتَيْنِ بَلْ لِتَاخِيْرِ السَّلَامِ وَاخْتِلَاطِ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) لَمَّا شُرِعَ النَّفْلُ عَلٰى هٰذَا الْوَصْفِ وَجَبَ اَنْ يَبْقٰى كَذٰلِكَ يَعْنِىْ اَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِىْ حَالِ الْبَقَاءِ كَمَا كَانَ لَمْ يَلْزَمْ قَبْلَ الْاِبْتِدَاءِ فَاِنْ شَرَعَ فِى النَّفْلِ لَا يَلْزَمُ اِتْمَامُهُ وَلَوْ اَفْسَدَهُ لَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهُ سَوَاءٌ كَانَ صَوْمًا اَوْ صَلٰوةً ــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَهٰذَا كُلُّهَا مِنْ سُنَنِ الزَّوَائِدِ যা-ই হোক এসব বিষয় سُنَنِ زَوَائِدِ (অতিরিক্ত সুন্নত)-এর শ্রেণীভুক্ত يُثَابُ الْمَرْءُ عَلٰى فِعْلِهَا এগুলো করলে ছওয়াব পাবে وَلَا يُعَاقَبُ عَلٰى تَرْكِهَا আর না করলে শাস্তি হবে না فِىْ مَعْنَى الْمُسْتَحَبِّ আর مستحب ও এই অর্থে হয়ে থাকে اِلَّا اَنَّ الْمُسْتَحَبَّ তবে পার্থক্য এই যে مستحب বলে مَا اَحَبَّهُ الْعُلَمَاءُ যাকে ওলামায়ে দীন পছন্দ করেছেন وَهٰذَا مَا اعْتَادَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ আর এটা ঐ বস্তু নবী করীম ﷺ যাতে অভ্যস্ত ছিলেন وَالرَّابِعُ النَّفْلُ আর চতুর্থ প্রকার হলো নফল وَهُوَ مَا يُثَابُ الْمَرْءُ عَلٰى فِعْلِهٖ এটা এমন حكم مشروع যা করলে মানুষ ছওয়াব লাভ করে وَلَا يُعَاقَبُ عَلٰى تَرْكِهٖ এবং না করলে শাস্তি হয় না عَرَّفَهُ بِحُكْمِهٖ গ্রন্থকার (র.) نفل -এর حكم -এর দ্বারা-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন اِتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনুকরণে وَفِىْ ذِكْرِ نَفْيِ الْعِقَابِ - متن -এর মধ্যে শাস্তি না হওয়ার কথা বলা হয়েছে دُوْنَ الذَّمِّ وَالْعِتَابِ নিন্দা ও ভর্ৎসনা না হওয়ার কথা বলা হয়নি تَنْبِيْهٌ عَلٰى যা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে اَنَّهُ لَا يَدْرِىْ حَالَ الذَّمِّ وَالْعِتَابِ নিন্দা ও ভর্ৎসনার অবস্থা জানা নেই وَالزَّائِدُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ نَفْلٌ لِهٰذَا الْمَعْنٰى এ অর্থে মুসাফিরের উপর চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দু'রাকাতের অতিরিক্ত নফল হবে اَنَّهُ يُثَابُ عَلٰى فِعْلِهٖ তা আদায় করলে তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে وَلَا يُعَاقَبُ عَلٰى تَرْكِهٖ এবং তা বর্জনের কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না وَلَا يُقَالُ -এর উপর এ আপত্তি করা যাবে না যে اِنَّهُ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ উক্ত অতিরিক্ত দু' রাকাতকে نفل বলা ফোকাহায়ে কেরামের (র.) সেই সব স্পষ্ট ভাষ্যের বিরোধী যেগুলোর মধ্যে বলা হচ্ছে যে اَنَّهُ لَوْ صَلّٰى اَرْبَعًا যদি কোনো মুসাফির চার রাকাত নামাজ পড়ে وَقَعَدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ এবং দু' রাকাতের পর বসে تَمَّ فَرْضُهُ তাহলে তার فرض পূর্ণ হয়ে যাবে وَاَسَاءَ এবং গুনাহগার হবে لِاَنَّ هٰذِهِ الْاِسَاءَةَ কেননা এ অপরাধ لَيْسَتْ بِاِعْتِبَارِ نَفْسِ الرَّكْعَتَيْنِ শুধু উক্ত দু'রাকাত নামাজ পড়ার কারণে হয়নি بَلْ لِتَاخِيْرِ السَّلَامِ বরং সালাম ফেরানোর ব্যাপারে বিলম্ব করার দরুন وَاخْتِلَاطِ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ এবং নফলকে ফরজের সাথে মিশ্রিত করার কারণে হয়েছে وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে لَمَّا شُرِعَ النَّفْلُ عَلٰى هٰذَا الْوَصْفِ - نفل কে যখন وصف -এর সাথে আরম্ভ করা হবে وَجَبَ اَنْ يَبْقٰى كَذٰلِكَ তখন এটা শেষাবধি অনুরূপ অবশিষ্ট থাকা জরুরি يَعْنِىْ অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে نفل اَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِىْ حَالِ الْبَقَاءِ অবশিষ্ট থাকার অবস্থায় লাযেম হয় না كَمَا كَانَ لَمْ يَلْزَمْ قَبْلَ الْاِبْتِدَاءِ যেমন আরম্ভ করার পূর্বে লাযেম ছিল না فَاِنْ شَرَعَ فِى النَّفْلِ কাজেই কেউ যদি نفل আরম্ভ করে لَا يَلْزَمُ اِتْمَامُهُ তাহলে তার উপর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না وَلَوْ اَفْسَدَهُ আর যদি একে

বিনষ্ট করে দেয় لَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهُ তাহলে এর কাজাও লাযেম হবে না سَوَاءٌ كَانَ صَوْمًا চাই এটা নফল রোজা হোক أَوْ صَلٰوةً বা নফল নামাজ হোক (সর্বাবস্থায় নফল নফলই থেকে যায়)।

<u>সরল অনুবাদ :</u> যা-ই হোক এসব বিষয় سُنَنِ زَوَائِد (অতিরিক্ত সুন্নত)-এর শ্রেণীভুক্ত। এগুলো করলে ছওয়াব পাবে আর না করলে শাস্তি হবে না। আর مستحب ও এ অর্থে হয়ে থাকে। অবশ্য পার্থক্য এই যে, مستحب বলে যাকে ওলামায়ে দীন পছন্দ করেছেন। আর এটা ঐ বস্তু নবী করীম ﷺ যাতে অভ্যস্ত ছিলেন। **আর চতুর্থ প্রকার হলো نفل এটা এমন حكم مشروع যা করলে মানুষ ছওয়াব লাভ করে এবং না করলে শাস্তি হয় না।** গ্রন্থকার (র.) পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনুকরণে نفل-এর حكم-এর দ্বারা এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। متن-এর মধ্যে শাস্তি না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, নিন্দা ও ভর্ৎসনা না হওয়ার কথা বলা হয়নি। যা দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিন্দা ও ভর্ৎসনার অবস্থা জানা নেই। **এ অর্থে মুসাফিরের উপর চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দু' রাকাতের অতিরিক্ত নফল হবে।** এর উপর এ আপত্তি করা যাবে না যে, উক্ত অতিরিক্ত দু' রাকাতকে نفل বলা ফোকাহায়ে কেরামের (র.) সেই সব স্পষ্ট ভাষ্যের বিরোধী যেগুলোর মধ্যে বলা হয়েছে যে, "যদি কোনো মুসাফির চার রাকাত নামাজ পড়ে এবং দু' রাকাতের পর বসে তাহলে তার فرض পূর্ণ হয়ে যাবে এবং গুনাহগার হবে।" কেননা এ অপরাধ উক্ত দু' রাকাত নামাজ পড়ার কারণে হয়নি, বরং সালাম ফেরানোর ব্যাপারে বিলম্ব করার দরুন এবং নফলকে ফরজের সাথে মিশ্রিত করার কারণে হয়েছে। **এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন যে, نفل-কে যখন وصف-এর সাথে আরম্ভ করা হবে তখন এটা শেষাবধি অনুরূপ অবশিষ্ট থাকা জরুরি।** অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে نفل অবশিষ্ট থাকার অবস্থায় লাযেম হয় না, যেমন আরম্ভ করার পূর্বে লাযেম ছিল না। কাজেই কেউ যদি نفل আরম্ভ করে, তাহলে তার উপর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না। আর যদি একে ফসেদ (বিনষ্ট) করে দেয়, তাহলে এর কাজাও লাযেম হবে না। চাই এটা নফল রোজা হোক বা নফল নামাজ হোক, সর্বাবস্থায় নফল নফলই থেকে যায়।

قُلْنَا اِنَّ مَا اَدَّاهُ وَجَبَتْ صِيَانَتُهُ وَلَاسَبِيْلَ اِلَيْهَا اِلَّا بِاِلْزَامِ الْبَاقِىْ لِاَنَّ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ مِمَّا لَمْ يُفِدْ حُكْمَهُ اِلَّا اِذَا كَانَ تَامًّا بِكَوْنِهٖ شَفْعًا اَوْ صَوْمَ يَوْمٍ فَاِنْ اَدّٰى بَعْضَ الصَّلٰوةِ اَوِ الصَّوْمِ فَعَلَيْهِ اَنْ يُّتِمَّهُ وَاِلَّا يَلْزَمُ اِبْطَالُ عَمَلِهٖ وَهُوَ حَرَامٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ وَاِنْ اَفْسَدَهُ يَجِبُ اَنْ يَّقْضِيَهُ لِتَكُوْنَ فِيْهِ صِيَانَةً وَلَا يُقَالُ لَيْسَ فِيْهِ اِبْطَالُ الْعَمَلِ بَلْ اِمْتِنَاعٌ عَنْهُ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّ الْاَجْزَاءَ الْمُؤَدَّةَ لَمَّا كَانَتْ لَهُ عُرْضَةً اَنْ تَصِيْرَ عِبَادَةً بَعْدَ التَّمَامِ وَلَمْ يَتِمَّهَا فَكَاَنَّهُ اَبْطَلَهَا وَهُوَ كَالنَّذْرِ صَارَ لِلّٰهِ تَسْمِيَةً لَا فِعْلًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : قُلْنَا আমরা বলেছি যে اِنَّ مَا اَدَّاهُ নফল আদায়কারী যাই আদায় করেছে وَجَبَتْ صِيَانَتُهُ -এর হিফাজত (সংরক্ষণ) করা ওয়াজিব وَلَا سَبِيْلَ اِلَيْهَا اِلَّا بِاِلْزَامِ الْبَاقِىْ আর সংরক্ষণের একমাত্র পন্থা হলো নফলের যে অংশ অবশিষ্ট রয়েছে তাকে অত্যাবশ্যক সাব্যস্ত করা হবে لِاَنَّ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ কেননা নামাজ ও রোজা مِمَّا لَمْ يُفِدْ حُكْمَهُ এমন শ্রেণীভুক্ত যার حُكْم ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী হয় না اِلَّا اِذَا كَانَ تَامًّا যতক্ষণ পর্যন্ত তা পূর্ণ না হয় بِكَوْنِهٖ شَفْعًا অর্থাৎ নামাজ হলে তা সম্মিলিত হতে হবে اَوْ صَوْمَ يَوْمٍ আর রোজা হলে পূর্ণ একদিনের হতে হবে فَاِنْ اَدّٰى بَعْضَ الصَّلٰوةِ اَوِ الصَّوْمِ সুতরাং সে নামাজ অথবা রোজার আংশিক আদায় করলে فَعَلَيْهِ اَنْ يُّتِمَّهُ অপর অংশ পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে وَاِلَّا يَلْزَمُ اِبْطَالُ عَمَلِهٖ অন্যথা স্বীয় আমল বিনষ্ট ও বাতিল করা অবশ্যম্ভাবী হবে وَهُوَ حَرَامٌ আর তা হারাম لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ আর তোমরা স্বীয় আমল বাতিল করো না وَاِنْ اَفْسَدَهُ আর যদি একে বিনষ্ট করে يَجِبُ اَنْ يَّقْضِيَهُ তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে لِتَكُوْنَ فِيْهِ صِيَانَةً যাতে এমতাবস্থায় তার আমল সংরক্ষিত হতে পারে وَلَا يُقَالُ এটা বলা যাবে যে لَيْسَ فِيْهِ اِبْطَالُ الْعَمَلِ উল্লিখিত অবস্থায় আমলকে বাতিল করা হবে না بَلْ اِمْتِنَاعٌ عَنْهُ বরং আমল হতে বিরত থাকা হবে لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা আমরা বলব যে اِنَّ الْاَجْزَاءَ الْمُؤَدَّةَ আদায়কৃত অংশগুলোর মধ্যে لَمَّا كَانَتْ لَهُ عُرْضَةً যখন এরূপ শক্তি (ও যোগ্যতা) সৃষ্টি হয়েছে اَنْ تَصِيْرَ عِبَادَةً بَعْدَ التَّمَامِ যা পূর্ণতা লাভ করলে ইবাদত হয়ে যাবে وَلَمْ يَتِمَّهَا এতদসত্ত্বেও সে ঐ অংশগুলোকে পূর্ণ করল না فَكَاَنَّهُ اَبْطَلَهَا তখন যেন সে ঐ অংশগুলোকে বিনষ্ট করে দিল وَهُوَ كَالنَّذْرِ আর এটা মানতের ন্যায় صَارَ لِلّٰهِ تَسْمِيَةً তা আল্লাহর ওয়াস্তে শুধু মৌখিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায় لَا فِعْلًا কাজের দ্বারা নয়।

সরল অনুবাদ : আমরা বলেছি যে, নফল আদায়কারী যাই আদায় করেছে এর হিফাজত (সংরক্ষণ) করা ওয়াজিব। আর সংরক্ষণের একমাত্র পন্থা হলো নফলের যে অংশ অবশিষ্ট রয়েছে তাকে অত্যাবশ্যক সাব্যস্ত করা হবে। কেননা নামাজ ও রোজা এমন শ্রেণীভুক্ত যার حكم ততক্ষণ পর্যন্ত مفيد হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা পূর্ণ না হয়। অর্থাৎ নামাজ হলে তা সম্মিলিত হতে হবে আর রোজা হলে পূর্ণ এক দিনের হতে হবে। সুতরাং সে নামাজ অথবা রোজার আংশিক আদায় করলে অপর অংশ পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। অন্যথা স্বীয় আমল বিনষ্ট ও বাতিল করা অবশ্যম্ভাবী হবে, আর তা হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, "وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ" (আর তোমরা স্বীয় আমল বাতিল করো না)। আর যদি একে বিনষ্ট করে তা হলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। যাতে এমতাবস্থায় তার আমল সংরক্ষিত হতে পারে। এটা বলা যাবে না যে, উল্লিখিত অবস্থায় আমলকে বাতিল করা হবে না; বরং আমল হতে বিরত থাকা হবে। কেননা আমরা বলব যে, আদায়কৃত অংশগুলোর মধ্যে যখন এরূপ শক্তি (ও যোগ্যতা) -এর সৃষ্টি হয়েছে যা পূর্ণতা লাভ করলে ইবাদত হয়ে যাবে এতদ্‌সত্ত্বেও সে ঐ অংশগুলোকে পূর্ণ করল না তখন যেন সে ঐ গুলোকে বিনষ্ট করে দিল। **আর এটা মানতের ন্যায়, যা আল্লাহর ওয়াস্তে শুধু মৌখিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কাজের দ্বারা নয়।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَجَبَتْ صِيَانَتُهُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ আমলকে বাতিল হওয়া হতে রক্ষা করা ওয়াজিব। কারণ ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধানাবলির উপর আত্মসমর্পণ করা হয়ে থাকে। জ্ঞাতব্য যে, মুসলমান ইন্তেকাল করার পর যার সে নিয়ত করেছে তার ছওয়াব পাবে।

قَوْلُهُ لِتَكُوْنَ فِيْهِ صِيَانَةً الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ সে যা আদায় করেছে তা যেন বাতিল না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নফল হজ ও ওমরার নিয়ত করলে সর্বসম্মতভাবে সেটা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন– وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা পূর্ণ করো। আর احرام -কে সংরক্ষণ করার জন্য এটা ওয়াজিব হয়ে থাকে। মোটকথা, নফল হজ বা উমরার احرام বাধলে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং এটা পরিহারের কারণে কাজা ওয়াজিব হয়ে থাকে। এতে কারো দ্বিমত নেই।

প্রশ্ন হতে পারে যে, নফল আদায় করা হিবার ন্যায়। হিবার মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ। সুতরাং আদায়ের মধ্যেও ফিরে নেওয়া জায়েজ হবে। এর জবাবে বলা হবে যে তা ঠিক নয়; বরং আদায় সদ্‌কার ন্যায়। কেননা উভয়ের দ্বারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর সদ্‌কার মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং আদায়ের বেলায়ও ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ হবে না।

اَيِ الشُّرُوْعُ مَقِيْسٌ عَلَى النَّذْرِ لِاَنَّ النَّذْرَ صَارَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ حَيْثُ الذِّكْرِ لَا مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ بِاَنْ قَالَ لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَجَبَ لِصِيَانَتِهٖ اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ اَىْ ثُمَّ وَجَبَ لِصِيَانَةِ هٰذَا الذِّكْرِ اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ بِاِجْمَاعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَاِذَا وَجَبَ لِتَعْظِيْمِ ذِكْرِ اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ فِى النَّذْرِ بِالْاِتِّفَاقِ فَلِاَنْ يَّجِبَ لِصِيَانَةِ اِبْتِدَاءِ الْفِعْلِ بَقَاؤُهٗ اَوْلٰى بِالْاِهْتِمَامِ وَالدَّوَامِ لِاَنَّ الدَّوَامَ اَسْهَلُ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ فِى الْيُسْرِ وَالْفِعْلُ اَوْلٰى مِنَ التَّسْمِيَةِ فِى الْاِهْتِمَامِ وَ رُخْصَةٌ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ عَزِيْمَةٌ وَلَمْ يُعَرِّفْهَا لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُشْتَرِكَةٍ مَعْنًى ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَيِ الشُّرُوْعُ مَقِيْسٌ عَلَى النَّذْرِ অর্থাৎ নফল আরম্ভ করার মাসআলাকে মানতের মাসআলার উপর কিয়াস করা হয়েছে لِاَنَّ النَّذْرَ صَارَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ حَيْثُ الذِّكْرِ কেননা আল্লাহর জন্য মানত মানা মৌখিকভাবে বলা এবং নির্ধারিত করার দ্বারা হয়ে যায় لَا مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ কাজের দ্বারা হয় না بِاَنْ قَالَ যেমন কেউ বলল لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর দু'রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব ثُمَّ وَجَبَ لِصِيَانَتِهٖ اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ অতঃপর একে সংরক্ষণ করার জন্য কাজ আরম্ভ করা ওয়াজিব হয়েছে اَىْ ثُمَّ وَجَبَ لِصِيَانَةِ هٰذَا الذِّكْرِ অর্থাৎ অতঃপর সেই মৌখিকভাবে বলা এবং কথার দ্বারা নির্দিষ্টকরণের সংরক্ষণের জন্য ওয়াজিব হয়েছে اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ কার্য আরম্ভ করা بِاِجْمَاعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ যাতে আমরা এবং আপনি একমত فَاِذَا وَجَبَ সুতরাং যেহেতু ওয়াজিব হয়েছে لِتَعْظِيْمِ ذِكْرِ اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামোল্লেখের মর্যাদা রক্ষার্থে اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ مَا فِى النَّذْرِ بِالْاِتِّفَاقِ মানতের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে কাজ আরম্ভ করা فَلِاَنْ يَّجِبَ لِصِيَانَةِ اِبْتِدَاءِ الْفِعْلِ এজন্য প্রাথমিক কার্যের সংরক্ষণের জন্য ওয়াজিব হওয়া بَقَاؤُهٗ অবশিষ্ট কার্য اَوْلٰى খুবই সঙ্গত بِالْاِهْتِمَامِ وَالدَّوَامِ অর্থাৎ গুরুত্ব ও স্থায়ীত্বের দিক বিবেচনায় لِاَنَّ الدَّوَامَ اَسْهَلُ কেননা অবশিষ্টাংশ সহজতর مِنَ الْاِبْتِدَاءِ فِى الْيُسْرِ সহজসাধ্য হওয়ার দিক দিয়ে প্রথমাংশ হতে وَالْفِعْلُ اَوْلٰى مِنَ التَّسْمِيَةِ فِى الْاِهْتِمَامِ আর গুরুত্বের দিক দিয়ে কোথাও উল্লেক হতে কার্য সমধিক সমুচিত وَرُخْصَةٌ এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো রুখস عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ عَزِيْمَةٌ এটা عزيمت -এর উপর عطف হয়েছে وَلَمْ يُعَرِّفْهَا গ্রন্থকার (র.) এজন্য এর সংজ্ঞা প্রদান করেন নি যে لِاَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُشْتَرِكَةٍ مَعْنًى এটা একক এমন কোনো অর্থকে শামিল করে না যার বহু فرد (একক) রয়েছে।

সরল অনুবাদ : অর্থাৎ নফল আরম্ভ করার মাস্‌আলাকে মানতের মাস্‌আলার উপর কিয়াস করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর জন্য মানত মানা শুধু মৌখিকভাবে বলা এবং নির্ধারিত করার দ্বারা হয়ে যায়, কাজের দ্বারা হয় না। যেমন কেউ বলল– "لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ" (আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর দু' রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব)। **অতঃপর একে সংরক্ষণ করার জন্য কাজ আরম্ভ করা ওয়াজিব হয়েছে।** অর্থাৎ অতঃপর সেই মৌখিকভাবে বলা এবং কথার দ্বারা নির্দিষ্ট করণের সংরক্ষণের জন্য কার্য আরম্ভ করা ওয়াজিব হয়েছে। যাতে আমরা এবং আপনি একমত। সুতরাং যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামোল্লেখের মর্যাদা রক্ষার্থে মানতের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে কাজ আরম্ভ করা ওয়াজিব হয়েছে, **এ জন্য প্রাথমিক কার্যের** সংরক্ষণের জন্য **অবশিষ্ট কার্য ওয়াজিব হওয়া খুবই সঙ্গত।** অর্থাৎ গুরুত্ব ও স্থায়ীত্বের দিক বিবেচনায়। কেননা সহজসাধ্য হওয়ার দিক দিয়ে অবশিষ্টাংশ প্রথমাংশ হতে সহজতর। আর গুরুত্বের দিক দিয়ে কোথাও উল্লেখ হতে কার্য সমধিক সমুচিত **এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো** رخصت এটা عزيمت -এর উপর عطف হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) এ জন্য এর সংজ্ঞা প্রদান করেননি যে, এটা একক এমন কোনো অর্থকে শামিল করে না যার বহু فرد (একক) রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَقِيْسٌ عَلَى النَّذْرِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ نفل আরম্ভ করার পর ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার মাসআলাকে মানতের মাসআলার উপর কিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ নিয়তের দ্বারা যেমন মানত (সর্বসম্মতভাবে) ওয়াজিব হয়ে যায়, তদ্রূপ নিয়তের দ্বারা নফল কাজ তথা নফল নামাজ, রোজা ইত্যাদি (আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে) ওয়াজিব হয়ে যাবে।

অবশ্য বিরোধীগণ বলতে পারে যে, এ কিয়াস ঠিক হয়নি। কেননা, এটা قياس مع الفارق হয়েছে। কারণ نذر বা মানত হলো কোনো কিছু নিজের উপর لازم করে নেওয়া। আর তার জন্য لازم করে নেওয়ার অধিকারও রয়েছে। সুতরাং যখন সে তাকে নিজের উপর لازم করে নিয়েছে তখন তা لازم হয়ে গিয়েছে। অথচ আরম্ভ করার দ্বারা لازم করে নেওয়া হয় না; বরং এটা হল ইবাদতের অংশ বিশেষ আদায় করা। আর অবশিষ্টাংশের মধ্যে التزام পাওয়া যায়নি, কাজেই لازم হবে না। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, আমরা نذر ও نفل -এর মধ্যে التزام-কে علت جامعه নির্ধারণ করিনি, যাতে তোমাদের কথিত পার্থক্য দ্বারা অভিযোগ করা যেতে পারে। বরং এতদুভয়ের মধ্যে আমরা علت جامعه হিসেবে একে নির্ধারণ করি যে, তাদের উভয়ের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ ও সংরক্ষণ ওয়াজিব। কেননা উভয়ই আল্লাহর অধিকারে পরিণত হয়েছে। চাই قول -এর হিসেবে হোক অথবা فعل -এর হিসেবে হোক।

وَلَيْسَ لَهَا حَقِيْقَةٌ مُتَّحِدَةٌ تُوْجَدُ فِيْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِهَا عَلَى السَّوِيَّةِ بَلْ قَسَّمَهَا أَوَّلًا إِلَى الْأَنْوَاعِ ثُمَّ عَرَّفَ كُلَّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ وَتَقْسِيْمُهَا بِاعْتِبَارِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ إِسْمُ الرُّخْصَةِ فَقَالَ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ نَوْعَانِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ أَحَدُهُمَا أَحَقُّ مِنَ الْآخَرِ وَنَوْعَانِ مِنَ الْمَجَازِ أَحَدُهُمَا أَتَمُّ مِنَ الْآخَرِ وَتَفْصِيْلُهُ أَنَّ الرُّخْصَةَ الْحَقِيْقَةَ هِيَ الَّتِيْ تَبْقَى عَزِيْمَتُهُ مَعْمُوْلَةً فَكُلَّمَا كَانَتِ الْعَزِيْمَةُ ثَابِتَةً كَانَتِ الرُّخْصَةُ أَيْضًا فِيْ مُقَابَلَتِهَا حَقِيْقَةً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَيْسَ لَهَا حَقِيْقَةٌ مُتَّحِدَةٌ আবার এটার এমন কোনো একক হাকীকতও নেই تُوْجَدُ فِيْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِهَا عَلَى السَّوِيَّةِ যা رخصت -এর সমস্ত فرد -এর মধ্যে সমভাবে পাওয়া যায় بَلْ قَسَّمَهَا أَوَّلًا إِلَى الْأَنْوَاعِ বরং সংজ্ঞা নির্ণয়ের পূর্বেই তিনি رخصت -এর শ্রেণীবিন্যাস করেছেন ثُمَّ عَرَّفَ كُلَّ أَنْوَاعٍ عَلَى حِدَةٍ অতঃপর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন وَتَقْسِيْمُهَا بِاعْتِبَارِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ إِسْمُ الرُّخْصَةِ আর এ হিসেবে উক্ত تقسيم করা হয়েছে যে ঐ প্রকার সমূহের প্রত্যেকটির জন্য رخصت -এর নাম প্রযোজ্য হবে فَقَالَ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে رخصت চার প্রকার نَوْعَانِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ দু'প্রকার حقيقت -এর অন্তর্ভুক্ত أَحَدُهُمَا أَحَقُّ مِنَ الْآخَرِ এদের মধ্যে একটি অপরটি হতে অধিকতর শক্তিশালী وَنَوْعَانِ مِنَ الْمَجَازِ এবং অপর দু'প্রকার مجاز -এর অন্তর্ভুক্ত وَ أَحَدُهُمَا أَتَمُّ مِنَ الْآخَرِ এদের মধ্যে একটি অপরটি হতে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ وَتَفْصِيْلُهُ এটার বিস্তারিত বিবরণ হলো أَنَّ الرُّخْصَةَ الْحَقِيْقَةَ هِيَ الَّتِيْ রুখসত বলে যার عزيمت করণীয় (আমল যোগ্য) অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে تَبْقَى عَزِيْمَتُهُ مَعْمُوْلَةً فَكُلَّمَا كَانَتِ الْعَزِيْمَةُ ثَابِتَةً সুতরাং যখনই عزيمت সাব্যস্ত হবে كَانَتِ الرُّخْصَةُ أَيْضًا فِيْ مُقَابَلَتِهَا حَقِيْقَةً তখন এর মোকাবেলায় رخصت টি حقيقت হবে।

সরল অনুবাদ : আর এটার এমন কোনো একক হাকীকতও নেই যা رخصت -এর সমস্ত فرد -এর মধ্যে সমভাবে পাওয়া যায়; বরং সংজ্ঞা নির্ণয়ের পূর্বেই তিনি رخصت -এর শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। অতঃপর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আর এ হিসেবে উক্ত تقسيم করা হয়েছে যে, ঐ প্রকারসমূহের প্রত্যেকটির জন্য رخصت -এর নাম প্রযোজ্য হবে। (তবে বলা যায় যে, رخصت এমন শরয়ী حكم -কে বলে, যাতে ওজরের দরুন মুশকিল ও কঠিন বিষয়কে ওজরের কারণে সহজ করে দেওয়া হয়েছে।) **সুতরাং গ্রন্থাকার (র.) বলেছেন, যে, رخصت চার প্রকার। দু' প্রকার حقيقت -এর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে একটি অপরটি হতে অধিকতর শক্তিশালী এবং অপর দু' প্রকার مجاز -এর অন্তর্গত। এদের মধ্যে একটি অপরটি হতে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।** এটার বিস্তারিত বিবরণ হলো, رخصت বলে, যার عزيمت করণীয় (আমলযোগ্য) অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং যখনই عزيمت সাব্যস্ত হবে তখন এর মুকাবেলায় رخصت টি حقيقت হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ لَهَا الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ رخصت -এর এমন কোনো ماهيت বা حقيقت নেই যা এটার সকল অংশে সমভাবে পাওয়া যায়। কেননা এটার প্রকার চতুষ্টয়ের দু' প্রকারের মধ্যে এটা حقيقت এবং অপর দু' প্রকারের মধ্যে এটা مجاز অথচ বস্তু ত্রিদ্বয়ের সংজ্ঞা এদের حقيقت -কেই শামিল করে, مجاز -কে শামিল করে না। তাই رخصت -এর মধ্যে এমন কোনো حقيقت নির্ধারণ সম্ভব নয় যা এটার চতুষ্টয় প্রকারকে শামিল করবে।

قَوْلُهُ وَتَقْسِيْمُهَا الخ -এর আলোচনা : এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, যখন رخصت -এর এমন একটি حقيقت নেই যা এটার সকল প্রকারের মধ্যে মওজুদ রয়েছে, সুতরাং একে চার ভাগে বিভক্ত করা কিভাবে সহীহ হতে পারে?

উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, এখানে حقيقت হিসেবে শ্রেণীবিভাগ নির্ধারণ করা হয়নি; বরং যার উপর رخصت শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। অর্থাৎ যাকে কোনো ওজরের কারণে কঠোরতা হতে সহজতার দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে- তাকে رخصت হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন- مشترك لفظى শব্দকে, সেটা যেই বস্তুগুলোর জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে, সেগুলোর দিকে বিভক্ত করা হয়।

قَوْلُهُ نَوْعَانِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ رخصت -এর চার প্রকারের মধ্যে দু' প্রকার حقيقت এবং অবশিষ্ট দু' প্রকার مجاز অর্থাৎ رخصت হয়তো উভয়ের উপর حقيقت হিসেবে প্রযোজ্য হবে, অথবা উভয়ের জন্য مجاز হিসেবে প্রযোজ্য হবে, حقيقت হিসেবে হবে না।

فَفِى الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ لَمَّا كَانَتِ الْعَزِيْمَةُ مَوْجُوْدَةً مَعْمُوْلَةً فِى الشَّرِيْعَةِ كَانَتِ الرُّخْصَةُ فِىْ مُقَابَلَتِهَا اَيْضًا حَقِيْقَةً ثَابِتَةً ثُمَّ فِى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ مِنْهُمَا لَمَّا كَانَتِ الْعَزِيْمَةُ مَوْجُوْدَةً مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ كَانَتِ الرُّخْصَةُ اَيْضًا حَقِيْقَةً مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِىْ فَاِنَّ الْعَزِيْمَةَ فِيْهِ مَوْجُوْدَةٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ فَلَا تَكُوْنُ الرُّخْصَةُ اَحَقَّ اَيْضًا وَفِى الْقِسْمَيْنِ الْاٰخَرَيْنِ لَمَّا فَاتَتِ الْعَزِيْمَةُ مِنَ الْبَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُوْدَةً كَانَتِ الرُّخْصَةُ فِىْ مُقَابَلَتِهَا مَجَازًا بِمَعْنٰى اَنَّ اِطْلَاقَ الرُّخْصَةِ عَلَيْهِمَا مَجَازٌ اِذْ هِىَ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعَزِيْمَةِ قَائِمَةً مَقَامَهَا ثُمَّ فِى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ مِنْهُمَا لَمَّا فَاتَتِ الْعَزِيْمَةُ مِنْ تَمَامِ الْعَالَمِ وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُوْدَةً فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْمَوَادِّ كَانَتِ الرُّخْصَةُ اَتَمَّ الْمَجَازِ لَاشِبْهَ لَهٗ مِنَ الْحَقِيْقَةِ اَصْلًا بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِىْ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَفِى الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ মোটকথা প্রথম দু'প্রকারের মধ্যে لَمَّا كَانَتِ الْعَزِيْمَةُ مَوْجُوْدَةً যেহেতু عزيمت মওজুদ রয়েছে مَعْمُوْلَةً فِى الشَّرِيْعَةِ শরিয়তের মধ্যে আমলযোগ্য হিসেবে كَانَتِ الرُّخْصَةُ فِىْ مُقَابَلَتِهَا اَيْضًا সেহেতু এর মোকাবেলায় رخصت ও حقيقت হবে حَقِيْقَةً ثَابِتَةً ثُمَّ فِى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ مِنْهُمَا আর উক্ত প্রকারের মধ্যে যেহেতু প্রথমটির মধ্যে لَمَّا كَانَتِ الْعَزِيْمَةُ مَوْجُوْدَةً আযীমত মওজুদ রয়েছে مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ এটার সমস্ত দিক ও বিভাগের সাথে كَانَتِ الرُّخْصَةُ اَيْضًا সেহেতু رخصت ও এটার সমস্ত ও বিভাগের সাথে حَقِيْقَةً مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ حقيقت হবে بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِىْ এটা দ্বিতীয় প্রকারের বিপরীত فَاِنَّ الْعَزِيْمَةَ فِيْهِ مَوْجُوْدَةٌ مِنْ وَجْهٍ কেননা এতে কোনো কোনো দিকের হিসেবে عزيمت মওজুদ রয়েছে دُوْنَ وَجْهٍ এবং কোনো কোনো দিকের হিসেবে মওজুদ নেই فَلَا تَكُوْنُ الرُّخْصَةُ اَحَقَّ اَيْضًا সুতরাং رخصت ও মওজুদ না হওয়ার ব্যাপারে অধিক উপযোগী وَفِى الْقِسْمَيْنِ الْاٰخَرَيْنِ আর অপর দু'প্রকারের মধ্যে لَمَّا فَاتَتِ الْعَزِيْمَةُ مِنَ الْبَيْنِ যখন عزيمت উভয় দিক হতে বিলোপ হয়ে গেছে وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُوْدَةً আর عزيمت টা মওজুদ নেই كَانَتِ الرُّخْصَةُ فِىْ مُقَابَلَتِهَا مَجَازًا এজন্য এটার মোকাবেলায় رخصت মাজায হবে بِمَعْنٰى اَنَّ اِطْلَاقَ الرُّخْصَةِ عَلَيْهِمَا مَجَازٌ অর্থাৎ এটার অর্থ হবে যে, এতদুভয়ের উপর رخصت -এর প্রয়োগ مجاز হিসেবে হবে اِذْ هِىَ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعَزِيْمَةِ قَائِمَةً مَقَامَهَا কেননা এ رخصت - عزيمت -এর স্থলাভিষিক্ত হবে ثُمَّ فِى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ مِنْهُمَا আর এদের প্রথম প্রকার لَمَّا فَاتَتِ الْعَزِيْمَةُ مِنْ تَمَامِ الْعَالَمِ যেহেতু عزيمت সমগ্র জগত হতে উধাও হয়ে গেছে وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُوْدَةً فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْمَوَادِّ এবং কোনো ماده (বস্তু) এর মধ্যেই এটা মওজুদ নেই كَانَتِ الرُّخْصَةُ اَتَمَّ الْمَجَازِ সেহেতু رخصت (সুবিধা) اتم المجاز (সর্বাধিক পরিপূর্ণ মাজায) হবে لَاشِبْهَ لَهٗ مِنَ الْحَقِيْقَةِ اَصْلًا যার حقيقت -এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِىْ এটা দ্বিতীয় প্রকারের বিপরীত।

সরল অনুবাদ : মোটকথা, প্রথম দু' প্রকারের মধ্যে যেহেতু عزيمت শরিয়তের মধ্যে আমলযোগ্য হিসেবে মওজুদ রয়েছে, সেহেতু এর মোকাবেলায় رخصت ও حقيقت হবে। আর উক্ত প্রকারের মধ্যে যেহেতু প্রথমটির মধ্যে عزيمت এটার সমস্ত দিক ও বিভাগের সাথে মওজুদ রয়েছে, সেহেতু رخصت ও এটার সমস্ত দিক ও বিভাগের সাথে حقيقت হবে। এটা দ্বিতীয় প্রকারের বিপরীত। কেননা এতে কোনো কোনো দিকের হিসেবে عزيمت মওজুদ রয়েছে এবং কোনো কোনো দিকের হিসেবে মওজুদ নেই। এ জন্য এটার মোকাবেলায় رخصت মাজায হবে। অর্থাৎ এটার অর্থ হবে যে, এতদুভয়ের উপর رخصت --এর প্রয়োগ مجاز হিসেবে হবে। কেননা এই رخصت , عزيمت -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর এদের প্রথম প্রকার যেহেতু عزيمت সমগ্র জগত হতে উধাও হয়ে গেছে এবং কোনো ماده (বস্তু)-এর মধ্যেই এটা মওজুদ নেই সেহেতু رخصت (সুবিধা) اَتَمَّ الْمَجَازِ (সর্বাধিক পরিপূর্ণ মাজায) হবে। যার حقيقت -এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এটা দ্বিতীয় প্রকারের বিপরীত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَوْجُوْدَةٌ مِنْ وَجْهٍ الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ এই প্রকারের মধ্যে এক দিকের বিবেচনায় عزيمت রয়েছে এবং আরেক দিকের বিবেচনায় নেই। কাজেই এটার মোকাবেলায় رخصت মাজায হবে। অর্থাৎ এদের উপর رخصت -এর প্রয়োগ مجاز হিসেবে হবে। কেননা এই رخصت , عزيمت -এর স্থলাভিষিক্ত। এতে حرام হওয়ার سبب বাকি আছে তবে এটার حكم অনুপস্থিত।

فَإِنَّهُ لَمَّا وُجِدَتِ الْعَزِيْمَةُ فِي بَعْضِ الْمَوَادِّ كَانَتِ الرُّخْصَةُ أَنْقَصَ فِي مَجَازِيَّتِهَا أَمَّا أَحَقُّ نَوْعَيِ الْحَقِيْقَةِ فَمَا اسْتُبِيْحَ أَيْ عُوْمِلَ مُعَامَلَةَ الْمُبَاحِ فِي سُقُوْطِ الْمُؤَاخَذَةِ لَا أَنَّهُ يَصِيْرُ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ وَقِيَامِ حُكْمِهِ جَمِيْعًا وَهُوَ الْحُرْمَةُ فَلَمَّا كَانَ الْمُحَرِّمُ وَالْحُرْمَةُ كِلَاهُمَا مَوْجُوْدَيْنِ فَالْاِحْتِيَاطُ وَالْعَزِيْمَةُ فِي الْكَفِّ عَنْهُ وَمَعَ ذٰلِكَ يُرَخَّصُ فِي مُبَاشَرَةِ الطَّرْفِ الْمُقَابِلِ فَكَانَ هُوَ أَحَقُّ بِإِطْلَاقِ اِسْمِ الرُّخْصَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْوُجُوْهِ الْبَاقِيَةِ كَالْمُكْرَهِ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ أَيْ كَتَرَخُّصِ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ بِمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ لَا بِمَا دُوْنَهُ فَإِنَّهُ رُخِّصَ لَهُ إِجْرَاؤُهَا عَلَى اللِّسَانِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيْمَانِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّهُ لَمَّا وُجِدَتِ الْعَزِيْمَةُ فِيْ بَعْضِ الْمَوَادِّ কেননা যখন কতিপয় বস্তুর মধ্যে عزيمت বর্তমান রয়েছে كَانَتِ الرُّخْصَةُ أَنْقَصَ فِيْ مَجَازِيَّتِهَا তখন رخصت ও এর مجازيت -এর মধ্যে অসম্পূর্ণ হবে أَمَّا أَحَقُّ نَوْعَيِ الْحَقِيْقَةِ প্রথম প্রকার সর্বাধিক শক্তিশালী فَمَا اسْتُبِيْحَ আর তা হলো যাকে জায়েজ ও বৈধ মনে করা হয় فما استبيح আর তা হলো যাকে জায়েজ ও বৈধ মনে করা হয় أَيْ عُوْمِلَ مُعَامَلَةَ الْمُبَاحِ অর্থাৎ যার সাথে مباح -এর ন্যায় ব্যবহার করা হবে فِيْ سُقُوْطِ الْمُؤَاخَذَةِ ধরপাকড় না হওয়ার ব্যাপারে لَا أَنَّهُ يَصِيْرُ مُبَاحًا فِيْ نَفْسِهِ এটা নয় যে মূলতই এটা مباح হয়ে থাকে مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ وَقِيَامِ حُكْمِهِ جَمِيْعًا محرم এবং حكم উভয়ের প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও وَهُوَ الْحُرْمَةُ আর তা হলো হারাম হওয়া فَلَمَّا كَانَ الْمُحَرِّمُ وَالْحُرْمَةُ كِلَاهُمَا مَوْجُوْدَيْنِ যেহেতু محرم ও حرمت উভয়ই বর্তমান রয়েছে فَالْاِحْتِيَاطُ وَالْعَزِيْمَةُ فِي الْكَفِّ عَنْهُ তাই এটা হতে বিরত থাকাই عزيمت এবং সতর্কতা وَمَعَ ذٰلِكَ يُرَخَّصُ فِيْ مُبَاشَرَةِ الطَّرْفِ الْمُقَابِلِ এ জন্যই বিপরীত দিকের رخصت দেওয়া হয় فَكَانَ هُوَ أَحَقُّ সুতরাং এ প্রকার رخصت নামে অভিহিত হওয়ার অধিকতর উপযোগী بِإِطْلَاقِ اِسْمِ الرُّخْصَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْوُجُوْهِ الْبَاقِيَةِ অন্যান্য প্রকারসমূহের তুলনায় كَالْمُكْرَهِ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ যেমন ঐ ব্যক্তির رخصت -এর উপর আমল করা যাকে কুফরি বাক্য উচ্চারণের জন্য বাধ্য করা হয়েছে أَيْ كَتَرَخُّصِ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ যেমন ঐ ব্যক্তির رخصت -এর উপর আমল করা যাকে কুফরি বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয়েছে بِمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ এ জন্য যে তার জীবননাশের আশংকা রয়েছে أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ অথবা কমপক্ষে তার কোনো অঙ্গহানি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে لَا بِمَا دُوْنَهُ এছাড়া অন্যকোনো কারণে নয় فَإِنَّهُ رُخِّصَ لَهُ إِجْرَاؤُهَا عَلَى اللِّسَانِ কেননা এমনব্যক্তিকে কুফরি বাক্য উচ্চারণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে بِشَرْطِ এ শর্তে যে أَنْ يَكُوْنَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيْمَانِ তার অন্তর ঈমানের সাথে مطمئن থাকবে।

সরল অনুবাদ : কেননা যখন কতিপয় বস্তুর মধ্যে عزيمت বর্তমান রয়েছে তখন رخصت ও এর مجازيت -এর মধ্যে অসম্পূর্ণ হবে। **প্রথম প্রকার সর্বাধিক শক্তিশালী, আর তা হলো যাকে জায়েজ ও বৈধ মনে করা হয়।** অর্থাৎ ধরপাকড় না হওয়ার ব্যাপারে যার সাথে مباح -এর ন্যায় ব্যাবহার করা হবে। এটা নয় যে, মূলতই এটা مباح হয়ে থাকে। محرم এবং حكم **উভয়ের প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও।** যেহেতু محرم ও حرمت উভয়ই বর্তমান রয়েছে । তাই এটা হতে বিরত থাকাই عزيمت এবং সতর্কতা। এ জন্যই বিপরীত দিকের رخصت দেওয়া হয়। সুতরাং অন্যান্য প্রকারসমূহের তুলনায় এ প্রকার رخصت নামে অভিহিত হওয়ার অধিকতর উপযোগী। **যেমন– ঐ ব্যক্তির رخصت -এর উপর আমল করা যাকে কুফরি বাক্য উচ্চারণের** জন্য বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন– ঐ ব্যক্তির رخصت -এর উপর আমল করা যাকে কুফরি বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয়েছে। এই জন্য যে, তার জীবন নাশের আশঙ্কা রয়েছে। অথবা কমপক্ষে তার কোনো অঙ্গহানি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেননা এমন ব্যক্তিকে কুফরি বাক্য উচ্চারণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ শর্তে যে, তার অন্তর ঈমানের সাথে مطمئن থাকবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَيْ عُوْمِلَ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য "فَمَا اسْتُبِيْحَ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ" قيام حكمه -এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, এতে তো দু'টি বিপরীত বস্তুকে একত্রিকরণ হয়েছে। আর তারা হলো اباحت (জায়েজ হওয়া) ও حرمت (হারাম হওয়া)। এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, اى عومل الخ অর্থাৎ এর জন্য ধরপাকড় করা হবে না। এর অর্থ এই নয় যে মূলত এটা জায়েজ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَصِيْرُ مُبَاحًا الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, ধরপাকড় না হওয়া জায়েজ হওয়াকে لازم করে না। লক্ষ্যণীয় যে, যে ব্যক্তি গুনাহকে স্বীকার করে। এবং আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ ক্ষমা করে দেন ও পাকড়াও না করেন তার গুনাহ مباح বা জায়েজ হয়ে যায় না; বরং সেটা অপরাধই থেকে যায়।

قَوْلُهُ مَنْ أُكْرِهَ الخ -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, اكراه বা বাধ্যকরণ দু' প্রকার। مباح এবং غير مباح সুতরাং مباح এমন اكراه -কে বলে যার দ্বারা نفس (জীবন) বা শরীরের কোনো অঙ্গ নাশ হয়ে যেতে পারে। যেমন– হত্যা বা হাত কাটার দ্বারা বাধ্য করা। আর غير مباح এতদ্ভিন্ন অন্য কোনোভাবে বাধ্য করা। যেমন আটক করা অথবা প্রহার করা বা সম্পদ বিনষ্টের মাধ্যমে বাধ্য করা।

مَعَ اَنَّ الْمُحَرِّمَ لِلشِّرْكِ وَهُوَ حُدُوْثُ الْعَالَمِ وَالنُّصُوْصُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَالْحُرْمَةُ كِلَاهُمَا مَوْجُوْدَانِ بِلَارَيْبٍ وَمَعَ ذٰلِكَ يُرَخَّصُ لَهٗ لِاَنَّ حَقَّهٗ فِىْ نَفْسِهٖ يَفُوْتُ عِنْدَ الْاِمْتِنَاعِ صُوْرَةً وَمَعْنًى اَمَّا صُوْرَةً فَبِتَخْرِيْبِ الْبُنْيَةِ وَاَمَّا مَعْنًى فَبِزُهُوْقِ الرُّوْحِ وَفِى الْاِقْدَامِ عَلَيْهَا لَايَفُوْتُ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعْنًى لِاَنَّ التَّصْدِيْقَ بَاقٍ وَاِفْطَارُهٗ فِىْ رَمَضَانَ اَىْ اِذَا اُكْرِهَ الصَّائِمُ فِيْهِ اِلْجَاءً عَلٰى اِفْطَارِهٖ فِىْ رَمَضَانَ يُبَاحُ لَهُ الْاِفْطَارُ مَعَ اَنَّ الْمُحَرِّمَ وَهُوَ شُهُوْدُ رَمَضَانَ وَالْحُرْمَةُ كِلَاهُمَا مَوْجُوْدَانِ لِاَنَّ حَقَّهٗ يَفُوْتُ رَاْسًا وَحَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى بَاقٍ بِالْخَلْفِ وَاِتْلَافُهٗ مَالَ الْغَيْرِ اَىْ اِذَا اُكْرِهَ عَلٰى اِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ رُخِّصَ لَهٗ ذٰلِكَ مَعَ اَنَّ الْمُحَرِّمَ وَالْحُرْمَةَ كِلَاهُمَا مَوْجُوْدَانِ لِاَنَّ حَقَّهٗ يَفُوْتُ رَاْسًا وَحَقَّ الْمَالِكِ بَاقٍ بِالضَّمَانِ وَتَرْكُ الْخَائِفِ عَلٰى نَفْسِهِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ عَطْفٌ عَلَى الْمُكْرَهِ اَىْ اِذَا تَرَكَ الْخَائِفُ عَلٰى نَفْسِهِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ لِلسُّلْطَانِ الْجَائِرِ جَازَ لَهٗ ذٰلِكَ مَعَ اَنَّ الْمُحَرِّمَ وَهُوَ الْوَعِيْدُ عَلٰى تَرْكِ الْاَمْرِ مَعَ مُوْجِبِهٖ قَائِمٌ لِاَنَّ حَقَّهٗ يَفُوْتُ رَاْسًا وَحَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى بَاقٍ بِاعْتِقَادِ حُرْمَةِ التَّرْكِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : مَعَ اَنَّ الْمُحَرِّمَ لِلشِّرْكِ অথচ শিরকের হারামকারী وَهُوَ حُدُوْثُ الْعَالَمِ وَالنُّصُوْصُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ আর তা হলো বিশ্ব ধ্বংস হওয়া এবং তার উপর নির্দেশকারী নসসমূহ وَالْحُرْمَةُ كِلَاهُمَا مَوْجُوْدَانِ بِلَا رَيْبٍ এবং এটা হারাম হওয়া উভয়ই সাব্যস্ত হয়েছে وَمَعَ ذٰلِكَ يُرَخَّصُ لَهٗ মোটকথা এতদসত্ত্বেও যাকে বাধ্য করা হয়েছে তাকে কুফরি কালাম উচ্চারণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে لِاَنَّ حَقَّهٗ فِىْ نَفْسِهٖ يَفُوْتُ عِنْدَ الْاِمْتِنَاعِ কেননা اِمْتِنَاعْ-এর অবস্থায় তার অধিকার মূলত হাতছাড়া হয়ে যায় صُوْرَةً وَّمَعْنًى কার্যগতভাবেও এবং অর্থগতভাবেও اَمَّا صُوْرَةً কার্যের দিক হতে এজন্য যে فَبِتَخْرِيْبِ الْبُنْيَةِ-এর মূল বুনিয়াদই ভেঙ্গে যায় وَاَمَّا مَعْنًى আর অর্থের দিক দিয়ে এ জন্য যে فَبِزُهُوْقِ الرُّوْحِ তার জীবনই শেষ হয়ে যায় وَفِى الْاِقْدَامِ عَلَيْهَا অবশ্য কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করার অবস্থায় لَايَفُوْتُ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعْنًى অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহর অধিকার হাতছাড়া হয় না لِاَنَّ التَّصْدِيْقَ بَاقٍ কেননা تصديق যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে রয়েছে এটা অবশিষ্ট থেকে যায় وَاِفْطَارُهٗ فِىْ رَمَضَانَ এবং ঐ রোজাদারের رخصت-এর আমল করা (ইফতার করা) যাকে রমজানের মধ্যে ইফতার করার জন্য বাধ্য করা হয়ছে اَىْ اِذَا اُكْرِهَ الصَّائِمُ فِيْهِ অর্থাৎ যেমন রোজাদারকে যখন এমন বস্তুর দ্বারা বাধ্য করা হবে اِلْجَاءً عَلٰى اِفْطَارِهٖ فِىْ رَمَضَانَ যার দ্বারা রোজাদারকে রমজান মাসের ইফতার করার জন্য বাধ্য করা হয় يُبَاحُ لَهُ الْاِفْطَارُ তাহলে তার জন্য ইফতার করা জায়েজ হয়ে যাবে مَعَ اَنَّ الْمُحَرِّمَ অথচ محرم (রমজান) وَهُوَ شُهُوْدُ رَمَضَانَ আর তা হলো রমজান মাসের উপস্থিতি وَالْحُرْمَةُ এবং حرمت (রমজানে ইফতার হারাম হওয়া) كِلَاهُمَا مَوْجُوْدَانِ উভয়ই বর্তমান রয়েছে لِاَنَّ حَقَّهٗ يَفُوْتُ رَاْسًا - مباح হওয়ার কারণ এই যে, যদিও صائم-এর অধিকার সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায় وَحَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى بَاقٍ بِالْخَلْفِ তথাপিও আল্লাহর অধিকার خلف (কাজা) হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায় وَاِتْلَافُهٗ مَالَ الْغَيْرِ এবং ঐ ব্যক্তির رخصت-এর উপর আমল করা যাকে অন্যের সম্পদ ধ্বংস করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে اَىْ اِذَا اُكْرِهَ عَلٰى اِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ অর্থাৎ যখন মুসলমানকে অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার জন্য বাধ্য করা হবে رُخِّصَ لَهٗ ذٰلِكَ তখন তার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে مَعَ اَنَّ الْمُحَرِّمَ وَالْحُرْمَةَ كِلَاهُمَا مَوْجُوْدَانِ যদিও محرم (অন্যের মালিকানা) এবং حرمت (অন্যের মাল বিনষ্ট করা) উভয়ই বর্তমান আছে لِاَنَّ حَقَّهٗ يَفُوْتُ رَاْسًا এজন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে যদিও তার অধিকার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে وَحَقَّ الْمَالِكِ بَاقٍ بِالضَّمَانِ তথাপি ক্ষতিপূরণের দিক বিবেচনায় মালিকের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে وَتَرْكُ الْخَائِفِ عَلٰى نَفْسِهٖ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ এবং ঐ ব্যক্তির رخصت-এর উপর আমল করা, যে ব্যক্তি জীবনের ভয়ে সৎকাজের আদেশ ছেড়ে দিয়েছে

عَطْفٌ عَلَى الْمُكْرَهِ এটা المكره -এর সাথে সম্পর্কশীল أَيْ إِذَا تَرَكَ الْخَائِفُ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় জীবননাশের আশঙ্কায় সৎকাজের আদেশ দান ছেড়ে দেয় لِلسُّلْطَانِ الْجَائِرِ জালিম বাদশাহের সম্মুখে جَازَ لَهُ ذٰلِكَ তাহলে তা তার জন্য করা জায়েজ হবে مَعَ أَنَّ الْمُحَرِّمَ وَهُوَ الْوَعِيْدُ عَلٰى تَرْكِ الْأَمْرِ যদিও محرم আদেশ পরিহারের হুমকী مَعَ مُوْجَبِهِ قَائِمٌ এর موجب (আদেশ পরিহার হারাম হওয়া) এর সহ বর্তমান রয়েছে لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوْتُ رَأْسًا কেননা যদিও তার অধিকার সম্পূর্ণভাবে হরণ করা ফরজ وَحَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى بَاقٍ তথাপিও আল্লাহ তা'আলার অধিকার অবশিষ্ট রয়েছে بِاعْتِقَادِ حُرْمَةِ التَّرْكِ পরিত্যাগ করা হারাম হওয়ার আকীদার সাথে।

সরল অনুবাদ : অথচ শিরককে হারামকারী এবং এটা হারাম হওয়া উভই নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত হয়েছে। মোটকথা, এতদসত্ত্বেও যাকে বাধ্য করা হয়েছে তাকে কুফরি কালাম উচ্চারণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেননা امتناع -এর অবস্থায় তার অধিকার মূলত হাতছাড়া হয়ে যায় কার্যগতভাবেও এবং অর্থগতভাবেও। কার্যের দিক হতে এ জন্য যে, এর মূল বুনিয়াদই ভেঙ্গে যায়। আর অর্থের দিক দিয়ে এ কারণে যে, তার জীবনই শেষ হয়ে যায়। অবশ্য কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করার অবস্থায় অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহর অধিকার হাতছাড়া হয় না। কেননা تصديق যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে রয়েছে এটা অবশিষ্ট থেকে যায়। **এবং ঐ রোজাদারের رخصت-এর আমল করা (ইফতার করা) যাকে রমজানের মধ্যে ইফতার করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে।** অর্থাৎ যেমন রোজাদারকে যখন এমন বস্তুর দ্বারা বাধ্য করা হবে যার দ্বারা রোজাদারকে রমজান মাসে ইফতার করার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে তার জন্য ইফতার করা জায়েজ হয়ে যাবে। অথচ محرم (রমজান) এবং حرمت (রমজানে ইফতার হারাম হওয়া) উভয়ই বর্তমান রয়েছে। مباح হওয়ার কারণ এই যে, যদিও صائم -এর অধিকার সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায় তথাপিও আল্লাহর অধিকার خلف (কাজা) হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। এবং ঐ ব্যক্তির رخصت -এর উপর আমল করা যাকে অন্যের সম্পদ ধ্বংস করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন মুসলমানকে অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার জন্য বাধ্য করা হবে তখন তার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যদিও محرم অন্যের মালিকানা এবং حرمت (অন্যের মাল বিনষ্ট করা) উভয়ই বর্তমান আছে। এজন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, যদিও তার অধিকার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে তথাপি ক্ষতিপূরণের দিক বিবেচনায় মালিকের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। **এবং ঐ ব্যক্তির رخصت -এর উপর আমল করা যে ব্যক্তি জীবনের ভয়ে সৎকাজের আদেশ ছেড়ে দিয়েছে।** এটা المكره -এর সাথে সম্পর্কশীল। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় জীবন নাশের আশঙ্কায় জালিম বাদশাহের সম্মুখে সৎকাজের আদেশ দান ছেড়ে দেয়, তাহলে তা তার জন্য করা জায়েজ হবে। যদিও محرم (অর্থাৎ) আদেশ পরিহারের হুমকী। এর موجب (আদেশ পরিহার হারাম হওয়া)-এর সহ বর্তমান রয়েছে। কেননা যদিও তার অধিকার সম্পূর্ণভাবে হরণ করা ফরজ তথাপিও পরিত্যাগ করা হারাম হওয়ার আকীদার সাথে আল্লাহ তা'আলার অধিকার অবশিষ্ট রয়েছে।

وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ اَىْ كَجِنَايَةِ الْمُكْرَهِ عَلَى إِحْرَامِهِ يُبَاحُ لَهُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ وَحُكْمِهِ جَمِيعًا لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ رَأْسًا وَحَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى بَاقٍ بِأَدَاءِ الْغُرْمِ وَلَا يَخْلُو هٰذَا اللَّفْظُ عَنْ اِنْتِشَارٍ وَلَوْ أُرْجِعَ ضَمِيرُهُ إِلَى الْخَائِفِ يَخْرُجُ عَنِ الْاِنْتِشَارِ قَلِيلًا وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَتَرْكُ الْخَائِفِ فِي الذِّكْرِ لَكَانَ أَوْلٰى بِاتِّصَالِ أَمْثِلَةِ الْمُكْرَهِ كُلِّهَا وَتَنَاوُلُ الْمُضْطَرِّ مَالَ الْغَيْرِ اَىْ كَتَنَاوُلِ الشَّخْصِ الْمُضْطَرِّ بِالْمَخْمَصَةِ حَيْثُ يُرَخَّصُ لَهُ تَنَاوُلُ طَعَامِ الْغَيْرِ لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ بِالْمَوْتِ عَاجِلًا وَحَقُّ الْمَالِكِ مَرْعِىٌّ بِالضَّمَانِ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ الْمُحَرِّمَ وَالْحُرْمَةَ كِلَاهُمَا مَوْجُودَانِ مَعًا وَحُكْمُهُ اَىْ حُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّخْصَةِ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ أَوْلٰى حَتّٰى لَوْ صَبَرَ وَقُتِلَ فِي صُورَةِ الْإِكْرَاهِ كَانَ شَهِيدًا لِأَنَّهُ بَذَلَ نَفْسَهُ لِإِقَامَةِ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ তদ্রূপ اِحْرَامْ অবস্থায় محرم বাধ্য হয়ে অপরাধে জড়িত হওয়া اَىْ كَجِنَايَةِ الْمُكْرَهِ عَلَى إِحْرَامِهِ অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তিকে احرام -এর অবস্থায় অপরাধে জড়িত হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে يُبَاحُ لَهُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ তখন যার উপর তাকে বাধ্য করা হয়েছে তা করা জায়েজ হবে مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ وَحُكْمِهِ جَمِيعًا কেননা محرم (احرام) এবং এটার حكم (অর্থাৎ ইহরামের অবস্থায় جنايت হারাম হওয়া) উভয়ই বর্তমান রয়েছে لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ رَأْسًا কেননা যদিও তার অধিকার সম্পূর্ণ فوت হয়ে যায় وَحَقُّ اللّٰهِ تَعَالٰى بَاقٍ بِأَدَاءِ الْغُرْمِ তথাপিও ক্ষতিপূরণ আদায়ের অবস্থায় আল্লাহর অধিকার অবশিষ্ট থেকে যায় وَلَا يَخْلُو هٰذَا اللَّفْظُ عَنْ اِنْتِشَارٍ আর جنايت শব্দটি বিশৃঙ্খল হতে খালি নয় وَلَوْ أُرْجِعَ ضَمِيرُهُ إِلَى الْخَائِفِ যদিও এটার ضمير কে المكره -এর স্থলে الخائف -এর দিকে ফিরানো হয় يَخْرُجُ عَنِ الْاِنْتِشَارِ قَلِيلًا তাহলে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَتَرْكُ الْخَائِفِ فِي الذِّكْرِ যদিও গ্রন্থকার (র.) তাকে ترك الخائف -এর পূর্বে উল্লেখ করতেন لَكَانَ أَوْلٰى তাহলে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো بِاتِّصَالِ أَمْثِلَةِ الْمُكْرَهِ كُلِّهَا - مكره -এর উদাহরণসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দরুন وَتَنَاوُلُ الْمُضْطَرِّ مَالَ الْغَيْرِ এবং ক্ষুধার দরুন মজদুর ব্যক্তি অন্যের মাল জীবন রক্ষার্থে ছিনিয়ে নেওয়া حَيْثُ يُرَخَّصُ لَهُ تَنَاوُلُ طَعَامِ الْغَيْرِ কেননা তার জন্য অন্যের খাদ্য হতে জীবন রক্ষার পরিমাণ গ্রহণ করা জায়েজ لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ بِالْمَوْتِ عَاجِلًا কেননা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর অবস্থায় তার অধিকার হাতছাড়া হয়ে যায় وَحَقُّ الْمَالِكِ مَرْعِىٌّ بِالضَّمَانِ بَعْدَهُ তবে ক্ষতিপূরণের দিক বিবেচনায় এর পরও মালিকের অধিকার সংরক্ষিত থাকে مَعَ أَنَّ الْمُحَرِّمَ وَالْحُرْمَةَ كِلَاهُمَا مَوْجُودَانِ مَعًا যদিও محرم (অন্যের মালিকানা) এবং حرمت (অন্যের মাল খাওয়া হারাম হওয়া) উভয়ই বর্তমান রয়েছে وَحُكْمُهُ এবং এটার حكم. اَىْ حُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّخْصَةِ অর্থাৎ رخصت -এর এ প্রকারের حكم এই যে أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ أَوْلٰى - عزيمت -এর উপর আমল করা উত্তম حَتّٰى لَوْ صَبَرَ এমনকি যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে যদি ধৈর্যধারণ করে وَقُتِلَ فِي صُورَةِ الْإِكْرَاهِ এবং জবরদস্তির অবস্থায় হত্যা করে দেওয়া হয় كَانَ شَهِيدًا তাহলে শহীদ হবে لِأَنَّهُ بَذَلَ نَفْسَهُ কেননা সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে لِإِقَامَةِ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ احرام -এর অবস্থায় محرم বাধ্য হয়ে অপরাধে জড়িত হওয়া। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তিকে احرام -এর অবস্থায় অপরাধে জড়িত হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে তখন যার উপর তাকে বাধ্য করা হয়েছে তা করা জায়েজ হবে। কেননা محرم (احرام) এবং এটার حكم (অর্থাৎ ইহ্রামের অবস্থায় جنايت হারাম হওয়া) উভয়ই বর্তমান রয়েছে। কেননা যদিও তার অধিকার সম্পূর্ণ فوت হয়ে যায় তথাপিও ক্ষতিপূরণ আদায়ের অবস্থায় আল্লাহর অধিকার অবশিষ্ট থেকে যায়। আর

جنايت -এর শব্দটি বিশৃঙ্খল হতে খালি নয়। যদি এটার ضمير -কে المكره -এর স্থলে الخائف -এর দিকে ফিরানো হয়, তাহলে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। যদি গ্রন্থকার (র.) "যাকে تَرْكُ الْخَائِفِ -এর" পূর্বে উল্লেখ করতেন তাহলে مكره -এর উদাহরণ সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দরুন সর্বাধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ হতো। **এবং ক্ষুধায় অস্থির ব্যক্তির অন্যের মাল খাওয়া।** অর্থাৎ ক্ষুধার দরুন মজদুর ব্যক্তি অন্যের মাল জীবন রক্ষার্থে ছিনিয়ে নেওয়া। কেননা তার জন্য অন্যের খাদ্য হতে জীবন রক্ষার পরিমাণ গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর অবস্থায় তার অধিকার হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে ক্ষতিপূরণের দিক বিবেচনায় এর পরও মালিকের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। যদিও محرم (অন্যের মালিকানা) এবং حرمت (অন্যের মাল খাওয়া হারাম হওয়া) উভয়ই বর্তমান রয়েছে। **এবং এটার حكم** অর্থাৎ رخصت -এর এই প্রকারের حكم এই যে, عزيمت **-এর উপর আমল করা উত্তম। এমনকি যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে যদি ধৈর্যধারণ করে এবং জবরদস্তির অবস্থায় হত্যা করে দেয়া হয়, তাহলে শহীদ হবে।** কেননা আল্লাহর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى إِحْرَامِهِ الخ -এর আলোচনা : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, الاحرام -এর মধ্যস্থিত আলিফ-লাম (ال) مضاف اليه -এর পরিবর্তে হয়েছে। আর مضاف اليه হচ্ছে "ه"

قَوْلُهُ لَكَانَ أَوْلَى بِاتِّصَالِ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ গ্রন্থকার (র.) তার বক্তব্য وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ -কে যদি তার অপর বাক্য وترك الخائف على نفسه الخ -এর পূর্বে উল্লেখ করতেন তাহলে উত্তম হতো। কেননা তাতে مكره -এর জন্য যতটি উদাহরণ পেশ করেছেন সব সংযুক্ত হতো। আর তাই উত্তম হতো। কারণ معطوف عليه অর্থাৎ إِجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ -এর সাথে معطوف সমূহ সংশ্লিষ্ট হতো। এটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। কেননা গ্রন্থকার (র.) বক্তব্য وجنايته الخ যদি তার কথা تَرْكُ الْخَائِفِ -এর উপর عطف হয়, তাহলেও তা أَجْزَاءُ كَلِمَةُ الخ উপর عطف হবে না; বরং তার বক্তব্য مكره -এর উপর عطف হবে। আর ل হরফে جر -এর দ্বারা مجرور হবে।

وَكَذَا لَوْ اَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ فِيْ صُوْرَةِ الْخَوْفِ اَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَالَ الْغَيْرِ وَمَاتَ لَمْ يَمُتْ اٰثِمًا بَلْ شَهِيْدًا وَاِنْ عَمِلَ بِالرُّخْصَةِ اَيْضًا يَجُوْزُ لَهُ عَلٰى مَاحَرَّرْتُ وَالثَّانِيْ مَا اسْتُبِيْحَ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لٰكِنَّ الْحُكْمَ تَرَاخِيٌّ عَنْهُ فَهُوَ اَدْوَنُ مِنَ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّ السَّبَبَ قَائِمٌ فَهُوَ مِنَ الرُّخَصِ الْحَقِيْقَةِ وَمِنْ حَيْثُ اَنَّ الْحُكْمَ تَرَاخِيٌّ عَنْهُ كَانَ غَيْرَ اَحَقِّ كَالْمُسَافِرِ اَيْ كَافْطَارِ الْمُسَافِرِ يُرَخَّصُ لَهُ فَاِنَّ الْمُسَبَّبَ وَهُوَ شُهُوْدُ الشَّهْرِ مَوْجُوْدٌ فِيْ حَقِّهٖ لٰكِنَّ حُكْمَهُ وَهُوَ وُجُوْبُ اَدَاءِ الصَّوْمِ تَرَاخِيٌّ عَنْهُ اِلٰى اِدْرَاكِ عِدَّةٍ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَا لَوْ اَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ فِيْ صُوْرَةِ الْخَوْفِ তদ্রূপ مَجْبُوْر ব্যক্তি যদি জীবন নাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ করে اَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَالَ الْغَيْرِ অথবা অন্যের মাল ভক্ষণ না করে وَمَاتَ এবং মৃত্যুবরণ করে لَمْ يَمُتْ اٰثِمًا তাহলে পাপী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না بَلْ شَهِيْدًا বরং শহীদ হবে وَاِنْ عَمِلَ بِالرُّخْصَةِ اَيْضًا তবে رخصت-এর উপর আমল করাও يَجُوْزُ لَهُ তার জন্য জায়েজ হবে عَلٰى مَا حَرَّرْتُ যা আমি পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি وَالثَّانِيْ - رخصت حقيقه-এর দ্বিতয়ি প্রকার এই যে مَا اسْتُبِيْحَ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ - سبب-এর উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে مباح হিসেবে গণ্য করা لٰكِنَّ الْحُكْمَ تَرَاخِيٌّ عَنْهُ অবশ্য حكم এটার পরে হবে فَهُوَ اَدْوَنُ مِنَ الْاَوَّلِ এটা প্রথম প্রকারের তুলনায় নিকৃষ্ট ও নিম্ন স্তরের لِاَنَّهُ مِنْ حَيْثُ اَنَّ السَّبَبَ قَائِمٌ কেননা যতদূর পর্যন্ত سبب-এর উপস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে فَهُوَ مِنَ الرُّخَصِ الْحَقِيْقَةِ তা হাকীকী রুখসত وَمِنْ حَيْثُ اَنَّ الْحُكْمَ تَرَاخِيٌّ عَنْهُ আর যতদূর পর্যন্ত حكم বিলম্বিত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে كَانَ غَيْرَ اَحَقِّ তা حقيقى নয় كَالْمُسَافِرِ যেমন মুসাফির اَيْ كَافْطَارِ الْمُسَافِرِ يُرَخَّصُ لَهُ অর্থাৎ যেমন ইফতার করা মুসাফিরের জন্য বৈধ فَاِنَّ الْمُسَبَّبَ কেননা مسبب - وَهُوَ شُهُوْدُ الشَّهْرِ তা হলো রমজান মাসের উপস্থিতি (রমজানের উপস্থিতি) مَوْجُوْدٌ فِيْ حَقِّهٖ তার জন্য বর্তমান لٰكِنَّ حُكْمَهُ অবশ্য এটার হুকুম وَهُوَ وُجُوْدُ اَدَاءِ الصَّوْمِ আর তা হলো রোজা আদায় ওয়াজিব হওয়া تَرَاخِيٌّ عَنْهُ - سبب হতে বিলম্ব হবে اِلٰى اِدْرَاكِ عِدَّةٍ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ পরবর্তী সময় পর্যন্ত।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ مجبور ব্যক্তি যদি জীবন নাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ করে অথবা অন্যের মাল ভক্ষণ না করে এবং মৃত্যুবরণ করে, তাহলে পাপী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না বরং শহীদ হবে। তবে رخصت-এর উপর আমল করাও তার জন্য জায়েজ হবে, যা আমি পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি। **رخصت حقيقه-এর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, سبب-এর উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে مباح হিসেবে গণ্য করা। অবশ্য حكم এটার পরে হবে।** এটা প্রথম প্রকারের তুলনায় নিকৃষ্ট ও নিম্নস্তরের। কেননা যতদূর পর্যন্ত سبب-এর উপস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে তা হাকীকী رخصت আর যতদূর পর্যন্ত حكم বিলম্বিত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে তা حقيقى নয়। **যেমন– মুসাফির।** অর্থাৎ যেমন ইফ্তার করা মুসাফিরের জন্য বৈধ। কেননা سبب (রমজানের উপস্থিতি) তার জন্য বর্তমান। অবশ্য এটার حكم (অর্থাৎ রোজা আদায় ওয়াজিব হওয়া) পরবর্তী সময় পর্যন্ত سبب হতে বিলম্ব হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لٰكِنَّ حُكْمَهُ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ মুসাফিরের বেলায় রোজা ওয়াজিব হওয়ার سبب অর্থাৎ রমজান মাস বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এটার حكم অর্থাৎ রোজা ওয়াজিব হওয়া পরবর্তী সময় বিলম্বিত হয়েছে। قمر الاقمار-এর হাশিয়াকার (র.) বলেন, উক্ত বক্তব্যটি আমার বোধগম্য নয়। কারণ রমজান মাসের আগমন হলো রোজা ফরজ হওয়ার সবব। আর এটার حكم হলো মূল রোজা ওয়াজিব হওয়া। আর উক্ত حكم মুসাফির হতে বিলম্ব হয় না। কেননা মুসাফির ফরজ রোজা আদায় করলে তা আদায় হয়ে যায়। তবে মুসাফিরের বেলায় وجوب اداء বিলম্ব করা যায়। কিন্তু রমজানের আগমন রোজা রাখার سبب হয় না। সঠিক কথা হলো, মুসাফিরের জন্য রোজা ভঙ্গের এখতিয়ার রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত রমজান মাসে উপস্থিত থাকবে তাকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে।) এ বক্তব্যটি মুকীম ও মুসাফির নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। তবে মুসাফিরের জন্য এই سبب-এর حكم অর্থাৎ وجوب اداء অন্য সময় পালন করার এখতিয়ার থাকবে। এ বিলম্বকরণের অনুমতির বিষয় আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ রোগগ্রস্ত বা সফরে থাকে, তাহলে এটা অন্য সময়ে আদায় করবে।

وَحُكْمُهُ اَنَّ الْاَخْذَ بِالْعَزِيْمَةِ اَوْلٰى لِكَمَالِ سَبَبِهٖ وَهُوَ شُهُوْدُ الشَّهْرِ حَتّٰى كَانَ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ اَفْضَلَ مِنَ الْاِفْطَارِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) اَلْاِفْطَارُ اَفْضَلُ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ وَقَوْلُهٗ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ قُلْنَا كَانَ ذٰلِكَ مَحْمُوْلًا عَلٰى حَالَةِ الْجِهَادِ وَلِتَرَدُّدٍ فِى الرُّخْصَةِ فَالْعَزِيْمَةُ تُؤَدِّىْ مَعْنَى الرُّخْصَةِ مِنْ وَجْهٍ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِكَمَالِ سَبَبِهٖ فَهُوَ دَلِيْلٌ ثَانٍ لِكَوْنِ الْعَزِيْمَةِ اَوْلٰى وَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الرُّخْصَةَ اِنَّمَا هِىَ لِلْيُسْرِ وَالْيُسْرُ كَمَا يَكُوْنُ فِى الْاِفْطَارِ وَهُوَ اَيْضًا كَذٰلِكَ يَكُوْنُ فِى الصَّوْمِ لِاَجْلِ مُوَافَقَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَشِرْكَتِهٖ مَعَ سَائِرِ النَّاسِ فَاِنَّ الْبَلِيَّةَ اِذَا عَمَّتْ طَابَتْ فَمَا ظَنُّكَ بِالْعِبَادَةِ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ يَعْسُرُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِى الْاِقَامَةِ اِذَا رَاٰى سَائِرَ النَّاسِ يُفْطِرُوْنَ وَمَا اَحْسَنَ هٰذِهِ الدِّقَّةَ لِلْحَنَفِيَّةِ وَلَقَدْ جَرَّبْنَاهَا مِرَارًا ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَحُكْمُهُ আর এ প্রকারের حكم হলো اَنَّ الْاَخْذَ بِالْعَزِيْمَةِ اَوْلٰى - عزيمت-এর উপর আমল করা উত্তম لِكَمَالِ سَبَبِهٖ এটার سبب كامل (পূর্ণাঙ্গ) হওয়ার কারণে وَهُوَ شُهُوْدُ الشَّهْرِ রমজান মাসের আগমন হলো - سبب حَتّٰى كَانَ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ সুতরাং সফরের অবস্থায় রোজা রাখা اَفْضَلَ مِنَ الْاِفْطَارِ عِنْدَنَا আমাদের (হানাফীদের) মতে রোজা ভঙ্গ করা অপেক্ষা উত্তম وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে اَلْاِفْطَارُ اَفْضَلُ রোজা ভঙ্গ করা উত্তম لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ সফরের অবস্থায় রোজা পালনকারী নাফরমান তারা নাফরমান তথা আদেশ লঙ্ঘনকারী وَقَوْلُهٗ এবং রাসূল ﷺ এর বাণী لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ সফরে থাকাকালীন রোজা রাখা ভালো নয় قُلْنَا আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.) পক্ষ হতে উত্থাপিত হাদীসসমূহের ব্যাপারে বলছি যে كَانَ ذٰلِكَ مَحْمُوْلًا عَلٰى حَالَةِ الْجِهَادِ এ হাদীসগুলো জিহাদের অবস্থার জন্য প্রযোজ্য وَلِتَرَدُّدٍ فِى الرُّخْصَةِ আর এ জন্য যে رخصت-এর ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে فَالْعَزِيْمَةُ تُؤَدِّىْ مَعْنَى الرُّخْصَةِ مِنْ وَجْهٍ অতএব একদিক দিয়ে عزيمت (ইহা) رخصت-এর অর্থকেও শামিল করে عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهٖ لِكَمَالِ سَبَبِهٖ এটা لكمال سببه-এর সাথে সংশ্লিষ্ট فَهُوَ دَلِيْلٌ ثَانٍ لِكَوْنِ الْعَزِيْمَةِ اَوْلٰى সুতরাং عزيمت উত্তম হওয়ার দ্বিতীয় দলিল وَذٰلِكَ لِاَنَّ الرُّخْصَةَ اِنَّمَا هِىَ لِلْيُسْرِ দ্বিধার কারণ হলো رخصت সহজতার জন্য হয়ে থাকে وَالْيُسْرُ كَمَا يَكُوْنُ فِى الْاِفْطَارِ আর সহজতা যেমন রোজা ভঙ্গের মধ্যে হয়ে থাকে وَهُوَ اَيْضًا كَذٰلِكَ يَكُوْنُ فِى الصَّوْمِ তদ্রূপ রোজাদার হওয়ার মধ্যে সমস্ত মুসলমানদের সাথে موافقت (অংশীদারিত্ব) হয়ে থাকে فَاِنَّ الْبَلِيَّةَ اِذَا عَمَّتْ طَابَتْ কারণ লক্ষণীয় যে, ইবাদত আম (ব্যাপক) হলে কতইনা উত্তম হবে ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ يعسر عليه الصوم এবং এটার পর রোজা রাখা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে فِى الْاِقَامَةِ ইকামতের অবস্থায় اِذَا رَاٰى سَائِرَ النَّاسِ يُفْطِرُوْنَ যখন সে দেখবে সব লোক পানাহার করছে আর মাত্র সে একাকী রোজাদার وَمَا اَحْسَنَ هٰذِهِ الدِّقَّةَ لِلْحَنَفِيَّةِ চিন্তা করে দেখুন যে, হানাফী আলিমগণের এ সুক্ষ্ম দৃষ্টি কতইনা সুন্দর ও প্রশংসনীয় وَلَقَدْ جَرَّبْنَاهَا مِرَارًا আমরা বার বার তাদের সুক্ষ্ম দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি পরীক্ষা করেছি।

সরল অনুবাদ : আর এ প্রকারের حكم হলো عزيمت-এর উপর আমল করা উত্তম। এটার "سَبَب كَامِل" (পূর্ণাঙ্গ) হওয়ার কারণ। রমজান মাসের আগমন হলো سبب সুতরাং আমাদের (হানাফীদের) মতে সফরের অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা অপেক্ষা রোজা রাখা উত্তম এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে রোজা ভঙ্গ করা উত্তম। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ" (সফরের অবস্থায় রোজা পালনকারী নাফরমান, তারা নাফরমান তথা

আদেশ লঙ্ঘনকারী)। এবং لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ অর্থাৎ সফরে থাকাকালীন রোজা রাখা ভালো নয়। আমরা ইমাম শাফেয়ীর (র.) পক্ষ হতে উত্থাপিত হাদীস সমূহের ব্যাপারে বলেছে যে, এ হাদীসগুলো জিহাদের অবস্থার জন্য প্রযোজ্য। **আর এ জন্য যে, رخصت -এর ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে। অতএব এক দিক দিয়ে عزيمت (ইহা) رخصت -এর অর্থকেও শামিল করে।** এটা "لِكَمَالِ سَبَبِهِ" -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং عزيمت উত্তম হওয়ার দ্বিতীয় দলিল। দ্বিধার কারণ হলো رخصت সহজতার জন্য হয়ে থাকে। আর সহজতা যেমন রোজা ভঙ্গের মধ্যে হয়ে থাকে তদ্রূপ রোজাদার হওয়ার মধ্যেও হয়ে থাকে। কেননা রোজাদার হওয়ার মধ্যে সমস্ত মুসলমানের সাথে موافقت (মিল) হয়ে থাকে এবং সকলের সাথে شركت (অংশীদারিত্ব) হয়ে থাকে। কারণ লক্ষণীয় যে, বিপদ ব্যাপক হলে সহজ হয়ে যায়। এখন দর্শনীয় যে, ইবাদত আম (ব্যাপক) **হলে কতই না উত্তম হবে এবং এটার পর ইকামতের অবস্থায় রোজা রাখা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যখন সে দেখবে সব লোক পানাহার করছে আর মাত্র সে একাকী রোজাদার। চিন্তা করে দেখুন যে, হানাফী আলিমগণের এ সূক্ষ্ম দৃষ্টি কতইনা সুন্দর ও প্রশংসনীয়। কিন্তু এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। আমরা বারবার তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি পরীক্ষা করেছি।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أُولَٰئِكَ الْعُصَاةُ الخ -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, عصاة শব্দদ্বয় ع অক্ষর পেশের সাথে এটা عاصى -এর বহুবচন। ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফত্হে মক্কার বৎসর নবী করীম ﷺ মক্কার দিকে বের হলেন। হুযূর ﷺ كراع الغميم নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত রোজা রাখলেন এবং সাহাবীগণ তার সাথে রোজা রাখলেন। হুযূর ﷺ -কে অবগত করানো হলো যে, রোজার কারণে লোকেরা কষ্ট পাচ্ছে। আর লোকেরা হুযূর ﷺ কি করেন তার অপেক্ষায় আছে। আসরের পর এক পেয়ালা পানি চাইলেন এমতাবস্থায় লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে ছিল। অতঃপর হুযূর ﷺ রোজা ভেঙ্গে ফেললেন। লোকেরা কেউ কেউ রোজা রাখল এবং কেউ কেউ ভেঙ্গে ফেলল। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, কতিপয় লোক রোজা রেখেছে। তাদের ব্যাপারে হুজুর ﷺ বললেন, তারা আদেশ লঙ্ঘনকারী।

قَوْلُهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবূ দাঊদ (র.) জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ সফরের অবস্থায় দেখলেন যে, এক ব্যক্তিকে ছায়াদান করা হচ্ছে এবং তার নিকট লোকদের ভীড় জমেছে। হুযূর ﷺ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন রোজার কারণে তার এই অবস্থা হয়েছে। তখন হুযূর ﷺ বললেন যে, সফরের অবস্থায় রোজা রাখা ভাল নয়।

إِلَّا أَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ اَلْاَخْذُ بِالْعَزِيْمَةِ اَوْلَى يَعْنِيْ اَنَّ عِنْدَنَا الْعَزِيْمَةُ اَوْلَى فِيْ كُلِّ حِيْنٍ اِلَّا اَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ فَحِيْنَئِذٍ اَلْفِطْرُ اَوْلَى بِالْاِتِّفَاقِ كَمَا اِذَا كَانَ مَعَهُ الْجِهَادُ اَوْمَشَاغِلُ اُخَرُ فَاِنْ صَامَ وَمَاتَ يَمُوْتُ اٰثِمًا وَاَمَّا اَتَمُّ نَوْعَيِ الْمَجَازِ فَمَا وُضِعَ عَنَّا مِنَ الْاَصْرِ وَالْاَغْلَالِ اَيْ سَقَطَ عَنَّا وَلَمْ يَشْرَعْ فِيْ حَقِّنَا مَا كَانَ فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ مِنَ الْمِحَنِ الشَّاقَّةِ وَالْاَعْمَالِ الثَّقِيْلَةِ وَالْاِصْرُ هُوَ الشِّدَّةُ وَالْاَغْلَالُ جَمْعُ غِلٍّ اَيِ الْمَوَاثِيْقُ اللَّازِمَةُ كَالْغِلِّ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَّا أَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ কিন্তু যখন রোজা তাকে অধিক দুর্বল করে ফেলে اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ اَلْاَخْذُ بِالْعَزِيْمَةِ اَوْلَى এ বক্তব্যটি الاخذ بالعزيمة اولى হতে مستثنى - يَعْنِيْ اَنَّ عِنْدَنَا অর্থাৎ আমাদের (হানাফীদের) মতে اَلْعَزِيْمَةُ اَوْلَى فِيْ كُلِّ حِيْنٍ সর্বাবস্থায় عزيمت-এর উপর আমল করা উত্তম اِلَّا اَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ ঐ অবস্থা ব্যতীত যখন তাকে রোজা খুব বেশি দুর্বল করে ফেলে فَحِيْنَئِذٍ اَلْفِطْرُ اَوْلَى بِالْاِتِّفَاقِ তখন মুসাফিরের রোজা না রাখা সর্বসম্মতভাবে উত্তম হবে كَمَا اِذَا كَانَ مَعَهُ الْجِهَادُ যেমন অবস্থায় যখন এটার সাথে জিহাদ সংশ্লিষ্ট হবে اَوْ مَشَاغِلُ اُخَرُ অথবা তদ্রূপ বড় বড় বিষয় فَاِنْ صَامَ وَمَاتَ এটা সত্ত্বেও যদি সে রোজা রেখে দুর্বল হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে يَمُوْتُ اٰثِمًا তাহলে পাপী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে وَاَمَّا اَتَمُّ نَوْعَيِ الْمَجَازِ তৃতীয় প্রকার مجاز-এর সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ প্রকার فَمَا وُضِعَ عَنَّا যা আমাদের হতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে مِنَ الْاَصْرِ وَالْاَغْلَالِ আর তা হলো اصر ও اغلال। (অর্থাৎ কঠোর কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং অসাধ্য কার্যসমূহ)-এর শরয়ী হুকুম اَيْ سَقَطَ عَنَّا অর্থাৎ যা আমাদের হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে وَلَمْ يَشْرَعْ فِيْ حَقِّنَا আমাদের উপর (শরিয়তের বিধান হিসেবে) চাপানো হয়নি مَا كَانَ فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ পূর্ববর্তী শরিয়ত সমূহের مِنَ الْمِحَنِ الشَّاقَّةِ কঠোরতম কষ্টকর وَالْاَعْمَالِ الثَّقِيْلَةِ এবং অসহনীয় কার্যাবলির ন্যায় কোনো আমলই وَالْاِصْرُ هُوَ الشِّدَّةُ - اصر-এর অর্থ কঠোরতা এবং বোঝা وَالْاَغْلَالُ جَمْعُ غِلٍّ আর اغلال এটা غل-এর বহুবচন اَيِ الْمَوَاثِيْقُ اللَّازِمَةُ كَالْغِلِّ এটার অর্থ হাতের বেড়ী বা গলার বেড়ী (طوق)।

সরল অনুবাদ : **কিন্তু যখন রোজা তাকে অধিক দুর্বল করে ফেলে।** এই বক্তব্যটি اَلْاَخْذُ بِالْعَزِيْمَةِ اَوْلَى হতে مستثنى অর্থাৎ আমাদের (হানাফীদের) মতে সর্বাবস্থায় عزيمت-এর উপর আমল করা উত্তম। ঐ অবস্থা ব্যতীত যখন তাকে রোজা খুব বেশি দুর্বল করে ফেলে। (অর্থাৎ এমন দুর্বল হয়ে পরে যে, এতে জীবন নাশের আশঙ্কা হবে বা জিহাদ অথবা তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ অন্য বিষয় হস্তচ্যুত হয়ে যেতে পারে) তখন মুসাফিরের রোজা না রাখা সর্বসম্মতভাবে উত্তম হবে। যেমন ঐ অবস্থায় যখন এটার সাথে জিহাদ অথবা তদ্রূপ বড় বড় বিষয় সংশ্লিষ্ট হবে। এটা সত্ত্বেও যদি সে রোজা রেখে দুর্বল হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে, তাহলে পাপী হয়ে মৃতুবরণ করবে। **তৃতীয় প্রকার مجاز-এর সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ প্রকার। আর তা হলো اصر ও اغلال। (অর্থাৎ কঠোর কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং অসাধ্য কার্যসমূহ)-এর শরয়ী হুকুম, যা আমাদের হতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।** অর্থাৎ যা আমাদের হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শরিয়ত সমূহের কঠোরতম কষ্টকর এবং অসহনীয় কার্যাবলির ন্যায় কোনো আমলই আমাদের উপর (শরিয়তের বিধান হিসেবে) চাপানো হয়নি। اصر-এর অর্থ কঠোরতা এবং বোঝা। আর اغلال এটা غل-এর جمع এটার অর্থ– হাতের বেড়ী বা গলার বেড়ী (طوق)। এখানে সেই সকল চুক্তিকে বুঝানো হয় যেগুলো বেড়ী এবং طوق (হার)-এর ন্যায় আটকে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يُضْعِفَهُ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ আমাদের হানাফী ফকীহগণের মতে সফরের অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম। কিন্তু যদি রোজার দ্বারা রোজাদার খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে রোজা না রাখা ভাল। তবে দুর্বলতার দ্বারা সাধারণ দুর্বলতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা রোজার দ্বারা তো সাধারণত দুর্বল মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। বরং এমন দুর্বলতা উদ্দেশ্য যার দ্বারা জীবন নাশের আশঙ্কা আছে। অথবা জিহাদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফওত হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْاَصْرِ الخ-এর আলোচনা : এটা গ্রন্থকারের (র.) বক্তব্য ما وضع عنا-এর মধ্যস্থিত ما-এর بيان হয়েছে। আর তখন অর্থ দাঁড়াবে, مجاز-এর দু' প্রকারের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতর প্রকার হলো اصر এবং اغلال। অথচ তা সহীহ নয়। কেননা اصر ও اغلال। কঠোর তাকলীফকে বলে, যা رخصت নয়। কাজেই এটা বলা জরুরি হয়ে পড়েছে যে, বাক্যটির মধ্যে দু'টি مضاف-কে হযফ করা হয়েছে, অর্থাৎ فَمَحَلُّ وَضْعِ مَاوُضِعَ عَنَّا

عَنِ الْاَصْرِ وَالْاَغْلَالِ الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ "সুতরাং আমাদের হতে যে সব اصر ও اغلال। প্রত্যাহার করা হয়েছে এদের স্থল مجاز-এর দু' প্রকারের মধ্যে পূর্ণতর প্রকার"। যেমন– নামাজ দিবা-রাত্রিতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছিল। অতঃপর আমাদের থেকে পাঁচের অধিক নামাজসমূহ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের হতে যা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে তা নামাজ এর স্থল সাব্যস্ত হলো।

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا جَمِيْعًا كِنَايَةٌ عَنِ الْأُمُوْرِ الشَّاقَّةِ وَإِنْ خَصَّ الْمُفَسِّرُوْنَ الْبَعْضَ بِالْأَصْرِ وَالْبَعْضَ بِالْأَغْلَالِ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ وَقَرْضُ مَوَاضِعِ النَّجَاسَةِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِالتَّوْبَةِ وَعَدَمُ جَوَازِ الصَّلٰوةِ فِيْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَعَدَمُ التَّطْهِيْرِ بِالتَّيَمُّمِ وَحُرْمَةُ أَكْلِ الصَّائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ وَحُرْمَةُ الْوَطْيِ فِيْ لَيَالِيْ رَمَضَانَ وَمَنْعُ الطَّيِّبَاتِ عَنْهُمْ بِالذُّنُوْبِ وَكَوْنُ الزَّكٰوةِ رُبْعَ الْمَالِ وَعَدَمُ صَلَاحِيَّةِ الزَّكٰوةِ وَالْغَنَائِمِ لِشَيْءٍ إِلَّا لِلْحَرْقِ بِالنَّارِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَمُجَازَاةُ حَسَنَةٍ بِحَسَنَةٍ لَا بِعَشْرٍ وَكِتَابَةُ ذَنْبِ اللَّيْلِ بِالصُّبْحِ عَلَى الْبَابِ وَ وُجُوْبُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَحُرْمَةُ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَعَدَمُ مُخَالَطَةِ الْحَائِضَاتِ فِيْ أَيَّامِهَا وَتَحْرِيْمُ الشُّحُوْمِ وَالْعُرُوْقِ فِي اللَّحْمِ وَتَحْرِيْمُ السَّبْتِ وَفَرْضِيَّةُ الصَّلٰوةِ فِي اللَّيْلِ وَأَمْثَالُ ذٰلِكَ كَثِيْرٌ فَرُفِعَ كُلُّ هٰذَا عَنْ أُمَّتِنَا تَخْفِيْفًا وَتَكْرِيْمًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْأَظْهَرُ সর্বাধিক স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ এই যে أَنَّهُمَا جَمِيْعًا كِنَايَةٌ عَنِ الْأُمُوْرِ الشَّاقَّةِ - اصر এবং اغلال উভয়ের দ্বারা কঠিন এবং কষ্টকর বিধানাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে وَإِنْ خَصَّ الْمُفَسِّرُوْنَ الْبَعْضَ بِالْأَصْرِ যদিও মুফাসসিরগণ কোনোটিকে اصر -এর সাথে খাস করেছেন وَالْبَعْضَ بِالْأَغْلَالِ ও কোনোটিকে اغلال -এর সাথে। وَذٰلِكَ مِثْلُ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ উক্ত কষ্টকর আহকামের মধ্যে কতিপয় বিধান নিম্নরূপ, পাপী অঙ্গকে কেটে দেওয়া وَقَرْضُ مَوَاضِعِ النَّجَاسَةِ নাজাসাতের স্থানকে কেটে দেওয়া وَقَتْلُ النَّفْسِ بِالتَّوْبَةِ তওবার পরিবর্তে জীবননাশ (হত্যা) করা وَعَدَمُ جَوَازِ الصَّلٰوةِ فِيْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র নামাজ জায়েজ না হওয়া وَعَدَمُ التَّطْهِيْرِ بِالتَّيَمُّمِ তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত না হওয়া وَحُرْمَةُ أَكْلِ الصَّائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ শোয়ার পর রোজাদারের জন্য পানাহার হারাম হওয়া وَحُرْمَةُ الْوَطْيِ فِيْ لَيَالِيْ رَمَضَانَ রমজানের রাতে সহবাস হারাম হওয়া وَمَنْعُ الطَّيِّبَاتِ عَنْهُمْ بِالذُّنُوْبِ পাপের দরুন তাদেরকে উত্তম বস্তু হতে বঞ্চিত করা وَكَوْنُ الزَّكٰوةِ رُبْعَ الْمَالِ মালের এক চতুর্থাংশ যাকাত দেওয়া وَعَدَمُ صَلَاحِيَّةِ الزَّكٰوةِ وَالْغَنَائِمِ لِشَيْءٍ إِلَّا لِلْحَرْقِ بِالنَّارِ যাকাত এবং গনিমত ঐ অগ্নিদগ্ধ হওয়ার উপযোগী হওয়া الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ যা আসমান হতে অবতরণ করবে وَمُجَازَاةُ حَسَنَةٍ بِحَسَنَةٍ لَا بِعَشْرٍ এক পুণ্যের বিনিময়ে একটি ছওয়াব পাওয়া, দশটি নয় وَكِتَابَةُ ذَنْبِ اللَّيْلِ بِالصُّبْحِ عَلَى الْبَابِ সকাল বেলায় দরওয়াজায় রাত্রে কৃত গুনাহ লিখিত হওয়া وَوُجُوْبُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ রাত দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়া وَحُرْمَةُ الْعَفْوِ عَلَى الْقِصَاصِ কিসাস ক্ষমা করা হারাম হওয়া وَعَدَمُ مُخَالَطَةِ الْحَائِضَاتِ فِيْ أَيَّامِهَا হায়েজের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা না করা وَتَحْرِيْمُ السَّبْتِ শনিবার মাছ শিকার হারাম হওয়া وَفَرْضِيَّةُ الصَّلٰوةِ فِي اللَّيْلِ রাত্রে নামাজ পড়া (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া) وَأَمْثَالُ ذٰلِكَ كَثِيْرٌ এরূপ বহুবিধান فَرُفِعَ كُلُّ هٰذَا عَنْ أُمَّتِنَا মোটকথা এ বিধানাবলি আমাদের উম্মতে মুহাম্মদিয়া ﷺ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে تَخْفِيْفًا وَتَكْرِيْمًا এ উম্মতের মর্যাদা ও সহজতার দৃষ্টিকোণ হতে।

সরল অনুবাদ : সর্বাধিক স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ এই যে, اصر এবং اغلال। উভয়ের দ্বারা কঠিন এবং কষ্টকর বিধানাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও মুফাস্সিরগণ কোনোটিকে اصر ও কোনো কোনোটিকে اغلال। -এর সাথে খাস করেছেন। উক্ত কষ্টকর আহকামের মধ্যে কতিপয় বিধান নিম্নরূপ— (১) পাপী অঙ্গকে কেটে দেওয়া। (২) নাজাসাতের স্থানকে কেটে দেওয়া। (৩) তওবার পরিবর্তে জীবন নাশ (হত্যা) করা। (৪) মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র নামাজ জায়েজ না হওয়া। (৫) তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত না হওয়া। (৬) শোয়ার পর রোজাদারের জন্য পানাহার হারাম হওয়া। (৭) রমজানের রাতে সহবাস হারাম হওয়া। (৮) পাপের দরুন তাদেরকে উত্তম বস্তু হতে বঞ্চিত করা। (৯) মালের এক-চতুর্থাংশের যাকাত দেওয়া। (১০) যাকাত এবং গনিমত ঐ আগ্নিদগ্ধ হওয়ার উপযোগী হওয়া যা আসমান হতে অবতরণ করবে। (১১) এক পুণ্যের বিনিময়ে একটি ছওয়াব পাওয়া, দশটি নয়। (১২) সকাল বেলায় দরওয়াজায় রাত্রে কৃত গুনাহ লিখিত হওয়া (১৩) রাত দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়া। (১৪) কিসাস ক্ষমা করা হারাম হওয়া। (১৫) হায়েজের দিনগুলোতে স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা না করা। (১৬) গোশ্তের সাথে মিশ্রিত চর্বি এবং রগ হারাম হওয়া। (১৭) শনিবার মাছ শিকার হারাম হওয়া। (১৮) রাত্রে নামাজ পড়া (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া) ফরজ হওয়া। এরূপ বহু বিধান। মোটকথা, এ বিধানাবলি আমাদের উম্মতে মুহাম্মদিয়া ﷺ হতে এ উম্মতের মর্যাদা ও সহজতার দৃষ্টিকোণ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ خَصَّ الْمُفَسِّرُوْنَ الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, اصر ও اغلال। উভয়ের দ্বারাই কঠিন ও কষ্টকর আহকামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও মুফাস্সিরগণ এদের কতিপয়কে اصر ও কতিপয়কে اغلال। -এর সাথে খাস্ করেছেন। সুতরাং তাফসীরে কাশ্শাফ প্রণেতা আল্লামা যামাখশরী (র.) তাদের তওবা কবুল হওয়ার জন্য প্রাণ বধ শর্ত হওয়াকে اصر -এর মধ্যে গণ্য করেছেন এবং পাপকারী অঙ্গসমূহ কর্তন করা এবং নাজাসাতের স্থান কর্তন করাকে اغلال -এর মধ্যে গণ্য করেছেন। আর তাফসীরে হুসাইনীতে রয়েছে যে, অঙ্গ ও কাপড় কর্তন করা اصر -এর অন্তর্গত আর গনিমতের মাল পোড়ানো اغلال। -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَكِتَابَةُ الخ -এর আলোচনা : কেউ যদি রাত্রি বেলায় কোনো গুনাহ করত তবে সকালে এটা তাদের দরজায় লিখিত হয়ে যেত। তবে সঠিক মত অনুযায়ী এই বক্তব্যটি সহীহ নয়। কেননা গুনাহগারের গুনাহ লিপিবদ্ধ করা শরিয়তের বিধান হিসেবে গণ্য নয়।

فَسُمِّيَ ذٰلِكَ رُخْصَةً مَجَازًا لِاَنَّ الْاَصْلَ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوْعًا لَنَا قَطُّ وَلَوْ عَمِلْنَا بِهٖ اَحْيَانًا اَثِمْنَا وَعُوْتِبْنَا وَكَانَ الْقِيَاسُ فِيْ ذٰلِكَ اَنْ يُسَمّٰى نَسْخًا وَاِنَّمَا سَمَّيْنَاهُ رُخْصَةً مَجَازًا مَحْضًا وَالنَّوْعُ الرَّابِعُ مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ مَعَ كَوْنِهٖ مَشْرُوْعًا فِى الْجُمْلَةِ اَىْ فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ سِوٰى مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ فَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ فِىْ مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ كَانَ مِنْ قِسْمِ الْمَجَازِ وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ بَقِىَ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ كَانَ اَنْقَصَ فِى الْمَجَازِيَّةِ فَيَكُوْنُ شَبِيْهًا بِالْقِسْمِ الْاَوَّلِ كَقَصْرِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ فِيْهِ مُسَامَحَةٌ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَقُوْلَ كَسُقُوْطِ اِكْمَالِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ لِيُوَافِقَ قَرِيْنَهٗ وَيُطَابِقَ اَصْلَهٗ لٰكِنَّهٗ عُبِّرَ بِالْحَاصِلِ تَخْفِيْفًا فَهُوَ عِنْدَنَا رُخْصَةُ اِسْقَاطٍ لَا يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِعَزِيْمَتِهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رحـ) رُخْصَةُ تَرْفِيْةٍ وَالْاَوْلٰى الْاِكْمَالُ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَسُمِّيَ ذٰلِكَ رُخْصَةً مَجَازًا সুতরাং مجازى হিসেবে এর নাম رخصت রাখা হয়েছে لِاَنَّ الْاَصْلَ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوْعًا لَنَا قَطُّ কেননা আমাদের জন্য এখন আর মূল বিধান বর্তমান নেই وَلَوْ عَمِلْنَا بِهٖ اَحْيَانًا অতএব আমরা কখনো তার উপর আমল করলে اَثِمْنَا وَعُوْتِبْنَا গুনাহগার এবং ভর্ৎসনাযোগ্য হবো وَكَانَ الْقِيَاسُ فِيْ ذٰلِكَ মূলতঃ قياس-এর চাহিদা ছিল اَنْ يُسَمّٰى نَسْخًا এ প্রকারের নাম নসখ রাখা وَاِنَّمَا سَمَّيْنَاهُ رُخْصَةً مَجَازًا مَحْضًا তবে আমরা নিছক مجاز হিসেবে একে رخصت নামকরণ করেছি وَالنَّوْعُ الرَّابِعُ চতুর্থ প্রকার مجاز-এর নিম্নতম প্রকার مَا سَقَطَ عَنِ الْعِبَادِ যা বান্দাদের উপর হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে مَعَ كَوْنِهٖ مَشْرُوْعًا فِى الْجُمْلَةِ সামগ্রিকভাবে مشروع হওয়া সত্ত্বেও اَىْ فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ অর্থাৎ কতিপয় স্থানে سِوٰى مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ رخصت-এর স্থান ব্যতীত فَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ فِىْ مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ সুতরাং رخصت-এর স্থলে বর্তমান না থাকার কারণে كَانَ مِنْ قِسْمِ الْمَجَازِ তা مجاز-এর প্রকারভুক্ত وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ يَبْقٰى فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ আর অন্যান্য স্থানে অবশিষ্ট থাকার কারণে كَانَ اَنْقَصَ فِى الْمَجَازِيَّةِ তা مجازيت হতে নিম্নস্তরের فَيَكُوْنُ شَبِيْهًا بِالْقِسْمِ الْاَوَّلِ অতএব তা প্রথম প্রকারের সাদৃশ্য হবে كَقَصْرِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ যেমন– সফর অবস্থায় নামাজ সংক্ষেপ করা فِيْهِ مُسَامَحَةٌ এ উদাহরণে শিথিলতা রয়েছে وَالْاَوْلٰى اَنْ يَقُوْلَ এরূপ বলা শ্রেয় ছিল যে كَسُقُوْطِ اِكْمَالِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ যেমন সফরের অবস্থায় নামাজের পূর্ণতা রহিত হওয়া لِيُوَافِقَ قَرِيْنَهٗ যাতে তার এ বক্তব্য পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যেত وَيُطَابِقَ اَصْلَهٗ এবং اصل-এর মোতাবেকও হয়ে যেত لٰكِنَّهٗ عُبِّرَ بِالْحَاصِلِ تَخْفِيْفًا কিন্তু তিনি সহজকীকরণের জন্য বাক্যের সারকথা বর্ণনা করে দিয়েছেন فَهُوَ عِنْدَنَا رُخْصَةُ اِسْقَاطٍ সুতরাং আমাদের (হানাফীদের) মতে নামাজ সংক্ষেপ করা رخصت اسقاط (প্রত্যাহার করণের অনুমতি) لَا يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِعَزِيْمَتِهَا -এর عزيمت-এর উপর আমল করা বৈধ নয় وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رحـ) আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে رُخْصَةُ تَرْفِيْةٍ وَالْاَوْلٰى الْاِكْمَالُ এটা رخصت ترفيه (সহজকারী অনুমতি) এবং নামাজ পূর্ণ আদায় করা উত্তম।

সরল অনুবাদ : সুতরাং এর নাম رخصت রাখা হয়েছে। কেননা আমাদের জন্য এখন আর মূল বিধান বর্তমান নেই। অতএব, আমরা কখনো তার উপর আমল করলে গুনাহগার এবং ভর্ৎসনাযোগ্য হবো। মূলত এ প্রকারের নাম "نسخ" (রহিতকরণ) রাখাই قياس-এর চাহিদা ছিল। তবে আমরা নিছক مجاز হিসেবে একে رخصت নামকরণ করেছি। **চতুর্থ প্রকার مجاز-এর নিম্নতম প্রকার যা সামগ্রিকভাবে مشروع হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের উপর হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে।** অর্থাৎ رخصت-এর স্থান ব্যতীত কতিপয় স্থানে। সুতরাং رخصت-এর স্থলে বর্তমান না থাকার কারণে তা مجاز-এর প্রকারভুক্ত। আর অন্যান্য স্থানে অবশিষ্ট থাকার কারণে তা مجازيت হতে নিম্নস্তরের। অতএব তা প্রথম প্রকারের সাদৃশ্য হবে। **যেমন– সফরে অবস্থায় নামাজ সংক্ষেপ করা।** এই উদাহরণে শিথিলতা রয়েছে। এরূপ বলা শ্রেয় ছিল যে, "كَسُقُوْطِ اِكْمَالِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ" (অর্থাৎ যেমন সফরের অবস্থায় নামাজের পূর্ণতা রহিত হওয়া)। যাতে তার এই বক্তব্য পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যেত এবং اصل-এর মোতাবেকও হয়ে যেত। কিন্তু তিনি সহজীকরণের জন্য বাক্যের সার কথা বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের (হানাফীদের) মতে নামাজ সংক্ষেপ করা رخصت اسقاط (প্রত্যাহার করণের অনুমতি)-এর عزيمت-এর উপর আমল করা বৈধ নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা رخصت ترفيه (সহজকারী অনুমতি) এবং নামাজ পূর্ণ আদায় করা উত্তম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رحـ) الخ -এর আলোচনা : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সফরের অবস্থায় নামাজের اكمال উত্তম। আর আমাদের মতে اكمال জায়েজ নেই। উক্ত মতানৈক্যের ভিত্তি হলো আমাদের (হানাফীদের) মতে মুসাফিরের জন্য وقت 'দু' রাকাতের سبب আর ইমাম শাফেয়ীর (র.) মতে তার জন্য وقت চার রাকাতের سبب তবে কষ্ট লাঘবের জন্য তাকে قصر করার رخصت দেওয়া হয়েছে। যেমন– মুসাফিরের জন্য দিনের বেলায় পানাহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই "رخصت ترفيه" হবে, অর্থাৎ সহজীকরণ رخصت হবে।

بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَّقَ الْقَصْرَ بِالْخَوْفِ وَنَفٰى فِيْهِ الْجُنَاحَ فَعُلِمَ اَنَّ الْاَوْلٰى هُوَ الْاِكْمَالُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّهٗ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ قَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا نَقْصُرُ وَنَحْنُ اٰمِنُوْنَ فَقَالَ هٰذِهٖ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهٗ سَمَّاهُ صَدَقَةً ـ

শাব্দিক অনুবাদ : بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করবে فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ তাহলে নামাজের মধ্যে কিছু সংক্ষেপ করতে তোমাদের জন্য কোনো দোষ নেই اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যদি তোমাদের ভয় হয় যে, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে عَلَّقَ الْقَصْرَ بِالْخَوْفِ এতে قصر কে خوف -এর সাথে معلق করা হয়েছে وَنَفٰى فِيْهِ الْجُنَاحَ এবং এতে গুনাহের নফী করা হয়েছে فَعُلِمَ اَنَّ الْاَوْلٰى هُوَ الْاِكْمَالُ সুতরাং বুঝা গেছে اكمال -ই উত্তম হবে قصر নয় وَنَحْنُ نَقُوْلُ আর আমরা (হানাফীরা) আয়াতের জবাবে বলি যে اِنَّهٗ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ যখন উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো قَالَ عُمَرُ তখন হযরত ওমর (রা.) হুজুর ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন যে, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ হে আল্লাহর রাসূল مَا لَنَا نَقْصُرُ আমাদের অবস্থা কেন এমন হলো যে, আমরা নামাজ সংক্ষেপ করছি وَنَحْنُ اٰمِنُوْنَ অথচ আমরা তো সম্পূর্ণ নিরাপদ শত্রুর ভয় তো মোটেই নেই فَقَالَ নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন هٰذِهٖ صَدَقَةٌ এটা একটি সদকা تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهٗ অতএব তোমরা এটাকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করো سَمَّاهُ صَدَقَةً তিনি এটাকে সদকা নাম দিয়েছেন।

সরল অনুবাদ : সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– "وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" (আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করবে তাহলে নামাজের মধ্যে কিছু সংক্ষেপ করাতে তোমাদের জন্য কোনো দোষ নেই। যদি তোমাদের ভয় হয় যে, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে)। এতে قصر-কে خوف -এর সাথে معلق করা হয়েছে এবং এতে গুনাহের নফী করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেছে اكمال -ই উত্তম হবে, قصر নয়। আর আমরা (হানাফীরা) আয়াতের জবাবে বলি যে, যখন উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত ওমর (রা.) হুযূর ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অবস্থা কেন এমন হলো যে, আমরা নামাজ সংক্ষেপ করছি। অথচ আমরা তো সম্পূর্ণ নিরাপদ, শত্রুর ভয় তো মোটেই নেই। নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, এটা একটি সদ্‌কা যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা এটাকে কৃতজ্ঞকার সাথে গ্রহণ করো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَعُلِمَ اَنَّ الْاَوْلٰى الخ -এর আলোচনা : ইমাম শাফেয়ী (র.) সফরের মধ্যে চার রাকাত পড়াকে উত্তম বলেছেন। কেননা দু'রাকাত পড়া অনুমতিকে আল্লাহ ত'আলা ভয়ের অবস্থার সাথে معلق করেছেন এবং এতে (দু'রাকাত পড়াতে) গুনাহ বা দোষ না হওয়ার কথা বলেছেন। আহনাফের পক্ষে এর সুন্দর উত্তর রয়েছেন। আর তা এই যে, যখন قصر দূষণীয় না হওয়াকে সাব্যস্ত করা হল তখন বুঝা গেল যে, اكمال ওয়াজিব নয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন وجوب বিলোপ হয়ে যায় তখন جواز -এর صفت অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই اكمال নাজায়েজ হওয়া لازم হবে। এখানে হুযূর ﷺ قصر-কে সদকা হিসেবে গণ্য করেছেন।

قَوْلُهٗ قَالَ عُمَرُ (رضـ) الخ -এর আলোচনা : ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি হযরত ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, "তোমরা ভীত হলে قصر পড়বে"। অথচ লোকেরা তো নিরাপদ রয়েছে। জবাবে হযরত ওমর (রা.) বললেন, যাতে তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছ তার ব্যাপারে আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম এবং আমি এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে হুযূর ﷺ বলেছিলেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে সদ্‌কা স্বরূপ, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহর সাদ্‌কাকে কবুল করো।

قَوْلُهٗ سَمَّاهُ صَدَقَةً الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) হানাফীদের পেশকৃত দলিলের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ হতে উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, হাদীসে নবী করীম ﷺ সফরে নামাজে قصر -এর হুকুমকে صدقه হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর এর দ্বারাই قصر ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমরা দলিল পেশ করেছি। তবে বিরোধীগণ বলতে পারেন যে, সদ্‌কার حقيقت তো হলো– "কোনো বিনিময় ব্যতীত অন্যকে মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া।" আর এ ক্ষেত্রে তা কিভাবে হতে পারে? কাজেই সাদ্‌কার দ্বারা রূপকার্থে অনুগ্রহ এবং দয়াকে বুঝানো হবে। কেননা বিনিময় ব্যতিরেকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার মধ্যে অনুগ্রহ লাযেম হয়। সুতরাং কিভাবে এর দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে।

وَالصَّدَقَةُ بِمَا لَايَحْتَمِلُ التَّمْلِيْكَ اِسْقَاطٌ مَحْضٌ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ عَنْ جِهَةِ الْعِبَادِ كَوَلِيِّ الْقِصَاصِ اِذَا عَفَا عَنِ الْجِنَايَةِ لَايَحْتَمِلُ الرَّدَّ وَ اِنْ كَانَ الْمُصَدِّقُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُ طَاعَتُهُ فَمِمَّنْ تَلْزَمُ طَاعَتُهُ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوْلٰى بِاَنْ لَا يُرَدَّ وَاَمَّا نَفْىُ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ فَاِنَّمَا هُوَ لِتَطْيِيْبِ اَنْفُسِهِمْ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا مَظِنَّةً اَنْ يَخْطُرُوْا بِبَالِهِمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ جُنَاحًا فِى الْقَصْرِ وَبِهٖ عُلِمَ اَنَّ قَيْدَ الْخَوْفِ اَيْضًا اِتِّفَاقِىٌّ لَامَوْقُوْفًا عَلَيْهِ الْقَصْرُ وَ سُقُوْطُ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ فِىْ حَقِّ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ فَاِنَّ حُرْمَتَهَا لَمْ تَبْقَ وَقْتَ الْاِضْطِرَارِ وَالْاِكْرَاهِ اَصْلًا وَاِنْ بَقِيَتْ فِىْ حَقِّ غَيْرِ هِمَا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلصَّدَقَةُ بِمَا لَايَحْتَمِلُ التَّمْلِيْكَ اِسْقَاطٌ مَحْضٌ অথচ এমন বস্তুর সদকা যা মালিক বানানোর সম্ভাবনা রাখে না لَايَحْتَمِلُ الرَّدَّ عَنْ جِهَةِ الْعِبَادِ এটা শুধু اسقاط (অর্থাৎ প্রত্যাহার করণ) যা বান্দার পক্ষ হতে ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা রাখে না كَوَلِيِّ الْقِصَاصِ اِذَا عَفَا عَنِ الْجِنَايَةِ যেমন قصاص ওয়ালা যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেয় لَايَحْتَمِلُ الرَّدَّ তখন আর তা রদ (প্রত্যাখ্যান) করতে পারে না وَاِنْ كَانَ الْمُصَدِّقُ مِمَّنْ যদিও নাকি সদকাকারী এমন লোক হয় لَاتَلْزَمُ طَاعَتُهُ যার আনুগত্য অত্যাবশ্যক নয় فَمِمَّنْ تَلْزَمُ طَاعَتُهُ কাজেই যে সত্তার আনুগত্য অত্যাবশ্যক هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوْلٰى بِاَنْ لَايُرَدَّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সুতরাং তিনি এটার সর্বাধিক উপযোগী যে তার সদকা ফেরত দেওয়া যাবে না وَمَا نَفْىُ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ আর দূষণীয় না হওয়ার জবাবে আমরা বলি যে فَاِنَّمَا هُوَ لِتَطْيِيْبِ اَنْفُسِهِمْ - قصر কারীদের হতে দোষকে নফী করা শুধু তাদের স্বস্তির জন্য হয়েছে لِاَنَّهُمْ كَانُوْا مَظِنَّةً কেননা তারা এমন স্থানে ছিলেন যে اَنْ يَخْطُرُوْا بِبَالِهِمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ جُنَاحًا فِى الْقَصْرِ তাদের অন্তরে قصر-এর অবস্থায় গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল وَبِهٖ عُلِمَ উপরোল্লিখিত আলোচনার দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে اَنَّ قَيْدَ الْخَوْفِ اَيْضًا اِتِّفَاقِىٌّ - خوف -এর قيد টা اتفاقى (ঘটনাক্রমে এক হওয়া) হয়েছে لَا مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ الْقَصْرُ এমন قيد নয় যার উপর قصر নির্ভরশীল وَسُقُوْطُ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ এবং মদ ও মৃতজীব ভক্ষণ করা হারাম হওয়াকে প্রত্যাহার করা হয়েছে فِىْ حَقِّ الْمُضْطَرِّ وَالْمُكْرَهِ ক্ষুধায় অস্থির ব্যক্তি ও বাধ্যকৃত ব্যক্তি-এর ক্ষেত্রে فَاِنَّ حُرْمَتَهَا لَمْ تَبْقَ কেননা এতদুভয়ের حرمت অবশিষ্ট থাকে না وَقْتَ الْاِضْطِرَارِ وَالْاِكْرَاهِ اَصْلًا অস্থিরতা এবং জবরদস্তির অবস্থায় وَاِنْ بَقِيَتْ فِىْ حَقِّ غَيْرِهِمَا যদিও যারা مضطر এবং مكره নয় তাদের ক্ষেত্রে এসব حرمت অবশিষ্ট থাকবে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ আল্লাহ তা'আলা যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ তবে যখন তা ভক্ষণে তোমরা বাধ্য হয়ে যাও তখন ভক্ষণ হারাম হবে না।

সরল অনুবাদ : অথচ এমন বস্তুর সদ্কা যা মালিক বানানোর সম্ভাবনা রাখে না এটা শুধু اسقاط (অর্থাৎ প্রত্যাহারকরণ) যা বান্দার পক্ষ হতে ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। যেমন– قصاص ওয়ালা যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেয় তখন আর তা রদ (প্রত্যাখ্যান) করতে পারে না। যদিও নাকি সদ্কাকারী এমন লোক হয় যার আনুগত্য অত্যাবশক নয়। কাজেই যে সত্তার আনুগত্য অত্যাবশ্যক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার। সুতরাং তিনি এটার সর্বাধিক উপযোগী যে, তার সদ্কা ফেরত দেওয়া যাবে না। আর দূষণীয় না হওয়ার জবাবে আমরা বলি যে, قصر কারীদের হতে দোষকে নফী করা শুধু তাদের স্বস্তির জন্য হয়েছে। কেননা তারা এমন স্থানে ছিলেন যে, তাদের অন্তরে قصر -এর অবস্থায় গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উপরোল্লেখিত আলোচনার দ্বারা তা স্পষ্ট হয়েছে যে, خوف (ভয়) -এর قيد টা اتفاقى (ঘটনাক্রমে এক হওয়া) হয়েছে। এমন قيد নয় যার উপর قصر নির্ভরশীল। এবং مضطر (ক্ষুধায় অস্থির ব্যক্তি) ও مكره (বাধ্যকৃত ব্যক্তি)-এর ক্ষেত্রে মদ এবং মৃত জীব ভক্ষণ হারাম হওয়াকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। কেননা এতদুভয়ের حرمت অস্থিরতা এবং জবরদস্তির অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে না। যদিও যারা مضطر এবং مكره নয় তাদের ক্ষেত্রে এসব حرمت অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّامَا اضْطُرِرْتُمْ (আল্লাহ তা'আলা যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে যখন তা ভক্ষণে তোমরা বাধ্য হয়ে যাও তখন ভক্ষণ হারাম হবে না।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ সফরের মধ্যে قصر-এর حكم আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার উপর এমন সদ্কা যা বান্দার পক্ষ হতে রদ বা প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ নেই। সুতরাং যার উপর এই সাদ্কা করা হয়েছে তার কবুল করারও প্রয়োজন করে না। অর্থাৎ কবুল না করলেও আপনা-আপনি ইহা তার উপর বর্তাবে। কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণিত এই যুক্তি গ্রহণীয় হবে না যে, قصر তো সদ্কা বিশেষ। আর যার উপর সদ্কা করা হয়েছে তার গ্রহণ করা ব্যতীত সদ্কা পূর্ণ হবে না। কাজেই বান্দা ইচ্ছা করলে তা কবুল করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। সুতরাং তার জন্য اكمال صلوة (নামাজ পূর্ণ) করার এখ্তিয়ার থাকবে।

قَوْلُهٗ اِتِّفَاقِىٌّ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ আয়াতের মধ্যে خوف -এর قيد গতানুগতিক (اتفاقى) হয়েছে। এই قيد বা শর্তের কোনো مفهوم বা অর্থ নেই। শাফেয়ীগণও (ক্ষেত্র বিশেষে) এটা স্বীকার করেছেন। ইমাম বায়যাবী (র.) (যিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী) বলেছেন, এবং এ স্থলে خوف -এর قيد তৎকালের অধিকাংশ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত হয়েছে। আর এ জন্য এর مفهوم ধর্তব্য নয়। বরং নিরাপদ অবস্থায় এটা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস স্পষ্ট রয়েছে।

فَإِنَّ قَوْلَهُ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ إِسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلاَّ حَالَ الضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلِ الْمَيْتَةَ أَوْ لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ حِينَئِذٍ وَمَاتَ يَمُوتُ أَثِمًا بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ فَإِنَّهُ وَإِنْ ذُكِرَ فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ لَكِنَّهُ لَيْسَ إِسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْحُرْمَةِ بَلْ مِنَ الْغَضَبِ أَوِ الْعَذَابِ إِذِ التَّقْدِيرُ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّ قَوْلَهُ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ إِسْتِثْنَاءٌ এখানে الا ما اضطررتم ইহা استثناء হয়েছে مِنْ قَوْلِهِ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ তার বাণী- ما حرم عليكم হতে فَكَأَنَّهُ قِيلَ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ তিনি তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلاَّ حَالَ الضَّرُورَةِ সর্বাবস্থায় শুধু অস্থিরতা ও বাধ্যতার অবস্থা ব্যতীত فَإِنْ لَمْ يَأْكُلِ الْمَيْتَةَ أَوْ لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ حِينَئِذٍ সুতরাং যদি কোনো مضطر বা مكره ব্যক্তি اضطرار ও اكراه -এর অবস্থায় মৃত জীব ভক্ষণ না করে বা মদ পান না করে وَمَاتَ এবং মৃত্যুবরণ করে يَمُوتُ أَثِمًا তাহলে সে গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ তা কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করার বিপরীত فَإِنَّهُ وَإِنْ ذُكِرَ فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءُ أَيْضًا কেননা যদিও এতে এভাবে- استثناء -এর উল্লেখ করা হয়েছে যে بِقَوْلِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ অর্থাৎ যাকে কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করা হয়েছে কিন্তু তার অন্তর ঈমানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে لَكِنَّهُ لَيْسَ إِسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْحُرْمَةِ তবে এ استثناء হারাম হওয়া (حرمت) হতে নয় بَلْ مِنَ الْغَضَبِ أَوِ الْعَذَابِ বরং ক্রোধ এবং শাস্তি হতে হয়েছে إِذِ التَّقْدِيرُ কেননা উহ্য ইবারত এভাবে হবে مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ بَعْدَ إِيْمَانِهِ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর কুফরি করবে فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ তাদের উপর আল্লাহর (غضب) ক্রোধ অর্পিত হবে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহান শাস্তি إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ তবে যাকে কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করা হয়েছে وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ এবং তার অন্তর ঈমানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

সরল অনুবাদ : এখানে إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ ইহা مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ হতে استثناء হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন যে, তিনি তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় শুধু অস্থিরতা ও বাধ্য বাধকতার অবস্থা ব্যতীত। সুতরাং যদি কোনো مضطر বা مكره ব্যক্তি اضطرار ও اكراه -এর অবস্থায় মৃত জীব ভক্ষণ না করে বা মদ পান না করে এবং মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। তা কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করার বিপরীত। কেননা যদিও এতে এভাবে- استثناء -এর উল্লেখ করা হয়েছে যে, "إِلاَّمَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ" (অর্থাৎ এবং যাকে কুফরি কালাম উচ্চারণে বাধ্য করা হয়েছে কিন্তু তার অন্তরে ঈমানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে।) তবে এই استثناء হারাম হওয়া (حرمت) হতে নয়; বরং ক্রোধ এবং শাস্তি হতে হয়েছে। কেননা, উহ্য ইবারত এভাবে হবে- "مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ بَعْدَ إِيْمَانِهِ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে ما শব্দটি عام কাজেই এতে সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ বস্তু শামিল হবে। আর তাদের মধ্যে কুফরি বাক্য উচ্চারণও অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তা হতে اضطرار তথা অস্থিরতা এবং বাধ্যবাধকতার অবস্থাকে استثناء করা হয়েছে। আর مكره (যাকে কুফরি বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয়েছে সে) ও مضطر (অস্থির চিত্ত)। কাজেই اكراه (জবরদস্তি) -এর অবস্থায় কুফরি কালাম উচ্চারণ হারাম হওয়া বাতিল হয়ে যাবে অর্থাৎ হারাম হবে না। অথচ তোমরা বলেছ যে, জবরদস্তির অবস্থায় কুফরি কালাম উচ্চারণ হারাম।

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হবে যে, ما শব্দটি দ্বারা ماكولات (খাদ্য-দ্রব্য)-কে বুঝানো হয়েছে, সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুকে বুঝানো হয়নি। কেননা আয়াতটি ماكولات -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত প্রশ্ন অবান্তর।

قَوْلُهُ يَمُوتُ أَثِمًا الخ -এর আলোচনা : উক্ত ইবারতে ব্যাখ্যাকার (র.) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, তার জন্য তো বাহ্যত নিরাপত্তার উপায় ছিল কাজেই সে যেন নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে। تيسير নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, পাপের জন্য مباح -এর জ্ঞান থাকা শর্ত। যদি مباح সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে, তাহলে কোনো গুনাহ হবে না, কেননা, مباح হলো চিন্তা বিষয়ক, মূর্খতা দিয়ে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ وَالشَّافِعِىْ (رحـ) اَنَّهٗ لَاتَسْقُطُ الْحُرْمَةُ وَلٰكِنْ لَّايُؤَاخَذُ بِهَا كَمَا فِىْ الْاِكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ مِنْ قَبِيْلِ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دَلَّ اِطْلَاقُ الْمَغْفِرَةِ عَلٰى قِيَامِ الْحُرْمَةِ وَالْجَوَابُ اَنَّ اِطْلَاقَ الْمَغْفِرَةِ بِاِعْتِبَارِ اَنَّ الْاِضْطِرَارَ الْمُرَخِّصَ لِلتَّنَاوُلِ يَكُوْنُ بِالْاِجْتِهَادِ وَعَسٰى اَنْ يَّقَعَ التَّنَاوُلُ زَائِدًا عَلٰى قَدْرِالْحَاجَةِ لِاَنَّ مَنِ ابْتَلٰى بِهٰذِهِ الْمَخْمَصَةِ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ رِعَايَةُ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيْمَا اِذَا حَلَفَ لَايَاْكُلُ حَرَامًا فَشَرِبَ خَمْرًا حَالَ الْاِضْطِرَارِ فَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ وَعِنْدَنَا لَا وَسُقُوْطُ غَسْلِ الرِّجْلِ فِىْ مُدَّةِ الْمَسْحِ فَاِنَّ اِسْتِتَارَالْقَدَمِ بِالْخُفِّ يَمْنَعُ سَرَايَةَ الْحَدَثِ اِلَيْهِ وَقَدْكَانَ طَاهِرًا وَمَاحَلَّ فَوْقَ الْخُفِّ فَقَدْ زَالَ بِالْمَسْحِ فَلَايَشْرَعُ الْغُسْلُ فِىْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ وَاِنْ بَقِىَ فِىْ حَقِّ غَيْرِ اللَّابِسِ وَهٰذَا عَلٰى رِوَايَةِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ وَاَمَّا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَقَدْقَالَ اِنْ نَزَعَ الْخُفَّ فِى الْمُدَّةِ وَغَسَلَ الرِّجْلَ يَكُوْنُ مَاجُوْرًا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَفِىْ رِوَايَةٍ এবং এক বর্ণনা মতে عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ وَالشَّافِعِىْ (رحـ) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে اَنَّهٗ لَاتَسْقُطُ الْحُرْمَةُ হারাম হওয়া রহিত হয় না وَلٰكِنْ لَّايُؤَاخَذُ بِهَا তবে তার ব্যাপারে পাকড়াও হবে না كَمَا فِىْ الْاِكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ যেমন কুফরি কালাম উচ্চারণে জবরদস্তি করার ব্যাপারে হয়ে থাকে فَهُوَ مِنْ قَبِيْلِ الْقِسْمِ الْاَوَّلِ সুতরাং তা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ অতঃপর যদি কেউ বাধ্য হয়ে পড়ে (তাহলে খেতে পারে) এমতাবস্থায় যে নাফরমানী এবং সীমালঙ্ঘন করবেনা فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ তবে কোনো পাপ হবে না اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু دَلَّ اِطْلَاقُ الْمَغْفِرَةِ এ আয়াতে ক্ষমার উল্লেখ দ্বারা বোধগম্য হয় عَلٰى قِيَامِ الْحُرْمَةِ হারাম সাব্যস্ত হওয়া وَالْجَوَابُ আমাদের পক্ষ হতে তার জবাব এই যে اَنَّ اِطْلَاقَ الْمَغْفِرَةِ بِاِعْتِبَارِ اَنَّ الْاِضْطِرَارَ الْمُرَخِّصَ لِلتَّنَاوُلِ ভক্ষণের অনুমতি সেই اضطرار (অস্থিরতা)-এর কারণে হয়ে থাকে يَكُوْنُ بِالْاِجْتِهَادِ যা اجتهاد-এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় وَعَسٰى اَنْ يَّقَعَ التَّنَاوُلُ زَائِدًا عَلٰى قَدْرِ الْحَاجَةِ আর এতে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায় ভক্ষণ হয়ে যাবে لِاَنَّ مَنِ ابْتَلٰى هٰذِهِ الْمَخْمَصَةِ কেননা যে ব্যক্তি এরূপ (সীমাহীন) ক্ষুধাগ্রস্ত হয় تَعَسَّرَ عَلَيْهِ رِعَايَةُ قَدْرِ الْحَاجَةِ তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيْمَا এ পারস্পরিক মতানৈক্যের ফলাফল তখন দেখা যায় اِذَا حَلَفَ لَايَاْكُلُ حَرَامًا যখন কোনো ব্যক্তি শপথ করবে যে, সে হারাম বস্তু ভক্ষণ করবে না فَشَرِبَ خَمْرًا حَالَ الْاِضْطِرَارِ অতঃপর সে اضطرار-এর অবস্থায় মদ পান করবে فَعِنْدَهُمَا يَحْنَثُ তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে وَعِنْدَنَا لَا আর আমাদের মতে শপথ ভঙ্গকারী হবে না (কেননা আমাদের মতে حرمت অনুপস্থিত) وَسُقُوْطُ غَسْلِ الرِّجْلِ فِىْ مُدَّةِ الْمَسْحِ তদ্রূপ মাসেহের সময় পা ধৌতকরণ রহিত হয়ে যাওয়া فَاِنَّ اِسْتِتَارَ الْقَدَمِ بِالْخُفِّ কেননা পা মুজার দ্বারা আবৃত থাকা يَمْنَعُ سَرَايَةَ الْحَدَثِ اِلَيْهِ তাতে حدث (অপবিত্র) প্রসারিত হওয়াকে প্রতিহত করে وَقَدْ كَانَ طَاهِرًا অথচ حدث-এর পূর্বে সেটা পবিত্র ছিল وَمَا حَلَّ فَوْقَ الْخُفِّ আর উপরে যা লেগেছে فَقَدْ زَالَ بِالْمَسْحِ তা মাসেহের দ্বারা দূরীভূত হয়ে গেছে فَلَا يَشْرَعُ الْغُسْلُ فِىْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ অতএব উক্ত সময়ে পা ধৌতকরণ مشروع হবে না وَاِنْ بَقِىَ فِىْ حَقِّ غَيْرِ اللَّابِسِ যদিও মুজাবিহীন ব্যক্তির জন্য এ حكم অবশিষ্ট রয়েছে وَهٰذَا عَلٰى رِوَايَةِ الْاُصُوْلِيِّيْنَ উল্লিখিত অবস্থা উসূলবিদগণের বর্ণনা মতে وَاَمَّا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَقَدْ قَالَ অথচ হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেছেন اِنْ نَزَعَ الْخُفَّ فِى الْمُدَّةِ

وَغَسَلَ الرِّجْلَ যদি কেউ মাসেহ এর সময়ে মুজা খুলে পা ধৌত করে নেয় يَكُوْنُ مَاجُوْرًا তাহলে সে (অতিরিক্ত) ছওয়াবের অধিকারী হবে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে এক বর্ণনা মতে حرمت (হারাম হওয়া) রহিত হয় না। তবে তার ব্যাপারে مؤاخذه (পাকড়াও) হবে না। যেমন– কুফরি কালাম উচ্চারণে জবরদস্তি করার ব্যাপারে হয়ে থাকে। সুতরাং তা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ الخ অর্থাৎ "অতঃপর যদি কেউ মাজবুর হয়ে পড়ে (তা হলে খেতে পারে) এমতাবস্থায় যে, নাফরমানী এবং সীমালঙ্ঘন করবে না। তবে কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।" এ আয়াতে ক্ষমার উল্লেখ দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হওয়া বোধগম্য হয়। আমাদের পক্ষ হতে তার জবাব এই যে, ভক্ষণের অনুমতি সেই اضطرار (অস্থিরতা)-এর কারণে হয়ে থাকে যা اجتهاد -এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর এতে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায় ভক্ষণ হয়ে যাবে। কেননা যে ব্যক্তি এরূপ (সীমাহীন) ক্ষুধাগ্রস্ত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এ পারস্পরিক মতানৈক্যের ফলাফল তখন দেখা যায় যখন কোনো ব্যক্তি শপথ করবে যে, সে হারাম বস্তু ভক্ষণ করবে না। অতঃপর সে اضطرار -এর অবস্থায় মদ পান করবে। তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং শাফেয়ী (র.)-এর মতে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। (কেননা তাঁদের মতে حرمت বর্তমান রয়েছে।) আর আমাদের মতে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। (কেননা আমাদের মতে حرمت অনুপস্থিত।) **তদ্রূপ মাসেহের সময় পা ধৌতকরণ রহিত হয়ে যাওয়া।** কেননা পা মুজার দ্বারা আবৃত থাকা তাতে حدث (অপবিত্রতা) প্রসারিত হওয়াকে প্রতিহত করে। অথচ حدث -এর পূর্বে সেটা পবিত্র ছিল। আর উপরে যা লেগেছে তা মাসাহের দ্বারা দূরীভূত হয়ে গেছে। অতএব উক্ত সময়ে পা ধৌতকরণ مشروع হবে না। যদি মুজাবিহীন ব্যক্তির জন্য এই حكم অবশিষ্ট রয়েছে। উল্লিখিত অবস্থা উসূলবিদগণের বর্ণনা মতে। অথচ হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, যদি কেউ মাসাহ -এর সময়ে মুজা খুলে পা ধৌত করে নেয় তাহলে সে (অতিরিক্ত) ছওয়াবের অধিকারী হবে। কেননা ধৌত করা কষ্টকর এবং ফায়দা হলো যে ইবাদতের মধ্যে যত বেশি কষ্ট হবে সে ইবাদতে তত বেশি ছওয়াব হবে।

مَبْحَثُ الْاَسْبَابِ الْمَشْرُوْعَةِ

শরয়ী বিধানাবলির কারণ সম্পর্কিত আলোচনা

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ ذَكَرَ بَعْدَهَا بَيَانَ اَسْبَابِهَا بِهٰذَا التَّقْرِيْبِ اِقْتِدَاءً لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ وَكَانَ الْاَوْلٰى اَنْ يَذْكُرَهَا بَعْدَ الْقِيَاسِ فِىْ بَحْثِ الْاَسْبَابِ وَالْعِلَلِ كَمَا فَعَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ فَقَالَ فَصْلٌ اَلْاَمْرُ وَالنَّهْىُ بِاَقْسَامِهَا مِنْ كَوْنِ الْاَمْرِ مُوَقَّتًا اَوْ مُطْلَقًا مُوَسَّعًا اَوْمُضَيَّقًا وَكَوْنُ النَّهْيِ عَنِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ اَوِ الْحِسِّيَّةِ اَوْ قَبِيْحًا لِعَيْنِهٖ اَوْ لِغَيْرِهٖ وَنَحْوُ ذٰلِكَ لِطَلَبِ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ الْمُرَادُ بِالْاَحْكَامِ الْمَحْكُوْمِ بِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا لَا نَفْسُ الْاَحْكَامِ وَبِالطَّلَبِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِفِعْلٍ اَوْ لِكَفٍّ وَلَهَا اَسْبَابٌ تُضَافُ اِلَيْهَا اَىْ عِلَلٌ شَرْعِيَّةٌ تُنْسَبُ الْاَحْكَامُ اِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَاِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيْقِىُّ فِى الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ حُدُوْثِ الْعَالَمِ وَالْوَقْتِ وَمِلْكِ الْمَالِ وَاَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالرَّأْسِ الَّذِىْ يَمُوْنُهٗ وَيَلِىْ عَلَيْهِ وَالْبَيْتِ وَالْاَرْضِ النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ تَحْقِيْقًا اَوْ تَقْدِيْرًا وَالصَّلٰوةِ وَتَعَلُّقِ الْبَقَاءِ الْمَقْدُوْرِ بِالتَّعَاطِىْ هٰذِهٖ كُلُّهَا اَسْبَابٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ গ্রন্থকার (র.) احكام مشروعة -এর বর্ণনা মতে অবসর হয়ে ذَكَرَ بَعْدَهَا بَيَانَ اَسْبَابِهَا بِهٰذَا التَّقْرِيْبِ -এর সাথে সঙ্গতি থাকায় উক্ত আহকামের اسباب -এর উল্লেখ করেছেন اِقْتِدَاءً لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ ফখরুল ইসলাম বাযদুবীর অনুকরণে وَكَانَ الْاَوْلٰى اَنْ يَذْكُرَهَا بَعْدَ الْقِيَاسِ তবে তার জন্য এ اسباب কে قياس -এর আলোচনার পর উল্লেখ করা অধিকতর শ্রেয় ছিল فِىْ بَحْثِ الْاَسْبَابِ وَالْعِلَلِ - الاسباب والعلل -এর আলোচনার মধ্যে كَمَا فَعَلَهٗ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ যেমন- توضيح গ্রন্থকার করেছেন فَقَالَ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْاَمْرُ وَالنَّهْىُ بِاَقْسَامِهَا আমর ও নাহী উভয় তাদের শ্রেণীবিভাগসহ مِنْ كَوْنِ مُوَقَّتًا اَوْ مُطْلَقًا যা امر (আদেশাজ্ঞা) موقت হওয়া অথবা مطلق হওয়া مُوَسَّعًا اَوْ مُضَيَّقًا বা প্রশস্ত হওয়া অথবা সংকীর্ণ হওয়া وَكَوْنُ النَّهْيِ عَنِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ اَوِ الْحِسِّيَّةِ এবং نهى শরয়ী বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হওয়া অথবা امور حسية (উপলব্ধিমূলক বিষয়াদি)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া اَوْ قَبِيْحًا لِعَيْنِهٖ اَوْ لِغَيْرِهٖ অথবা قبيح لعينه বা قبيح لغيره হওয়া وَنَحْوُ ذٰلِكَ এবং তদ্রূপ অন্যান্য প্রকারসমূহ لِطَلَبِ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ শরয়ী বিধানাবলি-এর طلب -এর জন্য হয়ে থাকে اَلْمُرَادُ بِالْاَحْكَامِ الْمَحْكُوْمِ بِهَا - مِنَ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا - احكام -এর দ্বারা ঐ সব ইবাদত ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে যাদের ব্যাপারে حكم করা হয়েছে لَا نَفْسُ الْاَحْكَامِ মূল احكام উদ্দেশ্য নয় وَبِالطَّلَبِ اَعَمُّ এবং طلب ব্যাপকার্থক مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِفِعْلٍ এটা কোনো কিছু পালনের জন্যও হতে পারে اَوْ لِكَفٍّ আবার কোনো কিছু হতে বিরত থাকার জন্য হতে পারে وَلَهَا اَسْبَابٌ تُضَافُ اِلَيْهَا এবং এ احكام -এর বহু اسباب রয়েছে যাদের দিকে এই احكام সম্বন্ধযুক্ত হয় اَىْ عِلَلٌ شَرْعِيَّةٌ অর্থাৎ এমন বহু শরয়ী علل রয়েছে تُنْسَبُ الْاَحْكَامُ اِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ যাদের দিকে বাহ্যত এ احكام সম্বন্ধযুক্ত হয় وَاِنْ كَانَ এবং اسباب الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيْقِىُّ যদিও প্রকৃত ক্রিয়াকারী فِى الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই مِنْ حُدُوْثِ الْعَالَمِ যথা জগত حادث (ক্ষণস্থায়ী) হওয়া وَاَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ রমজান মাসের দিবস হওয়া وَالرَّأْسِ الَّذِىْ يَمُوْنُهٗ এমন ব্যক্তি

হওয়া যার ব্যয় ভার বহন করে وَيَلِى عَلَيْهِ এবং প্রতিপালন করে وَالْبَيْتِ বায়তুল্লাহ হওয়া وَالْأَرْضِ النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ প্রকাশ্যভাবে উৎপাদনশীল ভূমি হওয়া تَحْقِيْقًا أَوْ تَقْدِيْرًا অথবা অপ্রকাশ্যভাবে উৎপাদনশীল ভূমি হওয়া وَالصَّلٰوةِ নামাজ হওয়া وَتَعَلُّقِ الْبَقَاءِ الْمَقْدُوْرِ بِالتَّعَاطِىْ এবং ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকা, লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত হওয়া هٰذِهِ كُلُّهَا اَسْبَابٌ উল্লিখিত বস্তুগুলো اسباب হিসেবে গণ্য।

সরল অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) اَحْكَام مَشْرُوْعَه -এর বর্ণনা হতে অবসর হয়ে এর সাথে সঙ্গতি থাকায় ফখরুল ইসলাম বাজদুবীর অনুকরণে উক্ত আহকামের اسباب -এর উল্লেখ করেছেন। তবে তার জন্য এ اسباب -কে قياس -এর আলোচনার পর بَحْثُ الْاَسْبَابِ وَالْعِلَلِ -এর মধ্যে উল্লেখ করা অধিকতর শ্রেয় ছিল। যেমন– توضيح গ্রন্থকার করেছেন। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) বলেছেন– **পরিচ্ছেদ ঃ امر এবং نهى উভয় তাদের শ্রেণীবিভাগ সহ যা امر** (আদেশাজ্ঞা) موقت হওয়া অথবা مطلق হওয়া বা موسع (প্রশস্ত) হওয়া অথবা مضيق (সংকীর্ণ) হওয়া এবং نهى শরয়ী বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হওয়া অথবা امور حسيه (উপলব্ধিমূলক বিষয়াদি)-এর অন্তর্গত হওয়া অথবা قبيح لعينه বা قبيح لغيره হওয়া এবং তদ্রূপ অন্যান্য প্রকার সমূহ **احكام مشروعه (শরয়ী বিধানাবলি)-এর طلب -এর জন্য হয়ে থাকে।** احكام -এর দ্বারা মূল احكام উদ্দেশ্য নয়; বরং ঐ সব ইবাদত এবং ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে যাদের ব্যাপারে حكم করা হয়েছে। এবং طلب ব্যাপকার্থক। এটা কোনো কিছু পালনের জন্যও হতে পারে আবার কোনো কিছু হতে বিরত থাকার জন্য হতে পারে। **এবং এ احكام -এর বহু اسباب রয়েছে। যাদের দিকে এই احكام সম্বন্ধ যুক্ত হয়।** অর্থাৎ এমন বহু শরয়ী اسباب এবং علل রয়েছে যাদের দিকে বাহ্যত এ احكام সম্বন্ধযুক্ত হয়। যদিও সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত ক্রিয়াকারী। **যথা– জগত حادث (ক্ষণস্থায়ী) হওয়া, وقت হওয়া, মালের মালিক হওয়া, রমজান মাসের দিবস হওয়া, এমন ব্যক্তি হওয়া যার ব্যয় ভার বহন করে এবং প্রতিপালন করে, বায়তুল্লাহ হওয়া, প্রকাশ্যভাবে উৎপাদনশীল ভূমি হওয়া অথবা অপ্রকাশ্যভাবে উৎপাদনশীল ভূমি হওয়া, নামাজ হওয়া এবং ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকা, লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত হওয়া। উল্লিখিত বস্তুগুলো اسباب হিসেবে গণ্য।**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهَا الخ -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, اَحْكَام مَشْرُوْعَه-এর জন্য কতগুলো سبب রয়েছে। উক্ত احكام সে سبب সমূহের দিকে منسوب বা সম্পর্কিত হয়ে থাকে এবং এই সম্পর্ককে نسبت বলে।

ثُمَّ شَرَعَ بَعْدَهَا فِيْ بَيَانِ الْمُسَبَّبَاتِ عَلٰى طَرِيْقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ فَقَالَ لِلْاِيْمَانِ هٰذَا مُسَبَّبٌ لِحُدُوْثِ الْعَالَمِ فَاِنَّ الْاِيْمَانَ بِالصَّانِعِ لَايَجِبُ اِلَّا لِحُدُوْثِ الْعَالَمِ اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَادِثًا لَمَا احْتَجْنَا اِلَى الصَّانِعِ كَمَا قَالَ اَعْرَابِيٌّ اَلْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ وَاٰثَارُ الْاَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيْرِ * فَسَمَاءٌ ذَاتِ اَبْرَاجٍ وَ اَرْضٌ ذَاتِ فِجَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ وَالصَّلٰوةُ هٰذَا مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ فَاِنَّ الْوَقْتَ سَبَبُ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ بِاِيْجَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ هٰذَا الْوَقْتِ وَالْاِيْجَابُ غَيْبٌ عَنَّا فَاُقِيْمَ الْوَقْتُ مَقَامَهٗ وَالزَّكٰوةُ هٰذَا نَاظِرٌ اِلٰى مِلْكِ الْمَالِ فَاِنَّ الْمَالَ النَّامِيْ الْحَوْلِيْ الَّذِيْ هُوَ زَائِدٌ عَلٰى قَدْرِ الْحَاجَةِ سَبَبُ وُجُوْبِهَا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ شَرَعَ بَعْدَهَا অতঃপর গ্রন্থকার (র.) আরম্ভ করেছেন فِيْ بَيَانِ الْمُسَبَّبَاتِ عَلٰى طَرِيْقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ ধারাবাহিকতার সাথে مسببات -এর বর্ণনা فَقَالَ সুতরাং তিনি বলেছেন যে لِلْاِيْمَانِ ঈমানের জন্য هٰذَا مُسَبَّبٌ لِحُدُوْثِ الْعَالَمِ ইহজগতের নশ্বর হওয়ার - مسبب فَاِنَّ الْاِيْمَانَ بِالصَّانِعِ لَايَجِبُ اِلَّا لِحُدُوْثِ الْعَالَمِ কেননা শুধু জগত নশ্বর হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব হয়ে থাকে اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَادِثًا কেননা বিশ্ব জগত নশ্বর না হলে لَمَا احْتَجْنَا اِلَى الصَّانِعِ আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী হতাম না كَمَا قَالَ اَعْرَابِيٌّ যেমন এক আরব্য বেদুইনের বক্তব্য اَلْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ অর্থাৎ যখন রাস্তায় পতিত উটের লাদা উটের প্রতি নির্দেশ করে وَاٰثَارُ الْاَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيْرِ এবং পায়ের চিহ্নসমূহ ভ্রমণের ব্যাপারে অবহিত করে فَسَمَاءٌ ذَاتِ اَبْرَاجٍ তখন এ গম্বুজ বিশিষ্ট আকাশ اَرْضٌ ذَاتِ فِجَاجٍ এবং স্তর বিশিষ্ট ভূপৃষ্ঠ كَيْفَ لَاتَدُلُّ عَلَى اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ সূক্ষ্মদর্শী ও সবজান্তা খোদার প্রতি নির্দেশ করবেনা কেন? وَالصَّلٰوةُ এবং নামাজের জন্য هٰذَا مُتَعَلِّقٌ بِالْوَقْتِ এটা وقت -এর সাথে সম্পর্কশীল فَاِنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ কারণ وقت নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব بِاِيْجَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ هٰذَا الْوَقْتِ কেননা আল্লাহ তা'আলা এটাকে এ ওয়াক্তে ওয়াজিব করেছেন وَالْاِيْجَابُ غَيْبٌ عَنَّا আর এ اِيْجَابِ اِلٰهِي (আল্লাহর ওয়াজিবকরণ) আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে فَاُقِيْمَ الْوَقْتُ مَقَامَهٗ কাজেই ওয়াক্তকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে وَالزَّكٰوةُ এবং যাকাতের জন্য هٰذَا نَاظِرٌ اِلٰى مِلْكِ الْمَالِ তা মালের মালিক হওয়ার দিকের বিবেচনায় فَاِنَّ الْمَالَ النَّامِيْ الْحَوْلِيْ কেননা বর্ধিষ্ণু বৎসর কাল অতিবাহিত মাল الَّذِيْ هُوَ زَائِدٌ عَلٰى قَدْرِ الْحَاجَةِ যা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে থাকে سَبَبُ وُجُوْبِهَا তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার سبب হয়।

সরল অনুবাদ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) ধারাবাহিকতার সাথে مسببات -এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন যে, **ঈমানের জন্য** ইহজগত নশ্বর হওয়ার مسبب কেননা শুধু জগৎ নশ্বর হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব হয়ে থাকে। কেননা বিশ্ব জগৎ নশ্বর না হলে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী হতাম না। যেমন– এক আরব্য বেদুইনের বক্তব্যঃ

اَلْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ وَاٰثَارُ الْاَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيْرِ

فَسَمَاءٌ ذَاتِ اَبْرَاجٍ وَ اَرْضٌ ذَاتِ فِجَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ

(অর্থাৎ যখন রাস্তায় পতিত উটের লাদা উটের প্রতি নির্দেশ করে এবং পায়ের চিহ্নসমূহ ভ্রমণের ব্যাপারে অবহিত করে, তখন এ গম্বুজ বিশিষ্ট আকাশ এবং স্তর বিশিষ্ট ভূপৃষ্ঠ সূক্ষ্মদর্শী ও সবজান্তা খোদার প্রতি নির্দেশ করবে না কেন?)

এবং নামাজের জন্য। এটা وقت -এর সাথে সম্পর্কশীল। কারণ وقت নামাজ ওয়াজিব হওয়ার سبب কেননা আল্লাহ তা'আলা এটাকে এ ওয়াক্তে ওয়াজিব করেছেন। আর এই ايجاب الهى (আল্লাহর ওয়াজিবকরণ) আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে। কাজেই ওয়াক্তকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। **এবং যাকাতের জন্য**। তা মালের মালিক হওয়ার দিকের বিবেচনায়। কেননা বর্ধিষ্ণু বৎসরকাল অতিবাহিত মাল যা মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে থাকে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার سبب হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِاِيْجَابِ اللّٰهِ الخ -এর আলোচনা : আল্লাহর ওয়াজিবকরণ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে নামাজ (ইত্যাদি) ওয়াজিব হয়েছে। কেননা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ সর্বদা বান্দার প্রতি নাজেল হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা তাদের জন্য ওয়াজিব। আর এই শুকরিয়া নামাজের মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা সম্ভব। সুতরাং যদি মানুষ দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টা ইবাদতে মশগুল থাকে তাহলেও বিশ্ব জগতের কাজ কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা এটার জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হলো মোটামুটিভাবে রাত্রের প্রথম ভাগ, দিনের প্রথম ভাগ এবং দিনের মধ্যম অংশ। কেননা এই সময়গুলোতে নিত্য-নতুন নিয়ামত নাজেল হয়ে থাকে। আর দিনের মাঝে দু'টি এবং রাত্রের মাঝে একটি নামাজ নির্ধারণ করেছেন। কেননা দিন জাগরণের জন্য এবং রাত্র নিদ্রা যাওয়ার জন্য। আর তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া এবং আল্লাহর বিধানাবলির রহস্য আলোচনার জন্য পৃথক স্থান রয়েছে।

قَوْلُهٗ سَبَبُ وُجُوْبِهَا الخ -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, اموال ناميه বা বর্ধনশীল সম্পদ আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত বিশেষ। এর শুকরিয়া আদায় জরুরি। আর শুকরিয়া হলো নিয়ামত দাতার নির্দেশ অনুযায়ী বণ্টন করা। নতুন বৎসরের আগমনে মাল প্রকারান্তরে নতুন হয়। আর মালের تكرار -এর দরুন وجوب -এর মধ্যেও تكرار হবে।

وَالصَّوْمُ هٰذَا مُتَعَلِّقٌ بِاَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاِنَّ وُجُوْبَ الصَّوْمِ بِسَبَبِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِدَلِيْلِ
اِضَافَتِهٖ اِلَيْهِ وَتَكَرُّرُهٗ بِتَكَرُّرِهٖ لٰكِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَخْرَجَ اللَّيَالِىَ عَنْ مَحَلِّيَةِ الصَّوْمِ فَتَعَيَّنَ لَهُ
النَّهَارُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى الرَّاْسِ الَّذِىْ يَمُوْنُهٗ وَيَلِىْ عَلَيْهِ فَاِنَّهٗ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ هٰذِهِ
الصَّدَقَةِ وَالْاَصْلُ فِىْ ذٰلِكَ هُوَ رَاْسُهٗ فَاِنَّهٗ يَمُوْنُهٗ وَيَلِىْ عَلَيْهِ ثُمَّ اَوْلَادُهُ الصِّغَارُ وَعَبِيْدُهٗ فَاِنَّهٗ
يَمُوْنُهُمْ وَيَلِىْ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَالْاَوْلَادِ الْكِبَارِ فَاِنَّهٗ لَا يَلِىْ عَلَيْهِمْ وَالْحَجُّ هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى
الْبَيْتِ فَاِنَّهٗ سَبَبُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَلِهٰذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ فِى الْعُمْرِ لِاَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ وَالْوَقْتُ شَرْطُهٗ وَظَرْفُهٗ
وَالْعُشْرُ هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى الْاَرْضِ النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ تَحْقِيْقًا فَاِنَّهٗ اِذَا حَدَثَ الْخَارِجُ مِنَ الْاَرْضِ
تَحْقِيْقًا يَجِبُ الْعُشْرُ وَسَقَطَ اِذَا اصْطَلَمَتِ الزَّرْعَ اٰفَةٌ وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ بِتَكَرُّرِ النَّمَاءِ ـــ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالصَّوْمُ এবং রোজার জন্য هٰذَا مُتَعَلِّقٌ بِاَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ এটা রমজান মাসের দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট فَاِنَّ وُجُوْبَ الصَّوْمِ কারণ صوم بِدَلِيْلِ اِضَافَتِهٖ اِلَيْهِ কেননা রোজা ওয়াজিব হয়ে থাকে بِسَبَبِ شَهْرِ رَمَضَانَ রমজান মাসের দরুন কে রমজানের দিকে সম্পর্কিত করা হয় وَتَكَرُّرُهٗ بِتَكَرُّرِهٖ এবং রমজানের تكرار -এর কারণে صوم -এর تكرار হয়ে থাকে لٰكِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى অবশ্য যেহেতু আল্লাহ তা'আলা اَخْرَجَ اللَّيَالِىَ عَنْ مَحَلِّيَةِ الصَّوْمِ রাত্রকে রোজার পাত্র হওয়া হতে বহিষ্কার করেছেন فَيَتَعَيَّنَ لَهُ النَّهَارُ তাই তার জন্য দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ এবং সদকায়ে ফিতিরের জন্য هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى الرَّاْسِ এটা ঐ ব্যক্তির দিক বিবেচনায় الَّذِىْ يَمُوْنُهٗ وَيَلِىْ عَلَيْهِ সে যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছে فَاِنَّهٗ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ কেননা ব্যক্তি (মাথা) সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার সবব وَالْاَصْلُ فِىْ ذٰلِكَ هُوَ رَاْسُهٗ আর এতে সদকাকারীর راس (মাথা)-ই মূল فَاِنَّهٗ يَمُوْنُهٗ وَيَلِىْ عَلَيْهِ কেননা সে তার জিম্মাদার এবং প্রতিপালনকারী ثُمَّ اَوْلَادُهُ الصِّغَارُ وَعَبِيْدُهٗ অতঃপর তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং গোলাম-এর পক্ষ হতে সদকা দিবে فَاِنَّهٗ يَمُوْنُهُمْ وَيَلِىْ عَلَيْهِمْ কেননা সে তাদের জিম্মাদার এবং প্রতিপালনকারী بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَالْاَوْلَادِ الْكِبَارِ এটা স্ত্রী এবং বয়সপ্রাপ্ত সন্তানের বিপরীত فَاِنَّهٗ لَا يَلِىْ عَلَيْهِمْ কেননা সদকাকারী তাদের ওলী বা জিম্মাদার হয় না وَالْحَجُّ এবং হজের জন্য هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى الْبَيْتِ ইহা بيت الله -এর হিসেবে হয়েছে فَاِنَّهٗ سَبَبُ وُجُوْبِ الْحَجِّ কেননা بيت الله হজ ওয়াজিব হওয়ার সবব وَلِهٰذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ فِى الْعُمْرِ এ কারণে জীবনে হজ বারবার ওয়াজিব হয় না لِاَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ কেননা بيت الله এক ও অভিন্ন وَالْوَقْتُ شَرْطُهٗ وَظَرْفُهٗ - وقت -এর سبب নয় বরং شرط ও ظرف - وَالْعُشْرُ এবং عشر -এর জন্য هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى الْاَرْضِ এটা ঐ জমিনের হিসেবে النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ تَحْقِيْقًا যাতে উৎপাদিত দ্রব্যের বর্ধনশীল শক্তি বাস্তবে হয়ে থাকে فَاِنَّهٗ اِذَا حَدَثَ الْخَارِجُ مِنَ الْاَرْضِ تَحْقِيْقًا কেননা জমিনের মধ্যে যখন প্রকৃতপক্ষেই বর্ধনশীলতার শক্তি থাকবে يَجِبُ الْعُشْرُ তখন عشر ওয়াজিব হবে وَسَقَطَ আর তখন عشر বাতিল হয়ে যায় اِذَا اصْطَلَمَتِ الزَّرْعَ اٰفَةٌ যখন কোনো (প্রাকৃতিক) দুর্যোগের কারণে ফসল বিনষ্ট হয়ে যায় وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوْبُ মোটকথা ওশরের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে بِتَكَرُّرِ النَّمَاءِ বর্ধনের পুনরাবৃত্তির কারণে।

সরল অনুবাদ : এবং রোজার জন্য। এটা রমজান মাসের দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা রমজান মাসের দরুন রোজা ওয়াজিব হয়ে থাকে। কারণ صوم -কে রমজানের দিকে সম্পর্কিত করা হয় এবং রমজানের تكرار -এর কারণে صوم -এর تكرار হয়ে থাকে। অবশ্য যেহেতু আল্লাহ তা'আলা রাত্রকে রোজার পাত্র হওয়া হতে বহিষ্কার করেছেন, তাই তার জন্য দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। **এবং সদকায়ে ফিতিরের জন্য**। এটা ঐ ব্যক্তির দিক বিবেচনায় সে যার ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছে। কেননা ব্যক্তি (মাথা) সদ্‌কায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার سبب আর এতে সদকাকারীর راس (মাথা)-ই মূল। কেননা সে তার জিম্মাদার এবং প্রতিপালনকারী। এটা স্ত্রী এবং বয়সপ্রাপ্ত সন্তানের বিপরীত। কেননা সদ্‌কাকারী তাদের ওলী বা জিম্মাদার হয় না। **এবং হজের জন্য**। ইহা بيت الله -এর হিসেবে হয়েছে। কেননা بيت الله হজ ওয়াজিব হওয়ার সবব (سبب) এ কারণে জীবনে হজ বারবার ওয়াজিব হয় না। কেননা بيت الله এক ও অভিন্ন, وقت -এর سبب নয়; বরং شرط ও ظرف আর وقت -এর বারবার আসার কারণে হজ বারংবার ফরজ হয় না। **এবং عشر-এর জন্য**। এটা ঐ জমিনের হিসেবে যাতে উৎপাদিত দ্রব্যের বর্ধনশীল শক্তি বাস্তবে হয়ে থাকে। কেননা জমিনের মধ্যে যখন প্রকৃতপক্ষেই বর্ধনশীলতার শক্তি থাকবে, তখন عشر ওয়াজিব হবে। আর যখন কোনো (প্রাকৃতিক) দুর্যোগের কারণে ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন عشر ও বাতিল হয়ে যায়। মোটকথা বর্ধনের পুনরাবৃত্তির কারণে ওশরের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে।

وَالْخَرَاجُ هٰذَا نَاظِرٌ اِلٰى قَوْلِهٖ اَوْتَقْدِيْرًا فَاِنَّ الْاَرْضَ النَّامِيَةَ بِالْخَارِجِ تَقْدِيْرًا بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الزِّرَاعَةِ سَبَبٌ لِلْخَرَاجِ سَوَاءٌ زَرَعَهَا اَوْ عَطَّلَهَا وَهُوَ الْاَلْيَقُ بِحَالِ الْكَافِرِ الْمُتَوَغِّلِ فِى الدُّنْيَا وَالطَّهَارَةُ هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ شَرْعِيَّةَ الصَّلٰوةِ سَبَبُ وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ وَالصُّغْرٰى وَالْكُبْرٰى كَمَا اَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لَهَا وَالْمُعَامَلَاتُ هٰذَا نَاظِرٌ اِلٰى تَعَلُّقِ الْبَقَاءِ الْمَقْدُوْرِ فَاِنَّهٗ لَمَّا حَكَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِبَقَاءِ الْعَالَمِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْخَرَاجُ এবং خراج (ট্যাক্স)-এর জন্য هٰذَا نَاظِرٌ اِلٰى قَوْلِى اَوْ تَقْدِيْرًا এটা ঐ ভূমির হিসেবে যাতে উৎপন্ন শস্যের প্রবৃদ্ধি অপ্রকাশ্যভাবে হয়ে থাকে فَاِنَّ الْاَرْضَ النَّامِيَةَ بِالْخَارِجِ تَقْدِيْرًا بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الزِّرَاعَةِ কেননা জমিনে সম্ভাব্য উৎপাদন শস্য এর প্রবৃদ্ধির দ্বারা ফসল উৎপাদনের উপর ক্ষমতা হয়ে থাকে سَبَبٌ لِلْخَرَاجِ যা খারাজ (خراج) ওয়াজিব হওয়ার - سبب سَوَاءٌ زَرَعَهَا اَوْ عَطَّلَهَا চাই ঐ জমিনে চাষাবাদ করুক বা না করুক وَهُوَ اَلْيَقُ بِحَالِ الْكَافِرِ আর তা কাফিরের অবস্থার জন্য সর্বাধিক উপযোগী الْمُتَوَغِّلِ فِى الدُّنْيَا যারা সর্বদা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে وَالطَّهَارَةُ এবং سَبَبُ -এর জন্য هٰذَا نَاظِرٌ اِلَى الصَّلٰوةِ এটা নামাজের হিসেবে فَاِنَّ شَرْعِيَّةَ الصَّلٰوةِ কেননা নামাজ মাশরূ হওয়া طهارت - وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ طهارت ওয়াজিব হওয়ার সবব الْحَقِيْقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ চাই হাকীকী ত্বাহারাত হোক বা حكمى হোক وَالصُّغْرٰى وَالْكُبْرٰى - صغرى (ছোট) হোক বা كبرى (বড়) হোক كَمَا اَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لَهَا যেমন ওয়াক্ত নামাজের সবব وَالْمُعَامَلَاتُ এবং লেনদেনের জন্য هٰذَا نَاظِرٌ اِلٰى تَعَلُّقِ الْبَقَاءِ الْمَقْدُوْرِ এটা ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার দিকের হিসেবে لَمَّا حَكَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى কেননা আল্লাহ ফয়সালা করেছেন بِبَقَاءِ الْعَالَمِ বিশ্বজগতকে অবশিষ্ট থাকার اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত সময়ের জন্য।

সরল অনুবাদ : এবং خراج (ট্যাক্স)-এর জন্য। এটা ঐ ভূমির হিসেবে যাতে উৎপন্ন শস্যের প্রবৃদ্ধি অপ্রকাশ্যভাবে হয়ে থাকে। কেননা জমিনে সম্ভাব্য উৎপন্ন শস্য -এর প্রবৃদ্ধির দ্বারা ফসল উৎপাদনের উপর ক্ষমতা হয়ে থাকে। যা খারাজ (خراج) ওয়াজিব হওয়ার سبب চাই ঐ জমিনে চাষাবাদ করুক বা না করুক। خراج কাফিরের অবস্থার জন্য সর্বাধিক উপযোগী। যারা সর্বদা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং طهارت -এর জন্য। এটা নামাজের হিসেবে। কেননা নামাজ মাশরূ হওয়া طهارت ওয়াজিব হওয়ার سبب চাই হাকীকী ত্বাহারাত হোক বা حكمى হোক, صغرى (ছোট) হোক বা كبرى (বড়) হোক। যেমন– ওয়াক্ত নামাজের سبب - **এবং লেন-দেনের জন্য।** এটা ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার দিকের হিসেবে। কেননা যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত সময়ের জন্য বিশ্বজগতকে অবশিষ্ট রাখার ফয়সালা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِالتَّمَكُّنِ الخ -এর আলোচনানা : এটা তাঁর বক্তব্য تقديرا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর تمكن -এর দ্বারা জমিন উৎপাদনযোগ্য হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। মালিক ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা রাখার কথা বলা হয়নি। কেননা মালিকের শস্য উৎপাদনের ক্ষমতা না থাকলে ইমাম ফসল উৎপাদন ও اجاره -এর ব্যাপারে তার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং শস্য হতে ট্যাক্স আদায় করবে। আর বাকিটা মালিককে দিয়ে দেবে। আর যদি বর্গা বা ভাড়া দেওয়া না যায় তা হলে (সরকার) জমিনটি বিক্রয় করে দেবে।

قَوْلُهٗ فَاِنَّ شَرْعِيَّةَ الخ -এর আলোচনা : যখন বলা হয়েছে যে, নামাজ ওয়াজিব হওয়া طهارت ওয়াজিব হওয়ার سبب আর এর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়েছে যে, নফল নামাজের জন্যও طهارت ওয়াজিব, অথচ এটা ওয়াজিব নয়। তখন ব্যাখ্যাকার (র.) বক্তব্যটিকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, فان شرعية الصلوة الخ আর এটা وجوب ও نفل উভয়কে শামিল করে। কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজের ইচ্ছা করা طهارت ওয়াজিব হওয়ার سبب আবার কারো কারো মতে মূল حدث বা خبث-ই طهارت ওয়াজিব হওয়ার سبب কেননা অজু ভঙ্গ হয়ে যাওয়া বা নাজাসাত সংযুক্ত হওয়াই ওজু ওয়াজিব হওয়ার কারণ। خلاصه গ্রন্থকার (র.) এই قول-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এর সমালোচনায় বলা যায় যে, কখনো কখনো তো حدث পাওয়া যায়। কিন্তু এতে طهارت ওয়াজিব হয় না। হ্যাঁ এর জাওয়াবে বলা যেতে পারে যে, এর দ্বারা وجوب موسع -এর হিসেবে طهارت ওয়াজিব হয়ে থাকে। অর্থাৎ নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করা পর্যন্ত وجوب বিলম্বিত হয়ে থাকে। আর এ বিলম্বের দরুন গুনাহ হবে না।

وَمَعْلُوْمٌ اَنَّهُ لَا يَبْقٰى مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ مُعَامَلَةٌ يَتَهَيَّأُ بِهَا مَعَاشُهُمْ مِنَ الْبَيْعِ وَالْاِجَارَةِ وَنِكَاحٍ يَكُوْنُ مُبْقِيًا لِهٰذَا الْجِنْسِ بِالتَّوَالُدِ عُلِمَ اَنَّ تَعَلُّقَ الْبَقَاءِ الْمَقْدُوْرِ بِالتَّعَاطِىْ هُوَ سَبَبُ الْمُعَامَلَاتِ وَشَرْعِيَّتِهَا وَهٰذَا مُخْتَصٌّ بِالْاِنْسَانِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانَاتِ فَاِنَّهُمْ يَبْقُوْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِدُوْنِ مُعَامَلَةٍ وَنِكَاحٍ لِاَنَّ خِلْقَتَهُمْ كَذٰلِكَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِاَفْعَالِهِمْ اَمْرٌ اَوْ نَهْيٌ وَقَدْ تَمَّ اللَّفُّ وَالنَّشْرُ الْمُرَتَّبُ بَيْنَ اَسْبَابِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَمُسَبَّبَاتِهَا وَبَقِيَتِ الْعُقُوْبَاتُ وَشِبْهُهَا فَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ وَاَسْبَابُ الْعُقُوْبَاتِ وَالْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ مَا نُسِبَتْ اِلَيْهِ مِنْ قَتْلٍ وَ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَاَمْرٍ دَائِرٍ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَعْلُوْمٌ আর এটা জানা কথা যে اَنَّهُ لَا يَبْقٰى জগত ততক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকতে পারে না مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ مُعَامَلَةٌ যতক্ষণ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে এরূপ উপকরণাদি সহজসাধ্য না হবে مِنَ الْبَيْعِ যেমন বেচাকেনা وَالْاِجَارَةِ ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি وَنِكَاحٍ এবং এরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক হবে না يَكُوْنُ مُبْقِيًا لِهٰذَا الْجِنْسِ بِالتَّوَالُدِ যা বংশ বিস্তারের দ্বারা মানবজাতীর স্থায়িত্বকে বজায় রাখে عُلِمَ সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে اَنَّ تَعَلُّقَ الْبَقَاءِ الْمَقْدُوْرِ بِالتعاطى ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকা লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত হওয়া هُوَ سَبَبُ الْمُعَامَلَاتِ وَشَرْعِيَّتِهَا লেনদেন এবং এর مشروعيت এর কারণ هٰذَا مُخْتَصٌّ بِالْاِنْسَانِ আর এটা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট بِخِلَافِ الْحَيَوَانَاتِ প্রাণীজগত এটার বিপরীত فَاِنَّهُمْ يَبْقُوْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ কেননা তারা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে بِدُوْنِ مُعَامَلَةٍ وَنِكَاحٍ -এর কোনো প্রকার লেনদেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীতই لِاَنَّ خِلْقَتَهُمْ كَذٰلِكَ কারণ তাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে وَلَا يَتَعَلَّقُ بِاَفْعَالِهِمْ اَمْرٌ اَوْ نَهْيٌ মোটকথা ঐ জীব জগতের কার্যাবলির সাথে امر অথবা نهى -এর কোনো সম্পর্ক নেই وَقَدْ تَمَّ اللَّفُّ وَالنَّشْرُ الْمُرَتَّبُ যা হোক ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ হয়ে গেছে بَيْنَ اَسْبَابِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَمُسَبَّبَاتِهَا ইবাদত এবং লেনদেনের اسباب এবং مسببات -এর বর্ণনা وَبَقِيَتِ الْعُقُوْبَاتُ وَشِبْهُهَا এখন শাস্তি সম্পর্কিত বিধান এবং ইত্যাকার কতিপয় বিষয় অবশিষ্ট রয়ে গেছে فَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ সুতরাং গ্রন্থকার (র.) নিম্নোক্ত ভাষায় এগুলোর আলোচনা করেছেন وَاَسْبَابُ الْعُقُوْبَاتِ وَالْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ আর عقوبات (শাস্তিসমূহ) حدود (দণ্ডবিধান) এবং كفارات -এর اسباب - مَا نُسِبَتْ اِلَيْهِ সে বস্তুসমূহ যাদের দিকে এরা منسوب হয় مِنْ قَتْلٍ وَزِنًا যেমন হত্যা, ব্যভিচার وَسَرِقَةٍ এবং চুরি وَاَمْرٍ دَائِرٍ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ এবং এমন কোনো বিষয় যা হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত হয়।

সরল অনুবাদ : আর এটা জানা কথা যে, জগত ততক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে এরূপ পারস্পরিক লেনদেন হবেনা যাতে জীবন ধারণের উপকরণাদি যেমন– বেচাকেনা, ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি সহজসাধ্য না হবে এবং এরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক হবে না যা বংশ বিস্তারের দ্বারা মানবজাতির স্থায়িত্বকে বজায় রাখে। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকা লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত হওয়া, লেনদেন এবং এর مشروعيت -এর কারণ। আর এটা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট। প্রাণী জগৎ এটার বিপরীত। কেননা তারা কিয়ামত পর্যন্ত এর জন্য কোনো প্রকার লেনদেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীতই অবশিষ্ট থাকবে। কারণ তাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মোটকথা, ঐ জীব জগতের কার্যাবলির সাথে امر অথবা نهى -এর কোনো সম্পর্ক নেই। যা হোক ইবাদত এবং লেনদেনের اسباب এবং مسببات -এর বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন শাস্তি সম্পর্কিত বিধান এবং ইত্যাকার কতিপয় বিষয় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) নিম্নোক্ত ভাষায় এগুলোর আলোচনা করেছেন। আর عقوبات (শাস্তি সমূহ), حدود (দণ্ডবিধান) এবং كفارات -এর اسباب সে বস্তু সমূহ যাদের দিকে এরা منسوب হয়। যেমন– হত্যা, ব্যভিচার, চুরি এবং এমন কোনো বিষয় যা হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْكَفَّارَاتُ الخ -এর আলোচনা : এ ইবারতের মাধ্যমে কতিপয় কাফ্ফারার দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে। كفارة -এর উদাহরণ যথা ভুলক্রমে হত্যার কাফ্ফারাহ, শপথের কাফ্ফারা, যেহারের কাফফারা এবং রমজানের ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গের কাফ্ফারা ইত্যাদি।

فَالْعُقُوْبَاتُ اَعَمُّ مِنَ الْحُدُوْدِ لِاَنَّهُ يَشْمَلُ الْقِصَاصَ اَيْضًا وَ الْكَفَّارَةُ نَوْعٌ اٰخَرُ فَسَبَبُ الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ وَسَبَبُ حَدِّ الزِّنَا هُوَ الزِّنَا وَسَبَبُ قَطْعِ الْيَدِ هُوَ السَّرِقَةُ يُقَالُ حَدُّ السَّرِقَةِ وَسَبَبُ الْكَفَّارَةِ هُوَ اَمْرٌ دَائِرٌ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ وَ ذٰلِكَ لِاَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ دَائِرَةً بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوْبَةِ فَسَبَبُهَا لَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ اَمْرًا دَائِرًا بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ لِتَكُوْنَ الْعِبَادَةُ مُضَافَةً اِلٰى صِفَةِ الْاِبَاحَةِ وَالْعُقُوْبَةُ مُضَافَةً اِلٰى صِفَةِ الْاِبَاحَةِ وَالْعُقُوْبَةُ مُضَافَةً اِلٰى صِفَةِ الْحَظْرِ كَالْقَتْلِ خَطَأً فَاِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الصُّوْرَةِ رَمْىٌ اِلٰى صَيْدٍ وَهُوَ مُبَاحٌ وَمِنْ حَيْثُ تَرْكِ التَّثَبُّتِ مَحْظُوْرٌ لِاَنَّهُ قَدْ اَصَابَ اٰدَمِيًّا وَاَتْلَفَهُ فَتَجِبُ فِيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالْاِفْطَارُ عَمَدًا فِيْ رَمَضَانَ فَاِنَّهُ مُبَاحٌ مِنْ حَيْثُ اِتِّصَالُ مَا هُوَ مَمْلُوْكٌ لِمَالِكِهِ وَمَحْظُوْرٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى الصَّوْمِ الْمَشْرُوْعِ فَيَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْعُقُوْبَاتُ اَعَمُّ مِنَ الْحُدُوْدِ সুতরাং حدود-এর তুলনায় عقوبات ব্যাপক لِاَنَّهُ يَشْمَلُ الْقِصَاصَ اَيْضًا কারণ এটা قصاص কেও শামিল কর وَالْكَفَّارَةُ نَوْعٌ اٰخَرُ আর কাফফারা অন্য এক প্রকার فَسَبَبُ الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ মোটকথা, قصاص-এর سبب হলো ইচ্ছাকৃত হত্যা وَسَبَبُ حَدِّ الزِّنَا هُوَ الزِّنَا জেনার শাস্তির কারণ জেনা করা وَسَبَبُ قَطْعِ الْيَدِ هُوَ السَّرِقَةُ হাত কাটার سبب হলো চুরি করা يُقَالُ যেমন বলা হয় حَدُّ السَّرِقَةِ চোরের শাস্তি وَسَبَبُ الْكَفَّارَةِ আর কাফফারার সবব هُوَ اَمْرٌ دَائِرٌ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ এমন বিষয় যা হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত হয় وَذٰلِكَ لِاَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ دَائِرَةً بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوْبَةِ যেহেতু كفارة ইবাদত এবং শাস্তির মধ্যে আবর্তিত হয় فَسَبَبُهَا لَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ اَمْرًا دَائِرًا بَيْنَ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ সেহেতু এটার سبب হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত হওয়া জরুরি لِتَكُوْنَ الْعِبَادَةُ مُضَافَةً اِلٰى صِفَةِ الْاِبَاحَةِ যাতে ইবাদত হালালের سبب-এর দিকে منسوب হতে পারে وَالْعُقُوْبَةُ مُضَافَةً اِلٰى صِفَةِ الْحَظْرِ আর عقوبت (শাস্তি) হারামের سبب-এর দিকে منسوب হতে পারে كَالْقَتْلِ خَطَأً যথা ভুলবশতঃ হত্যা করা فَاِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الصُّوْرَةِ কেননা বাহ্যত এটা বলে رَمْىٌ اِلٰى صَيْدٍ শিকারের প্রতি তীর বর্ষণ করাকে وَهُوَ مُبَاحٌ যা জায়েজ وَمِنْ حَيْثُ تَرْكِ التَّثَبُّتِ مَحْظُوْرٌ এবং দৃঢ়তা (ও সতর্কতা) বর্জনের দিক বিবেচনায় এটা হারাম لِاَنَّهُ قَدْ اَصَابَ اٰدَمِيًّا কেননা তার অসতর্কতার কারণে তীর মানুষকে বিদ্ধ করেছে وَاَتْلَفَهُ এবং তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে فَتَجِبُ فِيْهِ الْكَفَّارَةُ অতএব এমতাবস্থায় কাফফারা ওয়াজিব হয়েছে وَالْاِفْطَارُ عَمَدًا فِيْ رَمَضَانَ এবং রমজান মাসে জ্ঞাতসারে (ইচ্ছাকৃতভাবে) রোজা ভেঙ্গে ফেলা فَاِنَّهُ مُبَاحٌ مِنْ حَيْثُ কেননা এ হিসেবে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ যে اِتِّصَالُ مَا هُوَ مَمْلُوْكٌ لِمَالِكِهِ মালিকের সাথে তার মালিকানাধীন কোনো বস্তু সংযুক্ত হয়েছে وَمَحْظُوْرٌ আর এটা হারাম হবে مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى الصَّوْمِ الْمَشْرُوْعِ রোজা রেখে তা ভেঙ্গে ফেলা অপরাধ হওয়ার দিক বিবেচনায় فَيَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ কাজেই افطار (রোজা না রাখা) কাফফারার سبب হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

সরল অনুবাদ : সুতরাং حدود-এর তুলনায় عقوبات ব্যাপক, কারণ এটা قصاص-কেও শামিল করে। আর কাফফারা অন্য এক প্রকার। মোটকথা, قصاص-এর سبب হলো ইচ্ছাকৃত হত্যা। জেনার শাস্তির কারণ জেনা করা। হাত কাটার سبب হলো চুরি করা, যেমন– বলা হয় حد السرقة চোরের শাস্তি। আর কাফফারার سبب এমন বিষয় যা হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত হয়। যেহেতু كفارة হালাল এবং হারামের মধ্যে আবর্তিত হয় সেহেতু এটার سبب হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত হওয়া জরুরি, যাতে ইবাদত হালালের سبب-এর দিকে منسوب হতে পারে। আর عقوبت (শাস্তি) নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি منسوب হতে পারে। **যথা– ভুল বশত হত্যা করা।** কেননা বাহ্যত এটা শিকারের প্রতি তীর বর্ষণ করাকে বলে, যা জায়েজ এবং দৃঢ়তা ও (সতর্কতা) বর্জনের দিক বিবেচনায় এটা হারাম। কেননা তার অসতর্কতার কারণে তীর মানুষকে বিদ্ধ করেছে এবং তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে। অতএব এমতাবস্থায় কাফফারা ওয়াজিব হবে। **এবং রমজান মাসে জ্ঞাতসারে (ইচ্ছাকৃতভাবে) রোজা ভেঙ্গে ফেলা।** কেননা এ হিসেবে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ যে, মালিকের সাথে তার মালিকানাধীন কোনো বস্তু সংযুক্ত হয়েছে। আর রোজা রেখে তা ভেঙ্গে ফেলা অপরাধ হওয়ার দিক বিবেচনায় এটা হারাম হবে। কাজেই افطار (রোজা না রাখা) কাফফারার سبب হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ دَائِرَةً الخ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার সবব হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে। কেননা এটা ইবাদত দ্বারা আদায় হয়। যথা– রোজা, গোলাম আজাদকরণ এবং সদ্‌কা প্রদান ইত্যাদি এগুলো হারাম কার্য করবার কারণে ওয়াজিব হয়েছে। কাজেই এটা শাস্তি হিসেবে গণ্য। কেননা নিষিদ্ধ কার্য করার দরুন শাস্তি ওয়াজিব হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لَا بُدَّ اَنْ يَكُوْنَ الخ -এর আলোচনা : কাফ্‌ফারা যেহেতু ইবাদত ও শাস্তির মধ্যে আবর্তিত সেহেতু এটার سبب, اباحت ও حرمت-এর মধ্যে আবর্তিত হওয়া জরুরি হবে। কেননা শুধু জায়েজ বস্তু ইবাদতের জন্য سبب হতে পারে না এবং নিছক নিষিদ্ধ বস্তু ইবাদতের জন্য مسبب হতে পারে না। সুতরাং এটার سبب এমন হওয়া জরুরি যা হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত। তবে তার সমালোচনায় বলা যায় যে, এই ভূমিকার পক্ষে কোনো দলিল নেই। কেননা তওবা ফরজ এবং ইবাদত অথচ এটার سبب নিষিদ্ধ। আর তা হল গুনাহ প্রকাশিত হওয়া। তদ্রূপ কাফ্‌ফারাও গুনাহের জন্য আবরণ বিশেষ। সুতরাং এটার سبب গুনাহ হতে বাধা কোথায়?

قَوْلُهُ وَالْاِفْطَارُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ রমজান মাসের দিনে পানাহার করা এই দিক দিয়ে জায়েজ যে, এতে মালিকের মালিকানাধীন কোনো বস্তু তার সাথে যুক্ত হয়েছে। অথচ صوم مشروع-এর মধ্যে উক্ত পানাহার হওয়া অপরাধ হওয়ার কারণে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। আর এটা রমজানের দিবা ভাগে পানাহার হালাল ও হারামের মধ্যে আবর্তিত হওয়ার কারণের বিশ্লেষণ।

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ بَيَانُ كُلِّيَّةٍ لِمَعْرِفَةِ السَّبَبِ بَعْدَ بَيَانِ تَفْصِيْلِهِ لِيُعْلَمَ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ قَبْلَهُ أَىْ إِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الشَّيْءِ سَبَبًا لِلْحُكْمِ بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَتَعَلُّقِهِ بِهِ فَالْمَنْسُوْبُ إِلَيْهِ وَالْمُتَعَلَّقُ بِهِ يَكُوْنُ سَبَبًا لِلْمَنْسُوْبِ وَالْمُتَعَلِّقِ اَلْبَتَّةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِىْ إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ وَتَعَلُّقِهِ بِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُسَبَّبًا لَهُ وَحَادِثًا بِهِ كَمَا يُقَالُ كَسْبُ فُلَانٍ وَحِيْنَئِذٍ يَرِدُ عَلَيْنَا أَنَّكُمْ رُبَمَا أَضَفْتُمْ إِلَى الشَّرْطِ فَكَيْفَ يَطَّرِدُ هٰذَا فَقَالَ وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ مَجَازًا كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْفِطْرَ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيْدِ شَرْطٌ لِلصَّدَقَةِ وَالسَّبَبُ هُوَ الرَّأْسُ الَّذِىْ يَمُوْنُهُ وَيَلِىْ عَلَيْهِ وَالصَّدَقَةُ تُضَافُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعًا وَكَذَا الْإِسْلَامُ شَرْطُ الْحَجِّ وَالسَّبَبُ هُوَ بَيْتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْحَجُّ يُضَافُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعًا ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ আর سبب শুধু এর দ্বারা জানা যায় যে بَيَانُ كُلِّيَّةٍ لِمَعْرِفَةِ السَّبَبِ এটা জানার জন্য একটি সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে بَعْدَ بَيَانِ تَفْصِيْلِهِ - سبب -এর বিস্তারিত আলোচনার পর لِيُعْلَمَ مِنْهُ যাতে তা জানা যায় مَا لَمْ يُعْلَمْ قَبْلَهُ ইতঃপূর্বে যা অজানা ছিল أَىْ إِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الشَّيْءِ سَبَبًا لِلْحُكْمِ অর্থাৎ কোনো বস্তু অন্য বস্তুর سبب হওয়া শুধু এটার দ্বারা জানা যেতে পারে যে بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ হুকুম-এর প্রতি منسوب হবে وَتَعَلُّقِهِ بِهِ এবং এটার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে فَالْمَنْسُوْبُ إِلَيْهِ وَالْمُتَعَلَّقُ بِهِ সুতরাং যা منسوب اليه যা متعلق به অর্থাৎ যার দিকে সম্পর্কিত হবে يَكُوْنُ سَبَبًا لِلْمَنْسُوْبِ তা منسوب এবং متعلق (যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তা) এর জন্য سبب হবে وَالْمُتَعَلِّقِ اَلْبَتَّةَ - لِأَنَّ الْأَصْلَ কেননা একটি সাধারণ নিয়ম এই যে فِىْ إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ একটি বস্তু অপরটির সাথে সম্পর্কিত করা وَتَعَلُّقِهِ بِهِ -এর সাথে متعلق হওয়ার অর্থ হলো أَنْ يَكُوْنَ مُسَبَّبًا لَهُ এটা তার জন্য مسبب হয়ে থাকে وَحَادِثًا بِهِ এবং তা হতে حادث (সংঘটিত) হয় كَمَا يُقَالُ সুতরাং বলা হয়ে থাকে যে كَسْبُ فُلَانٍ অমুকের রুজি وَحِيْنَئِذٍ يَرِدُ عَلَيْنَا এমতাবস্থায় আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতে পারে যে أَنَّكُمْ رُبَمَا তোমরা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে شرط -এর দিকেও اضافت করেছ أَضَفْتُمْ إِلَى الشَّرْطِ فَكَيْفَ يَطَّرِدُ هٰذَا সুতরাং উল্লিখিত নিয়ম কিভাবে عام হতে পারে? فَقَالَ গ্রন্থকার (র.) এটার উত্তরে বলেছেন যে وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ مَجَازًا অবশ্য شرط -এর দিকে যা مضاف হয়ে থাকে তা مجاز হিসেবে হয়ে থাকে كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ যেমন সদকায়ে ফিতির وَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ এবং হজ্জে ইসলাম فَإِنَّ الْفِطْرَ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيْدِ কেননা فطر ঈদের দিনকে বলে شَرْطٌ لِلصَّدَقَةِ যা সদকার জন্য শর্ত وَالسَّبَبُ هُوَ الرَّأْسُ আর سبب হলো ঐ পুঁজি الَّذِىْ يَمُوْنُهُ وَيَلِىْ عَلَيْهِ যার সদকাকারী জিম্মাদার এবং ওলী হয়ে থাকে وَالصَّدَقَةُ تُضَافُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعًا এবং সদকা এতদুভয়ের দিকে منسوب (সম্বন্ধযুক্ত) হয়ে থাকে وَكَذَا الْإِسْلَامُ شَرْطُ الْحَجِّ তদ্রূপ মুসলমান হওয়া হজের জন্য শর্ত وَالسَّبَبُ هُوَ بَيْتُ اللّٰهِ تَعَالٰى এবং হজের سبب বায়তুল্লাহ وَالْحَجُّ يُضَافُ إِلَيْهِمَا جَمِيْعًا আর হজ এতদুভয়ের দিকে منسوب হয়ে থাকে।

সরল অনুবাদ : আর سبب শুধু এর দ্বারা জানা যায় যে, سبب -এর বিস্তারিত আলোচনার পর এটা জানার জন্য একটি সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ইতঃপূর্বে যা অজানা ছিল তা জানা যায়। অর্থাৎ কোনো বস্তু অন্য বস্তুর سبب হওয়া শুধু এটার দ্বারা জানা যেতে পারে যে, حكم-এর প্রতি منسوب হবে এবং এটার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং যা مَنْسُوْبٌ إِلَيْهِ ও مُتَعَلَّقٌ بِهِ (অর্থাৎ যার দিকে সম্পর্কিত) হবে তা منسوب এবং متعلق (যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তা)-এর জন্য سبب হবে। **কেননা একটি বস্তু অপরটির দিকে منسوب হওয়ার এবং একটি বস্তু অপরটি সাথে متعلق হওয়ার একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, যাকে সম্বন্ধ করা হয় তা তার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে তার জন্য مسبب হয়ে থাকে।** এবং তা হতে حادث (সংঘটিত) হয়। সুতরাং বলা হয়ে থাকে যে, "كَسْبُ فُلَانٍ" (অমুকের রুজি)। এমতাবস্থায় আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতে পারে যে, তোমরা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে شرط -এর দিকেও اضافت করেছ। সুতরাং উল্লিখিত নিয়ম কিভাবে عام হতে পারে? গ্রন্থকার (র.) এটার উত্তরে বলেছেন যে, **অবশ্য شرط -এর দিকে যা مضاف হয়ে থাকে তা مجاز হিসেবে হয়ে থাকে।** যেমন– সদ্কায়ে ফিতির এবং হজ্জে ইসলাম। কেননা فطر ঈদের দিনকে বলে যা সদ্কার জন্য শর্ত, আর سبب হলো ঐ পুঁজি যার সাদ্কাকারী জিম্মাদার এবং ওলী হয়ে থাকে এবং সাদ্কা এতদুভয়ের দিকে منسوب (সম্বন্ধযুক্ত) হয়ে থাকে। তদ্রূপ মুসলমান হওয়া হজের জন্য শর্ত এবং হজের سبب বায়তুল্লাহ, আর হজ এতদুভয়ের দিকে منسوب হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالصَّدَقَةُ تُضَافُ الخ -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, সাদ্কায়ে ফিতিরকে صَدَقَةُ الرَّأْسِ বলা হয়ে থাকে। ব্যাখ্যাকার (র.) 'মুনহিয়া' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, فطر -এর إضَافَتْ তো সুস্পষ্ট। আর رأس -এর প্রতি এটার اضافت হওয়ার উদাহরণ কোনো কবির নিম্নোক্ত শ্লোকে রয়েছে— زَكَاةُ رُؤُسِ النَّاسِ بِكُرَةِ فِطْرِهِمْ * بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَاعٌ مِنَ التَّمْرِ

অর্থাৎ মানুষের মাথার যাকাত (অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির যাকাত) তাদের ঈদুল ফিতিরের সকাল বেলায় আল্লাহর রাসূলের বাণী দ্বারা এক সা' খেজুর প্রদান করা ওয়াজিব হয়েছে।